ভেষজ-লক্ষন-সংগ্রহ

শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

1917

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

আট বৎসর কাল মধ্যে এই প্রকাণ্ড পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে মনে এরূপ আশা ছিল না। এবার গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত ও পুনর্লিখিত হইল। গতবারে গ্রন্থ ডিমাই আট পেজী আকারে ছাপা হইয়াছিল, এবার রয়েল আট পেজী আকারে মুদ্রিত হওয়ায় অর্থাৎ গতবার অপেক্ষা প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ১২ পংক্তি করিয়া বাড়িল। সেরাসেনিয়া, লেকটিস, সেকাম অফিসিনেলিশ প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ সংযোজিত এবং প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণাবলী সম্বন্ধ প্রভৃতি বিশেষরূপে সংস্কৃত হইল। তাহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক ঔষধেরই "নামান্ত 'প্রস্তুতি (Preparation)" 'লক্ষণানুসারে প্রয়োগ ((Clinical use)" "ক্রিয়ার স্থিতি (Duration of Action)" প্রভৃতি এই সংস্করণে নূতন প্রদত্ত হইল, এই জন্য গ্রন্থের পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল, অথচ বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমর নিবন্ধন কাগজের মূল্য ভুক্ত বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমান সংস্করণের মূল্য পূর্ব্ববৎ ৭।।০ সাড়ে সাত টাকাই রহিল। পদ্ধ উপকারে আসিলে আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।

৮৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ

এবিয়েজ্ ক্যানাডেন্সিস্ (ABIES CANADENSIS).

নামান্তর।—ইহাকে 'কেনেডা পিচ্' বলে।

প্রস্তুতি।—আমেরিকায় জাত বৃক্ষবিশেষের টাট্‌কা ছাল ও মুকুল চূর্ণ করিয়া, । টিঞ্চার অর্থাৎ মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অজীর্ণতা ও তজ্জনিত পীড়া, যকৃতের পীড় জরায়ু চ্যুতি রোগে উপকার দর্শে।

স্ত ভুক্ত

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ঔষধ প্রধানতঃ পাকাশয়ের উধং পদার্থ করিয়া তন্মধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সর্দ্দি লক্ষণ (Catarrh) উৎপন্ন করে। ডাঃ হেল্ নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইয়াছেন,—"পাকাশয় মধ্যে ক্লেশপ্রদ ক্ষুধা ও অবসন্নতাসহ মস্তক মধ্যে শূন্যতা অনুভব, সেই ক্ষুধা মত আহার করিলে, পেট ফুলা ও হৃৎ মধ্যে প্রবল আঘাত লক্ষণ উৎপন্ন হয়।"

লক্ষণাবলী।

মন।—স্থির, অগ্রাহ্যভাব, সহজে বিষণ্ণ হওয়া (ক্যামো., নক্স)।

মস্তক।—মস্তিষ্ক মধ্যে অল্প মদ্যপান-জনিত মত্ততার ভাব বোধ; যেন মাথা টলিতেছে, অবসন্নতা—যেন মস্তিষ্কে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ঘটিয়াছে (বেল্)। ক্ষুধা, ও মস্তক মধ্যে খালি বোধ।

পাকাশয়।—অতিশয় ক্ষুধাবোধ, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে (Epigastrium) চর্ব্বণবৎ বেদনা ও অবসাদ অনুভব (পলস্, সিপিয়া, ইগ্নেসিয়া)। মাংস, চাট্‌নী, মূলা প্রভৃতি যাহা সহজে পরিপাক হয় না, এইরূপ দ্রব্যাদি আহারে প্রবল ইচ্ছা।

অন্ত্র বা নিম্নোদর।—আহারান্তে পেট ডাকা, তৎসঙ্গে ক্ষুধা; যকৃৎ ক্ষুদ্র ও কঠিন অনুভব।

মলদ্বার ও মল।—মলদ্বারে জ্বালা; কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র।—দিবারাত্রি পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রোগিণী মনে করে যে তাহার জরায়ু দুর্ব্বল ও কোমল, জরায়ুর উপরিভাগে টাটানি, চাপিলে উপশম বোধ করা।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসক্রিয়া ক্লেশজনক (অ্যাকোন, আর্স); —বোধ হয় যেন দক্ষিণ ফুসফুস ক্ষুদ্র ও কঠিন হইয়াছে।

হৃৎপিণ্ড।—পাকাশয়ের স্ফীতিসহ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—দক্ষিণ দিকের স্কন্ধফলক—অস্থির নিম্নে বেদনা (চেলিডো); কটীদেশে দুর্ব্বলতা বোধ।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা বা তন্দ্রা; রাত্রিতে অস্থিরতা, এপাশ ওপাশ করা।

জ্বর।—সর্ব্ব শরীরে অতিশয় কম্পানুভব, যেন শোণিত জমিয়া বরফ জলের মত হইয়াছে (ক্যাপ্‌সি, ল্যাকেসি)।

সম্বন্ধ।—এস্কুলুস, কোপেবা, নক্স, ইগ্নেসিয়া, টেরিবিন্থ সহ তুলনীয়।

[illegible]র্ব্ব, ইগ্নেসিয়া সহ সদৃশ গুণযুক্ত।

মাদা[illegible]।—নিম্ন ক্রম ব্যবহার্য্য; কদাচিৎ ৩০শ।

এবিয়েজ নাইগ্রা (ABIES NIGRA).

[illegible]নামান্তর।—ইহাকে পাইনস্ নাইগ্রা কহে।

প্রস্তুতি।—আমেরিকায় জাত বৃক্ষবিশেষের গদ হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি; অজীর্ণতা; উদ্গার; রক্তস্রাব; ব্যাধিশঙ্কা; ম্যালেরিয়া জ্বর; চা ও তামাকুর [illegible]ন্দফল।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ঔষধটির ক্রিয়া পাকাশয়ের, বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক [illegible]ঝিল্লির উপর অধিক; যে অংশের উপর কার্য্য করে ইহা সেই অংশের গভীরতম প্রদেশকে আক্রমণ করিয়া থাকে। "পাকাশয়ের বামদিকে যেন একটী অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব আবদ্ধ আছে" এইটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। বৃদ্ধদিগের এবং চা ও তামাক অপব্যবহার জনিত অজীর্ণরোগে, উক্ত নির্ণায়ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, এই ঔষধ অব্যর্থ ফলপ্রদ।

ডাঃ গরেন্সি বলেন "আহারান্তে পেটে বেদনা ধরা লক্ষণ নিয়ত বিদ্যমান থাকে।"

লক্ষণাবলী।

মন।—বিমর্ষ ও নিজেকে সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত মনে করে। অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ; বা চিন্তাশক্তি রাহিত্য।

গলমধ্য।—দমবন্ধ-প্রায়,—বোধ হয় যেন গলনালীর নিম্নদেশে কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

পাকাশয়।—আহাবান্তেই পেট বেদনা, যেন একটা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব পাকস্থলীব বাম দিকে আবদ্ধ হইয়া আছে। বেদনাজনক কি একটা যেন পাকাশয়ে বহিয়াছে। অন্ননালীব নিম্নপ্রদেশে অত্যন্ত সঙ্কোচন অনুভব, যেন সমস্ত জড়াইয়া ডেলাবদ্ধ হইয়া আছে। উদ্গাব, প্রাতে ক্ষুধাব সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহবে ও বাত্রিতে ভক্ষণ কবিবাব ইচ্ছা অত্যন্ত অধিক। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসবণ হইয়া থাকে।

নিম্নোদর।—মল কাঠিন্য।

বক্ষাভ্যন্তর।—শ্বাসকষ্ট। বেদনানুভব, যেন কি একটা পদার্থ বক্ষমধ্যে আবদ্ধ হইয়া বহিয়াছে এবং কাসিলে উঠিয়া যাইবে, কাসিলে বেদনা বৃদ্ধি। গলনলীতে যেন কি একটা আবদ্ধ হইয়া শ্বাস বদ্ধ কবিয়া দেয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—তিন মাস পবে ঋতু শোণিত বন্ধ থাকে।

হৃৎপিণ্ড।—সুতীক্ষ্ণ, কর্ত্তনবৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ডেব গতি ধীব ও ভাবযুক্ত।

পৃষ্ঠদেশ।—কোমবে বেদনা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও অস্থিমধ্যে বাতজনিত বেদনা।

নিদ্রা।—দিবসে অবসন্নতা ও বাত্রে অনিদ্রা এবং ক্ষুধাধিক্য। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

জ্বর।—পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ বোধ, পুবাতন সবিবাম জ্বব ও পেট ব্যথা।

বৃদ্ধি।—উদবপূর্ণ কবিয়া আহারান্তে বেদনানুভব।

সম্বন্ধ।—ল্যাক্‌টিক্ অ্যাসিড [যেন বক্ষাস্থিব (Sternum) উদ্ধপ্রদেশে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য আবদ্ধ হইয়া বহিয়াছে], সিঙ্কোনা [যেন বক্ষাস্থিব মধ্যপ্রদেশ একটী গুল্মবৎ পদার্থ আবদ্ধ হইযা বহিয়াছে], ব্রাইওনিয়া, নক্স ভম, ক্যালি কার্ব্ব।

শক্তি।—১ম হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত।

অ্যাব্রোটেনাম্‌ (ABROTANUM)

নামান্তর।—সাদার্ণ উড্।

প্রস্তুতি।—দক্ষিণ ইয়ুবোপেব এক প্রকাব ক্ষুদ্র গাছড়াব টাট্‌কা পাতা হইতে ইহাব মাদাব টিঞ্চাব বা মূল আবক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—লক্ষণানুযায়ী নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ হইয়াছে,—স্ফোটক, শীতকালে পা ফাটা, মৃগী, বাতবক্ত, অর্শ, ক্ষয়জ্বব, কোবণ্ড বা জল কোবণ্ড, অজীর্ণতা, অতিসাব, শিশুদিগেব শীর্ণতা রোগ, শিশুগণেব নাক দিয়া বক্তপড়া, পক্ষাঘাত, আমবাত, কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিশুগণেব পীড়ায়, বিশেষতঃ উহাদেব পদদ্বয়েব শীর্ণতা বোগে ইহা উপযোগী। অতিশয় ক্ষুধা, অথচ পর্য্যাপ্ত আহাবেও শীর্ণতা প্রাপ্তি, (আয়োড, ন্যাট্রম, স্যানি, টিউব)। অতিসাব রুদ্ধ বা সহসা বন্ধ হইয়া বাতবোগ প্রকাশ; বাতরোগের সঞ্চরণশীলতা অর্থাৎ সন্ধি স্থলের বাতের বেদনা সরিয়া গিয়া সহসা হৃৎপিণ্ড বা

মেরুদণ্ড আক্রান্ত হওয়া। মুখমণ্ডলে লোলত্বক বা মাংস ঝুলিয়া পড়া; সদ্যজাত শিশুর নাভি হইতে রসরক্ত গড়ান ইত্যাদি রোগে ব্যবহার্য্য।

লক্ষণাবলী।

মন।—খিট্‌খিটে, ক্রোধপ্রবণ, বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠাযুক্ত। চিন্তা করিতে অসমর্থ; উত্তেজিত; বাচাল ইত্যাদি। অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নিষ্ঠুর কার্য্যে অনুরাগ।

মস্তক।—মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে পারে না। মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কে দুর্ব্বলতা বোধ; মস্তক টাটান; কণ্ডুয়ন ইত্যাদি।

মুখমণ্ডল।—ত্বক বৃদ্ধ ব্যক্তির ত্বকের ন্যায় কুঞ্চিত; শুষ্ক এবং মলিন; দীপ্তিহীন চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণাভ রেখা (ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ওপিয়ম্, সার্সা)। অত্যন্ত শীর্ণ ও ব্রণ বিশেষ দ্বারা পরিপূর্ণ। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। ক্ষয়া দন্তে (carious teeth) ছেদনবৎ বেদনা।

পাকাশয় প্রভৃতি।—মুখে আঠা আঠা বোধ, ও টকের মত আস্বাদ অনুভব। উত্তম ক্ষুধা ও আহার সত্ত্বেও অতিরিক্ত শীর্ণতা (আয়োডা, ন্যাট্রাম্-মিউর, স্যানিক, টিউবার); ভুক্ত দ্রব্যাদি অজীর্ণ অবস্থায় নির্গত হইয়া যায় (অ্যাণ্টিম্ ক্রুড্, আর্জেণ্ট-নাইট্রাস, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ও ফস, সিঙ্কোনা, ফেরাম্, গ্র্যাফাইটিস, হিপার, নক্স-মস্, ওলিয়াণ্ডার, ফস, অ্যাসিড্-ফস, পডোফিল, সলফার); কর্ত্তন ও চর্ব্বণবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন পাকাশয় অত্যন্ত জলে ভাসিতেছে তৎসহ শীতলতা অনুভব। দুধরুটী খাইবার ইচ্ছা।

নিম্নোদর বা অন্ত্রাশয়।—গুল্মবৎ বা গোলার মত পদার্থ আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব।—আধ্মান, কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। অর্শ; পুনঃ পুনঃ মলবেগ; রক্তাক্ত মল; বাতবেদনার উপশমান্তে অর্শ বৃদ্ধি।

মলদ্বার।—মলের সঙ্গে সূত্রকৃমি। অর্শ, বহির্বলি জ্বালাযুক্ত; স্পর্শ করিলে বা মলত্যাগের সময় জ্বালার বৃদ্ধি (কষ্টিকাম্)।

জননেন্দ্রিয়।—শিশুদিগের কোষণ্ড। বাম ডিম্বাশয়ের বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—বেদনাতিশয্য। বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। উদরাময়ান্তে শুষ্ক কাসি। ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ (Pleurisy) তৎসহ বক্ষে চাপবশতঃ শ্বাস ক্লেশ।

হৃৎপিণ্ড।—বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড প্রদেশে তীব্র বেদনা। বাত সঞ্চারিত হওয়া; নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল।

পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অত্যন্ত দুর্ব্বল, যেন মস্তক ধারণ করিতে অক্ষম (ইথিউজা)। পৃষ্ঠে অসাড়তা বোধ, ও বেদনা। কটিদেশ হইতে কোষরজ্জু পর্য্যন্ত ব্যথা। অর্শাধিকারে ত্রিকাস্থি বা পশ্চাৎ কটিদেশে (Sacrum) বেদনা। সহসা মেরুদণ্ড ও মেরুমজ্জার প্রদাহ (Myelitis)। পৃষ্ঠদেশে অবিরাম বেদনা, সঞ্চালনে উপশম; অসাড়তা ও পক্ষাঘাত।

প্রত্যঙ্গাদি।—হঠাৎ অবরুদ্ধ উদরাময় জনিত বাতব্যাধি—আক্রান্ত অংশ স্ফীত হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হওয়া। বাত বেদনা ও অর্শ বা আমাশয় পর্য্যায়ক্রমে

প্রকাশ। সন্ধিবাত রোগাধিকারে সন্ধি সকল অনম্য ও স্ফীত এবং উহাতে কণ্টকবেধবৎ যন্ত্রণানুভব হয়; মণিবন্ধ ও গুল্‌ফসন্ধির প্রদাহ ও বেদনা। দেহের সর্ব্বত্র অসাড়তা ও ব্যথানুভব। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ বোধ। পদদ্বয় অত্যন্ত শীর্ণ। শীতস্ফোট (Chilblains—অ্যাগারিকাস্‌)।

ত্বক ;—মুখমণ্ডলের কণ্ডু; অবরুদ্ধ (Suppressed) কণ্ডু বশতঃ ত্বক বেগুনী ধারণ করা। শিথিল ও লোলিত চর্ম্ম। স্ফোটক (হিপারের পরে ব্যবহার্য্য)।

সম্বন্ধ ;— সদৃশ—স্ফোটকে হিপারের পরে; অ্যাকোনাইট ও ব্রাইওনিয়ার পরে (প্লুরিসি বা ফুস্‌ফুস্‌ আবরণের প্রদাহ); অ্যাসিড বেন্‌জ, সার্সা ও টিউবারকিউলিন্‌ (মাংসক্ষয় রোগে Marasmus)।

তুলনীয় ;—অ্যাবসিন্থ, ক্যামো, সিনা, নক্স, অ্যাগার।

শক্তি।—মূল আরক ১ম হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত।

অ্যাব্‌সিন্থিয়াম্‌ (ABSINTHIUM).

নামান্তর ;—ওয়ারম্‌ উড্‌।

প্রস্তুতি।—ইয়ুরোপের একপ্রকার গাছড়ার কচিপাতা ও ফল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ;—ইহার দ্বারা নিম্নলিখিত রোগের আরোগ্য সাধন ঘটিয়াছে;—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; মৃৎপাণ্ডু; অজীর্ণতা, শিশুগণের আক্ষেপ; মৃগী; যকৃৎ প্রদাহ; স্নায়বীয়তা; কর্ণস্রাব; নিদ্রাহীনতা; অস্থিরতা; কশেরুকার রক্তাধিক্য; সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার লক্ষণাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অপস্মার বা মৃগী (Epilepsy) রোগাধিকারে (হাল্‌বার্টের মতে যেখানে এককালীন চৈতন্য বিদূরিত না হয়) ইহার ব্যবহার অতি ফলপ্রদ। আক্রমণের পূর্ব্বে কম্পন, ও আক্রমণ কা অচৈতন্য, এবং আক্রমণান্তে বুদ্ধির ক্ষীণতা এবং দেহের দুর্ব্বলতা প্রতীয়মান হয়; ইহার দ্বারা পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত হইতে পারে। কখন কখন উপর্য্যুপরি আক্রমণও হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক মজ্জা ও মেরুদণ্ডে রক্তাধিক্য এবং তজ্জনিত মস্তিষ্কের উত্তেজনা, শিশুদিগের আক্ষেপ (তড়কা প্রভৃতি) ইহার অধিকার। তাণ্ডব (Chorea) রোগাধিকারে এবং বার্দ্ধক্যে দেহাংশের কম্পনও ইহার নির্দ্দেশক লক্ষণ। বালকগণের উপর ইহার ক্রিয়া অতিশয় ফলপ্রদ।

লক্ষণাবলী।

মন।—অপস্মার রোগাধিকারে আক্রমণের পূর্ব্ব-ঘটনা সম্বন্ধে বিস্মৃতি। বিভীষিকা ও ও ভ্রমদর্শন। পাশব প্রকৃতি সম্পন্ন ও উন্মত্ত। বিস্মৃতি। কাহারও কথায় থাকিতে চাহে না।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন—যেন পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবে; দাঁড়াইলে বৃদ্ধি। বুদ্ধির জড়তা (Dullness)। মাথা নীচু করিয়া শয়ন করিতে চাহে।

চক্ষু।—চক্ষুতারকার প্রসারণ।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের পৈশিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ (Twitching) ; মৃগীরোগে মুখের পেশীর সঙ্কোচন এবং মুখে ফেণা।

কর্ণ।—অর্দ্ধ শিরঃশূল বা শিরোবেদনা উপশমে কর্ণ হইতে পূয নিঃসরণ।

মুখগহ্বর।—হনূদ্বয় দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইয়া যায় (Trismus)—চোয়াল আটকান। জিহ্বা দংশন করে (অপস্মার রোগাধিকারে—ক্যাম্ফোরা , চর্ব্বনকালে দংশন করে—নাইট্রিক অ্যাসিড্ ; সাধারণতঃ—থুজা, ইগ্নেসিয়া , অধিকন্তু ডায়স্কোরিয়া, অ্যাসিড্ ফস্) , জিহ্বা কম্পন , (বেলেডনা) ; জিহ্বা বোধ হয় যেন স্ফীত ও বড় হইয়াছে . জিহ্বা বাহির হওয়া (Protruded) [অ্যাসিড্ হাইড্রোস, ক্রোটন টিগ্, এপিস্ , লাইকোপড্, মার্ক]। গলমধ্যদেশে দাহবৎ বেদনা ; প্রদাহ ; যেন কি একটা আটকাইয়া রহিয়াছে।

পাকাশয়।—বমনোদ্বেগ, উদ্গার ও বমন—প্রাতে বৃদ্ধি। উদরের দক্ষিণভাগ পিত্তস্থলী প্রদেশ ও তন্নিকটস্থ অন্ত্রাশয় স্ফীত , আধ্মান বা বায়ু জমা , প্লীহা ও যকৃৎ বোধ হয় যেন স্ফীত। আধ্মানশূল।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য। হৃৎপিণ্ডের দপ্দপানি, স্কন্ধাস্থি বা পৃষ্ঠফলক প্রদেশে শোনা যায়।

মূত্রাশয়।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ, মূত্র ঘোর কমলালেবুর বর্ণ (ক্যালিফস, চেলিড) ; অশ্বমূত্রের ন্যায় উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট মূত্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ ডিম্বাধারে (Ovary) তীক্ষ্ণ বেদনানুভব। স্ত্রীলোকের মৃৎপাণ্ডুরোগ (Chlorosis)। ঋতুস্রাবের সাহায্য করে।

শ্বাসযন্ত্র।—যকৃতের পীড়ার সর্দ্দি কাসি।

সার্ব্বাঙ্গিক।—পা ঠাণ্ডা। অতিশয় অস্থিরতা , দুঃস্বপ্ন সকল মনের শান্তি নষ্ট করে। ঊর্দ্ধ প্রত্যঙ্গাদির হঠাৎ স্পন্দন। হস্তদ্বয়ের কম্পন। তাণ্ডব রোগ। নিদ্রাহীনতা। আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের পক্ষাঘাত।

সম্বন্ধ।—আর্টিমিসিয়া-ভল্ , অ্যারোট্ , বেলাড, ক্যামো, হায়সা, ষ্ট্রামো, অ্যাসিড্-হাইড্রো।

শক্তি।—১ম হইতে ১২ শক্তি।

অ্যাকালিফা ইণ্ডিকা (ACALIPHA INDICA).

নামান্তর।—মুক্তাবর্ষী বা মুক্তাঝুরী।

প্রস্তুতি।—ভারতবর্ষজাত ক্ষুদ্র গাছড়ার টাটকা পাতা হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ।—কাসি; অতিসার; আধ্মান; রক্তপিত্ত, কাস।

উপযোগিতা ও আভাস।—অন্নবহ নলী ও শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। যক্ষ্মাকাস রোগের প্রারম্ভে—যখন শুষ্ক কাসির সহিত উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তসংযুক্ত নিষ্ঠীবন বা গয়ার উঠিতে থাকে, ধমনী হইতে রক্তস্রাব হয় অথচ জ্বর থাকে না। রোগী প্রাতঃকালে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে, কিন্তু যত বেলা হয় ততই বল পায়।

লক্ষণাবলী।

বক্ষাভ্যন্তর।—প্রবল শুষ্ক কাসি জনিত রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন, প্রাতে ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি। বক্ষঃস্থলে নিরন্তব অত্যন্ত বেদনানুভূত হইয়া থাকে। নিষ্ঠীবন বা গয়ার মিশ্রিত রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ; প্রাতে অধিক উত্থিত হয় না, কিন্তু সন্ধ্যাকালে গাঢ় লালবর্ণ ও চাপবদ্ধ শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। নাড়ী কোমল ও নমনীয়।

পাকাশয়াদি।—গলকোষ (Pharynx), অন্ননলী, পাকাশয় এবং অন্ত্র মধ্যে জ্বালাবোধ। কোথানি বা বেগ বিশিষ্ট উদবাময়; বায়ু সশব্দে ও মল ছিটকাইয়া নির্গত হয়; যেন অন্ত্রাদি নিম্নদিকে টানিতেছে এইরূপ বেদনা ও কুন্থন। উদব মধ্যে গড়্ গড়্ শব্দ, আধ্মান ও পেট কামড়ান। সরলান্ত্র হইতে শোণিতস্রাব, প্রাতে বৃদ্ধি (aggravation)।

ত্বক।—পাণ্ডুরোগ (jaundice)। কণ্ডূয়নশীল ও সীমাবদ্ধ স্ফোটকের ন্যায় উদ্ভেদ ও স্ফীতি।

বৃদ্ধি।—সকল লক্ষণেরই প্রায় প্রাতে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—সদৃশ অ্যাসিড্-অ্যাসেট্, ক্যালি-নাইট্, মিলিফো, ফস।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শতমিক শক্তি।

অ্যাসিডাম্ অ্যাসেটিকাম্

(ACIDUM ACETICUM GLACIALE).

নামান্তর।—সির্কাম্ল;

প্রস্তুতি।—এক ড্রাম অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিস্কৃত জল সংযোগ করিয়া দশ ড্রাম করিলে ১x শক্তি প্রস্তুত হয়। ক্রমশঃ উর্দ্ধতম ক্রম প্রস্তুত করিতে রেক্টী ফাইড্ স্পিরিট প্রয়োজন হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ইহা উপকারী;—রক্তাল্পতা; ক্রমি; দাহ; কড়া; অবসন্নতা; ডায়েবিটিস্ বা মূত্ররোগ; ডিপ্থিরিয়া; শোথ; জ্বর; জলাতঙ্ক; পাকাশয়ের কর্কটীয় ক্ষত; শরীরের নানাস্থানে শিতুলী রোগ; আঁচিল। জরায়ু প্রভৃতি হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; ক্রুপ বা ঘুংড়ী; প্রলেপক বা হেকটীক জ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিশুদিগের ক্ষয়রোগ এবং অন্যান্য ক্ষয়শীল রোগ (অ্যাব্রোট, আয়োডাম্, স্যানিক্, টিউবার) রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, পুনঃ পুনঃ অবসন্নতা। শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, বমন, অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব, এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ উক্ত ঔষধের নির্ণায়ক। দেহের যে কোন দ্বার হইতে শোণিত স্রাব (ফেরাম্, মিলিফোল,)। ফ্যাকাশে, শীর্ণ, শিথিল ও লোলিত পেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

লক্ষণাবলী।

মন।—ক্রোধ প্রবণতা। স্বীয় পীড়া ও সন্তানাদি সম্বন্ধে ভাবনা। বিষয় কার্য্যে বড়ই ব্যতিব্যস্ত। উদরাধ্মান ও অতিরিক্ত মল কাঠিন্য সহ উন্মত্ত প্রলাপ। প্রলাপ ও আচ্ছন্নাবস্থা (coma) পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়।

মস্তক।—স্নায়বিক শিরঃপীড়া,—তামাক, অহিফেন, নস্য, সুরা প্রভৃতি অপব্যবহার জনিত শিরঃপীড়া। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালিকা জনিত বিকার। শঙ্খদেশস্থিত বা রগের (temporal) ধমনী সকল স্ফীত হয়। জিহ্বামূলে বেদনা বোধ। আঘাতবশতঃ নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব (আর্নি, হ্যামা)।

মুখমণ্ডল।—ঘুংড়ী রোগাধিকারে জ্বরকালে বামগণ্ড অত্যন্ত রক্তিমাবর্ণ ধারণ করে। মলিন ও মাংসহীন, চক্ষু কোটরগত এবং কালিমা বেষ্টিত, ঘর্ম্মযুক্ত। উৎকণ্ঠা পূর্ণ ও উন্মাদের ন্যায় মুখের ভাব।

পাকাশয়াদি।—পাকাশয় মধ্যে ও বক্ষগহ্বরে অত্যন্ত জ্বালাদাহের পর গাত্রত্বক শীতল হয় এবং ললাটে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে জ্বালা বৃদ্ধি হয়। শীতল পানীয়ে পাকাশয় ভার হয়। উদরোর্দ্ধদেশে স্পর্শানুভবের আধিক্য ক্ষতস্থানের ন্যায় জ্বালাবোধ, গণ্ডুধাবণ কালে অম্লগন্ধবিশিষ্ট বায়ুনিঃসরণ ও অম্লাস্বাদ যুক্ত বমন। অন্ত্রাশয় যেন ভিতরে প্রবেশ করিতেছে এইরূপ অনুভব। সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, বিশেষতঃ অন্ত্রাশয়ের ও পদদ্বয়ে অধিক, অনিবার্য্য তৃষ্ণা, বমন ইচ্ছা ও বমন।

শোথ, সান্নিপাতিক জ্বর (Typhus), যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগাধিকারে উদরাময়, প্রচুর পরিমাণে মল নিঃসরণ,—দৌর্ব্বল্য, তৃষ্ণা অত্যধিক, ও রাত্রিস্বেদ বা নৈশ ঘর্ম্ম (Night-sweat), নিম্নান্ত্র হইতে শোণিতস্রাব। গর্ভাবস্থায় মুখ দিয়া জ্বালাজনক জল উঠা (waterbrash) এবং প্রচুর লালাস্রাব—কি দিবা কি রাত্রি সকল সময় (ল্যাক্‌টি-অ্যাসিড্,—কেবল রাত্রিতে লালা নিঃসরণ—মার্ক)।

মল।—জলবৎ তরল মল,—পুনঃ পুনঃ বেগ, প্রাতে বৃদ্ধি, উদর স্ফীতি, যক্ষ্মা রোগগ্রস্তের তরল বা অজীর্ণ মল, পদদ্বয় স্ফীত। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব সহসা বন্ধ হইয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধ; সূত্রবৎ কৃমি।

মূত্রযন্ত্র।—প্রচুর মূত্র, মধুমেহ বা ডায়েবিটীসযুক্ত রোগীগণের অনিবার্য্য পিপাসা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—শুক্রক্ষরণ; বাহ্যের বেগ দিলে শুক্রবৎ পদার্থ ক্ষরণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুকালে অতিরিক্ত শোণিত নিঃসরণ। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (Metrorrhagia ট্রিলিয়াম, থ্ল্যাস্পী); প্রসবান্তে রক্তস্রাব। গর্ভাবস্থায় বমনেচ্ছা। স্তনদ্বয় অতিরিক্ত দুগ্ধসঞ্চয়ে স্ফীত ও বেদনা যুক্ত। স্তন্য নীলিমাযুক্ত স্বচ্ছ ও অম্লস্বাদবিশিষ্ট ; প্রসূতির রক্তহীনতা।

বক্ষাভ্যন্তর ও শ্বাসযন্ত্র।—ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব। ঘুংড়ী ; বিকৃত বা ভগ্নস্বর, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, শ্বাসকষ্ট ; নিশ্বাস লইতে কাসি আইসে। শ্বাসনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন বা শুড় শুড় করা। উত্তেজনা (Irritation)।

পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গ সকল।—পৃষ্ঠবেদনা—পেট চাপিয়া শয়ন করিলে উপশম। প্রত্যঙ্গের শীর্ণতা, পদদ্বয়ের শোথ, মেরুমজ্জাপ্রদাহ।

ত্বক।—মলিন, মোমের মত বর্ণবিশিষ্ট (Waxen) ও স্ফীতিযুক্ত। কখন উত্তপ্ত, জালাযুক্ত ও শুষ্ক এবং কখনও বা ঘর্ম্মাভিষিক্ত, কড়, আচিল। স্পর্শবোধ রাহিত্য। কীট পতঙ্গাদির হুলবেধান্তে শিরা প্রসারণ জনিত স্ফীতি। আহত বা আঘাত প্রাপ্ত সন্ধি।

জ্বর।—বিলেপী (Hectic) জ্বরাধিকারে কাসি, শ্বাসকষ্ট, রাত্রি-স্বেদ বা নৈশঘর্ম্ম। উদরাময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোথ ও শীর্ণতা। প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম।

নিদ্রা।—চিৎ হইয়া শয়ন করিলে নিদ্রা হয় না (চিৎ হইয়া শুইলে উত্তম নিদ্রা হয়—আর্স)।

সম্বন্ধ।—অ্যাসিড্ অ্যাসেটিক সকল প্রকার অচৈতন্যকারী ঔষধ আঘ্রাণজনিত দোষের প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন। রক্তস্রাবে সিঙ্কোনার অনুগামী এবং শোথ বা উদরী রোগে ডিজিটেলিসের অনুগামী। আর্ণিকা, বেলাড, ল্যাকে ও মার্কের সহ চলে না।

শক্তি।—৩য় হইতে ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য। ঘুংড়ী ব্যতীত অন্যান্য রোগে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ নিষেধ।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব। ১৪ হইতে ৪০ দিন।

অ্যাসিড্ বেন্‌জোয়িক্ (ACIDUM BENZOICUM)

নামান্তর।—লোবাণ বা বেঞ্জোয়িন্ নামে ধূনার মত পদার্থ-শেষ হইতে ঊর্দ্ধপাতন করিলে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহার চূর্ণ রেক্‌টিফাইড স্পিরিটে দ্রবণীয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।— নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ।—হাঁপানি বা শ্বাস-রোগ ; মূত্রাধারের বিবিধ পীড়া ; জানুদেশের বেদনা ও স্ফীতি, অতিসার, অসাড়ে মূত্রত্যাগ ; চক্ষুতে ছোট ছোট অর্ব্বুদের মত উদ্ভেদ ; প্রমেহ ; বাতরক্ত ; আমবাত ;

মাষকদোষযুক্ত ধাতুর (Sycotic) বিবিধপীড়া, গলক্ষত, জিহ্বায় ক্ষত; তালু মূল গ্রন্থীর পীড়া, ক্ষত, মূত্রের বিবিধপীড়া; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রমেহ বা উপদংশ বিষ দূষিত ধাতুর সহিত বাতিক দোষ সম্মিলিত হইয়াছে ঐরূপ রোগীর উপর এই ঔষধ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। প্রস্রাব অত্যন্ত লালবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত ইহার নির্দ্দেশক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও রাগী, সর্ব্বদা ক্রোড়ে রাখিয়া স্তন্য পান করাইলে বড় আনন্দ। লিখিবার কালীন বর্ণ বা কথা ছাড়িয়া যায়। মানসিক অবসাদ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন (ক্যানাব্‌, -কোণা), বোধ হয় যেন পার্শ্বের দিকে পড়িয়া যাইবে,—বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে রগের পার্শ্বের ধমনীর দপ্‌দপানি বশতঃ কর্ণমধ্যে তালা লাগে। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে কর্ণ মধ্যে নানাপ্রকার মিশ্রিত শব্দ। কর্ণপশ্চাদ্দেশের স্ফীতি (ক্যাপ্সিকাম্), জিহ্বার ক্ষত। জিহ্বা প্রাতঃকালে শ্বেতলেপাবৃত থাকে।

নাসিকা।—ভেদক বা নাসাগহ্বর মধ্যস্থ অস্থির (Septum) কণ্ডুয়ন। নাসাস্থি মধ্যে ব্যথা।

মুখমণ্ডল।—তাম্রবর্ণ ছিট্‌ছিট্ দাগ। গণ্ডস্থল সীমাবদ্ধ (Circumscribed) লালবর্ণযুক্ত (অপরাহ্নে=স্যাঙ্গু), মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ফোস্কার উদ্ভব। মুখমণ্ডলের সকল লক্ষণই বাহ্য উত্তাপ, চাপন ও আকর্ষণে উপশম।

পাকাশয়।—আহার কালে ঘর্ম, হিক্কা, চলিয়া বেড়াইলে, বিশেষতঃ কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করিলে, পাকাশয়িক লক্ষণ সকলের বৃদ্ধি হয়।

নিম্নোদর।—যকৃতে সুতীক্ষ্ণ বেদনা।

মল।—শিশুদিগের উদরাময়,—মল শ্বেতবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অবসাদক ও তরল, এত তরল যে শিশুর কোপীন ভেদ করিয়া নির্গত হয় (পডোফিল্), প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত এবং গাঢ় লালবর্ণ বিশিষ্ট (নাইট্ অ্যাসিড)।

প্রস্রাব।—কটাবর্ণ, ঝাঁজালগন্ধ, অশ্ব মূত্রের ন্যায় (নাইট্ অ্যাসিড্), অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব, বৃদ্ধদিগের ফোটা ফোটা মূত্রত্যাগ। প্রস্রাবে অত্যধিক ইয়ূরিক অ্যাসিড (Uric acid)। রুদ্ধ (Suppressed) প্রমেহ, অশ্মরী বা বাতরক্ত জনিত মূত্রাশয়ের সর্দ্দি (Vesical catarrh—ক্লিম্যাটিস্)।

মলদ্বার।—মলনলী বা সরলান্ত্রের নিম্নাংশে সঙ্কোচন ও মলদ্বারে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে আঁচিলের ন্যায় কণ্ডুয়নশীল বৃদ্ধি বা উদ্ভেদ (কষ্টিকাম্, ইউক্রে, থুয়া)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ স্রাব সংরুদ্ধ হওয়া, পুংজননেন্দ্রিয়ের গ্রন্থী প্রভৃতি স্থলে কণ্ডুয়ন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অনিয়মিত ঋতু ও জরায়ুভ্রংশাদিতে এই ঔষধের প্রকৃতিগত প্রস্রাব লক্ষণ থাকিলে উত্তম ফলদায়ক। দীর্ঘকালস্থায়ী প্রসবান্তিক স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—সংরুদ্ধ প্রমেহজনিত দীর্ঘকাল স্থায়ী কাসি। প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গতা। হাঁপানিযুক্ত কাসি,—রাত্রিকালে ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি। বক্ষঃস্থল ব্যথান্বিত এবং হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনানুভূতি। ফুস্ফুস্ প্রদাহ (Pneumonia),—অত্যন্ত দুর্ব্বলকর, ক্রমবর্দ্ধনশীল শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; বক্ষাভ্যন্তরে সূচীবেধবৎ বেদনা—(ব্রাইও, ক্যালিকার্ব্ব, স্কাঙ্গুইনে,)—দীর্ঘনিশ্বাসে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। সবুজাভ শ্লেষ্মাযুক্ত নিষ্ঠীবন (ক্যানাব্, ষ্টানাম্, সলফার, থুযা, পল্সেট্, ন্যাট্রাম্-সলফ্)।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্প্রদেশে বেদনা, হৃদকম্পন। কঠিন নাড়ী ইত্যাদি।

পৃষ্ঠদেশ।—মেরুদণ্ডের উপর চাপ বোধ। মেরুদণ্ডের নিম্নাগ্রে শৈত্যানুভূতি। মূত্রগ্রন্থী বা বৃক্কক্ প্রদেশে (Kidney region) অস্পষ্ট ব্যথা এবং কটীদেশের আড়ষ্টতা।

প্রত্যঙ্গাদি।—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিস্থলে ছেদন ও সূচিবেধবৎ বেদনা—বৃদ্ধি রাত্রিকালে,—চলিতে গেলে বা সঞ্চালনে সন্ধিস্থলে মট্ মট্ শব্দ। গুলফ দেশীয় পেশীর অগ্রভাগে বেদনা (অ্যাসিড মিউর), প্রথমে দক্ষিণ, পরে বামদিকে অনুভূত হয়। সন্ধিবাত-(Gout) জনিত গুটিকা (nodes) সকল অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। জানুদেশের বেদনা ও স্ফীতি, মণিবন্ধের স্ফীতি। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিস্থলে ছেদনবৎ বেদনা। স্থান ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তনকারী বেদনা—প্রথমে বাম উরু, জানু ও পদনিম্নে আরম্ভ হইয়া নিম্নপদের পেশী ও তথা হইতে জানু আক্রমণ করে, অবশেষে ঐ পার্শ্বত্যাগ করিয়া দক্ষিণ উরু ও গুল্‌ফে প্রকাশ পায়। অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে লাল লাল দাগ, উপদংশজ চিহ্ন প্রকাশ।

শীতোত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—হস্ত, পদ, জানু ও পৃষ্ঠদেশ শীতল। শীতে ক্লেশানুভব, শীতল ঘর্ম্ম। নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে আভ্যন্তরিক উত্তাপানুভূতি।

বৃদ্ধি।—খোলা হাওয়ায় ও গাত্র বস্ত্র খুলিলে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—গ্রন্থীবাতে কলচিকামের এবং প্রমেহে কোপেবার পরে প্রযোজ্য।

সদৃশ।—আর্ণিকা, কার্ব্ব আসিড, লেডম, বডোডেন, সলফর সহ তুলনীয়। কোপেবা, নাইট্রাম্, ফেরাম্ ও থুযা, বিশেষতঃ অসাড়ে প্রস্রাব রোগে নাইট্রাম ব্যর্থ হইলে ব্যবহার্য্য।

দোষঘ্নতা বা প্রতিবিষ।—কোপেবা।

শক্তি।—১ম হইতে ১২শ পর্য্যন্ত। আমেরিকার চিকিৎসকগণ উচ্চক্রম ব্যবহার করেন।

অ্যাসিড বোরিক্ বা বোরাসিক্
(ACIDUM BORICUM).

প্রস্তুতি।—ইহার দানাবৎ পদার্থ সুরাসারে দ্রবণীয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রস্রাব নালী (ureters) প্রদেশে বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ এই অম্লের প্রধান লক্ষণ। অত্যন্ত শৈত্যানুভূতি (হেলোডার্মা)।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—সুস্থ দেহের পরীক্ষায় ইহাতে শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, কর্ণমধ্যে শব্দ, বমন, হিক্কা, অণ্ডনালীয় মূত্র, ত্বকে নানাপ্রকার রঞ্জু প্রকাশ পায়। বিষাদ, এবং হিমাঙ্গাবস্থা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষাদ; স্নায়বিক অবসাদ; শিরঃপীড়া।

চক্ষু।—চক্ষুপ্রদাহ, আলোকাতঙ্ক।

মুখ।—লালা শীতল।

পাকাশয়।—বমন ইচ্ছা, সবুজবর্ণ পদার্থ বমন।

ত্বক।—দেহকাণ্ড ও উদ্ধ প্রত্যঙ্গে বিবিধ প্রকৃতির লালবর্ণ অরুনিকা (Erythema বা Rash)। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে স্ফীতি। ইহা ১৫ গ্রেণ ১ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগ করিলে অরুনি নিরাকৃত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বয়ঃসন্ধিকালে (Climaxis) হঠাৎ উত্তাপ বোধ ও তজ্জনিত মুখমণ্ডলের আরক্তিমা (অ্যামিল-নাইট্রোসাম্, ল্যাকেসিস্)। অপত্যপথে অত্যন্ত শৈত্যানুভূতি (গ্র্যাফ্, সিকেল্),—যেন বরফখণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ বোরাক্স, কার্ব্বলিকঅ্যাসিড, ক্যালিবাই।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক।

অ্যাসিড কার্ব্বলিক (ACIDUM CARBOLICUM).

প্রস্তুতি।—পাথুরিয়া কয়লা হইতে নিষ্কাষিত আলকাতরা জাতীয় তৈল হইতে পরিস্রুত করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। এক ভাগ ঔষধ ও নয় ভাগ অ্যাল্কোহলে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ হইয়াছে;—মুখে ক্ষয়োব্রণ; দুষ্টব্রণ; কোন স্থান দগ্ধ হইয়া যাওয়া; কলেরা; কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্ররোগ বা ডায়েবিটিস্; অগ্নিমান্দ্য; আমাশয়; অজীর্ণতা; উদ্গার, আধ্মান, বিসর্প; পচনশীল ক্ষত; বহুব্যাপক-শ্লৈষ্মিক রোগ; সবিরাম জ্বর; উত্তেজনা; কুষ্ঠব্যাধি, মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; স্নায়ুশূল; বিবিধ

চর্ম্মরোগ, বসন্ত; আঘ্রাণ শক্তির বিপর্য্যয়; দন্তশূল; নানাপ্রকার ক্ষত; মূত্র-ক্ষার জনিত বিষাক্ততা বা ইয়ুরিমিয়া; বমন; জরায়ু-চ্যুতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ঔষধ জনিত বেদনা অতি যন্ত্রণাজনক; হঠাৎ প্রকাশ, স্বল্পকালস্থায়ী এবং আবার হঠাৎ নিবৃত্তি (বেলে; ম্যাগ-ফস্)। অবসাদ, জীবনী ক্রিয়ার সহসা অবসাদ বা পতনাবস্থা (Collapse); গাত্রত্বক মলিন এবং শীতল ঘর্ম্মাপ্লুত (ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-ভেজি, ভেরেট্রাম্-অ্যালবাম্)। শারীরিক পরিশ্রম, এমন কি অধিক ভ্রমণ করিলেও শ্রান্তি; স্ফোটকোদ্ভেদ—সাধারণতঃ দক্ষিণ কর্ণে অধিক; ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা এই ভেষজের একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। এতজ্জনিত স্রাব মাত্রই গলিত ও পূতিগন্ধ বিশিষ্ট,—মুখগহ্বর, নাসা, গলনালী বা অপত্যপথ,—যেখান হইতেই হউক না কেন (অ্যান্থ্রাসিনাম্, পূসোরিনাম্, পাইরোজেন্) উহাতে দুর্গন্ধ থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক পরিশ্রমে অনাসক্তি। ক্রোধপ্রবণতা।

মস্তক।—মাথা ব্যথা, ললাটে অতিশয় ভারবোধ—যেন এক শঙ্খদেশ বা রগ (Temple) হইতে অন্য শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত (কপালের) একটি রবারের ফিতা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ আছে (জেল্স; প্ল্যাটিন্, সলফার)। দক্ষিণ ভ্রূদেশীয় স্নায়ুশূল। সবুজ চা বা ধুমপান কালে বেদনার উপশম।

নাসারন্ধ্র।—ঘ্রাণশক্তির অতিশয় তীক্ষ্ণতা। নাসা হইতে পূতিগন্ধ বিশিষ্ট স্রাব বা বহুব্যাপক-সর্দ্দি রোগ বা প্রতিশ্যায় (Influenza) এবং তজ্জনিত অতিশয় দুর্ব্বলতা (ব্যপ্টি; ন্যাট্-সল্ফ্)।

গলমধ্য।—মুখগহ্বর হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত জালা। জিহ্বা মূলের পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় (Fauces) শ্লেষ্মাবৃত। আলজিব শ্বেতাভ ও সঙ্কুচিত। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা আদৌ অসম্ভব। ডিপথিরিয়া (Diphtheria,) উপঝিল্লীক রোগে নিশ্বাস দুর্গন্ধময়,—জলীয় পদার্থ গলাধঃকৃত হইলে পুনশ্চ বহির্গত হইয়া আইসে। মুখমণ্ডল আরক্তিম, মুখগহ্বর ও নাসিকা প্রদেশ শ্বেতাভ। জীবনীক্রিয়ার দ্রুত অবসাদ (ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-ভেজি, ভেরেট্রাম)।

পাকাশয়।—পুনঃ পুনঃ জলপানেচ্ছা; উদ্গার, ক্ষুধারাহিত্য। সুরা পান ও তামাকু সেবনের অত্যন্ত ইচ্ছা (অ্যাসেরাম্, কার্ব্বো-ভেজি)। সুরাপায়ী, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও কর্কট (Cancer) রোগগ্রস্ত লোকদিগের বমন (পাইরো)। উদরাধ্মানসংযুক্ত অজীর্ণ রোগের বমন (কার্ব্বো-ভেজি, লাইকো)।

মল।—অতিসার ও আমাশয়; দুর্গন্ধময় উদ্গার সংযুক্ত মলকাঠিন্য (ওপিয়াম, পূসোরিনাম্) রক্তামাশয়—তরল আম,—যেন অন্ত্রাদির আবরণ খসিয়া আসিতেছে;—অত্যন্ত বেগ ও কুন্থন (ক্যান্থারিস)। ফেনের মত মল; উদরাময়——মল তরল, কৃষ্ণাভ, পূতিগন্ধবিশিষ্ট; অসাড়ে নির্গত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতাসহ নিশ্বাসে দুর্গন্ধ।

প্রস্রাব। সবুজ বা কৃষ্ণাভ। বহুমূত্র। এল্বুমিনিউরিয়া।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়। স্রাবমাত্রই দুর্গন্ধবিশিষ্ট। যোনি-কপাটের (vulva) চতুর্দ্দিকে রক্তাক্ত পূযবটী (pustules)। কটীদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা,—উরুদেশ পর্য্যন্ত টান ধরে। বাম অণ্ডাধারে বেদনা;—বহিঃপ্রদেশে বেড়াইলে বৃদ্ধি। প্রদর,—প্রখর, প্রচুর, দুর্গন্ধময় ও সবুজাভ স্রাব, কণ্ডুয়ন ও জ্বালা জনক (ক্রিয়াজোটাম্) এবং এই স্রাব দ্বারা জরায়ুগ্রীবা ক্ষয়িত বা হাজিয়া যায়। সূতিকা জ্বরাধিকারে দুর্গন্ধময় মলাদি স্রাব (এচিনেসিয়া)।

ত্বক।—গা দিয়া দুর্গন্ধ বাহির ও জ্বালা ও কণ্ডুয়নশীল রসবটী। দগ্ধস্থান, ক্ষতে পরিণত এবং তাহা হইতে অনবরত রস নিঃসৃত হয়। সাংঘাতিক বা উৎকট আরক্ত জ্বর ও বসন্ত (অ্যামন-কার্ব্ব :)। ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে মাংস বিদীর্ণ হইয়া অস্থি বাহির হইয়া বা চূর্ণ হইয়া গেলে, বা কোমলাংশের ক্ষতের উপর ছাল পড়িয়া (ক্যালেণ্ডুলা) বিসর্প।

নিদ্রা।—হাই উঠা ও নিদ্রালুতা।

সম্বন্ধ।—খড়ি এবং সশর্কর লাইম কর্ত্তৃক ইহার বিষদোষ নষ্ট হয়। প্রচুর দুগ্ধ পানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। শিরঃপীড়ায় জেল্স, মার্ক্, সলফর সদৃশ। আর্সেনিক, কার্ব্বো, চায়না, দাহ ও দুর্গন্ধস্রাবে ; অ্যান্টিটার্ট ও ভেরিওলিনম, বসন্তে।

দগ্ধাদিতে :—আর্স, ক্রিয়োজোট্ ; যে সকল ক্ষতে দুর্গন্ধময় রস নির্গত হয়—মার্ক্, সলফ।

শক্তি।—৩য় হইতে ৩০ এবং ২০০ শক্তি পর্য্যন্ত।

অ্যাসিড্ ক্রমিক্ (ACIDUM CHROMICUM).

প্রস্তুতি।—সলফিউরিক অ্যাসিড সহ বাইক্রমেট্ অভ্ পটাস সংমিশ্রিত। ইহা ৩য় দশমিক পর্য্যন্ত পরিস্রুত জলে দ্রবণীয়।

ইহা "ক্রমিক্ অক্সাইডেটামের" সহিত সম্মিলিতভাবে পরীক্ষিত। ডাক্তার হেরিং ইহাদিগকে এইরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ইহারা নিম্নলিখিত রোগে লক্ষণানুযায়ী উপকারী বা ফলপ্রদ ;—বক্ষের স্নায়ুশূল ; মস্তিষ্ক প্রদাহ ; কাসি ; অতিসার ; বিবিধ চক্ষু রোগ ; পচনশীল ক্ষত ; বাতরক্ত ; অর্শ ; কটীশূল ; স্বরনলীর ক্ষয়রোগ ; সন্ধিক্ষত ; উপদংশ, ; গলক্ষত ; দন্তশূল ; চোয়াল লাগা ; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ঔষধ গলমধ্যে ডিপথিরিয়া বা উপঝিল্লী প্রদাহে (Diphtheria), পশ্চান্নাসার অর্ব্বুদে এবং জিহ্বার কর্কট রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে। রক্তাক্ত ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাব (Lochia)। লক্ষণাদির হঠাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং যথাকালে প্রকাশ।

লক্ষণাবলী।

নাসারন্ধ্র।—নাসামধ্যে ক্ষত এবং মামড়ী বা চটা-ঘা। প্রশ্বাসবায়ু অতিদুর্গন্ধযুক্ত। ক্ষতজননবৎ বেদনা। পিনস্ বা নাসারন্ধ্রের পচা ঘা (অ্যাসাফিটিড়)।

গলমধ্যদেশ।—ডিপথিরীয়া (Diphtheria—ল্যাক-ক্যানাইন্ ; ল্যাকেসিস্, মার্কু-সায়ানা, মার্কু-প্রোটোআয়োড্ মার্কু-বিন-আয়োড), গলক্ষত (বেল্, ব্যারা-কা, এপিস্, আয়োড, ক্যালি-বাই)। ঘন আঠাবৎ শ্লেষ্মা (হাইড্রাষ্টিস্, ক্যালি-বাই, অ্যালুমিনা, কার্ব্বো-ভেজি), গিলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা ; প্রাতে কাসিয়া তুলিতে ইচ্ছা বৃদ্ধি (আর্জেণ্ট-নাই)। পশ্চান্নাসাস্থিত অর্ব্বুদঃ (ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যালি-বাই, টিউক্রীয়াম্, থুযা)।

মল ও মলান্ত্র।—মল জলবৎ, প্রচুর ও পুনঃ পুনঃ বেগ এবং তৎসহ বমনেচ্ছা ও শিরোঘূর্ণন। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবী অর্শ (অ্যাসিড মিউরি, কষ্টিকাম্, হ্যামা, নক্স, সল্ফার্); কোমরের দুর্ব্বলতা (সাইলি, ইগ্নে, সিঙ্কোনা, ক্যাল্ক-ফস্,)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ, ক্যালি বাইক্রমিকা। অ্যাসিড্-মিউরি ; মার্কু-সায়ানা ; আর্জেণ্টাম্ ; থুযা।

দোষঘ্ন।—ড্যাফনি ; মার্কু-কর ; হ্রাসটক্স ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহার দেখা যায়।

অ্যাসিড ক্রাইসোফ্যানিক্ (ACID CHRYSOPHANIC).

প্রস্তুতি।—রুবার্ব প্রভৃতি দ্রব্য হইতে এই রাসায়নিক অ্যাসিড্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (গোয়া পাউডারের প্রধান উপাদান।)

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ। দদ্রু (ব্যাসালিন্) ; আঁচিল (Fig warts—থুযা), বিচর্চ্চিকা (Psoriasis—থাইরইডিন্, পেট্রল, থুযা, প্রমেহজ হইলে = ইথিয়প্স্-অ্যান্টি-মোন্যালিস্,—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু হইলে = মার্কু-বিন্, উপদংশবিষ হইলে = গ্র্যাফ, এবং কর্ণ পশ্চাতে হইলে = সাইকিউটা) কেশদদ্রু বা শিরোবিসর্পিকা (Herpes = সিপিয়া, মিডহ্রন্ :) প্রভৃতিতে এইঔষধ ব্যবহার ফলপ্রদ। পাটল ব্রণ অর্থাৎ বয়োব্রণ ; (Acne Rosacea = কার্ব্বো-অ্যানিম্যাল্, হাইড্রোকোটাইল্, অ্যাগারিকাস, নক্স্ ও হ্রাস্-টক্স :)। অতিশয় কণ্ডূয়ন জনক এবং প্রচুর ও দুর্গন্ধযুক্ত রসস্রাবী নিম্নপ্রত্যঙ্গের পামা বা কাউরে (মার্ককর) উপকারী। (বাহ্য প্রয়োগে বিবিধ চর্ম্মরোগজনক কীট নাশ করে।)

লক্ষণাবলী।

চক্ষু ও দর্শন। অক্ষিপুট, যোজকত্বক বা শ্বেতক্ষেত্র প্রভৃতির প্রদাহ (ইউফ্রেসিয়া, সলফ, অ্যাণ্ট-টার্ট, মার্ক-কর, আর্জেণ্ট-নাইট্,)। দর্শনেন্দ্রিয়ের চৈতন্যাধিক্য অর্থাৎ অল্প আলোকেই কষ্টবোধ হয়।

কর্ণ। পামা বা চটা ঘা;—সমগ্র কর্ণ ও উহার চতুর্দিকস্থ ত্বকে যেন একখানি ক্ষত রহিয়াছে।

পাকাশয়। শিশুদিগের বমন ও তৎপরে কপিশবর্ণ জলবৎ মলত্যাগ। বহুল পরিমাণে পিত্ত ভেদ বা বমন হইয়া থাকে (ক্যামো, ইউপেট্, আইরিস্)।

শক্তি।—৩য় চূর্ণ হইতে ৩০ শক্তি।

অ্যাসিড্ ফ্লুয়োরিক্ (ACIDUM FLUORICUM).

প্রস্তুতি।—বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ম্ ফ্লুরাইড্ চূর্ণ সহ সল্ফিউরিক অ্যাসিড সংমিশ্রিত করিয়া উহা পরিস্রুত করিলে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ম ক্রম পরিস্রুত জলে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ—পরিপোষণ শক্তির ব্যতিক্রম ঘটিয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ইহা উপযোগী, সুতরাং ইহা ক্যালকেরিয়া ও সাইলিশিয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পারদ ও উপদংশ বিষে যাহাদের দেহ জর্জ্জরিত এবং সুরা প্রভৃতি পান করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে, বা অকালবার্দ্ধক্য জন্মাইয়াছে, তাহাদের পীড়ায় উপযোগী। শিরাস্ফীতি, অস্থির বিবিধ পীড়া, শয্যাক্ষত, উপদংশক্ষত, অস্থির মধ্যে নালী, দন্তনালী হইতে রক্তময় লবণাস্বাদযুক্ত স্রাব, অশ্রুনালী, আঙ্গুলহাড়া, সকলপ্রকার অস্থির পীড়া এবং পুযোৎপত্তিতে ইহা সাইলিশিয়ার সদৃশ, কেবল শৈত্যে উপশম ইহার বিভিন্নকর লক্ষণ। যকৃতের পীড়া, বক্ষোদক পীড়া, গলগণ্ড, পিনস্ কর্ণস্রাব, কেশহীনতা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বার্দ্ধক্য বা অকালবার্দ্ধক্য সুলভ রোগাদিতে ও উপদংশ বিষ বা পারদ-দুষ্ট ধাতুতে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদুপযোগী ব্যক্তিকে অল্প বয়সে বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়। সে অক্লান্তভাবে অধিক পরিশ্রম করিতে পারে (কোকা); গ্রীষ্মের উত্তাপে বা শীতের শীতলতায় বড় কাতর হয় না। ত্বকের উপর ইহার ক্রিয়া অত্যন্ত ধ্বংস প্রবণ, যথা,—শয্যাক্ষত (Bed-sores;), সাধারণ ক্ষত; শিরার স্ফীতি (Varicose veins)। সর্ব্বদা দেহ সঞ্চালন করিতে বাধ্য নতুবা রোগাক্রান্ত বা অসুখ হইয়া পড়ে।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিস্মরণশীল; স্বীয় পুত্রকন্যাদির উপর বিরাগ; অতি প্রিয়পাত্রের প্রতিও বড় অনাস্থা প্রকাশ করে; অতিশয় স্ফূর্ত্তি; কিছুতেই ভয় নাই এবং স্বীয় প্রকৃতি বড় সন্তোষজনক মনে করে। দায়ীত্ব বোধ বড়ই কম।

শিরোদেশ।—মস্তকের অস্থিতে ক্ষত, অত্যন্ত রসস্রাবী, উত্তাপে বৃদ্ধি (শৈত্যে বৃদ্ধি=সাইলি;) অস্থি বৃদ্ধি (Exostosis=হেকলা, ক্যালি-বাইক্রম্;) ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক্ (ক্যালিকার্ব, অ্যাসিড্-ফস্)। শঙ্খদেশে বা রগে (Temples) চাপ বোধ।

কর্ণ।—উভয় কর্ণমধ্যে কণ্ডুয়ন।

চক্ষু।—যেন চক্ষু ভেদ করিয়া বায়ু বহিতেছে। অশ্রুনালীর নালীক্ষত (সাইলি)। চক্ষুতে বালুকাকণা পড়িয়াছে অনুভব।

নাসিকা।—নাসিকার নিকটস্থিত অপাঙ্গের কণ্ডূয়ন।

মুখগহ্বর।—দন্তশূল, ঠাণ্ডাজলে বৃদ্ধি (ব্রাই, ক্যালক্, ক্যাম, কষ্ট্, হিপার, ল্যাক্, ন্যাট-মিউর, নক্স-মস্ক্, নক্স-ভম্, পল্স্, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সল্ফ্,), কিন্তু মুখে জল কিছুক্ষণ থাকিয়া গরম হইলে উপশম (নক্স-মস্, নক্স-ভম্, পল্স্, হ্রাস-টক্স, সল্ফ)। দন্তাস্থির ক্ষত, দন্তের নালিক্ষত এবং তাহা হইতে অনবরত রক্তমিশ্রিত লবণ-স্বাদযুক্ত রসস্রাব, গল মধ্যে উপদংশ বিষজ ক্ষত, শৈত্যস্পর্শে অত্যন্ত যন্ত্রণা। দন্ত উত্তাপযুক্ত বোধ হয়। উদ্ধহনুর অস্থি পর্য্যন্ত ক্ষত প্রসারিত হয়।

পাকাশয়।—ক্ষুধার আধিক্য, শীঘ্রই পরিতোষ, উদ্গার, বমন, পেট বেদনা।

অন্ত্রাশ্রয় ও মল।—যকৃৎ প্রদেশে ব্যথা বোধ, উদ্গার ও বায়ু নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধ, কঠিনমল বা পিত্তজ উদরাময়। কাফি পানে বিরাগ। উত্তমরূপে জারিত খাদ্য আহারে ইচ্ছা।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রনালীতে জ্বালানুভব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। বৃদ্ধদিগের রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় লিঙ্গোত্থান, রাত্রিকালে মূত্রনালী হইতে পুরাতন-মেহ জনিত লাল স্রাব (gleety discharge-থুযা, সিন্নাবারিস্, নাইট্রিক অ্যাসিড্, থ্যাফ্থ্যালিন্, গুয়ায়েকাম্) যদ্দারা পরিধেয়াদিতে হরিদ্রাভ দাগ লাগে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু, প্রচুর স্রাব, এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। জরায়ুর ও জরায়ু-মুখের ক্ষত। প্রদর, অপর্য্যাপ্ত এবং ক্ষতজনক (corrosive) স্রাব। কামোন্মাদ (হায়োসা ; অরিগেনাম্ ; ষ্ট্র্যামো ; ট্যারেণ্টুলা ; ক্যাল্কে-ফস্ ; গ্র্যাটিয়োলা)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গুলি সন্ধির প্রদাহ। বোধ হয় যেন নখ মধ্যে খোচা বিদ্ধ রহিয়াছে (হিপ্ ; সিলি); নখ ভগ্ন হইয়া যায় (গ্রাফ)। দীর্ঘাস্থির ক্ষত ও পচন (necrosis—ফস্)। কোন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয় না (কোকা)।

ত্বক।—পুরাতন ক্ষতচিহ্ন (cicatrices) সকল প্রদাহ যুক্ত হয়, লাল হইয়া উঠে এবং পুনশ্চ ক্ষতে পরিণত হইবে এরূপ সম্ভাবনা হয় (কষ্ট ; গ্রাফ)। কৈশিক ধমনীর স্ফীতি (Capillary Aneurism-ক্যাল্কে-ফ্লু ও টিউবাকুলিন্)। শিরা স্ফীতি (হ্যামা)। মাতৃচিহ্ন বা জড়ুল বা জটুল (Nævus-থুযা ; ক্যালকে-ফস্ ; লাইকো) লাল ও রসগুটি যুক্ত ক্ষত ; শয্যাক্ষত (আর্নিকা, হাইপেরিক্); প্রচুর রস স্রাবশীল ক্ষত,—উত্তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্যে উপশম ; সীমাবদ্ধ স্থানে বিদ্যুৎ শলাকার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ বেদনা (ম্যাগ-ফস্)।

নিদ্রা।—তন্দ্রালু অথচ নিদ্রা হয় না ; প্রাতে নিদ্রা হয় বটে, কিন্তু স্বপ্নপূর্ণ।

হ্রাস।—সঞ্চালনে এবং ভ্রমণকালে।

বৃদ্ধি।—প্রাতে, বিশ্রাম, উত্থানকালে ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—কোকা ও সিলিসিয়া—**অনুপূরক**॥ সুরাপায়ীদিগের উদরী রোগে আর্সেনিকের পরে ব্যবহার্য্য; বঙ্ক্ষণ-সন্ধির (Hip-joint) রোগে ক্যালি-কার্ব্বের পরে ব্যবহার্য্য, দন্তের স্পর্শাসহনীয়তায় কফিয়া ও ষ্টাফিস্যাগ্রিয়ার পরে; বহুমূত্র রোগে ফস্‌ফরিক-অ্যাসিডের পরে অস্থির রোগে সিলি ও সিম্ফাইটাম্ এর পরে এবং গণ্ডমালাধিকারে স্পঞ্জিয়ার পরে ব্যবহার্য্য।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শক্তি।

অ্যাসিড গ্যালিক্ (ACIDUM GALLICUM).

প্রস্তুতি।—(মাজুফল হইতে উৎপন্ন অম্ল পদার্থ বিশেষ)। তরল এবং বিচূর্ণ আকারে ও প্রস্তুত হয়। ইহাতে ট্যানিক এসিড সদৃশ পদার্থ আছে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন-লিখিত রোগে ব্যবহার্য্য;—হাঁপানি; কোষ্ঠ-বদ্ধতা; দুর্ব্বলতা; প্রলাপ; ক্ষয়কাস; আম্বাত; রক্তস্রাব।

উপযোগিতা ও আভাস।—যক্ষ্মারোগে ইহার ব্যবহার সুপ্রসিদ্ধ। দূষিত নিঃস্রব (secretions) সকল নিবারণ করা, পাকাশয়ের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুধাবর্দ্ধন করা ইহার প্রধান ক্রিয়া। সময়ে সময়ে শোণিতস্রাব বিশেষও ইহ দ্বারা নিবারিত হয়। মুখে জল উঠা ইহার প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

শ্বাসযন্ত্র।—দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ মধ্যে তীব্র বেদনা, সন্ধ্যার পর শয়নান্তে উপশম; প্রাতে কম থাকে; কাসিলে, হাই তুলিলে বা পূর্ণ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বেদনা বৃদ্ধি হয়। যক্ষ্মা,—বাম ফুস্‌ফুসের শিখরদেশে (Apex) গহ্বর উৎপন্ন হয় এবং পূযবৎ নিষ্ঠীবন (expectorations) নির্গত হইতে থাকে। ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের মধ্যে ও উর্দ্ধাংশে বিশেষতঃ বাম ফুস্‌ফুস্ মধ্যে কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভূত হয়, ঐ বেদনা গ্রীবা ও দক্ষিণ স্কন্ধের পেশী এবং মেরুদণ্ডের উর্দ্ধাংশে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; দেহ সঞ্চালনে, মস্তক আবর্ত্তিত করিলে এবং প্রাতে বৃদ্ধি পায়। ফুস্‌ফুস্ হইতে শোণিত স্রাব। রাত্রি-স্বেদ। মুখ ও গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা বোধ।

সম্বন্ধ।—আর্স-আয়োড; ব্যাসিলিন; ক্যালকে-কার্ব্বঃ; মাইরিকা; ফস্; সল্‌ফ।

শক্তি।—প্রথম দশমিক বিচূর্ণ এবং ৬ষ্ঠ ও ৩০শ।

অ্যাসিড্ হাইড্রোসায়ানিক্ (ACIDUM HYDROCYANICUM).

নামান্তর।—ইহাকে (Prussic Acid প্রুসিক-অ্যাসিডও বলে)।

প্রস্তুতি।—প্রুসিয়েট্ অফ্ পটাশ্‌সহ সজল সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া

চুয়াইলে এই সাংঘাতিক বিষাক্ত পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহার ক্রম সদ্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা ভাল, কেন না অধিক দিনের প্রস্তুত ঔষধে ফল হয় না।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ হইয়াছে;—বক্ষের স্নায়ুশূল রোগ; হাঁপানি; কলেরা; আক্ষেপ; অজীর্ণরোগ; মৃগী; অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত; হিক্কা; প্রসবকালের আক্ষেপ; পাকাশয়ের বিবিধ বিকৃতি; সূর্য্যাঘাত বা সর্দ্দিগর্ম্মি; ধনুষ্টঙ্কার; মূত্রক্ষার জনিত আক্ষেপ; হুপিং কফ ইত্যাদি।

বিশেষ ক্রিয়া।—ডাং ক্লার্ক বলেন,—"ইহা সিলিয়াক্ গ্রন্থীতে ক্রিয়া করিয়া অন্ত্রের আক্ষেপ ও শূল উৎপন্ন করে। আক্ষেপ এবং পক্ষাঘাত এই ঔষধের প্রধান নির্দ্দেশক।"

উপযোগিতা ও আভাস।—আক্ষেপ রোগ এবং পক্ষাঘাত এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া। কোন সাংঘাতিকরোগে যখন জীবনী শক্তির ক্রিয়া শেষ হইয়া আইসে, রোগী প্রগাঢ় মোহ প্রাপ্ত হয়, যখন নিশ্বাস প্রশ্বাস অতি দীর্ঘ ও ধীরে বহিতেছে, এমন কি সময়ে সময়ে রোগীকে মৃতবৎ বোধ হয়, এবং যখন মলমূত্রাদি সমস্ত নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন এই ঔষধি সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে—(ডাক্তার সরকার)। স্বরনলীর সঙ্কোচন,—যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হইতেছে এইরূপ বোধ; বক্ষাভ্যন্তরে বেদনা ও সঙ্কোচনানুভূতি; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন; নাড়ী দুর্ব্বল ও বিষম। উর্দ্ধোদর শূন্য বোধ। নিস্পন্দ বায়ুরোগ [Catalepsy ক্যানাবিস ইণ্ড, সাইকিউটা; ঋতুঃ কালে হইলে মস্কাস্; বহিরায়াম আক্ষেপযুক্ত (with Opisthotonos) হইলে অ্যাঙ্গাষ্টুরা; বহিরায়াম আক্ষেপযুক্ত ও মানসিক উত্তেজনাজনিত হইলে ইগ্নে; ভীতি জনিত হইলে অ্যাকোন্, জেলস্, ওপিয়াম; প্রণয় ঈর্ষা জনিত হইলে হায়োসা, ল্যাকেসিস্ এবং আনন্দ জনিত হইলে কফিয়া]। বিসূচিকা রোগের পতনাবস্থা (কার্ব্বো-ভেজি)। মৃগীরোগাধিকারে যখন অচৈতন্যাবস্থায় চোয়াল আটকাইয়া যায়, মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলি, মুখ হইতে ফেনা বাহির হওয়া, গলাধঃকরণে অক্ষমতা এবং আক্রমণান্তে অতিশয় নিদ্রানুভব ও অবসাদ বর্ত্তমান থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—অচেতনাবস্থা। উন্মত্ত প্রলাপ। কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কা। অবসাদ।

শিরোদেশ।—যন্ত্রণাদায়ক ও অচৈতন্য বিধায়ক (stupefying) শিরোবেদনা। মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন দগ্ধ হইতেছে।

চক্ষু।—চক্ষুতারকা স্থির বা প্রসারিত। ভ্রূদেশীয় (supra-orbital) স্নায়ুশূল,—আক্রান্ত পার্শ্ব উত্তাপযুক্ত ও আরক্ত হইয়া উঠে।

কর্ণ।—উভয় কর্ণমধ্যে বেদনা।

মুখগহ্বর।—হনুদ্বয় দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ (trismus), ফেনা নির্গত হয়। ওষ্ঠদ্বয় রক্তহীন ও নীলিমাযুক্ত। জিহ্বা হিম বা শীতল।

গলমধ্য।—গলার ভিতরে আক্ষেপ।

পাকাশয়।—মিষ্টাস্বাদ। কোন জলীয় পদার্থ পানকালে অন্ননালী মধ্যে গড়গড়

শব্দ। শূলবেদনা, খালি থাকিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি (আয়োড্)। ঊর্দ্ধোদর শূন্য বোধ। হৃদ্প্রদেশে (Præcordia) স্পন্দনশীল বেদনানুভব। পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ।

মল ও মলদ্বার।—অসাড়ে মলত্যাগ, ওলাউঠা বা কলেরায় সহসা বাহ্যে বন্ধ ইত্যাদি।

শ্বাসযন্ত্র।—সশব্দ ও দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস। শুষ্ক, শ্বাসনিরোধকারী এবং ক্ষণাক্রমণকারী কাসি। গলনলীর সঙ্কোচন সহ হাঁপানী। হুপ্কাসি (Whooping cough ড্রোসেরা, মিফাইট, ন্যাফ্থ্যালিন্,—সিনা; আর্নিকা, ট্রাইফোলিয়াম্)। ফুস্ফুসের ক্রিয়া-নিরোধ বা পক্ষাঘাত (Paralysis of Lungs)।

হৃৎপিণ্ড।—অত্যধিক স্পন্দন অনিয়মিত ক্রিয়া, দুর্ব্বল বেগ। হৃৎশূল (Angina Pectoris), অপস্মার, উৎকণ্ঠা ও তৎসহ সঙ্কীর্ণ নাড়ী। হস্তপদাদির অগ্রভাগ হিম বা শীতল।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন (চেলিড—অনিদ্রা সহবর্ত্তি হইলে—অ্যাকোন্, আর্নিকা, নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পর হইলে = নক্স, ইগ্নে); কম্পন; দুর্দ্দমনীয় নিদ্রালুতা। স্পষ্ট, অসম্বদ্ধ স্বপ্ন।

জ্বর।—কম্প, মধ্য রাত্রির পরে বা প্রাতে, ভিতর বাহিরে ঠাণ্ডা বোধ, হৃৎপিণ্ডের অসমান ক্রিয়া, তৎপরে প্রবল উত্তাপ ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ,—ক্যাম্ফর, কফিয়া, ইপিকাক, নক্সভমিকা, ওপিয়ম, ভেরেট্রাম।

তুলনীয় বা সম গুণ বিশিষ্ট ঔষধ।—ক্যাম্ফর (কলেরার হিমাঙ্গাবস্থা বা শীত), সাইকিউটা কশেরুকায় জ্বালা, গ্রীবার আক্ষেপ; কোনায়াম (পক্ষাঘাত); ইনাস্থি (মৃগী), লরোসি (শুষ্ক কাসি), ট্যাবেকাম্ (শ্বাসবন্ধ ভাব); হেলিবোরস (ফুস্ফুস্ ও হৃদ্পিণ্ডের পক্ষাঘাত); নক্সভ (ধনুষ্টঙ্কার)।

শক্তি।—৩য় হইতে ২০০ শক্তি।

অ্যাসিড ল্যাক্টিক্ (ACIDIUM LACTICUM).

প্রস্তুতি।—দুগ্ধজ অম্ল, পরে পরিস্রুত জল সহ ১ম ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—সন্ধিবাত, পৈশিকবাত; বহুমূত্র, অজীর্ণতা, অম্লরোগ, অম্ল উদ্গারে বুকজ্বলিয়া যাওয়া, বমন, বমনেচ্ছা; গর্ভিনীগণের প্রাতঃকালীন বমন, নাকদিয়া রক্তপড়া, ঘুংড়ী।

উপযোগিতা ও আভাস।—গর্ভবতীদিগের প্রাতঃকালীন বমন; বহুমূত্র এবং সন্ধিবাত ও বাতব্যাধি এই ভেষজের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। স্তন রোগ লক্ষণ।• মস্তক ঘূর্ণন।

লক্ষণাবলী।

গলমধ্য।—বোধ হয় যেন একটা গুল্ম আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ঢোক গিলিলেও উপশম হয় না। সফেন শ্লেষ্মা অনবরত গলাধঃকরণ করিতে থাকে। সঙ্কোচনানুভূতি (ল্যাক্টিউ) এবং বমনোদ্রেক। (স্বরনলীর ক্ষতরোগে বাহ্য প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়)।

পাকাশয়।—গর্ভিণী, বিশেষতঃ রক্তহীনা স্ত্রীলোকের বমনোদ্রেক ও প্রাতঃকালীন বমন, আহারান্তে উপশম (উকী অধিক থাকিলে=নক্স্; আহারান্তে উপশম হইলে—অ্যানাকার্ড্; সিরিয়াম্-অক্স্যালেট্; সিম্ফরিকার্পা; ন্যাট্রাম্-ফস্; অ্যাসিড্-কার্ব্বলিক; ট্যাবেকাম্)। জিহ্বা শুষ্ক ও রসহীন। তৃষ্ণা ও অতিরিক্ত ক্ষুধা। পচনশীল মুখ রোগ (Canker মার্ক, ফস্, আর্স)। অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব। কটু উদ্গার।

বক্ষঃস্থল।—স্তনে বেদনা, বগলের গ্রন্থির (Axillary Glands) বিবৃদ্ধি; বেদনা বাহুতে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। স্বর ভঙ্গ।

প্রস্রাব।—পাকাশয় ও যকৃতের বিকৃতি জনিত বহুমূত্র, প্রস্রাব অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ও বেগশীল, সশর্কর ও হরিদ্রাভ; তৃষ্ণাবাহুল্য, (ল্যাক্‌ডিফ্লো), বমনোদ্রেক, শীর্ণতা, প্রবল ক্ষুধা এবং মলকাঠিন্য। মূত্র গ্রন্থী বা বৃক্ককে বেদনা। পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণে প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা। দিবা রাত্রি পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; মূত্র ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে যন্ত্রণা হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ অণ্ডাধারপ্রদেশে নিরন্তর বেদনা—দ্রুত পাদচারণে বৃদ্ধি। ঋতু শোণিত—অল্প স্রাব—নির্দ্ধারিত সময়ের ১০ দিবস বিলম্বে প্রকাশ, অথবা দুই দিবস পূর্ব্বে; কখনও বা অত্যধিক স্রাব। নিম্নোদরে এবং কোমরে ব্যথা বোধ। আর্ত্তবস্রাব কালে যোনি-পার্শ্বে কণ্ডূয়ন; প্রদর,—স্রাব দ্বারা পরিধেয় হরিদ্রাবর্ণরঞ্জিত হয়, স্রাব রুদ্ধ হইলে, সর্দ্দি আরম্ভ হয়। যেন রজোস্রাব আরম্ভ হইবে এইরূপ বেদনা। পদদ্বয় উচ্চে রাখিয়া উপবেশন করিলে সমস্ত যন্ত্রণার উপশম বোধ।

প্রত্যাঙ্গাদি।—সন্ধি, স্কন্ধ, মণিবন্ধ, জানু প্রভৃতির বাতাশ্রিত বেদনা ও দুর্ব্বলতা। পাদচারণ কালে সমগ্র দেহের কম্পন।

নিদ্রা।—নিদ্রাহীনতা।

সম্বন্ধ।—অ্যাসিড্-অ্যাসেটিক্, অ্যাসিড্-ফস; অ্যাক্‌টিয়া রেসিমোসা। অ্যাকোন, বেলাড, ইপিকা, নক্স সহ তুলনীয়।

শক্তি।—৩য় হইতে ২০০ শক্তি।

অ্যাসিড্ মিউরিয়েটিকম (ACIDUM MURIATICUM).

নামান্তর।—অ্যাসিড্ হাইড্রোক্লোরিকাম্।

প্রস্তুতি।—পরিস্রুত জলে নিম্নক্রম এবং পরে সুরাসার প্রয়োজন হয়। লবণ ও সলফিউরিক অ্যাসিড হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ডাং ক্লাকের মতে—গুহ্যদ্বার নির্গমন; তাণ্ডব বা কোরিয়া; বধিরতা; ডিপ্থিরীয়া, সান্নিপাতিক জ্বর; অর্শ; মুখে নানাবিধ পচনশীল ক্ষত; আরক্ত জ্বর; শীতাদ; হুপিং কাসি; পারদ বিকৃতি।

ডাং কাউপারথোয়েট বলেন—সান্নিপাতিক ক্ষেত্রের দুর্ব্বলাবস্থা, অসাড়ে ভেদ, দন্তে শর্করা দাগ ধরা, স্বল্পবিরাম জ্বর প্রভৃতিতে চোয়াল ঝুলিয়া পড়া; শয্যায় গড়াইয়া আসা প্রভৃতি লক্ষণ যুক্ত অবস্থায় উপযোগী। মুখে জিহ্বার বিবিধ প্রকার সাংঘাতিক পচনশীল ক্ষত; ডিপথিরিয়া, যকৃতের পীড়া, অতিসার; দূষিত ব্রণ, ক্ষতে জ্বালা ইত্যাদি লক্ষণে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—কৃষ্ণ কেশ, কৃষ্ণ চক্ষু, এবং ঘোর বর্ণবিশিষ্ট এবং রাগী ব্যক্তির পীড়ায় উপযোগী। বলক্ষয়কারী রোগ, রোগী সর্ব্বদা যন্ত্রণা প্রকাশক অব্যক্ত শব্দ করে, অচেতন অবস্থা এবং কিছুতেই সন্তোষ বা আরাম বোধ করে না। শৈবালবৎ (fungoid) উদ্ভিদবিশিষ্ট ক্ষত এবং অন্ত্রাদি মধ্যে কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপন্ন হয়। রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, উপবেশন মাত্রে তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আইসে; নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে এবং শয্যা হইতে পিছলাইয়া আইসে। মুখ গহ্বর ও মলদ্বার প্রধানতঃ আক্রান্ত হয়; জিহ্বা ও মলদ্বারাবরোধক পেশী ক্রিয়াহীন হইয়া পড়ে। শোণিতের উপর ইহার পূয়জনন ক্ষমতা প্রকাশ হইয়া রোগীকে বলক্ষয়কারী রোগে আপতিত করে—উত্তাপ যেমন অধিক হয়; দুর্ব্বলতাও তদনুযায়ী হইয়া থাকে এবং শারীর রস সকলের পচনশীলতা ঘটায়। মূত্রত্যাগ কালীন অসাড়ে মল নির্গত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—অচৈতন্য; অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা যন্ত্রণা প্রকাশ বা গোঙানী; ক্রোধ প্রবণতা; অন্তরদৃষ্টিশীল এবং শান্ত; ভবিষ্যৎ চিন্তায় বড়ই ব্যস্ত; অস্থিরতা ও শিরোঘূর্ণন। (অ্যালো; পডো:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ভার বোধ। যেন মস্তিষ্ক ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে এইরূপ বেদনা। শিরঃপীড়া,—প্রত্যহ প্রাতে ৯টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত বেদনার স্থিতি—বাম ভ্রূদেশে বেদনা আরম্ভ হইয়া, বাম চক্ষু, নাসিকার বামার্দ্ধ, ললাট ও শঙ্খদেশ বা রগ হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে;

চক্ষু সঞ্চালনে (ব্রাইঃ) কিম্বা উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি ; অল্প পরিশ্রমে উপশম। কেশ সকল যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে (ল্যাচ্‌ন্যান্‌থিস্) এইরূপ অনুভব।

চক্ষু।—সোজা ভাবে অর্দ্ধ দৃষ্টি (perpendicular half sight)। উর্দ্ধার্দ্ধ বা নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায়। সঙ্কুচিত তারকা ; আলোকে অস্বাচ্ছন্দ্য ; অন্ধকারে আরাম।

নাসিকা।—হুপ্‌কাসিতে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব। দীর্ঘকালব্যাপী শোণিত স্রাব (লিডাম্) ; পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

মুখমণ্ডল।—নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে ; ব্রণাদি, ওষ্ঠদ্বয় বিশুষ্ক, ফাটা। নিম্নোষ্ঠের বামদিকে বেলা ৪টা হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বেদনা।

মুখগহ্বর।—দূষিত রোগ বা ক্ষততে পরিপূর্ণ, গভীর, ত্বকভেদকারী, ক্ষতের তলদেশ গাঢ় লাল বা কৃষ্ণাভ, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধময়, অতিশয় দুর্ব্বলতা। গলনলীর ঝিল্লিক প্রদাহ (Diphtheria ডিফথিরিয়া), কর্কটরোগ (Cancer) জিহ্বা চর্ম্মের ন্যায় বিশুস্ক ও ক্রিয়াহীন, দন্তমূল ও মাড়ী স্ফীত। দন্তে দাগ বা শর্করাতিশয্য (sordes)।

গলমধ্য।—আলজিহ্বা স্ফীত। গলক্ষত ও কৃত্রিম ঝিল্লি পড়া। গলনলী স্ফীত, গাঢ় লালবর্ণ এবং স্পর্শাসহ। গ্রাস করিবার চেষ্টা করিলে ঝিল্লির আকুঞ্চন, প্রসারণ ও শ্বাসরোধোপক্রম উপস্থিত হয়।

পাকাশয়।—মাংস দেখা দূরের কথা, মনে করিলেও রোগীর ঘৃণার উদ্রেক হয় (অ্যাসিড-নাইট্রিক)। সময়ে সময়ে অতিশয় ক্ষুধা এবং জলীয় দ্রব্য পান করিতে পুনঃ পুনঃ স্পৃহা।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুখে অনুভব করা। নাড়ী ধীরগতি ও ক্ষীণ—সময়ে সময়ে সবিরাম (intermitting), দিবাভাগে ধীরগতি এবং রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত দ্রুত।

মল ও মলান্ত্র।—অর্শ থাক বা না থাক, মলদ্বারে অত্যন্ত স্পর্শাভনুব। ঋতুকালে মলদ্বার অত্যন্ত ব্যথান্বিত। অর্শ স্ফীত, নীলাভ, ব্যথাযুক্ত এবং স্পর্শাসহ, শিশু হঠাৎ অর্শ-রোগক্রান্ত হয়, এত ব্যথা যে কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত যন্ত্রাণাদায়ক বোধ হয়। প্রস্রাব কালে মলনলীর বহির্নিঃসরণ (Prolapsus Ani)। গর্ভাবস্থায় অর্শ, উদরাময়,—মূত্রত্যাগ কালে অসাড়ে মল নিঃসরণ, বায়ু নির্গমন কালেও মল বাহির হইয়া পড়ে (অ্যালো) ; মলত্যাগ হইবে না এরূপ ভাবে প্রস্রাব করিতে পারে না।

প্রস্রাব।—ধীরে ধীরে মূত্র নির্গত হয়, মূত্রাশয় দুর্ব্বল—প্রস্রাব ত্যাগ কালীন্ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলে সফলকাম হইতে পারে। এত বেগ দিতে হয় যে মূত্রনলী বহি-র্নিঃসৃত হইয়া পড়ে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অকালে ঋতুর আবির্ভাব হয়,—মানসিক অবসাদ ; কথা কহে না,—যেন তাহার মৃত্যু আসন্ন। কোমরবেদনা সহ প্রদর। ঋতুকালে মলদ্বার ব্যথান্বিত। জননেন্দ্রিয়ের ক্ষতাদি। জননেন্দ্রিয়ের স্পর্শানুভব, তাহাতে গাত্রাবরণের স্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য (মিউরেক্স্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—ভার, বেদনাযুক্ত এবং ক্ষীণ। চলিতে চলিতে টলিয়া পড়ে। গুল্‌ফস্থিত পেশী-সূত্রে (Tendo Achilles) বেদনা (অ্যাসিড-বেন্‌জোয়িক্)।

ত্বক।—অত্যন্ত কণ্ডূয়নশীল ঘনবটী ও রসগুটী (হ্রাস-টক্স্); দুষ্টব্রণ (Carbuncles অ্যান্থ্রাস্)। নিম্ন প্রত্যঙ্গের দুর্গন্ধবিশিষ্ট ক্ষত। আরক্ত জ্বর,—নীলাভ দেহ, পীড়কাসংযুক্ত, স্বল্পসংখ্যক উদ্ভেদ।

জ্বর।—সান্নিপাত জ্বর ও আন্ত্রিক (Enteric) জ্বর,—প্রগাঢ় আচ্ছন্নবৎ নিদ্রা, জাগ্রত অবস্থায় অচৈতন্য, উচ্চ গোঙানী, জিহ্বার পার্শদ্বয় লেপাবৃত, শুষ্ক চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত ও অসাড়, প্রস্রাব কালে অসাড়ে দুর্গন্ধময় মলত্যাগ। শয্যায় পিছ্‌লাইয়া যায়, নাড়ী প্রতি তৃতীয় স্পন্দনে বিলোপী বা সবিরাম।

বৃদ্ধি।—জলীয় বায়ুতে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন,—ক্যাম্ফর, ব্রায়োনিয়া, ইপিকা। সমগুণ—ব্রায়ো,—ফস্ফ-অ্যাসিড, এপিস্, ব্যাপ্টি, বেলাড; জেলস, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি। ব্রায়োনিয়া, মার্কিউরিয়াস্ ও হ্রাসটক্সের পরে প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য।—অতিরিক্ত তামাক ও অহিফেন সেবন জনিত দেহের দুর্ব্বলতা নষ্ট করিতে বিশেষরূপে সক্ষম।

শক্তি।—১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক এবং ৩০শ বা ২০০ ক্রম।

অ্যাসিড্ নাইট্রিক্ (ACIDUM NITRICUM).

প্রস্তুতি।—(যবক্ষার দ্রাবক বা যবক্ষারাম্ল) অর্থাৎ নাইট্রেট্ অভ পটাশ এবং সলফিউরিক অ্যাসিড হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—(ডাং ক্লার্কের মত) = গুহ্যদ্বারের বিদারণ, বগলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; দুর্গন্ধ শ্বাস প্রশ্বাস, মূত্রগ্রন্থীর পীড়া, শ্বাসনলী; বাগী; উপদংশ; পা হাজিয়া যাওয়া; আচিল; কোষ্টবদ্ধ; কড়া; কাসি; রক্তামাশয়; অজীর্ণতা; বিবিধ কর্ণরোধ; মৃগী; বিবিধ চক্ষুরোগ; পায়ে ঘর্ম্ম হওয়া; নালীক্ষত ব্রণ; গ্রন্থীস্ফীতি; প্রমেহ; মাড়ীক্ষত; রক্তমূত্র; রক্তস্রাব; চর্ম্মবিকৃতি; বিবিধচর্ম্ম রোগ; চক্ষু প্রদাহ; উপদংশজ আইরাইটীস; অতিশয় রক্তস্রাব; ক্ষীণদৃষ্টি; নখের বিবিধ বিকৃতি; নাসিকায় পুরাতন ক্ষত; মুদা; নাসিকায় অর্ব্বুদ; গুহ্যদ্বার প্রদাহ এবং পতন; প্রষ্টেট গ্রন্থীতে পূয; জিহ্বায় বিবিধ পীড়া; অস্থিবিকৃতি; মুখেক্ষত ও লালাস্রাব; উপদংশ; আস্বাদ বিকৃতি; আচিল, হুপিং কাসি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মানবদেহের নবদ্বার মধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও ত্বকের সংযোগ স্থলই ইহার প্রধান ক্রিয়াভূমি (অ্যাসিড্-মিউর)।

উপযোগী ধাতু।—ডাং এলেনের মত ;—ক্ষীণদেহ হইলেও সুদৃঢ়, কৃষ্ণবর্ণ, স্নায়বিক ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়া। যে সকল রোগী পুরাতন রোগগ্রস্ত এবং সামান্য কারণে সর্দ্দি দ্বারা আক্রান্ত ; যাহাদের সর্ব্বদা উদরাময় হয়, তাঁহারাও এই ভেষজের ক্রিয়ার অধীন। মলকাঠিন্য থাকিলে ইহা প্রায়ই উপযোগী হয় না। দুর্ব্বল উদরাময়গ্রস্ত বৃদ্ধগণেরও এই ঔষধ প্রায় প্রয়োজন হয়। দৈহিক উত্তেজনশীলতাও ইহার দ্বারা উৎপন্ন ও নিরাকৃত হইয়া থাকে। এতদুপযোগী বেদনা সকল সূচী বা কণ্টকাদিবেধবৎ—যেন একটী খোঁচা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেদনাদির হঠাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব ; শৈত্যোত্তাপের পরিবর্ত্তনে প্রকাশ পায়। নিদ্রা কালে বেদনা ; স্থানে স্থানে চর্ব্বণবৎ বেদনা, যেন ক্ষত উৎপন্ন হইতেছে। মস্তক যেন একটী বন্ধনী বা ফেটীর দ্বারা বাধা এইরূপ বোধ (অ্যাসিড্-কার্ব্বলিক ; সল্ফার ; অ্যানাকার্ড:), আক্রান্ত প্রদেশে, ক্ষতমধ্যে, গলনলী এবং পদনখ প্রভৃতি স্থলে খোঁচাবিদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব, সামান্য স্পর্শ মাত্রেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি। কোন সাংঘাতিক বিষ হইতে, কিম্বা পারদ, উপদংশবিষ, গণ্ডমালাজনক দোষ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন রোগাদিতে প্রতিবিষের (antidote) ন্যায় কার্য্য করে এবং ভগ্নস্বাস্থ্য ও ধাতুবিকৃত বিশিষ্ট দেহে **অ্যাসিড নাইট্রিক** বিশেষ উপযোগী। সকল প্রকার স্রাবই বিশেষতঃ, মল, মূত্র ও স্বেদ পূতিগন্ধবিশিষ্ট হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—পুনঃ পুনঃ রাত্রিতে অনিদ্রা ও দীর্ঘকালব্যাপী উৎকণ্ঠা ; রোগীর শুশ্রূষা বশতঃ অত্যধিক দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম (ককিউলাস্) ; প্রিয়তম বন্ধুবিরহ জনিত মনোকষ্ট ; সকল বিষয়ে ঔদাস্য ; জীবনে বিতৃষ্ণা ; ঋতুর পূর্ব্বে মানসিক অবসাদ। স্বীয় রোগ সম্বন্ধে বড়ই ভাবনা ; গত বিপদাদির অনুশোচনা ; বিসূচিকা-ভীতি (আর্স:) অপরাহ্নে মানসিক অবসাদ ও ঔৎসুক্য। ক্রোধন স্বভাব, স্বমতপ্রধান, অবজ্ঞাশীল, প্রতিশোধপ্রিয়, দুষ্টমতি এবং ক্ষমাশীলতাহীন।

মস্তক।—মস্তক বন্ধনীবেষ্টিত এইরূপ বোধ (অ্যানাকার্ড্ ; অ্যাসিড্-কার্ব্বলিক ; সল্ফার্)। শিরোবেদনা,—দপ্দপানি যেন বাম শঙ্খ দেশ বা রগ তাড়নীদ্বারা আহত হইতেছে ;—প্রাতে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া প্রথম আহার সময়ে নিবৃত্ত হয়,—টুপির ভারে বৃদ্ধি (ক্যাল্ক্-ফস্, কার্ব্বো ; ন্যাট্রাম্) ; শীতল বায়ুতে উপশম। শিরোমধ্যে পূর্ণতাবোধ,—রাস্তার গোলমালে বৃদ্ধি হয়। মস্তকে রসগুটী হইয়া চুল উঠিয়া যায়। মস্তকের শীর্ষদেশ (scalp) স্পর্শাসহ।

কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির হ্রাস—যানাদি আরোহণকালে উপশম (গ্রাফ্)। প্রস্তরাবৃত রাস্তায় যানাদির ঘড় ঘড় শব্দ অসহনীয় (কফিয়া, নক্স্)। চর্ব্বণ কালে কর্ণবিবরে কট্কট্ শব্দ।

চক্ষু।—দ্বিদর্শন অর্থাৎ একটী বস্তু দুইটা দেখা (Diplopia), তীক্ষ্ণ কণ্টক বেধবৎ বেদনানুভূতি ; চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের (cornea) ক্ষত।

নাসিকা।—পুরাতন পিনস্ (Ozaena) রোগ। পুরাতন সর্দ্দি, হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধময়

এবং ক্ষতজনক শ্লেষ্মা স্রাব। প্রত্যহ প্রাতে নাসিকা হইতে হরিদ্রাভ চটা নির্গত হয়। সর্দ্দি জন্য নাসারন্ধ্র ব্যথান্বিত এবং শোণিতস্রাবী। নাসা আরক্তিম। উপদংশবিষ বশতঃ নাসারন্ধ্র মধ্যে শুষ্ক শ্লেষ্মাবৃত স্ফীতি। পশ্চান্নাসা হইতে সমল রক্তাক্ত শ্লেষ্মাস্রাব। সূচীবেধবৎ বেদনা—যেন খোঁচা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (আর্জেণ্ট-নাইট্; হিপার)। কর্ণ পশ্চাতের (Mastoid) অস্থির বিচূর্ণকারী ক্ষত (caries)। বক্ষাভ্যন্তরের রোগ সহ নাসা হইতে রক্তস্রাব।

মুখগহ্বর;—দুর্গন্ধ নিঃসরণ। লালাস্রাব। দন্তমাড়ী হইতে শোণিতস্রাব। জিহ্বার পার্শ্বে গভীর বক্র সীমাবিশিষ্ট ক্ষত;—সুতীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা—যেন সূক্ষ্ম খোচা বিদ্ধ হইয়া আছে।

গলনলী।—তালুমূল-পার্শ্ব ও গ্রন্থি নাসারন্ধ্রব্যাপী ডিপ্থিরিটিক্ বা কৃত্রিম ঝিল্লী (Diphtheritic Membrane) দ্বারা আবৃত এবং উহা হইতে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ নির্গত হয় (ক্যালী-পার্ম্যাং); কর্ণমূলস্থ গ্রন্থিও স্ফীত হয়। সর্ব্বদা শ্লেষ্মা তুলিবার চেষ্টা; স্থানে স্থানে শ্বেতলেপাবৃত; গলাধঃকরণ করিতে গেলে খোঁচাবেধবৎ বেদনানুভব।

পাকাশয়।—অতিশয় ক্ষুধা; মুখাস্বাদ মিষ্ট। দুষ্পাচ্য দ্রব্যাদি বা খড়ি, মৃত্তিকা প্রভৃতি আহারেচ্ছা; হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী অংশে বেদনা বোধ।

অন্ত্রাশয়।—মলদ্বার বিদারিত বা ফাটা (Rectal Fissures),—মলত্যাগকালে ক্ষণ-প্রকাশ ছেদনবৎ যন্ত্রণা; নরম মল ত্যাগ হইলেও কর্ত্তনবৎ বেদনা (অ্যালিউমেন্; ন্যাট্রাম্-কার্ব্ব; র‍্যাটান্)। উদরাময়,—অধিক বেগ দিতে হয় কিন্তু অল্প মলই ত্যাগ হইয়া থাকে; যেন মলনালীতে মল আটকাইয়া আছে কিন্তু বহির্গত হইতেছে না (অ্যালিউমিনা); মলনালী বা মলদ্বার যেন ছিন্ন হইতেছে বা চিরিয়া যাইতেছে (ন্যাট্রাম্-মি); মলত্যাগান্তে দীর্ঘকালব্যাপী কর্ত্তনবৎ বেদনা (র‍্যাটান্: সলফার;—মলত্যাগকালে ও পরে হইলে = মার্ক্:)। অন্ত্রাশয় হইতে শোণিতস্রাব—সান্নিপাত বা আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে (ক্রোটেলাস, স্যাঙ্গুই:); কিম্বা অধিক দৈহিক পরিশ্রম জনিত রক্তস্রাব,—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, বহুল পরিমাণ, কিম্বা গাঢ়। সামান্য কারণে অর্শ হইতে রক্তস্রাব। মলনালীর বহির্নিঃসরণ। শূলবেদনা,—কাপড় আঁটিয়া পরিলে উপশম।

প্রস্রাব।—স্বল্পপরিমাণ, গাঢ় পাটলবর্ণ, তেজস্কর—অশ্বমূত্রের ন্যায় (অ্যাসিড-বেন্জ:); গন্ধ; নির্গমনকালে শীতল ও ঘোলা; জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণাজনক এবং শোণিত ও লালামিশ্রিত মূত্রত্যাগ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমুণ্ডে ও লিঙ্গাগ্রত্বকে (prepuce) ব্যথা। উপদংশ জনিত গভীর ক্ষত,—নালী বিশিষ্ট, বক্রসীম, উন্নত পার্শ্ব, সীসাভ ক্ষত;—সামান্য স্পর্শে রক্তস্রাব হয়। মুদা (Phimosis)। পারদ বিষজ ও ঔপদংশিক ক্ষত,—মাংসাঙ্কুর পরিপূর্ণ। লিঙ্গপ্রদেশীয় কেশ পতন (স্যাট-মিউর, জিঙ্কাম্); ক্ষত হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রসস্রাব। আঁচিল, লিঙ্গার্শ ও শ্লেষ্মাগুটী (warts, condylomata),—প্রমেহ বা উপদংশবিষজনিত, সুবৃহৎ, অসমপৃষ্ঠ ও

বৃন্তবিশিষ্ট (pedunculated = থুযা) আঁচিল ; ধাবনকালে শোণিতপাত হয়। অন্য সময়ে রস পড়ে,—সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত (ষ্টাফ্ ; থুযা)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বহিঃপ্রদেশ ক্ষতাদিবশতঃ ব্যথান্বিত (হিপার, মার্ক্)। আর্ত্তব,—নির্দ্দিষ্টকালের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় ; অনিয়মিত,—স্বল্প স্রাব, কর্দ্দমাক্ত জলবৎ ; উরুদেশ হইতে যোনি পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা। প্রদর,—ঘন ও সবুজাভ শ্লেষ্মা ;—কাঁচা মাংসবর্ণ, ক্ষতজনক, পাটল ও দুর্গন্ধময় স্রাব। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব। প্রসবান্তিক রক্তস্রাব (উজ্জ্বল লালবর্ণ = স্যাবাইনা,—গাঢ় লালবর্ণ = হ্যামা ;—প্রসববেদনাবৎ বেদনা সহ চাপবদ্ধ শোণিতস্রাব = ক্যামো ,—দুরারোগ্য হইলে = থ্ল্যাস্পি)। জরায়ুর কর্কট রোগ (cancer uteri) (আর্স : কোণা : ল্যাকে : লাই : মিউ : ফস্ :) ; অনিয়মিত ঋতুর মধ্যবর্ত্তিকালে প্রচুর পরিমাণ, পাটল ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট স্রাব। জরায়ুগ্রীবার উপমাংস (গ্যাজ)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ (প্রাতে বৃদ্ধি থাকিলে = কষ্টি ; ইউপেটোর-পার্ফোল: । সন্ধ্যায় বৃদ্ধি = কার্ব্বো-ভেজি ; ফস্)।

স্বরলোপ।—স্বরনালী ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে কণ্ডুয়ন বশতঃ শুষ্ক কাসি (ঋতুর সময় হইলে—জেল্সি ; উত্তাপ লাগিয়া হইলে—আন্টিম্-ক্রুড্ ; স্বর সম্বন্ধীয় পেশীর ক্রিয়ালোপ বশতঃ হইলে—অ্যাসিড্-অক্স্যালিক্)। বুকাস্থির (sternum) নিম্নে ব্যথা অনুভব। উচ্চে উঠিলে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানী (আর্স ; ক্যাল্কে:)। বক্ষমধ্যে পূয় সঞ্চয়,—বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা ও পূয়ময় নিষ্ঠীবন।

কাসি।—শুষ্ক,—পুরাতন,—স্বরনালী হইতে উৎপন্ন কাসি—জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা, যেন স্বরনলী মধ্যে ক্ষত হইয়াছে (সচরাচর একপার্শ্ব আক্রমণ করিয়া থাকে)।

পুরাতন হাঁপকাসি।—শুষ্কই হউক বা শ্লেষ্মাময়ই হউক—মল কাঠিন্য সহ-যোগে রাত্রিকালে ও প্রাতে বৃদ্ধি। নিদ্রাবস্থায় কাসি (ক্যামো)।

প্রত্যঙ্গাদি।—দুর্গন্ধ পদস্বেদ,—বেদনাজনক,—সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ; পদাঙ্গুলিতে শীতস্ফোট বা পাকুই (অ্যাগ্যারিকাস্ ; স্ত্রীলোকের ঋতুবন্ধ কারণ হইলে—পল্সে)।

ত্বক।—ক্ষত,—সামান্য কারণে শোণিতস্রাবশীল ; মুখের কোণে (ন্যাট-মিউ) ; স্পর্শ করিলে কণ্টকবেধবৎ যন্ত্রণা (হিপার) ; বক্র সীমাবিশিষ্ট ; তলদেশ কাঁচা মাংসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ; মাংসাঙ্কুর (granulations) প্রাচুর্য্য ;—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুর সহিত পারদ বা উপদংশ বিষ মিশ্রণ জনিত। স্রাব,—তরল, দুর্গন্ধ, কটু ; বর্ণ পাটল বা সমল হরিদ্রামিশ্রিত-হরিদ্বর্ণ ; নির্দ্দোষ পূয় প্রায়ই দেখা যায় না। জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বার প্রদেশে আঁচিল, প্রমেহ বা উপদংশ বিষ জনিত লিঙ্গার্শ (Warts or condylomata),—বৃহৎ অসমপৃষ্ঠ, সবৃন্ত (Pedunculated), ধাবন কালে সহজে রক্তস্রাবশীল, রসস্রাবপ্রবণ, কণ্টকবেধবৎ বেদনাযুক্ত (ষ্টাফ্, থুযা, কষ্টি ; ইউফ্রেসিয়া)।

বৃদ্ধি।—(Aggravation) সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে ; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ; স্পর্শ করিলে ; এবং শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে ; স্বেদ নির্গম কালে ; জাগ্রত হইলে—ল্যাকে) ; পাদচারণ কালে।

উপশম।—যানাদিতে ভ্রমণকালে (ককিউলাসের বিপরীত)।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন—ক্যালকেরিয়া, হিপার, মার্ক্, মেজেরিয়ম, সলফর। অনুপূরক—আর্স্; ক্যালেডিয়াম। ল্যাকেসিসের সহিত শত্রুতা ভাব। বিসূচিকাক্রমণ-ভীতি বিষয়ে আর্সেনিকের সদৃশ। পারদের অপব্যবহার জনিত পীড়াদিতে বিশেষ উপযোগী; ডিজিটেলিস্ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ জনিত দোষ প্রতিষেধক।

ক্যাল্কেরিয়া, হিপার, মার্কুরিয়াস্, ন্যাট্রাম্-কার্ব্ব; পল্সেটিলা কিম্বা থুয়া প্রভৃতির পরে প্রয়োগ করিলে, বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে এবং কালি-কার্ব্বনিকামের পরে ইহা আশ্চর্য্য ফল উৎপাদন করে—(ডাঃ এইচ্, সি, অ্যালেন্)।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ২০০ শক্তি পর্য্যন্ত। পাবদবিকৃতি নাশ বা উপশম করিতে ২০০ শক্তিতে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ৬০ দিন।

অ্যাসিড নাইট্রোমিউরিয়েটীকম্

(ACIDUM NITRO-MURIATICUM).

নামান্তর।—একোয়া রিজিয়া।

প্রস্তুতি।—১৮ ভাগ আসিড্ নাইট্রিক এবং ৮২ ভাগ মিঃ অ্যাসিডের মিশ্রণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গুহ্যদ্বার সঙ্কোচন; কোষ্ঠবদ্ধতা; অজীর্ণতা; অশ্মরী; শীতাদ বা মাঢ়ি দিয়া রক্তস্রাব; সবিরাম লালাস্রাব ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অক্জ্যালুরিয়া (Oxaluria) নামক একপ্রকার প্রস্রাব রোগ (রেউচিনি প্রভৃতি হইতে একপ্রকার দ্রাবক উৎপন্ন হয়, তাহাকে অক্জ্যালিক অ্যাসিড্ বলে—যখন প্রস্রাবে ঐ পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে—তখন সেই রোগকে অক্স্যালিউরিয়া কহে); পিত্তজ অবস্থাবিশেষ, সঙ্কুচিত মলদ্বার এবং মূত্রাশ্মরী বা মূত্ররেণু (Gravel পাথুরী) রোগাদিতে ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ।

লক্ষণাবলী।

মুখগহ্বর।—বিগলিত মুখৌষ রোগ অর্থাৎ পচনশীল মুখ রোগ (Cancrum Oris—মার্ক-কর; আর্স্); মুখগহ্বর ও জিহ্বার মূলপ্রদেশে অগভীর (Superficial) ক্ষত। ধাতব স্বাদ (কিউপ্রাম)। মাড়ী সহজে শোণিত-বিগলনশীল। মলস্রাব রাত্রিতে অনবরত লালা স্রাবিত হয় (মার্ক)।

পাকাশয়।—অম্লোদ্গার এবং পাকাশয় মধ্যে ক্ষুধাবোধ—আহারান্তেও উপশম হয় না। হৃদ্‌বেপন বা হৃদ্‌কম্পন।

মলনলী।—মল কাঠিন্য এবং বৃথা বেগ। মলদ্বারাবরোধক পেশী (Sphincter Ani) সঙ্কুচিত। মলদ্বার রসসিঞ্চিত বা সরস (moist) ও ব্যথান্বিত।

প্রস্রাব।—ঘোলা। মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা বোধ। অক্জ্যালিউরিয়া (ক্যালি-ফস্)।

জ্বর।—নিম্নাঙ্গ হইতে উর্দ্ধাঙ্গ কম্প উঠা ;—প্রচুর ঘর্ম্ম।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট এবং নিম্নক্রম।

অ্যাসিড অক্স্যালিকম্ (ACIDUM OXALICUM).

প্রস্তুতি।—রেউচিনি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষাক্ত দ্রাবক। ইহার বিচূর্ণও হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ। ডাং ক্লার্ক বলেন ;—বক্ষের স্নায়ুশূল ; পৃষ্ঠে বেদনা ; বক্ষের বিবিধ পীড়া ; শিশু-বিসূচীকা ; আক্ষেপ ; হস্তে বাতের বেদনা ; শয্যায় মূত্র ত্যাগ ; চক্ষুর পীড়া ; বাতরক্ত ; মূত্রাশ্মরী ; অন্ত্রবৃদ্ধি ; অজীর্ণতা ; মস্তিকাবরণ প্রদাহ ; মেরুমজ্জাপ্রদাহ ; স্নায়ুশূল ; নাসিকার পীড়া ; অসাড়তা ; শুক্রনলীতে বেদনা ; পাকাশয়ের পীড়া ; ধনুষ্টঙ্কার ; অণ্ডকোষের পীড়া ; জিহ্বার পীড়া ; মূত্রবিকৃতি ; স্বরবিকৃতি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বেদনা বা পীড়া সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই তাহার বৃদ্ধি—এইরূপ বিশেষ লক্ষণযুক্ত রোগী বা রোগাদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা মেরুদণ্ডকে আক্রমণ করে এবং গতিবিধায়িনী শক্তি বিনষ্ট করে (Motor paralysis) ; দেহের স্থানে স্থানে সীমাবদ্ধভাবে অসহ্য বেদনানুভব (ইগ্নে:, ক্যালী-বাই:)—দেহসঞ্চালনে ও বেদনার বিষয় মনে করিলে বৃদ্ধি (ব্যারাই কার্ব্ব ; ক্যাল্কে ফস্ ; কষ্টি ; হেলন্ ; মিডর ; অক্সাইট্রোপ ; পেট্রাল্)। গলনলী ও বক্ষাভ্যন্তরের আক্ষেপিক লক্ষণাদি। স্নায়বিক পূর্ণাবসাদ (Neurasthenia) আনয়ন করে।

লক্ষণাবলী।

মন।—মনসংযোগ শক্তিরাহিত্য ; অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি ; কোন বিষয় মনে উদয় হইবামাত্র কার্য্যে পরিণত করে ; কোন পীড়া সম্বন্ধে চিন্তা করিবামাত্র তাহার পুনরাবির্ভাব (ব্যারাইটা ; ক্যাল্কে-ফস্ ; কষ্টিকাম্ ; হেলোন্ ; মিডর্ ; অক্সাইট্রোপিস্ ; পেট্রোলিয়াম্)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিতে গেলে এবং আসন হইতে উত্থিত হইলে শিরোঘূর্ণন। শয়ন করিলে মস্তিষ্ক ভাসিতেছে এইরূপ অনুভব। চাপবোধ যেন,—প্রত্যেক কর্ণের পশ্চাৎদ্দিকে স্ক্রু আঁটিতেছে ; উত্তাপ বোধ। মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ও সময়ে শিরোবেদনা। মলত্যাগান্তে=কার্ব্বো-সল্ফ ; ইগ্নে:)।

চক্ষু।—অক্ষিগোলকে অত্যন্ত বেদনা ও প্রসারণ বোধ। রেটিনায় বা অক্ষিমুকুরে চৈতন্যাধিক্য (hyperaesthesia)। সমরেখভাবে অবস্থিত (Linear) দ্রব্যাদি বৃহত্তর ও দূরতর বোধ হয়।

পাকাশয়।—উর্দ্ধগামী জ্বালা, পাকাশয় প্রদেশ স্পর্শমাত্রে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ।

অন্ত্রাশয়।—যকৃতে সূচীবেধবৎ বেদনা, শূল বেদনা। সীমাবদ্ধস্থলে জ্বালা বোধ। উদরাময়—পুনঃ পুনঃ অসাড়ে মলত্যাগ,—সমগ্র অন্ত্রাশয়ে হঠাৎ যন্ত্রণা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, নাভিপ্রদেশে যেন মুচ্‌ড়াইতেছে বোধ, নিম্নদিকে বেগ, গাঢ়, ঘোলা, বহুল পরিমাণ মল—প্রাতে ছয়টার সময় বৃদ্ধি, কাফি-পান-জনিত উদরাময়।

পুংজননেন্দ্রিয় ও প্রস্রাব।—রেতবজ্জু বা শুক্রবাহী নলী (Spermatic Cord) তে অসহ্য স্নায়ুশূল (Neuralgia), কোষদ্বয় (Testes) নিষ্পেষিত ও ভারযুক্ত বোধ হয়। প্রস্রাবের কথা মনে করিলেই প্রস্রাব বেগ।

শ্বাসযন্ত্র।—বাম ফুস্‌ফুসে হঠাৎ অস্ত্রাঘাতবৎ যাতনা—শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণা। বাম ফুস্‌ফুসের তলদেশে শোণিত সঞ্চয় এবং প্রদাহ। গলনলী ও ভক্ষাভ্যন্তর সঙ্কোচন সহ আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস। স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ, স্বরোৎপাদক তন্ত্রীর (vocal cord) ক্রিয়ারাহিত্য (paralysis) পক্ষাঘাত।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎশূল,—হৃৎপিণ্ড ও বাম ফুসফুসে সুতীক্ষ্ম অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা—উহা উর্দ্ধোদর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, পৃষ্ঠদেশ অসাড় ও ক্ষীণ, পদদ্বয় হিমবৎ ও ক্রিয়াশক্তি রহিত। ক্ষণপ্রকাশ কষ্টসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাস,—যেন থাকিয়া থাকিয়া রোগী তাহার অসহ্য যন্ত্রণার উপশমার্থে একবারে ফুস্‌ফুস মধ্যস্থিত সমগ্র বায়ু ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছে, বাহুদ্বয়ে প্রখর কর্ত্তনবৎ বেদনানুভব।

প্রত্যঙ্গাদি—অসাড়, ক্ষীণ ও বেদনাযুক্ত। মেরুদণ্ড হইতে বেদনা উদ্ভূত হইয়া হস্তপদাদিতে প্রসারিত হয—সঙ্কোচন ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। পৈশিক অবসাদ (Muscular prostration)। মণিবন্ধ বেদনাযুক্ত—যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, (আল্‌মাস)। মস্তিষ্ক মেরুমজ্জীয় আবরণ প্রদাহ (Spinal meningitis) রোগাধিকারে পদদ্বয় আড়ষ্ট এবং ক্রিয়াহীন।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্রিয়োজোট, ফস্ অ্যাসিড, পল্‌স, সলফ,—আর্স, কোল্‌চি, আর্জ্জেন্টাম্, অ্যাসিড-পাইক্রিক।

দোষঘ্ন।—কার্ব্বনেট্ অভ লাইম এবং ম্যাগ্নেসিয়া।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শক্তি।

অ্যাসিড্ ফস্ফরিক (ACIDUM PHOSPHORICUM).

প্রস্তুতি।—মহাত্মা হানিমানের মতে,—ক্যালকেরিয়াযুক্ত অস্থিতে সলফিউরিক অ্যাসিডের সম্মিলিত ক্রিয়া হইতে ইহার উৎপত্তি। বিঃ ফাঃ মতে; নাইট্রিক অ্যাসিড ও ফস্ফরসের সম্মিলিত ক্রিয়া হইতে ইহা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ক্ষীণদৃষ্টি; হাঁপানি; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা; উপদংশ; শ্বাসনলীপ্রদাহ; কলেরা; কড়া; আঁচিল, কাসি; কটীর স্নায়ুশূল; দুর্ব্বলতা; বহুমূত্র; অতিসার; অজীর্ণতা; শুক্রক্ষয়; আন্ত্রিক জ্বর; শয্যায় মূত্রত্যাগ; উদরাধ্মান; বাতরক্ত; মূত্রাশ্মরী; কেশ পতন; শিরঃপীড়া; ক্ষয়জ্বর; বংক্ষণসন্ধির পীড়া; ধ্বজভঙ্গ; গণ্ডমালাদোষযুক্ত; সন্ধিপীড়া; স্তন্যবিকৃতি; গর্ভিণীর উদরাময়; কৃত্রিম মৈথুনের ও প্রণয় ভঙ্গের পরিণাম; মানসিক বিকৃতি; পারদ ও উপদংশবিকৃতি; কামোন্মাদ; প্রচুর ঘর্ম্ম; মূত্রে ফস্ফেটস প্রভৃতি; লিঙ্গাবরক ত্বকে আঁচিল; সূতিকাক্ষেপ; বাত, ঝিন্‌ঝিনে বাত; সান্নিপাতিক জ্বর; ক্ষত রোগ; জরায়ু বিকৃতি; শিরোঘূর্ণন; কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগী ধাতু।—রসরক্তক্ষয়, অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা, কঠিন তরুণ রোগের পর আনীত পীড়ায়, এবং মনক্ষোভ, দুঃখ শোক, প্রণয়ভঙ্গ জন্য যাহাদের দেহ মন অবসন্ন তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

উপযোগিতা ও আভাস।—কোমল, আত্মসমর্পণ প্রকৃতি। যে সকল শিশু উদরাময়গ্রস্ত এবং ভাল হাঁটিতে পারে না, অকালবার্দ্ধক্য অর্থাৎ যে সকল শিশু ও অল্পবয়স্ক বালক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে (শীঘ্র মোটা হয়=ক্যাল্কে; রোগা হইতে থাকে আর্স; ব্যারাইটা; ফস্। অস্থি বেষ্টক ত্বক (Periosteum) যেন ছুরিকা দ্বারা কেহ চাঁচিতেছে, এইরূপ বেদনা (হ্রাস্-টক্স),—বিশ্রামে বেদনার বৃদ্ধি এবং দেহ সঞ্চালনে উপশম (ডল্‌ক্যা; ক্যালি-কা; হ্রাস-টক্স—বিশ্রামে উপশম ও দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি—অ্যাকোন; ব্রাই হিপার; মার্ক)। ছেদিত অঙ্গের স্নায়ুশূল ও স্নায়বীয় পীড়া। অস্থির চিত্ত, সকরুণ ভাব ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—মৃদু ও কোমল স্বভাব (ইগ্নে:, পল্‌স:)। সাংসারিক ব্যাপারই হউক বা যে সকল বিষয়ে তাহার পূর্ব্বে খুব আদর ছিল—সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য। শোকে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন (বিশেষতঃ ইহার সহিত যদি শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও মাংসহীনতা সংযুক্ত থাকে—সিঙ্কোনা লাইকো; মার্ক; সিপিয়া)। বাক্যালাপে অনিচ্ছা (বেল্; কোনায়াম্; ইগ্নে; অ্যাসিড-নাই:)। নির্ব্বাক বিমর্ষভাব (ইগ্নে; পল্‌সে:)। ম্রিয়মাণ ও ভবিষ্যত চিন্তাশীল (লাইকো; ন্যাট্রম্-মি; অ্যাসিড-নাই:)। স্মৃতি শক্তির হ্রাস (অ্যানাক্:)। মনস্থির করিত পারে না; ভাব প্রকাশোপযোগী বাক্য স্মরণ করিতে পারে না। প্রলাপ, অর্থহীন, অস্পষ্ট শব্দের দ্বারা জ্ঞাপন;

মোহাচ্ছন্নবৎ নিদ্রা, রোগীর সম্মুখস্থ ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞতা, সুষুপ্তি ভঙ্গ হইলে সম্পুর্ণ চৈতন্যের পরিচয় দেয় ও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে সম্বন্ধভাবে উত্তর দিয়া পুনশ্চ মোহপ্রাপ্ত হয় (আর্ণিকা—উত্তর সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে নিদ্রিত হইয়া পড়ে—ব্যাপ্টি:। বুদ্ধির আবিলতা স্বত্বেও যথামত উত্তর দেয়—কোলচি ; ককিউ ; আইবিস্-ভার্সি: প্লম্বাম)।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তির খর্ব্বতা এবং কর্ণবিবরে গড় গড় শব্দ। আম্লিক বা সান্নিপাতিক জ্বরের পর স্নায়বিক (nervous) বধিরতা।

মস্তক।—শিরোবেদনা,- -মুর্দ্ধাপ্রদেশ (Vertex) বিচুর্ণকারী ভারবোধ, দীর্ঘকালব্যাপী শোক বা স্নায়বিক অবসাদ জনিত পীড়া ; পশ্চাদ্দেশে ও গ্রীবাপৃষ্ঠে, গতি সাধারণতঃ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখাভিমুখে ;—বৃদ্ধি = সামান্য সঞ্চালনে বা শব্দে, বিশেষতঃ সঙ্গীত শব্দে। শয়নান্তে (ব্রাই ; জেল ; সিলি) উপশম। পাঠাভ্যাসী বালিকাদিগের শিরোবেদনা—দৃষ্টিশক্তির অত্যন্ত ব্যবহার বা অপব্যবহার জনিত (ক্যালকে-ফস, ন্যাট্রাম্মিউ) ; শিরঃপীড়া বালকগণের পাঠ্যাবস্থায় শিরোব্যথা—(দ্রুত বর্দ্ধনশীল বালকগণই অধিক আক্রান্ত হয়)। অল্পবয়সে চুল পাকিয়া যায় বা উঠিয়া যায় ; বমনান্তে অস্পষ্ট শিরোবেদনা।

কর্ণশূল।—সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও গণ্ডদেশে ও দন্তে পর্য্যন্ত সঙ্কোচন বোধ ; সঙ্গীত শব্দে বৃদ্ধি। সঙ্গীত অসহ্য (লাইকো, ফস্, সল্ফ্)।

চক্ষু।—প্রদাহ ও ঊর্দ্ধ অক্ষিপুটের **অঞ্জনি** (styes = লাইকো পলস্ :—নিম্নাক্ষিপুটের = হ্রাস-টক্স)। অত্যুজ্জ্বল দ্রব্যাদি নিরীক্ষণ করিলে চক্ষু ঝল্সিয়া যায়। নীলিমাবেষ্টিত চক্ষুদ্বয়। অক্ষিপুটের অভ্যন্তর প্রদেশ শীতল বোধ হয় (অ্যালিউঃ বা আর্জ-নাই ; ক্যালি-কা:)। অক্ষিগোলক বৃহত্তর বোধ হয়। দৃষ্টির আবিলতা (amblyopia), উহার উৎপত্তি। অক্ষিপুটের পার্শ্বদেশ স্ফীত, আরক্ত। অক্ষিপুটের কেশ উঠিয়া যায় এবং পূয়কণাদ্বারা লিপ্ত থাকে।

নাসিকা।—শোণিতস্রাব। রন্ধ্র মধ্যে অঙ্গুলিদ্বারা খুঁটিতে থাকে (সিনা ; খুঁটিয়া রক্তাক্ত করে = এরাম)।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, মলিন ও পাংশুবর্ণ চড় চড় করে,—যেন তদুপরে আঠা শুষ্ক হইয়া আছে (ম্যাগ্-কার্ব্ব:)। সম্মুখদন্তে রাত্রিকালে জ্বালা বোধ, উষ্ণ বা শীতল পানীয় পানে উপশম। মাড়ী সকল দন্তমূল হইতে অপসৃত হয়। মাড়ী ব্যথান্বিত এবং ঘর্ষণ করিলে শোণিত স্রাবিত হয় [কার্ব্বো ভেজি: মার্ক্: অ্যাসিড-নাই: নক্স-ভম্: শীতাদাক্রান্ত (scorbutic) মাড়ী = অ্যামন্-কার্ব্ব: ক্রিয়ো: অ্যাসিড-মিউ:]। আঠাবৎ চট্চটে শ্লেষ্মাবৃত মুখগহ্বর ও জিহ্বা (মার্ক নক্স্-মস: পলস: বিশুষ্ক কৃষ্ণাভ জিহ্বা = আর্স: ল্যাকে: লাইকো ; মার্ক)। জিহ্বা ও গলনলী শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা শূন্যতা। (বেল্: নক্স-মস্: তৃষ্ণাযুক্ত = অ্যাসিডনাই: ব্রাই: ফস্:)।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—বিবমিষা,—যেন তালু হইতে উৎপন্ন। স্নিগ্ধকারী বা রসাল দ্রব্যাদি আহারে ইচ্ছা (ভেরেট্) ; রুটী বিস্বাদযুক্ত বোধ হয় (সকল আহার্য্যই

বিস্বাদ বোধ হয়=ব্রাই: কলো. পল্‌স্:)। বোধ হয় যেন পাকাশয় মধ্যে একটা ভারীবস্তু রহিয়াছে ও তৎসহ নিদ্রালুতা (আর্স: ব্রাই: নক্স: পল্‌স্: সিপিয়া)। পাকাশয় যেন শূন্যে ঝুলিতেছে (পাকাশয় যেন শিথিল ও ঝুলিয়া পড়িতেছে=আর্জ-নাই: ষ্টাফ্—যেন একটা জন্তু নড়িতেছে=ক্যানাব-স্যাট: ক্রোকাস্: ল্যাকে: থুজা: স্যাবাই: সল্‌ফ—যেন জলে ভাসিতেছে=অ্যাব্রোট্.)। যকৃৎ প্রদেশে ভারবোধ (পডো: দেখ)। প্লীহার বিবৃদ্ধি (সিয়্যানো:)।

মল।—বহুব্যাপক বিসূচিকার পূর্ব্বগামী উদরাময় (ফস: সিকেল: ভেরেট:); মল বহুল পরিমাণ; যন্ত্রণাহীন (অ্যাস্-বেন্: ক্যাম্ফোরি: ফস্: পডো:; কাল মল=ক্যাম্ফো: সিঙ্কোনা: লেপ: ভেরেট:)—অনবসাদক (অত্যন্ত অবসাদক=আর্স: সিঙ্কো: সিকেল: ভেরেট:); শ্বেত বা হরিদ্রাভ এবং জলবৎ তরল; অম্লত্ব জনিত; বায়ু ত্যাগ কালে অসাড়ে মল নিঃসরণ (অ্যালো: ন্যাট্রাম্-মিউ:); বিসূচিকার ভীতি জনিত পীড়া এবং বিসূচিকার মলের ন্যায় মল।

প্রস্রাব।—দুগ্ধের ন্যায় এবং লালবৎ রক্তকণা মিশ্রিত মূত্র; শীঘ্র উহা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়; রাত্রিতে বহুল পরিমাণে পরিস্রুত জলের ন্যায় মূত্রত্যাগ এবং ত্যাগমাত্র উহা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। মধুমেহ (Diabetes Mellitus)—(আর্জেণ্ট-নাই: বোভিস্: ট্রিল্-পে:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—হস্তমৈথুন,—যখন রোগী স্বীয় কুপ্রবৃত্তির জন্য বোধহীনের ন্যায় হইয়া পড়ে। রেতঃস্খলন,—পুনঃ পুনঃ, বহুল পরিমাণ, এবং অবসাদজনক; রমণান্তে এবং রেতঃস্খলনান্তে অত্যন্ত বমনেচ্ছা; এক রাত্রিতেই বহুবার রেতঃস্খলন; রোগী লজ্জাবনত, ম্রিয়মাণ, এবং আরোগ্য সম্বন্ধে নিরাশ (হস্তমৈথুন করিতে অনিবার্য্য ইচ্ছা=আষ্টিলেগো)। শুক্রাধারের প্রদাহ (অ্যাসিড্-অক্‌স্যালিক্)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—নির্দ্দিষ্টকালের বহুপূর্ব্বে ও পরিমাণে অধিক আর্ত্তব প্রকাশ তৎসহ যকৃতে বেদনা; দীর্ঘকালস্থায়ী আর্ত্তব, জরায়ুর ক্ষত,—প্রচুর দুর্গন্ধময়, শোণিতাক্ত স্রাব; কণ্ডুয়ন এবং ক্ষতজনক বেদনানুভূতি (হিপার: সিকেল: জিঙ্কাম্)। আর্ত্তবান্তে পীতবর্ণ প্রদরস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—বাক্যালাপে বা কাসিলে বক্ষাভ্যন্তরে দৌর্ব্বল্য বোধ (ষ্ট্যান্:);—যক্ষ্মাধিকারে স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা,—জীবনীশক্তি প্রদায়ক রসাদির ক্ষয়াধিক্য বশতঃ, দ্রুত বৃদ্ধি বশতঃ এবং অবসাদজনক শোকাদিসম্ভূত পীড়া। গলনালীর ব্যথা এবং স্বরভঙ্গ (কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস্; ফস্:)। গলনলী ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি; প্রাতে ব্যতীত অন্য সময় শ্লেষ্মা উঠে না (ম্যাগ-কার্ব্ব: নক্স; পল্‌স্: সিপি:—কেবল রাত্রে শ্লেষ্মা উঠে=কষ্টি: ষ্ট্যাফি: স্বরবদ্ধতা সহ সশব্দ কাসি=বেল্: ড্রোসে: অ্যাসিড-নাই: ভার্ব্যাস্কাম্)।

অস্থি ও প্রত্যঙ্গাদি।—অস্থ্যাদির মধ্যস্থ পদার্থের প্রদাহ, প্রমেহবিষ, উপদংশবিষ বা পারদদোষসম্ভূত অস্থিবেষ্ট (periosteum) প্রদাহ,—জ্বালা ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা,—যেন অস্ত্র দ্বারা চাঁচা (scraped) হইতেছে (হ্রাস-টক্স); অস্থিক্ষত (ব্যাসিলিন; মাংসহীন ক্ষীণ শিশুর হইলে=সিলি: মাংসল শিশুর=ক্যাল্কেরিয়া; উপদংশ-বিষদুষ্ট ব্যক্তির=অ্যাসিড্-ফ্লু; কফপ্রধানধাতু=সিলি: ক্ষয়প্রবণ অস্থি=ফস্; দীর্ঘাস্থির হইলে=অ্যাঙ্গাষ্টিউরা):

বালাস্থিবিকৃতি (Rachitis=কোমল তন্তুবিশিষ্ট মাংসল শিশুব=ক্যাল্‌কে-ফস্ : মাংসহীন শিশুব=আর্স্: মাংসহীন এবং মস্তক ও পদস্বেদপ্রবণ শিশুব—সিলি ; ক্ষয়শীল= ব্যাসিলিন্ · ফস্ ·) ; ক্রমবর্দ্ধনশীল যন্ত্রণা। ছেদিত অঙ্গুলিব ছিন্নাগ্রে বেদনা,—শ্বাসপ্রশ্বাসে বৃদ্ধি ; ছেদনান্তে ছিন্নপ্রত্যঙ্গে যন্ত্রণা (সীপা)। বাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি। সহজে পদস্খলিত হয়।

ত্বক।—ফুস্কুড়ি, ব্রণ ও বক্তস্ফোটক। দুর্গন্ধময় পূয়স্রাবী ক্ষত। আবক্তজ্বরেব উদ্ভেদেব ন্যায় উদ্ভেদ (Exanthema আমন্ কার্ব্ব বেল্ কাল মসূরিকাব ন্যায়=আর্স · হ্রাস্)। দেহের সর্ব্বত্র অকণিকা (rash),—কণ্ডুয়ন অপেক্ষা জ্বালা অধিক। নানাস্থানে কণ্ডুয়ন। ইন্দ্রলুপ্তি বা কেশ উঠিয়া যায় (ক্যালি-কার্ব্ব অ্যা ফ্, ন্যাট্-মিউ সেলিন্)। জ্বরান্তে ত্বকের স্ফোটকোদ্গমপ্রবণতা।

জ্বরাদি।—সবিবাম জ্বব, সন্ধ্যাকালে কম্পজনক শীত, অঙ্গুলিসকল হিমবৎ শীতল, তৃষ্ণাশূন্য ; উত্তাপাবস্থা,—তৃষ্ণাহীন,—উত্তাপাতিশয্যবশতঃ বোগী অচেতন হয়। আভ্যন্তবিক তাপ অধিক। প্রাতে ও বাত্রিতে প্রচুব স্বেদ (সিঙ্কোনা, অ্যাসিড-সল্‌ফ্— অবসাদক বাত্রিস্বেদ=ক্যাল্‌কে মার্ক সিলি, ষ্টান্)। মস্তিষ্কবিকৃতি সহ আন্ত্রিক (Cerebial Typhoid) বা সান্নিপাত জ্বব (Typhus)—সংজ্ঞাবাহিত্য ও আচ্ছন্নভাব ; বোধশক্তি রহিত, "কাষ্ঠখণ্ডেব ন্যায় পড়িয়া থাবে",—কে কি কবিতেছে তাহাতে আদৌ মনোযোগ নাই ; অন্ত্র হইতে বক্তস্রাব—বক্ত ঘোব লাল।

নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালুতা ও বাত্রে অনিদ্রা। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জাগিয়া উঠে (লাই) ; যেন পড়িয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব, বিষাদজনক ভাবনা কামোদ্রেক জনক স্বপ্ন এবং রেতঃস্খলন।

সম্বন্ধ।—ক্লার্কেব মত,—**দোষঘ্ন**।-ক্যাম্ফব, কফিয়া, ষ্টাফিসেগ্রিয়া। ইহাব পর আর্স, বেলাড, কাষ্টক, লাইকো, নক্স, পল্‌স, সিপিয়া, সল্‌ফব ইত্যাদি ভাল কাজ কবে।

তুলনীয়।—শোক সম্বন্ধে ইগ্নে, অত্যধিক বৃদ্ধি—ক্যালকে, সান্নিপাতিকক্ষেত্রে, হ্রাসটক্স, সিনা, ফস্ফবস, আর্ণিকা, ওপিয়ম, অতিসাবে বসবক্তক্ষয়ে চায়না, গুটীকা সঞ্চয়—ফস্ফ, বহুমূত্র--ল্যাক্‌টীক অ্যাসিড, বিবমিষা কল্‌চি। মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জাব অবসাদ- পিক্‌বিক অ্যাসিড। অসাড় ভাব—মিউরিয়াটিক অ্যাসিড, কোমলস্বভাব—পলস। কাসিকালে মূত্রত্যাগ—কষ্টিক, নেট্রাম ইত্যাদি।

বৃদ্ধি।—মানসিক বিকাব, জীবনীশক্তিদায়ক বস ক্ষয়, বিশেষতঃ বেতোনাশ ; ইন্দ্রিয়াদিব অপব্যবহার, অন্যায় বা অপবিমিত বতি প্রভৃতিতে বৃদ্ধি, বাক্যালাপে ফুস্‌ফুসাদির দৌর্ব্বল্য বর্দ্ধিত হয় (ষ্টানাম্)।

উপশম।—সঞ্চালনে এবং সময়ে সময়ে চাপদিলে বেদনা সাধাবণতঃ নরম পড়ে।

শক্তি।—১ম দশমিক, ১৮, ৩০ ও ২০০ শতমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ দিন।

অ্যাসিড্ পাইক্রিক (ACIDUM PICRICUM).

নামান্তর।—ট্রাই-নাইট্রোকার্ব্বলিক অ্যাসিড্।

প্রস্তুতি।—ইহা বিচূর্ণ ও তরল উভয় আকারে প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ঔষধটী ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির দেহে সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় কার্য্য করে এবং মূর্ত্তিমান স্নায়বিক অবসাদ আনয়ন ও সুতরাং নিবারণ করিয়া থাকে। ক্রমবর্দ্ধনশীল ও বিষদুষ্ট রক্তহীনতা (Progressive Pernicious Anaemia) এবং স্নায়বিক পূর্ণাবসাদ দুর করে (অ্যাসিড্-অক্স্যালিক্)। মেরুমজ্জার অপজনন (Degeneration) এবং পক্ষাঘাতপ্রতিপাদক অবস্থা। পৈশিক ক্ষীণতা। অতিলেখকদিগের পক্ষাঘাত। মস্তিষ্কের অবসাদ (Brain fag) ইহার নির্দ্দেশক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; রক্তপূর্ণ ফোড়া; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা; দাহ; বহুমূত্র; রেতঃক্ষরণ; অর্শ; মূত্রত্যাগ; নাকদিয়া রক্তপড়া; ছাত্রগণের শিরঃপীড়া; পক্ষাঘাত; কটীশূল; যকৃতের পীড়া; পক্ষাঘাত; মেরুমজ্জার অবসাদ; কর্ণপ্রদাহ; কৃত্রিম মৈথুন জনিত উপসর্গ; আঁচিল; মসীজীবীর হস্তকম্পন ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—তাচ্ছিল্য, কোন বিষয়েই গ্রাহ্য নাই; ইচ্ছাশক্তির হ্রাস। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। সামান্য অধ্যয়নে মেরুদণ্ডে জ্বালানুভব।

মস্তক ও মস্তিষ্ক।—মস্তিষ্কাবসাদ,—সাহিত্যানুশীলনকারী বা বৈষয়িক ব্যক্তির উক্ত পীড়া; সামান্য মানসিক উত্তেজনা, পরিশ্রম বা শ্রমাতিশয্য হইলেই তাহাদিগের শিরঃপীড়া এবং মেরুমজ্জার প্রদাহ বা জ্বালা উপস্থিত হয় (ক্যালিফস্: Brainfag = ইথিউজা; অ্যানাকার্ড: ক্যাল্কে-ফস্: সিলি:)। **শিরোবেদনা,**—ছাত্র, শিক্ষক এবং অতিশ্রান্ত বৈষয়িক ব্যক্তির; শোক বা মানসিক অবসাদ সম্ভূত মাথা ব্যথা;—গ্রীবা-পৃষ্ঠ ও শিরোপশ্চাদ্দেশীয় বেদনা (ন্যাট্রাম্-মিউ: সিলি; ঈষৎ অঙ্গ চালনা বা মানসিক পরিশ্রম দ্বারা বৃদ্ধি পায়, দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে উপশম হয়। শিরোঘূর্ণন এবং কর্ণমধ্যে শব্দ হওয়া। গ্রীবাপৃষ্ঠে ও কর্ণবিবরে স্ফোটক। দীর্ঘকাল মানসিক পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় নিষ্ফলকাম হইবার ভয় ও ঔৎসুক্য।

পাকাশয়।—মুখে কটুস্বাদ ও আহারে অরুচি।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মেরুদণ্ডের পীড়াসহ লিঙ্গোদ্গম,—অতিরিক্ত, দীর্ঘকাল স্থায়ী; লিঙ্গোচ্ছ্বাস,—বহুল পরিমাণে রেতঃস্খলন; কামোন্মাদ (Satyriasis = ক্যান্থ: ফস্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বাধারে বেদনা; ঋতুর সময় পীত-কপিশ প্রদরস্রাব; যোনিপার্শ্ব-কণ্ডূয়ন।

প্রত্যঙ্গাদি।—দুর্ব্বলতা বোধ—দেহচালনায় সামান্য ক্লান্তিবোধ হইতে সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত হইতে পারে। মেরুদণ্ডের ক্ষীণতা (অ্যা অক্সঃ) এবং তন্মধ্যে জ্বালানুভূতি; মেরুমজ্জার তরলত্ব (ফস্ জিঙ্কাম্)। সমগ্র দেহে ভারবোধ,—বিশেষতঃ প্রত্যঙ্গাদির;—পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

বৃদ্ধি।—সামান্য পরিশ্রমে, বিশেষতঃ মানসিক; নিদ্রান্তে এবং সজল বায়ুতে।

উপশম।—শীতল বায়ু ও জলে; দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে।

সম্বন্ধ।—অ্যাসিড্—পাইক্রিকের সহিত জেল্‌সি, অ্যাসিড্-ফস্, ফস্ আর্জেণ্ট্-নাই. সল্‌ফার, অ্যালিউমিনা ও সিলিশীয়া পর্য্যালোচনীয়, কারণ এই ঔষধ কয়টীই মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা এবং সমগ্র স্নায়ু-বিধানকে আক্রমণ করিয়া থাকে (ন্যাশ্)। মেরুসম্বন্ধীয় অবসাদ—অক্স অ্যাসিড; ইন্দ্রিয় পরিচালনার জন্য দুর্ব্বলতায়—ফস্ অ্যাসিড্,—মস্তিষ্কের ক্লান্তি—জেল্‌স; শিরঃপীড়া—আর্জেণ্ট নাইট; প্রবল লিঙ্গোদ্রেক,—ক্যান্থ, ইত্যাদি।

শক্তি।—৩দ হইতে ২০০।

অ্যাসিড স্যালিসাইলিক (ACIDUM SALICYLICUM).

প্রস্তুতি।—ইহা কার্ব্বালিক্ অ্যাসিড্ বা ফেনল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিচূর্ণ ও অরিষ্ট উভয় আকারে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অস্থিক্ষয় রোগ; বয়োসন্ধিকালের পীড়া; সর্দ্দি; উদরাময়; অজীর্ণতা; আধ্মান; পায়ের ঘর্ম্মরোধ, পাকাশয় প্রদাহ; বাত, সন্ধিবাত; গৃধ্রসী বা পায়ে ঝিন্‌ঝিনে বাত, মুখে ক্ষত; গলক্ষত; সূতিকাজ্বর; চক্ষুর তারাপ্রদাহ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার লক্ষণমালা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অজীর্ণ রোগ, বাতরোগ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতিজনিত শিরোঘূর্ণন রোগে (চিনিন্-সল্‌ফ ল্যাকে থিরিড্) এবং বহুব্যাপক সর্দ্দির রোগান্তে যে দৌর্ব্বল্য থাকে ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ উপকার হয়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বামদিকে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা (অ্যাসিড্-বেন্: শিরোবেদনা,)—হঠাৎ শয্যা হইতে উত্থিত হইলে মস্তিষ্ক মধ্যে দুর্ব্বলতা। সর্দ্দির পূর্ব্বাবস্থা। শঙ্খদেশে বা কপালে বিদ্ধকরণবৎ বেদনা। কর্ণবিবরে ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ শব্দ। বধিরতা সহ শিরোঘূর্ণন।

গলনলী ও পাকাশয়।—গলনলী ব্যথাযুক্ত, আরক্তিম এবং স্ফীত। গলকোষ প্রদাহ (Pharyngitis),—গলাধঃকরণ করিতে বেদনানুভূতি; পচনশীল মুখরোগ (Cancrum Oris—অ্যাসিড্-মিউ: মার্ক: আর্স:); জ্বালাবৎ বেদনা এবং দুর্গন্ধ। উদরাধ্মান,—

গরম ও অম্লগন্ধ বায়ুত্যাগ। পূতিজনক উৎসেচন (fermentation)। উৎসেচন সহযুক্ত অজীর্ণ রোগ। জিহ্বা বেগুণী বর্ণ, কিম্বা সীসকাভ (র‍্যাফেনাস্; হাইড্রাষ্ট্: ওপী: ষ্ট্রীক্:—সীসকাভ = আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: সিকেল্)।

মল।—পূতিগন্ধ বিশিষ্ট উদরাময়,—মল সবুজ শৈবালের ন্যায় (ম্যাগ্-কার্ব্বঃ)।

প্রত্যঙ্গাদি।—জানুদ্বয় স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত। তীব্র সন্ধিবাত,—স্পর্শ ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি; স্বেদাতিশয্য। স্থানপরিবর্ত্তনশীল বেদনা (পল্‌স্: ল্যাক্-ক্যান্:)। কটিস্নায়ুশূল (Sciatica = কালোঃ ন্যাফে অ্যামন্-মিউ: ম্যাগ্—ফস্:),—জ্বালাবৎ বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি। পদস্বেদ।

ত্বক।—কণ্ডুয়নযুক্ত রসগুটী ও পূয়বটী, কণ্ডুয়নে উপশম। অনিদ্রা সহ ঘর্ম্ম হওয়া (জাগ্রতাবস্থায় স্বেদ = স্যাম্বিউ: চক্ষু মুদিত করিলেই স্বেদ = সিঙ্কোনা কোনায়াম্)। আমবাত (আর্টিকা-ইউরেন্স; এপীস;)। ত্বক উত্তপ্ত ও জ্বালাযুক্ত। (এই ঔষধি পূয়সঞ্চয়াধিক্য নিবারণ করে = ক্যালকে-হাইপোঃ—ইহা পুতিজনকতারও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ)। কিণ বা কড়া,—স্পর্শাসহ, অত্যন্ত বেদনাজনক ও জ্বালাযুক্ত। (ফেরাম্-পাই: অ্যাসিড-ল্যাক্‌টিক্)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—বাতে—কল্‌চি, সিঙ্কোনা; পায়ে ঘর্ম্ম—সাইলি; বাচালভাব—ল্যাকে-সিস্, অ্যাসিড্-ল্যাক্‌টিক্।

শক্তি।—২য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ বা ৩০শ ক্রম।

অ্যাসিড সল্‌ফিউরিক (ACIDUM SULPHURICUM).

নামান্তর।—গন্ধক দ্রাবক।

প্রস্তুতি।—মহাত্মা হানিমান কাচের রিটর্টে ইহা প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন; সলফার হইতেই ইহার উৎপত্তি।

সতর্কতা।—অ্যাসিড্ সল্‌ফিউরোস সহিত ইহার ভ্রম না হয়, বা সঃ অ্যাসিড বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ক্লার্কের মত;—অম্লরোগ; সুরাপানজনিত মন্দফল; মুখক্ষত; মস্তিষ্কের সংঘাত; ক্যান্সার; মুখের পচা ক্ষত; বামাগণের বয়ঃসন্ধিকালের পীড়া; কোষ্ঠবদ্ধতা; বহুমূত্র; অতিসার; ডিপ্‌থিরিয়া; অজীর্ণতা; পচনশীল ক্ষত; পাকাশয়শূল; জিহ্বাপ্রদাহ; কেশ পতন; অন্ত্রবিবৃদ্ধি বা চ্যুতি; হিক্কা; ধ্বজভঙ্গ; সবিরাম জ্বর; যকৃতের পীড়া; সীসক জনিত পক্ষাঘাত; ঘর্ম্মাধিক্য; ক্ষয়কাস; ফুসফুস্ প্রদাহ; গর্ভিণীর পীড়া; বাত; প্লীহার পীড়া; বন্ধ্যাত্ব; ক্ষত; জরায়ুর পীড়া; জরায়ু ও অপত্যপথের বিচ্যুতি; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্বল্প-কেশবিশিষ্ট ব্যক্তি, বৃদ্ধগণ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক, এই ঔষধের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, বামাগণের বয়ঃসন্ধিকালে ক্ষণে ক্ষণে উত্তাপ বোধ। এতজ্জনিত বেদনা স্থূলাগ্র অস্ত্রাঘাতজনিত বেদনা সদৃশ, চাপবোধ—ক্রমবর্দ্ধনশীল, এবং চরমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই হঠান্নিবৃত্ত (পল্‌স্) এবং বারবার পুনঃপ্রকাশিত হয়। আঘাত প্রাপ্ত স্থানে বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের, পচনজনকতা, দেহের কোন গভীর প্রদেশগত বিশেষ বিষ বা ধাতুবিকৃত জনিত অত্যন্ত ক্ষীণতাবোধ,—দেহের অন্যতম দ্বার হইতে কালবর্ণ শোণিতস্রাব (ক্রোটেলাস্, অ্যাসিড মিউ, অ্যাসিড নাই টেরিব), উদরের শিথিলতাবোধ সহ মাদক দ্রব্য পানাকাঙ্ক্ষা। মাদকদ্রব্যসেবীদিগের ক্ষীণতাসম্ভূত কম্পন), প্রকৃত কম্পন না থাকিলেও সমগ্র দেহের কম্পন অনুভব।

লক্ষণাবলী।

মন।—অসহিষ্ণু, প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছুক—অক্ষমতা বশতঃ, অবাধ্যতা জন্য নহে। সর্ব্বদাই মহাব্যস্ত, সকল কার্য্যই ত্বরিত সম্পাদনে (আর্ডেণ্ট নাই) ইচ্ছুক।

মস্তক ও মস্তিষ্ক।—সম্মুখভাগস্থ মস্তিষ্ক যেন আলগা এবং এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে নড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ (বেল রাস স্পাইজি)। শিরোবেদনা,—যেন একটী শলাকা ত্বরিত ও ক্রমবর্দ্ধনশীল আঘাত দ্বারা শিরোমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, বেদনা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া হঠাৎ নিবৃত্ত হয়। দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূল (Neuralgia), যন্ত্রণাজনক আঘাতানুভব, ত্বক যেন নখ দ্বারা কুঞ্চিত হইতেছে। পতন বা আঘাতজনিত মস্তিষ্কের বিকৃতি বা সংঘাত (Concussion of Brain), গাত্রত্বক হিমবৎ এবং দেহ শীতল স্বেদাভিষিক্ত। শিরোপশ্চাতের পার্শ্বদেশে নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—মস্তকের নিকটে হস্ত রক্ষা করিলে উপশম।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—নিম্ন হনু এবং দক্ষিণ কপাল বা শঙ্খদেশগত স্নায়ুশূল,—৯টা রাত্রিতে আরম্ভ, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে কিম্বা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উপশম (ম্যাগ-ফস্),—ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া হঠাৎ তিরোহিত হয়। মুখক্ষত,—মুখগহ্বর অর্থাৎ মাড়ী ও সমগ্র গলাভ্যন্তর প্রদেশ আক্রান্ত, মাড়ী হইতে সামান্য কারণে রক্তপাত, বেদনান্বিত ক্ষত, মুখে দুর্গন্ধ (বোর‍্যাক্স, অ্যাসিড মিউ)।

চক্ষু।—আঘাত বশতঃ শ্বেতক্ষেত্রের স্বচ্ছাবরকের (cornea) অভ্যন্তরে রক্তস্রাব। চক্ষুর যোজকত্বকের (conjunctiva) স্ফীতি,—উহাতে যন্ত্রণা এবং তীক্ষ্ণ বেদনা।

পাকাশয়।—পুরাতন বুকজ্বালা পীড়া (Heartburn),—অম্লোদগারে দাঁত টকিয়া যায় (রোবিনীয়া)। পাকাশয়ে শিথিলতা বোধ এবং সুরাপানেচ্ছা। অম্লদ্রব্য বমন। টাট্‌কা দ্রব্যাদি ভোজনাকাঙ্ক্ষা। হিক্কা (আক্ষেপিক হিক্কা = মস্কাস্, সামান্য = নক্স কিম্বা তৎপরে সাইক্লেমেন্, পানাহারান্তে = ইগ্নেশীয়া, তৎসহ আক্ষেপ ও উদ্গার = ইথিউজা· ম্যালেরিয়াদি আক্রমণে = ন্যাট্রাম-মিউ: দুর্নিবার্য্য = অ্যাসিড-হাইড্রো· কিম্বা অ্যাসি-সাল্ফ.)। স্বাদহীন বা মিষ্ট স্বাদযুক্ত লালা স্রাব। সুরা পান সম্ভূত পীড়াদি।

অন্ত্রাশয় বা নিম্নোদর।—কুঁচকী ও উরুদেশে ভারবোধ সহ অন্ত্রাশয়ে অবসাদানুভব। অন্ত্রাশয়ে চাপবোধ,—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি বা চ্যুতি (Hernia) হইবার উপক্রম, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে (নক্স-ভম: ; দক্ষিণ দিকের = লাইকো , মাংসল শিশুর = ক্যাল্‌কে ; ক্ষীণ রুগ্ন শিশুদিগের = সিলি: ; দক্ষিণদিকে কর্ত্তনবৎ স্নায়বীয় বেদনা সহযুক্ত কুঁচকীর নিম্নে (Inguinal) অন্ত্রবৃদ্ধি = ইস্‌কিউলাস্‌-হিপ্‌:)।

মলান্ত্র।—অর্শ,—রক্তস্রাবী এবং সর্ব্বদা রসাসিক্ত। যেন মলদ্বারে একটী গোলক বা গোলাকার কীলক বা গোঁজ (plug) আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (অ্যানাকার্ড·)। উদরাময়,—খণ্ড খণ্ড মল মিশ্রিত, জাফ্রানের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, আমময় আঠাবৎ এবং সফেন ; বা হরিদ্রাভ জলবৎ তরল,—যেন অন্ত্রাশয়ে শূন্যতা ও ক্ষীণতানুভব এবং মলদ্বারে চাপ বোধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।— আর্ত্তব,—নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই প্রকাশ এবং প্রচুর স্রাব। জরায়ুগ্রীবার ক্ষত।—সামান্য কারণে রক্তস্রাবী। প্রদর,—স্রাব কষায়, দুগ্ধবৎ, জ্বালাজনক —কখনও কখনও রক্তাক্ত শ্লেষ্মামিশ্রিত। বন্ধ্যার,—শীঘ্র প্রকাশশীল এবং বহুল পরিমাণ আর্ত্তবস্রাব (অরাম্ মিউ‌য়্যাট্‌, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা সহ স্বল্পস্রাবী, বিলম্বে প্রকাশশীল কিম্বা বাধাপ্রাপ্ত ঋতু সহ বন্ধ্যাত্ব = অরম্ , অত্যন্ত অধিক স্রাবজনক অকালার্ত্তব সহ = ক্যাল্‌কে ; অত্যন্ত রমণেচ্ছাসম্ভূত = ফস্ মুহ্যমানা, ক্রন্দনশীল সান্ত্বনাবিদ্বেষিণী এবং মলিন বর্ণা স্ত্রীলোকের = ন্যাট্রাম-মিউ ; কষায় প্রদরজনিত = বোর‍্যাক্স ; অল্পস্রাবশীল ঋতু এবং বেদনাযুক্ত স্তন = কোনায়াম ; স্তন ও অণ্ডাধারের ক্ষয় (atrophy—) আয়োড)।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—প্রতিবারে দুইবার কাসি হয় (মার্ক্‌ তিনবার = ষ্ট্যান্‌ ;) = পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে বেদনা ; ক্লান্তি , বক্ষাভ্যন্তরে কণ্ডুয়নযুক্ত কাসি,—গয়ার = প্রাতে গাঢ়বর্ণ শোণিত কিম্বা তরল, পীতবর্ণ ও শোণিত মিশ্রিত বিশিষ্ট ; কাসান্তে বায়ুত্যাগ বা উদ্গার ; বায়ু সেবনে উপশম ; পাদচারণে, (ডিজি বিউমেকস্) শীতল জলপানে (লাই স্কীলা ;) এবং কফির গন্ধে বৃদ্ধি।

ত্বক।—যত্নপূর্ব্বক ধৌত করিলেও শিশুর গাত্রে অম্লগন্ধ (হিপার, ম্যাগ্‌-কার্ব্ব রুউম — স্নান করাইয়া দিলেও দুর্গন্ধ = প্সোরাইন্ ,) যায় না। ঘৃষ্টাঙ্গ (bruises), ছাল উঠা এবং দেহের স্থানে স্থানে নীলিমা প্রভৃতি যান্ত্রিক আঘাতাদির কুফল (আর্ণিকা অ্যাসিড-অ্যাসেট.) কালশিরা , পুরাতন অস্ত্রক্ষত সকল আরক্তিম বা নীলাভ হইয়া উঠে এবং ব্যথান্বিত হয় (অ্যাসিড-ফ্লু ল্যাকে ; সবুজবর্ণ হয় = লিডাম্)। হরিৎপীত পীড়কা (সান্নিপাতাদি জ্বরে যেরূপ হয়)। রক্তস্রাবী ধূম্ররোগ—ত্বক নিম্নে রক্ত সঞ্চার বশতঃ ত্বকের উপরে স্থানে স্থানে আরক্ত হইয়া উঠে (ফস: হ্রাস-ভিনি: হ্যামা: ক্যালি-আয়ো. মার্ক্: ল্যাকে: আসিড-ফস্: ক্রোটেলাস্: আর্ণিকা) এবং দেহের অন্যতম দ্বার হইতে রক্তস্রাব (আর্স: সিকেল ইরিজি: হ্যামা: ইপিক: ল্যাকে: মিউরেক্স)।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তে ও বাহুতে পক্ষাঘাত লক্ষণাক্রান্ত সঙ্কোচন বোধ; লিখিবার সময় অঙ্গুলির বিক্ষেপ বা আকস্মিক স্পন্দন (কষ্টি: সাইক্লেমেন্ ; ষ্ট্যানাম্:)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শনে, নিষ্পেষণে, ঘর্ষণে এবং স্থূলাগ্র যন্ত্রাদির আঘাতে, প্রাতে, শৈত্য সংস্পর্শে, শীতল জলপানে, মদ্যপানে, সন্ধ্যা ও রাত্রে, গাত্রোত্থানান্তে পাদচারণে এবং অশ্বারোহণে।

উপশম।—উত্তাপ প্রয়োগ এবং আক্রান্তপার্শ্বে শয়ন করিলে (ব্রাইঃ আক্রান্তপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি = বেল্ মার্ক) এবং বিশ্রামে হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন ও অনুপূরক = পল্‌স্। সদৃশ = আর্নি বোর্যাক্স ক্যালেণ্ডিউলা, লিডাম্, বিউটা, রুউম ও সিম্ফিটাম্। কোমলাংশের নিষ্পেষণ এবং বিদারণাদি আঘাতে ইহা ক্যালেণ্ডিউলার সমকক্ষ। অজীর্ণতায় কার্ব্বো। অম্লরোগে,—রোবিনা। শিরঃপীড়ায় ন্যাট্রম, রক্তস্রাব—ক্রোটেল।

শক্তি।—৩য় হইতে ২০০ ক্রম।

অ্যাসিড টার্টারিক (ACIDUM TARTARICUM).

নামান্তর।—দ্রাক্ষাম্ল।

প্রস্তুতি।—পরিস্রুত জলে ১ম ক্রম প্রস্তুত হয়। ইহা বিচূর্ণও হইতে পারে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—পাকাশয় প্রদাহ, গোড়ালিতে বেদনা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—উদরাময়, দৌর্ব্বল্যাতিশয্য, চলৎশক্তিরাহিত্য এবং জিহ্বা বিশুষ্ক কপিশবর্ণ বিশিষ্ট (স্পঞ্জীয়, সলফার) অবিশ্রান্ত বমন [শ্লেষ্মা বা ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন = ইপিক্, মদিরা সেবীর প্রাতঃকালীন বমন = অ্যাণ্ট-টার্ট, পানমাত্র বমন = অ্যাণ্ট টার্ট, জলধারণাক্ষমতা সহ = আর্স উদরাধ্মান ও কোষ্টবদ্ধ সহযুক্ত = অ্যাসিড কার্ব্বলিক, মাংসহীনতা এবং অজীর্ণ রোগে = আয়োড, দুগ্ধ পানমাত্র—ইথিউজা; শিশুদিগের হঠাৎ দুগ্ধ বমন—মার্ক-সল, অপাচিত ভুক্তদ্রব্য বমন ফেরা মিউ অ্যাব্রোট্, অম্ল বা পিত্ত বমন = আইরিস; শিরোবেদনা সহযোগে শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন = পেট্রোল, পুরাতন বমন রোগে = ক্রিয়েজোটাম্, মস্তিষ্কের উত্তেজনাসম্ভূত বমন = অ্যাপোমর্ফি; দেহ সঞ্চালনে = কাকিউলাস্]। ডাঃ ক্লার্ক বলেন,—গল ও পাকস্থলী মধ্যে তীব্র জ্বালা,—যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে ইহার প্রধান লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

অন্ত্রাশয়।—নাভির চতুর্দ্দিকে এবং কুঁচকীতে বেদনানুভব। মল কফির তলানির ন্যায়, রাত্রিকালে বৃদ্ধি। জিহ্বা পাটল ও শুষ্ক; গাঢ় হরিদ্বর্ণ বমন। নাড়ী দুর্ব্বল; পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ।

শক্তি।—৩য় (দশমিক) এবং ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

অ্যাকোনাইটাম্ নেপেলাস্
(ACONITUM NAPELLUS).

নামান্তর।—কাঠবিষ বা মিঠাবিষ, উল্‌ফস্ বেন্ ইত্যাদি।

প্রস্তুতি।—ক্যামেরন্, লিককৃটন্, ফেরোক্স প্রভৃতি অনেক প্রকারের অ্যাকোনাইট আছে। এতন্মধ্যে ফেরোক্স বড় তেজস্কর এবং নেপেলাস অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধার্থ ইহাদের কেবল মূল গৃহীত হইলে—র‍্যাডিক্স—নামে অভিহিত। সমগ্র গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ;—ডাং ক্লার্কের মতে নিম্নলিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ ;—অন্ধত্ব ; সংন্যাস ; হাঁপানি ; শ্বাসনলীপ্রদাহ ; বক্ষের নানাবিধ পীড়া ; বিসূচিকা ; শিশু বিসূচিকা ; সর্দ্দি ; ক্ষয়কাস ; আক্ষেপ ; কাসি ; ঘুংড়ী ; মূত্রাধারপ্রদাহ ; দন্তোদ্গম সময়ে নানাবিধ পীড়া ; অতিসার ; শোথ , রক্তামাশয় ; কষ্টরজঃ ; কর্ণপ্রদাহ ; অন্ত্রপ্রদাহ ; চক্ষুপ্রদাহ ; ভয়জনিত কুফল ; জিহ্বাপ্রদাহ ; প্রমেহ, রক্তস্রাব ; অর্শ, শিরঃপীড়া ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া এবং বঙ্ক্ষণসন্ধিজ পীড়া ; কামল ; সন্ধিপ্রদাহ ; প্রস্রাবকালের বিবিধ পীড়া ; স্তন্যবিকৃতি , স্বরনলী প্রদাহ ; ফুস্‌ফুস্ ও তাহার আবরণ প্রদাহ , কটীশূল ; উন্মাদ ; হাম, মস্তিষ্কের প্রদাহ ; যকৃৎ প্রদাহ ; মূত্রগ্রন্থীপ্রদাহ ; স্নায়ুশূল , অসাড়তা ; অন্ননলী প্রদাহ ; পক্ষাঘাত , অন্ত্রাবরণ প্রদাহ ; গর্ভিণীর বিবিধ পীড়া , সূতিকাজ্বর , অনিদ্রা , অণ্ডকোষের পীড়া ; ধনুষ্টঙ্কার, পিপাসা ; জিহ্বা ও গলকোষের প্রদাহ , দন্তশূল ; আঘাতজনিত জ্বর ; মূত্রবেগ ; জরায়ুর চ্যুতি ; গোবীজে টীকা দিবার মন্দফল ; শিরোঘূর্ণন ; হুপিং কফ , জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগী ধাতু বা উপযোগিতা এবং আভাস।—যে সকল যুবক ও যুবতী পূর্ণাবয়ব ও রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট এবং যাহারা আলস্যে দিন অতিবাহিত করে তাহাদিগের কোন রোগের নূতন আক্রমণ কালে অ্যাকোনাইটাম বিশেষ উপযোগী ; যে সকল ব্যক্তি জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে সহজে পীড়াক্রান্ত হইয়া থাকে এবং যাহাদের কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু ও দৃঢ় তন্তুগঠিত বলিষ্ঠদেহ তাহারই ইহার উৎকৃষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্র। নিম্নলিখিত লক্ষণাদিও ইহার নির্ণায়ক —শুষ্ক শীতল এবং উত্তর বা পশ্চিমাগত বায়ু দ্বারা, কিম্বা স্বেদোদ্গমকালে শীতল বায়ু সংস্পর্শে রুদ্ধ (checked) ঘর্ম্মাদির দোষজনিত রোগ ; সর্ব্বদা রোগ বা মৃত্যুভীতি, উৎকণ্ঠা, মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতা এবং রোগাদির প্রথম ও হঠাৎ প্রবল আক্রমণ অ্যাকোনাইটের সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। সকল যন্ত্রণাই অসহনীয় এবং চিত্তের স্থৈর্য্যনাশক ; রোগী অস্থির হইয়া পড়ে ; রাত্রিকালে সকল যন্ত্রণারই বৃদ্ধি। জ্বালাবৎ ও কট্ কট্ ঝিন্‌ঝিন্‌কারী এবং অসাড়তা-জনক বেদনা। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও ভীতি সামান্য রোগেও পরিলক্ষিত হয়। প্রদাহাদির রক্তসঞ্চয়াবস্থায় এবং যন্ত্রগত বা সীমাবদ্ধ (localized) হইবার পূর্ব্বে অ্যাকোনাইট্ উপযোগী। অ্যাকোনাইটের রোগী জনতার মধ্যে যাইতে ভীত হয়। ভবিষ্যতে না জানি কি হইবে এই ভাবিয়া আকুল ; এই রোগে আর তাহার উদ্ধার নাই এবং তাহার মৃত্যু নিশ্চয় এইরূপ মনে করে।

শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, কিছুতেই তাহার আরাম বোধ হয় না; থাকিয়া থাকিয়া চম্‌কাইয়া উঠে; নাড়ী দ্রুত, অনমনীয় ও লৌহময় তারের ন্যায়। অত্যধিক শব্দকাতরতা; জল ব্যতীত সকল খাদ্যই তিক্ত বোধ হয়। প্রবল তৃষ্ণা; বহুল পরিমাণে জল পানান্তে উপশম বোধ। উদরমধ্যে যেন একখণ্ড প্রস্তর ন্যস্ত রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ। মল হরিদ্বর্ণ, শাক ছেঁচানীর ন্যায়। কটিদেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ। প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প, উত্তপ্ত এবং মূত্রস্থলীর আকুঞ্চন ও মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা। নাসিকার স্রাব (Coryza) বা সর্দ্দি, নাসিকা মধ্যে শীতল বায়ু প্রবিষ্ট হইলে মস্তিষ্ক-মধ্য পর্য্যন্ত শৈত্য অনুভূত হয়; নাসামূলে চাপবোধ। কাসি শুষ্ক, শ্বাস রোধক,—উষ্ণ গৃহ হইতে শীতল স্থানে গমন করিলে বৃদ্ধি হয়। জ্বরাধিকারে গাত্রত্বক্ শুষ্ক ও জ্বালাময় উত্তাপযুক্ত বা দাহ, মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে বা পর্য্যায়ক্রমে ম্লান ও আরক্তিম হইয়া থাকে; ভয়ানক অস্থিরতা; সন্ধ্যাকালে এবং নিদ্রা যাইবার সময় যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠে।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্নায়বীয় উত্তেজনাধিক্য সহ অত্যন্ত ভীতি ও উৎকণ্ঠা, গৃহের বাহিরে কিম্বা যেখানে বহুলোক একত্রিত হইয়াছে, বিশেষতঃ, যদি তথায় কোন উত্তেজনার লক্ষণ থাকে সে স্থলে যাইতে ভয়; কিম্বা প্রশস্ত রাস্তা অতিক্রম করিতে অত্যন্ত ভয়। মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই ভীতিব্যঞ্জকতা প্রকাশ; রোগ-ভীতি বশতঃ জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে; রোগীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস তাহার এই রোগে মৃত্যু অনিবার্য্য; মৃত্যুকাল পূর্ব্ব হইতেই নির্ণয় করিয়া দেয়; গর্ভাবস্থায় মৃত্যুভীতি (তাহার রোগ আরোগ্য হইবে না মনে করে- আর্স, ক্যাক্‌টাস্ ইগ্নে; ল্যাক্‌-ক্যান্: লিল্-টাই: মিডর্ ন্যাট্র-মিউ. প্সোরাইন্: অ্যাসিড-নাই তাহার রোগের শেষ সাংঘাতিক হইবে মনে করে=আর্জেণ্ট নাই মিডর্ অ্যাসিড-নাই প্সোরাইণ স্যাবাড: সিফিল:)। অন্ধকারে ভীতি; রাত্রিকালে প্রলাপ, ভয়জনিত পীড়া। সঙ্গীত তাহার অসহ্য; তাহার বিষাদ উপস্থিত হয় (সঙ্গীত ধ্বনি অসহ্য—অ্যাকোন্. ন্যাট্র-কার্ব্ব, থুয বেল্ গ্রাফ্: ক্রিয়োজোটাম্: ন্যাট্র-সাল্‌ফ্: নক্স-ভম; স্যাবাড; বিষণ্ণতাজনক=অ্যাকো; স্যাবাড. ন্যাট্র-কার্ব্ব · ঋতুকালে =থুর্যা: ক্রন্দনজনক=ক্রিয়েজোটম্, উত্তেজক=ট্যারাণ্টিউলা-কিউবেন্‌সিস্)। মমতা শূন্যতা; ক্রোধ প্রবণতা; কখন বিদ্বেষ, কখন প্রফুল্লতা; প্রশ্নের উত্তর দিতে নারাজ; পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন।

মস্তক।—মস্তকে স্তব্ধকর বেদনা; আসন হইতে উত্থিত হইলে, মস্তক অবনত করিলে কিম্বা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণন—(ব্রাই: পডো: পল্‌সে:), দক্ষিণদিকে পড়িবার উপক্রম। মস্তকে রক্তসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত হইয়া উঠে (বেল্: ব্রাই)। ললাটপশ্চাতে পূর্ণতা ও ভারবোধ,—যেন চক্ষু দিয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইবে (বেল্: ব্রাই: মার্ক: শূন্যতাবোধ=কোর‍্যাল রুব্: ককিউ: ইগ্নে, ওপী)। ললাটদেশে,—বিদ্ধকরণবৎ ও দপ্ দপ্‌কারী বেদনা—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। জ্বালাজনক শিরোবেদনা, যেন মস্তক মধ্যে

উত্তপ্ত জল নড়িতেছে (ইণ্ডিগো) ; কপালে এরূপ বেদনা যেন মস্তিষ্ক চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। বোধ হয় যেন মূর্দ্ধাদেশের কেশ সমস্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে (ব্যাবাই-কার্ব্ব: ডল্‌ক্যা:) যেন কেহ কেহ কেশাকর্ষণ করিতেছে।

চক্ষু।—তরুণ অক্ষিপ্রদাহ জ্বালা ও চিড়িক্‌মারা বেদনা। রৌদ্রভীতি (বেল্: কোনায়াম্: ইউফ্রে: দীপালোকভীতি = জেল্‌সি:)। অক্ষিপুটের কঠিন ও আরক্তিম স্ফীতি। চক্ষুমধ্যে যেন বালুকাকণা রহিয়াছে (আর্স: অ্যা ফ্লু: ইউফ্রে:) এইরূপ যন্ত্রণা। শুষ্ক শীতল বায়ু সংস্পর্শে এবং ভস্মকণা বহির্গত হইবার পর চক্ষুপ্রদাহ ; তিমিরদৃষ্টি (Amaurosis), গ্রীষ্মকালে শীতল জলে স্নানজনিত হঠাৎ দৃষ্টিহীনতা (হঠাৎ বা অকারণ দৃষ্টিহীনতা = জেল্‌সি: রাত্র্যান্ধতা = লাই: তামাকুসেবনাতিশয্য জনিত—নক্স-ভম্:)। কণিনীকার প্রসারণ।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে একপ্রকার শব্দ (সিঙ্কোনা) ; শ্রবণশক্তির প্রখরতা ; শব্দ অসহ্য—(ম্যাগ্-কার্ব্ব: অ্যাসিড ফস্: সিলি:)। বহিঃপ্রদেশের প্রদাহ। গীতবাদ্যাদি অসহ্য। কর্ণমধ্যে গর্জ্জনবৎ শব্দ।

নাসিকা।—রক্তস্রাব—বিশেষতঃ রক্তপ্রধানধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির (ব্রাই: বেল্:),—রক্ত উজ্জ্বল লাল। ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা বা তীক্ষ্ণতা (বেলাড)। নাসামূলে বেদনানুভব। তরুণ সর্দ্দি,—পুনঃ পুনঃ হাঁচি, দপদপকারী বেদনা ও নাসামূলে চাপবোধ (মার্ক, নেট্রাম, আর্স)।

মুখমণ্ডল।—শায়িতাবস্থা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলে মুখমণ্ডল রক্তশূন্য বা মৃত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া উঠে, কিম্বা রোগী অবসন্ন এবং বিঘূর্ণিতমস্তক হইয়া পতিত হয় এবং পুনরায় উঠিতে ভয় করে ; অনেক সময় তৎসহ দৃষ্টিহীনতা এবং চৈতন্য লোপ (সামান্য মানসিক উদ্বেগ বশতঃ মুখ লালবর্ণ হইয়া উঠে = ফেরাম্) পায়। লালবর্ণ, উত্তপ্ত, স্ফীত এবং উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল। বামপার্শ্বের মুখে স্নায়ুশূল (Prosopalgia),—অস্থিরতা, কন্‌কন্‌কারী বেদনা এবং তৎসহ অসাড়তা (স্পাইজি:)।

মুখবিবর ও গলমধ্য।—ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং কৃষ্ণাভ (আর্স: ব্রাই: মার্ক:)। মুখগহ্বর ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক (আর্স: ব্রাই: ন্যাম্ তৃষ্ণাহীনতা সহযোগে = বেল্: লাইকো: নক্স-মস্:) ; শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা। তালু, তালুমূলীয় গ্রন্থী (Tonsils) এবং তালুপার্শ্বদ্বয়ের (Fauces) প্রদাহ,—তৎসহ প্রবল জ্বর ; আক্রান্ত অংশে আরক্তিম ভাব এবং জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা (এপীস্: বেল্: মার্ক:),—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে হুলবেধবৎ যন্ত্রণা বোধ (এপীস্)। দন্তশূল,—শৈত্য সংস্পর্শ জনিত, দপদপকারী বেদনা ; আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠে। নিম্নহনুর চর্ব্বনবৎ সঞ্চালন (ব্রাই:)। উত্তপ্ত ও প্রদাহযুক্ত মাড়ী।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—জল ব্যতীত সকল খাদ্যই তিক্তস্বাদ বোধ হয় (সকল রকম পানীয় খাদ্য দ্রব্যই কটুস্বাদ বোধ হয় = ব্রাই: কলো: সিঙ্কোনা: পল্‌স:)। অপরিতোষণীয় তৃষ্ণা, কিন্তু ধীরে ধীরে পান করে (আর্স: এপিস্: সিঙ্কোনা: হায়েসা ; বহুক্ষণ অন্তর অধিক পরিমাণে জল পান করে—ব্রাই:)। অতীব তৃষ্ণা সহ মুখগহ্বর, তালু ও জিহ্বা প্রভৃতির

শুষ্কতা (সল্‌ফার—দ্বিপ্রহর রাত্রিতে জিহ্বা শুষ্ক, চট্‌চটে কিন্তু তৃষ্ণা রহিত এবং তালুমূলে লালা সঞ্চয়=নক্সভম্: তিক্তস্বাদ, পিত্ত বমন এবং শীতল স্বেদোদ্গম (তৎসহ ললাটদেশে শীতল ঘর্ম্ম ভেরেট্রাম:); পাকাশয়িক প্রদাহ (আর্স: ক্যাম্ফা: ফস্: নক্স:)। পান বা আহারান্তে পাকাশয়ে শূলবৎ বেদনা (আর্স: ফোবাম: নক্স: ; পল্‌সে)। তরুণ যকৃৎ প্রদাহে চাপবোধ। অন্ত্রাশয় প্রদাহ,—সমগ্র অন্ত্রাশয় ব্যাপী সুতীক্ষ্ণ ক্ষণপ্রকাশশীল বেদনা; অন্ত্রাশয় অত্যন্ত স্পর্শাসহ। পিত্তবমন সহ অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia), বঙ্ক্ষণ বা কুচকী (Inguinal) প্রদেশের (Hernial stricture) সঙ্কোচন ও প্রদাহ (নক্স দেখ)। রক্ত বমন (Hæmatemesis) —রক্ত উজ্জ্বল লাল। পাকাশয় হইতে গলনালী পর্য্যন্ত জ্বালা। শূলবেদনা,—কোন রকম অবস্থাতেই উপশম বোধ হয় না। অন্ত্রকূজন বা পেট ডাকা (অ্যাসিড ফস্)।

মল।—পেট কুণন্ বা কুন্থন সহ বার বার স্বল্প মল ত্যাগ (আর্স: বেল্: কোল্‌চি: কার্ব্বো:)। হরিদ্বর্ণ জলবৎ তরল মল,—শাক ছেঁচানির ন্যায় (ভেকপূর্ণ পুষ্করিণীর শৈবালের মত মল ;=ম্যাগ-কার্ব্ব·)। শ্বেতবর্ণ মল (ক্যাল্‌কে, চায়না ; হিপার ;—কাল মল=ক্যাম্ফোরা· চায়না ; লেপ্‌ট্যাণ্ড্রা, ভেরেট্রাম্), সূত্রক্রমী জনিত মলদ্বারে কণ্ডুয়ন। বিসূচিকা—মলতাবল্য,—শারীর ক্রিয়ার পতন বা হিমাঙ্গ (Collapse), তৎসহ উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা। রক্তস্রাবী অর্শ (হ্যামা: সল্‌ফার ; অ্যালো.)। সরলান্ত্রের (Rectum) অসাড়তা নিবন্ধন অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ (কলো: জেল্‌সি: বিউটা:)। মলবদ্ধতা,—কর্দ্দমবৎ মল (ট্যাবেক্:—তৎসহ যকৃৎ বিবর্দ্ধন= চিয়োন্থান্: ডিজিট্)। আমরক্ত (Dysentery),—জ্বর, প্রদাহ, কুন্থন এবং শোণিতাক্ত মল ত্যাগ সহ সরলান্ত্র মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা।

প্রস্রাব।—মূত্ররোধ,—শৈত্য সংস্পর্শ হেতুপীড়া,—মূত্রগ্রন্থি (Kidneys) মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (বার্বা:); চীৎকার, অস্থিরতা এবং শিশু পুনঃ পুনঃ লিঙ্গে হস্তার্পণ করে; উজ্জ্বল লালবর্ণ স্বল্প পরিমাণ মূত্র, ত্যাগ করিবার সময় যন্ত্রণা। মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে জ্বালা ও সঙ্কোচন। প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে মহা ভাবনা। বাধাপ্রাপ্ত রক্তাক্ত মূত্র। মূত্রনালীর মধ্যে জ্বালা,—প্রমেহ রোগের তরুণাবস্থা,—তৎসহ মানসিক ও দৈহিক অস্থিরতা লক্ষণ বিদ্যমান। (ক্যানা-স্যাট্. জেল্‌সি)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রস্রাব কালে লিঙ্গমণি (Glans penis) মধ্যে বিদ্ধকরণ এবং কণ্টক বা নখবেধবৎ যন্ত্রণা। অণ্ডকোষ মধ্যে নিষ্পেষণবৎ (Contusive=আর্জেণ্ট-মেট: আর্জেণ্ট-নাই: হ্যাডো: ষ্ট্যাফিস্যাগ: বেদনানুভব, মূত্রনালীর প্রদাহ (Urethritis) রোগী পুনঃ পুনঃ স্বীয় লিঙ্গাভিমুখে হস্ত প্রসারিত করে; প্রস্রাব বেগ ও ফোঁটা ফোঁটা রক্তাক্ত মূত্রস্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তবস্রাব হঠাৎ বোধ বশতঃ অণ্ডাধারে প্রদাহ (Ovaritis)। ঋতু,—অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অধিক স্রাবশীল, বিশেষতঃ রক্তপ্রধানধাতু স্ত্রীলোকদিগের (বেল্: ক্যাল্‌কে:) পীড়া। ভীতিজনিত ও চরণে শৈত্য সংস্পর্শ বশতঃ রজরোধ (শৈত্য সংস্পর্শ বশতঃ=ডাল্‌ক্যা: পডো: পল্‌সে: সল্‌ফার: ; শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা এবং দর্শনশক্তির বিকৃতি সহ=সাইক্লেমেন্: মলকাঠিন্য, শীতার্ত্ততা, মানসিক বিষাদ এবং জাগ্রত হইলে শিরোবেদনা

=ন্যাট্‌মিউ:)। প্রসবান্তিক স্রাব (Lochia) রোধ বা হ্রাস ; (স্ফাটন্‌বৎ বেদনাযুক্ত শিরো-বেদনা থাকিলে—ব্রাই:) ; প্রসবকালে জরায়ুমুখের কাঠিন্য (Rigid os) ; কৃত্রিম বেগ, পালট বেদনা, ভীতিবাহুল্য ও কম্পন এবং অবসন্নতা থাকিলে=জেল্‌সি —ক্ষীণ বেগ সহযুক্ত হইলে= কলোফি। অপত্য পথ শুষ্ক, উত্তাপযুক্ত এবং স্পর্শাসহ। ঋতুস্রাবান্তে উন্মত্তভাব (ম্যাগ-মিউ·)।

জরায়ু প্রদাহ।-(Metritis),—সুতীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা, অন্ত্রাশয় প্রদেশ অত্যন্ত স্পর্শাসহ। বাধক বা রজঃকৃচ্ছ্রতা, প্রসব বেদনার ন্যায় বস্তিদেশে (Pelvic Region) চাপনবৎ বেদনা,—রোগিণী হেঁট হইতে বাধ্য হয় কিন্তু কোন অবস্থাতেই আরাম পায় না। সূতিকাজ্বর, ক্লেদস্রাব রুদ্ধ (Suppressed Lochia), স্তনদ্বয় শিথিল ও শূন্য, গাত্র শুষ্ক ও উত্তপ্ত, নাড়ী কঠিন, দ্রুত বা সঙ্কুচিত, উজ্জ্বল চক্ষু এবং উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টি, জিহ্বা শুষ্ক, উদর স্ফীত এবং স্পর্শাসহ। প্রসবান্তিক স্রাবের (Lochia) পুনরাবির্ভাব,—সূতিকাগার হইতে বহির্গমনান্তে এদিক ওদিক বিচরণ বশতঃ (হ্রাস, ক্রিয়ো) স্রাব হইতে থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলীভুজ প্রদাহ (Bronchitis)=বেল ক্যাল্‌কে হিপ্‌ঃ ষ্টাফ্‌। ঘুংড়িকাসি (Croup), শুষ্ক শীতল বায়ু সংস্পর্শ জনিত,—প্রথমাবস্থা,—শুষ্ক কাসি এবং সশব্দ শ্বাসপ্রশ্বাস (স্পঞ্জীয়া), প্রতি প্রশ্বাস ভগ্নস্বর সহযুক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক কাসিতে পরিণত হয়। প্রতিবার কাসিবার সময় শিশু যেন শ্বাসনলীর যন্ত্রণা নিবারণার্থে স্বীয় কণ্ঠদেশে হস্তার্পণ করে, নিদ্রাকালে বা দণ্ডায়মান হইলে শ্বাসবন্ধ ভাব (নিদ্রিত হইলে শ্বাসরোধ=অ্যামান্‌ কার্ব্ব ক্লোরাম্‌ জেল্‌সি গৃণ্ডিলিয়া ল্যাক্‌-ক্যান্‌ ল্যাকেসিস, ওপিয়াই)। ক্ষণে ক্ষণে শ্বাসরোধপক্রম ও উৎকণ্ঠা (আর্স· হীপ. ল্যাকে)। বক্ষাবরণপ্রদাহ (Pleurisy) এবং ফুসফুস প্রদাহ,—সূচীবেধবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না (বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না মার্ক) ; কেবল চিৎ বা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া শুইতে পারে বা শুইয়া থাকে, যন্ত্রণাজনক শুষ্ক কাসি ; উত্তাপাতিশয্য, অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং স্নায়বীয় উত্তেজনা (ব্রাই কালি-কার্ব্ব ফস্‌)। ফুসফুস মধ্যে উত্তাপবোধ। হৃৎস্পন্দন (Palpitation), যেন বক্ষাভ্যন্তরে উষ্ণ জল ঢালিয়া দিতেছে যেন হৃৎপিণ্ড হইতে উত্তপ্ত জলবিন্দু পড়িতেছে=ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা ও স্যাটাইভা), তৎসহ অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ। গয়ার (Sputa) সহিত রক্ত নির্গমন। নাড়ী পুষ্ট, কঠিন, রজ্জুবৎ দৃঢ় ও লম্ফনশীল (লম্ফনশীল ও যেন পরীক্ষকের অঙ্গুলিতলে ক্ষুদ্র লৌহ গোলক চলাচল করিতেছে=বেল্‌), সবিরাম (Intermitting), উপবেশন করিলে গ্রীবাদেশীয় নাড়ী (Carotid) ধমনীর দপ দপকর স্পন্দন (throbbing) অনুভূত হয়।

পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে ব্যথা বশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণকালে বেদনা বোধ। আঘাত-জনিতবৎ বেদনা, পদ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় ; আড়ষ্টতা ও অসাড়তা ; বেদনার ভাবে রোগীর বোধ হয় যেন তাহার বৃক্কক আক্রান্ত হইয়াছে (ডাক্তার আর্নড্‌)। বাম বাহুর অসাড়তা ; অঙ্গুলির মধ্যে ঝিন্‌ ঝিন করে (tingling), গ্রীবাপৃষ্ঠের আড়ষ্টতা (অ্যাক্টী-রেস) ; পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে (between Scapulae) তীব্র বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—উরুদ্বয়ের সম্মুখপ্রদেশে যেন শীতল জলবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে এইরূপ অনুভব। হস্ত পদাদির অসাড়তা ও ঝিন্‌ঝিনানি (tingling), চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা। হস্ত পদাদির শীতলতা ও অসাড়তা। উত্তপ্ত হস্ত ও শীতল চরণ। মধ্যে বাতাশ্রয় —রাত্রিতে বৃদ্ধি; আরক্তিম বা চাকচিক্যময় ও অত্যন্ত স্পর্শাসহ স্ফীতি। শয়নান্তে কুঁচকী (Hip-joint) ও উরুদেশ অসাড় বোধ হয়। জানুদেশের শিথিলতা,— পদাচারণ কালে পা ঘুরিয়া যায়।

নিদ্রা।—অত্যন্ত অস্থিরতা সহ অনিদ্রা (আর্স: বেল্: ক্যাম্:—নিদ্রালু অথচ নিদ্রাহীন=বেল্: ক্যাম্: ওপি:)। স্বপ্ন ও কিয়ৎপরিমাণ অদৃশ্য দর্শনশক্তি সম্পন্ন (ফস্:)। নৈশ প্রলাপ; পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন সহ নিদ্রারাহিত্য।

ত্বক।—আরক্তিম উত্তপ্ত, স্বেদহীন, স্ফীত, মসৃণ (বেল্:) ত্বক। হাম,—কণ্ডুয়ন ও ত্বক উঠা, শীতার্ত্ততা সহ শুষ্ক ত্বক ও রাত্রিতে তৃষ্ণাবাহুল্য। চিড়িক্‌মারা, মশক দংশনের ন্যায় দাগ, ধূম্র রোগবৎ উদ্ভেদ। পিপীলিকাদির সঞ্চরণের ন্যায় সুড়্‌সুড়ি এবং শীতার্ত্ততা ও অসাড়তা অনুভব। মুখমণ্ডল পীতাভ বর্ণ।

জ্বর।—জ্বরাধিকারে,—ত্বক স্বেদহীন ও উত্তপ্ত; মুখমণ্ডল আরক্ত, কিম্বা মলিনতা ও আসড়তা পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় (অ্যামিল্: ক্যাম্ফ: সিঙ্কো: ম্যাগ-কার্ব্ব:); অধিক পরিমাণে জল পান করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা; অত্যধিক স্নায়বীয় অস্থিরতা,—রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করে; সন্ধ্যা এবং নিদ্রাকালে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে। উদ্ভেদযুক্ত (Eruptive) জ্বরাধিকারে অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা ও অস্থিরতা না থাকিলে অ্যাকোনাইটাম্ আদৌ উপযোগী নহে। কম্পন, প্রাদাহিক জ্বর, শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত কদাচিৎ সবিরাম বা মৃদু, সূত্রবৎ। শিরা ও ধমনী মধ্যে শৈত্যানুভব (ভেরেট্রাম; যেন শিরা মধ্যে উষ্ণ জল প্রবাহিত হইতেছে=আর্স: হ্রাস-টক্স); ঘর্ম্ম রোধ জন্য রোগাদি। শিরঃপীড়া, শীত ও মুখের দিকে গরম বোধ।

স্নায়ু।—দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের তড়্কা; উত্তাপ, পেশীর স্পন্দন (অ্যাগর. ইগ্নে: জিঙ্কা),—শিশু স্বীয় মুষ্টি দংশন করে, অসন্তোষ প্রকাশ এবং চীৎকার করে; ত্বক উত্তপ্ত এবং স্বেদহীন।

বৃদ্ধি।—সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে সকল যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে; উষ্ণ গৃহে; শয্যা ত্যাগ করিয়া উত্থান কালে; আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে (হিপার; নক্স মস্কেটা:)। উপশম= বায়ু সেবনে (অ্যালিউ: ম্যাগ্-কার্ব্ব: পল্স: স্যাবাইনা)।

সম্বন্ধ।—বেলাড, ক্যামোমিলা, কফিয়া, নক্স, পিট্রো, সিপিয়া, স্পঞ্জিয়া, সলফর।

দোষঘ্ন।—অ্যাসিটিক এসিড্ এবং সুরাসার ও উদ্ভিজ্জাম্ল দ্বারা ইহা প্রতিষেধিত (anti-doted) হইয়া থাকে।

সমতুল্য ঔষধ।—পলস, লাইকো, সিকেল্, ক্যাম্ফর (অনাবৃত হইলে উপশম); হিপার, কফিয়া (অসহ্য বেদনা); চায়না (শাদা ভেদ); জেলস (মন্দসংবাদ ও রাগ এবং ভয় জন্য); ব্রায়ো, নক্স (রাগ জন্য ভেদ); ব্রায়ো (শুষ্ক বায়ুজনিত)।

দোষঘ্ন।—জরাধিকারে, অনিদ্রা, যন্ত্রণার অসহনীয়তা সম্বন্ধে কাফিয়া ইহার অনুপূরক (complementary); আঘাতাদি সম্বন্ধে আর্ণিকা অনুপূরক; সকল অবস্থায় সল্‌ফার।

যে সকল রোগের তরুণাবস্থায় অ্যাকোনাইটাম্ প্রযোজ্য, সেই সকল রোগেরই পুরাতন অবস্থায় সল্‌ফার প্রযোজ্য; সুতরাং অ্যাকোনাইটাম্‌ও সল্‌ফার পরস্পরের পূর্ব্বে বা পরে সকল সময়েই প্রয়োগ করা যায়। অ্যাকোনাইটামের অপব্যবহারে সল্‌ফার প্রয়োগ বিধেয়।

শক্তি।—১ম দশমিক ৬ষ্ঠ, ৩০ হইতে ১০০০ শততমিক পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—একঘণ্টা হইতে কয়েক সপ্তাহ।

অ্যাকোনাইটাম্ ফেরক্স (ACONITUM FEROX).

প্রস্তুতি।—হিমালয় পর্ব্বতজাত অত্যন্ত বিষাক্ত কাঠবিষ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে প্রয়োগ হইয়া থাকে;—দাহযুক্ত বেদনা; থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস ক্রিয়া; কম্প; শ্বাসক্লেশ; পাকাশয় শূল; স্নায়ুশূল; অসাড়তা।

উপযোগিতা ও আভাস।—অ্যাকোনাইটাম্ নেপেলাস্ অপেক্ষা অধিক তীব্রবীর্য্য বিষ। ইহার জরঘ্নতা অপেক্ষা মূত্রজনকতা শক্তি অধিক; হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; স্নায়ুশূল এবং তরুণ সন্ধিবাতাদি রোগে অত্যন্ত ফলদায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রথমে মানসিক অবস্থা সতেজ থাকে, পরে বোধশক্তির রাহিত্য। জিহ্বা অসাড় হইয়া যায়; ঘন শ্বেত ও পীতাভলেপ, উদরে বেদনা, অনিদ্রা, জ্বর।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসকৃচ্ছ্র,—উঠিয়া না বসিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ; দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ানির্ব্বাহক পেশী সকলের ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব সহ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও উৎকণ্ঠা। অর্দ্ধ উপবিষ্ট অবস্থায় হস্তের উপর মস্তক রক্ষাপূর্ব্বক শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিতে বাধ্য হয়।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক।

সম্বন্ধ।—কুরেরি এবং ফস্ফরস সহ তুলনীয়।

অ্যাক্‌টীয়া রেসিমোসা বা সিমিসিফিউগা (ACTÆA RACEMOSA).

নামান্তর।—ব্ল্যাক স্নেক্‌রুট।

প্রস্তুতি।—টাট্‌কা শিকড় হইতে মূল আরক প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুষ্ক শিকড়ের আরক প্রুফ্ স্পিরীটে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—গর্ভস্রাব প্রবণতা ; বক্ষের স্নায়ুশূল ; পৃষ্ঠবেদনা ; স্তন্য বিকৃতি ; বয়োসন্ধিকালের পীড়া , চক্ষের পীড়া ; তাণ্ডব ; মৃগী ; মূর্চ্ছাভাব ; শিরঃ পীড়া ; হৃৎপিণ্ডের পীড়া ; ব্যাধিশঙ্কা; গুল্মবায়ু ; কটীশূল ; বিষাদ-উন্মাদ ; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ ; আর্ত্তব বিকৃতি ; স্নায়ুশূল ; ডিম্বাধার পীড়া ; ফুস্ ফুস্ আবরণের প্রদাহ ; গর্ভিণীর পীড়া , সূতিকাবস্থায় উন্মাদ , আমবাতিক পীড়া ; বাত ; গৃধ্রসী বা পায়ের ঝিন্ ঝিনেবাত ; অনিদ্রা , কশেরুকামজ্জার উত্তেজনা , গ্রীবাস্তম্ভ , কম্পন ; জরায়ুর বিকৃতি ; গর্ভিণীর বমন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং কেণ্ট বলেন -গুল্ম বায়ু ও বাত প্রধান ধাতুতে ইহা উপযোগী। রোগিণী সহজে শৈত্যে কাতরা হন। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল ;—(১) প্রসবান্তিক উন্মাদ অবস্থা (puerperal Mania), রোগিণীর মনে হয় সে শীঘ্রই উন্মাদ হইয়া যাইবে , স্বীয় দেহে আঘাত করিবার চেষ্টা করে। (২) স্নায়ুশূলের তিরোভাবান্তে উন্মাদ অবস্থার আবির্ভাব। রোগিণীর মনে হয় যেন সে মেঘসমুদ্র মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে এবং চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছে। (৪) নানাপ্রকার ভ্রমদর্শন,—যেন তাহার আসনের নীচে হইতে একটা ইন্দুর পলাইয়া গেল। (৫) চক্ষুতে স্নায়ুশূল (Ciliary neuralgia), অক্ষি গোলক মধ্যে ব্যথা বা তীক্ষ্ণ শূলবেধ বা বিদ্ধকরণবৎ বেদনা এবং সেই বেদনা মস্তকের চতুর্দ্দিকে সংক্রামিত হয়। (৬ জরায়ু ও অণ্ডাধারের বিকৃতির প্রতিক্ষেপ (reflection) জনিত হৃৎপিণ্ডের নানাপ্রকার পীড়া,—রোগিণীর মনে হয় যেন তাহার হৃৎপিণ্ড মধ্যে মধ্যে স্থির হইয়া যাইতেছে ; যেন তাহার শ্বাসরোধোপক্রম হইতেছে ; দেহ সঞ্চালনমাত্রে হৃদ্স্পন্দন আরম্ভ হয় (ডিজি.)। (৭) আর্ত্তব,—অনিয়মিত, অবসাদক ; মানসিক আবেগ, শৈত্য সংস্পর্শ এবং জ্বরাদি জন্য বিলম্বে আর্ত্তবস্রাব। আর্ত্তবস্রাবকালে মানসিক লক্ষণের আধিক্য। (৮) জরায়ু বিকৃতির প্রতিক্ষেপজনিত গুল্মবায়ু ও অপস্মারাদি আক্ষেপিক রোগ, আর্ত্তবস্রাবকালে বৃদ্ধি। (৯) বামস্তনতলে তীব্র বেদনা। (১০) গর্ভাবস্থায় বিবমিষা, অনিদ্রা, কৃত্রিম প্রসববেদনা, —তলপেটের পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে সংক্রমণশীল তীব্রবেদনা ; প্রতি তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব। প্রসব বেদনার সময় শিহরণ বা কম্পন। ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ , জরায়ুদ্বারের কাঠিন্য বা অপ্রসারণীয়তা (Rigid os); দীর্ঘ কালস্থায়ী বেদনা। (১২) ভাদাল বেদনা বা প্রসবান্তিক বেদনা (After Pains), কুঁচকী প্রদেশে অত্যধিক। (১৩) পৈশিক ব্যথা, গ্রীবা ও পৃষ্ঠে বাতাশ্রিত বেদনা, এবং মেরুদণ্ডের স্পর্শাসহনীয়তা। ইহা দ্বারা পেশীর স্থূলাংশ সকল অধিক আক্রান্ত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগিণীর মনে হয় যেন একখণ্ড গাঢ় কৃষ্ণাভ মেঘের মধ্যে তাহার মস্তক নিমজ্জিত রহিয়াছে (আর্জেণ্ট-নাই),—সুতরাং সে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখে। অত্যন্ত বিষাদ, [illegible] আসন্ন বিপদের ভয়। বদ্ধ যানে আরোহণ করিতে চাহে না, পাছে সে [illegible]

রোগ-ত্বক কণ্ডুয়ন (উদ্ভেদ রহিত কণ্ডুয়ন = ডলিকস , কণ্ডুয়ন ও সুড়সুড়ী = অ্যাসিড সাল্ফ; যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ কণ্ডুয়ন = মফিয়া , সমগ্র দেহের কণ্ডুতি, শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি = অ্যালাউমিনা , শৈত্যপ্রয়োগে কণ্ডুয়ন = রিউমেক্স , অত্যধিক ও ত্বকমোচন = পেট্রোল , জ্বালাযুক্ত কণ্ডুয়ন = ক্রিয়্যাজোটান আহারান্তে কণ্ডুয়ন = ট্যারেন্টিউ)।

সম্বন্ধ।—তুলনায়—হাম। , ষ্টিলিঞ্জি , কাইটো , ক্যালি , মার্কু , নক্স , ব্যাপ্ট।

শক্তি।—মূল আরক এবং ৬ষ্ঠ দশমিক শক্তি।

অ্যালো সকোট্রাইনা (ALOE SOCOTRINA).

নামান্তর।—ঘৃতকুমারীর সার বা মুসব্বর।

প্রস্তুতি।—এই উদ্ভিদের নির্য্যাস—প্রুফ স্পিরিটে ভিজাইয়া মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণও হইতে পারে।

উপযোগি-ধাতু।—যে সকল ব্যক্তি পুরাতন রোগ ভোগ করিতেছে, যাহাদের শরীরের তাপ কম, যাহারা দোহারা, কৃষ্ণবর্ণ, কখন প্রফুল্ল কখন বিষণ্ণ, গায়ে একপ্রকার উদ্ভেদ এবং যাহাদের সময় কাটে না, এইরূপ ব্যক্তির পীড়ায় অধিক উপযোগী।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ , —নিম্নোদরের থলথলে ভাব , সরলান্ত্র বা গুহ্য দ্বারের পীড়া , শ্বাসনলী প্রদাহ , অম্লশূল , কোষ্ঠবদ্ধ ; কাসি , অতিসার , রক্তামাশয়, পুরাতন মেহ অর্শ, গুল্মবায়ু কটীবাত , কৃত্রিম মৈথুনের ফল , যক্ষ্মাকাস , সরলান্ত্র প্রদাহ , জরায়ুর স্থানচ্যুতি , প্রষ্টেট্ গ্রন্থীর পীড়া , পশ্চাৎ কটীতে বেদনা , বেগ বা কোতানি ; রক্তস্রাব ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—দীর্ঘব্যাপী রোগাদিতে যখন নানাদিকে ঔষধ উপর্য্যুপরি প্রয়োগ বশতঃ পীড়াজনিত লক্ষণাদির সহিত ভেষজজনিত লক্ষণাদির মিশ্রণ বশতঃ এক অদ্ভুত রোগের সৃষ্টি হয় এবং চিকিৎসক ঔষধনির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন, তখন সল্ফারের ন্যায় অ্যালোও রোগীর শরীর বিধানের সামঞ্জস্য বিধান করে এবং চিকিৎসক অনায়াসে উপযোগী ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া রোগীকে নিরাময় করিতে সক্ষম হয়েন। অন্ত্রমণ্ডলীর বিকৃতি, অর্শ, এবং যকৃত মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য জনিত রোগাদিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই—(১) অক্ষিগোলকের উপরে (Supra orbital) শিরোবেদন ,—অতীব্র (dull) এবং নিষ্পেষণবৎ বেদনা। (২) উদর পরিপূর্ণ, ভারযুক্ত এবং স্ফীত। (৩) অন্ত্রাশয়ক (Adomenal) আধ্মানাতিশয্য অর্থাৎ অধিক পেটফুলা—জ্বালাজনক বেদনা,—নিম্নদিকে চাপ দিতে থাকে এবং তীব্র অম্লশূল উৎপন্ন করে। অন্ত্রশূল—উষ্ণ বায়ুনির্গমনান্তে উপশম। (৪) বায়ুনির্গমনকালে মলদ্বারের শৈথিল্য,—অজ্ঞাতসারে মল নির্গত হয় , মলদ্বাররোধক পেশীর শিথিলতা,—মলবেগ ধারণ করিবার ক্ষমতারাহিত্যে

বশতঃ দৌড়াইয়া পায়খানায় যাইতে হয়। কঠিন মলও অজ্ঞাতসারে বহির্গত হইয়া পড়ে। (৫) মল,—জলবৎ তরল, মণ্ডের ন্যায় (Jelly-like) এবং অপর্য্যাপ্ত বায়ুনির্গমন সহ বহির্গত হয়। (৬) মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ তীব্র বেদনা; মলত্যাগান্তে বেদনার উপশম হয়, এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। (৭) মলদ্বারে ও মলান্ত্রমধ্যে জ্বালা।

লক্ষণাবলী

মন।—মানসিক পরিশ্রমকাতর ও ক্লান্তিজনক ভাব। স্বীয় পীড়া বশতঃ বড়ই ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। খিট্‌খিটে স্বভাব; অবসাদ বায়ুগ্রস্ত (hypochondriac); মেঘময় দিনে বৃদ্ধি (ন্যাট-কার্ব্বঃ)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—যেন সমস্ত দ্রব্যাদি তাহার সহিত ঘুরিতেছে,— সোপানারোহণকালে (ক্যাল্‌কেঃ); কিম্বা দ্রুত মস্তক ঘুরাইলে (কোনায়াম্‌ঃ ক্যাল্‌কেঃ ক্যালি-কার্ব্বঃ) বৃদ্ধি; নাসিকা হইতে সর্দ্দি স্রাব হইতে আরম্ভ হইলে উপশম। শিরোবেদনা,—সমস্ত ললাটব্যাপী; প্রতি পদবিক্ষেপে বৃদ্ধি (বেলঃ ব্রাইঃ); চক্ষুদ্বয় ভার এবং তৎসহ বিবমিষা বোধ। শিরোবেদনা,—উত্তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্য প্রয়োগে উপশম (আর্স); শিরোবেদনা ও গৃধ্রসী (Sciatica) বা পায়ে ঝিনঝিনে বাত পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়; অতৃপ্তিকর মলত্যাগেও বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু।—মুখমণ্ডলের উত্তাপ সহ কম্পিত দৃষ্টি; যেন পীতাভ গোলক সকল দৃষ্টিপথে উড়িতেছে এইরূপ বোধ হয়। অক্ষিকোটরের গভীর প্রদেশে বেদনা;—দক্ষিণ চক্ষে অধিক বোধ। চক্ষু আরক্তিম এবং দ্রব্যাদি রক্তবর্ণ দেখায়। ললাটদেশে বেদনা বশতঃ চক্ষু অর্দ্ধমুদিত করিতে বাধ্য হয়।

কর্ণ।—হনুদ্বয় সঞ্চালন করিলে কর্ণমধ্যে চিড়িক মারিয়া উঠে।

নাসিকা।—প্রাতে জাগ্রত হইলে এবং শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই রক্তস্রাব হয়। নাসিকা লাল হইয়া উঠে; বহির্বায়ুতে বৃদ্ধি।

পাকাশয়।—মুখে তিক্তস্বাদ, মাংসে অরুচি (গ্র্যাফঃ সলফঃ) এবং রসাল দ্রব্যাদি ভক্ষণের ইচ্ছা (অ্যাসিড-ফসঃ)। আহারান্তে আধ্মান; মলনালী মধ্যে দপদপ কর বেদনা এবং অম্লদ্রব্য সহ্য হয় না। শিরোবেদনা সহযোগে বিবমিষা; পদস্খলিত হইলে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনানুভব। আহারান্তে পায়খানায় যাইতে বাধ্য হয়।

অন্ত্রাশয় ও সরলান্ত্র।—নাভিপ্রদেশে দপ দপানি। বিটপাস্থি (গুহ্যদ্বার হইতে জননেন্দ্রিয়েরদিকে) ও মেরুদণ্ডের নিম্নতম প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থলে বোধ হয় যেন কীলক (গোঁজ) বদ্ধ হইয়া আছে,—মলবেগ তৎসহ যকৃৎপ্রদেশে পূর্ণতাবোধ এবং দক্ষিণ পঞ্জরের নিম্ন প্রদেশে বেদনা। অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয় এবং নিম্নাভিমুখে চাপন সম্ভূত মলান্ত্রে অতি অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব। শূলবেদনা,—দক্ষিণ উদরের নিম্নপ্রদেশে কর্ত্তন ও দংশনবৎ; বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে তীব্র মোচড়ানীর ন্যায় যন্ত্রণা; মলত্যাগান্তে সকল যন্ত্রণারই উপশম হয়, কেবল স্বেদ ও দৌর্ব্বল্য অবশিষ্ট থাকে, আক্রমণের পূর্ব্বে কয়েক দিবস দুর্দ্দমনীয় মলকাঠিন্য হইয়া থাকে।

উদরাময়।—আহার শেষ হইবামাত্র দ্রুত পায়খানায় যাইতে হয় (ক্রোটন্); মলদ্বার আবরক পেশী (Spincter Ani) অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে; প্রাতে শয্যাত্যাগ মাত্রে পায়খানাভিমুখে ধাবিত হইতে হয় (প্সোরাইন্: রিউমেক্স: সল্‌ফর)। বায়ুত্যাগকালে মনে হয় যেন মল নির্গত হইবে (ওলীয়্যাণ্ডার; অ্যাসিড-মিউ: নাট্রাম-মিউ:)। পরিত্যক্ত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধ জ্বালাজনক ও অধিক পরিমাণ; মল অল্প কিন্তু বহুল পরিমাণে সশব্দ বায়ুত্যাগ হইয়া থাকে (অ্যাগারি:)। কঠিন মল ও মণ্ডবৎ "থোলো থোলো" আম অসাড়ে নির্গত হয়। উদরাময় রোগাধিকারে ক্ষুধাতিশয্য (ব্যারাইটা-কার্ব্ব,: ক্যাল্‌কে: ক্যালকে-ফস্: আয়োড: মার্ক: প্সোরাই: সল্‌ফ; ক্ষুধা পরিতৃপ্ত না হইলে অত্যন্ত অবসন্নতা=ফস্:)। মলত্যাগের পূর্ব্বে অন্ত্রকূজন, হঠাৎ বেগাধিক্য; মলান্ত্রে ভারবোধ; মলত্যাগ কালে=কুন্থন এবং সশব্দে বহুল পরিমাণে বায়ুনিঃসরণ, মলত্যাগান্তে অবসন্নতা। অর্শ—নীলবর্ণ; দ্রাক্ষাগুচ্ছের ন্যায় (অ্যাসিড মিউ:); মলনলীতে নিরন্তর চাপবোধ; বলি=রক্তস্রাবী; ব্যথান্বিত, স্পর্শাসহ, উষ্ণ—শীতল জলাদি প্রয়োগে উপশম (উত্তাপ প্রয়োগে উপশম=অ্যাসিড মিউ:); অত্যন্ত কণ্ডুয়ন; মলদ্বারে—কণ্ডুয়ন ও জ্বালা বশতঃ নিদ্রারাহিত্য (ইণ্ডিগো)।

শ্বাসযন্ত্র।—শীতকালের কাসি ও শ্বাসনালী মধ্যে কণ্ডুয়ন; যকৃৎ প্রদেশ হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সূচীবৎ বেদনা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মলনলী মধ্যে অত্যন্ত চাপবোধ,—দাঁড়াইলে এবং রজোনিঃসরণ কালে বৃদ্ধি। জরায়ু ভারযুক্ত বোধ (চায়না, নক্স: সিপীয়া)। পদ পর্য্যন্ত ব্যাপী ও পশ্চাৎ-কটীদেশে ও নিতম্বে বেদনা—প্রসববেদনাবৎ বেদনা। বামাগণের বয়ঃসন্ধিকালীন (climacteric) রক্তস্রাব। অকালার্ত্তব এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব; রক্তাক্ত শ্লেষ্মাময় প্রদরস্রাব।

পৃষ্ঠদেশ।—কটিবাত,—শিরোবেদনা ও কটিবাত পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়; কখনও বা অর্শের সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ হয়। ত্রিকাস্থি প্রদেশ হইতে শ্রোণিদেশ বা নিতম্ব (অর্থাৎ পশ্চাৎ কটীপ্রদেশ) পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—সকল প্রত্যঙ্গেরই অসাড়তা। সন্ধিদেশে আড়ষ্টবৎ বেদনা। পাদ-চারণকালে পদতলে ব্যথানুভব হয় (ন্যাট-কার্ব্ব:)।

ত্বক।—প্রতি শীতকালে পাঁচড়া দেখা দেয় (প্সোরাইন্)।

বৃদ্ধি।—প্রাতে; নিষ্কর্ম্মাভাবে দিনযাপন করিলে; উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুতে; পান বা আহা-রান্তে, দণ্ডায়মান হইলে পাদচারণ করিলে বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতল জলপ্রয়োগে; শীতল বায়ু সেবনে; বায়ু ও মল নির্গমনান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সল্‌ফার (অন্ত্রাশয়িক রক্ত সঞ্চয়াধিক্য এবং যকৃৎ বিধানমধ্যে শোণিতাতিশয্য; সংরুদ্ধ উদ্ভেদের পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে সাহায্য করে); অ্যামন্ মিউ: গ্যাম্বোজীয়া: নক্স: পডো: ক্যালী-বাই: লাইকোপ।

দোষঘ্ন।—সলফর, মাষ্টার্ড, ক্যাম্ফর দ্বারা প্রতিষেধিত হয়।

শক্তি।—১ম হইতে ২০০ শতমিক পর্য্যন্ত। ৬x, ৩০ ২০০ প্রভৃতির অধিক ব্যবহার উচ্চতম ক্রমেও উপযুক্ত ফললাভ হইয়া থকে।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ হইতে ৪০ দিন।

অ্যাল্‌ষ্টোনীয়া স্কোলারিস্ (ALSTONIA SCHOLARIS).

নামান্তর।—সপ্তপর্ণী বা ছাতিম; এই গাছের ছালের মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

প্রস্তুতি।—অ্যালষ্টোনিয়া কনষ্ট্রিকটা নিউ সাউথওয়েলস্ ও কুইন্সল্যাণ্ডে পাওয়া যায়। উহার ছাল হইতে রেকটিঃ স্পিরিট সহ মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। উভয় ঔষধের প্রায় একরূপ লক্ষণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—দুর্ব্বলতা; অতিসার; রক্তামাশয়; জ্বর; অতিশয় স্তন্য দানের মন্দ ফল; শ্বেতপ্রদর; হৃদকম্পন; গর্ভাবস্থায় বমন; জরায়ুর দুর্ব্বলতা।

উপযোগিতা ও আভাস।—এতদ্দ্বারা দৌর্ব্বল্য, অবসাদজনক জ্বর, অনেক সময় উদরাময় এবং অধিক মাত্রা সেবন করাইলে কম্পন, স্বেদ, বার বার বাহ্যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খাল ধরা এবং শিরোঘূর্ণন পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্যবহারতঃ, শীত জ্বর এবং ম্যালেরিয়া জনিত (পূতিবাষ্প জনিত) উদারময় প্রভৃতিতে এতদ্দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে—(ফ্যারিংটন্)। পাকাশয়ে শূন্যতানুভূতি এবং দৌর্ব্বল্য ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। পরিপাক শক্তি হ্রাস বশতঃ দুর্ব্বলতা; জিহ্বা সাধারণতঃ মলিন শ্বেতবর্ণ লেপান্বিত,—বিশেষতঃ মূলদেশে; বিবমিষা,—প্রাতভোজনের পূর্ব্বে অধিক বোধ হয়; অসময়ে পাকাশয় শূন্য বোধ হয়; তলপেটে বিদারণ বা চাপবৎ বেদনা,—যেন সমস্ত যন্ত্রাদি যোনিদ্বার দিয়া বহির্গত হইবার উপক্রম (অ্যালেট্রস-ফ্যার: লিলী-টাই: হেলোন্.); মুখমণ্ডল মলিন, শোণিতশূন্য—সামান্য উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া উঠে (ভের:)। ভুক্তদ্রব্যাদি দীর্ঘকাল যাবৎ অজীর্ণ অবস্থায় পাকস্থলী মধ্যে থাকে। আহার শেষ মাত্রে অজীর্ণ পদার্থময় মল নিঃসরণ; আহার শেষ হইতে না হইতে পায়খানায় যাইতে হয় (অ্যালো:)। প্রদর ও জরায়ু আদির নিম্নাকর্ষণ (bearing down—সিয়ানেথাস), পাদচারণে বৃদ্ধি। দক্ষিণ ডিম্বাধার প্রদেশে স্ফীতি অনুভব (এপীস্: ফের-আয়োড:)। পাকাশয়ের বাম পার্শ্ব হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা (সিয়ানেথাস:)। হঠাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং জাগ্রত হইবার পর হৃদকম্প হইতে থাকে এবং সমস্ত শিরা মধ্যে দপদপানি অনুভব হয় এবং জিহ্বা অসাড় বোধ হয় (বলক্ষয়কারী জ্বরাদির পর ইহা বলকারক ঔষধরূপে অনেকে ব্যবহার করেন)।

অন্ত্রাশয়।—প্রবল বিরেচন এবং মলাশয়ে অঙ্গগ্রহ বা খীলধরা। নিম্নোদরে কণ্ডুয়ন ও উত্তাপবোধ। বস্ত্রগৃহ মধ্যে বাসকালীন অর্থাৎ বিদেশে অনাবৃত ভূমির উপর তাম্বুতে বাসজনিত

উদরাময় ও আমরক্ত—রক্তাক্ত মল ; কলুষিত জলপানাদি ও পূতিবাষ্পসম্ভূত (চায়না) যন্ত্রণাহীন জলবৎ মল (অ্যাসিড ফস)।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**—অ্যালিট্রিস্, লিলিয়ম, হেলোনিয়াস্, সিড্রন, সিওনেথাস্, চায়না।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় বা ৬ষ্ঠ শক্তি পর্য্যন্ত।

অ্যালীউমেন (ALUMEN).

নামান্তর।—ফটকিরি ; পোটাস্ অ্যালাম।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ এবং ২০ ভাগে একভাগে পরিস্রুত জলে মিশাইয়া ১ম ক্রম ; পরে যথানিয়মে উচ্চ ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত পীড়ায় ফলপ্রদ ;—সুরার মন্দফল ; গুহ্য-দ্বারের পীড়া ; সর্দ্দি ; শ্বাসনলী প্রদাহ ; ক্যান্সার বা কর্কটীয় ক্ষত ; শূল বেদনা, কোষ্টবদ্ধ ; কাসি, বহুমূত্র ; অতিসার ; আমাশয় ; একৃজিমা বা পামা, কাউর ; চক্ষুর পীড়া ; প্রমেহ ; রক্তস্রাব ; সীসকশূল ; শ্বেত প্রদর, পায়ের পক্ষাঘাত ; অন্ননলীর সঙ্কোচন ; পলিপস্ ; যোনিদ্বারের কণ্ডুয়ন ; শীতাদ ; চর্ম্মরোগ ; তীর্য্যকদৃষ্টি (টেরাভাব) ; দন্তের পীড়ায় সন্ত্রোপচার ; সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে রক্তস্রাব ; নানাপ্রকার ক্ষত ; জরায়ু বিকৃতি, অপত্যপথের স্নায়ুশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—রোগারোগ্য জনিত অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় যে, অন্ত্রাশয়ের উপর অ্যালীউমেনের বিশেষ অধিকার আছে, কি মলকাঠিন্য, কি আন্ত্রিক জ্বরে অন্ত্রাশয় হইতে শোণিতস্রাব উভয়স্থলেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। দেহের সর্ব্বত্রই পক্ষাঘাত জনিতবৎ পৈশিক দুর্ব্বলতা—শেষোক্ত অবস্থায় অন্যতম সহকারী। ইহা দ্বারা দেহের একরূপ বিকৃত তন্তুজনন শক্তির আবির্ভাব হয় এবং সেইজন্য পেশীর কাঠিন্য প্রাপ্তিও ইহার একটী ক্রিয়া-ফলমাত্র। চক্ষুর স্বচ্ছ আবরকের (Cornea) অস্বচ্ছতা ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তির বায়ুনলী মধ্যে প্রায়ই শ্লেষ্মা উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইয়া থাকে, অ্যালীউমেন্ তাহাদিগের বিশেষ উপযোগী। অতিশয় মলকাঠিন্য,—মল প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ; দুই তিন দিবস যাবৎ আদৌ মলবেগ হয় না (ওপী:)।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তকে জ্বালাবৎ যন্ত্রণা, যেন মূৰ্দ্ধাদেশে একখণ্ড গুরুভার দ্রব্য চাপান আছে (ক্যাক্টাস্. ক্যানাবিস্-স্যাট্: সল্ফার:) ; হস্তদ্বারা চাপ দিলে উপশম বোধ (অ্যামন্ কার্ব্ব ; এপীস্: আর্জেণ্ট-নাই ; অ্যাসাফি: বেল্: ক্যাল্কে [শীতল হস্ত দ্বারা] ; অ্যাক্টিয়া:

সিঙ্কোনা; মিনিয়্যান্)। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে দুর্ব্বলতাবোধের সহিত শিরোঘূর্ণন, চিৎ হইয়া শয়নান্তে বৃদ্ধি (মার্ক্:)।

চক্ষু।—তির্য্যক্-দৃষ্টি (Squint-টেরা)—দক্ষিণ চক্ষুর তারকা নাসিকার দিকে লীন হয়, অর্থাৎ আভ্যন্তরিক তির্য্যক্ দৃষ্টি; দক্ষিণ বা বাম চক্ষু, যেটাই হউক—অ্যালীউমিনা; জেল্সি:)।

মুখমণ্ডল ইত্যাদি।—মুখক্ষত (Aphthæ),—বৃদ্ধ ব্যক্তির কৃত্রিম দন্তসম্ভূত মুখক্ষত। দন্ত উৎপাটনান্তে দন্তমূল হইতে অজস্র শোণিতপাত।

গলমধ্য।—তালুমূলের সর্দ্দিপ্রবণতা। জিহ্বামূল গ্রন্থি (Tonsils) স্ফীত ও কাঠিন্য প্রাপ্ত। গলক্ষত রোগাধিকারে আলজিহ্বার শিথিলতা। আদৌ স্বরভঙ্গ বা স্বরলোপ (Aphonia) [ঋতুর সময় = জেল্সি; উত্তাপ লাগিলেই অ্যাণ্ট্-ক্রুড:; স্বরজনন তন্তুর নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ—অ্যাসিড্-অক্স্যালিক]।

গুহ্যদ্বার বা মলনলী ও মল।—বিদারিত মলদ্বার (Anal Fissure); অতি কোমল মল ত্যাগ হইলেও অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা (অ্যাসিড্-নাই; ন্যাট্-কার্ব্ব্: র‍্যাটান্:)। নিম্নগামী স্থূলান্ত্রের (Descending colon) দ্বিবক্র ভাঁজ (Sigmoid Flexure) প্রদেশে বা মলান্ত্র মধ্যে কর্কটার্ব্বুদ (Cancerous Tumor),—ভয়ঙ্কর অসহ্য যন্ত্রণা (স্পাইজী:)। মলত্যাগ অত্যন্ত কষ্টজনক,—রক্তমিশ্রিত মল। অর্শ,—অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও শোণিতস্রাবী (হ্যামা: সল্ফার: ইস্কিউলাস-হিপ্: অ্যালো; ক্যাপ্সি: কোলিন্সো: হাইপিরি-কাম্); সুরাদি পানান্তে রক্তস্রাব। মলকাঠিন্য—মার্বেলের ন্যায় বহুসংখ্যক কাল কাল গুটিলা নির্গমনান্তেও বোধ হয় যেন সরলান্ত্র মল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মলদ্বার কণ্ডুয়নশীল। অর্শের বলী পীতাভ (নীলবর্ণ = কার্ব্বো-ভেজি)। আন্ত্রিক (Enteric) জ্বরাধিকারে গাঢ় বৃহৎ জমাট রক্ত খণ্ড সকল মলরূপে নির্গত হয় (অ্যাসিড্-নাই.)।

শ্বাসযন্ত্র।—রক্তকাস বা গয়েরের সহিত ফুসফুসের রক্তস্রাব (Pulmonary Hæmorrhage = অ্যাকালিফা: মিলিফো: ইপিকাক্.); ফুস্ফুসাদির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; শ্লেষ্মা তুলিতে কষ্ট, বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রাতঃকালে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। হাঁপানী কাসি।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্স্পন্দন,—দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে (বামপার্শ্বে শয়ন করিলে —ব্রোম্: ন্যাট্-মিউ: পল্সে:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুগ্রীবা (Cervix uteri) ও স্তন্য গ্রন্থির কাঠিন্যপ্রাপ্তি-প্রবণতা (কার্ব্বো-অ্যান্. কোনায়াম্)। যোনিগত (Vaginal) পুরাতন প্রদর,—পীতবর্ণ স্রাব (অ্যালীউমিনা); যোনিঝিল্লীর স্থানে স্থানে মুখক্ষতের ন্যায় ক্ষতযুক্ত (কলোফিল্:)। আর্ত্তব,—জলবৎ স্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—পুরাতন প্রমেহ বা লালামেহ; পীতাভ পূয় স্রাব; কখনও কখনও মূত্রনালী হইতে পূজমাট খণ্ড নির্গত হয়।

ত্বক।—কঠিন ত্বকের উপর ক্ষত। স্ফীত ও কাঠিন্য প্রাপ্ত লসিকা গ্রন্থি। উপত্বকের কর্কট রোগ (Epithelioma থুয়া: হাইড্রাষ্ট্. ক্যালীস: লাইকোপ্: আর্স আয়োড:)। শিরাপ্রসারণ (Varicosis) ও তাহা হইতে রক্তস্রাব (হ্যামা:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাহুপদাদির পৈশিক দুর্ব্বলতা। প্রত্যঙ্গাদির দৃঢ়বদ্ধ ভাব।

জ্বর।—নাড়ী মৃদু; প্রবল প্রলাপ ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যালুমিনা, অ্যালো (সরলান্ত্র); ক্যাপ্স্; ক্যালিবাই, মার্কু (জরায়ুচ্যুতি), মার্ককর, অ্যাসিডনাইট, মিউরিক, নক্স, ওপীয়ম্, প্লাটী, প্লাম্বাম্, র‍্যাটানিয়া, সলফর; জিঙ্কাম্।

দোষঘ্ন।—ক্যামো (পেটে খাল ধরা); নক্স; ইপিকা (বমনাদি); সল্ফার।

শক্তি।—প্রথম শতমিক হইতে সহস্র শক্তি। ২০০ শক্তি হইতে উচ্চতম শক্তি পর্য্যন্ত প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

অ্যালিউমিনা (ALUMINA).

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ তৎপরে তরল ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—গুহ্যদ্বারের পীড়া; স্ফোটক; বাগী; সর্দ্দি; মৃৎপাণ্ডু; কোষ্ঠবদ্ধ; স্তন্যপায়ী শিশুগণের কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি; রক্তামাশয়; অজীর্ণতা; কাউর (পামা); চক্ষুর পীড়া; গুহ্যদ্বার বিদারণ; ভগন্দর; শিরঃপীড়া; অন্ত্রবৃদ্ধি; শ্বেতপ্রদর; পক্ষাঘাত; নখের পীড়া; কর্ণস্রাব; পূতিনস্য; গর্ভিনীর কোষ্ঠকাঠিন্য; দন্তশূল; প্রষ্টেট্ গ্রন্থী হইতে রসস্রাব; গণ্ডমালা; টেরা; আস্বাদ বিকৃতি; নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ; গলক্ষত; হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান। মাস্তিষ্ক সান্নিপাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্ষীণদর্শন, কুঞ্চিত মাংস এবং শুষ্ক দেহ বিশিষ্ট বৃদ্ধ ব্যক্তি কিম্বা মৃৎ পাণ্ডু বা হরিৎপীড়া (Chlorosis) গ্রস্তা বয়স্থা বালিকাগণ এবং কৃত্রিম দুগ্ধপালিত এবং লসিকাগ্রন্থির পীড়া প্রবণ ধাতুবিশিষ্ট শিশুগণ অ্যালিউমিনার উৎকৃষ্ট উপযোগী ক্ষেত্র। এই সকল ব্যক্তি প্রায়ই মলকাঠিন্য রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। মল কোমল হইলেও প্রবল বেগ ব্যতীত মলত্যাগ হয় না, তাহার কারণ এই যে, (অ্যালীউমিনোপযোগী) রোগীর অন্ত্রাশয় একবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। শিশুগণ শুষ্ক নাসাসহযুক্ত পুরাতন পিনস্ বা পূতিনস্য রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের নাসা হইতে সাঁই সাঁই শব্দ নির্গত হয়। এই সকল শিশুর দন্তোদ্গমকালে তির্য্যক্‌দৃষ্টিও (টেরা) থাকিতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিগণ অবসাদবায়ুগ্রস্ত (Hypochondriac); শীতকালে বৃদ্ধি, কণ্ডুয়ন জনক, শুষ্ক উদ্ভেদ বিশিষ্ট দেহ (পেট্রো:); শয্যার উত্তাপে অসহ্য কণ্ডুয়ন আরম্ভ হয়। প্রত্যঙ্গাদি জড়ভাবাপন্ন, ভারযুক্ত এবং অসাড়।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগীর মনে হয় যেন দেখিবার বা কথা কহিবার পূর্ব্বে সে অন্য ব্যক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সামান্য বাধা অনতিক্রমণীয় অনুমিত হয়। আত্মহত্যার ইচ্ছা কিন্তু মৃত্যুভয়। সদা বিষণ্ণ ; মনে করে সে পাগল হইবে। আরোগ্য বিষয়ে নিরাশ ; সময় অতি ধীরে কাটে (ক্যানব-ইণ্ডি: আর্জেণ্ট্-নাই:)। মনের গতি পরিবর্ত্তনশীল, যত বেলা হয় এই অবস্থার তত উপশম হয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, সহ—বিবমিষা মনে হয় যেন সকল বস্তু তাহার সহিত ঘুরিতেছে (অ্যালো); প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে, চক্ষুরুন্মিলিত করিলে এবং মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি (বেল্: নক্স: পল্সে: সল্ফ: ব্রাই: লাইকো. পেট্রোল্:); আহারান্তে ও চক্ষু মর্দ্দন করিলে উপশম। দপ্ দপানিযুক্ত ললাটদেশীয় বেদনা,—সোপানারোহণে বৃদ্ধি। শিরোবেদনা,—স্থির হইয়া শয়ন করিলে উপশম হয়। রগে বা শঙ্খদেশে (Temples) রসস্রাবী চটা ঘা,—কণ্ডুয়নান্তে রক্তপাত হয় ;—সন্ধ্যাকালে ও অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেশ শুষ্ক ও উঠিয়া যায় ; মূর্দ্ধা বা মস্তকের শীর্ষভাগ কণ্ডুয়নশীল।

চক্ষু।—চক্ষু মুদিত করিয়া এবং অন্ধকারে একপাও চলিতে পারে না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে টলিতে থাকে এবং পড়িয়া যায় (আর্জেণ্ট-নাই ; জেল্সি:)। অন্যতর চক্ষুর আভ্যন্তরিক তীর্য্যগ্‌দৃষ্টি (জেল্সি :—দক্ষিণ চক্ষুর = অ্যালীউনেন); চক্ষুর আভ্যন্তরিক সরল (Rectus) পেশীর নিষ্ক্রিয়তা। চক্ষুদ্বয় প্রদাহান্বিত--নাসিকার দিকের কোণের কণ্ডুয়ন, রাত্রিতে অক্ষিপুট জুড়িয়া যায়, দিবাভাগে অশ্রু নির্গলিত হয় ; দীপশিখার চতুর্দ্দিকে পীতাভ বেষ্টনী বা মণ্ডল দেখিতে পায় ; অশ্রু উত্তপ্ত বা ক্ষতজনক (কষায় রস)। দ্রব্যাদি পীতবর্ণ দেখায়। অক্ষিপুটের আংশিক পক্ষাঘাত। উহাদের কাঠিন্য, উহাদের মধ্যে জ্বালা ও কর্কর করে।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে শব্দ বা কর্ণনাদ (Tinitus), কর্ণপশ্চান্নলী (Eustachian Tube) কীলকাবদ্ধ অনুভূত হয় (আনাক্: ম্যাঙ্গে:)। হনূদ্বয় সঞ্চালনকালে কর্ণবিবরে চিড়িক মারিয়া উঠে (অ্যালো: ম্যাঙ্গে: মস্কাস্: সিইলি)।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহ অনর্গল সর্দ্দি বা শ্লেষ্মা স্রাব, একটী মুক্ত নাসারন্ধ্র হইতে স্রাব, অন্য নাসারন্ধ্রটী রুদ্ধ থাকে, তৎসহ অশ্রুস্রাব। নাসা আরক্তিম (অরাম্-মিউ: বেল্: ম্যাগ্‌নিউ: মার্কঃ ফস্: র‍্যানান্:)। নাসাগ্রভাগ ফাটা ফাটা। পুরাতন পিনস্ (Chronic Catarrh) :—মামড়ি আবৃত, ব্যথান্বিত রন্ধ্র ; গাঢ়, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গলিত হয়। আবার কখনও শুষ্ক, কঠিন পীত নীল মামড়ি নির্গত হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব্ব: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: লাইকো. ম্যাগ্ মিউ: ষ্ট্যাফ: থুযা)। নাসিকা স্ফীত (ব্রাই: সিপি: সল্ফ: জিঙ্কাম্:); লালবর্ণ এবং স্পর্শাসহ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। নাসামূলে ভয়ানক বেদনা।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—ত্বক সঙ্কুচিত বোধ হয়, যেন মুখের উপর আটা

শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মুখোপরে ব্রণ বা রক্তস্ফোটক। নিম্ন হনুর আনর্ত্তন বা সঙ্কোচন তৎসহ অন্ত্রাশয় হইতে রক্তস্রাব। কথা কহিলে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে (ষ্টান্)। কথা কহিলে বা গান করিলে কাসি আইসে। দন্তশূল—দন্ত আল্‌গা ও দীর্ঘ অনুভব হয়—চর্ব্বণ করিতে গেলে বেদনা বৃদ্ধি ; বায়ুসেবনে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দন্ত সকল শর্করাবৃত বা দাগ ধরা ; মাড়ী ব্যথাযুক্ত এবং শোণিতস্রাবপ্রবণ।

কণ্ঠনালী।—তালুমূল হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত সমগ্র অন্ননলী যেন সঙ্কুচিত, ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রবেশ করিতে পারে না। বোধ হয় যেন কণ্ঠনালীতে কীলকাবদ্ধ রহিয়াছে,—তৎসহ ব্যথা ও শুষ্কতা। দেখিতে মসৃণ ও বিশুষ্ক। নাসারন্ধ্রের পশ্চান্মুখ (Posterior Nares) হইতে আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা কণ্ঠনালীমধ্যে নির্গত হয়। বক্তাগণের গলক্ষত (Speakers বা Clergymans' Sore Throat)—রোগ ; বিশেষতঃ ক্ষীণ ব্যক্তির (আর্নিকা) জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরের ক্ষত (Ulcers in fauces),—সচ্ছিদ্র,—দুর্গন্ধময় পীতপাটল (Yellowish brown) পূয় নির্গলনশীল ক্ষত ;—জিহ্বামূলপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ শঙ্খদেশ বা রগে ও মস্তক পর্য্যন্ত বিদীর্ণকারী যন্ত্রণা।

পাকাশয়।—অদ্ভুত রুচি,—শ্বেতসার (মণ্ড বা ফেন), চাখড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রখণ্ড, কয়লা, বড় এলাচ, অম্ল দ্রব্যাদি, কফি বা গুঁড়া চা, শুষ্ক তণ্ডুল প্রভৃতি অপরিপাচ্য দ্রব্যাদি আহারের অত্যন্ত ইচ্ছা (সাইকিউ প্সোরাইন্)। আলু ভক্ষণে রোগাদির বৃদ্ধি। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উদ্দীপক দ্রব্যাদি, যেমন লবণ, সুরা, শির্কা (Vineger) মরীচ,—আহার মাত্রে কাসি আইসে। বহুকাল স্থায়ী উদ্গার,—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। মাংসাহারে অরুচি (অ্যালো: গ্রাফ্: পল্‌সে: আর্নিকা:)। ক্ষুদ্র গ্রাস ব্যতীত গলাধঃকরণ করিতে পারে না। বুকজ্বালা (সামান্য হইলে = আর্জেণ্ট-নাই: শ্বেতলেপাবৃত জিহ্বা, লাল প্রস্রাব, উদরাধ্মান ও মলকাঠিন্য সহ = লাইকো: উদরাময় ও পুরু লেপাবৃত জিহ্বা = পল্‌সে: আক্রমণ কালে = ক্যাপ্: দন্ত অম্লাক্ত হইলে—অ্যাসিড্-সল্‌ফ্: অম্লবমন সহ—রোবিনীয়া ; ভক্ষিত দ্রব্যাদি অম্লাক্ত হইয়া উদ্গীরিত হইলে = সল্‌ফার্)। অন্ননালীর সঙ্কোচানুভূতি (আর্স্: ব্রাই: নক্স্: কস্: ষ্ট্রাম্: অ্যাণ্ট্-টা:)।

অন্ত্রাশয়।—উদরাধ্মান সহ শূলবেদনা,—চিত্রকরের অন্ত্রশূলবৎ বেদনা। সন্ধ্যাকালে উভয় বন্ধন বা কুচকী প্রদেশ হইতে লিঙ্গাভিমুখে চাপন বোধ। অপরাহ্নে পাদচারণ কালে উদর যেন ঝুলিয়া পড়ে। বামপার্শ্বের অন্ত্রাশয়িক পীড়াদি। মলকাঠিন্য,—অন্ত্রমধ্যে অধিক পরিমাণে মল সঞ্চয় না হইলে বাহ্যের বেগ বা ইচ্ছা আদৌ থাকে না (মিলিলোট্); অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, এমন কি পায়খানার প্রাচীর ধরিয়া বেগ দেয়; মল কঠিন, গুটিলাময়, মেষ-মলবৎ এবং শ্লেষ্মাবৃত (গ্রাফ্:), কিম্বা কোমল আঁটাল কর্দ্দমের ন্যায়—মলদ্বারে জড়াইয়া ধরে (প্লাটি)। সরলান্ত্রের (Rectum) নিষ্ক্রিয়তা (inactivity)—তরল মল হইলেও ভয়ানক বেগ না দিলে নির্গত হয় না (অ্যানাক্: হিপার: প্লাটি: সিলি; ভেরেট্:)। মলকাঠিন্য,—স্তন্যপায়ী শিশুদিগের কৃত্রিম দুগ্ধ সেবন জনিত বা যাহাদিগের মাতৃস্তন্যাভাবে বোতলে করিয়া

দুগ্ধপান করান হয়; বৃদ্ধদিগের (লাইকো: ওপী:); গর্ভাবস্থায় (কোলিন্‌সো:),—মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ (সিপীয়া) কোষ্ঠ কাঠিন্য। রোগিণীর প্রস্রাব কালে তরল মল নির্গমন। মলত্যাগকালে বেগ না দিলে প্রস্রাব হয় না। আন্ত্রিক (Enteric) জ্বরে অন্ত্রাশয় হইতে চাপ্ চাপ্ রক্তস্রাব—উহা অনেক সময় দেখিতে যকৃৎখণ্ডের ন্যায় (অ্যালিউমেন্।)

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণেচ্ছাতিশয্য। বাহ্যের বেগ দিলে অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন বা মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থি-রস স্রাব (Discharge of Prostatic fluid=ইস্কিউলাস-হিপ: অ্যানক্: কোনায়াম-ক্যাল্‌কে: হিপার. ন্যাট-কার্ব্ব: অ্যাসিড ফস: সেলিন্: সিপীয়া: ষ্ট্যাফ: থুয়া: প্রস্রাব কালে=হিপার: সল্‌ফার:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর,—কষায়গুণযুক্ত ও অপর্য্যাপ্ত—পা বহিয়া গুল্ফ দেশ পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়ে (সিফিলাইন); দিবসে অধিক স্রাব; শীতল জলে স্নান করিলে হ্রাস হয়। আর্ত্তব,—অত্যন্ত অকালে, অল্পস্থায়ী এবং স্বল্পস্রাব, মলিন রক্ত; শিরোবেদনার পর প্রকাশ। আর্ত্তবান্তে রোগিণী শারীরিক ও মানসিক অবসাদগ্রস্তা হইয়া পড়ে, এমন কি কথা কহিতেও শ্রম বোধ হয় (কার্ব্বো অ্যান্: ককীউ:); কথা কহিলে শ্রান্ত হইয়া পড়ে; এত অবসাদ ও ক্লান্তি বোধ হয় যে, দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়ে।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ; স্বরলোপ; তালুমূল মধ্যে কণ্ডূয়ন, সাঁই সাঁই ও ঘড়্ ঘড়্ শব্দ। বক্ষঃদেশে দৃঢ়াবদ্ধ বোধ (ক্যাক্‌টাস্)। চাট্‌নী বা টক ভক্ষণে কাসি আইসে। কথা কহিলে বক্ষবেদনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাসি,—পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহ শুষ্ক ও যন্ত্রণাদায়ক কাসি; বোধ হয় যেন স্বরনলীর মুখে একখণ্ড মাংস ঝুলিতেছে (ল্যাকে: ফস্:); আলজিব বৃদ্ধি জনিত কাস, কথা কহিলে বা গান করিলে বৃদ্ধি; দক্ষিণ শঙ্খদেশে বা রগে (Temple) এবং মূর্দ্ধাপ্রদেশে বেদনা অনুভূত হয়; প্রাতে জাগ্রত হইলে বহুক্ষণ ধরিয়া কাসিতে হয় এবং অবশেষে অতি কষ্টে শ্বেতাভ একটু শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। কাসির সময় বৃদ্ধ ও শুষ্ক দর্শন ব্যক্তিগণের অজ্ঞাতসারে মূত্রত্যাগ হয় (কষ্টিঃ স্কীলা: ভেরেট্রাম্)।

হৃৎপিণ্ড।—ভয়ানক হৃদ্‌স্পন্দন, বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে চাপবৎ বেদনা ও হৃদ্‌স্পন্দন পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়—বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে; প্রতি দিবস পাদচারণ কালে।

পৃষ্ঠদেশ ও প্রত্যঙ্গাদি।—মেরুমজ্জাক্ষয় জনিত গতিশক্তিরাহিত্য (Locomotor Ataxia), নিম্ন প্রত্যঙ্গাদি অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—অতি কষ্টে পা টানিয়া চলিতে পারে, চলিতে চলিতে টলিয়া পড়ে এবং সন্ধ্যাকালে উপবেশন করিতে বাধ্য হয়। দিবাভাগেও চক্ষুরুন্মিলিত না করিয়া এক পাও চলিতে পারে না। পদবিক্ষেপকালে গুল্‌ফদেশ অসাড় বোধ হয়। অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত বোধ, বসিয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়। যেন নিম্ন কশেরুকার ((Vertebrae) মধ্য দিয়া জ্বলন্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতেছে, পৃষ্ঠদেশে এইরূপ বেদনা। নখতলে চর্ব্বণবৎ বেদনা। নখ সকল ভঙ্গপ্রবণ (brittle)।

ত্বক।—শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা। শয্যার উত্তাপে অসহ্য কণ্ডূয়ন। চুলকাইয়া রক্তপাত করে এবং পরে জ্বালা করে।

নিদ্রা।—প্রাতে নিদ্রালুতা। নিদ্রিতাবস্থায় ছট্‌ফট্ করে এবং অসম্বদ্ধ স্বপ্ন দর্শন করে।

বৃদ্ধি।—শীতল বায়ুতে; শীতকালে; উপবেশনকালে; আলু ভক্ষণ হেতু; এক দিবসান্তর; অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়।

উপশম।—মৃদু ও গ্রীষ্মকালীন বায়ুতে; উষ্ণ জলাদি পান দ্বারা; আহারের সময় (প্সোরাইন্); আর্দ্রতার জলকণবাহীকালে (damp = কষ্টি:)।

সম্বন্ধ।—**দোষঘ্ন**—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ইপিকাক। ব্রায়োনীয়া = **অনুপূরক**। ব্রাই: ল্যাকেসিস্ ও সলফার প্রভৃতির অনুপ্রযোজ্য। যে রোগের তরুণ অবস্থায় ব্রায়োনীয়া ব্যবহার হয়, সেই রোগেরই পুরাতন অবস্থায় অ্যালীউমিনা ব্যবহার হইয়া থাকে।

সদৃশ।—অ্যালুমেন, আলুমিনিয়ম; আর্জেণ্ট; ব্যারাইটাকার্ব্ব (বৃদ্ধদিগের পীড়ায়); ব্রায়ো, ক্যালকে, কোণায়াম ফেরম (হবিৎ পীড়া); ফেরম-আয়োড; গ্রাফাই; ইপিক, ক্যালি, ল্যাকে; পলস, পিকরিক এসিড; রুটা, সিপিয়া, সাই, সলফ, জিঙ্কাম্।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত। ইহার ক্রিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়; সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তনীয় নহে।

ক্রিয়ার স্থিতি।—৪০ হইতে ৬০ দিন পর্য্যন্ত।

অ্যাম্ব্রা গৃসীয়া (AMBRA GRISIA).

নামান্তর।—তিমি মৎস্যের অন্তস্থিত সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ অথবা ২০ ভাগে একভাগ বিচুর্ণ বা ঔষধ দ্রব্য এই হিসাবে এল্‌কোহলে টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—গুহ্যদ্বারের উত্তেজনা; হাঁপানী; অতিশয় সলজ্জভাব; মস্তিষ্কের কোমলীভূতি বা কোমলতা; হৃৎপিণ্ডের পীড়া জনিত হাঁপানী; আক্ষেপ; কাসি; বধিরতা; শীর্ণতা; নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব; মূর্চ্ছা; মুর্চ্ছাবায়; ন্যাবা; আর্ত্তব বিকৃতি; সঙ্গীতাদি অসহনীয়; কামোন্মাদ; যোনিদ্বার কণ্ডুয়ন; সূতিকা আক্ষেপ; জিহ্বাতলে অর্ব্বুদ, প্লীহাপ্রদেশে বেদনা; উদরাধ্মান ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ এলেনের মত;—শিশু ও যে সকল অল্পবয়স্কা বালিকা উত্তেজনাপ্রবণা, স্নায়ুপ্রধানা ও ক্ষীণ, [illegible] দিগের বিশেষ উপযোগী। সংসার ক্লান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তির স্নায়বীয় রোগাদিতেও উপযোগী। মাংসহীন, দুর্ব্বল বিষণ্ণ ব্যক্তি যাহারা ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগাক্রান্ত হয়, ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত সেই সকল লোকও ইহার উৎকৃষ্ট ক্রিয়াভূমি। আক্ষেপিক (Convulsive) কাসি সহ মেরুমজ্জার উত্তেজনা প্রবণতাও ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। কোন না কোন স্নায়বীয় লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে অ্যাম্ব্রা গৃসীয়া নির্ব্বাচন ফলপ্রদ হয় না। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জাগত স্নায়ু বিধানের (Cerebro-spinal nervous-system) উপর ক্রিয়া বশতঃ ইহা দ্বারা আক্ষেপবিক্ষেপাদি লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া

থাকে। মুখমণ্ডলের পেশী সকল উৎক্ষিপ্ত বা সঙ্কোচিত হইয়া থাকে। **ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ** এই :—(রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ, দিবারাত্র রোদন করে। (২) নানা বৈষয়িক বিভ্রাট বশতঃ রাত্রে নিদ্রা হয় না, শয্যা ত্যাগ করিয়া পাদচারণ করে। (৩) জিহ্বাতলার্ব্বুদ (Ranula) অধিকারে মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। (৪) অন্নাশয় মধ্যে অত্যন্ত শৈত্যানুভূতি। (৫) শিশুর মলত্যাগকালে, তাহার নিকটে কেহ, এমন কি, ধাত্রী পর্য্যন্ত, অবস্থিত করে ইহা সহ্য করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ বৃথা মলবেগ বশতঃ মহাভাবনা। (৬) আর্ত্তবকালে সামান্য কারণে শোণিত স্রাব। (৭) প্রদর,—স্রাব বিশেষতঃ বা কেবলমাত্র রাত্রে, গাঢ় নীল-শ্বেত শ্লেষ্মাময়। (৮) প্রচণ্ড আক্ষেপিক হুপকাসি, তৎসহ উদ্গার ও স্বর ভঙ্গ কথা কহিলে বা উচ্চৈঃস্বরে পাঠান্তে বৃদ্ধি।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্থূলবুদ্ধি,—দুই তিনবার এক বিষয় পাঠ করিলেও বুঝিতে পারে না। উন্মাদ হইবার ভয় (অ্যাল-সীপা: অ্যালিউমিনা; অ্যান্টিমাইহিরিন্: ক্যাল্কে: ক্যানাব-ই: চেলিডন্: সিমিসি: ইউপেটর্: হাইড্রোফ, আয়োড: ক্যালীব্রম্ ল্যাক্-ক্যান্ লিল-টাই: ম্যাম্‌সি: মিডহ্রাইন: মার্ক: নক্স: সিফিলাইন্:)। সমস্ত রাত্রি মানসিক যন্ত্রণা ও স্বেদ স্রাব। লোক বা সমাজ ভীতি; নির্জ্জনে থাকিতে চাহে; সঙ্গীত শ্রবণে ক্রন্দনের উদ্রেক (অ্যাকো: স্থাবাই: ন্যাট-কার্ব্ব: ক্রিয়োজোট; থুযা)। বিষাদাতিশয্য;—দুই তিন দিবস যাবৎ অনবরত ক্রন্দন করে। বৈষয়িক বিষয়ে বিফলতা বশতঃ অনিদ্রা, রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া পাদচারণ করে (অ্যাক্‌টীয়া; সিপী:)। লজ্জাশীলতা; জীবনে ঔদাস্য।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—রোগীদেহ সঞ্চালন করিবামাত্র এবং পাদচারণ কালে টলিয়া পড়ে,—এতৎসহ মস্তক ও পাকাশয়ের দৌর্ব্বল্য। শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগী শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। ললাটদেশে,—ছেদনবৎ বেদনা; বাম শঙ্খদেশ বা রগ হইতে মূর্দ্ধাদেশ (মস্তকের শীর্ষ ভাগ) পর্য্যন্ত হুলবেধবৎ বেদনা। মস্তকাভিমুখে বেদনা। চুল উঠিয়া যাওয়া।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তির হ্রাস। কর্ণ বিবর মধ্যে কট কট শব্দ (ঘড়ির দম দিবার শব্দবৎ) সঙ্গীত শব্দে কাসির বৃদ্ধি। সঙ্গীত শ্রবণ করিলে মস্তকাভিমুখে শোণিত ধাবিত হয়।

নাসিকা।—শোণিতস্রাব,—বিশেষতঃ প্রাতঃকালে (সাধরণতঃ—মিলেফো: আঘাত-জনিত=আর্ণিকা; মস্তকে দপ দপকর বেদনা সহ=বেল্; উজ্জ্বল রক্ত—প্রাতে শয্যা-ত্যাগান্তে=ব্রাই: প্রাতে জমাট শোণিতখণ্ড=নক্স: রবারের ন্যায় টানিলে বাড়ে=ক্রোক; প্রায়ই রক্তস্রাব হয়—রক্তস্রাবপ্রবণধাতু=ফস্; বৃদ্ধ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ স্রাব=কার্ব্বো-ভেজি:) যকৃৎবিকৃতি জনিত=চেলিড:)।

মুখবিবর।—জিহ্বাতলার্ব্বুদ (Ranula or Frog-tongue থুযা; কার্ব্বো; ক্যাল্কে; নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতি বৎসর—হাইড্রোফোব:) মুখে দুর্গন্ধ; জিহ্বাতল বেদনান্বিত বোধ হয়। হুপ-কাসি রোগাধিকারে মুখে দুর্গন্ধ।

পাকাশয়।— উষ্ণ পেয়, বিশেষত উষ্ণ দুগ্ধ, পানে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি। আহারান্তে উপশম। আক্ষেপিক কাসি (Spasmodic) সহ উদ্গার বাহুল্য। বুকজ্বালা (আর্জ্জেন্ট নাই:—অ্যালীউমিনা দেখ)—বিফল বা অতৃপ্তিকর উদ্গার—বায়ুসেবনার্থে পাদচারণ কালে; দুগ্ধপানহেতু উদ্গার। পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়ের আধ্মান,— বাহ্যের পূর্ব্বে অন্ত্রকূজন অর্থাৎ "কুল কুল" শব্দ (অ্যালো: ন্যাট্রাম-সলফ: পল্‌সে:)।

নিম্নোদর বা অন্ত্রাশয় ও মলান্ত্র।—অন্ত্রাশয়ে শৈত্যানুভব (ক্যাল্‌কে-অষ্ট্রী:); মলত্যাগ কালে, অন্য লোকের, এমনি কি ধাত্রীর উপস্থিতি শিশুর বা রোগীর অসহ্য; পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ জন্য ব্যর্থচেষ্টা বশতঃ রোগিণীর বড়ই ভাবনা উপস্থিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—হুপকাসি,— উদ্গার ও ভগ্নস্বর সহ পুনঃ পুনঃ আক্ষেপিক ও দেহ আলোড়নকারী কাসির আক্রমণ, উচ্চৈঃস্বরে পঠন বা কথোপকথন করিলে বৃদ্ধি (ড্রসেরা; ফস্:); সন্ধ্যাবেলা শ্লেষ্মা উত্থিত হয় না, প্রাতে হয় (হায়োসা:)। হুপকাসি, অথচ কাসি অন্তে নিশ্বাস টানিবার সময় যে "কোঁ" শব্দ হইয়া থাকে তাহা বর্জ্জিত ("কোঁ" শব্দ সহযুক্ত=সিনা:) নিষ্ঠীবন বা গয়ার (Expectoration) পাটল-শ্বেত, কদাচ পীতাভ হয় এবং লবণাক্ত বা অম্লাক্ত স্বাদবিশিষ্ট।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মুষ্কত্বকের মহাসুখজনক কণ্ডুয়ন। আকাঙ্ক্ষা বা আনন্দ-জনকতা রহিত লিঙ্গোদ্গম। অসাড়ে বা স্বপ্নে রজনীযোগে রেতঃস্খলন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।— সামান্য কারণে আর্ত্তবদ্বয়ের ব্যবধানকালে রক্তস্রাব,— একটু বেশী বেড়াইলে, কঠিন মলত্যাগান্তে রক্ত দেখা যায় ইত্যাদি। প্রদর— গাঢ় নীল-শ্বেত শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ স্রাব বিশেষতঃ রাত্রিকালে অধিক (কষ্টি: মার্ক: অ্যাসিড-নাই); প্রতিবার স্রাবের পূর্ব্বে যোনিদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব হয়। শয়ন করিলে জরায়ুর লক্ষণাদি বৃদ্ধি পায়।

হৃৎপিণ্ড।—ভয়ানক হৃৎকম্পন,—নিষ্পেষণবৎ বেদনা, যেন বক্ষ মধ্যে কি একটা ডেলা বা জড় পদার্থ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; যেন বক্ষাভ্যন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে,—উহা বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে বৃদ্ধি—মলিন মুখমণ্ডল এতৎসহ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—বিশ্রাম ও রাত্রিকালে বাহু যেন "নিদ্রিত হইয়া পড়ে" অর্থাৎ অসাড় হইয়া পড়ে বা উহাতে ঝিঁঝিঁ ধরে। হস্তের দীর্ঘকাল স্থায়ী শীতলতা। বোধ হয় যেন পদদ্বয় "নিদ্রাগত" হইয়াছে, অর্থাৎ পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরিয়াছে। প্রায় প্রতি রাত্রিতে জানুদেশে ও জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে (Calves) খিল ধরে বা সাটিয়া ধরে (নক্স্, কিউপ্রাম্: ক্যাম্ফোরা)। স্নায়বিক পীড়াদিতে পেশীময় প্রদেশের প্রসারণ ও সঙ্কোচন।

ত্বক।—লিঙ্গপ্রদেশে কণ্ডুয়নও বেদনা। ত্বকের স্পর্শজ্ঞানরাহিত্য। জ্বালাজনক দদ্রুবৎ উদ্ভেদ (Herpes)।

জ্বরাধিকারে।—পূর্ব্বাহ্নে আলস্য ও নিদ্রালুতা সহযোগে শীত বা কম্প; আহারান্তে উপশম। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর উত্তাপাবির্ভাব,—সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত অধিক। রাত্রিতে, বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরের পর প্রচুর ঘর্ম্ম; পীড়াক্রান্ত পার্শ্বে স্বেদাধিক্য।

নিদ্রা।—বৈষয়িক দুর্ঘটনা বশতঃ অনিদ্রা, শয্যাত্যাগ করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। ভাবনাজনক স্বপ্ন। দেহ হিমবৎ, এবং নিদ্রিতাবস্থায় প্রত্যঙ্গাদির আকুঞ্চন (নিদ্রাবস্থায় নর্ত্তন বন্ধ হয় = অ্যাগার্)।

বৃদ্ধি।—উষ্ণ পানীয়, উষ্ণগৃহ, সঙ্গীত, শয়ন, উচ্চৈস্বরে পঠন বা কথোপকথন, বহু লোকের সমাগম এবং পাদচারণ প্রভৃতি কারণে বৃদ্ধি।

উপশম।—আহারান্তে; শীতল বায়ুতে; ঠাণ্ডা দ্রব্যাদি আহারে ও পানে; শয্যা হইতে উঠিয়া বেড়াইলে।

সম্বন্ধ।—অাম্ব্রাগ্রসীয়ার সহিত তুলনীয়;—মস্কস্ (মুর্চ্ছাভাব ও জরায়ুজ হাঁপানি), এসাফি, প্সোরাইনম, ভ্যালেরি, কোকা (সলজ্জভাব), ক্যালি, ব্রায়ো, নক্স, ক্যালকে, নেট্রাম কার্ব্ব, সিমিসি, আর্স (হাঁপানি, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য); বোভিষ্টা (ঋতু মধ্যবর্ত্তী সময়ে আর্ত্তবস্রাব), ল্যাকে, সিপিয়া কফিয়া, চায়না, ইগ্নে, সলফ, পলস, ষ্ট্যাফে, সিকেল (কাহিল স্ত্রীলোক গণের)।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফ, কফিয়া, নক্স, পলস্, ষ্ট্যাফ। ইহা নিজে ষ্ট্যাফে ও নক্সের দোষঘ্ন।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচুর্ণ হইতে ৩০ শতমিক বা তদূর্দ্ধক্রম পর্য্যন্ত ফলদায়ক।

অ্যাম্ব্রোসীয়া (AMBROSIA).

নামান্তর।—ওয়ারম্ উড্।

প্রস্তুতি।—নবপল্লব ও ফুল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—সর্দ্দি এবং হাঁপানি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা সর্দ্দি, কাসি ও হুপ্কাসির একটা উত্তম ঔষধ।

লক্ষণাবলী।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—হাঁচি সহ নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব। নাসিকা, হইতে রক্তস্রাব। শ্বাসনলী ও শ্বাসনালীভূজের কণ্ডুয়ন, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা (অ্যারেলীয়া; ইউক্যালিপ্ঃ) এতৎ সহযোগে সাঁই সাঁই শব্দকারী কাসি বিদ্যমান থাকে।

হুপ্কাসি।—(Pertussis),—রাত্রি ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত কাসি, হাঁপানী ও বক্ষমধ্যে বেদনা সহযোগে সাঁই সাঁই শব্দ; নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব; নাসারন্ধ্র, মস্তক ও বক্ষমধ্যে যেন পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি; চক্ষু লালবর্ণ এবং কর্কর করে; চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ অশ্রু নির্গলিত হয় (ডাঃ ই: ই: হল্ম্যান্)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিকক্রম পর্য্যন্ত।

অ্যামোনীয়্যাকাম্ গামাই AMMONIACUM GUMMI).

প্রস্তুতি।—এক প্রকার আঠা বা গঁদের মত পদার্থ হইতে রেঃ স্পিরিট সহযোগে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণও হইয়া থাকে।

উপযোগী ধাতু।—বিষণ্ণপ্রকৃতি ক্ষীণদেহ বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের পুরাতন স্বরনলীভুজ প্রদাহে (Bronchitis) ইহা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া পরিচিত। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার জানুদেশ স্ফীত হইয়াছে।

লক্ষণাবলী।

মন।—অসন্তুষ্ট, খিট্‌খিটে, বাচাল ; মস্তিষ্ক-জড়তা।

চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি। বোধ হয় যেন নক্ষত্র ও অগ্নিকণা দৃষ্টিপথে উড়িয়া বেড়াইতেছে (অ্যামন্-কার্ব্ব্ দেখ)। পাঠকালে শীঘ্রই চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়ে (রিউটা)। দীপালোকে পড়িলে চক্ষু কর্কর ও জালা করে,—লালবর্ণ হয় এবং দপ্ দপ্ করে (বেল্)। কর্ণমধ্যে ছিন্নকরণবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—তালুমূল বিশুষ্ক ; নির্ম্মল বায়ু আঘ্রাণ লইলে বৃদ্ধি। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বায়ুনলীভুজের পুরাতন প্রাদাহিক সর্দ্দি.—পূয়বৎ শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়, কিন্তু গয়ার (Sputa) পরিমাণ অতি অল্প ; শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি ; শ্লেষ্মা গাঢ় আঠাবৎ ও কঠিন। হৃৎপিণ্ডের গতি প্রবলতর ও ঊর্দ্ধোদর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। সরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত হাপানী—গাঢ় আঠাবৎ নিষ্ঠীবন বা গয়ার উত্তোলনের চেষ্টা করিলে মনে হয় যে বক্ষাভ্যন্তরস্থ কোন যন্ত্র ছিঁড়িয়া যাইবে।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন—আর্ণিকা ; ব্রায়োনীয়া ; অ্যাসাফি, কোনা, সিকিউটা (সদৃশ উদ্ভেদ), আম্ব্রো ; অরম ; আর্ণিকা (আঘাত) ; পল্‌স ; বেলা ও রুটা (চক্ষু)।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক বিচুর্ণ হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আমোনিয়ম।—ডাইলিউট আসেটিক অ্যাসিড সহ আমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

ফলপ্রদ।—বহুমূত্র, জ্বর ও ঘর্ম্ম লক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

আমোনায়াম্ বেনজোয়িকাম্
(AMMONIUM BENZOICUM).

প্রস্তুতি।—পরিস্রুত জলে দ্রব করিয়া মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয় ; বিচূর্ণ ও হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মূত্রে অণ্ডলাল ; শোথ ; গাউট বা সন্ধিবাত ; জিহ্বামূলে অর্ব্বুদ ; অজীর্ণতা ও সন্ধিবাতে প্রযুক্ত হইয়া ফলপ্রদান করিয়াছে।

উপযোগিতা ও আভাস।—লালামূত্র রোগের অন্যতম ঔষধ, বিশেষতঃ যদি রোগী সন্ধিবাতপ্রবণ (Gouty) ধাতুবিশিষ্ট হয়। পদাঙ্গুলির সন্ধিস্থলে রসসঞ্চয় সহ সন্ধিবাত রোগেও ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—ভারি ও অস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত বোধ।

মুখমণ্ডল।—চক্ষুদ্বয় স্ফীত। জিহ্বা স্ফীতি,—যেন জিহ্বাতলার্ব্বুদের ন্যায় (Ranula) (অ্যাম্ব্রা)।

প্রস্রাব।—গাঢ় ও আবিল বা ঘোলাটে—অণ্ডলালীয় মূত্ররোগাধিকারে (অ্যাসিড বেন: আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-কার্ব্ব: টেরিবিন্থ:); মূত্র পরিমাণে অতি অল্প।

স্বরনালী।—স্বরনলী মধ্যে সর্দ্দি।

পৃষ্ঠদেশ।—বাহের বেগ সহকারে ত্রিকাস্থি (Sacrum) প্রদেশে বেদনা। বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থী প্রদেশে (Kidney region) ব্যথান্বিত ভাব।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—এপীস: আর্ণিকা: অ্যাসিড-বেন: ওপীয়ম্: কষ্টিক; কার্ব্ব-ভেজি: ক্যালী-কার্ব্ব:; ন্যাফেলিয়ম, টেরিবিন্থ:।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ বিচূর্ণ বা টিঞ্চার।

অ্যামোনিয়াম্ ব্রোমেটাম্

(AMMONIUM BROMATUM).

নামান্তর।—ব্রোমাইড অভ অ্যামোনিয়া।

প্রস্তুতি।—প্রথমে পরিস্রুত জলে দ্রবনীয়, পরে উচ্চক্রম সুরাসারে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—চক্ষুর স্নায়ু ও পেশীশূল; মেদাধিকা বা স্থূলতা; সর্দ্দি; কাসি; মৃগী; মূত্রগ্রন্থির পীড়া; স্বরনলীর পীড়া; গণ্ডমালাদুষ্ট চক্ষুপ্রদাহ; ডিম্বাধার প্রদাহ; হুপ কাস; গলনালীপ্রদাহ ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—তালুমূল ও স্বরনালী (Larynx) মুখের পুরাতন সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে, এবং শিরঃশূল (clavus) ও মেদাধিক্য (স্থূলকায়ত্ব) রোগে (ফাইটোলেকা বেরি) সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মস্তক, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থলে দৃঢ়বদ্ধভাব অনুভব (ক্যাকৃটাস্:)।

লক্ষণাবলী।

মন।—ভীতি; নিরুৎসাহ।

মস্তক।—বোধ হয় কর্ণের উর্দ্ধদেশ দিয়া একটী বন্ধনী মস্তক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে (অ্যানাক্:)। দক্ষিণ শঙ্খদেশে বা রগে বেদনা,—যেন পেরেক ফুটাইতেছে (ইগ্নী: কফী)।

কণ্ঠনালী।—মুখগহ্বরে জ্বালা এবং কণ্ঠনালী মধ্যে কণ্ডূয়ন,—শুষ্ক, আক্ষেপিক কাসি; রাত্রিকালে বৃদ্ধি। দিবাভাগে গলদেশ রক্তলাঞ্ছিত-সাদা-কফপূর্ণ।

শ্বাসযন্ত্র।—যন্ত্রণাদায়ক এবং দেহ আলোড়নকারী আক্ষেপিক কাসি, সময়ে সময়ে কয়েক মিনিট ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ এবং দুই তিন ঘণ্টাব্যাপী আক্রমণ, বিশেষতঃ রাত্রিতে শয়ন-অবস্থায়; স্বরনালীমধ্যে কণ্ডূয়ন বোধ। কাসি বিরক্তিজনক, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র সহযুক্ত, এবং ক্লান্তি ও অবসন্নতাজনক, শ্লেষ্মা উত্থিত হয় না। হঠাৎ কাসি, যেন শ্বাসরোধ হইবে। রাত্রি ৩টার সময় কাসিতে কাসিতে জাগিয়া উঠে। সহসা মলবেগ, তরল মল। বক্ষপৃষ্ঠে এবং গ্রীবাপৃষ্ঠে শীত বোধ সহ জ্বর।

সম্বন্ধ।—আর্জেণ্ট-নাইঃ কোনায়াম্; কষ্টিকাম্; ল্যাকেসিস; হায়োসা; ক্যালী-ব্রোম; সিনেগা।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম ব্যবহার্য্য।

অ্যামোনীয়াম্ কার্ব্বনিকাম্

(AMMONIUM CARBONICUM).

নামান্তর।—কার্ব্বনেট্ অভ্ আমোনিয়া।

প্রস্তুতি।—পরিস্রুত জলে ২দ ক্রম পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; (ডাং ক্লার্ক বলেন),—হাঁপানি, শ্বাসনালীপ্রদাহ; কাসি; অস্থিচ্যুতি জনিত বেদনা; অসাড়ে মূত্রস্রাব; বিসর্প; মাড়ীতে বেদনাতিশয্য; অর্শ; গুল্মবায়ু; ফুসফুসের স্ফীতি বা শোথ, হাম; নাসিকার বিবিধপীড়া; কর্ণমূলপ্রদাহ; বালাস্থি-বিকৃতি; আরক্তজ্বর; আঘাতাদি; মচকান; বক্ষাস্থি মধ্যে বেদনা; দন্তশূল, মূত্রাক্ষারজনিত বিষাক্ততা; আঙ্গুল হাড়া ইত্যাদি।

উপযোগী ধাতু বা আভাস।—রক্তস্রাবপ্রবণধাতু, রক্তের লালকণিকা অপজনন এবং শোণিতের জলবৎ তরলতা প্রভৃতি অ্যামন্ কার্ব্বের ক্রিয়াজনিত ফল। ক্ষত সকল পচনপ্রবণ। বলিষ্ঠ ও মাংসল-দেহ ব্যক্তি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক যাঁহারা আলস্যে জীবনাতিবাহন বশতঃ নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হয়েন, এবং যে সকল অল্পে-কাতরা-স্ত্রীলোক সর্ব্বদা সুগন্ধি অ্যামোনীয়া পূর্ণ শিশি হস্তে বিচরণ করেন ও শীতকালে সর্দ্দি রোগাক্রান্তা হইয়া থাকেন,—আমোনীয়াম কার্ব্বনিকাম্ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। যে সকল স্ত্রীলোক ঋতুর পূর্ব্বে বা প্রারম্ভে বিসূচিকার ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকেন; যাঁহাদের স্বল্পকালান্তর ঋতু হয় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে। শিশু স্নান করিতে বড়ই বিরক্ত। নিদ্রালুতা, স্ফীত লসিকাগ্রন্থি, গাঢ়-আরক্তিম-ধীর-প্রকাশ-উদ্ভেদ সহ আরক্তজ্বর অ্যামন্-কার্ব্বের নির্ণায়ক। মূত্রনাশবিকার বা (Uræmia) মূত্রক্ষার জনিত বিকার ইহার বিষয়ীভূত এবং তখন

রোগীতে এই সকল লক্ষণ প্রতীয়মান হয়ঃ—নিদ্রালুতা; ফুস্‌ফুস্ মধ্যে শ্লেষ্মাবুদ্বুদ স্ফোটন শব্দ; কেশাকর্ষণ চেষ্টা; রক্তে অম্লজান বায়ুরাহিত্যে বশতঃ ওষ্ঠদ্বয় নীল বা নীলপীত বর্ণ ও জিহ্বা পাটলাভ (অ্যাণ্ট-টার্ট্:) বর্ণ ধারণ করা।

লক্ষণাবলী।

মন।—ঝড় বৃষ্টির সময় ক্রোধপ্রবণতা। শিরোবেদনা সহ বিস্মৃতি; অন্যমনস্কতা। আসন্ন বিপদাশঙ্কা (অ্যামীল-নাইঃ চিনিন্-সাল্‌ফঃ অ্যাক্‌টীঃ ক্লিম্যাটিস্ঃ কিউপ্রাম্ঃ অ্যাসিড-হাইড্রোঃ লরোঃ লিল্-টাইঃ ম্যাগ্-কার্ব্বঃ স্কুটেলেরীয়াঃ সিপীঃ ভ্যালিঃ ভেরেট্ঃ ভিরিঃ), পরিশ্রম-কাতরতা (অ্যানাক্. অ্যাগারঃ গ্রাফ্ঃ গুয়াইয়াঃ লাইকোঃ অক্সাইট্রোপঃ অ্যাসিড্-পাইঃ স্যাবাইঃ সিপীঃ সল্‌ফ্ঃ ট্যারাক্‌সেকাম্; জিঙ্কাম)। স্বীয় রোগ সম্বন্ধে বড়ই ভাবনা (অন্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য=কষ্টিঃ ককিউলাসঃ—স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে=পল্‌সেঃ সিপীঃ)।

মস্তক।—শিরোবেদনা—পূর্ণতানুভব,—যেন ললাট বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (বেল্; গ্লোনইন্)। বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক নড়িতেছে (ব্যারাইঃ কার্ব্বোঅ্যান্ঃ সিঙ্কোনাঃ সাইকিঃ ক্রোকাস্ঃ ডিজিটেঃ হায়োসাঃ ক্যালী-কার্ব্বঃ নক্স্-মস্; নক্স-ভম্; হ্রাস্-টক্স্; সিপীঃ সল্‌ফ্যার; অ্যাসিড্-সল্‌ফ্; ভেরেট্রাম-আলবাম); এবং রোগী যে পার্শ্বে হেঁট হয়, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক সেইদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। মূর্দ্ধাত্বকে, এমন কি কেশে পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় (অ্যারাণ্ডো মঃ অ্যাসেরাম্; বেল্ঃ ক্যাল্‌কে-ফস্ঃ কার্ব্বোঃ ভেজিঃ সিঙ্কোনাঃ কোডিইনাম্; কলোসিম্থ্ঃ ফেরাম্ঃ মার্কঃ মসকাস্ঃ অ্যাসিড-নাইঃ নক্স্ঃ থুযাঃ ভেরেট্ঃ)। "মস্তিষ্কের আসন্ন পক্ষাঘাত"।

চক্ষু।—আলোকে বিরক্তি সহ চক্ষুমধ্যে জ্বালা। দৃষ্টিশক্তির অতি ব্যবহার,—সূচীকার্য্যের পর দৃষ্টিপথে কাল কাল বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়ান দর্শন (রোগাদির পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা সহ=সিঙ্কোনা; যকৃৎবিকৃতি সম্ভূত=অ্যাসিড্-নাইঃ ইন্দ্রিয়সেবাতিশয্য বশতঃ =ফস্ঃ সুরাপানাতিশয্যজনিত=নক্স-ভম্ঃ)। ঊর্দ্ধ অক্ষিপুটোপরে অঞ্জনিকা বা আজনাই (Styes),—তৎসহ অত্যন্ত সঙ্কোচনানুভূতি (পল্‌সেঃ ষ্ট্যাফিঃ—পুরাতন =হিপার)।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে শব্দ, রাত্রিতে অধিক। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিলে চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা মধ্যে যেন আঘাত বা সংঘাত লাগে। শ্রবণশক্তির হ্রাস (বধিরতা—কর্ণমূলগ্রন্থীর বৃদ্ধি)।

নাসিকা।—রক্তস্রাব—প্রাতে মুখ (আর্ণিকাঃ ম্যাগ-কার্ব্বঃ) ও হস্ত ধৌতকরণকালে বাম নাসা হইতে স্রাব; আহারান্তে (প্রাতে—আর্ণিকাঃ ব্রাইঃ নক্সঃ) স্রাব। পুরাতন পিনস্—পুনঃ পুনঃ নাসিকা পরিষ্কার করিবার সময় রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়; মস্তক অবনত করিলে নাসিকাগ্রে শোণিত ধাবিত হয়। রাত্রিকালে প্রায়ই নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায়,—হাঁ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে হয়—[উপঝিল্লির প্রদাহ রোগে (Diphtheria) এই লক্ষণটি অ্যামন্-কার্ব্ব এর নির্ণায়ক]; বহুকালব্যাপী সর্দ্দি; শিশুদিগের নাসিকা সাঁটিয়া ধরে (হিপারঃ নক্সঃ স্যাম্বিউকাস্ ষ্টিক্‌টা)। নাসিকা হইতে তীব্র জ্বালাজনক জল নির্গত হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখের চতুর্দ্দিকে কণ্ডুয়নপ্রবণ বিসর্পিকা বা দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। রজস্বলাবস্থায় ব্রণ, স্ফোটক ইত্যাদি। ওষ্ঠসন্ধি-স্থল ফাটা, ব্যথান্বিত ও জ্বালাযুক্ত। গণ্ডদেশের এবং কর্ণমূলীয় ও গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থির কাঠিন্য ও স্ফীতি। যন্ত্রণাদায়ক দন্তশূল,—সন্ধ্যাকালে এবং শয্যায় শয়ন মাত্রে (বেলঃ হায়োঃ মার্কঃ পলসেঃ হ্রাসঃ) আরম্ভ ; রজস্বলাবস্থায় (ক্যাল্কেঃ ক্যামোঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ ন্যাট্রাম-মিঃ ল্যাকেঃ ফস্ঃ) উপশম = আহারান্তে (আর্ণিঃ ক্যাল্কেঃ ক্যামোঃ অ্যাসিড-ফস্ঃ হ্রাস-টক্সঃ সলফ্ঃ) ; বৃদ্ধি = মুখে উষ্ণ পানীয় গ্রহণ করিলে (ব্রাইঃ কাল্কেঃ ক্যামোঃ কষ্টিঃ হিপার ল্যাকেঃ মার্কঃ ন্যাট্‌-মিঃ নক্স-মস্ঃ নক্স-ভম্ঃ পল্সেঃ সিলিঃ ষ্টাফ্ঃ সল্ফার)। চর্ব্বণ করিতে গেলে হনুদ্বয় চিড়িক্ মারিয়া উঠে (ক্যাপ্সিঃ ফেরাম্ঃ লিডাম্ঃ)।

কণ্ঠনালী।—পূতিপ্রবণ বা পচনশীল গলক্ষত (Putrid sore throat) জিহ্বামূলীয় গ্রন্থির পচন প্রবণতা ; গ্রন্থিসকল স্ফীত ও কাঠিন্য প্রাপ্ত। রোহিনি বা গলনলীর উপঝিল্লি প্রদাহে (Diphtheria) বা আরক্তজ্বরাধিকারে রোগীর নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় হাঁ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে হয়। যেন গলনালী মধ্যে কি একটা আবদ্ধ হইয়া থাকায় কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা অতি কষ্টকর হয়।

পাকাশয়।—বুকজ্বালা, বিবমিষা, লালাস্রাব এবং শৈত্যবোধ সহ উপর পেটে বেদনা। দুগ্ধে অনিচ্ছা ; মিষ্ট দ্রব্যে স্পৃহা। পিপাসা ; ক্ষুধা অধিক কিন্তু অল্প ভক্ষণেই পরিতৃপ্তি (লাইকোঃ)। মুখে রক্তের আস্বাদ, তিক্তাস্বাদ।

অন্ত্রাশয়।—অন্ত্রকূজন (কুল কুল শব্দ) ও বেদনা। আধ্মানজনিত অন্ত্রবৃদ্ধি। রক্তস্রাবী অর্শ, রজস্বলাবস্থায় বৃদ্ধি। মলদ্বারে কণ্ডুয়ন ; বাম কুক্ষি প্রদেশে স্ফীতি, অত্যন্ত বেদনা,—বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না ; জাগ্রত হইবার পর দেখা যায় স্ফীতি ও বেদনা উভয়ই অদৃশ্য হইয়াছে। ঋতুর পূর্ব্বে বিসূচিকার ন্যায় ভেদ বমনাদি উপস্থিত হয় (বোভিষ্টাঃ ভেরেট্রাম্) ; মল কঠিন, গুটিলাময় এবং ত্যাগ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (অ্যাকোঃ অ্যালীউমিনাঃ অ্যানাক্ঃ আর্জ্জেণ্ট-নাইঃ ব্যারাই-কার্ব্বঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ ক্রোকস্ঃ গ্র্যানেটাম্ঃ ইগ্নেঃ ক্যালী-কার্ব্বঃ লাইকোঃ মার্কঃ অ্যাসিড-নাইঃ ফস্ঃ প্লাটঃ সিপীঃ সল্ফঃ টিউক্রীয়াম্ঃ থুযা)।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ বেগ ; রাত্রিতে অজ্ঞাতসারে মূত্র স্রাব হয়। মূত্রস্থলীর আকুঞ্চনজনিত বেগ। প্রস্রাব শ্বেতাভ, রক্তাক্ত, অপর্য্যাপ্ত, ঘোলা এবং পূতিগন্ধময়। মূত্র রোধ জনিত বিকার (Uræmia),—নিদ্রালুতা, কেশাকর্ষণ করিবার উদ্যম, ওষ্ঠদ্বয় নীলাভ এবং জিহ্বা পাটলবর্ণ ; ফুস্ফুস্ মধ্যে শ্লেষ্মার বুদ্বুদ্ স্ফোটন শব্দ (অর্থাৎ ফুট ফুট শব্দ)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মুষ্কত্বক্ (Scrotum) ও কোষরজ্জু বা শুক্রবাহীনলীতে (Spermatic chord) কণ্ডুয়ন ও বেদনা। অতিরিক্ত রতি ইচ্ছা, অথচ লিঙ্গোদ্রেক (Erection) হয় না। প্রায় প্রতি রাত্রেই রেতস্খলন (ডিজিটেলিন্)। মলত্যাগান্তে মূত্রনালী বা মূত্রাধার মুখশায়ী গ্রন্থি হইতে রস (Prostatic fluid) স্রাব (অ্যাগনাসঃ অ্যানাকঃ হিপারঃ ন্যাট-কার্ব্বঃ সেলিন্ঃ সিপীঃ সিলিঃ ষ্ট্যাফ্ঃ সল্ফার ; থুযা)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর প্রারম্ভে বিসূচিকার ন্যায় ভেদ ও মল তারল্য (বোভিঃ ষ্ট্যাফিঃ সল্‌ফার; ভেরেট্রাম:)। আর্ত্তব—,অত্যন্ত অসময়ে প্রকাশ হয়; অপর্য্যাপ্ত স্রাব; কষায় (acrid),—উরু ক্ষতযুক্ত হয়; রাত্রিতে এবং উপবেশন করিলে স্রাবাধিক্য—কেবলমাত্র পাদচারণকালে স্রাব=লিল-টাই: কষ্টি: ; শয়নান্তে=ক্রিয়ো: ম্যাগ-কার্ব্ব:, দিবসে=ক্যাক্‌টাস্: কষ্টি: লিলীয়াম: ; কেবল রাত্রিকালে=ম্যাগ-কার্ব্ব: বোভি: তৎসহ দন্তশূল (ক্যাল্‌কে: ক্যামো: কার্ব্বো-ভেজি: ন্যাট-মিঃ ল্যাকে-ফস্ঃ), অন্ত্রশূল ও বিষণ্ণতা; উরুদ্বয় ক্লান্ত বোধ হয়; জৃম্ভন ও শীতার্ত্ততা। প্রদর,—স্রাব জলবৎ, জরায়ু হইতে জ্বালা সহকারে নির্গত হয়; যোনি হইতে কষায়গুণ সংযুক্ত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্রাব, যাহা যোনিদ্বারে ক্ষত উৎপাদন করে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎকম্পন সহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, পরিশ্রম করিলে বা উর্দ্ধে আরোহণ করিলে, কিম্বা উষ্ণগৃহে অবস্থিতিকালে বৃদ্ধি। মস্তক অবনত করিলে, পাদচারণকালে বা শয্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ অনুভব; বাম বক্ষে সূচীবেধবৎ অনুভব বশতঃ বামপার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা (লোবেলিয়া); হৃৎশূল (Angina Pectoris),—প্রবল হৃদস্পন্দন; রোগী অত্যন্ত ভীত হয় যেন তাহার মৃত্যু আসন্ন; শীতল ঘর্ম্ম; অজ্ঞাতসারে অশ্রু স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—সশব্দ ও কষ্টজনক শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হস্তদ্বয়ের কম্পন। প্রতি রাত্রি ৩টার সময় কাসি (ক্যালী-কার্ব্ব)—গলমধ্যে পালকখণ্ড আবদ্ধ রহিয়াছে, এইরূপ অনুভব—শ্বাসকষ্ট, হৃৎকম্পন ও বক্ষমধ্যে জ্বালা; সোপান আরোহণ কালে বৃদ্ধি। স্বরভঙ্গ; ফুস্‌ফুসের বায়ু-স্ফীতি (Emphysema),—নিদ্রাগত হইলেই শ্বাসরোধ হয়, জাগ্রত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস লয় (ক্লোরাম: জেল্‌সি: গ্রিণ্ডি: ল্যাক্-ক্যান্ঃ ল্যাকেঃ ওপী); অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—আয়াস্ মাত্রে; উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে বা কয়েক পদমাত্র সোপান আরোহণ করিলে বৃদ্ধি। শীতকালের সর্দ্দি,—বিন্দু বিন্দু শোণিতমিশ্রিত বা সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

গ্রীবাপৃষ্ঠ।—কটীদেশে বেদনা। গলগণ্ড ইত্যাদি।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তদ্বয় হিমবৎ ও নীলবর্ণ এবং শিরা সকল স্ফীত। হাত ঝুলাইয়া রাখিলে অঙ্গুলি স্ফীত হয়। আঙ্গুল হাড়া—(Whitlow) অস্থি-বেষ্ট মধ্যে বেদনা (ডায়োস্কো; সিলি)। পায়ের ডিম বা জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে (Calves) এবং পদতলে খিল ধরে (অ্যাম্ব্রা, নক্স কিউপ্রাম)। উপবেশনকালে, বহুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে বা রাত্রিতে পা চাপিয়া শয়ন করিলে, পদদ্বয় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ঝিঁ ঝিঁ ধরে। দেহের দক্ষিণ পার্শ্বগত রোগাদি (ব্রাইঃ লাইকোপঃ ; বামপার্শ্বগত—ল্যাকেঃ হ্রাস্‌টক্সঃ)।

ত্বক্।—আরক্ত জ্বরের ন্যায় দেহ আরক্তিম (এল্যান্থাস্ দেখ)। বিষাক্ত আরক্ত জ্বরাধিকারে —গাঢ় নিদ্রা; গভীর নাসারব সহকারে শ্বাসপ্রশ্বাস; জীবনী শক্তির অভাব (Low vitality) বশতঃ উদ্ভেদ (Eruption) পূর্ণ ভাবে উদ্গত হয় না এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা (টিউবারঃ জিঙ্কামঃ)। দুর্ব্বল বৃদ্ধদিগের বিসর্প (Erysipelas)—মুখের বামদিকে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়=গ্রাফঃ) বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বগত। কীটাদির হুলবেধ=অ্যাম্ব্র্যাক্স; লিডমঃ।

নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালুতা। নিদ্রাবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রেত, মুমূর্ষ ও মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে স্বপ্ন।

জ্বর।—সন্ধ্যায় জ্বর ; নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন ; রাত্রিকালে ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

বৃদ্ধি।—শীতল জলীয় বায়ুতে ; ভিজা প্রলেপ (Poultice) প্রয়োগে ; স্নান করাইলে ; ঋতুর সময়।

উপশম।—নিম্নমুখে পেট চাপিয়া শয়ন করিলে (অ্যাসিড-অ্যাসেটিক্) ; আক্রান্ত ও বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে (ব্রাই: পল্‌সে—শুষ্ক বায়ুতে উপসর্গের হ্রাস)।

সম্বন্ধ।—ক্যাম্ফর, আর্ণিকা ও হিপার দ্বারা প্রতিষেধিত হয়। হ্রাস-টক্স: বিষজনিত চর্ম্মরোগাদির ও কীটাদির হুলবেধের প্রতিবিষ। ল্যাকেসিস্ ইহার শত্রুভাবাপন্ন (Inimical)।

সদৃশ।—অ্যান্টি টার্ট, আর্স, অরম, ফস, সল্‌ফর।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক পর্য্যন্ত। নিম্নক্রম ও উচ্চ ক্রম ব্যবহার আছে।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ দিন।

অ্যামোনিয়াম্ কষ্টিকাম্

(AMMONIUM CAUSTICUM).

নামান্তর।—অ্যামোনীয়ামর একপ্রকার উগ্র দ্রব।

প্রস্তুতি।—জলে দ্রবণীয়, উচ্চক্রম প্রস্তুত করিতে স্পিরিট প্রয়োজন।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—স্বরলোপ ; মূত্রগ্রন্থী প্রদাহ ; অন্ননালীপ্রদাহ ; বাত ; পচনশীলতা ; ক্ষত ; বমন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অ্যামোনীয়াম্ কষ্টিকাম হৃৎপিণ্ডের একটী মহাশক্তিসম্পন্ন উদ্দীপক্, সুতরাং হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের অবসাদ বা নিষ্ক্রিয়তা, শিরাদি মধ্যে জমাট রক্ত প্রবেশ বশতঃ শিরার অবরোধ, রক্তস্রাব, সর্পদংশন এবং ক্লোরোফরম্ আঘ্রাণ জনিত মত্ততা প্রভৃতি লক্ষণে আঘ্রাণ দ্বারা প্রযোজ্য। অন্ননালীর জ্বালা সহকারে কৃত্রিম ঝিল্লিউৎপাদক ঘুংড়ি (Membranous croup) রোগের সহিত এতজ্জনিত শ্লৈষ্মিক স্ফীতি ও ক্ষতোৎপাদন লক্ষণ সদৃশ ভাবধারণ করে। প্রবল বমন,—নাসিকা ও মুখ দিয়া নির্গত হয়। মুখ, নাসিকা প্রভৃতি নবদ্বার হইতে শোণিত স্রাবান্তে অবসাদ এবং ভীতিভাব।

মল।—পুনঃ পুনঃ রক্তাক্ত মলত্যাগ। অত্যন্ত কুন্থন সহযোগে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ শোণিতময় মল।

শ্বাসযন্ত্র।—তালুমূলের জ্বালা তৎসহ স্পর্শাসহনীয়তা এবং স্বরলোপ। গলনলীর উপঝিল্লি প্রদাহ (Diphtheria) রোগে প্রথম নাসারন্ধ্র আক্রান্ত হয়, জ্বালা ও ক্ষতজনক

স্রাব ও অত্যন্ত শারীরিক অবসাদ। ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয় সহ অবিচ্ছিন্ন কাসি। শ্বাসনালীর দ্বারের বা উপজিহ্বার (Epiglottis) আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ শ্বাসরোধ,—রোগী যেন খাবি খাইতে থাকে। কণ্ঠনালী ও অন্ননালী মধ্যে কুট্‌ কুট্‌ ও জ্বালা করে। আল্‌জিহ্বা (Uvula) শ্বেতাভ শ্লেষ্মাবৃত।

প্রত্যঙ্গাদি।—অত্যন্ত শ্রান্তি ও পৈশিক দুর্ব্বলতা বোধ ও অঙ্গকম্পন। স্কন্ধদেশ বাতিক বেদনাক্রান্ত। ত্বক্‌ উষ্ণ ও বিশুষ্ক।

তুলনীয়।—অ্যামনকার্ব্ব প্রভৃতি। ভিনিগার বা উদ্ভিজ্জাম্ল ইহার প্রতিষেধক বা দোষঘ্ন।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম সাধারণতঃ ফলপ্রদ।

অ্যামোনিয়াম্‌ মিউরিটিকাম্‌

(AMMONIUM MURIATICUM).

নামান্তর।—(অ্যামন ক্লোরাইড্‌)।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ এবং টিঞ্চার। প্রথম জলে দ্রবণীয় পরে উচ্চ ক্রম স্পিরীটে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অনিদ্রা ; শ্বাসনালী প্রদাহ ; কোষ্টবদ্ধ ; সর্দ্দি ; কাসি ; অতিসার ; চক্ষুর পীড়া ; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; অর্শ ; যকৃতের পীড়া ; বিষাদ ; উন্মাদ ; ঋতুকালীন পীড়া ; ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ ; পায়ের ঝিন্‌ ঝিনে বাত ; শীতাদ ; প্লীহাতে বেদনা ; মচকানি প্রভৃতি ; অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতাদি আরোগ্য হইলে, তৎস্থানে স্নায়বিক বেদনা ; তালুমূল গ্রন্থির স্ফীতি ; নানা প্রকার ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগী ধাতু।—যে সকল ব্যক্তি স্থূলকায় অথচ যাহাদের হস্তপদাদি অত্যন্ত শীর্ণ, এবং যাহারা অলস ও স্থূলাকায় এই ঔষধি তাহাদের বিশেষ উপযোগী।

উপযোগীতা ও আভাস।—অ্যামোনীয়াম মিউরিয়েটিকামের কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ ঃ—(১) নাসাপরিস্রাব বা সর্দ্দি,—স্রাব কষায় (acrid = সীপা, ন্যাট্‌-মিউঃ), জলবৎ,—ওষ্ঠের ত্বকক্ষয়কারক। (২) নাসারন্ধ্র ও নাসিকা স্পর্শাসহ,—যেন ত্বক ক্ষয়িত হইয়াছে ; কণ্ডুয়নশীলতা। অত্যন্ত বিরক্তিকর নাসারোধ অনুভূতি, নাসিকার রুদ্ধভাব দূর করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ নাসা ঝাড়ে। (৩) ভগ্ন ও কর্কশ স্বর ; স্বরনালী (Larynx) জ্বালাযুক্ত। (৪) কণ্ঠের ভিতর ও বহির্দ্দেশ স্ফীত ; গলগ্রন্থিদ্বয় (Tonsils) ভার বোধ হয় এবং কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে ব্যথা বোধ। (৫) শুষ্ক, বক্ষবিদারক কাসি, অপরাহ্নে শ্লেষ্মা তরল থাকে ; বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং বহুল পরিমাণ শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। (৬) আলজিহ্বার পশ্চাদংশ ক্ষতযুক্ত বোধ, কিছু আহার করিলে আরাম বোধ হয়। (৭) বক্ষমধ্যে স্থানে স্থানে জ্বালা অনুভূত হয়।

(৮) পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে তুষার স্পর্শবৎ শীতল বোধ হয় (ন্যাট্র-কার্ব্: সিপী: অ্যাগার্: পাল্‌সে: কষ্টি:), উত্তমরূপে আবৃত করিলেও শৈত্য বোধ দূর হয় না। (৯) যকৃৎ মধ্যে দীর্ঘকালের শোণিত সঞ্চয়াধিক্য (Congestion)। (১০) মল কাঠিন্য, চূর্ণ হইয়া নির্গত হয় এবং শ্লেষ্মাবৃত থাকে; মলত্যাগান্তে মলদ্বার জ্বালা ও ক্ষতযুক্ত বোধ হয়। (১১) উদরাময় বা মলতারল্য,—হরিদ্বর্ণ, শ্লেষ্মাময় মল (ঋতুর সময়েও আবির্ভূত হয়)। (১২) আর্ত্তব,—অকালে প্রকাশশীল,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত, ঘোর লাল বা কালবর্ণ, চাপবদ্ধ (Clotted), রাত্রে অত্যন্ত অধিক স্রাব হইয়া থাকে; ঋতুর সময় চরণদ্বয় ব্যথা করে। (১৩) প্রদর,—স্রার অণ্ড লালার ন্যায় তৎসহ নাভি প্রদেশে শূলবৎ বেদনা। (১৪) প্রস্রাবান্তে যোনি হইতে কপিশবর্ণ (brown) আঠাবৎ পদার্থ নির্গলিত হয়। (১৫) উপবেশন বা শয়নকালে মেরুদণ্ডের নিম্নাগ্রে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথানুভূতি। (১৬) গৃধ্রসী বা কটি-স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা, রোগীর বোধ হয় যেন উরুপশ্চাতস্থিত কণ্ডার বা পেশীর শেষভাগ সঙ্কুচিত বা ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে এবং সে সেই জন্য পা টানিয়া চলে। ইহার ক্রিয়ার আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, "দেহের উর্দ্ধ, মধ্য ও নিম্ন অংশের রোগাদির হ্রাস বৃদ্ধি দিবসের প্রথম, মধ্য ও শেষ ভাগ অনুসারে বিভক্ত; যথা—মস্তক ও বক্ষঃস্থলের পীড়াদি প্রাতে; অন্নাশয়িক রোগাদি অপরাহ্নে; ও প্রত্যঙ্গ, ত্বক্ ও জ্বরাদির লক্ষণ সকল সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে"—(ডাঃ বোরিক)।

লক্ষণাবলী।

মন।—বাক্যালাপে অনিচ্ছা। সঙ্কিতচিত্ত ও বিমর্ষ, যেন অন্তরে কত দুঃখ বহন করিতেছে। ক্রন্দন করিবার ইচ্ছা এবং সময়ে সময়ে প্রকৃতই ক্রন্দন করে। সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন ও পূর্ণতানুভূতি; সময়ে সময়ে পার্শ্বের দিকে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। বাম শঙ্খদেশে বা রগে (Temple) ও মস্তকের বাম পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা, মস্তক অবনত করিলে মস্তকের শীর্ষ ভাগে বা মূর্দ্ধাদেশে এরূপ বেদনা বোধ হয় যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে। মরামাস (Dandruff), কণ্ডুয়ন সহযোগে ইন্দ্রলুপ্তি অর্থাৎ চুল উঠিয়া যায়।

চক্ষু।—দৃষ্টিপথে কুজ্ঝটিকাবৎ দর্শন, গৃহবহির্ভাগে বা উজ্জ্বল আলোকে বৃদ্ধি; গৃহ মধ্যে উপশম। বোধ হয় যেন কি একটা সম্মুখে উত্থিত হইয়া দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। প্লবমান্ ত্রসরেণু (Muscæ Volitantes),—যেন দৃষ্টিপথে মক্ষিকার ন্যায় অর্থাৎ কাল কাল বিন্দুবৎ কি সব উড়িতেছে (অ্যামন্-কার্ব্ব: দেখ)। রাত্রিতে জ্বালা ও অশ্রুস্রাব।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—জলবৎ, কষায় গুণবিশিষ্ট শ্লেষ্মা স্রাব, ওষ্ঠে গড়াইয়া পড়িলে ক্ষত উৎপাদন করে (সীপা; ন্যাট্র-মিউ:)। পুনঃ পুনঃ ক্ষুৎকার (হাঁচি); বাম নাসারন্ধ্র মধ্যে ক্ষতজনিতবৎ বেদনা এবং স্পর্শাসহনীয়তা। সর্দ্দি বশতঃ,—ঘ্রাণশক্তি লোপ। রন্ধ্র মধ্যে

কণ্ডুয়ন ও পুনঃ পুনঃ নাসিকা ঝাড়িবার ইচ্ছা; বোধ হয় যেন একটা অমসৃণ পদার্থ নাসারন্ধ্র রোধ করিয়া রাখিয়াছে। দিবসে একটী রন্ধ্র বদ্ধ থাকে ও রাত্রিতে উভয়ই রুদ্ধ হইয়া যায় (স্যাম্বী: নক্স:)।

মুখ।—মুখের প্রাদাহিক স্নায়ুশূল (Prŏsopalgia) বামদিকস্থ নিম্নমাড়ির স্ফীতি,—সূচীবেধবৎ বেদনা, বাম শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। মুখগহ্বর ও ওষ্ঠদ্বয়ে স্পর্শ সহ্য হয় না এবং ছাল উঠিয়া যায়। ওষ্ঠ অগ্নিস্পৃষ্টবৎ জ্বালাযুক্ত। নিম্নহনুর সন্ধির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Gland) স্ফাতি সহ গণ্ডস্ফাতি, তথায় দপ্ দপ্ করে ও সূচীবেধবৎ বেদনানুভূত হয়।

গলমধ্য।—জিহ্বামূল গ্রন্থির (Tonsils) স্ফীতি ও দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা, গলাধঃকরণ অতি কষ্টকর। গলক্ষত রোগাধিকারে (Sore-Throat), গলনলী মধ্যে এত গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, যে কাসিয়া তুলিতে পারা যায় না।

পাকাশয়।—লেমনেড বা সরবৎ পান করিবার প্রবল ইচ্ছা। ভক্ষিত দ্রব্যাদি ও অম্লাক্ত জল উদ্গারের সহিত গল মধ্যে উঠিয়া আইসে। আহারান্তে বিবমিষা ও মুখে জল উঠে। আহারান্তে উদ্ধোদরে (Pit of Stomach) বেদনা।

অন্ত্রাশয় বা নিম্নোদর।—উপবেশনকালে প্লীহাপ্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা। নাভির চতুর্দ্দিকে যেন মুচ্‌ড়াইতেছে এইরূপ অনুভূতি। নিম্নোদরে যেন একটা ভারী বস্তু রহিয়াছে এইরূপ বোধ এবং যন্ত্রণা,—যেন উদর ফাটিয়া যাইবে। যকৃৎ মধ্যে বহুদিনের রক্তাধিক্য—বা শোণিত সঞ্চয় (Congestion)। অন্ত্রাশয় মধ্যে মেধাতিশয্য (Fatty deposit) সঞ্চয়। উদরাধ্মান। বিটপাস্থি (Os pubis) হইতে শ্রোণিদেশ অর্থাৎ গুহ্যদ্বার হইতে জননেন্দ্রিয় মধ্যবর্ত্তী স্থানে কর্ত্তন ও সূচীবেধবৎ বেদনানুভূতি। গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার অন্ত্রাশয়িক পীড়াদি প্রকাশ।

মল ও মলান্ত্র।—দুরারোগ্য মলকাঠিন্য,—তৎসহ অত্যন্ত আধ্মান; মল কঠিন ও বহির্গমন কালে গুঁড়া হইয়া যায়, ত্যাগ করিতে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়; মলদ্বার হইতেই চূর্ণ হইতে থাকে (ম্যাগ্-মিউ:), প্রতিবার বিভিন্ন বর্ণের মল নির্গত হয় (পলসে:)। অর্শ,—স্পর্শাসহ ও জ্বালাযুক্ত; মলত্যাগান্তে বহুক্ষণ যাবৎ মলান্ত্র মধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা (ইস্কিউলাস সল্‌ফ:); বিশেষতঃ স্রাব সংরুদ্ধ হওয়ার পর এইরূপ অর্শ প্রকাশিত হয়। মলকাঠিন্য ও সবুজ বর্ণ মল তারল্য পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। মলদ্বারে ক্ষতজনিত বেদনা ও পূযবটী উদ্গাম (Pustules) সহ উদরাময়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর সময় ভেদ ও বমন (অ্যামন্ কার্ব্ব দেখ); অন্ত্রাশয় হইতে রক্তস্রাব (ফস্); নিম্নপদে শূলবৎ বেদনা; রাত্রিতে আর্ত্তবাস্রাবাধিক্য (বোভি:; কেবলমাত্র শয়ন করিলে স্রাব হয় এবং উপবেশন বা পাদচারণ কালে থামিয়া যায় = ক্রিয়ো:—কেবলমাত্র দেহ সঞ্চালন কালে স্রাব, পাদচারণ হইতে বিরত হইলে স্রাব থামিয়া যায় = লিলীটাই:—কেবলমাত্র রাত্রিতে বা শয়নান্তে স্রাব, পাদচারণ কালে থামিয়া যায় = ম্যাগ্-কার্ব্ব:)। প্রদর,—অণ্ডলালার ন্যায়,—স্রাবারম্ভের পূর্ব্বে নাভিস্থলে মোচড়ানবৎ বেদনানুভূত হয়;

প্রতিবার মূত্রত্যাগান্তে কপিশবর্ণ, আঠাবৎ ও যন্ত্রণাশূন্য স্রাব; (কপিশবর্ণ = অ্যাসিড্-নাই: অণ্ডলালাবৎ স্বচ্ছ = অ্যালোউ: বোভিঃ ম্যাঙ্গো: ন্যাট্-মিউ: পডো ষ্ট্যানৃঃ)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ ও স্বরনালী মধ্যে জ্বালা;—সন্ধ্যাকালে পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা উত্থিত করিবার চেষ্টা সহযোগে অল্প অল্প শ্লেষ্মা খণ্ড বহির্গত হওয়া। আলজিহ্বার পশ্চাদংশ ক্ষত হইয়াছে এরূপ বোধ। বক্ষবিদারক কাসি,—যেন স্বরনালীর ঝিল্লী ককর করিতেছে এইরূপ বোধ,—দক্ষিণ পার্শ্বে বা উদ্ধমুখে শয়ন করিলে ও ঠাণ্ডা জিনিস পান বা আহার করিলে কাসির বৃদ্ধি। অপরাহ্ণে সহজে শ্লেষ্মা উত্থিত হয়, অপর্য্যাপ্ত গয়ার উঠা (Expectoration) এবং গলমধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ। বক্ষমধ্যে চাপ ও সূচীবেধবৎ বেদনা,—যেন এক গ্রাস ভক্ষিত দ্রব্য সেইখানে আবদ্ধ আছে এরূপ বোধ।

পৃষ্ঠ।—স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ হিমবৎ শীতল বোধ হয় (অ্যাগার: ন্যাট্-কার্ব্ব: সিপী:),—ক্ষয়কাস রোগাধিকারে (লাচ্ ন্যান্. জ্বালা বোধ = গ্লোনইন্ লাইকো: ফস্:); গরম আচ্ছাদনেও উপশম হয় না; তৎপরে কণ্ডূয়ন। উপবেশন বা শয়ন করিলে মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্নাগ্রে (Coccyx) আঘাত জনিতবৎ বেদনানুভব। শ্রোণি ও ত্রিকাস্থির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অর্থাৎ নিতম্ব ও নিম্ন কটীদেশে (Lumbo-sacral region) ভয়ানক বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—পদচারণ কালে পদপশ্চাৎস্থিত কণ্ডার বা পেশীর শেষ ভাগে আকুঞ্চিত বোধ; সন্ধি প্রদেশে সঙ্কোচন বোধ,—যেন পেশী সকল আকুঞ্চিত হইয়াছে (কষ্টি: সাইমেক্স্:)। দুর্গন্ধময় পদস্বেদ (অ্যালোউ. গ্র্যাফ্ প্সোরাইন: স্যাণিক্. সিলি:)। কটি-স্নায়ুশূল (Sciatica),—উপবেশন কালে বৃদ্ধি; পাদচারণ কালে কিয়ৎ পরিমাণে উপশম এবং শয়নান্তে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি, রজঃস্বলাবস্থায় পদতলে বেদনানুভূতি (গুল্ফদেশে বেদনা = সাইক্লে: ম্যাঙ্গেন্যাম্. লিডম্ এবং কষ্টি)। ছেদিত প্রত্যঙ্গের স্নায়ুশূল (সীপা.)। প্রাতে গাত্রোত্থান কালে সমস্ত দেহ বেদনাযুক্ত বোধ হয়, কিন্তু বেলা হইলে উপশমিত হয়।

ত্বক।—সন্ধ্যার সময় দেহের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন আরম্ভ।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে = (অ্যাণ্ট্ ক্রুড্); (স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে শৈত্যানুভূতি) = ক্যাল্কে: ন্যাট্-কার্ব্ব:; (কণ্ডার সঙ্কোচনে) = কষ্টি: ও সাইমেক্স্ রবারের ন্যায় শ্লেষ্মা = ক্যালী-বাই: ও হিপারঃ সন্দি সম্বন্ধে = ক্যালী-ক্লোর্. ন্যাট্ মিউ—চূর্ণমল = ম্যাগ্ মিউ.—(উপবেশন কালে সন্ধিস্থলে বেদনাধিক্য) = হ্রাস টক্স্: (মোচড়ানি) সিনেগা (স্থূলব্যক্তি)। সিপিয়া, সল্ফর।

দ্রষ্টব্য।—উষ্ণজলে স্নান করিলে অ্যামন্ মিউর জনিত লক্ষণাদির বৃদ্ধি উপশমিত হয়।

বৃদ্ধি।—চিৎ হইয়া শুইলে, আহারান্তে, শীতল পানীয় পানান্তে, প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—কফীয়া, নক্স্ ভমিকা।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শতমিক শক্তি পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—২০ হইতে ৩০ দিন।

অ্যামোনীয়াম ফস্‌ফরিকাম্

(AMMONIUM PHOSPHORICUM).

নামান্তর।—অ্যামোনি ফস্ফাস্।

প্রস্তুতি।—জলে দ্রবণীয়। পরে স্পিরিটে উচ্চক্রম প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণিত হইয়া থাকে।

উপযোগিতা ও আভাস।—ধাতুগত পাদগণ্ডির (Gout) বা সন্ধিবাত রোগাধিকারে, আক্রান্ত সন্ধিমধ্যে অস্থিগুল্ম (Nodes) বা বাতিক ক্রিয়া সঞ্চিত পদার্থ বিশেষের চূর্ণ সংস্থিতি (Gouty deposit) হইলে অ্যামন্‌ফস্ একটী প্রধান ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ অবস্থায় চিড়িক্ মারা বেদনা প্রভৃতি থাকিলে ইহা উপযোগী নহে, তবে যখন রোগ পারাবরবিধানের অংশীভূত হইয়া যায়, এবং আক্রান্ত সন্ধিস্থলে ইয়ুরেট্ অভ্ সোডা বা সাজিমাটি চূর্ণবৎ পদার্থ (Urate of soda) সঞ্চিত হয়, অস্থিগুল্ম লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বাহু বক্রতা প্রাপ্ত হইয়া বিকৃতাকার হইয়া যায় তখনই অ্যামোনীয়াম্ প্রযোজ্য (ষ্ট্যাফিস্যাগ্রীয়া)। মুখের পক্ষাঘাত (Facial Paralysis)। স্কন্ধদেশে বাতবেদনা ইহার দ্বারা নিরাময় হয়।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক।

অ্যামোনীয়াম্ পাইক্রেটাম্

(AMMONIUM PICRATUM)

নামান্তর।—পাইক্রেট অভ্ অ্যামোনিয়া।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ অথবা জলে প্রথম ক্রম প্রস্তুতের পরে সুরাসারে ৪র্থ ক্রম হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ,—শিরঃপীড়া; স্নায়ুশূল এবং হুপকাস্ রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—পূতিবাষ্পজনিত স্নায়ুশূল ও পিত্তবিকৃতি হইতে শিরোবেদনায় ইহা সাধারণতঃ ফলপ্রদভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল সবিরাম স্নায়ুশূল (Neuralgia)—শিরোপশ্চাতের দক্ষিণপার্শ্বগত—কর্ণ, অক্ষিগহ্বর ও হনুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিদ্ধকরণবৎ বেদনা (বেল: কলোসিন্থ)

পূতিবাষ্পজনিত (চিনিনাম্-সাল্‌ফ্: মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ চক্ষের উপর অবস্থিত হয়=স্যাঙ্গুইন্:) ; এবং পিত্তাশ্রিত শিরোবেদনা (আইরিস্: স্যাঙ্গুই· চিয়োন্যান্থাস্:)।

শক্তি।—২য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

অ্যামিগ্‌ডেলা অ্যামেরা (AMYGDALÆ AMARÆ).

নামান্তর।—বিটার অ্যালমণ্ড (তিক্ত বাদাম্)।

প্রস্তুতি।—ইহার বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়। ইহার সহিত জল সংযোগ ক্রিয়াদির দ্বারা হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—জিহ্বামূলগ্রন্থির (Tonsils) ও গলনলীর তরুণ উপঝিল্লি প্রদাহের অবস্থাবিশেষে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

লক্ষণাবলী।

গলনলী।—জিহ্বামূল গ্রন্থির প্রদাহ (Tonsilitis),—জিহ্বামূল পার্শ্ব, জিহ্বামূলীয় গ্রন্থি ও আল্‌জিহ্বা গাঢ়, তীব্র বেদনা এবং রক্তিমবর্ণ, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা অতি কষ্টকর হইয়া থাকে ; সময়ে সময়ে যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। উক্ত লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকিলে উপঝিল্লী প্রদাহ (Diphtheria) রোগের প্রথমাবস্থায়, যখন রোগী অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত ও শ্রান্তভাবাপন্ন হইয়া থাকে তখন ইহা ব্যবহার্য্য।

প্রত্যঙ্গাদি।—সর্ব্বাঙ্গীন ধনষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, দীর্ঘকাল স্থায়ী ও রোগী পশ্চাদ্দিকে ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যায় (Opisthotonos)। হস্তপদাদি শিথিল,—তুলিয়া ধরিলে জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া যায় (ওপী:)। পদে ঝিঁঝিঁ ধরে এবং চলিতে চলিতে টলিয়া পড়ে।

বক্ষঃস্থল।—বাম স্তনের নিম্নে ক্ষণস্থায়ী সূচীবেধবৎ বেদনা বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টজনক হয় (অ্যাক্টীয়া-রেসিঃ) ;

সম্বন্ধ।—সদৃশ—লরোসি ; অ্যাসিড হাইড্রো, ওপিয়ম, বেলঃ এরাম্-ট্রাইফিঃ এপীসঃ কাইটোল্যাক্কা। ষ্ট্যামোঃ ট্যাবেকাম, ল্যাকে: অ্যান্টি-টার্ট, ন্যাজা (হৃৎপিণ্ড)।

দোষঘ্ন।—ওপিয়ম।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত।

অ্যামিগডেলা পার্সিকা (AMYGDALÆ PERSICA).

নামান্তর।—পীচ বল্‌কল্।

উপযোগিতা ও আভাস।—নানাপ্রকার বমন রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ;—বিশেষতঃ গর্ভাবস্থার প্রাতর্বমন (সিম্ফোরিকার্পস্ঃ অ্যাপোমর্ফীয়াঃ সিরীয়াম্-অক্স্যালেট:

অ্যাসিড-কার্ব্বলিক)। মূত্রস্থলী হইতে রক্তস্রাব (টেরিবিন্থঃ চিনিনাম্-সাল্ফঃ হামাঃ আর্ণিকাঃ) শিশুদিগের পাকাশয়িক বিকৃতি,—কোনরূপ খাদ্য সহ্য হয় না (অ্যাব্রোটঃ)।

শক্তি।—মূল অরক ও ১ম দশমিক ক্রম।

অ্যামিলেনাম্ নাইট্রোসাম্

(AMYLENUM NITROSUM).

নামান্তর।—(নাইট্রেট্ অভ্ অ্যামিল্)।

প্রস্তুতি।—নাইট্রিক অ্যাসিড সহ অ্যামিলিক সুরাসারের সংমিশ্রণ হইতে এই রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হৃৎশূল; বক্ষের স্নায়ুশূল; লজ্জাবশতঃ আরক্তিম গণ্ড বা মুখরঞ্জিত হইয়া উঠা; তাণ্ডব; মৃগী; মস্তকাদিতে রক্ত উঠা; শিরঃপীড়া; হৃদ্পিণ্ডের পীড়া; মূর্চ্ছাবায়ু; সর্দ্দিগর্ম্মি।

উপযোগিতা।—স্নায়ু প্রাধান্য, মেদাধিক্য ধাতুবিশিষ্ট, বয়সন্ধি কালপ্রাপ্তা বামাগণের পীড়ার উপযোগী।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই উদ্বায়ী (Volatile) পদার্থের আঘ্রাণ লইলে দেহস্থিত ক্ষুদ্রতম ধমনী ও কৈশিক নাড়ী সকল প্রসারিত হয়, এবং তজ্জন্য শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং মস্তক প্রভৃতি উষ্ণ হইয়া উঠে। বয়ঃসন্ধিকালে মুখমণ্ডলে ও মস্তকে রক্তসঞ্চয়াধিক্য, নানাপ্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রভৃতি এতদ্দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। হিক্কা জৃম্ভন্ ও প্রত্যঙ্গাদি বিস্তারণ (Stretching) (চেলিডন্ঃ)। আপস্মরিক আক্ষেপের বা মৃগীর আক্রমণে (Epileptic Fits) ক্ষণিক উপকার হয়। অনেক দুরারোগ্য রোগে ইহা ক্ষণিক-উপশমকারক ঔষধ (Palliative) রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং হঠাৎ শ্বাসরোধ বশতঃ মৃত্যুতে ইহা প্রায়ই প্রাণদান করে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—সর্ব্বদা আসন্ন বিপদাশঙ্কা (অ্যামন্-কা: অ্যাক্টীয়াঃ অ্যাসিড-হাইঃ লরোসিঃ লিল্-টাইঃ ভ্যালিঃ)। নির্ম্মল বায়ু সেবন আগ্রহ; গাত্রাবরণাদি উন্মোচিত করে, এবং অত্যন্ত শীতকালেও জানালাদি উন্মুক্ত করিয়া দেয় (আর্জেণ্ট-নাইঃ ল্যাকেঃ সাল্ফারঃ অ্যাকোঃ)। মস্তক ও মুখমণ্ডলাভিমুখে প্রবল বেগে শোণিত ধাবিত হয় (বেল্ঃ গ্লোনইনাম্)। উত্তাপ সঞ্চার (Flushings)—মুখমণ্ডল, পাকাশয় প্রভৃতি হইতে আরম্ভ হয় এবং তৎপরে উষ্ণ ও অপর্য্যাপ্ত। স্বেদ স্রাব (অ্যাকো); নিম্ন প্রত্যাঙ্গাদি তুষারশীতল হইয়া যায়, এবং তদনুসারে অবসাদাতিশয্য প্রকাশ পায়। সামান্য মানসিক উত্তেজনা হইলেই মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে

(কোকা, ফেরাম্)। অকারণ মুখরাগ অর্থাৎ মুখ লাল হইয়া উঠা (Blushing), পুরাতন বা তরুণ অবস্থা ; শিরোঘূর্ণন,—জলযানে সমুদ্রাদি ভ্রমণজনিত। শিরার্দ্ধশূল (Hemicrania),—আক্রান্ত পার্শ্ব মলিন ও রক্তশূন্য প্রতীয়মান হয়।

কণ্ঠ।—গ্রীবার উপর কোন অলঙ্কার পরিধেয়াংশ অত্যন্ত আঁট বোধ হয়, খুলিয়া না ফেলিলে অত্যন্ত অসুখ বোধ (ল্যাকে:)।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড।—হৃৎশূল (Angina Pectoris)—হৃৎপিণ্ডের গতি প্রবল বেগশালী ; হৃৎপিণ্ড ও গ্রীবাপার্শ্বস্থ (Carotids) ধমনীদ্বয়ে ভয়ানক দপদপানি ; হৃৎপিণ্ডের দৃঢ়াবদ্ধভাব ও বেদনা (ক্যাক্টাস) ; শ্বাসকৃচ্ছ ও হাঁপানী। বক্ষাভ্যন্তরে পূর্ণতানুভূতি ও চাপ বোধ। হুপকাসি,—ক্ষণপ্রকাশশীল ও শ্বাসরোধকারী (ইপিক: ককাস্-ক্যাক্টাই)। সামান্য মানসিক উত্তেজনা হইলেই বুক ধড়ধড় করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল ব্যথা, এবং মুখরাগ অর্থাৎ মুখ লাল হইয়া উঠে (Blushing) তৎসহ রক্তস্রাব। বয়সন্ধিকালীয় (Climacteric) শিরোবেদনা ও মস্তিষ্কে উত্তাপ সঞ্চার, মানসিক যন্ত্রণা ও তৎসহ হৃদকম্পন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রসবান্তিক আক্ষেপ (Convulsions = সাইকীউটা, জেল্‌সি: অ্যাসিড-হাইড্রো:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বহুক্ষণ যাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রত্যঙ্গাদি বিস্তারণ (Stretching) বা গাত্রভঙ্গ,—তৃপ্তি আর হয় না ; পালঙ্কাংশ ধারণপূর্ব্বক হস্তপদাদি টানিয়া দিবার জন্য অন্য লোকের সাহায্য প্রার্থনা করে। গভীর ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন্ (ক্যালী-কা:)। হস্তের শিরা সকল স্ফীত হইয়া (মার্ক-পেরেন: লরো:) উঠে এবং অঙ্গুলাগ্রভাগ পর্য্যন্ত দপদপানী অনুভব হয়।

বৃদ্ধি।—দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমে এবং উষ্ণ গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—বেল্: ক্যাক্টাস: কোকা: ফেরাম: গ্লোনইনাম ও ল্যাকেসিস্।

দোষঘ্ন বা প্রতিবিষ।—ক্যাক্টাস্: আর্গট: (আক্ষেপাবিকারে-ষ্ট্রিকনীয়া)।

শক্তি।—আঘ্রাণ দ্বারা শীঘ্র ফলপ্রদ। যখন অচৈতন্যজনক ঔষধাদির শক্তি বশতঃ কোন রোগী ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হইতেছে, সেই সময় ইহা উৎকৃষ্ট উত্তেজক ও পুনর্জ্জীবক। মূলারিষ্ট ক্ষণেকের জন্য উপশম প্রদানে সমর্থ (Palliative) মাত্র এবং পুনঃ পুনঃ প্রযোজ্য। উচ্চতম ক্রমে প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্রমের বা শক্তির উচ্চতা অনুসারে আরোগ্য পূর্ণাপূর্ণ বা স্থায়ী উপকার হইয়া থাকে।

আঘ্রাণ জন্য দুই হইতে পাঁচ বিন্দু—রুমালাদিতে ফেলিয়া প্রযোজ্য।

অ্যানাকার্ডীয়াম্ ওরিয়েণ্টালি
(ANACARDIUM ORIENTALE).

নামান্তর।—(ভল্লাতক বা ভেলা,—যাহার রস লইয়া রজকেরা বস্ত্র চিহ্নিত করে)।

প্রস্তুতি।—ইহার বিচূর্ণ এবং টিংচার হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—সুরাপান জনিত মন্দ ফল;—সংন্যাস; মস্তিষ্কের ক্লান্তি; কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি; দুর্ব্বলতা; অজীর্ণতা; পামা; গোদ; অর্শ; শিরঃপীড়া; হৃদপিণ্ডের পীড়া; ব্যাধিশঙ্কা; মূর্চ্ছাবায়; উন্মাদরোগ; স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা; হৃৎকম্পন; পক্ষাঘাত; বাত; কৃত্রিম মেহজনিত মন্দফল; চর্ম্মরোগ; মেরুদণ্ডের পীড়া; গ্রীবাস্তম্ভ; গর্ভিণীর বমন; হুপকাস; আঁচিল; মসীজীবির হস্তকম্পন।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বিক বিকৃতিজনিত অজীর্ণ রোগ, স্মৃতিশক্তির থর্ব্বতা, বিমর্ষভাব, এবং উত্তেজনাপ্রবণতা, কার্য্যে ঔদাস্য, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং শপথ ও লোককে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিবার অনিবার্য্য ইচ্ছা; দেহস্থিত কোন না কোন দ্বার যেন কীলকাবদ্ধ রহিয়াছে ও মস্তক প্রভৃতি যেন একটী বন্ধনী বেষ্টিত রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি; পাকাশয় শূন্যবোধ; আহারান্তে সকল প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষণিক উপশম,—এই কয়েকটী অ্যানাকার্ডীয়ামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতিগত ও অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হয়। অসাড়তা, আক্রান্ত অংশে যেন সূচীবিদ্ধ আছে এইরূপ বোধ, স্থানে স্থানে ক্ষত সকল উন্নত চটা আবৃত এবং স্পর্শজ্ঞানরহিত—ইত্যাদি লক্ষণ ও কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগে নিশ্চয় ফলপ্রদ। নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণও ইহার অব্যর্থ নির্ণায়ক:—পৃথিবীর কাহাকেও বিশ্বাস করে না; নিজেকে সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত মনে করে; দায়িত্বজ্ঞানরহিত। শিরোবেদনা,—আহার করিবামাত্র কিন্তু ক্ষণকালের জন্য উপশমিত হয়; নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিলে উপশম হয়; মানসিক বা শারীরিক আয়াস মাত্রে বৃদ্ধি হয়। অত্যন্ত ব্যস্ত;—পানাহারাদি অত্যন্ত ত্রস্ততার সহিত সম্পাদন করে। মল কাঠিন্য,—রোগীর মনে হয় যেন সরলান্ত্র কীলকাবদ্ধ (Plugged) থাকায় মল নির্গত হইতে পারিতেছে না। দুর্দ্দমনীয় গাত্র কণ্ডুয়ন,—গরলের ন্যায় কণ্ডু উদ্গত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—মনে হয় যেন দূরদেশস্থিত মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছে (ক্যামো:); যেন তাহার দুইটী মতি,—একটী কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্ত, আর একটী নিবৃত্ত করিতেছে; যেন সে জগৎ হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন; যেন তাহার দেহ ও আত্মা পৃথকভাবে অবস্থিতি করিতেছে (থুযা); সকল বিষয়ই স্বপ্ন দৃষ্ট বলিয়া মনে হয়; পাদচারণ কালে মনে হয় যেন কেহ তাহার অনুগমন করিতেছে (ক্যালী-ব্রম্:); সকলকেই সন্দেহ করে, অবিশ্বাস করে (হায়ো:)। অদ্ভুতপ্রকৃতি,—হাস্যজনক ব্যাপারে গাম্ভীর্য্য ধারণ করে ও গুরুতর ব্যাপারে পরিহাস করে। অর্শ ও মলকাঠিন্য রোগাধিকারে অবসাদবায়ুগ্রস্ততা (Hypochondriasis)

ব্যাধি শঙ্কা। দুর্ব্বৃত্ত স্বভাব। মন্দকার্য্যে অনিবার্য্য আসক্তি। শপথ ও গালাগালি করিবার দুর্নিবার্য্য অভিলাষ (ল্যাক্-ক্যান্: লিল্-টাই: নাইট্রিক্-অ্যাসিড্:)। ইন্দ্রিয় মাত্রেরই দুর্ব্বলতা। নিজেকে রাক্ষস বা অত্যন্ত বদমাইস মনে করে। মনে হয় যেন দেহের অংশ বিশেষ একটী বন্ধনী বেষ্টিত রহিয়াছে (ক্যাক্ট্াস: অ্যাসিড-কার্ব্বলিক: সল্ফার), কিম্বা যেন একটি স্থূলাগ্র দন্ত দ্বারা স্থান বিশেষে চাপ দিতেছে ; যেন দেহের দ্বারবিশেষ কীলকাবদ্ধ রহিয়াছে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—:যেন দৃষ্টিপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন (ফেরাম্: মার্ক্:) হইতেছে, পাদচারণ কালে এবং মস্তক অবনত করিলে ; যেন রোগী নিজে বা চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যাদি সমস্ত টল টল করিতেছে ; অবনত মস্তক উত্তোলন কালে মনে হয় যেন বামদিকে ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে। মানসিক পরিশ্রম করিলে ললাটদেশ, শঙ্খদেশে বা রগে (Temples) এবং শিরোপশ্চাতে ছেদন ও চাপবৎ বেদনা উৎপন্ন হয়। শিরোবেদনা,—আহার করিবামাত্র সম্পূর্ণ উপশম, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় না (এপীয়ম-গ্র্যাভি: ক্যালকে-ফস: প্সোরাইন:), শয্যায় শয়ন করিবার সময় এবং যখন নিদ্রাগমনোন্মুখ হয় ; দেহ সঞ্চালন ও পরিশ্রম করিলে বৃদ্ধি। আলস্যে জীবনাতিবাহনকারীদিগের পাকাশয় ও স্নায়ুবিকৃতিজনিত শিরোবেদনা (আর্জেণ্ট-নাই: ব্রাই: নাক্স:)।

চক্ষু।—অস্পষ্ট দর্শন। দীপালোকের চতুর্দ্দিকে শোভা বা ভাতি দৃষ্ট হয়। ভ্রূদেশ যেন স্থূলাগ্র অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইতেছে এরূপ বোধ।

কর্ণ।—কর্ণবিবর মধ্যে স্থূলাগ্র যন্ত্রদ্বারা নিষ্পেষণবৎ বেদনা। ছেদন বা সূচীবেধবৎ বেদনা,—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময় বৃদ্ধি। কর্ণস্রাব ; বধিরতা।

নাসিকা।—সর্ব্বদা যেন পারাবৎ বা কুক্কুটবিষ্ঠার ন্যায় গন্ধ পায়। সর্দ্দি,—জলবৎ শ্লেষ্মা ও অশ্রুস্রাব এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সীপা: ইউফ্রেজীয়া: সাইক্লেমেন্)। নাক দিয়া রক্তপড়া ; আঘ্রাণ শক্তির হ্রাস।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—চক্ষু নীলিমা বা কালিমাবেষ্টিত। মুখ ম্লান ও ফ্যাকাসে। কোন দ্রব্যেরই স্বাদ পায় না। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়, কিন্তু রোগী তাহা নিজে বুঝিতে পারে না ; জিহ্বা স্ফীত অনুমিত হয়,—বাক্যের স্পষ্টতার ব্যাঘাতজনক স্ফীতি (ব্যাপ্টি: অ্যা-ফস্: ন্যাট্র-মি: ।

দন্তশূল।—মুখে উষ্ণ দ্রব্য ধারণ করিলে বৃদ্ধি (শীতলদ্রব্য স্পর্শজনিত=কফী: পল্সে: নক্স: উষ্ণদ্রব্য=ব্রাই: ক্যামো:)। পান বা আহার কালে প্রায় বুকে গ্রাস আটকাইয়া যায় এবং শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় (ক্যানাব-স্ট: ক্যাভাক্যাভা: অ্যাসিড-নাই:)। ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি মহা ব্যস্ততার সহিত গলাধঃকরণ করে (বেল্: কফী: হিপ্: প্লাট) ; আহার করিবার পর লক্ষণাদির উপশম হয় (ক্যালী-ফস্: প্সোরাইন্)।

পাকাশয়।—সকল প্রকার রোগ লক্ষণ আহারান্তে উপশমিত হয়, কিন্তু দুই ঘণ্টা পরে পুনরাবির্ভূত হয় (ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ হইবার পর অর্থাৎ আহারের দুই তিন ঘণ্টা পরে লক্ষণাদির উপশম হয়=নক্স্:)। বোধ হয় যেন কতদিন আহার করে নাই—যখন পেট খালি

থাকে; আহারান্তে উপশম (চেলিডন্: আয়োড্:); জীর্ণকরণ ক্রিয়া কালেও উপশম (আহারান্তে ও যতক্ষণ না জীর্ণ হইয়া যায় ততক্ষণ বৃদ্ধি=ব্রাই: নাক্স:)। উদ্গার,—শূন্য; কখনও কখনও গলমধ্যে জল উঠিয়া শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়; পাকাশয়ে ক্ষণপ্রকাশ বেদনা। বুকজ্বালা,—মাংসের ঝোল প্রভৃতি পানজনিত রোগ; পাকাশয় হইতে তালুমূল পর্য্যন্ত জ্বালা (ক্যালী-কার্ব্ব: ন্যাট্-মিউ: সিন্যাপিস্;) অনুভব।

অন্ত্রাশয়।—বোধ হয় যেন একটা স্থূলাগ্র শলাকা দ্বারা অন্ত্র সকল বিদ্ধ হইতেছে; অন্ত্রকূজন বা পেট ডাকা (Borborygmi) এবং যেন মুচ্ড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়। বাহ্যের বেগ অত্যন্ত—কিন্তু মলত্যাগ করিবার চেষ্টা বা পায়খানায় গমন করিলে আদৌ বেগ থাকে না; মলান্ত্র যেন শক্তিহীন বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, যেন কীলকাবদ্ধ রহিয়াছে (বেগ যথেষ্ট, কিন্তু মল অল্পই নির্গত হয়=নক্স্); কোমল মলও অত্যন্ত বেগ না দিলে নির্গত হয় না (হিপার: সিলি: অ্যালিউ: প্ল্যাটিনা: ভেরেট:)। রক্তস্রাবী রক্তস্রাবহীন অর্শ,—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক (অ্যাসিড-নাই: হাইপিরি: র‍্যাটান:)।

মূত্রযন্ত্র।—ঘোলামূত্র; বা প্রচুর জলবৎ মূত্র।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কামেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজনা। দিবসে উত্তেজনা ব্যতীত লিঙ্গোদ্রেক। কামোদ্রেকজনক কণ্ডুয়ন। ইন্দ্রিয়োদ্দীপক স্বপ্ন ব্যতীতও রেতস্খলন। মলত্যাগকালে মূত্রনলীর মুখশায়াগ্রন্থিরস (Prostatic Fluid) স্রাব (অ্যালীউমিনা দেখ)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্বল্পস্রাবশীল আর্ত্তব। প্রদর,—ত্বক্‌ক্ষয়কারক (ক্রিয়ো: ইউপিয়োন্:) এবং কণ্ডুয়নশীল স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—অভ্যন্তরীণ উত্তাপ ও ভাবনাজনক যন্ত্রণাসহযোগে বক্ষঃস্থলে হৃদ্পিণ্ডে সূচীবেৎ বেদনা। চাপবোধ, রোগীর এত শ্বাসকষ্ট হয় যে, সে নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য দ্রুত গৃহবহির্দ্দেশে ধাবিত হয় (অ্যামিল্: ল্যাকে:)। কাসি,—কথা কহিলে ও অবাধ্য শিশুগণের ক্রোধ প্রকাশে বৃদ্ধি।

প্রত্যঙ্গাদি।—পক্ষাঘাত রোগের পরবর্ত্তী (post-paralytic) দুর্ব্বলতা। জানুদেশ অসাড় হইয়া পড়ে। জঙ্ঘাডিমস্থিত পেশীতে (Calves) খিল্ ধরে (অ্যাম্ব্: অ্যামন্-কা: ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্); নিতম্বপেশী কীলকাবদ্ধ অনুভূত হয়। করতলে আঁচিল (ন্যাট্-মিউ:)। বাম বাহুতে ঝিঁ ঝিঁ ধরে।

ত্বক্।—অত্যন্ত কণ্ডুয়ন; ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ; স্ফীতি; শীতপর্ণিকা বা আমবাত (Urticaria)। ফোস্কা,—পীতবর্ণ, স্বচ্ছরসস্রাবী; নির্গলিত রস হাওয়ায় শুষ্ক হইয়া চটায় পরিণত হয়। কুষ্ঠব্যাধি,—সূচীবেধবৎ অনুভূতি, আক্রান্ত অংশ হিমবৎ শীতল; আরক্তিম, দৃঢ় চটাবৃত; স্পর্শজ্ঞানরহিত।

নিদ্রা।—প্রকৃত ঘটনাবৎ স্বপ্ন। দিবারাত্রিতে অঘোরাবস্থা, নানাপ্রকার ভয়ানক স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা।

জ্বর।—নাড়ী দ্রুত; শীত; আভ্যন্তরিক উত্তাপ; নৈশ ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কমো-ক্লে, হ্রাসটক্স, অ্যান্টি টার্ট, এপিস, ফেরম, আয়োড়, লাইকোপ, নাইট্রিক-অ্যাসিড ; নক্স, ফস্ফরিক অ্যাসিড, পলস্, ন্যাট্রাম, থুজা প্রভৃতি সহ তুলনীয়। ইহা হ্রাসের দোষঘ্ন, এবং কফিয়া কর্ত্তৃক প্রতিষেধিত হয়। লক্ষণাদি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে সঞ্চারিত হয় (লাইকোপ্.)।

লাইকোপোডীয়াম্ ও পল্‌সেটিলার পরে অ্যানাকাডিয়াম্ প্রযোজ্য। প্ল্যাটিনা, অ্যানাকার্ডিয়ামের পরে ও পূর্ব্বে উভয় কালেই সুফলপ্রদ।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ১০০০ ক্রম ব্যবহার্য্য।

অ্যানাকার্ডিয়াম্ অক্সিডেণ্টেল্

(ANACARDIUM OCCIDENTALE)

প্রভেদ।—আনাকার্ডিয়াম্ ওরিয়েন্টেলি দেখিতে হৃদ্‌পিণ্ডের মত (Heart Shaped); কিন্তু অ্যানাকাডিয়াম্ অক্সিডেণ্টেল্ দেখিতে মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্কের মত (Kidney Shaped)।

প্রস্তুতি।—ইহার ভিতর ও বাহিরের আবরণ হইতে যে কৃষ্ণবর্ণ রস বাহির হয়, উহা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ডাং ক্লার্ক বলেন ইহা নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;— কড়া; নাবাঙ্গা বা বিসর্প, কণ্ডুয়ন, মস্তিষ্ক-স্ফীতি, পক্ষাঘাত, হ্রাসটক্সের বিষাক্ততা, দদ্রু; বসন্ত; আঁচিল ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—অ্যানাকার্ড, হ্রাসটক্স, ক্যান্থ, মেজে, ক্রোটন সহ তুলনীয়।

দোষঘ্ন।—হ্রাসটক্স।

অ্যানাগ্যালিস্ আর্ভেন্সিস্

(ANAGALLIS ARVENSIS)

নামান্তর।—ওয়েদার গ্লাস্ (Weather glass)

প্রস্তুতি।—এই গাছড়ার সমস্তাংশ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ—ক্ষীণদৃষ্টি, ছানি, কোষ্ঠবদ্ধ; শোথ; মৃগী; নাক দিয়া রক্ত পড়া; প্রমেহ, বাত, অর্শ, শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা-বায়ু; অবসাদ বায়ু; উন্মাদ; স্নায়ুশূল; দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগ; উপদংশ, ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—চর্ম্মেই ইহার প্রধান ক্রিয়া। বাত ও সন্ধিবাত

প্রভৃতি রোগেও লক্ষণানুসারে প্রয়োগে বিশেষ ফললাভ করা যায়। মূত্রনালী মধ্যে কামোদ্দীপক কণ্ডুয়ন ইহার একটী নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—মহা স্ফুর্ত্তি। উদ্গার ও অন্ত্রকুন্থন সহ অক্ষিগোলকের উপর (Supra-orbital) শিরোবেদনা ; কফি পানে উপশম। মুখমণ্ডলের পেশীতে বেদনানুভব। সমগ্র দেহে ব্যথাসহ শিরোবেদনা ও বিবমিষা। দক্ষিণ গণ্ডাস্থি হইতে ভ্রূদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারশীল মুখের স্নায়ুশূল,—রাত্রে বৃদ্ধি। মুখমণ্ডলে এক প্রকার কণ্ডু চক্রাকারে বাহির হওয়া।

প্রস্রাব।—মূত্রনালী মধ্যে কামোদ্দীপক কণ্ডুয়ন অনুভব। প্রস্রাবকালে জ্বালা করে এবং মূত্রদ্বার জুড়িয়া থাকে (কিউপ্রাম্:)। মূত্রস্রোত নানাভাগে বিভক্ত হইয়া নির্গত হয় (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যান্থা: মার্ক্: থুাস:) ; প্রবল বেগ না দিলে মূত্র নির্গত হয় না।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাতাদি-আশ্রিত বেদনা। স্কন্ধদেশ ও বাহুতে বেদনা বোধ। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাংসল প্রদেশে ও অঙ্গুলিতে খিল্ ধরে। অঙ্গুলির সন্ধি সকল বাতাশ্রয় বশতঃ স্ফীত হয়। বাম স্কন্ধ হইতে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত সাঁটিয়া ধরে।

ত্বক।—কণ্ডুয়ন, শুষ্ক ধান্যাদির খোসার ন্যায় আবরণযুক্ত উদ্ভেদ (Eruption), বিশেষতঃ হস্ত ও অঙ্গুলি প্রদেশে। করতল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। কাষ্ঠ শলাকাদি বিদ্ধ হইয়া থাকিলে ইহা সেবনে তাহা বহির্গত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—সাইক্লে, কফিয়া (স্ফুর্ত্তি), লিথিক-অ্যাসিড (চর্ম্ম), সিপীয়া, টেলিউ (দদ্রু), পল্স, হ্রাসটক্স।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

অ্যানান্থেরাম্ মিউরিকেটাম

(ANANTHERUM MURICATUM).

নামান্তর।—Cuscus grass (একপ্রকার ঘাস)।

প্রস্তুতি।—ইহার মূল হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষনানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—স্ফোটক; স্বরলোপ ; ব্রণ ; কর্কটিয়া ক্ষত ; বিসর্প ; গ্রন্থিস্ফীতি ; জলাতঙ্ক ; উপদংশ ; নানাপ্রকারের আক্ষেপ ও অর্ব্বুদ ; ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা একপ্রকার মত্ততা সদৃশ অবস্থা উৎপন্ন করে ; চুলকানী, দদ্রু, স্ফোটক ও ক্ষতাদি রোগের ইহা একটী মহৌষধ। দেহের নানা

অংশে পূযসঞ্চয়প্রবণ স্ফীতি ও গ্রন্থি প্রভৃতির প্রদাহেও ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ। প্রমেহরোগেও লক্ষণবিশেষে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

লক্ষণাবলী।

মন।—অবসাদ-বায়ুগ্রস্ততা (অর্থাৎ আমি রোগগ্রস্ত এইরূপ সর্ব্বদা চিন্তা), সমাজভীতি —দশজন যেখানে থাকে সেদিকে যায় না (অরাম্; ব্যারাইটা: সাইকীউটা: ক্যালী বাই: লাইকো: সিপীয়া: ষ্ট্যান্. সল্‌ফার:) ; নির্জ্জনতাপ্রিয় (আর্ণিকা, ক্যাপসি: কার্ব্বো-অ্যান্: আক্টীয়া: জেল্‌সী. ইগ্নে: ম্যাগ-মি: হায়ো: অক্‌সাইট্রো. সিপী: থুযা)। আত্মমহত্বজ্ঞানাতিশয্য অর্থাৎ 'হামবড়া' (অ্যান্থালো: ; প্ল্যাটিনাম্:)। স্বীয় প্রকৃতি ও কার্য্যে বড়ই সন্তুষ্টচিত্ত।

মস্তকাদি।—শিরোবেদনা,—মস্তকে যেন সূক্ষ্ম শরবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভব (অ্যাসক্লিপীয়াস্-সিরি:),—অপরাহ্নে বৃদ্ধি। ভ্রূমধ্যে আঁচিলের ন্যায় উদ্ভেদ। নাসাগ্রে স্ফোটক ও অর্ব্বুদ। শোণিত সঞ্চয়াধিক্য সহ শিরোঘূর্ণন,—পশ্চাদ্দিকে পতনোপক্রম।

প্রস্রাব।—লিঙ্গোদ্রেক সহ পীতাভ বা সবুজবর্ণ গাঢ় পূয স্রাব ; মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা ; কুচকী বা বঙ্ক্ষণ প্রদেশীয় গ্রন্থির (Inguinal Glands) প্রদাহ সহ শিশ্নের প্রদাহ ও স্ফীতি। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ,—মূত্রাশয়ে সামান্য মাত্র মূত্র সঞ্চিত হইলেই বেগ আইসে।

মল।—দীর্ঘকালব্যাপী মলকাঠিন্য (প্ল্যাটিনা: প্লাম্বাম্: হাইড্রাষ্টিস: কষ্টিকাম) ;—তৎপরে শুষ্ক, পাটলাভ এবং বহুল পরিমাণ মলত্যাগ,—তৎপরে উদরাময়। মল বৃহৎ ও কঠিন গুটিলাময় (ব্রাই: ওপী:); মলদ্বারে অসহ্য কণ্ডুয়ন (বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন সহ=অ্যাম্ব্রা: কৃমিজনিত=টিউক্রীয়াম. কৃমিজনিত জ্বর সহ=সিনা মলনলী ও মলদ্বারে ভয়ানক কণ্ডুয়ন =ইগ্নে:—মলত্যাগান্তে ও বায়ুসেবনার্থে পাদচারণকালে=অ্যাসিড-নাই: কণ্ডুয়ন ও জ্বালা= অ্যালীউমিনা: রাত্রিতে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন অ্যাণ্ট-ক্রুড:)।

সম্বন্ধ।—প্ল্যাটিনা: ষ্ট্যান্: থুযা।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

অ্যাঙ্গাষ্টিউরা ভেরা (ANGUSTRA VERA).

প্রস্তুতি।—বল্কল হইতে বিচূর্ণ ও টিঞ্চার বা আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অস্থিতে বেদনা ; অস্থিক্ষয় রোগ ; অতিসার ; আঘাতাদি ; সবিরাম জ্বর ; নিকটদৃষ্টি দোষ ; ধনুষ্টঙ্কার ; দন্তশূল ; হুপকাস।

উপযোগিতা ও আভাস।—উত্তেজনশীল ধাতুতে উপযোগী। কফি পান করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ইহার একটী নির্ণায়ক লক্ষণ। ইহার ক্রিয়াফল স্বরূপ পেশী ও সন্ধিস্থলে

সঙ্কোচন ও আড়ষ্টতা এবং আঘাতজনিতবৎ ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা বোধ হয়—বিশেষতঃ রগের বা শঙ্খদেশীয় ও হনুদ্বয় পার্শ্বস্থিত পেশীতে যেন হনুস্তম্ভ (Trismus) বা চোয়াল আটকান রোগ উপস্থিত হয়; ধনুষ্টঙ্কার, পক্ষাঘাত প্রভৃতিও ইহার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কুন্থন সহ তরল মল ও অত্যন্ত বেগ সহ অপর্য্যাপ্ত মূত্র নিঃসরণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—ক্রোধপ্রবণ—সামান্য কারণে রাগ হয়; যখন কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় না তখন বড়ই স্ফূর্ত্তি, কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিলেই শিরোঘূর্ণন আরম্ভ হয় এবং প্রায় তাহার অনতিপরেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। অত্যন্ত অন্যমনস্ক। নীচ মন এবং আত্মনির্ভরতা রহিত।

মস্তক।—যেন নেশা করিয়াছে এইরূপ গোলমেলে ভাব। কোন স্রোতস্বতী বা জলরাশি পার হইবার সময় দেহ টলমল করিতে থাকে (লাইসিন:)। সন্ধ্যার সময় নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা ও মুখে উত্তাপাবির্ভাব। শিরোবেদনা সহ মূর্চ্ছার উপক্রম। শঙ্খদ্বয় বা রগে কি যেন বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। চক্ষু প্রদাহ, চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম, উত্তাপ ও জ্বালাযুক্ত. রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায় (ইউফ্রে)। তিমিরদৃষ্টি:—চতুর্দ্দিকে তিমিরাবৃত বোধ হয়। সকল বস্তুই বোধ হয় যেন বহুদূরে রহিয়াছে (অ্যানাক্: নক্স-মস্:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল নীলাভ, রক্তিমান্বিত এবং উত্তাপযুক্ত। গণ্ডাস্থি মধ্যে এবং চর্ব্বণপেশী মধ্যে আড়ষ্টানুভব। সময়ে সময়ে উক্ত বেদনা অক্ষিগোলকের মধ্য দিয়া রগের দিকে আইসে। মস্তকঅবনত করিলে, পাদচারণকালে কিম্বা মানসিক উত্তেজনা আবির্ভূত হইলে বৃদ্ধি। হনুস্তম্ভ (Trismus), ওষ্ঠদ্বয় বিযুক্ত হইয়া দন্ত সকল বাহির হইয়া থাকে (আক্ষেপান্তেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়)।

শ্বাসযন্ত্র।—বুকাস্থির (Sternum) নিম্নে একরকম কণ্ডুয়ন বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসি আইসে। শ্বাসনালীমধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং বহু চেষ্টাতেও উত্থিত হয় না। প্রত্যূষে শ্বাসনালীর গভীরতম প্রদেশ হইতে কাসির বেগ এবং পীতাভ শ্লেষ্মাময় গয়ার (sputa) উঠে। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে যেন ছুরিকাবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। সম্মুখদিকে হেঁট হইয়া বসিলে বা সোজা হইয়া বসিলে কিম্বা সন্ধ্যার পর বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ড মধ্যে প্রচণ্ড দপদপানি অনুভব। হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন হঠাৎ স্ফীত হইয়াছে এবং অত্যন্ত মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়,—বাম পার্শ্বে শুইলে উপশম বোধ। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণাজনক সঙ্কোচন অনুভব।

জননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমুণ্ডে এত অধিক কামোদ্দীপক কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয় যে সজোরে ঘর্ষণ করিতে ইচ্ছা হয়। অপত্যপথ হইতে ঋতু প্রকাশের পূর্ব্বদিনে অল্প পরিমাণে সাদা শ্লেষ্মা নির্গত হয়। জননেন্দ্রিয় কণ্ডুয়ন।

মল।—পুনঃ পুনঃ এরূপ বেগ হয় যেন তরল মল নির্গত হইবে;—তৎসহ মুখমণ্ডলে হঠাৎ

শৈত্য সঞ্চার। মলত্যাগান্তে মনে হয় যেন মলনলী মধ্যে আরও মল রহিয়া গেল এবং আরও বাহ্যে হইবে (নক্স-ভম)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাহু, উরু ও নিম্নপদের দীর্ঘাস্থির ক্ষত, অস্থি আবরক ঝিল্লীতে আঘাতজনিত বেদনা এবং ধনুষ্টঙ্কার (ষ্ট্রিক্‌নীঃ)—পেশী ও সন্ধি মধ্যে সঙ্কোচন, আড়ষ্টতা, ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা প্রভৃতি যন্ত্রণানুভব; রগে বা শঙ্খদেশ ও হনুদ্বয় পার্শ্বস্থিত পেশীতে এরূপ টান ও আড়ষ্টতা বোধ হয় যেন হনুস্তম্ভ (Trismus বা lock-jaw) বা চোয়াল আটকাইবার উপক্রম হয়।

নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালে তন্দ্রালুতা, তৎপরে নিদ্রাশীলতা।

জ্বর।—অপরাহ্ন ৩টার সময় ভয়ানক কম্প, --পিপাসা, বমন ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—রিউটা (অস্থিতে), ষ্ট্রিক্‌নীয়া, নক্স ভমিকা, ক্রসীয়া; বেলা; ব্রায়ো; ক্যাম্বো, কফিয়া (দন্তশূল); ইগ্নে, নক্স (ধনুষ্টঙ্কার); মার্কু, ফস; সাইলি পল্‌স্‌, সিপীয়া।

দোষঘ্ন।—কফিয়া দ্বারা প্রতিষেধিত হয়।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক।

অ্যান্‌হ্যালোনিয়াম লিউইনাই

(ANHALONIUM LEWINIE).

প্রস্তুতি।--উষ্ণ জলে ইহার মূল আরক প্রস্তুত করিতে হয়।

লক্ষনানুযায়ী প্রয়োগ।—মস্তিষ্কের ক্লান্তি; প্রলাপ; শিরঃপীড়া; অলীকদর্শন; অর্দ্ধশিরঃশূল; মানসিক দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক উত্তেজনা; পক্ষাঘাত; দৃষ্টিব্যত্যয় ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ ক্লার্ক বলেন—ডাঃ হেল কর্ত্তৃক সংগৃহীত লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, নানাবর্ণে রঞ্জিত দীপ্তিশালী মূর্ত্তি ও দৃশ্য সকল নানা ভঙ্গীতে দৃষ্টিপথে বিচরণ ও সঙ্গীতবাদ্যের তালে তালে নৃত্য ইহার একটী আশ্চর্য্য ক্রিয়াফল। কাল-ব্যাপ্তি, জ্ঞানরাহিত্য, পশ্চাদ্দেশীয় শিরোবেদনা, মস্তিষ্কের ক্লান্তিবোধ এবং বিবমিষা ইত্যাদি পেশীর স্পন্দন, জানুদেশের আকস্মিক বিক্ষেপ বা সজোরে সঞ্চালন (Knee-jerk) এবং পেশী সকলের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতিও এতজ্জনিত লক্ষণ। চক্ষু সম্বন্ধীয় লক্ষণাবলী চক্ষুমুদিত করিলে বৃদ্ধি, বিবমিষা ও অবসাদ দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং সকল লক্ষণেরই শয়নে উপশম ঘটে।

লক্ষণাবলী।

মন।—জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন। সময় অত্যন্ত দীর্ঘ অনুভব। কথা কহিবার সময় ভাবপ্রকাশোপযোগী বাক্য মনে হয় না। সকলকেই সন্দেহ এবং সকল বিষয়েই রাগ, মনে করে যেন তাহার বন্ধুরা তাহাকে উপহাস করিতেছে (ব্যারাইটা কাঃ), তাহাদিগের উপর

অত্যাচার করিবার ইচ্ছা ; মনে করে যেন তাহার কত ক্ষমতা ও বুদ্ধি ; আত্মমহত্বজ্ঞান (অ্যানাম্বেরাম্, প্ল্যাট্:)।

মস্তক।—ললাটের বামপার্শ্বগত শিরোবেদনা—তৎসহ দৃষ্টিশক্তির বিকৃতি, পশ্চাদ্দেশীয় (Occipital) শিরোবেদনা। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে নিরন্তর বেদনা—৪।৫ দিবসব্যাপী,—এত অধিক বেদনা যে, কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে।

চক্ষু।—লালবর্ণে রঞ্জিত দীপ্তিশালী মূর্ত্তি ও দৃশ্য সকল হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গী সহকারে দৃষ্টিপথে যেন নাচিয়া বেড়ায় এবং সঙ্গীতবাদ্যের সময় বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে, নয়ন উন্মিলিত করিলে আদৌ থাকে না,—ভিন্নাকার ধারণ করে। চক্ষুতারকা প্রসারিত হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ— ক্যানাবিস্-ইন্: (সময় ও বুদ্ধি— বিপর্য্যয়) ; জেল্সি: (দৃষ্টি শক্তি প্রকৃত ভাবে নিয়োগ করিবার ক্ষমতার লোপ), বেল্: ষ্ট্র্যামো· ওপী: পিকরিক অ্যাসিড, প্ল্যাট্: (পদার্থ সকল ক্ষুদ্র দেখে), প্সোরাইন।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট হইতে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

অ্যানাইসাম্ ষ্টেলেটাম্ (ANISUM STELLATUM).

নামান্তর।—ইলিসিয়াম্ (Illicium) বা অ্যানিসেটাম্।

প্রস্তুতি।—ইহার বীজ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ—সর্দ্দি ; শূল ; কাসি ; রক্তোৎকাস ; ফুস্ফুসের পীড়া ; পাকস্থলীর সর্দ্দি ; সন্ধিবাত ; উরুদেশে বেদনা প্রভৃতিতে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্ষয়কাস ও অন্যপ্রকার কাসিরোগেও তৃতীয় পঞ্জরাস্থির নিকট বেদনা ইহার একটি ফলপ্রদ লক্ষণ। উদরাধ্মান ও "ত্রৈমাসিক শূলবেদনা" (বিশেষতঃ যদি নির্দ্দিষ্টকালে আবির্ভূত হয়) ইহার উৎকৃষ্ট নির্দ্দেশক। পুরাতন শ্বাসরোগী (Asthmatics) এবং প্রাচীন মদ্যপায়ীদিগের উদরাময় বা পাকাশয়িক সর্দ্দি রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ—(হেরিং)।

লক্ষণাবলী।

মুখবিবর।—ঊর্দ্ধ ওষ্ঠে হুলবেধবৎ বেদনা,—যেন ফাটিয়া শোণিত নির্গত হইবে এরূপ বোধ, স্পর্শে উপশম। সমগ্র জিহ্বার, বিশেষতঃ পার্শ্বদ্বয় ক্ষত (Aphthæ),-(গর্ভবতীর = কলোফিল্: স্তন্যপায়ী শিশুর = সিয়্যানো: বোরাক্স্: মার্ক্: নক্স-ভম্: সল্ফার্: অ্যাসিড্-সাল্ফ: ইথীউসা ; ফস্: প্লাম্বাম্)।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব, রন্ধ্রমধ্যে জ্বালা ও যন্ত্রণাবোধ এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি (হাঁচি = সাপা ; ষ্টাট্-মিউ:)। নাসিকাগ্রে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা।

পাকস্থলী।—পাকস্থলী আধ্মানযুক্ত ও স্ফীত ; অম্লরোগ। প্লীহা প্রদেশে ব্যথা। ত্রৈমাসিক শূলবেদনা,—নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হয় (সিঙ্কো:)।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। সরক্ত ক্ষয়কাস বা রক্তোৎকাসে,—তৃতীয় পঞ্জরাস্থির নিকট বেদনা—বুকাস্থির তিন্ অঙ্গুলি দূরে—সাধারণতঃ দক্ষিণ দিকে,—সময়ে সময়ে বাম দিকেও অনুভূত হয় (বাম দিকে উর্দ্ধাংশে = মাটাস-কমীউনিস্. বামদিকে—পিক্স-লিকুইডা: স্তন নিম্নে—অ্যাসিড-ফ্লু: অ্যাসিড্-অক্স্যালিক্: অ্যাক্টিয়া: স্তন হইতে বক্ষভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত = লিলীয়াম্: বক্ষঃস্থল হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত = ক্যালী-কাঃ: সল্ফার: পৃষ্ঠদেশ হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত = সার্সাপ্যারিলা: উর্দ্ধস্থিত ও পঞ্জরাস্থিত্রয়ের নিকট পূয়বৎ শ্লেষ্মা সহযোগে = গুয়াইয়াকাম্: অধিকন্তু —থিরিডীয়ন্: ফস্: সিলি:)। উক্তরূপ বেদনা সহ পুনঃ পুনঃ কাসি। পূয়বৎ শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে—অ্যা-নাই: লাই: সিলি.)। মুখক্ষত সহ হৃদ্স্পন্দন। রক্ত কাস।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—সল্ফার্, থিরিডীয়ন: পিক্স্-লিকুইডা: ক্যালী-কার্ব্ব:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

অ্যান্থিমিস্ নোবিলিস্ (ANTHEMIS NOBILIS).

নামান্তর।—রোমান ক্যামোমিল।

প্রস্তুতি।—এই গাছের সমস্তাংশ হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—সূত্রবৎ কৃমি ; শূল বেদনা ; অজীর্ণতা ; শিরঃপীড়া ; যকৃতে রক্তাধিক্য প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ বেরিজ এবং বার্ণেটের মতে অজীর্ণতা ও পাকাশয়িক লক্ষণে ফলপ্রদ। সর্দ্দি,—জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব, গলনলী মধ্যে সঙ্কোচন ও ত্বক-ক্ষয়জনিতবৎ বেদনা এবং কণ্ডুয়ন জনিত কাসি, —গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি—প্রভৃতি ইহার নির্ণায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিষাদযুক্ত ; যেন কোন বিপদ আসন্ন এরূপ মনে হয় (অ্যামন্-কার্ব্ব্: অ্যামিল: চিনিন্-সাল্ফ্: অ্যাক্টীয়া: লিল-টাই: ইত্যাদি) ; সন্ধ্যাকালে গৃহত্যাগ করিয়া বহির্ভাগে গমন করিলে সশঙ্কিত ভাব এবং গাড়ী চাপা পড়িবার অত্যন্ত ভীতি (অ্যাকো)।

চক্ষু।—শয্যা ত্যাগান্তে চক্ষু হইতে অশ্রুমোচন এবং যুগপৎ বাম নাসারন্ধ্র হইতে নির্ম্মল জল স্রাব।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—অপর্য্যাপ্ত অশ্রু সহ নাসারন্ধ্র হইতে পরিস্রুত জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব (ইউক্রে:)।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে নিরন্তর বেদনানুভব এবং অন্ত্রমধ্যে মোচড়ানবৎ বেদনা ও শৈত্যানুভব। মলদ্বারের কণ্ডুয়ন সহ সাদা আটাল কর্দ্দমের ন্যায় মলত্যাগ (আঠার ন্যায় মলদ্বারে লাগিয়া থাকে = সল্‌ফার্, প্ল্যাট্, এবং আটাল কর্দ্দমের ন্যায় গাত্রে লাগিয়া থাকে = গ্র্যাফ্)।

শ্বাসযন্ত্র।—অপরাহ্ণে তালুমূলে শুড় শুড় করা (Tickling) তজ্জন্য অনবরত কাসি হইতে থাকে, কিন্তু কাসিলে তালুমূল-কণ্ডুয়ন ভাবের অনেক পরিমাণে উপশম হয়; উষ্ণগৃহে প্রবেশ করিলে কাসির বৃদ্ধি হয়, কিন্তু রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলে আর কাসি থাকে না (ম্যাঙ্গে ইউফ্রে ম্যাগ্নিঃ লাহঃ), গৃহ উষ্ণ হইলেও কাসি থাকে না।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয় (Bladder) স্ফীত বোধ হয়। রেতোরজ্জুতে (Spermatic Cord) বেদনা ও স্থূলত্ব বোধ,—যেন তাহা স্ফীত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ।

ত্বক্।—পদতলে কণ্ডুয়ন,—যেন শীতস্ফোট (বা পাকুই) জনিত (অ্যাগার্ অ্যাম্যু সিলি, পদাঙ্গুলির কণ্ডুয়ন, = অ্যাগার্ ল্যাক্টাউকা নক্স্ ষ্ট্যাফ্ জিঙ্কাম্)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যালীয়াম্-সীপা ইউফ্রেজীয়া কষ্টিকাম্ অ্যাগার্ সিলি।

তুলনীয়।—সিপা, চায়না (যখন ক্যামোমিলার অপব্যবহারে জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব হয়)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ১২শ দশমিক পর্য্যন্ত।

অ্যানিলিনম্ (ANILINUM).

নামান্তর।—(ফেনিলামিন্, কায়ানল্)।

প্রস্তুতি।—সুরাসারে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—রক্তস্বল্পতা; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ ক্ষত, বিস্ফোটকা, শ্বেতপাম রোগ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বিষাক্ত লক্ষণ দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে ইহার ক্রিয়া অনেকটা আর্সেনিক্ সদৃশ, ভেদ, বমন, শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, মৃগীর মত নীলবর্ণ হওয়া প্রভৃতি ইহার নির্দ্দেশক।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—শিরোঘূর্ণন; শিরঃপীড়া।

পাকস্থলী।—পাকাশয়ে ও মস্তকে জ্বালা; পরে, বমন, ভেদ, পেটবেদনা; তৎসহ শরীর বরফবৎ শীতল।

জননেন্দ্রিয়।—পুংলিঙ্গে বেদনা; ধ্বজভঙ্গ।

চর্ম্ম।—নানাপ্রকার পামা রোগ।

সম্বন্ধ।—অ্যান্টিপাইরিণ, অ্যান্টিফেব্রিন্; ফেনাসিটিন্, গ্লনয়ন ও আর্সেনিক সহিত তুলনীয়।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

অ্যান্থ্রাকোকেলি
(ANTHRAKOKALI).

প্রস্তুতি।—একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ;—হঙ্গেরীর একপ্রকার পাথুরিয়া কয়লার সহিত কষ্টিক পটাস্ সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন। ইহার বিচূর্ণ ও টিঞ্চার হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ক্ষয়রোগ; বহুমূত্র; মূত্রক্লেশ; পামাপ্রভৃতিচর্ম্মরোগ; বাত; মস্তকের দদ্রু; নাসিকা রন্ধ্রের পীড়া; সন্ধিবাত; কচ্ছূ বা পাচড়া; গণ্ডমালা; প্রমেহবিষ; আম্বাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং হেরিং বলেন ইহা উত্তমরূপে পরীক্ষিত নহে; তবে চর্ম্মরোগে, বহুমূত্রে ব্যবহার আছে। পূর্ণিমায় উদ্ভেদ হ্রাস পায় প্রভৃতি ইহারা নির্দ্দেশক।

সম্বন্ধ।—কার্ব্বন-সল্ফ; অ্যান্টিমনি; হ্রাসটক্স, ডলকামারা; ক্যালি আয়োড (পামা ইত্যাদি) সহিত তুলনীয়।

শক্তি।—নিম্নক্রম ব্যবহৃত হয়।

অ্যাণ্টিমোনিয়াম আর্সেনিকোসাম
(ANTIMONIUM ARSENICOSUM).

নামান্তর।—আর্সেনিয়েট্ অভ্ অ্যান্টিমণি)।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ; তৎপরে টিংচার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিউমোনিয়া; ফুস্ফুসের স্ফীতি; চক্ষুপ্রদাহ; হৃদ্বেষ্টপ্রদাহ; ক্ষয়কাস; গৃধ্রসী; ফুস্ফুস আবরণ প্রদাহ ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ফুসফুসের বায়ুস্ফীতি রোগে (Emphysema) অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও কাসি,—আহারান্তে এবং শয়ন করিলে বৃদ্ধি--এইরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী। ফুস্ফুস্-বেষ্টের বা ফুস্ফুসের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ (Pleurisy)—

বিশেষতঃ বাম ফুস্‌ফুসে রসস্রাব, হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরণীর প্রদাহে রসসঞ্চয় ও রসস্রাব প্রভৃতি অবস্থায়ও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। রোগী অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ করে। চক্ষুর প্রদাহ জন্মে। মুখমণ্ডলের স্ফীতি। শিশুগণের ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহে কার্য্যকারী।

সম্বন্ধ।—সদৃশ,—অরম, ক্যান্থারিস্, ব্রায়োনীয়া, ল্যাকেসিস লোবেলীয়া, পল্‌সে: মার্ক্: আর্স্: অন্যান্য অ্যান্টিমনি, সল্‌ফার, ।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

অ্যান্টিমোনিয়াম ক্রুডাম্

(ANTIMONIUM CRUDUM).

নামান্তর।—(নেটিভ্ সলফাইড্ অভ অ্যান্টিমনি—সূর্ম্মা)।

প্রস্তুতি।—ইহা ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ; তৎপরবর্ত্তী ক্রম বা শক্তি টিঞ্চার হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—গুহ্যদ্বার বা সরলান্ত্রের উত্তেজনা; সর্দ্দিজ রোগ; তাণ্ডব; কোষ্ঠবদ্ধ; কড়া; উদরাময়; অজীর্ণতা; পামারোগ; পায়ে কড়া ও ক্ষত; জ্বর; দন্তোদ্ভেদ জন্য চর্ম্মরোগ; নখের বিকৃতি; আঘাত; অর্শ; গুহ্যদ্বার বাহির হওয়া বা মলান্ত্র-চ্যুতি; স্বল্পবিরাম জ্বর: পাকাশয়ের বিকৃতি; সর্দ্দি গর্ম্মি; পেশীর অন্ত বা অগ্রভাগের পীড়া; জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ লেপ; স্বরক্ষীণতা; আঁচিল; হুপকাস ইত্যাদি পীড়ায় ইহা ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণতা ও সকল বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ সহ গাঢ় শ্বেত-লেপাবৃত জিহ্বা ইহার প্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ণায়ক লক্ষণ। সকল লক্ষণই উত্তাপে ও শীতল জলে স্নান করিলে বৃদ্ধি হয়। রৌদ্র আদৌ সহ্য করিতে পারে না। যে সকল শিশু ও অল্পবয়স্ক বালকগণের মোটা হইবার সম্ভাবনা, কিম্বা যে সকল ব্যক্তির প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকে, তাহাদের হঠাৎ মলকাঠিন্য হইলে কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময়, নাড়ী কঠিন ও দ্রুত প্রভৃতি লক্ষণে অ্যান্টিম-ক্রুড্: বিশেষ উপযোগী। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) শিশুর দিকে কেহ দৃষ্টি করিলে বা কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে সে বড়ই অসন্তুষ্ট হয়, শীতল জলে স্নান করিতে চাহে না; রোগীর উত্তাপ আদৌ সহ্য হয় না। (২) মুখমণ্ডলে ব্রণ; ওষ্ঠসংযোগস্থল ফাটা (Cracked); গণ্ড ও চিবুকের উপর পীতবর্ণ চিপিটিকা (Crusts) বা মামড়ী পড়া। (৩) জিহ্বা শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত;—যেন দুগ্ধ মাখান। (৪) কর্ণের উপর ও পশ্চাতে রসাল পীড়কা বাহির হওয়া। (৫) হস্তের নখ সকল আপনা হইতে ফাটিয়া যায় এবং তন্নিম্নের মাংস কঠিন হইয়া যায়। (৬) দেহের স্থানে স্থানে কঠিন মাংসাঙ্কুর জন্মান (Horny excrescences)। (৭) দন্তের মাড়ি সকল বিরল বা ছিদ্রময়,—তাহা হইতে সহজে রক্তপাত হয়। (৮) বিকৃত রুচি,

চাটুনী ও অম্ল দ্রব্যাদি আহারে আকাঙ্ক্ষা। (৯) নিরন্তর বায়ু নির্গমন বা বাতকর্ম্ম। (১০) মলতারল্য,—সশব্দে বায়ু নিঃসরণ সহ তরল আঠার ন্যায় মল নির্গত হয়; তরল মলের সহিত গুটিলা মিশ্রিত থাকে। (১১) বক্ষমধ্যে কণ্ডুয়নজনিত কাসি, উষ্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশান্তে বৃদ্ধি। (১২) দেহের স্থানে স্থানে এবং চিবুকের উপর ঘন চিপিটিকাবৃত ক্ষত এবং স্পর্শমাত্রে তাহা হইতে শোণিত নির্গত হয়। (১৩) গাত্রত্বকে ব্রণ ও রসগুটী বা বিজগুড়ী, (Vesicles) বাহির হয়। (১৪) পদতল অত্যন্ত স্পর্শকাতর; পদতলে এবং পদপৃষ্ঠে কড়া (Corns) জন্মায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—শিশু সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট, খিটুখিটে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে বা তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে সহ্য করিতে পারে না, কেহ তাহার সহিত কথা কহিবে বা সে কাহারও সহিত কথা কহিবে তাহা সে ভালবাসে না (অ্যান্টিম্-টার্ট: আয়োড্: সিলি:), কেহ তাহার কোন কাজ করিলেই রাগ। অত্যন্ত বিমর্ষভাব ও ক্রন্দন। জীবনে ঘৃণা। ভাবনাযুক্তা ও রোদনপরায়ণা, সামান্য কারণে তাহার মনে দুঃখের বা শোকের উদ্রেক হয় (পল্সে:); অত্যন্ত নৈরাশ্য, জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহে (ড্রোসেরা: হ্রাস্-টক্স্: সিকেল্: সিলি:)। পয়ার ছন্দে কথা কহিবার বা পদ্য আবৃত্তি করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা। চন্দ্রালোকে কাব্যময় ভাব বা প্রেম উথলিয়া উঠে এবং প্রেমোন্মাদ; অপ্রতিদত্ত-প্রণয়জনিত পীড়াদি (ক্যাল্কে-ফস্)।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—নদীস্নানজনিত; ঠাণ্ডা লাগার জন্য; সুরাদিপানজনিত; পরিপাকশক্তির বিকৃতি, অম্লাদি, তৈলাক্ত দ্রব্যাদি ও ফল ভক্ষণাদি জনিত মাথাব্যথা,—মূর্দ্ধাদেশে ও সোপানারোহণ কালে বেদনার বৃদ্ধি, উদ্ভেদ অবরোধ বশতঃ শিরোবেদনা। শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব সহ ললাটদেশ ভার বোধ।

চক্ষু।—বহিরাপাঙ্গে (External canthi) ব্যথা। অক্ষিপুটের দীর্ঘব্যাপী আরক্ততা। চক্ষু লালবর্ণ, কণ্ডুয়ন ও প্রদাহযুক্ত এবং সঞ্চিত শ্লেষ্মায় অক্ষিপুট জুড়িয়া যায়। চক্ষু মধ্যে ও অক্ষিপুটোপরে রসগুটী উদ্গত বা বাহির হয়।

কর্ণ।—আরক্ত, স্ফীত এবং কর্ণ-পশ্চান্নলী (Eustachian Tube) মধ্যে বেদনানুভব। কর্ণমধ্যে টিং টিং শব্দ; বধিরতা। কর্ণের চতুর্দ্দিকে রসগুটী বাহির হওয়া।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র ও ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল ব্যথাযুক্ত; ফাটা ও চটাবৃত (কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো: গ্রাফ্: অ্যাসিড-নাই:) নাসিকা হইতে রক্তস্রাব,—সন্ধ্যাকালে এবং শিরোবেদনা অন্তে (নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে শিরোবেদনার উপশম = বীউফো, মিলিলোট্: ম্যাগ-সল্ফ: ফেরাম্-ফস্:), তৎসহ শিরোঘূর্ণন। কাসিলে নাসিকার পশ্চাদ্দ্বার হইতে (Posterior Nares) শ্লেষ্মা নির্গত হয় (এল্যান্: ব্যারাই: হিপ্: লিলী-টাই ন্যাট্-সল্ফ:)। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দি হয়।

মুখমণ্ডল।—রসগুটী (Vesicles), ঘনগুটী বা ফুস্কুড়ি (Pimples), স্ফোটক

(Boils)। গণ্ডদেশে পীতাভ চটাবৃত ক্ষত। ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল ফাটা ও বেদনাযুক্ত। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক।

মুখগহ্বর।—লবণাক্ত লালা। জিহ্বা, পুরু ও শ্বেত-লেপাবৃত,—যেন চূণ বা দুগ্ধলিপ্ত (আর্নিকা: আর্সি: ব্রাই. গ্লোনইন:: নক্স ; সিপীয়া)। দন্ত হইতে মাড়ী সকল অপসৃত (মার্ক:) হইয়া যায় এবং সামান্য কারণে রক্তস্রাব হয়। দন্তশূল,—কীট ভক্ষিত শূন্যগর্ভ দন্তে (কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: হায়ো: ল্যাকে: মার্ক্: ষ্ট্যাফ্:) বেদনা; বৃদ্ধি=রাত্রিতে (বেল: কার্ব্বো-ভেজি: মার্ক্: হ্রাস্: ষ্ট্যাফি:), আহারান্তে (বেল্. ব্রাই· মার্ক্: ন্যাট্-মিউ: নক্স-ভম্: ষ্ট্যাফ্: সল্ফার) এবং ঠাণ্ডা জলে (সল্ফার: নক্স্: পল্সে: কফী:) ; জিহ্বা দ্বারা দন্ত স্পৃষ্ট হইলে মনে হয় যেন একটী শিরা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ; গৃহবহির্দ্দেশে বায়ুসেবনে উপশম। মুখের পচনশীল ক্ষত (Cancrum oris), প্রায়ই হয় (আর্জেণ্ট্ নাই: মার্ক্-কব্: অ্যাসিড্-সাল্ফঃ)।

কণ্ঠনালী।—কাসিলে নাসিকার পশ্চান্মুখ (Posterior Nares) হইতে পীতাভ শ্লেষ্মা নির্গত হয় (এল্যান্ঃ ব্যারাইঃ ন্যাট্-স্লাল্ফঃ লিলী-টাইগ্রন্:)।

পাকাশয়।—অতি আহার জনিত পাকাশয়িক (Gastric) রোগাদি। পরিপাক্ শক্তি দুর্ব্বল, সহজে বিকৃত হইয়া যায় ; জিহ্বা পুরু দুগ্ধবৎ শ্বেতলেপাবৃত। রুটী, মিঠাই, অম্লদ্রব্য, অম্লাক্ত বা খারাপ সুরাপান, ঠাণ্ডাজলে স্নান, অত্যন্ত উত্তাপ লাগা এবং গ্রীষ্ম প্রভৃতি জনিত পাকাশয়িক ও অন্ত্রাশয়িক রোগাদি। অম্ল ও চাট্নী খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা। ক্ষুধারাহিত্য। সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে তৃষ্ণা। উদ্গারের সহিত অপরিপাচিত বা অজীর্ণ দ্রব্যাদির স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় (ক্যাল্কেঃ কষ্টিঃ ইপিকৃঃ ফস্ঃ সিলিঃ)। বুকজ্বালা, বিবমিষা ও বমন। শিশু স্তন্যপানান্তে দধিভাবে পরিণত দুগ্ধ-বমন করে (ইথীউঃ ম্যাগ্-ফস্ঃ) ও তৎপরে পুনরায় স্তন্যপান করিতে চাহে না এবং অত্যন্ত খিট্খিটে ভাব প্রকাশ করে। ঊর্দ্ধদ্বার ও অধোদ্বার উভয় দিক দিয়াই পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসরণ। মুখমধ্যে পুনঃ পুনঃ মিষ্ট স্বাদযুক্ত লালা সঞ্চয়। আহারান্তে উদরাধ্মান।

মল।—উদরাময় ও মলকাঠিন্য পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়,—(বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তির)। অম্ল, অম্লাক্ত সুরা, ঠাণ্ডা জলে স্নান ও অতি আহার প্রভৃতি জনিত উদরাময়। কঠিন মলের সহিত তরল মল মিশ্রিত ; অন্ত্রাশয় হইতে শোণিত স্রাব। মলদ্বার হইতে কল্তানি বা রস স্রাব,—পরিধেয় বস্ত্র পীতবর্ণে রঞ্জিত হয়। শ্লেষ্মাস্রাবী অর্শ হইতে নিরন্তর শ্লেষ্মা নির্গলিত হইয়া থাকে ;—বিদ্ধকরণবৎ বেদনা ও জ্বালা (অ্যামন্-মিউ: ক্যাপ্সি: পল্সে:)। কেবল আমময় মল। জলবৎ মলের সহিত কঠিন গুটিলা বা ঘনীভূত দুগ্ধপিণ্ড (ভ্যালি:) নির্গমন।

মূত্র।—পুনঃ পুনঃ বেগ,—মূত্র ঘোলা এবং দুর্গন্ধযুক্ত—নির্গমনকালে জ্বালা ও কোমর বেদনা। স্বর্ণবৎ পীতাভ (অ্যা-কার্ব্বল্ ; কার্ডীউয়াস-মেরি: সিফিলাইন:) ; কখনও বা ফ্যাকাসে লাল এবং অনেকক্ষণ স্থিত হইলে তন্মধ্যে রক্তের লাল কণিকা দৃষ্ট হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছার বৃদ্ধি ; অশ্লীলভাব মনে আসা ; নৈশঃ রেতক্ষরণ বা স্বপ্নদোষ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোত্তেজনা ও কণ্ডুয়ন। ঋতুপ্রকাশের অগ্রে দন্তশূল (আস্ঃ হ্যাট্-মিউ); ঋতু অত্যন্ত অকালে প্রকাশ পায় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাবশীল। ঠাণ্ডা জলে স্নানজনিত ঋতু বন্ধ বশতঃ ডিম্বাধার প্রদেশে (Ovarian region) স্পর্শাসহনীয়তা এবং তলপেটে চাপ বোধ। প্রদর,—স্রাব জলবৎ, কষায় (Corrosive ক্যামো: ক্রিয়ো: হ্যাট্-ফস্:) এবং জমাট শ্লেষ্মা খণ্ডশঃ নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—হুপ্‌কাসি,—রৌদ্রে দেহ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে বা ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে বৃদ্ধি; প্রকোপান্তে কেবল একবার "হুক্" করিয়া কাসি হয় মাত্র। কাসি,—উষ্ণগৃহে প্রবেশ করিলে বৃদ্ধি হয় (ব্রাই: লাই: পলসে:),—বক্ষমধ্যে জ্বালা (ল্যাকে: ফস্: স্পঞ্জী: জিঙ্ক্:) ও কণ্ডুয়ন। অত্যন্ত রৌদ্রে বিচরণজনিত স্বরভঙ্গ। কাসিলে নাসিকার পশ্চান্নলী হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

পৃষ্ঠদেশ।—আসন হইতে উত্থানকালে শ্রোণি বা নিতম্বদেশে ভয়ানক বেদনা (সাইক্লে: ল্যাকে: সল্‌ফ্:) অনুভূত হয়, কিন্তু একটু পাদচারণ করিলে আর থাকে না (আর্জেণ্ট্-নাই:)। সন্ধ্যার পর শয়নান্তে কিম্বা প্রাতে গ্রীবাপৃষ্ঠ (Nape of neck) হইতে পৃষ্ঠের হাড়ে (অংশফলক) পর্য্যন্ত যেন আড়ষ্ট হইয়া বা সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভব; হেঁট হইলে, বাহু সঞ্চালনে এবং বামদিকে মস্তক ফিরাইলে বৃদ্ধি।

প্রত্যঙ্গাদি।—লক্ষণাদি প্রতিবার প্রকাশ কালে ভিন্ন ভিন্ন পার্শ্ব আক্রমণ করে বা স্থান পরিবর্ত্তন করে। পদতলে বৃহৎ ও অত্যন্ত কঠিন কদর বা কড়া (র‍্যাণান্-বাল্‌বো:); পাদচারণকালে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রস্তরাবৃত ভূমিতে চলিলে। অঙ্গুলিতে বাতাশ্রিতবৎ বেদনা—অঙ্গুলি-নখ সকল কোন ভারদ্রব্য দ্বারা নিষ্পেষিত হইলে বা আপনা হইতে বিভক্ত হইয়া এরূপ বেদনা জন্মায় এবং নখতলে মাংস কড়ার ন্যায় কাঠিন্যযুক্ত হইয়া থাকে।

ত্বক্।—রৌদ্র আদৌ সহ্য হয় না; রৌদ্রে পরিশ্রম করিলে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয় (ল্যাকে: হ্যাট্-মিউ:); অধিক অগ্নির উত্তাপ লাগিলেও লক্ষণাদির বৃদ্ধি হয়; গ্রীষ্মকালে সামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে; রৌদ্র-দহন-জনিত পীড়াদি;—ফুস্কুড়ি, চুল্‌কুনী, ব্রণ প্রভৃতি। সুরাসেবনজনিত বৃহৎ আরক্তিম ব্রণ। ঠাণ্ডাজলে স্নান করিতে বিরক্তি; শিশুকে ধৌত করিলে বা ঠাণ্ডাজলে স্নান করাইবার সময় চীৎকার; শীতল জলে স্নান জনিত আর্ত্তবরোধ; জলে পতন বা সন্তরণ বশতঃ সর্দ্দি (হ্রাস্-টক্স:)। আমবাত। হাম প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভেদ, সমপৃষ্ঠ আঁচিল; কঠিন কড়া। শয্যায় দেহ উষ্ণ হইলে গাত্রকণ্ডুয়ন আরম্ভ হয়। আঁচিল (থুযা: স্যাবাই: কষ্টি: টিউক্রী)।

নিদ্রা।—দিবসে, বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্নে, অত্যন্ত নিদ্রালুতা। প্রাতে ৭টার সময় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

জ্বরাদি।—মধ্যাহ্নে তৃষ্ণাসহকারে কম্প দিয়া জ্বর আইসে। অপরাহ্নে ৪টার সময় শীতবোধ—উষ্ণগৃহে, উনুন বা অগ্নির আধারের নিকটেও উপশম হয় না (উত্তাপে উপশম

=আর্স: কোর্‌য়্যালীয়াম্‌-রুব্রাম্‌; ইগ্নে: উত্তাপে আধিক্য=এপীস্‌; ইপিক্‌:) জ্বরের প্রকোপ একটু প্রশমিত হইলেই রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। শ্বাস গ্রহণ করিলে নাসিকা মধ্যে শৈত্য বোধ হয়। ত্বকের শুষ্কতা ও ঘর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়;—প্রত্যহ একই সময়ে আবির্ভাব হয়, সাধারণতঃ প্রতি দ্বিতীয় রাত্রিতে; "সবিরাম জ্বরাধিকারে রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ও দুঃখিতান্তঃকরণ বিশিষ্ট হয়"—(ডাঃ ন্যাশ্‌)।

বৃদ্ধি।— আহারান্তে; ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে; অম্লাক্ত দ্রব্যাদি আহারে; রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপে; শীত বা গ্রীষ্মের আতিশয্যে বৃদ্ধি।

উপশম।—বায়ুসেবনে; বিশ্রামে এবং গরম জলে স্নান করিলে উপসর্গের উপশম।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—সিলিশীয়া=নখের বৃদ্ধি রোধ; গ্র্যাফাইটিস্‌=নখ পুরু ও বাধাপ্রাপ্ত-বৃদ্ধি; থুয়া:=নখ সকল ভঙ্গপ্রবণ, চূর্ণ ও বিকৃতাকার হইয়া যায়। স্বেদ নির্গলন বশতঃ পদতল ক্ষতযুক্ত হয়=ব্যারাইটা; পদতল স্পর্শাসহ ও বেদনাযুক্ত হয়= পল্‌সেটিলা; পাদচারণ কালে গুল্‌ফ ও পদাঙ্গুলি বেদনাযুক্ত বোধ=লিডাম্‌; জানুর উপর ভর না দিয়া চলিতে পারে না=মিডহ্রাইনাম্‌; পদতল স্ফীত ও ব্যথান্বিত=লাইকো-পোডীয়াম্‌। ষ্ট্রামো=কেহ তাকাইলে বিরক্তি; সলফর=স্নানে অনিচ্ছা।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক,—স্কীলা।

দোষঘ্ন।—ক্যাল্‌কে, হিপার, মার্ক্‌। পল্‌সের পরে বা পূর্ব্বে উপযোগী।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ বা ২০০ শতমিক ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া উত্তম ফললাভ করা যায়।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ দিন পর্য্যন্ত।

অ্যাণ্টিমোনিয়াম আয়োডেটাম্‌

(ANTIMONIUM IODATUM).

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হাঁপানি, শ্বাসনালীর প্রদাহ ও ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ।

অ্যাণ্টিমোনিয়াম্ সাল্‌ফিউরেটাম্ অরিয়াম্
(ANTIMONIUM SULPHURATUM AUREUM).

প্রস্তুতি।—প্রথম বিচুর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মুখেব্রণ; ক্ষীণ দৃষ্টি; সর্দ্দি; কোষ্ঠবদ্ধ; অতিসার, অজীর্ণতা; চক্ষুর জ্বালা; নাক দিয়া রক্ত পড়া; ফুসফুস প্রদাহ।

উপযোগিতা ও আভাস।—বক্ষে ও চক্ষে ইহার ক্রিয়া অধিক। নাসিকা ও বায়ুনলীভুজগত বিবিধ প্রকার পুরাতন সর্দ্দি ও কফাদিতে ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ। মস্তকে জ্বালা; অন্ধত্ব প্রভৃতি লক্ষণে ফলপ্রদ।

লক্ষণাবলী।

নাসিকা ও গলমধ্য।—হস্ত মুখাদি ধুইবার সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (ব্রাই:নক্স-ভম্,। নাসারন্ধ্র ও গলমধ্যে বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চয়। গলমধ্য হইতে দুর্গন্ধ কফ নির্গত হয়। গলমধ্য খসখসে বোধ হয় ও কুটকুট করে। ঘ্রাণশক্তি লোপ। মুখে ধাতুর কলঙ্কস্বাদ।

শ্বাসযন্ত্র।—তালুমূলে কণ্ডুয়ন। শ্লেষ্মাসঞ্চয়াধিক্য ও বায়ুনলীভুজদ্বয় শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকনক। বায়ুনলীভুজমধ্যে সঙ্কোচন ও চাপ বোধ। তালুদেশে ও বায়ুনলীভুজমধ্যে আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে (ব্রাই: ক্যালী-বাইক্রম:)। বায়ুনলী-ভুজমধ্যে পূয মিশ্রিত শ্লেষ্মা সঞ্চয় জনিত হাঁপানী (অ্যাণ্ট-টার্ট:)।

মল।—অধিক পরিমাণে মলত্যাগ; বায়ুনির্গমনান্তে হঠাৎ বেগ, তৎপরে প্রথম কঠিন মল, পরে পীতবর্ণ পাতলা চট্‌চটে মল এবং শেষে ভয়ানক অন্ত্রশূল এবং নাভির চতুর্দ্দিকে অন্ত্রকূজন (কুল্‌কুল্ শব্দ)। মল কাঠিন্য, কঠিন মল অতি কষ্টে নির্গত হয়।

ত্বক।—পূযবটীবৎ (Pustules) ব্রণ। গাত্র কণ্ডুয়ন বিশেষতঃ মুষ্কত্বকে (Scrotum) (কষ্টি: গ্র্যাফ: পেট্রোল:) এবং উরুদ্বয় মধ্য প্রদেশে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অন্যান্য অ্যাণ্টিমণি, অরম (চক্ষে), আর্স, ফেরম্, মার্ক সল (নাক দিয়া রক্তস্রাব)।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচুর্ণ।

অ্যাণ্টিমোনিয়াম মিউরিয়াটিকাম
(ANTIMONIUM MURIATICUM).

প্রস্তুতি।—বিচুর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ওষ্ঠের ক্যান্সারে ফলপ্রদ।

অ্যান্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্
(ANTIMONIUM TARTARICUM).

নামান্তর।—(টার্টারেট অভ অ্যান্টিমনি ; পটাশ বা টার্টর এমিটিক্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ; প্রথমে পরিস্রুত জলে তৎপরে স্পিরিটে উচ্চক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে ;—মদাত্যয় বা সুরাপান জনিত মন্দ ফল ; মুখে উপক্ষত ; নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ ; হাঁপানি ; শ্বাসনালীপ্রদাহ ; সর্দি ; পাণিবসন্ত ; ইক্ষাবসন্ত বা মুসুরিকা ; বিসূচিকা ; কাস ; ঘুংড়ী ; অজীর্ণতা ; নানাপ্রকার চক্ষু ও ত্বাচরোগ ; সবিরাম জ্বর ; স্বরনালী প্রদাহ ; কটীবাত ; ফুস্ফুসের পীড়া ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া ; সকম্পপক্ষাঘাত ; ফুস্ফুস্ প্রদাহ ; সন্ধিবাত ; দদ্রু ; গ্রীবাস্তম্ভ ; প্রমেহ দোষ ; অস্থিবেষ্টপ্রদাহ ; পিপাসা , কম্প ; বমন ; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অলসস্বভাব ও শ্লেষ্মাপ্রধানধাতু ব্যক্তিদিগের পীড়াদিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ, বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তি (ডাক্তার গ্রভোগ্‌ মতে) রসবাত-প্রধান-ধাতু-বিশিষ্ট এবং যে সকল পীড়া ভিজা নিম্নতল গৃহে বাসহেতু সম্ভুত হয় (আর্স্ ; অ্যারেণীয়া ; টেরিবিন্থ) তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী। ফুসফুস্-পাকাশয়িক (Pneumogastric) স্নায়ুর উপর আধিপত্য হেতু, অ্যান্টিম-টার্ট শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়, সুতরাং নিম্নোক্ত সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণটী উৎপন্ন হইয়া থাকে—রোগী কাসিলে বোধ হয় যেন তাহার বায়ুনলীভুজদ্বয় শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে,—যেন কাসিলে কত শ্লেষ্মাই উত্থিত হইবে, কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই উঠে না। নিদ্রালুতা, দুর্ব্বলতা ও ঘর্ম্ম ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। সুরাপায়ী ও বাতগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পাকাশয়িক পীড়াতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এতদ্ব্যতীরেকে নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণও ইহার নির্ণায়ক :—(১) অত্যন্ত অবসাদ ও তন্দ্রা। (২) যেন করাতে কাট চিরিতেছে শ্বাসপ্রশ্বাসে এইরূপ শব্দ। (৩) শিশু শঙ্কাযুক্ত ; নিকটবর্ত্তী লোককে জড়াইয়া থাকে ; কেহ তাহাকে ক্রমাগত ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইবে এই তাহার ইচ্ছা ; অত্যন্ত খিটখিটে,—কেহ তাহার গাত্রে হস্ত অর্পণ করিলে মহারাগ। (৪) মুখমণ্ডল ম্লান, যন্ত্রণাব্যঞ্জক, বিকৃতভঙ্গী এবং শীতল ; মুখের পেশী সকল আকুঞ্চিত ও প্রসারিত (Twitch) হইতে থাকে। (৫) গাত্রত্বক শীতল আটাবৎ ঘর্ম্মাক্ত ; (৬) জিহ্বায় পাতলা শ্বেতবর্ণ লেপ এবং মধ্যে মধ্যে কণ্টক সকল (Papillae) দৃষ্ট হয় ; লাল রেখাময় কিম্বা মধ্যরেখাযুক্ত-জিহ্বা শুষ্ক। (৭) বায়ুনলী শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ থাকায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। (৮) কাসিলে গলমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয় ; কণ্ঠ ও ফুস্ফুস মধ্যে শ্লেষ্মাবুদ্বুদ স্ফোটন ধ্বনি শ্রুত হয়। (৯) কাসি, আহারান্তে বা ক্রোধের উদ্রেক হইলে=বৃদ্ধি। প্রায়ই কাসিতে কাসিতে বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা বমিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আরাম বোধ হয়। (১০) দেহের স্থানে স্থানে পূযবটী (Pustules) বাহির হইয়া আরোগ্য হইলে নীল দাগ থাকিয়া যায় ; অতি ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয় এবং অতি বিলম্বে তন্মধ্যে পূয সঞ্চিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—দিবাভাগে প্রফুল্লতা, সন্ধ্যায় উৎকণ্ঠা ও ভয়। শিশু, নিকটে যে থাকে তাহাকেই জড়াইয়া ধরে, কেহ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইবে ইহাই তাহার প্রধান ইচ্ছা; কেহ স্পর্শ করিলেই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে ও কাঁদে; চিকিৎসককে নাড়ী পরীক্ষা করিতে দেয় না (অ্যাণ্ট-ক্রুড; স্যানিক্)। একাকী থাকিতে চায় না—পাছে ভয় পায়। প্রলাপাবস্থায় বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকে ও অত্যন্ত নিদ্রালু হইয়া পড়ে।

মস্তক।—মস্তক মধ্যে জড়তা এবং শিরোঘূর্ণন,—চক্ষুমুদিত করিলে (আর্জেণ্ট নাই; ষ্ট্র্যাম্, ল্যাকে; থুযা; থিরিড্), পাদচারণ করিলে (ন্যাট-মিউ; নক্স্; ফস্; পল্‌সে), কম্পিত দৃষ্টি সহযোগে; মস্তক উত্তোলন কালে (মস্তক ফিরাইলে—কোনায়াম্ ক্যাল্‌কে; ক্যালী-কার্ব্ব; মস্তক সঞ্চালনে = ব্রাই; ক্যাল্‌কে; কোনায়াম; ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে = পল্‌সে, সিলি) মাথা ঘোরা; শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (ব্রাই: ককিউ: ফস্: পলসে)। শিরোবেদনা,—যেন ললাটদেশ বন্ধনী দ্বারা দৃঢ়াবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যাসিড কার্ব্বলিক; অ্যাসিড্ নাই)।

চক্ষু।—চক্ষুর ক্লান্তি, নিদ্রা আকাঙ্ক্ষা করে এরূপভাবে মুদিত হইয়া আইসে; চক্ষু মধ্যে চিড়িক্‌মারা বেদনা। ক্ষীণ দৃষ্টি ইত্যাদি।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে গুণ গুণ শব্দ ইত্যাদি।

মুখ।—জিহ্বা আঠার ন্যায়; সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত—মধ্যে মধ্যে লাল কণ্টক এবং পার্শ্বদেশ আরক্তিম (দুগ্ধবৎ শ্বেত লেপাবৃত = অ্যাণ্টক্রুড্: আর্ণিকা: আর্স্: ব্রাই: গ্লোনইনাম্; নক্স: সিপী: মধ্যস্থলে শাদা, পার্শ্বে লাল = থ্যাম্পিয়াম্: আর্স্-আয়োড; সমল-শ্বেত ও পুরু লেপাবৃত অথবা ঈষৎ পীতাভ = মাইরিকা)। কখনও বা মধ্যস্থল লাল ও শুষ্ক (মধ্যস্থল লাল ও পার্শ্ব শাদা = ক্যামো: মধ্যস্থল লালবর্ণ = আর্স্: কষ্টি:); কখনও বা পাটলবর্ণ ও শুষ্ক (মধ্যস্থল পাটল ও শুষ্ক = ফস্:পাটল ও শুষ্ক = স্পঞ্জীয়া:)। মুখমণ্ডল,—হিমবৎ শীতল, নীলিমাযুক্ত ও রক্তহীন, শীতল স্বেদলিপ্ত (ট্যাবেকাম্)।

বাতাশ্রয়জনিত দন্তশূল।—মুখের সমস্ত পার্শ্বব্যাপী, কখন কখন সেই পার্শ্বস্থ সমগ্র মুখ, মস্তক ও গ্রীবাদেশে ছেদনবৎ বেদনা (অ্যাসিড্-ফস)।

পাকাশয়।—শূন্যোদ্গার; আপেল ফল খাইবার অনিবার্য্য ইচ্ছা (অ্যালো; টক্ ও চাট্‌নী খাইবার আগ্রহ = অ্যাণ্ট-ক্রুড্:)। **বমন**,—দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন ব্যতীত আর সকল অবস্থাতেই বমনাতিশয্য, অবশেষে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে; দুগ্ধ পানের পর বমন, প্রবল বমনেচ্ছা ও চেষ্টা তৎপরে নিদ্রালুতা ও একান্ত অবসাদ। বিসূচিকা রোগাধিকারে অত্যন্ত ভেদ, ললাটাদি দেশে অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম (ভেরেট্রাম্)। শীতল জল পান করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ, পুনঃ পুনঃ কিন্তু অল্প পরিমাণে (আর্স্:) পান।

নিম্নোদর।—পেট বেদনা সহ শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা।

মল।—পীত-কপিশ অর্থাৎ হল্‌দে বা কটা বর্ণের তরল, পিত্তমিশ্রিত ও শ্লেষ্মাময় মল; কখনও বা জলবৎ, সবুজবর্ণ এবং মলদ্বারে উত্তাপবোধজনক মল; কখন বা

আঠামর সুরাফেন (yeast) বৎ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ বা পূতিগন্ধযুক্ত মল ; পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিসার।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসরোধ,—জলে নিমজ্জনাদি বাহ্য কারণবশতঃ ; বায়ুনলীভুজ মধ্যে শ্লেষ্মাধিক জনিত ; ফুস্‌ফুসের আসন্ন পক্ষাঘাতসূচক ; গলমধ্যে বা বায়ুনলী মধ্যে বাহির হইতে কোনও (Foreign) পদার্থ প্রবেশ বশতঃ প্রদাহ উৎপন্ন পীড়া ; নিদ্রালুতা ও আচ্ছন্নতা বা মোহ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময় রক্তশূন্য, শ্বাসরহিত ও যেন হাঁপাইতে বা খাবি খাইতে থাকে,—নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ। মুমূর্ষু ব্যক্তির "গলঘড়্‌ঘড়ী" উপশমিত করে (ট্যারান্টিউ)। ফুসফুস প্রদাহ (Pneumonia) সহ পাণ্ডুরোগ (Jaundice),—বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের প্রদাহ। স্বরভঙ্গ,—প্রাতে গলমধ্যে কর্কশতা ও তরল শ্লেষ্মা জমা;—কাসিবার পর, কথা কহিলে বৃদ্ধি। বায়ুনলীমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড়্‌ ঘড়্‌ করে অথচ কাসিলে উত্থিত হয় না। বায়ুনলী-ভুজের উর্দ্ধাংশে ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ বহুদুর হইতে শ্রুত হয়। রাত্রি ৩টার সময় বক্ষমধ্যে চাপ বোধ ও শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়,—শ্বাস প্রশ্বাস সরল হইবার জন্য রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় ; কিয়ৎকাল কাসি ও কতকটা শ্লেষ্মা উঠিবার পর উপশম। দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস,—যেন তাহার শ্বাসরোধ হইয়া যাইবে। পর্যায়ক্রমে কাসি ও জৃম্ভণ। আহার করিলে কাসি বৃদ্ধি হয় ;—কাসিতে কাসিতে হাই উঠে (বেল্‌: লোবেল্‌: ওপী:)। ফুস্‌ফুসের স্ফীতি, ও পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা। ফুসফুস্‌ প্রদাহ (Pneumonia)—ফুস্‌ফুসের যকৃদ্ভাবপ্রাপ্তি (Hepatization) অবস্থা,—ফুস্‌ফুস্‌ স্ফীত হয় এবং উহা হইতে রস স্রাব (Exudation) হইতে থাকে ; বক্ষোপরে অঙ্গুলির আঘাতে ঢপ্‌ ঢপ্‌ শব্দ হয় ; শ্বাস প্রশ্বাসের কূজন (Crepitation) শ্রুত হয় না ; শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ; রোগী রক্তহীন দেহ, দুর্ব্বল ও নিদ্রালু হইয়া থাকে।

হৃদপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌স্পন্দন ; নাড়ী—কঠিন, দ্রুত, ক্ষুদ্র ; দুর্ব্বল বা কম্পনশীল ; অননুভবনীয়।

পৃষ্ঠ।—ত্রিকাস্থি-শ্রোণিদেশীয় (Sacro-lumbar) অর্থাৎ পশ্চাৎ কটী নিম্নপ্রদেশে ভয়ঙ্কর বেদনা ;—উঠিবার সামান্য চেষ্টা করিলেই বমনোদ্রেক হয় এবং শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম হইতে থাকে। মেরুদণ্ডের নিম্নাগ্রে অত্যন্ত ভারবোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—পেশীর স্পন্দন। সমগ্র দেহের আভ্যন্তরিক কম্পন ; মস্তকের এবং হস্ত পদাদির পক্ষাঘাতিক স্পন্দন। সুরাপায়ীদিগের দেহকম্পন ও প্রাণ "আইঢাই" করা।

ত্বক।—ত্বকে কণ্ডূয়ন শীল পীড়কা বা উদ্ভেদ ; পাচড়া ও বসন্তের ন্যায় কণ্ডু বা উদ্ভেদ ; পৃষ্ঠব্রণ ইত্যাদি।

জ্বরাধিকার।—শৈত্যবোধ, কম্পন এবং শীত প্রধান জ্বর। অত্যুগ্র উত্তাপ। অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম। শীতল, আঠাবৎ ঘর্ম্ম এবং অত্যন্ত নিদ্রালুতা। জ্বরের প্রকোপ কালে রোগী চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না—এত নিদ্রা যায় ; নিদ্রাভঙ্গান্তে অত্যন্ত নৈরাশ্য ও বিষাদ। দীর্ঘকাল ব্যাপী শীতের পর দীর্ঘকালব্যাপী উত্তাপ,—দেহ সঞ্চালন মাত্রে বৃদ্ধি হয়। নিম্নতলের গৃহে বা ভিজা ভূমিতে বাসজনিত (আর্স্‌: অম্নোডে ন্যাট-সাল্‌ফ:) জ্বর।

নিদ্রা।—প্রায় সকল লক্ষণের সহিতেই অত্যন্ত নিদ্রালুতা বা অনিবার্য্য নিদ্রাবেশ। নিদ্রাকালীন দেহের আকস্মিক স্পন্দন বা রোগী চম্‌কাইতে থাকে।

বৃদ্ধি।—নিম্নতলে বা ভিজা ভূমিতে বাস করিলে; শীতল জলীয় বায়ুতে; রাত্রিতে শয়নান্তে; গৃহের উত্তাপে; বসন্তকালে বায়ু পরিবর্ত্তনের সময় (ক্যালী-সলফ: ন্যাট-সল্‌ফ:)।

উপশম।—নির্ম্মল, শীতল বায়ুতে; সোজা হইয়া বসিয়া থাকিলে; শ্লেষ্মা নির্গমনান্তে; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে (ট্যাবেকাম্:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ,—অ্যাকোন (ঘুংড়ী), ইথুজা, ইপিকা (বমন); অ্যামনকর্ব্ব, আর্স্ ব্রায়ো (ফুস্‌ফুসে); ল্যাকেসি (শ্বাসক্লেশ); লাইকো (ফুস্‌ফুস); ভিরেট্রা (শূল ও বমন) ওপিয়ম (তন্দ্রা)।

দোষঘ্ন।—অ্যাসাফি, চায়না, ককুলস, কোনা, ইপিকা, ওপি, পল্‌স, সিপিয়া ইত্যাদি।

তুলনীয়।—লাইকোপোডীয়ামের সদৃশ, কিন্তু ইহার নাসাপুটের পাখার ন্যায় গতির পরিবর্ত্তে, অ্যাণ্ট্‌টার্টে নাসাপুটের কেবল আকুঞ্চন ও প্রসারণ প্রতীয়মান হয়। ভেরেট্রামেরও সদৃশ, কারণ উভয়েতেই ভেদ, বমন, বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্ম এবং অম্ল ভক্ষণেচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। ভেরেট্রাম্ অপেক্ষা অ্যান্টিম্-টার্টে অধিক পরিমাণে পৈশিক আনর্ত্তন, নিদ্রালুতা এবং প্রস্রাববেগ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু ভেরেট্রামে আবার অ্যান্টিম্-টার্ট্ অপেক্ষা অধিক শীতল ঘর্ম্ম ও অবসাদ জনিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিয়ৎ পরিমাণে ইপিকাকুয়ান্‌হার‌ও সদৃশ, কিন্তু অ্যান্টিম টার্টে বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস বশতঃ নিদ্রাবেশ আধিক্য এবং বিবমিষা ও বমনান্তে উপশম বিদ্যমান থাকে। যখন ফুস্‌ফুল্ অবসন্ন হইয়া আইসে, রোগী নিদ্রালু হইয়া পড়ে এবং কাসি কমিয়া আইসে, তখন ইপিকাকের পবিবর্ত্তে অ্যান্টি-টার্ট্ প্রযোজ্য। গোবীজে টীকা দোষজনিত রোগাদিতে, থুযা ফলদায়ক না হইলে এবং সিলিশীয়ার লক্ষণাভাব থাকিলে অ্যান্টিম্ টার্ট: প্রযোজ্য।

বায়ুনলী মধ্যে অন্য কিছু পদার্থ প্রবেশ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রাধিকারে সিলিশীয়ার পূর্ব্বে, সংরুদ্ধ প্রমেহে পল্‌সেটিলার পূর্ব্বে এবং ভিজা মেজেতে বাসজনিত রোগাদিতে টেরিবিন্থের পূর্ব্বে ব্যবহার প্রসিদ্ধ।

শিশুর কাসিতে অ্যান্টিম্-টার্ট্ ফলোপধায়ক না হইলে হিপার প্রযোজ্য। বসন্তকালে ও শরৎকালে, জলীয় বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে, শিশুদিগের যে কাসি বৃদ্ধি হয় তখন তাহাতে অ্যান্টিম্ টার্ট্ বিশেষ ফলদায়ক।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৩০ শতমিক ক্রম এবং ২০০শ শক্তি ফলপ্রদ।

———

অ্যাণ্টিপাইরিণাম্ (ANTIPYRINUM).

নামান্তর।—ফেনাজোন্।

প্রকৃতি।—আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত এক প্রকার পদার্থ হইতে বিচূর্ণ ও টিঞ্চার উভয় হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; রজঃকৃচ্ছ্রতা, অসাড়ে মূত্রস্রাব; মৃগী; নাক দিয়া রক্তস্রাব; আরক্তবর্ণ পীড়কা, হাম, শিরঃপীড়া, হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া, মানসিক বিকৃতি; গলক্ষত; দন্তশূল ও আঘাত।

উপযোগিতা ও আভাস।—গ্রীবার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য পিন্‌বেধবৎ অনুভব; বক্ষঃস্থল ও উদর মধ্যস্থিত যন্ত্রাদি ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব সহযোগে মূর্চ্ছা ও পতন; সর্ব্বাঙ্গন পৈশিক সঙ্কোচন, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ, এবং প্রাণ আইটাই করিতেছে ইত্যাদিরূপ অনুভূতি সহযোগে মৃগীবৎ (Epileptic) আক্ষেপ বা আবেশ; দেহের নীলবর্ণত্ব; হিমাঙ্গ ও শরীর ক্রিয়ার স্তম্ভ বা হিমাঙ্গ অবস্থা (Collapse); দেহাভ্যন্তর তুষাররাশি পরিপূর্ণ বোধ; দেহের নানাস্থানে পিত্তজ উদ্ভেদ, অরুণিকা (Erythema) বা আঘাত,—প্রথমে মুখমণ্ডলে ও বাহুতে এবং অবশেষে পদদ্বয়ে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম; নাসিকা হইতে শোণিত-স্রাব; রাত্রিতে অসাড়ে মূত্র ত্যাগ প্রভৃতি কয়েকটী ইহার প্রধান ক্রিয়াফল। দক্ষিণাঙ্গের সহিত ইহার ঘনিষ্টতা অধিক,—যথা—দক্ষিণ বক্ষঃ, দক্ষিণ বাহু, দক্ষিণ মুষ্কত্বক্ এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষ মধ্যে বেদনাধিক্য (পিন্ বিদ্ধ করণবৎ) প্রতীয়মান হয়। উষ্ণ জলাদি পানে লক্ষণাদির উপশম হয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়ার মধ্যে মানসিক বিষাদ সহ রজঃকৃচ্ছ্রতা। মনোবৃত্তির উপর ক্রিয়ার মধ্যে উন্মাদ হইবার আশঙ্কা এবং শ্বাসযন্ত্রের উপর ক্রিয়ার মধ্যে ক্রমশঃ হ্রাসান্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল শ্বাসপ্রশ্বাস (Cheyne stokes Respiration = অ্যাকো-ফেরম্: গৃণ্ডিঃ ক্যালী-সায়াঃ ইত্যাদি) প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—চৈতন্যলোপ; উন্মাদ হইবার ভয় (অ্যাম্ব্রাঃ অ্যাক্টীয়াঃ ক্যাল্‌কে-কার্বনিকা-ল্যাক-ক্যান্ঃ লিল-টাইঃ সিফিল্ঃ); স্নায়বীয় উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা (অ্যাকোঃ চিনিন্-আর্সঃ ক্যালী-ফস্ঃ ল্যাকেসিস্ঃ লিল-টাইঃ মেডহাইন্ঃ প্‌সোরাইন্ঃ ষ্ট্যাঙ্গীউঃ সিপীঃ); দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি (অ্যান্‌হালোঃ কানাবিস্-ইন্ঃ অ্যাব্‌সিন্থঃ অ্যাকৃটীঃ কোকেইন্ঃ ক্যালী-ব্রম্ঃ ওপীঃ ষ্ট্র্যাম্ঃ)। অবিচ্ছিন্ন বেদনা।

মস্তক।—দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনাসহ দন্তশূল (বেল্ঃ ইউপেটোরঃ ক্রীয়োজোটাম্ঃ পেট্রোল্ঃ সিপীয়াঃ সল্‌ফারঃ ভেরেট্রাম্ঃ); দৃঢ়াবদ্ধভাব (অ্যাকোন্ঃ আর্ণিঃ; ক্যাক্টাস্; ককীউঃ গ্রাফ্ঃ ন্যাট্-মিউঃ অ্যাণ্ট্-টার্টঃ) ও উত্তাপ সঞ্চার (অ্যামিল্ঃ ল্যাকেঃ)। উভয় কর্ণের পশ্চাতে বিদারণবৎ বেদনা। দন্তশূঃ সহ শিরোবেদনা।

চক্ষু।—অক্ষিপুটে স্ফীতি বশতঃ চক্ষু বুজিয়া থাকে ; অশ্রুনিঃস্রবণ সহ চক্ষুর পাতার অভ্যন্তরে (Conjunctiva) লাল ও স্ফীত (বেল্: ইউফ্রে: হায়ো: মার্ক্: নক্স: স্পাইজি: থূযা, আর্জেণ্ট্: স্থাবাড্: ভ্যালি:)। চক্ষুর স্বচ্ছত্বকের বা শাদা অংশের (Cornea) উপর লাল বিন্দু বিন্দু দাগ (এপীস্:)।

কর্ণ।—বেদনা ও ঝিঁঝিঁ শব্দ (অ্যামন্-কার্ব্ব: বেল্: ক্যাল্কে: কষ্টি: গ্রাফ্: মস্কাস্: হ্যাট-মিঃ পল্সে:; সল্ফার)। বিবরমধ্যে কণ্ডুয়ন (আগার্: অ্যামন্-কার্ব্ব::আর্জেণ্ট: সলফার্:)।

মুখমণ্ডল।—স্ফীত এবং গাঢ় রক্তিমবর্ণ বিশিষ্ট (বেল্: ব্রাই: ক্যামো: হায়ো: ওপী: ষ্ট্র্যামো:) ; দন্তশূল।

মুখবিবর।—ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত (বেল্: লাইকোপ্: মার্ক্: হ্যাট্-মিউ: হ্রাস্:)। মুখমধ্যে ও মাড়ীতে জ্বালাবোধ (কার্ব্বো ভেজি: মেজেরীয়াম্ঃ) ; ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে ক্ষত, রসগুটী বা ফোস্কা (বোরাক্স্ঃ মার্ক্ঃ অ্যাঃ নাইট্রিক্ঃ আর্জেণ্টঃ হেলিবোঃ লাইকোঃ হ্যাট্-মিঃ)। গণ্ডদেশে ঈষৎ উন্নত স্ফীত (এপীস্ঃ মার্ক্ঃ) ; জিহ্বা স্ফীত (আর্স্ঃ এরাম্ঃ বেলঃ ক্যান্থাঃ হেলিবোঃ মার্ক্ঃ হ্রাস্ঃ সল্ফার্ঃ)। রক্তাক্ত লালা স্রাব।

গলমধ্য।—গলাধঃকরণ কালে বেদনানুভূতি (বেল্ঃ এপীস্ঃ আয়োড্ঃ মার্ক্-আয়োড-ফ্লেভাস্ঃ ফাইটোঃ মার্ক্-সায়ানেটাস্ঃ) ; দুর্গন্ধ পূয গয়ার রূপে বহির্গত হয় (Expectorated =ক্যাল্কেঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ সিঙ্কোনা ; কোনায়াম্: ফেরাম্: হিপারঃ ক্যালী-কাঃ ক্রীয়োজোটঃ লাইকোপ্ঃ অ্যাসিড্ নাইঃ নাইট্রাম্ঃ ফস্ঃ সিপীঃ ষ্ট্যান্ঃ ষ্ট্যাফ্ঃ)। স্ফোটক,—শ্বেতবর্ণ ত্বকাবৃত। জ্বালানুভূতি (আর্স্: ক্যান্থাঃ ল্যাকেঃ মার্ক্ঃ ফস্ঃ)।

পাকাশয়।—বিবমিষা, বমন, জ্বালা বোধ ও বেদনা অনুভূত হয় (আর্স্ঃ)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা বশতঃ রোগী হেঁট হইয়া পড়ে এবং চীৎকার করে (কলোঃ)।

জননেন্দ্রিয়।—মূত্র যন্ত্র ও মূত্রের পরিমাণ হ্রাস। অপত্যপথে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা। সংরুদ্ধ রজঃ। জলবৎ প্রদর স্রাব (কার্ব্বো-অ্যানিমঃ সিঙ্কোনঃ গ্র্যাফ্ঃ ক্যালী-হাই: নাইট্রাম্ঃ)।

শ্বাসযন্ত্র।—সর্দ্দি,—জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব (অ্যাকোঃ আর্স্ঃ অ্যালীয়াম্-সীপাঃ ইউফ্রেজীয়াঃ) ; নাসারন্ধ্র মধ্যস্থিত ঝিল্লি স্ফীত ; ললাটপশ্চাতস্থিত গহ্বর (Sinus) মধ্যে অস্পষ্ট বা অতীব্র বেদনানুভব। স্বরলোপ (Aphonia সর্দ্দিজনিত=কষ্টিঃ ; আর্ত্তবকালে= জেলসীঃ ; উত্তাপপ্রাবল্যহেতুক=অ্যান্টিক্রুড্ঃ ; স্বরতন্তুর পক্ষাঘাত সম্ভূত=অ্যাসিড্ অক্স্যালিক্ঃ)। ফুস্ফুস্ মধ্যে চাপবোধ ও শ্বাসকষ্ট। ক্রমশঃ হ্রাসান্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল শ্বাসপ্রশ্বাস (Cheyne-stokes respiration—গৃণ্ডিলীয়াঃ) ; কষ্টজনক নিশ্বাস।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ড যেন স্থির হইয়া গেল এইরূপ (লিল্-টাইঃ সাইকীউটা, জেল্সিঃ অরাম্ঃ লোবেল্ঃ) অনুভব সহযোগে অবসন্নতা। সমগ্র দেহে দপ্দপানি অনুভব (হ্যাট্-মিউ)। নাড়ী দ্রুত, ক্ষীণ ও অনিয়মিতগতি।

স্নায়ু।—অপস্মারবৎ আক্ষেপিক রোগাক্রমণ। পেশীর সঙ্কোচন, স্পন্দন এবং খিল্লাগা (ক্যাল্কেঃ কষ্টিঃ ইউপেটোঃ গ্র্যাফ্ঃ ল্যাকেঃ ফস্ঃ সল্ফারঃ অ্যাসিড্-সালফ্ঃ

টিউক্রীয়াম্ঃ)। পেশীর অনম্যতা ও ত্বকের উপর পিপীলিকা বিচরণবৎ গুড়গুড়ি বোধ। সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ।

ত্বক্‌।—ঘামাচি, পামা (Eczema = গ্র্যাফ্ঃ হ্রাস্ঃ ভায়োলাট্রাইঃ); পোড়া নারাঙ্গা (Pemphigus)। অত্যন্ত কণ্ডূয়ন (ডলিকস্ঃ)। আম্‌বাত (এপীস্ঃ আর্টিকা-ইউঃ ডাল-ক্যামেরাঃ যকৃৎবিকৃতি জনিত = অ্যাষ্টেকাস্ ফ্লু-ভীয়্যাটিলিস্ঃ)।

জ্বর।—অতিশয় ঘর্ম্ম; সর্ব্বাঙ্গে দপ্‌দপানি বেদনা, হাত পা অতিশয় শীতল; স্নায়বিক কম্পন, সন্তাপ বা গাত্রের তাপের সঙ্গে নাড়ীর তেজের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—অ্যানিলি (চর্ম্ম); আস´ (অ্যাকোন—,অসাড়তা) দ্রুত আক্রমণ।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ৩০ শতমিক পর্য্যন্ত।

এপিস্ মেলিফিকা (APIS MELLIFICA).

প্রস্তুতি।—মধুমক্ষিকা হইতে প্রস্তুত হয়। মধুমক্ষিকার হুল ছেদন ও পেষণ করিয়া, যথাক্রমে অরিষ্ট ও বিচূর্ণ প্রস্তুত করা হয়। ইহার সার "অ্যাপিয়ম-ভেরস্" ইত্যাদি।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্ফোটক; গোড়ালি ফুলা; সংন্যাস; হাঁপানি; মূত্রাধারের পীড়া; দুষ্টব্রণ; উপদংশ; শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ; অতিসার; উপঝিল্লী প্রদাহ; শোথ; কর্ণে বিসর্প; অরুণিকা; চক্ষুর পীড়া; পায়ে জ্বালা; পচনশীল ক্ষত; বাত; হাত ফুলা; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; গ্রীষ্ম কালীন ব্রণ; জানু স্ফীতি; মস্তিষ্কোদক পীড়া; বক্ষোদক পীড়া; আঘাত; সবিরাম জ্বর; উত্তেজনা; ঈর্ষার মন্দফল; বৃক্কের পীড়া; মধুমেহ; যোনির বহির্ভাগের স্ফীতি; স্বরনলী প্রদাহ; মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ; আর্ত্তব বিকৃতি; আম্বাত; অস্ত্রোপচারের মন্দফল; ডিম্বাধারে বেদনা ও প্রদাহ এবং অর্ব্বুদ; আঙ্গুলহাড়া; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; ফুস্‌ফুসাবরক ঝিল্লি প্রদাহ; মূত্রাধার ও মুখশায়ী গ্রন্থীপ্রদাহ; আরক্ত জ্বর; কৃত্রিম মৈথুনের মন্দফল; অবরুদ্ধ উদ্ভেদ জন্য মন্দফল; মাষক ধাতু (Sycosis); গলক্ষত; জিহ্বার স্ফীতি ও ক্ষত; অর্ব্বুদ; সান্নিপাতিক জ্বর; মূত্রনলী প্রদাহ; মূত্রের বিকৃতি; গোবীজে টীকার মন্দফল; বসন্ত; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা।—গণ্ডমালা দোষযুক্ত ধাতু; বিধবা, বালক ও বালিকা যাহাদের হাত হইতে দ্রব্যাদি সহজে পড়িয়া যায়; ঈর্ষ্যা, ভয় ক্রোধ, বিরক্তি বা কুসংবাদ জনিত পীড়া; স্নায়বীয় উত্তেজনশীল, হতাশ ও ক্রন্দনশীল প্রকৃতি ব্যক্তির পীড়ায় উপযোগী।

উপযোগিতা ও আভাস।—পূর্ব্বোক্ত ধাতুতে এবং কর্কটীয় অর্ব্বুদ (Scirrhous Tumors) বা ক্ষততে ইহা বিশেষ উপযোগী। মধুমক্ষিকার হুলবিদ্ধ হইলে পর যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়; এতদ্ব্যতীত নানাস্থানের স্ফীতি, গাঢ় রক্তিমাবর্ণ, হুলবেধবৎ যন্ত্রণা, স্পর্শাসহনীয়তা, উত্তাপাসহনীয়তা প্রভৃতি এপীসের নির্ণায়ক লক্ষণ। অপরাহ্ণে বৃদ্ধিও

ইহার নির্দ্দেশক। বিসর্পবৎ (Erysipelatous) ত্বক প্রদাহ; শোথবৎ স্ফীতি ও তন্মধ্যে জলসঞ্চয় ও সর্ব্বাঙ্গীন শোথ; কিডনী বা মূত্রগ্রন্থীর তরুণ প্রদাহ (Acute Nephritis) এবং অন্যান্য জালবৎ বা বিরল তন্তু বা ঝিল্লির প্রদাহ এপীসের ক্রিয়াভূমি এবং এপীসের দ্বারাই তৎসদৃশ রোগ নিরাকৃত হইয়া থাকে। স্পর্শাসহনীয়তা ও তন্তু আদির সঙ্কোচন অনুভব ও ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ।

নিম্নলিখিত কয়েকটী ইহার প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত :—(১) অবসাদগ্রস্থতা এবং যেন সর্ব্বাঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে (bruised) এহরূপ ব্যথা। (২) চক্ষু নিম্নে কোষ বা থলির ন্যায় স্ফীতি (চক্ষুর ঊর্দ্ধে=ক্যালী-কার্ব:)। (৩) লসিকাগ্রন্থি সকল স্ফীত ও হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত। (৪) জিহ্বা বোধ হয় যেন হাজিয়া গিয়াছে (raw) বা দগ্ধ হইয়াছে; অগ্রভাগ আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত। (৫) তৃষ্ণারহিত শোথ (Dropsy), প্রস্রাব অল্প। (৬) অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—প্রতি নিশ্বাস শেষ নিশ্বাস মনে হয়। (৭) গলমধ্যে গভীর ক্ষত এবং পার্শ্বভাগ স্ফীতিযুক্ত। (৮) মূত্রকৃচ্ছ্রতা—অল্প প্রস্রাব,—প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত জ্বালা। (৯) তৃষ্ণাশূন্য জ্বর। (১০) বুক্কাস্থির ঊর্দ্ধাংশে (Supra-sternal fossa) উত্তেজনা (Irritation) জনিত কাসি। (১১) তালুমূলের পশ্চাতে একটু শ্লেষ্মা আবদ্ধ থাকায় যতক্ষণ না তাহা উঠিয়া যায় ততক্ষণ কাসি হইতে থাকে। (১২) প্রচণ্ড কাসি,—কাসিলে সমগ্র মস্তক আলোড়িত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে বিষম কণকণানি বোধ হয়; রোগী আরাম পাইবার আশায় পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইয়া রাখে। (১৩) উদরাময়,—মল পীত-হরিদ্বর্ণ; তৎসহ—উদরের পেশী মধ্যে ব্যথা—প্রাতে বৃদ্ধি। (১৪) ডিম্ব বা অণ্ডাধার স্ফীত এবং জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত। (১৫) তলপেটে ভার বোধ,—যেন রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে এবং তৎপরে অল্পপরিমাণ কাল শ্লেষ্মা নির্গত হয়। (১৭) জ্বরাধিকারে,—অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৫টার মধ্যে শীতাবির্ভাব, পৃষ্ঠ বহিয়া নিম্নাঙ্গে সঞ্চারিত হয়, উষ্ণ গৃহমধ্যে এবং অগ্নির পাত্রের বা উনুনের নিকটে বৃদ্ধি।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্থূলবুদ্ধি,—হাত হইতে দ্রব্যাদি পড়িয়া যায় (বোভিষ্টা), প্রণয় ও ঈর্ষা, ও ভীতি ক্রোধ, বিরক্তি এবং দুঃসংবাদ প্রভৃতি জনিত রোগাদি। ক্রোধপ্রবণ; ভয়শীল; চঞ্চল; সহজে সন্তুষ্ট হয় না। রোদনপ্রবণ স্বভাব; না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না; আশা ভরসা রহিত হইয়া পড়ে; বিমর্ষ (পলসে:)। ঔদাস্য ও সংজ্ঞারাহিত্য। মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ বা ক্লেশব্যঞ্জক চীৎকার সহযোগে মোহপ্রাপ্ত অবস্থা (হেলিবো:)। কামোন্মাদ ও আচ্ছন্নাবস্থা পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। বোধ হেন আয়ু শেষ হইয়াছে। অমনোযোগী; পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করিবার শক্তি রহিত ইত্যাদি।

মস্তক।—সমগ্র মস্তিষ্কে অবসাদ বোধ। শিরোঘূর্ণন,—শয়নান্তে (কোনায়াম্) বা চক্ষু নিমীলিত করিলে বৃদ্ধি (আর্জেন্ট-নাই: ষ্ট্রামো; চক্ষুরুন্মীলিত করিলে বৃদ্ধি=ট্যাবেকাম্; পলসে: সিলি:)। হঠাৎ ছুরিকাবেধবৎ যন্ত্রণা; শিরোপশ্চাতে ভারবোধ, উহা গ্রীবা পর্য্যন্ত

ব্যাপী,—যেন কেহ আঘাত করিল,—টিপিয়া ধরিলে আরাম বোধ, তৎসহ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা। *তরুণ মস্তিষ্কোদক (Hydrocephalus আয়োডোফর্ম: ব্যাসিলাইনূ)। সংরুদ্ধ (suppressed) কিম্বা অসম্পূর্ণোদ্গত উদ্ভেদাস্তে (eruptions) শিশু আচ্ছন্নাবস্থায় পড়িয়া থাকে,* প্রলাপ বকে এবং মধ্যে মধ্যে লোমহর্ষক তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠে; টেরা দৃষ্টি, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে, উপাধানে মস্তক গুঁজিয়া থাকে (বেল্: হেলিবো:); মুখমণ্ডলের একপার্শ্ব স্পন্দিত এবং অন্য পার্শ্ব অবশ হইয়া থাকে; মস্তক ঘর্ম্মাক্ত,—প্রস্রাব অল্প, ও দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ, পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধদিকে বক্র হইয়া থাকে, শয়নাবস্থায় বিবমিষা ইত্যাদি।

চক্ষু।—শোথবৎ রসপূর্ণ স্ফীতি; চক্ষুনিম্নে থলীর ন্যায় শূন্যগর্ভ স্ফীতি (চক্ষুর উপরে= ক্যালি-কার্ব্ব:)। অক্ষিপুট স্ফীত, লালবর্ণ বহিরাবর্ত্তিত (overted) বা উল্টান। এবং প্রদাহান্বিত; হুলবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা। চক্ষুর যোজকত্বক (conjunctive) উজ্জ্বল, আরক্তিম, ও স্ফীত। উষ্ণ অশ্রু স্রাব। আলোকভীতি; হঠাৎ বিদ্ধকরণবৎ বেদনা। অক্ষিগহ্বরের চতুর্দ্দিকে বেদনা। রস স্রাব, শোথবৎ স্ফীতি এবং তীব্র যন্ত্রণা। অক্ষিস্নায়ুর প্রদাহ (Optic Neuritis)।

কর্ণ।—উভয় কর্ণের বহির্দ্দেশ লালবর্ণ,, প্রদাহান্বিত এবং স্পর্শাসহ; হুলবেধবৎ যন্ত্রণা। বিসর্প; কর্ণপ্রদাহ; বধিরতা।

নাসিকা।—নাসিকাগ্র হিমবৎ শীতল; নাসারন্ধ্র মধ্যে স্ফোটক,—শৈত্যে উপশম। নাসিকা স্ফীত ও লাল। সর্দ্দি।

মুখমণ্ডল।—স্ফীত, আরক্তিম এবং বিদ্ধকরণবৎ বেদনাযুক্ত বর্ণ মোমের ন্যায় ফ্যাকাশে, মলিন ও শোথাক্রান্তবৎ (অ্যাসিড্ অ্যাসেটিক্)।

মুখবিবর।—শ্বাসরোধাধিকারে ওষ্ঠদ্বয় নীলিমান্বিত, জিহ্বা স্ফীত স্পর্শাসহ, ফাটা ফাটা এবং রসগুটীযুক্ত (Vesicles=জিহ্বা স্ফীত এবং উভয় পার্শ্বে ফোস্কা=ল্যাকে রসগুটী যুক্ত=হ্রাস-টাক্স: থুয়া: বোর‍্যা: ক্যাপ্স: হিপো: ইগ্নাস্থি-ক্রোকেটা: ফাইটো: হ্রাস্-ভিন্; স্কীল্লা: ভাইপেরা)। মুখ ও গলমধ্যে দগ্ধানুভব। জিহ্বা বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়াছে (আর্স্: ব্যাপটি: কলো: গ্র্যাফ্: হায়ো: আইরিস: মর্কু-সাল্: প্টিলিয়া-ট্রাই: ফাইজস্: হ্রাস-ভিনি: রিউমেক্স: স্যাঙ্গীউ: ষ্টিলি: ভেরেট-ভির:); আরক্তিম, উত্তপ্ত ও স্পন্দনশীল (অ্যাবসিন্থ: বেল; বাহির করিবার সময় কম্পিত হয়=ল্যাকে:); জিহ্বার অগ্রভাগ লালবর্ণ বা শুষ্ক এবং পশ্চাৎ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মধ্য একটী পাটল বর্ণের রেখা, পার্শ্বদ্বয় রসাল। দন্তোদ্গমকালে,—মাড়ী ঠোষ দিয়া উঠে (Sacculated) ও জলময় দেখায়, শিশু চীৎকার সহযোগে জাগ্রত হইয়া উঠে; গাত্রের স্থানে স্থানে সীমাবদ্ধভাবে লালবর্ণ চিহ্ন উদ্গত হয়। উর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত।

গলমধ্য।—গলগ্রন্থি (Tonsils) স্ফীত, উদ্দীপ্ত, লালবর্ণ এবং কোন দ্রব্যাদি গলাধঃ-করণকালে হুলবেধবৎ যন্ত্রণাজনক। আলজিহ্বা ফুলিয়া থলির আকার ধারণ করে। গলগ্রন্থী ও তালুতে গভীর ক্ষত উদ্গত হয়; চতুস্পার্শবর্ত্তি প্রদেশ বিসর্পাক্রান্ত (erysipelatous) এবং রসপূর্ণ স্ফীতিযুক্ত (Œdematous) প্রতীয়মান হয়। গলমধ্যে গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মা

জমা (হাইড্র্যাষ্ট: আর্সীউঃ আর্জেন্ট্ নাইঃ গ্যাট-কার্ব:)। উপজিহ্বার শোথ বা রসপূর্ণ স্ফীতি (Œdema Glottidis)।

পাকাশয়।—তৃষ্ণারাহিত্য,—সর্ব্বাঙ্গীন শোথরোগাধিকারে ও উদরীতে (অ্যাসিড্-অ্যাসেটিক—কিন্তু ইহাতে মুখের বর্ণ আরও ফ্যাকাশে ও অত্যন্ত তৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকে); ব্যথান্বিত বোধ; ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন; বায়ুনলীগত সর্দ্দি, উদরাময়, গলমধ্যস্থ উপঝিল্লিপ্রদাহ (Diphtheria) প্রভৃতিতে দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা; দুগ্ধপান করিতে আগ্রহ (ফ্লাস:); পেট জ্বালা, যেন অম্বল হইয়াছে।

অন্ত্রাশয়।—আমাশয় রোগাধিকারে মনে হয় যেন অন্ত্রাশয় অত্যন্ত ব্যথান্বিত—চলিতে গেলে বেদনা বোধ হয়; অত্যন্ত স্পর্শাসহ। অন্ত্রাবরণী অত্যন্ত অনমনীয় বোধ হয়; স্থূলান্ত্রের সহিত সূক্ষ্মান্ত্রের সংযোগস্থলে অত্যন্ত স্পর্শসহনীয়তানুভব,—বিশেষতঃ মোহজ্বরে (Typhus)। উদরী,—তৃষ্ণাশূন্যতা (তৃষ্ণা = অ্যাসিড-অ্যাসেটিক্: অ্যাপোসাইনাম্-ক্যান্:); অন্ত্রাবরণীপ্রদাহ (Peritonitis),—তৎসহ রসনিঃসরণ (Exudation),—অনেক সময় জরায়ুপ্রদাহসহ,—প্রস্রাব স্বল্পপরিমাণ, গাঢ় লালবর্ণ, পেটের ত্বক অনমনীয় এবং অন্ধান্ত্রের (cœcum) সহিত সূক্ষ্মান্ত্রের সংযোগ স্থলে অত্যন্ত স্পর্শাসহনীয় ব্যথা (ক্যান্থার: ব্রাই) বিদ্যমান থাকে।

মল।—**মলকাঠিন্য,**—বোধ হয় যেন অত্যন্ত বেগ দিলে ভিতরের কোন অনমনীয় অংশ ছিন্ন হইয়া যাইবে। সরলান্ত্রের বহির্নিঃসরণ (Prolapsus Recti), গুহ্যদ্বারের চ্যুতি বা ভ্রংশ হইলে অন্ত্রাশয় হইতে রক্তস্রাব, ভয়ানক জ্বালা এবং মলদ্বারের ত্বক্ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; পুনঃ পুনঃ কুন্থন্। সুরাপায়ীদিগের উদরাময়, উদ্ভেদযুক্ত (Eruptive) রোগাদিতে বা উদ্ভেদ অবরুদ্ধ (Suppressd) জনিত পীড়া; প্রতিবার প্রস্রাবকালে মল নির্গত হয়। মল = জলবৎ; পীতবর্ণ; জলবৎ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধময়; জলবৎ, অপর্য্যাপ্ত ও কৃষ্ণাভ; হরিৎ-পীত শ্লেষ্মাময়, প্রাতে বৃদ্ধি; আঠাবৎ আম ও রক্তময়; অবসাদজনক।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়দ্বারে অত্যন্ত কণ্ডূয়ন, তৎসহ পুনঃ পুনঃ এবং জ্বালাযুক্ত প্রস্রাব। পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা বা বেগ সত্ত্বেও কয়েক বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। মূত্র স্বল্প পরিমাণ, গাঢ় লালবর্ণ; লাল, রক্তাক্ত, উষ্ণ এবং অতি অল্প; অতি অল্প এবং দুর্গন্ধ; অত্যল্প বং ফিকা লালবর্ণ; কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া রাখিলে ঘোলা দেখায়; অল্প পরিমাণ, দুগ্ধবৎ শ্বেত ও লালাময়; কৃষ্ণাভ এবং তলানি কফি চূর্ণের ন্যায়; মূত্রের সহিত বৃক্ক মধ্যস্থিত অতি সূক্ষ্ম নলখণ্ড (Tubuli Uriniferi) এবং উপত্বক (epithelium) মিশ্রিত থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্রতা; হুলবেধবৎ বেদনা; শেষ কয়েক ফোঁটা মূত্রস্রাবকালে অত্যন্ত জ্বালা ও যন্ত্রণা অনুভূত হয় (কাইকা, ক্লিম্যাটি: ক্যান্থা: কচ্লী: মার্ক:)। মূত্রধারণে অক্ষমতা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষের স্ফীতি, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডকোষ; মুষ্কত্বক্ (Scrotum) ভয়ানক কণ্ডূয়নশীল ও লালবর্ণ; স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। মুষ্কত্বক মধ্যে জল সঞ্চয়; একশিরা (স্পঞ্জীয়া; হ্রডো:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বাধার বা অণ্ডাধারের শোথ (Ovarian Dropsy),—

বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাধারের। জরায়ু বা ডিম্বাধার প্রদেশে জ্বালা বা হুলবেধবৎ যন্ত্রণা। প্রথম দুই তিন মাস মধ্যে গর্ভস্রাব। স্তনের বিসর্প; স্তনের কর্কটীয় অর্ব্বুদের বা কর্কটী ক্ষতমধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা। যোনিবহির্দ্দেশ স্ফীত; শীতল জলসেকে উপশম। রুদ্ধ (Suppressed) ঋতু সম্ভূত মস্তক ও মস্তিষ্কের যন্ত্রণা ও পীড়া (বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের); বাধক, ডিম্বাধার প্রদেশে ভয়ানক যন্ত্রণা ও আঠাবৎ সামান্য স্রাব। অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব (Menorrhagia), তলপেটে অত্যন্ত ভারবোধ; অবসন্নতা; অস্থিরতা; পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন্ এবং ত্বকোপরে স্থানে স্থানে হুলবেধবৎ যন্ত্রণাদায়ক সীমাবদ্ধ (circnmscribed) লালবর্ণ। তলপেটে অত্যন্ত ভারবোধ,—যেন ঋতু প্রকাশ হইবার উপক্রম (ক্রোকাস, লেমীয়াম ম্যাগ-কার্ব্বঃ কোণাঃ লিলী-টাই; মস্ক; অ্যাম্বিউ:) প্রদর,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত, কষায় এবং হরিদ্রাভ। মূত্রকৃচ্ছ্রাপন্না গর্ভস্রাবপ্রবণা স্ত্রীলোকদিগকে এই ঔষধ দেওয়া উচিত নহে—নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অতি উচ্চক্রমে প্রযোজ্য)।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গ,—(কষ্টি: ইউপেটোর: সান্ধ্য স্বরভঙ্গ কার্ব্বো-ভেজি: ফস:)। শ্বাসকৃচ্ছ্র; শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও আয়াসজনক; কোন প্রকার গলবেষ্টনী বা গলবন্ধ ব্যবহার অসহ্য (ল্যাকে:)। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাস কালে রোগীর মনে হয় যেন এই তাহার শেষ নিশ্বাস, ইহার পরে আর নিশ্বাস টানিতে পারিবে না; "হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ ও শোথ, হঠাৎ অস্ত্রাঘাতবৎ, শরবেধবৎ ও হুলবেধবৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ডের নিম্নে উৎপন্ন হইয়া কোণাকুণি ভাবে দক্ষিণ বক্ষের দিকে প্রসারিত হয়, অত্যন্ত শ্বাসরোধ বোধ হয়, রোগী মনে করে যেন নিঃশ্বাস অভাবে তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে; জলপূর্ণ বা হঠাৎ শোথবৎ স্ফীতি; শ্বাসকষ্ট; অস্থিরতাতিশয্য এবং ভাবনা; হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (Diastole) কালে সূৎকার (বেগে শোণিত প্রবেশজনিত শোঁ শোঁ শব্দ); বক্ষঃস্থল ব্যথান্বিত যেন আহত হইয়াছে; হৃৎপিণ্ডের প্রতি সঙ্কোচনে সমগ্র দেহ যেন কম্পিত হয় (স্পাট-মিউ)। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং কোন অবস্থাতেই তাহার আরাম হয় না (অ্যাকো.); প্রাতঃকালে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বস্তি বোধ; অত্যন্ত অবসন্নতা; হৃৎপিণ্ডের যুগ্মদ্বারের অক্ষমতা (Mitral insufficiency) হৃৎপিণ্ডের এলোমেলো (eccentric) (অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে সমভাবে নহে) বিবৃদ্ধি (hypertrophy); নাড়ী অসমগতি, প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ স্পন্দন লোপী বা সবিরাম। রক্তহীন দর্শন বা মূর্ত্তি। নাড়ী বোধ হয় যেন একটী বন্দুকের ছিটার ন্যায় চিকিৎসকের অঙ্গুলিতল দিয়া ধীরে গড়াইয়া যাইতেছে"—(ডাঃ শ্যানন্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গুলীর অস্থি প্রদাহ (আঙ্গুল হাড়া) জ্বালাজনক, হুলবেধবৎ ও দপ্‌দপ্‌কারী যন্ত্রণা। রস বা জলপূর্ণ স্ফীতি। প্রত্যঙ্গাদির সন্ধিমধ্যস্থিত স্নেহবৎ রসস্রাবী (Synovial) ঝিল্লির প্রদাহ,—জানুদেশ স্ফীতি, চক্‌চকে, স্পর্শাসহ এবং হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত। পাদতলদ্বয় যেন অতি দীর্ঘ এইরূপ অনুভূতি।

ত্বক্।—বেদনা,—সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব রোগে জ্বালাজনক, হুলবেধবৎ ও স্পর্শাসহ; হঠাৎ একাংশ হইতে অন্য অংশে সঞ্চারিত হয় (ক্যালী বাই: ল্যাক্-ক্যান্: পাল্সে)। স্পর্শজ্ঞান

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—সামান্য স্পর্শমাত্রে অত্যন্ত বেদনা বোধ (বেল্: ল্যাকে:)। বিসর্প, অত্যন্ত রক্তিমা বিশিষ্ট স্ফীতি এবং স্পর্শাসহ। আমবাত, জ্বালাযুক্ত এবং হুলবেধবৎ যন্ত্রণাজনক (আর্টিকা ইউরেন্স্)। পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, পদস্ফোটক প্রভৃতি বিষাক্ত স্ফোটক,—জ্বালাযুক্ত এবং হুলবেধবৎ বেদনাজনক (আম্ব্র্যাস্: আর্স্: হিপোজিনিনাম্, ইউফর্বীয়াম্)।

নিদ্রা।—অত্যন্ত নিদ্রালুতা ; ভাবনা ও পরিশ্রমজনক ব্যাপারের স্বপ্ন। নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠে।

জ্বরাধিকারে।—শীত,—অপরাহ্নে ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে থুযা = (রাত্রি ৩টা ও অপরাহ্ন ৩টা) তৃষ্ণাসহ বিদ্যমান থাকে ; বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবে,—উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি। জ্বর বা উত্তাপাবস্থায়,—বক্ষঃস্থলে শ্বাসরোধকারী চাপবোধ ; হস্ত, বক্ষঃস্থল এবং ঊর্দ্ধোদর প্রদেশে উত্তাপাধিক্য। আমবাত। ঘর্ম্মাবস্থা,—এই অবস্থার প্রায় অভাব থাকে, বিশেষতঃ দীর্ঘব্যাপী জ্বরাদিতে। স্বেদ ও স্বেদরাহিত্য পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়,—এই অবস্থাতে নিদ্রালুতা বিদ্যমান থাকে। "ঘর্ম্মাবস্থায় আদৌ তৃষ্ণা থাকে না" (এস্ এফ্ শ্যানন্)। "সবিরাম জ্বরে যখন দেখিবে রোগীর ত্বক পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্মাক্ত ও শুষ্ক হইতেছে, তখন এপীস স্মরণ করিবে"—(ন্যাশ্)।

বৃদ্ধি।—নিদ্রান্তে (ল্যাকে:) ; বদ্ধ ও বিশেষতঃ উষ্ণগৃহ অসহ্য ; জলে ভিজিলে বৃদ্ধি (হ্রাস-টক্স) ; কিন্তু আক্রান্ত অংশ ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিলে বা ভিজাইলে উপশম।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সেবনে ; ঠাণ্ডা জলে ভিজিলে, বা স্নান করিলে ; আবরণ উন্মোচনান্তে ; কাসিলে, পাদচারণ করিলে বা শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্ত্তনে ; সোজা হইয়া বসিয়া থাকিলে উপশম।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক = ন্যাট্র-মিঃ। হ্রাসটক্সের পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহার উচিত নহে। ভেস্পা, সর্পবিষ, অ্যাসে-অ্যাসিড (শোথ) ; আনাকা (আম্বাত), অ্যাপোসা, আর্ণিকা, (আঘাতে), আর্সেনিক (সান্নিপাতিক, পচাক্ষত, শোথ), বেলাড, ব্রোমি, ব্রায়ো (মস্তক) ক্যান্থ (দহন), চায়না ক্রোটন, ইয়ুফে, আয়োড়, ল্যাকেসি, লাইকোপ, মার্কু, ন্যাট্রাম (কম্পজ্বর, আম্বাত), পল্স, হ্রাস্টক্স (চক্ষুর পীড়া) ; রিউমেক্স, স্যাবাই, সিপিয়া, সাইলি ইত্যাদি।

দোষঘ্ন।—ন্যাট্রাম, ইপিকা, ল্যাকেসি, লিডাম।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ ও ২০০ শতমিক বা তদূর্দ্ধ ক্রম।

অ্যাপিয়াম্ ভিরাস্ (APIUM VIRUS.)

প্রস্তুতি।—মধুমক্ষিকাকে রাগান্বিত করিলে ইহাদের হুল্ হইতে যে বিষ নির্গত হয় তাহা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। অগ্রে ইহাই সচরাচর ব্যবহার হইত এবং এপীস মেলিফিকার সহিত ইহার লক্ষণাদিও প্রায়ই একরূপ। ইহার বিশেষ ক্রিয়া এই যে রোগীর দেহ শীর্ষ

ক্তাদির পূযাশোষণজনিত (Auto-toxæmia) যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সে সকল ইহা দ্বারা নিরাকৃত হয়।

অ্যাপীয়াম গ্র্যাভীয়োলেন্স

(APIUM GRVEOLENS).

সতর্কতা।—অ্যাপিয়ম ভিরস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দ্রব্য।

প্রস্তুতি।—এক প্রকার ফলের বীজ হইতে ইহার মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—শিরঃপীড়া; অস্থিরতা; বুকজ্বালা, কর্ণস্রাব; দন্তশূল; মূত্রবদ্ধ; আঘাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পাকস্থলী মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ; উত্তাপ বাহুল্য; বুকজ্বালা; ভুক্ত দ্রব্যাদি উদ্গীরণ বা উঠিয়া যাওয়া; পাকাশয়শূন্য বোধ, আহারান্তে আংশিক উপশম। মূত্ররোধ বা মূত্রাঘাত,—ক্যাথিটরার বা শলাকা না দিলে প্রস্রাব হয় না। চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। দেহের চাঞ্চল্য হেতু স্থির হইয়া বসিতে বা শুইতে পারে না। ত্রিকাস্থি অর্থাৎ পশ্চাৎ কটীর নিম্ন প্রদেশে অতীব্র বেদনা, শয়নে বৃদ্ধি; পাদচারণে উপশম। বোধ হয় যেন উভয় চক্ষুই গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনা—দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি; বিশ্রামে উপশম। আঘাত কম্পসহ আবির্ভূত হয়; অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীলতা, ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা; কণ্ডুয়নান্তে স্থানান্তরে কণ্ডুর আবির্ভাব হয়।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ; অত্যন্ত চিন্তা বশতঃ নিদ্রা যাইতে পারে না (কফীয়া)। শিরোবেদনা,—চক্ষু মুদিত করিলে (বেল: ক্যাল্‌কে: হায়ো:); বিশ্রামে, শীতল জল পানে এবং আহার কালে উপশম (আহার কালে = ন্যাট্র-সাল্‌ফ্‌: র‍্যানান্‌: আহারান্তে = বিস্‌মাথ্‌: সিঙ্কোনা: ক্যালী-কার্ব্ব· নক্স্‌. নক্স্‌-মস্‌: আহারকালে উপশম = অ্যানাক্‌: ক্যালী-ফস্‌: প্‌সোরাইন্‌: ; শিরোবেদনার সময় ক্ষুধার্ত্ততা = প্‌সোরাইন্‌:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ডুয়নজনিত শুষ্ক কাসি। বুকাস্থির উপর অত্যন্ত সঙ্কোচক ভাব (Constriction = ক্যাক্টা স্: ষ্টান্‌:); এবং শয়নকালে বোধ হয় যেন বক্ষ ভেদ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইতেছে।

নিদ্রা।—নিদ্রা তৃপ্তিজনক হয় না; অনিদ্রা।

শক্তি।—১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক পর্য্যন্ত।

অ্যাপোসাইনাম্ অ্যাণ্ড্রোসিমিফোলিয়াম্
(APOCYNUM ANDROSÆMIFOLIUM).

নামান্তর।—ডগস্ বেন্।

প্রস্তুতি।—সমস্ত গাছ বা মূল হইতে মাদার টিংচার অর্থাৎ মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অতিসার ; শোথ ; বিবমিষা বা বমনেচ্ছা ; মুখের স্নায়ুশূল ; বমন ; সঞ্চরণশীল সন্ধিবাত ; মূত্রাশ্মরী ; ক্রমি প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—সন্ধি বা আমবাত এবং বাতজনন শক্তিই ইহার প্রয়োজনীয়তার প্রধান কারণ। এতজ্জনিত বেদনাদি স্থানপরিবর্ত্তনশীল ; আড়ষ্টতা ও সঙ্কোচকতা তাহার প্রধান প্রকৃতি। দেহ-কম্পন। মুখ ও দেহ যেন স্ফীত এইরূপ অনুভব হয়। অ্যাপোসাইনাম্ ক্যানাবিনাম এবং ষ্ট্রোপান্থসের ন্যায় ইহা দ্বারাও হস্তপদাদির শোথ জন্মিয়া থাকে। ডাঃ হেল্ ইহার দ্বারা সন্ধিবাত প্রভৃতি আরোগ্য করিয়াছেন।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ও গ্রীবাতে ব্যথা ও আড়ষ্টতা বোধ হয়।

মুখ।—পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ (অ্যাগারিকাস্ঃ জিঙ্কাম্) এবং কণ্ডুয়ন ও জ্বালাবোধ। নিম্নপাটীর বামপার্শ্বস্থিত সমস্ত দন্তেই বেদনানুভূতি।

পাকাশয়।—ভেদ ও বমন। কোষ্টবদ্ধতা।

জননেন্দ্রিয়।—স্বচ্ছ, নির্ম্মল মূত্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্রাব। ঋতু,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত ; আট দিবস স্থায়ী এবং তলপেটে অত্যন্ত চাপবৎ বেদনানুভূতি।

প্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধিস্থল মাত্রেই তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। অঙ্গুলি ও পদতলে বেদনা (অ্যাণ্টক্রুড্ঃ এপীয়ল্ঃ ব্যারাইটা-কার্ব্ঃ লিডাম্ঃ মিডস্থাইনাম্ঃ লাইঃ)। পদতলে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ ও স্বেদ (অ্যামন্-মিউঃ অ্যালীউঃ প্সোরাইন্ঃ ব্যারাইটাঃ স্যানিকীউলাঃ সিলিঃ গ্র্যাফ্ঃ) ; পদতল অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত (অ্যাম্ব্রাঃ ক্যাল্কেঃ ল্যাকেঃ অ্যাসিড্-ফস্ঃ সল্ফার্)। হস্তপদাদি স্ফীতি। বেদনা স্থানপরিবর্ত্তনশীল,—অদ্য এক স্থানে কল্য সে স্থান হইতে সরিয়া অন্য স্থান আক্রমণ (এপীস্ঃ ক্যালী-বাইঃ ল্যাক্-ক্যান্ঃ পল্সেঃ) করে। বেদনা নিম্নগামী (ক্যাষ্টঃ ক্যাল্মীয়া—উর্দ্ধগামী=লিডাম্)।

ত্বক্।—সমগ্র দেহে ও মুখমণ্ডলে অসহ্য কণ্ডুয়ন বোধ। দেহের সর্ব্বাংশে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হয় (সমগ্র দেহে বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয় প্রদেশে=অ্যাসিড্-ফস্ঃ অবসাদক ঘর্ম্ম=ফস্ঃ যক্ষ্মাদিরোগে তৎসহ স্নায়বীয় অবসাদ=য্যাবোর‍্যাণ্ডীঃ)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ** ;—ব্রায়োঃ আইরিস্ঃ কলচিঃ ক্যাল্কেঃ সল্ফারঃ অ্যাসিড্-ফস্ঃ অ্যাপোসাইনাম্-ক্যান্ঃ ষ্ট্রোপন্থা।

শক্তি।—মূল আরক ও ১ম দশমিক ক্রম এবং ৩য় দশমিক।

অ্যাপোসাইনাম্ ক্যানাবিনাম্
(APOCYNUM CANNABINUM).

নামান্তর।—এক প্রকার আমেরিকান্ সিদ্ধি।

প্রস্তুতি।—সমস্ত বৃক্ষ বা মূল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়। ইহা জলীয় সারকে "ইন্‌ফিউশন্ ক্যানাবিনাম্" কহে এবং ইহার সারাংশকে (বিচূর্ণ) অ্যাপোসাইনিন্ কহে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—শোথ; সর্দ্দি; বহুমূত্র; অতিসার; শোথ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; মস্তিষ্কোদক; অতিরিক্ত রজঃস্রাব; জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব; স্নায়ুশূল; বিবমিষা; বমন; মূত্রক্লেশ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার ক্রিয়াফলস্বরূপ স্বেদ ও মূত্রাদি কমিয়া আইসে এবং রক্তরসস্রাবী ঝিল্লীময় প্রদেশে তরুণ প্রদাহান্বিত শোথ জন্মায়। লালমূত্র বা অণ্ডলালমূত্র রোগাধিকারে (Albuminuria) পাকাশয়িক বিকৃতি হেতু বিবমিষা, বমন, নিদ্রালুতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ ফলোপদায়ক। এতজ্জনিত শোথ রোগাধিকারে, যকৃৎ বিকৃতি সম্ভূত তৃষ্ণাধিক্য ও পাকাশয়ের পীড়াপ্রবণতা প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। স্নায়বিক লক্ষণ; নিস্তেজ।

মস্তক।—তরুণ মস্তিষ্কোদক (Hydrocephalus—হাইড্রোকিফেলাস্),—অস্থিফলকের সন্ধিসকল বিযুক্ত হইয়া যায়; রোগী আচ্ছন্নভাবাপন্ন, একচক্ষু দৃষ্টিহীন, এক হস্ত ও এক পদ অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে (বাম হস্ত ও পদ—ব্রাই); ললাট বহিরাগত (Projected) প্রতীয়মান হয়।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র ও গলমধ্য পীতবর্ণ গাঢ় শ্লেষ্মাপূর্ণ হইয়া থাকে। শিশুদিগের নাসারোধক সর্দ্দি (snuffles = স্নাফীউকাস)। বহুক্ষণস্থায়ী হাঁচি রোগ।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—তরুণ প্রাদাহিক উদরী (Dropsy), অত্যন্ত তৃষ্ণা (অ্যাসিড্-অ্যাসেট্ঃ) কিন্তু জলপান করিলেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—কিম্বা বমিত হইয়া যায় (আর্সঃ); যান্ত্রিক রোগাদি ইহার সহিত প্রায়ই জড়িত থাকে না; আন্ত্রিক জ্বর, যকৃতের হ্রাসত্ব (cirrhosis সিরোসিস) এবং কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত বিবমিষা ও নিদ্রালুতা; জাগ্রত হইলে তৃষ্ণা; অত্যন্ত বমন; ঈষৎ ভারবোধ এবং অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়। উর্দ্ধোদরে এবং বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ, যেন শ্বাসরোধ হইয়া যাইবে। উদর আধ্মান বিশেষতঃ অল্পমাত্র আহার করিলেই বৃদ্ধি।

মল।—প্রাতে সামান্য উদরাময়; প্রচুর পীতাভ, জলবৎ মল, বায়ু নির্গমন সংযুক্ত এবং মলদ্বারে হাজিয়া যাওয়া বোধ,—আহারান্তে বৃদ্ধি। বেগ; অর্শসহ উদরাময়।

মূত্রস্রাব।—মূত্রাশয় অত্যন্ত প্রসারিত। ঘোলা, উষ্ণ এবং বহুলপরিমাণ শ্লেষ্মামিশ্রিত

মূত্র এবং নির্গমনকালে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা। বেগ অতি কম; মূত্র ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রতা; অসাড়ে মূত্রস্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—শোথ অণ্ডকোষের স্ফীতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের রজোলোপ (Amenorrhœa); অন্ত্রাশয় ও হস্তপদাদির শোথবৎ স্ফীতি সহযোগে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (Metrorrhagia) অবিরাম বা সবিরাম); রক্ত তরল বা জমাট; বিবমিষা, বমন তৎসহ হৃৎস্পন্দন; জীবনী-শক্তির অবসাদ, এবং উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলে মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসক্লেশ; কথা কহিতে পারে না; কাসি,—অল্প এবং শুষ্ক, কিম্বা গর্ভাবস্থায় গভীর ও তরল শ্লেষ্মাযুক্ত (কোনায়াম)। বক্ষোদক বা বক্ষঃস্থলের শোথ (Hydrothorax),—উর্দ্ধোদরে ও বক্ষমধ্যে চাপবোধ, অল্প আহারের পর কথা কহিবার উপযোগী শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পাদন করিতে পারে না।

হৃদ্‌পিণ্ড।—হৃদ্‌প্রদেশে ধড় ফড় করা বেদনা, অবসাদবোধ; দম আটকান; নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল, সবিরাম, অসমান পরে মৃদু।

বিধানতন্তু (Tissues)।—সর্ব্বাঙ্গীন শোথ,—উর্দ্ধোদরে শূন্যতাবোধ, অন্ত্রাশয়ে আঘাতজনিতবৎ বেদনা (এপীস্); সামান্য কারণে পাকাশয় বিকৃতি; রোগী সোজাভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; শয়ন করিলে ভয়ানক শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় (আর্স); মূত্র অতি অল্প পরিমাণ, গাঢ় পীতবর্ণ ও ঘোলা।

নিদ্রা।—অত্যন্ত অস্থিরতা এবং অতি অল্প নিদ্রা।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—অ্যাসিড-অ্যাসেটিক, ষ্ট্রোপান্থ, এপীস (কিন্তু ইহাতে তৃষ্ণা নাই); আর্স: সিঙ্কোনা· বেলাড, ব্রায়ো, চায়না, কলচি, হেলিবোরস (মস্তিষ্কোদক); অতিসার, গ্যাম্বোজ, হ্রাস; লাইকো, মার্ক, নক্স; স্পাইজে, সল্‌ফর, প্রভৃতি। শোথ রোগারিকারে এপীস্, অ্যাপোসাইনাম এবং ডিজিটেলিস ফলপ্রদ না হওয়ায় ব্ল্যাটা-ওরিয়েণ্ট্যালিস দ্বারা দুরারোগ্য সর্ব্বাঙ্গীন শোথ নিরাকৃত হইয়াছে।—(ডাঃ হেল্‌স্)।

শক্তি।—মূল আরক (ডাঃ ক্লার্ক বলেন যে, ইহা অতি সাবধানের সহিত প্রয়োগ করা বিধেয়, কেননা অনেক রোগীতে ইহা বমন ও জীবনীক্রিয়ার অবসাদ বা হিমাঙ্গ (collapse) লক্ষণ আনয়ন করে। ১ম দশমিক পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ বিধেয়।

অ্যাপোমর্ফাইনাম বা অ্যাপোমর্ফীয়া

(APOMORPHINUM.)

প্রস্তুতি।—অহিফেনের উপক্ষার হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মদাত্যয়; অহিফেন সেবন অভ্যাস, গর্ভাবস্থার বমন; বমন; মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত বমন।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার বমন-জনন-শক্তিই প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। বিবমিষা বা যন্ত্রণারহিত বমন।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—শিরোঘূর্ণন, অক্ষি-তারকার প্রসারণ। শ্রবণশক্তির খর্ব্বতা।

পাকাশয়।—মস্তিষ্কের উত্তেজনা (irritation) জনিত বমন (Cerebral Vomiting) —বমনের পূর্ব্বে বিবমিষা হয় না, বমনান্তে শিরোবেদনা ও নিদ্রাবেশ এবং অবসন্নতা (ইথীউ) হঠাৎ ও অপর্য্যাপ্ত বমন; সাধারণতঃ বিবমিষা ও বমন; বমন করিবার অসহনীয় বেগ। সমস্ত দেহে বিশেষতঃ মস্তকে উত্তাপবোধ। শুষ্ক উকী (retching) ও শিরোবেদনা; বুকজ্বালা; স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বেদনা। গর্ভাবস্থায় বমন,—(সিম্ফোরিকাপাস্ঃ অ্যাসিড্ঃ কার্ব্বলিকঃ)। ভক্ষিত দ্রব্যাদি এবং শ্লেষ্মা বমিত হয়, কদাচ পিত্ত বমিত হয় (পেট্রোল্ঃ) বিশেষতঃ আহারান্তে; জিহ্বা নির্ম্মল। বমনান্তে অবসন্নতা এবং নিদ্রাবেশ (ইথীউঃ)।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—ওপিয়ম, ইপিকা, অ্যান্টি-টার্ট।

শক্তি।—৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম।

অ্যাকোয়া মেরিনা (AQUA MARINA).

প্রস্তুতি।—সমুদ্রের জল হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—পিত্তবিকৃতি; কোষ্ঠবদ্ধ; শিরঃপীড়া; বমন সমুদ্রতীরে বাস জন্য কুফল।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—নেট্রাম; সাইলিশি।

শক্তি।—উচ্চক্রম।

অ্যাণ্টিহ্বনাম লিনারীয়াম
(ANTIRRHINUM LINARIUM).

নামান্তর।—লিনারিয়া ভল্‌গেরিস্ (Linaria Vulgaris)।

প্রস্তুতি।—তাজা গাছের রস হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অতিসার; অসাড়ে মূত্রস্রাব; মূর্চ্ছা; অর্শ; চক্ষু প্রদাহ; জিহ্বার কর্কশতা; জিহ্বায় কাঁটাবেধা মত যন্ত্রণা ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—হৃৎপিণ্ডের নিষ্ক্রিয়তা জনিত অবসাদ (ডাঃ ফ্যারিংটন)। অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব, জিহ্বা খস্‌খসে ও শুষ্ক (খস্‌খসে ও শুষ্ক জিহ্বা, অত্যন্ত লালাস্রাব তৎসহ তৃষ্ণা ডালকা) এবং গলমধ্যে সঙ্কোচন বোধ (খস্‌খসে জিহ্বা ও গলমধ্যে উত্তাপ বোধ = সাম্বল)। মস্তিষ্কের আবিলতা বা হতবুদ্ধিভাব (Confusion—আর্জেণ্ট-নাই: অ্যাসা· বেল্: ব্রাই: ক্যাম্ফোরা: সাইকীউটা: গ্র্যাটীয়োলা: হেলিবো: ক্যালী-ক্লো: ল্যাক্টাউকা: মস্কাস্: ন্যাট-মি: নক্স্: ওপী: ফেল্যাণ্ড্: অ্যাসিড্-ফস্: পল্‌সে: হ্যডো: হ্রাস্: সিপী:)। অনিবার্য্য নিদ্রালুতা, (অ্যাণ্ট-টার্ট্ ক্রোকাস্: নক্স্-মস্: নক্স ভম্: ওপী: পল্‌সে:)। গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি হয় (আর্ণিকা: বেল্: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কোনা: কোণায়াম্; ডিজিটে লিডাম্: সিপীয়া: সল্‌ফার; পাদচারণে উপশম = আর্স: ডাল্‌ক্যা: মস্কাস্: অ্যাসিড্-মিউ; প্ল্যাট: পল্‌সে: হ্রাস ষ্টাম্. ভ্যালি: ভেরেট্রাম:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—দোষঘ্ন—দুগ্ধসহ চা পান। লাইনাম্ ইউসিট্যাটিসিনাম্ হাঁপানী কাসি এবং আমবাতে উপকাব পাওয়া যায়; ডিজিটে (মূর্চ্ছা); কষ্টিকাম, ইয়ুপে, ইকুইসেট (মূত্রত্যাগ)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

অ্যাপীয়ল (APIOL).

প্রস্তুতি।—পেট্রোসেলিনিয়ম স্যাটাইভাসেব তৈলবৎ পদার্থ হইতে ইহার মূল আবক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।-মস্তক প্রায়ই ঘূর্ণিত হইতে থাকে। পাঠকালে বোধ হয় যেন দক্ষিণ পৃষ্ঠার ছাপা বাম পৃষ্ঠার ছাপাব উপর আসিয়া পড়িতেছে। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয় (আর্জেনাই:)।

মূত্র।—প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর প্রস্রাব বেগ কিন্তু মূত্র অতি অল্পই নির্গত হয়; পুনঃ পুনঃ বেগ। মূত্রেরবর্ণ কুসুম ফুলের ন্যায়।

হৃৎপিণ্ড।—স্থির হইয়া উপবেশন বা শয়নকালে, অথবা রাত্রিতে হঠাৎ হৃৎস্পন্দন,—যেন রোগিণী ভয় পাইয়াছে বা উপর হইতে নীচে দৌড়িয়া আসিয়াছে,—পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে থাকে। হৃৎস্পন্দন উপশমান্তে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ, মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে এবং বোধ হয় যেন মস্তক প্রসারিত হইয়াছে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অপত্য-পথ হইতে পাতলা সাদা শ্লেষ্মাস্রাব হয়; স্রাব শুষ্ক হইয়া কঠিন হইয়া যায় (বেল্: ওলী—অ্যানিম: ষ্ট্যানাম)।

প্রত্যঙ্গাদি।—পাদচারণকালে পদতলে বেদন (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ব্যারাইটাকার্ব্ব: মিডরাইন্: লাইকোপ্:)—দাঁড়াইলে বৃদ্ধি হইয়া সূচীবেধবৎ বেদনায় পরিণত হয়।

নিদ্রা।—অস্থিরতা,—রাত্রি ১২ টার পূর্ব্বে নিদ্রা আইসে না; যদিই ১২টার সময় নিদ্রা আইসে, তাহা হইলে ১টা বা ২টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আর নিদ্রা হয় না। হস্ত বা পদ অনবরত সঞ্চালন ব্যতীত নিদ্রা যাইতে পারে না (নিদ্রার সময় পদদ্বয় অনবরত নড়িতে থাকে = ইগ্নে: জিঙ্কাম্-ভ্যালি)।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক।

অ্যাকুইলিজীয়া ভাল্‌গ্যারিস্

(AQUILEGIA VULGARIS).

প্রস্তুতি।—তাজা গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস এবং লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—গুল্মবায়ু (Hysteria) রোগাদিতেই ইহার প্রধান ব্যবহার। গুল্মবায়ু (Globus Hystericus = মস্কাস ইগ্নে, অ্যাসাফি:) এবং শিরঃশূল রোগে (ক্যালী-কার্ব ইগ্নে:) এবং স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধিকালে (Climaxis) সবুজ বমন, বিশেষতঃ প্রাতে বৃদ্ধি লক্ষণে ফলপ্রদ।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকোন, সিমিসি, অ্যাসাফিটিডা, ইগ্নেশীয়া, মস্কাস্।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

অ্যারেলীয়া রেসিমোসা (ARALIA RACEMOSA.)

নামান্তর।—স্পাইক্ নেয়ার্ড।

প্রস্তুতি।—তাজামূল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—হাঁপানি, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও কাসি—শয়নে বৃদ্ধি; সামান্য ঠাণ্ডাও সহ্য হয় না এইরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। ক্ষয়কাস, প্রদর, রজোলোপ প্রভৃতি রোগেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।— ফুসফুসের পীড়ার ভয়।

নাসিকা।—কষায় বা ত্বক্‌ক্ষয়কারক শ্লেষ্মাস্রাব জন্য নাসিকার পশ্চাদ্দ্বার (Posterior Nares) অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত ও ব্যথান্বিত; এবং নাসাপুটদ্বয় বোধ হয় যেন ফাটিয়া গিয়াছে। পুনঃ পুনঃ হাঁচি। ঠাণ্ডা বায়ু লাগিবামাত্র হাঁচি আইসে এবং ত্বক্‌ক্ষয়কারক (excoriating) জলবৎ ও লবণাক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয় (সীপা)।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক সাঁই সাঁই শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস (আর্স: ইপিকা: ক্যালী-কার্ব্ব. ন্যাট-মিউ:);—যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম; নিশ্বাস টানিবার সময় অধিক সাঁই সাঁই শব্দ, শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় (অ্যাণ্ট্-টার্ট্: আর্স: ক্যালী-কার্ব্ব: ক্যালী-নাই:)। কাসিতে কাসিতে জাগিয়া উঠে (আর্স; স্যাম্বীউকাস) এবং কাসির জন্য আর নিদ্রা হয় না। বুক্কাস্থির পশ্চাদ্দেশে ও ফুসফুসদ্বয় মধ্যে (বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুসফুস মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা বোধ। বক্ষঃস্থল যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ বোধ; বায়ু-নলী মধ্যে যেন কোন অন্য জাতীয় পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ অনুভব (ড্রোসেরা: ফস্: মিফাইটস্: আর্জেণ্ট-মেট্:); শ্বাসরোগের প্রকোপ প্রশমিত হইলে সরল ভাবে লবণাক্ত, উষ্ণ নিষ্ঠীবন বা গয়ার উঠিতে থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শৈত্যসংস্পর্শ জনিত হঠাৎ রজোলোপ (অ্যাক্টী: ডাল্ক্যা: কোণা: পল্সে: ওলী-ক্যাযুপুট:)। প্রদর,—অম্লাক্ত, দুর্গন্ধময়স্রাব এবং জরায়ুতে চাপ বোধ। প্রসবান্তিকস্রাব (Lochia) রোধ বশতঃ উদরাধ্মান (Tympanites)= কলো, হায়োসা:)= অম্লাশয়ে ও জরায়ু প্রদেশে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**;—কাল্‌কেরিয়া, বিউমেক্স (কাসি), ক্লোবফ, আর্স্-আয়োড্ সীপা স্যাম্বীউকাস্, রোজা: সিন্যাপ্-নাইগ্রা।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ১২ দশমিক ক্রম।

অ্যারেনীয়া ডায়াডেমা (ARANEA DIADEMA).

প্রস্তুতি।—এক প্রকার ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকান মাকড়সা হইতে আরক প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণও হইতে পারে।

উপযোগিতা ও আভাস।—নির্দ্দিষ্টকাল ব্যবধানান্তর রোগাদির প্রকাশ প্রবণতা; শৈত্য এবং সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই পীড়াক্রান্ত হওয়া; যে সকল ব্যক্তি জলীয় বায়ু সেবন বা ভিজা ভূমিতে বাসমাত্রে রোগ বা শীতাক্রান্ত হয়, অর্থাৎ যাহাকে সাধারণতঃ রসবাত বা শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট বলা যায়, তাহাদিগের দেহে পূতিবাষ্পজ (Malaria) বিষ প্রবেশজনিত রোগাদিতে ইহা উপযোগী। রোগী তাহার গভীরতম অস্থিতে পর্য্যন্ত শীত বোধ করে এবং

কিছুতেই সেই শৈত্যের উপশম হয় না। প্রত্যঙ্গাদি বৃহত্তর বা গুরুতর হইয়াছে এইরূপ অনুভূত হয়। রোগীর রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনে হয় যেন তাহার হস্ত লম্বায় দ্বিগুণিত হইয়াছে। অত্যন্ত শীতবোধান্তে অতি সামান্য জ্বর; নির্দ্দিষ্ট কালান্তর শীত, জ্বর বা স্নায়ুশূলাদি যন্ত্রণার আবির্ভাব; রোগাদির হঠাৎ আবির্ভাব ও প্রচণ্ড প্রকোপ; মস্তক, মুখমণ্ডল, হস্ত প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ যেন স্ফীত হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি; যেন অস্থি সকল তুষারময় এইরূপ শীত বা কম্প অনুভব হয়; দেহের নানাস্থান হইতে শোণিতস্রাব; আহত অংশ হইতে শোণিত স্রাব; বিদ্যুৎবেগের (current) ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান স্নায়ুশূল (ম্যাগ্‌ফস্‌:) : অত্যন্ত অবসন্নতা; সর্ব্বদা শয়ন করিবার ইচ্ছা; দন্তশূল,—রাত্রে শয়নান্তে বৃদ্ধি; দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষণাধিক্য; বাহ্য উত্তাপেও শীত প্রশমিত হয় না এবং জ্বরান্তে স্বেদরাহিত্য,—প্রভৃতি ডায়াডেমার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—হতাশ, মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা।

মস্তক।—মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বস্থিত স্নায়ুর সীমা হইতে অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। সম্মুখ মস্তকে অধিক বেদনা, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা,—গৃহবহির্ভাগে গমন বা ধুমপান করিলে শিরোবেদনা ও দুর্ব্বলতা উভয়েরই সম্পূর্ণ উপশম হয় (অ্যা-কার্ব্বল); চক্ষু মধ্যে উত্তাপ বোধ এবং কম্পিত দৃষ্টি,—জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি। শিরোবেদনা উপবেশনকালে, আবির্ভাবের পূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন ও দৃষ্টির অস্পষ্টতা,—শুইতে বাধ্য হয়। শিরোবেদনা,—তৎসহ চক্ষুজ্বালা ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ। ললাটে ও মুখমণ্ডলে অগ্নির ন্যায় উত্তাপ।

মুখমধ্য।—রাত্রিতে শয়নের অনতিপরেই সমগ্র ঊর্দ্ধ ও নিম্ন উভয় দন্তপংক্তিতে হঠাৎ প্রবল বেদনা অনুভূত হয় (কোন একটী সমগ্র পংক্তিতে—ক্যামো: মার্ক হ্বাস্‌: ষ্টাফি:)। জিহ্বা প্রায় অসাড় বোধ হয়, কথা অস্পষ্ট ও জড়িত এবং জিহ্বামূলে এবং নিম্ন হনুতে অসহ্য যন্ত্রণা।

শ্বাসযন্ত্র।—পঞ্জরমধ্যস্থিত স্নায়ু সকলের শেষাংশ হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। শীর্ণ ও শোণিতশূন্য রোগীদিগের ফুস্‌ফুস হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিতস্রাব (Hæmoptysis = অ্যাকোন: ডাল্‌কা: হামোসা: ইপিক্‌: মিলিলোট্‌: হ্বাস:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—নিয়মিত সময়ের আট দিবস পূর্ব্বে আবির্ভূত হয় এবং অত্যন্ত উগ্র ও অপর্য্যাপ্তস্রাব হইয়া থাকে। তলপেট বায়ুপূর্ণ বা স্ফীত হয়। নিতম্ব কুচকী ও তলপেটব্যাপী স্নায়ুশূল। জরায়ু হইতে (Metrorrhagia) উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত স্রাব (ট্রিল্‌-পেন্‌. থ্ল্যাস্পী)। যোনি হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব,—গাঢ় আঠার ন্যায় প্রদর স্রাব (বোভি: হাইড্রোষ্টি: ক্যালী-বাই:); বাধক।

পাকাশয়।—পাকস্থলী হইতে যন্ত্রণাজনক আকুঞ্চন ও প্রসারণ বা আক্ষেপ (spasms) আরম্ভ হয়।

মল।—তলপেটে বেদনাসহ পাতলা তরল মল নির্গমন; হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে পেট-বেদনার উপশম হয়। জলবৎ মল এবং অন্ত্রাশয় মধ্যে হুড়্‌হুড়্ গুড়্‌গুড়্ শব্দ,—যেন উদর মধ্যে উৎসেচন (Fermentation) ক্রিয়া হইতেছে। উদরাময়ের সঙ্গে,—বাহু ও পদদ্বয় অসাড় বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত পদাদির অস্থি মধ্যে বেদনা। গুল্‌ফাস্থিতে বা তৎপার্শ্বস্থিত অস্থিতে বেদনা; হস্ত পদাদি যেন দীর্ঘতর ও অত্যন্ত ভারি,—এবং রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মনে হয় বাহুদ্বয় দ্বিগুণ লম্বা হইয়াছে। প্রত্যঙ্গাদি স্ফীত এবং যেন অসাড় হইয়াছে এইরূপ অনুভব হয়। প্রত্যহ একই সময়ে বেদনার আবির্ভাব (সীড্রন্); বন্দুকের গুলি লাগিবার পর রক্তস্রাব। অস্থি সকল যেন বরফের ন্যায় শীতল (হেলোডার্মা)। বাম গুল্‌ফতলে ক্ষতোদ্গম (কষ্টি:)।

নিদ্রা।—অস্থিরতাযুক্ত এবং জাগ্রত হইলে হস্তাদি যেন স্ফীত ও ভারযুক্ত হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়।

জ্বরাধিকারে।—শীত প্রত্যহ বা একদিন অন্তর ঠিক্ একই সময়ে আবির্ভূত হয় (সীড্রন্); শীত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সর্ব্বদা শীতবোধ; বৃষ্টির দিনে বা জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি (ড্যাল্‌ক্যা: ন্যাট্র-সলফ: নক্স: হ্রাস: রুডোড্:); প্লীহা বৃহৎ। প্রত্যহ একই সময় মনে হয় যেন উদরমধ্যে প্রস্তরবৎ একটা ভারি দ্রব্য রহিয়াছে। দীর্ঘাস্থিতে বেদনা ও শীত বোধ। শীতাবির্ভাবের পূর্ব্বে পাকস্থলী মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, বমন ও কটিবেদনা। সর্ব্বদা শীত বোধ,—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগেও শীতের উপশম হয় না,—যেন অস্থি সকল তুষারময়; প্রত্যহ ঠিক্ ৪ টার সময় শীত। তৃষ্ণা ও স্বেদ রহিত জ্বর। উত্তাপাবস্থায় শিরোবেদনা এবং নিদ্রাবেশ (জেল্‌সি:); জ্বরত্যাগান্তে বমন ও অবসন্নতা; মৃত ব্যক্তির ন্যায় পড়িয়া থাকে; চক্ষু মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনানুভূতি।

সার্ব্বাঙ্গিক।—নবদ্বারের প্রত্যেক দ্বার হইতেই শোণিতস্রাব হইতে পারে। স্নায়ু শূল,—অধিকাংশস্থলে দক্ষিণাঙ্গে,—প্রবলরূপে দলিত হইলে উপশম হয়; ঋতুর সময় বৃদ্ধি; যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠে,—রোগিণী শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আর্ত্তব প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর। অত্যন্ত অবসাদ ও আলস্য বোধ। উপবিষ্ট অবস্থায় অনবরত প্রত্যঙ্গাদি নাড়িতে থাকে।

বৃদ্ধি।—জলীয় বায়ু; ভিজা জমী; অপরাহ্নে এবং মধ্য রাত্রিতে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু ও ধূমপান।

সম্বন্ধ।—সদৃশ,—মাইগেল্, আর্স: হেলোডার্ম্মা: সীড্রন্: (গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সবিরাম জ্বর—ডায়াডেমা = শীতপ্রধান দেশের); ন্যাট্র-সলফঃ ইপিক: থিরিড্: ট্যারেন্টিউলা। আর্স (সবিরাম জ্বর)।

দোষঘ্ন।—চায়না, কুইনাইন, মার্ক।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ২০০ ক্রম।

আর্ক্টীয়াম্ ল্যাপপা (ARCTIUM LAPPA).

নামান্তর।—(ল্যাপ্পা অফিসিন্যালিস্)।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মুখের ব্রণ; পামা, গ্রন্থীর পীড়া; নানাবিধ উদ্ভেদ; প্রমেহ, বাত; ধ্বজভঙ্গ; শ্বেতপ্রদর্; দদ্রু; গণ্ডমালা; বন্ধ্যাত্ব; ক্ষত; জরায়ু ভ্রংশ ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—চর্ম্মরোগ ও স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুভ্রংশাদি বা স্থানচ্যুতি রোগে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক ও মুখমণ্ডল।—মস্তক, মুখমণ্ডল ও গ্রীবাদেশে রসগুটী, ব্রণ, দুগ্ধচিপিটিকা (Crusta Lactea) বা দুধে মামড়ী, পামা, কচ্ছু প্রভৃতি উদ্ভেদোদগম। মুখমণ্ডলে স্ফোটক এবং অক্ষিপুটোপরে অঞ্জনিকা বা আজনাই (Styes=পল্‌সে. ষ্টাফি:) এবং ক্ষতাদি উৎপন্ন হয়। শিশুদিগের মস্তক প্রভৃতি প্রদেশে দুগ্ধপীড়কা (Crusta Lactca) বা চটা ঘা এবং উকুন হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনিতন্তুর অতিশয় শৈথিল্য সহ জরায়ু মধ্যে তীব্র ব্যথা, স্পর্শাসহনীয়তা ও বস্তিগহ্বর (Pelvis) মধ্যে যেন একটি গুরুভার বস্তু রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। দাঁড়াইলে, পাদচারণ কালে এবং পদস্খলিত হইলে কিম্বা কোনরূপ হঠাৎ দেহ সঞ্চালিত হইলে ব্যথা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (হেলোনীয়াস্: লিলীন্:)। প্রবল নিম্নাকর্ষণ সহ জরায়ুভ্রংশ (Prolapsus Uteri) বা জরায়ুর স্থানচ্যুতি (ফ্রাক্সিনাস্-আমে. লিলী টাই. সিপী. প্ল্যাট্:)।

প্রস্রাব।—অপর্য্যাপ্ত এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। প্রস্রাবান্তে মূত্রাশয় মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাহু, জানু এবং গুল্‌ফদেশ হইতে বেদনা উদ্ভূত হইয়া হস্তপদাদির অঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। সকল সন্ধিস্থলেই বেদনা। প্রত্যঙ্গাদিতে নানা প্রকার উদ্ভেদ (eruptions) ও স্ফোটক বাহির হয়। কক্ষমধ্যে বা বগলে দুর্গন্ধ স্বেদ (ল্যাক্-ক্যান্: পিসী: নক্স্-মস্কেটা=রমণীদিগের)। বাতাশ্রিত বেদনা,—উদরাময় আরম্ভ হইলে প্রশমিত হয় (হঠাৎ উদরাময় রোধ বশতঃ বাতবেদনা=অ্যাব্রোট.)। বগলের গ্রন্থিমধ্যে (Axillary Glands) পূযসঞ্চয় (যুগ্-রিজী: ইল্যাপ্স্:)।

ত্বক।—পুনঃ পুনঃ অসংখ্য স্ফোটকোদ্গম,—অতি কষ্টে নিরাকৃত হয় (আর্ণি: সল্ফ্: বেলিস্:)। মধুচক্রবৎ দদ্রু (Tinea Favosa), মস্তকোপরে, মুখমণ্ডলে এবং গ্রীবাদেশে ধূসর-শ্বেত (greyish-white) চিপিটিকাবৎ ক্ষত জন্মায়।

সম্বন্ধ।— তুলনীয়— আর্ণিকা ক্যালেণ্ডুলা, সিনা, ব্রায়ো (বাত), বেল্; হেলোনীয়াস:; লিসীন্: বেলিল্ ফ্র্যাক্সিনাস্; অ্যামেরিকেনাস, লিলীয়াম্-টাই: সিপী: (জরায়ু-চ্যুতি); ক্যাল্কে-ফস্; ভায়লা (চর্ম্ম)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক পর্য্যন্ত।

আর্জ্জেণ্টাম সায়েনেটাম

(ARGENTUM CYANATUM).

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—বক্ষের স্নায়ুশূল বা হৃৎশূল; হাঁপানি; কাসি থালধরা ইত্যাদি।

শক্তি।—নিম্ন ক্রম।

আর্জেণ্টাম আয়োডেটাম

(ARGENTUM IODATUM).

(Iodide of silver.)

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ। নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সর্দ্দি; স্বরভঙ্গ: পক্ষাঘাত উপদংশ।

শক্তি।—নিম্ন ক্রম।

আর্জেণ্টাম্ মেট্যালিকাম্

(ARGENTUM METALLCUM).

নামান্তর।—রৌপ্য।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ; পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অক্ষিপুটের প্রদাহ; মস্তিষ্ক ক্লান্তি; অস্থিক্ষয়; হরিৎপাণ্ডু; কাসি; বহুমূত্র; অসাড়ে মূত্র; মৃগী; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; বংক্ষণ সন্ধির পীড়া; সন্ধির পীড়া; স্বরনলী প্রদাহ; ডিম্বাধার প্রদাহ; ক্ষয়কাস; স্বপ্নদোষ; বাত; জরায়ুর কর্কটীয়া ক্ষত; জরায়ু-চ্যুতি; স্বরভঙ্গ।

উপযোগিতা ও আভাস।—দীর্ঘাকার, রোগা এবং খিট্‌খিটে লোকদিগের পক্ষে এবং পারদ অপব্যবহার জনিত রোগাদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী ও ফলপ্রদ। *অস্থি-সংযোজন স্থল, অস্থি, উপাস্থি (Cartilages) এবং অস্থি সকলের বন্ধনী (ligaments) প্রভৃতির উপরেই রৌপ্যের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।* বায়ুনলী মুখও ইহার বিশেষ আয়ত্তাধীন, সুতরাং পেশাদার গায়কদিগের স্বরবিকৃতিতে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। অক্ষিপুট, কর্ণ, নাসা এবং কর্ণ পশ্চাদ্বর্ত্তী উপাস্থি সকলকে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং ঐ সকল অংশের উপাস্থির রোগাদিতে উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই :— (১) স্নায়বীয় শিরোবেদনা ; প্রাত্যহিক, বাম শঙ্খদেশগত বা রগে (Left temporal), শিরোঘূর্ণন। (২) পেশাদার গায়কদিগের স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ (Aphonia)। (৩) কাসি,—হাস্য করিলে বৃদ্ধি হয়। (৪) বুকাস্থির উদ্ধাংশস্থিত গহ্বর মধ্যে রক্তিমা আবির্ভাব। (৪) বাম বক্ষের দুর্ব্বলতা। (৫) কাসির স্বরনলী (Larynx) উর্দ্ধাংশে ক্ষয়িতত্বক্‌বৎ (soreness) অনুভূতি ; কিন্তু গলাধঃকরণকালে অনুভূত হয় না। (৬) স্বরনলীমধ্যে গাঢ় মণ্ডবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চয়, প্রাতে উত্থিত হয়। (৭) সিদ্ধ মণ্ডবৎ শ্লেষ্মা সহজে নির্গত হয়। (৮) হস্ত পদাদির সন্ধি মধ্যে আড়ষ্টতা ;—যেন আহত হইয়াছে এইরূপ ব্যথা। (৯) সোপানাবরোহণকালে পায়েয় ডিম ক্ষুদ্রতর বোধ হয় বা টান লাগে। (১০) হস্তপদাদিতে এবং সন্ধিস্থলে বিদ্যুৎ সংঘাতবৎ চিড়িক্ মারা বেদনানুভূতি। (১১) হস্তমৈথুন কুপ্রবৃত্তির পর রেতঃস্খলন ; প্রতি রাত্রে,—অথচ লিঙ্গোদ্গম হয় না ; তৎসহ শিশ্নের শীর্ণতা ; অণ্ডকোষ মধ্যে ঘৃষ্টবৎবেদনা (হ্রডোডেন্:)। (১৩) জরায়ুভ্রংশ ; বাম অণ্ডাধার (Ovary) তৎসহ কটিদেশে বেদনা (দক্ষিণ অণ্ডাধারে বেদনা = প্যালেড্:) ; বয়ঃসন্ধিকালে জরায়ুস্রাব। (১৪) অবসাদ (exhausting) সর্দ্দি ; পুনঃ পুনঃ হাঁচি (আরেলীয়া-রেস্: সীপা: সাইক্লে:) ও জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব। (১৫) বায়ুনলীভুজদ্বয়ের সংযোগস্থলের উর্দ্ধাংশে ক্ষয়িতত্বক্‌বৎ অনুভব।

লক্ষণাবলী।

মন।—সংন্যাস বা সর্দ্দিগর্ম্মি রোগাক্রান্ত হইবার ভয় (কফী: ফেরাম্,—বিসূচিকার ভয় আ:-নাই:), বিশেষতঃ তৎসহ হৃৎস্পন্দন। খিট্‌খিটে স্বভাব এবং কথোপকথনে অনিচ্ছা (ক্যামো: জেল্: গ্লোন্:) ; অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা বশতঃ এক স্থানে থাকিতে পারে না (ক্যাল্‌কে আর্স: অরাম্: জেল্‌সি: ট্যাবেকাম্:) ; প্রলাপ সদৃশ ক্রোধ।

মস্তক।—মধ্যরাত্রের অনতিপূর্ব্বে নিদ্রাকালে রোগীর মনে হয় যেন তাহার মস্তক শয্যা হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছে এবং তাহার পরেই সে চমকাইয়া উঠে। প্রত্যহ বাম শঙ্খদেশে বা রগে (Temple) স্নায়ুশূলবৎ বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া হঠাৎ নিবৃত্ত হয়। মূর্দ্ধাদেশ স্পর্শাসহ। শিরোঘূর্ণন ;—যেন মদ্যপান করিয়াছে এইরূপ বোধ (আর্জ্ নাই: বেল্: ক্যামো:, ক্যাপ্‌স্:, চিনিন্ সাল্‌ফ:, সাইকীউটা: গ্র্যাটী: নক্স্: ওপী: পল্‌সে: হ্রাস: সিকেলি ষ্ট্রাম্:)। বহমান স্রোতের দিকে দৃষ্টি করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে (লিসীন্:)। মস্তক শূন্য বোধ হয় (ককীউলাস্)। অক্ষিপুট লাল ও পুরু। সর্দ্দি জন্য অবসাদ (exhausting),

পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সাইক্লেমেন্, অ্যালীয়াম-সীপা) জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব। মুখের অস্থি মধ্যে বেদনা অনুভব।

চক্ষু।—*চক্ষু মধ্যে কণ্ডুয়ন ; অক্ষিপুটের প্রান্তভাগে স্ফীতি ও লাল ভাব।*

কর্ণ।—*কর্ণ মধ্যে চিড়িকমারা বেদনা ; কর্ণবদ্ধ বোধ।*

নাসিকা।—নাক দিয়া রক্তপড়া ; নাকবন্ধ ; হাঁচি।

গলমধ্য।—পেশাদার গায়ক ও প্রকাশ্য বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ (অ্যালীউ ; অ্যারাম্-ট্রাইঃ)। পেশাদার গায়কদিগের স্বরলোপ। গলাধঃকরণ করিবার সময় বা কাসিতে গেলে গল মধ্যে ও স্বরনলী মুখে ক্ষয়িতত্বক ও ক্ষতজনিত বেদনা বোধ হয়। হাসিতে গেলে কাসি আইসে (ড্রোসেরা ; ফস্ঃ ষ্ট্যানঃ) এবং স্বরনলী মধ্যে বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। উচ্চৈঃস্বরে পাঠকালে পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। পেশাদার গায়ক ও প্রকাশ্য বক্তাদিগের স্বর চড়াইবার শক্তির বিকৃতি (অ্যারাম্ ট্রাইঃ)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—পাকাশয়ে বক্ষঃস্থল প্রসারী জ্বালা। জ্বরের অত্যন্ত উত্তাপাবস্থাতেও তৃষ্ণারাহিত্য। উদরের পেশীর সঙ্কোচনাতিশয্য বশতঃ রোগীকে হেঁট হইয়া চলিতে হয়। অত্যন্ত বমনোদ্রেক এবং কষায় পদার্থ বমনান্তে গলমধ্যে কর্কশতা ও জ্বালা বোধ। আহার করিতে আরম্ভ করিলেই সমগ্র উদরে ও বিটপদেশে (Pubis) পর্য্যন্ত চাপ বোধ হয় ; শ্বাসপ্রশ্বাসে বৃদ্ধি এবং উঠিয়া দাঁড়াইলে উপশম হয়। পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ।

প্রস্রাব।—মূত্রাধিক্য, অপর্য্যাপ্ত, ঘোলা এবং মিষ্ঠগন্ধ মূত্র ; পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। বহুমূত্র (ল্যাক-ডিফ্লোঃ)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রেতঃস্খলন,—ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক ব্যবহার জন্য রোগ ; প্রায় প্রতি রাত্রিতে রেতঃস্খলন, শিশ্নের শীর্ণতা। অণ্ডকোষ যেন নিষ্পিষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যথা (রুডোড্ঃ)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুভ্রংশ,—বাম ডিম্বাধারে এবং শ্রোণিদেশে বা নিতম্বদেশে বেদনা এবং ঐ বেদনা উদরের সম্মুখ ও নিম্নাভিমুখে সংক্রমণ করে (দক্ষিণ ডিম্বাধারে বেদনা = প্যালেডীয়াম্) ; বয়ঃসন্ধিকালীন (climacteric) জরায়ুস্রাব। ডিম্বাধার বৃহত্তর অনুমান হয়। জরায়ুগ্রীবায় টাটানি ও সামান্য কারণে শোণিতস্রাব-প্রবণতা ; দুর্গন্ধময় ও ত্বকক্ষয়কারী প্রদর। জরায়ুর কর্কটী অর্ব্বুদ (Uterine Scirrhosis)। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব,—দেহ সঞ্চালন মাত্রে বৃদ্ধি। সমগ্র তলপেট স্পর্শাসহনীয় অনুভূত হয়,—কোন রকমে নাড়াচাড়া পাইলেই বেদনা বৃদ্ধি হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—ফুস্ফুসাদির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ (ষ্ট্যানাম্) বাম দিকে বৃদ্ধি। কাসিলে সহজেই গাঢ় আঠা ও সিদ্ধ মণ্ডবৎ শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। বায়ুনলীভুজদ্বয়ের সংযোগ স্থলে ক্ষয়িত-ত্বকবৎ অনুভূতি ; স্বর ব্যবহারকালে, কথোপকথন বা গান গাহিবার সময় বৃদ্ধি। সোপান আরোহণ কালে বা মস্তক নত করিলে বায়ুনলী মধ্যে শ্লেষ্মা আসিয়া পড়ে এবং কাসিবা মাত্র উঠিয়া যায়।

প্রত্যঙ্গাদি।—অস্থি মধ্যে স্পর্শাসহনীয়তা এবং ছেদনবৎ বেদনা ও নিষ্পেষণানুভূতি। সন্ধি সকল দুর্ব্বল ও ব্যথান্বিত বোধ, বিশেষতঃ কোন স্থান হইতে অবতরণ কালে সন্ধি মধ্যে বাতবেদনা, বিশেষতঃ কফোনি বা কনুই ও জানুসন্ধিতে। পদদ্বয় ক্ষীণ ও কম্পনশীল। অপস্মার বা মৃগী (Epilepsy), ভয়ানক উন্মত্ততা ও যে কেহ নিকটে থাকে তাহাকেই প্রহার করে। অত্যন্ত অবসাদ,—সর্ব্বদা শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা (অ্যাবীস্-ক্যান্, *বেলিস্ঃ হ্যাট-কার্বঃ*)

জ্বর।—বিলেপী বা ক্ষয় জ্বর (Hectic Fever),—প্রত্যহ ১১টা হইতে ১২টা বা ১টার মধ্যে জ্বর। পৃষ্ঠে ও পদতলে শীত বোধ। রাত্রিতে গাত্রাবরণ ঈষন্মাত্র উন্মোচিত করিলেই উর্দ্ধাঙ্গে শীত বোধ হয়। জ্বর লক্ষণাদি মধ্যাহ্নে পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ ও তুলনীয়—অ্যালীউমিনার পরে বিশেষ ফলদায়ক। হাস্যজনিত কাসিতে ষ্টানামের সদৃশ। জরায়ু ও ডিম্বাধারের লক্ষণ সম্বন্ধে আর্জেণ্টাম্-মেট্যালিকাম্, প্যালেডিয়ামের সম্পূর্ণ সদৃশগুণযুক্ত; তবে প্যালেডিয়াম্ এর ক্রিয়া দক্ষিণ ডিম্বাধারের উপর এবং আর্জেণ্টাম্ এর ক্রিয়া বাম ডিম্বাধারের উপর। জিঙ্কাম (চক্ষুকোণ চুলকান)।

দোষঘ্ন।—মার্কুরিয়াস্ এবং পল্‌সেটিলা।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ ও ৩০ শতমিক ক্রম।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্

(ARGENTUM NITRICUM).

নামান্তর।—(নাইট্রেট্ অভ্ সিলভার; লুনার কষ্টিক)।

প্রস্তুতি।—পরিস্রুত জলে নিম্নতর ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ—অম্লরোগ; রক্তাল্পতা; উপদংশ; অজীর্ণ; মৃগী; উদ্গার; বিসর্প; চক্ষুরোগ; উদরাধ্মান; পাকাশয়ে ক্ষত; প্রমেহ; হাতফুলা; শিরঃপীড়া; বুকজ্বালা; পক্ষাঘাত; স্নায়ুশূল; শিশুগণের চক্ষু প্রদাহ; মূত্রদ্বারশায়ী গ্রন্থীর স্ফীতি; বসন্ত; কশেরুকার উত্তেজনা; উপদংশ; গলমধ্যের নানাবিধ পীড়া; জিহ্বাক্ষত; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ এইচ্ সি অ্যালেন্ বলেন "যখনই শুষ্কদেহ, ক্ষয়িত মাংস, বৃদ্ধ দর্শন ব্যক্তি দেখিবে, তখনই আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকাম্ স্মরণ করিবে" (ক্ষীণদেহ চুপসান গাল, কোটরগত চক্ষু—সিকেল্ঃ)। ক্রমশঃবর্দ্ধনশীল শীর্ণতা—বিশেষতঃ অধমাঙ্গের (অ্যামন্-মিউ.); প্রার্থনা মন্দিরে বা অভিনয় গৃহে যাইতে হইলে ভয়ে অতিসার উপস্থিত হয়; উত্তেজনশীল প্রকৃতি। স্থূলকায়ত্ব প্রভৃতি রোগ ও ইহার বিষয়ীভূত (অ্যাব্রোটঃ

ব্যাসিলাইন্: আয়োড্: সার্সাপ্যারিলা)। বেদনাদি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে উপশমিত হইয়া থাকে। রোগী সর্ব্বদা ব্যস্ত। নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য লালায়িত। লোক ভালবাসে না। কোন সমাজ সমিতিতে যাইবার কথা হইলেই তাহার প্রকৃতই উদরাময় উপস্থিত হয়। তাহার দিন আর কাটে না, একদিন এক বৎসর মনে হয়। আক্রান্ত অংশ সকল যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এইরূপ অনুমিতি। স্নায়ুবিধান, মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা প্রভৃতিই ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র। *তালুমূলের এবং পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়ের তীব্র প্রদাহই ইহার প্রকৃতিগত ক্রিয়ার ফল। মিষ্টান্ন-প্রিয়তা, আক্রান্ত অংশে শলাকাদি বেধবৎ অনুভূতি এবং আক্রান্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে পূযবৎ শ্লেষ্মা স্রাব প্রভৃতি ইহার প্রকৃতিগত, এবং নিশ্চয় ফলোপধায়ক লক্ষণ।* যেন দেহের অংশ বিশেষ প্রসারিত হইতেছে ইত্যাকার অনুভূতিও ইহার নির্দ্দেশক। শিরোবেদনা,—মস্তক বস্ত্র দ্বারা দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিলে উপশম। চক্ষুমধ্যে ভয়ানক উত্তাপ বোধ। চক্ষু প্রদাহ (Ophthalmia),—অক্ষিপুট সকল ক্ষয়িতত্বক্ ও স্ফীতিযুক্ত হয়, আলোক সহ্য হয় না; চক্ষু-মধ্যে অত্যন্ত উত্তাপ আবির্ভূত হয়; পূযবৎ শ্লেষ্মা বা পিচুটী নির্গলিত হইতে থাকে; প্রভাতে চক্ষু জুড়িয়া যায়। নবজাত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ (Ophthalmia Neonatrum)। নাসিকা কণ্ডুয়ন,—ঘর্ষণ করিলে শোণিতপাত হয়। চড়াসুরে গান করিতে গেলে কাসি আইসে; দীর্ঘকালব্যাপী স্বরভঙ্গ। গলমধ্যে যেন ক্ষত উদ্গত হইয়াছে ইত্যাকার বেদনা,—বোধ হয় যেন গলমধ্যে সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইয়াছে। পাকাশয়শূল (Gastralgia), অগ্রকড়া ও নাভির মধ্যস্থিত অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরিমিত অংশে সীমাবদ্ধ বেদনা,—তৎসহ অত্যন্ত স্পর্শাসহনীয়তা; বেদনা পৃষ্ঠে, স্কন্ধে এবং কুক্ষীদ্বয়ে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়। পাকাশয়ের বেদনা মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বারা পীড়ন করিলে উপশমিত হয়। অত্যধিক পাকাশয়িক (Gastric) বিকৃতি আধ্মান (Flatulency), উদরাময়,—শাক ছেঁচানির জলবৎ সবুজবর্ণ মল; থোলা থোলা আম নির্গত হয়; পান বা মিষ্টান্ন যেন পাকস্থলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ অনুভূতি; অতিকষ্টে এবং সশব্দে বায়ু নির্গত হয়। আহার মাত্রে মলবেগ উপস্থিত হয়। মূত্রনলীর (Urethra) মধ্যাংশে ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথা, যেন কণ্টকাদি বিদ্ধ হইয়া আছে। প্রস্রাবকালে শেষ কয়েক বিন্দু নির্গত হইবার সময় মূত্রনলীর পশ্চাদ্দেশ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্থানে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণানুভূত হয়। পদদ্বয়ের ক্ষীণতা ও অবশতা বশতঃ দণ্ডায়মান ও পাদচারণকালে রোগী টলিতে থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, সদাই ভাবে তাহার কাজকর্ম্ম সমস্ত বিফল হইবে (অরাম্: প্সোরাইনাম্)। অত্যন্ত ব্যস্ত; সময় অতি ধীরগতিতে গত হইতেছে এইরূপ মনে করে (ক্যান্-ই: অ্যালীউ: অরাম্: ক্যামো: মিডহ্রাইন: নক্স: অ্যান্হ্যালো: অতি দ্রুত গত হইতেছে = ককীউলাস্: থিরিডীয়ন্)। সকল কার্য্য ত্বরায় করিতে চাহে; চলিবার সময় অতি দ্রুত চলে; ভাবনাযুক্ত, ক্রোধন-স্বভাব; কোমল হৃদয় (অরাম্: লিলীয়াম্)। বাতায়নহইতে লম্ফ দিবার উপক্রম করে (গ্লোনইনাম:)। অবসাদগ্রস্ত ও কম্পনশীল।

বিমর্ষ; আলোক ও কথোপকথন এড়াইবার জন্য চক্ষুমুদিত করিয়া শুইয়া থাকে। রোগীর বিশ্বাস তাহার পুত্রকলত্রাদি তাহাকে ঘৃণা করে। মনে হয় যেন একখণ্ড মেঘ তাহার মস্তকোপরি সঞ্চারিত রহিয়াছে (অ্যাক্টীয়া-রে:); তৎসহ অত্যন্ত বিষাদ। ভয়, পাছে তাহার রোগ সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় (মিডহ্রাইন্; স্যাব্যাড: সিফিলাইনাম্)। সভা সমিতিতে যাইবার কথা হইলেই অতিসার উপস্থিত হয় (জেল্সি:)।

মস্তক।—শোণিত সঞ্চয়াধিক্য জনিত শিরোবেদনা,—মস্তকমধ্যে পূর্ণতা (অ্যাকো: বেল্: ব্রাই: ড্যাফ্নী: হ্রাস-র‍্যাডি:) ও তৎসহ গুরুত্ব বোধ (বেল্: কার্ব্বো-ভে: নক্স-ভম্: হ্রাস-র‍্যাডি: ট্যাবেকাম্:); মস্তক প্রসারণানুভূতিজনক শিরঃপীড়া; (বেল্: ব্রাই: কোর‍্যালী: ড্যাফ্নী: ইগ্নে: নক্স: ফেল্যান্: সিনি: স্পাইজি); সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির পুরাতন পাকাশয়িক বিকৃতি জনিত শিরঃপীড়া; নর্ত্তন্ জনিত শিরঃপীড়া। আধকপালে মাথাব্যথা বা শিরার্দ্ধশূল (Hemicrania),—নিষ্পেষণবৎ ও স্ক্রু বেধবৎ বেদনা,—ললাটে; শৃঙ্গদেশে (frontal eminence) কিম্বা বাম শঙ্খদেশে বা রগে; মাথাব্যথার পরে পিত্তাদি বমন (অ্যালীউ: ব্রাই: সিঙ্কো: কোনায়াম্: গ্র্যাফ্: ইপিক: ক্যালী-কার্ব্ব: মস্কাস্. ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড্-নাই: নক্স. পল্সে: স্যাঙ্গীউই: সিপী: ভেরেট্:) অবসাদজনক; মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি (নক্স: সল্ফার:); নিষ্পেষণে বা দৃঢ় বন্ধনে উপশম (এপীস্: পল্সে:)। বেদনা, চরমসীমা প্রাপ্ত হইলে সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে থাকে এবং রোগী অচেতন অবস্থায় চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া থাকে, কথা কহিবার ইচ্ছা থাকে না এবং আলোকের দিকে দৃষ্টি করিতে চাহে না। মূর্দ্ধাত্বকের কণ্ডুয়ন ও মস্তকের অস্থিফলক সকল বিযুক্ত বোধ।

স্নায়ুবিধান।—উচ্চ অট্টালিকা দর্শনে রোগীর মস্তক বিঘূর্ণিত হয় এবং সে টলিতে থাকে। তাহার বোধ হয় যেন রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থিত গৃহ সকল তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিবে। রাজপথে পাদচারণ কালে সে কোন রাস্তা পার হইয়া যাইতে ভীত হয়, কারণ তাহার মনে হয় যেন ঐ মোড়স্থিত গৃহের কোণ অগ্রসর হইয়া আসিবে এবং সে তাহার উপর পড়িবে।

চক্ষু।—চক্ষুর যোজকত্বকের তরুণ অঙ্কুরময় (Granular) প্রদাহ (Acute Granular Conjunctivitis) বা চক্ষু প্রদাহ যোজকত্বক আরক্তিম হইয়া উঠে; স্রাব অপর্য্যাপ্ত ও পূযবৎ শ্লেষ্মাময়। নবপ্রসূত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ (Ophthalmia Neonatrum),—অপর্য্যাপ্ত পূযবৎ স্রাব; চক্ষু উন্মীলিত করিলে যদি অপর্য্যাপ্ত পূয নির্গলিত হয়, তাহা হইলে মার্ক-সল্: অধিক ফলপ্রদ—(ডাঃ ন্যাশ)। স্বচ্ছাবরক (Cornea) অস্বচ্ছ এবং ক্ষতযুক্ত প্রতীয়মান হয়; অক্ষিপুট ব্যথান্বিত, পুরু এবং স্ফীত; প্রাতে দেখা যায় জুড়িয়া গিয়াছে (এপীস্: মার্ক-সল্: হ্রাস্:)। দর্শন শক্তির অতিব্যবহার জনিত বিকৃতি,—অত্যধিক সিবন কার্য্য বা সেলাইয়ের কাজ জনিত পীড়া; উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি; নির্ম্মল বায়ুতে উপশম (ন্যাট্ মি: রীউটা); পেশী প্রভৃতির ক্রিয়া পারম্পর্য্যের ব্যাঘাত জনিত পীড়াদি; এক দিকে বহুক্ষণ দৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে না। চক্ষুর কোণ বা আপাঙ্গদ্বয় রক্তবৎ লালবর্ণ; বহিরপাঙ্গস্থিত

(external canthi) ত্রিকোণ ঝিল্লি স্ফীত হইয়া কাঁচা মাংসপিণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং নাসিকার নিকটবর্ত্তী কোণ হইতে কৈশিক্ (Capillary) শিরাদি রক্তিমা বর্ণ হইয়া স্বচ্ছাবরকের দিকে প্রসারিত থাকে।

নাসিকা।—সর্দ্দি, নিরন্তর শীতানুভূতি, পীড়িতভাব, অশ্রুস্রাব, হাঁচি এবং অত্যন্ত তীব্র শিরোবেদনা বশতঃ রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, নাসিকামধ্যে এত কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় যে রোগী নাসিকা পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিয়া ক্ষতযুক্ত করিয়া ফেলে (আরাম-ট্রাই:) ; ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস।

মুখমণ্ডল।—পীড়াব্যঞ্জক মুখমণ্ডল। গণ্ড ও চক্ষুদ্বয় কোটরগত এবং মুখমণ্ডলের ত্বক অস্থির উপর চতুর্দ্দিকে দৃঢ় ভাবে বিস্তৃত থাকে।

মুখবিবর ও গলমধ্য।—মাড়ি ব্যথাযুক্ত এবং সহজে রক্তস্রাব প্রবণ। জিহ্বাগ্র আরক্তিম, বেদনা ও জ্বালাযুক্ত এবং শুষ্ক (কার্ব্বো-ভেজি: ন্যাট-মি: ফস্:) ; জিহ্বার-কণ্টক (Papillæ) উন্নত ও স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান ; মধ্যস্থলে আন্তন্তব্যাপী আরক্ত রেখা। সুস্থ দন্তে বেদনা (কৃষ্টিকাম্) ; গায়কদিগের দীর্ঘকালব্যাপী (chronic) স্বরনলী প্রদাহ (Laryngitis) স্বর চড়াইতে চেষ্টা করিলে কাসি আইসে (অ্যালিউ: আর্জ-মেট: এরাম্:) ; গলাধঃকরণকালে গলমধ্যে ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ কাষ্ঠ শলাকা বিদ্ধবৎ অনুভব (ডলিকস্, হিপার ; অ্যাসিড-নাই: সিলি:) গলমধ্যে বা বায়ুনলী মধ্যে প্রাতে গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ কাসিয়া তুলিবার চেষ্টা করে (হাইড্রাস: অ্যালিউ: ফস্: ন্যাট-কার্ব: ল্যাকে:) ; তামাকু সেবীদিগের সর্দ্দি ; গলমধ্যে যেন কেশ খণ্ড রহিয়াছে এইরূপ অনুভব ও কণ্ডুয়ন।

পাকাশয়।—মিষ্টান্নপ্রিয়তা,—শিশু মিষ্টদ্রব্য ভালবাসে, কিন্তু তাহার তাহাতে পেটের অসুখ হয়। ঊর্দ্ধ ও অধোভাবে বায়ু নির্গমন,—পাকাশয়িক রোগাধিকারে এইরূপ লক্ষণের আধিক্য ; পাকাশয়াধ্মান সহযুক্ত অজীর্ণ রোগ,—প্রতিবার আহারন্তেই বায়ু নির্গমন ; পাকশয় এত বায়ুপূর্ণ হয় যে, যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয় ; বায়ুত্যাগ সহজে হয় না, কিন্তু অত্যন্ত বেগ দিলে অবশেষে মহাশব্দে নির্গত হইয়া যায়। পাকাশয় শূল (Gastralgia) ; কুল্পি বরফ ভক্ষণান্তে পীড়া ;—বেদনা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়—আহারান্তে বৃদ্ধি ; তৎসহ বায়ু নির্গমন। বিবমিষা, উকি ও স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বমন। বিবমিষা ; কম্পনশীল দুর্ব্বলতা এবং মস্তক সন্দংশধৃতবৎ বা সাঁড়াশীর দ্বারা ধরার মত (as if in a vise) বোধ হয় (সাইকীউ: আয়োড: ম্যাগ-সল্ফ: প্ল্যাট: পল্সে: ষ্ট্যান: সল্ফার:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনাযুক্ত স্ফীতি,—তৎসহ ভাবনা। বালকদিগের তামাকু সেবন জনিত পীড়াদি (আর্স: ভেরেট:)। পাকাশয়ের স্নায়ুশূল (Gastrodynia)—অগ্রকড়া ও নাভির মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র অংশে স্পর্শাসহনীয়তা ; বেদনা চতুর্দ্দিক বিকীর্ণ হয় এবং ধীরে বৃদ্ধি ও ধীরে উপশম প্রাপ্ত হয়।

অন্ত্রাশয় ও মল।—আধ্মান সহযোগে অন্ত্রশূল। পাকাশয়ের বামদিকে পঞ্জর নিম্নে সূচীবেধ ও ক্ষতজননবৎ বেদনা উদরাময়,—মল সবুজ শ্লেষ্মাময়,—শাক ছেঁচানীর ন্যায় মল ; কিম্বা বিছানার চাদরের উপর কিছুক্ষণ থাকিলেই পীতবর্ণ মল সবুজবর্ণে পরিণত হয় (হ্যউম্:

নীলিমা প্রাপ্ত হয়=ফস্:), সশব্দ বায়ু নির্গমন সহ মল, বেগে (অ্যালো) বহির্গত হয় (যেন নল হইতে পড়িতেছে=ক্রোটন্-টিগ: সবেগে নির্গত হয়=ফেরাম্: পায়খানার চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া লাগে=ন্যাট-সল্ফ; সূক্ষ্ম স্রোতে নির্গত হয়=ইল্যাট); মিষ্টান্ন ভক্ষণান্তে ভেদ; আম ও লসিকা (Lymph=এক প্রকার পূয বা রস) তাল তাল ভাবে বা সূত্রময় আকারে নির্গত হয় (অ্যাসেরাম্:)। পানীয় পানমাত্রে বাহ্যের বেগ (আর্স: ক্রোটন: টম্বিডী:); আমাশয়,—পূর্ণাবস্থা,—অন্ত্রমধ্যে ক্ষত জন্মিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা; রসরক্ত প্রভৃতি মিশ্রিত মল; তাল তাল লাল বা সবুজ এবং সূত্রময় আম নির্গত হয়; তৎসহ তলপেটে ভয়ানক কুন্থন।

প্রস্রাব।— মূত্র দিবারাত্র অজ্ঞাতসারে নির্গত হয় (কষ্টি:); মূত্রনলী প্রদাহ, বেদনা, জ্বালা এবং কণ্ডুয়নশীল,—যেন তীক্ষ্ণ কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে বোধ হয়। মূত্র শেষে বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হইতে থাকে। প্রমেহের তরুণাবস্থা,— অপর্য্যাপ্ত পূয স্রাব এবং অসহ্য কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা; বোধ হয় যেন মূত্রনলী রুদ্ধ রহিয়াছে; পুংজননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইলে অত্যন্ত চড়্ চড়্ করে এবং যন্ত্রণা বোধ হয়; রক্তাক্ত মূত্রও সময়ে সময়ে নির্গত হয়। শেষে কয়েক বিন্দু মূত্র নির্গত হইবার সময় মূত্রনলীর মূলদেশ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত ভয়ানক কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণানুভব (এপীস; ক্যান্থা:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।— ধ্বজভঙ্গ (Impotence),—স্ত্রীসংসর্গের উদ্যম করিলে লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে (অ্যাল্মাস: ক্যালেডীয়াম: সেলিন্:): রমণাকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকে না। লিঙ্গাদি শিথিল হইয়া পড়ে। স্ত্রীসংসর্গ অত্যন্ত কষ্টজনক। কর্কটীয়া ক্ষতবৎ চর্ম্মরোগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।— রমণ অত্যন্ত কষ্টজনক,— যোনি হইতে রক্ত নির্গত হয় (অ্যা-নাইট্রিক:) রাত্রিতে কামাগ্নিপ্রবলতা: জরায়ুভ্রংশ (Prolapsus Uteri) তৎসহ জরায়ুমুখ বা গ্রীবাতে (Cervix) ক্ষত; পীতাভ প্রদর স্রাব, অপর্য্যাপ্ত এবং ত্বকক্ষয়কারক। জরায়ু (Metrorrhagia),—অল্পবয়স্কা বিধবাদিগের প্রচুর শোণিত স্রাব; বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের বয়ঃসন্ধি কালে (at climaxis),— তৎসহ স্নায়বীয় উত্তেজনা (ল্যাকে:),—ঋতুর দুই সপ্তাহ পরে উপসর্গ প্রকাশ। গর্ভবস্থায় আধ্মান,— যেন পাকাশয় ফাটিয়া যাইবে এবং মস্তক যেন প্রসারিত হইতেছে এইরূপ অনুভব। শিশু ভুমিষ্ঠ হইবার পর প্রত্যেকবার অস্থিক্ষয় (Rickets) রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়। বোধ হয় যেন জরায়ু মধ্যে তীক্ষ্ণ কাঃশলাকা বিদ্ধ রহিয়াছে; বিশেষতঃ পাদচারণ বা সোপানাবরোহণকালে (অ্যা-নাইট্রিক: ডলিকস্; হীপার); এরূপ অনুভব।

শ্বাসযন্ত্র।—গায়কদিগের পুরাতন স্বরনলী প্রদাহ (Laryingitis),—স্বর চড়াইলে কাসি আইসে (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-মেট্; এরাম্)। রোগী নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবার জন্য লালায়িত (অ্যামিল্. পালসে: অ্যাকো: সাল্ফার)। শ্বাসরোধক কাসি, যেন গলামধ্যে কেশখণ্ড রহিয়াছে এইরূপ বোধ বশতঃ (ন্যাযা) কাসি; বক্ষঃস্থল বোধ হয় যেন লৌহময় বন্ধনী বেষ্টিত রহিয়াছে (ক্যাক্ট:); দেহ সঞ্চালন, সোপান আরোহণ বা কোন প্রকার

শারীরিক আয়াসের কার্য্য করিলেই হাঁপানী ও হৃৎস্পন্দন উপস্থিত হয় (আর্স: ক্যালকে: আয়োড্ মার্ক: নক্স· ওলীয়াম্-অ্যানিম্ ; ষ্ট্যান্:)। হৃৎস্পন্দন,—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি (ক্যালী-নাই: বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি = ক্যাক্টাস্: স্পাইজী)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার (Cervical) গ্রন্থি সকল স্ফীত ও কাঠিন্য প্রাপ্ত ; উপদংশবিষ জনিত (ক্যালী-বাই: সিফিলাইন্: মার্ক-বিন্: মার্ক-প্রোট:) রোগ। কটী এবং নিতম্বদেশে বেদনা,—উপবেশন বা শয়নান্তে প্রথম উত্থানকালে অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হয়, কিন্তু একটু দণ্ডায়মান থাকিলে বা পাদচারণ করিলে আর বেদনা থাকে না (ফ্লাস্:)। পৃষ্ঠের বা কটির বেদনাদিতে রোগী অত্যন্ত অবসাদ (ক্যালী-কার্ব:) ও শ্রান্তি বোধ করে,—বিশেষতঃ হস্তপদাদির নিম্নাংশে ও জঙ্ঘাডিমাতে অধিক ; শিরোঘূর্ণন ও হস্তপদাদির কম্পনানুভব করে। —(ডাঃ ন্যাশ্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—নিম্ন প্রত্যঙ্গাদি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কম্পনশীল (অ্যানাক্: আর্স: কষ্টি: সাইকীউটা: গ্র্যানেট: আয়োড্: লাইকোপ: নক্স: ওপী: ফস্: প্লাম্: পল্সে: হ্রাল্: সিপী: ষ্ট্র্যাম্: সল্ফ: ট্যাবেক্: থিরিড্: ভেরেট্:) ; চক্ষু মুদিত করিয়া পদমাত্র চলিতে পারে না (অ্যালীউ: জেস্সি: ষ্ট্র্যাম্:)। দাঁড়াইবার ও পাদচারণের সময় টল্ টল্ করে ; বিশেষতঃ যখন সে মনে করে কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে না। মৃগীবৎ আক্ষেপ (Epileptic Fits) আক্রমণের পর রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে (আক্রমণদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে অস্থিরতা প্রদর্শন করে = কিউপ্রাম্) এবং তাহার বাহুদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে,—ঋতুকালে বা ভয়দর্শনজনিত পীড়া ; আক্রমণের পূর্ব্বে রোগীর মনে এক অব্যক্ত ভীতির উদ্রেক হয়, এবং তখন সে জানিতে পারে তাহার শীঘ্রই ঐ রোগ হইবে (অ্যামিল্: ন্যাট্ মিউ:)।

ত্বক।—কপিশ বা কটাবর্ণ (brown), অনমনীয় ও কঠিন। মনে হয় যেন ত্বকের উপর আঠা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বা লুতাতন্তু অর্থাৎ মাকড়সার জাল লাগিয়া আছে ; গাত্র শুষ্ক ও উচ্চনীচ,—যেন টোল পড়িয়াছে। ক্ষতাদিতে আরোগ্যমুখে অপর্য্যাপ্ত মাংসাঙ্কুর (granulations) প্রকাশ। বেদনাদি দ্রুত বর্দ্ধিত ও দ্রুত প্রশমিত বা ধীরে আবির্ভূত ও ধীরে তিরোহিত হয়।

নিদ্রা।—মানসচক্ষুর সমক্ষে বা মনে নানাপ্রকার কাল্পনিক দৃশ্যের আবির্ভাব জন্য নিদ্রা-রাহিত্য। স্বপ্নে মৃত বন্ধু ও প্রেতাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়। পূতিগন্ধময় জল, সর্প, মৎস্য,—প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির স্বপ্ন। নিদ্রালুতা ও আচ্ছন্নভাব।

জ্বরাধিকারে।—গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে অত্যন্ত শীত বোধ করে (নক্স: দেখ) ; কিন্তু দেহ আচ্ছাদিত করিলেও বোধ হয় যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে (ল্যাকে:) ; নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। অপর্য্যাপ্ত স্বেদ নির্গলিত হইয়া মুখমণ্ডলের উপর মুক্তাপাতির ন্যায় শোভিত হয় ; জ্বরের সময় বক্ষঃপার্শ্বে সূচীবেধবৎ অনুভূতি (বক্ষমধ্যে = ব্রাই: ক্যালী-কার্ব:) এবং কণ্ডু দেখা দেয়। প্রাতঃকালে স্বেদ। শয্যায় দেহ গরম হইবামাত্র ঘর্ম্ম ও শীত আবির্ভূত হয় (অ্যালীউ:)।

বৃদ্ধি।—ঠাণ্ডা খাদ্য, ঠাণ্ডা বায়ু, শর্করাদি মিষ্টান্ন, কুল্‌পী বরফ ভক্ষণ এবং অপরিমিত মানসিক পরিশ্রমে এবং ব্যায়ামে বৃদ্ধি।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু, ঠাণ্ডা জলে স্নান। রোগীর মুখে স্নিগ্ধ বায়ু লাগিলে বড়ই আরাম বোধ করে।

সম্বন্ধ।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ বা সিল্‌ভার নাইট্রেট্ অর্থাৎ কষ্টিক দ্বারা কোন অংশ দাহিত হইলে যদি কোন প্রকার স্বাস্থ্যের বিকৃতি সাধিত হয়, তাহা হইলে ন্যাট্রাম-মিউরীয়েটিকাম্ এবং দুগ্ধ প্রভৃতি, তাহার প্রতিবিষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দোষঘ্ন।—পল্‌স: ক্যাল্‌কে: সিপিয়া: লাইকো: সাইলিশিয়া: হ্রাস্: সলফ।

সদৃশ।—আর্জেণ্ট মেটা, অরাম্: কিউপ্রাম্, ল্যাকে: ন্যাট্র-মিউ: অ্যা-নাই: মার্ক-কর: মার্ক-প্রোট্: এবং ক্যালী-বাই:। ক্যাল্‌কে: ব্রায়ো কষ্টিকাম: সার্সা: পল্‌স: ষ্ট্যানম: রক্তাধিক্য-জনিত শিরঃপীড়া—গ্লোন সদৃশ, গলা বেদনা—এসিড নাইট ; হিপার।

শক্তি।—৩য় হইতে ২০০ শতমিক ক্রম ফলপ্রদ। উচ্চ হইতে উচ্চতম ক্রম ব্যবহারে, পুরাতন অজীর্ণ ও আমাশয় প্রভৃতিতে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

আর্জেণ্টাম্ অক্সাইডাম্ (ARGENTUM OXIDUM).

নামান্তর।—রৌপ্যের বিকার—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্ত্রীলোকদিগের হরিৎপীড়ায় বা মৃৎপাণ্ডু রোগে (Chlorosis) ঋতুর সময় অপর্য্যাপ্ত স্রাব এবং উদরাময় প্রবণতা বিদ্যমান থাকিলে আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের পরিবর্ত্তে প্রযোজ্য। জরায়ুর সূত্রময় অর্ব্বুদ সহ (Fibroid Tumor) শোণিত স্রাবেও এতদ্দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

শক্তি।—৬ষ্ঠ এবং ৩০শ।

অ্যারিষ্টোলোকিয়া সার্পেণ্টেরিয়া (ARISTOLOCHIA SERPENTAREA).

প্রস্তুতি।—আর্জেণ্টাম ফস্ফরিকাম, আর্জেণ্টাম্ মিউরিয়াটিকাম্ ব্যবহৃত হয় ; ইহাদের সুস্থদেহিক পরীক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া উল্লিখিত হইল না।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অজীর্ণতা ও আধ্মান।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

অ্যারিষ্টোলোকীয়া গ্র্যাণ্ডিফেরা

(ARISTOLOCHIA GRANDIFERA).

নামান্তর।—অ্যারিষ্টোলোকিয়া মিল্‌হোমেন্‌স।

প্রস্তুতি।—ইহার ফুল হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়। আর এক প্রকার জাত আছে, উহাকে অ্যারিষ্টোলোকিয়া ক্লিমেটাইটীন্‌ বলে।

উপযোগিতা ও আভাস।—বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

লক্ষণাবলী।

বক্ষঃস্থল।—হৃৎপিণ্ডের শিখর (Apex) প্রদেশে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা সহ শ্বাসরোধ (ক্যাক্টাস্‌, সিফিলাইনাম্‌)। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে আঘাত জনিতবৎ ব্যথান্বিত ভাব ; রাত্রিতে ঐ অংশ এত বেদনাযুক্ত হয় যে, আদৌ স্পর্শ সহ্য হয় না (অ্যাকো: ব্যারাইটা-কার্ব্ব: ন্যাট্‌-মিউ: ; দক্ষিণ পার্শ্বে=জিঙ্কাম-মেট: ; স্পর্শাসহ=অ্যাঙ্গাষ্টিউরা র‍্যাণান্‌. অ্যাসিড্‌-ফ্লু)।

সম্বন্ধ।—।—অ্যাকোন: ব্যারাইটা-কার্ব্ব্‌: ন্যাট্‌-মিউ:।

শক্তি।—সদৃশ—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

আর্ম্মোরেসীয়া রাষ্টীকেনা বা কচ্‌লিয়ারীয়া

(ARMORACEA RUSTICANA OR COCHLEARIA ARMORACEA).

প্রস্তুতি।—ইহার মূল হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অণ্ডলালাযুক্ত মূত্র ; স্বরভঙ্গ ; হাঁপানি ; ছানি ; শূল ; উদ্ভেদ বা কণ্ডু ; প্রমেহ ; পাথুরী ; শিরঃপীড়া ; প্রদর ; বাত, ফুস্‌ফুসস্ফীতি ; মূত্রক্লেশ ; দন্তশূল ; ক্ষত ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—মূত্রাদি বিকৃতি এবং প্রমেহ ও শীতাদ (Scurvy নামক দন্তরোগ) প্রভৃতিতে ইহা অত্যন্ত ফলোপধায়ক। মন্দাগ্নি রোগে ইহা হজমী গুলির ন্যায় কার্য্য করে (জেন্‌টিয়ানা-লুটীয়া দেখ)। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর ক্রিয়া বশতঃ

এতদ্দ্বারা আমময় ভেদ, প্রদর, শ্লেষ্মাবহুল শ্বাসরোগ (Pituitous Asthma) এবং শ্লেষ্মাবহুল যক্ষ্মা রোগে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। অন্ত্রশূলসহ কটিবেদনা ইহার প্রধান নির্ণায়ক। বেদনা তলপেট হইতে পৃষ্ঠে এবং পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া ত্রিকাস্থি প্রদেশে (Sacrum) অবস্থিত হয়। স্থান পরিবর্ত্তনশীল পুরাতন বাতব্যাধিতে এবং রুদ্ধ পদস্বেদ জনিত পীড়াদিতে বিশেষ ফলদায়ক।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোবেদনা, কখন বামপার্শ্বে কখন দক্ষিণপার্শ্বে আবির্ভূত হয়,—সম্পূর্ণরূপে চক্ষু উন্মীলনে বৃদ্ধি। বিবমিষা সহযোগে প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি পায়। যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইবে এইরূপ বেদনা। হুপকাসিতে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব (অ্যা-মিউ: আর্ণিকা: ড্রোসে: ইপিক্:)।

পাকস্থলী।—পাকাশয় হইতে পৃষ্ঠাভিমুখী বেদনা; পৃষ্ঠমধ্যস্থিত কশেরুকা (Vertebræ) দলিত বা নিষ্পেষিত হইলে বেদনার বৃদ্ধি ঘটে। অন্ত্রাশয় হইতে পৃষ্ঠদেশে প্রসারণশীল বেদনা। তলপেট হইতে পৃষ্ঠে এবং পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিকাস্থির (Sacrum) উপরে বেদনা স্থির হইয়া থাকে। অপর্য্যাপ্ত ও যন্ত্রণা রহিত অতিসার সহযোগে অস্বাভাবিক ক্ষুধা। পিত্তময় পদার্থ উদ্গীরণ (regurgitation); পেটে খালধরায় (cramps) রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে।

প্রস্রাব।—মূত্রত্যাগকালে, পূর্ব্বে ও পরে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা (ক্যান্থ্: আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাম্ফা: মার্কু: নক্স: ওলীয়াম:-অ্যানিম্: ল্যাকে: ক্যানাব্-স্যাট্: লাইকোপ: বার্বারিস্: কোলচি: ডিজি: ক্যাল্‌কী-কার্ব্ব: ন্যাট্-কার্ব্ব: ন্যাট্-সল্ফ্: স্যাবাড্: সার্সা: সেনেগ্: ষ্ট্যাফি: থুযা: ভেরেট্: জিঙ্কাম্:)। পুনঃ পুনঃ এবং অসংখ্যবার প্রস্রাববেগ (আর্জেণ্ট: ব্যারাই-কার্ব্ব্: কষ্টি: কোপেবা: ইউফ্রে: মার্কু: হাস্: স্কীলা: ষ্ট্যাফি:) মূত্রকৃচ্ছ্র (Strangury) (ক্যানাব্: ক্যাম্ফা: ডাল্কা: নক্স্-ভম্: চলিতে গেলেই প্রস্রাববেগ এবং শয়ন করিলে বা অৰ্দ্ধ শায়িতাবস্থায় অবস্থান করিলে উপশম=ডিজিটেলিস্)। অণ্ডলালমূত্র (Albuminuria)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রস্রাবের সময় যোনি হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় (ক্রোকাস্-স্যাট্:) কাল শোণিত স্রাব। আর্ত্তব,—প্রতি দশ বা পঞ্চদশ দিবস অন্তর আবির্ভাব। রুদ্ধার্ত্তব,—(Suppressed menses),—তৎসহ হরিৎ বা মৃৎপাণ্ডু পীড়া (with chlorosis) বয়ঃসন্ধি-কালের আরম্ভ হইতে পেটে আক্ষেপবৎ বেদনা বা খালধরা।

মলান্ত্র ও মল।—মল দ্বার হইতে অসাড়ে শ্লেষ্মা স্রাব (অ্যাগার: কোল্চি: গ্র্যাফ্:—রাত্রিতে শয্যায় শয়নকালে—অ্যাসিড্-কার্ব্বলিক্:—নিদ্রাবস্থায়=বেল্: হায়ো: অ্যাসিড্-মিউ: রীউটা: ফস্:—কাসিতে বা হাঁচিতে গেলে=স্কীলা: দাঁড়াইলে, পাদচারণ কালে বা আহারান্তে=অ্যালো: বায়ুত্যাগকালে=অ্যালো: অ্যাসিড্-মিউ: ওলি-অ্যান্: অ্যাসিড্-ফস্:

পডো: ভেরেট্রাম্: মূত্রত্যাগকালে, = অ্যালো: অ্যাসিড্-মিউ: ন্যাট্-সল্ফ্: স্কীলা:—দেহের প্রতি সঞ্চালনে = এপীস্;)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ সহ সর্দ্দি (বেল: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: ড্রোসেরা: ড্যাল্কো: হিপার: মার্ক: নক্স: ফস্: পল্সে: অ্যাণ্ট্-টার্ট:)। ফুস্ফুসের শোথ। বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্যানাব: ক্যান্থা: সিন্থাপ: কোপেবা: কিউবেব্। হ্রস-টক্স, আর্জ্জেণ্ট-নাই।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শতমিক।

আর্ণিকা মণ্টেনা

(ARNICA MONTANA).

নামান্তর।—লিওপার্ডস্ বেন্।

প্রস্তুতি।—সমস্ত বৃক্ষ, এবং মূল হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগেফলপ্রদ ;— স্ফোটক ; সংন্যাস ; পৃষ্ঠবেদনা ; শয্যাক্ষত ; ব্রণ ; মস্তিষ্কের পীড়া ; টাক ; দুর্গন্ধ নিশ্বাস ; আঘাত ; দুষ্টব্রণ ; শ্বাসনলী প্রদাহ ; পার্শ্বশূল ; ফুস্ফুস্ আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ ও তথায় স্নায়ুশূল ; তাণ্ডব ; কড়া বা কদর ; বহুমূত্র ; আক্ষেপ ; খালধরা ; অতিসার ; রক্তামাশয় ; আঘাত প্রাপ্তি জন্য কালশিরা ; ছাল উঠিয়া যাওয়া ; অবসাদ চক্ষুতে আঘাতাদি জনিত পীড়া ; পায়ে ক্ষত ; রক্তবমন ; রক্তমূত্র ; শিরঃপীড়া ; হৃদ্পিণ্ডের পীড়া ; ধ্বজভঙ্গ , প্রসব বেদনা ; প্রসবান্তিক বেদনা ; কটীবাত ; মস্তকের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ ; মানসিক পীড়া ; গর্ভস্রাব ; চূচুক ক্ষত ; নাকের পীড়া ; পক্ষাঘাত ; বস্তিকোটরে রক্তার্ব্বুদ ; রক্ত বিষাক্ততা ; প্লীহার স্নায়ুশূল ; মোচড়ানি ; হুলবেধ ; পূযসঞ্চয় ; পিপাসা ; আস্বাদ বিকৃতি ; হুপকাস ; ক্ষত বা সদ্যব্রণ, জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়ুপ্রধান ; বামা, রক্তপ্রধান বা স্থূলকায়, রসবাত ধাতু, আরক্ত ও প্রফুল্ল বদন, ব্যক্তির পীড়া, আঘাতাদি জনিত কুফল প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযোগী। এতদ্দ্বারা দেহের আঘাত, পতন, ঘর্ষণ, নিষ্পেষণ, অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম জনিতবৎ অবস্থা আনীত করে। দেহ সর্ব্বদা ব্যথান্বিত এবং সন্ধি সকল মোচড়াইয়া গিয়াছে। রোগী যেরূপ শয্যাতেই শয়ন করুক না কেন তাহার তাহা অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। কেহ নিকট দিয়া গেলে, রোগীর ভয় হয় পাছে তাহার হস্ত পদাদি তাহার ব্যথাযুক্ত অংশ স্পর্শ করে। রক্তস্রাব, ও অবসাদ পীড়াদি ইহার ক্রিয়ার ফল। ইহাদ্বারা শরীর বিধানের তন্তুর অপজনন (degeneration) সাধিত হয়, এবং পূযসঞ্চয় ও স্ফোটক-জননপ্রবণতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। দেহের নানাস্থানে স্ফোটক বাহির হইতে থাকে, কিন্তু তাহা পরিপক্ক হয় না।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ব্যথান্বিত, ক্রিয়াক্ষম, অসাড় এবং নিষ্পেষিত বোধ হয়। দেহের কোন অংশের আঘাতাদি জনিত বিকৃতি, যতদিনেরেই হউক না কেন, ইহাদ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। কণ্ডার পেশী প্রভৃতির সহিত অস্থিভঙ্গ হইলে (Compound Fracture) ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার এবং পূয়জনকতার নিবারণ হয় (ক্যালেণ্ডুউলা)। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও আড়ষ্টতা, যেন অত্যন্ত প্রহৃত হইয়াছে; উরুদ্বয় অত্যন্ত বথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ বোধ হয় এবং রোগী তজ্জন্য পাদচারণ করিতে পারে না। মস্তক উত্তপ্ত এবং অবশিষ্ট অংশ শীতল। হস্ত পাদাদি শীতল অথচ আন্তরিক উত্তাপ বোধ। জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণা। মুখ পচিয়া থাকে; পাকস্থলী মধ্যে যেন এক খণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে এইরূপ ভারবোধ হয়। উদরাময়,—মল দুর্গন্ধ, কপিশবর্ণ বা ফ্যাকাশে, পূতিময় (Putrid) এবং রক্তাক্ত; মলত্যাগান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা তজ্জন্য রোগী শুইতে বাধ্য হয়। গা জ্বালা; ও সর্ব্বাঙ্গ কণ্ডুয়নশীল পীড়কা ও স্ফোটকাকীর্ণ। স্থানে স্থানে কালশিরা ও নীল দাগ ইত্যাদি ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিস্মৃতি প্রবণতা, যাহা করে তখনই ভুলিয়া যায়; কথোপকথন কালে কি বলিতেছিল ভুলিয়া যায় (মোহ জ্বরাধিকারে)। শয্যা খুঁটিতে থাকে (বেল: হেলিবো: হায়ো: জিঙ্কাম-মিউ:); রঙ্গালয়াদি প্রকাশ্য স্থানে যাইতে ভীত হয়। কেহ নিকট দিয়া গেলে তাহার ভয় হয়, পাছে তাহার ব্যথান্বিত অংশ স্পৃষ্ট হয় (ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: নক্স-মস্: স্যালিক: টেলার: থুয়া)। অচৈতন্য,—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ঠিক উত্তর দেয়, কিন্তু তখনই আবার প্রলাপযুক্ত অচৈতন্য অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়; কথা শেষ না হইতে হইতেই নিদ্রাবিভূত হয়= ব্যাপ্টি:)। রোগী কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলে বলে তাহার কোন অসুখ নাই, বেশ আছে (হায়ো: ক্রিয়ো: ওপী:)। বহুক্ষণ যাবৎ পরিশ্রম করিতে পারে না। স্নায়ুপ্রধান ধাতু,— কোনরূপ যন্ত্রণা অসহনীয় বোধ করে। একাকী থাকিতে ভালবাসে (ক্যাম্ফ: সিমিসি: কোকা: সাইক্লে: জেল্সি: হেলিবো: ইগ্নে: লিডাম: ম্যাগ-মি: হায়ো: অক্সা ট্রোপীস্: হ্যাস: থুযা)।

মস্তক।—মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লির প্রদাহ,—আঘাতাদি বাহ্য কারণ [যথা, পতন, সংঘাত (concussion) প্রভৃতি] জনিত পীড়া; মস্তিষ্ক গহ্বরে শোণিত স্রাব শঙ্কা হইলে উহার শোষণ সাহায্যার্থে প্রযোজ্য। মস্তিষ্কোদক (Hydrocephalus),—শিশুদিগের বাহুর অগ্রার্দ্ধাংশ হিমবৎ শীতল (উদরাময়ে ঐরূপ বাহুর অগ্রভাগ শীতল হইলে= ব্রোমাইন্) সংন্যাস বা সর্দ্দিগর্ম্মি, —চৈতন্য রাহিত্য, অন্ত্রাশয় ও মূত্রাশয় হইতে অসাড়ে মলমূত্র স্রাব; তরুণাবস্থায় রক্তস্রাব নিবারণ ও শোষণ ক্রিয়ার সাহায্য করে (পুনঃ পুনঃ প্রযোজ্য; যতদিন না লক্ষণ পরিবর্ত্তন বশতঃ অন্য ঔষধ প্রয়োজন হয়]। শিরোঘূর্ণন; মস্তক সঞ্চালন বা উত্তোলন কালে বোধ হয় সমস্ত দ্রব্যাদি তাহার সহিত ঘুরিতেছে (বেল্: ব্রাই: সাইকি: লাইকো: লরো: ন্যাট্-মি: নক্স্-ভম্; ফস্: ভ্যালী: ভেরেট:) উপবেশন কালে বা মস্তক অবনত করিয়া থাকিলে কিছুই বোধ হয় না। অসহ্য শিরোবেদনা;—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে,—বেলা ৮টার সময় এত বৃদ্ধি হয় যে,

বাহিরে পাদচারণ কালে বোধ হয় যেন মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে; দশটার সময় সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়। ললাটদেশের সীমাবদ্ধস্থলে হিমবৎ শীতলতা অনুভূত হয়, যেন কেহ ঠাণ্ডা অঙ্গুলি দ্বারা তাহার ললাট স্পর্শ করিতেছে। বোধ হয় যেন শঙ্খদেশে বা রগে পেরেক পুতিয়া দিতেছে (ইগ্নে: কফিয়া)। দেহের নিম্নাংশ শীতল অথচ মস্তক মধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে এইরূপ অনুভূতি (কষ্টি: অ্যাকো: মার্ক্‌ নক্স· হ্লাস্:) শিরোঘূর্ণন,—পাকাশয়িক বিকৃতি জনিত, —বিবমিষা, তৎসহ বমন ও উদরাময় (নাক্স্:)। মূর্দ্ধাদেশে শৈত্য বোধ,—যেন বরফ চাপান রহিয়াছে (আর্স্: ক্যাল্‌কে: লরোসি: সিপী: সল্‌ফার্: ভেরেট্:)।

চক্ষু।—যোজকত্বক্ বা চক্ষুর পাতার অভ্যন্তর ভাগ (eonjunctiva) এবং চিত্রপত্র (Retina যেখানে দৃষ্ট বস্তুর চিত্র পড়ে) মধ্যে শোণিত স্রাব। রক্তপূর্ণ শিরা সকল উচ্চ হইয়া উঠে,—আঘাত বা কাসির প্রতিক্ষেপ জন্য ঐরূপ লক্ষণ (লিডাম্: নক্স্:)। চক্ষু কোটরগত, কাচের ন্যায় চাকচিকাময় এবং প্রসারিত তারকা সংযুক্ত। দৃষ্টির অস্পষ্টতা।

কর্ণ।—আঘাত প্রাপ্তিমত বেদনা; কর্ণ হইতে রক্তস্রাব; কাণে কম শুনা।

মুখমণ্ডল।—স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক এবং আরক্তিম; ওষ্ঠদ্বয় উত্তপ্ত। মুখে উত্তাপ বোধ অথচ স্বেদ ও তৃষ্ণাশূন্যতা; অস্ত্র করার পর দন্তে বেদনা।

নাসিকা।—পৌনঃপুনিক রক্তস্রাব; রক্ত গাঢ় ও তরল,—পরিশ্রমে বৃদ্ধি। পূর্ব্বদিবসে ভার দ্রব্যাদি উত্তোলনবশতঃ ভয়ঙ্কর হাঁচি।

মুখবিবর।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত (অ্যাণ্ট্: ব্রাই:) জিহ্বার শুষ্কতা তৃষ্ণাধিক্য; কটুস্বাদযুক্ত।

পাকাশয়।—বাতকর্ম্ম; পুনঃ পুনঃ উদ্গার,—পচা গন্ধযুক্ত। ক্ষুধালোপ। জমাট রক্ত বমন। কাঠ বমি। পেট সর্ব্বদা পূর্ণবোধ এবং আহারে অরুচি। পেটের মধ্যে যেন পাথর চাপান রহিয়াছে; (নক্স্: পল্‌সে: ব্রাই:) এইরূপ ভার বোধ হয়।

নিম্নোদর বা অন্ত্রাশয়।—বস্তিকোটরে (Pelvis) বেদনা বশতঃ সোজা হইয়া চলিতে পারে না। আমাশয়, তৎসহ মূত্রকৃচ্ছ্রতা; বৃথা বেগ; দীর্ঘকালান্তর মলত্যাগ মল আঠাবৎ শ্লেষ্মাময়; রক্তাক্ত; পূযবৎ; অত্যন্ত দুর্গন্ধ; নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসারে মল ত্যাগ; আঘাতাদির পর, বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি। মলকাঠিন্য,—মলান্ত্র (Rectum) মল পরিপূর্ণ, অথচ মল নির্গত হয় না; মূত্রনালী মুখশায়ী (Prostate) গ্রন্থির স্ফীতি; জরায়ু পশ্চাদাবর্ত্তন (Retroversion) বশতঃ ফিতার ন্যায় মল নির্গত হয় (খড়ির ন্যায় শক্ত ও শ্বেতবর্ণ=ফেল্যান্:—ফিকে তাল তাল=কোলিন্:—মেষমলবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিলাময়=বেল্: প্লাম্: রীউটা: ভার্ব্যাস্কাম্:—কঠিন, সরু ও লম্বা, কুক্কুরের মলবৎ=কষ্টি: ফস্ প্রুনাস স্পাই: অত্যন্ত বড়, কঠিন ও কষ্ট জনক=ব্রাই: ক্যালী-কার্ব্ব: নক্স্ ভেরেট্:)। প্রতিবার মলত্যাগান্তে শয়ন করিতে বাধ্য হয়। অসাড়ে মলমূত্র স্রাব সহ মোহাবস্থা। কপিশবর্ণ ও মদের ফেনবৎ মল। উপপঞ্জরের নীচে সূচীবেধবৎ বেদনা। উদর দুর্গন্ধ আধ্মানপূর্ণ। তলপেটে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা অনুভূত হয়। সূত্রবৎ কৃমি।

প্রস্রাব।—অতি পরিশ্রম বশতঃ মূত্র রোধ,—বহুক্ষণ বসিয়া না থাকিলে মূত্র নির্গত হয় না। *রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় অসাড়ে মূত্র নির্গত। প্রস্রাবান্তে মূত্র রোধ বা অসাড়ে* মূত্র নির্গলন (ওপী:); ইষ্টকচূর্ণবৎ পদার্থ অধঃপতিত হয় (sediment) (অ্যাকো: অ্যাণ্ট: ক্যানাব: ক্যাম্ফ: ক্যালী-বাই লাইকো: ন্যাট-মিউ: পল্‌সে: সিপী. স্কীলা: ভ্যালি:)। রক্তমূত্র।

পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের নীলাভ লাল স্ফীতি; আঘাতাদি জনিত অণ্ডকোষপ্রদাহ; জলকোরণ্ড; রতি ইচ্ছার বৃদ্ধি; ধ্বজভঙ্গ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সংঘাতজনিত (Concussion) জরায়ুভ্রংশ এবং রক্তস্রাব; জরায়ুপ্রদেশে আঘাত জনিতবৎ বেদনাতিশয্য বশতঃ সোজা হইয়া চলিতে পারে না (আর্জেণ্ট-মেট:)। প্রস্রাবান্তে প্রসবদ্বারাদি ব্যথান্বিত; প্রসবমাত্রে সেবন করাইলে প্রসবান্তিক রক্তস্রাব ও পূয়জনন সম্ভূত লক্ষণজটিলতা নিবারণ করে)। অসহ্য প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল ব্যথা। রমণান্তে বা আঘাতজনিত রক্তস্রাব। স্তনের বোঁটায় ক্ষত। স্তনে আঘাত বশতঃ বা স্তন্যপায়ী শিশুর মস্তকনিপীড়নজনিত ঠুন্‌কা (mastitis)। বোধ হয় যেন ভ্রূণ প্রসূতির গর্ভ মধ্যে বামদিক হইতে দক্ষিণদিক পর্য্যন্ত লম্বমান রহিয়াছে। পতন বা আঘাতের পর গর্ভস্রাব আশঙ্কা।

শ্বাসযন্ত্র।—শিশুদিগের ক্রন্দনজনিত কাসি; বক্ষপার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: স্যাঙ্গিউই: ক্যালী-কার্ব্ব:)। কাসিবার সময় পঞ্জরে বেদনানুভব; সমগ্রদেহআলোড়ক কাসি; প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর শুষ্ক খুস্‌খুসে কাসি,—বায়ুনলীর নিম্নতম প্রদেশে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি। গয়ার সহিত রক্তমিশ্রিত থাকে। রক্তকাস সহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা হুপকাসি;—কাসি আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব শিশু কাঁদিতে থাকে; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিম্বা গয়ার সহিত রক্তবিন্দু নির্গত হয়; কাসিতে কাসিতে অক্ষিত্বকের পশ্চাতে রক্তস্রাব বশতঃ রক্তিমান্বিত চক্ষু (কাসির পূর্ব্বে কাঁদে = বেল্: কাসির পরে কাঁদে = ক্যাপ্স:)।

হৃৎপিণ্ড।—বামদিক হইতে দক্ষিণদিক প্রসারী সূচীবেধবৎ বেদনা,—তৎসহ অবসন্নতা। বুকের ভিতর ধড়ফড় করে। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনা বোধ হয়,—যেন কেহ তাহা নিষ্পেষিত করিতেছে।

গ্রীবা।—পেশীর দুর্ব্বলতা। আঘাত জনিত আড়ষ্টতা।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাত ও ক্ষুদ্রসন্ধিগত বাত (Gout), আক্রান্ত অংশে এত বেদনা যে কেহ নিকটে আসিলে ভয় হয় পাছে বেদনাযুক্ত অংশ স্পর্শ করে বা আঘাত করে। বামাঙ্গের পক্ষাঘাত,—নাড়ী পুষ্ট ও প্রবল; দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে থাকে, বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকে ও শ্বাসপ্রশ্বাস ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত। প্রসবান্তে উরুদেশ বেদনাযুক্ত। মেরুদণ্ডে ভয়ানক বেদনা,—যেন ফিক্ লাগিয়াছে পশ্চাৎ কটী বা নিতম্বে ও প্রত্যঙ্গাদিতে আঘাতজনিতবৎ বেদনা,—নিষ্পেষিত ও সন্ধিভ্রষ্ট (Dislocated) বোধ। অপরিমিত পরিশ্রমান্তে দেহ বেদনাযুক্ত। দেহের উর্দ্ধাংশ উষ্ণ; নিম্নাংশ হিমবৎ শীতল। রোগী যে কোন ও শয্যার উপর শয়ন করে তাহাই কঠিন বোধ হয়,—ক্রমাগত কষ্ট প্রকাশ করে এবং কোমল স্থান অন্বেষণার্থে শয্যার এক

পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে গড়াইয়া বেড়ায় (যেন তক্তার উপর শুইয়া আছে এবং যে অংশ চাপিয়া শয়ন করে সেই অংশ বেদনাযুক্ত বোধ=ব্যাপ: পাইরোজ্: ; আরাম পাইবার আশায় অনবরত নড়িয়া বেড়ায় বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে=হ্রাস্, মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, পেশী সকল ব্যথান্বিত ও এবং দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালন করিতে যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করে= ফাইটো:) ; মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় (Hydrocephalus) রোগে বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগ মৃতব্যক্তির ন্যায় শীতল।

ত্বক।—একটীর পর আর একটী ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত স্ফোটক পুনঃ পুনঃ বাহির হয় (একেবারে অনেকগুলি স্ফোটক পুনঃ পুনঃ উদ্গত হয়=সল্ফার)। পূয়জনন প্রবণতা নষ্ট করে এবং রক্তের সহিত পূয়কণা মিশ্রণ জনিত রোগাদির প্রতিবিষ। আঘাতজনিত কালশিরা,—(ত্বক মধ্যে শিরাপ্লাবিত রক্তসঞ্চারজনিত=ফস্:)।

নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালে পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন্ অথচ নিদ্রা আসে না (অ্যাকো:)। গোরস্থান, শ্মশান, কৃষ্ণকায় কুকুর, বজ্রাঘাত, খণ্ডীকৃত মৃতদেহ প্রভৃতি ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখে। নিদ্রান্তে আরাম বোধ হয় না।

জ্বর।—সবিরাম জ্বরাধিকারে,—শীতাবির্ভাবের পূর্ব্বে ও সময়ে অত্যন্ত তৃষ্ণা ; বহুল পরিমাণ জলপান করে এবং পরে বমন করে ; জৃম্ভন ও প্রত্যঙ্গাদি বিস্ফারণ। সকল অস্থিতেই বেদনা, সকল শয্যাই কঠিন বোধ হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অধিক শীত বোধ হয় ; হস্ত পদাদি হিমবৎ শীতল, কিন্তু মস্তক ও মুখমণ্ডল উত্তাপ যুক্ত এবং এক পার্শ্বের গণ্ডদেশ আরক্তিম ; উত্তাপাবির্ভূত হইলে রোগী স্বীয় অবস্থা সম্বন্ধে ঔদাস্য প্রকাশ করে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে সে বেশ আছে এবং আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ; তখন জল অল্পই পান করে ; রাত্রিতে অম্লগন্ধ স্বেদোদ্গম ; বিজ্বরাবস্থায় (Apyrexia) প্লীহা প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ করে ; প্লীহা অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়িত করিলে ব্যথা বোধ হয় ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্রেই যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। প্রাতে ৮টার সময় শীতাবির্ভাব হয় (৭টায়=ইউপেটো: হীপার: পডো:—৬টায়—ভেরেট্রাম আল্‌বাম্।)

বৃদ্ধি।—বিশ্রামাবস্থায়, শয়নকালে, সুরাদি সেবনে, জলীয় বায়ুতে এবং শৈত্য সংস্পর্শে।

উপশম।—মস্তক নীচু করিয়া শয়ন করিলে, স্পর্শ মাত্রে এবং দেহ সঞ্চালনে (হ্রাস: রীউটা:)।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক:—অ্যাকেন: হাইপীর: হ্রাস-টক্স:।

সদৃশ।—অ্যাকোন, অ্যামন্, ক্রোটন, আর্সেনিক, আঘাতজনিতবৎ বেদনা সম্বন্ধে এবং সান্নিপাতে ব্যাপ: বেল: ক্যামো: চায়না: ফাইটো: ইউফ্রে, ক্যালেণ্ডুলা, হাইপা, হ্যামা; ইপিকা, লিডম, মার্ক, পল্স, পাইরোজ, হ্রাস, রীউটা ও ষ্ট্যাফি, সাইলি, সল্ফ, ভেরেট্র। সুরাদি পান বা কয়লার ধূমাঘ্রাণ জনিত পীড়াদিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে (অ্যামোন-কা: বোভিস্:)।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর, ইপিকা, কফিয়া, অ্যাকোন, মার্ক, চায়না, ইগ্নে।

শক্তি।—আর্ণিকার মন্দফল সুরাপানে বৃদ্ধি পায়। ১ম হইতে ২০০ শক্তি পর্য্যন্ত পুরাতন সবিরাম জ্বরে উচ্চতম ক্রমই বিশেষ ফলপ্রদ।

আর্সেনিকাম্ অ্যাল্বাম্
(ARSENICUM ALBUM).

নামান্তর।—শঙ্খবিষ; সেঁকো ইত্যাদি।

প্রস্তুতি।—ইহার বিচূর্ণ এবং তরল ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্ফোটক; বয়োব্রণ; রক্তস্বল্পতা; রজোবন্ধ; মুখক্ষত; হাঁপানী; শীর্ণতা; শ্বাসনলীপ্রদাহ, অন্ত্রের পীড়া; কর্কটীয় ক্ষত; মুখের পচনশীল ক্ষত; দুষ্টব্রণ; বিসূচিকা; এসিয়াটিক্ কলেরা; হিমাঙ্গবস্থা; কাসি; ঘুংড়ী; প্রলাপ; অতিসার; উপঝিল্লীপ্রদাহ; শোথ; অজীর্ণতা; চক্ষুর পীড়া; মূর্চ্ছা; জ্বর; পচনশীলতা; পাকাশয়ে ক্ষত; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; ক্ষয়জ্বর; বক্ষোদকপীড়া; মূত্রগ্রন্থীর পীড়া; শ্বেতপ্রদর; ওষ্ঠে ক্ষত, উদ্ভেদ; নানাপ্রকার পক্ষাঘাত; অন্ত্রাবর্ত্তন-প্রদাহ; বক্ষের বা ফুস্‌ফুসের আবরণ প্রদাহ; স্নায়ুশূল; ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ; রক্তবিষাক্ততা; স্বল্পবিরামজ্বর; বাত-সন্ধিপ্রদাহ; আমবাত; দদ্রু, কম্পন; মচকান; পূযসঞ্চার, পিপাসা; গলক্ষত; পাকাশয় ও জিহ্বায় বিবিধ পীড়া; গলনলীর পীড়া; আভিবাতিক জ্বর; সান্নিপাতিক জ্বর; বিবিধ ক্ষত; বমন; হুপকাস্; কাস; কৃমি; পীতজ্বর ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে।

উপযোগিতা ও আভাস।—হতাশ, বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক, উদ্বিগ্ন, ভীত, অস্থির, উত্তেজিত, কর্কশ এবং সহজে বিরক্ত, মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যক্তির পীড়ায় উপযোযোগী। জীবনীশক্তির দ্রুত অবসাদ, সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, মানসিক অবসন্নতা, নৈরাশ্য, ভাবনা, ভয়শীলতা, ক্রোধপ্রবণতা প্রভৃতি এবং রাত্রিকালে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রকৃতিগত লক্ষণ। দেহের সকল অংশেরই উপর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং সকল রোগেরই অবস্থা বিশেষে ইহা উপযোগী। সকল লক্ষণই অপরাহ্ন ১।২টার মধ্যে এবং রাত্রি ১২।২টার মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে সকল রোগাদি প্রতিবৎসর পুনরাবির্ভূত হয় (কার্ব্বো ভেঃ ল্যাকেঃ সল্‌ফারঃ থুযা) তন্মধ্যে অধিকাংশই ইহার বিষয়ীভূত।

ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এস্থলে লিখিত হইলঃ—(১) মুখমণ্ডল ম্লান, শীর্ণ, শীতল এবং শীতল স্বেদসিক্ত; যন্ত্রণাব্যঞ্জক। (২) অশেষ যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, মৃত্যুভীতি এবং আত্মহত্যা করিবার আবেগ। (৩) দ্রুত বল ও মাংসক্ষয়, রোগী জীর্ণ শীর্ণ ও উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে; জীবনী শক্তির অতি ত্বরায় অবসাদ। (৪) অত্যন্ত অস্থিরতা, রোগী অনবরত শয্যা হইতে শয্যান্তরে গমন করে বা নীত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। (৫) দেহ হিমবৎ শীতল।

(৬) দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ অথচ প্রতিবারে অল্প পরিমাণ জল পান করে, কিন্তু শীতল জল পেটে থাকে না বা যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। (৭) তরুণ সর্দ্দি, কষায় শ্লেষ্মা নিস্রাব, নাসারোধ। (৮) অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, রোগীর মনে হয় তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য; শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধার আশায় উঠিয়া বসে; যৎসামান্য স্বচ্ছ, গাঢ় আঠার ন্যায় এবং ফেনময় গয়ার (expectoration) নির্গত হয়; রাত্রে ৩টার সময় শ্বাসকৃচ্ছ্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপায়, হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে এবং রোগী চিৎ হইয়া শুইতে পারে না। (৯) পান বা আহারান্তে অত্যন্ত অবসন্নতা সহ বিবমিষা, বমনোদ্রেক এবং জল, শ্লেষ্মা, পিত্ত বা শোণিতময় বমন; বমনান্তে ভয়ানক অবসাদ ও পাকস্থলী মধ্যে বেদনার আবির্ভাব। (১০) জ্বালাময় যন্ত্রণা, যেন আক্রান্ত অংশে জ্বলন্ত অঙ্গার স্থাপিত হইয়াছে। (১১) উদরাময়, ভয়ানক দুর্গন্ধময় ঘোর কপিশবর্ণ মল, পানাহারে বৃদ্ধি (১২) যুগপৎ ভেদ ও বমন (বিসূচিকায়)। (১৩) মূত্র অতি অল্প, ঘোর লালাময়। (১৪) তৃষ্ণারহিত শীতার্ত্ততা। (১৫) জ্বালাজনক ক্ষতাদি; উত্তাপ সংস্পর্শে উপশম।

লক্ষণাবলী।

মন।—বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে না, কেন না সে মনে করে তাঁহাদিগের সহিত সে পূর্ব্বে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে,—কেমন করিয়া তাহা বলিতে পারে না (ক্লিম্যাট: ক্যালী-ফল্: সিপী: ষ্ট্যান: থুয়া:)। একাকী থাকিতে ভয় করে (অ্যাণ্ট টার্ট: বিস্মথ: ক্লিম্যাট: কোণা: হায়ো: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাক-ক্যান্: লিল-টাই: লাইকো: সিপী: ষ্ট্র্যাম: ইল্যাপ্স: ভেরেট:) পাছে সে নিজের দেহের উপর অত্যাচার করে। যন্ত্রণাতিশয্য বশতঃ আত্মহত্যা করিতে প্রতিজ্ঞা করে, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এত বৃদ্ধি হয় যে, সে শয্যা হইতে ছুটিয়া বাহিরে যায়। অত্যন্ত মানসিক অস্থিরতা; এক স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না; কিন্তু রোগীর এরূপ বল থাকে না যে, সে সরিয়া যায়; পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন করে; শয্যা হইতে শয্যান্তরে নীত হইবার ইচ্ছা করে; এই এক স্থানে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, আবার তখনই অন্য স্থানে যাইয়া শয়ন করে; যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুভয়; মনে করে তাহার রোগ দুরারোগ্য, মরিতেই হইবে; অতএব ঔষধ খাওয়া নিষ্প্রয়োজন। একাকী থাকিলে বা শয়ন করিলে মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। অত্যন্ত কৃপণ (লাইকো: সিপী:); কেবল পরের অনিষ্টা চিন্তা (অ্যানাক্: লাইকো নক্স:); স্বার্থপরতা (সলফার:); কাপুরুষতা (অ্যাগনাস: এপীস: জেল্‌সি: পল্‌সে; ষ্ট্যান্)। রাত্রিকালে ভয়ানক প্রলাপ,—তৎসহ অত্যন্ত অস্থিরতা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—যেন পড়িয়া যাইবে (গ্লোন; জেল:),—পূতিবাষ্পজনিত (Malarial) শিরোঘূর্ণন; শ্রবণশক্তির প্রখরতা। সর্দ্দি অধিকারে নাসিকার ঊর্দ্ধস্থিত ললাটদেশে দপদপকারী শিরোবেদনা। দপদপকারী শিরোবেদনা; যেন মস্তিষ্কে ভারদ্রব্য স্থাপিত রহিয়াছে; শয্যায় উঠিয়া বসিলে বা দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে ক্ষণিক নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণ করিলে সম্পূর্ণ উপশম হয়; বেদনা মস্তক ও মুখের বামপার্শ্বে তীব্রতর ভাবে অনুভূত হয়; রোগী আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিতে পারে না; মূর্দ্ধাত্বক এত ব্যথান্বিত

যে কেশ পর্য্যন্ত কেহ স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। সময়ে সময়ে অস্থিরতা সহযোগে জ্বালা-জনক বেদনা,—ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি। শিরার্দ্ধশূল,—মূৰ্দ্ধাত্বক হিমবৎ শীতলবোধ,—তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। মূৰ্দ্ধাত্বক সর্ব্বদা অসহ্য কণ্ডুয়নশীল; স্থানে স্থানে গোলাকার অংশে কেশ-রাহিত্য, খস্‌খসে, ময়লা, স্পর্শাসহ এবং শুষ্ক চটাবৃত; রাত্রিকালে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন; মরামাস (Pityriasis প্‌সোরাইন: সল্‌ফার:)। মস্তকসঞ্চালনকালে বোধ হয় যেন শিরোমধ্যে মস্তিষ্ক টল্ টল্ করিতেছে (Moving, কষ্টি: ক্রোকাস্; নক্স-মস্) এবং মাথার খুলিতে ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে।

চক্ষু।—অক্ষিপুট স্ফীত,—এমন কি সময়ে সময়ে চক্ষু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িয়া যায়। চক্ষু হইতে কষায় (acrid) অশ্রু নির্গলিত হওয়ায় গণ্ডদেশ ও অক্ষিপুট ক্ষতযুক্ত হইয়া যায়। সকল বস্তুই হরিতাভ (green) প্রতীয়মমান হয়; সিনা: সাইক্লে: ডিজ্বি. ফস:—(লালবর্ণ প্রতীয়মাম হয়=বেল্; পীতবর্ণ=স্যাণ্টোনাইনাম্), ঘোলা দৃষ্টি।—চক্ষু যোজকত্বক, স্ফীত হইয়া কাঁচা মাংসখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয় (আর্জেণ্ট-নাই)। চক্ষের বাহ্য প্রদাহ ও ব্যথাতিশয্য,—জ্বালাজনক। উষ্ণ এবং ত্বকক্ষয়কারী অশ্রুনির্গলন। স্বচ্ছাবরক (Cornea) ক্ষতযুক্ত। অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক (Photophobia),—বাহ্য উত্তাপে উপশম। কনীনিকার সঙ্কোচন। চক্ষুর জ্বালা। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল (Ciliary Neuralgia),—সূক্ষ্মভাবে জ্বালাকারী বেদনা, গণ্ডমালাদুষ্ট চক্ষু প্রদাহস্থলে (in scrofulous Ophthalmia) এইরূপ ঘটে।

কর্ণ।—বিবর মধ্যস্থিত ঝিল্লি ক্ষয়িতত্বকবৎ প্রতীয়মান হয় এবং জ্বালাযুক্ত বোধ হইয়া থাকে। জলবৎ ত্বকক্ষয়কারী ও দুর্গন্ধময় পূয স্রাব। শ্রবণ শক্তির হ্রাস, মনুষ্য স্বর ভাল শুনিতে পায় না। যন্ত্রণাকালে কর্ণমধ্যে সোঁ সোঁ ও ঘণ্টাবাদ্যবৎ শব্দ।

নাসিকা।—তরুণ সর্দ্দি,—পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও ক্ষতজনক শ্লেষ্মা স্রাব। জলবৎ শ্লেষ্মা বাহির হইয়া নাসিকা মধ্যে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য ও জ্বালা জন্মায়, যেন নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত হইয়াছে। নাসিকায় কর্কটীয় রোগ (হাইড্রোকোট: ব্যাসিলাইন:)। মনে হয় যেন আলকাতরা ও গন্ধকের গন্ধ পাইতেছে।

মুখমণ্ডল।—শীতল স্বেদসিক্ত এবং আন্তরিক যন্ত্রণাব্যঞ্জক। মৃতব্যক্তির ন্যায় রক্তহীন, ম্লান ও জীর্ণ শীর্ণ পীতাভ এবং আন্তরিক বিকারব্যঞ্জক। মুখ স্ফীত। চক্ষু ও গণ্ডস্থল কোটরগত এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত। বিকৃতভঙ্গিমা। মুখের বর্ণ সীসার মত। ওষ্ঠের কর্কটীয়া ক্ষত।

মুখবিবর।—রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে (বেল: ক্যানাব; সিনা: হায়ো:)। দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশু ফ্যাকাশে বর্ণ, ক্ষীণ, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, এবং নিয়ত কোলে থাকিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে চাহে (ক্যামো দেখ)। মুখক্ষত—তৎসহ শুষ্কতা ও জ্বালা। জিহ্বাগ্র লালবর্ণ, শুষ্ক কিম্বা শুষ্ক ও কপিশবর্ণ লেপাবৃত। মুখমধ্য অত্যন্ত বিশুষ্ক এবং অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অথচ অল্পপরিমাণে জল পান করে। ওষ্ঠদ্বয় এত শুষ্ক ও ফাটিয়া যায় যে রোগী পুনঃ পুনঃ জিহ্বা দ্বারা তাহা লালাসিক্ত করে। জিহ্বা হয়

শুষ্ক, লালবর্ণ ও উচ্চ কণ্টক যুক্ত ; না হয় আরক্ত ও পার্শ্বদেশ উচ্চ নীচ ; কিম্বা চা খড়ির ন্যায় শ্বেতাভ ; কিম্বা সীসক (Lead) বর্ণ, কিম্বা আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে শুষ্ক, কপিশবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণাভ। দন্তের স্নায়ুশূল —দন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ ব্যথাযুক্ত , মধ্য রাত্রে বৃদ্ধি ; উত্তাপ প্রয়োগে উপশম ।

গলমধ্য।—স্ফীত শোথযুক্ত, সঙ্কুচিত ও জ্বালাযুক্ত ; হঠাৎ কণ্ঠনলীর সঙ্কোচন (Stricture),—সহ গলাধঃকরণ অসম্ভব ও কষ্টজনক। শুষ্কতা ও জ্বালাবোধ। গলমধ্যে ধূসরবর্ণ বা হরিদাভ এবং লবণাক্ত বা তিক্তস্বাদবিশিষ্ট শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়।

পাকাশয়।—দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা, অথচ জলপানের জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না ; বোধ হয় যেন পাকাশয় তাহা সহ্য করিতে পারে না ; কেন না রোগীর পাকাশয় শীতল জলকে দেহের পোষণকারী উপাদানে পরিণত করিতে পারে না ; জল পান করিলে উহা পাকাশয় মধ্যে প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় ভার বোধ হয়। জলপান করা প্রয়োজন বটে, কিন্তু রোগী তাহা পান করিতে পারে না বা সাহস করে না (অ্যাপোসাই-ক্যান্:)। খাদ্যদ্রব্যের দর্শন বা ঘ্রাণ উভয়ই অসহ্য (কোল্‌চি: সিপী:)। শীতল জলের জন্য পিপাসাতিশয্য,—বার বার পান করে, কিন্তু অল্প পরিমাণে ; রোগী কদাচ আহার করে, কিন্তু যখন খায় বহুল পরিমাণে। পাকাশয়-বিকৃতি বা পীড়া,—বাসী ফল ভক্ষণান্তে ; (কার্ব্বো-ভেজি: চায়না: সিষ্টাস্-ক্যান্ কলো: পল্‌সে: —টক্ ফল ভক্ষণান্তে = ইপিক:) ; কুল্‌পি বরফ (ব্রাই: আর্জেণ্ট-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: পল্‌সে: পাইরোজ) ; বরফ জল অম্লত্বপ্রাপ্ত বিয়ার নামক সুরাপানান্তে (ক্যালী বাই: অ্যাসিড-মিউ: সল্‌ফর:) ; সুরাপানান্তে (ল্যাকে: অ্যাগারি: নক্স:) এই উত্তেজক পানীয় পানান্তে। আহারান্তে বা পানান্তে বিবমিষা, উকি ও বমন। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ; জ্বালা। বুকজ্বালা, —কটু ও অম্লাক্ত পদার্থ উদ্গীরিত হইয়া বোধ হয় যেন গলমধ্যে ত্বকক্ষয় করিতেছে। দীর্ঘকাল ব্যাপী উদ্গার (আর্জেণ্ট-নাই:)। রক্ত, পিত্ত, হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা বা কপিশ-কৃষ্ণাভ দ্রব্যাদি রক্তাক্ত আকারে বমিত হয়। পাকাশয় শূল,—তৎসহ অত্যন্ত ভীতি ও শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং অবসাদ ; দেহ বরফের ন্যায় শীতল ; এবং ক্লান্তি অনুভূত হয়। রোগী যাহা কিছু গ্রাস করে সমস্তই অন্ননলী মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়।—ভয়ঙ্কর অন্ত্রশূল,—অত্যন্ত যন্ত্রণা, কোন স্থানেই আরাম নাই, ভূমিতে পড়িয়া গড়াইতে থাকে এবং জীবনের আশা ত্যাগ করে,—সমগ্র দেহ নানারকম ভাবে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। চর্ব্বণবৎ জ্বালাকারী বেদনা,—যেন জ্বলন্ত আঙ্গার স্পৃষ্ট হইতেছে ; প্লীহা ও যকৃৎ স্ফীত ও বেদনান্বিত। মধ্যান্ত্রিক গ্রন্থির কাঠিন্য। নাভির উপরে ক্ষত ; আধ্মান ; প্লীহার স্ফীতি ; শোথ ইত্যাদি।

মলান্ত্র ও মল।—মলান্ত্রে ও মলদ্বারে জ্বালা ও নিপীড়ন বোধ। মলান্ত্র বা গুহ্যদ্বার (Rectum) বেদনান্বিত হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে। কুন্থন্। উদরাময়,—পান ও আহারান্তে (ট্রম্বিডী: আর্জেণ্ট-নাই: ক্রোটন্: লাইকোপ্:—আহার কালে = ফের্:) ; মল পরিমাণে অল্প, গাঢ়, পীতাভ, দুর্গন্ধময়, এবং অল্পই হউক আর অধিকই হউক, রোগী কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মল,—আঠার ন্যায়, হরিদাভ ও শ্লেষ্মাময় ; মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ

বেদনা ও কুন্থন সহযোগে অল্প অল্প শ্লেষ্মা; অনবরত বমন সহ কাল শ্লেষ্মা ও কাল, কষায় (acrid) এবং পূতিগন্ধ মল; পীতাভ মল—কুন্থন ও জ্বালা সহ; বিসূচিকা,—অত্যন্ত যন্ত্রণা—মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা ভবং জ্বালাময়ী তৃষ্ণা সহ,—দেহ হিমবৎ শীতল। ভেরেট্: ক্যাম্ফো:)। অর্শ,—পাদচারণ ও উপবেশনকালে (মলত্যাগকালে নহে) সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, নিদ্রা যাইতে বা উপবেশন করিতে দেয় না; অগ্নিস্পৃষ্টবৎ জ্বালা,—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে উপশম; মলদ্বারে চিড় বা বিদারণ বশতঃ মূত্রত্যাগ অতি কষ্টকর। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকস্থ ত্বক ক্ষয়িত হইয়া যায়। অর্শ বা বলীতে চিড়িক মারা বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধ, নিস্ফল বেগ ইত্যাদি।

মূত্রযন্ত্র ও প্রস্রাব।—মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলী মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা। অসাড়ে মূত্র স্রাব,—রোগিণী প্রস্রাব করিবার জায়গায় পৌছিবার পূর্ব্বেই মূত্র নির্গত হইয়া পড়ে। মূত্রাশয় যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। মূত্রের পরিমাণ অতি অল্প এবং নির্গমন কালে অত্যন্ত জ্বালা বোধ। মূত্রনাশ বা মূত্রলোপ জনিত বিকার (Uræmia)। মানসিক যন্ত্রণা এবং তৎসহ হত্যা করিবার চিন্তা,—বিশেষতঃ সুরাপায়ীদিগের। মূত্র ঘোর পীতবর্ণ; কখনও বা আবিল এবং তলানি শ্লেষ্মাময়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গাবরক ত্বকে এবং লিঙ্গমণিতে কণ্ডূয়নশীল, ও জ্বালাজনক বেদনা; জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও বেদনাপূর্ণ স্ফীতি; অণ্ডদ্বয়ের বিসর্পযুক্ত স্ফীতি। তরল ভেদ কালে মূত্রাধার মুখশায়ী বা গ্রন্থির রসস্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—স্রাব অত্যন্ত অকালে আবির্ভূত। ডিম্বাধার প্রদেশে জ্বালাবোধ। প্রদর,—পীতবর্ণ এবং গাঢ় স্রাব, এবং দেহের যেস্থানে উহা লাগে সেই স্থানেই ক্ষত উৎপন্ন হয়। যেন জ্বলন্ত ধাতুময় সূত্র সকল চতুর্দ্দিকে প্রসারিত রহিয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা,—পরিশ্রম মাত্রেই—বৃদ্ধি; উষ্ণ গৃহমধ্যে—উপশম; অত্যন্ত অবসাদজনক স্রাব। জরায়ুর কর্কটীয়া ক্ষতবৎ রোগ।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসপ্রশ্বাস,—হাঁপানির ন্যায়; রোগী উপবেশন করিয়া বা অবনত মস্তক করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় এবং চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে না (ক্যালী: নাই: ল্যাকে: নাষা: সিলি); রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া বহির্গত হয়, এবং শ্বাসরোধ ভয়ে শয়ন করিতে পারে না (নিদ্রা আসিতেছে এমন সময়ে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে=ক্লোরাম্: জেল্‌সি: গ্রিণ্ডি: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: ওপী:); হাঁপানী রোগে সাধারণতঃ যেরূপ আমবাত হয় তাহা না হইয়া, রোগ ঘুংড়ির ন্যায় ভাব প্রাপ্ত হয়। ঝড়ের সময়, শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি হয়; দ্রুত চলিলে, উচ্চে আরোহণ কালে, গরম ও হাল্‌কা পোষাকে এবং শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি হয়। শীস দেওয়ার মত (Whistling) শ্বাস প্রশ্বাস; কাসি এবং ফেনময় ও গাঢ় আঠার ন্যায় গয়ার (expectoration),—যেন আলোড়িত অণ্ডলালাবৎ (beaten white of eggs),—ফুস্‌ফুসের বায়ুস্ফীতি (Emphysema); অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র; নীলিমান্বিত এবং শীতল ঘর্ম্মযুক্ত মুখমণ্ডল; এতৎসহ অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ। কাসি ক্ষণাবির্ভাবশীল, রাত্রিতে আক্রমণ আরম্ভ হয়, রোগীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেয় এবং অবশেষে

অল্পমাত্র শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। কাসি রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বৃদ্ধি হয়; রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে না।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎস্পন্দন,—মানসিক যন্ত্রণা সহ হৃদ্‌স্পন্দন। চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারে না (বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি = ক্যাক্টাস্: স্পাইজি: দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি = আর্জেণ্ট নাই: ক্যালী-নাই:); সোপান আরোহণকালে বৃদ্ধি হয় (বেল: অ্যাট্-কাঃ: অ্যাসিড্-নাই: ক্যাল্‌কে: সল্‌ফার্: থুযা)। হৃৎশূল,—হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধদেশে হঠাৎ দৃঢ়াবদ্ধভাব (ক্যাক্ট: লিলী-টাই:) অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হৃদগ্রবেদনা (Præcordial pain), গ্রীবা ও শিরোপশ্চাৎভাগে পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয় (ভেরেট্:); উদ্বেগ, চাপবোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম; ঈষন্মাত্র দেহসঞ্চালনে শ্বাসরোধ হইয়া আইসে; (স্প্রুগাস্) হয়; অবনত মস্তকে (চিনিন্-আর্স্:) অথবা পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া থাকে (ল্যাকে); বৃদ্ধি = রাত্রিকালে, বিশেষতঃ রাত্রি ১টা হইতে ৫টার মধ্যে। তাম্রকূটসেবীদিগের সামান্য কারণে হৃদয় সম্বন্ধীয় রোগ; (ফস: স্পাই:)। পায়ের ঘর্ম্ম রোধ জন্য হৃদ্‌স্পন্দন। হৃদ্‌পিণ্ডআবরক পর্দ্দায় জলসঞ্চয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার প্রবলস্ফীতি; কটীদেশ দুর্ব্বল। ত্রিকাস্থি (Sacrum) হইতে গ্রীবাপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আড়ষ্ট বোধ হয় পৃষ্ঠে জ্বালা বোধ,—স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—প্রত্যঙ্গাদির অতিশয় দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (অ্যামিগডে: ফেরাম:)। পদদ্বয়ে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, রোগী রাত্রিকালে স্থিরভাবে শুইয়া থাকিতে পারে না এবং পদদ্বয় পুনঃ পুনঃ একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থাপন করে কিম্বা আরাম পাইবার জন্য স্বয়ং উঠিয়া পাদচারণ করে। কম্পন, আনর্ত্তন, আক্ষেপ, দৌর্ব্বল্য, ভারবোধ এবং অস্বাচ্ছন্দ্য। জঙ্ঘাডিম্বস্থিত পেশীতে (calves) খিল্ ধরে (ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: প্লাম্: সিকেল্:); পদতলের স্ফীতি। কটিস্নায়ুশূল (Sciatica)। জ্বালাময় যন্ত্রণা, উত্তাপে উপশম। সন্ধিদেশের ফ্যাকাশে স্ফীতি এবং উহাতে জ্বলন্ত অঙ্গারস্পৃষ্টবৎ জ্বালা অনুভব। সামান্য আয়াসে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ (অ্যামোনীয্যাক্:), রোগী যতক্ষণ শয়ন করিয়া থাকে ততক্ষণ বুঝিতে পারে না, কিন্তু দেহ সঞ্চালিত করিতে গিয়া বুঝিতে পারে সে কতদূর দুর্ব্বল হইয়াছে।

ত্বগাদি।—ত্বরিত মাংসক্ষয় বা শীর্ণতা (emaciation = ফস্: প্লাম্ পড়ো:) হিমবৎ শীতল ঘর্ম্ম এবং দৌর্ব্বল্যাতিশয্য (টিউবার্ক্: ভেরেট্:),—আক্রান্ত অংশে। শিশুর মাংসক্ষয় রোগ (অ্যা-অ্যাসেট্: এরাম্; ক্যালকে ফস্: আয়োডা: ইথীউ: লাই: ফস্:) সার্ব্বাঙ্গিক শোথ,—ত্বক্ পাংশুবৎ ফ্যাকাশে; মৃত্তিকাবর্ণ (অ্যাসিড্-অ্যাসেট্)। জ্বালাময়ী যন্ত্রণা, আক্রান্ত অংশ সকল জ্বলন্ত অঙ্গারস্পৃষ্টবৎ জ্বালাযুক্ত হয় (অ্যান্থ্রাসিন্); উষ্ণজল পান করিলে বা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। ত্বক্ শুষ্ক এবং উঠিয়া যায়; শীতল, নীলিমাযুক্ত এবং কুঞ্চিত; শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্মাক্ত; যেন পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায়; শ্বেতাভ ও আঁঠাময়; কৃষ্ণাভ রসগুটীময় এবং জ্বালাযুক্ত। ওষ্ঠদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ দদ্রুবৎ উদ্ভেদ,—তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা অনুভূতি। বিষাক্ত ব্রণাদি—অঙ্গারস্পৃষ্টবৎ জ্বালাযুক্ত (ইউফর্ব্:)। ক্ষত

সকল হইতে ক্লেদময় রসস্রাব হয়। জ্বালাযুক্ত ও অস্থিরতাজনক আম্‌বাত (এপীস্: হ্যাট্-মিউ:)। জ্বালাময় কর্কটী-ক্ষত (Cancerous Uecers)। প্রসারিত শিরা সকল (Varices) অগ্নিস্পৃষ্টবৎ জ্বালাযুক্ত। পূয়জননপ্রবণ পুরাতন ক্ষত.—অত্যন্ত অবসাদ, বিলেপী (Hectic) জ্বর, লালবর্ণ জিহ্বা, তৃষ্ণা, অস্থিরতা ও ভাবনা সংযুক্ত।

স্নায়ুশূল।—অবিমিশ্র (Pure) স্নায়ুশূল, জ্বালা ও অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক, এতৎসহ শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা; সবিরাম, সাময়িক; প্রথমে শৈত্য প্রয়োগে আরাম বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে পরে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়; বিশ্রামেও বৃদ্ধি; ব্যায়ামে এবং উত্তাপ প্রয়োগে = উপশম; পাকাশয় শূল; পূতিবাষ্পজনিত স্নায়ুশূল (Malarial Neuralgia = ম্যালেরিয়া-অফি:)।

নিদ্রা।—নিদ্রাবস্থায় চম্‌কাইয়া উঠে। নিদ্রা সবিচ্ছেদ মানসিক উদ্বেগপূর্ণ এবং অস্থিরতাজনক। নিদ্রাকালে মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধোপক্রম (এরাম্: স্পঞ্জী:)। মস্তকের উপর বাহু বিন্যাসপূর্ব্বক নিদ্রা যায়। স্বপ্ন,—ভাবনা ও চিন্তাপূর্ণ, ঝড়, বজ্রাঘাত, অগ্নি, কালজল ও অন্ধকারের স্বপ্ন।

জ্বর।—আক্রমণের পূর্ব্বে = শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, জৃম্ভন, প্রত্যঙ্গাদি বিস্ফারণ বা বিস্তারিত করণ; সার্ব্বাঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্য, আবলা, উদরোর্দ্ধপ্রদেশে বেদনা ও উদ্গার; অন্ত্রাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা। শীতাবস্থা প্রায়ই উত্তাপমিশ্রিত, কিম্বা শীতোত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। শীতাবস্থায় প্রায়ই তৃষ্ণা থাকে না, যদিই থাকে ও জল পান করে তাহাতে শীত বৃদ্ধি হয় এবং বমন হইবার উপক্রম হয়; বুকে চাপবোধ এবং যন্ত্রণাদায়ক কাসি; উদরোর্দ্ধপ্রদেশ বায়ু পূর্ণ হয়; বেদনা, উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং নখ সকল নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়। উত্তাপ বা উষ্ণাবস্থা হয় আদৌ থাকে না, কিম্বা শীতের সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়, কিম্বা অত্যন্ত উত্তাপ, বিকার অচেতনাবস্থা ও শিরোবেদনা, অস্থিরতা ও উদ্বেগ; সর্ব্বাঙ্গে দপ্‌দপানি (সিলী-টাই: জিঙ্ক্:); পুনঃপুনঃ অল্প বা বহুল পরিমাণে জলপান করে; বক্ষঃস্থলে চাপবোধ ও দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে। অনেক পরে ঘর্ম্মাবস্থা প্রকাশ পায়, কিম্বা আদৌ স্বেদোদ্গম হয় না। স্বেদাবস্থায় তৃষ্ণা অত্যন্ত অধিক এবং উত্তাপাবস্থায় যন্ত্রণাদির অনেক উপশম হইয়া আইসে। বিজ্বরাবস্থা প্রায়ই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ; চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটরগত, মৃদ্বর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় পীতাভ; মুখের স্বাদ বিকৃত হইয়া যায় বা তিক্ত স্বাদযুক্ত হয়—বিশেষতঃ আহারান্তে জিহ্বা শ্বেতবর্ণ এবং শুষ্ক কিম্বা পীতাভ লেপাবৃত; ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, মলিন, ফাটাফাটা শল্কাবৃত। ক্ষুধা কখন কখনও অধিক হয়; ক্ষুধা তৃপ্তি করিলে বিবমিষা ও উত্তাপের আবির্ভাব হয় এবং পরিতৃপ্ত না করিলে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ। মল পাতলা; কুক্ষিদ্বয় (কোঁক) স্ফীতি, বিশেষতঃ বামকুক্ষি; উদর আধ্মানযুক্ত; মূত্র অল্প ও ঘোলা; পদদ্বয় স্ফীত বা শোথযুক্ত বোধ হয়; ত্বক পাংশুবর্ণ ও চট্‌চটে ঘর্ম্মাবৃত অনিদ্রা,—বিশেষতঃ আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রিতে। (আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা = সিঙ্কোনা: আক্রমণের পূর্ব্বদিবসে অত্যন্ত সুস্থবোধ করে = সোরাইন্:)। বৃদ্ধি = প্রত্যহ বেলা ১।২ টার মধ্যে এবং রাত্রি ১২।২ টার মধ্যে (প্রত্যহ বেলা ৩টার সময় = এপীস্

সিঙ্কোনা: নক্স: পল্‌সে: স্থাবাডিলা:)। সজ্বরাবস্থায় অস্থি মধ্যে, পশ্চাৎ কটীদেশে এবং ললাটে বেদনানুভূত হয়। নিদ্রার প্রারম্ভে স্বেদ।

বৃদ্ধি।—দ্বিপ্রহর রাত্রির পর—কিম্বা রাত্রি বা বেলা ১ হইতে ২টার মধ্যে শৈত্য সংস্পর্শে, রাত্রে, শীতল ভক্ষ্য ভোজনান্তে বা পানীয় পানান্তে, আক্রান্ত পার্শ্বে বা নিম্ন মস্তকে শয়ন করিলে।

উপশম।—লক্ষণমাত্রই উত্তাপ প্রয়োগে (সিকেল্ ইহার বিপরীত) ;—শিরোবেদনা কিন্তু উত্তাপে বৃদ্ধি হয়—ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে কিছু সময়ের জন্য উপশম হয় (স্পাইজি) ; জ্বালাময় যন্ত্রণার উত্তাপে উপশম হয়।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন—ক্যাম্ফার ; চায়না, ফেরম, গ্রাফাই, হিপার, আয়োড, ইপিকা, নক্স, স্থাম্বু, ট্যাবেকাম, ভিরেট্রাম্। অনুপূরক = অ্যালীয়াম্-স্থাটাইভা· কার্ব্বো-ভেজী: ফস্: পাইরোজি নীয়াম্। দোক্তা চর্ব্বণ, মদাত্যয় (Alcoholism) ; সাগরে স্নান, কৃত্রিম উপায়ে জীর্ণ খাদ্যাদি ভক্ষণ, শবব্যবচ্ছেদ কালে সেই অস্ত্রদ্বারা স্বীয় দেহ কর্ত্তন, পৃষ্ঠব্রণাদির বিষদূষিত শোণিতজনিত এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গাদির হুলবেধজনিত রোগাদিতে ইহা অত্যন্ত ফলোপধায়ক।

সদৃশ।—অ্যাকোন: অ্যাপোসাইন্: আর্জেণ্ট-নাই: বেলাড, বিস্‌মাথ্: ক্যাল্‌কে: ক্যান্থাব্: কার্ব্বোভেজি: চায়না, ফেরাম্: হায়ো: ইপিক্ ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাই: নক্স: ফস্: পল্. হ্রাস্: সিলি: ট্যাবেক: ভেরেট্:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম। পুরাতন ও কঠিন রোগাদির স্থলে ইহাপেক্ষা উচ্চতম ক্রম সময়ে সময়ে ফলদায়ক।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—৬০ হইতে ৯০ দিন।

আর্সেনিকাম্ ব্রোমেটাম্

(ARSENICUM BROMATUM).

নামান্তর।—ব্রোমাইড্ অভ্ আর্সেনিক্।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—বয়োব্রণ এবং বহুমূত্র রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা কচ্ছুবিষ (Psora) ও উপদংশবিষ (syphilis) দূষিত ধাতুর একটী প্রতিষেধক ভেষজ। দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ও উপদংশজ উপমাংস (excrescences), গ্রন্থিময় অর্ব্বুদ, গ্রন্থির কাঠিন্যপ্রাপ্তি, কর্কটরোগ, কশেরুকামধ্যগত মজ্জার ক্ষয় বশতঃ দেহসঞ্চালন শক্তির লোপোপক্রম দুরারোগ্য সবিরাম জ্বর (ক্যাল্‌কে-আর্স্ ব্যাসিলাইন্:) এবং বহুমূত্র প্রভৃতি রোগাদিতে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে। মুখমণ্ডলের পাটল ব্রণ (Acne Rosacea) এবং নাসিকার উপর নীল-পীত

ঘনবটী বা পীড়কা (Papules) প্রভৃতিতে ইহার (কার্ব্বো-অ্যান্: জরায়ুরোগ সংশ্লিষ্ট ব্রণাদি =হাইড্রোকোটাইল্; সুরাপানজনিত=অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: নক্স্-ভম্: অত্যন্ত লালিমা ও কণ্ডুতিযুক্ত হ্লাস-টক্স্: নীলিমান্বিত=অ্যাগার: দুরারোগ্য=আর্স্-আয়োড্: অ্যাণ্ট্-টার্ট্:)।

শক্তি।—নিম্নক্রম ব্যবহার্য্য।

আর্সেনিকাম্ হাইড্রোজেনিসেটাম্
(ARSENICUM HYDROGENISATUM).

প্রস্তুতি।—পরিস্রুত জলে দ্রবণীয়। পরে সুরাসার ব্যবহার্য্য।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বিসূচিকার হিমাঙ্গাবস্থা; হিক্কা; রজোরোধ; পীতজ্বর ইত্যাদিতে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা দ্বারা আর্সেনিকের ন্যায়ই লক্ষণাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে আর্সেনিক প্রবলতর ও তীব্রতর ভাবে প্রকাশ পায়। রক্তশূন্যতা, উদ্বেগ, নৈরাশ্য, রক্তপ্রস্রাব, লিঙ্গমুণ্ড ও আবরক পূযবটি (Pustules) ও গোলাকার ক্ষতযুক্ত,—প্রভৃতি অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ। ওলাউঠায়, জীবনীক্রিয়ার পূর্ণাবসাদ বা হিমাঙ্গ অবস্থাতে ইহা উত্তেজকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক উদ্বেগ,—রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু নিকটে (অ্যাকোন্: এপীস: আর্স: ল্যাক্-ডিফ্লো: ক্যানাব্-ইন্: হাইড্র্যাস্: পেট্রোল্: ফাইটো: পডো: সিলি:); আরোগ্য সম্বন্ধে নিরাশ (ল্যাক্-ক্যান্: অ্যাসিড্-নাই: অ্যাসিড্-ফল্: সিফলাইন্:)।

মস্তক।—সোপানারোহণ কালে শিরোঘূর্ণন, (বোর‍্যাক্স্: ক্যাল্কেঅষ্ট্র: সল্ফার্)। মস্তকোপরে যেন একটা গুরুভার চাপান আছে।

চক্ষু।—পীতাভ, গভীর কোটরগত এবং প্রশস্ত নীলরেখাবেষ্টিত চক্ষু, (আর্স্. সিনা: কিউপ্রাম্: ডিজি: হায়োসা: ওপী: ভেরেট্: কোটরগত=আর্স্: ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভেজি: লরো: সিকেল্: ভেরেট্:); মুখমণ্ডল দেখিতে বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় ও যন্ত্রণাব্যঞ্জক।

নাসিকা।—ভয়ানক হাঁচি (আর্স্: ক্যালোড্: সাইক্লে: ডাল্ক্যা: সীপা: ক্রিয়ো ল্যাকে: স্কীলা: ষ্ট্যাফ্:) এবং নাসিকা এত ঠাণ্ডা যে, তাহা গরম কাপড় দ্বারা আবরণ করিতে হয় (আর্ণিকা: প্ল্যাম্: ভেরেট্:)।

পাকাশয়।—যাহা কিছু পাকাশয়ে প্রবিষ্ট হয় সমস্তই বমিত হইয়া যায় (ইপিক্: ইথাউ: ফেরাম্-মিউ: ক্রিয়ো: পেট্রোল্:); জল বা জলীয় দ্রব্যমাত্রে পেটে থাকে না

(অ্যাণ্ট্-টার্ট: আর্স্: শিশু দুগ্ধ সেবনমাত্রে বমন করে = ক্যাল্কে: ইথীউজা: ইপিক্:) ; ভয়ানক বমন,—পেটে কিছুমাত্র তলায় না (অ্যাপোমর: আর্স্: কিউপ্রাম্: আয়োড্: য্যাট্রোফা: নক্স: ভেরট্:)।

প্রস্রাব।—রক্ত প্রস্রাব,—দুই তিন আউন্স শোণিত নির্গত হয় (ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যাস্থা: পল্সে: টেরিবিস্থ্:, চিনিন্-সাল্ফ্: হ্যামা: আঘাত জনিত = আর্ণিকা)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মেঢ্রত্বক্ (Prepuce) ও লিঙ্গমুণ্ডের উপর পূযবটী হইয়া অবশেষে ক্ষুদ্র গোলাকার, অগভীর (Superficial) ক্ষততে পরিণত হয় (মার্ক্: অ্যাসিড্-নাই: থূযা:)। বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে (region of kidneys) অসহ্য বেদনা সহ পুনঃপুনঃ প্রস্রাব বেগ (বার্বেরিস: ক্যানাব্-স্যাট্: ক্লিম্যাট্: ওসিমাম্ কেনাম্ টেরিবিস্থ্: হ্যামা:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সহসা রজোরোধ হইয়া আন্তরিক কম্প এবং তৎপরে হস্ত-পদাদিতে ছেদনবৎ বেদনা, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, তরল লাল মল নিঃসরণ এবং রাত্রিতে কাসি ও উকী।

জ্বর।—প্রতি তৃতীয় দিবসে বেলা ৩টার সময় (এপীস; সিঙ্কোনা: নক্স: পল্সে: স্যাবাডিলা)। ভয়ানক শীতাবির্ভাব। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ; মানসিক অস্থিরতা, শীতার্ত্ততা এবং বক্ষঃস্থলে চাপবোধ সহ শীত আরম্ভ হয়, গ্রীবাদেশে বেদনা এবং টান বোধ হয় ; ললাট দেশীয় শিরোবেদনা। তৎপরে উত্তাপাবির্ভাব—মৃদু উত্তাপ, রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত স্থায়ী—উত্তপ্ত মুখগহ্বর,—তৎসহ অল্প তৃষ্ণা ; তৎপরে অল্প ঘর্ম্ম,—ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলেই রোগী নিদ্রাগত (ওপী: পডো: হ্রাস:) হয় এবং নিদ্রাবস্থায় চম্কাইয়া উঠে। রাত্রি ১২টার পর আর কোন কষ্ট থাকে না।

সার্ব্বাঙ্গিক।—নিদ্রান্তে দুর্ব্বল ও অবসন্ন। হঠাৎ অত্যন্ত অবসন্নতা ও বিবমিষার উদ্রেক। ত্বক গাঢ় কপিশবর্ণ ধারণ করে। মণিবন্ধের ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত বাহু, জানু পর্য্যন্ত পদদ্বয়; নাসিকা ভ্রূদ্বয় প্রভৃতি অসাড় বোধ হয়। নাড়ীর গতি রুদ্ধ হইয়া যায় এবং জীবনের কোন চিহ্ন থাকে না,—অথচ হস্তপদাদির সঞ্চালন শক্তি থাকে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ,**—আর্সেনিক।

দোষঘ্ন।—অ্যামন্ অ্যাসেটিক, নক্স-ভম।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

আর্সেনিকাম্ আয়োডেটাম্

(ARSENICUM IODATUM).

নামান্তর।—আয়োডাইড্ অভ আর্সেনিকাম্।

প্রস্তুতি।—ইহা বিচুর্ণ ও তরল ক্রম (টিঞ্চার) প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মুখমণ্ডলে বয়োব্রণ, রক্তার্ব্বুদ; হৃদ্‌শূল; বক্ষে অর্ব্বুদ; শ্বাসনলী প্রদাহ; কর্কটীয়া ক্ষত; সর্দ্দি; ক্ষয়কাস; দুর্ব্বলতা; শোথ; পাকাশয় প্রদাহ; হৃদ্‌পিণ্ডের বিবিধ পীড়া; বক্ষোদক পীড়া; স্বরনলী প্রদাহ; নানা-প্রকার চর্ম্মরোগ; যকৃতের ও ফুস্‌ফুসের পীড়া; হাম; কর্ণস্রাব; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ: আমবাত; গণ্ডমালাদোষযুক্ত; চক্ষু প্রদাহ; উপদংশ ইত্যাদি)

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে যখন অত্যন্ত কণ্ডূয়ন-শীল ত্বকক্ষয়কারক স্রাব নির্গত হয়, নির্গলিত রস সময় সময় অত্যন্ত দুর্গন্ধ, জলবৎ হয় এবং প্রদাহযুক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী রক্তিমাবর্ণ, স্ফীত এবং কণ্ডূয়ন ও জ্বালাযুক্ত হয়, তখন আর্সেনিকাম্-আয়োডোটম্ বিশেষ ফলপ্রদ। বহুব্যাপক সর্দ্দি (Influenza), নব জাত শস্যাদির গন্ধজনিত বা বসন্তকালীন সর্দ্দি-জ্বর (Hay Fever), পুরাতন পিনস এবং মধ্য-কর্ণ হইতে পূযাদি স্রাব, নাসিকারন্ধ্রগত তন্তুর স্ফীতি এবং কর্ণ-পশ্চাদ্গ্রন্থীর স্ফীতি ও বধিরতা প্রভৃতিতে লক্ষণানুসারে উপযোগী। ডাঃ জে, এইচ্ ক্লাক প্রভৃতি চিকিৎসকগণ বলেন যে ইহা ক্ষয়রোগ জনিত ধাতুরোগের একটী মহৌষধ; ইহার নির্দ্দেশক লক্ষণ এই:—অত্যন্ত প্রগাঢ় শারীরিক অবসন্নতা, দ্রুত ও উত্তেজনাপ্রবণ নাড়ী, পুনঃ পুনঃ জ্বর ও ঘর্ম্মের আবির্ভাব এবং দ্রুত মাংসক্ষয় বা শীর্ণতা; উদরাময়, পুরাতন ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ এবং ফুস্‌ফুস্ মধ্যে স্ফোটকোদ্গম, বিলেপী জ্বর (Hectic); ক্ষীণতা এবং রাত্রিকালে ঘর্ম্ম। ফুস্‌ফুস্ এবং বায়ু বা শ্বাসনলীর (Bronchial Tubes) সময়ে-সময়ে-আবির্ভাবশীল প্রদাহাদিতে অপর্য্যাপ্ত সবুজাভ পীতবর্ণ (Greenish-yellow) পূযবৎ শ্লেষ্মা নির্গমন ও শ্বাসাল্পতা ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। ডাঃ কেণ্ট বলেন যে মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট গাঢ় আঠাবৎ গয়ার ইহার একটী অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। উপরি উক্ত কষায়, ত্বকক্ষয়কারক স্রাব শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর এতজ্জনিত প্রতিশ্যায় মাত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে,—কর্ণ হইতে এইরূপ স্রাব বা স্ত্রীযোনি হইতে প্রদরাস্রাব ইহার নির্দ্দেশক।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—দেহের ঈষৎ স্পন্দনানুভূতি সহ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের পীড়া। নিদ্রাভঙ্গের পর অতীব্র শিরোবেদনা,—যেন ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিতেছে; মস্তক সঞ্চালনে, হেঁট হইলে এবং অধ্যয়নকালে বৃদ্ধি। বেদনা বশতঃ মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়।

মুখমণ্ডল, চক্ষু, কর্ণ।—ওষ্ঠের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কর্কটরোগবিষাক্ত ক্ষত (Epithelioma)। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষু প্রদাহ। দুরারোগ্য পাটলব্রণ (Acne Rosacea), কর্ণ প্রদাহ সহ দুর্গন্ধ ক্ষতকারক পূয স্রাব। কর্ণপটহ মোটা হওয়ায় বধিরতা।

নাসিকা।—পশ্চাৎ ও সম্মুখ রন্ধ্র হইতে কণ্ডুয়ন ও জ্বালাজনক ত্বকক্ষয়কারক জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব (অ্যালীয়াম্ সীপা) ; পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সীপা, আর্স: সাইক্লেমেন্) ; নবজাত-শস্যাদির-গন্ধজনিত-সর্দ্দি-জ্বর (Hay fever) ; পুরাতন সর্দ্দি,—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত ও রক্তিমাবর্ণ ; অপর্য্যাপ্ত, গাঢ় পীতাভ শ্লেষ্মা স্রাব (পল্‌সে:) ; নির্ম্মল বায়ু সেবনে বৃদ্ধি। রন্ধ্র মধ্যে ক্ষত।

গলমধ্য।—তালুমূলে জ্বালা। জিহ্বামূলীয় গ্রন্থির স্ফীতি। জিহ্বামূল পার্শ্ব হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত পুরু কৃত্রিম ঝিল্লীর আবির্ভাব ; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ; গ্রন্থি প্রভৃতিও আক্রান্ত হয়। তালুমূলীয় ঝিল্লীর প্রদাহ বা গলনলীর উপঝিল্লী (Diphtheria),—তৎসহ ত্বকক্ষয়কারক পীতবর্ণ গাঢ় আঠার ন্যায় স্রাব (ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়ো।

নাড়ী।—দ্রুত ক্ষীণ ও অনিয়মিত।

শ্বাসযন্ত্র।—যক্ষ্মাকাস,—স্বরভঙ্গসহযুক্ত যন্ত্রণাদায়ক কাসি, পূযবৎ পীতবর্ণ গয়ার (sputa) এবং তৎসহ হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য, শীর্ণতা এবং সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা এবং পুরাতন উদরাময়, জলবৎ কৃষ্ণাভ মল। সামান্য কুকুক্ষুকে কাসি এবং শুষ্ক রুদ্ধ নাসারন্ধ্র। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ,—যখন তরুণ অবস্থা গত হইলেও ফুস্‌ফুস্ পরিষ্কার হয় না বা স্ফোটক উৎপন্ন হইবার উপক্রম হয়। বায়ুনলীভুজ প্রদাহ (Bronchitis),—জ্বর সহ রাত্রিস্বেদ ও পূযবৎ শ্লেষ্মা উঠা ; যক্ষ্মার লক্ষণ এবং দৌর্ব্বল্য বিদ্যমান থাকে। বক্ষঃস্থলের দৃঢ়াবদ্ধভাব।

পাকাশয়।—ক্ষুধা যথেষ্ট, বেশ আহার করে, কিন্তু তত্রাচ রোগী দিন দিন রোগা হইয়া যায় (অ্যাব্রোটা, আয়োড ; স্যানিকীউলা ; সার্সা ; ব্যাসিলাইনাম)।

জ্বর।—পৌনঃপুনিক জ্বর ও স্বেদাবির্ভাব। রাত্রিতে এত ঘর্ম্ম হয় যে রোগীর সমস্ত দেহ অভিষিক্ত হইয়া যায়, বোধ হয় যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে। বিলেপী (Hectic) জ্বর,—রাত্রিস্বেদ ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, রোগীর ক্ষুধা উত্তম সত্ত্বেও দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যায় (টিউবার্কিউ-লাইনাম্)।

মল।—উদরাময়,—মল জলবৎ তরল এবং কাল ; রাত্রিতে আদৌ মল বেগ হয় না, কিন্তু প্রাতে এদিক ওদিক করিয়া একটু বেড়াইলেই আরম্ভ হয় (ব্রাই ; ন্যাট-সল্‌ফ ; সল্‌ফার),—তৎসহ অন্ত্রমধ্যে ক্ষত।

ত্বক্।—শুষ্ক, জ্বালা ও কণ্ডুয়ন ; মৎস্যের আঁসের ন্যায় চর্ম্ম খণ্ড উঠিতে থাকে। লসিকা গ্রন্থি সকল স্ফীত। অবসাদজনক রাত্রিস্বেদ। শ্মশ্রুপামা (দাড়ীতে একপ্রকার ক্ষত) তৎসহ জলবৎ রস নিঃসরন এবং কণ্ডুয়ন,—ধুইলে চুলকানি বাড়ে। ক্রমশীর্ণতা বা মাংসক্ষয় রোগ (Marasmas),—পুরাতন দুরারোগ্য রোগে ; অরুনিকা

(Erythema),—স্থানে স্থানে স্ফীতিশূন্য উদ্ভেদ,—হস্তপদাদির অঙ্গুলি খসিয়া পড়ে, গ্রন্থিসকলের স্ফীতি ; বাগী।

জ্বর।—অনমনীয় পুষ্ট নাড়ী ; নিম্ন অক্ষিপুট ও মুখমণ্ডল স্ফীত ; জিহ্বা পুরু ও শ্বেতাভ এবং জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় ও অগ্রভাগ আরক্তিম।

নিদ্রা।—রাত্রিতে রোগী ছট্‌ফট্ করে, নিদ্রা যাইতে পারে না।

বৃদ্ধি।—জলীয় বায়ু এবং ভিজা মেজেতে (ডায়ামেডা, ন্যাট:সাল্‌ফ ডাল্‌ক্যার—জলীয় বায়ুতে উপশম = কষ্টিকাম)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ— টিউবার্কিউলিনাম ; অ্যালীয়াম-সীপা ; স্যাঙ্গুইনে-নাই ; অ্যামোনিয়া ; ন্যাফথালিন্। ব্যাসেলিন ; কর্ণস্রাব অ্যা-নাই ; ক্রিয়ো ; এরাম্ ; কোণা।

দোষঘ্ন।—ব্রায়োনিয়া।

অনুপূরক।—ফস্ফরস। সল্‌ফরের পরে উপযোগী।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক (পাকাশয়িক পীড়ায় নিম্নক্রম এবং আহারের অব্যবহিত পরে প্রয়োজ্য—ডাঃ ক্লার্ক)।

আর্সেনিকাম্ মেট্যালিকাম্

(ARSENICUM METALLICUM).

নামান্তর।—মেটালিক্ আর্স।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ,—পরে টিঞ্চার।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—কোষ্ঠবদ্ধতা ; সর্দ্দি ; অতিসার ; চক্ষুর পীড়া ; অর্শ ; শিরঃপীড়া ; কণ্ডুয়ন ; উপদংশ ; কটীস্নায়ুশূল।

উপযোগিতা ও আভাস।—ধাতুগত উপদংশজ বিষকে পুনর্জাগরিত করিয়া আরোগ্য সম্পাদন করে। লক্ষণ সকল নির্দ্দিষ্টকাল ব্যবধানান্তর প্রকাশ পায়,—সর্দ্দি প্রতি দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তর প্রকাশ পায়। রোগী অত্যন্ত অবসাদ অনুভব করে। জিহ্বা শ্বেত-লেপাচ্ছাদিত এবং দন্তের দাগ বিশিষ্ট (মার্ক্ : পডো: ইউকা-ফিল্যামেণ্টাসা: হ্রাস: ষ্ট্র্যামো:)। মুখগহ্বর অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও ক্ষতযুক্ত (মার্কিউরীয়াস্-করো: ক্যালী-ক্লোরিকাম্:)। আক্রান্ত অংশ স্ফীত অনুভূত হয় (বাহু স্ফীত বোধ = ভেরেট্ : হস্ত, উষ্ণগৃহে প্রবেশান্তর = ইথীউজা, হস্ততালু—রাত্রিতে = আর্স, স্কন্ধদেশে = ক্যালী-আয়োড, জানুদেশ = অ্যামো-নীয়্যাকাম্)।

সম্বন্ধ।—তুলনীয় ;—আয়োড ; মার্কু ; ন্যাট্রাম-কার্ব্ব (উপদংশ) ; নক্স (তন্দ্রালুতা) ; ক্লাস-টক্স (বেদনা) ; সল্ফ (নাড়ী) ; আর্স।

দোষঘ্ন।—বেলাড।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক

আর্সেনিকাম্ সাল্‌ফিউরেটাম ফ্লেভাম্ এবং রুব্রম্

(ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM AND RUBRUM).

(Yellow Sulphuret of Arsenic and Red Sulphuret of Ars).

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরলক্রম।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—সংন্যাস ; ক্ষয়রোগ ; অতিসার ; প্রমেহ ; অজীর্ণতা ; স্বরনলীর ক্ষয়রোগ ; চর্ম্মরোগ ; ব্রণ ; পাকাশয় প্রদাহ ; স্নায়ুশূল ; বিচর্চ্চিকা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, জননেন্দ্রিয়ের চর্ম্মরোগ। ধবল রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপদংশ বিষজনিত শল্ক (মরাছাল) আবৃত চর্ম্মরোগ প্রভৃতিতে ফলপ্রদ।

Arsenicum Sulphuratum Rubrum আর্সিনিকাম্ সাল্‌ফিউরেটাম্ রুব্রাম্),—কটিস্নায়ুশূল (Sciatica) রোগ-বহুব্যাপক প্রতিশ্যায় (Influenza) রোগাক্রমণের পর আবির্ভূত হইলে এবং আর্সেনিক ও সল্‌ফার উভয়েরই বামাঙ্গিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে বিশেষ ফলদায়ক। ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত বিচর্চ্চিকা (Psoriasis), ব্রণ এবং বহুব্যাপক-সর্দ্দি রোগাদিতেও ইহার ব্যবহার ফলপ্রদ।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—সল্‌ফর, ক্যাল্‌কেরিয়া।

শক্তি।—৬ষ্ঠ শতমিক হইতে ৩০ শতমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

আর্টিমিসীয়া ভাল্‌গ্যারিস্

(ARTEMISIA VULGARIS).

নামান্তর।—ওয়ারম্-উড্।

প্রস্তুতি।—মূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিস্পন্দ বায়ু রোগ (catalepsy) ; আক্ষেপ ; তাণ্ডব ; বাধক ; মৃগী ; মস্তিষ্কোদক ; মূর্চ্ছাবায়ু ; কৃমিরোগ প্রভৃতিতে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—মৃগী ও শিশুদিগের কৃমি জনিত তড়্কা প্রভৃতি

আক্ষেপিক রোগে উপযোগিতার জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে উত্তেজনশীলতা ইহার লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—আক্ষেপিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ বশতঃ মস্তক পশ্চাদ্দিকে এবং মুখ বামদিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

চক্ষু।—রঙ্গীন আলোকে শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হইয়া থাকে। পাঠাদি দৃষ্টির কার্য্য করিতে গেলে, অক্ষি মধ্যে বেদনানুভব হয়; দৃষ্টি যেন ঘোলা হইয়া আইসে, হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে বা চক্ষু মুছিলে ক্ষণিক উপশম হয়।

স্নায়ুমণ্ডল।—মৃগীরোগ,—ভয়ানক মানসিক উদ্বেগ বা ভীতিজনিত পীড়া: কয়েকবার উপর্য্যপরি আক্রমণের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম,—আবার সেইরূপ উপর্য্যপরি কয়েক বার আক্রমণ,—এইরূপ হইতে থাকে। আক্রমণান্তে রোগী প্রায়ই নিদ্রাগত হয়। স্বল্পক্ষণস্থায়ী অপস্মার (Petit Mal) রোগেও ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ,—রোগী কোথাও যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া যায়, শূন্যদৃষ্টিতে একবার চতুর্দ্দিকে দেখে, কয়েকটী কথা বিড়্বিড় করিয়া বলে,—তৎপরে তখনই আবার চৈতন্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তাহার কি হইল তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। শিশুদিগের কৃমিজনিত তড়্কা (সিনা, ষ্ট্যানাম্)। স্বপ্নসঞ্চরণ;—রোগী নিদ্রাবস্থায় পাদচরাণ করে (ক্যালী-ফস্)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—নৈশ রেতঃস্খরণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—গর্ভাবস্থায় জরায়ুর ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক আকুঞ্চন ও প্রসারণ; প্রসব বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা,—গর্ভস্রাব হইবার উপক্রম। ঋতুকালে অপর্য্যাপ্ত রক্তস্রাব। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব (Metrorrhagia)। ঋতুর বিকৃতিজনিত অপস্মার।

ঘর্ম্ম।—অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম,—অত্যন্ত পূতিগন্ধময়—রসুনের ন্যায় গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। (পিঁয়াজের ন্যায় গন্ধ=বোভিষ্টা)

সম্বন্ধ।—তুলনীয়,—অ্যাব্রোট, অ্যাবিসিন্থ, সিনা, ক্যামো, আর্ণিকা, মিলিফোলিয়ম। সদৃশ,—সাইকিউটা, সিনা, এপিস্, হেলিবো, বিউফো, কষ্টিক, ক্যামো, রুটা; সিঙ্কোনা; ব্রায়ো।

শক্তি।—১ম হইতে ৬ষ্ঠ শতমিক ক্রম।

এরাম ড্রেকণ্টিয়াম্

(ARUM DRACONTIUM).

নামান্তর।—গ্রীন্ ড্রাগন্।

প্রস্তুতি।—মূল হইতে টিঞ্চার ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ঘুংড়ী; কর্ণের পীড়া; স্বরভঙ্গ; ধ্বজভঙ্গ; বহুব্যাপক-সর্দ্দি; যোনি কণ্ডুয়ন, গলক্ষত; আঘাত ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

কর্ণ।—মধ্যবিবরে (Middle Ear) পূর্ণতা ও অতীব্র ব্যথা।

মুখবিবর।—শুষ্কতা ও জ্বালা বোধ। পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিয়া বা কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিবার আগ্রহ। গলমধ্য ক্ষরিতত্বকবৎ বা হাজিয়া যাওয়ার মত ও স্পর্শাসহ। মুখগহ্বর চট্‌চটে, দুর্গন্ধযুক্ত ও কটুস্বাদ; লেপাবৃত জিহ্বা; মুখের স্বাদও অত্যন্ত কটু।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় শ্বাস প্রশ্বাসরোধবৎ অনুভব। বক্ষঃস্থলে চাপবোধ ও ব্যথা সহ শ্বাসকষ্ট—শ্বাসনলীতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। গয়ার প্রচুর পরিমাণ, গাঢ়, পীত শ্বেতাভ এবং পূযবৎ। গলমধ্যে হাজিয়া যাওয়া মত অনুভব ও স্বরভঙ্গ সহকারে শ্বাসরোধক কাসি।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়,—ক্যালেডিয়ম; চর্ম্ম—এরাম-ট্রাই ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় হইতে ৩০ শতমিক ক্রম।

এরাম ম্যাকিউলেটাম্

(ARUM MACULATUM).

প্রস্তুতি।—আমেরিকান মতে তাজা মূল হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ক্ষুদ্র কৃমি; হাঁপানী; সর্দ্দি; বহুব্যাপক-সর্দ্দি; নাসিকামধ্যে অর্ব্বুদ; গুহ্যদ্বার বা সরলান্ত্রের স্থানচ্যুতি ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মুখগহ্বর।—জিহ্বা এত স্ফীত যে কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা অতি কষ্টজনক। জিহ্বার উপর সূচীবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা। জিহ্বা স্ফীত, লালবর্ণ, ব্যথাযুক্ত এবং উন্নত ও প্রদাহযুক্তবৎ কণ্টক আবৃত (papillae—এরাম্-ট্রাইফি:)।

গলমধ্য।—গলমধ্য অত্যন্ত স্ফীত;—জিহ্বা, গলমধ্য ও অন্ননলীতে হুলবেধবৎ যন্ত্রণাবোধ। গলাধঃকরণ অসম্ভব।

পাকাশয়।—রক্ত বমন। পেট টিপিলে বেদনা বোধ হয়।

প্রস্রাব।—মূত্রনলী হইতে শোণিত স্রাব। প্রস্রাব প্রচুর, স্বচ্ছজলবৎ, দগ্ধ শৃঙ্গের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে উহাতে তলানি জমে।

শ্বাসযন্ত্র।—রক্তাক্ত গয়ার (গয়ার=আর্ণিকা; ফের: ইপিক: নাইট্রাম; ফস্: পল্‌সে:)।

নিদ্রা ও স্বপ্ন।—দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ,—বিশেষতঃ আহারের দুই বা আড়াই দণ্ড পরে; নিদ্রাকালে মুখমণ্ডল লালবর্ণ ধারণ করে।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন—দুগ্ধ ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় হইতে ৩০ শতমিক ক্রম সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

এরাম ট্রাইফিলাম

(ARUM TRIPHYLLUM).

নামান্তর।—ভেটকোল।

প্রস্তুতি।—তাজা কাণ্ড হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মস্তিষ্ক প্রদাহ; গলক্ষত, প্রলাপ; উপঝিল্লী-প্রদাহ; গ্রন্থির স্ফীততা; শিরঃপীড়া; মুখে ক্ষত; জিহ্বার বিদারণ; সান্নিপাতিক জ্বর; স্বরভঙ্গ ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ভেটকোল জাতীয় কয়েকটী বৃক্ষেই একপ্রকার প্রদাহবৎ ক্রিয়া উৎপাদক শক্তি আছে, এবং তজ্জন্য এতদ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মাত্রেরই প্রথমে প্রদাহ ও পরে ধ্বংস সাধিত হয়। এই উদ্ভিদের রস কষায় এবং সেই জন্যই ইহা গলমধ্যগত উপঝিল্লীর প্রদাহে বা রোহিণী রোগে (Diphtheria) ব্যবহার্য্য; বিষাক্ত ও আরক্ত জ্বরে এবং আন্ত্রিক জ্বরে ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মুখবিবর, নাসারন্ধ্র এবং ওষ্ঠদ্বয়ের ত্বক উঠিয়া রক্তাক্ত মূর্ত্তি ধারণ করে এবং তন্মধ্যে কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয়। রোগী ওষ্ঠদ্বয় খুঁটিয়াইয়া রক্তপাত করে; মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত, বিদারিত-ত্বক (cracked) এবং রক্তপাত প্রবণ হয়। অনবরত নখ ও নাসিকা খুঁটিতে থাকে; জিহ্বা ফাটিয়া যায় এবং তাহা হইতে শোণিতপাত হয়। প্রস্রাব অতি অল্প, বা রুদ্ধ (suppressed)। রোগী সংজ্ঞাহীন হইয়া শয্যায় পদতলের দিকে নামিয়া আইসে। উপাধানে মস্তক গুঁজিতে থাকে। এতজ্জনিত স্রাব মাত্রেই ত্বকক্ষয়কারক এবং মুখ নাসিকাদির রন্ধ্রমধ্যে উত্তেজনা (irritation) উৎপাদন করে।

প্রকাণ্ড বক্তাদিগের স্বর ভঙ্গ, কণ্ঠ স্বরের পরিশ্রম জনিত স্বর ভঙ্গ,—ইত্যাদি এরামের কতিপয় সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—অস্থিরতা; প্রলাপ; নাসিকা মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করান; অন্যমনস্কতা।

মস্তক।—উপাধানে মাথা গুঁজিয়া থাকে (বেল্: হেলিবো: ভেরেট্:)। শিরোবেদনা,—গরম বস্ত্রাচ্ছাদন বা উষ্ণ কাফিপানজনিত (ক্যামো: ইগ্নে: নক্স:)। শিশু, বেদনা বশতঃ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে হস্ত অর্পণ করিয়া রোদন করে। মূর্দ্ধাদেশ শীতল ও অনাবৃত বোধ হয়। মস্তক ভয়নক উত্তাপযুক্ত।

চক্ষু।—উর্দ্ধ অক্ষিপুট কম্পনশীল। আলোকের দিকে দৃষ্টি করিতে চাহে না। দৃষ্টির দোষ, যেন মেঘের মধ্য দিয়া দ্রব্যাদি দেখিতেছে।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—শ্লেষ্মা কষায় (Excoriating) ও জলবৎ এবং অনর্গল স্রাবশীল; রন্ধ্রমুখ হাজিয়া যায়। নাসারন্ধ্র রুদ্ধ বোধ হয়,—বিশেষতঃ বাম নাসা,—যদিও নিরন্তর জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে;—মুখ দিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে (আমন্-কার্ব্ব: স্যাম্বীউকাস্: সিন্নাপিস্:)—প্রাতে বৃদ্ধি; উপর্য্যুপরি হাঁচি,—রাত্রিতে বৃদ্ধি। কষায় (Acrid) ক্লেদবৎ স্রাব,—নাসারন্ধ্র নাসাদ্বার ও উর্দ্ধোষ্ঠ হাজিয়া যায় (আর্স্: সীপা:)। সান্নিপাতজ্বরে রোগী অনবরত নাক খুঁটিতে থাকে,—খুঁটিয়া রক্তপাত করে,—রন্ধ্রমধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া খুঁটিতে থাকে। গলমধ্যস্থিত উপঝিল্লীপ্রদাহে রোগাধিকারে (Diphtheria) পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব হয়; জলাদি পানান্তে, নাসিকার মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া যায় (অ্যানাস্থি-ল্যাকে: মার্ক: কাইটো:)।

মুখগহ্বর।—ওষ্ঠ খুঁটিয়া রক্ত বাহির করে; ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল ব্যথান্বিত ও ফাটা এবং রক্তাক্ত (বিষদুষ্ট হইলে=কণ্ডীউ:): দন্তদ্বারা নখ কাটিয়া রক্তাক্ত করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হাজা ও রক্তাক্ত হইলেও রোগী তাহা খুঁটিতে থাকে,—যন্ত্রণায় চীৎকার করে তবু গোঁটা ছাড়ে না, মুখবিবর ও গলমধ্য বেদনাযুক্ত ও ক্ষয়িতত্বক বলিয়া শিশু পানাহার করিতে চাহে না (মার্ক্:); নিদ্রা যাইতে পারে না। লালা,—অপর্য্যাপ্ত ও কষায় (Corroding),—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ত্বকক্ষয়কারক; জিহ্বা ও গণ্ডভ্যন্তরস্থ ঝিল্লি বিদাহী বা হাজা ধরা ও রক্তস্রাবশীল।

গলমধ্য ও শ্বাসযন্ত্র।—বক্তাদিগের গলক্ষত (Clergyman's Sore-Throat),—ভগ্নস্বর,—স্বর ইচ্ছানুসারে উচ্চ নীচ করা যায় না,—পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল,—বৃদ্ধি=কথা বলিলে, বক্তৃতা করিলে, গান গাহিলে (আর্জেণ্ট-নাই: আর্ণিকা: কষ্টি: ফস্: সেলিন্:)। স্বরলোপ,—সম্পূর্ণ,—উত্তর-পশ্চিমে বায়ুজনিত (অ্যাকো: হিপার:); গান করিলে (আর্জেণ্ট্-নাই: কষ্টি: ফস্: সেলিন্:)। জিহ্বা ও গলমধ্য তীব্র বেদনা ও জ্বালাযুক্ত এবং গলমধ্যে পচা ঘা; বেদনার জন্য পানাহার করিতে চাহে না। স্বরভঙ্গ,—প্রাতে বৃদ্ধি (কষ্টি:

হিপার)। হনুতলস্থ (Sub-maxillary) গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে (ক্যাল্কে: ক্যাল্কে-আয়োড: ল্যাক্-ক্যান্: মার্ক্: ফাইটো: সিলি:)।

জ্বর।—আন্ত্রিক (Enteric) জ্বর,—রোগী অনবরত অঙ্গুলির অগ্রভাগ খুঁটিতে থাকে এবং নাসারন্ধ্র খুঁটিয়া রক্তাক্ত করে; অনবরত ছট্‌ফট্ করে এবং শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে চাহে; অচৈতন্য ভাব, সকল বিষয়ে (তাচ্ছিল্যভাব = অ্যা-ফস্: ওপী) প্রকাশ করে; মূত্ররোধ বশতঃ মূত্রক্ষারবিকার (Uraemic coma) হইবার উপক্রম হয় (আরক্ত জ্বরাধিকারে এল্যান্থাস্:)।

ত্বক।—আরক্ত জ্বরে রোগীর গাত্র হইতে দুই তিন বার করিয়া বৃহৎ শল্ক (ময়লা ছাল) সকল উঠিতে থাকে (অ্যা-ফ্লু ওরিক্: কমোক্লেডীয়া ;)।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন ;—ঘোল ; ল্যাক-অ্যাসিড ; পল্‌স।

তুলনীয়।—ক্যালেডি ; এলান্থ ; সিনা (নাকে অঙ্গুলি) ; অ্যামন্-কার্ব্ব ; অ্যামন-মিউর ; আর্জ্জেণ্ট-নাইট ; আর্স ; ক্যান্থ ; ক্যাম্ফ ; সিপা ; হিপার ; ল্যাকে, মার্ক, মেজে ; নাইট্রিক অ্যাসিড ; স্ট্রাম্, সল্‌ফ।

সদৃশ।—স্বরভঙ্গযুক্ত শ্বাসরোধক শুষ্ক কাসিতে = হিপার ও অ্যাসিড্-নাইট্রিকের অনুপূরক রূপে প্রযোজ্য এবং প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গ ও বধিরতাতে কষ্টিকাম্ ও হিপারের অনুগামী হইয়া থাকে।

শক্তি।—দ্বাদশ হইতে ২০০ শততিক ক্রম (নিম্নক্রম পুনঃপুন: প্রয়োগ করিলে প্রায় কুফল ফলিয়া থাকে—উচ্চতম ক্রম অত্যন্ত ত্বরিত ও স্থায়ী ফলদায়ক)।

এরণ্ডো মরিট্যানিকা (ARUNDO MAURITANICA).

নামান্তর।—ইটালি দেশীয় ঘাস বিশেষ।

প্রস্তুতি।—ইহার মূলাংশ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—সর্দ্দি ; বহুব্যাপক সর্দ্দি ; দন্তোদ্গম ; অতিসার ; কর্ণ হইতে স্রাব ; হাপানি ; পাকাশয় দোষ জনিত মুখে ক্ষত ; মূত্রে নানাবিধ অধঃক্ষেপ বা তলানি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সর্দ্দি ও দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুর উদরাময় রোগে উপকারিতার জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। মূত্রে লাল রেণুময় তলানি ; গণ্ডমালা দোষ জন্য অক্ষি প্রদাহ (Scrofulous Ophthalmia), কর্ণ হইতে পূয় স্রাব ইত্যাদি ইহার বিষয়ীভূত।

ইথিয়পস্ অ্যাণ্টিমোন্যালিস

(ÆTHIOPS ANTIMONALIS).

প্রস্তুতি।—দুইভাগ সল্‌ফুরেট অভ অ্যাণ্টিমণি এবং একভাগ পারদ বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—চক্ষু প্রদাহ; কর্ণস্রাব; গণ্ডমালা; চর্ম্মরোগ; উপদংশ।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লেষ্মাপ্রধানধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষু কর্ণ ত্বক প্রভৃতির পীড়ায় ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ।

লক্ষণাবলী।

ত্বক।—কচ্ছু (পাঁচড়া) বং কণ্ডুয়নশীল, বেদনান্বিত উদ্ভেদ (eruptions) এবং মধুচক্রাকার লালবর্ণের একপ্রকার চর্ম্মরোগ (Favus); শ্লেষ্মাপ্রধানধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির বিচর্চ্চিকারোগ (Psoriasis) এবং গণ্ডমালা দোষযুক্ত (scrofulous) ব্যক্তির চক্ষু প্রদাহ, দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব (otorrhoea); পূর্ব্বপুরুষাগত উপদংশ।

শক্তি—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৬ষ্ঠ ক্রম পর্য্যন্ত।

ইথিউজা সিন্যাপীয়াম্ (ÆTHUSA CYNAPIUM).

প্রস্তুতি।—ইউরোপখণ্ডের একপ্রকার ফুলযুক্ত গাছের বা গাছড়ার স্পিরীটে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত পীড়ায় ইহা ফলপ্রদ হইয়াছে ;—মস্তিষ্কের ক্লান্তি; শিশু-বিসূচিকা; আক্ষেপ; কাসি; প্রলাপ; বিদারণ; চক্ষু ও গ্রন্থির বিবিধ পীড়া; শিরঃপীড়া; হিক্কা; মানসিক জাড্যভাব; শৈশবকালীন পক্ষাঘাত; অনিদ্রা; হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান; বমন।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল শিশু দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না এবং যে সকল যুবা মনসংযোগ দিতে পারেনা; অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনা সহযোগে শিশুদিগের পাকাশয় ও অন্ত্রের (Gastro-intestinal) রোগাদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। এতজ্জনিত সকল লক্ষণেরই প্রবলতা (Violence) এবং শিশুদিগের দুগ্ধাসহনীয়তা ইহার প্রধান নির্ণায়ক। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী ইহার সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণঃ—(১) সকল লক্ষণেরই আতিশয্য, অতিশয় বমন, অতিশয় ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, অতিশয় যন্ত্রণা এবং অতিশয় বিকার।

(২) অতিশয় উত্তাপ, কিন্তু তৃষ্ণা হীনতা। (৩) অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম, অতিশয় স্বেদোদ্গমকালেও গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে অনিচ্ছা। (৪) নাক ও ওষ্ঠ-মধ্যে একপ্রকার দাগ (Linea Nasalis); মুখমণ্ডলের অত্যন্ত যন্ত্রণাসূচক আকুঞ্চন বিশেষ। (৫) অতিশয় দুগ্ধাসহনীয়তা, পান মাত্রে দধির আকারে বমন হইয়া যায়। (৬) মল তারল্য—মল তরল হরিদাভ (greenish), মলের সহিত চাপচাপ ঘনীভূত দুগ্ধ মিশ্রিত থাকে; মলত্যাগের পূর্ব্বে অন্ত্রশূল (colic) এবং মলত্যাগান্তে অবসন্নতা এবং নিদ্রাবেশ। (৭) বমনের সময় স্বেদ উদ্গত ও অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হইতে থাকে। (৮) বমন বা মলত্যাগান্তে নিদ্রাবেশ।

লক্ষণাবলী।

মন।—শিশুর জড়বুদ্ধি; চিন্তাশক্তিহীনতা; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব। অস্থির, উৎকণ্ঠাযুক্ত, ক্রন্দনশীল প্রকৃতি। ইন্দুরাদি জন্তু চলাচল করিতেছে এইরূপ ভ্রমদর্শন (আকৃটীয়া ল্যাক-কান); মনঃসংযোগ-শক্তিহীনতা (অ্যালেট্রিস-ফ্যার: এল্যান্থাস: অ্যাভেনা-স্যাট: বোভিষ্টা: ডালক্যা: আইরিস-ভার্সি: ল্যাক্-ক্যান্: লাইকোপাস: মিলিলোট: অ্যাসিড-অক্সালিক্: অ্যাসিড-ফস:); নিদ্রালুতা (বমনান্তে); শিশু বৃদ্ধ ভাবাপন্ন হয়।

ডাক্তার গার্ণ্সী বলেন:—"শিশুদিগের এবং অনেক সময় বয়স্কদিগের মানসিক যন্ত্রণাতিশয্য এবং ক্রন্দন এই ঔষধের অনন্যসাধারণ লক্ষণ, এবং রোগ যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, রোগী ততই নির্জ্জনতাপ্রিয় ও রোদনপ্রবণ হইতে থাকে।"

মস্তক।—ভয়ানক যন্ত্রণা, যেন কেহ মস্তিষ্ক সবলে নিক্ষেপপূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিতেছে (কার্ব্বো-অ্যানিম্:)। মস্তকাদি যেন আবদ্ধ সন্দংশ বা সাঁড়াশী মধ্যগত (as if in a vice) রহিয়াছে (ক্যাকৃটাস্: কক্কীউলাস্: ম্যাগ-সালফ: মার্ক: থিরিড:)। মেরুদণ্ডে-প্রসারণশীল শিরোপশ্চাদ্দেশীয় বেদনা—শয়নে ও চাপ দিলে উপশম (শয়ন কালে = ক্যালকে-ফস: কিউপ্রম্: হেলিবো: ইগ্নে: ওলিয়্যাণ্ডার; চাপ দিলে উপশম—সাইমেক্স-লেক্টু)। মস্তকের বেদনাদি বায়ুত্যাগে উপশম (সাইকীউটা)।

চক্ষু।—আলোকভীতি (আর্স: বেল: ক্যালকে: ইউফ্রে: হিপার: মার্ক: নক্স ভ: ফস; পলসে: হ্রাস:); শ্লেষ্মাজনিত চক্ষুপ্রদাহ (conjunctivitis চক্ষু উঠা);—যোজকত্বক (conjunctiva) এবং অক্ষিপুট মধ্যগত গ্রন্থির স্ফীতি; অক্ষিপুট-পার্শ্ব প্রদাহান্বিত, রাত্রিতে জুড়িয়া যায় এবং প্রাতে জলপ্রয়োগ দ্বারা বিযুক্ত করিতে হয় (বোরাক্স; ব্রাই: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: সাইকীউটা ক্রোকাস্: ইগ্নে: লাইকো: ফস; পলসে: হ্রাস: সিপীঃ সাইলি: ষ্ট্যাফঃ সলফর); আক্ষেপ কালে দৃষ্টি নিম্নদিকে আকৃষ্ট থাকে এবং তারকা প্রসারিত হয়।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা। মনে হয় যেন কোন উষ্ণ পদার্থ কর্ণের ভিতর হইতে নির্গত হইতেছে। কর্ণ মধ্যে সাঁ সাঁ শব্দ।

নাসিকা।—গাঢ় সর্দ্দি স্রাব। নাসাগ্রে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। পুনঃ পুনঃ হাঁচিবার ইচ্ছা।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে অত্যন্ত মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা প্রকটিত হয় এবং

নাসিকার বহিঃরন্ধ্র হইতে ওষ্ঠের সংযোগ স্থল পর্য্যন্ত একটী শ্বেতবর্ণ রেখা সম্বলিত আকুঞ্চন প্রকাশ পায়, উহাকে নৈসিক রেখা (Linea Nasalis) কহে—ইহা একটী বিশিষ্ট লক্ষণ।

মুখগহ্বর।—বিশুষ্ক। জিহ্বা যেন অতিশয় দীর্ঘ এইরূপ বোধ। কণ্ঠনলী মধ্যে জ্বালা সহ গলাধকরণ কষ্টকর হইয়া থাকে।

পাকাশয়।—সম্পূর্ণ তৃষ্ণারাহিত্য (এপিস্:) দুগ্ধাসহনীয়তা,—কোন রকম দুগ্ধ উদরে ধারণ করিতে পারে না; পানমাত্র চাপবদ্ধ দধি আকারে বমিত হয়; বমনান্তে অবসাদ বশতঃ শিশু নিদ্রিত হইয়া পড়ে (ম্যাগ-কার্ব: দেখ)। দন্তোদ্গমনোন্মুখ শিশুদিগের অজীর্ণ রোগ,—ফেনাযুক্ত দুগ্ধবৎ পদার্থের বমনাতিশয্য কিম্বা পীতাভ বমন এবং তদন্তে অম্লাক্ত দুগ্ধ ও পনীরের ন্যায় পদার্থ বমিত হয়। আহারের প্রায় একঘণ্টা পরে ভক্ষিত দ্রব্যাদি উদ্গীরিত হইয়া আইসে ও বহুল পরিমাণ সবুজবর্ণ পদার্থ বমন হইয়া থাকে (অম্ল-গন্ধ মলত্যাগ সহ দধিবৎ পদার্থ বমন = ক্যালকে-কার্ব্ব)। আহার্য্য দ্রব্যাদি দর্শন মাত্র বিবমিষা (আর্স্: কোল্‌চি: সিপী:)। পাকাশয় যেন উলটাইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ ও বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত জ্বালানুভব। ছেদনবৎ বেদনা।

অন্ত্রাশয়।—ভিতরে ও বাহিরে শৈত্যানুভূতি এবং অন্ত্রাশয় মধ্যে ব্যথা। শূলবেদনা অন্তে বমন, শিরোঘূর্ণন এবং অবসন্নতা। উদর আধ্মানযুক্ত ও স্পর্শাসহ; নাভি প্রদেশে ফুট্‌ ফুট্‌ শব্দ।

মল।—শূলবৎ বেদনান্তে অত্যন্ত কুন্থন্‌ সহযোগে অজীর্ণ, তরল, হরিদ্রাভ মল ত্যাগ, মল ত্যাগান্তে অত্যন্ত অবসন্নতা ও নিদ্রালুতা। শিশুদিগের গ্রীষ্মাতিসার বা বালবিসূচিকা (Cholera Infantum), শিশুর প্রত্যঙ্গাদি হিমবৎ,—দেহ চট্‌চটে ঘর্ম্মাক্ত; শিশু স্বয়ং মোহাচ্ছন্নবৎ এবং তাহার চক্ষু প্রসারিত-তারকা-বিশিষ্ট ও একদৃষ্টি, পলকহীন। দুরারোগ্য মলকাঠিন্য, যেন অন্ত্রাদি সমস্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। মূত্রস্থলীতে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা। ঘনবুটী ফুস্কুড়িমত উদ্ভেদ (Pimples);—উত্তাপ সংস্পর্শে কণ্ডূয়ন। আর্ত্তবস্রাব জলবৎ। স্তন্যবৃন্তের স্ফীতি এবং তন্মধ্যে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টজনক, বাধাযুক্ত এবং উৎকণ্ঠাজনক; ফুস্‌ফুসের বেদনাজনক সঙ্কোচন; হৃদ্‌স্পন্দন। যন্ত্রণায় রোগী নির্ব্বাক্‌ হইয়া যায়।

প্রত্যঙ্গাদি।—দণ্ডায়মান হইবার বা মস্তক উত্তোলন করিয়া রাখিবার শক্তি হীনতা (অ্যাব্রোট্:)। পৃষ্ঠদেশ দৃঢ়াবদ্ধভাব। কটীদেশে নিরন্তর বেদনা। নিম্ন প্রত্যঙ্গাদি দুর্ব্বল। হস্তপদাদির অসাড়তা। আপস্মারিক বা মৃগীর মত আক্ষেপ,—মুষ্টিবদ্ধ হস্ত, আরক্তিম মুখমণ্ডল, দৃষ্টি নিম্নাকৃষ্ট, তারকা স্থির ও প্রসারিত; মুখ হইতে ফেনা নির্গলন, হনুদ্বয় দৃঢ়াবদ্ধ; নাড়ী ক্ষীণ, কঠিন এবং দ্রুত। বমন, মলত্যাগ ও অপস্মারাক্রমণান্তে অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা ও নিদ্রালুতা।

ত্বক।—ভ্রমণজনিত উরুদেশের ত্বক্‌ক্ষয় (দন্তোদ্গমনোন্মুখ শিশুদিগের এক প্রকার উদ্ভেদ বা পাচ রোগ—মধ্যদ্রোহী = Intertrigo = লাইকো:)। সামান্য পরিশ্রমে স্বেদোদ্গম। গাত্রত্বক্ হিমবৎ ও চট্‌চটে ঘর্ম্মাক্ত। লসিকাগ্রন্থি সকল (Lymphatic glands) স্ফীত। সন্ধিপ্রদেশে কণ্ডুয়নশীল উদ্ভেদ। করতলের ত্বক্ শুষ্ক ও কুঞ্চিত। কালশিরা। সর্ব্বাঙ্গীন শোথ (Dropsy)।

জ্বরাধিকারে।—উত্তাপাতিশয্য; তৃষ্ণা রাহিত্য; বহুল পরিমাণ হিমবৎ স্বেদোদ্গম হয়। স্বেদ নির্গমন কালেও গাত্রাবরণ ত্যাগ করিতে পারে না (নক্স-ভম্:)।

নিদ্রা।—নিদ্রা যাইতে যাইতে চম্‌কাইয়া উঠে (অ্যাম্ব্রা: আর্ণিকা: বেল্: কষ্টি: ক্যামো: ইউফ্রে: ড্রোসেরা; সিনা, লাইকো: পল্‌সে: অ্যাণ্ট্-টার্ট্ ব্রোম্: থুযা:); শীতলস্বেদ নির্গমন (নিদ্রারম্ভে স্বেদ = আর্স: অ্যাসিড্‌মিউ:—নিদ্রাকালে = চায়না: ফেরাম্: হায়ো: সেলিন্:—নিদ্রার্থে চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র ঘর্ম্মোদ্গম = সিঙ্কোনা: কোনায়াম্;—নিদ্রারম্ভে উত্তাপাবির্ভাব—স্যাম্বীউ:)। বমন, মলত্যাগ ও আক্ষেপান্তে নিদ্রালুতা, বমন ও মল ত্যাগাদির পরে শিশু এত অবসন্ন হয় যে, সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধি।—পান বা আহারান্তে; বমন, মলত্যাগ, আক্ষেপ অন্তে সমস্ত উপসর্গ বৃদ্ধি।

উপশম।—বায়ু সেবনে ও বন্ধুসমাজে যাইলে ভাল থাকে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—দুগ্ধবমনে অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: আর্স; ক্যাল্‌কে:, স্যানিকীউ: সাইকীউটা; কোণায়াম্; এতদ্ব্যতীত এসেরম, কুপ্রম, ইপিকা, ওপিয়ম্।

দোষঘ্ন।—উদ্ভিজ্জাম্লে প্রতিষেধিত হয়। ডাং টেষ্টি ইহাকে সল্‌ফরের সমগুণ বলিয়া স্থির করেন।

শক্তি।—৩য় দশমিক ৩০ বা ২০০ শতমিক।

অ্যাগ্যারিকাস্ মাস্‌কেরিয়াস্

(AGARUICUS MUSCARIUS).

নামান্তর।—বাঙ্গালায় উহাকে বেঙের ছাতা বলে (Fungi)।

প্রস্তুতি।— সমস্ত ছত্রকটী ধৌত করিয়া ডাঃ এলকোহলে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়। শুষ্কাবস্থায় বিচূর্ণ হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; অক্ষিপুটের কম্পন; মস্তিষ্কের কোমলতা; নীহারস্ফোটক; তাণ্ডব; কাসি; খালধরা; মদাত্যয় বা সুরাপানজনিত কুফল; বাধক; আতিসারিক বিকার বা সান্নিপাত জ্বর; মৃগী; পচনশীল ক্ষত; অত্যধিক তাপ; কণ্ডুয়ন; কামলা; অক্ষিপ্রান্তে নালী; কটীবেদনা; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; নিকট দৃষ্টি; স্নায়ুশূল; অসাড়তা; ক্ষয়কাস; বাত; অর্ব্বুদ; ইন্দ্রিয় সেবার ফল; প্লীহার রোগ;

কম্পন বা উৎক্ষেপ; আক্ষেপ; দন্তশূল; সান্নিপাতিক জ্বর লক্ষণ; মস্তিষ্ক-সন্নিপাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যাহাদের ত্বক ও পেশী শিথিল; যাহারা মাতাল, অমিতাচারী, বৃদ্ধব্যক্তি, জীর্ণ শীর্ণ তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী। সঙ্কোচন বা আনর্ত্তন (Twitchings) ও কম্পন এই ভেষজের একটী অনন্যসাধারণ লক্ষণ। দেহের সর্ব্বাংশে পেশীর উৎক্ষেপ ও প্রত্যঙ্গাদির কম্পন, স্পন্দন ও বিক্ষেপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পেশীর স্পন্দন সময়ে সময়ে এত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে যে অবশেষে উহা পূর্ণাবয়ব তাণ্ডব (chorea) রোগের আকারে পরিণত হয়। এই ঔষধি জনিত লক্ষণমালার মধ্যে তাণ্ডব রোগের সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয় এবং সেই গুণবশতঃ বহুল তাণ্ডব রোগ ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। ত্বকের সর্ব্বত্রই সুড়্সুড়ী ও কণ্ডূয়ন অনুভূত হইয়া থাকে; কেবল ত্বকে কেন, সময়ে সময়ে পেশী মধ্যে পর্য্যন্ত যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ উপলব্ধি হয়। কণ্ডূয়ন ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, চুলকাইলে স্থানান্তরে উৎপন্ন হয়। কোন কোন সময়ে আবার ত্বকোপরে বা প্রত্যঙ্গাদিতে একরূপ অদ্ভুত অনুভব হইয়া থাকে, যেন ত্বক্ হিমবৎ শীতল বা যেন অসংখ্য তুষারবৎ শীতল বা উত্তপ্ত সূচী দেহের অংশ বিশেষ বিদ্ধ হইতেছে। কর্ণ, নাসিকা হস্ত পৃষ্ঠ এবং হস্তপদাদির অঙ্গুলিতে হুলবেধবৎ যন্ত্রণা ও জ্বালা অনুভব হইয়া থাকে, যেন (Frost-bitten) হইয়াছে; জ্বালা ও কণ্ডূতিযুক্ত আরক্ততা স্থল বিশেষে দৃষ্ট হয়। নীহার-স্ফোটের (Chilblains)=পাকুই, হাজা) ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। কণ্ডূয়ন, সূচীবেধন, কন্ কন প্রভৃতি যন্ত্রণা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও শারীরিক পরিশ্রমে উপশমিত হইয়া থাকে।

অ্যাগ্যারিকেস্ জনিত সকল লক্ষণই, বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের লক্ষণাদি রমণাদি দ্বারা বৃদ্ধি পায়, বিবাহিতা স্নায়ুপ্রধান রমনীগণের রমণাদি অন্তে আপস্মারিক বা মৃগীবৎ মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

লক্ষণাবলী।

মন।—অস্থিরচিত্ত, ক্রোধপ্রবণ, মানসিক অবসাদগ্রস্ত; অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম ও অতিপাঠাদিজনিত মানসিক পীড়া। প্রলাপ,—নিরন্তর উন্মত্ততা প্রকাশ; শয্যা হইতে উঠিতে চেষ্টা করা (মোহ জ্বরে বা আন্ত্রিক জ্বরে); ভয়ানক বল প্রকাশ করে। পরিশ্রমে কাতর ভাব বা ঔদাসীন্য। প্রলাপাধিকারে কখনও গান গাহিতেছে, কখনও চীৎকার করিতেছে, আবার কখনও বিড়্বিড়্ বকিতেছে। শিশু বিলম্বে কথা কহিতে ও চলিতে শিক্ষা করে (বিলম্বে কথা কহিতে আরম্ভ করে=ন্যাট্রাম-মিউ বিলম্বে চলিতে আরম্ভ করে=ক্যাল্কে;)। স্নায়ু-প্রধান বালিকা তিরস্কৃত হইলে আক্ষেপাক্রান্ত (Convulsions) হয়। শিশু কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে পারে না; পাঠ বিলম্বে শিক্ষা করে। বয়স্কগণ লিখিতে ও পড়িতে ভ্রম করেন। নির্ব্বোধের ন্যায় অর্থহীন কথা বলে; অসময়ে শীশ্ দেয় ও গান করে; পয়ার লেখে। মানসিক লক্ষণাদি প্রাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং সন্ধ্যাগমনের সহিত উপশম প্রাপ্ত হয়।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—সুরাপায়ীদিগের,—সুরাপানাদি আমোদাহ্লাদান্তে (লোব-লীয়াঃ নক্সঃ র‍্যাণান্ঃ) মাথাব্যথা; যাহারা জ্বরাধিকারে বা কোন যন্ত্রণা বশতঃ সহজে প্রলাপযুক্ত *হইয়া পড়ে (বেল্ঃ); তাণ্ডব রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বা যাদের পেশী সকল যখন তখন স্পন্দিত* ও সঙ্কোচিত হইয়া থাকে; মেরুমজ্জার বিকৃতিজনিত উপসর্গ। রৌদ্রজনিত শিরোঘূর্ণন্;—পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা,—যেন শিরোপশ্চাতে কোন গুরুভার বস্তু আবদ্ধ আছে। (এপিস্ঃ ক্যান্থাবিস্-স্যাটঃ)। শিরার্দ্ধশূলঃ—যেন কপালে বা শঙ্খদেশে পেরেক ফুটাইতেছে (কফিয়া, ইগ্নেঃ নক্সঃ শিরার্দ্ধশূলঃ—আর্সঃ ব্রাইঃ ক্যাল্কেঃ চায়নাঃ সাইকীউটাঃ কলোসিন্থ; ইগ্নেঃ মার্কঃ নক্সঃ পলসেঃ হ্রাসঃ ব্যাডীঃ সিপীঃ ষ্ট্যাফঃ ভ্যালিঃ ভেরটঃ)। দীর্ঘকাল লেখাপড়া জনিত অস্পষ্ট শিরোবেদনা। যেন অসংখ্য অত্যন্ত শীতল সূচীবিদ্ধ হইতেছে। উষ্ণ সূচীবোধ লক্ষণে আর্সনিক; গরম কাপড়ে মস্তক আচ্ছাদিত করিলে ভাল থাকে। কণ্ডুয়ন—কণ্ডুয়নান্তে শৈত্য বোধ। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে মূর্দ্ধাত্বকের কণ্ডুয়ন। চটাযা বিশিষ্ট পামা (Eczema)। অতীব্র শিরোবেদনা—বেদনা নাসামূলে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়,—তৎসহ নাসিকা হইতে শোণিত বা গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব।

চক্ষু।—অক্ষিগোলক ও অক্ষি পুটের উৎক্ষেপ (সঙ্কোচন) ও স্পন্দন,—নিদ্রাকালে নিবৃত্তি (সাইকীউঃ আর্সঃ সল্ফারঃ পল্সেটিলাঃ)। দ্বিদর্শন—কম্পিতদৃষ্টি,—অতি কষ্টে পড়িতে পারে। কাল পোকা মত পদার্থ দৃষ্টিপথে উড়িয়া বেড়ায় (অবসাদক স্রাব জনিত হইলে=চায়না; যকৃৎবিকৃতি জনিত হইলে=অ্যাসিড-নাইট্রিক; ইন্দ্রিয়সেবাতিশয্য জনিত=ফসঃ; মদিরাপানাতিশয্য জনিত=নক্সঃ)। চক্ষুর অত্যন্ত পরিশ্রম জনিত দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বা হ্রাস; (রাত্রিকালে সূক্ষ্মকার্য্য করণে অক্ষমতা=ব্যাপ্টিঃ; অতি পরিশ্রম বশতঃ—আর্ণিকাঃ রীউটাঃ; ক্ষুদ্র পদার্থ বৃহৎ দর্শন=অ্যাসিড-অক্ঃ; সূক্ষ্ম সেলাই বা সিবনকার্য্য বা অতিপাঠ বশতঃ—রীউটা; দূরদর্শন শক্তি লোপ=ফাইজস্টিগ্মা)। বোধ হয় যেন চক্ষুসম্মুখে কুয়াসা বা মেঘ বা মাকড়সার জাল বিস্তৃত রহিয়াছে (লিলী-টাইঃ)। অক্ষিপুটপার্শ্ব আরক্তিম; অক্ষিপুটে কণ্ডুয়ন বা জ্বালা বোধ এবং জুড়িয়া যায়।

কর্ণ।—লাল, জ্বালা ও কণ্ডুয়নপ্রবণ,—যেন বরফাদি লাগিয়া তদ্রূপ হইয়াছে। কর্ণের সঙ্কোচন প্রসারণ, কর্ণপটহ (Tinnitus) প্রদাহ।

নাসিকা।—ভিতরে ও বাহিরে কণ্ডুয়ন একবার হাঁচি আরম্ভ হইলে সহজে বন্ধ হয় না; জ্বালাদিশূন্য জলবৎ স্রাব। রক্তস্রাব,—বহুলপরিমাণে ও পূতিগন্ধযুক্তস্রাব; নাসাগ্র আরক্তিম (লিডম্ঃ ল্যাকেঃ)।

মুখমণ্ডল।—মুখের পেশী সকল আড়ষ্ট বোধ হয়; কণ্ডুয়ন ও জ্বালা, যেন তুষারদগ্ধ হইয়াছে। গণ্ডদেশে কর্ত্তন ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা,—যেন কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইতেছে (আর্জেন্টঃ ডলিকস্ঃ হিপারঃ অ্যাসিড নাইঃ)। মুখের স্নায়ুশূল,—যেন তুষারবৎ শীতল সূচ বিদ্ধ বা তুষার স্পৃষ্ট হইতেছে। মুখে জড়বুদ্ধিতা (Idiocy) ভাব; কম্পন বিশেষতঃ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

মুখগহ্বর।—ওষ্ঠে বিসর্পিকা; ওষ্ঠের আনর্ত্তন। মুখস্বাদ মিষ্ট। জিহ্বার সূক্ষ্মাগ্রে

কাষ্ঠশলাকা বেধবৎ বেদনা। কম্পনশীল জিহ্বা (অ্যাবসিন্থ: বেল: হায়ো: ক্যাল্কে:)। মৃগীরোগাধিকারে ফেনা নির্গলন। দন্ত সকল অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ব্যথাযুক্ত বোধ হয় (ব্রাই: *আর্নিকা: বেল: ক্যাল্কে: কষ্টি: ক্যামো: ল্যাকে: স্লাট-মিউ: পলসে ষ্টাফ: সলফ:)।*

কণ্ঠনলী।—কর্ণনলীর পশ্চান্মুখ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা। গলনলীর সঙ্কোচনানুভূতি। শ্লেষ্মাময় কঠিন গুটিকা সকল গয়াররূপে (with sputa) নির্গত হয়। তালুমূল বিশুষ্ক এবং গলাধঃকরণে কষ্ট। পুরাতন গলক্ষত।

পাকাশয়।—অসহ্য তৃষ্ণা; সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা। খাইবার ইচ্ছা নাই অথচ যেন ক্ষুধাতিশয্য বশতঃ পাকাশয় চর্ব্বিত হইতেছে। অনবরত ও বিরক্তিজনক বায়ুনিঃসরণ; অতিশয় আধ্মান; অন্ত্রকূজন (গড়গড় শব্দ); পরিত্যক্ত বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত; অম্লাস্বাদ ও গন্ধযুক্ত উদ্গার। স্নায়বীয়পীড়াদি; হিক্কা। আহারের প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে পাকাশয়ে জ্বালানুভব এবং তৎসঙ্গে অস্পষ্ট চাপবোধ।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্র মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। বহুল পরিমাণে উত্তপ্ত বায়ু নিঃসরণ সহ প্রাতঃকালীন উদরাময় (অ্যালো); মলান্ত্রে জ্বালা; অত্যন্ত কুন্থন সহযোগে কোমল মল নিঃসরণ; অসহ্য বেগ, মলত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে আপনা হইতেই অত্যন্ত বেগ,—যেন সরলান্ত্র ফাটিয়া যাইবে। দুর্গন্ধ মল। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ। মূত্রনলী মধ্যে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা। লিঙ্গাদির কণ্ডুয়ন। ফোঁটা ফোঁটা মূত্র ত্যাগ। মূত্র ধীরে ধীরে নির্গত হয়। প্রস্রাব বেগ অত্যধিক। মল ত্যাগ কালে বেগ নিষ্ফল হয় কিন্তু শেষে অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ (আর্জেন্ট-নাইঃ); মূত্রের উপর তৈলবৎ পদার্থ ভাসিয়া থাকে,—পূর্ব্বাহ্নে জলবৎ, অপরাহ্নে দুগ্ধবৎ বা সাদা তলানী। প্রস্রাব কম হইলেই শিরোরোগের বৃদ্ধি হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব—পরিমাণে অধিক ও নির্দ্দিষ্ট কালের অগ্রে প্রকাশ। যোনি ও পৃষ্ঠদেশে কণ্ডুয়ন ও ছেদনবৎ বেদনা এবং চাপন বোধ। আক্ষেপিক (Spasmodic) বাধক (বাত বা শ্লেষ্মাজনিত—অ্যাকৃটীয়া); যেন জরায়ু বাহিরে আসিতেছে এইরূপ বেদনা,—বিশেষতঃ বয়ঃসন্ধিকালে যখন আর ঋতু হয় না (লিলীয়ান্; মিউরেক্স; সিপীয়া)। ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা। স্তনবৃন্তের কণ্ডুয়ন; প্রসবান্তিক বেদনাদি। প্রদর—বহুলস্রাব, গাঢ়, রক্তাক্ত, কষায় ও ক্ষতজনক (অ্যাসিড-ফ্লুওরিক)।

শ্বাসযন্ত্র।—রাত্রিতে নিদ্রা যাইলে পর আক্ষেপিক (spasmodic) কাসি,—কঠিন শ্লেষ্মাবা গয়ার উত্থিত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস শ্রান্তিজনক ও কষ্টকর। প্রতিবার কাসির পর ক্ষুৎকার বা হাঁচি (বেল)। সমস্ত দেহ আলোড়ক কাসি, সন্ধ্যাকালে ঘর্ম্ম, দ্রুতগতি নাড়ী, পূযবৎ শ্লেষ্মা স্রাব,—উর্দ্ধমুখে শয়ন করিলে বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডের কম্পন বা স্পন্দন,—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। ডাঃ এস্ এস্ গিল্ লেগেট বলেন "দাঁড়াইবা মাত্র হৃদস্পন্দন হয়"।

প্রত্যঙ্গাদি।—জাগ্রতাবস্থায় অনিচ্ছাসম্ভূত (দেহের নানা অংশের) স্পন্দন বা আকুঞ্চন, নিদ্রিত হইলেই নিবৃত্তি হয় (কেবল মুখের পেশীর কম্পন = মাইগেল)। মেরুদণ্ড স্পর্শাসহ চৈতন্যাধিক্য (থিরিড:),—প্রাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। মেরুমজ্জার কণ্ডুয়ন,—অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবাজনিত (ক্যালী-ফস্); কটী পশ্চাৎ ও ত্রিকাস্থি (sacrum) প্রদেশে ব্যথা ও যন্ত্রণা,

দিবসে পরিশ্রম করিলে কিম্বা উপবেশনে বৃদ্ধি। দেহের প্রতি আবর্ত্তনে বা ঘোরফেরে মেরুদণ্ডে ব্যথা বোধ হয়। কশেরুকা (Vertebræ) স্পর্শাসহতা; অস্থির-পদক্ষেপ,—প্রতিপদে ঠিক্‌রাইয়া পড়ে; দণ্ডায়মান হইলে গুল্‌ফদেশে ব্যথা অনুভব হয়। বেদনা সকল কোণাকুণী ভাবে প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাম ঊর্দ্ধাঙ্গে ও দক্ষিণ নিম্নাঙ্গে অনুভূত হয় (অ্যাণ্টি-টার্টঃ ষ্ট্র্যাম্‌ঃ—দক্ষিণ ঊর্দ্ধাঙ্গে ও বাম নিম্নাঙ্গ অনুভূত হয়=অ্যাম্ব্রাঃ ব্রমঃ মেডহ্রিনঃ ফস্‌ঃ অ্যাসিড-সাল্‌ফ্‌ঃ)। সমস্ত দেহ যেন আড়ষ্ট। ক্ষীণ নিতম্ব। বাতবেদনা ও সন্ধিবাত রোগ।

ত্বক্‌।—শীতস্ফোট (Chilblains বা পাকুই, হাজা),—অসহ্য কণ্ডুয়ন ও জ্বালা (টেমাস্ মূল আরক বাহ্যপ্রয়োগ)। গাঢ় লাল অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত=হ্রাস-টক্স; গাঢ় বেগুণী-বর্ণ=ভেরেট্রাম-ভিরি; পূয় জননশীল=হিপার)। ঘনবুটী (Pimples) শক্ত, মশক দংশনবৎ। ঘামাচি,=তৎসহ অসহ্য কণ্ডুয়ন ও জ্বালা (অত্যধিক ঘর্ম্ম সহযোগে—য্যাবোরাণ্ডাই বা পাইলো কার্পাস)। পাটল ব্রণ (Acne Rosacea) নালিমা যুক্ত ও শীতস্ফোটোদ্গম প্রবণতা সহ (জরায়ুরোগ সংযুক্ত=হাইড্রোকোটাইল; সুরাপানজনিত=নক্স; লালিমা ও অত্যধিক কণ্ডুয়ন সংযুক্ত=হ্রাস; দুর্দ্দমনীয়=আর্স-আয়োড্‌ঃ),—যেন অসংখ্য তুষারশীতল সূচী বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। শীতল বায়ু অসহনীয়তা (ক্যাল্‌কেঃ ক্যালো-কার্ব্বঃ সেপ্‌র-রাইঃ)। ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত বা স্তম্ভিত উদ্ভেদ সম্ভূত অপস্মার বা মৃগী রোগ (Epilepsy)। কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল ও হস্তপদাদি প্রভৃতিতে কণ্ডুয়ন, জ্বালা এবং আরক্ততা প্রকাশ; আক্রান্ত অংশ লাল, স্ফীত ও উষ্ণ হইয়া উঠে।

নিদ্রা।—জ্বালা ও কণ্ডুয়ন বশতঃ অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা। নিদ্রাগমে ত্বকাদির আনর্ত্তন বা বার বার চমকাইয়া উঠিয়া পড়ে। সত্য ঘটনার ন্যায় স্বপ্ন। দিবাভাগে নিদ্রালুতা।

জ্বরাধিকারে।—শীতল বায়ু অসহনীয়। সন্ধ্যাকালে অত্যধিক উত্তাপ; প্রচুর স্বেদ। দেহের স্থানে স্থানে জ্বালা।

বৃদ্ধি।—আহারান্তে; রমণান্তে (ক্যালী-কার্ব্বঃ), শীতল বায়ু সেবনে; মানসিক পরিশ্রমে; ঝড় আসিবার পূর্ব্বে (ফস্; প্‌সোরাইন্)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাক্‌টীয়াঃ আর্স-ক্যাল্‌কেঃ ক্যান্থারিস্-ইণ্ডিকাঃ; হায়োসাঃ ক্যালীফস্‌ঃ বোভিষ্টাঃ ল্যাকেসিস্‌ঃ নক্স, ওপীয়াম, ষ্ট্রামোঃ কফিয়া, ভিরেট্রাম, (সুরাসেবীদিগের প্রলাপ ও উন্মাদ, তাণ্ডব রোগ এবং মেরুমজ্জার উত্তেজনা); মাইগেল, ট্যারাণ্টেকাম্ ও জিংকাম (তাণ্ডবরোগে), সাইকিউটা ও কোডিইনাম্।

দোষঘ্ন।—ইহা সুরা, কফি প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষেধিত (antidoted) হয়। ইহা বেলাড, ক্যাল্‌কে, ওপি, পরে, এবং ট্যাবে ইহার পরেই ফলপ্রদ (অক্ষিপুটের স্পন্দন ও আক্ষেপ)। ষ্ট্রামো এবং ল্যাকেসিস্ মধ্যবর্ত্তী ঔষধ।

শক্তি।—৩য়, ৩০ হইতে ২০০ ক্রম। উচ্চক্রমে তাণ্ডবাদিরোগে অধিক ফল পাওয়া যায়। অপস্মার রোগের আক্রমণাগ্রে নিম্নক্রম প্রযোজ্য।

ক্রিয়ার স্থিতি।—৪০ দিন পর্য্যন্ত।

অ্যাগনাস্ ক্যাস্টাস (AGNUS CASTUS).

প্রস্তুতি।—এক প্রকার ফল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—স্তন্যস্বল্পতা; মলদ্বারে বিদারণ; উদরী; প্রমেহ; সন্ধিপ্রদাহ; ধ্বজভঙ্গ; প্রদর; মুখে ক্ষত; বাত; প্লীহার পীড়া; বন্ধ্যাত্ব; অণ্ডকোষস্ফীতি; দন্তশূল ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাক্তার এলেন লিখিয়াছেন,—যাহারা লসিকা-গ্রন্থিযুক্ত ধাতু, অকালবৃদ্ধ; বিষণ্ণতা, আত্মগ্লানি, মানসিক বিপর্যায় যাহাদের সহচর তাহাদের পীড়ায় উপযোগী; কামেন্দ্রিয়ই (ইন্দ্রিয় পরিচালনের কুফল), ইহার ক্রিয়াস্থল। ইহা ইন্দ্রিয় পরিচালনা শক্তির হ্রাস এবং তৎসহ মানসিক ও স্নায়বিক শক্তির অবসাদ আনয়ন করিয়া থাকে। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের উপরই ইহার অধিক ক্ষমতা প্রকাশ পায়। অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা সম্ভূত অকালবার্দ্ধক্য ও পুনঃ পুনঃ প্রমেহবেগ আক্রমণ ইহার বিষয়ীভূত। নিষ্পেষণ ও মচকান-জনিত ব্যথাদিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ত্বকের সর্ব্বত্র ঘর্ষণবৎ বেদনা ও কণ্ডূয়ন;—বিশেষতঃ কুক্ষিপ্রদেশ। রমণীদিগের প্রদর,—স্রাব স্বচ্ছ জলের ন্যায় অথচ বস্ত্রাদিতে পীতবর্ণ দাগ লাগে; অজ্ঞাতসারে স্রাবিত হয়,—এই রোগেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—অন্যমনস্ক, অন্তর্দৃষ্টিশক্তিরহিত; কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে পারে না; দুই তিনবার একটী অংশ পাঠ না করিলে ভাবগ্রহণ করিতে পারে না (লাইকো ঃ অ্যাসিড-ফসঃ সিপীয়া)। অত্যন্ত ইন্দ্রিয়সেবাজনিত বা অত্যধিক রেতঃস্খলনবশতঃ অকালবার্দ্ধক্য সহ বিষণ্ণতা, ঔদাস্য, অনবস্থিতচিত্ততা (চিত্তচাঞ্চল্য), নিজের প্রতি ঘৃণা। মৃত্যুভীতি। শীঘ্র মৃত্যু হইবে এইরূপ বিশ্বাস সহযোগে বিষণ্ণতা। সাহসহীনতা। মনে হয় যেন মৎস্য বিশেষের বা মৃগনাভির গন্ধ পাইতেছে।

মুখবিবর।—পানীয় বা ভক্ষদ্রব্যাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে দন্ত বেদনাযুক্ত বোধ হয়। জিহ্বাদি বিশুষ্ক; লালা আঠার ন্যায়,—টানিলে সূতার ন্যায় বাড়ে (ক্যালী-বাইঃ)। কাসিবার সময় মনে হয় যেন কণ্ঠমধ্যে কাপড়ের টুক্‌রা ঝুলিতেছে।

পাকাশয়াদি।—বিবমিষা এবং মনে হয় যেন অন্ত্রাদি চাপবশতঃ নীচের দিকে যাইতেছে; অন্ত্রাশয় অর্থাৎ নিম্নোদর বক্রভাবে রাখিতে চাহে। প্লীহাপ্রদেশে অত্যন্ত ব্যথা; সবিরাম জ্বর সহযোগে প্লীহা কঠিন ও স্ফীত। যকৃৎ প্রদেশে নিরন্তর বেদনানুভূতি,—স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—"পুরাতন পাপী" বা দীর্ঘকালব্যাপী ইন্দ্রিয়সেবীদিগের ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ ও লালামেহ (gleet) বা পুরাতন মেহরোগ; অবিবাহিত ব্যক্তিগণের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য। সম্পূর্ণ ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ। লিঙ্গাদি শিথিল ও শীতল; ইন্দ্রিয়োত্তেজনা ও রমণ শক্তিরহিত

হয় (ক্যালেডীয়াম্: সেলিনীয়াম্)। পুনঃপুনঃ প্রমেহরোগাক্রমণ জনিত ধ্বজভঙ্গ। সংরুদ্ধ বা স্তম্ভিত প্রমেহস্রাব জনিত পীড়াদি (মেডহ্রাইন্:)। লালামেহ বশতঃ রমণেচ্ছা বা লিঙ্গোদ্গমের অভাব। মূত্রনালী হইতে পীতাভ পূয স্রাব। মলত্যাগকালে বেগ দিলে মূত্রাধারের মুখশায়ী অর্থাৎ প্রষ্টেট্ গ্রন্থি হইতে রস স্রাব। অণ্ডদ্বয় উত্তাপহীন, স্ফীত, কঠিন ও ব্যথাযুক্ত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর—স্রাব স্বচ্ছ, পরিধেয়াদিতে পীতবর্ণ দাগ লাগে, শিথিল ইন্দ্রিয় হইতে অজ্ঞাতসারে স্রাবিত হয়। প্রসবান্তে স্তন্য সঞ্চয়াভাব (Agalactia= অ্যাসাফিট: ল্যাক্-ডিফ্লোরেটাম্: রিসিনাস-কমিউনিস); এই অবস্থায় অত্যধিক মানসিক অবসাদ বর্ত্তমান থাকে, রোগিণী বলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। বন্ধ্যাত্ব (অরাম্; অরাম্ মিউ-ন্যাট্রোনেটাম্; ন্যাট্রাম্-মিউ: বোর‍্যাক্স;)।

পদাদি।—পাদচারণকালে উরুদ্বয়ের ঘর্ষণজনিত ত্বক্‌ক্ষয় নিবারণ করে (ইথিউজা: অ্যাগারঃ)। গুল্ফাদি সন্ধি মচকাইয়া ব্যথাযুক্ত হয় (রীউটা)।

সম্বন্ধ।—ইহার প্রয়োগের পর প্রায়ই আর্সঃ ব্রাইঃ ইগ্নে: লাইকো: এবং পলসেটিলা, সলফ, সেলিনিয়ম প্রয়োজন হয়। ক্লৈব্যরোগে বা রমণশক্তির অভাবে প্রায়ই ক্যালেডীয়াম্ ও সেলিনীয়াম্ ইহার প্রয়োগান্তে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

তুলনীয়।—নক্স, চেলিডো, কার্ব্বো, ক্রিয়োজ।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফার, নেট্রাম দ্বারা প্রতিষেধিত হয়।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ৩০।২০০শ শতমিক পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থিতি।—৮ হইতে ১৪ দিন।

এইল্যান্থাস্ গ্লাণ্ডীউলোসা

(AILANTHUS GLANDULOSA).

প্রস্তুতি।—ফুলের শাখার ত্বক ও মূলের ত্বক হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; মস্তিষ্কাবরণ ও মেরুমজ্জাপ্রদাহ; উপদংশ; ডিপ্‌থিরীয়া; শিরঃপীড়া; কর্ণমূল প্রদাহ; সূতিকাজ্বর, বাতজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, আরক্ত জ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং ক্লার্কের মত;—পিত্ত ও স্নায়ু প্রধান ধাতু; বলশালী ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। এতজ্জনিত চর্ম্মলক্ষণ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা অবসাদক ও উদ্ভেদ বা স্ফোট (Exanthematic) জ্বরাদির উপযোগী; শোণিতের অপজনন ও নিকৃষ্টতা সাধিত হয়। রোগীর দেহত্বক নীল বা পীতনীল বর্ণ ধারণ করে, মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ ও উত্তপ্ত; শর্করালিপ্ত বা একপ্রকার দাগযুক্ত দন্ত; কণ্ঠনালী স্ফীত, পীতনীল বা নীলাভ হয়

(অ্যামন্-কার্ব্ব দেখ); আক্রমণের আরম্ভ হইতেই অতিশয় অবসন্নতা (এপীস: অ্যাসিড-কার্ব্বলিক:); অর্দ্ধচেতন; প্রদাহযুক্ত; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। সকল লক্ষণই প্রায় আরক্তজ্বর সদৃশ। অতিশয় দুর্ব্বলতা; দুর্ব্বলতা সহ, উদরাময়, আমাশয় বা আমরক্ত ইহার ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মন।—মনোবৃত্তি সকল কোন বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করিতে অক্ষম (ইথিউ: অ্যালেট্রিস: অ্যাভেনাস্থাটি: ল্যাক-ক্যান্: অ্যাসিড-অক্:) ইত্যাদি; পাঠ করিলে ভাবগ্রহণ করিতে পারে না (অ্যাসিড-ফস: অ্যাগ্নাস; লাইকো; সিপীয়া), স্পর্শাদি জ্ঞানরাহিত্য; আচ্ছন্নতা; এবং অত্যধিক ঔদাসীন্য। অবসাদ ও পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ। প্রলাপাবস্থায় অনবরত বিড় বিড় করিয়া বকে (অ্যাগারঃ বেলঃ ক্যান্থঃ কিউপ্রামঃ ইন্যান্থি-ক্রো: ট্যারান্টিউ: ভেরেট: কোলচি: হায়োসা: ওপী: ষ্ট্র্যামোঃ)।

মস্তক ও মুখমণ্ডল।—ললাটদেশীয় শিরোবেদনা সহ নিদ্রালুতা। মস্তক বিঘূর্ণিত, মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত, উঠিয়া বসিতে অক্ষম, অত্যন্ত অস্থির এবং ভাবনাযুক্ত; ক্রমশঃ বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে এবং রোগী কাহাকেও চিনিতে পারে না। চক্ষু ঘোলা, অস্বচ্ছ ও বিস্ফারিততারকা; আলোকভীতি। মুখ কালীবর্ণ। নাসিকা হইতে গন্ধশূন্য জলবৎ শোণিতস্রাব।

কণ্ঠনলী।—প্রদাহান্বিত, স্ফীত, সমল, আরক্ত, ভিতরে ও বাহিরে স্ফীতাধিক্য। কণ্ঠনালী নীলিমাযুক্ত, স্ফীত; জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিদ্বয় (Tonsils) আরক্তিম ক্ষত পরিপূর্ণ; পূতিগন্ধময় স্বল্প স্রাব; গ্রীবাদেশ স্পর্শাসহ ও স্ফীত, (আরক্ত জ্বরাধিকারে)। গলনলীর মধ্যে শুষ্কতা, কর্কশতা ও ত্বক্ ঘর্ষণবৎ অনুভূতি; যেন শ্বাসরুদ্ধ হইতেছে; ভগ্নস্বর ও গলমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ। জিহ্বার মধ্যস্থলে বিশুষ্ক ও কপিশবর্ণ—(ব্যাপ্টি: আয়োডামঃ স্পঞ্জীয়া। সল্ফার: অ্যাক্টিয়া-রেস:)। দন্তোপরে শর্করা সঞ্চয় দাগ ধরা। গলাধঃকরণ করিতে গেলে আকর্ণব্যাপী বেদনা।

মল।—জলবৎ তরল, দুর্গন্ধমল; প্রস্রাবকালে অজ্ঞাতসারে নির্গত হয় (অ্যালো:)। পট্ট কৃমী (Tapeworm)।

শ্বাসযন্ত্র।—বিষম, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস। শুষ্ক, যন্ত্রণাদায়ক—কাসি—শ্বাসকষ্ট, বক্ষাভ্যন্তরে জ্বালা ও বেদনাবোধ; স্বল্প নিষ্ঠীবন বা গয়ার সহকারে সাঁই সাঁই শব্দ; ফুস্ফুস্ বেদনান্বিত,—পরিশ্রমে বৃদ্ধি। শয়নকালে ও শয্যাত্যাগকালে ভয়ানক কাসি।

ত্বক্।—"মুখমণ্ডলে ও সমগ্র দেহের ত্বকে নীলাভ বা পীতনীলবর্ণ (Purplish) উদ্ভেদ; অঙ্গুলিপীড়নে অদৃশ্য হয় এবং পুনশ্চ ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়"—(ডাঃ আণ্ড্ট)। নীলিমাভ রসপূর্ণ বৃহৎ ফোস্কা। ত্বক্ হিমবৎ শীতল।

নিদ্রা।—নিদ্রালু ও অস্থির; রোগী অচিরে আচ্ছন্নভাবাপন্ন হয়।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন=(অস্পষ্ট শিরোবেদনা)=অ্যালো (২য় দশমিক);

[শিরোবেদনা ও বিসর্পিকাগ্রস্ত মুখমণ্ডল] = হ্রাস্-টক্স্ঃ সাধারণতঃ = নক্স্-ভম্।
সদৃশ = অ্যামন্-কার্ব্ব্: ব্যাপ্: আর্ণিকা: (ব্যথান্বিত ফুস্ফুস্); অ্যাসিড্-মিউর (কণ্ঠনালীর ক্ষত প্রভৃতি); ল্যাকেসিস্।

শক্তি ;—১ম হইতে ৩০ শ।

অ্যালেট্রিস্ ফ্যারিনোসা (ALETRIS FARINOSA).

নামান্তর।—কলিক রুট।

প্রস্তুতি।—মার্কিন দেশ জাত একপ্রকার গাছড়ার মূল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—গর্ভস্রাব, রক্তাল্পতা, শূল, কোষ্ঠবদ্ধতা, আক্ষেপ ; বাধক ; মূত্রক্লেশ ; জরায়ুবিকৃতি ; জ্বর ; অর্শ ; মূর্চ্ছাবায়ু সদৃশ অবস্থা ; অজীর্ণতা ; শ্বেতপ্রদর ; প্রচুর রজঃস্রাব ; স্নায়ুশূল ; গর্ভাবস্থায় বমন ; বন্ধ্যাত্ব ; জরায়ুচ্যুতি, জরায়ুতে বেদনা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি সহ জরায়ু ও পাকাশয়ের বিকৃতি ইহার উপযোগী স্থল। যে সকল স্ত্রীলোকের জরায়ুবিকৃতি ও প্রদর সহ অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, প্রবল বেগ না দিলে মলত্যাগ হয় না, মুখে সফেন লালা সঞ্চিত হয়, ও যাহাদের পরিপাকশক্তি অল্প এবং আহারান্তে পাকাশয় মধ্যে কষ্ট ও ভারবোধ হয়, এই ঔষধ তাহাদের বিশেষ উপযোগী। সেই সকল স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ করে, যেন কত পরিশ্রম করিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী রোগভোগজনিত দৌর্ব্বল্য (প্সোরাইন ; ক্যাল্কে-ফস্:)।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক শক্তি ও পরিশ্রমসহিষ্ণুতা রহিত। বোধশক্তির ক্ষীণতা। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। শিরোঘূর্ণন সহ অবসাদ। আহারে অরুচি।

পাকাশয়।—অতি অল্প আহার করিলেও কষ্ট বোধ হয়। গর্ভাবস্থায় বমনাতিশয্য। স্নায়বিক অজীর্ণ রোগ। আধ্মান জনিত শূল বেদনা। শিরোঘূর্ণন সহ মূর্চ্ছার উপক্রম। নিদ্রালুতা এবং শীর্ণতা। আহারে অরুচি ; বিবমিষা (Nausea)। দুরারোগ্য অজীণ রোগ। সন্ধ্যার সময় ভুক্তদ্রব্যাদির উদ্গার ও গলা জ্বালা। প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে পাকাশয় শূন্যবোধ ; = আহারান্তে উপশম। উদর মধ্যে বেদনা,—বিশেষতঃ তলপেটে ; = বায়ু এবং অল্প পরিমাণ তরল মল নির্গমনান্তে উপশম ; বেদনা সম্মুখদিকে হেঁট হইলে বৃদ্ধি এবং পশ্চাদ্দিকে দেহ হেলাইলে উপশম (ডায়োস্কো:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অকাল ও বহুল পরিমাণ স্রাবশীল আর্ত্তব এবং প্রসববৎ বেদনা (বেল্: ক্যামো: ক্যালী-কার্ব্ব: প্ল্যাট্:)। জরায়ু ভারী বোধ হয়। অত্যন্ত

কোষ্ঠকাঠিন্য সহ জরায়ুভ্রংশ ও প্রদররোগ। জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ বার বার গর্ভস্রাব (এপীস: কলোফিল: স্যাবাই: সিপীয়া: ভাইবার্ণাম্-প্রুনিফোলিয়াম্:)। গর্ভাবস্থায় পৈশিক বেদনা।

সম্বন্ধ।—সদৃশ বা তুলনা হেলোনীয়াস্ (রোগিণীর রক্তহীনতা ও মানসিক বিষাদ সহ গর্ভস্রাব); ভাইবার্ণাম প্রুনিফোলিয়াম্ (পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব)। চায়না, হাইড্রা, স্যাবাইনা, পল্‌স, কলোফা, (শূল); কষ্টিকা, ফেরম (কাসিবার সময় মূত্রস্রাব), এলুমিনা (কোষ্ঠবদ্ধ), কলোফা।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় শতমিক পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

অ্যালীয়াম্ সীপা (ALLIUM CEPA).

নামান্তর।—(পলাণ্ডু)।

প্রস্তুতি।—পেঁয়াজ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গুহ্যদ্বারের বিদারণ, শোথ (উদরী); সর্দ্দি; কাসি; অতিসার; মুখের পক্ষাঘাত; অন্ত্রচ্যুতি; বহুব্যাপক তরুণ সর্দ্দি; স্বরনলী প্রদাহ; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; আঙ্গুলহাড়া; হুপকাস; পীতজ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সর্দ্দিজনক প্রদাহ এবং অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব ইহার প্রধান ক্রিয়াফল। উষ্ণ গৃহমধ্যে এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি (পলস; —বায়ুসেবনে—ইউফ্রেসিয়া:), বায়ুসেবনে উপশম। অঙ্গচ্ছেদ বা আহত স্নায়ুসম্ভূত স্নায়ুশূলও ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে—সুতীক্ষ্ণ বেদনা সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মভাবে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়,—মুখমণ্ডলে, মস্তকে গ্রীবাদেশে ও বক্ষঃস্থলে। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বশতঃ সতত শয়ন করিবার ইচ্ছা।

লক্ষণাবলী।

মন।—অঙ্গুলিতে পূযসঞ্চয় বশতঃ এত যন্ত্রণা হয় যে, রোগী মনে করে সে পাগল হইয়া যাইবে। বুদ্ধির জড়তা ও বিমর্ষভাব।

মস্তক।—সর্দ্দিজনিত অতীব্র (dull) শিরোবেদনা,—সন্ধ্যাকালে কিম্বা উষ্ণগৃহে প্রবেশ করিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও নির্ম্মল বায়ুসেবনে উপশমিত হয় (ইউফ্রে: ও পল্‌সে দেখ)। ঋতুর সময় শিরোবেদনার তিরোভাব ও স্রাবান্তে পুনরাবির্ভাব হয় (ল্যাকেসিস্: জিঙ্কাম্)। সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মভাবে শূলবেদনা ধাবিত হয়।

চক্ষু।—ধূম-সংস্পর্শজনিতবৎ জ্বালা ও কর্কর করে; অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন না করিয়া থাকিতে পারে না। অশ্রুপূর্ণ এবং অস্বচ্ছ ভাব ধারণ করে; কৈশিক বা ক্যাপিলারী (কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম) শিরা সকল রক্তপূর্ণ হয় এবং অনবরত চক্ষু হইতে অশ্রুস্রাব হইয়া থাকে।

কর্ণ।—কর্ণশূল—তালুমূল হইতে কর্ণপশ্চান্নলী পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (পল্‌সে: হ্রুডো: বেল্: ক্যামো: নক্স-ভঃ:)। কর্ণ মধ্যে শব্দ (কষ্টি: গ্র্যাফ: পল্‌সেট:)।

নাসিকা।—সর্দ্দি—নাসিকা হইতে বহুলপরিমাণ, জলবৎ ও ক্ষতকারক স্রাব (আর্স: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: নক্স্: পল্স:) এবং চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত স্নিগ্ধ কষায় প্রভৃতি গুণ রহিত (bland) অশ্রুমোচন (চক্ষু হইতে ক্ষতকারক এবং নাসিকা হইতে স্নিগ্ধ স্রাব =ইউফ্রেসিয়া)। নাসাগ্র হইতে বিন্দু বিন্দু জলবৎ ক্ষতকারক শ্লেষ্মা নির্গলন (আর্স্: ও আর্স্ আয়োড্:)। বসন্তকালের উৎপন্ন সর্দ্দি—জলীয়, উত্তরপূর্ব্ববাহী বায়ুজনিত; নির্গলিত শ্লেষ্মা নাসারন্ধ্র ও উর্দ্ধোষ্ঠের ত্বকক্ষয়কারক। হৈমন্তিক প্রতিশ্যায় (Hay Fever—নূতন শস্যের গন্ধ জনিত একপ্রকার সর্দ্দি)—শয্যা হইতে উত্থানকালে প্রবল হাঁচি বা ক্ষুৎকার (আর্স: সাইক্লেমেন: ক্রীয়্যাজোট: ল্যাকে:)। নাসারোগ বা নাসার্ব্বুদ—মেরাম্-ভেরাম্: ক্যাল্কে: ক্যালী-বাইঃ থুযা—শিরঃপীড়া সহযুক্ত হইলে—স্যাঙ্গিউ: স্যাঙ্গিউ-নাইট্র; নাসিকার মূলদেশে দৃঢ়বদ্ধভাব, দুর্গন্ধ স্রাব=ক্যাড্মিয়াম্-সাল্ফ; স্পর্শমাত্র রক্তস্রাবী এবং তৎসহ হরিৎ বা পীতাভ শ্লেষ্মাস্রাব=ফস্; পুরাতন বা দীর্ঘকালস্থায়ী সর্দ্দিস্রাব, শীতার্ত্ততা ও দৌর্ব্বল্য—প্সোরাইন্)। বোধ হয় যেন নাসারন্ধ্র মধ্যে কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কণ্ঠনালী।—সর্দ্দিজনিত কণ্ঠনালীর প্রদাহ (Catarrhal Laryngitis);—কাসির বেদনা বশতঃ রোগী হস্তদ্বারা কণ্ঠনালী ধারণ করে, যেন কাসিলে কণ্ঠনালী ছিন্ন হইয়া যাইবে।

পাকাশয়।—শূলবেদনা—পদে শৈত্য প্রয়োগ জনিত বা কুমড়া, চাট্নী প্রভৃতি ভক্ষণ সম্ভূত পীড়া; অর্শজনিত পীড়া; শিশুদিগের পীড়া; উপবেশনে বৃদ্ধি এবং চলিয়া বেড়াইলে উপশম।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। যন্ত্রণাদায়ক কাসি—নাসিকা মধ্যে শীতল বায়ু গ্রহণ জনিত কাসি। কণ্ঠনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন। শ্বাসকষ্ট। উপজিহ্বা (Epiglottis) প্রদেশে সঙ্কোচনানুভব। আকর্ণপ্রসারী বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—সূত্রবৎ সুতীক্ষ্ণ স্নায়ুশূল নানাদিকে ধাবিত হইতেছে (মুখে, বক্ষে, মস্তকে, গ্রীবাদেশে) এইরূপ বোধ হয়। পুরাতন আঘাত জনিত স্নায়ুপ্রদাহ (Neuritis); অঙ্গচ্ছেদান্তে ছিন্নাঙ্গের স্নায়ুশূল,—জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা। অঙ্গুলাস্থির প্রদাহ (আঙ্গুল হাঁড়া) আরক্তিম, রেখা সকল হস্তের উর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয়; যন্ত্রণায় উন্মত্ত করিয়া দেয়,—প্রসবান্তে (কট্ কট্ ঝন্ঝন্কারী বেদনাযুক্ত=ডায়োস্কোরীয়া; কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ বেদনা ও আক্রান্ত স্থল হইতে নীলরেখা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত=ল্যাকেসিস্; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অন্যান্য অঙ্গুলি প্রদাহান্বিত, দপ্ দপ্ কর বেদনা এবং কাষ্ঠশলাকাবেধবৎ যন্ত্রণা সহ=অ্যাসিড্-ফ্লুয়োরিক্; উত্তাপ, দপ্ দপ্কারী বেদনা, স্ফীতিযুক্ত এবং যন্ত্রণা বশতঃ নিদ্রারাহিত্য=অঙ্গুলি তুলিয়া থাকে—হিপার) পদতলের অংশবিশেষ অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহ—বিশেষতঃ গুল্ফতল (স্যাট্-ক্লোরেট্) কিম্বা পদতল ক্ষয়িত হইয়া ব্যথান্বিত হইলে। যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রসবান্তিক শিরা প্রদাহ (Phlebitis=পল্সেটিলা; সাধারণ শিরাপ্রদাহ=হ্যামা: পূয আশোষণ (absorption) বশতঃ শিরাপ্রদাহ=ল্যাকে:)।

চর্ম্ম।—আরক্ত,—একপ্রকার উদ্ভেদ হাম, আঘাত ইত্যাদি।

জ্বর।—কণ্ডুয়নশীল, সর্দ্দিজ্বর, পিপাসা, প্রচুরঘর্ম্ম। নাড়ীপূর্ণ ও দ্রুত।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক := ফস· পলসে: থুযা। নাসার্ব্বুদাধিকারে=ক্যালকেরীয়া ও সিলিসীয়ার পূর্ব্বে প্রযোজ্য। **প্রতিষেধক বা দোষঘ্ন**=আর্ণিকা (দন্তশূল), ক্যামো: পেটবেদনা, নক্সভ, থুযা।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ১২শ দশমিক দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া যায়।

অ্যালীয়াম্ স্যাটাইভাম্ (ALLIUM SATIVUM).

নামান্তর।—রসুন।

প্রস্তুতি।—তাজা ফল হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কেশহীনতা বা টাকপড়া; হাঁপানি; শ্বাসনালীপ্রদাহ; সর্দ্দি; কোষ্ঠবদ্ধতা; কাসি; কটীশূল; বহুমূত্র; অতিসার; অজীর্ণতা; জ্বর, মাথাব্যথা; বাত, স্বরভঙ্গ; আর্ত্তবাধিক বা প্রচুর রজশোণিতস্রাব; চক্ষুউঠা; লালাস্রাব, শীতাদ; বিবিধ চর্ম্মরোগ; আঙ্গুল হাড়া; ক্রিমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অজীর্ণ ও শ্লৈষ্মিক পীড়াগ্রস্ত মাংসল ব্যক্তিগণ অ্যালীয়াম্ স্যাটাইভামের উৎকৃষ্ট কার্য্যক্ষেত্র। ফুসফুসের ক্ষয়রোগপ্রবণতাতে এই ঔষধের প্রয়োগজনিত ফলস্বরূপ কাসি ও নিষ্ঠীবন বা গয়ার অল্প হইয়া আইসে (ব্যাসিলাইন্:), দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়, রোগী মাংস সঞ্চয় করিতে থাকে এবং নিদ্রাদি নিয়মিত হইতে থাকে। রক্তকাস (Hæmoptysis) বা ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তউঠা রোগেও ইহাদ্বারা অনেক স্থলে উপকার সাধিত হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গমন সহ পুরাতন কাসি, শৈত্যাসহনীয়তা এবং বিসর্প বা দদ্রুপ্রবণ ধাতুতেও ইহা উত্তম ফল দান করিয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—অধিকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বৃদ্ধি (কষ্টিকাম); শিরঃপীড়া; পশ্চাদ্দেশীয় শিরঃপীড়া, প্রাতঃকালীন অতীব বেদনা, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

চক্ষু।—সর্দ্দিজ (Catarrhal Ophthalmia) চক্ষুপ্রদাহ; সর্দ্দি ও শৈত্যাদি জনিত যোজকত্বকের প্রদাহ; রাত্রিতে ও পঠনকালে চক্ষু কর্কর করে, জ্বালা করে এবং চক্ষু হইতে অশ্রুনির্গলিত হইতে থাকে; অক্ষিপুট জুড়িয়া যায় এবং অতি কষ্টে বিযুক্ত করা যায়।

মুখগহ্বর।—আহারান্তে ও রাত্রিকালে মুখমধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিষ্ট স্বাদ; লালা সঞ্চিত হয়।

পাকাশয়।—সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা। জ্বালাজনক উদ্গার। ভক্ষ্যদ্রব্যের সামান্য পরিবর্ত্তনে

পীড়া হয়। অন্ত্রাশয়ে নিরন্তর অল্প বেদনা সহ কোষ্ঠকাঠিন্য,—জিহ্বা সমল আরক্তিম এবং জিহ্বাকণ্টক (Papillae) বিলুপ্ত প্রতীয়মান হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলীভুজ মধ্যে নিরন্তর শ্লেষ্মাকূজন বা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ। প্রাতে শয্যাগৃহত্যাগান্তে কাসি, গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাময় নিষ্ঠীবন, অতিকষ্টে উত্থিত হয়। শৈত্যাসহনীয়তা। শ্বাসনালীর স্ফীতি বা প্রসারণ; পূতিগন্ধময় শ্লেষ্মা স্রাব—(ক্রীয়জোট্ আঘ্রাণে বিশেষ উপকার হয়।)

হৃৎপিণ্ড।—নাড়ীর স্পন্দন লম্ফনশীল।

চর্ম্ম।—শুষ্ক, চৈতন্যাধিক্য।

নিদ্রা।—আহারান্তে নিদ্রালুতা।

জ্বর।—একাঙ্গে শীত বা কম্পন। জ্বরকালে বমন।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়;—এলিয়ম-সিপা, ব্রায়ো, ক্যাপ্সি (দুর্গন্ধশ্বাস্), কলোসিন্থ (বেদনা), ইগ্নে, ক্যালি, হ্রাস, লাইকা, নক্স, সিনেগা।

দোষঘ্ন।—লাইকো। অনুপূরক = আর্সেনিক।

শক্তি।—নিম্ন ও মধ্যবর্ত্তী ক্রম।

অ্যাল্ন্যাস্ রুব্রা (ALNUS RUBRA).

প্রস্তুতি।—তরুণ পল্লব ও মূল হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; ঋতু প্রকাশ না হওয়া, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি; প্রমেহ, রক্তস্রাব, দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, শ্বেতপ্রদর, বাত, গণ্ডমালা দোষ; উপদংশ এবং সোরাদোষ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা দেহস্থ যন্ত্রাদির পোষণক্রিয়া উদ্দীপিত করে, সুতরাং লসিকা গ্রন্থি সকলের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিবার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। পাকাশয়িক রসের স্বল্প সঞ্চয় বশতঃ অজীর্ণ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ এবং কোন কোন চর্ম্ম-রোগেও ইহা দ্বারা উপকার সাধিত হইয়া থাকে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

লক্ষণাবলী।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর—স্রাব ক্ষতজনক এবং জরায়ুগ্রীবার ঝিল্লিক্ষয়হেতু সহজেই শোণিতপাত হয়। রজোবাহিত্য বা রজঃস্তম্ভন;—পৃষ্ঠদেশ হইতে বিটপাস্থি-সংযোগস্থল (Pubis) পর্য্যন্ত জ্বালাবৎ যন্ত্রণা। মলত্যাগান্তে মলান্ত্রমধ্যে জ্বালা।

ত্বক।—দীর্ঘকালব্যাপী বিসর্পিকা বা দদ্রু। হনুতলস্থ লসিকাগ্রন্থির স্ফীতি। পামা

লক্ষণাবলী।

মন।—অশ্লীল ভাবোদয় ; সহজে হাস্যোদ্রেক।

মস্তক।—রক্তিমাবেষ্টিত পূযবটী (Pustules),—পাকিয়া গলিয়া গে* পরিণত হয়। ললাটদেশে কণ্ডুয়ন বোধ। মূর্দ্ধাপ্রদেশে সুড়্সুড়ী ও (Stupefying) বেদনা। শিশুর কেশ উঠিয়া যায়। কেশমূল বেদনাযুক্ত। শি শয্যাত্যাগান্তে (ক্যাল্কে-ফস্: চেলিড্: চায়না)।

স্বাস্থ্যলাভ করিতে ...হয়, অতি অল্প ...র ন্যায় বেদনা

অ...।—শিশুর গণ্ডমালা-দোষযুক্ত (Scrofulous) অক্ষিপ্রদাহ ; ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতে পারে না ; চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রে বা যোজকত্বক মধ্যে কুটকুট্ করে, কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় এবং জ্বালা করে।

কর্ণ।—শ্রবণবিবর মধ্যে নিরন্তর জ্বালা ও অসহ্য কণ্ডুয়ন। পূযস্রাব। বাম কর্ণ হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিতস্রাব। কর্ণমধ্যে টুংটুং শব্দ (ক্যাল্কে: কষ্টি: ক্রিয়ো: ন্যাট্-মিউ: পেট্রোল্: স্পাইজি)।

নাসিকা।—হাঁচিলে রন্ধ্রমধ্য হইতে জমা' হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মাখণ্ড নির্গত হয়। সর্দ্দি,—প্রথমে জলবৎ শ্লেষ্মা (ইউফ্রেজীয়া), পরে সবুজবর্ণ বা শাদা জমাট শ্লেষ্মা স্রাব হয়। ঘ্রাণশক্তির লোপ (সল্ফার: স্বাদশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি উভয় লোপ = ম্যাগ্-মিউ:)।

মুখবিবর ও পাকাশয়।—জিহ্বা জ্বালা, কণ্ডুয়ন ও প্রদাহযুক্ত। মাড়ী হইতে রক্ত স্রাব। ক্ষুধা রাহিত্য। নিরবচ্ছিন্ন তৃষ্ণা। অম্লদ্রব্য ভক্ষণেচ্ছা। রাতকর্ম্ম করিবার বা উদ্গার তুলিবার চেষ্টা করে, কিন্তু হয় না বা উঠে না। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে বিবমিষা (অ্যানাক্: গ্র্যাফ্: ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাইকো: নক্স: পেট্রোল্: ফস্: সিলি:)। পাকাশয় মধ্যে শীতলতা বোধ (আর্স্: কোল্চি: ল্যাকৃটি: নাইট্রাম্: ওলীয়াম্-অ্যান্: ফস্: অ্যাসিড্-সল্ফ: ট্যাবেকাম্)।

অন্ত্রাশয়।—বোধ হয় যেন অন্ত্রাশয় মধ্যে কোন জীব নড়িতেছে (ক্যাল্কে-ফস্: ক্যানাবিস্-স্যাট্: ক্রোকাস্-স্যাট: স্যাবাইনা: সল্ফার্ থুযা); যেন একটা কৃমী দক্ষিণ কুক্ষিদেশে (কোঁকে) চলিয়া বেড়াইতেছে।

মল।—মল প্রথমে কঠিন পরে তরল। মলত্যাগান্তে মলদ্বার জ্বালা করে। স্তন্যপায়ী শিশুর নিরন্তর উদরাময় (ক্যামো: ক্যাল-ফস্:),—মল ঈষৎ হরিদ্বর্ণ ; অর্শ এবং সরলান্ত্র ভ্রংশ (গোগল বাহির হওয়া)।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবান্তে মূত্রনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা (পেট্রোসেলিনাম্) ; রক্তিমাভ মূত্র (ক্যান্থারিস্: লাইকো: বার্বারিস্: পল্সে: স্কীলা: ফস্: জিঙ্কাম্) ও লালবর্ণ গুঁড়ার ন্যায় পদার্থ তলানি পড়ে (Red sandy sediment—লাইকো: সিপী: ন্যাট্-মি: পল্সে: সিপী: স্কীলা: ভ্যালি:)।

পীড়া হয়। অন্ত্রাশ্মরী ।—রমণান্তে রেতোরজ্জুতে (Spermatic cord) বেদনানুভূতি জিহ্বাকণ্টক (P.) । রমণান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ; ঋতু,—অত্যন্ত অকালে প্রকাশ এবং অপর্য্যাপ্ত শ্বাসকষ্ট কাল স্থায়ী। কাল চাপ্ চাপ্ রক্তস্রাব হইতে থাকে (ক্যাষ্ট্: ককীউ: গ্র্যাফ্: শয্যাগৃহত্যাগ নস্ কার্ব: প্ল্যাট্: জ্যান্থক্স্:)। মুখ হইতে স্কন্ধদেশে ও বিটপাস্থি (pubes) শৈত্যাসহনীয়তা স্নায়ুশূল ও যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে।

আঘ্রাণে বিঃ শ্বাসযন্ত্র ।—কাসিলে বুক ঘড়্ ঘড়্ করে (ইপিক· অ্যাণ্ট্-টার্ট: ব্রাই:)। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রলাপ। শুষ্ক কাসি ও আঠাবৎ শ্লেষ্মাময় বমন (ক্যামো ইপিক্ ক্রোকাস্: কিউপ্রাম্ প্যারিস্: ফস্ স্যাবী: সেনা: ষ্ট্যান্)। গোলাকার পাংশুবর্ণ জমাট শ্লেষ্মা বা গয়ার (sputa) উত্থিত হয়। স্তনবৃন্তে জ্বালা ও বেদনা (গ্র্যাফ্: ফস্: সল্ফার্). মাতৃস্তনে দুগ্ধসঞ্চয়াধিক্য, তজ্জন্য বাম স্তনে বেদনা (বেল্: ব্রাই: পল্সে: হ্রাস্)।

পৃষ্ঠ ।—গ্রীবাদেশের বাম পার্শ্বে যেন একটা কীট্ চলিয়া বেড়াইতেছে। বামাংসফলক (scapula) নিম্নে বেদনা। কটিবাত (Lumbago = হ্রাস্, = দেহসঞ্চালনে উপশম ; ড্যাল্কা: = বহুক্ষণ মস্তক অবনত করিয়া থাকিবার ন্যায় বেদনা ; বার্বারিস্: = আড়ষ্ট ভাবে উপবেশনে, শয়নে বা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বৃদ্ধি ; হ্রডো: = ঝড়বাতাসে বৃদ্ধি)।

প্রত্যঙ্গাদি ।—যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ বেদনা। বাহুদ্বয় শীতল বোধ হয়। ঊর্দ্ধদেশে আরম্ভ হইয়া মণিবন্ধ হইতে মধ্যমাঙ্গুলি এবং তথা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত জ্বালা বোধ। হস্ত আড়ষ্ট ও রসস্ফীত (Œdematous)। বোধ হয় যেন হস্তের উপর পিপীলিকা বেড়াইতেছে। কটিস্নায়ুশূলবৎ (Sciatic) বঙ্ক্ষণ বা কুচ্কী প্রদেশ হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত জ্বালাজনক বেদনা। জানুদেশ রসস্ফীত। বাম জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে বেদনা,—দাঁড়াইলে এবং পাদচারণ কালে। পদতলে অপর্য্যাপ্ত দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম (ক্যালী-কার্ব: সাই: অ্যা-স্যালি: সিলি:)। পদতল জ্বালাযুক্ত ও স্ফীত,—যেন রোগী বহুদূর হাঁটিয়া আসিয়াছে।

ত্বক ।—ত্বকের অংশ বিশেষ আরক্তিম, যেন জটুলের (Naevus) ন্যায়। বক্ষোপরে এবং শিশুর কর্ণের পশ্চাতে জ্বালাময় পাঁচড়ার ন্যায় উদ্ভেদ। শিশুর গাত্রে কণ্ডুতিযুক্ত ঘনবটী (papules) এবং বক্ষঃস্থলে ও বাহুতে পচ্যমান্ পীড়কা উদ্গত হয়। কটি ও স্কন্ধদেশে এবং সময়ে সময়ে সর্ব্বগাত্রে বোধ হয় যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে।

জ্বর ।—অগ্রে শীত বোধ এবং তৃষ্ণা ; শিশুর উত্তাপবোধ—উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হলেই দেহ নীলবর্ণ হয়। জ্বরকালে সর্ব্বদাই তৃষ্ণা বর্ত্তমান। দেহসঞ্চালন মাত্র অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম উদ্গত হয়। স্কন্ধদেশে ও বক্ষঃস্থলে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর বিচ্ছেদ হয় এবং সেই সময় শিরোঘূর্ণন পর্য্যন্ত অনুভূত হয়।

সম্বন্ধ ।—*সদৃশ*—লোলীয়াম টিমিউলেণ্টাম (জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব); সীপা ; ইউক্রেজীয়া, অ্যানাস্থি: স্যাবাড্ প্সোরাইন্।

শক্তি ।—৩য় দশমিক হইতে ১২শ শতমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

অ্যাসাফিটীডা

(*ASAFŒTIDA DISGUNENSIS*).

নামান্তর।—হিঙ্গু।

প্রস্তুতি।—এই আঠাবৎ পদার্থ জীবিত বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতি অল্প মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—হাঁপানি ; ... সম্বন্ধীয় পীড়া ; তাণ্ডব ; অতিসার ; অজীর্ণতা, উদরাধ্মান ; শিরঃপীড়া ; হৃদ্‌পিণ্ডের বিবিধ পীড়া ; অতিশয় চৈতন্য ; গুল্ম বায়ু বা মূর্চ্ছারোগ ; চক্ষুর তারকামণ্ডলের প্রদাহ ; স্তন্যস্রাব বিকৃতিজনিত পীড়া ; পারদ বিকৃতি ; স্নায়ুশূল ; মেদাধিক্য ; চক্ষুগোলকের স্নায়ুশূল ; পূতি-নস্য ; উদরাধ্মান ; ক্ষত ; কর্ণ পটহের প্রদাহ ; আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তির রসস্রাবী ক্ষতাদি বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা নিরাকরণ ও উদরাময়ের হঠাৎ নিরোধ প্রভৃতি স্রাবরোধ বশতঃ পীড়াদি জন্মে এবং যাহাদের দেহে পারদ ও উপদংশের বিষ আছে এবং যাহারা তজ্জন্য অস্থি ও অস্থিবেষ্টনীর ক্ষতাদি রোগ ভোগ করে, অ্যাসাফিটীডা তাহাদের বিশেষ উপযোগী। এই সকল রোগী প্রায়ই অত্যন্ত অবসাদবায়ু ও গুল্মবায়ু আদি রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে ; তাহাদিগের ক্ষতাদি অত্যন্ত স্পর্শাসহনীয় হয় এবং উহার অসহ্য দপ্‌দপানি বেদনা জন্য রাত্রিকালে যন্ত্রণা উৎ-পাদন করিয়া রোগীকে অস্থির করিয়া তোলে। প্রসূতীদিগের স্তনে দুগ্ধসঞ্চয় অত্যন্ত অল্প হইয়া যায় (অ্যাগ্‌নাস ; ল্যাক্‌-ক্যান্‌: ল্যাক্‌-ডিফো: রিসিনাস)। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এস্থলে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল:—(১) গুল্মবায়ুগ্রস্ততা, যেন একটা গুল্ম উদর হইতে উঠিয়া কণ্ঠ-রোধ করিল (Globus Hystericus)। (২) নাসিকা ও কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ হরিদ্বর্ণ পুয স্রাব। (৩) অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা ; অস্থিবেষ্ট স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত। (৪) মুখ মধ্যে মেদময় স্বাদ ; আহার্য্য দ্রব্যে অরুচি ; বিবমিষা। (৫) অতিকষ্টে উদ্গার উত্থিত হয়,—রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস উদ্গার উঠিলে যন্ত্রণার উপশম হইবে (৬) বক্ষমধ্যে ও হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত চাপবোধ, বায়ু নিঃসরণান্তে তৎক্ষণাৎ উপশম। (৭) মণিবন্ধ, হস্ত, প্রভৃতির অস্থিময় প্রদেশে ক্ষতোদ্গম এবং তাহা হইতে পাতলা, কল্‌তানির ন্যায় রস নির্গলিত হয়,—মর্দ্দন করিলে আরাম বোধ হয়। (৮) আক্রান্ত অংশে ভিতর হইতে বহির্মুখী দপ্‌দপ্‌কারী, বিদারণ বা শূলবেধবৎ বেদনা।

লক্ষণাবলী।

মন।—অস্থিরমতি, কোন একটী কার্য্য আগ্রহসহকারে অধিকক্ষণ করিতে পারে না। এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সময় সময় মহা স্ফূর্ত্তির উদয় হয়, আবার কোন সময় অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বেগপূর্ণ। সর্ব্বদা স্বীয় পীড়াদির কথায় ব্যাপৃতা (অ্যাণ্ট-টার্ট: নক্স-ভম:) ক্রোধ প্রবণতা।

পীড়া হয়। অক্ষিকূটদেশে ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে অত্যন্ত চাপ বোধ। বাম ভ্রূদেশে জিহ্বাকণ্টক বেদনা। অক্ষি-কোটরগত স্নায়ুশূল (Orbital Neuralgia),—নিপীড়ন প্রশমিত বোধ হয়। শিরোবেদনার বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় গৃহমধ্যে উপবেশন বা শয্যাগৃহত্যাগে=নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণে।

শৈত্যাসহনীয়তা স্বচ্ছাবরকের (Cornea) বিস্তীর্ণ বাহ্যিক ক্ষত, সেই সঙ্গে জ্বালা এবং ভিতর আঘ্রাণে নিপীড়ন বা সূচিবেধবৎ বেদনা ; বিশ্রাম বা অঙ্গুলাদিদ্বারা নিষ্পেষণে আরাম উগ্রতা বা প্রদাহ (Iritis) ও চক্ষুমধ্যগত প্রদাহ বা তৎসহ রাত্রিতে বিদ্ধকরণবৎ ও দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা। উপদংশ দোষজনিত উগ্রতা বা প্রদাহ syphilitic Iritis=আর্জেণ্ট নাই: ক্যালী-আয়োড অ্যা-নাই: মার্ক-কর)।

নাসিকা।—দুর্গন্ধময় ক্লেদ স্রাব। নাসারন্ধ্র মধ্যে পূতিগন্ধ অনুভূত হয়। পূতিনস্য বা পিনস্ (Ozæna),—নাসিকা হইতে অত্যন্ত পূতিগন্ধ হরিদ্বর্ণ পূয পড়ে ; অস্থি সকল স্ফীত বা প্রদাহযুক্ত (অ: াম্ব:)।

গলমধ্য।—মূর্চ্ছাবায়ুগুল্ম (Globus Hystericus) (ইগ্নে: মস্কাস্: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাক্-ডিফ্লো:) বোধ হয় যেন পাকাশয় হইতে একটা বর্ত্তুলবৎ পদার্থ অন্ননলীমধ্য দিয়া উঠিয়া গলমধ্যে অবস্থিত হইল,—রোগী পুনঃ পুনঃ ঢোক্ গিলিতে থাকে। রোগীর মনে হয় যেন তাহার অন্ত্রক্রিয়া বিপরীত গতি অবলম্বন করিয়াছে ও ভুক্ত দ্রব্যাদি নিম্নে প্রেরিত না হইয়া পাকাশয় হইতে অন্ননলীর মধ্য দিয়া গলমধ্যে উত্থিত হইতেছে।

পাকাশয়।—উদ্গার,—রসুনের ন্যায় গন্ধ ও বিকট, তীব্র বা পচা স্বাদযুক্ত। উদ্গার সহজে উঠে না। মূর্চ্ছাবায়ু জনিত (Hysterical) আধ্মান—উদর অত্যন্ত স্ফীত ও প্রসারিত। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে দপদপানি বেদনা, বেলা ১২টার সময়। উদ্গার ও তৎপরে জলীয় পদার্থ গলমধ্যে উত্থিত হয়। যন্ত্রণাজনক পাকাশয় শূল ;—পাকাশয় ও উদর ব্যবচ্ছেদক পর্দ্দায় (Diaphragm) কর্ত্তন ও জ্বালাবৎ বেদনা। আধ্মান বায়ু (flatus) ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। সকল দ্রব্যেই অরুচি।

অন্ত্রাশয়।—উদর আধ্মানযুক্ত, বোধ হয় যেন মোচড় দিতেছে ; তৎসহ এইরূপ যন্ত্রণাজনক ক্ষুধা। মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বা বিটপতলে বোধ হয় যেন ভিতর হইতে কি ঠেলিতেছে। উদরাময়,—তৎসহ অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল, আধ্মান ও উদ্গারের সহিত ভুক্ত দ্রব্যাদির নির্গমন। উদরমধ্যে হুড় হুড় গুড় গুড় শব্দ এবং তৎপরে মহাশব্দ সহকারে উদ্গার। বায়ু সমস্তই ঊর্দ্ধমুখে নির্গত হয়,—নিম্নমুখে আদৌ নহে। অন্ত্রাশয়ের ঊর্দ্ধদেশে বেদনা—যেন ঠাণ্ডা লাগিয়াছে কিম্বা উদরাময় আরম্ভ হইবার উপক্রম (অ্যাগ্নাস: অ্যাণ্ট-ক্রুড: নাই: টেরিব: লিলীয়াম্-টাই: প্রস্রাবান্তে বেগ প্রশমন=লিলিয়াম:) রাক্ষসী ক্ষুধা (আয়োড: অ্যাব্রোট:)।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃস্থলের দৃঢ়াবদ্ধভাব, যেন ফুস্‌ফুস্ সম্যক প্রসারিত হইতে পারিতেছে না (ক্যাক্টাস, ব্রাই. ফস.)। বক্ষঃস্থলের চাপবোধ বৃদ্ধি হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ভাব ধারণ করে, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মায় এবং রোগীকে অস্থির করিয়া তুলে। স্তন্যপায়ী শিশুর

দুর্বলতার পর

হুপকাসি,—ঘুংড়ির ন্যায় শব্দ; শ্বাস প্রশ্বাসকালে বুক ঘড় ঘড় করে; শিশু মা...না বোধ। অস্থিরতা প্রকাশ করিতে থাকে; উদর বক্ষঃস্থল অত্যন্ত গরম; মূত্র ফিকা...বং যেন ঈষৎ কম্পনবৎ, উপবেশনে বৃদ্ধি (কার্ব্বো ভেঃ ম্যাগ-মিউ:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্নায়ুপ্রধানা রোগিণী পীড়াদির পর শীঘ্র স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না (ক্যাষ্টোরিয়াম্)। প্রবল রতীচ্ছা। ঋতু অতি শীঘ্র শীঘ্র আবির্ভূত হয়, অতি অল্প স্রাব এবং দুই এক দিবস পরে আর থাকে না। জরায়ুপ্রদেশে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা অনুভব এবং কর্ত্তন ও চাপবৎ যন্ত্রণা। জরায়ুক্ষত,—বেদনান্বিত ও স্পর্শাসহ। প্রদর,—অপর্য্যাপ্ত, হরিদ্বর্ণ, জলবৎ ও দুর্গন্ধময় ক্লেদ নির্গত হয়। স্তনদ্বয় দুগ্ধে স্ফীত হইয়া উঠে,—(গর্ভ না হইলেও)। স্তনে দুগ্ধাভাব,—ঈষৎ স্পর্শে বেদনানুভব (ল্যাক্-ডিফ্লো: ল্যাক্-ক্যান্: রিসিনাস: অত্যন্ত বিষণ্ণতা সহযোগে = অ্যাগনাস-কাষ্টোস্)।

তন্তু, অস্থি।—গ্রন্থি সকল কঠিন, স্ফীত, উষ্ণ উহাতে দপ্‌দপানি বেদনা। তীক্ষ্ণ চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা। উরুচ্ছেদের পর ছেদিত অংশের স্নায়ুশূল (অ্যালীয়াম্-সীপা)। অস্থিপ্রদাহ এবং অস্থিক্ষত,—আক্রান্ত অংশ নীলমিশ্রিত লালিমাযুক্ত এবং স্ফীত। ক্ষত,—প্রান্তদেশ নীলাভ, কঠিন এবং ঈষৎ স্পর্শে ব্যথা জনক; ক্ষত হইতে স্বচ্ছ, জলবৎ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নির্গত হয়।

ত্বক।—ক্ষতাদিতে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা রসনির্গমন বোধজনিত পীড়াদি। ক্ষত,—উচ্চ, কঠিন, প্রান্তসীমা নীলাভ, স্পর্শাসহ এবং সামান্য কারণে রক্তনির্গলনশীল; পূয অপর্য্যাপ্ত, হরিদাভ, জলবৎ তরল, দুর্গন্ধময়, এবং ক্লেদবৎ। ক্ষত সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে কালিমান্বিত হইয়া আইসে। পুরাতন ক্ষত চিহ্ন সকল পুনঃ প্রকাশ হয় (অ্যা ফ্লু: গ্রা্: হীপার:) এবং বর্ণ কালিমায় পরিণত হয়। কণ্ডুয়ন চুলকাইলে উপশম।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন—পল্‌স; কষ্টিকাম; ক্যাম্ফর; সদৃশ—চায়না, মার্ক্, ভ্যালেরি। আর্জ্জি নাইট; মার্ক্: ল্যাক্-ডিফো: মস্ কাস্ অরাম (অস্থিপীড়ার) চায়না কষ্টিকাম, ক্রোটন (হুপকস্: ব্যাসিলাইনাম্ অ্যাঙ্গাষ্টিউরা সিলি:)। হিপার (চৈতন্যাধিকা। ক্যালি আয়োড; ইগ্নে; পল্‌স্; থুযা; ভ্যালে।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৬০ দিন।

পীড়া হয়।
জিহ্বাকণ্টং

অ্যাসেরাম্ ইউরোপীয়াম্

(ASARUM EUROPÆUM).

প্রস্তুতি।—সমস্ত গাছড়ার এবং মূলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মদাত্যয়; গুহ্যদ্বারের বা সরলান্ত্রের স্থানচ্যুতি; সর্দ্দি; উদরাময়; বাধক, চক্ষুর বিবিধ পীড়া; মূর্চ্ছা বায়ু; সান্নিপাতিক জ্বরে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়ু প্রধান, উদ্বেগশীল, উত্তেজনাপ্রবণ বা বিমর্ষভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের ইহা বিশেষ উপযোগী। তাহারা রেশমের ঘর্ষণজনিত খস্‌খসে্ শব্দ সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের পেশী সকল আক্ষেপ ও বিক্ষেপযুক্ত; কোন মানসিক উত্তেজনা হইলে তাহারা শিহরিয়া উঠে এবং সর্ব্বদা শীতবোধ করে। স্নায়বীয় বিকৃতিজনিত বধিরতা এবং দৃষ্টিশক্তির হ্রাস প্রভৃতিতে অ্যাসেরাম অত্যন্ত ফলোপধায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক বৃত্তির ক্রমশঃ লোপ,—নিদ্রাগত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ হয়, এতৎসহ ললাট ত্বকের সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে মনে করে যেন প্রেতাত্মার ন্যায় সে শূন্যে উড়িতেছে (ল্যাক্-ক্যান্ঃ ষ্টিক্ট্যাঃ ভ্যালি·)। পরিশ্রম ক্ষমতা রাহিত্য; কোন কার্য্য করণে অনিচ্ছা। বিমর্ষভাবাপন্ন কিন্তু উত্তেজনা প্রবণ।

মস্তক।—রগের বা শঙ্খদেশীয় (Temporal) শিরোবেদনা, বোধ হয় যেন দুই রগ শিরোমধ্যে আকৃষ্ট হইতেছে, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় নির্ম্মল বায়ু সেবনে এবং শয়নে উপশম। বাম শঙ্খদেশে ও কর্ণের পশ্চাতে পেষণবৎ বেদনা; বেড়াইলে বা মাথা নাড়িলে অত্যন্ত ভয়ানক হয়, বসিলে উপশম। মুদ্গরাত্মক টান্ বোধ হয়।

চক্ষু।—পাঠকালে অত্যন্ত চাপবৎ বেদনা বশতঃ বোধ হয় যেন চক্ষুর্দ্বয় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে কিম্বা বহির্গত হইয়া পড়িবে; শীতল জলে ধৌত করিলে উপশম হয়। শীতল বায়ু বা জল চক্ষের অত্যন্ত আরাম জনক, দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা (স্ট্যাট্‌-মিউ ফাইজস্ টিগঃ)।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তির অত্যন্ত প্রখরতা—নূতন বস্ত্রাদির খস্‌খস্ বা কাগজের খড়্‌খড়্ শব্দ অসহ্য (ফেরাম্ঃ ট্যাগ্নান্ঃ)। কর্ণবিবর যেন কীলকাবদ্ধ বা গোঁজ পোতা আছে এইরূপ (অ্যানাক্ঃ) অনুভব।

নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দি,—বাম রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায়। রন্ধ্র মধ্যে কণ্ডুয়ন,—অনেকবার চেষ্টার পর হাঁচি হয় এবং নির্ম্মল জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হয়। ভয়ানক হাঁচি বা ফুৎকার। (সাইক্লেঃ আর্সঃ ইউক্রেঃ)।

পাকাশয়।—বিবমিষা,—সময়ে সময়ে বা নিরন্তর বিবমিষা (ইপিকাক্ঃ); আহারান্তে বৃদ্ধি, জিহ্বা পরিষ্কার (সম্ফ্ঃ); গর্ভাবস্থায় বিবমিষা (সিম্‌ফোরিকার্পাস্ঃ

অ্যাসিড্-কার্বল্ঃ)। সুরাপানার্থ দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। রাত্রিতে সুরাপানাদি উন্মত্ততার পর প্রাতে *নিদ্রাভঙ্গ হইলে, পাকাশয় মধ্যে ভয়ানক নিষ্পেষণ ও খুঁচিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ।* অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন (চেলিডোঃ ইগ্নেঃ); বিবমিষা,—ললাটদেশে চাপবৎ বেদনা এবং তৎসহ মুখমধ্যে জলসঞ্চয়। হরিদাভ অম্লাক্ত বমন। ক্ষুধারাহিত্য বা আহারে অরুচি।

অন্ত্রাশয়।—গন্ধহীন, রজ্জুর ন্যায় লম্বা ঘনীভূত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। দৃঢ় শ্লেষ্মাময় তরল মল, তৎসহ ক্ষুদ্র কৃমিময় থস্থসে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও সময়ে অন্ত্রাশয়ে ও মলান্ত্রমধ্যে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণানুভূতি; বায়ুনির্গমে উপশম।

শ্বাসযন্ত্র।—গলমধ্যে গাঢ় শ্লেষ্মা,—কাসিয়া তোলা কষ্টকর (হাইড্রাস্ঃ আর্জেণ্ট্-নাইঃ কস্ঃ ষ্ট্যাট্-কার্ব)। কাসিবার পূর্ব্বে গলা সাঁই সাঁই করে। বায়ুনলী মধ্যে শ্লেষ্মা থাকায় পুনঃ পুনঃ কাসি; গলমধ্যে শ্লেষ্মা উত্থিত হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্রতা জন্মায়, এবং অবশেষে পুনশ্চ কাসিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ক্ষয়কাস রোগীদের ক্ষুক্‌ক্ষুকে কাসি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত স্নায়ুপ্রধানতা বশতঃ গর্ভস্রাবোপক্রম। আর্ত্তব প্রকাশান্তর কটিদেশে এত ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হয়, যে রোগিণী নিশ্বাস ফেলিতে পারে না।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মন্যাস্তম্ভ বা গ্রীবার (Stiff-neck) পেশীর আড়ষ্টভাব কিম্বা যেন একটা স্থূলাগ্র শলাকাদ্বারা নিপীড়িত হইতেছে। গ্রীবাপৃষ্ঠস্থ পেশীতে অসাড়তাজনক বেদনা। কোমরের একদিক্ হইতে অন্যদিক্ পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম হস্তের মণিবন্ধে সঙ্কোচক বেদনা। পাদবিক্ষেপকালে বঙ্ক্ষণসন্ধি বা কুচকীতে (hip-jont) ও উরুমধ্যদেশে অসহ্য বেদনানুভূতি; পদতল বোধ হয় যেন অসাড়,—তাহার উপর ভর দিতে পারে না। সর্ব্বদা শীতবোধ। হস্ত, পদ, জানু ও তলপেটে অত্যন্ত শীতবোধ হয়, উষ্ণগৃহে বা গরম বস্ত্রাদি পরিহিত থাকিলেও শীতানুভব।

স্নায়ু।—সন্ধ্যাকালে এত দুর্ব্বল ও বিবমিষাযুক্ত হয় যে, শয়িতাবস্থা ত্যাগ করিয়া উপবেশন করিলে তাহার বোধ হয় যেন তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মরিয়া যাইবে; শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

বৃদ্ধি।—শীতল শুষ্ক, বা নির্ম্মল নির্মেঘ বায়ুতে (কষ্টি); উপশম—মুখ বা আক্রান্ত অংশ শীতল জলে বিধৌত করিলে; এবং জলীয় বায়ুতে (কষ্টি)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ;—হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে কষ্টিকামের সদৃশ এবং শ্লেষ্মাময় রজ্জুবৎ মল সম্বন্ধে=অ্যালোঃ আর্জ্-নাইঃ মার্ক্ঃ পডোঃ অ্যাসিড্-সল্‌ফের সদৃশ।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর, ভিনিগার।

তুলনীয়।—অ্যাকোন, অ্যালোজ; ক্যাম্ফর (বিসূচিকাবৎ উদরাময়); কুপ্রম, ইপিক, নক্স, পলস, সিপিয়া ভিরেট্রাম ইত্যাদি।

অ্যাসেরামের পর বিস্‌মাথ্, কষ্টিকাম্, পল্‌সেটিলা ও অ্যাসিড্ সল্‌ফিউরিক ব্যবহার্য্য।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শক্তি (শততমিক)।

অ্যাস্ক্লিপীয়াস্ সিরিয়্যাকা

(ASCLEPIAS SYRIACA OR CORNUTI).

প্রস্তুতি।—মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গর্ভস্রাব; শ্বাসনলী-প্রদাহ; সর্দ্দিজ জ্বর; শোথ; বাধক বা কষ্টরজঃ; শিরঃপীড়া: অজীর্ণতা; পার্শ্ববেদনা; আমবাত; জরায়ু বেদনা; মূত্রক্ষার জনিত বিকার।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়ুতন্তুর এবং হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ককের (Kidney) বিকৃতিজনিত উদরী বা শোথ রোগ, কষ্টরজঃ এবং স্বেদ ও মূত্রাদির বৃদ্ধি প্রভৃতি অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—বমনান্তে বোধ হয় যেন একটী তীক্ষ্ণশলাকা বা যন্ত্রদ্বারা শঙ্খদেশ বা রগ হইতে অন্যরগ পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইতেছে। ললাটত্বক্ অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ হয়। ঘর্ম্মরোধ জনিত মস্তকের স্নায়ুশূল এবং তৎপরে বর্দ্ধিত-আপেক্ষিক-গুরুত্বযুক্ত (increased specific gravity) মূত্রস্রাব; মলমূত্রাদি মলমূত্রাশয় মধ্যে অবস্থান জনিত শিরোবেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কষ্টরজঃ (Dysmenorrhœa)—স্নায়বীয়, ক্ষণবিলোপী প্রসব বেদনার ন্যায় যন্ত্রণাজনক (উদরী রোগাধিকারে) এবং তৎপরে অল্পমাত্র স্রাব হইয়া থাকে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—উদরী (Ascites),—হৃৎপিণ্ড বা বৃক্ককের পীড়াদির প্রতিক্ষিপ্ত কারণজনিত পীড়া; এবং আরক্ত-জ্বরান্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঘর্ম্ম মূত্রাদির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া শোথ উপশমিত হয় (অ্যাসিড্-অ্যাসেট্: অ্যাপোসাইন্:)। উদরী রোগাধিকারে রজোরোধ।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়,—সিলিসি, ব্রায়ো, কলচি, ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক ও প্রথম দশমিক ক্রম।

অ্যাস্ক্লিপীয়াস্ টীউবারোসা

(ASCLEPIAS TUBEROSA).

প্রস্তুতি।—এই গাছের মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—টাক; হাঁপানী; পৈত্তিক জ্বর; শ্বাসনলীপ্রদাহ; সর্দ্দি; উপদংশ; শূল; কাস; অতিসার; আমাশয়; শিরঃপীড়া; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; চক্ষু প্রদাহ; হৃদ্বেষ্টপ্রদাহ; পার্শ্বশূল; বাত; গণ্ডমালাদোষ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—রসপ্রধান এবং বাত রোগগ্রস্ত ধাতুতে উপযোগী। শীতল, জলীয় বায়ুতে রোগাদির বৃদ্ধি ; কোণাকুণি ভাবে অর্থাৎ বাম ঊর্দ্ধাঙ্গ ও দক্ষিণ নিম্নাঙ্গ বা এতদ্বিপরীত অংশদ্বয় আক্রমণকারী বাত বেদনা ; পৈশিক বা সন্ধিগত বাতবেদনা, সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবৎ,—এতৎসহ ঘোর লালবর্ণ এবং উষ্ণ মূত্র এবং স্বেদোদ্গমপ্রবণ ত্বক ; ধূমপানাসহিষ্ণুতা ; কাসিলে ললাটে ও উদরে ব্যথাবোধ ; দলত্যাগান্তে উপশমপ্রবণ অন্ত্রবেষ্টের তীক্ষ্ণ মুচড়ান ন্যায় বেদনা ; হৈমন্তিক রক্তাতিসার ; বক্ষমধ্যে উত্তাপ বোধ ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সজ্জাতজনক শুষ্ক বা স্বরভঙ্গ সহ ; স্বরতন্ত্রর আক্ষেপজনিত (Croupy) শ্বাসপ্রশ্বাসর ব্যাঘাত ও স্বরনালীর সংরোধজনক কাসি এবং ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট মধ্যে (Pleura) তীক্ষ্ণ বেদনা ; সম্মুখ দিকে হেঁট হইলে উপমশপ্রবণ ফুস্‌ফুস্ মধ্যে বেদনা ; বক্ষের বামপার্শ্বে হইতে সূচীবেধবৎ বেদনা, বক্ষভেদ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বা বাম স্কন্ধে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় ; ফুস্‌ফুস্‌বেষ্ট মধ্যে শলাকাবেধবৎ বেদনা সংযুক্ত বহুব্যাপক-সর্দ্দিরোগে বুকাস্থির পশ্চাতে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; বুকাস্থির নিকটবর্ত্তী পঞ্জর মধ্যগত প্রদেশে স্পর্শকাতরতা ; হৃৎপিণ্ড প্রদেশে যেন সূচীবিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার বেদনা ; হৃৎপিণ্ডে সঙ্কোচজনক বেদনা ; গ্রীবার বাম পার্শ্বের আড়ষ্টতা সংযোগে স্তনবৃন্ত হইতে নিম্নগামী তীক্ষ্ণ বেদনা ; অত্যন্ত অবসন্নতা বশতঃ পাদচারণে অক্ষমতা এবং প্রবল জ্বরাধিকারে উষ্ণ স্বেদোদ্গম প্রভৃতি কয়েকটী "অ্যাস্ক্লিপীয়াস্ টিউবারোসা"র প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক অবসাদ ও বিমর্ষভাবযুক্ত। ক্ষীণ স্মৃতি ; কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না।

মস্তক।—কাসির পর ললাটদেশে বেদনানুভব (কাসিলে বোধ হয় মূর্দ্ধাস্থি দ্বিধা হইয়া যাইবে = ক্যাপ্‌সি ; প্রতি কাসি দ্বারা শিরোবেদনা উৎপন্ন হয় = ন্যাট্-মিউ: ; কাসিলে শিরোপশ্চাদ্দেশে বেদনানুভূতি = সাল্‌ফাম্ মস্তক নাড়িলে বেদনাভূতি—হিপার্)। দুই এক টান ধূমপান করিলেই নেশা হয় এবং দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আইসে। ললাট পশ্চাতে জড়তা বোধ সহ মস্তক যেন ভাসিতেছে এইরূপ অনুভূতি। ললাট (Forehead) এবং মূর্দ্ধাদেশে (Vertex) অতীব্র শিরোবেদনা ; দেহ বা মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি ;—শয়নান্তে উপশম। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোগ্রহ বা শিরোবেদনা। গরমজলে পদদ্বয় ধৌত করিলে শিরোবেদনার উপশম হয়।

নাসিকা।—সর্দ্দি—জলবৎ স্রাব ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি (ইউফ্রে: ন্যাপ্থিইউন্: সীপা: ন্যাট-মি:)।

মুখবিবর।—গাঢ় আঠার ন্যায় পীতাভ লেপাচ্ছাদিত জিহ্বা, এবং মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু ও পচা (Putrid-জিহ্বা পীতাভ লেপান্বিত ও দন্তাঙ্কযুক্ত = মার্ক-ভাই: পীতাভ লেপাবৃত ও চটচটে = হাইড্রাস্: প্রাতে পীতাভ লেপাবৃত = ভার্ব্বাস: প্রাতে পীতবর্ণ লেপান্বিত, মূলভাগে অত্যন্ত পুরু = মেনিস্-পার্ম্মি ; পীতবর্ণ লেপান্বিত = ওলীয়াম-যেক্ অ্যাসেলাই:)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—বিবমিষা ও পুনঃ পুনঃ বমন চেষ্টা। ভেদ ও বমন তৎসহ অত্যন্ত অবসাদ। সর্দ্দিজ (Catarrhal) রক্তাতিসার রোগ,—পীতাভ ও হরিদাভ মণ্ডবৎ মল যেন অন্ত্রাদির শল্কমিশ্রিত, অত্যন্ত দুর্গন্ধময়; ক্ষুদ্র কৃমিমিশ্রিত গাঢ় পীতবর্ণ মল,—রাত্রিকালে ও শীতকালে বৃদ্ধি, কিম্বা যখন দিনে গরম ও রাত্রিতে শীত বোধ হয়। বোধ হয় যেন অন্ত্রাশয় মধ্যে অগ্নির শিখা বহিতেছে এবং যেন অন্ত্রাদি বহির্গত হইয়া পড়িবে। মলান্ত্রে (Rectum) ও মলদ্বারে জ্বালা ও বেদনানুভূতি। আহারান্তে উদরাধ্মান সহ অন্ত্রশূল। মলত্যাগের পূর্ব্বে অন্ত্রকূজন বা পেট ডাকা (Rumbling) ও ভয়ানক বেদনা (অ্যালো: এপীস্: আইরিস্: অ্যাসিড্-মিউ: ন্যাট্-সল্ফ্: পল্সে: থুযা: ভেরেট্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসপ্রশ্বাসকালে বাম ফুসফুসের তলদেশে বেদনা বোধ হয়। বুকাস্থির নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পঞ্জর মধ্যগত স্থান অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও ব্যথান্বিত। ফুস্ফুস্ মধ্যে বেদনা,—সম্মুখে হেঁট্ হইলে উপশমিত হয়; ঘড়্ঘড়্ শব্দকারী কাসি (ব্রায়োনীয়া); এতৎ সহ বক্ষোমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; রোগী অত্যন্ত অবসন্নতা ও পাদচারণে অক্ষমতা বোধ করে। হেঁট হইয়া বসিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। ফুস্ফুসাদির বেষ্টনীর প্রদাহ (Pleurisy),—অত্যন্ত যন্ত্রণা; সন্ধ্যার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বেদনাজনক (বিশেষতঃ বাম ফুস্ফুসের তলদেশে)—শ্বাসপ্রশ্বাস; কাসি শুষ্ক, ক্ষণপ্রকোপ যুক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক; অতি অল্প পরিমাণ গয়ার নির্গত হয়; হেঁট হইলে সকল যন্ত্রণার উপশম হয়। বক্ষমধ্যে বেদনা,—বাম স্তনবৃন্ত হইতে দ্রুতবেগে নিম্নমুখে প্রসারিত হয়, গ্রীবার বামপার্শ্ব আড়ষ্ট, তৎসহ ললাট ও মূর্দ্ধাদেশে বেদনা,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি, শয়ন করিলে উপশম; বুকাস্থির পশ্চাদ্দেশে ভয়ানক তীব্রবেদনা,—দীর্ঘ নিশ্বাস বা হাত নাড়িলে বৃদ্ধি; হেঁট হইলে উপশম। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যগত অংশে কর্ত্তনবৎবেদনা।

ত্বক ও প্রত্যঙ্গাদি।—রসগুটী, ঘনবুটী ও পূযবটী সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পায়। হস্তপদাদিতে বাত বেদনা। বাতাশ্রিত বেদনা,—বাম ঊর্দ্ধাঙ্গ ও দক্ষিণ নিম্নাঙ্গ বা তদ্বিপরীত অংশদ্বয় আক্রান্ত হইলে=অ্যাগার: অ্যাণ্ট-টার্ট: ষ্ট্রামো:—দক্ষিণ ঊর্দ্ধাঙ্গ ও বাম নিম্নাঙ্গ= অ্যাম্ব্রা: ব্রোম্: মিডহ্রাইন্: ফম্: অ্যা: সল্ফ্:)। পৈশিক বা সন্ধিগত (Articular) বাত,—বেদনা সূচীবেধবৎ,—তৎসহ ঘোর লাল এবং উত্তপ্ত প্রস্রাব ও স্বেদোদ্গম। গ্রীবার আড়ষ্টতা (Stiff-neck),—বামপার্শ্বিক বামপার্শ্বের ঘাড় কাটিয়া আড়ষ্ট হওয়া।

সম্বন্ধ।—সদৃশ,—ন্যাট্-সল্ফ্: পল্সে: ব্রাই: ষ্ট্যানাম্; অ্যাগার: অ্যাণ্ট-টার্ট্: ডাল্ক্যা:।

শক্তি।—মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক।

অ্যাসিমিনা ট্রাইলোবা

(ASIMINA TRILOBA).

নামান্তর।—পেপয়া ভলগ্যারিস।

প্রস্তুতি।—আমেরিকার একপ্রকার পেঁপে। ইহার পক্ব, অপক্ব ফল, পত্র, ছাল ও মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মুখক্ষত ; দুষ্টব্রণ ; অতিসার, জ্বর ; আরক্তজ্বর ; খালধরা ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—গলক্ষত, জ্বর, বমন, আরক্ত গাত্রোদ্ভেদ, জিহ্বামূলীয় ও নিম্নহনূতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত এবং উদরাময় প্রভৃতি আরক্ত জ্বরের লক্ষণ জন্মায়। হিমশীতল দ্রব্যাদি খাইবার ইচ্ছা (ফস্: ভেরেট্:)।

লক্ষণাবলী।

মুখাদি।—মুখক্ষত ; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। অতিসার।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ স্পষ্ট কথা কহিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় (কার্ব্বো-ভেজি: হিপার: অ্যাসিড্-নাই: ফস্:)। সামান্য শুষ্ক কাসি। বক্ষোর্দ্ধদেশে অত্যন্ত বেদনা,—দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্ব অপেক্ষা বাম পার্শ্বে অধিক।

ত্বক।—ব্রণ,—বস্ত্রাদি উন্মোচিত করিলে কণ্ডুয়ন আরম্ভ হয় (রিউমেক্স)। জ্বর ; বরফাদি শীতল দ্রব্যে স্পৃহা। পিপাসা।

সম্বন্ধ।—সদৃশ,—ক্যাপ্সিকাম, বেলাডনা।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক।

অ্যাস্‌পারেগাস অফিসিন্যালিস

(ASPARAGUS OFFICINALIS).

প্রস্তুতি।—তাজা পল্লব হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—সর্দ্দি ; বহুমূত্র ; শোথ ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া ; মূত্রবিকৃতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মূত্রাশয়,—বৃক্কক এবং হৃদ্‌পিণ্ড ইহার প্রধান ক্রিয়াভূমি—সুতরাং শোথ, হৃদ্‌পিণ্ডের অবসাদ এবং বাতজনিত বেদনাদিতে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ। তরুণ সর্দ্দি,—তরল শ্বেতাভ শ্লেষ্মাস্রাব সহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি ; গলমধ্য হইতে গাঢ়

আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও মূত্রমার্গ মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা; প্রস্রাবান্তে জ্বালা ও যেন আরক্ত মূত্র নির্গলিত হইতেছে এইরূপ বোধ, মূত্র ঝাঁজাল,—মূত্রাধারের গাত্রে মেদবৎ তলানি লাগিয়া থাকে; মূত্রাশ্মরী (Gravel); শিশ্নের ও যোনিবহির্দ্দেশের কণ্ডুয়ন; বক্ষমধ্যে জলসঞ্চয়; হৃদ্‌স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়; উপবেশনকালে,—অস্থিরতা তৎসহ দেহ সঞ্চালনে বা সোপানারোহণে বৃদ্ধি,—বক্ষমধ্যে চাপবোধ; বামস্কন্ধ, বাম কণ্ঠস্থতল এবং সমগ্র বাম বাহুতে বেদনা এবং নিয়ত ক্রোড়ে থাকিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা ইত্যাদি কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তিষ্কের আবিলতা।—ভয়ানক সর্দ্দি,—নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাত্‌লা শ্বেতাভ শ্লেষ্মা অনবরত স্রাবিত হইতে থাকে। গলমধ্য, হাজামত বেদনাযুক্ত বোধ হয় এবং কাসির সহিত বহুল পরিমাণে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা উত্থিত হয় (হাইড্রাস্‌: অ্যালীউমিনা; আর্জেণ্ট্‌—নাই: ন্যাট্‌-কার্ব্ব্‌: অ্যাষ্টেকাস্‌-ফ্লুভি:)।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ এবং মূত্রদ্বারে সূক্ষ্ম সূচিবেধবৎ যন্ত্রণানুভূত হয়; প্রস্রাবান্তে জ্বালা এবং যেন আরও মূত্র নির্গত হইতেছে এইরূপ অনুভব। মূত্র নির্ম্মল ও এক প্রকার অদ্ভুত গন্ধবিশিষ্ট। মূত্রাশয় প্রদাহ,—কুন্থন সহযোগে পূয ও শ্লেষ্মা নির্গত হয়। অশ্মরী-জনন-প্রবণতা (Lithiasis—অর্থাৎ যেরূপ বিকৃতি হইতে পাথরী জন্মায়)—(আর্টিকা-ইউরেন্স্‌)। মূত্রাধারের গাত্রে চর্ব্বির ন্যায় তলানি লাগিয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি এবং কাসিয়া গয়ার তুলিবার চেষ্টা কিন্তু শ্লেষ্মা সহজে বায়ুনলী হইতে বিযুক্ত হয় না। কাসির প্রকোপ,—রোগী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হয়,—প্রথম ভোজনের পর উপশমিত হয়। বক্ষমধ্যে চাপবোধসহ প্রাতে কাসি এবং অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা স্রাব। কাসিতে কাসিতে উকী উঠে (অ্যা-নাই: ন্যাট্‌-মিউ: ল্যাক্‌)। কণ্ঠ-মধ্যে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়,—বক্ষমধ্যে নিরন্তর শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে এবং কণ্ঠমধ্যে কর্কশতা অনুভূত হইয়া থাকে। লিখিবার সময় বক্ষমধ্যে চাপবোধ; দেহ সঞ্চালনে, সোপানারোহণ কালে এবং সময়ে সময়ে রাত্রে (ওপী:) শ্বাসকৃচ্ছ্রতা আবির্ভূত হয়,—রোগী শয্যায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় (আয়োড্‌:)। প্রথম ভোজনের পর শ্বাসকষ্ট (অ্যাসাফিট্‌: নাক্স্‌-মস্‌: ফস্‌:)। বক্ষগহ্বরের স্থানে স্থানে চিড়িকমারা (Shooting) বেদনা,—বিশেষতঃ বাম পৃষ্ঠ-ফলকের তলদেশে (ব্রাই: সিপী:)।

হৃৎপিণ্ড।—উপবেশনকালে হৃদ্‌স্পন্দন (কার্ব্বো-ভেজি: ম্যাগ্‌-মিঃ ফস: হ্রাস: স্পাইজি:)। বাম স্কন্ধদেশে বেদনা সহ বৃদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ডের পীড়াদি, তৎসহ মূত্রাশয় বিকৃতি। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠদেশে বাতাশ্রিত বেদনা,—বিশেষতঃ বামস্কন্ধ ও হস্তপদাদিতে। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যাংশে বাতাশ্রিত বেদনা (লোবেল্‌-ইন্‌: লাইকোপ—ভাজি: ভেরেট্‌:)। দক্ষিণ

উরুশিখরে সন্ধিবিশ্লেষণবৎ বা হাড় সরিয়া যাওয়ার (Dislocation) মত বেদনা এবং ঐ পদের খঞ্জত্ব। রাত্রে জানুদ্বয় মধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা,—এবং তৎপরে উপবেশনান্তে জানুফলক তলে (Under Patella); বাম উরুতে ঘৃষ্টবৎ বা আঘাতপ্রাপ্ত মত বেদনা,—রোগীর চলিতে,—বিশেষতঃ সোপানারোহণ করিতে,—কষ্ট হয়। দক্ষিণ পদের জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীমধ্যে প্রচণ্ড আকর্ষণবৎ বেদনা,—প্রাতে, নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং ঐ পদ বিস্তৃত করিলে বেদনা; উভয় ডিমাতে খাল ধরে (ক্যামো: কিউপ্রাম্: ন্যাফেল্: প্লাম্: সিকেল্: সিলি:—ক্যাম্ফো:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—উদরী বা শোথ,—মুখমণ্ডল ম্লান, মোমবৎ ফ্যাকাশে (অ্যাসিড্ অ্যাসেট্;) এবং স্ফীত। উদ্বেগ ও যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল। রাত্রিতে হৃদ্কম্পন,—দূর হইতে দেখা যায়। বক্ষমধ্যে পূর্ণতা বোধ; স্বল্পপরিমাণ, খড়ের ন্যায় বর্ণযুক্ত এবং দুর্গন্ধময় মূত্র (অ্যাসিড্-অ্যাসেট: ডিজি: অ্যাস্ক্লিপ্-সিরি: অ্যাপোসাইন্-ক্যান্:)।

দোষঘ্ন।—একোন, এপিস্।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ডিজি: অ্যাসক্লিপীয়াস্-সিরি: স্পাইজি: অ্যাসিড্-অ্যাসেটিক্: সার্সা: অ্যাপোসাইনাম্: ক্যান্: কন্‌ভ্যালেরিয়া ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

অ্যাস্পিডস্পার্মা কুইব্র্যাকো

(ASPIDOSPERMA QUEBRACHO).

প্রকৃতি।—ব্রেজিল দেশীয় এক প্রকার বৃক্ষ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—বিবিধ প্রকার হাঁপানি রোগে ইহাদ্বারা উপকার দর্শে; কারণ ইহা শ্বাসপ্রশ্বাসোৎপাদক কেন্দ্র সকলের ক্রিয়া বৃদ্ধি এবং ফুস্ফুস্ মধ্যস্থ বায়ুতে অধিক পরিমাণে অম্লজান মিশ্রিত করে। কোনরূপ "আয়াসে শ্বাসাভাব" ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ (অ্যামন্-কার্ব: আর্স: ক্যাল্কে: কোকা: আয়োড্: নক্স্: ফস্: ষ্ট্যান্:)।

সদৃশ।—তৎকালীয় কোকা: আমন্-কার্ব্: ক্যালকে: ষ্ট্যান্:।

শক্তি।—প্রথম ও দ্বিতীয় দশমিক ক্রম বা বিচূর্ণ।

অ্যাষ্টেকাস্ ফ্লুভিয়্যাটিলিস্

বা

ক্যান্সার অ্যাষ্টেকাস্

(ASTCUS FLUVIATILIS)

OR

(CANCER ASTACUS).

প্রস্তুতি।—একপ্রকার কাঁকড়া হইতে ইহার মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—পৈত্তিক লক্ষণ; শূল; কাসি; অতিসার; জ্বর; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি; সবিরাম জ্বর; কামলা; যকৃতের পীড়া; আঘাত; স্নায়ুশূল; পাকাশয় বিকৃতি; দন্তশূল; অর্ব্বুদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—অত্যন্ত শীতার্ত্ততা, যকৃৎ বিকৃতি ও আঘাত প্রভৃতি রোগে অ্যাষ্টেকোস বিশেষ ফলপ্রদ। স্ফীত লসিকা (Lymphatic) গ্রন্থি সহ দুগ্ধপামা (Crusta Lactea); শিশু ও বৃদ্ধদিগের গ্রীবার গ্রন্থি বিবৃদ্ধি; যকৃতের স্পর্শাসহনীয়তা; কামলা; শ্বেত কর্দ্দমবৎ মল; আভ্যন্তরীণ শীতার্ত্ততা ও বায়ু অসহিষ্ণুতা,—গাত্রাবরণ উন্মোচনে বৃদ্ধি; শিরোবেদনা,—উদ্দীপ্ত আরক্তিম মুখমণ্ডল ও আভ্যন্তরীণ শীতর্ত্ততা সহ প্রবল জ্বর; দেহের স্থানে স্থানে শীড় শীড় করা (Crawls); নূতন অর্ব্বুদাদি, সুরাপায়ীদিগের ক্ষুদ্রসন্ধিগত বাত এবং বেদনা প্রভৃতি ইহার কয়েকটী প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—প্রবল হাঁচিদ্বারা মস্তকে তীব্র বেদনা হয় (কাসিলে মস্তকে তীব্র বেদনা = ব্রাই: ক্যাপ্সি: ন্যাট্র-মিউ: সল্ফার:)। দুগ্ধপামা,—মস্তকে পুরু চিপিটিকাবৃত,—তৎসহ গ্রন্থি বিবৃদ্ধি।

চক্ষু।—চক্ষুর যোজকত্বক রক্তিমান্বিত; পীতাভ (চেলিডো: কার্ক: ফস্: ক্যামো:)। তারকা প্রসারিত। অস্পষ্ট দৃষ্টি। অধ্যয়ন কালে পুস্তকের স্থানে স্থানে নানা বর্ণ দৃষ্ট হয়।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণমধ্যে বোধ হয় যেন একটা অন্যজাতীয় পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়া বধিরতা জন্মাইতেছে (ম্যাঙ্গেনাম্)।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ প্রবল হাঁচি। রক্তস্রাব,—ছয় সাত দিবস অনবরত রক্তস্রাব। মুখমণ্ডল আরক্ত ও স্ফীতবৎ। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে অনেক লক্ষণের উপশম হয়।

পাকাশয়াদি।—কোনরূপ আয়াস ও বিবমিষা বর্ত্তমান নাই তথাপি ভুক্ত দ্রব্যাদি সমস্ত বমিত হইয়া যায়; ক্ষুধা উত্তম; বমনমাত্রেই আবার প্রবল আহারেচ্ছা; পেট ভার বোধ। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা এবং তৎপরে মলদ্বারে বেগ অনুভূত হয়। অন্ত্রাশয় আধ্মানযুক্ত

এবং ব্যথান্বিত ও নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা অনুভূত হয়। তলপেট যেন আঁকড়াইয়া ধরিতেছে এইরূপ বোধ এবং তৎপরে বাহ্যের বেগ। দ্বাদশ-অঙ্গুলি-নামযুক্ত অন্ত্রমধ্যে (Duodenum) প্রচণ্ড বেদনা। যকৃৎ প্রদাহান্বিত ও স্পর্শাসহ ; শিশুর যকৃৎপাণ্ডুরোগ (Jaundice)। প্লীহা প্রদেশে চাপ বোধ। অন্ত্রশূলবৎ বেদনা,—তৎসহ কুন্থন ও উত্থান শক্তি রাহিত্য—পাদচারণে বৃদ্ধি ; এবং উপবেশনে উপশম।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলী নিম্নদেশে কণ্ডুতিবশতঃ কাসি জন্মে (ফস্: বায়ুনলীর উর্দ্ধাংশে কণ্ডুতিজনিত কাসি = কষ্টি: হিপার:), বায়ুনলী ও বায়ুনলীভুজমধ্যে বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং তাহা আঠার ন্যায় আটকাইয়া থাকে, সহজে উত্থিত হয় না। প্রাতে কাসি হয় এবং তদ্দ্বারা বায়ুনলীভুজমধ্যস্থিত শ্লেষ্মা উত্থিত হয় এবং কক্ষাভ্যন্তরে ক্ষয়িতত্বক্‌বৎ অনুভূতি ; শ্লেষ্মার বর্ণ ঈষৎ পীতাভ। গয়ারের স্বাদ ঈষৎ মিষ্ট। রক্তাক্ত গয়ার এবং যক্ষ্মাকাসরোগ। পাদচারণকালে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেই কাসির বৃদ্ধি (ইগ্নে:)।

ত্বক।—পাণ্ডু বা ন্যাবা ; যকৃৎমধ্যে স্পর্শাসহিষ্ণুতা,—এবং মৃদ্বর্ণ মল। (হিপার: আয়োড্:) ; মূত্র স্বর্ণবর্ণ (কার্ডাউয়া মে: সিফিলাইন্:)। প্রস্রাব, লালা, অশ্রু ও নাসিকা হইতে নির্গত শ্লেষ্মা এবং রক্তাম্বু সমস্তই পিত্তময়। মল আদৌ পিত্তবর্জ্জিত এবং প্রায় শ্বেতাভ ও পাংশুবর্ণ। দেহের সর্ব্বত্র পীতবর্ণ আম্বাত (Urticaria = আর্টিকা-ইউ:)। কণ্ডুয়নশীল দুগ্ধপামা (Crusta Lactea) সহ লসিকা গ্রন্থির স্ফীতি। গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থির স্ফীতি।

জ্বর।—আন্তরিক শীতার্ত্ততা ; বায়ু আদৌ সহ্য হয় না = শীত বশতঃ,—গাত্রাচ্ছাদন উন্মোচনে বৃদ্ধি (নক্স: হেলোডা: কার্ব্বো-ভেজি: নরো: লাইকো: সিপীয়া: ভেরেট্রাম:)। উদ্দীপ্ত, আরক্তিম মুখমণ্ডল ও শিরোবেদনা সহ প্রবল জ্বর (বেল: নক্স:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—এপীস্: মার্ক: চেলিডো: আর্টিকা: হেলোডার্ম্মা: হোমেরাস্: নক্স্:।

দোষঘ্ন।—অ্যাকোন।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

অ্যাষ্টিরিয়াস রিউবেন্‌স

(ASTERIAS RUBENS).

OR

(Uraster Rubens)

প্রস্তুতি।—একপ্রকার মৎস্য হইতে ইহার মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মুখব্রণ ; সংন্যাস ; কর্কটীয়া ক্ষত ; কোষ্ঠবদ্ধ ; আক্ষেপ ; মৃগী ; শিরঃপীড়া ; মূর্চ্ছাবায়ু ; লালাস্রাব। জিহ্বার স্ফীতি ও অসাড়তা ; ক্ষত ; জরায়ুর পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রমেহবিষদুষ্ট বিকৃতধাতু, শিথিল মাংস, শ্লেষ্মা-প্রধান ও উত্তেজনাপ্রবণ প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়াদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। স্নায়বীয় বিকৃতিজনিত স্নায়ুশূল, তাণ্ডবরোগ এবং গুল্মবায়ুরোগ প্রভৃতি নির্দ্দেশক। কর্কটরোগ (Cancer), বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের স্তনে হইলে, ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই রমণেচ্ছা প্রবল।

লক্ষণাবলী।

মন।—উত্তেজনাশীল বা খপিসস্বভাব; কোন প্রকার মানসিক আবেগ হইলেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে; প্রতিবাদ আদৌ সহ্য করিতে পারে না (অ্যানাক্: কোণায়াম: অরাম্-মিউ-ন্যাট: ক্যামো: হেলোনী: সিনা:)।

মস্তক।—শিরোমধ্যে উত্তাপ বোধ, যেন মস্তক অগ্নিময় বাষ্পবেষ্টিত। মস্তিষ্কমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য (অ্যাকো: বেল্: ল্যাকে: নক্স: ওপী:)। সংন্যাস বা সর্দ্দিগর্ম্মি (Apoplexy),—মুখ আরক্তিম (বেল: ঘোলা লালবর্ণ মুখ=ওপী.); নাড়ী অমনীয়, পুষ্ট এবং দ্রুতগতি। শিরোঘূর্ণন,—ক্ষণাবির্ভাবশীল,—পাদচারণকালে,—পদদ্বয়ের অসাড়তা (পদদ্বয় যেন শূন্যে উড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি সহ=নক্স-মস্:)। রাত্রে নিদ্রা যাইতে যাইতে শিরোমধ্যে বিদ্যুৎ সংঘাতবৎ অনুভূতি বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। সংন্যাস রোগের আশঙ্কা (আর্জেণ্ট-মেট: এপীস্; ফেরাম ফস্)। অতিশয় মলবদ্ধতা সহ শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য। ললাট-দেশে ভয়ানক চাপবোধ বশতঃ বোধ হয় যেন চক্ষুদ্বয় নিষ্পিষ্ট হইতেছে। মস্তকের অস্থিফলক সকল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত। শিরোবেদনাদি লক্ষণ সকল প্রাতে আবির্ভূত হয়, দিবসে থাকে না এবং সন্ধ্যার সময় পুনরাবির্ভূত হয়। চক্ষুর্দ্বয় যেন পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (হিপ্: ওলীয়্যান্: ওয়্যারিস্:)। কর্ণরন্ধ্র মধ্যে যেন বিদ্যুতের শলাকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। কর্ণমধ্যে দুম্দাম্ শব্দ (ব্যারাইঃ ক্যাল্কে)।

বক্ষঃস্থল।—স্তনে কর্কটরোগ (Cancer of the breasts),—রাত্রে স্তনমধ্যে তীব্র অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা; আক্রান্ত স্তনে অত্যন্ত দৃঢ়াবদ্ধভাব; স্তন স্ফীত, ঋতুর পূর্ব্বে যেরূপ হইয়া থাকে; স্তন যেন ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব হয় এবং স্তন বোধ হয় যেন বর্ত্তুলাকার কঠিন মাংসপিণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তৎসহ রজঃবদ্ধ (কোণায়াম্; স্তন যেন কঠিন মাংসপিণ্ড পরিপূর্ণ অথচ ঠিক্ কর্কটরোগজনিত কি না স্থির হইতেছে না=ব্রাই:—স্ফীতি একভাবে থাকিলে=ক্যাল্কে-আয়োড্:)। একটী স্তনের উপর একটী লাল ফুস্কুড়ি হইয়া গলিয়া গেলে, সেই ক্ষত ক্রমে সমগ্র স্তনে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়, ক্ষত পার্শ্বদেশ উন্নত, পীড়কাগুলির আকার (ক্ষুদ্র স্তনাকার) কঠিন ও বহির্দ্দিকে আবর্ত্তিত এবং ক্ষততল ঈষৎ লালবর্ণ মাংসাঙ্কুর (Granulations) পূর্ণ হয়। বামবক্ষের ও বামহস্তের স্নায়ুশূল। বামস্তন বোধ হয় যেন ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং ঐ বেদনা

বাম কক্ষ দিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। বাম হস্ত ও অঙ্গুলি অসাড়। বগলের (Axillary) গ্রন্থি সকল কঠিন ও পিণ্ডময়।

আক্ষেপীয় লক্ষণ।—অস্থির পদবিক্ষেপ,—অর্থাৎ চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে (অ্যালীউ: অ্যাসেরাম্, বেল: কষ্টি:); পদাদির পেশী ইচ্ছানুবর্ত্তী হয় না—অর্থাৎ যে দিকে ইচ্ছা হস্তপদাদি ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায় না (অ্যাসেরাম্; অ্যালীউ: জেল্‌সি: ব্রাই:)। অপস্মার বা মৃগীরোগ (Epilepsy),—আক্রমণের চারি পাঁচ দিবস পূর্ব্ব হইতে পেশীর স্পন্দন আরম্ভ হয়।

মলান্ত্র।—মলকাঠিন্য,—দুরারোগ্য (প্লাম্বাম্-অ্যাসেট্:),—নিষ্ফল বেগ = (অ্যানাক্:),—মল কঠিন ও বর্ত্তুল গুটিকাময় (ওপী: ব্রাই: মেষের মলের ন্যায় ক্ষুদ্র গুটিকাময় = ম্যাগ্-মিউ: কষ্টি:)। উদরাময়,—মল জলবৎ, কপিশ বর্ণ, বেগবান স্রোতের আকারে নির্গত হয় (ক্রোটন্ টিগ্: গ্র্যাটি: গ্যাম্বো: যাট্রোফা: থুযা)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—নরনারী উভয়েরই প্রবল রমণেচ্ছা। জরায়ুর আবর্ত্তন বা স্পন্দন। জরায়ু মধ্যে যেন কি নীচের দিকে ঠেলিতেছে। তলপেটে যন্ত্রাদির চাপ বশতঃ পাদচারণের ব্যাঘাত; যেন শীঘ্রই বহির্গত হইবে। যোনিমার্গ অত্যন্ত রসসিক্ত, তাহাতে রোগিণীর আরাম বোধ হয়। অন্ত্রশূলাদি যন্ত্রণা ঋতু শোণিতস্রাবে পর উপশমিত হয় (ল্যাকে: সিরীয়াম্-অক্স্যাল্:)। স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র হামের মত (Miliary) উদ্ভেদ।

প্রত্যঙ্গাদি ও ত্বক।—গাত্রত্বক্ নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক নহে। স্থানে স্থানে কণ্ডূয়ন বোধ। ক্ষতাদি হইতে পূতিগন্ধময় ক্লেদ নির্গলিত হয়। বগলের (Axillary) গ্রন্থি সকল স্ফীত ও কাঠিন্যযুক্ত। বাহুর বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত। কফোনি বা কনুই (Elbow) প্রদেশে অস্ত্রবেধবৎ যন্ত্রণা। বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলির ঈষৎ ঊর্দ্ধাংশের বাতাশ্রিত বেদনা,—ঐ অংশ আরক্তিম ও উত্তপ্ত বোধ হয়; স্থানে স্থানে শুষ্ক ছাল্ বা শল্কাবৃত ক্ষত প্রকাশ।

বৃদ্ধি।—দেহের বামপার্শ্বে; কফি পান করিলে; রাত্রিকালে জলীয় বায়ুতে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—প্লাম্বাম্: অ্যাসেট্: কোণায়াম: কার্ব্বো: আর্স: কণ্ডীউর‍্যা: মৃগীরোগে—বেল্: ক্যাল্কে:। সল্‌ফার: রমণেচ্ছাদি সম্বন্ধে = মিউরেক্স্; সিপীয়া।

দোষঘ্ন।—প্লম্বম।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত।

অ্যাস্ট্রাগেলাস

(ASTRAGALUS).

প্রস্তুতি।—পাতার রস হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—শূন্যতা বা খালি খালি বোধ; মুখের অস্থিতে বেদনা পূর্ণতা; শিরঃপীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বীয় বেপথু,—অর্থাৎ বোধ হয় যেন স্নায়ু সকল কম্পিত হইতেছে (অ্যাসিড সাল্‌ফ: ইগ্নে: অ্যাক্টীয়া: থাইরইডিন্:)। নিদ্রাবস্থায় ছট্‌ফট্‌ করে ও কলহের স্বপ্ন দেখে (অ্যালীউ: কষ্টি: কোণায়াম্: ল্যাকে: ন্যাট-মিউ: নিকলাম্ ফস: সেলিন্:)। হনুদ্বয়ের অস্থিতে (ম্যাগ্-কার্বঃ: প্ল্যাট: কার্ব্বো অ্যান্: স্পাইজি:) এবং চর্ব্বণপেশীতে বেদনানুভূতি।

সম্বন্ধ।—অ্যাসিড সালফ: কষ্টি: কার্ব্বো-অ্যান্।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

অ্যাথামান্টা

(ATHAMANTA OREOSELINUM).

প্রস্তুতি।—তাজা গাছড়া হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মস্তকের জড়তা; শিরঃপীড়া; অজীর্ণতা; শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরোঘূর্ণন, কাণে তালা লাগা, মুখে বিস্বাদ ও লালাসঞ্চয়, বিমর্ষভাব এবং জ্বরাধিকারে হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল প্রভৃতি কয়েকটী লক্ষণ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—শয়নে উপশম (ক্যাল্‌কে-ফস্: কিউপ্রাম্; ফেল্যান্‌ড্রীয়াম্)। দেহসঞ্চালনে এবং পাদচারণকালে বোধ হয় যেন মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে একরূপ বাষ্প উত্থিত হইয়া তাহাকে অচেতনবৎ করিয়া ফেলিল।

কর্ণ।—বোধ হয় যেন কর্ণ বিবরদ্বয় তুলাদ্বারা রুদ্ধ রহিয়াছে।

পাকাশয়।—মুখ বিস্বাদযুক্ত,—যতবার আহার করে ততবার ঐ ভাব পুনঃ প্রকাশ

হয়। রাত্রিতে আহারের পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং মুখমধ্যে তিক্তস্বাদযুক্ত লালা সঞ্চিত হইতে থাকে। অসম্পূর্ণ উদ্গার, গলা পর্য্যন্ত উঠিয়া লোপ পায়।

প্রত্যঙ্গাদি।—পাদচারণকালে উরুদেশ আড়ষ্ট বোধ হয়,—যেন আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। হস্ত ও পদ হিমবৎ শীতল এবং রোগীর সমগ্র দেহ কম্পিত হইতে থাকে এবং এত অবসন্ন বোধ করে যে, সে শয়ন না করিয়া থাকিতে পারে না।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রোগী, মানসিক ও দৈহিক অবসাদ বোধ করে, কিন্তু একটু পরিশ্রম বা বলপ্রকাশ করিলেই বুঝিতে পারে যে তাহার দুর্ব্বলতা কেবল তাহার কল্পনাসম্ভূত। দেহের নানা অংশে জ্বালা বোধ, কিন্তু সেই সেই অংশ হস্তস্পৃষ্ট হইলে জ্বালার উপশম হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ইথুজা।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ।

অরাম আর্সেনিকিকাম
(AURUM-ARSENICICUM).

প্রস্তুতি।—স্বর্ণ ও সেঁকো সংমিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রক্তাল্পতা; কর্কটীক্ষত; মৃৎপাণ্ডু; উপদংশ; শিরঃপীড়া, ক্ষয়কাস।

শক্তি।—৬ষ্ঠ ও ৩০শ।

অরাম-আয়োডেটাম্ (AURUM-IODATUM).

নামান্তর।—আয়োডাইড অভ্ গোলড্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

উপযোগিতা ও আভাস।—পুরাতন হৃদ্বেষ্টে,—অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের বেষ্টনীর প্রদাহ (Pericarditis—হৃদ্বেষ্ট=Pericardium এবং itis=প্রদাহ—ব্রাই: মার্ক্-সল: আর্স্:), হৃৎপিণ্ডের মুখাবরক ঝিল্লির (Valves) বিকৃতি, ধমনী সকলের স্ফীতি ও স্থূলত্ব, পীনস্, বৃক্ রোগ (Lupus—গণ্ডদেশাদির একপ্রকার ভয়ানক বিষাক্ত ক্ষত); অস্থি প্রদাহ, উপদংশ এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষাঘাত; ডিম্বাধার মধ্যে কোষবৎ অর্ব্বুদজনন, জরায়ু পেশীর বিকৃতি প্রভৃতি দৈহিক বিকৃতি ও রোগাদিতে এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষাঘাতবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কার্য্যাক্ষমতাতে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

অরাম মেট্যালিকাম (AURUM METALLICUM).

প্রস্তুতি।—সূক্ষ্মীকৃত পাতস্বর্ণের চূর্ণ হইতে ৬ষ্ঠ ক্রম পর্য্যন্ত বিচূর্ণ, পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা।—শোণিত প্রধান ধাতু; অস্থির; উৎকণ্ঠাযুক্ত; বৃদ্ধব্যক্তি; স্থূলকায়; জীবনে বিতৃষ্ণা; পারদ ও উপদংশবিষে দেহ জর্জ্জরিত; শীর্ণকায় বালক; নিস্তেজ; আত্মহত্যাপ্রবণ; গভীর বিষাদযুক্ত; শোক, নিরাশ প্রণয় প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন পীড়া বা ধাতুতে উপযোগী।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—সুরাপানের মন্দফল; রজোবন্ধ; দুর্গন্ধ-শ্বাস; হৃদ্‌শূল; হাঁপানি; অস্থিবিকৃতি; স্থূলতা; বিষাদ; কর্ণপীড়া; বিসর্প; চক্ষুর বিবিধ পীড়া; জ্বর; প্রমেহ; রক্তস্রাব; অর্শ; অণ্ডকোষে জল সঞ্চয়; কামলা; শ্বেতপ্রদর; গতিশক্তিপ্রদ যন্ত্রের বিবিধ পীড়া; পারদবিকৃতি; নাসিকাদির সর্দ্দি; রাত্রে ভয়; পূতিনস্য; বিষাদ; পক্ষাঘাত, যক্ষ্মাকাস; ক্রমশঃ-শীর্ণতাযুক্ত-শিশু; গণ্ডমালা; আঘ্রাণ শক্তির বিকৃতি; উপদংশ; শিশুগণের অণ্ডকোষ ছোট হইয়া যাওয়া, বা পূর্ণতা প্রাপ্ত না হওয়া; জিহ্বার উপরে গুটীকা; জরায়ুর কাঠিন্য; অর্ব্বুদ; শিরোঘূর্ণন; দৃষ্টির ব্যাঘাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—দেহস্থিত শোণিত, অস্থি এবং স্নায়ু প্রভৃতির উপর পারদ ও উপদংশবিষ যেরূপ বিকৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে, স্বর্ণও ঠিক সেই রূপ বিকৃতি সাধিত করে। উপদংশ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মন অত্যন্ত বিষাদযুক্ত, নৈরাশ্যপূর্ণ ও আত্মহত্যা করিতে আগ্রহশীল এবং ঠিক এই কয়েকটী মানসিক লক্ষণ অরাম্ মেট্যালিকামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পারদ ও উপদংশ বিষাক্রান্ত ব্যক্তির অস্থিমধ্যে নানাপ্রকার বিকৃতি জন্মিয়া থাকে, যন্ত্রণাদি লক্ষণ সকল রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় এবং রোগীকে অস্থির করিয়া তোলে—উপদংশ বিষ হইতে প্রস্তুত সিফিলাইনাম্ নামক ঔষধেরও লক্ষণাদির রাত্রিতে বৃদ্ধি। একটী প্রকৃতিগত লক্ষণ এবং ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বর্ণজনিত যন্ত্রণাদিও রোগীকে রাত্রিকালে এরূপ অস্থির করিয়া তুলে যে, সে আত্মহত্যা করিয়া তাহার অসীম যন্ত্রণাময় জীবনের শেষ করিতে উদ্যোগী হয়। পারদ ও উপদংশ বিষাদির গৌণ (Secondary) বা আনুষঙ্গিক লক্ষণাদিতেও অরাম অত্যন্ত ফলপ্রদ। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদন সকলই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। অরামের কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) অত্যন্ত বিষাদ, আত্মহত্যার অভিপ্রায় প্রকাশ করে,—অধিকাংশ স্থলে শিরোমধ্যে শোণিতাধিক্য ও কামোন্মাদ সংযোগ থাকে। সময়ে সময়ে হঠাৎ একটু স্ফুর্ত্তি প্রকাশ পায় কিন্তু অধিকাংশ সময়েই গভীর বিষাদাচ্ছন্ন ভাব প্রতীয়মান হয়। (২) যন্ত্রণা ও শৈত্য আদৌ সহ্য হয় না। (৩) কখন অরুচি এবং কখনও বা রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা। (৪) প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—শোণিত

সঞ্চয়াধিক্য জনিত, চক্ষু চাকচিক্যবিশিষ্ট ; মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা। (৫) চক্ষুর চতুর্দ্দিকে অস্থিগত বেদনা, উপর হইতে নীচে এবং অক্ষিগোলক মধ্যে সংক্রামিত হয়,—শৈত্য প্রয়োগে উপশম। (৬) দন্তমূলে ক্ষত বা স্পর্শাসহিষ্ণুতা না থাকিলেও লালাস্রাব। মুখ হইতে পচা পনীরের ন্যায় গন্ধ নিঃসৃত হয়,—বিশেষতঃ বালিকাদিগের যৌবনোদ্গম কালে। (৭) নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ, শোণিতমিশ্রিত ও পূযবৎ স্রাব, পুতিগন্ধ নিঃসরণ এবং অস্থি মধ্যে বিদ্ধকরণবৎ বেদনা। (৮) চুচুকাস্থির ক্ষতাদি রোগ ; কর্ণের বহিরন্ধ্র পূযময় প্রতীয়মান হয়। (৯) কুচকীর গ্রন্থি সকল স্ফীত ও কঠিন ; কুচকী হইতে উরু মধ্য পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনাযুক্ত। অণ্ডকোষের পুরাতন স্ফীতি ও কাঠিন্য ; গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি সকল কঠিন ও স্ফীত,—স্পর্শে বৃদ্ধি। (১০) মস্তক ও বক্ষমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য সহ প্রবল হৃদ্‌স্পন্দন, রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, হস্ত পদাদি শীতল বোধ হয় এবং নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুত এবং অনিয়ম গতি ধারণ করে। (১১) বক্ষমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য জনিত শ্বাস রোগ (Asthma),—রোগী অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে ; হৃৎপ্রদেশে থাকিয়া—চমকিতভাব ও চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা ; রোগী ক্রমাগত এদিক ওদিক করিয়া স্বীয় যন্ত্রণাতিশয্য প্রকাশ করে, কিছুতেই একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না। (১২) পাক ও অন্ত্রাশয় মধ্যে বেদনা,—তৎসহ হস্তপদাদির শীতলতা। (১৩) প্রস্রাব ঘোলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রতীয়মান হয়, ত্বরায় পুতি প্রাপ্ত হয়, ঝাঁজাল গন্ধ, যত জলীয় পদার্থ পান করে প্রস্রাব তদপেক্ষা অধিক। (১৪) জরায়ুভ্রংশ এবং জরায়ুর কাঠিন্য প্রাপ্তি ও স্ফীতি। (১৫) যোনি মধ্যে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন বশতঃ অস্বাভাবিক উপায়ে কণ্ডুয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে ; জননেন্দ্রিয়ের স্থানে স্থানে স্পর্শাসহিষ্ণু হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—জীবনে বিতৃষ্ণা, সর্ব্বদা আত্মহত্যার চিন্তা ও পরামর্শ (নাথা ; আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা, কিন্তু মরিতে ভয় করে=আস্ : নক্স্)।—প্রগাঢ় বিষাদ ; সকল বিষয়ে ঘৃণাশীল এবং কলহপ্রিয়। জীবন ভারবোধ করে (সকল রোগেতেই)। অস্বাচ্ছন্দ্য ভাবযুক্ত, ব্যস্ত ; মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রমপ্রিয় ; সকল কার্য্যই দ্রুত সম্পাদনেচ্ছু,—বিলম্ব অসহ্য (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট্‌নাই: ক্যানাবিস্-ইন্: ক্যামো: মিডহ্রাইন্: নক্স্-ভম্:)। শোক, নিরাশ-প্রণয়, ভীতি, ক্রোধ, প্রতিবাদ, মর্ম্মপীড়া, বিরক্তি, মনের রাগ মনে মারিয়া রাখা (ষ্ট্যাফি) প্রভৃতি মানসিক উদ্বেগজনিত পীড়াদি,—(মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ও আত্মহত্যার চিন্তা সহ নিরাশ প্রণয়জনিত পীড়াদি=ক্যাল্‌কে-ফস্: অ্যাক্টীয়া: হায়ো: ইগ্নে: ল্যাকে:—শোকজনিত=কষ্টি: কোল্‌চি: ইগ্নে: ন্যাট্-মি: ফস্: প্ল্যাট্: ষ্ট্যাফ্:—মনের রাগ মনে মারার জন্য=লাইকো: ন্যাট-মি ইগ্নে: ষ্ট্যাফ্: ভেরাট: সিপী.—ভীতি জনিত=জেল্‌সি: হাইড্রোফব্: হাইপিরি: ওপী: অ্যাসিড্-ফস্:) ; কাহারও কথা সহ্য হয় না ; অভিমানশীল ; সামান্য প্রতিবাদে ক্রোধোদ্রেক (অ্যানাক্: অ্যাণ্টিরিয়াস্: অরাম্-মিউ-ন্যাট: ক্যামো. সিনা ককীউলাস্: কোণায়ান্: ফেরাম্: হেলোনীয়াস্:

লাইকো:)। দিন দিন ক্ষয়প্রবণ শিশু,—উৎসাহহীন, উদ্যমহীন, স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল, বালক-সুলভ স্ফূর্ত্তিশূন্য; অপুষ্ট অণ্ডকোষ (আয়োড্:)। সমাজভীতি,—লোকের কাছে যাইতে ভালবাসে না। প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত প্রশ্ন করিতে থাকে। রাত্রিকালে ভয়ানক প্রলাপযুক্ত বিকার ও ভ্রমদর্শন (Hallucination),—যেন কুকুর আসিতেছে, যেন প্রাচীর গাত্রে কাহার হস্ত দেখা যাইতেছে, ইত্যাদি। দ্বারদেশে সামান্য শব্দ হইলেই ভীত হয়। মনে করে, সে এ পৃথিবীর অযোগ্য, সে কখনও কোন কার্য্যে সফলকাম হইতে পারিবে না। যন্ত্রণায় স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়া বেড়ায় (আর্জেণ্ট্: ক্যাল্কে-ফস্: আর্স্: জেল্সি: ট্যাবে:)। একাকী থাকিতে পারে না। "পুরুষদিগের যকৃৎ রোগে এবং স্ত্রীলোকের জরায়ুসংক্রান্ত রোগে সর্ব্বদা আত্মহত্যার চিন্তা দেখিতে পাওয়া যায়"—ডাঃ হ্যাস্।

মস্তক।—শিরোবেদনা সহ বিমর্ষ, কথা কহিতে অনিচ্ছু, সামান্যমাত্র মানসিক পরিশ্রম করিলেই শিরোবেদনা। চুল উঠিয়া যায়, (বিশেষতঃ উপদংশ ও পারদদুষ্ট ধাতু ব্যক্তির) শিরোমধ্যে ভারবোধ ও কর্ণমধ্যে গুঞ্জিত বা গুণ্ গুণ্ শব্দ (বেল্: কষ্টি: গ্র্যাফ্: নক্স্: পল্সে: সল্ফার:),—গৃহ বাহিরে বায়ুসেবনকালে থাকে না, কিন্তু গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেই পুনশ্চ আরম্ভ হয়। ললাটদেশে ভয়ানক বেদনাসহ শিরোঘূর্ণন। ভ্রূদ্বয় মধ্যগত প্রদেশে ও নাসিকামূলে দপ্‌দপানিযুক্ত বেদনা। অৰ্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূল,—মস্তকের কোন এক পার্শ্বে চক্ষু পর্য্যন্তব্যাপী অতীব্র পুনঃ পুনঃ আঘাতবৎ বেদনা।

চক্ষু।—অৰ্দ্ধদৃষ্টি (Hemiopia),—সকল বস্তুরই নিম্নার্দ্ধমাত্র দেখিতে পায় (দক্ষিণার্দ্ধ মাত্র পায়=লাইকো:—বামার্দ্ধ মাত্র দেখিতে পায়=লিথীয়াকাব্:—উর্দ্ধ বা নিম্নার্দ্ধমাত্র দেখিতে পায়=অ্যাসিড্ মিউর:)। অত্যন্ত আলোক ভীতি (Photophobia=লিলীয়াম্: বেল্:)। বস্তুর অৰ্দ্ধেক দেখিতে পায় এবং অপরার্দ্ধ অন্ধকারাবৃত বোধ হয়। অক্ষিপুট লালবর্ণ, পূযসঞ্চয়-প্রবণ; হুল্ বা সূচিবেধবৎ (এপীস্:) যন্ত্রণা এবং কণ্ডুয়ন; প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে (আলীউ:) ক্যামো: ইউফ্রে: ক্যালী-কাব্: লাইকো: মার্ক্: পল্সে: হ্যাস: ষ্টাফ্:)। চক্ষের পাতা উঠিয়া যায়। দ্বিদর্শন (Diplopia),—(বেল: হায়ো: ন্যাট-মিউ: ওলীয়্যাণ্ডার্:)। তারকা আরক্ত ও মাংসময় হইয়া উঠিলে ক্রমে স্বচ্ছাবরকের ঝিল্লি (cornea) ক্ষতযুক্ত হয়, ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে নিষ্পেষণবৎ বেদনা বোধ হইতে থাকে; চাপ দিলে বৃদ্ধি হয়।

নাসিকা।—পূতিনস্য বা পিনসরোগ,—ভয়ানক দুর্গন্ধ পূয স্রাব, এবং ললাটদেশে ভয়ানক বেদনা অনুভব। সর্দ্দি,—গাঢ় অণ্ডলালাবৎ শ্লেষ্মা স্রাব ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি (ইউফ্রে: সাইক্লে: আর্স্:)। নাসাস্থিতে ক্ষত,—দক্ষিণপার্শ্বস্থিত নাসাস্থি এবং তৎসংলগ্ন হনু পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহ। বাম নাসাস্থি মধ্যে বিদ্ধকরণবৎ বেদনা,—হনু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। সকল যন্ত্রণারই রাত্রিতে ভয়ানক বৃদ্ধি। ভয়ানক পূতিগন্ধ নির্গত হয়।

কর্ণ।—কর্ণস্রাব বা কর্ণ হইতে দুর্গন্ধময় পূয (Otorrhoea), অত্যন্ত কর্ণমধ্যে গুন্‌গুন্ শব্দ, নির্ম্মল বায়ু সেবনকালে আদৌ থাকে না, কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশমাত্রে পুনরারম্ভ হয়। কর্ণমধ্যস্থিত ম্যাষ্টয়ড অস্থির ক্ষত (Caries of Mastoid), ভয়ানক যন্ত্রণা রোগীকে অস্থির করিয়া তুলে।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—মুখের অস্থি সকলের প্রদাহ; গণ্ডাস্থির ক্ষত, ছেদন, বিদ্ধকরণ, জ্বালাজনক ও সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা,—রাত্রিতে ভয়ানক বৃদ্ধি। মুখ হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ নির্গত হয়। বালিকাদিগের যৌবনে পদার্পণ (Puberty) কালে মুখ হইতে এক প্রকার পচাগন্ধ নির্গত হয়। মুখমণ্ডল স্ফীত, চক্‌চকে (ন্যাট্র-মিউ:),—মানসিক উত্তেজনায় বা পরিশ্রমে বৃদ্ধি; নীলিমান্বিত। গলাধঃকরণকালে গলমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা (হিপার: অ্যাসিড-নাই: ডলিকস্); কর্ণমূলের গ্রন্থি (Parotids) অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ। তালুর অস্থিক্ষত,—অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড।—অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, এবং রাত্রিকালে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ, কিন্তু তাহাতেও তাহার তৃপ্তি বোধ হয় না। নিশ্বাস গ্রহণকালে বক্ষমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব। সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের গতি রুদ্ধ হইয়া দুই তিন সেকেণ্ড থাকে এবং তৎপরেই হঠাৎ প্রবলবেগে লম্ফনের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করে, এতৎসহ উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অবসন্নতা বোধ (সিপীয়া=সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া পঞ্জর মধ্যদেশে আঘাত করে)। প্রচণ্ড হৃদ্‌স্পন্দন, তৎসহ উদ্বেগ, এবং দৈহিক পরিশ্রমান্তে মস্তকে ও বক্ষমধ্যে রক্তসঞ্চয়াধিক্য—হৃৎপিণ্ডের গতি ক্ষীণ, দ্রুত এবং অনিয়মিত; এবং গ্রীবাপার্শ্বস্থ (Carotid) ও শঙ্খদেশীয় বা রগের (temporal) পার্শ্বের ধমনীর স্পষ্ট প্রতীয়মান গতি (বেল্: গ্লোনইন্:)। বক্ষমধ্যে রক্তসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ হাঁপানি; রাত্রিতে এবং বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে বক্ষোপরে অত্যন্ত চাপ বোধ; বক্ষঃস্থলের আবদ্ধভাবসহ সময়ে সময়ে শ্বাসরোধক ভাব; মুখমণ্ডল নীলাভ আরক্তিম; হৃদ্‌স্পন্দন আরম্ভ হইলে রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের মেদাপজনন (Fatty degeneration=ফস্:)

পুংজননেন্দ্রিয়।—শিথিল শিশ্ন (Penis) হইতে মূত্রাধারের মুখশায়িকা গ্রন্থীর রস (Prostatic Fluid) নির্গলিত হয়,—অত্যন্ত মানসিক বিষাদসহ দক্ষিণ অণ্ডকোষ স্ফীত,—স্পর্শ করিলে উহাতে নিষ্পেষণবৎ বেদনা বোধ হয়। শিশুদিগের অপুষ্ট বা ক্রমশঃ ক্ষয়শীল অণ্ডকোষ। দীর্ঘস্থায়ী বা পুরাতন (Chronic) স্ফীতি, তৎসহ রেতোরজ্জু ও কোষমধ্যে তীব্র বেদনা (স্পঞ্জীয়া)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু স্থানভ্রষ্ট এবং কঠিন,—অতি উচ্চে রক্ষিত দ্রব্যাদি পাড়ার দরুণ বা কুন্থনজনিত (পডো: রাস:) কিম্বা জরায়ুর আয়তন বদ্ধন বশতঃ (কোণায়াম্) —আঘাত জনিত ও সঙ্কোচনবৎ বেদনা; ঋতুকালে বৃদ্ধি। বন্ধ্যাত্ব,—উপদংশ-বিষদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের কিম্বা সে সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত ক্ষীণকায়া এবং সন্তান হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ তাহাদের প্রদর,—গাঢ় শ্বেতাভ স্রাব; যোনিদ্বার জ্বালাযুক্ত এবং বহির্ভাগ আরক্ত বা রক্তাভ ও স্ফীত হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—মস্তক হইতে সমস্ত রক্ত পদদ্বয়াভিমুখে ধাবিত হয় এইরূপ অনুভব: পদদ্বয় অসাড় বোধ এবং রোগিনী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে পদদ্বয় ও গুল্‌ফদেশ শোথযুক্ত বোধ হয়, কিয়ৎক্ষণ পাদচারণান্তে উপশমিত হয়। শিরা মধ্যে বোধ

হয় যেন অগ্নিময় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। সন্ধিমধ্যে অসাড়তাজনক ও ছেদনবৎ বেদনা বোধ। জানু দুর্ব্বল। পদতলে কণ্ডুয়ন।

নিদ্রা।—নিদ্রিতাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে; চৌরাদি সম্বন্ধে ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে (হ্যাট্-মিউ)। অস্থিমধ্যে বেদনাধিক্য বশতঃ জাগিয়া উঠে এবং যন্ত্রণায় এত অস্থির হইয়া পড়ে যে, স্বীয় জীবন নষ্ট করিতে ইচ্ছুক হয়।

জ্বর।—সন্ধ্যায় জ্বরের শীত; মুখ গরম, হাত পা ঠাণ্ডা; সকালে সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ম্ম; নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

বৃদ্ধি।—ঠাণ্ডা বায়ুতে; শীত বোধ হইলে; শয়নকালে; মানসিক পরিশ্রমে। অনেক লক্ষণ কেবল শীতকালে প্রকাশ পায়।

উপশম।—উষ্ণ বায়ুতে; গ্রীষ্ম বোধ হইলে; প্রাতে এবং গ্রীষ্ম কালে।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**—অ্যাসাফিটিড়া (অক্ষিবেদনা, অস্থিক্ষয়); বেলা, ক্যাম্প (স্থূলতা, অস্থির পীড়া); ক্যাল্‌কেরিয়া (রাত্রিতে ভয়), ককুলস (শূন্যবোধ); কুপ্রম (হাপানি); ক্যালিবাই ক্ষত (পিনস); কালিঅয়াড় (উপদংশ); নক্সভমিকা (জরায়ুচ্যুতি), ট্যারেণ্টুলা (হৃদ্‌পিণ্ড যেন উলটাইয়া গিয়াছে); পল্‌স ইত্যাদি।

সদৃশ।—সিপি; হিপার; মার্ক; ক্যালি-আয়োড; মেজেরীয়াম্।

দোষঘ্ন।—বেলাডোনা, চায়না, কফিয়া, কুপ্রম, মার্ক, পল্‌স, স্পাইজে ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৫০ হইতে ৬০ দিন।

অরাম মিউরিয়েটীকাম

(AURUM MURIATICUM).

নামান্তর।—ক্লোরাইড্ অভ্ গোল্ড।

প্রস্তুতি।—স্বর্ণ সহ নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ হইতে ইহা উৎপন্ন।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অণ্ডলালীয় মূত্র; অন্ধত্ব; হৃৎশূল; গুহ্যদ্বারে নালীক্ষত; হাঁপানি; বাঘী; ক্যান্সার; উপদংশ; আচিল; শোথ; প্রমেহ; রক্তস্রাব; কেশপতন; হৃদ্‌পিণ্ডের বিকৃতি; যকৃতের পীড়া; চক্ষুপ্রদাহ; পূতিনস্য; অস্থিবেষ্ট প্রদাহ; যক্ষ্মা; প্লীহার বৃদ্ধি; বন্ধ্যাত্ব; জরায়ুর অর্ব্বুদ; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; অপত্যপথে উত্তাপ, জ্বালা ও কণ্ডুয়ন; স্বরভঙ্গ ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—সমস্ত মস্তকে জ্বালা।

চক্ষু।—বাল্যকালে সহসা অন্ধত্ব ; চক্ষুপ্রান্তে নালীক্ষত।

মুখবিবর।—জিহ্বার উপর আঁচিলের ন্যায় উদ্ভেদ উদ্গত হয়।

নাসিকা।—নাসিকার বামপার্শ্বে আরক্তিম স্ফীতি ; নাসারন্ধ্র মধ্যে গভীর ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে শুষ্ক, পীতাভ চটা বহির্গত হয় ; নাসারন্ধ্র যেন রুদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব ; নাসারন্ধ্র হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধময় জলবৎ স্রাব হইয়া থাকে।

মলদ্বার।—অর্শ,—মলত্যাগকালে রক্তস্রাব হয় (হ্যামা: সল্‌ফার: অ্যালো: ক্যাপ্‌সি: কোলিন্‌সো)।

জননেন্দ্রিয়।—যোনিদ্বার হইতে নিরন্তর রস স্রাব। যোনিদ্বার জ্বালা ও কণ্ডুয়নশীল ; অপত্যপথ অত্যন্ত উত্তপ্ত ও কণ্ডুয়নযুক্ত ; প্রদর ; পীতাভ কষার গুণযুক্ত এবং জ্বালাজনক স্রাব। পুংজননেন্দ্রিয়াদির উপর আঁচিল উদ্গত হয় (থুযা: অ্যাসিড-নাই: কষ্টি:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ ; কথা কহিতে কষ্ট হয়। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা,—স্বরনালী বোধ হয় যেন বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উপদংশ বা পারদ বিষজনিত স্বরনালীর পীড়াদি। বুকাস্থিস্থলে চাপ বোধ। সশব্দ কাসি, গয়ার গাঢ় এবং পীতবর্ণ শ্লেষ্মাময়। শ্বাসরোগ (Asthma) রাত্রে বৃদ্ধি। বাম পার্শ্বস্থিত ফুস্‌ফুস্‌ বেষ্ট (Pleura) মধ্যে বেদনা, সময়ে সময়ে স্থানান্তরে অনুভূত হয়। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা। প্রচণ্ড হৃদ্‌কম্পন অত্যন্ত বাধা, হৃৎপিণ্ড মধ্যে ভার বোধ ও দৃঢ়াবদ্ধ ভাব ; হৃৎপিণ্ডের শোণিতাধিক্য।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—মণিবন্ধের স্ফীতি ; পদদ্বয়ের স্ফীতি ; অত্যন্ত অস্থিরতা।

সম্বন্ধ।—**দোষঘ্ন**—বেলাড্‌ ; ক্যানাবিস্‌ ; মার্কু।

সদৃশ।—আর্জ্জেণ্টম, আর্স, বেলাড. লাইকো, মার্কু, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সলফর।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৩০ শতমিক পর্য্যন্ত।

অরাম মিউরিয়েটিকাম ন্যাট্রোনেটাম

(AURUM MURIATICUM NATRONATUM).

নামান্তর।—ক্লোরাইড অভ গোল্ড এণ্ড সোডিয়াম।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও অরিষ্ট।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—উদরী ; কর্কটীয়া রোগ ; অর্শ ; টাক ; শিরঃপীড়া ; জ্বর ; কামলা ; যক্ষ্মা ; প্রমেহ ; উপদংশ ; অর্ব্বুদ ; জরায়ুর কাঠিন্য ও কর্কটীয়া ক্ষত ; আঁচিল।

উপযোগিতা ও আভাস।—পারদ ও উপদংশ বিষদুষ্ট দেহে উপযোগী। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া ও জরায়ু আদির বিবিধ প্রকার বিকৃতিতে ইহার উপকারিতা

প্রসিদ্ধ। ডাক্তার হেল বলেন "ইহা সেবন করিলে তামাকুর উপর বিরাগ জন্মায় এবং অহিফেন সেবনাভ্যাস ত্যাগ করিবার ইহা একটী বিশেষ উপায় (১ম শতমিক ক্রম সেবনীয়)"। বাম *চক্ষুর উপর প্রদেশে, করোটী বা মস্তকের অস্থি (Skull) মধ্যে বক্ষমধ্যে, জঙ্ঘাস্থিতে (Tibia)* এবং অন্যান্য অস্থি মধ্যে যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা ইহার প্রকৃতিগত। এতজ্জনিত লক্ষণাদি শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে এবং হেমন্ত হইতে বসন্তকাল সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জিহ্বার উপর আঁচিলের মত; কামল বা পাণ্ডুরোগাধিকারে শ্বেতবর্ণ মলত্যাগ; দুরারোগ্য কামল রোগ,—কখনও কাল ও কখনও শ্বেত মল নির্গত হয় (ডাঃ ন্যাশ)। লালামূত্র ও উপদংশ; লিঙ্গার্শ (Condylomata); বাঘী; অণ্ডাধার অত্যন্ত বড় ও কঠিন হয়; জরায়ুর একাংশ কোমল এবং অন্য অংশ কঠিন; ত্বকক্ষয়কারক প্রদরাস্রাব; জননেন্দ্রিয়াদির উপর পূযবটী (Pustules) উদ্গম; স্তন বা জরায়ুর কর্কট রোগ বা কর্কটীয় অর্ব্বুদ (Scirrhus); বহুদিনের বাতব্যাধি বা ক্ষুদ্র সন্ধিগত-বাত (Gout); গণ্ডমালা (Scrofula); লক্ষণাদির বিশ্রামে বৃদ্ধি; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা, বিবমিষা, মন্দাগ্নি, উদরাধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধ; স্নায়বীয় অজীর্ণ রোগাধিকারে আহার মাত্রে মল তারল্য; পাকাশয়িক বা অন্ত্রের সর্দ্দি বা প্রতিশ্যায়; জরায়ু ও ডিম্বাধার মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বা উপদাহ, অতীব্র জরায়ু-প্রদাহ (Metritis), ডিম্বাধারের প্রদাহ; অকালে অপর্য্যাপ্ত রজঃস্রাব; পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব; কামোন্মাদ; জরায়ুক্ষত; জরায়ুগ্রীবার অন্তর্বেষ্ট-প্রদাহ (Endocervicitis); জরায়ুর পেশীর ক্ষীণতা সম্ভূত রজোরোধ; বিলম্বে আর্ত্তবাস্রাব; স্বল্পরজঃ; কামাগ্নিমান্দ্য; ডিম্বাধারের নিষ্ক্রিয়তা সম্ভূত বন্ধ্যাত্ব, ডিম্বাধারের শোথ (Ovarian dropsy); প্রসবান্তিক উন্মাদ ও কামরিপুর প্রাবল্য ইত্যাদি কতিপয় স্ত্রীরোগে অরম-মিউরিয়েটিক-ন্যাট্রোনেটাম্ অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—সমস্ত মস্তকে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা। কেশপতন।

চক্ষু।—অন্ধত্ব ইত্যাদি।

নাসিকা।—ক্ষত; পুতিনস্য।

জিহ্বা।—কঠিনীভূত ও জ্বালাযুক্ত; সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অন্ত্রাশয় মধ্যে শৈত্যবোধ। জরায়ু ও ডিম্বাধারদ্বয় রসসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ প্রদাহযুক্ত হয় এবং তজ্জন্য অতীব্র (Sub-acute) জরায়ু প্রদাহ (Metritis); ডিম্বাধার প্রদাহ (Ovaritis), অকালে প্রচুর স্রাবশীল ঋতু, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব (ভাইবার্ণাম্), কামোন্মাদ; সময়ে সময়ে জরায়ুতে ক্ষত এবং জরায়ুর গ্রীবার-অন্তর্বেষ্ট-প্রদাহ। প্রসবান্তিক উন্মাদ; পাক ও অন্ত্রাশয়িক প্রদাহ (Gastro-intestinal-Irritation) সহ আত্মহত্যা করিবার প্রবল ইচ্ছা। জরায়ুর পৈশিক দুর্ব্বলতা সম্ভূত (Atonic) রজোলোপ (ন্যাট্রু-মিউঃ ক্যাল্কী-কর্ব্বঃ পল্সেঃ); ডিম্বাধরেরের ক্রিয়ারাহিত্য বশতঃ বন্ধ্যাত্ব; ডিম্বাধারে শোথ।

ত্বক।— সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুয়ন। জ্বর ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—*তুলনীয়—আর্জেণ্ট, আর্স, গ্রাফাইট, হিপার, আয়োড়, ক্যালী-সল্ফ, মার্ক, নাইট্রিক, সল্ফ, থুযা।*

শক্তি।—৩য় বা ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

অরাম সল্‌ফিউরেটাম
(AURM SULPHURATUM).

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—শয্যায় প্রস্রাব; গলগণ্ড; ধ্বজভঙ্গ; কামলা; পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ। সল্‌ফর ও অরমের সংমিশ্রিত লক্ষণে উপযোগী।

অ্যাভেনা স্যাটাইভা
(AVENA SATIVA).

প্রস্তুতি।—যবনাল বা যনারের তাজা গাছ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মদাত্যয় বা সুরাপান জনিত উপসর্গ; বিসূচিকা; দুর্ব্বলতা; বহুব্যাপক সর্দ্দি; অহিফেন অভ্যাস; হৃদ্‌কম্পন; ইন্দ্রিয় সেবার মন্দফল; অনিদ্রা; যক্ষ্মারোগ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বিক অবসাদ,—(অহিফেনাদি মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিলে যেরূপ হয়), জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা এবং কোন ক্ষয়কারক বা দীর্ঘব্যাপী রোগান্তিক দুর্ব্বলতা ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। দুর্ব্বলতাজনিত রেতঃস্খলন। সুরাদি পানেচ্ছা প্রবল হইলে ইহা সেবনে নিবৃত্তি হয়। সুরাপায়ী ও অহিফেনসেবীদিগের অভ্যাস ত্যাগকালীন অনিদ্রা ও মানসিক বিকৃতি—মনকে এক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখিতে পারে না।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—প্যাসিফ্লোরা-ইন্‌কার্ণেটা এবং অহিফেন সেবনাভ্যাস ত্যাগে সাহায্য—অরাম্‌-মিউ-ন্যাট:।

শক্তি।—মূল আরক দুই হইতে বিংশতি ফোঁটা পর্য্যন্ত।

অ্যাজাডিরাচটা ইণ্ডিকা

(AZADIRACHTA INDICA).

নামান্তর।—নিম্ব।

প্রস্তুতি।—নিম্বের ত্বক হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—কোষ্ঠবদ্ধ; অতিসার; সবিরাম জ্বর; কুইনাইনের অপব্যবহার; প্লীহাতে রক্ত সঞ্চয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। অপরাহ্ণিক জ্বর, দেহের নানাস্থানে বাতজনিত বেদনা, হস্ততালু জ্বালা ও উত্তাপযুক্ত এবং উহাতে সূচিবেধবৎ অনুভব।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষণ্নভাব এবং বিস্মৃতিপ্রবণ; লিখিতে বানান ভুল করে। কেবল শয়ন করিবার ইচ্ছা।

মস্তক।—ভ্রমি বা শিরোঘূর্ণন (Giddiness),—যেন মস্তক টল্‌টল্ করিতেছে,—উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থানকালে বৃদ্ধি। কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ (অ্যামন-কার্ব: কষ্টি: গ্র্যাফ্: মাস্কস্: পল্‌সে: সিলি:)। চক্ষু জ্বালাযুক্ত (অ্যালীউ: ক্যামো: লাইকো: পল্‌সে: হ্রাস্: ষ্ট্যাফি:)। নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয় (অ্যালীয়াম্-সীপা: ইউফ্রে: আর্স: ক্যামো: গ্র্যাফ: মার্ক: নক্স: সল্‌ফার)।

মুখবিবর।—তৃষ্ণারহিত অথচ মুখ চট্‌চট্ করে (নক্স-মস্: ইউফর্বীয়া: লাইকো:) জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়াছে এইরূপ বোধ হয় (পার্শ্বদেশ দগ্ধবৎ—পল্‌সে: সিপী: জিহ্বাগ্র দগ্ধবৎ বোধ—স্যাঙ্গুইনে:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—দেহের নানা অংশে বাতজনিত বেদনা। বুকাস্থিতে, পঞ্জর মধ্যে স্কন্ধদেশে ও হস্তপদাদিতে বেদনা বোধ। হস্ততল উত্তপ্ত, জ্বালাযুক্ত এবং সূচিবেধবৎ অনুভব।

জ্বর।—ঈষৎ শীতবোধ সহকারে বৈকাল বেলায় জ্বর, মুখে অত্যন্ত উত্তাপবোধ, হস্ততল ও পদতল অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং দেহের উর্দ্ধাংশে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম হয় (আর্জেণ্ট: অ্যাসেরাম্: ক্যামো: ওপী: হ্যুম্: ভেরেট)।

ত্বক্।—দেহের নানাস্থানে কণ্ডুয়ন আবির্ভাব, কিন্তু কোন প্রকার উদ্ভেদ হয় না (ডলিকস)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সিড্রন, চায়না, আর্স, ন্যাট্রাম, গোয়ারিয়া।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ব্যাডীয়েগা

(BADIAGA).

প্রস্তুতি।—ইহা রুসিয়া দেশের জলজ স্পঞ্জ; শুষ্কাবস্থায় বিচূর্ণ ও তাহা হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্তনে কর্কটীয়া ক্ষত; বাঘী; কালশিরা; সর্দ্দি; চক্ষুতে বেদনা; গ্রন্থির পীড়া; অর্শ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; হৃদ্‌কম্পন; সন্ধিবাত; গণ্ডমালা; উপদংশ; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—লসিকাগ্রন্থি ও শ্বাসযন্ত্রের উপরই ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। গ্রন্থি সকলের স্ফীতি ও কাঠিন্য প্রাপ্তি। সর্দ্দি, কাসি ও শৈত্যাদি জনিত পেশী ও পেশীবন্ধনী ব্যথান্বিত হয়। যেখানে বেদনা হয়, সেস্থানে পরিধেয় বস্ত্রের ঘর্ষণ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ সর্দ্দি এবং হুপ্ কাসিতেও ইহা দ্বারা উপকার সাধিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে ইহার প্রধান লক্ষণ কয়েকটী এই:—(১) শিরো-বেদনাসহ অক্ষিগোলকের পশ্চাতে বেদনা—বেলা ২টা হইতে ৭টা, বৃদ্ধি=মস্তক সঞ্চালনে। মূর্দ্ধা বা মস্তকের শীর্ষ দেশীয় (in vertex) প্রচণ্ড শিরোবেদনা,=রাত্রে উপশম; প্রথম ভোজনের পর ভীষণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। অক্ষিপ্রদাহসহ শিরোশূল। (২) অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনা,—মস্তকের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বেদনা সংক্রামিত হয়। (৩) মস্তকের ত্বক (Scalp) ক্ষয়িতত্বকবৎ স্পর্শাসহিষ্ণু, শুষ্ক বা স্বেদরহিত; কণ্ডুয়নশীল এবং খুস্কীযুক্ত। (৪) আক্রান্ত অংশ মাত্রে স্পর্শাসহিষ্ণুতা। (৫) নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে সর্দ্দি পড়ে। (৬) বাম গণ্ড ও গণ্ডাস্থি স্পর্শাসহ। (৭) পাকস্থলী ও যকৃৎ মধ্যে এবং অংশফলক (Scapula) তলে, মূত্রমার্গে এবং বক্ষমধ্যে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা। (৮) বাঘী এবং আক্রান্ত গ্রন্থি সকল প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ও স্ফীত;—যেন অগ্নিময় সূচিবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণাজনক। (৯) কষ্টিক আদি দ্বারা সংরুদ্ধ উপদংশের ক্ষত। (১০) শৈশবের ধাতুগত উপদংশবিষ সম্ভূত ক্ষতাদি। (১১) স্তনে কর্কটিয়া ক্ষত (Mamary Carcinoma)। (১২) কাসি কাসিতে হাঁচি আইসে এবং নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে; সময়ে সময়ে অত্যন্ত কাসি হয়, কাসিতে কাসিতে মুখ দিয়া গাঢ় আঠার ন্যায় জমাট কফ ঠিকরাইয়া বহির্গত হইয়া যায়, গল মধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি; উষ্ণ গৃহ মধ্যে উপশম। (১৩) দেহকে ঈষৎ স্পন্দিত করিয়া হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি। আহ্লাদের পর হৃদ্‌স্পন্দন। (১৪) পদদ্বয়েব সম্মুখস্থ পেশীর স্পর্শাসহিষ্ণুতা; পাদচারণ কালে পদাঙ্গুলি সকল বক্র হইয়া যায়। (১৫) দক্ষিণ গুল্‌ফতলের পশ্চাদ্দেশে তীক্ষ্ণ হুলবেধবৎ বেদনা, নিষ্পেষণ মাত্রে বৃদ্ধি। (১৬) পুরাতন বাতব্যাধি;—শৈত্য, বিশেষতঃ শীতল বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—বেলা ২টা হইতে প্রাতে ৭টা পর্য্যন্ত স্থায়ী, প্রথমে অক্ষি-গোলকের পশ্চাদ্দেশে অল্প অল্প আরম্ভ হয়। ললাটদেশীয় (Frontal) শিরোবেদনা,—বাম অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়,—চক্ষুঃসঞ্চালনে বৃদ্ধি বোধ। মূর্দ্ধাদেশীয় শিরোবেদনা,—নিদ্রান্তে উপশম হয়, রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে কম থাকে, কিন্তু প্রথম আহারের পর হঠাৎ ভীষণাকার ধারণ করে। মস্তকের ত্বক = ক্ষরিতত্বকবৎ বা হাজা মত, স্পর্শাসহিষ্ণুতা; শুষ্ক কণ্ডুয়নশীল এবং খুস্কীর মত ছালে আবৃত।

চক্ষু।—অক্ষিপুটদ্বয়ের প্রান্তভাগ নীলিমান্বিত ও অক্ষিতলপ্রদেশও নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়। বাম অক্ষিগোলক অত্যন্ত ব্যথান্বিত, এমন কি, দৃঢ়রূপে চক্ষু নিমীলিত করিলেও বেদনানুভূত হয়। অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনা, উহা মস্তকের অভ্যন্তরে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে সময়ে সময়ে ঈষৎ আঘাত বোধ হয়—যেন দূরে কামানের শব্দ হইতেছে; সামান্য শব্দ অধিক বোধ হয় (অরাম্)।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—ম্লান, পাংশুবর্ণ বা সীসকবর্ণ মুখমণ্ডল। মুখগহ্বর ও নিশ্বাস সজ্বরাবস্থার ন্যায় উষ্ণ, এবং প্রতিবারে বহুল পরিমাণে জলপান করিবার পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা (ব্রাই)। প্রাতে কাসিতে কাসিতে একখণ্ড রক্তাক্ত জমাট শ্লেষ্মা নির্গত হয় (লাই-কোপ্)। গলাধঃকরণকালে গলমধ্যে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত প্রদাহ বোধ।

নাসিকা।—সর্দ্দি, পুনঃ পুনঃ হাচি সহকারে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব, হাঁপানির ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস ও শ্বাসরোধক কাসি। বহুব্যাপক প্রতিশ্যায় (Influenza) বা কফজ্বর (সীপা: ইপিক: ম্যাট সল্ফ: ইউপেটর: ইউফ্রেজীয়া)। নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষণে ক্ষণে ভয়ানক কাসির আবির্ভাব,—কাসবার সময় নাসারন্ধ্র ও মুখ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাট শ্লেষ্মা ঠিক্‌রাইয়া বহির্গত হয় (চেলিডো: ক্যাল্কা-কার্ব্ব:); উক্ত লক্ষণান্বিত হুপ্‌কাসি,—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, উষ্ণ গৃহমধ্যে উপশম; বক্ষঃস্থল গ্রীবা ও পৃষ্ঠে সূচিবেধবৎ বেদনানুভূত হয়। নবজাত শস্যাদির গন্ধজনিত সর্দ্দিজ্বর (Hay fever), এতৎসহ শ্বাসকষ্ট। কাসিতে কাসিতে হাঁচি আইসে। গলমধ্যে একপ্রকার শুড় শুড়ি বা কণ্ডুয়ন জন্য কাসি। বক্ষঃপার্শ্বে বেদনা,—দেহ সঞ্চালনে বা শ্বাস গ্রহণ কালে ঊর্দ্ধ জত্রাস্থিপ্রদেশে (Supraclavicular region) অস্ত্রবেধবৎ বেদনা। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নকালে হঠাৎ শ্বাসরোধোপক্রম,—রোগী সহসা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহাশ্রিত বিকার (Typhoid Pneumonia)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা ব্যথা ও অসাড়তাযুক্ত। গ্রীবাপৃষ্ঠে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা,—মস্তক সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে পর্য্যায়ক্রমে হেলাইলে বৃদ্ধি বোধ হয়। দক্ষিণপার্শ্বের পৃষ্ঠফলকের তলদেশে ভয়ানক অস্ত্রাঘাত ও সূচিবেধবৎ যন্ত্রণানুভব;—বক্ষঃস্থল সম্মুখদিকে এবং স্কন্ধাংশ পশ্চাদ্দিকে আবর্ত্তিত করিলে বেদনার বৃদ্ধি। পেশী ও ত্বক্ যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ

ব্যথাযুক্ত। গ্রীবা অত্যন্ত আড়ষ্টভাবাপন্ন (অ্যাণ্ট-টার্ট: কোল্‌চি: ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে ডাল্‌-ক্যামেরা: দক্ষিণপার্শ্ব আড়ষ্ট—চেলিডো:)। লসিকাগ্রন্থির বিবর্দ্ধন, কাঠিন্য ও পূয়সঞ্চয়-প্রবণতা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব,—রাত্রিকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত (অ্যামন্‌-কার্ব:), তৎসহ মস্তক প্রসারিত বোধ (আর্জেণ্ট: কোরালী: অ্যাপীয়ল্‌: ড্যাফ্‌নী: ইগ্নে:)। স্তনকর্কটরোগ (অ্যাষ্টিরী: কোণায়াম্‌: কার্ব্বো-অ্যান্‌: প্লাম্বাম্‌-আয়োড:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাঘী,—আক্রান্ত গ্রন্থি লৌহবৎ কঠিন, অস্থি মধ্যে ও গ্রন্থিতে রাত্রিকালে ভয়ানক যন্ত্রণা—অগ্নিময় সূচিবেধবৎ, যেন একটি উত্তপ্ত সূচি উহার মধ্যে প্রবিষ্ট করা হইয়াছে। কাষ্টিক প্রভৃতি দ্বারা দাহিত বা পারদাদি মিশ্রিত প্রলেপ প্রয়োগে সহসা সংরুদ্ধ (suppressed) উপদংশ ক্ষতাদি, তৎসহ উচ্চ ও মলিন ক্ষতচিহ্ন (কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস)।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক—সল্‌ফ; আয়োড; মার্ক্‌।

তুলনীয়।—স্পঞ্জিয়া; সিনেগা (হাঁচিতে কাসি জন্মায়)। গ্রিণ্ডিলিয়া (স্পঞ্জিয়া (কাসিসহ বহুল হাঁচি); কালিকার্ব্ব (মুখ হইতে শ্লেষ্মা ঠিক্‌রাইয়া পড়ে); ক্যাল্‌কে সলফ (কাঠিন্য); কার্ব্ব আনি (ব্রণ, কঠিন); সিষ্টাস (গণ্ডমালা); হিপার; আয়োড; কালি আয়োড়; ল্যাকে, মার্ক্‌, নাইট্রিক অ্যাসিড, সলফ। ল্যাকেসিস্‌ পরে উপযোগী।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম। উচ্চতর হইতে উচ্চতম ক্রম ও ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

বাল্‌সামাম্‌ পেরুভীয়েণাম্‌

(BALSAMUM PERUVIANUM).

প্রস্তুতি।—গাছের গায়ের রস বা আঠা হইতে প্রস্তুত হয়। রে: স্পিরীটে দ্রবণীয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ;—শ্বাসনালী প্রদাহ; সর্দ্দি; নাক দিয়া রক্ত পড়া; ক্ষয়কাস; কন্ডু; দদ্রু, ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—বায়ুনলী ভুজের সর্দ্দিতে পূয়বৎ শ্লেষ্মা উঠিলে ইহা একটী বিশেষ ভেষজ। গয়ার গাঢ়, মাখনের ন্যায় এবং পীতাভ শ্বেত বর্ণ; বক্ষমধ্যে ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ (râles), রাত্রি-স্বেদ এবং বিলেপী জ্বর ইহার প্রধান লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

নাসিকা।—বিনা কারণে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭টার সময় পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব। অপর্য্যাপ্ত গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব হয়। নাসারন্ধ্রমধ্যে চটা ঘা এবং ক্ষত। পুরাতন পূতিগন্ধময় সর্দ্দি স্রাব (অরাম্‌: অ্যাসিড্‌-নাই: সিলি: মার্ক:)। তালু আরক্তিম ও ব্যথাযুক্ত।

পাকাশয়।—ভুক্ত দ্রব্যাদি ও শ্লেষ্মা বমন (ইপিক্: পেট্রোল্: অ্যাপোমর্ফী ক্রিম্যাজোটাম্)।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলীভুজ প্রদাহ (Bronchitis),—গাঢ় পূযবৎ পীতাভ-শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মাময় মাখনের মত গয়ার নির্গত হয় (ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কোনা: কোণায়াম্: ক্যালী-কার্ব: লাইকো: ফস্: সিলি: ষ্টান: ষ্টাফ:)। বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় করে (অ্যাণ্ট-টার্ট: ব্রাই: কষ্টি: ক্যামো: ইপিক: ন্যাট-মিউ: পলসে: স্যাম্ব:ক্যালী-সল্ফ:); আলগা শ্লেষ্মাযুক্ত কাসি; বিলেপী জ্বর (ব্যাপ্: আর্স: সিঙ্কোনা: চিনিন্: আর্স:) এবং রাত্রিস্বেদ (অ্যাসিড-ফস্: ফস্: কার্ব্বো-আন্: শেষ রাত্রিতে=ক্যালকে; নিদ্রাভিভূত হইলেই ঘর্ম্ম হয়=সিঙ্কোনা: কোণায়াম্: নিদ্রাগত হইলেই ঘর্ম্ম বোধ হয়=স্যাম্বীউকাস)।

প্রস্রাব।—মূত্রনালী মধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। প্রস্রাবকালে কর্ত্তনবৎ বেদনা (ক্যান্থা: ল্যাকে: লাইকো:)। পুনঃ পুনঃ নির্ম্মল পীতবর্ণ মূত্রত্যাগ; মূত্রাধার পাত্রের গাত্র লালবর্ণ লেপাবৃত হয় (লাইকো: ন্যাট-মি: পল্সে: সিপী: স্কীলা:)। প্রস্রাবের তলপতিত পদার্থ শ্লেষ্মাময় (ক্যান্থা: ক্যামো: ল্যাকে. মেজেরীয়াম্: সার্সা: জিঙ্কাম্)। মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মা-স্রাবরোগ (ক্যান্থা: জলীয়; বায়ুজনিত হইলে=ডালক্যা: রাত্রিতে অসাড়ে মূত্রস্রাব; পল্সে; বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চয়সহ=প্যারারাব্রাভা; অশ্বমূত্রবৎ গন্ধযুক্ত মূত্র=অ্যাসিড-বেন্ঃ দুরারোগ্য হইলে=চিম্যাফিলা)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্যান্থারিস্: এ্যায়োনীয়া: মার্কুরিয়াস্: অ্যাসিড্-ফস্।

শক্তি।—১ম দশমিক ক্রম। মূল আরক বাহ্য প্রয়োগে চুলকানী ও পাঁচড়ার বিশেষ উপকার হয় এবং পাচড়ার পোকা মরিয়া যায়।

ব্যাপ্টিসীয়া টীংটোরীয়া

(BAPTISIA TINCTORIA).

নামান্তর।—বননীল।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল ও ছাল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; সংন্যাস; মস্তিষ্কের কোমলীভূতি; অ্যাপেণ্ডিসাইটীস্ বা উপাঙ্গ প্রদাহ; কর্কটরোগ; যক্ষ্মাকাস; উপঝিল্লী প্রদাহ; রক্তামাশয়, আন্ত্রিক জ্বর; চক্ষুর রোগ; শিরঃপীড়া; বিলেপীজ্বর; মূর্চ্ছা; সর্দ্দি; কর্ণমূল প্রদাহ; প্লেগ; মন্দ বাষ্প জনিত পীড়া. পাকাশয় প্রদাহ; মুখক্ষত; জিহ্বায় বায়ু; বহুব্যাপক ক্ষত; সান্নিপাতিক জ্বর; বসন্ত; কৃমি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লেষ্মা বা রস প্রধান ধাতুতে বিশেষ উপযোগী।

এই ঔষধ অত্যন্ত অবসাদজনক এবং ইহাদ্বারা একপ্রকার পুতিজননপ্রবণ বিলেপী জ্বর উৎপাদিত হইয়া থাকে। পীড়াবস্থায় দেহপরিত্যক্ত পদার্থমাত্রেই (মল, মূত্র, নিশ্বাস, স্বেদ, ক্ষত হইতে নিঃসৃত রস প্রভৃতি) অত্যন্ত দুর্গন্ধময় (পসোরাইনঃ পাইরো) হইয়া থাকে ; রোগী শয্যাগত হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করে। তাহার পেশী সকল এত ব্যথাযুক্ত হয় যে, রোগী একপার্শ্বে অধিকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না,—অল্পক্ষণ একপার্শ্বে থাকিলেই সে পার্শ্ব অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া পড়ে (পাইরোজিনীয়াম্)। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণও ইহার প্রকৃতিগত ;—(১) মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত, মত্ততাব্যঞ্জক এবং অত্যন্ত মলিন ; পরিত্যক্ত নিশ্বাস দুর্গন্ধময়। (২) জিহ্বা পীত কপিশ বা কটাসে হলদে (Yellowish-brown) লেপান্বিত মধ্যাংশ শুষ্ক, এবং পার্শ্বদ্বয় আরক্তিম ; বিদারিতত্বক (cacked) এবং অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ; দন্তমল (sordes) বা দন্তে দাগ ধরা। (৩) রোগী তন্দ্রালু ; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর সম্পূর্ণ করিতে না করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। (৪) মস্তিষ্ক ক্ষতযুক্তবং স্পর্শাসহিষ্ণু। (৫) নাড়ী নমনীয়। (৬) রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্ব অত্যন্ত ব্যথা জন্মে। (৭) বিকার, প্রলাপ অসম্বন্ধ,--এক কথা বলিতে বলিতে আর এক কথা বলে ; বিড়বিড় করিয়া আপন মনে বকে ; তাহার ক্রমাগত মনে হয় তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শয্যাময় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং সেইগুলি একত্রিত করিতে পারে না বলিয়া তাহার নিদ্রা হয় না। সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করে। (৮) দেহের স্থানে স্থানে এবং হস্ত পদের উপর নীলদাগ উদ্গত হয়। (৯) মলতারল্য,—মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ঘোর এবং শোণিতাক্ত। (১০) প্রাতে ১১টার সময় শীত করিয়া জ্বর আইসে। (১১) গলমধ্য ক্ষয়িতত্বক এবং দুর্গন্ধময় এবং অন্যের বোধ হয় যেন রোগীর কণ্ঠাভ্যন্তর অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত, রোগী সে বিষয়ে কোন যন্ত্রণা প্রকাশ করে না।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক-পরিশ্রমকাতর, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না বা ইচ্ছা করে না। সম্পূর্ণরূপে উদাস, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, কোন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দিতে পারে না। আচ্ছন্নাবস্থা, কোন কথা বলিতে বলিতে শেষ না হইতেই নিদ্রাগত হয় (কথা শেষ করিয়া তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য প্রাপ্ত হয়=আর্ণিকা)। তাহার মনে হয় যেন সে দুইজন, বা যেন তাহার মস্তক হস্তপদাদি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শয্যাময় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং সেই সকল বিযুক্ত অংশ একত্রিত করিবার জন্য শয্যাময় ঘুরিয়া বেড়ায়। মানসিক অত্যন্ত অস্থিরতা, কিন্তু এমন বল নাই যে ছটফট করে (আর্স:)। নিদ্রা যাইতে পারে না, কেননা দেহ হইতে বিযুক্ত অংশাদি একত্রিত করিতে পারিতেছে না। যেন সে তিন জন,—তিন জনকে আচ্ছাদিত করিতে পারিতেছে না (পেট্রোল:)। রোগী যে পার্শ্বেই শয়ন করে সেই পার্শ্বই অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয় ; আন্ত্রিক জ্বরাদিতে (Enteric) শয্যাক্ষত (আর্ণিকা: অ্যাসিড-মিউ: পাইরোজিনীয়াম্) জন্মে।

মস্তক ।—শিরোঘূর্ণন,—তৎসহ সমগ্র দেহের, বিশেষতঃ জানুর অত্যন্ত অবসন্নতানুভব: ললাটদেশীয় (Frontal) শিরোবেদনা (অ্যাকো: আর্নিকা: কলো: ন্যাট-মিউ: ওলিয়্যান্: ভ্যালি:), তৎসহ নাসিকামূলে নিষ্পেষণবৎ বেদনা (অ্যাকো: অ্যাগার: অ্যামন-মি: ক্যাপসি: ইগ্নে: নাসিকামূলে বিদ্ধকারী বেদনা সহ = হিপার); যেন মস্তক পরিপূর্ণ (অ্যাকো: বেল: ব্রাই: সিঙ্কোনা: ড্যাফনী: হ্লাস: হ্লাস-র‍্যাড: সল্ফার:) এবং মস্তকের ত্বক দৃঢ় সংবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যাকো: অ্যাসেরাম. ক্যাম্ফো: কার্ব্বো ভেজি: কষ্টি: সাইকি: ক্লিম্যাঠ গ্র্যাফ: ম্যাঙ্গে: মার্ক: মল্কাস: পল্সে: ষ্ট্রন্সী: সল্ফ:)। মস্তক ভারযুক্ত: বেল: কার্ব্বো-ভে: নক্স: হ্লাস-র‍্যাড) এবং প্রসারিত বোধ হয় (আর্জেণ্ট-নাই: বেল: কোর‍্যালীয়াম্: অ্যাপীয়াম্ ড্যাফনী: ইগ্নে: ফেল্যান: স্পাইজি: যেন মস্তক স্ফীত হইয়া প্রকাণ্ডাকার ধারণ করিতেছে = বোভি:) মাথার খুলি (Skull) বোধ হয় যেন উড়িয়া যাইবে (অ্যাক্টীয়া-রেসি: ক্যামো: কোব্যাল্টাম্: ন্যাট। ক্লোরেটাম্: ইউকা: যেন মূর্দ্ধাস্থি একবার যুক্ত ও পুনশ্চ বিযুক্ত হইতেছে = ক্যান্না-ইন্: অ্যাক-টীয়া:)। অক্ষিগোলক অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়, সঞ্চালন করিলে অসাড় ও বেদনাযুক্ত (আর্ণিকা: সিঙ্কোনা হ্লাস: ভেরেট)।

চক্ষু ।—আলোকসহ্য করিতে পারে না, চক্ষু জ্বালা; অক্ষিগোলক টাটানি; তৎসঙ্গে দৃষ্টির অস্পষ্টতা। অক্ষিপুটের আংশিক পক্ষাঘাত।

কর্ণ ।—ভাল শুনিতে পায় না; প্রলাপ সহ বধিরতা।

নাসিকা ।—নাসামূলে অত্যুগ্র বেদনা; হাঁচি এবং সর্দ্দি বা পরবর্ত্তী অবস্থার মত অনুভব; দক্ষিণ নাসা দিয়া লাল ঘন রক্তস্রাব। আঘ্রাণ বিভ্রম, যেন দগ্ধ পালকের গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছে এরূপ বোধ।

মুখমণ্ডল ।—আরক্তিম ও উন্মাদবৎ (হায়োসা: জেল্সি: ওপী: বেল: ষ্ট্রাম্)। গণ্ডদ্বয় জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত (আর্ণিকা: বেল: ব্রাই: গ্র্যাটি ইগ্নে: ন্যাট-কার্ব্ব: নক্স: প্ল্যাট: হ্লাস-র‍্যাড: স্যাঙ্গিউইন: ভেরেট)। নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে (ওপী:); সমল ও রক্তিমাবর্ণ, (ব্রাই:)।

মুখবিবর ।—জিহ্বা প্রথমে লালবর্ণ কণ্টকাকীর্ণ শ্বেত লেপাবৃত পরে শুষ্ক ও মধ্যস্থল পীত-কপিশ (Yellow-brown) লেপাবৃত (কলিন্সো); অবশেষে বিশুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং ক্ষতযুক্ত (এপীস. আর্স: হ্লাস-টক্স)। লালা প্রায় অপর্য্যাপ্ত, অঠাবৎ এবং ফিকা স্বাদযুক্ত। মুখ অত্যন্ত বিস্বাদযুক্ত, কটু (ব্রাই: ক্যামো: মার্ক: নক্স: পল্সে: ভেরেট)। পূতি গন্ধময় শীতাদ বা দন্তমূলক্ষত (কার্ব্বো-ভে: মার্ক: ন্যাট-মি: ষ্ট্যাফ: অ্যাসিড-সল্ফ: অ্যাসিড-মিউ:)।

গলমধ্য ।—জলীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না (ব্যারাইটা-কার্ব্ব—সকল দ্রব্যই গলাধঃকরণকালে অত্যন্ত বেদনানুভব বিশেষতঃ জলীয় পদার্থ = বেল: কঠিন দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ করিলে আরাম বোধ হয় = ইগ্নে: জলীয় পদার্থ গ্রাস করিতে পারে, কিন্তু আদৌ ভাল লাগে না = সিলি)। গলকোষ বা জিহ্বামূলপার্শ্বদ্বয় (Fauces) গাঢ় রক্তিমাবর্ণ, কৃষ্ণাভ পূতিস্রাবণ ক্ষতযুক্ত; জিহ্বামূল গ্রন্থি (tonsils) ও কর্ণমূলগ্রন্থি স্ফীত (বেল:

ক্যাম্ফা: ল্যাকে: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: থুযা)। আদৌ বেদনা রহিত গলক্ষত (Quinsy বা Sore-throat);—পূতিগন্ধময় ক্লেদ নির্গলিত হয় (ডিফথিরিন্:)। অন্ননলী সংকুচিত,—আহার্য্য দ্রব্যাদি গিলিতে অতি ক্লেশ জন্মে।

পাকাশয়।—পাকস্থলী শূন্যবোধ (অ্যামন্-কার্ব্ব: ক্যামো: ককীউ: গ্যাম্বো: ইগ্নে: ইপিক্: ল্যাকে: অ্যাসিড-মি: ন্যাট-মি: বেলা ১১টার সময় ঐরূপ অনুভব, খাবার দিতে বিলম্ব সহে না=সলফার; বেলা ১০ কিম্বা ১১টার সময় আহারান্তে উপশম=ন্যাট-কার্ব্ব)। পুনঃপুনঃ জলপান করিতে ইচ্ছা; বিবমিষা; ক্ষুধারাহিত্য (মুখের কটুতা সহ পান, আহার ও তামাকু সেবনে বিরাগ=ইগ্নে কোন দ্রব্যই আহারে ইচ্ছা নাই=হ্রাস কয়েক গ্রাস মাত্র খাইলে উদর পূর্ণ বোধ=প্রুনাস্: সিলি সাধারণতঃ যেরূপ ক্ষুধাভাব হয় তাহাতে জেন্‌টীয়ানালুটীয়া বা মেযোরা)। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে বেদনা (ক্যামো: লাইকো: ন্যাট-মিউ: সিপীয়া)। পাকাশয় মধ্যে যেন একটী কঠিন জড় পদার্থ ন্যস্ত আছে এইরূপ অনুভব (অ্যাবিয়েজ-নাই: ব্রাই: পল্‌সে: নক্স: নিকোলাম: হ্রাস র‍্যাড: সিপী: সিলি:)।

অন্ত্রাশয়।—দক্ষিণপার্শ্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে (চেলিডন: ব্রাই: লাইকো:=দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামদিকে গতি; বামপার্শ্ব বা বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ দিক্ গতি=ল্যাকে:)। আধ্মান এবং কুলকুল শব্দযুক্ত (আর্জেণ্ট-নাই: বিস্‌মাথ: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-অ্যান্: কার্ব্বো ভেজি: অ্যালো: অ্যাসেরাম্-ইউ: গ্যাম্বো: য্যাট্রোফা: জিঙ্কাম্)। রোগীর মনে হয় যেন বমন করিতে পারিলে উদরাধ্মান ও অন্ত্রকূজনের (কুল্‌কুল্ শব্দের) উপশম হইবে। পিত্তস্থলীর (Gall-Bladder) উপর বেদনাসহ উদরাময় (বোলিটাস: মার্ক-ভাই: ন্যাট-সাল্‌ফ:)। আমরক্ত (Dysentery),—শীতবোধ, হস্তপদাদিতে এবং কুচকীতে বেদনা; মল অল্প—কেবল রক্ত এবং গাঢ়; কুন্থন; অত্যন্ত অবসন্নতা, মল অত্যন্ত দুর্গন্ধময়; শরৎ বা গ্রীষ্মকালে অবসাদক জ্বরসহ বৃদ্ধদিগের ও শিশুদিগের উদরাময়—বিশেষতঃ মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (কার্ব্বো-ভেজি: পডো: ক্যাল্‌কে-ফস: প্‌সোরাইন্:)। যকৃৎ প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা,—এত অধিক যে রোগী পাদচারণ করিতে পারে না।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসনিরোধ বশতঃ রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (রোগী চম্‌কাইয়া জাগিয়া উঠে ও হাঁপাইতে থাকে=গৃণ্ডি: নিদ্রাবেশ হইবামাত্র শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে=ক্লোরাম্: জেলসি: ল্যাক্-ক্যান্: ওপী:); ফুস্‌ফুস দৃঢ়াবদ্ধ বোধ হয় (ক্যাক্টাস্),—তৃপ্তিজনক শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না (ব্রাই:); জানালা খুলিয়া নির্ম্মল বায়ুর শ্বাস লয় (অ্যাকো: ল্যাকে) গাত্রদাহ; শুষ্ক জিহ্বা; দ্রুতগতি নাড়ী; সকল লক্ষণেরই শয়নে বৃদ্ধি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—গর্ভস্রাব হইবার উপক্রম,—মানসিক অবসাদ, শোক, রাত্রি-জাগরণ এবং বিলেপী জ্বর বশতঃ। ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব; প্রসবান্তিক স্রাব (Lochia) কষায় (Excoriating) এবং পূতিগন্ধময়। প্রসবান্তিক জ্বর (Puerperal Fever) সহ বিকার লক্ষণাদি (একিনেসীয়া, পাইরোজিনীয়াম্)।

পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা ক্ষীণ,—যেন সোজা ভাবে রাখিতে কষ্ট হয়।

আড়ষ্টতা ও ভারবোধ; হস্তপদাদিতে বেদনা এবং সঙ্কোচন। ত্রিকাস্থি বা পশ্চাৎ কটীর নিম্নভাগে (Sacrum) এবং উরু ও পদে বেদনানুভূতি। দেহ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ।

নিদ্রা।—অস্থিরতা ও অনিদ্রা। নিদ্রাবস্থায় শ্বাসরোধ, ও ভীতিজনক স্বপ্নদর্শন। দেহের ছিন্ন ভিন্ন অংশ সকল একত্রিত করিতে পারে না বলিয়া রোগীর নিদ্রা হয় না। প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ করিতে না করিতে নিদ্রাগত হয়।

ত্বক্।—অত্যন্ত দুর্গন্ধময় স্বেদ হয়। আন্ত্রিক (Enteric) জ্বরে শয্যাক্ষত (Bed-sore আর্ণিকা: অ্যাসিড-মিউ পাইরোজ:)। ত্বক্, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত। দেহের স্থানে স্থানে নীলিমান্বিত কলঙ্ক বা দাগ দাগ হয়।

জ্বর।—আন্ত্রিক (Enteric or Typhoid) জ্বর,—প্রথমাবস্থায় রোগী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, শীতার্ত্ত, সর্ব্বাঙ্গ ব্যথাযুক্ত,—বিশেষতঃ মাথা, পিঠ ও হস্তপদাদি, যেন কে প্রহার করিয়াছে,—তৎপরে রোগী অবসন্ন ও দুর্ব্বল, শয্যাগত, নিদ্রালু, এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে থাকে এবং মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় টস্‌টসে, আরক্তিম ও উন্মাদবৎ ভাবধারণ করে (জেলসি); মস্তিষ্ক এতই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, রোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে না দিতে বা সম্পূর্ণ করিতে না করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। তখন জিহ্বার মধ্যস্থলে একটী রেখা প্রতীয়মান হয়,—ঐ রেখা প্রথম শ্বেতবর্ণ এবং ক্রমে ক্রমে কপিশ বা কটাবর্ণে (Brown) পরিণত হয়, এবং রোগী যত বিকারযুক্ত হইতে থাকে, ততই সে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে; সে মনে করে তাহার দেহাংশ সকল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং ঐ সকল বিযুক্ত ও বিক্ষিপ্ত অংশ একত্রিত করিবার জন্য সে শয্যাময় ঘুরিয়া বেড়ায়; এই সময় পেট নরম হইতে আরম্ভ হয়; গুড়্ গুড়্ করিয়া ডাকিতে থাকে—বিশেষতঃ অন্ধান্ত্র প্রদেশে,—যেখানে স্থূলান্ত্রের সহিত সূক্ষ্মান্ত্র সংযুক্ত হইয়াছে (Ileo Cecal region),—সেই অংশ অত্যন্ত স্পর্শাসহ এবং তাহার অনতিপরেই মলাদি নির্গত হইতে আরম্ভ হয়—মল, মূত্র ও ঘর্ম্ম সকলই অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। রোগী দেহের যে অংশ চাপিয়া শয়ন করুক না কেন সেই অংশই অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত স্পর্শাসহ অনুভূত হয়। (পাইরোজ: হ্রাস্-টক্স্:)। আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে শয্যাক্ষত (Bed-sore)- (আর্ণিকা: অ্যাসিড-মিউ. পাইরোজ:)।

সামান্য সন্ততঃ জ্বর।—(Simple Continued Fever),—পাকাশয়িক বা পিত্তাদি লক্ষণ সহ দেহ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। প্রায় বেলা ১১টার সময় শীতাবির্ভাব হয় এবং অপরাহ্নে জ্বালাজনক উত্তাপ প্রকাশ পায়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ ও তুলনীয়—আর্ণিকা: আর্স: ব্রাই: জেল্‌সি: এচিনিসিয়া: হায়সা: ক্যালি মিউর: ল্যাকে: মিউরিয়াটিক্ অ্যাসিড: নক্স-ভ: ওপি: হ্রাস। আন্ত্রিক জ্বরে আর্স: অন্যায় প্রযুক্ত হইলে ব্যাপ্টসীয়া তাহার দোষ নিরাকরণ করিয়া থাকে। ব্যাপ্টিসীয়ার পরে আন্ত্রিক জ্বরে রক্ত-স্রাবাধিকারে—ক্রোটেলাস: হ্যামা: অ্যাসিড-নাই: এবং টেরিবিন্থ বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত। ৩x এবং ৩০ ক্রম জ্বরাদির তরুণ অবস্থায় অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ব্যারস্‌মা

(BAROSMA CRENULATA).

নামান্তর।—বুচু।

প্রস্তুতি।—শুষ্কপত্র হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মূত্রস্থলীর পীড়া ; মূত্রাশ্মরী বা পিত্তশিলা ; সর্দ্দি ; শ্বেতপ্রদর ; মূত্রনালীর মুখশায়ী গ্রন্থির পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—পাকাশয়িক ঝিল্লির সর্দ্দি (Gastric catarrh) জনিত অজীর্ণ রোগ ; অন্ত্রের দীর্ঘব্যাপী পুরাতন প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি (Intestinal Catarrh) মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়াদির পুরাতন রোগাদিজনিত পূযময় শ্লেষ্মা স্রাব ; বৃক্ক-গর্ভের বা মূত্রপিণ্ডের কোষ (Pelvis of Kidneys) এবং মূত্রস্থলীর ঝিল্লির পুরাতন প্রদাহ,—তৎসহ অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা স্রাব (অ্যাসিড-বেন্‌জ: চিম্যাফি: ইউরেনীয়াম্ নাই: সিনা: অ্যাসিড-অফ:) ; মূত্রনলীর সঙ্কোচন (Stricture) ; স্রাবশীল পুরাতন প্রমেহ (Gleet) ; অশ্মরী-জনন-প্রবণতা (Lithiasis or Gravel) ; মূত্রনলীর মুখশায়ী গ্রন্থির পীড়া (Prostatie Disorders) ও অপর্য্যাপ্ত স্রাব ; মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে কণ্ডুয়ন বশতঃ অসাড়ে মূত্র স্রাব (স্ত্রীলোকদিগের মূত্রাশয়-গ্রীবার কণ্ডুয়নসহ=কোপেবা ; দিবসে অসাড়ে মূত্র স্রাব=ফেরাম্-ফস্: নিদ্রাবস্থায়=সেনেগা ; দিবসে বা রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায়=বেল্, কাসি বা হাঁচির সময়=কষ্টি: স্কীলা, ভেরেট্রাম) ; ধাতুবিকৃতিজনিত শোথ (অ্যাপোসাই:) ; মূত্রাশয়ের পীড়াদিসহ প্রদর, এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবাজনিত মূত্রনলী হইতে বা মুখশায়ী গ্রন্থি বা রেতঃকোষ হইতে অপর্য্যাপ্ত স্রাব।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কোপেবা: বার্ব্বেরিস্: পপীউলাস্: থুয়া: সিনা: সেব্যাল্।

শক্তি।—মূল আরক বা প্রথম দশমিক ক্রম ২।৪ বিন্দু।

ব্যারাইটা অ্যাসেটীকা

(BARYTA ACETICA).

নামান্তর।—অ্যাসিটেট্ অভ্ বেরিয়াম্।

প্রস্তুতি।—কার্ব্বনেট অভ্ বেরিয়াম্ সহ ডাইলিউট অ্যাসেটিক অ্যাসিড সংমিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

মন্তব্য।—ডাং ক্লার্কের পুস্তকে লিখিত আছে "হেরিং এবং হানিমানের মতে এই দুই ঔষধে (ব্যারাইটা কার্ব্বনেট ও অ্যাসিটেট্) কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।" একটী তরল অন্যটি বিচূর্ণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—দুইটী উদ্দেশ্যের মধ্যে বহুক্ষণ যাবৎ দোলায়মান চিত্ত (অ্যানাক্)। দিবসে কোন কার্য্য করিবে বলিয়া স্থির করিয়া সন্ধ্যা হইতে তজ্জন্য অনুতাপ করে এবং সেই কার্য্য করিবে কি না স্থির করিতে পারে না। বিস্মৃতিপ্রবণ—কথা বলিতে বলিতে কি বলিতেছিল ভুলিয়া যায় (অ্যানাক্: ব্যারাই কার্ব.)।

মুখমণ্ডল ও চক্ষু।—বোধ হয় যেন সমগ্র মুখমণ্ডল লূতাতন্তু বা মাকড়সার জাল দ্বারা আবৃত (ব্যারাই-কার্ব: বোর‍্যাক্স: ব্রোমীয়াম্: র‍্যাণান্: সক্রিরেটাস্: গ্রাফ:)। সকল জিনিসই তিমিরাবৃত বা অন্ধকারময় বোধ হয় (অ্যালীউ: বেল্: ক্যালকে: কষ্টি: ক্রোকাস্: ফস্: রীউটা: সল্ফ্)।

পাকাশয়।—কোন দ্রব্য ভক্ষণান্তে পাকাশয় মধ্যে যেন কেহ সমস্ত অন্ত্রগুলী ঘুচ্ড়াইতেছে এইরূপ যন্ত্রণাবোধ,—যেন ভুক্ত দ্রব্যাদি কোন বেদনাপূর্ণ নলী মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—মলবেগ সহযোগে কুচকীদেশে অস্থিরতা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। বাম-পদের ঊর্দ্ধ হইতে পদতল পর্য্যন্ত সঙ্কোচনবৎ ব্যথাযুক্ত।

ত্বক্।—সুড়্সুড়ি বোধ এবং বোধ হয় যেন অগ্নিময় সূচি বিদ্ধ হইতেছে; রোগী কণ্ডুয়ন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহাতে উপশম হয় না।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ। কেহ কেহ ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা

(BARYTA CARBONICA).

প্রস্তুতি।—ক্লোরাইড্ অভ্ বেরিয়াম সহ কার্ব্বনেট অভ্ অ্যামোনিয়া সংমিশ্রিত করিয়া উহার অধঃক্ষেপ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অর্ব্বুদ; সংন্যাস; টাক্; মস্তিষ্ক বিকৃতি; কোষময় অর্ব্বুদ (Cysts); পায়ে ঘর্ম্ম; গ্রন্থির স্ফীতি; অর্শ; হৃদ্পিণ্ডের পীড়া; স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা; অন্ননালীর আক্ষেপ; আঙ্গুলহাড়া; পক্ষাঘাত; কর্ণমূল গ্রন্থীপ্রদাহ; প্রষ্টেট্ গ্রন্থীর বিবৃদ্ধি; গলক্ষত; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সোরাধাতু এবং গুটীকাদোষযুক্ত ধাতু পক্ষে নিম্নলিখিত লক্ষণে উপযোগী; যে সকল শিশুর বয়সের সহিত দৈহিক ও মানসিক উন্নতি হয় না, প্রায়ই সর্দ্দি আদি শ্লৈষ্মিক রোগ ভোগ করে, বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল, সর্ব্বদা লালা নির্গত হয়।

যে সকল শিশু গলকোষের প্রদাহ এবং গলক্ষত রোগ ভোগ করিয়া থাকে; যখন তখন একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই চোখ উঠে এবং নাসিকা হইতে সর্দ্দি গড়াইতে থাকে; এই শিশু গৃহের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে—নড়িতে চাহে না, কারণ তাহার স্ফূর্ত্তি আদৌ নাই। ব্যারাইটা কার্ব: মানব জীবনের দুই অবস্থায় অধিক কার্য্যকরী হইয়া থাকে,—এক অত্যন্ত শৈশবে আর এক অত্যন্ত বৃদ্ধ অবস্থায়। অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় পরিচালনা বশতঃ অজীর্ণাদি রোগাক্রান্ত যুবকদিগেরও ইহাতে উপকার দর্শে। গ্রন্থিমণ্ডলী এবং শিরা ও ধমনী প্রভৃতিরও ইহাদ্বারা বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে। পদস্বেদ রোগেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক। বৃদ্ধগণ বালভাবাপন্ন ও শিশুগণ বৃদ্ধদর্শন হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাপ্রধান-ধাতুবিশিষ্ট, খর্ব্বাকৃতি ও বয়সোচিত-বৃদ্ধি-রহিত, শৈত্যজনিত অক্ষিপ্রদাহাক্রান্ত, স্ফীতোদর, স্ফীত গণ্ডদ্বয় এবং সার্ব্বাঙ্গিক মাংসক্ষয়প্রবণ ও যাহারা পুনঃপুনঃ অন্ত্রশূল পীড়ায় আক্রান্ত হয়, এরূপ শিশুগণের পক্ষে ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। হ্রস্বাকারা, গুল্মবায়ুগ্রস্তা, স্বল্পঋতুমতী, শৈত্যাধিক্যযুক্তা যুবতী ও প্রৌঢ়াগণ এবং ক্ষীণদেহ রুগ্নশরীর বৃদ্ধগণ; মাংসল অথচ শ্লেষ্মাপ্রধানধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি, কিম্বা যাহারা প্রায়ই সন্ধিবাতাক্রান্ত হইয়া থাকে (অ্যাসিড্-ফ্লুয়ো:) এই সকল লোকের পীড়াদিতেও এই ঔষধি বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির প্রসারণ ও স্ফীতি এবং মানসিক ও দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বৃদ্ধদিগের রোগে, বৃদ্ধদিগের সংন্যাসপ্রবণতায়; প্রাচীন ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়াতে ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা বিশেষ উপযোগী। নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ ও ইহার প্রধান নির্ণায়ক:—শ্রবণশক্তির হ্রাস এবং কর্ণের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত। হনুতলস্থিত (Sub-maxillary) এবং কর্ণমূলীয় গ্রন্থির স্ফীতি। গলগ্রন্থিদ্বয়ের বিবর্দ্ধন ও পূয-সঞ্চয়-প্রবণতা, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বৃদ্ধি; আধ্মানযুক্ত ও অনমনীয় উদর:; অন্ত্রশূল; প্রায় মলকাঠিন্য এবং গুটিলাময় ও কঠিন মল। দেহের এক পার্শ্বগত স্বেদ ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—সামান্য বিষয়ে ইতস্ততঃ করে; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় (ব্যারাইটা-অ্যাসেটিকা; আর্জেণ্ট-নাই: ককীউলাস-ইন্: ক্রোকাস্: কুরারী: গ্র্যাফ্: ইগ্নে পল্সে: ট্যাব্যাকাম্)। অত্যন্ত বিস্মৃতিশীল; আত্মনির্ভরতা শূন্য। অপরিচিত ব্যক্তিকে ভয়,—কেহ আসিলে সে দৌড়িয়া যাইয়া লুক্কায়িত হয় (বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে চাহে না=আর্স্: ক্লিম্যাট্: ক্যালী-ফস্. সিপী: ষ্ট্যান্: থুয়া; লোকভীতি—অধিক লোক যেখানে থাকে সেস্থানে যাইতে চাহে না=অরাম্: সাইকীউটা: ক্যালী-বাই: লাইকো: সিপীয়া: সল্ফার)। মনে করে লোকে তাহার দোষগুণ বিচার করিতেছে; যেন লোকে তাহাকে উপহাস করিতেছে (যেন কেহ তাহার অনুগমন করিতেছে=অ্যানাক্: ক্যালীব্রোম্; যেন শত্রুরা তাহার উপর অত্যাচার করিতেছে=সিঙ্কোনা: ক্যালী-ব্রোম: ল্যাকে:)। শিশু গৃহের কোণে বসিয়া থাকে,—খেলাইতে চাহে না। শিশু অত্যন্ত বিস্মৃতিশীল ও অমনোযোগী; শিখাইলে শিখিতে পারে না, কারণ তাহার কিছুই মনে থাকে না; জড়বুদ্ধি হইবার উপক্রম (ব্যাসিলাইন্; থাইরইডিন্)।

স্বীয় রোগের বিষয় চিন্তা করিলে বা মনে করিলে রোগের বৃদ্ধি হয় (রোগের বিষয় চিন্তা করিলে উপশম = ক্যাম্ফো: ক্যাল্কে-ফস্: কষ্টি: হেলোন্: মিডর: অ্যাসিড-অক্স্যাল; পেট্রোল: অক্সাইট্রোপ্: অন্যমনস্ক থাকিলে ভাল থাকে = হেলোন: পাইপার-মি:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন; রৌদ্রে দাঁড়াইলে সমগ্র মস্তকে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। মস্তিষ্ক আল্‌গা বোধ হয়,—যে দিকে মস্তক অবনত করে মস্তিষ্ক যেন সেই দিকে গড়াইয়া পড়ে (অ্যাকো: অ্যামন্-কার্ব: বেল: কার্ব্বো-অ্যান: সিঙ্কোনা; সাইকীউ: হায়ো: নক্স-মস্: নক্স-ভম্: হ্রাস্: সিপী)। ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক (কালী-কার্ব: অ্যাসিড্-ফ্লু: অ্যাসিড্-ফস্:)। চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকাময় দর্শন,—প্রাতে ও আহারান্তে (অ্যালীউ: বেল্: ব্যারাইটা-অ্যাস্: কষ্টি: অ্যাসিড্-ফস্: রীউটা)। মস্তিষ্কের জড়ভাব; (বেল্: নক্স-ভম্: ওপী:)। দুগ্ধচিপিটিকা বা শিশুগণের মস্তকে একপ্রকার ক্ষত (Crusta Lactea), শুষ্ক বা রসযুক্ত চটাবৃত; কণ্ডূয়ন ও জ্বালা; চুল উঠিয়া যাওয়া; তৎসহ গ্রীবার (Cervical) গ্রন্থির স্ফীতি (ভায়োলা-ট্রাই: ভিঙ্কা-মাই: সিপীয়া: লাইকো: ক্যাল্কে-মিউ:)। চক্ষের ছানি (ক্যাল্কে: ফস্: সিলি:)।

কর্ণ।—হাঁচিতে গেলে কিম্বা গলাধঃকরণ বা পাদচারণকালে কর্ণমধ্যে "কড়াক্" করিয়া শব্দ হয় (ক্যাল্কে: ম্যাঙ্গে: মস্কাস্: সিলি:)। শ্রবণশক্তির হ্রাস (পশ্চান্নলী রোধবশতঃ = মার্ক্: হাইড্রাস: আঘাতজনিত = চিনিন্ সল্ফ্: গোলমালে ভাল শুনিতে পায় = গ্র্যাফ্: অ্যাসিড্-নাই: তৎসহ কর্ণকূজন ও শিরোঘূর্ণন = ন্যাট্-স্যালি: সিঙ্কোনা: বহুকালব্যাপী পূয-নির্গলন সহ ইল্যাপ্স্-কোরাল: শোণিত-বিকৃতি-জনিত = ফেরাম্-ফস্: ও ফেরাম্-পাইক্:)। কর্ণের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রন্থি সকলের স্ফীতি ও বেদনা। নাসিকা পরিষ্কার করণকালে কর্ণ মধ্যে প্রতিধ্বনি (কষ্টি: ফস: অ্যাসিড্-ফস্:)।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র শুষ্ক; পুনঃ পুনঃ হাঁচি; ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ ও নাসার স্ফীতিসহ সর্দ্দি। গাঢ় পীতাভ শ্লেষ্মা স্রাব (ক্যাল্কে: ক্রিয়ো: লাইকো: ফস্: পল্‌সে: সিপী:)। পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব (মিলিফোল: ফস্: ফেরাম্ ফস্: বৃদ্ধদিগের পুনঃ পুনঃ = কার্ব্বো-ভেজি:)। চটাবৃত ক্ষতযুক্ত (গ্র্যাফ্: অসিড- নাই: অ্যাসিড্-ফস্: নাসাপুট)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল স্ফীত বোধ হয়। মুখমণ্ডলের ত্বক টান্ বোধ হয়,—যেন লূতাতন্তু বা মাকড়সার জাল আবৃত রহিয়াছে দক্ষিণ গণ্ডোপরে = ব্যোরাক্স্; নাসিকার উপরে ব্রোমীয়াম্: ললাটদেশে = গ্র্যাফ্: মুখমণ্ডল = র‍্যানান্: স্ক্লেরেটাস্)।

মুখবিবর।—নিদ্রাভঙ্গ হইলে মুখমধ্য শুষ্ক বোধ এবং তৃষ্ণার উদ্রেক। মাড়ী হইতে প্রায়ই শোণিত স্রাব (মার্ক-সল্:)। রজঃ প্রকাশের পূর্ব্বে দন্তশূল (আর্স্:)—দন্তশূলের বিষয় মনে করিলেই বেদনার আবির্ভাব এবং অন্যমনস্ক হইলে উপশম। সমগ্র মুখবিবর প্রদাহজনক রসগুটী (Vesicles) পূর্ণ হইয়া যায় (অ্যামন্-মি: আম্ব্রা: ম্যাগ্-সল্ফ: ম্যাঙ্গে: মার্ক: ন্যাট্-ম্যি: নক্স: সলফার)। প্রত্যহ প্রাতে মুখে বিস্বাদ (ব্রাই: ক্যামো: মার্ক: নক্স: পলসে: ভেরেট্-অ্যাল্:)। জিহ্বার পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্‌শক্তি রাহিত্য (কষ্টি: জেল্‌সি: প্লাম: অস্পষ্ট কথা—

ইস্কিউ-গ্ল্যাব্রা:)। জিহ্বাগ্রে কুট্‌কুট্ ও জ্বালা (ব্যাপ্: আর্জেণ্ট-নাই: ফস্: ইস্কিউলাস-হীপ:)। জিহ্বার মধ্যস্থলে, অগ্রভাগে ও তলদেশে রসগুটী (Vesicles)।

গলমধ্য।—সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই গলক্ষত ; সামান্য ঠাণ্ডা লাগিতে না লাগিতে গল-গ্রন্থির (Tonsils) প্রদাহ এবং তন্মধ্যে পূয সঞ্চয়ের উপক্রম (হিপার: সোরাইন্:)। জলীয় পদার্থ ব্যতীত আর কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না (ব্যাপ: সিলি: ব্যাপটিসিয়া দেখ)। আলজিহ্বা বিবর্দ্ধিত,—সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বৃদ্ধি (অ্যালীউ:)। নিম্নহনূতলস্থ (Sub-maxillary) গ্রন্থি সকল স্ফীতিযুক্ত,—গলাধঃকরণকালে যন্ত্রণা বোধ ; ঢোক গিলিতে গেলে বেদনার বৃদ্ধি। পদস্বেদ-রোধজনিত গলগ্রন্থি-বিবর্দ্ধনাদি রোগ (গ্র্যাফ: সোরাইন: স্যানিক্: সিলি:)

পাকাশয়।—ক্ষুধা আছে কিন্তু রুচি নাই (অ্যালীউ· ফের: লাইকো: ন্যাট-মিঃ ওপী হ্রাস: সিলি:) ; পাকাশয় মধ্যে প্রস্তরবৎ ভারবস্তু রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি, উদ্গারে আরাম (ব্রাই: নক্স্: পল্‌সে:)। আহারমাত্রেই বেদনা ও ভারবোধ এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে (Pit of stomach) স্পর্শাসহনীয়তা (ক্যালী-কার্ব:),—উষ্ণ দ্রব্যাদি ভক্ষণে বৃদ্ধি।

অন্ত্রাশয়।—উদর অনমনীয় আধ্মানযুক্ত ও বেদনাপূর্ণ ; শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলে বোধ হয় যেন অন্ত্রাদি সমস্ত সেই পার্শ্বে পড়িতেছে। শিশুদিগের পুনঃ পুনঃ অন্ত্রশূল। মধ্যান্ত্র ত্বকের গ্রন্থি সকল (Mesenteric Glands) স্ফীত। মলকাঠিন্য,—কঠিন গুটিলাময় মল। প্রস্রাবকালে অর্শের বলি বহির্গত হইয়া পড়ে। মলান্ত্র (Rectum) মধ্যে সুড়্ সুড়ি এবং মলদ্বার দিয়া একটু একটু তরল মল নির্গত হয়। বড় কেঁচোর মত কৃমী নির্গত হয় (সিনা: স্যাণ্টোনাইনাম)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—বৃদ্ধদিগের অণ্ডকোষ ও মূত্রাধার মুখশায়ীগ্রন্থির (Prostate Glands) বিবৃদ্ধি ও অনমনীয়তা, (আর্জেণ্ট-নাই: থূযা)। প্রবল রমণেচ্ছা। শিশ্ন শিথিল এবং শীঘ্র রেতঃস্খলন। সঙ্গমের সময় রেতঃস্খলন হইতে না হইতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। মুষ্ক ও উরুদ্বয়ের মধ্যাংশ হাজিয়া যাওয়া ও তৎস্থান হইতে রসস্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ প্রকাশের পূর্ব্বে পাকাশয় ও কুচকীদেশে বেদনানুভূতি ; আর্ত্তবারম্ভের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে প্রদরস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—কচ্ছু বিষাক্ত ধাতুবিশিষ্ট (Psoric) শিশুদিগের আজন্ম কাসি ; গলগ্রন্থি (Tonsils) কিম্বা আলজিহ্বার (Uvula) বিবৃদ্ধি,—সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বৃদ্ধি (অ্যালীউ:) ; শুষ্ক, শ্বাসরোধক কাসি। বায়ুনলী মুখে বোধ হয় যেন ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে। বৃদ্ধদিগের শ্বাস-নলীরোধক সর্দ্দি,—ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম। তালুমূল মধ্যে কর্কশতা ও কণ্ডুতি-জনিত কাসি, সন্ধ্যা ও দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে বৃদ্ধি। কাসিলে বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ। কাসির বৃদ্ধি—সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ; পদদ্বয়ে ঠাণ্ডা লাগিলে ; শারীরিক ব্যায়ামান্তে ; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে (লাই: প্যারিস্: ফস্: হ্রাস্:) ; শীতল বায়ু সংস্পর্শে এবং কাসির বিষয় চিন্তা করিলে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্‌স্পন্দন,—বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে (ড্যাফ্‌নী: ন্যাট্‌-মিউ: পল্‌সে:), *হৃৎপিণ্ডের নিকট বেদনা বোধ, অত্যন্ত অস্থিরতা ; ঐ বিষয় চিন্তা করিলে রোগের* বৃদ্ধি (অ্যালীউ: অ্যাসিড-অক্স্যাল্:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিগুলীর কাঠিন্য ও স্ফীতি এবং পূযসঞ্চয়প্রবণতা ; গ্রীবাদেশে মেদার্ব্বুদ (Fatty tumors),—অর্ব্বুদ তলে ভয়ঙ্কর জ্বালা অনুভূতি। পৃষ্ঠফলকের মধ্যস্থলে আঘাতজনিতবৎ বেদনা। ত্রিকাস্থি বা পশ্চাৎ কটীর নিম্নাংশ (Sacrum) মধ্যে বেদনা,—উপবেশনকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা। শ্রোণি বা নিতম্বদেশের আড়ষ্টতা বশতঃ রোগী বসিয়া উঠিতে পারে না।

প্রত্যঙ্গাদি।—দণ্ডায়মান হইলে পদদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে,—কিছু না ধরিলে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। পদদ্বয়ে টানবোধ,—যেন কণ্ডার বা পেশীর অগ্রভাগ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে (অ্যামন্-মিউ: কষ্টি:),—দাঁড়াইলে বৃদ্ধি এবং শয়নে উপশম। নিদ্রাকালে দেহের পেশী সকল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে (নিদ্রিত হইলে পেশীর আনর্ত্তন্ বন্ধ হয়=অ্যাগার:)। দুর্গন্ধময় পদস্বেদ,—পদাঙ্গুলি ও পদতল ক্ষতযুক্ত হয় ; গুল্‌ফতলে স্বেদোদ্গম (গ্র্যাফ: প্‌সোরাইন্: মিডহ্রাইন: স্যানিক্: সিলি:)। শীত আদৌ সহ্য হয় না। (ক্যাল্‌কে: ক্যালী-কার্ব: প্‌সোরাইন্:)। নিম্নপ্রত্যঙ্গাদি জ্বালাযুক্ত। এক পার্শ্বগত ঘর্ম্ম (অ্যাম্ব্রা: য্যাবোরান্: নক্স: পল্‌সে: বামপার্শ্বগত=পল্‌সে: ফস্: যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বে= অ্যাকো: অ্যাসিড-নাই: যে পার্শ্বে শয়ন করে তাহার বিপরীত পার্শ্বে=বেন্‌জিনাম্ ; অনাবৃত অংশে=থূযা)। দদ্রু (ব্যাসিলাইন্)।

নিদ্রা।—নিদ্রাবস্থায় কথা কহে ; পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় ; অত্যন্ত উত্তাপ বোধ হয়। ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠে।

বৃদ্ধি।—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে ; আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে। আহারান্তে ; আক্রান্ত অংশ ধৌত করিলে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে এবং শয়ন করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সোরাইনাম্, সল্‌ফার্ এবং ব্যাসিলাইনামের পূর্ব্বে ও পরে বিশেষ উপকারক। গলকোষ প্রদাহপ্রবণতায় ব্যারাইটা-কার্ব্বের পর সোরাইনাম ঐ দোষ একবারে নিরাকৃত করিয়া থাকে ; অ্যালীউ: অ্যান্টি-টার্ট: ক্যাল্‌কে-আয়োড্: কষ্টিকাম: ক্যামো: চায়না: ডাল্‌ক্যামেরা: অ্যাসিড-ফ্লু: সিলি; আয়োড: ল্যাকে: লাইকো: মার্ক্: ন্যাট্রাম: ফস: পলস্: সলফ্।

দোষঘ্ন।—অ্যান্টি-টার্ট, বেলাড, ডল্‌কা, মার্ক্, জিঙ্কাম। ক্যালকেরিয়ার পরে ব্যবহৃত হয় না।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪১ দিন।

ব্যারাইটা আয়োডেটা

(BARYTA IODATA).

নামান্তর।—বেরি আয়োডাইডাম্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—স্তনের কর্কটীয়া ক্ষত ; ক্যান্সার বা কর্কটরোগ ; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; অর্ব্বুদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—গলকোষ প্রভৃতি গ্রন্থি সকল স্ফীত ও কঠিন হয় ; গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিমণ্ডলী অর্ব্বুদাকার ধারণ করে এবং অণ্ডকোষদ্বয়ের দীর্ঘব্যাপী স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মায়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে দৈহিক ও মানসিক্ উন্নতি রাহিত্য হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকোনাইটাম্ লাইকোটোনাম্ (Aconitum Lycotonum) গ্রীবাদেশীয়, কক্ষমধ্যগত এবং স্তনগ্রন্থি সকল স্ফীত হয়। অধিকন্তু গ্রন্থি মণ্ডলীর রোগাদিতে ল্যাপিল্-অ্যাল্বাস্ (গ্রীবা দেশীয়) ; কোণায়াম্ (স্তন্য) ; মার্ক্‌রিয়াস্-আয়োডেটাম্ বংক্ষণ প্রদেশীয় (inguiual) এবং কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস্ (বাঘী—যখন কঠিন হইয়া উঠে, অথচ পূষসঞ্চয় হয় না), ক্যাল্কেরিয়া-আয়োডেটা—(ফ্যাকাশে ও শিথিল-মাংস ব্যক্তির দীর্ঘব্যাপী গ্রন্থি স্ফীত), এরাম্ ট্রাইফিলাম্ (নিম্নহনূতলস্থ গ্রন্থির স্ফীতিতে), ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বনিকা (বায়ুনলীভুজস্থিত গ্রন্থির স্ফীতিতে) এবং ক্যালী-আয়োডেটা। গল-গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে (Thyroid gland)—(থাইরইডিনাম্) এবং (আয়োডাম্)—সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক। গলকোষ প্রদাহ (Tonsilitis)—দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত গলকোষ প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত হইলে—গুয়াইয়েকাম্ ;—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর রসগুটী উদ্গমসহ=ফাইটোল্যাক্কা ; দক্ষিণ কোষে আরম্ভ হইয়া বাম কোষে সঞ্চারিত হইলে=লাইকোপোডীয়াম্ এবং বামদিক্ হইতে দক্ষিণ কোষে সঞ্চারিত হইলে=ল্যাকেসিস্।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ব্যারাইটা মিউরীয়েটিকা

(BARYTAM MURIATICA).

নামান্তর।—ক্লোরাইড্ অভ্ বেরিয়াম্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ধমনীতে অর্ব্বুদ ; গুহদ্বারে স্ফোটক ; হাঁপানি ; আক্ষেপ ; বধিরতা ; অজীর্ণতা ; গ্রন্থির স্ফীতি ; প্রমেহ ; তরুণমেহ ; শ্বেতপ্রদর ; উন্মাদ ;

কর্ণমূল প্রদাহ; কামোন্মাদ; কর্ণস্রাব; পক্ষাঘাত; গণ্ডমালা; বন্ধ্যাত্ব; কর্ণপটহ প্রদাহ; অর্ব্বুদ; কর্ণমূলগ্রন্থি প্রদাহ; অণ্ডকোষের পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ অন্ননলীমুখের সঙ্কোচন বশতঃ কোন দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ কালে বেদনা (নাযা:, মার্ক-কর্: ; জেল্সি:) অনুভূতি, ও গলনলী কীলকাবদ্ধ (Plugged) বোধ (অ্যানাক্:), ধমনীর (arteryর) স্ফীতি (aneurism)—শিরা veinএর স্ফীতিকে Varicosis = ভ্যারিকোসিস্ বলে) এবং দীর্ঘকালের গলকোষ বিবৃদ্ধিতে ইহা বিশেষফলদায়ক হইয়া থাকে। জননেন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়াবশতঃ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই কামোদ্রেক হইয়া থাকে। শোণিত সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া ইহা দ্বারা দেহের হিমবৎ শৈত্যবোধ সহযোগে পক্ষাঘাত জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

কর্ণ।—কর্ণপটহ প্রদাহ (Tinnitus Aurium),—কর্ণমধ্যে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ (অ্যামন্-কার্ব; কষ্টি; কোণা; চিনিন্-সলফ্; মস্কাস্; ন্যাট্-মিউ; পল্সে; সিলি; সলফার,)। চর্ব্বণ, গলাধঃকরণ বা ক্ষুৎকার (হাঁচি) কালে কর্ণমধ্যে "কড়াক্" করিয়া উঠে বা সোঁ সোঁ শব্দ হয় (ক্যাল্কে: অ্যাসিড্-নাই: নক্স্-ভম্: কাসিবার সময় = অ্যাম্ব্রা:); কর্ণমূলীয় গ্রন্থির স্ফীতি। কর্ণশূল,—ঠাণ্ডা জল ধীরে ধীরে অল্প পরিমাণে পান করিলে উপশম। দুর্গন্ধময় পূযস্রাব (ক্যালী-মিউ: অ্যাসিড নাই:)।

গলমধ্য।—শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির দীর্ঘকালের গলকোষ বিবর্দ্ধন,—গলাধঃ-কালে বেদনা বোধ এবং গলনলী বোধ হয় যেন কীলকাবদ্ধ রহিয়াছে। অন্ননলীমুখ ও কর্ণ-পশ্চান্নলীর পক্ষাঘাত সদৃশ অবস্থা।

পাকস্থলী।—অরুচি। প্রাতে বমন, তৎসহ উদ্বেগ। বোধ হয় যেন পাকাশয় হইতে বক্ষমধ্যে ও মস্তকে উত্তাপ উঠিতেছে। বমনসহ পাকাশয় মধ্যে জ্বালা। উদরোর্দ্ধ-প্রদেশ প্রদাহযুক্ত এবং তদুপরে মধ্যে মধ্যে কালশিরা প্রতীয়মান হয়। পাকস্থলী মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, কৃমীর অস্তিত্ববশতঃ যেরূপ অনুভব।

উদর।—উদর মধ্যে দপ্‌দপানি (Pulsations—ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব্ব: সমগ্র দেহে,—বিশেষতঃ উদরে = সেলিনীয়াম্; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে = ক্যালেড: ষ্ট্রাস: অ্যান্ট-টার্ট:—তলপেটে সিনা: বামকুক্ষী প্রদেশে = গ্র্যাটী: র‍্যাণান্‌কিউ: রীউটা, দক্ষিণ কুক্ষীপ্রদেশে = কলো: সিপী: দক্ষিণ পার্শ্বে = সিঙ্কোনা: নাভি প্রদেশে = অ্যাকো: অ্যালো: বঙ্ক্ষন প্রদেশে = লাই: সল্ফার্) প্যাম্‌ক্রিয়া গ্রন্থির (Pancreas) স্ফীতিযুক্ত কাঠিন্য (ক্যালী-আয়োড: মার্ক-সল্:)। কুচকীর গ্রন্থির স্ফীতি (মার্ক-আয়োড: ব্যাডিয়েগা: ক্যালী-আয়োড্)।

জননেন্দ্রিয়।—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই কামোন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে, (আত্মহত্যার প্রবৃত্তিসহ কামোন্মাদ = অরিগেনাম্, সদ্য-প্রসূতাদিগের = প্লাটিনা; পুরুষদিগের = অ্যাসিড-পাই: ক্যান্থারিস্: কস্: হাইড্রোফব্; সুরাপায়ীদিগের = নক্স-ভম্:)।

সর্ব্বাঙ্গীন।—মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার বহুধা মেদাপজনন (প্লাম্বাম্; প্লাম্বাম্-আয়োড: অরাম-মিউর)। *দেহ হিমবৎ শীতল ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দেহের নানাস্থানে ক্ষণপ্রকাশশীল ও ক্ষণবিলোপী বেদনা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন এবং হস্তাঙ্গুলির বিবর্দ্ধন।* অঙ্গুলির প্রাদাহিক স্ফীতিসহ বাহুর অসাড়তা এবং পৈশিক স্পন্দন (থুযা) ও অসাড়তাজনক পক্ষাঘাত।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ব্যারাইটা-কার্ব্ব: প্লম্বাম্-আয়োড: অরাম্-ম্নিউ: চিনিন্-সাল্ফ: নাযা: ইগ্নে:।

তুলনীয়।—কোনায়াম (উদর গ্রন্থির কাঠিন্য)—আয়োড, ক্যালি আয়োড, আইরিস (প্যানক্রিয়া), সেলেনে (উদর মধ্যে দপ্‌দপানি)। বমন—অ্যাবসিন্থি কর্ত্তৃক প্রতিষেধিত হয়।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

বেলেডনা

(BELLADONNA).

নামান্তর।—সোলেনম্ ম্যানিয়েকাম।

প্রস্তুতি।—সমগ্র বৃক্ষে যখন ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয় তখন উহা হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্ফোটক ও বয়োব্রণ; অন্ধত্ব; সংন্যাস; ব্রণ; মস্তিষ্কের পীড়া; দুষ্টব্রণ; শূল; কোষ্ঠবদ্ধ; আক্ষেপ বা তড়কা; কাসি; ঘুংড়ি; অবসাদ; অতিসার; রক্তামাশয়; চক্ষু পীড়া; কর্ণপীড়া; আন্ত্রিক জ্বর; মৃগী; বিসর্প; উত্তেজনা; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি; গলগণ্ড; সন্ধিবাত; অর্শ; শিরঃপীড়া; মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়; জলাতঙ্ক; রক্তাধিক্য; বহুব্যাপক সর্দ্দি; ফুস্ফুসের পীড়া; দুষ্টব্রণ; নক্তান্ধতা বা রাতকাণা; কামোন্মাদ; পক্ষাঘাত; ডিম্বাধার প্রদাহ; জরায়ু প্রদাহ; ফুস্ফুসী বেষ্টপ্রদাহ; ফুস্ফুস্ প্রদাহ; গর্ভিণী রোগ; সূতিকোন্মাদ; আমবাত; আমরক্ত; হাম; নিদ্রাবিকৃতি; মূত্রক্লেশ; কোঁতানি; পিপাসা; অণ্ডকোষের পীড়া; গলক্ষত; গুটীকারোগ; ক্ষত; জরায়ুর পীড়া; গোবীজে টীকা দেওয়ার মন্দফল; মস্তক ঘূর্ণন; হুপ কাস; কৃমিজনিত জ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পিত্তপ্রধান, স্থূলকায়, ও রস-প্রধান-ধাতুযুক্ত ব্যক্তি এবং যে সকল বালক বালিকা ও স্ত্রীগণের সুকেশ ও নীল চক্ষু, যাহারা সামান্যে উত্তেজিত, যাহাদের সহজে শৈত্য লাগে, যাহাদের মস্তকে ও মুখমণ্ডলে সহজে রক্তাগম হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। স্নায়ুমণ্ডলীর সর্ব্বাংশেই বেলেডনার অধিকার। রক্তসঞ্চয়াধিক্য,

মস্তিষ্কের বিকৃতি, উন্মত্ততা, প্রলাপ, ভ্রমদর্শন, পেশীর নর্ত্তন এবং গ্রন্থি মণ্ডলীর প্রদাহ ইহার ক্রিয়ার কয়েকটী প্রধান ফল। আরক্তিম মুখমণ্ডল, রক্তিমান্বিত চক্ষু, উত্তাপযুক্ত ও জ্বালাময় দেহ, গ্রীবাদেশীয় (Carotid) ধমনীর স্ফীতি ও দপ্‌দপানি, ইন্দ্রিয়াদির চৈতন্যাধিক্য, বিকার, প্রলাপ, অস্থিরতা পূর্ণ নিদ্রা, নিদ্রারাহিত্য, নিদ্রালুতা, মুখবিবরের শুষ্কতা, জলভীতি প্রভৃতি লক্ষণ ইহার নির্ণায়ক। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :—(১) শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত এবং উদ্দীপ্ত ; চক্ষু একদৃষ্টি ; গ্রীবার (carotids) ধমনী দপ্‌দপানি এবং অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা (২) শোণিতমার্গ সকল দপ্‌দপানি, রোগী নিদ্রা যাইবার সময় শিরাদির দপ্‌দপ্‌ শব্দ শুনিতে পায় এবং তজ্জন্য তাহার নিদ্রা হয় না। (৩) দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজনা (irritation),—চক্ষে আলোক সহ্য হয় না, কর্ণে একটু উচ্চ শব্দ অসহনীয় বোধ হয় এবং নাসিকামধ্যে নানাপ্রকার গন্ধের আবির্ভাব কল্পনা। (৪) প্রচণ্ড প্রলাপ,—রোগী পলায়ন করিবার চেষ্টা করে ; সম্মুখে যে থাকে তাহাকেই প্রহার বা দংশন করিতে যায় এবং সম্মুখে যাহা পায় তাহাই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। (৫) শিরোবেদনা,—শোণিত সঞ্চয়াধিক্যজনিত (congestive),—শিরোমধ্যে দপ্‌দপানি ও পূর্ণতা অনুভূত হয় ; আলোকে, হঠাৎ মস্তক সঞ্চালনে, শব্দে এবং শয়নান্তে বৃদ্ধি = নিষ্পেষণ এবং অর্দ্ধ উর্দ্ধবিষ্ট অবস্থায় উপশম। শিরোবেদনা,—কেশ কর্ত্তনান্তে এবং প্রবল রৌদ্র সংস্পর্শে। (৬) শিরোঘূর্ণন,—হেঁট হইলে,—পশ্চাদ্দিকে বা বামদিকে পতনোপক্রমসহ। (৭) জিহ্বা,—শ্বেতবর্ণ এবং পার্শ্বদ্বয় আরক্তিম ; লালবর্ণ কিম্বা উচ্চ আরক্ত কণ্টকাকীর্ণ (Strawberry-like)। (৮) গলমধ্য হাজিয়া যাওয়া বা ক্ষয়িতত্বক্‌বৎ,—বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে ; পুনঃ পুনঃ লালা গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা ; গিলিতে ক্লেশ বিশেষতঃ জলীয় পদার্থ,—জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে গেলে প্রায় নাসামধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া আইসে। (৯) উদর উত্তপ্ত, স্ফীত,—কর্ত্তনবৎ বেদনাযুক্ত,—বোধ হয় যেন অন্ত্রমণ্ডলী কেহ মহাবলের সহিত মুচ্‌ড়াইতেছে,—ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হয়,—স্পর্শ করিলে, পীড়ন করিলে, হঠাৎ সংঘাত লাগিলে, এমন কি শয্যাবস্ত্রের পীড়নে পর্য্যন্ত অত্যন্ত ব্যথাধিক্য বোধ। (১০) মল তরল ও হরিদ্বর্ণ ; কিম্বা চা-খড়ির ন্যায় তাল তাল। (১১) রমণীদিগের প্রবসবেদনার ন্যায় বেদনা এবং বস্তিগহ্বরস্থিত যন্ত্রাদির প্রবল নিম্নাকর্ষণ,—যেন সমস্ত যোনিমার্গ দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে। (১২) জরায়ুস্রাব (Metrorrhagia),—শোণিত উষ্ণ এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ। ঋতু,—অকালাবির্ভাবশীল,—প্রচুর স্রাব। (১৩) কাসি,—ক্ষুকক্ষুকে:—শুষ্ক এবং বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডূয়ন ; ঘং ঘং শব্দকারী কাসি ; দেহ আলোড়ক ও আক্ষেপিক (Convulsive),—স্বরনলীমধ্যে (Larynx) ব্যথা ও ক্ষয়িতত্বক্‌বৎ অনুভূতিজনক কাস। হৃদ্‌প্রদেশে বুদ্বুদাবির্ভাবের ন্যায় (bubbling) অনুভব। (১৪) গাত্রত্বক উত্তপ্ত ও শুষ্ক উদ্ভেদাদি একাকার বিশিষ্ট, আরক্তিম,—অঙ্গুলিদ্বারা নিপীড়িত হইলে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং অঙ্গুলি অপসারিত করিলে পুনরাবির্ভূত হয়। (১৫) বেদনাদি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় ; ক্রমে তীব্র হইয়া হঠাৎ তিরোহিত হয় এবং পুনরায় ঐরূপ ভাবে আবির্ভূত হয়। (১৬) দক্ষিণাঙ্গে লক্ষণাধিক্য।

লক্ষণাবলী।

মন।—জীবনে বিরাগ এবং জলে নিমজ্জনপূর্ব্বক আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা। অস্পষ্টভাবে কি বলে, বিড়্বিড়্ করে এবং শয্যা খুঁটিতে থাকে, যেন কিসের অন্বেষণ করিতেছে—(আর্ণিকা; হেলিবো: হায়োসা: ষ্ট্রিক্কামমিউর:)। রোগীর মনে হয় যেন সে ভূত, প্রেত, ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি এবং নানাবিধ কীট পতঙ্গ, কাল কুক্কুর প্রভৃতি দেখিতে পাইতেছে (ষ্ট্রাম: অসংখ্য সর্প গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে—ল্যাক-ক্যান্)। কাল্পনিক বস্তুর ভয়,—পলায়ন করিবার উপক্রম করে; ভ্রম দর্শন। প্রচণ্ড বিকার,—দংশন, লোকের গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ, প্রহার ও বস্ত্রাদি ছিন্নভিন্ন করে; কখনও উচ্চহাস্য করিয়া উঠে, আবার কখন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ করে; পরিচারকদিগকে দংশন ও প্রহার করিবার ইচ্ছা করে (ষ্ট্রাম্); পলায়ন করিবার চেষ্টা করে (হেলিবো:)। আলোক ও শব্দ আদৌ সহ্য করিতে পারে না। বিকারাবস্থায় মস্তক উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত, উদ্দীপ্ত, উন্মাদের ন্যায় দৃষ্টি, একদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তারকা প্রসারিত; নাড়ী পুষ্ট, পূর্ণ এবং লম্ফনশীল, যেন ক্ষুদ্র লৌহগোলক চিকিৎসকের অঙ্গুলিতে আঘাত করিতেছে, মুখবিবর শুষ্ক; মল ধীর নির্গমনশীল এবং মূত্র স্তম্ভিত হইয়া যায়; নিদ্রাবেশযুক্ত কিন্তু নিদ্রা হয় না (ক্যামো: ওপী:)। কুক্কুরের ন্যায় গর্জ্জন ও শব্দ করে। কথা কহিতে অনিচ্ছা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণনসহ,—পশ্চাদ্দিকে বা বামদিকে পতনোপক্রম—যেন তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সকল দ্রব্যাদি ঘুরিতেছে. (কোণা: ব্রাই: আর্ণি ভ্যালি: নক্স; ভেরেট্:)—মস্তক অবনত করিলে (নক্স; পল্সে: সল্ফার্; লাই: পেট্রোল); হেঁট হইয়া থাকিবার পর উঠিতে গেলে (ব্রাই: গ্র্যাফ্ পেট্রোল্: পল্সে হ্যাম্); রাত্রিকালে শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন কালে; অবস্থামাত্র পরিবর্ত্তনকালে মাথাঘোরা মস্তকে ও মুখমণ্ডলে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য (অ্যামিল গ্লোনইন্; মিলিলোট্:)। শিরোবেদনা,—রক্তসঞ্চয়াধিক্যজনিত—আরক্তিম মুখমণ্ডল এবং মস্তিষ্কমধ্যে গ্রীবার নাড়ীর (Carotids) দপ্দপানি (মিলিলোট ক্রিয়ো. পেট্রোল: স্যাঙ্গুইন্: সিপী: সিলি: সল্ফ: ভেরেট: টঙ্গো:)। শব্দ, হঠাৎ দেহসঞ্চালন, আলোক, শয়ন, পরিশ্রম প্রভৃতিতে বৃদ্ধি; দৃঢ়রূপে বন্ধন, বস্ত্রাবৃতকরণ এবং ঋতুর সময় উপশম। উপাধানে মস্তক গুঁজিতে থাকে (এপীস্, হেলিবো: পডো.)। শিরোবেদনা,—দক্ষিণপার্শ্বে ও চুল কাটিলে বৃদ্ধি পায়।

চক্ষু।—উজ্জ্বল এবং একদৃষ্টি; তারকা প্রসারিত; চক্ষু যেন বাহির হইয়া যাইবে; আলোকজ্ঞানশূন্য; চক্ষু আরক্তিম এবং মুখমণ্ডল স্ফীত। শুষ্কতানুভূতি; চক্ষু সঞ্চালনকালে বোধ হয় যেন তাহা শুষ্ক ও আড়ষ্ট। দীপশিখার চতুর্দ্দিকে অগ্নি গোলক দর্শন। কিয়দংশ লালবর্ণে রঞ্জিত বোধ হয়; সময়ে সময়ে দীপশিখা কিরণরেখাসমূহে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। দ্রুত পলক পড়ে। আলোক-ভীতি। অক্ষি মধ্যে তীব্র বেদনা। ভ্রমদর্শন। দ্বিদর্শন; তির্য্যক্ দৃষ্টি [squinting,—তড়্কা ও অন্য প্রকার আক্ষেপ

জনিত—ষ্ট্রামোন্; তাণ্ডব (Chorea) রোগগ্রস্ত ব্যক্তির=হায়ো: কৃমিজনিত=সিনা:; স্পাইজি:; কোন একটী চক্ষুর তির্য্যক্ দৃষ্টি=অ্যালীউ, দক্ষিণ চক্ষুর=অ্যালীউমেন:]। অক্ষি-পুটের আক্ষেপ বা স্পন্দন (কোডায়া: আগার; উজ্জ্বল দৃষ্টিসহ=পল্‌সে: ললাটদেশীয় শিরো-বেদনাসহ এবং আলোক বৃদ্ধি হইলে=ফাইজস্‌টিগমা)। দ্রব্যাদি তিমিরাবৃত বোধ। রাত্র্যন্ধতা (Hemeralopia হেলিবো: দিবান্ধতা=মার্ক: অ্যাকো: সিলি: সিলি:)।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি ও আরক্ততা এবং তন্মধ্যে তীব্র বেদনানুভূতি (মার্ক্-কর: পাল্‌সে:)। ছেদনবৎ (ক্যামো, নক্স্: পল্‌সে:)। কর্ণপটাহ স্ফীত ও আরক্তিম প্রতীয়মান হয়। উচ্চশব্দ অসহ্য,—চম্‌কাইয়া উঠে। শ্রবণশক্তির অত্যন্ত প্রখরতা বা বধিরতা।

নাসিকা।—সহসা সর্দ্দি বোধ বশতঃ, তীব্র উন্মত্তকারী শিরোবেদনা। নানাপ্রকার কাল্পনিক গন্ধের আঘ্রাণ পায়। নাসিকাগ্র আরক্তিম, স্ফীত, চক্‌চকে এবং জ্বালাযুক্ত। আরক্তিম মুখমণ্ডলসহ নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব। বামরন্ধ্র মধ্যে কণ্ডুয়নসহ পুনঃ পুনঃ শুষ্ক হাঁচি। শোণিতাক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা। শিশু নিদ্রা যাইতে যাইতে যন্ত্রণায় কাঁদিয়া উঠে।

মুখমণ্ডল।—দীপ্তিশালী, আরক্তিম ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল অথচ ঘর্ম্ম রহিত,—তৎসহ শিরোমধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। পেশী সকল আক্ষেপজনিত, সঙ্কোচন ও প্রসারণশীল এবং মুখ বিকৃতাকার প্রাপ্ত হয়। মুখমণ্ডল ও ঊর্দ্ধওষ্ঠ স্ফীত প্রতীয়মান হয়।

মুখবিবর।—শুষ্ক। দন্তশূল,—আহারের অনতিপরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ধীরে নিবৃত্ত হয় (ষ্ট্যান্)। শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালে তড়্কা ও জ্বর (জ্বররহিত হইলে—ম্যাগ্-ফস্), হঠাৎ আরম্ভ হয়,—মস্তক উত্তপ্ত ও পদদ্বয় হিমবৎ শীতল। জিহ্বা আরক্তিম কণ্টকা-কীর্ণ; প্রদাহসক্ত ও স্ফীত; শুষ্ক লেপাবৃত; অগ্রভাগ শুষ্ক ও ঠাণ্ডা বোধ হয়। বিকারা-বস্থার দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে। তোৎলামি (ষ্ট্রাম্:)। দন্ত অম্লাক্ত বোধ।

গলমধ্য।—গলকোষ প্রদাহ (Tonsilitis),—দক্ষিণ পার্শ্বে আধিক্য বোধ; আক্রান্ত অংশ অত্যন্ত লাল; জলাদি গলাঃকধরণ কালে বেদনার বৃদ্ধি; (এক বিন্দু জলও গলাধঃকরণ কালে বেদনা=আয়োড: মার্ক-আয়োড: ফের:) অন্ননালীদ্বার সঙ্কুচিত বোধ (ক্যাপ:) গলমধ্যে যেন একটা পিণ্ডবৎ পদার্থ আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যানাক্: ল্যাকে: ব্যারাইটা-মিউর:)। তালুমূল আক্ষেপযুক্ত। পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা (লিসিন্: মার্ক-আয়ো-ফ্লেভ্:)। গলমধ্যস্থ ঝিল্লির কর্কশতানুভব। জ্বালাযুক্ত ও বিশুষ্কবোধ (স্যাবাড:)।

পাকাশয়।—জলপানে বিরক্তি। জলভীতি (Hydrophobia=ষ্ট্রাম: হাই-ড্রোফর:) ক্ষুধালোপ (জেন্টিয়ানা-লুট:)। মাংস ও দুগ্ধে অরুচি। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে আকুঞ্চন প্রসারণ বোধ। সঙ্কোচন ও তজ্জনিত বেদনা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। বিবমিষা ও বমন (ইপিকা: আপোমর্ফীয়া)। আক্ষেপিক হিক্কা।

অন্ত্রাশয়।—স্পর্শাসহ ও আধ্মানযুক্ত,—সামান্য সঞ্চালনমাত্র বেদনার বৃদ্ধিবোধ,—

এমন কি শয্যার স্পর্শে বা শয্যা নড়িলে বেদনা অধিক বোধ হয় ; পাদচারণকালে অতি সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করে। দক্ষিণ অন্ধান্ত্রপ্রদেশে যে স্থলে স্থূলান্ত্রের সহিত সূক্ষ্মান্ত্র যাইয়া যোগ হইয়াছে (Ileo-coecal region) বেদনা,—শয্যার ঈষন্মাত্র স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। দক্ষিণ-কুক্ষি হইতে বাম কুক্ষি পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থূলান্ত্র (Transverse colon) পিণ্ডাকারে স্ফীত হইয়া উঠে—অন্ত্রশূল আক্রমণকালে এইরূপ লক্ষণ। বোধ হয় যেন অন্ত্র সকল কেহ হস্তদ্বারা ধারণ পূর্ব্বক মুচড়াইতেছে,—সঞ্চালন বা নিষ্পেষণে বৃদ্ধি। কাসিবার সময়, স্পর্শ করিলে হাঁচিলে বামপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

মল।—মল আমাতিসার-সুলভ পাতলা ও সবুজবর্ণ। মলকাঠিন্য,—মল চা খড়ির ন্যায় খণ্ডশঃ নির্গত হয়। মলত্যাগকালে গা শিহরিয়া উঠে। মলনলীতে শূলবেধবৎ যন্ত্রণা (এপীস্:) মলদ্বার হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কটিবেদনাসহ অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ অর্শ। মলদ্বার বা গুহ্যদ্বার ভ্রংশ (পডো:)।

প্রস্রাব।—মূত্রস্থলী মধ্যে যেন একটা কীট চলিয়া বেড়াইতেছে, এইরূপ অনুভব (মূত্রনালীমধ্যে হইলে = পেট্রোসেল: জিঙ্কাম্)। মূত্রাবরোধ, = কেবলমাত্র ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয় (আর্ণিকা: ক্যাম্ফো: ক্যান্থা: ক্লিমা: কোপেবা: ইউফর্বীয়া: ষ্টাফ্: সল্ফার্)। মূত্র পরিমাণে অতি অল্প, পীতাভ, গাঢ় ও ঘোলা। মূত্রাশয় বেদনান্বিত। অনর্গল স্রাব—ফোঁটা ফোঁটা ভাবে পড়া। দিবাভাগে নিদ্রাকালে অসাড়ে (ফেরাম-ফস্), মূত্রস্থলীর ক্ষণিক পক্ষাঘাত (সাইকী: ডালক্যা: হায়ো: ল্যাকে: লরো: ফস্.)। মূত্রাশয়ের সঙ্কোচন (বার্ব্ব. ক্যাপস্: সার্শ)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ কঠিন, উদ্ধাকৃষ্ট এবং প্রদাহযুক্ত (হ্যামা.) রাত্রিতে ঐ প্রদেশে ঘর্ম্ম হয় (ক্যালেড: মার্ক. সিপী: থুয়া:—দুর্গন্ধময় = ন্যাট্-মিউ: সল্ফ: মুখত্বক্ হইতে স্বেদ নির্গমন = ক্যালেড সিপী সিলি: থুযা)। মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থি (Prostate Gland) হইতে রসস্রাব (ইস্কিউ: আগনাস্: আর্লীউ: অ্যাগ্যাক: ক্যাল্কে: কষ্টি: হিপ্: ন্যাট-কাব: অ্যাসিড্ ফস: সেলিন্: সিপী:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—তলপেটে ভয়ানক চাপ্ বোধ, যেন জরায়ু প্রভৃতি সমস্ত অপত্য পথ দিয়া বহির্গত হইবার উপক্রম ; দাঁড়াইলে না সোজা হইয়া বসিলে উপশম, দুর্গন্ধ স্রাব (উষ্ণ ঘর্ম্ম নির্গলন সহযোগে = টিলীয়া ইউ ; হস্তদ্বারা যোনিমুখ পেষণ করিলে উপশম = লিলীয়াম্ ; উরুর উপর উষ্ণ স্থাপনে উপশম = সিপী, প্রবল রমণেচ্ছাসহ = মিউরেক্স ; অধিকন্ত ফ্র্যাক্সিনাস্-অ্যামে ; অ্যালেট্-ফ্যারিন্:), হেঁট হইয়া বসিলে, পাদচারণকালে এবং প্রাতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। অপত্যপথ শুষ্ক। কোমর যেন খসিয়া পড়ে এইরূপ বেদনা অনুভব (আর্জেণ্ট্-নাই: বার্বারিস: ম্যাগ্: সল্ফ্: হ্রাস্:—কোমরের দৌর্ব্বল্যাতিশয্য = ষ্টান:)। দক্ষিণ ডিম্বাধার বিবর্দ্ধিতাকার—ও তন্মধ্যে সূচিবেধবৎ ও দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা ; বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত ও হঠাৎ তিরোভূত হয়। ঋতুকালে স্রাবাতিশয্য (Menorrhagia)—শোণিত উজ্জ্বল লাল,—অতি শীঘ্র প্রকাশ হয়। রক্ত অপর্য্যাপ্ত, উষ্ণ উজ্জ্বল লালবর্ণ ; রক্তস্রাব, সময়ে সময়ে গাঢ় জমাট্ এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট ; ঋতুব্যবধান কালে রক্ত স্রাব (অ্যাম্ব্রা: অ্যাম্ব্র্যাকোক্যালী: আর্ণিকা:

বোভি: ক্যাল্কে: ক্যামো: ককীউ: কফী:— জমাট রক্ত = ক্যামো: সিঙ্কোনা: ফের: পল্সে: স্থাস্: স্থাবাই: দুর্গন্ধযুক্ত = কার্বো-অ্যান্: কার্বো-ভেজি: ক্যামো: ক্রোকাস্: স্থাবাই:)। প্রসব বেদনা,—হঠাৎ অবির্ভাব ও তিরোভাব। স্তনপ্রদাহ (Mastitis),—স্তনে বেদনা, দপ্‌দপানি, আরক্তিম,—স্তনবৃন্ত হইতে লাল রেখা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয় (ব্রাই. ফাইটো:)। স্তনদ্বয় ভারযুক্ত, আবক্ত ও কঠিন বোধ হয়। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (Lochia),—দুর্গন্ধযুক্ত ও পরিমাণে কমিয়া যায় (কার্বো-অ্যান্: ব্যাপটী:)।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসারন্ধ্র, মুখবিবর, তালুমূল ও বায়ুনলী মধ্যে অত্যন্ত বিশুষ্কতানুভব। কণ্ডুয়নজনিত-বায়ুনলী-সমুদ্গত কাসি,—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; আক্ষেপিক কাসি, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত আরক্তিম ও চক্ষু যেন জ্বলিতেছে; বায়ুনলী মুখে কণ্ডুয়নজনিত কাসি,—যেন তৎপশ্চাতে ধুলী রহিয়াছে,—পরিশ্রম, শয়ন বা দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে কাসির উদ্রেক হয়; বায়ুনলী মধ্যে বেদনা বোধ; শ্বাসকৃচ্ছ্র ও ফুস্‌ফুস্ মধ্যে চাপ বোধ। স্বরভঙ্গ, স্বরবিলোপ,—ঠাণ্ডাজনিত। হুপ্‌কাঁসি, = ঘুংড়ির ন্যায় ঘঙ্‌ ঘঙ্‌ শব্দকারী ও তীব্র,—শিশুর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠে। (নীলিমাযুক্ত হয় = কোর্‍্যাল্-রুব্: ইপিক্:),—চক্ষু স্ফীত ও স্বচ্ছত্বক্ রক্তময় হয় এবং নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইতে থাকে; কাসিবার অগ্রে শিশু ক্রন্দন করে (অ্যান্ট্-টার্ট্: আর্ণিকা) কাসিলে বক্ষমধ্যে সূচীবেধানুভূতি (অ্যাকো: ব্রাই: ফস্)। হৃদস্পন্দন,—গ্রীবা ও শিরোমধ্যে বোধ হয় যেন দপ্‌দপ্‌ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

পৃষ্ঠ।—গ্রীবাস্তম্ভ (Stiff-neck), পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যাংশ ও গ্রীবাপৃষ্ঠ আড়ষ্টবোধ (ক্যালী-কার্ব: ফস্: পিপী: গ্রীবা সম্মুখ দিকে আকৃষ্ট = অ্যান্ট-টার্ট: বেদনাযুক্ত অংশ স্পর্শ করিলে বা নাড়িলে বৃদ্ধি = ব্রাই: ঠাণ্ডাজনিত,—যেন শয়নকালে গ্রীবা বক্রভাবে ছিল বলিয়া বেদনা হইয়াছে—ডল্ক্যা:)। নিরন্তর কোমরে বেদনা,—যেন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম (যেন ভগ্ন হইয়াছে = ম্যাগ-কা: গ্র্যাফ্: ফস্:)। গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থির স্ফীতি (কোণায়াম্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—উভয় বাহুতে ভার বোধ (অ্যাসিড্-মিউ: স্থাট্-মি: পল্সে: ষ্ট্রাম্:)। বাহুতে অসাড়তাসহ ছেদনকরণবৎ বেদনা বোধ (ব্রাই: হ্রাস:)। মেরুদণ্ডের নিম্নাগ্রে বেদনা (Coccygodynia),—বঙ্ক্ষণসন্ধিতে (Hip-joint) হুলবেধবৎ বা জ্বালাবৎ বেদনা সহযোগে রাত্রিতে এবং ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি (আকর্ষণবৎ বা আঘাত-জনিতবৎ বেদনা = কষ্টি: যেন উহা হইতে একটা ভারবস্তু ঝুলিতেছে এবং রোগীকে টানিয়া বসাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছে = অ্যান্ট্-টার্ট: ছেদনবৎ বা হেঁচ্‌কা-টানবৎ বেদনা = সাইকী: টিপিলে লাগে = সিলি: উপবেশন করিলে লাগে—বেড়াইলে বা স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি = ক্যালী-নাই:)। সূতিকাস্তম্ভ বা নব প্রসূতীর জঙ্ঘার শিরাপ্রদাহ (Phlegmasia Alba Dolens পল্সে: হ্যামা: বিসমাথ্:)।

ত্বক।—মসৃণ, চক্‌চকে এবং আরক্তিম—সর্ব্বত্র সমভাব; শুষ্ক, উত্তাপযুক্ত, জ্বালাময়, —কেহ রোগীর গাত্র হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে, বোধ হয় যেন তাহার হস্ত দাহিত হইতেছে, তৎসহ স্ফীতি (ঘামাচির ন্যায় উদ্ভেদাকীর্ণ এবং ব্যবধান স্থল গাঢ় বা নীলিমান্বিত = এল্যান্থাস:

হ্বাস-টক্স:। বিস্তারপ্রবণ ত্বক প্রদাহ বিসর্প,—উজ্জ্বল, মসৃণ ত্বক ও সামান্য (স্ফীতি বাহুল্য=এপীস: বিস্ফোটকবৎ প্রদাহযুক্ত=(Phlegmonous ভেরেট্রাম: ভিরাইড, সঞ্চলনশীল—দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে=হ্বাস-টক্স:)। বেদনাদি রোগ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আবির্ভূত হয় (মার্ক: প্লাম্বাম্: চায়না: ব্যাপ্: ক্যাস্থ: আইরিস্: বাম পার্শ্ব হইতে (আয়োড: এপীস: সল্ফার: ল্যাকে:)।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না (এপীস: ক্যামো: ল্যাকে: ওপী: দিবসে নিদ্রালু রাত্রিতে অনিদ্রা=লাইকো: মার্ক: সল্ফ:)। নিদ্রালুতা, ও অনবরত বিড়্বিড়্ করিয়া বা অস্পষ্ট ভাবে যন্ত্রণা জ্ঞাপন করে বা যন্ত্রণাজ্ঞাপক শব্দ করে। নিদ্রিত হইতে না হইতে চমকাইয়া উঠে, যেন ভয় পাইয়াছে (আর্স: ব্রাই: সিনা নক্স:—নিদ্রা যাইতে চমকাইয়া কাঁদিয়া উঠে=ক্যামো: ষ্ট্র্যাম্: সিনা: জিঙ্কাম: নিদ্রাবস্থায় হস্তপদাদি সহসা যেন চমকাইয়া উঠে=আর্স: লাইকো: কষ্টি: পল্সে: নিদ্রা যাইতে চমকাইয়া জাগিয়া যায়=ক্যামো: স্যাম্বীউকাস: সল্ফ: ষ্ট্র্যাম: লোমহর্ষক চীৎকার করিয়া উঠে=এপীস: হেলিবো:)।

জ্বর।—নাড়ী দ্রুত ও পুষ্ট, কিম্বা ধীরগতি ও পুষ্ট। সন্ধ্যাকালে কম্প বা শীতার্ত্ততা, তৎসহ হস্তদাদিতে, এবং মস্তকে উত্তাপ (মস্তক উত্তাপযুক্ত এবং দেহের অবশিষ্টাংশ শীতল =আর্স: ব্রাই: হায়ো:); অগ্নির উত্তাপে শীতের উপশম হয় না। (ফস্: নক্স:—ইহার বিপরীত অবস্থা হইলে=আর্স: ইগ্নে: ক্যালী-কাব:)। আবৃতদেহ অবস্থাতে ও নড়িলেই শীত বোধ হয় (নক্স: পল্সে:)। জ্বালাজনক উত্তাপ,—ভিতরে ও বাহিরে, তৎসহ অস্থিরতা আন্ত্রিক (Enteric) জ্বরসহ মস্তিষ্কের উত্তেজনাতিশয্য; আরক্ত (Scarlet) জ্বর,—মসৃণ, উজ্জ্বল আরক্তিম ত্বক,—অতিশয় উত্তাপ, অনিবার্য্য তৃষ্ণা; তৎসহ আন্তরিক যন্ত্রণা ও কম্পন।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দক্ষিণ পার্শ্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয় (ব্যাপ্: ক্যাস্থ: আইরিস্ —বাম পার্শ্ব=এপীস: ক্যাকে:)। বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া হঠাৎ নিবৃত্ত হয় (ধীরে আবির্ভাব ও তিরোভাব=প্ল্যাট: ষ্টান্:)। সন্ধিস্থলে বেদনা,—এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয় (ক্যালী-বাই: পল্সে: সল্ফ:)। আক্ষেপ বা পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ, —স্পর্শে ও আলোক বা উজ্জ্বল বস্তু দর্শনে পুনরাবির্ভূত হয় (ষ্ট্র্যাম্: হাইড্রোফর:)—সমগ্র দেহ আড়ষ্ট বোধ হয়। শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে তড়কা (Convulsions),—জ্বর আক্ষেপ (জ্বর না থাকিলে=ম্যাগ্-ফস্:)। হঠাৎ আবদ্ধ ও হঠাৎ নিবৃত্ত হয়; মস্তক উত্তপ্ত এবং পদদ্বয় হিমবৎ শীতল।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ, দেহসঞ্চালনে, শব্দ, বায়ু প্রবাহ সংস্পর্শে, উজ্জ্বল ও চক্চকে বস্তু দর্শনে (লিসিন্: ষ্ট্যাম্:); বেলা ৩টার পর; রাত্রিতে—দ্বিপ্রহরের পর; পান করিবার সময় মস্তক আবৃত করিলে বা মস্তক মুণ্ডন করিলে; গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রে এবং শয়ন করিলে।

উপশম।—বিশ্রামে, দাঁড়াইলে বা সোজা হইয়া বসিলে এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে।

দোষঘ্ন।—(বৃহৎমাত্রার) উদ্ভিদাম্ল; চা কপি; (ক্ষুদ্রমাত্রার) কফিয়া; হিপার; হায়সা; ওপি; সল্ফ; স্যাবাডিলা।

সম্বন্ধ।—**তুলনা**—অ্যাকোনঃ আস´ (কর্কটের বেদনা), ব্রায়ো (আঘাত), ক্যাল্‌কে ক্যাম্ফো, সাইকিউটা, কুপ্রম, ইউপেট (মূত্রক্লেশ) জেল্‌স, হিপার, হায়সা, ল্যাকে, লিলিয়ম, মার্কু নক্স, ওপী, পল্‌স, হ্লাস, ষ্ট্র্যাম, (রাগ), ভিরেট্রা, আর্ণিকা। ইহার অনুপূরক—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব। যে রোগের তরুণ অবস্থায় বেলেডনা প্রযোজ্য,—সেই রোগেই পুরাতন বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ক্যালকেরিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। কোন রোগে বেলেডনা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে উপকার হইলে, আরোগ্য সম্পূর্ণ করণার্থ প্রায়ই তৎপরে ক্যালকেরীয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

শক্তি।—১ম দশমিক ৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০ হইতে উচ্চতম ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—১ হইতে ৭ দিন।

পরীক্ষক।—মহাত্মা হানিমান।

বেলিস্ পেরেনিস্

(BELLIS PERENNIS).

প্রস্তুতি।—এই গাছড়ার সমগ্র অংশ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—বয়োব্রণ ; ক্লান্তি ; মাথাঘোরা ; স্ফোটক ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত ; শিরঃপীড়া ; অজীর্ণতা ; কৃত্রিম মৈথুন জনিত মন্দফল ; ঘর্ম্ম ; গর্ভাবস্থায় বিবিধ পীড়া ; চর্ম্মরোগ ; আঘাত ; অনিদ্রা রোগ ; প্লীহার পীড়া ; আঘাত জনিত মণ্ডফল ; অর্ব্বুদ ; জরায়ুর ক্লান্তি ; শিরাপ্রসরণ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ কমটন্ বার্ণেট বলেন যেখানে দেখিবে জরায়ুর উপর কোনরূপ অত্যাচার হইয়াছে—তাহা রোগিণীর স্বকৃতই হউক আর পর বা স্বামীকৃতই হউক, বেলিস্ পেরেনিস্ তজ্জনিত পীড়াদিতে অমোঘ ফলপ্রদ (হাইপিরিকাম্)। যুবতীগণ অধিকসংখ্যক বা আদৌ সন্তান হইবার ভয়ে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া জরায়ুকে উৎপীড়িত করেন এবং সেইজন্য তাঁহার জরায়ু সেই অত্যাচার নীরবে সহ্য না করিয়া তাঁহার অর্থাৎ তদাবাসস্থলের অধিকারিণীর দেহে নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে। সেই সকল যুবতীগণের স্তনদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়, এমন কি তাহার কিছুমাত্রই থাকে না। ডাঃ বার্ণেট্ বলিতেছেন :—"* * * Genesiac fraud causes disease and produces a debased state of the womb ; it becomes too fibrous, hard ; loses its erectility and contractility, and instead of ballooning about in the abdomen in happy unconsciousness, it flops down on the floor of the pelvis, miserable and discontent, and a sorry burden,—it has been cheated, and it verily does not bear it uncomplainingly."

বস্তিগহ্বর প্রদেশে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বোধ হয়। অস্বাভাবিক মৈথুনাদিজনিত পীড়াদিতে এবং কোন স্থান (গুল্‌ফ বা মণিবন্ধ) মুচড়াইয়া গেলে বা আঘাতজনিত বেদনাযুক্ত হইলে ইহা ফলপ্রদ। উপর্য্যুপরি এবং দেহের সর্ব্বাংশে স্ফোটকোদ্গম ; ব্রণ ; দেহের উষ্ণাবস্থায় শীতল পানীয়াদি পানজনিত পীড়াদিতে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে যে সকল রোগ হয় তাহাতেও ইহার দ্বারা উপকার দর্শিয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—বৃদ্ধদিগের শিরোঘূর্ণন। শিরোপশ্চাৎ (Occiput) হইতে মূর্দ্ধাদেশ (Vertex) পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত। কপালের ত্বক সঙ্কুচিত বোধ হয়। আঘাতজনিত বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামেন্দ্রিয়ের অত্যাচার বশতঃ জরায়ুর সম্মুখ বা পশ্চাদাবর্ত্তিত (অরাম-মিউ-ন্যাট: হাইপিরিক: ফ্র্যাক্সিনাস্-অ্যামে:)। স্তনদ্বয় ও জরায়ু মধ্যে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য (Congestion)। গর্ভবস্থায় শিরাপ্রসারণ (হ্যামা:)। গর্ভাবস্থায় পাদচারণ শক্তিরাহিত্য। তলপেটের পেশীসকল অসাড় ও শক্তির শূন্য বলিয়া বোধ হয়। জরায়ু অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বোধ হয়। প্লীহামধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনানুভব।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ বাহুর কক্ষদেশে বেদনা—যেন স্ফোটকোদ্গম হইবার উপক্রম। সময়ে বামহস্তের মধ্যমাতে বেদনা,—যেন স্ফোটকোদ্গমের সূচনা।

ত্বক।—সর্ব্বাঙ্গে উপর্য্যুপরি স্ফোটকোদ্গম (আর্ণিকা: সলফার.)। কালশিরা এবং স্ফীতি,—বিসর্পবৎ (erysipelatous),—বেদনাযুক্ত ও অত্যন্ত স্পর্শাসহ।—আঘাতাদিজনিত ; শিরাপ্রসারণ বা শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দেহ অত্যন্ত ক্লান্তবোধ,—শয়ন করিয়া থাকিলে আরাম বোধ হয়। (অ্যাবিস্-ক্যান: আর্জেণ্টাম্: আর্স: ক্যামো: সাইক্লে: ফের: নক্স: হ্রাস-র‍্যাড: থীয়া: ন্যাট-কার্ব্ব:)। বাম পার্শ্বে পীড়াদির উপচয় (ল্যাকেসিস্)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—বা তুলনীয়—আর্ণিকা: আর্স: হ্যামা: হাইপিরিকাম্: ফ্র্যাক্সিনাস্-অ্যামে: হেলোনী: ষ্ট্যাফ্: ।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

বেন্‌জিনাম্

(BENZINUM).

নামান্তর।—বেন্‌জন্।

প্রস্তুতি।—আল্‌কাতরা চুয়াইয়া একপ্রকার পদার্থ বাহির করিয়া সুরাসারে টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রক্তামাশয়; জ্বর; *শিরঃপীড়া; অনিদ্রা; ঘর্ম্ম; সান্নিপাতিক জ্বর; দৃষ্টির বিকৃতি।*

লক্ষণাবলী।

মন।—সামান্য কারণে ক্রন্দন করে (পলসে: ষ্ট্যাট-মি: লিল্-টাই: সিপীয়া)। আরোগ্য সম্বন্ধে নৈরাশ্য (আর্স: ক্যাক্টস্: ল্যাক-ক্যান: লিল্-টাই: মিডর: পলসে: আর্জেণ্ট-নাই: অ্যাসিড-হাই: প্সোরাইন্: সিফিলাই:)। অত্যন্ত ক্রোধপ্রবণ ও পরছিদ্রান্বেষী (ভেরেট-অ্যাল:)।

চক্ষু।—উৰ্দ্ধদৃষ্টি করিলে মস্তকে বেদনানুভব। অন্ধকারে যেন একটী শ্বেতবর্ণ হস্ত সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে এইরূপ ভ্রমদর্শন বশতঃ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে।

মুখমণ্ডল।—সময়ে সময়ে হঠাৎ বাম গণ্ডদেশ ও বাম জঙ্ঘাডিম্বস্থ পেশী স্ফীত হইয়া উঠে এবং বোধ হয় যেন আক্রান্ত অংশ বায়ু পরিপূর্ণ হইয়াছে।

মুখবিবর।—দন্ত সকলে একপ্রকার ময়লা দাগ পড়া (Sordes)। জিহ্বা শুষ্ক, খট্‌খটে কপিশবর্ণ। ব্যথান্বিত, গোলাকার মুখক্ষত—বিশেষতঃ গণ্ডদ্বয়ের ভিতর দিকে।

পাকাশয়।—ক্ষুধালোপ। কমলালেবু ভক্ষণেচ্ছা। বরফজল পানকরিবার ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু এক চুমক পান করিলেই তৃপ্তি হয়, এবং তৎক্ষণাৎ আবার চাহে (আর্স:)।

প্রস্রাব।—কৃষ্ণাভ, দুর্গন্ধ মূত্র। তলপতিত পদার্থ, লাল বালুকার ন্যায় (লাইকো: সিপী: শ্বেতবর্ণ = সিনা: বার্বা: গ্রাফ:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—বেদনাদি উৰ্দ্ধগামী। রোগীর বোধ হয় যেন সে শয্যা ও ছাদ ভেদ করিয়া নীচে পড়িয়া যাইতেছে (ব্রাই:)।

সম্বন্ধ।—*তুলনীয়*—ব্রায়ো (চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি), বেন্‌জিন্ নাইট; সলফর (নিম্ন দিক হইতে উৰ্দ্ধদিকে গতি)।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক।

বেন্‌জিনাম্ নাইট্রিকাম্

(BENZINUM NITRICUM).

প্রস্তুতি।—বেনজল সহ নাইট্রিক অ্যাসিড, সংযোগ দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। সুরাসারে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অন্ধত্ব; আক্ষেপ; নীলিমারোগ; মৃগী; শ্বাস প্রশ্বাসের দৃঢ়তা; টেরা; ধনুষ্টঙ্কার; চোয়াল আটকান।

উপযোগিতা ও আভাস।—অবসাদ, ভ্রমী, মূর্চ্ছা, আক্ষেপ, পৈশিক সঙ্কোচন

ও প্রসারণ, মোহাচ্ছন্ন তন্দ্রা ; শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা ; তারকা প্রসারণ ; মুদিত চক্ষু ; বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে ভ্রাম্যমাণ অক্ষিগোলক ; ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল ও হস্তনখের নীলিমা ; নাসাপুটের আকুঞ্চন ও প্রসারণ ; আক্ষেপাবস্থায় পশ্চাদ্দিকে ও পার্শ্বে মস্তকাবর্ত্তন ; অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব ; সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত ইত্যাদি ইহার প্রধান ক্রিয়াফল ।

লক্ষণাবলী।

মন।—সংজ্ঞারহিত, নীলিমান্বিত মুখমণ্ডল, পীতনীল ওষ্ঠ, প্রসারিত তারকা ; শ্বাস প্রশ্বাস এত ধীর ও আয়াসসাধ্য, যে দেখিলে বোধ হয় না যে রোগী জীবিত,—ক্রমে মৃত্যু। অত্যন্ত বাচালতা তৎপরে মোহ।

মস্তক।—মস্তক ত্বকের নিম্নে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভব, কিম্বা যেন কেশ সকল হর্ষিত হইতেছে (আর্নি: কাম্থ্যা: জিঙ্কাম ; ক্রোটেলাস)।

চক্ষু।—অক্ষিগোলক বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে। প্রসারিত চক্ষুতারকাবিশিষ্ট এবং অনবরত মিটির মিটির করে।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে ভয়ানক হুড় হুড় গুড় গুড় শব্দ। (চিনিন্-সল্ফ: ডিজি: শিরোঘূর্ণন সহযোগে = ন্যাট-স্যালিসাই ; বধিরতা সহ = গ্র্যাফ: অ্যাসিড-নাই: কর্ণপশ্চান্নলীর প্রতিশ্যায় জনিত হইলে = হাইড্র্যাষ্ট: মার্ক-সল:)।

নাসিকা।—নাসাপুট আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে (লাই: অ্যাণ্ট-টার্ট:)।

মুখমণ্ডল।—স্ফীত এবং মূঢ়তাব্যঞ্জক। বর্ণ ফ্যাকাশে ও নীলিমান্বিত ; ওষ্ঠদ্বয় গাঢ় নীলবর্ণ। জিহ্বা স্ফীত ও শ্বেতবর্ণ তোৎলা কথা।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং মধ্যে মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাস থামিয়া যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত ধীরগতি, কষ্টজনক ও দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় ;

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদির পেশী সকল স্পন্দনশীল। বাহু হঠাৎ বক্র হইয়া বা মুড়িয়া যায়। নখ সকল নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়। পাদচারণকালে টলিয়া পড়ে ও পুনঃ পুনঃ পদস্খলিত হয়—যেন মাতাল হইয়াছে।

পেশীর তীব্র আকুঞ্চন, প্রসারণ বা আক্ষেপ।—রোগী সংজ্ঞা-রহিত ; তাহার মাথা টলিয়া স্কন্ধের উপর পড়ে ; ওষ্ঠদ্বয় পীতনীল এবং দন্তে দন্ত সংলগ্ন ; চক্ষু মুদিত। উর্দ্ধাঙ্গের সঙ্কোচিনী পেশী ও চর্ব্বণ পেশীর ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আকুঞ্চনপ্রসারণ, দেহ নীলবর্ণ,—বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও গ্রীবা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড-হাইড্রোসায়ানিক, সাইকিউটা, ইগ্নাষ্টি-ক্রোকেটা, জেল্‌সি।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

বেন্‌জোয়িন্

(BENZOIN).

প্রস্তুতি।—একপ্রকার গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ :—জ্বর ; তৈলাক্ত কেশ ; মাথা ঘোরা ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ল্যাকেসিস।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

বার্বারিস অ্যাকীউইফোলীয়াম্

(BERBERIS AQUIFOLIUM).

প্রস্তুতি।—মূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—পিত্ত দোষ, শ্বাসনলীর সর্দ্দি ; শিরঃপীড়া ; শ্বেত প্রদর ; নানাবিধ চর্ম্মরোগ, প্লীহার পীড়া ; পাকাশয় প্রদাহ, সান্নিপাতিক জ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—নানাবিধ চর্ম্মরোগে, গৌণ (Secondary) উপদংশ রোগে সকল অবস্থায় এবং প্রতিশ্যায়াদি রোগে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—বোধ হয় যেন কর্ণের উপর দিয়া মস্তক বেড়িয়া একটী প্রশস্ত লোহময় বন্ধনী রহিয়াছে (ইথীউ. অ্যানাক্: লোবেলীয়া)। পিত্তাশ্রিত (Bilious) শিরোবেদনা। ভয়ানক বিচর্চ্চিকা অর্থাৎ এক প্রকার বিষদোষ জন্য চর্ম্মরোগ (Psoriasis,—মূর্দ্ধাদেশ হইতে মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কর্ণ, শিরোপশ্চাদ্ভাগ এবং গ্রীবাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিচর্চ্চিকা। মুখমণ্ডলে ব্রণ ও ফুস্কুড়ী (অ্যাক্‌নীয়া)। বিবমিষাসহ মস্তকের জড়তা। মস্তক শূন্য বোধ,—নিদ্রান্তে ও দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ চক্ষু আরক্তিম। চক্ষু যেন একটী ঝিল্লি বা সরের মত পদার্থ (Film) দ্বারা আবৃত হইয়াছে (অ্যামিল্ ল্যাক্.ক্যান্: ফাইজস্:)। চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত ক্লান্ত ও কোটর প্রবিষ্ট বোধ হয় এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও ব্যথা অনুভূত হয়।

পাকাশয়।—জিহ্বা ঘন পীত কপিশ (Yellowish-brown) লেপাবৃত ব্যাপ: সিনা ক্যালী-বাই: ক্রস্: পিটলীয়া-ট্রাই:) : জিহ্বায় যেন ফোস্কা হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি (জিহ্বাগ্রে =ন্যাট্-ফস্: ন্যাট্-সালফ: অ্যামন্-মিউ: নাইট্রাম. উভয় পার্শ্বে=ফাইটো: এপীস) পাকাশয় মধ্যে জ্বালাবোধ (আর্স: বিস্মাথ: সাইকাউটা: কোল্‌চিকাম্: সিকেলি: আইরিস্)। আহারান্তে

বিবমিষা ও বমন (আর্স্: সিকেল: অম্লাক্ত হইয়া উঠে = ক্যাল্‌কে: হিপার: পল্‌সে: টাট্‌কা মাংস আহারান্তে = কষ্টি: আহার্য্য দর্শনমাত্রে = আর্স্- কোল্‌চি: গন্ধ পাইলে = কোল্‌চি: ষ্ট্যান্: ডিম্ব বা মৎস্যের গন্ধে = কোল্‌চি:)। প্লীহা অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত।

প্রস্রাব।—মূত্রনলী মধ্যে সূচিবেধবৎ (ক্যান্থা: ল্যাকে: ল্যাইকো. যন্ত্রণা তল পতিত পদার্থ (Sediment) গাঢ় শ্লেষ্মাময়, উজ্জ্বল লাল এবং সাগুদানার ন্যায়। প্রচুর বা স্বল্পমূত্র।

ত্বক্।—রমণীদিগের মুখমণ্ডলের ত্বকের কর্কশতা ও অমসৃণতা। দেহ শুষ্ক, থস্‌থসে এবং শক্ত,--স্তনার্ব্বুদ (Tumor of the breast), তীব্র বেদনাযুক্ত, রাত্রিতে বৃদ্ধি (ব্রাই: বেলে: ফাইটো:); স্তন কঠিন ও পিণ্ডময়,—যেন কর্কটী অর্ব্বুদযুক্ত (Cancercus tumor) (কোণায়াম: ফাইটো: ক্যাল্‌কে. আয়োড. আর্স্-আয়োড: হাইড্র্যাস্)। সমস্ত শরীরে বিস্তৃত বিবর্চিকা (Psoriasis deffusa) ও ব্রণ।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড-কার্ব্বলিক: ক্যান্থা: বার্বারিস।

শক্তি।—মূল আরক ও ১ম দশমিক ক্রম।

বার্বারিস ভাল্‌গ্যারিস্

(BERBERIS VULGARIS).

নামান্তর।—বার বেরি।

প্রস্তুতি।—ইহার মূলের বল্কল হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—পিত্ত জন্য বা পৈত্তিক শূল; মূত্রাশ্মরী বা পাথুরী; মূত্রাধারের পীড়া, বাধক বা রজঃশূল; নানাবিধ জ্বর; নালীক্ষত, দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; যকৃৎ প্রদাহ; সন্ধিপ্রদাহ বা সন্ধিতে বেদনা, হাঁটুতে বেদনা; শ্বেতপ্রদর; যকৃতের বিবিধ বিকৃতি কটীবাত; চক্ষুপ্রদাহ; মূত্রের বিবিধ দোষ, দুগ্ধবৎ মূত্র; পলিপস্ বা অর্ব্বুদ; আমবাত; পার্শ্ববেদনা; শুক্রবাহী নালীতে স্নায়ুশূল; প্লীহাপ্রদাহ, প্লীহার বিকৃতি; অপত্যপথের স্নায়ুশূল ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা মানবদেহ মধ্যে প্রবেশমাত্র তাহার বৃক্কদ্বয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং বৃক্ক হইতে মূত্রবহা প্রণালীর মধ্য দিয়া মূত্রস্থলী এবং মূত্রস্থলী হইতে শিশ্নের মূত্রনলী পর্য্যন্ত সূচিবেধবৎ বেদনা উৎপন্ন করে, এবং তজ্জন্য বৃক্ক শূল; মূত্রস্থলীর সর্দ্দি (Catarrh) এবং পিত্তাশ্মরী-জননপ্রবণতায় (Gall-stones) এবং তজ্জনিত শূলবেদনায় ইহা বিশেষ ফলোপধায়ক, বিশেষতঃ যেখানে বাম বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থী আক্রান্ত হয়। কটীদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া বেদনা সমগ্র দেহে অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার আর একটী প্রধান গুণ এই যে, ইহা যকৃৎ হইতে পিত্ত-নিঃসরণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি সম্পাদিত করে।

মূত্রযন্ত্রের বিকৃতিসহ বাত ও সন্ধিবাত রোগেও ইহা বিশেষ উপকারক। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—(১) প্রভাতে প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে বিমমিষা। (২) কটীদেশে বেদনা,—বেদনা কটি হইতে দেহের নানাদিকে বিস্তৃত হয়। (৩) বৃক্ক প্রদেশে স্পর্শ কাতরতা মূত্র ঘোর লালবর্ণ। (৪) বাহু, স্কন্ধ পদ ও চরণদ্বয়ে বাতজনিত বেদনা ; কটিবাত (Lumbago)। (৫) পৃষ্ঠের বৃক্কক প্রদেশে (Renal region) সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ (Stitching) বেদনা,—বেদনা অন্ত্রাশয়, উরুশিখর, কটী, মূত্রস্থলী প্রভৃতিতে সংক্রামিত হয়=দেহ সঞ্চালনে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে বৃদ্ধি। (৬) প্রস্রাবের সময় উরু এবং কটী মধ্যে বেদনা—যকৃৎ, পিত্তকোষ (Gall-bladder) এবং বৃক্কদ্বয়ের সম্মুখাংশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা,—দেহের বিভিন্ন অংশে বেদনা বিস্তৃত হইয়া থাকে—এবং কুক্ষীর গভীরতম প্রদেশে অনুভূত হয় (৮) মূত্র—উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং গাঢ় শ্লেষ্মাময় ; তলানি (Sediment) ময়দা গোলার ন্যায়। (৯) মলতারল্য (Diarrhœa),—যন্ত্রণারহিত এবং মল কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। গাত্রত্বক কণ্ডুয়নশীল ও জ্বালাযুক্ত,—কণ্ডুয়নান্তে বৃদ্ধি ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও পূযবটী (Pustules) বাহির হওয়া।

লক্ষণাবলী।

মন।—সকল বস্তুই, এমন কি স্বীয় প্রত্যঙ্গাদি পর্য্যন্ত দ্বিগুণ বৃহত্তর অনুমিত হইয়া থাকে (নিকোলাম্ ; নক্স-মস্ঃ)। একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিতে পারে না, সামান্য কারণে চিন্তার পারম্পর্য্য ভঙ্গ হইয়া যায়। বিষণ্ণতা, ঔদাস্য—সকল বিষয়েই উদাসীন (ফস্ঃ অ্যাসিড ফস্ঃ লিল্-টাইঃ নক্স্মেঃ)। কথা কহিতে অনিচ্ছা (অ্যামন্-মিঃ অ্যাণ্ট্-ক্রুঃ অ্যাসিড্-কার্বঃ হেলিবোঃ ইগ্নেঃ ম্যাগ্নিশীঃ নাযাঃ অক্সাইট্রোপ্ঃ ষ্ট্রাম্ঃ)। অসন্তুষ্ট চিত্ত ; জীবনে বীতরাগ (অ্যাণ্ট-ক্রুঃ অবামঃ ন্যাট-সালফ্ঃ ফস্ঃ প্ল্যাটঃ সিফিলাইন)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—সহ অবসন্নতা বোধ (ক্রোক্ঃ ল্যাকেঃ মস্কাসঃ নক্স-ভমঃ)। মস্তক বোধ হয় যেন প্রসারিত হইতেছে (আর্জেণ্ট-নাইঃ বেলঃ ব্রাইঃ কোরাল-রুঃ অ্যাপীয়লঃ ড্যাফনীঃ ইগ্নেঃ ফেল্যানঃ)। শিরোপশ্চাতে ও পৃষ্ঠে শীতবোধ। দক্ষিণ রগদেশে (Temple) শীতলতা বোধ। সমগ্র মস্তকে, ললাট এবং রগে ছেদনবৎ বেদনা।

মুখমণ্ডল।—ফ্যাকাশে, পীড়াক্রান্তবৎ। গণ্ডদ্বয় ও চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং চক্ষুদ্বয় নীলিমাবেষ্টিত।

মুখবিবর।—আঠাময় ভাব। লালা সঞ্চয় কমিয়া যায়। চটচটে ফেনাযুক্ত লালা, যেন তুলার ন্যায় (নক্স-মস্ঃ ন্যাট-মিউঃ ক্যালী-নাইঃ)। প্রভাতে প্রথম আহারের পূর্ব্বে বিবমিষা (ইগ্নেঃ)। বুকজ্বালা।

অন্ত্রাশয়।—পিত্তশূল (Bilious colic),—আক্রমণান্তে সমস্ত দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে ; কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মল (আয়োডঃ হিপারঃ চিয়োন্যানঃ)। ভগন্দর—(Fistula in Ano),—সহ পিত্তাদি জনিত লক্ষণ ও কণ্ডুয়ন ; ক্ষুকক্ষুকে কাসি এবং অন্যান্য বক্ষঃরোগ সহ,—বিশেষতঃ ভগন্দরাদির অস্ত্রচিকিৎসান্তে (ক্যাল্কে-ফস্ঃ সিলিঃ) ; মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ও

তদূর্দ্ধ প্রদেশে অণ্ডোকোষের নিম্নে ভয়ানক জ্বালা ও যন্ত্রণা অনুভূত হয়; পুনঃপুনঃ মলবেগ।

মূত্রযন্ত্রাদি।—কটীদেশে বেদনা; বৃক্কক ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ স্পর্শাসহ; উপবেশন; শয়ন করিলে সংঘাত (jar) বা ক্লান্ত হইলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বৃক্কক প্রদেশে জ্বালা ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; অসাড়, আড়ষ্ট এবং অত্যন্ত চাপ বোধ। প্রস্রাবযন্ত্রের বিকৃতি সহ বাত ও সন্ধিবাত রোগ পিত্তাশ্মরী (Gall stones) জনিত শূলবেদনা (ক্যাল্‌কে: চিয়োন্থান্: ডায়োস্কো:)। বাম বৃক্কক হইতে মূত্রস্থলী ভেদ করিয়া মূত্রনলী পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ যন্ত্রণানুভব (ট্যাব্যাক্: দক্ষিণ বৃক্কক হইতে=লাইকো:)। বৃক্ককশূল (Renal colic),—বাম পার্শ্বে বৃদ্ধি (ট্যাব: যে কোন পার্শ্বে হউক,—অত্যন্ত মূত্রবেগ ও মূত্রাবরোধ সহ=ক্যাম্ফে:); বৃক্কক মধ্যে বুদ্‌বুদ্ উঠার ন্যায় শব্দ (মিউস্থাইন: পক্ষতাড়নবৎ অনুভব=Fluttering=চিমাফি:)। মূত্র হরিদ্বর্ণ রক্তবৎ লাল, গাঢ় চটচটে শ্লেষ্মামিশ্রিত; তলানি (sediment) স্বচ্ছ, আরক্ত কিম্বা মণ্ডবৎ। দেহ সঞ্চালনে মূত্রযন্ত্রের রোগবৃদ্ধি। প্রস্রাবকালে ঊরুতে ও কটীদেশে বেদনানুভব হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রেতোরজ্জু (Spermatic Cord) ও অণ্ডকোষমধ্যে শূলবেদনাবৎ যন্ত্রণা (স্পঞ্জীয়া: হ্রডো: অরাম: পল্‌সে: ক্লিম্যাট:)। অণ্ডকোষ, মেঢ্রত্বক ও মুষ্কত্বক মধ্যে জ্বালা ও সূচিবেধবৎ বেদনাভূতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামাদ্রি (Mons Veneris) প্রদেশে সঙ্কুচিত বোধ ও মনে নয় যেন চিম্‌টিয়া হাইতেছে। অপত্যপথমধ্যে জ্বালা ও ক্ষতযুক্তবৎ অনুভব। রমণেচ্ছা কমিয়া যায় বৃক্কক প্রদেশে বেদনা সহ স্বল্পর্ত্তাব। প্রদর,—ধূসরবর্ণ (grey) শ্লেষ্মা স্রাব এবং তৎসহ মূত্রযন্ত্রের যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষমধ্যে বোধ হয় যেন ক্ষয়িতত্বক ও বেদনাযুক্ত,—তরুণ সর্দ্দির সময় যেরূপ হইয়া থাকে। বক্ষমধ্যে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা,—তৎসহ ক্ষুক্‌ক্ষুকে শুষ্ক কাসি সহ দীর্ঘ নিশ্বাসে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। বক্ষমধ্যে ছেদনবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ বামপার্শ্বে। বক্ষঃস্থল হইতে তলপেট পর্য্যন্ত যেন সাঁটিয়া ধরে এবং রোগীকে হেঁট হইতে বাধ্য করে। হৃদ্‌প্রদেশেও সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব হয়। সোপানারোহণ কালে বা বাহু উত্তোলন করিলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়।

পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা,—শ্বাসপ্রশ্বাসকালে বৃদ্ধি। কটিবাত (Lumbago)—উপবেশন, শয়ন, বিশেষতঃ প্রাতে শয্যায় শয়নকালে বৃদ্ধি; পৃষ্ঠ অসাড় এবং অবশ বোধ হয়,—তৎসহ কটী ও বৃক্কক প্রদেশে ভয়ানক চাপবোধ; পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলে বৃদ্ধি হয় (হ্রাস: অ্যাণ্ট-টার্ট:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধদেশে বুদ্‌বুদ্ উঠার ন্যায় অনুভব বা যেন সন্ধিমধ্যে কি একটী সজীব পদার্থ রহিয়াছে,—(ক্রোকাস্: স্যাব: থুযা),—বিশেষতঃ দ্বিপ্রহর রাত্রির পর (মাথার মধ্যে যেন একটা সজীব পদার্থ নড়িতেছে=পেট্রোল: সিলি:)। নিম্ন প্রত্যঙ্গে পেশীর সঙ্কোচন ও

প্রসারণ কিম্বা যেন তন্মধ্যে একটা জীব নড়িতেছে। স্কন্ধ, বাহু, হস্ত, অঙ্গুলি, পদ ও পদতল প্রভৃতিতে বাতাশ্রিত বেদনা। হস্তাঙ্গুলির নখ নিম্নে ভয়ানক স্নায়ুশূল,—তৎসহ অঙ্গুলিসন্ধির স্ফীতি। উরুর বহির্ভাগে শৈত্যবোধ; গুল্‌ফদেশে অত্যন্ত বেদনা বোধ,—যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে। পদবিক্ষেপকালে পদতলস্থ পিণ্ডময় প্রদেশে ব্যথানুভব।

ত্বক।—কণ্ডুয়ন, জ্বালা ও ক্ষরিতত্বকবৎ যন্ত্রণা; কণ্ডুয়নে বৃদ্ধি। চুলকুনি, স্ফোটক,—পূয সঞ্চয় নাশক ও পুনরুদ্গম নিবারক।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে, কোনরূপ হঠাৎ সংঘাত হইলে উপবেশন ও শয়নকালে।

সম্বন্ধ।—তুলনায়—এলো, অ্যান্টিটার্ট, আর্স, ক্যাল্‌কে-ফস্ (নালী), ক্যান্থ, কার্ব্ব, চায়না, লাইকোপ, নেট্রাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড, নক্স, পল্‌স ইত্যাদি।

সদৃশ।—ক্যান্থা: লাইকো: সার্সা: ট্যাব্যাক্=বৃক্ককশূল সম্বন্ধীয় বাতাদি বেদনায়= "আর্ণিকা: ব্রাই: ক্যালী-বাই: হ্রাস: ও সলফার" এর পরে ব্যবহারে বিশেষ ফলদায়ক।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর, বেলাড।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শততমিক পর্য্যন্ত।

বিস্‌মাথ্

(BISMUTHUM SUBNITRICUM)

প্রস্তুতি।—প্রথমে চূর্ণ পরে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; - নিম্নোদরে সস্ত্রক্রিয়ার পরবর্ত্তী বমন; হৃদশূল; বিসূচিকা; কাসি; মূত্রাধার প্রদাহ; সকম্পন-প্রলাপ বা বিকার; অতিসার, হিক্কা; পচনশীল ক্ষত, পাকাশয়শূল; পাকাশয় প্রদাহ; শিরঃপীড়া; বমন; প্রসবান্তে পায়ে শ্বেতবর্ণ স্ফীতি, পাকাশয়ের কর্কটীয়া ক্ষত, দন্তশূল।

উপযোগিতা ও আভাস।—অন্নবহনলীর উপরই ইহার প্রধান ক্রিয়া; ইহা দ্বারা ঐ নলীর প্রদাহযুক্ত সর্দ্দি জমিয়া থাকে এবং তজ্জন্য জল পাকাশয় স্পর্শ করিবামাত্র বমিত হইয়া যায়। বিসূচিকার ন্যায় ভেদ ও বমনও ইহার বিষয়ীভূত। ইহার নির্ব্বাচন পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনীয়:—(১) মুখমণ্ডল ম্লান শোণিতশূন্য,—যেন রোগী সম্প্রতি কোন সাংঘাতিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে,—চক্ষুদ্বয় নীলিমাবেষ্টিত। (২) অত্যন্ত আলস্য বোধ,—একাকী থাকিতে চাহে না,—পাছে একাকী থাকিতে হয় বলিয়া শিশু মাতার হস্ত ত্যাগ করে না (ক্যালী-কার্ব্ব. লিলীয়াম্: লাই:)। অত্যন্ত চাঞ্চল্য,—কখন উপবেশন, কখন পাদচারণ আবার কখনও বা শয়ন করে;—এক ভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে

পারে না। (৪) সন্ধ্যার সময়, দেহে গ্রীষ্ম বোধ না হইলেও শীতল জলের পিপাসার উদ্রেক হয়। পাকাশয়শূল (Gastralgia),—বেদনা পাকস্থলী হইতে দেহ ভেদ করিয়া মেরুদণ্ডে প্রসারিত হয়; পাকস্থলীর স্থান বিশেষে যেন একটা গুরুভার দ্রব্য নিষ্পেষণ করিতেছে এইরূপে বেদনা। (৬) পাকস্থলী মধ্যে ভয়ানক্ আক্ষেপিক ও যন্ত্রণাজনক বেদনা; পাকাশয়ে জল পৌঁছিবামাত্র বমিত হইয়া যায় কিন্তু অন্য চর্ব্বনীয় দ্রব্যাদি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে; পাকস্থলী মধ্যে যন্ত্রণাসহ অনেক সময় ভেদ ও বমন হইয়া থাকে। (৭) অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ, ক্ষীণ নাড়ী, শিরোঘূর্ণন ও অবসন্নতাসহ ভয়ঙ্কর বমন; সময়ে সময়ে পাকস্থলী মধ্যে কয়েক দিবসের ভুক্তদ্রব্যাদি সঞ্চিত হইলে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ বমন হইয়া থাকে। (৮) জলপানান্তে বাষ্পময় উদ্গার। (৯) পাকস্থলী শূন্য বোধ। অন্ত্রগত (Intestinal) আধ্মান বা পেট ফুলা; (Flatulency) নির্গত বায়ু ও মল পূতিগন্ধময়। ১০) সাঙ্ঘাতিক বিসূচিকা ও গ্রীষ্মাতিসার, —ভেদ অপেক্ষা বমন অধিক; মল দুর্গন্ধময়, মণ্ড বৎ, জলবৎ, এবং অত্যন্ত অবসাদক।

লক্ষণাবলী।

মন।—নির্জ্জনতা আদৌ সহ্য করিতে পারে না; সঙ্গী ব্যতীত থাকিতে পারে না; পাছে একাকী থাকিতে হয় বলিয়া শিশু মাতাকে ছাড়িতে চাহে না (ক্যালী-কার্ব্ব: লিলীয়াম্-টাই: লাইকো: ষ্ট্রাম্:)। অস্থিরচিত্ত,—কখনও বসে, কখনও বেড়ায়, কখনও আবার শুইয়া পড়ে,—এক স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে চাহে না। এই এক কার্য্য আরম্ভ করিল, আবার তখনই তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করে—তাহাও অল্পক্ষণের জন্য।

মস্তক।—শিরঃপীড়া,—প্রতিবৎসর শীতকালে আবির্ভূত হয়; পাকাশয়শূল ও শিরোবেদনা পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণা,—যেন সন্দংশের বা সাঁড়াসীর দ্বারা মাংস ছিন্ন হইতেছে,—বেদনা মুখমণ্ডল ও দন্ত সমস্ত অধিকার করিয়া বসে, শৈত্যে উপশম। মস্তিষ্ক মধ্যে অতীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা,—দক্ষিণ ভ্রূদেশ হইতে মস্তকের পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। শিরোপশ্চাতে পেষণবৎ যন্ত্রণা,—যেন ভারযুক্ত,—আগার্. এপীস: ক্যান্-ইণ্ডি:); দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—মৃতব্যক্তির ন্যায় রক্তশূন্য এবং চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল রেখা, যেন সম্প্রতি সাংঘাতিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। দন্তশূল,—মুখ মধ্যে ঠাণ্ডা জল ধারণ করিলে উপশম (ব্রাই: কফি: পাল্‌সে:)। মাড়ী স্ফীত। জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, দেহে গ্রীষ্ম বোধ না হইলেও শীতল পানীয়ের জন্য আগ্রহাতিশয্য বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—বমন,—জল পেটে পড়িবামাত্র বমিত হইয়া যায়,—বরং অন্যান্য ভুক্তদ্রব্য কিছুক্ষণ পেটে থাকে (আহারমাত্রে জল ও অন্যান্য ভুক্তদ্রব্যাদি উভয়ই বমিত হইয়া যায়=আর্স:),—বহুদিবসান্তর পাকাশয় ভুক্তদ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ হইলেই বহুল পরিমাণে বমন হয়; জলীয় দ্রব্যাদি খাইলেই বমিত হইয়া যায়; উদরচ্ছেদান্তে অর্থাৎ নিম্নোদর মধ্যে কোনও প্রকার সন্ত্রক্রিয়ার পরে)—আক্ষেপিক ও শ্বাসরোধক বমন এবং

অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা থাকে (নক্স্: ষ্টাফ্:),—বমনের সহিত দুর্গন্ধময় মল ভেদ হইয়া থাকে (জলবৎ মল=ভেরেট্রাম্) পাকাশয় মধ্যে কোন এক অংশে অত্যন্ত চাপ বোধ হয়, যেন সেই অংশে একটি ভারবস্তু অবস্থিতি রহিয়াছে; ভারবোধ ও জ্বালা পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়; বোধ হয় যেন খিল্ ধরিতেছে, যেন পাকাশয়িক পেশী সঙ্কুচিত হইতেছে; পাকাশয় মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য, তৎসহ বুকজ্বালা ও মুখে জল উঠা। সাংঘাতিক বিসূচিকা ও গ্রীষ্মাতিসার,—ভেদ অপেক্ষা বমন অত্যন্ত অধিক; দুর্গন্ধময় থস্থসে বা জলবৎ তরল মল,—অত্যন্ত অবসাদজনক (আর্স্: ভেরেট্:)। পাকাশয়িক কর্কটরোগে উক্ত লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকিলে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষ এবং উদর ব্যবচ্ছেদকপেশী (Diaphragm) মধ্যস্থলে খিল্ধরার ন্যায় ব্যথা ও চিম্টানবৎ বেদনা বক্ষঃস্থলের মধ্য দিয়া প্রসারিত হয়,—পাদাবণ কালে বৃদ্ধি। বক্ষঃশূল,—হৃদ্প্রদেশে যন্ত্রণা—বেদনা বাম বাহু দিয়া অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত পদাদিতে খিল্ ধরে। মণিবন্ধে ছেদনকারী বেদনা (বার্বারিস)।

ত্বক্।—নিম্নপদের সম্মুখাস্থি মধ্যে ও পশ্চাদ্ভাগে এবং গুল্ফসন্ধির নিকটে ত্বক্ক্ষয় কারক কণ্ডুয়ন,চুল্কাইলে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যতক্ষণ না রক্ত পড়ে ততক্ষণ চুল্কাইতে বাধ্য হয়।

নিদ্রা।—প্রাতে, শয্যাত্যাগের দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে অত্যন্ত নিদ্রালুতা। রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে, যেন ভয় পাইয়াছে। রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রা হয় না,—কারণ অনবরত কামোত্তেজক স্বপ্ন দেখে, এবং প্রায়ই রেতঃস্খলন হয়,—যদিও প্রতি রাত্রিতে নহে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যান্টিক্রুড (বমন), আর্স্ (উৎকণ্ঠা, পাকাশয় প্রদাহ, ক্যান্সার, পচাক্ষত); বেলাড, ব্রায়ো (দন্তশূল), ক্যাল্কে ইগ্নে, ল্যাকেসিস (গলক্ষত) লাইকোপ, মার্ক্: নক্স (পাকস্থলীর পীড়া) রস, পলস, সিপি, সাইলি, ষ্টাফিসে।

দোষঘ্ন।—ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, কফিয়া, নক্সভমিকা।

শক্তি।—১ম হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—২০ হইতে ২৫ দিন।

ব্ল্যাটা অ্যামেরিকেনা

(BLATTA AMERICANA).

নামান্তর।—অ্যামেরিকাদেশীয় আরসুলা।

প্রস্তুতি।—জীবন্ত আরসুলাগুলিকে দুগ্ধ শর্করা সহ বিচূর্ণিত করিয়া তাহা হইতে মূল আরক প্রস্তুত করা হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; শোথ; কামলা।

উপযোগিতা ও আভাস।—উদরী ও অন্যান্য অঙ্গের শোথরোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। গাত্রবর্ণ পীতাভ, অত্যন্ত অবসাদ এবং প্রস্রাবের সময় মূত্রনলীমধ্যে যন্ত্রণা।

লক্ষণাবলী।

মুখমণ্ডল।—চক্ষুর শ্বেতাংশ ও মুখমণ্ডল গাঢ় পাণ্ডুবর্ণ (চেলিডো: চিয়ান্থান: মার্ক-সল:)।

পাকাশয়।—দক্ষিণদিক হইতে বামপার্শ পর্য্যন্ত সরলরেখাভাবে বিস্তৃত স্থূলান্ত্র (Transverse colon) এবং ডিউডিনম্ বা দ্বাদশাঙ্গুলির (Duodenum) মধ্যে ও উদরোর্দ্ধ-প্রদেশে (Epigastrium) বেদনানুভব।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবকালে মূত্রনলীমধ্যে জ্বালাজনক উত্তাপবোধ (ক্যান-ইণ্ডি: ক্যানাব-স্যাট: ক্যান্থা:)। মূত্র উজ্জ্বল পীতবর্ণ ও লালাময় (চেলিডো: চিনোপোড: ক্যামো: মার্ক: আর্স: অ্যাড্রিন্যালীন: আর্জেণ্ট-নাই:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার বামপার্শে সূচীবেধবৎ অনুভূতি;—বেদনা পৃষ্ঠ হইতে পৃষ্ঠ-ফলকে সঞ্চারিত হয়।

বক্ষঃস্থল।—শ্বাসাভাব সহযোগে বক্ষঃমধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা (ব্যাটা ওরিয়েণ্ট)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সোপান আরোহণ কালে অত্যন্ত দুর্ব্বলতানুভব—(অ্যানাক: ক্যাল্কে: ককীউ: কোণা: ল্যাকে: ন্যাট-কার্ব্ব: ষ্ট্যান:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—চেলিডো: অ্যাপোসাইন্-ক্যান্. মার্ক-সল. ক্যান্থা:।

শক্তি।—৩য় দশমিক ক্রম।

পরীক্ষক।—ডাঃ মূর প্রভৃতি।

ব্ল্যাটা ওরিয়েণ্ট্যালিস্

(BLATTA ORIENTALIS).

নামান্তর।—বঙ্গদেশীয় আরসুলা।

প্রস্তুতি।—জীবন্ত আরসুলার শুষ্ক চূর্ণ হইতে ইহার মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—হাপানী; শ্বাসনলী-প্রদাহ; যক্ষ্মাকাস।

উপযোগিতা।—স্থূলকায় ব্যক্তি, পূতিবাষ্প (Malarious) বিষাক্ত ধাতু এবং বৃষ্টিবাদলের দিনে যাহাদের রোগের বৃদ্ধি হয় তাহাদের রোগে বিশেষ উপকারক।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার আবিষ্কার সংঘটন অতি আশ্চর্য্য। কোন

এক ব্যক্তির অত্যন্ত হাঁপানী রোগ ছিল এবং তিনি প্রত্যহ প্রাতে চা পান করিতেন; কিন্তু তাঁহার রোগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল, নানা প্রকার চিকিৎসাতেও কোন উপকার পাইলেন না। এক দিবস চা পানের পর তাঁহার হঠাৎ অত্যন্ত আরাম বোধ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার চা-পাত্র মধ্যে একটী আরসুলা পড়িয়া সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি সেই চা পান করিয়া উপকার পাইয়াছেন। ভারতবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরে ডাঃ শ্রীযুক্ত ডি, এন, রায় মহাশয় প্রভৃতি তেলাপোকার অরিষ্ট প্রস্তুত করাইলেন এবং তদ্দ্বারা অসংখ্য লোককে ঐ যন্ত্রণাজনক রোগ হইতে—কাহাকেও একবারে মুক্তি দিলেন এবং কাহারও বা অনেক উপশম হইল।

শক্তি।—আক্রমণাবস্থায় মূল আরক পুনঃপুনঃ প্রয়োগ কর্ত্তব্য এবং তৎপরে রোগ আরোগ্যার্থে উচ্চতর ক্রম ব্যবহার্য্য। ডাঃ সিঃ এইচ অ্যালেন ও হেনেস্ বলেন ভয়ানক ভয়ানক শোথ রোগে, যেখানে এপীস্, অ্যাপোসাইনাম ও ডিজিটেলিস দ্বারা কোন উপকার দর্শায় নাই, সে স্থলে ব্লাটা ওরিয়েণ্ট্যালিস্ রোগীকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিয়াছে।

বোলিটাস্ ল্যারিসিস্

(BOLETUS LARICIS).

নামান্তর।—পলিপোরস্ অফিসিন্যালিস্।

প্রস্তুতি।—ইহা চিলে জাতীয় পরগাছা হইতে প্রস্তুত হয়। প্রথমে চূর্ণ পরে টিঞ্চার।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অতিসার; রক্তামাশয়; জ্বর; শিরঃপীড়া; যকৃতের পীড়া; জ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রাত্যহিক সবিরাম জ্বর এবং যক্ষ্মা রোগের রাত্রি ঘর্ম্ম; ঘর্ম্ম অতি অল্প এবং আরামদায়ক নহে; এতৎসহ উদরাময়ে ইহা বিশেষ ফলদায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিমর্ষ ও গম্ভীর ভাব। সামান্য কারণে রাগিয়া যায়।

মস্তক।—অত্যন্ত হাল্কা ও শূন্য বোধ হয় (আর্জেণ্ট: চিনিন্-সলফ: ককীউ: কিউপ্রাম: গ্র্যানেট: পলসে:)। ললাটের গভীরতম প্রদেশে বেদনা অনুভূতি,—তৎসহ অবসন্নতা(লাইকো: ষ্ট্র্যাম:)।

চক্ষু।—প্রত্যহ প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া যায় (অ্যালীউ: ব্যারাই: ক্যামো: ইউফ্রে: লাইকো: মার্ক: পলসে: থ্রাস:) এবং অক্ষিগোলক মধ্যে অতীব্র বেদনা (বেল: ক্রোক: হিপ: থ্রাস: রীউটা: স্পাইজি: অ্যাণ্ট-টার্ট:)।

মুখবিবর।—দন্ত মাড়ী অত্যন্ত ব্যথান্বিত,—ক্ষয়িতত্বকবৎ। জিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ লেপ এবং দন্তাঙ্ক বা দাঁতের দাগ পড়া, (মার্ক-ভাই: চেলিডো: পডো: হ্রাস-টক্স:)। আস্বাদ *গ্রহণ শক্তির লোপ বা মুখে তাম্রাক্ত (তামাটে) স্বাদ (জিহ্বার মধ্যভাগ বা মূলদেশ পীত* লেপাবৃত ও তিক্ত স্বাদযুক্ত = কোলিন: পুরু পীতলেপাবৃত ও পূতিময় স্বাদ = অ্যাসক্লিপ টিউব: মূলদেশে ধাতুকলঙ্কবৎ স্বাদযুক্ত = ককীউ:)। অনবরত বিবমিষা বা বমন ইচ্ছার জন্য পাকাশয় মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। তিক্ত তরল পদার্থ বমিত হয়। পাকাশয় মধ্যে শূন্যতা ও অবসন্নতা অনুভত (অ্যানক্: এরাম: অ্যাসা: সিঙ্কো: ল্যাকে: মিনীয়্যান: নক্স-মস: ফস: ষ্টান:)। পূর্ণ-ভাবে নিশ্বাস টানিলে যকৃতের দক্ষিণখণ্ডে ও পশ্চাদ্দেশে সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণানুভব হয়। পিত্তস্থলী প্রদেশেও তীব্র বেদনা বোধ হয়।

মল।—পীতাভ জলময়, ফেনাযুক্ত ও থস্থসে মল। কখন কখনও পিত্ত বা ফেনাময় শ্লেষ্মা কিম্বা তৈলময় তরল ফেনাযুক্ত মিশ্রিত,—মলত্যাগান্তে যকৃৎ ও নাভিদেশে ব্যথা করিতে থাকে; অজীর্ণ পদার্থময় এবং যন্ত্রণা রহিত। মল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বেগে নির্গত হয় (ক্রোটন: ষ্যাট্রা: ফেরাম: ছিট্কাইয়া পড়ে = ন্যাট-সাল্ফ: বহুধা বিভক্ত স্রোতে নির্গত হয় = ইল্যাট:)।

মূত্র।—গাঢ় ও লালবর্ণ এবং স্বল্প পরিমাণ।

পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গাদি।—অতীব্র ভারবোধজনক বেদনা,—পৃষ্ঠে ও পদদ্বয়ে। সকল সন্ধিতেই নিরন্তর বেদনা বোধ হয়। দ্বিপ্রহর রাত্রির পর রোগী ছট্ফট্ করিতে থাকে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসাদ বোধ।

জ্বর।—প্রাত্যহিক সবিরাম জ্বর (Quotidion Intermittent) ক্যালকে: ক্যাম্প: ডায়াডেমা; স্যাবাড্: আর্স: চায়নাসীড্রন্: ইপিক্: নক্স-ভম্:। মেরুদণ্ডের একদিক্ হইতে অন্যদিকে শীত সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়, এবং তৎপরেই হঠাৎ উত্তাপ আবির্ভূত হইয়া স্বেদোদ্গমান্তে নিরাকৃত হয়। শীতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ এবং হস্ত পদ প্রসারণ করে (= আড়ামোড়া দেয়, গা ভাঙ্গে = অ্যামিল্: সাইমেক্স)। ত্বক শুষ্ক ও উত্তাপযুক্ত, বিশেষতঃ করতলদ্বয়। শীত ও উত্তাপাবস্থায় স্কন্ধদেশে ও প্রত্যেক সন্ধিস্থলে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। পাণ্ডুরোগ।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—বোলিটাস্ লিউরিডাস্:—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা এবং গুটিল দোষযুক্ত আমবাত; অ্যানাক্: অ্যাষ্টেকাস্-ফ্লুভ্: ন্যাট মিউ:।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শতমিক পর্য্যন্ত। জ্বরাধিকারে ২০০ শত অধিক ফলপ্রদ। ডাঃ বার্ট পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

বোলিটাস্-স্যাটেনাস্

(BOLETAS SATANAS).

প্রস্তুতি।—অন্য এক জাতীয় চিলে হইতে প্রথম বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়, পরে টিঞ্চার হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অতিসার; রক্তামাশয় ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—ভীতিযুক্ত এবং চঞ্চল।

চক্ষুদ্বয়।—চক্ষুসম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভূতি (অবসাদক) পীড়াদির পর=চায়না; যকৃৎ বিকৃতিজনিত হইলে=অ্যাসিড্ নাই; ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা জনিত =ফস্:)।

কর্ণবিবর।—কর্ণ মধ্যে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (ক্যালী-আয়োড্: চিনিন্ সালফ্: ডিজি: কার্ব্বোন্-সল্ফ্:)।

মুখ ও গলমধ্য।—অস্বাচ্ছন্দ্যজনক শুষ্কভাব। গলমধ্যে ভয়ানক জ্বালা ও কর্কশতাবোধ।

মল।—আমাতিসার,—অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত ও অন্ত্রমধ্য হইতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শল্কমিশ্রিত মল নির্গত হয়। বক্ষঃস্থলে চাপবোধ।

নাড়ী।—নাড়ী অতি ক্ষীণ,—প্রায় লুপ্তবৎ।

প্রত্যঙ্গাদি।—মুখ ও প্রত্যঙ্গাদির পেশীতে ভয়ানক যন্ত্রণাজনক ভাবে খাল্ ধরে,—হঠাৎ প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে চিন্ চিন্ করিয়া উঠে,—যেন রোগী অবিলম্বে সংন্যাস রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—হঠাৎ অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ হয়। জ্বালাময় তৃষ্ণা। হঠাৎ বমনোদ্রেক; বিবমিষা। পাকস্থলী মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে ২০।৩০ বার বমন। উদর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যায় (প্লাম্:) ভয়ানক যন্ত্রণাজনক ভাবে সাঁটিয়া ধরে। বমনান্তে বা বমনের সময় অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ। হস্তপদাদিও সময় সময় হিমবৎ শীতল।

শক্তি।—নিম্নতম ক্রম।

বোর‍্যাক্স্ ভেনেটা

(BORAX VENTA).

নামান্তর।—সোহাগা। বোরেট্ অভ্ সোডিয়ম্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও আরক প্রস্তুত হইয়া থাকে। জলে দ্রবণীয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মুখক্ষত; কড়া; দাঁত উঠিবার সময় বা দন্তোদ্গম কালে পীড়া; অতিসার কর্ণ হইতে পূযরক্ত স্রাব; বিসর্প; চক্ষুর বিবিধ পীড়া; অঙ্গুলি সন্ধিতে ক্ষত; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; রজঃশূল বা বাধক; স্তনের বোটায় ক্ষত; নাসিকার বিবিধ পীড়া; ফুস্‌ফুসের আবরক ঝিল্লির প্রদাহ; বিচর্চ্চিকা; চীৎকার করা; নৌকা বা গাড়ীতে উঠিলে বমন বা বিবমিষা; বন্ধ্যাত্ব; উপদংশ দোষজ গলক্ষত; আস্বাদ বিকৃতি; বিবিধ প্রকার ক্ষত; প্রস্রাবে উগ্রগন্ধ; শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং অ্যালেন বলেন,—অতিশয় স্নায়বিক, সহজে ভীত, নিম্নাভিমুখ গতিতে প্রবল ভয় প্রভৃতি স্বভাবযুক্ত রোগীতে উপযোগী। "দেহের নিম্নাভিমুখী গতিতে রোগীর অত্যন্ত ভয়" এই লক্ষণটী অধিকাংশ স্থলে শিশু রোগীতে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়,—শিশুকে লইয়া গৃহসোপান অবতরণ কর, সে তোমাকে জড়াইয়া ধরিবে এবং কাঁদিয়া উঠিবে; ধাত্রী বা মাতা নিদ্রিত শিশুকে তাহার শয্যায় শোয়াইতে গেলে সে চমকাইয়া জাগিয়া উঠে; নিদ্রা যাইতে যাইতে পতন স্বপ্ন দেখিয়া চম্‌কাইয়া জাগিয়া উঠে (এপীস্: সিনা: ষ্ট্র্যামঃ); শব্দ আদৌ সহ্য হয় না। এই সকল লক্ষণ বোরাক্সের নির্ণায়ক। শিশুদিগের মুখক্ষত রোগে, বিশেষতঃ যদি তাহার সহিত উদরাময় এবং কোন উচ্চস্থান হইতে অবতরণ কালে ভীতি সংযুক্ত থাকে এবং অপস্রাব ও ঝিল্লি নির্ম্মোচক রজঃকৃচ্ছ্র রোগে ইহা বিশেষ ফলোপধায়ক। সংক্ষেপে ইহার আরও কয়েটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই স্থলে লিখিত হইল:—(১) মুখমণ্ডল উদ্বেগব্যঞ্জক; সামান্য কারণে ভীত হয়; অল্পে কাতর। (২) হঠাৎ শব্দ শ্রবণে অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করে। (৩) মুখের উপর যেন লূতাতন্তু সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। (৪) মস্তকের কেশ বরাহ লোমবৎ অনমনীয় ও রুক্ষ ভাবাপন্ন; কেশপ্রসাদন বা চুল আঁচড়াইবার সময় কিছুতেই কেশ নত হয় না, জটাবদ্ধ হইয়া যায় বা চিরিয়া যায়। (৫) মাংসাঙ্কুরময় (Granulatd) অক্ষিপুট; শেষ রাত্রে অক্ষিপক্ষ্ম সকল জুড়িয়া যায়; চক্ষুর্দ্বয় ক্ষতযুক্তবৎ এবং অপাঙ্গদ্বয় বা চক্ষুর কোণে কণ্ডুয়ন। (৬) মুখবিবর উত্তাপ, ব্যথা এবং ক্ষত সংযুক্ত। মুখ মধ্যস্থ ক্ষত সকল স্পর্শাসহিষ্ণু এবং স্পর্শমাত্রে তাহা হইতে শোণিত পাত হয়; মুখ ক্ষতযুক্ত হওয়ায় শিশু স্তন্য পান করিতে চাহে না, মুখের ব্যথা বশতঃ একবার স্তনে মুখ দেয় আবার মুখ সরাইয়া রোদন করিতে থাকে। (৭) মলতারল্য—মল কোমল, পীতাভ, আঠাময় ও মণ্ডবৎ। শিশুদিগের হরিদ্বর্ণ মল সংযুক্ত উদরাময়। (৮) বন্ধ্যাত্ব। (৯) প্রদর স্রাব অণ্ডের শ্বেতাংশবৎ এবং স্রাব সময়ে রোগিনীর মনে হয় যেন গরম জল নির্গত হইতেছে।

লক্ষণাবলী।

মন।—উদ্বেগাতিশয্য,—বিশেষতঃ দেহের নিম্নাভিমুখী গতিতে; নিদ্রিত শিশুকে তাহার শয্যায় শয়ন করাইতে গেলে সে ধাত্রী বা মাতাকে জড়াইয়া ধরে; দোলায় দোলাইবার সময় ও নাচাইবার সময় শিশু ভয় প্রকাশ করে; নিদ্রিত শিশু হঠাৎ চমকাইয়া জাগিয়া উঠে এবং দোলার পার্শ্ব ধরিয়া কাঁদিতে থাকে,—কেন কাঁদিতেছে তাহার কারণ কিছু জানা যায় না (এপীস্; সিনা; জেল্‌সি: স্টানিক্: ষ্ট্রাম্:)। অত্যন্ত স্নায়ুপ্রধান স্বভাব বা অল্পে কাতর,—সামান্য শব্দে, এমন কি হাঁচি বা কাসির শব্দেও ভীত বা চমকিত হয় (অ্যাসের: ক্যালেড্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—ঊর্দ্ধে আরোহণ কালে (ক্যাল্কে: সল্ফ:)। প্রাতে ১০টার সময় বিবমিষা ও সমগ্র দেহের কম্পনসহ শিরোবেদনা। মাথার চুলের অগ্রভাগ সকল জটা পাকাইয়া যায় এবং চট্‌চটে হয়। ঐ সকল কেশ কাটিয়া ফেলিলে, আবার বৃদ্ধি হইয়া জটা হইতে আরম্ভ হয়। কেশপ্রসাদন কালে বা আঁচড়াইলে চুল সমভাবে পড়ে না (অ্যাসিড্-ফ্লু: লাইকো: পসোরাইন্: টিউবার: ভিঙ্কা-মাই:)।

চক্ষু।—অক্ষিপক্ষ্ম বা পাতা সকল শুষ্ক আঠাবৎ রসে পরিপূর্ণ থাকে; শেষ রাত্রে জুড়িয়া থাকে (ইউফ্রে: পল্‌সে: মার্ক:); বাকিয়া চক্ষের ভিতরে প্রবিষ্ট হয় এবং চক্ষের প্রদাহ করে। প্রাতে কম্পিত দৃষ্টি,—লিখিবার সময় স্পষ্ট দেখিতে পায় না।

নাসিকা।—রন্ধ্রদ্বয় চিপ্‌টিকা বা চটাবৃত এবং প্রদাহযুক্ত; নাসাগ্র লাল ও চক্‌চকে; যুবতীদিগের আরক্তিম নাসাগ্র। রন্ধ্রমধ্যে পুনঃ পুনঃ শুষ্ক চটা উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায়,—কিম্বা প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায়; পুনঃ পুনঃ নাসিকা ঝাড়িতে থাকে (অ্যামন্-কার্ব: ল্যাক্-ক্যান্: ম্যাগ-মিউ:)।

কর্ণ।—ডাঃ ন্যাশ্ বলেন যে, একবার এই ঔষধের সাহায্যে তিনি কর্ণবিবর হইতে ১৪ বৎসরস্থায়ী পূয নিস্রাবরোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন। বাম কর্ণে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা; কর্ণকূজন এবং শ্রবণশক্তির হ্রাস।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—ফ্যাকাশে, পাংশুবর্ণ ও যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল। নাসা ও ওষ্ঠের উপর ব্রণ বশতঃ মুখমণ্ডল স্ফীতিযুক্ত। মুখের দক্ষিণপার্শ্বে যেন মাকড়ার জাল সংলগ্ন রহিয়াছে এইরূপ বোধ (ব্রোম্: গ্র্যাফ্: ব্যারাই:)। মুখমধ্যে জিহ্বার উপর এবং গণ্ডদ্বয়ের অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ বিন্দু বিন্দুবৎ ক্ষতাকীর্ণ, সামান্য কারণে রক্তাক্ত হইয়া যায়—আহার কালে বা স্পর্শ করিলে; বেদনা বশতঃ শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না—একবার স্তন টানে, ছাড়িয়া দিয়া তখনি কাঁদিতে থাকে; মুখমধ্য উত্তাপযুক্ত এবং বিশুষ্ক; তৃষ্ণাধিক্য (আর্স:); জিহ্বা ফাটিয়া রক্ত পড়ে (এরাম্); দন্তোদ্গমকালে অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব। মুখক্ষত বশতঃ মুখবিবর অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; স্পর্শ করিলে কিম্বা লবণাক্ত বা অম্লাক্ত খাদ্যাদি আহারে বেদনার বৃদ্ধি। বৃদ্ধদিগের কৃত্রিম দন্তের ঘর্ষণজনিত মুখক্ষত (অ্যালীউমেন্)। দন্ত

পুপ্‌পুট বা মাড়ীস্ফোটক (Gum-boil),—মাড়ীর বাহির দিক্ স্ফীত ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ; বামগণ্ড ও সমগ্র বামপার্শ্ব স্ফীত। মুখের স্বাদ তিক্ত।

পাকাশয়, অন্ত্রাশয় ও মলান্ত্র।—আহারান্তে উদরাধ্মান ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। কোন ভারবস্তু উত্তোলন জনিত পাকাশয় প্রদেশে বেদনা—বেদনার জন্য রোগিনী রাত্রিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। জরায়ুর বিকৃতি বশতঃ পাকাশয় শূল। পেট-বেদনা,—যেন উদরাময় হইবার উপক্রম (অ্যালো দেখ)। মলতারল্য—মল তরল, পীতাভ (ফিকা হরিদ্রাবর্ণ) এবং আমময়, কখনও বা হরিদ্বর্ণ আমময় কখনও বা অত্যন্ত পাত্‌লা, কপিশবর্ণ ফেনময় ; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিনা বেগে বহির্গত হয়। (যখন মল কপিশ-বর্ণ),— স্তন্যপায়ী শিশুদিগের এবং দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের মলত্যাগের পূর্ব্বে শিশু খিট্‌খিটে ভাব প্রকাশ করে ; মলত্যাগকালে মল দ্বারে জ্বালা ও দুর্ব্বলতা বোধ এবং মলত্যাগান্তে অত্যন্ত স্ফুর্ত্তি।

প্রস্রাব।—শিশু বার বার প্রস্রাব করে এবং মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার করে (প্রস্রাবকালে তীক্ষ্ণ জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা = ইকাউইসেট: মূত্রত্যাগান্তে অসহ্য যন্ত্রণা—শিশু যন্ত্রণায় লম্ফ ঝম্ফ করে = সার্সা ; বৃক্কক প্রদেশে ও কটিতে অসহ্য বেদনা—মূত্রত্যাগান্তে উপশম = মিডর্: শিশু মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে ক্রন্দন করে = লাইকো:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—নির্দ্দিষ্ট কালের বহুপূর্ব্বে আবির্ভাব, প্রচুর স্রাব এবং তৎসহ তলপেট ব্যথা ও বিবমিষা। প্রদর,—অণ্ডলালাবৎ বা মণ্ডবৎ অপর্য্যাপ্ত স্রাব,—স্রাবকালে রোগিনীর বোধ হয় যেন অপত্যপথ দিয়া উষ্ণজল স্রাব হইতেছে, আর্ত্তবদ্বয়ের ব্যবধানকালে প্রদর আবির্ভূত হয় এবং দুই সপ্তাহ স্থায়ী হইয়া থাকে (বোভিষ্টা ও কোণায়াম্)। প্রদরসহ বন্ধ্যাত্ব (জরায়ু ভ্রংশসহ বন্ধ্যাত্ব = অরাম্-মিউ-ন্যাট্:)। প্রসববেদনাধিকারে প্রবল ও পুনঃ পুনঃ উদ্গার। অপর্য্যাপ্ত মাতৃস্তন্য স্রাব (ক্যাল্‌কে: কোণা: বেল্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—সোপানারোহণান্তে এত হাঁপাইয়া পড়ে যে তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না ; কিছু পরে কথা কহিতে গেলে দক্ষিণবক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (ক্যাক্‌ট: দেখ); বা বক্ষপার্শ্বের বেদনা (Pleurodynia),—দক্ষিণপার্শ্বের ঊর্দ্ধাংশে অধিক। কাসিলে বা শ্বাস লইলে সূচীবেধবৎ অনুভূতি। [কর্ত্তনবৎ বেদনা, সন্ধ্যায় শয়নান্তে এবং শ্বাস লইলে সূচিবেধবৎ অনুভূতি = ক্যালী-কার্ব্ব: অতি পরিশ্রমজনিত পার্শ্ববেদনা = আর্ণিকা ; দক্ষিণপার্শ্বে বেদনা অবস্থিত হইলে = বোরাক্স ও চেলিড: অ্যাসক্লিপ-টিউব: বামপার্শ্ব-গত হইলে র‍্যাণান্: জরায়ু বিকৃতির প্রতিক্ষিপ্ত (Reflex) কারণ জনিত = অ্যাক্‌টীয়া :]। শয়ন করিলে শ্বাসরোধ হয়—রোগী লাফাইয়া উঠিয়া তবে শ্বাস গ্রহণ করে,—তজ্জন্য দক্ষিণ-পার্শ্বে বেদনা অনুভূত হয়। হৃৎপিণ্ড যেন বক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে রহিয়াছে এবং যেন কেহ হস্ত-দ্বারা নিষ্পেষিত করিতেছে এইরূপ বোধ হয়। কাসিবার সময় রোগী বেদনার উপশমার্থে দক্ষিণপার্শ্ব চাপিয়া ধরে।

ত্বক্।—রক্ত অত্যন্ত দূষিত,—গাত্রে কোনরূপ নখব্রণাদি রূপ আঁচড় লাগিলে বা কাটিয়া

গেলে তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইয়া ক্ষতে পরিণত হয় (ক্যালেণ্ডুলা: হিপ: মার্ক: গ্র্যাফ: সিলি:)। পুরাতন ক্ষত ও অস্ত্রাঘাত চিহ্ন সকল পুনশ্চ পূযসঞ্চয়োন্মুখ হয় (অ্যাসিড-ফ্লু: কষ্টি· গ্র্যাফ:)। অঙ্গুলিসন্ধি সকলের পৃষ্ঠদেশ কণ্ডূয়নশীল। মুখমণ্ডলে বিস্তারপ্রবণ ত্বক্‌প্রদাহ বা বিসর্প এপীস্: হ্রাস:)।

নিদ্রা।—রাত্রি ৩টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এবং দেহের, বিশেষতঃ মস্তকের উত্তাপ-বশতঃ আর নিদ্রা হয় না ; তৎসহ উরুদেশে ঘর্ম্মোদ্গম, শিশু নিদ্রা যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ও মাতাকে জড়াইয়া ধরে যেন স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। রোগিনী স্বামীর সহিত রমণে নিযুক্ত এইরূপ স্বপ্ন দেখেন।

উপশম।—চাপ দিলে, বেদনাযুক্ত অংশ হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে।

বৃদ্ধি।—নিম্নাভিমুখী গতিতে, হঠাৎ শব্দমাত্রে, ধূমপান করিলে (ইহা দ্বারা উদরাময় পর্য্যন্ত হইতে পারে), জলীয় ঠাণ্ডা বায়ুতে এবং মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে যতক্ষণ না মুত্রত্যাগ হয়।

দোষঘ্ন।—ক্যামোমিলা ; কফিয়া।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ম্যাগ্নমিউ (দক্ষিণ নাসারন্ধ্র) ; ব্যাল্‌কে (গভীর শ্বাসগ্রহণ প্রবৃত্তি) ; ক্যালিবাই (শক্ত শ্লেষ্মা) ; পল্‌স (পর্য্যায়ক্রমে ক্রন্দন ও হাস্যপরায়ণ) বেনজো অ্যাসিড (উগ্রমূত্র), এরাম (মুখক্ষত) ; ব্যারাইটা কার্ব্ব (মাকড়সার জালবৎ অনুভব) ন্যাট্রাম সল্‌ফ (ভেদের পর স্ফুর্ত্তি)। অ্যাসেটিক-অ্যাসিডের পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহার হইতে পারে না।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক বিচূর্ণ এবং ৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ দিন।

বোথ্‌্রপ্স্ ল্যান্সীয়োলেটাস

(BOTHROPS LANCEOLATUS).

নামান্তর।—(এক রকম পীতবর্ণ সর্পবিশেষ) ইয়োলো-ভাইপার।

প্রস্তুতি।—প্রথমে গ্লিসিরিণে মাদার প্রস্তুত করিয়া, পরে সুরাসারে উচ্চক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অন্ধত্ব ; অস্থিক্ষয় রোগ ; দিবান্ধতা, পচনশীল-ক্ষত ; ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য, জিহ্বার পক্ষাঘাত।

লক্ষণাবলী।

চক্ষু।—তিমির দৃষ্টি বা অন্ধত্ব (Amaurosis)। দিবান্ধতা,—সূর্য্যোদয়ের পর আর পথ দেখিয়া চলিতে পারে না (Nyctalopia=অ্যাকো: ফস্: সিলি: ষ্ট্রাম্)।

মুখবিবর।—জিহ্বার কোন বিকৃতি নাই অথচ বাক্‌শক্তি রহিত (Aphasia= চিনোপোড্‌-অ্যান্থ:)।

শ্বাসযন্ত্র।—ফুস্‌ফুস্ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য; শ্বাসকৃচ্ছ্র; রক্তাক্ত গয়ার।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেদনানুভূতি। হস্তপদাদি ফুলিয়া তিনগুণ স্থূলতর হয়। অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত অর্থাৎ একটী হাতে, হাতে, বা একটী পদের পক্ষাঘাত [Hemi-Plegia—বৃদ্ধাদিগের হইলে=ব্যারাইটা-কার্ব: পরিপাক শক্তির বিকৃতিজনিত হইলে=নক্স: শিরোপশ্চাতে ব্যথা, কম্পন, কষ্টে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়=জেল্‌সি: ধীরে কথা বলে=ল্যাকে: অত্যন্ত বিমর্ষভাব এবং রোদনপ্রবণতাসহ=অরাম; যদি একবারে আড়ষ্ট (Anchylosed)—হইবার উপক্রম হয় তাহা হইলে=সিকেল্]। হস্তপদাতি অত্যন্ত শীতল।

সার্ব্বাঙ্গিক।—বৃহদংশব্যাপী পূযসঞ্চয় (ক্যাল্‌কে-হাইপোফস্:) প্রবণতা। পচা ঘা বশতঃ অস্থি বাহির হইয়া পড়ে,—শোণিত জলবৎ তরল এবং কালবর্ণ। রক্তস্রাব,—বিশেষতঃ অস্ত্রক্ষত স্থান হইতে। অত্যন্ত পাত্‌লা কালরক্ত সবিরাম স্রোতে নির্গত হয়। অস্থিক্ষত (স্যাঙ্গীউই: স্নায়বীয় বেপথু বা কম্পন (ইগ্নে: জেল্‌সি: অ্যান্ট্-টার্ট: প্রকৃত বাহ্যিক কম্পন না থাকিলেও রোগী মনে করে তাহার দেহ কাঁপিতেছে=অ্যাসিড-সল্‌ফ: ভয়জনিত=ষ্ট্র্যাম:) পৌনঃপুনিক মূর্চ্ছা বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্য (মস্কাস্; মূর্চ্ছাবায়ু জনিত=ইগ্নে:)। বেদনাদি কোণাকুণি সঞ্চারিত হয় (বাম উর্দ্ধাঙ্গ ও দক্ষিণ নিম্নাঙ্গ=অ্যাগ্যার: অ্যান্ট্-টার্ট: ষ্ট্র্যাম্: দক্ষিণ উর্দ্ধাঙ্গ ও বাম নিম্নাঙ্গ=আম্ব্রা: ব্রোম্: মিউম্: ফস্: অ্যাসিড-সল্‌ফ্:)।

ত্বক্।—নীল বা পীতবর্ণ। দেহ বেদনাযুক্ত,—যেন অত্যন্ত প্রহারিত হইয়াছে। ক্ষতাদি সহজে আরোগ্য হয় না।

জ্বর।—সামান্য শীত ও কম্পের পর অপর্য্যাপ্ত স্বেদস্রাব; ঘর্ম্ম শীতল। রাগের আরম্ভে ও শেষে শীতল ঘর্ম্ম হয়।

সম্বন্ধ।—অন্যান্য সর্প বিষ—বেলাড (রাত্রিকালীন-অন্ধত্ব)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

বোভিষ্টা

(BOVISTA NIGRESCENS).

নামান্তর।—ওয়াটেড্ পক-বল্।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; পৃষ্ঠদণ্ডের নিম্নে বেদনা; কড়া; বহুমূত্র; অতিসার; কর্ণে এক প্রকার বিষাক্ত ক্ষত; প্রমেহ; রক্তস্রাব; শিরঃপীড়া; হৃদপিণ্ডের পীড়া; কামলা; ডিম্বাধারের পীড়া; সন্ধির পীড়া; ঋতুবিকৃতি; বাত; তোতলামি; জিহ্বার ক্ষত; অর্ব্বুদ; আম্বাত; আঁচিল; আঙ্গুলহাড়া; ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল ব্যক্তি প্রায়ই কণ্ডুয়নশীল চর্ম্মোদ্ভেদ-গ্রস্ত, যাহাই করুন না কেন, যাহাদের এক হস্ত সর্ব্বদাই গাত্র কণ্ডুয়নে নিযুক্ত এবং যে সকল বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রায়ই হৃদ্‌স্পন্দন রোগগ্রস্তা হয়েন তাঁহাদিগের এবং তোৎলা শিশুদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপযোগী। ইহা দ্বারা নানাবিধ রক্তস্রাবও উৎপন্ন হইয়া থাকে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক:—(১) এতজ্জনিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সর্দ্দি বা প্রতিশ্যায়াদি স্রাব মাত্রে গাঢ় ও রজ্জুবৎ দৃঢ় আঠার ন্যায়। (২) কটিদেশে বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরিতে পারে না। (৩) কক্ষদেশ বা বগলের নির্গলিত ঘর্ম্মের গন্ধ পলাণ্ডুবৎ। (৪) উৎপাটিত দন্তমূল, ক্ষত স্থান ও নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব। (৫) ছুরি, কাঁচি বা সূচ ব্যবহার করিলে অঙ্গুলিতে গভীর দাগ হয়। (৬) প্রত্যঙ্গাদির সন্ধি ও হস্তপদাদি অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ। (৭) অত্যন্ত অসাবধানী ও দুর্ব্বল হস্ত, প্রায় হস্ত হইতে দ্রব্যাদি পড়িয়া যায় এবং রোগিনী মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া অপ্রস্তুত ভাবের পরিচয়দেয় (নির্ব্বোধের ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখে বা হাস্য করে= এপীস্:)। (৮) রজঃ,—স্রাব কেবল মাত্র রাত্রে, আর্ত্তবাবস্থের পূর্ব্বে উদরাময় আবির্ভূত হয়; রজঃনিবৃত্তির পরে ৫।৭ দিবস অন্তর শোণিত দেখা দেয়; প্রতি পক্ষান্তে গাঢ় ও কালবর্ণ রজোস্রাব,—তৎসহ জরায়ু আদির যন্ত্রণাজনক নিম্নাকর্ষণ। (৯) মেরুদণ্ডের নিম্নাগ্র অসহনীয় কণ্ডুয়নযুক্ত,—কণ্ডুয়ন করিয়া ছাল তুলিয়া ক্ষতযুক্ত করিয়া ফেলে। (১০) অতিরিক্ত ধুমাঘ্রাণ জনিত শ্বাসরোধ কিম্বা আল্‌কাতার প্রলেপ বা প্রয়োগ জনিত পীড়াদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত অন্যমনস্ক; সহজে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বৃহত্তর হইতেছে এইরূপ বোধ হয় (প্লাটি আর্জেণ্টনাই: ষ্ট্যাফ্: ষ্ট্রাম্:) অত্যন্ত অসাবধানী,—সকল জিনিষই তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায় (এপীস্ দেখ)। হা করিয়া একদিকে চাহিয়া থাকে (ষ্ট্যাফ্:)। অত্যন্ত অভিমানী,—সামান্য কারণে রাগিয়া যায়।

মস্তক।—বোধ হয় যেন মস্তক বৃহত্তর হইতেছে (বেল্: কোর‍্যাল্-রু: অ্যাপীয়ল্: ডাফ্‌নী: ইগ্নে: ফেল্যান্: সিলি: স্পাইজি.)। প্রসারণানুভূতি সহ শিরোবেদনা,—প্রত্যুষে বায়ুসেবনে এবং শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি মস্তিষ্কে আঘাত জনিতবৎ বেদনা,—মস্তকের আবরক (Scalp) অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত—উত্তাপে বৃদ্ধি; স্পর্শাসহ; চুলকাইয়া রক্তাক্ত করে।

মুখমণ্ডলাদি।—প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে মুখমণ্ডল অত্যন্ত ফ্যাকাশে দেখায় (ফ্যাকাশে এবং চক্ষু ও গণ্ড কোটর প্রবিষ্ট দেখায়=ওলীয়্যান্:)। নাসারন্ধ্র ও অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে গাঢ় রজ্জুবৎ দৃঢ় শ্লেষ্মা স্রাব হয়,—টানিলে বাড়ে (ক্যালী-বাই:)। স্তন্যপান কালে শিশু যতবার স্তন টানে ততবার তাহার মাড়ী হইতে রক্ত নির্গত এবং মাড়ী বেদনাযুক্ত হয়। যতবার হাঁচে ততবার নাসারন্ধ্র হইতে কয়েক বিন্দু রক্ত পতিত হয়। প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (মিলিফ্: ব্রাই: নক্স: টানিলে দড়ির ন্যায় বাড়ে এইরূপ রক্ত=ক্রোকাস্)। উৎপাটিত দন্তমূল হইতে অজস্র শোণিতস্রাব (হ্যামা: ক্রিয়ো:);

অস্ত্রক্ষত হইতে শোণিতপাত (বোথ্রপ্স:)। ওষ্ঠদ্বয়- ফাটা ও চিপিটিকাবৃত বা দাগ পড়া। অক্ষিপুট প্রদাহ; প্রত্যহ শেষ রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায় (ইউফ্রে: পল্‌সে:)। এক দৃষ্টে হাঁ করিয়া শূন্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকে। তোৎলামি—কম্পিতবাক্ (ষ্ট্রাম্: মার্ক্:)। সকল বস্তুই অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী অনুমান হয় (ক্যানাব্-ইণ্ডি:); টাক্‌রা জ্বালা। শূন্য উদ্গার (আর্জেন্ট-নাই: ভুক্ত দ্রব্যাদির গন্ধযুক্ত উদ্গার—উদরাধ্মান সহ=কার্ব্বো-ভে: শ্বাসরোধক উদ্গার=কার্ব্বো-আন্: তৎসহ ভুক্ত দ্রব্যাদি বা অম্লাক্ত কণার উত্থান=সল্ফার:)।

অন্ত্রাশয়।—যেন এক খণ্ড বরফ পাকাশয় মধ্যে রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি,—তৎসহ বেদনা (যেন পাকাশয় মধ্যে একটী অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব=অ্যাবীয়েজ্-নাইগ্রা; যেন প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে=ব্রাই: নক্স্: পল্‌স)। অন্ত্রশূল,—তৎসহ লালবর্ণ মূত্র—আহারে উপশম; বেদনায় রোগী সম্মুখদিকে বক্র হইয়া পড়ে। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা (ক্যাল্‌কে: সিনা অ্যানাক্: হ্রাস-র‍্যাড্: র‍্যাফেনাস্: হ্রউম্: ল্যাকে: ট্যাব্যাক্:)। বৃদ্ধদিগের উদরাময়,—রাত্রিতে ও প্রত্যূষে বৃদ্ধি, কুন্থন (Tenesmus) ও মলদ্বারে জ্বালা,—জলবৎ মল নির্গমনের বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত স্থায়ী—(ইগ্নে:)। ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে উদরাময় (অ্যামন্-কা: ভেরেট্:)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ,—এই প্রস্রাব করিয়া আসিল আবার তৎক্ষণাৎ বেগ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু, শোণিতস্রাব—কেবল রাত্রিতে,—দিবাভাগে আদৌ চিহ্ন-মাত্র থাকে না (অ্যামন্-মিউ: ম্যাগ-কার্ব্ব: কেবলমাত্র দিবাভাগে এবং শয়নমাত্রে স্রাব রোধ হয়=ক্যাক্‌ট্: কষ্টি: লিল্-টাই:—যতক্ষণ চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় ততক্ষণ স্রাব হয়, পাদচারণ বন্ধ করিলেই স্রাব বন্ধ হয়=লিলী-টাই কেবলমাত্র শয়নকালে স্রাব—উঠিয়া বসিলে বা পাদচারণ করিলে বন্ধ হয়=ক্রিয়ো.); ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে [illegible] আবির্ভাব (অ্যামন্-কার্ব্:)। রজোনিবৃত্তিকালেও ৫।৭ দিবস অন্তর রক্ত দেখা দেয় (বোর‍্যাক্স); প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর লালবর্ণ ও জমাট রক্ত নির্গত হয় (নক্স্-ভম্: সল্ফার); ঋতুকালে তল-পেটে অত্যন্ত ভার বোধ হয়, যেন অন্ত্রাদি বহির্গত হইয়া পড়িবার উপক্রম (বেল্: সিপী: ট্রিল্-পেন্:)। প্রদর,—স্রাব অত্যন্ত গাঢ়, কষায় বা ত্বকক্ষয়কারক এবং রজ্জুবৎ দৃঢ় ও হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মাময়। কটিদেশে বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরিতে পারে না (ক্যাল্‌কে: ল্যাকে: সল্ফ্:)। ঋতুর সময় বিটপদেশ (Pubes) অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—হাঁপানিসহ আক্ষেপিকভাবে হাস্য ও ক্রন্দন। শুষ্ক কাসি; স্বরভঙ্গ, কষ্টকৃত শ্বাসপ্রশ্বাস, বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, হৃদ্‌কম্পন।

প্রত্যঙ্গাদি।—কাঁচি, ছুরি ব্যবহার করিলে অঙ্গুলিতে অতিশয় গভীর দাগ পড়ে বা গর্ত্ত হয়। কক্ষদেশে বা বগলে পলাণ্ডুগন্ধযুক্ত স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (সুগন্ধ ঘর্ম্ম=কোপেব্: হ্রডো: কটু গন্ধ=ফেরেট: রক্তগন্ধ=লাইকো: কর্পূর গন্ধ=ক্যাম্ফো: মৃগনাভির ন্যায়=পল্‌সে: সল্ফ; দুর্গন্ধ=আর্নি: ব্যারাই: কার্ব্বো-আন্: ল্যাকে: মার্ক: অ্যাসিড্-নাই: থ্রাস্: সিলি: পেঁয়াজ গন্ধ=বোভিষ্টা: ল্যাকে: লাইকো: পচাগন্ধ=ষ্ট্যাফ্; টক্‌গন্ধ=ব্রাই:

ক্যামো: গন্ধকের গন্ধ=ফস্: প্রস্রাব গন্ধ=বার্বা: ক্যান্থা: কলো: অ্যাসিড-নাই: অশ্বমূত্রের ন্যায় গন্ধ=অ্যাসিড্-নাই:)। সন্ধি সকল অত্যন্ত বলহীন এবং হস্তপদাদি অতিশয় ক্ষীণ। দ্রব্যাদি হাত হইতে পড়িয়া যায়,—এমন বল নাই যে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে (অসাবধানতায় পড়িয়া যায়=এপীস্)। জঙ্ঘাডিমস্থ পেশী (Calves) অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ হয়—প্রাতে খিল্ ধরে (আর্ণিকা: নক্স্: ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্:)।

ত্বক্।—আমবাত—দীর্ঘকালের,—বাতজনিত অসাড়তা, হৃদ্স্পন্দন ও তৎসহ উদরাময় (ডল্ক্যা:),—দেহ উষ্ণ হইলেই কণ্ডুয়ন আরম্ভ হয়; সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি (স্ট্রাস: দ্বারা উপকার না হইলে)। করতলের পৃষ্ঠদেশে রসস্রাবী পামা। মেরুদণ্ডের নিম্নতম অংশ অসহ্য কণ্ডুয়নশীল, রোগী চুলকাইয়া ক্ষতযুক্ত করিয়া ফেলে। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ টার সময় উত্তাপাবির্ভাব।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ঋতু বিকৃতিতে অ্যামন্-কার্ব্ব: অ্যামন্-মিউ: বেল্: ম্যাগ্-কার্ব্: ম্যাগ্-সল্ফ্: সিপীয়া প্রভৃতি বোভিষ্টার সহিত তুলনীয়; এতদ্ব্যতীত ষ্ট্রামো (হাস্য ও ক্রন্দন পর্য্যায়শীল), সলফ (আহারান্তে দুর্ব্বলতা); বিউফো (যেন হৃদ্পিণ্ড জলে নিমগ্ন); আম্ব্রা (দুই আর্ত্তব কালমধ্যে শোণিতস্রাব) ইত্যাদি। আল্কাতরার বাহ্যপ্রয়োগ ও ধূমজনিত শ্বাসরোধ বশতঃ পীড়াদিতে বোভিষ্টা অত্যন্ত উপকারক।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর, কফিয়া।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত সচরাচর ব্যবহার হয়।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৫০ দিন।

ব্র্যাকিগ্লটীস রেপেন্স

(BRACHYGLOTTIS REPENS).

নামান্তর।—নিউজিল্যাণ্ড দেশীয় পিউক্-পিউক্ নামক পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ।

প্রস্তুতি।—তাজা পত্র ও ফুল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রগ্রন্থীর পীড়া; (ব্রাইটের পীড়া) বাধক ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহাদ্বারা লালাময় মূত্র ও মূত্রনলীর অন্যান্য বিকৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্রাইট্স্ বা লালামূত্র রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন ও প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল। কর্ণ,—কর্ণ মধ্যে কণ্ডুয়ন ও সূচিবেধানুভূতি। নাসারন্ধ্র মধ্যে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা। অন্ত্রাশয় মধ্যে ও দক্ষিণ ডিম্বাধার প্রদেশে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতি,—যেন কি ধড়্‌ফড়্ করিতেছে (Fluttering sensation)।

প্রস্রাব।—মূত্র লালাময় (বোভি: হেলোন্: মার্ক্-কর্:)। বৃক্কক্ বা মূত্রগ্রন্থী প্রদেশে অত্যন্ত ক্ষয়িতত্বক্‌বৎ ব্যথানুভূতি। মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে ক্ষয়িতত্বক্‌বৎ ব্যথা ও নিষ্পেষণ বোধ; প্রস্রাববেগ। মূত্রনলী মধ্যে ক্ষতানুভূতি এবং বোধ হয় যেন মূত্র আপনা হইতে নির্গত হইবে,—মূত্র ধারণে অক্ষমতা। মূত্রনলী মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূতি (এপীস্)। শ্লেষ্মাকণা এবং মূত্রনলীর শল্ক মিশ্রিত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফিকা রঙ্গের মূত্র নির্গত হয়। প্রস্রাবের পূর্ব্বে তলপেটে বেদনা। মূত্রনলীমধ্যে দপ্‌দপানি ও প্রস্রাববেগ।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধাপ্রাপ্ত বা বন্ধপ্রায়। সন্ধ্যাকালে বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে ও হৃৎপ্রদেশে বেদনানুভূতি হয়। দীর্ঘশ্বাসান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্রতার উপশম।

মলান্ত্র ও মল।—নিস্ফল বেগ। মলকাঠিন্য,—মল শুষ্ক গুটিলাময়,—নির্গমনকালে মলান্ত্র ক্ষতযুক্ত বোধ হয়,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় (প্লাম্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—পাদচারণান্তে নিতম্বপ্রদেশে অত্যন্ত অবসাদ ও বেদনাবোধ। হস্তপদাদির ক্ষীণতাবোধ। লিখিবার সময় হস্তের অঙ্গুলিতে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ও মণিবন্ধে খাল্ ধরে—মণিবন্ধ হইতে প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপী পেশীর টান পড়া।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—এপীস (মূত্রনলী মধ্যে হুলবেধবৎ যন্ত্রণা), হেলোন্: মার্ক-ক: (এল্‌বুমিনুরিয়া), প্লাম্বাম্: ফেরাম্-ফস: আর্স: ক্যালেণ্ড: সেনেসীয়ো: আর্ণিকা: (আঘাতবৎ আড়ষ্টতা); বোভিষ্টা: নক্স: (বেগ); ওপিয়ম (কোষ্ঠবদ্ধতা)

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক পর্য্যন্ত।

পরীক্ষক।—ডাং ফিঙ্কার।

ব্র্যাঙ্কা আর্সিনা.

(BRANCA URSINA).

OR

(HERACLEUM SPHONDYLIUM).

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্ষুধা সত্ত্বেও আহার করিতে পারে না, বিবমিষা, বমন, অন্ত্রশূল, উদরাময়, প্লীহা মধ্যে বেদনা, নিদ্রাবেশসহ শিরোবেদনা ইহার কয়েকটী প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, পড়িবার সময় বা উপবেশনকালে (আমন কার্ব্ কিউপ্রম গ্র্যাটি ল্যাকে ষ্ট্যান)। নিদ্রালুতাসহ শিরোবেদনা,—বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে বৃদ্ধি, বস্ত্রদ্বারা মস্তক বন্ধন করিলে উপশম। মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম—মস্তকে তৈলময় ঘর্ম্ম (গ্রাফ প্লাম্বাম স্ট্যাট্ মিউ), মস্তক অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও তজ্জন্য প্লীহা মধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভূতি।

পাকাশয়।—ক্ষুধা আছে অথচ বিবমিষা ও সকল খাদ্যে অরুচি। প্লীহা প্রদেশে দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা। শূলবেদনা, যেন কে মুচ্‌ড়াইতেছে বা সূচীবিদ্ধ করিতেছে। আঠাবৎ দুর্গন্ধ মল।

ত্বক্।—পাঁচড়ার ন্যায় রসস্রাবী উদ্ভেদ ও অত্যন্ত গাত্র কণ্ডুয়ন বক্ষঃস্থলে শুষ্ক উদ্ভেদ, চুল্‌কাইলে জ্বালা করে।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমির ক্রম পর্য্যন্ত।

ব্রোমীয়াম্

(BROMIUM).

নামান্তর।—ব্রোমিণ্।

প্রস্তুতি।—সমুদ্রের জল এবং লবণাক্ত নির্ঝরাদির জল হইতে ইহা পাওয়া যায়। জলে দ্রবনীয়। সুরাসার মিশ্রিত করিয়া উচ্চক্রম প্রস্তুত করা যায়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—সংন্যাস, হাঁপানি, বক্ষের কর্কট ক্ষত, কাসি, ঘুংড়ী, উপঝিল্লী প্রদাহ বা ডিপ্‌থিরীয়া কষ্টরজঃ, অক্ষিপ্রান্ত নালী, গ্রন্থীর বিকৃতি, গলগণ্ড, হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ, স্বরনলীর আক্ষেপ, অর্দ্ধশিরঃশূল কর্ণমূল, কর্ণমূল গ্রন্থীর কাঠিন্য, শ্বাসপ্রশ্বাসের পীড়া গণ্ডমালা, অণ্ডকোষের কাঠিন্য বা বিবৃদ্ধি, গংক্ষত, তালুমূল গ্রন্থির প্রদাহ ও কাঠিন্য, গুটীকাদোষ, ক্ষয়কাস বা যক্ষ্মা, নানাবিধ ক্ষত জরায়ু বা অপত্য পথে বায়ু জমা শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—গৌরকান্তি ঈষৎনীলাক্ষ, কোমলকেশ ও কোমলত্বক্ ব্যক্তিগণ, শ্লেষ্মাপ্রধানধাতু ব্যক্তি, যাহারা প্রায়ই স্বরনলী প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের রোগ গ্রস্ত হইয়া থাকে এবং সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই যাহাদের গ্রন্থি সকল প্রদাহযুক্ত হয়, তাহাদের দেহে ব্রোমীয়াম বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহ ও গণ্ডমালা রোগেও ইহা চমৎকার ফলপ্রদ। ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ কয়েকটী এই,—(১) নাসামূলে চাপ ক্ষতজনক রুণ সর্দ্দি বা নাসা পরিস্রাব,—বন্ধদ্বয় ক্ষয়িতত্বকবৎ ও স্পর্শাসহ। (২) অত্যধিক

স্বরভঙ্গ। (৩) শ্বাসগ্রহণ কালে গলমধ্যে শৈত্য বোধ ও কাসির উদ্রেক হয়; আক্ষেপিক কাসি,—কাসিলে গলমধ্যে ঘড় ঘড় করে,—গলরোধ হয় না। (৪) বুক চাপ বোধ হয়,—শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর ও যন্ত্রণাজনক।

লক্ষণাবলী।

মন।—সন্ধ্যাকালে একাকী থাকিলে তাহার মনে হয় যেন কে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে। ভূমিতলের দিকে চাহিয়া থাকে যেন কোন জীবজন্তু ভূমি ভেদ করিয়া উঠিবে এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছে। মানসিক পরিশ্রম করিবার অত্যন্ত আগ্রহ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইলে বা বহমান্ স্রোতের দিকে দৃষ্টি করিলে (অ্যাগ্নাস্: ফেরাম্: লিসিন্: সল্ফার্:)। শিরার্দ্ধশূল (Hemicrania),—বাম-পার্শ্বগত,—হেঁট হইলে ও দুগ্ধপানান্তে বৃদ্ধি (অ্যাসে: ব্যারাই: ব্রাই: হিপ: ক্রিয়ো: ইগ্নে: প্ল্যাট্: ষ্ট্যাফ, ফাইটো:)। শিরোবেদনা,—রৌদ্রে এবং দ্রুত মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি (ক্রসীয়া: ল্যাকে: ন্যাট-কার্ব: মস্তক সঞ্চালনে = ক্যাপ্স্: কোর্যাল্: গ্রাফ্: ল্যাক্টী: ন্যাট্-মি: স্পাই:)। চক্ষু ভেদ করিয়া তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। মুখের উপর যেন মাকড়সার জাল রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (ব্যারাই: বোর্যাক্স্: গ্র্যাফ্:)

নাসিকা।—নাসাপুটদ্বয়ের আকুঞ্চন ও প্রসারণজনিত ব্যজনবংগতি (অ্যাণ্ট-টার্ট: লাইকোপ:)। বহুদিনস্থায়ী দুরারোগ্য সর্দ্দি—রন্ধ্রতলে ও রন্ধ্রমুখে ক্ষত জন্মায় এবং নাসামূলে চাপ বোধ হয়। জলবৎ-স্রাবশীল-সর্দ্দি,—প্রথমে দক্ষিণ পরে বামরন্ধ্র বদ্ধ হইয়া যায় (বোর্যাক্স্:)। নাসাগ্র অনবরত কণ্ডুয়নশীল,—যেন তাহাতে মাকড়সার জাল আবদ্ধ হইয়া আছে। নাসামূলে চাপবোধ ও পুনঃ পুনঃ হাঁচিসহ সর্দ্দি।

কর্ণ।—বাম কর্ণমূলীয় (Parotid) গ্রন্থি কঠিন ও স্ফীতিযুক্ত,—স্পর্শ করিলে গরম বোধ হয়; পূযসঞ্চয়প্রবণ; পাকিয়া ফাটিয়া গেলে ত্বকক্ষয়কারক-জলবৎ-রস স্রাব হয়, কিন্তু তথাপি স্ফীতাংশ কঠিন ও অনমনীয় থাকে, নরম হয় না।

অন্ত্রাশয়।—জিহ্বা হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত তীব্র জ্বালা। যেন এক খণ্ড প্রস্তর পাকাশয়ে মধ্যে রহিয়াছে এইরূপ ভারবোধ (ব্রাই: নক্স্: পল্সে:); পাকাশয়শূল,—আহারান্তে নিবৃত্তি (বোভিষ্টা)। অন্ত্রাশয় অত্যন্ত আধ্মানযুক্ত। কাল মল নির্গমনসহ বেদনাযুক্ত অর্শ।

শ্বাসযন্ত্র।—গলমধ্যগত উপঝিল্লী ঝিল্লির প্রদাহ (Diphtheria),—জিহ্বামূলে কৃত্রিম ঝিল্লী উদ্গত হয়; বায়ুনলীভুজ মধ্যে, বা স্বরনলীমুখে কৃত্রিম ঝিল্লী আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয়; বক্ষঃস্থলের বেদনাও ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চারিত হয়। কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপাদক ঘুংড়ি (Croup),—কাসির সময় মধ্যে অত্যন্ত ঘড়্ঘড়্ শব্দ শ্রুত হয়, কিন্তু শ্বাসরোধ হয় না (হিপারের ন্যায়); তরল শ্লেষ্মার শব্দ কিন্তু গয়ার উত্থিত হয় না (অ্যাণ্ট্-টার্ট)। হুপ্কাসি,—স্বরভঙ্গ ও ঘুংড়ির ন্যায় লক্ষণযুক্ত; রোগী হাঁপাইতে বা খাবি খাইতে থাকে। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা,—শ্বাস লইয়া তৃপ্তি হয় না,—যেন সচ্ছিদ্র পদার্থের ভিতর দিয়া নিশ্বাস টানিতেছে (স্পঞ্জীয়া) কিম্বা

শ্বাসনলী সকল যেন ধূম বা গন্ধকের ধূম পরিপূর্ণ রহিয়াছে; ঘড়্ ঘড়্ ও সাঁই সাঁই শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস, স্বর এত ভগ্ন যে শুনা যায় না; স্বরনলী মধ্যে শ্লেষ্মাপূর্ণতা বশতঃ শ্বাসরোধের উপক্রম হয় (বায়ুনলীভুজ মধ্যে ঐরূপ হইলে = অ্যাণ্ট্-টার্ট:)। বর্দ্ধনশীল বালকদিগের ব্যায়ামজনিত হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ। যুবতীদিগের-উপযোগী-শারীরিক-ব্যায়ামজনিত হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (কষ্টি:)। শ্বাসগ্রহণ কালে স্বরনলী মুখে অত্যন্ত শৈত্যবোধ (হ্রাস্: সল্ফ:); ক্ষৌরকার্য্যান্তে উপশম বা নিবৃত্তি (ক্ষৌরকার্য্যান্তে বৃদ্ধি = কার্ব্বো-অ্যান্:)। দক্ষিণ ফুস্ফুস্ই অধিকাংশ স্থলে আক্রান্ত হইয়া থাকে। যক্ষ্মাধিকারে বক্ষমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা ঊর্দ্ধে প্রসারিত হয়। ফুস্ফুস-প্রদাহে নিম্নাংশ সকল যকৃতভাবাপন্ন (Hepatized—অর্থাৎ যকৃৎবৎ বর্ণ ও কাঠিন্য প্রাপ্ত) হয়।

গ্রন্থিমণ্ডলী।—নিম্নহনুতলস্থিত ও কণ্ঠ (Sub-maxillary) ও কর্ণমূল গ্রন্থি এবং অণ্ডকোষ প্রভৃতি প্রস্তরের ন্যায়কাঠিন্য প্রাপ্ত, (অরাম্. পল্সে: ক্লিমাট্:) এবং শ্লেষ্মাশ্রিত বা যক্ষ্মাবিদূষিত স্ফীতি যুক্ত। অত্যন্ত অনমনীয় গলগণ্ড (Goitrre—স্পঞ্জীয়া; থাইরইড:) রোগে ইহা ফলপ্রদ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুর বায়ুস্ফীতি (Physometre),—অপত্যপথ হইতে সশব্দে বায়ু নির্গমন (ল্যাক-ক্যান: লাইকো: অ্যাসিড-ফল: বেল:)। কৃত্রিম ঝিল্লীনির্ম্মোচক বাধক (বোর‍্যাক্স),—ঋতু অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়, স্রাব প্রচুর ও ঝিল্লীখণ্ড মিশ্রিত। ঋতু প্রকাশের পূর্ব্বে চিত্ত বিমর্ষভাবাপন্ন হয়। স্তনে অর্ব্বুদ জন্মে; উহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বামস্তনে অধিক। স্তন হইতে বগ পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ঘুংড়ি ও অন্যান্য রোগে ক্লোরাম্: হিপার: আয়োড: স্পঞ্জীয়া প্রভৃতি সদৃশ। কাঠিন্যযুক্ত গণ্ডমালা রোগে "আয়োডম" ফলপ্রদ না হইলে ব্রোমীয়াম্ দ্বারা উপকার হয়।

ডাঃ হেরিং বলেন, যে, ব্রোমীয়াম্ ও আয়োডীয়ামের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ব্রোমীয়াম্ নীলাক্ষী ব্যক্তির ও আয়োডীয়াম্ কৃষ্ণাক্ষী ব্যক্তির উপযোগী। ল্যাকেসিস্, এপিস, আর্জেণ্ট-নাই, কোনা, কুপ্রাম, ·লহৈকোপ, মার্ক্, ফস্ফরস (হৃৎপিণ্ডের কাঠিন্য), সিপিয়া, সল্ফ, অ্যাণ্টিটাট, পল্স ইত্যাদি।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফ, অ্যামন-কার্ব্ব, ম্যাগ-কার্ব্ব, ওপিয়ম।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে তৃতীয় দশমিক পর্য্যন্ত ঘুংড়ি প্রভৃতি রোগে (প্রতিবার নূতন প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়) অন্যান্য রোগে উচ্চক্রম ব্যবহার্য্য।

ব্রায়োনীয়া অ্যাল্‌বা

(BRYONIA ALBA).

নামান্তর ও প্রস্তুতি।—আমাদের দেশের গাছড়া না হইলেও শ্বেত মাকালের মত গাছ। উহার তাজা মূল হইতে মূল আরক বা মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সুরাপানজনিত মন্দফল; ঋতু স্বল্পতা; মুখে ক্ষত; সংন্যাস; হাঁপানি; পৈত্তিক বিকৃতি; স্তনের প্রদাহ; শ্বাস-নলী প্রদাহ; ক্যান্সার; মৃৎপাণ্ডু; কোষ্ঠবদ্ধ; ক্ষয়কাস; সর্দ্দি; কাসি; দন্তোদ্গম; উদর ও ফুস্‌ফুস্‌-ব্যবচ্ছেদক-পর্দ্দার আমবাত; অতিসার; শোথ; অজীর্ণতা; পামা; আন্ত্রিক বা সান্নি-পাতিক জ্বর; নানাপ্রকার উদ্ভেদ; পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ; রক্তস্রাব; শিরঃপীড়া; হৃদ্‌-পিণ্ডের প্রদাহ; অন্ত্রচ্যুতি; হিক্কা; কোরণ্ড; মস্তিষ্কের পীড়া; সবিরাম জ্বর; কামলা; মস্তিষ্কো-দক পীড়া; স্তন্যক্ষরণ বিকৃতি; যকৃতের বিকৃতি; কটীবেদনা; হাম; বাত; মস্তিষ্ক প্রদাহ; আর্ত্তববিকৃতি; ঠুনকো; স্নায়ুশূল; মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ, নাক দিয়া রক্ত পড়া; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; ফুস্‌ফুস্‌-আবরক-ঝিল্লীর প্রদাহ; সূতিকা ক্ষেত্রের পীড়া; সূতিকা জ্বর; স্বল্পবিরাম জ্বর; পার্শ্ববেদনা; গ্রীবাস্তম্ভ; উদ্ভেদ-বিলেপ-জন্য-পীড়া; পিপাসা; দন্তশূল; শিরোঘূর্ণন; মুখ দিয়া জল উঠা; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সন্ধিবাত-প্রবণ-ধাতুসম্পন্ন ব্যক্তি ও যাহারা প্রায়ই পিত্তসঞ্চয়শক্তির বিকৃতি বশতঃ রোগ ভোগ করে, যাহারা খিট্‌খিটে স্বভাব, সামান্য কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে,—গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশবিশিষ্ট; শ্যামাঙ্গ এবং দৃঢ়পেশীবিশিষ্ট; স্বেদহীন, সামান্যে কাতর, নাতিক্ষীণ তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী। এতদ্দ্বারা দেহের নানা অংশে সূচিবেধ বা কর্ত্তনবৎ বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই সকল্‌ বেদনার বৃদ্ধি—রাত্রিতে, দেহ সঞ্চালনমাত্রে; নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বা কাসিলে এবং স্থির হইয়া থাকিলে, বা আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম বোধ হয় (প্টিলিয়াঃ পলসেঃ—সূচিবেধবৎ বেদনা অথচ দেহ সঞ্চালনে উপশম এবং স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি=ক্যালী-কার্ব্বঃ)। ইহা দ্বারা মুখমধ্যে, শ্বাসনলী মধ্যে বা মলদ্বারে যেখানেই অবস্থিত হউক না—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মাত্রেরই অত্যন্ত শুষ্কতা জন্মিয়া থাকে। দেহের দক্ষিণ পার্শ্ব, সন্ধ্যাকাল, নির্ম্মল বায়ুসেবন, শীতের পর গ্রীষ্ম প্রভৃতিতে ইহার ক্রিয়া অতি সম্যকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক :—(১) প্রলাপ,—দিবা সম্পাদিত বিষয় কার্য্য সম্বন্ধে রাত্রে প্রলাপ বকে। (২) শিরোবেদনা,—বিদারণ, ফাটন বা ভিতর হইতে বহির্ম্মুখী নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—অধিকাংশ স্থলে পশ্চাৎ মস্তকে; দেহ বা দেহাংশ, এমন কি চক্ষু পর্য্যন্ত সঞ্চালন মাত্রে বৃদ্ধি। (৩) শিরোবেদনা,—সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বা দপ দপকারী বেদনা,—ললাট-দেশগত,—বেদনা নিম্নগামী,—ললাট হইতে শিরোপশ্চাতে এবং তথা হইতে গ্রীবা, গ্রীবা

হইতে স্কন্ধ এবং ক্রমে পৃষ্ঠ পর্যান্ত সংক্রামিত হয়। (৪) মুখবিবর শুষ্ক এবং তিক্ত স্বাদযুক্ত। জিহ্বা ঘন শ্বেত বা পীতাভ কিম্বা ঘোর কপিশবর্ণ লেপাচ্ছন্ন এবং নীরস। (৫) প্রবল তৃষ্ণা,—প্রতিবারে বহুল পরিমাণে জল পান করে। (৬) বমন,—আহারের অব্যবহিত পরেই পিত্তময় জলবৎ পদার্থ বমিত হয়। (৭) পাকস্থলী,—স্পর্শাসহ ; পাকস্থলী মধ্যে যেন একখণ্ড গুরুভার প্রস্তর ন্যস্ত রহিয়াছে এইরূপ অনুভব,—বিশেষতঃ আহারের পর, কাসিলে পাকাশয়ে ব্যথা বোধ হয়। (৮) মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত কঠিন ও বৃহৎ গুটিলাময় ; মল শুষ্ক,—যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। (৯) অন্ত্রাশয়িক স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ তলপেটে বেদনা জন্য হাত দেওয়া সহ্য হয় না। উদর সঞ্চালনে,—কাসিলে, শ্বাসপ্রশ্বাসে এবং হস্তদ্বারা চাপ দিলে বৃদ্ধি। (১০) মূত্র,—অতি অল্প, উত্তপ্ত, ঘোর,বিয়ার নমক মদিবার ন্যায়। (১১) স্তনদ্বয় অত্যন্ত অনমনীয় ও ব্যথাযুক্ত হইয়া উঠে। (১২) কাসি,—কণ্ঠমধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত শুষ্ক কাসি,—রাত্রে বৃদ্ধি তৎসহ বক্ষ আরও প্রসারিত না করিলে শ্বাসপ্রশ্বাসে আরাম বোধ হইবে না এইরূপ অনুভব ; উদরোর্দ্ধপ্রদেশে (Epigastrium) কণ্ডুয়ন বোধসহ কাসি,—উষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশান্তে বৃদ্ধি ; বিবমিষা না থাকিলেও উকী সহ কাসি এবং ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন। (১৩) বক্ষমধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাবেধবৎ বেদনা,—শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জনক,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। (১৪) কাসিলে বোধ হয় যেন বক্ষ দ্বিধা হইয়া যাইবে, বক্ষোপরি প্রবল নিষ্পেষণে উপশম। (১৫) গয়ার (Expectoration) লৌহমলের ন্যায় বর্ণ, রজ্জুবৎ দৃঢ়,—থোলো থোলো মণ্ডের ন্যায়। (১৬) প্রত্যঙ্গাদির সন্ধি সকল উষ্ণ, আরক্তিম, স্ফীত, নিষ্পেষণ ও দেহ সঞ্চালনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। (১৭) জ্বরাধিকারে প্রবল তৃষ্ণা এবং অম্লগন্ধ ঘর্ম্মোদ্গম। (১৮) জ্বরে আচ্ছন্ন অবস্থায় চর্ব্বণবৎ হনুসঞ্চালন বা চোয়ালনাড়া।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত খিটখিটে,—সকল কারণেই সে রাগিয়া যায় (ক্যামো: হিপ্: কালী-কার্ব: লাই:—ফুক্তিযুক্ত=ক্রোক্: ল্যাকে. স্ট্যাবাই.)। মনোবেদনা, নৈরাশ্য ও ক্রোধাদি জনিত পীড়াদি (কলো: ইপিক: ষ্ট্যাফ্:)। ক্রোধের পর অত্যন্ত শীত ও ঠাণ্ডা বোধ হয় কিন্তু মস্তক উত্তপ্ত ও মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে (অরাম্)। কেহ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইবে বা উত্তোলন করিবে শিশু তাহা ভালবাসে না (ক্যামো ও সিনার বিপরীত)। যাহা পাওয়া যায় না এইরূপ দ্রব্য চাহে, কিন্তু দিলে আর লইতে চাহে না (ক্যামো:)। বিকারযুক্ত,—রাত্রিতে স্বীয় দিবাসম্পাদিত কাজকর্ম্ম বা বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে অনবরত প্রলাপ বকে। শয্যাত্যাগ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করে বা নিজগৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে (অ্যাক্টি: ক্যাম্প্: ইউপেট: ওপী: হায়ো.)। বিকারাবস্থায় রোগী ক্রমাগত বামহস্ত নাড়িতে থাকে [অ্যাপোসিন: হেলিবো:]।

মস্তক।—শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলে শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা ও অবসন্নতা উপস্থিত হয় (অ্যাকো: পলস)। শিরোবেদনা,—হেঁট হইলে বোধ হয় যেন ললাট ফাটিয়া মস্তিষ্কাদি

বহির্গত হইয়া পড়িবে (অ্যাকো: বেল: মার্ক: হ্রাস টক্স:),—বস্ত্রাদি ইস্তিরি করণ জনিত (সিপী),—কাসিলে বা প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে কিম্বা প্রথম চক্ষু উন্মীলন কালে বৃদ্ধি; প্রাতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে; কোষ্ঠকাঠিন্য বশতঃ মাথা ব্যথা (অ্যালো; কোলিন্: ওপী:)। মস্তকের সম্মুখভাগ যেন পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ বোধ (শূন্য বোধ= কোর্যাল-রু: ককীউ: ইগ্নে: ওপী:—মস্তিষ্ক মধ্যে যেন একটা পিণ্ডবৎ পদার্থ রহিয়াছে=কোণা; যেন মস্তিষ্কাদি সমস্ত সজীব=পেট্রোল্)। মস্তক উত্তপ্ত ও মুখমণ্ডল আরক্তিম কিন্তু দেহের অবশিষ্টাংশ শীতল (আর্ণি: সিনা)। শিরোঘূর্ণন,—শয্যায় শয়নকালে বোধ হয় যেন সে নিম্নগামী হইতেছে, যেন ভাসিয়া বহিয়াছে—চক্ষু মুদিত করিলে বৃদ্ধি হয় (থিরিড:)।

নাসিকা।—নাসিকা স্ফীতি; মাসিক ঋতুর পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—অনুকল্প রজঃ (বেল্: হ্যামা: ফস্: পাল্সে:)। শুষ্ক সর্দ্দি; দিবসে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, কিন্তু রাত্রিতে নাসিকারন্ধ্র শুষ্ক (নক্স:)। নাকে শুষ্ক শ্লেষ্মা জমা।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তির বিকৃতি জনিত শিরোঘূর্ণন (অ্যামিল্ নাই: অরাম্: সিঙ্কো: ন্যাট-স্যালি: সিলি: থিরিড:)। বধিরতা ও কর্ণকুজনসহ শিরোঘূর্ণন কর্ণের পশ্চাতে ও সম্মুখে উচ্চ স্ফীতি,—কর্ণমূল প্রদাহ (Parotitis)। কাণ দিয়া রক্ত পড়া।

মুখমণ্ডল।—ফ্যাকাশে, উষ্ণ ও কোমল স্ফীতিযুক্ত বা আরক্তিম (বেল্: গাঢ় আরক্তভাব=হায়ো: ওপী:)। নানাপ্রকার উদ্ভেদ, মুখশোথ।

মুখবিবর।—ওষ্ঠ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক, লালাহীন ও ফাটা (শুষ্ক, লালাহীন ও কালিমাযুক্ত—অ্যাকো: আর্স: হায়ো: মার্ক:)। মুখবিবর, গলমধ্য ও জিহ্বা সমস্ত অত্যন্ত বিশুষ্ক (অ্যাকো: আর্স্: বেল্:)। জিহ্বা ঘন শ্বেত বা পীত লেপাবৃত কিম্বা জিহ্বা কর্কশ, ফাটা ও গাঢ় কপিশবর্ণ। দন্তশূল,—মুখমধ্যে উষ্ণ দ্রব্যাদি ধারণ করিলে বৃদ্ধি (ক্যাল্কে: মার্ক: পল্সে;—ঠাণ্ডা জল লাগিলে উপশম=ব্রাই কফী: পল্সে:)। ব্যথাযুক্ত দন্ত বৃহত্তর বোধ হয় (আর্ণি: কষ্টি: ক্যামো: ল্যাকে: নক্স্: হ্রাস; সল্ফার)। অনবরত চর্ব্বণবৎ হনু সঞ্চালনে,—যেন কোন দ্রব্য চর্ব্বণ করিতেছে। দন্তশূল। জ্বালাময় তৃষ্ণা। শিশুর উৎসঙ্গ বা মুখক্ষত—যতক্ষণ না শিশুর মুখ স্তনদুগ্ধ দ্বারা ভিজাইয়া দেওয়া হয় ততক্ষণ সে স্তনে মুখ দেয় না।

গলমধ্য।—গলক্ষত (Sorethroat),—স্বর ভঙ্গ ও গলাধঃকরণ কালে বেদনানুভূতি। গলাধঃকরণ কালে সূচিবেধবৎ অনুভূতি, যেন গলমধ্যে তীক্ষ্ণ কাষ্ঠশলাকাবিদ্ধ রহিয়াছে=আর্জেন্টি নাই: হিপার্: ডলিকস্; অ্যাসিড-নাই:—যেন গলমধ্যে উত্তপ্ত লৌহগোলক আবদ্ধ রহিয়াছে=ফাইটো:। গলনলী মধ্যে সঙ্কোচনানুভূতি (আর্স্: বেল্: হায়ো: নক্স:)। গলমধ্যে কর্কশতানুভব গলমধ্যে যেন শ্লেষ্মা আটকাইয়া গিয়াছে, বিনা আয়াসে অর্থাৎ সহজে উহা উঠে না।

পাকাশয়।—আহারান্তে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত ভারবোধ—যেন তন্মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর চাপান রহিয়াছে (নক্স্: আর্স্: মার্ক: সিপী: পল্সে:),—উদ্গার উঠিলে উপশম বোধ। রাক্ষসী ক্ষুধা,—পুনঃ পুনঃ খাইতে চাহে। আস্বাদন শক্তির লোপ (অ্যানাক্: হীপ: লাইকো

ন্যাট-মিউ:)। পেয় ও ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্রেই তিক্ত স্বাদযুক্ত বোধ হয় (কলো: পল্সে;—অম্ল-স্বাদযুক্ত বোধ হয়=সিঙ্কো: লাইকো: নক্স্; মিষ্টস্বাদযুক্ত বোধ হয়=অ্যাসিড-মিউ: স্কীলা:)। মুখ যেন পচিয়া গিয়াছে (আর্ণিকা: মার্ক: নক্স্:)। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা—প্রতিবার বহুল পরিমাণে এবং বহুক্ষণ অন্তর জলপান করে (পুনঃ পুনঃ কিন্তু প্রতিবারে অল্প পরিমাণে জলপান করে=আর্স্: এপীস্: সিঙ্কো: হায়োসা:)। হিক্কা, আহারমাত্রে বমন (আর্স্: নক্স্: পল্সে:)। পিত্তময় জল বমিত হয় (শ্লেষ্মা ও ভুক্ত দ্রব্যাদি বমিত হয়=ইপিক: জলাদি পানমাত্রে বমন হইয়া যায়=অ্যাণ্ট-টার্ট: বিস্মাথ; দুগ্ধপানমাত্রে বমন=ইথীউ: মার্ক-সল: অম্ল বা পিক্ত বমন=আইরিস-ভার্সি:)। স্পর্শাসহ। কাসিলে পেটে লাগে। শূন্যোদ্গার।

তলপেট বা অন্ত্রাশয়।—যকৃৎপ্রদেশ বেদনাযুক্ত ও স্ফীত, ক্ষয়িতত্বকবৎ বেদনা-যুক্ত ও অনমনীয়,—জ্বালা ও সূচীবেধবৎ বেদনানুভব—চাপ দিলে ও কাসিলে বেদনার বৃদ্ধি (মার্ক: নক্স:)। উদর স্পর্শাসহ। প্লীহার দিকে চিড়িক্ মারা বেদনা। অন্ত্রশূল; যকৃৎ-প্রদাহ; উদর-শোথ ইত্যাদি।

মল।—মলকাঠিন্য,—মলান্ত্র নিষ্ক্রিয়, বেগহীন; মল বৃহৎ, কঠিন, কৃষ্ণাভ, শুষ্ক গুটিলা-ময়—যেন পোড়ান হইয়াছে; সমুদ্র যাত্রাকালে (প্ল্যাটি: মল বৃহৎ গুটিলাময়=ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব্ব: নক্স;—ক্ষুদ্র, কঠিন, কাল গুটিলা=চেলিড: ওপী: প্লাম:)। উদরাময়,—হঠাৎ অত্যন্ত গ্রীষ্মাবির্ভাব হইলে; পিত্তময় ও কষায়,—মলদ্বারে ক্ষত-জনক মল; কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায় (পডো:);—অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত—(অ্যাণ্ট-ক্রু: আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে: সিঙ্কোনা: ফের: গ্র্যাফ: হিপ: নক্স-মস্: ওলিয়্যান্: ফস্: অ্যাসিড-ফস্: পডো: সল্ফ:); বহুক্ষণ রৌদ্র ভ্রমণান্তর ঠাণ্ডা জলাদি পান জনিত ভেদ (আর্স্: পল্সে:): ফল ভক্ষণজনিত (কার্ব্বো-ভে: সিঙ্কো: সিষ্টাস: কলো: পল্সে:) বা জারিত কোপি প্রভৃতি ভক্ষণ জনিত (পেট্রোলে:); প্রাতে এবং দেহ বা হস্ত কি পদ সঞ্চালনে বৃদ্ধি (লেপ্ট্যান্: ন্যাট-সল্ফ: শয্যাত্যাগ মাত্রে—লাইকো: সল্ফ: শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে=অ্যালো; নুফার-লুট: প্সোরাইন্: রীউমেক্স্: সলফার—প্রাতে ঘুম ভাঙ্গাইলে=ক্যালী-বাই: পেট্রোল: প্রাতে ঠিক ৬টার সময়=আর্জেণ্ট-নাই:)। মলত্যাগের পূর্ব্বে অন্ত্রশূল,—কর্ত্তনবৎ বেদনা।

প্রস্রাব।—মূত্র উষ্ণ, লাল বা কপিশ বর্ণ এবং অতি অল্প পরিমাণ; তলায় শাদা তলানি পড়ে (সিনা: অ্যাসিড-অক্স:)। প্রস্রাবকালে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা (ক্যান্থা:) এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা অনুভূতি (বার্ব্বা. ক্যান্থা: ক্যাপ্স: ডিজি: ল্যাকে: লাইকো: মার্ক:)। অসাড়ে মূত্রস্রাব। পুনঃপুনঃ জলবৎ মূত্র।

পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমুণ্ডে লাল কণ্ডুয়নবিশিষ্ট উদ্ভেদ; অণ্ডকোষে চিড়িক্ মারা বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—অত্যন্ত শীঘ্র প্রকাশশীল, স্রাব অত্যন্ত অধিক এবং গাঢ় লালবর্ণ,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় (ক্রোক্: স্যাবাই:)। ঋতুর সময় পদদ্বয়ে ছেদন-বৎ বেদনা (ক্যামো:)। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (Lochia),—জরায়ুমধ্যে জ্বালা সহ অপর্য্যাপ্ত

স্রাব কিম্বা মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে এইরূপ শিরোবেদনা সহ স্রাব বন্ধ (জরায়ু মধ্যে পূর্ণভার বোধ ও জ্বালা সহ = পলসে:)। থুন্‌কা বা স্তন প্রদাহ (Mastitis), আক্রান্ত স্তন প্রস্তরের ন্যায় অনমনীয়, আরক্তিম, উত্তাপযুক্ত ও ব্যথান্বিত (ফাইটো)। অনুকল্প রজঃ (Vicarious menstruation) ঋতুর পরিবর্ত্তে নাসারন্ধ্র হইতে শোণিতস্রাব। ঋতুদ্বয় ব্যবধান কালীন তলপেট বেদনা,—তলপেট ও বস্তিগহ্বর (Pelvis) অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ (হ্যামা)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ,—বিশেষতঃ গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শ জনিত কাসি,—তৎসহ ঘর্ম্মোদ্গম, শুষ্ক ও আক্ষেপিক (spasmodic) শ্বাসরোধক ও বমনজনক (ক্যালী-কার্ব্ব:) ; কাসি বক্ষপার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা জনক ; তৎসহ শিরোবেদনা,—যেন মস্তক ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে (ক্যাপ্স: প্রতি কাসিতে শিরোবেদনানুভূত হয় = ন্যাট-মিউ: মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনানুভূত হয় = সল্‌ফ: অচৈতন্যজনক শিরোবেদনা উৎপন্ন করে—ইথীউজা—উন্মত্তকারক—যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে এইরূপ শিরোবেদনা উৎপন্ন করে = নক্স ; বক্ষমধ্যে বেদনা উৎপন্ন করে অ্যাগার: কাসির সময় মূত্র স্রাব হয় = কষ্টি: ফেবাম: পল্‌সে: ভেরেট: স্কীলা:) পানাহারান্তে, উষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে এবং দীর্ঘ শ্বাস টানিলে কাসির বৃদ্ধি হয় (পানাহারান্তে কাসির উপশম হয় = স্পঞ্জিয়া—ঠাণ্ডাজল পানান্তে উপশম = কষ্টি: কিউপ্রাম)। অনুক্ষণ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে প্রবৃত্তি। কাসিলে ভুক্ত দ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায় (ডিজি: ফের: ড্রোসে: হ্রাস:)। কাসি,—রাত্রিতে শয্যায় শয়নকালে ; কাসিতে কাসিতে রোগী শয্যায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় (উঠিয়া বসে ও হস্তে মস্তক ধারণ করে = নিকোল্: দুই বক্ষপার্শ ধারণ করে = ন্যাট-সল্‌ফ উঠিয়া বসিলে উপশম হয় ; হায়োসা)। কাসিলে বক্ষমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনানুভূত ও মরিচার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শ্লেষ্মা উত্থিত হয় (ফস: হ্রাস: সাঙ্গিউ: রক্তাক্ত গয়ার = বেল: মার্ক: নাইট্রাম)। বক্ষমধ্যে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণাজনিত কষ্টজনক ও দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। কাসিতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ। কাসির সঙ্গে টাট্‌কা রক্তস্রাব, পীতাভ গয়ার ইত্যাদি। বাম স্তনের নিম্নে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়, নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মায় বায়ুনলী পরিপূর্ণ থাকে কিন্তু বহু চেষ্টার পর ব্যতীত সেই শ্লেষ্মার কণামাত্র উত্থিত হয় না। উষ্ণ গৃহে প্রবেশান্তে কাসির উদ্রেক হয় (ন্যাট-কার্ব্ব:) ; বুকাস্থির তলদেশ হইতে দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভারযুক্ত বোধ হয়। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত ফুস্ ফুস্ প্রদাহ, = তৎসহ বক্ষঃস্থলে সূচিবেধবৎ বেদনা (বেল: মার্ক: বামপার্শ্বস্থিত = ফস: হ্রাস:)।

বক্ষঃস্থল।—শ্বাসক্লেশ ; দ্রুত ও ক্ষুদ্র শ্বাস। বক্ষ কাসিয়া ধরা।

হৃৎপিণ্ড।—পুনঃপুনঃ স্পন্দন ; নাড়ী পূর্ণ—হৃদয়প্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—অংসফলকদ্বয়ের (Scapulæ) মধ্যাংশে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা, অপরাহ্নে শায়িত অবস্থায়,—পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে জ্বালা অনুভব (লাইকো:)—ঠাণ্ডা বোধ হয় = অ্যামন্-মিউ:)। কটী বা নিতম্বদেশে সূচীবেধবৎ অনুভূতি বশতঃ রোগী চলিতে বা ফিরিতে পারে না ; কটী চাপিয়া শয়ন করিলে ব্যথা বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধি সকল স্ফীত হইয়া আরক্তিম ও চক্‌চকে প্রতীয়মান হয়; বাহুর উর্দ্ধাংশে সূচিবেধন ও বিদারণবৎ বেদনা,—সঞ্চালনমাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি (অ্যাকো: বেল: সঞ্চালনে উপশম = কোণা: লাইক: হ্রাস: সিপী:)। উত্তাপ ও প্রদাহযুক্ত পদস্ফীতি (আর্ণিকা: ককীউ: পল্‌সে:)। জানুদ্বয় বেদনাযুক্ত ও আড়ষ্ট। শোথবৎ স্ফীতি—প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাত্রে অদৃশ্য হয়। বিকারাবস্থায় রোগী বামহস্ত ও বামপদ অনবরত নাড়িতে থাকে (এক হস্ত ও এক পদ = অ্যাপোসাইন্: হেলিবো:)। দক্ষিণ স্কন্ধের শিখর দেশে নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—স্পর্শে বৃদ্ধি, দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসে ঐ বেদনা স্থূল শলাকাবেধবৎ বেদনায় পরিণত হয়। মণিবন্ধ যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথা,—নাড়িলেই ব্যথা বোধ হয়। উরুশিখরে বা কুঁচকীর নিকট ছুরিকাবেধবৎ বেদনা। সোপানারোহণকালে উরুদ্বয় ক্লান্ত বোধ হয়। দক্ষিণ উরু অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত। দক্ষিণ উরুমধ্যে এত ব্যথা যে রোগী বৈকালে পাদচারণ করিতে পারে না; রোগী ঐ পদ স্থির রাখিতে বাধ্য হয়।

নিদ্রা।—ক্রমাগত হাই তুলা; দিবসে অত্যন্ত নিদ্রাবেশ (মার্ক: নক্স: ফস: সিপী:)। নিদ্রা আসিতে না আসিতে চম্‌কাইয়া উঠে। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই বিকার উপস্থিত হয়। রাত্রিতে বিকারাবস্থায় রোগী দিবাসম্পাদিত বিষয়কার্য্যের কথা বলিতে থাকে। দিবা-সম্পাদিত বিষয় কার্য্য সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে (সাইকাউ: লাই: পল্‌সে: হ্রাস:)। স্বপ্ন সঞ্চরণ ইত্যাদি।

জ্বর।—নাড়ী পুষ্ট, অনমনীয় এবং দ্রুত। মস্তিষ্কের আবিলতা বা আচ্ছন্নভাব সহ অত্যন্ত শীতার্ত্ততা, আরক্তিম গণ্ডস্থল এবং তৃষ্ণাতিশয্য। সবিরাম জ্বর,—শীত অত্যন্ত,—শীত ও উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণাধিক্য; তৎসহ শুষ্ক কাসি ও বক্ষমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা (শীতাবস্থার পূর্ব্বে ও সময়ে শুষ্ক ও বিরক্তিজনক কাসি = হ্রাস:)। ওষ্ঠ, হস্তাঙ্গুলি ও পদাঙ্গুলি হইতে শীত আরম্ভ হয়। উত্তাপ শুষ্ক ও জ্বালাজনক—আভ্যন্তরিক, যেন শিরামধ্যে উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হইতেছে (আর্স দেখ)।

ত্বক।—পীত বা পাণ্ডুবর্ণ—ন্যাবা। প্রসবান্তে প্রসূতি ও নবজাত শিশুর গাত্রোদ্ভেদ বিশেষ (অ্যাকো: ক্যামো)। উদ্ভেদ—(Eruptive) জ্বরে উদ্ভেদ সকল ধীরে ধীরে প্রকাশ বা উদ্গত হয় কিম্বা উত্তমরূপে প্রকাশ হইতে না হইতে হঠাৎ মিলাইয়া যায় এবং তদন্তে বক্ষমধ্যে প্রদাহ এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—শীতের পর হঠাৎ গ্রীষ্মের আবির্ভাব হইলে, বা গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা বা বরফ দেওয়া পানীয় পান করিলে, গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা লাগিলে বা দেহ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে, বা দেহের অত্যন্ত উত্তপ্তাবস্থায় ঠাণ্ডা লাগিলে (রোগী পদাঘাত দ্বারা গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে = এপীস: লাই:) বা ঠাণ্ডা গাত্রে লাগিলে (অ্যাকো: হিপ:) কিম্বা ঋতু, স্তন্য প্রভৃতি স্রাব স্তম্ভিত হইলে বা তরুণ মসূরিকাদি গাত্রোদ্ভেদ অবরুদ্ধ হইলে—যে সকল পীড়াদি প্রকাশ পায় ব্রায়োনীয়া তাহাতে বিশেষ উপকারক। এতজ্জনিত সকল রোগই দেহসঞ্চালনে বৃদ্ধি ও সম্পূর্ণ স্থিরভাবে থাকিলে উপশমিত হয়। প্রদাহযুক্ত অংশ ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়া থাকে,—(বেলেডনা বা অ্যাকোনাইটামের ন্যায় গাঢ় আরক্তিম হয় না)।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, দৈহিক আয়াসে, স্পর্শে; সোজা হইয়া বসিলে, উঠিয়া বসিলে তাহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়, কিম্বা গা বমি বমি করে; উত্তাপে, উষ্ণ আহার্য্যে এবং কোনরূপ স্রাব অবরোধে।

উপশম।—শয়নে, বিশেষতঃ পীড়াক্রান্ত অংশ বা পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে (প্‌টিলিয়া: পল্‌সে:) চাপ পাইলে বা দিলে, বিশ্রামে বা স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে; ঠাণ্ডা লাগিলে বা ঠাণ্ডা ভক্ষ্য পেয়াদি আহারে।

দোষঘ্ন।—অ্যাকোন, আলম, ক্যাম্ফো, চেলিডো, ক্লিমে, ইগ্নে, নক্‌স, পল্‌স, হ্রাস, সিনেগা। ব্রায়োনিয়ার পুরাতন (Chronic) আলুমিনা।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক = অ্যালীউমিনা: হ্রাস টক্স্‌। দ্রুত কথা বলা বা তাড়াতাড়ি জলাদি পান করা সম্বন্ধে = বেলেডোনা ও হিপার ইহার সদৃশ। বক্ষস্থলের বা ফুস্‌ফুসের বাতাশ্রিত বেদনাদি সম্বন্ধে র‍্যানানকীউলাস ইহার সমগুণান্বিত, যকৃতে বা যকৃৎ প্রদেশে বেদনা ও ভার-বোধ দক্ষিণপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে উপশম এবং বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি ও বামপার্শ্বে ফিরিতে গেলে যেন টানিয়া ধরে এইরূপ অনুভূতি সম্বন্ধে প্‌টিলীয়া ব্রায়োনীয়ার সদৃশ। ব্রায়োনীয়া প্রয়োগের পর অ্যালীউমিনা, ক্যালী কার্ব্ব: নক্স: ফস্‌: হ্রাস: ও সল্‌ফার প্রভৃতি ব্যবহার্য্য।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে সহস্র শততমিক শক্তি পর্য্যন্ত। জ্বরাধিকারে ব্রায়োনিয়া ও অন্যান্য সকল ঔষধেরই উচ্চ হইতে উচ্চতম ক্রম ব্যবহারে অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। ডাঃ উইলিয়াম এ, অ্যালেন, যিনি সবিরাম জ্বরাদি সম্বন্ধে অতুল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বলিতেছেন,—"কিরূপ ক্রম ব্যবহারে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছি এবং কিরূপ মাত্রা এই অবস্থায় বিশেষ উপযোগী মনে করি, এই কথা যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি ২০০ ও তদূর্দ্ধ।"

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৭ দিন হইতে ২১ দিন।

বীউফো ভ্যাল্‌গ্যারিস্‌

(BUFO VULGARIS).

নামান্তর।—র‍্যাণা বিউফো।

প্রস্তুতি।—ভেক বিশেষের ত্বক নিম্নস্থ গ্রন্থির রস হইতে সুরাসার সহযোগে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মস্তিষ্কের কোমলী-ভূতি; বাগী বা ব্রধ্ন; ক্যান্সার বা কর্কটীয়া ক্ষত; দুষ্টব্রণ; অস্থিক্ষয় রোগ; তাণ্ডব; শোথ; মৃগী; হৃদপিণ্ডের পীড়া; ধ্বজভঙ্গ; সবিরাম জ্বর; মস্তিষ্ক-প্রদাহ; আঙ্গুলহাড়া; গর্ভিনীর

বা সূতিকা-ক্ষেত্রে-পায়ের-শ্বেতবর্ণ-স্ফীতি ; মহামারী ; কৃত্রিম মৈথুনজনিত মন্দফল ; ত্বকের বিবিধ পীড়া ; তোত্‌লামি ; পূযসঞ্চয় ; ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সহানুভূতিক স্নায়ুবিধানের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ মানবদেহে নীচতম প্রবৃত্তি সকল জাগরিত হয়, তাহার লজ্জা ঘৃণা আদৌ থাকে না ; সে যেখানেই থাকুক না কেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য অস্বাভাবিক উপায়ে কামরিপুর পরিতৃপ্তি সাধন। অত্যন্ত সুরাপানের ইচ্ছা হয় এবং ক্রমে ইহা দ্বারা ধ্বজভঙ্গ ক্লৈব্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ডাং ক্লার্ক বলেন, ব্রেজিল বাসিনী বামাগণ ইহার গুণের বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন ; অনেক নষ্টা-স্ত্রী তাহাদের অন্য উদ্দেশ্য জন্য স্বামীকে ইহা পান করাইয়া ধ্বজভঙ্গ আনাইত। কামেন্দ্রিয়ের বিকৃতি বশতঃ এতৎ ক্রিয়াধীন ব্যক্তি ক্রমে অপস্মার বা মৃগী রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অন্যান্য ঔষধজনিত মৃগী লক্ষণাদি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, এতজ্জনিত রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত বশত: দেহ-মধ্যে মৃগী রোগাক্রমণের পূর্ব্বে যে এক প্রকার "সরসর" (aura) অনুভূতি হইয়া থাকে তাহা জননেন্দ্রিয় প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে নিমেষমধ্যে সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয় ও রোগী যুগপৎ এক লোমহর্ষক চীৎকার করিয়া মৃত্তিকার উপর পতিত হয় এবং আক্রমণের পরেই রোগী গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। নিদ্রাবস্থাতেও এতজ্জনিত অপস্মারের প্রকোপ আবির্ভূত হইয়া থাকে (কিউপ্রাম্ ; ল্যাকে:)। উক্ত লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে রোগীর মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয় এবং সে অনবরত অসম্বন্ধ অনর্থক প্রলাপ বকিতে থাকে ; যদি কেহ তাহার কথা বুঝিতে না পারে, রোগী তাহার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহাকে দংশন করিবার উপক্রম করে।

লক্ষণাবলী।

মন।—দংশন করিবার ইচ্ছা। হাঁউ মাউ করিয়া চাৎকার করে ; অধৈর্য্য, অল্পে কাতর, পুরুষত্বহীন। অস্বাভাবিক ভাবে কামরিপুর পরিতৃপ্তির জন্য নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করে। শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত। নির্লজ্জতা।

মস্তক।—রক্তসঞ্চয়াধিক্যজনিত এক পার্শ্বগত শিরঃপীড়া ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাবান্তে উপশম (মিলিলোট: বেব্-কস্: ম্যাগ্-সল্ফ:)। প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে শিরোবেদনা (আহার করিতে বিলম্ব হইলে শিরোবেদনা = আর্স: ক্যাক্ট: ল্যাকে: লাইকো: ফস:)—আলোকে ও শব্দে বৃদ্ধি, তৎসহ পদদ্বয় শীতল ও হৃদ্‌স্পন্দন।

চক্ষু।—আরক্তিম, উদ্ভাসিত-শিরা, কণ্ডুয়নযুক্ত ও স্ফীত। চাকচিক্যশালী বস্তুর দিকে চাহিতে পারে না। চক্ষুমধ্যে ক্ষুদ্র ফোস্কা উদ্গত হয়। অক্ষিগোলক উপর দিকে ঘূর্ণিত হয়।

কর্ণ।—সঙ্গীত শব্দ অসহ্য (অ্যাকো: বেল: গ্র্যাফ্: ন্যাট্-কার্ব্ব: ন্যাট্-সল্ফ: নক্স: স্যু' (থুযা:)। শব্দমাত্রে বিরক্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য জনক (আর্ণিকা: বেল্: কফি: নক্স: সিঙ্কো: লাই: সিপী:)।

মুখমণ্ডল।—ফ্যাকাশে বা পাংশুবর্ণ (আর্স: সিঙ্কো: লাইকো: ল্যাকে:)। সন্ধি সহযোগে ঊর্দ্ধোষ্ঠে পীড়কা। থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে (অ্যামিল্: ফের্:)।

পাকাশয়।—পচা-ডিম্ববৎ গন্ধযুক্ত উদ্গার। জলাদি পানমাত্রে বমন (বিসমাথ: আর্স:)। দুগ্ধপানান্তে শূলবেদনা উপস্থিত হয়। (ব্যাফেনাস ;—উষ্ণ দুগ্ধ পানে উপশম = ক্রোটন্-টিগ:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র প্রকাশ হয় তৎসহ শিরোবেদনা। প্রদর,—স্রাব জলবৎ (অ্যামন্-কার্ব্ব: গ্রাফ্: ক্যালী-আয়োড: নাইট্রাম্: ওলিয়াম্-অ্যান্:)। কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজনাসহ অপস্মারবৎ আক্রমণ (ক্যালী-ব্রম)। ঋতুর সময় অপস্মার বা মৃগীরোগ আবির্ভাব। স্তনগ্রন্থির কাঠিন্যপ্রাপ্তি। ডিম্বাধার ও জরায়ুমধ্যে জ্বালাবোধ ; জরায়ু গ্রীবা ক্ষত-যুক্ত,—দুর্গন্ধময় রক্তাক্ত স্রাব। জরায়ু হইতে বেদনা পদদ্বয়ে সঞ্চারিত হয়। সূতিকা অবস্থায় পায়ের-শ্বেতবর্ণ-স্ফীতি, তৎসহ জ্বর ও অস্থিরতা (অ্যাকো শিরাবাহী বেদনা ও স্পর্শাসহনীয়তা,—গাত্রে কাপড় রাখিতে চাহে না = পল্‌সে: হাম্ বিস্‌মাথ:)। শিরাপ্রসারণ (হ্যামা:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অনিবার্য্য হস্তমৈথুনাসক্তি। তাহার বাম হস্ত পুনঃ পুনঃ জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করে। অজ্ঞাতসারে বেতঃস্খলন। রমণকালে অতি শীঘ্র বেতঃপাত (অ্যা:-পাই: বাবা: ক্যাল্‌কে: জেলসি:)। হস্তমৈথুন এবং তজ্জনিত অপস্মার (ক্যাল্‌কে: ল্যাকে: প্ল্যাটি: ষ্ট্র্যামো.)। অপস্মার—(Epilepsy),—আক্রমণের আরম্ভে রোগী এক হৃদয়বিদারক চীৎকার করিয়া ধরণীতলে পতিত হয়, এবং অচেতনাবস্থায় এরূপ চীৎকার করে যে শ্রোতা-দিগের লোম পর্য্যন্ত হর্ষিত হইয়া উঠে, নিদ্রাবস্থাতেই আবদ্ধ হয় (কিউপ্রাম ; ওপী: ল্যাকে) এবং আক্রমণান্তে রোগী প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়।

ত্বক ও প্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গুলিতে আঘাতজনিত বেদনা,—বাহু বাহিয়া উর্দ্ধ-দিকে প্রসারিত হয়। করতলে বৃহৎ ফোস্কা উদ্গম। আঙ্গুল হাড়া, নখের চতুর্দ্দিকে কাল শিরার বর্ণযুক্ত স্ফীতি ও তৎপরে পূয সঞ্চয়। পায়ে খাল ধরে। পদতলে ফোস্কা উদ্গত হয়। সামান্য আঘাত প্রাপ্ত অংশে পূয জন্মে (গ্র্যাফ হিপার.)। করতল ও পদতলের ফোস্কা সকল ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে ক্লেদময় রসস্রাব। ত্বক পীতবর্ণ, বিস্ফোটকপূর্ণ। জ্বালাযুক্ত ক্ষত। অত্যন্ত অবসন্নতা বা দুর্ব্বলতা, সমগ্র দেহ স্ফীত ; পেশীর সঙ্কোচন ; ভয় জনিত মৃগীরোগ।

বৃদ্ধি।—উষ্ণ গৃহে এবং রাত্রিতে।

উপশম।—ঠাণ্ডাবস্থাতে।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন—ল্যাকেসি: সিনেগা।

সদৃশ।—কিউবেব। আর্স, ক্যান্থ, ল্যাকে: (পূয জন্য আক্ষেপ) ; ক্যাল্‌কে, নক্স, সাইলি (মৃগীর আবেশ); ল্যাকে, সলফার (তাণ্ডব) ; হায়সা: সলফর (কৃত্রিম মৈথুন) আনথ্রাক্স (দুষ্টব্রণ)।

শক্তি।—৩য় হইতে ২০০ ক্রম।

ক্যাক্টাস্ গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাস

(CACTUS GRANDIFLORUS).

নামান্তর।—সিরিয়স্ গ্র্যাণ্ডিফোরাস্।

প্রস্তুতি।—তরুণ, কোমল পল্লব সহ ফুল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ধমনীর অর্ব্বুদ; হৃৎশূল; সংন্যাস; হাঁপানি; মূত্রাধারের পক্ষাঘাত; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য; শ্বাসনলী প্রদাহ; উদর ও বক্ষব্যবচ্ছেদক পেশীর আমবাত; শোথ; কর্ণপ্রদাহ; নালীক্ষত; গলগণ্ড; রক্তমূত্র; রক্তস্রাব; শিরঃপীড়া; হৃদ্‌পিণ্ডের বিবিধ পীড়া; অজীর্ণ; সবিরাম জ্বর, ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্ত স্রাব; বিষাদ; কষ্টরজঃ; স্নায়ুশূল; ডিম্বাধার-প্রদাহ; ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ; বাত; সূর্য্যাঘাত; আভিঘাতিক জ্বর; যোনিপথের স্নায়ুশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা।—স্থূলকায় ব্যক্তিতে রক্তবেগ বা রক্তসঞ্চয় লক্ষণে, রক্তস্রাব প্রবণতায় ইহা উপযোগী। এই সকল ব্যক্তির মৃত্যুভয় থাকে, রোগী বিশ্বাস করে যে তাহার পীড়া দুরারোগ্য (আর্স)।

আভাস।—ইহাদ্বারা দেহের সর্ব্বত্র দৃঢ়বদ্ধভাব ও সঙ্কোচন উৎপন্ন হইয়া থাকে। গলমধ্য, বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড, মূত্রনালী, মলান্ত্র, জরায়ু, অপত্যপথ প্রভৃতি দেহের প্রত্যেক দ্বারই রোধ হয়; যেন কে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়াছে এমন কি দেহ পর্য্যন্ত বোধ হয় যেন একটী অপ্রসর পিঞ্জরাবদ্ধ রহিয়াছে এবং সেই পিঞ্জর যেন ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতেছে। হৃৎপিণ্ড এবং ধমন্যাদি ইহার প্রধান ক্রিয়াভূমি;—হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন কোন লৌহময় হস্তদ্বারা বজ্রমুষ্টিতে ধৃত রহিয়াছে, এবং রোগীর মনোবৃত্তি সকলও হৃদ্‌পিণ্ডাদির পীড়ার অনুযায়িক হইয়া থাকে; রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ও ভাবনাযুক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার বোধ হয় তাহার রোগ আর নিরাময় হইবে না। নাসিকা, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থলী, মলান্ত্র (Rectum) মূত্রস্থলী প্রভৃতি হইতে শোণিতস্রাব, শিরোবেদনা, রজোবিকৃতি জনিত পীড়াদি এবং স্নায়ুশূল (Neuralgia) হৃৎশূল প্রভৃতি রোগে ইহা আশু ফলপ্রদ। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই,—(১) শোণিতসঞ্চয়াধিক্য-জনিত শিরোবেদনা,—যেন মস্তকের ধমন্যাদি সকল স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে এবং মস্তক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। কর্ণমধ্যে দপ্‌দপানি সহ শিরোবেদনা। (২) হৃৎপিণ্ড, অন্ননলী (Esophagus), পাকস্থলী, মূত্রকোষ এবং জরায়ু যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। (৩) শ্বাসকৃচ্ছ্র,—হৃৎপিণ্ডের দৃঢ়াবদ্ধ ভাব সহ,—যেন হৃৎপিণ্ড একটী লৌহময় হস্তদ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছে বা বজ্রমুষ্টিতে ধৃত হইয়া রহিয়াছে। (৪) হৃৎস্পন্দন,—বাম বাহু বাহিয়া তীব্র বেদনা নিম্নদিকে সঞ্চারিত হয়,—আর্ত্তব প্রকাশের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে হৃৎশূল (Angina Pectoris)। (৫) মৃত্যুভীতি। (৬) বাধক বা রজঃকৃচ্ছ্র—আল্‌কাতরাবৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ স্রাব, জরায়ু ও ডিম্বাধার প্রদেশে দপ্‌দপ-

কারী বেদনা, হৃদ্স্পন্দন এবং আক্রান্ত অংশে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব। (৭) শয়ন করিলে আর্ত্তব-স্রাবের নিবৃত্তি হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিমর্ষ, কথা কহিতে বিরক্ত। মৃত্যুভয়,—মনে করে সে রোগমুক্ত হইতে পারিবে না (আর্স: ল্যাক-ক্যান: লিল-টাইগ: অ্যাসিড-নাই: সোরাইন: মিডর: পল্‌সে)। অকারণ রোদন করে,—সান্ত্বনা করিলে রোদনের বৃদ্ধি হয় (হেলিবো: লিল-টাই: ন্যাট-মিউ: সিপী: = সান্ত্বনা করা যায় না—ক্যালী-ব্রম্; সান্ত্বনা করিলে উপশম হয় = পল্‌সে:)। দুর্দ্দমনীয় বিমর্ষ ভাব ও অবসাদ বায়ুগ্রস্ত বা ব্যাধিশঙ্কা (Hypochondriacal)।

মস্তক।—রক্তপ্রধান ব্যক্তিদিগের শিরোমধ্যে রক্তাধিক্য বা রক্তসঞ্চয় জনিত সংন্যাস (Apoplexy)। শিরোবেদনা—যেন মূর্দ্ধাদেশে একটা ভারবস্তু চাপান রহিয়াছে (অতীব্র বেদনা সহ মূর্দ্ধাদেশে ভারবোধ = জেল্‌সি: শঙ্খপ্রদেশে বেদনা ও জ্বালা সহ মূর্দ্ধাদেশে গুরুভার বোধ = ফেল্যান্: গতার্ত্তবাদিগের মূর্দ্ধাদেশীয় বেদনা = ল্যাকে: চাপ দিলে উপশম বোধ হয় = মিনীয়্যান্), বয়ঃসন্ধিকালীয় (climacteric) শিরোবেদনা (গ্লোন্: ল্যাকে:); রৌদ্রে অবস্থান জনিত,—পূর্ণতা ও সঙ্কোচনানুভূতি সহ কিম্বা আর্ত্তব বিকৃতি সহ (মূর্দ্ধাদেশে যেন গুরুভার বস্তু চাপান আছে = অ্যালো: ক্যান্-স্যাট: ক্যালী. বাই:)। স্নায়ুশূল (Neuralgia),—রক্তসঞ্চয়াধিক্য জনিত, সময় সময় প্রকাশ হয়,—দক্ষিণ পার্শ্বগত অতীব্র দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা। মধ্যাহ্ন ভোজনের বিলম্ব হইলে শিরোবেদনা উপস্থিত হয় (আর্স: ল্যাকে: লাই:—প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে = বীউফো)। বোধ হয় যেন দৃঢ়রূপে মস্তক সাঁড়াশী দ্বারা ধৃত রহিয়াছে (সাইকীডটা; লরো: ম্যাগ-সল্‌ফ প্ল্যাট্: পল্‌সে: ষ্ট্যান্: সল্‌ফ:)। শিরোবেদনাধিকারে বোধ হয় যেন মস্তকের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। মুখের স্নায়ুশূল (Prosopalgia),—দক্ষিণ-পার্শ্বগত (বেল: ক্যাল্‌মীয়া; বামপার্শ্বগত, স্পাইজী); পুরাতন; সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়, স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে সহনীয় বোধ হয়। সুরাপান, সঙ্গীতধ্বনি, উজ্জ্বল আলোক, কিম্বা আহারের বিলম্ব হইলে শিরোবেদনার আবির্ভাব বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে; প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে আবির্ভূত হয় (সীড্রন)। যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। কর্ণবিবর মধ্যে দপ্‌দপানী অনুভূত হয়। যেন নদীর স্রোত বহিতেছে কর্ণমধ্যে এইরূপ শব্দ হয় (অ্যাষ্টিরী: ককীউ: পেট্রোল: পল্‌সে)। ঘর্ম্মরোধ জনিত কর্ণশূল।

নাসিকা।—প্রচুর শোণিতস্রাব, শীঘ্র থামিয়া যায়। সর্দ্দি, জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব; রাত্রিতে রোগী মুখ হাঁ করিয়া নিশ্বাস ফেলে। শ্লেষ্মা কষায় অর্থাৎ যেখানে লাগে হাজিয়া যায়, রন্ধ্রমুখ ক্ষতযুক্ত হয়।

গলমধ্য।—গলনলী সঙ্কোচন। জিহ্বা শুষ্ক, যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে (পল্‌সে: রিউমেক্স: স্যাঙ্গি:), বহুল পরিমাণে জলপান না করিলে কণ্ঠ হইতে ভুক্ত দ্রব্যাদি নিম্নগামী

হয় না। হৃৎশূল রোগে গলমধ্য সঙ্কুচিত হইয়া শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং গ্রীবাদেশীয় ধমন্যাদি দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে।

পাকাশয়।—দৃঢ়াবদ্ধভাব জনক, দপদপানি এবং ভারবোধ হয়। প্রচুর শোণিত বমন। পাকান্ত্রাশয়িক শূল অর্থাৎ উপরপেটে ও তলপেটে বেদনা (Gastro-Enteritis)। মুখে অম্লস্বাদ।

মল।—মলদ্বারে অত্যন্ত ভারবোধ (সিপী:) ও কণ্ডূয়ন। মলদ্বার হইতে অপর্যাপ্ত শোণিতস্রাব (ক্যাল্‌কে: ক্যাস্‌ক্যারিলা: হ্যামা:)—শীঘ্র থামিয়া যায়। কঠিন কৃষ্ণাভ মল (গুটিলাকারে নির্গত হইলে ওপী: বেল: প্লাম্‌:)। অশোবলি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়—গ্রীবার সঙ্কোচন (ক্লিম্যাট্‌: পেট্রোল:) বশতঃ মূত্ররোধ (বার্বা: ক্যাপ্স: পাল্‌সে: সার্সা: সিপী: প্রুনাস্‌ ;)। অত্যন্ত প্রস্রাব বেগ, কিন্তু মূত্র নির্গত হয় না। জ্বালা সহ বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। মূত্রস্থলী হইতে রক্তস্রাব, মূত্রনলী মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাট রক্তখণ্ড নির্গত হয়। মূত্র শুষ্ক-তৃণ-বর্ণ বা খড়ের জলের মত ; মূত্রের তলানি লাল বালুকার (লাই: সিলিঃ কপিশবর্ণ রেণুবৎ = ল্যাকে:) মত। রক্তাক্ত মূত্র (ইপিক্‌: মিলিফ: অ্যাসিড-নাই: সিকেলি:)।

জননেন্দ্রিয়।—জরায়ু ও ডিম্বাধার প্রদেশ সঙ্কুচিত অনুভূতি (ভারবোধ হয় = জেল্‌সি:)। রজঃকৃচ্ছ্রতা বা বাধক,—জরায়ু ও ডিম্বাধার প্রদেশে দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা এবং ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা,—রোগিনী যন্ত্রণায় অস্থির (ক্যামো কিউপ্রাম ; নক্স:) হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে। জরায়ু ও তৎবন্ধনী প্রভৃতিতে বেদনা, উরুদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়,—প্রতি দিবস সন্ধ্যার সময় আবির্ভূত হয়। ঋতু,—আট দিবস অগ্রে প্রকাশ পায়,—শয়ন করিলেই স্রাব বন্ধ হয় (বোভি: কষ্টি: লিলি-টাইগ্‌ ; শয়ন করিলে স্রাব বন্ধ হয় = ক্রিয়ো)। ঋতুর সময় হইলেই হৃদস্পন্দন আরম্ভ হয়। ঋতু,—স্রাব গাঢ় কালবর্ণ (ককীউ: ম্যাগ-কার্ব্‌: ক্যামো ইগ্নে: ক্রোকাস্‌: গ্র্যাফ্‌: নাইট্রাম্‌)।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃস্থলে চাপবোধ,—যেন একটা গুরুভার বস্তু বক্ষোপরে চাপান রহিয়াছে (অ্যাম্ব্রা: আর্স: ব্রাই: ক্যাম্ফো: ক্যামো: ককীউ: ক্রোটন্‌: ডাল্‌ক্যা: গ্র্যাফ্‌: ইগ্নে: ক্রিয়ো: ল্যাকে: ল্যাক্টীউকা ; নক্স-মস্‌: ফস্‌: হ্রাস: ; ষ্ট্যান্‌: ভায়োলা-ওডো:) ; যেন কোন লৌহ-বন্ধনী ইহার আকুঞ্চন প্রসারণ রোধ করিতেছে (আর্স: কার্বো-ভেজি: ল্যাকে: ফস্‌: পাল্‌সে: ষ্ট্যান্‌:)। বোধ হয় বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশ একটী রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যাগার: র‍্যানান্‌:)। হৃৎপিণ্ড যেন একটী লৌহময় হস্তদ্বারা একবার সবলে নিষ্পেষিত হইতেছে ও একবার মুক্ত হইতেছে,—যেন দৃঢ়রূপে বদ্ধ রহিয়াছে—যেন আকুঞ্চন প্রসারণের স্থান নাই (যেন হৃৎপিণ্ড সবলে নিষ্পেষিত হইতেছে = আয়োড: যেন পর্য্যায়ক্রমে সবলে ধৃত ও মুক্ত হইতেছে = লিলিয়াম্‌-টাই ; জাগ্রত হইলে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে এবং রোগী গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে = ল্যাকে: পাদচারণ কালে হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত বা নিপীড়িত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি = আর্স:)। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন

শ্বাসরোধ হইয়া যাইতেছে। মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম উদ্গত হয় এবং নাড়ী স্তম্ভিত হইয়া যায় (অ্যাকো: ভেরেট-অ্যাল:)। হৃদ্‌স্পন্দন,—ভ্রমণ কালে বৃদ্ধি=(গ্র্যাফ: ন্যাট-মি: প্যারিস: ষ্ট্যাফ:)। এবং রাত্রিকালে (আর্স:) বামপার্শ্বে শয়ন করিলে (অ্যাঙ্গাস: ব্যারাই: ব্রোম: গ্র্যাফ: ন্যাট-কার্ব্ব: ন্যাট-মিউ: পাল্‌সে: ট্যাব্যাক্.—কেবলমাত্র দণ্ডায়মান হইলে=অ্যাগার: দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে=আর্জেণ্ট-নাই: ক্যালী-নাই:)। হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত বেদনা,—বাম-বাহু বাহিয়া অঙ্গুলি পর্য্যন্ত তীব্রবেগে ধাবিত হয়। আক্ষেপিক (Spasmodic) কাসি,—দেহ আলোড়নকারী ; রক্তাক্ত গয়ার (ইপিক্:)। স্বল্পক্ষণ স্থায়ী কাসি=প্রচুর শ্লেষ্মাময় গয়ার। বক্ষঃস্থলে সূচিবেধবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাহু স্ফীতি,—বাম বাহুতে অধিক। পদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত স্ফীত (এপীস্ ;)। বামবাহুর অসাড়তা। উত্তমাঙ্গে আরম্ভ হইয়া সন্ধিমধ্যে বাতবেদনার আক্রমণ। সর্ব্বদা পা নাড়ে।

নিদ্রা।—দেহের নানা স্থানে দপ্ দপ্ কর বেদনা বশতঃ অনিদ্রা। রাত্রিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে বা বিকার উপস্থিত হয় (ব্রাই:)। ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দর্শন।

জ্বর।—পৃষ্ঠ ও হস্তদ্বয় হিমবৎ শীতল। শীত,—গাত্র আচ্ছাদনে শীতের উপশম হয় না ; কম্প প্রত্যহ একই সময়ে আইসে (সীড্রন্) ; প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে বেলা ১১টা বা রাত্রি ১১টার সময় জ্বর আইসে (বেলা ১১টা ন্যাট্-মি: নক্স: সিপী:)। সবিরাম জ্বর,—মস্তকে রক্তসঞ্চয়াধিক্য, মুখে সময়ে সময়ে উত্তাপ আবির্ভাব, মূত্রাবরোধ, মূত্রস্থলী মধ্যে বেদনা ; হৃৎপ্রদেশে ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা এবং প্রবল বমন ; স্বেদ আবির্ভাব হয় না ; রৌদ্রে অবস্থিতি হেতু জ্বরের উৎপত্তি। শীতের পর উত্তাপাবির্ভাব,—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শিরোবেদনা ও তৃষ্ণা ; রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সংজ্ঞারহিত ; পরে হ্রস্বশ্বাস ; রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না ; তৎপরে প্রচুর ঘর্ম্ম ও অতিশয় তৃষ্ণা।

বেদনাদি।—প্রায় দেহের সর্ব্বাংশেই বেদনা,—বেদনা সুতীক্ষ্ণ, দ্রুত-প্রসারণশীল,—লম্ফনশীল, অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুল্লতার ন্যায় (চিড়িক্‌মারা মত) এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয় এবং অবশেষে আক্রান্ত অংশে অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হয়,—যেন সাঁড়াসীর দ্বারা দৃঢ়-রূপে ধৃত রহিয়াছে ; এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব।

দোষঘ্ন।—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, চায়না ; ইয়ুপেটো।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকো: ডিজি: জেল্‌সি: ক্যালী-কার্ব: লিলীয়াম্-টাইগ্: আয়ো-ডাম্: ল্যাকে: ও ট্যাবেকাম্।

তুলনীয়—মানসিক লক্ষণে, ডিজি, ল্যাকে ; মস্তকে রক্তাধিক্য,—বেলাড, গ্লনয় ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া,—অ্যাকোন, অ্যাকটিয়া, অ্যামিল-নাইট্রেট, ক্রোটে: ডিজি:, ক্যালমি; ল্যাকে, নাযা, স্পাইজে ; রজঃ রাত্রিতে বন্ধ,—কষ্টিক্ ; শ্বেতপ্রদর,—অ্যামন-মিউর, সবিরাম জ্বরে, আর্স, ক্যাল্‌কে, ইয়ুপে, নেট্রাম ; সন্ধি শোথে,—ডিজিটে, ক্যাল্‌মিয়া ; অনিদ্রায়,—সলফর ; স্নায়ুশূলে—আর্স। রক্তস্রাবে,—অ্যাকোন্। ডায়েফ্রেমে বেদনায় র‍্যানান্।

বৃদ্ধি।—ঊর্দ্ধে আরোহণ, পাদচারণে ও রাত্রিতে বামপার্শ্বে শয়ন করিলে।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম; ৩০ শততমিক শক্তিতেও উত্তম কার্য্য করে।

পরীক্ষক।—ডাঃ রুবিনী ও তাঁহার পত্নী।

ক্যাড্মীয়াম্ সাল্ফিউরিকাম্

(CADMIUM SULPHURICUM.)

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম। ক্যাড্মিয়াম ব্রোমেটাম্ তরল ও বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ :—সংন্যাস; স্ফোটক; শিশুদের বিসূচিকা; চক্ষুর বিবিধ পীড়া; মুখের পেশীর পক্ষাঘাত; অজীর্ণতা; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; নাসিকার অর্ব্বুদ; পূতিনস্য।

উপযোগিতা ও আভাস।—পাকাশয়ে ইহার প্রধান ক্রিয়া এবং ইহাদ্বারা পাকাশয়ের বিকৃতিসহ নানাবিধ অবসাদজনক পীড়া উৎপাদিত হইয়া থাকে, -যেমন পীতজ্বর, বিসূচিকা প্রভৃতি যে সকল রোগে রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত এবং পুনঃ পুনঃ ভেদ ও বমন বশতঃ সাংঘাতিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে উপস্থিত হয়। কৃষ্ণবর্ণ-বমিত-দ্রব্যাদি, অত্যন্ত শীতার্ত্ততা পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়ে স্পর্শাসহনীয়তা এবং মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় অজীর্ণ রোগাদি ইহার অন্যতম ক্রিয়াফল। রাত্রে শয়নান্তে প্রবল গাত্রকণ্ডুয়ন,—স্পর্শ করিলে বা শৈত্য সংস্পর্শে কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয়; কণ্ডুয়নে উপশম বা মহা সুখের উদয় হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—কেহ নিকটে আসিলে ভীত হয়। (আর্ণি: সিনা: ল্যাকে:); সংজ্ঞাহীনতা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন—গৃহ ও শয্যা যেন ঘুরিতেছে (আর্ণিকা: বেল্: সাইকী: নক্স: — যেন শয্যা সহ নিম্নগামী হইতেছে=ব্রাই:)। বমনের অনতিপূর্ব্বে বোধ হয় মস্তক মধ্যে যেন ক্ষুদ্র মুদ্গরাঘাত হইতেছে (ক্রিম্: ফেরাম্-অ্যাসেট্: ইগ্নে: ন্যাট-মি. ফস: পল্সে: সিপী: সিলি:)। শিরোমধ্যে উত্তাপবোধ (অ্যাকো: অ্যাম্ব্র: আর্ণ: অরাম্: বেল: ক্যাম্ফো: হায়ো: লরো: মার্ক: সিপী:)। অস্থিরতা, হিমাঙ্গ, নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব, কণ্ঠনলী সংকোচন; তৃষ্ণা, বিবমিষা ও বমনসহ শিরোবেদনা,—অধিকাংশ স্থলে নিদ্রাভঙ্গান্তে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, ঠাণ্ডা বায়ু লাগিলে বা রৌদ্র সংস্পর্শে আবির্ভূত বা অনুভূত হইয়া থাকে।

নাসিকা।—পিনস বা পুতিনস্য (Ozæna = হাইড্রাস: অরাম্:) নাসামুল যেন সাঁটিয়া থাকে, নাসারন্ধ্র রুদ্ধ ; নাসাস্থিক্ষত (অরাম্)। নাসাব্রণ বা স্ফোটক। নাসা (Polypus), —নাসামূল :সাঁটিয়া থাকে, নাসিকা যেন -টানিয়া রহিয়াছে এরূপ বোধ ও তৎসহ দুর্গন্ধ স্রাব (সোরাইন্)।

চক্ষু।—এক চক্ষের তারকা প্রসারিত এবং অন্য চক্ষের তারকা সঙ্কুচিত। রাত-কাণা (বেল্: হেলিবোরাস-নাই:)। চক্ষুর শ্বেতবর্ণ আবরণের অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea = ইউফ্রে: ম্যাগ-কার্ব: ক্যাল্কে: ক্যান্-স্যাটি: সিলি:)। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলিমা।

কর্ণ।—ভ্রম-শ্রুতি ও ভ্রম দর্শন পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। সকল শব্দই শিরোমধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় (ফস্: কষ্টি: `অ্যাসিড-ফস্:—শব্দ মাত্র বোধ হয় যেন সমস্ত দেহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতেছে = থিরিডীয়ন্)। কর্ণমধ্যে কর্ কর্ করে ("কটাস্" করিয়া উঠে = ম্যাঙ্গে মস্ক্: সিলি:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে বোধ হয় যেন কি সড়্সড়্ করিতেছে (অ্যাগনাস্ ; অ্যাম্ব্রা ; গ্র্যানেট্টাম: পিয়োনি: হ্রাস: স্যাবাড:)। মুখের বিকৃত ভঙ্গী (অ্যাঙ্গাস্: ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্: অ্যাসিড-হাইড্রো: লরো: ওপী: প্ল্যাটি: ষ্ট্রাম্:)। হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান। মুখের.পেশীর পক্ষাঘাত (অ্যাকো: কষ্টি: ক্যালী-মিউ : লুতাতন্তু সংলগ্ন হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতিসহ = গ্র্যাফ:),—বামপার্শ্বে অধিক,—শীতল বায়ু সংস্পর্শ জনিত ওষ্ঠদ্বয়ের স্ফীতি।

মুখবিবর।—অন্ননলীর সঙ্কোচন (ব্যাপ্: ক্যাক্টা:) বশতঃ কোন দ্রব্য গিলিতে বেদনাবোধ (বেল্: এপীস্: আয়োড: মার্ক-আয়োড-ফ্লেভ: ফাইটো:—জলীয় পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই গিলিতে পারে না = ক্যাপ্স: ব্যারাই: সিলি: ; জলীয় দ্রব্য গিলিতে কষ্ট হয় = বেল: কঠিন দ্রব্যাদি গিলিলে আরাম বোধ হয় = ইগ্নে:)। লবণাক্ত বায়ু নির্গমন ও উদ্গার। মুখমধ্যে দুর্গন্ধ ও তন্মধ্য হইতে আঠাবৎ পদার্থ বহির্গত হয়। মুখের স্বাদ লবণাক্ত।

পাকাশয়াদি।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপ দিলে হাজিয়া যাওয়ার মত বা স্পর্শাসহ-নীয়তা অনুভূতি,—জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, অত্যন্ত উকি উঠে, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, বমিত দ্রব্যাদি কাল (আর্স: নক্স্: ; ফস্: ভেরেট্:) বা পীতবর্ণ (আর্স: কোল্চি: ডাল্ক্যা: আয়োড্:)। দ্বিপ্রহরের সময় দুর্গন্ধময় উদ্গার উঠিতে থাকে (কার্ব্বো-ভেজি:)। বমন কালে মুখমণ্ডল শীতল ঘর্ম্মাক্ত হয় এবং বোধ হয় যেন নিম্নোদরে মোচড় দিতেছে (ফস্: জিঙ্কাম্:)। ভেদবমনাদি পাকাশয়িক লক্ষণ গর্ভাবস্থায় বৃদ্ধি পায়। অন্ত্রাশয় হইতে কালবর্ণ দুর্গন্ধময় জমাট রক্ত নির্গত হয়। মণ্ডবৎ পীতাভ হরিদ্বর্ণ মল। উদর আধ্মানযুক্ত, এবং স্পর্শাসহ অর্থাৎ পেটে হাত দিলে সহ্য হয় না। মল রক্তাক্ত, কাল ও দুর্গন্ধময়, তৎসহ মূত্ররোধ।

হৃৎপিণ্ডাদি।—হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনসহ হৃদ্স্পন্দন (ক্যাক্টা:) ; অচৈতন্য, চাঞ্চল্য, আরক্তিম মুখমণ্ডল, পাকাশয় মধ্যে বেদনা বা পিত্ত বমন সহ কাসি।

শীতোত্তাপ।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বরফের ন্যায় শীতল (ভেরেট: ক্যাম্ফো: এত শীত

যেন রক্ত জমিয়া মারা যাইবে—হেলোড:) এবং অত্যন্ত শীত বোধ,—অগ্নির নিকট বসিলেও শীতের উপশম হয় না।

ত্বক্‌।—ত্বক নীলবর্ণ বা পীতবর্ণ, ফ্যাকাশে, শল্কযুক্ত এবং ফাটা ফাটা। হস্তপদাদিতে লাল দাগ। বক্ষঃস্থলে কপিশবর্ণ দাগ। ললাটে, নাসার উপর এবং মুখের চতুর্দ্দিকে ব্রণাদির উদ্ভেদ। ত্বক অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল, কণ্ডুয়নান্তে অত্যন্ত সুখবোধ হয় এবং কণ্ডুয়নে উপশম হয়। বগলের গ্রন্থি পাকিয়া উঠে (যুগ্‌ল্যান্স-রিজী:)।

নিদ্রা।—চক্ষু উন্মীলিত করিয়া অর্থাৎ চাহিয়া নিদ্রা যায়। নিদ্রাবস্থায় শব্দ করে ও হাসে। নিদ্রাগত হইলেই শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় (ক্লোরাম্‌: জেলসি: গৃণ্ডিলীয়া: ল্যাক্‌-ক্যান্‌: ল্যাকে: ওপী:); হাঁপাইতে হাঁপাইতে জাগিয়া উঠে। পুনশ্চ নিদ্রা যাইতে ভীত হয়। দীর্ঘ সময় অস্বাচ্ছন্দ্য জনক অনিদ্রা।

বৃদ্ধি।—পাদচারণকালে, ভার বস্তু বহনে ও নিদ্রাবস্থায় বা নিদ্রান্তে (ল্যাকে: ক্লোরাম্‌: ; গৃণ্ডি:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ক্যাড্‌মীয়াম্‌-ব্রোমেটাম্‌—পাকাশয়ে বেদনা ও জ্বালাসহ বমন। ক্যাড্‌মীয়াম্‌-আয়োডেটাম্‌—লসিকা বা রসগ্রন্থি সকলের স্ফীতি। সন্ধি সকলের পুরাতন প্রদাহ এবং আক্রান্ত সন্ধিতে শ্লেষ্মা গুটিকা (Nodes) জন্মে। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু। ডাং ক্লার্কের মতে,—জিঙ্কাম (জিঙ্কামের ক্রিয়া প্রথমে মস্তিষ্কে ; কিন্তু ক্যাড্‌মিয়মের পাকাশয়ে) ; বক্ষ সঙ্কোচনে ক্যালি-ক্লোর ; বমনে—আর্সেনিক ; কাল বমন, দুর্ব্বলতা, আর্স, ল্যাকেসিস্‌; বিবমিষায়, ইপিকা ট্যাবেকাম্‌ ; মল,—আলোজ, পডো ; নিদ্রাকালে শ্বাসবন্ধ, কার্ব্বো, ওপিয়ম, ল্যাকেসিস্‌।

শক্তি।—৩য় শততমিক হইতে ৩০ শততমিক পর্য্যন্ত।

কাইঙ্কা
(CAINCA).

নামান্তর।—ব্রেজিল দেশীয় উদ্ভিদ বিশেষ।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক মূলের ছাল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—কাসি ; শোথ ; ক্লান্তি ; মূত্রগ্রন্থির পীড়া ; চক্ষুপ্রদাহ ; বহুমূত্র ; প্লীহার বেদনা।

উপযোগিতা ও আভাস।—ঘর্ম্মবাহিতা বা শুষ্ক-ত্বক-সহ সার্ব্বাঙ্গিক শোথ ; উদরী, ভ্রমণান্তে বহুমূত্র, এবং লালমেহ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

লক্ষণাবলী

মস্তক।—তীব্র শিরোবেদনা,—পশ্চাদ্ভাগে অধিক (অ্যানাক: ব্যারাই: গ্রাফ: ল্যাকে:

নক্স: হ্রাস ; সিপী:) ; পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম আদৌ সহ্য হয় না (অ্যাসে: অরাম্ ; ল্যাকে: নক্স:)। দক্ষিণ শঙ্খপ্রদেশে (Temple) বিদ্ধকরণবৎ বেদনা।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে জ্বালা। কণ্ডুয়ন সহ অক্ষিপুট স্ফীতি। বৈকালে নিদ্রান্তে কোন বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পায় না,—যেন দৃষ্টিপথে কুজ্ঝটিকা (Mist) রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (আগার: আর্জ-নাই: বেল: কষ্টি: ফর্মি: জেল: গ্লোন্: গ্র্যাফ: পেট্রোল: র‍্যানন্-বাল্‌বো:)।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঝিঁঝিঁ শব্দ,—যেন কর্ণের নিকটে এক ঝাঁক পোকা উড়িতেছে (অ্যাম্-কা: কষ্টি: গ্র্যাফ: ন্যাট্র-মি: পল্‌সে: সিলি:)।

নাসিকা।—ভয়ানক সর্দ্দি,—পাতলা শ্লেষ্মা স্রাব, স্রাব নাসারন্ধ্রমুখকে ক্ষতযুক্ত করে (অ্যালিয়াম্-সীপা ; আর্স: আর্স-আয়োড:)। মুখ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়।

গলমধ্য।—গলমধ্যে জ্বালা বোধ হয়,—যেন লঙ্কার ঝাল লাগিয়াছে। কর্কশতার উপশম হইবার আশায় পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করে। অন্ননলী মধ্যে শৈত্যবোধ ; পুনঃপুনঃ স্বাদহীন উদ্গার উঠে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শৈত্যবোধ (ক্যাম্ফো: সিঙ্কো:)।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভব। বমনোদ্রেক সহ উদর পরিপূর্ণ বোধ (অ্যাণ্ট-ক্রু: অ্যাসা: জেণ্ট-লুট: গ্র্যাফ: অ্যাসিড-মি: ষ্ট্যান:) ; তলপেটে গড় গড় করে (কলো: অরাম্ ; সইক্লেম: সল্‌ফ: অ্যাসিড-সল্‌ফ:)। স্পর্শ করিলে বা পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িলে তলপেটে বেদনানুভূতি (বেল: এপীস: মার্ক. নক্স পল্'স সল্‌ফ:)। প্লীহা মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা।

মল।—পুনঃ পুনঃ বেগ কিন্তু কেবলমাত্র বায়ুনিঃসরণ হইয়া যায়। মলদ্বারে জ্বালা। সন্ধ্যার পর নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিলে পব মলদ্বারে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন, রোগী পুনঃ পুনঃ কণ্ডুয়ন করিতে বাধ্য হয়।

প্রস্রাব।—মূত্রনলীর সম্মুখ প্রদেশে জ্বালা সহ মূত্রকৃচ্ছ্রতা (ক্যান: ক্যান্থা: ল্যাকে: ক্যাপ্স:)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ (অ্যাপোসাইন: ইকীউইসেট:)। দেশভ্রমণকালে বহুমূত্র (স্কীলা: রাত্রিতে বৃদ্ধি = অ্যাসিড-ফস: কষ্টি: অধিকন্তু মিউরেক্স: ইউরেন-নাই: রাত্রিতে অধিক, কিন্তু অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে তবে মূত্র নির্গত হয় = ক্যালী-কার্ব্ব: জলপান করিলেই প্রস্রাব বেগ—কার্ল্‌স-ব্যাড ; মল কাঠিন্য সহ পুনঃ পুনঃ বেগ = নক্স:) মূত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত = (ক্যান্থা:)। ঝাঁঝাল মূত্র ত্যাগ কালে যন্ত্রণা। মূত্র অগ্নিময়, প্রস্রাবের সময় লিঙ্গোদ্গম এবং মধ্যে ভয়ানক জ্বালা (অ্যাপোসাইন: সার্সা:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—সন্ধ্যাকালে অণ্ডকোষে ও রেতারজ্জুতে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণবৎ বেদনা, তৎসহ মুষ্কত্বকের শিথিলতা এবং বোধ হয় যেন ইহা অত্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, তৎপর বেদনা—ঝাঁঝাল মূত্র নির্গমন কালে বেদনার বৃদ্ধি। রাত্রিতে লিঙ্গোদ্গম ও অস্থিরতা সহ ভয়ঙ্কর কামোত্তেজক স্বপ্ন দেখে এবং প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের সময় রেতঃস্খলন হইয়া যায়।

পৃষ্ঠ।—বৃক্ক প্রদেশে বেদনা,—পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া শয়ন করিলে আরাম বোধ হয় (ডায়োস্কো: প্যারীরা-ব্রা: ওসিমাম-ক্যান:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড-অ্যাসেট: অ্যাসিড-ফস: অ্যাপেসাইন: ব্রায়োনিয়া।

দোষঘ্ন।—কলচি, হ্বাস-টক্স, ভিরেট্রাম।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক পর্য্যন্ত।

ক্যাজুপুটাম্

(CAJUPUTUM).

নামান্তর।—তেজপত্র তৈল।

প্রস্তুতি।—অ্যাল্‌কোহল এই তৈলসহ সংমিশ্রিত হইয়া মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বধিরতা; রাত্রি-কালীন অতিসার; শোথ; মৃগী; ক্ষুদ্র-সন্ধিবাত; শিরঃপীড়া; বুকজ্বালা; হিক্কা; মূর্চ্ছা-বায়ু; আর্ত্তববিকৃতি; পক্ষাঘাত; বাত; জিহ্বার পীড়া; দন্তশূল; মাথাঘোরা।

উপযোগিতা ও আভাস।—অপর্য্যাপ্ত স্বেদস্রাব, স্থানপরিবর্ত্তনশীল সন্ধিবাত বা বাতরক্ত (Gout), স্নায়বীয় বিকৃতিজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এবং অপ্রাদাহিক স্নায়বিক পীড়াদি ইহার ক্রিয়ার মুখ্য ফল। উদরাধ্মান ও জিহ্বার স্ফীতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্দ্ধনানুভূতি প্রভৃতিও ইহার লক্ষণ। নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণও ইহার নির্ণায়ক,—সর্ব্বাঙ্গের বর্দ্ধনানুভব অর্থাৎ—বোধ হয় যেন মস্তক ধামার ন্যায় বড় হইয়াছে। যেন স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি একত্রিত করিতে পারিতেছে না (ব্যাপ্টি:) এইরূপ বোধ। বস্ত্রাদি অতি নিকটে থাকিলেও লইতে বিলম্ব হয়। যেন তাহাকে কেহ বিষ প্রয়োগ করিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস। যেন তাহার বাহুদ্বয় দেহের সহিত আবদ্ধ হইয়া আছে এবং ভারি ও অকর্ম্মণ্য বোধ; সমগ্র দেহে স্পর্শানুভবরাহিত্য। হামবৎ গাত্রোদ্ভেদ, অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল। জরায়ু আদি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের-বিকৃতি-প্রতিক্ষিপ্ত (Reflected) স্নায়বিক পীড়াদি (অ্যাক্টীয়া)। মূর্চ্ছাবায়ু (Hyste ia) রোগগ্রস্তের ন্যায় সময়ে সময়ে শ্বাসরোধানুভূতি। স্নায়বীয় উদরাধ্মান। মুখশূল ও কর্ণশূল। কর্ণপুট আরক্তিম; নাসাপুটদ্বয় হঠাৎ আরক্তিম হইয়া উঠে, নাসিকা স্ফীত প্রতীয়মান হয়। কথোপকথন, হাস্য: আহার বা দেহ সঞ্চালন মাত্রে প্রবল হিক্কার আবির্ভাব। এতজ্জনিত লক্ষণাদির হঠাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব,—বেলা ৫টার সময় আবির্ভূত হইয়া আহারান্তে হঠাৎ তিরোহিত হয়। ধূমপানে বমনোদ্রেক (অ্যাগার: ষ্টাল্ড্:)।

লক্ষণাবলী।

মন।—কেহ তাহার সহিত কথা কহিবে ইহা তাহার ইচ্ছা নহে (অ্যাণ্ট্: আয়োড্: সিলি:)। রমণীসমাজে অনন্দানুভব করে। অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবযুক্ত, যেন ক্রন্দনোন্মুখ।

রাত্রি দশটায় মনে হয় যেন প্রত্যঙ্গাদি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে,—একত্রিত করিতে পারিতেছে না; বস্ত্রাদি নিকটে থাকিলেও পাইতে বিলম্ব হয়; নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশম।

মস্তক।—ললাটদেশীয় শিরোবেদনা (অ্যাকো: লেপ্‌টান্:), = বিশেষতঃ মস্তক অবনত করিলে অক্ষিগোলকমধ্যে বেদনার বৃদ্ধি (এক চক্ষু হইতে অন্য চক্ষু পর্য্যন্ত বেদনা,—চাপ দিলে উপশম বোধ এবং মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি = ব্রাই·)। বেলা ৫টার সময় প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—এবং তৎসহ হনুদ্বয়ের আড়ষ্টতা। রোগী মনে করে, যেন তাহার মস্তক ধামার মত বৃহৎ।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয় ভারবোধ। উদ্ধাক্ষিপুটদ্বয় পাদুকার চর্ম্মের ন্যায় ভারি এবং পুরু বোধ হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিলে কিছু দেখিতে পায় না,—দেখিতে পাইবার আশায় চক্ষু মর্দ্দন করা (ক্রোকাস)।

মুখমণ্ডলাদি।—কর্ণপুট আরক্তিম এবং নাসাপুটদ্বয় হঠাৎ রক্তিমাভ হইয়া উঠে মুখমণ্ডলে জ্বালানুভূতি। অনবরত বোধ হয় যেন কণ্ঠনলীর সঙ্কোচন বশতঃ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। অন্ননলীর হঠাৎ সঙ্কোচন। বোধ হয় যেম জিহ্বা স্ফীত হইয়া সমগ্র মুখবিবর পরিপূর্ণ করিয়াছে। (জিহ্বার স্ফীতি বশতঃ শ্বাসরোধ হইবার ভয় = ক্লোর-হাইড্রেট বা ক্লোরেলাম্; স্ফীতি বশতঃ জিহ্বা বহির্গত হইয়া পড়ে—ষ্ট্রাম্: জিহ্বার স্ফীতি বশতঃ বহির্গত কবিতে পারে না = মার্ক-কর: স্ফীত জিহ্বা বহির্গত হইয়া থাকে ইন্যাথি-ক্রোক্: জিহ্বার স্ফীতি বশতঃ কথা কহিতে কষ্টবোধ হয় = ব্যাপ:)। জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত ও খস্‌খসে বোধ হয়; বোধ হয় = যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যেন শল্ক উঠিয়া যাইবে (জিহ্বা পার্শ্ব দগ্ধ বোধ হয়—পল্‌সে সিপী: যেন শ্বেতলেপাবৃত ও দগ্ধ = সাইমেক্স: জিহ্বা হইতে ছাল বা শল্ক উঠিয়া যায় = র‍্যানান-স্কিলিরেটাস্; জিহ্বার শ্বেত আচ্ছাদন ছালবৎ উঠিয়া যায় = ট্যারাক্স:)।

পাকাশয়।—ক্ষুধা ও তৃষ্ণারাহিত্য। বিবমিষা এবং কথোপকথন, হাস্য, আহার, দেহসঞ্চালন প্রভৃতি সামান্য কারণে হিক্কা উঠে (অ্যাসিড-হাই: অ্যাসিড-সলফ: সাইক্ল্যামেন্); পান, আহার বা ধূমপান অন্তে = ইগ্নে: উদরের পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ ও বায়ুনির্গমন সহ = সাইকী: আক্ষেপিক = ইথিউজা: পূতিবাষ্পজনিত পীড়াদিতে প্রবল হিক্কা = ন্যাট-মিউ:)।

অন্ত্রাশয়।—আধ্মানসহ অন্ত্রশূল (ক্যামো: সিনা: ঋতুর সময় ককীউ-ইন্: রোগা, কৃষ্ণকেশ ব্যক্তিদিগের মলকাঠিন্য সহ = নক্স:); উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে (অ্যাসা: টেরিবিঃ)। বিড়ালমূত্রবৎ-গন্ধযুক্ত মূত্র (ভায়োলা-ট্রাই: অশ্বমূত্রবৎ গন্ধময় = অ্যাভেন্: অ্যাসিড-নাই: ভায়োলেট পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত = কোপেবা, টেরিব: নক্স: মস্: আমিষ গন্ধ ইউরেন্-নাই)। আক্ষেপিক (Spasmodic) বিসূচিকা,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে খাল ধরে (কিউপ্রাম্: সিকেলি:)। উদরাময়,—জলবৎ পীতবর্ণ মল; রাত্রিকালে বৃদ্ধি হয় (আর্স: সিঙ্কো: নক্স-মস্: সোরাইন্: পল্‌সে:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গোদ্গম এবং অত্যন্ত রমণেচ্ছা (স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গনাদি সোহাগের পরেও লিঙ্গোদ্গম হয় না = ক্যাঁলেড: সেলিন্:)।

বক্ষঃস্থল।—এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং বামস্কন্ধে ব্যথানুভূতি; শ্বাসকৃচ্ছ্র। বাম হস্ত বোধ হয় যেন সন্ধিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে (নিকোল:): বাম হস্ত তুলিতে গেলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়; ক্ষুদ্র-সন্ধিগত বাত,—হঠাৎ আক্রান্ত স্থান ছাড়িয়া দেহের অন্তরতম প্রদেশে অন্য রোগরূপে আবির্ভূত হয় (কিউপ্রাম)।

ত্বক।—হামের ন্যায় এক প্রকার উদ্ভেদ সমস্ত গাত্রে, বাহুতে ও পদের উর্দ্ধাংশে প্রকাশ পায়; অত্যন্ত কণ্ডুতি যুক্ত, কণ্ডুয়নান্তে বৃদ্ধি।

শীতোত্তাপাদি।—অত্যন্ত শীতবোধ করে এবং সর্ব্বাঙ্গে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয় (ফস্:)।

বৃদ্ধি।—প্রাতে ৫টা ও রাত্রিকালে।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—বেভিষ্টা (স্ফীতি অনুভব), প্লান্টেগো (কর্ণ ও দন্তশূল) কলচি (বাত)। অ্যাকোন ও বেলাড (ঘর্ম্মাদি) ইউক্যালিপ্টাস ইত্যাদি। সদৃশ—অ্যাসা: বোভি: টোরবিন্থ; পল্সে: নক্স-মস: ইগ্নে: কিউপ্রাম।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম পর্যান্ত।

ক্যালেডীয়াম্ সেগুইনাম্
(CALADIUM SEGUINUM).

নামান্তর।—এরম্ সেগুইনাম।

প্রস্তুতি।—টাটকা গাছড়া হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; শোথ; প্রমেহ; ধ্বজভঙ্গ; উত্তেজনা; কামোন্মাদ; যোনিমধ্যে চুলকানি; সান্নিপাতিক অবস্থা; কৃমি লক্ষণ ইত্যাতি।

উপযোগিতা।—শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুসকল অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা ধারণ করে—শব্দমাত্রে রোগী চমকাইয়া উঠে এবং নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (অ্যাসে: নক্স: ট্যারেন্টিউ:)। ইহা সেবনে তামাকের ধুমপানে বিরাগ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ই ইহার প্রধান ক্রিয়া,—ইহা ক্লৈব্য উৎপন্ন করে এবং যোনিমধ্যে এরূপ কণ্ডুয়ন জন্মায় এবং কামরিপুর এরূপ উত্তেজনা সাধন করে যে অস্বাভাবিক উপায়ে তাহার পরিতৃপ্ত করিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়া থাকে। রোগী আদৌ নড়িতে চাহে না; স্থির হইয়া শুইয়া থাকে, কিন্তু বামপার্শ্বে শয়ন করিলে তাহার যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয়। পুনঃ পুনঃ উদ্গার উত্থিত হয়,—কিন্তু সেই উদ্গারের সহিত অতি সামান্য বায়ু নির্গত হয়,—পাকস্থলী বোধ হয় যেন শুষ্ক নীরস পদার্থে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ক্লৈব্য;

রোগীর মন অত্যন্ত অপ্রফুল্লতা ধারণ করে; রমণেচ্ছা প্রাবল্য এবং কামোত্তেজনা সহ শিশ্নের শিথিলতা। স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গনাদি সোহাগের পরেও লিঙ্গোদ্গম হয় না,—শৃঙ্গারের সময় উত্তেজনা (ক্যাল্‌কে: সেলিন:) বা রেতঃস্খলন হয় না। যোনিতে পামা, (আম্ব্রা: গ্রাস: সল্‌ফ: গ্র্যাফ:),—অস্বাভাবিক উপায়ে রিপু পরিতৃপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা হয় (অরিগেনাম্: জিঙ্কাম:)। সন্ধ্যার সময় জ্বর আসিলে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং জ্বর ছাড়িলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। স্বেদগন্ধে মক্ষিকাদি আকৃষ্ট হয়। মশকাদি কীট দংশনান্তে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন ইত্যাদি ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—ঔষধ সেবন করিতে চাহে না, বলপ্রয়োগ ব্যতীত ঔষধ গলাধঃকরণ করে না। স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্নবান। ভীতিপ্রবণ চিত্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা মনে ভয় হয়; কামোদ্দীপক চিন্তা; শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর; সামান্য শব্দে চমকিত হইয়া উঠে ও নিদ্রাভঙ্গ হয় (আর্সে: নক্স: ট্যারেণ্টিউ:)। আদৌ নড়িতে চাহে না; নড়িতে গেলে তাহার ভয় হয় (ব্রাই:)।

মুখমণ্ডল।—যেন স্থানে স্থানে মাকড়সায় জাল আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। (ব্যারাই: বোরাক্স; গ্র্যাফা:)। মুখমণ্ডলে ও মস্তকে মিষ্টস্বাদযুক্ত ঘর্ম্ম; তজ্জন্য মক্ষিকা সকল আকৃষ্ট হয়।

নাসিকা।—মূলদেশে হঠাৎ জ্বালা আরম্ভ হয়, তৎপরে উপর্য্যুপরি হাঁচি হইতে থাকে, যেন রন্ধ্র মধ্যে মরীচচূর্ণ লাগিয়াছে; জলবৎ সর্দ্দি স্রাব সহ পুনঃ পুনঃ অতীব্র হাঁচি।

পাকাশয়াদি।—দন্তশূল,—যেন কেহ দন্তমূলে গর্ত্ত খনন করিতেছে, কর্ণমধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভব। জিহ্বার মধ্যস্থলে গাঢ় কপিশবর্ণ রেখা প্রতীয়মান হয়। পুনঃ পুনঃ উদ্গার, যেন পাকাশয় শুষ্ক নীরসদ্রব্যে পরিপূর্ণ। পাকাশয় মধ্যে যেন কি ধড়ফড় করিতে করিতেছে এইরূপ বোধ, এবং তজ্জন্য বিবমিষা। দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস। তামাকের ধুমপানে বিরক্তি জন্মাইয়া দেয় (প্ল্যাণ্ট্যাগো: সিঙ্কোনা:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত বিমর্ষভাব সহ ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ (বীউফো তুলনীয়); শিশ্ন অত্যন্ত শিথিল, কিন্তু রমণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল (লাই: সেলিন:)। সোহাগালিঙ্গনের পরেও লিঙ্গোদ্গম হয় না; রমণকালে আদৌ বীর্য্যস্খলন হয় না (ক্যাল্‌কে: সেলিন:)। শিশ্ন বৃহৎ ও স্বেদযুক্ত অনুমিত হয়; অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় লিঙ্গোদ্গম হয়, কিন্তু জাগ্রত হইলেই উদ্গম ভঙ্গ হইয়া যায়। জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনিদেশে পামা (Pruritus Valvæ)—গর্ভাবস্থায় যোনি দেশে একরূপ কামোদ্দীপক কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় যে, রোগিনী অস্বাভাবিক উপায়ে সেই কণ্ডুয়নের পরিতৃপ্ত সাধন করিতে যত্নবতী হইয়া থাকে (অরিগেনঃ জিঙ্কাম্:); যোনি হইতে শ্লেষ্মা স্রাব। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হঠাৎ জরায়ু সাঁটিয়া ধরে।

শ্বাসযন্ত্র।—বুকাস্থির বামপার্শ্বে বক্ষঃস্থলে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয়; ভাবনাসহ দক্ষিণপার্শ্বেও বেদনা বোধ হয়,—বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি (মার্কঃ),—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম। স্বরনলীর সঙ্কোচন বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, সর্দ্দি জনিত হাঁপানি রোগ। স্বরনলীর উর্দ্ধাংশ হইতে কাসির উদ্রেক হয়, গয়ার উত্থিত হয় না এবং কথা কহিলে বৃদ্ধি হয় (ব্যারাই ন্যাট-মিউঃ ষ্ট্যানঃ ল্যাকেঃ ফসঃ)।

ত্বক।—ঘর্ম্মের মিষ্ট গন্ধে মক্ষিকা আকৃষ্ট হয়। মশকাদি কীটদংশনান্তে অত্যন্ত জ্বালা (অ্যান্থ্রাঃ) ও কণ্ডুয়ন। বুকের উপর আম্বাত ও হাঁপানী পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। দেহের নানা স্থানে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে (অ্যাগারঃ)। নিম্ন বাহুর ভিতর দিকে অত্যন্ত কণ্ডূয়ন ও জ্বালাজনক রক্তবর্ণ গুটি (red pimple) উদ্গত,—বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত চাপ বোধ এবং তৎসহ যেন বায়ুনলী মধ্যে শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম।

নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালীন জ্বরাধিকারে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে ও জ্বর ত্যাগ হইলে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। অত্যন্ত নিদ্রালুতা। নিদ্রাবস্থায় গোঁ গোঁ করে। প্রকৃত ঘটনার ন্যায় স্বপ্ন দেখে। (বলঃ সিনা; ক্যামোঃ বোর্যাক্সঃ)। সামান্য শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হয়। যে সকল ঘটনা রোগী বহুকাল ভুলিয়া গিয়াছে স্বপ্নে সেই সকল স্মরণ হয়।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, এবং উত্তাপ সংস্পর্শে।

উপশম।—একটু নিদ্রার পর, ঘর্ম্মোদ্গমান্তে, শীতল জলে ধৌত করণান্তে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে এবং স্থির হইয়া থাকিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অনুপূরক—অ্যাসিড নাইট্রিক। মার্কিউরীয়াসের দোষঘ্ন। ইহার দোষঘ্ন—ক্যাপস; ইগ্নেসিয়া; কার্ব্বো-ভেজি; হায়সা, জিঙ্কিয়াই, মার্কু ইত্যাদি।

তুলনীয়।—অ্যাকোন, ব্রায়ো, কাষ্টিক, কার্ব্বো, ক্যান্থা, ক্যাপসি, সিনা, (কৃমি); জেল্‌স্ (ইন্দ্রিয়ের পরিচালন); হায়সা, ইগ্নে, লাইকো, মার্কু, নাইট্রিক-সলফ, জিঙ্কিয়া, নক্স-ভম, ফস, (কামোন্মাদ); পলস, সিপি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ক্যাল্‌কেরীয়া অ্যাসেটিকা
(CALCAREA ACETICA).

নামান্তর।—অপরিস্কৃত ক্যাল্‌সিয়াম অ্যাসিটেট্।

প্রস্তুতি।—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বনিকার ন্যায় ইহাও অপরিশুদ্ধ চূর্ণ (Lime) হইতে প্রস্তুত হয়। মহাত্মা হানিমান ইহা সুস্থশরীরে পরীক্ষা করেন। ইহা তরল ক্রমও প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—(ডাঃ ক্লার্কের মত)—গুহ্যদ্বার কণ্ডুয়ন;

উপঝিল্লিবিশিষ্ট শ্বাসনলী প্রদাহ; কর্কট বা ক্যান্সার রোগের বেদনা; বাধক, শিরঃপীড়া এবং শিরোঘূর্ণন।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার ক্রিয়া প্রায় ক্যালকেরীয়া অষ্ট্রীয়েরামের ন্যায়; কৃত্রিম ঝিল্লিজনন ইহার একটী প্রধান ক্রিয়াফল,—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে জরায়ু আদির মধ্যে কৃত্রিম ঝিল্লী সৃজন করে। কর্কটরোগের যন্ত্রণায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহার কতিপয় প্রধান লক্ষণ এই,—গৃহবহির্দ্দেশে পদচারণ কালে শিরোঘূর্ণন; ললাটদেশে চৈতন্যাপহারক, নিষ্পেষণবৎ বেদনা; সমগ্র মস্তক যেন নিষ্পেষিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি তৎসহ অধ্যয়নকালে শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি শক্তির লোপ; পাঠ করিতে করিতে রোগী থামিয়া যায় এবং কোথায় রাহিয়াছে কিছুই স্থির করিতে পারে না। মুখে অম্লাস্বাদ, মস্তক মধ্যে শৈত্য বোধ ও শূন্য ভাব। এক চক্ষু এবং এক পার্শ্বগত বেদনা,—চক্ষু আরক্তিম এবং অশ্রু-স্রাবশীল। অম্লাক্ত, দুর্গন্ধ উদ্গার। উদরাময়,—অপর্য্যাপ্ত, যন্ত্রণারহিত এবং দুর্ব্বলকারক নহে। অত্যধিকঃ মলদ্বার কণ্ডুয়ন। কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপাদক রজঃকৃচ্ছ বা বাধক এবং প্রচণ্ড বায়ুনলীভুজের বিকৃতি জনিত কাসি।

লক্ষণাবলী।

মন।—মহা ভাবনা, যেন কত অপরাধ করিয়াছে (চেলিড্ঃ ফেরাম্ঃ) বা তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা করিতেছে। শঙ্কাযুক্ত ভাব, যেন কোন অমঙ্গল সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছে (অ্যাষ্টেরী-রীউবঃ লিসিন্ঃ)। সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্য করিবার আগ্রহ (ক্যালকে ভার্ব্যাস্কাম্)। দিবসের প্রথমার্দ্ধে বিষাদ এবং শেষার্দ্ধে প্রফুল্লতা প্রকাশ করে। অত্যন্ত বিমর্ষভাবযুক্ত,—যেন রোদনোন্মুখ এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের ব্যাপার লইয়া বিশেষ ব্যস্ততা প্রদর্শন করে। অত্যন্ত অসন্তুষ্টচিত্ত ও কাহারও সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। গৃহ-বহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সেবনে আরাম বোধ করে।

মস্তক।—বায়ুসেবনার্থ পাদচারণ কালে শিরোঘূর্ণন,—(ন্যাট-মিউঃ নক্সঃ ফসঃ পল্সঃ)। পাঠের সময় চৈতন্যাপহারক শিরোবেদনা,—ললাটদেশে নিষ্পেষণবৎ বেদনা চৈতন্যাপহারক শিরোবেদনা (বোভিঃ ক্রোক্ঃ সাইক্ল্যাম্ঃ ডাল্ক্যাঃ হেলিবো, হায়োঃ লিডামঃ ফস্ঃ)। শিরার্দ্ধশূল বা আধকপালে মাথাব্যথা, দক্ষিণ স্কন্ধদেশীয় পেশীতে নিষ্পেষণ ও আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা,—শিরোমধ্যে শৈত্যবোধ, অম্লাস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার ও তৎসহ বমন। মূর্দ্ধাদেশে অসহ্য দপ্‌দপানি। মূর্দ্ধাপ্রদেশে কণ্ডুয়ন এবং কেশমূল বেদনাযুক্ত বোধ হয়—ঘর্ষণে উপশম হয় না।

চক্ষু।—অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের সময় চক্ষু জুড়িয়া থাকে (সাইক্লাম্ঃ পল্সঃ)।

কর্ণ।—সর্দ্দি নাই অথচ পুনঃ পুনঃ [illegible]। জলবৎ সর্দ্দি স্রাব সহ পুনঃ পুনঃ বিরক্তি-জনক ক্ষুৎকার বা হাঁচি।

মুখমধ্য।—মুখমধ্যে উত্তাপ ও জ্বালাসহ জিহ্বার উপর ফোস্কা উদ্গম (জিহ্বাগ্রে ফোস্কা = ন্যাট-ফস্: ও ন্যাট-সল্ফ- অ্যামন্-মিউর্, নাইট্রাম্:)। জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনাসহ জিহ্বাপার্শ্বে ফোস্কা = এপীস্; ক্ষতবৎ বেদনা ও জ্বালাজনক ফোস্কা—আর্জেণ্ট: ক্যাপ্স: মুখমধ্য ও জিহ্বা ফোস্কাকীর্ণ (ষ্টাফ্: সল্ফ: জিহ্বার উপর জ্বালাজনক ও বেদনাযুক্ত ফোস্কা = অ্যাসিড-মিউর:)। জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত এবং ইহাতে হাজা বা ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি। নিম্নহনুতলস্থিত গ্রন্থি সকল স্ফীত এবং নিষ্পেষণবৎ বেদনাযুক্ত।

পাকাশয়াদি।—পুনঃপুনঃ হিক্কা (নক্স: মস্কাস্:)। কাসি ও বুকজ্বালাসহ বিবমিষা বশতঃ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। অন্ত্রাশয় মধ্যে প্রবল "হুড় হুড়" শব্দ,—যেন পেট খালি রহিয়াছে। বাম কুচ্কী বা বঙ্ক্ষণ প্রদেশীয় (Inguinal) গ্রন্থি সকল স্ফীতিযুক্ত (আর্স: অরাম্: ব্যাডী: ক্যাল্কে কার্ব্বো-ভেজি: ক্লিম্যাট্: আয়োড: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: ষ্টাফ্ থুয়া)। মলদ্বার অতিশয় কণ্ডুয়নশীল (অ্যাম্ব্রা; অ্যামন্-কার্ব্ব: ব্যারাই. ক্যালকে: কার্ব্বো-ভে: কষ্টি; সিনা: ক্রোক্: ইগ্নে: লাইকো. অ্যাসিড্-নাই: সিলী: সল্ফ: টিউক্; জিঙ্ক্:)।

জননেন্দ্রিয়।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ। অনেকক্ষণ ধরিয়া রাখিলে মূত্র ঘোলা হইয়া যায়। প্রায়ই রেতঃস্খলন হয়। যোনিবহির্দ্দেশে কণ্ডুয়ন (ক্যালেড:); জরায়ু মধ্যে কৃত্রিমঝিল্লি-উৎপাদক (Membranous) বাধক—বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক শরীরের মধ্যে চূর্ণজননপ্রবণতা অধিক।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলী প্রভৃতি মধ্যে "ঘড়্ঘড়্" শব্দ, এবং কণ্ডুয়ন বশতঃ কাসির উদ্রেক (ক্যালেড: মার্ক: প্রুনাস; থ্রাস্; সেনা: সিপী:)। বৃহৎ জমাট পূযখণ্ডবৎ গয়ার উত্থিত হয়। বক্ষঃপার্শ্বের তীক্ষ্ণ সূচাবিদ্ধবৎ বেদনানুভূতি,—শ্বাস গ্রহণ কালে বেদনার বৃদ্ধি। শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত ও কষ্টজনক, স্কন্ধদ্বয় পশ্চাদ্দিকে হেলাইলে কিয়ৎপরিমাণে উপশম বোধ হয় (ক্যাল্কে:—বৃদ্ধি = অ্যামন্-কার্ব: আর্স: স্কন্ধদ্বয় পশ্চাতে হেলাইলে বক্ষমধ্যে বেদনাধিক্য = বোরাক্স: র্যাটান্:।

প্রত্যঙ্গাদি।—হাতের কবজীর বা মণিবন্ধের ঈষদূর্দ্ধে ও বাম জানুর ফলকাস্থিতে যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা (ব্রাই: ইউফ্রে: আর্ণিকা: অ্যাসিড-সাল্ফ: থ্রাস; রিউটা:)। স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি (থ্রাস্; আর্ণিকা)। রাত্রিতে এবং বিনামা পরিবার সময় পদতলে ও পদাঙ্গুলিতে খাল ধরে (পদতলে = অ্যামন-কার্ব: ক্যাল্কে-অষ্ট্রি: কার্ব্বো-ভেজি চেলিড: কফি: ক্যাম্ফো [২০০ ক্রম]; পদাঙ্গুলিতে = ক্যাল্কে-অষ্ট্রি: লাইকো: কিউপ্রাম: ফের্: মার্ক:)।

নিদ্রা।—ঝগড়া ও বিবাদপূর্ণ ঘটনার প্রত্যক্ষবৎ স্বপ্ন; ক্রন্দনসহ পীড়িত মৃত ব্যক্তির স্বপ্ন।

জ্বর।—প্রত্যহ প্রাতে স্বেদ-স্রাব (অ্যালীউ: ফের্: ম্যাগ-কার্ব্ব: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: প্যারিস; অ্যাসিড-ফস্: ফস: থ্রাস:; সল্ফ:)।

ত্বক্।—কর্কটরোগে ভয়ানক জ্বালা ও যন্ত্রণা—(যখন আর্স; ইউফর্বীয়াম, ইউফর্বীয়া হেটারোডক্সা দ্বারা উপশম হয় না)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ব্রোমী: বোর্যাক্স: ইউফর্বীয়াম্।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ১২ বা ৩০ শততমিক ক্রম।

ক্যাল্‌কেরীয়া আর্সেনিকা

(CALCAREA ARSSENICA.)

নামান্তর।—আর্সেনাইট অভ লাইম্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

মন্তব্য।—অনেকেই মনে করেন, ক্যাল্‌কেরিয়া ও আর্সেনিকের সংমিশ্রিত লক্ষণে ইহা প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু সুস্থ দৈহিক পরীক্ষায় ইহা সম্পূর্ণ অন্য রূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অম্ল; অণ্ডলাল মুত্র; হাঁপানি; বিসূচীকা; যকৃতের শীর্ণতা; কোষ্ঠবদ্ধ; ক্ষয়কাস; শোথ; মেদাধিক্য; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; মৃগী; মাথা-ব্যথা; পাকাশয়িক বিকৃতি ও ক্ষত; সবিরাম জ্বর; যকৃতের পীড়া; হৃদ্‌কম্পন; অর্ব্বুদ; সান্নিপাতিক জ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—অত্যন্ত মানসিক অবসাদ। হৃৎপিণ্ডের দ্বারাবরোধক ঝিল্লির বিকৃতি বশতঃ অপস্মার রোগে মস্তকে ও বক্ষমধ্যে রক্তসঞ্চয়াধিক্য (অ্যামিল: গ্লোন্:)। সামান্য মানসিক উত্তেজনা হইলেই হৃদ্‌স্পন্দন (ফস্: পল্‌সে: সঙ্গীত শ্রবণে= কার্ব্বো-অ্যান্: ষ্ট্যাফ্: মানসিক উত্তেজনা বশতঃ হৃদ্‌কম্প ও বক্ষমধ্যে "ধড়্‌ফড়্" অনুভূত= লিথিয়া-কার্ব্ব:)। সুরাপায়ীদিগের অভ্যাস ত্যাগকালে স্বাস্থ্যবিকার ও দুর্দ্দমনীয় পানাকাঙ্ক্ষা (অ্যাসের্: সিঙ্কোনা-রুব্রা: অ্যাসিড-সল্‌ফ: অ্যাভেনা-স্যাট্: প্যাসিফ্লোরা:)। বয়ঃসন্ধিকালে রজোরোধ বশতঃ পীড়াদি,—সামান্য মানসিক আবেগের উদয় হইলেই বুক্ ধড়্‌ফড়্ করে এবং বক্ষমধ্যে ও মস্তকে শোণিত ধাবিত হয় (ল্যাকে: অ্যামিল্:)।

জ্বর।—পূতিবাষ্পজ (Malarious) সবিরাম; অবিরাম ও বিলেপী জ্বর; রোগী অত্যন্ত শীতার্ত্ততা প্রকাশ করে। ত্বক্ ও তৎসংলগ্নাংশের উত্তাপবোধ সহ শীতের আবির্ভাব হয়। রাত্রি ৩টার পর স্বেদ (দ্বিপ্রহর রাত্রির পর= মার্কিউরয়্যালিস: পলিপোরাস: প্রাতঃস্বেদ= মার্ক: অ্যাসিড-নাই: ফস্: অ্যাসিড-ফস্:); যকৃৎ ও প্লীহা উভয়ই বর্দ্ধিতাকার। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধনে ইহা বিশেষ ফলদায়ক (ন্যাট-মিউ: সিঙ্কো: চেলিড: নক্স: লেপ্টান্: মার্ক:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কোণায়াম: গ্লোনইনাম্: লিথীয়া-কার্ব্বনিকা: পল্‌সে: নক্স: কি শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু, কি কচ্ছুপ্রবণ ধাতু, কি যক্ষ্মাপ্রবণ ধাতু—সকল ধাতুতেই কোণায়ামের পরে অত্যন্ত ফলোপধায়ক।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্যাল্‌কেরীয়া কার্ব্বনিকা বা অষ্ট্রেয়েরাম্‌।

(CALCAREA CARBONICA).

OR

(CALCAREA OSTREARUM).

নামান্তর।—ক্যাল্‌সিয়ম্‌ কার্ব্বনেট্‌।

প্রস্তুতি।—অপরিশুদ্ধ কার্ব্বনেট্‌ অভ্‌ লাইম হইতে প্রস্তুত হয়। প্রথম ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ, পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ডাঃ ক্লার্কের মতে নিম্নলিখিত পীড়ায় উপযোগী ;—পেট মোটা ; অম্লরোগ ; রক্তাল্পতা ; ক্ষুধাবিকৃতি ; অস্থি-বিকৃতি ; তাণ্ডব ; সর্দ্দি ; যক্ষ্মা ; মেদ বৃদ্ধি ; কাসি ; ঘুংড়ী ; মস্তকে চর্ম্ম রোগ ; মদাত্যয় ; দন্তোদ্ভেদ কালের পীড়া ; বহুমূত্র ; অতিসার ; শোথ ; অজীর্ণতা ; কর্ণস্রাব ; মৃগী ; চক্ষুর বিবিধ পীড়া ; জ্বর ; নালীক্ষত ; পিত্তাশ্মরী বা পাথুরী ; গ্রন্থী বিবৃদ্ধি ; প্রমেহ ; গলগণ্ড ; সন্ধিবাত ; শিরঃপীড়া ; অন্ত্রবৃদ্ধি ; মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় ; ব্যাধিশঙ্কা ; মূর্চ্ছা বায়ু ; ধ্বজভঙ্গ ; সন্ধির পীড়া ; স্তন্য বিকৃতি বা স্তনের দুগ্ধ বিকৃতি ; শ্বেতপ্রদর ; কৃত্রিম মৈথুন জনিত পীড়া ; আর্ত্তব বিকৃতি ; স্তন্য ; জ্বর গর্ভস্রাব ; স্নায়বিক জ্বর ; স্নায়ুশূল ; রাত্রিকালে ভয় পাওয়া ; পক্ষাঘাত ; কর্ণমূল ; গ্রন্থি বিকৃতি ; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ ; প্রচুর ঘর্ম্ম ; নাসিকা মধ্যে অর্ব্বুদ ; গর্ভাবস্থায় পীড়া ; মুখের স্নায়ুশূল ; জিহ্বামূলে অর্ব্বুদ ; মূত্ররেণু বা অশ্মরী বা তজ্জনিত বেদনা ; বাত ; দদ্রু ; গৃধ্রসী বা পায়ে ঝিন্‌ঝিনে বাত ; গণ্ডমালা ; চর্ম্মরোগ ; অনিদ্রা ; ঘ্রাণশক্তির ব্যত্যয় ; আঁচিল ; মধ্যান্ত্রের পীড়া ; আস্বাদ বিকৃতি ; দন্তশূল, দন্তের বিবিধ পীড়া ; গুটীকা ; স্বরনলী প্রদাহ ; অর্ব্বুদ ; সান্নিপাতিক পীড়া ; আঘাত ; জরায়ু পীড়া ; শিরার পীড়া ; শিরোঘূর্ণন ; আঙ্গুল হাড়া ; কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লেষ্মা ও রসপ্রধান-ধাতুবিশিষ্ট (চলিত কথায় আমরা যাহাকে রসবাত বা "জলো ধাত" বলিয়া থাকি), স্বল্প কেশ, গৌরবর্ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে এবং সোরা ও গণ্ডমালা দোষযুক্ত ধাতুতে ইহা উপযোগী। এই সকল ব্যক্তি সাধারণতঃ অত্যন্ত স্থূলকায় অথচ শিথিলমাংস হইয়া থাকে, সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত, মন ভয়শীল, মুখমণ্ডল ম্লান ও ফ্যাকাশে এবং প্রকৃতি কচ্ছুপ্রবণ হইয়া থাকে। ইহারা ক্রমে এত স্থূলকায় হইয়া পড়ে যে, চলচ্ছক্তি প্রায় রহিত হইয়া আইসে। শিশু আরক্তিম মুখমণ্ডল, শিথিলপেশী, সামান্য কারণে ঘর্ম্মে নাইয়া উঠা, এবং প্রায়ই সর্দ্দি আদি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত অসমবর্দ্ধনশীল অর্থাৎ তাহার মস্তক বৃহৎ, পেট মোটা এবং গলা ও হাত পা সরু ; মস্তকের অস্থিসংযোগস্থল সকল (Fontanelles) অতি ধীরে পূর্ণ হয় ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থি সকল নমনীয় ও ধীরবর্দ্ধনশীল ; পরিপোষণ ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না।

লসিকাগ্রন্থি সকল, বিশেষতঃ গ্রীবা ও মধ্যান্ত্রগত (Mesenteric) গ্রন্থি প্রায়ই স্ফীতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের মস্তকে নিদ্রাবস্থায় এত ঘর্ম্ম হয় যে মস্তকের উপাধান বহুদূর পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। এই সকল শিশুর দন্তোদ্গম হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় এবং দুগ্ধ সেবনমাত্রে দধির আকারে তাহা বমন করে। দেহের অংশবিশেষে স্বেদাধিক্য ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুকে পরিবর্ত্তিত করিয়া শীতোত্তাপ সহ্য করিতে ক্যাল্‌কেরিয়া অষ্ট্রেয়েরাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দ্রুতবর্দ্ধনশীল ও অত্যন্ত স্থূলকায়া যুবতীগণ, যাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র ঋতুমতী হইয়া থাকেন যাঁহাদের ঋতুকালে অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে, যাঁহাদের পদদ্বয় প্রায়ই স্বেদসিক্ত ও শীতল ক্যাল্‌কেরিয়া অষ্ট্রেয়েরাম্ তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারক। অধিকক্ষণ জলে অবস্থিতি বা জল ব্যবহার সম্ভূত রোগাদিতেও ইহা বিশেষ উপকারক। এতদ্ব্যতিরেকে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণ ও ক্যাল্‌কেরীয়ার প্রকৃতিগত,—এতদ্বিষয়ীভূত রোগী, বিশেষতঃ রমণীগণ, দেখিতে বলিষ্ঠ হইলেও সামান্য দৈহিক আয়াসে ক্লান্ত হইয়া পড়ে; দুই সোপানোরোহণে হাঁপাইয়া যায় এবং সেই স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়; রোগিণী সকল বিষয়েই নৈরাশ্য প্রকাশ করে, তাহার বিশ্বাস উপস্থিত রোগ হইতে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না, তাহার বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিবার উপক্রম হইতেছে এবং ভয় পাছে অন্য লোকে তাহা লক্ষ্য করে। শীতলবায়ু সহ্য হয় না। চরণদ্বয় সর্ব্বদা স্বেদসিক্ত। বায়ুর প্রতি পরিবর্ত্তনে তাহার সর্দ্দি হয়। শিরোবেদনা,—ভার বোধ জনক, এক এক সময়ে এক এক অংশ আক্রান্ত হইয়া থাকে। কখনও বা মস্তক মধ্যে উত্তাপ ও শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বোধ হয়; আবার অন্য সময়ে শৈত্য অনুভূত হইতে থাকে। ভ্রমঘ্রাণ,—যেন বারুদের বা পূতিপ্রাপ্ত ডিম্বের গন্ধ পাইতেছে। নাসাসর্দ্দি (Nasal catarrh),—দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গলিত এবং নাসিকা মধ্যে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। কর্ণস্রাব (Otorrhoæa),—পূযবৎ শ্লেষ্মা নির্গলনসহ গ্রন্থিবিবর্দ্ধন, সময়ে সময়ে কর্ণ মধ্যে "ফুট্ ফুট্" শব্দ ও সূচীবেধবৎ এবং দপ্ দপ্‌কারী বেদনা অনুভূত হয়। মুখে অম্লাস্বাদ, অম্ল উদ্গার এবং অম্লগন্ধ মল ও সর্ব্বাঙ্গে অম্লগন্ধ। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ বোধ হয় যেন ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে অথচ উদর স্ফীত এবং ঢক্কার ন্যায় অনমনীয় হইয়া থাকে। অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব ভক্ষণের অত্যন্ত আগ্রহ,—বিশেষতঃ শিশুদিগের রোগ হইতে আরোগ্য হইবার সময়। মাংসে এবং উষ্ণ সিদ্ধ খাদ্যাদিতে অরুচি,—অপরিপাচ্য দ্রব্যাদি আহার করিতে বাসনা। দুগ্ধ সহ্য হয় না। আধ্মান বায়ু জমিয়া উদর স্ফীত এবং তন্মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা; কুঁচকী বা বঙ্ক্ষনীয় (Inguinal) গ্রন্থি সকল বিবর্দ্ধিত। মলকাঠিন্য,—মল বৃহৎ, কঠিন,—কিম্বা প্রথমাংশ কঠিন, তৎপরে মণ্ডবৎ এবং অবশেষে পাতলা জলের ন্যায়। মলান্ত্র (Rectum) মধ্যে জ্বালা, দপ্‌দপানি ও চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা। বক্ষঃস্থল অত্যন্ত নিষ্পেষণাসহ এবং স্পর্শ করিলেও ব্যথা বোধ হয়। রাত্রে কাসি হইতে থাকে,—জলীয় বাষ্প সংস্পর্শে বক্ষমধ্যে চাপবোধ এবং কণ্ঠার নীচে স্পর্শাসহিষ্ণুতাসহ কাসি। শ্লেষ্মা রাত্রে প্রায় শুষ্ক,—প্রাতে তরল এবং পূর্ব্বাহ্ণে পীতবর্ণ সরল গয়ার নির্গমন। জরায়ুভ্রংশ প্রবণতা। রজঃ,—অকালে আবির্ভূত হয়,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত,

দীর্ঘকাল স্থায়ী, তৎসহ শিরোঘূর্ণন ও শীতল চরণ। সামান্য উত্তেজনায় নিবৃত্ত আর্ত্তবের পুনরাবির্ভাব হয় (সামান্য দেহসঞ্চালনে = অ্যাম্ব্রা)। প্রদর,—স্রাব দুগ্ধবৎ, অপর্য্যাপ্ত, তৎসহ যোনিমধ্যে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয় প্রদেশে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। প্রস্রাব গাঢ়, কপিশবর্ণ, দুর্গন্ধ; তলানি শ্বেতবর্ণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—শঙ্কা বা ভয়যুক্ত চিত্ত; রোগিণীর সর্ব্বদাই ভয় যে, তাহার বুদ্ধিলোপ হইবে, সে উন্মাদ হইবে (অ্যালীয়াম-সিপা; অ্যালীউমিনা; অ্যাম্ব্রা; ক্যান্-ইন্: অ্যাক্টীয়া: আয়োড্: ল্যাক্-ক্যান্: সিফিল:) এবং লোকে তাহার চিত্তবৈকল্য লক্ষ্য করিতেছে। কোনরূপ পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করে না। বিষণ্ণচিত্ত ও বিমর্ষ ভাবযুক্ত। সর্ব্বদাই কোন অমঙ্গল ঘটিবার ভয় (অ্যামন্-কার্ব: চিনিন্-সল্ফ: অ্যাক্টীয়া; কিউপ্রাম্; লিলি-টাইগ্: সিপী: ভ্যালি: ভেরেট: ডিজি:)। সর্ব্বদা নৈরাশ্য প্রকাশ করে এবং তাহার রোগ আরোগ্য হইবে না এইরূপ মনে করে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ বা পাদচারণকালে (ন্যাট্-মি: নক্স: ফস্: পুল্স: পডো: সিপী:), তৎসহ প্রাতে বৃদ্ধি—বিবমিষা ও বমন (বিবমিষাসহ = অ্যামন-কার্ব্ব: অ্যাণ্ট-ক্রু: আর্স: ব্যারাই: ককাউ: মার্ক: মস্কাস: ফস্: পল্সে: সিলি,—বমনসহ = ল্যাকে: ন্যাট্ সল্ফ: ব্রোম্: থিরিড্:) শিরোবেদনা,—সোপান আরোহণকালে, কথা কহিলে, পাদচারণকালে, গ্রীষ্মকালে এবং সর্দ্দি হইলে বৃদ্ধি হয়। পুরাতন শিরঃপীড়া,—মস্তিষ্কের অতি পরিশ্রম জনিত, আঁটিয়া বন্ধন করিলে (আর্জেণ্ট-নাই: বেল্: এপীস্: পস্সে:), চক্ষু মুদিত করিলে (ব্রাই: সিঙ্কো: জেণ্টীয়া-লুট:), শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমনান্তে, শয়ন করিলে (অ্যাম্ব্রা: ক্যাল্-ফস্: কিউপ্রাম্: হেলি: ব্রাই: ইগ্নে: ওলায়্যাণ্:) এবং ঠাণ্ডা হস্তের দ্বারা মর্দ্দন করিলে (আর্স: সাইমেক্স: প্যারিস) উপশম হয়। বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট শিশুর মস্তক হইতে নিদ্রাবস্থায় এত ঘর্ম্ম বাহির হয় যে তদ্দ্বারা মস্তকের উপাধান বা বালিস্ বহুদূর পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশ ও গ্রীবা হইতে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম বহির্গত হয় (মস্তক হইতে স্বেদস্রাব = অ্যাকো: বেল্: ব্রাই: ক্যামো: সিঙ্কো: সিনা; কলো: ডিজি: গ্রাফ: গুয়ায়েক্: হিপ্: লিড্: মার্ক: সিপী: সিলি: ভেরেট্: কক্ষমধ্য হইতে = বোভি: সল্ফ: থুযা; পৃষ্ঠ হইতে সিঙ্কো: চিনিন্-সল্ফ: লাইকো: সিপী: গ্রীবা হইতে = বেল: ক্লিম: ইউফর্ব:)। নবপ্রসূতীদিগের চুল উঠিয়া যায় (ন্যাট্-মিউ: সিপী:)। মস্তক মধ্যে ও মূর্দ্ধাদেশে অত্যন্ত ঠাণ্ডাবোধ,—মূর্দ্ধাদেশে বোধ হয় যেন বরফ চাপান রহিয়াছে (মস্তক মধ্যে ঠাণ্ডাবোধ = আর্ণি: লরো: ফস্: ফাইটো: ভ্যালি: সিপী: সল্ফ: ভেরেট্: মূর্দ্ধাদেশে বরফবৎ অনুভূতি = আর্ণিকা আর্স: অ্যাগার: চেল্: লরো: অরাম্-মিউ: সল্ফ: ভেরেট:)। মূর্দ্ধাদেশ হইতে বোধ হয় যেন অগ্নি নির্গত হইতেছে (আর্স: ব্রাই: কলো: ক্রোটন্: কিউপ: মার্ক: ওলি-অ্যান্: র‍্যানান্: স্ট্যাবাড: ট্যাব্যাক্)। মস্তকের অস্থিসংযোগস্থল সকল (Fontanelles) অতি ধীরে ও বিলম্বে

সংযুক্ত বা পূর্ণ হয় (ক্যালকে-ফস্‌: সিলি: সলফার)। ললাটদেশে ভারবোধ,—লিখন ও পঠনে বৃদ্ধি হয়। ভারদ্রব্য উত্তোলন জনিত শিরোবেদনা। মস্তকের কণ্ডূয়ন,—নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি হয় (ব্যোভি: গ্র্যাফ: ওলিয়্যাণ্: হ্রডো: সিপী: ষ্ট্যাফ্:)। ঋতুর সময় মস্তকে রক্ত-সঞ্চায়াধিক্য ও উত্তাপ বোধ।

চক্ষু।—অক্ষিপুট স্ফীত ও আরক্তিম, রাত্রিতে চক্ষু জুড়িয়া যায় (পলসে: গ্র্যাফ্: ইউফ্রে:); দিবাভাগে "পিঁচুটী" পরিপূর্ণ ও জ্বালাযুক্ত; ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে অশ্রুপাত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া অশ্রুনলী রুদ্ধ হইয়া যায়। দৃষ্টিপথ অন্ধকারময় বোধ হয় এবং তজ্জন্য দ্রব্যাদির একপার্শ্বমাত্র দেখিতে পায় (বস্তুর দক্ষিণপার্শ্ব দেখিতে পায় না = লিথিয়া-কার্ব্ব: বামার্দ্ধ দেখিতে পায় না = লাইকো:)। অক্ষিপুট ও অক্ষিমধ্য কণ্ডূয়নশীল (অক্ষি-মধ্যে কণ্ডূয়ন = ক্রিয়া: মার্ক: নক্স: ফেল্যান্: সিলিসীয়া: ষ্ট্যাফ: সলফ: অক্ষিপুট কণ্ডূয়ন = নক্স: হ্রাস: ব্যার্ড: ষ্ট্যাফ:)। দীর্ঘকাল হইতে তারকা প্রসারিত থাকে।

কর্ণ।—বামকর্ণের সম্মুখাংশে স্ফীতি,—স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়। কর্ণমধ্যে উত্তাপানুভূতি (আর্স: ক্যাম্ফা: ক্রিয়ো: স্যাঙ্গুইন্:)। কোন ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রাস করিতে গেলে কর্ণমধ্যে "কটাস্" করিয়া উঠে (ম্যাঙ্গে: মস্ক: সিলিসীয়া: ব্যারাই: অ্যাসিড-নাই:)। কোন খাদ্য চর্ব্বণকালে কর্ণবিবর মধ্যে দপ্‌দপানি [ক্যান্: ম্যাগ-মিউ: ফস্:], সাঁই সাঁই শব্দ (গ্র্যাফ: পেট্রোসেল্: ওলী-অ্যান্:), গড়্‌গড়্ শব্দ (বেল্: কষ্টি: গ্র্যাফ: নক্স: পল্‌স: সল্‌ফ:) এবং কট্‌কট্ শব্দ (ব্যারাই: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-মি: অ্যাসিড নাই: পেট্রোল্:)। জলে কাজ করার জন্য বধিরতা (ডাল্‌ক্যা:); কর্ণ হইতে পূয পড়া (ক্যালী-মিউ:)। কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহ (Parotitis) ও স্ফীতি (বেল্: মার্ক-কর্. যদি প্রদাহ অণ্ডকোষে সরিয়া যায় = পল্‌সে:)। কুইনিন্ সেবন দ্বারা সবিরাম জ্বর প্রতিরোধ জনিত বধিরতা।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সীপা: সাইক্ল্যাম: সিনা. গ্যাম্বো: মার্ক: ন্যাট-মি: হ্রাস: হ্রাস-র‍্যা: স্যাব্যাড:)। ও নাসাগ্র ব্যথা ও ক্ষতযুক্ত। নাসিকা হইতে পূতিগন্ধ বাহির হওয়া কার্ব্বো-ভে: ক্যামো: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: পডো: পলসে: হ্রাস-র‍্যা: সিপী: বালিকাদিগের প্রথম যৌবনোদ্গম কালে = অরাম্: হায়ো: পলসে: সিপী: সলফ:)। পীনস (Ozæna),—রাত্রিতে নাসারন্ধ্র শুষ্ক ও রুদ্ধ; দিবাভাগে স্রাব শীল; অনবরত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে (নক্স: স্যাম্বীউ:)। প্রতিবার শীতোত্তাপের হ্রাস বা বৃদ্ধির সময় সর্দ্দি হয় (ব্রাই: ডাল্‌ক্যা: ম্যাঙ্গে: মার্ক: নক্স-মস্: ফস্: হ্রডো: হ্রাস্: সিলিসায়া; সলফ: ভেরেট:)। নাসার্ব্বুদ (Polypus),—নাসারন্ধ্রের মূলদেশে (থুযা; ক্যালী ব্রাই: অ্যাসিড নাই, টিউক্‌. শিরঃপীড়া সহ—স্যাঙ্গুইন: নাসামূল সাঁটিয়া আছে এইরূপ অনুভূতি ও দুর্গন্ধসহ = ক্যাডমী-সল্‌ফ: সহজে রক্তপাত হয় = ফস:)। সর্দ্দি হইলে দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় (পলসে:)। প্রত্যুষে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব = (ব্রাই: জমাট রক্ত = নক্স; গাঢ় আঠা বা রবারের ন্যায় টানিলে বাড়ে এরূপ রক্ত = ক্রোকাস্; যখন তখন ও অপর্য্যাপ্ত = ফস:)।

মুখমণ্ডল।—প্রাতে—ঊর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত। নিম্ন হনূতলস্থ (Sub-maxil-lary) গ্রন্থি

সকল স্ফীতিযুক্ত (ক্যামো: সিষ্টাস্ ; মার্ক: সলফ:)। মুখমণ্ডল ম্লান, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুবিশিষ্ট এবং চক্ষুদ্বয় কালিমা বেষ্টিত। দুগ্ধচিপিটিকা বা দুধে মামড়ী (Crusta-lactea=ভায়োলা-ট্রাই: ভিঙ্কা-মাই: সিপী: লাইকো),—অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত এবং জলে ধৌত করিলে জ্বালা করে। চিবুক কুটকুট করে।

মুখবিবর।—দন্ত হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিবার ইচ্ছা,—শীতের কম্পনের সময়ের মত। ঋতুর অব্যবহিত পরেই দন্তশূল আরম্ভ হয় (ব্রাই: ক্যামো: ফস্:)। শৈত্য বা শীতল বায়ু সংস্পর্শ সহ্য হয় না এবং তজ্জন্য দন্তশূল আরম্ভ হয়। মুখ যখন তখন অম্লাক্ত বোধ হয় এবং মুখমধ্যে অম্ল জল উঠে। শিশুদিগের দন্তোদ্গম হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় (ক্যালকে-ফস্: সিলি:)। জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত ; জিহ্বাগ্রে অত্যন্ত জ্বালাবোধ,—যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে,—গরম দ্রব্যাদি ভক্ষণে বৃদ্ধি হয়। অতি কষ্টে স্পষ্ট কথা বলিতে পারে। দন্তোদ্গমকালে মুখক্ষত (বোর্: ক্যামো:)।

গলমধ্য।—কণ্ঠনলী মধ্যে বেদনা,—যেন ভিতর স্ফীত হইয়াছে,—বেদনা আকর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত। গলাধঃকরণকালে গলমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূতি। গলকোষ (Tonsils) এবং হনূতলস্থিত গ্রন্থি স্ফীত হইয়া কুক্কুট- ডিম্ববৎ আকার ধারণ করে,—চর্ব্বণ-কালে তীব্র আকর্ষণবৎ এবং স্পর্শ করিলে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। গল-গণ্ড রোগ (Goitre—আয়োড: ল্যাপিস্-অ্যাল:)।

পাকাশয়।—কি পীড়িতাবস্থায়, কি আরোগ্য সময়ে, রোগী অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব ভক্ষণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে ; পরিপাক করিতে পারিবে না এরূপ দ্রব্যাদি ভক্ষণের বাসনা প্রকাশ করে (অ্যালীউ:) ; মাংসে সম্পূর্ণ অরুচি (গ্র্যাফ: সলফ: সিদ্ধ মাংসে অরুচি = বেল: অ্যাসিড-নাই:—রুটিতে অরুচি = ন্যাট-মিউ:—ডিম্ব ভক্ষণে অরুচি = ফের:, মৎস্যে অরুচি = গ্র্যাফ: মাতৃ-স্তন্যে অরুচি = সিলিসা:, মিষ্টান্নে অরুচি = ব্যারাই: কষ্টি: গ্র্যাফ: অ্যাসিড নাই, ধূমপানে অরুচি = ক্যান্থা: ককীউ: ইগ্নে: নক্স:)। সমগ্র অন্নবহনলী অম্লাক্ত হইয়া যায়,—অম্লাক্ত উদ্গার, অম্লগন্ধ বমন ; অম্লাক্ত মল ; দেহ হইতে অম্ল গন্ধ নির্গত হয় (হিপ, হ্যউম্)। পাকস্থলীর উর্দ্ধাংশ উপুড় করা সরার মত উচ্চ এবং টিপিলে বেদনা বোধ হয়। দুগ্ধ আদৌ সহ্য হয় না (ওলী-যেকোর: । পরিমিত আহারের পর নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—যেন পাকস্থলী মধ্যে একটা ভার দ্রব্য চাপান রহিয়াছে,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি ও চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে উপশম হয়। উষ্ণ দ্রব্যাদি ভক্ষণে অরুচি (লাইকো গরম পানীয় পানেচ্ছা = চেল: কিউপ:)। রাক্ষসী ক্ষুধা (আয়োড: অ্যাব্রোট: ব্যাসিলাইন)। অরুচি অথচ ভক্ষণ আরম্ভ করিলে খাদ্য ভাল লাগে। ভুক্ত দ্রব্যাদির গন্ধযুক্ত উদ্গার্। তৃষ্ণা অত্যন্ত,—ঠাণ্ডা পেয় দ্রব্যাদি পানাকাঙ্ক্ষা (ফস: ভেরেট:)। আহার কালে পাকাশয়িক লক্ষণাদির বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। আহারের পর কণ্ঠ পর্য্যন্ত জ্বালা করে। রাত্রিকালে অম্লাক্ত জল বমন (ফস:)।

অন্ত্রাশয়।—উদর বেষ্টনপূর্ব্বক বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরা অদৌ সহ্য হয় না (অ্যামন-মি:

ব্রাই: কার্ব্বো-ভে: কষ্টি: কফী: হিপার ; ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাই: নক্স ; স্পঞ্জীয়া ; সলফ)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ আধ্মানযুক্ত হইয়া উঠে (অরাম ; হিপার: ইকি: অ্যাণ্ট-টার্ট:)। যকৃৎ প্রদেশে চাপ বোধ,—প্রতি পাদবিক্ষেপ বা পাদচারণ কালে ; সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূতি,—মস্তক অবনত করিলে বেদনা বোধ। আধ্মান বায়ু অন্ত্রের অংশ বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যায় (ক্যাম্বা: কার্ব্বো-অ্যান: আয়োড: ক্যালী-কার্ব্ব: লাই: ন্যাট-মি: নাইট্রাম: ; অ্যাসিড-নাই: নক্স ; ফস: প্রুণাস: হাইপিরিক: সলফ:)। উদরাধ্মান,—উদর অত্যন্ত স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে নক্স-মস: কার্ব্বো-ভে: অ্যাসিড-কার্ব্বল: ক্যামো: লাই: ল্যাকে: র‍্যাফেনাস ; ক্যাল্‌কে-আয়ো:) মধ্যান্ত্র ও কুচকীর (Inguinal) গ্রন্থি সকল স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত হয় (আয়োড: ব্যাসিলাইন: মার্ক:)। পিত্তাশ্মরী (Gall stones—নির্গমনকালে অসহ্য যন্ত্রণা হয় (বার্ব্বা: ডায়স্কো ; প্রতিষেধক = সিঙ্কোনা)। নাভিদেশের অন্ত্রচ্যুতি (Umbilical Hernia),—স্থূলকায় শিশুদিগের। অন্ত্রবেষ্ট বা অন্ত্রাবরক ঝিল্লির প্রদাহ (Peritonitis),—শৈত্য প্রয়োগে উপশম হয়।

মল ও মলান্ত্র।—মলদ্বারে কৃমিজনিত কণ্ডুয়ন (অ্যাকো: অ্যাসের: সিঙ্কো: সিনা ; ক্রোটন: কিউপ-অ্যাসেট: ফের: ইগ্নে: ম্যাগ-সলফ: মার্ক: স্পাইজি: ষ্টান: সল্‌ফ: টিউক্র:),—শয়নকালে হইতে কয়েক ঘণ্টা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। অর্শ,—পাদচারণকালে বহির্গত হইয়া পড়ে এবং ব্যথাযুক্ত বোধ হয়,—উপবেশন করিলে উপশম হয় ; তরল মল নির্গমন কালেও অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় ; অর্শ হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিত স্রাব হইয়া থাকে। অতিসার বা তরল মল হইবে এরূপ ভাব,—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। মলকাঠিন্য,—মল শক্ত ও বৃহৎ গুটিলাময়। কোষ্ঠবদ্ধতাবস্থায় সকল লক্ষণের উপশম বোধ হয়। মল এত কঠিন যে অঙ্গুল্যাদির সাহায্য ব্যতীত বহির্গত হয় না (অ্যালীউ: অ্যালো: ন্যালিক: সেলিন: সিপী: সিলিশীয়া:)। মল প্রথমে কঠিন, তৎপরে আঁটিল কর্দ্দমবৎ এবং তৎপরে বা শেষে অত্যন্ত তরল,—অর্থাৎ ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠিন হইতে অত্যন্ত তারল্যপ্রাপ্ত হয় (সিঙ্কো:)। উদরাময়,—পাতলা, পচা ডিম্ববৎ দুর্গন্ধময়, পীত ধূসর বর্ণ, বা কর্দ্দমবৎ সারমল মিশ্রিত ; আবার কথনও বা ঈষৎ শ্বেতাভ ; জলবৎ ; অপরাহ্নে বৃদ্ধি হয় প্রায়ই অম্লগন্ধযুক্ত ; অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত। দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের প্রায়ই চা-খড়ির ন্যায় শ্বেতাভ গুটিলাময় বাহ্যে হয়।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবকালে মূত্রনলীমধ্যে জ্বালা অনুভূত হয়। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়। মূত্র ঘোর লাল বা কপিশবর্ণ, দুর্গন্ধ বা অম্লগন্ধযুক্ত, অপর্য্যাপ্ত, তলানি শ্বেতাভ কথনও বা ইষ্টক চূর্ণবৎ। মূত্রস্থলী উত্তেজনা অর্থাৎ সামান্য কারণে স্নায়ু আদির ক্রিয়াধিক্য বশতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ভিজা মেজের উপর অবস্থান (অ্যারেনীয়া) ; অধিকক্ষণ জলে দাঁড়াইয়া কিম্বা কর্দ্দমাদি লইয়া কার্য্য করার জন্য মূত্রলোপ বা মূত্রনাশ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রি ৩টার সময় প্রবল রমণেচ্ছা। প্রায়ই রাত্রিতে রেতঃস্খলন হয় এবং তজ্জন্য দেহ ও মন উভয়ই অবসাদযুক্ত হইয়া পড়ে। রমণকালে শীঘ্র বীর্য্যস্খলন হয়। রমণান্তে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং স্নায়ু সকল উত্তেজনাপ্রবণ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্থূলকায়া, রক্তপ্রধানা বালিকাগণ,—যত বয়স তদপেক্ষা তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অন্যান্য স্ত্রীলক্ষণাদি শীঘ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; তাহাদের ঋতু অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়, আপর্য্যাপ্ত স্রাব এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে, এবং কয়েক বৎসর *পরেই তাহারা রজোলোপ, শোণিতরাহিত্য বা রক্তাল্পতা (Anaemia), বা হরিৎপীড়া (Chlorosis) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে,* এবং ঋতু হইলে স্রাব অতি অল্প হইয়া থাকে। বয়স্থা রমণীগণ,—অতি শীঘ্র শীঘ্র ঋতুমতী হইয়া থাকেন এইং তাঁহাদের অপর্য্যাপ্ত রজোস্রাব হয়; তাঁহাদের পদদ্বয় সর্ব্বদাই সিক্ত বোধ হয়,—যেন ভিজা মোজা পরিহিত ছিল; রোগী শয়নকালে অনবরত শীতার্ত্ততা (শীত শীত ভাব) প্রকাশ করে। সামান্য মানসিক উত্তেজনার কারণ হইলেই পুনশ্চ ঋতু আবির্ভূত হয় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে (বোরাক্স: ব্রাই: ক্যাল্কা: কষ্টি: সিঙ্কো: ক্রোক্: হায়ো: ইগ্নে: লাই: ম্যাগ্-মি: মার্ক: ন্যাট্-মি: ফস্: প্ল্যাট্: স্যাবা: সিকেল: সিপী: সেলিন্: সলফ: অ্যাসিড-সলফ: ব্যাসিলাইন: ভেরেট:)। রজোলোপ বা অবরুদ্ধ অ্যাকো: আর্স: কষ্টি: ক্যামো: সিঙ্কো: ককীউ: কোণা: কিউপ: গ্র্যাফ: আয়োড: কালী-কার্ব: লাইকো: মার্ক: ন্যাট্-মিউ: নক্স-মস: ওপী: প্ল্যাট্: পলসে: হ্রডো: স্যাবা: সিপী: সিলিশীয়া; ষ্ট্যাফ্: ষ্ট্র্যাম্: সলফ: ভ্যালি: ভেরেট: জিঙ্ক:)। জলে দীর্ঘকাল অবস্থানজনিত রজোলোপ (ডাল্ক্যা:)। ঋতুকালে জরায়ুমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা (মিউরেক্স: পল্‌সে:)। প্রদর,—দুগ্ধবৎ স্রাব (পলসে: অ্যাসিড-সলফ: কোণা: ফস: স্যাবাই: সিপী: সিলিশীয়া), তৎসহ জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। অল্পবয়স্কা যুবতীদিগের ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে যোনিমধ্যে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন। রমণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল; শীঘ্র শীঘ্র গর্ভবতী হয় (মার্ক: ন্যাট্-কার্ব:)। স্তন উত্তাপযুক্ত স্ফীত (বেল: ব্রাই: ফাইটো: কোণা:) স্তনদুগ্ধ অত্যন্ত অপর্য্যাপ্ত, শিশু পান করিতে চাহে না (বোর: হ্রাস্)। ঋতু প্রকাশের পূর্ব্বে স্তনদ্বয় ব্যথান্বিত (কোণা:) এবং স্ফীতিযুক্ত হয়। স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয়াল্পতা (অ্যাসা: রুগ্নদেহ স্ত্রীলোকের = সিলিশীয়া; যক্ষ্মাপ্রবণধাতু (স্ত্রীলোকের = ফস:),—শ্লেষ্মাপ্রধানা রমণীগণের। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (Lochia),—অধিক দিন স্থায়ী হয় (সিকেল:),—স্রাব দুগ্ধবৎ (রক্তবর্ণ—হ্রাস: সিকেল: দুর্গন্ধ = বেল: ক্যাব্বো-অ্যান্: সিকেল: সলফ: রক্তাম্বুবৎ বা রসের ন্যায় = কার্ব্বো-অ্যান্: অবরুদ্ধ বা অতি অল্প = কলো: হায়ো: নক্স; প্ল্যাট্: সিকেল: ভিরেট: ঝাঁঝাল গন্ধ = ক্রোক্: হিপ: পলসে: হ্রাস: সিকেল:)। যোনিবহির্দ্দেশে অত্যধিক স্বেদস্রাব (অ্যাসিড-ফস: ক্যালেণ্ড: কোর‍্যাল: মার্ক: সিপী: থুযা—মুষ্কত্বকে = ড্যাফনী। ইগ্নে: ন্যাট্-সলফ: হ্রডো: সিপী: সিলি: থুযা)। অপর্য্যাপ্ত আবর্ত্ত স্রাবসহ বন্ধ্যাত্ব (মার্ক: ন্যাট্-মি: সলফ: অ্যাসিড-সলফ:—বিলম্বিত ঋতুসহ = কষ্টি: গ্র্যাফ: অবরুদ্ধ রজঃসহ = কোণা: অতি অল্প স্রাবযুক্ত ঋতুসহ = অ্যামন্-কার্ব্ব: সাধারণতঃ = অরাম্ মিউ-ডাট: বোর:)। জরায়ুমধ্যে ঝিল্লীময় অর্ব্বুদ (Polypus = থুযা: টিউ: ফস্: কণ্ঠগ্রন্থির বৃদ্ধিযুক্ত স্ত্রীলোকদিগের = থাইরইডিনাম্; সিকেল:)।

শ্বাসযন্ত্র।—দীর্ঘাকৃতি, অনতিমাংসল ও দ্রুতবর্দ্ধনশীল যুবকদিগের ফুস্‌ফুসের রোগ,—দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের ঊর্দ্ধ তৃতীয়াংশ সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় (আর্স: বামোর্দ্ধাংশ = মাই-

রিকা: সলফ)। দুই এক ধাপ সোপান আরোহণ করিতে গেলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয় (অ্যামন্‌-কার্ব্ব-আর্স: অ্যাঙ্গাস্‌: বোর: লিড্‌: হায়ো: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: র‍্যাট: রীউটা; সেনা; নাইট্রাম্‌; আয়োড: নক্স; ওলী-অ্যানি: ষ্ট্যান্‌:)। স্বরভঙ্গ,—প্রাতে বৃদ্ধি,—কথা কহিতে পারে না (কষ্টি: ইউপেটর: সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি = কার্ব্বো-ভে: ফস্‌:)। গৃহমধ্যে অবস্থানকালে নির্ম্মল বায়ু সেবনের আকাঙ্ক্ষা,—কারণ তাহাতে তাহার স্ফূর্ত্তি এবং বল সঞ্চার হয় (পলসে: সলফ:)। কাসি,—প্রথম নিদ্রার পর,—কণ্ঠমধ্যে কণ্ডুয়নজনিত, যেন গলমধ্যে পালক বা স্বরনলী মধ্যে ধুলি রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি, বুকাস্থির (Sternum) মধ্যস্থলে অনবরত কণ্ডুয়নবোধ এবং তজ্জন্য যন্ত্রণাজনক কাসি,—আহারের সময় ও পরে; প্রথমে শুষ্ক এবং শেষে অপর্য্যাপ্ত লবণাক্ত গয়ার নির্গত হয়, যেন স্বরনলীমধ্য হইতে কি ছিঁড়িয়া বহির্গত হইল এইরূপ বেদনা অনুভূতিসহ; বক্ষমধ্যে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ; প্রাতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা বা গয়ার নির্গত হয়। বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত ব্যথা,—সমগ্র বক্ষঃস্থল স্পর্শাসহ ও শ্বাসপ্রশ্বাস কালে ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয়। হৃদ্‌স্পন্দন,—সন্ধ্যা ও শয্যায় শয়নকালে এবং নিদ্রাগমনের পূর্ব্বে ও আহারের পর (ক্যাম্ফো: লাই: অ্যাসিড্‌-নাই:), তৎসহ ভাবনা বা উৎকণ্ঠা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীতি ও কাঠিন্যযুক্ত (আয়োড: কোণা: ব্যাসিলাইন:)। পৃষ্ঠে অত্যন্ত ব্যথা, যেন মচ্‌কাইয়া গিয়াছে,—ভারদ্রব্য উত্তোলনজনিত (আর্ণিকা),—উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যে অত্যন্ত বেদনা,—নড়িতে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়। কটীদেশে এত ব্যথা যে বসিলে উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। গ্রীবাপৃষ্ঠ (Nape of neck) অত্যন্ত আড়ষ্ট বোধ হয় (অ্যাকো: গ্রীবা আবর্ত্তিতহইয়া থাকে = অ্যাক্টীয়া—গ্রীবা সম্মুখ দিকে ও মস্তক পশ্চাদ্দিকে আবর্ত্তিত অ্যাণ্ট-টার্ট: বেদনা ও আড়ষ্টতা বোধ = কোলচি:—ঠাণ্ডা বা শৈত্য লাগিয়া হইলে এবং যেন রাত্রিতে মাথা বাঁকা করিয়া শোয়া হইয়াছিল এইরূপ বোধ সহ = ডালক্যা: ঝড় বৃষ্টিতে বৃদ্ধি = হ্রডো: দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা ও আড়ষ্টতা = বেল:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—ভুক্ত দ্রব্যাদি পরিপাকজনিত রসাদির অসম বিভাগ বা নিয়মিত বিভাগের অভাব বশতঃ অস্থিগঠনশক্তির ব্যাঘাত সম্পাদিত হয় এবং তজ্জন্য শিশুদিগের দাঁড়াইতে বা চলিতে শিখিবার বিলম্ব হয়; শিশু আদৌ চলিতে চেষ্টা করে না বা চলিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্রেই দুর্ব্বল। অস্থির বক্রতা,—বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের ও হস্ত পদাদির দীর্ঘাস্থির;—অস্থির অগ্রভাগ আবর্ত্তিত ও কুৎসিতাকার। স্বেদ স্রাব বশতঃ পদতল ক্ষতযুক্ত; পদতলে ফোস্কা এবং দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম (ব্যারাই: গ্র্যাফ: ক্যালী-কার্ব: মার্ক: সিলিশীয়া, স্যানিকীউলা: সোরাইন:); দেহের অংশবিশেষ হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হয় যথা, মস্তক, মূর্দ্ধাদেশ, গ্রীবাপৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল, জননেন্দ্রিয় প্রদেশ, হস্ত, জানু ও পদতল (সিপী:)। ঠাণ্ডা লাগিলে বাতাশ্রিতবৎ বেদনা অনুভূত হয়। বাহু চাপিয়া শয়ন করিলে ঝিঁ ঝিঁ ধরে। সন্ধ্যার পর উপবেশন কালে পদদ্বয় অসাড় হইয়া যায়। রাত্রি ৩টার সময় [illegible]জ্ঘাডিমস্থ পেশীতে

(Calves = ক্যাম্ফো:), জানু পশ্চাতস্থ গহ্বরে, পদ-প্রসারণকালে এবং বামপদতলে ও পদাঙ্গুলিতে থাল্ ধরে। পদদ্বয় সর্ব্বদা আর্দ্র বোধ হয়। পদতলে জ্বালা করে (অ্যাম্ব্রা: অ্যানাক্: ল্যাকে: ম্যাঙ্গে: ফস্: অ্যাসিড-ফস্: স্যাঙ্গুই: সিপী: সিলিশীয়া: ষ্ট্যান্: সল্ফার্)। হাত ঘামে (কোণা: ন্যাট-মি: সল্ফর: থুযা:)। রমণান্তে জানুর উর্দ্ধ ও নিম্নাংশ বলহীন বোধ ও কম্পিত হইতে থাকে। পাদচারণ কালে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ। রোগিনী সোপান আরোহণ করিতে পারে না। অপস্মার,—আক্রমণের পূর্ব্বে বোধ হয় যেন বাহুর নিম্নভাগ হইতে উর্দ্ধদিকে কিম্বা উদরের উর্দ্ধদেশ হইতে তলপেটের মধ্য দিয়া চরণ পর্য্যন্ত পিপীলিকার ন্যায় "সর্সর্" করিয়া কি চলিয়া যাইতেছে। পূর্ণিমার সময় এবং জুন ও ডিসেম্বরের শেষভাগে অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সময় বৃদ্ধি হয়।

ত্বক্।—দেহের অংশবিশেষ অর্থাৎ মস্তক, উদর, পদদ্বয় ও চরণ, অত্যন্ত শীতল অনুভূত হয় (ক্যালী বাই:); ঠাণ্ডা বায়ু আদৌ সহ্য হয় না,—যেন শীতল বায়ু তাহার দেহ ভেদ করিয়া অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে; একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি। ক্ষতোদ্গমপ্রবণ দেহ,—সামান্য কারণে গাত্র ক্ষতযুক্ত হয়। সামান্য আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইলেও শীঘ্র ভাল হয় না। আমবাত,—ঠাণ্ডা বাতাসে ভাল থাকে (এপীস্: ন্যাট-মি: আর্টিকা-ইউ:)। দদ্রু (ব্যাসিলাইন: টেলার্: সিপী:)। মুখমণ্ডলে ও হস্তে আঁচিল উদ্গত হয়। (থুযা: মিডহ্রাইন্: অ্যাসিড-নাই: হাতের আঁচিল = ক্যালী-মিউ: বাহু, হস্ত, অক্ষিপুট ও মুখমণ্ডলে = কষ্টি: করতলস্থিত = ন্যাট-মি:)।

নিদ্রা।—নানারকম ভাবনা বশতঃ অনিদ্রা (কফী:)। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ভয়ঙ্কর দৃশ্য সকল দেখিতে পায়। প্রতি শব্দে চমকিয়া উঠে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিদ্রাবেশ। রাত্রে পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ।

জ্বর।—মধ্যাহ্ন ও ২টার সময় শীত আরম্ভ হয়; শীতাবস্থায় তৃষ্ণা। পুনঃ পুনঃ উত্তাপাবির্ভাব, তৎসহ হৃদ্স্পন্দন। তাপ কালে অতৃষ্ণা, উত্তাপের পর আবার শীত এবং হাত ঠাণ্ডা বোধ হয়। তাপকালে গায়ে কাপড় রাখে না। গা গরম কিন্তু অন্তরে শীত,—সন্ধ্যাকালে। ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসাহীনতা। প্রাতে স্বেদ নির্গলিত হয়। নাড়ী পুষ্ট এবং দ্রুত। দেহের এক এক অংশে ঘর্ম্মোদ্গম (ক্যামো: সিঙ্কো: নক্স: ষ্ট্রাম্: থুযা)। রাত্রিস্বেদ,—৩টার পর,—বিশেষতঃ মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থলে। ঋতুর সময় রাত্রিতে উত্তাপ ও অস্থিরতা বোধ। জিহ্বার শ্বেত লেপ। বিরাম অপূর্ণ।

সম্বন্ধ।—বেলেডনা। ব্রায়ো সহিত—বিষম। লাইকোপোডীয়াম্, নক্স-ভমিকা, ফস্ফোরাস ও সিলিশীয়ার পূর্ব্বে ক্যাল্কেরিয়া অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহাত্মা হানিম্যানের মতে নাইট্রিক-অ্যাসিড এবং সল্ফারের পূর্ব্বে ক্যাল্কেরিয়ার ব্যবহার অনুচিত, অন্যায় উপসর্গ আনয়ন করিতে পারে। শিশুদিগকে পুনঃ পুনঃ সেবন করান যাইতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধদিগকে পুনঃ পুনঃ দিবে না, বিশেষতঃ প্রথম মাত্রায় যদি উপকার হইয়া থাকে।

বৃদ্ধি।—ঠাণ্ডা বাতাস, জলার বায়ু, শীতল জলে স্নান, প্রাতঃকালে এবং পূর্ণিমার সময়

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর নিদ্রাভঙ্গান্তে, বস্ত্রাদির ভারে, বায়ুসেবনার্থ পাদচারণ কালে, আহারান্তে, ভারি দ্রব্য উত্তোলন করিলে, মানসিক পরিশ্রমে, হেঁট হইলে এবং আলোকে।

উপশম।—শুষ্ক বায়ু এবং আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (ব্রাই: পল্‌সে:)। অন্ধকারে, চিৎ হইয়া শুইলে, শয়নান্তে, মর্দ্দনে, কণ্ডুয়নে এবং গাত্রোত্থানান্তে।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর, ইপিকা, নাইট্রিক অ্যাসিড, নক্স ; সলফার।

তুলনীয়।—অ্যামন-মিউর (বক্ষের কসাভাব); আর্নিকা (সজোরে টানপড়া); আর্সেনিক (মধ্যান্ত্র গ্রন্থীর স্ফীতি); রসরক্ত ক্ষয়—চায়না ; বাম তালুমূলগ্রন্থী (ব্যারাইটা); বিবমিষা (পল্‌স) ; শ্বেতপ্রদরে (গ্রাফাই, সলফ) ; পাকাশয়ে অম্ল (লাইকোপ, সল্‌ফর, পলস্‌) ; বেলা (প্রচুররজ) ; অন্ধকারে ভয় (অ্যামন মিউর ; ষ্ট্রামো) ; দুগ্ধ বমন (ইথুজা-অ্যান্টিক্রু) ; মৃগী (কুপ্রাম) ; মূর্দ্ধাদেশে তাপ (সলফ) ; নাসার্ব্বুদ (টিউক্রিয়াম)ইত্যাদি।

শক্তি।—৬ষ্ঠ ৩০শ, ২০০ শততমিক এবং তদূর্দ্ধ ক্রম। ক্রিয়ার স্থিতি কাল ;—৬০ দিন।

ক্যালকেরিয়া কষ্টিকা

(CALCAREA CAUSTICA.)

নামান্তর।—অ্যাকোয়া ক্যাল্‌সিস্‌।

প্রস্তুতি।—চূণ পরিস্রুত জলে দিয়া তৎপরে উহাতে সুরাসার সংযোগ করিয়া, অধঃক্ষেপ বা তলানি গ্রহণ করিতে হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—পৃষ্ঠে বেদনা ; পিকচঞ্চু প্রদেশে বেদনা ; কদর বা কড়া ; গোড়ালিতে বেদনা ; স্বরভঙ্গ ; চোয়ালে বেদনা ; মুখের অস্থিতে বেদনা ; স্নায়ুশূল ; পক্ষাঘাত ; বাত বা আমবাত ; প্লীহার বিকৃতি ; গ্রীবাস্তম্ভ বা গ্রীবার আড়ষ্টতা ; ফিতার সদৃশ কৃমি ; দন্তশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন এবং পৃষ্ঠদেশে, গ্রীবা, হনুতে ও মুখের পশ্চাদ্ভাগস্থিত দন্তে বেদনা ইহার মুখ্য ক্রিয়া। নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক:—কোন বিষয় চিন্তা করিতে হইলে অত্যন্ত আয়াস বোধ হয়। মস্তিষ্কের আবিলতা বা জড়তা। শিরোঘূর্ণন, যেন গৃহটী ঘুরিতেছে এইরূপ বোধ হয়। দেহের বিভিন্ন অংশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বিদারণ, বা দপদপকারী বেদনা। দক্ষিণ চক্ষুমধ্যে বেদনা, যেন তন্মধ্যে কি পড়িয়াছে। চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও বিদারণবৎ বেদনা। দক্ষিণ গণ্ডাস্থি ও দক্ষিণ হনুসন্ধি মধ্যে বিদারণ বা উৎপাটনবৎ বেদনা। প্রতি রাত্রি ২টার সময় দন্তশূল এবং দন্ত সকল নড়িতে থাকে ও দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হয়। কণ্ঠমধ্যে কফ সঞ্চয়, জ্বালা এবং যেন মৎস্যাস্থি বিদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতি। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা। পটুক্রমী। কণ্ঠমধ্যে

ব্যথাসহ স্বরভঙ্গ ; বায়ুনলী ক্ষয়িতত্বক্‌বৎ অনুভূতিসহ কাসি। বক্ষমধ্যে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা। পৃষ্ঠের সর্ব্বাংশেই বিশেষতঃ সর্ব্বনিম্নাংশের আড়ষ্টতা ও উৎপাটনবৎ বেদনানুভূতি। দক্ষিণস্কন্ধ হইতে বাহুর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক প্রকার বেদনাযুক্ত। বাম গুল্‌ফের পশ্চাতস্থিত বৃহৎ কণ্ডার ও বাম গুলফ মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা। কড়া (corns) মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা। পদদ্বয় জলে ধৌত করিবার পর হস্ত ও পদে বেদনা বোধ। অন্ত্রান্ত্র প্রদেশে তরুণ প্রদাহ,—উপাঙ্গ প্রদাহ (Appendicitis) ; ক্ষয়কারী ক্ষতে পরিণত অর্শের ভয়ানক যন্ত্রণা (ডাঃ ক্লার্ক)।

লক্ষণাবলী

মস্তক।—মস্তিষ্কের জড়তা (বেল্ঃ নক্স্ঃ ওপীঃ)। শিরোঘূর্ণন,—যেন ঘর শুদ্ধ ঘুরিতেছে (আর্স্ঃ অ্যাসাঃ বেলঃ ব্রাই. সাইকীঃ লাইঃ ন্যাট-মিঃ নক্স-ভমঃ ফস্ঃ ভ্যালিঃ ভেরেটঃ) ; যেন সে চৌকি হইতে পড়িয়া যাইবে। মাথঃ হেঁট করিলে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, যেন মস্তিষ্ক পৃথিবীর আকর্ষণের অনুগামী হইবে। বোধ হয় যেন কেহ চুল ধরিয়া টানিতেছে (অ্যাকোঃ অ্যালীউঃ ক্যাম্ফাঃ সিঙ্কোঃ ইণ্ডিঃ হ্রাস্ঃ সেলিন্ঃ)।

চক্ষু।—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মনে হয় যেন চক্ষুমধ্যে একটী কণ্টক বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং রোগী তাহা মর্দ্দন করিতে বাধ্য হয় ; চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারে না। গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে অশ্রু স্রাব হয় (ফেল্যান্ঃ ফস্ঃ পলসেঃ হ্যউম্ ; রীউটা ; স্যাবাডঃ সিপীয়া ; সিলিসীয়া ; সল্‌ফঃ থুযা)। অক্ষিপুটের যোজকত্বক রক্তিমাবর্ণ। অক্ষিগোলক যেন বহিনিঃসৃত হইয়া পড়িবে এইরূপ বেদনা।

কর্ণ।—সূচিবেধবৎ বেদনা কর্ণবিবর ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক প্রবেশ করে। কর্ণমধ্যে টিং টিং ও গড়্ গড়্ শব্দ অনুভূত হয় (ক্যালকেঃ কষ্টিঃ বেলঃ কোণাঃ ক্রিয়োঃ গ্র্যাফঃ লাইকোঃ ন্যাট-মিঃ নক্স ; পেট্রোঃ পলসেঃ সিলিশীয়াঃ স্পাইজিঃ সলফঃ)।

শ্বাসযন্ত্র।—গলমধ্যে ব্যথাসহ স্বরভঙ্গ (কষ্টিঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ ফসঃ—বেদনাশূন্য = ক্যালকে-কার্বঃ)। বক্ষমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা ; গলমধ্য ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতিসহ কাসি (অ্যাকোঃ ব্রাইঃ কার্ব্বো-অ্যান্ঃ ক্যালী-কার্বঃ ল্যাকেঃ নাইট্রাম ; স্কীলা ; সলফ্ঃ অ্যাক্টীয়াঃ রেসঃ) এবং শ্লেষ্মা ও রক্তময় গয়ার উঠা (অ্যালীউঃ অ্যামন্-কার্বঃ বেল্ঃ ফের্-অ্যাসেট্ঃ কালী কার্বঃ ন্যাট-মিঃ নাইট্রাম্, সিলিশীয়াঃ)। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা (অ্যামোনীয়াক্ঃ অ্যামন্-কার্বঃ আয়োডঃ ল্যাক্‌টীউকাঃ ফস্ঃ ষ্ট্যান্ঃ সলফ্ঃ বেল্ঃ ক্যালী,কার্বঃ ওলীঅ্যানিঃ সেনেগা)—ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্জরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা আড়ষ্ট। উপবেশন কালে পৃষ্ঠফলকদ্বয় হইতে কটীদেশ পর্য্যন্ত তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। রাত্রি ৮টার সময় পৃষ্ঠফলকদ্বয় (Scapulæ) বোধ হয় অসাড় হইয়া গিয়াছে। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাতাশ্রিতবৎ বেদনা এবং নিশ্বাস ফেলিতে গেলে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং ঐ স্থান হইতে বুকাস্থি (Sternum) পর্য্যন্ত বোধ হয়

যেন চাপিয়া ধরিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গ কালে কোমরে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়, কিন্তু একটু এদিক ওদিক করিলেই উপশম হয় (মার্ক: সলফার ; হ্রাস ; কঠিন শয্যার উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিলে আরাম বোধ হয়=ন্যাট-মিউ:)। পৃষ্ঠের সর্ব্বাংশে এবং মেরুপুচ্ছে ছিন্নকরণবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত পদাদি দুর্ব্বল ও কম্পনশীল (বাহু=অ্যাগর: ক্যালকে: কষ্টি: আয়োড: ল্যাকে: ফস: ষ্ট্র্যান: সল্ফ ট্যাবাক: অ্যাণ্ট-টার্ট: ভ্যার্লি; জিঙ্ক: পদদ্বয়=ব্যারাই: সাইকী: কলো: প্ল্যাট: পলসে: রীউটা),— অবস্থিতি কালে বৃদ্ধি। হস্তপদাদিতে স্থানপরিবর্ত্তন-শীল বেদনা (পলসে: ক্যালী-বাই: ড্যফনী: ল্যাক্টীউ: ম্যাঙ্গে: মিফাইট: নক্স-মস: প্লাম)। দক্ষিণ বাহু এরূপ অসাড় যে, উত্তোলন করা যায় না (অ্যাম্ব্রা ; কার্ব্বো-অ্যান: ককীউ: ক্রোক: জিনসেঙ্গ ; লরো লাই: হ্রাস-র‍্যাড: সিলিশীয়া:),—বাহুদ্বয় ঝুলাইয়া রাখিলে আরাম বোধ হয় (ক্যাল্কে-কার্ব্ব:)। দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বাহুর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উৎপাটনবৎ বেদনাযুক্ত।

ত্বক্।—অত্যন্ত চুলকায় ও কুট কুট করে,—বিশেষতঃ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ। রক্তিমা-বেষ্টিত ক্ষুদ্র পীড়কা সকল রসপূর্ণ হইয়া উঠে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ক্যালকে-অষ্ট্রিয়েরাম ; বেলেডনা ; ক্যামো: হ্রাস ; মার্ক:।

তুলনীয়।—ক্যালকেরিয়া, হ্রাস-টক্স, (সন্ধি বেদনা), মেজে, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব (মুখের অস্থিতে বেদনা) ; ভ্যালেরি (গোড়ালিতে বেদনা), সিপিয়া, (কোমর বেদনা), হিপার, নাইট্রিক (গলমধ্যে কাঁটা আছে অনুভব)।

শক্তি।—৩য় শততমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

ক্যাল্কেরিয়া ক্লোরিনেটা

(CALCAREA CHLORINETA).

নামান্তর।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—স্ফোটকে ও বিস্ফোটকে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োরেটা

(CALCAREA FLUORATA).

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে, তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—লক্ষণানুযায়ী ব্যবহৃত হইয়া নিম্নলিখিত রোগে

ফলপ্রদ ;— গ্রন্থীর বিবৃদ্ধি ; ধমনীতে অর্ব্বুদ ; অস্থি বিকৃতি ; স্তনগ্রন্থীর কাঠিন্য ; ছানি ; সর্দ্দি ; সর্দ্দিজনিত ক্ষত ; কাসি ; অস্থি বিবৃদ্ধি; উদরাধ্মান ; গ্রন্থির কাঠিন্য ; রক্তোৎকাস ; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ; সন্ধি মধ্যে খট খট শব্দ ; যকৃতের পীড়া ; কটী বেদনা ; পূতিনস্য ; প্রস্রাবকালীন উপসর্গ বা পীড়া ; অভিঘাত ; উপদংশ ; শোথ, ভগন্দর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং সুস্লারের অতি প্রিয় ঔষধ। অ্যাসিড ফ্লুয়োরিক ও সিলিশীয়ার একত্রিত অনেকাংশ ক্যালকেরীয়া ফ্লুয়োরেটার ন্যায়। ইহার প্রধান আধিপত্য গ্রন্থি ও অস্থি উপর। গ্রন্থি সকল স্ফীত ও লৌহের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে ; শিরা সকল স্ফীত হইয়া রজ্জুবৎ প্রতীয়মান হয় এবং অস্থি নির্ম্মাণের বিকৃতি বশতঃ অস্থিময় অর্ব্বুদ উৎপন্ন এবং অস্থি পচিতে আরম্ভ হয়। আক্রান্ত অংশ বা গ্রন্থি সকল পূয়সঞ্চয়প্রবণতা প্রদর্শন করে। চক্ষুদ্বয়ও সময়ে সময়ে ইহার ক্রিয়াধীন হয় এবং ছানিদ্বারা আক্রান্ত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিষাদযুক্ত ; আর্থিক ক্ষতি হইবার অকারণ ভীতি প্রকাশ করে।

মস্তক।—নবজাত শিশুদিগের মস্তকের পার্শ্বদেশে রক্তার্ব্বুদ উদ্গত হয়=(ফস: কার্ব্বো-অ্যান: সিলিশীয়া) মূর্দ্ধাদেশে কঠিন বা অস্থিময় গ্যাঁজ কিম্বা অর্ব্বুদ জন্মায়। মূর্দ্ধাদেশীয় ক্ষত,—তাহার পার্শ্বভাগ কড়ার ন্যায় কঠিন। মস্তক মধ্যে কট কট শব্দ (ব্যারাই: মস্কাস: অ্যাসিড-নাই:)।

কর্ণ।—কর্ণপটহের উপর চূর্ণবৎ (চুনের ন্যায়) গুঁড়া জন্মায়। কর্ণাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্রাস্থি সকল (Ossicula) এবং শিলাস্থি (Petrous Bone) ঘনীভূত ও স্থূলতা প্রাপ্ত হওয়ায় রোগী বধির হইয়া যায় এবং কর্ণমধ্যে টিং টিং হুহু শব্দ (ক্যালকে: কষ্টি: বেল: কোণা: ক্রিয়ো: গ্র্যাফ: ন্যাট-মি: পেট্রোল: পলসে: সিলিশীয়া)।

চক্ষু।—কম্পিতদৃষ্টি এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন (অরাম: বেল: কষ্টি: ক্যালী-কার্ব্বে: লাকে: ন্যাট-মি: ওপী: ফস: ষ্টাফ: কিউপ্রাম-আর্স: ভ্যালি:)। চক্ষুর স্বচ্ছাবরকে (Cornea) উপর ছিটছিট দাগ প্রতিয়মান হয় ; চক্ষুর যোজকত্বকের (Conjunctivitis=মার্ক: আর্জেন্ট-নাই: ইউফ্রে:)। ছানি (আঘাত জনিত হইলে=কোণা: চক্ষুমধ্যে অস্বচ্ছতা—Opacity=ইউফ্রে: অধিকন্তু ক্যালকে:-ফস: সিলিশীয়া)।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—মস্তক অত্যন্ত ভারবোধ হয় ; শুষ্ক সর্দ্দি ; নাসারন্ধ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ, গাঢ়, হরিদ্বর্ণ, কিম্বা পীতাভ সর্দ্দি নির্গত হয়।

মুখ।—দন্তশূল বশতঃ গণ্ডদেশ স্ফীত ও অনমনীয় এবং চোয়ালের অস্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য প্রাপ্তি। দন্তপুপ্পুট বা মাড়ি মধ্যে পূয়সঞ্চয় বশতঃ হনূর উপরের স্ফীতি লৌহের ন্যায় কাঠিন্যযুক্ত হয়। বেদনা সহ জিহ্বা বা ফাটা ফাটা দেখায় ; কখন বা প্রদাহ বশতঃ জিহ্বা স্ফীতি ও কাঠিন্যযুক্ত হয়। দন্ত সকল অকালে শ্লথমূল হইয়া যায়,—উহাতে বেদনা থাকে না। দন্তশূল,—কোন খাদ্যদ্রব্য দন্তস্পর্শ করিলেই বেদনার বৃদ্ধি হয় (কার্ব্বো-ভে: কষ্টি:

ক্যামো: ল্যাকে: মার্ক: পল্‌সে: ষ্ট্যাফ্:)। (জ্ঞানদন্ত বা আক্কেল দাঁত বাহির হইবার সময় যে সকল যন্ত্রণা হয় তাহাতে চিইর‍্যান্থাস বিশেষ ফলদায়ক)।

গলমধ্য।—কণ্ঠমধ্যে জ্বালা (আর্স: বেল: কার্ব্বো-ভে: ক্যাম্ফো: কষ্টি: ক্যামো: ইউফর্ব: লোবেল: লাই: মার্ক: মেজের: অ্যাসিড-নাই: ফস: র‍্যাণান্-স্কিলেরেটাস: হ্রাস-র‍্যাড: স্পঞ্জ:)।

পাকাশয়।—অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন হয় (ফেরাম-মিউ: পেট্রোল:)। হিক্কা (নক্স; ক্যাজুপুট: সাইক্ল্যামেন অ্যাসিড-সালফ:—পান, আহার বা ধুমপানান্তে = ইগ্নে: আক্ষেপ ও বায়ুনির্গমনসহ = সাইকী: আক্ষেপিক ইথীউ: পূতিবাষ্পজনিত রোগাদিতে যন্ত্রণাদায়ক হিক্কা ন্যাট-মি: গুল্মবায়ু রোগে = মস্কাস্:)।

অন্ত্রাশয়।—উদরাধ্মান (অ্যা-কার্ব্বল্: কার্ব্বো-ভেজি: র‍্যাফেনা; নক্‌স মস্: ক্যামো)। দক্ষিণ কুক্ষিমধ্যে একাদশম পঞ্জরের নিম্নে তীক্ষ্ণ ছুরিকাবেধবৎ বেদনা,—বেদনা বশতঃ প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; বৃদ্ধি = আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে মনে যেন কুক্ষি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; উপশম = অনাক্রান্ত পার্শ্বে শুইলে এবং সম্মুখ দিকে দেহ বক্র করিলে; রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। প্রাতে ৮টার সময় যকৃত প্রদেশে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাবেধবৎ যন্ত্রণা; বৃদ্ধি = বসিয়া থাকিলে; উপশম = রাত্রে শয়নের পর। দক্ষিণ কুক্ষি মধ্যে অতীব্র এবং অস্বাচ্ছন্দ্য জনক ভারবোধ।

মলান্ত্র ও মল।—মলদ্বার বিদারণ; মলান্ত্রের তলদেশে অত্যন্ত ক্ষতজনক বিদারণ (অ্যাসিড-নাই: গ্র্যাফ: র‍্যাটান্)। রক্তস্রাবী অর্শ (হ্যামা: গালফ: ক্যাল্কা: কোলিন্সো: হাই-পির:)। মলদ্বার কণ্ডুয়ন যেন ক্ষুদ্র কৃমিজনিত (সাইনা: ইগ্নে: টিউক্র: অ্যাম্ব্রা; ক্যালকে কার্ব: ক্যালকে-কষ্টি: অ্যাসিড-ফ্লু:)। অন্ধ বা স্রাবশূন্য অর্শ; প্রায়ই কোমরে ও নিতম্বে বেদনা বোধ হয়; তৎসহ মলবদ্ধতা (ইস্কিউ-হিপ্: নক্‌স: ইগ্নে:)। তলপেটে বায়ুসঞ্চয়াধিক্য (অ্যাকো: অরাম: সিস্কো: কলো: সাইক্ল্যাম্: ফস: সিলিশীয়া: সলফ: অ্যাসিড সলফ্)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—একশিরা (আজন্ম = ব্রাই: আঘাতজনিত = আর্ণিকা। আরও স্পঞ্জীয়া: হ্রডো: অরাম্; পলসে:); অণ্ডকোষ অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হয় (স্পঞ্জীয়া: ক্লিম্যাট: হ্রডো:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অপর্য্যাপ্ত রজঃস্রাব (বেল: সিস্কো: সিন্যামো: ইপিক:) এবং তলপেটে চাপবোধ; জরায়ুর স্থানচ্যুতি (ফ্র্যাক্‌সিনাস-অ্যামে: অরাম মিউ-ন্যাট: লিল্‌টাই: সিপি: হেলোন্: মিউরেক্‌স: স্ট্যাবাই:),—জরায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম—জরায়ু হইতে উরু পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা অনুভূতি (বেল: লিলী-টাই: সিপী: ফ্র্যাক্সিনাস-অ্যামে:)। স্তনমধ্যে কঠিন গুটিলা উৎপন্ন হয় (কোণা: বেল্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ (কটি: ফস: কার্ব্বো-ভে:)। ঘুংড়ি (ক্লোরাল: কিউপ্রাম: মস্কাস্)। শয়নান্তে বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন ও "কুটকুট" অনুভূতিসহ কাসি,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীতাভ জমাট কফ নির্গত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—বহুদিনের পুরাতন কটিবাত,—নড়িতে আরম্ভের সময় বেদনাধিক্য অনুভূত হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ বিচরণ করিলেই উপশম হয় (হ্রাস ; ক্যালকে-কষ্টি:)। অস্থিময় অর্ব্বুদ (অ্যাসিড ফ্লু: সিলিশীয়া)।

প্রত্যঙ্গাদি।—মণিবন্ধের পশ্চাদ্দেশে কোষবেষ্টিত অর্ব্বুদ। অঙ্গুলির সন্ধি সকল বাতাশ্রয় বশতঃ স্ফীত। অঙ্গুলির অস্থিবর্দ্ধন (Exostosis = উপদংশজ = মার্ক-কর: মস্তকের ক্যালী-বাই: বেদনাযুক্ত = হেক্লা: অস্থি সংযোজনস্থলে = কঙ্কীয়োলিন্:)।

ত্বক।—নাড়ীময় অর্ব্বুদ ; স্ফীতশিরাযুক্ত জড়ুল বা মাতৃচিহ্ন (Nævus = থুযা ; ফস: লাইঃ অ্যাসিড-ফ্লু: টিউবারকিউলাইন:)। শিরাস্ফীতি (Varicose Veins = হ্যাম: অ্যাসিড-ফ্লু:),—তৎসহ তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী যন্ত্রণা ; স্ত্রীযোনিবহিঃস্থ শিরাস্ফীতি (হ্যামা: ল্যাকে:)। গা ফাটা ; করতল ফাটা ; (গ্র্যাটকার্ব্ব: পেটোল: ক্যাল্‌কে:)। মলদ্বার বিদারণ। আঙ্গুলহাড়া, —যেন অঙ্গুলি মধ্যে খোঁচা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (অ্যাসিড-ফ্লু: ল্যাকে: সিলি:)। দুরারোগ্য নালীক্ষত (Sinus),—পীতবর্ণ গাঢ় পূয বা রস নির্গত হয় (সিলি: অ্যাসিড-ফ্লু: মার্ক: ক্যালকে-সলফ:)। গ্রন্থি সকল স্ফীত ও লৌহের ন্যায় কঠিন, কোণা: আয়োড:)।

নিদ্রা।—প্রকৃত ঘটনার ন্যায় স্বপ্ন এবং বোধ হয় যেন বিপদ আসন্ন।

সম্বন্ধ।—সদৃশ।—অ্যাসিড-ফ্লু: ক্যাল্‌কে-সল্‌ফ: কোণা: ল্যাপিস-অ্যালবাস ; ব্যারাই-মিউ: হেক্লা।

তুলনীয়।—ক্যালকে-ফস (পূনিতস্থ), নেট্রাম, সাইলিসিয়া, ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় ৬ষ্ঠ ৩০ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্যালকেরীয়া হাইপোফস্ফোরোসা।

(CALCAREA HYPOPHOSPHOROSA).

নামান্তর।—হাইপোফস্ফেট অভ লাইম।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—হৃদ্‌শূল ; হাঁপানি ; রক্তাধিক্য : শিরঃপীড়া ; পক্ষাঘাত ; ঘর্ম্ম।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তকের মূর্দ্ধাদেশে অতীব ভারবোধ এবং তজ্জন্য মানসিক অবসাদ, বক্ষমধ্যে গুরুভারযুক্ত চাপবোধ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র ; বাহু, হস্ত, গ্রীবা ও মস্তকের শিরা সকল স্ফীত হইয়া রজ্জুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় ; শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত বশতঃ জানালাদি খুলিয়া দেয় ; সমগ্র দেহে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ হস্ত পদাদি অবশ বোধ হয়।

ডাঃ ন্যাশের মতে স্ফোটকাদি উঠিবার সময় যখন কোন মতেই পূয সঞ্চয় নিবারণ করা

যায় না এবং সঞ্চিত পূযও শোষিত হইতেছে না, সেস্থলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে স্ফোটক বসিয়া যায় এবং কোন ক্রমেই আর তাহা পাকিয়া উঠে না। সঞ্চিত পূয সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

সদৃশ।—ক্যালকে ফস, ব্যারাইটা, গ্রনয়ন।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

পরীক্ষক।—ডাং বারেট।

ক্যালকেরিয়া আয়োডেটা

(CALCAREA IODATA).

নামান্তর।—আয়োডাইড অভ লাইম।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ক্যান্সার বা কর্কট ক্ষত; ক্ষয়কাস বা যক্ষ্মা; উদরাধ্মান, গ্রন্থির স্ফীতি; শিরঃপীড়া; স্তনের অর্ব্বুদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লেষ্মাজনিত রোগাদিতেই ইহা বিশেষ ফলদায়ক,গ্রন্থি সকলের স্ফীতি, গলগ্রন্থি (Tonsils) প্রদাহ (পুরাতন)—বিশেষতঃ শোণিতহীন ফ্যাকাশে শিথিলমাংস ব্যক্তিদিগের পীড়া। জরায়ুর তন্তুময় অর্ব্বুদ রোগেও ইহা বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে।

মস্তক।—ঠাণ্ডা বাতাসের প্রতিকূলে অশ্বারোহণে গমন করিলে বা দৌড়াইলে শিরোবেদনা অনুভব করে (জোরে বাতাস লাগিলে=অ্যাকো: বেল: সিঙ্কো: কলো: নক্স: ভ্যালি: ঠাণ্ডা বাতাসে=সিঙ্কো: অ্যাসিড-মিউর:)। দক্ষিণ রগে (Temple) তীক্ষ্ণ বিদ্ধকরণবৎ বেদনা (চেল: আয়োড: ল্যাকে: ম্যাঙ্গে: নিকল: নাইট্রাম: ষ্টাফ: অ্যাসিড-সলফ:)। মস্তক অত্যন্ত হালকা বোধ (ষ্ট্র্যাম:)।

নাসিকা।—পুরাতন সর্দ্দি,—নাসামূলে বেদনাধিক্য (অ্যাগ: হায়ো: মিনী: পেট্রোল: পল্‌সে: রীউটা),—হাঁচি থাকে না। কর্ণ ও নাসারন্ধ্র মধ্যে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ (Polypi=থূযা; ক্যাল্‌কে: ক্যালী-বাই: ফস: টিউক্র: স্যাঙ্গুই: ক্যাড-সল্‌ফ: পসোরাইন্:)।

মুখবিবর।—জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় বোধ হয় যেন লেপাবৃত রহিয়াছে। মুখ ও মাড়ি অগ্নি স্পৃষ্টবৎ জ্বালাযুক্ত (মাড়ি জ্বালাযুক্ত=বেল্: ক্যামো: মার্ক: ন্যাট্-সল্‌ফ: নক্স: পেট্রোল্: পল্‌সে: হ্রাস: টেরিব্; মুখমধ্যে জ্বালা=আসের্: মেজে: ন্যাট্-সল্‌ফ: নাইট্-স্পিরিডাল্:

তেরেট্:)। জিহ্বা মূলগ্রন্থি স্ফীত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষপরিপূর্ণ হইয়া থাকে (Follicular Tonsilitis—কৌষিক গলগ্রন্থিপ্রদাহ = ইগ্নে: ব্যারাই-মিউ: ফাইটো: ল্যাকে:)।

উদর।—অনবরত বহুল পরিমাণে নিম্নমুখে বায়ু নিঃসরণ হইয়া থাকে (আর্জেন্ট-নাই: নক্স-মস্: কার্ব্বো-ভেজি:)।

শ্বাসযন্ত্র।—বহুদিনের কাসি, তৎসহ বিলেপী-জ্বর (Hectic); হরিদ্বর্ণ পূযবৎ গয়ার (আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: ফের্: ড্রোসেরা; ক্যালী-কার্ব: লাই: ন্যাট-কার্ব: ফস্: পল্‌সে: ষ্ট্যান্: সল্‌ফ:)। ঘুংড়ি,—(ক্লোরেল: আয়োড: স্পঞ্জীয়া; স্যাম্বীউ: অ্যান্ট্-টার্ট:)।

গ্রীবা ও প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাপৃষ্ঠ আড়ষ্ট। উরুদেশের উর্দ্ধাংশে আঘাতজনিতবৎ বেদনা। বাহু ও অঙ্গুলির অসাড়তাসহ দক্ষিণ বাহুর অসাড়তা ও বেদনা।

ত্বক্।—দেহের স্থানে স্থানে কণ্ডুয়ন বোধ—এক স্থান হইতে সরিয়া আর এক স্থানে প্রকাশ পায়,—বহুক্ষণ কণ্ডুয়নের পর তবে নিবৃত্তি হয় (ডলিকস)। দক্ষিণ কফোনি বা কনুই অনবরত কণ্ডুয়নযুক্ত এবং ঐ স্থান হইতে সরিয়া বাম জানুদেশে প্রকাশ পায় (দক্ষিণ উত্তমাঙ্গ হইতে বাম অধমাঙ্গে লক্ষণের আবির্ভাব = অ্যাম্ব্রা: ব্রোম্: মিডহাইন্: ফস: অ্যাসিড-সল্‌ফ:—বাম উত্তমাঙ্গ হইতে দক্ষিণ অধমাঙ্গ = অ্যাগার্: অ্যান্ট-ক্রু: ষ্ট্র্যাম্:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাগ্রাফিস-নিউটান্স = প্রতিশ্যায়াদি রোগ,—নাসিকা রুদ্ধ হইয়া যায়। স্ফীতি ও প্রদাহ; আক্রান্ত গ্রন্থি হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গলিত হয়। কণ্ঠমধ্যস্থ পীড়াদি জনিত বধিরতা। জিহ্বামূলীয় গ্রন্থির (Tonsils) স্ফীতি। ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হয় এবং শ্লেষ্মাময় মল নির্গত হয়। অ্যাকোনাইটাম-লাইকোটোনামেও প্রধান লক্ষণ গ্রন্থি স্ফীতি; রক্তাল্পতারোগে (Anæmia) লসিকাগ্রন্থি সকল দ্রুতবর্দ্ধনশীল হইলে ইহা অত্যন্ত উপকারক। অধিকন্তু—আয়োড্: ক্যাল্‌কে-ফ্লু: ব্যারাই-কার্ব্ব: ব্যারাই-মিউ: ক্যালী-আয়োড: মার্ক-আয়োড্।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম (বিচূর্ণ) এবং ৩০ শক্তি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

ক্যালকেরিয়া মিউরিয়াটিকা

(CALCAREA MURIATICA).

নামান্তর।—ক্যাল্‌সিয়াম্ ক্লোরাইড্।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—স্ফোটক; গ্রন্থির স্ফীতি; গণ্ডমালা; বমন

শক্তি।—৬ষ্ঠ বা ৩০ শ।

ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফোরিকা

(CALCAREA PHOSPHORICA).

নামান্তর।—ফস্ফেট অভ লাইম।

প্রস্তুতি।—ক্লোরাইড্ অভ্ ক্যাল্সিয়ম, ফস্ফেট অভ্ সোডা এবং আমোনিয়ার সহিত পরিস্রুত জল মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। বিচূর্ণ ও আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রক্তাল্পতা; পৃষ্ঠ এবং পায়ের দুর্ব্বলতা; অস্থির বিকৃতি; শিশু-বিসূচিকা; তাণ্ডব; ক্ষয়কাস; দুর্ব্বলতা; দন্তোদ্গম বিকৃতি; বহুমূত্র; অজীর্ণতা রেতঃক্ষরণ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; মৃগী; মুখে ব্রণ; নালী; অস্থিভঙ্গ; মেহ; প্রমেহ; শিরঃপীড়া; অন্ত্রচ্যুতি; কোরণ্ড; সন্ধিব পীডা; শ্বেতপ্রদর; কটীবেদনা; কামোন্মাদ; বাত; কর্ণাস্থি বিকৃতি; কৃত্রিম মৈথুন জনিত উপসর্গ বা পীড়া; শুক্রক্ষরণ; গ্রীবাস্তম্ভ; অণ্ডকোষের স্ফীতি; গলক্ষত; তালুমূল গ্রন্থীর-স্ফীতি; জরায়ুচ্যুতি; জৃম্ভন।

উপযোগিতা।—রক্তাল্পতাবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ ব্যক্তি, দন্তোদ্গমকালের শিশুর পীড়ায় ইহা উপযোগী —ডাং এলেন্।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহাদ্বারা ভুক্ত দ্রব্যাদি হইতে উৎপন্ন রস সকলের অনিয়ম বিভাগ বা নিয়মিত বিভাগের অভাব জন্মিয়া থাকে, সুতরাং ইহা দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশু, যৌবনোদ্গমোন্মুখী বালিকা ও বালক এবং বৃদ্ধদিগের—এই তিন অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। শিশু অত্যন্ত রুগ্নদেহ, মাংসহীন, চক্ষু ও গণ্ডস্থল কোটরপ্রবিষ্ট, উদর-নিম্নতল শিথিল; গ্রন্থি ও অস্থির রোগপ্রবণতা, তাহার মস্তক বৃহৎ, মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় অস্থিফলক সংযোগস্থলই বিযুক্ত এবং সেই অস্থিফলক সকল পাতলা ও ভঙ্গপ্রবণ; অতি ধীরে ও বিলম্বে দন্তোদ্গম হয়, শিশু অতি বিলম্বে কথা কহিতে ও চলিতে শিক্ষা করে। গ্রীবা এত সরু ও দুর্ব্বল যে মস্তকের ভার বহন করিতে অক্ষম,—মাথা টলটল করে। শিশু দুগ্ধপানমাত্রে বমন করিয়া ফেলে। প্রতিবার আহারান্তে তাহার পেট কামড়াইতে থাকে। মল সাধারণতঃ হরিদ্বর্ণ, আঠাবৎ ও অজীর্ণদ্রব্যাদি মিশ্রিত, কখনও কখনও বা মল জলবৎ, উষ্ণ ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ। তাহাদিগের ক্ষুদ্র মুখখানি রক্তহীন ফ্যাকাশে দেখায় এবং দেহের উন্নত অংশ সকল (কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি) হিমবৎ শীতল হইয়া থাকে। তাহাদিগের বুদ্ধিও অস্থি আদির ন্যায় জড়ভাবাপন্ন, সহজে কিছুই বোধগম্য হয় না এবং সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিহীন প্রতীয়মান হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে (যদিও দেহায়তনের বৃদ্ধি হয় না), শৈত্য সহ্য হয় না, কোন রকমে একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সমগ্রদেহ এত অস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত এবং ব্যথান্বিত হইয়া পড়ে যে, সে আদৌ নড়িতে চাহে না। অনাবৃত দেহে বাতাসাদি লাগিবামাত্র উত্তাপবির্ভাব এবং অস্থিবেষ্টন (Periosteum) ও সন্ধি সকল প্রদাহযুক্ত হয়—ইহা কেবল বালাস্থি-বিকৃতির লক্ষণ আর কিছুই নহে। ভগ্ন অস্থির শীঘ্র সংযোগ হয় না।

নবজাত শিশুর নাভি হইতে শোণিতময় রস নির্গলিত হয়। যৌবনোদ্গমোন্মুখী বালক বালিকাদিগের মুখে ব্রণ উদ্গত হয়; মূর্দ্ধাদেশীয় শিরোবেদনা ও আধ্মান জনিত অজীর্ণ রোগের আবির্ভাব হয়, আহারান্তে উপশম। শোক, বা প্রণয়-ভঙ্গ-জনিত পীড়াদি। রোগের বিষয় মনে করিলে রোগের পুনরাবির্ভাব অনুভূত হয়। অজ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ। বালক বালিকাদিগের পঠদ্দশায় শিরোবেদনা। ভগন্দর; বক্ষবেদনা ও ভগন্দর পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে। অসন্তোষজনক সংবাদে উন্মত্ত হইয়া উঠে। বুদ্ধির জড়তা-জনিত ঔদাস্য। শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে বিরক্তি। বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে হইলে মহাবিপদ মনে করে। ভুল কথা লেখে বা এক কথা দুইবার লেখে। বিস্মৃতি,—এই যাহা করে অনতিপরে আর স্মরণ থাকে না। শোক ও প্রণয়ভঙ্গ জনিত রোগাদি (অরাম: ইগ্নে: অ্যাসিড-ফস: অ্যাক্টীয়া: হায়ো: ল্যাকে:)। রোগের বিষয় মনে করিলে যন্ত্রণা অধিক হয় (ব্যারাই: কষ্টি: হেলোন: মিডহ্বাই: অ্যাসিড-অক: পেট্রোল)। রোগী গৃহে থাকিলে বাহিরে যাইতে চাহে, এখান ওখান করিয়া বেড়ায়। অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হয় (ইগ্নে: ন্যাট্‌-ফস)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে গেলে টলিয়া পড়ে (অ্যাকো: আর্স: ব্রাই: পেট্রো: স্যাবাড্: সল্ফ.); বৃদ্ধি = বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে (অ্যানাক্: আর্স: অ্যাসে-লাইকি: ন্যাট্-মি: স্পাই: ভায়োলা-ট্রাই:); ঝটিকাময় দিনে; মলবদ্ধতাসহ এবং বৃদ্ধ বয়সে। পাঠাভ্যাসী বালক বালিকাদিগের শিরঃপীড়া (ন্যাট্-মি: প্সোরাইন্:)। শিরোবেদনা,—মস্তকের অস্থিসংযোগস্থলে—শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনজনিত। বোধ হয় যেন মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বরফখণ্ড স্থাপিত আছে। মস্তকের অস্থিসংযোগস্থল দীর্ঘকাল সংযুক্ত হয় না, ফাক থাকে (ক্যাল্কে: ক্যাল্কে-ফ্লু:)। মস্তকের অস্থিফলক সকল পাতলা এবং নমনীয়,—টিপিলে পট্‌পট্ করে। শ্রবণশক্তি বিকৃতি। বালিকাদিগের যৌবনোদ্গমকালে মূর্দ্ধাদেশীয় শিরোবেদনা ও আধ্মানযুক্ত অজীর্ণ রোগ,—আহারান্তে উপশম। মস্তক উষ্ণ; কেশমূল কুট্‌কুট্ করে। গ্রীবা এত দুর্ব্বল যে, মস্তকের ভার সহ্য করিতে পারে না—চলিবার সময় মাথা টল্‌টল্ করে (অ্যাব্রোট্: অ্যায়োড্:)। যেন মস্তিষ্ক করোটী গাত্রে নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ চাপ বোধ,—বৃদ্ধি—শয়ন, উপবেশনাদি অবস্থার পরিবর্ত্তনে উপশম = স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে। ধূমপান করিবার আগ্রহসহ শিরোবেদনা,—ধূমপানে উপশম। নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শ এবং হেঁট হইলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয়। কর্ণ হইতে ত্বকক্ষয়কর পূযস্রাব।

চক্ষু।—বোধ হয় যেন চক্ষু মধ্যে কি পড়িয়াছে; কেহ কোন সময় তাহার নিকট এই বিষয় উল্লেখ করিলেই অমনি তাহার মনে হয় যেন হয় যেন চক্ষু মধ্যে কি পড়িয়া রহিয়াছে। দীপালোক সহ্য হয় না; পড়িতে পারে না।

মুখবিবর।—জিহ্বাগ্র হাজিয়া যায়, জ্বালা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাযুক্ত। প্রাতে শিরোবেদনাসহ মুখে তিক্তাস্বাদ। জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিদ্বয়ের (Tonsils) স্ফীতি, মুখব্যাদন করিতে গেলে বেদনানুভূত হয়। দন্তোদ্গমকালে নানাপ্রকার স্বাস্থ্যবিকৃতি ঘটে; অতি ধীরে ও বিলম্বে দন্তোদ্গম হয়। দেহের নানা স্থানে গ্রন্থির ন্যায় স্ফীতি জন্মে (অ্যাগ্রাফিস্: অ্যাকো-নাইকো:)। দন্তোদ্গম ধীরে হয়, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র দন্ত নষ্ট হইয়া যায়,—কীটাদি দ্বারা (ষ্ট্যাফ্: ক্রিয়ো:)। উর্দ্ধোষ্ঠ বা উপরের ঠোঁট স্ফীত, কঠিন ও বেদনা এবং জ্বালাযুক্ত। উর্দ্ধ হনুতে দক্ষিণ দিক্ হইতে বামদিক প্রসারী বেদনানুভূতি; বেদনা দেহের অন্য অংশ হইতে মুখে ও মুখ হইতে অন্য অংশে সংক্রামিত হয়। মুখের উপর আঁচিল (কষ্টি: থুযা)। মুখমণ্ডলে ফুস্কুড়ি বা ব্রণবৎ উদ্ভেদ; তাম্রবর্ণ মুখদূষিকা (Acne in face) বা ব্রণ,—আরক্ত এবং পীতাভ পূযপূর্ণ,—স্পর্শ করিলে সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয়।

নাসিকা।—নাসাসর্দ্দি (Coryza),—শীতল গৃহমধ্যে অবস্থিতিকালে জলবৎ সর্দ্দি স্রাব; গৃহের বাহিরে গমন করিলে কিম্বা উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে সর্দ্দি স্রাব বন্ধ। গ্রন্থিবিবর্দ্ধনপ্রবণ (Scrofulous) বা শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু বিশিষ্ট শিশুদিগের নাসিকা স্ফীত ও নাসারন্ধ্র মুখ ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে। নাসার্ব্বুদ (Polypi = থুযা, টিউক্: স্যাঙ্গিউ:)। নাসিকা হইতে অপরাহ্নে শোণিতস্রাব। নাসিকা হইতে তরল সর্দ্দি (mucus) প্রবাহ ও মুখ হইতে লালাস্রাবসহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সীপা: আর্স: মার্ক:)। নাসা ঝাড়িলে তন্মধ্য হইতে শোণিত বহির্গত হইয়া আইসে।

পাকাশয়।—অপরাহ্ণ ৪টার সময় অসম্ভব ক্ষুধার উদ্রেক হয়। পাকাশয় শূন্য বোধ হয়। পেট জ্বলে ও মুখমধ্যে জল উঠে। পেট যেন বড় হইয়াছে এইরূপ বোধ হয় (ম্যাঙ্গেনাম্)। শিশু অনবরত স্তন্যপান করিতে চাহে—মাই ছাড়ে না এবং অতি সহজে বমন করে। অত্যন্ত উদরাধ্মান,—অম্লাক্ত উদ্গার উঠিলে কিছুক্ষণের জন্য উপশম বোধ হয়। বুক জ্বালা (নক্স: পল্‌সে: সল্‌ফার: অ্যাসিড-সল্‌ফ: ফস্: হ্যউম: ক্যালী নাই:)। শিশু ক্রমাগত দুগ্ধ বমন করে।

অন্ত্রাশয়।—যতবার আহার করিবার চেষ্টা করে ততবার পেটবেদনা উপস্থিত হয় (ব্যারাই: নাইট্রাম্: সিপী:)। উদর খোলার ন্যায় এবং শিথিল। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা ও জ্বালা বোধ হয় (ইথীউ: অ্যালীউ: অ্যাণ্ট-ক্রু: আর্স: ব্যারাই: ক্যাম্ফো: কষ্টি: ইগ্নে: ক্যালী কার্ব্ব: নক্স: মস্: ওলী-অ্যানি: প্লাম্: র‍্যাফে: ষ্ট্যান্:)। শিশুর নাভিস্থল হইতে রক্তাক্ত রস স্রাব (অ্যাব্রোট; মূত্র নির্গত হয়; হায়ো:)। কর্ত্তন বা চিম্‌টানবৎ তীব্র শূল বেদনা এবং পরে পাতলা মল ত্যাগ।

মলান্ত্র ও মল।—মলদ্বারে ক্ষত এবং সূচিবেধবৎ, জ্বালাজনক ও দপ্‌দপ্‌কারী বেদনানুভূতি। কঠিন মলত্যাগের পর রক্ত পড়ে। রসাল ফল ভক্ষণ জনিত এবং দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়। মল হরিদ্বর্ণ, আঠাবৎ, গরম, অজীর্ণ দ্রব্যাদি মিশ্রিত এবং দুর্গন্ধ বায়ুনির্গম সহ ছিট্‌কাইয়া বহির্গত হয় (অ্যালো: ক্রোটন্: গ্যাম্বো: গ্র্যাটি: য্যাট্রো: ন্যাট-সল্‌ফ: ফস্:

পডো: সলফ:) মলদ্বারের নালীক্ষত ভগন্দর ও ফুস্‌ফুসাদির রোগ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়—অর্থাৎ যখন ভগন্দর ভাল থাকে তখন ফুস্‌ফুসাদির রোগ প্রকাশ পায় এবং যখন বক্ষ:স্থলের কোন রোগ থাকে না তখন ভগন্দর প্রকাশ হয় (বার্বা:) এবং তাহা হইতে :পূয স্রাব আরম্ভ হয়। প্রাতে বহুল পরিমাণে তরল মল নির্গত হয়; শিশুর মলদ্বার মুছাইয়া দিবার পরেই আবার বেগ আইসে এবং আর একটু মল নির্গত হয়। সন্ধ্যার সময় অতি অল্প বাহ্যে:হয়, তৎসহ বহুল পরিমাণে বায়ু নির্গমন।

প্রস্রাব।—বহুল পরিমাণে প্রস্রাব এবং তৎপরে দুর্ব্বলতা বোধ হয়। কোন ভার বস্তু তুলিবার সময় এবং নাক ঝাড়িবার সময় বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থী প্রদেশে বেদনা অনুভূত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বালিকাদিগের অতি শীঘ্র ঋতুর আবির্ভাব হয়,—স্রাব = বহুল পরিমাণ এবং উজ্জল লাল; বয়স্থাদিগের—দীর্ঘকাল অন্তর ঋতু প্রকাশ পায়, = শোণিত গাঢ় লালবর্ণ, কিম্বা প্রথমে উজ্জল লাল, পরে গাঢ় লালবর্ণ। ঋতুর সময় কটীদেশে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় (অ্যামন্-কার্ব: অ্যামন্-মি: বার্বা: ক্যাষ্টোর: ক্রিয়ো: লাই: ন্যাট-কার্: নাইট্রাম্; ওলী-অ্যান্: ফস্: পল্‌সে: ক্যালী-বাই: সল্‌ফ: ঋতুর পরে = পল্‌সে:)। শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় কামোদ্রেক। স্ত্রীদিগের কামোন্মাদ (Nymphomania)—জরায়ু প্রদেশে বেদনা বা দুর্ব্বলতা বোধ (প্লাট)। শিশুর দীর্ঘকাল স্তন্যপান করায় মাতার ক্ষীণতাদি স্বাস্থ্য হানি। প্রদর,—দিবারাত্র অণ্ডলালাবৎ স্রাব (বোর‍্যাক্স: বোভি: অ্যামন্-মি: মেজের পেট্রোল্: প্ল্যাট্),—প্রাতে বৃদ্ধি—(রমণান্তে = ন্যাট্-কার্ব: ; পাদচারণ কালে = ম্যাগ কার্ব: ম্যাগ-সলফ: টঙ্গা: রাত্রিতে = অ্যাম্ব্র: কষ্টি: প্রস্রাব কালে = অ্যামন্ মি: ক্যাল্‌কে: সিলিশীয়া:)। শিশু স্তন্য পান করিতে চাহে না; স্তন্যদুগ্ধ লবণাক্ত বোধ হয়। কৃশাঙ্গীদিগের জরায়ুভ্রংশ (অরাম্ মিউ-ন্যাট্: পডো:)—মল ও মূত্র ত্যাগ কালে বৃদ্ধি। স্তনবৃন্ত হাজিয়া যাওয়ার মত ব্যথাযুক্ত।

শ্বাসযন্ত্র।—অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ (ইগ্নে:)। দিবারাত্র স্বরভঙ্গ ও কাসি; শিশুকে দোলা হইতে উত্তোলন কালে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম; কাসি,—পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উত্থিত হয়,—প্রাতে অধিক,—জ্বর, ঘর্ম্ম রাহিত্য ও তৃষ্ণা; প্রাতে ৬টা হইতে অপরাহ্ণ ৬টা পর্য্যন্ত,—নানা পীড়াজনক দন্তোদ্গম কালে। কাসির সময় বক্ষমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশে ও বাহুদ্বয়ের ঊর্দ্ধাংশে উত্তাপ আবির্ভাব; বক্ষসঙ্কোচন বশতঃ শ্বাস কৃচ্ছ্রতা; সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত,—শয়নে উপশম এবং উঠিতে গেলে বৃদ্ধি হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মেরুদণ্ড বলহীন,—বক্রতাপ্রবণ (সিলি: সলফ:),—বিশেষতঃ বামদিকে; দেহভার ধারণাক্ষম; গ্রীবা সরু ও ক্ষীণ,—মস্তকের ভার বহনে অক্ষম,—শিশু মাথা সোজা রাখিতে পারে না,—চলিতে গেলে টল্ টল্ করে (অ্যাব্রোট: আয়োড:)। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া বাতবেদনা জন্মায়,—পৃষ্ঠ আড়ষ্ট এবং শিরোমধ্যে অতীব্র বেদনা অনুভূত হয়। নিতম্ব অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত,—যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (ইস্কীউ হিপ:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—জলে ভিজিবার পর নিতম্ব হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত বেদনা সরিয়া বেড়ায় (হ্রাস:)। দুর্ব্বলতা সহ হস্তপদাদি ব্যথাযুক্ত। পা, তলপেট ও কটীদেশ অবশ বোধ হয়,—

বসিয়া উঠিতে পারে না, শিশু শীর্ণ, কঙ্কালসার, দাঁড়াইতে পারে না, অতি বিলম্বে চলিতে শিক্ষা করে (অ্যাগার: ক্যাল্‌কে: সিলিশীয়া: কষ্টি: সলফার; চলিতে চলিতে টলিয়া পড়ে=বেল: ব্রাই: কষ্টি, হায়ো: লরো: অ্যাসিড-মি: নক্স: ওলী-অ্যানি: ওপী: প্রুণাস: হ্রাস: সিকেল: ষ্ট্র্যাম্‌: সলফ:)। বালিকাগণ যৌবনোদ্গমে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে; তাহার অস্থিসকল নমনীয় ও বক্রতা প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হয় (সিলি: থিরিড:)। শীতকালে বাতবেদনা; বসন্তকালে ভাল হইয়া যায় এবং হেমন্তকালে পুনরাবির্ভূত হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সোপানারোহণকালে ক্লান্তিবোধ (অ্যানক্: ক্যালকে-অষ্ট্র:); বসিয়া থাকিতে চাহে=আর্জেণ্ট: অ্যাবিস-ক্যান: ন্যাট-কার্ব্ব: বেলিস: প্‌সোরাইন)। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে বড়ই বিরক্ত। ঠাণ্ডা লাগিলেই সন্ধি-প্রদেশে ও অস্থিসংযোগস্থলে বেদনা হয়।

বৃদ্ধি।—ঠাণ্ডা জলীয় বায়ু সংস্পর্শে, দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল জলবায়ুতে, পূবে বাতাসে এবং মানসিক পরিশ্রমে।

উপশম।—গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে, যখন বাতাস উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক—রূটা; কার্ব্বো-অ্যান (ইহার সমস্ত গুণবিশিষ্ট ঔষধ)।

সদৃশ।—ক্যালকে-অষ্ট্র: অ্যাসিড-ফ্লু: ক্যালী-ফস: ক্যাল-সিলিকো: (শিশুদিগের অস্থিক্ষয়কর রোগে) ক্যালকেরীয়া ফস্‌ফোরিকার সদৃশ। কঠিন রোগাদির পর বলকারক ঔষধরূপে প্‌সোরাইনামের ন্যায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফলদায়ক। কঙ্কীয়োলাইনাম্‌;—অস্থি সংযোজনস্থলে অস্থিময় অর্ব্বুদ উদ্গমপ্রবণতায় বিশেষ ফলদায়ক (থাইরইডিনাম—ডাঃ ক্লার্ক)। আয়োডাম; প্‌সোরাইনাম; স্যানিউলা এবং সল্‌ফার প্রভৃতি ক্যালকেরীয়া-ফসের পরে উত্তম ফল উৎপাদন করে।

শক্তি।—নিম্নক্রম বিচূর্ণ হইতে ৬ষ্ঠ ও ৩০ বা ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্যালকেরিয়া-পাইক্রিকা

(CALCAREA-PICRICA).

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ পরে আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—কর্ণমধ্যে পুনঃ পুনঃ স্ফোটক হওয়া।

শক্তি।—নিম্নক্রমের চূর্ণ এবং ৩০শ।

ক্যালকেরিয়া-সাইলিসিয়া
(CALCAREA-SILICIA).

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ :—চক্ষুর শ্বেত ক্ষেত্রে ক্ষত ; গণ্ডমালা ; ক্ষত।

শক্তি।—নিম্নক্রমের বিচূর্ণ ও ৩০ শ।

ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা
(CALCAREA SULPHURICA).

নামান্তর।—সল্‌ফেট অভ ক্যাল্‌সিয়ম।

প্রস্তুতি।—প্লাষ্টার অভ পেরিস হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—গুহ্যদ্বারের নিকট স্ফোটক ; স্ফোটক ; ব্রণ ; দুষ্টব্রণ ; ফোস্কা ঘা ; চক্ষুতে ক্ষত ; কাসি ; দুগ্ধমামড়ী ; রক্তামাশয় ; পামা ; নালী ; প্রমেহ ; গ্রন্থীর স্ফীতি ; রক্তস্রাব ; ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ ; নাসার্ব্বুদ ; উপদংশ ; শুক্রতারল্য।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে সিলিশীয়া ও ক্যালেণ্ডুউলার ন্যায়,—স্ফোটকাদির হইতে পূয নির্গলিত হইতেছে এইরূপ অবস্থায় ক্যাল্‌কেরীয়া সলফিউরিকা প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যায়। মলদ্বারের নালীক্ষত রোগে ইহা সিলিশিয়া অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। পামা (Eczema) এবং দুরারোগ্য গ্রন্থিস্ফীতি এবং কোষময় বা সূত্রময় অর্ব্বুদরোগে ইহা বিশেষ ফলোপধায়ক। এতজ্জনিত পূযাদি পীতবর্ণ গাঢ় ও জমাট।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—অস্থিরমতি, ঘণ্টায় ঘণ্টায় মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শিশুদিগের দুগ্ধচিপিটিকা (Lactea),—পূযময় রস নির্গলিত কিম্বা মস্তক পীতবর্ণ চিপিটিকা (চটা) আবৃত (ভায়োলা টাই: ভিঙ্কা-মাই: সিপী:) হইয়া থাকে।

চক্ষু।—চক্ষুপ্রদাহ,—গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। (পলসে: মার্ক-কর: আর্জেণ্ট-নাই:)। বস্তুর অর্দ্ধাংশমাত্র দেখিতে পায় (বামার্দ্ধমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়=লিথীয়া-কার্ব্ব: দক্ষিণার্দ্ধ=লাই: উর্দ্ধার্দ্ধ বা নিম্নার্দ্ধ=অ্যাসিড-মিউ: নিম্নার্দ্ধ=অরাম)। চক্ষু প্রদাহ (Conjunctivitis),—গাঢ় পীতবর্ণ পূয নির্গত হয়।

কর্ণ।—বধিরতা,—মধ্যকর্ণ হইতে পূয স্রাব,—সময়ে সময়ে রক্ত মিশ্রিত হইয়া বহির্গত হয়। কর্ণবিবরের চতুর্দ্দিকে ফুস্কুড়ি উদ্গত হয় [কর্ণবিবর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র স্ফোটক উদ্গত হয় = ক্যাল্কেরীয়া-পাইক্রটা)।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—গাঢ় পীতবর্ণ পূযবৎ শ্লেষ্মা স্রাব, সময়ে সময়ে শোণিত ও পূয নির্গত হইয়া থাকে (ক্রিয়ো: লাই: ন্যাট-কার্ব্ব: ফস: পলসে: সিপী:)। সময়ে সময়ে কেবল মাত্র এক রন্ধ্র দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়। নাসা পশ্চান্নলী (Posterior Nares) হইতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব। রন্ধ্রমুখ ক্ষতযুক্ত (অ্যণ্টে-ক্রুড: সীপা: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাকে: ম্যাগ-গিউ: ফস: জিঙ্কাম:)।

মুখমণ্ডল।—মুখদূষিকা বা ফুস্কুড়ি,—তন্মধ্যে পূয সঞ্চয় হইলে পর। বিসর্পিকা বা দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

মুখবিবর।—ওষ্ঠের ভিতর দিক ক্ষতযুক্ত। জিহ্বা শিথিল ;—বোধ হয় যেন তদুপরে এক স্তর কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মুখবিবর অম্লাক্ত ও কষায় স্বাদযুক্ত ; জিহ্বামূল পীতবর্ণ লেপাচ্ছন্ন (মার্ক-আয়োড:) ; অবশিষ্টাংশ কর্দ্দমবৎ লেপাবৃত। জিহ্বা প্রদাহে পূয সঞ্চয় সম্ভাবনা।

গলমধ্য।—জিহ্বামূলীয় গ্রন্থির প্রদাহের শেষাবস্থায় গাঢ় পীতবর্ণ পূয স্রাব। গলক্ষত রোগে পীতবর্ণ পূয স্রাব।

উদর।—অবসাদ, বিবমিষা এবং পাকস্থলীতে বেদনাসহ দক্ষিণ কুক্ষি (কোঁক) ও যকৃৎ মধ্যে ব্যথানুভূতি। উদরাময়,—রক্ত ও পূয মিশ্রিত মলত্যাগ ; শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি। মলদ্বারের নালীক্ষত রোগে ব্যথান্বিত স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, অর্থাৎ যখন পূয স্রাব বন্ধ হইয়া বেদনাযুক্ত স্ফোটক উদ্গত হয়। বৃক্কক প্রদেশে অত্যন্ত বেদনাসহ প্রস্রাবের সহিত পূয স্রাব (ডাঃ ন্যাশ)। মলান্ত্র হইতে পূযবৎ ও আঠার ন্যায় স্রাব।

জননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ (Gonorrhœa),—পূযময় রস নির্গত হয়। জ্বর,—বিলম্বিত, দীর্ঘকালস্থায়ী,—শিরোবেদনা, পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—পূযবৎ রসানির ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব ; বিলেপী জ্বর (Hectic) সহ ফুস্ফুস্ ও বায়ুনলী মধ্যে এবং ফুস্ফুসের কোষমধ্যে পূযসঞ্চয়, পূযবৎ রসময় গয়ার উত্থিত হয়। সর্দ্দি (Catarrh), রোগে—গাঢ় জমাট শ্বেত-পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব।

প্রত্যঙ্গাদি।—পদতল জ্বালা ও কণ্ডুয়নযুক্ত। আঙ্গুলহাড়া,—যখন পূয সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়। আহত অংশে পূয সঞ্চয়।

জ্বর।—পূয সঞ্চয় জনিত বিলেপী জ্বর, তৎসহ কাসি ও পদতল জ্বালা (চিনিন্-আর্স: সেপ্টিসিমিন্:)।

ত্বক।—কর্ত্তিত বা আঘাত বশতঃ বিদারিত বা নিষ্পেষণ বশতঃ ক্ষতযুক্ত অংশ হইতে পূয স্রাব এবং সহজে আরোগ্য হয় না। গাঢ় পীতবর্ণ পূয নির্গলনশীল ক্ষতাদি। পীতাভ চিপিটিকাবৃত চর্ম্মরোগ। কেশমধ্যে ফুস্কুড়ি,—চুলকাইলে রক্ত পড়ে। স্ফোটক।

তন্তু।—কাসি, প্রদর, প্রমেহ—প্রভৃতি রোগে গাঢ়, পীতবর্ণ ঘনীভূত পূযস্রাব।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হিপার, সিলিশীয়া, ক্যালেণ্ডীউলা। যেথানে পূয সঞ্চিত হইয়াছে অথচ বসিতেছে না বা ফাটিতেছে না, সেস্থলে ক্যাল্‌কেরীয়া হাইপোফস্ফরিক প্রয়োগে সঞ্চিত পূয আশোষিত হইয়া স্ফোটকাদি ভাল হইয়া যায়। হিপার অপেক্ষা ক্যাল্‌কেরীয়া-সল্‌ফ: এর ক্রিয়া গভীরতর; হিপারের পর সিলিশীয়া প্রয়োগে ফললাভ না হইলে ক্যাল্‌-কেরিয়া-সল্‌ফিউরিকা ব্যবস্থেয়।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ বা ৩০শ ক্রম ব্যবহার্য্য।

ক্যালেণ্ডীউলা অফিসিন্যালিস্

(CALENDULA OFFICINALIS).

নামান্তর।—মেরি গোল্‌ড।

প্রস্তুতি।—গাঁদার পাতা ও ফুল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—স্ফোটক; স্তনে পূয সঞ্চয়; বাঘী; দুষ্টব্রণ; দগ্ধ-ক্ষত; বধিরতা; চক্ষুপ্রদাহ; জ্বর; নালীক্ষত; গ্রন্থি বিকৃতি; কামলা; প্রসব বেদনা; স্তনে ক্ষত; ধনুষ্টঙ্কার; ক্ষত; কর্কটিয়া ক্ষত; শিরা প্রদাহ বা স্ফীতি; আঙ্গুলহাড়া; সদ্যব্রণ বা কাটা ঘা।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্ষতাদিতে বাহ্যপ্রয়োগে ইহা আর্ণিকার ন্যায় বিশেষ ফলদায়ক। আঘাত বা নিষ্পেষণ বশতঃ যেথানে ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—তন্তুর ধ্বংস হউক বা না হউক, সে স্থলে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্ষতাদি আরোগ্যমুখে উপস্থিত হয়। এতদ্বিষয়ীভূত ব্যক্তি ঠাণ্ডা লাগিলেই, বিশেষতঃ জলীয় বায়ুতে সর্দ্দি আদি দ্বারা আক্রান্ত হয়; এবং প্রায়ই বিস্তারপ্রবণ বিসর্প গ্রস্ত হইয়া থাকে। ক্ষতের পরিমাণ অপেক্ষা যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক। দন্তশূল, বধিরতা, সহজ বা আঘাত জনিত স্নায়ু-অর্ব্বুদ, ত্বক্ ও তন্তু বিদারণজনিত স্নায়ুপ্রদাহ (Neuritis=হাইপির:), অত্যধিক শোণিত ক্ষয় ও তীব্র বেদনা বশতঃ অবসাদ, সংন্যাসান্তে (Apoplexy), পক্ষাঘাত এবং দীর্ঘকালের পুরাতন জরায়ুর অন্তর্বেষ্ট-প্রদাহ প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষরূপে ফলদায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—সহজে ভীতি; উত্তেজনার অবসাদ ইত্যাদি।

মস্তক।—স্নায়বীয়-উত্তেজনা-প্রবণ-চিত্ত,—অল্পে ভীত ও কাতর হইয়া পড়ে সামান্য শব্দে চম্‌কাইয়া উঠে। শিরোবেদনা,—ছেদন বা বিদারণবৎ বেদনা (বেল: কোণা: লাই:

নক্স: ওলী-অ্যান্: পলসে: সিলিশীয়া)। মস্তিষ্কের জড়তা,—গত রাত্রে যেন সুরাদি পান করিয়াছিল (অ্যাগার: বেল: নক্স: ওপী:)। আহারান্তে ললাটদেশীয় শিরোবেদনা এবং তন্মধ্যে উত্তাপ বোধ (অ্যাকো: আর্সে:)।

নাসিকা।—জলীয় বায়ু বা ঠাণ্ডা বায়ু লাগিবামাত্র সর্দ্দি হয়,—এবং নাসিকা হইতে (ক্যালকে-সলফ:) হরিৎবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব।

চক্ষু।—আহত অংশে পূযসঞ্চয়; অস্ত্র চিকিৎসান্তে; অশ্রুস্থলী হইতে শ্লেষ্মার স্রাব। চক্ষুমধ্যে ধূমপ্রবেশ জনিতবৎ উত্তেজনা।

কর্ণ।—বধিরতা,—কর্ণাভ্যন্তরস্থ চক্রনালীর (Labyrinth) বিকৃতি জনিত (পাইলো-কার্প:),—জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয়। রেলগাড়ীতে, বা দূরাগত শব্দ বেশ শুনিতে পায় (গ্র্যাফ: অ্যাসিড-নাই:)। শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—সামান্য শব্দে চমকিত হয় (আর্নি: বেল: কফী: ক্যামো. কোণা: অ্যাসেরাম্: নক্স: ফের: ট্যারেণ্ট:)। [ডাঃ কুপার্ বলেন যে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের বধিরতায় ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রেয়াম্ এবং পঞ্চদশ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগের বধিরতায় ক্যালেণ্ডীউলা উপকারী ও ফলদায়ক]।

মুখ ও গলমধ্য।—ওষ্ঠ হইতে চক্ষু ও ললাট পর্য্যন্ত বোধ হয় যেন স্ফীতিযুক্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণানুভব। নিম্নহনুতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত ও এত বেদনাযুক্ত বোধ হয়, যে স্পর্শ সহ্য হয় না এবং মনে হয় যেন তন্মধ্যে পুয সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা।

পাকস্থলী।—শিশু স্তন্যপানমাত্রে আবার তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার্ত্ত হয়; রাক্ষসীক্ষুধা (বোভি: ক্যালকে: কষ্টি: চিনিন্-সলফ: সিনা: আয়োড: মার্ক: ফস্: ষ্ট্রন্:)। লোমহর্ষণসহ বুকজ্বালা (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে-কার্ব: নক্স:)। বক্ষমধ্যে বিবমিষা বোধ (মার্ক: ওলী-অ্যান্:)। বমন। পেট শূন্যবোধ (ইগ্নে: ককীউ: ন্যাট-মি: টিউক্: ল্যাকে:)। উর্দ্ধোদর আধ্মানযুক্ত (ইউজিনীয়া: ন্যাট-মিউ: প্যারিস: সিপী: অ্যাণ্ট-টার্ট:)। দেহ সঞ্চালন কালে উদরের বাম পার্শ্বে খিচ্ খিচ্ করিয়া ব্যথা লাগে; স্থির হইয়া থাকিলে ব্যথা বোধ হয় না।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ, এবং পুনঃ পুনঃ জ্বালাজনক, ফিকাবর্ণ, নির্ম্মল-জলবৎ-মূত্র ত্যাগ। অত্যন্ত শীত বা কম্পন অবস্থায় মূত্রনলী মধ্যে বিদারণবৎ যন্ত্রণা; মূত্রগ্রন্থী বা বৃক্ককের ক্রিয়া বিকৃতি বশতঃ জ্বরভাব ও অস্থিরতা।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—যোনি বহির্দ্দেশে আঁচিল উদ্গত হয় (থুযা)। কাসি সহ রজোলোপ। জরায়ু-গ্রীবার পুরাতন-অন্তর্বেষ্ট (internal lining) প্রদাহ, প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি (catarrh), প্রদরাদি স্রাব বশতঃ জরায়ুর গ্রীবা মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয় (ক্যালেণ্ডীউলা লোশন বাহ্যপ্রয়োগ এবং আর্স: মার্ক-সল ও মার্ক-কর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ; প্রয়োজন হইলে অ্যাসিড-নাই: বা লাইকোপোডীয়াম্ প্রযোজ্য; কেহ কেহ হাইড্র্যাষ্টিস্ লোশনও বাহ্যপ্রয়োগ করিয়া থাকেন)। স্তন্যগ্রন্থি সকল বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে (কোণা: স্ক্রোফিউলারীয়া-নোডোসা)।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মাময় গয়ার (আর্স: ক্যাম্‌-ইন: কার্ব্বো-ভেজি: ফের: ক্যালী-হাই: লাইকো: পল্‌সে: ষ্ট্যান:); স্বরভঙ্গ (ফস: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি:) এবং এতৎসহ বঙ্ক্ষণ প্রদেশীয় বা কুচকীর ছিদ্রের প্রসারণ।

ত্বক।—পীতবর্ণ ও খস্‌খসে। ক্ষতাদি শীঘ্র আরোগ্য হয় এবং পূযসঞ্চয় হইতে পায় না। আঘাতজনিত বিদারিত ত্বক, অস্ত্রচিকিৎসাজনিত ক্ষত প্রভৃতিতে তন্তুর ধ্বংশ হউক আর নাই হউক, ইহা শীঘ্র সুস্থ মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন করিয়া আক্রান্ত অংশকে আরোগ্য পথে আনয়ন করে।

জ্বর।—শীতার্ত্ততা, বেগবহমান বায়ু আদৌ সহ্য হয় না; পৃষ্ঠদেশ শিহরিয়া উঠে বা কম্পিত হয়; হাত দিলে ত্বক গরম বোধ হয়। অসন্তোষ, ক্রোধপ্রবণতা ও বিকার সহ নিদ্রালুতা; রাত্রিকালে রোগী ছট্‌ফট্‌ করে, পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ, বার বার প্রস্রাববেগ এবং জলপানেচ্ছা এবং কোন রকম অবস্থাতেই আরাম বোধ হয় না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে উত্তাপাবির্ভাব, পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা, শীতার্ত্ততা ও কম্পন, বিশেষতঃ জল পানের পর (ক্যাপ্স:); মস্তক ও হস্তের হিমবৎ শীতল অবস্থায় সন্ধ্যাকালে উত্তাপাবির্ভাব এবং মধ্যে কম্পন ও জলপানে অনিচ্ছা। শীতের সময় মূত্রনলী মধ্যে ত্বক সংকর্ষণবৎ যন্ত্রণা।

বৃদ্ধি।—মেঘাচ্ছন্ন ও ঝড় বৃষ্টির দিনে এবং অন্ধকারে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হ্যামা: আর্ণি: হাইপারি: সিম্ফিট: এবং হাইড্র্যাষ্টিস্‌ বাহ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে সদৃশ। বধিরতা সম্বন্ধে—মাক: চিনিন্‌: সলফ: ক্যাল্‌কে-কার্ব: পাইলোকার্পাইন: ফেরাম-পাইক্রিকাম: ক্যালী-আয়োড: ম্যাগ-কার্ব্ব: গ্র্যাফ: এবং অ্যাসিড-নাইট্রিক ইহার সদৃশ গুণবিশিষ্ট।

দোষঘ্ন।—আর্ণিকা। ক্যাম্ফর সহিত ইহার বিসদৃশ সম্বন্ধ। হিপার ইহার অনুপূরক।

শক্তি।—মূল আরক হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত। বাহ্য প্রয়োগার্থ মূল অরিষ্ট পরিস্রুত জলে মিশ্রিত করিয়া এবং সময়ে সময়ে গরম জলে প্রযোজ্য।

ক্যালোট্রোপিস্‌ জাইগ্যাণ্টিয়া
(CALOTROPIS GIGANTEA).

নামান্তর।—ম্যাডার।

প্রস্তুতি।—আমেরিকার মতে আকন্দ ছাল হইতে মাদারটিঞ্চার প্রস্তুত হয়। কিন্তু ডাঃ ক্লার্ক বলেন আকন্দ মূলের ছাল হইতে এবং রস হইতেও আরক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—পায়ে বেদনা ; জ্বর ; হাতে বেদনা ; শ্বেতবর্ণ ক্ষত ; উপদংশ প্রভৃতিতে ইহা ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার মূল, ছাল এবং রস বমনকারক, ঘর্ম্মকারক, ধাতুপরিবর্ত্তক এবং বিরেচক ঔষধরূপে বহুকাল হইতে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার শিকড়ের ছাল চূর্ণ করিয়া দুগ্ধশর্করার সহিত আমাশয় রোগে ইপিকাকুয়ান্হার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করি এবং কুষ্ঠব্যাধি, গোদ (Elephantiasis) এবং উপদংশজ রোগাদিতে বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। উপদংশজনিত রক্তহীনতায় ইহা বিশেষ উপযোগী। "পাকাশয়ে গরমবোধ" একটী ইহার উৎকৃষ্ট নির্ণায়ক লক্ষণ। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী ইহার ক্রিয়াফল:—দুর্ব্বলতা, শ্রান্তি অনুভূতি ; মস্তক শূন্য বোধ হয়, ভোঁ ভোঁ করে ; শিরোমধ্যে বেদনা ও জড়তা ; শীতার্ত্ততা, বিবমিষা ও পিত্ত বমন ; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ; উরুদেশ ব্যথাযুক্ত, স্পর্শাসহ এবং আরক্তিম হইয়া উঠে ; উভয় পদেই বেদনা, জানুদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে ; পদদ্বয়ের আড়ষ্টতা ও পাদচারণে অক্ষমতা ; হস্ত ও পদে ব্যথা ; প্রথম বাম, পরে দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হইয়া থাকে,—বেদনার বৃদ্ধি=আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন বা তদুপরে ভার স্থাপন করিলে ; উপদংশ (যখন আর মার্কিউরীয়াস প্রয়োগ অবিধেয় নহে) ; উপদংশ আরোগ্যান্তে শোণিতরাহিত্য ; গৌণ (Secondary) উপদংশ।

স্থূলকায়ত্ব।—(Obesity=ফাইটোলেকা-বেরি (রোগে ইহা সেবনে মাংস কমিয়া যায় কিন্তু গুরুত্বের হ্রাস হয় না।

ত্বকরোগ।—(Lupus), এই রোগেও ইহা বিশেষ ফল প্রদান করে। প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবহারে একটী যুবকের গণ্ডস্থিত বৃক বা শ্বেতবর্ণ ক্ষত রোগ, আরোগ্য হইয়া যায়। এই চিকিৎসার ১৪ দিন পূর্ব্ব হইতে ঐ যুবক পদদ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারে নাই।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—মার্ক-সল: সার্সা: ক্যালী-অয়োড: অ্যাসিড-নাই: ইপিকাক: বার্ব্বারিস-অ্যাকীউই: হিপার: ব্যাসিলাইনাম।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর ও কফিয়া।

শক্তি।—মূল আরক। এক হইতে পাচ ফোঁটা প্রত্যহ ৩ ঘণ্টা অন্তর।

ক্যালথা প্যালাষ্ট্রিস্

(CALTHA PALUSTRIS OR ARCTICA).

নামান্তর।—একপ্রকার গাঁদা জাতীয় পুষ্প।

প্রস্তুতি।—তাজা পল্লব এবং ফুল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ক্যান্সার ও জল ফোস্কা বা পোড়া নারাঙ্গা রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরোঘূর্ণন ও কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ। মুখ ফুলিয়া শ্বেতাভ ও কোমল হয়। জিহ্বা পুরু, সমল, শ্বেতাভ লেপাবৃত। উদর আধ্মানযুক্ত এবং ঊর্দ্ধাংশ ও অন্ত্রমণ্ডলী যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়। সশব্দ বায়ু নির্গমন সহ অপর্য্যাপ্ত মল নিঃসরণ। মূত্র অল্প ও গাঢ় লালবর্ণ এবং প্রস্রাব কালে জ্বালা। হস্ত পদাদি ভার ও অসাড় বোধ হয়; সন্ধি সমূহে যেন আড়ষ্ট ও টান বোধ হয়। চলিতে চলিতে টলিয়া পড়ে। সমগ্র দেহ কম্পনশীল।

ত্বক।—উরুদেশে ও পদে লাল দাগ। উরুদেশের আভ্যন্তরিক অংশ শুষ্ক গুটিকাবৃত, অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত এবং চলিবার সময় অত্যন্ত টান বোধ হয়। দেহের নানা স্থানে পোড়া নারাঙ্গা, আরক্তিম বর্ণ বেষ্টিত এবং অত্যন্ত কণ্ডুয়নজনক এবং রস পরিপূর্ণ ফোস্কার ন্যায় রসগুটী বাহির হয় (তরুণ = হ্রাস-টক্স: বহুদিনের = আর্স: উপদংশজ = মার্ক-কর)।

শক্তি।—মূল আরক ও প্রথম দশমিক ক্রম।

ক্যাম্ফোরা অফিসিনেরাম্

(CAMPHORA OFFICINARUM).

নামান্তর।—কর্পূর

প্রস্তুতি।—কর্পূর সহ সুরসারে সংমিশ্রিত করিয়া মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণও হইতে পারে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—হৃদ্‌শূল; শয্যাক্ষত; কলেরা বা বিসূচিকা; সর্দ্দি; আক্ষেপ; মৃগী; উদ্ভেদ বিলোপ; বিসর্প; প্রমেহ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; সর্দ্দি; স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতা; আমবাত; ইন্দ্রিয় শক্তির প্রাবল্য; কম্পন; অনিদ্রা; সর্প দংশন; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; সূর্য্যাঘাত বা সর্দ্দিগর্ম্মি; ধনুষ্টঙ্কার; তামাকুর অভ্যাস; মূত্রনলীর সঙ্কোচন; মূত্রবন্ধ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—রোগ বিষয়ে চিন্তায় উপশম; যাহাদের শরীর ও মন দুর্ব্বল, যাহাদের শৈত্য সহ্য হয় না এরূপ ব্যক্তিগণের পীড়ায় উপযোগী (ডাঃ এলেন)। এতজ্জনিত লক্ষণাদি দৈহিক ক্রিয়ার স্তিমিত বা হিমাঙ্গ অবস্থা (Collapse) জ্ঞাপিত করে, বিশেষতঃ বিসূচিকা রোগে। সর্ব্বাঙ্গ হিমবৎ শীতল অথচ রোগী গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে (মিডস্থাইন: সিকেল:)। সর্দ্দির প্রথম অবস্থাতে রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করে ও তাহার পুনঃপুনঃ হাঁচি হয়। ইহার একটী অনন্যসাধারণ লক্ষণ "রোগী

স্বীয় যন্ত্রণাদির বিষয় চিন্তা করিলে উপশম বোধ করে" (হেলিবোরাস, চিন্তা করিলে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয় = ক্যালকে-ফস্: হেলোন্: অ্যাসিড-অক্: কষ্টি: ব্যারাই: পেট্রোল: মিডহ্বাইন ; রোগের বিষয় চিন্তা করিলে সেই রোগ তৎক্ষণাৎ পুনরাবির্ভূত হয় = অ্যাসিড-অক্: অক্সাইট্রোপিস ; অন্যমনস্ক থাকিলে ভাল থাকে = হেলোন্: পাইপার-মিথি:)। সমস্ত দেহ বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহ (এপীস: আর্ণ: বেল: ক্যালী-কা: ল্যাকে: নক্স-মস্: টেলার:)। রোগী আদৌ শৈত্য সহ্য করিতে পারে না (হিপ: ক্যালী-মি: প্সোরিন্)। পশ্চালিখিত কয়েকটী লক্ষণ ক্যাম্ফরের প্রধান নির্ণায়ক = গাত্রত্বক হিমবৎ শীতল হইয়া হঠাৎ রোগী শয্যাগত হইয়া পড়ে , হস্তপদাদির খাল-ধরা। ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপাধিকারে পুনঃপুনঃ ওষ্ঠ সঞ্চারণ বশতঃ দন্তবিকাশ (নক্স-ভম্: ফাইটো:)। অন্তরে উত্তাপ ও বাহিরে শীতাধিক্য অনুভূতি ; জিহ্বা হিমবৎ শীতল ; স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উচ্চ, কিম্বা বিকৃত ও কর্কশ ; দেহ তুষার শীতল অথচ রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চাহে না। উদ্ধ ওষ্ঠ সঙ্কোচন বশতঃ দন্তবিকাশ সহ বিবমিষা ; ধামনিক আক্ষেপ, শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা এবং গাত্রত্বকের শৈত্য এবং নীলিমাচ্ছন্নতা ; মূত্রকৃচ্ছ্র এবং পুনঃপুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস, দেহ মধ্যে কোন প্রবল বিষ বা শক্তি প্রবেশ বশতঃ হঠাৎ হিমাঙ্গ (collapse) ; জীবনীশক্তির ক্রমশঃ ক্ষয় ; পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা হইয়া রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া আইসে ; দেহ তুষার-শীতল স্বেদাপ্লুত ; হিমবৎ শীতল পদদ্বয়ে পুনঃপুনঃ খাল ধরে। স্বীয় অবস্থায় ভাবনা হইতে অন্যমনস্ক হইতে ইচ্ছা করে ; বিলুপ্ত স্মৃতি ; একাকী থাকিতে ভীত হয় ; শৈত্য ও শীতল বায়ু সংস্পর্শাসহিষ্ণুতা ; মস্তকের আক্ষিপ্ত ভাব,—দক্ষিণ পার্শ্বে আকৃষ্ট বা বক্র হইয়া থাকে এবং দেহের অবশিষ্টাংশ শিথিল হইয়া পড়ে ; বিস্তারপ্রবণ বিসর্প ক্রমে অন্তরতম প্রদেশে বিস্তৃত হয় ; অবরুদ্ধ উদ্ভেদ (কিউপ্রাম্:) ; গাত্রত্বক ব্যথাযুক্ত এবং স্পর্শাসহ।

লক্ষণাবলী।

মন।—অস্থিরতা ; অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য। মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে। একাকী অন্ধকারে থাকিতে ভয় পায়। উপস্থিত যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় (হেলিবোরাস)। রোগীর বোধ হয় যেন সে বাতাস অপেক্ষা হালকা ও শূন্যে রহিয়াছে। (অ্যাসে: ক্যানাব-ইন্: হাইপির: যুগল্যান্স-রিজী: ক্যাক-ক্যান্: ষ্টিক্টা: ভ্যালী)। অনুভব শক্তি, দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ-জ্ঞান শক্তি প্রভৃতির লোপ,—বিলুপ্ত স্মৃতি। এমন কি কেহ স্পর্শ করিলেও বুঝিতে পারে না।

মস্তক।—প্রতিশ্যায় ও সর্দ্দিজনিত হাঁচিসহ শিরোবেদনা (ক্যামো: কার্ব্ব-ভে: নক্স:)। পশ্চাৎ মস্তিষ্কে (Cerebellum) দপ্দপ্কারী বেদনা ; শিরোঘূর্ণন ও মস্তক ভারবোধ,—বিশেষতঃ মস্তক অবনত করিলে (বেল: ব্রাই: লাই: নক্স: পেট্রোল: সলফ:)। শিরোঘূর্ণনসহ মস্তক ভার বোধ, মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়ে। চলিতে গেলে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে। মস্তকের আক্ষিপ্তভাব,—দক্ষিণ পার্শ্বে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

চক্ষু।—দ্রব্যাদি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় বোধ হয়। দৃষ্টিপথে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও

অগ্নিময় বৃত্ত বা গোলাকার পদার্থ সকল উড়িয়া বেড়ায় এবং সময়ে সময়ে অন্ধকার বা তিমিরময় দেখে। দৃষ্টি স্থির, একদিকে নিবদ্ধ এবং তারকা উর্দ্ধদিকে বা বহির্দ্দিকে আকৃষ্ট।

নাসিকা।—রন্ধ্রদ্বয় বদ্ধ ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি। হঠাৎ শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে জলবৎ শ্লেষ্মাময় সর্দ্দিস্রাব। নাসিকা হিমবৎ শীতল ও সঙ্কুচিত। নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত শীতল। (ভেরেট: য্যাট্রোফো:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল রক্তশূন্য; গণ্ডদেশ, চক্ষু প্রভৃতি কোটর প্রবিষ্ট; বিকৃত মুখভঙ্গী; নীলবর্ণ ও হিমবৎ শীতল। জিহ্বা শীতল, শিথিল ও কম্পনশীল।

পাকস্থলী।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপবৎ বেদনানুভূতি। হঠাৎ বমন, পাকাশয় মধ্যে প্রথম ঠাণ্ডা তৎপরে জ্বালাবোধ। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা, অপর্য্যাপ্ত জলপানেও তৃপ্তি হয় না।

মল।—বিসূচিকা রোগাধিকারে বিবমিষা, বমন প্রভৃতি স্রাব রোধ, দেহ হিমবৎ শীতল। সাঙ্ঘাতিক বিসূচিকা,—জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে খিল ধরে, দেহ অত্যন্ত শীতল, মানসিক যন্ত্রণা, অত্যন্ত অবসাদ, জিহ্বা ও মুখবিবর হিমবৎ; চালধোয়ানীর ন্যায় মল, দৈহিক ক্রিয়ার হিমাঙ্গ অবস্থা, হঠাৎ ভেদ ও বমন নাই অথচ হঠাৎ দৈহিক ক্রিয়ার পতন, রোগী শয্যাগত এবং দেহ হিমবৎ হইয়া পড়ে।

মূত্র।—জ্বালা ও মূত্ররোধ, মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে সঙ্কোচনানুভূতি। মূত্রস্থলী পরিপূর্ণ অথচ প্রস্রাব হয় না (ওপী:)। ধীরে ধীরে ও সরুধারে মূত্রস্রাব। মূত্র পীতাভ সবুজ; রক্তমূত্র ইত্যাদি।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ রোগাধিকারে পুনঃ পুনঃ মূত্রনলী মুখ জুড়িয়া যায়। প্রবল রমণেচ্ছা। যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোচ্ছ্বাস। অস্বাভাবিক উপায়ে রমণেচ্ছার পরিতৃপ্তি সাধন। প্রতি রাত্রিতে রেতঃস্খলন (ডিজিটেলিন:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—উত্তেজনা; প্রসববৎ বেদনা, আর্ত্তবাধিক্য।

শ্বাসযন্ত্র।—হৃদ্‌প্রদেশে যন্ত্রণাবোধ,—বিশেষতঃ কেহ রোগীর সহিত উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে; বক্ষমধ্যে অত্যন্ত শৈত্যবোধ ও অনিবার্য্য নিদ্রাবেশ। হৃৎপিণ্ড হইতে দূরস্থিত অংশে শোণিত সঞ্চালনাভাব বশতঃ হস্ত পদাদি অগ্রে ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ হয়। শ্বাসরোধক চাপ-বোধ। হাঁপানি,--দৈহিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি। ভয়ানক যন্ত্রণাজনক দেহ আলোড়নকারী শুষ্ক কাসি। নিশ্বাস ঠাণ্ডা। শ্বাস প্রশ্বাস রোধ। হৃদ্‌স্পন্দন, তৎসহ হঠাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত মুখমণ্ডল, হস্ত, পদ ও দেহ হিমবৎ; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য,—তৎসহ আহারান্তে এবং জাগ্রত হইলে পেশীর সঙ্কোচন।

ত্বক ও প্রত্যঙ্গাদি।—আঘাতজনিত দেহের আক্ষেপ; দেহের বহির্ভাগ হিমবৎ, মুখ রক্তশূন্য, নীলবর্ণ ওষ্ঠ; ফ্যাকাশে; প্রগাঢ় অবসাদ। সমগ্র দেহ স্পর্শাসহ। ত্বক শুষ্ক, স্বেদ রহিত। হাম,—উদ্ভেদ উত্তমরূপে প্রকাশ না হইলে; মুখমণ্ডল হিমবৎ, নীলবর্ণ ও চক্ষু ও গণ্ড কোটর প্রবিষ্ট এবং নাসিকা সঙ্কুচিত ও উন্নত। রোগী কিছুতেই গায়ে কাপড় রাখে না (সিকেল:)। হামরোগ জনিত উপসর্গাদি। জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে পুনঃপুনঃ খিল ধরে।

অঙ্গুলি সকল আড়ষ্ট, বিস্তারিত এবং বিকৃতাকার, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ করতল মধ্যে আকৃষ্ট। বঙ্ক্ষণ বা কুচকী প্রদেশ, জানু ও গুল্ফসন্ধি মটমট করে। দাঁড়াইতে গেলে জানু অবশ হইয়া পড়ে।

জ্বরাধিকারে।—সমগ্রদেহ তুষার-শীতল (ল্যাফফা-অ্যাকীউটাঙ্গিউলা) ও মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায়। দেহের উপরিভাগ অত্যন্ত শীতল অথচ গাত্রাবরণ অসহ্য বোধ করে, দূরে নিক্ষেপ করে (মিডহ্বাইন্: সিকোল:)। শীতে ক্লেশ; বিষদূষিত সবিরাম জ্বর (ভেরেট:) প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারক। নাড়ী ক্ষীণ, সূক্ষ্ম এবং প্রায় গতিশূন্য।

নিদ্রা।—হস্তপদাদির শীতলতাসহ অনিদ্রা। পেশীর আনর্তন, সঙ্কোচন এবং অস্থিরতা। স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা। নিদ্রায় নাসিকাধ্বনি ও পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্তন; নিদ্রিত অবস্থায় প্রেতাদি বিভীষিকা দর্শন।

স্নায়ু।—আভ্যন্তরীন্ যন্ত্রণাদির কম্পন। জাগ্রত অবস্থায় সহজে চমকিত হইয়া উঠে এবং বক্ষমধ্যে ধড়্‌ফড়্ করে। মোহভাবসহ শিশুদিগের আক্ষেপ,—অসম্পূর্ণোদ্গত বা অবরুদ্ধ উদ্ভেদাদি জনিত (কিউপ্রাম্: ব্রাই:) অনুভব শক্তির অভাব, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে বুঝিতে পারে না।

দোষঘ্ন।—ওপিয়ম, ডালকামা, ফস্ফরস।

তুলনীয়।—ওপিয়ম (মাদকতা), লাইকোপ: (মস্তক আকৃষ্ট) ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সমগ্র দেহ তুষারশীতল, মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতা এবং জ্বালাময়ী তৃষ্ণা—এই লক্ষণটি সম্বন্ধে লাফ্‌ফা অ্যাকিউটাঙ্গিউলা (কোশাতকী বা ঝিঙ্গার অরিষ্ট) ঠিক ক্যাম্ফোরার অনুরূপ। অধিকন্তু কার্ব্বো-ভেজি: উদ্ভেদলোপ ও হিমাঙ্গ; সিকেলি (গাত্র আবরণে অনিচ্ছা); ওপী. ভেরেট্রাম্: প্রভৃতিও ইহার আংশিক অনুরূপ। ইহা তাম্রকুটবিষনাশক এবং প্রায় উদ্ভিদজ ঔষধমাত্রেরই প্রতিষেধক।

শক্তি।—স্পিরিট্ অব ক্যাম্ফর ১ ফোঁটা হইতে ৫ ফোঁটা পর্যান্ত বিসূচিকা রোগ আবির্ভাবমাত্রে শর্করার সহিত প্রয়োজ্য। সর্দ্দি ও প্রতিশ্যায় রোগে ১ম দশমিক ক্রম এবং জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে খিল্ ধরিলে ৩০ ক্রম অব্যর্থ ফলদায়ক। ডাঃ হ্যালজারের মতে স্পিরিট অব ক্যাম্ফর অপেক্ষা দুগ্ধ শর্করার সহিত মিশ্রিত কর্পূর বিচূর্ণ অধিক ফলপ্রদ।

ক্যাম্ফোরা মনোব্রোমেটা

(CAMPHORA MONOBROMATA).

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ এবং আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—শিশুবিসূচিকা; পাকাশয়িক সর্দ্দি; সর্দ্দি; পামা; স্নায়বিক উত্তেজনা; নিদ্রার ব্যাঘাত; শুক্রক্ষরণ বা শুক্র তারল্য। ধ্বজভঙ্গ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বীয় উত্তেজনা এবং পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণ ইহার প্রধান ক্রিয়াফল এবং সেই কারণে শিশুদিগের তড়কা ও কম্পন এবং পক্ষাঘাতাদিতে উপযোগী। রমণীদিগের স্তন্যগ্রন্থিকে আক্রমণ করিয়া স্তন্যলোপ এবং শুক্রস্রাবী নাড়ীকে উত্তেজিত করিয়া পুনঃ পুনঃ নৈশ রেতঃস্খলন উৎপাদন করে। উক্ত সকল লক্ষণই ইহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর আধিপত্যের পরিচায়ক এবং সেই ক্ষমতা বশতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর উৎপত্তি স্থান মস্তিষ্ককেও বিকৃত করিয়া ফেলে এবং তজ্জন্য এতৎক্রিয়াধীন ব্যক্তি দিগভ্রম, এবং অন্যরূপ বিকার গ্রস্ত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—আরক্তিম মুখমণ্ডলসহ প্রচণ্ড বিকারযুক্ত, এমন কি ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ হইবার উপক্রম ; গুল্মবায়ু বা মূর্চ্ছা রোগে কখনও হাসে কখনও কাঁদে ; দিগভ্রম হয়, উত্তরদিককে দক্ষিণদিক মনে করে এবং পূর্ব্বদিক পশ্চিম বলিয়া অনুমিত হয়। মোহ প্রাপ্তবৎ অবস্থা।

মস্তক।—মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত সঞ্চয়াধিক্য,—তৎসহ অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রবণতায় শিরোবেদনা,—মানসিক উত্তেজনা—অতি পাঠ জনিত (অ্যাসের: অরাম্ ; ল্যাকে: নক্স ; ওলী-অ্যান্: পল্সে. সিলি: সল্ফার)। অনিদ্রাসহ রক্তহীনতা বশতঃ শিরোবেদনা (সিঙ্কোনা: অ্যাসিড্-ফস্:)।

জননেন্দ্রিয়।—দুর্ব্বলতা ও শৈত্যানুভূতিসহ জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা। রমণেচ্ছা বা রমণশক্তি রাহিত্য (ক্যালেড: অ্যাগ-ক্যাষ্ট. ক্যালী-ব্রোম্: সেলিন্: বিউফো-স্থাহাইটীয়েন্সিস্)। কামপ্রবৃত্তি উদ্দীপনা এবং লিঙ্গের ক্ষণে ক্ষণে উদ্গমসহ নৈশ রেতঃস্খলন (ক্যালী-ব্রোম্: ডিজিটেলিন্: সিঙ্কোনা ; অ্যাসিড পাই:—রমণীদিগের হইলে = কোণা:)। জননেন্দ্রিয় কণ্ডুয়ন বশতঃ কামোন্মাদ (অরিগেনাম্ ; ক্যালী-ব্রম্: প্ল্যাটিন: অ্যাসিড পাই: ক্যান্থারিস্:) এবং গুল্মবায়ু জনিতবৎ আক্ষেপাদি।

প্রস্রাব।—রাত্রিতে অজ্ঞাতসারে মূত্র স্রাব বা মূত্র (গাঢ় নিদ্রবস্থায় = বেল্: প্রথম নিদ্রায় = সিপী: তেজস্কর গন্ধযুক্ত মূত্র = অ্যাসিড বেন্: কৃমির কণ্ডুয়ন বশতঃ—সিনা ; যে সকল শিশুর শীঘ্র নিদ্রা ভঙ্গ হয় না = ক্রিয়ো: অতি গাঢ় নিদ্রাবশতঃ = ক্যালী-ব্রোম্:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অপস্মার বা মৃগী গুল্মবায়ু রোগ বা মূর্চ্ছা বায়ু এবং তাণ্ডব (Chorea) রোগাদিবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ ও বিক্ষেপ। দেহের হিমবৎ শীতলতাসহ পেশীতে খিল ধরে এবং প্রাণ আইঢাই করে।

সম্বন্ধ।—ক্যালী- ব্রোমোটাম্: বীউফো-স্থাহাইটীয়েন্সিস্।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ (ডাঃ কুপার)। আমরা উচ্চতর ক্রমের পক্ষপাতী।

ক্যাঞ্চ্যালাগুয়া

(CANCHALAGUA).

প্রস্তুতি।—সমস্ত গাছড়া হইতে মাদাব টিঞ্চার প্রস্তুত হয়। যখন ফুল হয় তখন সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—বহুব্যাপক-সর্দ্দি ; সবিরাম জ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্যালিফোর্ণিয়া দেশে এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশের সবিরাম জ্বর বিশেষে এবং এক প্রকার বহুব্যাপক-সর্দ্দি (Influenza) রোগে ইহা বিশেষ ফলোপধায়ক।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—বোধ হয় যেন মাথা নিরেট ও পরিপূর্ণ (অ্যাকো: বেল্: ব্রাই: ডাফনী: হ্রাস র‍্যাড: শূন্য বোধ=ককীউ: কিউপ্রাম: পল্সে:) ; মূর্দ্ধাত্বক যেন রবাবের দ্বারা চতুর্দ্দিকে টানিয়া বাঁধা (অ্যাডো-ভার্নাল্: অ্যাসে: ব্যাপ্টি: ক্যান্-ইন্: অ্যাসিড-কার্ব: কফী:)। চক্ষু জ্বালাযুক্ত এবং কর্ণমধ্যে অত্যধিক "সোঁ সোঁ ভোঁ ভোঁ" শব্দ।

মল।—প্রাতে কঠিন গুটিলাময় মল (ওপী: ব্রায়ে:)।

জ্বর।—সমগ্র দেহে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে (পলিপো: ইউপেট্-পার্ফো‍্যাল্: ন্যাট-মিউ: সল্ফ:) শীত বোধ,—রাত্রিতে শয়নকালে বৃদ্ধি (শয্যাত্যাগান্তে বৃদ্ধি=ক্যান্থা: নক্স ; সিলিশীয়া)। সমস্ত দেহে বেদনানুভূতি (আর্ণি: ইউপেট্:) ও স্পর্শাসহনীয়তা ; বিবমিষা (ইউপেট: ন্যাট-মিউ: স্যাবাড:) ও উকী। ঘর্ম্মোদ্গম কালে মুখমণ্ডল (ল্যাকে: নক্স:) ও বাহুদ্বয় হিমবৎ শীতল এবং অঙ্গুলি সকল রজকের অঙ্গুলির ন্যায় চুপ্সাইয়া যায় (মার্ক: ভেরেট্র:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ইউপেটোরীয়াম্-পার্ফোলীয়েটাম্, ইউপেটোরীয়াম্-পার্পীউরীয়াম্, আর্ণিকা, নক্স-ভ:।

শক্তি।—১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা

(CANNABIS INDICA).

নামান্তর।—সিদ্ধি ; ভাং ইত্যাদি।

প্রস্তুতি।—কচিপল্লব ও পাতা হইতে আরক প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদ বিচারে "স্যাটাইভা" এক জাতীয় তবে বিভিন্ন স্থানে জন্মায়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিষ্পন্দ বায়ু; মদাত্যয়; ভ্রম বা অলীক দর্শন; মৃগী; প্রমেহ; শিরঃপীড়া; উন্মাদ; প্রচুর রজঃ, পক্ষাঘাত; কামোন্মাদ; তোতলামি; মূত্র-বিকার ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তিষ্ক ও জননেন্দ্রিয়ই ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহার মাদকতাশক্তি অত্যন্ত তীব্র। ইহা সেবনে সময় ও দূরতার জ্ঞান বিকৃত হইয়া যায়,—এক ঘণ্টা সময় এক যুগ ও পার্শ্বের বাটী এক মাইল দূরবর্ত্তী অনুমান হয়। মনোমধ্যে নূতন ভাব, ভাবের উপর ভাব, অসংখ্য ভাব, উদিত হইতে থাকে,—কথা বলিতে আরম্ভ করিলে আর রক্ষা নাই,—তাহার আর শেষ হয় না; সেই কথার অলঙ্কারই বা কত! কথা বলিতে বলিতে কি বলিতেছিল ভুলিয়া যায়। গল্প পাঁচ মিনিট না বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া যায় ও মনে করে যেন দিবারাত্র গল্প করিতেছে। এইরূপ বিকৃত বুদ্ধি নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়াধীন স্নায়ুমণ্ডলী সপ্তমে বাঁধা থাকে,—উত্তেজনার চরম সীমা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং অপস্মার, উন্মাদ ও উন্মত্ততা প্রভৃতি স্নায়বীয় বিকৃতিজনিত রোগা-দিতে, ইহা অত্যন্ত উপকার করিয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—অতিশয় বাচালতা; চিত্তের উচ্ছাস। সময় অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ হয়,—এক সেকেণ্ড এক যুগ বোধ হয় (অ্যালীউ: আর্জেন্ট-নাই: অরাম: ক্যামো: মিডহ্বাইন: নক্স: অ্যান্হাল্: সময় অতি শীঘ্র গত হয় = ককীউ: থিবিড:)। সামান্য ব্যবধান বহু দীর্ঘ মনে হয়। দশ হস্ত দূরবর্ত্তী স্থান দশ মাইল মনে হয়। অত্যন্ত বিস্মরণশীল,—কথা বলিতে বলিতে শেষ কথা ও চিন্তাসূত্র ভুলিয়া যায়; কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া, কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছি বিস্মৃত হয়; ভাবের উপর ভাব উদয় বশতঃ কোন গতবিষয় স্মরণ করিতে পারে না (অ্যানাক্: ল্যাক্-ক্যান্:)। অনবরত অসম্পাদনীয় মতলব আঁটিতেছে। সামান্য কথায় হাসিয়া খুন হয়। এই খুব স্ফূর্ত্তি আবার তাহার অনতিপরেই হয়ত দুঃখ প্রকাশ বা রোদন করিতেছে। মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হয়। মনে ক'র যেন কেহ তাহাকে ডাকিতেছে। যেন সে গীতবাদ্যের শব্দ শুনিতেছে; ক্ষণকাল চক্ষু মুদিত করিয়া কত সুখের স্বপ্ন দেখে, কত যে স্বর্গ-সুখদ কল্পনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দেয় তাহার ইয়ত্তা নাই। মনে করে যেন সে ক্রমশঃ স্ফীত এবং তাহার দেহ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছে। দেহ অত্যন্ত লঘু বোধ হয়, যেন সে ভূমি স্পর্শ করিয়া নাই এবং অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে (অ্যাসে: ক্যাম্ফো: ষ্টিক্টা: সীপা:)।

মস্তক।—রোগীর অনুমান হয় যেন তাহরে মস্তকের অস্থি ক্রমান্বয়ে যুক্ত ও বিযুক্ত, একবার জুড়িয়া যাইতেছে, একবার আল্‌গা হইতেছে (অ্যক্টীয়া); যেন তাহার মাথার হাড় উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে (ব্যাপ: ক্যামো: কোব্যাল্ট্: ন্যাট-ক্লো: উইকা)। মস্তিষ্ক মধ্যে সময়ে সময়ে হঠাৎ "দম্" করিয়া উঠে অনুভব করে (অ্যালো: কোকা:)। ললাটত্বক যেন

টান করিয়া বিস্তারিত রহিয়াছে (অ্যাডোনিস্ ভা: অ্যাসে: ব্যাপ-অ্যাসিড কার্ব্ব: কফী: ক্যাঞ্চ্যা-লাগুয়া)। মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া অতীব্র ভারজনক দপ্দপ্কারী বেদনা ও বোধ হয় যেন মস্তকের ও গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে কে প্রবল আঘাত করিল। মূত্রবোধ জনিত শিরোবেদনা। উদরাধ্মানসহ শিরোবেদনা। অজ্ঞাতসারে শিরঃকম্পন। শিরোঘূর্ণন,—উঠিতে গেলে, যেন মস্তকের পশ্চাতে চৈতন্যলোপকারী আঘাত লাগিল এইরূপ অনুভূতিসহ পতন।

চক্ষু।—স্থিরদৃষ্টি। উভয় চক্ষের কৈশিক শিরা সকল আরক্তিম হইয়া উঠে। পাঠ-কালে বর্ণে বর্ণে বিজড়িত হইয়া যায়। ভবিষ্যৎ ও অন্তর দর্শন শক্তি। দৃষ্টিপথে চাক্‌চিক্য ও ঝক্‌মক্ করে।

কর্ণ।—উভয় কর্ণমধ্যেই নিরন্তর বেদনা ; কর্ণমধ্যে দপ্দপানি (ক্যাল্কে: মাগ-মি: ফস:) ও পূর্ণতানুভব। কর্ণমধ্যে যেন জল ফুটিতেছে এইরূপ শব্দ। কর্ণমধ্যে "সোঁ সোঁ ভোঁ ভোঁ শব্দ।

মুখমণ্ডল।—নিদ্রালু ও জড়বুদ্ধির ন্যায় মুখভাব। ওষ্ঠদ্বয় যেন আঠায় জুড়িয়া থাকে।

মুখবিবর।—নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ও কটকট শব্দ করে। মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক। শ্বেতাভ, ফেনময়, গাঢ় ও চটচটে লালা। কথা অস্পষ্ট ও তোতলায় ন্যায়। গলা শুখাইয়া যায় এবং ঠাণ্ডা জল পান করিবার অত্যধিক তৃষ্ণা।

পাকস্থলী।—ক্ষুধাধিক্য। আহারে পেট এত চাপযুক্ত হয় এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা জন্মে, রোগী কোমরেরর বন্ধনী খুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। অন্ননলীর নিম্নদ্বারে বেদনা বোধ,—নিষ্পেষণ করিলে আরাম বোধ হয়।

মলনলী।—মূত্রনলীর মুখশায়িকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য (Prostatic Hypert-rophy)—মলদ্বার ও বিটপ বা তদুপরি ভাগ (Perineum) এইরূপ বোধ হয় যেন রোগী একটী সম্মুখস্থ গোলকের উপর বসিয়া রহিয়াছে।

প্রস্রাব।—হাস্য করিলে মূত্রগ্রন্থীতে বেদনানুভব হয় ; মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে বেদনা বশতঃ রোগী রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না। লিঙ্গমুণ্ড টিপিলে লালাবৎ শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ স্রাব। প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে মূত্রনলীমধ্যে ভয়ানক জ্বালা ও দাহনবৎ যন্ত্রণা। মূত্রনলী মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচিবিদ্ধকরণবৎ যন্ত্রণা। প্রস্রাবের কালে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিলে তবে মূত্র নির্গত হয় (আর্ণিকা)। শেষ কয়েক বিন্দু মূত্র অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া বাহির করিতে হয়। মূত্র আঠাবৎ শ্লেষ্মাময় ; ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয় (ক্যান্থা: ক্লিম্যাটি: কোনা: কোপে: ডাল্‌ক্যা: ইউফর্ব্ব: নক্স: পলসে: ষ্ট্যাফ: কষ্টি:)। মূত্র বিভক্ত স্রোতে নির্গত হয় (ক্যান্থা: হ্রাস)। জ্বালা ও যন্ত্রণা সহ অস্বচ্ছন্দ্যতা বোধ ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণান্তে কোমর বেদনা। আঠাবৎ লালাময় শ্লেষ্মা স্রাব। কামোন্মাদ (অ্যাসিড-পাই: হাইড্রোফোব: ফস:)। রমণান্তে দীর্ঘকাল ধরিয়া শিশ্নমধ্যে "কিন্ কিন্" করে ; যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোচ্ছ্বাস (chordee=ক্যান্থী-ব্রোম: থুযা)। বিটপ প্রদেশে

(Perineum) বা মলদ্বারের সম্মুখস্থ ঊর্দ্ধ ভাগে স্ফীতি বোধ, যেন একটা গোলকের উপর বসিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (মূত্রের সহিত বহুল পরিমাণে আঠ'বৎ সূত্রময় শ্লেষ্মা স্রাব সহ = সিঙ্কোনা)। পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গম সহ প্রবল রমণেচ্ছা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ—গাঢ় ও যন্ত্রণাজনক অপর্য্যাপ্ত হয় কিন্তু জমাট রক্ত থাকে না। জরায়ুশূল;—তৎসহ অত্যন্ত স্নায়বীয় অস্বাচ্ছন্দ্য ও অনিদ্রা ; বন্ধ্যাত্ব ; (বোর: অরাম-মিউ-ন্যাট্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—তরল শ্লেষ্মা সহ হাঁপানি রোগ। বক্ষঃস্থলে চাপবোধ সহ শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত,—সোপানারোহণে বৃদ্ধি। কাসি, তৎসহ বক্ষমধ্যাস্থির তলদেশ যেন আঁচড়াইয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব। দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিতে বড় প্রয়াস প্রয়োজন হয়। রোগীর যেন শ্বাসরোধ হইতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং ব্যজন করিতে বলে (কার্ব্বো-ভে: ল্যাকে:)।

হৃৎপিণ্ড।—বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে (মস্তকে পড়িতেছে বা মলদ্বার বা হৃৎপিণ্ড হইতে পড়িতেছে, ক্যানা-স্যাট:)। হৃদ্স্পন্দন বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ড মধ্যে বিদারণবৎ যন্ত্রণা এবং অত্যন্ত চাপবোধ। নাড়ী অত্যন্ত ধীরগতি (ডিজি: ক্যাল্মিয়া: এপীস:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধ হইতে স্কন্ধান্তর পর্য্যন্ত ও মেরুদণ্ডে বেদনানুভব বশতঃ মাথা হেঁট করিতে বাধ্য হয়,—সোজা হইয়া চলিতে পারে না। বাহুর উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত এবং জানুদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে অনবরত "চিন্ চিন্ চিন্ চিন্" করে। নিম্নাঙ্গের পূর্ণ পক্ষাঘাত। পদতলে ও জঙ্ঘাডিম্বস্থ পেশীতে (Calves) বেদনা ; কিয়দ্দূর পাদচারণ করিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। দিবসে শয়ন করিয়া থাকিবার প্রবল ইচ্ছা।

ত্বক।—শীতে ক্লেশানুভব,—দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস। ভোজনান্তে হস্ত, মুখ-মণ্ডল ও নাসিকা শীতল বোধ হয়। বহুল পরিমাণ আঠাবৎ ঘর্ম্ম এবং ললাটতটে বিন্দু বিন্দু আকারে পরিদৃষ্ট হয়।

নিদ্রা।—অতিশয় নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না। আকাশের দিকে হাত তুলিয়া নিদ্রা যায়। দুরারোগ্য অনিদ্রা রোগ। নিদ্রাবস্থায় কথা কহে এবং নিদ্রা যাইতে যাইতে হাত পা চম্‌কাইয়া উঠে ও তাহাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। প্রতি বারে নিদ্রা-বস্থায় শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম (Nigthmare—অ্যাকো: নক্স ; ওপী: ফস: পলসে: সিঙ্কো-রীউটা: সিলিশীয়া ; সলফ: ভ্যালি:)। কামোদ্দীপক স্বপ্ন (ওলীয়্যান: অ্যাসিড-অক্স: থুযা ; ভায়োলা-ট্রাই:); লিঙ্গোদ্গম ও অপর্য্যাপ্ত রেতোক্ষয়। মৃতদেহের স্বপ্ন (ক্ষতবিক্ষত দেহের স্বপ্ন = আর্ণি: কোণা: নক্স)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—শব্দে চৈতন্যাধিক্য অ্যাসিড-নাইট্রিক ; কফিয়া (সকল শব্দে); বোর‍্যাক্স (সামান্য শব্দে) ; যেন স্বপ্নরাজ্যে অ্যাম্ব্রা ; আনাকার্ড, কোণা, কুপ্র, থেড়া, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্কাম ; অন্ধকার ভীতি ব্যারাইটা, কর্ব্বো-অ্যানি, ক্যাল্কে, ফস, ষ্ট্র্যাম ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক ও প্রথম দশমিক ক্রম। ডাঃ হ্যাস, অ্যালেন প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন।

ক্যানাবিস স্যাটাইভা

(CANNABIS SATIVA).

নামান্তর।—গঞ্জিকা।

প্রস্তুতি।—ইয়োরোপের বা আমেরিকার গাঞ্জা; স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় কুঁড়ি হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ :—উদরী; হাঁপানি; ছানি; মূত্রাধার প্রদাহ; চক্ষুতে শাদা দাগ; প্রমেহ; মাথাধরা; মূর্চ্ছাবায়ু; বালিকার শ্বেতপ্রদর; নাক দিয়া রক্তপড়া; হৃদ্‌কম্পন; পার্শ্ব বেদনা; ফুস্‌ফুস প্রদাহ; তোতলামি; প্রসবান্তে রক্তস্রাব; ধনুষ্টঙ্কার; স্বরনলীর সর্দ্দি; মূত্রনলীর দুষ্টক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মূত্রযন্ত্র, জননেন্দ্রিয়, ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুমণ্ডলীই ইহার প্রধান ক্রিয়াক্ষেত্র; ঐ সকল যন্ত্রের উপর ইহার অসীম ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং প্রমেহ, হাঁপানি, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি রোগে ইহা আশ্চর্য্য ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। আহারান্তে, পরিশ্রম কিম্বা কথোপকথন করিলে (ষ্ট্যান্) বা লিখিলে রোগী অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করে। তাহার বোধ হয় যেন কেহ তাহার উপর গরম জল ঢালিয়া দিল। যেন মস্তকের উপর এবং মলদ্বার, পাকাশয় ও হৃৎপিণ্ড হইতে (ক্যানাবিস-ইন্ঃ) বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে। খাদ্যাদি গিলিলে বিপথগামী হয় (অ্যানাক্ঃ)। শ্বাসরোগাধিকারে কেবল মাত্র দাঁড়াইয়া শ্বাস প্রশ্বাস সম্পাদন করিতে পারে; মূত্রনলী হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত প্রবল জ্বালা; মূত্রনলী অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত; রোগী পা ফাঁক করিয়া চলে; মূত্রনালী হইতে পূযবৎ স্রাব; এবং কাম উদ্দীপনা।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষাদযুক্ত। সর্ব্বদা উদ্বেগ ও আশঙ্কান্বিতচিত্ত। এক কথা বলিতে গিয়া আর এক কথা বলিয়া ফেলে। পূর্ব্বাহ্নে বিষণ্নতাযুক্ত এবং অপরাহ্নে স্ফূর্ত্তি=(ওপী)। লিখিতে ভুল করে।

মস্তক।—দাঁড়াইলে শিরোঘূর্ণন (ক্রোটন্ঃ সাইক্ল্যাম্ঃ ওলীয়্যান্ঃ অ্যাসিড-ফস্ঃ হ্রুউম্; স্ক্রোফিউঃ স্পাইজিঃ), তৎসহ পাদচারণকালে পার্শ্বের দিকে পড়িয়া যাইবে এইরূপ অনুভূতি (ক্যান্ কোণাঃ ড্রোসেঃ ইউফর্ঃ মেজেঃ হ্রুউম্; ফেরাম্ অ্যাসেট্ঃ স্কীলাঃ জিঙ্কাম্)। সুরাপানজনিতবৎ উন্মত্তা অনুভব,—যেন টলিয়া পড়ে (আর্জেন্ট-নাইঃ বেলঃ ক্যাম্ফোঃ ক্যাপ্সঃ

চিনিন্-সাল্ফ: জেল্সি: নক্স; ওপী: পল্সে: থ্রাস:)। মস্তকের শীর্ষদেশে ভারবোধ এবং যেন মাথার উপর ঠাণ্ডা জল ফোঁটা ফোঁটা পাড়তেছে (যেন বরফ রহিয়াছে=ক্যাল্কে: ভেরেট:) এইরূপ অনুভূতি মস্তকের অস্থি ত্বকের উপর "সড়্ সড়্" অনুভব।

চক্ষু।—চক্ষুর শ্বেত ক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা (Opacity)—ছানি (ফস্: কোমল ছানি=কোল্চি: =ইউফ্রে: শেষাবস্থায় সিলিশীয়া: সাকাস সিনারেরা ম্যারিটাইমা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুমধ্যে প্রয়োগ অত্যন্ত ফলদায়ক)। তিমিরদৃষ্টি বা অন্ধকার দেখা (বেল্: সাইক্ল্যাম্: ইউয়োনিমাস্: মার্ক: প্লাম্)। অক্ষিগোলকের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে চাপবোধ। শৈত্যসংস্পর্শ জনিত চক্ষু পীড়াদি (ক্যাল্কে: সলফ.)। প্রমেহ বিষদূষিত চক্ষুপ্রদাহ (মার্ক-করো: হিপ্:)।

অন্ত্রাশয়।—তলপেটে বেদনাজনক সঙ্কোচন,—যেন মধ্যে মধ্যে পেটের ভিতর ঝাঁকিয়া উঠিতেছে,—এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হইতেছে,—যেন কোন সজীব পদার্থ উদর মধ্যে নড়িতেছে (অ্যারাণ্ডো: ক্যালকে-ফস্ ক্রোকাস্. স্যাবাইনা: সলফ: থুযা:—মস্তক মধ্যে সজীব পদার্থ বোধ=পেট্রোল্ সিলিশীয়া, বক্ষমধ্যে=ক্রোকাস্: লিডাম্:)। দুর্দ্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধতা বশতঃ মূত্রাবরোধ উৎপন্ন হয়; মলদ্বারের সঙ্কোচন।

মূত্রযন্ত্র।—প্রমেহ,—তরুণ প্রদাহ অবস্থা—গৌণাবস্থা,—প্রস্রাবের পর জ্বালা,—স্রাব গাঢ় পীতাভ এবং পূযবৎ=(কিউবেব: ন্যাট-সলফ: আর্জেন্ট-নাই:)। মূত্রনালীমুখ হইতে জ্বালাজনক দংশনকারী যন্ত্রণা পশ্চাদ্দিকে সঞ্চালিত হয়,—পশ্চাদংশে মূত্রত্যাগকালে তীক্ষ্ণ সুচিবেধবৎ যন্ত্রণানুভূতি। মধ্যে বিদারণবৎ অনুভূতি,—বেদনা বক্রগতিতে সঞ্চালিত হয়। মূত্রগ্রন্থী প্রদেশে হাজিয়া যাওয়ায় বেদনানুভূতি (জ্বালাজনক ও হুলবেধবৎ=ক্যান্থা: দপ্দপ্কারী বেদনা,—রক্ত এবং বহুল পরিমাণে লালা মিশ্রিত মূত্র—বার্ব্বা: ওসিম্: কর্করা মিশ্রিত= ইউরেনীয়াম নাই:)। মূত্রকৃচ্ছ্রতা,—যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাববেগ এবং কয়েক বিন্দুমাত্র রক্তাক্ত জ্বালাজনক মূত্র স্রাব (ক্যান্থা: নক্স)। প্রস্রাব কালে জ্বালা,—বিশেষতঃ প্রস্রাবান্তে (ক্যান্থা: ক্যাম্ফ: অ্যাসিড-নাই:)। প্রমেহ,—জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব (ঘোলের ন্যায় শ্বেতাভ স্রাব=ক্যাম্ফ পীতবর্ণ পূযবৎ—অ্যাগনাস্: হরিৎ-পীত মিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট স্রাব=মার্ক: পাতলা হরিৎবর্ণ=থুযা:)। মূত্রনলী ক্ষতযুক্ত বোধ হয় (রক্তাক্ত স্রাব সহযোগে=ক্যান্থা:)। লিঙ্গমুণ্ড ও মেঢ্রত্বক (Prepuce) গাঢ় রক্তিমাবর্ণ প্রতীয়মান হয়। মেঢ্রত্বক অত্যন্ত স্ফীতিযুক্ত, মুদো হইবার উপক্রম (থুযা: মার্ক:)। শিশ্ন (penis) ক্ষতযুক্ত বোধ হয়,—যেন দগ্ধ হইতেছে,—চলিতে গেলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়,—রোগা সে জন্য পা ফাঁক করিয়া চলে। অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোচ্ছ্বাস (ক্যান্থ. অ্যাসিড নাই: থুযা:)। রতাস্থা অত্যন্ত প্রবল। মূত্রাধারের মধশায়িকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য (Hypertrophy of prostate) (ক্যানাব-ইন্.)। শ্লেষ্মা ও পূযসঞ্চয় জনিত মূত্রনালী রোধ।

শ্বাসযন্ত্র।—হাঁপানী বা শ্বাসরোগ.—কেবলমাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় সরলভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিয়া থাকে (কেবলমাত্র দাঁড়াইলে হৃদ্স্পন্দন হয়=অ্যাগার্: শয়নে শ্বাসপ্রশ্বাস সরল হয়=প্সোরাইন্; দাঁড়াইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত বা কষ্ট হয়=ক্কেন্যান্: সিপী: বসিলে

শ্বাসকৃচ্ছ্র = অ্যালীউ: ইউফ্রে: ডিজি ড্রোসে: ল্যাকে: ফস্: স্যাম্বীউ) ভেরেট:। **শয়িতাবস্থায় শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা অর্থাৎ শয়ন করিয়া থাকিলে শ্বাস ক্লেশ** (ক্যালকে: ডিজি: ল্যাকে: নক্স ; ফেল্যান: ফস্: স্যাম্বীউ: সিপী:)। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে শ্বাসনলী রুদ্ধ হইবার বা শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় ; গিলিলে দ্রব্য বিপথগামী হয় (অ্যানক:) অর্থাৎ নাসিকা বা শ্বাসনলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয় (পানীয় নাসিকা মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া যায় = অরাম্: বেল্: ল্যাকে: মার্ক: পেট্রোল: খাদ্যাদি উর্দ্ধগামী হইয়া নাসাগহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম করে = সিলিশয়ী:)। কাসি,—শুষ্ক, কিম্বা আঠা'বৎ হরিদ্বর্ণ গয়ার সহযুক্ত (কার্ব্বো-ভে: ড্রোসে: ক্যালী-হাই: লাই: ম্যাগ.কাব: ন্যাট্র-কার্ব: প্যারিস্ ; ফস্: পালসে: সিপী: ষ্টান:)। **পুনঃ পুনঃ শুষ্ক প্রবল কাসি**,—কাসিবার সময় বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে (ব্রাই: মার্ক:)। ভয়ঙ্কর হৃদ্স্পন্দন (ক্যাক্: ডিজি: স্পাইজি: ভেরেট)। হৃদ্প্রদেশে সংঘাত ও দপ্ দপানি অনুভূতি (কষ্টি: নক্স সূচিবেধবৎ অনুভূতি = ক্যাল্স: কষ্টি: ক্রিয়ো:)। হৃৎপিণ্ড হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি (জ্বালানুভূতি = ওপী: পল্সে: ভেরেট:)। প্রাতে বায়ুনলীর নিম্নভাগে গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মা রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় এবং অনেক চেষ্টার পর সরল হইয়া উঠিতে থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—মচ্কাইয়া যাইবার পর অঙ্গুলির সঙ্কোচন। সোপানারোহণ কালে জানু-ফলকাস্থি (Patella) স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং পদদ্বয় ভারযুক্ত বোধ হয়। গুল্ফতল এবং গোড়ালি ও পদাঙ্গুলির তলদেশ ব্যথা বা ক্ষতযুক্ত।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রাত্রিতে রোগীর বোধ হয় যেন সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ সূচ তাহার দেহের সর্ব্বত্র বিদ্ধ হইতেছে,—অসহ্য কুটকুট বা পিট পিট অনুভূতি ; বৃদ্ধি = গরম-গাত্রাবরণ-জনিত স্বেদ স্রাব ; উপশম = আবরণ উন্মোচনান্তে। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার গাত্রে কেহ গরম জল ঢালিয়া দিল।

বৃদ্ধি।—শয়নান্তে এবং সোপানারোহণ কালে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হাঁপানী সম্বন্ধে = ক্যালী-নাইট্ কাম = সোজা হইয়া শয়ন করিতে পারে না ; প্রমেহ সম্বন্ধে—এপীস: ক্যান্থারিস: কোপেবা: কিউবেব: ন্যাট সলফ: থুযা এবং হিডাইসেরাম্।

শক্তি।—মূল আরক ও ১ম দশমিক ক্রম ; কিন্তু ইহাদ্বারা প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ফল বা উপকার পাইতে হইলে উচ্চ শতমিক ক্রম ব্যবহার করা উচিত। ২০০ ক্রম ব্যবহারেও উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—এক হইতে দশ দিন।

ক্যান্থারিস্ ভেসিকেটোরীয়া

(CANTHARIS VESICATORIA).

নামান্তর।—স্পেন দেশীয় মক্ষিকা বিশেষ।

প্রস্তুতি।—জীবন্ত কীট হইতে মাদার টিঞ্চার ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—লক্ষণানুসারে ব্যবহারে ইহা নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—মূত্রাধারের পীড়া; দাহ বা পোড়া ঘা; উপঝিল্লী প্রদাহ; রক্তামাশয়; পামারোগ; শুক্রক্ষরণ; উন্মাদ বা প্রচণ্ড প্রলাপ; বিসর্প; চক্ষু প্রদাহ; পাকাশয় প্রদাহ; প্রমেহ; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ বা ফোস্কা; জলাতঙ্ক; মূত্রগ্রন্থির বিবিধ পীড়া; স্নায়ুশূল; কামোন্মাদ; ডিম্বাধার-প্রদাহ; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; ফুস্ফুসাবরণ প্রদাহ; গর্ভাবস্থার পীড়া; ফুল আটকান; আরক্ত-জ্বর; শুক্রতারল্য; মূত্রকৃচ্ছ্র; পিপাসা; গলক্ষত; জিহ্বার প্রদাহ; মূত্র-বিকৃতি; ত্বকে ফোস্কা পড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যাহাদের কোন অঙ্গে স্পর্শ সহ্য হয় না (চৈতন্যাধিক্য), যাহাদের নাক, মুখ, অন্ত্র, মূত্রযন্ত্রাদি দিয়া সর্ব্বদা রক্তস্রাব হয়, পানাহারে যাহাদের স্পৃহা থাকে না, তাহাদের পীড়ায় উপযোগী। মস্তিষ্ক এবং মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়ই ইহার প্রধান ক্রিয়া। দেহস্থিত গহ্বরাদি মধ্যে তীব্র জ্বালাজনকতা ইহার লক্ষণমাত্রেরই ভিত্তিস্থল। মূত্রনালী ও জননেন্দ্রিয় মধ্যে ভয়ানক অসহ্য প্রদাহ ও জ্বালা উৎপন্ন করিয়া তাহাদের ক্রিয়ার বিকৃতি ঘটায় এবং মস্তিষ্ক মধ্যে এরূপ প্রচণ্ড প্রদাহ উপস্থিত করে, যে রোগী একেবারে ভয়ানক উন্মত্ত এবং কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া পড়ে এবং জল বা কোন উজ্জ্বল বস্তু দেখিলেই তাহার উন্মত্ততার বৃদ্ধি হয়, এবং জলাতঙ্কের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ কিন্তু কয়েক বিন্দুমাত্র মূত্র স্রাব এবং সেই কয়েক বিন্দুও রক্তমিশ্রিত, মূত্রনলী মধ্যে তীব্র জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা প্রভৃতি অবস্থা ইহার নির্দ্দেশক। ইহা গাত্র-ত্বকের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় রসগুটী বহির্গত করে এবং ঐ গুণবশতঃ ইহাকে ফোস্কাজনক বলে। ইহা দ্বারা দেহের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় (ব্যাপ্: বেল্: আইরিস্; বাম পার্শ্ব=ল্যাকে:)। অন্ত্রমণ্ডলীর নিম্নতম অংশের উপরও ইহার প্রচণ্ড প্রকোপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমগ্র দেহ স্পর্শাসহ হইয়া পড়ে। মুখ, নাসিকা, অন্ত্রপথ, জননেন্দ্রিয় ও মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব হয়। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটীও ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ-রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে—(১) প্রচণ্ড প্রলাপ ও উন্মত্ততা বশতঃ রোগী কখন চীৎকার করে এবং কখনও বা কুক্কুরের মত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকে। (২) কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। (৩) কণ্ঠাভ্যন্তর, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাদংশ, যেন অগ্নি-স্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে। (৪) কণ্ঠদ্বারের পশ্চাদংশ, বিশেষতঃ দক্ষিণ গলগ্রন্থিতে উপক্ষত—উহা শ্বেতবর্ণ শল্কাবৃত, প্রতীয়মান হয়। (৫) স্বরনলীর আক্ষেপিক সংকোচন—স্পর্শ

মাত্রে সঙ্কোচন উদ্রেক হয়। (৬) জ্বালাময়ী তৃষ্ণা,—অথচ সকল রকম জলীয় পদার্থে বিতৃষ্ণা। (৭) জ্বালাময়ী তৃষ্ণা, প্রবল উকী এবং শোনিত-রঞ্জিত শ্লেষ্মাময় বমনসহ পাকস্থলী ও অন্ননলী মধ্যে তীব্র জ্বালা। (৮) আমাতিসার,—মল অন্ত্রাভ্যন্তরের শল্কবৎ আমময়; রক্তাক্ত; মল-ত্যাগান্তে শিহরণ ও কুন্থন। (৯) যেন মূত্রকোষের গ্রীবাদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে, বিটপ বা গুহ্যদ্বারে নিকটস্থ প্রদেশে এইরূপ বেদনাসিহ অন্ত্রের পীড়াদি। (১০) মূত্র রক্তাক্ত,—কথনও বা মণ্ডবৎ বা আঠার ন্যায় এবং সূত্রময়। (১১) সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা। (১২) পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। (১৩) আন্তরিক জ্বালা এবং বাহ্যতঃ দেহ শীতল এবং মুখমণ্ডল শোণিত রহিত, ফ্যাকাশে। (১৪) পুনঃপুনঃ প্রস্রাববেগ কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা মূত্রনির্গত হয় কিম্বা প্রতিবারে অতি অল্প পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া থাকে,—এতৎসহ মূত্রনলী মধ্যে কর্ত্তনবৎ বা জ্বালা জনক যন্ত্রণাসহ প্রস্রাবের সময় ও পরে মূত্রনলীর প্রবল সঙ্কোচন বশতঃ বৃথা বেগ।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত অস্থিরতা দন্তোদ্গম কালে আরক্তিম মুখমণ্ডল সহ হঠাৎ চৈতন্যলোপ। প্রচণ্ড বিকার ও উন্মত্ততা উপস্থিত হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ করে, কুকুরের মত শব্দ করিতে থকে এবং শুশ্রূষাকারীদিগকে প্রহার কবিতে যায়; কোন চাকচিক্যময় বস্তু দেখিলে, কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে বা জলপানের চেষ্টা করিলে উন্মত্ততার পুনঃ প্রকাশ হয়। নানাবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে কিন্তু কিছুই সম্পূর্ণ করিতে পারে না। কামোন্মাদ, প্রেমবিকার (হায়োঃ অ্যাসিড-নাইঃ)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—এতৎসহ তিমির দৃষ্টি বা অন্ধকার দেখা (বেলঃ ক্যাল্কেঃ সাইক্ল্যাম্ঃ ইউয়োনিমাস্ঃ মার্কঃ প্লাম:),—বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে বৃদ্ধি। শিরোপশ্চাতে সূচীবেধবৎ অনুভব (ললাটে=ডিজিঃ সিলিশীয়া; সল্ফঃ মূর্দ্ধাদেশে=ইপিকাঃ রগে=ক্যালী-কার্ব্বঃ)। মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশে তীব্র বেদনা; মুদিত চক্ষু সহ মুখমণ্ডলে ভ্রুকুটীবৎ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা জ্ঞাপন করে। মূর্দ্ধাদেশে ছেদনবৎ বেদনা,—যেন কেহ এক কোশা চুল ধরিয়া ঊর্দ্ধ দিকে টানিতেছে (অ্যাকোঃ অ্যালীউঃ সিঙ্কোঃ ইণ্ডিগোঃ ক্যাল্কে-কষ্টিঃ হ্বাসঃ সেলিনঃ)। চুল আচড়াইতে যাইলে চুল উঠিয়া যায়।

চক্ষু।—চক্ষু বহির্নিঃসৃত,—যেন বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম; যেন চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে,—চক্ষু জ্যোতিঃবিশিষ্ট এবং এবং একদৃষ্টি। সকল বস্তুই পীতবর্ণ প্রতীয়মান হয় (স্যাণ্টোনাইনাম)। চক্ষুমধ্যে জ্বালা। বায়ু লাগিলে অশ্রুস্রাব, সুতরাং রোগী চক্ষুমুদিত করিয়া থাকে; উন্মীলিত করিলে অক্ষিপুটের পার্শ্বভাগ হাজিয়া যাওয়ার মত স্পর্শা-সহ বোধ।

নাসিকা।—নাকের উপরিভাগ বিসর্প-গ্রস্তবৎ স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত, স্ফীতি উভয়,—বিশেষতঃ দক্ষিণ গণ্ডে সঞ্চারিত হয় এবং অবশেষে শল্ক (আঁইস বা ছাল) উঠিতে থাকে। নাসারন্ধ্র হইতে অপর্য্যাপ্ত আঠাবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয়, হাঁচি হয় না। স্বরভঙ্গ সহ বক্ষমধ্যে

হইতে যন্ত্রণাজনক কাসির সহিত আঠাবৎ গয়ার (বোভি: ক্যালী-বাই:) উত্থিত হয় এবং রাত্রিতে বায়ুনলীর বহির্দ্দেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভূত হয়।

কর্ণ।—বোধ হয় যেন কর্ণবিবর হইতে বায়ু বা উষ্ণ বাতাস নির্গত হইতেছে (যেন কর্ণ পশ্চন্নালী মধ্যে বায়ু প্রদেশ শব্দ হইতেছে = গ্র্যাফ:)। কর্ণপৃষ্ঠের অস্থি সকল বেদনাযুক্ত (ক্যাপ্স:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান, যন্ত্রণাব্যঞ্জক ও মৃত ব্যক্তির ন্যায় রক্তহীন। মুখের উপরিস্থিত রসগুটী সকল কণ্ডুয়নশীল এবং স্পৃষ্ট হইলে জ্বালা করে। বিসর্প (Erysipelas), তৎসহ জ্বালাময় বিদ্ধকারী উত্তাপ ও প্রস্রাব বিকৃতি জনিত লক্ষণাদি। মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত এবং লাল হইয়া উঠে। হনুগ্রহ বা চোয়াল আটকান (দন্তে দন্তে সংলগ্ন হইয়া যায় Lockjaw),—তৎসহ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ।

মুখ ও গলমধ্য।—মুখবিবর, তালুমূল, অন্ননলী ও পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা-বোধ (আর্স: আইরিস; নক্স: শৈত্যবোধ = অ্যাসিড-হাই: ভেরেট-অ্যাল:)। মুখ ও তালু-মূলের প্রদাহ এবং তরল জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ (বেল: হায়ো: জলীয় পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না = ব্যাপ: ব্যারাই: সিলীসিয়া—বিন্দুমাত্র জল গলাধঃকরণ করিতে পারে না = এপীস:—জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয় এবং কঠিন পদার্থ গ্রাস করিতে আরাম বোধ হয় = ইগ্নে:)। ফেনাযুক্ত শোণিতাক্ত লালা স্রাব (শোণিতাক্ত = আর্জেণ্ট: আর্স: ক্লিম্যাট: হায়ো: ইণ্ডিগো: ক্যালী-হাই: ম্যাগ-কার্ব্ব: নক্স; হ্রাস: ষ্ট্যাফ: সল্ফ: থুযা: ফেনময় = বার্ব্বা: ব্রাই: ইউজি: ফেল্যান: প্লাম: র‍্যাণান্-ক্লি: স্যাবাই: স্পাই: সল্ফ: অঠাবৎ = আর্জেণ্ট: বেল: বার্ব্বা: ক্যাম্ফো: ক্যানাব: লোবেল্: জলবৎ বা রসানি-বৎ = অ্যাসে: ক্রিয়ো: লোবেল: ম্যাগ-মি: পল্সে: থীয়া; শ্বেতবর্ণ = ওলী-অ্যান্: র‍্যাণান্-বাল: স্যাবাই: স্পাইজি: পীতবর্ণ = হ্রাস:)। মুখমধ্যে রসগুটি বাহির হওয়া (Vesicles অ্যাম্ব্রা: ব্যারাই: ক্যাল্কে. ক্যাপ্স: কর্ব্বো-অ্যান: ক্যামো: ক্যালী-কার্ব্ব: ম্যাগ-কার্ব্ব: মার্ক: মেজর: ন্যাট-কার্ব্ব: ন্যাট মি: নক্স: হ্রডো: স্পঞ্জী: ষ্টাফ: সলফ:)। গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মা (বোভি: হাই: ক্যালী-বাই: ককাস্-ক্যাক্:)। তীব্র আক্ষেপ (Spasm) কণ্ঠস্পর্শ করিলে পুনরাক্রমণ। গলমধ্য প্রদাহযুক্ত হইলে বোধ যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। গলনলী সঙ্কোচন; মুখক্ষত (হাই-ড্র্যাষ্টিস-মিউ: অ্যাসিড-মিউ: অ্যাসিড-নাই:)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—আহারে অরুচি। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা অথচ জলীয় পদার্থ মাত্রের প্রতি বিরাগ। কি পেয়, কি ভক্ষ্য, কি তাম্রকূট,—কিছুতেই রুচি নাই। পাকস্থলী প্রদাহ তৎসহ অসহ্য জ্বালাজনক যন্ত্রণা (আর্স: নক্স; ফস্:) পাকাশয় অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ (ব্রাই: মার্ক: নক্স)। অত্যন্ত বমনোদ্রেক সহ ভয়ানক বমন। রক্ত ও শ্লেষ্মা বমন (অ্যাকো: হিপ্: হায়ো: ল্যাকে নাইট্রাম্)। যকৃৎ প্রদাহ (ব্রাই: মার্ক-সল্:)। পাকস্থলীর অন্ত্রদ্বারে প্রচণ্ড জ্বালানুভব। পেটের যন্ত্রণায় রোগী ছট্‌ফট্ করে। অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ,—ভয়ানক জ্বালা তৎসহ অন্ত্রাশয়ের স্পর্শাসহনীয়তা এবং মূত্রস্থলীর সঙ্কোচন।

মল।—কোষ্ঠকাঠিন্য, তৎসহ মূত্ররোধ (ক্যান্-স্যাট্:), কিম্বা পুনঃ পুনঃ জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা সহ প্রস্রাব কিন্তু অতি অল্পই মূত্র নির্গত হয়। আমরক্ত,—শ্বেতাভ বা ফ্যাকাশে লালবর্ণ আঠাবৎ আমময় মল, যেন অন্ত্রের ছাল বা চাচঁনি মিশ্রিত এবং শোণিত মিশ্রিত (অ্যাসিড্-কার্ব্বঃ কোল্চি:)। মলত্যাগকালে অন্ত্রশূল ও মলদ্বারে জ্বালা বা কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা বশতঃ রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। মলত্যাগান্তে কর্ত্তনবৎ অন্ত্রশূল এবং মলদ্বারে জ্বালা। দংশন বা হুলবেধবৎ যন্ত্রণা ও শীতাবেগ,—যেন কেহ তাহার গাত্রে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিয়াছে। মলদ্বার ও মূত্রনলী হইতে অবিমিশ্র শোণিত স্রাব।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ, কিন্তু প্রতিবারে কয়েক বিন্দু মাত্র স্রাব হয়,—তাহাও শোণিত মিশ্রিত (ক্যানব্: ক্যাপ্সি হঠাৎ প্রস্রাব বেগ ও মূত্রনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন, = পেট্রোসেল:)। প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে (ক্যাপ্স: অ্যাসিড-নাই:) অসহ্য বেগ এবং মূত্রস্থলী মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা। প্রস্রাবকালে মূত্রনলীমধ্যে ভয়ানক সঙ্কোচন ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা। বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ,—তৎসহ বৃক্ক মধ্যে জ্বালা, হুলবেধ ও ছেদনবৎ বেদনা (টেরিব: —মূত্রবহ শিরা মধ্য দিয়া কুচকী প্রদেশ পর্য্যন্ত আকর্ষণকারী বা দ্রুতপ্রসারী তীক্ষ্ণ বেদনা = ক্যানাব-ইন:— বৃক্ক প্রদেশে কর্ত্তন বা ছেদনবৎ ও দপ্দপকারী বেদনা = হেঁট হইলে বৃদ্ধি = বার্বা:)। প্রমেহ,—মূত্রনলীর স্পর্শাসহনীয়তা এবং রক্তাক্ত স্রাব (ঘোলের ন্যায় স্রাব ক্যাপ্স:—পীত হরিৎ বা পূযবৎ = মার্ক: থুযা)। মূত্র ঘোলা ও অল্প ; রাত্রিতে কৃষ্ণাভ এবং চালধোয়ানি জলের ন্যায় ও শ্বেতবর্ণ তলানি ; কখন কখন মূত্রনলীর শল্ক, শ্লেষ্মা প্রভৃতি মিশ্রিত ও অণ্ডলালাময় ; মলবৎ ; মূত্রনলীর সঙ্গে রোগে মূত্র বহুল পরিমাণে পূয মিশ্রিত থাকে। প্রস্রাব বেগ দাঁড়াইলে বৃদ্ধি—পাদচারণকালে অত্যধিক বৃদ্ধি ; বসিলে উপশম (ডিজি:)। মূত্রস্রোত দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এবং ধীর বেগে নির্গত হয়। বহমান জলের শব্দে প্রস্রাব বেগ (ক্যারিকা-পেপায়া: লিসিন্: সল্ফ:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রিকালে রক্তাক্ত শুক্র বা রেতঃস্খলন (লিডাম্: মার্ক: পেট্রোল: কষ্টি: জলবৎ = সল্ফ)। রমণেচ্ছা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রবল, এবং তজ্জন্য রাত্রিতে নিদ্রা হয় না ; অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ লিঙ্গোচ্ছ্বাস (অ্যাসিড-পাই: ক্রিয়ো: ফস: পল্সে: স্যাবাই:)। শিশ্নমুণ্ডে বেদনা (প্রূণাস: প্যারীরা:)। প্রমেহ,—অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোচ্ছ্বাস ও রমণেচ্ছা সহ রেতরজ্জুতে আকর্ষণবৎ বেদনা। অণ্ডকোষ উর্দ্ধাকৃষ্ট বা উপরে উঠা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বাধার প্রদেশে শ্বাসরোধক সূচীবেধবৎ যন্ত্রণানুভব ; ডিম্বাধার প্রদাহ,—কর্ত্তন বা জ্বালাবৎ অনুভব। মূত্রকৃচ্ছ্র সহ ফুল আটকান = পল্সে: সিকেল: সিপী:। জরায়ুমধ্য হইতে মৃত ভ্রূণ, পরিস্রবখণ্ড প্রভৃতি বহির্নিষ্ক্রান্ত করে। কামোন্মাদ (অরিগেন: হায়ো: প্ল্যাট: ট্যারেন্: ক্যাল্কে-ফস্: গ্র্যাটী:)। প্রসবান্তিক জরায়ু প্রদাহ,—মূত্রস্থলীর প্রদাহসহ ব্রাই: সিকেল্: ভেরেট ভিরাইড ; হায়ো: স্যাবাই:)। ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র প্রকাশ হয় এবং অপর্য্যাপ্ত ও কালবর্ণ (ব্রাই: ক্যাম্: ইগ: নাইট্রাম: প্ল্যাট্:) স্রাব হইয়া থাকে ; যোনি বহির্দ্দেশ স্ফীত ও কণ্ডুয়নযুক্ত। জরায়ু হইতে অবিচ্ছিন্ন শোণিত স্রাব,—

উঁচু নীচুতে পা পড়িলে বৃদ্ধি হয় (অ্যাম্ব্রা)। মেরুপুচ্ছে অস্ত্রাঘাত বা ছেদনবৎ বেদনা (সাইকীউটা, বসিতে গেলে বেদনা বোধ ও পাদচাবণ বা স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি = ক্যালী বাই:)। প্রসবান্তিক অাক্ষেপ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা এবং জলাতঙ্কবৎ লক্ষণযুক্ত (হায়ো: সাইকী-ভাই-রোসা: অ্যাসিড হাইড্রো:)।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনানুভূতি,—দক্ষিণ পার্শ্বে (আমন-কার্ব্ব: আনি বোর: কলো:) বৃদ্ধি, বা প্রথমে দক্ষিণ ও তৎপরে বামদিকে (লাই: বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে = ল্যাকে) সঞ্চারিত হয়,—দক্ষিণ বক্ষের নিম্নদেশ হইতে বুক্কাস্থির মধ্যস্থল ও কুক্ষিবেশে পর্য্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয়। বক্ষমধ্যে জ্বালা (আর্স: ব্রাই: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভে: ইউফর্ব: ওলী-অ্যান্: হ্রাস্-র‍্যাড: সেনেগা ; স্পঞ্জী: সল্‌ফ:)। ফুস্‌ফুস্ আবরক ঝিল্লীর মধ্যে রসক্ষরণ ; শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা ও হৃদস্পন্দন ; স্বল্প পরিমাণ প্রস্রাব এবং মূর্চ্ছাপ্রবণতা (কাঁমো· ক্যাম্ফো: সিঙ্কো: কোণা: ডিজি: জেল্‌সি: ল্যাকে: মস্কাস্ ; নক্স-ভম্: ভেরেট্:)। হৃৎপিণ্ড মধ্যে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ বেদনার পর সূচিবেধবৎ বেদনা বোধ। রসক্ষরণ (exudation) সহ হৃৎপিণ্ড-বেষ্টক ঝিল্লির প্রদাহ ও প্রচণ্ড হৃদস্পন্দন। সিরস্ (serous) ঝিল্লি-মাত্রেরই প্রদাহ। ফুস্‌ফুস প্রদাহ (Pleuritis) ও তন্মধ্যে রসক্ষরণ (অ্যাকোনাইটাম ও ব্রায়োনীয়া প্রয়োগান্তে)। হৃদয়বিদারক কাসি ও শোণিত লাঞ্ছিত গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মাময় গয়ার (ডাঃ গার্ণসি বলেন বায়ুনলীর রোগে গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মার উত্থান লক্ষণ থাকিলেই ক্যান্থারিস নির্দ্দেশক [বোভিষ্টা: ককাস্-ক্যাক্: হাইড়াস: ক্যালী-বাই:])।

ত্বক।—দগ্ধস্থানে ফোস্কা: উঠিবার পূর্ব্বে বাহ্যপ্রয়োগ। ক্ষতাদির পচনশীলতা (আর্স: সিঙ্কো: এচিনে: ল্যাকে: সিকেল: কার্ব্বো-ভেজি:)। জ্বালা ও কণ্ডুয়ন সহযুক্ত রসগুটি বা ফোস্কাবৎ উদ্ভেদ (হ্রাস দেখ); বিসর্প,—রসগুটী (Vesciular) জাতীয় (এপীসের বিসর্প স্ফীত্যাধিক্যযুক্ত এবং ক্যান্থারিসের বিসর্প রসগুটির আধিক্যযুক্ত ; মুখের বিসর্প,—চক্ষু বা রগে কিম্বা মুখে আরম্ভ হয়,—যদি ফোস্কা থাকে, তাহা অতি ক্ষুদ্র ; এপীস ; মুখের বিসর্প নাসা হইতে আরম্ভ হয়, অগ্নিস্পৃষ্টবৎ জ্বালাযুক্ত এবং বৃহৎ রসগুটিময় = ক্যান্থারিস)। রাত্রিতে পদতল জ্বালাযুক্ত (অ্যাম্ব্রা ; অ্যানাক্: ক্যালকে: ল্যাকে: অ্যাসিড-ফস্: সল্‌ফ:—পদাঙ্গুলির জ্বালা = অ্যাগার: অ্যাণ্ট-ক্রু: আর্ণি: বোর: ক্যালী কার্ব্ব: অ্যাসিড-মিউ: গ্র্যাফ: ।

জ্বর।—সবিরাম,—প্রত্যেক প্রকোপকালে মূত্রকৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকে ; দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা। হাত ও পা হিমবৎ শীতল, কিন্তু পদতল জ্বালাময়। স্বেদ শীতল। রাত্রিতে জ্বালাজনক উত্তাপ প্রকোপ। শীতাবস্থায় বোধ হয় যেন কে গাত্রে জল ঢালিয়া দিতেছে—গাত্র শিহরিয়া উঠে।

প্রত্যঙ্গাদি।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ সহযোগে কটিদেশে বেদনা। হস্ত পদাদিতে ছিন্নকরণবৎ বেদনানুভূতি। পদতলে ক্ষয়িতত্বক বা ক্ষতযুক্তবৎ বেদনা, পা ফেলিতে পারে না।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর ; এপিস ; ক্যালি নাইট। অ্যাকোন, পল্‌স ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কক্কাস ক্যাক্টাই, এপিস, বেলাড, ব্রায়ো, ক্যানাবিস্‌, পিট্রো (সহসা বেগ), ক্যাপস, পল্‌স, (ফুল আটকান); আর্স; থুযা, মার্কু, সার্সা, এরাম, আর্ণিকা, রস ইত্যাদি।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে।

ক্যাপ্‌সিকাম্‌ অ্যানীউয়াম্‌

(CAPSICUM ANNUUM).

নামান্তর।—লঙ্কা।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক বীজ ও খোষা হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অন্ধত্ব বা দৃষ্টি-ক্ষীণতা; হাঁপানি; মস্তিষ্কের উত্তেজনা; সুরাপান জনিত পীড়া; কাসি; অতিসার; উপঝিল্লী প্রদাহ; রক্তামাশয়; কর্ণের পীড়া; গ্রন্থীর স্ফীতি; ফুস্‌ফুসের পীড়া; শিরঃপীড়া; বুকজ্বালা; অন্ত্রবৃদ্ধি; বিদেশে যাইতে বা থাকিতে কাতরতা; সবিরাম জ্বর; হাম; মুখে ক্ষত; স্নায়ুশূল; নাসিকার পীড়া; স্থূলত্ব; অন্ননলীর সঙ্কোচন; পক্ষাঘাত; ফুস্‌ফুস্‌ ও ফুস্‌ফুস্‌বেষ্ট প্রদাহ; গর্ভিণীর পীড়া; মলান্ত্রের পীড়া; আমবাতিক পীড়া; বাত; সন্ধিবাত; গৃধ্রসী বা পায়ের ঝিন্‌ঝিনে বাত; গণ্ডমালা; পাকাশয় প্রদাহ; গলক্ষত; জিহ্বার পক্ষাঘাত; স্বরনলী মধ্যে শুড় শুড় করা; মূত্রের বিকৃতি; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—কটাকেশ, নীলচক্ষু, অল্পে কাতর, স্থূলকায় অথচ শিথিল মাংসবিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের দেহে পীড়াক্রান্তাবস্থায় শীঘ্র ঔষধের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় না এবং যাহাদিগের পরিপাকশক্তি বিকৃত, ক্যাপ্সিকাম্‌ তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তি পরিপাক শক্তির বিকৃতি বা পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ সমগ্র দেহে অবসন্নতা অনুভব করে। অত্যন্ত ক্রোধন স্বভাব, বিনা কারণে রাগিয়া যায়। বহমান বায়ু, উষ্ণই হউক আর শীতলই হউক, দেহ স্পর্শ করিবামাত্র অসুস্থতা বোধ করে। অত্যন্ত অলস, পরিশ্রমকাতর, প্রত্যহ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ যাহা করিয়া থাকে তাহার কিছুতেই অতিক্রম করিতে চাহে না। এই সকল ব্যক্তি প্রায়ই শীতোত্তাপের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, তৃষ্ণা অত্যন্ত অথচ জল পান করিলে শীতের বৃদ্ধি হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিলি মাত্রেই জ্বালা ও তৎসহ সঙ্কোচন জন্মিয়া থাকে। গলমধ্য, অন্নপথ, মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়েই ইহার প্রধান ক্রিয়া। দূরদেশে গমন কাতর। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার নির্ণায়ক রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে:—(১) খিটখিটে, বিষণ্নচিত্ত, বিদেশ বাসক্লিষ্ট। (২) কর্ণপশ্চাতের অস্থি মধ্যে স্পর্শাসহিষ্ণুতা বোধ। (৩) কণ্ঠাভ্যন্তর উত্তপ্ত এবং জ্বালাযুক্ত,—যেন

লঙ্কাবাটা লাগিয়াছে। শিথিল আলজিহ্বা ও শুষ্ক কণ্ঠ। প্রচণ্ড বেগে কাসি,—কাসিলে বোধ হয় যেন মস্তক ও বক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রক্ষিপ্ত হইবে। কাসিলে জানু, নিতম্ব, পদ ও কর্ণ প্রভৃতি কণ্ঠ হইতে বহুদূরস্থিত অংশে সংঘাত বোধ হইয়া থাকে। (৫) জ্বরাধিকারে অপরাহ্ণ ৫ এবং ৬টার মধ্যে পৃষ্ঠে বা স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে শীতাবির্ভাব হয়; শীতাবস্থার পূর্ব্বে তৃষ্ণাধিক্য হইয়া থাকে এবং পৃষ্ঠে উত্তাপ প্রয়োগে শীতের উপশম হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—আমোদ প্রবণ-চিত্ত, অথচ সহজে রাগিয়া যায়। গৃহ-বিরহ-কাতরতা (অরাম: মিনীয়্যান্: অ্যাসিড-ফস্: সিলিশীয়া: ব্রাই: ক্যাল্কে-ফস: ইউপেট: ওপী:),—তৎসহ অনিদ্রা ও আত্মহত্যার ইচ্ছা। শিশু অত্যন্ত অবাধ্য ও দুঃশাসনীয় এবং কোন কাজ বা চিন্তা করিতে চাহে না। একাকী থাকিতে চাহে (আর্ণি. কার্ব্বো-অ্যান: অ্যাক্টীয়া কোকা; সাইক্লাম্: জেল্সি: হেলিবো: ইগ্নে: লিডাম; ম্যাগ-মি. অক্সাইট্রো: হ্রাস; থুযা। একাকী থাকিতে ভীত হয়= অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্স: বিস: ক্লিম: কোনা: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাক-ক্যান: লিল্-টাইগ: লাই: সিপী: ষ্ট্র্যাম; ভেরেট: ইলাপ্স্—একাকী শয্যায় শয়ন করিতে চাহে না=কষ্টি:)। সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিতে ও নিদ্রা যাইতে চাহে (অ্যাবিস্-ক্যান; আর্জেণ্ট: বেলিস-পে: স্যাট-কার্ব্ব:)। যেন নেশা হইয়াছে এইরূপ বোধ (ক্যানাব জেল্সি:)। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি শক্তির প্রখরতা (অপ্রখরতা—হেলিবো:)। অত্যন্ত কোপন স্বভাব (ক্যামো: কফী: নক্স:)। পানাত্যয় বা সুরাসেবনজনিত উন্মত্ততা (Delirium Tremens = নক্স: বেল: হায়ো. ষ্ট্র্যাম:)।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—যেন মস্তক দ্বিধা হইবে,—মাথা নাড়িতে গেলে, ভ্রমণ বা পাদচারণকালে ও কাসিলে বৃদ্ধি। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ অনুভূত হয় (আর্জেণ্ট-নাইট্রিকাম দেখ)। শিরোমধ্যে তীক্ষ্ণ শেলবেধবৎ বেদনা,—স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি ও সঞ্চালনে উপশম কোনরূপ মানসিক আবেগ উদিত হইলে মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত ও আরক্তিম। কাসিলে বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (কাসিলে মাথা ধরে—ন্যাট-মিউ: কাসিলে শিরোপশ্চাতে বেদনানুভূত হয়—সল্ফ: মাথা নাড়িলে বেদনানুভূত হয়=হিপ:)।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে চাপ পড়া, সকল বস্তুই কাল দেখায়=বেল: পীতবর্ণ দেখায়=ক্যান্থা: স্যাণ্টো: অতি চাক্‌চিক্যময় ও নানা বর্ণে রঞ্জিত দেখায়=অ্যান-হ্যালো:)। চক্ষুমধ্যে জ্বালা (আর্স: ফস:); চক্ষু আরক্তিম ও অশ্রুস্রাবশীল (সিপী: ইউফ্রে.)। ক্ষীণ দৃষ্টি।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে জ্বালা (অরাম: সল্ফ:) ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা। কর্ণপশ্চাতে বেদনাযুক্ত স্ফীতি। কর্ণপশ্চাতের অস্থির প্রদাহ ও তন্মধ্যে বেদনা। কর্ণবিবরান্তর্গত (Petrous bone) অস্থি বেদনান্বিত ও হাজা মত স্পর্শাসহ। সর্দ্দি জনিত বধিরতা (আর্স: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভে: লিড: মার্ক: পল্সে:)।

নাসিকা।—সর্দ্দি ও বহুব্যাপক-সর্দ্দি তৎসহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি এবং পাতলা শ্লেষ্মা স্রাব (আর্স: সীপা; ইউফ্রে: সাইক্লাম্:) নাসারন্ধ্র মধ্যে জ্বালা (আর্স: ক্যালী-কার্ব্ব:

ম্যাগ: অ্যাসিড নাই: ষ্ট্যান্‌:) এবং কণ্ডূয়ন (অ্যামন্‌-কর্ব্ব-কার্ব্বো: এরাম-ট্রাই গ্র্যানেট্‌: স্তাবাড: স্পাইজি:) ও কর্কশতানুভব। নাসারন্ধ্র ও কণ্ঠমধ্যে গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়।

গলমধ্য।—জিহ্বামূলীয় গ্রন্থির প্রদাহ,—জ্বালা ও কুট্‌কুট্‌ করে; অত্যন্ত বেদনা; জ্বালাসহ কণ্ঠনলীর সঙ্কোচন; গলমধ্য প্রদাহান্বিত, গাঢ় লালবর্ণ ও স্ফীত। ঢোক গিলিবার পূর্ব্বে ও পরে গলমধ্যে জ্বালা ও সঙ্কোচনানুভূতির বৃদ্ধি (ইগ্নে:)। গলকোষে উত্তাপ বোধ। গলমধ্য হইতে কর্ণপশ্চান্নলী পর্য্যন্ত শুষ্ক ও বেদনাযুক্ত। ধূমসেবী ও সুরাপায়ীদিগের গলক্ষত। আলজিহ্বা শিথিল বোধ হয়।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—স্নায়ুমধ্য দিয়া বেদনা সূত্রাকারে চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হয়। জিহ্বাক্ষত,—জিহ্বার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ীর ন্যায় উদ্ভেদ,—স্পর্শ করিলে তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভব (এপীস: ক্যালকে-ফস: হেলিবো:—জ্বালাযুক্ত = বেল: ক্যালী-নাই: ট্যারাক্স:—বেদনাযুক্ত = ক্যালি-কার্ব্ব: লাই: ম্যান্‌্স: নক্স: কথা কহিলে ও সন্ধ্যার সময় বেদনার বৃদ্ধি = প্লাম:)। মুখক্ষত (ন্যাট-মিউ:)। মুখে অসহ্য পূতি বা পচা গন্ধ (অ্যানাক্‌: আর্স: অরাম: কার্ব্বো-ভে: ব্রাই: ক্যাম্ফোরা: ডালক্যা: আয়োড: লাই: মার্ক: নক্স: অ্যাসিড-ফস: সিপী: সলফ:)। জ্বরের শীতাবির্ভাব কালে মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত দুর্গন্ধ ও কটুস্বাদযুক্ত লালাস্রাব; কাসিলে ফুস্‌ফুস্‌ হইতে নির্গত বায়ু মুখের স্বাদকে অত্যন্ত কটু করিয়া দেয়।

পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে শ্লেষ্মা ও অম্ল সঞ্চয়। পাকাশয় বরফবৎ শীতল অনুভূত হয়, তৎপরে পাকাশয় মধ্যে কম্পন বা জ্বালানুভূতি এবং মধ্যে মধ্যে ঝাঁজাল উদ্গার। জ্বরাধিকারে পাকাশয়ের বিকৃতি। অত্যন্ত আধ্মান-বায়ু (Flatus) সঞ্চয়। তৃষ্ণাধিক্য, কিন্তু জলপানান্তে শীত বশতঃ কম্পন উপস্থিত হয় (আর্স: সিঙ্কো: নক্স; অ্যাণ্ট-টার্ট: ভেরেট: পাকাশয় মধ্যে শিথিলতা উৎপন্ন করে = অ্যাসিড-সলফ: বিবমিষা উৎপন্ন করে = ন্যাট মি: নক্স:; পল্‌সে: হ্রাস; টিউ: বমন উৎপন্ন করে—আর্স: আর্ণি: ব্রাই: সিনা: ফের: মেজের: সাইলিশীয়া, ভেরেট্‌: উদরাময় জন্মায় = আর্স: সিনা: আর্জেণ্ট-নাইট্‌: ট্রম্বিড:)।

অন্ত্রাশয়।—নাভির চতুর্দ্দিকে শূল বেদনা সহ আমময় মল, সময়ে সময়ে শোণিত মিশ্রিত; প্রতিবার মলত্যাগান্তে তৃষ্ণার উদ্রেক এবং প্রতিবার জলপানের পর শিহরণ বা কম্পন; প্রতিবার জলপানমাত্রে বাহ্যের বেগ কিন্তু কেবলমাত্র অল্প আম নির্গত হয়,—আমরক্ত। অশ,—জ্বালাযুক্ত—যেন লঙ্কাগুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; মলান্ত্র ও মূত্রস্থলীর তীব্র সঙ্কোচন; গাঢ় জমাট্‌ রক্ত মিশ্রিত আম; মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা; মলত্যাগকালে কুন্থন ও অন্ত্রাবর্ত্তন (যেন কে মুচড়াইতেছে); মলত্যাগান্তে কুন্থন; জ্বালা, তৃষ্ণা ও কোমরে আকর্ষণকারী বেদনা; অর্শ,—স্ফীত, কণ্ডূয়ন ও দপ্‌দপানিযুক্ত; মলদ্বারে ক্ষতানুভব; বলি শোণিতস্রাবী, বা নালবর্ণ এবং শ্লেষ্মাস্রাবী; রক্তাক্ত আমময় মল এবং কটিদেশে আকর্ষণ-কারী ও অন্ত্রস্থলী মধ্যে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা।

প্রস্রাব।—মূত্রকৃচ্ছ্রতা—মূত্রস্থলীর সঙ্কোচন। মূত্রস্থলীর মুখের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (ক্যাক্‌:)। প্রস্রাবকালে জ্বালা (কষ্টি:)। প্রস্রাব কালে মূত্রনলী হইতে অত্যন্ত যন্ত্রণাসহ

শোণিতস্রাব (ক্যান্থারিস ; টেরিব: কোনরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বা যন্ত্রণা না থাকিলে = চিনিন্-সল্ফ: বৃক্কক প্রদেশে অতীব্র বেদনাসহ = হ্যামা: আঘাতজনিত হইলে = আর্ণিকা)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গ অধিকারে মুষ্ক (Scrotum) অত্যন্ত উত্তাপহীন বোধ হয়। অণ্ডকোষ ক্ষয় (Atrophy = আয়োড:)। যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোচ্ছ্বাস (Chordee) সহ প্রমেহ,—মূত্রস্থলীর মুখশায়ী গ্রন্থি—(Prostate Gland) মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা ; পূযবৎ (আগ:) ও রক্তাক্ত, সময়ে সময়ে ঘোলের ন্যায় স্রাব,—মূত্রনলী স্পর্শাসহ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বয়ঃসন্ধিকালে (at climaxis) জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ও বিবমিষা। বাম ডিম্বাধার প্রদেশে সূচিবেধবৎ অনুভব।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রতিবার প্রবল কাসির সময় মুখ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে ঝাঁঝাল দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত হয়, উত্থিত শ্লেষ্মাও অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। কাসিলে দেহের দূরবগত অংশে আঘাত বা বেদনা বোধ হয়,—যেমন মস্তক, কর্ণ, মূত্রস্থলী, জানু, পদ। রোগিনীর বোধ হয় যেন শ্বাস লইয়া তৃপ্তি হইতেছে না—যেন ফুস্‌ফুস্ মধ্যে তৃপ্তিজনক বায়ু গ্রহণ করিতে পারিতেছে না ; দীর্ঘ শ্বাস লইতে বাধ্য হয়, কারণ রোগিনীর বোধ হয়, যেন তাহাতে তাহার যন্ত্রণাদি উপশম হইবে। শিশু কাসির পর রোদন করে (বেল্: কাসির পূর্ব্বে রোদন করে = আর্ণি: অ্যান্ট-টার্ট্:)। কাসির হঠাৎ আবির্ভাব হয় ও কাসির সময় দেহ আলোড়িত করে এবং বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে। বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। বক্ষমধ্যে দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা। সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে শয়নকালে, উষ্ণ পানীয় পানান্তে, শুষ্ক অথচ ঠাণ্ডা বায়ুতে বা প্রবল বায়ু লাগিলে কাসি বৃদ্ধি হয়। নাসারোধসহ স্বরভঙ্গ ও গলমধ্যে কর্কশতানুভব।

প্রত্যঙ্গাদি।—জ্বরে শীত আরম্ভ সময়ে কোমরে ভয়ানক যন্ত্রণাজনক ছেদনকারী বেদনা,—এত যন্ত্রণা হয় যে, রোগী কাঁদিয়া উঠে এবং সম্মুখদিকে বক্র হইয়া পড়ে। দক্ষিণ উরুশিখরে বা কুচকী প্রদেশে অস্থিক্ষয় রোগ এবং বামপদ শীর্ণ হইয়া যাইতে থাকে এবং বেদনান্বিত বোধ হয়। পাদচারণকালে টলিতে থাকে। শুইয়া নিদ্রা যাইবার অত্যন্ত স্পৃহা ; অণুমাত্র পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা থাকে না। উরুদেশ হইতে জানু এবং জানু হইতে চরণ পর্য্যন্ত দ্রুত সঞ্চরণশীল সুতীক্ষ্ণ ছেদনবৎ যন্ত্রণা,—কাসিলে লাগে। গাত্রত্বকের উপর কুট্‌কুট্ ও জ্বালাজনক কণ্ডুয়ন অনুভূতি।

জ্বরাধিকারে।—নাড়ী বিষমগতি ও ক্ষণলোপী বা সবিরাম। পৃষ্ঠে শৈত্যবোধ ও শিহরণ। সবিরাম জ্বর,—পৃষ্ঠে শীতের আবির্ভাব হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় (ইউপেট-পার্ফ)। শীতাবস্থায় তৃষ্ণাধিক্য এবং প্রতিবার জলপানান্তে শীত বৃদ্ধি ও শিহরণ—তারপর জ্বর বা উত্তাপাবির্ভাব—তৃষ্ণা থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে। জলপানান্তে শীতবৃদ্ধি (আর্স: সিঙ্কো: নক্স: ; ট্যারাক্স: ভেরেট:)। শীত বশতঃ শিহরণ বা কম্পন (অ্যাকো: আর্স: ব্রাই: ক্যামো সিঙ্কো: ইগ: ইপিক: ক্রিয়ো: নক্স ; হ্রাস ; স্যাবাড: ভেরেট:)। দেহের স্থানে স্থানে যেন অসাড় হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয়। শীতের সময় পৃষ্ঠে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উপশম বোধ হয়।

নিদ্রা।—স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, মধ্যরাত্রির পরে অনিদ্রা। নিদ্রাবস্থায় রোগীর বোধ হয় যেন সে কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইতেছে এবং তজ্জন্য চম্‌কাইয়া উঠে।

বৃদ্ধি।—পান ও আহার অন্তে, গৃহবহিঃস্থ বায়ুতে এবং দেহ অনাবৃত করিলে,—রাত্রিকালে এবং বিশ্রামান্তে প্রথম দেহ সঞ্চালনে।

উপশম।—আহার কালে, উত্তাপ প্রয়োগে ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহুক্ষণ দেহ সঞ্চালন করিলে।

সম্বন্ধ।—কুইনিন্ অপব্যবহার বশতঃ বা ব্যবহারান্তে জ্বরাদিতে বিশেষ উপযোগী। সবিরাম জ্বরে ইহার পর সিনা বিশেষ ফলদায়ক। ক্যাপ্সিকামের **প্রতিবিষ**=সিনা, ক্যালেডীয়াম: সিঙ্কোনা: ক্যাম্ফোবা: সল্‌ফ-অ্যাসিড।

তুলনীয়।—এপীস; আর্ণিকা; বেলেডনা (শিরঃপীড়া); ব্রায়োনীয়া (কাসি ইত্যাদি), ক্যালেডীয়ান্: ক্যান্থা; পলসেটিলা। এপীসে ও বেলেডনাতে কিন্তু ক্যাপ্সিকামের ন্যায় সঙ্কোচনকারী, জ্বালাজনক ও কুট্‌কুট্‌কারী যন্ত্রণা নাই। প্‌সোরাইনম; ল্যাকেসিস্; ন্যাট্রাম, সাইলিসিয়া, ফস-অ্যাসিড, প্লাটিনা; হেলিবো; হ্রাস ইত্যাদি।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক শক্তি পর্য্যন্ত। কেহ বলেন, সুরাপান-জনিত উন্মত্ততায় (Delirum Tremens) দুগ্ধের সহিত কয়েক বিন্দু মূল আরক মিশ্রিত করিরা পান করান উচিত।

ক্রিয়া স্থায়িত্ব।—৭ দিন।

কার্ব্বো অ্যানিম্যালিস্

(CARBO ANIMALIS).

নামান্তর।—জান্তব অঙ্গার।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ; ৬x এর পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগ সমূহে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; রক্তার্ব্বুদ; ক্ষুধাবিকৃতি; বক্ষের বা স্তনের কর্কটীয়া ক্ষত; ছানি; কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি; মুখে ব্রণ; পচনশীল ক্ষত; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বা কাঠিন্য; অর্শ; শিরঃপীড়া; কাঠিন্য; স্তন্যদানের কুফল; প্রদর; কটিশূল; নাসিকার পীড়া; কর্ণস্রাব; ক্লোম গ্রন্থি বা প্যান্‌ক্রিয়ার পীড়া বা কাঠিন্য; ঘর্ম্মের পরিবর্ত্তন; পার্শ্ববেদনা বা ফুস্‌ফুস্ আবরক ঝিল্লীপ্রদাহ; পলিপস্ বা বহুপাদ; চক্ষুর স্নায়ুশূল; উপদংশ; জিহ্বার পীড়া; গলনলীর পীড়া; ক্ষত; জরায়ুর ক্যান্সার বা কর্কটীয়া ক্ষত; দৃষ্টি শক্তির বিকৃতি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বৃদ্ধ ও নানাপ্রকার রোগভোগ বশতঃ জীর্ণশীর্ণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী, বিশেষতঃ যদি তাহাদিগের শিরামধ্যে (Veins) শোণিতাধিক্য সঞ্চয়প্রবণতা থাকে। এইরূপ রোগীগণ প্রায়ই নীলবর্ণ ত্বক বিশিষ্ট হইয়া থাকে; হস্তপদ সামান্য কারণেই নীলবর্ণ ধারণ করে এবং নীলবর্ণ স্ফীত শিরাসকল ত্বক মধ্য দিয়া পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। সামান্য কারণবশতঃ তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে; গণ্ডদ্বয় নীলবর্ণ ধারণ করে। পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতিতে ও স্তন্য সঞ্চয়াবস্থায় জীবনী-রস-ক্ষয়-জনিত পীড়াদিতেও ইহা উপযোগী। গ্রন্থিস্ফীতিপ্রবণ ধাতুতেও ইহা বিশেষ উপকারী,—কক্ষ ও বঙ্ক্ষণদেশীয় গ্রন্থি সকল স্ফীতিযুক্ত ও লৌহবৎ কাঠিন্য বিশিষ্ট,—বিশেষতঃ যাহাদের দেহে উপদংশ বা প্রমেহবিষ বর্ত্তমান আছে। ফুস্‌ফুসের অন্তর্বেষ্ট প্রদাহ হইতে আরোগ্যান্তে বক্ষোমধ্যে সূচীবেধবৎ অনুভূতি অবশিষ্ট থাকিলে ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট উপকার দর্শাইয়া থাকে (ক্যালী-কার্ব্ব)। সন্ধি সকল অত্যন্ত দুর্ব্বল,—সামান্য পরিশ্রমে বেদনাযুক্ত হয়। শুষ্ক শীতল বায়ুতে বিরক্তি ইহার নির্দ্দেশক।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে রোগী স্থির করিতে পারে না সে নিদ্রিত কি জাগ্রত। পর্য্যায়ক্রমে স্ফূর্ত্তি ও বিষাদযুক্ত। একাকী থাকিবার ইচ্ছা (আর্ণ: ক্যাম্ফ: অ্যাক্টী: কোকা; সাইক্ল্যাম্: জেল্‌সি: হেলিবো: ইগ্নে: লিডাম; ম্যাগ-মিউ: হায়ো: অক্সাইট্রোপ: ষ্ট্রাস; থুযা)। চিন্তাশীলতা; কথোপকথনে বিরক্তি; রাত্রিতে মানসিক উদ্বেগ ও রমণেচ্ছা প্রাবল্য,—এত অধিক যে রোগী শয্যায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন এবং মস্তিষ্কের জড়তা,—উঠিয়া বসিলে; অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আরাম বোধ, এতৎসহ বিবমিষা। শিরঃপীড়া,—যেন শিরোমধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝটিকা বহিতেছে (শিরোমধ্যে চক্র ঘুরিতেছে—চিনিন্-সল্‌ফ:—যেন বায়ু বহিতেছে=অরাম; কেরোল্: পল্‌সে:) যেন মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে (অ্যাকো: রেল্: নক্স-মস্ নক্স-ভম:); যেন মস্তক ফাটিয়া খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছে (ইথীউ:)। রোগীকে রাত্রিতে উঠিয়া মস্তক ধারণ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। বোধ হয় যেন ভ্রূদেশে কি একটা লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া উপর দিকে চাহিতে পারিতেছে না। শিরোঘূর্ণনান্তে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (সল্‌ফ:),—দুই চারি দিবস প্রত্যহ প্রাতে এইরূপ হয়। নাসাগ্রে আঁচিল (থুযা)। শ্রবণশক্তির দোষ, কোন্ দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে বলিতে পারে না (মানব-স্বর অতি কষ্টে শুনিতে পায়=আর্স: ফল্: সাইলিশীয়া: সল্‌ফ:)।

পাকাশয়।—গলমধ্যে জ্বালানুভব। সমগ্র গলমধ্য ও অন্ননলী হইতে উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্ত হাজিয়া গিয়াছে অনুভব; গলাধঃকরণ করিলে বৃদ্ধি হয় না। উপর্য্যুপরি বহু-পূর্ব্বে-ভুক্ত-দ্রব্যাদির স্বাদযুক্ত উদ্গার। অম্লজনিত বুকজ্বালা,—পাকাশয় হইতে ঊর্দ্ধগত হয়। আহার করিতে করিতে রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পাকাশয় শূন্যবোধ। মেদময় বা চর্ব্বিযুক্ত

দ্রব্যাদি ভক্ষণে অরুচি। মুখ হইতে অম্লাক্ত লালা স্রাব ; মুখে জল উঠে। উদরের আধ্মান—উদর মধ্যে বায়ু সঞ্চয় বশতঃ অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা।

সরলান্ত্র ও মল।— অর্শ,—অত্যন্ত স্ফীতিযুক্ত হয় এবং পাদচারণকালে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা হয়। মলদ্বার ক্ষতযুক্ত এবং তাহা হইতে গন্ধহীন চট্‌চটে স্রাব। স্পর্শাসহ; মলদ্বারে সূচিবেধানুভব,—মলদ্বার বোধ হয় যেন ক্ষতযুক্ত। মলদ্বার বিদারণ (Fissura ani পীয়োনীয়া, অ্যানাই: র‍্যাটান্:),— তজ্জন্য অসহনীয় জ্বালা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু প্রকাশের পর রোগিনী এত দুর্ব্বলতা বোধ করে যে, কথা কহিতে পারে না বা অত্যন্ত কষ্টবোধ করে (অ্যালিউ: ককীউ:); কেবলমাত্র প্রাতঃকালে আর্ত্তবস্রাব হয় (বোভি: সিপী: কেবলমাত্র রাত্রিতে বা কেবলমাত্র প্রাতে=বোভি: কেবলমাত্র দিবসে;—শয়ন করিলে বন্ধ হয়=ক্যাক্: কষ্টি: লিলি-টাইগ: কেবলমাত্র রাত্রিতে বা শয়ন করিলে—পাদচারণকালে বন্ধ হয়=ম্যাগ-কার্ব: রাত্রিতে বন্ধ থাকে দিবসে স্রাব হয়=কষ্টি: দিবসে অধিক স্রাব=পল্‌সে: কেবলমাত্র শয়ন করিলে স্রাব বসিলে বা পাদচারণকালে বন্ধ হয়=ক্রিয়ো· কেবলমাত্র দেহসঞ্চালনকালে স্রাব হয়—লিলি-টাই:)। অত্যন্ত অবসাদক প্রদর, কাপড়ে পীতবর্ণ দাগ হয় (নক্স ; প্রুণাস্); আর্ত্তবস্রাব,—প্রথম দিবসে অতি অল্প ; দ্বিতীয় দিবসে অপর্য্যাপ্ত,—রক্ত গাঢ় লাল (ব্রাই: ক্যাম্: ফের্: ইগ; নাইট্রাম ; প্ল্যাট: পল্‌সে:)। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা,—রাত্রিতে বৃদ্ধি (অ্যাপোমর্ফীয়া ; ক্রিয়ো: অ্যাসিড-কার্ব:)। প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাব,—অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (বেল্: ক্রিয়ো: হ্রাস ; সিকেল্:)। স্তনে কর্কটার্ব্বুদ,—অর্ব্বুদ অত্যন্ত অনমনীয়, অসমতল, আবরক ত্বক্ শিথিল ; জ্বালাযুক্ত ; তদুপরে সমল নীল-লাল দাগ সকল প্রতীয়মান হয়,—কক্ষদেশাভিমুখে বা বগলের আকর্ষণানুভব ; রাত্রিতে ঘর্ম্ম ও বিমর্ষভাব—দক্ষিণ স্তনের পীড়া। জরায়ুর কর্কট রোগ ; উরুদেশ বহিয়া জ্বালা নিম্নদিকে সংক্রামিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ,—দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের,—পূযসঞ্চয় ; গয়ার হরিদ্বর্ণ, ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির-প্রদাহ (Pleurisy), দীর্ঘস্থায়ী, গাত্রত্বক্ নীলবর্ণ, শীর্ণতা, মাংসক্ষয় তৎসহ বিলেপী-জ্বর ; (মোহ লক্ষণাদিযুক্ত ; আরোগ্যান্তে সুতীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা, অবশিষ্ট থাকিলে ক্যালী-কার্ব: র‍্যানান:)। স্বরভঙ্গ ও গলমধ্যে হাজিয়া যাওয়া অনুভব প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে স্বরভঙ্গ (বোভিষ্টা ; কার্ব্বো-ভে: নক্স)· সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি (কার্ব্বো-ভে: ফস্) এবং রাত্রিতে আদৌ স্বরলোপ। শুষ্ক কাসি,—কেবলমাত্র রাত্রিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে। বুক ঘড়্‌ঘড়্ করে ; যতক্ষণ না কতকটা শ্লেষ্মা কাসিয়া তোলা যায়। প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে প্রবল কাসি,—প্রায় সমস্ত দিন থাকে ; কাসিলে উদর আলোড়িত হয়, এবং মনে হয় যেন অন্ত্রাদি সমস্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে, এই জন্য রোগিনী কাসির সময় বসিয়া দুই হস্তদ্বারা নিম্নোদর চাপিয়া ধরিয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্ মধ্যে ক্ষতজনন ও শৈত্যবোধ। হরিদ্বর্ণ গয়ার (ক্যানাব: কার্ব্বো-ভে: ক্যালী-হাই: লাই: পল্‌সে: ষ্ট্যান্:)। আহারান্তে বা প্রাতে শয্যাত্যাগের পর হৃদ্‌স্পন্দন,—চক্ষু মুদিত করিয়া স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

গ্রন্থিমণ্ডলী।—গ্রীবা, কক্ষ ও কুচকীর এবং স্তনের গ্রন্থি সকল অনমনীয়, *স্ফীত ও ব্যথান্বিত,—বেদনা অস্ত্রাঘাত ও কর্ত্তনবৎ এবং জ্বালাজনক (কোণা: মার্ক-প্রোটো-আয়োড: ব্যাডীয়েগা)। নির্ব্বিষ পূয, সবিষ বা ক্লেদময় হইয়া দাঁড়ায়। ব্রধ্ন বা বাঘি অত্যন্ত* স্ফীত ও অনমনীয় (ব্যাডী:)। বাঘি ফাটিয়া ক্ষতমুখ উন্মুক্ত হইয়া থাকে এবং কিয়ৎপরিমাণে আরোগ্য হইয়া অবশিষ্টাংশ লৌহবৎ কঠিন ভাবাপন্ন এবং নীলাভ হয় (ল্যাকে: ট্যারেট-কিউব:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদির সন্ধি সকল সামান্য ভারদ্রব্য উত্তোলন কালে ব্যথাযুক্ত হয় বা মচ্‌কাইয়া যায় (লেডাম); সহজে গুল্‌ফ সন্ধির বিশ্লেষণ ঘটে বা হাড় সরিয়া যায় (ন্যাট কার্ব: ন্যাট-মিউ: ফস্: রীউটা), গুল্‌ফ সন্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ,—পাদচারণ-কালে ঘুরিয়া যায় (অ্যাঙ্গাস্ঃ সিঙ্কো: ন্যাট-কার্বঃ ন্যাট-মিং ওলি-অ্যানি: সাইলিশীয়া; হ্রাস-র‍্যাডঃ)। অধিক পরিশ্রম করিলে বা গুরুভাব দ্রব্য উত্তোলন করিলে অত্যন্ত অবসাদ অনুভূত হয়। মেরুপুচ্ছে পশ্চাৎ কটির তলদেশে স্পর্শ করিলে জ্বালা করে। পাদচারণকালে জঙ্ঘাডিম্বস্থ পেশী (Calves) অত্যন্ত টান্ বোধ হয়। প্রাতে ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত পদদ্বয় হিমবৎ শীতল বোধ হয়।

ত্বক্।—পাটলব্রণ,—মুখমণ্ডলের উপর লালবিন্দুর ন্যায় উদ্ভেদ (হাইড্রোকোটঃ আস আয়োড: হ্রাস্:)। রাত্রিকালে অপর্য্যাপ্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (ব্যাপ্: সিঙ্কো:)। রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া-বাধাপ্রাপ্ত ও ক্ষীণভাবে সম্পাদিত হয় এবং যতদূর সম্ভব দৈহিক উত্তাপের হ্রাস সংঘটিত হইয়া থাকে,—সমগ্র দেহ নীলবর্ণ ধারণ করে (অ্যান্ট-টার্ট: কার্ব্বো-ভে:)। ক্ষত হইতে সহজে রক্তপাত হয় এবং তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ উদ্গত হয়। স্বেদ সংস্পর্শে বস্ত্রাদিতে পীতবর্ণ দাগ হয় (ফের: গ্র্যাফ: মার্ক: থুযা; ভেরেট;—রক্তময় দাগ হয়=ল্যাকে: নক্স; লাল দাগ হয়=আর্ণ: ডাল্‌ক্যা: নক্স:; কাপড়ে ঘর্ম্ম শুষ্ক হইলে মড়্‌মড়ে হয়=মার্ক: সেলিন্)।

বৃদ্ধি।—ক্ষৌর কার্য্যের পরে (উপশম—ব্রোম:); ঈষন্মাত্র স্পর্শে; দ্বিপ্রহর রাত্রির পর; এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে; প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক=(বিশেষতঃ গ্রন্থি রোগ সম্বন্ধে) ক্যাল্‌কেরীয়া-ফস্।

সদৃশ।—কাঠিন্য ও পূয সঞ্চার ব্যাডী: ব্রোম; রসরক্তক্ষয় চায়না কার্ব্বো-ভে: কোণা: মার্ক-প্রোটো-আয়োড: ফস: সিপীয়া: সল্‌ফার। পচা মৎস্যাদি ভক্ষণজনিত পীড়াদিতে কার্ব্বো ভেজি: ও সীপা ইহার সদৃশ। ককুলসের মত দুর্ব্বলতা; শিরোঘূর্ণনকে পল্‌স ও সাইলি; নাক দিয়া রক্তপড়া সল্‌ফর; জ্বালায় ক্যাপ্‌সিকাম; সকাল ক্ষুধায় অ্যান্টি-ক্রুড, ক্যাল্‌কে।

দোষঘ্ন।—আর্স, ক্যাম্ফর, নক্স ভ।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০ শততমিক।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৬০ দিন।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্
(CARBO VEGETABILIS).

প্রস্তুতি।—উদ্ভিদ—অঙ্গার হইতে বিচূর্ণ ৬x পর্য্যন্ত ; তৎপরে আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত পীড়ায় ফল প্রদান করিয়াছে ;—অম্ল রোগ ; বয়োব্রণ ; হৃৎশূল ; স্বরভঙ্গ ; ক্ষীণ দৃষ্টি ; হাঁপানি ; স্তনে কর্কট ক্ষত ; শ্বাসনলী প্রদাহ ; দাহ ; দুষ্ট ব্রণ ; সর্দ্দি ; কলেরা বা ওলাউঠা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; কাসি ; বধিরতা ; দুর্ব্বলতা ; অতিসার ; উদ্গার ; আধ্মান ; পচনশীল ক্ষত ; রক্তস্রাব ; অর্শ ; কেশপতন ; শিরঃপীড়া ; হৃদ্‌পিণ্ডের বিবিধ রোগ ; বহু-ব্যাপক সর্দ্দি ; সবিরাম জ্বর ; স্বরনলী প্রদাহ ; ফুস্‌ফুসে রক্ত সঞ্চয় ; হাম ; কর্ণমূল প্রদাহ ; নাক দিয়া রক্তস্রাব ; অন্ননলী প্রদাহ ; অণ্ডকোষ প্রদাহ ; কর্ণস্রাব ; গর্ভাবস্থায় বহুবিধ পীড়া ; কচ্ছু বা পাচড়া ; শীতাদ (Scurvy) ; কম্প ; নিদ্রাবিকৃতি ; পাকস্থলির পীড়া ; পাকাশয় প্রদাহ ; মুখক্ষত ; গলনলীর শুষ্কতা ; উদরাধ্মান ; টাইফাস বা মোহজ্বর ; পীতজ্বর ; বিবিধ প্রকার ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—দীর্ঘকাল নানাপ্রকার রোগভোগে যাহাদিগের দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে (সিঙ্কোনা: ক্যাল্‌কে-ফস্: ফস্: প্‌সোরিন্:), জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়াছে ; যাহারা পূর্ব্বের রোগ হইতে আরোগ্য হইবার পর এক দিবসের জন্য সুস্থ দেহ বোধ করে নাই ; শৈশবে হাম বা হুপ্ কাসির পর হইতে অদ্যাবধি হাঁপানীরোগ ভোগ করিতেছে, কবে একদিন সুরাদি পান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়াছিল আজিও তাহার ফলস্বরূপ অজীর্ণ রোগকাতর, কবে ছেলে বেলায় দেহাংশ বিশেষে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া এখনও তজ্জন্য স্বাস্থ্যবিকৃতি বহন করিতেছে এবং আন্ত্রিক (Typhoid) জ্বর হইয়াছিল বলিয়া আজিও স্বাস্থ্য-লাভ করিতে পারে নাই,—এইরূপ রোগীগণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। বিসূচিকাদি রোগের অবসাদ অবস্থায়, যখন ভেদ বমনাদি বন্ধ হইয়া যায়, পরে হস্তপদ খিল্ ধরে এবং রোগী মৃতবৎ পড়িয়া থাকে,—প্রতিক্রিয়ার চিহ্নমাত্র প্রতীয়মান হয় না ; রোগীর মুখমণ্ডল রক্তহীন, ওষ্ঠদ্বয় নীলিমান্বিত, দেহ হিমবৎ শীতল, এমন কি নিশ্বাস পর্য্যন্ত অত্যন্ত শীতল, কিন্তু মস্তক উত্তপ্ত, নাড়ী প্রায় পাওয়া যায় না, সূত্রবৎ ক্ষীণ এবং অনবরত ব্যজন করিতে বলে ও গৃহ বাতায়নাদি খুলিয়া দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, সেই অবস্থায় ইহা সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় রোগীকে পুনর্জ্জীবিত করে। সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিময়দ্বার হইতেই ইহাদ্বারা শোণিত স্রাব ঘটে (সিঙ্কো: ফস্:)। কুইনিন অপব্যবহার জনিত পীড়াদিতে এবং কুইনিন্ দ্বারা প্রতিরুদ্ধগতি সবিরাম জ্বর, পারদ, লবণ ও লবণাক্ত মৎস্য মাংসাদি, পচা মৎস্য মাংস আহার ও অত্যন্ত উত্তাপ ভোগ জনিত রোগাদিতে (অ্যাণ্ট-ক্রুড) ইহা উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। লক্ষণানু-সারে নির্ব্বাচিত ঔষধ সকল পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ সত্ত্বেও রোগীর দেহে প্রতিক্রিয়ার অভাব হইলে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এস্থলে সংক্ষেপে প্রদত্ত

হইল,—অগ্নিমান্দ্য,—পাকাশয়ে আধ্মান, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বায়ুনিঃসরণান্তে উপশম। পাকাশয় মধ্যে জ্বালা, পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। পেট হইতে বুক পর্য্যন্ত সাঁটিয়া ধরে, তৎসহ উদরাধ্মান। চোঁয়া ঢেকুর বা পূতিগন্ধ উদ্গার; মুখে জল উঠে। ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পূতি প্রাপ্ত হয়। উদরাধ্মান জনিত অন্ত্রশূল। মলতারল্য, অজ্ঞাতসারে ভেদ; মল পূতিগন্ধবিশিষ্ট; মলত্যাগান্তে মলান্ত্রমধ্যে জ্বালা করে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ দেহ ঈষৎ কম্পান্বিত হইতে থাকে। সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গ; বক্ষমধ্যে হাজিয়া যাওয়া মত ব্যথা অনুভব; বক্ষমধ্যে জ্বালা সহ। বৃদ্ধদিগের হাঁপানী, প্রশ্বাস বায়ু শীতল, এবং রোগী পুনঃ পুনঃ ব্যজন করিতে বলে। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহের কুচিকিৎসার পর অত্যন্ত দুর্গন্ধ গয়ার উঠা। আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে গাঢ় হরিৎবর্ণ প্রদরস্রাব। গাত্রত্বকের কণ্ডুয়ন; পুরাতন ক্ষত সকল আরোগ্য হইতে চাহে না এবং জ্বলিতে থাকে, ও তাহা হইতে রস পড়িতে থাকে, পৃষ্ঠব্রণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মরণশক্তি-ক্ষীণতা; জড়বুদ্ধি। রাত্রিতে ভূতের ভয়। সকল বিষয়েই উদাসীনতা; অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও ক্রোধপ্রবণ। অন্ধকারে বড় ভয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—কিছু না ধরিলে দাঁড়াইতে বা বসিতে পারে না; মস্তক অবনত করিলে (বেল: নক্স: ; পল্‌সে: সল্‌ফ: ব্রাই: লাই: পেট্রোল:) বৃদ্ধি; উদরাধ্মান জনিত (ক্যালী কার্ব্ব.) শিরোঘূর্ণন; শিরোমধ্যে রক্তাধিক্য বশতঃ; মদিরাদি পানজনিত (অ্যাগার:) মাথাঘোরা। মাথা অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—যেন সীসক পরিপূর্ণ। মস্তকাভিমুখে শোণিত ধাবন, নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব। মূর্দ্ধাদেশে চাপবোধ এবং কেশ সকল স্পর্শ করিলে বেদনাযুক্ত বোধ। শিরোপশ্চাতে অতীব বেদনা। চুল উঠিয়া যায়। মাথায় টুপী থাকিলে অত্যন্ত ভার বোধ হয়, এবং টুপী খুলিয়া ফেলিলেও বোধ হয় যেন মস্তক বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যাসিড-নাই: ক্যাল্‌কে-ফস. গ্যাট কার্ব্ব.)।

নাসিকা।—দুই সপ্তাহ যাবৎ প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া রক্তস্রাব, রক্তস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বর্ণ হয় (মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইয়া উঠে=মিলিলোট্:)। নাসারন্ধ্র মধ্যে পুনঃ পুনঃ কণ্ডুয়ন; সুড়্‌সুড়ী সহ অনবরত হাঁচি।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল অত্যন্ত ফ্যাকাশে বা পাংশুবর্ণ; চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটরগত, নাসিকা উন্নত ও সূক্ষ্মাগ্র, শীতল ঘর্ম্মসিক্ত; মুখ শীতল, জিহ্বা শীতল ও সঙ্কুচিত। মুখের ও হনুর অস্থি সমূহে বেদনা।

মুখবিবর ও গলমধ্য।—দন্ত সকল শিথিলমূল; মাড়ী সকল দন্তমূল হইতে অপসৃত এবং যখন তখন মাড়ী হইতে শোণিত স্রাব। জিহ্বা শ্বেতাভ; পীত-কপিশ শ্লেষ্মাময় লেপাবৃত; সীসক-বর্ণ বা নীলবর্ণ, চটচটে ও সিক্ত; আবার কখনও শুষ্ক ফাটা ফাটা। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণারহিত (বেল্: নক্স-মস:)। গাঢ় আঠার ন্যায় অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব। গলমধ্য

সঙ্কুচিত বোধ হয় (বেল: হায়ো:)। গলমধ্যে অত্যন্ত শৈত্যানুভব (লরো: জ্বালা বোধ=আর্স; ক্যাম্ফা:)। গলমধ্যে কর্কশতা ও হাজা অনুভব।

পাকস্থলী।—রোগী যাহাতে অসুখ করিবে তাহাই খাইতে চাহে; বৃদ্ধ সুরাপায়ীগণ সুরাপানের স্পৃহা প্রকাশ করে। কোমরের কাপড় শ্লথ বা আল্‌গা করিয়া দেয় (লাই: নক্স:)। অগ্নিমান্দ্য; অতি লঘুপাক দ্রব্যাদিও পরিপাক হয় না; পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয় মধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু সঞ্চয়,—শয়নে বৃদ্ধি; পানাহারের পর বোধ হয় যেন পাকস্থলী ফাঁপিয়া যাইবে; অপরিমিত পানভোজন, বেলায় আহার ও ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি ভক্ষণজনিত পীড়াদি। উদ্গার উঠিলে ক্ষণিক উপশম হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার আধিক্য; মাংস ও চর্ব্বিযুক্ত বা মেদময় দ্রব্যাদিতে অনিচ্ছা (স্পৃহাযুক্ত=অ্যাসিড-নাই: নক্স:)। মুখে তিক্ত বা লবণাক্ত স্বাদ। ভক্ষ দ্রব্যাদি অত্যন্ত লবণাক্ত বোধ হয় (সিপীয়া:)। পূতিগন্ধ উদ্গার। আহারন্তে পাকাশয় পরিপূর্ণ বোধ (সিঙ্কো: লাই: শূন্য বোধ=ষ্ট্যাঙ্গিউই: সার্সা: আহারন্তে ক্ষুধা বোধ=ফস: ষ্ট্যাফ:) যকৃৎ আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনাযুক্ত যেন কেহ সবলে ধারণ করিয়াছে (লাই:)। স্তন্যদাত্রী জননীর বা ধাত্রীর বুকজ্বালা। আবদ্ধ বায়ু (Incarcerated flatus=লাই:)। উর্দ্ধমুখে শয়নকালে ও পাদচারণের সময় পাকাশয় মধ্যে অম্লত্ব অনুভব; পাকাশয় অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—যেন ঝুলিয়াছে (আগার: ইপিক: ষ্ট্যাফ ট্যাব:)। মুখে জল উঠে। আধ্মানবায়ু সঞ্চয় বশতঃ হাঁপানীর ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস। পাকাশয়ে খাল ধরার ন্যায় বেদনায় রোগী সম্মুখদিকে বক্র হইয়া পড়ে। পরিপাক ক্রিয়া অত্যন্ত বিলম্বে সম্পন্ন হয় সুতরাং ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পচিয়া যায়।

অন্ত্রাশয়।—উদরাধ্মান বশতঃ শূল বেদনা; অন্ত্রাশয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ; মূত্রস্থলী প্রদেশে বা উদরোর্দ্ধ প্রদেশের বামদিকে যন্ত্রণাধিক্য,—ঈষন্মাত্র আহার করিলে বৃদ্ধি হয়; বায়ুত্যাগ হইলে বা কঠিন মল নির্গত হইলে উপশম বোধ হয়। আধ্মান বশতঃ উদর মধ্যে হুড়্‌হুড় শব্দ। দুর্গন্ধময় বা গন্ধহীন উদ্গার। উদর বেদনাযুক্ত,—যেন ভারদ্রব্য উত্তোলন জনিত; বহুল পরিমাণে দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত হয়।

সরল বা মলান্ত্র ও মল।—অজ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত দুর্গন্ধ মলত্যাগ, ও তৎপরে জ্বালা; কোমল মল অতি কষ্টে নির্গত হয় (অ্যালীউ: হিপার:)। মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত কঠিন, আঠাবৎ ও স্বল্প পরিমাণ। অর্শ,—স্পর্শাসহ, কণ্ডুয়নশীল ও রসস্রাবী; বলি বহির্গত হইয়া পড়ে, নীলিমাযুক্ত; পূযজননপ্রবণ ও দুর্গন্ধযুক্ত; জ্বালাযুক্ত; মলান্ত্রমধ্যে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা। মলত্যাগের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মলান্ত্র মধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা অনুভব; কণ্ডুয়ন,—যেন কৃমি হইয়াছে বোধ। উদরাময়,—কঠিন বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের পর; দেহের অত্যন্ত উষ্ণাবস্থায় কুল্পী বরফ বা বরফজল সেবন দ্বারা পাকাশয়ে শৈত্য জন্মিয়া উদরাময়; কিম্বা পচা মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণজনিত উদরাময়; মল কপিশবর্ণ, জলবৎ ও চটচটে; ক্ষয়রোগ-গ্রস্ত বা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পীড়া।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কর্ণমূল সঞ্চালিত হইয়া গিয়া অণ্ডকোষ স্ফীতি (পল্‌সে:)।

অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন,—কোন সুখানুভব হয় না। মলত্যাগকালে প্রষ্টেটিক গ্রন্থি হইতে রসস্রাব (ইস্কীউ: অ্যালীউ: কষ্টি: অ্যানাক: হিপ: ন্যাট-কার্ব্ব: অ্যাসিড-ফস: সেলিন্: সিপী: সিলিশীয়া: সল্‌ফ: থুযা:)। মুষ্কের পার্শ্বস্থিত উরুদেশে স্বেদ স্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র প্রকাশ হয় ও অপর্য্যাপ্ত স্রাবশীল; শোণিত গাঢ়, কষায় গুণবিশিষ্ট এবং তীব্র গন্ধযুক্ত (অ্যমন্-কার্ব্ব: ন্যাট-সল্‌ফ: সল্‌ফ: অত্যন্ত বিলম্বিত, অতি অল্প স্রাবশীল, কষায়গুণযুক্ত, উরুদেশের ত্বকক্ষয়করেক = ক্যালীক-কার্ব্ব: সার্স; সল্‌ফ:)। প্রদর,—প্রাতঃকালে স্রাবশীল, স্রাব অত্যন্ত কষায়, যোনি পথ ক্ষয়িতত্বক্ হইয়া থাকে (আর্স: কোণা: ক্রিয়ো: প্রাতে স্রাবশীল = বোভি: সিপী: কার্ব্বো-অ্যানিম্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যাকালে (কার্ব্বো-আন্: ফস্:), বৃদ্ধি = জলীয় সান্ধ্য বায়ুতেও উষ্ণ সরস বায়ুতে; উচ্চৈঃস্বরে গান বা পাঠকালে স্বরলোপ (Aphonia); (প্রাতে বৃদ্ধি = কষ্টি: ইউপেট:); দীর্ঘকালস্থায়ী। হিক্কা সহ ক্ষুদ্র আক্ষেপিক কাসি (ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন সহ = ডিজি: ফেরাম: হ্রাস)। কেবলমাত্র প্রাতে গয়ার নির্গত হয়, উত্থিত শ্লেষ্মা হরিদ্বর্ণ, দুর্গন্ধ পূযবৎ (সাইলিশী: ষ্ট্যান্:)। শোণিতলাঞ্ছিত গয়ার এবং বক্ষমধ্যে অঙ্গার স্পৃষ্টবৎ জ্বালা সহযুক্ত কাসি। আহার ও পান অন্তে বা কথা কহিলে কাসির বৃদ্ধি (এক ঢোক ঠাণ্ডা জল পান করিলে উপশম = কষ্টি: কিউপ্রাম: ঠাণ্ডা জল পানান্তে বৃদ্ধি = অ্যাসিড-সল্‌ফ: ডিজি: ভেরেট: অ্যামন-মিঃ সিলিশীয়া; স্কীলা: কোনরূপ পানীয় পানান্তে কাসি = আর্স: ব্রাই: ড্রোসে: ল্যাকে: সিঙ্কো: মিফাই-পিউটো: আহারান্তে কাসি অ্যানাক্: রেল্: ব্রাই: ক্যাম্: সিঙ্কো: ডিজি: নক্স-মস: ওপী: কথা কহিলে = অ্যানাক্: কষ্টি: ল্যাকে: ম্যাঙ্গে: মিফাই: মার্ক: ফস্: ষ্ট্যান্: ব্যারাই অ্যাসিড-মিউ: ন্যাট-মি:)। বক্ষ ও বায়ুনলীভুজমধ্যে শ্লেষ্মার শব্দ বা ঘড়্ঘড়্ সাঁই সাঁই শব্দ (ইপিক্: অ্যান্টি-টার্ট: ন্যাট্-মিউ:)। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যগত প্রদেশে সূচিবেধবৎ অনুভব। রোগী অনবরত নির্ম্মল বায়ু জন্য লালায়িত হয় এবং দ্রুত ব্যজন করিতে বলে (ধীরে ও দূর হইতে ব্যজন করিতে বলে = ল্যাকে:)। ফুস্‌ফুস প্রদাহের (pneumonia) সাজ্ঘাতিক অবস্থায়, যখন অ্যান্টি-টার্ট: প্রয়োগেও রোগী তাহার ফুস্‌ফুস্ মধ্যস্থিত অপর্য্যাপ্ত তরল শ্লেষ্মা উত্থিত করিতে সক্ষম হইতেছে না এবং রোগীর দেহ নীলিমাবর্ণ ধারণ করে ও ফুসফুসের পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম হইবে তখন কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

প্রত্যঙ্গাদি।—পশ্চাৎ কটীদেশে ভয়ঙ্কর তীব্র বেদনা বশতঃ রোগিনী উপবেশন করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে; তাহার বোধ হয় যেন কোমর মধ্যে কীলকাবদ্ধ রহিয়াছে এবং কোমরের নীচে বালিস না দিয়া শুইতে পারে না। কফোনী বা কনুই (Elbow) অত্যন্ত বেদনাযুক্ত,—যেন মুচ্‌ড়াইয়া গিয়াছে (যেন সন্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে = ব্রাই: রীউটা:)। নিম্ন বাহুতে ও মণিবন্ধে সঙ্কোচন বা উৎপাটনবৎ বেদনানুভব। হস্তপদাদির শৈত্যাতিশয্য বশতঃ রাত্রিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং জানুদেশ এত ঠাণ্ডা হইয়া যায় যে, তজ্জন্য অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় (এপীস্; ড্যাফ্‌নী; মার্ক: র‍্যাফেনাস; উরুদেশ শীতল বোধ = মার্ক: নক্স; পদাঙ্গুলি ঠাণ্ডা = অ্যাকো: সল্‌ফ:)। প্রত্যঙ্গাদি ভারবিশিষ্ট, আড়ষ্ট ও অসাড় বোধ হয়। পদতলে

খাল্ ধরে (ক্যাল্কে অষ্ট্: সিকেল্: সল্ফ:)। চরণ অসাড় (আর্ণি: ল্যাকে: নক্স ; পল্‌সে:) এবং ঘর্ম্মযুক্ত (ক্যাল্কে: ল্যাকে: লাই: মার্ক্: অ্যাসিড-নাই: সল্ফ:)।

ত্বক।—কণ্ডুয়ন,—বৃদ্ধি=সন্ধ্যার পর শয্যার উত্তাপে দেহ উষ্ণ হইলে। বার্দ্ধক্য-সুলভ পূতিজননপ্রবণতা (Tendency to Gangrene),—পদাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হয় ; শয্যাক্ষত (আর্ণি: হাইপির্: পাইরোজেন:) ; সহজে শোণিত পাত হয় (ফস্:)। দেহের ক্ষীণতা বশতঃ ইন্দ্রলুপ্ত বা চুল উঠা। দুরারোগ্য জ্বালাযুক্ত ক্ষত। দুর্গন্ধময় ও রসবৎ পূযস্রাব। শিরাস্ফীতি জনিত ক্ষতাদি। বিষাক্ত স্ফোটক (Carbuncles=আর্স: অ্যান্থ্রাক্সিন্:)।

জ্বর।—শীতাবস্থায় প্রায় তৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকে,—সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে শীতাবির্ভাব হয় এবং সময়ে সময়ে শীত বামপার্শ্বগত হইয়া থাকে (কষ্টি: ল্যাকে: লাইকো: হ্রাস ; থুযা ; দক্ষিণ পার্শ্বগত=ব্রাই: প্যারিস)। শীতাবস্থায় দেহ হিমবৎ শীতল। উত্তাপ জ্বালাময়,—সন্ধ্যাকালে এবং তৃষ্ণারহিত। বিলেপীজ্বর (Hectic)। উত্তাপ ও ঘর্ম্ম বিমিশ্রিত। রাত্রি স্বেদ বা প্রাতঃ স্বেদ,—অত্যন্ত অবসাদজনক। সামান্য আয়াসেই ঘর্ম্ম হয়,—বিশেষতঃ মস্তকে ও মুখমণ্ডলে। স্বেদ অপর্য্যাপ্ত, দুর্গন্ধ বা অম্লগন্ধযুক্ত।

সম্বন্ধ।—**অনুপূরক**—ক্যালী-কার্ব: ফস্‌ফোরাস্: চায়না: ড্রসেরা।

দোষঘ্ন।—আর্স, ক্যাম্ফ, কফিয়া, ল্যাকেসিস্, ডল্‌কা, ফেরম।

তুলনীয়।—লাইকোপডিয়ম, কার্ব্বো-অ্যানিমালিস, ল্যাকে, সিকেলি, নক্স-ভ, সিপিয়া, হ্রাস-টক্স: রিউমেক্স: গ্রাফাইটীস এবং র‍্যাফেনস্।

সদৃশ।—তুচ্ছীকৃত এবং প্রাচীন সুরাপায়ীদিগের ফুস্‌ফুস্ প্রদাহে সিঙ্কোনা ও প্লাম্বাম ; সরল শ্লেষ্মা তুলিবার ক্ষমতার অভাবে ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে অ্যান্টিম্-টার্টের পরে কার্ব্বো-ভেজি, আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। সামান্য কারণে শোণিতস্রাবশীল ক্ষতাদিতে কার্ব্বো-ভেজির পরে ফস্‌ফোরাস্ ব্যবহার্য্য এবং তীব্রগন্ধ আর্ত্তবাস্রাব থাকিলে সল্‌ফার। পচা মৎস্যাদি ভক্ষণজনিত পীড়াদিতে সিঙ্কোনা, ল্যাকেসিস্, মার্কিউরীয়াস্, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিসের সদৃশ।

বৃদ্ধি।—পনীর, মেদময় মাংসাদি ও পচা মৎস্য প্রভৃতি ভক্ষণে ; কুইনিন্, সিঙ্কোনা ও পারদের অপব্যবহারে ; উচ্চৈঃস্বরে গান, পাঠ বা বক্তৃতা কালে, উষ্ণ অথচ জলীয় বায়ুতে।

উপশম।—উদ্গারান্তে, দ্রুত ব্যজন করিলে ও নির্ম্মল বায়ু সেবনান্তে।

শক্তি।—১২শ হইতে ২০০ শততমিক শক্তি পর্য্যন্ত। পাকস্থলীর স্থানিক পীড়ার নিম্নতম ক্রম ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৬০ দিন।

কার্ব্বোনীয়াম হাইড্রোজেনিসেটাম

(CARBONEUM HYDROGENISATUM).

প্রস্তুতি।—সুরাসারে ইহার আবক ব তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ :—সংন্যাস ; চক্ষুতে আক্ষেপ ; ধনুষ্টঙ্কার ; হুপিং-কাস।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরোঘুর্ণনসহ কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার ভ্রমশ্রুতি (Auditory vertigo), অপস্মার বা মৃগী, ধনুষ্টঙ্কার এবং বিসূচিকার ন্যায় মলমূত্রাদি লক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহা মানব দেহে প্রবিষ্ট হইলে অচেতন ও অত্যন্ত অবসাদ আনয়ন করে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আক্ষেপযুক্ত করে।

লক্ষণাবলী।

মন।—সকল বিষয়ে অত্যন্ত সন্তোষভাব এবং জীবন অত্যন্ত সুখময় ও উন্নত বলিয়া মনে করে। প্রশ্ন করিলে ধীরে ধীরে অথচ যথোপযুক্ত ভাবে উত্তর দেয় (ধীরে ধীরে উত্তর দেয়=হেলিবো: মার্ক: ফস্: অ্যাসিড-ফস্ ;—সংবদ্ধ উত্তর দেয়=আর্ণি: অ্যাসিড-ফস্: দ্রুত উত্তর দেয়=অ্যাক্টীয়া ; সিনা ; হ্রাস)। সম্পূর্ণ অচৈতন্য : প্রগাঢ় মোহ।

মস্তক।—অত্যন্ত শিরোঘূর্ণন। ললাটদেশে ও চক্ষুদ্বয়মধ্যগত প্রদেশে অসহ্য যন্ত্রণা। শিরোঘুর্ণন, গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে প্রশমিত হয়।

চক্ষু।—কোটর প্রবিষ্ট। অর্দ্ধ মুদ্রিত। এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে চক্ষু ঘুরিতে থাকে। তারকা বিস্ফারিত বা সঙ্কুচিত এবং দৃষ্টিহীন ; বোধ হয় যেন দৃষ্টিপথে কালবর্ণ পদার্থ নড়িতেছে। চক্ষুর একদৃষ্টি।

মুখমণ্ডল।—কর্ণমধ্যে ভোঁভোঁ সোঁ সোঁ শব্দ। মুখমণ্ডল হয় গাঢ় রক্তিম কিম্বা ঘোলা, নীলবর্ণ, রক্তহীন, কোটরপ্রবিষ্ট এবং অক্ষিপুট ও ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ। বিকৃত মুখভঙ্গী। হনুদ্বয় দৃঢ় সংবদ্ধ বা চোয়াল আটকান (Trismus)। মুখ হইতে ফেনা ; কখন কখন রক্তাক্ত ফেনা, নির্গলিত হয় (ফেনা=অ্যাগ: বেল: ক্যাম্ফো. সাইকীউ: কিউপ্রাম: হায়ো লরো: ষ্ট্র্যাম্: ভেরেট: ,—রক্তাক্ত ফেনা=সিকেল্: ষ্ট্র্যাম্:)।

মল।—পাতলা, চালসিদ্ধ-জলবৎ। মল ও মূত্র অসাড়ে নির্গত হয়। পুনঃ পুনঃ পাতলা মল এবং গাঢ় রক্ত ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত বাহ্যে হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—ফুস্ফুসের তলদেশে শ্লেষ্মাবুদ্বুদ স্ফোটনের শব্দ শ্রুত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষমধ্য ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়। ফুস ফুস্ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য। বক্ষঃস্থলে চাপবোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদি অসাড়। হস্তপদাদি হঠাৎ বিস্তৃত (Stretched) হইয়া যায় এবং কম্পিত হইতে থাকে। হঠাৎ নিম্নার্দ্ধ বাহু মুড়িয়া উর্দ্ধার্দ্ধের উপর আসিয়া পড়ে এবং

বলপ্রয়োগ না করিলে আর প্রসারিত করা যায় না। গাত্রত্বক্ শ্বেত ও শিরা সকল কালবর্ণ প্রতীয়মান হয়। হস্তপদাদির নিম্নাংশ বরফের মত শীতল। দেহ চটচটে এবং অপর্য্যাপ্ত স্বেদসিক্ত হয়। বড় বড় ঘর্ম্ম বিন্দু সকল দেহের নানা স্থানে, বিশেষতঃ মস্তকে, উদ্গত হয়।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**— ক্লোরফ: ইথার: অ্যামিল-নাইট।

সদৃশ।—সাইকীউটা: সিকেল: ষ্ট্রাম্।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

কার্ব্বোনীয়াম্ অক্সিজেনিসেটাম্

(CARBONEUM OXYGENISATUM).

প্রস্তুতি।—জলে দ্রবণীয় আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—খালধরা ; শিরঃপীড়া ; দদ্রুবৎ বিসর্প ; পক্ষাঘাত ; গৃধ্রসী ; হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান।

উপযোগিতা ও অভ্যাস।—হনুষ্টঙ্কার অপস্মার বা মৃগী প্রভৃতি আক্ষেপিক রোগই ইহার উৎকৃষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্র। শৈত্য, নিদ্রালুতা ও অচৈতন্য প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াফল। গাত্রত্বকের উপরেও ইহার ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় ; গোলাকার বিসর্প (Herpes Zoster বা Shingles) এবং পোড়া নারাঙ্গাও (Pemphigus) ইহাদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগী সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্পষ্ট শব্দ করে। মোহ প্রাপ্তবৎ হয়। চিত্ত চাঞ্চল্য এবং বায়ু সেবন জন্য লালায়িত অথচ উত্থানশক্তি রহিত।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বৃত্তাকারে ঘুরিবার ইচ্ছা। শিরোঘূর্ণন। নিয়ত অবিরাম শিরোবেদনা, অতিশয় বেদনা ; ললাট ও রগে দপ্দপকারী বেদনা।

চক্ষু।—দৃষ্টি স্থির ও চেতনা রহিত। অর্দ্ধ উন্মীলিত (ক্যামো: ইপিক:) ও এক দৃষ্টি। শিরোঘূর্ণন সহ অস্পষ্ট দৃষ্টি,—দৃষ্টিপথস্থিত দ্রব্যাদি যেন কম্পিত হইতে থাকে।

কর্ণ।—টিং টিং শব্দ ও নানা প্রকার ভ্রমশ্রুতি। কর্ণমধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য জনক ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ শব্দ।

মুখ।—রক্তহীন এবং স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়। আরক্তিম ও স্ফীত। হনুস্তম্ভ জিহ্বা অসাড়। রাত্রে ভোজনান্তে মুখ মধ্যে এত চটচটে শ্লেষ্মা জন্মায় যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে গেলে তাহা ওষ্ঠে লাগিয়া থাকে। সকল দ্রব্যই বিস্বাদযুক্ত হয়।

পাকাশয়াদি।—কণামাত্র খাইলেই বমন হয় (আর্স:)। প্রস্রাবে শর্করা থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলী-ভুজমধ্য (*Bronchi*) হইতে রক্তাক্ত শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। সশব্দ শ্বাসপ্রশ্বাস,—ঘড়্ ঘড়্ সাঁই সাঁই শব্দ হয়। কোন রূপ পরিশ্রমান্তে ভয়ানক হৃদ্স্পন্দন। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতি ও ক্ষীণ।

প্রত্যঙ্গাদি।—বোধ হয় যেন হস্তপদাদি নিদ্রা যাইতেছে এবং নাড়া চাড়া যায় না। সন্ধি সকল আড়ষ্ট বোধ ও হস্তপদাদি আক্ষেপযুক্ত অর্থাৎ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়। হস্ত-পদাদিতে বেদনা ও তৎপরবর্ত্তী পক্ষাঘাত। পদদ্বয় এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে দেহের ভার বহন করিতে পারে না।

ত্বক।—গাত্র ত্বকের স্পর্শজ্ঞান শক্তি-রাহিত্য, কিন্তু উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা ঈষন্মাত্র স্পর্শ করিলেই ঐ শক্তি পুনরাবির্ভূত হয়। সমগ্র দেহের ত্বকই নীলিমা বা নীল দাগযুক্ত বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং হস্তে পশ্চাংশ। গাত্রত্বকের স্থিতিস্থাপকতা রাহিত্য ঘটে (সিঙ্কো: আয়োড: সিকেল্: ভেরেট:),—সুতরাং দেহের কোন অংশের মাংস চিমটাইয়া উঠাইবার পর ছাড়িয়া দিলে অনেকক্ষণ যাবৎ উচ্চ হইয়া থাকে এবং ধীরে ধীরে মিলাইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। শিরা বাহিয়া রসগুটিকা বাহির হয়, (ক্যান্থারিস·); কটিবন্ধ বা গোলাকার বিশিষ্ট বিসর্পিকা পোড়া নারাঙ্গা (তরুণাবস্থায়=হ্রাস-টাক্স: পুরাতন হইলে=আর্স. উপদংশের দোষ বশতঃ উৎপত্তি হইলে=মার্ক-করো:,—ছোট বড় সকল রকম ফোস্কাই উদ্গত হয়। হস্তদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল।

নিদ্রা।—গভীর নিদ্রা।

সর্ব্বাঙ্গিন।—চৈতন্যসহ আক্ষেপ (ইপিক্: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-মিউ:—অচৈতন্য সহ=বেল্: সাইকী: কিউপ্রাম্; হায়ো: ইগ্নে: ইপিক্: ল্যাকে: ওপী: ষ্ট্যান্: ষ্ট্র্যাম্: ভেরেট:)। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর আক্ষেপাবির্ভাব, অচৈতন্য ও বাক্‌রাহিত্য (কিউপ্: প্ল্যাট) সহ মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট অর্থাৎ বহিরায়াম আক্ষেপ (Opisthotonos=অ্যাঙ্গাস্: বেল্: ক্যাম্: সাইকী: কিউপ্রাম্: ইগ: ইপিক্: নক্স: ষ্ট্যান্: ষ্ট্র্যাম্: ওপী হ্রাস্),—বাহুদ্বয় আড়ষ্ট ও প্রসারিত (অ্যাঙ্গাস: ব্রাই: ক্যাম্ফো: ইপিক্: মস্ক্: ওপী: প্ল্যাট: সিকেল্: ষ্ট্র্যাম্:); মৃগীবৎ আক্ষেপ=বেল্: কষ্টি· ক্যাম: সাইকী: ইগ্নে: নক্স; প্ল্যাটঃ); রোগীকে স্পর্শ করিলে (অ্যাঙ্গাস: বেল্ ককীউ: ষ্ট্যাম্:) বা তাহার কথা বলিলে আক্ষেপ পুনরাবির্ভূত হয় (অ্যামন্-কার্ব: আর্স: ভেরেট:) যদিও রোগী সে সময় স্থিরভাবে ও বাহ্যতঃ অচেতনাবস্থাগত এইরূপ বোধ হয়। সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ।

সম্বন্ধ।—*সদৃশ*—বেল্: ক্যাম্ফ; সাইকীউটা; সিকেল্: হায়োসা: ষ্ট্র্যাম: আর্স:।

তুলনীয়।—কার্ব্বো—হাইড্রো।

শক্তি।—প্রথম হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম।

কার্ব্বোনীয়াম সলফিউরেটাম

(CARBONEUM SULPHURATUM).

সমসংজ্ঞা।—অ্যাল্‌কোহল সলফিউরিস্।

প্রস্তুতি।—আরক; সুরাসারে দ্রবণীয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; ক্ষীণ-দৃষ্টি; রক্তাল্পতা; সংন্যাস; দাহ; গ্রন্থির স্ফীতি; গলগণ্ড; বাত; বুকজ্বালা; অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত; অন্ত্রবৃদ্ধি বা চ্যুতি, দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; নানাবিধ চর্ম্মরোগ; কচ্ছু; যকৃতের পীড়া; স্মৃতিশক্তির লোপ; কর্ণনাদ পীড়া; মস্তক মধ্যে নানাপ্রকার শব্দ অনুভব; বর্দ্ধনশীল পৈশিক শুষ্কতা; আমবাত; কটীবাত; পরে ঝিন্‌ঝিনে বাত; ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়ু প্রান্তে প্রদাহ (Peripheral Neuritis—অর্থাৎ স্নায়ু সকলের শেষভাগ প্রদাহযুক্ত হইলে) এবং চক্ষুর লক্ষণ সকলই অতীব প্রয়োজনীয়। শ্রবণশক্তিজনক-স্নায়ু-প্রান্তের-প্রদাহ বশতঃ শিরোঘূর্ণন সহ কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার ভ্রমশ্রুতি জন্মিয়া থাকে এবং দর্শন স্নায়ুর প্রান্তভাগের প্রদাহ বশতঃ নানাপ্রকার ভ্রমদর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুক্রিয়া বিকৃতি বশতঃ ধ্বজভঙ্গতা, হস্তপদাদির সংবেদ বা স্পর্শ শক্তি লোপ, গৃধ্রসী বা কটিস্নায়ুশূল প্রভৃতিও ইহা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—ক্ষীণস্মৃতি,—কি কথা বলিতে হইবে স্থির করিতে পারে না। অত্যন্ত বাচালতা। অত্যন্ত অন্যমনস্ক, এবং অধীত বিষয় সহজে বুঝিতে পারে না। নানাপ্রকার ভ্রমদর্শন (ক্যাম্ফো: ডিজি: হায়ো: ষ্ট্রাম: লুপীউলাস্; ও ভ্রমশ্রুতি সংঘটিত হইয়া থাকে। চিত্ত অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। যাহা সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খুঁজিয়া অস্থির। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার সম্মুখে একটা গহ্বর রহিয়াছে এবং সে তাহাতে পড়িয়া যাইবে।

মস্তক।—উপবেশনকালে পুনঃ পুনঃ শিরোঘূর্ণন (অ্যামন-কার্ব্ব: ক্রোটন: ইউয়োন্: হেরাক্লী: ল্যাকে: মার্ক: পল্‌সে: রীউটা: ষ্টান্: অ্যাসিড-সল্‌ফ: ভায়োলা-ওডো:)। শিরোবেদনা—যেন মস্তকে টুপী আঁটিয়া রহিয়াছে (যেন মস্তক দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে—ইথীউসা: লোবে: মার্ক: সল্‌ফ:)।

কর্ণ।—রাত্রিতে বাম কর্ণমধ্যে তীব্র সঙ্কোচন ও সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা (বেল: ক্যামো: নাইট্রাম: অ্যাসিড-নাই: নক্স: পল্‌সে: ষ্টাফ:)। বহুকালের কর্ণনাদ=ক্যালী-হাইড্রী:। কর্ণমধ্যে খন্ খন্ ঠন্ ঠন্ শব্দ, বধিরতা ও তৎসহ শিরোঘূর্ণন, বোধ হয় যেন শ্রবণ পথ রুদ্ধ রহিয়াছে (মাট-স্যালিসাই: সিঙ্কো: চিনিন্-সল্‌ফ: থিরিডীয়ন্:)।

চক্ষু।—কোটরগত ও চতুর্দ্দিকে পাংশুবর্ণ দাগ। অক্ষিপুট স্পন্দন আ্যাগার; ক্যাল্কে: র‍্যাটান্: ওলীয়ান্-আন্: ন্যাট-সল্ফ:) সকল বস্তুই তিমিরাবৃত বোধ হয় (বেল: ক্যাল্কে: সাইক্লে: ইউয়োম্: মার্ক: প্ল্যাম: চক্ষু অঙ্গুলিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে ঐ ভাব তিরোহিত হয়=ক্রোক: প্লাম: পল্সে:)। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস। বর্ণভ্রম (বেনজিন্-ডাইনাট্রফ:—সকল বস্তুই লাল দেখায় —কেণা: বেল: পীতবর্ণ দেখায়=ক্যান্থা: স্যাণ্টো: ডিজি: হরিদ্বর্ণ দেখায়=ডিজি: নীলবর্ণ— ষ্ট্যান্: পাঠকালে অক্ষর লাল দেখায়=ফস:)। রেটিনা বা চক্ষুর চিত্রপত্রের কৈশিক শিরা সকল (Retinaj Veins) শোণিতপূর্ণ ও স্ফীত প্রতীয়মান হয়। প্রাতে ক্ষৌরকার্য্যের পর গণ্ডদেশে ও নাসিকোপরে লাল ব্রণবৎ উদ্ভেদ উদ্গত হয়,—অত্যধিক সুরাপায়ীদিগের নাসিকোপরে যেরূপ ব্রণ উঠিয়া থাকে (আ্যান্টিম্-ক্রুড)।

উদর।—উচ্চ শব্দ সহকারে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু উদ্গাররূপে ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বাতকর্ম্মাকারে নির্গত হয় (অ্যাসিড-কার্ব্ব: কার্ব্বো-ভেজি:)। বায়ু নির্গমে উপশম (কার্ব্বো-ভেজি: আর্জেণ্ট-নাই: নক্স মস্:)। তলপেট মুচড়ানবৎ বেদনা এবং কুলকুল হুড়হুড় শব্দ,—যেন পাতলা মল নির্গত হইবে। উদর ভার ও আধ্মানযুক্ত।

মল।—কুন্থনসহ মণ্ডবৎ থলথলে মল; মলত্যাগান্তে দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কম্পান্বিত অনুভূত হয়; থলথলে মলের সহিত সময়ে সময়ে শোণিত মিশ্রিত থাকে। বাহ্যের বেগ বশতঃ প্রত্যূষে ৫॥০ সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং বহুল পরিমাণে পাতলা পীতাভ মল নির্গত হয় এবং মলদ্বারে অম্লাক্ত পদার্থ লাগার ন্যায় জ্বালা করে।

মূত্র ও জননেন্দ্রিয়।—প্রস্রাবকালে জ্বালা করে (আর্স: ক্যাল্কে: কাম্ফো: কানাব: ক্যান্থা: ক্যাপ্স: কষ্টি: কোল্চি ডিজি: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাকে: মার্ক: ন্যাট-কার্ব্ব: ন্যাট সল্ফ: অ্যাসিড নাই: নক্স: ওলী-অ্যান্: ফস্: অ্যাসিড-কস্: স্যাবাড: সার্স: সেনেগা; ষ্ট্যাফ: সাল্ফ: থুযা: ভেরেট: জিঙ্ক:)। লিঙ্গোদ্গম ও রমণেচ্ছার সম্পূর্ণ অভাব; সঙ্গমাক্ষমতা (ক্যালেড়: কোণা: গ্র্যাফ: ক্যালী-কার্ব্বো লাই: অ্যাসিড-নাই: সেলিন্.) তৎসহপূর্ণ ক্লৈব্য,— অণ্ডকোষের শুষ্কতা (অ্যাণ্ট-ক্রুড ক্যাপস: ক্যালী-হাইড্রী:)। বাম অণ্ডকোষ ও শুক্রোৎপাদক নাড়ী স্ফীত ও নমনীয়। রাত্রিতে প্রায়ই লিঙ্গোদ্গমসহ রেতঃস্খলন হয় (ডিজিটেলিন্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—নিরন্তর কোমল বেদনা (কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: গ্র্যাফ: লাই: মিনী: পল্সে: হ্রডো: হ্রাস-টক্স: হ্রাস-র‍্যাড:)। বাম উরুতে প্রদাহযুক্ত গৃধ্রসী বা কটীস্নায়ুশূল (Sciatica)—ঠাণ্ডা জনিত, রোগী আদৌ চলিতে পারে না। চিড়িক মারার ন্যায়, সূচিবেধবৎ বা ছিন্নকরণবৎ ও স্থানপরিবর্ত্তনশীল বেদনা,—নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর আবির্ভূত হয় (দক্ষিণ পার্শ্ব-গত=কলোসিন্থ: লাই: স্যাফেলীয়াম্ বামপার্শ্বগত=আর্স: সল্ফ আর্স-সল্ফি-রুব্রাম্)। বিদ্যুৎ গতির ন্যায় শূলবেদনা, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রসারিত হয় (ম্যাগফস্:)। নিম্নাঙ্গের বিশেষতঃ উরুদেশে ও জানুতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিলে বাতবেদনা,—আক্রান্ত অংশের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে তীব্র ও অসহ্য বেদনা অনুভূত হয়, আক্রান্ত পদ আরক্তিম ও স্ফীত হয়,—অঙ্গুলি

সকল স্ফীত, এবং আড়ষ্ট। যকৃৎ বিকৃতি বশতঃ পদদ্বয় শোথযুক্ত (এপীস: কার্ডীউ-মেরী:) স্কন্ধদেশ হইতে কনুই পর্য্যন্ত সূচিবেধবৎ বেদনা,—মধ্য রাত্রিতে এবং জলীয় ও ঠাণ্ডা বায়ুতে বৃদ্ধি হয়।

নিদ্রা।—সমস্ত দিবস নিদ্রালুতা ও রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় ছটফট করে। শয্যায় গড়াগড়ি দেয়। অসম্বদ্ধ বা ভগ্ন স্বপ্ন; অনিদ্রা; চমকাইয়া উঠে,—যেন ভয় পাইয়াছে; দিবসে আলস্য ও উদ্যম রহিত।

জ্বর।—অতীব্র শিরোবেদনাসহ সমগ্র দেহ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তৎপরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ এবং তৎপরে নিদ্রা। শৈত্যবোধ ও তৎপরেই গাত্র জ্বালা। পদদ্বয় ঠাণ্ডা ও ঊর্দ্ধাঙ্গ ঈষদুষ্ণ। মুখমণ্ডল ও হস্তপদাদি ঠাণ্ডা। চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে (কষ্টি: ল্যাক্টাউকা: ম্যাগী-কার্ব্ব: ন্যাট-কার্ব্ব: ওলিয়ান্: ফস্: ষ্ট্রাম্: সল্ফ: শিশু বিলম্বে চলিতে শিক্ষা করে = ক্যাল্কে: কষ্টি: সল্ফ:); অন্ধকারে অধিক।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—এপীস্: আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: ন্যাট-ম্যালি: সাইলিশী: বেন্জিনাম্।

তুলনীয়।—কষ্টিক, ন্যাট্রাম, চায়না (কর্ণরোগে); কার্ব্ব-ভেজি (আধ্মানে); সল্ফর (উদরের স্পর্শানুভব), আনাকার্ড (শব্দ শ্রবণ); ক্যালি-বাই, সাইলি, সলফ (গলমধ্যে কেশ আছে অনুভব)।

শক্তি।—১ম হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম।

কার্ডীউয়াস্ বেনিডিক্টাস্

(CARDUUS BENEDICTUS).

প্রস্তুতি।—পুষ্পিত গাছড়া হইতে আরক প্রস্তুত করা হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অন্ধত্ব; অতিসার চক্ষুর পীড়া; জ্বর; শিরঃপীড়া; সন্ধিমধ্যে শব্দ; অন্ননলীর সঙ্কোচন; শিরাস্ফীতি; দৃষ্টিবিভ্রম।

উপযোগিতা ও আভাস।—চক্ষুর আকুঞ্চন প্রসারণ, দৃষ্টি বিকৃতি, দৃষ্টি লক্ষণে অন্ধকারাবির্ভাব ইত্যাদি। ইহাদ্বারা নানাবিধ চক্ষু সম্বন্ধীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা, হস্তে ঘর্ম্ম হওয়ার পরে জ্বালা এবং বাহুদ্বয়ের চালনান্তে তন্মধ্যে জ্বালা; জৃম্ভন, হিক্কা, উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, বমন ও উদরাময়; স্বরভঙ্গসহ বায়ুনলী মধ্যে বেদনা ও আকুঞ্চন অনুভব; নাসিকা মধ্যে গৃহীত বায়ু শীতল বোধ; গণ্ডাভ্যন্তর যেন সঙ্কুচিত হইয়াছে;

কণ্ডার বা পেশীর অগ্রভাগ সকল টান ; সন্ধিমধ্যে ব্যথা ও মটমট শব্দ ; শিরাস্ফীতি ; গাত্রের স্থানে স্থানে লাল ও পীতবর্ণ দাগ ইত্যাদি কয়েকটী ইহার পরিচায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—উদ্বেগ, ভীতি, শব্দমাত্র শ্রবণে চম্‌কাইয়া উঠে (বেল্: বোর্: ইগ: হীউরা ; ক্যালী-আয়োড ; ম্যাগ-মিউ: নক্স: থিরিড: মিডহ্বাইন: নক্স-মস্: সাইলি: জিঙ্ক:)। থাকিয়া থাকিয়া ঘামে নাইয়া উঠে।

মস্তক।—মাথা তুলিলে মাথা ঘোরে (আর্ণি: সিঙ্কো: কলো: মার্ক:) ; হেঁট হইলে মাথা ঘোরা বাড়ে (বেল্: অ্যানাক্ ব্রাই: নক্স ; লাই: পেট্রোল: পল্‌সে: সল্‌ফ:)। মস্তক ও হস্তপদাদি ভারযুক্ত বোধ হয় (মস্তক = অ্যাকো: আর্ণি: কার্ব্বো-ভে: ডাল্‌ক্যা: হেলিবো: ল্যাকে: ন্যাট-মি: ওলিয়ান্: ফেল্যান্: ষ্টান্, হস্তপদাদি = অ্যানার্: অ্যাম্ব্রা: মার্ক: ন্যাট কার্ব্ব: হ্রাস: ষ্টান্: ফের অ্যাসেট্: সল্‌ফ), = যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়াছে ; জ্বরের সময় অধিক।

চক্ষু।—অক্ষিপুট স্পন্দন (অ্যাগার: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বন্-সল্‌ফ: র‍্যাটান: ওলী-অ্যান্: প্ল্যাট: সল্‌ফ:)। পাংশুবর্ণ বিন্দু সকল দৃষ্টি সম্মুখে ভাসমান বোধ হয় = সিঙ্কো: অ্যাসিড-নাই: ইন্দ্রিয় সেবাতিশয্য জনিত = ফস্: সুরাপানাতিশয্য বশতঃ = নক্স-ভম্:)। দৃষ্টি অস্পষ্ট (অ্যাম্ব্রা: আর্জেণ্ট-নাই: অ্যাসের্: বেল্: চিন্-সল্‌ফ: ষ্ট্র্যামো: ক্যালি-হাই: ক্যামো: কচলীয়া: কিউপ্রাম ; ডিজি: ল্যাকে: ওলী-অ্যান্: সিকেল: স্কীলা) ; বিকৃত। দৃষ্টিপথে ক্ষণস্থায়ী অন্ধকার দৃষ্ট হয় (ক্যাষ্টো: ক্রোটন্: ল্যাকটীউকা: ওলী-অ্যান্: স্যাবাই ক্যাল্‌মীয়া—হঠাৎ দৃষ্টি সম্মুখস্থ দ্রব্যাদি গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে = ল্যাক্-ক্যান্: লাইকো: পল্‌সে।

কর্ণ।—বোধ হয় যেন কর্ণের মূলে কি রহিয়াছে ; সময়ে সময়ে বুদ্‌বুদের ন্যায় শব্দ হইয়া কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ করিতে আরম্ভ হয়।

মুখমধ্য।—অনবরত বোধ যেন মুখবিবর সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে,—কখনও সঙ্কোচন ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইতেছে কখনও আবার কমিয়া যাইতেছে। মুখমধ্যে নিরন্তর লালা সঞ্চয়।

পাকাশয়।—অসাধারণ রাক্ষসী ক্ষুধা। কিঞ্চিন্মাত্র আহার করিলেই উদ্গার উঠিতে থাকে। বমন। পাকস্থলী পরিপূর্ণ থাকিলেও বোধ হয় যেন কতদিন আহার করে নাই।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠনলী বা বায়ুনলীমুখ কর্কশ বোধ হয়। স্বরভঙ্গ ; স্বর কর্কশ। কাসিবার সময় বায়ুনলী মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ। নিরন্তর যন্ত্রণাজনক শুষ্ক কাসি।

প্রত্যঙ্গাদি।—প্রত্যঙ্গাদির কোন অংশ স্পর্শ করিলে তাহা অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। অঙ্গুলিতে লাল দাগ উঠিয়া কিয়দ্দিবস থাকিয়া পীতবর্ণ হইয়া আবার কিয়দ্দিবস থাকে। বোধ হয় যেন পদতল ক্ষতযুক্ত। হস্তপদাদি প্রসারণান্তে ব্যথা করে (অ্যাণ্ট্-ক্রুড: ব্যারাই: ক্যাল্‌কে: সাইমেক্স ; থুয়া)।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**—কার্ডী মেরী ; বেলাড, আর্ট্রোফি (দৃষ্টি) ; চায়না (কর্ণে শব্দ), আগারিকাস (অক্ষিপুটে সঙ্কোচন)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

কার্ডীউয়াস্ মেরীয়েনাস্

(CURDUUS MARIANUS).

প্রস্তুতি।—বীচি হইতে আরক ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—শ্বাসনলী প্রদাহ ; শোথ ; নাক দিয়া রক্তস্রাব ; জ্বর ; পিত্তশিলা ; ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব ; অর্শ ; নানাস্থান হইতে রক্তস্রাব ; বহু-ব্যাপক-সর্দ্দি ; সবিরাম জ্বর ; কামলা ; যকৃতের পীড়া ; প্রচুর রজঃস্রাব ; স্নায়ুশূল ; যক্ষ্মা ; প্লুরিসি বা ফুস্‌ফুস্-আবরক-ঝিল্লির-প্রদাহ ; বাত ; প্লীহার পীড়া ; পায়ের ঝিন্‌ঝিনে বাত (গৃধ্রসী) ; অন্ত্র প্রদাহ ; শিরা স্ফীতি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান ও নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্র যকৃৎ ; যকৃৎ প্রদেশ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং দক্ষিণ কুক্ষিদেশ যেন পরিপূর্ণ বোধ ; যকৃৎমধ্যে শোণিতসঞ্চয় বা দ্বাদশাঙ্গুলিয়-অন্ত্রে (Duodenum) সর্দ্দি বশতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে। মল,—পিত্ত শূন্য, ফ্যাকাশে বর্ণ। মূত্রও পিত্তদ্বারা রঞ্জিত হইয়া থাকে। পিত্তাশ্মরী জনিত শূল বেদনা ও ইহাদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতজ্জনিত যকৃৎবিকৃতি বশতঃ প্রত্যঙ্গাদি শোথযুক্ত হইয়া থাকে (কার্ব্বোনীয়াম্-সলঃ) ; শিরাস্ফীতি (Varicosis) ও তজ্জনিত ক্ষতাদিও ইহার অন্যতম ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মন।—সর্ব্বদা বিষণ্ণ ; বিস্মৃতিশীল ; সকল বিষয়েই উদাসীন ও নিস্পৃহ (এপীস, ব্যাপ: সাইকী: সিঙ্কো: ক্যালী বাই: মার্ক: ফস: অ্যাসিড-ফস: সিপী: ভেরেট: বন্ধুদিগের প্রতিও শ্রদ্ধাহীন=মাইরিকা ; বিষয়কার্য্য সম্বন্ধে উদাসীন=অ্যাসিড-ফস: ফাইটো: ষ্ট্র্যাম: ; স্বীয় সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে ঔদাস্য=ফস: অন্যের কি হইল বা না হইল তৎসম্বন্ধে ঔদাস্য=সল্‌ফ: প্রতিবেশীর প্রতি ঔদাস্য=ফস: সিপী:)।

মস্তক।—শিরোমধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য—তৎসহ বিস্বাদযুক্ত জিহ্বা। ভ্রূদ্বয়ের উর্দ্ধাংশে সঙ্কোচনানুভব। শিরোঘূর্ণন,—সম্মুখে পড়িবার উপক্রম হয় (আর্ণি: ফেরাম-অ্যাসেট: ন্যাট-মি: পডো: র‍্যানান: হ্রাস: পশ্চাদ্দিকে পতনোপক্রম=লেডাম্ ; হ্রাস্ ; পার্শ্বের দিকে=ক্যানাব: কোণা: ড্রোসে: ইউফর্ব: ফেরাম্: মেজ: হ্যুউম ; স্কীলা: জিঙ্ক:)। চক্ষুমধ্যে জ্বালা (অ্যামন-

কার্ব্ব: আর্স: ব্যারাই: ক্যান্থা ক্যাম্প: ফলো: ম্যাঙ্গে: মার্ক: নক্স-ভম: ফস: পল্‌সে: সল্‌ফ: থুযা; ক্যাল্‌কে-কষ্টি:) ও চাপবোধ (অ্যালীউ: অ্যাঙ্গস: বোর: কষ্টি: গ্রাফ: হিপ: লিড: লাই: ন্যাট-সল্‌ফ: ফস: পল্‌সে: র‍্যানান: রীউটা; স্পাইজি: স্পঞ্জীয়া; অ্যাণ্ট-টার্ট; থুযা; ভেরেট: অ্যাসিড-ফ্লু: লোবে:)।

মুখবিবর।—জিহ্বার মধ্যস্থল শ্বেত লেপাবৃত, অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় আরক্তিম (মধ্যস্থল লাল পার্শ্বদ্বয় শ্বেতবর্ণ=ক্যামো: জিহ্বা শ্বেত বা পীতবর্ণ এবং পার্শ্বদেশে লালবর্ণ=চেল: জেল্‌সি: মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ=ব্রাই: ফস্: পুরু ও সমল-শ্বেতবর্ণ বা পীতাভ=মাইরিকা; মধ্যস্থল বা মূলদেশ শ্বাদা এবং পার্শ্বদেশ অত্যন্ত লালবর্ণ=হ্রাস: মধ্যস্থল শ্বেত লেপাবৃত এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ আরক্তিম=ক্যাপ্সিকাম বা জিজীয়া)। দুগ্ধ বা কফি পানান্তে মুখমধ্যে লালা সঞ্চয়।

পাকস্থলী।—মুখের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত (অ্যাঙ্গাস: অ্যাণ্ট-ক্রুড: ব্যারাই: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-অ্যান: কার্ব্বো-ভে: ক্যামো: চেল: সিঙ্কো: ডিজি: লাই: ন্যাট-কার্ব: পল্‌সে: স্যাবাই: সাইলি: ক্যালেন্: ভেরেট:)। অত্যন্ত বমন ইচ্ছা অথচ বমন হয় না। লবণাক্ত মৎস্য মাংসাদিতে অরুচি (ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি: কোর‍্যাল: মিফাইটিস)। আহারে স্পৃহা বা রুচি অত্যন্ত অল্প (কিন্তু আহার করিতে বসিলে রুচির আবির্ভাব হয়=সিঙ্কো: মাংসে অরুচি= ক্যাল্‌কে: খাদ্য, পেয় ও তামাকু সকলেই অরুচি=ইগে: সকল আহার্য্য সম্বন্ধেই অরুচি=হ্রাস; কয়েক গ্রাস খাইলেই উদর পূর্ণ বোধ হয় যেন কত আহার করিয়াছে লাইকো: সাধারণত ক্ষুধা-রাহিত্য=জেনটীয়ানা-লুটীয়া:)। হরিদ্বর্ণ অম্লাক্ত বমন (সবুজবর্ণ বমন=অ্যাকো: আর্স: ক্যানাব: ইপিকা: ক্রোটেল্: প্লাম: পল্‌সে: ভেরেট: অম্লাক্ত=বোর: ক্যাল্‌কে: কষ্টি: ফেরাম: ন্যাট-সল্‌ফ: নক্স: ফস: পল্‌সে: ক্যাল্‌কে: কষ্টি: সল্‌ফ:)। পাকস্থলীর বামপার্শ্বে অর্থাৎ প্লীহার নিকটে সূচীবেধবৎ বেদনা (অ্যামন-মি: আর্ণি. সিঙ্কো: হিপ: সীয়ানোথাস্: ল্যাকে: ন্যাট-মিউ: হ্বাডো: সল্‌ফ: জিঙ্ক:); শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

অন্ত্রাশয়।—বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে যকৃৎ মধ্যে তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা ও তজ্জন্য স্পর্শ সহ্য হয় না (ব্রাই: কার্ব্বো-অ্যান: ডিজি: আয়োড: মার্ক: ন্যাট-সল্‌ফ: নক্স; ফস: সাইলিশীয়া; পডো: র‍্যাণান: মাইরিকা) এবং পূর্ণতানুভব (অ্যাকো: চিনিন্-সাল্‌ফ: ইউপেট: লরো: পডো: মাইরিক)। পিত্তাশ্মরীজনিত শূলবেদনা (Gall-Stone Colic),—তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণা (ক্যাল্‌কে-অষ্ট্র: চেলি: বাবা. ডায়োস্কো:),—তৎসহ অল্প অল্প ঘর্ম্ম। মল পিত্তশূন্য ও ফ্যাকাশে বর্ণ (মাইরিকা: ডিজি: ক্যালী-কার্ব: মার্ক-ভাই: ন্যাট-মিউ: পডো: বেল: ব্রাই: সিঙ্কো: ন্যাগ-মি:)। মূত্র স্বর্ণবর্ণ (চেল: চিনাপোড:)। মলকাঠিন্য—মল কঠিন, গুটিলাময় এবং নির্গমনকালে কষ্টজনক (বেল: ব্রাই: ম্যাগ-মিউ:),—সময়ে সময়ে পাতলা মলও নির্গত হইতে থাকে (অ্যাব্রোট: আয়োড: ল্যাকে: নক্স; হ্রাস; রীউটা; অ্যাণ্ট-টাট:)। যকৃতে রক্তসঞ্চয়াধিক্য সহ ন্যাবা বা কামল (নক্স: ব্রাই)। যকৃতের সঙ্কোচন (অর্থাৎ যকৃৎ কাঠিন্য প্রাপ্ত ও হ্রস্বতা=Cirrhosis=ফস: আর্স-আয়োড: সিঙ্কো: অরাম-মিউ:),—তৎসহ প্রত্যঙ্গাদির শোথ (ফস: অরাম-মিউ: কার্ব্বোনীয়াম-সল্‌ফীউ:)।

শ্বাসযন্ত্র।—দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত নিম্নপঞ্জর তলে ও সম্মুখে সূচিবেধানুভব ; দেহসঞ্চালনে বৃদ্ধি (চেল:)। বক্ষঃস্থলের বেদনা স্কন্ধদেশে, পৃষ্ঠে, কটীদেশে এবং তলপেটে সঞ্চারিত হয়,—তৎসহ প্রস্রাব বেগ। বক্ষপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা সহ কাসি,—রক্তাক্ত গয়ার।

ত্বক ও প্রত্যঙ্গাদি।—রাত্রিতে শয়নান্তে গাত্রকণ্ডুয়ন। স্ফীত শিরা বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয় (Varicose Ulcer = হ্যামা: অ্যাসিড-ফ্লু:)। কুচকীর সন্ধিস্থলে বেদনা—নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়,—দেহ অবনত করিলে বেদনা বৃদ্ধি হয়। উঠিয়া দাঁড়াইতে কষ্ট হয়।

জ্বর।—কতকদিন ধরিয়া মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুস্‌ঘুসে জ্বর ; পিপাসা থাকে না।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ব্রাই: (নাক দিয়া রক্তস্রাব) ; চেলিডো: মার্ক: পডো: কার্ব্বো-নীয়াম-সল্‌ফিউরেটাম্‌।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ক্যারিকা পেপায়া

(CARICA PAPYA).

প্রস্তুতি।—কাঁচা পেঁপের দুগ্ধবৎ রস হইতে প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—বক্ষঃস্থল, ফুস্‌ফুস্‌ ও মূত্রগ্রন্থি প্রদেশ ইহার সর্ব্বাপেক্ষা আক্রমণ স্থল। মূত্রগ্রন্থি (কিডনী) প্রদাহে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ফুস্‌ফুসের রোগাদিতেও ইহার লক্ষণ সকল প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দেহের বামপার্শ্বই ইহার প্রধান ক্রিয়া। অজীর্ণ রোগে, যাহা আহার করে তাহাই বমি হইয়া যায়, এরূপ স্থলে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ। রোগী ক্রমে শীর্ণ হয় ; ঋতুর পূর্ব্বে এবং সময়ে রোগিনী সামান্য কারণে কাতরতা প্রকাশ করে ; বেদনাদি সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি পায় এবং মর্দ্দনে উপশমিত হইয়া থাকে। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে জড়তা বোধ হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—মনোবৃত্তি সকল অত্যন্ত প্রখর, অনেকক্ষণ লেখাপড়া করিলেও ক্লান্তিবোধ করে না। পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসে। একাকী থাকিতে চাহে। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ; সহজে বুদ্ধির জড়তা ঘটে। শীঘ্র কোন বিষয় চিন্তা করিয়া উদ্ভাবন করিতে পারে না। কেহ তাহার সহিত কথা কহিলে বিরক্তি প্রকাশ করে (অ্যান্ট-ক্রু: ক্যামো: আর্স: ন্যাট্র-মি: ন্যাট্র-সল্‌ফ: আয়োড: সাইলিশিয়া); জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে চাহে না (অ্যাগার: স্যাব্যাড: অ্যাসিড-সল্‌ফ:)। আর্ত্তবস্রাব কালে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না পাছে ভ্রমপ্রমাদ ঘটে।

মস্তক।—বমনেচ্ছা সহ শিরোঘূর্ণন (অ্যাকো: অ্যাণ্ট্-ক্রুড: ব্যারাই: ককীউ: ল্যাকে: ফস্: সাইলিশীয়া ; সল্ফ: থিরিড:) এবং দপ্দপকারী ললাটদেশীয় শিরোবেদনা (অ্যাকো: ককীউ: অ্যালীউ: অ্যামন্ কাব: ব্রাই: কলো: ইউজি: ইউপেট: ইপিক্: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: মস্ক: ন্যাট-মি: অ্যাসিড-নাই: নক্স: স্যাঙ্গিউ: সিপী: ভেরেট:)। মস্তিষ্কের জড়তা। বামপার্শ্বে আঘাত প্রাপ্তবৎ ব্যথা। সন্ধ্যাকালে মস্তক পরিপূর্ণ বোধ হয়। মিষ্টান্ন বা খৈ ভক্ষণান্তে যন্ত্রণাদায়ক শিরোবেদনা, = সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। অতীব্র নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—উজ্জ্বল আলোকে, উষ্ণ বায়ুতে বা দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; ঠাণ্ডা হওয়ায় ও নিদ্রান্তে উপশম। শিরোবেদনা,—হস্তের দ্বারা নিষ্পেষণে উপশম।

নাসিকা।—বাম নাসারন্ধ্র রুদ্ধ। সর্দ্দি,—অপর্য্যাপ্ত জলবৎ, এবং বর্ণহীন শ্লেষ্মা স্রাব হয় (ইউফ্রে)। নাসিকা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব।

মুখ।—মুখের স্নায়ুশূল,—বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত (স্পাইজি: কলো: মেজ:—দক্ষিণ পার্শ্বগত = ক্যাল্মীয়া ; ম্যাগ্-ফস্:) ; তিন চারি দিবস যাবৎ যন্ত্রণা স্থায়ী হয়—যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র। মুখ বিস্বাদযুক্ত। জিহ্বা রাত্রিতে শুষ্ক হইয়া যায়। দন্তশূল,—বাম পার্শ্বের নিম্ন পাটীতে (ক্যামো: নক্স-মস্: সল্ফ:),—ঠাণ্ডা জল মুখে করিলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি (ব্রাই: কষ্টি: ল্যাকে: ন্যাট-মি: নক্স-ভম্: পল্সে ষ্টাফ:)।

পাকাশয়াদি।—প্রাতে ক্ষুধা অত্যন্ত কম। স্বাদহীন উদ্গার। না খাইলে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে,—কিন্তু ভুক্ত দ্রব্যাদি পেটে যাইয়া পীড়া বা ক্লেশ উৎপাদন করে। দন্তশূল বৃদ্ধি ভয়ে অত্যন্ত তৃষ্ণা সত্ত্বেও জল পান করিতে পারে না, মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বিবমিষা বা বমনেচ্ছা (অ্যামন্-কার্ব: ক্যামো: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে. মার্ক: নক্স-ভম্: ওলী-অ্যান্: ফস্: পল্সে: হ্রাস্ ; সিপী: সাইলি: ষ্টাফ্:)। তলপেটের চতুর্দ্দিকে বেদনা। মল,—কোমল ও থস্থসে ; প্রথমাংশ কঠিন ও বৃহৎ গুটিলাময়,—তৎপরে বায়ুনির্গমনসহ থস্থসে মল নির্গত হয়। সরলান্ত্রের অনিয়মিত ক্রিয়া।

প্রস্রাব।—প্রস্রাব কালে ও পরে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা,—নিরন্তর মূত্রবেগ। প্রাতে প্রথম প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে হয়,—যেন কিছু মূত্রনলী মধ্যে আটকাইয়া রহিয়াছে এবং সেইটী অপসৃত হইয়া গেলে সহজে মূত্র নির্গত হয়। মূত্রবেগসহ মূত্রস্থলী মধ্যে ছেদনকারী বেদনা ; বহমান জলের শব্দ শুনিলেই দুর্দ্দমনীয় স্রাববেগ উপস্থিত হয় (ক্যান্থারিস্: সাইলি: সল্ফ:)। বামমূত্রপিণ্ড বা গ্রন্থিপ্রদেশে নিরন্তর তীব্র বেদনা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক স্বপ্ন ব্যতিরেকে রেতঃস্খলন (কামদ্দীপক স্বপ্ন সহ—অ্যাসিড ফস্: সেলিন্: সিপী: সল্ফ:)। লিঙ্গোদ্গম হয় কিন্তু রেতঃস্খলন হয় না। প্রাতে লিঙ্গোদ্গম-রমণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ হইতে শিশ্নের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ভয়ানক যন্ত্রণা,—যেন কোন থস্থসে বা অমসৃণ পদার্থ মূত্রনলী মধ্য দিয়া সবলে বহির্গত হইতেছে। বাম অণ্ডকোষে বেদনা বশতঃ রাত্রিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রোগিনী ঋতুর পূর্ব্বে ও সময় অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ,

এবং অল্পে কাতর হইয়া পড়ে (ক্রিয়া; ন্যাট-মিউ:)। ঋতুর সময়ে সামান্য কারণে ঠাণ্ডা লাগে। ইন্দ্রিয়াদি অত্যন্ত শিথিল ও উত্তেজনাহীন। ঋতুর সময় কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, পাছে ভুল হইয়া যায়। জননেন্দ্রিয় ও গুহ্যদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কণ্ডুয়ন।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ,—সন্ধ্যাকালে (কার্ব্বো-ভেজি: ফস্:), স্বরনলী মধ্যে বেদনানুভব। বাম ফুস্‌ফুসের উর্দ্ধাংশের গভীরতম প্রদেশে বেদনা (মাইরিকা; সল্‌ফ: মার্টাস্-কম্: পিক্স-লিকিউ: থিরিড:—দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের উর্দ্ধাংশে = ক্যালকে: আর্স:)। বাম ফুস্‌ফুস মধ্যে অতীব্র পেষণবৎ বেদনা,—বক্ষঃস্থলের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয় এবং ক্রমে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনায় পরিণত হয়। সময়ে সময়ে সমগ্র বাম ফুস্‌ফুস ব্যথাযুক্ত হয়। ফুস্‌ফুসদ্বয় মধ্যে ও হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বিদ্ধকারী বেদনা। কাসি,—কাসির জন্য রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না (আর্স: অ্যাসিড-বেন্: নাইট্রাম; ম্যাগ্‌নেটিস-আর্কটাস পোলারিস) কাসিলে সহজে শ্লেষ্মা উত্থিত ও বাম ফুস্‌ফুসে বেদনানুভুত হয়। হঠাৎ দুর্দ্দমনীয় দেহ-আলোড়নকারী কাসির বেগ উপস্থিত হয়।

পৃষ্ঠ।—বাম বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে অত্যন্ত তীব্র বেদনা,—বোধ হয় যেন বেদনা কটিদেশ ঘুরিয়া যাইতেছে (বেল্: বার্বারিস্; ক্যানাব্: ক্যান্থা: ডায়োস্কো: প্যারীরা-ব্রাভা)। মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে সমভাবে দীর্ঘকালস্থায়ী বেদনা। বাম পৃষ্ঠফলকের তলদেশে ক্ষত জনিতবৎ বেদনা বা স্পর্শাসহনীয়তা (মার্টাস্ কম্: মাইরিকা; পিক্স-থিরিড: সল্‌ফার)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম স্কন্ধদেশে আমবাত জন্য বেদনা (বোর্: ক্যাল্‌কে-ফস্: গ্র্যাফ: আয়োড· ওলী-অ্যান্: স্থাবাই: টিউক্র:)। হস্তপদাদিতে শীঘ্র ঝিঁঝিঁ ধরে। হস্তপদাদি শীতল। বামহস্ত অসাড় বা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অসাড় বোধ হয়। পদদ্বয় দুর্ব্বল ও কম্পনশীল। লিখিবার সময় দক্ষিণ পদে ঝিঁঝিঁ ধরে। অসহনীয় বিদ্ধকারী বেদনা,—বিদ্যুদ্‌গতিতে মস্তকের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে পদের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত ধাবিত বা সঞ্চারিত হয়। অত্যন্ত পৈশিক দুর্ব্বলতা,—আলস্যযুক্ত, উদ্যম ও উৎসাহশূন্য। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্ব হইতে বাম উরু ও জানু পর্য্যন্ত বেদনানুভব। প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে দেহ অত্যন্ত জড়ভাবাপন্ন। বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরিভাগ বিসর্পাক্রান্তবৎ আরক্তিম স্ফীতি এবং তন্মধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। দক্ষিণ পদের কনিষ্ঠার মূলদেশ ব্যথা ও স্ফীতিযুক্ত হয় এবং তন্মধ্যে উত্তাপ প্রাদুর্ভূত হইয়া ঐ পদের অন্যান্য অঙ্গুলিতে সংক্রামিত হয়।

ত্বক্।—সমগ্র দেহ অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল। উরুদেশে ব্রণবৎ উন্নত আরক্তিম ও বেদনা-যুক্ত উদ্ভেদ। মুখমণ্ডলে ও দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উদ্‌গম। বঙ্ক্ষণ বা কুচকী প্রদেশে, জানুর বা কনুয়ের ভাঁজে উদ্ভেদ; দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগে ও উদরেও ঐরূপ হয়। অসংখ্য আরক্তিম উদ্ভেদ, ভয়ানক কণ্ডুয়নশীল; সন্ধ্যাকালে ও শয্যার উত্তাপে কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি; খুব চুলকাইলে উপশম বোধ হয়। বাম কর্ণের পশ্চাদংশে অনবরত কণ্ডুয়ন। চুলকাইলে আঘাতের ন্যায় উদ্ভেদ উদ্‌গত হয় (এপীস্; আর্টিকা-ইউ: ন্যাট-মিউ:)।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়। অত্যন্ত গাঢ় নিদ্রা, জাগ্রত করা কঠিন। জাহাজ ডুবি, অগ্নি, জলমজ্জন, বন্দুকের গুলির আঘাত প্রভৃতি ভয়ানক স্বপ্ন সকল প্রকৃত ঘটনাবৎ প্রতীয়মান হয়।

শীতোত্তাপ।—বায়ু সেবনকালে শীতার্ত্ততা বা ঠাণ্ডায় ক্লেশ। অশ্বারোহণে বহি-ভ্রমণ কালে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবামাত্র সর্দ্দি হইয়া থাকে। রোগী এত শীত বোধ করে যে, উনুন বা অগ্নির নিকটে ব্যতীত উপশম বোধ করে না। রাত্রিতেও শীতার্ত্ততা হইয়া থাকে। তৃষ্ণা অত্যন্ত, কিন্তু জলপান্ করিতে পারে না,—দন্তশূল বৃদ্ধি পায়।

বৃদ্ধি।—ঠাণ্ডা জলে (দন্তশূল), আহারে (বিবমিষা); শয্যার উত্তাপে (কণ্ডুয়ন), এবং সন্ধ্যাকালে (বেদনা, শীতার্ত্ততা প্রভৃতি)।

উপশম।—মর্দ্দন বা ঘর্ষণ করিলে (বেদনাদি), কণ্ডুয়নান্তে (চুলকানি), পাদচারণে (পদদ্বয়ের অসাড়তা) এবং উষ্ণ গৃহে (শীতার্ত্ততা)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—মাইরিকা; মার্টাস্ কমৌউনিস্; থিরিডীয়ন; বার্ব্বারিস; ক্যান্থারিস্।

শক্তি।—মূল আরক হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম।

কার্লস্‌ব্যাড

(CARLSBAD).

প্রস্তুতি।—উৎস বিশেষের জল হইতে ডাইলিশন বা ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—আহারের পর মুখ লাল হইয়া উঠে; কোষ্ঠবদ্ধ; সর্ব্বশরীর দুর্ব্বল; বহুমূত্র; বাত; গৃধ্রসী; মূত্ররোগ; যকৃতের পীড়া; বমনাধিক্য।

উপযোগিতা ও আভাস।—সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ, দেহের স্থূলতাধিক্য, বহুমূত্র, হৃৎরোগ, মলকাঠিন্য এবং শৈত্যাক্রমণপ্রবণতা প্রভৃতি ইহার প্রধান ক্রিয়া। রোগী সর্ব্বদাই যেন ক্লান্ত, এইরূপ অবসাদ বোধ করে; তাহার দেহ কম্পিত হইতে থাকে এবং সে কোন দ্রব্যই দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধারণ করিতে পারে না। দৃষ্টিশক্তির উপরেও ইহাদ্বারা আশ্চর্য্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ইহা দ্বারা উদর এবং মলান্ত্রও আক্রান্ত হইয়া থাকে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণও ইহার প্রকৃতির পরিচায়ক,—প্রবল স্পন্দন বশতঃ রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। বাগিন্দ্রিয়, মূত্রস্থলী, মলান্ত্র প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই দুর্ব্বল,—প্রস্রাবের স্রোত অত্যন্ত ক্ষীণ ও ধীরগতি,—উদর প্রদেশের পেশীর সাহায্য ব্যতীত নির্গত হয় না; মল দরবর্ত্তী অন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত নির্গত হয় না এবং তাহাও অত্যন্ত ধীরে বহির্গত

গতির পরিবর্ত্তে মল বোধ হয় পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইতেছে (সাইলিশীয়া ও থুযা)। যেন ধমনী মধ্যে শোণিতের গতি স্থির হইয়া যাইবে এইরূপ অনুমান বশতঃ রোগী উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে (শোণিতের গতি স্থির হইয়া যাইবার আশঙ্কা = কার্ব্বো-অ্যান্:—যেন গতি স্থির হইয়া গেল = জেল্সি: লাই: স্যাবাড: ব্যারাইটা কার্ব:) ; অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং থাকিয়া থাকিয়া তাহার দেহে উত্তাপ আবির্ভূত হয়। সন্ধিবিশ্লেষণ বা বিচ্যুত হওয়া (dislocation), মুচড়ান, আকর্ষণ বিদারণ ও সূচিবেধবৎ এবং জ্বালাজনক বেদনা ; চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা। প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে কটি আড়ষ্ট ও অসাড় বোধ হয় কিন্তু কিয়ৎকাল বিচরণান্তে এবং একটু বেলা হইলে আর থাকে না (ফেরাম্-আয়োড: ডায়োস্কো:—গাত্রোত্থান করিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম = নক্স-ভম:—বিবর্দ্ধিত যকৃৎ সহ শয়নকালে কটিবেদনার বৃদ্ধি = ফেরাম:—সোপানা-রোহণে বৃদ্ধি = কার্ব্বো-অ্যান্:)। গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে অগ্নিস্পর্শবৎ জ্বালাজনক আরক্তিম দাগ বা রেখা বাহির হয় ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা বা পূযবটী (Pustules) বাহির হওন ; গাত্রের স্থানে স্থানে সড়্সড়্ ও কুট্কুট্ করিয়া ঘর্ম্ম বাহির হইতে আরম্ভ হয় ; জননেন্দ্রিয় প্রদেশে প্রবল কণ্ডুয়ন ও অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। গাত্রত্বকের স্পর্শাজ্ঞানাতিশয্য এবং শৈত্য বা শীতল বায়ু সংস্পর্শকাতরতা ; সামান্য শৈত্য সংস্পর্শে সর্দ্দি হওয়া। জ্বরাধিকারে কখনও শিহরণ, কখনও শীতার্ত্ততা এবং কখনও বা উত্তাপ বোধ এইরূপ পুনঃ পুনঃ পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে, থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব এবং ললাটতটে ঘর্ম্ম। মস্তক উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং সময়ে সময়ে গাত্রত্বকের উপর শীৎকার অর্থাৎ শিহরণ। সামান্য কারণে ঘর্ম্ম হয় এবং বস্ত্রে ঘর্ম্মের পীতবর্ণ দাগ লাগে। অধিকাংশ লক্ষণই, এমন কি শিরোবেদনা পর্য্যন্ত, দেহ সঞ্চালনে প্রশমিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—আত্মসন্তোষযুক্ত চিত্ত, অত্যন্ত বাক্প্রিয় এবং অসাধারণ স্ফূর্ত্তিযুক্ত। সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিষাদযুক্ত ও স্বার্থপূর্ণ। স্বীয় বিষয় কার্য্য সম্বন্ধে উদ্যমশূন্য ও ভাবনাযুক্ত। পাঠ বা কোন রকম মানসিক পরিশ্রম করিতে কাতর। অন্যমনস্ক।

মস্তক।—শিরোমধ্যে যেন ফাটিয়া গেল এইরূপ অনুভব, সন্ধ্যার সময় শয়নকালে বৃদ্ধি (অ্যালো:)। আহারান্তে মস্তিষ্কের জড়তা ও ভার বোধ ; নির্ম্মল বায়ুতে এবং দেহ সঞ্চালনে উপশম। শিরোঘূর্ণন,—যেন সে বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে (কোণা:) ; নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশম (অ্যামন্-মি: ম্যাগ-সল্ফ: ফেল্যান: অ্যাসিড-সল্ফ)। মস্তক অত্যন্ত ভারযুক্ত, পরিপূর্ণ ও বোধশক্তি রহিত বা আচ্ছন্নভাবযুক্ত (কার্ব্বো-অ্যান: লরো: ওলী-অ্যান্: ওপী: প্লাম: লুপী-উলাস: সিকেল:),—তৎসহ দ্রুত পলকপাত, বৃদ্ধি = মস্তক অবনত করিলে, মস্তক ঘুরাইয়া নাড়িলে এবং মস্তক ফিরাইলে (অ্যাকো: কার্ব্বো-অ্যান: ম্যাগ-সল্ফ: স্যাট-মিউ: নক্স-মস: সল্ফ:)। মস্তকে উত্তাপবোধ,—উষ্ণগৃহে প্রবেশে বৃদ্ধি। শিরোবেদনা,—বিদারণবৎ বেদনা, —কখনও দক্ষিণ দিকে কখনও বাম দিকে, শঙ্খপ্রদেশে বা রগে বা পশ্চাৎ কপালে বেদনা

অনুভূত হয়; মস্তক সঞ্চালনে বেদনার হ্রাস। অক্ষিগোলক মধ্যে ভারবোধ সহ শিরোমধ্যে সুরাপান জনিত উন্মত্ততা মত বোধ,—বিশেষতঃ ললাটদেশে। ললাট ও রগে অত্যন্ত বেদনাবোধ,—তৎসহ শিরার স্ফীতি (বেল: গ্লাঙ্গিউই: থুযা)। চুল আচড়াইলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (অ্যালীউ: অ্যাম্ব্রা; অ্যাসে: ক্যাপ্স: ক্যাল্কে-কষ্টি: ফের: প্যারিস; থুযা ভেরেট:)।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও নিষ্পেষণ বোধ সহ মনে হয় যেন চক্ষু হইতে অগ্নিস্রোত নির্গত হইতেছে (ক্যান্থা:); দৃষ্টিপথে বোধ হয় যেন কাল বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে (অ্যাগার: অ্যামন্-মিউ: অ্যানাক: অরাম: ব্যারাই: ইগ্নোনিমিন: ক্যালী-কার্ব্ব: কার্ব্বোনী-হাইডো: ম্যাগ-কার্ব্ব: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: অ্যাসিড-ফ্লু: ফস: সিকেলি: সাইলিশীয়া; টেরিব:)। অক্ষিপুট সন্ধ্যার সময়ে স্ফীত, শোথযুক্তবৎ এবং প্রাতে জুড়িয়া থাকে (ইউফ্রে: চেল: ক্যালী-কার্ব: ম্যাঙ্গে:); ঊর্দ্ধ অক্ষিপুট অনবরত একবার সঙ্কুচিত ও একবার প্রসারিত হইতে থাকে, সুতরাং রোগী অনবরত চক্ষু মর্দ্দিত করিতে বাধ্য হয় (ক্রোক: প্লাম্ব: পল্সে:),—যেন চক্ষুমধ্যে অন্য কোন পদার্থ পড়িয়াছে (অ্যাগার: কোডায়া; বেল: ক্যালো; ইপিক: ওনী: ফাইজস: র‍্যাটান: সলফার)। সেলাই করিবার সময় চক্ষে জল আইসে (পড়িবার সময় চক্ষে জল আইসে = ক্রোক্: ক্রোটেল্: গ্র্যাটী: অ্যাসিড-নাই: অ্যাসিড়-সল্ফ:)। অক্ষিগোলকদ্বয় যেন অক্ষিগহ্বর মধ্যে ধরিতেছে না (প্যারিস:); একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে বোধ হয় যেন চক্ষু কোন আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গেল (ক্যাল্কে ফেল্যান: যেন ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতেছে = ক্রোক্: হিম্যাটক্স: ল্যাকে: ন্যাট-মি: পেট্রোল: হ্রাস; সাইলিশীয়া; সল্ফ: ট্যাব্যাক্: ভার্ব্যাস:)। বস্তু সকল যেন দৃষ্টিপথে ভাসিতেছে, যেন কাঁপিতেছে।

কর্ণ।—কর্ণপশ্চাল্লী হইতে পটহ পর্য্যন্ত সূচিবেধবৎ অনুভব,—অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া নাড়িয়া দিলে উপশম হয়।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচিসহ রন্ধ্র মধ্যে সূচিবেধানুভব,—এবং রজঃনিবৃত্তি কালে (ব্রাই: হ্যামা:)। নাসিকা ঝাড়িলে শোণিত নির্গত হয়।

মুখমণ্ডল।—পীতবর্ণ; ফ্যাকাসে, কখনও আরক্তিম ও উষ্ণ, গণ্ডাস্থি প্রদেশে বেদনা এবং যেন তদুপরে লূতাতন্তু বা মাকড়সার জাল রহিয়াছে এইরূপ অনুভব; রোগী পুনঃ পুনঃ হস্তদ্বারা তাহা অপসারিত করিতে চেষ্টা করে (ব্যারাই: বোর্: ব্রোমী: গ্র্যাফ: র‍্যাণান্-স্কিরেটাস্:)। জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত এবং মুখে দুর্গন্ধ। সকল দ্রব্য লবণস্বাদযুক্ত বোধ হয় (কার্ব্বো-ভেজি:)।

পাক ও আমাশয়।—ক্ষুধা তৃষ্ণার আধিক্য। নাভির ঊর্দ্ধদেশে ক্ষণিক সঙ্কোচানুভূতি,—হেঁট হইলে বা বসিলে নিবৃত্তি হয়। সমগ্র তলপেটে হুড়্‌হুড়্ গুড়্‌গুড়্ শব্দ। যুগপৎ হিক্কা ও জৃম্ভন্। উদর আধ্মানযুক্ত ও টান বোধ হয়,—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কালে বোধ হয় যেন উদর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রায়ই বুক জ্বালা করে, এবং মুখে জল উঠিতে থাকে; মুখ অনেকক্ষণ টক হইয়া থাকে (রোবিন্: অ্যা-সল্ফ)। পাকস্থলীতে প্রথমে শূন্য বোধ পরে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার আবির্ভাব। প্লীহা মধ্যে জ্বালা। রক্তস্রাবী অর্শ। মলদ্বারে সর্ব্বদা চাপবোধসহ

জ্বালা; নিষ্পেষণ বশতঃ মলান্ত্র বা সরলান্ত্র অনেক সময় বহির্গত হইয়া পড়ে। সরলান্ত্র ও মলদ্বার হইতে সূচিবেধবৎ বেদনা, শিশ্নমধ্যে সংক্রামিত হয়। বড় বড় গুটিলা সকল মলদ্বারে আট্কাইয়া থাকে,—মল ত্যাগান্তে জ্বালা ও পাদচারণের ব্যাঘাত জন্মায়। মলান্ত্র হইতে আম নির্গমন ও মলদ্বার হইতে মলান্ত্র পর্য্যন্ত প্রসারী জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। আমাতিসার। মল গাঢ় হরিদ্বর্ণ (ইপিক্: পলিনী-সর:)। মলকাঠিন্য,—তিন চারি দিবস মলত্যাগ হয় না; কঠিন গুটিলা কষ্টে বহির্গত হয়। মল অতি ধীরে নির্গত হয়।

প্রস্রাব।—গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থান প্রদেশে চাপবোধ; ক্ষীণস্রোতে মূত্রস্রাব এবং মূত্রনলী মধ্যে ঈষৎ জ্বালা। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগসহ অপর্য্যাপ্ত জলবৎ মূত্র ত্যাগ। সমস্ত দিবসই পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ; রাত্রিতেও প্রস্রাববেগসহ বার বার নিদ্রাভঙ্গ হয়; মূত্র স্বচ্ছ নির্ম্মল, জলবৎ (কোডিইন্: স্কীলা)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শেষ হইবার তিন দিবস পরে গাঢ় আঠার ন্যায় জমাট রক্ত স্রাব এবং তৎপরে ভয়ানক প্রদর স্রাব।

ত্বক।—লাল দাগ ও রেখা—অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত। স্থানে স্থানে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন ও সুড়্সুড়ী আবির্ভাব। ঘর্ম্ম হইবার পূর্ব্বে গাত্র ত্বক কুটকুট করে।

নিদ্রা।—নিদ্রাবেশসহ পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন্। আহারাদির পর অত্যন্ত নিদ্রাবেশ, কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টামাত্র নিদ্রা যাইলেই মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত হইয়া উঠে এবং শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। বহুক্ষণ ছটফট করিবার পর নিদ্রা আইসে। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—কোডিইনাম্, ন্যাট-সল্ফ: (শৈত্যগ্রহণ প্রবণতা)। ব্রাই: ওপী: কার্ব্বো-অ্যান্ লাই: ব্যারাই-কার্ব:। সিপা (অশ্রু স্রাব); নক্স (আহারের পর বৃদ্ধি) পল্স, কার্ব্বো (বহির্বায়ুতে উপশম); বেলাড: গ্লোন (মাথা ব্যথা); এপিস, অ্যানাকা, ফস আসিড (অন্য মনস্ক) ইত্যাদি।

শক্তি।—নিম্নক্রমই সাধারণতঃ ব্যবহার হয়; কেহ কেহ উচ্চক্রমও ব্যবহার করেন।

ক্যাস্কেরা স্যাগ্রেডা

(CASCARA SAGRADA).

প্রস্তুতি।—ত্বকের সারাংশ বা নির্য্যাস হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কোষ্ঠবদ্ধ; বাত; বমন রক্তস্রাব।

উপযোগিতা ও আভাস।—অ্যালোপ্যাথেরা ইহা বিরেচক রূপে ব্যবহার করেন। তাঁহারা ইহার নির্য্যাস (Extract) ১৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুস্থ

দেহে সদৃশ বিধান মতে যতটুকু পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতেই দেখা যায় যে, মলান্ত্র ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশের উপরও ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। পৈশিক বাতবেদনাতে ইহাদ্বারা অনেক স্থলে আশ্চর্য্য উপকার হইয়া থাকে। ডাং ক্লার্ক লিখিয়াছেন, দুইটী স্থলে কলেরার মত লক্ষণ পাইয়াছিল।

অগ্নিমান্দ্য বশতঃ ও পাকাশয়ের অন্যপ্রকার বিকৃতি সহ শিরোবেদনা (নক্স) ; জিহ্বা প্রসারিত ও শিথিল। মুখে দুর্গন্ধ। মল কাঠিন্য সহ অর্শ। উদরাধ্মানযুক্ত হয়। মলকাঠিন্য সহ পেশীমধ্যে ও সন্ধিস্থলে বাতবেদনা (ব্রাই: হিপার: ক্যাল্‌কে কষ্টি:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হাইড্র্যাষ্টিস: নক্স-ভমিকা: ব্রাই: হিপার্:।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে তৃতীয় দশমিক।

ক্যাস্ক্যারিলা

(CASCARILLA).

নামান্তর।—ক্রোটন ইলিউটেরিয়া।

প্রস্তুতি।—ইয়ুফর্ব্বিয়া জাতীয় গাছের ছাল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—রক্তাল্পতা ; গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাব ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; কাসি ; অতিসার ; শোথ ; রক্তকাস ; সবিরাম জ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—উদরাধ্মান, মলকাঠিন্য, পুনঃ পুনঃ উদ্গার ; ও ধূমপানে অনিচ্ছা প্রভৃতি ইহার প্রধান ক্রিয়া। উষ্ণ পানীয় পানাকাঙ্ক্ষা ও তদ্দ্বারা পাকাশয়ের লক্ষণের উপশম ইহার একটী সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ। ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—কণ্ঠনলীর অতি নিম্নপ্রদেশে স্ফীতি অনুভূতি ; গলমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয়। আহারন্তে ক্ষুধা এবং পাকাশয় শূন্য বোধ। তামাকের গন্ধে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ, প্রতি পাদবিক্ষেপ কালে পাকস্থলী মধ্যে আঘাত প্রাপ্ত মত বোধ (অ্যাক:)। প্রাতে মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট মুচড়াইতে থাকে। অন্ত্রাশয়ের বেদনাদি উষ্ণ জলপানান্তে উপশমিত হয় (ক্রোট) ; অন্ত্রাশয় মধ্যে যেন উষ্ণজল ঢেউ খেলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভব। কুঁচকী প্রদেশে স্ফোটক (কার্ব্বো-অ্যান্)। কটি বেদনা ও আলস্য বোধসহ উদরাময়। সর্ব্বদা আলস্য ও পেশীর দুর্ব্বলতা। মলান্ত্রের উর্দ্ধাংশে চর্ব্বণবৎ বেদনা সহ নিরন্তর ঈষৎ মলবেগ। মল কাঠিন্য,—সমল কঠিন ও আমাবৃত,—খণ্ড খণ্ড হইয়া নির্গত হয় ; মলের সহিত এবং অন্য সময়েও মলদ্বার হইতে বহুল পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত নির্গত হয় এবং রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডুয়নজনক শুষ্ক কাসি। রক্ত কাস ; বক্ষের বাম পার্শ্বে উর্দ্ধমুখী সূচিবেধবৎ বেদনা।

কটিবেদনা ও দুর্ব্বলতা বোধ। সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে নিদ্রা। সবিরাম জ্বরের উত্তাপাবস্থায় উষ্ণ জল পান করিতে চাহে।

লক্ষণাবলী।

উদর।—আধ্মান বায়ু উদর মধ্যে চলিয়া বেড়ায়,—বোধ হয় যেন উদর মধ্যে উষ্ণ জল তোলা পাড়া করিতেছে। পুনঃ পুনঃ শূন্য উদ্গার (অ্যাগার: আর্স-হাইড্রী: ক্যাল্কে-কষ্টি: গ্র্যানেট: মার্ক: ওলীয়ান্: ফস্: স্ট্যাবাই: অ্যাণ্ট-টার্ট: ভেরেট: অ্যাসিড-অক্স:)। আহার করিয়া উঠিবামাত্র ক্ষুধা বোধ করে (বোভি: ক্যাল্কে: ক্যাল্কেকষ্টি: চিনিন্-সল্ফ: সাইনা; ল্যাকে: মার্ক: ফস্: প্লাম্; ষ্ট্রন্:)। জলের উত্তাপাবস্থায় উষ্ণ পানীয় পানার্থে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা (ক্যাষ্টীনিয়া-ভেস্কা)। তামাকের গন্ধ পর্য্যন্ত বিরক্তি কর (ক্যাল্কে: ককীউ: ইগ্নে: নক্স-যুগ: নক্স-ভম্:)।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—মল কঠিন ও গুটিলাময় আম জড়িত (গ্র্যাফ: হাইড্রাস:)। মলের সহিত অপর্য্যাপ্ত উজ্জ্বল লাল শোণিত নির্গত হয় (মিলেফো: মার্ক: ইপিক্: কলো: অ্যাসিড-নাই: নক্স; র‍্যাটান্: হ্রাস; অ্যাণ্ট-টার্ট:)। পর্য্যায়ক্রমে পাতলা মল ও তাল তাল কঠিন মল নির্গত হয় (অ্যাণ্ট: ব্রাই: আয়োড: ল্যাকে: নক্স; হ্রাস; রীউটা আব্রোট:), তৎসহ কোমর বেদনা ও অবসাদ; প্রত্যহ প্রাতে বাহ্যের পূর্ব্বে বোধ হয় যেন অন্ত্রাদিকে মুচ্‌ড়াইতেছে। মলান্ত্রের উচ্চতম প্রদেশে চর্ব্বণবৎ বেদনানুভূতিসহ সর্ব্বদা ঈষৎ মলবেগ।

শীতোত্তাপ।—অস্বাচ্ছন্দ্যসহ উত্তাপাবির্ভাব ও তদন্তে সামান্য ঘর্ম্ম হইয়া নিদ্রাবেশ হয়। বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে পৃষ্ঠদেশে সামান্য ঘর্ম্মোদ্রেক এবং অল্প শীতানুভব, কিন্তু স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইলে আর ঘর্ম্ম হয় না। পুনশ্চ পাদচারণ কালে ঘর্ম্ম হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—গ্র্যাফ: হাইড্র্যাষ্ট: কলোসিন্থ: চায়না: ক্রোটন্।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম।

ক্যাষ্টেনীয়া ভেস্কা

(CASTANEA VESCA).

নামান্তর।—চেষ্ট নট্।

প্রস্তুতি।—গ্রীষ্মকালে সংগৃহীত পত্রে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হুপকাস; অতিসার।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং হটন ইহা সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করিয়াছেন। গলমধ্যে শুড় শুড় করা, কাস প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

গলমধ্য।— গলমধ্যে কষায় স্বাদ বোধ।

পাকাশয়।—উষ্ণ পানীয় পানাকাঙ্ক্ষা (ক্যাস্থ্যারিলা ; ক্রোটন্-টিগ:)।

অন্ত্রাশয়।—অন্ত্রাদি যেন ঝুলিয়া পড়ে এইরূপ অনুভব (ল্যাক্টীউকা: ফস্: হ্রাস:), চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে উপশম বোধ। উদর স্পর্শাসহ।

মলান্ত্র ও মল।—হঠাৎ দুর্দ্দমনীয় বাহ্যের বেগ, তলপেটে অত্যন্ত বেদনাসহ হুড়্-হুড়্ গুড়্‌গুড়্ শব্দ। মল ফ্যাকাশে পীতবর্ণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফিতার টুক্‌রার ন্যায় নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—দিবাভাগে দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের মধ্যস্থলে ঈষৎ বেদনা বোধ। হুপকাসি,—শুষ্ক, কাঁসার শব্দের ন্যায় ঘং ঘং শব্দকারী কাসি,—তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক।

ঘর্ম্ম।—জল পানান্তে অনর্গল ঘর্ম্ম স্রাব।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—এপীস: ড্রোসেরা: অ্যামন্-ব্রোম্: মিফাইটিস্ ; ন্যাফথ্যালিন্।

শক্তি।—মূল আরক ও ১ম দশমিক ক্রম।

ক্যাষ্টর ইকীউই

(CASTOR EQUI).

নামান্তর।—ক্যাষ্টর ইকীওরম্।

প্রস্তুতি।—অশ্বের পদস্থিত একপ্রকার উপমাংশ বা গ্যাঁজ শুষ্ক করিয়া বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মৃগী ; পশ্চাৎকটীশূল ; স্তনে ক্ষত ; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং হেরিং ইহা পরীক্ষা করেন। ডাং বার্ণেট্ ইহার দ্বারা কপালের আঁচিল রোগ ভাল করিয়াছেন।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—প্রাতে শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, বিবমিষা ; ললাটের অর্ব্বুদবৎ আঁচিল।

মল।—উদরাময়,—প্রবল বেগ ; পূর্ব্বে অন্ত্রশূলবৎ বেদনা (কলো: ডায়োস্কো: ক্যামো: হুউম: ভেরেট:) এবং মলত্যাগ কালে সশব্দে বায়ু নির্গমন (অ্যালো: আর্জেণ্ট-নাই: ইগ: ন্যাট-সলফ: ক্যালকে-ফস: অ্যাসিড-ফস:) ; পাতলা, জলবৎ ও জ্বালাজনক মল।

বক্ষ।—স্তন্যপায়ী-শিশুমতী-স্ত্রীলোকের স্তনবৃন্ত ফাটিয়া ক্ষতযুক্ত এবং অত্যন্ত বেদনান্বিত

হয় (আর্ণি: ক্যাল্কে ক্যামো: গ্র্যাফ: ইগ্নে: লাই: মার্ক: পল্সে: সল্ফার)। স্তনস্ফীতি (বেল: ব্রাই: কোণা: ফস:)। স্তন অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল এবং স্তনের চতুর্দ্দিকে আরক্তিম রেখা।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ নিম্নপদের সম্মুখস্থ অস্থিতে পুনঃ পুনঃ বেদনানুভব (অ্যামোনিয়াক্: চিনোপোড: অ্যাসিড-ফস: সিপী: ষ্ট্যাফ:)। বাম কুঁচকী প্রদেশে বেদনা। তামাকে স্পৃহা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আর্জেণ্ট-নাই: গ্র্যাফ: লাইকোপ: সলফার।

তুলনীয়।—হিপার স্তনের বেদনার উপশমে; থুয়া (আঁচিল) ক্যাল্কে-অকজ, ক্যাষ্টোরিয়ম; মস্কস।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ১২শ শততমিক শক্তি।

ক্যাষ্টোরীয়াম্

(CASTOREUM).

নামান্তর।—দি বিভার (Beaver)।

প্রস্তুতি।—বিভার নামক জন্তুর মেঢ্রত্বক্ মধ্যে সঞ্চিত শুষ্ক রস হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—মাস্ক বা মৃগনাভির ন্যায় স্নায়বীয়তা, উত্তেজনা-প্রবণতা, পেশীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং আর্ত্তববিকৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু মৃগনাভি যেরূপ পূর্ণবিকাশ-প্রাপ্ত মূর্চ্ছাগতবায়ু রোগে বিশেষ উপযোগী, ইহা সেরূপ নহে; গুল্মবায়ু পূর্ণাকারে আবির্ভূত হইবার প্রারম্ভে যে সকল স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, ক্যাষ্টোরীয়াম সেই সকল অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। রজোরোধ, দিবান্ধতা, উদরাময় প্রভৃতি ইহার নির্দ্দেশক। ডাক্তার ট্রুসো মানসিক আবেগ বা শীতল জলে পদস্পর্শ বশতঃ বর্ণের মলিনত্ব, শীতল স্বেদ জন্য হঠাৎ দুর্ব্বলতা সম্ভূত স্নায়বিক-বিকৃতি-জনিত-শূলবেদনাদিতে ব্যবহার করিয়াছেন।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগিণী সামান্য কারণে অত্যন্ত কাতরতা প্রদর্শন করে, সর্ব্বদা শঙ্কান্বিত, বিষাদযুক্ত এবং আর্ত্তব স্রাব কালে অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রকাশ করে। তাহারা রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না এবং সর্ব্বদাই খিটখিটে স্বভাবযুক্ত। এত ঘর্ম্ম হয় যে, তজ্জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

মস্তক।—শিরোবেদনাকালে মস্তক টলমল করে এবং অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ হয়;

শিরোবেদনার নিবৃত্তির পর মস্তক অত্যন্ত স্পর্শাসহ হইয়া থাকে। মূর্দ্ধাদেশে বেদনা ও শিরোমধ্যে দপদপানি যেন মস্তিষ্ক মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে, অন্য দ্রব্য সংস্পর্শে এবং নিষ্পেষণে বৃদ্ধি। মস্তক পরিপূর্ণ ও ভার বোধ হয়, যেন দ্বিধা হইবার উপক্রম।

চক্ষু।—প্রায় সমস্ত রাত্রিই অক্ষিপুট জুড়িয়া থাকে। দিবান্ধতা (Nyctalopia= অ্যাকো: মার্ক: সাইলিশীয়া: ; সল্‌ফ: কোণা: নাইট্রাম ; ফস: ষ্ট্রাম:), সূর্য্যের আলোক সহ্য হয় না (আর্স: বেল: কোণা: ইউফ্রে: হেলিবো: হায়ো: নাইট্রাম ; সল্‌ফ:) ; অনবরত অশ্রুস্রাব হয় (অ্যালীউ ইউফর্ব: ইউফ্রে: পল্‌সে: সিলিশীয়া ; সল্‌ফ:)। দূরস্থিত বস্তুর দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করিলে চক্ষু মধ্যে চাপ বোধ হয় এবং দৃষ্টিপথে অন্ধকার মত দেখায়।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে মিট্ মিট্ ও ভুট্‌ভুট্ শব্দ—যেন জল ফুটিতেছে (কষ্টি: গ্র্যাফ: পল্‌সে:) ; অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া নাড়িলে উপশম হয় (কার্লস্‌ব্যাড)।

নাসিকা।—হাঁচি এত প্রবল যে, সমস্ত দেহ আলোড়িত হয় (কার্ব্বো-ভেজি: সিনা: সাইক্লে: হ্রাস; হ্রাস-র‍্যাড: স্যাবাড:)। নাসারন্ধ্র হইতে অনর্গল নির্ম্মল কষায জল নির্গত হইয়া রন্ধ্রমুখ হাজিয়া যায় (অ্যামন-মিউ: আর্স: ক্যামো: ল্যাকে: সীপা ; মার্ক: অ্যাসিড-নাই: নক্স ; সাইলিশীয়া)।

গলমধ্য।—গলমধ্যে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় কাসিয়া তুলিবার ইচ্ছা করে (হাইড্র্যাস: অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: ফস: লাইকো: ন্যাট-কার্ব্ব:)। ঢোক গিলিবার সময়ে, পূর্ব্বে ও পরে গলমধ্যে জ্বালা করে (বেল: কার্ব্বো ভে: কষ্টি: ইউফর্ব: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: হ্রাস-র‍্যাড:)। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে বেদনা,—যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে (বেল: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি. ল্যাকে: মার্ক: ফস: পল্‌সে:)।

পাকাশয়াদি।—মুখে দুর্গন্ধ,—রোগী নিজে বুঝিতে পারে। জিহ্বা স্ফীত (মেনিস্পার্ম্মাম্ ; ব্যাপ:) এবং বোধ হয় যেন থাকিয়া থাকিয়া পশ্চাদ্দিকে টান পড়িতেছে ; জিহ্বার উপরিভাগ জ্বালাযুক্ত ; ফোস্কাময় (অ্যামন্-কার্ব: বেল: বার্ব: কার্ব্বো-ভেজি: গ্র্যাফ: হেলি: লার্ক: ন্যাট-মিউ: স্কীলা ; স্পাইজি: থূযা ; জিঙ্কাম)। জিহ্বার মধ্যস্থলে একটী মটরের ন্যায় গোলাকার স্ফীতি উদ্গত হইয়া জিহ্বার মধ্যাংশকে পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট করে (মার্ক-প্রটো আয়োড)। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে এত তৃষ্ণার উদ্রেক হয় যে বহুল পরিমাণে জল পানেও পিপাসার শান্তি হয় না। প্রতিবার আহারে পর ভুক্তদ্রব্যাদিয় গন্ধযুক্ত উদ্গার (অ্যালো: অ্যাগার: অ্যামন-কার্ব্ব: অ্যাণ্ট-ক্রুড: কার্ব্বো-অ্যান্: কষ্টি: চেলিড: ক্রোক্: ল্যাকো কার্ব্বো-ভেজি: ন্যাট-মি: ফস: পল্‌সে: অ্যাসিড-অক্স্যাল: সিপী: সাইলি: সল্‌ফ: থূযা)। তিক্ত স্বাদযুক্ত উদ্গার (ব্রাই: সিঙ্কো: গ্র্যাটী: নক্স ; পল্‌সে: সিপি: ষ্টান্: আর্স-আয়োড: পুপীউলাস ; অ্যাসিড-সল্‌ফ: থূযা)। নিরন্তর বিবমিষা,—উদ্গারে উপশম (হ্রড়োড: অ্যাণ্ট-টার্ট:)। পাকস্থলীমধ্যে শৈত্যানুভূতি ঠাণ্ডা (আর্স: বোর্: ক্যাম্প: চেল্: কোল্‌চি: ইগ: ক্যাল-ক্লো: ল্যাক্টীউ: লরো: ম্যাগ-সল্‌ফ: [প্রাতে] ওলী-অ্যান্: ফস: অ্যাসিড-সলফ: ট্যাব্যাক্:)।

অন্ত্রাশয়।—আধ্মানযুক্ত ও অত্যন্ত স্ফীত,—কুঁচকি প্রদেশে সঙ্কোচনানুভব। আদৌ

বায়ু নির্গম বা বাতকর্ম্ম হয় না (র‍্যাফেনা-স্যাটাইভা); উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা উদর আবৃত করিলে উপশম হয়। উদর মধ্যে অত্যন্ত বেদনা,—উত্তাপ প্রয়োগে, (ম্যাগ-ফস্), পেষণ করিলে বা দেহঅবনত করিলে (কলো:) উপশম হয়। নাভিপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা (ইণ্ডিগো; ইপিক্: ক্রিয়ো. ম্যাঙ্গে: নক্স; ওলী-অ্যান্: হ্যউম্; সাইলি:)।

মল।—উদরাময়,—শীতার্ত্ততা ও তৎসহ পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন,—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি (বোভি: কষ্টি: লিল্-ট্রাইগ্: মার্ক-ভাই. অ্যাসিড পাই: টেবিব:)। মল,—প্রথমাংশ সহজ ও কঠিন, শেষাংশ তরল (নক্স; বোভি:)। মল রক্তমিশ্রিত-আমময় (ক্যাপ্স: ইগ্নে: মার্ক: মার্ক করে:: নক্স; পেট্রোল্: কলো: পল্সে:—কাল আলকাতরার ন্যায়=ইপিক্: ল্যাকে: লেপ্ট্যান্: ক্যাল ব্রম্: মার্ক: নক্স); কিম্বা শ্বেতবর্ণ জলবৎ (বেল্: সিনা; ডিজি: ডাল্ক্যা: হেলিবো: হিপ: ফস্: অ্যাসিড-ফস্:), তৎসঙ্গে মলদ্বারে জ্বালা (অ্যালো: ল্যাকে: মার্ক পল্সে: গ্যাম্বো:)। হরিদ্বর্ণ আমময় মল,—নির্গমন কালে বোধ হয় যেন মলান্ত্রকে দগ্ধ করিয়া আসিতেছে (আইরিস ভার্সি)। কোমল প্রকৃতিক স্নায়ুপ্রধান ও পীড়াপ্রবণ ধাতু বিশিষ্ট এবং যাহারা দন্তোদ্গমকালে বা গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এরূপ শিশুদিগের জলবৎ বা হরিদ্বর্ণের মল ত্যাগ বা অতিসার (যখন সাধারণ ঔষধে উপকার না হয়)। রোগিনীকে প্রাতে দৌড়াইয়া পায়খানায় যাইতে হয়, বস্ত্রাদি সাম্লাইবার সময় থাকে না। মল-ত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ শূলবেদনা,—পেষণ করিলে বা সম্মুখদিকে দেহ অবনত করিলে যন্ত্রণার উপশম হয় (কলো: আর্জেন্ট নাই: বেন্ পডো: অ্যালো:); উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা উদরাবৃত করিলেও উপশম হয় (আর্স: সল্ফ: ম্যাগ ফস্: উপুড় হইয়া শয়নে উপশম=অ্যালো: অ্যালীউ: ক্যাল্কে: কলো ফস্: হ্যস্; শয়নে=মার্ক ভাই স্ট্যাবাড. চিৎ হইয়া শুইলে=ব্রাই. এক পার্শ্বে শয়নে=পডো. দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে=ফস্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজোরোধ, তৎসহ যন্ত্রণাদায়ক উদরাধ্মান—জরায়ু গ্রীবার সঙ্কোচন বশতঃ বিন্দু বিন্দু ভাবে শোণিত নির্গত হয়। ঋতুর সময় বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থলে বা কুচকীতে চাপবোধসহ পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ। ঋতুর সময় উদরে ও দেহের স্থানে স্থানে বিদারণবৎ বেদনা অনুভূত হয়,—পেষণ করিলে বা ঘর্ষণ করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়; বাধক। প্রদর,—জলবৎ অপর্য্যাপ্ত স্রাব (অ্যামন্-কার্ব. কাম্বো অ্যান্ সিঙ্কোনা; গ্র্যাফ: ক্যালী-আয়োড: নাইট্রাম;—রক্তাক্ত=ক্যান্থা: সিঙ্কো: ককীউ: কোপেবা; ক্রিয়ো: অ্যাসিড-নাই: দুগ্ধবৎ= ক্যাল্কে: পল্সে: সিপী: সাইলিশীয়া)।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রাতঃকালীন্—স্বরভঙ্গ—(কষ্টি. বোভি: নক্স; ইউপেট.),বেলা হইলে আর থাকে না। রাত্রিতে কাসি হয় এবং কাসির সময় বায়ুনলী মুখ বা টাক্রা জ্বালা করে (অ্যাসিড-ফস্: ইউফর্ব; কাসির সময় স্বরনলী মধ্যে জ্বালা=অ্যাকো: ম্যাগ-সল্ফ ফস্ স্পঞ্জীয়া; বক্ষমধ্যে জ্বালা=কষ্টি: আয়োড: ফস্: স্পঞ্জীয়া)। শ্বাসাভাব,—পাদচারণ কালে (ফস্: পল্স- ষ্ট্যান্:); বিশেষতঃ সোপান আরোহণ কালে (আর্স: ক্যাল্কে: পল্সে: আয়োড: মার্ক: মার্ক: নক্স; ষ্ট্যান্: সিপী:)। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন বা হাই তোলে (ইগ্নে: সল্ফ:),—সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি (ইগ্নে: প্ল্যাট.)

প্রত্যঙ্গাদি।—বাহু, পদ, পদতল, নিম্নপদ প্রভৃতি অংশের স্থানে স্থানে পেশীর সঙ্কোচন প্রসারণ,—মূর্চ্ছাবায়ু-রোগাক্রমণের পূর্ব্বে যেরূপ স্নায়বীয় লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

নিদ্রা ও স্বপ্ন।—পিতা মাতার মৃত্যুর স্বপ্ন দেখিয়া পুত্র কন্যা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। স্বপ্ন দেখে যেন চোর বা দস্যুগণ তাহাকে ও তাহার মাতাকে আক্রমণ করিতেছে।

বৃদ্ধি।—সন্ধ্যাকালে, পাদচারণ কালে, প্রাতে।

উপশম।—উপুড় হইয়া শুইলে, পেষণ করিলে, সম্মুখ দিকে দেহ অবনত করিলে এবং গরম বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাম্ব্রা; কষ্টি: পল্সে: ভ্যালিরীয়ানা; মস্কাস্।

তুলনীয়।—আম্ব্রা: মস্কস্, নক্স ভমিকা। প্রতিক্রিয়ার অভাব (প্সোরাইনম্); থুযা (আচিল)।

দোষঘ্ন।—কল্চিকাম।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

কলোফিলাম্ থ্যালিক্ট্রইডিস

(CAULOPHYLLUM THALICTROIDES).

নামান্তর।—ব্লুকোহস্।

প্রস্তুতি।—তাজামূল হইতে মাদার টিঞ্চার, বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—গর্ভস্রাবাশঙ্কা; প্রসবান্তিক বেদনা বা ভাদাল ব্যথা; রজোবন্ধ; বন্ধ্যাত্ব; তাণ্ডব; বাধক; ওলাউঠা; কৃত্রিম গর্ভ; প্রমেহ; স্তনের নিম্নে প্রদাহ; প্রসব বেদনায় অসীমক্লেশ; কৃত্রিম বেদনা; প্রদর; রজঃবিকৃতি; ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল; গর্ভিনীর নানাবিধ উপসর্গ; বাত বা সন্ধিবাত; জরায়ুর আক্ষেপ; জরায়ুর সঙ্কোচন শক্তির দুর্ব্বলতা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী,—গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে ও প্রসবান্তে যত দিন শিশু স্তন্যপান করে, প্রসূতিদিগের এই সকল অবস্থাতেই এমন কোন না কোন পীড়া বা স্বাস্থ্যবিকৃতি ঘটিতে পারে যাহাতে ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের হস্তপদাদির সন্ধিস্থলের বাতবেদনায় ইহা পরম হিতকর। বাধক রোগে ইহা একটী প্রধান ভৈষজ বলিয়া পরিগণিত। ইহার কয়েকটী প্রধান লক্ষণ এই,—জরায়ু বিকৃতির প্রতিক্ষেপ বশতঃ অন্যান্য অঙ্গের পীড়া, শিরোবেদনা, বমন, স্বরভঙ্গ, বাতবেদনা, খালধরা ও আক্ষেপ। জরায়ু আদির বহিরাকর্ষণ অর্থাৎ

যেন বাহির হইয়া আসিবে বোধ। জরায়ু বিকৃতি সম্ভূত নিম্নাঙ্গের (অর্দ্ধাঙ্গের) পক্ষাঘাত। বাম ডিম্বাধার মধ্যে বা বাম স্তন নিম্নপ্রদেশে বেদনা (অ্যাক্টীয়া রেস:)। অল্পবয়স্কা বালিকা-দিগের প্রদর। বেদনা, ক্ষণবিলোপী, থাকিয়া প্রবল বেগে আবির্ভূত হয় এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নড়িয়া বেড়ায়; রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা, আন্তরিক কম্পানুগত দুর্ব্বলতা, যেরূপ দুর্ব্বল হইলে রোগীর বোধ হয় যেন দেহ কম্পিত হইতেছে। কথা কহিতেও অক্ষম বোধ করে। নিদ্রাহীন, অস্থির এবং অল্পে কাতর। ক্ষুদ্র সন্ধি ও পেশীগত বাতবেদনা। প্রসববেদনা,—অনিয়মিত প্রকোপ, রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়িলে বেদনার নিবৃত্তি হয়; অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক বেদনা।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—বাতজনিত শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের। শিরোবেদনা,—অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্দেশে চাপবোধ এবং অস্পষ্টদৃষ্টি, জরায়ু বিকৃতি জনিত। শঙ্খদেশে বা রগে থাকিয়া থাকিয়া ভয়ানক নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—যেন দুই পার্শ্ব ভয়ানক নিষ্পেষণ বশতঃ একত্র হইয়া যাইবে। অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্দেশে চাপবৎ বেদনা সহ অশ্রুমোচন।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—প্রদরস্রাব সহ ললাটদেশে "মাতৃচিহ্ন" বা পীতবর্ণ জড়ুল। দন্তসকল বেদনাযুক্ত ও দীর্ঘতর বোধ হয় (ব্রাই কষ্টি. সল্ফ.—বেদনাযুক্ত বোধ হয়=ইগ্নে: পল্সে. হ্রাস)। জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত। মুখ অত্যন্ত শুষ্ক ও উত্তাপযুক্ত। গলকোষ মধ্যে বেদনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে ইচ্ছা হয়।

উদর।—শিরোঘূর্ণন সহ গলমধ্যে পুনঃপুনঃ অম্লাক্ত বা তিক্ত স্বাদযুক্ত জল উঠে। থাকিয়া থাকিয়া বমন; পাকাশয়িক শূলবেদনা এবং অতিরিক্ত বিবমিষা, জরায়ুর কণ্ডুয়ন বশতঃ পাকাশয়িক পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ। পাকাশয় মধ্যে উত্তাপ ও পূর্ণতা বোধ। পাকস্থলী ও তলপেটে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং দক্ষিণ কুক্ষিদেশে অত্যন্ত সঙ্কোচনবৎ বেদনানুভব। নাভি প্রদেশে পুনঃ পুনঃ শূলবেদনা,—বাতকর্ম্ম করিলে উপশম।

মল।—মলকাঠিন্য,—এক দিবস অন্তর মল ত্যাগ। বেলা ১টার সময় বহুলপরিমাণে জলবৎ মল ত্যাগ,—কোন বেদনা থাকে না। মল কোমল ও শ্বেতাভ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব স্রাবের পূর্ব্বে তাণ্ডব, মূর্চ্ছাগতবায়ু মৃগী প্রভৃতি রোগের আবির্ভাব (অ্যাক্টী)। প্রদর,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত ও শ্লেষ্মাময় (গ্রাফ: ডিক্টাম্নাস, নাইট্রাম, ওলী-অ্যান্:), কষায়গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ ত্বকক্ষয়কারক (অ্যালীউ. আর্স: বোর বোভি: কোণা মার্ক: ক্রিয়ো. স্যাট মি. ক্যামো: পল্সে: সাইলি:), অবসাদক (কার্ব্বো-অ্যান্: ষ্ট্যান); উপরের অক্ষিপুট এত ভারযুক্ত যে অঙ্গুলি দ্বারা তুলিতে হয় তবে দেখিতে পায় (জেল্সি গ্রাফ: ক্যাল্কে-কষ্টি:); ললাটদেশে "মাতৃচিহ্ন" বা পীতবর্ণ জড়ুল প্রকাশ (সিপী); সহ অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের প্রদর (ক্যাল্কে:); বন্ধ্যাত্বজনক প্রদর (বোর: [illegible]: অ্যাগ: গ্র্যাফ: ন্যাট-মিউ: অরাম মিউ-ন্যাট:)। জরায়ুর পেশীর শিথিলতা বশতঃ প্রতিবারে গর্ভস্রাব ভাইবার্ণাম অপীউ:

ভাইবার্ণাম-প্রুনিফো: ; রক্তহীনতা ও প্রগাঢ় বিষাদ সহযোগে = হেলোন:)। প্রসবকালে জরায়ুমুখ প্রশস্ত হয় না ; অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রসব বেদনা, জরায়ু গ্রীবাতে সূচিবেধ অনুভব। প্রসবকালে বেদনা ক্ষণপ্রকাশ, ক্ষণস্থায়ী অসমবেগযুক্ত,—কষ্টদায়ক ও প্রথমাস্থায় নিষ্ফল বেদনা (অ্যাক্টীয়া)। প্রসবান্তে রক্তস্রাব ; জরায়ুর পেশীর শিথিল ভাব ; গর্ভস্রাবান্তে শিরার গৌণ রক্তস্রাব (সিকেল. থ্ল্যাস্পি:)। প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল ব্যথা,—দীর্ঘব্যাপী অবসাদ জনক প্রসববেদনার পর ; থাকিয়া থাকিয়া তলপেটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বেদনানুভূত হয়,—বেদনা বক্ষণসন্ধি বা কুঁচকী (Hip joint) পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। প্রবসান্তিক ক্লেদস্রাব (Lochia),—দীর্ঘকাল,—জরায়ুর স্থিতিস্থাপকতার অভাব বশতঃ শিথিল আধার সকল হইতে অনবরত ক্লেদ স্রাব হইতে থাকে (সিকেলি: অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত = বেল: কার্ব্বো-অ্যান্: সিকেলি: অত্যন্ত ঝাঁজাল = ক্রোক্: হিপ্: পল্সে: হ্রাস ; সিকেল্: ভেরেট:)। আক্ষেপিক প্রকারের বাধক,—মূত্রস্থলী, পাকস্থলী, জরায়ুর বৃহৎবন্ধনী কুঁচকী বা বঙ্ক্ষণসন্ধি, এমন কি বক্ষঃস্থলেও পদদ্বয় পর্য্যন্ত সবিরাম বেদনা অনুভব হয়,—জরায়ুমধ্যে রক্তসঞ্চয়াধিক্য ও বিকৃতিপ্রবণতা ঘটে এবং অতি অল্প আর্ত্তবস্রাব হইয়া থাকে (জ্যান্থাক্সিলাম্ ; ভাইবার্ণাম:)। স্থানচ্যুত জরায়ুপশ্চাৎ দিকে উল্‌টাইয়া যায় (অরাম-মিউ ন্যাট:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—মণিবন্ধে (Wrist) ও অঙ্গুলিতে তীব্র সঙ্কোচনানুভব। বাতবেদনা, মণিবন্ধ ও অঙ্গুলিসন্ধিমধ্যে স্ফীতি,—মুষ্টিবদ্ধ করিতে গেলে ঐ সকল সন্ধিস্থলে কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভূত হয় ; বেদনা গ্রীবাতে সঞ্চারিত হইয়া গ্রীবাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখে (পল্সে:)। বাতজনিত গ্রীবার আড়ষ্টতা বশতঃ মস্তক বামদিকে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে,—ফিরাইতে পারে না (অ্যাক্টীয়া ; ডাল্‌ক্যো:)। পাদচরণকালে বা ঘুরিতে গেলে সকল সন্ধিই মট্ মট্ করিয়া শব্দ করে বা স্ফুটিত হয় (কোমর স্ফুটন = সল্ফ: গ্রীবাস্থি স্ফুটন ককীউ: নিকল. পল্সে: ষ্ট্যান্: বাহুসন্ধি সমল = চিনিন্-সল্ফ. মার্ক: অ্যাণ্ট টার্ট: থুয়া: ; পাদচারণ কালে বা দেহ সঞ্চালন করিলে জানু ও নিম্নপদের সন্ধিসকল মট্‌মট্ করে = ককীউ: নক্স ; লিডাম্-ট্যাবাক্.)। হস্তপদাদিতে অনবরত উড্ডীয়মান্ বেদনা, একস্থানে কয়েক মূহুর্ত্তমাত্র অবস্থিতি করে (পল্সে: ক্যালী-বাই: ল্যাক্টীউকা:)। ক্ষুদ্র সন্ধি মাত্রেই আক্রান্ত হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাক্টীয়া ; বেলেডনা ; লিলীয়াম-টাই: পল্সে: সিকেলি: থ্ল্যাস্পি-বার্স: ভাইবার্ণাম্ অপীউলাস্ এবং ভাইবার্ণাম্-প্রুনিফোলীয়াম্।

তুলনীয়।—জেল্স: (বাধক), পল্স (প্রসব বেদনায়) ; সিমিসি: বেলেডনা (সবিরাম বেদনায়) ; ক্যালকে (শ্বেতপ্রদরে) ; ল্যাকে, সল্ফ, অষ্টিলেগো (ডিম্বাধারের বেদনায়) ; ম্যাগ্নেসিয়া (জরায়ু আক্ষেপে) ; ব্রায়ো (বাতে) ; সিকেল।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩ ও উচ্চতর ক্রম।

কষ্টিকাম্

(CAUSTICUM).

নামান্তর।—পোটাসিয়ম্ হাইড্রেট্।

প্রস্তুতি।—হানিমানের মতে সদ্য প্রস্তুত চূণ ক্ষণকালের জন্য জলে ভিজাইয়া উহা গুড়া করিয়া বাইসল্‌ফেট অভ পটাসসহ পরিস্রুত জলে সংমিশ্রিত করিতে হয়। তৎপরে স্পিরীট মিশাইলে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।— নিম্নলিখিত রোগ সমূহে ফলপ্রদ হইয়াছে; বয়োব্রণ; স্তন্যস্বল্পতা; অন্ধত্ব; সংন্যাস; সন্ধিবাত; মূত্রাধারের পীড়া; শ্বাসনলী প্রদাহ; দাহ; ছানি; তাণ্ডব; কোষ্ঠবদ্ধ; আক্ষেপ; কাস; বধিরতা; দন্তোদ্গম; উপঝিল্লীক রোগেরপরবর্ত্তী পক্ষাঘাত; কর্ণস্রাব; শীর্ণতা; শয্যায় মূত্রত্যাগ; মৃগী; চক্ষুর পীড়া; মুখের পক্ষাঘাত; নালী; দন্তনালী; গলগণ্ড; অর্শ; শিরঃপীড়া; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; বঙ্ক্ষণ সন্ধির পীড়া; রসবাত ধাতু; ধ্বজভঙ্গ; বহুব্যাপক সর্দ্দি; সবিরামজ্বর; স্বরনলী প্রদাহ; সীসক—বিষাক্ততা; শ্বেতপ্রদর; আর্ত্তব বিকৃতি; পেশীর শূল; স্নায়ুশূল; নাকের পাড়া; পক্ষাঘাত; গর্ভাবস্থায় পীড়া; মূত্রদ্বারশায়ী গ্রন্থির পীড়া; বাত; কচ্ছু; গণ্ডমালা; চর্ম্মরোগ; বসন্ত; তোতলামি; উপদংশ; পেশীর অগ্রভাগের সঙ্কোচন; গলমধ্যে নানাপ্রকার ক্ষত; জিহ্বার পীড়া; জিহ্বার পক্ষাঘাত; নানা প্রকার ক্ষত; মূত্রনলী প্রদাহ; মূত্রের বিকৃতি; শিরাস্ফীতি; স্বরভঙ্গ; আঁচিল; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—কৃষ্ণকেশ, দৃঢ়তন্তু কিম্বা ক্ষীণকায়, রুগ্নদেহ, কচ্ছু-বিষ-দুষ্ট-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়া এবং যাহাদের গাঢ় পীতবর্ণ, ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল ও যাহারা প্রায়ই শ্বাসযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের রোগাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী। যে সকল শিশু গাঢ় কৃষ্ণকেশ ও কৃষ্ণ চক্ষুবিশিষ্ট, সামান্য কারণে রোগাক্রান্ত হয়, যাহাদের দন্তোদ্গমকালে কুঁচকী, গ্রীবা প্রভৃতি অংশ হাজিয়া যায় কিম্বা যাহারা দন্তোদ্গম হইবার সময় তড়্‌কাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়, কষ্টিকাম্ তাহাদের প্রধান ঔষধ। মূর্দ্ধাত্বক,গলমধ্য, শ্বাসনলী, মলান্ত্র, মলদ্বার, মূত্রনলী, অপত্যপথ, জরায়ু প্রভৃতি ক্ষতযুক্ত বা হাজা ধরা হইয়া থাকে। দারুণ শোক বা দীর্ঘকাল রোগভোগজনিত মস্তিষ্কের বা মেরুমজ্জার ক্রিয়াবিকৃতিতেও ইহা ফলপ্রদ। ইহার আর একটি প্রধান ধর্ম্ম ঠাণ্ডা লাগা হেতু দেহের অংশবিশেষের পক্ষাঘাত, যে অংশে আক্রমণ করে সেই অংশেই আবদ্ধ থাকে,—নিকট বা দূরবর্ত্তী অন্য কোন অংশে প্রতিক্ষিপ্ত হয় না,—যথা স্বরযন্ত্র, জিহ্বা, অক্ষিপুট, মুখ, প্রত্যঙ্গাদি, মূত্রস্থলী এবং দেহের দক্ষিণ পার্শ্বই ইহার বিশিষ্ট আক্রমণস্থল। রোগী আরোগ্য লাভ করিতে করিতে রোগের শেষ বা খুট আর যায় না সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না (প্সোরাইনঃ সল্ফঃ)। নিম্নে ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এস্থলে বিবৃত হইল,—স্বরভঙ্গসহ নাসা; সর্দ্দি; নাসিকা মধ্যে

যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা, স্বরতন্তুর পক্ষাঘাত বশতঃ হঠাৎ স্বরলোপ। মুখে মেদময় বা তৈলবৎ স্বাদ। মল রজ্জুবৎ দৃঢ় বা গাঢ় আঠার ন্যায়,—দেখিলে বোধ হয় যেন তৈল বা বসা চ্ছন্ন; দাঁড়াইলে মল সহজে নির্গত হয়। কাসি,—বক্ষমধ্যে ছাড়িয়া যাওয়ার মত ব্যথা এবং শ্বাসহনীয়তা; যৎসামান্য গয়ার গলমধ্যে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার গলমধ্যেই নিমগ্ন হয় শীতল জল পান করিলে উপশম = উষ্ণ শয্যায় শয়নে বৃদ্ধি। কাসিলে বা হাঁচিলে কিম্বা মন উত্তেজিত হইলে অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব হইয়া যায়। গাত্রত্বক বৃহৎ অসমপৃষ্ঠ এবং শোণিতপাত-প্রবণ মাষক বা আচিলযুক্ত,—বিশেষতঃ অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও নাসিকার উপরিভাগ। প্রত্যঙ্গাদির ভাঁজ মধ্যে ত্বকক্ষয় বা হাজা; বাতবেদনা বশতঃ আক্রান্ত অঙ্গের আড়ষ্টতা, ও আবর্ত্তক-পেশীর (Flexors) সঙ্কোচন ও সন্ধির অনমনীয়তা। শিশু অতি বিলম্বে চলিতে শিক্ষা করে (ক্যালকে ফস্ অ্যাগার্)। শিশু চলিতে চলিতে টলিতে থাকে এবং সামান্য কারণে পড়িয়া যায়। অকালে আর্ত্তব প্রকাশ হয় এবং সামান্য স্রাব হইয়া থাকে, কেবল মাত্র দিবসে রজঃস্রাব হইয়া থাকে, শুইলেই থামিয়া যায়। বহুকাল ধরিয়া শোক বা দুঃখ ভোগ (অ্যাসিড ফস্ কোনচি ল্যাকে ন্যাট মিউ: ফল্ প্ল্যাট: ষ্ট্যাফ), অনিদ্রা বা রাত্রিজাগরণ (অ্যাসিড নাই ককীউ. ইগ্নে.), ভয়, ভীতি, আনন্দ আনন্দ প্রভৃতি হঠাৎ মানসিক আবেগ (কফী: জেল্সি· ক্রিও ল্যাকে. লাইক্ শ্যাম্ব্: হাইড্রোফোব্: হাইপির), রাগ বা বিরক্তি এবং অবরুদ্ধ উদ্ভেদ (Suppressed eruptions = ব্রাই: ফস অ্যাসিড-ফস্· সল্ফ: ওপী বেল্:) প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন পীড়াদিতে উপযোগী।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিমর্ষ,—ভাবনা, শোক বা দুঃখজনিত, বিষাদ ও নৈরাশ্যযুক্ত তৎসহ রোদন, সামান্য কারণে শিশু রোদন করিতে আরম্ভ করে। অন্যের কষ্টে অত্যন্ত সমবেদনা প্রকাশ করে (ককীউ কলো:)। রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (বিশেষতঃ অর্শ) রোগের বৃদ্ধি হয় (ব্যারাই: ক্যাল্কে-ফস্ হেলোন: মিডহ্রাইন্ অ্যাসিড অক্স পেট্রোল্)। ঋতুর পূর্ব্বে অত্যন্ত বিমর্ষভাব (লাইকো: ন্যাট মিউ: ষ্ট্যান্, ঋতুর সময় = সিপী·)। চিত্ত ভয় ও উদ্বেগযুক্ত। রোগিনী সর্ব্বদাই স্বকীয় বা পরকীয় বিপদাশঙ্কা করেন,—(অ্যামন্-কার্ব এমিলেনান্: চিনিন্-সল্ফ: সিমিফিউ ক্লিম্যাট: কিউপ্রাম্: অ্যাসিড হাইড্রো: লরো: লিল টাইগ্ ম্যাগ-কার্ব স্কাটেলারিয়া· সিপী: ভ্যালি ভেরেট: ভিবি.)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—পার্শ্বের বা সম্মুখ দিকে পড়িবার উপক্রম হয় (সম্মুখ দিকে পতনোপক্রম = আর্নি: ফের্: ফেরাম্-অ্যাসেট: ন্যাট মিউ পডো: র‍্যাণান্ হ্রাস্; পার্শ্বের দিকে পতনোন্মুখ হয় = ক্যানাব· কোণা ড্রোসে: ইউফর্ব ফেরাম্ অ্যাসেট: মেজের: হ্রউম্; স্পিলা: জিঙ্কাম্:); রাত্রিতে শয্যায় শয়িতাবস্থায় (কোণা: মার্ক: নক্স, সল্ফ:); শয্যা হইতে উঠিবার সময় (বেল্: ক্রোক্. গ্র্যাফ্: ওলীয়ান্: পেট্রোল্ পল্সে হ্রাস্; সাইলি:) এবং পুনশ্চ শয়ন করিবার সময় (ক্যালেড· কোণা হ্রডোড: ষ্ট্যাফ: থুয়া) কিম্বা বেলা ১১টার সময় এবং কোন

বস্তুর দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে (সার্স),—মস্তিকের দুর্ব্বলতা ও উদ্বেগ সহযোগে ; নির্ম্মল বায়ুতে উপশম হয় (অ্যামন্-মিউ: ম্যাগ-সল্ফ: ফেল্যান্: অ্যাসিড-সল্ফ)। মস্তিষ্ক ও ললাটের মধ্যবর্ত্তী অংশ শূন্য বোধ হয়। ললাটের বাম শৃঙ্গদেশে, বাম পার্শ্বের উচ্চ-দেশে বেদনা অনুভূত হয়।

চক্ষু।—ঠাণ্ডা লাগা বশতঃ দক্ষিণ চক্ষুর পেশীর পক্ষাঘাত। অক্ষিপুট মুদিত হইয়া থাকে,—খুলিয়া রাখা যায় না, আপনা হইতে পড়িয়া যায় (কলোফিল্: জেল্সি: গ্র্যাফ: ক্যাল্কে কষ্টি ;—উভয় অক্ষিপুট = সিপী:)। ছানি রোগে বস্তুর ঊর্দ্ধাংশ বা অধঃ অংশমাত্র দেখিতে পায় (অ্যাসিড-মিউ: নিম্নাংশমাত্র দেখিতে পায় = অরাম্)। চক্ষু মধ্যে ধূলিকণা পড়িয়াছে এইরূপ অনুভব। দৃষ্টিপথে বা চক্ষুর সম্মুখে যেন অগ্নিকণা উড়িয়া বেড়ায় (অ্যাগার: অ্যামন্ মিউ: বেল্: সিঙ্কো: ককীউ: কোণা: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: ফস্: সিপী: সাইলিশীয়া)। চক্ষুর সম্মুখে যেন একটী কি পাতলা আবরণ রহিয়াছে (অ্যালীউ বেল্: ক্যাল্কে: ক্রোক্: ফস্: অ্যাসিড-ফস্: ফস্: রীউটা ; সল্ফ.)। দ্বিদর্শন,—সকল বস্তুই দুইটী বোধ হয় (বেল্. সাইকীউটা ; ডিজি: হায়োঃ লাই: ন্যাট্র-মি: ওলীয়্যান্: পল্সে: সিকেল: ভেরেট.)। রাত্রিতে চক্ষু জুড়িয়া যায়। অশ্রুস্রাব কষায় (অ্যালীউ: ইউফর্ব: ইউফ্রে. গ্র্যাফ: ক্রিয়ো: ল্যাকে: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: পল্সে: সাইলি-শীয়া ; সল্ফ:),—তৎসহ মস্তক পর্য্যন্ত প্রসারী তীক্ষ্ণ বেদনা সহ। বাতজনিত অক্ষিপ্রদাহ।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে "হুহু," "টিংটিং", "গুাগুা" প্রভৃতি শব্দ। রোগীর স্বীয় কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। কর্ণবিবর মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনানুভব (সিঙ্কো: অ্যাসিড-নাই:)।

নাসিকা।—স্বরভঙ্গসহ সর্দ্দি। নাসার উপর হইতে শল্ক বা ছাল উঠে। রন্ধ্র-মুখ ক্ষতযুক্ত। পুনঃ পুনঃ হাঁচি। নাসিকার উপর পীড়কা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল উদ্গত হয় (থুয়া)।

মুখমণ্ডল।—পীতবর্ণ (ক্যাল্কে: ক্যাম্ফা: গ্র্যাফ: লাই: ম্যাগ-মি: মার্ক: ন্যাট-মি: নক্স: পল্সে:)। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বগত স্নায়ুশূল,—রাত্রিতে বৃদ্ধি ; রোগী শীতার্ত্ত, তৃষ্ণারহিত ; গণ্ডদেশ ও কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারী সঙ্কোচনবৎ বেদনা অনুভূত হয় ; পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ ও অসাড়তা, তৎসহ স্বল্প আর্ত্তবাস্রাব। কাসির সময় মূত্রত্যাগসহ একপার্শ্বগত পক্ষাঘাত,—হনুদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া থাকে, মুখ ব্যাদান করিতে পারে না।

মুখবিবর ও গলমধ্য।—চর্ব্বণকালে গণ্ডাভ্যন্তর দংশন করে (জিহ্বা দংশন করে = ইগ্নে:)। জিহ্বার পক্ষাঘাতসহ অস্পষ্ট কথা (হায়োসা:—জিহ্বা ভারযুক্ত ও অসাড় = ক্যালী কার্ব:)। গলাধঃকরণ কালে বোধ হয় যেন কণ্ঠমধ্যে একটা অর্ব্বুদ বা মাংসপিণ্ড রহিয়াছে। ঢোক গিলিবার সময় গলমধ্যে "কড়াস্" করিয়া উঠে। যেন গলমধ্যে কি একটা ঠাণ্ডা জিনিষ উত্থিত হইতেছে। বায়ুনলী মুখে বেদনা সহ শ্লেষ্মা উত্তোলন। শুষ্ক কাসিসহ গলমধ্য হাজা ও কণ্ডুয়ন বোধ হয়। অনেকক্ষণ কাসির পর তবে অল্প কফ উত্থিত হয়। গলমধ্যে জ্বালানুভব,—ঢোক গিলিলে উপশম হয় না,—বেদনা বোধ হয় যেন বক্ষমধ্য হইতে উত্থিত হইতেছে।

পাকাশয়াদি।—মুখের মেদময় স্বাদ (অ্যাসের্ ম্যাগ্নেঃ অ্যাসিড-মিউ ওলী-অ্যান্ঃ স্টাবাই)। মিষ্টান্নে অরুচি (গ্র্যাফ সল্‌ফার)। যেন পাকাশয় মধ্যে চূণ্ দগ্ধ করা হইতেছে (ক্রোক)। মস্তক মধ্যে উত্তাপবোধসহ অম্লশূল,—সমগ্র দেহে অত্যন্ত শীত বোধ—শয়নে উপশম। তৃষ্ণা আছে অথচ জল পান করিতে চাহে না (অ্যাঙ্গাস্ঃ গ্র্যাফ. সাইলিশীয়া , দেথ)। উদর অত্যন্ত আধ্মানযুক্ত এবং তন্মধ্যে "হুড়্‌হুড়্ গুড়্‌গুড়্" শব্দ।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—পুনঃ পুনঃ বেগ অথচ বাহে হয় না (অ্যানাক্ নক্স), দণ্ডায়মান অবস্থায় মল সহজে নির্গত হয়,—অর্শেবলী দ্বারা মল ত্যাগের ব্যাঘাত জন্মে , মল আঁটিল এবং মেদাচ্ছন্নবৎ চাকচিক্য যুক্ত , যে সকল শিশুর রাত্রিতে অসাড়ে মল মূত্র নিঃসরণ হয় তাহাদের মলকাঠিন্য। মল কঠিন ও আমবিজড়িত (গ্র্যাফ হাইড্রাস্ঃ) এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিলাময়। মলদ্বারের জ্বালাসহ রক্তাক্ত মল নির্গত হয়। মলদ্বারের নালী-ক্ষত (Fistula)। অর্শ,—বলী অত্যন্ত কঠিন এবং স্পর্শ করিলে, পাদচারণ কালে, দাঁড়াইলে বা বসিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় , মলত্যাগের পর উপশম , কণ্ডুয়নশীল সূচিবেধবৎ যন্ত্রণাজনক, রসস্রাবী, হুলবেধবৎ যন্ত্রণা ও জ্বালাযুক্ত,—ঐ বিষয় মনে করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় ; স্পর্শ করিলে বা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে গেলেও যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ, বেদনাযুক্ত আঁচিলের ন্যায় উদ্ভেদ, উহা হইতে পূয, রক্ত ও রসস্রাব হয়। (থুযা , অ্যাসিড নাই, সিন্নাবারঃ ইউফ্রেজীয়া)।

প্রস্রাব।—কাসিলে, হাঁচিলে বা নাসিকা পরিষ্কার করণকালে অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব হয় (পল্‌সেঃ স্কীলা ভেরেট. কাসিলে অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন=সল স্কীলা)। মূত্রনলীর কণ্ডুয়ন পুনঃ পুনঃ বৃথা প্রস্রাব বেগ, প্রায়ই কয়েক বিন্দুমাত্র নির্গত হয়,—মলদ্বারাবরোধক পেশীর প্রসারণ ও তৎসহ মলকাঠিন্য। মূত্ররোধ , তৎসহ পুনঃ পুনঃ প্রবল বেগ , সময়ে সময়ে কয়েক ফোঁটা মাত্র নির্গত হয়। প্রথম নিদ্রার সময় অসাড়ে প্রস্রাব হয় (সিপীঃ)। মূত্রদ্বারের মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে অনবরত রস নির্গলিত হইয়া স্মৃতি শক্তির হ্রাস সংঘটিত করে। শিশ্ন মুণ্ডের চতুর্দ্দিকে অধিক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ নিঃস্রাব জন্মে। অস্ত্র চিকিৎসার পর মূত্রাবরোধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয়, (কোণা. গ্র্যাফ. ক্যালী-কার্ব্বঃ পল্‌সেঃ সল্‌ফ)। কিন্তু অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে (অতি শীঘ্র ও বহুল পরিমাণ স্রাবযুক্ত=বেল. ক্যাল্কে), থামিয়া যাইয়া আবার কয়েক দিন যাবৎ অল্প অল্প স্রাব। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, কেবলমাত্র দিবসে স্রাব হয় [ক্যাক্টাস. লিলীয়াম , কেবলমাত্র রাত্রিতে= বোভিঃ ম্যাগ-কার্ব্ব রাত্রিতে অধিক পরিমাণে=অ্যামন্ মিউ. অ্যামন্ কার্ব্ব] শয়ন করিলে থামিয়া যায় [ক্যাক্ট লিলীয়াম্ শয়ন করিলে নির্গত হয়=ম্যাগ কার্ব্বঃ পাদচারণকালে থামিয়া যায়ঃ=ম্যাগ-কার্ব্ব. বসিলে অপর্য্যাপ্ত স্রাব হয়=অ্যামন্ কার্ব্ব জিঙ্কাম ; শয়নকালে অপর্য্যাপ্ত স্রাব=ক্রিয়োঃ] , কোমরে ও তলপেটে ভয়ানক বেদনা বোধ হয় এবং সময়ে সময়ে চাপচাপ রক্ত নির্গত হয়। প্রথম রজঃ অত্যন্ত কষ্টজনক। প্রদর,—স্রাব কেবলমাত্র রাত্রিকালে (অ্যাম্ব্রা),—তৎসহ অত্যন্ত অবসন্নতা (ক্রিয়োঃ কার্ব্বো-অ্যান্ঃ—প্রাতে প্রদরস্রাব=ন্যাট্র-মিউঃ

পাদচারণকালে স্রাব ;=বোভি:)। অত্যন্ত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, প্রভৃতি কারণে স্তনদুগ্ধ প্রায় স্তম্ভিত হইয়া যায়। স্তনবৃন্ত হাজিয়া যায় ও ফাটা ফাটা এবং ফুস্কুড়ি পরিবেষ্টিত হয় (ক্যাষ্টার ইকিউই:)। যৌবনোদ্গম কালে এবং পূর্ণিমাতে অপস্মার বা মৃগী রোগের আবির্ভাব।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ (বেল: মার্ক: ফস:) ; গলমধ্যে হাজা (ডাং ক্লার্ক বলেন বায়ুনলী মধ্যে ক্ষতযুক্ত বেদনা, বক্ষমধ্যে নহে) অনুভব সহ প্রাতে বৃদ্ধি (ইউপেট: সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হইলে=কার্ব্বো-ভেজি: ফস:)। কাসি,—বক্ষমধ্যে হাজা ও ক্ষতযুক্তবৎ বেদনা, গয়ার উত্তোলন করিবার অক্ষমতা বশতঃ গলাধঃকরণ করিতে হয় (আর্ণিকা: ক্যালী-কার্ব্ব:) ; ঠাণ্ডা জলপানে উপশম হয়। (ঠাণ্ডা জল পানে বৃদ্ধি=অ্যামন্ মিউ: কার্ব্বো-ভে: সিলি: স্কীলা:=ঠাণ্ডা জলে গা ধুইলে উপশম=বোভি:) ; নিশ্বাস ত্যাগ কালে (অ্যাকো: ল্যাকে:—নিশ্বাস গ্রহণ কালে=সিনা ; মিনী: ওপী: স্কীলা: সল্‌ফ: দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ কালে= অ্যামন্-মিউ: সিঙ্কো: সাইনা ; কোণা: কিউপ্রাম: ডাল্‌ক্যা: গ্র্যাফ: লাইক: ন্যাট-মিউ: স্কীলা:) ; গয়ার (sputa) রাত্রিতেই অধিক উঠিয়া থাকে (ক্যাল্‌কে: অ্যাণ্ট-টার্ট: ষ্টাফ=দিবারাত্রি সমভাবে =বিসমাথ ; শয়ন কালে=ক্যাল্‌কে: গ্রাফ: নাইট্রাম ; সন্ধ্যাকালে=ক্রোটন্: ক্যালী-কার্ব্ব: লাই: অ্যাসিড-মিউ ন্যাট-কার্ব্ব: নাইট্রাম: ফস: রীউটা: সিপি: ষ্টাফ:) ; কাসিবার সময় অসাড়ে মূত্র স্রাব হয় (পল্‌সে স্কিলা: ভেরেট:) ; কথা কহিলে কাসি আইসে (অ্যানাক: ব্যারাই: ক্যামো: সিঙ্কো: ডিজি: হিপ: ম্যাঙ্গে: মিফাইট: মার্ক: অ্যাসিড-মি: ফস: সাইলি: ষ্টান্: সল্‌ফ:)। হাঁপানি, —বিশেষতঃ উপবেশন বা শয়নকালে (শয়নে উপশম, প্‌সোরাইন: কেবলমাত্র দাঁড়াইলে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে=ক্যান্: ন্যাট:)। কাসিলে পাছায় বেদনা বোধ হয় (বেল:)। নিশ্বাস গ্রহণ কালে বক্ষঃস্থলের গভীরতম প্রদেশে সূচি বা শলাকাবেধবৎ বেদনানুভব। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা, সহ হৃদ্‌স্পন্দন,—রোগী শয়ন করিতে পারে না [শয়নে বৃদ্ধি= ন্যাট-কার্ব্ব: ট্যাব্যাক: চিৎ হইয়া বা দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে=ক্যালী-নাই: চিৎ হইয়া শুইলে= আর্স: দাঁড়াইলে=অ্যাগার: হেঁট হইলে=অ্যাঙ্গাস: ক্যানব: স্পাইজি: পাদচারণকালে=অ্যালীউ অ্যাম্ব্রা ; অরাম্ ; সিপী: ষ্টাফ:] ; রাত্রিতে শয়নের আরম্ভ হইতে শয্যাত্যাগের কাল পর্য্যন্ত কয়েক দিবস যাবৎ শেষ রাত্রিতে, এবং দেহ সঞ্চালনে কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হয় কিন্তু আবার শুইতে গেলেই পুনরাবির্ভাব হয়।

পৃষ্ঠ ও কটি দেশ।—পৃষ্ঠফলকের মধ্যগত অংশ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও আড়ষ্ট অনুভূত হয়। গ্রীবা-পশ্চাতে আঘাত জনিতবৎ (মচকাইয়া যাওয়ার মত বেদনা—কোণা:)। গলগণ্ডবৎ কণ্ঠবেশে স্ফীতি (সঙ্কোচনানুভব সহ, আয়োড:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—শিশু অতি বিলম্বে চলিতে শিক্ষা করে (ক্যাল্‌কে-ফস:)। শিশু চলিবার সময় টল্ টল্ করে এবং সহজে পড়িয়া যায়। রোগী সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করে, একটু ঘুমাইয়া উঠিয়া পড়ে এবং অত্যন্ত অস্থির হয়, কিছুতেই আরাম বোধ করে না ; বসিয়া মাথা দুলাইতে থাকে এইং অবশেষে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে (ইউপেট: হ্রাস)। অনবরত দেহ সঞ্চালন করিতে থাকে কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয় না। অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ করে

এবং দেহ কম্পিত হইতে থাকে। হস্ত বা পদের পক্ষাঘাত,—ঠাণ্ডা লাগা বা জলে অভিষেক বশতঃ কিম্বা আন্ত্রিক জ্বর বা গলমধ্যস্থিত ঝিল্লিক প্রদাহের পর পক্ষাঘাত, ইহা ক্রমশঃ আবির্ভূত হয়। আকুঞ্চক পেশীর সঙ্কোচন ও সন্ধি সকলের আড়ষ্টতা সহ বাত বেদনা, পেশী সকল সঙ্কুচিত হইয়া যায় (অ্যামন্-মি: সাইমেক্স ; ওয়াইয়াক্: ন্যাট-কার্ব্ব: অসাড়তা সহ বামপার্শ্বগত কটীস্নায়ুশূল (দক্ষিণ পার্শ্বগত = কলো: ম্যাগ-ফস:)। বাহুতে ও হস্তে অতীব্র ছেদনবৎ বেদনা। উভয় পদতলে সুড়সুড়ী,—যেন ত্বকের নিম্নে কোন কীট বেড়াইতেছে। রাত্রিতে পদদ্বয় পদদ্বয় স্পন্দিত হয় (জিঙ্কাম-ভ্যালি:)। আক্ষেপ বা ধনুষ্টঙ্কার,—চীৎকার, দন্তঘর্ষণ, হস্ত-পদাদির প্রবল আকুঞ্চন ও প্রসারণ, জ্বরবৎ উত্তাপ এবং তৎসহ হস্ত পদাদির শীতলতা। রোগী নিরন্তর সঞ্চলনশীল, কিন্তু দেহ সঞ্চালনে কোন যন্ত্রণার উপশম হয় না।

ত্বক্‌।—ক্ষতচিহ্ন সকল বিশেষতঃ দাহন ও ঈষদ্দাহন জনিত ক্ষতচিহ্ন সকল পুনরায় ক্ষত-যুক্ত হইয়া উঠে (অ্যাসিড-ফু: গ্র্যাফ:) ; পুরাতন আহতস্থান পুনশ্চ বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে,—রোগী বলিয়া থাকে শৈশবে অমুক অঙ্গ দগ্ধ হইবার পর হইতে আর এক দিবসও স্বাস্থ্য ভোগ করে নাই কিম্বা ঐ অংশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই। আঁচিল,—উচ্চনীচ পৃষ্ঠ যুক্ত, সবৃন্ত সুবৃহৎ (থুযা ; অ্যাসিড-নাই: ক্যাল্‌কে: ক্ষতজননপ্রবণ এবং স্পর্শাসহ = ন্যাট-কার্ব: গুচ্ছবদ্ধ ভাবে জন্মায়—ফেরাম-পাইক ; শক্ত ও দপ্‌দপকারী বেদনাযুক্ত=সল্‌ফ: শিশ্নমুণ্ডের পৃষ্ঠে = অ্যাণ্ট-টার্ট: হাতে = কালী-মি: করতলে = ন্যাট-মি: শিশ্নাবরক ত্বকের এবং গাত্রের উপর = সিপী:) ; সহজে রক্তাক্ত হয় (অ্যাসিড নাই: ক্যাল্‌কে ; ওষ্ঠে = নাইট্রিক-অ্যাসিড:) এবং রসস্রাবী (ইউক্রে:) ; তলদেশ কোমল ও উপরিভাগ কড়ার ন্যায় শক্ত ;—বাহুতে, হস্তে, অক্ষিপুটে, মুখমণ্ডলের ও নাসিকার উপর ; দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের কুঁচকী, গলদেশ, কক্ষমধ্যে প্রভৃতি অংশ হাজা ধরা হয় (শিশুর পাছাদ্বয়ের মধ্যগত অংশে ক্যামো: পুনঃ পুনঃ হইলে = লাই ; আক্রান্ত অংশ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত হইলে মার্ক-সল্: পথ ভ্রমণবশতঃ উরুদ্বয়ে হইলে = ইথীউজা)। যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বই ব্যথাযুক্ত হয়, সুতরাং পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (ষ্ট্রাম্: ব্যাপ্:)।

জ্বরাধিকার।—শীতাবস্থা,—অত্যন্ত শীতার্ত্ততা ও শীতবোধ, লেপের উপর লেপ চাপাইলেও গরম বোধ হয় না (ল্যাকে:) কিন্তু উত্তাপেও আরাম পায় না ; সমগ্র বামপার্শ্বে শৈত্য বোধসহ অত্যন্ত শীতার্ত্ততা ; আন্তরিক শীত বোধ অবস্থাতেই ঘর্ম্মোদ্রেক হয় উত্তাপ আর প্রকাশ হয় না ; দ্বিপ্রহর রাত্রিতে অত্যন্ত আন্তরিক শীতবোধ হয়। মুখ হইতে কম্পন আরম্ভ হয়। শয়নে (ক্যালী-কার্ব্ব:) ও জলপানে শীতের হ্রাস হয় (গ্র্যাফ: ইপিক্:)। সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত উত্তাপ, উত্তাপ ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে সঞ্চারিত হয়। উত্তাপাবির্ভাবসহ শীত বোধ হয়। বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে (ব্রাই: সিঙ্কোনা) ও দেহ সঞ্চালনে ঘর্ম্মাতিশয্য (কার্ব্বো-অ্যান্: সিঙ্কো: ককীউ: হিপ্: ক্যালী-কার্ব্ব্: মার্ক: ন্যাট-মিউঃ ফস্: প্সোরাইন্: সিপ: সাইলি: সল্‌ফ: ভেরেট:)। অম্লগন্ধযুক্তরাত্রিস্বেদ (হিপ: ম্যাগ:-কার্ব্ব: অ্যাসিড নাই: সিপী: সাইলি: সল্‌ফ:)। প্রাতঃস্বেদ,—শেষ রাত্রি ৪টার সময়।

নিদ্রা।—রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় অপস্মার বা মৃগীরোগের আবির্ভাব হয় (ক্যাল্কে-কার্ব্ব: কিউপ্রাম্: বিউফো: ল্যাকে: ওপী:)।

বৃদ্ধি।—নির্ম্মল আকাশ থাকিলে, বাহির হইতে উষ্ণগৃহে প্রবেশ করিলে, ঠাণ্ডা বায়ু, বিশেষতঃ বহমান ঠাণ্ডা বায়ু লাগিলে ; দেহ ঠাণ্ডা হইলে ; ভিজিয়া গেলে বা স্নান করিলে (হ্রাস ; অ্যাণ্ট-ক্রুড:)।

উপশম।—জলীয় শৈত্যযুক্ত বায়ুতে ; উষ্ণ বায়ুতে, দ্বিপ্রহর রাত্রে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অনুপূরক=কার্ব্বো-ভেজি: পেট্রোসেলিন্: ফস্ফোরাস ইহার পরে বা পূর্ব্বে ব্যবহার হইতে পারে না।

তুলনা।—আর্ণিকা (শ্লেষ্মা গিলিতে বাধ্য হয়) ; জেল্সি: গ্র্যাফ: ও সিপীয়া (অসম্পূর্ণ পক্ষঘাত রোগে) ; রিউমেক্স ও কার্ব্বো-ভেজি: (স্বরভঙ্গ—সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত হইলে) ; সলফার (দীর্ঘকালের স্বরলোপ রোগে)। সীসক-বিষজনিত রোগাদিতে (পক্ষাঘাতে) প্রতিবিষরূপে কার্য্য করে এবং কচ্ছুরোগে মার্কিউরীয়াস্ ও সলফারের অপব্যবহারেও ইহা দোষনাশকরূপে ব্যবহৃত হয়।

দোষঘ্ন।—এসাফি, কফিয়া, কলোসি, নক্স-ভ।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৫০ দিন।

সিয়্যানোথাস্ অ্যামেরিকেনাস্

(CEANOTHUS AMERICANUS).

প্রস্তুতি।—আমেরিকার নিউ-জার্সি দেশীয় চা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অতিসার ; হৃদ্পিণ্ডের পীড়া ; কামলা ; শ্বেতপ্রদর ; প্লীহাতে বেদনা ; প্লীহার বৃদ্ধি ও কাঠিন্য ; রজোবন্ধ।

উপযোগিতা ও আভাস।—একমাত্র প্লীহারোগেই যদ্যপি ইহার উপকারিতা সীমাবদ্ধ হইত তাহা হইলেও ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশীয়দিগের পক্ষে ইহা এক অমূল্য নিধিরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। প্লীহা যত বৃহৎ হউক না কেন মন্ত্রের ন্যায় সিয়্যানোথাস্ তাহাকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে,—বিশেষতঃ যদি প্লীহা মধ্যে বেদনা বর্ত্তমান থাকে। বাম পার্শ্ব (যেমন চেলিডোনীয়ামের দক্ষিণ পার্শ্ব) ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াক্ষেত্র

লক্ষণাবলী।

মন।—অবসাদ, স্নায়বিক ভাবাপন্ন।

মস্তক।—মাথাব্যথা চক্ষু বড় বোধ।

মুখবিবর।— জ্বরাদির পর মুখক্ষত। আরক্ত জ্বরান্তিক ক্ষতযুক্ত গলবেদনা।

উদর।—কম্পজ্বর ও কুইনাইনের অপব্যবহারজনিত অতিরিক্ত বর্দ্ধিতাকার প্লীহা। প্লীহাবেদনা, তৎসহ প্রবল বমন। সমগ্র বামপার্শ্ব বেদনাক্রান্ত হয়; অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; শ্লেষ্মা উত্থানসহ কাসি, জ্বর ও অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম। প্লীহা প্রদেশে তীব্র বেদনা। সময়ে সময়ে যকৃতেও বেদনানুভূত হয়। প্লীহাব বেদনা বশতঃ রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

মলান্ত্র।—উদরাময়, তৎসহ অন্ত্রাশয় মধ্যে ও মলান্ত্রে অত্যন্ত চাপবোধ।

মূত্র।—হরিদ্রাভ, সফেন মূত্র ত্যাগ, মূত্রের সহিত পিত্ত, শর্করা প্রভৃতি নির্গত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ দিবস অগ্রে ঋতুর আবির্ভাব হয় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে। প্রদর, স্রাব পীতবর্ণ (গ্র্যানেট) তৎসহ বাম কুক্ষিদেশে অত্যন্ত বেদনা; বেদনা এত অধিক যে রোগিনী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনাসহ শীতার্ত্ততা ও ক্ষুধারাহিত্য। শীতে কাঁপিতে থাকে।

নিদ্রা।—সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকা।

জ্বর।—দিবা ৪টার সময় জ্বর, কম্প; প্লীহা বৃদ্ধি।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালন ও বামপার্শ্বে শয়ন করিলে।

সম্বন্ধ।—**দোষঘ্ন**—ন্যাট্রাম্। ইহা বার্ব্বেরিস, কোনায়ম, প্রভৃতির পরে সুফলপ্রদ।

তুলনীয়।—সিড্রন, এগারি, চায়না, ন্যাট্রাম্; ক্যাম্ফোরা (অতিসার)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

সীড্রন্

(CEDRON).

প্রস্তুতি।—বীজ সুরাসারে মিশাইয়া মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—শিরঃশূল; মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার আবরণ প্রদাহ; তাণ্ডব; সঙ্গমের পরবর্ত্তী উপসর্গ; মৃগী; অন্ধত্ব; জলাতঙ্ক; মূর্চ্ছাবায়ু; সবিরাম জ্বর; স্নায়ুশূল; বাত; সর্প দংশনজনিত বিষ; দন্তশূল।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে কোন পীড়া হউক না কেন সীড্রন সদৃশ হইলেই প্রত্যহ ঠিক একই সময় (বেলা ৩টার সময়) আবির্ভাব হইবে; ইহা এই ঔষধের একটী প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। পূতিবাষ্পজনিত জ্বরাদিতে ও স্নায়ুশূলে, যদি পেরাক্ত ঠিক

এক সময় রোগের আবির্ভাব হয়, বিশেষতঃ বেলা ৩টার সময়, তাহা হইলে সীড্রন অব্যর্থ ফলপ্রদ। কীট, সর্প, বৃশ্চিকাদির দংশনেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।--মনোবৃত্তি সকল জড়তা ও অস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত। আত্মীয় বন্ধুদিগকে চিনিতে পারে না (এল্যান্. বিউপ্রাম , ক্যালী বাইক্রম্)।

মস্তক, চক্ষু ও কর্ণ।—মস্তক স্ফীত বোধ হয় (বেল: ব্যাপান্ ব্যাপ্‌টিসিয়া প্লিবেটাস্ থিরিড.)। মূর্দ্ধাদেশে ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল ভারবোধ। এক শঙ্খ বা রগ দেশ হইতে চক্ষু মধ্য দিয়া অন্য রগদেশ পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা। বাম চক্ষুর ঊর্দ্ধভাগে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনানুভব। মুখমণ্ডলের সমগ্র দক্ষিণাংশে স্নায়ুশূলবৎ বেদনা,—প্রত্যহ বেলা ৯টার সময় আবির্ভূত হয়। অক্ষিগোলক মধ্যে তীব্র বেদনা,—চতুর্দ্দিকে, এমন কি নাসিকা মধ্যে পর্য্যন্ত, তীব্র বেগে সঞ্চারিত হয়। ললাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বেদনা বশতঃ বুদ্ধি লোপের উপক্রম বোধ,—কাল কাপড়ের উপর শিল্পকার্য্য করিলে বৃদ্ধি হয়। চক্ষু হইতে কষায় (acrid) অশ্রুস্রাব হইয়া গণ্ডস্থল যেন দগ্ধ করে। সকল বস্তুই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন দেখে (বেল: ক্যালকে: সাইক্ল্যাম: ইয়োনিমিন্: মার্ক প্লাম্), চক্ষু রগড়াইলে অপসারিত হয় (ক্রোক্: প্লাম্ পল্‌সে)। সকল বস্তুই লাল প্রতীয়মান হয় (বেল্ কোনা ক্রোক্ হায়ো সার্স , ষ্ট্রন্ সবুজ=ডিজি: সিপী ; পীতবর্ণ=ক্যান্থা ডিজি স্যাণ্টো নানাবর্ণরঞ্জিত=অ্যান্হ্যালো. সাইকীউ. নাইট্রাব: ; ষ্ট্রাম্:)। এক বা উভয় গণ্ড ছেদনবৎ বেদনা,—সময়ে সময়ে অক্ষিনিম্ন প্রদেশে তীব্র ভাবে সঞ্চারিত হয়। মুখের পুরাতন সবিরাম স্নায়ুশূল,—প্রত্যহ ঠিক ৭টা হইতে ৮টার (সন্ধ্যাত্র) মধ্যে আবির্ভূত হইয়া দুই হইতে চারি ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। কর্ণমধ্যে কুইনাইন অপব্যবহার জনিত নিরন্তর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ।

মুখবিবর।—জিহ্বা,—অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পীতবর্ণ লেপাবৃত। প্রাতে জিহ্বা কুট্‌কুট্ করে এবং আহারান্তে নিবৃত্ত হয়,—বোধ হয় যেন জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছে (জিহ্বা কুট্‌কুট্ করে ও জলের কুলি করিলে দূর হয়=হেলিবো জিহ্বা ও উপরের তালুদেশ কুটকুট করে= স্যাঙ্গিউইন্ জিহ্বার সমগ্র উপরিভাগ পিটপিট করে=প্‌টিলীয়া)। মুখ শুষ্ক ও চটচটে আঠাবৎ লালাপূর্ণ। মুখমধ্য, গলকোষ, অন্ননলী এবং পাকস্থলী জ্বালাময়,—যেন ঐ সকল অংশের ঝিল্লি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। মুখমধ্য ও জিহ্বা অত্যন্ত বিশুষ্ক, কথা কহিতে কষ্টবোধ হয়, রোগী নিরন্তর অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ করে। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত ধাতব কলঙ্কের ন্যায় স্বাদ-যুক্ত লালা সঞ্চয়। মুখ অত্যন্ত কটু "জরো" বা অম্ল স্বাদযুক্ত। কণ্ঠনলী এত সঙ্কুচিত হইয়া যায়, যে রোগী লালা পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—ক্ষুধা ; রুচি-রাহিত্য। তৃষ্ণাবশতঃ মধ্যাহ্নে শীতল ও রাত্রিকালে উষ্ণ জল পান করিবার আগ্রহ ; প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে একটা কটু স্বাদযুক্ত ঢেঁকুর বা উদ্গার উঠে এবং রগে অতীব্র বেদনা অনুভূত হয়। পাকস্থলী মধ্যে উত্তাপ ও

পূর্ণতানুভব। অন্ত্রাশয় সন্ধ্যাকালে আধ্মানযুক্ত। শয্যার উত্তাপে দেহ গরম হইলে বৃহদন্ত্রে, যকৃতে এবং প্লীহাতে বেদনার আবির্ভাব বশতঃ রোগী প্রায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারে না।

মল।—অত্যন্ত কুন্থনসহ বহুলপরিমাণ মল ত্যাগ। সামান্য পেট বেদনার পর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ দধি বা জমাট দুগ্ধের ন্যায় মল নির্গত হয় (গ্যাম্বো:)।

প্রস্রাব।—বৃক্কক বা মূত্র গ্রন্থি (Kidney) হইতে মূত্রবাহী শিরা (Ureters) পর্য্যন্ত অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা বোধ,—যেন তন্মধ্য দিয়া ফুটন্ত জল প্রবাহিত হইতেছে। গাত্রে শীৎকার বা "সড়্সড়্" অনুভবসহ (পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ) মূত্রনালী হইতে দিবারাত্র রস বা লালা স্রাব। পুনঃ পুনঃ বৃথা প্রস্রাব বেগ। অপর্য্যাপ্ত ফিকা মূত্র ত্যাগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রোগিনী উত্তেজনা প্রবণা এবং কামাতুরা। সঙ্গমান্তে স্নায়বীয় অবসাদ এবং তাণ্ডব-রোগ-সুলভ হস্ত পদাদির অস্বাভাবিক আক্ষেপ (পুরুষদিগের অবসাদ বোধ)। আর্ত্তবস্রাব কালে মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয় এবং প্রবল তৃষ্ণার আবির্ভাব হইয়া থাকে ; মৃগীবৎ আক্ষেপ , যে দিবস রজোস্রাব আরম্ভ হয় ঠিক সেই দিবসই আর্ত্তবাবির্ভাবের লক্ষণ সকল প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রতি ঋতুর সময় ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ হইয়া থাকে। প্রতি মাসে ঋতুর পাঁচ বা ছয় দিবস পূর্ব্বে নিয়মিত ভাবে প্রদরস্রাব হইয়া থাকে (কুকীউলাস:)। ঋতুর পরে মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চয় হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—রাত্রি ১০টার সময় প্রত্যেক সন্ধিস্থলে তীব্র বাতবেদনা। কনুই ও দক্ষিণ বাহুর নিম্নার্দ্ধে আঘাতজনিত বেদনানুভব। দক্ষিণ বাহু ও হস্ত অসাড় ও নিষ্ক্রিয় বোধ হয়,—রোগী কলম ধরিতে পারে না। দক্ষিণ পদে অসাড়তা বোধ। জানুসন্ধির শোথ। নিম্ন পদের স্ফীতিসহ প্রত্যেক সন্ধিতে তীব্র বেদনাবোধ। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পিণ্ডদেশে বা অগ্রভাগে হঠাৎ বেদনা আবির্ভূত হইয়া স্কন্ধে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। দক্ষিণ পদতলের পার্শ্বদেশে (গোড়ালিতে) বেদনা উদ্ভূত হইয়া জানু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। বৃত্তাকার দদ্রু হইতে বেদনা চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হয়।

জ্বর।—প্রত্যহ রাত্রি ৩টা বা বেলা ৩টার সময় (থুযা) শীত বা কম্প, তাহার পূর্ব্বে মানসিক অবসাদ বা উত্তেজনা প্রকাশ পায় ; শীতাবস্থায় আদৌ তৃষ্ণা থাকে না ; শীতাবস্থাই ইহার প্রধান ; উত্তাপাবস্থায় উষ্ণ পানীয় পান করিবার আগ্রহ (ক্যাস্কারিলা, চেলিড. ইউপেট্-পার্পী: স্যাবাই:) পদদ্বয় অসাড়, নিষ্ক্রিয় এবং দীর্ঘতর বোধ হয় (অঙ্গুলি অসাড় সিপী.) ; ঘর্ম্ম অপর্য্যাপ্ত তৎসহ তৃষ্ণা ও হস্তপদাদিতে ছেদনকারী বেদনা। বিরামাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীন অস্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ব্বলতা বোধ হয়। উত্তাপাবস্থায় হস্ত পদাদি যেন বাড়িয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয় ; সমগ্রদেহ অসাড় বোধ হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যারেনীয়া ডায়াডেমা যেমন জলাভূমি ও জলীয় বায়ুজনিত জ্বরের উপযোগী, সীড্রন সেইরূপ উষ্ণ দেশের জ্বরের উপযোগী।

দোষঘ্ন।—ল্যাকেসি, বেলাড।

তুলনীয়।—চায়না, আর্স, আরেলি, বেলাড, স্যাবেডিলা, আস (যথা সময় আক্রমণ); আরেলি (সবিরাম জ্বর); এগারি, ল্যাকেসিস, ষ্ট্র্যামো, রুট্যা, হায়সা ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহার হয়, কিন্তু ৩০ শততমিক ক্রম ব্যবহার করিয়াও জ্বরাদিতে উৎকৃষ্ট ফল হইয়াছে।

সেংক্রিস্ কণ্টর্ট্রিক্স

(CENCHRIS CONTORTRIX).

প্রস্তুতি।—আমেরিকার এক প্রকার সর্প বিশেষের বিষ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে; অন্ধত্ব; সর্দ্দি; অতিসার; চক্ষু স্ফীতি; শিরঃপীড়া; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; প্রদর; রজসাধিক্য; ডিম্বাধারে বেদনা; গলমধ্যে বেদনা; যোনিদ্বারে উদ্ভেদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং ক্লার্ক বলেন সমস্ত সর্প বিষের প্রধান লক্ষণগুলি ইহাতে বিদ্যমান থাকে। রমণীদিগের জননেন্দ্রিয়ের নানা প্রকার রোগে, শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহাদিতে এবং প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহা উপকারী। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের বাম পার্শ্বে, সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে এবং শয়নাবস্থায় ইহার অধিকাংশ লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার কয়েকটী প্রধান লক্ষণ;—আচ্ছন্নভাব, অর্দ্ধ চৈতন্য, চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের চৈতন্য রাহিত্য; উর্দ্ধ ওষ্ঠের স্ফীতি; সার্ব্বাঙ্গিক স্ফীতি; পক্ষাঘাত, শীতল, আঠাবৎ ঘর্ম্ম; হর্ষ ও বিষাদ পর্য্যায়ক্রমে আবিভাব; জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নাগত অবস্থার ন্যায় অন্যমনস্কভাব; ভীতিপ্রদ, প্রকৃতবৎ স্বপ্ন; জাগ্রত হইলেও যাহা দেখিতে ছিল, "তাহা স্বপ্ন", এ বিশ্বাস ফিরান যায় না; কামোদ্দীপক স্বপ্ন; ভ্রূ ও চক্ষের মধ্যস্থল স্ফীত হইয়া উঠে, যেন চক্ষের উপর একটী জলের থলী ঝুলিতেছে এইরূপ অনুভূতি; উদরাময়, মল থস্‌থসে, শীতল; মলত্যাগের পূর্ব্বে যন্ত্রণা; পীতবর্ণপ্রদর স্রাব; দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা; যোনিদ্বারের উপর দদ্রুবৎ উদ্ভেদোদ্গম; প্রচণ্ড, শুষ্ক ও বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন জন্য কাসি, বেলা ৩ টার সময় বৃদ্ধি; অস্থিরতা এবং শ্বাসরোধোপক্রম অনুভব; হৃদ্‌স্পন্দন ও মৃত্যু সন্নিকট এইরূপ অনুমান; এরূপ শ্বাসাভাব যে রোগিনী পশ্চাদ্দিকে মস্তক আবর্ত্তিত করিয়া শয়ন করিতে বাধ্য হয়; বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরিতে পারে না, অসহ্য বোধ হয়; অপরাহ্ণের সময় শীত বা জ্বরের আবির্ভাব; সমস্ত দেহ এত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে দ্বিধা হইয়া যাইবে এইরূপ অনুভব, হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে, যোনিবহির্দ্দেশে এবং মলদ্বারে দপ্‌দপানি বশতঃ রোগিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং তৎপরে ত্রিকাস্থি প্রদেশে অতীব্র বেদনার আবির্ভাব হয়। ভ্রমণে উহার শান্তি হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মৃতির দুর্ব্বলতা, মানসিক উদ্বেগ এবং রোগিনী সর্ব্বদা মনে করে যে, তাহার হঠাৎ মৃত্যু হইবে (মনে করে সে শীঘ্র মারা যাইবে—অ্যাকো অ্যাগ ক্যাষ্ট এপীস্, আর্স: ল্যাক্‌ডি ক্যানাব হাইড্যাস পেট্রোল প্লাইটো পডো সাইলিশায়া); সকলকেই অবিশ্বাস করে (অ্যানাক্ অ্যানুহ্যালো সাইকা হায়ো মাক)। একাকী থাকিতে ভালবাসে (আর্নি. ক্যাম্প. অ্যাক্টীয়া সাইক্ল্যা হেলিবো হায়ো অক্সাইট্রোপ থুযা)। তাহার প্রাত্যহিক কার্য্য আনন্দজনক হইলেও তাহা সম্পাদনে বিরাগ প্রকাশ করে (অ্যানাক্. অ্যাগার গুয়ায়েক্. অক্সাইট্রোপ অ্যাসিড পাই সিপী ট্যারাক্স জিঙ্কাম)। শয্যায় স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে পারে না, চিত্তপ্রসাদ লাভার্থে গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে থাকে। অনবরত রোদন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে,—যেন সে কত বিষাদযুক্ত। তাহার বোধ হয় যেন সময় অতি ধীরে গত হইতেছে, যেন দিন আর যায় না (অ্যানাড আর্জেণ্ট নাই অরাম্ ক্যানাব কামো মিডহাই নক্সভম্, সময় অতি দ্রুত গত হইতেছে বোধ হয়—ককাড থিরিড)। চিত্ত পরিবর্ত্তনশীল, এই বেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত, আবার তখনই অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবাপন্ন (অ্যালীউ ব্যাসিলাইন: কার্ব্বো অ্যান্ কার্ব্বোনী সল্ফ কার্ব্বোনা সল্ফ ক্রোকাস্ হাইপির্ ইগ্নে প্ল্যাট্ ষ্ট্র্যাম্ ট্যার‍্যাণ্ট থ্যাম্পীযাম্, ভ্যালিরি)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, অপরাহ্ন ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত। বোধ হয় যেন দেহের সমস্ত শোণিত মস্তকে বাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে উভয় রগে ভয়ানক বেদনানুভব, গৃহ মধ্যে অণুমাত্র উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, ওষ্ঠ শুষ্ক খট্‌খটে হইয়া যায়। শয্যাত্যাগান্তে উভয় রগে তীব্র বেদনাবোধ, প্রথম আহারের পর অপসারিত হয়। শিরোবেদনা উপশমান্তে মুর্দ্ধাত্বক্ অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়।

চক্ষু।—ব্যথাযুক্ত ও দৃষ্টির অস্পষ্টতা সংঘটিত হয়। বাম অক্ষিপুট স্পন্দিত হয়। ভ্রূতল স্ফীত হইয়া থাকে, যেন চক্ষের উপর একটি জলপূর্ণ থলী ঝুলিতেছে।

নাসিকা।—রন্ধ্রমধ্যে অত্যন্ত জ্বালা বোধ, যেন লঙ্কা গুড়া লাগিয়াছে (ক্যাপ্স)। নাসারন্ধ্র মধ্যে চটা ঘা। নাসারন্ধ্র মধ্যে শুষ্ক শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ নাসিকা দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারে না (নক্স্, স্যাম্বাউ)।

মুখমণ্ডল।—মুখে ও মস্তকে সময়ে সময়ে উত্তাপাবির্ভাব। চক্ষুর কূতলে থলীর ন্যায় স্ফীতি (চক্ষের নিম্নে—এপীস ক্যালী কার্ব্ব)। চক্ষের কোলে নীলিমা প্রতীয়মান হয়।

মুখমধ্য ও গলমধ্য।—দন্তশূল,—উষ্ণ বা ঠাণ্ডা জল পানান্তে নিদ্রাবস্থায় মুখ হইতে বহুল পরিমাণে লালা স্রাব হইয়া উপাধান সিক্ত হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ গাঢ়, শ্বেতবর্ণ, দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মাময় গয়ার সহজে উঠে না।

উদর।—বিবমিষা, বরফ খাইলে উপশম এবং জলপানে বৃদ্ধি এবং বমন উদ্রেক হয়। সকল প্রকার খাদ্যেই অরুচি, সকল খাদ্যেরই দোষ নির্দ্দেশ করে। তলপেটের চতুর্দ্দিকে

যেন কোন প্রকার দৃঢ় বন্ধনী রহিয়াছে এইরূপ বোধ করে (কাণা: লাই:)। কোমর বন্ধনী অসহনীয়।

মলান্ত্র ও মল।—মলদ্বার কণ্ডুয়নশীল ও হাজা অর্শ,—কণ্ডুতি ও ক্ষতযুক্তবৎ। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই পায়খানায় দৌড়াইয়া যাইতে বাধ্য হয় (লাই: সাল্‌ফ: অ্যালো: প্সোরাইন্: রিউমেক্স)। মল কাল, জলবৎ এবং কাল তলানিযুক্ত (আর্স্: সোরাইন্: লেপ্টান্. প্লাম্:)। মল বহুক্ষণ ধরিয়া একটু একটু করিয়া নির্গত হয় আবার থামিয়া যায়। মল জলবৎ এবং বেগে নির্গত হয়; প্রথমে যন্ত্রণা থাকে না কিন্তু কয়েক ঘণ্টার পর বাহের পূর্ব্বে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

প্রস্রাব।—কাসিতে কাসিতে মূত্রস্রাব (কষ্টি: স্কীলা ; ষ্ট্যান্: ভেরেট্:)। রাত্রিতে শয্যায় শয়নের অনতিপরেই প্রস্রাব বেগ হয়, রোগী তৎক্ষণাৎ উঠিতে বাধ্য হয় এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া বেগ দিবার পর কয়েক ফোঁটা মাত্র প্রস্রাব হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর,—পীতবর্ণ স্রাব (গ্র্যানেট্: সিপা: সিয়্যানোথাস্)। প্রবল রমণেচ্ছা। ঋতুর সময় বসিয়া থাকিলে অত্যন্ত কোমর বেদনা হয়,—রোগিণী শয়ন করিতে বাধ্য হয় (ঋতুর সময় কোমর বেদনা = অ্যামন্-কার্ব্ব্: অ্যামন্-মিউ. বেল্: কষ্টি: লাই: ফস্:)। নড়া চড়া করিলে বাম ডিম্বাধারে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় (গ্র্যাফ্: ল্যাকে); দক্ষিণ ডিম্বাধারে বেদনা (এপীস্: বেল্)। পীতবর্ণ প্রদরস্রাব। যোনিদ্বারের উপর দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

শ্বাসযন্ত্র।—নিদ্রা আসিলে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম (ক্রোবাম্: জেল্‌সি: গ্রিণ্ড: ল্যাক্-ক্যান্ ল্যাকে ওপী:)। শয়ন করিলেই শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয় (আর্স্: অ্যাসের্: ক্যাল্‌কে ডিজি: হিপ্: ল্যাকে: নক্স্; ফেল্যান্ ফস্ পাল্‌সে: স্থাম্বীউ: সিপী: অ্যাণ্ট্-টার্ট: সল্‌ফ ;—চিৎ হইয়া শুইলে = ওলী-অ্যান্: ফস্: সাইলি, মাথা নীচু করিয়া শুইলে = সিঙ্কো: কোল্‌চি: হিপ্: নাইট্রাম্ ; পল্‌সে: পার্শ্বে শয়ন করিলে = কার্ব্বো অ্যান্: পল্‌সে:); নিদ্রা যাইবার কথা মনে হইলে বিষম ভাবনা উপস্থিত হয়। কথা কহিবার উপযোগী দম্ পায় না (কষ্টি: ড্রোসেরা: মেজের: স্পাইজি: সল্‌ফ:)। বক্ষবিদারক শুষ্ক কাসি,—বেলা ৩টার সময় আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। কাসিতে গেলে তলপেটে বেদনা বোধ হয় (আর্স্: বেল্: কলো: কোণা: ফস্: ষ্ট্যান্: সল্‌ফ্: ভেরেট:)। দ্রুত চলিবার সময় (ফের্: হিপ্: সিনা: ল্যাকে: স্ট্যাট-মিউ: ষ্ট্রন্:) কিম্বা ঊর্দ্ধে আরোহণকালে কাসি আইসে (নাইট্রাম্)। বিষম-লাগার-ন্যায় দম আটকান কাসি, কাসিলে বাম চক্ষুতে জল আইসে (স্কীলা)। গাঢ় রক্তাক্ত গয়ার শ্বেতবর্ণ ফেনা ফেলা গয়ার প্রাতে ঈষৎ পীতবর্ণ হইতে অত্যন্ত গাঢ় পীতবর্ণ পর্য্যন্ত শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। প্রাতে তরল শ্লেষ্মাযুক্ত ঘড়্‌ঘড়ে কাসি এবং সফেন গয়ার (আর্স্ ল্যাকে: ওপী: ফস্ পল্‌সে: সাইলি:)।

বক্ষঃস্থল।—হৃদ্‌স্পন্দন সহ বুকের মধ্যে "হুহু" করে। বোধ হয় যেন সমগ্র বক্ষঃস্থল প্রসারিত হইয়াছে (মার্ক্: ভাইপেরা:) ও হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। হৃৎপিণ্ডমধ্যে সমস্ত

রাত্রি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। হৃৎপিণ্ডের শিখরদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: অ্যাকো: অ্যাণ্ট্-টার্ট: র‍্যাণান্-বাল্বো: অ্যামন্- কার্ব: কোণা: ক্রিয়ো: ক্যালী-আয়োড্:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—দিবাভাগে বোধ হয় যেন গলা চাপিয়া ধরিতেছে; গলদেশে বস্ত্রাদি রাখিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়,—যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে (ল্যাকে: অ্যাসিড্-সল্ফ্:)। শয়ন করিলে গ্রীবার ধমনী দপ্দপ্ করে।

প্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধ্যাকালে করতল জ্বালা করে বা উত্তাপযুক্ত বোধ হয় (ল্যাকে: স্যাঙ্গিউই: সিকেলি: ষ্ট্যান্: ইউপেট্: নক্স্; সিপী:)। বাহু কখনও শুষ্ক এবং উত্তাপযুক্ত, তাহার অনতিপরেই আবার শীতল। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে হাত লাল হইয়া উঠে,—যেন বিন্দু বিন্দু রক্ত ফাটিয়া বহির্গত হইবে।

নিদ্রা।—রাত্রিতে অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করে। সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখে,—মাতালের স্বপ্ন, মৃতব্যক্তির স্বপ্ন, উলঙ্গ মানব, দস্যু এবং পরনারীর অশ্লীল ব্যবহার।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সমস্ত দেহ এত স্ফীত হইয়াছে বোধ হয় যে, ফাটিয়া যাইবার উপক্রম।

জ্বর।—অপরাহ্নে শীত বা জ্বর।

বৃদ্ধি।—রাত্রে শয়নকালে; শয়নান্তে; অপরাহ্নে; এবং নিদ্রাভঙ্গান্তে।

উপশম।—প্রাতে এবং পাদচারণে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—এপীস: ল্যাকে: হায়ো: ব্রাই: সিপী: ক্রোটেলাস।

দোষঘ্ন।—ক্যামো, অ্যামন-কার্ব্ব।

তুলনীয়।—ল্যাকেসিস্ অনেকটা সদৃশ; তবে বাম-ডিম্বাধার ল্যাকেসিসে অধিক আক্রান্ত। তরল দ্রব্যাদি খাইতে পারে না লক্ষণ ইহাতে নাই (ক্রটেলাস:) ক্রোকস: ক্যালি-ফস: (চক্ষুর পাতা)।

প্রতিবিষ।—ক্যামো: অ্যামন্-কার্ব্ব:।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশদিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

সেণ্টরিয়া টাগানা

(CENTAUREA TAGANA).

প্রস্তুতি।—মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ ক্লার্ক লিখিয়াছেন,—সর্দ্দি, অতিসার, চক্ষু প্রদাহ; জ্বর; বহুব্যাপক-সর্দ্দি; সবিরাম জ্বর প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ।

সদৃশ।—বেলাড, সিড্রন, কার্ডেমাম্।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

সিরেসাস্ ভার্জিনীয়ানা

(CERASUS VIRGINIANA).

প্রস্তুতি।—অ্যামেরিকার ফার্ম্মাকোপিয়া অনুসারে তাজা ছাল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—দীর্ঘকাল রোগ ভোগান্তে দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের রোগের পর ইহার ব্যবহার অত্যন্ত ফলোপধায়ক হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে-ফস্: অ্যাসিড-ফস: পসোরাই: লরোসিবেসাস)। ইহার আর একটী সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ "রোগী যাহা আহার করে, তাহাই অম্লে পরিণত হয়" (ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব:)।

লক্ষণাবলী।

পাকস্থলী।—অজীর্ণ রোগে ভুক্ত দ্রব্যাদির অম্লত্বে পরিণতি প্রবণতা (ক্যাল্‌কে-সল্‌ফ রোবিনীয়া)। ক্ষীণ, সবিরাম-গতি-বিশিষ্ট নাড়ী সহ ক্ষুধারাহিত্য।

জননেন্দ্রিয়।—শুক্রক্ষয় জনিত অবসাদ ও দুর্ব্বলতা।

বক্ষঃস্থল।—হৃৎপিণ্ডের গতি ক্ষীণও বিষম এবং সবিরাম-নাড়ী দ্রুত, ক্ষীণ এবং বিষম; জ্বরাদি বিবিধ অবসাদক রোগ, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের বেদনাদি হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর, ইহা অত্যন্ত বলকারক (ক্যাল্‌কে-ফস: প্‌সোরিন: আর্স-আয়োড: লরো-সিরেসাস:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব: ক্যাল্‌কে-ফস: আর্স-আয়োড:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

সিরীয়াস্ বংপ্ল্যাণ্ডিয়াই

(CEREUS BONPLANDII).

নামান্তর।—ক্যাক্‌টস্ জাতীয় গাছড়া।

প্রস্তুতি।—ডাঁটার রস হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—পামা; অজীর্ণতা; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; উন্মাদ; স্নায়ুশূল।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই হৃৎপিণ্ডের ও বক্ষঃস্থলের পীড়াগ্রস্থ রোগীর পক্ষে ইহা ক্যাকটসের তুল্য; সাধারণের উপকার হয় এরূপ কোন কীর্ত্তি রাখিবার নিরন্তর বলবতী ইচ্ছা।

লক্ষণাবলী।

মন।—নিরন্তর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা। রোগীর সর্ব্বদা যাহাতে জগতের উপকার হয় এরূপ কার্য্য করিবার আগ্রহ। লোককে গালি দিবার ইচ্ছা (অ্যানাক্ঃ)। সময় অত্যন্ত ধীরে গত হয় (আর্জেণ্ট নাইঃ ক্যানাব-ইন ক্যামো মিডহ্রাইন্ঃ)। রোগীর মনে হয় সে ঈশ্বরে নিকট কোন অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে।

মস্তক ও চক্ষু।—পশ্চাদ্দেশীয় শিরোবেদনা। মস্তকের পশ্চাতে ঈষৎ বামভাগে যেন একখণ্ড কাষ্ঠফলক আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। শিরোপশ্চাৎ হইতে তীব্র বেদনা মস্তিষ্ক মধ্যে সঞ্চারিত হয়; পাদচারণে ও সোপানাবতরণ কালে বৃদ্ধি। অক্ষিগহ্বর ও গোলকের মধ্য দিয়া তীব্র বেদনা বোধ হয়। মুখে অনবরত লালা সঞ্চিত হয় এবং মুখের স্বাদ জলবৎ—সকল দ্রব্যই জলবৎ স্বাদহীন বোধ হয়।

বক্ষঃস্থল।—বামপার্শ্বে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া বেদনানুভব। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বের বৃহৎ পেশীমধ্যে তীব্র বেদনা। বোধ হয় যেন বক্ষোপরে একটা গুরুভার পদার্থ চাপান রহিয়াছে; সময়ে সময়ে সূচিবেধবৎ অনুভব। বক্ষঃস্থল হইতে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া বেদনা প্লীহাতে সঞ্চারিত হয়; হৃৎপিণ্ডে সুতীক্ষ্ণ বেদনানুভূত হয়, হৃৎপিণ্ড যেন অস্ত্রবিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বোধ। শ্বাসপ্রশ্বাস অতি বিলম্বিত,—দীর্ঘশ্বাসের ন্যায়।

চর্ম্ম।—গাত্রে পূযবটীকা।

নিদ্রা।—তন্দ্রালু; হাইতোলা ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সিরীয়াস্ সার্পেন্টিয়াস্—পক্ষাঘাত জনিতবৎ অসাড়তা অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডে বেদনা। জননেন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস বা শক্তিহীনতা (অ্যাগঃ ক্যালেডীয়াম্; বার্বাঃ হ্রডোঃ থিবিডঃ জিঙ্ক্ঃ)। রেতঃস্খলনের পর অণ্ডকোষে বেদনানুভব। অধিকন্তু স্পাইজিঃ ক্যাল্মীয়া; ন্যাট্ মিউঃ লিলী-টাই, ক্যালী-কার্ব।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক শক্তি।

সিরিয়স্ সার্পেণ্টিনস্

(CEREUS SERPENTINUS).

প্রস্তুতি।—ইহা ক্যাকৃটস্ জাতীয় ঔষধ। ডাটা হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে সফলপ্রদ হইয়াছে: ক্রোধাবেশ; শয্যায় মূত্রত্যাগ, নাক দিয়া রক্তপড়া; হৃদ্‌মধ্যে বেদনা; ধ্বজভঙ্গ।

সম্বন্ধ।—ক্যাক্‌টাস্, কোনায়াম, সোবাইনম্ ও আনাকার্ডসহ তুলনীয়।

শক্তি।—নিম্ন ক্রম।

সিরীয়াম্ অক্স্যালিকাম্

(CERIUM OXALICUM).

নামান্তর।—অক্‌সেলেট-অভ-লাইম্।

প্রস্তুতি।—বিচুর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—কাসি; বাধক; গর্ভিণীর বমন; ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সহিত ইহার যতদূর নিকট সম্বন্ধ, মানব দেহের অন্য কোন অংশের সহিত ~~/ নহে। জরায়ু-কণ্ডুয়ন-প্রতিক্ষিপ্ত বমন ও ক্ষণপ্রকাশশীল প্রবল কাসি, ইহার নির্দ্দিষ্ট আয় ... আপোমর্ফীয়া: ক্রিয়োজোটাম্: সিম্‌ফোরিকার্পাস্; অ্যাসিড-কার্ব্বলিক;)। গর্ভাবস্থ ... বমন (ট্যাবেক. সিম্ফোরিকার্পাস্: অ্যাসিড-কার্ব্বলিক. ক্রিয়োজোট: ইপিক্ পল্‌সে. নক্স), এবং অর্দ্ধজীর্ণ-ভুক্ত-দ্রব্যাদি বমন (ফেরাম্-মিউ. ক্রিয়ো:); পাকস্থলীর ঝিল্লির উপর পীড়কা উদ্গত হইয়া তীব্র বমন উৎপন্ন করে। স্থূলকায়া স্ত্রীলোকদিগের বাধক বা রজঃকৃচ্ছ্র=স্থূলকায়া স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধিকালে পীড়াদি ও হৃদ্‌স্পন্দন—ক্যাল্‌কে-আর্স:),—স্রাব আরম্ভ হইলে যন্ত্রণার উপশম হয় (ল্যাকে: স্পঞ্জিয়া).

শ্বাসযন্ত্র।—হুপকাসি,—বমন, (তিক্ত=সিপী: ভুক্ত দ্রব্যাদি=ব্রাই: ড্রোসে· ইপিক্: মিফাইটিস্; অ্যাসিড ফস্: পল্‌সে: অ্যাণ্ট-টার্ট: শ্লেষ্মা=সাইলি: শ্বাসরোধক—বেল্: সিঙ্কো ড্রোসে: হিপ: ক্রিয়ো: লাইকোপ: মার্ক: মেজে; নক্স: সিনী: স্কুইলা:) এবং তৎসহ রক্তস্রাবসহ (মুখ দিয়া=আর্নি: ড্রোসে: ইপিক্: মার্ক: নক্স: নাসিকা রন্ধ্র হইতে=বেল্: ড্রোসেরা: মার্ক: নক্স:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাসিড-কার্ব্বলিক: অ্যাসিড-ল্যাক্টীক্: অ্যামিগড্যালাস্: ক্রিয়ো: সিস্কোরিকার্পাস্: অ্যাপোমর্কিয়া: আর্ণিকা: মিফাইটিস্: বেল্: ল্যাকেসিস্।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচুর্ণ হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

সার্ভাস

(CERVUS).

প্রস্তুতি।—এক প্রকার হরিণের চামড়া হইতে ইহার বিচুর্ণ প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—গৃধ্রসী বা পায়ে ঝিন্‌ঝিন বাত; আস্বাদ ও জিহ্বার বিকৃতি।

সম্বন্ধ।—কার্ব্বো-আনিমালিস সহ তুলনীয়।

শক্তি।—নিম্ন ক্রম।

সিট্রেরিয়া আইল্যাণ্ডিকা

(CETRARIA ISLANDICA).

নামান্তর।—আইস্‌ল্যাণ্ড মস্।

প্রস্তুতি।—এক প্রকার শৈবাল হইতে ইহার মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগাদি।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; শীর্ণতা; সর্দ্দি; অতিসার; যক্ষ্মা; শীতাদ; ক্ষত।

সম্বন্ধ।—ষ্টিকৃটা-পলমো সদৃশ।

শক্তি।—নিম্ন ক্রম।

ক্যামোমিলা ম্যাট্রিকেরীয়া

(CHAMOMILLA MATRICARIA).

নামান্তর।—করণ্ ফিভার-ফিউ।

প্রস্তুতি।—সমগ্র পুষ্পিত গাছড়া হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে; অম্ল রোগ; ক্রোধের ফল; হাঁপানি; সর্দ্দি; কাফি-সেবনজনিত-কুফল; শূলবেদনা; আক্ষেপ; কাসি; খালধরা; ঘুংড়ী; দন্তোদ্গমকালীন পীড়া; অতিসার; বাধক; অজীর্ণতা; কর্ণশূল; চক্ষুর পীড়া; উদ্গার; বিসর্প; হাজা, মুর্চ্ছা; জ্বর; আধ্মান; বাত; মাথা ব্যথা; অন্ত্রচ্যুতি; বহুব্যাপক সর্দ্দি; কামলা; প্রসববেদনা; ভ্যাদাল বেদনা; স্তনপ্রদাহ বা ঠুনকা; রজো-বিকৃতি; দুগ্ধ জ্বর; গর্ভস্রাব; কর্ণমূল-প্রদাহ; স্নায়ুশূল; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; গর্ভকালীন উপসর্গ; বাত; লালাস্রাব; গৃধ্রসী বা পারে ঝিন্‌ঝিনে বাত; চীৎকার করা; চৈতন্যাধিক্য; আক্ষেপ; দন্তশূল; ক্ষত; জরায়ুর পীড়া; জাগ্রত হইয়া চীৎকার বা ক্রন্দন করা; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল ব্যক্তির স্নায়ু অতিরিক্ত উত্তেজনা-প্রবণ, যাহাদিগের চৈতন্য শক্তি অতিরিক্ত প্রখর ও তীক্ষ্ণ, সামান্য যন্ত্রণায়, সামান্য কারণে যাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে,—ক্যামোমিলা ম্যাটৃকেয়ীয়া তাহাদিগের দেহে অতি উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। এতদায়ত্তীভূত রোগী সামান্য মানসিক উদ্বেগ বশতঃ অস্থির হইয়া উঠে; বেদনাদি সহ্য করিতে পারে না,—"ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়" (ভ্যালি: হিপ্: ভেরেট: কফী: ইগ্নে: অ্যাকো:)। বহুকাল যাবৎ মাদক দ্রব্যাদির ব্যবহার জনিত স্বাস্থ্যচ্যুতিতেও ইহা অত্যন্ত উপযোগী। ক্যামোমিলা প্রয়োগোপযোগী রোগমাত্রেই পূর্ব্বোক্ত উত্তেজনা প্রবণতার বর্ত্তমানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগী, শিশুই হউক আর বয়ঃপ্রাপ্ত যুবাই হউক, প্রসববেদনা বা দন্তশূলা-ক্রান্তা রমনীই হউক, সকলেতেই এই এক গুয়ে ভাব ও স্নায়বীয়তা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই লক্ষণের যে স্থলে অভাব হইবে, সে স্থলে ফল না পাইলে নৈরাশ্য বৃথা। ক্রোধজনিত পাণ্ডুরোগ, ক্রোধজনিত শূলবেদনা (ব্রাই: ষ্ট্যাফি. কলোসিন্থ:) প্রভৃতিতে ইহাদ্বারা বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ কয়েকটী এই,—চিত্তপ্রসাদ ইহার বিরুদ্ধ লাক্ষণিক। নিদ্রাবেশ সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না। ক্রোধোদ্দীপ্ত অন্ত্রশূল। দন্তশূল,—গরম দ্রব্য মুখমধ্যে ধারণ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। তিক্ত ও অম্ল বমনসহ পাকাশয়শূল; শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া পাদচারণ করিলে তবে শান্ত [illegible]। উদরাময়, মল হরিদ্বর্ণ জলবৎ, উত্তপ্ত, ত্বকক্ষয়কারক, শ্বেতবর্ণ-রেণু মিশ্রিত; [illegible] ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। বায়ুনলীর নিম্নতর অংশে কণ্ডুয়ন জনিত শুষ্ক, বক্ষবিদারক কাসি; [illegible] সামান্য কফ নির্গত হয়; এক গণ্ড আরক্তিম এবং অন্য গণ্ড ম্লান। নৈশ কাসি, গয়ার গাঢ় আঠাবৎ এবং কটুস্বাদ বিশিষ্ট; পঞ্জর্কা বা পঞ্জরতলে সূক্ষ্মাগ্র শলকাবেধবৎ বেদনা। আর্ত্তব অপর্য্যাপ্ত, চাপ চাপ কাল শোণিতময়,—আক্ষেপিক ও প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা জনক,—বাধক।

লক্ষণাবলী।

মন।—শিশু যাহা চাহে তাহা না পাইলেই অনবরত ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে, কিন্তু দিলে লইতে চাহে না বা ফেলিয়া দেয় (ব্রাই: ষ্ট্যাফ: কোন কথা বলিলে কাঁদিতে থাকে—সাইলিশীয়া

গায়ে হাত দিলে কাঁদে=সিনা ; অ্যাণ্ট-টার্ট: কেহ তাহার দিকে চাহিলে বা তাকাইলে জ্বলিয়া যায়=অ্যাণ্ট-ক্রুড:)। কেবলমাত্র ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইলে চুপ করিয়া থাকে (অ্যাণ্ট-টার্ট: অ্যাসিড-বেন্—শিশু ক্রোড়ে থাকিতে চাহে কিন্তু তাহাতে তাহার পীড়াদির উপশম হয় না=সিনা)। অধীর,—সকল বিষয়েই তাড়াতাড়ি,—সকল বিষয়েই ব্যস্ত (বীউফো ; ক্রোটেল হর্: ইগ্নে: মিডহ্রইেন্: নক্স ; পিউলেক্স ; পল্সে: হ্যুউম্ ; অ্যাসিড-সল্ফ: গ্র্যাফ:)। অত্যন্ত খপিশ বা একগুঁয়ে ; ক্রোধপ্রবণ, বেদনাদি অসহনীয় বোধ করে,—সামান্য বেদনায় পাগল হইয়া যায় (কফি: অ্যাকো:) ; হঠাৎ চটিয়া যায়,—মিষ্ট কথা বলিতে জানে না। রাত্রিতে তাহার মনে হয় যেন সে অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তির স্বর শুনিতে পাইতেছে (অ্যানাক্: ইল্যাপ্স: ষ্ট্র্যান্:)। কেহ নিকটে গেলে বা বসিলে তাহার অসহ্য হইয়া উঠে ; অত্যন্ত খিটখিটে,—কেহ তাহার সহিত কথা কহিলে জ্বলিয়া যায় (অ্যাণ্ট্-ক্রুড: আয়োড. হ্যাট-সল্ফ: সাইলিশীয়া) ; কথা কহিতে ভালবাসে না (আমন্-মিউ: অ্যাণ্ট-ক্র: আর্জেণ্ট-নাই: সিঙ্কো: ইগ: ম্যাগ-কার্ব: অক্সাইট্রোপ: ষ্ট্যান্: ভেরেট:)। ঋতুর সময় খিটখিটে, একগুঁয়ে, কলহপ্রিয়। অন্যে যাহা করে তাহাই মন্দ বোধ হয় ; তাহার মনে হয় যেন কেহই তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে না। সকল বিষয়েই তাহার রাগ (ব্রাই: হিপ: ক্যালী-কার্ব্ব: লাইকোপ:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—আহারান্তে (কোর‍্যাল্: ল্যাকে: নক্স্ ; পল্সে:), তৎসহ মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম (ক্রোক্: ল্যাকে: মস্কাস্; নক্স্:)। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে (আর্জ্-নাই: জেল্সি: নক্স্ ; পল্সে:)। শয়নান্তে শিরোঘূর্ণন (শয়নকালে =ক্যালেড্: কোণা:)। দপ্দপ্কারী শিরোবেদনা,—সাধারণতঃ একপার্শ্বগত (গ্লোন্:),—বোধ হয় যেন আক্রান্ত অংশে অঙ্গুলিদ্বারা কে টিপিতেছে ;—রোগী প্রায়ই মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলাইয়া থাকে (মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলাইলে বেদনার আধিক্য হয়=গ্লোন্)। গরম বস্ত্রাদি দ্বারা মস্তক আবৃত করিলে এবং পাদচারণ কালে উপশম। নিদ্রাবস্থাতেও বেদনা বোধ হয়। কফি বা চা পান জনিত শিরোবেদনা। মস্তকে উষ্ণ চট্চটে ঘর্ম্ম হয় (ললাটদেশে শীতল ঘর্ম্ম—অ্যাণ্ট-টার্ট: ভেরেট্:)। তীব্র মূর্দ্ধাদেশীয় শিরোবেদনা,—বোধ হয় যেন ভিতর হইতে উপর দিকে ঠেলিতেছে—বোধ হয় যেন মাথার খুলী উড়িয়া যাইবে (অ্যাক্টীয়া: ব্যাপ্ ; কোব্যাল্ট্: হ্যাট্রি-ক্লো: ইউক্কা),—প্রথমে বেদনা অল্প হয়, বিষয় চিন্তা করিলেই বেদনার বৃদ্ধি হয় (ব্যারাই ক্যাল্কে-ফস্: কষ্টি: হেলোন্: মিড্.হন্: অ্যাসিড্-অক্স্যালিক ; পেট্রোল: বেদনার বিষয় মনে করিলে উপশম হয়=সাইক্ল্যাম্)। হঠাৎ মস্তক অবনত করিলে, কিম্বা পাঠ বা অনুরূপ মানসিক পরিশ্রমেও বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু।—অক্ষিপ্রদাহ,—অক্ষিপুটদ্বয় প্রাতে জুড়িয়া থাকে (গ্র্যাফ্: ইউফ্রে:), জলীয়, ঠাণ্ডা বায়ু সংস্পর্শ জনিত, কিম্বা বায়ু হঠাৎ ঠাণ্ডা হওয়ায়। চক্ষুর ভিতরে পীতবর্ণ (চেলিডোন্: ক্যাল্কেকার্ব্: ক্যাম্ফা:)। চক্ষুমধ্যে জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ (কর্কর্ করে যেন বালুকা কণা পড়িয়াছে=কষ্টি: ইউফ্রে: যেন লবণ পড়িয়াছে=নক্স্)। অক্ষিপুট স্পন্দন (ওপী: অ্যাগার্)। চক্ষু হইতে শোণিতপাত (কার্ব্বো-ভেজি:)।

কর্ণ।—কর্ণশূল,—তৎসহ সূচিবেধ ও ছেদনবৎ বেদনা (মার্ক্: ন্যাট্-মি: তীব্র বেদনা =পল্‌সে: কটাস্ করিয়া উঠে=ক্যালী-কাব্: চর্ব্বণ কালে কটাস্ করিয়া উঠে=গ্রাফ্: ন্যাট্-মিউ:)। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি। কর্ণের স্ফীতি ও কর্ণমধ্যে উত্তাপবোধ প্রভৃতি ; কর্ণশূল,—যন্ত্রণায় রোগী উন্মত্ত হইয়া উঠে (কফি: অ্যাকো:)। কর্ণবিবর রুদ্ধ বোধ হয়। কর্ণমধ্যে ঠাণ্ডা বায়ু সহ্য হয় না।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—এক গণ্ড আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত এবং অন্য গণ্ড ম্লান ও শীতল। মুখের স্নায়ুশূল,—হনূতে সূচিবেধবৎ বেদনা কর্ণ ও দন্ত পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং যন্ত্রণা বশতঃ মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম উদগত হয় ও যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিতে থাকে। দন্তশূল,—কোন উষ্ণ দ্রব্য মুখে গ্রহণ করিবামাত্র বৃদ্ধি (বিসমাথ্; ব্রাই ; কফী:); উষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে (ফস্:) ; শয্যায় শয়ন কালে (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: মার্ক্: পল্‌সে:) ; কফি পান করিলে (বেল্: ককীউ: ইগ্নে: নক্স্ ; চা পান করিলে=সিঙ্কো: কফী: ইগ্নে: ল্যাকে:) ; ঋতুর সময় (ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভে: ন্যাট্-মিউ: ল্যাকে: ফস্:) কিম্বা গর্ভাবস্থায় (এপীস্: বেল্: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: হায়ো: মার্ক্: নক্স্-মস্: নক্স্-ভম্: পল্‌সে: ষ্ট্যাফ্:)। বাম পার্শ্বের নিম্ন পাটীতে বেদনা অধিক বোধ হয় (আর্ণি: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: সিঙ্কো: হায়ো: মার্ক্: হ্রাস ; সাইলি: সল্‌ফ্:); বেদনাযুক্ত দন্ত বৃহত্তর বোধ হয় (ব্রাই: কষ্টি: সল্‌ফ্: ল্যাকে: ন্যাট্-মি:)। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তৃষ্ণা সহযোগে মুখমধ্য ও জিহ্বা শুষ্ক (অ্যাসিড্-নাই: হ্রাস্; মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক অথচ তৃষ্ণার অভাব =বেল্: নক্স্-মস্:)। জিহ্বা শ্বেত বা পীত লেপাচ্ছন্ন ; কিম্বা মধ্যস্থল লাল, পার্শ্বদ্বয় শ্বেতবর্ণ ; কিম্বা লাল ও ফাটা ফাটা (বেল্: হ্রাস); কিম্বা মধ্যে মধ্যে লাল সীমাবদ্ধ দাগ দাগ বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ লেপান্বিত (ল্যাক্: ন্যাট্-মিউ: ট্যার‍্যাক্স্: র‍্যাণান:) কোমল তালু ও জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিদ্বয় গাঢ় লালবর্ণযুক্ত ও প্রদাহান্বিত (অ্যাকো: বেল্:)। কণ্ঠনলী মধ্যে যেন গোজ ফুটীয়া আছে এরূপ বোধ (হিপ্: ইগ্নে: নক্স্; যেন একটা উত্তপ্ত লৌহ গোলক গলমধ্যে রহিয়াছে=ফাইটো: গলমধ্যে যেন কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে=আর্জেণ্ট-নাই: ডলিকস্ ; হিপ্: অ্যাসিড্-নাইট্:)। কর্ণমূলীয় ও হনূতলস্থ গ্রন্থিসকলের স্ফীতি (অ্যামন্-কার্ব্: ব্যারাই ক্যামো: ক্যালী-কার্ব্: মার্ক্: অ্যাসিড্-নাই: হ্রাস্; সাইলিশীয়া)। রাত্রিকালে মুখ হইতে লালাস্রাব (নক্স্; হ্রাস্)।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—আহারে অরুচি (হ্রাস্; জেণ্টীয়ানা-লুটীয়া)। ঠাণ্ডা জলপানে অত্যন্ত আগ্রহ। প্রাতে মুখ তিক্তস্বাদ (পাল্‌সে:)। তিক্ত পিত্তময় বমন (সবুজবর্ণ মণ্ডবৎ শ্লেষ্মা বমন=ইপিক্: কাল পিত্ত ও রক্ত বমন=ভেরেট্:)। শিশুদিগের অন্ত্রশূল,—তৎসহ ক্রোধ, পরে উষ্ণ গণ্ডস্থলে ও মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম (ষ্ট্যাফি: কলো:),—উদর বায়ুস্ফীত, অল্প অল্প বায়ু নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে আরাম হয় না ; উদরে গরম কাপড় চাপা দিলে উপশম হয় ; শিশু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে (কিন্তু কলোসিন্থের ন্যায় সম্মুখদিকে বক্র হইয়া যায় না ; ক্যামো: ও কলো: উভয়ই ব্যর্থ হইলে ম্যাগ্-ফস্: প্রযুজ্য), নাভির

একটু উপরে এবং উদরের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে বেদনা সঞ্চারিত হয় (লাইকো: বাম দিক্ হইতে দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইলে=ল্যাকে:)। পাকস্থলী মধ্যে চাপবোধ,—যেন তন্মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে (ব্রাই: আর্স: পল্‌সে: নক্স্; যেন একটী অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে=অ্যাবীয়েজ্-নাইগ্রা)। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা বোধ (আর্স: নাক্স্; পাকস্থলী মধ্যে শৈত্য বোধ=কোল্‌চি: সল্‌ফ্:)। কুঁচকি প্রদেশে অত্যন্ত চাপবোধ, —যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার উপক্রম (লাইকোপ্: ও নক্স্ দেখ)। গলায় অম্ল উত্থিত হয় এবং ভুক্ত দ্রব্যাদিও উদ্গারের সহিত উঠিয়া আইসে।

মলান্ত্র।—শৈত্য সংস্পর্শে, ক্রোধ বা বিরক্তি জনিত অথবা দন্তোদ্গম কালীন উদরাময় (ক্যাল্‌কে: কলো ডাল্‌কো. মার্ক: পডো: সল্‌ফার: এরাণ্ডো:); তাম্রকুট সেবন; প্রসবান্তে; এবং উচ্চস্থল হইতে অবতরণ জনিত উদরাময় (বোরাক্স; স্যানিকাউলা)। মল সবুজবর্ণ, জলবৎ, ত্বকক্ষয়-কারক, শাক ছেঁচা ডিম্বলালার মত, উষ্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—পচা ডিম্বের মত=সোরাইন হলুদবর্ণ আমময় ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট=পডো: পচা পুষ্করিণীর শৈবালের ন্যায়, ম্যাগ-কার্ব্ব:), তৎসহ পেট বেদনা (আর্স: মার্ক. সল্‌ফ:)। অর্শ সহ মলদ্বার বিদারণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর,—স্রাব পীতবর্ণ, জ্বালাজনক; যোনিতে জ্বালা ও চারিদিকে হাজিয়া যাওয়া (সল্‌ফর)। বাধক,—প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা; কাল চাপ্ চাপ্ রক্তময় স্রাব,—তৎসহ পদমধ্যে ছেদনবৎ বেদনা (অ্যাক্টীয়া; অ্যালো)। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব—চাপ্ চাপ্ দুর্গন্ধময় শোণিত নির্গত হয়। প্রচণ্ড ভ্যাদাল ব্যথা, রোগিণী যন্ত্রণা অসহনীয় বোধ করে। স্তনদুগ্ধ সঞ্চয় রোধ (পল্‌সে: অত্যাধিক পরিমাণে সঞ্চয়=ক্যাল্‌কে:)। স্তন স্ফীত ও কঠিন হইয়া উঠে (স্তন শুষ্ক হইয়া যায়=আয়োড: সেব্যাল-সেরুলেটা)। দীর্ঘকালস্থায়ী প্রসব বেদনা,—বেদনা ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয় (জেল্‌সি:)। প্রসবান্তিক অন্ত্রাবরণ প্রদাহ (অম্বকো: বেল: ব্রাই:),—তৎসহ অত্যন্ত উত্তাপ ও মানসিক অস্থিরতা, মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হয়; আরক্তিম মুখমণ্ডল, কিম্বা একগণ্ডস্থল আরক্তিম, অন্য গণ্ডস্থল ম্লান, এবং প্রদাহ যুক্ত; ঝিল্লিমধ্যে পূযজননপ্রবণতা (একিনেশীয়া; মার্ক-সল্: ল্যাকে: পাইরোজেন)। স্তন্যপায়ী শিশুমতী-স্ত্রীলোকদিগের স্তনবৃন্ত ব্যথাযুক্ত হয় (হেলোন্: ফাইটো:); শিশুদিগের স্তনপ্রদেশ ব্যথান্বিত। স্তনদুগ্ধ স্রোতের ন্যায় নির্গত হয় (শিশুকে স্তন ছাড়াইবার পর ঐরূপ হইলে= কোণা:)। জননী বা ধাত্রী কাহারও উপর অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশের পর দন্তোদ্গমনোম্মুখ শিশুর তড়কা (নক্স; মাতার ভয় পাইবার পর স্তন পান করিলে শিশুর তড়কা=ওপী:),—শিশুর পদদ্বয় উপর নীচে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তাহার ক্ষুদ্র হস্তদ্বারা কিছু ধরিবার চেষ্টা করে, মুখ একপার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্বে আকৃষ্ট এবং চক্ষু একদৃষ্টি হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—সর্দ্দিজনিত স্বরভঙ্গ। বায়ুনলী মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ সহ কাসি ও স্বরভঙ্গ (ইপিক দেখ)। শিশুদিগের শুষ্ক ও কণ্ডুয়ন জনিত কাসি,—রাত্রিকালে এমন কি নিদ্রিতাবস্থাতেও, কাসি হয়। বক্ষমধ্যে জ্বালা (ল্যাকে: শৈত্য বোধ আর্স: সল্‌ফ:)। বক্ষমধ্যে সূচি বা তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ যন্ত্রণা,—রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা,—স্বর

ও শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মাজনিত ঘড় ঘড় শব্দ (বায়ুনলীভুজ মধ্যে ইপিক্: বক্ষমধ্যে যেন শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়=ইপিক্: অ্যাণ্ট-টার্ট:)। দিবাভাগে তিক্তস্বাদ শ্লেষ্মা উঠে, রাত্রিতে কদাচ উঠিয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—রাত্রিতে ভয়ানক বাতবেদনা বশতঃ রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পাদচারণ করিতে থাকে (হ্রাস:)। বেদনাদি অসহ্য, উন্মত্তকারী বোধ হয়; উত্তাপ প্রয়োগে এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে বেদনার বৃদ্ধি হয়; জ্বর, তৃষ্ণা এবং তৎসহ অবসাদ; আক্রান্ত অংশ অসাড় হইয়া আইসে; উদ্গারে বৃদ্ধি। রাত্রিতে পদতল জ্বালা করে, আরাম পাইবার আশায় রোগী শয্যা হইতে পা বাহির করিয়া দেয় (মিডহ্বাইন্: পস্সে: সল্ফ:)।

জ্বর।—অত্যন্ত শীতবোধ, যেন গাত্রে কেহ তুষার-শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে এবং দন্তে দন্তে আহত হইতে থাকে। উত্তাপাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী; অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং নিদ্রাবস্থায় পুনঃ পুনঃ চম্কাইয়া উঠে। শীত বশতঃ কম্পন ও উত্তাপ বিমিশ্রিত ভাবে প্রকাশ পায় এবং জ্বরাবস্থার এক গণ্ড আরক্তিম, ও অন্য গণ্ড ম্লান বা ফ্যাকাশে প্রতীয়মান হয়। দেহ শীতল এবং মুখমণ্ডল জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত (আর্ণি:)। মস্তকে ও মুখমণ্ডলে উষ্ণ ঘর্ম্ম হইয়া থাকে এবং আবৃত অংশ হইতে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম (চায়না)।

নিদ্রা।—নিদ্রাবেশ অথচ নিদ্রা হয় না (বেল: কষ্টি: ওপী:)। নিদ্রিতাবস্থায় অনবরত যন্ত্রণাজ্ঞাপক অস্পষ্ট শব্দ বা রোদন করে; অর্দ্ধ মুদিত নয়নে নিদ্রা যায় এবং ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—শিশুদিগের রোগাদিতে অহিফেন ও তন্নির্য্যাস প্রস্তুত ঔষধাদির অপব্যবহার হইলে ক্যামোমিলা বিষঘ্নরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। আঘাতজনিত ক্ষতাদিতে পূযজনন-প্রবণতা দৃষ্ট হইলে ক্যামোমিলার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ অত্যন্ত ফলোপ-ধায়ক। সদৃশগুণোপেত ও অনুপূরক;—বেলাডনা। করোটীর অন্তর্গত স্নায়ুর রোগে যেরূপ বেলাডনা, উদরের স্নায়ুর বিকৃতিতে সেইরূপ ক্যামোমিলা।

তুলনীয়।—দন্তোদ্গমে বেলাড, ক্যাল্কে; চৈতন্যাধিক্য অ্যাকোন, কাফিয়া; দন্তশূলে—মার্ক; অম্লে নক্স; উদরাধ্মানে চায়না, লালাস্রাবে নক্স: ফস।

দোষঘ্ন।—অ্যাকোন; অ্যালো: বোরাক্স, কক্কু: কফি, কলো: কোনায়া: ইগ্নে, নক্স, পল্স।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ১২শ ক্রম এবং ৩০ শততমিক ক্রম। ডাঃ সরকারের ও ম্যাডেমের মতে শিশুদিগের পীড়াদিতে ১২ শততমিক ক্রম বিশেষ উপযোগী।

চ্যাপারো অ্যামর্গজো

(CHAPARRO AMORGOSO).

প্রস্তুতি।—ডাঁটা হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অতিসার; রক্তামাশয় ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার ক্রিয়া ন্যাট্রাম্-সল্‌ফিউরিকামের ন্যায়; পুরাতন উদরাময় বা আমরক্ত রোগে, যকৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত বেদনা এবং স্পর্শাসহনীয়তা বর্ত্তমান থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী; মলত্যাগকালে বিশেষ বেদনাদি থাকে না, কিন্তু মলের সহিত বহুল পরিমাণে আম নির্গত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—বোলিটাস; ন্যাট্রাম-সল্‌ফ; সীড্রন; মার্ক-কর; অ্যাসিড-নাইঃ ক্যাম্ফঃ নক্স।

শক্তি।—মূল আরক বা ১ম দশমিক ক্রম।

চেলিডোনীয়াম্ মেজাস

(CHELIDONIUM MAJUS).

প্রস্তুতি।—সমূল সমস্ত গাছড়া হইতে মাদার টিঞ্চার্ প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণও হইতে পারে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গণ্ডাস্থির অভ্যন্তর প্রদেশের প্রদাহ; কর্কটীয়া ক্ষত; বক্ষের পীড়া; তাণ্ডব; কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি; অতিসার; অজীর্ণতা; পিত্তাশ্মরী; প্রমেহ: রক্তোৎকাস; অর্শ; মাথাঘোরা; বহুব্যাপক সর্দ্দি; কামলা; অক্ষি প্রান্তের নালী; যকৃতের পীড়া; মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ; স্নায়ুশূল; নাকদিয়া রক্তস্রাব; ফুস্‌ফুস্ আবরণের প্রদাহ; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; বাত; গ্রন্থিবাত; গ্রীবার আড়ষ্টতা; স্বাদবিকৃতি; অর্ব্বুদ; আঁচিল; হুপিং কাস; জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগিতা।—ডাং আলেন বলেন,—ফ্যাকাশে পাতলা, রাগী ব্যক্তির পীড়া যকৃতের ও পাকাশয়ের পীড়ায় উপযোগী।

উপযোগিতা ও আভাস।—যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্ বা মূত্রগ্রন্থি ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াভূমি এবং ঐ সকল যন্ত্রের রোগে উপকারিতার জন্যই চেলিডোনীয়াম্ অমূল্য। ইহা যকৃৎ মধ্যে অসহনীয় বেদনা উৎপন্ন করে এবং বেদনা সম্মুখে দক্ষিণ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত এবং পশ্চাতে

পৃষ্ঠফলকের নিম্নকোণে পর্য্যন্ত প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে (ক্যালী-কার্ব্ব: মার্ক:—আরও নীচে ও মেরুদণ্ডের নিকটে=চিনোপোড: বাম পৃষ্ঠফলকের নিম্ন=চিনোপোড-গ্রকাম: স্যাঙ্গুই:)। বায়ুর পরিবর্ত্তন জনিত বা পুনরাবির্ভূত পীড়াদিতে ইহা বিশেষ ফলদায়ক (মার্ক:); মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সকল লক্ষণেরই উপশম হইয়া থাকে। রোগীর সমগ্র দেহ হরিদ্রাবর্ণ এবং চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ এবং জিহ্বা ও করতল পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে (সিপী:); দক্ষিণ চক্ষু, দক্ষিণ ফুস্ফুস, দক্ষিণ কুক্ষি ও উদর পার্শ্ব; দক্ষিণ উরু এবং দক্ষিণ পদ—প্রভৃতি দেহের দক্ষিণ অংশই ইহার প্রকৃষ্ট আক্রমণ স্থান; দক্ষিণপদ হিমবৎ শীতল কিন্তু বামপদ স্বাভাবিক উত্তাপ বিশিষ্ট (লাইকোপ:)। এস্থলে ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল,—(১) জিহ্বা পীতবর্ণ, বৃহৎ, লোল এবং দন্তাঙ্কযুক্ত; মুখের স্বাদ কটু; উষ্ণ দ্রব্যাদি পান ও ভোজন করিতে ভালবাসে। (২) শিরোঘূর্ণন তৎসহ সম্মুখদিকে পতন প্রবণতা। (৩) মুখের অক্ষিগোলকের উপরিভাগে স্নায়ুশূল,—সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল; চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত অশ্রুপাত হইয়া থাকে; বেদনা কর্ত্তনবৎ। (৪) গাত্রত্বক অনবগাঢ় পীতবর্ণ, বিশেষতঃ নাসিকা ও গণ্ডদ্বয়। (৫) দক্ষিণ অংসফলকের (Scapula) নিম্ন আভ্যন্তরিক (অর্থাৎ মেরুদণ্ডের নিকটবর্ত্তী) কোণে প্রতিনিয়ত বেদনা বোধ। পাকস্থলী হইতে দক্ষিণ অংসফলক পর্য্যন্ত বেদনা, আহারান্তে উপশম। (৭) কামল বা পীত পাণ্ডুরোগ অধিকারে দক্ষিণ স্কন্ধ প্রদেশে বেদনা (৮) পিত্তাশ্মরী, তৎসহ দক্ষিণ স্কন্ধতলে বেদনা। (৯) মলতারল্য, মল স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ, আঠাময় জলবৎ কিম্বা শ্বেত বা কপিশবর্ণ। মল কাঠিন্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালবর্ণ গোলাকার গুটিলাময়, মেষপুরীষবৎ বা কোষ্ঠবদ্ধ বা অতিসার পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। (১০) দ্রুত ও হ্রস্ব শ্বাসপ্রশ্বাস, দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষমধ্যে বেদনা বোধ হয়; বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্যথা অনুভব। (১১) কাসি তরল শ্লেষ্মাব্যঞ্জক, ঘড় ঘড় শব্দকারী এবং দীর্ঘ প্রকোপযুক্ত। হুপকাসি। (১২) গাত্রত্বক কুঞ্চিত; বহুকালের বিস্তৃতি প্রবণ, দুর্গন্ধজনক ক্ষতাদির; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কোদ্গম; যকৃতের বিকৃতির সঙ্গে পুরাতন ক্ষতাদি। (১৩) বায়ুর পরিবর্ত্তনে আবির্ভূত পীড়াদি, সান্ধ্য ভোজনান্তে সকল যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগী বিমর্ষ, ক্রন্দনশীল (অ্যাক্টীয়া সাইক্ল্যাম: ইগ্নে: ল্যাক্-ক্যান্: লিল্-টাইগ্: লাই: ন্যাট-মি: পল্সে: সিপি: ষ্ট্যান:); কিন্তু কেন যে বিমর্ষ ও রোদনপ্রবণ তাহা জানে না। অত্যন্ত অন্যমনস্ক (অ্যাগ-নাস: অ্যামন্ কার্ব্ব: বোভি: কষ্ঠি: ক্যালী-ব্রম: ল্যাক-ক্যান্: নক্স-মস্: সাইলিশীয়া:)। এক্ষণে কি করিতে হইবে বা ইতিপূর্ব্বে কি করিতেছিল তাহা স্মরণ করিতে পারে না। ভয় পাছে তাহার বুদ্ধির বিকৃতি ঘটে (অ্যাম্বা: ক্যাল্কে: অ্যাক্টীয়া: ল্যাক্-ক্যান্: মিডহ্রাইন্: নক্স; সিফিলাইন:)। শঙ্কান্বিত চিত্ত,—যেন সে কত অপরাধ করিয়াছে (আর্সেনিকা; নক্স; রীউটা; ভেরেট: জিঙ্কাম)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন—তৎসহ পিত্ত বমন ও যকৃৎ মধ্যে বেদনা; মস্তিষ্কের আচ্ছন্নাবস্থা

দেহ টলিতে থাকে,—যেন সম্মুখ দিকে পড়িবার উপক্রম (আর্ণিকা: কাডীউয়াস্-মে: কষ্টি: লাইকো: ফেরাম-অ্যাসেট· লাই: ন্যাট-মি-র্যানান হ্রাস: ; সাইলিশীয়া)। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে নিষ্পেষণবৎ বেদনা। চক্ষুর্দ্বয়ের উর্দ্ধাংশে ললাট বা রগ ব্যাপিয়া যেন একটী বন্ধনী রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (অ্যানাক্: অ্যাণ্ট-টার্ট: বার্বা-অ্যাকুই: ব্যাপ: ক্যাক্ট অ্যাসিড-কার্ব্ব: ইথীউ: মার্ক: সল্ফ: থিরিড:),—চক্ষু মুদিত করিলে উপশম হয়। শিরোপশ্চাদ্ভাগ এত ভার হয় যে, রাত্রিতে উপাধান হইতে মাথা তুলিতে পারে না বা তুলিতে কষ্ট হয়। (অ্যাগার: এপীস ; ক্যানাব-স্যাট:) ; গ্রীবা-পৃষ্ঠ হইতে শিরোপশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত হিমবৎ শীতল অনুভূত হয়। সার্ব্বাঙ্গিক অসাড়তা সহ আলস্য ও নিদ্রালুতা। দক্ষিণ পার্শ্বগত শিরোবেদনা;—বেদনা কর্ণের পশ্চাৎ দিয়া দক্ষিণ পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। দক্ষিণ দিকের অক্ষিগোলকের উপরিভাগে স্নায়ুশূল,—দক্ষিণ গণ্ডাস্থি ও কর্ণে পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় এবং অপর্য্যাপ্ত অশ্রুমোচন হইতে থাকে (হ্রাস) ; বেদনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যকৃৎপ্রদেশে বেদনা বোধ (অশ্রু মোচন সহযোগে বামপার্শ্বগত স্নায়ুশূল=স্পাইজি:) ; ললাট হরিদ্রাবর্ণ।

চক্ষু।—চক্ষুর শ্বেতাংশ গাঢ় পীতবর্ণ। দৃষ্টিপথবর্ত্তী বস্তু সকল বোধ হয় যেন কম্পিত হইতেছে এবং সময়ে সময়ে চক্ষুর সম্মুখে চাকচিক্যময় উড্ডীয়মান বিন্দু সকল দৃষ্ট হয়। চক্ষু সঞ্চালিত করিলে বা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে চক্ষুমধ্যে বেদনানুভূত হয় ; চক্ষুর উপরিভাগে স্নায়ুশূল বশতঃ চক্ষু হইতে বেগে অশ্রুনির্গত হয় (হ্রাস:)। (শীতার্ত্ততা সহ চক্ষুর বা উহার উর্দ্ধভাগের স্নায়ুশূল রোগে, যদি প্রতিবারে একই সময় পুনরার্ভিাব হয় তাহা হইলে চিনিনাম্-মিউরিয়ে-টিকাম প্রযুজ্য)।

কর্ণ।—দক্ষিণ গণ্ডাস্থি হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা। বোধ হয় যেন উভয় কর্ণ হইতে বেগে বায়ু নির্গত হইতেছে (ষ্ট্রাম:),—রোগী ঐ অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ নিবারণার্থ পুনঃ পুনঃ ঐ কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া পথ রোধ করে। কর্ণমধ্যে উচ্চ গর্জ্জন শব্দ,—যেন কোন দূর-দেশ হইতে বজ্রপাতাদির শব্দ আসিতেছে।

নাসিকা।—নাসাপুটদ্বয় অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, (অ্যাণ্ট-টার্ট:)। নাসিকা পীতাভ (সিপী:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল অত্যন্ত পীতবর্ণ, বিশেষতঃ ললাটদেশ, গণ্ডদ্বয় এবং নাসিকা ; মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক আরক্তভাব ; গাঢ় সমল হরিদ্রাবর্ণ মিশ্রিত প্রতীয়মান হয়।

মুখবিবর।—জিহ্বা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ ও দন্তাঙ্কযুক্ত (পডো: বৃহৎ লোলজিহ্বা দন্তাঙ্ক সম্বলিত=মার্ক: দন্তাঙ্কগ্রাহী জিহ্বা=আর্স: অ্যাট্রোপ: গ্লোন: হাইড্র্যাস: মার্ক প্রটো-আয়োড: হ্রডো: হ্রাস ; সাক্ষীউ: ভাইবার্ন:)। মুখের স্বাদ তিক্ত (আর্ণি: ব্রাই: ক্যালী-কার্ব্ব: পল্সে) এবং আঁঠাবৎ ; সময়ে অম্লাক্ত (ক্যাল্কে: সিঙ্কো: নক্স ; সিপী:)। মুখ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় (আয়োড: ক্যালী-নাইট্: মার্ক-ভাই: পল্সে: সিপী: পেঁয়াজ গন্ধ=পোট্রোল:)।

পাকাশয়।—উষ্ণ দ্রব্য পান ও আহার করিবার স্পৃহা (ক্যাম্ফারিলা, কিউপ্রাম) ; অধিক উষ্ণ না হইলে জল পেটে থাকে না (আর্স: ক্যাম্ফারি:) ; অম্লস্বাদযুক্ত দ্রব্যাদিতে

অত্যন্ত রুচি (অ্যাণ্ট ক্রুড্: আর্স্: ব্রাই: ক্যামো: হিপ্: ফস্: পল্‌সে: স্কীলা; ষ্ট্রাম্; সল্‌ফ্: ভেরেট্:)। বিবমিষা ও তিক্ত বমন; উষ্ণজল পান করিলে নিবৃত্তি হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বা পেটের উপরে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা, দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশ ও দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। মুখে তিক্তস্বাদ কিন্তু পানাহার কালে স্বাভাবিক স্বাদ বোধ হয়। যকৃৎ বিকৃত সহ শূলবেদনা,—আহারান্তে ক্ষণিক উপশম (অ্যানাক্: গ্র্যাফ: পেট্রোল:)।

অন্ত্রাশয়।—নাভিমধ্য দিয়া উদরের পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা,—যেন উদর সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভব। নাভি হঠাৎ ভিতর দিকে টানিয়া ধরিতেছে বোধ হয় (বেল্: প্লাম্: ভার্ব্যাস্ক্;)। যকৃৎ বর্দ্ধিতাকার এবং তন্মধ্যে ঈষৎ বা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা ও যকৃতের স্পর্শাসহনীয়তা; যকৃৎ প্রদেশে বেদনা সহ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পঞ্জরে ও দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের আভ্যন্তরিক নিম্ন কোণে নিরন্তর বেদনানুভব (ক্যালী-কার্ব: মার্ক্: বাম পৃষ্ঠফলকের নিম্নে=চীনোপোডিয়াই-গ্লকাই: স্যাঙ্গিউ:) দক্ষিণ বৃক্ক মূত্রগ্রন্থি ও যকৃৎ মধ্যে তীব্র বেদনা,—বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। পিত্তাশ্মরী জনিত শূল বেদনা,—তৎসঃ দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের নিম্নকোণে বেদনা (কার্ডীউয়াস্-মেরি: ক্যাল্‌কে-কার্ব: এবং হাইড্র্যাস্: দেখ)। উদর আধ্মানযুক্ত। ন্যাবা বা পাণ্ডুরোগ (মার্ক্: ক্যামো:)।

মলান্ত্র।—মলবদ্ধতা,—কঠিন বর্ত্তুলবৎ গুটিলাময় মল,—মেষমলবৎ (ওপী: প্লাম্:); পর্য্যায়ক্রমে তরল ও কঠিন মল নির্গত হইয়া থাকে (অ্যাব্রোট্: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ব্রাই: আয়োড্: ল্যাকে: ল্যাক্টীউকা; ক্যালী-বাই: নক্স্; হ্বাস্: রীউটা; অ্যাণ্ট-টার্ট্:)। উদরাময়,—রাত্রিকালে; আটাবৎ ফিকাবর্ণ; কখনও কর্দ্দমবৎ (কাল্‌কে: আয়োড্: হিপ্: ;); কখনও গাঢ় উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ (এপীস্; অ্যাসিড্-ফ্লু: সিঙ্কো: ক্রোট্: হিপ্: পডো:) কপিশ বা শ্বেতবর্ণ, জলবৎ ও মণ্ডের ন্যায় চট্‌চটে; অজ্ঞাতসারে নির্গত হয়। সময়ে সময়ে বেশ শ্বেতবর্ণ মল নির্গত হইয়া থাকে।

প্রস্রাব।—অপর্য্যাপ্ত শ্বেতাভ ফেনা ফেনা মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। মূত্র নির্গমন কালে ঘোলা ও ফিকা লালবর্ণ,—আধারের কিনারায় ফেন (চিনোপোড্:) সঞ্চিত করে। মূত্র স্বর্ণবৎ বর্ণবিশিষ্ট (ডাফ্‌নী; চিনোপোড্: হায়ো:) এবং বিছানার চাদরে হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে।

শ্বাসযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ হাই তোলে ও প্রত্যঙ্গাদি বিস্তৃত করে (গা ভাঙ্গে), যেন কত রাত্রি অনিদ্রায় যাপিত হইয়াছে। বুকাস্থির মধ্যভাগের তলদেশে ক্ষণপ্রকাশ বেদনা বশতঃ রোগী রাত্রিতে জাগিয়া উঠে;—ঐ বেদনা বায়ুনলীভুজদ্বয় পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হওয়ায় বোধ হয় যেন বায়ুনলী সকল সঙ্কুচিত হইয়াছে। অতি দ্রুত অথচ সন্তর্পণে নিশ্বাস গ্রহণ করে,—দীর্ঘ নিশ্বাস টানিলে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। হুপ্‌কাসি,—শুষ্ক ও থাকিয়া থাকিয়া দেহ আলোড়ক কাসি,—কাসিলে মুখ মধ্যে হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাখণ্ড সবেগে বহির্গত হয় (ব্যাডী: ক্যালী-কার্ব:),—আহারান্তে শয্যায় উপবেশন করিয়া থাকিবার সময় বৃদ্ধি হয়; বায়ুনলীমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড়্‌ঘড়্ করে, কিন্তু সহজে উত্থিত

হয় না। বাধা-প্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস সহ দক্ষিণ বক্ষে ও দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনাতিশয্য। দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের প্রদাহ তৎসহ যকৃতের পীড়া (মার্ক্‌),—পাদচারণকালে ও উচ্চে আরোহণ করিলে হাঁপাইয়া পড়ে। যকৃতের বৃদ্ধি।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ আড়ষ্ট বোধ হয়। দক্ষিণ স্কন্ধদেশে বেদনা। অঙ্গুলির অগ্রভাগে ছেদনবৎ বেদনা। কুঁচকী, উরু এবং নিম্নপদে যেন টান বোধ হয়,—দক্ষিণ অঙ্গেই অধিক। দক্ষিণ জানুতে জ্বালা ও আড়ষ্টতা,—সঞ্চালনকালে বৃদ্ধি। গুল্‌ফসন্ধি আড়ষ্ট বোধ হয়। হস্তপদাদি ভার, আড়ষ্ট এবং অসাড় বোধ হয়,—যেন পক্ষাঘাত আক্রান্ত হইয়াছে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হয়। প্রত্যঙ্গাদি বাতবেদনাগ্রস্ত, ঈষৎ স্পর্শমাত্রে তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়, ঘর্ম্ম হয় কিন্তু তাহাতে কোন উপশম বোধ হয় না। নিম্ন প্রত্যঙ্গাদি প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তৎসহ পেশীর আড়ষ্টতা। গুলফদেশ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত,—যেন বিনামা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও গুল্‌ফদেশ বিদ্ধ করিতেছে।

গাত্রত্বক্‌।—ত্ব্যাকাশে হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট ও কুঞ্চিত; করতল পীতবর্ণ ও কুঞ্চিতত্বক্‌ বিশিষ্ট (সিপী)। মুখমণ্ডল, ললাটদেশ, নাসিকা এবং গণ্ডদেশ পীতবর্ণ। যকৃৎবিকৃতি বা ক্ষয়রোগ-প্রধান-ধাতু-জনিত দীর্ঘকালের পচনশীল এবং প্রসারণশীল ক্ষতাদি।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা, সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিতে ভালবাসে, কিন্তু নিদ্রা হয় না। মৃতদেহ (অ্যানাক্‌ আর্ণি· আর্স্‌: গ্র্যাফ্‌ ক্যালী কার্ব্‌· ম্যাগ্‌-ফস্‌· অ্যাসিড্‌-ফস্‌. থুযা:) ও মৃতদেহ সৎকারের স্বপ্ন দেখে।

বৃদ্ধি।—দক্ষিণাঙ্গে, প্রত্যূষে; সোপান আরোহণ কালে।

উপশম।—আহার করিবার সময়, সান্ধ্য ভোজনান্তে, উত্তপ্ত পানীয় পান করিলে ও আক্রান্ত অংশ নিষ্পেষিত হইলে।

দোষঘ্ন।—অ্যাকোন, কফিয়া, ক্যাম্ফর, অম্ল দ্রব্য ও সুরা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকো: আর্স্‌· ব্রাই: লাইকো: মার্ক্‌: নক্স্‌; পডো: স্যাঙ্গিউ: সিপী সল্‌ফার।

তুলনীয়।—স্কন্ধফলকে বেদনায় জগলান্স, চিনোপ, ব্যানাক্স, ব্রায়োনিয়া, লাইকোপ।

অনুপূরক।—মার্ক্‌, পিত্তবিকৃতিযুক্ত ফুস্‌ফুস প্রদাহ; ক্যালি-কার্ব্ব; কার্ব্ব-আনি (প্রদর) ইত্যাদি। অনুপূরক=ব্রাই: লাই: সল্‌ফার। যকৃৎবিকৃতি রোগে ব্রায়োনীয়ার অপব্যবহার বা অতিব্যবহার হইলে চেলিডোনিয়াম্‌ তাহার দোষ নাশ করে। চেলিডোনীয়াম্‌-জনিত লক্ষণাদির বৃদ্ধি হইলে তাহা অ্যাকোনাইটামের দ্বারা দূরীকৃত হয়। বাতবেদনায় লিডাম্‌ ব্যবহারের পর চেলিডোনীয়ামের ব্যবহার অত্যন্ত ফলদায়ক। যকৃৎ বিকৃতিতে চেলীডোনীয়ামের পর আর্স্‌: উপযোগী। চেলীডোনীয়াম্‌ দ্বারা উপকার সাধিত হইলে আরোগ্য সম্পাদনার্থ প্রায়ই লাইকোপোডীয়াম্‌ ও সল্‌ফার এই দুইটির অন্যতরটি প্রায় প্রয়োজন হইয়া থাকে।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। ১২ ও ৩০ শততমিক ক্রমেও উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

চিলোন গ্ল্যাব্রা

(CHELONE GLABRA).

নামান্তর।—স্নেক হেড

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—দুর্ব্বলতা ; ঘুস্‌ঘুসে জ্বর ; কামলা ; যকৃতের পীড়া ; কুইনাইন অপব্যবহার ; কৃমি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহাও যকৃৎ রোগের একটি নবাবিষ্কৃত ঔষধ ; ইহার ক্রিয়া অনেকটা চেলিডোনীয়ামের ন্যায়, কারণ ইহা দ্বারাও যকৃতের বামপার্শ্বে বেদনা উৎপন্ন হইয়া ঐ বেদনা নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয়। দেহ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বোধ হয়,—যেন আক্রান্ত অংশের ত্বক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, "অতিশয় দুর্ব্বলতা। কম্পহীন জ্বর।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**—চায়না ; সিনা, হাইড্রাস্‌টিস, কার্ড্যুয়াস ইত্যাদি। ডাং বার্ণেট ইহার পক্ষপাতী।

শক্তি।—মূল আরক।

চিনোপোডিয়াম অ্যান্থেল্‌মিণ্টিকাম্‌

(CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM).

প্রস্তুতি।—তাজা গাছড়া হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—সংন্যাস ; হাঁপানি ; বধিরতা ; আক্ষেপ ; শোথ ; মৃগী ; মাথাধরা ; তৎ সঙ্গে সঙ্গে পক্ষাঘাত ; প্রদর ; ঋতুবন্ধ ; পক্ষাঘাত ; কর্ণপটহ প্রদাহ ; কর্ণমূল।

উপযোগিতা ও আভাস।—"দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের নিম্ন কোণে এবং মেরুদণ্ডের সন্নিকটে বেদনা, দেহ ভেদ করিয়া বক্ষমধ্যে আবির্ভূত হয়" ইহাই চিনোপোডিয়ামের প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। নানা প্রকার মধ্যকর্ণের রোগও ইহা অত্যন্ত উপকারী বিশেষতঃ পুরাতন প্রদাহে। সংন্যাস (Apoplexy), স্বরলোপ এবং দক্ষিণ পার্শ্বগত পক্ষাঘাত—(ঘড়ঘড় শব্দকারী শ্বাস প্রশ্বাস সহযোগে)—ইহার বিশেষ আয়ত্তীভূত।

লক্ষণাবলী।

মন ইত্যাদি।—রোদনপ্রবণ স্বভাব। স্মৃতিদুর্ব্বলতা, শিরোঘূর্ণন।

কর্ণ।—কর্ণাভ্যন্তরস্থ প্রণালী মধ্যে শোণিত রক্তাম্বু (Serum) ক্ষরণ বা জমা; দীর্ঘকালের মধ্যকর্ণ প্রদাহ; ক্রমবর্দ্ধনশীল বধিরতা—মানব-স্বর সম্বন্ধে (ফস: সল্ফ:)—উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে বেশ শুনিতে পায়; কিন্তু গতিশীল গাড়ির শব্দ অত্যন্ত কষ্টজনক বোধ হয়; কর্ণমধ্যে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ (কষ্টি: গ্র্যাফ: কোণা: ন্যাট-মিউ: পল্‌সে:); স্বীয় কর্ণের স্পষ্ট অস্তিত্ব জ্ঞান (জরায়ুর অস্তিত্ব জ্ঞান—হেলোনি: হৃৎপিণ্ডের অস্তিত্ব জ্ঞান—পাইরোজেন:)। শ্রবণবিধায়ক স্নায়ুর নিষ্ক্রিয়তা; জিহ্বামূলীয় গ্রন্থির প্রসারণ বশতঃ বধিরতা (আয়োড: ক্যাল্‌কে ফস্ক: অ্যাসিড-নাই:)।

পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষঃস্থল।—দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের নিম্নকোণে এবং মেরুদণ্ডের সন্নিকটে তীব্র বেদনা, দেহ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (বাম পৃষ্ঠফলকের অভ্যন্তরীণ কোণ হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বেদনা=চিনো-প্লকাই: বাম বক্ষের উর্দ্ধদেশ হইতে পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়—মার্টাস-কম্: পিক্স-লিকু: থিরিড: সল্ফ: দক্ষিণ নিম্নপ্রদেশ মধ্য দিয়া বেদনা—চেলিড: মার্ক-ভাই: ক্যালী-কার্ব্ব: দক্ষিণ বক্ষের উর্দ্ধাংশ মধ্য দিয়া বেদনা—ক্যাল্‌কে: আর্স: বাম বক্ষের নিম্নপ্রদেশে—ন্যাট-সল্ফ: বাম স্তন নিম্নে বেদনা—অ্যাক্টীয়া আষ্টিলেগো: শিশু স্তন পান করিলে স্তনবৃন্ত হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বেদনা—ক্রোটন: সাইলিশিয়া)।

মূত্র।—অপর্য্যাপ্ত পীতবর্ণ মূত্র ত্যাগ, যাহাতে ফেনা জন্মায়, মধ্য ত্বক ক্ষয়িত হইতেছে এইরূপ অনুভব। তলানি পীতবর্ণ (চেলিডো:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সংন্যাস জনিত দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত এবং বাকশক্তিরাহিত্য (অ্যানাক: অ্যাসিড-অক্স্যালিক—শ্রবণশক্তিরাহিত্য বশতঃ বাক্‌শক্তির লোপ—লাই:)।

ত্বক।—কামলা।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—চেলিড: ওপী: অ্যাসিড-অক্স্যালিক:)।

তুলনীয়।—এপিস, চেলিডো, সংন্যাস, চায়না, ওপিয়া, লাইকোপ, বধিরতায় চায়না, সল্ফ ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

অ্যাফিস চিনোপোডীয়াই গ্লকা

(APHIS CHENOPODII GLAUCI).

প্রস্তুতি।—তাজা গাছ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—শূল; সর্দ্দি; কাসি; অতিসার; মাথাধরা; দন্তশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান এবং উৎকৃষ্ট সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ বাম পৃষ্ঠফলকের অভ্যন্তরীণ নিম্নকোণ হইতে বেদনা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (স্যাঙ্গিউই নেরীয়া; দক্ষিণপার্শ্ব=চেলিড: ক্যালী-কার্ব্ব: মার্ক-ভাই: দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের ও মেরুদণ্ডের মধ্যপ্রদেশে বেদনা=চিনো-অ্যান্থেল:)। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটীও ইহার লক্ষণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে:—নাসা সর্দ্দি, নাসাপুটের প্রান্তভাগে, বিশেষতঃ উহার মধ্যস্থ ভেদকাস্থি মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা কুটকুট করিতে থাকে; শয্যায় শয়ন করিলে দন্তশূল অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও অন্ত্রমধ্যে বাষ্প সঞ্চালন বশত "হুড়্ হুড়্ কুলকুল" শব্দ; মুথাশয় ও মলান্ত্রমধ্যে সঙ্কোচন বশতঃ বৃথা বেগ; প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে দুই তিনবার থস্থসে মল নির্গত এবং মলদ্বারে জ্বালা ও নখবেধবৎ বেদনা এবং কুন্থন অনুভূত হয়; মলত্যাগ কালে সশব্দে বায়ু নির্গত হইয়া থাকে; মল তরল, আঠাময় এবং শোণিতলাঞ্ছিত।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—বিমর্ষ। শিরোবেদনা প্রতিবার,—দেহ সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি (ব্রাই: ক্যাল্কে; ক্রোকাস্: ন্যাট-মি: নক্সভুগ: সল্ফ: দেহ সঞ্চালনে উপশম=অ্যাসিড-মিউর: বোধ হয় যেন শিরোমধ্যে মস্তিষ্ক দোলায়মান হইতেছে (অ্যাকো: বেল: সিঙ্কো: সাইকী: নক্স-মস নক্স-ভম: হ্রাস: সিপী: অ্যাসিড-সল্ফ:)।

মুখমণ্ডল।—হরিদ্রাবর্ণ (ক্যাল্কে: ক্যান্থা: ক্যামো: কষ্টি: চেলিড্: গ্র্যাফ্: লাই: ম্যাগ্-মি: মার্ক্: ন্যাট্-মি: নক্স-ভম্: পল্সে: সিকেলি: সিপী)। সর্দ্দি,—নাসারন্ধ্র মধ্যে জ্বালা (ক্যান্থা: আর্স্:) বা কুট্কুট্ করে। শ্রবণবিবরে কামানগর্জ্জনবৎ শব্দ (কষ্টি: গ্র্যাফ্: ল্যাকে: ম্যাঙ্গে: প্লাট্:) দক্ষিণ চক্ষুতে স্নায়ুশূল তৎসহ নিরন্তর অশ্রুনির্গলন (বেল্: চেলিড্: হ্রাস্:)।

মুখবিবর।—জিহ্বাগ্রে ব্যথাযুক্ত সজল পীড়কা উদ্গত হয় (আর্স্: ব্যারাই: হ্রাস্: অ্যামন্-মি: মার্ক-কর্: সাইক্লাম্: ইগ্নি: ক্যালী-আয়োড্: লাই: ন্যাট্-মি: নাইট্রাম্:)। মুখ ও গলমধ্য বিশুষ্ক এবং মুখমধ্যে নিরন্তর শ্লেষ্মা সঞ্চয়। কণ্ঠের শুষ্কতা সহ তৃষ্ণাতিশয্য (অ্যাকো: ব্রাই: ক্যান্থা: চেলিড্: ক্রিয়ো: ন্যাট্-সাল্ফ্: ওপী: হ্রাস্: সল্ফ: মুখ ও গলমধ্য শুষ্ক অথচ তৃষ্ণারহিত=বেল্: কার্ব্বো-ভেজি: ককীউ: লাই: নক্স-মস্: স্যাবাড্:)।

দন্তশূল;—উষ্ণ ঘর্ম্ম নির্গত হইলে যন্ত্রণার উপশম হয় ; বেদনা কর্ণে, রগে এবং গণ্ডাস্থিতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (প্ল্যাণ্ট্যাগো: বামপার্শ্বে কলো)।

পাকস্থলী।—ভুক্ত-দ্রব্যাদির-স্বাদযুক্ত শূন্য উদ্গার (অ্যালো: অ্যাম্ব্রা ; অ্যান্টি-ক্রু: কার্ব্বো-ভে: ক্যামো: সিঙ্কো: ফস: পল্‌সে: অ্যাসিড-অক্‌স্যালে: থূয়া) ; মাংসে ও রুটিতে অরুচি (মাংসে অরুচি = ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভে: লাই: মার্ক: ওলী-অ্যান: পেট্রোল: ক্যালী-বাই: হ্রাস: স্যাবাড: সিপী: সিপি: সল্‌ফ: রুটিতে অরুচি = ল্যাক্টীউকা)।

মল।—উদরাময়,—প্রাতে শয্যাত্যাগের অনতিপরেই বাহ্যের বেগ (বোভি: ব্রাই: ক্যালী-বাই: ইথীউ: অ্যাগার: আর্স: অ্যাসিড্-ফ্লু: ন্যাট্-সাল্‌ফ্: প্‌সোরাইন্: শয্যাত্যাগান্তে একটু এ দিক ও দিক করিলেই বেগ = ব্রাই: লেপ্টান্: ন্যাট্-সাল্‌ফ্: শয্যা হইতে গাত্রোত্থান-মাত্রে = লাই: সল্‌ফ্: শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই = অ্যালো: প্‌সোরাইন্: রীউমেক্স ; সল্‌ফ্: প্রাতে ৬টায় = আর্জেণ্ট-নাই: প্রাতে ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে = নুফার-লুটীয়া) ; পাতলা মণ্ডবৎ মল নির্গত হয় (অ্যালো: ব্যারাই: ব্রাই: চেলিড্: সাইক্লাম্: গ্র্যাফ্: হিপ্: ক্রিয়ো: লেপ্টান্: পডো: ভ্যালি:) ; মলদ্বার জ্বালা করে (মলনির্গমন কালে = অ্যালো: ল্যাকে: মার্ক: পল্‌সে: ইগ্নে: র‍্যাট্যান্: মলত্যাগান্তে = গ্যাম্বো: ইগ্নে: অ্যাসিড্-নাই:) ; মলান্ত্র মধ্যে ও মূত্রস্থলীতে চাপবোধ (মলান্ত্রমধ্যে = অ্যামোনীয়্যাক্: আর্ণি: সিঙ্কো: ক্রোটন্: নক্স-ভম্: ফস্: অ্যাঙ্গাস্: সেনা ; মূত্রস্থলীতে = অ্যাঙ্গাস্:)। মলকাঠিন্য,—মল শক্ত ও গুটিলাময় (কষ্টি: চেলিড্: আয়োড্: ম্যাগ্-মি: পেট্রোল্: প্লাম্: প্রুণাস্ ; সাইলি: ষ্টান্:)।

প্রস্রাব।—মূত্রনালী মধ্যে জ্বালা (ক্যানাব্: ক্যান্থা: কোল্‌চি: মার্ক: সল্‌ফ্: থূযা)। পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হয় ; ব্যারাই: কষ্টি: ডাফনী: ক্যালী-কার্ব্ব: ক্রিয়ো: মার্ক্: নক্স্ ; হ্রাস-র‍্যাড্: স্কিলা: ষ্টাফ্: সল্‌ফ:) ; মূত্র গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ (অ্যাগার: ক্যামো: ক্রোটন্: জিন্‌সেঙ্গ্ ; চেলিড্: ন্যাট্-কার্ব্ব: প্রুনাস্ ; র‍্যাফে: স্যাম্বীউ: হায়ো ল্যাকে: নাইট্রাম্) এবং কিয়ৎ পরিমাণে ফেনাময় চিলিন্-সল্‌ফ্: ক্রোটন্: ল্যাকে: লরো: সেনা ; স্পঞ্জীয়া:)। সময়ে সময়ে মূত্র ফেনময়, ফিকা লালবর্ণ এবং হরিদ্রাভ গাঢ় তলানি পড়ে (ক্যামো: চিনিন্-সাল্‌ফ্: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: লাই: ন্যাট্-সল্‌ফ্: ফস্: সাইলি: স্পঞ্জীয়া ; টেরিব:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বর ভগ্ন ও কর্কশ, কাসিয়া গলা পরিষ্কৃত করিলে স্বর পরিষ্কার হয়। স্বরনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন বশতঃ কাসি,—অপরাহ্ণে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠ।—বামপৃষ্ঠফলকে অভ্যন্তরীণ নিম্নকোষে তীব্র বেদনানুভব হয় (স্যাঙ্গিউ: দক্ষিণ পার্শ্বে = চেলিড্: ক্যালী-কার্ব্ব: মার্ক-ভাই: চিনোপোড্-অ্যান্থেল:) এবং ঐ বেদনা বক্ষমধ্যে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

জ্বর।—শীত পৃষ্ঠের উপর হইতে নীচে ও নীচে হইতে উপরে দ্রুত সঞ্চারিত হয় (জেল্‌সি:) এবং তজ্জন্য সমগ্র দেহ কম্পিত হয় ; করতল জ্বালা করে ; শয্যায় শয়ন কালে উষ্ণ ঘর্ম্ম নির্গত হয় (ক্যামো: ওপী: ফস্: ষ্টান্: ষ্ট্রাম্)।

নিদ্রা ও স্বপ্ন।—কামোদ্দীপক স্বপ্নসহযোগে রেতঃস্খলন।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—চিনিন্-সাল্ফ্; চেলিডো; ন্যাট্-সাল্ফ্; ব্রাই; ক্যাল্কে-অষ্ট্।

তুলনীয়।—ইথুজা (উত্থানের পর মলত্যাগ); নেট্রাম সল্ফ (উঠিয়া বেড়াইলে বাতকর্ম্মত্যাগ সহ উদরাময়); নক্সভ (পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ); জেল্স্ (শীত পৃষ্ঠবরাবর)।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

চিম্যাফিলা আম্বেলেটা*

(CHIMAPHILLA UMBELLATA).

প্রস্তুতি।—তাজা গাছড়ার ফুল হইলে, উহার মূল ও পত্র হইতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—বয়োব্রণ; স্তনের শীর্ণতা; কর্কটীয় ক্ষত ও অর্ব্বুদ; মূত্রাধার প্রদাহ; বহুমূত্র; শোথ; জ্বর; গ্রন্থির বৃদ্ধি; মেহ; প্রমেহ; সবিরাম জ্বর; কামলা; বৃক্কের পীড়া; যকৃতের পীড়া; মূত্রগ্রন্থীর প্রদাহ; মূত্রনলীর মুখশায়ী গ্রন্থীর প্রদাহ; টেরিজিয়ম; দদ্রু; গণ্ডমালা; মূত্রদ্বারের অবরোধ; উপদংশ; দন্তশূল; দুষ্টক্ষত; মূত্রের বিকৃতি; আঙ্গুল হাড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মূত্রস্থলীর সর্দ্দি রোগে,—বিশেষতঃ পুরাতন হইলে এবং কোন ঔষধে বিশেষ ফললাভ না হইলে, ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ হইয়া থাকে। ইহার কতিপয় প্রধান লক্ষণ এস্থলে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল;—মূত্রস্থলীর সর্দ্দি মূত্রের সহিত শ্লেষ্মা, পূয়, শ্লেষ্মামিশ্রিত পূয় এবং শোণিত মিশ্রিত থাকে। সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ এবং দ্রুত নাড়ী সহ গণ্ডদ্বয় সময়ে সময়ে আরক্তিম হইয়া উঠে। দন্তশূল,—আহার ও দৈহিক আয়াসান্তে বৃদ্ধি; শীতল জল সংস্পর্শে উপশম। রাত্রে হনুদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন হয় না; আড়ষ্ট বোধ হয়; রোগী মুখব্যাদান করিয়া নিদ্রা যায়। তালু হাজিয়া যাওয়ার মত অনুভূত হয়,—উষ্ণ পানীয় বা আহারীয় সংস্পর্শে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। উদরী রোগাধিকারে যকৃতের প্রদাহ; উদর ও মূত্রগ্রন্থীর বৃক্কের শোথ; মাধ্যান্ত্রিক (Mesenteric) গ্রন্থি সকল বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। দুর্দ্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধতা ও দুরারোগ্য অর্শ রোগ। মলদ্বারের বাম পার্শ্বের গভীরতম প্রদেশগত বিদ্ধকারী বেদনা। উপবেশন করিলে বিটপাভ্যন্তরে গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ যেন কি স্ফীত হইয়া রহিয়াছে। যেন উহার উপর একটী গোলক নিষ্পিষ্ট হইতেছে,—এইরূপ অনুভব (মূত্রনলীর মুখশায়িকা গ্রন্থির বিবর্দ্ধন বশতঃ এইরূপ বোধ

* চিমাফিলাম্যাকুলেটা।—হৃৎশূল; অতিসার; মাথাব্যথা; গলক্ষত; দন্তশূল; কৃমিজ্বর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।—নিম্নক্রম।

হয়। উক্ত গ্রন্থি হইতে রসস্রাব; বৃক্ক প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন বেদনানুভব,—যেন জলবুদ্বুদ উত্থিত হইতেছে=বার্বা: মিডহ্লাইন:)। মূত্রস্থলী মধ্যে চাপ বোধ। মূত্রস্থলীর প্রবল আকুঞ্চন বশতঃ বৃথা বেগ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা। নিরন্তর প্রস্রাব বেগ,—রাত্রে ৫।৭ বার উঠিতে হয়। মূত্রাশয়ের মুখ হইতে সমগ্র মূত্রমার্গের উত্তেজনা অণ্ডকোষ মধ্যে তীব্র ব্যথা। প্রদর। স্তন্য অর্ব্বুদ বা স্তনের দ্রুত ক্ষয়। স্কন্ধদেশীয় তরুণ বাত। দক্ষিণ বাহুর স্ফীতি। আন্তরিক কম্পন অনুভূতি।

প্রস্রাব।—বহুল পরিমাণে সূত্রবৎ পুয় ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত স্বল্প মূত্রত্যাগ। প্রস্রাববেগ বশতঃ পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয় (অ্যাসিড্-ফস্: মিউরেক্স্; নাইট্-ইউভা)। মূত্র ঘোলা বা গাঢ়, দুর্গন্ধযুক্ত, সূত্রময় এবং ইষ্টক বর্ণবিশিষ্ট এবং তাহা হইতে অপর্য্যাপ্ত রক্তময় তলানি পড়ে,—বিলেপীজ্বর সহ রাত্রিস্বেদ। শিশ্নাগ্র হইতে মূত্রস্থলীর গ্রীবা পর্য্যন্ত মূত্রনল মধ্যে অসহ্য উত্তেজনা বিশিষ্ট কণ্ডুয়ন (পেট্রোসেল:)। মূত্রদ্বার মুখশায়ী গ্রন্থির তরুণ প্রদাহ,—বিটপ দেশে বা গুহ্যদ্বারের উপরিভাগে এবং বসিলে রোগীর বোধ হয় যেন উক্ত মলদ্বারের উর্দ্ধভাগে স্ফীতিবোধ এবং অণ্ডকোষের নিম্নে একটা কঠিন বর্ত্তুলাকার পদার্থ নিষ্পেষণ করিতেছে (ক্যানব-ইন্:)। মূত্রাধারশায়ী-গ্রন্থি হইতে নিরন্তর লালাবৎ পদার্থ স্রাব (ইস্কীউলাস্-হিপ: অ্যালীউ: অ্যাগ: অ্যানাক্: হিপ: ন্যাট কার্ব্ব: অ্যাসিড-ফস: সেলিন্-সিপী: সাইলি: সল্ফ: থুযা)। প্রস্রাবকালে মূত্রনালীমধ্যে তীব্র জ্বালাবোধ এবং মূত্র ত্যাগান্তে মূত্রস্থলীর সঙ্কোচন বশতঃ ভয়ানক বৃথা বেগ। প্রস্রাব আইসে না। মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে পক্ষীর পক্ষতাড়নবৎ এবং বুদ্বুদস্ফোটনবৎ অনুভব=(বার্বা: মিডহ্লাইন:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্তন শুষ্ক হইয়া শীঘ্রক্ষয়প্রাপ্ত হয় (সেব্যাল্ সেরুলেটা; কোণা: আয়োড: অ্যাসিড-নাই:)। স্তনমধ্যে অর্ব্বুদোদ্গম (কোণা: ফাইটো:), —তৎসহ অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ সঞ্চয়। যোনি বহির্ভাগ স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত এবং যোনিমধ্যে বেদনা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির নিকটবর্ত্তী পৃষ্ঠদেশে পক্ষীর পক্ষতাড়ন-বৎ যেন কি ধড়ফড় করিতেছে এইরূপ অনুভব,—কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ বেদনা বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় না।

জ্বর বা শীতোত্তাপ।—দ্রুত নাড়ী সহযোগে সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপাবির্ভাব ও গণ্ড-দেশে ক্ষণপ্রকাশ আরক্তিম ভাব; ক্ষয় জ্বর; নৈশ-ঘর্ম্ম, ও উত্তাপ।

ত্বক।—লসিকা-গ্রন্থি সকল স্ফীতিযুক্ত হয়। বাতজনিত ক্ষতাদি।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—সেব্যাল্-সেরুলেটা; আয়োড: ইউভা-উর্সাই, অ্যাগনাস্-ক্যাষ্টাস্।

তুলনীয়।—চিমা-মল; আপোসা (শোথ); অ্যাগনাস (প্রমেহে); কফিয়া (দন্তশূল); ক্যাল্কে, জিঙ্কাম (টেরিজিস্মস্); স্যাণ্টালম্ (বৃক্কশূল)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

চিনিনাম্ আর্সিনিকোসাম্

(CHININUM ARSENICOSUM).

নামান্তর।—আর্সেনেট অভ কুইনাইন্ (Arseniate of Quinine)।

প্রস্তুতি।—বিচুর্ণ ও আরক হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—হৃৎশূল ; হাঁপানী ; অতিসার ; ডিপথিরিয়া বা উপঝিল্লি-প্রদাহ : মৃগী ; পাকাশয় শূল ; আধ কপালে মাথাধরা ; সবিরাম জ্বর ; চক্ষুপ্রদাহ ; গলক্ষত ; উপদংশ ; ক্ষয় কাস ; তামাকুর অপব্যবহার।

উপযোগিতা ও আভাস।—সদৃশ বিধান চিকিৎসা মতে যদি বলকারক ঔষধরূপে কোন ঔষধ ব্যবহার সম্ভব হয় তাহা হইলে চিনিনাম আর্সিনিকোসাম্ তাহার অন্যতম। স্নায়ুশূল, হাঁপানিরোগ, পূতিবাষ্পজনিত রোগাদি ; ডিপথিরিয়া বা (গলমধ্যস্থিত) ঝিল্লিক-প্রদাহ-প্রভৃতি অবসাদক পীড়াদিতে, রোগী যখন বহুকাল রোগ ভোগ করিয়া জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়ে, সর্ব্বদাই অত্যন্ত অবসন্নতাগ্রস্ত এবং দুর্ব্বলতা বোধ করে সেই অবস্থায় প্রায়ই চিনিনাম্-আর্সিনিকোসাম্ দ্বারা কেবল যে রোগীর প্রাণরক্ষা হয় তাহা নহে, ইহা নিয়মিত সেবন করিলে রোগী অচিরে নিরাময় হয় এবং দিন দিন তাহার শীর্ণদেহে বলসঞ্চার হইতে থাকে ; রোগী নূতন জীবন লাভ করিয়া পুনশ্চ সাংসারাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হয়। উদরের শূল বেদনায় যখন হৃৎপিণ্ডোদ্গত-বৃহত্তম-ধমনী ও পাকস্থলী-মধ্যস্থিত-স্নায়ুগ্রন্থি প্রদেশে নিষ্পেষণবৎ অনুভূতি ও তৎপশ্চাৎ দিকস্থ মেরুদণ্ডে বেদনা বোধ বর্ত্তমান থাকে, তখন ইহার প্রয়োগে বিশেষরূপ ফললাভ হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—সর্ব্বদাই যেন ভাবনাযুক্ত। উত্তেজনাপ্রবণ। দপদপকারী শিরোবেদনা (বেল: চিনিন্-সল্ফ: ইউপেট: ক্রিয়ো: পেট্রোল: সিপী: সাইলি: সল্ফ: ভেরেট:),—মানসিক বা শারীরিক আয়াসে বৃদ্ধি। শিরোঘূর্ণন উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে বৃদ্ধি হয় (পল্সে: সাইলি: চক্ষু মুদিত করিলে = ল্যাকে: থিরিড: থুযা: চক্ষু উন্মীলিত করিলে = ট্যাব্যাকাম)। মস্তক মধ্যে যেন আর স্থান নাই, পরিপূর্ণতানুভব (অ্যাকো: বেল: ব্রাই: ড্যাফনী ; গ্লাস-রাড:)। মস্তিষ্কের অবসাদ বা ক্লান্তি (অ্যাসিড-ফস: অ্যাসিড-পাই: ক্যাল্কে-ফস: ইথীউজা:)।

মুখবিবর।—জিহ্বা পীতবর্ণ পুরু-লেপাবৃত, চাঁচিলে উঠে না (চিনিম্-সল্ফ: পাতলা পীতবর্ণ লেপাবৃত = কার্ণস্-সার্সি:)। মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু বা তিক্ত (কোলিন:)। ক্ষুধা ও রুচিরাহিত্য (প্রুণাস্-স্পাই: জেন্টিয়ানা-লুট:)।

পাকস্থলী।—শূলবেদনা—হৃদ্‌পিণ্ডোদ্গত-বৃহত্তম-ধমনী ও পাকস্থলীর মধ্যস্থিত স্নায়ুশূল (Solar plexus) মধ্যে বক্রভাব চাপবোধ ও তৎসহ তদ্বিপরীত দিকস্থ মেরুদণ্ডে ব্যথা। যাহা আহার করে তাহাই অম্লে পরিণত হয় (আর্জেণ্ট-নাই: অ্যাসিড-সল্‌ফ: ক্যাল্‌কে-অষ্ট্: রোবিনীয়া)। শীতল জলের তৃষ্ণা অতিশয় কিন্তু জলপান করিলে পাকাশয়ের পীড়া উৎপন্ন হয়। পুরাতন উদরাময়। বিবমিষা ও বমনান্তে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে (ইথীউজা)।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—প্রবল রোগান্তে তরল মল প্রবল বেগে নির্গত হইয়া তলপেট শূন্য করিয়া ফেলে ; যন্ত্রণা রহিত। প্রাভাতিক উদরাময়, বস্ত্রাদি পরিধান করিবার সময় হয় না,—মল কপিশবর্ণ, জলবৎ এবং মণ্ডবৎ আম সমন্বিত ; বাম কুক্ষী প্রদেশে বেদনা, পাদচারণ কালে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়। আমাতিসার, মল, আম ও শোণিত মিশ্রিত, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে কুন্থন (মার্ক-কর:)।

হৃৎপিণ্ড।—শয্যায় কিম্বা চেয়ারে পৃষ্ঠ হেলাইয়া বসিলে হৃদ্‌স্পন্দন অনুভূত হয়। সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের গতি স্থির হইয়া যায় এরূপ বোধ হয় (আরম ; সিপী:)। নাড়ীর গতি জনিত দপ্‌দপানি শঙ্খ প্রদেশে বা রগে অনুভূত হয়। হাঁপানি প্রতিবার একই সময়ে আরম্ভ হয়, রোগী নির্ম্মল্ বায়ুর জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়া পড়ে (সিষ্টাস-ক্যান্: ইপিক: ওপী: অ্যাকো: সাইলিশীয়া) ; আক্রমণান্তে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ; প্রত্যহ প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্বাস প্রকোপ, রোগী উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট মুখব্যাদান পূর্ব্বক হেঁট হইয়া বসিয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধদেশ, কফোনি (কনুই) এবং জানু উরু প্রভৃতি অত্যন্ত বেদনা-যুক্ত ও বলহীন বোধ হয়। স্কন্ধসন্ধি যেন বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (নিকোল্:)।

জ্বর।—বহুকাল অবিচ্ছিন্নভাবে জ্বর ভোগ করিয়া রোগী জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে, দেহ প্রায় রক্তশূন্য হইয়া যায়। কম্প, কম্পের সময় কাসি ; সামান্য উত্তাপ ; ঘর্ম্ম।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—চিনিন্-সলফ: চিনিন্-মিউর: অরাম্: আর্স:।

তুলনীয়।—এপিস (ডিপথিরিয়া) ; ইগ্নেশিয়া (কম্পজ্বর পরে নিদ্রা) ; ক্যাক্টাস্ (সঙ্কোচন)।

শক্তি।—২য় ও ৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত। পুরাতন রোগে উচ্চতম ক্রমে অধিক ফললাভ হইয়া থাকে।

চিনিনাম্ মিউরিয়াটিকাম্

(CHININUM MURIATICUM).

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ বা তরল প্রকার হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে লক্ষণানুযায়ী ফলপ্রদ হইয়াছে; মদাত্যয়; চক্ষুর স্নায়ুশূল; পাকাশয় প্রদাহ; মাথাব্যথা; সবিরাম জ্বর; চক্ষু প্রদাহ ইত্যাদি।

চিনিনাম্ স্যালিসিলিকাম্

(CHININUM SALICYLICUM).

প্রস্তুতি।—পূর্ব্ব রূপ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—বধিরতা; কর্ণপ্রদাহ ইত্যাদি।

চিনিনাম্ সালফিউরীকাম্

(CHININUM SULPHURICUM).

(QUINIA SULPHATE).

নামান্তর।—কুইনিয়া সল্‌ফেট বা সল্‌ফেট অভ কুইনাইন।

প্রস্তুতি।—ইহা বিচূর্ণ এবং আরক হইতে পারে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—হৃৎশূল; হাপানি; স্নায়ুশূল; কর্কটীয়া ক্ষত; কলেরা বা ওলাউঠা; পিত্তাশ্মরী; প্রলাপ; অতিসার; শোথ; বাধক; কর্ণপীড়া; পচনশীল-ক্ষত; রক্তমূত্র; রক্তস্রাব; শিরঃশূল সবিরামজ্বর; কর্ণমূল; যোনিদ্বারে কণ্ডুয়ন; সূতিকাক্ষেপ; রক্তদুষ্টি বা বিষাক্ততা; স্বল্প বিরামজ্বর; বাত; কশেরুকা-উত্তেজনা; প্লীহার বিবৃদ্ধি; শিতপিত্ত; শিরাস্ফীতি; বসন্ত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—তরুণ জ্বরাদিতে অ্যালোপাথিক্ মতের চিকিৎসায় বৃহৎমাত্রা কুইনিনে যাহা না হয়, সদৃশ বিধানের নিয়মানুসারে প্রযুক্ত হইলে এই ঔষধের উচ্চতম ক্রমের এক দুই মাত্রায় তাহার শতগুণ উৎকৃষ্ট ফল হইয়া থাকে, অথচ রোগীকে কিছুকাল ধরিয়া তাহার কুফল ভোগ করিতে হয় না। স্নায়ুশূল, মেরুদণ্ডের রোগ, শিরঃপীড়া প্রভৃতিতে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। নূতন হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসকের জানা উচিত যে, পুরাতন পূতিবাষ্পজনিত রোগে ইহা প্রথম প্রয়োগ করিলেই প্রায় ধাতুগত জ্বরের পূর্ণ বেগে পুনর্বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং এরূপ ঘটিলে ঐ ঔষধেরই উচ্চতর ক্রমের দুই এক মাত্রা প্রয়োগ করিলেই রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া থাকে। [কৃষ্ণকেশ ও কৃষ্ণচক্ষু এবং পিত্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির এবং যাহার অপর্য্যাপ্ত শোণিত ক্ষয় বশতঃ জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী]। ইহার কয়েকটী প্রধান লক্ষণ এই ; মস্তকের ভিতর যেন কলের জাঁতা ঘুরিতেছে এইরূপ অনুভব। কর্ণ মধ্যে শব্দ বিশেষতঃ বাম কর্ণে (দক্ষিণ কর্ণে চায়না) ক্ষণপ্রকাশনীল স্নায়ুশূল, প্রতিবারে ঠিক সমকালান্তর আবির্ভূত হয়। ক্ষীণ ও অবসাদগ্রস্ত, দেহের একটু আয়াস হইলেই হৃদ্স্পন্দন আরম্ভ হয়। মেরুদণ্ড অত্যন্ত স্পর্শকাতর, বিশেষতঃ গ্রীবা ও পৃষ্ঠাংশের মধ্যাংশ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের অধিক। পশ্চাৎ কপাল হইতে ললাট পর্য্যন্ত ব্যাপী শিরোবেদনা। বাম চক্ষু স্পন্দন,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। রোগজীর্ণ ব্যক্তি-দিগের উৎসঙ্গ বা মুখক্ষত। দন্তের উপর চটা উৎপন্ন হয়। রক্তস্রাব। জ্বরের শীতাবস্থায় শিরাসকল স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত হইয়া থাকে। অবসাদক স্রাব। স্থির হইয়া উপবেশন কালে মস্তকে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে। রোগী এত অবসন্ন হইয়া পড়ে যে তাহার মনে হয় যেন সে শয্যা ভেদ করিয়া নীচে পড়িতেছে। (আস্ঃ বেল্ঃ ডাল্ক্যাঃ হ্রাস্ঃ ল্যাকেঃ)।

[পূতি বাষ্পজ জ্বরে, প্লীহা বিবৰ্দ্ধিত হইলে এবং চিনিনাম্ সাল্ফিউরিকাম্ প্রয়োগে জ্বর বন্ধ হইলে হিলিয়্যান্থাস্ নামক নবাবিষ্কৃত ঔষধের মূল আরক বা ১ম দশমিক ক্রমের ৩।৪ মাত্রা প্রয়োগ করিলেই জ্বর এককালীন্ আরোগ্য হইয়া যায় এবং আরও কিয়দ্দিবস ব্যবহার করিলে প্লীহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়]।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্ফূর্ত্তিপূর্ণ; উত্তেজনাপ্রবণ চিত্ত; আবার কখনও অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত দেখা যায়। সর্ব্বদা আসন্নবিপদের আশঙ্কা (অ্যামন্-কাব্ঃ অ্যামিল্-নাইঃ অ্যাক্টায়া ; ক্লিম্যাট্ঃ কিউপ্রান্ ; অ্যাসিড্-হাইড্রোঃ লরো লিলীয়াম্-টাইঃ ম্যাগ্-কার্ব্ঃ স্কুটেলারীয়া-লেটারঃ সিপীঃ ভ্যালিঃ ভেরেট্ঃ ডিজিঃ)। স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা।

মস্তক।—শিরঃপীড়া,—বোধ হয় যেন শিরোমধ্যে কলের চাকা সবেগে ঘুরিতেছে (বোধ হয় যেন শিরোমধ্যে ঘূর্ণিবাতাস বহিতেছে = কার্ব্বো-অ্যানিম্ঃ অধিকন্তু = আর্ণিঃ বেল্ঃ সাইকীউটাঃ নক্স্ ; ভ্যালিঃ দেখ)। অত্যন্ত তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক শিরোবেদনা (পূতিবাষ্পজ), —বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয় (ষ্ট্যানাম্),—মস্তকের ধমনী সকল দপ্দপ্ করিতে থাকে, যেন মস্তক খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে (কার্ব্বো-অ্যান্ঃ ন্যাট্-সল্ফ্ঃ ফেরাম-অ্যাসেট্ঃ),—মুখে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ হয়, শিরোঘূর্ণন এবং সময়ে সময়ে কর্ণবিবরে সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে (অ্যাম্ব্রাঃ কাল্কেঃ কোণাঃ লিডাম্ ; ম্যাঙ্গেঃ ন্যাট্-মিউ পেট্রোল্ঃ সাইলিঃ)। শিরোঘূর্ণন বশতঃ চলিতে চলিতে

পড়িয়া যায় বা যাইবার উপক্রম হয় (অ্যাকো: অ্যাগার: বেল্: সাইকী: ইউফর্ব: ফেল্যান্: হ্রাস্: স্পাইজি: স্পঞ্জীয়া) দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না (সল্ফার্; ক্যানাব্: ক্রোটন্: ওলীয়্যান্: অ্যাসিড্-ফস্: হ্যউম্; ক্রোফিউলারীয়া-নেডো: স্পাইজি)। সবিরাম মস্তিষ্ক মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহ,—রোগী ক্ষীণতাতিশয্য বশতঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষু মুদিত করে; বামপার্শ্বে বেদনার বৃদ্ধি ঘটে (স্পাইজী)।

চক্ষু।—(অক্ষিগোলকের উপরে বা ভ্রূর স্থানে স্নায়ুশূল, (আর্জেণ্ট্-নাই:) প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে পুনরাবির্ভূত হয়, তৎসহ রেণুময় মূত্র (সীড্রন্) বাম পার্শ্বে :বেদনার বৃদ্ধি (কলোসিন্থ্: স্পাইজি:); চাপ্ দিলে বা টিপিলে উপশম হয় (স্পাইজি: সিঙ্কোনা; পাকস্থলীর পীড়াদিজনিত চক্ষুর উপরের স্নায়ুশূল = ক্যালী-বাই:)। চক্ষের নিম্নে স্নায়ুশূল আরম্ভ হইয়া চক্ষুমধ্যে ও চক্ষের চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হয়। চক্ষু অত্যন্ত রক্তশূন্য ও ফ্যাকাশে হইয়া থাকে। অস্পষ্ট দৃষ্টি,—যেন সূক্ষ্ম জালের ভিতর দিয়া দেখিতেছে (ক্যাল্কে: ক্রোক্: ড্রোসেরা: ক্রিয়ো: ন্যাট্-মিউ: পেট্রোল্: ফস্: সিকেন্: সল্ফ্:)। কেবলমাত্র পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিলে, অর্থাৎ আড়্ভাবে দৃষ্টি করিলে, দ্রব্যাদি দেখিতে পায়। চক্ষে আলোক সহ্য হয় না,—আলোকের দিকে দৃষ্টি করিলে, চক্ষু হইতে জল পড়ে (ডিজি: ক্রিয়ো: পল্সে:)। দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল আলোক (বেল্: হায়ো: ক্যালী-কার্ব্: ন্যাট্-মিউ: পল্সে: স্পাইজি) এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে পায় (অরাম্; আর্স্: বেল্: কষ্টি: পায়োড্: ক্যালী-কার্ব্: ল্যাকে: লাইকো: ন্যাট্-মিউ: নক্স্; ওপী: ফস্: কিউপ্রাম্-আর্স্: ষ্ট্যাফ্: ভ্যালি:)।

কর্ণ।—কর্ণবিবর মধ্যে নিরন্তর ঝিঁ ঝিঁ প্রভৃতি শব্দ হইতে থাকে ("মস্তক" দেখ)। আঘাতজনিত বধিরতা (আর্নি:)।

মুখমণ্ডল।—উদ্দীপ্ত এবং উষ্ণ বা উত্তাপযুক্ত। ফ্যাকাশে ও পীড়াব্যঞ্জক। সন্ধ্যার সময় গণ্ডাদি ও হন্বস্থি মধ্যে বেদনা।

পাকস্থলী।—আহারান্তে পাকস্থলী মধ্যে ভারবোধ এবং তাহার অনতিপরেই উদরের মধ্যস্থলে ও উর্দ্ধদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনানুভূত হইয়া থাকে। অতি অল্প আহার করিলেই পেট ভার বোধ এবং সকল লক্ষণেরই পুনরাবির্ভাব হয়।

অন্ত্রাশয়।—শয়নের অনতিপূর্ব্বে যকৃৎপ্রদেশে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয়। প্লীহা প্রদেশে বেদনা (সিয়্যানো:); চাপ দিলে বা টিপিলে নিবৃত্তি হয়। হ্রস্ব বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঞ্জরের তলদেশে শলাকাবেধবৎ বেদনানুভব।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের সহিত অপর্য্যাপ্ত শোণিত নির্গত হয়,—কিন্তু যন্ত্রণা থাকে না। ঘোলা চটচটে কর্দ্দমের ন্যায় তলানি পড়ে।

পৃষ্ঠ।—মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে কশেরুকা টিপিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়; গ্রীবাদেশীয় মেরুদণ্ডের শেষ কশেরুকা অত্যন্ত স্পর্শাসহ (টেলার্:); বেদনা মস্তক ও গ্রীবাতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বশতঃ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিতে পারে না।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাতবেদনার প্রকোপান্তে সন্ধির ক্ষীণতা। হস্তপদাদি দুর্ব্বল, কম্পন

যুক্ত ; হস্তপদাদির ইচ্ছাধীন নহে, জ্বর কমিলে বা বিচ্ছেদ হইলে তরুণ প্রাদাহিক বাতবেদনা ; সন্ধি সকল অত্যন্ত স্পর্শাসহ হইয়া পড়ে। অত্যন্ত শীতার্ত্ততা ; পূয়সঞ্চয় ; অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম। পূতিবাষ্পজনিত পীড়াদিতে প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি, হস্তপদাদির স্ফীতি।

ত্বক।—আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদবৎ অরণিকা (Erythema) ; সংমিলনশীল রসগুটী,—পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বৃহৎ ক্ষতজনিত করে এবং ঐ ক্ষত হইতে রস পড়িয়া চটা উৎপন্ন হয়। পোড়া নারাঙ্গা (Pemphigus = ক্যাম্থা: কষ্টি: হ্রাস্: র‍্যানান্-স্কিরেটাস্)।

জ্বর।—শীতাবস্থা—বেলা ১০।১১ টার মধ্যে এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ১০ টার মধ্যে ; নির্দ্দিষ্ট কালান্তর আবির্ভাব হয় ; সময় পশ্চাদ্গামী—অর্থাৎ প্রথম দিবস ১১টার সময় শীত হইলে পর দিবস ১০॥টার বা ১০টার সময় আবির্ভাব হয় ; এক দিবস অন্তর। শীতের সময় শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। হস্তপদাদি কম্পিত হইতে থাকে ; প্লীহা ও মেরুদণ্ড ব্যথাযুক্ত বোধ হয় ; মুখমণ্ডল ম্লান ও ফ্যাকাসে ; তৃষ্ণা ; ওষ্ঠদ্বয় নীলিমাযুক্ত ; কর্ণমধ্যে ঝিঁঝিঁ শব্দ। হস্তপদাদি নাসিকা ও চিবুক শীতল। উত্তাপ—অত্যধিক ; মস্তক পরিপূর্ণ ও ভারবোধ হয় ; মুখমণ্ডল আরক্তিম ; অত্যন্ত তৃষ্ণা ; শয্যায় শয়নান্তে উত্তাপাধিক্য, পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন বা হাই উঠে এবং রোগী হাঁচিতে থাকে ; সময়ে সময়ে প্রলাপ বকে। হস্ত পদাদির শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে ; গাত্রত্বক্ উত্তপ্ত ও শুষ্ক ; টিপিলে মেরুদণ্ডে বেদনাতিশয্য অনুভূত হয় ; বেলা ৪টার সময় অত্যন্ত উত্তাপ ও তৃষ্ণা। ঘর্ম্ম, তৎসহ তৃষ্ণা ; স্থির হইয়া থাকিলেও উত্তাপের পর হইতে ক্রমে ক্রমে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হইতে আরম্ভ হয় ; দেহ সঞ্চালনমাত্রে ঘর্ম্মোদ্গম ; প্রত্যূষে শয্যায় শায়িতাবস্থায় রোগী ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে ; এতৎসঙ্গে অবসাদক নৈশ উদরাময় থাকে। নিদ্রাবস্থায় অত্যন্ত অধিক পরিমাণ ঘর্ম্ম স্রাব হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সিঙ্কোনা ; সীড্রন্ ; ল্যাকে: আর্ণিকা ; নক্স্ ; পল্সে: ইত্যাদি।

দোষঘ্ন।—আর্ণিকা, আর্স, কার্ব্বো, ফেরম, হিপার, ল্যাকে, ন্যাট্রাম ; পল্স।

শক্তি।—১ম দশমিক বিচূর্ণ। কিন্তু নবজ্বর বা তরুণ পূতিবাষ্পজ স্নায়ুশূলে ২০০ বা ১০০০ শততমিক ক্রমের এক মাত্রায় ১ম দশমিক ক্রমের শতমাত্রার অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

চীয়োন্যান্থাস্ ভার্জিনিকা

(CHIONANTHUS VIRGINICA).

প্রস্তুতি।—ছাল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ; কোষ্ঠবদ্ধ ; দুর্ব্বলতা ;

যকৃতের পীড়া; পিত্তাশ্মরী; শিরঃপীড়া; কামলা; যকৃতের কাঠিন্য; ম্যালেরিয়া; স্তন্য দায়িণীর পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—যকৃতের উপর ইহার অসীম শক্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। যকৃৎ বিবর্দ্ধন, যকৃতের পিত্তপ্রবাহ রোধ প্রভৃতি যকৃতের নানাবিধ রোগে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কতিপয় প্রধান লক্ষণ এই; (২) অতি-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত-যকৃৎ, কোষ্ঠবদ্ধতা, কর্দ্দমবৎ মল, পাণ্ডুরোগ এবং গাঢ় লালবর্ণ মূত্র। (২) যকৃৎ প্রদেশ স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হইয়া থাকে। (৩) সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল কামল বা পাণ্ডুরোগ; প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে পাণ্ডুরোগের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। (৪) পাকস্থলীতে সাঁটিয়া ধরে,—যেন তন্মধ্যে কোন জীব নড়িতেছে—যেন উদর মধ্যে কি নড়িতেছে = অ্যারাণ্ডো-মরিট্: ক্যাল্কে-ফস্: ক্যানাব্-স্যাট্: কন্ভ্যালেরীয়া: কুরারী: সাইক্ল্যাম্: ক্রোকাস্: স্যাবাইনা: সল্ফ্: থূযা), তৎসহ প্লীহা ও যকৃৎ মধ্যে অস্বস্তি বোধ। (৫) বাম গুল্ফ ও অঙ্গুলির মূলের দিকে পায়ের অস্থি মধ্যে বাতাশ্রয় জনিত বেদনা। (৬) রজোরোধ সহ পীতপাণ্ডু রোগ। স্তন্য লোপ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—অবসাদ জনিত স্নায়বিক বেদনা; নির্দ্দিষ্টকালে আবির্ভাবশীল, বিকৃতঋতু কিম্বা পিত্তাধিক্য জনিত ললাটদেশীয়,—বাম ভ্রূর উপরিভাগে বেদনার বৃদ্ধি (স্পাইজি:),—উদরে বেদনা, বিবমিষা এবং গাঢ় সবুজবর্ণ পিত্ত বমন সহ (অন্ধকার গৃহ মধ্যে স্থির হইয়া থাকিলে উপশম = স্যাঙ্গিউই: অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম জনিত—এপিজীয়া; স্থির হইয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি এবং ঘর্ষণ করিলে, টিপিলে বা নিষ্পেষণ করিলে, কিম্বা দেহ সঞ্চালনে উপশম (ইণ্ডিগো) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে আরম্ভ হয় এবং সম্মুখদিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপরে অবস্থিত হয় = স্যাঙ্গিউইনেরীয়া; বয়ঃসন্ধিকালে প্রতি ৭ দিবস অন্তর (স্যাবাড্: স্যাঙ্গিউই: সাইলি: সলফ: প্রতি আটদিবস অন্তর = আইরিস্; বিবমিষা ও বমন সহযোগে দক্ষিণ পার্শ্বগত = আইরিস্: বামপার্শ্বগত = নক্স্; দক্ষিণ পার্শ্বগত = পল্সে: স্যাঙ্গিউই:)। অক্ষিগোলক অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং নাসামূলে চাপ বোধ। নড়িলে, কাসিলে বা হাসিলে মস্তক বোধ হয় যেন ফাটিয়া যাইবে। মস্তকে, পৃষ্ঠে এবং উদরে বেদনা বশতঃ বার বার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। শিরোবেদনা,—মস্তক সঞ্চালনে, কাসিলে হাস্য করিলে পাদ-চারণে এবং নিদ্রান্তে বৃদ্ধি, (ল্যাকে:); শয়ন করিলে, স্থির হইয়া থাকিলে এবং টিপিয়া দিলে উপশম। ললাট উত্তপ্ত—বিশেষতঃ জ্বরের উত্তাপাবস্থায়। জ্বরাধিকারে নিদ্রিতাবস্থায় মস্তকে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে। বমনান্তে বা মলত্যাগকালে ললাটের উপর শীতল ঘর্ম্মবিন্দু সকল মুক্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

পাকস্থলী।—পাকস্থলী থাকিয়া থাকিয়া সাঁটিয়া ধরে,—যেন তন্মধ্যে কোন জীব নড়িতেছে (উদর মধ্যে সজীব পদার্থাবস্থিতি বোধ = ক্যাল্-স্যাট: ক্যাল্কে-ফস্: এরণ্ডো;

ক্রোক্: থূযা; স্যাবাই· সল্ফ্· শিরোমধ্যে=পেট্রোল সাইলি:)। জিহ্বার মধ্যাংশ পীতবর্ণ লেপাবৃত (লেপ্‌ট্যান্: পাল্‌সে মুটালিনা: ভেবেট্র-ভির:)। রুচিরাহিত্য,—কোন দ্রব্যই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয় না। মলবেগ সহ বিবমিষা ও পুনঃ পুনঃ উকী। গাঢ় হরিদ্বর্ণ, জমাট আঁঠার ন্যায় পদার্থ এক বেগে বমন হইয়া যায়।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ বেদনাযুক্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং মলকাঠিন্য সহ ন্যাবা বা পাণ্ডুরোগ। শয়নকালে কাল আল্‌কাত্‌রার ন্যায় মল ত্যাগ (আর্স: সিঙ্কো: মার্ক্: লেপ্‌ট্যান:)। সময়ে সময়ে কর্দ্দমবৎ মলও নির্গত হয় (ক্যালকে· হিপ্· আয়োগ্:); প্লীহা বিবৃদ্ধিযুক্ত (সীয়্যানো.)। পিত্তাশ্মরী (Gall stones—কার্ডীউয়াস্‌মে: হাইড্র্যাস্: ক্যাল্‌কে:)। ঋতুরোধ সহ মৃৎপাণ্ডু রোগ (ক্যামো: ফেরাম্; ক্যালী কার্ব্ব: লাইকোপ্ ন্যাট্-মি: পডো: পল্‌সে: সল্‌ফার্)। পিত্তশূল (ক্যালী-কার্ব্ব: লাইকোপ্: ন্যাট্-মি পডো পল্‌সে: সল্‌ফার্)। পিত্তশূল (কলো: ইপিক্: নক্স্)। বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে যেরূপ বাহ্যের বেগ হয়, সময়ে সময়ে বিবমিষা সহ সেইরূপ বেগ হয়—মনে হয় যেন পায়খানায় যাইবামাত্র মলত্যাগ হইবে কিন্তু আদৌ মল নির্গত হয় না।

পৃষ্ঠদেশ।—মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ব্রায়ো, সিঙ্কোনা; সীয়্যানোথাস্; মার্কীউরীয়াস্; চেলিডোনীয়াম্, কার্ডীউয়াস্-মেরী· লেপ্‌ট্যান্· পডোফিলাম আয়োডাম্; ন্যাট-মি· স্পাইজি:।

তুলনীয়।—পিত্তবমনে,—ব্রায়ো: ইয়ুপে, নক্স, আইরিস: সবুজ ফেণিলমলে,—গ্রাটী, ক্যালি-বাই, ম্যাগ-কার্ব্ব, মার্ক্-ভাই: আঘাত প্রাপ্ত মত বেদনায়,—আর্ণিকা, ব্যাপ্ট: ; জেল্‌স, নক্স: কোনও জীবন্ত প্রাণীর বিদ্যমানতা অনুভব,—ক্রোক্স্, থূজা।

শক্তি।—মূল আরক ও ১ম দশমিক ক্রমই সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে।

ক্লোর‍্যালাম

(CHLORALUM).

নামান্তর।—ক্লোরাল্ হাইড্রেট (Chloral Hydrate)।

প্রস্তুতি।—সুরাসার যোগে মূল অরিষ্ট।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—রক্তাল্পতা; হৃৎশূল; সংন্যাস; হাঁপানি; শয্যাক্ষত; শ্বাসনলী প্রদাহ; তাণ্ডব; চক্ষুপ্রদাহ, শোথ; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; বিবর্ণ; রক্তস্রাবী ধাতু; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; জলাতঙ্ক; শ্বেতপ্রদর, সূতিকা আক্ষেপ; আঘাত ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এবং ত্বক। মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়াবশতঃ ইহা দ্বারা নিদ্রালুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা

একটী তীব্র নিদ্রাকারক ও হৃৎপিণ্ডের অবসাদক। শিরঃপীড়া, নানাপ্রকার ভ্রম দর্শন প্রভৃতিও ইহার ক্রিয়াফল। চর্ম্মরোগের উপকারিতার জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ। ইহাদ্বারা রক্তিমাবেষ্টিত ক্ষুদ্র ফোস্কা উদ্গত হইয়া থাকে, সেই জন্য ইহা দ্বারা শিশুদিগের পানি-বসন্তে উপকারের সম্ভব।

লক্ষণাবলী।

মন।—মোহপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক দিবস এক ভাবে থাকে; চৈতন্য হয় না। অনবরত যেন কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতেছে এইরূপ অনুমান। গৃহমধ্যে দ্রুতপদে পরিভ্রমণ করে এবং অদৃষ্ট ব্যক্তির সহিত কথা বলে।

মস্তক।—এত ভারবোধ হয় যে, রোগী মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না (মাথা এত ভারী বোধ হয় যে, রোগী উপাধান হইতে মাথা তুলিতেপারে না=চেলিডে্ন:)। প্রাতঃকালীন শিরোবেদনা (ক্যাল্কে: ক্যামো: ন্যাট-মি: ফস: অ্যাসিড-ফস: পল্সে: সিপী: সাইলি: স্কীলা; ব্রোম: ক্যালী-বাই: পডো:),—ললাটদেশে বেদনাধিক্য (অ্যাকো: অ্যামন-কার্ব্ব: ব্রাই: ক্যাম্ফো: সিঙ্কো; সাইকী: ককীউ: কলো: ডিজি. হেলিবো: ইপিক: ন্যাট-কার্ব্ব: ন্যাট-মি: নক্স; ওলীয়্যান্: পল্সে: রীউটা: সিপী: সাইলি: ভ্যালি:),—মস্তক সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাপ্স: ল্যাকে: লাই: ন্যাট-মি: পল্সে: পডো: সিপী:) এবং নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে উপশম হয় (অ্যাকো: অ্যাণ্ট-ক্রুড: আর্স: কলো: ক্রোটন: ডায়াডেমা; ম্যাঙ্গে: নাইট্রাম্; ফেল্যান্: সেনা; ট্যাবেক্: থুযা: ভায়োলো-ট্রাই: জিঙ্কাম)। বোধ হয় যেন এক রগ হইতে অন্য রগ পর্য্যন্ত একটী উত্তপ্ত বন্ধনী বিস্তৃত রহিয়াছে। শিশুদিগের রাত্রিভীতি (অ্যাকো: আরম-ব্রোমেটাম; ফস: অ্যাণ্ট-টার্ট: জিঙ্কাম্: ব্রাই: সাইকীউটা); শিশু নিদ্রা যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া উঠে।

চক্ষু।—নিরন্তর অশ্রুমোচন বশতঃ চক্ষু আরক্তবর্ণ। অস্পষ্ট দৃষ্টি। চক্ষু ও অক্ষিপুট উভয়ই জ্বালাযুক্ত (আর্স: অ্যাসেরাম; বেল: ক্যান্থা: ক্যাপ্স: ক্রোক: ইউজি: ক্রিয়ো: ম্যাগ-মি: ম্যাঙ্গ্যা: মিফাইটিস; মার্ক: নিকোল: নাইট্রাম; ফস: পল্সে হ্রডো: সল্ফ: থুযা:)। আভ্যন্তরিক অপাঙ্গ ও অক্ষিপুটের পার্শ্বভাগ অত্যন্ত কণ্ডুয়ন (অ্যাসিড-বেন: অ্যাসিডফ্: গ্যাম্বো: নক্স: ষ্ট্যাফ; সল্ফ:); অক্ষিপুট স্ফীত,—শোথযুক্ত। অক্ষিগোলক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয় (ল্যাক্টীউকা-ভাই:)। ভ্রমদর্শন,—বোধ হয় যেন আলোকের বৃত্ত দেখিতেছে (পল্সে); দৃষ্টিপথে কালবিন্দু সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে বোধ হয় (অ্যাগার্: অ্যাম্-মি: বেল্: ক্যাল্কে: সিঙ্কো: ককীউ: কোণা: মার্ক: অ্যাসিড্-নাই: ফস্: সল্ফ্)।

প্রস্রাব।—শিশুদিগের রাত্রিতে শয্যায় মূত্রত্যাগ (গাঢ় নিদ্রিতাবস্থায়=বেল্: প্রথম নিদ্রার সময়=সিপি: ঝাঁঝাঁল মূত্র=অ্যাসিড্-বেন্জোয়িক; কৃমি-কণ্ডুয়নজনিত=সিনা; যে সকল শিশুর সহজে নিদ্রাভঙ্গ হয় না=ক্রিয়ো: অত্যন্ত গাঢ় নিদ্রিতাবস্থায়=ক্যালী-ব্রম:)।

শ্বাসযন্ত্র।—অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, বোধ হয় যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম; বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ (আর্স: ব্রাই: ক্যামো: ক্রোটেলাস্; ডালক্যা: গ্রাফ: ইপে: ক্রিয়ো: ল্যাকে: নক্স;

মস্: হ্রাস্: ষ্ট্যান্:); যেন হাঁপাইতেছে এইরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস (অ্যাসিড্ হাইড্রো: মার্ক্: অ্যাসিড্-নাই: অ্যাসিড্-ফস্: পল্‌সে:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদি স্থির রাখিতে পারে না। পেশী সকলের সম্পূর্ণ অবসাদ। আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার (হাইপির: অ্যাসিড্-হাইড্রো:)।

ত্বক।—উপত্বক তলে রক্তসঞ্চার জন্য ত্বকের স্থানে স্থানে রক্তিমাযুক্ত হইয়া উঠে (ফস্: হ্রাস্-ভিন্: হ্যামা: ক্যালী-আয়োড্: ল্যাকে ক্রোটেলাস্)। পানবসন্তবৎ উদ্ভেদ। আমবাত,—মদ্য, ও উষ্ণ দ্রব্য পানে বর্দ্ধিত হয়। হৃৎকম্প সহ লালবর্ণ উদ্ভেদ—সুরাদি পান করিলে বৃদ্ধি হয়। গাত্র ত্বকের স্থানে স্থানে হামবৎ রক্তিমাভ বিন্দু উদ্গত হয় (অ্যাকো: পল্‌সে:); অত্যন্ত কণ্ডুতিযুক্ত গাত্র। ত্বক্ প্রস্তরবৎ শীতল। ঠাণ্ডা লাগিলে দেহের স্থানে স্থানে চাকা চাকা দাগ হয়, উত্তাপে উপশম।

দ্রষ্টব্য।—অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহার চর্ম্ম লক্ষণাদির একটী বিশেষ পার্থক্য এই যে, ঈষন্মাত্র মাদকতাজনক পানীয় পান করিলেই গাত্রত্বকের এই রক্তাধিক্য অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাহার সহিত যন্ত্রণাদায়ক হৃদ্‌স্পন্দন বর্ত্তমান থাকে।

দোষঘ্ন।—ডিজিটেলিস্; মস্কাস: অ্যামোনীয়াম্।

সম্বন্ধ।—**সাদৃশ**—অ্যাসিড্-হাইড্রো সাইকিউটা, পল্‌সে. ক্যাপ্স: ওপী. এপীস্, অ্যাট্রোপীনাম্; বেলেডনা: অবাম্ ব্রোমেটাম্।

শক্তি।—চর্ম্মরোগে ৩য় দশমিক; শিরঃপীড়াদিতে ৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ক্লোরাম্

(CALORUM).

প্রস্তুতি।—ক্লোরিণ বাষ্পজলে সংমিশ্রিত করা।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মুখক্ষত, হাপানি; সর্দ্দি মৃৎপাণ্ডু; আক্ষেপ; ক্রুপ্; দন্তোদ্গম কালে পীড়া, ডিপ্‌থিরীয়া; পাকাশয় প্রদাহ; রক্তোৎকাস, ধ্বজভঙ্গ, ক্ষয় কাস; সান্নিপাতজ্বর, ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহাতে আক্ষেপ, সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন করে।

লক্ষণাবলী।

মন।—উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, অচৈতন্য।

মস্তক।—মস্তিষ্কের বামপার্শ্বে যন্ত্রণাজনক ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ, রোগী অনবরত শয়ন করিয়া থাকিতে চাহে। কাসির সময় মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম উদ্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসনলী দ্বারের (Glottis) আক্ষেপ,—শিশুর গলমধ্যে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহযোগে কোঁ কোঁ শব্দ হইতে থাকে (অ্যাণ্ট্-টার্ট্: আর্স্: বেল্: ব্রোমাম্: ক্যাল্কে-ফস্: কিউপ্রাম্: জেল্-সিমীয়াম্; ইপিকাকুয়ান্হা: ল্যাকেসিস্; ফস্ফোরাস্; স্যাম্বীউকাস্)। স্বরতন্তু থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত হইতে থাকে। শ্বাসনলীর সঙ্কোচনানুভূতি, যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এবং শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় (আর্স্: ক্যাম্ফা: হেলি: ইপিক্: ল্যাকে: মস্কাস্; নক্স্-ভম্: স্পঞ্জিয়া:)। শ্বাস গ্রহণ অনায়াসে এবং স্বাভাবিকরূপে করিতে পারে কিন্তু কোন ক্রমে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না; শ্বাসগ্রহণ কষ্টজনক এবং নিশ্বাস ত্যাগ একেবারে অসম্ভব=মিফাইটিস্; শ্বাসগ্রহণ অত্যন্ত কষ্টজনক=আয়োড্:)। মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, হস্তপদাদির আক্ষেপ, রোগী আচ্ছন্ন ভাবাপন্ন এবং তাহার দেহ শীতলঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া থাকে; অ্যামোনীয়াম্ আঘ্রাণ লইলে উপশম বোধ করে। হঠাৎ স্বরতন্তু বিকম্পন বশতঃ শ্বাসরোধোপক্রম। শ্বাসগ্রহণ অনায়াসসাধ্য ও নিঃশব্দ, কিন্তু নিশ্বাসত্যাগ কালে সাঁই সাঁই ও ফড়্ফড়্ শব্দ হয় এবং রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে। রোগী নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিবামাত্র শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় (জেল্সি: গৃণ্ডিলীয়া-রোব্: ল্যাকে: ল্যাক্ক্যান্: ওপী:)। ঠাণ্ডা লাগিয়া স্বরলোপ হইয়া যায় (ডাল্ক্যা: অ্যাকো:)। উপজিহ্বা (Epiglottis), স্বরনলী এবং বায়ুনলীভুজদ্বয় মধ্যে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন বোধ (ব্রোম্: ক্যামো: আয়োড্: ক্যালী-বাই: স্পঞ্জীয়া; ষ্ট্যান্: সল্ফ্:)। জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।

জ্বর।—কম্প; দাহ, ঘর্ম্ম।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাণ্ট্-টার্ট: ব্রোমাম্; আয়োডাম্; স্পঞ্জীয়া; গৃণ্ডিলীয়া; ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: ওপী: কিউপ্রাম্; ইপিকাকুয়ান্হা; স্যাম্বীউকাস্; মস্কাস্।

তুলনীয়।—মেফাইটীস্ (বায়ু ত্যাগ করিতে পারে না), ব্রোমিন্; আয়োডিন্; স্যাট্রাম্ ইত্যাদি।

দোষঘ্ন।—অ্যালবুমেন; লাইকোপ (ধ্বজভঙ্গ), প্লম্ব।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক ক্রম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ক্লোরোফর্ম্মম্

(CHLOROFORMUM).

প্রকৃতি।—দ্রব বা আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—আক্ষেপ; মদাত্যয়; পিত্তাশ্মরী; মাথাব্যথা; আঘ্রাণশক্তি ও স্বাদ-শক্তির লোপ; ধনুষ্টঙ্কার; সান্নিপাতিক জ্বর; মস্তকঘূর্ণন।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—ক্লোরেলম্।

দোষঘ্ন।—এমিল্-নাইট্রেট ; ইপিকাক, ব্রাণ্ডি।

শক্তি।—নিম্ন ক্রম।

কোলেষ্টারিণম্

(CHOLESTERINUM).

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—পিত্তাশ্মরী ; কামলা ; যকৃতের কর্কটীয়া রোগ ; চক্ষুর রোগ।

শক্তি।—ডাং বার্ণেট ও ক্লার্ক ৩× বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন।

সাইকীউটা ভাইরোসা

(CICUTA VIROSA).

নামান্তর।—ওয়াটার হেমলক্।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মূত্রাধারের পক্ষাঘাত ; ক্যান্সার বা কর্কটীয়া ক্ষত ; নিস্পন্দবায়ু, মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার সংঘাত বা প্রদাহ ; আক্ষেপ ; মৃগী ; চক্ষুর পীড়া ; মুখেব্রণ ; হিক্কা ; মূর্চ্ছাবায়ু ; মস্তিকাবরণ প্রদাহ ; অসাড় ভাব ; অন্ননলীর অবরোধ ; সূতিকাক্ষেপ ; চীৎকার ; ধনুষ্টঙ্কার ; হনুস্তম্ভ বা চোয়াল লাগা ; কৃমির উপসর্গ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অপস্মার বা মৃগী, কৃমি বা দন্তোদ্গমজনিত ধনুষ্টঙ্কার, তাণ্ডব রোগ এবং প্রসবান্তিক ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি ইহার প্রধান ক্রিয়াফল। আক্ষেপ-কালে রোগী পশ্চাদ্দিকে ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া পড়ে ; দেহ ভয়ঙ্কর আবর্তিত হইতে থাকে, রোগীকে স্পর্শমাত্র আক্ষেপের পুনরাবির্ভাব হয় (কার্ব্বোণী-আক্সিজেনিসটাম), চৈতন্য একবারে লোপ হইয়া যায় এবং এক এক সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া আদৌ রুদ্ধ হইয়া যাইয়া রোগী মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়। পাকাশয়িক লক্ষণের মধ্যে অদ্ভুত দ্রব্যাদি (যথা, কয়লা, টিকে, চাখড়ি) ভক্ষণের স্পৃহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শিশু মহা আনন্দের সহিত ঐ সকল সুখাদ্য ভক্ষণ করিতে থাকে।

এতজ্জনিত বিকারও অতি অদ্ভুত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। থাকিয়া থাকিয়া রোগীর মস্তক, পাকাশয়, বাহু, পদ প্রভৃতি হঠাৎ আলোড়িত হইয়া উঠে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে আঘাতজনিত আক্ষেপিক রোগ এবং চর্ম্মোদ্ভেদ অসম্পূর্ণোদ্গম বা হঠাৎ বিলোপ বশতঃ মস্তিষ্কের বিকৃতিতেও ইহা অত্যন্ত ফলদায়ক। গাত্রত্বকের উপরেও ইহার শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে; চিবুকের ক্ষৌরকণ্ডু (দূষিত ক্ষুরদ্বারা ক্ষৌরকার্য্য বশতঃ ক্ষতাদি), পামাকচ্ছু (Eczema) প্রভৃতিতেও ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা রোগীকে অতিরিক্ত অবসন্ন করিয়া ফেলে (ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে, কেবলমাত্র চিনিনাম্ আর্সিনিকোসামের দৈহিক অবসাদের সহিত সাইকীউটা জনিত অবসাদের তুলনা হইতে পারে)। ইহা দৃষ্টিশক্তিরও বিকৃতি সাধিত করিয়া থাকে, পাঠকালে বোধ হয় বর্ণ সকল কখনও ঘুরিতেছে, কখনও উর্দ্ধগামী কখনও নিম্নগামী হইতেছে, কখনও বা অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক বিকৃতি বশতঃ রোগী সময়ে সময়ে অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক কার্য্যে নিযুক্ত হয়, কখনও গান করে, কখনও নর্ত্তনোচিত গতি ও বিভ্রম পাদচারণ করে, আবার কখনও বা চীৎকার করিয়া গৃহ ফাটাইয়া দেয়। বালসুলভ আনন্দের সহিত শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়ে। রোগের বিকারগ্রস্ত অবস্থায় রোদন বা অস্পষ্টভাবে যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিতে থাকে। স্থির প্রশান্তচিত্ত,—স্বীয় অবস্থায় অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করে এবং যেন কত সুখ সম্ভোগ করিতেছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে। শঙ্কান্বিত চিত্ত; দুঃখের গল্প শুনিলে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। গৃহস্থিত সকল বস্তুই অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং ভীতিপ্রদ বোধ হয়। উদাসীনতা, বিমর্ষভাব। সকল লোককেই সন্দেহ বা অবিশ্বাস করে; লোকের কাছে যাইতে চা'হ না। অতীত বর্ত্তমান প্রভেদজ্ঞান রহিত। ভাব লোপ। সংবেদ রাহিত্য বা চৈতন্য লোপ। সংজ্ঞা রহিত হইয়া পড়ে এবং হস্তপদাদি আক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মাথা ঘুরিতে থাকে (আর্সি: বেল্: ব্রাই: লাই: ন্যাট্-মি: নক্স্; কস্: ভ্যালি: ভেরেট্:) এবং ভূমিতলে পড়িয়া যায় (অ্যাকো: বেল্: ফেল্যান্: হ্রাস্: স্পঞ্জীয়া—বোধ হয় যেন পড়িয়া যাইবে=মস্কাস্)। থাকিয়া থাকিয়া মস্তক আলোড়িত হইয়া উঠে। নিষ্পেষণবৎ যন্ত্রণাজনক ও সংজ্ঞালোপকারী; ললাটদেশীয় শিরোবেদনা; স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়; শিরোবেদনার বিষয় চিন্তা করিলে উপশম বোধ হয় (শিরোবেদনার বিষয় চিন্তা করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়=ক্যামো:)। গাত্রকণ্ডুর হঠাৎ লোপবশতঃ মস্তিষ্কের বিকৃতি ও রোগ (কিউপ্রাম্; সল্ফার; জিঙ্কাম্)। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ (ডাঃ হ্যাস্ বলেন যে, নিউইয়র্কান্তর্গত মোরেভিয়া সহরের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ বেকারের মতে সাইকীউটা-ভাইরোসা এই রোগের একটী অমোঘ ও অব্যর্থ ঔষধ)। ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপিক রোগে মস্তক আবর্ত্তিত হইয়া এক পার্শ্বে ফিরিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উদ্গত হইয়া

একত্র হইয়া যায় এবং তাহা হইতে রস পড়িয়া শুষ্ক চটায় পরিণত হয় (ভায়োলা-ট্রাই: ভিঙ্কা-মাইনর্)। বায়ুনিঃসরণ হইলে শিরোবেদনার উপশম হয়। মস্তিষ্কে আঘাত জনিত ধনুষ্টঙ্কার (আর্ণিকা)।

চক্ষু।—রোগী একদৃষ্টে এক বস্তুব দিকে চাহিয়া থাকে—(বোভি: গুয়াইয়েক্: হেলিবো: ক্রিয়ো: মার্ক্-কব· মস্কাস [যেন ভীত হইয়াছে]),—কিছুতে দৃষ্টি অপসারিত করিতে পারে না। চক্ষুতারকা বিস্ফারিত ও চৈতন্য শূন্য। রোগী দাঁড়াইবাব ইচ্ছা করিলে কোন অবলম্বন না ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে না, কারণ সকল বস্তুই বোধ হয় যেন একবাব তাহাব নিকটে আসিতেছে আবার দূরে সরিয়া যাইতেছে (অ্যাগার্:)। দ্রব্যাদি দ্বিগুণ বৃহৎ (বৃহত্তর বোধ হয়=হায়ো: লরো: ক্ষুদ্রতর হইতেছে বোধ হয়=মস্কাস্) ও কৃষ্ণবর্ণ বোধ হয় (সকল বস্তুই গাঢ়তম অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হয়=ল্যাক্-ক্যান্· লাই: পল্সে:)। পাঠেব সময় বর্ণ সকল কখনও ঘুরিতেছে, কখনও নিম্ন বা উর্দ্ধগামী হইতেছে এবং কখনও বা অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয় (ককীউ:); পুস্তকের অক্ষর বামধনুর ন্যায় নানাবর্ণ বেষ্টিত বোধ হয়।

কর্ণ।—উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলিলে শুনিতে পায় না; বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের বধিরতা; কর্ণবিবর মধ্যে দ্রুম্‌দাম্ শব্দ (চিনোপোড্-গ্লকাই: ম্যাঙ্গে: স্যাবাড্: সাইলি: সল্ফ:),—বিশেষতঃ গলাধঃকরণকালে। কর্ণবিবব হইতে, শোণিতস্রাব (ক্রোটেলাস্ হব্:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল আবক্তিম (অ্যাকো: বেল্· ককীউ· কিউপ্রাম্; ফের্: হায়ো: নক্স্, প্ল্যাট্: ষ্ট্র্যাম্·)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা একত্রিত হইয়া চটাবৃত ক্ষতে পবিণত হয়,—মস্তকে (ভায়োলা-ট্রাই ভিঙ্কা-মাই: গ্রাস্. ভিন্:), মুখমণ্ডলে (আর্ণি: ক্যাল্কে ফস্. ক্রিয়ো: অ্যাসিড-নাই: ট্যারাক্স্:), চিবুকোপবে (ক্লিম্যাট্ ক্রিয়ো মার্ক্·) এবং ওষ্ঠদ্বয়েব সংযোগস্থলে (ককিউ: ট্যাব্যাক্স্:)। দন্তোদ্গমকালে শিশু মাড়িতে মাড়িতে বা দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে; হনুদ্বয় দৃঢ়সংবদ্ধ,—যেন হনুস্তম্ভ হইয়াছে।

গলমধ্য।—বিশুষ্ক (আর্স্· চিনোপোড্· নক্স্-মস্: ওলী-অ্যান্:)। মাংস বা মৎস্য ভক্ষণকালে তীক্ষ্ণ অস্থিখণ্ড গলাধঃকরণ কবিবামাত্র অন্নবহনলী রুদ্ধ হইয়া যায় ও শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। অন্ননলী অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসাবিত হইতে থাকে। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না (কষ্টি: আর্ণি: আর্স্. বেল্: ক্যাস্থা: কার্ব্বো-ভজি: হায়ো: কিউপ্রাম্; ল্যাকে: লরো. ষ্ট্র্যাম্:)।

পাকস্থলী।—কয়লা, টিকে, চাখড়ি প্রভৃতি খাইবার অত্যন্ত স্পৃহা (অ্যালীউ: প্সোরাইন্:)। তৃষ্ণাধিক্য। হিক্কা, তৎসহ পাকাশয়ের আকুঞ্চন, প্রসারণ ও বায়ুনির্গম (ইথীউজা; সাইক্লাম্: মস্কাস্; ষ্ট্যাট্-মি: অ্যাসিড্-হাইড্রো: অ্যাসিড্-সল্ফ্:)। পাকাশয় মধ্যে জ্বালা (ক্যান্থা: ক্যাপ্স্. কার্ব্বো-ভেজি: মার্ক্: নাইট্রাম্; ফস্: সিকেল্: আর্স্:)। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে দপ্ দপ্ করে এবং ভিতর হইতে মুষ্টিবৎ কি একটা উচ্চ হইয়া উঠে (অ্যামন্-কষ্টি: অরাম্; হিপ্: জাক্সাস্-ইফীউসাস্; ষ্ট্যাট্-মি: পেট্রোল্:)। পাকাশয় মধ্যে জ্বালা সহ চাপ বা ভারবোধ। অন্ত্রাশয় যন্ত্রণাজনক আধ্মান যুক্ত। অন্ত্রশূল সহ ধনুষ্টঙ্কার। বিসূচিকা,—

উচ্চশব্দ সহ সাজ্যাতিক হিক্কা ; পর্য্যায়ক্রমে বমন ও বক্ষঃপার্শ্বস্থ পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ এবং পশ্চাদ্দিকে মস্তকাবর্ত্তন কিম্বা ভেদ বন্ধ হইয়া যাইবার পর যখন মস্তিষ্ক ও বক্ষমধ্যে রক্ত-সঞ্চয়াধিক্য সংঘটিত হয়, চক্ষু ঘুরিতে থাকে ; শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য আক্ষেপিক লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে। কৃমিজনিত ধনুষ্টঙ্কার (সিনায় ফল না হইলে)। দুর্দ্দমনীয় প্রস্রাববেগ সহ প্রাতঃকালীন উদরাময়। মলান্ত্র মধ্যে কণ্ডুয়ন (সিনা ; স্যাণ্টো: টিউক্রী: ইগ্: ক্যাল্‌কে: ষ্ট্যান্: স্পাইজি:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—ধনুষ্টঙ্কার। প্রচণ্ড আক্ষেপ, চক্ষু, হস্তপদাদি ও সমগ্র দেহ ভয়ঙ্কররূপে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, চৈতন্য লোপ হইয়া যায় ; দেহ পশ্চাদ্দিকে ধনুকের ন্যায় বক্রতা প্রাপ্ত হয় (অ্যাঙ্গাষ্টীউরা: বেল্: কার্ব্বোনী-অক্সি: কিউপ্রাম্ ; ইগ্নে: ইপিক্: নক্স্: ষ্ট্যান্: ষ্ট্রকনাইন্: ষ্ট্র্যাম্: ওপী: হ্রাস্:)। এবং রোগীর দেহ স্পর্শমাত্র (কার্ব্বোনী-অক্সিজেন্: ষ্ট্রকনাইনাম্) বা ঈষন্মাত্র শব্দে বা সঞ্চালনে আক্ষেপের পুনরাবির্ভাব হয়। প্রসবান্তিক ধনুষ্টঙ্কার, থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস লোপ হইয়া যায় এবং রোগিণীকে মৃতবৎ অনুমান হয় ; দেহের উর্দ্ধাংশ অধিক আবর্ত্তিত হয় ; সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতে পর পর্য্যন্ত আক্ষেপ হইতে থাকে। অপস্মার বা মৃগী,—শ্বাসযন্ত্রাদি হইতে বিভেদিকার (উদর ব্যবচ্ছেদক ঝিল্লী) আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ পাকস্থলী স্ফীত হইয়া উঠে ; রোগী চীৎকার করিতে থাকে ; মুখমণ্ডল আরক্তিম বা নীলবর্ণ ; হনুস্তম্ভ, চৈতন্যলোপ এবং প্রত্যঙ্গাদিব ভয়ানক আবর্ত্তন হইতে থাকে। রাত্রিকালে পুনঃপুনঃ আক্রমণ হয় এবং প্রথমে শীঘ্র শীঘ্র হইতে হইতে ক্রমে দীর্ঘকাল ব্যবধানানন্তর হইতে থাকে। আক্ষেপাদির পর রোগীর অত্যাধিক দৈহিক অবসাদ উপস্থিত হয় (চিনিন্-আর্স্: কার্ব্বোনী-অক্সিজেনিসেটান্)। মেরুপুচ্ছে বা মেরুদণ্ডের শেষ অংশে চিড়িক্ মারার ন্যায় ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা হয়,—বিশেষতঃ ঋতুব সময় (আঘাত জনিতবৎ বেদনা=কষ্টি: যেন ঐ অংশ হইতে একটা গুরুভার দ্রব্য ঝুলিতেছে=অ্যাণ্ট্-টার্ট্: টিপিলে বেদনা বোধ হয়=সাইলি উপবেশন করিতে গেলে লাগে এবং পাদচরণকালে বা স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়=কালীবাই :

ত্বক।—সমগ্র মুখমণ্ডলে মটরের ন্যায় পীড়কা উদ্গত হয় এবং অবশেষে পরস্পর সংমিলিত হইয়া পীতবর্ণ চিপিটিকাবৃত ক্ষতে পরিণত হয় (মেজর: ভায়োলো-ট্রাই: ভিঙ্ক-মাই: হ্রাস-ভিনি:)। দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের (Scapula) উপর আরক্তিম রসগুটী উদ্গত হয় এবং তাহা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। চর্ম্মোদ্ভেদ বিলোপ বশতঃ মস্তিষ্কের প্রদাহ জনিত হয়। গাত্রে কণ্টক বা কাষ্ঠশলাকাবেধ বশতঃ ধনুষ্টঙ্কার ও হনুস্তম্ভ সংঘটিত হয় (হাইপির: ষ্ট্রকনাইন্:)। দূষিত ক্ষুর দ্বারা ক্ষৌরকর্ম্মাদি জনিত চিবুক-দদ্রু (ব্যাসিলাইন্: ক্যাল্‌কে-অষ্ট্র:)। কর্কট-রোগ,—স্নায়ুপ্রবণ, অস্থিরমতি রোগীদিগের,—অর্ব্বুদ টিপিলে অধিক বেদনা বোধ হয় না,—বাহুতে অত্যন্ত বেদনা, আড়ষ্টতা ও শক্তিরাহিত্য সহযোগে।

নিদ্রা।—শিশু রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে (অ্যাকো: অরাম্-ব্রোমেটাম্: ক্রোর‍্যাল্যাম্)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে (কার্ব্বোনি-অক্সি: ষ্ট্রকনিন্:) অতি সামান্য শব্দে (রোগীর সহিত কথা কহিলে=কার্ব্বোনী-আক্সিজেন্:), দেহের সঞ্চালনমাত্রে (স্থানান্তরে যাইবার উদ্যম করিলে =ষ্ট্রকনাইন্ ; এবং তামাকের ধুমে (ইগ্নেশিয়া)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড্-হাইড্রো: হাইপিরিক্: কার্ব্বোনীয়াম্-অক্সি: ষ্ট্রকনাইনাম্: ইগ্নে: নক্স্-ভমিকা। প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন=আর্ণি ওপী।

তুলনীয়।—কোনায়াম, ইথুজা, হাইপা (মেরুদণ্ডীয় সংঘাত); হায়সা (সঙ্কোচন); হেলিবো (দেহের বক্রগতি ও আক্ষেপ); নক্স (ধনুষ্টঙ্কার) ইত্যাদি।

শক্তি।—প্রথম দশমিক ৬ষ্ঠ, হইতে ৩০ বা ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩৫ হইতে ৪০ দিন।

সাইমেক্স লেক্টিউলারীয়াস্

(CIMEX LECTULARIUS).

প্রস্তুতি।—জীবিত ছারপোকার বিচূর্ণ বা তরল ক্রম (আরক) প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—কোষ্ঠবদ্ধতা ; কাসি ; অর্শ ; সবিরামজ্বর ; যকৃতের পীড়া ; পেশীর সঙ্কোচন ; রেতঃক্ষরণ ; চর্ম্মরোগ , জৃম্ভন।

উপযোগিতা ও আভাস।—সবিরাম জ্বরে উপকারিতার জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি এবং ইহার বিশেষ লক্ষণ এই যে, শীতাবির্ভাবের অনতিপূর্ব্বে রোগীর অত্যন্ত ক্রোধাধিক্য হয় এবং হস্তপদাদি অনবরত বিস্তারিত বা সঞ্চালিত করিতে থাকে (হস্ত=অ্যামন্-কার্ব্ব: অ্যামিল্: বেল্: স্যাবাড্; ট্যাব্যাক্: ভ্যার্ব্ব্যাস্: পদ=অ্যাসিড্-সাল্ফ্:) এবং পদদ্বয়ের কণ্ডার ও পেশী সকল সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্রতর বোধ হয় (ডাঃ ন্যাসও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন) (অ্যামন্-মি: অ্যামন্-কার্ব্ব্: কষ্টি: গুয়াইয়েক্: ন্যাট্-কার্ব্ব্)। ইহার কতিপয় প্রধান লক্ষণ এই :—(১) দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। (২) জ্বরের শীতাবস্থায় প্রচণ্ড শিরোবেদনা—যন্ত্রণায় রোগীর চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় ; জলাদি পানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (৩) যকৃৎ যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা ; স্পর্শ করিলে এবং কাসিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। (৪) মল কাঠিন্য, মল শুষ্ক, সুপারির ন্যায় গুটিলাময় এবং প্রতিবেগে এক একটী গুটিলা মাত্র নির্গত হয় (চেলিড: ওপী: প্লাম্: থুযা)। (৫) কাসি,—গলরোধ, বায়ুনিঃসরণ ও বমন সহ (ব্রাই: ড্রোসেরা: কালী-কার্ব্ব:) গয়ার পূয়বৎ ; প্রত্যহ জ্বরের প্রকোপাবস্থায় কাসির প্রকোপ পুনরাবির্ভূত হয়। (৬) দুর্দ্দমনীয় নিদ্রালুতা ও তন্দ্রাভাব (অ্যান্টি-টার্ট্: নাক্স্-মস:)।

লক্ষণাবলী।

মন।—জ্বরাধিকারে শীতাবির্ভাবের পূর্ব্বে রোগী অত্যন্ত মানসিক অস্থিরতা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং ক্রোধাবির্ভাব বশতঃ সকল দ্রব্যাদি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার উপক্রম করে।

মস্তক।—ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—বোধ হয় যেন ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিতেছে (বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে ; ক্যাল্কে-কষ্টি: অ্যাসিড্-ফ্লু: নক্স-ভম্: সাইলি:),—জল ও লেমনেড্াদি পানজনিত=অ্যাকো: ; দুগ্ধপানজনিত=ব্রোমাম্ ; সুরাপানজনিত=অ্যাগার: কার্ব্বো-ভে: নক্স্: ; ধূমপানজনিত=অ্যাকো: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ইগ্নে:। শিরোবেদনার তীব্রতা বশতঃ চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয় ; ঠাণ্ডা বস্তু দ্বারা চাপ দিলে আরাম বোধ হয়।

নাসিকা।—অর্দ্ধ ঘণ্টা যাবৎ অনবরত হাঁচি হইতে থাকে। অনর্গল জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব ললাটতলে চাপ্ বা ভার বোধ।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—জিহ্বা সমল, শ্বেতলেপাবৃত এবং বোধ হয় যেন জিহ্বা স্ফীত এবং দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বরনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন বশতঃ অনবরত শুষ্ক কাসি হইতে থাকে,—জ্বরের উত্তাপাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত কাসি হয়, জলপান করিলে বৃদ্ধি হয় (আর্স্: ব্রাই: ড্রোসেরা: ল্যাকে: সিঙ্কো: মিফাইটীস্: ফস্: গলমধ্যে বহুলপরিমাণ স্বাদহীন শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং প্রাতঃকালে অনায়াসে উত্থিত হয়।

মলান্ত্র।—মলকাঠিন্য, সুপারির ন্যায় গুটিলাময়,—অতি কষ্টে একটী গুটিলা নির্গত হইলেই মলদ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রাতে খুক্‌খুকে কাসি সহ বুক্কাস্থির তলদেশে যেন চাঁচিতেছে এইরূপ বা ত্বক কর্ষণবৎ অনুভূতি।

জ্বর।—শীতাবির্ভাবের সময় রোগী মুষ্টিবদ্ধ করে, এবং অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে। সমগ্র দেহে শীতবোধ এবং জানুদেশও অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হয়,—যেন জানুর উপর ঠাণ্ডা বায়ু লাগিতেছে (অ্যাসিড্-বেন্:) জানু অত্যন্ত বেদনাযুক্ত (পড়ো:) ; সকল সন্ধিতেই অত্যন্ত বেদনা,—যেন কণ্ডার (মাংসপেশীর অগ্রভাগ বা টানা) সকল (Tendons) অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে (অ্যামন-কার্ব্ব: অ্যামন্-মিউ: কষ্টি: গুয়াইয়াক্: ন্যাট্কার্ব্ব্:),—বিশেষতঃ জানুতলস্থ কণ্ডারদ্বয়। শয়ন করিলে শীতের বৃদ্ধি হয় (শয়ন করিলে শীতের উপশম হয়= কালী-কার্ব্ব্:)। উত্তাপাবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বরনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন বশতঃ শুষ্ক কাসি হইতে থাকে (অ্যাকো: ইপিক্: শীতাবস্থায় কাসি=ব্রাই: প্সোরাইন্: হ্রাস্: স্যাবাড্: ; ন্যাবীউ: ঘর্ম্মাবস্থায় কাসি=ড্রোসেরা ; বিজ্বরাবস্থায় কাসি—সিনা ; ড্রোসেরা: ইউপেট্: পল্সে:), জলপান করিলে কাসির বৃদ্ধি হয় (আর্স্: ব্রাই: ড্রোসে: ল্যাকে: সিঙ্কো: মিফাই:)। তৃষ্ণা অত্যন্ত কিন্তু রোগী জলপান করিবার জন্য দেহ সঞ্চালন করিতে চাহেনা,—যন্ত্রণা বৃদ্ধির ভয়ে। বিজ্বরাবস্থায় তৃষ্ণা (ড্যাল্ক্যা:) ; শীতাবস্থায় অল্প (এপীস্ ; আর্নি: ক্যাম্ফ্: ইগ্নে: ভেরেট্:) ; উত্তাপাবস্থায় আরও কম তৃষ্ণা (আর্স্: ন্যাট্-মি:) এবং ঘর্ম্মাবস্থায় আদৌ থাকে

না (এপীস্ ; কাল্‌কে: ক্যাপ্‌স্: সিনা: ইগ্নে: নক্স্ ; ভ্যাম্বীউ: ভেরেট্:) ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধময় (আর্ণি: ব্যারাই: কার্ব্বো-অ্যান্: ডাল্‌ক্যা: গ্রাফ্: ল্যাকে: লাই: মার্ক: অ্যাসিড্-নাই: নক্স্ ; ষ্ট্যাস্: সিপী: সাইলি: পলাণ্ডুগন্ধযুক্ত—বোভি: ল্যাকে: লাই: পূতিগন্ধযুক্ত=ষ্ট্যাফ্:)। উত্তাপের পরই রোগী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যামন্-মি: কষ্টি: এপীস্ ; ডাল্‌ক্যা: ইউপেট্-পার্ফো্ল:।

তুলনীয়।—ষ্ট্যাট্রাম (মাথা ব্যথা ঘর্ম্মাবস্থায় কমে) ; আর্সেনিক (ঘর্ম্মাবস্থায় থাকে বা বৃদ্ধিপায়) ; বেল (দপ্‌দপানি) আর্সেনি এবং ব্রায়ো। কাসির শেষে বমনবেগ)।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ৫০০ ক্রম।

সিনা

(CINA).

নামান্তর।—ইহাকে ওয়ারম্ সিড্ (worm seed) বলে।

প্রস্তুতি।—আর্টমিসিয়া জাতীয় গাছড়া হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশযুক্ত বালক, প্রকৃতির উগ্রতা ; বালক কেবল কোলে বেড়াইতে চায়, অথচ উপশম বোধ করে না ; কেহ তাহাকে স্পর্শ করে ইহা সে ইচ্ছা করে না ; কাহাকেও নিকট আসিতে দেয় না ; রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, মূত্র ঘোলা ইত্যাদিতে উপযোগী। অন্ত্রমধ্য মহীলতাকার কৃমি রোগের ইহা একটি অদ্বিতীয় ঔষধ। পীড়াব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, অক্ষিতলে বিস্তৃত নীলিমা বা কালিমা, নিদ্রাকালে দন্তে দন্তঘর্ষণ, রাক্ষসী ক্ষুধা কৃমিগ্রস্ত রোগীর প্রধান লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। হস্তপদাদির প্রবল আবর্ত্তন, পরিম্লান মুখমণ্ডল, নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ইহার আরও কয়েকটী লক্ষণ। ইহা সেবনে রোগীর অন্ত্রের পীড়িত গ্রন্থি ও স্নায়ুমণ্ডলী সকল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার অন্ত্রমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে যে রস নির্গলিত হইতে থাকে তাহা কৃমির আহারের অনুপযোগী হয়, সুতরাং কৃমিগণ অনাহারে মরিয়া যায় এবং অনেক অন্ত্র মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু সূত্রকৃমির পক্ষে ইহাতে কোনরূপ উপকার দর্শে না, তখন, স্পাইজিলীয়া, ষ্ট্যানাম্, টিউক্রীয়াম, ইগ্নে: ইণ্ডিগো: কোয়াসীয়া প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। নিম্নলিখিত কতিপয় লক্ষণও ইহার প্রকৃতিগত ;—(১) শিশু অত্যন্ত খিটখিটেও ক্রোধনস্বভাব। (২) রাত্রে নিদ্রা যাইতে যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপ কাঁদিয়া উঠে ; পুনশ্চ সহজে তাহাকে ঘুম পাড়ান যায় না। (৩) কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে, ক্রোড়ে করিলে বা আদর করিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে। (৪) মিষ্টান্ন প্রিয়তা। (৫) উদর উত্তাপযুক্ত ; নাভির ঊর্দ্ধাংশ স্পর্শাসহিষ্ণু ; শূলবৎ বেদনা, হস্তদ্বারা টিপিলে আরাম বোধ হয়। (৬) অসহনীয় মলদ্বার কণ্ডুয়ন,—শীতল জল প্রয়োগ করিলে আরাম বোধ হয়। (৭) মূত্র

ঘোলা, শ্বেতবর্ণ এবং স্থিত হইলে দুগ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। (৭) অসাড়ে মূত্রত্যাগ ; শয্যা-মূত্র। (৯) জ্বরাধিকারে মুখমণ্ডল শীতল এবং হস্ত উত্তপ্ত। (১০) মুখের পেশী সকল সঙ্কুচিত হইতে থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—সন্ধ্যাকালে এবং মধ্যরাত্রিতে রোগী যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপ ভাবে শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়ে, কল্পনাবলে নানাপ্রকার অলীক বস্তু দর্শন করে, চীৎকার করিতে এবং কাঁপিতে থাকে, দ্রুত কথা বলে, সদা শঙ্কান্বিত চিত্ত। শিশুর কাহারও স্পর্শ সহ্য হয় না (অ্যাণ্ট ক্রুড: এপীস: আর্ণি: বেগ: ক্যার্ব্ব: ল্যাকে. নক্স মস: নক্স-ভম. স্যানিক্: টেলাবীয়াম্; থুযা (উন্মাদ স্ত্রীলোক); কেহ তাহার নিকটে গেলে চটিয়া যায়; নানা বস্তু প্রার্থনা করে, কিন্তু দিলে লয় না (অ্যাণ্ট-টার্ট: ব্রাই: ক্যামো: ডালক্যা: হুউম ষ্ট্যাফি:); কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, সর্ব্বদাই অসুখী। দুর্ব্বিনীত চিত্ত, ক্রোড়ে বসাইতে বলে, কিন্তু তাহাতে সে আরাম বোধ করে না; আদর করিলে বিরক্তি প্রকাশ করে। সর্ব্বদা চিন্তাসক্ত, যেন কত অপরাধ করিয়াছে (আর্স: চেলিড: নক্স; রিউটা: ভেরেট জিঙ্কাম)। শিশু সর্ব্বদা "ঘ্যান্ ঘ্যান্" করে।

মস্তক।—চৈতন্যবিলোপী শিরোবেদনা—বিশেষতঃ ললাটদেশে,—পরে শিরঃপশ্চাতেও অনুভূত হয়; সেলাই প্রভৃতি কার্য্যে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠে বেদনা সহ শিরোবেদনা (রীউটা দেখ), চাপ দিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। শিশু সর্ব্বদা এক পার্শ্বে মস্তক হেলাইয়া থাকে। শিরোবেদনার নিবৃত্তি হইলে পেট ব্যথা আরম্ভ হয়; মস্তক অবনত করিলে কিয়ৎপরিমাণে উপশম বোধ হয় (মেজর:)। মূর্দ্ধাদেশে অত্যন্ত চাপ বোধ,—যেন মস্তিষ্ক কে সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভব,—টিপিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু।—তির্য্যক্ (টেরা) দৃষ্টি, অন্ত্রাশয় মধ্যে কৃমি কণ্ডূয়ন জনিত (স্পাইজি:)। এক দৃষ্টে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টি ঘোলা হইয়া যায়, কিন্তু চক্ষু মর্দ্দন করিলে অস্পষ্টত্ব অপসারিত হয় (ক্যাম্প: ক্রোক্: পল্‌সে: ফস:)। সকল বস্তুই হরিদ্রাবর্ণ দেখে (ক্যান্থা: ডিজি: স্যাণ্টোনাইন্:)। তারকা প্রসারিত হইয়া থাকে (সঙ্কুচিত—সাইকিউটা)। অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়সেবা জনিত ক্ষীণ দৃষ্টি।

নাসিকা।—হুপকাসি অধিকারে পুনঃ পুনঃ হাঁচি (বেল:)। শিশু অনবরত নাসিকা কণ্ডূয়ন ও ঘর্ষণ করে, (অ্যামন্-কার্ব্ব: কার্ব্বো-ভে: টিউক্রী: গ্র্যানেট: স্যাবাড: স্পাই:) এমন কি সময়ে সময়ে খুঁটরাইয়া রক্তপাত করে (এরাম)।

মুখমণ্ডল।—মুখ পাংশুবর্ণ; মুখবিবরের চতুর্দ্দিকে পীড়াব্যঞ্জক সুবিস্তৃত শ্বেত এবং নীলবর্ণ রেখা প্রতীয়মান হয়; (ইথীউ দেখ) চক্ষুর্দ্বয়ের চতুর্দ্দিক নীলিমা বা কালিমালিপ্ত; এক গণ্ড আরক্তিম এবং অন্যটি ম্লান ও ফ্যাকাশে (ক্যামো:)। মুখমণ্ডল মলিন এবং শীতল, ও শীতল ঘর্ম্মাক্ত।

মুখমধ্য।—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে,—বিশেষতঃ নিদ্রিতবস্থায় (আর্স: সাইকীটা ; পডো: হায়ো: ট্রোম্:)। অনবরত গলমধ্যে কি রহিয়াছে এইরূপ বোধ হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ঢোক্ গেলে এবং কাসিতে থাকে। গলমধ্যে যেন কি আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (ব্যারাই: থেল: ক্যামো: গ্র্যাফ: হিপ: হগে: ল্যাকে: লোবে: মার্ক: ন্যাট-মি: নক্স ; প্লাম: স্যাবাড: সিপি: স্পাইজি: সল্ফ:)। জিহ্বা—অতি পাতলা শ্বেতলেপান্বিত, কণ্টক সকল উন্নত এবং দুইপার্শ্ব লালবর্ণ।

পাকস্থলী।—পুনঃ পুনঃ ক্ষুধার উদ্রেক ; আহারের অনতিপরেই পুনশ্চ ক্ষুধার উদ্রেক হয় (বোভি: ক্যাল্‌কে· ক্যাল্‌কে-কষ্টি: চিনিন-সল্ফ: ল্যাকে: মার্ক: ফস: প্লাম: ষ্ট্যাফ: ষ্ট্রন্:) মিষ্টান্ন, (ক্যালী-কার্ব্ব: লাইকোপ:) এবং বিবিধ অখাদ্য ভোজনেচ্ছা ; স্তন্যপান করিতে চাহে না (মার্ক: সাইলি: ষ্ট্যান্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা,—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইবার অনতিপরেই এবং আহারের পরে বৃদ্ধি হয়। পান বা আহার করিবার অনতিপরেই বাহ্যের বেগ (পডো: ট্রম্বিড:—আহারের পর=আর্স: বিস্কো: আহরে করিতে আরম্ভ করিলে= ফেরাম্)। পানাহারান্তে বমন ও উদরাময়। কৃমি, ভুক্ত দ্রব্যাদি, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন হয়। কৃমিজনিত নাভিপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা (স্পাইজি:)। শিশুদিগের উদর স্ফীত ও অনমনীয়। ক্ষুধার সময় উদর মধ্যে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ (খালি থাকিলে—পল্‌সে:)। পুনঃ পুনঃ বমন হয় অথচ জিহ্বার ময়লা থাকে না (ইপিক্:)।

মল।—শ্বেতবর্ণ ও শ্লেষ্মাময়, সশব্দে হঠাৎ সমস্তটা নির্গত হইয়া যায় ; সময়ে সময়ে লালবর্ণ শ্লেষ্মাময় মল নির্গত হইয়া থাকে ;—শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। মলের সহিত মহীলতা বা কেঁচো মত কৃমি বহির্গত হয়। মলদ্বার অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল (সাইকীউ: স্যাণ্টোনাইন্: টিউক্রী: স্পাই: ষ্ট্যান্ ইগ্নে: ক্যাল্‌কে: ইণ্ডিগো ; কোয়শীয়া)। শ্বেতবর্ণ জলবৎ তরল মল (সিঙ্কো: অ্যাসিড-ফস্: হ্রাস)।

প্রস্রাব।—রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় অজ্ঞাতসারে মূত্র ত্যাগ। ত্যাগ কালে ঘোলা, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দুগ্ধের ন্যায় গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ ধারণ করে করে ; সময় সময়ে শ্বেতবর্ণ ঘোলা মূত্রও নির্গত হয়,—শ্বেতবর্ণ লালাবৎ মূত্র। (ঘোলের ন্যায়=ফস:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র প্রকাশ পায় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে। যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক কাসি এবং হাঁচি (অ্যাস্প্যারেগ: বেল: হেয়্যাক্লীয়াম) ; থাকিয়া থাকিয়া কাসি আইসে এবং কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হয় ; প্রতি বসন্ত এবং হেমন্তকালে নিয়মিতরূপে কাসির আবির্ভাব হয়। শিশু কথা কহিতে বা নড়িতে চাহে না,—পাছে কাসির প্রকোপ আরম্ভ হয় (ব্রাই:)। কাসি আসিবার পূর্ব্বে শিশুর দেহ শক্ত ও আড়ষ্ট হইয়া আইসে। হুপকাসি,—প্রাতে প্রকোপাধিক্য, কিন্তু গয়ার উঠে না ; সন্ধ্যাকালে অতি কষ্টে শ্বেতাভ, সময়ে সময়ে শোণিতরঞ্জিত কফ উত্থিত হয় ; প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে প্রকোপাধিক্য রাত্রিকালে উপশম বোধ হয়। জলাদি পান দ্বারা কাসিরবৃদ্ধি হয় (আর্স: ড্রোসেরা ; ল্যাকে:

সিঙ্কো: মিফাইটিস ; ঠাণ্ডা পানীয় পানে বৃদ্ধি = অ্যামন-মিউ: কার্ব্বো-ভে: সিলি: স্কুইলা),—নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণ করিলে (হিপ: ন্যাট-মি: ষ্টন: ল্যাকে: অ্যাসিড-সল্‌ফ: অ্যালীউ: সল্‌ফ: স্পাই:) এবং কণ্ঠদেশে তাপ দিলেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ল্যাকে:) ঠাণ্ডা বায়ু আদি সংস্পর্শ জনিত স্বরলোপ (অ্যাকো: ফস: স্পঞ্জীয়া)—গলমধ্যে যেন পালক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি সহযোগে (অ্যামন-কার্ব্ব: ক্যাল্‌কে-ইগ্নে)। হুপ্‌কাসিতে—কাসির পর গলমধ্য হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত গড়্‌গড়্ করিয়া শব্দ হইতে থাকে। দৌড়াইলে, কথা কহিলে (অ্যানাক্: কষ্টি: ক্যামো: সিঙ্কো· ডিজি. ল্যাকে: ম্যাঙ্গে: মিফাইট্; মার্ক: ফস্: সাইলি: ষ্ট্যান্: ব্যারাইটা: হিপার্: অ্যাসিড্-মি: ন্যাট্-মি: সল্‌ফ্), হাসিলে (সিঙ্কোনা: ড্রোসে: ফস্ ষ্ট্যানাম্:) প্রভৃতি কারণেও বর্দ্ধিত হয়। কাসির পর শিশু হাঁপাইতে থাকে (অ্যাসিড্-মি: অ্যাসিড্-সাল্‌ফ্:) এবং তাহার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বা রক্তহীন হইয়া যায় (নীলবর্ণ হইয়া যায় = কোর‍্যাল: ড্রোসে: ইপিক্: ওপী: ভেবেট্: আরক্তিম হয় = বেল্: কোণা:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—ধনুষ্টঙ্কার,—প্রসারক (Extensor) পেশী সকল আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে ; শিশু হঠাৎ আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং গলমধ্য হইতে উদরতল পর্য্যন্ত কুল্‌কুল্ শব্দ হইতে থাকে, যেন বোতল হইতে কে গলমধ্যে জল ঢালিয়া দিতেছে। মৃগীবৎ আক্ষেপ, অধিকাংশস্থলে রাত্রিতে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে (সাইকীউটা) এবং হস্তপদাদি সবলে এবং সবেগে আক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে অসাড়তাজনক বৈদ্যুতিক সংঘাত,—রোগী হঠাৎ লাফাইয়া উঠে,—যেন ভয়ানক বেদনা পাইয়াছে।

নিদ্রা।—কৃমিগ্রস্ত শিশু নিম্নমুখে উদর চাপিয়া শয়ন করিতে ভালবাসে। শিশু নিদ্রা যাইতে যাইতে হঠাৎ ভয়ানক কাঁদিয়া উঠে, যেন ভয় পাইয়াছে (অ্যাকো: অরাম্ ব্রম্: ব্রাই: ক্যামো: সাইকীউ: অ্যাণ্ট্-টার্ট: ফস্: জিঙ্কাম্ ; ক্লোর‍্যালাম্)। নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে থাকে (সাইকীউট ; স্পাইজি: পডো: হায়ো: ষ্ট্রাম্ স্যাণ্টো:)।

জ্বর।—শীতাবস্থা,—শীতল, রক্তহীন মুখমণ্ডল ও উত্তপ্ত করতল সহ শীতাবির্ভাব,—অধিকাংশ সময়ে সন্ধ্যাকালে,—বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে শীতের উপশম হয় না (বাহ্যিক উত্তাপে উপশম হয়—ইগ্নে: বৃদ্ধি হয়—ইপিক্)। উত্তাপাবস্থা,—মুখমণ্ডলে এবং মস্তকে উত্তাপাধিক্য। ঘর্ম্মাবস্থা, সাধারণতঃ ঘর্ম্ম অত্যন্ত শীতল,—ললাটে, নাসিকার চতুর্দ্দিকে এবং হস্তে ঘর্ম্মোদ্গম হয়। জ্বরের প্রকোপকালে বমন এবং ক্ষুধাধিক্য। তৃষ্ণা—কেবলমাত্র শীতাবস্থায় (ইগ্নে:) বা উত্তাপাবস্থায়। হৃৎপিণ্ডের কম্পনবৎ গতি।

বৃদ্ধি।—রাত্রিতে, জলপানে ; একদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম-কার্য্য করিলে (রীউটা), কৃমি দ্বারা কথা কহিলে বা হাস্য করিলে।

সম্বন্ধ।—হুপ্‌কাসিতে ড্রোসেরা প্রয়োগ দ্বারা রোগের প্রকোপ হ্রাস হইলে সিনা প্রযুজ্য। শৈত্য সংস্পর্শ জনিত স্বরলোপে = অ্যাকো: নাইটাম্ ; ফস্‌ফোরাস্ এবং স্পঞ্জিয়ায় বিশেষ ফল না দর্শিলে সিনায় উপকার হয়। কৃমিরোগে সিনায় ফল না হইলে প্রায় দেখা যায় স্যাণ্টোনাইনাম্, টিউক্রীয়াম্-মেরাম্-ভিরাম্ এবং স্পাইজিলীয়াম্, সময়ে

সময়ে ষ্ট্যানামেও, বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র কৃমিতে ইণ্ডিগো, কোয়াশীয়া প্রভৃতি প্রযুজ্য।

সদৃশ।—অ্যাণ্ট-ক্রুড্ অ্যাণ্ট্-টার্ট ক্যামো: ক্রিয়ো: সাইলি: ষ্ট্যাফ্: ইগ্নে: স্পাইজি: ষ্টান্:।

দোষঘ্ন।—ক্যাপ্সি; চায়না, ক্যাম্ফর।

শক্তি।—নিম্নক্রম হইতে ২০০ ক্রম (শততমিক)। কিন্তু স্যাণ্টোনাইনাম্ ১ম হইতে ৩য় দশমিক বিচূর্ণ।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—১৪ হইতে ২০ দিন।

সিন্‌কোনা অফিসিন্যালিস্ বা চায়না

(CINCHONA OFFICINALIS).

নামান্তর।—পেরুভিয়ান বার্ক।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক বল্কল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—স্ফোটক; মদাত্যয়; ক্ষীণদৃষ্টি, রক্তাল্পতা; মুখক্ষত; সংন্যাস, ক্ষুধাবিকৃতি, হাঁপানি; পৈত্তিকতা; সর্দ্দিজপীড়া; সংজ্ঞালোপ, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি, দুর্ব্বলতা, প্রলাপ; অতিসার; শোথ; অজীর্ণতা; কর্ণের পীড়া; বধিরতা, স্বপ্নদোষ, বিসর্প; মুখের স্নায়ুশূল; পিত্ত-শিলা জনিত শূল; রক্তস্রাবযুক্ত অর্শ; শিরঃপীড়া, ক্ষয়জ্বর, বঙ্ক্ষণসন্ধিজপীড়া; ধ্বজভঙ্গ; বহু-ব্যাপক-সর্দ্দি, সবিরামজ্বর; কামলা, প্রসববেদনা; স্তন্যেরপীড়া; প্রদর, যকৃতের পীড়া; রজঃবিকৃতি, পারদ দোষ, চক্ষু সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গদর্শন, স্নায়ুশূল; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; অতিশয় ঘর্ম্ম, ফুস্ফুস্-বেষ্ট প্রদাহ, মুখের স্নায়বিক বেদনা; বিচর্চ্চিকা; বাত; কৃত্রিম মৈথুন জনিত মন্দফল, নিদ্রার বিকৃতি, চা অপব্যবহার জনিত ফল; পিপাসা; কর্ণপটহ প্রদাহ আভিঘাতিক জ্বর, উদরাধ্মান; শিরাস্ফীতি; শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, যাহারা এককালে বলিষ্ঠ ছিল, কিম্বা এক্ষণে নানাপ্রকার দুর্ব্বলতাজনক স্রাব বশতঃ জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সিন্‌কোনা তাহাদের বলের সঞ্চার সাধন করে। সকল বিষয়ে ঔদাস্য, কথাবার্ত্তায় বড় বিরক্ত, বিষাদযুক্ত, জীবনে আস্থাহীন অথচ আত্মহত্যা করিয়া স্বীয় যন্ত্রণার শেষ করিবার সাহস থাকে না; মানবদেহের সারভূত রস সকলের স্রাবাধিক্য, বিশেষতঃ শোণিতস্রাব, অত্যধিক স্তন্য সঞ্চয় ও দীর্ঘব্যাপী দুরারোগ্য উদরাময়, দেহের নানাস্থান হইতে অতিশয় পূয়ক্ষরণাদি জনিত রোগে

এবং পুঁতিবাষ্পজ প্রাত্যহিক জ্বরাদিতে ইহা উপযোগী। রমণীদিগের বয়ঃসন্ধিকালে অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব এবং যে সকল তরুণ রোগান্তে শোথ প্রকাশ পায়—তাহাতেও ইহার অদ্ভুত ও অতুলনীয় শক্তি দেখা যায়। এতজ্জনিত বেদনা সঙ্কোচক ও ছেদনবৎ; প্রত্যেক সন্ধিতে এবং প্রত্যেক অস্থিতে ইহার প্রকোপের পরিচয় দেয়। অস্থি-বেষ্টনী-আবরক-ঝিল্লী মাত্রই অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত, যেন অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে; রোগী আক্রান্ত অংশ অনবরত সঞ্চালিত করিতে থাকে, কারণ তাহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম বোধ হয়; স্পর্শমাত্রে ঐ সকল বেদনার পুনরাবির্ভাব হয় এবং ক্রমে বাড়িয়া উঠে, কিন্তু সবলে নিষ্পেষণ করিলে আরাম বোধ হয়; প্লাম্বাম্‌ ও ক্যাপ্সিকামেও এই স্পর্শাসহনীয়তা বর্ত্তমান। রোগী ক্ষুরের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। অত্যন্ত অবসাদ; কম্পনশীলতা; শারীরিক ব্যায়ামে বীতরাগ; স্পর্শজ্ঞানাতিশয্য। প্রবল বায়ু, বেদনা প্রভৃতি অসহনীয় বোধ,—এমন কি সমগ্র স্নায়ুবিধানের চৈতন্যাধিক্য এবং মুখ, নাসারন্ধ্র, অন্ত্রমণ্ডলী এবং জরায়ু প্রভৃতি হইতে শোণিতস্রাব,—সিঙ্কোনার কয়েকটি প্রকৃতিগত লক্ষণ। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক:—রোগী কিছুতেই সন্তোষ প্রকাশ করে না; বিমর্ষ; তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে যাহাই করুক না কেন তাহার তাহা ভাল লাগে না। চিন্তাশক্তি বিলুপ্তপ্রায়; মনোমধ্যে উদিত ভাবের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে না। মুখমণ্ডল পাণ্ডু বা পাংশু বর্ণ। সর্ব্বদা নিদ্রাবেশ বোধ হয়, কিন্তু নিদ্রান্তে আরাম বোধ হয় না; রাত্রি ৩টার সময় যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয়; অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে। স্তন্যপায়ী-শিশুর মাতার দন্তশূল। কর্ণ মধ্যে নিরন্তর শব্দ হওয়া। শিরোবেদনা,—যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; মস্তিষ্ক যেন করোটী মধ্যে একদিক হইতে অন্য দিকে যাইয়া আহত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়; গৃহবহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি; উষ্ণ গৃহমধ্যে উপশম। নাসা হইতে সর্দ্দিস্রাব,—তরল শ্লেষ্মা স্রাব এবং রন্ধ্রদ্বয় রুদ্ধ বোধ। শ্বাসরোধক বায়ুনলীগত প্রতিশ্যায়,—বক্ষমধ্যে "ঘড়্‌ঘড়্‌" শব্দ হয়; আহারান্তে পুনঃ পুনঃ কাসিয়া কফ তুলিবার চেষ্টা। যন্ত্রণাজনক অন্ত্রাবদ্ধ আধ্মানবায়ু,—উদ্গারে উপশম হয় না (উপশম হয়= কার্ব্বো-ভেজি:)। অন্ত্রশূল,—নির্দ্দিষ্ট কালান্তর আবির্ভাবশীল; বৃদ্ধি=রাত্রে এবং আহারান্তে; দেহ সম্মুখদিকে বক্র করিলে উপশম; পিত্তাশ্মরী-শূল। উদরাময়,—মল জলের ন্যায়,—কোমল, অতি কষ্টে নির্গত হয়; কিম্বা যন্ত্রণা রহিত অজীর্ণ মলতারল্য; মল পুতিগন্ধময়; আধ্মানবাহুল্য বিশিষ্ট এবং অবসাদক উদরাময়।

লক্ষণাবলী।

মন।—উদাস (মার্কু: ওপী: অ্যাসিড-ফস: ব্যাপ: লিল-টাই: মাইরি: ক্যালী-বাই:); স্পৃহাশূন্য; কথা কহিতে ভালবাসে না (আর্জেণ্ট-নাই: বেল: বার্বা: ক্যাষ্ট: হেলিবো: ইগ্নে: ক্যালী-ফস্‌: ম্যাঙ্গিনেলা; ম্যাঙ্গে-অ্যাসেট: ষ্ট্যান্‌: অক্সাইট্রোপ: ন্যাজা; ভেরেট-অ্যাল্‌; জিঙ্ক:); বিমর্ষ চিত্ত (অ্যাগ-ক্যাষ্ট: ক্যাষ্টো: কষ্টি: হিপ: ইগ্নে: ল্যাকে: ম্যাগ-কার্ব্ব: মাইগেল; ন্যাট্-মি: ন্যাট সলফ: ওলী-অ্যান্: প্লোরাইন: সিপী: ষ্ট্যান্—ঋতুর পূর্ব্বে=কষ্টি: অ্যাসিড-নাই:)। জীবনে

স্পৃহাশূন্য, কিন্তু আত্মহত্যা করিতেও সাহসে কুলায় না। তাহার স্থির বিশ্বাস যে সে বড়ই অসুখী (হেলিবো: দুর্ভাগা—ভেরেট- অ্যাল্ব: তাহার পরিবারবর্গ তাহাকে তাচ্ছিল্য করে—আর্জেণ্ট-নাই ; যেন হঠাৎ অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছে—ভ্যালি: ভেরেট-অ্যাল: সে যেন হঠাৎ ধাবমান হইতেছে=বেল: পাইবোজ: সল্ফ: যেন তাহার জীবনধারণ করিবার সঙ্গতি নাই—ব্রাই:) ; তাহার ইহাও স্থির বিশ্বাস যে তাহার শত্রুগণ নিরন্তর তাহার উপর উৎপীড়ন করিতেছে (ক্যালী ব্রম: ল্যাকে:)। কল্পনাশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, মনোমধ্যে চিন্তার পর চিন্তার উদয় হইয়া তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না (এপীস কোর‍্যাল: কফীয়া)। পরের মনে কষ্ট দিতে অত্যন্ত পটু। হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে এবং ছটফট করে। মানসিক পরিশ্রম করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক (অ্যালো: অ্যাম্প: অ্যাসিড কার্ব্বলিক: কোর‍্যাল্: কেলা: ইউপাস-টিয়েন:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তক উত্থিত করিলে (আর্নি. কলো: মার্ক. উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে =পল্সে: সাইলি.)। শিরোবেদনা,—যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া হইয়া যাইবে ; (অ্যামন্-কার্ব্ব: বেল: ন্যাট-মি. নক্স ; সাইলি: চিনিন: সল্ফ:)। মস্তিষ্ক শিরোমধ্যে তরঙ্গের ন্যায় অভিঘাত করিতে থাকে (সল্ফ-অ্যা-সল্ফ:) শিরোমধ্যে ও গ্রীবাদেশীয় ধমনীতে দপ্ দপ্ করিতে থাকে (আর্স: বেল: ক্যানাব ক্যামো: ল্যাকে: লাই:) শিরোপশ্চাৎ হইতে বেদনা সমগ্র মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ; উপবেশন বা শয়ন করিলে বৃদ্ধি হয় (উপবেশনে বৃদ্ধি= অ্যাগার: রীউটা ; উপবেশনে উপশম=পোথস ফীটিড: রোগী পাদচারণ করিতে থাকে (ক্যাম্ফ:) বা দাঁড়াইয়া থাকে ; রক্তস্রাব বা ইন্দ্রিয় সেবাধিক্য জনিত (অ্যাসিড-ফস:) দুর্ব্বলতা। মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয় এবং টল্ টল্ করিতে থাকে। মস্তিষ্ক অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত,—যেন আহত হইয়াছে, সংস্পর্শে বা মানসিক পরিশ্রমে ব্যথার বৃদ্ধি হয়। প্রবল বায়ুতে ও ঈষন্মাত্র স্পর্শে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জোরে টিপিলে উপশমিত হয়, মূর্দ্ধাত্বক অত্যন্ত স্পর্শাসহ, চিরুণীর স্পর্শ সহ্য হয় না।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম এবং উত্তাপ ও জ্বালাযুক্ত। চক্ষুমধ্যে যেন বালুকা কণা পড়িয়াছে এইরূপ অনুভব (কষ্টি: ইউফ্রে) ; দৃষ্টিপথে বোধ হয় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা কাল বিন্দু সকল বেড়াইতেছে (আরম: বেল: ক্রোক: অ্যাগার: ককীউ: চক্ষু শ্বেতাংশ হরিৎ হইয়া যায় (আর্স: বেল. ক্যাম্ফ: ক্যামো: আয়োড: ল্যাকে মার্ক: সিপী) ; পড়িবার সময় বর্ণ সকল পরস্পর জড়িত হইয়া যায়। চক্ষু নীলিমা বেষ্টিত, চক্ষু কোটরগত। অক্ষিপুটের সবিচ্ছেদ স্নায়ুশূল।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ শব্দ (ক্যাল্কে: গ্র্যাফ: নক্স ; হুঙ্কার শব্দ=বেল: লাই: অ্যা-নাই: সঙ্গীত শব্দ=ক্যাল্কে: কর্ণমধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কটাশ করিয়া উঠে বা স্ফুটন শব্দ=ব্যারাই: ক্যালী-কার্ব্ব: ম্যাঙ্গে: অ্যা-নাই: কর্ণমধ্যে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ অনুভব (ক্যালী-(কার্ব্ব: পল্সে: অ্যাসিড-নাই: কর্ণমধ্যে দপদপানি=ক্যাল্কে: ফস: হ্রাসে: ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ শব্দ= [illegible] হ্রাস: সল্ফ:)। বধিরতা কিন্তু উচ্চ শব্দে কষ্টবোধ হয়। কর্ণের বহিরাংশ আরক্তিম।

নাসিকা।—প্রায়ই রক্ত স্রাব হইয়া থাকে, বিশেষতঃ শয্যা হইতে গাত্রোত্থানান্তর, ঋতুর পরিবর্ত্তনে (ব্রাই: হ্যামা:)। নাসা বা সর্দ্দি ;—নাসারন্ধ্র হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা

স্রাব (কষায় বা ত্বকক্ষয়কারী জল স্রাব = আর্স: এরাম ; সিপী:),—তৎসহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি, রন্ধ্রদ্বয় যেন রুদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, শোণিতশূন্য, গণ্ড ও চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত এবং নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র ও উন্নত (আর্স: ক্যাম্ফে: ভেবেট:) চক্ষুর্দ্বয় নীলিমা পরিবেষ্টিত ; ফ্যাকাশে, শুষ্ক ও পীড়াব্যঞ্জক মুখমণ্ডল,—ইন্দ্রিয়সেবাতিশয্য ও রাত্রিজাগরণাদি জনিতবৎ ; শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় দন্তশূল। মুখের (Facial) স্নায়ুশূল,—চক্ষুতলস্থ ও হনুদ্বয়াবস্থিত স্নায়ুই অধিকাংশস্থলে আক্রান্ত হয়, ঈষন্মাত্র স্পর্শে বা রাত্রিকালে শায়িতাবস্থায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি ; আক্রান্ত অংশ ঈষন্মাত্র সঞ্চালন করিলেই যন্ত্রণার উদ্রেক হয় এবং ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে ; যন্ত্রণার নিবৃত্তির পর স্পর্শমাত্রে পুনরাবির্ভূত হয় এবং অনতিবিলম্বে অসহনীয় হইয়া উঠে ; জোরে টিপিলে উপশম হয়, শোণিতাদিস্রাব বশতঃ অবসাদ প্রাপ্ত রোগীদিগের মুখের স্নায়ুশূল।

মুখবিবর।—জিহ্বা শ্বেত ও পীতবর্ণ, ঘন লেপাবৃত। কৃষ্ণবর্ণ বা ক্ষয়িত ত্বকবৎ রক্তবর্ণ, যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, জিহ্বাগ্র জ্বালাযুক্ত এবং লালা স্রাব ; ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও ফাটা ফাটা (ব্রাই:) ; ওষ্ঠ কৃষ্ণাভ। দপ্‌দপ্‌কারী দন্তশূল,—দন্তে দন্ত স্পৃষ্ট হইবামাত্র অসহনীয় যন্ত্রণা হয়, কিন্তু সবলে দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিলে উপশম বোধ হয়। অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব ; পারদদোষজ লালাস্রাব (বেল: ব্যাবাই: ডালক্যা: হিপ: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাকে: মার্ক: ফস: পল্‌সে:)।

পাকাশয়।—স্পর্শাসহ এবং শীতল। অপরিপাচিত বা অজীর্ণাবস্থায় ভুক্ত দ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায় = অ্যাব্রোট ফেরাম ; ওলিয়্যান। পরিপাক ক্রিয়া অত্যন্ত বিলম্বে সম্পন্ন হয়। দুগ্ধপান করিলে প্রায়ই পেটের পীড়া জন্মে (সল্‌ফ: ক্যালকে: ন্যাট-কার্ব্ব: নিকোলাম:—অগ্নি-সিদ্ধ দুগ্ধপানজনিত উদরাময় = সিপী)। চা-পানজনিত পীড়াদি (ফেরাম: থুয়া কফী: নক্স) ক্ষুধা আছে অথচ রুচি নাই (অ্যাগার: অ্যালীউ: ব্রাই: ফের: লাই ম্যাগ মি: ন্যাট-মি: ওলীয়্যান: পল্‌সে ; হ্রাস: সাইলি: অ্যা-সল্‌ফ:)। অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদির গন্ধযুক্ত উদ্গার (ক্যাল্‌কে: কোণা পল্‌সে:)। আহারান্তে তিক্তস্বাদযুক্ত উদ্গার (অম্লস্বাদযুক্ত—ক্যালী কার্ব্ব. নক্স)।

অন্ত্রাশয়।—পুনঃ পুনঃ উদ্গার তুলিবার ইচ্ছা সহ অত্যন্ত অসুখকর বা অস্বাচ্ছন্দ্য-জনক উদরাধ্মান, কিম্বা রোগীর বোধ হয় যেন তাহার উদর অত্যন্ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে,—কিন্তু উদ্গার বা বায়ুনির্গম দ্বারা কিছুমাত্র উপশম বোধ হয় না (বায়ু নির্গমে উপশম হয় = কার্ব্বো-ভেজি:) ; উদর মধ্যে যেন উৎসেচন ক্রিয়া হইতেছে অ্যাঙ্গাস্‌: গ্র্যানেট: হ্রাস: সেনা: ষ্ট্র্যাম্‌: আর্নি: লাইকোপোড:) এইরূপ বোধ হয়,—সর্ব্বদা ফুটফাট, কুল্‌ কুল্‌ করিতে থাকে (ন্যাট সল্‌ফ: পল্‌সে: রীউমেক্স-ক্রুম্পাস্‌ ; য্যাট্রোফা : সিনা)। অন্ত্রশূল,—প্রত্যহ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হয় পিত্তাশ্মরী জনিত—নির্দ্দিষ্ট কালে প্রকাশশীল শূলবেদনা (ক্যাল্‌কে বার্ব্বারিস্‌ ; হাইড্র্যাষ্ট: কার্ডীউয়াস-মেরী.), রাত্রিকালে এবং আহারান্তে বৃদ্ধি ; সম্মুখ দিকে দ্বি-ভাঁজ হইয়া বক্র হইলে উপশম হয় (কলো:—পশ্চাদ্দিকে বক্র হইলে উপশম হয় =

ডায়োস্কোরিয়া)। পুরাতন যকৃৎরোগ,—দক্ষিণ কুক্ষিদেশে বেদনা, পঞ্জরনিম্নে প্রায়ই অঙ্গুলি দ্বারা যকৃৎ স্পর্শ করা যায় এবং উহা বর্দ্ধিতাকার, অনমনীয়। এবং স্পর্শাসহ; গাত্রত্বক্ ও চক্ষের শ্বেতাংশ পীতবর্ণ; প্রস্রাব গাঢ় এবং মল ফ্যাকাশে,—স্বাভাবিক পিত্তপরিমাণ হ্রাস বশতঃ; কুইনিনের অপব্যবহার জনিত বর্দ্ধিতাকার প্লীহা; মূত্রের অতিমাত্রায় চা-পানজনিত উদরাধ্মান।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়; মল ক্রমে পাতলা হইতে হইতে জলবৎ হইয়া আইসে; ফ্যাকাশে,—ঈষৎ লালবর্ণ,—রোগী শীঘ্র শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে; পুনঃ পুনঃ জলবৎ মল নির্গত হয় এবং পেট সাঁটিয়া ধরে; অজীর্ণ রোগাধিকারে অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত, ফেনময় পীতবর্ণ মল নির্গলন; যন্ত্রণা রহিত; রাত্রিকালে ভেদ (আর্স: নক্স মস্: পডো: সোরাইন্: পল্‌সে:), আহারান্তে (অ্যালো: আর্স: কলো: ট্রম্বি:), গ্রীষ্মকালে (ব্রাই: পডো:), ফল ভক্ষণ (কার্ব্বো-ভেজি: সিষ্টাস্ ক্যান্: কলো: পল্‌সে:), দুগ্ধপান (ক্যাল্‌কে-অষ্ট্রঃ ন্যাট-কার্ব্ব: নিকোলাম্ সল্‌ফ:) এবং দেহ সঞ্চালনে (ব্রাই: কল্‌চি: নিম্নমুখে—রোর: জেল্‌সি:) বৃদ্ধি হয়। কোমল মল ত্যাগকালে রোগীর কষ্ট হয় (অ্যানাক্: কার্ব্বো-ভেজি: ডায়াডেমা: হিপ: নক্স-মস্: হ্রডোড:)। সময়ে সময়ে কাল মল নির্গত হয়।

প্রস্রাব।—গাঢ়, ঘোলা, পরিমাণে অল্প (কপিশ বা কৃষ্ণাভ=কোল্‌চি: ন্যাট্-মি: টেরিব্:—দুগ্ধবৎ, অ্যাসিড্-ফস্: কিছুকাল স্থির থাকিলে দুগ্ধবৎ হইয়া যায়=সিনা)। মূত্রনালী মধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভব। সময়ে সময়ে শোণিত (আর্ণি: আর্স: ক্যাল্‌কে: ক্যানাব্: কোণা: হিপ্: ইপিক্: লাই: মার্ক: মেজের্: মিলিফো: সল্‌ফ:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক চিন্তা অত্যন্ত প্রবল। অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-সেবাজনিত বিকৃতিবশতঃ প্রায়ই রেতঃস্খলন হইয়া থাকে এবং সেই জন্য রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে (জেল্‌সি: ফস্: অ্যা-ফস্:,—লিঙ্গোদ্গম হয় না অথচ অজ্ঞাতসারে বীর্য্যস্খলন হয় =ক্যাম্ফা: জেল্‌সি:) পাদচারণকালে জননেন্দ্রিয়াদি অত্যন্ত ভার বোধ হয় (দাঁড়াইয়া থাকিলে =সল্‌ফ্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর স্রাব অপর্য্যাপ্ত, কাল এবং জমাট (প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা সহযোগে=অ্যাক্‌টীয়া: ক্যামো)। গর্ভস্রাবের পর শোণিতপাত,—রক্তস্রাব কালে কর্ণের ভিতরে সোঁ সোঁ করিতে থাকে এবং মূর্চ্ছার উপক্রম হয়; দৃষ্টিশক্তির লোপ হয় এবং কাল জমাট শোণিত খণ্ড সকল নির্গত হইতে থাকে; জরায়ু আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়; পেশী সকল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং রোগিনী পুনঃ পুনঃ ব্যজন করিতে বলে (দ্রুত ব্যজন করিতে বলে=কার্ব্বো-ভেজি: দূর হইতে ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে বলে= ল্যাকে:)। প্রদর,—ঋতুর পূর্ব্বে স্রাবশীল, তৎসহ কুঁচকীপ্রদেশে চাপবোধ; শোণিতময় স্রাব (কর্কীউ: কোপেব্: মিউরেক্স্: অ্যাসিড্-সাল্‌ফ্: নক্স্-মস্: জিঙ্কাম্)। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব,—দীর্ঘকালস্থায়ী (সিকেল্:); তৎসহ ডিম্বাধার প্রদেশে টান বোধ; কিম্বা পূতিগন্ধময়, পণির বা পূযবৎ স্রাব (বেল্: কার্ব্বো: অ্যান্: সিকেল্: সল্‌ফ্: শোণিতাক্ত হইলে=হ্রাস্:

সিকেল্‌: স্রাব রুদ্ধ হইয়া গেলে বা অতি অল্প হইলে=কলোসিস্থ; হায়ো: নক্স্‌; সিকেল্‌: সল্‌ফ্‌: শোণিতাক্ত হইলে=হ্রাস্‌: সিকেলি: ভেরেট্র:)। শোণিতস্রাবকালে রোগিণী অম্লস্বাদযুক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে। শোণিতস্রাবাতিশয্য বশতঃ সময়ে সময়ে ধনুষ্টঙ্কার পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় (ফেরা: ফস্‌:)। বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রমান্তে প্রৌঢ়াদিগের শোণিতস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—হাস্য করিলে, কথা কহিলে বা গান করিলে কাসির উদ্রেক হয় (ড্রোসে: হ্রাস্‌: ষ্ট্যান্‌)। গয়ার নির্ম্মল স্বচ্ছ শ্লেষ্মাময়, কিম্বা শোণিত সংমিশ্রিত শ্লেষ্মা। ফুস্‌ফুস্‌ হইতে শোণিতস্রাব (মিলিফো: ফের্‌-ফস্‌ অধিক পরিমাণে শোণিত ক্ষয়ের পর চায়না ব্যবহার্য্য)। রাত্রিতে শয়নকালে বক্ষঃস্থলে চাপবোধ (শয়ন করিলে উপশম হয় প্‌সোরাইন্‌)। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা (অ্যাগাব: অ্যামন্‌-কষ্টি. আণ্ট ক্রুড: আর্ণি: ব্রাই: ক্যাম্প: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: ডিজি: অ্যা-হাইড্রো: ল্যাকে. লোবেলীয়া: নক্স: হ্রাস: স্পঞ্জীয়া; থিরিড: থুযা:)। হৃৎপিণ্ডের ঈষৎ উচ্চে, এবং সময়ে সময়ে বুক্কাস্থিতলে, সূচিবেধবৎ অনুভব; সর্দ্দিজ্বর জনিত দুর্ব্বলতা। নিম্ন-মস্তকে শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয় (কোল্‌চি: হিপ: নাইট্রাম. পল্‌সে; চিৎ হইয়া শুইলে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট=ওলীয়াম্‌-অ্যান: ফস: সাইলি: পার্শ্বে শয়ন করিলে কার্ব্বো-অ্যান্‌: পল্‌সে:)। শ্বাসরোধক সর্দ্দি, বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করে (বেল: ব্রাই: ক্যামো: হিপ: ইপিক: অ্যাণ্ট-টার্ট. পল্‌সে. স্পঞ্জী. ষ্ট্যান্‌); আহারান্তে দেহ আলোড়ক কাসি (অ্যামন্‌-মি. অ্যানাক. ব্রাই: নক্স-ভম: অ্যাণ্ট টার্ট:—আহারান্তে কাসির নিবৃত্তি=ফেরাম্‌)।

প্রত্যঙ্গাদি।—এক হস্ত হিমবৎ শীতল, অন্য হস্ত উষ্ণ (ডিজি: ইপিক্‌. পল্‌সে: এক পদ শীতল অন্য পদ উষ্ণ=চেলিড: লাইকো: (ছেদনবৎ বেদনা সহ দক্ষিণ জানুর উত্তাপযুক্ত স্ফীতি (জানুর উদ্ধদেশে বেদনাযুক্ত স্ফীতি=হ্রাস:)। হস্ত পদাদিতে এবং সন্ধিতে বেদনা, যেন মচকাইয়া গিয়াছিল, আস্তে আস্তে স্পর্শ করিলে অসহনীয় ব্যথাবোধ হইয়া থাকে কিন্তু সবলে নিষ্পেষণ করিলে আরাম বোধ হয় (ক্যাম্প. প্লাম.)। অত্যন্ত শারীরিক অবসাদ ও কম্পন; রোগী শারীরিক পরিশ্রম করিতে নারাজ; স্পর্শ অসহনীয় বোধ করে; শীতল বায়ু সহ্য হয় না। সন্ধি সকল ক্লান্ত বোধ হয়,—প্রাতে এবং উপবেশন করিয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়।

নিদ্রা।—নিদ্রান্তে আরাম বোধ হয় না; সর্ব্বদাই নিদ্রালু ভাবাপন্ন; রাত্রি ৩টার পর বৃদ্ধি, অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হয়।

জ্বর।—সবিরাম জ্বর,—পূর্ব্বাক্রমণের দুই হইতে তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রকাশ হয় (চিনিন-সল্‌ফ: আর্স; ব্রাই: নক্স: ন্যাট-মি:); প্রতি ৭ দিবস বা ১৪ দিবসে পুনরাবির্ভাব হয়; সিন্‌কোনার জ্বর রাত্রিতে কখনও আইসে না; দেহ আবৃত করিলে কিম্বা নিদ্রিতাবস্থায় অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হয় (আবৃত অংশে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম=ক্যামো: নিদ্রিতাবস্থায় =কোণা: নিদ্রিতাবস্থায় ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়=স্যাম্বীউ:)। এক দিবস অন্তর বা দুই দিবসান্তর জ্বর আইসে (এক দিবসান্তর=মেজের: ন্যাট-মি: নক্স; দুই দিবস অন্তর=আর্স:

হায়োঃ আয়োডঃ মিনীথ্যান্ঃ পল্সেঃ স্যাবাডঃ ভেরেটঃ)—শীতাবস্থার পূর্ব্বে বা পরে তৃষ্ণা থাকে না; রোগী উত্তাপ আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু তাহাতে শীতের উপশম হয় না; ঘর্ম্ম অপর্য্যাপ্ত এবং অবসাদ জনক; সাধারণতঃ প্রাতে ৫টা কিম্বা বেলা ৫টার সময় জ্বরাবেশ বা প্রকোপাবির্ভাব; আক্রমণের পূর্ব্বরাত্রিতে রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে; জ্বরাধিকারে হস্ত পদাদির সন্ধি মধ্যে তীব্র ছেদনকারী বেদনা বোধ হয়।

বৃদ্ধি।—সন্তর্পণে স্পর্শ, প্রবল ঠাণ্ডা বায়ু সংস্পর্শে, এক দিবস অন্তর, মানসিক আবেগ বশতঃ এবং দেহের সারভূত রসাদির ক্ষয় হইলে, বিশ্রামে, চক্ষু সঞ্চালনে, মলত্যাগের সময় ও পরে, রৌদ্রে এবং জল ও ধূমপানে।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—আর্স (কৃষ্ণবর্ণ মল, অবসন্নতা); কার্ব্বো (আধ্মান ও অতিসার); ষ্ট্রামোঃ ক্যাপসিঃ কু প্রম-এসেট (কৃষ্ণবর্ণ মল); সোবাইন (আরোগ্যে হতাশ); পল্সে (মুখে তিক্ত স্বাদ); ফস-অ্যাসিড (রেতঃক্ষরণ জনিত দুর্ব্বলতা); মার্ক (লালাস্রাব) যকৃতে বেদনা (অ্যাকোঃ হিপারঃ), কেহ তাহা সহ্য করিতে পারে না (অ্যান্টিক্রুডঃ ক্যামোঃ) আহারান্তে ভেদ (আস্ঃ অ্যালোরঃ) আহারান্তে ক্ষুধা (ক্যাল্কে)।

অনুপূরক।—ফেরাম; দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর শিশুদিগের উদরাময় সহযোগে মস্তিষ্কোদক রোগের লক্ষণাদি,=অর্থাৎ আচ্ছন্নাবস্থাপ্রকাশ পাইলে ক্যাল্কেরীয়া-ফস্ফোরিকাঃ সিন্কোনার অনুপূরকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। সবিরাম জ্বর যখন প্রতিবারে গতবারের আবির্ভাব সময়ের পূর্ব্বে প্রকাশ পায়, তখন চিনিনাম্-সল্ফীউরিকাম্ সিন্কোনার সদৃশ হইয়া থাকে।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—আর্ণিকা; আর্সঃ কার্ব্ব-ভেজিঃ ফেরম, ইয়ুপে, নক্সঃ ইপিকাকুয়ান্হা, নেট্রাম-মিউর, মার্ক, পল্স, সিপিয়া, সলফর। ডিজিটেলিস ও সেলিনিয়ামের পূর্ব্বে বা পরে অনুপযোগী।

সদৃশ।—আর্সঃ ক্যাপ্স. সীড্রন : কার্ব্বো-ভেজিঃ কীউপ্রাম্-অ্যাসেটঃ সোরাইনঃ পল্সেঃ অ্যা-স্যালিসাইঃ কষ্টিঃ অ্যা-ফসঃ।

উপশম।—সবলে নিষ্পেষণ এবং সম্মুখ দিকে দেহ যতদূর সম্ভব বক্র করিলে দেহ সঞ্চালনে, গৃহমধ্যে উত্তাপ প্রয়োগে এবং সান্ধ্য ভোজনের সময় ও পরে।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট ৬ষ্ঠ, ৩০ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

সিন্যাবারিস্

(CINNABARIS).

(Mercurius Sulphuratus Ruber)

নামান্তর।—ইহাকে রেড সল্‌ফাইড অভ মার্করি কহে।

প্রস্তুতি।—ইহা নিম্নক্রমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম বা টিঞ্চার।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মূত্রে অণ্ড লাল ; বাগী ; সর্দ্দি ; উপদংশ ; আমাশয় ; চক্ষু প্রদাহ ; প্রমেহ ; বাত ; গৃধ্রসী ; বা পায়ের ঝিন্‌ঝিন্ বাত ; গণ্ডমালা ; আচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল, উপদংশবিষদুষ্ট-ধাতুপ্রধান ব্যক্তির ক্ষতাদি, উপদংশ ও প্রমেহবিষদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির আঁচিল, সর্দ্দি প্রভৃতিতে ইহার উপযোগিতা প্রসিদ্ধ। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণ ইহার নির্ণায়কঃ—(১) অলস, মানসিক পরিশ্রমকাতর ; বিস্মৃতি প্রবণ ; ক্রোধন স্বভাব,—সহজে রাগিয়া যায়। (২) নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব সহ শিরোবেদনা (ম্যাগ সল্‌ফ: মিলিলোটাস)। (৩) মস্তকের অস্থিসকল, মস্তকের আবরক ত্বক, কেশমূল ; নাসাদণ্ড এবং চর্ম্মমূল-আঁচিল সকল অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু ; আঁচিল স্পর্শ করিলে শোণিত পাত হয়। (৪) নাসাদণ্ডের উপর বোধ হয় যেন কোন ধাতুময় পদার্থ স্পৃষ্ট হইতেছে কিম্বা যেন তদুপরে চসমা রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ। (৫) মেঢ্রত্বকের উপর ব্যজনাকৃতি আঁচিল। (৬) নিদ্রিত অবস্থায় শিশ্ন মধ্যে চিড়িক মারারন্যায় বেদনা ; লিঙ্গমণি মধ্যে বিদারণকারী সূচিবেধবৎ বেদনা ; লিঙ্গমুণ্ডে জ্বালা, হুলবেধবৎ বেদনা ও কণ্ডুয়ন। (৭) প্রদর, স্রাবের সময় যোনিমধ্যে চাপ বোধ। (৮) শোণিতস্রাবী অর্শ। (৯) আমরক্ত ; দুরারোগ্য মলকাঠিন্য, মল অত্যন্ত বৃহৎ ও কঠিন ; মলত্যাগ কালে মলদ্বারভ্রংশ ; মলদ্বারে যেন একটি বৃহৎ ক্রমী নড়িতেছে এইরূপ কণ্ডুয়ন। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উন্নত হয় এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন অনুভব। (১০) গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে আরক্তিম দাগ সকল প্রতীয়মান হয় ; রক্তবর্ণ ক্ষত ; উপদংশ। (১১) মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, আরক্তিম এবং স্ফীত, বিশেষতঃ চক্ষুদ্বয়ের চতুস্পার্শ্ব।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—সন্ধ্যার সময়, শয়নের পূর্ব্বে এবং রাত্রিকালীন আহারের একটু পরে শিরোমধ্যে এরূপ ঝিঁ ঝিঁ করিতে থাকে যে রোগীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। শিরোবেদনা তৎসঙ্গে প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে বা হেঁট হইলে বিবমিষা। প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—রোগী উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না, কেহ পা টিপিয়া দিলে আরাম বোধ হয়। ললাট শীতল এবং তন্মধ্যে অনুগ্র বেদনা, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে

ললাটে ও মূর্দ্ধাদেশে বেদনা, বামপার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি; দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে উপশম। গাত্রোত্থানান্তে করোটী ও কেশ সকল স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়।

চক্ষু।—অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল;—চক্ষেব এক কোণ হইতে তীব্র বেদনা উঠিয়া ভ্রূর উপর দিয়া ঘুবিয়া বিপবীত কোণে সঞ্চাবিত হয়। অশ্রুনালী (Lachrymal duct) হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া চক্ষুবেষ্টনপূর্ব্বক শঙ্খ বা রগে আবির্ভূত হয়। সমগ্র চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠে। চক্ষুদ্বয়ে· ন্‌; পার্শ্বস্ফীত ও আবক্তিম।

নাসিকা।—সর্দ্দি;—নাসাদণ্ডেব মূলদেশে অত্যন্ত চাপবোধ হয়, যেন একখানি ভারী চস্‌মা সংলগ্ন বহিয়াছে,—এবং ঐ বেদনা উরুব পার্শ্বেব অস্থিতে সঞ্চারিত হয়; নাসিকা মধ্যে কণ্ডুয়ন উদ্রেকান্তে ফোৎকাব কবিলে বা নাক ঝাড়িলে শোণিত স্রাব।

গলমধ্য।—নাসিকাব পশ্চাৎ বন্ধ্র হইতে গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মা গলমধ্যে স্রাব। গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্ক এবং রাত্রিকালে ইহাব এত বৃদ্ধি হয় যে, বোগী অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং যতবাব জাগ্রত হয় ততবাব ঠাণ্ডা জলের কুলি করে। গলমধ্য স্ফীতিযুক্ত এবং জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিদ্বয় স্ফীত ও আবক্তিম হইয়া উঠে। মুখ ও গলমেধ্য রক্তবর্ণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গেব মত ক্ষত সকল উৎপন্ন হয়।

জননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গাগ্রচম্ম বা লিঙ্গমণি-আববক-ত্বক স্ফীত। উহার উপর কুক্কুটপুচ্ছেব ন্যায় আঁচিল উৎপন্ন হয এবং সামান্য কাবণে উহা হইতে শোণিত পাত হয় (ওলের ন্যায় আচিল=অ্যাসিড-নাই:)। বিবর্দ্ধিত অণ্ডকোষ (ক্লিম:); বাঘী (মার্ক-সল: ব্যাডীয়েগা)। আবক্তিম শ্লৈষ্মিক শল্বাবৃত এবং মাংসাঙ্কুবময় উপদংশজ ক্ষত বা গরমিব ঘা —গৌণ উপদংশ (থুযা)। প্রস্রাবকালে মূত্রনালীমধ্যে ব্যথানুভব। লিঙ্গমুণ্ডে আবক্তিম বিন্দু সহ জ্বালা, কণ্ডুয়ন এবং হুলবেধবৎ যন্ত্রণা। লিঙ্গমুণ্ডেব বেদনাজনক কণ্ডুয়ন ও দুর্গন্ধ পূয স্রাব। পাদচারণকালে মুষ্ক ও উরুব মধ্যাংশে দুগন্ধ ঘর্ম্ম।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদব,—স্রাবকালে যোনিমধ্যে অত্যন্ত চাপবোধ।

ত্বক্‌।—সহজে শোণিতস্রাবপ্রবণ কুক্কুটপুচ্ছবৎ আচিলেব মত ছোট অর্ব্বুদ তৎসহ কণ্ডুয়নশীল সন্ধি। আবক্তিম অগ্নিদর্শন উপদংশজ ক্ষতাদি। নিম্নপদে সম্মুখস্থ বৃহদস্থির উপর গুটিকা। বাহুর অগ্রভাগ,—কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—মার্ক-সল হিপ ব্যাডীয়েগা; অ্যাসিড-নাই: থুযা: মার্ক: প্রেটোআয়োড।

তুলনীয়।—ক্যাম্ফ (লালদাগ); থুযা, সিপিয়া (লিঙ্গাগ্রভাগের চর্ম্মে আচিল); মাথাব্যথা (সিনেগা ও ক্লিমেটীস্‌)।

দোষঘ্ন।—হিপার, নাইট-অ্যাসিড; ওপিয়ম: সলফর।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

সিনেরেরিয়া মেরিটিমা

(CINERARIA MARITIMA).

প্রস্তুতি।—তাজা গাছড়া হইতে আরক বা সার (Succus) প্রস্তুত হয়।

প্রয়োগ।—ছানি ও চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—আঘাতাদি জনিত বা বার্দ্ধক্য সম্ভূত ছানিতে ইহাদ্বারা উপকার পাওয়া গিয়াছে।

শক্তি।—মূল আরক এক একবিন্দু পীড়িত চক্ষুতে প্রত্যহ ৩।৪ বার দিতে হয়, এই ঔষধ কয়েক মাস ব্যবহার করিলে ফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

সিন্যামোমাম্ জিল্যানিকাম্

(CINNAMOMUM ZELYANICUM).

নামান্তর।—দারুচিনি।

প্রস্তুতি।—স্পিরিট সহ ইহার মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—উদরী, অস্থিক্ষয়; কোষ্ঠবদ্ধ, অতিসার, রক্তস্রাব, মাথাব্যথা, মূর্চ্ছাবায়ু, শ্বেতপ্রদর, রজস্রাব বিকৃতি। প্রচুর রজঃ।

উপযোগিতা ও আভাস।—রক্তস্রাবই ইহার প্রধান বিষয়ীভূত এবং রক্তস্রাবে ইহার শক্তি অতুলনীয়। উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত মানবদেহের যে কোন দ্বার দিয়া এবং যে কোন কারণবশতঃ নির্গত হউক না কেন, সিন্যামোমাম্ তাহাতে মন্ত্রের বা দৈবশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব, যক্ষ্মারোগে গয়ারের সহিত শোণিতস্রাব, মলান্ত্র হইতে মলের সহিত শোণিতস্রাব নিতম্বদেশে আঘাতজনিত বা পদস্খলন জনিত শোণিতস্রাব প্রভৃতিতে ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা দেখা যায়। প্রসবান্তে শোণিতস্রাবে অ্যালোপ্যাথিক্ আর্গট অপেক্ষা ইহা শতগুণে শ্রেষ্ঠতর। মূর্চ্ছাবায়ু প্রকোপ,—উদ্গার বা বমনান্তে উপশম।

লক্ষণাবলী।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—তলপেটে অত্যন্ত চাপবোধ। ঋতু,—অকালাবির্ভাব প্রবণ, দীর্ঘকালস্থায়ী,—স্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ; প্রসব বেদনার সময় কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করিলে—প্রসব বেদনার বৃদ্ধি সাধন করে, অপর্য্যাপ্ত বা অনর্গল জীবনসংহারক আবাশঙ্কা দূর করে।

পাকস্থলী।—অশ্বারোহণে বমন ইচ্ছা ও বমন।

মলান্ত্র ও মল।—অতিসার; রক্তস্রাব ইত্যাদি।

ত্বক।—কর্কটরোগ,—যখন ক্ষত উৎপন্ন হয় নাই কিম্বা যে স্থলে বেদনা ও পুতিগন্ধ বর্ত্তমান থাকে। জরায়ুর কর্কটরোগ বশতঃ উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিতস্রাব।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**—বেলেডনা: উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত, শীঘ্র জমিয়া যায় এবং যে অংশের উপর দিয়া নির্গত হয় সেই স্থানে উহা উত্তপ্ত বোধ হয়। ট্রিলীয়াম্-পেণ্ডীউলাম্,—উজ্জ্বল বা গাঢ় লালবর্ণ শোণিত,—যে সকল রমণীর প্রতিবারে প্রসবান্তে অজস্র শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। মিলিফোলীয়াম্—উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত—যন্ত্রণারহিত স্রাব, আঘাত লাগায় অনর্গল শোণিতস্রাব হইতে থাকে। স্যাবাইনা—উজ্জ্বল লালবর্ণ ও জমাট রক্ত, দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় তৎসহ বিটপদেশ হইতে নিতম্বাস্থি বা ত্রিকাস্থি পর্য্যন্ত বেদনা। সিকেলি—পাতলা বা অস্থিসার স্ত্রীলোকদিগের কৃষ্ণাভ শৈরিক শোণিতস্রাব—হস্তপদাদি কন্‌কন্ করে, দেহ শীতল হইলেও রোগিণী ক্রমাগত গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে চাহে (বাতাস করিতে বলে=কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কোনা; ল্যাকেসিস্)। ইরিজিরন্-ক্যানাডেন্সি স্যাবাইনার ন্যায় শোণিতস্রাব,—প্রভেদ এই যে ইহাতে মূত্রস্থলী ও মলান্ত্রমধ্যে যন্ত্রণা ও কণ্ডূতি বিদ্যমান থাকে। হ্যামামিলিস্—শৈরিক শোণিতস্রাব, যে অংশ হইতে শোণিত স্রাব হয় সেই স্থল ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত বোধ হয়। অ্যাকালিফা-ইণ্ডিকা—শুষ্ক কাসির সহিত শোণিতময় গয়ার উঠা। সাইক্ল্যামেন্—শিরোঘূর্ণন ও তিমিরদৃষ্টিসহ অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব। ভিঙ্কা-মাইনর—আর্ত্তবান্তেও শোণিতস্রাব থাকে। দুর্দ্দমনীয় শোণিতস্রাব=থ্ল্যাস্পি-বার্সা প্যাষ্টোরিস্।

দোষঘ্ন।—একোনাইট্।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

সিষ্টাস্-ক্যানাডেন্সিস্

(CISTUS CANADENSIS).

নামান্তর।—রক্-রোজ; আইস্-প্লাণ্ট্।

প্রস্তুতি।—সমস্ত গাছড়াটি হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অস্থিপীড়া; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ; অতিসার; বিসর্প; শ্বসনলী প্রদাহ; গ্রন্থির বৃদ্ধি; পচনশীলক্ষত; আঙ্গুল হাড়া; কর্ণমূল; গণ্ডমালা; গলক্ষত; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ললাটদেশ, নাসারন্ধ্র, উদর এবং পাদদ্বয় অত্যন্ত শীতল বোধ হয়। লসিকাগ্রন্থি ও ত্বকের উপর ইহার প্রগাঢ় শক্তিপ্রকাশ পাইয়া থাকে। গ্রন্থিসকল স্ফীত, প্রদাহান্বিত, কঠিন ও ক্ষত যুক্ত হয়। গণ্ডমালা, পুরাতন ক্ষতাদি, নিম্ন হনুর. অস্থিক্ষত প্রভৃতি ইহার বিষয়ীভূত। হস্ত পদাদির পেশীমধ্যে টান বোধ ও বিকম্পন অনুভূত হয় এবং মনিবন্ধ, অঙ্গুলি এবং জানুসন্ধিতে বেদনা উৎপন্ন করে। স্বরনলী ও উদর মধ্যে শৈত্যবোধ এবং গলমধ্যে স্পঞ্জের ন্যায় যেন কোন কোমল বস্তু আছে এইরূপ অনুভব ইহার নির্ণায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিরক্তির মন্দফল।

মস্তক।—শিরঃপীড়া।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা।

কর্ণ।—রন্ধ্রমধ্যে স্ফীতি সহ কর্ণবিবর হইতে দুর্গন্ধময় জলবৎ পূয নির্গত হইতে থাকে। কর্ণের উপরে এবং চতুর্দ্দিকে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ উদ্গম এবং কর্ণবিবরের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (ক্যাল্‌কে-পাইক্রেটা)। কর্ণের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া গণ্ডস্থলের উর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি।

নাসিকা।—রন্ধ্রমধ্যে অত্যন্ত শৈত্য বোধ। পুরাতন পিনস,—যখন তখন প্রচণ্ড হাঁচি, বিশেষতঃ প্রাতে ও সায়ংকালে। বাম রন্ধ্র প্রসারিত ও স্ফীত। নাসারন্ধ্র ব্যথান্বিত। পামা-কচ্ছু (Eczema)।

মুখমণ্ডল।—থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত হইয়া উঠে। রসগুটী সহযুক্ত (Vesicular) বিসর্প,—মুখের, অস্থিমধ্যে জ্বালা ও উত্তাপ বোধ। দক্ষিণ গণ্ডাস্থির উপর ঘন চিপিটিকা (চটা) উদ্গম সহ তীব্র বেদনা, দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন এবং জ্বালা বোধ।

মুখমধ্য।—নিম্ন হনুর অস্থিক্ষত—তৎসহ গ্রীবার গ্রন্থি মধ্যে পূযসঞ্চয়। নিম্ন ওষ্ঠে শোণিতস্রাব প্রবণ কর্কটার্ব্বুদ (Fungus-Hematodes=ফস্; থূযা: কণ্ডীউর্যাঙ্গো:)। মুখবিবর মধ্যে ও নাসিকার উপরে বিস্তৃতিপ্রবণ ক্ষত; শ্বেতবর্ণ একপ্রকার ক্ষতরোগ। উপরপাটীর ক্ষয়প্রাপ্ত একটী পেষণী দন্তে চিড়িক মারার ন্যায় এবং সূচিবেধবৎ বেদনা; মাড়ীদ্বয় শীতাদগ্রস্ত (Scorbutic) অর্থাৎ সহজে রক্তস্রাব ও স্ফীতি জন্মে—দন্ত হইতে অপসৃত এবং স্ফীতিযুক্ত; অত্যন্ত দুর্গন্ধময় এবং তাহা হইতে সহজে রক্ত নির্গত হয়। মুখ মধ্যে বায়ু গ্রহণ করিলে অত্যন্ত শীতল বোধ হয়। দন্ত মাড়ী টিপিলেই তাহা হইতে পূয স্রাব হয়, (মার্ক: ক্রিয়ো: সাইলি)।

গলমধ্য।—জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বর প্রদাহযুক্ত এবং নীরস, কিন্তু রোগী শুষ্কতা বোধ করে না; প্রায় প্রাতে গলমধ্য হইতে স্বাদহীন আঠাবৎ ও গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

উষ্ণতার শীতল বায়ু লাগিলেই গলক্ষত উৎপন্ন হয়। কণ্ঠনালীর অসহনীয় শুষ্কতার উপশম আশায় রোগী পুনঃ পুনঃ মুখমধ্যে সঞ্চিত লালা গলাধঃকরণ করে, বিশেষতঃ রাত্রে। নিদ্রান্তে মুখের শুষ্কতার বৃদ্ধি হয়। গলনলী মধ্যে সীমাবদ্ধ অংশ অত্যন্ত বিশুষ্ক বোধ হয় (ব্রাই: ষ্ট্রাস; ষ্ট্যান্:),—নিদ্রান্তে বৃদ্ধি, উপশমার্থ নিদ্রাভঙ্গান্তে পুনঃ পুনঃ জলপান করে (সিন্নাবারিস্); আহারান্তে উপশম; গলমধ্য চাকচিক্যময় প্রতীয়মান হয় (ফস্:); তালুমূলের পশ্চাৎ অংশে দৃঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মা সূত্রকারে সংলগ্ন দৃষ্ট হয় (ফাইটো:)। কোনরূপ মানসিক উদ্বেগ হইলে, গলমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা জনিত কাসির উদ্রেক হয়। আল্‌জিহ্বা ও গলকোষ স্ফীতিযুক্ত। গলমধ্যস্থিত গ্রন্থিসকল স্ফীত ও পূযজননপ্রবণ হইয়া থাকে। গলগণ্ড (Goitre) সহ (থাইরইড্),—পুনঃ পুনঃ উদরাময়।

মল।—উদরাময়,—মল পাত্‌লা, ফ্যাকাশে-পীতবর্ণ, কোমল, ছিট্‌কাইয়া নির্গত হয়; (প্রাতে) দুর্দ্দমনীয় বেগ; বৃদ্ধি = রাত্রির শেষভাগ বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, আহারান্তে (থুম্বি: পডো:) ফল ভক্ষণে (কার্ব্বো-ভেজি: সিন্‌কোনা কলো: পল্‌সে:) এবং কফি পান করিলে (সাইক্লে: ক্যাম্ফা: অ্যাসিড্-অক্সাল্), বৃদ্ধি, অস্থিসার, গ্রন্থিস্ফীতিপ্রবণ ধাতুবিশিষ্ট (Scrofulous) শিশুদিগের পীড়া।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্তন প্রদাহযুক্ত ও কঠিন (বেল্: ফাইটো:) বক্ষঃমধ্যে পূর্ণতানুভব সহ শীতল বায়ু আদৌ সহ্য হয় না; শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু। দুর্গন্ধ প্রদরস্রাব। বিস্তারি-প্রবণ-বিসর্পের (Erysipelas) পর ঋতু বন্ধ থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃমধ্যে শৈত্যবোধ (আর্স্: বারা. গ্র্যাফ্: ল্যাকে: ষ্ট্রাস্: রীউটা; জিঙ্কাম্)। গ্রীবামধ্যে অসংখ্য কঠিন অর্ব্বুদ জন্মে। সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে এবং রাত্রিতে শ্বাসপ্রশ্বাস হাঁপানীর ন্যায়; গলমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে; রোগীর বোধ হয় যেন বায়ুনলী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, আরও প্রশস্ত হইলে শ্বাসপ্রশ্বাস সহজে হইত। হাঁপানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বগাত্রে পিপীলিকা চলিতেছে এইরূপ "সড়্‌সড়্" অনুভব হইতে থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠে গণ্ডমালা-দোষ-জনিত ক্ষত। মেরুদণ্ডের নিম্নে জ্বালাযুক্ত বেদনা,—বসিলে ব্যথা বোধ হয় (কষ্টি: ক্যালী-বাই), স্পর্শমাত্রে বেদনার বৃদ্ধি হয় (ক্যালী-বাই:) বামস্কন্ধে ও বক্ষঃস্থলে তীব্র বেদনা, বোধ হয় যেন উদ্গার উঠিলে উপশম হইবে। শীতল বায়ু সংস্পর্শে অঙ্গুলির অগ্রভাগে অত্যন্ত শৈত্য বোধ হয়। মণিবন্ধ বা কব্জী অত্যন্ত ব্যথান্বিত,—যেন "মচ্‌কাইয়া" গিয়াছে। চরণদ্বয় অত্যন্ত [illegible] পদের পারদ-উপদংশ-বিষ জনিত ক্ষত,—অনমনীয় স্ফীতি। নিম্নাঙ্গের শ্বেতবর্ণ স্ফীতি (আর্স্: ক্যাল্‌কে: আয়োড্: লাই: মার্ক্: সল্‌ফার্; লালবর্ণ স্ফীতি = অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: আর্নি: ব্রাই- কার্ব্বো-ভে: সিকো: স্যাবাই: থুয়া; উর্দ্ধাঙ্গের গাঢ় নীলবর্ণ স্ফীতি = ল্যাকে: লালবর্ণ স্ফীতি—ল্যাকে: লালবর্ণ = মার্ক্: থুয়া; গাঢ়লালবর্ণ = বেল্:)। হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ,—চুল্‌কাইলে রস পড়ে তৎসহ উষ্ণ স্ফীতি।

ত্বক।—কোনরূপ উদ্ভেদ থাকে না অথচ সর্ব্বগাত্রে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন (ডলিকস্)।

বিস্তৃতিপ্রবণ-শ্বেতবর্ণ চর্ম্মরোগ (Lupus)। পারদ-উপদংশবিষজনিত অনমনীয় স্ফীতিযুক্ত ক্ষত। গ্রন্থিসকল প্রদাহান্বিত, স্ফীতি ও অনমনীয় (আর্জেন্ট্-নাই: কোণা:)।

বৃদ্ধি।—শীতল বাতাস লাগিবামাত্র, সন্ধ্যার পর শয়নান্তে এবং রাত্রিতে। উদরাময় (উদরাময়)।

সম্বন্ধ।—**দোষঘ্ন বা প্রতিবিষ**—হ্রাস্; সিপী, পুনঃ পুনঃ সিষ্টাস্ প্রয়োগ-ব্যবধান কালে বেল্: কার্ব্বো ভেজি ফস্ প্রভৃতি প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

সদৃশ।—আর্জেন্ট্-নাই আর্জেন্ট্-মেট্: কার্ব্বো-ভেজি: কোণায়াম্ থাইরইডিন্: ব্যাসিলাইনাম্।

শক্তি।—প্রথম দশমিক ৬ষ্ঠ, ৩০ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্লিম্যাটিস্ ইরেক্টা

(CLEMATIS ERECTA).

নামান্তর।—ভার্জ্জিনস্ বাউয়ার।

প্রস্তুতি।—পত্র ও ডাঁটা হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ক্যান্সার বা কর্কটীয় ক্ষত, চক্ষুর পীড়া; মুখে ব্রণ; প্রমেহ; মাথাব্যথা; বাত; অণ্ডকোষপ্রদাহ, দন্তশূল, মূত্ররোধ।

উপযোগিতা ও আভাস।—রুদ্ধ প্রমেহ জনিত যত প্রকার রোগ হইতে পারে, সে সকলেই ক্লিম্যাটিস এর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। পল্‌সেটিলা প্রয়োগ দ্বারা অবরুদ্ধ স্রাব পুনঃ স্থাপিত এবং যন্ত্রণাদি উপশমিত হইবার পর, ক্লিম্যাটিস্ প্রয়োগ করিলে রোগের অবশিষ্ট লক্ষণাদি অতি সুচারুরূপে দূরীভূত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাপ্রধান, বাতপ্রধান এবং উপদংশবিষদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়াদিতেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক। দিবাভাগে, এমন কি প্রাতঃকালে পর্য্যন্ত রোগীর অত্যন্ত নিদ্রাবেশ হয়। ইহার একটী প্রধান স্নায়বিক লক্ষণ এই যে, রোগী শয়ন করিবার পর, তাহার সমগ্র দেহে প্রকম্পন অনুভূত হইয়া থাকে। পেশীসকল আনর্ত্তিত হয় এবং রোগী অত্যন্ত দৈহিক স্বস্তি বোধ করে। এতদ্-ব্যতিরেকে স্নায়ুশূল, অণ্ডকোষাদি গ্রন্থির প্রদাহ ও অনমনীয়তা, পামাকচ্ছু বিশেষে এবং চর্ম্মরোগ প্রবণ ব্যক্তির বাতরোগে ইহা অতিশয় হিতকর। নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার নির্ব্বাচনে বিশেষ সাহায্যকারী :—(১) বুদ্ধিবিলোপক শিরোবেদনা, মস্তিষ্ক মধ্যে বিদারণবৎ এবং মস্তকের অস্থিফলক মধ্যে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা। (২) চক্ষুদ্বয় শুষ্ক, আরক্তিম এবং উত্তাপযুক্ত; "কট্ কট্ ঝন্ ঝন্" কারী বেদনা ও জ্বালা যুক্ত; অক্ষিগোলকের মধ্যস্থলে

বেদনা; অশ্রুসেক বা চক্ষু দিয়া জল ঝরা; চক্ষু মধ্যে শীতল বায়ু সংস্পর্শকাতরতা, উপদংশ দোষ জন্য চক্ষুর তারকামণ্ডল-প্রদাহ (Syphilitic Iritis)। (৩) কর্পরত্বক বা মস্তকের আবরণ (Scalp) অত্যন্ত কণ্ডুয়ন যুক্ত; মস্তকের উপর, বিশেষতঃ শিরোপশ্চাতে, এবং হস্তে পামাকচ্ছু (Eczema) উদ্গম; শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি। (৪) বঙ্ক্ষণীয় বা কুঁচকী প্রদেশের গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। রেতোরজ্জু মধ্যে আকর্ষণ ও টান বোধ। (৫) মুত্রাশয়ের উত্তেজনা প্রবণতা, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ হয়, অতি কষ্টে প্রস্রাব হইয়া থাকে, বিশেষতঃ প্রস্রাব আরম্ভের সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়। মূত্রনালীর রোধ বশতঃ প্রতি বারে প্রস্রাব করিতেই অত্যন্ত প্রয়াস পাইতে হয়। (৬) অণ্ডকোষ মধ্যে আঘাতজনিতবৎ ব্যথা; রাত্রে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি। প্রমেহস্রাবরোধ জনিত একশিরা।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রায় চিন্তাশক্তি রহিত (ইথীউ: এপীস্; ব্যাপ্: ক্যালী-নাই: ন্যাট্-কার্ব্: ন্যাট্-সল্ফ্: নক্স্-মস্: অনস্মোড্: সিপি:)। একাকী থাকিতে ভীত হয় (অ্যাণ্ট্-টার্ট্: আর্স্: বিস্মুথ: কোণা: হায়ো: ক্যালী-কার্ব্: লিলীটাই: ল্যাক্-ক্যান্: লাই: সিপী: ষ্ট্রাম্: ইল্যাপ্স্-কোর‍্যাল্: ভেরেট্:), কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর সহিতও সাক্ষাৎ করিতে চাহে না (আর্স্: ক্যালী-ফস্: সিপী: ষ্ট্যান্: থূযা)। চিত্ত বিষাদযুক্ত এবং সর্ব্বদা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করে (অ্যামন্-কা: চিনিন্-সাল্ফ্: অ্যাক্টী: কিউপ্রাম্: অ্যাসিড্-হাইড্রো: লরো: লিলী-টাই: ম্যাগ্-কার্ব্: স্কুটেলেরিয়া; সিপী: ভ্যালি: ভেরেট্:)।

মস্তক।—বাম শঙ্খদেশে বা রগে অত্যন্ত বেদনা,—বোধ হয় যেন গর্ত্ত করিতেছে। মস্তিষ্কের সম্মুখাংশে যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ হয়; উপবিষ্টাবস্থা অপেক্ষা শায়িতাবস্থায় এবং পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে বেদনা অধিক বৃদ্ধি তৎসহ মস্তক ভার বোধ। শিরোপশ্চাৎ হইতে গ্রীবাপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত রসগুটী উদ্গত হয়,—রসস্রাবী, অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত, "সড় সড়" করে এবং হুলবেধবৎ অনুভব সহ কণ্ডুয়ন; রস শুষ্ক হইয়া প্রায়ই চিপিটিকায় (চটায়) পরিণত হয়; শয্যার উত্তাপে কণ্ডুতির বৃদ্ধি হয়; কণ্ডুয়ন করিলে অতি সামান্য এবং অল্পকালের জন্য উপশম বোধ।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে 'কর্ক্কর' করে (ল্যাকৃটাউকা: লাই:; মার্ক্: নক্স্; পডো),—চক্ষু মুদিত করিলে বৃদ্ধি পায় (ক্রোকাস্); আবার চক্ষু উন্মীলন করিলেও আলোক অসহনীয় বোধ হয় (অ্যাকো: আর্স্: বেল্: হউক্রে: সল্ফ্:)। দীর্ঘকালস্থায়ী অক্ষিপুট পার্শ্বের আরক্ততা এবং তন্মধ্যে উত্তেজনা অনুভব। তারকামণ্ডল প্রদাহ চক্ষু হইতে জল পড়ার জন্য অক্ষি-মুকুরের সহিত তারকা সংলগ্ন হইবার আশঙ্কা (Plastic Iritis—মার্ক-সল্: মার্ক-কর্: হ্রাস্: [অস্ত্র চিকিৎসার পর]; টেরিব: থূযা) একপ্রকার চক্ষুপ্রদাহ (Pustular Coujunctivitis) =অ্যাণ্ট্-টার্ট্: প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে,—চক্ষু প্রদাহান্বিত ও বহিঃভ্রষ্ট, তৎসহ শিরোদক্র

(Tinea Capitis) (মিড়হ্রাইন্: সিপী.)। চক্ষুমধ্যে যেন ত্বকক্ষয় হইয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা,—কৈশিক (Capillary) শিরা সকল স্থূলতর প্রতীয়মান হয় এবং চক্ষু হইতে নিরন্তর জল পড়িতে থাকে; চক্ষু মুদ্রিত করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়; কিন্তু শীতল নির্ম্মল বায়ু অসহনীয় বলিয়া চক্ষু উন্মীলিত করিতে সাহস করে না, সকল বস্তুই কাল দেখায় (বেল্: ক্যালী কার্ব্: ম্যাগ্-কার্ব্· ফস্· সিপী সাইলি: ষ্ট্রাম্: হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে আবির্ভাব হয় ল্যাক্ ক্যান্: লাই: পল্‌সে.)।

নাসিকা।—ভয়ানক সর্দ্দি সহ পুনঃপুনঃ হাঁচি। নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত রঞ্জিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। নাসিকার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা উদ্গত হয়;—যেন রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল রক্তহীন ও পীড়াব্যঞ্জক। মুখের দক্ষিণপার্শ্বে নিরন্তর ব্যথা করে এবং ঐ পার্শ্ব স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় ধূমপান করিলে উপশম হয়,—কিন্তু আক্রান্ত পার্শ্বে স্পর্শ করিলে বা শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি। মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা উর্দ্ধগামী হইয়া চক্ষু, কর্ণও শঙ্খদেশে বা রগে সঞ্চারিত হয়। হনুতলস্থ গ্রন্থিসকল স্ফীত হইয়া থাকে এবং তদুপরে কঠিন গুটিকা উদ্গত হয়।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—সূক্ষ্ম শলাকাবেধ ও আকর্ষণবৎ বেদনা,—রাত্রিকালে শয্যার উত্তাপে ও ধূমপান করিলে বেদনার বৃদ্ধি, মুখমধ্যে শীতল জল ধারণ করিলে, কিছুক্ষণের জন্য ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে টানিলে এবং নির্ম্মল বায়ু লাগিলে উপশম। এক টুকরা আহার্য্য দ্রব্যাদি দন্তমধ্যে আবদ্ধ হইলে বেদনার পুনরাবির্ভাব; উপদংশ দোষজ পীড়াদিতে পারদ প্রয়োগ জনিত দন্তশূল। মুখের গন্ধ অন্যের নিকট ঘৃণাজনক বোধ হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়।

প্রস্রাব।—মূত্রস্থলীর স্নায়ুশূল, মূত্রনালী বা রেতোরজ্জু অধিকাংশ স্থলে অধিক যন্ত্রণার স্থল হয়। প্রস্রাববেগ পুনঃ পুনঃ কিন্তু পরিমাণে অতি অল্প। মূত্র নির্গমন বোধ, মূত্র নির্গমন আরম্ভের সময় কিম্বা নির্গত হইতে হইতে যখন বন্ধ যায় তখন অত্যন্ত জ্বালা করে। পূযবৎ তলানি পড়ে। প্রসবান্তে অজ্ঞাতসারে ফোটা ফোঁটা মূত্র নির্গত হইতে থাকে। বহুকালব্যাপী মূত্রনালীর অবরোধ (Stricture),—অতি কষ্টে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র স্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ স্ফীত ও অনমনীয় (স্পঞ্জীয়া; হ্রডো: অরাম্) এবং অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত। মুষ্কের দক্ষিণ পার্শ্ব স্ফীতি,—অণ্ডকোষ শিথিল, এবং ঝুলিয়া পড়ে (পল্‌সে. ক্যান্থা:)। রুদ্ধ প্রমেহজনিত জনন ও প্রস্রাব ইন্দ্রিয়ের পীড়াদি (পল্‌সে: মিডহ্রাইন:)। দক্ষিণপার্শ্বস্থ রেতোরজ্জু স্পর্শাসহ অণ্ডকোদ্বয় উর্দ্ধাকৃষ্ট (অরাম্: আর্জেণ্ট নাই: স্পঞ্জীয়া) হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম স্তন মধ্যে কর্কটীবৎ অর্ব্বুদ (Scirrhus = কোণা: ফাইটো:),—ঐ পার্শ্বস্থ গ্রন্থি বা স্কন্ধদেশে বা বাহুতে শলাকাবেধবৎ যন্ত্রণা,—অত্যন্ত বেদনা-জনক; শীতল বায়ুতে এবং রাত্রিকালে ও শুক্লপক্ষের শেষভাগে যন্ত্রণার বৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। ক্ষতপার্শ্বে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষমধ্যে চাপ বোধ হয়। বক্ষঃস্থলে নিরন্তর বেদনা বোধ হয়, বাম পার্শ্বে অধিক, বেদনা সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ। হৃৎপিণ্ডের নিকটে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ অনুভব, ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে বেদনার গতি বোধ হয়।

ত্বক ও প্রত্যঙ্গাদি।—পদাঙ্গুলি সকল কণ্ডুয়নশীল, সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে; পদাঙ্গুলিমধ্যে অত্যন্ত স্বেদ স্রাব। চর্ম্মোদ্ভেদ (Eruption),—শুক্লপক্ষে অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত এবং কৃষ্ণপক্ষে শুষ্ক হইয়া যায়, রসযুক্ত পামাকচ্ছু (Eczema) ভয়ানক কণ্ডুয়নশীল। ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিলে, শয্যার উত্তাপে এবং ভিজা পটি দিলে বৃদ্ধি হয়। হনুতলস্থ এবং বঙ্ক্ষণ-দেশীয় কুঁচকীর (Inguinal) গ্রন্থি সকল স্ফীতি ও প্রদাহযুক্ত।

বৃদ্ধি।—শয্যার উত্তাপে, উজ্জ্বল আলোকে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে, ধূম পানে (দন্তশূল) এবং ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিলে (চর্ম্মরোগ)।

উপশম।—ধূমপানে (মুখের বেদনা), নির্ম্মল বাতাসে এবং ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিলে (দন্তশূল)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—পল্‌সে, মিডহাইন অরাম; ষ্টাফ সাইলি ক্যাম্ফা· অ্যা-ফস:। সাইলিশিয়ার পর ক্লিম্যাটিস্ বিশেষ উপযোগী। চর্ম্মোদ্ভেদ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ শিরোপশ্চাৎ ও গ্রীবাদেশীয়, ইহা পেট্রোলীয়ামের সদৃশ। দন্তশূল সম্বন্ধে ব্রাইযোনীয়া ক্লিম্যাটিসের প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।

তুলনীয়।—আর্স (চর্ম্ম), পল্‌স (প্রমেহজনিত অণ্ড-প্রদাহ); বেল, ব্রায়ো ক্যান্থ, ডলকাম (উপদংশ ক্ষত), প্রদাহ, মার্কু ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক।

কোব্যাল্‌টাম

(COBALTUM).

প্রস্তুতি।—ধাতুর বিচূর্ণ; এবং আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—কোষ্ঠবদ্ধ; চক্ষুর পীড়া; প্রমেহ; রক্তস্রাব, শিরঃপীড়া, যকৃতের বিকৃতি, কটীশূল, কৃত্রিম মৈথুনের ফল।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইন্দ্রিয়সেবাতিশয্য বশতঃ সম্পূর্ণ স্নায়বিক অবসাদ, শ্রোণি বা পশ্চাৎকটি দেশে বেদনা, মেরুমজ্জার ক্ষয় প্রভৃতিতে ইহার উপকারিতা অধিক। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—কটিবেদনা, বসিলে বৃদ্ধি; আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলে, পাদচারণ কিম্বা শয়ন করিলে উপশম। রেতঃস্খলনান্তে কটিবেদনা। পুনঃ পুনঃ নৈশ রেতঃস্খলন; তৎসহ কামোদ্দীপক স্বপ্ন; আংশিক লিঙ্গোদ্গম বা আদৌ

লিঙ্গোদ্গমাভাব; পুরুষত্ব হীনতা। শিরোবেদনা, সম্মুখদিকে হেঁট হইলে বৃদ্ধি (পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে বৃদ্ধি—ক্লিম্যাট:)। মস্তকে ও গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উদ্গম; শয্যার সংস্পর্শে গাত্র কণ্ডুয়ন। চক্ষু মধ্যে উত্তেজনা ও শূলবেধবৎ বেদনা, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে অশ্রুস্রাব; ক্ষয়িত দন্তে বেদনা এবং ঐ দন্ত বৃহৎ ও স্পর্শাসহ বোধ হয়। জিহ্বা গাঢ় শ্বেত-লেপাচ্ছন্ন; মধ্যস্থল ফাটা ফাটা। নৈশভোজনে অরুচি। মূত্র উগ্র গন্ধবিশিষ্ট। নিদ্রালুতা; নিদ্রায় আরাম পায় না।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক উত্তেজনায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। চিত্ত অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিযুক্ত; কল্পনাশক্তি অত্যন্ত প্রবল,—মনোমধ্যে দ্রুত বেগে ভাবের পর ভাব উদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বদা বিদ্যা-চর্চ্চার স্পৃহা (ক্যারিকা পেপায়া; পেডিকিউলাস:)। মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করিতে নারাজ (ক্যাম্প: কর্ণাস-সার্:)। স্বীয় স্বাস্থ্য বা মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাস্য প্রদর্শন করে (ল্যাক্-ক্যান: স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্নবান = পল্সে: সিপী:)।

মস্তক।—বাহ্যের সময় রোগীর বোধ হয় যেন তাহার মস্তক প্রসারিত হইতেছে। শিরোবেদনা,—মস্তক সম্মুখদিকে অবনত করিলে বৃদ্ধি হয় (ব্রাই: ক্যাল্কে-ফস কলো: ক্রিয়ো: ইগ্নে: ল্যাকে: পেট্রোল: পল্স: সিপি: সাইলি: স্পাই: ষ্ট্যাফি:)। প্রতিবার হঠাৎ দেহ সঞ্চারিত হইলে বোধ হয় যেন ব্রহ্মতালু উড়িয়া যাইবে (বাপ: অ্যাক্টী: হ্যাট-ক্লো: ইউকা: ক্যামো:) মূর্দ্ধাদেশে, দাড়ী এবং চিবুক অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত,—চুলকাইলে জ্বালা করে।

চক্ষু।—লিখিবার সময় চক্ষুমধ্যে শূলবেধবৎ বেদনা এবং চক্ষু উন্মীলিত করিবার সময় বোধ হয় যেন অক্ষিপুটদ্বয় সূত্রদ্বারা টানিয়া রাখা হইয়াছে এবং সেই সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। পড়িবার সময় দৃষ্টি কম্পিত হইয়া উঠে এবং বর্ণ সকল তিমিরাবৃত বোধ হয়। দৃষ্টিশক্তির পরিচালনা কালে চক্ষুমধ্যে কর্কর ও জ্বালা করে। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে চক্ষুমধ্যে বেদনা বোধ হয় এবং চক্ষু ও নাসিকা হইতে জল পড়িতে থাকে; বোধ হয় যেন চক্ষুমধ্যে ধূলিকণা পতিত হইয়াছে।

মুখবিবর।—ওষ্ঠ হইতে শল্ক (ছাল) উঠিয়া যায় এবং উহা ক্ষতযুক্ত ও রক্তাক্ত হয়। হনুদ্বয় সবলে সংবদ্ধ রাখিবার ইচ্ছা। কীটভুক্ত দন্তে অত্যন্ত বেদনা (বেল: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: হায়ো: ল্যাকে: ক্রিয়ো: মার্ক: পল্সে: হ্রাস: ষ্ট্যাফ:) এবং ঐ দন্ত দীর্ঘতর বোধ হয় (ব্রাই: কষ্টি: ক্লিম্যাট: সল্ফ)। মাড়ী স্ফীত, ব্যথাযুক্ত এবং ক্ষতযুক্ত বোধ হয়; ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—আহারান্তে হিক্কা (সাইক্ল্যাম্: হায়ো: ইগ্নে: মার্ক্: নক্স্-যুগ্: জিঙ্কাম্), তৎসহ উদরোর্দ্ধপ্রদেশে বেদনা (টিউক্:)। প্রাতে মলত্যাগান্তে বাতকর্ম্ম। পাকস্থলী মধ্যে বেদনা সহ উদ্গারের সহিত অম্লাক্ত বা তিক্ত স্বাদযুক্ত জল গলমধ্যে উত্থিত হয় (অ্যামন্-কার্ব: ক্যাষ্টোর: ক্যাল্কে-কষ্টি: অ্যা-সল্ফ্:)। পাকস্থলী বোধ হয় যেন অপরিপাচিত

ভুক্ত দ্রব্যাদি পূর্ণ রহিয়াছে। যকৃৎ প্রদেশ হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়। সামান্য আহার করিলেও উদর পরিপূর্ণ বোধ হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড্: কার্ব্বো ভেজি: ক্যাষ্টোর: সিঙ্কো: ক্রোক্: লাই: নক্স্-ভম্: ওলি-অ্যান্: সলফ্:)। আহারান্তে উদরে অত্যন্ত বেদনা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—রোগী চলিয়া বেড়াইতে বাধা হয়।

মল।—পাদচারণ কালে প্রবল বেগ,—দণ্ডায়মান হইলে বেগের বৃদ্ধি হয়; মল—অধিক পরিমাণ, জলবৎ এবং নল হইতে জল নির্গমনের ন্যায় বেগে নির্গত হয় (ন্যাট্: পডো: থুযা:)। সময়ে সময়ে কোমল ও বৃহৎ গুটিলাময় মল নির্গত হইয়া থাকে; তৎসহ মলদ্বারাবরোধক পেশীতে বেদনা; মল নির্গমন কালে শিরোঘূর্ণন ও মলত্যাগান্তে কুন্থন। মল কখনও কঠিন কখনও পাতলা এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে (অ্যাব্রোট: অ্যাণ্ট-ক্রুড: অ্যাণ্ট-টার্ট: আয়োড: ল্যাকে: নক্স: হ্রাস: রীউটা:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রিকালে পুনঃ পুনঃ রেতঃস্খলন,—তৎসহ অশ্লীল কামোদ্দীপক স্বপ্ন; আংশিক লিঙ্গোদ্গম কিম্বা আদৌ লিঙ্গোদ্গম হয় না; ক্লৈব্য। দক্ষিণ অণ্ডকোষে তীব্র বেদনা,—প্রসবান্তে উপশম হয়। জননেন্দ্রিয় ও তলপেটে পীত-কপিশ বিন্দু সকল উদ্গত হয়। মূত্রনলীর অগ্রভাগে বেদনা ও হরিদ্বর্ণ পূয স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষকক্ষুকে কাসি; গয়ার,—তৎসহ শোণিত-রঞ্জিত গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মা, স্বরনলী মধ্যে পূর্ণতা ও চাপবোধ; গলমধ্যে ত্বকসংকর্ষণ ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব ও জ্বালা বোধ হয়; হনুদ্বয় দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা; টিপিলে, শূন্য ঢোক গিলিলে ও ঠাণ্ডা জল পান করিলে বৃদ্ধি হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে, উদরের পশ্চাতস্থ পৃষ্ঠে এবং কটীদেশে বেদনানুভূতি। রেতঃস্খলন বশতঃ কটী বেদনা। কটীদেশে কিম্বা মেরুদণ্ডে নিরন্তর বেদনা, উপবেশন করিলে বৃদ্ধি হয়; দণ্ডায়মান হইলে, পাদচারণকালে বা শয়ন করিলে বেদনার লাঘব হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—যকৃৎপ্রদেশ হইতে উরুদেশে পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা দ্রুতবেগে সঞ্চারিত হয়। রেতঃস্খলন বশতঃ জানুদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল। পদদ্বয় কম্পনযুক্ত,—উপবেশন করিলে বৃদ্ধি। নিদ্রাগমন কালে হস্ত পদাদি চমকিয়া উঠিতে থাকে। পাদস্বেদ,—বিশেষতঃ পদাঙ্গুলির মধ্যপ্রদেশে,—ঘর্ম্ম অম্ল বা দুর্গন্ধযুক্ত,—জুতার সুখতলার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট (গ্র্যাফ: ব্যারাই: মিডহ্লাইন: সেলিন:)। পদতলে সূচিবেধবৎ অনুভব (অ্যাগার:)।

নিদ্রা।—কামোদ্দীপক অশ্লীল স্বপ্ন বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। আংশিক বা বিনা উদ্গমে নিদ্রাবস্থায় রেতঃস্খলন।

বৃদ্ধি।—মস্তক অবনত করিলে (শিরোবেদনা), পাদচারণ কালে ও দণ্ডায়মান হইলে (মলবেগ), উপবেশন করিলে (পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ডের বেদনা), ঠাণ্ডা বায়ুতে (চক্ষু বেদনা ও দন্তশূল) এবং ঠাণ্ডা জল পান করিলে (কাসি)।

উপশম।—পাদচারণ করিলে (উদরের বেদনা), দাঁড়াইলে, পাদচারণ করিলে ও শয়ন করিলে (কোমর ও মেরুদণ্ডের বেদনা)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—মিডহ্বাইনাম ; সেলিনীয়াম্ ; জিঙ্কাম ; ষ্ট্যাফ: অ্যাগ্নাস-ক্যাষ্ট: সিপীয়া।

তুলনীয়।—জিঙ্কাম (পৃষ্ঠবেদনা) ; আগনস্ (ধ্বজভঙ্গ) ; নক্স-ভ (কৃত্রিম মৈথুন ফল) ; সেলিনিয়ম ইত্যাদি।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

কোকা

(COCA).

নামান্তর।—এরিথ্রক্সিলন্ কোকা [Erythroxylon Coca]।

প্রস্তুতি।—দক্ষিণ আমেরিকা ও বলিভিয়াতে পাওয়া যায়। ইহার পত্র হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—হৃৎশূল ; হাঁপানি ; কোষ্ঠবদ্ধ ; কাস ; বধিরতা ; দুর্ব্বলতা ; জ্বর ; হৃৎপিণ্ডের পীড়া ; অর্শ ; বাত ; গণ্ডমালা ; শীতাদি ; স্বরের ক্ষীণতা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল ব্যক্তি অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বশতঃ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন এবং যাহাদিগের স্নায়ু ও মস্তিষ্ক অপরিমিত চালনা বশতঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, নিয়মিতরূপে "কোকা" সেবন করিলে তাহাদিগের সেই ক্লান্তি ও অবসাদের সম্পূর্ণ লাঘব হয় এবং তাহারা নূতন বলে বলীয়ান হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে ; মল্লক্রীড়া করিতে করিতে হাঁপাইয়া যায়, বৃদ্ধগণ সামান্য পরিশ্রমে দমশূন্য হইয়া পড়ে, ধূমপান ও সুরাদি সেবনাতিশয্যজনিত পীড়া, অপরিমিত পরিশ্রমজনিত হৃদ্স্পন্দন, পর্ব্বতারোহণ জনিত ক্লান্তি প্রভৃতি অবস্থায় ইহার উপযোগিতা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্নায়বীয় অবসাদ জনিত সর্ব্বদা বিমর্ষচিত্ত, লজ্জাশীল, ভীরু ও দশজনের সমক্ষে থাকিলে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বিষাদযুক্ত অথচ উত্তেজনাপ্রবণ ; নির্জ্জনতা ও অন্ধকার ভালবাসে (আলোক ও বন্ধুবান্ধবের সম্মিলন ভালবাসে=ষ্ট্র্যামো:)। হিতাহিত বুদ্ধি হীনতা।

মস্তকাদি।—শিরোঘূর্ণন সহ শিরোবেদনা (অ্যানাক: কষ্টি: চিনিন্‌সল্‌ফ: লাই: অ্যাণ্ট-টার্ট: শিরোবেদনা সহ শিরোঘূর্ণন=আর্জেণ্ট নাই: ব্যারাই-কার্ব্ব: ল্যাকে: অ্যা-নাইট্রিক:)। শিরোঘূর্ণন সহ শিরোপশ্চাদ্ভাগ হইতে সাংঘাত বা আঘাত প্রাপ্তি বোধ (বেল: কষ্টি. নক্স: স্যাঙ্গুইই: সিপী: স্পাই ষ্ট্যানাম্; ক্রোক্: অ্যাসিড-সল্‌ফ:)। কর্ণকূজন,—কর্ণমধ্যে নানা প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। দ্বিদর্শন (বেল: সাইকীউ: ডিজি. হায়ো: ন্যা-মি: ওলীয়্যান্: পল্‌সে: সিকেলি: ভেরেট)। জিহ্বা কোমল লেপাবৃত; প্রাতে মুখে কোন স্বাদ থাকে না; নিদ্রা-ভঙ্গান্তে মুখমধ্য অত্যন্ত বিশুষ্ক বোধ হয়। মুখে যেন ঝাল লাগিয়াছে এইরূপ বোধ।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—সুরাদি সেবন (আর্স: ল্যাকে: নক্স; বীউফো: পল্‌সে: ষ্ট্যাফ সল্‌ফ. অ্যা-সল্‌ফ) ও ধূমপানের (ড্যাফনা; ইউজি: ষ্ট্যাফ: থিরিড) জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীলতা। দীর্ঘকালব্যাপী অরুচি (ক্রিম্যাট: প্রুনাস-স্পাই: জেণ্টিয়ানা-লুটীযা)। অন্ত্রমধ্যে আবদ্ধ আধ্মানবায়ু সশব্দে এবং প্রবল বেগে অন্ননালী (Esophagus) মধ্যে উত্থিত হয়, যেন উহা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। আবদ্ধ আধ্মানবায়ু জনিত ভয়ঙ্কর হৃদস্পন্দন (আর্জেণ্ট-নাই: নক্স:); অত্যধিক তাম্রকূট ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার জনিত পীড়াদি। উদর অত্যন্ত আধ্মান-যুক্ত। মিষ্টান্ন (অ্যামন্ কার্ব. কার্ব্বো-ভেজি ইপিক. ক্যাল্‌কা-কার্ব লাই. স্যাবাড. সল্‌ফ ক্যাল্‌কে:) ব্যতীত আর কোন দ্রব্যেই রুচি নাই। দন্তপীড়া,—অর্থাৎ দন্তে কীটাক্রমণ বশতঃ চটা উঠা। ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসাল্পতা বা শ্বাসক্লেশ বিশেষতঃ বৃদ্ধ মনুষ্য (অ্যাসিড-ফ্লু: হ্যান্:), এবং অত্যধিক সুরাপায়ী বা তামকূট সেবীদিগের। শোণিত রঞ্জিত নিষ্ঠীবনের সহিত শোণিত স্রাব তৎসহ বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা (ফেরাম অ্যাসেট্: ক্ষুক্ক্ষুকে কাসির সহিত পুনঃ পুনঃ রক্ত উঠে=অ্যাকো বার বার অল্প পরিমাণে শোণিত নির্গমন=ফস্: শুষ্ক কাসি সহ শোণিতাক্ত গয়ার নির্গমন=অ্যাকলিফা-ইন: সামান্য কাসির উজ্জ্বল সফেন শোণিত=মিলিফো: বুক্কাস্থির পশ্চাতে কণ্ডুয়ন এবং কাসিসহ সফেন উজ্জ্বল শোণিত=ফেরাম অ্যাসেট্: কৃষ্ণাভ বা জমাট-রক্ত=হ্যামা: বুক্কাস্থির পশ্চাতে কণ্ডুয়ন, কাসি ও বিবমিষা সহ কৃষ্ণাভ বা জমাট শোণিত=ইপিক্:)। ভয়ঙ্কর হৃদস্পন্দন,—অন্ত্রমধ্যে আধ্মান বায়ু (Flatus) নিরোধ হেতু (আর্জেণ্ট নাই নক্স); শারীরিক পরিশ্রমাতিশয্য জনিত (অ্যামন-কার্ব: আয়োড: পডো: অ্যাম্পারেগ বেল্ সল্‌ফ নাইট্রাম থুয়া—মানসিক পরিশ্রমা-তিশয্যজনিত=ইগ্নে: অ্যা-ফ্লু হ্যাস: মিফাইটিস্; ষ্ট্যাফ.), হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য জনিত (আর্ণিকা: বোর: কষ্টি:)। ফুসফুসান্তর্গত ও বাহ্য জগতের বায়ুর ঘনত্বের প্রভেদ জনিত শ্বাস-যন্ত্রের পীড়াদি—যেমন পর্ব্বতারোহণ ব্যোমযানারোহণ হইতে উৎপন্ন হয়। (আর্স. অ্যাস্পা-রেগাস্)। স্বরতন্ত্রর দুর্ব্বলতা,—স্বর উচ্চ করিলে কাটিয়া যায় (আর্জেণ্ট নাই:)। স্বরভঙ্গ, কথা কহিলে বৃদ্ধি হয়।

প্রস্রাব।—ক্লৈব্য সহ বহুমূত্র রোগ। শয্যামূত্র।

বৃদ্ধি।—মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমাতিশয্য; কথা কহিলে; দন্তোদ্গম কালে।

নিদ্রা।—নিদ্রাবেশযুক্ত, কিন্তু কিছুতেই আরাম বোধ হয় না কিম্বা কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালে রাত্রিকালে অনিদ্রা ও অস্থিরতা।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্স: অ্যাস্পারেগাস্: অ্যাসিড-ফ্লু: হ্রাস: মিফাইটিস্ পিউ: (নিম্নক্রম)।

তুলনীয়।—আর্স (উচ্চে উঠাব মন্দ ফল); ষ্ট্রামোনিয়ামে সঙ্গ ও আলোক স্পৃহা, ইহাতে নির্জ্জনতা ও অন্ধকাব স্পৃহা।

দোষঘ্ন।—জেলস্মিয়ম।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট হইতে ১২ শততমিক ক্রম।

কোকেইন্‌

(COCAINE.)

প্রস্তুতি।—কোকা হইতে উৎপন্ন উপক্ষার বিচূর্ণ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ ক্লার্ক লিখিয়াছেন,—কোকেইন্ (কোকার উপক্ষার বা সার ভাগ) স্থানিক অসাড় উৎপাদক; ইহাব প্রধান লক্ষণ ত্বকের নিম্নে বালুকা কণা রহিয়াছে অনুভব, কখন বা কীট সঞ্চবণ বোধ হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—তাহার নিরন্তর চেষ্টা কোন মহৎ কার্য্য (সকলের উপকাব হয় এরূপ কার্য্য—সিরীয়াস-বন:) কিম্বা কোন অসীম বলেব পরিচায়ক কীর্ত্তি সম্পন্ন করে, বাহাদুরী করিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল। বহুভাষী,=অনবরত বকিতে থাকে (অ্যাগার্: ক্যানাব্ ইণ্ডি: অ্যাক্টী: জেল্সি: গ্লোন্: হায়ো: ক্যালী আয়োড: ল্যাকে: ল্যাচ্‌ন্যান্: ওপী: প্যারিস: পডো: পাইরোজ: সেলিন্: ষ্টিক্টা: ষ্ট্রাম: টিউক্র: থিরিড)। সর্ব্বদা তাহার মনে হয় যেন লোকে তাহার উপর অত্যাচার করিতেছে (ব্যারাই: সিঙ্কো: ক্যালী-ব্রম্: ল্যাকে:)। কীটপতঙ্গের ভ্রম দর্শন,—যেন তাহার চতুর্দ্দিকে ছারপোকা, পোকা ইত্যাদি বেড়াইতেছে। তাহার বোধ হয় যেন তাহার গাত্রত্বকের নিম্নে কোন বাহিরের পদার্থ বা কীট ভ্রমণ করিতেছে (ব্যারাই: ল্যাক্টীউ: স্যাবাড জীব নড়িতেছে=ক্রোক্: থুযা; স্যাবাই: সল্ফ: ক্যাল্কে-ফস্: এরাণ্ডো: ক্যানাব্ স্যাট:—মস্তক মধ্যে=পেট্রোল: সাইলি: পাকাশয় মধ্যে=চিয়োন্যান্:)। হিতাহিত বুদ্ধি বিলুপ্ত (কোকা)। স্বীয় দেহের পরিচ্ছন্নতা বা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আদৌ তাচ্ছিল্য। তাহার বিশ্বাস লোকে তাহার নিন্দা করিতেছে (ব্যারাইটা-কার্ব:)। মস্তিষ্কের ক্রিয়াধিক্য। উন্মত্তের ন্যায় গৃহ মধ্যে ঝোঁকিয়া বেড়ায়। অত্যন্ত উত্তেজিত, কোন বিষয়ে মুহূর্ত্তের জন্য মনোযোগ দিতে

পারে না। কেহ তাহার দিকে চাহিলে বা তাহাকে স্পর্শ করিলে মহা রাগ। সকল বস্তুই দগ্ধ করিতে চাহে। কেহ বাধা দিলে তাহার সহিত মারামারি ও চীৎকার করিতে থাকে।

মস্তক।—মস্তকে দপ্ দপানি বেদনা (বেল্: ইউপেট্: ক্রিয়ো: পেট্রোল্: থ্লাস্-ব্যাডিক্: সিপী: সাইলি: সল্ফ টঙ্গো, ভেরেট্) এবং যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম এইরূপ অনুভূতি (অ্যামন কার্ব বেল ক্যাম্প সিঙ্কো: ড্যাফনী, ইগ্নে ক্রিয়ো মার্ক: হ্যাট-মি: নক্স; ব্যাটান্: সাইলি স্পঞ্জীয়া)। শ্রবণশক্তির প্রখরতা (আর্স: বেল্ ব্রাই ক্যানেড. কফী কোণা: ল্যাকে: লাই: সিপী. সাইলি: থিরিড ভায়োলা-ওডো)। কর্ণকুজন,—কর্ণ মধ্যে নানা প্রকার শব্দ (অ্যাকো: বেন: কষ্টি সিঙ্কো কফী চিনিন্ সল্ফ ল্যাকে লাই: হ্যাট মি. নক্স:; পিপী: ক্যাল্কে-কষ্টি)।

মুখমণ্ডল।—অনবরত চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া রাখে, চক্ষু আবৃত করিবার জন্য গৃহমধ্যস্থিত যে কোন বস্তুর পশ্চাতে যাইয়া লুক্কায়িত হয়, কোনরূপ আলোক তাহার অসহনীয়—চক্ষের যন্ত্রণা উৎপাদন করে। দুই হস্তের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গৃহমধ্যে মাতালের ন্যায় টলিয়া বেড়ায়। অক্ষিপুটদ্বয় স্পন্দিত হইতে থাকে, অনবরত চক্ষু মিটি মিটি করে। চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক এবং তারকা বিস্ফারিত। নাসিকা, কর্ণদ্বয় এবং দুইটী হস্ত হিমবৎ শীতল। ললাট হইতে উদ্ধোষ্ঠের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ফ্যাকাসে বা রক্তহীন কিন্তু নিম্নাংশ জ্যোতি বিশিষ্ট।

পাকস্থলী।—কেবল তরল ভক্ষ্য দ্রব্যে রুচি—কঠিন বস্তু আদৌ মুখে করিতে চাহে না। মিষ্টান্ন ভক্ষণে অত্যন্ত স্পৃহা (অ্যামন কার্ব কার্ব্বো ভেজি: ক্যাল্কে অষ্ট্: ইপিক্: সাইনা, লাই স্থাব্যাড সল্ফ)। অন্ত্রাশয়, ফুস্ফুস্, পাকস্থলী প্রভৃতি হইতে শোণিত স্রাব (অ্যাকো: কার্ণি ক্রোকাস্, ক্রোটেলাস্; কার্ব্বো ভেজি ফেরাম্, ইপিক্ ল্যাকে: ক্রিয়ো: মিলিফো, ফস্ থ্ল্যাম্পি-বার্সা. ভিঙ্কা)।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা,—উদর স্ফীত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে থাকে, পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইয়া দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস্ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকে। হৃদ্স্পন্দন,—রোগীর বোধ হয় যেন সে একটু নড়িলেই হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হইয়া যাইবে (ডিজিটেলিস—না নড়িলে হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হইয়া যাইবে=জেল্সি:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—অধমাঙ্গের অত্যন্ত সঙ্কোচনানুভব সহ পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ। পেশীর সঙ্কোচন আরম্ভ হইতে রোগিণী সম্মুখে যাহা পায় তাহা সবলে ধারণ করিয়া থাকে এবং অত্যন্ত বলপ্রয়োগ না করিলে রোগিণীর হস্ত হইতে বস্তুটী মুক্ত করা যায় না। তাণ্ডব রোগ (Chorea).—তৎসহ অধমাঙ্গের সঙ্কোচন ও পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ (Twitchiug) (অ্যাক্টীয়া-রেসি: আর্স. কীউপ্রাম-অ্যাসেট অ্যাগারিক: ভেরেট-ভিন্নাইড: ইগ্নে:)। বহুকাল অতিমাত্রা সুরাদি পান ও বার্দ্ধক্যজনিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন (অ্যাগার: অ্যান্ট-টার্ট: অ্যাক্টীয়া; থাইরইডিন্:)। সকম্প পক্ষাঘাত (Paralysis Agitans),—প্রথমে পেশীর কম্পন আরম্ভ হইয়া ক্রমে পক্ষাঘাত উপস্থিত হয় (ট্যারান্টিউলা: মস্তক এবং বাহুর পুরাতন কম্পন=অ্যান্ট-টার্ট: বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হইলে=হেলোডার্মা, অধিকন্তু মার্ক ভাই: হায়ো:)। দর্শন,

শ্রবণ প্রভৃতি শক্তি বিধায়নী স্নায়ুর পক্ষাঘাত। গাত্রত্বকেব নিম্নে বোধ হয় যেন কীটাদি ভ্রমণ করিতেছে; বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগ ও করতল অসাড়, মনে হয় যেন তন্মধ্যে পিপীলিকাদি চলিয়া বেড়াইতেছে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাগাবিকাস: ট্যাবাক্টিউনা; অ্যাক্টীয়া রেসি: ল্যাকেসিস: ডিজিটেলিস্: জেল্‌সি.।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

কক্সীওনেলা সেপ্টেম্পাংটেটা

(COCCIONELLA SEPTEMPUNCTATA).

প্রস্তুতি।—স্ত্রী-উইচিংডা পেষিত করিয়া মাদাব টিঞ্চাব প্রস্তুত কবিতে হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ;—মুখের স্নায়ুশূল; জলাতঙ্ক; দন্তশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং ক্লার্ক বলেন—দন্ত এবং মুখেব স্নায়ুতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে জলাতঙ্ক বোগে ইহা ক্যান্থাবিস সদৃশ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, ললাটদেশীয় স্নায়ুশূল; নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরাবির্ভাবশীল (চিনিন্-সলফ: সিড্রন: ক্যালী-বাই: জিঙ্কাম ফস:); দক্ষিণ ভ্রূদেশে অত্যন্ত বেদনা (বেল: চেল: র‍্যাণান: ক্যাল্মীয়া; ম্যাগ-ফস);—স্পর্শ সহ্য হয় না (সিঙ্কো: ক্যাপ্স: প্লাম.)। শঙ্খ প্রদেশে অর্থাৎ রগে এবং শিরোপশ্চাতে নিবন্তর বেদনা বোধ। শিবঃপীড়াব প্রকোপকালে চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারে না (অ্যাগার: বেল: ন্যাট-মি: ওলীয়াম: সিপী: স্যাঙ্গীউ: সল্ফ:)। উজ্জ্বল চাকচিকাময় বস্তু দর্শনে বেদনার বৃদ্ধি হয় (বেল ক্যান্থাবিস: হাইড্রোফর্ব: ষ্ট্রাম:); নিদ্রায় উপশম হয় (হেলিবো: স্যাঙ্গিউই:)।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—দন্তশূল;—মাড়ী, দন্ত ও মুখমধ্যে (সিষ্টাস), দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা (বেল: অ্যাকো ক্যামো: ষ্ট্যাফ: পল্‌সে:)। বাত্রিতে মুখমধ্যে অত্যধিক পরিমাণে লালাসঞ্চয় বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। আলজিহ্বা অত্যন্ত দীর্ঘতর বোধ হয় (আর্স: ইগ্নে: ল্যাকে: নার্ক: মার্ক-কর: নক্স-ভম: পল্‌সে: সল্ফ:)। হিক্কা এবং পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা।

জলাতঙ্ক।—উজ্জ্বল চাকচিক্যময় বস্তু দর্শনমাত্রে বৃদ্ধি (বেল: ক্যান্থা: হাইড্রোফোবিন্: ষ্ট্রাম:)।

পৃষ্ঠ।—মূত্রগ্রন্থি (কিডনি) প্রদেশে এবং কোমরে অত্যন্ত বেদনা (বার্বা: ক্যানাব-ইন: ক্লিম্যাট: নক্স. ওসিমাম্-কেনাম্; ডায়োস্কো. প্যারীবা-ব্রাভা: ট্যাবাক: মিডহ্বাইন: চিম্যাফিলা ; লাই:)।

হস্তপদাদি।—হিমবৎ শীতল।

বৃদ্ধি।—উজ্জ্বল চাকচিক্যময় বস্তু দর্শনে।

উপশম।—নিদ্রাগমনান্তর।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**—স্পাইজি, থুজা। বেল সিষ্টাস: ক্যাল্ক: ম্যাগ-ফস হাইড্রো-ফোব: ষ্ট্র্যামোন:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ককীউলাস ইণ্ডিকাস

(COCCULUS INDICUS).

নামান্তর।—কাক মারি।

প্রস্তুতি।—ইহার ফল বরবটীর মত ও কৃষ্ণবর্ণ, এই বীজ বিষাক্ত, ইহার চূর্ণ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগ সমূহে ফলপ্রদ হইয়াছে;—ক্রোধের কুফল; অস্থি পীড়া; মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার আবরণে প্রদাহ; তাণ্ডব; শূল; আক্ষেপ; দুর্ব্বলতা; মূর্চ্ছাভাব; ভয়ের মন্দফল; অর্শ; শিরঃপীড়া; অন্ত্রচ্যুতি; সবিরামজ্বর; হাটুতে দুর্ব্বলতা; স্মৃতির ক্ষীণতা, রজোবিকৃতি হেতু মাথাব্যথা; বাধক বা কষ্টরজঃ; অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কুফল; হৃৎকম্পন, পক্ষাঘাত, কর্ণমূল; বাত; যানারোহণ-জনিত মন্দফল; জলযানে ভ্রমণ জন্য বমন, অনিদ্রার কুফল; তন্দ্রালুতা; আক্ষেপ; উদরাধ্মান; শিরোঘূর্ণন; বমন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল অবিবাহিতা বা বন্ধ্যা শিক্ষিতা বা পুস্তকাদির পোকা অর্থাৎ রাত্রি দিন যাহারা পুস্তক লইয়া পাঠ করে, এবং যে সকল রমণী ঋতু ও গর্ভধারণ কালে নানা প্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্তা হইয়া থাকেন, ককীউলাস্ তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক। বিবমিষা,—গাড়ীতে, নৌকাতে বা রেলগাড়ীতে আরোহণ করিয়া কোথাও যাইতে হইলেই তাঁহাদিগের বমনোদ্রেক হয়,—এমন কি গতিশীল নৌকার দিকে দৃষ্টি করিলেও তাঁহাদিগের বমনোপক্রম হইয়া থাকে। সমগ্র দেহের দুর্ব্বলতা, রোগিণীর দাঁড়াইতে, এমন কি কথা কহিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। মানসিক উত্তেজনা এবং রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি কারণ দেহের অসুস্থতা, রজঃপ্রকাশের পরিবর্ত্তে রক্তময় প্রদরস্রাব এবং ঋতুর প্রারম্ভে নিম্নাঙ্গের (কোমর ও

পদদ্বয়) দুর্ব্বলতাতিশয্য—এবং মস্তক, পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয় শূন্যবোধ ইত্যাদি ককীউলাস্ ইণ্ডিকাসের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। এতজ্জনিত লক্ষণ মাত্রেরই পান ও আহার অন্তে বৃদ্ধি হয়,—বিশেষতঃ শিরোবেদনা। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা,—দোলায় দুলিলে বা যানা'রাহণে বৃদ্ধি হয়। ঋতুকালে ও গর্ভাবস্থায় নিম্নাঙ্গ সকল অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তলপেটে বোধ হয় যেন প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণ হইতেছে। বাধক।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না (অ্যানাক্: অ্যাষ্টিরী. অরাম; অরাম-মিউ-ন্যাট: ক্যামো: সিনা: কোণা: ফেরাম্; হেলোনী: লাই·), সামান্য কারণে ক্রোধের উদ্রেক হয় (অ্যানাক্ আণ্ট্-ক্রুড্· ব্রাই: ক্যাপ্স: সিনা, হেলিবো: হিপার; লিডাম; লাইকোপোড: মিফাইটিস্: মেজে: নক্স; র‍্যাণান্ হ্যুম্)। অতি দ্রুত কথা বলে (সিনা; হায়ো: ল্যাকে: ষ্ট্র্যামো: থুযা; ভ্যালি: ভেরেট-অ্যালব:)। রোগীর বোধ হয় সময় অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র গত হইতেছে (থিরিড;—সময় আর কাটে না=অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই অরাম্; ক্যানাব ইন্: ক্যামো: মিডহ্রাইন্: নক্স; অ্যান্হ্যালো)। অন্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্নবান (কষ্টি: স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্নবান=পল্সে: সিপা: স্বীয় দেহের পারিপাট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অযত্ন=কোকেইন্:)। সর্ব্বদা চিন্তা নিমগ্ন (ক্যানাব ইন্· সাইক্ল্যাম্·)। গান করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা [ক্রোক্-স্যাট: স্পঞ্জী: টিউক্র:]। কোন বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না (আগ্নাস্-ক্যাষ্ট: অ্যাম্ব্র; ন্যাট-কার্ব্ব. ওলীয়্যান্: নক্স, অ্যাসিড-ফস্: প্লাম:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,=শয্যায় উঠিয়া বসিলে মাথা এত ঘুরিতে থাকে যে রোগী পুনশ্চ শুইয়া পড়ে (শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে গেলে=বেল্ গ্রাফ পেট্রোল্: পল্সে: হ্রাস:) কিম্বা যানারোহণে ভ্রমণ করিলে মাথা ঘোরা; মস্তিষ্কের জড়তা বা আবিলতা,—পানাহারে বৃদ্ধি। শিরোঘূর্ণন,—মস্তক টল্মল্ করে, যেন মাতাল হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়। শিরঃপীড়া সহ বিবমিষা ও বমনোপক্রম—শিরোপশ্চাতে ও গ্রীবাপৃষ্ঠে বেদনাধিক্য,—মেরুদণ্ডে পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়,—মস্তকের চতুর্দ্দিকে বোধ হয় যেন একটী রজ্জু দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে (ইথীউ: লোবেলীয়া; মার্ক্‌· সল্ফ. থিরিড:); প্রতি ঋতুর সময়; চিৎ হইয়া শুইলে, এবং আলোকে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শব্দ শ্রবণে বিবমিষার উদ্রেক। শিরোমধ্য শূন্য বোধ (ইগ্নে: অ্যাসিড-অক্স্যাল: সিপী পল্সে:),—বায়ু সেবনকালে এবং আহারান্তে বৃদ্ধি; শয্যার উত্তাপে দেহ উষ্ণ হইলে উপশম বোধ হয়। শিরোপশ্চাতে ও গ্রীবাপৃষ্ঠে বেদনা,—বোধ হয় যেন মস্তকের পশ্চাৎ অংশ দ্বিধা হইয়া একবার যুক্ত ও পুনশ্চ বিযুক্ত হইতেছে,—কবাটের ন্যায় খুলিতেছে ও বন্ধ হইতেছে (মূর্দ্ধাদেশে ঐরূপ অনুভূতি=অ্যাক্টীয়া; ক্যানাব-ইন্:)। গ্রীবা-দেশীয় পেশীর ক্ষীণতা বশতঃ মস্তক থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত হইয়া উঠে,—নির্ম্মল বায়ুতে, নিদ্রান্তে (ল্যাকে:) এবং কফি বা ধূমপানে (ইগ্নে:) বৃদ্ধি হয়; উষ্ণ গৃহে উপশম হয়। চক্ষু মুদিত

অবস্থায়ও অক্ষিগোলক নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতে থাকে। কর্ণ মধ্যে জলরাশি প্রবাহের ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—মুখমণ্ডল রক্তহীন; চক্ষুদ্বয় নীলিমা বেষ্টিত; মুখমণ্ডলে শীতল স্বেদ উদ্গত হয়। কীটভুক্ত বা ক্ষয়, দন্তে অত্যন্ত বেদনা (বেল্: অ্যাণ্ট-ক্রু্ড: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: সিঙ্কো: হায়ো: ল্যাকে: মার্ক: নক্স-মস্: পল্‌সে: হ্রাস্: সাইলি: ষ্ট্যাফি: কোব্যাণ্ট)—কেবল কোন খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণকালে বেদনা,—এমন কি কোমল দ্রব্য চর্ব্বণ করিতেও ব্যথা করে (সিঙ্কো: হায়ে: ইগ· মার্ক: ন্যাট-মি: নক্স; অ্যা-ফস্); মুখ যখন শূন্য থাকে তখন দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিলে ব্যথা বোধ হয় না। জিহ্বা, পীত লেপাবৃত, এবং আহারে অরুচি। ভক্ষ্য দ্রব্যাদি অত্যন্ত কম লবণাক্ত বোধ হয়; তামাক তিক্ত লাগে। মুখ, জিহ্বা ও তালুমূলেব পক্ষাঘাত,—অসাড়তা ও তৎসহ "কনকন্‌কারী" বেদনা। চর্ব্বণপেশীতে খাল ধবে, মুখ ব্যাদান করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। পূর্ব্বাহ্নে মুখের স্নায়ুশূল (ষ্ট্যান্: ভার্ব্যাস্ক:),—বেদনা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে।

পাকস্থলী।—মুখে তাম্রকলঙ্কেব ন্যায় স্বাদসহ অরুচি,—কিন্তু ক্ষুধা থাকে (ন্যাট-মি: ওপী: হ্রাস: সাইলি.)। আহারের সময় প্রবল তৃষ্ণা। বিবমিষা বশত: মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম। বিবমিষা বা বমন,—গাড়ী, নৌকা বা বাষ্পীয়যানে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণকালে (আর্ণি: নক্স-মস্: বোর: লাই: পেট্রোল: সিপী:) বমনেচ্ছা; এমন কি গতিশীল নৌকার দিকে দৃষ্টি করিলেও বমনোদ্রেক হয় (গাড়ী করিয়া ভ্রমণ করিলে বিবমিষার উপশম হয়=অ্যা-নাইট্রিক্.)। শ্বাস কৃচ্ছ্রতাসহ আহারের সময় ও আহারান্তে পাকস্থলীতে হঠাৎ খাল্ ধরে। পাকস্থলী শূন্য বোধ (ইগ্নে: পেট্রোল: সিপী:—পূর্ণ বোধ=সিঙ্কো. লাই· নক্স-মস্·)। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে বা সর্দ্দি হইলে, অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব সহ বমনোদ্রেক। হিক্কা, ও থাকিয়া থাকিয়া প্রবল জৃম্ভন অর্থাৎ হাই উঠে (হ্রাস: ইগ্নে:), জলপানে অরুচি সহ তৃষ্ণা (তৃষ্ণা অত্যন্ত কিন্তু জলপান করিতে ভীত হয়=বেল্: ক্যান্থা হায়ো: নক্স; ষ্ট্রাম্:)। শীতল পানীয় পান করিবার অত্যন্ত স্পৃহা (অ্যাঙ্গাস্: বোভি: ক্যামো: মার্ক: ওলীয়্যান্: অ্যাসিড-ফস্: স্যাবাড: ভেরেট:)। খাদ্য দ্রব্যের গন্ধে অরুচির উদ্রেক হয় (কোল্‌চি)। ধূমপানে অরুচি (ক্যালেড: ক্যাল্কে: ইগ্নে: নক্স যুগ: নক্স-ভম্:)।

অন্ত্রাশয়।—উদব শূন্য বোধ, যেন তন্মধ্যে কিছুই নাই। উদর আধ্মানযুক্ত এবং বোধ হয় যেন প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, দেহ সঞ্চালন করিলে বোধ হয় যেন প্রস্তর ঘর্ষিত হইতেছে, এক পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম বোধ হয়। যকৃৎ প্রদেশে চাপবৎ অনুভব, কাসিলে ও হেঁট হইলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। তলপেটের নিম্নে অন্ত্রের আবরণের ছিদ্রমুখে (Abdominal ring) বোধ হয় যেন কি ঠেলিয়া বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে,—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি (হার্নিয়া) হইবার সম্ভাবনা (নক্স; লাইকো:) নাভির অন্ত্রচ্যুতি (Umbilical Hernia) নক্সভমিকার কোন ফল না হইলে ককীউাস দ্বার নিরাময় হইয়া থাকে। উদরাময়;—কেবলমাত্র দিবাভাগে (পেট্রোল: কেবল প্রাতে=এপীস),—যেন উদর মধ্যে প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণ হইতেছে

এইরূপ বা কর্ত্তনবৎ অনুভব; রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আধ্মানবায়ুজনিত শূলবেদনা, উদ্গারে উপশম বোধ হয় না; বাতকর্ম্মে আরাম বোধ হয়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে;—নাভিপ্রদেশে এবং দক্ষিণ কুক্ষিতলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃপ্রকাশোন্মুখ সময়ে রোগিণীর নিম্নাঙ্গ সকল এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাহার দাঁড়াইতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় (অ্যালীউ: কার্ব্বো-অ্যান্:); প্রতিবার যন্ত্রণাদায়ক ঋতুর পর অর্শ আবির্ভূত হয়। আর্ত্তবাস্রাব অত্যন্ত অধিক পরিমাণে এবং পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হয়, দাঁড়াইলে পা দিয়া স্রোতের ন্যায় গড়াইতে থাকে। অপর্য্যাপ্ত গাঢ় শোণিত স্রাব ও অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য সহ শিরোঘূর্ণন। প্রদর,—আর্ত্তবস্রাবের পরিবর্ত্তে প্রদর স্রাব (নক্স-মসকটা) কিম্বা ঋতুর পরে ও পূর্ব্বে অর্থাৎ ঋতুদ্বয়ের ব্যবধানকালে (আয়োড: জ্যাণ্টক্স:), স্রাব কাঁচা মাংস ধোয়া জলের ন্যায়; রক্তময় (সিঙ্কোনা; মিউরেক্স; রসানীর ন্যায় অ্যাণ্ট-টার্ট:)। গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে (ক্যালী-কার্ব্ব; ফস: ষ্ট্রাস:)। প্রদর বা আর্ত্তব স্রাবের পর রোগিণী এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে তাহার কথা কহিতেও কষ্ট বোধ হয় (আয়োড: ফস: প্ল্যাট: কার্ব্বো-অ্যান: ঋতুর পূর্ব্বে আবল্য=আয়োড: নক্স-মস: ঋতুর সময়=গ্র্যাফ: আয়োড: ম্যাগ-কার্ব্ব. ম্যাগ-মি: ওলী-অ্যান্. ফস:)। কটীদেশে অসহনীয় বেদনা এবং জরায়ুর ডমরু সদৃশ সঙ্কোচন অর্থাৎ মধ্যস্থল সঙ্কুচিত হইয়া ডমরুর আকার ধারণ করণ।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও যেন গলমধ্যে ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ অনুভব সহ কাসি (যেন গলমধ্যে গন্ধকের ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ অনুভব সহ=আর্স: সিঙ্কো: ইগ্নে: ক্যালী-ক্লো. ল্যাকে: প্যারিস)। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব যেন দৃঢভাবে আবদ্ধ ও আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে (অ্যামন-মি: প্ল্যাট: সল্ফ: জিঙ্ক: বামপার্শ্ব ব্র্যাক· লাই. অ্যাসিড-সল্ফ: জিঙ্ক: হৃৎপিণ্ড প্রদেশে দৃঢ়াবদ্ধ ও আড়ষ্ট ভাব=ল্যাকে ক্যাক্ট. আয়োড লিল টাইগ:)। বক্ষমধ্য হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত, যেন দগ্ধ হইতেছে (ল্যাম্বা: কার্ব্বো-ভেজি: ইউফর্ব: ওলী-অ্যান্: ষ্ট্রাস-র্যাড: স্পঞ্জীয়া; সল্ফ: শৈত্যবোধ=আর্স: ল্যাকে: ন্যাট-কার্ব্ব. বার্বা:)। বক্ষগহ্বর শূন্য বোধ,—যেন বক্ষমধ্যে কিছুই নাই (ক্রোটেন-টিগ: জিঙ্ক: যেন পরিপূর্ণ রহিয়াছে=ক্যাল্কে-কার্ব্ব: ফের: নক্স-মস:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মস্তক নাড়িলে গ্রীবাপৃষ্ঠস্থ কশেরুকা (vertebræ) বা মেরুদণ্ডের অস্থি খণ্ড সকল "মট্মট্" শব্দ করে (নিকোলাম); স্কন্ধদেশে ও বাহুতে আঘাতজনিতবৎ ব্যথা। কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ,—যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, পাদচারণ কালে কটিদেশ অবশ হইয়া আইসে। গ্রীবা-পৃষ্ঠের পেশী সকল অত্যন্ত ক্ষীণ ও মস্তক ভার বোধ হয়, যেন গ্রীবা মস্তকের ভার ধারণ করিতে অক্ষম (ক্যাল্কে-ফস: ভেরেট-অ্যাল্ব:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—চলিবার সময় জানুদ্বয় অবশ হইয়া পড়ে; রোগী চলিবার সময় লিতে থাকে এবং পার্শ্বের দিকে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। কখনও বাহুদ্বয় কখনও বা পদদ্বয় অবশ হইয়া যায়। আহারের সময় হাত কাঁপিতে থাকে, এবং যত উচ্চে উত্থিত করে তত অধিক কম্পিত হয়, কখনও বাম হস্ত, কখনও দক্ষিণ হস্ত অসাড় হইয়া যায়। উপবেশন

কালে পদতল অসাড় হইয়া ঝিঁ ঝিঁ গ্রস্ত হয়, পৃষ্ঠদেশে বেদনা সহ সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত জনক অবসাদ অনুভব। দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ হস্ত রোগীর অজ্ঞাতসারে সঞ্চালিত হইতে থাকে, নিদ্রার সময় স্থির হয় (বাম হস্ত ও বাম পদ=ব্রাই: হেলিবো এক হস্ত ও এক পদ=অ্যাপো-সাইনাম-ক্যানাব,)। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে অপস্মার বা মৃগী আবির্ভূত হয়;—প্রকোপান্তে জ্বর আইসে। চলিতে গেলে জানুদ্বয় মটমট্ করিতে থাকে (অ্যামন্-কার্ব্ব. ব্রাই: ক্যাম্ফো· লিডাম পেট্রোল. পল্‌সে· ব্যানান্ সল্‌ফ.)। অর্দ্ধাঙ্গিক পক্ষাঘাত,—নিদ্রান্তে বৃদ্ধি (অ্যাসিড-পাইক্রক ল্যাথাইরাস-স্যাট সিকেল হাইপিরিক্ ক্যালী আয়োড. হ্রাস)। বাহুদ্বয় পর্য্যাক্রমে উষ্ণ ও শীতল হয় (এক হস্ত উষ্ণ অন্য শীতল=ডিজি সিঙ্কো. পল্‌সে: দক্ষিণপদ হিমবৎ শীতল, বাম পদ স্বাভাবিক উত্তাপবিশিষ্ট=চেলিড লাই)। মানসিক উত্তেজনা, পরিশ্রমাধিক্য কিম্বা শোক বশতঃ হস্তপদাদির কম্পন (ইগ্নে)।

নিদ্রা।—অনিদ্রা, মানসিক উত্তেজনা, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি জনিত পীড়াদি (কষ্টি. কীউপ্রাম: ইগ্নে. অ্যা নাইট্রিক:), অল্পকালের জন্য নিদ্রার অভাব হইলেও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে; নিদ্রারাহিত্য বশতঃ দেহের আক্ষেপাদি পীড়া।

জ্বরাদি।—শীত ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয় (অ্যমন-মি: আর্স বেল: ইল্যাপস: হ্যামো: ফস্· ভেরেট)। অপরাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে শীতাবির্ভাব,—বিশেষতঃ পদদ্বয়ে এবং পৃষ্ঠে, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম বোধ হয় (অ্যাবেনীয়া ল্যাকে· নক্স, পডো: উত্তাপে উপশম=ইগ্নে) উষ্ণ গণ্ডদেশও হিমবৎ শীতল পদদ্বয়ে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাতিশয্য। সান্নিপাতিক বা আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid Fever) অধিকারে,—বুদ্ধির জড়তা, সহজে কোন বিষয় বুঝিতে পারে না, রোগী স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বাক্য উদ্ভাবন করিতে পারে না, অতীত ঘটনা সকল স্মরণ করিতে পারে না এবং বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত স্বেদ স্রাব হইতে থাকে এবং মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম উদ্গত হয়। জ্বরকালে রাগ বৃদ্ধি হয়।

বৃদ্ধি।—পান, আহার ও নিদ্রা অন্তে, কথা কহিলে, ধূমপানে, যানাদি আরোহণজনিত দেহ সঞ্চালনে (যানারোহণে উপশম=অ্যাসিড নাইট্রিক) এবং গর্ভাবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইলে বা দেহের অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—তাণ্ডব রোগ সম্বন্ধে ইগ্নেশায়া ও নক্সভমিকা এবং আক্রান্ত অংশে স্বেদোদ্গম সম্বন্ধে অ্যান্টিমোনীয়াম টার্টারিকাম কর্কিউলসের সদৃশ।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—(Antidotes) কুপ্রম: ইগ্নে: ক্যামো. ষ্ট্যাফি: কফিয়া: নক্স:।

তুলনীয়।—অ্যান্টি-ক্রুড (পাকাশয় শূল), অ্যাগার: নক্স-মস (তন্দ্রা); ইগ্ন, পল্‌স (মাথাব্যথা); শব্দে চৈতন্য—নক্স; হালকাবোধ—ক্যানাবিস; ক্যাল্‌কে; জেল্‌স; ভূতের ভয়—আর্স, অ্যাকোন; হার্ণিয়া—নক্স; বমনেচ্ছা—ইপিকাক; জরায়ু বেদনা—ইগ্নে; কথা কহিতে দুর্ব্বলতা—সল্‌ফ, ক্যাল্‌কে। গ্রীবার পেশীর দুর্ব্বলতা—অ্যান্টি টার্ট ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা রোগে ২০০ শক্তির এক মাত্রায় যেরূপ উপকার হয় নিম্নক্রমের ৩।৪ মাত্রা প্রয়োগে সেরূপ ফললাভ হয় না।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৩০ দিন।

কক্কাস্ ক্যাক্টাই

(COCCUS CACTI).

নামান্তর।—ককৃসিনেলা ইণ্ডিকা।

প্রস্তুতি।—কোচিনীয়্যাল্ নামক স্ত্রী-কীট বিশেষের চূর্ণ বা আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে, ফলপ্রদ হইয়াছে ;—হাঁপানি ; পৃষ্ঠে বেদনা ; সর্দ্দি ; প্রমেহ , পাথুরী ; রক্তস্রাব ; হৃৎপিণ্ডের পীড়া ; ধ্বজভঙ্গ বা ক্লীবতা ; নানাবিধ উত্তেজনা ; ভগোষ্ঠের প্রদাহ ; প্রচুর রজঃ। মূত্র গ্রন্থির প্রদাহ ; যক্ষ্মা ; আক্ষেপ ; কর্ণপটহ প্রদাহ ; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া। আক্ষেপিক ও "হুপ" শব্দকারী কাসিতে এবং মূত্রস্থলীর সর্দ্দি বা প্রতিশ্যায় রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শেষোক্ত রোগেও ইহার আক্ষেপ বা পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে ; থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ মূত্রাশয় সঙ্কুচিত হইয়া রোগীকে যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলে। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই,—বক্ষমধ্যে সূচি বা অস্ত্রবেধবৎ বেদনা এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকৃতি (ক্যাক্টাসের ন্যায়)। দেহের নানাস্থলে কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয় এবং কুট কুট করিতে থাকে ; আরক্ত কণ্ডুয়নশীল পীড়কা উদ্গম। গলমধ্যে, বায়ুনলী ও ফুস্ ফুস্ মধ্যে এবং চক্ষু ও জননেন্দ্রিয় মধ্যে উত্তেজনা অনুভব ; কর্ণমধ্যে বোধ যেন এক খণ্ড কেশ বা খাদ্য দ্রব্যাদির টুকরা আবদ্ধ হইয়া আছে ; যেন তালুমূলের পশ্চাদংশ হইতে এক খণ্ড কেশ ঝুলিয়া কাসির উদ্রেক করিতেছে। বৃক্ক ও জরায়ু হইতে কালবর্ণ জমাট শোণিত স্রাব। লিঙ্গমণি মধ্যে কণ্ডুয়ন ও তীব্র অস্ত্রবেধবৎ বেদনা, যেন তন্মধ্য দিয়া মূত্রাশ্মরী বা পাথুরী নির্গত হইতেছে। হুপ কাসি, প্রাতে নিদ্রাভাঙ্গান্তে বৃদ্ধি ; নিদ্রাভঙ্গ মাত্রে শিশু প্রবল কাসি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং অবশেষে স্বচ্ছ গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা বমনান্তে নিবৃত্তি লাভ করে ; বমিত কফ মুখ হইতে সূত্রের ন্যায় ঝুলিতে থাকে। স্বরভঙ্গ ; স্বরযন্ত্রের অবসাদ। স্বরনলী মধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়ন বা উত্তেজনা। কণ্ঠাস্থি তলে সূচিবেধবৎ বা তদভ্যন্তরে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা,—বিশেষতঃ বাম কণ্ঠাস্থির নীচে। পাকস্থলী মধ্যে যেন একটা গুল্ম বা প্রস্তর খণ্ড নিহিত আছে এইরূপ অনুভব। যেন কোন ক্ষুদ্র শিরামধ্যে তরল পদার্থ উৎসেচন

করিতেছে এইরূপ তীব্র বেদনা, যেন নীচে হইতে পাকস্থলীর দিকে কি একটা উঠিতেছে, যেন বায়ুনলী মধ্যে শ্লেষ্মা উঠিতেছে ও নামিতেছে। যেন বক্ষমধ্যে একটা শ্লেষ্মা পিণ্ড নড়িতেছে। বাম কুক্ষী হইতে কুচকি প্রদেশে এবং বাম কুচকি হইতে বাম উরুর মধ্যাংশ পর্য্যন্ত ভয়ানক যন্ত্রণা যেন তন্মধ্যে দিয়া একটা তরল পদার্থ সবেগে প্রবাহিত হইতেছে। স্পর্শ ও নিষ্পেষণাসহনীয়তা; কুলী বা দন্তধাবন করিতে গেলে কাসি ও বমনোদ্রেক হয়। সামান্য দৈহিক পরিশ্রম করিলে পর অত্যন্ত অবসাদ বোধ হয় এবং ঘর্ম্মোদ্গম বা কাসির উদ্রেক হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—প্রত্যূষে শয্যাত্যাগান্তে বা সায়ংকালে রোগী অত্যন্ত বিমর্ষচিত্ত হইয়া পড়ে। শিরোবেদনা, শিরঃপশ্চাতের নিম্নাংশে (হেলিবো) অত্যন্ত বেদনা এমন কি স্পর্শ করিলেও ব্যথা বোধ হয়, নিদ্রান্তে ও দৈহিক পরিশ্রম করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। প্রাতে দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধদেশে অতীব্র বেদনা (ক্যালী বাই: ব্রাই: চেলিড্ শিরোপশ্চাতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করে=স্যাঙ্গিউ)। দক্ষিণ চক্ষু দক্ষিণ রগে এবং তথা শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত অংশের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ প্রবাহবৎ বেদনা,—যেন থাকিয়া থাকিয়া সেই অংশের একটা ক্ষুদ্র শিরা মধ্যে কোন তরল পদার্থ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। যেন এক কর্ণতল হইতে শিরোপশ্চাৎ বেড়িয়া অন্য কর্ণতল পর্য্যন্ত একটী উত্তপ্ত বন্ধনী বদ্ধ রহিয়াছে।

শ্বাসযন্ত্র।—আলজিহ্ব বৃদ্ধি বশতঃ গলমধ্যে "খুশখুশ" করে এবং কাসি আইসে। জিহ্বামূলীয় গহ্বরদ্বয়ের (fauces) প্রদাহ অর্থাৎ জ্বালা ও বেদনা সহ সর্দ্দি; কণ্ঠমধ্যে গাঢ় আঠাবৎ ও রবারের ন্যায় শ্লেষ্ম সঞ্চিত হয় (ক্যালী বাই: হাইড্রাস বোভি: ক্যান্থা: সেনেগা: স্ট্যান্ডী: ষ্ট্যান্) এবং অতি কষ্টে উত্থিত হইয়া থাকে (আর্স, ক্যামো সিঙ্কো ইগ্নে: নক্স প্যাবিস: পল্‌সে সিপি ষ্ট্যান্)। প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র শ্বাসরোধক কাসি,—শ্বেতবর্ণ দৃঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হয়, হুপ্ কাসি,—প্রাতে ৬।৭ টার মধ্যে নিদ্রাভঙ্গের পর আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ না প্রচুর পরিমাণে গাঢ় আঠাবৎ স্বচ্ছ অণ্ডলালার ন্যায় শ্লেষ্মা উত্থিত বা বমিত হইয়া যায় ততক্ষণ অনবরত কাসি হইতে থাকে (প্রতি আক্রমণের সময় প্রচুর পরিমাণে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব=ইণ্ডিগো, দিবাভাগে মিনিট-তোপের-ন্যায় উপর্য্যুপরি এবং রাত্রিতে 'হুপ" শব্দকারী কাসি=কোর‍্যাল্ রুব্রাম্, পর পর দ্রুতবেগে কাসি আসিতে ও হইতে থাকে, রোগী এমন কি নিশ্বাস লইবার সময় পায় না=ড্রোসেরা)। উত্থিত শ্লেষ্মা মুখ হইতে রজ্জুর ন্যায় ঝুলিতে থাকে। ফুস্‌ফুসের শিখরদেশ অতিশয় ব্যথাযুক্ত। সর্দ্দি মূলক যক্ষ্মা; কণ্ঠাস্থির (clavicles) তলদেশে (বিশেষতঃ বাম কণ্ঠাস্থির) তীক্ষ্ণ শলাকবেধবৎ বেদনা,—তৎসহ স্বচ্ছ অথচ গাঢ় আঠাবৎ অণ্ডলালার ন্যায় গয়ার (ফস্ ষ্ট্যান্)। পাথুরী বা মূত্রাশ্মরী-জনন-প্রবণতা জড়িত পুরাতন বায়নলীভুজ প্রদাহ। বোধ হয় যেন ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের দিকে ঠেলিয়া যাইতেছে।

প্রস্রাব।—থাকিয়া থাকিয়া মূত্রস্থলীর সঙ্কোচনসহ মূত্রগ্রন্থি ও বৃক্কপ্রদেশে অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণানুভব। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ; ইষ্টক চূর্ণবৎ মূত্রের তলানি পড়ে (ক্যাক্ট লাই: ফস্: সিপী: সাইলি:)। মূত্ররেণু বা পাথুরী (বার্ব: প্যারিইরা-ব্রাভা; ডায়োস্কো: ওসাইমাম-কেনাম্: রক্তস্রাব=মার্ক: ক্যান্থ': টেরিব: চিন্ সল্ফ. হ্যামা: আর্ণি) এবং মূত্রাম্ল (Uric acid=আর্টিক-ইউ: লাইকোপ.) বা অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত মূত্রাম্ল নির্গমন, বৃক্ক প্রদেশ হইতে মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা। গাঢ় লালবর্ণ ঘন মূত্র। মূত্রকৃচ্ছ্র (ক্যান্থা: কোপেভা; এপীস্; ক্লিম্যাট-)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অতি শীঘ্র প্রকাশশীল ঋতু, স্রাব অপর্য্যাপ্ত,—গাঢ় ও কালবর্ণ (ব্রাই: ক্যামো: ক্রোক্: ফের্: ইগ্নে: নাইট্রাম্, প্ল্যাট্, পল্সে:); কাল জমাট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে (কষ্টি: সিঙ্কে': ককিউ ইগ: ম্যাগ মি: ন্যাট্ সল্ফ প্ল্যাট হ্যাস্ ভিনি স্যাবাই:), তৎসহ মূত্রকৃচ্ছ্র, স্রাব মধ্যে মধ্যে থামিয়া যায়; স্রাব কেবলমাত্র সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে (বোভি: ম্যাগ-কার্ব: কফীয়া, শয়ন করিলে নিগত হয় কিন্তু পাদচারণ কালে থামিয়া যায়=ক্রিয়ো: ম্যাগ-কার্ব: কেবল মাত্র দিবাভাগে নির্গত হয়, শয়ন করিলে থামিয়া যায়=ক্যাক্ট কষ্টি: লিলী টাই: দিবাভাগেই অধিক স্রাব হইয়া থাকে=পল্সে কেবলমাত্র পাদচারণকালে স্রাব হইয়া থাকে, স্থির হইলেই থামিয়া যায়=কষ্টি: লিলী টাইগ্:)। প্রস্রাবের সহিত বৃহৎ জমাট শোণিত খণ্ড সকল নির্গত হইয়া থাকে। ঋতুর সময় মলদ্বার দিয়া শোণিত নির্গত হয়=অ্যামন্-মিউ: গ্র্যাফ)। যোনি মুখের (Labia) প্রদাহ (এপীস্)।

বৃদ্ধি।—প্রথম নিদ্রাভঙ্গান্তে, পরিশ্রমান্তে, বামপার্শ্বে। উষ্ণগৃহে প্রবেশ করিলে, শয্যায় উত্তাপে, গৃহবহিঃস্থ জলবায়ু সংস্পর্শে, রাত্রে এবং প্রভাতে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কাসি ও গলার সম্বন্ধে কালী বাইক্রম ও সেনেগা, কক্কাস্-ক্যাক্টাইএর পূর্ব্বে ও পরে উভয় অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাইতে পারে, অধিকন্তু ড্রোসেরা: ইপিক্: কোর‍্যাল্-রব্। প্রস্রাব সম্বন্ধে ক্যাক্টাস্; ক্যান্থারিস্; সার্সা; প্যারিইরা; আর্টিকা-ইউ: এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ সম্বন্ধে ক্রোকাস্ ম্যাগ কার্ব প্ল্যাট: প্রভৃতি ইহার সহিত তুলনীয়।

শক্তি।—নিম্নক্রম হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

কোডিইনাম্

(CODEINUM.)

প্রস্তুতি।—অহিফেনের উপক্ষার হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অক্ষিপুটের আক্ষেপ বা স্পন্দন; তাণ্ডব; কাসি; বহুমূত্র; পামা; পাকাশয় শূল; অসাড়তা; অস্থিরতা; গর্ভাবস্থায় বমন।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্ফূর্ত্তি; জাগ্রত হইতে বিহ্বলতা ইত্যাদি।

মস্তক।—শিরোপশ্চাৎ হইতে গ্রীবা পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। স্নায়ুশূলের প্রকোপান্তে মুখমণ্ডল ও মস্তকের ত্বকের ব্যথান্বিতভাব। অতীব্র প্রাতঃকালীন শিরোবেদনা, ক্রমে কমিয়া দ্বিপ্রহরের সময় ছাড়িয়া যায়। শিরোবেদনা; ওষ্ঠদ্বয়ের শুষ্কতা,—পুনঃ পুনঃ জিহ্বা দ্বারা সিক্ত করে।

চক্ষু।—অজ্ঞাতসারে বাম অক্ষিপুট স্পন্দন অ্যাগার: ফ্যাইজস্টিগ:; চক্ষু মর্দ্দন করিলে উপশম হয়। লিখিতে বা পড়িতে চেষ্টা করিলেই উভয় চক্ষু স্পন্দিত হইতে থাকে। নাসিকা ঝাড়িলে চক্ষু সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

পাকস্থলী।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ উদ্গার (আর্জেণ্ট্ নাই:।)

প্রস্রাব।—প্রকৃত বহুমূত্র রোগ,—প্রস্রাবের পরিমাণাধিক্য এবং তৎসহ প্রচুর পরিমাণে শর্করা ত্যাগ, অস্থিরতা, মানসিক ও শারীরিক অবসাদ এবং গাত্রত্বকের কণ্ডুয়ন ও জ্বালা (ইউরেন্-নাইট্; সিজীজিয়াম্-য্যাম্বো:।)

শ্বাসযন্ত্র।—গলমধ্যস্থিত ত্বকের কণ্ডুয়ন জনিত স্কুক্স্কুকে কাসি, রাত্রিতে বৃদ্ধি; প্রচুর পরিমাণ পূয়বৎ গয়ার উত্থিত হইয়া থাকে (ক্যাল্কে: কার্ব্বো ভেজি. সিঙ্কো: কোণা: হিপ্: ক্যালী কার্ব্ব: ক্রিয়ো: লাই: ক্যালী-নাই. ফস্: সিপী: সাইলি: ষ্ট্যান্: ষ্ট্যাফ্:)। যক্ষ্মারোগীদিগের রাত্রিকালীন কাসি (আর্স্: সিঙ্কো: ক্যালী-কার্ব্ব: লাই: অ্যাসিড্ নাই: ওলীয়াম্ যেকোরিস্: ফস্: পল্সে: সাইলি: সল্ফ্)। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাড়ভাব। ত্বক কণ্ডুয়নশীল। তন্দ্রা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাগার: ফাইজস্টি: কার্ব্বো-ভেজি. ক্যাল্কে. সাইলি: অ্যাসিড্ নাই: সিঙ্কোনা, ইত্যাদি।

তুলনীয়।—বমনে ও পেটে বেদনায় ওপীয়ম; অক্ষিস্পন্দনে হায়সা ও আগারিকস্; পায়ে বেদনায় আর্স, ল্যাকেসি (চৈতন্যাধিক্য); হ্যাস, সল্ফ (কম্পন)।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

কফীয়া ক্রুডা

(COFFEA CSUDA).

প্রস্তুতি।—তাজা বীজ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়। *

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—সংন্যাস; হাঁপানি; কর্ণশূল; শূলবেদনা; আক্ষেপ; অতিসার; স্ফূর্ত্তিজনিত পীড়া; মাথাব্যথা; স্নায়বিক প্রকৃতি; সহজে ক্রোধ বা হাস্যযুক্ত; হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা; অন্ত্রচ্যুতি; মূর্চ্ছা‌বায়ু; সবিরামজ্বর; প্রসববেদনা; রজসাধিক্য; স্নায়ুশূল; উত্তেজনাধিক্য; গৃধ্রসী বা পায়ের ঝিন্ ঝিনে বাত; অনিদ্রা; দন্তশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—দীর্ঘকায়, শীর্ণ ও কুব্জ ব্যক্তি, কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি, স্নায়ু ও রক্তপ্রধান ধাতু, শারীরিক ও মানসিক কার্য্য তৎপর ব্যক্তির পীড়ায় উপযোগী। স্বাদ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর, মনোবৃত্তি সদা স্বকার্য্যতৎপর, রাত্রিতে নিদ্রাবাহিত্য, রোগীর পক্ষে চক্ষু মুদিত করাই একপ্রকার অসম্ভব; বয়ঃসন্ধিকালে স্নায়বীয় বিকৃতিজনিত পীড়াদি; শিরোবেদনা, যেন মস্তিষ্ক মধ্যে লৌহ কীলক প্রবিষ্ট হইতেছে কিম্বা যেন মস্তিষ্ক ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছে বা আছড়াইয়া ভাঙ্গিতেছে; আনন্দোন্মাদ,—কল্পনাপরিপূর্ণ; মনোভাব কার্য্যে পরিণত করিতে অত্যন্ত পটু এবং তজ্জন্য অনিদ্রা এবং মনোবৃত্তিসকলের পরিচালনাতিশয্য বশতঃ শিরোবেদনা—এই সকল কফীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতিগত লক্ষণাবলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর একটি ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই যে ঈষন্মাত্র যন্ত্রণা রোগীর অসহনীয় বোধ হয়,—রোগী যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে,—"এই যন্ত্রণার হাত হইতে তাহার আর মুক্তি নাই" সে এইরূপ মনে করে। হঠাৎ মানসিক উদ্বেগ, আনন্দ সংবাদ প্রভৃতি জনিত পীড়াদি ইহার বিষয়ীভূত।

লক্ষণাবলী।

মন।—হর্ষোন্মাদ (অ্যাগার: অ্যান্ট্-ক্রুড্: ওপী: ফস্: প্ল্যাট্: ষ্ট্র্যাম্:), মনোমধ্যে কল্পনার স্রোত বহিতে থাকে,—বিশেষতঃ রাত্রিতে (সিঙ্কো· কক্কীউ: লাই: নক্স্; পল্সে: ষ্ট্যাফ্:); মনোভাব কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব অসহনীয়,—এমন কি সেই জন্য নিদ্রা যাইতে পারে না। মাদকোন্মাদ,—মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে দৌড়াদৌড়ি করে; রোগী মনে করে সে তাহার গৃহে নাই (অরাম্; ইগ্নে: মিনী: অ্যাসিড্-ফস্: সাইলি:), তৎসহ হস্ত কম্পন (অ্যান্ট্-টার্ট্: নক্স; বেল্: হায়ো: ষ্ট্র্যাম)। সামান্য কারণে

* উত্তমরূপ ভর্জ্জিত ফল হইতে যে আরক প্রস্তুত হয় উহাকে "কফিয়া টোষ্টা" বলে। ইহা অনেক প্রকার বিষের দোষঘ্ন। প্রসব বেদনা ও স্নায়ুশূল ও মস্তক ঘূর্ণনে ফলপ্রদ। "কফিয়ার" উপক্ষারকে—ক্যাফিয়িনম (Caffeinum) কহে।

অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ ও রোদন। শিশু কখনও হাসে, কখনও কাঁদে,—কাঁদিতে কাঁদিতে, মহানন্দে হাসিয়া উঠে এবং শেষে আবার কাঁদে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রোদন করে। কোনরূপ বেদনা অসহনীয় বোধ হয়,—রোগী যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং ছট্‌ফট্ করিতে থাকে (অ্যাকো: ক্যামো:)। অনিদ্রা, সতর্ক অবস্থা,—চক্ষু মুদিত করা রোগীর পক্ষে মহা কঠিন ব্যাপার,—রোগীর মানসিক উত্তেজনায় দেহ (অর্থাৎ প্রত্যঙ্গাদি) পর্য্যন্ত যোগ দেয়। হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অপ্রত্যাশিত আনন্দ সংবাদ জনিত স্বাস্থ্য বিকৃতি (কষ্টি: কোণা হাইপির: ইগ্নে: ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাই: স্ট্যাফীউ:—ভীতি বা মানসিক উত্তেজনাজনক সংবাদ জনিত=জেল্‌সি: ওপী: হাইড্রোফোব্: অ্যাসিড্-ফস্:); আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করে।

মস্তক।—শিরোবেদনা, অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম, চিন্তা বা কথোপকথন জনিত; একপার্শ্বগত বেদনা,—যেন মস্তিষ্ক মধ্যে লৌহকীলক বা লোহার খোটা প্রবিষ্ট করা হইতেছে (অ্যাগার: আর্ণি: ইউয়োনিম্: হিপ্: ইগ্নে লাই: মস্কাস্; নক্স; পল্‌সে: ষ্ট্যাফ্: থূযা) কিম্বা যেন মস্তিষ্ক ছিন্নবিচ্ছিন্ন বা নিষ্পিষ্ট হইতেছে (অ্যাগার্ কার্ব্বো-অ্যান্: ইউফর্ব্: ইউফ্রে: হেলিবো ভেরেট্:); নির্ম্মল বায়ুতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় (অ্যালীউ: বেল্: ক্যাল্‌কে: ক্যাল্‌কে-ফস্: সিঙ্কো: সিনা; ক্যালী-কার্ব্: ল্যাকে: নক্স্, স্পাই: সল্‌ফ্:—নির্ম্মল বায়ুতে উপশম=অ্যাকো: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: আর্স্: কলো: ডায়াডেমা; ম্যাঙ্গে: ক্যালী-নাই: ফেল্যান্: ফস্: ট্যাব্যাক্: থূযা; ভায়োলা-ট্রাই: জিঙ্ক্)।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; সঙ্গীতধ্বনি অসহনীয় চীৎকারধ্বনি বোধ হয়। নাড়ীর গতির তালেতালে মস্তকের একপার্শ্বে "কড়্‌কড়্" শব্দ শ্রুত হয়,—বিশেষতঃ প্রাতে ও নির্ম্মল বায়ুতে; গৃহমধ্যে উপশম বোধ হয়।

মুখবিবর।—অতি ব্যস্ততার সহিত পানাহার সম্পাদন করে (বেল্: হিপ্:) দন্তশূল,—সবিরাম চিড়িকমারা বেদনা; বরফ-জল মুখে ধারণ করিলে ক্ষণিক উপশম হয়, কিন্তু সেই জল মুখমধ্যে উষ্ণ হইলেই বেদনার পুনরাবির্ভাব হয় (বিস্‌মাথ্: ব্রাই: কষ্টি: ন্যাট্-সল্‌ফ্: পল্‌সে: সিপী:),—বেদনার আবির্ভাব অধিকাংশস্থলেই রাত্রিতে এবং আহারান্তে; —বৃদ্ধি=উষ্ণ বা উত্তপ্ত পানীয় পান করিলে, চর্ব্বণ করিলে এবং রাত্রিকালে। মুখের স্নায়ুশূল (Prosopalgia),—মুখের ও মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং দক্ষিণ অক্ষিগোলক পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে; প্রায় বেলা ১টার সময় আবির্ভূত হয় (ক্যাল্মিয়া: ম্যাগ্-ফস্)। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত জনিত মুখের অসহনীয় যন্ত্রণাজনক স্নায়ুশূল (কফীয়া-টোষ্টা)।

উদর।—অন্ত্রশূল,—পাকাশয় যেন অত্যন্ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যেন উদর ফাটিয়া যাইবে। বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরিতে পারে না; যন্ত্রণা অত্যন্ত অসহনীয়,—রোগী যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যধিক এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী রজোস্রাব কেবলমাত্র সন্ধ্যাকালে স্রাব হইয়া থাকে (কেবলমাত্র রাত্রিকালে=বোভি: ককাস্-ক্যাক্ট্: ম্যাগ্-

কার্ব:)। ঋতু শূল; সময়ে সময়ে বৃহৎ কালবর্ণ জমাট শোণিত নির্গত হইয়া থাকে (কফীয়া দ্বারা উপকার না হইলে ক্যামোমিলা দিবে)। গর্ভাবস্থায় বেদনা বা ভ্যাদাল-ব্যথা কিম্বা ভয়ানক অসহনীয় প্রসব বেদনা। প্রদর,—শ্লেষ্মাময় বা দুগ্ধবৎ স্রাব, প্রসব কালে বৃদ্ধি হয়।

নিদ্রা।—হাম রোগান্তে কাসি ও অনিদ্রা। মানসিক উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা, রাত্রিকালে মনোমধ্যে কল্পনার স্রোত বহিতে থাকে, সে স্রোতের আর শেষ হয় না। নিদ্রা যাইতে যাইতে চমকিত হইয়া জাগ্রত হয়; অনবরত স্বপ্ন দেখে। মলদ্বার কণ্ডুয়ন জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত।

প্রত্যঙ্গাদি।—কটিস্নায়ুশূল বা জঙ্ঘাস্নায়ুশূল (Sciatica),—তীক্ষ্ণ ছেদনকারী ও বিদ্ধকরী বেদনা; পাদচারণে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি হয়; চাপদিলে বা টিপিলে বেদনার উপশম হয়; রাত্রিতে রোগী ছট্‌ফট্‌ করে ও নিদ্রা যাইতে পারে না।

বৃদ্ধি।—হঠাৎ মানসিক আবেগ; হর্ষাতিশয্য; ঠাণ্ডা নির্ম্মল বায়ু; নিদ্রাজনক ঔষধাদি পান, তীব্র গন্ধ, উচ্চ শব্দ।

উপশম।—উষ্ণ গৃহে; টিপিলে; শয়নে এবং মুখমধ্যে হিমশীতল জল ধারণ করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন=অ্যাকো: ক্যামো: ইগ্নে: নক্স; পল্‌সে: মার্ক: সল্‌ফ: ট্যাব্যাক:। ক্যাম্ফা: কষ্টি. ককীউ এবং ইগ্নেশীয়ার সহিত কফীয়ার শত্রুতা সম্বন্ধ, অর্থাৎ উক্ত ঔষধ চতুষ্টয় কফীয়ার পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত হয় না।

তুলনীয়।—সাইপি প্রিডিঃ (অতিশয় আহ্লাদ); ব্রায়ো, ক্যামো (দন্তশূল); অ্যাকো (মৃত্যুর দিন বলে) ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—১০ দিন।

কোল্‌চিকাম্‌ অটম্নেল
(COLCHICUM AUTUMNALE.)

নামান্তর।—মেডো স্যাফ্রন্‌।

প্রস্তুতি।—বসন্তকালে উৎপাটিত কাণ্ড (Bulb) হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়। ইহার উপক্ষার বা সারাংশকে "কল্‌চিসিনম্‌" কহে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—উপাঙ্গ প্রদাহ বা এপেণ্ডিসাইটিস্‌; হাঁপানি; ছানি; শূল; কাসি; খালধরা; দুর্ব্বলতা; বহুমূত্র; অতিসার; আমাশয়; সন্ধিবাত; বাত; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; সবিরাম জ্বর; কটীশূল; পেশীতে স্নায়ুশূল;

বৃক্কপ্রদাহ; হৃৎপিণ্ডের আবরণ প্রদাহ; মূত্রদ্বার মুখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহ; তাণ্ডব; গুহ্যদ্বার **নির্গমন**; গ্রীবার কাঠিন্য; আস্বাদ শক্তির লোপ: সান্নিপাতিক জ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সন্ধিবাত ও বাতগ্রস্ত, বা বলিষ্ঠ দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পীড়ায় উপযোগী। কোল্‌চিকামের কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—খাদ্যদ্রব্যাদি রন্ধনের গন্ধে, এমন কি সেই বিষয় চিন্তা করিলেও, বিবমিষা ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। অজীর্ণ রোগ,—উদর আধ্মান পূর্ণ হইয়া এতদূর স্ফীত হইয়া উঠে যে, তাহা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। মণ্ডবৎ আম নির্গমন সহ শরৎ কালীন **আমরক্ত** রোগ। স্থান পরিবর্ত্তনশীল সন্ধিবাত,—সন্ধ্যাকালে ও দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি; এবং সন্ধিবাত হৃৎপিণ্ড আক্রমণ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও তৎসহ হৃৎপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনানুভব। অধিকন্তু মানসিক ও দৈহিক অবসাদ, পৈশিক অবসন্নতা, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে, এমন কি কিয়ৎকাল চিন্তা করিলে এবং দেহ সঞ্চালনে লক্ষণাদির বৃদ্ধি সংঘটন কোল্‌চিকামের প্রকৃতিগত লক্ষণাবলী। এতজ্জনিত বেদনাদি সঙ্কোচন, ছেদন (ইগ্নে: পল্‌সে: ইণ্ডি:) বা নিষ্পেষণবৎ; উষ্ণ বায়ুতে বেদনা অতি অল্প বোধ হয় কিন্তু বায়ু যখন সজল ও ঠাণ্ডা হয় তখন এতজ্জনিত বেদনা অস্থি ও তদপেক্ষা গভীরতর প্রদেশগত হইয়া থাকে এবং বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারিত হয় (ল্যাকে: দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে=লাই: প্রায়ই বাম পার্শ্ব আক্রমণ করে=জঙ্কোস্-এফীউ: প্রায়ই দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে=সাইমেক্স: ক্রোটন্: জিন্‌সেঙ্গ: ফাইটো) এবং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে (সিফিলাইন:)। রাত্রি জাগরণ জনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ (কষ্টি: ককীউ: কীপ্রাম; ইগ্নে: অ্যাসিড-নাইট্রিক:)। বমন,—শ্লেষ্মা, পিত্ত ও অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত, পাকস্থলী মধ্যে শৈত্যানুভূতি ও তৎসহ অত্যন্ত শারীরিক অবসাদ। আমাতিসার, মল যৎসামান্য ও মণ্ডবৎ, অত্যন্ত কুন্থন ও তৎসহ উদরের ঢক্কাবৎ স্ফীতি; অনেক স্থলে এত বেগ হয় যে বোধ হয় যেন মলদ্বার বিদারিত হইয়া যাইবে; মলের সহিত শ্বেতবর্ণ সূত্রবৎ পদার্থ ও অন্ত্রমধ্যস্থিত ঝিল্লি শল্ক মিশ্রিত থাকে। সন্ধিস্থল ও পদাঙ্গুলিগত বাত বেদনা, আক্রান্ত অংশ আরক্তিম, উত্তাপযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে ও এত ব্যথান্বিত হয় যে স্পর্শ ও সঞ্চালন অসহনীয় বোধ হয়: রাত্রে ও উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে আশঙ্কাজনক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, রোগী স্বীয় হৃৎপিণ্ডের গতি অনুভব করিতে পারে না এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ করে। প্রস্রাবের পরিমাণ অতি সামান্য, রক্তাক্ত ও অত্যন্ত ঘোর। গাত্রত্বক স্পর্শ করিলে শুষ্ক বোধ হয়, কোনরূপ রস বা ঘর্ম্ম অনুভব করা যায় না।

লক্ষণাবলী।

মন।—বাহ্য জগতের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় যথা অলোক, শব্দ, তীব্র গন্ধ, স্পর্শ, অভদ্রোচিত ব্যবহার প্রভৃতি রোগীকে উন্মত্ত করিয়া তুলে (নক্স); যন্ত্রণা মাত্র রোগীর অসহনীয় বোধ হয় (অ্যাকো: ক্যামো: কফীয়া)। শোক বা অন্যের কুক্রিয়া জনিত মানসিক পীড়া (ষ্ট্যাফি:)।

বুদ্ধি জড়তাযুক্ত,—কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক বা সম্বদ্ধ উত্তর দেয়। অনুভব আদৌ থাকে না,—সংজ্ঞা রহিত। মানসিক পরিশ্রম বা আবেগ দ্বারা যন্ত্রাদির বৃদ্ধি হয়। বিস্মৃতি-প্রবণ (অ্যানাক: আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্‌কে: ক্যাম্ফা:)। রোগী সকল বিষয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করে (অ্যান্টি-ক্রুড: এপীস; বিস্মাথ; সিনা; লিড: রিউটা: ট্যাব: থিরিড:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—পাদচারণান্তে উপবেশন করিলে কিম্বা উঠিতে গেলে (ব্রাই: পল্‌সে)। পশ্চান্মস্তিষ্কে (Cerebellum) অত্যন্ত চাপ বোধ,—মানসিক পরিশ্রম জনিত পীড়া;—বিশেষতঃ মস্তক সঞ্চালন বা অবনত করিলে চাপ বোধ: রোগীকে তুলিয়া বসাইলে, মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া ও মুখ বিবৃত হইয়া যায়। ঘাম রোগের পর কর্ণবন্ধ্র হইতে পুয় স্রাব ও ছেদনকারী বেদনা।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ,—খাদ্যাদি রন্ধনের গন্ধে রোগীর বিবমিষার উদ্রেক ও মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হয়,—বিশেষতঃ মৎস্য, ডিম্ব ও মেদময় মাংসাদির গন্ধে (আর্স: সিপি:)।

মুখমণ্ডল।—রোগীর মুখমণ্ডল শোক ও বিষাদ ব্যঞ্জক ভাবযুক্ত; চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটরগত; প্রেতবৎ হাস্য (Risus Sardonicus),—অর্থাৎ যেন মুখমণ্ডলে একপ্রকার ভীতি-প্রদ হাস্য প্রকটিত হইয়া থাকে; মৃতবৎ রক্তহীন ও ফ্যাকাশে; কখনও কখনও গণ্ডদ্বয় আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত এবং ঘর্ম্মাক্ত। মুখমণ্ডল শোথযুক্তবৎ স্ফীত। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তজনিত বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত মুখমণ্ডল এবং জিহ্বা কোমল লেপাবৃত। মুখের পেশীতে সঙ্কোচন ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা,—বেদনা কর্ণ ও মস্তকে সঞ্চারিত হয়।

মুখ ও গলমধ্য।—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে (হায়ো: লাই: পডো: সিনা; ষ্ট্র্যাম্‌. ভেরেট:)। কণ্ঠ শুষ্ক অথচ মুখ হইতে অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব হইয়া থাকে। গলমধ্যে কুট্‌কুট করে—যেন সর্দ্দি হইবার উপক্রম।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—মুখের স্বাদ তিক্ত (সকল দ্রব্যই তিক্ত বোধ হয়=ব্রাই: সিঙ্কো: পল্‌সে:)। খাদ্যাদি বিশেষতঃ মৎস্য, ডিম্ব ও মেদময় মাংস রন্ধনের গন্ধে রোগীর বিবমিষার উদ্রেক হয় ও তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে (আর্স: সিপী:)। সকল দ্রব্যেই অরুচি, খাদ্যাদি দর্শন মাত্রে ঘৃণার উদ্রেক হয়। অন্ত্রাশয় আধ্মান বায়ু পূর্ণ হইয়া বিষম স্ফীত হইয়া উঠে,—যেন ফাটিয়া যাইবে এবং টান বোধ বশতঃ রোগী পা ছড়াইতে পারে না। পাক ও অন্ত্রাশয় মধ্যে জ্বালা বা হিমবৎ শৈত্য বোধ (আর্স: বোর: ক্যাম্ফ: চেলিড: কোড: কোণা: অ্যা-হাইড্রোসায়া: ইগ্নে: ক্যালী-ক্লো: ল্যাক্টীউ. লরো: ম্যাগ-সল্‌ফ: নাইট্রাম ওলী-অ্যান্‌: অ্যা-ফস: ষ্ট্রাম: অ্যা-সল্‌ফ: ট্যাবাক: ফস:—অত্যন্ত জ্বালা বোধ=আর্স: নক্স; সিকেল:)। কণ্ঠ শুষ্ক অথচ অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চয়। বমন,—তৎসহ শ্লেষ্মা, পিত্ত ও ভুক্ত দ্রব্যাদি,—কম্পন। দেহের সঞ্চালন মাত্রে বমনোদ্রেক (ষ্ট্র্যামো: ট্যাবাক: থিরিডি: ভেরেট: জিঙ্কাম)। পাকস্থলী মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ অনুভব (ব্রাই: কার্ব্বো-অ্যান্‌: কষ্টি: নাইট্রাম; সিপী:)। নানাবিধ দ্রব্যাদি আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু গন্ধ পাইলে বা তাহা দেখিলেই অরুচির উদ্রেক হয়

(আহারের কথা মনে করিলেও অরুচির উদ্রেক হয়=সিঙ্কো:)। যাহা আহার করে তাহার কোন স্বাদ পায় না (ক্যালী-বাই: ষ্ট্র্যামো:)।

মলান্ত্র।—শরৎকালের আমরক্ত রোগ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রময় পদার্থ মিশ্রিত, বা অন্ত্রাদির চাঁচনী বা শল্কবৎ শ্বেত আমময় মল নির্গত হয় (ব্রোমাম ; ক্যান্থা: অ্যাসিড-কার্ব্বলিক ; কলো)। অত্যন্ত বেদনাজনক ও স্বল্প পরিমাণ মল স্রাব। উদরাময়—স্বচ্ছ অণ্ডবৎ আমময় মল (অ্যালো: হেলিবো: ক্যালী-বাই: মলত্যাগ কালে বোধ হয় যেন মলদ্বার বিদারিত হইতেছে। মলান্ত্রভ্রংশ (Prolapsus Ani—প্রতি বাহ্যের সময়=পডো:)। অসাড়ে জলবৎ মল নিঃসরণ (ভেরেট)। ভাতের ফেনবৎ আমময় মলত্যাগ।

প্রস্রাব।—মূত্র,—ঘোর বর্ণ (অ্যাকো: বেল্: ডিজি: অ্যান্টি-টার্ট্: মার্ক: সিপী:), পরিমাণে অতি অল্প ; আদৌ মূত্র রোধ ; ফোঁটা ফোঁটা স্রাব হয় এবং শ্বেতবর্ণ তলানী পড়ে (ক্যাল্কে: কলে': কোণা: অ্যাসিড্-নাই: পেট্রোল্: ফস্: অ্যা-ফস্: হ্রাস্: স্পাই: সল্ফ্ জিঙ্ক: সিনা ; অ্যাসিড্-অক্‌জ্যালিক্: গ্রাফ্:—লালবর্ণ তলানী=লাই: সিপী: পাল্‌সে: ন্যাট্-মিউ:); মূত্র রক্তময় (ক্যান্থা: ক্যানাব্: ইপিক্: টেরিব্: মার্ক্: মিলিফো: পল্‌সে: স্কিলা:) কপিশ বর্ণ (brown=কষ্টি: অ্যাসিড্-নাই: পেট্রোল্: পল্‌সে: অ্যান্ট্-টার্ট্:) কিম্বা মসীর ন্যায় কাল ; সময়ে সময়ে মূত্রের সহিত বিকৃতিপ্রাপ্ত জমাট শোণিত, লালা বা শর্করা মিশ্রিত থাকে (অ্যাসিড্-ফস্: ইউরেন-নাই: আর্জেন্ট্-মেট্: কোডিইনাম্: ন্যাট্-সল্ফ্: সিজিজী:)।

হৃৎপিণ্ড।—বুক ধড়্ফড়্ করে। হৃৎপিণ্ডের গতিজনিত প্রতিঘাত আদৌ অননুভবনীয়। হৃৎপিণ্ডের বহির্বেষ্টনীর প্রদাহ (Pericarditis),—তীব্র বেদনা, চাপবোধ এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা,—নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ,—তরুণ বা সন্ধিবাতের স্থান ত্যাগ (Metastasis) পীড়া।

প্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধিবাত,—আক্রান্ত অংশ সকলে অত্যন্ত অনুভব,—স্পর্শমাত্রে অসহনীয় বোধ হয়। ক্ষুদ্র-সন্ধিগত-বাতবেদনা,—কোন সন্ধি স্পর্শ করিলে বা পদাঙ্গুলিতে সামান্য আঘাত লাগিলেও রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে ; আক্রান্ত অংশ আরক্তিম বা ফ্যাকাশে স্ফীতিবিশিষ্ট ও আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং ব্যথা ও স্ফীতি সন্ধি হইতে সন্ধিতে বিচরণ করিয়া বেড়ায় ;—দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি হয়। শোথ,—ঘোর বর্ণ বিশিষ্ট মূত্র=মূত্র ঘোর লালবর্ণ, লালাশূন্য মূত্র ও তৃষ্ণারাহিত্য=টেরিব্: মূত্ররোধ=স্কীলা: গাঢ় লালবর্ণ ও অল্প পরিমাণ মূত্র=হেলিবো-নাই:) বিশেষতঃ যদি সন্ধিবাত রোগ সংযুক্ত হয়। বাতরোগে সময়ে সময়ে হঠাৎ অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। সন্ধ্যা, রাত্রি ও উষ্ণ বায়ুতে বেদনাদির বৃদ্ধি হয়।

সম্বন্ধ।—বাত বা সন্ধিবাত রোগে "কোল্‌চিকামের" অ্যালোপ্যাথিক ব্যবহার বা অপব্যবহারের পর "লিডাম্" প্রযুজ্য ; বাতরোগে স্পর্শাসহনীয়তা সম্বন্ধে "আর্ণিকা" কোল্‌চিকামের সদৃশ ; ত্বকমধ্যে মাস্ত বা রসস্রাব সহ সন্ধিবাত রোগে ব্রায়োনীয়া ইহার

সমধর্ম্মী ; ব্রায়োনীয়ারও "উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি" নির্ণায়ক লক্ষণ। শোথরোগে এপীস্‌ ও আর্সিনিক প্রয়োগে ফল না হইলে কোল্‌চিকাম্‌ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বৃদ্ধি।—মানসিক আবেগ বা অবসাদ, অতিপাঠ, দ্রব্যাদি রন্ধনের গন্ধ ; সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে ও উষ্ণ বায়ু এবং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে। বেদনাদি বামদিক হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারিত (লিডামের বেদনা নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে সঞ্চারিত হয়।)

সদৃশ।—এপীস্‌ ; আর্সিনিকাম্‌ ; লিডাম্‌ ; আর্ণিকা ; গুয়াইয়োকাম্‌ : অ্যামল্‌-ফস্‌: অ্যান্টিমোনিয়াম্‌ ক্রুডাম্‌ ; লাইকোপোডীয়াম্‌ ; অ্যাসিড্‌-বেনজোইক্‌ ; হডোডেণ্ড্রন্‌।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—বেলাডনা, ক্যাম্ফোরা ; ককীউলাস্‌ ; লিডাম্‌ ; নক্স্‌ ; পল্‌সেটিলা ; স্পাইজে।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—১৪ হইতে ২০ দিন।

কোলিন্‌সোনীয়া-ক্যানাডেন্সিস্‌

(COLLINSONIA CANADENSIS).

নামান্তর।—হর্স বাম ; ষ্টোন্‌ রুট্‌।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে টিঞ্চার প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণও হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে ;—কোষ্ঠবদ্ধ অতিসার ; শোথ ; রক্তামাশয় ; অজীর্ণতা ; বাধক ; রক্তস্রাব ; অর্শ ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া ; উত্তেজনা ; প্রসববেদনা ; গর্ভিণী রোগ ; বাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বস্তিগহ্বর (Pelvis) ও যকৃৎ মধ্যস্থ শিরা (Portal vein) মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ বাধক ও অর্শ রোগের উৎপত্তি ; গর্ভাবস্থার শেষভাগে বস্তিগহ্বরস্থ যন্ত্রাদি মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ও অর্শাবির্ভাব ; হৃৎপিণ্ডের রোগ-জনিত শোথ রোগ ; অর্শ ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদ্‌স্পন্দন ; হৃৎপিণ্ডের রোগ কিয়ৎ-পরিমাণে প্রশমিত হইলেই, পুরাতন অর্শের বা রুদ্ধ ঋতুর পুনরাবির্ভাব হয় ; পুরাতন বেদনাজনক অর্শ,—বোধ হয় যেন মলান্ত্রমধ্যে কঙ্কর বা সূক্ষ্ম কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; অর্শ ও কুন্থন সহ আমরক্ত রোগ ; পর্য্যায়ক্রমে মলকাঠিন্য ও মলতারল্যাবির্ভাব এবং গর্ভাবস্থায় গুহ্যদেশে পামার ন্যায় একপ্রকার চর্ম্মরোগ (Pruritus Ani), মলদ্বারের কণ্ডুয়ন ও অর্শাবির্ভাব,—রোগিণী শয়ন করিতে পারে না,—এই কয়েকটী কোলিন্সোনীয়ার প্রকৃতিগত লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অর্শরোগ সম্বন্ধে ইস্কীউলাস্‌ হিপোক্যাষ্টেনাম্‌ অনেকাংশে কোলিন্‌-সোনীয়ার সদৃশগুণোপেত ; পার্থক্য এই যে (ইস্কীউলাসে মলদ্বার মধ্যে পূর্ণতানুভূতি বিদ্যমান,

কোলিন্‌সোনীয়ায় তাহা নাই ; (২) ইস্কীউলাস্ জনিত অর্শ হইতে সাধারণতঃ শোণিতস্রাব হয় না, কোলিন্‌সেনীয়ার অর্শে প্রায় অবিচ্ছন্নভাবে শোণিতপাত হইতে থাকে ; (৩) ইস্কীউলাসে কটিদেশে স্পর্শাসহনীয়তা ও তীব্র বেদনানুভূতি বর্ত্তমান কোলিন্‌সোনীয়ায় ততদূর প্রায় হয় না ; (৪) ইস্কীউলাসে কখনও মলকাঠিন্য বিদ্যমান থাকে, কখনও থাকে না, কিন্তু কোলিন্‌সোনীয়াব অন্ত্রশূল সহযোগে অত্যন্ত মলকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। শিশুদিগের এবং গর্ভবতীদিগের নিম্নান্ত্রেব ক্রিয়াভাব বশতঃ মলকাঠিন্য রোগে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অশরোগাশ্রিত হৃদ্রোগ (ক্যাক্টাস্ ; ডিজিট্:)।

লক্ষণাবলী।

মন।—অতিশয় বিষণ্ণ ভাব (Gloomy)।

মস্তক।—ললাটদেশীয় অতীব শিরোবেদনা, তৎসহ পদদ্বয়ে স্থানপরিবর্ত্তনশীল এবং জানুদেশে ছেদনবৎ বেদনা,—অর্শ হইতে হঠাৎ স্রাববোধজনিত (ল্যাকে)। পুরাতন সর্দ্দি।

মুখ।—জিহ্বাব মূলদেশ ও মধ্যস্থল পীত-লেপাবৃত এবং মুখ অত্যন্ত কটুস্বাদযুক্ত (ব্রাই: কলো:)।

পাকাশয় প্রভৃতি।—বিবমিষা, পেটে খালধবা, বমন, আধ্মানসহ পেট বেদনা।

মলান্ত্র।—দক্ষিণ কুক্ষিদেশে বেদনা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং অবসাদ সহ তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা। শিশুদিগের এবং অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকদিগেব মলকাঠিন্য,—মল ফিকাবর্ণবিশিষ্ট, থস্‌থসে এবং অত্যন্ত বেগ দিলে তবে নির্গত হয়। উদবাময়,—মল আমময় ও রক্তাক্ত ; পাত্‌লা, জলবৎ বা পীতবর্ণ তবল মল,—তলপেটে তীব্র কুন্থন ও কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণাযুক্ত। অর্শ,—অন্ধ বা শোণিতস্রাবী ; মলান্ত্রমধ্যে অত্যন্ত ভারবোধ, কণ্ডুয়ন (টিউ: র‍্যাট্:) এবং যেন তীক্ষ্ণ কাষ্ঠশলাকা বা কঙ্কর পূর্ণ বহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (ইস্কীউ: অ্যাসিড্ নাই:)—নিম্নান্ত্র মধ্যে রক্তসঞ্চয়াধিক্য জনিত নিষ্ক্রিয়তা হেতুক,—পুবাতন, দুবারোগ্য অর্শরোগ। প্রসবান্তিক মলবদ্ধতা (নক্স্:)। গর্ভাবস্থায় মলদ্বাব কণ্ডুয়ন,—রোগিণী শয়ন করিতে পাবে না। (অন্ত্রশূলে নক্স্ ও কলোসিন্থ ব্যর্থ হইলে কোলিন্‌সো প্রযুজ্য)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দীর্ঘকালব্যাপী জরায়ু-প্রদাহ ; জবায়ুব পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ বা পূর্ণ আবর্ত্তন (Retroflexion or Retroversion = অবাম্-মিউ-ঋ্যাট্: সিপীয়া ; বোর‍্যাক্স্ ; সেব্যাল্ সেরুলেটা) ; জবায়ুভ্রংশ বা জবায়ুব বহিশ্চ্যুতি (Prolapsus = সিপী: লিলিয়াম্-টাইগ্রিন্ বেল্ ফ্র্যাক্সিনাস্-অ্যামে:)। বাধক,—অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা,—দক্ষিণ কুক্ষিদেশে বেদনা অধিক হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় জবায়ুভ্রংশ বা যোনিবহির্দ্দেশের কণ্ডুয়ন ; যোনিদেশ গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করে ; বসিলে বেদনা বোধ হয়। ঝিল্লিনির্মোচক বাধক (Membranous Dysmenorrhœa = বোর‍্যাক্স্ ; অ্যাস্‌ক্লিপী-সিরী: বেলেড্: ক্যামো: জ্যান্থক্স্: কলো: অ্যাক্টি: ম্যাগ্-ফস্: ভাইবার্ণাম্)।

শ্বাসযন্ত্র।—অর্শস্রাব-রোধজনিত কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় আঠার ন্যায় ও রক্তাক্ত শ্লেষ্মাময় গয়ার

সংযুক্ত কাসি। হৃৎপিণ্ড বিকৃতিপ্রবণ,—গতি বিষম ও দ্রুত (কন্‌ভ্যালেঃ),—সামান্য মানসিক উত্তেজনা বা দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়,—হৃদ্‌স্পন্দন। হৃৎপিণ্ডের বেদনা ও অর্শস্রাব পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। বক্ষঃস্থলে চাপ্‌বোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও পূর্ণাবসাদ বা মূর্চ্ছার উপক্রম (আকোফেরন্ম্‌ঃ) ; অর্শ সহযুক্ত হৃৎপিণ্ডের রোগে ক্যাক্টাস্‌ঃ ডিজিটেলিস্‌ প্রভৃতির দ্বারা উপকার না পাইলে কোলিন্‌সোনীয়া প্রযুজ্য)।

বৃদ্ধি।—ঈষন্মাত্র মানসিক আবেগ বা উত্তেজনা (আর্জেণ্ট্‌ নাই) এবং দেহাসঞ্চালনে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ইস্কীউলাস্‌-হিপ্‌ঃ অ্যালোঃ নক্সঃ।

দোষঘ্ন।—নক্স ভমিকা।

তুলনীয়।—লাইকোপস্‌ (হৃদ্‌পিণ্ড) ; ইস্ক. হামা, নক্স, সল্‌ফ (অর্শ) ; পডো (গুহ্যদ্বার চ্যুতি) ; মানসিক উদ্বেগে কান্তি জন্য পক্ষাঘাতে ষ্ট্যানম, ক্যাল্‌স, ফস্ফরস, ন্যাট্রাম্‌।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম। হৃৎপিণ্ডের রোগে উচ্চতর ক্রম প্রযুজ্য।

কলোসিন্থিস্-ভাল্‌গ্যারিস্

(COLOCYNTHIS CUCUMIS OR VULGARIS).

নামান্তর।—বিটার আ্যাপল্‌।

প্রস্তুতি।—ফলের শাঁস হইতে ইহার মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়। ইহার সারাংশ বা উপক্ষারকে "কলোসিন্থিনম্‌" কহে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ছানি, চক্ষুর স্নায়ুশূল ; কশেরুকার শেষভাগে স্নায়ুশূল ; বহুমূত্র ; অতিসার ; রক্তামশয়, বাধক ; চক্ষুর রোগ ; শিরঃপীড়া ; স্বরভঙ্গ ; ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল ; মুদা ; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ ; বাত ; কটী-স্নায়ুশূল ; দন্তশূল ; ক্ষত ; অর্ব্বুদ ; ইত্যাদি পীড়ায় ফল পাওয়া গিয়াছে।

উপযোগিতা ও আভাস।—মানসিক লক্ষণের মধ্যে ক্রোধও অধৈর্য্য প্রধান। গৃধ্রসী বা কটিস্নায়ুশূল (Sciatica—সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বগত)—পদদ্বয়ে সঙ্কোচন বা ছেদনবৎ বাতবেদনা,—বঙ্ক্ষণসন্ধি বা কুঁচকী (Hip-joint) ও বঙ্ক্ষণাস্থির গহ্বর মধ্যস্থিত স্নায়ু সকলই তীব্রতম বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে ; (২) প্রচণ্ড অন্ত্রশূল,—রোগী যন্ত্রণায় সম্মুখদিকে বাঁকিয়া দ্বিভাঁজবিশিষ্ট হইয়া যায়, ছট্‌ফট্‌ করে, যন্ত্রণাজ্ঞাপক অস্পষ্ট শব্দ ও রোদন করিতে থাকে ; (৩) আমরক্ত রোগ,—মল জলবৎ, রক্তাক্ত এবং আঠাবৎ,—পেট বেদনায় রোগী বাঁকিয়া দ্বিভাঁজবিশিষ্ট হইয়া যায় ; (৪) রজোরোধ,—ডিম্বাধারে তীব্র ও অসহনীয় যন্ত্রণা বশতঃ রোগিণী সম্মুখদিকে বক্র হইয়া ধায়। শূলবেদনাদি এত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, রোগী বা রোগিণী খাটের পায়ার মাথায় বা টেবিলের কোণে পেট চাপিয়া আরাম পাইবার আশা

করে। উক্ত কয়েকটী অবস্থায় কলোসিন্থিস্ অব্যর্থ সিদ্ধপ্রদ হইয়া থাকে। অধিকন্তু ঘৃণাসহযুক্ত ক্রোধজনিত পীড়াদিতে, অর্থাৎ ক্রোধ প্রকাশান্তে উদরাময়, শূলবেদনা, বস্তোরোধ (ক্যামো. ষ্ট্যাফ্) প্রভৃতিতে কলোসিন্থ্ অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। জ্বরবিকারে ইহার আর একটী প্রধান ও অনন্যসাধারণ লক্ষণ এই যে, জ্বরান্তে রোগীর দেহে যে স্বেদোদ্গম হয় তাহার গন্ধ মূত্রবৎ (বার্ব ক্যাস্থা অ্যাসিড্ নাঃ)। অধিকন্তু পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণও ইহার নির্ণায়ক,—(১) হঠাৎ বামদিকে মস্তক ফিরাইলে শিরোঘূর্ণন অনুভব এবং পতনোপক্রম। (২) স্নায়ুশূল, দেহ সঞ্চালনে উপশম, তৎসহ শীতার্ত্ততা। (৩) বাম শঙ্খদেশে বা রগে, বাম গণ্ডাস্থিমধ্যে, বামগণ্ডে ও বাম স্কন্ধে তীব্র বেদনা,—খনন, বিদারণ ও দপ্দপ্কারী বেদনা। (৪) কুচকী প্রদেশে খালধরার ন্যায় বেদনা, যেন ঐ অংশ সন্দংশ বা সাড়াসি দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত রহিয়াছে, রোগী আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে। (৫) ডিম্বাধার মধ্যে যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা,—টিপিলে আরাম বোধ হয়। (৬) মূত্র পাতলা আঠার ন্যায়। (৭) সমগ্র উদর মধ্যে বেদনা, যেন অন্ত্রাদি প্রস্তরদ্বয়ের মধ্যে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, যেন উদর মধ্যে প্রস্তরে প্রস্তরে ঘৃষ্ট হইতেছে,—কোমলাংশ অধিক আক্রান্ত। অন্ত্রাদি স্পর্শাসহ এবং যেন প্রহৃত হইতেছে এইরূপ ব্যথান্বিত।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগী অত্যন্ত ক্রোধনস্বভাব ও অধীর,—কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই রাগিয়া যায়, হস্ত হইতে দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেপ করে। ক্রোধপরাধজনিত মনঃপীড়া। স্বীয় বা পরকীয় দুর্ঘটনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে (অন্যের স্বাস্থ্যের জন্য ভাবনা কষ্টি ককীউ:)। তাচ্ছিল্য ভাব সহ ক্রোধজনিত অঙ্গশূল, মুখের স্নায়ুশূল, বমন, উদরাময়, বস্তোরোধ প্রভৃতি (ক্যামো ষ্টাফ্: ব্রাই. ন্যাট্মি)। বিকার ও প্রলাপ—উন্মীলিত চক্ষু ও পলায়নেচ্ছা বিদ্যমান থাকে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, হঠাৎ মস্তক ফিরাইলে (কোণা: ক্যাল্কে ক্যালী-কার্ব),—বিশেষতঃ বাম দিকে, রোগীর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় (অ্যাকো: আর্ণি: বেল্ কোণা সাইকীউটা ফেল্যান্ পল্সে হ্যাস্ স্পঞ্জী. মস্কাস),—সুরাদিসেবন জনিত, পড়িবার ভয়ে বামদিকে মস্তক ফিরাইতে পারে না। নিষ্পেষণবৎ ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—মস্তক অবনত করিলে বা উদ্ধমুখে শয়ন করিলে বৃদ্ধি হয় (মূর্দ্ধাদেশীয় শিরোবেদনা—মস্তকাবনমন ও উদ্ধমুখে শয়নে বৃদ্ধি=ল্যাই)। বাম শঙ্খদেশে বা রগে দপ্দপ্কারী বেদনা,—ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে, তৎসহ বিবমিষা ও বমন,—চাপ দিলে বা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উপশম হয়, শিরোবেদনান্তে মস্তক অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখের স্নায়ুশূল,—বামপার্শ্বগত (স্প্যাইজি), মুখের সমগ্র বামার্দ্ধ ও বামচক্ষু এবং বামকর্ণ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড বিদারণ বা ছেদনবৎ বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে এবং বেদনা দিবারাত্র সমভাবে ভোগ হইয়া থাকে; রোগী যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে;—হস্তদ্বারা সবলে

নিষ্পেষণ করিলে উপশম বোধ হয়। বামপার্শ্বগত দন্তশূল,—বেদনা মুখের সমগ্র বামার্দ্ধে সঞ্চারিত হয় এবং দন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ হয়। শব্দাদি কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় (কষ্টি: মার্ক্: ফস্: অ্যাসিড্-ফস:)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—জিহ্বা বোধ হয় যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে (ইস্কীউ. অ্যালীয়াম্ সীপা ; আস্ ব্যাপ্: গ্র্যাফ্: হায়ো: আইরিস্: লাই: মার্ক-বিনায়োড্: পোম্বোরাম্-সিড্: প্ল্যাট্: পডো: ফাইজস্ পল্‌সে: হ্রাস্ ভিন্ রীন্: রীউমেক্স্: স্যাঙ্গিউই: সিপী: ষ্টিলি: ভেরেট্-ভিরাইড্:) এবং শ্বেত বা পীতবর্ণ এবং কর্কশ ; পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্যাদি মাত্রেই তিক্তস্বাদযুক্ত অনুমিত হয় (ব্রাই: পল্‌সে:) ; আহারান্তে মুখ তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট বোধ হয় (অ্যামন্-কার্ব্: অ্যাঙ্গাস্ ; অ্যাম্পাবেগ্: লাইকো: অ্যাসিড্-নাই: টিউক্র: ভ্যালি)। বিবমিষা রহিত বমন (বমন রহিত বিবমিষা = ইপে:),—যতক্ষণ না রোগী নিদ্রিত হয় ততক্ষণ অনবরত বমনোদ্রেক হইতে থাকে এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলেই পুনরাবির্ভূত হয়। তলপেটে আঘাত জনিতবৎ বেদনা (এপীস্: ন্যাট্-সাল্‌ফ্: নক্স্ ; বীউটা: বামকুক্ষিদেশে = র‍্যানান্: দক্ষিণ কুক্ষিতে = লাই: র‍্যান্:)। উদর মধ্যে বোধ হয় যেন অন্ত্রাদি প্রস্তরের সহিত ঘর্ষিত হইতেছে (উদর বোধ হয় যেন প্রস্তরখণ্ড পরিপূর্ণ এবং চলিতে গেলে মনে হয় যেন প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষিত হইতেছে = ককীউলাস্)। প্রচণ্ড অন্ত্রশূল,—রোগী অসহনীয় যন্ত্রণায় সম্মুখদিকে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইয়া যায়, ছট্‌ফট্ করে এবং রোদন করিতে থাকে ; কখনও দৌড়াইয়া যাইয়া খাটের পায়ার অগ্রভাগে বা টেবিলের কোণে পেট চাপিয়া ধরে,—কারণ পেট সজোরে চাপিয়া ধরিলে বা সম্মুখদিকে বক্র হইলে যন্ত্রণার উপশম বোধ হয় (উদরমধ্যে যেন চিম্‌টি কাটিতেছে এইরূপ অনুভূতি এবং সম্মুখদিকে বক্র হইয়া দ্বিভাজবিশিষ্ট হইলে উপশম বোধ হয় = সিঙ্কোনা)। উদরমধ্যে বোধ হয় যেন কে অস্ত্রাঘাত করিতেছে (কোণা: ভেরেট্:)। বেদনা মাত্রেরই পান বা আহারান্তে বৃদ্ধি হয়। উদর আধ্মানবায়ু দ্বারা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে কুল্‌কুল্, হুড়্‌হুড়্ শব্দ হইতে থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময় ও আমরক্ত রোগ,—অসন্তোষ ও ক্রোধাতিশয্য জনিত,—মল লাল ও পীতবর্ণ, সফেন ও জলবৎ ; প্রথমে জলবৎ এবং আমময়, তৎপরে পিত্তমিশ্রিত এবং অবশেষে রক্তাক্ত ; কখনও বা অত্যন্ত পাত্‌লা, হরিদ্বর্ণ, আঠাবৎ ও জলের ন্যায় তরল, অম্ল বা পূতিগন্ধময় ; পান বা আহারান্তে বৃদ্ধি (ষ্ট্রিস্বিড্:), ফল আহার করিলে এবং দন্তোদ্গম কালে। আমরক্ত রোগে মলের সহিত অন্ত্রাদির শল্কবৎ সূত্রময় পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে (ক্যান্থা: কোল্‌চি: অ্যাসিড্-কার্ব্বালিক:)।

প্রস্রাব।—অতি অল্প পরিমাণ দুর্গন্ধময়, গাঢ় আঠা ও বা ঘন লালাবৎ মূত্র নির্গত হয় ; প্রস্রাবের সময় মূত্রস্থলী অত্যন্ত আকুঞ্চিৎ এবং সমগ্র তলপেটে বেদনা অনুভূত হয় ; প্রসবান্তে কিয়ৎকাল পরে দেখা যায় পাত্রের গাত্রে কঠিন লালবর্ণ রেণু সকল দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাধক—ডিম্বাধার মধ্যে যেন খনন করিতেছে বা খুঁচিতেছে এইরূপ অনুভূত হয়, বামপার্শ্বে বেদনা অধিক বোধ হয় ; তলপেটে খাল ধরার ন্যায় বেদনা—

রোগিণী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে ও সম্মুখ দিকে বাঁকিয়া দ্বিভাজবিশিষ্ট হইয়া যায়; কখনও কখনও পান বা আহারান্তে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। ডিম্বাধার গাত্রে জরায়ুর প্রশস্ত বন্ধনীর (Broad ligament) উপর কোষাবৃত অর্ব্বুদ বা একপ্রকার আব উদ্গত হয়। ডিম্বাধার প্রদেশে খাল ধরার ন্যায় বেদনা ও বোধ হয় যেন ঐ অংশ বৃহৎ সন্দংশ (সাড়াশী) দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত ও নিষ্পিষ্ট হইতেছে। অজীর্ণ রোগাশ্রিত জরায়ুপ্রদাহ,—শূলবৎ বেদনা বশতঃ রোগিণী সম্মুখদিকে বক্র হইয়া দ্বিভাজ বিশিষ্ট হইয়া যায়, তলপেট বোধ হয় যেন অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তিত হইতেছে পেট ফাঁপিয়া উঠে ও অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়, সময়ে সময়ে বোধ হয় অন্ত্রাদি যেন প্রস্তরখণ্ডদ্বয় মধ্যে নিষ্পিষ্ট হইতেছে। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (Lochia=হায়ো নক্স সিকেলি ভেরেট — ক্রোধ বা ঘৃণা সম্ভূত ক্রোধ জনিত,—প্রচণ্ড শূলবেদনা, উদরের অতিরিক্ত আধ্মান এবং উদরাময় সহ উদরাময় বা তৎসঙ্গে দন্তশূল থাকিলে—ক্যামো—যদি স্রাব রোধ বশতঃ বিকার বা মানসিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় তাহা হইলে=বেল হায়ো· ষ্ট্র্যামো·)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গৃধ্রসী বা কটিস্নায়ুশূল (Sciatica),—বঙ্ক্ষণ প্রদেশে খালধরার ন্যায় বেদনা,—যেন বৃহৎ সন্দংশ বা সাড়াশী মধ্যে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, রোগী পা গুটাইয়া আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে, তীব্র বেদনা তাড়িৎ প্রবাহবৎ দেহের সমগ্র বামপার্শ্বে দ্রুত বেগে সঞ্চারিত হয়,—বাম বঙ্ক্ষণ বা কুচকী প্রদেশ হইতে বাম উরু, বাম জানু প্রভৃতি আক্রান্ত হয়; ঠাণ্ডা বা শৈত্য জনিত, তরুণ অবস্থা,—স্পর্শমাত্রে বেদনাধিক্য বোধ হয়, চাপ ও উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উপশম বোধ হয়। কেবলমাত্র পাদচারণকালে, দক্ষিণ উরুদেশে বেদনা, যেন তৎপশ্চাতস্থিত পেশী ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে এইরূপ টান বোধ হয়। বেদনা বশতঃ আক্রান্ত অংশ অসাড় হইয়া যায় (নক্সভমিকা=দক্ষিণ উরুপশ্চাতস্থিত বৃহৎ স্নায়ুতে অত্যন্ত তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা, —দক্ষিণ বঙ্ক্ষণসন্ধি হইতে নিম্নপদ পর্য্যন্ত বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত ধাবিত হয়,—শয়নে, দেহ বা আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে বা পাদবিক্ষেপ করিলে বেদনাধিক্য, উপবেশন করিলে উপশম বোধ)।

বৃদ্ধি।—ক্রোধ ও ঘৃণাধিক্য, কৃতাপরাধ জনিত মনঃপীড়া (ষ্ট্যাফ, লাইকোডীয়াম) পনীর ভক্ষণ (শূলবেদনা)।

উপশম।—সম্মুখদিকে বাঁকিয়া দ্বিভাজবিশিষ্ট হইলে, সবলে চাপদিলে ও সম্মুখদিকে মস্তক অবনত করিয়া শয়ন করিলে, উত্তাপ ও চাপ প্রয়োগে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আমবক্ত রোগে মার্কিউরিয়াস ইহার অনুপূরক বিশেষতঃ যদি কুন্থনাধিক্য বর্ত্তমান থাকে। গৃধ্রসী রোগে ন্যাফেলীয়াম্, লাইকোপোডীয়াম্, ক্যাপ্সিকাম্, ক্যালী কার্ব্বনিকা, ম্যাগ্নেশিয়া ফস প্রভৃতি ইহার সদৃশ। ক্রোধ জনিত পীড়াদি সম্বন্ধে লাইকোপোডীয়াম্, ইগ্নেশিয়া, ব্রায়োনীয়া, ক্যামোমিলা এবং ষ্ট্যাফইস্যাগ্রিয়া সদৃশক্রিয়া বিশিষ্ট।

তুলনীয়।—ব্রায়ো, ডায়োস্ক (শূলে), ষ্ট্যাফি (ক্রোধ) ইত্যাদি।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফ, কষ্টিকা, ক্যামো, কাফি, ওপিয়ম, ষ্ট্যাফি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে উচ্চতম ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া থাকে।

কমোক্ল্যাডীয়া ডেণ্টেটা

(COMOCLADIA DENTATA).

নামান্তর।—গুয়াও (Guao)।

প্রস্তুতি।—পাতা ও ছাল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয় হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—স্তনের পীড়া; কর্ণের পীড়া; পামা, বিসর্প, চক্ষুর পীড়া; কুষ্ঠরোগ; স্নায়ুশূল; দন্তশূল; ক্ষত; চর্ম্মরোগ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা অনেক পরিমাণে হ্রাস্-টক্সিকোডেণ্ড্রনের সদৃশ-ক্রিয়াযুক্ত।—দেহ সঞ্চালনে উপশম বোধ হয় এরূপ বেদনা উভয়েই বর্ত্তমান, বিস্তারপ্রবণ বিসর্প রোগে (Erysipelas) উভয়েরই প্রয়োজন হয়; উভয় দ্বারাই জ্বালা ও কণ্ডুয়ন সহ দেহের আরক্তিমা জন্মে ও উভয় দ্বারাই দৈহিক দুর্ব্বলতা অসাড়তা, অস্থিরতা প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু চক্ষুর উপর ক্রিয়া সম্বন্ধে উক্ত ঔষধদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কমোক্ল্যাডীয়া সেবন করিলে বোধ হয় যেন অক্ষিগোলক কোটর অপেক্ষা বৃহত্তর এবং কোটর হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে ও উত্তপ্ত অগ্নি পাত্রের বা উনুনের নিকট উপবেশন করিলে উক্ত লক্ষণের বৃদ্ধি সংঘটিত হয় কিন্তু হ্রাস টক্সে ইহার বিপরীত,—অর্থাৎ উত্তপ্ত অগ্নিপাত্রের বা উনুনের নিকট উপবেশন করিলে উপশম হয় (এপিসের চক্ষুর) লক্ষণ সকল উত্তপ্ত উনুনের নিকট উপবেশন করিলে বৃদ্ধি হয়)। কমোক্ল্যাডীয়ার চর্ম্ম লক্ষণ সকল অনেকাংশে ইউফর্বীয়ামের সদৃশ,—উভয়েতে বিসর্পাক্রান্ত অংশ হইতে আরক্তিম রেখা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। বক্ষঃস্থলের বেদনাবিশেষেও ইহা অত্যন্ত ফলদায়ক,

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মাথাঘোরা, উঠিলে অন্ধকার দেখা।

চক্ষু।—চক্ষুর স্নায়ুশূল,—দক্ষিণ চক্ষু অত্যন্ত বেদনাসক্ত,—বোধ হয় যেন কোটর অপেক্ষা বৃহত্তর (অরুম্‌ মেটা; স্পাইজি:) এবং যেন বহির্গত হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে; উত্তপ্ত উনুনের নিকট উপবেশন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় (এপীস:; উপশম হয়=হ্রাস-টক্স:)। বাম চক্ষু দ্বারা সামান্য আলোক অনুভূত হয় মাত্র। মুখমণ্ডল স্ফীত ও দক্ষিণ চক্ষু বাম চক্ষু অপেক্ষা বহিঃসৃত বলিয়া বোধ হয়। প্রদীপ শিখার চতুর্দ্দিকে একটী লাল আলোকময় বৃত্ত দেখিতে পায় (রীউটা:—নীলবর্ণ=ল্যাকে: হরিদ্বর্ণ=ফস: সিপী: নানাবর্ণের=নাইট্রাম; ষ্ট্রাম:)।

বক্ষ।—বাম স্তনগ্রন্থিমধ্যে তীব্র ব্যথানুভব। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ বাহু ও অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়। কাসি,—কাসিলে বাম বক্ষের নিম্নদেশ হইতে

পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত ও অনুভূত হয় (গ্যাট-সল্‌ফ: বাম বক্ষের ঊর্দ্ধাংশ হইতে পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয় = মটাস্‌-কম্‌: পিক্স-লিকীউইডা ; থিরিড: সল্‌ফার)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম কুক্ষিদেশের পশ্চাতের অস্থিসংযোগস্থলে বহির্দ্দিকে চাপবৎ সবিরাম বেদনা,—স্পর্শ করিলে ব্যথা এবং পাদচারণ কালে উপশম বোধ হয়। উভয় জানু হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা সঞ্চারিত হয়। প্রবল জ্বর সহ পদ ও পদতলের প্রদাহ, ব্যথা যত কমিয়া আইসে স্ফীতি তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; ত্বক শ্বেতবর্ণ হইয়া আইসে এবং চটাবৎ হইয়া ফাটিয়া যায় এবং ঐ ফাটা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে।

ত্বক।—বিস্তারপ্রবণ বিসর্প,—জ্বালা ও কণ্ডুয়ন সহ আক্রান্ত অংশ আরক্তিম হইয়া উঠে এবং তাহা হইতে আরক্তিম রেখা সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে (ইউফর্ব-আফিস্‌:)। পামা (Eczema),—ঘনবটী বা পূযবটীময় ; কঠিনীভূত-পার্শ্ববিশিষ্ট ক্ষত সমন্বিত (গ্রাফ: থাইরইড: হাইড্রোকোট: ব্যাসিলাইন্‌: ভ্যাক্সিনিন্‌: ম্যাল্যাণ্ড্রন্‌: অ্যান্থাকার্ড:)। পদে বিসর্প।

বৃদ্ধি।—বিশ্রামে, উত্তাপ প্রয়োগে এবং রাত্রিকালে।

উপশম।—দেহ বা আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে চাপ প্রয়োগে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যান্থাকাড: হ্রাস-টক্সিকো: হ্রাস-ভিন্‌: ইউফর্বীয়াম্‌: এপিস: (চক্ষুনষ্ট)।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

কণ্ডীউর‍্যাঙ্গো

(CONDURANGO).

প্রস্তুতি।—এই লতা বা গাছড়ার ছাল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়। ইহার শুষ্ক ছালের বিচূর্ণ হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—বিবিধ প্রকার ক্যান্সার রোগে ইহা ফলপ্রদ হইয়াছে।

লক্ষণাবলী।

পাকস্থলী।—ওষ্ঠসংযোগস্থল ফাটিয়া ক্ষতযুক্ত হয়। পাকাশয়িক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রদাহ ও সর্দ্দি ; পাকাশয়িক ঝিল্লির ক্ষত ও কর্কটরোগ,—ভক্ষিত দ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায় ; টিপিলে স্থান বিশেষ কাঠিন্য যুক্ত ও স্ফীত বোধ হয়, এবং পাকাশয় মধ্যে

বোধ হয় যেন অগ্নি জ্বলিতেছে, অত্যন্ত ও অবিরত যন্ত্রণা হইতে থাকে (আর্স: হাইড্রাষ্টিস; ইউবেনীয়াম্-নাইট্রিকাম, বিস্মাথ)। অন্ননালীর সঙ্কোচন;—বুকাস্থির পশ্চাতে ক্ষত্তর জ্বলিতে থাকে ও বোধ হয় যেন ভুক্ত দ্রব্যাদি সেই স্থলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (মার্ক-রো: ফস্: জেল্‌সি: ইগ্নে:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—ডাঃ ইঃ এম্: হেলের মতে কণ্ডীউর‍্যাঙ্গো দ্বারা মানবদেহে কশেরুক-মজ্জার ক্ষয় বশতঃ প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালক পেশীর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা উৎপন্ন হয় (ক্যালী—আয়োড্: ফস্: নক্স্: অ্যাসিড্-পাইক্রিক্ হেলোডার্মা, সিফিলাইন্ আর্জেন্ট নাই· অ্যালীউমেন্; আর্স: অরাম্)। (ডাঃ হেল আরো বলেন যে, যখন আমাদের ভেষজক্ষেত্রে এরূপ কোন একটী ঔষধ নাই যদ্দারা মেরুমজ্জার ক্ষয়জনিত-চলচ্ছক্তিবাহিত্যের সকল লক্ষণ নিরাকৃত হইতে পারে এবং যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কণ্ডীউর‍্যাঙ্গোর সহিত উক্ত রোগের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে,—তখন চিকিৎসকদিগের ঐ রোগ শেষোক্ত ঔষধের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত)।

ত্বক ও উপত্বক।—দুরারোগ্য দুর্গন্ধ রসস্রাবী ক্ষত। ওষ্ঠ ও স্তনের কর্কটী অর্ব্বুদ বা স্তনের কর্কট (কোণা: ফাইটো· ক্রিয়ো: ট্রাইফোল্-প্র্যাট:) ওষ্ঠ সংযোগস্থলে বিদারিত ত্বক ও ক্ষতযুক্ত। বেদনা—কর্ত্তন, হুলবেধবৎ জ্বালাজনক, কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ ও সঙ্কোচন-কারী। জিহ্বার উপরে অসমপার্শ্ব বিকৃতাকার ক্ষত প্রকাশ পায়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আর্স· হাইড্রাষ্টিস, ইউবেনীয়াম্ নাইট: বিস্ম; অ্যা-পাইক্রিক্· হেলোডার্মা; নক্স।

শক্তি।—১ম দশমিক বিচূর্ণ বা ক্রম।

কোণায়াম্ ম্যাকীউলেটাম্
(CONIUM MACULATUM).

নামান্তর।—হেম্‌লক্।

প্রস্তুতি।—ফুল হওয়া বন্ধ হইয়া আসিতেছে এমন সময় মূল বাদে সমগ্র গাছ পেষিত করিয়া মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহার উপক্ষার বা সারাংশকে কোনাইনম্ (Coninum) কহে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রাধারের প্রদাহ; হাঁপানী; স্তনের পীড়া; শ্বাসনলী প্রদাহ; আঘাত; কর্কটীয় ক্ষত; ছানি; তাণ্ডব; কাসি; উপঝিল্লিক প্রদাহ বা ডিপথিরিয়ার পরবর্ত্তী পক্ষাঘাত; বাধক; বিসর্প; চক্ষুর পীড়া; তন্দ্রাধিক্য; ব্যাধিশঙ্কা; কামলা; যকৃতের বিবৃদ্ধি; মনোবিকৃতি; অসাড়তা; ডিম্বাধারের পীড়া; পক্ষাঘাত, অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; যক্ষ্মা; গর্ভাবস্থায় স্তনের বেদনা; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত;

গণ্ডমালা শুক্র ক্ষরণ, বন্ধ্যাত্ব, পাকাশয়ের পীড়া, অণ্ডকোষের পীড়া, হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান, অর্ব্বুদ, ক্ষত, দৃষ্টিবিকৃতি, শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি।

উপযোগিতা। স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েরই বৃদ্ধ বয়সের রোগে এবং দৃঢ় পেশীবিশিষ্ট বা নিষ্ক্রিয় ভাবে দিনযাপনকারী বলিষ্ঠ দেহ ব্যক্তিদিগের পীড়াদিতে ইহা ফলোপধায়ক। বৃদ্ধদিগের দুর্ব্বলতা আঘাত বা পতন জনিত পীড়াদিতে ও অযথারূপ ইন্দ্রিয়সেবা, বা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির অভাবজনিত স্বাস্থ্যভঙ্গে ইহা উপযোগী।

আভাস।—ইহার রস সেবন করিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল পক্ষাঘাতের সঞ্চার হয় ও ইহার এই গুণ জানিতেন বলিয়াই জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস ইহা পান করিয়া তাঁহার অত্যাচারী কারাকদ্ধকারীদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। (১) শিরো ঘূর্ণন,—শয়নকালে বা শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিবার সময়, (২) স্মরণ শক্তির হ্রাস—বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের, নিষ্পেষতা বশতঃ গ্রন্থিমগুলীর হ্রস্বতা প্রাপ্তি, (৩) কাসি,—গলমধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ যেন অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভব জন্মে,—থাকিয়া থাকিয়া কাসির প্রবল প্রকোপ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ রাত্রিকালে, (৪) রজঃস্রাব কালে স্তনযুগল অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠে, (৫) মূত্র ত্যাগ করিতে করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় প্রস্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায় পরে আবার নির্গত হইতে থাকে, (৬) স্তন ও অণ্ডকোষের অনমনীয়তা,—বিশেষতঃ কর্কট রোগ প্রবণ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের, (৭) চক্ষু প্রদাহযুক্ত বা কোনরূপ চক্ষুর পীড়া নাই, অথচ আলোকে বিরক্তি এবং চক্ষু হইতে উষ্ণ জল স্রাব এই সাতটি "কোণায়াম ম্যাকিউলেটামের প্রকৃতিগত ও নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া বিদিত।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ,—ঈষন্মাত্র মানসিক পরিশ্রম অসহনীয় বোধ করে। বিমর্ষ চিত্ত, সামান্য কারণে অসন্তোষ উৎপাদিত হয়, সকল বিষয়ে প্রাধান্য লাভেচ্ছু, কলহপ্রিয়, সর্ব্বদা খিট্‌খিট্ করে, কেহ কোন কথার প্রতিবাদ করিলে বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয় (অ্যানাক্ অ্যাষ্টির্ অরাম্, আরাম্ মিউ ন্যাট ক্যামো সিনা ককীউ ফের হেলো লাই), মানসিক উত্তেজনামাত্রে অবসাদ আনয়ন করে। একাকী থাকিতে ভীত হয় (অ্যাণ্ট টার্ট আর্স বিসমাথ, ব্রিম্যাট হায়ো ক্যাল কার্ব্ব ল্যাক ক্যান্ লিলি টাইগ্রণাম, লাই সিপি ইল্যাপ্স, ষ্ট্রাম ভেরেট) অথচ দশজনের মধ্যে যাইতে বা সঙ্গে থাকি ভালবাসে না (আর্জেণ্ট নাই আর্ণি কোকা জেল্‌সি ক্যালী কার্ব্ব লাই)। মধ্যাহ্নিক নিদ্রাভঙ্গ হইলে জড়বুদ্ধির ন্যায় ভাব প্রকাশ করে। কথোপকথন কালে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অধ্যয়ন বা বিষয়কার্য্য কিছুতেই ইচ্ছা বা আসক্তি নাই, মহা অলস ও উদাসীন,—কোন বিষয়েই আনন্দ বোধ করে না। পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক (অ্যানাক লাই অ্যাসিড নাই অ্যাসিড-পাই: সিপী: ফস কথা কহিতে অনিচ্ছুক=ডিজি ফস আর্জেণ্ট নাই সিঙ্কো ইগ্নে নাঘা, ষ্ট্যান)। থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—শয়ন করিবার সময়ে মনে হয় যেন শয্যা ঘুরিতেছে, শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন কালে (বামদিকে = সাইলীশীয়া),— ঈষন্মাত্র মস্তক ফিরাইলে (ক্যাল্‌কে: ক্যালী-কার্ব্‌:), বা চক্ষু সঞ্চালিত করিলে (ব্রাই:), মাথা নাড়িলে (ব্রাই: ক্যাল্‌কে:) ; রোগী স্বীয় মস্তক সম্পূর্ণরূপে স্থির করিয়া রাখিতে বাধ্য হয় ; বামদিকে মস্তক বাকাইলে (কলো:) ; বৃদ্ধদিগের, এবং ডিম্বাধার বা জরায়ুর বিকৃতি জন্য শিরোঘূর্ণন (আর্ক্টীয়া = উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে = পাল্‌সে: সিলিশীয়া ; নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে = ফস্‌: স্পাইজি: সল্‌ফ্‌: পাদচারণ কালে = ন্যাট্‌ মি. নাক্স্‌: ফস্‌ পাল্‌সে: যেন সমস্ত দেহ ঘুরিতেছে = ব্রাই: কোণা: সাইক্ল্যাম্: পাল্‌সে: ভ্যালি: যেন শয্যা ঘুরিতেছে - কোণা: চক্ষু মুদিত করিলে বা অন্ধকারে = আর্জেণ্ট্‌ নাই: ষ্ট্র্যামো: থিরিড্‌: আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে গেলে = ব্রাই ফস: স্যাবাড্: সল্‌ফ্‌: মস্তক অবনত করিলে = বেল্: শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে গেলে = ব্রাই: চেলিড্‌: ককীউ—সোপান আরোহণ কালে = ক্যাল্‌কে অবরোহণ কালে = বোর‍্যাক্স্‌ : ফেরাম্ ; শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয় = ব্রাই: ককীউ: ফস্:)। শিরোবেদনা, চৈতন্যহারা,— বোধ হয় যেন মূর্দ্ধাস্থিফলকের নিম্নে কি একটা ভিন্ন জাতীয় পদার্থ নিহিত রহিয়াছে,—তৎসহ বিবমিষা ও শ্লেষ্মাময় বমন। বোধ হয় যেন মূর্দ্ধাদেশ অগ্নিস্পৃষ্ট বা সূর্য্যদগ্ধ হইয়াছে। উভয় রগে বোধ হয় যেন পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে,—আহারান্তে এইরূপ অনুভবের বৃদ্ধি হয় (অ্যাট্রোপ্‌: জেল্‌সি: গ্লোন্:)। মস্তকের এক পার্শ্বে বোধ হয় যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা। মস্তিষ্কোদক বা মস্তিষ্ক মধ্যে জলসঞ্চয় (এপীস্ ; অ্যাপোসাইন্: ক্যাল্‌কে-ফস্: হেলিবো: আয়োড্‌: সাইলিশীয়া: সল্‌ফ্‌: জিঙ্কাম্), নিদ্রাভঙ্গান্তে, আহারান্তে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয় ; চাপ প্রয়োগে, শয়ন করিলে এবং চক্ষু মুদিত করিলে উপশম (শয়নে উপশম = ক্যাল্‌কে-ফস্: হেলিবো:)।

চক্ষু।—চক্ষুর কোনপ্রকার প্রদাহ না থাকিলেও আলোকে বিরক্তি, তৈল বা বাতির আলোকে পাঠাদি করিলে বৃদ্ধি হয় ; অতিরিক্ত আলোকাসহনীয়তা (সোরাইন্)। রসগুটী জনিত চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের প্রদাহরূপ বাহ্যিক ক্ষতাদি ; সামান্য ক্ষত বা ত্বকক্ষয় হইলে ভয়ানক আলোকাসহনীয়তা আবির্ভূত হয় ; বেদনাদি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং সামান্য আলোকের রেখামাত্র লাগিলে অসহনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে ; অন্ধকার গৃহমধ্যে থাকিলে বা চাপ প্রয়োগ করিলে উপশম বোধ। পক্ষাঘাত বশতঃ পেশীর অক্ষিপুটদ্বয় আপনা হইতেই চক্ষুর উপর পড়িয়া যায়,—(জেল্‌সি: কষ্টি: সিপী:)। নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু মুদিত করিলেই রোগীর ঘর্ম্মোদ্গম হইতে আরম্ভ হয় (সিঙ্কো: চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া যায় এবং উত্তাপ আবির্ভূত হয় = স্যাম্বী:)। চক্ষের শ্বেতাংশ পীতবর্ণ হইয়া থাকে (ক্যামো: সিঙ্কো: চেলিড্‌:)। সকল বস্তুই লালবর্ণ বোধ হয় (বেল্: ক্রোকাস্: হায়োসাস ; ষ্ট্রন্:—পীতবর্ণ দেখায় = ক্যাম্ফা: ডিজি: স্যাণ্টো: বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয় = সাইকীউ: ক্যালী-কাব্‌: নাইট্রাম্ ; ষ্ট্র্যামো: হরিদ্বর্ণ দেখায় = ডিজি: সিপী: ষ্ট্রন্: কৃষ্ণবর্ণ দেখায় = ক্যাম্ফ্‌:)।

কর্ণ।—তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভব (ক্যালী-কার্ব্: অ্যাসিড্-নাই: কর্ণবিবর মধ্যে দপ্‌দপানি=হিপ্: ফস্ হাস্:),—বিশেষতঃ নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণ কালে। কর্ণবিবর হইতে পচা কাগজের ন্যায় পূয মিশ্রিত কর্ণমল বাহির হয়; সময়ে সময়ে রক্তময় মল নির্গত হয় (কালবর্ণ=পাল্‌সে: কঠিন=ল্যাকে: পল্‌সে: সোলিন্: সরস=সাইলিশীয়া; ফিকাবর্ণ =ল্যাকে: রসবৎ=জিঙ্ক্-অক্স্:)। বধিরতা,—কর্ণমল পরিষ্কার করিলে উপশম হয়; পুনশ্চ ময়লা জন্মিলে শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়। উভয় কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ শব্দ (বেল্: কষ্টি সিঙ্কো: চিনিন্ সল্‌ফ্: গ্র্যাফ্: ল্যাকে: লাই: মার্ক্: ন্যাট্-মি: নক্স্, সিপী: সল্‌ফ্:)। শব্দ-কাতর,—সামান্য শব্দ অধিক বলিয়া মনে হয় (অ্যাকো বেল্: অ্যাসিড্-ফস্: প্রায়-বধিরতা= আর্স্: ক্যাল্‌কে: হিপ্: ফস্:)।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে পূযবৎ স্রাব হয়; (হিপ্: মার্ক্: আর্জ-নাই: পেট্রোল্: ক্যালী-আয়োড্:)। পুনঃপুনঃ হাঁচি, হাঁচিলে প্রায়ই নাসাবন্ধ্র হইতে শোণিত স্রাব (বোভি নাসিকা পরিষ্কার করিতে গেলে বা জোরে নিশ্বাস ফেলিলে শোণিত স্রাব। আর্জেণ্ট্: ব্যারাই: স্পঞ্জীয়া: মলত্যাগ কালে=কার্ব্বো-ভেজি: ফস্: গান করিবার পর=হিপ্: নিদ্রাব সময়=ব্রাই: মার্ক্:)।

মুখমণ্ডল।—মুখের স্নায়ুশূল,—রাত্রিকালে আবির্ভাব, মুখের দক্ষিণ পার্শ্বে ছেদনবৎ যন্ত্রণা (মুখের বামপার্শ্বে এইরূপ বেদনা—চক্ষু, কর্ণ ও মস্তকে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়=কলো:)। ওষ্ঠের কর্কট—জ্বালা সহযোগে=আর্স্, জ্বালাময়, হুলবেধবৎ ও যেন তীর বিদ্ধ করিতেছে এইরূপ বেদনা। নিম্নদন্তে আকর্ষণবৎ বেদনা—গণ্ডাস্থিতে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে বা ক্ষয়িত দন্তে ঠাণ্ডা দ্রব্যাদি স্পৃষ্ট হইলে যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়। কণ্ঠনলীর সঙ্কোচন। গলক্ষত, বোধ হয় যেন একটা গুল্মবৎ পদার্থ উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে কণ্ঠমুখে উঠিতেছে (Globus Hystericus= গুল্মবায়ু=ইগ্নে: অ্যাসাফিটীডা)।

পাকস্থলী।—অম্ল উদ্গার এবং পেট বা বুক জ্বালা (আর্জেণ্ট-নাই:)। ভুক্ত বা অপরিপচিত দ্রব্যাদির স্বাদযুক্ত উদ্গার (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ক্যাল্‌কে: সিঙ্কো: পাল্‌সে: কার্ব্বো-ভেজি:)। অম্লাক্ত বা লবণাক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণে ও কফি পানে অতিশয় স্পৃহা। বিবমিষা,—প্রতিবার আহারান্তে (অ্যামন্-কার্ব: ল্যাকে: মার্ক: নক্স্; ওলী-অ্যান্: ফস্: পল্‌সে: হ্রাস্: সিপী: সাইলি: ষ্ট্যান্: সাল্‌ফ্:) কিম্বা সন্ধ্যাকালে (অ্যাসের্: ক্যাল্‌কে: সাইক্লে: ক্যালী-বাই: পল্‌সে: র‍্যাণান্:)। শ্লেষ্মাময় বমন (আর্স্: বেল্: বোর্: ক্যামো: সিঙ্কো: ডিজি: ডাল্‌ক্যা: ইপিক্: মার্ক: নক্স্; পল্‌সে: ষ্ট্যান্নীউ: সল্‌ফ্: ভেরেট্:)। থাকিয়া থাকিয়া বা চিমটিকাটার ন্যায় বেদনা (আর্ণি; অ্যাসের্: ক্যাল্‌কে: ক্যানাব্: গ্র্যাফ্: ক্যালী-কার্ব্ব: প্ল্যাট: পলসে: কলো: নক্স্:)।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা, (কলো: ভেরেট:)। সূচিবেধবৎ বেদনা,—উদর হইতে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত ও অনুভূত হয়। দুগ্ধপানান্তে উদর আধ্মানযুক্ত হইয়া উঠে (কার্ব্বো-ভেজি:)। যকৃৎ ও যকৃতের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর বেদনা (ব্যারাই: ক্যালী-বাই: লাই: সিপী:)। পুরাতন পাণ্ডুরোগ,—তৎসহ

যকৃৎপ্রদেশে ব্যথাবোধ। কুক্ষিদেশ সাঁটিয়া থাকে,—যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (অ্যাকো: ক্যাল্‌কে: ক্যামো. লাই: অ্যাসিড্-মিউ: নক্স; হ্রাস-র্যাড:)। উদর মধ্যে হুড়্‌হুড়্ গুড়্‌গুড়্ শব্দ বা অন্ত্রকূজন (অ্যাকো: অ্যালো: আর্স: অ্যাসা: কার্ব্বো-ভেজি: কলো. জেল্টি-লুটীয়া: গ্র্যাটী: লাই: ন্যাট-মিউ: ন্যাট-সল্‌ফ:)। উদর হইতে শীতল বায়ু নিঃসরণ,—বায়ু নিঃসরণ কালে মলদ্বারে শৈত্যানুভব।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—পুনঃ পুনঃ বেগ অথচ মল নির্গত হয় না (অ্যানাক: লাই: নক্স:)। এক দিবস অন্তর কঠিন মল ত্যাগ হইয়া থাকে। অবসাদজনক উদরাময়, মল তরল ও গুটিলা মিশ্রিত (লাই: নক্স:); জলবৎ অজীর্ণ মল (আব্রোট: সিঙ্কো: ফেরাম; আহরিস; পডো:); মল নিঃসরণ কালে মলদ্বার উত্তাপ ও জ্বালা বোধ এবং শীতল বায়ু নির্গমন; মলত্যাগান্তে অবসন্নতা (নক্স, ফস:); হৃদস্পন্দন ও দেহ কম্পিত হইতে থাকে (অবসন্নতা = ট্রম্বিড: ভেরেট: হৃদ্‌স্পন্দন = আর্স:)।

প্রস্রাব।—মূত্রত্যাগ করিতে কষ্টবোধ হয়; প্রস্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায়, কিছুক্ষণ পরে আবার নির্গত হইতে আরম্ভ হয় (কষ্টি: ক্লিম্যাট: লাল্‌ক্যা: লিডাম: ওপী: অ্যাসিড-ফস: সল্‌ফ: থুযা)। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মূত্রস্থলী-তলস্থ-মুখশায়িকা-গ্রন্থি বিবৃদ্ধি বশতঃ প্রস্রাবকালে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র ত্যাগ (Dribbling of urine due to hypertrophy of the Prostate in old men,—Dr. Nash—কোপেভা); কখনও কখনও রক্ত মিশ্রিত মূত্র নির্গত হইতে থাকে (ক্যান্থা. নক্স.)। প্রস্রাবের সময় মূত্রনালী মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনানুভব (ক্যানাব: ক্যান্থা: ক্যাপ্স ডিজি. অ্যাসিড-ফস:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—আঘাত বা নিষ্পেষণ জনিত অণ্ডকোষ স্ফীতি (আর্ণি),—কোষ লৌহের ন্যায় কঠিন বোধ হয়। রমণেচ্ছা প্রবল অথচ শক্তি কম। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভাব জনিত নানাবিধ পীড়া। অতি সহজে রেতঃস্খলন হয় এমন কি স্ত্রীলোক দেখিলেই বা স্ত্রীলোকের নিকটবর্ত্তী হইলেই রেতঃস্খলন হয়। মলত্যাগ কালে সামান্য উত্তেজনাতেই মূত্রস্থলীর-তলস্থ-মুখশায়িকা-গ্রন্থি হইতে রস নির্গলিত হয় (ইস্কীউ: অ্যালোউ: অ্যানাক: ইরিঞ্জীয়াম্; সেলিন: সাইলি:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ,—স্রাব অতি অল্প বা স্তম্ভিত; অতি বিলম্বে আবির্ভূত স্রাব অতি অল্প ও দুই এক দিবস পরে থামিয়া যায়; ঋতুর সময় গাত্রে একপ্রকার আরক্তিম গুটিকা উদ্গত হয় এবং ঋতু শেষ হইলেই মিলাইয়া যায় (ডাল্‌ক্যা:); ঠাণ্ডা লাগিলে বা ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবাইলে রজঃ স্তম্ভিত হইয়া যায় (ল্যাক-ডিফ্লো:—শীতল জলে পা ডুবাইলে = ন্যাট-মিউ:)। প্রসবান্তিক স্রাব রোধ (সিকেল্:)। আর্ত্তব স্রাব কালে জরায়ুমধ্যে হুলবেধবৎ অনুভব, ও শয়ন করিতে গেলে মাথা ঘোরে। জরায়ুপ্রদেশে নিরন্তর বেদনা ও জ্বালা বোধ হয় যেন তন্মধ্যে ক্ষত হইয়াছে। আর্ত্তবস্রাব কালে অন্ত্রাদি সমস্ত যেন নীচের দিকে ঠেলিতে থাকে (অ্যামন-কার্ব্ব: বেল: বোর্: মস্কাস্; অ্যাসিড-নাই: ক্যালী-বাই: নক্স-মস: প্ল্যাট: সিপী:) এবং উরুদেশে অত্যন্ত টানবোধ হয়, কিম্বা তলপেটে খাল

ধরে (গ্র্যাফ.), স্তনদ্বয় স্ফীত ও বেদনাযুক্ত অনুভূত হয় (ক্যাস্কে: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাক-ক্যান:)। প্রদর,—ঋতুর ঠিক দশ দিবস পরে স্রাব আরম্ভ হয় (বোর: বোভি:),—স্রাব কষায় (Acrid) ও ত্বকক্ষয়কারক; কখন রক্তাক্ত আবার কখন বা দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ; স্রাব অপর্য্যাপ্ত, গাঢ় এবং মধ্যে মধ্যে থামিয়া যায়; স্রাব সংস্পর্শে অপত্যপথ জ্বালা করিতে থাকে (ক্রিয়ো: পল্সে)। জরায়ুভ্রংশ। বন্ধ্যাত্ব সহ ঋতুস্তম্ভ। স্তনে কর্কট (Mammary Cancer),—আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত অনমনীয় বোধ হয় এবং তন্মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে ও তন্মধ্যস্থিত গ্রন্থি সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু হয় (অ্যাষ্টি-রিউব)। জরায়ুর কর্কটার্ব্বুদ (Scirrhous Tumour—স্তনের কর্কটার্ব্বুদই হউক বা জরায়ুরই হউক, উহা যদি নিষ্পেষণ বা আঘাত জনিত হইয়া থাকে এবং বিশেষতঃ যদি ঐ অর্ব্বুদ লৌহবৎ অনমনীয় হয়, তাহা হইলে "কোণায়ামে" উপকার হইবেই,—স্তন লৌহবৎ অনমনীয়=কোণা: সাইলি:—দক্ষিণ স্তন=সাইলি অ্যাষ্টি রিউব: ক্যাস্কে: অক্সাল্. - কার্ব্বো-অ্যানিম্ ফাইটো —স্তনমধ্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা = অ্যাষ্টি রিউব —ডাক্তার ন্যাশ)।

শ্বাসযন্ত্র।—রাত্রে শুষ্ক ও দেহ আলোড়ক কাসি; গর্ভাবস্থায় কাসি (কষ্টিকাম: ক্যালী ব্রোম্),—বৃদ্ধি=রাত্রে শয়ন করিলে (আর্স হায়ো পেট্রোল্: ইপ: ক্যালী-বাই: অ্যাসিড নাই; প্যারিস্: ফস্: পল্সে: সিপী: সিলি: স্ট্যাবাড টেরিব:—চিৎ হইয়া শুইলে=নক্স ফস: মাথা নীচু করিয়া শয়ন করিলে=অ্যামন্ মিউ বাম পার্শ্বে শয়নে=ইপিক প্যারিস্; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে=অ্যামন্ মিউ: ষ্ট্যান্:), কথা কহিলে (অ্যানাক্ কষ্টি ল্যাকে: মাক: ষ্ট্যান্: ব্যারাই হিপ: অ্যাসিড-মি ন্যাট-মিউ) বা হাস্য করিলে (সিঙ্কো ড্রসে: ফস ষ্ট্যান্—গর্ভাবস্থায় বায়ু-নলীমধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি=নক্স মস: স্ট্যাবাই ভীতি প্রসবান্তে কাসি বা কাসি বশতঃ গর্ভস্রাব সম্ভাবনা=ক্যাকে.)। পাদচারণকালে শ্বাসাল্পতা বা হাঁপাইয়া যায় (অ্যাগার আর্স. বেল. কার্ব্বো-ভেজি: লিড: লাই: ন্যাট-সল্ফ নক্স: ফেল্যান পল্সে: হাস সেভিন্: সিপী ষ্ট্যান্: ষ্টন্ দ্রুত চলিতে হাঁপাইয়া উঠে =অ্যাঙ্গাস: অরাম্; কষ্টি: পল্সে)। কাসি,—থাকিয়া থাকিয়া কাসির প্রকোপ উপস্থিত হয়—বায়ুনলীমধ্যে একটী ক্ষুদ্র স্থানের শুষ্কতা জনিত (কণ্ঠনলীমধ্যে =অ্যাক্টী:),—বক্ষমধ্যে ও গলমধ্যে কণ্ডুয়ন সহ (আয়োড.) অনেকবার কাসিবার পর তবে শ্লেষ্মা উত্থিত হয় (ব্রাই সিঙ্কো চিনিন্ সল্ফ: ইউফ্রে: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাকে: বোর্ বোভি: সিনা; ইগ্নে: ম্যাগ-কার: সিপী: সেনেগা; ষ্ট্যা: জিঙ্কাম)। জলাদি পান এবং মলত্যাগের পর হৃদ্স্পন্দন (আর্স)।

প্রত্যঙ্গাদি।—মণিবন্ধ মট্‌মট্ করে (কনুই=ক্যাল্মীয়া:—নাড়িতে গেলে মণিবন্ধ বোধ হয় যেন সন্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে=ব্রাই: বীউটা)। পাদচারণ কালে জানুসন্ধি মট্‌মট্ করে (ককীউ: বামপার্শ্বস্থ বঙ্ক্ষণসন্ধি স্ফুটিত হয়=ককীউ:)। পদতলে শৈত্যানুভব হয়। জানুদেশে বাতাশ্রিত বেদনা,—ছেদন করিতেছে বা সাঁটিয়া ধরিতেছে—কিয়ৎকাল উপবেশনের পর প্রথম চলিতে গেলে বেদনার বৃদ্ধি বোধ হয়,—যেন পেশীর অগ্রভাগ সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে (অ্যামন্-মিউ: অ্যামন-কার: কষ্টি: সাইমেক্স)।

স্তন্ক।—আঘাত বা নিষ্পেষণান্তে গ্রন্থিস্ফীতি,—তৎসহ কন্‌কন্‌কারী ও তীক্ষ্ণ শলাকা-বেধবৎ বেদনা; ক্যান্সার বা কর্কটীয়া-ক্ষতপ্রবণ-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং লৌহের ন্যায় কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়,—স্তনগ্রন্থি ও অণ্ডকোষ উভয়ই লৌহবৎ অনমনীয় হইয়া থাকে (অ্যাষ্টি রিউব)। বগলের গ্রন্থিসকল ব্যথাযুক্ত এবং আক্রান্ত পার্শ্বের বাহু অসাড় বোধ হয়। সমগ্র দেহের ত্বক নীলাভ বোধ হয় [অ্যামন্-কার্ব: আর্স: ক্যাম্ফো: ডিজি: অ্যাসিড হাইড্রোসায়ানিক ; ল্যাকে: নক্স ; ওপী: প্লাম:]। কালবর্ণ ক্ষত,—রক্তাক্ত পূতিগন্ধময়, রস স্রাব হইতে থাকে (আর্স: নীলিমান্বিত=আর্স: অ্যাস্‌ফি: অরাম: ল্যাকে: মার্ক:)। রসাক্ত দদ্রুবৎ উদ্ভেদ (ক্যাল্‌কে: ডাল্‌ক্যা: গ্র্যাফ:)। অর্ব্বুদে শূলবেধবৎ বেদনা,—রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। দিবারাত্র স্বেদোদ্গম,—নিদ্রিত হইবামাত্র; —এমন কি চক্ষু মুদ্রিত করিলেই রোগী ঘর্ম্মে অভিসিক্ত হইয়া উঠে (সিঙ্কো: জাগ্রত অবস্থায় অনর্গল স্বেদস্রাব এবং নিদ্রিত হইলেই ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া যায়=স্যাম্বীউকাস)। অতিরিক্ত ব্যায়াম সম্ভূত আমবাত।

জ্বর।—শীতার্ত্ততা ও শৈত্যানুভব,—প্রাতে ও অপরাহ্নে—বেলা ৩টা হইতে ৫টার মধ্যে; রোগী অনবরত উত্তাপ আকাঙ্ক্ষা করে—বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপ বা রৌদ্র (অ্যানাক:); প্রাতে আভ্যন্তরিক শীতার্ত্ততা ও অপরাহ্নে কম্পন। উত্তাপ,—রোগীর অন্তরে ও বাহিরে অত্যন্ত উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং রোগী অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করে; উত্তাপ ও অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া থাকে। ঘর্ম্ম—অহর্নিশ,—রোগী নিদ্রাগত হইবামাত্র বা চক্ষু মুদিত করিবামাত্র ঘর্ম্মে স্নাত হইয়া উঠে,—ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত (ব্যারাই: কার্ব্বো অ্যান: ডাল্‌ক্যা: গ্র্যাফ্: ল্যাকে: লাই: মার্কুরীয়্যালিস্: মাক: অ্যাসিড-নাই: নক্স: থ্রাস: সিপী ; সাইলি: পলাণ্ডুগন্ধযুক্ত=বোভি: ল্যাকে: লাই: গন্ধকের গন্ধ বিশিষ্ট=ফস: মূত্র গন্ধময়= বার্বা: ক্যান্থা: কলো: অ্যাসিড-নাই ; অশ্বমূত্রবৎ=অ্যাসিড-নাই:)।

বৃদ্ধি।—রাত্রে শয়নকালে, শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন বা শয্যা হইতে উত্থান কালে; ইন্দ্রিয়-সেবাতিশয্য বশতঃ; ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভাবে; অকৃতদারত্ব বশতঃ; আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে ও সময়ে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—স্তন স্ফীতি সম্বন্ধে=অ্যাষ্টির-রীউব: সাইলিশীয়া; ক্যাল্‌কে-অক্স্যালেট: আর্ত্তবস্রাবের অল্পতা=গ্র্যাফ: আঘাতাদি জনিত স্ফীতি। সম্বন্ধ=আর্ণি: থ্রাস: গ্রন্থি স্ফীতি=ল্যাকে: সোরাইন: প্রসবান্তিক স্রাবরোধ=নক্স ; হায়ো: পল্‌সে: সিকেলি: ঊর্দ্ধগামী বা ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল পক্ষাঘাত=অ্যাসিড-হাইড্রো: ম্যাঙ্গে: নিম্নগামী=মার্ক: মল-ত্যাগান্তে অবসন্নতা=নক্স ; ফস:।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—(Antidotes)—কফীয়া: ডাল্‌ক্যা: অ্যাসিড নাই ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম। ইহার উচ্চতর ক্রম যতদূর ফলোপধায়ক, নিম্নক্রম ততদূর হয় না।

কন্‌ভ্যালেরীয়া মেজ্যালিস্

(CONVALLARIA MAJALIS).

প্রস্তুতি।—পার্ব্বতীয় পদ্ম বিশেষ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অতিসার ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া, গর্ভিনীর বমন ; অপত্যপথে কণ্ডুয়ন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—রুসিয়া দেশের চিকিৎসকগণ বহুকাল হইতে হৃৎপিণ্ডের রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ডাঃ হ্যাশ জরায়ুপ্রদেশে অত্যন্ত বেদনা এবং তৎসহানুভূতিক হৃদ্‌স্পন্দনে ইহার প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন ; হৃৎপিণ্ডের শোথ রোগে ও জরায়ু প্রদেশে উক্ত বেদনাধিক্য থাকায় তিনি কন্‌ভ্যালেরিয়া ব্যবহার করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। "উদর মধ্যে যেন শিশুর মুষ্টিবদ্ধ হস্তের ন্যায় কি ঠেলিয়া উঠে"—এরাণ্ডো-নবিট্যানিকা, ক্যাল্‌কে-ফস ক্যানাবিস-স্যাটাইভা, ক্রোকাস, স্যাবাইনা সল্‌ফার এবং থুযার ন্যায়—কন্‌ভ্যালেরীয়ারও একটী প্রকৃতিগত লক্ষণ,—কিন্তু "চিৎ হইয়া শয়ন করিলে" তবে উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, কন্‌ভ্যালেরীয়ার এইটী বিশেষত্ব। হৃৎপিণ্ডের কোটর মধ্যে যখন শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ উহার প্রাচীর প্রসারিত হইতে থাকে অথচ তদুপযোগী ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় না এবং শিরানগুলী মধ্যে শোণিত সঞ্চালন রোধোপক্রম হয় তখন কন্‌ভ্যালেরীয়া অত্যন্ত কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষাদযুক্ত চিত্ত। অধ্যয়ন কালে মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়। চিন্তাশক্তি অতি অল্প (অ্যাসিড্-নাই ইথীউ এপীস ; ক্লিম্যাট: ক্যালী-নাই: ম্যাগ-ফস· ন্যাট-কার্ব ন্যাটসল্‌ফ ; নক্স-মস্· ওলা-ক্যাযু: অনস্‌মোড: সাইলি সল্‌ফ: অক্সাইট্রোপ. টিউবার.)। সামান্য কারণে দুঃখ প্রকাশ করে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাগ করে (কলো)।

মস্তক।—অতীব্র শিরোবেদনা,—মস্তকের শীর্ষদেশে বা মূর্দ্ধাদেশে ভার বোধ, সোপান আরোহণ বা কাসিয়া গয়ার ত্যাগ করিতে গেলে বেদনার বৃদ্ধি এবং নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশম হয়। জ্বর সংযুক্ত শিরোবেদনা,—কোন প্রকারে হঠাৎ দেহ সঞ্চালিত হইলে বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে উপশম হয় ; পাদচারণান্তে গৃহে প্রবেশ করিলে গৃহের চতুর্দ্দিকে ধূসর বর্ণ বিন্দু দৃষ্ট হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত ব্যথান্বিত ; ওষ্ঠ ও নাসামধ্যে ঘামাচির ন্যায় জলপূর্ণ গুটিকা এবং জিহ্বাগ্রে আরক্তিম বিন্দু সকল উদ্গত হয়। জিহ্বা অত্যন্ত লালবর্ণ এবং ব্যথান্বিত,—যেন কাঁচা মাংসের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মুখে তাম্রকলঙ্কের ন্যায় স্বাদ (অ্যাগ: অ্যাম্পার: ককীউ: কিউপ্রাম ; ন্যাট মিউ: হ্রাস)। জল অত্যন্ত তিক্ত বোধ হয় (সিঙ্কো: পল্‌সে:)। প্রাতঃকালে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে। নিশ্বাস গ্রহণ কালে কণ্ঠনলীর পশ্চাদংশ শুষ্ক বোধ হয়।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও বমন। প্রচণ্ড অন্ত্রশূল,—যন্ত্রণার হঠাৎ আবির্ভাব এবং ধীরে ধীরে নিবৃত্তি হইয়া থাকে (পল্‌সে: হঠাৎ আইসে ও হঠাৎ তিরোহিত হয়=বেল: ধীরে আইসে এবং ধীরে যায়=ষ্টান্:)। তলপেটে নিরন্তর অতীব্র বেদনা এবং ব্যথা বোধ,—কাসিলে ব্যথা অধিক বোধ হয়। পরিহিত বস্ত্র অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বোধ হয় (অ্যামন্-মিউ: অরাম: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: কফী: হিপ: ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাই: নক্স: স্পঞ্জী: সল্‌ফ:)। প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনানুভূতি। উদর মধ্যে শিশুর মুষ্টিবদ্ধ হস্তের ন্যায় কি নড়িয়া বেড়ায় (এরাণ্ডো-মলি: ক্যাল্‌ফস: ক্যানাব-স্যাধ: ক্রোকাস্; স্যাবা: সল্‌ফ: থুযা)। উদর মধ্যে কুল্‌কুল্ শব্দ এবং দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে বেদনা বোধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ কুক্ষিদেশে প্রসববেদনাবৎ বেদনানুভব। যেন জরায়ু নিম্নভ্রষ্ট হইয়া পশ্চাতাবর্ত্তিত হইতেছে এবং মলান্ত্র ও মলদ্বারের উপর চাপ দিতেছে এইরূপ অনুমিতি,—নিরবচ্ছিন্ন এবং অসহনীয় বেদনা। জরায়ুপ্রদেশে অত্যন্ত ব্যথা বোধ সহ হৃদ্‌স্পন্দন। কটীর অস্থি ও মেরুদণ্ডের নিম্ন সন্ধিস্থলে শেষভাগে অত্যন্ত বেদনা; উরু বহিয়া বেদনা পদে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। প্রস্রাবদ্বারে ও অপত্যপথে কণ্ডুয়ন অনুভব।

হৃৎপিণ্ড।—ব্যায়াম কালে বুকের মধ্যে ধড়্‌ফড়্ করে এবং তৎপরে মুখ আরক্তিম হইয়া উঠে,—বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ডের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল; কিছুক্ষণ পরে আবার গতি আরম্ভ হয় (অরাম্),—রোগী সেই সময় অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ করে। হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্টনীর প্রদাহ ও শায়িতাবস্থায় অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ। নাড়ী পুষ্ট, নমনীয় ও সবিরাম গতি। উক্ত লক্ষণাদি শয়নান্তে উপশমিত হয়।

পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠদেশে আঘাত জনিতবৎ নিরন্তর বেদনানুভব। হস্ত কম্পন। মণিবন্ধ ও গুল্‌ফসন্ধি অনবরত ব্যথা করে।

জ্বর।—শীতোত্তাপ ও স্বেদোদ্গম এক দিবস পূর্ব্বাহ্ণে অপর দিবস অপরাহ্ণে প্রকাশ পায়। এতজ্জনিত সবিরাম জ্বরে উত্তাপের প্রকোপাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে কারণ শীত ও ঘর্ম্মাবস্থা প্রায় অস্পষ্ট। জ্বরাধিকার কালে শিরোবেদনা এবং পৃষ্ঠ ও পদদ্বয়ে নিরন্তর বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

নিদ্রা।—অধিকাংশ লক্ষণের সহিত নিদ্রালুতা সংযুক্ত থাকে (নক্স-মস্:)।

বৃদ্ধি।—উষ্ণ গৃহ মধ্যে।

উপশম।—গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাডোনিস: ক্র্যাটিগাস্: ডিজি: লিলিয়াম-টাগ্‌নাম।

শক্তি।—৩য় দশমিক ক্রম। হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতা ঘটিবার সম্ভাবনায় মূল আরক ৫।৭ বিন্দু পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যায়।

কোপেবা

(COPAIVA OFFICINALIS)

নামান্তর।—বানাবচিনি।

প্রস্তুতি। সুবামাবে ইহাব অপক্ক শুষ্ক গুলেব সাবাংশ বা ধুনাবৎ পদার্থ হইতে মাদাব টিঙ্কার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ,—বয়োব্রণ, গুহ্যদ্বাবে কণ্ডুয়ন, মূত্রস্থলীব উগ্রতা, শ্বাসনলী প্রদাহ, সর্দ্দি, কাসি, মূত্রাধার প্রদাহ, বক্তামাশয়, নালীক্ষত, পাকাশয় প্রদাহ, প্রমেহ অর্শ, হাম, নাক দিয়া বক্ত পডা, মূত্রনলী প্রদাহ, আম্বাত, যোনিদ্বাবে প্রদাহ।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রমেহ বোগেব ইহা একটী বহু প্রাচীন ঔষধ। জননেন্দ্রিয়, মূত্রনলী ও বাযুনলীভুজস্থিত শৈষ্মিক ঝিল্লিব উপবই ইহাব প্রধান ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। বৃদ্ধদিগেব বিকৃতিপ্রবণ মূত্রস্থলীব পীডাদিতে ইহা দ্বাবা বিশেষ উপকাব পাওয়া যায়। মূত্রস্থলীব গ্রীবামুখে এবং মূত্রনালী মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, কষায়গুণবিশিষ্ট দুগ্ধবৎ স্রাব ও মূত্রনলী মুখেব প্রদাহ ও স্ফীতি প্রভৃতি কোপেভাব মূত্র যন্ত্রেব উপব ক্রিয়ায় ফল মাত্র। পুবাতন বাযুনলীভুজ প্রদাহ জনিত কাসিতে অপর্য্যাপ্ত, ঈষৎ সবুজবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত গয়াব উত্থিত হইলে কোপেভা দ্বাবা বিশেষ উপকাব সাধিত হইয়া থাকে। গাত্রত্বকেব উপবেও ইহাব ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং ইহা দ্বাবা এক প্রকাব আমবাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। মলদ্বাবেব কণ্ডুয়ন,—বিশেষতঃ তৎসহ অর্শ, ইহাব অন্যতম লক্ষণ। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় ইহাব নির্ণায়কঃ—(১) বাযুনলীব জ্বালাজনক কাসি ও বহুল পবিমাণ পূযবৎ গয়াব উঠা। (২) কাসি, স্ববনলী মধ্যে শুষ্কতা ও স্বকক্ষয়বৎ অনুভূতি, বোগীব স্বব কর্কশ হইয়া যায় এবং স্ববভঙ্গ ঘটে প্রাতে বৃদ্ধি। (৩) মূত্রনালী ও মূত্রস্থলীব গ্রীবাদেশে জ্বালা বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ, এমন কি প্রস্রাব কবিবাব অনতিপবেই আবাব প্রস্রাব পায়, প্রস্রাব কবিতে যন্ত্রণা বোধ এবং মূত্র বিন্দুবিন্দু ভাবে স্রাব হয়, মূত্র ঘোলা ও কষায়। (৪) মূত্রনালী প্রদাহ, মূত্রমার্গেব দ্বাবে যেন আঘাত লাগিযাছে এইরূপ ব্যথা, প্রস্রাব কবিবাব পূর্ব্বে এবং পবে বোধ প্রস্রাবেব সময জ্বালা কবে স্রাব পীতবর্ণ ও পূযবৎ। প্রস্রাবে এক বকম ফুলের গন্ধ। (৫) আমবাত, উদ্ভেদ মধ্যে উত্তাপ বোধ হয় এবং কুটকুট কবে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তকেব পশ্চাৎভাগে বেদনা—পশ্চাদ্দিকে মাথা হেলাইয়া জামার কলাব দ্বারা আক্রান্ত অংশ চাপিয়া ধবিলে এবং হস্ত দ্বাবা সন্তর্পণে টিপিলে উপশম বোধ; বৃদ্ধি—সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে, উপাধানোপরে মস্তক হেলাইয়া থাকিলে অসহনীয় বোধ, প্রাতে ঠাণ্ডা জলে মুখ

ধৌত করিলে হঠাৎ শঙ্খদেশে বা রগে শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভব। চুল উঠিয়া যায় (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ব্যারাই: ক্যাল্কে: কোমা: ফের: গ্র্যাফ: হিপ: ইগ্নে: ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাই: মার্ক. ন্যাট-মিউ: অ্যা-তাই: ফস্: প্লাম: সিকেল্: সিপী:)। মূর্দ্ধাদেশের কেশাবৃত অংশ অত্যন্ত স্পর্শাসহ (ক্যাল্কে-কষ্টি: চায়না ; অ্যালীউ: মার্ক: ফাইটো)। তীক্ষ্ণ শব্দ অত্যন্ত কষ্টজনক বোধ হয়। রাত্রিতে নাসাবন্ধ হইতে বহুল পরিমাণে পূতিগন্ধময় গাঢ় শ্লেষ্মা গলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

পাকস্থলী।—সন্ধ্যার পর শয়নান্তে ক্ষুধার উদ্রেক। আহার্য্য দ্রব্যাদিমাত্রেই লবণাক্ত বোধ হয় (আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: কিউপ্রাম: আয়োড: ক্যালীকার্ব্ব: মার্ক: মার্ক.কর: ব্রোমাম্ ; নক্স-মস: অ্যাণ্ট-টার্ট: জিঙ্কাম)। শ্লেষ্মা সহ ভুক্ত দ্রব্যাদি অপরিপাচিত অবস্থায় মুখ দিয়া বহির্গত হয়। আহারান্তে পাকাশয় মধ্যে পূর্ণতা ও আধ্মান বোধ (বোব: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: সিঙ্কো: ডাল্ক্যা গ্র্যাফ: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাকে. লাই: মার্ক: ন্যাট-মি: নক্স-ভম্: ফস: অ্যাসিড-ফস: হ্রাস: সিপী: সাইলি:)। আর্ত্তবান্তে বা আমবাত বিলোপান্তে পাকাশয়িক পীড়া।

অন্ত্রাশয়াদি।—প্লীহা প্রদেশে চাপবৎ বেদনা,—সময়ে সময়ে দপ্ দপ্ কারী বেদনায় পরিণত হয়। উদর মধ্যে জ্বালানুভব, অন্ত্রকূজন বা কুল্‌কুল্ গুড়্ গুড়্ শব্দ। মলকাঠিন্য,—মেষমলবৎ ক্ষুদ্র গুটিলাময় আমাবৃত মল তৎসহ (গ্র্যাফ: হাড্র্যাস.), অন্ত্রশূল এবং শীতার্ত্ততা। মলদ্বারে অসহনীয় জ্বালা বোধ ; অর্শ জনিত মলদ্বারের কণ্ডুয়ন (অ্যাসিড-মিউ:)।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ বৃথা মূত্রবেগ ; মূত্রনলী সঙ্কোচন বশতঃ মূত্র ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয় (ক্যানাব: ক্যান্থা: ক্লিম্যাট: কোণা: ডাল্ক্যা: ইউফর্ব: নক্স ; পল্‌সে ষ্ট্যাফ: ক্যাপ্স: কষ্টি: ক্যালী-কার্ব্ব: হাই: টেরিব:)। মূত্র নির্গমনের পূর্ব্বে ও পরে মূত্রনালী মধ্যে কণ্ডুয়ন, ব্যথা, এবং যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব (ক্যানাব ; ক্যাপ্স: ক্যান্থা:)। রক্তপ্রস্রাব (টেরিব: চিনিন্-সল্ফ: থ্যামা:) ; মূত্র ফেনময়, মলিন হরিদাভ এবং ভায়োলেট পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত (ল্যাক্টীউকা ; নক্স-মস: টেরিব:)। প্রমেহ,—পীতবর্ণ পূযবৎ স্রাব (ন্যাট-সল্ফ:)। মূত্রাশয়, মলান্ত্র ও মলদ্বার মধ্যে বেদনা সহ মূত্রনিরোধ বা বন্ধ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ স্ফীতি যুক্ত ও অনমনীয়। মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থি অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মূত্রনলী মুখ, যোনিবহির্দ্দেশ এবং মলদ্বার অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত। যন্ত্রণাজনক রজঃ সহ দুগ্ধবৎ, কষায় এবং ত্বকক্ষয়কারক স্রাব। সময়ে সময়ে যোনি হইতে রক্তাক্ত পূযবৎ স্রাব হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলীমধ্যে শুষ্কতা সহ শুষ্ক এবং যন্ত্রণাজনক কাসি ; বহুল পরিমাণ ধূম্রবর্ণ পূযবৎ এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট গয়ার উঠে। (লাই: ফস্: ষ্ট্যান্: সল্ফ:)। রক্তমিশ্রিত গয়ার। বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি,—অপর্য্যাপ্ত হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব।

ত্বক।—দেহের নানাস্থানে বৃহৎ আরক্তিম দাগ, তৎসহ মল কাঠিন্য ও সামান্য জ্বর। বিসর্পবৎ প্রদাহ,—বিশেষতঃ উদরের চতুর্দ্দিকে। গাঢ় বা উজ্জ্বল লালবর্ণ, মসূর দাউলের

আকার বিশিষ্ট, উন্নত, পরস্পর মিলনশীল গুচ্ছবদ্ধ এবং অসহনীয় কণ্ডুয়নযুক্ত উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। শিশুদিগের পুরাতন আমবাত রোগ।

জ্বর।—ঐকাহিক জ্বর, নিম্নপদের পৃষ্ঠদেশে বেদনা সহ পূর্ব্বাহ্নিক শীতার্ত্ততা, অপরাহ্নে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ ও তৃষ্ণা—রোগী শীতল জল পান করিতে চাহে, জ্বরের শীতাবস্থায় পদতলের মধ্যভাগে সঞ্চালনে অত্যন্ত ব্যথানুভূত হয়, ঘর্ম্ম অত্যন্ত উগ্রগন্ধযুক্ত, রাত্রিকালে অম্লগন্ধ বিশিষ্ট এবং প্রাতে গন্ধহীন ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

সম্বন্ধ। সদৃশ প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—বেল্ মার্কু সল্ফ ক্যাম্ফো ক্যান্থেরিস। সদৃশগুণবিশিষ্ট ক্যানাব্ ক্যাপ্স কিউবেব্ হবিজি ব্যারাস্মা ক্যালী আয়োড্ সিপী সেনেসীয়ো। ক্যান্থারিস অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া মৃদু। সিপিয়া হইতে ইহার পার্থক্য নাই।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম। উচ্চতর ক্রমেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কোর‍্যালীয়াম রুব্রাম্
(CORALLIUM RUBRUM)

নামান্তর।—লাল প্রবাল।

প্রস্তুতি।—ইহা প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ। নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে,—হাঁপানি, সর্দ্দি, উপদংশ, কাসি, উদ্ভেদ, গলিত পদাহ মূর্চ্ছাবায়ু, হাম, বিচর্চ্চিকা বেগুণে বর্ণের কণ্ডু, হুপাখ্যকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—একপ্রকার কচ্ছবিষ (Psora) এবং উপদংশ বিষ মিশ্রিতভাবে যাহাদিগের শরীরে সঞ্চিত, উপরোক্ত ঔষধ তাহাদিগের বিশেষ উপযোগী। স্নায়ুপ্রধানতা, এবং স্নায়ু বিকৃতিজনিত কাসি ইহার সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়াফল। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ উৎপাদিত হয় এবং প্রায় সেই সকল উদ্ভেদই লাল প্রবালের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উপদংশবিষ জনিত করতলোপরি উদ্ভেদ সকল প্রথমে আরক্তিম, তৎপরে গাঢ় লাল এবং সর্ব্বশেষে তাম্রবর্ণে পরিণত হয়। যে সকল উপদংশজ ক্ষতরোগে ইহা উপযোগী হইবে, তাহাদের বর্ণও লাল প্রবালবৎ। এতজ্জনিত কাসি "হুপকাসির" আকার ধারণ করিয়া থাকে, কাসি হইবার পূর্ব্বে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এবং অন্তে অত্যন্ত অবসাদ,—রোগী নির্জীব হইয়া পড়ে। এতদুপযোগী কাসির একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ "মিনিট" তোপের ন্যায় কাসি, অর্থাৎ সমস্ত দিন ধরিয়া থাকিয়া থাকিয়া এক একটী "ক্ষুক্ ক্ষুক্" করিয়া কাসি নিরন্তর চলিতেছে, সময়ে সময়ে এই কাসির প্রকোপ এত উপর্য্যুপরি আবির্ভূত হয় যে, শিশু নিশ্বাস

লইবার বা ত্যাগ করিবার অবকাশ পায় না—মুখ বার্ত্তাকু বর্ণ বা কালিমান্বিত হইয়া উঠে। ভিষক্‌প্রবর গার্ণসি এতজ্জনিত ক্ষতাদির লক্ষণ এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—"লিঙ্গমুণ্ডে এবং তদাবরক ত্বকের তলদেশে রক্তিম, চাপ্টা ক্ষত উদ্গত হয় এবং তাহা হইতে অনবরত পীতবর্ণ রস স্রাব হয়।" শিরোমধ্যে শূন্য ভাব, মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ এবং ললাট দেশ যেন সমতল হইয়া গেল ইত্যাদিরূপ অনুভব, কোর‍্যালীয়াম্ রুব্রামের কতিপয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া বিদিত; মস্তক ও বায়ুপথাদি মধ্যে যেন শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, দেহ অনাবৃত থাকিলে অত্যন্ত শীতার্ত্তিতা এবং তদ্বিপরীত অবস্থায়, অর্থাৎ আবৃত থাকিলে অত্যন্ত উত্তাপ অনুভব প্রভৃতি লক্ষণও ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণাদির মধ্যে পরিগণনীয়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়; যেন মস্তক মধ্য দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। শিরোবেদনা,—ভয়ানক বেদনা, যেন পার্শ্বস্থিত অস্থিফলক সকল বিভিন্ন হইয়া যাইবে; যেন মস্তিষ্কাদি সমস্ত ললাট ভেদ করিয়া বহির্গত হইবে, মস্তক অবনত করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ঘটে। (ব্রাই: ক্যাম্ফো: কলো: সাইক্লাউটা; ইগ্নে: ল্যাকে: নক্স্, প্ল্যাট. পল্‌সে: হাস্: ফাইটো: হুউম্: সাইলিশীয়া স্পাই: ষ্ট্যাফ:), কেবল মাত্র দেহ অনাবৃত করিলে কিয়ৎ পরিমাণে উপশম, সেই সময়ে দেহও অগ্নিবৎ উত্তাপযুক্ত বোধ হয়। ললাটদেশে চাপবৎ বেদনা, রোগিণী চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারে না (ব্রাই চায়না; জেণ্টীয়ানা),—নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশমিত হয়। বোধ হয় যেন ললাট সমতল বা চ্যাপ্টা হইয়া যাইতেছে।

চক্ষু।—চক্ষু আরক্তিম এবং তন্মধ্যে যেন ধূলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ অনুভব (অ্যালীউ. আর্স ব্রাই ক্যাম্প: কষ্টি সিনা, ইউফ্রে হগ্ ল্যাকে:)—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। চক্ষু মুদিত করিলে তন্মধ্যে উত্তাপ বোধ,—এবং বোধ হয় যেন চক্ষু জলে ভাসিতেছে। বাতির আলোকে চক্ষু জ্বালা করে।

নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দি, নাসারন্ধ্র রুদ্ধ এবং ক্ষতযুক্ত। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব এক সময়ে এক রন্ধ্র হইতে স্রাব হইয়া থাকে, —রাত্রিকালে স্রাব (বেল্: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি: গ্র্যাফ: ক্যালি:-ক্লো: ম্যাগ-সল্‌ফ হ্রাস ভেরেট:—নিদ্রিতাবস্থায়=ব্রাই: মার্ক.)। নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র হইতে গলমধ্যে নিরন্তর শ্লেষ্মা স্রাব বশতঃ রোগী পুনঃ পুনঃ কাসিয়া শ্লেষ্মা বা গয়ার তুলিয়া থাকে।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—মুখে উত্তাপবোধ,—মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি (আহারান্তে=পেট্রোল্: মানসিক পরিশ্রম করিলে=অ্যামন কার্ব: মদ্যপানান্তে=স্যাব্যাড:)। হনুতলস্থ গ্রন্থি সকল ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত,—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে বা সম্মুখ দিকে মাথা হেলাইলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। খাদ্য দ্রব্যাদি স্বাদহীন বোধ হয় (কোল্‌চি: ক্যালী-ব্রাই: ষ্ট্যানোন্:),—করাতের গুঁড়ার ন্যায় স্বাদযুক্ত বোধ। "বিয়ার নামক মদিরা বা তিক্ত সুরা,

মিষ্টস্বাদযুক্ত অনুভূত হয় (অ্যাসিড-মিউ: পল্‌সে: খাদ্যদ্রব্যাদি মিষ্টস্বাদযুক্ত বোধ = অ্যাসিড্-মিউঃ পল্‌সে: স্কীলা: ; রুটী মিষ্ট বোধ = মার্ক. পল্‌সে: মাখন মিষ্ট = পল্‌সে: মাংস মিষ্ট = পল্‌সে: স্কীলা: দুগ্ধ মিষ্ট = পল্‌সে: ; ভক্ষ্য দ্রব্যাদি জলবৎ = কিউপ্রাম:)। রুটী শুষ্ক ঘাসের ন্যায় বোধ হয়। তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল (অ্যাকো: অ্যামাক্: আর্স: অরাম ; বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যাষ্টো: ক্যামে: ডাল্‌ক্যা: ল্যাকে: লরো: লাই: মার্ক: প্লাম্: ষ্ট্র্যামো: ভেরেট: আহারান্তে যতই জলপান করুক না কেন তবুও তৃপ্তি হয় না = ক্যাষ্টোরীয়াম্)।

শ্বাসযন্ত্র।—নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বায়ুপথে বোধ হয় যেন শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে (সিষ্টাস্-ক্যান্: হাইড্রোফোব:)। প্রচণ্ড আক্ষেপিক কাসি "মিনিট্ তোপের" ন্যায় দিবারাত্র "ক্ষুক্" করিয়া কাসে। প্রতিবারে একবার মাত্র "ক্ষুক" করিয়া কাসে। হুপকাসি, —কাসির প্রকোপ এত উপর্য্যুপরি হয় যে, পরস্পরের মধ্যে প্রায় ব্যবধান থাকে না, রোগী কাসির প্রকোপান্তে অবসন্ন ও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে ; এবং তাহার মুখমণ্ডল নীল বা মসি বর্ণ ধারণ করে ; প্রাতে কাসির বৃদ্ধি হয় , কাসির পূর্ব্বে রোগীর শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়।

পুং জননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়াদি প্রদেশে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম বা ঘর্ম্ম (ক্যালেড: মার্ক: ফ্যাগোপাই: সিপী: সল্‌ফ: থুযা:)। অপ্রকৃত বা কৃত্রিম প্রমেহ, হরিৎ-পীত বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব। উপদংশজ ক্ষত—লিঙ্গমুণ্ডে এবং মেট্রত্বকের তলদেশে আরক্তিম (লাল প্রবালের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট) সমতলপৃষ্ঠ (চ্যাপটা) ক্ষত উদ্গত হয় এবং ঐ ক্ষত হইতে নিরন্তর পীতবর্ণ রস স্রাব হইতে থাকে ; ক্ষত স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। নিদ্রাবস্থায় রেতঃস্খলন এবং কামেন্দ্রিয়ের শিথিলতা।

ত্বক।—করতলে এবং অঙ্গুলিতে (উপদংশ বিষজনিত) যে সকল চ্যাপটা উদ্ভেদ আবির্ভূত হয় তাহাদিগের বর্ণ প্রথমে লাল প্রবালের ন্যায়, তৎপরে গাঢ় লাল এবং অবশেষে তাম্রবর্ণ ধারণ করে। গাত্রের উপরেও লাল ও সমতল উদ্ভেদ উদ্গত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক (Complementary) = সল্‌ফার। ইহা মার্কারির প্রতিবিষ।

সদৃশ বা তুলনীয়।—বেল্: কষ্টি: ককাস্-ক্যাক্: সিষ্টাস্ ক্যান্: হাইড্রোফোব: মিফাইট: ট্রাইফেলীয়াম্-প্র্যাট্: ড্রোসেরা ; ইপিক।

শক্তি।—৩য় দশমিক ক্রম হইতে ২০০ শততমিক ক্রম সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কর্ণাস্ সার্সিনেটা
(CORNUS SIRCINATA).

প্রস্তুতি।—তাজা ছাল হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মুখের উপক্ষত; পৈত্তিক শিরঃপীড়া; অতিসার; রক্তামাশয়; পামা; সবিরামজ্বর, যকৃতের পীড়া; কামলা; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত; শিতপিত্ত।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপক্ষত ও ক্ষতাদিতে ইহা বহুকাল হইতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। পুরাতন ম্যালেরিয়া বা পূতিবাষ্পজ জ্বরাদিতে যকৃৎ প্রদাহে এবং পাণ্ডুরোগে ইহা বিশেষ উপযোগী এবং ফলদায়ক। পশ্চাল্লিখিত কর্ণাস্ ফ্লোরিডার জ্বর লক্ষণাদি এতজ্জনিত জ্বরাদির সম্পূর্ণ অনুরূপ। শীতাবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে নিদ্রালুতা অনুভূত হয় এবং গাত্রত্বক্ উষ্ণ অথচ রোগী শীতবোধ করে। উত্তাপাবস্থায় নিদ্রালুতা এবং তৎপরে স্বেদোদ্গম ইত্যাদি এতজ্জনিত জ্বরের নির্ণায়ক লক্ষণ। প্রাতে দুর্ব্বলতা বোধ, এবং উদরাধ্মানসহ উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা,—ইত্যাদিও ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তক মধ্যে, বিশেষতঃ রগে, অতীব্র বেদনা ও ভারবোধ, কফিপানে উপশম (কফিপানে বৃদ্ধি=ক্যামো: ইগ. নাইট্রাম্; নক্স:)। শিরোবেদনা,—পাদচারণ কালে (অ্যালো: আর্ণি: চায়না; আয়োড: পল্‌সে: ক্রোফিউ: ষ্ট্রন্: ভায়ো-ট্রাই:), মস্তক অবনত করিলে (ব্রাই: সাইকাউ; ইগ্নে: পল্‌সে.) এবং মাথা নাড়িলে (ক্যাপ্স: কোর‍্যাল্: ল্যাকে: লাই: ন্যাট্র-মি: পডো: পল্‌সে: সিপী: স্পাইজি:) বেদনার বৃদ্ধি এবং কফিপানে উপশম হয়।

অন্ত্রাশয়।—পুরাতন যকৃৎ প্রদাহ এবং পিত্তসঞ্চয় বিকৃতি। উদর মধ্যে নিরন্তর কুট্‌কাট্, কুল্ কুল্ প্রভৃতি কূজনধ্বনি। আধ্মান,—তরল মল ত্যাগের পর উপশম। নাভি প্রদেশে মুচ্‌ড়ানোর ন্যায় বেদনা, মলত্যাগ কালে বৃদ্ধি।

মলান্ত্র ও মল।—মলবেগ,—প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে (অ্যালো: সোরাইন্: রীউমেক্স, সল্‌ফ:)। উদরাময়সহ=তরল, বায়ুনির্গমন, কৃষ্ণাভ মল,—মধ্যাহ্ন ভোজন মাত্রে বাহ্যের বেগ উপস্থিত হয় (অ্যালীউ আমন-মিউ: চায়না; অ্যাসিড-নাই: নক্স; ট্রম্বিড:), কখনও বা কৃষ্ণাভ জলবৎ, পিত্তও আমময়; এবং পেট আঁকড়াইয়া ধরে, মলদ্বারে জ্বালা ও কুন্থন; মস্তকে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং সার্ব্বাঙ্গিক স্বেদোদ্গম, মুখমণ্ডল পীতবর্ণ, বা ফ্যাকাশে এবং পীড়াব্যঞ্জক এবং চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটরগত।

ত্বক।—পাণ্ডুরোগ বা ন্যাবা, গাত্রত্বক পীত বা মৃদ্বর্ণ। সমগ্র দেহে উত্তাপ বোধ, ত্বক কণ্ডুয়ন ও জ্বালাযুক্ত এবং কুট্‌কুট্ করে, চুল্‌কাইলে বা ঘর্ষণ করিলে বৃদ্ধি হয়।

জ্বর ।—শীতাবির্ভাবের বহুদিবস পূর্ব্ব হইতে নিদ্রালুতা, অতীব্র ভাবযুক্তবৎ শিরোবেদনা এবং চিন্তাশক্তির ক্ষীণতা প্রকাশ পায় ; সামান্য পরিশ্রমে স্বেদোদ্গম ও ক্লান্তি বোধ হয় ; বিজ্বরাবস্থায় দুর্ব্বলতা ও বেদনাজনক উদরাময় প্রকাশ পায় । গাত্রত্বক উত্তাপযুক্ত অথচ রোগী শীতানুভব করে (নক্স), উত্তাপাবস্থাতেই অত্যন্ত নিদ্রাবেশ উপস্থিত হয় (কর্ণাস-ফ্লোরিডা) ।

বৃদ্ধি ।—রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে (ল্যাকে) দেহ সঞ্চালনে (ব্রাই), ঠাণ্ডা লাগিলে, গ্রীষ্মের উত্তাপে ।

উপশম ।—কফি পানে ।

সম্বন্ধ ।—**সদৃশ**—আর্স মনীয়্যান চেলিডো মার্ক: হাইড্রাস্: চায়না ; ইউপেটোর পার্ফো নক্স ।

শক্তি ।—মূল আরক হইতে প্রথম দশমিক ক্রম ।

কর্ণাস্ ফ্লোরিডা

(CORNUS FLORIDA).

প্রস্তুতি ।—তাজা গাছের মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয় ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ।—অজীর্ণতা , সবিরাম জ্বর , ফুস্ফুস্ প্রদাহ ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ ।

উপযোগিতা ও আভাস ।—"নব ভৈষজ্য সংগ্রহের" প্রণেতা স্বনামখ্যাত ডাঃ হেলের মতে কুইনিন্ অপব্যবহার জনিত দুরারোগ্য সবিরাম জ্বরাদিতে "কর্ণাস-ফ্লোরিডা" অত্যন্ত ফলদায়ক , ভিষকশ্রেষ্ঠ ডাঃ ফ্যারিংটন্ এতজ্জনিত জ্বরের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—"শীতাবির্ভাবের বহুদিবস পূর্ব্ব হইতে রোগী অত্যন্ত নিদ্রালুতা বোধ করে, (আর্স পল্সে থিরিড জ্বরাবির্ভাবের পূর্ব্ব রাত্রিতে অত্যন্ত নিদ্রাবেশ=আর্স), রোগীর গাত্র উত্তাপযুক্ত অথচ শীতবোধ করে (আর্স বেল ককীউ ড্রোসে ন্যাট্-মি: থুযা), উত্তাপাবস্থায় নিদ্রালুতা (জেল্সি· নক্স মস:) এবং তদপরে স্বেদোদ্গম"। জ্বরের প্রকোপাবস্থায় বিবমিষা, বমন, সময়ে সময়ে তৎসহ জলবৎ তরল মল বা উদরাময় । শীতাবস্থায় ত্বক শীতল ও চট্চটে বোধ, জ্বর বা উত্তাপাবস্থায় তীব্র শিরোবেদনা, দপ্দপানি আচ্ছন্নভাব, বুদ্ধির আবিলতা এবং বমন বর্ত্তমান থাকে । অজীর্ণতা রোগে, মুখে অম্ল উঠে । বাহুতে, বক্ষঃস্থলে ও দেহকাণ্ডে স্নায়ুশূল ও ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি ইত্যাদি উক্ত ঔষধের প্রকৃতিগত ও নির্ণায়ক লক্ষণ । বৃদ্ধদিগের প্রাতঃকালীন মূত্রকৃচ্ছ্রতা ।

লক্ষণাবলী।

বক্ষ।—বাম কণ্ঠাস্থি প্রদেশে শলাকাবেধবৎ অনুভূতি এবং ঐ বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়; দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে বা শ্বাস টানিলে বেদনা বৃদ্ধি হয়; বক্ষমধ্যে নিরন্তর কণ্ডুয়ন বশতঃ কাসির উদ্রেক,—অতি কষ্টে গয়ার উত্থিত হয় (আর্স: বোর: বোভি: চিনিন্-সল্ফ: ইউফ্রে: ক্যালী কার্ব: ল্যাকে: ইগ্নে. সিপী ষ্টান্: সেনেগা: ; জিঙ্কাম); নিরন্তর শিরোঘূর্ণন, শীত বোধ, তৎপরে তৃষ্ণা সহ উত্তাপ ও অবশেষে স্বেদোদ্গম, পুনঃ পুনঃ একটু একটু জলপান করে (আর্স:); ফুস্ফুস্ প্রদাহাধিকারে আহার করিবার অনতিপরেই আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। দক্ষিণ বক্ষে যেন ছুরিকা আঘাত বা বিদ্ধ করিতেছে এইরূপ অনুভব (অ্যাকো: অ্যামন্-কার্ব: অ্যাসা: ব্রাই: চায়না ; কোণা: গ্র্যাফ ক্যালী-আয়োড: ক্রিয়ো: ল্যাক্টীউ: ক্যালী-কার্ব: অ্যাসিড-নাই: র‍্যাণান্-স্কিলেরেটাস: হ্রাস: সাইলি: সিপী জিঙ্কাম),—শিরোঘূর্ণন।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাপৃষ্ঠে বোধ হয় যেন হঠাৎ ধাক্কা লাগিল (নাযা)। কটিদেশ যেন ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া গেল এইরূপ বেদনা। স্নায়ুশূল জনিত বেদনা,—বাম হস্তের কফোণি-সন্ধি বা কনুই হইতে আবির্ভূত হইয়া স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া নিম্নগামী হয় ও পরে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে ; হৃৎপ্রদেশে বেদনা অবস্থিত হইলে অত্যন্ত চাপ বোধ ও হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে ; রোগী বেদনা ও অসাড়তা বশতঃ বাহু তুলিতে পারে না ; শূলাঘাত বা সূচিবেধবৎ এবং অত্যন্ত তীব্র বেদনা। বৃদ্ধদিগের প্রাতে প্রস্রাব করিতে কষ্ট বোধ হয়।

জ্বর।—শীতাবস্থায় গাত্রত্বক চট্চটে স্বেদযুক্ত, উত্তাপ ও তৃষ্ণা ও অবশেষে ঘর্ম্ম। শীতাবির্ভাবের কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতেই নিদ্রালুতা প্রকাশ পায়, চিন্তাশক্তির জড়তা জন্মে ও অস্পষ্ট শিরোবেদনা বোধ হয়। উত্তাপ অবস্থায় বিবমিষা, বমন ও সময়ে সময়ে জলবৎ বা পিত্তময় উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। প্রচণ্ড শিরোবেদনা, দপ্দপ্কারী, আচ্ছন্নাবস্থা, বুদ্ধির জড়তা ও বমন। রোগীর দেহ উত্তাপযুক্ত অথচ শীত বোধ করে (কর্ণাস্ সার্সিনেটা দেখ)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আবিস্-ক্যান্ অ্যাল্ষ্টোনীয়া আর্সিনিকাম, নক্স-ভমিকা: ইউপেট-পার্ফো্লি: চায়না, ক্যালী-কার্ব।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

কোরিড্যালিস ফর্ম্মোসা

(CORYDALIS FORMOSA).

প্রস্তুতি।—যখন ফুল হয় তখন স্কন্দ বা শিকড় তুলিয়া মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত করিতে হয়। **শুষ্ক মূল হইতে বিচূর্ণ হয়।**

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—পাকাশয়িক সর্দ্দি; গণ্ডমালা; উপদংশ ক্ষত ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—উপদংশ বিষ জনিত নানাপ্রকার স্বাস্থ্যবিকৃতি ও চর্ম্মরোগের সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; লিঙ্গমণির উপরে উদ্গত কাঠিন্য বিশিষ্ট উপদংশ, তজ্জনিত অস্থিবেষ্টার্ব্বুদ, ইন্দ্রলুপ্ত বা কেশ উঠা, মূর্দ্ধাদেশের উপদংশজ বা শ্লেষ্মাজনিত ক্ষতাদি, জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয়ের উপদংশ বা সামান্য ক্ষত প্রভৃতিতে ইহা আশ্চার্য্য ভাবে উপকার দর্শাইয়া থাকে। শ্লেষ্মাজনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ, দুরারোগ্য চর্ম্মরোগ, যকৃৎ ও প্লীহা বিবর্দ্ধন সহ সবিরাম-জ্বরান্তিক বিকৃত স্বাস্থ্য প্রভৃতিতেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। পাকাশয়ের প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি রোগেও ইহা ফলদায়ক। অবসাদ জনক পুরাতন রোগেও ইহার ব্যবহারে ফল পাওয়া গিয়াছে। জিহ্বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত ও সুপুষ্ট; দেহের তন্তু সকল দৃঢ়তা শূন্য, শিথিল ও উত্তাপহীন।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাসিড ফ্লু: অ্যাসিড নাই ক্যালী-আয়োড: মার্ক-কর: মার্ক প্রোটোআয়োড: ষ্টিলিঞ্জীয়া।

শক্তি।—মূলঅরিষ্ট কয়েক বিন্দু মাত্র।

কোটাইলিডন্

(COTYLEDON UMBILICUS.

প্রস্তুতি।—এই গাছড়া হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; মূর্চ্ছাবায়ু; নালীক্ষত; প্লীহা; আমবাত; সন্ধিবাত প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই যে, রোগী মনে করে যেন তাহার দেহে কোন একটী অংশ বর্জ্জিত। দেহের নানা স্থানে, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে, বাত বেদনা, শলাকা বা সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। এতজ্জনিত বেদনাদি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগীর মনে হয় যেন তাহার দেহ মস্তক বা চরণ বর্জ্জিত (ষ্ট্র্যাম: যেন তাহার নিম্নপদ কাটা=ব্যারাই:) কিয়ৎকাল যাবৎ মস্তক অত্যন্ত হাল্‌কা বোধ হয়, যেন তাহার শিরোমধ্যস্থল শূন্যময়। কিয়ৎকাল যাবৎ চেষ্টা করিলেও বাঙনিষ্পত্তি হয় না।

শ্বাসযন্ত্র।—বাম স্তনের নীচে (অ্যাক্টীয়া) এবং দক্ষিণ বক্ষে নিরন্তর বেদনা। বাম স্তন প্রদেশ হইতে দেহ ভেদ করিয়া বেদনা পৃষ্ঠফলক পর্যন্ত সঞ্চারিত হয় (মার্টাস্-কম পিক্স-লিক্. থিরিড সলফ অ্যামিগডেলা)। হৃৎপ্রদেশে উত্তাপ বোধ, অশ্বারোহণ করিলে হৃৎপ্রদেশে আকর্ষণ বা নখাঘাতবৎ বেদনা, আক্রান্ত অংশ চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দিবাভাগে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ এবং দৃষ্টি সম্মুখে হরিদ্বর্ণ ছায়া সকল দৃষ্ট হয়। নিম্ন অঙ্গে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ অনুভূতি এবং সর্দ্দি বা বাত আক্রমণের পূর্ব্বাস্থার ন্যায় লক্ষণাবির্ভাব।

বৃদ্ধি।—বেদনাদি প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়।

শক্তি।—মূল আরক এবং ১ম দশমিক ক্রম।

ক্র্যাটিগাস্ অক্সায়্যাক্যান্থা

(CARTÆGUS OXYACANTHA)

প্রস্তুতি।—পাকা ফল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হৃৎশূল, হৃদপিণ্ডের বিবিধ পীড়া, হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া সহসা লোপ, হৃদপিণ্ডের কাঠিন্য প্রাপ্তিতে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা হৃৎপিণ্ডের একটী উৎকৃষ্ট অবসাদনাশক। অত্যন্ত অবসন্নতা সহযুক্ত দীর্ঘকালব্যাপী হৃৎপিণ্ডের রোগে অতি ক্ষীণ ও বিষমক্রিয়া, হৃৎপিণ্ড, হৃৎশূল, ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হঠাৎ লোপোপক্রম প্রভৃতিতে ক্র্যাটিগাস্ অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। হৃৎপিণ্ডের অবসাদ সম্ভাবিত হইলে পুনঃ পুনঃ ডিজিটেলিস প্রয়োগ কর তাহাতে উপকারও হইতে পারে, অপকারও হইতে পারে, কিন্তু ক্র্যাটিগাস প্রয়োগ করিলে উপকার ব্যতীত অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ ডিজিটেলিসে যে বিষাক্ত গুণ ক্র্যাটিগাসে তাহার লেশমাত্র নাই। হৃৎপিণ্ডের বিকৃতিজনিত সর্ব্বাঙ্গীন শোথ রোগেও ইহাদ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে (আর্স-আয়োড· ষ্ট্রোফ্যান্টাস)। শোণিতাল্পতা জনিতই হউক বা হৃৎপিণ্ডের দ্বারাবরক ঝিল্লির বিকৃতি জনিতই হউক, হৃৎপিণ্ডের সকল প্রকার ক্ষীণক্রিয়তাতেই ক্র্যাটিগাস প্রযুজ্য এবং সুফলদায়ক হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—কোপন স্বভাব খিট্‌খিটে ও বিমর্ষচিত্ত। সর্ব্বদা ব্যস্তভাব এবং হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দ্রুত। মস্তক এবং গ্রীবার পশ্চাতে বেদনা সহ উত্তেজনাপ্রবণতা।

হৃৎপিণ্ড।—অগ্নিমান্দ্য এবং স্নায়বীয় অবসাদ—তৎসহ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপোনক্রম। অবসন্নতা ও হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ানিরোধ বশতঃ হিমাঙ্গ (Collapse)। হৃৎপিণ্ডের আকৃতি-বর্দ্ধন বা দ্বারাবরোধক ঝিল্লির বিকৃতি (Valvular disease) বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ানিরোধোপক্রম (failure)। হৃদস্পন্দন। হৃৎশূল,—পাকস্থলীর উর্দ্ধদেশে ও বামপার্শ্বে বেদনা,—নাড়ী প্রবল এবং বেগশালী, হৃৎপিণ্ড বিবর্দ্ধনের (Hypertrophy) লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে ক্ষুদ্র স্থানবিশেষ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত। অতি পরিশ্রম বা অতি ব্যায়াম বশতঃ হৃৎপিণ্ড বিবর্দ্ধন কিম্বা সুরাপান বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা জনিত পীড়া। আন্ত্রিক জ্বরে হৃৎপিণ্ডের অবসাদোপক্রম। হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি জনিত সর্ব্বাঙ্গীন শোথ (Anasarca=আর্স-আয়োড· ষ্ট্রোফ্যান্থাস্)।

বৃদ্ধি।—উষ্ণ গৃহে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে নিশ্চিন্তভাবে থাকিলে বা বিশ্রাম করিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাসিড হাইড্রো আর্স আয়োড ক্যাম্ফো· আইবিরিস্, ডিজি-টেলিস, ফেজীয়োলাস্।

শক্তি।—মূল আরক এক হইতে দশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ক্রোকাস্ স্যাটাইভাস

(CROCUS SATIVAS)

প্রস্তুতি।—শুষ্ক জাফ্রান হইতে ইহার মূল আরক প্রস্তুত হয়। ডাং কুপার (Dr. cooper) নব পল্লব হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত করেন।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—গর্ভস্রাব আশঙ্কা, ভ্যাদাল বেদনা, ক্ষীণ দৃষ্টি, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চার, তাণ্ডব; বাধক, মূর্চ্ছা রক্তস্রাব, পাকাশয় বিকৃতি, রক্তকাস, মাথাব্যথা, হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া, মূর্চ্ছাবায়; চক্ষু দিয়া জল পড়া; হাস্য; ক্রোধ; শ্বেতপ্রদর, প্রচুর রজঃ, নাক দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষুপ্রদাহ, গর্ভিণীর বিবিধ রোগ, অর্ব্বুদ; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—(১) মানসিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন, মহানন্দ বা মহাস্ফূর্ত্তি হইতে গভীর নিরানন্দ, এই মহাসুখে সকলকে চুম্বন বা আদর করিয়া বেড়াইতে-ছিল,—আবার ঠিক পরমুহূর্ত্তেই প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকে, (২) রোগীর বোধ হয় যেন তাহার উদর, জরায়ু, বাহু বা দেহের অন্যান্য অংশে কোন সজীব পদার্থ অনবরত নড়িতেছে (৩) শোণিতস্রাব—দেহের যে কোন দ্বার হইতে হউক না কেন—শোণিত কাল বর্ণ, আঠাবৎ এবং জমাট,—নির্গমন পথ হইতে দীর্ঘ সূত্রের ন্যায় ঝুলিতে থাকে; (৪) তাণ্ডব

(chorea) ও মূর্চ্ছাবায়ু রোগ; স্ফর্ত্তি, গান ও নর্ত্তন মহা বিষাদ ও ক্রোধ সহ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়; (৫) রজোনিবৃত্তির পর শিরোবেদনা:—স্বভাবতঃ পূর্ব্বে যে কয়েক দিন ঋতুস্রাব হইত সেই কয়েক দিবস শিরোবেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; রজঃস্রাব কালীন্ শিরোবেদনা, রজঃস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে বা পরে প্রকাশ পায়; (৬) চক্ষু,—বোধ হয় যেন গৃহ ধূম পরিপূর্ণ; কিম্বা যেন রোগী রোদন করিতেছিল, অথবা যেন চক্ষুমধ্যে শীতল বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে; জোরে চক্ষু মুদিত করিলে আরাম বোধ হয়; (৭) এক এক সময়ে এক এক অংশের পৈশিক আনর্ত্তন—এই কয়েকটী ক্রোকাস্-স্যাটাইভাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতিগত এবং নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—মনোভাবের দ্রুত পরিবর্ত্তন—মহানন্দ হইতে মহা নিরানন্দ (ইগ্নে: নক্স-মস্:); এই মহাসুখে সকলকে আদর ও চুম্বন করিয়া বেড়াইতেছে আবার তখনই মহা ক্রোধ প্রকাশ করে। কাহাকেও গান করিতে শুনিলে আর রক্ষা নাই,—অমনি গান গাহিতে আরম্ভ করিল এবং পরমুহূর্ত্তেই স্বীয় প্রগল্‌ভতার জন্য হাস্য করিতে থাকে; বিপরীত ইচ্ছা সত্ত্বেও গান না করিয়া থাকিতে পারে না। সকলকে চুম্বন করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা। এই অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল আবার তখনই তজ্জন্য মহা অনুতাপ করিতে লাগিল। হঠাৎ অট্ট হাস্য করিয়া উঠে (বেল্: ষ্ট্র্যামোন্: দেখ)।

মস্তক।—বয়ঃসন্ধিকালীন শিরোবেদনা (Climacteric Headache)—দপ্ দপ্ করে,—পূর্ব্বে স্বভাবতঃ যে কয়েক দিবস রজঃস্রাব হইত, ঋতু নিবৃত্তির পর ঠিক সেই কয়েক দিবস যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, স্নায়বীয়, বা আর্ত্তবকালীন শিরোবেদনা—আর্ত্তবাস্রাবের পূর্ব্বে সময়ে এবং পরে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (ল্যাকে: লিলীয়াম্: সিপী;)। চক্ষুর উপরে শিরোবেদনা তৎসহ চক্ষু মধ্যে বেদনা ও জ্বালানুভূতি ভ্রূদেশে বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বাতির আলোকে। শিরোঘূর্ণন, তৎসহ মূর্চ্ছোপক্রম (ল্যাকে: মস্কাস্; নক্স; স্যাব্যাডি:)।

চক্ষু।—গৃহ ধূম পরিপূর্ণ বোধ হয় (সকল বস্তুই যেন নীহারাবৃত=বেল্: সাইক্ল্যাম্: ইয়োন্: মার্ক:); রোগীর বোধ হয় যেন রোদন করিয়া তাহার চক্ষু স্ফীত হইয়াছে; যেন তাহার চক্ষুর উপর দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; দৃঢ়ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিলে উপশম বোধ হয়। পাঠারম্ভ করিলেই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে থাকে (গ্র্যাটী: ক্রোটেল্: অ্যাসিড নাই: অ্যাসিড-সল্‌ফ:)। সন্ধ্যাকালে দীপালোকে অধ্যয়ন কালে বোধ হয় যেন অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দেখিতেছে (বার্ব্বা: কষ্টি: ক্রিয়ো: পেট্রোল: হ্রাস: সল্‌ফ:)। চক্ষু সম্মুখে চাকচিক্য দৃষ্ট হয় (অ্যালীউ: কষ্টি: সাইকীউ: সিনা; আয়োড: অ্যাসিড-ফ্লু: প্ল্যাট: ষ্ট্রন্:)। হঠাৎ বিদ্যুৎ স্ফুরণবৎ বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দৃষ্ট হয় (অরাম্: বেল্: কষ্টি: আয়োড: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাকে: ন্যাট্-মি: ওপী: কিউপ্রাম্-আর্স: ভ্যালি:)।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব—রক্ত কাল, গাঢ় আঠার ন্যায় নাসারন্ধ্র হইতে ঝুলিতে থাকে (মার্ক-সল্:),—টানিলে রবারের সূত্রের ন্যায় বাড়িয়া যায় (কাল রক্ত=

অ্যাসিড-নাই: ক্রিয়ো: ল্যাকে:);—স্রাবকালে কপালে বড় বড় শীতল ঘর্ম্মবিন্দু সকল উদ্গত হয় (ঘর্ম্ম শীতল কিন্তু রোগী অনবরত ব্যজন করিতে বলে এবং উজ্জ্বল লাল বর্ণ শোণিত=কার্ব্বো-ভেজি); দ্রুত বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব (ক্যাল্কে-কার্ব: ফস্:)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—আহারান্তে বুকজ্বালা (অ্যামন্-কার্ব: অর্জেন্ট-নাই: ক্যাল্কে: সিঙ্কো: কোণা লাই: ক্যান্স: মার্ক: নক্স ; সাইলিশীয়া ; অ্যাসিড-সল্ফ:)। প্রাতে কিছু আহার করিবার পূর্ব্বে পাকস্থলী আধ্মানযুক্ত বোধ হয়। বোধ হয় যেন কোন জীব পাকস্থলী, উদর, জরায়ু, বাহু এবং দেহের অন্যান্য অংশে নড়িয়া বেড়াইতেছে, (এরাণ্ডো-মরি: ক্যাল্কে-ফস্: ক্যানাব্-স্যাট কন্ভ্যালে স্যাবাই: সল্ফ্: থুযা: চীয়োন্যান্:—শিরোমধ্যে যেন কি নড়িতেছে=পেট্রোল্ সাইলিশীয়া)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়াভিমুখে শোণিত ধাবন,—যেন ঋতু প্রকাশ হইবার উপক্রম। যখন তখন আর্ত্তব স্রাব আরম্ভ হয় এবং গাঢ় আঠার ন্যায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ স্রাব হইয়া থাকে। বাধক,—স্রাব কালবর্ণ, গাঢ় আঠার ন্যায় এবং জমাট (আষ্টিলো); অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে শোণিত স্রাব। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব (Metrorrhagia); দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে স্রাব আরম্ভ হইয়া থাকে—শোণিত কালবর্ণ (ব্রাই: ক্যামো. ফেরাম্; ফেরাম্; ইগ্নে. ক্রিয়ো: নাইট্রাম্, প্ল্যাট পল্সে:), গাঢ আঠার ন্যায়, (ম্যাগ-মিউ:), জমাট এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, তৎসহ তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব উপক্রম। বামস্তনের অভ্যন্তরে চিড়িক্ মারার ন্যায় বেদনা—যেন ঐ অংশ পৃষ্ঠের সহিত সূত্রদ্বারা টানিয়া বদ্ধ রহিয়াছে (ক্রোটন)। দক্ষিণ বক্ষমধ্যে যেন একটা জীব লম্ফ দিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভব।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রবল এবং অবসাদজনক শুষ্ক কাসি, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে হস্ত স্থাপন বা মর্দ্দন করিলে উপশমিত হয়। শোণিতাক্ত গয়ার সহ কাসি। গয়ার বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত এবং দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা, হাই তুলিলে বা জৃম্ভন করিলে উপশম বোধ হয় (ষ্ট্যাফ্:)। "সাঁই সাঁই" শব্দকারী কাসি এবং সফেন সূত্রময় পদার্থ বা গয়ার রূপে নির্গত হয় ; শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধময়।

প্রত্যঙ্গাদি।—তাণ্ডব এবং মূর্চ্ছা বায়ু ; রোগী কখনও অত্যন্ত আনন্দময়, গান করিতেছে, নাচিতেছে আবার পর মুহূর্ত্তের মহাবিষাদযুক্ত বা রোষ প্রকাশ করিতে থাকে,—আবার তাহার অনতিপরেই হয়ত করতালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতেছে। এক এক অংশের পেশীমণ্ডলী আনর্ত্তিত হইতে থাকে (অ্যাগার: কোডিইন ; ইগ্নে: জিঙ্কাম)। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় বাহু ও হস্ত অসাড় হইয়া যায় এবং নাড়িবার শক্তি থাকে না। দণ্ডায়মান অবস্থায় হেঁট হইয়া কোন দ্রব্য ভূমিতল হইতে উঠাইতে গেলে বঙ্ক্ষণ (Hip) ও জানুসন্ধি মট্‌মট্ করে বা স্ফুটিত হয়।

বৃদ্ধি।—উপবাস করিলে, সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে, একদিকে বহুক্ষণ দৃষ্টি করিলে বা অধ্যয়ন করিলে, গর্ভাবস্থার, উষ্ণ গৃহে বা উষ্ণ বায়ুতে।

উপশম।—জৃম্ভনান্তে, নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে এবং প্রথম ভোজনান্তে বা উপবাস ভঙ্গান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—(কালবর্ণ রক্ত সম্বন্ধে)—প্ল্যাটঃ নাইট্রামঃ ক্রিয়্যাঃ ল্যাকেঃ; (বাম বক্ষে বেদনা সম্বন্ধে)—ক্রোটন অ্যাক্টীয়াঃ মার্টাস্-কম্‌ঃ থিরিডঃ অধিকন্তু কোডিইনাম্‌ঃ ট্যারেন্টিউঃ ল্যাকেঃ ট্রিলঃ আষ্টিলেগো; স্যাবাইনা। প্রায় সকল রোগেই নক্স-ভম্‌ঃ পল্‌সেঃ এবং সল্‌ফার ও ক্রোকাসের পরে উপযোগী হইয়া থাকে। ডাঃ হিউজেসের মতে "রিউটা"র সহিত ক্রোকাসের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য আছে।

দোষঘ্ন।—অ্যাকোন, বেলঃ ওপিয়ম।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৮ দিন।

ক্রোটেলাস্ হরিডাস্

(CROTALUS HORIDUS).

নামান্তর।—আমেরিকা দেশে একপ্রকার খড়্ খড়্ শব্দকারী লাঙ্গুল বিশিষ্ট সর্পের বিষ।

প্রস্তুতি।—দুগ্ধ শর্করাসহ বিচূর্ণ (আমেরিকান মতে)। গ্লিসারিণ সহ টিঞ্চার (ব্রিটীস মতে)।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—নিকট দৃষ্টি, তিমির দৃষ্টি ও সংন্যাস; উপাঙ্গ প্রদাহ বা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্; পৈত্তিকজ্বর, স্ফোটক; দুষ্টব্রণ; উপদংশ, আক্ষেপ, চক্ষুর স্নায়ুশূল, মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার আবরণ প্রদাহ; বুদ্ধিভ্রংশ; মদাত্যয়; ঝিল্লাক প্রদাহ; বাধক; অজীর্ণতা; কালশিরা পড়া; মৃগী; চক্ষুরোগ, বিসর্প, মুখে উদ্ভেদ, রক্তমূত্র; রক্তস্রাব-প্রবণ-ধাতু; শিরঃপীড়া; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; জলাতঙ্ক রোগ; অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; কামলা; যকৃতের ও ফুস্‌ফুসের বিবিধ পীড়া। স্তন প্রদাহ; হাম; গর্ভিনীদিগের পা ফুলা; ডিম্বাশয় প্রদাহ; পূতিনস্য; হৃদ্‌কম্পন; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; শিরা প্রদাহ; ধূম্রবেশ; রক্তবিষাক্ততা; স্বল্পবিরাম জ্বর; আমবাত; আরক্তজ্বর; অনিদ্রা; বসন্ত; সূর্য্যাঘাত; উপদংশ; আঘাত; শিরাস্ফীতি ও শিরাপ্রদাহ; ধনুষ্টঙ্কার; জিহ্বাপ্রদাহ; কর্কটীয়াক্ষত; শিতপিত্ত; বমন; হুপাখ্যকাস; পীতজ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—গ্রন্থিস্ফীতি প্রবণ রোগজীর্ণ, শোণিতস্রাবপ্রবণ ধাতুবিশিষ্ট এবং ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি, বহুব্যাপক-সংক্রামক রোগ, সুরাপায়ী, এবং পৃষ্ঠ ব্রণাদি বা শোণিতস্ফোটক উদ্গমপ্রবণতাযুক্ত ব্যক্তিতে এবং অবস্থায় ইহা অত্যন্ত উপযোগী। যে

সকল রোগ দেহের নিস্তেজ অবস্থায় অধিকার বিস্তার করে, তাহাতে; কিম্বা পচ্যমান-পদার্থ-সংস্রব জনিত (Septic) জ্বরে, অন্ত্রমধ্যে বিষক্রিয়া জনিত অর্থাৎ আন্ত্রিক (typhoid) জ্বরে, কিম্বা পূতিবাষ্প-জনিত (Malarious) জ্বরে; বহুকালস্থায়ী পানাত্যয় (Alcoholism) জনিত রোগাদিতে; জীবনী শক্তির অবসাদ ইত্যাদি রোগে এবং অবস্থায়ও ক্রোটেলাস্ সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। সংন্যাস, সুরাসেবীদিগের সংন্যাসবৎ আক্ষেপ, পীতজ্বর, দেহ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়, সাংঘাতিক কামলা বা পাণ্ডু রোগ, সাংঘাতিক উপঝিল্লি প্রদাহ, আরক্ত জ্বর, সাংঘাতিক যকৃতের রোগ, কাল বমন ও কাল মল সহযুক্ত উদরাময়, ক্ষীণা রমণীদিগের অনুকল্প রজঃ এবং বয়ঃসন্ধি কালীন উত্তাপ বোধ, জরায়ু হইতে দীর্ঘকালব্যাপী শোণিত স্রাব প্রভৃতি রোগে ক্রোটেলাস্ একটী প্রধান ঔষধ, এবং উপযোগী হইলে মন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ল্যাকেসিস যেমন, দেহের বাম দিক অধিক অন্বেষণ করে, ক্রোটেলাস্, এবং ইল্যাপ্স-কোর‍্যালিনাস্ (সর্পবিষের বিষ) সেই রূপ দেহের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং দক্ষিণপার্শ্বস্থ যন্ত্রাদির সহিত অধিক নৈকট্য সম্বন্ধ প্রকাশ করে; যকৃতের উপর ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোদনপ্রবণ স্বভাব (অ্যামন-মিউ: অরম্: ডিজি: হিপ: হাইপির: ইগ: লাই: ন্যাট-মিউ: প্ল্যাট: পল্‌সে: সিপী: ষ্ট্যান্:)। অনুভব শক্তির ক্ষীণতা; স্মৃতিশক্তির খর্ব্বতা; অত্যন্ত বকে (অ্যাগার: ক্যানাব: আর্ক্টী: কোকেইন্: জেল্‌সি: গ্লোন্: হায়ো: ক্যালী-আয়োড: ল্যাকে: ল্যাচন্যান্: ওপী: প্যারিস্: পডো: পাইরোজেন্: সেলিন্: ষ্টিক্টা: ষ্ট্রাম্: টিউক্র: থিরিড:)। গৃহ হইতে পলায়ন করিবার ইচ্ছা (বেল: ব্রাই: গ্লোন্: হায়ো: হ্রাস্: ষ্ট্রাম্:)। অস্পষ্ট প্রলাপ-যুক্ত বিকার,—অ্যাগার: আণ্ট-টার্ট: ব্যাপ: বেল: অ্যা ফস্: আর্ণি: আর্স: এপীস; অ্যা-মিউ: ফস্: হ্রাস: ট্যারেন্টিউ: টেরিব: প্যাসিফ্লো: ট্যারাক্স:), তৎসহ আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে বা পীত জ্বরে উন্মীলিত চক্ষু। অতিশয় অস্থিরতা, পৈশিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ (twitching—অ্যাগার; ইগ্নে: জিঙ্কাম; ক্রোকাস্) এবং অনবরত অস্পষ্ট ভাষায় যন্ত্রণা জ্ঞাপন সহ বিকার। পানাত্যয় (Delirium Tremens—অ্যাণ্ট্-টার্ট: বেল্: অ্যাগার: নক্স্; হায়ো: ষ্ট্রাম্:) প্রায় সর্ব্বদাই নিদ্রাঘোর, কিন্তু প্রকৃত নিদ্রা হয় না (বেল্: ক্যামো:); রোগজীর্ণ-দেহ-বিশিষ্ট ব্যক্তির বিকার। সদা বিমর্ষভাব সহ ভীতিপ্রবণতা; মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত; রোদনপরায়ণ; আবার কখনও বা প্রতি কার্য্যে বা কথায় রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করে। দুঃখভারাক্রান্ত ভাব,—সর্ব্বদাই মৃত্যু, মৃত ব্যক্তি প্রভৃতির চিন্তানিরত (ক্রোটেলাস্ ক্যাস্কাভেলা)। স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না; কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না (ইথীউ: ল্যাক-ক্যান্: অ্যাসিড্-ফস্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন;—অবসন্নতা (ক্রোকাস্, ল্যাকে: মস্ক: নক্স্:), দুর্ব্বলতা (বেল্: ল্যাকে:) সহ কম্পন; ম্লান মুখমণ্ডল; বধিরতা ও কর্ণকূজন সহ শিরোঘূর্ণন (auditory

vertigo=চায়না, চিনিন্ সল্ফ্: ল্যাকে: ন্যাট্-স্যালিসাই: পাইলোকার্প: থিরিড্:), মস্তক স্থির রাখিলে উপশম বোধ হয়। শিরোবেদনা,— অতীব ভারবোধজনক বেদনা এবং চক্ষুর ঊর্দ্ধাংশে এবং নাসিকার পার্শ্বে উত্তাপবোধ, বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে উপশম বোধ হয়, দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে এবং মূর্দ্ধাদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা,— গ্রীবা-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়। শিরঃপশ্চাতে অতীব্র ভারবোধ জনক বেদনা বশতঃ রোগী অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করে; হঠাৎ যেন মস্তকের পশ্চাত্ভাগে কে আঘাত করিল এইরূপ বেদনা (নাযা)। ললাটের মধ্যস্থলে তীব্র বেদনা, তৎসহ অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব।

চক্ষু।—ভ্রমদশন,—চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ দেখে (বেল্. নাই: ষ্ট্রন্:); পড়িতে পড়িতে দৃষ্টি লোপ (ক্যাল্কে: ড্রোসে: হিপ্: মিনি: ন্যাট্-মিউ· হ্রাস্-ভিনি· সাল্ফ্: থুযা:) দীপালোকে চক্ষুর কষ্টবোধ হয়। চক্ষু হইতে শোণিত স্রাব (বেল্: কার্ব্বো-ভেজি:)। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায় (সমস্ত দেহ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়); [ডাঃ অ্যালেন্ বলেন শাঙ্গ´ত্বক বা চক্ষুর শ্বেতভাগের (cornea) প্রদাহ বা শঙ্গ´ত্বক এবং উপতারকার (Iris) সংযুক্ত প্রদাহ আরোগ্যান্তে ক্রোটেলাস্ স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তির পুনর্বিধান করে]। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল (Ciliary Neuralgia ,—বিদীর্ণকারী বা ছেদনবৎ বেদনা— যেন চক্ষুর চতুর্দ্দিকে অস্ত্রদ্বারা ছেদিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়, সায়ং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

কর্ণ।—শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতিজনিত শিবোঘূর্ণন, শ্রবণশক্তির হ্রাস বা লোপ; কর্ণমধ্যে নানা প্রকার কূজনধ্বনি এবং শিবোঘূর্ণন (ন্যাট্-স্যালিসাই: চিনিন্-সল্ফ্:)। কর্ণবিবর হইতে শোণিত স্রাব (সাইকীউটা; ল্যাকে: অ্যা-নাই·)।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,— বহুব্যাপক-সংক্রামক-রোগাধিকারে— শোণিত তরল, কৃষ্ণবর্ণ, জমে না, তৎসহ শিবোঘূর্ণন বা অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ। হাম, বসন্তাদি রূপ চর্ম্মরোগান্তে বা উপদংশ রোগের পর পূতিনস্য বা পীনসরোগ (Ozæna=অরাম্: অ্যাসিড্-নাই: ক্যাড্-সাল্ফ: সোরাইন্:)।

মুখমণ্ডল ও মুখবিবর।—মুখমণ্ডল স্ফীত, পীতবর্ণ বা আরক্তিম; মৃতদেহের ন্যায় রক্তহীন; সীসক বর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত, অনমনীয় এবং অসাড়। বিলম্বিত রজঃবশতঃ, অসংখ্য আরক্তিম ঘনবটি উদ্গত হয়, বিশেষতঃ চিবুকের উপর। নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে; মাড়ী হইতে শোণিত স্রাবিত হয় ও মাড়ী শ্বেতবর্ণ দেখায়। জিহ্বা অগ্নিবর্ণ, মসৃণ এবং চাক্‌চিক্যময় (পাইরোজেন্,) জিহ্বার রক্তস্রাবপ্রবণ কর্কটরোগ। রক্তময় বা ফেনময় লালা স্রাব হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন জিহ্বা মুখের সহিত দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে,—কথা কহিতে পারে না।

গলমধ্য।—গলনলী বা কণ্ঠনালীর দৃঢ় সঙ্কোচন; কঠিন দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ করা অসম্ভব (কঠিন দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ করিলে কণ্ঠনালীর বেদনার উপশম বোধ হয়=ইগ্নে:)। মারাত্মক ঝিল্লিক প্রদাহ (Diphtheria) বা আরক্ত জ্বরাধিকারে জিহ্বামূলীয় গহ্বর (Fauces) বা গ্রন্থির (Tonsils) স্ফীতি বা পচন (Gangrene); শূন্য "ঢোক" গিলিতে

গেলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়, বমন বা তরল মলত্যাগ হইবার উপক্রম হয় এবং কণ্ঠমধ্যে ব্যথা বশতঃ মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া আড়ষ্ট হইয়া থাকে। প্রদাহযুক্ত ঝিল্লি স্ফীত, ও গাঢ় লালবর্ণ প্রতীয়মান হয়। গলমধ্যে যেন একটা কীলক বা গোঁজ আবদ্ধ হইয়া আছে এবং সেইটি গলাধঃকরণ করিতে হইবে এইরূপ অনুভব যেন গলা বদ্ধ হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ হয়।

পাকস্থলী।—পাকাশয়ের উপর বস্ত্রাদি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকিলে অসহনীয় বোধ হয় (অ্যামন্ মিউ ব্রাই ক্যাল্‌কে কার্ব্বো ভেজি কষ্টি কফী হিপ্ ক্রিয়ো ল্যাকে লাই নক্স্, স্থাট্-মিউ ওলী অ্যান স্পঞ্জী সাইলি সালফ্)। পিত্তময় বমন,—তৎসহ উদ্বেগ এবং ক্ষীণ নাড়ী, প্রতি মাসে রজঃস্রাবান্তে (পল্‌সে রজঃস্রাবারম্ভে=ফস রজঃস্রাব কালে=কার্ব্বো ভে ক্যালী ফস্ অ্যামন মিউ), কিম্বা দক্ষিণ পার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শয়ন করিবামাত্র কালিমান্বিত সবুজবর্ণ বমন আরম্ভ হয় (দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বমনের উপশম হয়=অ্যাণ্ট টার্টঃ), পীতজ্বরাধিকারে কালবর্ণ বা কফির তলানির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বমন (কালবর্ণ বমন=আর্স চায়না, হেলিবো নক্স, ভেরেট)। দুর্দ্দমনীয় জ্বালাময়ী তৃষ্ণা (অ্যাকো অ্যানাক্ বেল্ কার্ব্বো ভেজি ক্যাম্ফো ল্যাকে ষ্ট্যাম)। রক্ত বমন, বমিত শোণিত জলবৎ এবং ঘনীভূত হয় না।

অন্ত্রাশয়।—দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে, যকৃৎ প্রদেশে তীক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা—নিষ্পেষণে বা চাপিলে বেদনার বৃদ্ধি। যকৃৎ মধ্যে বেদনা সহ বমন ও শৈত্য বোধ। মারাত্মক পাণ্ডুরোগ বা ন্যাবা—সমগ্র দেহ ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়, তৎসহ শোণিত স্রাব। সমস্ত দেহ স্ফীত হইয়া উঠে।

মল।—উদরাময়,—মল কালবর্ণ (আর্স ক্যাম্ফো চায়না, কীউপ অ্যাসেট্র ইপিক্ মার্ক লেপ্‌ট্যান্ অরাম্ মিউ ন্যাট অ্যাসিড সলফ, অত্যন্ত তরল, কফির তলানীর ন্যায়, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অস্বাস্থ্যজনক বাষ্প বা পচ্যমান পদার্থ মিশ্রিত দ্রব্যাদি আহার বা পান জনিত, পচ্যমান্ মাংসাদি ভক্ষণ জনিত (পাইরোজেন্), পীতজ্বর, বিসূচিকা, আন্ত্রিক (Typhoid) জ্বর বা মোহজ্বরাশ্রিত উদরাময়, মল পীতবর্ণ এবং জলবৎ তৎসহ অন্ত্রাশয় মধ্যে শূলবেধবৎ যন্ত্রণা তৎসহ বিষণ্ণতা ও ঔদাসীন্য। আমরক্ত পচ্যমান্ দ্রব্যাদির সংস্রব জনিত, সমল জল পান বা দ্রব্যাদি ভক্ষণ জনিত, গাঢ় কালবর্ণ অপর্য্যাপ্ত জলবৎ শোণিত স্রাব কিম্বা অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হইয়া থাকে। অন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব—শোণিত গাঢ় কালবর্ণ ও তরল। বমন, প্রস্রাব ও মলনিঃসরণ যুগপৎ হইয়া থাকে,—তৎসহ কুন্থন ও অন্ত্রাশয় সঙ্কোচন।

প্রস্রাব।—রক্ত প্রস্রাব (টেরিব চিনিন্-সল্‌ফ ইকুইসেট ক্যালী-ক্লো মিলিফো অ্যাসিড-নাই টিউবার্কঃ ইউভা)। অণ্ডলালীয় বা লালামূত্র (Albuminuria),—প্রস্রাব অতি অল্প পরিমাণ, গাঢ়, এবং শোণিত মিশ্রণ বশতঃ লালবর্ণ, মণ্ডবৎ, কখনও পিত্ত মিশ্রণ জন্য হরিৎ-পীতাভ বর্ণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রজোবিকাশ,—স্রাবারম্ভের

পূর্ব্বে মস্তক ও কর্ণ মধ্যে ভারবোধ সহ তলপেটে এবং পৃষ্ঠে বেদনা এবং পদদ্বয় শীতল, এই বেদনা দুই দিবস পরে তিরোহিত হয়; ঋতুর পাঁচ দিবস পূর্ব্বে হইতে তলপেটে এবং উরুদেশে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়; কখনও বা হৃৎপ্রদেশে, বাম বাহুতে এবং পৃষ্ঠফলক মধ্যে বেদনানুভূত হইয়া থাকে। প্রসবান্তিক (Puerperal) জ্বর বা আক্ষেপ (Eclampsia) (একিনেসীয়া; বেল্: হায়োঃ অ্যাকোঃ), তৎসহ লালামূত্র ও পূতিজনিত (septic) লক্ষণাদি। দুর্গন্ধময় প্রসবান্তিক-ক্লেদস্রাব। প্রসবান্তিক জঙ্ঘাশিরাব প্রদাহ বা শ্বেতবর্ণ স্ফীতি, স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় (বেলঃ ব্রাইঃ)। অনুকল্প বজঃ,—যাহাদিগের দেহ নানাবিধ রোগ ভোগ বশতঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে (ডিজিঃ ফস্)। বয়সন্ধিকালীন থাকিয়া থাকিয়া দেহে উত্তাপাবির্ভাব এবং অপর্য্যাপ্ত স্বেদ স্রাব, (অ্যামিল নাইঃ ল্যাকে· ক্যালী-বাই· স্যাঙ্গিউইঃ ম্যাঙ্গে·), অবসন্নতা (অ্যাক্টীঃ ইগঃ সল্‌ফঃ); জরায়ু হইতে বহুকালব্যাপী স্রাব, শোণিত কালবর্ণ, তরল এবং দুর্গন্ধময়; তৎসহ দেহে রক্তাল্পতা। জরায়ুর পূযশোষণ-সম্ভূত (septic) রোগ, তৎসহ শোণিতস্রাবপ্রবণতা, গাঢ় লাল, জলবৎ, দুর্গন্ধময় শোণিত।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—কাসিলে বামবক্ষে শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভব, এবং রক্তময় গয়ার উঠে। স্নায়বীয় কাসি,—বিশেষতঃ বায়ুনলীভুজ হইতে প্রাদুর্ভূত; কাসি শুষ্ক, বায়ুনলী মধ্যে উত্তেজনা জনিত,—যেন গলমধ্যে গন্ধকের বা লঙ্কার তীব্র ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে কিম্বা বায়ুনলী মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ শুষ্ক বলিয়া; শীতল শুষ্ক বায়ু সংস্পর্শে, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে, কথা কহিলে বা কণ্ঠনলীর উপর চাপ দিলে কাসির উদ্রেক হয়,—কণ্ঠের উপর আদৌ কোনরূপ চাপ সহ্য হয় না, নিদ্রাভঙ্গান্তে কাসির বৃদ্ধি (ল্যাকেঃ)। হুপকাসি,—প্রকোপকালে মুখমণ্ডল নীলিমান্বিত বা শোণিত শূন্য প্রতীয়মান হয়, এবং প্রকোপান্তে মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া উঠে, স্থানে স্থানে নীলিমা উদ্গত হয়, চক্ষু আরক্ত বর্ণ, নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব, এবং ফেনময় গাঢ় আঠার ন্যায় ও সরক্ত গয়ার উত্থিত হইয়া থাকে; তৎসহ ফুস্‌ফুসের স্ফীতি ও পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ড মধ্যে অত্যন্ত বেদনা সহ হৃদ্‌স্পন্দন; বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড বাজীকর পারাবতের ন্যায় ওলোট পালোট হইতেছে।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত কম্পন। বাম হস্ত সামান্য পরিশ্রম করিলেই অবশ হইয়া যায়। বাম করতলে মধুমক্ষিকা দংশনের ন্যায় হুলবেধবৎ বেদনা অনুভব। নখতল হইতে শোণিত স্রাব। পদদ্বয় সামান্য কারণে অসাড় হইয়া যায়। দক্ষিণ অঙ্গের পক্ষাঘাত। সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করে। পেশী সকল রোগীর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে না। আক্ষেপ—হস্ত পদাদি কম্পিত এবং মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতে থাকে, রোগী ভয়ানক চীৎকার করে এবং প্রলাপ বকিতে থাকে। আভ্যন্তরিক কম্পন,—যেন আসন্ন বিপদের আশঙ্কা বশতঃ। উপবেশন কালে বা পায়ের উপর পা রাখিলে, পদদ্বয় অসাড় হইয়া যায়।

নিদ্রা।—অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা (কফিঃ)। নিদ্রাবেশ থাকিলেও নিদ্রা হয় না (বেল্: ক্যামোঃ)। মোহপ্রাপ্ত বা আচ্ছন্ন অবস্থা; লক্ষণাদি প্রায়ই নিদ্রান্তে

বৃদ্ধি হয় (ল্যাকে· বেল্: অ্যাসিড নাই: জিঞ্জিবাব)। ভ্রমণেব স্বপ্ন, (ব্রোম্: ন্যাট-কার্ব: সাইলি:); কলহের স্বপ্ন (অ্যালীউ অ্যাণ্ট ক্রুড· কষ্টি কোণা ল্যাকে: ন্যাট-মি: পল্‌সে:) এবং মৃত ব্যক্তির স্বপ্ন, (অ্যানাক্: ব্রোম্ কোণা: অ্যাসিড হাইড্রোসায়ানিক্, অ্যাসিড-ফস প্ল্যাট: ক্রোটেলাস্-কাস্কাভেলা)।

ত্বক।—সমগ্র দেহেব ত্বক পীতবর্ণ [শোণিত শোধনাভাব বশতঃ (Hæmatic) পিত্ত মিশ্রন জনিত নহে, ডাং হেবিং - কষ্টি ক্যামো চেলিড: চায়না , ডিজি আয়োড: ল্যাকে· মার্ক প্লাম:], ন্যাবা, পূযশোষণ জনিত জ্বব (Septicæmia = সেপ্টিসিমীয়া)। স্থানে স্থানে কালশিবা, ত্বকতলে বক্তস্রাব বশতঃ আবক্তিম দাগ। বিস্তাবপ্রবণ কিম্বা স্ফীতিভাবযুক্ত বিসর্প, —ত্বক নীলাভান্বিত আবক্তবর্ণ,—তৎসহ অবসাদক জ্বব , বহুব্যাপক সংক্রামক বোগাধিকাবে বা জীর্ণদেহ ব্যক্তিব পীড়া। অঙ্গুলি স্ফোটক পোড়ানাবাঙ্গা বসগুটী স্ফোটক, বিগলিত ক্ষতাদি,—তৎসহ অন্তর্ভুক্ত অবসাদক ধাব , আক্রান্ত অংশ নীলাভ প্রতীয়মান হয় এবং স্রাব অতি অল্প, কালবণ, তবল ও দাযত হইযা থাকে উদবাময সহ পচনশীল ক্ষতাদি। পুবাতন ক্ষত চিহ্ণ সকল পুনশ্চ ক্ষতযুক্ত হয় (অ্যাসিড ফ্লু:)। কীট পতঙ্গাদি দংশন (অ্যান্থ্রাক্সিন)। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কালে সেই অস্ত্রেব দ্বাবা অঙ্গুলি প্রভৃতিব কর্ত্তন (ল্যাকে:), গোবীজ দ্বাবা টীকা গ্রহণ জনিত পীড়াদি (ভ্যাক্সিন· ম্যালাণ্ড্রিন:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।-হস্ত পদাদি শীতল। সমগ্র দেহে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভাব। ঘর্ম্ম শীতল ও বক্তবর্ণ। পীতজ্বব —শোণিতস্রাব, প্রতি লোমকূপ হইতে শোণিত স্রাব, তৎসহ পিত্তময় ও বক্তাক্ত ভেদ ও বমন। মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্কেব আববণেব প্রদাহ। পচ্যমান দ্রব্যাদিব সংস্রব (Septic) বা ত্বক তলে শোণিতসঞ্চাব জনিত (purpuric) জ্বব।

বৃদ্ধি।— প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গান্তে (ল্যাকে), সন্ধ্যাকালে (চক্ষুব বেদনাদি), দেহ সঞ্চালনে ও পবিশ্রমে, শীতল বাযুতে (কণ্ঠনলী ও শ্বাসযন্ত্রেব লক্ষণাদি), শুষ্ক বাযুতে (কাসি), দক্ষিণ পার্শ্বে ও বসন্ত কালে যখন বাযু উষ্ণ হইতে আবম্ভ হয়।

উপশম।—বিশ্রামে।

সম্বন্ধ।—**সাদৃশ**—ডাঃ হেবিং ল্যাকেসিস,নাজা ও ইল্যাপ্স ও ক্রোটেলাসেব সদৃশ ও প্রভেদ এইরূপে বর্ণন কবিয়াছেন —"ক্রোটেলাস—তবল শোণিতস্রাব, পীত গাত্রত্বক (পীত জ্ববে কাল বমনাদি সহ), ডিপ্‌থিবিয়া বোগাধিকাবে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব ইত্যাদি অবস্থা ক্রোটেলাসেব নির্ণায়ক। নাসাতে স্নায়বিক লক্ষণাদি অধিক বর্ত্তমান থাকে। ল্যাকেসিসেব পরিবর্ত্তে শীতল ও শুষ্কেব পবিবর্ত্তে শীতল ও (অত্যন্ত ঘর্ম্ম স্রাব বশতঃ) চট্‌চটে, দগ্ধ তৃণের ন্যায় তলানী বিশিষ্ট শোণিতস্রাব ও দেহেব বাম পার্শ্বের পীড়াব সহিত অধিক নৈকট্য। ইল্যাপস্ কর্ণ বিবর হইতে পূযস্রাব ও দক্ষিণ ফুস্‌ফুসেব রোগাদিতে অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। কৃষ্ণ সর্পের বিষদ্বাবা (নাজা বা কোব্রা) নির্গলিত শোণিত জমিয়া সূত্রকারে পরিণত হয়।" ক্রোটেলাস্ দেহের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত যন্ত্রাদি (যথা যকৃৎ) উপর অধিক ক্রিয়া প্রকাশ

করিয়া থাকে। কাল রক্তময় নিষ্ঠীবন ইলাপ্সের আর একটী লক্ষণ। ট্যারেণ্টিউলা-কিউ-বেন্সিস্, আর্সিনিকাম, পাইরোজন্, লরোসিরেসাস্।

তুলনীয়।—ক্যাসকেভিলা (মৃতব্যক্তির চিন্তা ও স্বপ্ন); লরোসি (ধনুষ্টঙ্কার); সাইলি (টীকার ফল); ক্যাম্ফর (কম্পন বা শীতানুভব), বেলাড (নিদ্রালু অথচ নিদ্রা হয় না) ইত্যাদি।

দোষঘ্ন।—ল্যাকেসিস।

শক্তি।—৩য় শততমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহার হয়। অনেক চিকিৎসক ১০০০ শততমিক ক্রম ব্যবহারে উত্তম ফল পাইয়াছেন।

ক্রোটন টিগ্লীয়াম

(CROTON TIGLIUM).

প্রস্তুতি।—জয়পালের বীজ বা তৈল হইতে সুরা সহযোগে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ওলাউঠা বা তদ্রূপ উদরাময়; সর্দ্দি; কাসি; অতিসার; কর্ণরোগ; পামা; বিবিধ চক্ষু রোগ; স্নায়ুশূল; স্তনের বোঁটায় বেদনা; চক্ষু প্রদাহ; সন্ধিবাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সমগ্র অন্ত্র ইহার প্রধান আক্রমণ স্থল; অন্ত্র-পথান্তর্গত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রতি কূপ হইতে দেহস্থিত শোণিতের জলীয় অংশ নিঃসৃত হইয়া অপর্য্যাপ্ত জলবৎ মল সহ উদরাময় উৎপাদিত, (ভেরেট্রাম) এবং গাত্রত্বকের উপর একপ্রকার তীব্র কণ্ডুয়ন জনক পামাকচ্ছু উদ্গত (হাস:) হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কতিপয় লক্ষণ ক্রোটন টিগ্লীয়ামের প্রধান নির্ণায়ক.—(১) ক্ষতযুক্ত স্তনবৃন্ত; শিশু যতবার স্তনপান করে, প্রতিবারে সেই স্তন হইতে ঐ পার্শ্বস্থ পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (সাইলিশীয়া)। (২) সমগ্র গাত্রে একপ্রকার অসহনীয় কণ্ডুয়নশীল পীড়কা উদ্গত হয়, সবলে কণ্ডুয়ন করিলে জ্বালাযুক্ত হয় কিন্তু অতি সন্তর্পণে অল্প চুলকাইলে উপশম বোধ হয়। (৩) পুনঃ পুনঃ মলবেগ সহ সবেগে জলবৎ পীত বর্ণ মল নির্গমন,—প্রতিবার স্তন্য পানান্তে; বাহ্যের পূর্ব্বে অত্যন্ত পেট বেদনা। (৪) মলত্যাগের পূর্ব্বে উদর মধ্যে যেন জল নড়িতেছে এইরূপ অনুভব (কুলকুল শব্দ হয়=অ্যালো:)। (৫) স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয় প্রদেশে অত্যন্ত কণ্ডুয়নজনক রসগুটি বা ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ উঠে,—উহা এত ব্যথাযুক্ত যে কণ্ডুয়ন করিলে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। (৬) কাসি,—উপাধানে মস্তক স্পর্শ মাত্রে প্রবল কাসির আবির্ভাব হয়,—রোগী গৃহ মধ্যে পাদচারণ করিলে বা সমস্ত রাত্রি চেয়ারে বসিয়া

নিদ্রা যাইতে বাধ্য হয়। (৭) কর্ণ বিবর হইতে পূয স্রাবে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন বর্ত্তমান থাকিলে। (৮) মলত্যাগান্তে মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা বোধ। পূযস্রাবশীল অক্ষিপ্রদাহ, অক্ষিক্ষত ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।-- শঙ্কান্বিত চিত্ত, যেন তাহার নিজের কোন বিপদ আসন্ন (অ্যামন্-কার্ব: আৰ্ক্টী: ক্লিম্যাট: কীউপ্রাম ; লিলীয়াম: সিপী: ভ্যালি: ভেরেট:)। কোনরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা নাই। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার চিন্তাশক্তি তাহার স্বীয় স্বার্থ মধ্যেই আবদ্ধ,—নিজের বিষয় ব্যতীত বহির্জগতের বিষয় চিন্তা করিবার যেন তাহার শক্তি নাই।

মস্তক।— মস্তক যেন মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (অক্টা ; আর্জেন্ট নাই;), —যেন সব গোলমাল, কিছুই স্থির করিতে পারে না। শিরোঘূর্ণন,—যেন তীব্র সুরাদি পান জনিত ; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, ম্লান মুখমণ্ডল, আবলা এবং তৎসহ বিবমিষা ; নিৰ্ম্মল বায়ুতে বৃদ্ধি। শিরোবেদনা সহ শিরোঘূর্ণন (আর্জেন্ট নাই: ব্যারাই: ল্যাকে: পলসে), তৎসহ মস্তক ভারবোধ যেন সোজা হইয়া দাড়াইলে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় ; কদাচ উপবেশন করিতে পারে, —বিশেষতঃ উৰ্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে (পল্‌সে: সাইলি)। শিরোবেদনা,—প্রাতে বৃদ্ধি (ব্রোম্: ক্যাল্কে: :ক্যালী বাই: নক্স ভম্: ফস: পডো: পল্‌সে: সিপী. স্কীলা:)। শঙ্খপ্রদেশ বা রগ জ্বালাযুক্ত,—যেন জ্বলন্ত অঙ্গার স্পৃষ্ট হইতেছে। টুপি পরিলে কষ্ট বোধ হয়।

চক্ষু।—যেন অস্ত্রের দ্বারা কৰ্ত্তিত হইতেছে এরূপ বেদনা,—বিশেষতঃ বাম চক্ষে ; বাম চক্ষের কোণে চিড়িক্ মারার ন্যায় বা শূলবেধবৎ বেদনা। বোধ হয় যেন চক্ষু সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইতেছে (হিপ. ওলীয়্যান্: প্যারিস্:)। চক্ষুমধ্যে হুলবেধবৎ অনুভব (ইউফ্রে: হিপ লাই: মার্ক: অ্যাসিড নাই: আসিড-নাই: ওলী-অ্যান্:)। পূযস্রাবশীল অক্ষিপ্রদাহ। অক্ষিপুট স্পন্দন (বেল: ক্যামো: হিপ: হায়ো: কোডিইন্: লাই: ষ্ট্রাম্:)। অস্পষ্ট দৃষ্টি,—যেন মেঘ বা তিমিরান্তরাল হইতে দেখিতেছে (অলালীউ: বেল: ক্যাল্কে: কষ্টি: ক্রোক্: ফস্: অ্যাসিড ফস: রীউটা: সল্ফ:)। বাম চক্ষুর যোজকত্বক (Conjunctiva) প্রদাহ জনিতবৎ আরক্তিম (স্যাব্যাড: ভ্যালি:)।

পাকস্থলী।—অত্যন্ত বিবমিষা,—দৃষ্টিলোপ, ললাটদেশে স্বেদোদ্গম, তৎসহ আধ্মানযুক্ত উদর, উকী ও শিরোঘূর্ণন, জলাদি পানান্তে বৃদ্ধি (ন্যাট মি: নক্স-ভম্: পল্‌সে: স্ত্রাস: টিউক্:)। বিবমিষা সহ বমন,—শ্লেষ্মা বমনান্তে মুখের স্বাদ কটু বোধ হয় ; তৈলবৎ গন্ধযুক্ত পীতবর্ণ জলীয় বমন এবং মুখে তৈলময় স্বাদ, আহারান্তে—জল, শ্লেষ্মা, রুটী প্রভৃতি বমন ; সান্ধ্য ভোজনান্তে তিক্ত বমন—বমনের পূর্ব্বে বিবমিষা বা বমন ইচ্ছা পাকস্থলী ভারবোধ এবং মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মোদ্গম হয় ; রাত্রিকালে অম্লাক্ত বমন ; হঠাৎ পীতাভ-শ্বেতবর্ণ ফেনময় জল বমন ; পিত্ত বমন। পাকস্থলী মধ্যে যেন চাঁচিতেছে এইরূপ অনুভব ; যেন জ্বলন্ত অঙ্গার স্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতেছে ; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা এবং উত্তাপ ; অন্ত্রকূজন বা পেটডাকা এবং বক্ষোপরে চাপ বোধ।

অন্ত্রাশয়।—উদর পরিপূর্ণ এবং আধ্মানযুক্ত, তৎসহ নাভিপ্রদেশে মুচ্ড়াইতেছে এইরূপ বেদনা। অস্বাচ্ছন্দ্যজনক শূন্যতা ও ক্ষুধা বোধ; উদর মধ্যে কুল্কুল্ শব্দ। অন্ত্র মধ্যে হুড়হুড়্ গুড়্গুড়্ শব্দ,—যেন উহা জলপূর্ণ বিশেষতঃ উদরের বাম পার্শ্বে। অন্ত্রশূল,—উষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে উপশম হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে অন্ত্রাশয় মধ্যে যেন জল নড়িতেছে এইরূপ অনুভব (গ্যাম্বো: গ্র্যাটী: ক্যালী-কার্ব পডো: থুযা)।

মল।—উদর আধ্মানবায়ুপূর্ণ হইবার অনতিপরেই প্রবল মলবেগ। বহুল পরিমাণ বায়ু নির্গমন সহ হঠাৎ মলত্যাগ। মল পীতবর্ণ জলবৎ, পুনঃ পুনঃ বেগ সহকারে আমমিশ্রিত ঈষৎ কপিশবর্ণ মল ত্যাগ; গাঢ় হরিদ্বর্ণ বা হরিৎ-পীতমিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট জলবৎ তরল মল; গাঢ় আঠার ন্যায় আমময় মল; শ্বেতবর্ণ খণ্ড খণ্ড আমমিশ্রিত জলবৎ তরল মল; মলদ্বার হইতে বন্দুকের গুলির ন্যায় বেগে নির্গত হয় (অ্যালো ক্যাল্কে-ফস্: গ্যাম্বোজ: গ্র্যাটী: য্যাট্রোফা; ফস্ পডো সল্ফ: - ছিট্কাইয়া নির্গত হয়=থ্যাট্ সল্ফ: সূক্ষ্ম স্রোতের ন্যায় নির্গত হয়=ইল্যাট)। বৃদ্ধি=পান, আহার, স্তন্যপান এবং গ্রীষ্মকালে (পানান্তে বৃদ্ধি=আর্জেণ্ট-নাই: আর্স: ট্রম্বিড:=স্তন্য পানান্তে=অ্যাণ্ট-ক্রুড্, স্তন্যপান কালে=কলো: বাই: থ্যাট-মি: পডো:)। নাভিপ্রদেশে চাপ দিলে মলদ্বার পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয় এবং বোধ হয় যেন মলদ্বার বহির্ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। মলদ্বারের জ্বালা বোধ (অ্যাণ্ট-ক্রুড: আর্স: ব্যারাই: কার্ব্বো-অ্যান্: ষ্ট্যাফ: ক্যালী-কার্ব, সিপী: সল্ফ: ট্যার:)। মলদ্বার হইতে যেন একটা কীলক বা খোটা বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে এইরূপ অনুভব।

প্রস্রাব।—মূত্র,—অপর্য্যাপ্ত, পীতবর্ণ, ধূমময় মূত্র, সময়ে সময়ে আবিল (ঘোলা) প্রতীয়মান হয়, শ্বেতাভ পরমাণু সকল উপরে ভাসিতে থাকে। প্রাতে—ফ্যাকাশে ফেনময় মূত্র; দিবাভাগে ফ্যাকাশে মূত্র তাহাতে শাদা তলানী পড়ে, রাত্রে—কমলালেবুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মূত্র—তলানি ঘোলা ও তুলার ন্যায় পদার্থময় বোধ হয়। রাত্রিতে এবং প্রাতে অগ্নির ন্যায় গাঢ় লালবর্ণ এবং কার্পাসবৎ পদার্থময় মূত্র; সময়ে সময়ে রক্তবর্ণ মূত্র এবং তলায় বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে,—কাটি দ্বারা নাড়িলে লম্বা লম্বা সূত্রাকারে পরিণত হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মুষ্ক (Scrotum) অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত,—কণ্ডুয়ন জন্য রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না; চুল্কাইলে মহাসুখানুভব হয়। মুষ্কত্বকের উপর অত্যন্ত কণ্ডুয়নজনক রসগুটী ও পামাকচ্ছু উদ্গত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত,—অতি সন্তর্পণে অল্প কণ্ডুয়ন করিলে আরাম বোধ হয়। স্তনদ্বয় স্ফীত ও কঠিন, স্তনবৃন্ত হইতে পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত বেদনানুভব হয়। স্তনবৃন্ত স্পর্শাসহ,=শিশু স্তনপান করিবার সময় স্তনবৃন্ত হইতে পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত তীব্র এবং অসহনীয় বেদনা অনুভূত হয় (সাইলিশীয়া)।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলী মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দকারী শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, সন্ধ্যাকালেই বিশেষ বৃদ্ধি হয়। কাসি,—উপাধান স্পর্শ করিবামাত্র তীব্র ও প্রবল কাসির প্রকোপ আরম্ভ হয়; শ্বাসরোধক কাসি,—রোগী রাত্রে গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে বা চেয়ারে বসিয়া নিদ্রা যাইতে

বাধ্য হয় ; পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা তুলিবার চেষ্টা ; বায়ুনলীভুজ মধ্যগত শ্লেষ্মা সহজে উত্থিত বা নির্গত হয় না, প্রাতে বা সন্ধ্যাকালে কিয়ৎপরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে তৎসহ বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র,—সোপানোরোহণ কালে বৃদ্ধি হয় (অ্যামন কার্ব আর্স আর্গাস্: বোর· লিড হায়ো মার্ক. অ্যাসিড নাই ব্যাটান বাউটা)। বাম বক্ষ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা (মার্টার্স-কম্: পিক্রিক্ থিরিড সল্ফ দেখ)। হৃদ্স্পন্দন,—এত অধিক যে উপরে অনুভূত হয়,—শৃঙ্গারান্তে, বা আহারান্তে, শয়ন কালে। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ শ্বাস গ্রহণ কালে।

ত্বক।—গাত্রত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয়। হস্ত অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত এবং হস্তের শিরা সকল স্ফীত। ত্বক অসহনীয় কণ্ডুয়নশীল কিন্তু জোরে চুল্কাইলে জ্বালা করে এবং ব্যথা বোধ হয়, আস্তে আস্তে চুলকাইলে আরাম বোধ হয়। অত্যন্ত কণ্ডুয়নজনক বিসর্প। সমগ্র দেহে আরক্তিম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসগুটী বা ফোস্কা উদ্গত হয় এবং তীব্র কণ্ডুয়ন উৎপাদন করে। পুযবটী (Pustules) উদ্গত হইয়া পরস্পর সংমিলিত হইয়া যায় এবং তাহা হইতে রসনির্গত হইয়া চটাবৃত ক্ষতে পরিণত হয়, আক্রান্ত অংশ আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত বোধ হয় এবং তন্মধ্যে হুলবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভব।

বৃদ্ধি।—(উদরাময়) দেহ সঞ্চালন মাত্রে, পানাহারান্তে (ট্রম্বিড পডো), আহার বা স্তনপান কালে (আর্জেণ্ট নাই আর্স), গ্রীষ্মকালে, ফল বা মিষ্টান্ন ভোজন বশতঃ (চায়না, কার্ব্বো-ভেজি গ্যাম্বো আর্জেণ্ট নাই, মার্ক ভাই ট্রম্বিড পল্‌স সিষ্টাস্ ক্যান্), অতি অল্প মাত্রায় আহার করিলেও। সাধারণতঃ স্পর্শ, নিষ্পেষণ বা দেহ সঞ্চালনে উপবেশন বা হাত পা গুটাইয়া শুইলে, নির্ম্মল বায়ুতে (শিরোঘূর্ণন ও অবসন্নতা), দেহের উত্তপ্ত অবস্থায় শীতল জলপান করিলে (সম্পূর্ণ স্বরলোপ), উষ্ণ দুগ্ধপান করিলে (অন্ত্রশূল), রাত্রিতে।

উপশম।—নিদ্রান্তে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন অ্যাণ্ট টার্ট· ইহা নিজে "হ্রাসের" প্রতিবিষ শিশুদিগের পুরাতন উদরাময়ে ক্যাল্‌কা রোম্ এবং ফস্ ইহার সদৃশগুণবিশিষ্ট, স্তন বেদনায় ব্রাইয়ো রোব্যায়, ফেল্যান্ এবং সাইলিশীয়া। মলত্যাগের পর মূর্চ্ছাভাব নক্স।

শক্তি।—ইহার নিম্ন ক্রম ব্যবহারে ফল না পাইলে নিরাশ হইতে নাই। অনেক সময় ৬ষ্ঠ শতশতমিক ষষ্ঠ, দ্বাদশ এবং ত্রিংশৎ ক্রমে কোন উপকার না হওয়ায় ৫০০ শততমিকের এক মাত্রায় তিন দিবসের মধ্যে উপকার হইয়াছিল।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ দিন।

কিউবেবা

(CUBEBA OR PIPER CUBEBA).

প্রস্তুতি।—অপক্ব কাবাব চিনি শুষ্ক করিয়া মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রে অণ্ডলাল; মুখে ক্ষত; ঘুংড়ী; অতিসার, রক্তামাশয়, শয্যায় মূত্রত্যাগ, পুরাতন মেহ; প্রমেহ; অন্ত্র বৃদ্ধি; অণ্ডকোষ প্রদাহ; বাত; শীতপিত্ত বা আম্বাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা প্রমেহের তরুণ ও পুরাতন উভয় অবস্থাতেই ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ডাং ন্যাশ ইহার লক্ষণাদি এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন:—প্রথমাবস্থায় উপযোগী ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা তরুণ প্রদাহের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে, যদি প্রস্রাবান্তে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা এবং স্রাব গাঢ় ও পীতবর্ণ বা পূযবৎ থাকে (পলসেটিলায় স্রাব নিস্তেজ, মার্কিউরিয়াসে সকল লক্ষণের রাত্রিতে বৃদ্ধি)। পুরাতন প্রমেহ-সুলভ পাতলা শ্বেতবর্ণ স্রাব এই তিনটী ঔষধের কোনটিরই লক্ষণ নহে। কেবল যে মূত্রনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর ইহা কার্য্যকর তাহা নহে, তন্ত্রমণ্ডলী এবং বায়ুনলীর ঝিল্লির উপরেও ইহা সমভাবে কার্য্য করিয়া থাকে এবং সুস্থ শরীরে ইহা সেবন করিলে কণ্ঠনালী মধ্যে জ্বালা ও শুষ্কতা উৎপন্ন করে; পুনঃ পুনঃ লালা গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা হয়, পাকাশয়, অন্ত্রাশয় এবং মলান্ত্র প্রভৃতি মধ্যে জ্বালা বোধ হয়। মলবেগ এবং অন্ত্রশূল রাত্রিতে শায়িতাবস্থায় বৃদ্ধি হয় এবং শয্যাত্যাগ করিয়া পাদাচরণ করিলে উপশম বোধ হয়। মূত্র ফেনময়, লালামিশ্রিত এবং শোণিতাক্ত। শিশু-বালিকাদিগের প্রদর ইহা দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে নিরাময় হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রচণ্ড উন্মত্ততা।—যাহা কিছু সম্মুখে পায় তাহাই ভাঙ্গিয়া ফেলে। লোককে গালি দিতে, প্রহার করিতে এবং তাহাদের গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা; কখনও বা তাহাদিগকে দংশন করিতে যায়। অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা, সহজে ভীত হয়। অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রাভঙ্গান্তে উঠিয়া বসে ও দুই চারিটি দুর্ব্বোধ্য কথা বলিয়া পুনশ্চ শয়ন করিয়া মোহপ্রাপ্তের ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

চক্ষু।—উর্দ্ধদিকে ঘূর্ণিত হয়; তারা সঙ্কোচন।

মুখমণ্ডল।—আরক্ত ও স্ফীত; মুখমধ্যে উপক্ষত।

পাকস্থলী।—বমন,—পিত্ত ও শ্লেষ্মাময় কিম্বা কটা দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বমি হয়। পাক-স্থলী মধ্যে অধিক পরিমাণে পিত্ত সঞ্চয় বশতঃ পুনঃ পুনঃ বমনোদ্রেক হয়। যেন কোন জীব পাকাশয়ের আবরণ ত্বককে দংশন বা নখাঘাত করিতেছে। পাকাশয় মধ্যে জ্বালানুভব।

মলান্ত্র।—মলান্ত্রের স্ফীতি বশতঃ মলত্যাগের ব্যাঘাত হয়। মলদ্বার অধিক পরিমাণে

বাহির হইয়া পড়ে এবং গাঢ় লালবর্ণ প্রতীয়মান হয়। মলদ্বারে বৃহৎ অর্ব্বুদ। স্রাবশীল অর্শ, কাল রক্ত বা পীতবর্ণ পূযবৎ রস স্রাব। মলদ্বার জ্বালা ও কণ্ডুয়নযুক্ত, মলদ্বারের বহির্দ্দেশে আঁচিল উদ্গত হয় (ইউফ্রে: কষ্টি: থুযা)। আমরক্ত (Dysentery),—রক্তাক্ত আম অসাড়ে নির্গত হয়; অত্যন্ত অন্ত্রশূল, রাত্রিতে শয়নকালে বৃদ্ধি; শয্যাত্যাগ করিয়া পাদচারণ করিলে উপশম বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসারন্ধ্র ও কণ্ঠনলীর সন্দি অর্থাৎ তন্মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয়,—নাসিকা ও কণ্ঠনলী হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং দুর্গন্ধময় গয়ার উঠে, নাসিকার পশ্চাদ্দ্বার হইতে গলমধ্যে শ্লেষ্মা স্রাব। গলমধ্যে জ্বালা, শুষ্কতানুভব এবং স্বরভঙ্গ।

পুংজননেন্দ্রিয় ও প্রস্রাব।—মূত্রনলী হইতে বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা স্রাব। পুরাতন প্রমেহ (Gleet),—শিশ্ন স্ফীত ও দৃঢ় হইয়া উঠে; অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দুর্দ্দমনীয় লালসা; মূত্রনালী মধ্যে কর্ত্তনবৎ বা জ্বালাজনক বেদনা,—বিশষতঃ প্রস্রাবান্তে (ক্যাল্কে: ক্যানাব: ক্যান্থা: ক্যাপ্স কোল্চিকাম, ডিজি. ল্যাকে: মার্ক: ন্যা-কার্ব- নক্স; ওলী-অ্যাম্:); স্রাব—হরিৎ-পীতবর্ণ, গাঢ় পূয (কপেভা; মার্ক: সেলিন: থুযা),—কাপড়ে গাঢ় দাগ হয়। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ, সূক্ষ্ম স্রোতে অল্প পরিমাণ মূত্র স্রাব (ক্যান্থা: কোল্চি: ডিজি: হেলিবো: ষ্ট্যাফ:), বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে। শৃঙ্গারান্তে রক্তাক্ত প্রস্রাব মুষ্কত্বকের উপর কণ্ডুয়ন ও জ্বালাযুক্ত ক্ষত বা চটা ক্ষত (ক্রোটন-টিগ)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মূত্রনালী ও যোনির প্রদাহ,—তীব্র বেদনা ও অপর্য্যাপ্ত স্রাব সহ বহুদিনের পুরাতন পীড়া। প্রদর,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত, পীত বা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, অত্যন্ত কষায় গুণবিশিষ্ট ও অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত; যোনির বহির্ভাগে অতিশয় কণ্ডুয়ন বশতঃ প্রবল শৃঙ্গারেচ্ছা। রজঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে প্রকাশ হয়, এবং ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে প্রদরস্রাব হইয়া থাকে। শিশু-বালিকাদিগের কষায়গুণবিশিষ্ট প্রদরস্রাব (ক্যানাব-স্যাট ক্যাল্কে-কার্ব: মার্ক-প্রোটো: মিলিফো: সিফিলাইন: হাইপির)।

ত্বক।—আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ; দেহ অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল, ক্ষুদ্র আরক্তিম ঈষদুচ্চ উদ্ভেদ—কীটাদির হুলবেধবৎ অনুভব জনক ও অত্যন্ত "কুট্‌কুট্‌" করে। উরুদ্বয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে আম্বাতের ন্যায় উদ্ভেদ, যোনিবহির্দ্দেশের কণ্ডুয়ন বশতঃ রমনেচ্ছা। মুখমণ্ডলে ঘামের ন্যায় উদ্ভেদ তন্মধ্যে যেন পিন ফুটাইতেছে এইরূপ অনুভূতি। মুখমণ্ডলে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ অগ্রভাগ বিশিষ্ট ব্রণ,—টিপিলে তন্মধ্য হইতে ভাতুড়ী বহির্গত হয়। শিশ্নের উপর পূযবটী উদ্গত হয় ও হাজিয়া যায় ও তন্মধ্যে পূয সঞ্চয় হয়। শিশ্নের উপর গর্ত্তের ন্যায় অপরিষ্কার ক্ষত উৎপন্ন হয়।

বৃদ্ধি।—(অন্ত্রশূল) রাত্রিতে শায়িতাবস্থায়।

উপশম।—শয্যাত্যাগ করিয়া পাদচারণ করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—কোপেভা, :পাইপার-মিথিস: ক্যানাব-স্যাট: টেরিব: ক্যান্থা: ক্যাপ্স: ট্যাণ্ট্যালাম।

তুলনীয় ।— ক্যান্থারিস (মূত্রস্থলীর উত্তেজনা) ; আয়োড (ঘুংড়ী)।

শক্তি ।—২য় দশমিক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম।

কিউকাবিটা পিপো

(CUCURBITA PEPO)

প্রস্তুতি ।—দেশী কুমড়ার টাটকা ডাঁটার রস হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস ।— ফিতা বা পট্ট কৃমি, গর্ভাবস্থায় বমন, আহারাদি করিবামাত্র দুর্দ্দমনীয় বমনোদ্রেক প্রভৃতি অবস্থায় ইহা অত্যন্ত উপকারী। ফিতা কৃমিতে, দুই আউন্স আন্দাজ বীজ সংগ্রহ করিয়া অগ্নিতে সেকিয়া উপরের ত্বক ত্যাগ করি ভিতরে শাঁষ ভক্ষণ করিতে হয়— ১৪।১৫ ঘণ্টা অনাহারে থাকিবার পর খালী পেটে সেবনীয়, ইহার দুই ঘণ্টা পরেই ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ লওয়া উচিত।

শক্তি ।—অন্যান্য রোগে মূল আরক বা প্রথম দশমিক ক্রম।

কুফীয়া ভিস্কোসিশিমা

(CUPHEA VISCOSISIMA)

প্রস্তুতি ।—জুলাই ও আগষ্ট মাসে সংগৃহীত টাটকা গাছড়া হইতে মূল আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ।— নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;— শিশুদিগের ওলাউঠা ; রক্তামাশয়।

উপযোগিতা ও আভাস ।—শিশুদিগের বিসূচিকা, আমরক্ত, অম্লরোগ দধির ন্যায় বমন ও বয়স্কদিগের অজীর্ণ দ্রব্যাদি বমন প্রভৃতিতে ইহার প্রধান উপকারিতা দেখা যায়। দুগ্ধ বা আহার্য্যাদির অম্লত্বে পরিণতি জনিত পীড়াদি ; ভুক্ত দ্রব্যাদি অপরিপাচিত বা দুগ্ধ দধির আকারে বমন ও পুনঃ পুনঃ হরিদ্বর্ণ, জলবৎ, অম্লাক্ত মলত্যাগ ; শিশু অত্যন্ত অস্থির এবং জ্বরযুক্ত ; পেটে কিছুই থাকে, বোধ হয় যেন ভুক্ত দ্রব্যাদি শিশুর মুখে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছে। আমরক্ত রোগ, অল্প পরিমাণ রক্তাক্ত মল ;—কুন্থন ও অত্যন্ত যন্ত্রণা ; ইহার উপর প্রবল জ্বর অস্থিরতা ও অনিদ্রা বর্ত্তমান থাকে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ইথীউসা, ইউফর্ব কবো সিকেলি আর্স.।

শক্তি।—মূল আবক।

কিউপ্রাম্ অ্যাসেটিকাম্

(CUPRUM ACETICUM)

নামান্তর।—এসিটেট্ অভ্ কপা'ব।

প্রস্তুতি।—পবিস্রুত জলে মূল ও নিম্নক্রম প্রস্তুত হয়, তৎপবে সুবাসাবে উচ্চক্রম।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ হইয়াছে,—দংশূল, সংন্যাস, মস্তিষ্কেব পীডা, ভ্রূদেশেব স্নায়ুশূল, মস্তিষ্ক মেরুমজ্জার আববণ প্রদাহ, ওলাউঠা, তাণ্ডব, ঘুংড়ী, অতিসাব, নানাপ্রকাব উদ্ভেদ, বিসর্প, বিভ্রম বা অলীকদর্শন, মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়, মানসিকবিকৃতি, হাম, পক্ষাঘাত বসন্ত ও আবক্তজ্বব ফিতাবৎ কৃমি, মূত্রক্ষাব জনিত বিষাক্ততা, হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—কুপ্রাম মেটালিকে দ্রষ্টব্য। কিউপ্রাম্ মেট্যালিকেব ন্যায় কিউপ্রাম্ অ্যাসেটিকামেব অঙ্গগ্রহ বা খালধবা (Cramps) মুচ্ড়ানেব ন্যায় বেদনা, পৈশিক আকুঞ্চন প্রসাবণ, অপস্মাব ব মূর্চ্ছা প্রভৃতিতে উপকাবী। গাত্রোদ্ভেদাদিব হঠাৎ লোপ বশতঃ পীডাদিতেও ইহা কিউপ্রাম মেট্যালিকামেব ন্যায় কার্য্য কবে। বামপার্শ্বগত সবিবাম আধকপালেও ইহাদ্বাবা বিশেষ উপকাব হইয়া থাকে। অপস্মাব বোগে ইহাব প্রধান নির্ণাযক লক্ষণ এই যে সবসবানুভূতি" (Aura) জানু হইতে আবম্ভ হইয়া তলপেট উত্থিত হয় এবং তৎপবে বোগী অচেতন হইয়া পড়ে। গাত্রদাহ এবং গলমধ্য ত্বক্কণ্ডূয়কবণবৎ অনুভূতি শ্বাসবোধক কাসিব প্রকোপ, গাত্র আঠাব ন্যায় ব ববাবেব ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রসব বেদনা প্রভৃতিতেও ইহা বিশেষ হিতকব।

লক্ষণাবলী।

মন।—অন্যমনস্ক (অ্যাগ্নাস অ্যামন কাব বোভি কষ্টি: চেলিড্ ক্যালী-ব্রম্ ল্যাক্-ক্যান্ নক্স্-মস সাইলিশীয়)। তাহাব স্থিব ধাবণা যেন পুলিসেব লোকে তাহাকে ধবিতে আসিতেছে। সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে চক্ষু মুদিত কবিলে নানাপ্রকাব অদ্ভুত ভ্রমদর্শন (অলীক বস্তু দর্শন) যেন নানা মূর্ত্তি ও ভঙ্গী দর্শন কবিতেছে এইরূপ মনে কবে [অ্যাব্-সম্ব বেল্ ক্যানাব্-ইন্ কাব্বন্-সাল্ফ কোকেইন ক্যালী-ব্রম্ ল্যাক্ক্যান্ (=যেন গৃহ মধ্যে অসংখ্য সর্প প্রবেশ কবিতেছে), ওপী: ষ্ট্রাম ভ্যালি:]। চীৎকাব করিয়া বা গালি দিতে দিতে

জাগিয়া উঠে (গান করিতে করিতে জাগিয়া উঠে=সাল্‌ফ:)। বমন, অন্ত্রশূল, তৃষ্ণা, শৈত্যযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি সহ মানসিক উদ্বেগ (আর্স: ক্যাম্ফো:)।

মস্তক।—চৈতন্যাপহারক শিরোঘূর্ণন,—মলনিঃসরণান্তে উপশম বোধ (নক্স-ভম্: ব্রাই: প্রচুর মলনিঃসরণান্তে উপশম বোধ (নক্স-ভম্: ব্রাই: প্রচুর মলনিঃসরণাভাবে শিরোবেদনা কোণা:) অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শিরোবেদনা,—নির্দ্দিষ্টকাল ব্যবধানানন্তর আবির্ভাব হয়,—ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা, কখনও ললাটে, কখনও মূর্দ্ধাদেশে, কখনও রগে বা শঙ্খদেশে বা শিরোপশ্চাতে অনুভূত হয়,—ঈষন্মাত্র চাপ্ দিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। বামপার্শ্বগত শিরার্দ্ধশূল—সবিরাম (স্পাইজি কলো:)। হঠাৎ গাত্রোদ্ভেদ বিলোপ বশতঃ মস্তিষ্কের প্রদাহ (জিঙ্ক্: অত্যন্ত অবসাদ এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস, মুখমণ্ডল স্ফীত এবং ফ্যাকাশে; জলপান করাইবার সময় শিশু জলপাত্র বা চামচ কামড়াইয়া ধরে; মস্তিষ্ক মধ্যে শূন্যময় বোধ। উচ্চ ছাদবিশিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলে রোগীর মাথা ঘুরিতে থাকে এবং মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয় (উর্দ্ধদিকে লক্ষ্য করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে=পল্‌সে সাইলি:)।

মুখ।—মুমূর্ষুর ন্যায় মুখমণ্ডল, রক্তশূন্য গণ্ড ও চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট এবং নাসিকা উন্নত ও সূক্ষ্মাগ্র। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল,—দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাদ্দেশ হইতে গণ্ডাস্থি ও উর্দ্ধ হনূ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়; দেহ সঞ্চালনে, রাত্রিকালে এবং মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি; চাপ দিলে বা মস্তকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিলে উপশম বোধ হয়। মুখমণ্ডলের ভাব অত্যন্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক প্রতীয়মান হয়। হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান সহ তালুর সঙ্কোচন ও বাক্‌শক্তির লোপ; থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হইয়া উঠে, এবং যেন কোন দ্রব্য আহার বা গলাধঃকরণ করিতেছে এইরূপ মুখ নাড়িতে থাকে (যেন চর্ব্বণ করিতেছে এইরূপ ভাবে মুখ নাড়িতে থাকে=ব্রাই: ক্যামো: অ্যাকো. ল্যাকে· মস্কাস্, সোলেনাম্-নাই· ভেরেট্·)।

পাকাশয়াদি।—তাম্রকলঙ্কবৎ স্বাদযুক্ত এবং ধূমবর্ণ পাতলা লেপাবৃত জিহ্বা। নিরন্তর বমনোদ্রেক,—কাসি এবং তৎসহ আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস কিম্বা পুনঃ পুনঃ মূত্র স্রাব। অন্ত্রশূল এবং প্রত্যঙ্গাদির আক্ষিপ্তভাব সহ বমন,—বমিত পদার্থ ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, শ্বেতাভ এবং ফেনময়। পুনঃ পুনঃ নীলাভ বমন এবং তৎপরে উকি, এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; নাড়ী বিষমগতি। অন্ত্রাশয় ভিতর দিকে আকৃষ্ট (প্লাম্বাম্) এবং অল্প বেদনাযুক্ত। বমন ও উদরাময় সহ প্রচণ্ড অন্ত্রশূল,—রাত্রিকালীন অন্ত্রশূল। অন্ত্রাশয় আধ্মানবায়ুপূর্ণ, স্ফীত এবং স্পর্শাসহ। মল,—অসংখ্য কৃমিময়, কালবর্ণ ও রক্তাক্ত শ্লেষ্মা মিশ্রিত তৎসহ কুন্থন এবং সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃস্থলে হঠাৎ সাঁটিয়া ধরে, শ্বাসকষ্ট বোধ হয় এবং রোগী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড শুষ্ক কাসি,—কাসিলে বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (ইথাউসা: কাসিলে বোধ হয় যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে=সল্‌ফ:); কাসির পর বহুক্ষণ ধরিয়া হৃৎকম্প হইতে থাকে; বক্ষঃস্থলে চাপবোধ ও উদ্বেগ,—বসিলে বৃদ্ধি হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—অপস্মার বা মৃগী জানুদেশ হইতে 'সর্ সর্' অনুভূতি আরম্ভ হইয়া

তলপেট পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়,—তৎপরে রোগী অচেতন হইয়া পতিত হয়, ফেন নির্গত হয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

ত্বক।—ছাম, বসন্ত, বিসর্প। ছাম, কণ্ডু বা বসন্ত গুটিকা বা অন্য কোন উদ্ভেদ হঠাৎ বিলোপ বশতঃ মস্তিষ্ক বিকৃতি বা অন্য কোনরূপ পীড়া (উদ্ভেদ বিলোপ=ব্রাই: সোরাইন: সল্‌ফ: ক্যাম্ফো: জিঙ্ক:- কচ্ছু বা পাঁছড়া বিলোপ=স্যানিকিউলা)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অনুপূরক—ক্যাল্‌কে: জেল্‌সি; (মানসিক লক্ষণাদি সম্বন্ধে সদৃশ=) সাইকীউটা, সোলেমাম্-নাইগ্রাম; এবং (মস্তিষ্কোদক কিম্বা গাত্রোদ্ভেদ বিলোপ বশতঃ মস্তিষ্ক প্রদাহে সদৃশ=) জিঙ্কাম।

দোষঘ্ন।—বেলাড, চায়না, সাইকিউটা, হিপার, মার্ক, ইপিক, নক্স-ভ।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

কিউপ্রাম আর্সিনিকোসাম্

(CUPRUM ARSENICOSUM).

নামান্তর।—আর্সিনাইট অভ কপার।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরলক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ওলাউঠা; বিসূচিকাবৎ উদরাময়; তাণ্ডব; উদরাময়; অন্ত্রশূল; পক্ষাঘাত, জরায়ুর স্নায়ুশূল; বমন।

উপযোগিতা ও আভাস।—মারাত্মক বিসূচিকা রোগেই ইহার হিতকারিতা প্রসিদ্ধ। ডাঃ হেরিঙের মতে উদর মধ্যে তীব্র জ্বালাজনক ও অঙ্গগ্রহ বা খালধরাবৎ বেদনায় ইহা অত্যন্ত উপকারী। ডাঃ ক্লার্ক্ বলেন যে উদর মধ্যে ভয়ানক স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা, উদরোর্দ্ধপ্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ, অন্ননালী ও মূত্রনালী মধ্যে জ্বালা, পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ কণ্ডুয়ন এবং শীতার্ত্ততানুভূতি প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ। ডাঃ স্যালজার এবং ডাঃ ভাদুড়ির মতে বিসূচিকাতে সমগ্র দেহ হিমবৎ শীতল, খাল্ ধরার ন্যায় বেদনা এবং দুর্দ্দমনীয় হিক্কা "সবিরাম আঠাবৎ শীতল ঘর্ম্ম" ইত্যাদি কিউপ্রাম্-আর্সিনিকোসামের প্রাধন নির্ণায়ক লক্ষণ। বিসূচিকার হিমাঙ্গ অবস্থায় যখন রোগীর দেহে মধ্যে মধ্যে শীতল ঘর্ম্মের উদ্রেক হইতেছে এবং আবার শুষ্ক হইয়া যাইতেছে এরূপ অবস্থায় কিউপ্রাম-আর্সেনিকোম অত্যন্ত ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। মূত্রস্তম্ভ জনিত বিকার ও আক্ষেপাদিতেও ইহা অত্যন্ত উপকারী।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—শিরোঘূর্ণন ও জড়ভাব। চক্ষু সম্বন্ধে কৃষ্ণ বিন্দু দর্শন ইত্যাদি।

পাকস্থলী।—উদর মধ্যে ভয়ানক জ্বালা, খালধরার ন্যায় বেদনা; বিবমিষা সহ উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভয়ানক যন্ত্রণা। যন্ত্রণার রোগী চীৎকার করিতে থাকে; হস্তপদাদির অঙ্গুলিতে খাল ধরিতে থাকে; প্রতি দুই তিন সপ্তাহ অন্তর অন্ত্রমধ্যে অসহনীয় বেদনার আবির্ভাব হয়। দুর্দ্দমনীয় হিক্কা।

মল।—বমন, জলবৎ ভেদ, সবিরাম শীতল ও আঠাবৎ ঘর্ম্মোদ্গম ও অন্ননালী এবং তৎসহ উদর মধ্যে অসহনীয় জ্বালা। পেটে অত্যন্ত খাল্‌ধরিতে থাকে এবং দৈহিক ক্রিয়ার স্তৈমিত্য বা অবসাদ (Collapes) উপস্থিত হয়; মলান্ত্রের অত্যন্ত সঙ্কোচন সহযোগে নিরন্তর শ্লেষ্মা নির্গলন।

বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড।—হস্তপদাদির কম্পন সহ হৃদ্‌স্পন, হৃদ্‌স্পন্দন বশতঃ বক্ষঃস্থল তরঙ্গায়িত বা উন্নত ও অবনত হইতে থাকে। বাম পৃষ্ঠফলক্‌ মধ্যে ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং ঐ বেদনা বাম ফুস্‌ফুসে সঞ্চারিত হইয়া বাম বক্ষঃমধ্যে শলাকাবেধবৎ বেদনা উৎপন্ন করে,—দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়; বাম বক্ষঃ, পৃষ্ঠের বাম পার্শ্ব, বামস্কন্ধ ও বাহু অসাড় বোধ হয় (অ্যাঙ্গাইনা)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—সমগ্র দেহ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত; গাত্রত্বক মৃতব্যক্তির ন্যায় ফ্যাকাশে ও রক্তহীন; দেহ হিমবৎ শীতল, হস্তপদাদিতে খাল্‌ ধরে ও হিক্কা হইতে থাকে। বিসূচিকার হিমাঙ্গ অবস্থায় সময়ে সময়ে চটচটে শীতল স্বেদ উদ্গত হয় আবার বিলীন হইয়া যায়—সবিরাম ঘর্ম্মোদ্গম (ডাঃ স্থালজার)।

বৃদ্ধি।—চাপ দিলে, শীতল বায়ুতে এবং দেহ সঞ্চালনে, দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে ও আহারান্তে (বিবমিষা)।

উপশম।—স্থির হইয়া থাকিলে; কিন্তু পৃষ্ঠের আড়ষ্টতা ও হস্তকম্পন দেহসঞ্চালনে উপশমিত হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—বামবক্ষের বেদনা সম্বন্ধে=অ্যাক্টীয়া-রেসি: অ্যাকে: প্রভৃতি ও কুন্থন সহ আমরক্ত ও উদরাময় রোগে মার্ক-কর: এবং বিসূচিকায় আইরিস-ভার্সি: ক্যাম্ফো: ভেরেট: আর্স: প্রভৃতি।

শক্তি।—২য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

কিউপ্রাম মেট্যালিকাম

(CUPRUM METALLICM).

নামান্তর।—তাম্র।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—প্রসবের পর প্রসূতীর বেদনা অর্থাৎ ভ্যাদাল ব্যথা, হৃৎশূল; হাঁপানি; সর্দ্দি; মৃৎপাণ্ডু; বিসূচিকা; তাণ্ডব; আক্ষেপ, কাস, খালধরা, বিসর্প; মূর্চ্ছা; পাকাশয়িক গোলযোগ; বাতরক্ত; রক্তবমন; মূর্চ্ছাবায়ু প্রদাহ, স্বরনলীর আক্ষেপ; ঘাম; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; স্নায়ুশূল; হৃদ্‌বেদন; পক্ষাঘাত; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, অনিদ্রা আক্ষেপ; মেরুমজ্জার উত্তেজনা; ক্ষত; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ ও অঙ্গগ্রহ বা খালধরা কিউপ্রামের প্রধান ক্রিয়াফল, এবং এই পৈশিক সঙ্কোচন হস্তপদাদির অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমগ্র দেহে সঞ্চারিত হয়, গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ, প্রসবান্তিক আক্ষেপ, ভীতি বা বিরক্তিজনিত আক্ষেপ, কিম্বা কোন রোগের প্রথম আক্রমণের স্থান ত্যাগ করিয়া মস্তিষ্কে আবির্ভাব বশতঃ আক্ষেপ ইত্যাদি উক্ত পৈশিক সঙ্কোচনের মুখ্য ফল এবং কিউপ্রামের একটী সর্ব্বপ্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। নিম্নে ডাং এলেন লিখিত কয়েকটী সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ উক্ত হইল যথা,—(১) অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ জনিত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, দুর্দ্দমনীয় মানসিক উদ্বেগ। (২) মুখে তাম্রাক্ত স্বাদ, এবং লালা স্রাব। (৩) সর্পের ন্যায় পুনঃ পুনঃ জিহ্বা বহির্গত ও অন্তর্হিত করে। (৪) জলাদি পান করিলে পাকস্থলীতে প্রবেশ কালে গড়্‌গড়্ শব্দ হয়। (৫) বিসূচিকা,—তৎসহ উদরে ও জঙ্ঘাডিম্বস্থ পেশীতে খিল ধরা। (৬) গাত্রোদ্ভেদাদির হঠাৎ বিলোপ জনিত পীড়াদি,—যথা মস্তিষ্কের বিকার, পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ, সার্ব্বাঙ্গিক আক্ষেপ ও বমন। (৭) চরণস্বেদ বিলোপ জনিত পীড়াদি। (৮) সার্ব্বাঙ্গিক আক্ষেপ কালে মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্যান্য অঙ্গুলি-তলে দৃঢ়রূপে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। (৯) প্রত্যঙ্গাদির শেষভাগে,—করতলে, পদতলে জঙ্ঘাডিম্বস্থ পেশীতে খাল ধরে তৎসহ হস্ত পদাদির অতিশয় ক্ষীণতা। (১০) জিহ্বার পক্ষাঘাত, বাক্‌শক্তির হ্রাস—অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ উচ্চারণ। (১১) অপস্মার বা মৃগী; জানুদেশে হইতে "সর্‌সরানুভূতি" আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধগামী হয়; রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধি; অমাবস্যার সময়, নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যবধানান্তর ও প্রতি ঋতুর সময়; নিম্নমস্তকে পতন বা মস্তকে অন্য প্রকার আঘাত জনিত পীড়া। (১২) কাসি,—কাসিলে গলমধ্যে যেন বোতল হইতে জল ফেলিতেছে এইরূপ শব্দ হয়; জলপানে উপশম হয়। (১৩) হুপকাসি,—দীর্ঘব্যাপী প্রকোপ, শ্বাসরোধক, আক্ষেপিক; প্রকোপকালে কথা কহিতে পারে না,—হাঁপাইয়া পড়ে, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া

যায়, দেহ শক্ত, আড়ষ্ট হইয়া যায়, উপর্য্যুপরি তিনটী প্রকোপ আবির্ভূত হয়, চৈতন্য পুনঃ প্রাপ্তির পর, অর্থাৎ একটু সামলাইলে কঠিন ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন হয়, প্রতি প্রকোপকালে রোগী নিস্পন্দ হইয়া যায়। (১৪) বহু সন্তান প্রসবিত্রীদিগের প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল ব্যথা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। (১৫) দেহের বামপার্শ্ব ইহার প্রিয়তম আক্রমণস্থল।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রচণ্ড বিকার—ভয়ঙ্কর ক্রোধ। কাহাকেও চিনিতে পারে না, লুক্কায়িত হইতে চেষ্টা করে (ষ্ট্রামো· ভেরেট ভির)। তরুণ উন্মাদ (Mania),—সহ আক্ষেপ বা দংশন করিতে যায় (বেল বীউফো. ক্যান্থা· সিকোল ষ্ট্র্যাম্), সম্মুখে যাহা পায় তাহাই ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করে (ট্যাব্যান্ ভেরেট অ্যাল্.)। নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করে (হায়ো), নির্ব্বোধের ন্যায় হাসিতে থাকে (অ্যানাক্: ক্যানাব ইন ক্রোকাস ষ্ট্যাট, নির্ব্বোধের ন্যায় ভঙ্গী করে, বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুর ন্যায় কার্য্য করে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে উদ্বেগ বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ক্যালী কার্ব প্ল্যাট), সদা সশঙ্কিত ভাব। যে কেহ তাহার নিকটে আসুক না কেন, রোগী তাহাতে ভীত হয় (আর্সি আয়োড ভেরেট ভির)। পড়িয়া যাইবার ভয়,—শিশু ধাত্রীকে জড়াইয়া ধরে (বোর্য্যাক্স জেল্‌স·)। জিহ্বা সর্পের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বহির্গত ও অন্তর্হিত হইতে থাকে—বিকারাবস্থায় গোবৎসের ন্যায় শব্দ করে, থাকিয়া থাকিয়া লোমহর্ষক চীৎকার করিয়া উঠে (এপীস, হেলিবো, হাইপির্)। সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত অস্থির, ছট্‌ফট্ করে বিলুপ্তচৈতন্য, পূর্ণ মোহ,—তৎসহ পৈশিক সংকোচন এপীস্, ষ্ট্রাম)। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ জনিত মানসিক ও শারীরিক অবসাদ ককাউ ইগ্নে অ্যাসিড-ফস. নক্স)। বাচাল (হায়ো: ল্যাকে: ওপী: ষ্ট্র্যাম· ভেরেট)।

মস্তক।—প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—বাম চক্ষুর উর্দ্ধদেশে বেদনার বৃদ্ধি, বাম চক্ষুর উর্দ্ধ দেশে এবং নাসামূলে অত্যন্ত চাপ বোধ,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়। মস্তিষ্ক মধ্যে যেন একটী স্ফোটক উঠিতেছে এইরূপ অনুভব,—অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ। মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতযুক্ত বোধ। ভয়ঙ্কর অবিচ্ছিন্ন শিরোবেদনা—নির্দ্দিষ্ট কালান্তর তরঙ্গ প্রবাহের ন্যায় বৃদ্ধি। বোধ হয় যেন মস্তকে কে জল ঢালিয়া দিতেছে। শিরোঘূর্ণন,—পাঠ করিলে (অ্যামন্ কার্ব আর্সি গ্রা টী হবাক্রা উচ্চৈঃস্বরে পাঠকালে = প্যারিস) এবং শূন্যের দিকে দৃষ্টি করিলে (পলসে সাইলি), যেন সকল দ্রব্যাদি ঘুরিতেছে বা রোগীর সমগ্র দেহ যেন ঘুরিতেছে এইরূপ অনুভব—আর্নি: আসা বেল্ লাই ক্যালী বাই ফেরে-অ্যাসেট, নক্স; ওলী-অ্যান্ ফস্ হ্রডো: ষ্ট্যাফ্ ভ্যালি ভেরেট ভায়োলা ওডো:),—যেন মস্তক সম্মুখদিকে পড়িবার উপক্রম হয় (আর্সি ফেরাম অ্যাসেট ষ্ট্যাট:মিউ ব্যাণান্. পডো হ্রাস্),—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং স্থির ভাবে শুইয়া থাকিলে উপশম বোধ। মস্তক যেন শূন্যময় এইরূপ বোধ (আর্জেন্ট: ককিউ পল্‌সে)। নীলবর্ণ বা আরক্তিম মুখমণ্ডল সহ মস্তকের নীলবর্ণ স্ফীতি। বস্ত্র দ্বারা মস্তক দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিলে শিরোবেদনার উপশম হয় (সাইলিশীয়া)।

চক্ষু।—চক্ষু আবক্তিম, প্রদাহযুক্ত, দৃষ্টি চঞ্চল এবং অনবরত এক বস্তু হইতে বস্তুতে নিবদ্ধ হইতে থাকে, কিম্বা স্থির, একদৃষ্টি, চাকচিক্যযুক্ত এবং তারকা উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট। চক্ষুর্দ্বয় কোটর প্রবিষ্ট।

মুখমণ্ডল।—মুখ ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ। মুখমণ্ডল অত্যন্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক। অপস্মার রোগাধিকারে হনুদ্বয় দৃঢ় সংবদ্ধ এবং মুখ হইতে ফেনানির্গত হয়। মুখে তামাক্ত স্বাদ এবং লালা স্রাব (হ্রাস)। শিশুদিগের রোগে জিহ্বা পুনঃ পুনঃ বহির্গত ও অন্তর্হিত হইতে থাকে সল্ফ:)। জিহ্বাগ্র অত্যন্ত শীতল বোধ। জিহ্বা চট্‌চটে এবং শ্বেত লেপাবৃত (চটচটে= অ্যাসিড-ফস্ প্লাম:)। জিহ্বা পক্ষাঘাতযুক্ত (অ্যাব্‌সিন্থ: অ্যাকো: হস্কীউ-গ্ল্যাব: অ্যাবেন্: ব্যারাই: কার্ব্বো-সল্ফ: কষ্টি ডাল্‌ক্যা: জেল্‌স হায়ো অ্যাসিড-হাইড্রো ল্যাকে: অ্যাসিড-মিউ: নক্স-মস্: ওপী: প্লাম. ষ্ট্র্যাম্.) কথা অস্পষ্ট অসম্পূর্ণোচ্চারিত (কষ্টি: ব্যারাই: প্লাম. ওপী: ডাল্‌ক্যা:)।

গলমধ্য।—গলাধঃকরণ কালে গলনলী সঙ্কুচিত বোধ, গলনলীর আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ বাঙ্‌নিষ্পত্তির ব্যাঘাত, হিক্কা ও অন্ননলীর আক্ষেপ; জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করিলে গড়্ গড়্ শব্দ হয় (আসিড হাই. আর্স: লরো থুয়া) (অবসাদজনক জ্বরাদিতে এইরূপ হইয়া থাকে)।

পাকস্থলী।—পুনঃ পুনঃ শীতল জল পান করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে,—কারণ তাহাতে তাহার উপশম বোধ হয়। দুগ্ধ হজম হয় না, দুগ্ধ পান করিলে মুখ হইতে লালার ন্যায় জল নিঃসরণ হইতে থাকে। শীতল জল পান করিলে বমনের উপশম হয় (ফস্)। উদরে খালধরা সহ বিবমিষা, বমন, চালধোয়ানীর জলের ন্যায় মল, পেট বেদনায় রোগী সম্মুখ দিকে বক্র হইয়া আইসে (কলো)। বুকাস্থির তলদেশে সঙ্কোচন এবং অগ্রমাসের পশ্চাদ্দেশে বেদনা বোধ। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপ বোধ,—স্পর্শ করিলে বা টিপিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। বোধ হয় যেন একটা গুল্মবৎ পদার্থ পঞ্জরতলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—দৃঢ়রূপে উদর আবদ্ধ করিলে উপশম হয়। অন্ত্রমণ্ডলীর এবং উদরবেষ্টের আকুঞ্চন ও প্রসারণ,—দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলে আরাম বোধ হয়। উদর অনমনীয়, উত্তাপ ও ব্যথাযুক্ত, উদরের আধ্মান-বায়ু-জনিত স্ফীতি—নাভি প্রদেশে ভয়ানক যন্ত্রণা,—যেন নাভি প্রদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ছুরিকাহত হইতেছে; অন্ত্রমধ্যে কর্ত্তন, বা ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা এবং উদর ভিতর দিকে আকৃষ্ট হয় (প্লাম্)।

বিসূচিকা।—প্রবল উদরাময়; উদরের যন্ত্রণাজনক খালধরা,—অন্ননালী মধ্যে গড়্ গড়্ শব্দ সহযোগে। পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয় মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ বমন এবং ঘোলের ন্যায় মলনিঃসরণ; অনবরত উদরে খাল্ ধরে এবং হস্তপদাদিতে আক্ষেপ হইতে থাকে; চক্ষুদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট, মুখ শুষ্ক হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া যায়, উন্নত ও সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা এবং গাঢ় নীলিমান্বিত মুখমণ্ডল; সমগ্র দেহ নীলবর্ণ, জিহ্বা শীতল, স্বরলোপ, হৃৎপিণ্ডের গতি অতি ক্ষীণ এবং নাড়ী প্রায় স্পর্শজ্ঞানাতীত। পেশী সকল আনর্ত্তিত হইতে থাকে, হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান। বক্ষমধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আকুঞ্চন প্রসারণানুভব, জঙ্ঘাদিমস্থ পেশীতে খাল ধরা,

এবং হস্তপদাদির অঙ্গুলির আক্ষেপ হইতে থাকে ; ভয়ানক তৃষ্ণা ও হিক্কা এবং সমগ্র উদরে, বিশেষতঃ উদরোর্দ্ধ প্রদেশে, বিবমিষানুভব ; নিরবচ্ছিন্ন বমন,—শীতল জল পানে উপশমিত হয় (ফস্:)। অন্ত্রমণ্ডলী এত ব্যথান্বিত হইয়া থাকে যে স্পর্শ পর্য্যন্ত অসহনীয় বোধ হয়। প্রস্রাব আদৌ হয় না বা অতি অল্প পরিমাণ হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রসবান্তিক ধনুষ্টঙ্কার ; প্রসব বেদনার সময় হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতে ভয়ানক খাল্ ধরিতে (অঙ্গগ্রহ) আরম্ভ হইয়া সমগ্র দেহে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে ; অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক অঙ্গগ্রহ বা খালধরা প্রসব বেদনার ব্যাঘাত উৎপন্ন করে ; রোগিণী চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ করে (ল্যাক্-ক্যান্:) এবং ইহার অনতিপরেই আক্ষেপ আরম্ভ হয় ; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় করতলের উপর আবর্ত্তিত হইয়া দৃঢ়রূপে থাকে। অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এবং বক্ষমধ্যে যন্ত্রণানুভব হয়। রোগিণী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে। বহু সন্তান প্রসবিস্ত্রীদিগের প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল ব্যথা। রজঃ প্রকাশের পূর্ব্বে ধমন্যাদি মধ্যে শোণিত স্ফুটন (ebullution = মার্ক), হৃদ্স্পন্দন (আয়োড স্পঞ্জি: রজোস্রাব কালে হৃদ্স্পন্দন = অ্যালিউ ইগ্নে আয়োড: ফস্ রজঃস্রাবান্তে = আয়োড) এবং শিরোবেদনা (অ্যালিউ ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভে ন্যাট-মিউ ল্যাকে: পল্সে সল্ফ:)। ঋতু অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে ; কয়েক মাস যাবৎ ঋতুরোধ (ন্যাট-মিউ ক্যালী কার্ব:)। আর্ত্তবাস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে খালধরা (কোণা: গ্র্যাফ: ল্যাকে: চায়না) ; ধনুষ্টঙ্কার (সিকেল) এবং হৃদয়ভেদী চীৎকার ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ; পদতলস্বেদ নিরোধান্তে ঋতুরোধ (সাইলি:)।

শ্বাসযন্ত্র।—হুপ্ কাসি, দীর্ঘব্যাপী শ্বাসরোধক প্রকোপ, থাকিয়া থাকিয়া কাসির আবির্ভাব হয় ; রোগী কথা কহিতে পারে না, হাপাইয়া উঠে (ষ্ট্যান্) এবং দেহ শক্ত, আড়ষ্ট হইয়া যায়, উপর্য্যপরি তিনটি প্রকোপ বা আক্ষেপ প্রকাশ পায় (ষ্ট্যান্ দুইটি প্রকোপ—মার্ক: রাত্রিতে বৃদ্ধি ; চৈতন্য সঞ্চারান্তে কঠিন দ্রব্যাদি বমন (ক্যানাব), প্রতি প্রকোপের সময় রোগী নিস্পন্দ হইয়া যায় ; এতৎসহ মস্তক সঞ্চালন আক্ষেপিক হাপানী রোগের প্রকোপ কালে কাসির সহিত শ্বেতাভ শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। হাঁপানী,—প্রকোপ রাত্রি ৩টার সময় আবির্ভূত হয়, পশ্চাদ্দিকে দেহ হেলাইলে, কাসিলে বা হাসিলে (আর্ম:) বৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডা জল পান করিলে কাসির উপশম হয় (ককাস ক্যাক্ কষ্টি)। কাসির সময় গলমধ্যে গড়্ গড়্ শব্দ হয়—যেন বোতল হইতে জল ঢালা হইতেছে। কাসির সময় শ্বাস প্রশ্বাসের সাঁই সাঁই শব্দ হয়। সোপান আরোহণ কালে (অ্যামন-কার্ব: আর্স: অ্যাঙ্গাস: বোর: লিড: হায়ো: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: র‍্যাটান্: বীউটা: সেনেগা) বা দ্রুত চলিলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয় (অ্যাঙ্গাস্: অরাম্ ; কষ্টি: পল্সে:)। হৃৎশূল,—খালধরা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্র। ঋতু আবির্ভাবের পূর্ব্বে হৃদ্-স্পন্দন (আয়োড্ স্পঞ্জী:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—কনুইতে বিসর্পোদ্গম (Herpes) এবং তাহা হইতে রস পড়িয়া পীতবর্ণ চটাঘায়ে পরিণত হয়—সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত চুলকায় ; স্কন্ধ পর্য্যন্তব্যাপী লসিকা শিরার

(Lymphatic Vessel) এ দাহ সহ হস্তের স্ফীতি। বাহু এবং হস্ত স্থানে স্থানে নীলিমান্বিত প্রতীয়মান হয়। ধনুষ্টঙ্কার,—হস্ত ও পদের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে,—সবিরাম আক্ষেপ। বিশ্রাম কালে জঙ্ঘডিমস্থ পেশীতে খালধরে (অ্যামন্ কার্ব: ক্যাম্ফো)। অধমাঙ্গের পৈশিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ (আগার: ইগ্নে জিঙ্ক:); পদতল জ্বালাযুক্ত বোধ। পদতল হিমবৎ শীতল (কোনিচি কার্বো ভে কাষ্ট কর্কিউ: কোণা: ডিজি. গ্র্যাফ: ক্যালী কার্ব ন্যাট কার্ব: অ্যাসিড নাই হডো: সিপী সাইলি)। পদস্বেদ নিরোধ (অ্যাসিড স্যালিসাই: সিলি জিঙ্ক)। জানু সন্ধির অত্যন্ত ক্ষীণতা যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

ত্বক।—বিসূচিকা ও ধনুষ্টঙ্কারাধিকারে সমগ্র গাত্রত্বক নীলিমান্বিত (অ্যামন-কার্ব: আর্স ক্যাম্ফো: কোণা অ্যাসিড হাইড্রোসা ল্যাকে: ওপী: প্লাম্:) এবং হিমবৎ শীতল (ক্যাম্ফো = বাহ্যতঃ শীতল কিন্তু রোগী বোধ করে তাহার গাত্র জ্বলিয়া যাইতেছে—নক্স-মস্: সিকেলি: ভেরেট)। স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অপস্মার বা মৃগী,—রাত্রে আবির্ভাব হয় (বীউফো ল্যাকে:)—জানু হইতে "সরসরানুভূতি" আরম্ভ হইয়া তলপেটে সঞ্চারিত হয়, অমাবস্যাতে, এবং নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যবধানান্তর বৃদ্ধি হয়—প্রতি ঋতুর সময়, নিম্নমস্তকে পতন বা মস্তিষ্কে অনুরূপ আঘাত জনিত (লোমহর্ষক চীৎকার করিয়া পতিত হয় এবং অচেতনাবস্থায়ও ভয়ঙ্কর চীৎকার করে= বীউফো:); মুখ হইতে যেন নির্গলিত হইতে থাকে, আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে রোগী লোমহর্ষক চীৎকার করিয়া উঠে (বিউফো) এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে থাকে। আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদ, হাম বা বিস্তারপ্রবণ বিসর্পক প্রভৃতি উদ্ভেদ প্রতিরোধ জনিত আক্ষেপাদি রোগ (এপীস: ব্রাই ক্যাম্ফো সোরাইন: সল্ফ)। দুর্ব্বারোগ্য আবল্য এবং অবসাদ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও দেহের শীর্ণতা (প্লাম:)।

নিদ্রা।—গভীর নিদ্রা,—নিদ্রাবস্থায় হস্তপদাদি চমকিত হইয়া উঠিতে থাকে, নিদ্রিতাবস্থায় উদর মধ্যে অন্ত্রকূজন শব্দ,—পেট কুল কুল করিতে থাকে—পেট ডাকে।

বৃদ্ধি।—শীতল বায়ুতে, রাত্রে, অমাবস্যায়, উদ্ভেদ বা পদস্বেদ প্রতিরুদ্ধ হইলে, স্পর্শ বা পেষণ করিলে, ঋতুর পূর্ব্বে এবং বমনান্তে।

উপশম।—দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলে (শিরঃপীড়া, অম্লশূল প্রভৃতি), শীতল জলপানে (বিবমিষা, বমন এবং কাসি) এবং স্থির হইয়া থাকিলে ও স্বেদোদ্গম হয়।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক = ক্যাল্কেরীয়া অষ্ট্র:।

দোষঘ্ন।—বেলাড, ক্যামো, চায়না, সাইকিউটা, ডালকা, হিপার, ইপিকাক, মার্ক, নক্স।

সদৃশ।—জেলসি: সাইলি ফস: নক্স: প্লাম. এপিস জিঙ্ক ক্যাম্ফো: ভেরেট: সিকেলি: আর্নি: ল্যাকে: ষ্ট্রাম:। হুপকাসি ও বিসূচিকা রোগে কিউপ্রামের পর ভেরেট্রাম প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। প্রতিরুদ্ধ উদ্ভেদ জনিত ধনুষ্টঙ্কারাদিতে এপীস এবং জিঙ্কাম ব্যবহার্য্য হইতে পারে।

তুলনীয়।—জেল্‌স (অতিরিক্ত পরিশ্রম জন্য মস্তিষ্কের দোষ) ; সাইলিসি (মস্তক বেদনা), বাচালতা (ল্যাক: হায়সা: ইত্যাদি), প্রতিক্রিয়ার অভাব সল্‌ফর, কার্ব্ব-ভেজি ইত্যাদি।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক ১২, ৩০ ও ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৪০ হইতে ৫০ দিন।

কুরারী

(CURARE)

প্রস্তুতি।—আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা পশুপক্ষ্যাদি বিনাশার্থ শরমুখে একপ্রকার বিষ ব্যবহার করে—কুরারী আরক সেই বিষ হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—কর্কটীয় ক্ষত ; নিস্পন্দ বায়ু ; দুর্ব্বলতা ; কাসি ; বহুমূত্র , বাধক , শ্বাসক্লেশ , কর্ণের পীড়া ; পামা ; মৃগী ; মুখের পক্ষাঘাত ; মূর্চ্ছা ; শিরঃপীড়া ; জলাতঙ্ক রোগ ; গতিশক্তির পীড়া ; স্নায়ুরদৌর্ব্বল্য ; স্নায়ুশূল ; কর্ণ প্রদাহ ; পুতিনস্য ; যক্ষ্মা ; গণ্ডমালা ; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত ; ধনুষ্টঙ্কার ; বিবিধ প্রকার ক্ষত ; জরায়ুর পীড়া , অপত্যপথের পীড়া ; হুপিং কাসি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই উগ্রবীর্য্য বিষ দ্বারা গতি শক্তির বিনাশ সাধিত হয় কিন্তু অনুভব শক্তি সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে, তজ্জন্য নিম্নহনুগ্রহ সহ নিস্পন্দ-বায়ু-রোগে (Catalepsy) ইহা ফলপ্রদ ; রোগী নিদ্রাভঙ্গান্তে এক দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে : স্নায়ুবীয় অবসাদ,—বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের ; হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান, ধনুষ্টঙ্কার, শিশুদিগের মুখে ও কর্ণপশ্চাতে পামাকচ্ছু (Eczema) ; এবং পীত-কপিশবর্ণ দাগ (Liverspots) প্রভৃতিতে ইহা অত্যন্ত উপকারী। প্রায়-পক্ষাঘাতের ন্যায় অবসাদ ; মস্তিষ্ক যেন তরল পদার্থ পরিপূর্ণ এবং তন্মধ্যে বিদারণ বা অস্ত্রাঘাত বেদনা, দপ্‌দপানি, অসাড়তা প্রভৃতি ইহার প্রধান ক্রিয়াফল এবং মস্তিষ্কের বিকৃতি, উন্মত্ততা ইত্যাদি ইহার প্রধান মানসিক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—চিন্তা বা অধ্যয়ন শক্তি রাহিত্য (চিন্তা শক্তি রাহিত্য=অ্যাবিস্‌-নিগ: ইথীউ: ব্যাপ: বার্ব্বারিস্‌ ; ক্লিম্যাটি: ডাল্‌ক্যা: ক্যালী-নাই: ম্যাগ-ফস্‌: ন্যাট-কার্ব্ব: ন্যাট-সল্‌ফ: নক্স-মস্‌: ওলী-ক্যাজি: সাইলি: সল্‌ফ: অক্সাইট্রোপ: টিউবার্ক:)। উত্তেজিত, ব্যস্তচিত্ত (আর্জেণ্ট-নাই: অরাম: বীউফো: লিলীয়াম্‌ ; মিডহ্বইন্‌: ন্যাট-মি: টিলীয়া: অ্যাসিড-সল্‌ফ: থুয়া)। একাকী থাকিতে ভালবাসে (কার্ব্বো-অ্যান্‌: অ্যাক্টী. কোকা: জেলসি: হেলিবো: ইগ্নে: হায়ো: অক্সাই-ট্রোপ: থুয়া)। উন্মাদ রোগের বৃদ্ধি হইলে রোগী স্বীয় দেহে আঘাত করে, নখাঘাত করে

এবং মহাসুখে ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে, অথচ কোন যন্ত্রণা বোধ করে না। রাত্রে যেন অতি সুমধুর সঙ্গীত শব্দ শুনিয়াছে এইরূপ আনন্দে মত্ত হইয়া উঠে। অতিরিক্ত মৃত্যু ভয় (অ্যাকো: ক্যাক্ট: আৰ্ণী: জেলসি: ল্যাক্-কান্: ল্যাকে: লোবেল্: মাইগেল, নক্স)। সকল বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করে (এপীস্ ; ব্যাপ: সাইকীউ-ভাই) ক্যালী-বাই: ওপী: অ্যাসিড-ফস্: ফস্: ষ্ট্যাফ: সিফিলাইন্:)।

মস্তক।—দণ্ডায়মান বা পাদচারণকালে হঠাৎ মুর্চ্ছা ও পতন। নিকটবর্ত্তী বস্তু বা জলের দিকে চাহিয়া থাকিলে মাথা ঘোরে (সার্সা)। স্নায়বীয় শিরঃপীড়া,—সমগ্র মস্তকে অস্ত্রাঘাত বা বিদারণবৎ বেদনানুভব,—রোগী শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; গ্রীবা আড়ষ্টতা বশতঃ মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া থাকে ; শিরোমধ্যে যেন কোন তরল পদার্থ দোদুল্যমান্ হইতেছে এইরূপ অনুমান ; শিরোপশ্চাতে ভয়ানক সংঘাত বোধ (ক্রোটেলাস)। দক্ষিণ শঙ্খদেশে বা কপালে শূলাঘাতবৎ বেদনা, জোরে মস্তক নাড়িলে বা কসিলে বৃদ্ধি হয়। কাসিলে বোধ হয় যেন মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল,—রোগী কাসিবার সময় হস্তদ্বারা মস্তকের দুইপার্শ্ব চাপিয়া ধরে (ব্রাই: ক্যাপ্স্. ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম্: ফস্: সল্ফ:)। মস্তকে বোধ হয় যেন তাড় নীর আঘাত হইতেছে (অ্যামন-মিউ: ক্যাল্কে: ক্রিম্: ফেরাম, ফেরাম-অ্যাসেট: ল্যাকে: মেজে: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড ফস্:), তৎসহ পিত্তবমন (কলো: গ্র্যাফ: ইপিক্: ল্যাকে: নক্স-ভম্: ক্রোটেলাস্: পল্সে: সিপী ভেরেট:)।

চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর উৰ্দ্ধদেশে শলাকাবেধবৎ বেদনা। দৃষ্টি সম্মুখে কাল বিন্দু উড়িয়া বেড়ায় (অ্যাগার: অ্যামন্-মিউ বেল্: ক্যাল্কে: সিঙ্কো ককাউ: কোণা: মার্ক. অ্যাসিড-নাই: ফস্: সিপী: সাইলি:),—পাঠান্তে বৃদ্ধি। অক্ষিপুট অত্যন্ত ভারযুক্ত বোধ, চক্ষু উন্মীলিত রাখিতে পারে না (কলো: জেলসি কষ্টি গ্র্যাফ: উভয় অক্ষিপুট মুদিত হইয়া যায় = সিপী:)। চক্ষু মধ্যে বোধ হয় যেন অসংখ্য সূক্ষ্ম শলাকা বিদ্ধ হইয়া বাহয়াছে (আর্জেণ্ট-নাই: ডলিকস্, হিপার, অ্যাসিড-নাই দেখ)। সন্ধ্যাকালে দৃষ্টিলোপ। সর্ব্বদা বোধ হয় দৃষ্টিপথ তিমিরাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হয়, কখনও সাঁই সাঁই শব্দ, কখনও পশ্বাদির চীৎকার শব্দ, কর্ণমধ্যে টং টং শব্দ (ক্যাল্কে: ম্যাঙ্গে কোণা: লিড: ন্যাট মিউ) অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা কর্ণ মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া পদতল পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়,—রোগী শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। মধ্য-কর্ণের প্রদাহ, যন্ত্রণায় রোগী উন্মত্ত হইয়া যায় ; পূয স্রাব হইতে থাকে (বেল্: বোর্: ক্যামো: হিপ্: মার্ক: নক্স: পল্সে:)।

নাসিকা ও মুখমণ্ডল।—পূতিনস্য বা পিনস,—পূতিগন্ধময় জমাট পূয নির্গত হয় (অরাম ; ক্যাডমী-সল্ফ: হাইড্রো: সোরাইন:)। মুখের ও গণ্ডদেশীয় পাক্ষাঘাত,—সময়ে সময়ে আহার্য্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয়। মুখ ও জিহ্বা দক্ষিণ পার্শ্বে আকৃষ্ট হইতে থাকে।

পাকস্থলী।—উদর পূর্ত্তি করিয়া ভক্ষণমাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক (বোভি: ক্যাল্কে: চিনিন্-সল্ফ: সিনা ; লাকে: ক্যাল্কে-কষ্টি: মার্ক: ফস: প্লাম: ষ্ট্রন:)। রুটী এবং উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদিতে

অরুচি (রুটীতে অরুচি = ল্যাক্টীউ: উদ্ভিদ্‌জ দ্রব্যাদিতে = হেলিবো: ম্যাগ-কার্ব্ব:)। জল এবং সরবতাদি পানাকাঙ্ক্ষা (আর্স: ওলীয়ান: হ্রাস: স্থাবাই:) লেমনেড (কালী-কার্ব: লাই.)। সুরা (ল্যাকে: সল্‌ফ: থিরিড:) ও দুগ্ধ পানাকাঙ্ক্ষা (ব্রাই: ল্যাকে: ফেল্যান: এপীস ; চেলিড: মার্ক-ভাই:),—কিন্তু তাহাতে পীড়া হয়। উগ্রবীর্য্য মদিরাদিতে অরুচি। পুনঃ পুনঃ তিক্ত-স্বাদযুক্ত ও জ্বালাজনক উদ্গার (তিক্তস্বাদ উদ্গার = ব্রাই: চায়না: গ্র্যাটি: মার্ক: লুপিউ: নক্স: সল্‌ফ: অ্যাসিড-সল্‌ফ: থুযা ;—জ্বালাজনক = বেল: ক্যান্থা: হিপ: আয়োড: লাই: ওলী-অ্যান: অ্যাসিড-ফস: সল্‌ফ: ট্যাবেক: ভ্যালি:)। শোণিত ও পিত্ত মিশ্রিত গলিত দ্রব্যাবি বমন। সর্ব্বদা পাকস্থলী শূন্য ও ক্ষুধা বোধ (জেন্টিয়ানা: স্থাট-কার্ব: ওলীয়্যাম: পেট্রোল্: ফেল্যাম: ব্রোম: গ্যাম্বো: সেনা: সিপি: ভেরেট: সল্‌ফ)। বিবমিষা ও যন্ত্রণাদায়ক হিক্কা সহ পাকস্থলী মধ্যে যেন একটা বৃহৎ গুল্মবৎ পদার্থ আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (পঞ্জরতলে বোধ হয় যেন একটা গুল্মবৎ পদার্থ এদিক্ ওদিক করিতেছে = কিউপ্রাম)।

অন্ত্রাশয়।—সার্ব্বাঙ্গিক শোথ অধিকারে যকৃতের অত্যধিক স্ফীতি (মাক: অ্যাকে: চায়না: চিনিন্: সল্‌ফ: ল্যাক্টী: নক্স-মস: সল্‌ফ কার্ডিউয়াস)। যকৃৎ-স্ফোটক ও যকৃৎ মধ্যে অশ্মরিবৎ পদার্থ জননপ্রবাণতা ;—দেহ সঞ্চালনে যকৃৎ মধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা অনুভব (কার্ব্বো-অ্যান্: ল্যাকে: স্থাট-কার্ব্ব: স্থাট-মি: র‍্যাণান্:)। উদরের শোথবৎ স্ফীতি। উদর একটা সজীব পদার্থ নড়িয়া বেড়াইতেছে (এরাণ্ডো-মরি ক্যালকে-ফস: ক্যানার-স্থাট: ক্রোকাস ; কন্‌ভ্যাল. স্থাবাই. সলফ: থুযা)। তলপেটে জ্বালা, ভয়ঙ্কর অসহনীয় অন্ত্রশূল,—রোগী সম্মুখ দিকে বক্র হইয়া এবং উদর দলিতে থাকে (কলো: কিউপ্রাম)। জ্বালাজনক অন্ত্রশূল,—যেন উদর মধ্যে একটা জলন্ত লৌহ প্রবিষ্ট হইতেছে,—তৎসহ অত্যধিক পিত্তময় এবং দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল।

প্রস্রাব।—বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থি (Kidney) মধ্যে যেন খুঁচিতেছে বা আকর্ষণ করিতেছে এরূপ বেদনা সহ পুনঃ পুনঃ পরিস্কৃত জলের ন্যায় প্রস্রাব ; পাকস্থলী মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা ; মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, সন্ধ্যায় ও রাত্রে অত্যন্ত তৃষ্ণা, শর্করা মিশ্রিত মূত্র (সিজিজীয়াম য্যাম্বো. স্থাট-সল্‌ফ: ইউরেন নাইট:) ; তরুণ বহুমূত্ররোগাধিকারে শীর্ণতা। প্রতিবারে অপর্য্যাপ্ত মূত্র স্রাব, অত্যন্ত বেগ ও মূত্রস্থলী স্ফীত বোধ হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয় প্রদেশে উগ্র গন্ধ (স্থাট-মি: সার্সা) ; শিশ্ন আরক্তিম ও স্ফীত। শিশ্নমুণ্ডের পশ্চাতে অত্যধিক শ্বেতরেণু সঞ্চয়। রমণেচ্ছা প্রবল কিন্তু লিঙ্গোদ্গম হয় না। শৃঙ্গারালিঙ্গন কালে অতি বিলম্বে রেতঃস্খলন হইয়া থাকে এবং তাহাতে সুখ বোধ হয় না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৭ দিবস পূর্ব্বে প্রকাশ হয়, দক্ষিণ ডিম্বাধারে মুচড়ানবৎ বেদনা,—অন্ত্রাদি যেন নীচের দিকে ঠেলিতেছে এইরূপ অনুভব, কোমরে বেদনা এবং ক্ষীণতা বোধ, স্রাব অতি অল্প, স্রাব অতি অল্প, ও পাঁচ দিবসের পরিবর্ত্তে তিন দিবস মাত্র স্থায়ী হয়। জরায়ু প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত ; যেন চিমটী কাটিতেছে বা জ্বলিতেছে

কিম্বা যেন পিন্ ফুটাইতেছে এইরূপ বেদনা। জরায়ুমুখক্ষত কষায় (acrid) রস নির্গত হইতে থাকে। প্রদবস্রাব অতি অল্প, গাঢ় পূযবৎ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

শ্বাসযন্ত্র।—দক্ষিণ পার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্র। সঞ্চালন-শক্তি-বিধায়িনী স্নায়ুর অবসাদ জনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র, যক্ষ্মা বা ফুস্ফুসের বায়ু-স্ফীতি (Empysema) রোগে যেরূপ হইয়া থাকে। সোপান আরোহণ কালে শ্বাসকৃচ্ছ্রতার বৃদ্ধি হয় ; (আর্স মার্ক: রোর) ; সর্ব্বদা সামান্য ক্ষুক্ক্ষুকে শুষ্ক কাসি,—তৎসহ বক্ষমধ্যে বেদনা ; জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বা হাস্য করিলে বৃদ্ধি হয়, থাকিয়া থাকিয়া আবির্ভূত হয় ও সমগ্র দেহকে আলোড়িত করে, কাসির পর বমন, শিরোবেদনা এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া থাকে। বক্ষঃস্থল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত, এমন কি বক্ষঃপরীক্ষাযন্ত্রের ভার বা চাপ সহ্য হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাস শক্তির পক্ষাঘাতোপক্রম।

প্রত্যঙ্গাদি।—বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্ব ও বাম হস্ত অসাড়। পদদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল,—চলিতে গেলে পদ অবশ বোধ হয়। নিস্পন্দবায়ুরোগে.—নিদ্রাভঙ্গান্তে রোগী স্থিরদৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া থাকে, তৎসহ নিম্ন হনুর আক্ষেপ। কদর বা কড়া উদ্গম প্রবণতার সাহায্য করে।

ত্বক।—কুষ্ঠব্যাধি (ব্যাসিলাই: আর্স আয়োড: ভ্যাক্সিন ম্যালাণ্ডিন হাইড্রোকোঠ: হৌউরা: অ্যান্যক্ ক্যালোট্রোপ)। নাসিকার উপর গুটিকা বাহির হওয়া, (ক্যালোট্রোপ জাই:)। পিত্ত বিন্দু বা যকৃৎ-বিন্দু (Liver spots),—পীতকপিশবর্ণ।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণ কালে, সোপান আরোহণ কালে, শৈত্য সংস্পর্শে, ঠাণ্ডা বায়ুতে, ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে, রাত্রি ২টা হইতে অপরাহ্ণে ৩টা পর্য্যন্ত দেহের দক্ষিণ পার্শ্বে।

উপশম।—স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—নক্স ভম: অ্যাবেনায়া ডায়া (জ্বরে), ফেরাম, (মস্তকে বেদনা), ক্রোটলাস, (পিত্তবিন্দু সম্বন্ধে) গুয়ারীয়া, লাইকো সিপী নক্স, সল্ফ।

দোষঘ্ন।—ব্রোমিন্ ও ক্রোবিণ।

শক্তি।- ৬ষ্ঠ হইতে ৫০০ শততমক ক্রম।

সাইক্ল্যামেন্ ইউরোপীয়াম্

(CYCLAMEN EUROPÆUM).

প্রস্তুতি।—বসন্ত কালে সংগৃহীত মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—রক্তাল্পতা ; মৃৎপাণ্ডু, সর্দ্দি ; দ্বিত্বদর্শন, অজীর্ণতা ; অম্লশূল ; চক্ষুঃপীড়া ; শিরঃপীড়া ; হিক্কা ; আর্ত্তব-বিকৃতি ; গর্ভিণী রোগ ; বাত, মূত্রনলীপ্রদাহ ; মাথাঘোরা, মসীজীবির হস্তকম্পন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল ব্যক্তি শ্লেষ্মা ও রস প্রধান ধাতু-বিশিষ্ট; যাহারা শোণিতশূন্য বা নীলপাণ্ডু রোগগ্রস্ত (Chlorotic), অত্যন্ত আলস্য প্রিয়, সামান্য পরিশ্রমে কাতর, কিম্বা যে সকল রমণী ফ্যাকাশে বর্ণ ও হরিৎপাণ্ডু রোগগ্রস্ত, যাহাদিগের ঋতু অনিয়মিত ভাবে প্রকাশ হয় (ফেরাম্ পল্‌সে. সিপী:) এবং ঋতুর সময় শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়,—সাইক্ল্যামেন্ তাহাদিগের উপযোগী। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন "সাইক্লামেন্ রোগী নিদ্রাভঙ্গান্তে পরিশ্রম করিতে হইলে দেহ অত্যন্ত অসুস্থতাযুক্ত বোধ করে; প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে দেহ এত ভারযুক্ত এবং আলস্য বোধ করে যে তাহারা সেই দিবসের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারে না, কিন্তু একবার পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলে আর কষ্ট বোধ করে না, রাত্রিকাল পর্য্যন্ত বেশ পরিশ্রম করে। তাহারা সময়ে সময়ে দৃষ্টি সম্মুখে চাকচিক্য দর্শন করে। সময়ে সময়ে তাহারা সকল বস্তুরই অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পায় (দ্রব্যাদির বামার্দ্ধমাত্র দেখিতে পায়=লিথীয়া কার্ব, দক্ষিণার্দ্ধ মাত্র দেখে=লাই: উর্দ্ধার্দ্ধ বা নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায়=ন্যাট্র-মিউ: অ্যাসিড্-মিউ: নিম্নার্দ্ধ মাত্র দেখিতে পায়=অরাম্:)। এই সকল রোগী যে অজীর্ণ রোগ ভোগ করে তাহার বিশেষত্ব এই যে উদর মধ্যে বায়ু সঞ্চিত হইয়া রাত্রিতে শূলবেদনা হয় এবং রোগী বাধ্য হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া যতক্ষণ না কিয়ৎপরিমাণে বায়ু নিঃসৃত হইয়া আরাম বোধ হয় ততক্ষণ পাদচারণ করিতে থাকে।" পশ্চাল্লিখিত কয়েকটীও ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ;—নিঃশব্দে পোষিত শোক, বা কৃতাপরাধের শাস্তির ভয় এবং কর্ত্তব্য সাধিত হয় নাই এই জ্ঞান জনিত মানসিক পীড়া। রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ও খিট্‌খিটে; কোপনস্বভাব, মুহ্যমান এবং সকল বিষয়েই বিরক্তি বোধ করে। রোদনপরায়ণ; নির্জ্জনতাপ্রিয়। গৃহবহিঃস্থ বায়ুর সংস্পর্শকাতর। শোণিতাল্পতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শিরোবেদনা,—দৃষ্টিসম্মুখে চাকচিক্য দর্শন ও তৎসহ তিমিরদৃষ্টি,—বিশেষতঃ প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে। দর্শন,—চাকচিক্য, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; বর্ণবৈচিত্র, চাকচিক্যময় সূত্র প্রভৃতি ভ্রমদর্শন; অস্পষ্ট দৃষ্টি,—যেন চতুর্দ্দিক তিমির বা ধূমময়। কয়েক গ্রাস মাত্র আহার করিলেই ক্ষুধা বিলুপ্ত হয়; তখন আহার্য্য দ্রব্যাদি দেখিলে ঘৃণা ও বিবমিষার উদ্রেক হয়। মুখের লালা এত লবণাক্ত হইয়া থাকে যে যাহা আহার করে তাই লবণাক্ত বোধ হয়; স্রাব অত্যন্ত অপর্য্যাপ্ত, কালবর্ণ এবং ঘনীভূত; ঝিল্লীময়-রজঃস্রাব কালে রোগিণী ভাল থাকে। গুল্‌ফতলে জ্বালা ও অত্যন্ত ব্যথা বোধ,—উপবেশনে, দণ্ডায়মান বা পাদচারণে, সকল অবস্থাতেই (আগার্: কষ্টি: ফাইটো: ভ্যালি:) বেদনা বোধ।

লক্ষণাবলী।

মন।—নির্জ্জনে একাকী বসিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ভালবাসে। কোপনস্বভাব, বিমর্ষ চিত্ত, খিট্‌খিটে। সকল পরিশ্রমেই অনাসক্তি প্রকাশ করে; রোদন-পরায়ণা। নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণ করিতে অনিচ্ছুক (পল্‌সেটিলার বিপরীত)। নিরুদ্ধ

শোক বা হিতাহিত বুদ্ধির তাড়না কিম্বা অসম্পাদিত কর্ত্তব্য কার্য্য বা কুকার্য্যানুষ্ঠান জনিত পীড়াদি। ভ্রমজ্ঞান বা ভ্রমকল্পনা,—যে দুই জন ব্যক্তি তাহার শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির দেহ যেন তাহার দেহের উপর পড়িয়াছে (রোগিণীর বোধ হয় যেন তাহারা তিন জন শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে এবং গাত্রাবরক বস্ত্রে কুলাইতেছে না=ব্যাপ্‌: রোগিণীর মনে হয় যেন দুই জন পীড়িত হইয়াছিল, একজন মরিয়া গেল এবং একজন আরোগ্যলাভ করিল=সিকেলি —যেন তাহার শয্যায় একজন পুরুষ শুইয়া রহিয়াছে=পল্‌সে·)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—কোন অবলম্বনের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলে বা থাকিলে বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক গতিশীল। শিরোঘূর্ণন,—দ্রব্যাদি বোধ হয় যেন বৃত্তাকারে বা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, কিম্বা যেন একদিক্‌ উঠিতেছে ও একদিক্‌ নামিতেছে, বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে, গৃহমধ্যে বা বসিয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়। শিরোবেদনা,—শোণিতহীন ব্যক্তির, প্রাতে গাত্রোত্থান কালে,—দৃষ্টি সম্মুখে চাক্‌চিক্য দর্শন বা অস্পষ্ট দৃষ্টি। ললাট দেশীয় বা ললাটের বামপার্শ্বগত প্রচণ্ড শিরোবেদনা, শীতল জল প্রয়োগ করিলে শিরোবেদনার উপশম হয়। অসাড়তা জনক শিরোবেদনা সহ দৃষ্টিলোপ। শিরার্দ্ধশূল সহ প্লবমান্‌ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দর্শন,=দৃষ্টি যত পরিষ্কার হয় শিরোবেদনা তত বৃদ্ধি হয় এবং বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়াযাইবে।

চক্ষু।—চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট এবং নীলিমা পরিবেষ্টিত,—দৃষ্টি ঘোলা। দ্বিদর্শন (Diplopia) বা অর্দ্ধ দর্শন (Hemiopia) তির্য্যক দৃষ্টি বা টেরা। দৃষ্টি সম্মুখে চাক্‌চিক্য, নানাবর্ণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, এবং প্রজ্বলিত সূচদর্শন, যেন চতুর্দ্দিক নীহারবৃত বা ধূমময় বোধ হয়,—বিশেষতঃ প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে। অধ্যয়নকালে চক্ষু মধ্যে জ্বালাবোধ।

নাসিকা।—সর্দ্দি বশতঃ আস্বাদন ও আঘ্রাণশক্তির লোপ (পল্‌সে), নাসারন্ধ্র হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব (পল্‌সে) এবং পুনঃ পুনঃ প্রবল হাঁচি ব ক্ষুৎকার।

মুখমধ্য।—জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণারহিত (নক্স্‌-মস্‌:)। সন্ধ্যাকালে জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালাযুক্ত বোধ হয়। মুখবিবর ও গলমধ্য অপেক্ষাকৃত আরক্তিম প্রতীয়মান হয়।

পাকস্থলী।—লালা লবণাক্ত, এবং সেই জন্য সকল খাদ্যই লবণাক্ত বোধ হয় (আর্স কার্ব্বো-ভে চায়না, পল্‌সে. সল্‌ফ:)। কয়েক গ্রাস মাত্র আহার করিলেই উদর পরিপূর্ণ বোধ হয় এবং আর খাইতে রুচি হয় না (লাই প্রুণাস্‌; ফ্লুয়ো:),—আরও আহার করিতে গেলে বিবমিষার উদ্রেক হয়। লেমনেড পানে স্পৃহাধিক্য (স্যাবাই·) রুটি (কুরারী: ল্যাক্টাউ:) মাংস মাখন প্রভৃতিতে অরুচি=কোল্‌চি মাদনে অরুচি=আর্স কার্ব্বো-ভে: চায়না.. মিনীয়্যান্‌:পল্‌সে:); অখাদ্য জিনিসে রুচি (ব্রাই: অ্যালাউ: অ্যাসিড-নাই: নক্স·)। আহারান্তে অত্যন্ত নিদ্রা যাইবার আকাঙ্ক্ষা। পেটের মধ্যে বোধ হয় যেন একটা সজীব পদার্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে (এরণ্ডো-মরি: ক্যাল্‌কে-ফস ক্যানাবিস্‌ স্যাট. ক্রোকাস: কুরারী: কন্‌ভ্যালে: সল্‌ফ: থুযা)। শ্লেষ্মাময় বমনান্তে নিদ্রাবেশ (ইথীউসা দেখ)। শোণিত বমন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—স্রাব প্রচুর ও অকালে প্রকাশশীল, কালবর্ণ

(ব্রাই: ক্যাল্কা: ক্যামো: ক্রোকাস: ফের: ইগ্নে: নাইট্রাম প্ল্যাটি: পল্‌সে:) এবং জমাট (ক্যামো: ককীউ: ফের: ইগ্নে: : হ্মাট-সল্‌ফ: প্ল্যাটি: পল্‌সে: হ্রাস. ভি: স্যাবাই: ঝিল্লির ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত ; স্রাব কালে রোগিণী সুস্থতা বোধ করে (সিরীয়াম্-অক্সাল্: ল্যাকে:—অসুস্থতা বোধ করে অ্যাক্টী: পল্‌সে:)। ঋতু প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে রাত্রে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদা ইহার পূর্ব্ব দিবসে উদর আধ্মানযুক্ত ও স্ফীত হইয়াছিল (ক্রিয়ো:)। রজোরোধ, আর্ত্তবস্রাব উপবেশন কালে বৃদ্ধি এবং পাদচারণে হ্রাস=ককাস ক্যাক্ পাদচারণকালে আর্ত্তবস্রাব হয় ও পাদচারণ হইতে বিরত হইলেই বন্ধ হয়=লিল-টাইগ শয়ন করিলে স্রাব হয়, বসিলে বা পাদচারণ করিলে বন্ধ হয়=ক্রিয়ো: ম্যাগ-ফস: শয়ন করিলে স্রাব বন্ধ হয়=ক্যাক্ট কষ্টি: লিলীয়াম)। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন বা অস্পষ্ট দর্শন এবং শিরঃশূল সহ ঋতুর বিকৃতি গর্ভাবস্থার হিক্কা (ওপী:) ; প্রসবান্তিক শোণিত স্রাব,—প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা শিরোঘূর্ণন এবং অস্পষ্ট দৃষ্টি যেন পৃথিবী নিহারাবৃত।

শ্বাসযন্ত্র।—রাত্রে বায়ুনলীমধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত ভয়ানক শ্বাসরোধক কাসি,—স্বরনলী মধ্যে ত্বক ঘর্ষণানুভব, জিহ্বামূলীয় গহ্বরদ্বর মধ্যে বেদনা এবং গাঢ় শ্লেষ্মা ব্যঞ্জক কাসি। রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় কাসি অতি প্রবল আকার ধারণ করে, অথচ শিশু জাগ্রত হয় না। ফুসফুসাদির অত্যন্ত অবসাদ,—যেন শ্বাস প্রশ্বাস রূপ কার্য্য করিতেও অক্ষম (কথা কহিবার আয়াসও সহ্য করিতে পারে না=ষ্টান:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—উপবেশন, বা গৃহবহির্ভাগে বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে গুল্ফতলে জ্বালা ও ক্ষতযুক্তবৎ বেদনানুভব (অ্যাগার কষ্টি: ভ্যালি: ফাইটো)। মূত্রস্থলী প্রদেশে অতীব্র শলাকাবেধবৎ বেদনা,—গভীর নিশ্বাস টানিলে বৃদ্ধি হয়। স্পর্শ করিলে, বা চাপ দিলে বাহুর নিম্নার্দ্ধের অস্থিমধ্যে আঘাতজনিতবৎ বেদনা (অর্ণি চায়না ; ল্যাকে) বা সঞ্চালন কালে বেদনাধিক্য বোধ (ব্রাই) ; পাদচারণকালে পদাঙ্গুলিতে ত্বকক্ষয়বৎ বেদনা। পাদচারণান্তে পদাঙ্গুলির অসাড়তা। পদাঙ্গুলির ব্যবধান স্থলে দুর্গন্ধ স্বেদস্রাব (ব্যারাই: মিডহ্রাইন্)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—দুইবার আঘাত-বিশিষ্ট-স্পন্দনশীল নাড়ী (Dicrotic pulse)। প্রাতে বা সন্ধ্যার সময় শীতার্ত্ততা। সন্ধ্যার সময় শীতাবির্ভাব, শীতল বায়ু অসহনীয় বোধ এবং গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারে না। শীত জনিত কম্পনান্তে উত্তাপাবির্ভাব,—বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে,—মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে,—আহারান্তে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—রক্তহীনতা বা মৃৎপাণ্ডুরোগে (পল্‌সেটিলা, সিঙ্কোনা, ফেরাম প্রভৃতি) তুলনীয় ; উদরমধ্যে কি যেন নড়িতেছে=এব্রাণ্ডো-মরি: ক্যাল্কে-ফস: ক্যানাব-স্যাটি: কন্‌ভ্যালে: ক্রোকাস ; কুকাবী: স্যাবাই: সল্‌ফ: থুয়া। শিরোবেদনা ও দৃষ্টি শক্তির বিকৃতি=আইরিস ; ক্যাল-বাই: এবং সামান্য আহার করিবামাত্র অরুচির উদর=লাই: নক্স ; সিপী: প্রুণাস ; হ্রুডো:।

বৃদ্ধি।—গৃহবহিঃস্থ বায়ুতে, শীতল জলে স্নানে ; উপবেশন বা শয়নে (ঋতুস্রাব)।

উপশম।—উষ্ণগৃহে, বাটী মধ্যে, পাদচারণকালে (আর্ত্তব স্রাব)।

সোদৃশ্য।—অ্যামন মিউর (আর্তববিকৃতি), বরাস (শ্বেত প্রদর), বসটক্স (অন্ত্রশূল); সিনেগা (দ্বিদশন),

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শক্তি পর্য্যন্ত (ডাঃ জার ৩০ শক্তির নিম্নক্রম ব্যবহার করিতেন না)।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—১৪ ২০ দিন।

সাইপৃপিডীয়াম-পিউবেসেন্স
(CYPRIPEDIUM PUBESCENS)

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—মস্তিষ্কের পীড়া, তাণ্ডব, আক্ষেপ, দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা মৃগী, মানসিক পীড়া স্নায়দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুশূল, শুক্র-ক্ষরণ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের অনিদ্রা রোগে উপকারিতার জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ,—শিশু রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গান্তে, মহানন্দে হাস্য ও ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে,—পুনশ্চ নিদ্রা যাইবার কোন লক্ষণই বা ইচ্ছা প্রকাশ করে না।" ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে এই অবস্থাটি কেবলমাত্র শিশুর মস্তিষ্কের বিকৃতির পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র। ডাঃ হেলের মতে, তাঁহাদের দেশে দীর্ঘকাল পীড়া বা চা পান বশতঃ অত্যন্ত যাঁহাদের স্নায়বীয় অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল রমণীগণ প্রায় ইহার শরণ লইয়া থাকেন। সুতরাং অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা বশতঃ স্নায়বীয় বিকৃতি ঘটিলে বা বহুব্যাপী-সর্দ্দি রোগান্তিক দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক অবসাদ দূরীকরণার্থ ইহা অত্যন্ত উপযোগী। অন্য রোগের প্রতিক্ষেপ জনিত অপস্মার রোগ বা আন্ত্রিক সান্নিপাতিক জ্বরাধিকারে দেহের কম্পন বা স্পন্দনাতিশয্য এবং হস্তপদাদির আনর্ত্তনেও ইহা বিশেষ উপকারী।

লক্ষণাবলী।

মন।—বহুভাষী বা বাচাল (অ্যাগার ক্যানাব-ইন্‌· সিমিসি কোকেইন্‌· ক্রোটেল্‌ জেল্‌সি গ্লোন্‌ হায়ো ল্যাকে ল্যাচন্থান্‌ ওপী প্যারিস্‌, পডো পাইরোজেন্‌· ষ্টিক্টা ষ্ট্রাম. থিরিড:), অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক (সিবীয়স-বং·)। যেন মনের উপর একটা ভার চাপা রহিয়াছে বা মহা ভাবনার ব্যাপার রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। সকল বিষয়েই প্রগাঢ় ঔদাস্য প্রদর্শন করে (অ্যাগার এপীস ওপী অ্যাসিড্‌-ফস:)। অধ্যয়ন বা

চিন্তা করিতে বা বর্ক্তৃতাদি মনযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে অক্ষম। ক্রোধপ্রবণ, খিটখিটে ও সকল বিষয়েই অসন্তোষ প্রদর্শন করে।

নিদ্রা।—অনিদ্রা, অনবরত কথা কহিতে ইচ্ছা; শয্যায় শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্ করে; হস্তনখাদি আনর্ত্তিত হইতে থাকে, গর্ভস্রাবান্তে উপর্য্যুপরি বহু রাত্রি যাবৎ এইরূপ অবস্থা। দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশু রাত্রে নিদ্রাভঙ্গান্তে অস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির সহিত ক্রীড়া কৌতুকে নিরত হয়, —পুনশ্চ নিদ্রা যাইবার লক্ষণ প্রকাশ করে না—(ইহা মস্তিষ্কের বিকৃতির পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাম্ব্রা বর্ষীয়া কালী ব্রোম: স্কুটেলারীযা, ভ্যালি:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ড্যামীয়ানা

DAMIANA

OR

(TURNERA APHRODISIACA)

নামান্তর।—টার্ণেরা।

প্রস্তুতি।—তাজা গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—ঋতুবন্ধ, বাধক; ক্লান্তি; ধ্বজভঙ্গ, শ্বেতপ্রদর, মাথাব্যথা, শুক্রক্ষরণ, বন্ধ্যাত্ব; মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

উপযোগিতা ও অভ্যাস।—ডাং হেলের মতে ইহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজক। পতন বশতঃ মেরুদণ্ডে আঘাত; অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবা, উপদংশ বা প্রমেহ, রজোরোধ, বাধক এবং প্রদর প্রভৃতি জনিত জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতায় ইহা অত্যন্ত উপকারী। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মূত্রবেগ-ধারণ শক্তি-রাহিত্য—দিবারাত্র অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গলন; স্বপ্ন দোষ বা অসাড়ে শুক্রক্ষরণ কিম্বা মূত্রস্থলীর মুখশায়িকা গ্রন্থি (Prostrate) হইতে অসাড়ে লালাবৎ রস স্রাব প্রভৃতিতেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক শিরার্দ্ধশূলেও ইহাদ্বারা যন্ত্রণার উপশম সাধিত হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্ণি (ক্লান্তি), বেলিস, সেবাল-সেকলেটা: কষ্টি. (ধ্বজভঙ্গ, প্রষ্টেটিক পীড়া); এপিফিগাস (শিরার্দ্ধশূল)।

শক্তি।—মূল আরক ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ড্যাফনী-ইণ্ডিকা

(DAPHNE INDICA).

প্রস্তুতি।— তাজা ছাল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—অন্ধত্ব, ক্ষীণদৃষ্টি, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি, জ্বর, পাকাশয় শূল, প্রমেহজনিত, বাত; কুষ্ঠ, পারদ ও উপদংশ ধাতু, শুক্রক্ষরণ, প্লীহা, অনিদ্রা, দন্তশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পেশী অস্থি ও ত্বকই ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থান, সুতরাং উপদংশ রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। এতজ্জনিত বেদনাদি স্থানপরিবর্ত্তনশীল এবং বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতবিস্তৃতিপ্রবণ। ইহাদ্বারা তাম্রকূট সেবনের অত্যধিক স্পৃহা হইয়া থাকে। গাত্রত্বক ঈষৎ চট্‌চটে ঘর্ম্মাক্ত, সন্ধ্যার সময় পায়ের উপর আরক্তিম উদ্ভেদ, জিহ্বার এক পার্শ্ব লেপাবৃত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, মুখ হইতে উষ্ণ লালা স্রাব। নিতম্ব দেশে শৈত্যানুভব, প্লীহাতে হঠাৎ সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা, সকল বেদনারই হঠাৎ প্রকাশশীলতা, নিশ্বাস, মূত্র, স্বেদ প্রভৃতি দেহ হইতে নির্গত পদার্থ মাত্রেই দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, হস্ত পদাদির শেষভাগ হইতে বেদনাদি হঠাৎ স্থানান্তরিত হওয়া—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলদেশ হইতে বেদনার হঠাৎ হৃৎপিণ্ডে আবির্ভাব—ইত্যাদি কয়েকটী ড্যাফনীর প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। ইহার আর একটী অসাধারণ লক্ষণ এই যে রোগী বোধ করে যেন তাহার মস্তক, বাহু, প্রভৃতি প্রত্যঙ্গের একটী দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি, মস্তক বোধ হয় যেন পরিপূর্ণ রহিয়াছে,—যেন মাথার খুলী ফাটিয়া যাইবে, বিশেষতঃ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে গেলে এইরূপ বোধ। মূর্দ্ধাদেশের অস্থি স্ফীতি, ঐ স্ফীতি এত কোমল যে উহা জলপূর্ণ বোধ হয় ও উহাতে রাত্রে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়, —এমন কি ঐ বেদনার জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এবং স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। মস্তকের বামপার্শ্বে অনমনীয় স্ফীতি,—যেন অস্থি মধ্যগত বোধ হয়। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে কর্কশতা অনুভব। চক্ষুমধ্যে বেদনা, যেন ঠেলিয়া শিরোমধ্যে প্রেরিত হইতেছে। চক্ষু প্রদাহযুক্ত ও আবিল—যেন অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়াছে (ক্রোকাস)। বোধ হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে একটা পাতলা ঝিল্লি ঝুলিতেছে (কষ্টি পল্‌সে র‍্যাটান.)।

মুখমণ্ডলাদি।—গণ্ডস্থলে, কর্ণের চতুর্দ্দিকে ও মূর্দ্ধাদেশে উত্তাপানুভব,—তৎসহ পুনঃ পুনঃ হাই তুলিবার ইচ্ছা। জিহ্বার একপার্শ্ব মাত্র লেপাবৃত (হ্রাস: লোবেলীয়া) এবং জিহ্বা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় (জেল্‌সি ক্যালী-ব্রোম্‌ প্লাম)। নিদ্রান্তে জিহ্বা

অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয় ;—যেন দগ্ধ হইয়াছে (ষ্ট্রেন:)। মুখ হইতে উষ্ণ লালাস্রাব। ধূম পান করিবার অত্যন্ত স্পৃহা (ইউজিনীয়া-য্যাম্বস্: ষ্ট্যাফি: থিরিড)।

পাকস্থলী।—মুখ দিয়া জল উঠে এবং অম্লাক্ত বমন (বোর: ক্যাল্কে: কষ্টি: ফেরাম: নক্স: ফস: ক্যাল্কে: কষ্টি: ব্রোম: পল্সে: সল্ফ;) ; প্রথম ভোজনান্তে বিবমিষা ও বমন (বোর্:) ; জলপানান্তে পেট বেদনা। প্রতিবার আহারান্তে, পাকাশয় মধ্যে জ্বালা এবং ত্বকক্ষয়বৎ বা হাজা অনুভব,—তৎসহ পুনঃ পুনঃ উদ্গার (ন্যাট-কার্ব· ওলী-য়্যান: সার্স)। প্লীহা প্রদেশে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা (আগনাস্ ক্যাস. আর্স: ক্যাপ্স: সিঙ্কো: ইগ. নক্স ; সল্ফ: সিয়ানোথাস্)। বাতজনিত বেদনা বিদ্যুৎ বেগে হস্ত পদাদি ত্যাগ করিয়া উদরে আবির্ভূত হয়।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ মূত্র ত্যাগ। প্রায়ই রাত্রে শয্যায় অসাড়ে মূত্র স্রাব (সিপী: অ্যামন্-কা: সাইলি: কার্ব্বো-ভে সিনা)। মূত্র—আবিল, গাঢ়, পীতাভ এবং পচা ডিম্বের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। তলানি ঈষৎ লালবর্ণ,—মূত্রাধারের গাত্রে লাগিয়া থাকে (লাই: ন্যাট-মিউ: পলসে: সিপী: ভ্যালি:)। প্রস্রাব কালে মূত্রনলামধ্যে ত্বক ক্ষয়বৎ বা হাজা অনুভব (বোভি: সিনাব্যা: নক্স-ভম:)।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্‌স্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডের হঠাৎ স্পন্দন তৎসহ বাম পার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা (অ্যাঙ্গাস: ন্যাট-কার্ব্ব: ন্যাট মিউ: নক্স ; পল্সে: ট্যাব্যাক্: ভায়োলা-ট্রাই:)। হৃদ্, প্রদেশে ছেদন বা বিদারণবৎ যন্ত্রণানুভব,—রোগী কম্পিত হইতে থাকে ও যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া যায়। রাত্রে শ্বাসরোধোপক্রম (অ্যাকো: আর্স. কার্ব্বো-ভেজি. ক্যামো: ডিজি: ক্যালী-কার্ব্ব: ক্যালী-ক্লে: ল্যাকে: নক্স ; পল্সে: স্যাম্বো সেনেগা , ষ্ট্যান্),—এবং রোগীর বোধ হয় যেন তাহার গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত এবং ধমনী সকল শোণিতপূর্ণ হইয়াছে (নিদ্রাবেশ হইবামাত্র শ্বাসরোধোপক্রম=জেল্‌সি: গ্রি্ণ্ড. ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান: ওপী: ক্লোরাম)।

প্রত্যঙ্গাদি।—রাত্রে শ্বাসরোধোপক্রম সহ রোগীর মনে হয় যেন মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন (যেন তাহর দেহ ও আত্মা পৃথক=অ্যানাক: থুযা) হইয়া গিয়াছে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলদেশে ব্যথাযুক্ত স্ফীতি,—ব্যথা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে হঠাৎ উদরে হৃৎপিণ্ডে প্রতিক্ষিপ্ত হয় (অ্যাসাফি: ল্যাক্টী: ম্যাঙ্গে: মিকাইটস ; নক্স মস ; ট্যাক্সাস ; প্লাম: কোল্‌চি: ক্যাকী-বাই পল্‌সে: হ্রুডো:)। দেহের স্থানে স্থানে তীব্র এবং দ্রুতবিস্তৃতি-প্রবণ বেদনা,—এক স্থান হইতে দ্রুতবেগে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয়,—শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়। প্রমেহস্রাব নিরোধ বশতঃ পেশী এবং অস্থিমধ্যে বাতবেদনা। অস্থিবিবন্ধন),—তৎসহ নিরন্তর তীক্ষ্ণ বেদনা। রোগী শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয় বা ভালবাসে (আর্স: ব্যারাই. ক্যালেড: ক্যামো: ক্রিম্: সাইক্ল্যাম ফের: অ্যাসিড-নাই: নক্স ; পল্‌সে: ষ্ট্যাফাই: হ্রাস-র‍্যাড: অ্যান্ট-টার্ট:)। উরুদেশে বেদনা,—পাদচারণকালে বৃদ্ধি হয় (ব্রাই: পল্‌সে:)।

বৃদ্ধি।—নির্ম্মল বায়ুতে, কৃষ্ণ পক্ষে, প্রাতে, সন্ধ্যার সময়, শয্যায় শয়ন কালে, ধূমপানে (মূত্রস্থলীর মুখশায়িকা হইতে রসস্রাব), শয্যার উত্তাপে, শীতল বায়ুতে, স্পর্শ করিলে এবং চাপ্ দিলে। শয়ন করিলে সন্ধিবাতের বৃদ্ধি হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—(প্রমেহ প্রতিক্ষেপ জনিত পীড়াদিতে)—থুয়া; মিডহ্রাইন। (যেন তাহার মস্তক চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে)—ব্যাপ: ষ্ট্রাম। (স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা) ল্যাক্টীউকা, ম্যাঙ্গে কালী-বাই· পল্‌সে: ট্যাক্সাস্:। (রাত্রিতে শ্বাসরোধোপক্রম) অ্যাকো: আর্স্: ক্যামো ডিজি ক্যালী-ক্লো. ল্যাকে স্যাম্বী: জেল্‌সি গ্রিণ্ডি: ক্লোরাম্; ল্যাকে: ল্যাক্‌-কান্: ওপী।

শক্তি।—১ম শততমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ডিজিটেলিনাম্

(DIGITALINUM)

প্রস্তুতি।—ডিজিটেলিস্ ঔষধের সার ভাগ—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হাঁপানি, অতিসার, শুক্রক্ষরণ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন; স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, দৃষ্টি বিভ্রম ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডিজিটেলিসের ন্যায় ইহারও প্রধান লীলা-ভূমি হৃৎপিণ্ড। হৃদ্‌রোগে ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ—যেন হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া গেল এইরূপ অনুভব। ডাঃ হেল বলেন যেখানে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকার বশতঃ অবসাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সেই ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত উপযোগী এবং ফলপ্রদ। পক্ষাঘাত জনিত দৈহিক অবসন্নতা, অসাড়তা এবং প্রত্যঙ্গাদির ঈষৎ স্পন্দনশীল ভাব ইহার কয়েকটী প্রকৃতিগত লক্ষণ। রোগী এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে তাহার দেহের একটী পেশীও সঞ্চালিত করিবার ক্ষমতা থাকে না। ইহা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের গতি বিলম্বিত বা দ্রুত ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। বিবমিষা, উদরাময়, ডিম্বমধ্যস্থিত পীতবর্ণ লালার ন্যায় পদার্থ বমন, কম্প, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্যতা বা অবসাদ বোধ, লোমহর্ষণ, ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত এবং চট্‌চটে গাত্রত্বক, চক্ষু ও নাসিকার চৈতন্যাধিক্য, ললাটদেশীয় শিরোবেদনা, চাক্‌চিক্যময় দৃষ্টি, অরুচি, আন্ত্রিক আধ্মান, অন্ত্রকূজন, পুনঃ পুনঃ উদ্গার, অপর্য্যাপ্ত মূত্র স্রাব, অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ, সন্ধ্যাকালে উত্তাপ আবির্ভাব এবং তৃষ্ণারাহিত্য, পাদচারণকালে ভূমি সরিয়া যাইতেছে বা নামিয়া যাইতেছে ইত্যাকার অনুমিতি এবং নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ রেতঃ-স্খলন প্রভৃতি ডিজিটেলিনের নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে (ডাঃ ক্লার্ক)।

লক্ষণাবলী।

মন।—কোন বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে পারে না (ইথীউ. অ্যাভেনা-স্যাট্: ল্যাক্ ক্যান্ অ্যাসিড ফস্ স্কুটেল্) কিম্বা যাহা পাঠ করে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম (অ্যাগ-ক্যাস্: লাই: অ্যাসিড-ফস্· সিপী:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—অস্থির দৃষ্টি,—দূরস্থিত বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারে না (দূরের বস্তু নিকট বোধ হয়=আানাক্: নিকোল্: ষ্ট্যান্: সল্ফ:) ; সকল বস্তুই বোধ হয় যেন বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে ঘুরিতেছে,—চক্ষু মুদিত করিলে উপশম হয়। শিরঃ-পীড়া,—প্রাতে আরম্ভ, অপরাহ্ণে বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যাকালে প্রচণ্ড শিরার্দ্ধশূলে পরিণত হয় (স্যাঙ্গি উইনেরীয়া, সাইলিশীয়া: স্পাইজিলীয়া দেখ)। মূর্দ্ধাদেশ বা শিরোপশ্চাৎ বোধ হয় যেন উচ্চ হইয়া উঠিতেছে।

চক্ষু।—বোধ হয় যেন চক্ষুদ্বয় ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছে এবং কোটর হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে (ল্যাক্টীউ: কমোক্ল্যাডিয়া: অ্যামিল্: লাইকোপ: প্যাসিফ্লো: ফস্: স্পঞ্জী:),—অক্ষিগোলকের বহির্গমন আয়োড: স্পঞ্জীয়া, থাইরইড্)। নানাপ্রকার ভ্রমদর্শন। উড্ডীয়মান রেণুবৎ পদার্থ অর্থাৎ দৃষ্টিপথে বোধ হয় যেন ধূলিকণা বা কাল বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে (সিঙ্কো: কুবাবী. ল্যাক্টীউ: অ্যাসিড নাই: নক্স ; ফস্: থুজা)। সন্ধ্যাকালে দৃষ্টিক্ষেত্রের কিয়দংশ বোধ হয় যেন মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে। চাক্চিক্য দর্শন,—যেন দৃষ্টি সম্মুখে "চকমক" করিতেছে। দৃষ্টিপথে বৃত্ত সকল উড়িয়া বেড়ায় (নাইট্রাম ; ষ্ট্রন্;—প্রজ্জ্বলিত বৃত্ত=পল্‌সে:)। গৃহমধ্যস্থিত সকল বস্তুই বোধ হয় যেন একটী অন্যটীর সহিত মিলিত হইয়া যাইতেছে। দীপশিখার চতুর্দ্দিকে এক প্রকার মণ্ডল বা শোভা (halo) দৃষ্ট হয় (অ্যালীউ: অ্যানাক্ বেল্: ল্যাকে: ম্যাগ মিউ: নাইট্রাম, ফস্ রীউটা ; সিপী: ষ্ট্যান্: ষ্টাফাই: =নীলবর্ণ=ল্যাকে:=হরিদ্বর্ণ=ফস্ সিপী: লালবর্ণ=রীউটা: নানাবর্ণের=নাইট্রাম্ ; সকল বস্তুই পীতবর্ণ প্রতীয়মান হয় (ক্যাম্ফা: স্যান্টোনিন: ডিজি:)।

পাকস্থলী।—নিদ্রাভঙ্গান্তে অত্যধিক ক্ষুধার্ত্ততা। জলপান করিলেই বিবমিষা ও বমন বৃদ্ধি হয় (আর্স: বিস্মাথ ; ব্রাই), প্রবল বমন,—ডিম্বমধ্যস্থিত পীত অংশের ন্যায়,—তৎসহ চক্ষুতে উজ্জ্বল আলোকে এবং নাসিকাতে সুগন্ধাদিতে ক্লেশ বোধ। পাকাশয় মধ্যে শূন্যতা এবং অবসন্নতানুভূতি (ক্রোটন্ ডায়াডেমা. ল্যাক্টা: ম্যাগ কার্ব: লাই: স্যাবাড: সল্ফ: অ্যাণ্ট-টার্ট: টিউক্রি: ভেরেট্:—আহারের পূর্ব্বে=সল্ফ:—আহারান্তে=ডিজি:)। পাক-স্থলী পরিপূর্ণ বোধ, বিবমিসা এবং যেন ভুক্ত দ্রব্যাদি পুনঃ পুনঃ গলায় উঠিতেছে।

অন্ত্রাশয়।—প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে পুনঃ পুনঃ ভূরি পরিমাণ বায়ু নির্গমনান্তে তীব্র পেট-কাম্ড়ানীসহ গাঢ় আঠাবৎ মল নিঃসরণ। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ন্যায় তীব্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। কোমর হইতে তলপেট পর্য্যন্ত প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা—যেন রজঃপ্রকাশের উপক্রম (অ্যাসাফি: ক্যামো: সাইনা ; আয়োড: ক্যালী-কার্ব: ক্রিয়ো: ন্যাট-মিউ: পল্‌সে: অ্যাসিড-সল্ফ:)। উদরাময় বা তরল মলত্যাগ কিম্বা উদরাময় না থাকিলেও কোমল থস্থসে মলত্যাগ।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড।—বক্ষমধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা,—সূচীবেধবৎ বা সাঁটিয়া ধরে (আর্স: কোনা: আয়োড: ক্যাক্ট: ইপিক্: ল্যাকে: ল্যাক্টী: লরো: লোবেল্: মস্ক্: নক্স: ; ওলী-অন: ওপী: ফস্: থ্রাস্ ; স্পাই: ষ্ট্যান্ ট্যাবাক্: ভেরেট্:)। বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে এবং

বক্ষদেশের নিম্নে স্নায়্বাশ্রিত বেদনা,—কেবলমাত্র দেহ সঞ্চালনে। বাম পৃষ্ঠফলক হইতে সম্মুখ দিকে হৃদূর্দ্ধ প্রদেশে পর্য্যন্ত যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা,—দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসে বৃদ্ধি। বামবক্ষে স্তন ও কক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা,—সন্ধ্যাকালে শয়িত অবস্থায় বা বামপার্শ্বে শয়ন করিলে। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া গেল (যেন নড়িলে হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে=জেল্সি:)। বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে প্রবল হৃৎকম্প [অ্যাঙ্গাস্: ব্যারাই: ব্রোম্: ন্যাট্-কাব: ন্যাট্-মিউ: পল্সে: ট্যাব্যাক্:]। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উচ্ছৃঙ্খল ও বিষম। নাড়ী—বিলম্বিত, বিষম, সবিরাম বা মধ্যবিলোপী, উল্লম্ফনশীল; কখনও বা অতি ত্রস্ত গতি, হৃৎপিণ্ডের গতির অনুরূপ নহে,—ক্ষীণ, সূত্রবৎ, প্রায় স্পর্শ জ্ঞানাতীত কিন্তু হৃৎপিণ্ডের গতি প্রবল এবং তাড়নীর ন্যায় আঘাত করিতেছে। (ডাঃ জার বলেন যে "ডিজিটেলিসের মুখ্য ক্রিয়ানুসারে দ্রুততব হৃদ্বেগ সহযোগে নাড়ীর গতি অতি ধীর এবং বিলম্বিত",—ডিজিটেলিনামেও সেইটী বজায় থাকে)।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত পদাদি ঈষৎ কম্পান্বিত,—ইচ্ছানুযায়িক কার্য্যকরণে অক্ষম; ভারযুক্ত—যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত; বিশ্রামকালে বেদনার বৃদ্ধি। উরুদেশে জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে খালধরা। নিদ্রাভঙ্গান্তে বোধ হয় যেন পদতলের ভূমি নামিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধি।—বামপার্শ্বে শয়নে, বিশ্রাম কালে, জলাদি পানান্তে, নিদ্রাভঙ্গান্তে।

উপশম।—আহারান্তে, এবং নিম্মল বায়ুতে পাদচাবণকালে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ডিজিটেলিস্: কোণায়াম্; কোকেইন্: জেলসিমীয়াম্: ট্যাব্যাকাম; ক্র্যাটিগাস্; গ্র্যাটিয়োলা।

শক্তি।—২য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচুর্ণ।

ডিজিটেলিস্ পার্পিউরিয়া

(DIGITALIS PURPUREA).

নামান্তর।—ফক্সগ্লোভ্।

প্রস্তুতি।—গাছটী দুই বৎসরের হইলে, উহার পাতা লইয়া মূল আরক প্রস্তুত করিতে হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অন্ধত্ব; হৃৎশূল; হাঁপানি; মূত্রগ্রন্থির পীড়া; নীলিমারোগ; মদাতায়; শোথ; জ্বর; প্রমেহ; মাথাব্যথা; হৃৎপিণ্ডের বিবিধপীড়া; কোরণ্ড; মস্তিষ্কোদক পীড়া; ধ্বজভঙ্গ; কামলা; ফুস্ফুসের প্রদাহ; স্মৃতিশক্তির লোপ; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ, উলটামুদা রোগ; মূত্রস্থলীর মুখশায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধি; লালাস্রাব; শুক্রক্ষরণ, দন্তশূল; মূত্রবিকৃতি; দৃষ্টিলোপ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বয়ঃসন্ধিকালে উত্তাপাবির্ভাবান্তে অত্যন্ত স্নায়বীয় অবসাদ এবং বিষম সবিরাম নাড়ী, দেহ সঞ্চালন মাত্রে বৃদ্ধি। (২) রোগীর বোধ হয় যেন সে নড়িলেই তাহার হৃৎপিণ্ডের গতি স্থির হইয়া যাইবে (কোকেইন্—সে নড়িলে তাহার হৃৎপিণ্ডের গতি স্থির হইয়া যাইবে=জেল্সি:)। মূর্চ্ছোপক্রম, বা পাকস্থলী মধ্যে শূন্যতানুভব,—অত্যধিক অবসাদ, রোগী মনে করে যেন তাহার মৃত্যু আসন্ন। (৩) মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্ককের ক্রিয়া নিরোধ, মূত্রের সহিত লালবর্ণ রেণু নির্গত হয়,—প্রস্রাবকালে ভয়ানক যন্ত্রণা এবং জ্বালানুভব। রাত্রিতে প্রায়ই অসাড়ে রেতঃস্খলন এবং রমণান্তে জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা। (৪) হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক দৌর্ব্বল্য,—কথা কহিতে কষ্ট হয় (ষ্ট্যান্:); শ্বাসপ্রশ্বাস বিষম, কষ্টজনক এবং দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় (৫) শয়িত অবস্থায় বা বিশ্রাম কালে নাড়ী বিষমগতি এবং ক্ষীণ। সামান্য কারণে প্রায়ই হস্তের অঙ্গুলি অসাড় হইয়া যায়, এমন কি পুস্তক ধরিয়া থাকিলেও। (৭) শূন্য কাসি,—গ্রীবাদেশীয় ধমনির দপ্‌দপানি উৎপন্ন করে। (৮) আরক্ত-জ্বরান্তিক বা লালা মেহের পর শোথ তৎসহ মূত্র রোধ এবং হৃৎপিণ্ডের রোগ ও মূর্চ্ছা (জরায়ুপ্রদেশে ব্যথা সংযুক্ত হইলে=কন্ভ্যালেরীয়া); রোগীকে তুলিয়া বসাইবার সময় বা তুলিবার সময় ভ্রমী হইয়া মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা হয়। (৯) মুখমণ্ডল রক্তহীন,—মৃত ব্যক্তির ন্যায়; গাত্রত্বক্, অক্ষিপুট, ওষ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি সমস্ত নীলবর্ণ। (১০) যকৃতের অত্যধিক বিবৰ্দ্ধন বশতঃ পাণ্ডু রোগ বা ন্যাবা। (১১) উদরাময় (যকৃৎ বিকৃতি সহ),—মল ফ্যাকাশে, পাংশু বর্ণ (হিপ্: আয়োড্:); অতি বিলম্বে নির্গত হয় এবং চা-খড়ির ন্যায় (বেল্: পডো:); প্রায় শ্বেতবর্ণ (ক্যাল্কে: সিঙ্কো:); সরু গোল ও লম্বা; অজ্ঞাতসারে স্রাব। (১২) চক্ষু, কর্ণ, ওষ্ঠ এবং জিহ্বাতে শিরা সকল স্ফীত হইয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই কয়েকটী ডিজিটেলিসের প্রধান নির্ণায়ক ও সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণরূপে পরিগণিত।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিমর্ষ চিত্ত, রোদনপরায়ণ এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাশীল, বেশী কথা কহিতে অনিচ্ছুক এবং অত্যন্ত অলস। চৈতন্য বা অনুভব শক্তির স্তব্ধতা। ক্ষীণত শ্রবণে বিষাদ উপস্থিত হয় (অ্যাকো: ন্যাট-কার্ব: স্যাবাই: থুয়া)। মানসিক আবেগ মাত্রে উদরোদ্ধ প্রদেশে অবসন্নতা আনয়ন করে (ফস্: মেজের: ক্যালী-কার্ব: ক্যাল্কে:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—পাদচারণকালে বা অশ্বারোহণ ভ্রমণ কালে, কম্পন এবং তৎসহ ধীরগতি নাড়ী। উপাধানে মাথা গুঁজিতে থাকে এবং মাথার কেশ উৎপাটন করে। মধ্যে মধ্যে ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠে। কোনরূপ শীতল পানীয় বা কুল্‌পী বরফ পান করিলে ললাটদেশে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং ঐ বেদনা নাসাগ্র পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। মস্তক অবনত করিলে বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক সম্মুখ দিকে সরিয়া আসিল। শিরোমধ্যে যেন তরঙ্গ প্রবাহ হইতেছে;—যেন মস্তিষ্ক জলপূর্ণ এইরূপ অনুভব। (হিপ: সাইক্ল্যাম্:) মস্তিষ্কোদক রোগাধিকারে বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক মধ্যে জলের তরঙ্গ মস্তকের অস্থিফলকে আসিয়া আঘাত

করিতেছে,—দাঁড়াইলে, কথা কহিলে, মাথা নাড়িলে বা পশ্চাৎ দিকে হেলাইলে বৃদ্ধি হয় এবং শয়ন করিলে বা সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিয়া রাখিলে উপশম হয়। দিবা-নিদ্রাকালে মস্তক মধ্যে "ফড়্ ফড়্" শব্দ। মস্তক অত্যন্ত ভারবোধ হয় এবং পশ্চাদ্দিকে পড়িবার উপক্রম হয়।

চক্ষু।—চক্ষু এবং অক্ষিপুট আরক্তিম এবং স্ফীত; বোধ হয় যেন চক্ষু মধ্যে ধূলিকণা পতিত হইয়াছে। চক্ষু হইতে জ্বালাজনক অশ্রু নির্গলিত হয়, এবং উজ্জ্বল আলোকে বা ঠাণ্ডা বায়ুতে বৃদ্ধি (বোর বাইঃ কাল্কেঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ ক্যামোঃ সাইকিউটা; ক্রোক্ঃ ইউফ্রেঃ অ্যালীয়াম্-সিপাঃ ক্যালী কাবঃ মাক্ পল্সেঃ হাস্, ষ্টাফাইঃ সল্ফঃ)। দৃষ্টির অস্পষ্টতা,—যেন নীহার মধ্য দিয়া দর্শন করিতেছে (বেল্ঃ ক্যালকে সাইক্লাঃ ইগ্নেন্ ইগ্নেঃ মার্কঃ প্লাম্ঃ)। বস্তু সকল কখনও হরিদ্বর্ণ এবং কখনও পীতবর্ণ দেখায় (হরিদ্বর্ণ = সিপীঃ ষ্ট্রন্ঃ—পীতবর্ণ = ক্যাম্ফাঃ স্যাণ্টোনিন্ঃ কুরারীঃ ডিজিটেলিন্)।

মুখমণ্ডল।— মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায় নীলবর্ণ এবং রক্তহীন, ওষ্ঠ জিহ্বা এবং অক্ষিপুট সকলই নীলিমাময়, নীল পাণ্ডুরোগ (Cyanosis)।

পাকস্থলী।—মুখের স্বাদ মিষ্ট, বিশেষতঃ ধূমপানান্তে। রুটী তিক্ত বোধ হয়। জিহ্বা পরিষ্কার থাকিলেও অরুচি। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং নিরবচ্ছিন্ন তৃষ্ণা; অম্লাক্ত পানীয় পানাকাঙ্ক্ষা (বোর্ঃ ব্রাই. ফেব্ঃ পল্সে), ভুক্ত দ্রব্যাদি উদ্গারের সহিত গলমধ্যে উত্থিত হয় (ফেরাম্ঃ ফস্ঃ)। পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত অবসন্নতা ও শূন্যতানুভূতি, রোগী উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে, এবং তাহার মৃত্যু আসন্ন এইরূপ বোধ করে। বিবমিষা ও বমন,—প্রাতে অজীর্ণ দ্রব্যাদি বা হরিদ্বর্ণ জলীয় পদার্থ; শ্লেষ্মা, ভুক্ত দ্রব্যাদি বা পিত্ত বমন। পাকস্থলী হইতে অন্ননলী পর্য্যন্ত জ্বালা করে, নিরবচ্ছিন্ন বিবমিষা, রোগীর বোধ হয় সে মারা যাইবে, বমন করিলেও উপশম হয় না। আহার্য্য দ্রব্যাদির ঘ্রাণে বা দর্শনে পর্য্যন্ত বিবমিষার উদ্রেক হয় (কোল্চি.)। রোগীর দেহ সঞ্চালনে বমন উদ্রেক হয় ও অবসন্নতা বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়।—অত্যধিক যকৃৎ বিবর্দ্ধন বশতঃ ন্যাবা বা পাণ্ডুরোগে (চেলিডঃ চায়নাঃ; মার্ক্ঃ); যকৃৎ প্রদেশে স্পর্শাসহনীয়তা এবং নিষ্পেষণবৎ বেদনা। উদরী এবং শোথ।

মল।—মল অত্যন্ত ফ্যাকাশে, বা পাশুটে মলনিঃসরণে বিলম্ব,—চা-খড়ীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট (চেলিডঃ পডোঃ হিপ্ঃ আয়োড); মল প্রায় শ্বেতবর্ণ (চায়না, ক্যাল্কে.), অজ্ঞাতসারে নির্গমন-শীল। জলবৎ উদরাময় এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা।

প্রস্রাব।—বৃক্কের ক্রিয়া বোধ; প্রস্রাবের সহিত লালবর্ণ রেণু নির্গত হয়। মূত্রনলী মধ্যে আকর্ষণ ও চাপবৎ বেদনা, মূত্র নির্গত হইলেও উপশম হয় না। মূত্রস্থলীর গ্রীবার প্রদাহাধিকারে দুদ্দমনীয় প্রস্রাব বেগ,—কয়েক বিন্দু মূত্র নির্গত হইলেই বেগ হ্রাসের পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; রোগী বেড়াইতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে; এতৎসহ মলান্ত্রের খালধরা লক্ষণ থাকে। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হয়। মূত্র উষ্ণ, জ্বালাজনক এবং পরিমাণে অতি অল্প। শয়িতাবস্থায় থাকিলে দীর্ঘকাল প্রস্রাব-বেগ ধারণ করিতে সক্ষম হয়। প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে মূত্রনলী মধ্যে ছেদনবৎ যন্ত্রণা।

জননেন্দ্রিয়।—একশিরা,—বাম পার্শ্বগত, মুষ্ক জলপূর্ণ থলীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অণ্ডকোষে আঘাত জনিতবৎ বেদনা, এবং স্ফীতি। প্রমেহ,—লিঙ্গমুণ্ডাবরক্ স্ফীত ও অসঙ্কোচনীয়, রস পরিপূর্ণ; মুদা; রমণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল,—পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গমঃএব রেতঃস্খলন। লিঙ্গাদি শোথযুক্ত এবং স্ফীত। রমণীদিগের মদনোন্মাদ। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব। ঋতুর পূর্ব্বে কোমরে ও তলপেটে বেদনানুভব।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্কগভ,—গলমধ্যে কর্কশতা এবং ত্বকক্ষয়বৎ বা হাজা অনুভব বশতঃ কাসি (কষ্টি· কোণা: গ্র্যাফ্: ক্যালী-আয়োড্ লরে: ক্যাল্মীয়া, ম্যাঙ্গ্যা: নক্স্; ষ্ট্রন্: পল্সে:), —কেবল মাত্র সন্ধ্যাকালে, পীতবর্ণ মণ্ডবৎ এবং মিষ্ট স্বাদযুক্ত গয়ার উঠে (পীতবর্ণ=ক্যাল্কে: ল্যাকে; লাই, অ্যাসিড্-নাই: ফস্: পল্সে: সিপী: স্পঞ্জী: ষ্ট্যান্ ষ্ট্যাফাই. অ্যাসিড্-সল্ফ: থূযা; —মণ্ডবৎ=আর্জেন্ট: বোভি: ক্যানাব্: ক্যামো: ব্যারাই: সিঙ্কো: চিনিন্-সাল্ফ্: ফের্: লরো—মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট=ফের্: ফস্ প্লাম্: পল্সে: হ্রাস্; সিপী. স্কীলা, ষ্ট্যান্:)। কণ্ঠনলী মধ্যে বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে, অল্প কাসিলেই বিযুক্ত হইয়া উঠিয়া আইসে। কথা কহিলে (অ্যানাক্. ব্যারাই ল্যাকে: ম্যাঙ্গ্যা: অ্যাসিড-মিউ: মিফাই: মার্ক: ন্যাট্-মিউ: ষ্ট্যান্:), পাদচারণে (ফের্: হিপ্: ল্যাকে: ন্যাট্-মি: ষ্ট্রন্:) কোন শীতল জিনিস পান করিলে (অ্যামন্-মিউ: কার্বো-ভেজি: সিলি স্কীলা) কাসির উদ্রেক হয়। সম্মুখ দিকে দেহ অবনত করিলেও কাসির উদ্রেক হয় (হ্রাস্: সেনেগা)। কাসিলে কৃষ্ণাভ শোণিতাক্ত কফ নির্গত হয় (আর্স: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: ফের্: হিপ্: ল্যাকে.)। রাত্রিতে শয়ন কালে এবং দিবাভাগে পাদচারণ বা উপবেশন কালে শ্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত ব্যাঘাত বোধ (শয়ন কালে ব্যাঘাত= আর্স্: ল্যাকে: ফেল্যান্: ফস্: স্যাম্বী:, পাদচারণ কালে=অ্যাগার্: কার্ব্বো-ভেজি: কোণা: গ্র্যানেট্: নক্স্; ফেল্যান্: হ্রাস্: ষ্ট্যান্: ষ্ট্রন্, উপবিষ্টাবস্থায়=অ্যালীউ: ইউফ্রে: ড্রোসে: ল্যাকে: ফস্: স্যাম্বী: ভেরেট্:—চিৎ হইয়া শুইলে=ওলী-অ্যান্: ফস্: সিপী: মাথা নীচু করিয়া শুইলে=চায়না, কোল্চি: হিপ্: নাইট্রাম্; পল্সে·—পার্শ্বে শুইলে=কার্ব্বো-অ্যান্.পল্সে:—শয়ন করিলে শ্বাসকষ্টের উপশম=আয়োড্. সোরাইন্)। হেঁট হইয়া বসিলে বক্ষঃস্থলে সঙ্কোচনবৎ বেদনা (হ্রাস্:)। বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ,—কথা কহিতেও কষ্ট হয় (ষ্ট্যান্:)।

হৃৎপিণ্ড।—হঠাৎ বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ডের গতি স্থির হইয়া গেল,—তৎসহ অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ ও অস্বাচ্ছন্দ্য; আহারান্তে রোগী শ্বাস নিরুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়; রোগী স্থির হইয়া থাকে, কারণ তাহার বোধ হয় যেন সে ঈষৎ মাত্র নড়িলেই তাহার হৃৎপিণ্ডের গতি স্থির হইয়া যাইবে (কোকেইন্—না নড়িলে স্থির হইয়া যাইবে এইরূপ অনুভূতি=জেল্সি:)। ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালিত করিলেই ভয়ঙ্কর হৃদ্স্পন্দন উপস্থিত হয় (আয়োড্: ভয়ঙ্কর হৃদ্স্পন্দন, —বিশেষতঃ রাত্রে এবং শয়নকালে=আর্স:—উদ্ধমুখে শয়ন করিয়া স্থির হইয়া থাকিলে উপশম=আয়োড:—বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি=ক্যাক্ট্: লাই:)। হৃৎপিণ্ড মধ্যে পুনঃ পুনঃ সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব (কষ্টি: ইগ্নে: স্পাইজি—হৃৎপিণ্ড মধ্যে পুনঃ পুনঃ সজ্ঘাত বোধ= কোণা: নক্স্; হৃৎপিণ্ড পুনঃ পুনঃ আনর্ত্তিত হয়=অ্যাসিড্-ফ্লু:—হৃদ্প্রদেশে জ্বালানুভূতি=

ক্যালী-কার্ব: হৃদ্‌প্রদেশে শৈত্যানুভূতি=ন্যাট্-মিউ:)। দুই এক পদ সোপান আরোহণ করিতে গেলেই হৃদ্‌স্পন্দন আরম্ভ হয় (অ্যাস্পাবেগ্: বেল্: সল্‌ফ্)। হৃদ্‌স্পন্দন সহ নিরন্তর বেদনা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতি,—ঈষন্মাত্র আয়াসে বা মানসিক উদ্বেগ বশতঃ বৃদ্ধি হয়; হৃদ্‌স্পন্দন কালে অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ হয়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং মূর্চ্ছোপক্রম হইয়া থাকে ও রোগীর মনে হয় তাহার মৃত্যু আসন্ন; তাহার মাথা ঘুরিতে এবং কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ হইতে থাকে,—বাম স্কন্ধে ও বাম হস্তে সুতীক্ষ্ণ বেদনা বোধ এবং হস্ত ও হস্তের অঙ্গুলি সকল ঈষৎ স্ফুরিত হয়। হৃৎপিণ্ড এত দুর্ব্বল যে শয্যায় উঠিয়া বসিতে গেলে বা তুলিয়া বসাইতে চেষ্টা করিলে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও ধীরগতি; মধ্যলোপী বা সবিরাম, প্রতি তৃতীয় পঞ্চম বা সপ্তম আঘাত বিলুপ্ত হইয়া যায়।

প্রত্যঙ্গাদি।—এক হস্ত উষ্ণ এবং অন্যটী শীতল (সিঙ্কো: ইপিক: পল্‌স: এক হস্ত অগ্নিবৎ উত্তপ্ত এবং ফ্যাকাশে, অন্য হস্ত শীতল ও আরক্তিম=মস্কাস:—এক পা শীতল অন্য পা উষ্ণ=চেলিড: লাই.)। বাম হস্ত ভার বোধ হয়,—যেন পক্ষাঘাত জনিত অসাড়তা (দক্ষিণ হস্ত=কষ্টি:—উভয় হস্ত= ড্যাল্‌ক্যা: ন্যাট-মিউ:)। নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত দুর্ব্বল। জানু শোথ যুক্ত। দিবাভাগে নিম্নপদ স্ফীত থাকে রাত্রিতে কমিয়া যায়; সার্ব্বাঙ্গিক শোথ লালমূত্র (Albuminuria) বা আরক্ত জ্বরান্তে আবির্ভূত হয়,—তৎসহ মূত্র রোধ; দেহের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় যন্ত্রাদিই শোথ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে,—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগ (organic lesions) সংযুক্ত হইলে মূর্চ্ছাপ্রবণতা থাকে (জরায়ু প্রদেশে ব্যথা বোধ সংযোগে=কন্‌ভ্যা:)। সামান্য কারণে এবং প্রায়ই হস্তের অঙ্গুলি সকল অসাড় হইয়া যায়।

ত্বক।—মুখমণ্ডল নীলিমান্বিত,—নীলাভা সহ লালবর্ণ,—মৃত ব্যক্তির ন্যায়। অক্ষিপুট ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং সমগ্র দেহ নীলিমান্বিত। নীল-পাণ্ডুরোগ,—ওষ্ঠ, কর্ণ, অক্ষিপুট এবং জিহ্বার উপরিস্থিত নীলবর্ণ শিরাসকল স্ফীত এবং স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যকৃতের অত্যধিক বিবর্দ্ধন জনিত কামলা বা ন্যাবা,—তৎসহ সামান্য কারণে বমন।

জ্বর।—নাড়ী ধীরগতি ও বিষম (পুষ্ট এবং দ্রুতগতি=অ্যাকো: বেল:) সামান্য দেহ সঞ্চালনে নাড়ীর এই ধীরতা দ্রুতগতিতে পরিণত হয়। আভ্যন্তরিক শীতার্ত্ততা ও বাহ্যতঃ উত্তাপ বোধ (ক্যা্‌কে-কার্ব্ব: বাহ্যতঃ শৈত্য এবং অভ্যন্তরীণ উত্তাপ বা তদ্বিপরীত অবস্থা= ইগ্নে-)। হঠাৎ উত্তাপাবির্ভাবান্তে অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ। রাত্রে পর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম,—ঘর্ম্ম শীতল ও চট্‌চটে। শীতাবস্থার পরই ঘর্ম্মোদ্গম হয়,— উত্তাপাবস্থা প্রকাশ হয় না।

বৃদ্ধি।—রাত্রে বা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে, আহারান্তে; দেহ সঞ্চালনে; শয্যায় তুলিয়া বসাইতে গেলে, ঠাণ্ডা বায়ুতে, ঠাণ্ডা পানীয় পানে, শীতল আহার্য্য দ্রব্যাদি ভক্ষণে এবং সঙ্গীত শ্রবণে।

উপশম।—যখন পেট খালি থাকে এবং নির্ম্মল বায়ুতে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—প্রতিবিষ=ক্যাম্ফোরা; সার্পেণ্টেরীয়া, উদ্ভিদাম্ল। সিঙ্কোনা

পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহার হইতে পারে না, কারণ সিঙ্কোনা ডিজিটেলিসের মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি করে।

তুলনীয়।—অ্যাকো: (উৎকণ্ঠা) ; অ্যাপোসাইনাম ; ক্যাল্মীয়া ; ল্যাকেসিস (নিদ্রা) লোবেলীয়া ; লাইকোপাস, ক্র্যাটিগাস (হৃৎপিণ্ড) ন্যাট-মিউ· (নাড়ী) স্পাইজি: (ভয়ঙ্কর বিবমিষা), সল্ফ (প্রমেহ) ; অ্যান্ট-টার্ট (বিবমিষা) ট্যাবাকাম (ভেরেট: শীতল স্বেদ এবং বমন) ; সল্ফ (জননেন্দ্রিয়)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ৫০ দিন।

ডায়োস্কোরীয়া-ভিলোসা

(DIOSCOREA VILLOSA).

নামান্তর।—কলিকরুট্।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়, ইহার সারাংশ "ডায়োস্কোরিণ" 'বচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—তলপেট ফুলা ; হৃৎশূল ; বিসূচিকাবৎ উদরাময় ; তাণ্ডব, সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধ, শূল ; কাস ; খালধরা ; রক্তামাশয় ; আমাশয় ; বাধক ; অজীর্ণতা ; আধ্মান ; অর্শ ; মাথাব্যথা , পায়ে ব্যথা ; যকৃতের পীড়া ; কটীশূল ; স্নায়ুশূল ; কর্ণমূল ; মূত্ররেণুজনিত বেদনা ; বাত , গৃধ্রসী : শুক্রক্ষরণ ; আঙ্গুলহাড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল বৃদ্ধ বা যুবা ব্যক্তি মন্দাগ্নি বশতঃ নানাপ্রকার রোগ ভোগ করিয়া থাকে এবং আহারান্তে যাহাদের উদর আধ্মানযুক্ত হয়, বিশেষতঃ যাহারা চা পান জনিত অন্ত্রশূলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, ডায়োস্কোরীয়া তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। এতজ্জনিত অন্ত্রশূলের প্রকৃতি এইরূপ :—তলপেটে এবং নাভি প্রদেশে মুচড়ানর ন্যায়, সমকাল ব্যবধানান্তর আবির্ভাবশীল বেদনা,—বোধ হয় যেন কোন মহাশক্তিমান্ পুরুষ রোগীর অন্ত্রাদি তাহার মুষ্টিমধ্যে ধারণ পূর্ব্বক মহাবলের সহিত মুচড়াইতেছে। এই বেদনা সম্মুখ দিকে দেহ অবনত করিলে বা শয়ন করিলে বৃদ্ধি এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইলে বা দেহ পশ্চাদ্দিকে হেলাইয়া উপশম হয় (কলোসিন্থের ঠিক বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত)। নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃস্খলন, সমস্ত রাত্রি রমণী সম্বন্ধে স্পষ্ট স্বপ্ন দেখে ; ইন্দ্রিয়াদি অত্যন্ত শিথিল, চিত্ত সদা বিমর্ষ ভাবযুক্ত এবং জানুদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ। আঙ্গুল হাড়ায়,—প্রথম অবস্থায় যখন

বেদনাদি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং যন্ত্রণাদায়ক,—যখন প্রথম সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়; নখ সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। যাহাদিগের প্রায় আঙ্গুলহাড়া হইয়া থাকে তাহাদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী (হিপ্ স্যাট্ সল্ফ:)।

লক্ষণাবলী।

মন।—কোন বস্তু চাহিবার সময় বা কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে হইলে সেই বস্তু বা ব্যক্তির যাহা নাম তাহা না বলিয়া অন্য নাম বলে,—পাথর বাটী চাহিবার সময় হাতবাক্স চাহিয়া বসে। বন্ধুজন সহবাস ইচ্ছা করে না—একাকী থাকিতে ভালবাসে (অরাম্; আর্জেণ্ট্-নাই আর্ণি: কোকা, কোণা জেল্সি: সাইকীউ: ক্যালী বাই: ক্যালী-নাই লাই সিপী: ষ্ট্যান্:)। রেতঃস্খলনান্তে বিষণ্ণচিত্ত (ষ্ট্যাফাই)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—চালবার সময় দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া পড়ে; পশ্চাদ্দিকে পড়িবার উপক্রম হয় (লিডাম্ হ্রাস.)। অবসন্নতা,—শয্যায় উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি হয় (ডিজি:); অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়সেবা জনিত শিরোঘূর্ণন। মূদ্ধাদেশ উত্থিত হইতেছে মনে হয়—যেন মাথার খুলী উড়িয়া যাইবে (ব্যাপ: অ্যাক্টা কোব্যাল্ট. ন্যাট্-মিওর. ক্যামো), যেন শঙ্খদেশদ্বয় সন্দংশ (সাঁড়াশি দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (সাইকীউ: সইক্ল্যা ম্যাগ-সল্ফ প্ল্যাট পল্সে ষ্ট্যান সল্ফ:)। রগে বা শঙ্খদেশে অস্পষ্ট বেদনা,—চাপ দিলে কিছুক্ষণের জন্য উপশম হয়, কিন্তু তৎপরে আবার বৃদ্ধি হয়, আহারান্তে বৃদ্ধি।

চক্ষু।—সন্ধ্যাকালে বোধ হয় যেন চক্ষু হইতে উত্তপ্ত বায়ু বা আগ্নেয় বাষ্প নির্গত হইতেছে (বেল্ ডায়াডেমা, ল্যাকে মিফাইটিস্, মার্ক ট্যাব্যাক্ স্পাই ভেরেট)। চক্ষু বোধ হয় যেন সূক্ষ্ম শলাকা পূর্ণ রহিয়াছে। প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে (ইউফ্রে: পল্সে)।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয়, নাসারন্ধ্র শুষ্ক কিম্বা তাহা হইতে জল নিগলিত হয়। বসিয়া লিখিতে লিখিতে বাম নাসা হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত এবং তদন্তে কাল জমাট রক্ত স্রাব। নাসা মধ্যে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ বোধ। নাসিকা মধ্যে দুর্গন্ধাদি দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

মুখবিবর।—প্রাতে জিহ্বা শুষ্ক ও আড়ষ্ট,—পার্শ্বদেশে অধিক; পুরু কপিশবর্ণ লেপান্বিত (বেল: হায়ো: ফস: স্যাবাই সাইলি: সলফ. ভার্ব্বাস:,) এবং পার্শ্বদেশ ক্ষতযুক্ত; আহার কালে জিহ্বাগ্র ক্ষতযুক্ত বোধ হয়, পার্শ্বদ্বয় বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; জিহ্বা দংশন করে (ইগ্নে:—চর্ব্বণকালে গণ্ডাভ্যন্তরে দংশন করে=কাষ্ট:)। নিদ্রিতাবস্থায় মুখ হইতে লালা-স্রাব (ক্যামো)। মুখ শুষ্ক অথচ আঠাবৎ শ্লেষ্মাময়, তৃষ্ণারাহিত (নক্স-মস)। গলমধ্যে কুটকুট ও জ্বালা করে। গলমধ্যে সঙ্কোচনানুভব,—যেন গ্রীবার চতুর্দ্দিক দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা (এরাম্: বেল. কষ্টি. হিম্যাটক্স: ল্যাকে: মার্ক: স্যাব্যাড: ষ্ট্যাফাই:)। উভয় কর্ণমূল গ্রন্থিই তীব্র ব্যথা যুক্ত এবং নিরন্তর ব্যথা করে।

পাকস্থলী।—অম্লাক্ত বা তিক্ত উদ্গার। অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু নির্গমান্তে পেটের

বেদনার কিয়ৎপরিমাণ ক্ষণিক উপশম। আহারান্তে বিবমিষা, অবসন্নতা (অ্যাসিড-ফস; সলফ: নক্স), অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং পাকস্থলী মধ্যে তীব্র খালধরার ন্যায় বেদনা এবং তদন্তে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ স্বাদহীন বায়ু উদ্গীরিত হইতে থাকে,- অর্থাৎ ঢেঁকুর উঠিতে থাকে, হিক্কা উঠে ও নিম্নমুখে আধ্মান বায়ু নির্গত হয়। পুনঃ পুনঃ সুতীক্ষ্ণ বেদনা সহকারে পাকাশয় মধ্যে যন্ত্রণানুভূতি, রোগী স্বীয় কোমরের কাপড় শিথিল করিয়া দিতে বাধ্য হয় (অ্যামন-মিউ: কার্ব্বো-ভেঃ কষ্টি: কফী ; ল্যাকে: লাই: নক্স ; স্পঞ্জী)।

অন্ত্রাশয়।—ভয়ঙ্কর অন্ত্রশূল,—যেন কোন বলবান জীব মহাবলের সহিত অন্ত্র-মণ্ডলীকে মুচড়াইতেছে ; নিয়মিত সময় অন্তর প্রকোপ। যকৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনা, উদ্ধদিকে দক্ষিণ স্তনবৃন্ত পর্য্যন্ত তীব্র বেগে সঞ্চারিত হয় ; বেদনা পিত্তস্থলী হইতে বক্ষঃ পৃষ্ঠ এবং বাহু পর্য্যন্ত মহাবেগে ও অসহনীয় যন্ত্রণা জনক ভাবে প্রসারিত হয়। মূত্রাশ্মরী বা বৃক্কক শূল, খাল ধরা মত বেদনা [ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, রোগীর দেহ আবর্ত্তিত হইতে ও রোগী যন্ত্রণায় গো গো এবং চীৎকার করিতে থাকে ; মূত্রের সহিত ইষ্টক চূর্ণবৎ রেণু মিশ্রিত = ওসিমাম্ কেনাম্, মূত্রস্থলী মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা বৃক্কক ও মূত্রনালী পর্য্যন্ত সঞ্চারিত এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হয় = বাবারিস, রোগী হামাগুড়ী দিয়া না বসিলে প্রস্রাব করিতে পারে না, মূত্রের সহিত আঠার ন্যায় শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা মিশ্রিত এবং বেদনা নিম্নাভিমুখী হইয়া উরুদেশে সঞ্চারিত হয়--প্যারিইরা ব্রাভা]। সম্মুখ দিকে বক্র হইলে বা শয়ন করিলে বেদনার উপচয় সংঘটিত হয়, সোজা হইয়া দাঁড়াইলে বা পশ্চাদ্দিকে বক্র হইলে কিম্বা পাদচারণ করিলে বেদনার উপশম হয় (কলোসিন্থের বিপরীত)। নাভি প্রদেশে যেন মুচড়াতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। পিত্তাশ্মরী শূল সহ পূর্ব্ব বর্ণিতরূপ যন্ত্রণা (হাইড্রাস্ বার্বা: কার্ডিউয়াস্-মেরি চায়না, ক্যাল্কে.)। উদরমধ্যে অন্ত্রকূজন ধ্বনি,—কুল্‌কুল্, হুড়্‌হুড়্, গুড়্‌গুড়্ করে (অ্যালো অ্যান্ট-টার্ট এপীস, কার্ব্বো-ভে: গ্র্যাটা: ক্যালী-কার্ব্ব লেপ্ট্যান্: থ্যাট সল্‌ফ: পলসে. সিকেলি: ভেরেট বহুল পরিমাণ আধ্মানবায়ু নির্গত হইতে থাকে (অ্যাসিড-কার্ব্বল: কার্ব্বো ভে লাই ল্যাকে আর্জেন্ট নাই: নক্স-মস: ক্যাল্কে-আয়োড: ক্যামো:) ; তলপেট টিপিলে ব্যথা অনুভব হয় (এপিস্ ; বেল ক্যামো: কিউপ্রাম: সাইক্ল্যাম হিম্যাটক্স: হায়ো: মার্ক: মক্স: পল্‌সে: স্কীলা: সল্‌ফ)।

মলাশ্র ও মল।—অর্শ, --দেখিতে লাল আঙ্গুর গুচ্ছের ন্যায় (অ্যালো),—যকৃৎ মধ্যে তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা ; মলত্যাগান্তে বলি বহির্গত হয় এবং মলদ্বারে অত্যন্ত যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। মল ত্যাগান্তে মলদ্বারভ্রংশ (prolapsus ani—শিশুদিগের = ফেরাম-ফস:—উদরাময়, তৎসহ শোণিতস্রাব এবং কুন্থন = অ্যালো:—মলত্যাগকালে সামান্য বেগ দিলেই = ইগ্নে: প্রাতঃকালীন উদরাময় সহযোগে প্রতিবার বাহ্যের পর, সামান্য দেহ সঞ্চালনে বা হাঁচি হইলে = পডো:—প্রস্রাবকালে = অ্যাসিড-মিউ:—জ্বালাজনক হরিদ্বর্ণ বা পীতবর্ণ ঔদরাময়িক মল কিম্বা অল্প কঠিন মল এবং তৎসহ অত্যন্ত বেগ = গ্যাম্বোজ:)। মলত্যাগান্তে উদরে অবসন্নতা বোধ এবং শূল বেদনা। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নির্গমন। উদরাময়,—প্রাতে

শয্যাত্যাগ করিয়া দৌড়াইতে হয় (অ্যালো· পডো সল্‌ফ)। মলান্ত্র কণ্ডুয়নশীল (ইস্কীউ কোলিন্:)। নির্গমনশীল বায়ু এবং মল উষ্ণ বোধ (ক্যালকে ফস· ক্যামো সিষ্টাস, মার্ক-ভাই ফস: পডো ষ্ট্যাফাই সলফ: অ্যালো· ককীউ·)। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে তলপেটে ও নিতম্বে ভয়ঙ্কর মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা,—উর্দ্ধ এবং নিম্ন উভয় দিকে প্রসারিত হইয়া ক্রমে সমগ্র দেহ এমন কি হস্ত পদাদির অঙ্গুলি পর্য্যন্ত খাল ধরার ন্যায় বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে এবং যন্ত্রণা এত অসহনীয় হয় যে রোগীকে চিৎকার করিতে বাধ্য করে। মল,—প্রাতে বহুল পরিমাণ, পাতলা এবং পীতবর্ণ,—নির্গমনান্তে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে কিন্তু বেদনার কিছুমাত্র উপশম হয় না। গর্ভাবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে মলকাঠিন্য মলতারল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্রস্রাব।—(দক্ষিণ) মূত্র বহ-শিরার (Ureter) মধ্য দিয়া মূত্রাশ্মরী নির্গমন কালে রোগী স্বেদহীন, এবং আকর্ষণবৎ বেদনায় বক্র হইয়া যাইতে থাকে। মূত্রনালীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন,—তৎসহ নাভিপ্রদেশে বেদন চাপ প্রয়োগে উপশম।

পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয় শিথিল এবং শীতল। বৃক্ক প্রদেশ হইতে বেদনা তীব্র বেগে অণ্ডকোষে সঞ্চারিত হয়। পুনঃ পুনঃ বিপুল উত্তেজনা এবং লিঙ্গোচ্ছ্বাস। নিদ্রাবস্থায় যুবতী সহবাস স্বপ্ন এবং অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন (ষ্ট্যাফি) জানুদ্বয় ক্ষীণ, লিঙ্গাদি শীতল এবং মানসিক অবসাদ (ষ্ট্যাফাই:)। মুষ্কের উপর এবং বিটপদেশে উগ্রগন্ধ উদ্গত হয় (ফ্যাগোপাই: ক্যাল্কেড: ড্যাফনী, থুযা, সাইলি)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাধক বা কষ্টরজঃ,—জরায়ু মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং ঐ বেদনা হঠাৎ দেহের দূরবর্ত্তী অংশে প্রধাবিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠনলীর নিম্নতম প্রদেশে কণ্ডুয়ন জনিত যন্ত্রণাদায়ক কাসি (ল্যাকে: ফস উচ্চতর প্রদেশে=হিপ·)। নাভি ও কপালে বেদনা জনক কাসি,—তৎসহ কপিশ-বর্ণ জিহ্বা এবং ক্ষীণ জানু। হৃৎশূল,—বুকাস্থির পশ্চাৎ হইতে বাহু পর্যন্ত বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, এবং তৎসহ হৃৎপিণ্ডের গতির ক্ষীণতা।

প্রত্যঙ্গাদি।—প্রাতে কোমর বেদনাযুক্ত ও অসাড় হইয়া থাকে। যকৃৎ প্রদেশস্থ পৃষ্ঠে এত বেদনা যে রোগী শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, দেহ সঞ্চালনে উপশম। ভয়ানক কোমর বেদনা। বাম পৃষ্ঠফলকের নীচে এবং দক্ষিণ ফুস্ফুসের মধ্যস্থলে সুতীক্ষ্ণ বেদনা। আঙ্গুলহাড়া,—প্রথমাবস্থায় যখন সূচীবেধবৎ ও অসহনীয় যন্ত্রণাজনক, নখ সকল ভঙ্গপ্রবণ। প্রায় আঙ্গুলহাড়া হইয়া থাকে (হিপ ন্যাট সলফ:)। গৃধ্রসি বা পায়ের ঝিন্‌ঝিনে বাত (Sciatica),—অর্থাৎ কটিস্নায়ুর বহির্নির্গমন স্থান হইতে সমগ্র দক্ষিণ পদে তীব্র বেদনা (কলোসিন্থ; ম্যাগ-ফস্, ন্যাফেল:), কেবল মাত্র ঐ পদ সঞ্চালন কালে বা উঠিয়া বসিতে গেলে বেদনা অনুভূত হয়।

বৃদ্ধি।—সম্মুখ দিকে বক্র হইলে, শয়ন করিলে, উপবেশন কালে।

উপশম।—দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে, পশ্চাদ্দিকে দেহ বক্র করিলে; সোজা

হইয়া দাঁড়াইলে, বা পাদচারণ করিলে, অত্যন্ত ক্লান্ত থাকিলেও যন্ত্রণার উপশমার্থে পাদচারণ করিতে বাধ্য হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কলো: ম্যাগ-ফস ওসিনাম্-কেনাম্; প্যারিইরা-ব্রাভা; বার্বরিস ফস: পডো: হ্রাস; সাইলি: ষ্টাফাই:।

তুলনীয়।—নক্স (পাকস্থলী), সলফর (নিম্নোদর ও মল); সার্সা (মূত্রলক্ষণ), নক্স, সল্‌ফার (জননেন্দ্রিয়), সাইলিসি (আঙ্গুলহাড়া) ইত্যাদি।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফো ক্যামোমিলা।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ডার্কা-প্যালাষ্ট্রিস্

(DIRCA PALUSTRIS).

প্রস্তুতি।—শাখার ভিতরের ছাল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—শূলবেদনা; কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি, অবসাদ, অতিসার, আধ্মান, মাথাব্যথা, হৃৎশূল; স্নায়ুশূল, বাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—দৈহিক অবসাদ, মস্তিষ্কে, দেহে এবং হস্ত পদাদিতে স্নায়বীয় বেদনা উৎপন্ন করে। মহাত্মা হ্যানিম্যান্ কচ্ছুবিষনাশক (Anti-psoric) বলিয়া যে সকল ঔষধের নামকরণ করিয়া গিয়াছেন, অন্যান্য ঔষধ হইতে তাহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে তাহাদের ক্রিয়া দেহের ভিতর হইতে বাহির দিকে প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু ডার্কাতে তাহার বিপরীত, ইহার ক্রিয়া বাহির হইতে ভিতর দিকে। অগ্নিমান্দ্য, পাকাশয় মধ্যে ভার বোধ ও জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, রসসিক্ত ও মসৃণ প্রভৃতি অবস্থা ইহার ক্রিয়াফল মাত্র। উদর মধ্যে আধ্মান-বায় সঞ্চলন বশতঃ হুড়্ হুড়্ গুড়্ গুড়্ শব্দ, সম্মুখ দিকে বক্র হইলে শূল বেদনার উপশম, উদরাময় এবং কুন্থন ও অবশেষে মলকাঠিন্য। বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত ও বেদনা, মিষ্ট স্বাদযুক্ত গয়ার এবং নড়িলে চড়িলে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা। রোগী রাত্রিতে উত্তাপ বোধ করে, নিদ্রার অভাবে ছট্‌ফট্ করে এবং ক্রমাগত মৃত দেহের স্বপ্ন দেখে (ক্রোটেলাস-ক্যাস্কা ও ক্রোটেলাস-হরিড:),—ইত্যাদি অবস্থা এই ঔষধের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ (ডাং ক্লার্ক:)।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—রোগী অত্যন্ত অন্যমনস্ক (অ্যাগ্-ক্যাষ্ট: অ্যামন্-কার্ব: বোভি: কষ্টি: চেলিড: ক্যালী-ব্রম্. ল্যাক্-ক্যান্. নক্স-মস্: সাইলি:); অত্যন্ত ব্যস্ত স্বভাব; তাহার

বোধ হয় সময় অত্যন্ত ধীরে গত হইতেছে, তাহার সময় আর যায় না (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট্-নাই: অরাম্; ক্যান্-ইন্: ক্যামো মিডহ্যান্: নক্স-ভম: অ্যান্থ্যালো:—সময় অত্যন্ত শীঘ্র গত হইতেছে=ককীউ: থিরিড:)। শিরোঘূর্ণন,—পাদচারণ কালে। অ্যানাক্. আর্নি: অ্যাসের: ক্যানাব্-ইন্: সাইকাউ ন্যাট্ মিউ: অ্যাসিড্-ফস্: স্পাই ভায়োলা-ট্রাই], রোগীর বোধ হয় যেন সে বাম পার্শ্বে পড়িয়া যাইবে (পার্শ্বের দিকে পড়িবার সম্ভাবনা=ক্যানাব্-ইন্: কোণা: ড্রোসে: ইউফর: মেজের্. হ্যউম্, স্কীলা, জিঙ্ক্)। শঙ্খ প্রদেশীয় শিরোবেদনা,= যেন বেদনা ভিতরদিকে সঞ্চারিত হইতেছে, প্রবল নিষ্পেষণে উপশম বোধ হয় (সিঙ্কো)। বামপার্শ্বগত শিরোবেদনা বা শিরাদ্ধশূল,- দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা, কাসিলে বা মাথা নাড়িলে বৃদ্ধি হয়। মূর্দ্ধাদেশ শুষ্ক এবং টান বোধ (অ্যাগানাস; অ্যাঙ্গাস্: আর্নি: অ্যাসের: কষ্টি ল্যাকে: মার্ক: ওলী অ্যান্: বীউটা, স্পাই: ক্রোটেলাস্:)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—পাকাশয় মধ্যে যেন একটা ভারী বস্তু রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (অ্যাবীয়েজ্-নাইগ্রা: নক্স্, বাই: পল্‌সে:), উদরাধ্মান সহ বাম কুক্ষিদেশে ভয়ঙ্কর অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা। আধ্মান বায়ু সঞ্চলন বশতঃ উদর মধ্যে হুড়্‌হুড়্ গুড়্‌গুড়্ শব্দ। অন্ত্রশূল,—সম্মুখদিকে বক্র হইলে (কলোসিন্থ: ক্যাষ্টোর পডো: হ্যউম্, কিউপ্রাম্) এবং মল ত্যাগান্তে উপশম হয় (কলো গ্যাম্বো. নক্স্-হ্যাস্) কিন্তু মল দ্বারের জ্বালার বৃদ্ধি হয় (ক্যান্থা. লিলিয়াম্-টাইগ্. নিউফার্. সাইলি:)। তলপেটের নিম্ন প্রদেশে নিরন্তর অস্বাচ্ছন্দ্য জনক বেদনা এবং নীচের দিকে চাপ, বসিলে বা শয়ন করিলে উপশম হয় না কিন্তু শিরোবেদনার শান্তি হইলেই তল পেটের বেদনারও উপশম হয়। মলদ্বারে দপ্‌দপ্‌কারী (ল্যাকে:) বা সূচীবেধবৎ বেদনা। মলদ্বারে বোধ হয় যেন হাজা হইয়াছে ও কর্কর করিতেছে,—মল ত্যাগান্তে বৃদ্ধি (ক্যাম্বা: মাক-ভাই: অ্যাসিড-মিউ)। উদরাময়,—কুন্থন ও বেগজনক, হঠাৎ বেগে নির্গমনশীল (ফেরাম্) জলবৎ কিম্বা পাতলা পীতাভ কোমল মল।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠনলী মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভব (এপীস্), বেদনা বাহির হইতে ভিতর দিকে সঞ্চারিত হয়। কাসি,—প্রাতে বৃদ্ধি (অ্যালীউ: ক্যাল্‌কে: ইউফ্রে: ল্যাকে: পল্‌সে: অ্যামন্-কার্ব ক্রোটন্, সেনেগা), গয়ার মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট (ফস্: প্লাম্: পল্‌সে: হ্রাস্, সিপী স্কীলা; ষ্ট্যান্:) এবং দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মাময় (ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি: কোণা: ড্রোসে: গুয়াই: লাই: ন্যাট্-কার্ব, সিপী: ষ্ট্যান্. সল্‌ফ)। পরিশ্রম করিলে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়; দুই এক পদ মাত্র ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলেই হাপাইয়া যায় [আর্স্: ক্যাল্‌কে: আয়োড: মার্ক: নক্স্; সিপী: ষ্ট্যান্:]। ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য জনিত হয় (গ্র্যাফ. ন্যাট্-মি: ষ্ট্যাফাই:), অল্প মাত্র ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলেই হৃদ্‌স্পন্দন হইতে আরম্ভ হয় (ন্যাট্-কার্ব: বেল্: সল্‌ফ: থুয়া)।

নিদ্রা।—নিদ্রাবেশ সত্ত্বেও নিদ্রা রহিত (বেল্: ক্যামো:)। ক্রমাগত মৃতদেহের স্বপ্ন দেখে (ক্রোটেলাস্-হরিডাস্: ক্রোটেলাস্-ক্যাস্কাভেলা:)।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে।

উপশম।—নিষ্পেষণে, মলত্যাগান্তে এবং সম্মুখ দিকে দেহ বক্র করিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা (সময় কাটে না); আণ্টিম-ক্রুড (জিহ্বা); লাইকোপ (কোষ্ঠবদ্ধ); ষ্ট্যানম্ (মিষ্ট গয়ার)। আর্জেণ্ট-নাইঃ ক্যানাব্-ইন্ঃ অ্যাণ্ট-ক্রুড্ঃ লাইঃ অ্যাবীয়েজ্-নাইগ্রা; কলোসিন্থ্ ক্যাষ্টোবীয়াম্; ঙ্গউম্; ফস্ঃ সিপীঃ ষ্ট্যান্।

শক্তি।—মূল আবক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ডলিকস্ প্রিউরিয়েন্স্

(DOLICHOS PRURIENS).

প্রস্তুতি।—আমেরিকাজাত একপ্রকার আলকুসী; ইহার সমস্ত বীজের বহিভাগ হইতে টিঙ্কার বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কাসি, কণ্ডুয়ন; দন্তোদ্ভেদ; দন্তশূল; কামলা; দদ্রুবৎউদ্ভেদ; স্নায়ুশূল, গলক্ষত; যোনিদেশে কণ্ডুয়ন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—দেহের দক্ষিণ পার্শ্বের সহিত ইহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (চেলিড. নাই. ব্রাইঃ ক্রোটেলাস্), সুতরাং যকৃতের উপর ইহার অত্যন্ত ক্ষমতা। ইহা দ্বারা পাণ্ডুরোগ বা ন্যাবা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিত্ত সঞ্চয় ক্রিয়ার উপর আয়ত্তাধিক্য বশতঃ গাত্রত্বকের উপর পিত্ত-বিকৃতি জনিত দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন উৎপন্ন হইয়া থাকে অথচ কোনরূপ উদ্ভেদ প্রতীয়মান হয় না,—ডলিকসের ইহা একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। হনু বেদনা বা কণ্ঠ-স্নায়ুশূল রোগে ইহার আর একটী উৎকৃষ্ট এবং অব্যর্থ লক্ষণ এই যে কণ্ঠনলী-মুখের দক্ষিণ পার্শ্বে বোধ হয় যেন সোজা ভাবে একটী কণ্টক বা সূক্ষ্ম শলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দন্তোদ্গম কালে স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রবণতা, সামান্যে কাতর, মাড়ী অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং স্পর্শাসহ এবং উদর আধ্মানযুক্ত হইয়া থাকে।

মুখমধ্য।—উপরের মাড়ী স্ফীত এবং অত্যন্ত ব্যথান্বিত, এমন কি মুখমধ্যে কোনরূপ চর্ব্বনীয় বা পেয় দ্রব্য ধারণ করিতে পারে না, বেদনা বশতঃ রাত্রে নিদ্রা হয় না। দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের মাড়ী স্ফীত এবং শূলবেদনাক্রান্ত হয়, রাত্রে বৃদ্ধি। গলমধ্যে নিম্নহনু মূলের দক্ষিণ পার্শ্বে বোধ হয় যেন একটা কণ্টক বা সূক্ষ্ম শলাকা সোজা ভাবে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (আর্জেণ্ট-নাইঃ হিপ্ঃ অ্যাসিড্-নাইঃ),—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে বেদনার বৃদ্ধি হয়।

অন্ত্রাশয়।—মলকাঠিন্য সহ উদর আধ্মানপূর্ণ এবং স্ফীত; আধ্মানবায়ু সঞ্চলন বশতঃ

উদর মধ্যে গড়্গড়্ শব্দ হয়। দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুর বা গর্ভবতী রমণীর মলকাঠিন্য (কোলিন্সোনীয়া)। জ্বাবা রোগে মল শ্বেতবর্ণ (অ্যাসিড্-বেন্জো: চেলিড্: সিনা, ডিজি: ডাল্ক্যা. হেলিবো. হিপ্: আয়োড-মাক ফস্ অ্যাসিড ফস্)। যকৃৎ স্ফীত (সিঙ্কো: লরো: নক্স-মস: কার্ডাউ-মেরি:)।

শ্বাসযন্ত্র।—রাত্রে শয়নান্তে কাসি,—গলমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়।

ত্বক।—সমগ্র গাত্রে অসহনীয় কণ্ডুয়ন,—রাত্রে বৃদ্ধি,—নিদ্রার ব্যাঘাত হয়; কণ্ডুয়ন করিলে কণ্ডুভাব বৃদ্ধি হয় (অ্যানাক মেজের: পল্সে—কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা = ইয়োনিমিন্, গ্র্যাটি: ক্রিয়ো লেড ষ্টাট-মল্ক সল্ফ), কিন্তু কোনরূপ উদ্ভেদ উদ্গত হয়। পীত-পাণ্ডুরোগে অসহনীয় গাত্র কণ্ডুয়ন ও চক্ষু পীতবর্ণ প্রতীয়মান হয় না (আর্স: ক্যান্থা: ক্যামো: সিঙ্কো: ল্যাকে: ম্যাগ-মিউ ফস মাক ক্রোটেল ক্যালা বাহ:)। দদ্রুপেটিকা বা বৃত্তাকার বিসর্প (Herpes Zoster—কটিবন্ধবৎ বা বিসর্প),—শুষ্ক দদ্রুবৎ উদ্ভেদ কটিবন্ধের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেষ্টন করিয়া উদ্গত হয়,—বিশেষতঃ হস্তে এবং পদে (হ্রাসের পর ব্যবহার্য),—রাত্রে কণ্ডুয়ন অসহনীয় হইয়া উঠে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—বিসর্প বিলোপান্তে স্নায়ুশূল (জিঙ্ক: সল্ফার: প্ল্যাণ্ট্যাগো, ক্যাম্ফো. এপীস্), পৈশিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ (অ্যাগার্ ইগ্নে জিঙ্ক: কোডায়া)। সবিরাম আক্ষেপ,—হস্তপদাদি বিক্ষিপ্তভাবাপন্ন, চৈতন্য বিলুপ্ত, চক্ষু উন্মীলিত এবং দৃষ্টি স্থির হইয়া থাকে (সাইট্রাস:),—দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের (বেল্ ক্যামো সিনা; ইগ্নে: ষ্ট্যান্:)।

সতর্কতা।—[ডাঃ হেরিং বলেন যে দন্তোদ্গমকালে, জ্বর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, চলিকস্ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে একমাত্রা অ্যাকোনাইটাম দিতে ভ্রম না হয়, পূর্ব্বে এই সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে দেখা যায় যে ইহার উচ্চতম ক্রম প্রয়োগেও ধনুষ্টঙ্কারাদি হইয়া থাকে]।

বৃদ্ধি।—রাত্রে শয়নান্তে, কণ্ডুয়নে এবং উত্তাপে।

সম্বন্ধ।—সাদৃশ—সিনা; চেলিডোন্ হাস্, আর্জেণ্ট্-নাই: হিপ্: অ্যাসিড-নাই. ক্যাম্ফা. ম্যাগ্-মিউ:।

দোষঘ্ন।—অ্যাকোনাইট।

তুলনীয়।—বেলাড (দন্তোদ্গম), হিপার, অ্যাসিড নাইট্রিক্ (গলা বেদনা)।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ২০০ শততমিক পর্য্যন্ত।

ডরিফোরা

(DORYPHORA)

নামান্তর।—পোটাটো বগ্।

প্রস্তুতি।—একপ্রকার কীট; ইহা হইতে মূল আবক ও বিচূর্ণ হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অতিসার; ডিপথিরীয়া বা উপঝিল্লীক প্রদাহ, রক্তামাশয়; বিসর্প; জ্বর; পাকাশয় বিকৃতি; প্রমেহ; কর্ণমূল প্রদাহ; সান্নিপাতিক জ্বর; ক্ষত; মূত্রনালী প্রদাহ; প্লীহাবেদনা।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্যান্থারিসের ন্যায় মূত্রনালীই ইহার প্রধান ক্রিয়া। শিশুদিগের মূত্রনালী প্রদাহ (Urethritis) এবং তরুণ ও পুরাতন প্রমেহ রোগাদিতে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যাইয়া থাকে (মূর্চ্ছোপক্রম, দুর্ব্বলতা, উত্থানশক্তি রাহিত্য, হিমাঙ্গাবস্থা; যান্ত্রিক ক্রিয়াব পূর্ণাবসাদ এবং হস্তপদাদিব কম্পন ও ডবিফোরার ক্রিয়াফল মাত্র। কথা কহিলে রোগীর দৌর্ব্বল্যের বৃদ্ধি হয়। রক্তকণিকাব অপজনন, দেহ হইতে নিঃসৃত রক্ত ঘনীভূত হয় না অর্থাৎ জমাট বাধে না, সমগ্র দেহ অতিশয় স্ফীতিযুক্ত, এবং জ্বালা সহ পদস্ফীতি, প্রভৃতিও ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। ইহা দ্বারা মুখ ও গলমধ্য, অন্ননলী, পাকাশয়, উদর, মলান্ত্র এবং মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—তন্দ্রালুতা সহ প্রলাপ।

চক্ষু।—লাল; কনীনিকাব বিস্তৃতি।

মুখ ও গলমধ্য।—জিহ্বা শুষ্ক, ও কপিশবর্ণ লেপান্বিত, মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু; মুখমধ্যে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ, মুখমণ্ডল আরক্তিম ও শোথযুক্তবৎ; বৃক্ক হইতে বৃক্ককান্তর পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা, মূত্ররোধ এবং মলকাঠিন্য সহ কর্ণমূলগ্রন্থিব প্রদাহ। গলমধ্য শুষ্ক বোধ সহ পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা। গলমধ্য হইতে অন্ননালী পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত তৎসহ পাকস্থলী মধ্যে বেদনা ও কাসি।

পাকস্থলী।—অরুচি এবং তৃষ্ণাধিক্য; অম্লরস দ্রব্যাদি আহারেচ্ছা; ধূমপানে লক্ষণাদির বৃদ্ধি। বিবমিষা ও বমন,—কৃষ্ণাভ, গাঢ়, জমাট আঠার ন্যায় কষায় স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্যাদি বমন। প্লীহামধ্যে বেদনা বোধ (সীয়্যানো)। তলপেটে বেদনা,—পান, আহার এবং দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে বেদনার বৃদ্ধি হয়। অন্ত্রাশয় অত্যন্ত ভারবিশিষ্ট এবং ব্যথান্বিত বোধ হয়। অন্ত্রাশয় মধ্যে বেদনা এবং তৎসহ মলান্ত্রে জ্বালা, প্রাতঃকালীন উদরাময়। মল রক্তাক্ত এবং আঠার ন্যায়। মূত্ররোধ। মূত্রকৃচ্ছ্র, তৎসহ জ্বালা এবং হুলবেধবৎ বেদনা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমুণ্ড স্ফীত, নীলাভযুক্ত-লালবর্ণ এবং তন্মধ্যে কণ্ডুয়ন ও জ্বালানুভব; অসহনীয় যন্ত্রণা সহ মূত্রনালীর প্রদাহ,—বিশেষতঃ মূত্র ত্যাগ কালে।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, ধূমপানে, এবং উষ্ণ গৃহে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সেবনে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাগার: এপীস্; ক্যাল্কা: ল্যাকে: ইত্যাদি।

দোষঘ্ন।—ষ্ট্রামো; উদ্ভিদাম্ল।

শক্তি।—৬ষ্ঠ শততমিক হইতে ৩০ শততমিক পর্য্যন্ত।

ড্রোসেরা-রোটাণ্ডিফোলীয়া

(DROSERA ROTUNDIFOLIA).

প্রস্তুতি।—তাজা গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ক্ষীণদৃষ্টি; হাঁপানি, শ্বাসনলী-প্রদাহ; সর্দ্দি; ক্ষয়কাস, মৃগী; রক্তস্রাব; মাথা ব্যথা; স্বরনলী প্রদাহ; হাম; বিবমিষা; গৃধ্রসী; বমন; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) হুপ্‌কাসি, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বৃদ্ধি,—বায়ুনলীমধ্যে, বক্ষমধ্যে এবং কুক্ষিদেশে সঙ্কোচন বোধ সহ জলাদি পানান্তে কাসির বৃদ্ধি; কাসিতে কাসিতে প্রথম ভুক্ত দ্রব্যাদি এবং তদন্তে শ্লেষ্মা বমন। (২) বক্তাদিগের গলক্ষত তৎসহ বায়ুনলী মধ্যে সঙ্কোচন ও পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভব; উত্তাপে এবং শয়নান্তে কাসির বৃদ্ধি। (৩) প্রায় প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর কাসির প্রচণ্ড প্রকোপ আবির্ভূত হইয়া থাকে। গভীর, ভগ্নস্বর ও ঘঙঘঙ শব্দকারী শ্বাসরোধক কাসি। (৪) শিশুদিগের বায়ুনলীমধ্যে নিরন্তর কণ্ডুয়ন জনিত কাসি,—রাত্রে শিশুর মস্তক উপাধান স্পর্শ করিবামাত্র কাসি আরম্ভ হয় (বেল্: ক্রোটন্: হায়ো: রীউমেক্স্)। (৫) যক্ষ্মারোগগ্রস্ত যুবকদিগের নৈশ কাসি, তৎসহ রক্তরঞ্জিত বা পূয়বৎ গয়ার উঠা। (৬) উত্তাপে, জলাদি পানে, গান করিলে, হাস্য করিলে, রোদন করিলে, শয়নান্তে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রির পর কাসির বৃদ্ধি হয়। (৭) বায়ুনলীমধ্যে যেন পালকের কুঁচি রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি জনিত কাসি। (৮) হুপকাসির পর বায়ুনলীগত ক্ষয়কাস (Laryngeal Phthisis—বহুব্যাপী কাসির পর বায়ুনলীভুজমধ্যগত সর্দ্দি-ককাস্-ক্যাক্:)। (৯) কাসিতে কাসিতে জলবৎ বা শ্লেষ্মাময় বমন এবং সময়ে সময়ে নাসিকা বা মুখমধ্য হইতে উজ্জ্বল শোণিত বা শোণিতময় লালাস্রাব (কিউপ্রাম্)। (১০) গৃধ্রসি বা উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ুশূল (Sciatica),—টিপিলে বা দেহ সম্মুখদিকে অবনত করিলে বা বেদনাযুক্ত অংশ চাপিয়া শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি এবং শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে উপশম হয়। (১১) বহুব্যাপী হুপ্‌কাসির সময় হাম উদ্গম,—কুট্‌কুট্ করে, জ্বালা করে, পিট্‌পিট্ করে, এবং গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি হয়; কণ্ডুয়নান্তে উপশম।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক অস্থিরতা, তজ্জন্য কোন এক বিষয়ে অধিককাল মনোযোগ দিতে পারে না (হ্রাস্)। উত্তাপাবির্ভাব সহ মানসিক উদ্বেগ, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে একাকী থাকিলে বা রাত্রে নিদ্রাভঙ্গান্তে বোধ হয় যেন তাহার মন তাহাকে জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি দিতেছে (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: বেল্ হ্রাস্; সিকেল্: সাইলি:)। সঙ্কল্প সাধনার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সামান্য কারণে রোগী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়ে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বায়ুসেবনার্থ পাদচারণ কালে (অ্যাম্ব্রা; অ্যাঙ্গাস্: আর্স্: ক্যাল্কে: ড্রোসেরা, মার্ক্: নক্স্; বীউটা; পল্সে: সিপী সল্ফ্: সাইক্ল্যাম:), তৎসহ বাম পার্শ্বে পতনোপক্রম সহ (বেল্: ডাকা)। ললাট মধ্যে যেন ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে কে অনবরত ক্ষুদ্র তাড়নী দ্বারা আঘাত করিতেছে।

চক্ষু।—দূরদৃষ্টি (Presbyopia = সাইলি: সল্ফ্); দূরে দেখিতে পায় কিন্তু পুস্তক পাঠ করিতে পারে না বা নিকটের বস্তু অস্পষ্ট দেখে। ক্ষীণ দৃষ্টি,—ক্ষুদ্র বস্তু দেখিতে পায় না। চক্ষের সম্মুখে যেন একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দা রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (ক্রোকাস্; হিম্যাটক্স্: পেট্রোল্: ফস্: সল্ফ:), অধ্যয়ন কালে বর্ণের সহিত বর্ণ মিশ্রিত হইয়া যায় (ড্যাফনী: জিন্সেং: ল্যাকে: লাই: মিফাইট: ন্যাট্-মিউ: সাইলি:)।

কর্ণ।—গলাধঃকরণকালে কর্ণমধ্যে তীব্র বেদনা (অ্যানাক্: বোভি ম্যাঙ্গে:)। কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ শব্দ সহ শ্রবণ শক্তির খর্ব্বতা (বেল্: কষ্টি: ক্যামো: ড্যাফ্নী; অ্যাসিড নাই: গ্র্যাফ: ক্যাল্কে-কষ্টি: ফস্: পল্সে: সিঙ্কো:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল স্ফীত এবং নীলিমান্বিত (ফেরাম্-অ্যাসেট ব্যাফেনাস্), গণ্ড ও চক্ষুদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট (সিঙ্কো: চিনিন্ সল্ফ: সিকেলি ব্যাফেনাস্ ওপী: ষ্ট্যান্:)। দক্ষিণার্দ্ধে উত্তাপ ও শূলবেধবৎ বেদনা সহ বামার্দ্ধে শৈত্যানুভূতি (এক গণ্ড উষ্ণ এবং আরক্তিম, অন্য গণ্ড ম্লান ও শীতল = ক্যামো:)। মুখ উত্তাপযুক্ত অথচ হস্তদ্বয় শীতল। সূচীবেধবৎ বেদনা জনক পূয় পূর্ণ গুটী (Pustules = আর্ণি. বেল্ ক্যাল্কে-ফস্: ক্রিয়ো অ্যাসিড-নাই: ক্রোটেল্:)। জিহ্বাগ্রে শ্বেতাভ ক্ষত (এপীস্; অ্যামন্-কষ্টি. অ্যামন্-মিউ: ক্যালী-আয়োড্: লাই: চায়না, ইগ্নি:)। কাসিতে কাসিতে মুখ হইতে শোণিতময় লালা বা অমিশ্র শোণিত নির্গত হয় (আর্ণি: বেল্ কার্ব্বো-ভে: ফেরাম্; হিপক্ ল্যাকে: মার্ক্ নক্স্; ওপী: হ্রাস্)।

গলমধ্য।—বক্তাদিগের গলক্ষত,—জিহ্বামূলের পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয়ের গভীরতম প্রদেশে কর্কশতা, শুষ্কতা এবং ত্বকঘর্ষণবৎ (Scraping) (অ্যাম্ব্রা; অ্যামন্-কার্ব: আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: চিনোপোড্: হিপ্: নক্স্; ওলী-অ্যান্: প্যারিস্; ফস্: পল্সে: সিপী: ষ্ট্যান্: হ্যাম্মো:); স্বর ভগ্ন, কথা যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে বহির্গত হইতেছে, স্বর রহিত, কথা কহিতে পরিশ্রম বোধ হয় (এরাম্; ষ্ট্যান্:)। চর্ব্বনীয় দ্রব্যাদি গ্রাস করিতে অত্যন্ত কষ্ট

বোধ হয়, বোধ হয় যেন গলনলী সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় যেন গলমধ্যে রুটীর টুক্‌রা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কাসিলে পীতাভ বা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা উথিত হয়।

পাকস্থল্যাদি।—তিক্তস্বাদযুক্ত উদ্গার (ব্রাই:)। মুখে জল উঠে (অ্যাম্ব্রা; অ্যামন্-কার্: ক্যাপ্স্ ক্রোক্. ড্যাফনী; আয়োড লাই: ন্যাট্-মিউ: নক্স-ভম্: স্যাব্যাড্: সল্ফ:)। কাসিতে কাসিতে আঠার ন্যায় পদার্থ বা ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন। কাসির সময় কুক্ষিদেশে (কোঁক) বেদনা,—রোগী কাসিবার সময় বেদনার উপশমার্থে দুই কুক্ষী দুই হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে।

শ্বাসযন্ত্র।—হুপকাসি,—প্রচণ্ড প্রকোপ বা বেগ, উপর্য্যুপরি এত শীঘ্র শীঘ্র প্রকোপের আবির্ভাব হয় যে রোগী শ্বাস লইবার বা ত্যাগ করিবার সময় পায় না (কাসিতে কাসিতে প্রাতে ৬ হইতে ৭টার মধ্যে জাগ্রত হয় এবং যতক্ষণ না বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা উথিত হয় ততক্ষণ অনবরত কাসিতে থাকে—ককাস-ক্যাক্:—প্রতি প্রকোপ কালে নাসিকা হইতে শোণিত নির্গত হয়=ইপিকাক ;—দিবাভাগে স্বল্পকাল অন্তর উপর্য্যুপরি ক্ষুক্‌ক্ষুক্ করিয়া কাসি নিয়মিতভাবে চলিতেছে এবং রাত্রে "হুপ" শব্দকার কাসি=কোর‍্যাল্=রুব:)। শূন্যগর্ভ, ভগ্নস্বর বিশিষ্ট ঘঙ ঘঙ শব্দকারী কাসি (ভারাস্),—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কিম্বা হামকণ্ডু উদ্গমের সময়ে বা পূর্ব্বে বৃদ্ধি হয়,—থাকিয়া থাকিয়া প্রকোপ আবির্ভূত হয়,—গলরোধ, হিক্কা এবং তৎসহ বমন (ব্রাই ক্যালী-কার্ব্ব:)। শিশুদিগের গলমধ্যে বা বায়ুনলীমধ্যে কণ্ডুয়নজনিত অবিচ্ছিন্ন কাসি, উপাধানে শিশুর মস্তক স্পৃষ্ট হইবামাত্র কাসির আবির্ভাব হয় (বেল: ক্রোটেন ; হায়ো: রীউমেক্স:)। ক্ষয়কাস রোগগ্রস্থ যুবকদিগের নৈশ কাসি,—শোণিত রঞ্জিত (অ্যাকো: আর্ণি: বেল্: ব্রাই. কার্ব্বো-ভে চায়না, কিউপ: ড্যাফনী ; ডাল্ক্যা. ফের: হায়ো: ইপিক: ল্যাকে· মাক: নক্স ; ওপী: হাস, পল্সে: অ্যাকালিফা, সাইলি. ষ্টাফাই. সল্ফ.) বা পূযবৎ (কার্ব্বো অ্যান্: কার্ব্বো-ভে: চায়না; ক্যালা কার্ব্ব লাই অ্যাসিড-নাই. ফস. প্লাম: সাইলি: সিপী:); গয়ার নিগত হয়। কাসির বৃদ্ধি,—উত্তাপে, জলাদি পান করিলে (আর্ণি ব্রাই: হিপ: মিফাইট: ল্যাকে: লাই· ফস. চায়না:), গান করিলে (ষ্ট্যাণ:) হাস্য করিলে (চায়না ; ফস: ষ্ট্যাণ:); রোদন করিলে, শয়ন করিলে (আর্স ক্যালী-বাই. অ্যা-নাই: প্যারিস ; ফস: সিপী: সাইলি: টেরিব্: রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর (অ্যাকো: বেল· ব্রাই. ক্যামো: হায়ো: অ্যাণ্ট-টার্ট: হ্রাস র‍্যাড:)। কাসির প্রকোপ কালে জল, শ্লেষ্মা বা ভুক্তদ্রব্যাদি বমন এবং সময়ে সময়ে নাসিকা ও মুখ হইতে শোণিত নির্গলিত হইয়া থাকে (আর্ণি: কিউপ:)। গলমধ্যে কোমল পালকের টুক্‌রা আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব বশতঃ কাসি (অ্যামন্-কার্ব্ব: ক্যাল্কে: ইগ্নে:)। হুপকাসির তিরোভাবান্তে স্বরনলীগত ক্ষয়কাস (বায়ুনলী-ভুজগত প্রতিশ্যায়=ককাস-ক্যাক:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাহুদ্বয়ের অস্থিমধ্যে রাত্রিকালে বেদনা অনুভব হয় এবং দিবাভাগে বাহু সঞ্চালন করায় বেদনা প্রশমিত হয়। বঙ্ক্ষণসন্ধি বা কুঁচকী মধ্যে বেদনা এবং গৃধ্রসি বা কটীস্নায়ুশূল,—চাপবৎ বেদনা, টিপিলে, অবনত হইলে বা আক্রান্ত অংশ চাপিয়া শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়, শয্যা হইতে গাত্রোত্থানান্তর উপশমিত হয়।

সম্বন্ধ।— অনুপূরক = নক্স-ভমিকা। স্যাম্বীউকাস, সল্‌ফার এবং ভেরেট্রামের পরে ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। ড্রোসেরার পরে ক্যাল্‌কেরীয়া, পলসেটিলা এবং সল্‌ফার অত্যন্ত ফলদায়ক।

সদৃশ।— কোর‍্যাল্‌-রুব: সিনা: কিউপ্রাম, ককাস-ক্যাক: মিফাইটিস, ট্রাইফোলিয়াম্‌-প্র্যাট: ইপিকাক, স্যাম্বীউ:।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর।

সতর্কতা। - ড্রোসেরা উচ্চক্রমে শীঘ্র শীঘ্র পুনঃ-প্রয়োগে উপকার না হইয়া অপকার হয়। ডাঃ হেরিং বলেন যে ড্রোসেরা প্রয়োগের ব্যবধান কালে সল্‌ফার এবং ভেরেট্রাম প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যক্ষ্মাকাস রোগে নৈশ কাসিতে ড্রোসেরার পর কোণায়াম প্রয়োগ অত্যন্ত ফলোপধায়ক হইয়া থাকে।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—২০—৩০ দিন।

ডিউবোইসিনাম্

(DUBOISINUM).

নামান্তর।—কর্ক-উড ট্রি।

প্রস্তুতি।—ইহার পাতার রসের সারাংশ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—প্রলাপ; তন্দ্রালুতা; চক্ষু-তারা প্রসারণ; গতিশক্তির পক্ষাঘাত; দূরদৃষ্টি, গলাতে শুষ্কতা; মস্তক ঘূর্ণন; দৃষ্টিবিভ্রম।

উপযোগিতা ও আভাস।—চক্ষুতে ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহা অক্ষিতারকা প্রসারিত করে, মুখের শুষ্কতা বিধান করে, এবং ঘর্ম্মরোধ, শিরঃপীড়া ও নিদ্রালুতা উৎপন্ন করিয়া থাকে। চক্ষুর উপর অ্যাট্রোপাইন অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং অক্ষিতারকা প্রসারণ সম্বন্ধে অ্যাট্রোপাইন অপেক্ষা ডিউবোইসিনের শক্তি অধিক। গাঢ় আঠার ন্যায় কৃষ্ণাভ শ্লেষ্মা বাহির হওয়ার সঙ্গে শুষ্ক গলকোষ-প্রদাহে (Pharyngitis) ইহা অতিশয় ফলদায়ক। "দৃষ্টিপথে যেন একটী লাল বিন্দু উড়িতেছে," "চক্ষুমধ্যে শৈত্যানুভূতি," "যেন শূন্যে পদবিক্ষেপ করিতেছে," "চক্ষুদ্বয় বা জিহ্বা বর্দ্ধিতায়তন অনুভব" এবং "চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দাঁড়াইতে পারে না" এই কয়েকটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করে (অ্যাগার: হ্রাস ; ভেরেট-ভির:)। মোহাচ্ছন্ন ভাব, প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় বটে, কিন্তু অতি কষ্টে (প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ করিতে না করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে = ব্যাপ:—বুদ্ধি জড়তাযুক্ত কিন্তু প্রশ্ন করিতে সম্বদ্ধ উত্তর দেয় = কোল্‌চি: কন্‌ভ্যা: ককীউ: আইরিস্‌-ভার্স: প্লাম. টিলীয়া-ট্রিকোল ;=অচৈতন্য অবস্থা—প্রশ্ন করিলে উত্তর সম্পূর্ণ করিয়াই পুনশ্চ অচেতনাবস্থা প্রাপ্ত হয় = অ্যাসিড-ফস: আর্নি:)। রোগী তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যাদি ধরিবার চেষ্টা করে; শয্যা খুঁটিতে থাকে (আর্নি: বেল: হেলিবো: হায়ো: জিঙ্কাম-মিউ:),—স্বীয় পশ্চাতের দিকে এবং শয্যাতলে সন্দিগ্ধ ভাবে দৃষ্টি করে ; একা থাকিলে গৃহস্থিত দ্রব্যাদি মুহূর্ত্তের মধ্যে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলে। অদৃষ্ট ব্যক্তির দিকে হাত বাড়াইয়া দেয় কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না (ইথীউ: অ্যাভেনা-স্যাট: ল্যাক-ক্যান: মিলিলোট: অ্যাসিড-ফস: স্কুটেল্‌:)। স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না (কোণা:)।

মস্তক।—মস্তক অত্যন্ত লঘু বোধ হয় (ষ্ট্র্যামো:)। শিরোঘূর্ণন,—উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলে (অ্যাকো: অ্যাসের ব্রাই· লরো, পেট্রোল্‌ পলসে: স্যাবাড: ক্যালী-বাই: থুযা) বা পাদচারণকালে (অ্যানাক: অ্যাসের্‌: ক্যান্থার: কার্ব্বো-ভেজি: সাইকীউ: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-ফস্‌: স্পাই:); পশ্চাৎ দিকে পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা হয় (লিডাম্‌: হ্রাস্‌),—বিশেষতঃ সোপান আরোহণ কালে (ক্যাকে-সল্‌ফঃ); চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আদৌ দাঁড়াইতে পারে না (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এক পাও চলিতে পারে না—অ্যালীউমিনা: আর্জেন্ট নাই: ফাইজস্‌:)।

চক্ষু।—অক্ষিতারকা অত্যন্ত প্রসারিত। চক্ষু মধ্যে শৈত্যানুভূত হয় (অ্যামন্‌-কার্ব: অ্যাসা: ক্যাল্‌কে: কোণা লাই প্ল্যাট.)। পাঠ করিতে করিতে যতবার পুস্তক হইতে চক্ষু অপসৃত করে ততবার অক্ষিগোলকের উর্দ্ধাংশ হইতে ললাটদেশ পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ার ন্যায় বেদনা-যুক্ত অনুভূত হয়, চক্ষু বর্দ্ধিতায়তন এবং বাহির হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ হয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তির গণ্ডস্থল কোটর প্রবিষ্ট বোধ হয়। ভ্রমদর্শন,—চেয়ারে বসিতেছে মনে করিয়া ভুমির উপর বসিয়া পড়ে ; টেবিলের উপর গ্লাস রাখিতেছে মনে করিয়া শূন্যে ছাড়িয়া দেয়। দিবা-ভাগে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় মনে করে। দুই ফিট দূরে মুদ্রিত অক্ষর পড়িতে পারে না এবং তাহা নানা বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়। চক্ষের সমক্ষে একটী লাল বিন্দু দৃষ্টি সঞ্চালনের সহিত যেন নড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়। পেশীর সমনিয়োগ বিধানের (Muscles of accom-modation) পক্ষাঘাত,—পুস্তকাদি যত দূরেই থাকুক না কেন রোগী তাহা পড়িতে পারে না বা আহার্য্য দ্রব্যাদির দিকে দৃষ্টি করিতে পারে না, চক্ষে বেদনা বোধ হয় বলিয়া চক্ষুর মুকুর বা চিত্রপত্র (Retina) মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ; চক্ষুর প্রদাহ ;—তরুণ ও পুরাতন, অক্ষিগোলকের তলদেশ আরক্তিম, শিরাদি শোণিতপূর্ণ এবং বক্রগতি, অক্ষিতারকা প্রসারিত এবং দৃষ্টি অস্পষ্ট। চক্ষুর উর্দ্ধে অর্থাৎ অক্ষিগোলক এবং ভ্রূদেশের মধ্যদেশে, অত্যন্ত বেদনা বোধ।

মুখ ও গলমধ্য।—জিহ্বা স্ফীত হইয়া বোধ হয় যেন মুখে স্থান সঙ্কুলন হয় না (ক্রোটেল্-হরিড:) এবং বাক্যস্ফুর্ত্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করে (ড্যাল্‌কা:)। মুখ ও গলমধ্য এত শুষ্ক যে রোগীর কথা কহিতে কষ্ট হয়। গলকোষপ্রদাহ,—গলমধ্য শুষ্ক, আরক্তিম ও শিরা সকল শোণিতাধিক্যপূর্ণ, অত্যধিক শুষ্কতা বশতঃ কোষাণু—(Follicles) সকল উন্নত এবং স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; উপজিহ্বা বক্তাধিক্য পূর্ণ; স্বরনলী-মুখ শুষ্ক এবং স্থানে স্থানে গাঢ় আঠার ন্যায়; কালবর্ণ অর্দ্ধ স্বচ্ছ শ্লেষ্মা খণ্ড সকল লাগিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা; গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ হয়। বায়ুনলী-ভুজদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে কণ্ডুয়ন জনিত প্রবল কাসি।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বশতঃ ভয়ানক যন্ত্রণা এবং মৃত্যু আসন্ন এইরূপ অনুভব (অ্যাকো: ল্যাকো: ল্যাকে ক্যাক্ট:)। উঠিয়া বসিলে নাড়ীর গতি ধীর এবং শয়ন করিলে দ্রুত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—বামপদ অসাড় এবং দক্ষিণ পদ আড়ষ্ট। থাকিয়া থাকিয়া বাহুদ্বয় দেহ হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং সঞ্চালনশক্তি রহিত,—রোগী চলিতে গেলে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে (অ্যাগার: কষ্টি: আয়োড: অ্যাসিড-মিউ: অ্যালীউ: রীউটা; সিকেলি: ষ্ট্র্যামো. সল্ফ, অ্যাসিড-পাই. অ্যাসিড-ফু: হেলোডার্মা; অ্যালীউমেন; লাই: অরাম; ইগ্নে:)। সোপানাবতরণ কালে প্রতি পদবিক্ষেপে কটিদেশে ধাক্কা লাগে,—যেন বহু উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিতেছে=কিম্বা যেন শূন্যে পাদবিক্ষেপ করিতেছে (যেন কার্পাসের উপর পাদবিক্ষেপ করিতেছে=অ্যালীউমিনা)। কম্পান্বিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আদৌ দাঁড়াইতে পারে না (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বা অন্ধকারে এক পাও চলিতে পারে না—টলিয়া পড়ে=অ্যালীউমিনা আর্জেন্ট-নাই:)। মেরুমজ্জার ক্ষয়জনিত চলচ্ছক্তি রাহিত্য (Locomotor Ataxia)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যান্‌হ্যালোনীয়াম, (বর্ণবিভ্রম), অ্যালীউমেন, আর্জেণ্ট-নাই: আট্রো-পাইনাম্, ডালক্যা: ষ্ট্র্যামোন্:।

দোষঘ্ন।—কফিয়া।

শক্তি।—২য় দশমিক ক্রম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ডাল্‌ক্যামেরা

(DULCAMARA FLEXUOSA).

নামান্তর।—বিটার সুইট।

প্রস্তুতি।— ফুল হইবার পূর্ব্বে নব পল্লব হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে, গ্রন্থি প্রদাহ; গলকোষ প্রদাহ, স্বরভঙ্গ, মূত্রস্থলীর পীড়া, সর্দ্দি বিস্ফোটিকা, দুধে মামড়ী; অতিসার, শোথ, রক্তামাশয় শীর্ণতা, রক্তস্রাব, অর্শ, মাথা ব্যথা, দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, উত্তেজনা; ব্রণ বা নানাপ্রকার কণ্ডু বহির্গমন, কটিবাত, ঘাম, মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ, পক্ষাঘাত; নারাঙ্গা; বাত, আরক্তজ্বর, গণ্ডমালা, তোতলামি, গ্রীবাস্তম্ভ, পিপাসা, জিহ্বার পীড়া; কর্ণমূল প্রদাহ, অর্ব্বুদ, সান্নিপাতিক জ্বর মূত্রধারণে ক্লেশ, আঁচিল, হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লেষ্মাপ্রধান ও গণ্ডমালা ধাতু, অস্থির ও উগ্র প্রকৃতি, আর্দ্রতায় পীড়ার বৃদ্ধি প্রভৃতি স্থলে উপযোগী। আরও কয়েকটি প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—(১) শৈষ্মিক ঝিল্লি মাত্রে শোণিত সঞ্চয়াধিক্যযুক্ত হইয়া থাকে,—অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ হয়, স্যাঁত স্যাঁতে নিম্নভূমিতে বাস বশতঃ সর্দ্দিজনিত পীড়াদি, নাসিকা হইতে অত্যন্ত জলবৎ শ্লেষ্মা-স্রাব দেহ সঞ্চালনে বা ঈষন্মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলে পুনরাবির্ভাব বা বৃদ্ধি; বিশ্রামে উপশম। (২) ভিজা মৃত্তিকা বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শ জনিত উদরাময়। (৩) আমবাত,—অত্যন্ত কণ্ডূয়নজনক, কণ্ডূয়নান্তে জ্বালা করে (ক্রোটন), উত্তাপে আবির্ভূত এবং শৈত্যে তিরোহিত হয়, এতৎসহ পাকাশয়িক বা আন্ত্রিক (Enteric) জ্বর। (৪) মানসিক আবিলতা, কথোপকথন কালে মনোভাব প্রকাশোপযোগী বাক্য পায় না। (৫) শৈত্য সংস্পর্শে অন্ত্রশূল—যেন উদরাময় হইবার উপক্রম হয়। (৬) ঋতুর পূর্ব্বে গাত্রে আমবাতবৎ উদ্ভেদ উদ্গম (কোণা)। যে সকল লোক সাধারণতঃ জলসিক্ত নিম্নভূমিতে, বাটীর নিম্নতম তলে বা গোশালায় বাস করে বা যাহাদিগকে কার্য্যের অনুরোধে অধিকাংশ সময় ঐরূপ স্থলে যাপন করিতে হয়, তাহাদিগের পীড়াদিতে ডাল্‌ক্যামেরা মন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। সবিরাম জ্বর, বাতবেদনা বা আরক্ত জ্বরাবশেষে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, কিম্বা স্বেদরোধ, উদ্ভেদ বিলোপ কিম্বা শৈত্য সংস্পর্শ জনিত উদরী রোগেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। অনাবৃত পদে জলমধ্য দিয়া গতায়াত জনিত বয়স্ক বালক বালিকাদিগের দুগ্ধবৎ মূত্র সহ সর্দ্দিজ মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্ররোধ রোগেও ডাল্‌ক্যামেরা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—অব্যবস্থিত-চিত্ততা, কথোপকথনকালে মনোভাব প্রকাশোপযোগী বাক্য স্মরণ হয় না (অ্যাগার্‌ অ্যালীউ: ক্যাল্‌কে: আর্জেণ্ট-নাই ক্যামো: লাই: নক্স-মস্‌: অ্যাসিড্‌-ফস্‌: সল্‌ফ:

থুযা ; লিখিবার সময় সমগ্র বাক্য ছাড়িয়া যায়=অ্যাসিড-বেন্‌: হ্রডো: অসম্বদ্ধ বাক্য ব্যবহার করে=অ্যালীউ: চায়না ; কথা বলিতে বলিতে কি বলিতে যাইতেছিল ভুলিয়া যায়=ব্যারাই-কার্ব: রাম লিখিতে শ্যাম লেখে=ক্যাল্‌কে-কার্ব:)। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না (ইথীউ: অ্যানাক্‌: অ্যাসিড্‌-ফস্‌:)। ক্রোধ উৎপন্ন না হইলেও তিরস্কার করিতে বা গালাগালি করিতে ভালবাসে (অ্যানাক্‌:)। নানাবস্তু প্রার্থনা করে, কিন্তু দিলে লইতে চাহে না বা নিক্ষেপ করে (অ্যাণ্ট-টার্ট: ব্রাই: ক্যামো: সিনা ; হুউম্‌)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে (কোণা: গ্র্যাফ: .ল্যাকে:) বা শয্যা হইতে উত্থান কালে (বেল: ক্যামো: গ্র্যানেট: গ্র্যাফ: ম্যাগ-মিউ. ন্যাট-মি: নিকোল: ফস্‌: ক্যালী-বাই: পল্‌সে: হ্রাস: ; রীউটা. সিপী),—তৎসহ—চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দর্শন (অ্যাকো: আর্জেণ্ট: কার্ব্বো ভে: ক্যামো: হায়ো. লরো. মার্ক: নক্স-ভম্‌ ফাইটো: ষ্ট্র্যামোন্‌: জিঙ্কাম:)। অতীব্র চাপবোধ,—যেন ললাটদেশ একখণ্ড গুরুভার কাষ্ঠফলক সংবদ্ধ রহিয়াছে (ককীউ-ইন্‌: হ্রাস: কক্স:)। শিরোবেদনা,—যেন ললাটে এবং রগে ব শঙ্খদেশে ছিন্ন বা খনন করিতেছে (দক্ষিণ পার্শ্বে=বেল:),—দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে এবং স্থিব হইয়া শুইয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় ; কথা কহিলে উপশম বোধ হয়। ললাটদেশে গর্ত্ত খনন করিতেছে (ভিতর হইতে) ইত্যাকার অনুমিতি,—এতৎসহ মস্তিষ্ক অতিশয় বৃহৎ এইরূপ বোধ (যেন মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ=আর্জেণ্ট-নাই: গ্লোন্‌ ল্যাক্টীউ. নক্স:), সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত এবং দেহ শীতল হইলে বৃদ্ধি এবং শয়ন করিবার সময় উপশম হয়। শিরোপশ্চাতে চৈতন্যাপহারক বেদনা,—বেদনা গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ হয়। শিরোপশ্চাতে অস্বাচ্ছন্দ্যজনক শৈত্যাভব। ঐ স্থানের কেশ সকল হর্ষিত হইয়াছে এইরূপ অনুভব। শিশুদিগের মস্তকোপরে দুগ্ধপীড়কা বা দুগ্ধচিপিটিকা (দুধ্‌-চটা),—মূর্দ্ধাদেশে, ললাটে মুখে শঙ্খদেশে এবং চিবুকোপরে পুরু পীত-কপিশ বর্ণ চটা, এবং উহার চতুষ্পার্শ্ব আরক্তিম , কণ্ডুয়ন করিলে শোণিত স্রাব ।

চক্ষু।—অধ্যয়ন কালে চক্ষুমধ্যে বেদনা বোধ (অ্যাসের: বার্বা: ক্যাল্‌কে: সিনা ; স্যাণ্টোনিন্‌: কোণা: ক্রোকাস্‌, ক্যালী কার্ব: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-সল্‌ফ: অ্যাসিড-নাই: সেনেগা ; অ্যাসিড-সল্‌ফ: রীউটা)। গৃহমধ্যে অবস্থিতি বা রৌদ্রে পাদচারণ কালে বোধ হয় চক্ষু হইতে আগ্ন নির্গত হইতেছে। শৈত সংস্পর্শ বশতঃ অক্ষিপ্রদাহ। দৃষ্টি সম্মুখে উড্ডীয়-মান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয় (অরাম্‌: বেল: কষ্টি: ডিজি: ক্যালী-ক্লো: ল্যাকে: মার্ক: কিউপ-আর্স্‌: ন্যাট-মিউ: নক্স: ওপী: ফস্‌: ষ্টাফি: ভ্যালি: ভেরেট:)। তিমিরদৃষ্টি,—যেন সকল বস্তুই তিমিরা-বৃত এইরূপ অনুমান (বেল্‌: ক্যাল্‌কে ডিজি: ইগ্নেস্‌: ইগ্নে: মার্ক: ফেল্যান্‌: প্লাম: রীউটা ; সিকেলি:)।

মুখ ও গলমধ্য।—মুখের স্নায়ুশূল,—গণ্ডদেশ হইতে ছেদনবৎ বেদনা, কর্ণ, অক্ষিগহ্বর এবং হনূতে সঞ্চারিত হয় ; বেদনার পূর্ব্বে আক্রান্ত অংশ শীতল বোধ হয়। লালানিঃস্রব (বেল: ক্যাল্‌কে: ক্যাম্থা: সিন্থাবারিস ; কোল্‌চি: ইউফর্ব: ল্যাকে: মার্ক: মার্ক-কর্‌: অ্যাসিড-নাই: পল্‌সে: পডো: সল্‌ফ: অ্যাসিড-সল্‌ফ: ভেরেট:) ; লালা, আঠা বা

সাবানের ফেনার ন্যায় (ব্রাই)। জিহ্বা শুষ্ক এবং কর্কশপৃষ্ঠ ও অধিক পরিমাণে লালাস্রাব এবং তৃষ্ণাধিক্য। জিহ্বা গাঢ় শ্লেষ্মাময় লেপাচ্ছন্ন। জিহ্বা অত্যন্ত স্ফীত,—কথা কহা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জনক (ডিউবোইসিন্‌:)। মাড়ী সকল দন্ত হইতে অপসৃত এবং শ্বেত শৈবালাবৃত। জিহ্বা পক্ষাঘাতাক্রান্ত (ব্যারাই হায়ো),—বিশেষতঃ শৈত্যসংস্পর্শ বশতঃ (কষ্টি, জেল্‌সি: দেখ)। নিম্ন হনূতলস্থ গ্রন্থির স্ফীতি। বিকৃতভঙ্গী মুখ, একপার্শ্বে আকৃষ্ট প্রতীয়মান হয়। শৈত্যসংস্পর্শ জনিত গলক্ষত (ক্যামো মার্ক:),—বোধ হয় যেন আলজিহ্বা স্ফীত হইয়াছে। মুখক্ষত এতৎসহ পারদ ব্যবহার জনিত বা শ্লেষ্মাসম্ভূত লালাস্রাব এবং গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি, মুখের স্নায়ুশূল,—ঠাণ্ডা লাগিলেই আবির্ভূত হয়।

পাকাশয়।—মুখের স্বাদ তিক্ত, জ্বরের উত্তাপাবস্থাতে ক্ষুধাতিশয্য, (চায়না: সিনা: ফস্‌:)। ক্ষুধাতিশয্য কিন্তু অরুচি (ন্যাট মিউ ওপী হাস সাইলি. অ্যাসিড-সল্‌ফ)। বিবমিষা ও গাঢ় আঠার ন্যায় শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা বমন। পরিমিত আহারান্তেও উদর আধ্মানযুক্ত হয় (লাই)। বুকজ্বালা (আর্জেণ্ট-নাই নক্স)। মুখের স্নায়ুশূলান্তে ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হয়। শীতল জল পানার্থে জ্বালাময়ী তৃষ্ণা। উদরোর্দ্ধভাগের সঙ্কোচন এবং তন্মধ্যে তীব্র জ্বালা বোধ। বমনকালে শীতবোধ। পাকাশয় ভারযুক্ত এবং অন্ত্রাশয় শূন্য বোধ হয়। বাহ্যের বেগ হইলে বিবমিষার উদ্রেক হয়।

অন্ত্রাশয়।—রাত্রে নাভিপ্রদেশে তীক্ষ্ণ শলাকাঘাতবৎ বা ছেদনবৎ বেদনা। শৈত্য সম্ভূত অন্ত্রশূল,—বোধ হয় যেন উদরাময় হইবার উপক্রম হইতেছে। বঙ্ক্ষণীয় গ্রন্থি বা কুচকী (Inguinal Glands) সকল স্ফীত হইয়া উঠে (মার্ক)। উদরী,—ঘর্ম্মনিরোধ, উদ্ভেদ বিলোপ বা শৈত্য সংস্পর্শ জনিত উদরের শোথ।

মল।—উদরাময়,—জলসিক্ত ভূমিতে অবস্থান বশতঃ শৈত্য সংস্পর্শ জনিত, কিম্বা জলীয় কুজ্ঝটিকাময় জলবায়ু বা হঠাৎ শীতল হওয়ার জন্য (বাই:) উদরাময়, মল আমময় হরিদ্বর্ণ, জলবৎ বা শ্বেতাভ (ভীতি জনিত = জেল্‌সি ওপী সমল জলপান জনিত = জিঞ্জি: চূর্ণাক্ত জল পান জনিত = ক্যাল্কে)। অন্ত্রশূলসহ উদরাময়,—মল জলবৎ,—বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, যখন বায়ু হঠাৎ শীতল হয় (গ্রীষ্মকালে শীতল জলপান জনিত উদরাময় = ব্রাই)। উদ্ভেদ বিলোপ (ব্রাই) বা শীতাক্ততা জনিত এবং দন্তোদ্গম কালীন্‌ উদরাময়। পুরাতন উদরাময়, তৎসহ রক্তাক্ত মল এবং মলদ্বারে জ্বালা।

প্রস্রাব।—বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বালিকাদিগের সর্দ্দি বা মূত্র নিরোধ জনিত ক্লেশ (Ischuria),—দুগ্ধবৎ মূত্র নির্গত হইয়া থাকে, অনাবৃত পদে জলমধ্য দিয়া গমনাগমন জনিত মূত্র অসাড়ে নির্গত হইয়া থাকে। শীতবোধ হইলেই প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হয়। মূত্র ঘোলা এবং শ্বেতাভ; তলানি কখনও লাল, কখনও শ্বেতবর্ণ; মূত্র দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। মূত্রকৃচ্ছ্রতা, ... করিতে কষ্ট বোধ হয় ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব, মূত্রনলী হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।

মন।—অন্তরিন্দ্রিয়।—শৈত্য বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শ বশতঃ রজঃ, স্তনদুগ্ধ (পল্‌সে:) না (অ্যাগার: অ্যালীউ: ক্যা) রোধ (মার্ক: পডো. সল্‌ফ:), পায়ে জল লাগায় ঋতুরোধ = পল্‌সে:।

আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গাত্রে আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ উদ্গত হয় (কোণা—অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব কালে = বেল্: গ্র্যাফ:)। স্তন্যপায়ী-শিশুমতীদিগের বক্ষঃস্থলে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

শ্বাসযন্ত্র।—শৈত্য সংস্পর্শ বা শ্লেষ্মা সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত। স্বরভঙ্গ সহ প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি, যেন শৈত্য সংস্পর্শ সম্ভূত। কাসি,—স্বরভঙ্গ সহযুক্ত, অনর্গল্ সরল শ্লেষ্মা স্রাব এবং স্বরনলী মধ্যে কণ্ডূয়ন; সময়ে সময়ে উজ্জ্বল শোণিতময় গয়ার (ফেরাম্; ইপিক্: ফস্: পল্‌সে:)। হুপকাসির ন্যায় কাসি,—দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে কাসির উদ্রেক হয়, তৎসহ বায়ুনলী ও স্বরনলী মধ্যে বহুল পরিমাণ শ্লেষ্মা সঞ্চয়; প্রতি প্রকোপকালে স্বাদহীন শ্লেষ্মা সহজে বহির্গত হইয়া থাকে (ব্রাই চায়না; হেপ্রে: লাই. প্যারিস; ষ্ট্যান্: ষ্ট্যাফাই:).—অধিকাংশ সময় শোণিত রঞ্জিত (আর্স: ব্রাই চায়না; ডিজি: ড্রোসে ফেরাম অ্যাসেট: ইপিক্ ল্যাকে: লাই: ফস্: অ্যাকালিফা; সনেগা; সিপি)। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষোপরে অত্যন্ত চাপ বোধ। বক্ষের পার্শ্বে, ভিতরে ও বাহিরে যেন কেহ আঘাত করিতেছে এইরূপ বেদনা। বামবক্ষ মধ্যে তরঙ্গ প্রবাহবৎ বেদনা। ফুস্‌ফুসের আসন্নপক্ষাঘাত।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—কটিদেশে বেদনা,—যেন বহুক্ষণ পৃষ্ঠ অবনত করিয়া থাকার জন্য বেদনা ঘটিয়াছে। শৈত্য সংস্পর্শ জনিত পৃষ্ঠবেদনা। জলে ভেজার জন্য বা শৈত্য সংস্পর্শ সম্ভূত গ্রীবা ও স্কন্ধদ্বয়ের আড়ষ্টতা ও অসাড়তা। রাত্রে বিশ্রামকালে নিতম্ব ও কঁচকী সন্ধির ঊর্দ্ধে তীব্র শলাকাবেধ বা আকর্ষণবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—মুখে, করপৃষ্ঠে এবং অঙ্গুলিতে মাংসময় আচিল (ক্যাল্‌কে: অ্যাসিড-নাই: হ্রাস থুযা).—বৃহৎ এবং মসৃণ। সংন্যাস রোগের ন্যায় বাহুদ্বয় পক্ষাঘাতযুক্ত এবং হিমবৎ শীতল,—বিশেষতঃ বিশ্রাম কালে বৃদ্ধি। করতলে স্বেদোদ্গম (অ্যাকো: অ্যানাক: কোণা: লেড: মাক: নক্স। সর্দ্দি জনিত বাতবেদনা,—শৈত্য, জলীয় বায়ু, বৃষ্টি বা উত্তাপ সংস্পর্শ বা বায়ুর হঠাৎ পরিবর্ত্তন জনিত বা তদ্দ্বারা বৃদ্ধি (ব্রাই:), সার্ব্বাঙ্গিক শোথ ও বাতবেদনা,—সবিরাম জ্বর, বা আরক্ত জ্বরান্তিক ঘর্ম্মরোধ, উদ্ভেদ বিলোপ, বা শৈত্য সংস্পর্শ, কিম্বা জলসিক্ত নিম্ন ভূমিতে, বাটীর নিম্নতম তলে বা গোশালায় বাস জনিত উপসর্গ (অ্যারেনিয়া: আর্স: ন্যাট-সল্‌ফ:)।

ত্বক।—গাত্রত্বক অত্যন্ত পীড়াপ্রবণ শৈত্য সহ্য হয় না,—প্রায়ই আমবাতের ন্যায়, উদ্ভেদ উদ্গত হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ যখনই ঠাণ্ডা লাগে বা জলীয় বায়ুতে অবস্থান করে। শৈত্য সংস্পর্শ বশতঃ ঘর্ম্মরোধ বা গাত্রকণ্ডূ বিলোপ জনিত পীড়াদি। বিবিধ গ্রন্থি প্রদাহ (Adenitis—ব্যারাই: বেল: মার্ক: অ্যাসিড-নাই. ফস: হ্রাস: সার্স; সিপী: সল্‌ফ:)। রজোস্রাবারম্ভের পূর্ব্বে গাত্রে আমবাতের ন্যায় কণ্ডূ উদ্গত হয় (কোণা:)। গাত্রোপরে নানাপ্রকার রসগুটী উদ্গম। শোণিতস্রাবী ক্ষতাদিতে স্পর্শ সহ্য হয় না। আমবাত,—সমগ্র দেহ উদ্ভেদাকীর্ণ—জ্বর রহিত; অত্যন্ত কণ্ডূয়নযুক্ত,—কণ্ডূয়নান্তে জ্বালা করে; উত্তাপে বৃদ্ধি এবং শৈত্যে উপশমিত হয়,—ঠাণ্ডা লাগিলেই অদৃশ্য হয়। মূর্দ্ধাদেশে, মুখে, ললাটে, রগে, চিবুকে গাঢ় পীত-কপিশ চটাবৃত ক্ষত,—পার্শ্বদেশ আরক্তিম,—চুলকাইলে রক্ত পড়ে,—শিশুদিগের দুগ্ধ চিপিটিকা (গ্রাফ: ভায়োলো-ট্রাই:

জিঙ্ক মার্ক: সিপী)। গাত্রোপরে মশকাদি দংশন জনিতবৎ আরক্তিম বিন্দুসকল সকল প্রতীয়মান হয়। মুখে, করপৃষ্ঠে এবং অঙ্গুলাদির উপর বৃহৎ, মাংসময় ও মসৃণ আঁচিল (ক্যাল্কে: ক্যাল্কে কষ্টি অ্যাসিড-নাই: থুজা, ক্যালী-মিউ: কষ্টি·)। সার্ব্বাঙ্গিক শোথ (অ্যাপোসাইন)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীত, পৃষ্ঠে আরম্ভ হয় বা পৃষ্ঠ হইতে চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হয়,—উত্তাপে শীতের উপশম হয় না (অ্যাবোনীয়া, ক্যাম্ফো. ল্যাকে: মিনী নক্স, পডো),—প্রায় সন্ধ্যার সময় আবির্ভূত হয় (অ্যাবোনীয়া আর্ণি বোভি: ক্যালেড সিনা, ইগ্নে ক্যালা কার্ব্ব ল্যাকে জেল্সি পল্সে থুজা সিপী)। বেদনা ও প্রবল তৃষ্ণা সহ শীতার্ত্ততা। উত্তাপ—সমগ্র গাত্রে জ্বালাজনক উত্তাপ বিকার সহ তৃষ্ণা শূন্যতা। ঘর্ম্ম—চর্ম্মরোগাদি সহ দুর্গন্ধময় স্বেদোদগম এবং প্রচুর নির্ম্মল মূত্রত্যাগ (অ্যাকো অ্যান্ট-টার্ট ফস—গাঢ় লাল মূত্র=সীড্রন,—দুগ্ধবৎ=ফস—অল্প=সীড্রন, ঘোলা=ইপিক)। রাত্রে ও প্রাতে দেহে দুর্গন্ধময় স্বেদোদগম হইয়া হইয়া থাকে,—দিবা ভাগে পৃষ্ঠে, কক্ষদেশে এবং করতলে। ঘর্ম্ম বিলোপ বা আদৌ ঘর্ম্মের অভাব (অ্যাবোনীয়া আর্স. ইউপেট: লাই:)। উত্তাপাবির্ভাবান্তে ক্ষুধার উদ্রেক (সাইলিসিয়া, ইউপেট পার্পা উ)।

বৃদ্ধি।—চিৎ হইয়া শয়নে, দেহ অবনত করিলে আক্রান্ত অংশ পশ্চাদ্দিকে হেলাইলে, বিশ্রামকালে শীতল বায়ুতে, উত্তপ্ত বায়ু হঠাৎ শীতল হইলে, জলার বায়ুতে, জলে ভিজিলে বা জল ব্যবহার করিলে, ঠাণ্ডা জল পান করিলে, আর্ত্তবস্রাব, গাত্রকণ্ডু বা স্বেদ অবরুদ্ধ বা বিলুপ্ত হইলে।

উপশম।—চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে (ফেরাম, থুজা) উত্তাপে (কিন্তু কাসি ও আমবাত উত্তাপে বৃদ্ধি হয়), সোজা হইয়া বসিলে বা দাড়াইলে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে এবং চাপ প্রয়োগ করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অনুপূরক—ব্যারাইটা-কার্ব্ব ক্যালী সল্ফ। অ্যাসেটিক-অ্যাসিড বেলেডনা এবং ল্যাকেসিসের পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহার নিষেধ। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব. গ্রাই. লাইকোপোড থুজা এবং সিপীয়ার পরে ডাল্ক্যামেরা অত্যন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে। পারদ অপব্যবহার জনিত রোগাদিতে ইহা অত্যন্ত উপকারী। লালাস্রাব, গ্রন্থিস্ফীতি, বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ এবং উদরাময়ে মার্কীয়াসে সদৃশ,—বিশেষতঃ বায়ুপরিবর্ত্তনে পীড়াপ্রবণতা এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি সম্বন্ধে।

দোষঘ্ন।—কিউপ্রাম এবং মার্কিউরায়াস।

শক্তি।—৩য় দর্শমিক ক্রম হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৩০ দিন।

এচিনেসীয়া-অ্যাঙ্গাষ্টিফোলীয়া

(ECHINACEA ANGUSTIFOLIA).

মন্তব্য।—এচিনেসীয়া পাপ্যুবিয়া ঔষধটী জ্বর ও ডিপথিরিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুতি।—সমস্ত তাজা গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ,—উপাঙ্গ-প্রদাহ; রক্তের বিষাক্ততা, দুষ্টব্রণ, উপঝিল্লীক প্রদাহ, পচা ক্ষত, সান্নিপাতিক জ্বর; দুষ্ট ক্ষত, বসটক্সের বিষাক্ততা; সর্পাঘাত; উপদংশ; ক্ষত, গোবীজে টীকার মন্দফল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মানবদেহস্থিত শোণিতের সহিত পূযমিশ্রণ বা অন্য কোন বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শ জনিত পীড়াদিতে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং প্রসবান্তিক জ্বরে, আন্ত্রিক জ্বরে, পূতিপ্রবণ ক্ষতাদিতে, বিগলিত ক্ষতে, অন্ধান্ত্রপুচ্ছের বা উপাঙ্গের (Appendix) প্রদাহে, বিষাক্ত স্ফোটকে এবং মস্তিষ্ক ও মেরু-মজ্জাবরণী প্রদাহে (Cerebro Spinal Meningitis) ইহার ব্যবহার অত্যন্ত উপকারজনক। নিশ্বাস, প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব, মল প্রভৃতি এতজ্জনিত স্রাব মাত্রেই অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট (ব্যাপ্টি সোরাইন্ পাইরোজেন কার্ব্বলিক অ্যাসিড অ্যান্থ্রাকিন)।

লক্ষণাবলী।

মন।—উত্তেজনাপ্রবণ চিত্ত। মানসিক অবসাদ—অপরাহ্নে। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন সহ নিদ্রাবেশ (চেলিডোন), দুর্ব্বলতা তৎসহ সার্ব্বাঙ্গিক অবসন্নতা অত্যন্ত আলস্য বোধ ও নিদ্রাবেশ,—কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, চিন্তা করিতে বা প্রণিধানপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে অনিচ্ছুক। নিদ্রাকালে ছট্‌ফট্ করে ও পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। নিদ্রাবস্থায় অনবরত স্বপ্ন দেখে। মৃত আত্মীয়দিগকে স্বপ্ন দেখে (অ্যানাক:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তক ফিরাইতে গেলে (কোণা ক্যাল্‌কে ক্যার্লী-কার্ব্ব.—মাথা নাড়িলে=ব্রাই. ক্যাল্‌কে কোণা)। মস্তিষ্ক অতিশয় বৃহত্তর বোধ সহযোগে অস্পষ্ট শিরোবেদনা। ললাট দেশীয় শিরোবেদনা—বিশেষতঃ বাম চক্ষুগোলকের উপর প্রদেশে,—নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশমিত হয়। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয় (আর্জেণ্ট-নাই অ্যাপিয়ল্; বেল্: ডাফনী; ইগ্নে: নক্স; ফেল্যান সাইলি স্পাইজি)। শঙ্খপ্রদেশে নিরন্তর তীব্র বেদনা,—বিশ্রামকালে ও পেষণ করিলে উপশম বোধ হয়।

চক্ষু।—অধ্যয়নকালে চক্ষুমধ্যে বেদনা (স্যাণ্টোনিন্ ক্যালী বাই: কোণা:)। পুস্তক হস্তে ধারণপূর্ব্বক পাঠ করিতে হইলে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়। কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিলে চক্ষুমধ্যে বেদনা বোধ হয় ও চক্ষু দিয়া জল পড়ে (বেদনা=কার্ব্বো-ভে: স্যাবাড—জল পড়ে=সিস্থাবারিস)—চক্ষু মুদ্রিত করিলে উপশম বোধ। চক্ষু মুদ্রিত করিলে তন্মধ্যে উত্তাপ বোধ হয়

(কোর‍্যালরুব·): নিদ্রায় চক্ষু যেন মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ হয় অথচ নিদ্রা হয় না।

নাসিকা।—নাসিকা পরিপূর্ণ বোধ হয় ও ফোৎকার করিয়া নাসারন্ধ্র পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু তাহাতে উপশম হয় না। নিশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও নাসিকা হইতে দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা স্রাব হয় (অ্যান্থ্রাকিন কার্ব্বলিক-অ্যাসিড· সোরাইনঃ), নাসারন্ধ্র হইতে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ বাহিগত হইয়া পড়ে।

মুখবিবর।—পচনশীল মুখক্ষত,—মাড়ী সকল দন্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া যায় ও তাহা হইতে সামান্য কারণে শোণিত নির্গত হয় (মাক-কর),—ওষ্ঠ সংযোগস্থল ও ওষ্ঠদ্বয় ফাটিয়া যায় (কণ্ডিউর‍্যাঙ্গ)। জিহ্বা শুষ্ক এবং স্ফীত, দন্ত সকল শর্করাবৃত। জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং জিহ্বামূলীয় গহ্বরদ্বয় কুট্ কুট্ চিন্ চিন্ করিতে থাকে,—তৎসহ হৃৎপিণ্ড প্রদেশে উদ্বেগ ও বেদনা (অ্যাকো), প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল। জিহ্বা আরক্ত-পার্শ্বদেশ-বিশিষ্ট ও শ্বেতলেপান্বিত, কখনও বা জিহ্বা কাঁচা মাংসের প্রতীয়মান হয়। মুখমধ্যে আঠাবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

গলমধ্য।—গলমধ্য গাঢ় লালবর্ণ বা কালিমান্বিত (এচিনেসীয়া পার্পিউরিয়া)। গলমধ্য হইতে বায়ুনলী ও নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপী রসবর্ণ ঘনীভূত রস আবৃত। অম্লাক্ত শ্লেষ্মা বমনান্তে গলমধ্যে জ্বালা বোধ।

পাকস্থলী।—শয়নের পূর্ব্বে বিবমিষা, শয়নান্তে উপশমিত হয়। আহারান্তে পাক ও অন্ত্রাশয় আধ্মানবায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আহারান্তে ভুক্তদ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার। পাকাশয় আধ্মানবায়ু স্ফীত, বায়ু নির্গমেও উপশম হয় না। অম্লাক্ত উদ্গারান্তে গলমধ্যে জ্বালা বোধ। উদ্গার ও বাতকর্ম্ম যুগপৎ হইয়া থাকে। পাকস্থলীর অম্লদোষ, বুকজ্বালা, তৎসহ বায়ু নির্গম। বোধ হয় যেন পাকস্থলী মধ্যে কি একটা কঠিন দ্রব্য রহিয়াছে (অ্যাবিয়েজ নাই· ব্রাই. পল্‌সে·)। পাকস্থলী হইতে তলপেট পর্য্যন্ত আবির্ভাব হয়।

অন্ত্রাশয়।—দক্ষিণ কুক্ষিদেশে বেদনা, অন্ত্রাশয় পরিপূর্ণ বোধ এবং তন্মধ্যে হুড়্‌হুড়্ গুড়্‌গুড়্ শব্দ। নাভিপ্রদেশে বেদনা—সম্মুখ দিকে বক্র হইলে উপশম বোধ (কলো: কিউ-প্রাম)। পেট মুচড়াইয়া দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত হয়, কিম্বা তরল পীতাভ মল নির্গমনান্তে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে।

প্রস্রাব।—রোগী অশেষ চেষ্টা করিলে অসাড়ে মূত্র ত্যাগ হয়। প্রস্রাব কালে বেদনা ও জ্বালাবোধ। বিটপদেশে (Pubes) বেদনা,—বিটপত্বক ভয়ানক টান বোধ হয়। দক্ষিণ রেতোরজ্জুতে বেদনা (হুডো)। অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধাকৃষ্ট এবং ব্যথান্বিত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রসবান্তে শোণিতের-সহিত-পূযমিশ্রণ-জনিত জ্বর; স্রাবাদি রুদ্ধ হইয়া যায়, অন্ত্রাশয় অত্যন্ত ব্যথান্বিত, স্পর্শাসহ এবং আধ্মানবায়ুতে স্ফীত (কলো: হায়ো: বেল:) হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে যোনি হইতে শ্লেষ্মাস্রাব।

ত্বক।—পুনঃ পুনঃ স্ফোটকোদ্গম দুষ্টব্রণ (অ্যান্থ্রাক্সিনঃ)। কীটাদির দংশন (অ্যান্থ্রাক্সিন.)। লসিকা নাড়ী সকল স্ফীত হইয়া উঠে।

জ্বর।—বিবমিষা সহ শীতার্ত্ততা। আন্ত্রিক জ্বর, মাড়ী ও ওষ্ঠদ্বয় ক্ষতযুক্ত এবং শোণিত স্রাবপ্রবণ; গলমধ্য গাঢ় লালবর্ণ বা কালিমান্বিত; জিহ্বা কাঁচা মাংসের ন্যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং মল মূত্রাদি অত্যন্ত পূতি গন্ধময়; উত্থান শক্তিরাহিত্য।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ এবং তুলনীয়**—অ্যান্থ্র্যাক্সিন (স্ফোটক); পাইরোজেন: কার্ব্ব অ্যাসিড: ল্যাকেসিস: ব্যাপ্টিসীয়া। সর্পাঘাতে লোবেলিয়া, ক্যালেণ্ডুলা ও বেলিস।

শক্তি।—মূল আরক ১ হইতে ১০ ফোটা পর্য্যন্ত।

ইলিইস্

(ELÆIS GUINEENSIS)

প্রস্তুতি।—ফলের বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অতিসার, গোদ, পাকাশয়ের বিকৃতি, কুষ্ঠব্যাধি, চর্ম্মরোগ ইত্যাদিতে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—কুষ্ঠব্যাধি,—স্থূলত্বক, শ্লীপদ বা গোদ প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কালবর্ণ মল সংযুক্ত উদরাময়ও ইহার বিষয়ীভূত।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্ফূর্ত্তিপূর্ণ চিত্ত, একাকী থাকিলে আনন্দে হাস্য করিতে থাকে, সময়ে সময়ে বিমর্ষ ভাবও প্রকাশ করে।

চক্ষু।—চক্ষু স্ফীত (অ্যাকো আর্স: ক্যালী কার্ব: হ্রাস: ষ্ট্রাম্)। দীপালোকে অস্পষ্ট দৃষ্টি (ক্রোকা: হিপ:)। কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে পারে না (ক্যাল্কে ফেল্যান্: কার্ব্বো-ভেজি: স্যাবাড:)।

মুখ ও গলমধ্য।—গলাধঃকরণকালে গলমধ্যে ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। জিহ্বা এত জ্বালা করে যে, আহার বন্ধ করিতে হয়।

ত্বক ও প্রত্যঙ্গাদি।—সোপানারোহণ কালে দেহের নানাস্থানে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা অনুভূত হয়। গাত্রত্বক্ পুরু হইয়া যায়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশের উভয় পার্শ্বেই বোধ হয় যেন ত্বক অত্যন্ত পুরু হইয়াছে এবং নিম্নতম পঞ্জর মধ্যে যেন কীলকাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। ত্বক্ স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া থাকে। বামপদের ত্বক্ স্ফীত এবং কর্কশতা ও কণ্ডুয়নশীল; সমগ্র গাত্র কণ্ডুয়নযুক্ত,—কণ্ডুতি বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ব্যাসিলিনাম, হাইড্রোকোটাইল, অ্যানাকার্ডিয়াম, রসটক্স, প্রভৃতি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২য় ও ৩য় দশমিক ক্রম।

ইল্যাপস্ কোর‍্যালিনাস্

(ELAPS CORALLINUS).

প্রস্তুতি।—ব্রেজেলিয়ান সর্পের বিষদন্ত হইতে বিষ গ্রহণ করিয়া দুগ্ধশর্করা সহ বিচূর্ণ প্রস্তুত করা হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।— নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অন্ধত্ব ; ক্যান্সার ; বা কর্কটীয়া ক্ষত ; বধিরতা ; নাক দিয়া রক্ত পড়া , রক্তস্রাব , মাথাব্যথা ; অর্দ্ধাঙ্গপক্ষাঘাত ; প্রচুর রজঃস্রাব ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব , ফুসফুস প্রদাহ , পূতিনস্য ; যক্ষ্মা , গলক্ষত ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্রোটেলাস, ল্যাকেসিস এবং ইল্যাপ্স—এই কয়েকটী সর্পবিষ জনিত লক্ষণাদির পরস্পরের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ইল্যাপ্সের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, এতজ্জনিত স্রাব মাত্রেই কাল- এমন কি কর্ণমূল পর্য্যন্ত কালবর্ণ। ইহার আর কয়েকটী প্রকৃতিগত লক্ষণ এই :—(১) ফল, বা শীতল পানীয় দ্রব্যাদি পাকাশয় মধ্যে বরফ খণ্ডের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং বক্ষমধ্যেও শৈত্যানুভব উৎপন্ন করে। (২) ভুক্ত দ্রব্যাদি বোধ হয় যেন "স্ক্রু"র পাকের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবিষ্ট হয়। (৩) যেন দেহের সমস্ত শোণিত মস্তকে একত্রিত হইয়াছে। (৪) জলাদি পানান্তে ভয়ঙ্কর শৈত্যানুভব এবং যেন বাম ফুস্‌ফুস্ মধ্যস্থিত একটী গোলাকার ছিদ্রের মধ্য দিয়া জল উঠিতেছে এবং পড়িতেছে (ডাঃ শ্যানন্)। (৫) অন্ত্রমণ্ডলী যেন রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়াছে। বিবমিষা ও বমন ; অবসন্নতা সহ পাকস্থলীতে অম্লজনন আকুঞ্চন প্রসারণ, তালুমূলের সঙ্কোচন ইত্যাদি অবস্থাতেও ইল্যাপ্স ফলদায়ক হইয়া থাকে। দেহের পার্শ্বের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ (ল্যাকেসিসের বাম পার্শ্বের সহিত)।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষণ্ণচিত্ত ; বোধ হয় যেন সে কাহার কথা শুনিতে পাইতেছে। বৃষ্টিভীতি (ঝটিকাভীতি=হুডো:)। নিজের কোন সাঙ্ঘাতিক রোগ হইবে এই ভয়ে সদা সশঙ্কিত-চিত্ত (রোগী মনে করে যে, তাহার রোগ আর আরোগ্য হইবে না=আর্স: ক্যাক্: ইগ্নে: ল্যাক-ক্যান্: লিল-টাইগ: মিডগ্রাইন: ন্যাট-মিউ: সোরাইন:—রোগী মনে করে তাহার গলমধ্যে সাঙ্ঘাতিক

রোগ হইয়াছে=স্টাবাড:)। একাকী থাকিতে চাহে না, পাছে কোন ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হয় (একাকী থাকিতে চাহে না পাছে তাহার মৃত্যু হয় বা পাছে সে স্বীয় প্রাণনাশের চেষ্টা করে=আর্স:)। সংন্যাস আক্রান্ত হইবার ভয় (আর্জেণ্ট: এপীস:—বসন্ত রোগ হইবার ভয়=ভেরী-য়োলাইন্:—বিসূচিকা হইবার ভয় আর্স: অ্যাসিড-নাই:)। নিজের কার্য্যে মহারাগ; কেহ তাহার সহিত কথা কহিলে বিরক্ত হয়। সামান্য প্রতিবাদে তাহার দেহ কম্পিত এবং শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে (অরম্, ককীউ: কোণা: ফের.)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—সম্মুখে পতন সম্ভাবনা (আর্ণি. ফেরার্-অ্যাসেট: ন্যাট-মিউ: র‍্যাণান্: পডো: হ্রাস; পশ্চাদ্দিকে=লেড: হ্রাস:)। শিরোবেদনা,—আহারাভাবে,—বিশেষতঃ ক্ষুধার উদ্রেক মাত্রে আহার করিতে না পাওয়ায় (লাই:), আহারান্তে (আহারের সময় উপশম=অ্যানাক:); কখনও বাম পার্শ্বে কখনও দক্ষিণ পার্শ্বে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা, মানসিক পরিশ্রমান্তে অনিদ্রাসহ শিরোপশ্চাতে বেদনা; মস্তক পরিপূর্ণ ও ভারবোধ,—যেন দেহের সমস্ত রক্ত মস্তক মধ্যে একত্রিত হইয়াছে। হস্তদ্বয় শীতল, ও সংন্যাস আক্রমণের ভয় (আর্জেণ্ট: এপীস্:)। ভারবোধসহ ললাটে ভয়ঙ্কর সূচিবেধবৎ অনুভব; কর্ণমধ্যে বজ্রনিনাদ, শ্রবণশক্তির লোপ, (ডাল্ক্যা: কিউপ্:) ও অশ্রু স্রাব (ইউজিনী: ইগ্: পল্‌সে: স্পঞ্জী:)। মূর্দ্ধাদেশে তীব্র বেদনা,—সন্ধ্যাকালে; বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক স্পন্দিত হইতেছে, বিবমিষা বর্ত্তমান থাকায় রোগী মস্তক স্থির রাখিতে পারে না।

চক্ষু।—বাম চক্ষুর উপর আঞ্জনি এবং তন্মধ্যে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। দৃষ্টি সমক্ষে লাল জ্বলন্ত বিন্দু সকল দৃষ্ট হয় (ডিউবোইসিন্:)। নিদ্রাভঙ্গাতে চক্ষুমধ্যে শুষ্কভাব ও জ্বালানুভূত হয়; প্রাতে চক্ষুর চতুর্দ্দিক স্ফীত প্রতীয়মান হয় (ব্যারাই-কাব:); রাত্রেও সকল বস্তু শ্বেতবর্ণ বোধ; চক্ষু সম্মুখে বোধ হয় যেন একটা ধূসরবর্ণ আবরণ বিস্তৃত রহিয়াছে। তিমিরদৃষ্টি,—আলোক কি অন্ধকার সহজে স্থির করিতে পারে না।

কর্ণ।—বধিরতাসহ মল কালবর্ণ কর্ণে (খোল) জমা (পল্‌সে. কঠিন=ল্যাকে পল্‌সে: সেলিন্: লালবর্ণ=কোণা: শ্বেতাভ=ল্যাকে.), কিম্বা প্রাতে বামকর্ণ হইতে রসের ন্যায় সবুজবর্ণ ও দুর্গন্ধময় স্রাব এবং কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ। নানাপ্রকার ভ্রমশ্রুতি,—কর্ণনাদ। হঠাৎ রাত্রিকালে কর্ণ বধির হইয়া যায় এবং কর্ণমধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হইতে ও কট্ কট্ করিতে থাকে। আহার বা গলাধঃকরণকালে কর্ণমধ্যে "কটাস্" করিয়া উঠে (ক্যাল্কে: গ্র্যাফ্: অ্যালীউ: কার্ব্বো-ভে: ব্যারাই-কার্ব: ইউপেট্-পার্পিউ ক্যালী-আয়োড্: ম্যাঙ্গে:)। রোগীর বোধ হয় যেন সে কাহার কথা শুনিতে পাইতেছে (দূরদেশস্থ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছে এইরূপ বোধ=অ্যানাক্: ক্যামো: ষ্ট্রান্:)। কর্ণমধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়ন।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির বিলোপ। নাসিকা পরিষ্কার করিতে গেলে কালবর্ণ শোণিত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে অবিচ্ছিন্ন স্রোতের ন্যায় নির্গত হইতে থাকে (ক্রোটন্; হ্যামা: অ্যাসিড্-নাই: সিকেল্: অ্যাসিড্-সল্ফ:)। পূতিনস্য বা পিনস—তৎসহ নাসিকা হইতে "নোনা" মৎস্যের জলের ন্যায় দুর্গন্ধময় রস স্রাব (অ্যাসা: অরাম্; গ্র্যাফ: লাই: মার্ক: আর্স: ইহার

সহিত তুলনীয়)। ঈষন্মাত্র ঠাণ্ডা বায়ু লাগিলেই সর্দ্দি হয় (ডাল্‌ক্যা:), শ্বেতবর্ণ জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাব।

মুখ।—গাঢ় আরক্তিম মুখমণ্ডল। জিহ্বা কাল (আন্থ্র্যাক্সিন্: বীউফো; এচিনেসী: ল্যাকে: হ্রাস:) বা গাঢ় লালবর্ণ; প্রান্তে শ্বেতাভ ও স্ফীতিযুক্ত, জিহ্বাগ্রে সূচিবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভব।

গলমধ্য।—গলমধ্য ক্ষতযুক্ত,—বামপার্শ্বে অধিক; কোন আহারীয় গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়; বৎসরে এইরূপ পাঁচ ছয় বার হইয়া থাকে এবং প্রতিবারে দুই হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, বৃষ্টি বা বায়ু সংস্পর্শজনিত এইরূপ উপসর্গ (ডাল্‌ক্যা:); রোগীর গলমধ্যে ক্ষত হউক আর নাই হউক, সে জলীয় বায়ুতে বহির্গত হইতে চাহে না। কি তরল কি কঠিন পদার্থ,—রোগীর পক্ষে উভয়ই গলাধঃকরণ করা অত্যন্ত কষ্টজনক অনুভূত হয়; তাহার কণ্ঠমধ্য অত্যন্ত স্পর্শাসহ; জিহ্বামূলীয়-গ্রন্থিদ্বয় এত স্ফীত যে গলমধ্যে রন্ধ্র আছে বলিয়া বোধ হয় না; কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে নাসারন্ধ্র হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। জিহ্বামূলীয় গহ্বরদ্বয়ের উদ্ধাংশে অসংখ্য গাঢ় লালবর্ণ বিন্দু সকল প্রতীয়মান হয় এবং সেই বিন্দু সকল বসগুটীর পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া ভ্রম হয়। অন্ননলীর সঙ্কোচন বশতঃ ভুক্ত দ্রব্যাদি প্রথমে তন্মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যায়, পরে গুরুভার দ্রব্যের ন্যায় সবলে পাকস্থলী মধ্যে পতিত হয়, অন্ননলীমধ্যে বোধ হয় যেন একখণ্ড স্পঞ্জ আবদ্ধ রহিয়াছে।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—আহারান্তে পাকাশয়ে ভারবোধ। অপরিমিত ক্ষুধাসত্ত্বেও খাইতে পারে না। হরিদ্বর্ণ পিত্তবমনান্তে কেবল মল নির্গত হইতে থাকে। পাকস্থলীর অম্লরোগ,—তৎসহ বিবমিষা ও দৈহিক অবসন্নতা, অম্ল উদ্গার। ভয়ানক তৃষ্ণা, কিন্তু জলাদি পান করিলেই বক্ষমধ্যে শৈত্যানুভূত হইয়া থাকে। ফল বা শীতল পানীয় দ্রব্যাদি পাকাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বরফখণ্ডের ন্যায় নিপতিত থাকে বলিয়া বোধ হয়। ক্ষুধা জনিত শিরোবেদনা (লাই:)—বিশেষতঃ ক্ষুধা পরিতৃপ্তির বিলম্ব হইলে (আহারকালে শিরোবেদনা নিবৃত্তি- অ্যানাক্:)। শ্লেষ্মা বমনান্তে মূর্চ্ছা বা তদুপক্রম (আর্স: গ্র্যানেট্: ইপিক্: লের্মীয়াম্, ভেরেট্:); হঠাৎ পেটে এমন বেদনা ধরে যে রোগী বসিয়া পড়িবার উপক্রম করে, বসিলে বৃদ্ধি এবং পাদচারণে উপশম (উপবেশনে বৃদ্ধি—হিপ্: পল্‌সে: সল্‌ফ:)। অন্ত্র মণ্ডলী বোধ হয় যেন রজ্জুদ্বারা একত্রে আবদ্ধ হইয়া পিণ্ডাকারে পরিণত হইল (স্পঞ্জী: দেখ)। গলাধঃকৃত দ্রব্যাদি বোধ হয় যেন স্ক্রুপের পাকের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উদরমধ্যেপ্রবিষ্ট হয়।

মল।—উদরাময়,—উদরমধ্যে কল্ কল্ শব্দ করিয়া ঈষৎ কালবর্ণ বা ঈষৎ পীতবর্ণ জলবৎ আম মিশ্রিত মল নির্গত হয়; আবার কখনও পিত্তময় মল, কখনও বা কেবল রক্তাক্ত আম নির্গত হয়। অন্ত্রশূল,—যেন অন্ত্রাদি মুচ্‌ড়াইতেছে এইরূপ অনুভবসহ মলান্ত্র হইতে জলবৎ কালবর্ণ শোণিত (অ্যান্ট: অ্যাসের: মার্ক-কর:) নির্গত হয়। মলদ্বারে কৃমী সঞ্চালনবৎ অনুভব (কোল্‌চি: গ্র্যানেট্: ইগ্নে: স্পাইজি: টেরিব: টিউক্র: জিঙ্ক:)

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু নিবৃত্তিকালে কাল রক্তস্রাব হইয়া থাকে (অ্যাসের: ক্যামো: ক্রোক্: ইগ্নে: নাইট্রাম্: প্ল্যাট্:)। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব—শোণিত কালবর্ণ, জলবৎ, বা জমাট (Clotted); অধিকাংশস্থলে তরল; প্রতি দিবারাত্রির মধ্যে এক পোয়া হইতে দেড় পোয়া পরিমাণ শোণিত নির্গত হইয়া থাকে এবং রোগিণীকে মৃতদেহের ন্যায় প্রতীয়মান হয়;—সমগ্র তলপেট অতিশয় ব্যথান্বিত, উভয় শঙ্খপ্রদেশে বা রংগে আকর্ষণবৎ বেদনা এবং সময়ে সময়ে বাম ফুস্ফুসাবরণী (Pleura) মধ্যেও ঈষৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে; ক্ষুদ্র কর্পূরখণ্ড চর্ব্বণ করিলেই প্রায় উপশম বোধ হয়। জরায়ুমধ্যে কর্কটীয়া ক্ষত, যেন জরায়ুমধ্যে কি ছিন্ন হইয়া গেল এইরূপ অনুভূতির পরে প্রস্রাব করিবার চেষ্টা মাত্রেই অবিশ্রান্তধারে অত্যন্ত গাঢ় লাল বা কালবর্ণ শোণিতস্রাব হইতে থাকে,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং দুই একটী জমাট মিশ্রিত। প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর রজঃপ্রকাশ।

শ্বাসযন্ত্র।—জলপানান্তে বক্ষমধ্যে শৈত্যানুভব এবং বোধ হয় যেন বাম ফুসফুসের মধ্যস্থিত একটী নলের ন্যায় ছিদ্রের ভিতর দিয়া তুষার শীতলজল উপরে উঠিতেছে এবং নীচে নামিতেছে (ডাঃ শ্যানন্)। প্রবল কাসির পর কাল শোণিতলাঞ্ছিত গয়ার উঠে। ফুসফুস হইতে শোণিত নির্গত হইবার পূর্ব্বে মুখে রক্তের আস্বাদন অনুভূত হয় (বিসমাথ; সাইলিশীয়া)। মস্তক বা দেহ অধিক অবনত করিলে মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। অবিচ্ছিন্ন কাসি এবং সমগ্র ফুস্ফুসদ্বয় মধ্যে বিদারণবৎ তীব্র বেদনা,—দক্ষিণ ফুস্ফুসের শিখরদেশে বেদনাধিক্য বোধ। উভয় ফুস্ফুসের উদ্ধাংশে সূচিবেধবৎ বেদনা,—পাদচারণে উপশম। সন্ধ্যাকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত বোধ,—সোপানারোহণ কালে বৃদ্ধি (অ্যামন্-কার্ব: আর্স: অ্যাঙ্গাস: বোর: লেড: হায়ো: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: র‍্যাটান্: রীউটা: সেনেগা)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বগলে কণ্ডুয়নশীল উদ্ভেদ (কার্ব্বো-অ্যান্: কার্ব্বো-ভেজি: লাই: পেট্রোল ফস্)। বগলের গ্রন্থি সকল প্রদাহান্বিত এবং পুযসঞ্চয়প্রবণ (ব্যারাই. হিপ:)। অঙ্গুলী প্রভৃতির অগ্রভাগের শল্ক বা ছাল উঠিতে থাকে। কনুই হইতে হস্ত পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া "চড় চড়" করে,—যেন কত ভারীদ্রব্য বহন করা হইয়াছে। জঙ্ঘাডিমাতে খাল্ ধরে (ক্যাম্ফো: ভেরেট্:)। দক্ষিণ পদ হিমবৎ শীতল। হাতে এবং অঙ্গুলিতে পীতবর্ণ বিন্দু সকল উদ্গত হয়।

নিদ্রা।—ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণাজনক শিরোবেদনা বশতঃ অনিদ্রা। অনবরত বিষয়-কার্য্য (ব্রাই: সাইকীউ: লাই: অ্যাসিড-নাই: নাক্স-ভম্: ফস্: পল্সে: হ্লাস; ক্যাপ্স:) এবং মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে (ক্রোটেল-হরিড: ক্রোটেল-ক্যাস্কা: এচিনে:) স্বপ্ন দেখেন।

জ্বর।—শীতাবস্থা—তৃষ্ণা রহিত; মুখমণ্ডল আরক্তিম। রাত্রি ৮টার সময় শীত ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। রোগী শীতে কাঁপিতে থাকে,—যেন অস্থি ভেদ করিয়া শীত উৎপন্ন হইতেছে; শীতল জল পানে শীত বৃদ্ধি হয় (ক্যাপ্স:)। দক্ষিণ পদের জানু পর্য্যন্ত হিমবৎ শীতল; শীতল জলে হাত ডুবাইলে হাত কম্পিত হইতে থাকে। উত্তাপাবস্থা —তৃষ্ণা সংযুক্ত,—সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শুষ্ক অর্থাৎ স্বেদহীন উত্তাপ এবং তৎপরে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত শীতবোধ। থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভাব হয় এবং মুখমণ্ডল ও কর্ণ

আরক্তিম হইয়া উঠে। ঘর্ম্মাবস্থা—সমগ্র দেহে স্বেদোদ্গম হয়—প্রচুর পরিমাণে শীতল স্বেদ।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্স কার্ব্বো-ভেজি. ক্রোটেলাস; ল্যাকে: অ্যাসিড-মিউ: অ্যাসিড-নাই: হ্রাস: ডাল্‌ক্যা:।

তুলনীয়।—ডিউবইসিনাম্ (দৃষ্টির সম্মুখে লালবিন্দু) ডল্‌ক্যামারা (শৈত্যসম্ভোগ)।

দোষঘ্ন।—সুরা ও আর্সেণিক।

শক্তি।—৬ষ্ঠ শততমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ইল্যাটিরীয়াম্

(ELATERIUM).

নামান্তর।—(বন্য কদু বা কুমড়া)।

প্রস্তুতি।—ইহার অপক্ক ফলে হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়। সার ভাগের বিচূর্ণকে "ইলাটেরিনম্" কহে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ; স্ফোটক; পৈত্তিক-জ্বর; ওলাউঠা; শূল, অতিসার, শোথ; রক্তামাশয়; নারাঙ্গা, পালাজ্বর; কামলা; হাম; আম্বাত, স্নায়ুশূল; বাত; কটী-স্নায়ুশূল; বমন; জৃম্ভন।

উপযোগিতা ও আভাস।—অপর্য্যাপ্ত জলবৎ মলনিঃসরণ ও বমন সংযুক্ত বিসূচিকা, শিশুদিগের উদরাময়, প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। সূক্ষ্মমাত্রায় ইহাদ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির জলভাগ শোষিত হয়, সুতরাং শোথ উদরী প্রভৃতি রোগেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এতজ্জনিত জ্বর, বিসূচিকা, প্রভৃতি পীড়াতে পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও হস্ত পদাদি প্রসারণ ইল্যাটিরীয়ামের একটী উৎকৃষ্ট নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নব-প্রসূত শিশুদিগের পিত্তময় মল সংযুক্ত কামলা বা নেবা রোগ, ইহাদ্বারা নিরাকৃত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা এবং অনেক স্থলে কেবল ইহার সাহায্যে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈষৎ হরিদ্বর্ণ ভেদ ও বমন এবং ফেনময় মল ইহার অন্যতম নির্ণায়ক লক্ষণ। ম্যালেরিয়া বা পুতিবাষ্পজ জ্বরাদির হঠাৎ বিলোপ বশতঃ মানসিক বিকৃতি ও আমবাত রোগেও ইহা আশ্চর্য্য উপকারিতা প্রদর্শন করে। বাম চক্ষু মধ্যে যেন কণ্টক বা সূক্ষ্ম শলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যেন নাসি-কার পশ্চাৎ রন্ধ্র এবং অন্ননালীর ঊর্দ্ধমুখ বিবর্দ্ধিত হইয়াছে এইরূপ অনুভব ইহার প্রকৃতিগত।

লক্ষণাবলী।

মন।—(রাত্রিকালে) গৃহত্যাগ করিয়া দূরে বা বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবার দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ (অ্যাক্টীয়া ও ভেরেট্রাম্ অ্যাল্বাম্ দেখ)। সর্ব্বদা বিপদ্ আসন্ন এইরূপ আশঙ্কা (অ্যাক্টীয়া; চিনিন্ সল্‌ফ: কিউপ: অ্যাসিড হাইড্রো: লরো: সিপী: লিলী টাইগ্:)।

গলমধ্য।—রোগীর বোধ হয় যেন তাহার নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র (Posterior Nares) এবং অন্ননালীর উর্দ্ধাংশ বিবর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—অত্যন্ত অবসন্নতা সহ বিবমিষা ও বমন; তলপেট "আঁকড়াইয়া আঁকড়াইয়া" ধরে। ভারবোধ, অন্ননালীর সঙ্কোচন, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা এবং শ্বাসকষ্ট। অন্ত্রশূল,—ছেদনবৎ বেদনা। দুরারোগ্য উদরাময়াধিকারে তরল মল নির্গত হইবার পর ভয়ানক যন্ত্রণাজনক আধ্মান জনিত অন্ত্রশূল। মুখে তিক্ত স্বাদ সহ লালাস্রাব; বিবমিষা, ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত গাঢ় কপিশবর্ণ জলীয় বমন, তৎসহ অত্যন্ত অবসন্নতা; বার কয়েক পুনঃ পুনঃ স্বল্প পরিমাণে জলবৎ বমনান্তে অপর্য্যাপ্ত ঈষৎ হরিদ্বর্ণ পদার্থ স্রাব।

মল।—মল জলবৎ, অপর্য্যাপ্ত এবং তৎসঙ্গে বেশ থাকে। ঈষৎ হরিদ্বর্ণ ও ফেনময় মল চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া নির্গত হয় (আর্জেণ্ট নাই:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গৃধ্রসী বা কটিস্নায়ুশূল (Sciatica),—বাম কটিস্নায়ুর গতি অনুসারে পদতলের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত তীব্র ও দ্রুত সঞ্চরণশীল বেদনা অনুভূত হয় (ব্রাই কলো:)।

শীত, উত্তাপ ও স্বেদ।—শীতার্ত্ততা বা কম্পাবস্থায় ক্লেশ ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ—যেন জ্বর আসিবার সূচনা, শীতাবির্ভাবের পূর্ব্বেও জৃম্ভণ হইয়া থাকে। শীতাবস্থায় মস্তকে ও হস্তপদাদিতে বেদনা। উত্তাপাবস্থায় সমগ্র মস্তকে বিদারণকারী বেদনা এবং তলপেটে ও হস্ত পদাদিতে অধিকতর বেদনা বোধ, বেদনা তীব্রবেগে পদনখর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া পুনশ্চ উর্দ্ধাভিমুখে ধাবিত হয়। ঘর্ম্মাবস্থা, ঘর্ম্মের পর সকল যন্ত্রণায় নিবৃত্তি (ব্রাই. জেলসি: ল্যাকে. ন্যাট-মিউ: সোরাইন: হ্রাস)। এই সবিরাম জ্বর হঠাৎ অবরুদ্ধ হইলে গাত্রে আমবাত বাহির হয় (জ্বরকালে আমবাতোদ্গম=এপীস্; হিপ: ইগ্নে: হ্রাস:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কলো: ক্রোটোন টিগ্: ভেরেট্রাম্; সিকেলি: এপীস্; হিপার; ইগ্নে: হ্রাস:।

তুলনীয়।—ব্রায়ো, কলোসিন্থ (কটী স্নায়ুশূল); ভিরেট্রাম, কল্‌চিকম, ক্রোটন, (বিসূচিকা); ক্যান্থ: (মূত্র ক্লেশ ও ভেদ), এপিস, হ্রাসটক্স (আমবাত ও পালাজ্বর)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

এপিজীয়া রিপেন্স

(EPIGEA REPENS).

নামান্তর।—গ্রাউণ্ড লরেল্।

প্রস্তুতি।—এই ফুল গাছের তাজা পাতা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মূত্রকৃচ্ছ্রতা; পাথুরী: ইত্যাদিতে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্রান্তিজনিত শিরঃপীড়া ব্যতিরেকে এপিজীয়ার প্রধান ক্রিয়া মূত্রযন্ত্রের উপর প্রকাশিত হইয়া থাকে। মূত্রাশয় প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রস্রাবান্তে যন্ত্রণাদায়ক সঙ্কোচন জনিত বৃথা বেগ প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াফল। মূত্রের সহিত শ্লেষ্মা ও পূয, কপিশবর্ণ মূত্র রেণু বা মূত্রাশ্মরী এবং মূত্রাম্ল (Uric Acid) মিশ্রিত থাকে এবং তলায় পতিত হয়।

শ্রান্তিজনিত শিরোবেদন।—অত্যধিক মানসিক বা দৈহিক পরিশ্রম জনিত,—বিবমিষা, বমন, দৃষ্টিলোপ এবং এতৎসহ দুর্দ্দমনীয় মলকাঠিন্য (ল্যাক্: ডিফ্লোরেটাম্ ; স্যাঙ্গিউইনেরীয়া ; আইরিস)।—(ডাঃ এইচ সি অ্যালেন)।

সদৃশ।—ইউভা উর্সাই, চিম্যাফিলা, প্যারিইরা-ব্রাভা, মিচেলা-রিপেন্স ; আর্টিকা-ইউরেন্স। শিরঃপীড়া = স্যাঙ্গিউই ল্যাক ডিফ্লো:।

শক্তি।—মূলারিষ্ট ১০ হইতে ২০ বিন্দু।

এপিফিগাস

(EPIPHEGUS VIRGINIANA).

নামান্তর।—ক্যান্সার রুট্।

প্রস্তুতি।—ফুল হইলে পর, এই লতা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ ; অতিসার ; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ, প্রমেহ, মাথা ব্যথা, হৃদ্‌কম্পন ; প্রচুর লালাস্রাব।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বীয় অবসাদ জনিত (Neurasthenia) শিরঃপীড়াতেই ইহার বিশেষ উপকারিতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মানসিক বা শারীরিক কোনরূপ পরিশ্রমের আধিক্য হইলেই শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় ; শিরোবেদনা প্রকোপ কালে মুখে আঠাবৎ লালা সঞ্চিত হয় এবং রোগীর পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। দক্ষিণ রগে বা শঙ্খদেশে অধিক বেদনা বোধ হয় ; বাহির হইতে ভিতর দিকে নিষ্পেষণবৎ বেদনা, বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত হয় ; শিরোবেদনার সময় মস্তকের চর্ম্মে অত্যন্ত টান বোধ হয়। পুরুষ অপেক্ষা রমণীদিগেরই এইরূপ শিরঃপীড়া অধিক হইয়া থাকে। গৃহ বহির্ভাগে পরিশ্রম করিলে, দোকানে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বেড়াইলে কিম্বা শয্যায় উঠিয়া বসিলে বেদনার বৃদ্ধি এবং উত্তম নিদ্রান্তে সম্পূর্ণ উপশম বোধ হয়।

এতজ্জনিত লক্ষণাদি কোণাকুনিভাবে দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিক সঞ্চারিত হয়—উর্দ্ধাঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অথবা নিম্নাঙ্গের বাম পার্শ্বে লক্ষণাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে

(অ্যাম্ব্রা: ব্রোম্: মিডহ্রাইন্: ফস: অ্যা-সল্ফ: বামপার্শ্ব এবং অধমাঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্ব = অ্যাগার: অ্যাণ্টটার্ট: ষ্ট্যান:)।

ইহাদ্বারা অত্যন্ত হৃদ্‌স্পন্দনও উৎপন্ন হইয়া থাকে; হৃদ্‌স্পন্দনের সময় রোগিণী অত্যন্ত অবসাদ বোধ করে এবং তাহার অনবরত মনে হয় যে এই হৃদ্‌স্পন্দনেই তাহার মৃত্যু হইবে।—(ডাঃ ক্লার্ক)।

শক্তি।—ডাঃ ক্লার্ক বলেন যে ইহার ৩য় দশমিক ক্রমই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইকুইসেটাম্ হায়েমেল্

(EQUISETUM HYEMALE).

নামান্তর।—হর্স্ টেল্।

প্রস্তুতি।—সমস্ত তাজা গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ; মূত্রস্থলী প্রদাহ; শোথ; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; পক্ষাঘাত; প্রমেহ; পাথূরী; রক্তমূত্র; মূত্র বন্ধ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—এপিজীয়ার ন্যায় ইকুসেটামেরও অধিকাংশ ক্রিয়া মূত্রযন্ত্রের উপর প্রকাশ পাইয়া থাকে। (১) কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই অসাড়ে মূত্র স্রাব [অভ্যাস দোষ ব্যতীত অন্য কারণ প্রত্যক্ষ না হইলে],—প্রচুর পরিমাণে জলবৎ মূত্র নির্গত হয়; (২) মূত্রস্থলীর স্ফীতি-জনিতবৎ যন্ত্রণা, মূত্রত্যাগান্তে উপশম হয় না; (৩) মূত্ররোধ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র,—বিশেষতঃ রমণীদিগের গর্ভাবস্থায় ও প্রসবান্তে; (৪) পুনঃ পুনঃ দুর্দ্দমনীয় মূত্রবেগ এবং মূত্রত্যাগান্তে ভয়ানক যন্ত্রণা; (৫) পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ সহ বহুল পরিমাণ নির্ম্মল স্বচ্ছ জলবৎ মূত্রস্রাব হয়, কিন্তু তাহাতেও যন্ত্রণার উপশম হয় না; (৬) প্রস্রাব কালে তীক্ষ্ণ জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা; (৭) বৃদ্ধাদিগের পক্ষাঘাত প্রভৃতি কয়েকটী ইকুইসেটামের উৎকৃষ্ট নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোবেদনা—চক্ষুর ঊর্দ্ধাংশে বা অক্ষিকোটরের মূলদেশে তীব্র বেদনা, মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত হইয়া উঠে (কিন্তু আরক্তিম হয় না); স্থানপরিবর্ত্তনশীল শূলাঘাতবৎ বেদনা; সমগ্র মস্তকের চর্ম্মে অত্যন্ত টান বোধ হয় এবং ললাট-ত্বক অনবরত সঙ্কুচিত করিতে ইচ্ছা হয়। রগে বেদনা, আহারান্তে উপশম (ইল্যাপ্স দেখ)।

প্রস্রাব যন্ত্র।—মূত্রস্থলী মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা,—যেন অতিশয় স্ফীতি হইয়াছে উহা মূত্রত্যাগান্তে উপশম হয় না। পুনঃ পুনঃ দুর্দ্দমনীয় মূত্র বেগ, মূত্রত্যাগান্তে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা

(বার্বা: সার্সা: থুয়া)। নিরন্তর প্রস্রাববেগ এবং প্রতিবার বহুল পরিমাণে নির্ম্মল জলবৎ মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতেও যন্ত্রণার উপশম হয় না (প্রতিবারে কয়েক বিন্দু মাত্র মূত্র স্রাব হয়—এপীস, ক্যান্থা: ক্যাপ্স: ডিজি বাউটা, ষ্টাফাই)। প্রস্রাবকালে তীক্ষ্ণ জ্বালাজনক (ক্যানাব ক্যাপ্স: ল্যাকে ন্যাট-কার্ব) ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা (ক্যান্থা কোনা: ডিজি. অ্যা-ফস:) দিবা ও রাত্রি উভয় সময়েই অসাড়ে বহুল পরিমাণে জলবৎ মূত্র স্রাব [যে স্থলে বদাভ্যাস ব্যতীত অন্য কোন কারণ নির্ণীত হয না (কাষ্ঠ ন্যাট-মিউ পলসে হ্রাস: সল্‌ফ:)]। বৃদ্ধাদিগের মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত (আর্স সাইকীউ, ডালক্যা হায়ো ল্যাকে লরো ফস)। মূত্রস্থলীর মুখের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে যেন সূচীবিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার অনুভব। রাত্রিতে প্রস্রাব করিতে বার বার শয্যা ত্যাগ করিতে হয় (অ্যা ফস স্কীলা)। মূত্রনালী মুখে সূচিবেধবৎ বেদনা ও ব্যথা সহ প্রবল প্রস্রাব বেগ স্পর্শ করিলে বা টিপিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। মূত্রের সহিত বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা মিশ্রিত হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অপরাহ্নে প্রবল লিঙ্গোদ্গম। অণ্ডকোষ এবং কোষরজ্জু অত্যন্ত ব্যথান্বিত বিশেষতঃ বামপার্শ্বে।

বক্ষঃস্থল।—বামস্তন-বৃন্তের কিঞ্চিদূর্দ্ধে ও বামে তীক্ষ্ণ বেদনানুভব। হৃদ্‌প্রদেশে তীব্র বেদনা, নিশ্বাস গ্রহণ কালে বেদনার বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গাদি।—কটিদেশে বেদনা, বিশেষতঃ উপবেশন কালে, চিৎ হইয়া শুইলে বা পাদচারণ করিলে উপশম বোধ হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে বাম জানুর পশ্চাদ্দিকে তীব্র বেদনানুভূতি হয়, কিয়ৎকাল পাদচারণ করিলেই উপশম বোধ হয়। সামান্য পরিশ্রমে জানুদেশ ক্ষীণ বা অবসন্ন হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধি।—পেষণ বা স্পর্শ করিলে; উপবেশনে ও পরিশ্রমে।

উপশম।—আহারান্তে, উর্দ্ধমুখে শয়ন করিলে, ও পাদচরণ করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—এপীস, ক্যানাবিস, ফেরাম-ফস. পল্‌সে: স্কীলা ডিজি: ডাল্‌ক্যা কষ্টি:। ক্যান্থারিস অপেক্ষা ইহাতে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ অধিক থাকে।

শক্তি।—৩য় দশমিক ক্রম হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ইরেকথাইটীস

(ERECHTHITES).

প্রস্তুতি।—সমস্ত তাজা গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অতিসার; প্রমেহ; রক্তস্রাব; রজসাধিক্য; অণ্ডকোষ প্রদাহ ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**—সেনেসিও ; ইরিজিরন্ ; হামা ; সাইলি, ক্যান্থ, ক্যাল্কে, পল্‌সে, টোরবিন্থ ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক ও ১ম দশমিক ক্রম।

ইরিজিরন্ ক্যানাডেন্সি

(ERIGERON CANADENSE).

নামান্তর।—ক্লিরেন ; হর্স উইড।

প্রস্তুতি।—সমগ্র তাজা গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—আঘাত জনিত কালশিরা ; কাসি ও মূত্রক্লেশ ; প্রমেহ ; অণ্ডকোষ প্রদাহ ; রক্তস্রাব ; অর্শ ; শুক্রক্ষরণ ; ক্ষত ; গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—দেহের প্রায় সকল অংশেই শোণিতাধিক্য ও প্রায় সকল দ্বার হইতেই শোণিতস্রাব ইরিজিরনের প্রধান ক্রিয়াফল। মূত্রস্থলী হইতে অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র সহ জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব; বাম বঙ্ক্ষণপ্রদেশে বা কুঁচকীতে বেদনা, পুরাতন প্রমেহ এবং জ্বালাজনক প্রস্রাব, পুনঃ পুনঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র ত্যাগ এবং ভয়ানক যন্ত্রণাকর আমরক্ত রোগাদিতে ইহা মন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। ডাঃ ম্যাসি বলেন যে "মলের সহিত শোণিত যত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত এবং মূত্রযন্ত্র মধ্যে যত অধিক যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকিবে ইরিজিরন্ তত অধিক পরিমাণে কার্য্যকারী হইবে।" আর্নিকা ক্যালেণ্ডিউলার ন্যায় "ইরিজিরন্"ও একটি আঘাতজনিত ক্ষতান্তক ঔষধ বলিয়া পরিগণিত।

লক্ষণাবলী।

মন।—অতিশয় অবসাদ বা বিমর্ষ ভাব।

মস্তক।—মস্তক মধ্যে শোণিতাধিক্য বশতঃ মুখমণ্ডল আরক্তিম হয় এবং নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত নির্গত হইতে থাকে (মেলিলোট:) এবং ঈষৎ জ্বর ভাবও প্রকাশ পায়। যন্ত্রণাদায়ক ললাটদেশীয় শিরোবেদনা এবং চক্ষু মধ্যে জ্বালা।

গলমধ্য।—সমস্ত পূর্ব্বাহ্ন কাল নাসারন্ধ্র মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইতে থাকে, তালুমূলে কর্কশতা অনুভব হয় এবং বোধ হয় যেন অন্ননালীর ঊর্দ্ধভাগে কি একটা আবদ্ধ রহিয়াছে এবং সেইটি অপসারিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা হয়।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—ভয়ানক বমনোদ্রেক, পেটের মধ্যে জ্বালা করে ও উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত বমন হইতে থাকে। শূন্য উদ্গার। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে প্রতি কয়েক

মিনিট অন্তর তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভব হয়। পুনঃ পুনঃ নাভিপ্রদেশে অতীব্র বেদনা এবং বোধ হয় যেন মলদ্বার ছিন্ন বা বিদারিত হইয়া গিয়াছে। উদরের পেশীমধ্যে বায়ুজনিত বেদনা। হঠাৎ তলপেট বেদনা করিয়া থস্‌থসে মল নির্গত হয়।

মলান্ত্র ও মল।—মল স্বল্প পরিমাণ এবং শোণিত মিশ্রিত, তৎসহ ভয়ানক পেট-কামড়ানী বা অন্ত্রাদি যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা এবং তলপেটে ও মলান্ত্র মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, স্রাবের সহিত কঠিন জমাট মলখণ্ড মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। মলান্ত্র হইতে শোণিতস্রাব, শোণিত উষ্ণ ও লালবর্ণ। শোণিতস্রাবী অর্শ—শোণিতের সহিত কঠিন মল নিঃসৃত হয়, মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে জ্বালা করে এবং বোধ হয় যেন মলদ্বার ছিন্ন হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে।

প্রস্রাব।—মূত্রত্যাগ যন্ত্রণাজনক বা মূত্ররোধ। শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন্ মূত্রকৃচ্ছ্র,—পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ ও প্রস্রাব করিবার সময় শিশু কাঁদিতে থাকে (লাই প্রস্রাবান্তে কাঁদিতে থাকে=সার্সা), মূত্র অপর্য্যাপ্ত এবং তীব্র গন্ধবিশিষ্ট, স্ত্রীলোকদিগের যোনি-বহির্ভাগ প্রদাহান্বিত ও জ্বালাযুক্ত হইয়া উঠে এবং বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব তৎসহ মলান্ত্র ও মূত্রাশয় মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রনা, গর্ভস্রাবান্তে মূত্রকৃচ্ছ্র ও তৎসহ সময়ে সময়ে জরায়ুভ্রংশ বিদ্যমান থাকে। ঝলকে ঝলকে শোণিত নির্গত হইতে থাকে, প্রতি দেহসঞ্চালনে স্রাব বৃদ্ধি হয়, রোগিণীর দেহ শোণিতশূন্য ও ফ্যাকাশে এবং রোগিণী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রদর—স্রাব বহুল পরিমাণ, থাকিয়া থাকিয়া বেদনার আবির্ভাব হয় এবং মূত্রাশয় ও মলান্ত্র মধ্যে যন্ত্রনা হইয়া থাকে। প্রসবান্তিক স্রাব, সামান্য দেহ সঞ্চালন মাত্রে রক্তাক্ত স্রাব আরম্ভ হয়, স্থির হইয়া থাকিলে স্রাব বৃদ্ধি হয়। সময়ে সময়ে ঋতুর পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে শোণিত নিস্তঃত হয়—অনুকল্প রজঃ (Vicarious Menses—ব্রাই)।

কাসি।—ক্ষয়কাসের প্রথমাবস্থায় রক্তাক্ত গয়ার উঠা।

বৃদ্ধি।—বিশ্রামে, ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে বৃষ্টিময় বায়ুতে এবং বাম পার্শ্বে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—হপিক অ্যাকালিফা টেরিবি ক্যান্থ অ্যাকো (প্রসবান্তিক স্রাবের পুনরাবির্ভাব), আর্ণি, হ্যামা ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে হইতে ৩ শততমিক ক্রম।

ইরিয়োডিক্টিয়ন্ ক্যালিফার্ণকাম্

(ERIODICTYON CALIFORNICUM).

নামান্তর।—আর্ব্বা সান্তা (Yerba Santa)

প্রস্তুতি।—সমগ্র গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।— নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; শ্বাসনলী প্রদাহ; সর্দ্দি; বহুব্যাপক-সর্দ্দি; যক্ষ্মা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—হাঁপ কাসি প্রভৃতি বায়ুনলীর রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। বায়ুনলী-ভূজগত যক্ষ্মা (Bronchial Phthisis) রোগ, তৎসহ শীর্ণতা ও রাত্রি কালীন ঘর্ম্ম; হাঁপানি রোগ,—প্রচুর শ্লেষ্মা উঠিলে উপশম এবং বহুব্যাপক সর্দ্দি বা কাসি প্রভৃতি রোগে ইহার উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন ও মত্ততা অনুভব। মস্তকের মধ্যে সর্ব্বত্র বহির্দ্দিকে নিষ্পেষণবৎ অনুভূতি—পশ্চাৎ মস্তিষ্কে বেদনার আধিক্য বোধ। পশ্চাৎ মস্তকে এবং চক্ষের উপরে তীব্র ভারবৎ বেদনা। শিরোপশ্চাতে জ্বালা; ভারবৎ অনুভব, যেন পশ্চাৎ মস্তিষ্ক ঠেলিয়া বহির্গত হইতেছে।

কর্ণ।—মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা কিম্বা হঠাৎ দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে মস্তক ফিরাইলে বেদনা।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সাইক্লে:)। সর্দ্দি, তৎসহ হরিত-পীতাভ শ্লেষ্মা স্রাব। জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় (Fauces) ও গলমধ্যে জ্বালা বোধ।

পাকস্থলী।—অত্যন্ত ক্ষুধা ও সকল দ্রব্যেই রুচি। ভয়ানক বিবমিষা—দৌড়াইলে বৃদ্ধি পায়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষে অত্যন্ত ব্যথা এবং আকর্ষণ বোধ,—বিশেষতঃ বাম অণ্ডকোষে; কোনরূপ চাপ অসহনীয়; রোগী নড়িতে চাহে না পাছে বেদনা লাগে; কোন প্রকার কোমল অবলম্বন পাইলে উপশম বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—গলা সাঁই সাঁই করে (বেল: কষ্টি: ফস:)। হাঁপানি—তৎসহ নাসিকা হইতে তরল সর্দ্দি স্রাব ও বায়ুনলীমধ্যে বহুল পরিমাণ শ্লেষ্মা সঞ্চয়—সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলেই হাঁপানির উপশম হয়। দক্ষিণ ফুস্ফুস্ মধ্যে অতীব্র বেদনা এবং গলকোষ মধ্যে জ্বালানুভূতি।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কষ্টি: ড্রোসেরা: অ্যাবেলিয়া-রেসি: স্পঞ্জি: পিক্র-লিক: ব্যাল্সম্-পেরু; লাইকোপাস: গৃণ্ডি: ফস: ষ্টান্।

শক্তি।—মূল আরক ও প্রথম ও দ্বিতীয় দশমিক ক্রম।

ইরিঞ্জীয়াম্ অ্যাকোয়াটিকাম
(ERYNGIUM AQUATICUM).

নামান্তর।—বটন স্নেক্‌রুট।

প্রস্তুতি।—তাজা মূলের মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গুহ্যদ্বারের স্থানচ্যুতি; চক্ষু প্রদাহ; কোষ্ঠবদ্ধতা; কাসি; অতিসার; শোথ; প্রমেহ; অর্শ; শ্বেতপ্রদর; শুক্রক্ষরণ; ক্ষত; মূত্রাশ্মরীশূল।

উপযোগিতা ও আভাস।—দেহস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মাত্রেই ইহার ক্রিয়াস্থল। ইহা দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখবিবর, অন্ত্রাশয়, মূত্রনালী ও স্ত্রীযোনি মধ্যস্থিত ঝিল্লির উত্তেজনা বশতঃ ঐ সকল দ্বার হইতে গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া থাকে এবং পাক ও অন্ত্রাশয় হইতে শোণিত স্রাব হয়। আর্ণিকা, ক্যালেণ্ডিউলা, হ্যামামিলিস্, ইরিজিরন প্রভৃতির ন্যায় ইহাও একটি আঘাতজনিত ক্ষতান্তক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মস্তক যেন প্রসারিত হইতেছে ইত্যাকার অনুভূতি সহ শিরোবেদনা জন্মায়। প্রস্রাব যন্ত্রের রোগেই কিন্তু ইহাদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপকার দর্শিয়া থাকে। স্নায়বীয় উত্তেজনা সহ মূত্ররোধ, মূত্রাশ্মরী জনিত শূলবেদনা, সামান্য কারণে রেতঃস্খলন বা মূত্রাশয়ের মুখশায়িকা (Prostate) গ্রন্থি হইতে রস স্রাব প্রভৃতি রোগে ইহাদ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বহুব্যাপক সর্দ্দি রোগে গলমধ্যে ও স্বরনলীমুখে জ্বালা, বায়ুনলীমধ্যে নিরন্তর কণ্ডুয়ন জনিত কাসি এবং গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব থাকিলে, ইহা ফলদায়ক। দেহের বাম পার্শ্বের সহিত ইহার অধিক ঘনিষ্টতা প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এতজ্জনিত লক্ষণাদি দেহের এক অংশ হইতে অন্য অংশে সংক্রমণ করে।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না [ইথীউ: এইল্যান্‌-থ্যান: অ্যাভেনা-স্যাট: ল্যাক-ক্যান: অ্যাসিড-ফস: সার্সা: জেরোফিল্:]; মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিলে মাথা ভার হইয়া উঠে। চক্ষু-উদ্ধ প্রদেশ যেন প্রসারিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি,—মস্তক অবনত করিলে এই অনুভূতি বৃদ্ধি হয়। বাম চক্ষের উপরে তীব্র বেদনা, মস্তক অবনত করিয়া বসিলে বেদনা চক্ষু ত্যাগ করিয়া গ্রীবাতে ও স্কন্ধের পেশীমধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং পৃষ্ঠফলকের তলদেশে অনুভূত হইতে থাকে। মূৰ্দ্ধাদেশে এবং মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে চক্ষু হইতে দন্ত পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা বোধ। মস্তকের ত্বকে অত্যন্ত ব্যথা,—চুল আঁচড়াইলে ব্যথা বোধ হয় (অ্যালীউ: অ্যাম্ব্রা: অ্যাসের: ব্যারাই: বোভি: ক্যাপ্স: কার্ব্বো ভে: চায়না; ল্যাকে: মার্ক: নাইট্রান্; সেলিন্: সাইলিশীয়া; স্পঞ্জী: থুযা; ক্যাল্‌কে-কষ্টি: ফাইটো:।

চক্ষু।—চক্ষু জ্বালাযুক্ত; আলোকাতঙ্ক। চক্ষুর বহির্ত্বক প্রদাহ (Sclerotitis);—

জলবৎ বা পূযবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া থাকে (ক্যাল্মী-ল্যাট: আর্স: মার্ক-প্রেটোআয়োড: অরাম্-মিউ: থুযা ; নক্স-মস্: সাইলি:)। বামাক্ষির পূযজনক-প্রদাহ (Purulent inflammation) —আঠাবৎ পূযময় শ্লেষ্মা স্রাব বশতঃ অক্ষিপুট জুড়িয়া যায় এবং যোজকত্বক মাংসাঙ্কুরময় এবং মসৃণতারহিত প্রতীয়মান হয় (আর্জেণ্ট-নাই: অ্যাকো: হ্রাস: মার্ক-কর: পল্সে: হিপ:)। পেশী সকল আড়ষ্ট বোধ হয় এবং চক্ষু সঞ্চালনে বেদনানুভব হয়।

কর্ণ।—ছেদনবৎ বেদনা,—যেন কেহ কর্ণ টানিয়া ছিঁড়িতেছে। কর্ণপশ্চান্নলীর (Eustachian Tube) প্রদাহ,—বাম কর্ণের ভিতর ও বাহির স্ফীত, স্পর্শাসহ, নিরন্তর ব্যথা-যুক্ত, সামান্য কারণে শোণিতস্রাব-প্রবণ ; আক্রান্ত কর্ণ মধ্য হইতে গাঢ় শ্বেতবর্ণ রক্ত মিশ্রিত ও দুর্গন্ধ পূয স্রাব (অ্যাসাফিট: বোব্. বোভি: ক্যাল্কে: কষ্টি: সিষ্টাস্-ক্যান্: ক্যালী: কার্ব: ল্যাকে: হিপ: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: পেট্রোল্: পল্সে সাইলি:)। বাম কর্ণ মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সোঁ সোঁ ভোঁ ভোঁ এবং সময়ে সময়ে কট্ কট্ শব্দ হয় (ব্যারাই: মস্কাস্ ; অ্যাসিড-নাই)।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে (ক্যাল্কে: ক্রিয়ো: নাই: ন্যাট কাব: ফস্: পল্সে: সিপী: ষ্ট্যান্ থুযা)।

পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে শূন্যতানুভূতি,—যেন তন্মধ্যে কিছু নাই (ক্যামো: ইগ্নে: ইপিক: ককীউ: ম্যাগ-কার্ব: ন্যাট মিউ. পেট্রোল্ রাউটা টিউক্রি:) অথচ ভারযুক্ত ও নীচের দিকে আকর্ষণ বোধ হয়। পাকাশয়ের উপর আঘাত লাগায় উদরোর্দ্ধ প্রদেশেজ্বালা সহ নিষ্ঠিবনের সহিত ঘনীভূত শোণিত মিশ্রিত উজ্জ্বল লালবর্ণ ধামনিক শোণিত নির্গত হয়। আর্ণি: ইরিজিরন্: চায়না ; ফেরাম্ ; লিডাম)।

মলান্ত্র ও মল।—সূক্ষ্মান্ত্র মধ্যে শূলবৎ বা খাল্ধরার ন্যায় বেদনা। শিশুদিগের আমাতিসার (পডো: মার্ক-সল্: অ্যালো:)। মলকাঠিন্য,—শুষ্ক, কঠিন, সীসক বর্ণ মল ; মলত্যাগ কালে অত্যন্ত কুন্থন এবং মলত্যাগ কালে বোধ হয় যেন মলদ্বার ফাটীয়া গেল (অ্যাসিড-নাই:)

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ এবং মূত্রত্যাগ কালে লিঙ্গমুণ্ডের একটু পশ্চাতে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে (ক্যান্থা ক্যানাব: ক্যাপ্স:)। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর প্রস্রাব করিতে বাধ্য হয়, অনবরত ফোঁটা ফোঁটা মূত্র ত্যাগ হইতে থাকে (পেট্রোল্:) এবং মূত্রনালী মধ্যে যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা করে (অ্যাকো: ক্যানাব-ইন্: ক্যান্থা: নক্স-ভম্: টেরিব:)। মূত্রাশ্মরী-জনিত-শূলবেদনা (Renal Colic=ওসিমাম্ কেন্ প্যারীইরা ; বার্বা: ডায়োস্কো: লাইকো: সার্সা)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অশ্লীল স্বপ্ন ও রেতঃস্খলন সহ রমণেচ্ছার প্রাবল্য। মূত্রাধারের মুখশায়িকা হইতে সামান্য কারণে রসক্ষরণ (অ্যাগ্নাস ; অ্যালীউ. ইস্কীউ. আনাক্: ক্যাল্কে: হিপ: ন্যাট্-কার্ব: অ্যাসিড-ফস্: সেলিন্: সিপি: সল্ফ: থুযা)। শুক্রমেহ বা স্বপ্ন দোষ—অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি (সিঙ্কো: নক্স ; ডিজিটেলিন: অ্যাসিড-ফস্: ষ্টাফাই: সল্ফ:) বা অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা জনিত মন্দফল ; রাত্রিতে লিঙ্গোদ্গম সহ শুক্রক্ষয়ান্তে অত্যন্ত

আলস্য ও অবসাদ বোধ। অণ্ডকোষে আঘাত বশতঃ (বা অন্য কোন কারণে) লিঙ্গের অনুদ্গমেও দিবারাত্র শুক্রক্ষরণ এবং আলস্য (ব্যারাইঃ ক্যালেডঃ কষ্টিঃ চায়না; কোণাঃ ক্লিম্যাট্ঃ ক্যালী-কার্বঃ লাইঃ ফস্ঃ অ্যা-ফস্ঃ ফস্ঃ সেলিনঃ সিপীঃ ষ্ট্যাফাইঃ সল্‌ফঃ)। যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোদ্গম সহ—নূতন বা পুরাতন প্রমেহ।

শ্বাসযন্ত্র।—বহুব্যাপক-সর্দ্দির পরে পুনঃ পুনঃ বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি এবং গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মাময় গয়ার—গলমধ্যে ও স্বরনলীতে নিরন্তর জ্বালা ও কুট্‌কুট্‌ করে (ডাঃ হেল্ঃ)।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**—মন সংযোগে অসামর্থ্য (ইথুজা); সামান্য কারণে প্রষ্টেট গ্রন্থি হইতে রসক্ষরণ (কোনায়াম); স্বপ্নদোষে (চায়না, জেল্‌সঃ), মূত্রযন্ত্রে (ক্যান্থ, ক্যানাবিস) কোষ্ঠবদ্ধ (নাইট্রিক্-অ্যাসিড); সর্দ্দিতে (জেল্‌স)।

সদৃশ।—ইথিউসা; অ্যাভেনা স্যাটঃ কোণাঃ জেল্‌সিঃ চায়না; অ্যাসিড-ফস্ঃ ক্যান্থাঃ ক্যানাব-স্যাটঃ প্যাবীরাঃ ওসিমাম; ডায়োস্কো. অ্যাসিড-নাইঃ ষ্টিক্টা-পল্ঃ।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ইউক্যালিপ্টাস্ গ্লোবিউলাস

(EUCALYPTUS GLOBULUS).

নামান্তর।—ফিভার ট্রী।

প্রস্তুতি।—তাজা পত্র হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ধমনীর অর্ব্বুদ; হাঁপানি, মূত্রাধারের পীড়া; শ্বাসনলী-প্রদাহ; অতিসার; আমাশয়; অজীর্ণ, মূত্রক্লেশ; নালী; প্রমেহ; বাত; প্লীহা; উপদংশ; সান্নিপাতিক জ্বর; কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অত্যন্ত লালাস্রাব; মহাস্ফূর্ত্তিময় চিত্ত, এদিক ওদিক্ করিয়া বেড়াইবার একান্ত ইচ্ছা, মহোল্লাস ও বলাধিক্য বোধ; রক্তহীন ব্যক্তিদিগের মস্তকে রক্তাধিক্য-সঞ্চয়জনিত-শিরোবেদনা অধিকারে ইউক্যালিপ্টাস বেদনার লাঘব এবং নিদ্রা আনয়ন করে; স্ত্রীমূত্রনলীর শিরাময়-অর্ব্বুদ; এবং বহুল পরিমাণ মূত্রক্ষার নির্গমন সহ —মূত্রাধিক্য,—ইত্যাদি কয়েকটী ইউক্যালিপ্টাসের সর্ব্বপ্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—মহা উল্লাসিত চিত্ত; দেহ মধ্যে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি ও বলাধিক্য বোধ; সর্ব্বদা এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা; শারীরিক ব্যায়াম করিবার একান্ত আগ্রহ (হ্রাসঃ দেখ)।

মস্তক।—শোণিতশূন্য ব্যক্তিদিগের মস্তকে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য জনিত শিরোবেদনা,—ইহা বেদনার লাঘব বিধান করিয়া নিদ্রা আনয়ন করে। চক্ষু জ্বালাযুক্ত এবং কর্কশ করে। প্রতিশ্যায় ও প্রমেহ জনিত অক্ষিপ্রদাহ।

নাসিকা।—নাসাদণ্ডের মধ্যাংশ সাঁটিয়া থাকে, যেন নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। যেন নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ। নূতন সর্দ্দি,—পাতলা, জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব। পুরাতন সর্দ্দি,—দুর্গন্ধযুক্ত পূযবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া থাকে (গ্র্যাফ: কালী-কার্ব:)।

মুখ।—মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত ও আরক্তিম। মুখমধ্যে অত্যধিক পরিমাণ লালা সঞ্চিত হইয়া থাকে। তৃষ্ণা সহ মুখমধ্য হইতে গলমধ্য ও অন্ননলী পর্য্যন্ত ঈষৎ জ্বালাযুক্ত, গলাধঃকরণ করিলে গলমধ্য পূর্ণ ও ব্যথান্বিত বোধ। গলমধ্যে নিরন্তর যেন শ্লেষ্মা বিদ্যমান রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি এবং অল্প পরিমাণে গাঢ়, শ্বেতবর্ণ ফেনাময় শ্লেষ্ম নির্গত হয়।

পাকস্থলী।—রুচি সহ ক্ষুধাধিক্য, অত্যধিক তৃষ্ণায় রোগী অস্থির হইয়া উঠে; জ্বালাজনক ঝাঁঝাল উদ্গার; পাকস্থলী পরিপূর্ণ ও ভারযুক্ত বোধ,—যেন অপরিমিত আহার করা হইয়াছে। নাড়ীর গতির তালে পাকাশয় মধ্যে দপ্‌দপানি (নক্স. আর্স: কর্ণাস্; ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব:)। অগ্নিমান্দ্য,—পরিপাক কার্য্য অতি বিলম্বে সম্পাদিত হয় (ট্যারাণ্ট: নুফার্-লুট:)। পুনঃ পুনঃ উদ্গার, এবং পাকস্থলী আধ্মানযুক্ত।

অন্ত্রাশয়।—নাভি ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা। নাভিপ্রদেশে ও সমগ্র অন্ত্রাশয় মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ; থাকিয়া থাকিয়া ব্যথা করে,—যেন তাহার উদরাময় হইবার উপক্রম (র‍্যাণান্-সিলিরেট: এপীস্: অ্যাঙ্গাস্ অ্যাণ্ট-ক্রুড.)। সন্ধ্যার পর আহারান্তে তলপেটে তীক্ষ্ণ বেদনা। উদরের আধ্মান।

মল।—তলপেটে তীব্র বেদনা প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে তরল জলবৎ পীতবর্ণ মল ত্যাগ (ইথীউ: অ্যাগার: অ্যাসিড ফ্লু: আর্স: ন্যাট সল্‌ফ: সোরাইন:—প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর একটু এদিক্ ওদিক্ করিলেই মলবেগ=ব্রাই: লেপ্ট্যান্: ন্যাট্-সল্‌ফ—শয্যাত্যাগ মাত্রে=লাই: সল্‌ফ:—গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে=অ্যালো: বেল: বোভি: চায়না, নুফার: সোর; রীউমেক্স; সল্‌ফ:)। পুরাতন আমময় ও রক্তাক্ত উদরাময়। আমরক্ত—মলান্ত্র মধ্যে উত্তাপবোধ, কুন্থন, আম ও তৎসহ অবসন্নতা; মলান্ত্র হইতে শোণিতস্রাব। আন্ত্রিক জ্বরাশ্রিত (Typhoid) উদরাময়; মল ও নির্গত বাষ্প অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

প্রস্রাব।—পুরাতন-শল্কমোচক-বৃক্কক-প্রদাহ (Chronic Desquamative Nephritis অর্থাৎ একপ্রকার মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ, তরুণ=ককাস; প্লাম্),—বৃক্ককের মাংসাঙ্কুর জনন-প্রবণতা (Granular Kidney), পূযজননপ্রবণ বৃক্কক প্রদাহ; বৃক্কক মধ্যে জল সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ স্ফীতি সহ প্রদাহ (Hydronephritis) প্রভৃতি বৃক্কক রোগ ইহার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। (ডাঃ ক্লার্ক:)। মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি (Catarrh of the Bladder),—বোধ হয় যেন মূত্রাশয়ের মূত্র নিক্ষেপ শক্তি রহিত হইয়াছে (হিপার; সাস্;

ক্যামো·)। প্রস্রাব কালে বৃথা বেগ ও জ্বালা। মূত্রাধিক্য, মূত্রবোধ শক্তি রাহিত্য (লাই: হ্রাস্ সিপী ষ্ট্যাফ্), অধিক পরিমাণে মূত্রক্ষার (urea)·জনন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মূত্রনালীর শিরাময় (Vascular) অর্ব্বুদ (থূযা)। প্রদর;—স্রাব কষায় গুণবিশিষ্ট এবং পূতিগন্ধময়, মূত্রনালীদ্বারের চতুর্দ্দিক্ ক্ষত বেষ্টিত। দক্ষিণ স্তনবৃন্তের নিম্নে ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা জনক অর্ব্বুদ (ফাইটো)।

শ্বাসযন্ত্র।—জ্বরাজীর্ণ বা রোগজীর্ণ ব্যক্তিদিগের বায়ুনালীভুজ-প্রদাহ (Bronchitis), বায়ুনলী হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব। শ্বাসরোগ,—রোগশীর্ণ শোণিত-রহিত ব্যক্তির,—ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসকৃচ্ছ্র, তৎসহ হৃৎপিণ্ডের সহানুভূতিক যন্ত্রণা। গয়ার শ্বেতবর্ণ, গাঢ় ও ফেনযুক্ত (ফস্ ক্যালী-আয়োড্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাতাশ্রিত বেদনা,—রাত্রিতে (পল্‌সে সিফিলাইন্. মাক-সল্ ক্যালী-আয়োড কোল্‌চি), পাদচারণে (রাই ক্যাল্‌কে ষ্টেলারীয়া মিড্) বা কোনদ্রব্য বহন করিলে বেদনা বৃদ্ধি পায়, আক্রান্ত অঙ্গ আড়ষ্ট ও শ্রান্তবৎ বোধ হয়, যেন সূচি বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতির পর ব্যথা করিতে থাকে। হাতের কব্জীর (Metacarpal) এবং পায়ের অঙ্গুলির পূর্ব্বে স্থিত অস্থির সন্ধি প্রদেশে, অর্থাৎ করতল ও পদতলের পৃষ্ঠদেশে গুল্মবৎ (Nodular) অর্ব্বুদ সকল উঠিয়া থাকে (হেক্লা, ক্যালী বাই ক্যালী আয়োড্ ক্যাল্‌কে-ফ্লু: সাইলি)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।-পুনঃ পুনঃ আক্রমণশীল দুরারোগ্য পূতিবাষ্প-জনিত (Malarial) জ্বর, তৎসঙ্গে বিবর্দ্ধিত প্লীহা, জ্বরের প্রথম প্রথম প্লীহা স্ফীত, স্পর্শাসহ হয় এবং অবশেষে ইহার উপবিভাগ কুঞ্চিত, কঠিন (Cirrhotic) ও অনমনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শীত, উত্তাপ ও স্বেদ,—সকল অবস্থাতেই শিরোঘূর্ণন বর্ত্তমান থাকে, মস্তকে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য জনিত শিরোবেদনা—অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ক্ষণ-প্রকাশশীল, বিদারণ বা সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বাতজ বেদনা অনুভূত হয়,—রাত্রে বৃদ্ধি। ঘর্ম্ম অপর্য্যাপ্ত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং অবসাদজনক। [ম্যালেরীয়া বা পূতিবাষ্পজ জ্বরাদি কিম্বা অত্যধিক কুইনিন্ সেবন জনিত দৈহিক অসুস্থতা হইতে উত্তমরূপ স্বাস্থ্য লাভের সাহায্য করিয়া থাকে।]

ত্বক।—দদ্রুর ন্যায় রণ্ডু উদ্গম, গ্রন্থি বিবর্দ্ধন, দুরারোগ্য পূতি জনন-প্রবণ ক্ষতাদি বা শোষ (সাইলি)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—তুলনীয়,—অ্যাণ্ট্-ক্রুড্ (শ্লৈষ্মিকত্বক), অ্যাণ্ট্-টার্ট্ হাঁপানিও শ্বাসনলী, প্রদাহে আর্স চায়না (সবিরামজ্বরে), সাইলি (নালী ঘায়ে), টেবির্ (মূত্রযন্ত্রে), ফাইটো: হাইড্রাস্ (সল্ফ) অর্ব্বুদে।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক শক্তি; জ্বরাদিতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইউজিনীয়া য্যাম্বস্

(EUGENIA JAMBOS).

নামান্তর।—রোজ আপেল্। (মালবা দেশীয় কুল বিশেষ)।

প্রস্তুতি।—তাজা বীজ হইতে মূল আবক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মুখব্রণ ; সর্দ্দি বা জ্বর ; কোষ্ঠবদ্ধ ; কাসি , অতিসাব ; দ্বিদর্শন , হিক্কা ; অন্ত্রচ্যুতি ; ধ্বজভঙ্গ ; কর্ণপ্রদাহ ; গলক্ষত ইত্যাদি ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—মুখমণ্ডলে বয়োব্রণ উদ্গত হয় এবং তাহার চতুর্দ্দিক ব্যথান্বিত বোধ হয় , ধূমপানান্তে বিবমিষার উপশম, রাত্রিতে পদতলে খিল্ ধরে ; পদাঙ্গুলির তলদেশস্থ ত্বক ফাটিয়া যায় ; মত্ততা,—এই বস্তু সকল আনন্দদায়ক ও আলোময় বলিয়া বোধ হয় আবার পরক্ষণেই প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসুখের আগার মনে হয় ; মস্তক মধ্যে সমস্ত ঘুরিতে থাকে, অদূরস্থিত অট্টালিকাদি যেন উল্টাইয়া গিয়াছে ; ইত্যাকাব অনুভব ; দ্বিদর্শন, —সকল বস্তুই দুইটী দেখায়,—আবার একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেই তাহা অপসারিত হইয়া যায় ; চক্ষু মধ্য হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, এইরূপ বোধ ; এবং সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে অজস্র অশ্রু ; রৌদ্রের দিকে দৃষ্টি করিলে চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আইসে ; চক্ষু মুদ্রিত করিলে জ্বালাব বৃদ্ধি বশতঃ রাত্রে নিদ্রা হয় না ; কটিদেশে ও জঙ্ঘাডিমাস্থিত পেশীতে, এবং নিতম্বাস্থি ও জানু প্রদেশে বেদনা ; মেরুদণ্ড মধ্যে যেন কি বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ এবং পশ্চাৎদিকে দেহ বক্র করিলে তাহার উপশম ; মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে যেন একখণ্ড গুরুভার কাষ্ঠফলক আবদ্ধ রহিয়াছে ; স্থান পবিবর্ত্তনশীল বা ভ্রমণশীল বাতবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সকল ইউজিনীয়ার প্রধান ক্রিয়াফল ও নির্ণায়ক। প্রস্রাবের পর হঠাৎ মানসিক লক্ষণেব পরিবর্ত্তন— ইউজিনিয়াব একটি অনন্যসাধাবণ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা কবিবার ইচ্ছা (ইগ্নে ভেবেট:)। সুবাদি পান জনিতবৎ মত্ততা,—বাচালতা ও অলস · সকল অবস্থাতেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—উপবেশন কালে শয়ন করিতে ইচ্ছা ক... বস্থায় উঠিতে ইচ্ছা করে (বিস্মাথ ; লোমীয়াম্)। প্রস্রাবান্তে ...বার কিছু পরেই সমস্ত ... পরি... কল বস্তুই অধিকতর সুন্দব ও আলোকময় বো... অন্ধকারময় ও প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—সকল ... বস্তুই উল্টা প্রতীয়মান হয়। সন্ধ্যাকালে শি...র্দ্ধ- শূলের প্রকোপাবির্ভাব,—মস্তক ...মধ্যে মস্তিষ্ক যেন তরঙ্গায়িত হইতেছে এবং জ্বালা ও চক্ষের দিকে যেন সমস্ত ঠেলিতেছে এই চি... রূপ অনুভূতি, চক্ষু দিয়া জলপড়া বিবমিষা ও বমন সহ যন্ত্রণার

বৃদ্ধি। যেন একখণ্ড গুরুভার কাষ্ঠফলক মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে সংলগ্ন বা স্থাপিত রহিয়াছে এইরূপ বোধ (যেন ললাটদেশে কাষ্ঠফলক আবদ্ধ রহিয়াছে—ককীউ ইন্‌· হ্রাস টক্স)। চক্ষুমধ্যে জ্বালা এবং প্রচুর মূত্রস্রাব সহ রাত্রে শিরোবেদনা।

চক্ষু। চক্ষুমধ্যে জ্বালা সহ অশ্রুস্রাব। অদবস্থিত অট্টালিকা উল্টাইয়া গিয়াছে বোধ হয়, চতুর্দিক্ উজ্জ্বল চন্দ্র বোধ এবং দ্বিদর্শন—প্রত্যেক বস্তুই দুইটী প্রতীয়মান হয় কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে দ্বিদর্শন অপসারিত হয়। দক্ষিণ চক্ষের সম্মুখে সকল বস্তুই ঘুর্ণায়মান বোধ হয়,—যেন অবিলম্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। বোধ হয় যেন চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে (চক্ষুমধ্যে উত্তাপ বোধ=বেল ডায়ডেমা, ক্রিয়োঃ ল্যাকে লাইঃ মিফাইটঃ মার্কঃ হ্রাস ব্যাড স্পাই ট্যাব্যাক্ ভেরেট)। চক্ষুমধ্যে জ্বালা, চক্ষু মুদিত করিলে বৃদ্ধি হয়,—সুতরাং রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না। চক্ষু মুদিত করিলে বেদনার বৃদ্ধি—ক্লিম্যাট ক্রোক্—চক্ষু মুদিত করিলে উত্তাপের বৃদ্ধি= বাব্যাল)। সূর্য্যের দিকে বা চক্ষুতে রৌদ্রের সংস্পর্শ হইলে চক্ষু জলপূর্ণ হয় (ব্রাঃ ইগ)।

মুখমণ্ডলাদি।—বয়োব্রণ,—ব্রণের চতুর্দ্দিক্ ব্যথান্বিত (ডাঃ এইচ সি অ্যালেনের মতে বয়োব্রণ রোগে ইউজিনীয়ার পর ক্যালী ব্রোম প্রয়োগ করিলে উহা সম্পূর্ণ রূপে নিবাকৃত হয়)। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চয়, (ইউক্যাল্ ব্রোম্ চিনিন্ সালফ নক্স যুগ নক্স-মস প্লাম্ হাস্, স্যাবাড),—বিশেষতঃ আহারের পূর্ব্বে, এবং কথা কহিবার সময়।

পাকাশয়াদি।—অত্যন্ত ধূমপানের স্পৃহা (ডাফনী, ষ্ট্যাফ্ থিরিড)। পাকস্থলীর দ্বারদেশে খালধরার ন্যায় বেদনা এবং তজ্জনিত বিবমিষা,—ধূমপানে উপশম (ধূমপান জনিত বিবমিষা—বাৰ্ব্বো অ্যান ক্রিম ইউফ্রে ইগ্নে সস্)। পতন সম্ভূত কুঁচকীর (Inguinal) অন্ত্রবৃদ্ধি।

প্রস্রাব।—গাঢ় লালবর্ণ মূত্র। প্রস্রাবান্তে গাত্রশিহরণ (প্ল্যাট্) কিম্বা চক্ষু সম্মুখে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং সেই আলোকে সকল বস্তু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—বৈর্ব্য। রমণান্তে রেতঃস্খলন মন্দভাবে হইয়া থাকে বা আদৌ হয় না (ক্যালেড গ্রাফ ল্যাকে লাই)। রমণান্তে স্বেদোদ্গম (ন্যাট কার্ব) ও তৃষ্ণা (রমণান্তে উত্তাপ বোধ=নক্স,—ক্রোধন চিত্ত=সাইলি—মুখ শুকাইয়া যায়=নক্স,—দন্তশূল =ডাফনী, স্বপ্নদোষ=ন্যাট মিউ—অস্পষ্ট দৃষ্টি=ক্যালী কার্ব—মূত্রনলীমধ্যে যন্ত্রণা=ক্যান্থা: =শিরোঘূর্ণন=বোভি—বমন=মস্কাস,—অবসাদ=অ্যাগার ক্যাল্কে কোণা ক্যালী কার্ব লাইঃ পেট্রোল সেলিন সিপী)।

প্রত্যঙ্গাদি।—প্রাতে রাত্রে পদতলে খাল্‌ধরে, [illegible] বাতবেদনা,—স্থান পরিবর্ত্তনশীল [illegible] পেট্রোল. প্লাম্ সিকেলি সাইলি ষ্ট্যাফাই সল্‌ফ) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে [illegible] alves), ত্রিকাস্থি প্রদেশে এবং তন্মধ্যে পূযসঞ্চিত হয় (মার্ক)। সর্দ্দি জনিত (Catarrhal) [illegible] ([illegible]সেঃ ক্যালী বাই)। কটিদেশে, জঙ্ঘাড়িমস্থ [illegible]

জানুতে ব্যথা বোধ হয়। পৃষ্ঠদেশে সূচিবেধবৎ অনুভব,—যেন মেরুদণ্ড মধ্যে কি বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে,—পশ্চাদ্দিকে দেহ আনত করিলে উপশম বোধ হয়।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—পল্‌সে (পরিবর্ত্তনশীল আমবাতিক বেদনা); ক্যালী-বাই: ইউ-ক্যালিপ্টাস: লরোসিরেসাস (সর্দ্দিতে)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ইয়োনিমাস্ ইউরোপীয়া

(EUONYMUS EUROPÆA).

প্রস্তুতি।—শুষ্কবীজ হইতে বিচূর্ণ এবং সরস বীজ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—তাণ্ডব; আক্ষেপ; অতিসার; পাথুরী; মাথাব্যথা; যকৃতের বিকৃতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা হইতে প্রস্তুত উপক্ষার "ইউয়োনিমিনাম্" লালামূত্র সংযুক্ত সার্ব্বাঙ্গিক শোথ-রোগে বিশেষ ফলদায়ক, এমন কি গর্ভাবস্থার অণ্ডলাল ও মূত্র (Albuminuria) ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যকৃৎ মধ্যে শোণিতাধিক্য বশতঃ যকৃতের স্ফীতি, পৈত্তিকতা (biliousness), পিত্তজ শিরোবেদনা, লেপাচ্ছন্ন জিহ্বা, মুখে কটু-স্বাদ, মলকাঠিন্য, অর্শ—কটিবাতের ন্যায় কোমর বেদনা সংযুক্ত নানাবর্ণের অপর্য্যাপ্ত মল নিঃসরণ সহযোগে উদরাময়, লালামূত্র সহ পাকাশয়ের পীড়া, শিরোবেদনা, দুর্ব্বলতা শিরোঘূর্ণন এবং তিমিরদৃষ্টি প্রভৃতি ইউয়োনিমাস্ দ্বারা নিরাময় হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা দেহের বাম পার্শ্বই অধিকাংশ স্থলে আক্রান্ত হয়, এতজ্জনিত বেদনাদি কর্ত্তনবৎ, সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ কিম্বা আকর্ষণবৎ। গণ্ডাস্থি এবং জিহ্বা মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা; মূত্রনলী হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভূত হয়। বেদনাবশতঃ রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয় এবং শয়নান্তে বেদনা উপশমিত হইয়া যায়, না হয় স্থানান্তরে আবির্ভূত হয়। মস্তক, বক্ষ এবং উদরের বেদনা আহারান্তে বৃদ্ধি হয়। জ্বরাধিকারে শীতবশতঃ সমগ্র দেহ কম্পিত হইতে থাকে। গাত্রত্বক্ কণ্ডুযুক্ত,—কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা করে। গাত্রের নানাস্থানে শুষ্ক ফুস্কুড়ী বাহির হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—খিটখিটে অসন্তুষ্ট চিত্ত। পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক (অ্যানাক্: অ্যাগার্: গ্রাফ: গুয়াই: লাই: অক্সাই: অ্যা-পাই: স্যাবাই: সিপী: সল্‌ফ: ট্যারাক্স: জিঙ্ক:)। কোন বিষয়ে মন-সংযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে গেলে মনের সমস্ত ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায় (ক্রিয়ো: ম্যানসি: ন[illegible]স:

র‍্যাণান্-বাল্‌ব:)। সদা অমনোযোগী (অ্যাগ-ক্যাস· অ্যামন্-কার্ব্ব: বোভি: কষ্টি: চেলিড: ক্যালী-ব্রোম: ল্যাক্-ক্যান্: নক্স-মস্: সাইলি:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—যেন সমস্ত বস্তু ঘুরিতেছে এইরূপ অনুভব (আর্ণি: বেল্: ব্রাই: সাইকীউ: কোণা: সাইক্ল্যা: ন্যাট-মিউ: নক্স: ফস্: পল্‌সে: ভ্যালি: ভেরেট:) এবং তৎসহ অস্পষ্ট দৃষ্টি (অ্যাকো: কার্ব্বো-ভে: ক্যামো· হায়ো লরো: মার্ক: নক্স: পল্‌সে:)। মুদ্ধাদেশের পার্শ্বে যেন একটা কীলক প্রবিষ্ট করাইতেছে এইরূপ বোধ হয় (কফী: হিপ: ইগ্নে: নক্স: ষ্ট্যাফ: থুযা ; ম্যাগ-কার্ব.)। সকম্প শিরোবেদনা (বার্ব. হেলিবো: ল্যাকে: ম্যাগ-সল্‌ফ: মেজের: নক্স, সাইলি: থুযা)। আহারান্তে শিরোবেদনা (ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: নক্স-মস্: নক্স-ভম্: পীয়ো: ফস্: ক্যালেণ্ডীউ: সল্‌ফ:)।

চক্ষু।—তিমির-দৃষ্টি,—সকল বস্তু যেন মেঘান্তরালে রহিয়াছে এই বোধ (অ্যালীউ: বেল্: ক্যাল্‌কে: কষ্টি: ক্রোক্: সাইক্ল্যা:-হিম্যাট: ইগ্নে: মার্ক: প্লাম্: রীউটা) ; যেন দৃষ্টিপথে কাল বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে অ্যাসিড-ফ্লু: অ্যাগার: অ্যামন্-মিউ: বেল্: ক্যাল্‌কে: চায়না ককীউ· কোণা: মার্ক: অ্যা-নাই: ফস্. সিপী: সাইলি·)।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্যে সঙ্কোচনকারী (বেল্: কলো: হিপ্: হায়ো: অ্যাসিড-মিউ: নক্স: পডো: প্রুণাস্-স্পাই:) ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা (আর্স: কলো. কোণা অ্যাসিড-নাই:),—বোধ হয় যেন পঞ্জর নিম্ন হইতে অস্ত্র দ্বারা উদর বিভক্ত করা হইতেছে। অন্ত্রাশয়িক যন্ত্রণাদির আহারান্তে বৃদ্ধি (আর্স: ব্রাই: কার্ব্বো ভে: ক্যাষ্টোর্: চেলিড চায়না, সাইকীউ: কলো: ইগ্নে: আয়োড: ক্যালী-কার্ব্ব: নক্স-ভম. পল্‌সে. ক্রোটেল্: কিউপ: আর্স· সল্‌ফ:)। অর্শ ও তীব্র কোমর বেদনা সহ মলকাঠিন্য। উদরাময়, মল পিত্ত রহিত। যকৃতের নিক্রিয়তা বশতঃ হৃৎপিণ্ডের পীড়াদি। নাভি প্রদেশে বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষমধ্যে পূর্ণতানুভূতি সহ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত বশতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা (অ্যামন্-কষ্টি. অ্যাণ্ট-ক্রুড: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: ডিজি: অ্যাসিড-হাইড্রো: নক্স, র‍্যাণান্-বাল্‌বো: হ্রাস: স্পঞ্জী থিরিড:)। স্তনবৃন্ত প্রদেশে চিড়িক মারার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া তীব্র বেদনা (অ্যাকো: অ্যাঙ্গাস: আর্ণি: অ্যাসেয়: ক্যান্থা: ডাল্‌ক্যা: গুয়াই. লাই: ন্যাট-মিউ: পীয়ো: ফস. র‍্যাণান হ্রাস স্পাই: স্কীলা: থুযা ; ভ্যালি: ইথীউ: ক্যালী-বাই: কাল্মী:)। সমগ্র বক্ষঃস্থল যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (ক্যাক্ট. অ্যাগার: কলো: জেল্টিয়া: ক্যালী-কার্ব: ওপী: প্ল্যাট: ওলী অ্যান. ষ্ট্যান:)। বক্ষমধ্যে ত্বকক্ষয়বৎ অনুভব (Excoriation = কার্ব্বো-ভেজি: কোল্‌চি: মার্ক: ষ্ট্যান্:) এবং যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ বেদনা (আর্ণি: কষ্টি: ক্রিয়ো: র‍্যাণান-সিলিরেট: র‍্যাণান-বাল্‌বো: হ্রডো: ষ্ট্যান: অ্যাসিড সল্‌ফ ; থুযা ; টোঙ্গা)। বক্ষঃস্থলের বেদনাদি আহারান্তে বৃদ্ধি পায় (আর্ণি চায়না: ল্যাকে: ফস: থুযা ; ভেরেট:)। হৃৎপ্রদেশে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—প্রাণ যেন কেমন করে (আর্স: কষ্টি: কফী: ডিজি: মস্কাস: নক্স ; পল্‌সে: ভেরেট:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠের বাম দিকে এবং মেরুদণ্ডের মধ্যভাগের নিকটে তীব্র বেদনা।

বাম স্ক স্কন্ধদেশে বাহুর সন্ধিস্থলে তীব্র ছেদনবৎ বেদনা। উপবেশনান্তে জানুদেশ অসাড় হইয়া যায়, সুতরাং রোগীর দণ্ডায়মান হওয়া বা পদচারণ করার ব্যাঘাত হয়। হস্তপদাদিতে বেদনা বশতঃ রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়; শয়নান্তে বেদনার শান্তি হয়, না হয় প্রথম স্থান হইতে সরিয়া স্থানান্তরে আবির্ভূত হয় (পল্‌সে: ক্যালী-বাই: দেখ)।

বৃদ্ধি।—বক্ষদেশ, মস্তক ও অন্ত্রাশয়ের বেদনাদির আহারান্তে বৃদ্ধি।

উপশম।—শয়নান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**।—পডো: (অতিসারে); ব্যাপান-বাল্‌বো: ক্রিয়ো: আইরিস; অ্যালীউ: কষ্টি: চেলিড: অ্যামন্-পাইক: ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত। গর্ভবতী রমণীর লালামূত্র ও উদরী রোগে ইউয়োনিমিন্ ১ম হইতে ৩য় দশমিক বিচূর্ণ ব্যবহার্য্য।

ইউপেটোরীয়াম্-অ্যারোম্যাটীকাম্

(EUPATORIUM AROMATICUM).

প্রস্তুতি।—মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—পালাজ্বর; মুখক্ষত; পাথরী; স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বীয় উত্তেজনা, অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতি, অস্থিরতা এবং স্বাস্থ্যনাশক নিদ্রারাহিত্য, মুখক্ষত, স্তনবৃন্তের ক্ষত, শিশুদিগের মুখক্ষত প্রভৃতিতে উপকারিতার জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ। রমণীদিগের প্রসবের পূর্ব্বে এবং প্রসবান্তে মুখক্ষত রোগে ইহা উৎকৃষ্ট জ্বালা নিবারক। গুল্মবায়ু, তাণ্ডব রোগ এবং হস্ত পদাদির অস্বাচ্ছন্দ্যজনক বেপথুতে, মুখে থুতু আসা প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে। জ্বরাধিকারে পিত্ত বমন, পাকস্থলীতে বেদনা এবং শিরোবেদনা থাকিলেও ইহাদ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। মুখক্ষত রোগে ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রয়োগই ব্যবস্থেয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্‌বেষ্টের প্রদাহে (Pleurisy) এবং অত্যন্ত অস্থিরতা সহ অবসাদক (Adynamic) জ্বরাদিতেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সাইপৃপিড: স্কুটেলারীয়া; হায়ো: প্যাসিফ্লো হাইড্র্যাষ্টিন্-মিউ:।

শক্তি।—মূল আরক বাহ্যিক প্রয়োগ। সেবনার্থে মূলআরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ইউপেটোরীয়াম্ পার্ফোলীয়েটাম্
(EUPATORIUM PERFOLIATUM).

নামান্তর।—বোন্‌সেট্।

প্রস্তুতি।—সমগ্র গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—পৃষ্ঠবেদনা; পৈত্তিক জ্বর, বেদনা; কাসি; ডেঙ্গু, অতিসার, বাত, ধ্বজভঙ্গ, অজীর্ণতা; সর্দ্দি, সবিরাম জ্বর; কামলা, যকৃতে বেদনা; হাম; চক্ষু প্রদাহ; স্বল্পবিরাম জ্বর, দদ্রু, উপদংশজ বেদনা; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—জ্বরাজীর্ণ ও বৃদ্ধব্যক্তিদিগের পীড়ায় উপযোগী। (১) সর্ব্বাঙ্গে তীব্র ব্যথা,—যেন সমস্ত দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে (আর্ণি: ল্যাক-ক্যান্: পাইরোজ: ষ্ট্রাস:)। (২) অস্থি মধ্যে বেদনা—পৃষ্ঠে, মস্তকে, বক্ষে হস্ত পদাদিতে ও মণিবন্ধে বা কবজীতে যেন সন্ধিবিশ্লেষণ ঘটিয়াছে, অক্ষিগোলক অত্যন্ত ব্যথান্বিত; সর্দ্দি বশতঃ প্রত্যেক অস্থি ব্যথান্বিত; বহুব্যাপক সর্দ্দি রোগে উত্থানশক্তি রাহিত্য (ল্যাক-ক্যান); (৩) বেদনাদির দ্রুত আবির্ভাব ও দ্রুত তিরোভাব (বেল: ম্যাগ-ফস: ইউপ-পার্পীউ:); (৪) শিরোঘূর্ণন বশতঃ বাম দিকে পতনোপক্রম; (৫) তরল শ্লেষ্মাযুক্ত পুরাতন, কাসি; বিলেপী জ্বর সহ বক্ষঃস্থলে ব্যথা, কাসিবার সময় হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে, রাত্রে বৃদ্ধি; হামের পর বা সবিরাম জ্বরের হঠাৎ বিলোপ জনিত কাসি, (৬) জ্বরাধিকারে প্রথম দিবস প্রাতে ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে এবং তৎপর দিবস মধ্যাহ্নে শীতাবির্ভাব; শীতাবস্থায় শেষে পিত্ত বমন; জলাদি পান করিলে কম্প উপস্থিত এবং বমন বৃদ্ধি হয়, শীতের পূর্ব্বে এবং সময়ে অস্থিমধ্যে তীব্র বেদনা; শীতের পূর্ব্বে, সময়ে এবং উত্তাপাবস্থায় দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা, জল পান করিয়া তৃপ্তি না হইলেই রোগীর জ্বর আসিতেছে বুঝিতে পারে। উত্তাপবস্থায় শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয় এবং রোগী অস্পষ্টস্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে থাকে, বিজ্বরাবস্থায় দেহ পাণ্ডু এবং অত্যন্ত অবসাদ-যুক্ত; সামান্য শীতান্তে অপর্য্যাপ্ত স্বেদ উদ্গম, কিম্বা কম্পজনক শীতের পর ঘর্ম্ম অতি সামান্য বা আদৌ হয় না।

লক্ষণাবলী।

মন।—রাত্রে রোগীর মনে হয় যেন তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে (অ্যালীউঃ অ্যাম্ব, ক্যানাব ইন সীপা, অ্যাক্টী: হাইড্রোফোব আয়োড. ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাক-ক্যান: লিলী-টাইগ্র ম্যাঙ্গি: মিডহাইন্:)। বেদনা বশতঃ অস্পষ্ট ভাষায় যন্ত্রণা প্রকাশ করে (ক্যালী-ব্রোম. ম্যাঙ্গ-অ্যাসেট: অ্যাসিড-মিউ:) যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল; জ্বরকালে নৈরাশ্য ও বিষাদ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—যেন বাম পার্শ্বে পতিত হইবে এইরূপ বোধ (বাম দিকে মস্তক ফিরাইতে পারে না পাছে পড়িয়া যায়=কলো: কোণা)। মস্তকের অভ্যন্তর প্রদেশে ব্যথাবোধ সহ শিরোবেদনা, গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে এবং কথোপকথনে উপশম ও বাটী হইতে বাহিরে যাইবার সময় বৃদ্ধি। কিয়ৎকাল শয়নান্তে শিরোপশ্চাতে ভারবোধ সহ বেদনা,—হস্তের সাহায্য ব্যতীত মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না। শিরোপশ্চাতে বেদনা ও দপদপানি ; মূর্দ্ধাদেশে উত্তাপ বোধ। শিরোবেদনা—শীতাবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রকাশ হয় এবং উত্তাপ ও ঘর্ম্ম সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে,—স্বেদোদ্গম কালে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড: আর্ণি: ফেম: ন্যাট-মিউ: ষ্ট্রাস: থূযা) ; অক্ষিগোলক অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহ সর্দ্দি,—তৎসহ অস্থিমধ্যে অত্যন্ত বেদনা।

মুখবিবর।—মুখমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শোণিত শূন্য প্রতীয়মান হয় ; জিহ্বা শ্বেত লেপান্বিত এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল ক্ষতযুক্ত (ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-নাই:)।

পাকাশয়।—আহার্য্য দ্রব্যাদির গন্ধে বা রন্ধনের গন্ধে বিবমিষার উদ্রেক (কোল্‌চি: আর্স: সিপী:)। জ্বরাধিকারে শীতাবস্থার পূর্ব্বে ও জ্বরকালে দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা ; জলপান মাত্রে বমন (আর্স: আর্ণি: নক্স:) এবং বমনের পূর্ব্বে তৃষ্ণা। বিবমিষা ও ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন (ব্রাই: আর্স: ককীউ: কোল্‌চি: গ্রাফ: হায়ো: ইপিক: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাকে ন্যাট-মিউ: পল্‌সে: ষ্ট্রাস: ভেরেট: পডো: নক্স:)। কম্প ও বিবমিষা সহ পিত্ত বমন (কোল্‌চি: ইপিক:) ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসাদ (অ্যাসিড-নাই: অ্যাসিড সল্‌ফ:)।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত ব্যথা বোধ,—নড়িলে বা কাসিলে বেদনা বোধ হয়। (কাসিলে বেদনাবোধ=ব্রাই: ককীউ,—নড়িলে বেদনা বোধ=অ্যাঙ্গাস্: মার্ক: নক্স্)। কাপড় আঁটিয়া পরিতে পারে না (অ্যামন্-মিউ: অরাম্ ; কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: কফী: ল্যাকে: নক্স্ ; স্পঞ্জী সল্‌ফ:)। অন্ত্রাশয়ের সর্দ্দি সহ মলকাঠিন্য এবং যকৃৎ প্রদেশে বেদনা।

প্রস্রাব।—মূত্র গাঢ় লালবর্ণ ও স্বচ্ছ। গাঢ় কপিশবর্ণ, অল্প পরিমাণ মূত্র,—তলানি শ্বেতাভ কর্দ্দমের ন্যায় (অ্যানাক্: সার্সা, জিঙ্ক্: ওলি-অ্যান্:)। কামাদ্রি (যোনির বা জননেন্দ্রিয়ের ঈষদূর্দ্ধে লোমাকীর্ণ উচ্চ অংশ) কণ্ডুয়নশীল।

শ্বাসযন্ত্র।—পুরাতন কাসি সহ তরল শ্লেষ্মা ; ও বিলেপী বা ক্ষয় (Hectic) জ্বর (বোর্: নক্স্: ফস্: পল্‌সে: সাইলি: ষ্ট্যান্:) ; বক্ষঃস্থল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত,—কাসির সময় উভয় হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে (ব্রাই: ন্যাট্-কাব: স্কীলা ; ফস্:),—রাত্রে বৃদ্ধি (অ্যামন্-কাব্: আর্স্: ক্যাল্‌কে: ক্যামো: হায়ো: ল্যাকে: নক্স: পল্‌সে:),—হামের পর বা সহসা সবিরাম জ্বর বিলোপ জন্য কাসি। স্বরভঙ্গ,—স্বরনলী, বায়ুনলী ও বায়ুনলীভুজ মধ্যে ব্যথা এবং তৎসহ সমগ্র দেহে ব্যথা বোধ, প্রাতে বৃদ্ধি (কষ্টি:—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি=কার্ব্বো-ভেজি: ফস্:)। শৈত্য সংস্পর্শ (Cold) জনিত কাসি,—রাত্রি ২টা হইতে ৪টার সময় বৃদ্ধি ; বক্ষমধ্যে কণ্ডুয়ন সম্ভূত কাসি,—বক্ষঃস্থল যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি ; চিৎ হইয়া শয়নে (নক্স্ ; ফস্:) কাসির বৃদ্ধি এবং জানু ও হস্তের উপর ভর দিয়া উপাধানে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিলে

উপশম হয় (চিৎ হইয়া শুইলে কাসির বৃদ্ধি=নক্স্, ফস্ —মস্তক নীচু করিয়া শুইলে বৃদ্ধি= অ্যামন্ মিউ বাম পার্শ্বে শয়নে=ইপিক্ প্যাবিস্, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে=অ্যামন্ মিউ ষ্ট্যান্)। স্বেদোদ্গম সহ শ্বাসকৃচ্ছ্র (আর্স থাকে নক্স্ ভম্),- ভাবনাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল এবং অনিদ্রা। বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না (বামপার্শ্বে শয়নে কাসির বৃদ্ধি=ইপিক্: প্যাবিস্)। দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে দক্ষিণ বক্ষে তীক্ষ্ণ বেদনা,—রাত্রে রোগিণীর মনে হয় যেন তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিতেছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত বশতঃ তাহার শঙ্কার উদ্রেক হয়। বহুব্যাপক সর্দ্দি,—প্রত্যেক অস্থি ব্যথাযুক্ত এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, উত্থান শক্তি রাহিত্য বা সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ (ল্যাক্-ক্যান্ পাইরোজ্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বেদনাদি অতি দ্রুত আবির্ভূত এবং দ্রুত তিরোহিত হয় (বেল্: ম্যাগ্ ফস্ ইউপেট্ পার্পী —ক্রমে বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমে লয় হয়=ষ্ট্যান্)। সর্ব্বাঙ্গে যেন কেহ মুদ্গরাঘাত করিয়াছে এইরূপ ব্যথা (আর্ণি হ্যাস্ বেলিস্, ল্যাক্ ক্যান্: পাইরোজেন্)। জ্বরকালে পৃষ্ঠদেশ কম্পিত হইতে থাকে (জেল্সি:)। মণিবন্ধে অত্যন্ত বেদনা,—যেন হাতের কবজীর সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে (অ্যামোনীয়্যাক্ ড্রোসে: রীউটা)। করতল উত্তপ্ত এবং সময়ে সময়ে ঘর্ম্মযুক্ত হয় (অ্যাকো ককীউ ফের লিড্: লাই মীউরেক্স্, নক্স্: ফস্ হ্যডো ষ্ট্যান্: ষ্ট্যাফাই)। পদতল ও গুল্ফসন্ধি (গোড়ালি) শোথযুক্তবৎ স্ফীত (আর্ণি: অ্যাসাফি ক্যাল্কে: এপীস্, ফেব্: অ্যাসিড্ বেন্ লাই সল্ফ)। প্রাতে পদতলে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ (ক্রোটেল্ লিড্ স্যানিক্ পেট্রোল্ ফস্ পল্সে ষ্ট্যান্ ষ্ট্যাফাই)। পাণ্ডুরোগ—গাত্রত্বক্ পীত বা হরিদ্রাবর্ণ (চেলিড্ মাক্ ক্যামো)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—উত্তাপ ও ঘর্ম্ম। শীতাবির্ভাব—এক দিবস প্রাতে ৭ হইতে ৯টার মধ্যে এবং পরদিবস বেলা ১২টার সময়। শীতাবস্থা,—শীতের সহিত অত্যন্ত তৃষ্ণা, শীত পৃষ্ঠে আরম্ভ হয় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ হাই তুলে ও গা ভাঙ্গে, তাহার প্রত্যেক অস্থি ব্যথাযুক্ত বোধ হয় এবং গরম গাত্রাবরণের জন্য লালায়িত (নক্স্-ভম্), শীতাবস্থার শেষে অপর্য্যাপ্ত পিত্ত বমন, শীত অপেক্ষা কম্পন অধিক। উত্তাপাবস্থা,—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; যতক্ষণ উত্তাপ থাকে ততক্ষণ মাথা তুলিতে পারে না। তৃষ্ণা প্রায় থাকে না (আর্স = উত্তাপাবস্থায় দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা), দপ্ দপ্ কারী তীব্র শিরোবেদনা, একটু জলপান করিবামাত্র শীত ও কম্পন উপস্থিত হয়, মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত। স্বেদাবস্থা,—ঘর্ম্ম অতি অল্প বা আদৌ থাকে না। যদি ঘর্ম্ম হয় তাহা হইলে রাত্রে অধিক এবং স্বেদোদ্গম মাত্রেই শীতবোধ, স্বেদাগমে সকল যন্ত্রণার উপশম হয় কিন্তু শিরোবেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিরাম কাল,—সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ প্রায় হয় না, গাত্রত্বক ও চক্ষের মধ্যে পাণ্ডু বা হরিদ্রাবর্ণ—কামলা রোগীর ন্যায়, তরল শ্লেষ্মা সহযুক্ত কাসি বর্ত্তমান থাকে। গ্রীবাপৃষ্ঠে ও শিরোপশ্চাতে দপ্ দপ্ কারী বেদনা,—গাত্রোত্থানান্তর উপশম।

বৃদ্ধি।—চিৎ হইয়া শয়নে (কাসি); গৃহ বহির্ভাগে; দেহ সঞ্চালনে; জলপানে ও গাত্রাবরণ উন্মোচনে।

উপশম।—উপাধানে নিম্নমুখে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়নে (কাসি) ; গৃহ মধ্যে এবং গাত্রোত্থান করিলে (শিরোবেদনা)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আর্ণি: ব্রায়ো (জ্বর ও বেদনা) ; বেলিস্: ক্যাপ্সিকাম্ ; ল্যাক্-ক্যান্: পাইরোজেন্: চেলিড্: পডো: লাই: কোল্চি: (খাদ্যের গন্ধে বিবমিষা)। ইহার পরে ন্যাট্-মিউ: এবং সিপীয়ার ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—এক হইতে সাতদিন।

ইউপেটোরিয়াম্ পার্পিউরিয়াম্

(EUPATORIUM PURPUREUM).

নামান্তর।—গ্র্যাভেল্ রুট।

প্রস্তুতি।—শিকড় হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—অণ্ডলালীয় মূত্র ; পাথরী ; মূত্রস্থলী প্রদাহ, বহুমূত্র ; শোথ ; শয্যা-মূত্র ; মাথাব্যথা ; মূর্চ্ছাবায়ু ; ধ্বজভঙ্গ ; অজীর্ণতা ; সবিরামজ্বর ; মূত্রাশ্মরীশূল ; বাত, পায়ে ঝিন্ ঝিনে বাত ; মূত্রকষ্ট ; গলক্ষত ; মূত্রবন্ধ ; বমন।

উপযোগিতা ও আভাস।—এতজ্জনিত সকল লক্ষণই বামাঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অনবরত মনে হয় যেন বামপার্শ্বে পড়িয়া যাইবে,—কিছুতেই এ বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। দেহের সর্ব্বাংশে দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ বোধ,—অনেক চেষ্টা না করিলে নড়িতে পারে না। বাতবেদনা,—নিম্নাঙ্গ হইতে উর্দ্ধাঙ্গে সঞ্চাবিত হয় (লিডাম,—নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয়= ক্যাল্মীয়া),=বেদনা পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন করে (ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্: পল্সে:)। নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়,---ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। আঘাত বা নিষ্পেষণ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র,—জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা গর্ভাবস্থায় উচ্চনীচ রাস্তায় শকট বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ জনিত পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ,—যতবারই কেন প্রস্রাব হউক না, ততবারই মূত্রস্থলী পূর্ণ বোধ হয়। শিশুদিগের মূত্ররোধ শক্তি হীনতা,—অসাড়ে মূত্র ত্যাগ। মূত্রস্থলীর পুরাতন সর্দ্দি, ; গভীর প্রদেশে নিরন্তর বেদনা ; মূত্রস্থলী মধ্যে জ্বালা ও ত্বকক্ষয়বৎ অনুভব।

লক্ষণাবলী।

মন।—বুদ্ধির জড়তা ; পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস (ইগ্নে:) ত্যাগ করে ; চিত্ত বিষাদযুক্ত ; নিদ্রালু। মনোমধ্যে নানা প্রকার ভ্রান্ত কল্পনা। নির্ব্বাসন কাতরতা অর্থাৎ পীড়িতাবস্থা

স্বীয় গৃহে থাকিলেও রোগিণীর মনে হয় সে স্থানান্তরে রহিয়াছে এবং দেশে যাইবার জন্য লালায়িত হয় (অরাম, ব্রাই' ক্যাম্প্, ইগ্নে মিনীয়্যান্: অ্যাসিড-ফস্ সাইলি')। রোগী পাছে তাহার কোন পীড়া হয় এই ভয়েই সদা কাতর।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন ও মস্তক অত্যন্ত লঘুবোধ,—বোধ হয় যেন মস্তক ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে, রোগীর মনে হয় যেন সে বাম দিকে পড়িয়া যাইবে,—প্রাতে বর্দ্ধিত এবং মধ্যাহ্নে প্রশমিত হয়। শিরঃপীড়া—সূচিবেধবৎ বা মস্তক যেন তাড়নী দ্বারা আহত হইতেছে এইরূপ বেদনা,—বাম দিকে বেদনাধিক্য। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামপার্শ্বে সংক্রমণশীল নিষ্পেষণবৎ বেদনা, প্রাতে আরম্ভ হয়, অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (প্রাতে আরম্ভ হয়, দিবসে বৃদ্ধি হয় এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে = স্ট্যাঙ্গিউনেরীয়া),—শীতল বায়ু সংস্পর্শে বেদনাধিক্য, নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ ধীরে পাদচারণকালে উপশম হয়। জ্বরাধিকারে শীতাবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রচণ্ড শিরোবেদনা—মস্তকে বিশেষতঃ ললাটদেশে ঘর্ম্ম। চক্ষু একদৃষ্টি, আরক্তিম ও স্ফীত, তৎসহ শিরোবেদনা। গলাধঃকরণকালে কর্ণ মধ্যে ফট্‌ফট্ বা স্ফুটন শব্দ (ম্যাঙ্গে)। শীতবোধ সহ চক্ষের শ্বেতাংশ পীতবর্ণ হয়। জ্বরকালে মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত প্রতীয়মান হয়।

গলমধ্য।—গলা যেন বদ্ধ হইয়া আইসে এবং শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম,—পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ বা ঢোক গিলিবার ইচ্ছা। যেন কোন উত্তপ্ত দ্রব্য গলাধঃকৃত হইয়াছে গলমধ্যে এইরূপ জ্বালা বোধ, গলাধঃকরণ কালে জ্বালাধিক্য কণ্ঠাভ্যন্তরের বামপার্শ্বে ব্যথাধিক্য,—শীতাবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং গলাধঃকরণকালে ব্যথা বোধ হয়।

পাকাশয়াদি।—জ্বরাধিকারে বা শোথরোগাধিকারে শীতাবির্ভাবের পূর্ব্বে তৃষ্ণা, শীতাবস্থায় আদৌ তৃষ্ণা থাকে না। উষ্ণ পানীয় পানের ইচ্ছা (ক্যাস্ক্যারিলা)। পাকস্থলী মধ্যে আধ্মান বায়ু (flatus) সঞ্চয়াধিক্য,—পুনঃ পুনঃ উদ্গার (কোনা: কিউপ্রাম)। আহার্য্য দ্রব্যাদির গন্ধে বা আহার্য্য দ্রব্যাদির রন্ধনের গন্ধে আহার্য্য দ্রব্যাদি দর্শন মাত্রে বিবমিষার উদ্রেক (কোল্‌চি ইউপেট পার্ফোল) অত্যন্ত বিবমিষা সত্ত্বেও শীতাবস্থায় বমন হয় না, উত্তাপাবস্থায় বমন (অ্যাকো অ্যানাক্' আর্স, ব্যারাহ কার্ব্বো-ভেজি. নক্স: পল্‌সে:), তৎসহ শিরঃপীড়া। অন্ত্রাশয় মধ্যে হুড়্ হুড়্ গুড়্ গুড়্ শব্দ এবং মুচড়ানবৎ বেদনা। প্রস্রাবান্তে তীব্র অন্ত্রশূল। অন্ত্রাশয় মধ্যে ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা,—বামপার্শ্বে অত্যন্ত অধিক। তলপেট স্ফীত ও উত্তপ্ত।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ, রোগী এই প্রস্রাব করিয়া আসিল আবার তখনই তাহার মূত্রস্থলী পরিপূর্ণ বোধ করে। শিশুদিগের অসাড়ে মূত্র ত্যাগ। পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ বা মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি—সর্ব্বদা অস্বাচ্ছন্দ্য, গভীরতম প্রদেশে বেদনা, মূত্রাশয়ের মধ্যে ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা, মূত্রত্যাগান্তে মূত্রনলী ও মূত্রাশয় মধ্যে জ্বালা। মূত্রের সহিত বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা ও মূত্ররেণু (Lithates) নির্গত হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রতা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা গর্ভাবস্থায় উচ্চ নীচ রাস্তায় শকটারোহণে ভ্রমণ বশতঃ বৃক্ক (Kidney) প্রদাহ। মূত্র-মেহ, সবিরাম জ্বরে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ সহ মূত্রকৃচ্ছ্রতা এবং মূত্রাশয় ও বৃক্ক মধ্যে ব্যথা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বাধারের চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা। দিবসে বাম ডিম্বাধারের ঊর্দ্ধাংশে চাপবোধ। ডিম্বাধারের নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ বন্ধ্যাত্ব (হেলোনী: সিমিসি: অরাম-মিউ-ন্যাট:)। জরায়ু হইতে প্রদর স্রাব,—জরায়ুর অবসাদ এবং দীর্ঘকালের জরায়ু প্রদাহ জনিত, স্রাব অপর্য্যাপ্ত অথচ বস্ত্রে দাগ লাগে না। যোনি বহির্দ্দেশ সর্ব্বদা যেন রসসিক্ত বোধ হয় (বস্তুতঃ তাহা নহে)। গর্ভাবস্থার তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে প্রায়ই গর্ভস্রাব হইয়া যায় (স্যাবাই:)। গর্ভস্রাব হইবার উপক্রম (স্যাবাই: সিকেলি:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠ ও কটিদেশে অত্যন্ত ভার বোধ। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে শীত বোধ। কটিদেশে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা। ঊর্দ্ধাভিমুখী বেদনা,—বেদনা ত্রিকাস্থি (ট্যাকনা) হইতে বৃক্কক বা মুত্রস্থলী মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বাম পার্শ্বে বেদনার আধিক্য। দেহের প্রতি অঙ্গে অবসাদ ও ক্লান্তি বোধ,—বহু চেষ্টার পর তবে একটু নড়িতে পারে। বাতবেদনা,—নিম্নাঙ্গ হইতে ঊর্দ্ধাঙ্গে সঞ্চারিত হয় (লিড: ; নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয় ক্যাল্‌মী:); বেদনা পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন করে (ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্ পল্‌সে:)। দক্ষিণ স্কন্ধ বা জানু দেশীয় স্নায়ুশূল,—বামদিকে প্রসারিত হয়। অস্থি মধ্যে অত্যন্ত বেদনা বোধ,—বেদনাদি হঠাৎ আবির্ভূত ও তিরোহিত হয় ; রোগী অত্যন্ত ছটফট করে অথচ দেহ সঞ্চালনে বেদনার উপশম হয় না। বাম উরুপশ্চাতিক স্নায়ু মধ্যে তীব্র বিদ্যুৎ সঞ্চালনবৎ বেদনা বশতঃ ঐ অংশ অসাড় হইয়া যায়,—বিশেষতঃ সঞ্চালনান্তে বৃদ্ধি।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—এক দিবস অন্তর, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শীতাবির্ভাব ; শীতের পূর্ব্বে হস্তপদাদির অস্থিমধ্যে বেদনাতিশয্য ; শীতাবস্থায় তৃষ্ণারাহিত্য বা লেমনেডের ন্যায় অম্লাক্ত পানীয় পানেচ্ছা ; পৃষ্ঠের নিম্নাংশে শীতাবির্ভূত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে ; শীতাবস্থার উপশমান্তে উদ্রেক হয়। উত্তাপাবস্থা—দীর্ঘস্থায়ী,—অত্যন্ত তৃষ্ণা ও অস্থিমধ্যে বেদনা সহযুক্ত ; উত্তাপাবস্থায় শেষে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয়। (সিনা ; সিঙ্কো: ফস্:)। ঘর্ম্মাবস্থায় একটু নড়িলেই শীতবোধ হয় ; বিজ্বরাবস্থায় শিরোঘুর্ণন,—বোধ হয় যেন বাম দিকে পড়িয়া যাইবে (কলো: ইউপেট্-পার্ফো্ল্:)। ললাটদেশেই অধিক ঘর্ম্ম উদ্গত হইয়া থাকে। শীতাবস্থায় নখ সকল নীলিমান্বিত হয় (চিনিন্-সল্‌ফ: ; ন্যাট্-মিউ: নক্স) রাত্রিস্বেদ, বিলেপী বা ক্ষয়জ্বর (Hectic)।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে ; পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ; বহমান বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাপোসাইনম্ (শোথ) ; এপীস, ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যান্থা: সেনেসীয়ো ; ভেস্পা ; ক্যাপ্স (মূত্রলক্ষণ) ; অ্যাসিড-ফস্: গৃহ বিরহ-কাতরতা হেলোনীয়াস্ ; কোল্‌চি: (খাদ্য দ্রব্য দর্শনে বা গন্ধে বমনেচ্ছা) ; ইউপেটোর-পার্ফো্ল্: অরাম-মিউ-ন্যাট্:।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম। ডাঃ এইচ: সি: অ্যালেন প্রমুখ চিকিৎসকগণ উচ্চক্রম ব্যবহারের পক্ষপাতী, বিশেষতঃ জ্বরচিকিৎসায়।

ইউফর্বীয়া অ্যামিগড্যালইডিস্

(EUPHORBIA AMYGDALOIDES).

নামান্তর।—এক প্রকার মনসা বৃক্ষ।

প্রস্তুতি।—সমগ্র গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ; নাসিকার পার্শ্বস্থ অস্থিময় গহ্বরে বেদনা, মলান্ত্রের আক্ষেপ; গুহ্যদ্বারের স্থানচ্যুতি, দুর্ব্বলতা, অতিসার, রক্তামাশয়; অর্শ, চর্ম্মরোগ; গন্ধবিভ্রম, প্লীহার পীড়া, গলক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—নাসিকার পার্শ্বস্থিত অস্থিময় গহ্বর মধ্যে ব্যথা, নানা প্রকার কাল্পনিক ঘ্রাণ বোধ, ছুঁচর গন্ধের মত গন্ধ বোধ, উদরাময়,—কষ্টজনক মলত্যাগ এবং মলদ্বারের যন্ত্রণাজনক আকুঞ্চন প্রসারণ প্রভৃতি ইহার কয়েকটী প্রধান ক্রিয়া। অন্ত্রপথ মধ্যে জ্বালা ও বমন সহ উদরাময়,—মস্তক ও উরুমধ্যে যেন রক্ত ফুটিতেছে এইরূপ অনুভূতি, দেহের উত্তপ্তাবস্থায় বাতবেদনার আবির্ভাব, তালুপশ্চাতের জ্বালা, শীতল জলে উপশমিত হয়; লক্ষণাদি দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে সঞ্চারিত হয় (লাই:), দেহ অস্বাচ্ছন্দ্যাযুক্ত; পাদচারণান্তে রোগী অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করে, রাত্রে রোগী অত্যন্ত অস্থির হয়, অর্দ্ধ জাগ্রত ও অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, কিছুতেই আরাম পায় না।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তক মধ্যে যেন তাপ বা স্ফুটন বোধ, নিম্নদিকে অধিক, নিদ্রাকালে থাকে না।

নাসিকা।—গন্ধ মূষিকের উগ্রগন্ধ অনুভব।

মুখমণ্ডল।—বামদিকে জ্বালা, অক্ষিকোটর পর্য্যন্ত বেদনার প্রসারণ।

পাকাশয়াদি।—তালুপশ্চাতে ও গলনলীতে জ্বালা বোধ, শীতল জল পান করিলে বা প্রথম উপবাস ভঞ্জনের পর উপশমিত হয়। বিবমিষা,—গৃহ মধ্যে পাদচারণ কালে বৃদ্ধি এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে বা রাত্রে ভোজনান্তে উপশম হয়। সোপান আরোহণ কালে যকৃৎ মধ্যে তীব্র বেদনা। প্লীহা প্রদেশে দৃঢ়াবদ্ধভাব (অ্যাকো চিনিন্ সল্‌ফ: লাই. ন্যাট-মিউ:) এবং সূচীবেধবৎ অনুভব (ম্যাগ-মিউ. কার্ব্বো ভেজ ন্যাট-কার্ব সিপী: সাইলি:)। বোধ হয় যেন দক্ষিণ দিক্ হইতে বামদিক পর্য্যন্ত সমরেখা ভাবে বিস্তৃত বৃহদন্ত্র মধ্যে একটী বড় লম্বা ক্রমি যন্ত্রণায় আবর্ত্তিত হইতেছে। বঙ্ক্ষণ প্রদেশে বা কুঁচকী মধ্যে দপ্‌দপানি—সল্‌ফ)।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—মলদ্বারের যন্ত্রণাদায়ক আকুঞ্চন প্রসারণ বশত: মলনিঃসরণের অত্যন্ত ব্যাঘাত সংঘটিত হয়, মলত্যাগান্তেও মলদ্বারের আকুঞ্চন প্রসারণের নিবৃত্তি হয় না, মল পরিমাণে অল্প, থস্‌থসে এবং আঠার ন্যায় চটচটে; গুহ্যভ্রংশ,—বেগ

না দিলেও। উদরাময়,—বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ১০টার মধ্যে বৃদ্ধি, সার মল মিশ্রিত; কখনও বা গাঢ় কপিশবর্ণ জলবৎ তরল ও আমময় মল নির্গত হইয়া থাকে।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রত্যাগকালে মূত্র গরম বোধ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ; চক্ষে গরম বোধ ইত্যাদি।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের দপদপানি; স্পন্দন বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—দেহ উত্তপ্ত ও ঘর্ম্ম হইলে দক্ষিণ বাহুর স্কন্ধাস্থির ঠিক ঊর্দ্ধাংশে বাত-বেদনা। দক্ষিণ পদের লসিকা শিরার মধ্যে উৎসেচন বা ফুটন্ত জলপ্রবাহবৎ অনুভূতি, সময়ে সময়ে চরণ হইতে বঙ্ক্ষণ প্রদেশে বা কুঁচকীতে পর্য্যন্ত ঐরূপ অনুভব হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উপবেশন কালে চরণ হইতে জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃতি; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

শীত, উত্তাপ ও স্বেদ।—রাত্রি ১১টার সময় শীতাবির্ভাব (ক্যাক্টাস্) শয়নার্থ বস্ত্র উন্মোচন কালে ঐ শীত কম্পে পরিণত হয় এবং পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু উত্তাপ বা ঘর্ম্মের আবির্ভাব হয় না (অ্যারেন্-ডায়া' বোভি: লাই: ম্যাগ-কার্ব: অ্যাসিড-ফস্: হাস্; ষ্ট্যাফাই: সল্ফ:)

বৃদ্ধি।—সন্ধ্যাকালে; পাদচারণে।

উপশম।—শীতল জলপানে এবং আহারান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ইলাট্' লাইকোপেড: অ্যারেণীয়া ডায়া: ক্যাক্টাস।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ইউফর্বীয়া-করলেটা

(EUPHORBIA COROLLATA).

প্রস্তুতি।—ইহার মূল হইতে বিচর্ণ এবং তরলাকারের মূল ঔষধ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কলেরা বা ওলাউঠা; শিশু-বিসূচিকা; বিসূচিকাবৎ উদরাময়; পাকাশয় প্রদাহ; সমুদ্রে জাহাজে উঠিলে বমন।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রাণান্তক বিবমিষা বা বমনেচ্ছা, ভুক্ত দ্রব্যাদি, জল, বা শ্লেষ্মা বমন ও অপর্য্যাপ্ত তরল মলনিঃসরণ প্রভৃতি পাকাশয় ও অন্ত্রের পীড়াদিতে ইহা একটি অত্যন্ত মূল্যবান ভেষজ। বিসূচিকা রোগের অবস্থা বিশেষে ইহার প্রায়ই প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভেদ বমনাদির বেগ কিয়ৎ কাল ব্যবধানান্তর আবির্ভাব হয়। ডাঃ ম্যাসি তাঁহার সংক্ষিপ্ত নবৌষধি-তত্ত্বে এই ঔষধের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে শিশুদিগের যে সকল লক্ষণ থাকিলে কৃমি আছে বলিয়া জানা যায়, ইহা দ্বারা সেই সকল সম্পূর্ণ নিরাকরণ সাধিত হইয়া থাকে (প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু সর্ব্বদা নাসিকা কণ্ডুয়ন এবং

সন্ধ্যা হইলেই মলদ্বারে অসহনীয় কণ্ডুয়ন বশতঃ ছটফট ও চীৎকার করিয়া রোদন করিত; সেই সময়ে শিশুটীর কাতরতা দেখিলে অত্যন্ত নির্ম্মম হৃদয়েরও বেদনার সঞ্চার হইত (সিনা স্যাণ্টোনিনাম, ইগ্নেশীয়া, ক্যাল্‌কেরীয়া, ইণ্ডিগো, ষ্ট্যানাম্ ও স্পাইজিলীয়া প্রয়োগে ৩ মাসের মধ্যে যন্ত্রণার কোনরূপ লাঘব হইল না দেখিয়া, ডাঃ ম্যাসির কথা স্মরণ হওয়ায় এই ঔষধের তৃতীয় দশমিক ক্রম প্রত্যহ ৪ বার করিয়া প্রয়োগ আরম্ভ করিলাম। তৃতীয় দিবসে শিশুব অত্যন্ত উদরাময় উপস্থিত হইল এবং দিবারাত্রে ৪।৫ বার করিয়া তরল মল ও তৎসহ প্রতিবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্বমি বহির্গত হইতে লাগিল। চতুর্থ দিবস হইতে ঐ ঔষধের দুইবার প্রয়োগ ব্যবস্থা করিলাম। ষষ্ঠ দিবসে মল কঠিন হইল এবং আর ক্বমি বহির্গত হইল না এবং শিশুরও এই তিন বৎসরের মধ্যে কোনরূপ ক্বমির লক্ষণ প্রকাশ হইতে শুনি নাই।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ। কেবল মৃত্যু কামনা করে (অ্যাণ্ট-ক্রুড· আরম-মিউ-ন্যাট: বেল: বার্বা: হাইড্রাস ন্যাট সল্‌ফ; অ্যাসিড-নাই· ফস স্পঞ্জী: সিফিলাইন:)।

পাকাশয়াদি।—প্রাণান্তক বিবমিষা ; প্রথমে হঠাৎ ভুক্তদ্রব্যাদির প্রবল বমন ; তৎপরে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ শ্লেষ্মা মিশ্রিত জলবৎ বমন ; অবশেষে চালধোয়ানি জলের ন্যায় বমন (ক্যাম্ফো: কোল্‌চি: ভেরেট: আর্স:), মলান্ত্র হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ জলবৎ মল নিঃসরণ। পেট বুল্‌বুল্ করিয়া মলবেগ উপস্থিত হয় (অ্যালো: এপীস ; আর্স ; কোল্‌চি: আইরিস: ল্যাকে: অ্যাসিড-মিউ; ন্যাট-সল্‌ফ: পলসে:) ; মলদ্বারে অসহনীয় কণ্ডুয়ন,—যেন অসংখ্য ক্বমি নড়িতেছে (টিউক্রি: ক্যাল্‌কে. ইগ্নে: ইণ্ডিগো ; কোয়াসীয়া)।

জ্বর।—ত্বক শীতল, মস্তকে ঘর্ম্ম, নাক, হাত পা ঠাণ্ডা।

ত্বক।—গাত্রত্বক শীতল এবং স্থানে স্থানে ঘর্ম্মবিন্দুযুক্ত করতল, পদতল ও নাসিকা হিমবৎ শীতল (ক্যাম্ফো:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**— আর্স: ক্যাম্ফো: কোল্‌চি: ভেরেট্রাম ; য্যাট্রোফা ; গ্যাম্বোজীয়া ক্যাল্‌কে-কার্ব: টিউক্রিরাম।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ইউফর্বীয়াম অফিসিনেরাম

(EUPHORBIUM OFFICINARUM).

নামান্তর।—ইয়ুফর্ব্বিয়ম।

প্রস্তুতি।—ইয়ুফর্ব্বিয়মের সারভাগে বা আটা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—অস্থিতে নানাপ্রকার বিকৃতি; কর্কটীয়া-রোগ; ছানি; কাসি; মস্তকে মামড়ী ক্ষত; বিসর্প; চক্ষু প্রদাহ; পচনশীল ক্ষত; মাথাব্যথা; বুকজ্বালা; সর্দ্দি; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ, গৃধ্রসী; উপদংশ; দন্তের পীড়া; ক্ষত; দর্শন শক্তির ব্যাঘাত; আঁচিল।

উপযোগিতা ও আভাস।—কর্কটরোগ, বিষাক্ত বা দুষ্টব্রণ এবং বিসর্প রোগের ভয়ানক অসহনীয় জ্বালা,—যেন আক্রান্ত অংশে উপর প্রজ্বলিত অঙ্গার স্থাপিত রহিয়াছে (যখন আর্স: বা অ্যান্থ্রাক্সিন: দ্বারা ফল না পাওয়া যায়); অস্থিক্ষয় (Caries) বা অস্থিপুতি (Necrosis—হাড় পচা) রোগের জ্বালাও ইহা দ্বারা নিরাকৃত হয়। বিম্বিকাযুক্ত (ফোষ্কাযুক্ত) বিসর্প, বিম্বিকা গুলিন মটর কড়ায়ের ন্যায় বৃহৎ এবং পীতবর্ণ রসপূর্ণ; বৃদ্ধদিগের বিগলিত ক্ষতাদি বা শোণিত স্ফোটক; বহুকালের ধীরগতি দুরারোগ্য ক্ষতাদি,—দংশন, অস্ত্রাঘাত বা বিদারণবৎ যন্ত্রণাজনক, প্রাতে অগ্নির নিকট বসিয়া দেহ উত্তপ্ত হইলে, শয়নান্তে, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলে, প্রথম নড়িতে আরম্ভের সময় এবং স্পর্শ করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়; দেহ সঞ্চালন ও পাদনচারণে উপশম, প্রভৃতি অবস্থায় ইউফর্বীয়াম প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় অধিকন্তু—মেরুপুচ্ছের (মেরুদণ্ডের পশ্চাৎ বা শেষাংশ) বেদনা,—উপবিষ্টাবস্থা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতে গেলে বৃদ্ধি; যেন দন্ত সকল পরস্পরের সহিত স্ক্রুপ দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে; দন্তে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা,—যেন উৎপাটন করিতেছে, মুখমধ্যে অঠাময় ভাব, গলমধ্যে জলন্ত আঙ্গার স্পর্শবৎ জ্বালা, যেন মুখ ও মুখবিবর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, যেন উত্তপ্ত খাদ্য গিলিয়া ফেলা হইয়াছে বক্ষমধ্যস্থলে এইরূপ অনুভব; শয্যা স্পর্শমাত্রে কাসির উদ্রেক এবং যতক্ষণ শুইয়া থাকে ততক্ষণ কাসি স্থায়ী হয়, যেন বৈদ্যুতিক সংঘাত বশতঃ হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া পড়ে এবং যেন গাত্রত্বকের তলদেশে একটী সূক্ষ্ম রজ্জু লম্বমান রহিয়াছে এইরূপ বোধ ইত্যাদি কতিপয় লক্ষণ ইউফর্বীয়ামের প্রকৃতিগত এবং নির্ণায়ক। সময়ে সময়ে অঙ্গাকর্ষণ বা খালধরা; লেখকদিগের অঙ্গুলিগ্রহ (Writers' Cramp) এবং চৈতন্য বিলোপ সহ ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপও ইহা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—সর্ব্বদা সশঙ্কিত ভাব। গম্ভীর স্বভাব; কথোপকথনে অনিচ্ছুক; ধীর, চিন্তাশীল নির্জ্জনতাপ্রিয় অথচ পরিশ্রম করিতে কাতর নহে।

মস্তক।—শিরোঘুর্ণন,—পার্শ্বের দিকে পতিত হইবার উপক্রম হয় (ক্যানাব: কোণা: ড্রোসে: মেজর: হ্যউম; ফেরাম-অ্যাসেট: স্কীলা: জিঙ্ক:); দণ্ডায়মান অবস্থায় (ক্যানাব: ক্রোটন: সাইক্লে: অলি-অ্যান: অ্যাসিড-ফস: হ্যউম; ক্রোফাইউলা: স্পাই:) বা বায়ুসেবনার্থে পাদচারণ কালে (অ্যাগার: অ্যাম্ব্রা; অ্যাঙ্গাস: ক্যাল্কে: ড্রোসে: র‍্যাণান: রীউটা; পডো: সিপী: সল্ফ:)। তীব্র ব্যথাজনক শিরোবেদনা। শিরোপশ্চাতে আঘাতজনিতবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=প্রাতে, শয়নকালে (বেল: ক্যাম্ফো: কলো: ইউক্রে: লাই: ম্যাগ-কার্ব:) এবং উত্তাপে

(অ্যাকো ব্রাই কার্ব্বো ভেজি ক্যাম্ফ: ইগ্নে ইপিক), উপশম=দেহ সঞ্চালনে (অ্যাসিড-মিউ) এবং মস্তক শীতল করিলে বা শৈত্য সংস্পর্শে (শৈত্য প্রয়োগে শিরোবেদনার বৃদ্ধি=অরমাম)। সমগ্র মস্তিষ্ক যেন রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (কলো ইগ্নে প্ল্যাটি:)।

চক্ষু।— চক্ষু প্রদাহ,—অক্ষিপুট ও চক্ষের অপাঙ্গ শুষ্ক ও কণ্ডুয়নশীল (আর্জেণ্ট: বেল: অ্যাসিড বেন: অ্যাফ্ গ্যাম্বো:), চক্ষের দীর্ঘকালব্যাপী আরক্তিমা (বেল ব্রাই কিউপ্রাম ইউফ্রে: ইগ্নে মার্ক ল্যাকে হ্রাস থুযা)। ক্ষতজনক অশ্রুস্রাব (ইউফ্রে: ক্লিম্যাট: ডিজি) এবং রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায় (ব্যারাই ক্যালকে কার্ব্বো ভে ইউফ্রে ক্যামো: সাইকী ক্রোক ইগ: ক্যালী কার্ব্ব পল্‌সে মার্ক: হ্রাস: ষ্ট্যাফাই)। চক্ষের কোণে বহুল পরিমাণে পিঁচুটী সঞ্চিত হয় (ব্যারাই মিউ: ক্যাল্‌কে. ক্যামো· ডিজি ইউফ্রে গ্র্যাফ ল্যাক্টীউ পল্‌সে: সল্‌ফ)। চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের আবিলতা বা অস্বচ্ছতা (Opacity=ক্যানাব ইউফ্রে ক্যাড-সল্‌ফ ক্যালকে ফ্লু সিনাবেরি-ম্যারি হিপ· ক্যালী বাই ম্যাগ কার্ব সেনেগা, ট্যারেণ্ট-হিস জিঙ্ক সল্‌ফ)। তিমির দৃষ্টি (বেল হিপ্ রুষ্টি: ড্যাফ্‌নী, ফস্ পাম: ট্যাব্যাক্:)। দূর দর্শন শক্তিরাহিত্য (Myopia=অ্যাগার. অ্যাসিড নাই ফাইজস পাইলো: অ্যাসিড-সল্‌ফ সিফিলিন্: থুযা)। দ্বিদর্শন,—সম্মুখস্থিত ব্যক্তি যেন পশ্চাতে আছে এইরূপ বোধ।

মুখমণ্ডল।—গণ্ডদেশে বিসর্প—প্রদাহ সহ অত্যন্ত স্ফীতি এবং তদুপরে রসপূর্ণ পীতবর্ণ মটর কড়াইএর ন্যায় ফোস্কা সকল বাহির হয় (টেরির আর্ণিকা হ্রাস ক্যান্থা:),—বিদ্ধ এবং খননকরণবৎ বেদনাযুক্ত। মুখমণ্ডল জ্বালাযুক্ত।

মুখবিবর।— মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা রাহিত্য (অ্যাঙ্গাস বেল্ ক্যানাব্ ককীউ: লাই নক্স-মস্ নক্স ভম: অ্যাসিড্ ফস: স্যাবাড্)। শিহরণ, বমনোদ্রেক এবং পাকস্থলী মধ্যে নখাঘাতবৎ বেদনা সহ লালা স্রাব (আর্জেণ্ট্)। লালা লবণাক্ত বোধ হয় (হায়ো: মার্ক-সল্‌ফ: ফস্. সিপী: সল্‌ফ ভেরেট্ ভার্ব্যাস্ক্:)। দন্তশূল, নিষ্পেষণ ও তীব্র বিদ্ধকারী বেদনা, —দন্তে কোন দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে বা চর্ব্বণ কালে যন্ত্রণার বৃদ্ধি,—কিম্বা আহারান্তে কম্পম, এবং তৎসহ মস্তকে ও গণ্ডাস্থি মধ্যে বেদনা। দন্ত ভঙ্গপ্রবণ (ক্রিয়ো: মেজর্ ফস্ প্লাব্ স্যাবাড্: সিপী: সল্‌ফ)। পাকস্থলী হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে এইরূপ অনুভব সহ গলমধ্য হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত— যেন জ্বলন্ত অঙ্গার স্পৃষ্ট হইয়াছে, মানসিক উদ্বেগ, কম্পন এবং মুখপ্রসেক বা মুখে জল উঠা (Waterbrash)।

পাকস্থলী।—মুখের স্বাদ কটু, ঝাঁজাল (অ্যাম্বা, অ্যাস্যাফি ক্যালী-আয়োড্: অ্যাসিড-মিউ:) ও তিক্ত। শীতল পানীয় পান করিবার প্রবল স্পৃহা (অ্যাঙ্গাস্: বোভি: ক্যামো মার্ক: ওলী-অ্যান্ অ্যাসিড্ ফস্ স্যাবাড্ ভেরেট্:)। শূন্য উদ্গার (অ্যাগার: রুষ্টি: গ্র্যানেট্ মার্ক ওলী-অ্যান্ স্যাবাই· ক্যাল্‌কে-রুষ্টি গ্যাম্বো· হাইপির ক্যালী-বাই অ্যাসিড্-অক্স পডো)। ভেদ ও বমন। পাকাশয় মধ্যে আঘাতজনিতবৎ ব্যথা। এতৎসহ অন্ত্রাশয়ের পশ্চাদাকর্ষণ (Retraction=কিউপ্রাম্; প্লাম্ পল্‌সে:) পাকস্থলীর শিথিলতা (ইপিক্: মার্ক: স্পঞ্জী ট্যাবাক্: থীয়া:) পাকস্থলী মধ্যে সঙ্কোচন বশতঃ খাল্ ধরার ন্যায় বেদনা (বেল্: কার্ব্বো-অ্যান্

নাইট্রাম্, নক্স-ভম্‌· ফস: প্লাট্: ব্রোম্ ক্যালী-বাই: ফাইটো·)। পাকস্থলী মধ্যে নখাঘাতবৎ অনুভব (কার্ব্বো-অ্যান্ ককীউ. হ্যাট্-মিউ নক্স্-ভম্: অ্যাসিড্-সল্‌ফ্ সাইলি:)। পাকাশয় ও উদবোদ্ধ প্রদেশে ভয়ানক জ্বালাবোধ (আর্স্ ক্যান্থা ক্যাম্প্· কার্ব্বো-ভেজি লবো: মার্ক নাইট্রাম্, ব্রোম্ অ্যাসিড্-ফ্লু· আসি-অক্স্ নক্স্‌যুগ ফস্ স্থাবাড্)।

অন্ত্রাশয়।—উদর যেন সাঁটিয়া ধবে (বেল্ কলো প্রাম্ স্থাবাড্)। আধ্মানজনিত আক্ষেপযুক্ত অন্ত্রশূল,—যেন তন্ত্র সকল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে বা যেন উর্দ্ধদিকে ঠেলিতেছে এইরূপ বেদনা,—জানু ও কফোনি বা কনুই একত্রিত করিয়া তদুপরে মস্তক রক্ষা করিলে (অধিকাংশস্থলে) উপশম বোধ হয়। বিবেচক ঔষধ দ্বারা যেন উদব শূন্য করা হইয়াছে প্রাতে এইরূপ অনুভব (ল্যাকে· সিপী· আর্ণি সিনা, অ্যাসিড্-ফ্লু হিপ্ মেজর্· পল্‌সে স্কীলা)। উদব মধ্যে জ্বালা অনুভব (ল্যাকে লবো স্থাবাড্ সিকেল সিপী আর্স্:)।

মল।—কঠিন মল কষ্টে নির্গত হয়। কুন্থন সহ পুন পুনঃ জলবৎ মল ত্যাগ। মল প্রথমে পাতলা তৎপরে গুটিলাময় (হ্যউম্, স্থাবাই — প্রথমাংশ কাল এবং কঠিন তৎপরে দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ - ইস্কীউ — প্রথমাংশ কোমল মলময় শেষাংশ তরল জলবৎ = বোভি)। প্রবল বেগ ও আঠার ন্যায় মল ত্যাগ সহ মলান্ত্র মধ্যে কণ্ডুয়ন (অ্যাসিড্ কার্ব্বালিক্, ইস্কীউ)। অন্ত্রাশয় মধ্যে ত্বকক্ষয়বৎ অনুভব ও মলদ্বারে জ্বালা। সময়ে সময়ে বহুল পরিমাণে ফেনময় কর্দ্দমবৎ মল নির্গত হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে আয়োড্ হিপ্ পেট্রোসেলিন্ চেলিড্)।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলী ও বক্ষাভ্যন্তরে জ্বালাযুক্ত কণ্ডুয়ন বশতঃ শুষ্ক ঘংঘঙে কাসি। বক্ষঃস্থলে চাপ্ বোধ বশতঃ দিবারাত্রি ক্ষুক্‌ক্ষুকে শুষ্ক কাসি এবং প্রাতে পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা উঠা। উপাধান স্পর্শমাত্রে প্রচণ্ড কাসির প্রকোপ আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ শুইয়া থাকে ততক্ষণ কাসির নিবৃত্তি হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত —যেন বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হয় না,—পরিতৃপ্তিজনক নিশ্বাস গ্রহণ করিতে গেলে বামপার্শ্বের পেশীতে টান বোধ হয়,—বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে দেহ ফিরাইতে গেলে। বোধ হয় যেন থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বক্ষঃস্থল প্রসারিত হইতেছে (থূযা)। বোধ হয় যেন যকৃতের খণ্ড বিশেষ বক্ষাভ্যন্তরের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। বিশ্রামকালে বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা (ক্যালী-কার্ব· স্পাইজ:), দেহ সঞ্চালনে উপশম বোধ। বক্ষমধ্যস্থলে উত্তাপ বোধ, যেন কোন উত্তপ্ত খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকৃত হইয়াছে। বক্ষমধ্যে জ্বালা বোধ (আর্স্ কার্ব্বো-ভে লবো: সল্‌ফ্ কোণা: ক্যান্থা)।

প্রত্যঙ্গাদি।—প্রাতে শয্যায় শয়ন কালে মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে খালধরার ন্যায় বেদনা। স্কন্ধসন্ধিস্থলে পক্ষাঘাত জনিত আড়ষ্টতা অনুভূতি, বিশ্রাম কালে বৃদ্ধি এবং পাদচারণ কালে উপশম। অনেকক্ষণ লেখার পর বাহুর অগ্রভাগে খাল্‌ধরার ন্যায় আড়ষ্টতা বোধ। বঙ্ক্ষণ-সন্ধি বা কুঁচকী বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভব। রাত্রে উরুদেশে জ্বালা বোধ। প্রাতঃকালে পদদ্বয়ে শীতল ঘর্ম্মোদ্গম হয় (কার্ব্বো-অ্যান্)। নিম্ন বাহুতে লাল রেখা উদ্গত হয় এবং সেই সকল স্পর্শ করিলে কণ্ডুয়ন আরম্ভ হইয়া থাকে। বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে দক্ষিণ গুল্‌ফতলে অত্যন্ত ব্যথা হয়। উপবেশন কালে প্রায় নিম্ন পদ অবশ

হইয়া যায়। হস্ত পদাদির বেদনা বা বাতবেদনা বিশ্রাম কালে বৃদ্ধি এবং দেহসঞ্চালনে উপশম হয়।

ত্বক।—ফোস্কাযুক্ত বিসর্প. পীতবর্ণ রসপূর্ণ মটরের ন্যায় ফোস্কা উদগত হয়, অত্যন্ত জ্বালা ও বিদ্ধকারী বেদনাযুক্ত। বৃদ্ধদিগের বিগলিত ক্ষতাদি,—দংশন, কর্ত্তন বা বিদারণবৎ বেদনাজনক, বৃদ্ধি=প্রাতে, অগ্নির নিকটে থাকিলে দেহ উত্তপ্ত হইলে, শয়ন করিলে. পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে, প্রথম নড়িতে আরম্ভ কবিলে এবং স্পর্শ করিলে; উপশম=দেহ সঞ্চালনে ও পাদচারণে। ককট, বিষাক্ত স্ফোটক বা দুষ্টব্রণ এবং বিসর্পাদি রোগে তীব্র জ্বালা, যেন আক্রান্ত অংশে জ্বলন্ত অঙ্গার স্থাপিত রহিয়াছে (আর্স্‌ ও অ্যান্থ্রাক্সিন্: প্রয়োগে জ্বালার উপশম না হইলে ইউফর্বীয়া-হেটারোডক্সা)। মেরুদণ্ডের শেষাস্থি বা পিক-চঞ্চু-অস্থি প্রদেশে বেদনা,—উপবিষ্টাবস্থা ত্যাগ করিয়া উঠিতে গেলে বেদনার বৃদ্ধি হয় (উপবিষ্টাবস্থায় বেদনা, পাদচারণকালে বা স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি=ক্যালী বাই:)।

বৃদ্ধি।—দেহ উত্তপ্ত হইলে; শয়নান্তে প্রথম নড়িতে আরম্ভ করিলে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে, স্পর্শ করিলে এবং বিশ্রাম কালে।

উপশম।—দেহ সঞ্চালনে এবং শৈত্য প্রয়োগে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকালিফা: ক্রোটেন্-টিগ: ম্যান্সি: ইউকা; কোল্‌চি: অ্যাণ্ট্-টার্ট্: ভেরেট্:। গ্রাফাই, ল্যাকেসি, পল্‌স, সিপিয়া ও সলফরের পরে উপযোগী।

দোষঘ্ন বা প্রতিবিষ।—ক্যাম্ফো: ওপী।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৫০ দিন।

ইউফ্রেসীয়া অফিসিন্যালিস্

(EUPHRASIA OFFICINALIS).

নামান্তর।—আই ব্রাইট্।

প্রস্তুতি।—সমগ্র গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অক্ষিপুট প্রদাহ; ছানি; সর্দ্দি; শূল; চক্ষুপ্রদাহ; চক্ষুরোগ; গ্রন্থিবিবৃদ্ধি; অশ্রুস্রাব; হাম; কর্ণমূল; ব্রণ; অক্ষিপুট পতন; মলান্ত্র চ্যুতি, গণ্ডমালা; মাষক ধাতু, তারকা প্রদাহ; বিবিধ চক্ষুরোগ ইত্যাদিতে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—পতন, আঘাত বা নিষ্পেষণ জনিত পীড়া বা কোন বাহ্য অঙ্গের ক্ষতি; শ্লৈষ্মিক ঝিল্ল্যাদির প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি, বিশেষতঃ চক্ষের ও নাসিকার;

চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত ক্ষতজনক অশ্রু এবং নাসিকা হইতে জলের ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব। চক্ষু হইতে নিরন্তর জল পড়িতে থাকে এবং প্রাতে দেখা যায় চক্ষু জুড়িয়া রহিয়াছে, অক্ষিপুট স্ফীত, আরক্তিম এবং জ্বালাযুক্ত; প্রাতে প্রচণ্ড কাস ও বহুলপরিমাণ গয়ার উঠে তৎসঙ্গে নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত জলবৎ সর্দ্দি স্রাব। উষ্ণ দক্ষিণা বায়ু সংস্পর্শে স্রাব বৃদ্ধি; প্রাতে প্রথম ভোজনান্তে গলমধ্য হইতে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করায় গলরোধ ও অবশেষে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায়; ইচ্ছাপূর্ব্বক কাসিলেও প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উত্থিত হয়, প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে বৃদ্ধি; চক্ষু ও নাসিকার প্রতিশ্যায় সহ রজোলোপ; চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে ত্বকক্ষয়কারক অশ্রু স্রাব, ঋতু নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয়, কিন্তু অত্যন্ত বেদনা উৎপন্ন করে এবং স্রাব এক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে, কিম্বা কয়েক দিবস বিলম্বে প্রকাশ, স্রাব অতি অল্প এবং এক দিবস মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে; হুপকাসি,—কাসির সময় অপর্য্যাপ্ত অশ্রু স্রাব (স্কীলা) এবং কেবলমাত্র দিবসে কাসি হইয়া থাকে; নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে চ্যাপ্টা কর্কটার্ব্বুদ; অর্শ; মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে একপ্রকার গুটী বা চর্ম্মকীল উদগম; যেন চক্ষুমধ্যে ধুলিকণা পতিত হইয়াছে, বা চক্ষের উপর যেন একখণ্ড কেশ লম্বমান রহিয়াছে, যেন উর্দ্ধোষ্ঠ কাষ্ঠময় ইত্যাদি অনুভব; নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ইত্যাদি ইউফ্রেসীয়ার কয়েকটী প্রকৃতিগত নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মৃতিশক্তির খর্ব্বতা। মস্তিষ্কের আবিলতা; চতুর্দ্দিকস্থ ব্যাপার যেন কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। অলস, জড়ভাবাপন্ন এবং অবসাদ-বায়ু-গ্রস্ত-চিত্ত, সকল বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন করে (ব্যাপ্: ক্যালী-বাই: লিলিয়াম্-টাই: নক্স্-মস্: ওপী: ফস্: অ্যা-ফস্: সিপী: ষ্ট্যাফাই:)। কথোপকথনে অনাশক্তি (আমন্-মিউ: আর্জেন্ট-নাই: সিঙ্কো: ইগ: ম্যাগ: কার্ব: ম্যাঙ্গি: অক্সাই: ভস্: ষ্ট্যান্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তক ভার বোধ এবং পতনোপক্রম। সর্দ্দি সহ সন্ধ্যাকালে মস্তিষ্কের জড়তা (সিপী: ফস্:) এবং মস্তকে আঘাত জনিতবৎ বেদনা, (ইউফর্ব: ভেরেট: হেলিবো:),—শয়নে বৃদ্ধি (বেল: ক্যাম্ফো: কলো: লাই: ল্যাগ-কাব.—শয়নে উপশম=অ্যাগা-ন্যান্: ক্যাল্কে-ফস্: কিউপ্রাম্; হেলিবো: ইগ: ওলীয়্যান্)। নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা,—আলোকাতঙ্ক (Photophobia = ক্যালী-কাব: পল্সে:) এবং ললাটদেশে উত্তাপ বোধ; বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (ক্যাপ্স: ন্যাট: মিউ: নক্স:)। শিরা-কম্পন দেখিয়া মস্তকের দপ্‌দপানি বাহির হইতে বুঝা যায় (আর্ণি: বেল: ক্যাম্ফো: ক্যাল্কে: ককীউ: ল্যাকে: ক্যাল্কে-কষ্টি: ডিজি: ক্যাল্মী: টঙ্গা; ভেরেট: জিঙ্ক:)।

চক্ষু।—অক্ষিপ্রদাহ,—অপর্য্যাপ্ত: ত্বকক্ষয়কারক অশ্রু নির্ম্মোচন এবং নাসারন্ধ্র হইতে জল স্রাব (সীপার বিপরীত)। চক্ষু মধ্যে অনর্গল জল সঞ্চিত হইতে থাকে এবং প্রাতে দেখা যায় চক্ষু জুড়িয়া রহিয়াছে (আর্জেণ্ট-নাই: পল্সে: ক্যালী-কার্ব: ক্যাল্কে: ক্রীম্যাট: সল্ফ:

থ্রাস:); অক্ষিপুট স্ফীত, আরক্তিম এবং জ্বালাযুক্ত (ক্যাল্কে: ইগ্নে: ক্রিয়ো: ল্যাকে: মার্ক: নক্স: সল্ফ: থুযা)। আঘাত প্রাপ্তি বশতঃ চক্ষু প্রদাহযুক্ত ও আরক্তিম। শিরোবেদনা সহ অক্ষিপুটের পার্শ্বদেশ ক্ষত ও প্রদাহ। বায়ু সংস্পর্শে অশ্রুস্রাব বৃদ্ধি হয় (ক্লীম্যাটি: ক্লোরাম:)। চক্ষুমধ্যে কর্কর করে,—যেন বালুকা কণা প্রবেশ বশতঃ (অ্যালীউ: আর্স: কষ্টি: ডিজি: ইগ: ক্রিয়ো: ল্যাকে: মার্ক ওলী-অ্যান: ফস্ ফাইটো: সল্ফ:)। চক্ষু মধ্যে ছুরিকাবেধবৎ অনুভব,—অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোকে বৃদ্ধি হয় (অ্যাগনাস্: আর্স: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-সল্ফ: পল্সে: হ্রডো: রীউটা: সল্ফ টঙ্গা:)।—চক্ষু ও অক্ষিপুট হইতে বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়—সময়ে সময়ে রক্তাক্ত শ্লেষ্মাও নির্গত হইয়া থাকে (শ্বেতাভ শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও স্রাব=ব্যারাই-মিউ: ক্যাল্কে: ক্যামো: ডিজি: ইউফর্ব: গ্রাফ: ল্যাক্টীউ: পল্সে: সল্ফ)। আলোকাতঙ্ক,—বিশেষতঃ দিবালোকে এবং রৌদ্রে (দিবালোকে=অ্যামোনীয়্যাক্: অ্যাণ্ট-ক্রুড: গ্র্যাফ: হেলিবো: হিপ: নক্স:; ফস্: অ্যা-ফস্: সিপী: সাইলি:—রৌদ্রে=বার্ব: ক্যাষ্টোর্—প্রদীপালোকে=বোর্: ক্যাষ্টোর্: হিপ:)। বোধ হয় যেন এক খণ্ড কেশ চক্ষের উপর লম্বমান্ রহিয়াছে এবং তাহা হস্তদ্বারা অপসারিত করিতে হইবে।

কর্ণ।—কর্ণশূল,—কর্ণপটহ মধ্যে বিদ্ধকরণবৎ বেদনা (অ্যামন্-মিউ: বেল্: হেলিবো: অ্যা-হাইড্রো: ল্যাক্টী: ম্যাগ-মিউ: ওলী-অ্যান্: ফেল্যান্: প্লাম: র‍্যাণান্: হ্রডো: সাইলি:)।

নাসিকা।—সর্দ্দি (Coryza).—প্রচণ্ড কাসি এবং প্রচুর গয়ার উঠার সঙ্গে—প্রাতে অনর্গল জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হয় (ব্যারাই-আয়োড: ডিজি: প্লাম্: ফস্: র‍্যানান্-স্কিলু: হ্রডো: স্ত্যাবাড: ব্রোম্: মার্ক-কর্: স্পাইজি:); উষ্ণ দক্ষিণা বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয়। দিবসে অনর্গল জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব এবং রাত্রে শ্লেষ্মা শুষ্ক হওয়ায় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায় (নক্স-ভম্:)। নাসাপুটোপরে পূযবটী বাহির হয় (অ্যামন্-কার্ব: অ্যাণ্ট-ক্রুড: ব্রোর: ক্লীম্যাট: ক্যালীকার্ব: ল্যাকে: ন্যাট-কার্ব: থ্রাস্:)। আংশিক পক্ষাঘাত (জেল্সি: কষ্টি:)।

মুখমণ্ডলাদি।—উত্তাপ ও জ্বালা সহ কথা কহিতে বা চর্ব্বণ করিতে গেলে গণ্ডস্থল যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (সর্দ্দি অধিকারে)। মুখমণ্ডল আরক্তিম। মুখমণ্ডলের উপর ঘামের মত (Miliary) উদ্ভেদ সকল বাহির হয় এবং জল প্রয়োগ করিলে আরক্তিম হইয়া উঠে এবং জ্বালা করে (জিন্সেঙ্গ:) এবং উত্তাপে কণ্ডুয়ন হয়। উর্দ্ধোষ্ঠ বোধ হয় যেন কাষ্ঠময়। তোৎলামি (অ্যাকো: বেল্: বোভি: ষ্ট্রামো: ভেরেট:) এবং কথা কহিতে কহিতে পুনঃ পুনঃ আটকাইয়া যায় (ক্যানাব: কষ্টি মেজের: ওপী: রীউটা:)। জিহ্বার আড়ষ্টতা (নিকল্: সিপী: লাই: লরো.) এবং গণ্ডদেশের বদ্ধভাব বশতঃ কথা কহিতে কষ্ট হয়। গলমধ্যে জলাদি পান কালে "কোঁক্ কোঁক্" শব্দ হয়। প্রাতর্ভোজনের পর গলমধ্য হইতে কটু শ্লেষ্মা পরিষ্কার করিবার সময় গলরোধ হইয়া আইসে এবং ভুক্ত দ্রব্যাদি সমস্ত বমিত হইয়া যায় (ব্রাই: ধূমপানান্তে মুখের স্বাদ কটু হইয়া যায় এবং বিবমিষার উদ্রেক হয়।

মলদ্বার ও মল।—উপবেশন কালে মলদ্বারে অত্যন্ত চাপ বোধ; অর্শ।

মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে বহুকালের সমতলপৃষ্ঠ গুটী রাত্রে ঐ সকল গুটী, মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে (অ্যাসিড-নাই: থুয়া)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—সন্ধ্যার সময় শয্যায় শয়নকালে হঠাৎ জননেন্দ্রিয়াদি ভিতর দিকে সবলে আকৃষ্ট হয় (বার্ব্া: প্রুণাস্) এবং বিটপাস্থির বা তলপেটের ট্যাকের উপর অত্যন্ত চাপ বোধ হইয়া থাকে। লিঙ্গমুণ্ডে এবং মেঢ্রত্বকে (আবরণে) দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন ও ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা। প্রামেহিক মাংসকীল বা মেহ জন্য মাংস বৃদ্ধি, কণ্ডুয়ন ও হুলবেধবৎ বেদনা যুক্ত,—স্পর্শ করিলে জ্বালা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ বা হাজা অনুভূতি উৎপন্ন হইয়া থাকে (অ্যাণ্ট-টার্ট: অরাম্-মিউ: ন্যাট: ক্যালী-আয়োড: থুয়া ; ষ্ট্রন্: কার্ব্বো:)। অণ্ডকোষের উদ্ধাকর্ষণ (বেল্: বার্ব্া: ক্রোটন: নক্স ; ওলী-অ্যান্: প্লাম: হ্যডো: থুয়া ; জিঙ্ক:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয় কিন্তু অত্যন্ত বেদনা উৎপন্ন করিয়া থাকে,—স্রাব এক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয় ; কিম্বা কয়েক দিবস বিলম্বে পুনরাবির্ভূত হয় ; স্রাব অতি অল্প এবং এক দিবস মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে (ব্যারাই:) ; ঋতুরোধ সহ চক্ষু ও নাসিকার প্রতিশ্যায় ; অপর্য্যাপ্ত ত্বক্ক্ষয়কারক অশ্রুস্রাব। পাদচারণ কালে জননেন্দ্রিয় প্রদেশে সূচিকাবেধবৎ বেদনা ও কণ্ডুয়নের আবির্ভাব হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—গলা পরিষ্কার করিবার জন্য কাসিলে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা উত্থিত হইয়া থাকে,—প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে বৃদ্ধি (অ্যালীউ: ক্যাল্কে: ল্যাকে: পল্সে: অ্যামন্-কার্ব্: হিপ: ইপিক্: মার্ক: ন্যাট-কার্ব্: সেনেগা ; সাইলী:—রাত্রে শয়নকালে = অ্যামন্-কার্ব্: অরাম ; মার্ক: নাইট্রাম ; হ্রাস)। হুপকাসি,—কাসির সময় অপর্য্যাপ্ত অশ্রু স্রাব হয় (স্কীলা ; ন্যাট-মিউ:) ; কেবল মাত্র দিবসে কাসি হয় (অ্যামন-কার্ব্ আর্জেণ্ট: ক্যাল্কে নাইট্রাম ; ফেবাম্ ; ন্যাট্-মিউ: ফস্: ষ্ট্যান্:)। কাসি,—প্রাতে শয্যাত্যাগের পর হইতে আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ না পুনরায় শয়ন করে ততক্ষণ কাসি হইতে থাকে, দিবাভাগে শ্লেষ্মা উঠে, রাত্রে শুষ্ক কাসি ; অত্যন্ত হাঁপাইয়া যায় ; বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন, ধুমপানে বৃদ্ধি ; আহার করিবার সময় কিম্বা শ্লেষ্মা বা জলবৎ বমনান্তে উপশম ; অর্শ হঠাৎ রুদ্ধ হইলে কাসির আবির্ভাব হয়, তৎসহ অত্যন্ত সর্দ্দি, দিবসে অতিকষ্টে শ্লেষ্মা নির্গত হয় ; চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—পতন, নিষ্পেষণ বা অন্য কোন প্রকার আঘাত জনিত বাহ্য অঙ্গে ক্ষত বা পীড়াদি (আর্ণি: ক্যালেন্ হাইপির্: সিম্ফিট্:)। পাদচারণ কালে উরুপশ্চাতের এবং গুল্ফদেশীয় কণ্ডার বা পেশীর অগ্রভাগ সকল সঙ্কুচিত বোধ হয় (অ্যামন্-মিউ: কষ্টি:)। একোন্যতম প্রত্যঙ্গে নীচে হইতে উদ্ধদিকে যেন পিপীলিকা চলিতেছে এইরূপ সঞ্চলনবৎ অনুভূতির (সড়্সড়্ করিয়া) পর ঐ অঙ্গ অসাড় হইয়া যায় (আর্ণি: সাইকীউ: কোল্চি: ইগ্: ওলী-অ্যান্: অ্যা-ফস্ প্ল্যাট্: প্লাম্: হ্রাস্: সিকেল ; সোলেনাম্-নাই: ষ্ট্যাফাই: ষ্ট্রাম্: ট্যাব্যাক্:)।

নিদ্রা।—বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন (ইউফর্ব্: রাত্রি ৩টার পর হইতে ৬টা পর্য্যন্ত) যেন ভয় পাইয়া পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ চমকিত হইয়া উঠে এবং নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়।

বৃদ্ধি।—সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়নকালে, গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে, উত্তাপে শৈত্য সংস্পর্শে; দক্ষিণাবায়ু সংস্পর্শে; স্পর্শ করিলে। শয়ন করিলে সর্দ্দির উপচয় এবং কাসির উপশম হয়। নিদ্রান্তে সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ল্যাকে:)। শয্যাত্যাগান্তে অনেক লক্ষণের উপশম হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন=ক্যাম্ফো: পল্‌সে:। চক্ষুরোগ সম্বন্ধে ইউফ্রেসীয়া পল্‌সেটিলার সদৃশগুণবিশিষ্ট; চক্ষুরোগ সম্বন্ধে অ্যালীয়াম্-সিপা ঠিক ইহার বিপরীত,—অর্থাৎ চক্ষু হইতে অনুগ্রজল স্রাব হয় এবং নাসিকা হইতে ক্ষতজনক কষায় গুণাত্মক শ্লেষ্মা নিগত হয়। কিন্তু হাইড্রোফিলাম্ সম্পূর্ণরূপে সদৃশগুণ যুক্ত। অধিকন্তু ইথীউ: আর্জেণ্ট্-নাই: আর্স্: হিপ্: ক্যালী-আয়োড্: মার্ক-কর্: পল্‌সে: ডিজি: ট্যাব্যাক্: প্রভৃতি ইহার সহিত তুলনীয়।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—২০ হইতে ৩০ দিন।

ইউপীয়োনাম্

(EUPIONUM).

প্রস্তুতি।—কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত আল্‌কাতরা চোলাই করিলে, দুই প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়,—এক প্রকার গুরুভার বিশিষ্ট আর একপ্রকার অত্যন্ত লঘু; ঐ গুরুভার তৈল হইতে "ক্রিয়োজোটাম্" এবং লঘু তৈল হইতে "ইউপীয়োনাম" প্রস্তুত হইয়া থাকে।—ক্লার্ক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রজঃস্বল্পতা; হাঁপানি খালধরা; স্বপ্ন; নাক দিয়া রক্তস্রাব, গ্রন্থিস্ফীতি; রক্তস্রাব; শ্বেত-প্রদর; রজসাধিক্য বা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; মাথাব্যথা, স্নায়ুশূল; নৈশঘর্ম্ম; ক্ষয়কাস; দন্তশূল; অর্ব্বুদ; অনুকল্পরজঃ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ই ইহার ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল, ও জরায়ুভ্রংশ, পীতাভ প্রদরস্রাব সহ কটিবেদনা; যোনিদ্বারদ্বয় মধ্যে বেদনা সহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; কোন অবলম্বনের উপর হেলিয়া বসিলে কটিবেদনার উপশম হয়; ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ হয় এবং স্রাব অপর্য্যাপ্ত ও অত্যন্ত পাতলা; সামান্য আয়াসে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম; —অশ্লীল স্বপ্ন; বোধ হয় যেন সমগ্র দেহ মণ্ডবৎ পদার্থ দ্বারা গঠিত প্রভৃতি কয়েকটী ইউপীয়োনামের প্রকৃতিগত ও নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—দেহের উর্দ্ধাংশ দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে ফিরাইলে সমস্ত অন্ধকারময় (ল্যাক্-ক্যান্: লাই: পল্সে:) হইয়া যায় ; শয্যায় উঠিয়া বসিলে বোধ হয় যেন সমস্ত ঘুরিতে থাকে (বেল্: গ্র্যাফ্: পেট্রোল্: থ্রাস্)। ললাটে দপ্দপ্কারী বেদনা,—শয়ন করিলে উপশম হয় (অ্যাথ্যাম্যান্: ক্যাল্কে-ফস্: কিউপ্রাম্: হেলিবো: ইগ্নে: ওলী-য়্যান্:)। মূর্দ্ধাদেশে উত্তাপ বোধ। শিরোবেদনার সময় বোধ হয় যেন কেহ মস্তকের কেশ আকর্ষণ করিতেছে (অ্যাকো: অ্যালীউ: ক্যান্থা: চায়না ; ক্যালকে-কষ্টি· ইণ্ডিগো ; থ্রাস্: সেলিন্:) ; গ্রীবাপৃষ্ঠের পৈশিক আকর্ষণ বোধ (আর্জেণ্ট্: গ্র্যাফ্: ল্যাকে: ম্যাগ্ কার্ব: নাইট্রাম্ ; স্পাই ; ভেরেট্:) এবং অশ্রুস্রাব : (ইউজি: ইগ্: পল্সে· স্পঞ্জা:) মূর্দ্ধাদেশ হইতে প্রত্যঙ্গাদির মধ্য দিয়া উদর ও জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত সূচিবেধবৎ অনুভব হয়। মস্তকের স্থানে স্থানে ব্যথা বোধ হয়,—যেন ঐ সকল অংশে বিস্ফোটক বাহির হইবে।

চক্ষু।—বোধ হয় যেন চক্ষের উপর কি একটা রহিয়াছে এবং সেই জন্য পুনঃ পুনঃ হস্তদ্বারা চক্ষু মোচন করে। অশ্রুস্রাব—নিম্মল বায়ুতে বৃদ্ধি এবং গৃহ মধ্যে উপশম (ক্যাল্কে: ফেল্যান্: ফস্: পল্সে: হ্যউম , রীউটা ; স্যাবাড্. সেনেগা ; সিপী সাইলি: সল্ফ: থূযা)। সকল বস্তুই মলিন বোধ হয় এবং যেন ঘোম্টার ভিতর হইতে দেখিতেছে (বার্বা: কষ্টি: ক্রোক্: ক্রিয়ো: মার্ক-কর্: পোট্রাল্: ফস্: থ্রাস্: সল্ফ)।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি,—যতবার নাসিকা ফোঁৎকার করে ততবার হাঁচি আইসে। প্রাতে তরল সর্দ্দিস্রাব সহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সাইক্ল্যাম্· আর্স: ক্যালেড্: ড্রোসে: ক্রিয়ো: স্কীলা ; ষ্ট্যাফি:)। নাসিকা ফোঁৎকার করিলে পাতলা তরল শোণিত নির্গত হয় (আর্জেণ্ট্: ব্যারাই: স্পন্:)। আর্ত্তবস্রাব রুদ্ধ হইলেই নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইতে থাকে (ব্রাই:)।

মুখমধ্য।—হনুদ্বয় সংযুক্ত করিলে দন্তে দন্ত জুড়িয়া যায়। প্রাতে বোধ হয় যেন দন্ত সকল কোন কোমল পদার্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে —আহারান্তে এই অনুভূতির উপশম। দন্ত সকল আল্গা এবং মাড়ী স্ফীত বোধ হয়। সমস্ত জিহ্বা আরক্তিম ও উন্নত কণ্টকশ্রেণী শোভিত,—যেন জিহ্বার উপর মৎস্যডিম্ব আকীর্ণ রহিয়াছে। প্রাতে গলমধ্যে কটু স্বাদ শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে ও কয়েকবার কাসির পর নির্গত হইয়া যায়।

পাকাশয়।—উদ্গার,—ভুক্ত দ্রব্যাদি আস্বাদন বিশিষ্ট (অ্যালো ; অ্যামন-কার্ব: ব্রাই: ক্যাল্কে: কষ্টি: ক্যামো: ইউফ্রে: ল্যাকে: লরো. ফস: পল্সে: অ্যাসিড-অক্স্যাল: থ্রাস: সিপী: সাইলি: সল্ফ: থূযা:)। বিবমিষা,—সোজা হইয়া বসিলে,--অত্যন্ত তৃষ্ণা, অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব এবং তৎসহ প্রত্যঙ্গাদির কম্পন ; দক্ষিণ স্তনের নীচে ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা (ল্যাক-ক্যান: হাইড্রাষ্ট:)। আভ্যন্তরিণ শীতার্ত্ততা বা কম্পন সহ পাকস্থলীর আধ্মান ও ভারযুক্ত ভাব।

অন্ত্রাশয়।—পুনঃ পুনঃ অন্ত্রকূজন,—হুড়্হুড়্ গুড়্গুড়্ শব্দ (অ্যানাক: অ্যাঙ্গাস:

অ্যাণ্ট-ক্রুড: ব্রাই: কার্ব্বো-অ্যান: কার্ব্বো-ভেজি: সাইক্লামা: হিম্যাটক্স: লাই: ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম: ওলীয়্যান্: প্লাম: পল্সে: সিপী: সাইলি: অ্যাসিড-সল্ফ: কষ্টি: সাইকী: অ্যালীউ: অ্যালো; ইউফর্ব: ইউফ্রে: গ্র্যাটী. নক্স-মস ষ্টান)। বায়ুনির্গমনান্তে বেদনার উপশম (ন্যাট-কার্ব্ব: নাইট্রাম)। অন্ত্রাশয় মধ্যে বেদনা,—কাসিলে (আর্স: অ্যানাক: বেল: ক্যামো: ক্যান্থা: ককীউ: নক্স-ভম:); হাঁচিলে (বেল ক্যান্থা: ক্যামো:) এবং নাসিকা ঝাড়িলে (ক্যান্থা) বৃদ্ধি হয়। ঋতু প্রকাশ হইবার এক দিবস পূর্ব্বে, অন্ত্রাশয় মধ্যে সঙ্কোচন ও মুচড়ানার ন্যায় বেদনা, —সম্মুখ দিকে দেহ অবনত করিলে উপশম বোধ হয় (ক্যাষ্টোর: ইউফর্ব: সল্ফ)। আর্ত্তব-স্রাব কালে অন্ত্রাশয় মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা; বেদনার উপশম হইলেই অপর্য্যাপ্ত স্রাব আরম্ভ হয় (সিরীয়ান-অক্সাল: ল্যাকে), শোণিত লালবর্ণ এবং অত্যন্ত পাতলা। পাদচারণ কালে বাহু উত্তোলন করিলে কিম্বা কাসিলে হঠাৎ অন্ত্রাশয়ের বামপার্শ্বে বেদনা ধরিয়া নিশ্বাস রোধ হইয়া আইসে; বিশ্রাম কালে বেদনা থাকে না, কিয়ৎ কালের পর বেদনা অন্ত্রাশয় মধ্যে আর একটু নিম্নগামী হইয়া তিরোহিত হয়।

মলাগ্র ও মল।—মলদ্বার হইতে কয়েক অঙ্গুলি উর্দ্ধে তীব্র বেদনা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ বেদনা যোনিদ্বার পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়, বেদনা এত অধিক হয় যে রোগিণী উপবেশন করিতে পারে না; নিদ্রান্তে বেদনার উপশম হয় কিন্তু শিরঃপীড়া ও বিবমিষার উদ্রেক হয়। কুন্থন,—রক্ত নির্গলনান্তে উপশম হয় কিন্তু রোগিণী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দিবসে তিন চারিবার রক্তাক্ত মল ত্যাগ হয়। মল কাঠিন্য,—তিন চারি দিবস অন্তর মল ত্যাগ এবং জরায়ু ভ্রংশ।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ কিন্তু অতি অল্প মূত্র স্রাব হয় (অ্যাম-কার্ব্ব: কিউপ: ডিজি: ইউফর্ব.),—উপবেশন অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় বৃদ্ধি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—নিয়মিত সময়ের বহু পূর্ব্বে প্রকাশ হয়; স্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং অত্যন্ত পাতলা (অত্যন্ত শীঘ্র এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব,—বেল: বোর: বোভি: ক্যাল্কে. ক্যান্থা. কার্ব্বো ভেজি: ক্রোক ইগ্নে: ক্রিয়ো: লরো ম্যাগ-মিউ মার্ক: ন্যাট-মিউ: ফস প্লাট সিপী অ্যাসিড-সল্ফ, ঋতুর সময় অত্যন্ত শিরোবেদনা, শীতার্ত্ততা এবং ক্রোধপ্রবণতা বর্ত্তমান থাকে (ক্রোধপ্রবণতা = ক্রিয়োজোট ন্যাট-মিউ·—শিরোবেদনা = কার্ব্বো-ভে: ক্রিয়ো লাই নক্স; প্লাট বোভি হায়ো ক্যালীবাব্ব: ম্যাগ-কার্ব্ব: সল্ফ·—শীতার্ত্ততা = কাষ্টোর: ক্রিয়ো: ম্যাগ-কার্ব্ব: পল্সে, শিরোমধ্যে যন্ত্রণাহীন দপদপকারী অনুভব; দেহের উর্দ্ধাংশ যেন টলটল্ করে ও চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় বোধ হয় (ল্যাক-ক্যান্. লাই: পল্সে দেখ)। আর্ত্তবস্রাবের বিরাম হইলেই নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইতে থাকে (ব্রাই: ল্যাকে:)। ঋতুর ৮ দিবস পরে প্রদর,—(ক্রিয়ো ফস. পল্সে বাউটা) পীতবর্ণ স্রাব; কাপড়ে হরিদ্রাভ দাগ লাগে (আর্স: গ্র্যারেট: ক্যালী বাই ক্যালা-বাই ক্যালী কার্ব্ব. ক্রিয়ো. অ্যাসিড ফস: সিপী: প্রুণাস; ষ্টান: নক্স:),—তৎসহ অত্যন্ত প্রচণ্ড কটিবেদনা (কালী-কার্ব্ব: ম্যাগ-সল্: নাইট্রাম), —পশ্চাতস্থিত কোন অবলম্বনের উপর হেলিয়া বসিলে উপশম হয়; কোমর বেদনার বিরাম

হইলেই প্রদরস্রাব অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে নির্গলিত হইতে থাকে (সিরীয়াম-অক্স: ল্যাকে দেখ)। আর্ত্তবস্রাব রোধ হইলেই উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা আরম্ভ হয় এবং বেদনার উপশম হইলেই বহুল পরিমাণে আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হয়। প্রদরস্রাব বশতঃ রোগিণী পরিশ্রমকাতর এবং শীর্ণ হইয়া পড়ে; প্রদরের সময় পাদচারণকালে পদতলে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূতি হয় ও বিশ্রাম কালে দেহ যেন তরল মণ্ডবৎ পদার্থ দ্বারা গঠিত এইরূপ থর থর কম্পিত হইতে থাকে। সন্ধ্যার সময় প্রদরস্রাব বন্ধ হয় এবং প্রাতে পুনশ্চ আরম্ভ হয়। জরায়ুর আনর্ত্তন বা অবনমন, যোনিবহির্দ্দেশ কণ্ডুয়নযুক্ত। যোনিদ্বারের স্ফীতি। দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে জ্বালা (এপীস: প্যালাড:)।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র কাসিসহ বোধ হয় যেন স্বরনলীর নিম্নতম প্রদেশে কি একটা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বায়ুনলী দক্ষিণার্শ্বে কণ্ডুয়ন বশতঃ পৌনঃপুনিক কাসি,—রোগী হাঁপাইয়া যায়, স্বাদহীন শ্বেত শ্লেষ্মা স্রাব শ্বাস কষ্টের উপশম হয়। প্রচণ্ড শুষ্ক এবং শ্বাসরোধক কাসি,—প্রতি বৎসর শীতকালে আবির্ভূত হইয়া থাকে (শীতকালে রোগাদির বৃদ্ধি = আর্স: অরাম্: কার্ব্বো:ভেজ: কষ্টি: হিপ: ক্যালী কার্ব: লাই: মস্কাস্: হাঁস্: স্তাবাড:—বৎসরান্তে রোগাদির পুনরাবির্ভাব = আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: ল্যাকে: সল্‌ফ: থুজা)। উষ্ণ পানীয় পান করিলে, শয্যায় উঠিয়া বসিলে এবং স্বেদোদ্গম আরম্ভ হইলে কাসির উপশম হয়। গাঢ় পীত, হরিৎ বা ধূম্রবর্ণ, এবং সময়ে সময়ে কটুস্বাদ বিশিষ্ট, শ্লেষ্মা উত্থিত হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—কটিবেদনা, ঋতু প্রকাশের এক দিবস পূর্ব্বে আরম্ভ হয় এবং ঋতুর সমস্ত প্রথম দিবস সমভাবে থাকে; পশ্চাৎদিকে দেহ হেলাইলে কিম্বা কোন অবলম্বনের উপর পৃষ্ঠ হেলাইয়া বসিলে কটিবেদনার উপশম হয়। কটিবেদনা ও প্রদরস্রাব পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ হয়। কটি হইতে বস্তিকোটর পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত; রোগিনী হেঁট হইলে উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে; ত্রিকাস্থি (Sacrum) প্রদেশে "যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে" এইরূপ বেদনা। উরুপশ্চাতের মাংসাদি বোধ হয় যেন অস্থি হইতে কর্ত্তিত বা উৎপাটিত হইতেছে (চাঁচিতেছে = হ্রাস: অ্যাসিড-ফস: অ্যাসা: স্তাবাড: স্পাইজি:),—সোপানারোহণ, মস্তক অবনমন, উপবেশন এবং স্পর্শনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। জঙ্ঘাডিম্বস্থ পেশীতে খাল ধরে (ক্যাম্ফো: অ্যানাক: গ্রাফ: হায়ো: লাই: অ্যাসিড-নাই: নক্স; সিপী: সোলেন-নাই:)। ঋতুর প্রথম দিবসে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। দক্ষিণ গণ্ড, জিহ্বাগ্র ও দেহের সমগ্র দক্ষিণ পার্শ্ব হিমবৎ শীতল।

নিদ্রা।—অশ্লীল স্বপ্ন, যেন উলঙ্গ লোক দেখিতেছে। যেন তাহার সন্তান জলে পড়িয়া গিয়াছে এইরূপ শঙ্কাজনক স্বপ্ন; যেন একটী মণ্ড তাহাকে তাড়া করিয়াছে। ঘর্ম্মে স্নাত হইয়া নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শিরোবেদনা ও সূচীবেধবৎ অনুভব সহ শীতার্ত্ততা, শীতে বা কম্পে ক্লেশ, উষ্ণ জল পান করিলে উপশম হয় (জলপানান্তে উপশম = কষ্টি: গ্রাফ: ইপিক:)। মধ্যাহ্নের সময় শুষ্ক বা স্বেদহীন উত্তাপ। সামান্য আয়াসে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়; সামান্য পরিশ্রমে, আহারের সময় বা সমস্ত রাত্রি ক্ষয়কর অবসাদক স্বেদোদ্গম। শেষ রাত্রে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম।

বৃদ্ধি।—প্রাতে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রে, নাসিকা পরিষ্কার করিলে, কাসিলে, হাঁচিলে এবং বিশ্রামকালে (শিরোবেদনা ও অন্ত্রাশয়ের বেদনা ব্যতীত), উষ্ণ পানীয় পান করিলে দন্তশূলের বৃদ্ধি হয় (ব্রাই: ক্যামো: ল্যাকে: হাস সাইলি কিন্তু শীতার্ত্ততার উপশম হইয়া থাকে।

উপশম।—বিশ্রামে (শিরোবেদনা ও অন্ত্রশূল), সম্মুখ দিকে দেহ অবনমিত করিলে (অন্ত্রশূল) এবং পশ্চাৎ দিকে চেয়ারাদিতে হেলিয়া পড়িলে (কোমর বেদনা)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্রিয়োজোট: ক্যালী কার্ব্ব গ্রাফ ল্যাকে (স্রাবে বেদনা বা উপশম ঘটে) সিবীয়াম অক্স: ক্যালী-বাই নাইট্রাম।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

— —

ফ্যাগোপাইরাম ইস্কীউলেণ্টাম

(FAGOPYRUM ESCULENTUM)

নামান্তর।—বক হুইট্।

প্রস্তুতি।—পরিপুষ্ট গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ, ধমনীর স্পন্দন, অতিসার, পামা, চক্ষুর পীড়া, হাতে ঘর্ম্ম, মাথা ব্যথা, হৃদপিণ্ডের পীড়া; বুকজ্বালা, নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ, কণ্ডু, যকৃতের পীড়া, কর্ণমূল, বিবমিষা, নাকে ক্ষত; হৃদস্পন্দন, বাত; আঁচিল, গলক্ষত; বিকৃত আস্বাদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—"নীলা বা গ্রীবার ধমনীর (Carotids) স্পন্দন বাহির হইতে দেখা যায়" ইহা ফ্যাগোপাইরামের একটী প্রধান নির্ণায়ক ও সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। চর্ম্ম রোগাদিতে ইহা বিশেষ উপকারী,—পামাকচ্ছু (Eczema), অকণিকা (মশক দংশন জনিতবৎ উদ্ভেদ—Erythema) এবং প্রত্যঙ্গাদির ভাজ মধ্যগত ত্বকক্ষয় (Intertrigo = ক্যামো: লাই: মার্ক সল্. ইথীউ.) ইহাদ্বারা নিরাময় হইয়া থাকে। শিরোবেদনার সময় চক্ষু, নাসামূল এবং গ্রীবা পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত হইয়া থাকে, সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিলে বেদনার বৃদ্ধি এবং পশ্চাদিকে হেলাইলে উপশম হয় এবং গ্রীবা অবশ বোধ হয়। মস্তকের ত্বক, চক্ষু, অক্ষিপুট প্রান্ত, কর্ণ ও নাসিকা কণ্ডুয়নশীল হইয়া থাকে। নাসিকা ক্ষতযুক্ত ও শুষ্ক শ্লেষ্মাখণ্ড পূর্ণ থাকে, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও ফাটা ফাটা, গলক্ষত, দেহ সঞ্চালনে বাতবেদনার উপশম; বিশ্রামকালে উত্তাপ ও অস্থিরতা বোধ, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম উদ্গম, প্রভৃতি ফ্যাগোপাইরামের কয়েকটী প্রকৃতিগত লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—কাহারও সহিত কথা কহিতে বা তাহার সহিত কেহ কথা কহিবে এরূপ ইচ্ছা করে না। সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত বিষাদযুক্ত; বোধ হয় যেন মনের উপর একটা ভার চাপান রহিয়াছে (যেন চিত্ত মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে = আর্জেণ্ট্-নাই: অ্যাক্টী:)। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগে করিতে পারে না (ইথীউ: অ্যাভেনা; ল্যাক্-ক্যান্: অ্যাসিড-অক্স্যাল্: অ্যাসিড-ফস্: সার্সা; ভার্বাস্কাম-অপীউ: জেরোফিল্:)।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—মস্তক উত্তপ্ত এবং গ্রীবা ক্লান্ত বা অবশ, সন্ধ্যাকালে সমগ্র মস্তকে অস্পষ্ট বেদনা। যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে এইরূপ শিরোবেদনা, ভিতর হইতে বহিরাভিমুখী নিষ্পেষণ (বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে: ক্যাল্কে-কষ্টি: ইগ্নে: নক্স: অ্যাসিড-ফ্লু: সাই-মেক্স; সাইলি:); পশ্চাৎ হইতে নিষ্পেষণ বশতঃ যেন অক্ষিগোলক বহির্গত হইয়া যাইবে এই রূপ বোধ। নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোবেদনা, আহারান্তে উপশম; সন্ধ্যা কালে বিশ্রাম করিতে যাইলে এবং সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় (অ্যাকো: অ্যাসের্: ব্রাই: সাই-কীউ: কোর্যাল্: ল্যাকে: ফাইটো: হ্রাস; স্পাই:) এবং পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে উপশম হয় (বেল্: মীউরেক্স; সেনেগা; থুযা); গৃহবহির্ভাগে পাদচারণকালে উপশম হয় (অ্যাণ্টি-ক্রুড: কলো: থুযা)। কর্পরত্বক্ বা মস্তকের চর্ম্ম কণ্ডুতি যুক্ত,—উষ্ণ গৃহমধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয় (হ্রাস:)। মূদ্ধাদেশে তীক্ষ্ণ সূত্রবৎ বেদনা (সীপা)।

চক্ষু।—চক্ষু স্ফীত, আরক্তিম এবং কণ্ডুয়নশীল; যেন চক্ষুমধ্যে ধুলিকণা পতিত হইয়াছে (অ্যালিউ: আর্স: ক্যাম্প: কষ্টি: ইউক্রে: ক্রিয়ো: ফাইটো:)। অশ্রু স্রাব, পাঠকালে বৃদ্ধি হয় (ক্রোক্: ক্রোটেল্: গ্র্যাটী: অ্যাসিড সল্ফ:)।

মুখমণ্ডল।—মুখের বামপার্শ্বে স্নায়ুশূল। দন্তে দন্ত সংযুক্ত করিলে ব্যথা বোধ হয় (ইগ্নে:)। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও ফাটা (ব্রাই: চায়না: ভেরেট: মার্ক-কর্:)। নাসিকা ক্ষতযুক্ত এবং শুষ্ক শ্লেষ্মাখণ্ড পূর্ণ (ব্রোম্: ইউফ্রে: ক্যালী-বাই:)। মাড়ী সকল ক্ষতযুক্ত এবং সামান্য কারণে শোণিতস্রাবপ্রবণ। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে উদ্গার সহ অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদির আস্বাদন অনুভূত হয় (অ্যাসিড-অক্স্যাল্: পল্সে: সল্ফ: থুযা)। প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর গলমধ্যে গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে (অ্যালীউ: লেমীয়াম্ অ্যাল্: ম্যাগ-কার্ব: মার্ক: নিকেলাস্; সল্ফ: নক্স-মস্: স্ক্রোফীউলা:। গলমধ্য ক্ষতযুক্ত, শুষ্ক, প্রদাহান্বিত এবং নিরন্তর বেদনা জনক; বোধ হয় যেন অন্ননালী মধ্যে গুল্মবৎ কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (অ্যালীউ: ব্যারাই: বেল্: ক্যামো: কার্ব্বো-ভে: গ্র্যাফ: হিপ: ইগ্নে: ল্যাকে: লোবে: মার্ক: ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম্: প্লাম্: স্যাবাড: সল্ফ: সিপী:); লালা গলাধঃকরণ করিলে বেদনা বোধ হয় (আর্স: বেল্: ল্যাকে: মার্ক: নক্স: পল্সে: হ্রাস্: ব্যারাই:)। জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিদ্বয় স্ফীত (ব্যারাই: বেল্: ক্যালকে: ক্যামো: ক্যাম্থা: হিপ্: ইগ্নে: ল্যাকে: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: নক্স: ষ্ট্যাফাই: সিপী: সল্ফ: থুযা); কাসিলে দুর্গন্ধ পানীয়বৎ শ্লেষ্মা উত্থিত হয় (কষ্টি: ম্যাগ-মিউ: পল্সে: ফস্:)। গ্রীবার ধমনীদ্বয় (Carotids) দপদপানি (বেল: গ্লোন: নক্স:)। কর্ণমূলীয় ও হনুতলস্থিত গ্রন্থি সকল স্ফীত,

অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত এবং স্পর্শাসহ (এবাম্‌ট্রাই· আয়োড: ক্যালী-আয়োড. ক্যাল্‌কে-আয়োড: ব্যাসিলিন: মার্ক-সল্‌ফ:)।

পাকস্থলী।—দিবসে সময় সময় দগ্ধকাবী, অম্লাক্ত জলবৎ উদ্গার—উদ্গারের সহিত উত্থিত জল এত উত্তপ্ত যে গলবোধ হইবাব উপক্রম হয় ;—কফি পানে উপশম (কার্ব্বো-অ্যান্: অ্যাসিড-কার্ব্ব:)। বিবমিষা , আহাবান্তে উপশম (লোবেল্.)।

অন্ত্রাশয়।—সম্মুখ দিকে দেহ হেলাইলে যকৃৎপ্রদেশে ব্যথাবোধ এবং বেলা দশটার সময় যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা অনুভূত হয়,—দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে ব্যথাধিক্য বোধ হয় (মাক বেল)। যকৃৎমধ্যে সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্দিকে তীক্ষ্ণ .শলাকা-বেধবৎ বেদনাব আবির্ভাব হয়। উদব আধ্মানবায়ু স্ফীত এবং অনমনীয়,—পবিহিত বস্ত্রের চাপে বেদনাব বৃদ্ধি হয় (নক্স কাৰ্ব্বো-ভে: ক্যাল্‌কে)।

প্রস্রাব।—মূত্রনালী মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা। শেষ কয়েক বিন্দু মূত্র ত্যাগ কালে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় (ক্লম্যাট আং‌েন্ট নাই), প্রস্রাব শেষ হইয়াছে মনে করিবার পবেও কয়েক বিন্দু মূত্র নিগত হয়। জননেন্দ্রিয় প্রদেশে দুগন্ধ ঘর্ম্ম (ক্যালেড কোর‍্যাল মার্ক· সিপী: সল্‌ফ: থূযা ,—মুষ্কত্বকেব উপব ঘর্ম্মোদ্গম = ডাফনী , ইগ্নে ন্যাট-সল্‌ফ: হ্রডো: সিপী: থুযা ;—উরুদ্বয় মধ্যগত প্রদেশে = সিন্যাবাবিস্)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ ডিম্বাধাব মধ্যে বেদনা (ইউপীয়োন: এপীস ; প্যাল্যাড) —সন্ধ্যাব প্রাক্কালে পাদচাবণকালে। কণ্ডুয়ন,—শীতল জল প্রয়োগে উপশম (অ্যাম্ব্রা ; ক্রিয়ো: প্ল্যাট:)। প্রদব,—স্রাব বস্ত্রে লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় (ইউপিয়োন. কাৰ্ব্বো-অ্যান· নক্স: প্রুণাস),—বিশ্রামে বৃদ্ধি ,

শ্বাসযন্ত্র।—শয্যায় শয়নান্তে স্তনবৃন্ত হইতে তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা পশ্চাদ্দিকে সঞ্চারিত হয়,—নিষ্পেষণে উপশম। নিশ্বাস গ্রহণ কালে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব। হৃৎপিণ্ডেব চতুর্দ্দিকে তীব্র বেদনা এবং ঐ বেদনা বাম স্কন্ধ ও বাহুতে সঞ্চাবিত হয় , উর্দ্ধমুখে শয়ন করিলে উপশম হয় (বোব)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা দুৰ্ব্বল,—যেন মস্তকেব ভাব বহনে অক্ষম। গ্রীবাপৃষ্ঠে এবং শিরোপশ্চাতেব তলদেশে বেদনা বোধ, পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে উপশম হয়। দক্ষিণ মূত্রগ্রন্থী প্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা (লাই বাম বৃক্ক প্রদেশে = বার্ব: ট্যাবাক)। বেলা ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বাম কক্ষদেশ হইতে বেদনা বাহুব উদ্ধস্থিত দ্বিমূল পেশী ও বক্ষঃপার্শ্বস্থ পেশীতে সঞ্চাবিত হয়। বাহুতে বেদনা, যেন অস্থিমধ্য হইতে বেদনা উত্থিত হইতেছে ; শীতল টেবিলে হস্ত বক্ষা কবিলে বেদনাব বৃদ্ধি হয় , ধমনী সকলেব দপদপানি উপর হইতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কেশাবৃত অংশ সকল অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত,—অপবাহ্ণে বৃদ্ধি ; পদতল, মস্তক এবং করতল অপরাহ্ণে অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত হইয়া থাকে।

জ্বর।—অপরাহ্ণে পৃষ্ঠ বহিয়া কম্প ; তাপ ও অস্থিরতা ; হাত পায়ে ঘর্ম্ম ; বগলে বিশ্রী গন্ধ ইত্যাদি।

নিদ্রা।—সর্ব্বদা জৃম্ভন ও নিদ্রালুতা।

বৃদ্ধি।—সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিলে, অপরাহ্নে ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে (কলো: হেলিবো: ম্যাগ-ফস: লাই:) রাত্রি ১১টার সময় (ক্যাক্টাস) ; বিশ্রামকালে (হ্রাস:), উত্তাপ এবং দেহ সঞ্চালনে (বাতবেদনার দেহ সঞ্চালনে উপশম হয়)।

উপশম।—দেহ সঞ্চালনে বাতবেদনা, পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে, শৈত্য প্রয়োগে এবং নিষ্পেষণে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হ্রাস: সেনেগা: লাই: পল্‌সে ; কার্ব্বো-অ্যান: নক্স :

শক্তি।—১ম হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ফেগাস সিল্‌ভ্যাটিকা

(FAGUS SYLVATICA).

প্রস্তুতি।—পক্ক বীজে হইতে মূল আবক ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মৃগী ; শিরঃপীড়া ; জলাতঙ্করোগ ; শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার দ্বারা জলাতঙ্কের (Hydrophobia) অধিকাংশ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যথা অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব, জল দেখিলে ভীতির উদয়, ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপিক রোগ, দেহের আড়ষ্টতা এবং শীতলতা, মুখ স্ফীত হইয়া উঠে এবং শিরোবেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন, মস্তক ইত্যাদি।—জল দেখিলে ভীতি উৎপন্ন হয় (হাইড্রোফোবি: ষ্ট্র্যাম: ক্যান্থা: বেল: হায়ো:)। ভীত চকিত ভাব ; সর্ব্বদা মৃত্যু ভয় (অ্যাকো: আর্স: ল্যাক-ক্যান: লোবেল:)। শিরোঘূর্ণন, সমস্ত রাত্রি অচৈতন্য ভাব ; মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে। ললাট দেশীয় (Frontal) শিরোবেদনা,—অনেকক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে ; শিরোবেদনা সহ মুখবিবরে স্ফীতি। মুখ হইতে অনর্গল ফেনিল লালাস্রাব।

পাকস্থলী।—মুখ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফেনাফেনা লালা নির্গত হয় (লিসিন বা হাইড্রোফোবিন:) ; অসহনীয় তৃষ্ণা ; জল দিবার জন্য কাকুতি মিনতি করে, কিন্তু জল দেখিলেই শিহরিয়া উঠে, মূত্র অগ্নিবর্ণ এবং ঘোলা শ্বেতাভ রেণু তলায় পতিত হয়।

জ্বর।—গাত্রত্বক অগ্নিপৃষ্টবৎ জ্বলিতে থাকে।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—বেল: ক্যাম্ফা: হায়োসা: হাইড্রোফোব: বা লিসিন: ষ্ট্র্যামোন: এপিফিগাস (শিরঃপীড়া ও লালাস্রাব)।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

ফেল্ টরি

(FEL TAURI).

নামান্তর।—অক্স গল।

প্রস্তুতি।—ষণ্ডের পিত্ত হইতে প্রস্তুত প্রথমে বিচূর্ণ পরে আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; কোষ্ঠবদ্ধ; অতিসার; পিত্তাশ্মরী; শিরঃপীড়া; অজীর্ণতা; বাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বুকনারের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে পরিপাক শক্তির বিকৃতি, উদরাময়, শিরোবেদনা, গ্রীবাপৃষ্ঠের আড়ষ্টভাব, সন্ধিপ্রদেশে বেদনা এবং অঙ্গগ্রহ বা খালধরা (Cramps) ইহার কয়েকটী প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—খিটখিটে, কোপন স্বভাব। নানাপ্রকার বিষয় কার্য্য করিবার স্পৃহা। মস্তিষ্কের জড়তা। প্রাতে প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—এবং দক্ষিণ শঙ্খদেশে বা রগে নিষ্পেষণ করিলে বৃদ্ধি পায়। বেদনা শিরোপশ্চাতে এবং গ্রীবাপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

পাকাশয়াদি।—তৃষ্ণাধিক্য। গন্ধ ও স্বাদহীন উদ্গার। পাকস্থলী ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে কুল্‌কুল্ শব্দ (কার্ব্বো-আন্: ক্রোটন্; ওলী-অ্যান্: টিউক্রি: ম্যাগ-মিউ:)। উদর মধ্যে গুড়্‌গুড়্ শব্দ এবং অন্ত্র সঞ্চালন। অন্ত্রাদির ক্রম-নিম্নগতির আধিক্য। আহারান্তে নিদ্রাবেশ।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ওলীয়াম্-অ্যানিমালিস্; কোলেষ্টারিনাম্; মার্ক-ডাল্‌সিস।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

ফেরাম্

(FERRUM).

নামান্তর।—আয়রন্; লৌহ।

প্রস্তুতি।—"মেটালিকাম"—লৌহের চূর্ণ। প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম বা আরক প্রস্তুত হয়। "অ্যাসিটিক" লৌহ সহিত আসেটিক-অ্যাসিড, প্রথমে জলীয় দ্রব, পরে সুরাসারে; "কার্ব্বনেট" প্রথমে বিচুর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়। ডাং ক্লার্ক একত্রে তিনটির লক্ষণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—রক্তাল্পতা; স্বরভঙ্গ; হাঁপানি; নিস্পন্দ-বায়ু (Catalepsy); মৃৎপাণ্ডু; তাণ্ডব; কাস; দুর্ব্বলতা; খাল ধরা; ক্ষয়কাস; অতিসার; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; সবিরামজ্বর; গলগণ্ড; প্রমেহ; রক্তস্রাব; হৃদ্‌পিণ্ডের বিবিধ পীড়া; হৃদ্‌কম্পন; বিলেপী বা ক্ষয়জ্বর; মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়; মূত্রনলী বা বৃক্কের পীড়া; আর্ত্তব বা রজোবিকৃতি; স্নায়ুশূল; আভ্যন্তরিক বহুবিধ যন্ত্রের পক্ষাঘাত; গর্ভিনীর বিবিধ উপসর্গ; মলান্ত্রের বা গুহ্যদ্বারের স্থানচ্যুতি; সন্ধিবাত; স্কন্ধসন্ধির পীড়া; আক্ষেপ; উপদংশ; দন্তশূল; কোষ্ঠবদ্ধতা বা অতিসার; মূত্র ধারণে অক্ষমতা; শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ফেরামে উপযোগিতার লক্ষণ এই:—(১) ঋতু অতি শীঘ্র প্রকাশ হয়; স্রাব অপর্য্যাপ্ত; ঋতুর সময় কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ; মুখমণ্ডল অগ্নিবর্ণ; স্রাব ক্ষণবিলোপী এবং ফিকা। (২) অতিশয় উত্তেজনাপ্রবণতা, রোগিণী সামান্য কারণে কাতর হইয়া পড়ে, এমন কি কাগজের 'খড়্‌খড়্‌' শব্দ বা অন্য কোন সামান্য শব্দেও উন্মত্ত হইয়া উঠে। (৩) উদরাময়, প্রাতে বৃদ্ধি; দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ভাল নিদ্রা হয় না। (৪) মুখমণ্ডল পাংশু বা হরিদ্বর্ণ; সামান্য আয়াসে বা কোনরূপ বেদনা বোধ হইলে মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে। লজ্জা বা অভিমানের কোন কারণ হইলে গণ্ডস্থল আরক্তিম হয়। (৫) শোণিতস্রাবপ্রবণ-ধাতু-বিশিষ্ট দেহের প্রায় সকল দ্বার হইতেই উজ্জ্বল লাল শোণিত স্রাব হইতে পারে। (৬) শিরোঘূর্ণন,—যেন জলে ভাসিতেছে; জল প্রবাহের দিকে দৃষ্টি করিলে কিম্বা সোপানাবতরণকালে। (৭) প্রতি দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তর দুই, তিন বা চার দিবস স্থায়ী শিরোবেদনা, যেন মস্তকে তাড়নী দ্বারা আঘাত করিতেছে এইরূপ অনুভব। (৮) অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ শয়ন করিতে বাধ্য হয় বটে কিন্তু ধীরে ধীরে পাদচারণ করিলে ভাল থাকে। (৯) কাসি,—কেবলমাত্র দিবসে, শয়ন করিলে বৃদ্ধি; আহারান্তে উপশম। (১০) বমন, দ্বিপ্রহর রাত্রির অনতিপরেই এবং আহার করিবামাত্র ভুক্ত দ্রব্যাদির বমন; আহার করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া যাইয়া ভুক্ত দ্রব্যাদি সমস্ত বমন করিয়া তখনই আবার আহার করিতে বসে।

লক্ষণাবলী।

মন।—খিটখিটে স্বভাব, কলহপ্রিয়, অত্যন্ত তর্ক করে, সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়, সামান্য প্রতিবাদে অত্যন্ত বিরক্ত হয় (অ্যানাক্: অরাম: ক্যামো ; ককীউ: ইগ্নে: লাই:) ; মানসিক পরিশ্রমে শান্তি হয়। উত্তেজনাপ্রবণতা,—কাগজের খড়্খড়্ শব্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে (অ্যাসের: বেল্ কফী: ট্যারেণ্ট) । যেন কত অপরাধ করিয়াছে এইরূপ ভাবনাযুক্ত (আর্স: চেলিড: সিনা ; নক্স: রীউটা ভেরেট: জিঙ্ক:) ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, যেন মস্তিষ্ক জলে ভাসিতেছে এইরূপ অনুভব (ল্যাক্টীউ:),—জলপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি করিলে, এবং সেতুর উপর দিয়া যাইবার সময় (লিসিন্:) ; সোপানাবতরণ কালে (বোর্: স্যানিক্:) ; যেন সম্মুখ দিকে পতিত হইবে (আর্নি: বেল্: চায়না: ন্যাট্-মিউ গ্লোন্ ব্যাণান্: পডো: হ্রাস:) । শিরোবেদনা, দপ্দপ্কারী বা তাড়নী দ্বারা আঘাতবৎ বেদনা (অ্যামন্ মিউ: ক্যাল্কে: ক্রিম ল্যাকে: মেজের: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-ফস্:) ; রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। শয়নে উপশম – অ্যাথাম্যান্: ক্যাল্কে-ফস্: কিউপ্রাম্: হেলবো: ইগ্নে: ওলিয়্যান্: ; শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না = কলো:) ; এতৎসহ পানাহারে অরুচি (ককীউ: সেলিন্: তৃষ্ণা সহযোগে = কিউপ্রাম-অ্যাসেট্:) , প্রতি দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তর দুই, তিন বা চারি দিন স্থায়ী হইয়া থাকে, বেদনা দন্ত পর্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল হইয়া যায়। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য , শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে, এবং মস্তকে স্পর্শ সহ্য হয় না, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এবং শেষ রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। কাসিলে শিরোপশ্চাতে ব্যথা বোধ হয়। কেশ স্পর্শাসহ এবং গুচ্ছ উঠিয়া যায় (চায়না ; অ্যাসিড-সল্ফ: কঠিন রোগের পর চুল উঠিয়া যায় = ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: পাই ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-ফস্: প্রসবান্তে - ক্যাল্কে: লাই: ন্যাট মিউ: সল্ফ: মাক. দীর্ঘব্যাপী শোকের পর = অ্যাসিড-ফস্: ষ্ট্যাফাই: কষ্টি: ইগ্নে: ল্যাকে:) । সন্ধ্যার সময় একটি নাসারন্ধ্র হইতে শোণিতস্রাব ; রন্ধ্রমধ্যে প্রায়ই রক্ত জমিয়া থাকে।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, টেবিলের উপর মস্তক স্থাপন করিলে উপশম হয়। ঋতুর সময় কর্ণমধ্যে দূরাগত ঘণ্টার শব্দের ন্যায় ধ্বনি শ্রুত হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল, ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখ ও নাসিকার মধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিকঝিল্লি অত্যন্ত ফ্যাকাশে বা শোণিতশূন্য ; কিন্তু সামান্য বেদনা, মানসিক আবেগ বা পরিশ্রমে আরক্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। লজ্জা ও অভিমান জনিত গণ্ডরাগ (Blushing অ্যামিল্: কোকা) । আরক্তিম অংশ সকল, যথা মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং মুখমধ্যস্থিত ঝিল্লি, শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। ঋতুর সময় মুখমণ্ডল অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠে। চক্ষুদ্বয়ের চতুর্দ্দিক স্ফীত প্রতীয়মান হয়। দন্তশূল, হিমশীতল জল মুখমধ্যে ধারণ করিলে উপশম হয়। মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে পীতবর্ণ বিন্দু সকল বাহির হইয়া থাকে (অশ্বপৃষ্ঠাসনের ন্যায় নাসাদণ্ডের উপর দুই পার্শ্বব্যাপী পীতবর্ণ দাগ = (সিপী: সল্ফ:) ।

পাকাশয়।—দ্বিপ্রহর রাত্রের অনতিপরেই বমন ; অপরিপাচিত দ্রব্যাদি বমন,

আহারমাত্রে বমন, আহার করিলে হঠাৎ উঠিয়া যায় এবং যাহা কিছু আহার করিয়াছিল সমস্ত বমন করিয়া আবার তখনই আহার করিতে বসে; বমিত পদার্থ অম্লস্বাদ বিশিষ্ট (লাই: অ্যা-সল্‌ফ:)। মাংস, (ন্যাট-মিউ: ইহার বিপরীত) অম্ল প্রভৃতিতে অরুচি বা ঐ সকল ভক্ষণ-জনিত পীড়াদি (অম্লরস দ্রব্যে স্পৃহা = চায়না, ভেরেট: মদ্য বা চা খাইতে স্পৃহা = অ্যাসিড-নাই: নক্স: ; লবণাক্ত দ্রব্যাদিতে = ক্যাল্‌কে কার্ব:)। উত্তপ্ত দ্রব্যাদি পান বা ভক্ষণ করিতে পারে না (শীতল দ্রব্যাদি ভক্ষণে বা পানে পীড়া বৃদ্ধি = আর্স:)। সকল খাদ্যই তিক্ত স্বাদযুক্ত অনুভূত হয় (ব্রাই: চায়না ; পল্‌সে)। মেদময় দ্রব্যাদি আহারান্তে তিক্তস্বাদবিশিষ্ট উদ্গার। আহারমাত্রে ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন (আর্স: ব্রাই:), ভুক্ত দ্রব্যাদি অপরিবর্ত্তিত বা অজীর্ণ অবস্থায় বমন ও ভেদ (অ্যাব্রোট: চায়না: ওলিয়্যান্:)। বমিত দ্রব্যাদি অম্লরস বিশিষ্ট অনুভব হয়। সামান্য আহার বা পানান্তে পেট অত্যন্ত ভার বোধ হয় (অ্যাকো: অ্যাগার্: অ্যানাক্: আর্স: বিস্‌মাথ ; ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভে: চায়না: গ্র্যাফ হিপ্: আয়োড: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-মিউ: ফস্: প্লাট: সিপী: ষ্ট্যান্ দুই চারি গ্রাস আহার করিলে আকণ্ঠপূর্ণ বোধ করে = লাই: যেন পাকস্থলী পরিপূর্ণ রহিয়াছে আর স্থান নাই = চায়না)। বিবমিষা না থাকিলেও উদ্গারের সহিত একমুখ করিয়া ভুক্ত দ্রব্যাদি উঠিয়া আইসে (ফেরাম্: ফস্: ইপিক্: ফস্:)। অতিরিক্ত ক্ষুধা বোধ হয় বা আদৌ ক্ষুধা থাকে না। সকল খাদ্যেই অরুচি।

অন্ত্রাশয়।—উদর আধ্মানযুক্ত ও অনমনীয়। প্লীহা যকৃৎ বর্দ্ধিতাকারও ব্যথান্বিত। হেঁট হইলে বা কোনরূপ দৈহিক পরিশ্রমের সময় উদরে খাল্ ধরার ন্যায় বেদনা,—হেঁট হইলে ধীরে ধীরে ব্যতীত সোজা হইতে পারে না। পাদচারণ কালে অন্ত্রাশয় অত্যন্ত ভারবোধ হয়,—বোধ হয় যেন ঝুলিয়া পড়িবে (ইগ্নে ইপিক্ ষ্ট্যাফাই) স্পর্শ করিলে বা কাসিলে, তলপেট আঘাতজনিতবৎ ব্যথান্বিত বোধ হয় (বেল্: ক্যামো কিউপ্রাম ; সাইক্ল্যাম্. হায়ো: মার্ক ; নক্স: প্লাম্: পল্‌সে: ভেরেট:)। চা পান করিলে অসুখ হয় (সেলিন: থুযা)।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—মল জলবৎ, জ্বালাজনক ও কষায় গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ ত্বকক্ষয়কারক (আইরিস-ভর্সি)। যন্ত্রণারহিত উদরাময়,—অপরিপাচিত দ্রব্যাদি মলদ্বার দিয়া নিঃসৃত হয় (Lienteria = অ্যাব্রোট: চায়না ; ওলীয়্যান. ফস: অ্যাসিড-ফস: পডো)। পৌনঃপুনিক ঔদরাময়িক মলের সহিত আঠাবৎ আম ও সূত্রক্রিমি নির্গত হয় (অ্যাব্রোট: অ্যাসের: অ্যাসক্লিপ: ক্যাল্‌কে-অষ্ট্: সিনা, কিউপ-অ্যাসেট: গ্র্যাফ ইগ্নে: ইণ্ডিগো ; মার্ক: ইউফর্ব-করোল: স্পাই: স্কীলা: সল্‌ফ: ষ্ট্যান্: টিউক্রি: ভ্যালি:)। সময়ে সময়ে রক্ত ও আমময় ভেদ হইয়া থাকে। উদরাময়,—রাত্রে কিম্বা পান বা আহারের সময় (ক্রোটন-টিগ:); অজীর্ণ দ্র্যব্যাদি ভেদ, উদরাময় যন্ত্রণারহিত এবং উত্তম ক্ষুধা ও রুচি সংযুক্ত ; যক্ষ্মা রোগীদিগের উদরাময়। মলকাঠিন্য,—অন্ত্রমণ্ডলীর ক্রিয়া-শক্তিহীনতা জনিত কোষ্টবদ্ধতা (অ্যালীউ:); বৃথা বেগ ; মল কঠিন ও কষ্টজনক, এবং মলত্যাগান্তে কোমরে বেদনা বা মলান্ত্রে খালধরার ন্যায় বেদনা ; শিশুদিগের মলান্ত্রের স্থানচ্যুতি (অ্যাণ্ট-ক্রুড: সাইকীউ. ককীউ: ক্রোটন-টিগ: ইগ্নে: আইরিস ; মার্ক-ভাই মেজর:) এবং রাত্রে মলদ্বার কণ্ডুয়ন।

পুংজননেন্দ্রিয়।—ক্লীবত্ব (অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় চালনা বশতঃ হইলে=ফস: ; প্রমেহ রোগের পর হইলে=থুযা)। রাত্রে রেতঃস্খলন (অত্যন্ত অবসাদজনক=অ্যাসিড-ফস: চায়না:)। মূত্রনালী হইতে শ্লেষ্মা স্রাব (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ক্যাল্কা: মার্ক: নক্স: পল্‌সে:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু নিয়মিত সময়ের অত্যন্ত অগ্রে প্রকাশ হয়; স্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী (বেল: ক্যাল্কে: ইগ: তৎসহ অগ্নিবর্ণ মুখমণ্ডল; কর্ণমধ্যে দূরাগত ঘণ্টা শব্দের ন্যায় ধ্বনি শ্রুত হয়; স্রাব হইতে হইতে হঠাৎ দুই তিন দিবস বন্ধ থাকে, তৎপরে আবার আরম্ভ হয়, শোণিত পাটলাভ, জলবৎ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। ঋতু আবির্ভাবের অনতিপূর্ব্বে হুলবেধবৎ যন্ত্রণাজনক শিরোবেদনা (কার্ব্বো-ভে: ল্যাকে: সিরীয়াম্-অক্সাল্: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-মিউ: নক্স-মস: সল্‌ফ:) এবং জরায়ু হইতে দীর্ঘ শ্লেষ্মাখণ্ড সকল নির্গত হয়। ক্ষীণা রমণীদিগের জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব, শোণিত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং শীঘ্র জমিয়া যায় (ফেরাম ফস. ইপিক: ফস: স্যাবাই:)। প্রদর.—জলমিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় এবং জ্বালাজনক ও ত্বকক্ষয়কারী স্রাব (কোণা: লাই: পল্‌সে: সিপী: সিলি: অ্যাসিড-সল্‌ফ:)। রমণকালে যোনি মধ্যে জ্বালা, ত্বকক্ষয়করণবৎ অনুভূতি এবং সুখবোধের অভাব (বাবা: ক্রিয়ো:)। যোনিভ্রংশ (Prolapsus Vaginae), শয়ন করিলে জরায়ুদ্বারে ব্যথা বোধ। মুখমণ্ডল অগ্নিবর্ণ; অজস্র শোণিতস্রাব; কখনও তরল, কখনও জমাট,—তৎসহ প্রসববেদনার ন্যায় কোমর বেদনা (অ্যালেট্রিস-ফ্যারি. বেল: ক্যামো: ক্যালী-কার্ব: প্ল্যাট)।

শ্বাসযন্ত্র।—আক্ষেপিক কাসি,—গয়ার গাঢ় আঠার ন্যায় এবং স্বচ্ছ (চায়না ; সিলি)। প্রাতে কাসি হয়, আহারান্তে নিবৃত্তি (পানান্তে নিবৃত্তি=কষ্টি. স্পঞ্জী. শীতল দ্রব্যাসি পান বা আহারান্তে কাসির প্রকোপ=হিপ:)। কাসির সময় বক্ষমধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভব ও স্পর্শা-সহনীয়তা। আহারান্তে কাসির আবিভাব হইয়া অজীর্ণ দ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায় (ডিজি: ড্রাস:)। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে ব্যথা সহ রক্তকাস,—ধীরে পাদচারণ করিলে ভাল থাকে (ঈষন্মাত্র আয়াসে বৃদ্ধি=ইপিক:)। বক্ষমধ্য পরিপূর্ণ ও দৃঢ়াবদ্ধ বোধ হয় (ক্যাল্কে: ফস: পল্‌সে: ষ্টাফাই:—শূন্য বোধ=ককীউ: গ্রাফ:) কাসি কেবলমাত্র 'দবাভাগে (ইউফ্রে:); শয়ন করিলে বা আহারান্তে (স্পঞ্জী) উপশম হয়। সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত,—বোধ হয় যেন উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ব্যাঘাত উৎপন্ন হইতেছে,—স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয় এবং মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমে উপশম হয়। শ্বাস রোগ,—দ্বিপ্রহর রাত্রের পর বৃদ্ধি হয়,—রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য করে, শয়িতাবস্থায় বা কোন কার্য্য না করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে; পাদচারণ বা কথোপকথনে ভাল থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম স্কন্ধসন্ধিতে অসাড়তাজনক বেদনা বশতঃ বাহু নড়িতে পারে না। (দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধিতে বেদনা=স্যাঙ্গুই:); স্কন্ধ সন্ধিমধ্যে সূক্ষ্ম শলাকাবেধ এবং ছেদনবৎ বেদনা। বঙ্ক্ষণ সন্ধি বা কুঁচকী হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত রাত্রে হুলবেধ এবং ছেদনবৎ বেদনাযুক্ত হয়; ধীরে ধীরে পাদচারণ করিলে উপশমিত হয় (হ্রাস-টক্স:)। বিশ্রাম কালে জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে (Calves) খাল্ ধরে। চরণদ্বয় শোথযুক্ত (এপীস; কার্ব্বো-অ্যান: কষ্টি: চায়না:

ককিউ: ডিজি: ল্যাকে: লাই: ফস:)। ধীরে ধীরে পাদচারণ করিলে সকল লক্ষণেরই উপশম হয়, যদিও রোগী এত দুর্ব্বল যে সে শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—বিলেপী বা ক্ষয় জ্বর,—প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শীতবোধ; মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী শীতার্ত্ততা ও কম্পন। শীতাবস্থায় মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও আরক্তিম এবং অত্যধিক তৃষ্ণা। শীতার্ত্ততা—শারীরিক উত্তাপের অভাব। শীতাবস্থায় তৃষ্ণা। স্বেদহীন বা শুষ্ক উত্তাপ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, গাত্রে আবরণ রাখিতে চাহে না; মুখমণ্ডল আরক্তিম; দেহ সঞ্চালনে বা কথা কহিলে ভাল থাকে; আহারান্তেও উপশম বোধ হয়। দিবাভাগে দেহ সঞ্চালনে এবং রাত্রিতে ও ঊষাকালে শায়িত অবস্থায় প্রচুর দীর্ঘস্থায়ী ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে। ঘর্ম্ম আঠাবৎ ও অবসাদক। প্রতি তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালে হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ম্মোদ্গম হয়। তীব্র গন্ধবিশিষ্ট রাত্রিস্বেদ। বস্ত্রাদিতে ঘর্ম্ম লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় এবং নিদ্রিতাবস্থায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম হয়; স্বেদোদ্গম কালে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয়। কুইনিন অপব্যবহার জনিত, সবিরাম জ্বর; মস্তক মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য, শিরা সকলের স্ফীতি, অজীর্ণ দ্রব্যাদি বমন এবং তৎসহ স্ফাত ও বর্দ্ধিতাকার প্লীহা।

শোথ।—শোণিতাদি ক্ষয়, কুইনিনের অপব্যবহার কিম্বা সবিরাম জ্বরাদির হঠাৎ বিলোপ বা রোধ বশতঃ (কার্ব্বো-ভে: চায়না)।

বৃদ্ধি।—হঠাৎ দেহ সঞ্চালনে বা দ্রুত পাদচারণে, শয়নকালে (হাঁপানি), হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলে; জলপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি করিলে, সেতুর উপর দিয়া গমনাগমন কালে, সোপানাবতরণ কালে এবং শীতল বায়ুতে।

উপশম।—ধীরে ধীরে পাদচারণকালে; শয়ন করিলে (কাসি), উষ্ণ বায়ুতে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিলে (হাঁপানি), নির্ম্মল বায়ু সেবনে।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক (Complementary) অ্যালুমিনা এবং চায়না। কি তরুণ, কি পুরাতন সকল প্রকার রোগেই ফেরামের পর সিঙ্কোনা ব্যবহার অত্যন্ত ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। উপদংশ রোগে প্রয়োগ নিষেধ।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—অর্সিনিকাম, সিঙ্কোনা, হিপার, ইপিকাকুয়ান্‌হা এবং পল্‌সেটিলা।

সদৃশ।—ম্যাঙ্গে: স্পঞ্জী: (কাসি); আর্স: চায়না: (সবিরাম জ্বর); হ্রাস: অ্যাব্রোট: ওলীয়্যাণ্ডার, ইত্যাদি। ক্যাম্ফর (বিসূচীকা), গ্রাফাই (উত্তাপাবেশ); হ্রাসটক্স (সঞ্চালনে উপশম); কষ্টিকাম (পক্ষাঘাত)।

তুলনীয়।—(বোরাক্স-মাথাঘোরা)।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ২০০ শতমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৫০ দিন।

ফেরাম আর্সিনিসিকাম

(FERRUM ARSENICICUM)

নামান্তর।—আর্সিনিয়েট অভ আইয়ারন।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম বা আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—রক্তপড়া, মৃৎপাণ্ডু, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—মাননীয় ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিবর্দ্ধিত যকৃৎ ও প্লীহা সংযুক্ত অবিরাম জ্বরাদিতে ইহা ব্যবহার করিয়া অতি সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছেন। তিনি এই কয়েকটা নির্ণায়ক লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন,—প্রবল সবিরাম জ্বর সহযোগে বিবর্দ্ধিত প্লীহা, জ্বরাবিকার কালে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত এবং ঈষৎ স্বেদাক্ত, বিরাম কালে মুখমণ্ডল রক্তহীন ও ফ্যাকাশে, কার্যকর্ম্মে বিরাগ, কোনরূপ পরিশ্রম করিতে, এমন কি শয্যা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে, চাহে না শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম কোন অবস্থাতেই তৃষ্ণা থাকে না। জ্বরাবিকারে প্রায়ই মলকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে, কিম্বা সময়ে সময়ে ক্ষয়কর ও অবসাদক উদরাময় হইয়া থাকে, মল অজীর্ণভুক্তদ্রব্য ও আম মিশ্রিত, উত্তাপ অত্যন্ত তীব্র, দীর্ঘ কালস্থায়ী ও অঙ্গ গাত্রদাহ সংযুক্ত, রোগী অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্লীহাদি বিবর্দ্ধন সহ জ্বর না থাকিলে ফেরাম্ আয়োডেটাম অত্যন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে (ডাঃ ক্লার্ক)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আর্স কালকে আর্স্ চায়না।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩ শতভমিক।

ফেরাম্ ব্রোমেটাম্

(FERRUM BROMATUM)

নামান্তর।—ব্রোমাইড অভ আয়রন্।

প্রস্তুতি। বিচূর্ণ ও তরল ক্রম বা আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—শিরঃপীড়া, শ্বেতপ্রদর, শুক্রক্ষরণ, জরায়ু চ্যুতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কয়েকটী প্রধান লক্ষণ সংক্ষেপে লিখিত হইল—মুর্দ্ধাদেশ যেন অসাড় বা চৈতন্য রহিত বোধ,—শিরোপশ্চাৎ হইতে মূর্দ্ধাদেশ পর্য্যন্ত এইরূপ অসাড় বোধ হয়। রোগীর রাত্রি ২টার সময় নিদ্রাভঙ্গান্তে মনে হয় তাহার

মৃত্যু আসন্ন। মস্তক যেন চতুর্দ্দিকে বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে (অ্যাপীয়ম্: আর্জেণ্ট-নাই:) এবং কর্ণদ্বয় যেন উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। উদ্ধাক্ষিপুট এত ভারযুক্ত যে চক্ষু উন্মীলিত রাখিতে পারে না (কলোফিল্: কষ্টি: জেল্‌সি: গ্রাফ্:—উভয় অক্ষিপুট অত্যন্ত ভারযুক্ত=সিপী:)। নিম্নান্ত্র সকল বহির্গত হইবার উপক্রম হইতেছে এইরূপ অনুভূতি সহ উদরাময়,—মল রক্তাক্ত আমময় ও কুন্থন সহকৃত; মল ত্বক্‌ক্ষয়কারক ও পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ; মলত্যাগান্তে রোগীর কণ্ঠ হইতে অজ্ঞাতসারে গোঙানী শব্দ নির্গত হয়। প্রস্রাব কালে মূত্রনালী মধ্যে জ্বালা ও ত্বকঘর্ষণবৎ অনুভব (ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যান্থা: ক্যাম্প্: কোল্‌চি: ডিজি: ল্যাকে: মার্ক্: স্যাট্-কার্ব্: স্যাট্-সল্ফ্: অ্যাসিড্-নাই: নক্স্-ভম্: ওলীয়্যান্: আর্মোরেসীয়া); শোণিতরাহিত্য, দুর্ব্বলতা ও মানসিক অবসাদ সহ শুক্রমেহ বা শুক্রক্ষরণ (অ্যা-ফস্:)। উদরাময়ের কিঞ্চিৎ উপশম হইবামাত্র কষায়গুণবিশিষ্ট বা ত্বক্‌ক্ষয়কারক এবং আঠার ন্যায় চট্‌চটে প্রদরস্রাবের আবির্ভাব হয়; জরায়ু অত্যন্ত ভারযুক্ত এবং নিম্নাকৃষ্ট হইতেছে বোধ (অ্যাসিড্-নাই: ডিক্ট্যাম্নাস্; ক্রিয়ো: অ্যাসিড্-ফস্)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—চক্ষু উন্মীলিত রাখিতে পারে না=কলোফিল্: কষ্টি: জেল্‌সি: গ্রাফ্: শুক্রমেহ=অ্যাসিড্-ফস্: মৃত্যু আসন্ন=অ্যাগ্নাস-ক্যাস্: ক্যাম্প্: কোব্যাল্টাম্: সিফিলিন্:; প্রস্রাবের সময় জ্বালা ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যান্থা: স্যাট্-সল্ফ; ত্বকক্ষয়কারক মল সহযুক্ত উদরাময়)=আর্স্: গ্রাফ্: নাক-ভাই: সল্ফ:। ত্বক্‌ক্ষয়কারক প্রদরস্রাব=ক্রিয়্যাজোটাম্, অ্যাসিড্-নাই।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ফেরাম্ আয়োডেটাম্

(FERRUM IODATUM).

নামান্তর।—ফেরি আয়োডাইড্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রে অণ্ডলাল; রজস্বল্পতা; স্তনে অর্ব্বুদ বা কর্কটরোগ; সর্দ্দি; বহুমূত্র; বুকজ্বালা; বৃক্কের পীড়া; শ্বেতপ্রদর; যকৃতের পীড়া; গণ্ডমালাদোষ; জরায়ু বা ডিম্বকোষ; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; প্লীহা; গুটীকারোগ; জরায়ুভ্রংশ।

উপযোগিতা ও আভাস।—পূতিবাষ্পজ (Malarious) জ্বরাদির পর বিবর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ রোগীদিগের ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে (জ্বর থাকিলে

"ফেরাম্-আর্স্")। এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটী নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—আহারান্তে বোধ হয় এত অধিক ভক্ষণ করা হইয়াছে যে ভুক্তদ্রব্যাদি যেন উপর দিকে ঠেলিতেছে, যেন "গলায় গলায়" আহার হইয়াছে।* উদর এত পরিপূর্ণ বোধ হয়, যে রোগী সম্মুখ দিকে অবনত হইতে পারে না; মলবদ্ধতা। ইহার আরও কয়েকটী প্রকৃতিগত সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ এই :—মলদ্বারে নিষ্পেষণবৎ অনুভূতি; মলদ্বারে নিষ্পেষণবৎ অনুভূতি; মলদ্বারে কৃমিসঞ্চালনবৎ বোধ; যেন মলদ্বারে কি একটা পদার্থ গোলাকার ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে; যেন মলদ্বার ও নাভি পরস্পর সূত্র দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে; যেন মলদ্বারে স্ক্রু প্রবিষ্ট হইতেছে। চক্ষু, কর্ণ এবং নাসামূল হইতে শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত প্রদেশে ছেদনবৎ যন্ত্রণা বোধ হইয়া থাকে। মিষ্ট গন্ধযুক্ত মূত্র (অম্ল গন্ধ=অ্যাম্ব্রা; গ্র্যাফ্: মার্ক: ন্যাট্র-কার্ব:)। শ্লেষ্মাধিক্য জনিত পীড়াদিতে, নাসিকা গ্রন্থির স্ফীতি এবং অর্ব্বুদাদিতে ইহা বিশেষ ফলদায়ক।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—ভারবোধ সহ বুদ্ধির জড়তা, উষ্ণ গৃহে (আর্ণি: ল্যাক্টাউ: সেনেগা; স্পঞ্জী:), ধূমপান করিলে (অ্যাকো: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ইগ্নে: ন্যাট্র-সল্ফ:), লিখনে (বোর্: ক্যাল্কে: জেন্টিয়ানা: ন্যাট্র-মিউ:) এবং দেহ সঞ্চালনে (ক্রোক্, নক্স-যুগ্: সল্ফ: ক্যাল্কে-ফস্: ন্যাট-মিউ: থিরিড্:) বৃদ্ধি হয়। নির্ম্মল বায়ুতে (অ্যাকো: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: আর্স্, ডায়াডেমা, ম্যাঙ্গে: ফেল্যান্: ট্যাব্যাক্:) এবং জলীয় বায়ুতে বসিলে বা দাঁড়াইলে উপশম। নাসামূল হইতে মস্তকের ভিতর দিয়া শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত ছেদনবৎ যন্ত্রণা। রজোনিবৃত্তির পর অক্ষিগোলকের বহির্নিঃসরণ (Exophthalmos=থাইরইড্), চক্ষু ও কর্ণমধ্যে ছেদনবৎ যন্ত্রণা। কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—নাসিকা, স্বরনলী ও বায়ুনলী হইতে বহুল পরিমাণ শ্লেষ্মাস্রাব। নাসারন্ধ্র রোধ; মধ্যাহ্নে কিয়ৎ পরিমাণে রুদ্ধভাব অপসারিত হয়। নাসারন্ধ্র মধ্যে ক্ষত ও শুষ্ক শ্লেষ্মাখণ্ডের আধিক্য বশতঃ নাসিকা স্ফীত হয়। পুরাতন সর্দ্দি, প্রথমাবস্থায় সাধারণতঃ প্রাতে, পরে সমস্ত দিবস ব্যাপী শ্লেষ্মা স্রাব; শ্লেষ্মা গাঢ় পীত বা হরিদ্বর্ণ; নাসিকা ঝাড়িলেও উপশম হয় না।

পাকাশয়াদি।—অল্পমাত্র আহার কবিলেই উদর আকণ্ঠ পবিপূর্ণ বোধ হয়, যেন ভুক্ত দ্রব্যাদি উপরে উঠিয়া আসিতেছে; উদর এত পরিপূর্ণ বোধ হয় যে হেঁট হইতে পারে না। প্লীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধিতায়তন (বিজ্বর অবস্থায়)।

মলান্ত্র ও মল।—সপ্তাহব্যাপী মলবদ্ধতার পর তরল মলত্যাগ। বাহ্যের পূর্ব্বে উদর "আঁকড়াইয়া" ধরিতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয়। মলান্ত্রে ও মলদ্বারে যেন চাপিয়া ধরিতেছে এইরূপ বোধ; যেন মলদ্বারে কৃমি রহিয়াছে; মলদ্বার মধ্যে যেন কি একটা জড়াইয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছে; যেন বিন্দু বিন্দু জল নির্গলিত হইতেছে; যেন একটী স্ক্রু মলদ্বার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে,—ইত্যাকার অনুভব।

প্রস্রাব।—মূত্রনালীর মূলদেশে মূত্ররুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং প্রোতে বেগ দিলেও আর অগ্রসর হইতেছে না এইরূপ অনুভব। মূত্র গাঢ় লালবর্ণ; পুরু ও শ্বেতবর্ণ তলানী জমিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ ফিকা বর্ণের ও মিষ্টগন্ধবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়; ঈষৎ দুগ্ধের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তলানী পতিত হয়। হস্ত পদাদির শোথ সহ, লালামূত্র রোগ। মূত্রনালী ও মলান্ত্র মধ্যে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভূতি। সহজে মূত্রবেগ ধারণ করিতে পারে না।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মূত্রনলী মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা ও জ্বালা সহ নৈশ লিঙ্গোচ্ছ্বাস (chordee=ক্যানাব-স্যাট: ক্যান্থা: মার্ক: স্যাট-কার্ব: পল্‌সে: থুযা)। মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে যন্ত্রণাদায়ক বৃথা বেগ (Tenesmus=ক্যান্থা: কোপেবা; ক্লিম্যাট:)। মূত্রনালী ও মলান্ত্র-মধ্যে সড়্‌সড়্ ও পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভব (জাঙ্কাস-এফীউ: পেট্রোসেলিন্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ বক্ষে বা স্তনে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (ক্যাল্‌কে: কোণা:)। জরায়ু অনবরত নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িবার উপক্রম হয়; বসিলে মনে হয় যেন উপর দিকে ঠেলিতেছে (স্যাট-ক্লোর:); জরায়ু এত নামিয়া আইসে যে রোগিনী স্বয়ং জরায়ুগ্রীবা স্পর্শ করিতে পারে। জরায়ুর পশ্চাদাবর্ত্তন (Retroversion)। প্রদর,—সিদ্ধ অ্যারোরুটের ন্যায় স্রাব (কলোফিল্: হাইড্র্যাস: ক্যালী-বাই:); মল সরল হইলে স্রাব গাঢ় আঠার ন্যায় হইয়া থাকে। যোনি ও যোনি বহির্দ্দেশ ক্ষত ও কণ্ডুয়নশীল (ল্যাক্-ক্যান্:) ঐ সকল অংশের অত্যন্ত স্ফীতি।

শ্বাসযন্ত্র।—সামান্য বিরক্তিকর ক্ষুকক্ষুকে কাসি,—সময়ে সময়ে বক্ষমধ্যে ব্যথা বোধ হয় এবং পীতাভশ্বেত গাঢ় শ্লেষ্মা উঠিয়া হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে ঈষৎ ধূসরবর্ণ বা ধূসর-শ্বেত গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা—টানিলে সূত্রাকারে পরিণত হয় (ক্যালী-বাই: প্যারিস; সেনেগা; ষ্ট্যান্: অ্যাসের্ বোভি: ম্যাগ-মিউ.)। রক্তকাস (Haemoptysis)। দক্ষিণ স্তনবৃন্তের নিকটে কর্কটার্ব্বুদ (Scirrhus),—প্রথমে ক্ষুদ্র ও যন্ত্রণাহীন,—ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে কক্ষদেশ (Axilla) পর্য্যন্ত অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা বোধ হইতে থাকে; স্পর্শ অসহনীয় (কোণা: দেখ)। দ্রুত সোপারোহণ করিলে প্রচণ্ড হৃদ্‌স্পন্দন (থাইরাইডিন্:) ও মূর্দ্ধাদেশে বেদনা বোধ হয়। সর্ব্বাঙ্গে ধমনী সকল দপ্‌দপ্ করিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের দপ্‌দপানি এত অধিক হয় যে রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা পার্শ্ব অত্যন্ত ব্যথান্বিত,—মাথা ফিরাইলে ঘুরাইলে, বা গ্রীবা-পার্শ্ব স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। কোমর বোধ হয় যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে,—কেবল মাত্র রাত্রে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে; যেন অতি সঙ্কীর্ণ শয্যায় গুড়িসুড়ি মারিয়া অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঙ্কুচিত করিয়া শুইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা বশতঃ দেহ সঞ্চালন করিতে অনিচ্ছুক। দক্ষিণ বাহুর ঊর্দ্ধাংশে, স্কন্ধে এবং বাম পদের পশ্চাৎ হইতে বস্তিকোটর পর্য্যন্ত বাতাশ্রিত ব্যথা বোধ।

নিদ্রা।—নিদ্রা প্রায় ভঙ্গ হইয়া যায়; বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনা সকলের স্বপ্ন দেখে। পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গান্তে বাহ্যের বেগ এবং প্রস্রাবের সময় যন্ত্রণা। চোর ও তাহাদিগের সহিত

যুদ্ধের স্বপ্ন; স্বপ্নে বোধ হয় যেন সে অত্যন্ত দীর্ঘাকার এবং চতুর্দ্দিকস্থ মনুষ্যাদি অতি ক্ষুদ্র; শয্যা যেন অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে রাত্রিকালে, উত্তাপে এবং স্পর্শ করিলে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সেবনে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যালীউমিনা: অ্যালীউমেন: কলোফিলাম্: হেলোনীয়াস্: হাইড্র্যাষ্টিস্: গ্র্যাফ আয়োড: থাইরইডিন্: ফেরাম্: আর্স:।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৬ষ্ঠ শতমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ফেরাম্ ফস্ফরিকাম্

(FERRUM PHOSPHORICUM).

নামান্তর।—ফেরম্ ফস্ফেট।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচুর্ণ, পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মলান্ত্রের স্থান চ্যুতি; মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত; শ্বাসনলী প্রদাহ; শূল; কাসি; ঘুংড়ীকাস, মূত্রাধার প্রদাহ; মদাত্যয়; বহুমূত্র; অতিসার; অজীর্ণতা, আমাশয়; কর্ণের পীড়া, বিসর্প; জ্বর; নীহার-স্ফোটক; পাকাশয় প্রদাহ; প্রমেহ; রক্তবমন; রক্তোৎকাস; দেহের যে কোনও দ্বার দিয়া রক্তস্রাব; হস্তস্ফীতি; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; হৃদ্‌স্পন্দন; প্রদাহ; আঘাত; সবিরাম জ্বর; বৃক্ককের পীড়া; হাম; কর্ণমূল, স্নায়ুশূল, নাক দিয়া রক্তস্রাব; যক্ষ্মা; ফুস্ফুসের আবরণ প্রদাহ; ফুস্ফুস্ প্রদাহ; বাত, অঞ্জনী; মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা; শিরাস্ফীতি; বমন; হুপ কাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ সুশ্লারের তন্তু-জায়ু (Biochemistry) শাস্ত্রের চিকিৎসানুসারে ফেরাম্-ফস্ আমাদিগের অ্যাকোনাইটাম ও জেলসিমীয়ামের মধ্যবর্ত্তী ভেষজ রূপে ব্যবহৃত ও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ডাঃ ফ্যারিংটন্ বলেন:—'হ্যামামিলিসের ন্যায় ইহা জীবদেহের শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর আধিপত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রদাহের যেরূপ অবস্থায় 'ধমন্যাদির প্রসারণ' সংঘটিত হইয়া থাকে,—ফেরাম ফস: সেই অবস্থার ঔষধ; সে সময়ে প্রযুক্ত হইলে রোগ (প্রদাহ) আর অগ্রসর হইতে পারে না; যেমন ফুস্ফুস্ মধ্যে রক্ত সঞ্চয়াধিক্যে প্রযুক্ত হইলে আর ফুস্ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) উপস্থিত হইতে পারে না; বক্ষঃস্থল অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং আঘাতজনিতবৎ বেদনাযুক্ত,—নাড়ী পুষ্ট এবং বর্ত্তুল, অথচ অ্যাকোনাইটের ন্যায় রজ্জুবৎ (অনমনীয়) নহে; গয়ার পরিমাণে অতি অল্প এবং শোণিত মিশ্রিত; স্রাবাদি শোণিতাক্ত এবং জ্বর অ্যাকোনাইটের ন্যায় সন্তাপজনক হইলেই

ফেরাম্-ফসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা যায় শিশুদিগের গ্রীষ্মাতিসার রোগে তাহাদিগের উদরের ধমন্যাদি (Abdominal blood-vessels) প্রসারিত হইয়াছে এবং মল জলবৎ, আমময় ও শোণিত মিশ্রিত; একটু বাহ্যের বেগ থাকিতে পারে কিন্তু আদৌ কুন্থন (tenesmus) থাকে না। কুন্থন আবির্ভূত হইলেই জানিবে সে অতিসার আর ফেরাম্-ফসের আয়ত্তাধীন নহে। যদি ঐ রোগে পূয বা পূযবৎ আম ত্যাগ হইতে থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে ফেরাম-ফসে আর উপকার দর্শিবে না। মস্তিষ্কোদক সহ অতিসারের (Hydrocephaloid = হাইড্রোকিফ্যালইড) প্রথমাবস্থায় যখন রোগী প্রবল অতিসার ভোগ করিতে করিতে নিদ্রালু ও শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়ে, চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমাযুক্ত হয় এবং নাড়ী পুষ্ট অথচ কোমল অনুমিত হয়, ফেরাম্-ফস দ্বারা তখন বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। অ্যাকোনাইট বা বেলেডনার ন্যায় ফেরাম-ফসের নাড়ী কখনও রজ্জুবৎ কঠিন ও অনমনীয় হয় না।" দেহের দক্ষিণাঙ্গের সহিত ইহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাতে বৃদ্ধি ইহার একটী প্রকৃতিগত লক্ষণ। শোণিত স্রাবেও ইহা উপকারী,— রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শোণিতস্রাব নহে, রক্তহীন, ফ্যাকাশে, শীর্ণ ব্যক্তির শোণিতস্রাবেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, দৈহিক-পরিশ্রম কাতরতা, অবসন্নতা ও বাতাশ্রয় জনিত ব্যথা ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি ইহার কয়েকটী প্রধান ক্রিয়াফল। গ্রীষ্মকালের ঘর্ম্মের হঠাৎ অবরোধ জনিত পীড়াদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বাচাল ও প্রফুল্ল। মদাত্যয় বা সুরাব্যবহারাতিশয্য জনিত প্রলাপ (Delirium Tremens = বেল্. নক্স: হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্: অ্যাণ্ট-টার্ট:)। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ বা ভাব সংযম করিতে পারে না (ইথীউ: অ্যাভেনা: ল্যাক্-ক্যান্: লাইকোপাস্: অ্যাসিড-অক্স্যাল্ অ্যাসিড ফস্: সার্স ; স্কুটেলারী: জেরোফিল্:)। স্মৃতিশক্তির হ্রাস (অ্যানাক্: ব্যারাই: ইউফ্রে: ল্যাক্-ক্যান্: মিডহাইন্ ; অ্যাসিড্-ফস্: ষ্ট্যাফাই:),—নাম মনে থাকে না (লিথী-কার্ব:)। নিদ্রালুতা এবং মনোমধ্যে ভাবস্রোতের প্রবল প্রবাহ (এপীস্ ; চায়না ; কফী: কোব্যাল্ট:)। ভরসা ও আশা রাহিত্য। সামান্য বাধা পর্ব্বতের ন্যায় দুর্লঙ্ঘনীয় মনে হয় ; শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য জনিত প্রলাপ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—হঠাৎ যেন কেহ মস্তক সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া দিল এইরূপ মনে হয় ; যেন সকল বস্তুই তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে (আর্ণি: বেল্: সাইকীউ: ন্যাট্-মিউ: নক্স: ফস্:)। ললাট এবং শঙ্খদেশে বা রগে (Temples) যেন তাড়নী দ্বারা আঘাত করিতেছে এইরূপ বেদনা, (ন্যাট-মিউ:)—সংন্যাস রোগ (Apoplexy) হইবার ভয় (আর্জেন্ট: এপীস)। দক্ষিণ অক্ষিগোলকের উপরে (Supra-orbital) স্নায়ুশূল (Neuralgia = চেলিড: র‍্যানান্-বাল্‌বো: ম্যাগ্-ফস্:),—প্রাতে বৃদ্ধি। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা, —নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইলে উপশম হয় (বীউফো ; ম্যাগ্-সল্‌ফ: র‍্যাফেনাস্ ;

মিলিটোট-অ্যাল্‌বা:)। অপর্য্যাপ্ত-স্রাবশীল-ঋতুর সময় মূর্দ্ধাদেশে অসহনীয় বেদনা ও ভার-বোধ (রজোস্রাবকালে শিরোবেদনা = অ্যালীউ: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যাষ্টোর: ক্রিয়ো: লাই নক্স-ভম: বোভি: হায়ো: ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ্-কার্ব: সল্‌ফ:)। মস্তক অবনত করিলে শিরো-পশ্চাৎ হইতে ললাটদেশ পর্য্যন্ত তীব্র ব্যথানুভূতি, সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন কেহ পশ্চাদ্দিক্ হইতে মস্তক ঠেলিয়া দিতেছে,—সুতরাং পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। জরায়ুর নিম্নদিকে চাপ বোধ ও অণ্ডাধার মধ্যে ব্যথা সহ শিরোবেদনা বশতঃ চক্ষু মুদিত করিতে বাধ্য হয় (অ্যাগার: বেল্: ন্যাট মিউ: ওলীয়্যান্· সিপী· সল্‌ফ:)। শিরোবেদনা,—মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও আরক্তিম; ভুক্তদ্রব্যাদি বমন এবং মূর্দ্ধাদেশ অত্যন্ত স্পর্শাসহ,—কেশ স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (অ্যাম্ব্রা; সিঙ্কো· সিন্যাবার মেজের সল্‌ফ:)। শিরোঘূর্ণন সহ মস্তকাভিমুখে শোণিত প্রবাহ।

চক্ষু।—চক্ষু অবক্তিম, প্রদাহান্বিত এবং জ্বালাজনক; বোধ হয় যেন অক্ষিপুটতলে ধূলিকণা পতিত হইয়াছে। চক্ষুমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ অস্পষ্ট দৃষ্টি (র‍্যাফেনাস)। চক্ষু সঞ্চালনে ব্যথা বোধ হয়। আলোকাতঙ্ক,—দীপাদির আলোকে বৃদ্ধি হয়। বাম চক্ষুর নিম্নপুটোপরে অঞ্জনি। মস্তক অবনত করিলে কিছুই দেখিতে পায় না,—বোধ হয় যেন সমস্ত শোণিত চক্ষুমধ্যে সঞ্চিত হইতেছে।

কর্ণ।—কর্ণাভ্যন্তরে বিস্তৃত প্রদাহ, আক্রান্ত অংশ কাচা মাংসের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; শোণিতস্রাব-প্রবণতা সহ পূযবৎ শ্লেষ্মা স্রাব; স্রাব আরম্ভ হইলেও প্রদাহের শান্তি হয় না। কর্ণমধ্যে শব্দ। কর্ণমূলীয় গ্রন্থির (parotids) ব্যথাজনক আরক্তিম স্ফীতি। তরুণ কর্ণ-প্রদাহ,—কর্ণপটাহ আরক্তিম এবং বহির্ম্মুখী স্ফীতিযুক্ত (বেল: প্রয়োগে ফল না পাইলে,—ফেরাম্-ফস; পূযজননের ব্যাঘাত জন্মায়)।

নাসিকা।—সর্দ্দির প্রথমাবস্থা। সর্দ্দিপ্রবণ-ধাতু। শিশুদিগের নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত স্রাব হয়। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে শিরোবেদনার উপশম (বীউফো: মেলিলোট: ম্যাগ-সল্‌ফ: র‍্যাফেনাস্)। নাসাগ্রের তলদেশে ত্বকক্ষয় সহ বিসর্প (Erysipelas)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল মৃদ্বর্ণ ও ফ্যাকাশে এবং ম্লান। মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত এবং গণ্ডদ্বয় ব্যথান্বিত, উত্তপ্ত এবং আরক্তিম। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বগত স্নায়ুশূল, মাথা নাড়িলে ও অবনমিত করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। চিবুক ও ললাটদেশে ব্রণ। দন্তশূল,—প্রতিবার আহারান্তে (ব্রাই: ক্যামো:),—উষ্ণ পানীয় পান করিলে বৃদ্ধি (ব্রাই: পল্‌সে. ক্যামো: কাফী: নক্স:)। শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালে জ্বর সহ নানা প্রকার উপসর্গ।

গলমধ্য।—মুখমধ্য উত্তপ্ত; জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় প্রদাহান্বিত ও আরক্তিম। ত্বকক্ষয় সহ গলক্ষত (Ulcerated sore-throat) গলকোষদ্বয় (Tonsils) আরক্তিম এবং স্ফীত। তরুণ উপঝিল্লিক-প্রদাহ বা রোহিনী (Diphtheria)। গায়কদিগের গলক্ষত। নিদ্রাভঙ্গান্তে গলমধ্য আড়ষ্ট, স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত অনুভূত হয়; শূন্য ঢোক গিলিতে গেলে ব্যথার বৃদ্ধি হয়। গলাধঃকরণ করিতে গেলে গলমধ্যে (দক্ষিণ পার্শ্বে) বোধ হয় যেন কি একটা

আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (ল্যাক্-ক্যান্: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: এরাম্ ; বেল্: ল্যাকে: হ্রাস্ র‍্যাড্: স্পঞ্জী:)। দক্ষিণ গলকোষের উপর কৃত্রিম ঝিল্লির উদ্ভব, ঝিল্লিক্রমে বাম দিকে সঞ্চারিত হয় (ল্যাক-ক্যান্)।

পাকস্থলী।—মাংস ও দুগ্ধে অরুচি (মাংসে অরুচি = ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি: ইগ্নে: লাই: মার্ক্: ওলীয়ান্: ক্যালী-বাই: পেট্রোল্: হ্রাস্: স্যাবাড্: সিপী:—দুগ্ধে = অ্যামন্ কার্ব্: সিনা ; গুয়াই: ইগ্নে: ন্যাট্-কাব্: নক্স্; পল্‌সে: সিপী:)। অম্লাক্ত উদ্গার (অ্যালীউ: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: নক্স্ ; ফস্: পল্‌সে: সিপী: সাইলি: স্পাইজি: জেন্টিয়ানা ; ক্যালী-বাই: পডো:)। পাকস্থলী মধ্যে বেদনা,—আহারান্তে বৃদ্ধি = অ্যানাক্: আর্স: কার্ব্বো-ভে: চায়না ; ল্যাকে: ফস্: নক্স্: প্ল্যাট্: পল্‌সে: সিপী: জিঙ্ক্:)। অজীর্ণ দ্রব্যাদি বমন।

অন্ত্রাশয়।—উদরের অন্তর্বেষ্ট ত্বকের (অন্ত্রাবর্ত্তন) তরুণ প্রদাহে (Acute Peritonitis)—(বেল্: অ্যাকো:) পাকাশয় ও কুক্ষিপ্রদেশ (ক্যামো: ইগ্নে:) আধ্মানবায়ু স্ফীত। বক্ষোপরে এবং উদরে বস্ত্রাদির ভার অসহনীয় বোধ ; রাত্রে বস্ত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করে (অ্যামন্-মিউ: অরাম্ ; কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি. কফী: ডায়োস্কো: হ্যউম্ ; ভেরেট্:)। অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia),—প্রদাহান্বিত এবং কঠিন পিণ্ডাকারে পরিণত (নক্স: অ্যাকো: লাই:)।

মল।—শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন অতিসার,—মল হরিদ্বর্ণ, জলবৎ, আমময় ও শোণিত মিশ্রিত ; বাহ্যের সময় বেগ দিতে হয় (কুন্থন থাকে না—"আভাস" দেখ),—উকি (retching) সহ মোহযুক্ত অতিসার ; দীর্ঘকাল অতিসার ভোগ করিতে করিতে শিশু নিদ্রালু ও শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়ে ; মাথা চালিতে থাকে, অস্পষ্ট যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করে এবং অর্দ্ধমুদিত নয়নে শুইয়া থাকে (অ্যাসিড-হাইড্রোসা: ক্যালকে-ফস: হেলিবো: পডো: লাই: সল্‌ফ:)। কেবল শোণিতময় মল,—রক্তাক্ত আম বা রসময় ; রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। অর্শ,—কোষ্টবদ্ধতাপ্রবণতা। গুহ্যদ্বার ভ্রংশ।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে ও মূত্রনালী অগ্রভাগে বেদনা সহ পুনঃ পুনঃ প্রবল মূত্রবেগ,—বেগ হইবামাত্র প্রস্রাব করিতে বাধ্য ; শিশু মূত্রবেগমাত্রে প্রস্রাব করিতে না পাইলে লম্ফ ঝম্প করিতে থাকে (পেট্রোসেলিন:),—মূত্র ত্যাগান্তে যন্ত্রণার উপশম হয় ; দিবাভাগে ও দণ্ডায়মান অবস্থায় বৃদ্ধি। প্রতি কাসির সহিত মূত্র ছিট্‌কাইয়া বহির্গত হয় (কষ্টি: ভেরেট: স্কীলা ; ড্যাল্‌কে:)। মূত্রস্থলী-গ্রীবাবেষ্টক পেশীর শৈথিল্য বশতঃ রাত্রে অসাড়ে মূত্র ত্যাগ হয়। মূত্রাশয় বা মূত্রনালী হইতে শোণিত (টেরিব: ক্যান্থা:) স্রাব। প্রমেহ,—প্রদাহিক বা প্রথম অবস্থা (অ্যাকো: জেল্‌সি: ক্যানোব-স্যাট:) রমণেচ্ছার অভাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অন্যতর ডিম্বাধারে নিরন্তর হুলবেধবৎ বেদনা সহ জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ। যোনি কম্পন। রমণকালে যোনিমধ্যে ব্যথা ; যোনি-পরীক্ষা অসহনীয় ; অপত্য-পথ শুষ্ক। প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর আর্ত্তবাবির্ভাব,—অপর্য্যাপ্ত স্রাব, উদর ও কটিদেশে বেদনা সহযোগে ; আর্ত্তবস্রাবের সময় মূর্দ্ধাদেশে বেদনা। গর্ভাবস্থায় কাসি ও কাসিলে মূত্র-স্রাব (স্কীলা ; কষ্টি: দেখ) ; গর্ভিনীর তৃতীয় মাসে শিরোবেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—গায়কদিগের স্বরনলীমুখ-প্রদাহ (Laryngitis),—তৎসহ স্বরভঙ্গ,—

উচ্চৈঃস্বরে গান বা বক্তৃতা করণ জন্য স্বরভঙ্গ,—তৎসহ বৃহৎ হরিদ্বর্ণ জমাট শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। গলমধ্যে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও বক্ষমধ্যে ফুসফুস্‌বেষ্টনীর প্রদাহ-জনিতবৎ সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব (ক্যালী-কার্ব: ব্রাই: র‍্যাণান্-বাল্‌বো: সেনেগা ; রীউমেক্স: গলঠিরী: অ্যাক্টী:)। ক্ষুদ্র আক্ষেপিক ও যন্ত্রণাজনক কাসি। সম্মুখ দিকে হেঁট হইলে বা গলনল স্পর্শ করিলে দেহ আলোড়ক ও যন্ত্রণাদায়ক কাসির আবির্ভাব হয় (ল্যাকে:)। কাসি,—প্রতি কাসির সহিত মূত্র ছিট্‌কাইয়া নির্গত হয় ;—বায়ুসেবন কালে, গলনলী স্পর্শ করিলে এবং রাত্রে কাসির বৃদ্ধি ; হুপকাসি,—তৎসহ উকি ও বমন। আঘাত বা পতনান্তে গয়ার সহিত শোণিত নির্গত হয় (ইপিক: আর্ণি:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠে ফিক বেদনা। বাত বেদনা বা বাতব্যাধি,—সন্ধির পর সন্ধি আক্রান্ত হয় ; আক্রান্ত হয় ; আক্রান্ত সন্ধি শোথযুক্তবৎ স্ফীত এবং প্রায় আরাক্তম নহে ; এতৎসহ প্রবল জ্বর ; অতি সামান্য দেহ সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি (ব্রাই: আর্ণি: গুয়াই: লিড: মার্ক: ক্যাল্‌মীয়া ; হ্যাট-মি: র‍্যাণান্: ষ্ট্যান.—দেহসঞ্চালনে উপশম—অ্যাসা: ডাল্‌ক্যা: ভর্ব: ক্যালী-আয়েডে পন্‌সে: হ্রাস. রীউটা)। মণিবন্ধ (ক্যাল্‌কে-কষ্টি: অ্যাক্টী-স্পাই: গ্র্যানেট্: ক্যালী-বাই: ল্যাকে:) এবং জানু সন্ধির বাত (অ্যাক্টী-স্পাই: ক্যালী-বাই:)। দক্ষিণ স্কন্ধ এবং দক্ষিণ বাহুর উর্দ্ধাংশে ভয়ঙ্কর আকর্ষণ ও ছেদনবৎ বেদনা,—সজোরে বাহু সঞ্চালিত করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় ; (নিকোলাম্) সন্তর্পণে সঞ্চালিত করিলে উপশম বোধ হয়, —সুতরাং রোগী ঐ বাহু প্রায় স্থির রাখে না ; দক্ষিণ হস্ত অবশবৎ। দক্ষিণ স্কন্ধদেশীয় ত্রিকোণ (Deltoid) পেশীর তরুণ বাত,—চাপকাণ বা পিরাণ পরিধান করিতে পারে না। মণিবন্ধের বেদনা বশতঃ হস্তদ্বারা কোন দ্রব্যাদি ধরিতে পারে না। নিম্নপদ ও গুল্‌ফ সন্ধিতে এত বেদনা হয় যে রোগী চীৎকার করিতে থাকে। উরুশিখর বা বঙ্ক্ষণ বা কুচকী (Hip) প্রদেশে ব্যথা ও স্পর্শসহনীয়তা (ক্যাল্‌কে-সলফ:)। গুল্‌ফসন্ধির বহির্ভাগ পাটলবর্ণ ; নিম্নপদ অত্যন্ত স্ফীত এবং ব্যথান্বিত।

বৃদ্ধি।—বায়ুসেবনে, উষ্ণ পানীয় পানে, আহারান্তে, মাংসাহারে, চা পানে, প্রবল দেহ সঞ্চালনে, রাত্রিকালে এবং শেষরাত্রিতে (৪—৬ টার মধ্যে)।

উপশম।—শৈত্য সংস্পর্শে, শীতল জলাদি পানে, বিশ্রামে, এবং সন্তর্পণ বা ধীরে ধীরে দেহ বা অঙ্গাদি সঞ্চালনে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকো: জেল্‌সি: কষ্টি: স্কীলা ; ক্যাল্‌কে-সলফ: অ্যাণ্ট-টার্ট।

তুলনীয়।—অ্যাকোন (অধিক পূর্ণ নাড়ী) ; জেল্‌স (নাড়ী তরঙ্গায়িত) ; কষ্টিক, পল্‌স (কাসি) ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম ব্যবহার হইয়া থাকে।

ফেরাম-পাইক্রিকাম

(FERRUM PICRICUM).

নামান্তর।—পাইক্রেট অভ আয়ারন।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরলক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অণ্ডলালীয় মূত্র ; কড়া ; কর্ণের পীড়া ; বধিরতা ; কামলা ; যকৃতের পীড়া ; নাক দিয়া রক্তস্রাব ; সন্ধিবাত ও বাত ; কর্ণ-প্রদাহ ; স্বরভঙ্গ ; আঁচিল।

উপযোগিতা ও আভাস।—কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণ-চক্ষু, শোণিতাধিক্য বিশিষ্ট এবং পাণ্ডুবর্ণ ব্যক্তিদিগের পীড়াদিতে ইহা অত্যন্ত উপযোগী,—বিশেষতঃ যদি তাহাদিগের যকৃৎ বিকৃতিযুক্ত হয়। ইহাব একটী উৎকৃষ্ট নির্ণায়ক লক্ষণ:—পিত্ত-রঞ্জনাতিশয্য বশতঃ সন্ধিসকল অত্যন্ত মলিন (অ্যাসিড-পাই:=অঙ্গুলিব গাইট সকল মলিন)। যকৃৎ বিবর্দ্ধন ও যকৃতের স্পর্শাসহনীয়তা, যকৃৎ-বিকৃতি সহ বধিরতা ; সবৃন্ত চর্ম্মকীল বা আঁচিল, বিষেশতঃ যদি অনেক গুলি একত্রে থাকে। বক্তৃতা করণান্তে স্বরলোপ বা অন্য কোন যন্ত্রের ক্রিয়াধিক্য বশতঃ অবসাদ ; জ্ঞানদন্ত (আক্কেল দাঁত) উদ্গম কালে শ্রবণ শক্তির হ্রাস এবং কর্ণনাদ বা কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ ; অগ্নিমান্দ্য ; শিরোবেদনা বা মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রমান্তে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ ইত্যাদি লক্ষণ সহযুক্ত পূতিবাষ্পজ-জ্বরাদিতে ইহা আশ্চর্য্য ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। চন্ম লক্ষণাদির মধ্যে একটী অসাধারণ লক্ষণ উল্লেখনীয়,—হস্তেব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকট যেন আঁচিল উদ্গত হইবার উপক্রম হইতেছে এইরূপ অনুভূতি।” বৃদ্ধদিগের মূত্রনলীর মুখশায়িকা গ্রন্থির (Prostrate gland) বিবর্দ্ধন। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

লক্ষণাবলী।

কর্ণ।—ঋতুর পূর্ব্বে শ্রবণশক্তির হ্রাস। কর্ণমধ্যে “ফুট্ ফাট্” শব্দ। কর্ণমধ্যস্থিত কৈশিক (capillary) ধমন্যাদির বিস্তৃত প্রদাহ বশতঃ বধিরতা (Vascular deafness)। দন্ত্য (Dental) স্নায়ুশূল—বেদনা চক্ষু ও কর্ণে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। জ্ঞানদন্তোদ্গম কালে শ্রবণশক্তির বিলোপ।

পাকাশয়াদি।—লেপান্বিত জিহ্বা সহ অগ্নিমান্দ্য। আহারান্তে শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ কৃষ্ণকেশ এবং পিত্তপ্রধান ব্যক্তিদিগের পীড়া। যকৃৎ স্পর্শাসহ।

মূত্রযন্ত্রাদি।—রাত্রিকালে মূত্রস্থলী যেন মূত্রপূর্ণ রহিয়াছে এরূপ অনুভব ও মলান্ত্রমধ্যে চাপ বোধ সহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ; মূত্রস্থলীর মুখশায়ীকা (Prostate gland) বিবর্দ্ধন (সেব্যাল্-সেরু: থুযা ; চিম্যাফি: সলিডেগো: আয়োড্:)—বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের (আর্জেন্ট-নাই: —উপবিষ্টাবস্থায় বোধ হয় যেন একটি ক্ষুদ্র গোলকের উপর বসিয়া রহিয়াছে=ক্যানাব্-ইণ্ডি:

চিম্যাফি:)। মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে এবং মূত্রনালীমুখে জ্বালা ও যন্ত্রণা (ফের্-ফস্: ব্যারস্‌ম; পপীউলাস্-ট্রি:) মূত্রাবরোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সমগ্র দক্ষিণ বাহুতে ব্যথা বোধ। কশেরুকা-মজ্জাক্ষয় বশতঃ ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াবাহিতা,—যখন রোগ দর্শনেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকে এবং অন্য অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় আক্রান্ত হয় নাই (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: জেল্‌সি:)।

ত্বক।—মুখমণ্ডলের বৃকবিষ-জনিত আঁচিল। সবৃন্ত মাংসকীল, এবং একত্র একাধিক বাহির হইয়া থাকে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বোধ হয় যেন মাংসকীল বা আঁচিল উদ্গত হইবে।

বৃদ্ধি।—কোন ইন্দ্রিয়ের বা অঙ্গের ক্রিয়াধিক্য এবং শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি বশতঃ।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড্-পাই: অ্যাসিড্-নাই: থূযা; আর্জেণ্ট-নাই: অ্যালীউ: জেল্‌সি: ক্যাল্‌কে-পাই: সেব্যাল্ সের: চিম্যাফি:।

শক্তি।—ডাঃ ক্লার্ক (জেঃ ৭২চ:) বলেন অত্যন্ত নিম্নক্রম প্রয়োগে লক্ষণাদির বৃদ্ধি সম্ভূত হয়। সুতরাং তৃতীয় দশমিক ক্রম (বিচূর্ণ) হইতে দ্বাদশ শতাংমিক ক্রম ব্যবহার্য্য।

ফিলিক্স্-ম্যাস্

(FILIXMAS).

নামান্তর।—মেল্ ফার্ন।

প্রস্তুতি।—তাজা শিকড় হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—নিম্নোদরের স্ফীতি; গর্ভস্রাব; অন্ধত্ব; বন্ধ্যাত্ব; ফিতার মত কৃমি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পট্ট-কৃমি রোগে ব্যবহারের জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ,—কিন্তু ইহার আরও কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্যবহার আছে। উদর স্ফীতি, বমন, উদরাময়, যোনিভ্রংশ, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভস্রাব, মিষ্টান্নাদি ভোজনান্তে পেটবেদনা প্রভৃতিতেও ইহা ফলদায়ক হইয়া থাকে। কাসির অবর্ত্তমানে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ইহা দ্বারা নিরাময় হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—উত্তেজনশীল; খিট্‌খিটে। জড়তা, তন্দ্রা, কোমা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন।

নাসিকা।—কণ্ডুয়ন, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ।

চক্ষু।—তারকা বিস্ফারণ এবং অস্পষ্ট বা তিমিরদৃষ্টি হইয়া ক্রমে দর্শন-স্নায়ুর ক্ষয় বশতঃ অন্ধত্ব প্রাপ্তি।

উদর।—উদর-স্ফীতি। তলপেটে যেন কামড়াইতেছে বা খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা, মিষ্টান্ন ভক্ষণান্তে বৃদ্ধি। উদরাময় ও পুনঃ পুনঃ বমন সহযোগে উদরমধ্যে অত্যন্ত বেদনা। কৃমি-শূল—নাসিকা কণ্ডুয়ন, ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল এবং তৎসহ নীলিমাবেষ্টিত চক্ষু।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু সপ্তাহ কাল মাত্র ব্যবধানের পর পুনরাবির্ভূত হইয়া তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয়। যোনিভ্রংশ মূত্রস্থলী মধ্যে বেদনা ও যন্ত্রণাদায়ক বৃথাবেগ এবং আভ্যন্তরীন্ যন্ত্রণা সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ (চিম্যাফি:)। গর্ভস্রাব। বন্ধ্যাত্ব (বোব্: অরাম্: মিউ-ন্যাট্: প্ল্যাট্:)।

নিদ্রা।—অতিশয় তন্দ্রালু।

জ্বর।—প্রবলজ্বর, কম্প, পেটবেদনা, অতিসাব ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—গ্র্যানেট্. কুসো; কিউকার্বিটো (পট্টকৃমি), জেল্সি: কার্ব্বোন্-সল্ফ্ (জাল দৃষ্টি); অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ইপিক্: অ্যাপোসাইন্।

শক্তি।—১ম হইতে ৩য় দশমিক। পট্ট-কৃমিব জন্য অদ্ধ হইতে এক ড্রাম পর্য্যন্ত মূল আরক প্রযোজ্য।

ফৰ্ম্মিকা রীউফা

(FORMICA RUFA).

নামান্তর।—দি অ্যাণ্ট।

প্রস্তুতি।—সজীব লাল বা কাষ্ঠ-পিপীলিকা হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সংন্যাস; মস্তিষ্কের বিকৃতি; আঘাতাদি; কালশিরা; তাণ্ডব; কাসি; অতিসার; অস্থিবিচ্যুতি; শোথ; চক্ষুর বিবিধ পীড়া; মুখের পক্ষাঘাত; পায়ের ঘর্ম্ম বন্ধ হহয়া বিবিধ উপসর্গ; ক্ষুদ্রসন্ধির বিবিধ উপসর্গ; ক্ষুদ্রসন্ধি বাত; কেশ পতন বা চুল উঠা; মাথাধরা; সজোরে কোনও পদার্থ তুলিতে গিয়া কোন স্থানে বেদনা; পক্ষাঘাত; বাত; দৃষ্টির বিকৃতি; মেরুদণ্ডের বিবিধ পীড়া; প্লীহাতে বেদনা; গলক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্ষুদ্রসন্ধিবাত (Gout) এবং সন্ধিবাত রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; বেদনাদির হ্রাসবৃদ্ধি ঠিক ব্রাইয়োনীয়ার সদৃশ, অর্থাৎ আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং পেষণ বা মর্দ্দন করিলে উপশম বোধ হয়। দেহের দক্ষিণাঙ্গেই লক্ষণাদি অধিক প্রকাশ পায় এবং বেদনার আধিক্য অনুভব হয়। বেদনাদির হঠাৎ আবির্ভাব এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে দ্রুত সঞ্চরণশীল; প্রথম দক্ষিণাঙ্গে, পরে বামাঙ্গে প্রকাশ পায়।

মেরুদণ্ডের উপর ক্রিয়াবশতঃ এতদ্দ্বারা পক্ষাঘাত ও পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণাদি উৎপন্ন হয়। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক :—"মস্তিষ্ক যেন অত্যন্ত ভারযুক্ত ও বিবর্দ্ধিত"; "ললাটমধ্যে বুদ্বুদ স্ফোটনবৎ অনুভব; "স্বেদোদ্গমান্তে যন্ত্রণাদির উপশমাভাব"; "নানা স্থানে জ্বালাবোধ",—"শীতল জলে ধৌত করিলে জ্বালার বৃদ্ধি" এবং কেশ প্রসাদনান্তে" অর্থাৎ চুল আঁচড়াইলে শিরোবেদনার উপশম।

লক্ষণাবলী।

মন।—মহা হর্ষযুক্ত চিত্ত ও মানসিক উদ্দীপনা। স্মৃতিশক্তির অভাব।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বোধ হয় যেন সকল বস্তুই দোদুল্যমান্ (অ্যাগার্) এবং দেহ যেন ঘুরিতেছে (সল্ফ)। শয্যায় শয়নকালে শিরোঘূর্ণন সহ বাম চক্ষুর উপরে বেদনা; চক্ষু সমক্ষে অন্ধকার প্রতীয়মান হয় (অ্যাগার্: জেল্সি: ক্যালী-কার্ব্:)। উপবেশনান্তে উপশম। মস্তিষ্ক গুরুভারযুক্ত ও বৃহত্তর বোধ হয়। ললাট মধ্যে বুদ্বুদ স্ফোটনবৎ অনুভব। শিরোবেদনা,—শয্যায় উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি হয় এবং চুল আঁচড়াইলে উপশম (কেশ আলুলায়িত করিলে উপশম=নাইট্রাম্)। কেশ পতন বন্ধ হয়। কর্ণের গভীরতম প্রদেশে কণ্ডুয়ন অনুভব। কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ (ঘণ্টাবাদ্যবৎ শব্দ=অ্যাম্ব্রা: ক্যাল্কে: কোণা: ম্যাঙ্গে: ন্যাট্-মিউ)।

চক্ষু।—নিদ্রাভঙ্গান্তে চক্ষুবেদনা,—ধৌত করিলে উপশম হয় (অ্যাসেরাম্)। চক্ষের উপর যেন বরফ পতিত হইতেছে এইরূপ অনুভব। চক্ষু মধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়নশীলতা। তিমিরদৃষ্টি,—সকল বস্তুই বোধ হয় যেন অন্ধকার মধ্যে রহিয়াছে (অ্যালীউ: বেল্: ক্যাল্কে: সাইক্ল্যাম্: ইগ্নে: হিম্যাট্: মার্ক্ প্লাম্:); দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকারাবির্ভাব তৎসহ শিরোঘূর্ণন,—কিছুক্ষণ বসিয়া না থাকিলে আর চলিতে পারে না (চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখে=অ্যাগার্: ক্যালী-কার্ব্: জেল্সি. ল্যাক্-ক্যানি:)। আমবাতজ অক্ষিপ্রদাহ (বেল্: ব্রাই: অ্যাকো: স্পাইজি: নক্স:)।

মুখ।—মুখমণ্ডলের সমগ্র বামপার্শ্ব ও বামগণ্ড বোধ হয় যেন অবশ ও ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মেদময় খাদ্যাদি ভক্ষণান্তে মুখ পচিয়া গিয়াছে এইরূপ স্বাদযুক্ত হয় (মুখ টকিয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয়=অ্যাম্ব্রা, কার্ব্বো-ভে: লাই: সল্ফ:)। সমকাল-ব্যবধানানন্তর অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া দন্তশূল আবির্ভাব। পিপারমিণ্ট্ খাইলে যেরূপ অনুভব হয় গলমধ্যে সেইরূপ শীতলতানুভব। প্রাতে গলমধ্য শ্লেষ্মাপূর্ণ ও ক্ষতযুক্ত বোধ হয়।

পাকস্থল্যাদি।—পাকাশয় মধ্যে জ্বালা বা উত্তাপাধিক্য বোধ (আর্স: ব্রাই: ক্যাম্ফ: লরো; ন্যাট্-কার্ব্: অ্যাসিড্-ফ্লু: মার্ক্-কর্: নক্স্ যুগ্: অ্যাসিড্-অক্স্যাল্:)। পাকাশয় মধ্যে চাপবোধ, যেন পাকাশয় ও অন্নবহনালীর সংযোগ স্থলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (যেন একটি অদ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব অন্ননলীর ও পাকস্থলীর সংযোগস্থলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে=অ্যাবীস্কেজ নাইগ্রা)। শিরোবেদনাসহ বিবমিষা (অ্যাসের্. ক্রিয়ো: ন্যাট-সল্ফ: ক্যাপ্সী: ফাইটো: মার্ক:

অ্যাণ্ট-টার্ট) এবং পীতাভ তিক্ত শ্লেষ্মা বমিত হয় (আর্স: আয়োড: ওলীয়্যান্: প্লাম:)। কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিতে গেলে, কুলি করিলে পান বা আহারের সময় এবং বিশেষতঃ, হনুদ্বয় সংযুক্ত করিলে গ্রীবাতে বেদনা বোধ হয়। প্লীহা প্রদেশে অতীব্র বেদনা। তলপেট অত্যন্ত ব্যথান্বিত অনুভূত হয়। উদরাধ্মান। প্রাতে অতি কষ্টে অল্প অল্প বায়ু নির্গত হয় (ক্যাল্কে ফস্: হিপ্:) এবং তদন্তে উদরাময় জনক বেগ। শীতবোধ বশতঃ শিহরণ তৎসহ তলপেটে অত্যন্ত বেদনা (কলো:)।

মলান্ত্র ও মল।—মলদ্বার সঙ্কোচন (ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম্: থুযা)। উদরাময়,—মল তরল, তলপেটে দৌর্ব্বল্য এবং মলদ্বারে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন; আহারাদির পর, কিম্বা কেবল দিবাভাগে, কিম্বা রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আবির্ভাব; তৎসহ অত্যন্ত কুন্থন। মলত্যাগের পূর্ব্বে তলপেটে বেদনা। মলান্ত্র (Rectum) মধ্যে চাপবোধ, সন্ধ্যাকালে ও শয়িতাবস্থায় বৃদ্ধি। যন্ত্রণাদায়ক মলবেগ সত্ত্বেও মল নির্গত হয় না।

প্রস্রাব।—মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত (অ্যাকো: আর্স: বেল্: ক্যান্থা: ওপী: সিকেলী: সাইকীউ: ডাল্ক্যা: হায়ো: ল্যাকে: লরো),—মূত্র বিন্দু বিন্দু স্রাব হয় (ক্যান্থা: ক্লিমাট্: কোণা: কোপেব্: ডাল্ক্যা: ইউফব অ্যাগার: কষ্টি: ফস্: টেরিব্:)। দ্বিগুণ পরিমাণ মূত্রস্রাব, এমন কি রাত্রে পর্য্যন্ত (স্কীলা; অ্যাসিড্-ফস্:); রাত্রে অধিক (মিউরেক্স্-পা: ইউরেন্-নাই:)। মূত্র, জাফ্রানের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট বা গাঢ় পীতবর্ণ; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। মূত্র লালাময় ও রক্তাক্ত এবং অত্যন্ত প্রস্রাববেগ (এপীস্; ক্যান্থা: আর্স: ফের্-ফস্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রবল উত্তেজনা। সোপান আরোহণ কালে জননেন্দ্রিয়াদি অবশ বোধ হয়। ঋতু,—স্রাব অল্প পরিমাণ এবং ফিকা; তৃতীয় দিবসে জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ; বঙ্ক্ষণ-সন্ধি বা কুচকীতে (Hip joint) ও বস্তিকোটর মধ্যে অঙ্গগ্রহ বা খালধরার মত বেদনা। নিয়মিত সময়ের আট দিবস পূর্ব্বে আর্ত্তব স্রাব আবির্ভূত হয় (সাত দিবস পূর্ব্বে=কুরারী: দুই দিবস=ডিজিটেলিন্: ডার্কা:)। প্রসূতিদিগের স্তনে দুগ্ধাভাব (আর্টিকা; অ্যাসাফি: রিসিনাস্; অ্যাগ্নাস্ ক্যাস্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—গলমধ্যে ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাখণ্ড আবদ্ধ হইয়া থাকে, কাসিলে উঠে না। দীর্ঘব্যাপী এবং অবসাদক বা ক্লান্তিজনক কাসি,—রাত্রে এবং দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায়। ললাট দেশে ব্যথা এবং তৎসহ বক্ষমধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব। প্রচণ্ড কাসির প্রকোপ এবং দিবারাত্র বমন। বাম ফুস্ফুস্ মধ্যে হঠাৎ তীব্র বেদনার আবির্ভাব হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। বক্ষমধ্যে পক্ষতাড়নবৎ অনুভূতি সহ হৃদ্স্পন্দন। দক্ষিণ স্তনবৃন্ত প্রদেশে তীব্র বিদ্ধকারী বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহু ও উরু পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা; আক্রান্ত অংশ পিট পিট করে। শকটারোহণে ভ্রমণ কালে বাহু ও হস্ত অসাড় বোধ হয়। হস্তাঙ্গুলির নখতলে পুয সঞ্চিত হইয়া নখ উঠিয়া যায়। নিম্নাঙ্গাদিতে বাতবেদনা; বেদনা স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয় (পল্সে: ক্যালী-বাই:) এবং রোগী অস্থিরতা প্রদর্শন করে। রাত্রে পদতলে এবং পদাঙ্গুলিতে খাল্ ধরে। বিসর্পবৎ সমতল-পৃষ্ঠ স্ফীতি, তৎসহ কণ্ডুয়ন; অত্যন্ত

শীতার্ত্ত ও শৈত্য জনিত পীড়াপ্রবণ,—বায়ু প্রবাহ সংস্পর্শে বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত আলস্য বোধ বশতঃ রোগী অনবরত হাই তুলে এবং হস্তপদাদি বিস্তারিত করে (অ্যামিল্-নাইঃ)। লক্ষণাদি দক্ষিণ পার্শে বৃদ্ধি হয়। গাত্রের নানা স্থানে কুট কুট করে, -যেন বিছুটী লাগিয়াছে। নানা স্থানে কণ্ডুতি বা জ্বালাজনক কণ্ডুয়ন, কণ্ডুয়নে উপশম; শীতল জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয় (ক্যাম্প); এতজ্জনিত বেদনাদি ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিলে উপশমিত হয়। চর্ব্বণকালে গ্রীবার বাম পার্শ্বে তীব্র বেদনা। গ্রীবার বাম পার্শ্ব হইতে বাম বাহু পর্য্যন্ত আড়ষ্ট; ঈষৎ সঞ্চালনে বা আবর্ত্তনে বেদনার বৃদ্ধি এবং উত্তপ্ত লৌহ সংস্পর্শে উপশম হয়। পুরাতন ক্ষুদ্র-সন্ধি-বাত। পদস্বেদ স্তম্ভন জনিত তাণ্ডব প্রভৃতি রোগ।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা বা পর্য্যায়ক্রমে জাগরণ ও নিদ্রালুতা; অশ্লীল স্বপ্ন। ঘর্ম্ম হইলে পর যন্ত্রণার উপশম হয় না।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে; শীতল জল প্রয়োগে।

উপশম।- ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিলে; কেশপ্রসাদনে; উত্তপ্ত লৌহ সংস্পর্শে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রির পরে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—মাক-কর। আর্টিকা-ইউ: (স্বেদ, স্তনদুগ্ধ ও মূত্র বৃদ্ধি); মেডুসা (স্তন দুগ্ধ ও মূত্র), পাইনাস-সিল্: (বায়ুনলী মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও মূত্র); ফ্রাগে-ভেস্কা (স্তন দুগ্ধের হ্রাস); ক্যাম্প: (শীতল জল প্রয়োগে জ্বালা বৃদ্ধি); (শীতার্ত্ততা) পাইনাস-সিল্ আর্টিকা-ইউ:। (উত্তাপ বোধ) = এপীস, ভেস্পা: ক্লোর্যাল: (কিন্তু স্বেদোদ্গমে উপশম)। (তলপেটের স্পর্শাসহনীয়তা) = এপীস; আর্টিকা-ইউরেন্স। (বাত জনিত বেদনা) = ব্রাই: ডাল্ক্যা; (আমবাত, পাদগণ্ডির বাত) = আর্টিকা-ইউরেন্স।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ফ্র্যাগেরীয়া ভেস্কা

(FRAGARIA VESCA).

নামান্তর।—ষ্ট্র বেরি।

প্রস্তুতি।—সুপক্ক ষ্ট্র-বেরি নামক ফল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—শোথ; পৈত্তিক ভাব; নীহার স্ফোট; আক্ষেপ; বিসর্প; প্রমেহ; পট্টকৃমি; জিহ্বা কণ্টকময়; স্ফীতি; আঘাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—"জিহ্বা স্ফীত, আরক্তিম এবং উন্নত-কণ্টক-সমন্বিত,—ইহার একটী প্রাধন নির্ণায়ক লক্ষণ। প্রসূতিদিগের স্তনের আকারের খর্ব্বতা ও

দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস বা শোষণ, অপর্য্যাপ্ত গাঢ় আঠার ন্যায় স্বেদোদ্গম, শীতস্ফোট বা পাঁকুই, গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি,—প্রভৃতি কয়েকটী ইহার প্রধান ক্রিয়াফল। সংন্যাসজনিতবৎ শ্বাসরোধোপক্রম, অবসন্নতা, প্রমেহের পুনরাবির্ভাব, সমস্ত দেহের স্ফীতি, আমবাত প্রভৃতি ইহাদ্বারা সারিয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল নীলিমাময়। জিহ্বা স্ফীত,—মুখ হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে (ষ্ট্র্যামো: ব্যাসিলাই: ইন্যান্থি-ক্রোকেটা:), এবং আরক্তিম, ও উন্নত কণ্টক আকীর্ণ (বেল্: মার্ক-কর; স্যাপো: অ্যাণ্ট-টার্ট: এপীস ; হ্রাস-টক্স:)।

পাকাশয়াদি।—বমন, পাকাশয় ও উদর স্ফীতি, প্রবল শূলবেদনা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ,—বহুকাল অদর্শনের পর পুনরাবির্ভাব (অ্যাগ্নাস্-ক্যাষ্ট: ক্লীম্যাট্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্তন ক্ষুদ্র এবং দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যায় (ফর্মিকা:)। মৃতবৎসা-দিগের স্তনদুগ্ধ শোষণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী)।

শ্বাসযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি।—সংন্যাস আক্রমণজনিতবৎ হঠাৎ শ্বাসরোধোপক্রম। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রোধ বশতঃ রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। নাড়ী সূক্ষ্ম ও সবিরাম।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সমগ্র দেহ স্ফীত হইয়া উঠে (আর্স: চায়না ; হেলিবো:)—তৎসহ অবসন্নতা। উত্থানশক্তিরাহিত্য। আমবাত। বিসর্প বা সান্নিপাতাদি জ্বরে উৎপন্ন বেগুনী বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কার ন্যায় উদ্ভেদ।

জ্বর।—অপর্য্যাপ্ত গাঢ় আঠার ন্যায় স্বেদ স্রাব (অ্যান্থ্রা: ড্যাফনী ; ক্যালী-ব্রম্: প্লাম:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—এপীস ; অর্টিকা-ইউ ; অ্যাসিড-হাইড্রো:।

শক্তি।—মূল আরক ও প্রথম দশমিক ক্রম।

ফ্র্যান্সিসিয়া ইউনিফ্লোরা

(FRANCISCEA UNIFLORA).

নামান্তর।—ব্রেজেলিয়ান মনক্কা রুট।

প্রস্তুতি।—তাজা শিকড় হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ ;—শিরোবেদনা ; উপদংশ ; বাত ; সন্ধিবাত ; হৃদ্‌পিণ্ডের আবরণ-প্রদাহ।

উপযোগিতা ও আভাস।—বাতব্যাধি,—নূতন বা পুরাতন,—উগ্র বা অনুগ্র, হৃদ্বেষ্টনী-প্রদাহ এবং শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগে ইহা উপকারী।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, যেন একটি বন্ধনী দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে (ইথীউ: মাক: সল্‌ফ অ্যান্যক: অ্যাণ্ট-টার্ট: বারা আকীউই. ব্যাপ্টি ক্যাক্ট· অ্যাসিড কার্ব্বলিক চেলিড), শিরোপশ্চাতে, গ্রীবা পৃষ্ঠে এবং মেরুদণ্ডমধ্যে অস্ত্রাঘাত বা সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ বেদনা, সমগ্র দেহে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ এবং অবশেষে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গমান্তে সকল যন্ত্রণার উপশম।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাসিড্-কার্ব্বলিক্ মার্ক· সিফিলাইন্।

শক্তি।—তরুণ অবস্থায় এক ড্রাম মূল আরক ১০ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া পূর্ণ বয়স্ক রোগীকে প্রতি এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর এক চা চামচ্ পূর্ণ। পুরাতন অবস্থায়, আক্রান্ত অঙ্গে অত্যন্ত আড়ষ্টতা, অসাড়তা এবং হঠাৎ বা ক্রমান্বয়িক দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি থাকিলে, প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর মূল আরক বা ১ম দশমিক ক্রমের ৫ বিন্দু সেবনীয়।

ফ্র্যাক্সিনাস্ অ্যামেরিকেনাস্

(FRAXINUS AMERICANUS)

নামান্তর।—হোয়াইট্ অ্যাশ্।

প্রস্তুতি।—ছাল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—জরায়ুর পীড়া; জরায়ুর চ্যুতি; জরায়ুর অর্ব্বুদ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ বার্নেটের মতে জরায়ু-বিবৃদ্ধি জরায়ুর পশ্চাৎ বা সম্মুখ আবর্ত্তন (Retroversion or Anteversion), জরায়ুর স্থানচ্যুতি জরায়ুর বহির্নির্গমন (Prolapse) এবং গুরুভাববিশিষ্ট জরায়ু প্রভৃতিতে ইহা অব্যর্থ উপকারী; ইহা সেবনে জরায়ুর বন্ধনী সকল (Ligaments) স্বাভাবিক বল প্রাপ্ত হইয়া স্থানচ্যুত জরায়ুকে স্বস্থানে আকর্ষণ করে। নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ সহ জরায়ুর সূত্রবৎ তন্তুময় অর্ব্বুদাদিতেও বিশেষ উপকারী। জ্বরের পরবর্ত্তী ওষ্ঠক্ষত সঙ্কলনশীল শীত এবং সময়ে সময়ে উত্তাপাবির্ভাব প্রভৃতিও ইহাদ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্নায়বীয় অস্থিরতা, সহ বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন সহ শিরোবেদনা এবং তদন্তে জ্বরাবির্ভাব। শিরোপশ্চাতে ও গ্রীবাতে দপ্‌দপানি; জ্বরের পরবর্ত্তী ওষ্ঠক্ষত।

অন্ত্রাশয়াদি।—বাম বঙ্ক্ষণপ্রদেশে (Inguina=কুঁচকি) স্পর্শাসহনীয়তা; অন্ত্রাদির নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ উরুমধ্যে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়। মলকাঠিন্য (অ্যালেট্রিস্)। মূত্র পরিমাণে অল্প এবং ধূসববর্ণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুব আয়তন বৃদ্ধি, স্থানচ্যুতি সম্মুখ বা পশ্চাদাবর্ত্তন, বহির্নির্গমন এবং গুরুভার (ম্যাক্রটিন্-অ্যালেট্রস্-ফ্যাবি:)। জরায়ুর সূত্রবৎ তন্তুময়-অর্ব্বুদ।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হেলোনায়াস্; অ্যালেট্রস্-ফ্যাবি: ম্যাক্রটিন্, লিলিয়াম্-টাই: থ্ল্যাস্পি-বার্সা: সিপিয়া।

শক্তি।—মূল আবক পাঁচ হইতে বিংশতি বিন্দু পর্য্যন্ত (প্রত্যহ তিন চারিবার প্রযুজ্য।)

ফিউকাস্ ভেসিকীউলোসাস্

(FUCUS VESICULOSUS).

নামান্তর।—সি কেল্প।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক গাছড়ায় বিচূর্ণ বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্থূলতা; অজীর্ণতা; গলগণ্ড ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা স্থূলকায়ত্বের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, কারণ ইহা দেহস্থিত অপরিমিত মেদ আশোষণ ক্রিয়ায় সাহায্য করে; পরিপাক ক্রিয়ার দ্রুততা বিধান করে এবং উদর মধ্যে বাষ্প জননপ্রবণতার হ্রাস সাধন করে। অক্ষিগোলকের বহির্গমন (Exophthalmos) সহ গলগণ্ড রোগ ইহাদ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে (থাইরইডিন্: স্পঞ্জী: আয়োড্)। ইহার কয়েকটী নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—অসহনীয় শিরোবেদনা; ললাটদেশ বোধ হয় যেন একটী লৌহময় বন্ধনী দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, যেন ললাটদেশ দ্বিধা হইয়া যাইবে=অ্যামন্-কার্ব: বেল্: গ্লোন্: সিঙ্কো:; যেন এক শঙ্খদেশ বা রগ হইতে অন্য শঙ্খদেশ বা রগ পর্য্যন্ত একটী উত্তপ্ত ধমনী দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে ক্লোরাল্:, যেন ললাটের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটী কাষ্ঠফলক আবদ্ধ রহিয়াছে=ককীউ: হ্রাস্)।

ক্ষুধা ও পবিপাকশক্তিব বৃদ্ধি। আধ্মান বায়ুজনন-প্রবণতাব হ্রাস। দুবারোগ্য মলকাঠিন্য। আর্ত্তবস্রাবেব সময় শ্বাসবোধ হইবাব উপক্রম হইতেছে এইরূপ অনুভব।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ব্যাসিলাইন্‌ ব্যাডিয়েগা আয়োডাম্‌ ফাইটো: থাইবিড্‌।

শক্তি।—মূল আবক ১০ বিন্দু কবিয়া দুই তিন বাব সেবনীয়।

গেডাস্‌ মহুউয়া

(GADUS MORRHUA)

প্রস্তুতি।—কড্‌ মৎস্যেব মেরুদণ্ডের সর্ব্বোপরিবর্ত্তিত কশেরুকা (Vertebra)—চূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত বোগে ফলপ্রদ,—হাঁপানি; মূত্রাধাবেব পীড়া, অস্থি সম্বন্ধীয় পীড়া, কাসি, ক্ষয়কাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—"ওলীয়াম যেকোবিস অ্যাসেলাই"এব ন্যায় ইহাও শ্বাস, ক্ষয়কাস প্রভৃতি ফুস্‌ফুসা দব বোগে বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। লাইকোপোডীয়াম্‌ এবং অ্যান্টিম্‌-টার্টাবিকামেব ন্যায় ইহাব একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ "ব্যজন সঞ্চালনবৎ নাসাপুটদ্বয়েব আকুঞ্চন ও প্রসাবণ।" "আবোগ্য সম্বন্ধে নৈবাশ্য এবং মৃত্যু কামনা" এই লক্ষণটী অতি পবিস্ফুট হইয়া থাকে। কবতলেব জ্বালা এবং অস্থিমধ্যে বেদনাদিও ইহাব ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রগাঢ় বিষাদ, আবোগ্য সম্বন্ধে নৈবাশ্য (আর্স. ক্যাল্ক: ল্যাক্‌-ত্যান লিল্‌ টাই: মিডহ্রাইন পল্‌সে.), মৃত্যু কামনা না কবিয়া থাকিতে পাবে না (অ্যাণ্ট্‌ ক্রুড অবাম্‌, অবাম্‌-মিউ-ন্যাট বেল‌ হাইড্র্যাস ন্যাট সলফ অ্যাসিড নাই ফস্‌ প্ল্যাট, স্পঞ্জী সিফিলিন ক্রোটেল্‌-হবিড: ক্রোটেল্‌-ক্যাস্কা, গ্র্যাফ্‌.)।

নাসিকা।—নিদ্রাভঙ্গেব পব হইতে সমস্ত দিবস, যেন কত পবিশ্রম করিয়াছে, এইরূপ দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে এবং ব্যজন সঞ্চালনেব ন্যায় নাসাপুটদ্বয় আকুঞ্চিত ও প্রসাবিত হয়।

অন্ত্রাশয়।—উদব অত্যন্ত আধ্মান বায়ু দ্বাবা স্ফীত হইয়া উঠে। সমগ্র তলপেটে জ্বালাজনক উত্তাপানুভব (অ্যাসিড ফস‌ ক্যাম্ফা)। বক্ষঃস্থলে ব্যথা সহ উদবেব দক্ষিণ পার্শ্বে, বঙ্ক্ষণপ্রদেশে বা কুঁচকীতে এবং বৃক্কক মধ্যে তীব্র বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। উদরাময়, বা মল তরল।

প্রস্রাব।—মূত্রস্থলী যেন স্ফীত ও পূর্ণ বহিয়াছে এইরূপ অনুভব (ক্যালেড পল্‌সে:),

মূত্রস্থলী মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব (বার্বা: ক্যান্থা: লাই:) ; মূত্রত্যাগ প্রায় অসম্ভব (ক্যান্থা: কোণা: ইউফর্ব:)।

শ্বাসযন্ত্রে।—স্বর এত ক্ষীণ যে অনেক চেষ্টার পর তবে স্পষ্ট কথা উচ্চারিত হয় [অ্যামন্-কষ্টি: কষ্টি: চিনোপোড: ইগ: ফস্: পল্স:—উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে অক্ষম = অ্যামন্-কার্ব: কার্ব্বো-ভেজি: কিউপ্রাম: ডিজি: গ্র্যাফ: হিপ: ন্যাট্র-কার্ব: নিকোল্: অ্যাসিড নাই: ওলী-অ্যান্: প্যারিস্, ফস্: পল্সে: সিপী:]। সরল কাসি এবং সফেন গয়ার উঠা (আর্স: ড্যাফ: ওপী:)। বক্ষগহ্বরের অন্তরতম প্রদেশে বেদনা সহ "সাঁই সাঁই" শব্দকারী কাসির প্রকোপ (বেল্: ব্রাই: কষ্টি: ক্যামো: ইপিক্: অ্যান্ট্-টার্ট: পল্সে: স্যাম্বীউ: স্পঞ্জীয়া : সেনেগা ; সিপী-স্কীলা)। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত বাধা প্রাপ্ত—যেন বায়ুনলী সকল বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (অ্যাকো: আর্স: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: ইপিক্: অ্যান্ট-টার্ট: স্যাম্বীউ: ভেরেট ফস:)। বক্ষমধ্যে দ্রুত সঞ্চরণশীল তীব্র বেদনা—প্রথম নড়িলেই বেদনার বৃদ্ধি হয় কিন্তু পাদচারণকালে সমভাবে থাকে। সন্ধ্যাকালে উভয় ফুস্‌ফুসে, অতিশয় তীক্ষ বেদনা। কাসিলে (বোর: ব্রাই: মিফাইট স্যাবাড: সেনেগা), দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে এবং দেহসঞ্চালনে [আর্ণি: ব্রাই: গ্র্যাফ: মিফাইট: কোল্চি সেনেগা ;—দেহ সঞ্চালনে উপশম = ইউফব:) বক্ষবেষ্টনী মধ্যে ঘর্ষণজনিতবৎ ব্যথা অনুভূত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠ দেশের মধ্য ভাগস্থ কশেরুকা মধ্যে (Dorsal Vertebrae) তীক্ষ অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা বোধ। বাম জানুতে ঈষৎ ছেদনবৎ বেদনা অনুভূতি ; দণ্ডায়মান অবস্থায় বাম জানু আপনা হইতে মুড়িয়া যায়। উরুর অস্থির (Femur) শিরোদেশ হইতে জানুসন্ধি পর্য্যন্ত আঘাত জনিতবৎ ব্যথাযুক্ত বোধ হয় (ক্যাল্কে-কার্ব: ক্যাল্কে-ফস্: কঞ্চীয়োলিন্:)।

জ্বর, শীত, উত্তাপ ও স্বেদ।—কটিদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত শীতল (মিনীয়্যান্ সিকেলী ষ্ট্র্যাম্:)। বাহুদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক এবং উত্তাপযুক্ত (লিডাম: ম্যাগ-কার্ব অ্যাসিড নাই: নক্স ; পল্স: সল্ফ:—এক হস্ত উত্তপ্ত এবং অন্য হস্ত শীতল = ডিজি:—পর্য্যায়-ক্রমে একবার বাম হস্ত শীতল একবার দক্ষিণ হস্ত শীতল = ককীউ:)। করতল অত্যন্ত শুষ্ক উত্তপ্ত (ফের্: পলিপো: সল্ফ:), ও সন্ধ্যাকালে অসহনীয় বোধ হয় (ফের:) ; শীতাবস্থা রহিত জ্বর (অ্যানাক্: আর্স: অ্যাঙ্গাস: ন্যাট-মিউ:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ওলীয়াম্-যেকোরিস্ অ্যাসেলাই ; কঞ্চীয়োলিন্: ক্যাল্কেকার্ব্: গ্র্যাফ্: স্পঞ্জী: ওলীয়াম্-অ্যান্: মিনিয়্যান্: ফের পলিপো:।

শক্তি।—১ম হইতে ৩য় দশমিক বিচূর্ণ।

গ্যাম্বোজীয়া

(GAMBOGIA).

নামান্তর।—গামি গটি (Gummi Gutti)

প্রস্তুতি।—চীনদেশীয় এক প্রকার গঁদ বা আটার মত পদার্থ হইতে ইহার মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—গুহ্যদ্বারের পীড়া; পৃষ্ঠে বেদনা, শূল; পশ্চাৎ কটীশূল; অতিসার; চক্ষুপ্রদাহ; গলক্ষত, অন্ত্রের প্রদাহ।

উপযোগিতা ও আভাস।—উদরাময় বা অন্য প্রকার ভেদবমনাদিতে উপকারিতার জন্যই "গামি গাটি" বা গ্যাম্বোজীয়া বিখ্যাত। মল অতি পাতলা ও পীতবর্ণ কিম্বা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; গাঢ় আমময়,—দীর্ঘব্যাপী বেগের পর একেবারে সমস্ত মল বেগে নির্গত হয়; মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন উদর মধ্য হইতে একটা মহা অসুখকর পদার্থ নির্গত হইয়া গেল; মলদ্বার জ্বালা করে এবং বোধ হয় যেন মলদ্বার ক্ষতযুক্ত হইয়া গিয়াছে। মানসিক অবসাদ, বিমর্ষ ভাব, মুখে তিক্ত স্বাদ, জিহ্বা জ্বালাযুক্ত; অল্প ক্ষুধা; বেশ ক্ষুধা থাকিলেও সামান্য আহার করিলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়; অক্ষিপুট এবং অপাঙ্গ বা চক্ষুকোণের অত্যন্ত কণ্ডুয়ন,—শিশু নিরন্তর ঐ সকল অংশ কণ্ডুয়ন করে। উপক্ষত (Aphthae), —মুখমধ্যে এবং ওষ্ঠ ও গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশে গভীর ক্ষত উৎপন্ন হয়। পান বা আহারান্তে বিবমিষা ও বমন। পলাণ্ডু গন্ধ মূত্র,—সমগ্র গৃহ গন্ধে পূর্ণ হয়। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, শীর্ণতা এবং অত্যন্ত আলস্য ও দুর্ব্বলতা এই কয়েকটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—কি বিশ্রাম কালে, কি দেহ সঞ্চালনে এবং প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর, মস্তক ঘুরিতে থাকে (প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর শিরোঘূর্ণন=বে=বেল্: ক্যামো: গ্র্যানেট: গ্রাফ্: ম্যাগ-মিউ: ন্যাট-মিউ: নিকোল্: ফস্: ক্যালী-বাই: পল্‌সে: হ্রাস্: রীউটা; সিপী:)। পূর্ব্বাহ্নে মূর্দ্ধাদেশে আঘাতজনিতবৎ ব্যথা,—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম হয়। নিদ্রালুতা ও পৃষ্ঠবেদনা সহ শিরোমধ্যে অত্যন্ত ভারবোধ। মস্তকে উত্তাপ উত্থিত হইয়া ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

চক্ষু।—চক্ষের আভ্যন্তরিক কোণ অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত (অ্যাসিড-ফ্লু: বেল্:)—মর্দ্দনান্তে কষায় গুণবিশিষ্ট ও ত্বকক্ষয়কর জল পাত হয়; নির্ম্মল বায়ুতে উপশম। রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায়; প্রাতে অত্যন্ত জ্বালা করে। সন্ধ্যাকালে চক্ষু অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত হইয়া থাকে (কিউ-প্রম্:)। চক্ষুমধ্যে ভয়ঙ্কর জ্বালা এবং আলোক-কাতরতা,—অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার সময়; নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণকালে উপশম হয় এবং প্রাতে পুনরাবির্ভূত হয়। অক্ষিপুট ও অক্ষির আভ্যন্তরিক কোণ অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত,—শিশু নিরন্তর ঐ সকল অংশ মর্দ্দন করে।

গলমধ্য।—দক্ষিণ পার্শ্বে ভয়ঙ্কর হুলবেধবৎ বেদনা,—গলাধঃকরণ করিবার সময়, পূর্ব্বে ও পরে (এপীস্; বেল্: হিপ: ইগ্নে: মার্ক: পল্সে: ডিজি: ক্যালী-আয়োড: ল্যাকে লরো:)। কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেও গলমধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (ল্যাকে:)। কণ্ঠাভ্যন্তর স্ফীতিযুক্ত বোধ হয় (বেল্: অ্যাসিড-নাই: ক্যাল্কে: ল্যাকে:)।

পাকাশয়।—মুখের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত (ব্রাই: চায়না: ক্রোক্: ইল্যাট: গ্র্যাটী: নক্স-যুগ: ফাইটো:)। বিবমিষা, মুখমধ্যে জল সঞ্চয়, এবং উদ্গারের সহিত মুখমধ্যে অম্ল উত্থিত হয় (ক্যাল্ক-কার্ব: কার্ব্বো-ভেজি: কোণা: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-মিউ, নক্স.ভম: ফস্: পল্সে: রোবিন্: সল্ফ:)। পুনঃ পুনঃ ভেদ ও বমন এবং তজ্জনিত অবসাদ। সন্ধ্যাকালে ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা (ন্যাট-সল্ফ: থুয়া)। বেশ ক্ষুধা থাকিলেও সামান্য দুই এক গ্রাস আহার করিলেই উদর পরিপূর্ণ হইয়াছে বোধ হয় (অ্যামন্-কার্ব. ব্যারাই. ব্রাই: সাইকীউ: কোল্চি সাইক্ল্যাম্: লাই: প্রুণাস্-স্পাই: হ্রডো:)।

অন্ত্রাশয়।—পাকাশয় ও অন্ত্রাশয় শূন্য বোধ হয় (ক্যালেড: জেণ্টিয়ানা: ইগ্নে: ওলীয়্যান্: ককীউ: ব্রোম্: ফেল্যান্: সেনা) নাভীপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব সহ উদর স্ফীত ও অনমনীয় বোধ হয়। যকৃৎ প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালা (অ্যাকো: অ্যামন্-কার্ব: ব্রাই: ক্রোটেল্: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: মাক: ষ্ট্যান্. টেরিব:)। উদর মধ্যে হুড়্হুড়্ গুড়্গুড়্ শব্দ হয় (অ্যালো: এপীস; ন্যাট-সল্ফ: পল্সে.) মলত্যাগের পূর্ব্বে নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনবৎ বেদনানুভূত হয়।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—মল অত্যন্ত পাতলা এবং পীতবর্ণ, কিম্বা গাঢ় হরিদ্বর্ণ আমময়, দুর্গন্ধ এবং ত্বকক্ষয়কারক; প্রবল ও দীর্ঘব্যাপী বেগের পর একবারে সমস্ত মল সবেগে নির্গত হইয়া যায়;—বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগেরই অধিক হয়; সন্ধ্যাকালে এবং রাত্রে বা ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি; মলত্যাগের পূর্ব্বে হঠাৎ বেগ ও সমগ্র উদর মধ্যে উত্তাপ ও নখাঘাতবৎ অনুভব (অ্যালীউ. জেন্টীয়ানা); নাভিপ্রদেশে তীব্র ছেদনবৎ বেদনা অনুভব; ভয়ানক যন্ত্রণা বশতঃ রোগী হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। মলত্যাগান্তে মহা আরাম বোধ (নক্স),—যেন একটা অত্যন্ত অসুখকর পদার্থ উদর হইতে নিগত হইয়াছে; মলদ্বার অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত এবং ক্ষতযুক্ত মনে হয়। সময়ে সময়ে মলত্যাগান্তে তলপেটে ভয়ানক বেদনা হয়। মলকাঠিন্য,—মল কঠিন ও অল্প এবং অত্যন্ত বেগ সংযুক্ত; মলান্ত্রমধ্যে নিষ্পেষণ এবং জ্বালা; মলান্ত্রের বহির্নির্গমন (অ্যাসের: ক্যাল্কে: ডাল্ক্যা: গ্র্যানেট: ইগ্নে: ল্যাকে: মেজর: রীউটা:)।

প্রস্রাব।—দীর্ঘকাল ব্যবধানন্তর প্রস্রাব; মূত্র পলাণ্ডুগন্ধযুক্ত,—সমস্ত গৃহ গন্ধে পরিপূর্ণ হয়। প্রথমে কয়েক বিন্দুমাত্র নির্গত হইয়া থামিয়া যায় এবং পুনশ্চ মূত্রনালী মুখে অত্যন্ত জ্বালা সহ প্রস্রাব হইতে আরম্ভ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—উঠিয়া বসিলে উপশম হয় (হায়োসা:)। বুকাস্থি (Sternum) প্রদেশে পুনঃ পুনঃ অসহনীয় সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব।

প্রত্যঙ্গাদি।—নিতম্বদেশে অত্যন্ত বেদনা,—যেন আঘাত লাগিয়াছে। পশ্চাৎ

কটীর শেষভাগে (Coccyx) মধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা (ইউফর্ব:)। দক্ষিণ স্কন্ধের শিখরদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে হুলবেধবৎ বেদনা ও অসাড়তা অনুভব। দেহের নানা স্থানে কণ্ডুয়ন ও পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ "সড় সড়" অনুভব।

বৃদ্ধি।—বৃদ্ধ ব্যক্তি; শিশু, ঠাণ্ডা লাগিলে, সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে।

উপশম।—উঠিয়া বসিলে, নির্ম্মল বায়ু সেবনে এবং দেহ সঞ্চালনে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ক্যাম্ফো: ক্যালী-কার্ব: ক্রোটেন্-টিগ: অ্যালো: পডো: পল্‌সে: ইল্যাট: ভেরেট: অ্যাপোসাইন্-ক্যান:।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর: কফিয়া: কলোসি, ক্যালী-কার্ব্ব: ওপিয়ম।

তুলনীয়।—পল্‌স (কাস), অ্যাপোসাইন (অতিসার) ক্রোটন (অতিসার)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

গল্‌থিরীয়া

(GAULTHERIA PROCUMBENS).

নামান্তর।—উইণ্টার গ্রীন্।

প্রস্তুতি।—তাজা গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—পাকাশয় প্রদাহ; স্নায়ুশূল; পার্শ্বশূল; বাত; গৃধ্রসী বা পায়ে ঝিন্‌ঝিনে বাত।

উপযোগিতা ও আভাস।—তরুণ ও প্রবল পাকাশয়-প্রদাহ (Gastritis) ইহার প্রধান ক্রিয়া,—দীর্ঘব্যাপী বমন,—যে কোন দ্রব্য হউক না কেন, এমন কি জল পর্য্যন্ত পাকস্থলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বমনের পুনরাবির্ভাব হয়। এতৎসহ প্রাদাহিক বাতবেদনা, বক্ষপার্শ্বে বেদনা (Pleurodynia), কটিস্নায়ুশূল (Sciatica) প্রভৃতি বিবিধ প্রকার স্নায়ুশূলের অবস্থা বিশেষে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লক্ষণাবলী।

পাকস্থলী।—পাকস্থলীর বিকৃতাবস্থা ও পীড়াপ্রবণতা সত্ত্বেও দুর্দ্দমনীয় ক্ষুধা, দীর্ঘব্যাপী বমন,—যাহা কিছু আহার করে, এমন কি শীতল জল পর্য্যন্ত পান করিলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যায়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে তীব্র বেদনা, অঙ্গুলি দ্বারা নিষ্পেষণ করিলে বেদনার বৃদ্ধি সংঘটিত হয়; ধীরে ধীরে বাধা প্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে থাকে, রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে এবং তাহার গাত্র উত্তাপযুক্ত অনুভূত হয়। জিহ্বা শুষ্ক, মসৃণ এবং ঈষৎ স্ফীতিযুক্ত; স্ফীতিবশতঃ কথা স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না (ডাল্‌ক্যা: লাই:)।

শ্বাসযন্ত্র।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যন্ত্রণা সহ শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া ব্যাঘাতযুক্ত এবং ধীরে সম্পাদিত হয়। বক্ষপার্শ্বে বেদনা তৎসহ ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ঝিল্লির সম্মুখাংশে তীব্র বেদনা (ডাঃ ফ্যারিংটন)।

স্নায়ুমণ্ডলী।—অক্ষিপুট মুখ পাকাশয়, ডিম্বাধার ; জরায়ু এবং আর্ত্তব সম্বন্ধীয় স্নায়ুশূল ; কটিস্নায়ুশূল ও তরুণ প্রাদাহিক বাতব্যাধি।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আসিড-স্যালিসাইলিক: ব্রাই: আর্স: হ্যাস: স্যালল, ক্যাল্মীয়া ; লিডাম্‌।

শক্তি।—মূল আরক ও ১ম দশমিক ক্রম।

জেল্‌সিমীয়াম্‌

(GELSIMIUM SEMPERVIRENS).

নামান্তর।—ইয়োলো জেসামিন্‌।

প্রস্তুতি।—মূলের ছাল হইতে মাদার টিংঞ্চার বা মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অন্ধত্ব ; স্বরভঙ্গ ; পৈত্তিক জ্বর ; স্নায়ুশূল ; মস্তিষ্কের বিকৃতি, মস্তিষ্ক মেরুমজ্জার ঝিল্লীর প্রদাহ ; চক্ষুর পীড়া ; সর্দ্দি ; কোষ্টবদ্ধ ; আক্ষেপ ; বধিরতা ; ডেঙ্গুজ্বর, অতিসার ; উপঝিল্লী প্রদাহ ; রক্তামাশয় ; বাধক ; মানসিক উদ্বেগ জনিত উপসর্গ ; মৃগী, জ্বর ; ভয় ; প্রমেহ ; হাপানি ; শিরঃপীড়া ; উত্তাপজনিত উপসর্গ ; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া ; মূর্চ্ছবায়ু ; সবিরামজ্বর ; কামলা ; প্রসববেদনা ; যকৃতের পীড়া ; গতিশক্তিপ্রদ পেশীর ও স্নায়ুর পীড়া, উন্মাদ ; হাম ; মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ ; রজঃস্বল্পতা বা রজোবন্ধ ; প্রচুর রজঃস্রাব ; পেশীশূল ; চক্ষুর পাতার নর্ত্তন ; অন্ননলীর সঙ্কোচন বা পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাত ; অর্দ্ধাঙ্গপক্ষাঘাত ; বা একাঙ্গের পক্ষাঘাত ; গর্ভিনীর অণ্ডলালাযুক্ত মূত্ররোগ ; অক্ষিপুট পতন ; সূতিকাক্ষেপ ; স্বল্পবিরামজ্বর ; অক্ষিমুকুরের বিচ্ছিন্নতা, আমবাত ; অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার পরিণাম ; নিদ্রার ব্যতিক্রম ; আক্ষেপ ; সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শিরঃপীড়া ; সূর্য্যাঘাত ; দন্তোদ্গমকালীন পীড়া ; মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ; তামাকুর অপব্যবহার ; জিহ্বার পীড়া ; দন্তশূল ; কম্পন ; জরায়ুর শিরোঘূর্ণন ; স্বর-লোপ ; মসীজীবির হস্ত কম্পন বা খালধরা ইত্যাদি পীড়ায় ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা শিশু, যুবা ও স্নায়ু-প্রধানা, দ্রুত-পরিবর্ত্তনশীল-স্বভাবাপন্না রমণীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী (১) স্থির হইয়া থাকিতে ইচ্ছা, তাহার ইচ্ছা কেহ তাহাকে না বিরক্ত করে ; কথা কহিতে চাহে না বা কেহ তাহার নিকট

থাকে এরূপ ইচ্ছা করে না; সদা মৃত্যু ভয়, আদৌ সাহসহীন। পড়িয়া যাইবার ভয়ে ধাত্রীকে শয্যাপার্শ্ব ধরিয়া রাখে বা থাকে; ক্রোধ বা উত্তেজনা প্রবণ এবং অভিমানী; যে সকল স্ত্রী বা পুরুষ অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করে। ভীতি, আশঙ্কা বা উত্তেজক সংবাদাদি জনিত পীড়াদি। প্রত্যহ সম্পাদনীয় কার্য্যাদি ব্যতীত অন্য কোনরূপ অসাধারণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইলেই—যথা কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করা, রমণীদিগের শ্বশুর বাটী যাইতে হইবে জানিলেই বা দশ জনের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইলেই,—তাহার পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ উপস্থিত। (২) রৌদ্রে বা গ্রীষ্মের উত্তাপে মানসিক বা শারীরিক অবসাদ। (৩) মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-প্রদাহ (Cerebro-Spinal Meningitis),—মস্তক এক পার্শ্বে হেলিয়া থাকে। শিরোঘূর্ণন,—অস্পষ্ট দৃষ্টি, দ্বিদর্শন বা দৃষ্টিহীনতা সহ জিহ্বা পুরু ও অবশ বোধ হয়, দেহ সঞ্চালন করিতে গেলে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে। দক্ষিণ-পার্শ্বগত-শিরোবেদনা, এতৎসহ দক্ষিণ অক্ষিগোলকের উদ্ধাংশে ব্যথা, উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল এবং আরক্তিম নয়নদ্বয়, বহুল পরিমাণে মূত্র নির্গমান্তে শিরোবেদনার শান্তি হয় এবং মানসিক পরিশ্রম, ধূমপান, রৌদ্রোত্তাপ সংস্পর্শে এবং নিম্নশিরে শয়ন করিলে বৃদ্ধি হয়। চক্ষুদ্বয়ের উপর দিয়া মস্তক বেষ্টিত করিয়া যেন একটী বন্ধনী বাঁধিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। (৪) পৈশিক ক্রিয়া-পারম্পর্য্যের অভাব (Want of Co-ordination of the muscles);—অর্থাৎ রোগীর ইচ্ছানুসারে পেশী সকল কার্য্য করে না। সমগ্র পেশীমণ্ডলী শ্লথ বা শিথিল হইয়া পড়ে এবং গতিশক্তি-বিধায়িনী স্নায়ুমণ্ডলীর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। জিহ্বা, বাহু, পদ ও সমগ্র দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ ও কম্পনশীল। (৫) উদ্ধ অক্ষিপুটদ্বয় অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—চক্ষু উন্মীলন করিয়া থাকিতে পারে না। (৬) রোগীর মনে হয় যেন সে অনবরত দেহ সঞ্চালিত না করিলে তাহার হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে (দেহ সঞ্চালন করিলেই হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে=কোকেইন্‌; ডিজিটেলিস)। (৭) তৃষ্ণারহিত জ্বর,—স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে চাহে,—শীতাবস্থায় ভয়ানক কম্পন,—চাপিয়া ধরিতে বলে। শীত বশতঃ সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে।

লক্ষণাবলী।

মন।—মৃত্যুভয় (আর্স; ল্যাক্-কন্যান্; অ্যাকো; অ্যাক্টী; নক্স;)। স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে চাহে; কেহ তাহাকে বিরক্ত করে এরূপ ইচ্ছা করে না; কাহারও সহিত কথা কহিতে চাহে না বা কেহ তাহার নিকটে থাকে এরূপ ইচ্ছা করে না। শিশুগণ পড়িয়া যাইবার ভয়ে ধাত্রীকে বা শয্যাপার্শ্ব ধরিয়া থাকে (বোর‍্যাক্স; স্যানিক্;)। উত্তেজনা বা ক্রোধ প্রবণ ও অভিমানী স্বভাব; অস্বাভাবিক উপায়ে স্বীয় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করে (ক্যালী-ফস্;)। ভীতি, আশঙ্কা বা হঠাৎ উত্তেজনাজনক সংবাদাদি জনিত পীড়া (ইগ্নে;—অপ্রত্যাশিত আনন্দ সংবাদ জনিত=কফীয়া)। নিদ্রাগত হইলেই বিকারগ্রস্ত হয়,—অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে; অত্যন্ত বকে, চাকচিক্যময় চক্ষু, এক রগ হইতে অন্য রগ পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা। আদৌ সাহসহীন। প্রত্যহ সম্পাদনীয় কার্য্যাদি ব্যতীত অন্য কোনরূপ অসাধারণ

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বা যোগ দিতে হইবে, বালিকাদিগকে শ্বশুরালয় যাইতে হইবে ইত্যাদি জানিতে পারিলেই,—উদরাময়ের আবির্ভাব হয়; দশ জনের সমক্ষে বহির্গত হইলেই মহা লজ্জা ও ভয় (আর্জেণ্ট-নাই:)। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা (আর্জেণ্ট-নাই: গ্লোন্:)। স্বীয় পীড়ার বিষয় চিন্তা করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় (ব্যারাই: ক্যাল্‌কে-ফস্: কষ্টি: হেলোন্: মিডঙ্গন্: অ্যাসিড-অক্সাল্: পেট্রোল্:)। রোগীকে আত্মীয় বিরহের কথা স্মরণ করিয়া দিলে তাহার পীড়ার বৃদ্ধি হয়। ঝটিকাদি আবির্ভাবের পূর্ব্বে অত্যন্ত অসুখী বোধ করে (হ্রডো:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—শিরোপশ্চাৎ হইতে সঞ্চারিত হয় (সাইলী:) তৎসহ—দ্বিদর্শন, অস্পষ্ট দৃষ্টি এবং দৃষ্টি রাহিত্য; চলিতে গেলে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে। শিরোবেদনা,—বেদনা আবির্ভাবের পূর্ব্বে দৃষ্টি লোপ (ক্যার্লা-বাই),—বহুল পরিমাণে প্রস্রাবান্তে উপশম; গ্রীবা পশ্চাতস্থিত মেরুদণ্ড হইতে বেদনা সঞ্চারিত এবং মস্তকের উপর দিয়া সম্মুখে বা ললাট দেশে অবস্থিত হয় এবং ললাট ও অক্ষিগোলক যেন বিদার্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ অনুভব করে (স্যাঙ্গিউই: সাইলি:), বৃদ্ধি—মানসিক পরিশ্রমে (অ্যাসের: অরাম্; ল্যাক্: নক্স: পল্‌সে: সাইলী: সল্‌ফ:), ধূমপানে (অ্যাকো: অ্যাণ্ট ক্রুড ইগ্নে ম্যাগ কার্ব:—ধূমপানে উপশম=ডায়াডেমা),—রৌদ্রোত্তাপে (ল্যাকে: ন্যাট-কার: নক্স: গ্লোন্:) এবং নিম্ন মস্তকে শয়ন করিলে; বোধ হয় যেন চক্ষুর উপর দিয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে একটা বন্ধনী রহিয়াছে (অ্যানাক্: অ্যাণ্ট-টাট: বার্বা-অ্যাকীউই: ব্যাপ্: ক্যাক্ট অ্যাসিড-কার্ব্বলিক্ চেলিড: সল্‌ফ:); মস্তকের ত্বকে স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (অ্যাম্ব্রা, কার্ব্বো-অ্যান্: সিস্কো ফের্: ক্রিয়ো:)। [ল্যাক্-ডিফ্লোরেটামেতেও শিরোবেদনার সময় বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হয় কিন্তু তাহাতে বেদনার বিশেষ উপশম হয় না—ডাঃ ন্যাশ]। শিরঃপীড়া,—দক্ষিণ রগে অধিক, প্রাতে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে চরম বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং দেহ সঞ্চালনে ও আলোকে বৃদ্ধি হয় (ল্যাক্-ডিফো: ম্যাগ-মিউ সাইলি:),—উপশম=শয়নান্তে (ব্রাই: ওলীয়্যান্:) এবং নিদ্রা ও বমনান্তে (স্যাঙ্গিউইন্:); মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত ও চক্ষু আরক্তিম প্রতীয়মান হয়। মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-প্রদাহ,—মস্তক পার্শ্বের দিকে উল্‌টান হইয়া থাকে,—উত্থান শক্তি রাহিত্য, অসাড়তা ও কম্পন এবং তৎসহ ভয়ঙ্কর শীতবোধ ও বিস্ফারিত তারকা।

চক্ষু।—চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ। অক্ষিপুটদ্বয় অত্যন্ত ভারযুক্ত বোধ হয় (গ্লাস: সিপী:—চক্ষু উন্মীলিত ও একদৃষ্টি=লবো: ষ্ট্র্যামো:); নয়ন উন্মীলিত করিয়া রাখিতে পারে না (কষ্টি. কলোফিল্: গ্র্যাফ: সিপী:); অক্ষিপুটদ্বয়ের পক্ষাঘাত। দ্বিদর্শন—অর্থাৎ একটী বস্তু দুইটী দেখা; কেবল মাত্র পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিলে এইরূপ দর্শন হয়, সম্মুখ দিকে সমরেখ ভাবে দৃষ্টি করিলে থাকে না; রাস্তার কোন্ পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে বলিতে পারে না। চক্ষুর কৃষ্ণাবরক প্রদাহ, তাহা হইতে রস পড়ে;—শিরোপশ্চাতে বেদনা,—উত্তাপ প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম। চক্ষুর তির্য্যক দৃষ্টি (=অ্যালীউ:—কেবলমাত্র দক্ষিণ চক্ষুর=অ্যালীউমেন),—চক্ষুতারকা নাসামূলের নিকটবর্ত্তী হয়। উপঝিল্লি প্রদাহ বা ডিপথিরীয়ার পর চক্ষুদ্বয়ের পৈশিক পক্ষাঘাত

(অ্যাণ্টোনিন্: কষ্টি· ডিফথিরিন্:)। গর্ভাবস্থায় দ্বিদর্শন ও অন্ধভাব। হস্তমৈথুন জনিত তিমিরদৃষ্টি (= ফস: ট্যাব:)। চক্ষুর ঊর্দ্ধাংশে ব্যথা সহ চতুর্দ্দিকে ধূমময় দর্শন (ক্যাষ্টোর: ক্রোটন; ল্যাক্টী: ওলীয়্যান ক্যাল্মী স্যাবাই: সাইক্ল্যাম: ফস)।

কর্ণ।—হঠাৎ কাণে তালা লাগিয়া যায় এবং ক্ষণস্থায়ী বধিরতার আবির্ভাব হয় (অ্যাসের ম্যাঙ্গে: সাইলি স্পাই ফাইটো ক্রোটল্ – কর্ণমধ্যে "দম" করিয়া শব্দ হইবার পর বধিরতা অপসারিত হয় – সাইলি — নাসিকা পরিষ্কার করিবার সময় ঐ শব্দ হইয়া বধিরতা দূর ম্যাঙ্গে· মাক. সাইলী:—গলাধঃকরণ করিবার সময় ঐরূপ শব্দ হইয়া বধিরতা দূর হয় = মার্ক:); কর্ণমধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে (বেল ব্যারাই চায়না; ক্যামো: কফী. ল্যাকে: ন্যাট-মিউ· নক্স ফস:)। গলমধ্য হইতে মধ্যকর্ণ পর্য্যন্ত ব্যথা সহ সর্দ্দি-জনিত-বধিরতা (আর্স· ক্যালকে কর্ব্বো-ভেজি লিড মাক পল্‌সে)। কুইনিন অপব্যবহার বা অতি ব্যবহার জনিত বধিরতা [আর্স ক্যাল্‌কে কার্ব্বো-ভেজি. অ্যাসিড-ফস পল্‌সে:] এবং বাকশক্তির লোপ। সর্দ্দি জনিত কর্ণশূল (ক্যাল্‌কে মাক:)।

নাসিকা।—নাসিকা মধ্যে সড সড ও পূর্ণতানুভব (লবো· প্যাবিস) সহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সাইক্ল্যাম্: পীয়োন্ ক্যালী-বাই প্ল্যাট্. টিউক্রি:)। প্রভাতে পুনঃ পুনঃ হাঁচি (কষ্টি ক্রিয়ো: পল্‌সে); নাক দিয়া জল পড়ে (আর্স সীপা, ইউফ্রে ডাল্‌কা: ল্যাকে: পল্‌সে মার্ক· মেজের)। জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সাইক্ল্যাম অ্যালীয়াম-সীপা: ইউফ্রে. আর্স ডাল্‌ক্যা); স্রাব ত্বকক্ষয়কারক এবং নাসারন্ধ্রকে ক্ষতযুক্ত করে (সীপা: আর্স: আর্স-আয়োড: মর্ক:); নাসামূল হইতে গ্রীবা ও কণ্ঠাস্থি পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও পূর্ণ অনুভূত হয় (অ্যাগ্নাস; হায়ো, মিনীয়্যান: পেট্রোল পল্‌সে: বীউটা)।

মুখমণ্ডল।—উত্তাপযুক্ত, স্ফীত, আরক্তিম এবং মত্ততাব্যঞ্জক—(ব্যাপ্টিশীয়ার মত অত অধিক মত্ততা-ব্যঞ্জক নহে; ওপী:)। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, উত্তপ্ত এবং লেপান্বিত; দীর্ঘকাল কথোপকথনান্তে উপরের ওষ্ঠ অবশ হইয়া যায়। মুখমণ্ডল পীতবর্ণ। অক্ষি কোটরের স্নায়ুশূল (Orbital Neuralgia),—আক্রান্ত পার্শ্বের পেশী সকল সঙ্কুচিত ও স্পন্দিত হইতে থাকে। হনুদ্বয় বা চোয়াল আড়ষ্ট এবং পরস্পর দৃঢ় সংবদ্ধ (কষ্টি: কোলচি স্যাঙ্গিউই: গীবিড.)। নীচের চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে (ওপী: কোল্‌চি: লাই· ব্যাপ্টি চিবুক নিরন্তর স্পন্দনশীল)।

মুখাবরব।—জিহ্বা,—কম্পনশীল এবং অতি কষ্টে বহির্গত করিতে পারে (ল্যাকে: কিন্তু জেল্‌সিমিয়ামের জিহ্বা ল্যাকেসিসের ন্যায় অত শুষ্ক নহে। ডাঃ ন্যাশ বলেন "জিহ্বার কম্পন অত্যন্ত অবসাদের লক্ষণ, রোগের প্রথমাবস্থায় ঐরূপ হইলে জেলসিমিয়াম; শেষভাগে হইলে ল্যাকেসিস।" জিহ্বা বহির্গত করিলে কম্পিত হইতে থাকে (বেল: ল্যাকে: সিকেল: —কম্পান্বিত জিহ্বা = আর্স: বেল· জেলসি ল্যাকে: লাই সিকেল:—বহির্গত করিবার সময় কম্পিত হয় = ল্যাকে: ষ্ট্র্যামো)। দুর্গন্ধ নিশ্বাস ও জিহ্বা পীত-শ্বেত লেপান্বিত (আর্স: সাইক্ল্যাম: ক্যালী-বাই. সিকেল:)। জিহ্বা,—পরিস্রাব পরিচ্ছন্ন কিম্বা পাতলা লেপাবৃত (কিন্তু তাহাতে ব্যাপ্টিশীয়ার ন্যায় কৃষ্ণাভ রেখা থাকে না)। জ্বরের শীতাবস্থায় জিহ্বা পুরু

লেপাচ্ছন্ন থাকে। জিহ্বা অসাড় এবং এত পুরু বা স্ফীত বোধ হয় যে রোগী স্পষ্ট কথা বলিতে পারে না,—জিহ্বার আংশিক পক্ষঘাত (কষ্টি: কোণা; হায়ো.)। মস্তিষ্ক মূলে রক্ত-সঞ্চাধিক্য বশতঃ, জিহ্বা এবং শ্বাসনলীআবরক ঝিল্লি (Glottis) আংশিক পক্ষাঘাতযুক্ত এবং কথা মাতালের ন্যায় অস্পষ্ট (কষ্টি: সিকেল্:)। মুখের লালা পীতবর্ণ,—যেন শোণিতমিশ্রণ বশতঃ এইরূপ হইয়াছে (রক্তবৎ লালা = আর্জেণ্ট: আর্স: ক্যান্থা: হায়ো: ক্যালী-আয়োড মার্ক: নক্স: হ্রাস: থুযা:)। মুখের স্বাদ অত্যন্ত পূতিময়, এবং বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত (আর্স: আর্নি: ব্যাপ: মার্ক:)। মুখবিবর আঠাময়,—তৎসহ তৃষ্ণা ও ক্ষুধারাহিত্য (অসহনীয় আঠাময়—ফস: —আঠাবৎ শ্লেষ্মাপূর্ণ—মাক:)। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং কৃষ্ণাভ শ্লেষ্মাবৃত (ওষ্ঠদ্বয় গাঢ় লাল ও শুষ্ক = বেল: নীলাভাযুক্ত লালবর্ণ ; কাল বা ধূসরবর্ণ = আর্স—শুষ্ক, ও ধূসর বর্ণ = নাইট্-স্পিরিট-ডাল.—আঠাবৎ পদার্থলিপ্ত = কোল্‌চি: আর্স—শল্কময় ওষ্ঠ = আর্স—কাল আঠাবৎ পদার্থ লিপ্ত = আর্স: চায়না ; ফস:)।

গলমধ্য।—গলমধ্য বোধ হয় যেন পরিপূর্ণ রহিয়াছে (অ্যামন-কার্ব·) ; জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিদ্বয় (Tonsils) প্রদাহান্বিত এবং স্ফীত,—অধিকাংশ স্থলে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিই আক্রান্ত হয় বা প্রদাহ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হয় (লাই:—বাম দিক হইতে আরম্ভ হয় = ল্যাকে:—পার্শ্বপরিবর্ত্তনশীল = ল্যাক-ক্যান:)। গলমধ্য শুষ্ক (ব্রাই: লাহ: নক্স:-মস: ওলী-অ্যান:) এবং জ্বালাযুক্ত (কষ্টি: অ্যামন-কষ্টি: ক্যাম্ফো: ক্যান্থা: ইউফর্ব: ল্যাকে: ওলী-অ্যান: র‍্যাণান: স্কীলা:)। বোধ হয় যেন কি একটা গলমধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (ব্যারাই: বেল: ক্যামো: গ্র্যাফ: হিপ: ইগ্নে: ল্যাকে: লোবেল: মাক· ন্যাট-মিউ: নক্স ; ওলী-অ্যান: প্লাম: সিপী:),—গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিলেও উহা স্থান-ভ্রষ্ট হয় না। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে কর্ণমধ্যে তীব্র ব্যথা অনুভব হয় (ম্যাঙ্গে: হিপ: নক্স:)। কোন দ্রব্য সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে না ;—গলাধঃকরণ করিবার সাহায্যকারী পেশীর পক্ষাঘাত। বোধ হয় যেন কণ্ঠ হইতে নাসারন্ধ্র মধ্যে অত্যন্ত উত্তপ্ত জল প্রবাহিত হইতেছে।

পাকস্থলী।—তৃষ্ণা,—কেবল স্বেদোদ্গম কালে ক্ষুধা যথেষ্ট কিন্তু সামান্য আহার করিলেই তৃপ্তি বোধ হয়। অম্ল উদ্গার (অ্যালীউ: জেণ্টীয়ানা, ক্যালী-বাই: অ্যাসিড-নাই: পড়ো: নক্স: ফস্:)। বিবমিষা সহ শিরোবেদনা ও শিরোঘূর্ণন (শিরোবেদনা সহযুক্ত = অ্যাসের্: চিনিন্ সল্‌ফ: সাইকীউ: ক্যাল্মী: ফাইটো:—শিরোঘূর্ণন্ সহ = ক্যালেড: ক্যাল্‌কে-ফস্: ক্যালী-বাই: মাক:)। পাকস্থলী পরিপূর্ণ ও ভার বোধ হয়, বস্ত্রাদির চাপ্ লাগিলে বৃদ্ধি হয় (অ্যামন্-মিউ: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভে: কষ্টি: কফী: ক্রিয়ো: ল্যাকে:)। পাকস্থলী শূন্য অনুভূত হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ক্যালেড· জেণ্টীয়ানা ; গ্যাম্বো: হগ্নে: সিপী· ন্যাট-কার্ব: আহারান্তে = ন্যাঙ্গিউই: সার্সা ;—আহারান্তে পাকাশয় অত্যন্ত পরিপূর্ণ বোধ হয় = চায়না ; লাই: নক্স ; ব্রাই: পল্‌সে:)।

অন্ত্রাশয়।—হঠাৎ উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা বশতঃ রোগী চীৎকার করিয়া উঠে এবং তদন্তে পেট সাঁটিয়া আছে এইরূপ বোধ করে। উদর আবরিকা ঝিল্লী (Peritoneum)

অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ (এপীস্, বাই)। দক্ষিণ কুক্ষিতে স্পর্শাসহনীয়তা অনুভূত হয়। উদর মধ্যে হুড়্‌হুড়্‌ গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ হয় এবং উর্দ্ধ ও অধঃ—উভয় পথেই বায়ু নির্গত হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যবধানান্তর অন্নশূল এবং সন্ধ্যাকালে পীতবর্ণ তরল মল নির্গত হইতে থাকে।

মলাশয় ও মল।—সবিরাম জ্বর সহ উদরাময় (সিনা, হ্রাস)। হঠাৎ শোক, ভীতি বা দুঃসংবাদ জনিত উদরাময়। অতি তরল মলও সহজে নির্গত হয় না,—যেন মলদ্বারাবরোধক পেশীর সঙ্কোচন বশতঃ ব্যাঘাত হইতেছে (হিপ্‌, অ্যানাক্‌ কাব্বো-ভেজি চায়না, ডায়াডেমা, নক্সমস হ্রুডো.)। মলদ্বারাবরোধক পেশীর পক্ষাঘাত (বেল্‌ হায়ো. এবং মলদ্বারের বহির্গমন বা স্থানচ্যুতি (ক্যালকে পডো: রীউটা, হগে: থিবিড্‌:)। মল পীতবর্ণ ও তরল, এবং পিত্তময়,—কখনও বা জমাট্‌ দুগ্ধবৎ, বা কর্দ্দমবৎ আবার কখনও বা হরিদ্বর্ণ। আমরক্ত বাগ,—রক্তাক্ত ও আঠাবৎ মল।

প্রস্রাব।—বহুল পরিমাণ মূত্রত্যাগের পর শিরোবেদনার উপশম (ল্যাক্‌ ডিফ্লোরেটাম্‌)। মূত্রস্থলীর দ্বারাবরোধিনার পক্ষাঘাতবশতঃ অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব—বিশেষতঃ স্নায়ুপ্রধান শিশুদিগের (কষ্টি স্কালা, হ্রাস্‌, ডাল্‌কা স্যাট্‌ মিউ)। মূত্রস্থলীর সঙ্কোচন বশতঃ বৃথা বেগ। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রস্থলী মুখে কণ্ডুয়ন বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ। মূত্রকৃচ্ছ্র, অসাড়ে মূত্রস্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—ইন্দ্রিয়াদি উত্তাপরহিত ও শিথিল (ক্যালেড্‌: কোণা: সেলিন্‌)। শিশ্নের শিথিল অবস্থায় এবং মলত্যাগকালে অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন বা শুক্রক্ষরণ (Spermatorrhœa ডিজিটেলিন অ্যাসিড্‌ ফস অ্যালীউ হস্কীউ হিপ্‌: সেলিন্‌:), সামান্য উত্তেজনায় রেতঃস্খলন হয়। প্রমেহ, প্রথমবস্থা,—স্রাব অল্প এবং ত্বক্‌ক্ষয়কারক—যন্ত্রণা সামান্য কিন্তু অত্যন্ত উত্তাপ, মূত্রনালীমুখে জ্বালা, গৌণ (secondary) প্রমেহ, অর্থাৎ একবার বিলুপ্ত হইবার পর পুনরাবির্ভূত প্রমেহ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাধক (Dysmenorrhœa),—প্রথমে শিরঃপীড়া, বমন, মস্তকে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য, মুখমণ্ডল গাঢ় আরক্তিম, তৎসহ অন্ত্রাদির নিম্নাকর্ষণ গতি, জরায়ু বোধ হয় যেন একটা বন্ধনী দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে তীব্র প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা,—ঐ বেদনা কটি ও ত্রিকাস্থি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। প্রসব বেদনা,—জরায়ুদ্বারের অপ্রসারণীয়তা (rigidity বা অনম্যতা) বশতঃ বেদনা অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী (অ্যাকো কলোফিল্‌ অ্যাক্টী), কিম্বা সম্মুখ দিক হইতে পশ্চাদ্দিকে বেদনার সঞ্চার এবং জরায়ু উর্দ্ধগামী হইতেছে এইরূপ বোধ সহ দীর্ঘস্থায়ী প্রসববেদনা, বেদনা জরায়ু ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। প্রদর,—স্রাব শ্বেতবর্ণ এবং থাকিয়া থাকিয়া এক একবার বহুল পরিমাণে বেগে স্রাব হয়,—তৎসহ কটিবেদনা। ভয়প্রাপ্তি বশতঃ অকালে প্রসব বেদনার আবির্ভাবস্থায় জরায়ু মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা, শিরোবেদনা, নিদ্রালুতা, দ্বিদর্শন, তিমিরদৃষ্টি, দেহ টলমল করা, গ্রীবাদেশের ধমনীদ্বয় দপ্‌দপানি এবং নাড়ী সূক্ষ্ম ও ধীরগতি। জরায়ুস্রাব,—

অনর্গল শোণিতস্রাব হইতে থাকে কিন্তু কোনরূপ ব্যথা বোধ হয় না; কুইনিন্‌ দ্বারা সবিরাম জ্বরের বিলোপ সম্ভূত। জরায়ু অত্যন্ত ভারিবোধ হয় (নক্স্‌-ভম্‌:--পূর্ণতা বোধ চায়না)। রজোলোপ বশতঃ ধনুষ্টঙ্কার (ককীউ· নক্স্‌-মস্‌—শিরাদ্ধশূল সহ পল্‌সে)। অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জনিত পীড়াদি (ক্যালী-ফস্‌:)।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসনলীর দ্বারাবরোধক ঝিল্লির বা জিহ্বামূলের অসাড়তা বা পক্ষাঘাত বশতঃ গিলিতে ক্লেশ। শ্বাসনলীদ্বারাবরোধক ঝিল্লির প্রকম্পন বা আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ ভয়ানক শ্বাসরোধোপক্রম, গলমধ্য "কোঁ কোঁ" শব্দ হয়, অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম এবং মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে [স্যাম্বাউ. ব্রোম্‌: হপিক্‌ ল্যাকে:—ডাঃ এম্‌, এ, কাষ্টিস্‌ বলেন আক্রমণাবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে স্বরনলীব উপব শৈত্য ও উত্তাপ প্রয়োগ করিবে; মস্কাস্‌, ক্লোরোফরম্‌ বা অ্যামিল্‌-নাইট্রাইট্‌ এব আঘ্রাণ দিবে এবং নীলিমাময়ত্ব প্রগাঢ়তর হইলে অম্লজান বাষ্প প্রয়োগ করিবে]। গলমধ্য কর্কশ ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয়, যেন কণ্ঠনলী ক্ষতযুক্ত হইয়াছে। বায়ুনালীভুজ-প্রদাহ (Bronchitis)। বক্ষমধ্যে ব্যথা এবং স্রাবশীল সর্দ্দি সহ শুষ্ক কাসি [বেল্‌: ইউফ্রে কষ্টি: হগ্‌: ন্যাট্‌-কাব: হ্রাস্‌.]। হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত গতি; রোগীর বোধ হয় যে সে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিয়া না বেড়াইলে তাহার হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে (দেহ সঞ্চালনমাত্রে হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে এইরূপ অনুমান=কোকেইন্‌: ডিজি·)। আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেই হৃৎপিণ্ড মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনানুভব (ক্ষষ্টি ডিজি: হগ্নে:) বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশ যেন সাটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (ক্যাক্ট্‌ পল্‌সে ভেরেট্‌)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গর্ভাবস্থায় গ্রীবাপার্শ্বস্থিত ধমনীদ্বয় (carotids) দপ্‌দপ্‌ করে। গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্ব যেন সাটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভব,—সময়ে সময়ে গ্রীবা দক্ষিণপার্শ্বে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তৎসঙ্গে মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার প্রদাহ থাকে। গ্রীবামধ্যে পৈশিক শূলের ন্যায় বেদনা,—বিশেষতঃ বুকাস্থি (sternum) হইতে কণ্ঠাস্থি এবং কণ্ঠাস্থি হইতে শিরোতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত পেশীর (Sternocledo-mastoideus, উদ্ধাংশে এবং কর্ণমূল-গ্রন্থির (Parotids) পশ্চাদেশে ব্যথাধিক্য অনুভূত হয়। মেরুদণ্ড হইতে মস্তক ও স্কন্ধ ব্যথাযুক্ত। মেরুদণ্ডমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য; অবসন্নতা বা আলস্য; পেশী সকল ব্যথাযুক্ত বোধ হয় এবং ইচ্ছানুবর্ত্তী হয় না। শ্রোণি ও তাহার উদ্ধ প্রদেশে (নিতম্বে) মন্দ মন্দ বেদনা, পাদচারণ করিতে পারে না কারণ রোগীর পেশী সকল তাহার ইচ্ছানুবর্ত্তী নহে। সমগ্র পেশীমণ্ডলী শিথিল ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে,—গতিবিধায়ক স্নায়ুমণ্ডলীর পূর্ণ পক্ষাঘাত।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৈশিক পারম্পর্য্যাভাব, অর্থাৎ যে পেশীয় পর যে পেশীর কার্য্য হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালিত হইয়া থাকে তাহার অভাব,—পেশী সকল রোগীর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে না, (কুরারী দেখ)। জিহ্বা, বাহু, পদ, এমন কি সমগ্র দেহ পর্য্যন্ত অবসাদযুক্ত ও কম্পনশীল (কুরারী; ইগ্নে: অ্যাণ্ট-টার্ট: মার্ক-সল্‌: অ্যাক্টী: অ্যাগার: থাইরইড:)। কশেরুকা মজ্জাক্ষয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন-শক্তি

রাহিত্য (Locomotor Ataxia=সিকেল ফস্ অ্যাসিড পাই. আর্জেণ্ট নাই: অ্যালীউ: ইগ্নে:)। কটিস্নায়ুশূল (Sciatica),—বেদনার বৃদ্ধি বিশ্রামকালে, বিশেষতঃ দেহ সঞ্চালন আরম্ভের সময়,—বেদনা জ্বালাজনক, রাত্রে বর্দ্ধিত হয় এবং নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়। কেরাণীদিগের অঙ্গগ্রহ বা হাতে খালধরা,—লিখিবার চেষ্টা করিলে বাহুর অগ্রার্দ্ধে খাল্ ধরে। দক্ষিণ মণিবন্ধ যেন মুচ্ড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথা। বাহু উত্তোলন করিলে কম্পিত হইতে থাকে। চলিতে গেলে দেহ টলমল করে (অ্যাগার্: কষ্টি: আয়োড ক্যানাব-স্যাট ন্যাট-মিউ অ্যাসিড ফস্ বাঁউটা, ষ্ট্র্যামো সল্ফ টিউক্রি:)। সামান্য পরিশ্রমান্তে ক্লান্তি বোধ। উরু মধ্যে ভয়ঙ্কর অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা। পদদ্বয়ের পেশীর গভীরতম প্রদেশে ব্যথা, দেহ সঞ্চালনে উপশম। উরুদেশে যেন স্ফোটক উঠিয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত; স্বেদোদ্গম কালে সকল বেদনার উপশম হয়। প্রতির্ভোজন কালে হঠাৎ জানুফলক (Knee pan বা Patella) স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। জঙ্ঘাডিমস্থ পেশী (Calves) ব্যথাযুক্ত এবং রাত্রে তন্মধ্যে বেদনা বোধ হয়। রাত্রে অস্থি ও সন্ধিমধ্যে স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—নাড়ী ধীরগতি,—দেহ সঞ্চালন মাত্রে গতি দ্রুততর হয় (কেবল সন্ধ্যাকালে গতি দ্রুততর হয়=কষ্টি: প্রাতে দ্রুত এবং সন্ধ্যাকালে ধীরগতি=আর্স:)। প্রতি দিবস অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে শীতাবির্ভাব, আলস্যজনক কটি ও হস্তপদাদি বেদনা এবং অবসাদ বোধ, রোগী স্বীয় অত্যধিক কম্পন নিবারণের জন্য শুশ্রূষাকারিগণকে চাপিয়া ধরিতে বলে (ল্যাকে:), শীত পৃষ্ঠদেশে একবার উপর হইতে নীচে আবার নীচে হইতে উপরে ধাবিত হয়, হস্তপদাদি শীতল। পদতল এত শীতল যেন জলে নিমজ্জিত ছিল (যেন পায়ে জলাসক্ত মোজা ছিল=ক্যাল্কে)। স্নায়-বীয় শীত,—অর্থাৎ গাত্রত্বক উত্তাপযুক্ত হইলেও অন্তরে অত্যন্ত শীতবোধ এবং দন্তে দন্তে লাগিয়া ঠক্ঠক্ শব্দ হয়। মস্তকে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপাধিক্য। অপর্য্যাপ্ত স্বেদ স্রাব হইয়া সকল যন্ত্রণার উপশম হয় (আর্স ক্যালেড: হস্কাউ সাইমেক্স, হল্যাট ন্যাট-মিউ: সোরাইন্: স্যাম্বী. সিকোল—ঘর্ম্মান্তে যন্ত্রণার বৃদ্ধি—ফেব্. হপিক্ মার্কাউ ওপী)। উত্তাপাবস্থায় রোগী নিদ্রিত থাকে, তৃষ্ণা কেবল ঘর্ম্মাবস্থায়, অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় বিড়্বিড়্ করিয়া বকে। শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম সকল অবস্থাতেই গাত্র আবৃত রাখিতে চাহে। ["যেন পড়িয়া যাইতেছে এই রূপ বোধ" শিশুদিগের জ্বরে একটা প্রধান জেল্‌সিমায়ামের লক্ষণ]। যখন সবিরাম জ্বর অবি-রামে পরিণত বা অবিরাম জ্বর সবিরামে পরিণত হয়। সকল জ্বরেরই আন্ত্রিক জ্বরে বা সান্নিপাতিক জ্বরে পরিণতি-প্রবণতা। কুইনিন্ দ্বারায় বিলুপ্ত সবিরাম জ্বরের অন্যরূপ আকার ধারণ (Masked Intermittents)]।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে অধিকাংশ লক্ষণ, রোদ্রে বা গ্রীষ্মোত্তাপে, শীতল জলীয় বায়ুতে, কুজ্ঝটিকার দিনে, ঝড় বৃষ্টিযুক্ত জলবায়ুর প্রাক্কালে, মানসিক আবেগ বশতঃ; দুঃসংবাদে, ধূমপানে, স্বীয় অসুখের বিষয় চিন্তা করিলে (ব্যারাই: ক্যাল্কে-ফস: কষ্টি.

হেলোনি: মিডহাইন: অ্যাসিড-অক্স্যাল: পেট্রোল:—উপশম হয়=ক্যাম্ফো: হেলিবো:) ;আত্মীয় বিরহের কথা বলিয়া দিলে।

উপশম।—দেহ সঞ্চালনে বেদনাদি ; উত্তাপ প্রয়োগে ; নির্ম্মল, শীতল বায়ুসেবনে ; উত্তেজক ঔষধাদি সেবনে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ—তুলনীয়**—ব্যাপ্টিশীয়া (সবিরাম বা অবিরাম জ্বরের আন্ত্রিক-জ্বরে পরিণতির আশঙ্কা); ইপিকাক্: (কুইনিন্ দ্বারা হঠাৎ বিলোপ বশতঃ সবিরাম জ্বরের আকারান্তর ধারণ), বেল্ কলোফিল: প্রবসবেদনার সময় জরায়ুর অপ্রসারণীয়তা—rigidity of os ; কুরারী (পক্ষাঘাত) ককীউ: কোণা: কষ্টি: আর্জেণ্ট নাই ; (পতনভীতি) ; আর্স: ল্যাকে: লাই: সিকেলি (জিহ্বা কম্পন) ; সিফিলাইন্ (প্রদর) ভিরেট্রাম (মাথা ঘোরা)।

দোষঘ্ন বা প্রতিবিষ।—অ্যাট্রোপ. সিঙ্কো: কফি: ডিজি: নক্স-মস:।

শক্তি।—মূল আরক ১ম দশমিক এবং ৩০ হইতে ১০০০ শততমিক শক্তি পর্য্যন্ত। শিশুদিগের অবিরাম জ্বরে এমন অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে ৩০ শততমিক পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়া দুই তিন সপ্তাহ যাবৎ জ্বর মগ্ন হইতেছে না, এমন অবস্থায় ২০০ ক্রমের একমাত্রা প্রয়োগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই জ্বর মগ্ন হইয়াছে। (ডাঃ কেণ্ট ; এইচ, সি; অ্যালেন প্রমুখ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ সহস্রাদি ক্রম ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য উপকার দেখাইয়া থাকেন।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ দিন।

জেণ্টিয়ানা ক্রুসীয়েটা

(GENTIANA CRUCIATA).

নামান্তর।—জেন্সিয়ানা মাইনরা (Gentiana Minora)।

প্রস্তুতি।—মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অতিসার ; অজীর্ণতা, নিগরণ কৃচ্ছ্র ; অন্ত্রচ্যুতি, স্বরভঙ্গ ; গ্রীবার অনম্যতা ; গলক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বায়ুনলী ও পাকাশয়াদির উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। গলমধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চয়, নিগরণ-কৃচ্ছ্র, বা গিলিতে ক্লেশ ; দক্ষিণ কুচকীর স্থানে অন্ত্রবৃদ্ধি (Right Inguinal Hernia), গাত্রত্বকের উপর কীট সঞ্চলনবৎ এবং পাকাশয় ও অন্ত্রাশয় মধ্যে কোন জীব সঞ্চলনের ন্যায় অনুভূতি ইত্যাদি কয়েকটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোদনশীল স্বভাব (অ্যাক্টী: সাইক্লে: ইগ্নে: ল্যাক-ক্যান: ন্যাট-মিউ: প্যালেড: পল্‌সে: সিপী: ষ্ট্যান্:); কথা কহিতে অনিচ্ছা (অ্যামন-মিউ: আর্জেণ্ট-নাই: ইগ্নে: ক্যালী-ফস: ম্যাঙ্গে-অ্যাসেট: অক্সাইট্রোপ: ফস: ষ্টান:)। পাঠকালে অক্ষর সকল অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,—যেন বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে (পাঠকালে বোধ হয় যেন বর্ণসকল ফিরিতেছে ঘুরিতেছে, কখনও ঊর্দ্ধে কখনও নিম্নে গমন করিতেছে এবং অবশেষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে = সাইকীউ:—কিয়ৎকাল পাঠান্তে সমস্ত অক্ষর ধূমময় হইয়া যায় বোধ হয় = ককীউ:—পড়িতে পড়িতে বোধ হয় যেন বর্ণ সকল পরস্পর বিজড়িত বা অস্পষ্ট হইয়া গেল = ব্রাই: ড্যাফনী ; জিন্‌সেং ; লাই: ন্যাট-মি: সাইলি: ষ্ট্র্যাম:)।

মুখমধ্য।—গলমধ্য ঈষৎ আরক্তিম এবং তন্মধ্যে সঙ্কোচনানুভূতি বশতঃ কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা অতি কষ্টকর (অ্যালীউ: বেল: চিনিন্-সল্‌ফ: ক্রোটন ; ইগ্নে: ক্যাল্‌কে-কষ্টি: অ্যাসিড-ফ্লু: ফেরাম-অ্যাসেট:)। গলমধ্য হইতে পুনঃ পুনঃ গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা কাসিয়া তুলিতে চেষ্টা করে (ক্যালী-মাই: হাইড্র্যাস: অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: [প্রাতে] ; ন্যাট্-কার্ব· ল্যাকে: [দিবা নিদ্রার পর])।

পাকাশয়।—ক্ষুধা বৃদ্ধি বা ক্ষুধা রাহিত্য (জেণ্টি-লুটী:) ; অম্ল উদ্গার (অ্যালীউ: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি: সাইক্ল্যামা: জিন্‌সেং, নক্স-ভম পেট্রোল: ফস: অ্যাসিড-সল্‌ফ: রোবিন্:) ; অত্যন্ত বিবমিষা সহ শয়ন করিবার স্পৃহা (কোণা: ন্যাট-সল্‌ফ: প্ল্যাট: সল্‌ফ:—শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় = আর্স: (অ্যাসর: ককীউ: মস্কাস ; অ্যাসিড-ফস:) ; জলবৎ বমন (আর্স: ক্যাম্ফো: কষ্টি: কীউপ্রাম ; ক্রিয়ো: ষ্ট্যান: অ্যাসিড-সল্‌ফ: ট্যাব্যাক:)। অতি কষ্টে অম্ল অম্লগন্ধ এবং অতিশয় তিক্তস্বাদ শ্লেষ্মা বমনান্তে গলমধ্যে কর্কশতা ও হাজা মত অনুভূতি —যেন গলা চিরিয়া গিয়াছে। প্রথমে পাকস্থলী এবং তৎপরে উদর মধ্যে যেন কি নড়িতেছে (ক্যাল্‌কে-ফস. ক্রোকাস ; এরাণ্ডো মরি: কুরারী, সাইক্ল্যাম: কনভ্যালে: থূযা ; স্যাবাইঁ),—পাদচারণান্তে ঐ অনুভূতি অপসারিত হয়। পাকাশয় মধ্যে যেন একখণ্ড প্রস্তরবৎ ভার বস্তু রহিয়াছে এইরূপ বোধ (অ্যাকো: অ্যাবীয়েজ-নাই: আর্নি: আর্স: ব্রাই: ক্যামো: পল্‌স: সিপী: স্পাই:)। পাকাশয় ও অন্ননালী মধ্যে বোধ হয় যেন অত্যন্ত উত্তপ্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণান্তে শীতল জল পান করিয়াছে ; আহারান্তে বৃদ্ধি ; নিম্মল জলপানে উপশম। পাকাশয়িক লক্ষণাদি উক্ত মাংসকাথ বা মাংসের ঝোল পানে উপশমিত হয় (লাই)।

অন্ত্রাশয়।—নাভিপ্রদেশে যেন মুচড়াইতেছে ইত্যাকার যন্ত্রণা অনুভূতি ; মধ্যাহ্নে ভোজনান্তে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, পাদচারণে এবং ধূমপানান্তে (বোর: ইগ্নে:) বৃদ্ধি ; রোগী সম্মুখ দিকে হেঁট হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (সল্‌ফ:) ; উপবেশনে এবং শয়নে উপশম (বাম পার্শ্বে শয়নে উপশম = ন্যাট-সল্‌ফ:)। দক্ষিণ কুচকীতে (Right Inguinal) অত্যন্ত নিম্নাভিমুখী চাপবোধ এবং যেন অন্ত্রাদি ছিদ্র দিয়া নিম্নে যাইতেছে এইরূপ অনুভূতি

(ইস্কীউহিপ: প্রুণাস-স্পাই: লাই: ককীউ:) ; বসিলে বা শয়ন করিলে উপশম হয় ; প্রবল হাঁচি হইলে প্রকৃতই কুচকীর নিকটস্থ ছিদ্র মধ্য দিয়া অন্ত্রাদি বহির্গত হইয়া পড়ে এবং ঐ স্থানে অত্যন্ত স্পর্শাসহনীয়তা বোধ হয়।

মল।—প্রতিনিয়ত বেগ সহ জলবৎ মল।

বৃদ্ধি।—আহারান্তে ; দেহ সঞ্চালনে, ধূমপানে এবং দণ্ডায়মান হইলে।

উপশম।—মাংসের উষ্ণ ঝোল পানে, উপবেশনে এবং শয়নান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যালীউমিনা ; ল্যাক-ক্যান: অ্যাবীয়েজ-নাই: ব্রাই: জেণ্টিয়ানা-লুটিয়া ; প্রণাস-স্পাই ; লাই: (উষ্ণ পানীয় পানে উপশম) ককীউ: সাইক্ল্যাম্: ক্যালী বাই: (গলমধ্যে আঠাবৎ শ্লেষ্মা) হাইড্র্যাস।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে তৃতীয় দশমিকম ক্রম।

জেণ্টিয়ানা লুটীয়া

(GENTIANA LUTEA).

নামান্তর।—জেন্‌সিয়ানা মেজরা (Gentiana Majora)।

প্রস্তুতি।—মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ক্ষুধা হীনতা, পৈত্তিক লক্ষণ ; শূল ; দুর্ব্বলতা ; অতিসার ; অজীর্ণতা ; জ্বর ; ক্ষুদ্র-সন্ধিবাত ; শিরঃপীড়া, পাকস্থলীর বিকৃতি ; গলমধ্যে সঙ্কোচন ইত্যাদিতে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—পরিপাক যন্ত্রই ইহার প্রধান ক্রিয়ারস্থল। অম্ল উদ্গার, রাক্ষসী ক্ষুধা, বিবমিষা, পাকস্থলীর মধ্যে ভারবোধ এবং পাক ও অন্ত্রাশয়ের আধ্মান ও অনমনীয়তা, পীতবর্ণ মল সহ উদরাময় প্রভৃতি কয়েকটি ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। "পূর্ণ স্বাস্থ্য অথচ মন্দাগ্নি" এইরূপ অবস্থায় দুই বেলা আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে ক্ষুধার রীতিমত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বাতাশ্রিত বেদনা, অবসাদ, অস্বাচ্ছন্দ্য ও আলস্যানুভূতি, বিষণ্ণ চিত্ত, জ্বরযুক্ত অবস্থা ইত্যাদিও ইহার ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—লিখিবার সময় মস্তিষ্কের জড়তা ও আবিলতা, কিম্বা চাপ বোধ ও দৃঢ়াবদ্ধ ভাব। প্রভেদ-জ্ঞানরাহিত্য (Confusion = অ্যাকো: আর্জেণ্ট্-নাই: বেল্: নক্স্: ওপী: নাইকীউ:) এবং মস্তক ও গণ্ডস্থলে উত্তাপ বোধ (অ্যাকো: অ্যাম্ব্রা: বেল্: ক্যাম্ফা: হায়ো:

লরো: সিপী: সল্‌ফ:)। মস্তিষ্কের আবিলতা,—সুরাদিপান জনিতবৎ (অ্যাকো: আথাম্যান্‌: বেল্‌: আর্জেন্ট্‌-নাই: :কেল্যান্‌: সাইকাউ নক্স্‌: ওপী: পল্‌সে.)। মস্তক মধ্যে শূন্যতানুভব (ককীউ: কিউপ্রাম ; গ্র্যানেট: পল্‌সে) এবং ললাটদেশে ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে চাপ বোধ। মস্তক যেন বৃহৎ হইয়াছে এইরূপ ভ্রম (অ্যাপীয়ল্‌ আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্‌কে-কষ্টি: সাইমেক্স ; অ্যাসিড-ফ্লু)। চক্ষু উন্মীলিত করিলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই: চায়না:)।

চক্ষু।—অক্ষিগোলক মধ্যে চাপবোধ। চক্ষুমধ্যে আরক্তিম (ক্যালী-বাই: হিম্যাটক্স: মার্ক: মিফাইট· নক্স, সল্‌ফ:)। সময়ে সময়ে কিছুক্ষণ যাবৎ সমস্ত অন্ধকারময় বোধ হয় (আর্জেণ্ট-নাই: অ্যাসের্‌ ক্যাম্ফো: গ্র্যানেট ল্যাক্টী: ওলী-অ্যান ওপী:) এবং সম্মুখস্থ দ্রব্যাদিও স্পষ্ট দেখিতে পায় না,—এমন কি যাহার সহিত কথা কহিতেছে কিছুক্ষণ যাবৎ তাহাকেও দেখিতে যায় না।

মুখবিবর।—মুখ ও গলমধ্য বিশুষ্ক ; লালা অত্যন্ত গাঢ় (বেল: বিসমাথ, এপিফিগাস, নক্স-মস)। গলনলীর গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন শ্লেষ্মা পুনঃ পুনঃ কাসিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। গলমধ্যে কর্কশতা (অ্যামন-কার: আর্স অ্যালাউ ইউফ্রে· গ্যাম্বো: হায়ো: ক্যালী-বাই: লেমীয়াম ; পডো·) এবং হাজা অনুভব (জন্টি-ক্রু· অ্যালাউ. ক্যাষ্টোর: ফাইটো:)। মুখে মৃত্তিকার স্বাদের ন্যায় অনুভব (অ্যালো: চিনিন-সল্‌ফ হিপ নক্স-মস: পল্‌সে: ষ্ট্রন.)।

পাকস্থলী।—অন্ত্রকূজন সহ উদ্গার, হিক্কা সহ অম্ল উদ্গার (অ্যালিউ সাইমেক্স: ক্যালী-বাই: পেপ্সিন: পডো: অ্যাসিড-সল্‌ফ: বোবিন্‌)। বিবমিষা বশতঃ বমনোপক্রম এবং জলভারাক্রান্ত চক্ষু। পাকাশয় শূন্য বোধ হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড. ক্যালেড. ব্রোম: গ্যাম্বো: অ্যাসিড-মিউ: ওলী-অ্যান:)। সন্ধ্যাকালে ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক। অরুচি। মানসিক অস্থিরতা, বিবমিষা ও বমনোদ্বেগ সহ পাকস্থলী মধ্যে বেদনা ও ভারবোধ বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাস বাধা প্রাপ্ত। পাক ও অন্ত্রাশয় আধ্মান বশতঃ স্ফীত এবং অনমনীয়।

অন্ত্রাশয়।—নাভিস্থল স্পর্শাসহ ও নিষ্পেষণবৎ বেদনাযুক্ত, বোধ হয় যেন নাভি ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে (প্লাম:) দ্রুত পাদচারণ করিলে তলপেটে বেদনা ও মলদ্বারে চাপবোধ। বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস সহ তলপেটের অপ্রসারণীয়তা,—সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধিত হয়। ঊর্দ্ধ ও অধোমুখে নিরন্তর বায়ু নিঃসৃত হয় কিন্তু তাহাতে আরাম বোধ হয় না।

মলান্ত্র ও মল।—কুন্থন সহ মলদ্বারাভিমুখে অন্ত্রাদির আকর্ষণ বোধ, অপরাহ্নে পিত্তজ ভেদ। মল—কোমল ও পীতবর্ণ, মল ত্যাগের পূর্বে শূলবৎ বেদনা, মলত্যাগান্তে ঐ বেদনার এত বৃদ্ধি হয় যে রোগী সম্মুখ দিকে বক্র হইয়া দ্বিভাজ হইয়া যায় (কলো: কিউপ্রাম)। হঠাৎ বেদনান্তে বহুল প্রমাণ মল নিঃসৃত হয়। শয্যাত্যাগ মাত্রে কোমল মল নির্গত হয়।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন (হাই উঠে)। নিদ্রালুতা সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না ; অন্ত্রশূল বশতঃ রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না, সে বেদনা বশতঃ এপাশ ওপাশ করিতে থাকে,—রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারে না।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে ; আহারান্তে ; অপরাহ্নে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—জেন্টিয়ানা-ক্রু: হাইড্রাস: বিস্মাথ: নক্স-ভম: অ্যালীউ:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম (সুস্থ দেহে ক্ষুধাবর্দ্ধক রূপে সেবন করিতে হইলে ৩য় দশমিক ক্রম আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সেবনীয়)।

জিরেনীয়াম্ ম্যাকিউলেটাম

(GERANIUM MACULATUM).

প্রস্তুতি।—শিকড়ের টিঞ্চার ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। সমস্ত গাছের ক্বাথ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অতিসার; দ্বিত্ব-দর্শন; রক্তামাশয়; রক্তস্রাব; শ্বেতপ্রদর; মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা; গলক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—নাসিকা, পাকস্থলী, ফুস্ফুস্ প্রভৃতি হইতে শোণিতস্রাব ইহার এক প্রধান ক্রিয়াস্থল। শিরঃপীড়া, পাকস্থলী মধ্যে ক্ষতোপজনন, রক্ত বমন প্রভৃতিতেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন সহ দ্বিদশন (জেল্‌সি:),—চক্ষু মুদিত করিয়া শয়ন করিলে উপশম হয় (ব্রাই: চায়না: জেন্টিয়ানা-লুট: ফেল্যান:)। চক্ষু মুদিত করিয়া চলিতে পারে (চক্ষু মুদিম করিয়া এক পদও চলিতে পারে না = অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই:)।

মুখমধ্য।—জিহ্বাগ্রভাগ শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত (আর্জেন্ট্-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: ন্যাট-মিউ:)।

পাকস্থলী।—রক্ত বমন (হ্যামা: ইপিক: আর্ণি:)। পাকস্থলী মধ্যে ক্ষত জন্মান (আর্জেণ্ট-নাই: আর্স: ক্যালী-বাই:)।

মলান্ত্র ও মল।—পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ,—কিন্তু কিছুক্ষণ যাবৎ একটুকুও মল নির্গত না; অবশেষে অনায়াসে মল নিসঃরণ হইতে থাকে। পুরাতন উদরাময়,—দুর্গন্ধময় আম নির্গত হইতে থাকে। শিশুদিগের উদরাময়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব। প্রসবান্তিক শোণিতস্রাব (ক্যানাব-স্যাট: সিকেলি: টৃল-পেণ্ডীউ:)। স্তনবৃন্ত ক্ষতযুক্ত (ইউপেট-অ্যারোম্যাট:)।

ফুস্ফুস্।—ফুসফুস্ হইতে শোণিতস্রাব (অ্যাকালিফা; ফেরাম-ফস: মিলি-ফোল)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—হ্যামামিলিস্, মিলিফো ট্রিলীয়াম্-পেণ্ডীউ: হিম্যাটক্স (ইবো-ডীয়াম-সাইকিউটেবীয়াম=জবায়ু স্রাব ও অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাবের পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; রুশিয়ায় ঐ জন্য ইহার অত্যন্ত আদর। জবায়ুর অর্ব্বুদ রোগেও ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে), হাইড্র্যাষ্টিনিনাম, ক্যালী-বাই আর্জেণ্ট-নাই:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক (পাকস্থলীর ক্ষত রোগে মাদার টিঞ্চার অর্দ্ধ ড্রাম করিয়া প্রযুজ্য—ডাঃ উলীয়াম বোরিক)।

— —

জিন্‌সেং

(GINSENG).

নামান্তর।—অ্যারেলিয়া কুইনকুফোলিয়া (Aralia Quinquefolia).

প্রস্তুতি।—মূল হইতে মাদার টিঞ্চার ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—দুর্ব্বলতা, মাথা-ব্যথা, কটীর বাত পায়ের ঝিন্‌ঝিনে বাত ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস বা উপাঙ্গ প্রদাহ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান ক্রিয়াক্ষেত্র মেরুমজ্জার নিম্নাংশ। এই কয়েকটি ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ—শয্যা হইতে উত্থান কালে কটি ও উরুদেশে আঘাত জনিতবৎ ব্যথা, দেহের শৈথিল্য, নিম্নাঙ্গে বাতাশ্রিত ও অসাড়তাজনক বেদনা, নিম্নপদের বাতাশ্রয়জনিত স্ফীতি ও পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অসহনীয় ব্যথা, দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ বা কুচকী প্রদেশ হইতে ঐ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রে বিদ্ধকারী ও খাল ধরার ন্যায় বেদনা, গুল্ফ-সন্ধিতে তীব্র ছেদনকারী বেদনা, অধিকন্তু পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের সহ কটিবাত, গৃধ্রসী বা কটিস্নায়ুশূল ও পুরাতন বাতব্যাধি প্রভৃতিতে লক্ষণ মিলনে অনেকের মতে ইহা অব্যর্থ। এক পক্ষে যেমন ইহাদ্বারা দেহের স্ফূর্ত্তি, বলাধান ও প্রত্যঙ্গাদির ক্ষিপ্র সঞ্চালনায়তার ভাব উৎপন্ন হয়, পক্ষান্তরে আবার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন নিদ্রালুতা সহ শিরোবেদনা কখনও অত্যন্ত উত্তাপ, কখনও অত্যন্ত শৈত্য, দেহে শীতল বায়ু লাগাইবার অত্যন্ত স্পৃহা ও তলপেটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা উৎপাদিত হয়, দক্ষিণাঙ্গই ইহার প্রধান ক্রিয়া স্থল উপবিষ্ট অবস্থায় রোগীর বোধ হয় যেন 'পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবে" এই লক্ষণটি ইহার প্রকৃতিগত ও সিদ্ধিপ্রদ।

লক্ষণাবলী।

মন।—শান্ত, সন্তুষ্ট চিত্ত। দুর্ঘটনার আশঙ্কা (কষ্টি চিনিন্-সল্ফ ক্লিম্যাট লরো. লিলীয়াম-টাইগ্: ম্যাগ-কার্ব)। চিন্তা করিবার অক্ষমতা (অ্যাবীয়েজ-নাই ইথীউ: এপীস, ব্যাপ ক্যালী-বাই ম্যাগ-ফস ন্যাট-কার্ব: অনস্মোড: ম্যাস্কি: অক্সাইট্রোপ.)। স্মৃতিশক্তির

খর্ব্বতা [অ্যানাক: আর্জেণ্ট-নাই: ব্যারাই-কার্ব: ল্যাক-ক্যান: লিথীয়া-কার্ব:—নাম মনে থাকে না=ফেরাম-ফস]। রোদনপরায়ণতা (অ্যক্টী: এপীস; সাইক্লাম: ইগ্নে: ক্যালী-ব্রোম ল্যাক-ক্যান: লিলীয়াম-টাইগ্: লিথী-কার্ব: নাই: ন্যাট-মিউ; সিপী: ষ্ট্যান:)। ভবিষ্যতে কি হইবে এই ভাবিয়া আকুল (অ্যাসিড-মিউ:)।

মস্তক।—ঘূর্ণিত সোপানাবতারণ কালে শিরোঘূর্ণন; তিমিরদৃষ্টি এবং তৎসহ টল্‌টলায়মান্ দেহ; দণ্ডায়মান অবস্থায় বোধ হয় যেন পদতলস্থ ভূমি দুলিতেছে (যেন ভূমি সরিয়া যাইতেছে=ক্যালী-ব্রোম্:)। শিরোপশ্চাতে টল্‌টলায়মান ভাব এবং দৃষ্টিসমক্ষে যেন ধূসরবর্ণ বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ (কৃষ্ণাভ বিন্দু=আগার্: অ্যামন্-মিউ: বেল্: কক্কীউ: কোণা: ফস্: সিপী: সিলি:)। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন মস্তক বৃহদাকার হইয়াছে এবং একদিকে হেলিয়া পড়িতেছে। শিরোপশ্চাতে আকষণানুভূতি,—উপবিষ্ট অবস্থায় রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহাব বোধ হয় যেন পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবে। শিরাদ্ধশূল,—ললাটেব দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অক্ষিকোটর পর্য্যন্ত অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণানুভূতি,—অক্ষিপুট ভাবযুক্ত বোধ (বেল্ কলোফিল্: কষ্টি, জেল্‌সি: গ্র্যাফ: ন্যাট্-মিউ: সিপী: স্পাইজি· সাল্‌ফ্: জিঙ্কাম্), দুদ্দমনীয় নিদ্রাবেশ,তৎসহ মস্তক মধ্যে উত্তাপ এবং কপালের মধ্যে ভারবোধ।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয়ের উপরে নিষ্পেষণানুভূতি,—যেন বাহির হইতে চক্ষুর্দ্বয়কে ভিতর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে; উর্দ্ধাক্ষিপুটদ্বয় আপনা হইতে চক্ষুর উপর পতিত হয় (সিপীয়া)—বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষের উর্দ্ধপুট, চক্ষু উন্মীলিত রাখা অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে [কলোফিল্: কষ্টি: জেল্‌সি: গ্র্যাফ্: ন্যাট্-মিউ: জিঙ্কাম্]। অক্ষিপুটের কণ্ডুয়ন (অ্যাগ্নাস্, অ্যাম্ব্র; হউফব: পীয়োন্· সল্‌ফ: লোবেল্. ষ্ট্যাফাই:)। অক্ষিগোলকের উপরিভাগে অসুখকর শৈত্যানুভূতি। কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে তাহা দুইটা বোধ হয়। অধ্যয়নকালে অক্ষর সকল অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় [ব্রাই: ড্যাফ্: ল্যাকে লাই: ন্যাট্-মিউ:]।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে আরক্তিম ও শোণিতশূন্য প্রতীয়মান হয় (অ্যাকো: অ্যালীউ: ক্যামো: ক্রোকাস; ইগ্নে: লরো ন্যাট্-কাব নক্স্, ওপী.)। দক্ষিণ গণ্ড, নাসাপুট এবং চিবুক ফাটিয়া যাইবার পর, আরক্তিম হইয়া উঠে,—তৎপরে ঐ স্থানে ঘামাচির ন্যায় উদ্ভেদ উদ্গত হইয়া অত্যন্ত পিট্ পিট্ করে ও ক্রমে ঐ ঘামাচির ন্যায় উদ্ভেদ দদ্রুর ন্যায় চর্ম্মরোগে পরিণত হয় এবং ঐ আক্রান্ত অংশ হইতে কয়েকদিবস পরে শল্ক বা ছাল উঠিতে থাকে। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, আরক্তিম ও ফাটা ফাটা হইয়া থাকে,—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বা কথা কহিলে উহা হইতে শোণিতপাত হইতে থাকে, [ব্রাই: চায়না; গ্র্যানেট্: ক্রিয়ো:]। মুখের অস্থি সকল এবং হনুদ্বয় যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ।

মুখবিবর।—জিহ্বা শ্বেতাভ এবং সম্পূর্ণ শুষ্ক এবং বৃহৎ ও চাকচিক্যযুক্ত কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ। মুখমধ্য, ওষ্ঠ বং দন্ত সকল অতিশয় শুষ্ক। শুষ্কতা বশতঃ সহজে লালা গলাধঃকরণ করিতে পারে না। জলপান করিলে কয়েক মিনিট মাত্র মুখবিবর সিক্ত থাকে,

পুনরায় পূর্ব্বভাব হইয়া যায়। তৃষ্ণা সহ জিহ্বা আবক্তিম ও হাজিয়া যাওয়াব মত ব্যথাযুক্ত; অবশেষে দুই পার্শ্ব আরক্তিম ও মধ্যস্থলে শ্বেত বেখা প্রতীয়মান হয় (অ্যাণ্ট্-টার্ট্: এপীস:)।

পাকস্থলী।—অসময়ে ক্ষুধাধিক্য। পাকস্থলী আধ্মান বায়ুতে স্ফীত এবং অনমনীয়, বায়ু নিঃসৃত হইতে থাকে এবং অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় ও পুনঃ পুনঃ হাই উঠে। পাকাশয় অত্যন্ত ভাব বোধ হয় এবং বস্ত্রাদিব চাপ সহ্য হয় না [অ্যামন্-মিউ. কার্ব্বো-ভে: কষ্টি কফী হিপ্. ক্রিয়ো. ল্যাকে লাই নক্স্]। পাকস্থলী মধ্যে ক্ষুধাজনিত বৎ আকর্ষণ এবং হৃদগ্রপ্রদেশে ছুবিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা, সমগ্র উদবে শূলবৎ বেদনা অনুভূত হয়। পেট সাঁটিয়া ধবে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়।—নিম্নোদবেব দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্ব ব্যাপী (লাই:) শূলবেদনা উর্দ্ধমুখী হইয়া হৃদগ্রদেশ (Precordial region) সঞ্চাবিত হয়,—এবং উদবে আধ্মান বায়ু বশতঃ স্ফীত হইয়া উঠে,—বায়ু নির্গমান্তে স্ফীতিব উপশম হয় [আর্নি· জাঙ্কাস্-এফীউ ন্যাট্-মিউ:]। দক্ষিণ কুক্ষিব পশ্চাদ্দেশে তীব্র বেদনা বশতঃ বোগীব দেহ যন্ত্রণায় আবর্ত্তিত হইতে থাকে (নাইট্রাম্: নক্স্-যুগ:)। শূলবেদনায় পাকস্থলী পর্য্যন্ত আক্রান্ত, উপবে চাপ দিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়, উদবেব দক্ষিণ পার্শ্বে যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা [বেল্ হিম্যাটক্স্: ন্যাট্-কাব হ্রাস্ স্যাবাড্: সেনেগা, ষ্ট্যান্], ঐ বেদনা, কুঁচকী এবং পাকস্থলীতে পয্যন্ত সঞ্চাবিত হয়, তৎসহ সমগ্র তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, বমনোদ্বেগ এবং উদবের দক্ষিণ পার্শ্বে পঞ্জবতলে হাজা অনুভূতি (বাম পার্শ্বে = কল্চি.)। দক্ষিণ পার্শ্বে পঞ্জবতল পর্য্যন্ত প্রসাবণশীল উদব স্ফীতি,—হৃদ্প্রদেশে ব্যথা তৎসহ পুনঃ পুনঃ আবামদায়ক উদ্গাব উত্থিত হইতে থাকে, উদব স্ফীত, অনমনীয় এবং ব্যথান্বিত,—(জেণ্টী· জিঙ্ক্),—বাতকর্ম্মে উপশম। অন্ধান্ত্র পুচ্ছ প্রদাহ (Appendicitis),—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অন্ত্রেব সংযোগ স্থল আঘাত-জনিতবৎ ব্যথাযুক্ত, টিপিলে বেদনাব বৃদ্ধি, উচ্চববে কল্‌কল্ ধ্বনি শ্রুত হয় (ল্যাকে. আইরিস্-টেনাক্স্. অ্যামোনীয়্যাকাম্. একিনেসীয়া. ল্যাক্ ডিফ্লো)। অন্ধান্ত্রবহিবাববণী প্রদাহ (Peri-typhlitis আর্স্: ক্রোটেল্-হবিড্ আইবিস্-টেন্ ল্যাকে)।

মলান্ত্র ও মল।—মল কঠিন না হইলেও সহজে নির্গত হয় না [অ্যানাক্: ডায়াডেমা: হিপ্ নক্স্-মস্ হ্রুডো]। কঠিন মল কষ্টে নির্গত হয় এবং মলদ্বাবে জ্বালা উৎপাদিত করে। মলান্ত্রমধ্যে প্রবল সঙ্কোচন ও অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা (হ্রাস্: স্যাবাড্: সিপী: স্পাইজি)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—পুনঃ পুনঃ বেতস্খলনবশতঃ প্রত্যঙ্গাদিতে বাতবেদনা (রেতঃস্খলন বশতঃ কোমব বেদনা = কোব্যাণ্ট্:)। রাত্রে লিঙ্গোদ্গম হয় কিন্তু রেতঃস্খলন হয় না। প্রগাঢ় অভিনিবেশ পূর্ব্বক কোন কার্য্য সম্পাদনেব সময় যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদ্গম। মূত্রনালীব শেষভাগে অত্যন্ত সুখজনক কণ্ডুয়ন বা "সুড়্ সুড়ী।" অণ্ডকোষ মধ্যে নিষ্পেষণানুভূতি।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বব ভগ্ন ও কর্কশ। শুষ্ক কাসিব দীর্ঘকালস্থায়ী প্রকোপ। শ্বাসপ্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত এবং উদ্বেগজনক; সামান্য পরিশ্রমে হাঁপানীর ন্যায় কষ্টজনক দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস

হইতে থাকে। বক্ষঃস্থলে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব বোধ এবং রোগী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করে, যেন বক্ষমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে না (স্পঞ্জিয়া-স্পাইঃ)। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ভয়ঙ্কর ব্যথা এবং হৃদগ্রপ্রদেশে বোধ হয় যেন ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছে (ক্যালী-কার্বঃ অ্যাঙ্গাস্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—মস্তক আবর্তিত করিলে গ্রীবাদেশস্থ কশেরুকামধ্যে মট্‌মট্ শব্দ হয় (ককীউ নিকোল্ পল্‌সে ষ্টান্)। গ্রীবা আড়ষ্ট বোধ হয়। কটিদেশের চতুর্দ্দিকে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা,—কটিবাত (Lumbago)। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থিত অংশে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা,—ঐ বেদনা দক্ষিণ স্কন্ধে সঞ্চারিত হয়, এবং দণ্ডায়মান হইলে মেরুদণ্ডের মধ্যাংশ হইতে ত্রিকাস্থি প্রদেশে (Sacrum) পর্য্যন্ত অনুভূত হয়, ঐ বেদনা বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র সম্ভূত হয়। হস্তপদাদি সঞ্চালন করিলে সন্ধিসকলে খট্‌খট্ শব্দ হইতে থাকে [অ্যাঙ্গাস্ ক্যাপ্স্ঃ কার্ব্বো-অ্যান্ঃ ককীউঃ লাই. জাঙ্কাস্ এফীউ. ন্যাট্ মিউ অ্যাসিড্ নাই পেট্রোল্ঃ থুযা, সল্‌ফ্ঃ]। দীর্ঘ ভ্রমণ বা রাত্রিজাগরণ সত্ত্বেও হস্তপদাদিতে লঘুত্ব, বলাধিক্য এবং ক্ষিপ্র-সঞ্চালনীয়তা (Electricity) অনুভূত হয়। হস্ত হইতে সহজে দ্রব্যাদি পড়িয়া যায়,—সকল বিষয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত (এপীস্, বোভি)। মুষ্টিবদ্ধ করিলে বোধ হয় যেন হস্ত স্ফীত হইয়াছে এবং তদুপরিস্থিত ত্বক চড়্‌চড় করিতেছে। গুল্‌ফসন্ধি (ankle joint) মধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা অনুভূতি। চরণদ্বয় ভার বোধ এবং বামপদের পেশী সকল অত্যন্ত সঙ্কুচিত এবং বঙ্ক্ষণসন্ধির বা কুচকীর পশ্চাতে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়। উরুদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত আড়ষ্ট বোধ হয় এবং কন্ কন্ করে বলিয়া সহজে চলিতে পারে না।

বৃদ্ধি।—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, কথা কহিলে, রাত্রিকালে, মস্তক অবনত বা আবর্ত্তিত করিলে, ঘূর্ণায়মান সোপনারোহণকালে এবং উপবেশন করিলে।

উপশম।—মধ্যাহ্নভোজনান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাঙ্গাস্ অ্যাবেলীয়া এপীস্, জেল্‌স ব্রাইঃ নক্স্-মস্ঃ হেব্যাক্লী কোকা।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

গ্লোনইনাম্

(GLONOINUM).

নামান্তর।—নাইট্রো গ্লিসিরিন্।

প্রস্তুতি।—গ্লিসিরিণ সহ নাইট্রিক অ্যাসিড্ ও সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ সংমিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। তৎপরে অ্যাল্‌কোহলে ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—হৃৎশূল;

স্বরভঙ্গ; সংন্যাস, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মূত্রস্থলীর পীড়া, আক্ষেপ, মৃগী, নাক দিয়া রক্তপড়া, ভয় পাওয়ার মন্দফল, গলগণ্ড, মাথাব্যথা হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া ও কম্পন, কোন স্থানে আছে, নির্ণয় বা বোধ করিতে পারে না, উন্মাদ, মস্তিষ্কাবরণপ্রদাহ, রজোলোপ, স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাত, বাত, কটীবাত, পায়ের ঝিন্‌ঝিনেবাত, শিশির ভোগের পর শিরঃপীড়া; সূর্য্যাঘাত, দন্তশূল, আঘাতাদির মন্দফল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তক ও মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ড ইহার প্রধান আক্রমণস্থল। সংন্যাসের অধিকাংশ লক্ষণই ইহাদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে,—হঠাৎ মূর্চ্ছা ও চৈতন্যলোপ, মস্তিষ্কে উত্তেজনা বশতঃ বিবমিষা ও বমন, প্রচণ্ড ছুরিকাঘাতবৎ স্নায়ুশূলাদি, যন্ত্রণা বশতঃ রোগী উন্মাদ হইয়া উঠে, পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, বাতায়ন হইতে লম্ফ প্রদান করিতে যায়। ভীতি জনিত পীড়াদি, অতিরিক্ত আশঙ্কা, কেহ তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিবে এই ভয়। গ্যাসের আলোকে পরিশ্রমজনিত পীড়াদি। মস্তকে কোনরূপ উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, ছাতা ব্যতীত রোদ্রে যাইতে পারে না। মানসিক উত্তেজনা, মস্তিষ্কে আঘাত বা কেশ কর্ত্তনজনিত পীড়াদি, মস্তক বৃহদাকার বোধ হয় যেন মস্তক মধ্যে মস্তিষ্কের স্থান সংকুলান হইতেছে না, অর্কাঘাত বা সর্দ্দিগর্ম্মি (Sunstroke) ও রৌদ্র সংস্পর্শ জনিত শিরোবেদনা, সূর্য্যে উদয়াস্ত অনুসারে শিরোবেদনার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। নাড়ীর দপদপানি তালে তালে শিরোমধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত অনুভূত হয়। দপদপ, ধক্‌ধক্ কারী শিরোবেদনা, দুই হস্তে মস্তক ধারণ করে, শয়ন করিতে পারে না কারণ বালিশ যেন তাহার মাথায় লাগে মস্তিষ্ক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়—যেন মস্তকের খুলী ফাটিয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়িবে, শোণিত বোধ হয় যেন ঝলকে ঝলকে মস্তকাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। যথাসময়ে ঋতু না হওয়ায়, বা রজোরোধ বশতঃ মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ঋতুর পরিবর্ত্তে শিরোবেদনা, প্রচুর জরায়ুস্রাবান্তে (Metrorrhagia) শিরোবেদনা, গর্ভবতী রমণীর মস্তকাভিমুখে শোণিত ধাবন, গর্ভাবস্থায় ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপিক রোগ। গ্রীবার ধমনীদ্বয়ের দপদপানি তৎসহ ভয়ঙ্কর হৃদস্পন্দন,—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আয়াসসাধ্য এবং বাধাপ্রাপ্ত,—শোণিত বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ডাভিমুখে ও মস্তকে দ্রুত ধাবিত হয়, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে "ফড়্‌ফড়্" শব্দ (নিদ্রিত বিড়ালের কণ্ঠধ্বনিবৎ)। সন্ধ্যাকালে অগ্নির নিকট অবস্থিতি বশতঃ শিশু পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়ে (দন্তোদ্গম কালে)। মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কার, মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ (Inflammation of the meninges),—বয়ঃসন্ধিকালে (at climaxis) থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব, আর্ত্তবস্রাব কালে উত্তাপাবির্ভাব।

লক্ষণাবলী।

মন।—হঠাৎ চৈতন্য লোপ, মূর্চ্ছা ও পতন। পর্য্যায়ক্রমে মস্তকে ও হৃৎপিণ্ডে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য হইয়া থাকে। সুপরিচিত রাস্তা সকল অপরিচিত অনুমান হয়, রাস্তার কোন পার্শ্বে তাহার বাস সে বলিতে পারে না। বুদ্ধিবিকার,—পলায়ন করিবার চেষ্টা করে,

বাতায়ন হইতে লম্ফ প্রদান করিতে যায় (আর্জেন্ট-নাই: জেল্‌সি:)। মস্তিষ্ক মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা বশতঃ থাকিয়া থাকিয়া লোমহর্ষক চীৎকার ধ্বনি করে (এপীস ; হেলিবো. কিউপ্রাম ; হাইপির:)। গলমধ্যে স্ফীতি বোধ হয় ; চিবুক দীর্ঘতর অনুমিত হয়। হৃৎপিণ্ডকে যেন স্ক্রু দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। মৃত্যু আসন্ন মনে করে [এপীস ; আর্স: ল্যাক-ডিফ্লো: ক্যানাব-ইন:]। কেহ তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছে এইরূপ আশঙ্কা [হায়ো: এপীস ; ক্যালী-ব্রোম: ল্যাকে: হ্রাস ; ভেরেট-ভির:]। অত্যন্ত বাক্‌পটুতা এবং অজস্র ভাবস্রোত প্রবাহ [অ্যালীউ: অ্যাঙ্গস: ক্যানার-ইন্: কফী: ল্যাকে: ল্যাক্টীউ: ওপী: ষ্ট্র্যাম: ভেরেট: নক্স: ষ্ট্যাফাই:]।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—সোজা হইয়া বসিলে, শয্যায় উঠিয়া বসিলে বা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলে ; মস্তক অবনত করিলে (অ্যানাক: ব্রাই: লাই: নক্স: ক্যাল্‌মী: ক্যালী-বাই: পল্‌সে: থিরিড: ভ্যালী:—উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে = পল্‌সে: সাইলি:) বা মস্তক সঞ্চালনে (অ্যানাক: সিঙ্কো: ক্যালী-কার্ব: ল্যাক্টী:)। শিরোবেদনা,—গ্যাসালোকে দীর্ঘকাল শারীরিক বা বা মানসিক পরিশ্রম বশতঃ ; মস্তকে আদৌ উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না,—কি উনুনের উত্তাপ কি রৌদ্রে ভ্রমণ, সকলই অসহনীয় (ক্রসীয়া:, ল্যাকে: ন্যাট্-কার্ব্ব: নক্স-ভম্:)। মস্তক অতিশয় বৃহৎ বোধ হয় ; যেন শিরোমধ্যে মস্তিষ্কের স্থান হইতেছেনা,—যেন মস্তিষ্ক মাথার খুলি ভেদ করিয়া বহির্গত হইবার উপক্রম কবিতেছে, শোণিত যেন ঝলকে ঝলকে মস্তকাভিমুখে ধাবিত হইতেছে ;—প্রতি পদবিক্ষেপে বা দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে মস্তক মধ্যে সংঘাত অনুভূত হয় এবং দপ্ দপ্ করিতে আরম্ভ করে ; রোগী দুই হস্তদ্বারা মস্তক ধারণ পূর্ব্বক স্থির হইয়া থাকে। অর্কাঘাত (Sunstroke বা Heat apoplexy) এবং রৌদ্র সংস্পর্শজনিত শিরোবেদনা,—সূর্য্যের উদয়াস্ত অনুসারে শিরোবেদনার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় (ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-কার্ব: স্যাঙ্গিউই:) আর্ত্তবস্রাব আরম্ভে বিলম্ব বা আর্ত্তব রোধ বশতঃ শিরোমধ্যে অতিরিক্ত শোণিত সঞ্চয় (অ্যাকো: ব্রাই: ক্যাস্‌কে: কিউপ্রাম: মার্কিউ: ওপী:) ; আর্ত্তবস্রাবের পরিবর্ত্তে শিরোবেদনা। অপর্য্যাপ্ত জরায়ুস্রাবের পর প্রচণ্ড শিরোবেদনা, গর্ভবতী রমণীদিগের মস্তকাভিমুখে শোণিতধাবন। নাড়ীর গতির তালে তালে মস্তক মধ্যে প্রচণ্ড আঘাতানুভূতি ; শিরোবেদনাধিকারের সময় মস্তক মধ্যে দপদপানি হইতে থাকে ; প্রতি অভিঘাতান্তে রোগী দুই হস্তে মস্তক ধারণ করে (পাছে মাথা ফাটিয়া যায়) ; আদৌ শয়ন করিতে পারে না—উপাধানের স্পর্শে মস্তকে আঘাত বোধ হয়। মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কার ; দন্তোদ্গমকালে মস্তিষ্কাবরণের প্রদাহ (Meningitis)। শিশুগণ সন্ধ্যাকালে উনুনের বা অগ্নিকুণ্ডের নিকটে দীর্ঘকাল থাকার জন্য পীড়িত হইয়া পড়ে। শিরোবেদনার বৃদ্ধি = মস্তক সঞ্চালনে বা দেহ সঞ্চালন বশতঃ মস্তকে অভিঘাত লাগিলে, মস্তক অবনত করিলে, পশ্চাদ্দিকে মাথা হেলাইলে (পশ্চাদ্দিকে হেলাইলে উপশম = বেল: মিউরেক্স ; থূযা), শয়নান্তে (বেল্: ক্যাম্ফো: কলো: ইফ্: লাই: ন্যাট-কার্ব:—উপশম = অ্যাথাম্যান্: ক্যাল্‌কে-ফস: কিউপ্রাম: হেলিবো: ইগ: ওলী-অ্যান:) ; সোপানারোহণ কালে (অ্যাণ্ট-ক্রুড:

আর্ণি: বেল: লোবেল্: মিনী: প্যারিস; অ্যাসিড-ফস); জলীয় বায়ুতে (কার্ব্বো-অ্যাম: ফের: ন্যাট-মিউ:), রৌদ্রে (ক্রুসীয়া: ল্যাকে: ন্যাট-কার্ব: নক্স); গ্যাসালোকে পরিশ্রম করিলে এবং দেহ অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মযুক্ত হইলে; টুপীর স্পর্শ অসহনীয় বোধ হয় শীতল জলে শিরো-বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়—এমন কি ধনুষ্টঙ্কার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে; অধ্যয়ন, লিখন ও সুরাপানেও বৃদ্ধি হয় [গ্লোনইনে মস্তক অনাবৃত করিলে উপশম ও পশ্চাদ্দিকে হেলাইলে বৃদ্ধি কিন্তু বেলেডনায় মস্তক অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি এবং পশ্চাদ্দিকে হেলাইলে উপশম বোধ হয়]। শিরোবেদনার সময় দুই রগের শিরা রজ্জুর ন্যায় স্থূল ও উচ্চ হইয়া উঠে ও দপ্‌দপ্ করিতে থাকে। মস্তিষ্ক যেন তরঙ্গায়িত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (বেল: কষ্টি: ডিজি: হায়ো ইগ্নি গো; ফেরাম-অ্যাসেট: অ্যাসিড-ফ্লু: ম্যাগ-মিউ)। শিরার্দ্ধমূল,—সকল বস্তুই অর্দ্ধেক আলোকময় ও অর্দ্ধেক অন্ধকারময় দেখে।

চক্ষু।—চক্ষু জ্যোতিঃহীন, একদৃষ্টি (ইথীউ: বেল: হায়ো: ল্যাকে: লরো: ওপী: ষ্ট্র্যাম:) এবং কোটরগত চক্ষুর শ্বেতাংশ আরক্তিম, অক্ষিগোলক বাহির হইয়া পড়ে, দৃষ্টি উন্মাদের ন্যায় দেখায়। অক্ষিগোলক মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূতি, সঙ্কোচন বা প্রসারণ অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং তন্মধ্যে চাপবোধ। তারকা প্রসারিত এবং শিবনেত্র। অক্ষি সমক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িতেছে এইরূপ বোধ [বেল: কষ্টি: কিউপ্রাম; আর্স: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: ওপী:. ফস:]। সকল বস্তুরই অর্দ্ধাংশ আলোক ও অর্দ্ধাংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়। মূর্চ্ছাধিকারে চক্ষু সমক্ষে উড্ডীয়মান কাল বিন্দু সকল দৃষ্ট হয় (অ্যাগার: ইউয়োন: ক্যালী-কার্ব: সিকেলি: সিপী:) এবং চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন বোধ হয়। অক্ষর সকল ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হয়।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টাবাদ্যবৎ শব্দ; নাড়ীর দপ্‌দপ্ শব্দ কর্ণে শ্রুত হয়। কর্ণমধ্যে দপ্‌দপানি এবং ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে যেন বিদ্ধ করিতেছে এইরূপ অনুভূতি,—বিশেষতঃ দক্ষিণ কর্ণে অধিক।

নাসিকা।—নাসামূলে বেদনা। রৌদ্রে ভ্রমণ করিলে মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে ও নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইতে থাকে (থুযা)।

মুখমণ্ডল।—মস্তক ও বক্ষমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ও উত্তাপসহ মুখমণ্ডল ম্লান হয় (মুখমণ্ডল=আরক্তিম=বেল্:)। শিরোবেদনা সহ মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত এবং উত্তাপযুক্ত বোধ—বিশেষতঃ চক্ষুর চতুর্দ্দিক এবং ললাটদেশ; কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভাসিত ও ম্লান হইয়া থাকে। অর্কাঘাতের উত্তাপাবস্থায় মুখমণ্ডল ম্লান থাকে। মুখমণ্ডল ঘর্ম্মযুক্ত। ক্ষয়িতদন্ত জনিত হঠাৎ আবির্ভাবশীল মুখের স্নায়শূল,—সমস্ত বেদনা শঙ্খদেশে বা রগে যাইয়া কেন্দ্রীভূত হয়; মস্তক ভার বোধ হয়, অথচ উপাধানে মস্তক রক্ষা করিতে পারে না। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার নিম্নোষ্ঠ স্ফীত হইয়াছে (নিম্নোষ্ঠের প্রকৃত স্ফীতি=অ্যালীউ: বোর্: অ্যাসিড্-মিউ: পল্‌সে:) চিবুক অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ।

মুখমধ্য।—দন্তশূল,—দপ্‌দপ্, ধক্‌ধক্‌কারী বেদনা,—দন্ত সকল অত্যন্ত দীর্ঘ

অনুভূত হয় ; দন্ত সকল কীটভুক্ত। মাড়ীতে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা,—উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি এবং শৈত্য প্রয়োগে উপশম (সিপা ; কফী: পল্‌সে:)। জিহ্বা—উপরিভাগ লেপরহিত অথচ দুগ্ধফেননিভ শ্বেতবর্ণ [দুগ্ধবৎ শ্বেত লেপান্বিত=অ্যাণ্ট্‌-ক্রুড্‌: ব্রাই: আর্ণিকা ; আর্স্‌: নক্স্‌ ; সিপীয়া] এবং তলদেশ ঘন লেপান্বিত (ক্যালী-বাই: নক্স্‌ ; ফাইটো:)। জিহ্বা অসাড় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে ; যেন জিহ্বাতে হুলবিদ্ধ হইতেছে (অ্যাকো: এপীস্‌:) ; জিহ্বা স্ফীত ও সূচিবিদ্ধবৎ অনুভূতিযুক্ত। ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ কালে মুখ হইতে ফেন নির্গত হয় [ইথীউ: অ্যাগার: বেল্‌: ক্যাম্ফো: ক্যান্থা: সাইকীউ: হায়ো: লরো: ষ্ট্র্যাম্‌]। গলমধ্যে কণ্ডুয়ন, উত্তাপ ও ক্ষতান্বিত ভাব। বোধ হয় যেন কণ্ঠনালী স্ফীত হইতেছে [আর্জেণ্ট্‌: আর্স্‌: বেল্‌: ইগ্‌: ল্যাকে: মার্ক্‌: নক্স্‌: পল্‌সে: স্যাবাই: স্যাঙ্গিউই: অ্যাসিড্‌-নাই: ট্রায়ষ্ট্‌:]। বোধ হয় যেন গলরোধ হইয়া আসিতেছে বেল্‌: ক্যান্থা: ল্যাকে: গ্যাম্বো:)। এত চাপ বোধ হয় যে জামার কলার খুলিয়া দিতে বাধ্য হয় (এপীস্‌ ; বেল্‌ ; ল্যাকে: নিকোলাম্‌)।

পাকস্থলী।—শীতল জল পানাকাঙ্ক্ষা,—গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায় বা শুষ্ক বলিয়া বোধ হয় [অ্যাঙ্গাস: বোভি: ক্যামো: ইউফব্‌: মার্ক: ওলীয়্যান্‌: স্যাবাড্‌: ভেরেট্‌:]। ধূমপানের অত্যন্ত স্পৃহা (ড্যাফ্‌: ইউজি: ষ্ট্যাফাই: থিরিড্‌:)। সুরাপানে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি (অ্যাণ্ট্‌-ক্রুড্‌: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি: ন্যাট্‌-মিউ:)। বিবমিষা বশতঃ স্বেদোদ্গম (লোবেল্‌:)। শিরোবেদনা বশতঃ বিবমিষা (অ্যাসের: সাইকীউ: ক্যাল্‌মী: ফাইটো:)। মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিতাধিক্য সঞ্চয় কিম্বা অর্কাঘাতের (Sunstroke) সময় অতিশয় বিবমিষা ও বমন। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অবসাদানুভূতি (ম্যাগ্‌-কার্ব্‌: ক্রোটন্‌ ; ডায়াডেমা ; ডিজি:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ শূন্য বোধ এবং সম্মুখ দিকে দেহ অবনত করিলে ব্যথান্বিত অনুভব। ঘর্ম্মোদ্গমান্তে বিবমিষার উপশম।

অন্ত্রাশয়াদি।—পাতলা মল নির্গমের পূর্ব্বে ও পরে নাভিতলে ছেদনবৎ বেদনা বশতঃ প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। পিত্তাশ্মরী-শূল (Gall-stone colic=বার্বা: ডায়োস্কো: কলো: ক্যাল্‌কে: কার্ডীয়াস্‌-মেরী হাইড্র্যাস্‌)। মলকাঠিন্য,—বেদনা ও কণ্ডুতিযুক্ত অর্শ। উদরাময়,—অপর্য্যাপ্ত, ঈষৎ কাল থস্‌থসে মল ; অন্ত্রকূজন এবং তৎসহ বায়ু নির্গমন ; বামপার্শ্বে শয়নে অন্ত্রকূজন বৃদ্ধি ; মলতারল্য প্রাতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিবস স্থায়ী হয়।

প্রস্রাব।—ফিকা লালাময় মূত্রের পরিমাণাধিক্য ; রাত্রে পুনঃ পুনঃ উঠিয়া প্রচুর পরিমাণ লালাময় মূত্র ত্যাগ করে (ফেরাম্‌-ফস্‌: এপীস্‌)। বৃক্ক প্রদাহ (Nephritis= অ্যা-বেন্‌: এপীস্‌: টেরিব্‌: মার্ক্‌-সায়া: ফ্লাস্‌: ক্যান্থা:) তৎসহ রৌদ্রে ভ্রমণ জনিত শিরঃপীড়া।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর বিলম্বে প্রকাশ বা ঋতুরোধ বশতঃ শিরোবেদনা ; আর্ত্তবাস্রাবের পরিবর্ত্তে শিরোবেদনার আবির্ভাব। অপর্য্যাপ্ত জরায়ুস্রাবের পর শিরোবেদনা। গর্ভবতী রমণীদিগের মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য। বয়ঃসন্ধিকালে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব, মস্তকে চাপবোধ, বিবমিষা, সংজ্ঞালোপ, শিরোঘূর্ণন্‌ এবং পদস্ফীতি। গর্ভাবস্থায় ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপিক রোগ [অ্যাকো: বেল্‌: কলোফিল্‌: অ্যাক্টী: সাইকীউ: জেল্‌সি: হেলিবো:

হাইড্রোফোব্: ওপী: ষ্ট্র্যামো:]—চৈতন্য রহিত, মুখমণ্ডল গাঢ় লালিমান্বিত ও স্ফীত, নাড়ী পুষ্ট ও অনমনীয় এবং মূত্র অপর্য্যাপ্ত ও লালাময়।

শ্বাসযন্ত্র।—পর্য্যায়ক্রমে মস্তক ও হৃৎপিণ্ড মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য। ভয়ঙ্কর হৃদ্‌স্পন্দন এবং গ্রীবার ধমনীদ্বয়ের দপ্‌দপানি; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত ও আয়াসসাধ্য; শোণিত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ধাবিত হইয়া দ্রুতবেগে মস্তকমধ্যে সঞ্চালিত হয়। নাড়ী ধীরগতি এবং ক্ষণবিলোপী, শয়নকালে হৃৎপিণ্ডমধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা বোধ, বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড হইতে বেদনা ললাটদেশে ধাবিত হইতেছে। হৃৎশূল হৃৎপিণ্ডের ভয়ঙ্কর স্পন্দন—যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ড বহির্গত হইয়া পড়িবে, শ্বাসপ্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত ও আয়াসসাধ্য,—বেদনা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া বাম বাহুতে সঞ্চারিত হয় এবং বাম বাহুতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ (স্পাইজি)। হৃৎপিণ্ড মধ্য হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব। দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। দেহের সর্ব্বত্র নাড়ীর দপ্‌দপান।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবামধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব। গ্রীবা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্লান্ত বোধ হয়,—বোধ হয় যেন মস্তকের ভার সহনে ক্ষমতা নাই [অ্যাব্রোট্‌ ইথীউ: আয়োড্: প্রকৃত দুর্ব্বলতা বশতঃ]। গ্রীবা আড়ষ্ট,—গলবন্ধনী-বস্ত্রাদির চাপ অসহনীয় (এপীস্; বেল্: ল্যাকে: নিকোল্:)। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে অত্যন্ত জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ। (লাই: ফস্:—পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যে অত্যন্ত শৈত্যানুভূতি = আমন-মিউ ল্যাচ্‌ন্যান্)। সমগ্র মেরুদণ্ড ব্যথাযুক্ত—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাবরণী-প্রদাহ রোগে (Meningitis)। বাম হস্ত অত্যন্ত ক্ষীণ ও অসাড়। সমগ্র দেহে, এমন কি অঙ্গুল্যাদির অগ্রভাগে পর্য্যন্ত, নাড়ীর দপ্‌দপানি, অনুভূত হয়। শিরোবেদনার সময় পদ, জানু ও গুল্‌ফদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হয়। অকাঘাত (Sunstroke) রোগে হস্ত পদাদি শিথিল ও সঞ্চালনে শক্তি রহিত হইয়া থাকে। সঞ্চালনকালে বাম জানুতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয় কিন্তু তাহাতে কোনরূপ উত্তাপ বা স্ফীতি বোধ হয় না; স্থির হইয়া থাকিলে, থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক্ মারিয়া উঠে বলিয়া রোগী ঐ পদ প্রসারিত করিতে বাধ্য হয়। সংজ্ঞারাহিত্যসহ মধ্যে মধ্যে হস্ত পদাদির হঠাৎ সঙ্কোচন ও প্রসারণ। পদের অস্থিরতা বশতঃ রোগী উঠিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়,—গৃধ্রসী বা কটিস্নায়ুশূল। রোগী হঠাৎ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়। মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কারাদি রোগ। ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপিক রোগে হস্তের অঙ্গুলি সকল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বিস্তৃত হইয়া থাকে (সিকেলি)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতবোধ—দেহ উত্তপ্ত হইবার পর মস্তক যেন ক্ষুর দ্বারা একত্রিত ও দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। শীত ও উত্তাপ বা বমন পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডলে উত্তাপাধিক্য,—উত্তাপ উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে মস্তকে উত্থিত হয়; উত্তাপ তরঙ্গভঙ্গে উর্দ্ধগামী হয়। নিদ্রান্তে স্বেদোদ্গম,—বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে এবং ললাটে। স্বেদোদ্গমান্তে বিবমিষার উপশম হয় (ইউপেটো:)।

বৃদ্ধি।—রৌদ্র সংস্পর্শে, গ্যাসালোকে পরিশ্রম করিলে, দেহ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে,

সংঘাত লাগিলে, মস্তক অবনত করিলে, সোপান আরোহণ কালে, টুপীর স্পর্শে, কেশ কর্ত্তিত হইলে, পশ্চাদ্দিকে মাথা হেলাইলে (বেল্ = উপশম) বিশ্রামে (জানুবেদনা), সুরাপানে এবং মস্তক আবৃত করিলে।

উপশম।—স্থির ভাবে উপবেশনে বা শয়নে, শৈত্য প্রয়োগে এবং শীতল বায়ু সেবনে [কিন্তু মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি তো হয়ই, তদ্ব্যতীত ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়] এবং চাপ প্রয়োগ করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যামিল্-নাই: অ্যান্টি: বেল্: এপীস্; হায়ো· জেল্‌সি: আর্জেন্ট্-নাই: ক্যালী-কার্ব: স্যাঙ্গিউই: মেলিলোট্ ডিজি: ডায়োস্কো: সিকেল্ ইউপেট্-পার্ফোল্:।

দোষঘ্ন।—অ্যাকোন; ক্যাম্ফ; কফিয়া; নক্স-ভ।

তুলনীয়।—অ্যাকটীয়া (মস্তিষ্কে সন্দোলন); ক্রোটেলাস (স্থানভ্রম)। বেলাড (চীৎকার); এপিস, হায়স (বিষপানের ভয়); জেল্‌স (বাতায়ন দিয়া লম্ফপ্রদানোদ্যত); লাইকো ও ফস (স্কন্ধদ্বয় মধ্যে জ্বালা); সিকেলি (অঙ্গুলি সকল একত্রিত করণে অপারগতা)।

শক্তি।—৩য় দশমিক ৬ষ্ঠ, ৩০ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

ন্যাফেলীয়াম্ পলিকিফেলাম্

(GNAPHALIUM POLYCEPHALUM).

প্রস্তুতি।—তাজা গাছড়া হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—পায়ের স্নায়ুশূল; ভেদবমন; অতিসার; বাধক; সন্ধিবাত; কটিবাত, গৃধ্রসী ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—উরুপশ্চাৎ-স্নায়ুশূল (Sciatica) রোগে, যখন আক্রান্ত অঙ্গে বা অংশে পর্য্যায়ক্রমে বেদনা ও অসাড়তা বর্ত্তমান থাকে, তখন ন্যাফেলিয়াম্ অব্যর্থ উপকারী। এতদ্ব্যতিরেকে অন্ত্রকূজন সহ জলবৎ মলতারল্য, অতি অল্প স্রাবশীল বাধক, বাতবেদনা, বৃক্কক প্রদেশে বেদনা এবং মূত্রাধারের মুখশায়িকা গ্রন্থি মধ্যে উত্তেজনা প্রভৃতিও ইহার বিষয়ীভূত।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেই শিরোঘূর্ণন আরম্ভ হয় (বেল: গ্র্যাফ: পেট্রোল: ছ্রাস;)। শিরোপশ্চাতে নিরন্তর অমুগ্র বেদনা এবং অক্ষিগোলক মধ্যে:তীব্র বেদনা অনুভূত হয়: অপরাহ্ণ ৩।৪ টার সময় পরিপূর্ণতানুভূতি সহ শিরোবেদনা,—শীতল জল প্রয়োগ করিলে উপশম বোধ (আস ঃ)।

মুখগহ্বরাদি।—উৰ্দ্ধ হনূর উভয় অস্থিতেই স্নায়ুশূলবৎ সবিরাম বেদনা। মুখের স্বাদ বিকট মিষ্টাক্ত এবং বমনজনক। জিহ্বা ঘন শ্বেতলেপাবৃত—শীতল জলে উত্তম রূপে ধৌত করিলে লেপ অপসারিত হয়। মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক অনুমিত হয়।

পাকাশয়াদি।—অন্ত্রকূজন (Borborygmus) সহ বহুল পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ। মলতারল্য,—জলবৎ মল,অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত,—প্রাতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিবস স্থায়ী হইয়া থাকে; উদর মধ্যে কল্‌কল্ শব্দ, পেটবেদনা,রোগী খিট্‌খিটে ভাব প্রদর্শন করে এবং সামান্য কারণে রাগান্বিত হয়; প্রস্রাব অতি অল্প,— ক্ষুধা, রুচি বা মুখের আস্বাদন শক্তি কিছুই থাকেনা। শিশুদিগের গ্রীষ্মাতিসারের প্রথমাবস্থা,—ভেদ ও বমন,--রাত্রে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিবস স্থায়ী হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাধক,--ঋতুর প্রথম দিবসে অত্যন্ত বেদনা এবং স্রাব অতি সামান্য (ক্যালোফিস্: জ্যান্থক্স.)। বস্তিকোটর মধ্যে ভার ও পূর্ণতা বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—গৃধ্রসী বা উরুপশ্চাতের স্নায়ুশূল,—দক্ষিণ বঙ্ক্ষণসন্ধি হইতে (Hip-joint) উরুপশ্চাৎ দিয়া (প্লাম·) নিম্নপদ পর্য্যন্ত (কলো:) কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা সঞ্চারিত হয়; সময়ে সময়ে বেদনা দক্ষিণ অণ্ডকোষে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় ও রোগী যন্ত্রণাবশতঃ আক্রান্ত পদ মুড়িয়া উদরের উপর স্থাপন করে, আক্রান্ত অংশে পর্য্যায়ক্রমে বেদনা ও অসাড়তার আবির্ভাব হয়; রাত্রিকালে প্রকোপাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ বেদনার আবির্ভাব হয়; যন্ত্রণায় রোগী শয্যার উপর গড়াগড়ি করে (পল্‌সে:) এবং চীৎকার করিতে থাকে; শয়ন করিলে, ও দেহ বা আক্রান্ত পদ গুটাইয়া রাখিলে বেদনার উপশম বোধ হয় (ক্যালী-বাই:)। রাত্রিতে শয়ন কালে জঙ্ঘাডিম্বস্থ পেশীতে আকর্ষণ (Cramp) বোধ (ক্যাম্ফো: নক্স; কিউপ্রাম)। উরুসম্মুখস্থিত স্নায়ুশূল (Crural Neuralgia = ষ্ট্যাফাই: জ্যান্থক্স:)।

বৃদ্ধি।—রাত্রে শয়ন কালে, আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে, ও পদবিক্ষেপ করিলে।

উপশম।—শীতল জল প্রয়োগে বা শীতল জলে ধৌত করিলে, চেয়ারে উপবেশন করিলে ও আক্রান্ত পদ গুটাইয়া উদরের উপর স্থাপন করিয়া শয়ন করিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কলোসিন্থিস্: জেল্‌সিমী প্লাম: ইপিক: কলোফিল জ্যান্থক্স: ষ্ট্যাফাই: লাইকোপোড:।

শক্তি।—১ম শততমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

গসিপীয়াম

(GOSSYPIUM HERBACEUM).

প্রস্তুতি।—শিকড়ের মধ্যস্থিত ছাল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গর্ভস্রাব; রজোস্বল্পতা;

বাধক; যোনি-কপাটে: স্ফোটক; ডিম্বাধারে বেদনা; গর্ভাবস্থায় বমন; অর্ব্বুদ; জরায়ু মধ্যে একপ্রকার বেদনা।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার সর্ব্বপ্রধান আক্রমণস্থল স্ত্রীজননেন্দ্রিয়। পূর্ব্বে ইহা একটী তেজস্কর রজঃ আকর্ষক ও গর্ভস্রাব উৎপাদক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত; এখনও অ্যালীয়োপ্যাথিক মতে এইভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ডিম্বাধার মধ্যে ক্ষণপ্রকাশশীল বেদনা, যোনিবহির্ভাগের স্ফীতি, প্রসবের পর ফুল না পড়া, কক্ষস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি সহ স্তন্যার্ব্বুদ (Mammary Tumor), জরায়ু প্রদেশে স্পর্শার্ত্ততা সহ প্রাতর্বমন বা গর্ভবতীদিগের বিবমিষা ও বমন; বিলুপ্ত রজঃ; জলবৎ আর্ত্তবস্রাব প্রভৃতি জরায়ুলক্ষণ এবং তৎপ্রতিক্ষেপ জনিত পাকাশয়িক লক্ষণাদি ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল। এতজ্জনিত বেদনাদি হুলবিদ্ধকরণ, ছেদন এবং আকর্ষণবৎ এবং সময়ে সময়ে জ্বালাজনক—থাকিয়া থাকিয়া একস্থান হইতে হঠাৎ স্থানান্তর আক্রমণ করে।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—মস্তক মধ্যে জ্বালা, নাক ফুলা।

পাকাশয়।—বিবমিষা এবং মুখমধ্যে অনর্গল লালাসঞ্চয় (ক্রোটন: ইপিক: গ্র্যানেট: য্যাবোর‍্যাণ্ডী); প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে বমনোদ্রেক (নক্স; অ্যানাক: সিরীয়াম-অক্স: সিম্ফোরি: ন্যাট-ফস: অ্যাসিড-কার্ব্ব: অ্যাক্টী-রেসি:)। অগ্নিমান্দ্য এবং আর্ত্তবস্রাব কালে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অস্বাচ্ছন্দ্য ও অবসন্নতানুভব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনিমধ্য হইতে জলবৎ স্রাব সহ যোনিবহির্দ্দেশ ও উরুদেশের মধ্যাংশ হাজিয়া যাওয়ার মত ও উরুদেশের মধ্যস্থলে ক্রমশবৃদ্ধিশীল জলবৎ রসস্রাবী কোমল অর্ব্বুদ উদ্গত হয় ও তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে;—রাত্রে বেদনা আতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাম বা দক্ষিণ যোনিদ্বার স্ফীত ও অসহনীয় কণ্ডুয়নশীল। ঋতু অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয় ও স্রাব নিতান্ত জলবৎ ও পরিমাণে অতি অল্প। উভয় ডিম্বাধার মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা ও উভয় ডিম্বাধারই যেন সবলে জরায়ুর দিকে আকৃষ্ট হয়। ঋতুরোধ। প্রসবান্তে জরায়ু মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে [বেল: কলোফিল্: ক্যান্থা: পল্সে: সিকেল্.]। জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তা জনিত বন্ধ্যাত্ব (বোর: অরাম-মিউ-ন্যাট: প্ল্যাট:)। গর্ভাবস্থায় প্রাতর্বমন [নক্স: অ্যানাক: ইপিক: সিরীয়াম-অক্স: অ্যাসিড-কার্ব্বলিক: সিম্ফোরি:); বমনান্তে অবসন্নতা,—উত্থানশক্তি রাহিত্য। কক্ষগ্রন্থির বা বগলের বীচি স্ফীতি সহ স্তন অর্ব্বুদ; বস্তিকোটরমধ্যে অত্যন্ত ভার বোধ ও নিম্নাকর্ষণ সহ কটিবেদনা (অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব সহ=অ্যালেট্রিস-ফ্যারি:—ক্যালী-কার্ব: উভয় বাহুতে অত্যন্ত ভারবোধ,—বাহুদ্বয় ঝুলাইয়া রাখিলে আরাম ও শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি বোধ হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—য্যাবোর‍্যাণ্ডী; অ্যাক্টীয়া-রেসি: কলোফিল্: পল্স:

লিলীয়াম্-টাই: এপীস, অ্যাসেবাম্, সিকেলি: অষ্টিলেগা, সিম্ফোরি: সিরীয়াম্-অক্স্যাল্: অ্যাসিড-কার্ব্ব অ্যানাক নক্স।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

গ্র্যানেটাম

(GRANATUM).

নামান্তর।—দাড়িম্বমূল (Punica Granatum)।

প্রস্তুতি।—মূলেব ছাল হইতে মাদাব টিঞ্চাব প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ ;—ক্ষুদ্র সূত্রবৎ কৃমি, পাকাশয় শূল, অন্ত্রবৃদ্ধি, শ্বেত-প্রদব, পট্ট কৃমি, দন্তশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—দাডিম ছাল সিদ্ধ জল, পট্টকৃমির পক্ষে অত্যন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে। সদৃশ-বিধান মতে সুস্থদেহে ইহার পরীক্ষা ফলেও পট্টকৃমিব অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে:, যথা চক্ষুব চতুর্দ্দিকে নীলিমা, নাসিকাগ্র কণ্ডূতি, সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা, অরুচি, অম্লাক্ত বা বসাল দ্রব্যাদি ভক্ষনেচ্ছা, বিবমিষা, মুখমধ্যে লালাসঞ্চয় ও শীর্ণতা। এতদ্ব্যতিবেকে বঙ্ক্ষণ বা কুচকী প্রদেশে অত্যন্ত চাপবোধ,—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবাব উপক্রম, নাভি-স্ফীতি বা বৃদ্ধি, বাহু ও কবতল কণ্ডুয়ন, দেহেব নানা স্থানে যেন পীড়কা বা কণ্ডু উদ্গত হইবে এইরূপ কণ্ডুয়ন বোধ, অঙ্গাদিব কম্পন প্রভৃতি কয়েকটী দাড়িম্ব মূলারিষ্টের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লক্ষণাবলী।

মন।—অভিমানা, আত্মম্ভবী, অতিশয় কৃপণ (আর্স লাই: সিপী) এবং কলহপ্রিয় [অবাম-মিউ-শ্যাট লোগা চায়না, লাই]। পাছে অসুখ হয় এই জন্য অতিরিক্ত সতর্ক (পল্সে সিপী:)।

মস্তক।—শিবোঘূর্ণন,—মানসিক পবিশ্রম বশতঃ (অ্যাগার: অ্যামন-কার্ব: বোব্: কিউপ্রাম; গ্র্যাটী: ন্যাট-কার্ব সিপী:),—প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে (বেল্ ক্যামো ক্যালী-বাই: ম্যাগ-মিউ: নিকোলাম, ফস),—চতুর্দ্দিক অন্ধকাবময় দর্শন (ইউপীয়েন্ ক্যালী-কার্ব:), বা বিবমিষা (অ্যামন্-কার্ব: অ্যাণ্ট-ক্রুড আর্স ব্যাবাই-কার্ব: ককীউ: মার্ক: ব্রোম: ফস: পল্সে) এবং পাকস্থলী মধ্যে ব্যথা সহ বমনেচ্ছা (অ্যাকো)। মস্তক মধ্যে শূন্যতানুভব (ককীউ: কিউপ্রাম পল্সে; সেনেগা)। ললাট অভ্যন্তরে সংজ্ঞাপহরক বেদনা (অ্যাক্টী: বেল: কিউপ্রাম;

হেলিবো: লরো: ওলীয়্যান: ফস: হুউম ; রীউটা ; ষ্ট্যান্:) এবং বেদনাজনক ভারবোধ (অ্যামন-মিউ: বেল: হিয়্যাটক্স: ল্যাকে: ওলীয়্যান্: ফেল্যান:]।

চক্ষু।—কোটর-প্রবিষ্ট ও নীলিমাবেষ্টিত,—চক্ষু শুষ্ক এবং জ্বাল' ও কণ্ডুয়নশীল্। চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতবর্ণ [চেলিড: মার্ক: ক্যামো: ল্যাকে: প্লাম: সিপী: ক্যালী-বাই:]। সময়ে সময়ে চক্ষু আক্ষেপযুক্ত হইয়া থাকে। অন্ধকারময় বা চতুর্দ্দিক মেঘাবৃত দর্শন (আর্জেণ্ট-নাই: অ্যাসের-সাইকীউ: কোণা: ইউয়োন্: জেন্টিয়ানা-লুট: গ্র্যাফ:: ল্যাক্টীউ: লরো: ফস: স্কিলা)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল আবক্তিম, পীড়াব্যঞ্জক, পীতাভ ও মৃত্তিকার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডলে জ্বালাজনক উত্তাপ আবির্ভূত হয় ; ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত ; হনুসন্ধিতে দৃঢ়াবদ্ধভাব ও আকর্ষণবৎ বেদনা,—চর্ব্বণকালে কড়াক্ করে। দন্তমধ্যে তীব্র শূলবৎ বেদনা,—রাত্রে শয়ন কাল পর্য্যন্ত বেদনা অতিশয় ভীষণ বোধ হয় ; দন্ত সকল দীর্ঘতর অনুমিত হয়। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে মিষ্ট স্বাদযুক্ত বোধ (অ্যালীউ: ডিজি: নিকোল্: ফস্: প্লাম: পল্সে: স্যাবাড: গাম্বো ক্রোফাউ:)। জিহ্বা রসাল ও শ্বেতবর্ণ (অ্যাকো: অ্যানাক: অ্যাঙ্গাস: বাবা: ক্রিয়ো: ওলীয়্যান্: ফস:]।

পাকস্থলী।—সর্ব্বাগ্রাসী ক্ষুধা (সিনা: মাক: অ্যাসিড-মিউ: অ্যাব্রোট: আয়োড),—এমন কি আহার করিবামাত্র পুনশ্চ ক্ষুধার উদ্রেক [বোভি: চিনি-সল্ফ: অ্যাব্রোট: সিনা ; ল্যাকে: ক্যাল্কে-কষ্টি: ফস: প্লাম)। অত্যন্ত আলস্য বোধ ও মুখ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চয় সহ বিবমিষা [ইপিক: গসিপীয়াম ; য্যাবোর‍্যাণ্ডী],—পাক ও অন্ত্রাশয় মধ্যে বেদনা, পুনঃ পুনঃ বৃথা মলমূত্র ত্যাগেচ্ছা এবং শিহরণ। রাত্রেও বমন হইয়া থাকে, তৎসহ আলস্য বোধ, কম্পন, স্বেদোদ্গম বা শিরোঘূর্ণন। প্রাতে উপশম অবস্থায় পেটে খাল ধরে [অ্যাণ্ট-ক্রুড: বিসমাথ: ইউফর্ব: গ্র্যাফ: ন্যাট-মিউ:]। ক্ষুধা নিরন্তর, কিন্তু ভুক্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে জীর্ণ হয় না এবং রোগী দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যাব্রোট: সিনা , ন্যাট-মিউ: আয়োড..স্যার্স ; টিউক্রি:)। অম্লস্বাদযুক্ত বা রসাল দ্রব্যাদি ভক্ষণেচ্ছা।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্যে বেদনা,—প্রাতে উপবাস অবস্থায় বা প্রতিবার ভোজনের পর,—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে বেদনা ধরে [অ্যালীউ: ব্যারাই: ক্যাষ্টোর. মিগ্যাইট: সাইলি:], শয়নান্তে [বাম পার্শ্বে=ন্যাট-সল্ফ:] এবং শীতল জলপানে উপশম হয়। নাভি প্রদেশে বেদনা অধিক বোধ হয়। নাভি অত্যন্ত স্ফীত ও উচ্চ হইয়া উঠে (Umbilical Hernia—গোঁড়)। বঙ্ক্ষণ প্রদেশে (Groins) বেদনাজনক চাপবোধ,—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার উপক্রম [নক্স: লাই: জেন্টি-ক্রু:]। বৃথা মলবেগ।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—পুনঃ পুনঃ কোমল গাঢ় পীতবর্ণ ও আমময় মল নিঃসরণ ; মলত্যাগ কালে মলান্ত্র বহির্নির্গত হইয়া পড়ে মলান্ত্রমধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়ন ও সুড়সুড়ী [টিউক্রি: ফেরাম ; সিনা ; ক্যাল্কে-কার্ব: ইণ্ডিগো ; কিউকার্বিটা]।

জননেন্দ্রিয়।—পুংমূত্রনালীর প্রদাহ এবং স্ফীতি ; প্রমেহস্রাবের ন্যায় পুংমূত্রনালী

হইতে অনর্গল রস স্রাব এবং তন্মধ্যে জ্বালাকর আকর্ষণ অনুভূত হয়। প্রদর,—পীতবর্ণ স্রাব (আর্স: সিপী: ক্যালী-বাই: ক্যাল্মি: ক্রিয়ো: অ্যাসিড-ফস: ষ্ট্যান:)।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাস প্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ; পাদচারণ কালে বক্ষমধ্যে তীব্র ব্যথা অনুভূতি। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যে ব্যথানুভূতি বস্ত্রাদির ভার পর্য্যন্ত কষ্টজনক বোধ হয়। ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে হৃদ্‌স্পন্দন।

ত্বক।—করতল কণ্ডুয়নশীল (অ্যানাক: বার্ব: ল্যাকে: অ্যাসিড-নাই: প্ল্যাট: র‍্যাণান: সেলিন্:)। দেহের নানাস্থানে ও মুখমণ্ডলে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন,—যেন পীড়কাদি উদ্গত হইবার সম্ভাবনা। পাণ্ডুরোগাক্রান্তবৎ মূর্ত্তি।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধের চতুর্দ্দিকে ব্যথানুভূতি, যেন কত ভার বহন করা হইয়াছে। প্রত্যেক অঙ্গুলির সন্ধি ব্যথাযুক্ত। জানুসন্ধিতে ছেদনবৎ বেদনা। প্রত্যঙ্গাদির আক্ষিপ্ত ভাব, হঠাৎ প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। উরুদেশে অত্যন্ত আড়ষ্টতা বোধ হয়। পদতলে ব্যথাযুক্ত কড়া (অ্যামন-কার্ব: অ্যাণ্ট-ক্রুড. ব্যাবাই: লাই: ন্যাট-মিউ: পেট্রোল্: ফস: অ্যাসিড-ফস:)। দেহের অত্যন্ত শৈথিল্য ও আলস্য, বিশেষতঃ পদদ্বয়ের,—রোগী দাঁড়াইলে কষ্ট বোধ করে এবং শয়ন করিয়া থাকিতে চাহে। শীর্ণতা।

বৃদ্ধি।—প্রাতে উপবাস অবস্থায় ; প্রতিবার আহারান্তে।

উপশম।—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে, শয়নান্তে ও শীতল জল পানে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সিনা ; ফিলিক্স-ম্যাস্কিউলিনাস ; কুসো ; আর্স: অ্যাব্রোট: ন্যাট-মিউ: আয়োড: ফস: সার্স ; টিউক্রি: চায়না।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে দ্বাদশ দশমিক ক্রম। কৃমি লক্ষণে ১ম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক প্রযুজ্য।

গ্র্যাফাইটিস্

(GRAPHITES).

নামান্তর।—ব্ল্যাক লেড (কৃষ্ণ সীসক) ; প্লম্বেগো।

প্রস্তুতি।—চিত্রকরের পেন্‌সিল হইতে সীসক লইয়া বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। তৎপরে ঊর্দ্ধ ক্রম টিঞ্চার।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মুখে বয়োব্রণ ; স্বল্পরজঃ ; গুহ্যদ্বারে পীড়া ; চক্ষুর পীড়া ; স্তনের কর্কটীয়া ক্ষতাদি ; সর্দ্দি ; মৃৎপাণ্ডু ; শূলবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ ; বধিরতা ; শোথ ; বাধক ; কর্ণপীড়া ; পামা ; নাক দিয়া রক্তস্রাব ; বিসর্প ; বিদারণ ; পাকাশয় শূল ; গ্রন্থির স্ফীতি ; প্রমেহ ; মূত্রাশ্মরী ; অর্শ ; মাথাব্যথা ; কোরণ্ড ; বহুব্যাপক

সর্দ্দি ; শ্বেত প্রদর ; যকৃতের কাঠিন্য ; আর্ত্তব বিকৃতি ; মস্তকমধ্যে শব্দ ; স্থূলতা ; ডিম্বাধারের পীড়া ; কর্ণমূল ; যোনি কণ্ডূয়ন ; বিচর্চ্চিকা ; ক্ষতান্তক চিহ্নের প্রদাহ ; গণ্ডমালা ; রেতঃস্খলন ; চর্ম্মের বিদারণ ও বিবিধ পীড়া ; আঘ্রাণ শক্তির ব্যত্যয় ; পাকস্থলীতে খালধরা ; উপদংশ ও প্রমেহ দোষ ; ক্ষত ; অর্ব্বুদ ; মূত্রের বিবিধ বিকৃতি ; জরায়ুর ক্যান্সার ; গোবীজে টীকা দেওয়ার মন্দফল ; হুপ কাস ; কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্থূলাঙ্গী ; কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু বিশিষ্টা বামাগণের (বিশেষতঃ যাহাদের ঋতু বিলম্বে প্রকাশ পায়) পীড়ায় বিশেস উপযোগী। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ যথা,—রোগী সকল বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক, ভীরু, সকল কার্য্যে ইতস্ততঃ করে, গুরুতর বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করা অতি কঠিন বোধ করে ; কার্য্যে নিযুক্ত কালে অত্যন্ত অস্থিরতা প্রদর্শন করে ; বিমর্ষ, অবসাদযুক্ত চিত্ত , সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিলে ক্রন্দন করিতে থাকে ; সর্ব্বদাই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ; শিশু অত্যন্ত নির্লজ্জ, সর্ব্বদা বিরক্তি জনক আচরণ করে, তিরস্কার করিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। মূর্দ্ধাদেশে একটি গোলাকার অংশ অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত বোধ হয়। নিস্পন্দ বায়ুরোগাক্রান্তবৎ অবস্থা, সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলেও কথা কহিতে বা দেহ সঞ্চালন করিতে পারে না। অতি সহজে ঠাণ্ডা লাগে ; শীতল বায়ুর সংস্পর্শ রোগীর পক্ষে অসুখকর। শ্রবণ শক্তির হ্রাস,—শব্দময় স্থানে ভাল শুনিতে পায় ; ললাটদেশে মাকড়সার জাল সংলগ্ন রহিয়াছে এইরূপ অনুভব ; রোগী হস্তদ্বারা পুনঃ পুনঃ অপসারিত করিবার চেষ্টা করে। মুখমণ্ডলে পূযোপজনন এবং বিস্রাব-প্রবণ বিসর্প (Erysipelas),—জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত,—দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তৃত হয়। অক্ষিপুট-প্ররোহিকা (একজিমা) উদ্ভেদ সকল রসস্রাবী এবং ফাটা ফাটা,—অক্ষিপুট আরক্তিম এবং কঠিন শল্ক (Scales) আবৃত। গাত্রত্বক অত্যন্ত দূষিত,—সামান্য আঁচড় লাগিলে তাহাতে পূয সঞ্চিত হয় ও ক্ষতে পরিণত হয় ; পুরাতন ক্ষতচিহ্ন সকল পুনরায় ক্ষতযুক্ত হইয়া উঠে ; দেহের স্থানে স্থানে এবং হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতে উদ্ভেদ সকল উদ্গত হয় এবং তাহা হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় বা মধুবৎ স্বচ্ছ রস স্রাব হইতে থাকে। নখ সকল ভঙ্গপ্রবণ, কদাকার এবং খণ্ডশঃ উঠিয়া যায়। স্তনের উপর পুনঃ পুনঃ স্ফোটক উদ্গত হওয়ায় অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন থাকে এবং তজ্জন্য দুগ্ধ প্রবাহের ব্যাঘাত উৎপাদন করে , পুনঃ পুনঃ স্তনে স্ফোটক হওয়ায় ক্রমে উহা কর্কট রোগে পরিণত হয়। উদরাময়,—মল তরল, ধূসরবর্ণ, অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়,—বাহ্যপ্রয়োগ সাহায্যে উদ্ভেদ বিলোপজনিত দীর্ঘকালের বা স্বাভাবিক মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত কঠিন, গুটিলাময় , গুটিলা সকল সূত্রময় আমদ্বারা পরস্পর সংলগ্ন ; গুটিলা সকল অত্যন্ত বৃহৎ এবং কষ্টে নির্গত হয় ; মলত্যাগান্তে মলদ্বার ক্ষতযুক্ত বোধ হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই রমণালিঙ্গনে বীতস্পৃহা। কামরিপুর অপব্যবহার জনিত জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ ও শৈথিল্য। আর্ত্তবাস্রাব অতি অল্প কিম্বা কালবর্ণ ; অত্যন্ত বেদনা সহ বিলম্বে প্রকাশশীল ; অনিয়মিত প্রকাশ ; পদদ্বয়ে শৈত্য সংস্পর্শ বশতঃ বিলম্বিত ঋতু। আর্ত্তবস্রাব কালে প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও বমন ; রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

প্রদর,—স্রাব কষায় (acrid) এবং ত্বকক্ষয়কারক; দিবারাত্র প্রবলবেগে নিঃসৃত হয়; ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে প্রকাশ হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—শিশু অত্যন্ত নির্লজ্জ ও বিরক্তিজনক স্বভাব বিশিষ্ট,—তিরস্কার করিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয় [শিশুকে যাহা বলা যায় তাহারই পুনরুক্তি করে=জিঙ্কাম্:—অবাধ্য=বেল্: সিঙ্কো:]। সকল বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা প্রদর্শন করে [থূযা: নক্স:]; ভীরু স্বভাব,—সকল কার্য্যে ইতস্ততঃ করে [আর্জেন্ট্ নাই আর্গি:); কোন বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে না [পল্‌সে:]। কার্য্যে নিযুক্ত কালে প্রত্যঙ্গাদির অস্থিরতা প্রদর্শন করে [জিঙ্ক্: জিঙ্ক-ভ্যালি.)। বিমর্ষ ও বিষাদযুক্ত চিত্ত; সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিলে রোদন করিতে থাকে (ক্রিয়ো:—সঙ্গীত ধ্বনি অসহনীয়=অ্যাকো: বেল্ স্যাবাই ন্যাট্-কার্ব্ থূযা, ন্যাট্-সল্ফ: নক্স্—সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণে উত্তেজিত হইয়া উঠে=ট্যারেন্ট্-কিউব্:]; নিরন্তর মৃত্যুচিন্তা নিরত [ক্রোটেলাস-ক্যাস্কা: ক্রোটেল্-হর্বিডাস্:]। অত্যন্ত পরিশ্রমকাতরতা। থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে,—সাধারণতঃ মস্তকের একপার্শ্ব আক্রান্ত হয়, তৎসহ বিবমিষা ও অম্ল বমন। শিরোমধ্যে মাদকতা শক্তির অনুভূতি [বেল্. নক্স: পল্‌সে:]। আর্ত্তবস্রাবকালে প্রচণ্ড শিরোবেদনা, তৎসহ উদ্গার ও বিবমিষা। রজোরোধ ও মলকাঠিন্য সহ সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল এক-পার্শ্বগত শিরোবেদনা। মস্তক যেন অসাড় ও তরল পদার্থময় এইরূপ বেদনা। মস্তকের উপাধানেস্থাপিত অংশে ব্যথানুভূতি। শকটের গতি বা সঞ্চালনে এবং আহারান্তে শিরোবেদনা। মস্তকের এক-পার্শ্বগত বাতজনিত বেদনা,—গ্রীবা ও দন্তে পর্য্যন্ত (উত্তাপে উপশম) সঞ্চারিত হয়। মূর্দ্ধাদেশে একটী ক্ষুদ্র গোলাকার অংশ অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত [ন্যাট্-মিউ: সল্ফ:—অত্যন্ত শীতল বোধ হয়=ক্যাল্কে: সিপী: ভেরেট্:]। মস্তকের কেশাবৃত অংশে কণ্ডুতিজনক ও রসসিক্ত উদ্ভেদ সকল উদ্গত হয় এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ বা পূতিগন্ধ নির্গত হইয়া থাকে [লাই গ্রাস্: সিপী: সোরিন্: ভিঙ্কা-মাই: ভায়োলা-ট্রাই গ্রাস্-ভিনি:)। মূর্দ্ধাদেশ হইতে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মাম্বু উত্থিত হয় [অ্যামন্-মিউ: আর্স: ক্যাম্ফা: মিডহ্যন্ ন্যাট্-মিউ ফস্: সল্ফ থূযা)। শিরোঘূর্ণন্, চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন বোধ হয় [অ্যাক্টী-স্পাই. ডাল্ক্যা: ওপী·]। মস্তকে স্বেদোদ্গম,—ঘর্ম্ম অম্লবৎ গন্ধ বা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং বস্ত্রাদিতে লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় [কার্ব্বো-অ্যান্: ফের্: মার্ক: থূযা ; ভেরেট্.]; সামান্য আয়াসে, এমন কি কথা কহিলেও ঘর্ম্মোদ্গমের বৃদ্ধি হয়, গৃহের বাহিরে পাদচারণ করিলে উপশম হয়। কেশ ধূসর বর্ণ হইয়া যায় [লাই: অ্যাসিড্-ফস্: অ্যাসিড্-সল্ফ্:]। ললাট ও মুখমণ্ডলে যেন মাকড়সার জাল সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি।

চক্ষু।—অক্ষিপুট ভারযুক্ত এবং পক্ষাঘাতাক্রান্তবৎ, চক্ষু আপনা হইতে মুদিত হইয়া যায় [কষ্টি: কলোফিল্: জেল্‌সি: সিপী:]। অক্ষিপ্রদাহ,—দীপাদির কৃত্রিম আলোক আদৌ সহ্য

হয় না (বেল্: ক্যাল্কে: ইউফ্রে: হিপ্: ইগ্নে: মার্ক: নক্স: ক্যালী-বাই: ক্ষাইটো: ফস্: পল্সে: হ্রাস্: ভেরেট্:)। অক্ষিপুটের প্ররোহিকা, উদ্ভেদ সকল রসসিক্ত এবং বিদারিত। অক্ষিপুট আরক্তিম, স্ফীত এবং কঠিন শল্ক বা চিপিটিকাবৃত; প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে (ব্রাই: ক্যাল্কে: ইউফর্ব· ইউফ্রে. সাইকীউ: ক্রোকাস্; ইগ্নে: লাই. পল্সে: হ্রাস্ সিপী:)। মস্তক অবনত করিলে দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া যায় (ন্যাট্-মিউ)। চক্ষু সমক্ষে চাক্‌চিক্য দর্শন [Sparkling—অ্যাসিড্-ফ্লু: অ্যালীউ: কষ্টি: সিকেল্: ষ্ট্যাফাই: ট্যাব্যাক্:]। অঞ্জনী,—স্ফীত অক্ষিপুট এবং তৎসহ অত্যন্ত শ্লেষ্মাস্রাব (পল্সে. হ্রাস্: ষ্টান্ ষ্ট্যাফাই: মার্ক:)। লিখিবার সময় প্রত্যেক বর্ণ দুইটি বোধ হয় এবং পাঠকালে বর্ণে বর্ণে জড়িত হইয়া যায় বোধ হয়।

কর্ণ।—কর্ণের অভ্যন্তরাংশ অত্যন্ত শুষ্ক [কার্ব্বো-ভেজি: ল্যাকে: কর্ণমল সঞ্চয়াধিক্য = কোণা: সাইলি:]। কর্ণের পশ্চাতে রসস্রাবী উদ্ভেদ [ব্যারাই. ক্যাল্কে: হিপ্:]। শ্রবণ শক্তির হ্রাস [কর্ণরন্ধ্র বদ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি সহ = ক্যাল্কে. পল্সে: সল্ফ:]; শব্দময় স্থানে বধিরতার উপশম হয়, শকট বা বাষ্পীয় যানে গমনকালে বধিরতার লাঘব হইয়া থাকে (অ্যাসিড্-নাই: পল্সে)। কর্ণবিবরদ্বার সমক্ষে যেন একখণ্ড ত্বক বিস্তৃত রহিয়াছে এইরূপ বোধ। কর্ণপটহ একখণ্ড পাতলা শ্বেত ঝিল্লি আবৃত প্রতীয়মান হয়। কর্ণপশ্চান্নলীমধ্যে [Eustachean Tube] যেন বায়ু আবদ্ধ রহিয়াছে ইত্যাকার অনুমিতি। কর্ণমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ শ্রুত হয় [কষ্টি পেট্রোসেল্ পল্সে:]। কর্ণমধ্যে সময়ে সময়ে "দুম্‌দাম্" শব্দ হয় [ম্যাঙ্গে মস্কাস্, সাহ্‌লি:],—সন্ধ্যাকালে চর্ব্বণ করিবাব সময়। প্রতি উদ্গারান্তে কর্ণমধ্যে "কড়াক" করিয়া উঠা শব্দ।

নাসিকা।—গাঢ় আঠাব ন্যায় দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মাস্রাব সহ নাসারোধ। সর্দ্দি হইলে রন্ধ্রমধ্যে সঞ্চিত শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া চিপিটিকায় (Crusts) পরিণত হয় (ক্যালী-বাই:)। নাসিকাভ্যন্তর শুষ্ক, নাসাপুট বিদারিত এবং বহির্দ্দেশ হাজিয়া যায়। মস্তকমধ্যে শোণিত সঞ্চিত ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ আবির্ভূত হইবার পর সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে (রাত্রি ১০টা = হানেম্যান্) নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব হয় (ফের্: মিলিলোট:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে যেন লূতাতন্তু বা মাকড়সার জাল সংলগ্ন রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (বারাই-কার্ব্ব: বোর্: ব্রোম্· র্যানান্-সিলিরেটাস্)। মুখমণ্ডল ম্লান ও পীতবর্ণ এবং চক্ষুর্দ্বয় নীলিমাবেষ্টিত। মুখমণ্ডলে পূযোপজনক-বিস্তার-প্রবণ-বিসর্প,—জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত,—দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বামপার্শ্বে সঞ্চারিত হয় (এপীস্;—বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চার = হ্রাস্-টক্স:)। মুখের এক-পার্শ্বগত পক্ষাঘাত বশতঃ মুখমণ্ডলের পৈশিক বিকৃতভঙ্গিমা এবং স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণে অক্ষমতা। শ্মশ্রু উঠিয়া যায় [ক্যাম্প: কষ্টি: ন্যাট্-মিউ: সেলিন্:—ক্ষৌরকণ্ডু জনিত = ন্যাট্-মিউ:—শোকান্তে = অ্যাসিড-ফস:]। ওষ্ঠদ্বয় ফাটা এবং ওষ্ঠ সংযোগস্থল ক্ষতযুক্ত (কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো:)।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—রাত্রে বা সন্ধ্যার সময় শয্যায় শয়নকালে, তৎসহ সময়ে সময়ে

মুখমণ্ডলে উত্তাপ আবির্ভাব ও গণ্ড স্ফীতি—উত্তাপে বৃদ্ধি; কোন ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিলে বেদনার আবির্ভাব হয়। মুখ, মাড়ী ও নাসিকা মধ্য হইতে মূত্র গন্ধ নির্গত হয়। প্রাতে মুখ পচিয়া থাকে। অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চয় এবং তালু ও গলমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে। মুখের পেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্‌স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত।

পাকাশয়।—প্রাতে এবং আহারান্তে অত্যন্ত তৃষ্ণা। পাকস্থলীমধ্যে অম্লজনন-প্রবণতা সহ ক্ষুধাতিশয্য। উষ্ণ বা উত্তপ্ত দ্রব্যাদি পেটে সহ্য হয় না (সাইলি:)। মুখে তিক্তস্বাদসহ অম্ল উদ্গার। ভুক্তদ্রব্যাদি অম্লাক্ত হইয়া গলমধ্যে উথিত হয় [ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী কাব: লাই ম্যাগ্নে. অ্যান্টিম্-টার্ট্:]; প্রতিবার আহারের পর বিবমিষা ও বমন [পান বা আহারের পর=আর্স: ভেরেট্:*ব্রাই:]। আর্ত্তবস্রাবকালে প্রাতবমন,—রোগিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে [অ্যালিউ: কার্ব্বো-অ্যান্: ককীউ:]। উদ্গার,—অম্লাক্ত, ভুক্তদ্রব্যাদির স্বাদযুক্ত, উদ্গারে পাকস্থলার ভার অপনীত করে। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে দুর্গন্ধময় অম্লোদ্গার ও বুক জ্বালা। নির্দ্দিষ্টকাল ব্যবধানানন্তর অর্থাৎ সময়ে সময়ে পাকাশয়শূল [আহারমাত্র ভুক্তদ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায়=ফস্:]। পাকস্থলী মধ্যে শূলবেদনা এবং অত্যন্ত চাপবোধ,—সময়ে সময়ে তৎসহ বমন,—অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় এবং শয্যার উত্তাপে উপশম হয়; পেটের মধ্যে যেন একটা গুল্মবৎ পদার্থ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব [অ্যাকো: কার্ব্বো-অ্যান্ ক্যাষ্টোর: ডিজি. ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: লোবেল্:]। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে তীব্র বেদনার প্রশমনার্থে রোগী কিছু আহার করিবার জন্য ব্যস্ত হয়,—বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে ও রাত্রে। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা বশতঃ রোগী কিছু আহার না করিয়া থাকিতে পারে না। পাকাশয়ে খাল ধরে,—আহারান্তে নিবৃত্তি।

অন্ত্রাশয়।—প্রাতর্ভোজনান্তেই যকৃৎমধ্যে বেদনা আরম্ভ হয় এবং রোগী তজ্জন্য শয়ন করিতে বাধ্য হয়। অন্ত্রস্থলী মধ্যে বমনোদ্রেক অনুভব। উদর বৃহৎ, স্ফীত এবং অনমনীয়,—যেন তন্মধ্যে আধ্মান বায়ু আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে [লাই: র‍্যাফেনাস্:]। উদর মধ্যে ভেকধ্বনির ন্যায় কোঁ কোঁ শব্দ শ্রুত হয় (আর্জেণ্ট: কলো:)। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, ভারবোধ এবং শিরোঘূর্ণন সহ উদর স্ফীতি। দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে উদরের বাম পার্শ্বে ব্যথা এবং বামপার্শ্বে শুইলে দক্ষিণ পার্শ্বে ব্যথানুভব হইয়া থাকে। বঙ্ক্ষণীয় (Inguinal) বা কুচকীর গ্রন্থি সকল ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত। বঙ্ক্ষণীয় ছিদ্রমুখে আধ্মানবায়ু সঞ্চয় বশতঃ অত্যন্ত চাপ বোধ হয়। স্বাভাবিক মলকাঠিন্য সহ নাভিপ্রদেশে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা পৃষ্ঠে ও কুক্ষিতে সঞ্চারিত হয়,—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

মলান্ত্র ও মল।—স্বাভাবিক মলকাঠিন্য,—মল বৃহৎ ও কঠিন গুটিলাময় এবং পরস্পর সূত্রময় আম দ্বারা জড়িত (হাইড্র্যাস:), গুটিলা অত্যন্ত বৃহৎ এবং অতিকষ্টে নির্গত হইয়া থাকে (সল্‌ফ:); মলত্যাগান্তে মলদ্বার ক্ষত বিক্ষত ও ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। (মল কঠিন ও চাথড়ির ন্যায় শ্বেতবর্ণ=প্যালেড: গোল, কঠিন ও কৃষ্ণাভ গুটিলা=ওপী: চেলিডন: প্লাম: থুয়া;—মেষ মলের ন্যায়=চেলিড. প্লাম: রীউট্যু; ভার্ব্যা:—কুক্কুর মলের ন্যায় দীর্ঘ, সরু

ও কঠিন=কষ্টি: ফস: প্রণাস-স্পাই:—অতি বৃহৎ, কঠিন গুটিলা অতি কষ্টে নির্গত হয়=ব্রাই: কালী-কার্ব: নক্স-ভম: ভেরেট:)। উদরাময়,—মল ধূসরবর্ণ তরল ; অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যাদি মিশ্রিত এবং অসহনীয় দুর্গন্ধযুক্ত ; প্রায় প্রলেপাদি দ্বারা উদ্ভেদ বিলুপ্ত হইলে এইরূপ হইয়া থাকে। মলকাঠিন্যাধিকারে যকৃৎ অত্যন্ত অনমনীয় বোধ হয়। সময়ে সময়ে মহীলতার ন্যায় এবং সূত্র কৃমি নির্গত হইয়া থাকে (অ্যাবসিন্থ. কার্ব্বো-ভেজি: সিনা ; ফেরা: টিউক্রি: মার্কিউ: সাইলি: সল্‌ফ: টেরিব:)। মলদ্বারে অর্শের ন্যায় আচিল উদ্গত হইয়া থাকে ও মলত্যাগান্তে হাজিয়া যাওয়ার মত অনুভূতি উৎপন্ন করে।

প্রস্রাব।—প্রবল (কষ্টি: অ্যাসিড-ফস: পল্‌সে: স্কীলা: ষ্ট্যাফাই:) ও যন্ত্রণাজনক প্রস্রাব বেগ,—ফোঁটা ফোঁটা নিগত হয় (ক্যাম্ফো: আর্ণ ক্যান্থা: ক্লিম্যাট: কোপেব: ইউফর্ব: সল্‌ফ) এবং মূত্র ত্যাগ কালে নালীমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূতি (ক্যান্থা: গ্র্যানেট: ল্যাকে মার্ক: জিঙ্ক:)। অতি অল্প পরিমাণে গাঢ় লাল মূত্র নিগত হয় এবং অনতিপরেই ঘোলা (Turbid) হইয়া যায় ও শ্বেতাভ ঈষৎ লালবর্ণ তলানী পড়ে (শ্বেতাভ তলানী Sediment=ক্যালকে: কলো: কোণা: অ্যাসিড-নাই ফস: জিঙ্ক:—ঈষৎ লালবর্ণ=ক্যালা-বাই. লাই: ন্যাট-মিউ: পল্‌সে: সিপী:)। শয্যামূত্র,—মূত্রত্যাগ কালে ত্রিকাস্থি (Sacrum) মধ্যে এবং মেরুপুচ্ছে বেদনা বোধ হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণালিঙ্গনে বীতস্পৃহা (অ্যাগ্নাস, ক্যানাব: ক্লিম্যাট: ক্যালী-কার্ব: লাই: হ্যুডো:)। শিশ্ন এবং শিশ্নাবরকের উপর পীড়কা বা কণ্ডু উদ্গত হয়। রমণালিঙ্গন কালে জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীমধ্যে খাল ধরে। আলিঙ্গনান্তে পদদ্বয় শীতল, অবসাদ, দেহে উত্তাপ ও স্বেদোদ্গম প্রকাশ পায়। রমণান্তে বীর্য্যস্খলন হয় না (ক্যালেড ; ইউজিনীয়া ; ল্যাকে: লাই:—অতি অল্প রেতঃস্খলন=অ্যাগার. প্লাম:)। রমণালিঙ্গনে অতি সামান্য সুখবোধ (অ্যানাক: ক্যালেড: প্ল্যাট:)। কামরিপুর অপব্যবহার বশতঃ জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ ও শৈথিল্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রমণালিঙ্গনে বীতস্পৃহা (কষ্টি. ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-মিউ: পেট্রোল)। যোনিবহির্ভাগে রস ও পুযগুটি উদ্গত হইতে থাকে (মার্ক: অ্যাণ্ট-টার্ট:)। যোনিমধ্য ক্ষতযুক্ত বোধ হয়। রোগিণীকে ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহার ডিম্বাধার স্ফীত হইয়া উঠে, বিশেষতঃ বাম ডিম্বাধার (ল্যাকে:—দাক্ষণ ডিম্বাধার=এপীস ; বেল:)। রজঃস্রাবান্তে ডিম্বাধার স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে। রজঃস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে দক্ষিণ ডিম্বাধারে ছেদন, নিষ্পেষণ ও স্ফোটনবৎ বেদনা অনুভূত হয় (ওপী: প্যালেড:)। ঋতু স্রাব অতি সামান্য ও ফিকা (পল্‌সে:) ; অত্যন্ত অসহনীয় বেদনা সহ বিলম্বে প্রকাশশীল ; পদদ্বয়ে শীতল জলসেক বশতঃ বিলম্বিত ঋতু (পল্‌সে: ন্যাট-মিউ:)। মলকাঠিন্য ও গণ্ডদ্বয়ের গাঢ় লালিমা সহ বিলম্বিতার্ত্তব। আর্ত্তবস্রাবের কালে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভয়ানক ছেদনবৎ বেদনা (যকৃৎ মধ্যে=অ্যাসিড-ফস)। ঋতু রোধ বশতঃ হস্তপদাদি অত্যন্ত ভারবিশিষ্ট বোধ হয় (শীতার্ত্ততা ও ম্লান মুখমণ্ডল=পল্‌সে)। প্রদর,—তলপেট সাঁটিয়া ধরে

এবং কটি ক্ষীণ বোধ হয় ;—স্রাব শ্বেতবর্ণ জলবৎ (ম্যাগ-কার্ব: ন্যাট-মিউ: নাইট্রাম ; সল্ফ—ডিম্বলালাবৎ = অ্যামন-মিউ: বোর: বোভি: প্ল্যাট), কষায় (acrid) ও ত্বকক্ষয়কারক (Excoriating = অ্যালীউ: আর্স: বোর: বোভি: কোণা: ক্রিয়ো: মার্ক: ন্যাট-মিউ: পল্সে: সাইলি),—দিবারাত্র ঝলকে ঝলকে নির্গত হইতে থাকে (ক্যাল্কে: লাই: সিপী: সাইলী:) আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে প্রদরস্রাব (পূর্ব্বে = ক্যাল্কে: রীউট্টা: ল্যাকে: সিপী: জিঙ্কাম ;—পরে = অ্যালীউ: বোভি: অ্যাসিড-নাই: অ্যাসিড-ফস: ক্রিয়ো: সল্ফ: ট্যাব্যাক:)। স্তনস্ফোটক চিহ্ন ; স্তন্যবাহী শিরার উপর নিষ্পেষণ করায় দুগ্ধপ্রবাহের ব্যাঘাত হয় ; পুনঃ পুনঃ স্তন স্ফোটক উদ্গত হইয়া ক্রমে কর্কট রোগে পরিণত হয় (কোণায়াম দেখ)। আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে ও সময়ে অবসাদক কাসি (পূর্ব্বে—সল্ফ)। ঋতুর সময় বাম স্তনের নিম্নে তীব্র বেদনায় রোগিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (অ্যাক্টী) ; স্তন্য গ্রন্থি সকল স্ফীত ও কঠিন হইয়া উঠে (বেল কার্ব্বো অ্যান্. কোণা:—শুষ্ক ও ক্ষতযুক্ত হইয়া যায়—আয়োড: অ্যাসিড-নাই: সেব্যাল্-সেরুল:)। স্তনবৃন্ত ক্ষতযুক্ত ও বিদারিত ত্বক (সল্ফ ক্যালেণ্ড: কষ্টি: ফাইটো: আসিড-ফ্লু:)।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলী মধ্যে ত্বকঘর্ষণবৎ ও গলমধ্যে কর্কশতা অনুভব। শ্বাসরোধোপক্রম বশতঃ রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং শয্যা হইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে, সম্মুখে যে অবলম্বন পায় তাহাই ধারণ করে ও অবিলম্বে কিছু আহার করিলেই কষ্টের লাঘব হয় ; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বৃদ্ধি হয়। সোপানারোহণ, অশ্বারোহণ, জৃম্ভন কিম্বা বক্ষে হস্ত স্থাপন করিলে বক্ষমধ্যে ব্যথা অনুভূত হয় ; ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে হৃদ্স্পন্দন। বিষণ্ণতা সহ বক্ষমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ (স্পঞ্জী: হিপ: ক্যালী-কার্ব্ব: স্যাম্বীউ: ষ্ট্যান্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—মস্তক অবনত করিলে বা হস্ত উত্তোলন করিলে গ্রীবা পৃষ্ঠ এবং স্কন্ধদেশে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়,—যেন অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিতেছে। গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থির স্ফীতি। পৃষ্ঠে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভূতি, অঙ্গুলি সন্ধি সকল যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত (যেন সন্ধিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে—ব্রাই: রীউটা:)। অঙ্গুলি সন্ধি মধ্যে বাত গুটিকা উৎপন্ন হয় (ক্যাল্কে: ডিজি: লিড: ষ্ট্যাফাই:)। ঊরু এবং পদাঙ্গুলি সকল অসাড় ও আড়ষ্ট বোধ হয় (নক্স:)। জানু বাকাইতে গেলে আড়ষ্ট বোধ হয় ; পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে ত্বকক্ষয়। জানু তলে ও বঙ্ক্ষণপ্রদেশে (কুঁচকীতে) দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। পদের উপর ক্ষত উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় রস স্রাব হয়। হস্তনখ সকল ভঙ্গপ্রবণ, খণ্ডশঃ ভগ্ন হইতে থাকে, এবং কুৎসিৎ আকার ধারণ করে (অ্যাণ্ট-ক্রুড:) ; ব্যথাযুক্ত ও ক্ষতান্বিত ; অত্যন্ত পুরু এবং অব্যবহার্য্য।

ত্বক।—গাত্রত্বক ক্ষতোদ্গম প্রবণ, সামান্য ক্ষতও পূযযুক্ত হইয়া উঠে (হিপ: বোর:) ; পুরাতন ক্ষত চিহ্ন সকল পুনরায় ক্ষতযুক্ত হইয়া উঠে (অ্যাসিড-ফ্লু: কষ্টি: ল্যাক:) ; কর্ণের উপর (ক্যাল্কে-পাই: দেখ) এবং পশ্চাতে, হস্তপদাদির অঙ্গুলি মধ্যাংশ ও দেহের নানাস্থানে উদ্ভেদ সকল উদ্গত ও ক্ষত উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে স্বচ্ছ গাঢ় আঠার ন্যায় রস স্রাব হয় ; গাত্রত্বক অত্যন্ত শুষ্ক এবং স্বেদহীন। লসিকাগ্রন্থি স্ফীত হয় (ব্যারাই: ক্যাল্কে:)। হস্ত

পদাদির ভাঁজমধ্যে, কুঁচকিতে, গ্রীবাতে এবং কর্ণের পশ্চাতে ত্বককণ্ড লক্ষণ উৎপন্ন হয়, বিশেষতঃ শিশুদিগের মধ্যে ইহা অধিক হয় (লাই: ক্যাল্কে: ক্যালী-মিউ:)।

নিদ্রা।—দিবসে ও সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত নিদ্রালুতা। রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না ; গুরুতর বিষয়ের চিন্তা বশতঃ দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রা হয় না। মৃত্যু ও অগ্নিকাণ্ডের স্বপ্ন দেখে। নিদ্রিত হইবার সময় মস্তকে ঘর্ম্ম উদ্গত হয়। রাত্রে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব হয়। শ্বাসরোধোপক্রম হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। নিদ্রিতাবস্থায় অনবরত বকিতে থাকে। নিদ্রাবস্থায় শয্যায় মূত্রত্যাগ করে (সিনা: সিপী:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে কম্প হইয়া (উত্তাপ হউক আর না হউক), তৎপরে স্বেদ উদ্গত হইয়া থাকে। শকটারোহণ কালে উত্তাপাবির্ভাব। ঘর্ম্ম অম্লাক্ত, শয্যাবস্ত্রে পীতাভ দাগ লাগে এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধজনক। প্রাত্যহিক জ্বর, সন্ধ্যাকালে কম্প, তাহার এক ঘণ্টা পরে মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব এবং নিম্নপদ শীতল হইয়া উঠে ; স্বেদ উদ্গম হয় না।

বৃদ্ধি।—রাত্রে, আর্ত্তবস্রাবের সময়ে ও পরে দেহ সঞ্চালনে, শকটারোহণে (বধিরতার উপশম), বাম পার্শ্বে শয়নে, উত্তাপ, স্নান ও বায়ু সেবনে।

উপশম। -বিশ্রামে, আহারান্তে ও উষ্ণ দুগ্ধ পানে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অনুপূরক—কষ্টি: হিপ: লাই·। লাইকোপডীয়াম ও পল্‌সটিলার পরে উপযোগী ; স্থূলতা হ্রাস পক্ষে ক্যাল্‌কেরীয়া কার্ব্বের পরে, চর্ম্মরোগে সল্‌ফারের পরে এবং অত্যধিক প্রদরস্রাব সম্বন্ধে সিপীয়ার পরে ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অধিকন্তু—অ্যাসিড-নাই: অ্যান্ট-ক্রুড: কার্ব্বো-অ্যান: ল্যাকে: পেট্রোল: পীয়োন্: ব্যাটান্:।

দোষঘ্ন।—একোন, আর্স, চায়না, নক্স-ভমিকা।

তুলনীয়।—হ্রাস-টক্স: (বিসর্প) ; দক্ষিণ ডিম্বাধার,—(প্যালেড: ওপিয়ম:) ; হাস্য ও ক্রন্দন, (অরম: পল্‌স: লাইকো: ইত্যাদি)। স্থূলতা— ক্যাল্‌কেরিয়া), জ্বালায়, (আর্স:)। "স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তবারম্ভকালে পল্‌সেটিলা যেরূপ উপকারী, আর্ত্তবনিবৃত্তিকালে গ্রাফাইটিস্ সেইরূপ ফলদায়ক"—ডাঃ এইচ, সি, অ্যালেন। (পল্‌সেটিলায় দুগ্ধপানে বৃদ্ধি এবং গ্রাফাইটিসে উপশম)।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। মলদ্বার ও স্তনের ক্ষত রোগে ৩য় দশমিক বিচূর্ণের সিটেসীয়ান্ মলম মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৪০ হইতে ৫০ দিন।

গ্র্যাটীয়োলা অফিসিন্যালিস্
(GRATIOLA OFFICINALIS).

নামান্তর।– হেজ্ হিসপ্।

প্রস্তুতি।—ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত করিতে হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।– নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,– ওলাউঠা, কোষ্ঠবদ্ধ; খালধরা; অতিসার, শোথ, চক্ষুপীড়া, পাকাশয় শূল, বাত, অর্শ, মাথাব্যথা; মস্তিষ্কে-জল-সঞ্চয়; ব্যাধিশঙ্কা, মূর্চ্ছাবায়ু, উন্মাদ, কৃত্রিম মৈথুন, স্নায়ুশূল, কামোন্মাদ, ধনুষ্টঙ্কার।

উপযোগিতা ও আভাস।– পাক ও অন্ত্রাশয়ের উপরই ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। অন্ত্রশূল, গ্রীষ্মকালে অত্যধিক জল পান জনিত উদরাময়, রক্তাক্ত মল, পাণ্ডুরোগ, হস্তপদাদির কম্পন, ধনুষ্টঙ্কারাদির আক্ষেপ, খালধরা প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াফল। অত্যধিক ঈর্ষা ও অহঙ্কার জনিত মানসিক পীড়াদিতেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক। আহারান্তে শিরোঘূর্ণন, আহারান্তে পাকস্থলী শূন্য বোধ সহ পুনশ্চ ক্ষুধা, প্রভৃতিও গ্র্যাটীয়োলার কয়েকটী নির্ণায়ক লক্ষণ। কোনরূপ দৈহিক পরিশ্রমান্তে মলত্যাগের পর অর্শ বহির্গত হইয়া পড়ে। পাকস্থলী ক্রমে অধিকতর শূন্য বোধ হয় কিন্তু আহার করিতে পারে না। পাকস্থলীর পশ্চাৎস্থিত অন্ত্রের স্নায়ু সমূহের (Solar plexus) উত্তেজনা বশতঃ উদরোর্দ্ধ প্রদেশে খাল্ ধরে এবং বেদনা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে, মানসিক উদ্বেগ, চর্ব্বণবৎ বেদনা, পাকস্থলী শূন্য বোধ এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন কি গড়াইয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভব। পশ্চাৎ কটীদেশ মধ্যে প্রচণ্ড মোচড়ের ন্যায় বেদনা অনুভব। উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে গাত্র শিহরিয়া উঠে; আরক্তিমা সহ মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব। যেন মস্তিষ্ক সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, যেন মস্তক ক্ষুদ্রতর হইয়া গেল। মস্তকাভিমুখে শোণিতধাবন ও দৃষ্টিলোপ। রমণীদিগের কামোন্মাদ ও অস্বাভাবিক উপায়ে তাহার পরিতৃপ্তি ইহার একটী প্রধান লক্ষণ (ডাঃ কম্‌টন বার্ণেট্)।

লক্ষণাবলী।

মন।—গম্ভীর চিন্তামগ্ন। স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত অন্য চিন্তা জানে না (আর্স্: সল্‌ফ: প্ল্যাট্: ল্যাকে:)। অত্যন্ত অহঙ্কার জনিত মানসিক পীড়াদি। খিট্‌খিটে স্বভাব; জীবনে বীতস্পৃহ [অ্যাণ্ট্-ক্রুড: অরাম্, হাইড্রাস ন্যাট্-সাল্‌ফ অ্যাসিড্-নাই: ফস্: প্ল্যাট্:]। এবং ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার ভয়ে শঙ্কিত (অ্যাকো ডিজি. অ্যাসিড্-মিউ: স্পাইজি: স্পঞ্জী:]।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন্,—সমস্ত দেহ ঘুরিতেছে বোধ হয় [আর্ণি: বেল্: সাইকীউ: ন্যাট্-মিউ: নক্স:]; উপবেশন ও অধ্যয়নকালে, বোধ হয় যেন মস্তক সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ ও পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে দুলিতেছে। মস্তক মধ্যে দ্রুতবেগে শোণিতধাবন বশতঃ ললাট

মধ্যে দপ্‌দপানি এবং চতুর্দ্দিক যেন কালবর্ণ হইয়া গেল এইরূপ অনুভব (বেল্: জেল্‌সি. সাইকীউ: ল্যাক্-ক্যান্: লাই: পলসে:)--দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; যন্ত্রণাধিক্য বশতঃ রোগীর সময়ে সময়ে চৈতন্য পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়,—দীর্ঘ নিদ্রার পর তবে লক্ষণাদির লাঘব হয়। বোধ হয় যেন মস্তিষ্কের সঙ্কোচন বশতঃ মস্তক সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্রতর হইয়া গিয়াছে (অ্যাঙ্গাস্: গ্র্যাফ্: হায়ো: ক্যালী-নাই: স্কীলা)। শিরোবেদনার বৃদ্ধি—আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইবার সময় [লেমিয়াম্-অ্যাল্: সল্‌ফ্:]. দেহ সঞ্চালনে [অ্যাকো: ব্রাই: ক্রোকাস্ ; নক্স্-যুগ্: সল্‌ফ:] এবং বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে [অ্যালীউ: সিনা , কোণা: নক্স্: স্পাইজি: উপশমিত হয়=অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: কলো: থুযা]। ললাটদেশে ত্বক কুঞ্চন সহ দৃঢ়াবদ্ধ-ভাব। মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও আরক্তিমা আবির্ভাব।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয় শুষ্ক,—যেন তন্মধ্যে ধূলিকণা পতিত হইয়াছে [অ্যালীউ: ব্রাই: কষ্টি· ইউফ্রে: ফাইটো:)। অধ্যয়নকালে চক্ষু জলভাবাক্রান্ত এবং ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া থাকে,—এবং দৃষ্টি সম্মুখে তিমিরাবির্ভূত হয় (ড্রোসেরা , হিপ্: মিনীয়্যান্: ন্যাট্-মিউ: হ্রাস্-ভিন্:]। অধ্যয়নকালে অদূর দৃষ্টি (Myopia) উৎপন্ন হয়। নিকটবর্ত্তী অপেক্ষা দূরবর্ত্তী বস্তু উত্তমরূপে দেখিতে পায় [ড্রোসেরা: সাইলি: সল্‌ফ:]। সময়ে সময়ে হঠাৎ দৃষ্টিলোপ ঘটিয়া থাকে। প্রথম চক্ষু উন্মীলিত করিলে বৃক্ষ আদি সমস্তই শ্বেতবর্ণ বোধ হয়।

গলমধ্য।—গলমধ্যে যেন কত গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত রহিয়াছে এইরূপ চাপবোধ [এরাম্-ট্রাই: অ্যায়াড্: অ্যালীউ: কোণা. কষ্টি: বেল্: মার্ক্: ল্যাকে:]। গলমধ্যে ব্যথা বশতঃ পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে ইচ্ছা হয় , [ব্যারাই: বেল্: ক্যান্থা. মার্ক:] ; কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা অতি কষ্টকর,—যেন গলনলী সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে , শূন্য ঢোক গিলিবার সময় বেদনার বৃদ্ধি হয় (কোন দ্রব্য গলাধঃকৃত হইলে নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে= অরাম্ ; বেল্: ল্যাকে: মার্ক: পেট্রোল্:)।

পাকস্থলী।—মুখমধ্যে নির্ম্মল জলবৎ লালা সঞ্চিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে হয়। রুটী ব্যতীত আর কিছুতেই রুচি থাকে না। ধূমপানে অনিচ্ছা। প্রবল তৃষ্ণা। আহারের সময় ও পরে শিরোঘূর্ণন। তিক্ত বা মিষ্টস্বাদযুক্ত উদ্গার, পাকস্থলী শূন্য বা শীতল বোধ হয় (শূন্য বোধ=অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: জেণ্টিয়া: গ্যাম্বো: ইগ্নে: ওলীয়্যান্:—শীতল বোধ হয়=আর্স্: ক্যাপ্স্: ক্যালী-ক্লোব্: কোল্‌চি: ওলী-অ্যান্:)। নাসিকা রোধ সহ বমন। পিত্তময়, অম্লাক্ত বা তিক্ত দ্রব্যাদি বমন। আহারান্তে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বোধ হয় যেন একখণ্ড প্রস্তর এদিকে ওদিকে গড়াইয়া বেড়াইতেছে। আহারান্তে পাকস্থলী শূন্য বোধ সহ পুনশ্চ ক্ষুধা (ক্যাল্‌কে-কষ্টি: চিনিন্-সল্‌ফ: সিনা)। পাকস্থলী অধিক পরিমাণে শূন্য বোধ হইলেও আহার করিতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া প্রবল বমনোদ্রেক,—উদ্গার উঠিলেই উপশমিত হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে খাল্‌ধরার ন্যায় বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। মস্তকে বেদনা সহ প্রবল বমন,—প্রথম হরিদ্বর্ণ পরে কেবল জল বমিত হয়। পাকস্থলী শীতল বোধ হয়,—যেন জলপূর্ণ রহিয়াছে।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্যে চাপজনক বেদনা ও নাভিদেশে সঙ্কোচন বশতঃ রোগী সম্মুখ দিকে বক্র হইয়া পড়ে,—বায়ু নির্গমে উপশম হয়। উদরাধ্মান বশতঃ চাপজনক বেদনা, তৎসহ বিবমিষা ও গলমধ্যে কটুস্বাদ উদ্গার। অন্ত্রকূজন, বিবমিষা, উদ্গার ও শিরোঘূর্ণন। সময়ে সময়ে উদর মধ্যে ক্ষণস্থায়ী শৈত্য বোধ হয়। সান্ধ্যভোজনান্তে ও রাত্রে জলবৎ বেদনা। পাদচারণকালে উদর মধ্যে অত্যন্ত ভারবোধ,—উপবেশন করিলে আর থাকে না। উদর মধ্যে তীব্র খাল ধরার ন্যায় বেদনা,—ক্রমে সমগ্র দেহে সঞ্চারিত হয় (কিউপ্রাম্ দেখ)।

মলান্ত্র ও মল।—গ্রীষ্মকালে পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জলপান বশতঃ উদরাময় বা সাংঘাতিক বিসূচিকা (Cholera Morbus)। মল জলবৎ, পীত বা হরিদ্বর্ণ, ফেনময়; বেগে নির্গত হয়, হরিদ্বর্ণ তরল মল ক্রমে কেবল জলের ন্যায় নির্গত হইতে থাকে। আহারান্তে উদ্গার উঠিলে বা বায়ুনির্গমনান্তে উপশম হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদর মধ্যে কল্‌কল্ শব্দ এবং নাভিপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা; মলত্যাগের সময় বিবমিষা, মলান্ত্র মধ্যে জ্বালা বোধ, এবং মলদ্বারে যেন ক্ষত উপস্থিত হইয়াছে এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। মলত্যাগান্তে পশ্চাৎ কটীদেশে যেন ভয়ানক মোচড় দিতেছে এইরূপ বেদনা। সময়ে সময়ে অসাড়ে মল নির্গত হইয়া থাকে। মলের সহিত মূত্রক্লাম ত্যাগ। মলত্যাগের সহিত মলনালী মধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণাজনক অর্ব্বুদ (tumors) সকল বহির্গত হইয়া পড়ে। মলত্যাগান্তে শীত ও লোমহর্ষণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু অগ্রে প্রকাশ হয়, স্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। কামোন্মাদ (অরিগেনাম্, ক্যান্থারিস্) ও অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি। দক্ষিণ স্তনে তীব্র বেদনা, আর্ত্তবস্রাবকালে উঠিতে গেলে বৃদ্ধি হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—বোধ হয় যেন কেহ তাহার গ্রীবা হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছে। পশ্চাৎ কটীদেশে আকর্ষণবৎ বেদনা (ক্যালী-বাই সাইকীউ: কষ্টি: অ্যান্ট্-টার্ট.) মলত্যাগান্তে উরুস্থানে যেন সবলে মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা। স্কন্ধ, হস্ত ও হস্তাঙ্গুলিতে বাত বেদনা,—বিশেষতঃ কুনুইদেশে এবং মণিবন্ধ প্রদেশে (অ্যাক্টী-স্পাই); দক্ষিণ করতলের কণ্ডূয়ন। পাদচরণান্তে উরুদেশে ব্যথান্বিত হয়। উপবেশন করিলে উরুসম্মুখাস্থিতে অস্থাঘাত বা ছিন্নকরণবৎ বেদনা, পাদচারণ করিলে দূর হয়। আহারান্তে শয়নকালে সম্পূর্ণ চৈতন্য সহ ধনুষ্টঙ্কার,—তদন্তে গাঢ় নিদ্রা ও রেতঃস্খলন; নিদ্রা ভঙ্গান্তে দেহে, বাম হস্তে এবং পৃষ্ঠে ব্যথানুভব। দেহ হইতে যেন বাষ্পবৎ পদার্থ নির্গত হইতেছে বোধ হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—এপীস্; বেল্; নক্স্: ময়ো: ক্যাস্কারিলা; জেল্‌সি: ইউফ্রে:।

দোষঘ্ন।—কষ্টিক; বেলাও; ইয়ুফ; নক্সভ।

তুলনীয়।—আহারান্তে ক্ষুধাবোধ—ময়োসি, ক্যাল্‌কে, চায়না, সিনা। বাহ্যের পর খালিবোধ—পেট্রো। দৃষ্টিলোপ ও মাথাব্যথা—জেল্‌স্।

শক্তি।—২য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

গৃণ্ডিলীয়া রোবষ্টা

(GRINDELIA ROBUSTA).

প্রস্তুতি।—পাতা ও অফুটন্ত মূলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—হাঁপানি; শ্বাসনলী প্রদাহ; চক্ষু প্রদাহ; গাত্রে লাল বর্ণ কণ্ডু; চক্ষুর বিবিধ কঠিন পীড়া; তারকা প্রদাহ; কণ্ডুয়ন; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; যোনিকপাটে কণ্ডুয়ন, প্লীহাতে বেদনা; বিবিধ ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—হাপানি, বায়ুনলী-প্রদাহ (Bronchitis) প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী এবং একটা প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই যে, রোগী নিদ্রাগত হইবামাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায় এবং তজ্জন্য তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়; তখন আবার নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার আবির্ভাব হয়। ইহাদ্বারা চক্ষুমধ্যেও নানাবিধ যন্ত্রণা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিক মাত্রায় কুইনিন্ সেবন করিলে মস্তকমধ্যে যেরূপ পূর্ণতা ও ভারবোধ হয় ইহা সেবনেও সেইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। নানাবিধ চর্ম্মোদ্ভেদেও ইহার উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক ও চক্ষু।—যেন কত কুইনিন্ সেবন করিয়াছে শিরোমধ্যে এইরূপ পূর্ণতা ও ভার অনুভূত হয়, চক্ষু আরক্তিম—যেন মস্তিষ্কের কত প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। অক্ষি-গোলক মধ্যে তীব্র বেদনা দ্রুতবেগে মস্তিষ্কাভিমুখে ধাবিত হয়,—চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি। চক্ষুমধ্যে বাতবেদনার প্রতিক্ষেপ বশতঃ উপতারকা প্রদাহ (Iritis), তৎসহ অসহনীয় যন্ত্রণা এবং প্রবল জ্বর। অন্ধকারে লক্ষণাদির বৃদ্ধি হয় এবং অন্ধকার ভালবাসে না (ষ্ট্র্যামো:)।

অন্ত্রাশয়।—প্লীহা প্রদেশ হইতে তীব্র বেদনা উরুদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; প্লীহা বর্দ্ধিত (সিয়্যানোথাস; কার্ডীউয়াস) হয়। প্লীহা ও যকৃৎ প্রদেশে তীব্র বেদনা বশতঃ রোগী এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না, ঐ প্রদেশে তরুণ বাতব্যাধির ন্যায় অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—রোগী নিদ্রাগত হইলেই তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং তখন নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পুনরারম্ভ হয় (ক্লোরাম্; জেল্‌সি: ল্যাক্-ক্যান: ল্যাকে: ওপী: মার্ক-প্রিসিপিট-রুবার:)। হাঁপানি,—বহুল পরিমাণে গাঢ় আঠার ন্যায় গয়ার উত্থিত হইবার পর শ্বাসকষ্টের লাঘব লইয়া থাকে; শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। হুপকাসি সহ অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয় (ককাস্-ক্যাক্ট:)।

ত্বক।—ত্বকে ঘামাচির ন্যায় আরক্তিম উদ্ভেদ সকল, মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং সময়ে সময়ে সমগ্র দেহ ঢাকিয়া ফেলে,—অত্যন্ত জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। পাদক্ষত,—ত্বক স্ফীত ও পাটলাভ হয় এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রস স্রাব হইতে থাকে।

বৃদ্ধি।—আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে, অন্ধকারে অবস্থিতি করিলে এবং নিদ্রিত হইলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—নিদ্রার পর বৃদ্ধি—ল্যাকে ; অন্ধকার ভয়—ষ্ট্র্যামো ; নিদ্রা যাইতে ভয়—কার্ব্বো-অ্যানি ইত্যাদি। ক্লোরাম , জেল্‌সি: ল্যাক্‌-ক্যান্‌: ল্যাকে: ওপী: কক্যাস-ক্যাক: ইরিডিক্ট: মার্ক-প্রিসিপিট-রুবার্। অ্যামন-কাব: এরাম্‌-ট্রাই. ব্যাভীয়েগা , ক্যাডমী-সাল্‌: গ্র্যাফ:।

দোষঘ্ন।—হ্রাস-টক্সের দোষঘ্ন।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

গুয়্যাকো

(GUACO).

প্রস্তুতি।—তাজা গাছড়া হইতে মাদার টিঞ্চার বা আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ ;—ওলাউঠা ; অতিসার ; জলাতঙ্ক ; শ্বেতপ্রদর ; পক্ষাঘাত ; বাত ; কশেরুকার পীড়া , জিহ্বার পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা একটী সর্পবিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া খ্যাতি আছে ; সদৃশ-বিধিমতে পরীক্ষায় ইহার মেরুদণ্ডের উপর ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং ইহাদ্বারা পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয় বলিয়া জিহ্বা ওষ্ঠ এবং তালুমূল অসাড় হইয়া পড়ে, রোগী কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না, জিহ্বা সঞ্চালন ক্ষমতার রাহিত্য ঘটে এবং সময়ে সময়ে ঐ পক্ষাঘাতের প্রতিক্ষেপ বশতঃ (reflex action) ইহা দ্বারা বধিরতাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডের উপদাহও ইহার অন্যতম ক্রিয়াফল। উষ্ণ প্রদরস্রাব, কর্কটরোগ, উপদংশ, বিসূচিকা প্রভৃতি ইহার বিষয়ীভূত।

লক্ষণাবলী।

গলমধ্য।—জিহ্বা প্রায় পক্ষাঘাতযুক্তবৎ ভারবোধ হয় এবং নড়িতে পারে না ; স্বরনলী এবং বায়ুনলীর সঙ্কোচন বোধ হয় ; কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা অতি কষ্টকর (জলাতঙ্ক রোগাধিকারে ; তৎসহ বধিরতা।

প্রস্রাব।—অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মূত্র স্রাব হয় এবং তাহার সহিত প্রচুর পরিমাণে ফস্ফেট নামক পদার্থ মিশ্রিত থাকে (অ্যা-ফস্:); মূত্রস্থলীর উর্দ্ধদেশে বেদনা এবং কটি ও উরুদেশ গুরুভার ও ক্ষীণ বোধ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত, ত্বক্‌ক্ষয়কারক বা হাজাজনক ; এবং অবসাদক,—উরুদেশে স্রাব লাগার জন্য ত্বক ধুসর বর্ণ হইয়া যায় এবং বস্ত্রাদিতে পীতবর্ণ দাগ লাগে (কার্ব্বো-অ্যান্: নক্স: প্রণাস্) ; রাত্রে যোনি মধ্যে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা উৎপন্ন করে এবং রোগিণীর বোধ হয় যেন যোনিমধ্য হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে (আর্ত্তবস্রাব উত্তপ্ত বোধ হয় = অ্যালীউ: বেলেড্:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মেরুমজ্জার উত্তেজনা (Spinal irritatation)—মেরুদণ্ডের উর্দ্ধাংশে নিরন্তর জ্বালা ও বেদনা [অ্যাসিড-পাই. অ্যাক্টী-রেসি:],—গিলিতে ক্লেশ এবং তৎসহ স্বরনলীর সঙ্কোচন,—সম্মুখ দিকে দেহ অবনত করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। উদরাময়াধিকারে তরল মলত্যাগের পরে ত্রিকাস্থি প্রদেশে ও পৃষ্ঠে বেদনা অনুভব।

প্রত্যঙ্গাদি।—পদতলে জ্বালা (অ্যাম্ব্রা: অ্যাসিড-ফস্:) ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা। বেদনাদি উর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে প্রসারিত হয়। বাহুর পেশীতে, স্কন্ধদেশে, কফোণী বা কনুইতে, বাহু ও হস্তের অঙ্গুলিতে ব্যথা বোধ। বঙ্ক্ষণসন্ধি বা কুচকী ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। পদদ্বয় বোধ হয় যেন কত ভারি। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। গুল্‌ফসন্ধি মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা। বাহু ও স্কন্ধের সন্ধিস্থলে যেন সন্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি (অ্যাসের্: অ্যাসিড-মিউ: রাউটা , স্ট্যাবাই: টেরিব.)। স্কন্ধদেশে জ্বালানুভূতি (কার্ব্বো-ভেজি: গ্লাস: ট্যাব্যাক্:)। অ্যান্: বেদনাদির রাত্রি কালে ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যালীউ: অ্যাসিড-ফস্: টিলীয়া: ক্যালী-ব্রম্. ব্যাফেনস্: কার্ব্বো-প্রণাস্ ; কষ্টি: জেল্‌সি: অ্যাক্টী-রেসি: অ্যাসিড-পাই ।

দোষঘ্ন।—ক্রিয়োজ ; সলফর (শ্বেত প্রদর)।

তুলনীয়।—বেলাড: (ঋতুস্রাব উষ্ণ) ; ফস্ফরিক-অ্যাসিড (শ্বেতপ্রদর) ; (পীতাভ স্রাব)কার্ব্বো-আনি, নাইট্রিক-অ্যাসিড।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

গুয়ায়েকাম

(GUAIACUM OFEINALE).

প্রকৃতি।—এই বৃক্ষের গঁদ বা আটা হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ ; স্ফোটক ; রজোরোধ ; অস্থি-পীড়া ; শ্বাসনলী-প্রদাহ, অস্থিক্ষয় ; শিশুদের ভেদবমি ; কোষ্ঠবদ্ধ ; কাসি ;

অতিসার; গলনলীর-উপঝিল্লী-প্রদাহ; বাধক; কর্ণশূল, শীর্ণতা; জ্বর; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত; মাথা-ব্যথা; অন্ত্রবৃদ্ধি; বাধক; পারদ বিকৃতি; স্নায়ুশূল, কর্ণপ্রদাহ; ডিম্বাধার প্রদাহ; ক্ষয়কাস; পার্শ্ববেদনা; বাত; গৃধ্রসী, পাকস্থলীর পীড়া; উপদংশ; গলক্ষত; দন্তশূল; বমন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্মৃতিশক্তির খর্ব্বতা, কার্য্যে অনাসক্তি, বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট চিত্ততা এবং স্বমত-প্রধান স্বভাব; মস্তিষ্ক মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা, মস্তিষ্ক যেন শিরোমধ্যে অসংলগ্ন ভাবে রহিয়াছে এইরূপ অনুভব, মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কের বামপার্শ্বগত স্নায়ুশূল, প্রতি দিবস সন্ধ্যা হইতে শেষরাত্র পর্য্যন্ত মুখের স্নায়ুশূল; ধমনী শোণিত পরিপূর্ণ রহিয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি সহ শিরোবেদনা, অক্ষিদ্বয় যেন স্ফীত হইতেছে এইরূপ বোধ ও চক্ষুর্দ্বয়ের বহির্গমন, সামান্য বাত জন্য তরুণ-গলগ্রন্থি-প্রদাহ; কণ্ঠ মধ্যে তীব্র জ্বালাসহ উপদংশ দোষজ গলক্ষত, মুখবিবর, গলমধ্য, পাকস্থলী ও হৃৎপিণ্ডের শিখরদেশে জ্বালানুভূতি,—দেহ সঞ্চালনে ও দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি, ফুস্‌ফুসাবরণী প্রদাহ সম্ভূত বক্ষমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা, দক্ষিণ স্তনের নিম্নদেশ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত-ব্যাপী তীক্ষ্ণ বেদনা (অ্যাক্টীয়া-রেস্ চেলিড: মার্ক-ভাই: ক্যালী-কার্ব দেখ), হনুদ্বয় দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইলেই দন্ত-শূলাবির্ভাব, প্রতি দিবস অপরাহ্ণে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ, প্রতি দিবস প্রাতে জলবৎ শ্লেষ্মা বমন, গলমধ্যে যেন শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি বশতঃ বিবমিষা, শীতবোধ ও ঘর্ম্মরাহিত্য সহ প্রাতঃকালীন উদরাময়, শিশুদিগের গ্রীষ্মাতিসার রোগে মুখমণ্ডলের বার্দ্ধক্যো-চিত ভাব; সঞ্চিত রসাদিময় স্রাবাদির দুর্গন্ধত্ব (ব্যাপ্টি সোরাইন্. পাইরোজ:—অবসাদক =কার্ব্বো-অ্যান্); প্রচুর পরিমাণ দুর্গন্ধময় মূত্র ত্যাগ মাত্রেই পুনশ্চ মূত্রবেগ, বৃথা প্রস্রাব বেগান্তে মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা, প্রস্রাবকালে বিদারণবৎ বেদনা, হৃদ্‌স্পন্দন সহ বায়ু ও স্বরনালীর প্রদাহ বশতঃ রোগীর দেহসঞ্চালন-শক্তি রাহিত্য ও সাহায্য আহ্বানে অক্ষমতা,—শ্বাসরোধোপক্রম, শুষ্ক কাসি কাসিলে দুর্গন্ধময় বক্তাক্ত বা পূযবৎ গয়ার; জৃম্ভন ও হস্তপদাদি প্রসারণে দেহের অস্বাচ্ছন্দ্য ভাবের উপশম, শৈত্য সংস্পর্শমাত্রে প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা; পরিহিত বস্ত্রাদি জলাসক্ত বোধ, বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে মস্তকে স্বেদোদ্গম, উত্তাপাসহনীয়তা, পাকস্থলীর পীড়াদি প্রতিবৎসর গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে পুনরাবির্ভূত হয় ইত্যাদি কয়েকটী গুয়ায়েকামের প্রকৃতিগত লক্ষণ। বাতব্যাধি ও ক্ষুদ্র সন্ধি বাত রোগেই ইহার প্রধান উপকারিত দৃষ্ট হয়,—আক্রান্ত অঙ্গ স্পর্শাসহ ও উত্তাপে বেদনাদির বৃদ্ধি ইহার অন্যতম নির্ণায়ক লক্ষণ। উপদংশ বা পারদ-বিষদুষ্টধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের বাতব্যাধিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিস্মৃতি; নাম মনে থাকে না (ক্রাটেলাস; ওলীয়্যান্:)। **স্বমত-প্রধান; পরছিদ্রান্বেষণ-পটু (কষ্টি: ইপিক: ল্যাকে: প্ল্যাট: সল্‌ফ: ভেরেট:); সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। নির্ব্বোধের ন্যায় এক দিকে চাহিয়া থাকে (হেলিবো:),—বিশেষতঃ প্রাতে।**

মস্তক।—উঠিতে গেলে মাথা ঘোরে (আর্ণি: পল্‌সে:—চেয়ার হইতে উঠিতে গেলে =মার্ক-প্রোটা:—শয্যা হইতে=সিনা ; ককীউ: ; প্রাতে চক্ষুর উর্দ্ধাংশে ব্যথা সহযোগে =অ্যাক্টী:—সোজা যাইতে পারে না=লিসিন:)। একপার্শ্বগত বাতাশ্রিত শিরোবেদনা,—বেদনা মুখমণ্ডলে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। শিরার্দ্ধশূল। মস্তকে বাত (Gout); মস্তক ও মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বগত স্নায়ুশূল,—বেদনা গ্রীবাতে প্রসারিত হয় (স্পাইজি: কলোসিন্থ:)। বাহ্য শিরোবেদনা,—বোধ হয় যেন ধমন্যাদি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শোণিতপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, মুখমণ্ডল ও গ্রীবা পর্য্যন্ত বেদনাক্রান্ত হইয়া থাকে। মস্তকের বহিঃপ্রদেশে দপদপানি এবং শঙ্খদেশে বা রগে সূচিবেধবৎ (ইউফ্রে: হাইপির:) বেদনা—মর্দ্দনে বা পাদচারণে আরাম বোধ হয়,—কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়াইলে বা উপবেশন কবিলে বৃদ্ধি পায় ; বায়ুসেবনার্থ পাদচারণ কালে মস্তকে ও লালাটদেশে ঘর্ম্ম হয়। মস্তকে অস্থিফলক মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা অনুভূত হয়। বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক অস্থিফলাকাধার হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া আল্‌গা রহিয়াছে (নক্স-মস্: কার্ব্বো-অ্যান অ্যামন-কার্ব: লরো: কষ্টি হ্রাস:)।

চক্ষু।—চক্ষু স্ফীত। বোধ হয় যেন চক্ষু স্ফীত (ক্রোকাস ; প্যারিস), চক্ষু বহিঃনিঃসৃত (Protuded=বেল. গ্লোন: আয়োড· মিডহ্নন), বোধ হয় যেন অক্ষিপুট এত ক্ষুদ্র যে তদ্দ্বাবা চক্ষু সম্যকরূপে আবৃত হয় না (চেলিড)। ভ্রূদেশে পীড়কা উদ্গত (অ্যাডি-ফ্: সেলিন: থুযা)।

* **কর্ণ**।—বাম কর্ণ মধ্যে আকর্ষণ ও ছেদনবৎ বেদনা। প্রচণ্ড কর্ণশূল,—বাম কর্ণমধ্যে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এইরূপ বেদনা ; থাকিয়া থাকিয়া বেদনাব আবির্ভাব হয়।

মুখমণ্ডল।—দক্ষিণ ও গণ্ডাস্থি মধ্যে অস্ত্রাঘাত ও তীব্র সূচিবেধবৎ শূলবেদনা। সন্ধ্যার সময় মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব। মুখণ্ডল আরক্তিম এবং ব্যথা ও স্ফীতিযুক্ত ; চক্ষু, নাসিকা এবং গণ্ডস্থল স্ফীত হইয়া উঠে, শিশুব মুখমণ্ডল বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মুখের বামপার্শ্বগত স্নায়ুশূল—বেদনা মস্তক ও গ্রীবা পর্য্যন্ত আক্রমণ করে,—প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে শেষ রাত্রি ৪টা পয্যন্ত ভোগ। দন্তশূল,--হনূদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করিলে বেদনার আবির্ভাব হয়।

গলমধ্য।—কণ্ঠনলী মধ্যে ভয়ঙ্কর জ্বালা (অ্যামন্-কষ্টি: আর্স: ক্যাস্থা: ইউফর্ব: ল্যাকেঃ লরো)। তরুণ গলগ্রন্থি-প্রদাহ, দক্ষিণ গ্রন্থি অত্যন্ত স্ফীত, ঘোর রক্তিমান্বিত নিরন্তর ব্যথা জনক, এবং নিগরণ বা গিলন কালে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (ব্যারাই বেল: হিপ. ক্যান্থা: অ্যাসিড-নাই: সিফিলিন্)। কণ্ঠাভ্যন্তর বিশুষ্ক,—কণ্ঠনলী জলসিক্ত না করিলে কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না। কণ্ঠমধ্যে যেন শ্লেষ্মা আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি বশতঃ বিবমিষা।

পাকস্থলী।—প্রতিদিন অপরাহ্ণে অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ (অ্যাগার: মেজর: টিউক্রি); প্রতি দিবস প্রাতে মহা আয়াসসহ বহুল পরিমাণ শ্লেষ্মা বমন। সকল প্রকার খাদ্যেই অরুচি (হ্রাসঃ প্রুণাস-স্পাই: ড্যাল্‌ক্যা: গ্র্যাটি: ক্যাস্থা:)। আপেল ভক্ষণের ইচ্ছা ; আপেল ভক্ষণে

পাকাশয়িক পীড়ার উপশম হয়। দুগ্ধে অরুচি (সিনা; ইগ্নে: পল্‌সে: সিপী:)। পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয় মধ্যে জ্বালা; প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে উৎকট পীড়া ও রক্ত বমন। পাকাশয়িক পেশী সকল সাঁটিয়া ধরে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করে।

অন্ত্রাশয়।—উদর আধ্মানবায়ু পরিপূর্ণ; অন্ত্রমধ্যে আধ্মানবায়ুর অবরোধ বশতঃ উদর মধ্যে নখবেধবৎ বেদনা; বায়ু মলাশয়াভিমুখে ধাবিত হয় এবং নির্গত হইলে বেদনার উপশম হয়। কুচকী বা বঙ্ক্ষণপ্রদেশে (Groins) অন্ত্রবৃদ্ধির ন্যায় বেদনা বোধ (জেণ্টি-ক্রু: গ্র্যানেট: নক্স: লাই:)। উদরেব পেশীর স্পন্দন।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—প্রাতে আরম্ভ হয়,—শীতবোধ ও স্বেদোদ্গম রাহিত্য। বাল-বিসূচিকা বা শিশুদিগের গ্রীষ্মাতিসার; তজ্জন্য রোগী শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং মুখ মণ্ডলে বার্দ্ধক্যসুলভ ভাব দেখা যায়। (অ্যাব্রোট: মলকাঠিন্য,—মল কঠিন এবং চূর্ণ হইয়া নির্গত হয় অ্যামন্-মিউ: ম্যাগ-মিউ); মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

প্রস্রাব।—অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মূত্র ত্যাগ মাত্রেই পুনশ্চ মূত্রবেগ। বৃথা প্রস্রাববেগান্তে মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূতি। প্রস্রাব কালে মূত্রনালী মধ্যে বিদারণবৎ যন্ত্রণা:—যেন মূত্রনালীর মাথা দিয়া কোন তীক্ষ্ণ পদার্থ নির্গত হইতেছে (ক্যানাব-স্যাট: ক্যান্থা:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কোনরূপ স্বপ্ন ব্যতিরেকেও নিদ্রাবস্থায় রেতঃস্খলন হয় (ন্যাট্রাম-ফস: স্ট্যাফি:)। প্রমেহের স্রাব। উপদংশ—মুখ্য বা প্রাথমিক (Primary),— প্রথম ক্ষত আরোগ্য হইতে দীর্ঘকাল লাগে; শিশ্নাবরণীর (Prepuce) কঠিন ও দীর্ঘকাল স্থায়ীস্ফীতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাত-প্রধান ধাতু বিশিষ্ট, স্ত্রীলোকদিগের অনুগ্র বা পুরাতন ডিম্বাধার প্রদাহ—তৎসহ অনিয়মিতার্ত্তব, বাধক ও মূত্রস্থলীর সঙ্কোচন প্রবণতা।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ু ও স্বরনলীর তীব্র ও আক্ষেপিক প্রদাহ,—রোগী অত্যধিক হৃদ্‌স্পন্দন বশতঃ শয্যা হইতে বহির্গত হইতে বা কাহাকেও সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে না; তাহার বোধ হয় যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। শুষ্ক কাসি,—কিয়ৎ পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে উপশম বোধ হয়; (ক্লোরাম্; কার্ব্বো-ভেজি. সময়ে সময়ে রক্তাক্ত বা অত্যন্ত পূতিগন্ধবিশিষ্ট পূযময় গয়ার (Sputa) নির্গত হয়। (কার্ব্বো-ভেজি. লাই ক্রিয়ো. অ্যা-নাই:) বাম ফুস্‌ফুসাবরণী (Pleura) মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা (অ্যাক্টী),—দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি;—বিশেষতঃ ফুস্‌ফুসগত ক্ষয়কাসাধিকারে (In Phthisis Pulmonalis)। মস্তক সঞ্চালনে বক্ষের উর্দ্ধাংশে তীব্র বেদনা এবং দুর্গন্ধময় পূযবৎ গয়ার (Expectoration) নির্গত হয়। হৃদগ্রপ্রদেশে হঠাৎ পূর্ণতাবোধ সহ শ্বাসরোধোপক্রম,—নিদ্রাবস্থায় ইহার আবির্ভাব এবং শুষ্ক কাসি উৎপন্ন হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে আড়ষ্টতা বাম পার্শ্বগত,—গ্রীবা হইতে কটী ও ত্রিকাস্থি (Sacrum) বা নিতম্ব পর্য্যন্ত,—ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে কিম্বা দেহ আবর্ত্তিত করিলে অসহনীয়

ব্যথা বোধ হয়,—কিন্তু স্পর্শ করিলে বা স্থির হইয়া থাকিলে অনুভূত হয় না। অপরাহ্ণে পৃষ্ঠে শীত বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ স্কন্ধের শিখরদেশে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা। বাম বাহুতে স্কন্ধে, এবং কণুই হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাতবেদনা। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব। বামহস্তের মণিবন্ধে বাত বেদনা। ক্ষুদ্র সন্ধিবাত জনিত এবং জানুর প্রদাহ স্ফোটকোদ্গম, তৎসহ ভয়ানক বেদনা ও অনিদ্রা। নিতম্বতলে সূচিবেধবৎ অনুভব,—যেন আলপিনের উপর উপবিষ্ট হইয়াছে। পাদচারণকালে আলস্য বোধ সহ দক্ষিণ উরুর পেশী সকল অত্যন্ত সঙ্কুচিত বা ক্ষুদ্রতর বোধ, স্পর্শ করিলে বেদনাধিক্য এবং উপবেশন করিলে উপশম বোধ হয়। দক্ষিণ পদ স্ফীত, সঙ্কোচিত, আড়ষ্ট এবং অসঞ্চালনীয়, —আবর্ত্তিত হইয়া উরুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে। দক্ষিণ জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীর (Calf) বহির্দ্দেশ হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। নিম্ন পদের সম্মুখাস্থি ছিদ্রময় হইয়া যায়। আক্রান্ত অংশের আড়ষ্টতা ও অনমনীয়তা সহ তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বা ছেদনবৎ বেদনা এবং সংকোচন,—ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে ঐ অংশে বেদনার বৃদ্ধি হয় (অ্যামন্-মিউ কষ্টি: সাইমেক্স্, হ্যাট্ কার্ব), আক্রান্ত অঙ্গে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ, সন্ধি সকল স্ফীত, ব্যথান্বিত, চাপ্ ও উত্তাপ আদৌ সহ্য হয় না। অস্থিগত বেদনা, দেহ হইতে নির্গত স্রাব মাত্রেই দুর্গন্ধময় (ব্যাপ্টি সোরাইন্ পাইরোজ্—অত্যন্ত অবসাদক = কার্ব্বো-অ্যান্)। বেদনাদি একদিবস বাম অঙ্গে এবং তৎপর দিবস দক্ষিণ অঙ্গে অনুভূত হয়। অস্থি সকল সচ্ছিদ্র হইয়া যায়। সার্ব্বাঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্য বশতঃ পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন (হাই উঠা) ও হস্ত পদাদি প্রসারিত করিতে ইচ্ছা হয় এবং তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে আরাম বোধ হয়। গাত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ জলসিক্ত ময় ঘর্ম্ম।

নিদ্রা।—রোগী রাত্রে ছট্‌ফট্ করে এবং তাহার নিদ্রা হয় না। যেন পড়িয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব বশতঃ বার বার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। উর্দ্ধমুখে শয়ন করিলে গলবোধ উপস্থিত হয়,—চীৎকার করিয়া জাগ্রত হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে সমস্ত দেহে দৃঢ়াবদ্ধভাব এবং বস্ত্রাদি বোধ হয়।

বৃদ্ধি।—আক্রান্ত অংশ সঞ্চালন মাত্রে, উত্তাপে, উপবেশন কালে, দণ্ডায়মান হইলে, প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর, সন্ধ্যাকালে শয়নের পূর্ব্বে এবং শীতল জলীয় বায়ুতে, স্পর্শ ও নিষ্পেষণে আদৌ সহ্য হয় না। সময়ে সময়ে নিষ্পেষণে ক্ষণিক উপশম হয়।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন নক্স-ভমিকা। ক্ষুদ্র সন্ধি বাতব্যাধি বশতঃ আক্রান্ত অঙ্গ বিকৃতাকার এবং সঞ্চালন মাত্রে বেদনাতিশয্য যুক্ত হইলে,—বিশেষতঃ সন্ধিপ্রদেশে বাতগুটিকা উদ্গত হইলে, কষ্টিকাম্ অপেক্ষা গুয়ায়েকাম্ অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে কষ্টিকামের পর গুয়ায়েকাম্ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে।

সদৃশ।—মার্ক: হ্রাস্: ব্রাই মেজর: হুডো: কলো ক্যালী-আয়োড্, ষ্টিলিং, ফাইটো ক্যালী-কার্ব: স্যাঙ্গিউই: অ্যামন্-মিউ. ব্যাপ্টি: সোরাইন্: পাইরোজেন্: (বাল-বিসূচিকায়

সল্‌ফারের পরে প্রযুজ্য)। উপদংশ ও বাতে মার্কু-সলের পরে, গ্রীবাস্তম্ভে কষ্টিকামের পরে ব্যবহার্য্য।

তুলনীয়।—ফস্-অ্যাসিড (বেদনা), সিমিসি (পার্শ্ব বেদনা), ব্রায়ো (পুরাতন বাতে)।

শক্তি।-মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম। নিম্নক্রমই অধিক ব্যবহার হয়।

গুয়ারীয়া

(GUAREA)

নামান্তর।—বেড্ উড্।

প্রস্তুতি।—ছাল হইতে টিঞ্চার ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—সংন্যাস, হাঁপানি, অস্থি ও চক্ষুর পীড়া, গিলন ক্লেশ, অগ্রচ্যুতি, সবিরাম জ্বর, অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত, জিহ্বার পীড়া, মাথাঘোরা, হুপাথ্যকাস।

উপযোগিতা ও আভাস।—চক্ষুই ইহার প্রধান আক্রমণস্থল এবং এই ইন্দ্রিয়ের উপর ইহা নানাবিধ লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। চক্ষুর যোজকত্বকের (Conjunctiva) শোথবৎ স্ফীতি (Chemosis) এবং অনুপক্ষ রোগে (Pterygium —তারকার দিকে শিখর, ও অভ্যন্তরীণ কোণের দিকে ভূমি বা তলদেশ, এইরূপ একটা আরক্তিম শিরাময় ত্রিকোণ স্ফীতি) ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়। বধিরতা ও চক্ষুর লক্ষণ সকল পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে, অর্থাৎ চক্ষুপীড়ার নিবৃত্তি হইলে বধিরতা প্রকাশ পায় এবং বধিরতার তিরোভাবান্তে চক্ষুপীড়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে। শিরোঘূর্ণন, রজোনিবৃত্তিকালে শোণিতস্রাব, সুগন্ধীস্বেদ প্রভৃতি কয়েকটা ইহার ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তক অবনত করিলে (অ্যানাক: ক্যাম্ফো কষ্টি: পল্‌সে ষ্ট্যাফাই:), সকল বস্তুই বিপরীতশীর্ষ বা উল্টান অনুমিত হয় (বেল =বস্তু সকল নিম্নশির বোধ হয়)। বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক ললাটের দিকে টলিয়া পড়িতেছে (কার্ব্বো-অ্যান; নাসারোধ সহযোগে=গ্র্যাটী:)। যেন কেহ সবলে আঘাত করায় মস্তক অসাড় হইয়া গিয়াছে এবং চিন্তাশক্তিরাহিত্য ঘটিয়াছে এইরূপ অনুভূতি, সংন্যাসাক্রামণান্তে যেরূপ হইয়া থাকে।

চক্ষু।—চক্ষুর তলদেশ স্ফীত (এপীস); অশ্রুগ্রন্থির (Lachrymal gland) স্ফীতি (বেল: সাইলি:)। ভ্রূদেশের সঙ্কোচন (Twitching = ওলী-অ্যান. রীউটা)। অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত (জেল্‌সি: কষ্টি: কলোফিল: গ্র্যাফ: সিপী: ভেরেট্র: জিঙ্ক)। চক্ষুর যোজকত্বক স্ফীত হইয়া উঠে (ব্রাই: নক্স: এপীস ; সল্‌ফ)। যেন কত রোদন করিয়াছে চক্ষুমধ্যে এইরূপ বেদনা (ক্রোকাস-স্যাট. ট্যাব্যাক: টিউক্রি:)। অক্ষিগোলক মধ্যে বিদাবণবৎ বেদনা (অ্যাসের: ক্যাল্‌কে-কষ্টি: হাইপির: পল্‌সে),—যেন চক্ষু বহির্গত হইবার উপক্রম হইতেছে (অ্যাসের: ড্যাফ: ল্যাকে: গুয়ায়েক: মেজের:)। সকল বস্তুই ধূসরবর্ণ বোধ হয় (ফস: ষ্ট্র্যাম:)। বধিরতা ও চক্ষুপীড়া পর্য্যয়ক্রমে আবির্ভূত হয়।

মুখবিবর।—উচ্চ গণ্ডাস্থি মধ্যে (Zygoma) বেদনা সহ দন্তশূল,—ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে বা জিহ্বা দ্বারা স্পৃষ্ট লইলে আবির্ভাব হয় ; আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন কবিলে (আর্স. নক্স ; —বেদনাশূন্য পার্শ্বে শয়ন করিলে = ব্রাই: ক্যামো: ইগ. পল্‌সে.) ; উষ্ণ খাদ্যাদি ভক্ষণে (ব্রাই: ক্যামো: নক্স ; ফস: পল্‌সে: সাইলি) এবং পাদচারণ করিলে (বেল: ব্রাই: মার্ক:) বেদনার বৃদ্ধি হয়। অবাধিকারে জিহ্বা লেপান্বিত থাকে, লেপ পীত-হরিদ্বর্ণ ; স্ফীত, অসাড় এবং এবং শোণিতস্রাবশীল ; শীতল ও শুষ্ক বোধ হয় ; ছিন্নকরণ বা অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনাযুক্ত। আহার্য্য দ্রব্যাদির স্বাদ পায় না (হেলিবো: স্যাট-মিউ. পল্‌সে:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রসব বেদনার বিলোপ—স্তম্ভিত ভাব। প্রসবান্তিক ক্লেদ-স্রাব (Lochia) অতি সামান্য (কলো: হায়ো: নক্স, সিকেলি: ভেবেট:)। আর্ত্তবান্তে প্রদরস্রাব,—অত্যন্ত দুর্গন্ধময় (স্যাট-কার্ব: অ্যাসিড-নাই: সিপী.)। রজোনিবৃত্তি কালে শোণিত স্রাব (অ্যাম্ব্রা: স্যাট মিউ: ষ্ট্যাফাই সল্‌ফ: থুযা)।

প্রত্যঙ্গাদি।—দেহের স্থানে স্থানে হঠাৎ সংঘাত (shocks) অনুভূত হয়। অস্থি বেষ্টনী মধ্যে বেদনা (হ্রাস. অ্যাসিড-ফস:)। হস্ত পদাদিব সন্ধিতে শব্দ হওয়া। রাত্রিকালে অস্থি মধ্যে বেদনা (অ্যাসিড-নাই: মাক: সিফিলিন্: ক্যালী-আয়োড: মেজর: অ্যাসাফি: অরাম্ ফাইটো:)। অস্থিমধ্যে আঘাতজনিতবৎ বেদনা (আর্নি: রীউটা)। অস্থিক্ষত। মেদময়-কোষাবৃত অর্ব্বুদ (ব্যারাই: ফস: ক্যাল্‌কে: হিপ সিলি:),—উত্তাপযুক্ত স্ফীতি। দেহের স্থানে স্থানে পিত্তবিন্দু (Liver Spots) উদ্গত হয়। বাটীব বহির্দ্দেশে বায়ু সংস্পর্শে নিদ্রা আইসে। সুগন্ধ ঘর্ম্ম—(হ্রডো:)। গবম বস্ত্রে আক্রান্ত অঙ্গ আবদ্ধ করিলে বেদনার উপশম হয়।

বৃদ্ধি।—রাত্রিকালে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে, উষ্ণ দ্রব্য আহারে এবং অম্লাক্ত বা শীতল পানীয় পান করিলে।

উপশম।—গরম বস্ত্রে বেদনাক্রান্ত অংশ আবদ্ধ করিলে এবং বেদনাশূন্য পার্শ্বে শয়ন করিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—এপীস ; অ্যাম্ব্রা: সাইলি: ফস: অ্যাসিড-ফস: অ্যাসাফি: মেজের: অরাম: বোভি: অ্যাসিড-নাই: ককীউ: জেল্‌সি: গ্র্যাফ: কলোফিল:।

তুলনীয়।—বোভিষ্ট (ঋতু মধ্যবর্ত্তী সময়ে আর্ত্তবস্রাব), জেল্‌সি (মাথাঘোরা) এপিস (হাঁপানী), আর্নিকা (আঘাত), হগ্রে (স্নায়ু), মার্ক (অস্থিতে শোথ)।

শক্তি।—মূল আবক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

জিম্নোক্লেডাস্

(GYMNOCLADUS CANADENSIS)

নামান্তর—আমেরিকান কফি ট্রি।

প্রস্তুতি।—টাট্‌কা ঢেড়ী হইতে মূল আবক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ,—বিসর্প, জ্বর, মাথাব্যথা, প্লীহার বেদনা, পদক্ষত, দন্তশূল, ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—"শ্বেত নীল লেপাবৃত জিহ্বা" ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ,—বিশেষতঃ শিরঃপীড়ায়, গলক্ষত, জিহ্বামূলের পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় গাঢ় লালবর্ণ মুখমণ্ডল বিসর্পাক্রান্তবৎ স্ফীত, উত্তাপ এবং নির্জ্জনতা আকাঙ্ক্ষা, পাকস্থলীর বর্ত্তুলাকার ক্ষত প্রভৃতি অবস্থায় ইহার উপকারিতা দেখা যায়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তকের সম্মুখ ভাগে নিরন্তর তীব্র বেদনা,—বিশেষতঃ ভ্রূদ্বয়ের নিম্নে ও নাসামূলের উৰ্দ্ধাংশে, চক্ষুকোটর অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত। যেন চক্ষুদ্বয় বহির্গত হইয়া আসিতেছে এইরূপ অনুভূতি সহ মস্তকের দৃঢ়াবদ্ধ ভাব। তলপেটে এবং সময়ে সময়ে নাভিপ্রদেশে, সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ অনুভূতি সহ প্রচণ্ড শিরোবেদনা। সর্দ্দিজনিত শিরোবেদনা,—সূচনাবস্থা,—মস্তক পরিপূর্ণ ও ভারযুক্ত, ললাট ও রগে দপদপানি সহ শিরোঘূর্ণন, মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ, মস্তকের অসাড়তা ও দেহে অবসাদানুভব। কোন অবলম্বনের উপর মস্তক রক্ষা করিবার ইচ্ছা হয়।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে জ্বালাজনক উত্তাপ ও বেদনা, প্রাতে চক্ষুমধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। চক্ষুর্দ্বয় পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিবার ইচ্ছা। বাম চক্ষুর উৰ্দ্ধভাগে দপদপকারী বেদনা।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখের দক্ষিণ পার্শ্বে বোধ হয় যেন মাক্ষকা চলিয়া বেড়াইতেছে—(আর্সি: জিন্‌সেং) মুখমণ্ডল ও মস্তক বিসর্পবৎস্ফীতিযুক্ত, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও স্ফীত বোধ হয়, রোগী পুনঃ পুনঃ চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন করিতে বাধ্য হয় (ক্রোকাস, প্লাম: পল্‌সে); বাম গণ্ডাস্থি অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়।

মুখবিবর।—দন্তপাঁতি পর্য্যন্ত স্পর্শাসহ,—বিশেষতঃ বামপার্শ্বের এবং উপর পাতির দন্ত ;—সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস (অ্যালীউ: ক্যামো: কষ্টি:) লাগিলে বেদনার আবির্ভাব হয় ; শীতল পানীয় অত্যন্ত বেদনাজনক (নক্স-ভম: অ্যাণ্ট-ক্রুড: আর্স: ক্যামো· চিম্যা: হিপ: ক্যাকে: মার্ক: প্ল্যাণ্ট্যা: ষ্ট্যাফ: অ্যাসিড-ফ্লু:) ; জিহ্বা,—শ্বেত-নীল লেপান্বিত (নীল=অ্যাসিড-মিউ: অ্যাসিড-বেন: আর্স: ওপী· ট্যাব্যাক:)। সমগ্র মুখবিবর জ্বালাযুক্ত।

গলমধ্য।—গলক্ষত,—জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বর ও গ্রন্থিদ্বয় গাঢ় নীলাভাযুক্ত-রক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয় ; দক্ষিণ গলগ্রন্থি প্রদাহান্বিত ও হরিৎ-পীতবর্ণ ধারণ করে ; গলমধ্যে সূচিবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব (বেল্: ব্রাই: হিপ্: মার্ক্: অ্যাসিড-নাই: ক্যালী-আয়োড্: লরো:)।

পাকস্থলী।—উদ্গারের সহিত অম্লাক্ত জল উত্থিত হয়। আহারান্তে বিবমিষা, পাকস্থলী পরিপূর্ণবোধ এবং পুনঃ পুনঃ উদ্গার। অন্ননালী ও পাকাশয় মধ্যে জ্বালা। পাকস্থলী মধ্যে একটি মুদ্রাকার অংশ অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত—পাকাশয়ের গোলাকার ক্ষত (ক্যালী-বাই: অ্যাট্রোপিন্· ফস্)। যেন প্লীহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে উদরের বাম পার্শ্বে এইরূপ বেদনা (অ্যাগাব্: ল্যাছন্থ্যান্·)। তলপেট ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ (এপীস্), তলপেটে ও নাভিপ্রদেশে তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম বাহুব অগ্রার্দ্ধে ভয়ানক বেদনা,—যেন অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বামহস্তের তর্জ্জনীতে (Index finger) তীক্ষ্ণ বেদনা,—যেন আঙ্গুলহাড়া হইবার লক্ষণ হইতেছে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—এল্যান্. হ্রাস্: ল্যাচন্থ্যান্: ল্যাকে ইথীউ: অ্যাগার্: ক্রোকাস্ ; পাল্সে: ক্যালী-বাই:।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট হইতে ষষ্ঠ দশমিক ক্রম।

হিম্যাটক্সাইলন্

(HÆMATOXYLON CAMPEACHIANUM)·

নামান্তর।—লগ্‌উড্।

প্রস্তুতি।—টাট্‌কা পদার্থ হইতে মাদার টিঞ্চার হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—হৃৎশূল ; শূল ; অতিসার ; বাধক ; শিরঃপীড়া ; অজীর্ণতা ; গলক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্যাক্টাস্, লিলীয়াম্ টাইগ্রনাম্ প্রভৃতির ন্যায় ইহাদ্বারা দেহের নানাস্থানে দৃঢ়াবদ্ধ ও সঙ্কোচনভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে

এই লক্ষণটী পরিস্ফুট হইয়া থাকে এবং সেইজন্য ইহা হৃৎশূল রোগে (Angina Pectoris) অত্যন্ত ফলদায়ক ;—"যেন হৃৎপিণ্ডের নিকট হইতে বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটী শলাকা স্থাপিত রহিয়াছে" ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। (পশ্চাল্লিখিত বিষয়টী কোন হোমিও প্যাথিক চিকিৎসকের নিকট হইতে প্রাপ্ত :—বৎসরেক পূর্ব্বে আমার প্রায় সময়ে সময়ে হৃদ্স্পন্দন এবং সেই সময় অত্যন্ত মৃত্যুভয় উপস্থিত হইত,—মনে হইত আমি এখনই মারা যাইব এবং ঐ সময় সমগ্র দেহ ও হস্তপদাদি থর থর করিয়া কম্পিত হইত, দেহ অবশ হইয়া আসিত এবং বোধ হইত পড়িয়া গেলাম। নানাপ্রকার ঔষধে কোন উপকার না হওয়ায় সকল ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলাম। এক দিবস হঠাৎ বসিয়া আছি এমন সময় বোধ হইতে লাগিল যেন একটী অর্গল ধীরে ধীরে দক্ষিণ স্কন্ধের সম্মুখ কোণ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রসারিত হইতেছে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র লক্ষণ উৎপন্ন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ হিম্যাটক্সাইলন্ ৩য় দশমিক ক্রম দুই বিন্দু করিয়া সেবন করিতে লাগিলাম, কারণ ইহার লক্ষণের সহিত আমার লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল, তবে দিকটা বিপরীত—"হৃৎপিণ্ডের দিক হইতে দক্ষিণ দিক" না হইয়া "দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে", কিন্তু তাহাতেই আমার বিশেষ উপকার হইল এবং বৎসরাধিক আর কোনরূপ বেদনাদি বা হৃদস্পন্দন জানিতে পারি নাই)। অগ্নিমান্দ্য ও পরিপাকশক্তির থর্ব্বতা প্রায় এতজ্জনিত সকল লক্ষণেরই সহকারী। রোগী অত্যন্ত শীতার্ত্ততা বোধ করে, কিন্তু নির্ম্মল বায়ু সেবনে আরাম পায়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন—পতনোপক্রম (অ্যাকো: সাইকীউ: বেল্: ফেল্যান্: হ্রাস্:); এবং বোধ শক্তির জড়তা। রাত্রিতে শিরোবেদনা তৎসহ ভুক্তদ্রব্যাদির পরিপাকাভাব বশতঃ, পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়ের আধ্মান, মানসিক উদ্বেগ, বমনোদ্রেক এবং উদ্গারের সহিত গলমধ্যে অম্লাক্ত ভুক্ত দ্রব্যাদির উত্থান। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা সহ মস্তক অবনত করিলে বমনোদ্রেক। ললাটের বাম পার্শ্ব হইতে বেদনা মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে ও বাম দন্তে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (কলো: স্পাইজি:)। দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা গলমধ্যে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়।

চক্ষু।—চক্ষু আবক্তিম এবং অশ্রুপ্রণালীর উপর উদ্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসাঙ্কুর লাল। চক্ষুমধ্যে ধূলিকণা প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ অনুভব (অ্যালাউ: ক্যাপ্স্: কষ্টি. জেল্‌সি: গ্র্যাফ্: গুয়ারীয়া; সিপী:)। যেন অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সকল বস্তু দেখিতেছে এইরূপ অনুভব (বার্বা: কষ্টি: ক্রোক্: ক্রিয়ো: ল্যাকে: পেট্রোল্: মার্ক-করো: সল্ফ্:)। সকল বস্তুই তিমিরাবৃত বোধ (বেল্: কাল্কে: সাইক্ল্যাম্ ইয়োন্: মার্ক্: প্লাম্:—চক্ষু মর্দ্দন করিলে ঐরূপ বোধ দূর হয়=ক্রোকাস্; প্ল্যাস পল্‌সে:)। অধ্যয়ন কালে অক্ষর সকল অদৃশ্য হইয়া যায় (ড্রোসে: ক্রোটেলাস্; মিনীয়্যান্: হ্রাস্-ভিনি:)। নির্ম্মল বায়ুতে অক্ষির পীড়াদির উপশম হয় (শীতল বায়ুতে উপশম=অ্যাসের:)।

গলমধ্য।—গলক্ষত,—গলাধঃকরণক্লেশ ও গলমধ্য সঙ্কোচন বোধ, পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও হস্তপদাদি প্রসারণ সহ বোধ হয় যেন গলমধ্যে কি একটা অন্য জাতীয় পদার্থ রহিয়াছে (অ্যামোনীয়্যাক্‌ ব্যারাই বেল্‌ গ্র্যাফ্‌: ল্যাকে: ন্যাট্‌-মিউ ফাইটো: স্যাবাড্‌: সিপী:)।

পাকাশয়াদি।—উদরোর্দ্ধপ্রদেশে চাপবোধ ও উদ্গার সহ পাকস্থলীর ব্যথাযুক্ত স্ফীতি (অ্যামন্‌-কষ্টি লাই: হিপ্‌: জিঙ্কাম্‌:)। উদর মধ্যে বেদনাধিকারে পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন (ক্যাষ্টোর) এবং হস্তপদাদি প্রসারণ (অ্যামিল)। অন্ত্রশূলাধিকারে (Colic) উদর স্পর্শাসহ, আধ্মানযুক্ত, অনমনীয় এবং শলাকাবিদ্ধকরণবৎ বেদনান্বিত, অন্ত্রকূজন কোমল মল নিঃসরণ, মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ বেদনা, হস্তপদাদি শিথিল, হৃদ্‌স্পন্দন, সার্ব্বাঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ও মানসিক অস্থিরতা অনুভূত হয়। শূলবেদনার নিবৃত্তি হইয়া সর্ব্বাঙ্গে শীতবোধ সহ করতলে জ্বালাজনক উত্তাপ অনুভূত হইতে থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—তলপেটে বেদনা। যেন আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইবার উপক্রম (ক্রাকাস টেরিব) এবং যোনি হইতে আঠার ন্যায় শ্বেতাভ স্রাব। আর্ত্তবস্রাব কালে রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও তলপেটে চাপ বোধ (ককীউ)।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃস্থল হইতে উদরোর্দ্ধ পর্য্যন্ত যেন সাঁটিয়া থাকে,—তৎসহ জ্বালা, অনুভূতি। "হৃৎপ্রদেশে বেদনাধিকারে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ডের নিকট হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটি শালাকা (নাষা) বিস্তৃত হইতেছে, হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর, অত্যন্ত বেদনা ও নাড়ী ক্ষীণ, সর্ব্বাঙ্গে শীত বোধ এবং করতলে জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ,—হৃদ্‌স্পন্দন।" (স্নেলিং)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অরাম, ক্যাক্টাস, লিলীয়াম-টাইগ্রিনাম; নাষা (উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা প্রবেশবৎ অনুভূতি), কলোসিন্থ, অরাম, (যেন পঞ্জরতলে একটী গোঁজ বা কীলক প্রবিষ্ট রহিয়াছে।)

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফার।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

হ্যামামিলিস

(HAMAMELIS VIRGINICA)

নামান্তর।—উইচ হ্যাজেল।

প্রকৃতি।—মূলের এবং পল্লবের ছাল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গর্ভস্রাবাশঙ্কা;

চক্ষু কালবর্ণ হাওয়া ; আঘাত প্রাপ্ত বা কালশিরা ; দাহ ; কর্কটক্ষত ; ক্ষয়কাস বা যক্ষ্মা ; সান্নিপাতিক জ্বর ; পাকাশয় ক্ষত ; রক্তমূত্র ; রক্তবমন ; রক্তস্রাব ; অর্শ ; রক্ত প্রদর ; যকৃৎ হইতে রক্তস্রাব ; আর্ত্তববিকৃতি ; অমুকল্প রজ ; স্তনে ক্ষত ; নাকদিয়া রক্তস্রাব ; বাত ; শীতাদ ; বসন্ত ; অণ্ডকোষ প্রদাহ ; ক্ষত ; জরায়ুর পীড়া ; শিরাস্ফীতি ; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শরীরের নানা স্থান হইতে শৈরিক (Venous) শোণিতস্রাবেই ইহা বিশেষ উপযোগী,—যথা নাসিকা, ফুসফুস্ অন্ত্রাশয়, জরায়ু ও মূত্রস্থলী, শোণিতের বর্ণও ঠিক হ্যামামিলিস্ অরিষ্টের ন্যায় গাঢ় লালবর্ণ ও কাল আভা বিশিষ্ট। আর্ণিকার ন্যায় আক্রান্ত অংশের আঘাত জনিতবৎ ব্যথা ; পৈশিক বা সন্ধিগত বাতবেদনা ; আঘাত বশতঃ কোন অংশের ত্বক বিদীর্ণ বা ছিন্ন হইয়া গেলে, এবং বহুকাল পূর্ব্বে কোন আঘাত-প্রাপ্ত বেদনাযুক্ত স্থান হইতে শোণিতস্রাব হইতে থাকিলে এই ঔষধে আরোগ্য সাধিত হইয়া থাকে। আঘাত জনিত চক্ষুর যোজকত্বকের প্রদাহ, চক্ষু আবরকের অভ্যন্তরে শোণিত স্রাব প্রবল কাস জনিত চক্ষুর আরক্তিম ও অতিশয় ব্যথাও ইহার বিষয়ীভূত। দেহের যে কোন অংশ বা দ্বার হইতে যে কোন কারণে হউক গাঢ় লালবর্ণ শোণিত নির্গত হইলেই হ্যামামিলিস্ প্রযুজ্য।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিস্মৃতিশীল, পরিশ্রমে বা অধ্যয়নে অনাসক্তি (ক্লান্ত না হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ অধ্যয়ন করিতে পারে=ক্যারিকা পেপায়া ; অধ্যয়নে অনুরাগ=পেডিকোউলাস)। রেতঃস্খলনান্তে বিষাদ ও আক্ষেপযুক্ত চিত্ত।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তক অবনত করিলে ; দাঁড়াইলে যেন গা ঘুরিতে থাকে (ম্যাগ-কার্ব:), বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন বশতঃ শয়ন করিবার ইচ্ছা। বোধ হয় যেন এক শঙ্খদেশ বা রগ হইতে অন্য শঙ্খদেশ বা রগে পর্য্যন্ত দৃঢ় রূপে অর্গলাবদ্ধ রহিয়াছে। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবের পূর্ব্বে মস্তক ভারবোধ হয় (নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবের পূর্ব্বে মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে=বেল. মিলিলোট:)। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে শিরোবেদনার নিবৃত্তি বা উপশম (বিউফো: ফেরাম-ফস: মিলিলোট: ম্যাগ-সল্ফ:)।

চক্ষু।—বোধ হয় যেন চক্ষু দুইটী মস্তক হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে, অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে ক্ষণিক উপশম হয় এবং অনতিপরেই আবার বেদনা অনুভূত হয়, আঘাত জনিত চক্ষুর আবরক ঝিল্লির অভ্যন্তরে শোণিতস্রাব বশতঃ বা প্রবল কাসির জন্য চক্ষু আরক্তিম ও অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত হইয়া উঠে (আর্ণি: ক্যালেণ্ড: লিডাম্:), প্রদাহান্বিত কৈশিকা সকল আরক্তিম হইয়া উঠে।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব, দীর্ঘস্থায়ী ; শোণিত শৈরিক (Venous), অর্থাৎ গাঢ় কালিমাভ লালবর্ণ, ঘনীভূত হয় না (ক্রোটেলাস্:) ; শিরোবেদনার উপশম জনক (বিউফো: ফেরাম্-ফস্: ম্যাগ্-সাল্ফ্: মিলিলোট্:—সম্ভূত, আঘাত জনিত, বা

অন্ত কোন স্রাব স্তম্ভন হেতু (Vicarious অনুকল্প=ব্রাই) মাথাব্যথা। নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহ নাসারন্ধ্র হইতে জলবৎ ত্বকক্ষয়কারক ও জ্বালাজনক শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া থাকে (সীপা)।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—চর্ব্বণ কবিবার সময়ে দন্তে অস্ত্রাঘাতবৎ তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং ঐ বেদনা গণ্ডাস্থিতে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে। আক্রান্ত দন্ত কীটভুক্ত না হইলেও বেদনা বশতঃ নিদ্রা হয় না। কাসিবার সময় আলজিহ্বা মধ্যে স্থলবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা,—বোধ হয় যেন উহা ছিন্ন হইয়া যাইবে। মুখবিবব ও গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্ক,—গিলিবার সময় অধিক পরিমাণে জলপান কবিতে হয় (গুয়ায়েক্.)। গলক্ষত,—দক্ষিণ পার্শ্বগত,—দক্ষিণ গলগ্রন্থি অধিকতর স্ফীত এবং আরক্তিম প্রতীয়মান হয়; উষ্ণ জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি; গলমধ্যস্থিত কৈশিক-শিরা সকল স্ফীত প্রতীয়মান হয়।

পাকস্থলী।—প্রাতর্ভোজনে অরুচি। অত্যন্ত তৃষ্ণা,—অল্প পরিমাণে জলপান করিলেই তৃপ্তি (আস্ঃ)। জলে বিতৃষ্ণা,—জলের কথা মনে কবিলেও বিবমিষার উদ্রেক হয় (ক্যালেড্ঃ ফেল্যান্ঃ ষ্ট্রাম্ঃ ট্যাব্যাক্ঃ); আহাবান্তে ভুক্ত দ্রব্যাদির স্বাদযুক্ত উদ্গার (অ্যাসিড্-অক্স্ঃ ফস্ঃ পল্‌সেঃ সল্‌ফ্ঃ থূযা)। বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন, স্থির না হইয়া শুইয়া থাকিলে বমনোদ্রেক। জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভব (ড্যাফ্ঃ হায়োঃ প্ল্যাট্ঃ স্যাব্যাড্ঃ স্যাঙ্গিউঃ সিপীঃ)। পাকস্থলী মধ্যে ভয়ানক দপ্‌দপানি (অ্যাসাফিঃ বেল্ঃ চেলিডঃ সাইকীউঃ গ্যাম্বোজ্ঃ পলসেঃ হ্যুম্)। আহারান্তে পেটে খাল্ ধরে (বিস্‌মাথ্; কার্ব্বো-অ্যান্ঃ কষ্টিঃ গ্র্যাফ্ঃ হায়োঃ লাইঃ ন্যাট্ঃ-মিউঃ পল্‌সেঃ)। উদরোর্দ্ধ ও নাভিপ্রদেশে জ্বালাবোধ (উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা=ক্যালোড্ঃ ক্যাম্ফোঃ র‍্যাফেনাস্ ,—নাভিপ্রদেশে= অ্যাকোঃ র‍্যাফেনাস্; বোভিঃ ক্যাম্থাঃ ক্রোটেলাস্; ম্যাগ্-সল্‌ফ্ঃ অ্যাসিড্-সল্‌ফঃ)।

মলান্ত্র ও মল।—রক্তামাশয়,—শোণিতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক,—আমের সহিত গাঢ় লালবর্ণ জমাট্ টুক্‌রা নির্গত হয়। আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে বহুল পরিমাণে আল্‌কাত্‌রার ন্যায় শোণিত নির্গত হইয়া থাকে (ক্রোটেলাস)। অর্শ,—অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাবী শোণিত কৃষ্ণাভ, গাঢ় লালবর্ণ-বলী; অর্শ জ্বালাযুক্ত, হাজার ন্যায় বা হাজা; কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা,—যেন কোমর ভগ্ন হইয়া যাইবে;—মলবেগ; নীলবর্ণ বলী; মলদ্বার ক্ষতযুক্ত বা ক্ষয়িতত্বক্ বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—রক্তকাস (Hæmoptysis),—গলমধ্যে বা বক্ষমধ্যে কণ্ডুয়নজনিত কাসি এবং মুখে শোণিত বা গন্ধকের আস্বাদন অনুভব হয়; শোণিত শিরা হইতে নির্গত হইয়া জমা থাকে এবং বিনা চেষ্টা বা বিনা কাসি অর্থাৎ আপনা হইতে সহজে নির্গত হইয়া যায়; প্রতি মাসে এইরূপ শোণিতময় গয়ার নির্গত হয় এবং সময়ে সময়ে দুই চারি বৎসর স্থায়ী হইয়া থাকে। অর্শ হইতে অতি অল্পপরিমাণে শোণিতস্রাব হইলেও রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে,—যেন অপর্য্যাপ্ত শোণিত নির্গত হইয়াছে (হাইড্রাস্ঃ)।

প্রস্রাব।—অতি অল্প পরিমাণ গাঢ় লালবর্ণ মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। রক্ত-প্রস্রাব,

মূত্রগ্রন্থী বা বৃক্কদ্বয় শৈরিক শোণিতপূর্ণ হইয়া থাকে এবং ঐ প্রদেশে ব্যথা অনুভূত হয়। মূত্রনালী মধ্যে উত্তেজনা সম্ভূত হইয়া শোণিত নির্গলিত হয় এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা করে (ক্যানাব্: ক্যান্থা. ক্যাপ্স্.)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রে অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন (সিঙ্কো: অ্যাসিড্-ফস্: সেলিন্: সিপী: সল্ফ:) বশত. শিরোবেদনা এবং মানসিক অবসাদ। লিঙ্গোদ্গম এবং অত্যধিক আলিঙ্গন স্পৃহা। অণ্ডকোষ মধ্যে তীব্র স্নায়ুশূল,—বেদনা হঠাৎ অণ্ডকোষ হইতে তলপেটে সঞ্চারিত হইয়া বিবমিষা ও অবসন্নতা সম্ভূত করে। বেদনা রেতোরজ্জু দিয়া অণ্ডকোষে অবতীর্ণ হয় (পল্সে: হ্যাস্)। অণ্ডকোষ প্রদাহ বা একশিরা; আক্রান্ত অণ্ডকোষ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে অরাম্; ক্লিম্যাট্ কোণা: নাক্স্-ভম্· পল্সে· অ্যাকো. স্পঞ্জী:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বাধার প্রদাহ, আঘাতাদি সম্ভূত, সমগ্র উদর ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ, আর্ত্তবস্রাব কালে বৃদ্ধি (অ্যাক্টী পল্সে), আর্ত্তবস্রাব গাঢ় লালবর্ণ, কৃষ্ণাভ এবং অপর্য্যাপ্ত (ব্রাই· ক্যামো ক্রোকাস্, ফেরাম্, ইগ্নে .নাইট্রাম্; প্লাট্: পল্সে:)। জরায়ুস্রাব (Metrorrhagia),—শৈরিক বা ধামনি,—অসমতল রাস্তায় শকটারোহণ সম্ভূত,—শ্রোণিদেশে বা নিতম্বে নিম্নাভিমুখী আকর্ষণবৎ বেদনা। বাধক,—নিতম্ব দেশে ও তলপেটে প্রচণ্ড বেদনা এবং ঐ বেদনা পদদ্বয়ে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; মস্তিষ্ক ও উদর পরিপূর্ণ বা ভারযুক্ত বোধ হয়, সমগ্র শিরোমধ্যে তীব্র বেদনা বশতঃ ঘোরনিদ্রা বা আচ্ছন্নাবস্থা উপস্থিত হয় এবং শিরা সকল প্রসারিত বা স্ফীত লইয়া উঠে (Varicose Veins)। (অ্যাম্ব্র:)। স্তম্ভিতরজঃ অনুকল্প (Vicarious) রজঃ অর্থাৎ নাসিকা বা পাকস্থলী হইতে শোণিত স্রাব সহ (ব্রাই: ইউপীয়োন্:)। প্রদর,—যোনিপথ ব্যথান্বিত; স্রাব রক্তাক্ত ও অপর্য্যাপ্ত (অ্যাণ্ট্-টার্ট্ সিঙ্কো: ককীউ মিউরেক্স্: অ্যাসিড্-সল্ফ্:)। যোনি স্পর্শাসহ এবং স্পর্শমাত্রে যোনিপথ সঙ্কুচিত হইয়া যায় (Vaginismus = ইগ্নে: প্লাম্: । সাইলি)। স্তনবৃন্ত:ক্ষতযুক্ত। সূতিকাস্তম্ভ অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় বা প্রসবান্তে জঙ্ঘার শিরা স্ফীত ও প্রদাহ [অ্যাকো পল্সে: বিসমাথ]। শিরা প্রসারণ (Varices = অ্যাসিড্-ফ্লু: পল্সে: ফেরাম্-ফস্. প্লাম্:)। প্রসবান্তে উদরের ব্যথা [অ্যাণ্টিম্ হ্যামামিলিসের বাহ্যপ্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রদ]।

শ্বাসযন্ত্র।—নিদ্রাভঙ্গান্তে স্বরভঙ্গ [বোভি: কার্ব্বো-ভেজি: নক্স্-ভম্:]; শয়নকালে শ্বাসরোধোপক্রম অনুভব [ডিজি: ফল্ স্ট্যাফী:]। স্বরনলীমধ্যে কণ্ডুয়নবশতঃ কাসি, নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখমধ্যে রক্তের আস্বাদ [বিস্মাথ্; অ্যালীউ: অ্যামন্-কার্ব্: অ্যাস্পার:], শুষ্ক কাসি, কাসির সময় আলজিহ্বা মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং যেন আলজিহ্বা ছিন্ন হইয়া যাইবে, এইরূপ অনুভব; গয়ার গাঢ় পীতাভ বা ফিকা হরিদ্বর্ণ, এবং পূতিময় (putrid) আস্বাদজনক। রক্তকাস, কণ্ডুয়ন সম্ভূত কাসি; মুখে শোণিত বা গন্ধকের আস্বাদ, বক্ষঃস্থলে দৃঢ়াবদ্ধভাব, ফুস্ফুসাদি মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য জনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ রোগী

শয়ন ক্যুরিয়া থাকিতে পারে না; মস্তক ভারযুক্ত বোধ; চিত্ত স্থির এবং উদ্বেগশূন্য। ফুস্‌ফুসদ্বয়ের অধোভাগে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভব; দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে বক্ষঃস্থল যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এবং হৃদ্‌প্রদেশে কণ্টকবেধবৎ যাতনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা মধ্যে ক্ষতযুক্তবৎ বেদনা। কটিদেশ এত ব্যথা করিতে থাকে যে বোধ হয় যেন ভগ্ন হইয়া যাইবে [অ্যালীউ: ক্যালী-কার্ব্: ভেরিয়োল্.]। বাম পৃষ্ঠফলকের কোণে নিরন্তর বেদনানুভূতি [কিউপ্রাম্: আর্স্; র‍্যানান্-বাল্বো;]। পদদ্বয়ের সন্ধিস্থলে ভারবোধ সহ কটিদেশে ছেদনবৎ বেদনা [বার্বা সিঙ্কো: কষ্টি: অ্যাসিড্-ফস্: হ্রডোড্:)। প্রত্যঙ্গাদির শৈথিল্য ও ক্লান্তি বোধ [আর্নি: ব্রাই: গ্র্যাফ্: আয়োড্:]। পেশী মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা সহ বাতবেদনা। বাহুদ্বয়ের ঊর্দ্ধাংশে এবং স্কন্ধদেশে আঘাত সম্ভূতবৎ বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি; বামস্কন্ধের শিখরদেশে, দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের তলদেশে এবং দক্ষিণ কক্ষদেশের নিম্নে ভয়ানক বেদনানুভব; দিবাভাগে এবং বিশ্রামকালে বৃদ্ধি [কিউপ্রাম্; ইউফ্রে: পল্‌সে: হ্রডো:], রাত্রিতে আদৌ থাকে না। বাতবেদনা,—বাম বাহুতে নিরন্তর বেদনা। বাম মণিবন্ধে বা কব্জীতে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা [অ্যালীউ: বোভি: হিলেবো. রীউটা; স্যাবাই: অ্যাসিড্-অক্স্যাল্: সিপী: সল্‌ফ্]। করতল ফাটাফাটা। উরুর অস্থিতে ও উরুর পেশী মধ্যে ক্ষতযুক্তবৎ বেদনা, যেন আঘাত লাগিয়াছে। অপরাহ্নে জানুসন্ধি ক্ষীণ বোধ হয়। প্রসারিত শিরার মধ্যে যেন ফাটিয়া যাইবে এইরূপ চাপ বোধ, শিরা সকল স্পর্শাসহ এবং স্ফীত।

ত্বক।—শীতস্ফোট বা পাঁকুই। প্রসারিত শিরা বা তজ্জনিত ক্ষত মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা। কালশিরা [ফস্: হ্রাস্; ক্রোটেলাস্]। দাহন বশতঃ কেবল বাহ্য-ত্বকের ধ্বংস [টেরিব্: ক্যান্থারিস্:]। শিরাপ্রদাহ (Phlebitis),—অত্যন্ত স্পর্শাসহনীয়তা বোধ [প্রসবান্তে=পল্‌সে:]।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালন এবং মানসিক বা দেহিক পরিশ্রমে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে; বৃষ্টির দিনে এবং উষ্ণ জলীয় বায়ুতে; উষ্ণ গৃহে (দন্তশূল) এবং স্পশমাত্রে। বেদনাদি দিবাভাগে এবং বিশ্রামকালে বৃদ্ধি; রাত্রিতে আদৌ থাকে না।

সম্বন্ধ।—(শোণিতস্রাব ও শোণিতস্রাব প্রবণতা সম্বন্ধে) অনুপূরক—ফেরাম্।

দোষঘ্ন।—আর্নিকা; চায়না; পল্‌সে (দন্তশূল)।

সদৃশ।—আর্নি: ক্যালেণ্ডীউলা: (চক্ষুর আভ্যন্তরিক শোণিতস্রাব নিরাময় করণ সম্বন্ধে হ্যামামিলিস্—আর্নিকা ও ক্যালেণ্ডীউলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট); অ্যাসিড্-ফ্লু: ফস্: সিকেলি: ল্যাকে: অ্যাসিড্ নাই: অ্যাক্টীরেসি:। (শোণিতস্রাব জনিত পীড়াদি সম্বন্ধে) সিঙ্কোনা। (শোণিতস্রাবযতই হউক না কেন রোগী উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়ে)হাইড্র্যাষ্টিস্ অ্যাসিড্ সল্‌ফ: বেলিস্-পেরেন্; ট্রিলীয়াম্-পেন্। (অর্শ সম্বন্ধে) অ্যাসিড্-মিউ: ক্যাল্‌কে-ফ্লু: অ্যালো)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শতমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—এক হইতে ৭ সাত দিন।

হেক্লা লাভা
(HECLA LAVA).

প্রস্তুতি।—"হেক্লা" নামক আগ্নেয়গিরিব অগ্ন্যুৎপাত ক্ষিপ্ত ভস্ম হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়—প্রথমে বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অস্থির বিবিধ পীড়া ; স্তন্যস্বল্পতা ; স্নায়ুশূল ; দন্তশূল ; অঙ্গুলিবেষ্ট বা আঙ্গুলহাড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—অস্থি ও হনুদ্বয়ই ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল ; এবং ইহা হনুব অস্থিপ্রবর্দ্ধক (Exostosis), দন্তশূল, মাড়ী স্ফোটক এবং দন্তোদ্গমকালীন পীড়াদিতে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে ; অধিকন্তু অস্থিপ্রদাহ (Osteitis), অস্থিবেষ্টনী প্রদাহ (Periostitis), অস্থি কর্কট (Osteo sarcoma) প্রভৃতি অস্থিরোগে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অস্থির শেষভাগে প্রদাহ জনিত করিয়া থাকে। বালাস্থি শীর্ণতা (Rachitis) রোগেও ইহা বিশেষ হিতকর।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—শিরোঘূর্ণন,—সকল বস্তুই বোধ হয় যেন কথন ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কথনও নীচের দিকে নামিতেছে, আবার কথনও বা পার্শ্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উপদংশ-বিষ-দুষ্ট নাসাস্থি ক্ষত। ক্ষয়িত দন্তে বা দন্তমূলস্থিত স্নায়ু মধ্যে উত্তেজনা জনিত মুখের স্নায়ুশূল বা শিবোবেদনা। দন্তশূল,—দন্ত সকল অত্যন্ত স্পর্শাসহ এবং হনুর চতুর্দ্দিকে স্ফীতি। মাড়ী স্ফোটক (Gum abscess=মার্ক্-সল্:) ; দন্তোৎপাটনান্তে অবশিষ্ট প্রবর্দ্ধিতাস্থি। দক্ষিণ নাসাপুটের তলদেশে মটরাকার স্ফীত ও অনমনীয় অর্ব্বুদ,—অত্যন্ত স্পর্শাসহ। গলগণ্ড ধাতু বিশিষ্ট এবং শীর্ণাস্থি (Rachitic) শিশুদিগের দন্তোদ্গমক্লেশ (ক্যাল্কে-ফস্. সাইলি:)।

নিম্নাঙ্গ।—স্তনদুগ্ধের হ্রাস (অ্যাগ্নাস্ ; আসাফিটিডা)। বক্ষঃস্থলের পেশীশূল,—বিশেষতঃ পঞ্জর মধ্যগতঃ পেশীর। (ব্রাই র‍্যানান্. চেলিড: আর্ক্টী:)। গ্রীবার চতুর্দ্দিকে গ্রন্থি সকল স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে (ক্যাল্কে-আয়োড্: ক্যালী-আয়োড: কোণা:), নিম্ন পদের সম্মুখাস্থির প্রবর্দ্ধন (Exostosis) ; নিরন্তর বেদনা বশতঃ রোগী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কঞ্চীয়োলিন্: অ্যাম্ফিস্ বিনা ; সিম্ফিট্: সাইলি: ক্যালী-আয়োড্: ক্যাল্কে-আয়োড্ ; ষ্টিলিং: রীউটা।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

হিডীয়োমা

(HEDEOMA PULEGIOIODES).

প্রস্তুতি।—সমস্ত গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ।—রজোস্বল্পতা; বাধক; শ্বেতপ্রদর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ই ইহার প্রধান ক্রিয়া স্থল। পদদ্বয়ের অতিশয় দুর্ব্বলতা, অন্ত্রমণ্ডলী ও জরায়ুর প্রবল নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ; পৈশিক সঙ্কোচন ও স্পন্দনাদি স্নায়বীয় লক্ষণ প্রভৃতি ইহার প্রধান ক্রিয়াফল। রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং শয়ন করিলে ভাল থাকে; সোজা হইয়া বসিতে পারে না; পান বা আহারান্তে রোগীর উদরে বেদনার আবির্ভাব হয়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—প্রাতে মস্তক ভাব ও অস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত বোধ হয়, বেলা হইলে আর থাকে না। বাম শঙ্খদেশে বা রগে ক্ষতযুক্তবৎ অনুভূতি, বোধ হয় যেন কাটিয়া গিয়াছে। রোগী অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ করে, সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; শয়ন করিলে ভাল থাকে।

গলমধ্য।—যেন কি একটা উঠিয়া গলমধ্যে আসিতেছে [চেলিড্; যেন একটা গোলক গলমধ্যে উঠিতেছে = ইগ্নে ক্যালী-ফস্: ক্যালমী· ফাইজস্: আসাফি: ক্যালী-আর্স: লিসিন্: গ্লাম্:]; রোগিনীর মনে হয় যেন তাহার ফুসফুসাদি মুখে উঠিতেছে। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কবিতে গেলে শ্বাসবেধোপক্রম হয় (অ্যানান্থি· ডিজি: মিফাইটিস্; অ্যানাক: বেল)।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, প্রতিবারে অতি অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ হয়। মূত্রবাহী নলীর বা শিবার (Ureters) মধ্যে তীব্র বেদনা [লাই· ট্যাব্যাক্: ওসিমাম্:)। মূত্র লাল রেণু মিশ্রিত [লাই:]। প্রস্রাব কালে কর্ত্তনবৎ ও জ্বালাজনক বেদনা সহ মূত্রস্থলী-গ্রীবাবেষ্টনকারী (Sphincter Vesicæ) পেশীর সংকোচন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অসহনীয় কটিবেদনা সহ সমগ্র তলপেটের অন্ত্রমণ্ডলী ও জরায়ু আদি যেন সবলে নিম্নাভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে এবং অপত্যপথাভিমুখে চাপ বোধ; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ও পাকস্থলী মধ্যে পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়; প্রকৃত প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা [বেল্: সিঙ্কো: ইপিক্: প্ল্যাট্: সিপী: লিলীয়াম্-টাইগ্: স্যাবাই:],—দেহ সঞ্চালন মাত্রে, বা সামান্য পান বা আহারান্তে বৃদ্ধি হয়। প্রদর, তৎসহ অত্যন্ত কণ্ডুয়ন ও জ্বালা, প্রতিবারে কয়েক সপ্তাহ কাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—কটিদেশে অসহ্য বেদনা,—নিতম্বদেশে মেরুদণ্ডের উর্দ্ধাংশ হইতে

জরায়ু পর্য্যন্ত প্রচণ্ড আকর্ষণানুভব; হস্তপদাদি প্রায় পক্ষাঘাতাক্রান্তবৎ অবশ,—রোগিনী দাঁড়াইতে বা দেহ সঞ্চালন করিতে পারে না,—একটু নড়িতে গেলেই প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হয়। দেহের সমগ্র পেশীমণ্ডলী স্পন্দিত হইতে থাকে (অ্যাগার: অ্যাম্বা; হায়ো: ওপী: পেট্রোল্: প্লাম্: ইগ্নে: জিঙ্কাম্)।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, পান বা আহারান্তে এবং স্পর্শ করিলে বা চাপ দিলে।

উপশম।—শয়ন করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাগার: বেল্: সিপী. লিলীয়াম্-টাই: মেন্থা-পাইপ: প্ল্যাট্: ট্যাব্যাক্: ওসিমাম।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

হিলীয়্যান্থাস্

(HELIANTHUS ANNUUS).

নামান্তর।—সন্ ফ্লাওয়ার।

প্রস্তুতি।—সমস্ত ফুল এবং বীজ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সর্দ্দি; কোষ্ঠবদ্ধ; নাক দিয়া রক্ত পড়া; অর্শ, প্লীহার পীড়া; গলক্ষত; আঘাত; বমন; ক্ষতাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্লীহা বিবৃদ্ধির ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুরাতন সবিরাম জ্বরাধিকারে চিনিনাম্-সল্ফ: প্রয়োগ দ্বারা জ্বর বন্ধ হইবার পর হিলীয়্যান্থাস্ প্রয়োগ করিলে আর জ্বর আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। বিবমিষা ও বমন সহ পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ, কালবর্ণ মল প্রভৃতি ইহার ক্রিয়া বা লক্ষণ। পাকাশয়িক লক্ষণাদির বমনান্তে উপশম হইয়া থাকে। আমবাতাদির ন্যায় উদ্ভেদাদিও ইহার ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

পাকাশয়াদি।—জিহ্বা ও জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় আরক্তিম ও শুষ্ক। আহারকালে দ্রব্যাদি অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হয়। গলমধ্য আড়ষ্ট ও শুষ্ক। আহারমাত্রে পাকস্থলী ও কণ্ঠনালী মধ্যে দাহনানুভূত। জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয়, অন্ননালী এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশ অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত বোধ হয়। পাকাশয়িক পীড়াদির বমনান্তে উপশম (ফেরাম্: ক্যালী-বাই: নক্স্-ভম্: রোগী বলে "একবার বমন করিতে পারিলে আমার সকল যন্ত্রণার উপশম হয়"=নক্স্-ভম্:)। প্লীহা বিবর্দ্ধিত এবং বেদনাযুক্ত [সীয়্যানোথাস্]। অর্শ; রেতঃস্খলন সহ কালবর্ণ কোমল মলত্যাগ; একদিবস অন্তর কঠিন কাল মল [লেপ্টাণ্ড্রা]।

শ্বাসযন্ত্র।—অপরাহ্নে কাসি, তৎসহ শোণিতরঞ্জিত মণ্ডবৎ গয়ার [চিলিন্-সাল্‌ফ লরোসি:]। শ্বাসপ্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত এবং দ্রুত।

ত্বক ও প্রত্যঙ্গাদি।—বাম জানুতে বাতবেদনা [ক্যালী-বাই:],—সোপানাবতরণ কালে অনুভূত হয় [ক্যানাব্: ভেরেট্: আরোহণ কালে=অ্যালীউ: প্লাম্)। সমগ্র দেহ আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত। জানুর অভ্যন্তর প্রদেশে একত্রে কতকগুলিন ঈষৎ কণ্ডুয়নশীল লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়িকা উদ্গত হয় [আনাক্: অ্যান্ট-ক্রুড্: লাকে: মার্ক্ অ্যাসিড্-ফস্: থুযা]। বাহুর অগ্রার্দ্ধের ভিতর দিকে কতকগুলি করিয়া আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ উদ্গত হয়। নাভির দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দদ্রুবৎ পীড়কা উদ্গম। গাত্রের স্থানে স্থানে চিন্ চিন্ করে (অ্যাকো: ক্রোকাস্: কোল্‌চি: অ্যাসিড্-সল্‌ফ: মিডহ্নন্:)। বাহ্য উত্তাপ সংস্পর্শে চর্ম্ম লক্ষণের বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**।—সীয়্যানোথাস্-অ্যামের্ (প্লীহা); লেপ্ট্যান্: (কৃষ্ণবর্ণ মল); আর্ণিকা, হাইপা (ক্ষত)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

হেলিবোরস্-নাইজার

(HELLEBORUS NIGER).

নামান্তর।—ব্লাক্ হেলিবোর; খ্রীষ্টমাস্ রোজ্।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ডাং এলেন্ বলেন "দুর্ব্বল, সোরাদোষগ্রস্ত শিশুদিগের পীড়া, যাহাদের সহজে মস্তিষ্কের পীড়া হয়; ক্রোধ-পরায়ণ, বিষণ্ণ, হতাশ প্রভৃতি ব্যক্তির পীড়ায় উপযোগী। অণ্ডলালাযুক্ত মূত্র; রজোবন্ধ; মুখক্ষত; সংন্যাস; ওলাউঠা; সংঘাত; আক্ষেপ; অবসাদ; মূত্রাধার প্রদাহ; অতিসার; শোথ; মৃগী; মাথাব্যথা; অন্ত্রচ্যুতি; কোরণ্ড, মস্তিষ্কোদক পীড়া; বৃক্ককের রক্তাধিক্য; বিষাদোন্মাদ; রাত্রিকালীন অন্ধত্ব; সূতিকাক্ষেপ; আরক্ত জ্বর; সান্নিপাতিক জ্বর; ক্ষত; ধনুষ্টঙ্কার।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান আক্রমণ স্থল মস্তিষ্ক ও মস্তিাবরক ঝিল্লি; মস্তিষ্কোদক, মস্তিষ্কের আবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ এবং শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন মস্তিষ্ক-প্রদাহের ন্যায় লক্ষণ সকল ইহার প্রধান ক্রিয়াফল। ডাঃ ন্যাসের পুস্তকে লিখিত আছে "রোগী মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে এবং উপাধানের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে মস্তক সঞ্চালিত করিতে থাকে; মোহাচ্ছন্নবৎ নিদ্রা; এবং চতুর্দ্দিকস্থ ব্যাপার উপলব্ধি করিবার শক্তি রহিত; জল

দিলে মহা আগ্রহের সহিত পান করিতে থাকে; ললাটত্বক্ কুঞ্চিত ও শীতল স্বেদলাঞ্ছিত; যেন কি চর্ব্বণ করিতেছে এইরূপ ভাবে হনূদ্বয় সঞ্চালিত হইতে থাকে; প্রসারিত তারকা সহযোগে অধিক সময়ই, শ্রবণ ও বোধশক্তি রহিত;—এক হস্ত ও এক পদ ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতে এবং অন্য হস্ত ও পদ অসাড় ভাবে পতিত হইয়া থাকে; মূত্র অতি অল্প নির্গত হয় বা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং কফির তলানীর ন্যায় তলানী পড়ে।" নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণও ইহার নির্ণায়ক:—রোগী সংজ্ঞাশূন্য ও বোধ শক্তি রহিত; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। আচ্ছন্ন অবস্থায় ওষ্ঠ, বস্ত্র বা নাসারন্ধ্র খুঁটিতে থাকে। মস্তিষ্কোদক রোগে, গর্ভাবস্থায় বা দন্তোদ্গম কালের উদরাময়।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিমর্ষ, দুঃখপূর্ণ, নিরাশ চিত্ত; নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থান করে (আন্ত্রিক জ্বরান্তে বা প্রথম যৌবনাবস্থায় যখন আর্ত্তবস্রাব একবার আরম্ভ হইয়া আবার বন্ধ যায়)। খিট্‌খিটে স্বভাব বা সামান্য কারণে রাগিয়া যায়; কেহ সান্ত্বনা করিলে মানসিক লক্ষণের বৃদ্ধি (ইগ: ন্যাট-কার্ব: সিপী: সাইলি:)। কেহ তাহার শান্তি ভঙ্গ করিলে বিরক্ত হয় (জেল্‌সি: ন্যাট-কার্ব:)। অচেতন, বোধশক্তি রহিত; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে উত্তর দেয় (উত্তর দিতে দিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে=ব্যাপ্টি:—উত্তর দেয় না= অ্যাগার: অ্যাসিড-সল্‌ফ: ষ্ট্যাবাড:—ত্বরাত্বরি উত্তর দেয়=অ্যাক্টী: সাইনা; হ্রাস·—প্রশ্ন করিলে বিরক্ত হয়=কলো:—ধীরে ধীরে উত্তর দেয়=হেলিবো: মার্ক: ফস: অ্যাসিড-ফস—অসম্বন্ধ উত্তর দেয়=হায়ো: নক্স-মস: ভ্যালি:—অনিচ্ছার সহিত উত্তর দেয়=ক্যারিকা-পেপায়া; হ্রাস: অ্যাসিড-সল্‌ফ·—কর্কশ ভাবে উত্তর দেয়=ক্যামো:—সম্বন্ধ উত্তর কিন্তু শেষ হইবামাত্র পুনশ্চ আচ্ছন্নভাব প্রাপ্ত হয়=আর্ণি: অ্যাসিড-এস: মস্তিষ্কের আবিলতা সত্ত্বেও সম্বন্ধ উত্তর প্রদান করে—কোল্‌চি: কন্‌ভ্যাল: ককিউ· আইরিস; প্লাম: টিলীয়া)। নির্ব্বোধের ন্যায় একদিকে চাহিয়া থাকে। বিশেষ মনযোগ না দিলে কোন প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। নিরন্তর ওষ্ঠ, বস্ত্র ও নাসিকা খুঁটিতে থাকে (সজ্ঞান অবস্থায়=এরাম)। পলায়ন করিতে বা জলে লম্ফ দিতে যায়। ধনুষ্টঙ্কারাদির সময় কোন শব্দ হইলে প্রকোপ কাল অল্প হইয়া যায়।

মস্তক।—বিবমিষা; জলবৎ বমন ও উদরাময় সহ শিরোঘূর্ণন,—মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি; সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে আর থাকে না; শিরোবেদনা,—ভিতর হইতে বহিরাভিমুখী চাপবৎ বেদনা; বোধশক্তি রাহিত্য সহ মস্তক ভারবোধ হয়; মস্তক সঞ্চালন করিলে বা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে ও অন্যমনস্ক হইলে উপশম। শিশু-দিগের দন্তোদ্গমকালীন মস্তিষ্কের উত্তেজনা (বেল: পডো:); মস্তিষ্ক মধ্যে রসস্রাবের শঙ্কা (এপীস টিউবার কীউলিনম্:)। মস্তিষ্কাবরণীর প্রদাহ (Meningitis),—মস্তিষ্ক মধ্যে রসস্রাব সহ একাঙ্গের পক্ষাঘাত; রোগী থাকিয়া থাকিয়া লোমহর্ষক চীৎকার করিয়া উঠে (এপীস; কিউ-প্রাম্; হাইপিরিক্:), নির্ব্বোধের ন্যায় একদিকে চাহিয়া থাকে, আলোক জ্ঞান রহিত, তারকা

প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, রোগী মোহাচ্ছন্নের ন্যায় শুইয়া থাকে। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়,—আরক্ত জ্বরান্তিক বা মস্তিষ্ক মধ্যে গুটিকা উদ্গম বশতঃ (Tubercular), রোগ দ্রুত বর্দ্ধনশীল (এপীস ; সল্ফ. টিউবার:); এক হস্ত এক পদ আপনা হইতে সঞ্চালিত হইতে থাকে (অ্যাপোসাহ বাম হস্ত ও বাম পদ = ব্রাই:)। উপাধানে মস্তক প্রবিষ্ট করিতে বা উপাধানোপরে মস্তক এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত (এপীস ; পডো:) করিতে থাকে এবং মস্তকে করাঘাত করে (টিউবারকীউলিন্); দেহ শীতল ; মস্তক অবনত করিলে বেদনাধিক্য অনুভূত হয়। মস্তিষ্ক প্রদাহ (Encephalits উচ্চারণ = এন্কিফ্যালাইটিস),—তৎসহ অচৈতন্য এবং শিরোমধ্যে মস্তক ভারবোধ ; বেদনার বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে বৃদ্ধি হয় (ক্যাম্ফো: হেলোন্: পাইপার মিথ: = অন্যমনস্ক থাকিলে ভাল থাকে)। তরুণ সর্দ্দি সহযুক্ত চৈতন্যাপহরক শিরোবেদনা,—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত প্রকোপাধিক্য ; মস্তক অবনত করিলে উপচয় এবং বিশ্রামে ও নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম বোধ। মলিন মুখমণ্ডল সহ মস্তক মধ্যে জ্বালাকর উত্তাপ। শিরোপশ্চাতে বেদনা, যেন কেহ মুষ্টাঘাত করিয়াছে ; বাহ্য স্পর্শে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব হয় এবং মস্তক অবনত করিলে বেদনা বর্দ্ধিত হয়। রোগী মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলাইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে দোলাইতে থাকে। শিরোপশ্চাতে নিরন্তর নিষ্পেষণবৎ বেদনা এবং ঐ বেদনা গ্রীবাপৃষ্ঠে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। মস্তক সঞ্চালন ও অবনমন এবং সোপানারোহণ কালে মস্তকাবরণী মধ্যে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। মস্তক এবং অন্যান্য কেশাবৃত্ত অংশের কেশ পতন,—তৎসহ মূর্দ্ধাদেশ ও শিরোপশ্চাতে পীন্‌বেধবৎ বেদনা ও মুখমণ্ডল এবং দেহে শোথবৎ স্ফীতি। মস্তকের উপর রসসিক্ত মরামাস উৎপন্ন হয়। শোথ—মস্তিষ্ক, বক্ষ এবং অন্ত্রাশয়ের শোথ,—আরক্ত ও সবিরাম জ্বরান্তিক (কচ্ছুবিষাক্ত উদ্ভেদাদির পর = সল্ফ:—দন্তোদ্গম কালে = পডো:—পাক-অন্ত্রাশয়িক প্রদাহান্তে = জিঙ্কাম:), —জ্বর, দুর্ব্বলতা এবং মূত্ররোধ সহ একপ্রকার উদ্ভেদ (exanthema) রোধ জনিত (এপীস : জিঙ্কাম)।

চক্ষু।—মস্তিষ্কোদক রোগাধিকারে আলোকজ্ঞান রাহিত্য (কার্ব্বোন্-সল্ফ: ব্যারাই-মউ: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যাম্ফো: চায়না ; ইউফ্রে: ডিজি: অ্যাসিড-হাইড্রো· ষ্ট্র্যামোন্)। তারকা প্রসারিত বা সঙ্কুচিত, কিম্বা একটী সঙ্কুচিত এবং অন্যটী প্রসারিত, অথবা প্রসারিত হইতে থাকে। দিবান্ধতা [Nyctalopia = অ্যাকো: মার্ক: সাইলি:—রাত্রান্ধতা (Hemeralopia) = হায়ো: পল্‌সে:] ; সূর্য্যালোকাতঙ্ক। রোগী নির্ব্বোধের ন্যায় মুখব্যাদান পূর্ব্বক একদৃষ্টে এক দিকে (ক্যাম্ফা: অ্যা-হাইড্রো: হাইপি: ক্যালীব্রম:ষ্ট্র্যাম:)। চক্ষুমধ্যে ব্যাথা,—যেন অক্ষিগোলকের পার্শ্ব দিয়া একটী সূক্ষ্ম শলাকা বা কীলক বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (আর্স:)। শিবনেত্র,—অক্ষিতারকা ঊর্দ্ধাবর্ত্তিত হইয়া থাকে (এপীস: অ্যাসিড-হাইড্রো: কার্ব্বো-ভেজি: ষ্ট্র্যামো:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল লালবর্ণ, উত্তপ্ত অথচ মলিন ; মলিন, শোথযুক্ত এবং

বিকৃত ভঙ্গী; মলিন, চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট এবং হিমবৎ শীতল; আবার কখনও বা নীলিমান্বিত শীতল ঘর্ম্মাক্ত। ললাট বা মুখমণ্ডলের ত্বক কুঞ্চিত (অ্যাব্রোট: সার্স ; জড়বুদ্ধি-ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল। বামপার্শ্বের স্নায়ুশূল,—আক্রান্ত অংশে এত বেদনা যে, কোন দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে পারে না। নাসাপুটদ্বয় শুষ্ক, মলান্বিত এবং স্ফীত (বিশেষতঃ জ্বারাধিকারে)। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত নিশ্বাস বায়ু।

মুখবিবর।—নিরন্তর যেন কি চর্ব্বণ করিতেছে এইরূপ ভাবে হনুদ্বয় সঞ্চালিত হইতে থাকে (ব্রাই—শিশুর নিদ্রাবস্থায়=ইগ্নে, হকুৎ রোগে—নিদ্রাবস্থায়=ক্যাল্কে)। ওষ্ঠ সংযোগস্থল ক্ষতযুক্ত ও বিদারিতত্বক (কন্ডাউ গ্র্যাফ:), নিরন্তর লালা স্রাব হইতে থাকে, উদ্ধোষ্ঠ বিদারিতত্বক, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও ফাটা। জিহ্বা,—পার্শ্ব আরক্তিম এবং মধ্যস্থল পীতবর্ণ। স্ফীত ওষ্ঠের উপর শ্বেতবর্ণ ফোস্কা উদ্গত হয়। নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে (আর্নি: আর্স কার্ব্বো-ভেজি ল্যাকে ওপী ষ্ট্র্যাম জিঙ্কাম)। অনবরত দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে থাকে (সিনা পডো হায়ো: ষ্ট্র্যামো লাই: বেল সিকেলি)। মুখমধ্যে ও জিহ্বার উপর রসগুটী ও ক্ষতাদি উদ্গত হয়। জিহ্বা স্ফীত ও অসাড়। জিহ্বাগ্রে পীড়কা উদ্গত, স্পর্শ করিলে হুলবেধবৎ বেদনানুভূত হয়। গলমধ্য অত্যন্ত কটুস্বাদযুক্ত অনুভূত হয়; আহারান্তে বৃদ্ধি।

পাকস্থলী।—শিশু মহা আগ্রহের সহিত স্তন্য পান করে, কিন্তু অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্যে অরুচি প্রদর্শন করিয়া থাকে (আঙ্গাস ডাল্‌ক্যা গ্র্যাটি নক্স ওপী: হ্যউম)। শীতল জল দিলে মহা আগ্রহের সহিত বহুল পরিমাণে পান করে, রোগী চৈতন্য রহিত অথচ চামচ কামড়াইয়া ধরে, (মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগাধিকারে)। জলে অরুচি সত্ত্বেও তৃষ্ণাধিক্য। বিবমিষা বশতঃ ক্ষুধা সত্ত্বেও খাইতে পারে না,—অন্নশূল সহ কৃষ্ণাভ হরিদ্বর্ণ পদার্থ বমন করে। পাকাশয় হইতে অন্ননালী মধ্যে তীব্র জ্বালানুভূতি সঞ্চারিত হয়। উদরোদ্ধ প্রদেশ পূর্ণ ও স্ফীত। উদরোদ্ধ পশ্চাদকৃষ্ট এবং কাসিলে বা পাদচারণ কালে পাকস্থলী মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। জলপান করিলে উহা সশব্দে পাকস্থলী মধ্যে প্রবিষ্ট হয় (লরো: অ্যাসিড-হাইড্রো)।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্যে কুলকুল ধ্বনি,—যেন উদর জলপূর্ণ; উদর স্ফীত এবং স্পর্শাসহ। উদরী,—আবক্ত অন্ত্রবান্তিক উদরের শোথ, গ্রন্থি-স্ফীতি-প্রবণ ধাতু বিশিষ্ট শিশুদিগের। প্রচণ্ড অন্নশূল,—অত্যধিক দুর্ব্বলতা, চক্ষু ও গণ্ডস্থল বসিয়া যায়, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, শীতল এবং আঠার ন্যায় চট্‌চটে স্বেদসিক্ত, নাড়ী সূত্রবৎ এবং মল জলবৎ। দক্ষিণ বঙ্ক্ষণপ্রদেশে বা কুচকীতে সূচিবেধবৎ অনুভূতি ও চাপবোধ,—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার উপক্রম হয় (জেণ্টি-ক্রু: লাই গুয়ায়েক্‌ যাবীয়া: নক্স)।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—তরুণ মস্তিষ্কোদক রোগ, দন্তোদ্গম ও গর্ভাধারণ কালে;—মল—জলবৎ, পরিষ্কার, গাঢ় আঠার ন্যায় এবং বর্ণহীন আমময়, অথবা শ্বেতবর্ণ মণ্ডবৎ আমময়,—ভেক ডিম্ববৎ পদার্থ মিশ্রিত,—অজ্ঞাতসারে নির্গত হয়। বোধ হয় যেন অন্ত্রাদির এমন বল নাই যে, কোমল মলকে বহির্নিঃসারিত করিয়া দেয় (অ্যানাক্ ও হিপ:)। মলত্যাগান্তে মলদ্বার জ্বালা ও কর্কর করে।

প্রস্রাব।—মূত্র,—ঘোর লাল বা কালবর্ণ এবং কফির তলানির ন্যায় তলানি পড়ে (এপীস ;—আরক্ত জ্বরের পর শোথ রোগে=অ্যাম্ব্রা:—আরক্ত জ্বরের পর=অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে এবং স্রোত অতি ক্ষীণ; মস্তিষ্কের পীড়ায় এবং শোথ রোগে মূত্ররোধ ; সময়ে সময়ে মূত্র অণ্ড-লালাময়। অনেক চেষ্টা ও যন্ত্রণার পর কয়েক ফোটা শোণিত নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস। বক্ষোদক বা বক্ষমধ্যে জল সঞ্চয় রোগাধিকারে বুক সাঁটিয়া থাকে ; রোগী মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক হাঁপাইতে থাকে ; শয্যায় উপর্য্যুপরি উপাধান দিয়া রোগীকে বসাইয়া রাখিতে বা দেহোদ্ধভাগ উচ্চ করিয়া রাখিতে হয়। প্রতি দিবস সন্ধ্যাকালে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও মানসিক উদ্বেগ ; রোগী সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয়। কাসি, শুষ্ক ও সমগ্র দেহ আলোড়ক,—কাসিবার সময় যেন গলরোধ হইবার উপক্রম হয়,—রাত্রে বৃদ্ধি ; ধূমপানকালে হঠাৎ শুষ্ক কাসির উদ্রেক হয়। শয়নকালে শ্বাসকৃচ্ছ্রের উপশম বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—মস্তক সঞ্চালনকালে গ্রীবাপৃষ্ঠ আড়ষ্ট এবং ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে। শোথ,—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক শোথ,—সাধারণতঃ শ্বেত অংশ সকল আরক্তিম হইয়া উঠে। আরক্তিম অংশ সকল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ফেরাম্) ; তৃষ্ণা আদৌ থাকে না (তৃষ্ণাধিকা=অ্যাসিড-অ্যাসেট: অ্যাপোসাইন:),—শীতার্ত্ততা, উত্তাপ ও স্বেদোদ্গম ; সন্ধি ও অস্থি মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা। উরুর উদ্ধাংশে ভয়ানক অস্ত্রাঘাতবৎ ও জ্বালাজনক বেদনা। পদদ্বয় স্থির রাখিতে পারে না,—দাঁড়াইতে গেলে জানু মুড়িয়া যায়। দেহের নানা অংশে এবং অস্থিবেষ্টনী (Periteum) মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা,—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, দৈহিক পরিশ্রমে এবং পানাহারে বৃদ্ধি হয়। অন্যমনস্ক হইলে হস্তধৃত দ্রব্যাদি পড়িয়া যায়,—বিশেষ মনযোগ না দিলে কোন প্রত্যঙ্গ দ্বারা কার্য্য হয় না। কেশ ও নখাদি উঠিয়া যায়। ক্ষত হইতে অপর্য্যাপ্ত রস স্রাব হয়।

জ্বর।—জ্বরাধিকারে নাসাপুট ও রন্ধ্রদ্বয় অত্যন্ত মলান্বিত ও কালবর্ণ ধারণ করে ; জিহ্বা বিশুষ্ক ও পীতবর্ণ এবং পার্শ্বদ্বয় আরক্তিম ; শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ; জলপান করিলে তাহা গড়গড়্ শব্দে পাকস্থলী মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ; বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত জ্বরের বৃদ্ধি ; মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে এবং শীতল ; নাড়ী অতি ক্ষীণ ; ওষ্ঠ ও বস্ত্রাদি খুঁটিতে থাকে। শীতাবির্ভাব কালে লোম হর্ষিত বা রোমঞ্চ হয় এবং সন্ধি সকল ব্যথা করিতে থাকে ; মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত ; রোগী নিদ্রালু ; শয্যাত্যাগান্তে বা দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। জ্বালাজনক উত্তাপান্তে পুনশ্চ শীত ও উদরে বেদনা ; জলপানে অরুচি ; প্রতি বারে অতি অল্প মাত্রায় জল পান করে (আর্স:) ; উত্তাপ বা স্বেদোদ্গম কালে গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে চাহে না (নক্স-ভম্: আর্জেণ্ট নাই: হিপ: স্যাম্বীউ: ষ্ট্র্যামো: ষ্ট্রন্:)। ঘর্ম্ম,—শীতল, চটচটে, নিদ্রান্তে অল্প ঘর্ম্ম ; স্বেদান্তে যন্ত্রণার উপশম ; ঘর্ম্ম হইলেও উত্তাপ অপরিবর্ত্তিত থাকে।

বৃদ্ধি।—অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে, নির্ম্মল শীতল বায়ুতে গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে, দৈহিক পরিশ্রম, সঞ্চালন, মস্তক অবনমন এবং পীড়ার বিষয় স্মরণ করিলে।

উপশম।—উষ্ণ বায়ুতে,—উত্তমরূপে দেহ আচ্ছাদিত করিলে, শয়ন করিলে শ্বাস-কৃচ্ছ্রের উপশম এবং স্থির হইয়া শয়ন করিলে শিরোবেদনার উপশম বোধ হয়; অন্যমনস্ক হইলেও যন্ত্রণাদির উপশম বোধ হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—এপীস, অ্যাপোসাইন্: আস্. বেল্: ব্রাই: ডিজি: ল্যাকে: সল্ফ: টিউবার্ক: জিঙ্ক: ক্যালী-ব্রম্ ক্যাম্ফো: সিঙ্কোনা; ওপী: ল্যাকে: (পীড়ার বিষয় স্মরণ বা চিন্তা করিলে বৃদ্ধি হয়) = ব্যাবাই: ক্যাল্কে-ফস্: কষ্টি: হেলোন্ মিডহ্বন্: অ্যাসিড-অক্সাল্: পেট্রোল্: পাইপার-মিথ:।

তুলনীয়।—(এপিসে নিদ্রোদবে স্পর্শানুভব অধিক; উত্তাপে আধিক্য); ডিজি (নাড়ীর মৃদুগতি), ফস্-অ্যাসিড (তন্দ্রালুতাচ্ছন্ন ভাব), ওপিয়ম (প্রগাঢ় তন্দ্রা); জিঙ্কাম (উদ্ভেদ অবরোধ) ল্যাকেসি (মূত্রে কফি চূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ), ইত্যাদি।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—২০ হইতে ৩০ দিন।

শক্তি।—নিম্নক্রম হইতে, ৩০ শততমিক।

হেলোডার্মা

(HELODERMA HORRIDUS).

প্রস্তুতি।—একপ্রকার গিরগিটার বিষ হইতে বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মস্তিষ্কের তলদেশে পীড়া; মস্তিষ্কমেরুমজ্জার আবরণ-প্রদাহ; শিরঃপীড়া, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ; স্নায়ুশূল; অসাড়তা, সকম্প পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাত।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই গিরগিটার দংশনে সকম্প পক্ষাঘাত (Paralysis Agitans) বা মেরুমজ্জার ক্ষয় (Locomotor Ataxia) জনিত চলচ্ছক্তি রাহিত্যের ন্যায় লক্ষণাদি আবির্ভূত হইয়া থাকে। ইহার বিষ বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতবেগে মানবদেহের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয় এবং রোগীর দেহে বর্ণনাতীত যন্ত্রণা করে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইলেও ব্যথাবোধ শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। তাহার বোধ হয় যেন তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেহের অভ্যন্তরাংশে বোধ হয় যেন অত্যধিক শৈত্য বশতঃ শোণিত জমিয়া যাইতেছে; যেন সর্ব্বাঙ্গ সাঁটিয়া বহিয়াছে এইরূপ অনুভব; চলিবার সময় থপথপ করিয়া পদনিক্ষেপ করে, তাহার বোধ হয় যেন পদতল তুলারাশি ন্যায় কোমল,—বহু উচ্চে পা তুলিয়া জোরে নিক্ষেপ করে,—যেন রাস্তা উচ্চ মনে করিয়া পা ফেলিতেছিল, জোরে পড়িয়া গেল,—কটিদেশ ও হস্তপদাদিতে তীক্ষ্ণ বেদনা, পদদ্বয়ে কীট সঞ্চলনবৎ সড়্সড়ানুভূতি, শয়নকালে

বৃদ্ধি, হস্তদ্বয় অসাড় ; জিহ্বা শুষ্ক ও বিদারিতপৃষ্ঠ ; নিগরণকৃচ্ছ্র বা গিলিতে ক্লেশ প্রভৃতি কয়েকটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা থাকে না (অ্যাগার: গুয়ায়েক: অক্সাইট্রোপ অ্যা-পাই: জিঙ্ক) ; কোন বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে পারে না (অ্যালেট্র-ফ্যাব: অ্যাভেনা, ল্যাক-ক্যান: ইথীউসা ; লাইকোপাস ; মিলিলোট:)। রোগ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিলেও রোগীর মনে ভীতির সঞ্চার হয় না।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন—পশ্চাদ্দিকে পতনপ্রবণতা (অ্যানাস্থি: ব্রোম. ক্যাল্‌কে: কষ্টি: সিলী: স্পঞ্জী:—দাড়াইলে পশ্চাদ্দিকে পতনোপক্রম=সিঙ্কো)। মস্তিষ্কের শূন্যতা এবং ভিতর হইতে শৈত্যযুক্ত নিষ্পেষণ বোধ। দক্ষিণ পার্শ্বে পড়িয়া যাইবে এইরূপ বোধ (ক্যাম্ফো: ইউপেট-পার্পীউ: সিলি:)। শিরোবেদনা,—রোগীর বোধ হয় যেন তাহার মস্তক ফাটিয়া যাইবে (ব্রাই: ক্যাল্‌কে অ্যামন-মিউ. অ্যাক্টিবী-রাউ: ব্যাবাই ককাস-ক্যাক)। দক্ষিণ ভ্রূর উদ্ধাংশে ব্যথা। বাম চক্ষুর উদ্ধাংশে প্রচণ্ড বেদনা,—চক্ষুর মধ্য দিয়া বেদনা মস্তিষ্ক তল ও তথা হইতে পৃষ্ঠদেশে সঞ্চারিত হয়। দক্ষিণ কর্ণের উপরের গ্রন্থির অভ্যন্তরে (Temporal bone) প্রচণ্ড বেদনা,—যেন ঐ অস্থির তলদেশে একটী অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়া অস্থিফলককে ভিতর দিকে ঠেলিতেছে, মস্তকের সমগ্র দক্ষিণ পার্শ্ব বেদনাক্রান্ত হইয়া থাকে (প্রুণাস ; স্পাইজি: স্পঞ্জী:) ; এবং বাম পার্শ্ব অসাড় হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক মধ্যে জ্বালানুভূতি (ফস: গ্লোন) ; মস্তক উত্তাপযুক্ত ও পরিপূর্ণ বোধ হয় ;—যেন মস্তক মধ্যে মস্তিষ্কের স্থান হইতেছে না (গ্লোন: ক্রিয়ো: ক্যাল্‌কে-ফস:)। মূদ্ধাদেশে দপদপানি হাইপির: লাই. ষ্ট্র্যামো: টেরিব: সল্‌ফ:), মস্তক অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়। মস্তকের চতুর্দ্দিকে যেন একটী বন্ধনী রহিয়াছে (সীপা ; ককীউ: সাইক্ল্যাম: জেল্‌সি: জিম্নোক্লেড: হিপ: অ'য়োড: অ্যাসিড-নাই. সল্‌ফ. টেরিব:) যেন মস্তকের চতুর্দ্দিক শীতল বন্ধনী বেষ্টিত এইরূপ বোধ। মূদ্ধাত্বক অত্যন্ত টান বোধ (এপীস: অ্যাসিড-ল্যাক্টী: কষ্টি: ক্যানাব-ইন. জিঙ্ক)। উপাধানে মাথা গুঁজিতে থাকে (হেলিবো: এপীস ; বেল: ষ্ট্র্যামো: ভেরেট-ভির: ডিজি: ক্রোটন-টিগ:)। শিরোমধ্যে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা বশতঃ জাগিয়া উঠে। অক্ষিপুট অত্যন্ত ভারযুক্ত, চক্ষু উন্মীলিত রাখিতে পারে না (কষ্টি: জেল্‌সি গ্রাফ· সিপী:)। দক্ষিণ কর্ণ হইতে বেদনা মস্তকের পশ্চাৎ ঘুরিয়া বাম কর্ণ আক্রমণ করে।

মুখবিবর।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ, থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভাব হয়। মুখমণ্ডলে যেন বরফের সূচিবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যাগার:)।

মুখমণ্ডলাদি।—জিহ্বা শীতল, ব্যথান্বিত এবং শুষ্ক। অত্যন্ত তৃষ্ণা ; জিহ্বা স্ফীতিযুক্ত—এইরূপ দীর্ঘকাল থাকে। গলমধ্য শুষ্ক, নীরস। দক্ষিণ গলগ্রন্থিমধ্যে হুলবেধবৎ

বেদনা। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা অতি কষ্টজনক। গলমধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ হাজিয়া যাওয়ার মত ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহ।

প্রস্রাব।—উপবেশন কালে দক্ষিণ বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থি মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা। যেন নিদ্রাবস্থায় শয্যায় প্রস্রাব করিয়াছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং বহুল পরিমাণে স্বচ্ছ মূত্র নির্গত হয়। প্রস্রাব হইতে হইতে থামিয়া য'য়,—যেন মূত্রনা॰ী মধ্যে অশ্মরী (পাথরী) আবদ্ধ হইয়া আছে। হরিৎপীত বর্ণ এবং দুর্গন্ধময় মূত্র।

শ্বাসযন্ত্র।—দক্ষিণ স্তনবৃন্ত হইতে দক্ষিণ কক্ষতল বা বগল পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা। দক্ষিণ ফুস্ফুস্ মধ্যে শৈত্যানুভূতি,—(অ্যামন-ব্রম: আয়োড·); হৃৎপিণ্ড মধ্যে অত্যন্ত শৈত্যানুভূতি,—বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড জমিয়া যাইয়া মৃত্যু হইবে (ন্যাট-মিউ: পেট্রোল:)। হৃৎপিণ্ডের দপদপানি দেহেব সর্ব্বত্র শ্রুত হয় (গ্র্যাফ.)। হৃৎপিণ্ড লম্ফ প্রদান করিতে থাকে,—যেন বক্ষমধ্যে স্থান হইতেছে না,—সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকে (টীয়োলা:)। হৃৎপিণ্ডের বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে শলাকাবেধবৎ তীব্র বেদনা (স্পাইজি:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা আড়ষ্ট বোধ হয় (অ্যাকো: অ্যাক্টী: অ্যাণ্ট্-টার্ট: কোল্চি: ড্যাল্ক্যা: হুডো:—দক্ষিণপার্শ্বে=চেলিড:)। শিরোপশ্চাৎ হইতে নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত শীতাধিক্য বোধ। দক্ষিণ বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থি মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা বোধ। সকম্প পক্ষাঘাত; মস্তক ও হস্ত কম্পন, অবশ ও শীতল বোধ সহ,—বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে (অ্যাণ্ট্-টার্ট্:)। পাদচারণকালে বোধ হয় যেন তুলারাশির উপর পদক্ষেপ করিতেছে, যেন পদতল স্ফীত হইয়াছে; চলিবার সময় টলিতে টলিতে যায় (কষ্টি:)। পাদচারণকালে পা উচ্চে তুলিয়া সবলে মাটিতে ফেলে। পদতল তুষারবৎ শীতল (ডিজি: গ্র্যাফ্: অ্যাসিড্-মিউ: ন্যাট্-মিউ: ফস্. সাইলি) অথবা জ্বালাযুক্ত (গ্র্যাফ্ অ্যাসিড্-ফস্ স্যাঙ্গিউই: সিপি: সাইলি· ষ্ট্যান্:)। হস্ত পদাদি প্রসারিত করিলে পৈশিক ব্যথার উপশম বোধ হয় (অ্যামিল্: গ্র্যাফ্. কার্ব্বো-ভেজি: অ্যামন্-মিউ:)। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তীক্ষ্ণ বেদনাজ্ঞান সহ অসাড়তা ও দ্রুতপ্রসারী বেদনা। বেদনাদির রাত্রে আবির্ভাব হয় এবং তজ্জন্য রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। পদদ্বয়ে কীট সঞ্চলনবৎ সড়্ সড়া অনুভূতি,—রাত্রে শয্যায় শয়নকালে আধিক্য অনুভূত হয়; বাহুদ্বয় অসাড়। রাত্রে পদতল জ্বালা বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং আরাম পাইবার আশায় শয্যা হইতে পদদ্বয় বাহির করিয়া দেয় (স্যাঙ্গিউই স্যানিকীউ: সল্ফ্· মিডহ্ন্:)।

জ্বর।—অভ্যন্তরীন্ শৈত্যানুভূতি,—যেন ভিতর হইতে সমস্ত জমিয়া আসিতেছে। নিম্নপদ হইতে তরঙ্গের ন্যায় শীত ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। পৃষ্ঠ দিয়া যেন ভয়ানক শীত নিম্নদেশে অবতীর্ণ হইতেছে। মস্তক ও মুখমণ্ডলে উত্তাপবোধ এবং দক্ষিণ ভ্রূর ঊর্দ্ধাংশে অতীব্র বেদনা অনুভব। নিম্নপদ অত্যন্ত উত্তপ্ত; সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ। অল্প সময়ের মধ্যে উত্তাপ তিরোহিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তুষারবৎ শৈত্য আবির্ভূত হয়। শীতল আঠার ন্যায় স্বেদ উদ্গত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ ও তুলনীয়**—অ্যাণ্ট্-টার্ট্: অ্যালীউ (মেরুমজ্জায় ক্ষয়):

আর্জেণ্ট্-নাই: ক্রোটেলস, মার্ক্-ভাই: (সকম্প পক্ষঘাত); ল্যাকে: জেল্সি: কোণা: লিসিন্: ক্যাম্ফো: (কম্প বা শীতলতা); ন্যাট্-মিউ: গ্র্যাফ্:।

শক্তি।—৩০ হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

হেলোনীয়াস্

(HELONIAS DIOICA).

প্রস্তুতি।--মূল হইতে আবক প্রস্তুত হয়। ইহাব গঁদ বা সারভাগ হইতে বিচূর্ণ "হেলোণিন্"।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ; মূত্রে অণ্ডলালা, রজোলোপ; মৃৎপাণ্ডু, ঋতুপ্রকাশে বিলম্ব ও দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র; বাধক; ধ্বজভঙ্গ; শ্বেতপ্রদর; প্রসবান্তিক স্রাব দীর্ঘকাল থাকা বয়োসন্ধিকাল, প্রচুব রজস্রাব, জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব; বাত; বন্ধ্যাত্ব; জরায়ু পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল রমণী সুখৈশ্বর্য্য এবং বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া ক্ষীণদেহ হইয়া পড়িয়াছে এবং জবায়ুভ্রংশ বোগ ভোগ করিয়া থাকে, কিম্বা যাহারা কঠিন মানসিক ও শারীরিক পবিশ্রম কবিয়া অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদিগের পেশীমণ্ডলী নিরন্তর জ্বালা ও ব্যথাযুক্ত এবং যাহারা অত্যধিক অবসাদ বশতঃ রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না, হেলোনিয়াস্ তাহাদিগের পক্ষে সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় উপকারী এবং পরম বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার কয়েকটী প্রধান এবং সিদ্ধিপ্রদ নির্ণায়ক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—"জরায়ুর অস্তিত্ব জ্ঞান",—যে তাহার বস্তিগহ্বর (Pelvis) মধ্যে জরায়ু অবস্থিতি করিতেছে—"রোগিনী নড়িলে জরায়ুও নড়ে" রোগিনীর এইরূপ বোধ হয়; জরায়ুপ্রদেশ অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ; রোগিনী অন্যমনস্ক থাকিলে বা পীড়াব বিষয় চিন্তা না করিলে ভাল থাকে; অতিশয় অস্থিবতা,— এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না; ক্রোধপ্রবণ স্বভাব; সকলের কার্য্যেই দোষ দেখে; প্রতিবাদ আদৌ সহ্য করিতে পারে না; প্রগাঢ় বিষাদ; বহুমূত্র,—তরুণ অবস্থা—দিন দিন রোগী শীর্ণ হইয়া যায়,—তৃষ্ণা অত্যধিক; লালামূত্র,—তরুণ বা পুরাতন—গর্ভধারণকালে; ঋতু—নিয়মিত সময়ের বহু পূর্ব্বে আঁবির্ভাবশীল এবং স্রাব অপর্য্যাপ্ত; যোনিমধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়ন; লালাবৎ স্রাবশীল প্রদর; দেহের নানাস্থানে জ্বালানুভব; প্রচণ্ড কটিবেদনা,—কটিদেশ অবশ ও ক্লান্ত বোধ হয়—প্রথম দেহ সঞ্চালনকালে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়, কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ করিলে আর বেদনা বোধ হয় না।

লক্ষণাবলী।

মন।—অন্যমনস্ক থাকিলে বা কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে ভাল থাকে (পাইপার-মিথ্: অ্যাসিড্ অক্স্যাল্ হেলিবোর ক্যাল্কে ফস্: অক্সাইট্রোপ্ কষ্টি: পেট্রোল.)। অত্যন্ত অস্থির,—এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না (পাইপার মিথ্: লিলীয়াম সিপী)। ক্রোধপ্রবণ, সকলের কার্য্যেই দোষ দেখে, আদৌ প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না (আনাক্: অ্যাষ্টির্ অরাম্-মিউ-ন্যাট্: ফেরাম্, ইগ্নে লাই) বা কাহারও উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। প্রগাঢ় বিষাদপূর্ণ চিত্ত (সাইক্ল্যাম: ইগ্নে ক্যালী-ব্রম্: অ্যাক্ট অরাম-মিউ-ন্যাট্)। একাকী থাকিতে ভালবাসে (অ্যাক্টী সাইক্ল্যা: ইগ্নে: অক্সাইট্রোপ্)।

মস্তক।—মূর্দ্ধাদেশে জ্বালানুভব (ব্রাই: হাইপির্: ন্যাট্-মিউ সল্ফ:),—মস্তক সঞ্চালন এবং মানসিক পরিশ্রমে উপশম বোধ। বর্দ্ধমান শিরোঘূর্ণন্ সহ বেদনা,- মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি হয়। ললাট বা মূর্দ্ধাদেশে চাপ ও পূর্ণতানুভূতি,—ঐ বিষয় চিন্তা করিলে বৃদ্ধি হয়।

মুখমধ্য।—প্রতি দিবস প্রাতে গাত্রোত্থানের সময় মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু বোধ হয়। বহুমূত্র রোগাধিকারে জিহ্বা শ্বেতাভ। গর্ভবতী রমণীদিগের এবং দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুর মুখে লালাধিক্য। মুখক্ষত।

প্রস্রাব।—নিরন্তর বেদনা ও বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে ব্যথানুভূতি,—বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকে অধিক। বৃক্কপ্রদেশে জ্বালা। বহুমূত্র,—তরুণ বা প্রথম অবস্থা,—মূত্র পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, স্বচ্ছ পরিষ্কার জলবৎ, শর্করা মিশ্রিত,—ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক,—আঠাময়—পরস্পর জুড়িয়া যায়, অত্যধিক তৃষ্ণা, অস্থিরতা এবং শীর্ণতা প্রাপ্তি; রোগী খিট্‌খিটে এবং সর্ব্বদা বিষণ্ণ চিত্ত। গর্ভবতী রমণীর অণ্ডলালাময়মূত্র (Albuminuria),—তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, আলস্য এবং নিদ্রালুতা, রোগিণী অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে,—কিন্তু কি কারণে তাহা বুঝিতে পারে না। মূত্রস্থলী শূন্য হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতির পরেও অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব হইতে থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বস্তিগহ্বর (Pelvis) মধ্যে অত্যন্ত ভারবোধ (অ্যালেট: বেল্: কলো) ও স্পর্শাসহনীয়তা (ক্যাল্কে: কোণা ল্যাপা: ট্রিলীয়াম-পেন:); "জরায়ুর অস্তিত্ব জ্ঞান বা উপলব্ধি" (লিসিন মিউরেক্স:), স্বীয় দেহ সঞ্চালিত করিলে জরায়ু সঞ্চালিত হইতেছে বেশ বুঝিতে পারে কারণ তাহার জরায়ু অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া থাকে। ঋতু,—নিয়মিত সময়ের বহু অগ্রে আবির্ভূত হয়, স্রাব অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ—শোণিত স্রাবাধিক্য বশতঃ অত্যন্ত ক্ষীণা রমণীদিগের জরায়ুর শৈথিল্য ও অবসাদ, মাসিক ঋতুর মধ্যবর্ত্তী কালে দেহে যে পরিমাণ শোণিত সঞ্চিত হয় পরবর্ত্তী আর্ত্তবস্রাবে তদপেক্ষা অধিক শোণিত ক্ষয় হইয়া যায়; স্তনদ্বয় স্ফীত এবং ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ (কোণা ল্যাক-ক্যান); শৈরিক (Venous) কৃষ্ণাভ; ঘনীভূত এবং দুর্গন্ধময় স্রাব জরায়ু-ভ্রংশ (Prolapsus Uteri) এবং জরায়ু-

গ্রীবাক্ষত—স্রাব অবিরাম, কৃষ্ণাভ এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট; ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিলে বা কোনরূপ পরিশ্রম করিলে অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব হইয়া থাকে; মুখমণ্ডল শোণিতশূন্য এবং পীড়াব্যঞ্জক; যোনিমধ্যে অত্যধিক উত্তেজনা বা কণ্ডুয়ন বোধ এবং কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা। প্রতিবার গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা (সিকেলি: স্যাবাই: অরাম-মিউ-ন্যাট: সেব্যাল; প্ল্যাট: অ্যাক্টী-রেসি: কলোফিল:)। কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হইলে রোগিনী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে; নিরন্তর শ্রোণিদেশ বা নিতম্ব হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ; পরিশ্রমের পর আর কোন বেদনা থাকে না (হ্রাস: সাইক্ল্যাম: বার্বা: ক্যালী-কার্ব: ষ্ট্যাফাই:)। গর্ভস্রাবান্তিক কটি বেদনা (ক্যালী-কার্ব:)। প্রদর—জরায়ুর অবসাদ ও শিথিলতা জনিত,—স্রাব তরল লালাময় (প্ল্যাট: হাইড্রাস: অ্যালিউ: পেট্রোল: বোভি: অ্যামন-মিউ:)। জরায়ুভ্রংশ সহ ত্রিকাস্থি বা পশ্চাৎকটি প্রদেশে বেদনানুভূতি। পরিপাক শক্তির বিকৃতি এবং এবং রক্তহীনতা বশতঃ স্তম্ভিত-রজঃ (Amenia = ন্যাট-মিউ:)। কামপ্রবৃত্তির বিলোপ। যোনিদ্বারাদি উত্তাপযুক্ত, আরক্তিম, স্ফীত, জ্বালা ও অসহনীয় কণ্ডুয়নযুক্ত।

পৃষ্ঠদেশ।—কটিদেশে নিরন্তর বেদনা, ক্লান্ত ও দুর্ব্বল বোধ করে; কটিদেশে এবং ত্রিকাস্থি প্রদেশে জ্বালা ও অবসন্নতা সহ,—উপবেশনে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যালেট্রিস এবং লিলিয়ম ইহারা বিশেষ সদৃশ। পল্‌সে সাধারণ ভাবে সদৃশ। অ্যাক্টিয়া-রেসি: সেব্যাল: প্ল্যাট: অরাম-ন্যাট-মিউ. কলোফিল ন্যাট-মিউ: কষ্টি: পাইপার-মিথ: অ্যাসিড-অক্স্যাল: লিসিন: মিউরেক্স; হাইড্রাস।

তুলনীয়।—সিপিয়া: পিক-অ্যাসিড (ক্লান্তিজনক কামড়ানি); প্লাটিনা (জরায়ুর কাঠিন্য); কষ্টিকা (সঙ্গমে অনিচ্ছা); অ্যাক্টিয়া (জরায়ুর ক্ষণ বিপদ); পাইপার-মেথি (অন্যমনস্ক হইলে ভাল থাকে)।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট ১ম ক্রম হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

হিপার সল্‌ফিউরিস ক্যাল্‌কেরিয়াম

(HEPAR SULPHURIS CALCAREUM).

সাধারণ নাম।—হিপার সলফার।

প্রস্তুতি।—প্রথম বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—স্ফোটক; অন্ধত্ব; হৃৎশূল; ক্ষুধাবিকৃতি; হাঁপানি; দাড়িতে পীড়কা; অক্ষিপুটের প্রদাহ; স্তনের পীড়া; শ্বাসনলী প্রদাহ; বাঘী; দাহন; দুষ্টব্রণ; পাঁকুই; অস্থিক্ষয়; মৃৎপাণ্ডু; ঘুংড়ী; সর্দ্দি; কোষ্টবদ্ধ; ক্ষয়কাস; কাসি; অতিসার; কর্ণের বিবিধ ও চক্ষুর বিবিধ পীড়া; পামা; বিসর্প; গ্রন্থির

প্রদাহ ও পুয; রক্তোৎকাস; অর্শ; মাথাব্যথা; ক্ষয়জ্বর; বঙ্ক্ষণসন্ধির পীড়া; স্বরভঙ্গ; কামলা; স্বরনলী প্রদাহ; শ্বেতপ্রদর; সন্ধির রোগ; ওষ্ঠের স্ফীতি; যকৃতের পীড়া; ফুসফুসের পীড়া; শ্বিত্র বা ধবল রোগ; শীর্ণতা; প্রচুর রজস্রাব; মুখে ক্ষত; চুচুকে ক্ষত; ডিম্বাধার প্রদাহ; পার্শ্বে বেদনা; ফুস্ফুস্ প্রদাহ; গর্ভাবস্থায় অরুচি ও বমন; কর্ণমূল; বাত; গণ্ডমালা; চর্ম্মরোগ; মেরুমজ্জার উত্তেজনা; আঁচিল; উপদংশ; বেগ বা কোঁতানি; গলক্ষত; আম্বাত; আঙ্গুল হাড়া; হুপ কাস।

উপযোগিতা ও আভাস।—জড়ভাবাপন্ন লসিকা-প্রধান-ধাতু, স্বল্প কেশ ও যাহাদের পেশী শিথিল, যাহাদের শরীরে সামান্য আঘাতে পুয উৎপন্ন হয়, যাহারা শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল, তাড়াতাড়ি কথা বলে, তাড়াতাড়ি পান করে; খামখেয়ালি, উৎকণ্ঠা ও ব্যাধিশঙ্কা; ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য করিতে পারে না; তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়,—শিশুর সর্ব্বাঙ্গ হইতে অম্লগন্ধ নির্গত হয়; সামান্য কারণে পাকস্থলীর বিকৃতি ঘটে, অম্ল বা কটু স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্যাদি আহারে প্রবল স্পৃহা; শীতল বায়ু সম্বন্ধে গাত্রত্বকের চৈতন্যাধিক্য; ঈষন্মাত্র ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলেই কাসির আবির্ভাব হয়; পশ্চিমা-বায়ু-সংস্পর্শ-জনিত শ্বাসরোধক ঘুংড়ী শুষ্ক কাসি; ক্ষতাদি মধ্যে রক্তাক্ত পুয সঞ্চিত হয় এবং পচা পনীরের ন্যায় গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে; গলমধ্যে বোধ হয় যেন মাছের কাঁটা আবদ্ধ হইয়া আছে; গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারে না,—দেহের কোন অংশ অনাবৃত হইবামাত্র কাসির আবির্ভাব হয়, দিবারাত্রি স্বেদোদগম হইলেও লক্ষণাদির উপশম হয় না; শ্বাস ও গলরোধক কাসি সহযুক্ত ঘুংড়ী; গাত্রত্বকের স্পর্শজ্ঞান অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—আক্রান্ত অংশে বস্ত্রাদির পর্য্যন্ত স্পর্শ অসহনীয় বোধ হয়; গাত্রত্বক অত্যন্ত ক্ষতোদ্গমপ্রবণ, সামান্য আঁচড় লাগিলে সেই স্থলে পুয সঞ্চিত হইয়া বৃহৎ ক্ষতে পরিণত হয়; পারদ দোষজনিত পীড়াদি; গাত্রত্বকের ন্যায় রোগীর মনও চৈতন্যাধিক্য যুক্ত;—সামান্য কারণে সে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে,—বিলম্ব অসহনীয়; অত্যন্ত খিট্‌খিটে,—অবসাদ-বায়ুগ্রস্ত এবং অকারণ চিন্তাযুক্ত—প্রভৃতি কয়েকটী হিপারের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্বকৃত বা পরকৃত সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট,—সদা প্রগাঢ় বিষাদযুক্ত, যেন বিনা কারণে কাহাকে হত্যা করিতে প্রস্তুত। সামান্য কারণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া যায়; কথাবার্ত্তা (বেল: ক্যাম্ফো:) পানাহার সকল বিষয়েই ব্যস্ত ও তৎপর; খিট্‌খিটে; অবসাদ-বায়ু-গ্রস্ত (Hypochondriacal); অকারণ শঙ্কাযুক্ত। অসন্তুষ্টচিত্ত; বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করে না (আর্স্: ক্লিম্যাট্: ক্যালী-ফস্: সিপী: ষ্ট্যান্: থুযা)। বিমর্ষভাব,—রোদনপ্রবণ স্বভাব (ডিজি: গ্র্যাফ্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তক সঞ্চালনে (কষ্টি: ককীউ: ল্যাক্-ডিফ্লো: ফস্: ষ্ট্যান্:—দ্রুত সঞ্চালনে=কার্ব্বো ভেজি:), শকটারোহণে ভ্রমণ কালে (অশ্বারোহণে ভ্রমণ কালে সাইলী:),

—কিম্বা সন্ধ্যাকালে বিবমিষা সহ (গ্র্যাফ্‌: ক্যালী-কার্ব্‌: ল্যাকে·); তৎসহ বুদ্ধিশক্তির লোপ ও তিমিরদৃষ্টি (অ্যানাক্‌. ক্যাম্ফো: কীউপ্রাম্‌: সাইক্ল্যা. জেল্‌সি: ক্যালী-বাই: ফাইটো:)। মস্তক মধ্যে যেন জল নড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি (আর্স: বেল্‌· হায়ো: হ্রাস্‌:)। শিরোবেদনা,—রাত্রিকালে,—চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি (ব্রাই:),—বোধ হয় যেন ললাট দ্বিধা হইয়া যাইবে ; যেন মস্তক মধ্যে একটী কীলক প্রবিষ্ট হইতেছে (ইগ্নে: কফী:)। দক্ষিণ শঙ্খদেশে বা রগে বোধ হয় যেন গর্ত্ত খনন করিতেছে (বেল্‌ ; ললাট ও শঙ্খদেশে=ডাল্‌ক্যা: মার্ক: পল্‌সে· মূদ্ধাদেশে=ম্যাগ্‌-মিউ:); প্রতিদিবস প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর নাসামূলে যেন কেহ গর্ত্ত খনন করিতেছে এরূপ বেদনানুভব ; মস্তক সঞ্চালনে ও অবনত করিলে বৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে এবং প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মস্তকের একপাশে যেন একটী স্থূল শলাকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভব ; চক্ষু সঞ্চালনে ও মস্তক অবনত করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় ; দণ্ডায়মান হইবার সময় বা দৃঢ়ভাবে মস্তক বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ করিলে উপশম বোধ হয় (আর্স: ল্যাকে. থুযা , গরম বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ করিলে উপশম=আর্স: মস্তক অনাবৃত রাখিতে অনিচ্ছুক, গ্রীষ্মের সময়েও গরম বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ রাখে=সোরিন্‌:—মস্তক অনাবৃত করিলেই ঠাণ্ডা লাগে=সাইলি: সোরিন:)। নাসামূল যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ (ক্যাড্‌মি-সাল্‌ফ মিনীয়্যান্‌ ক্যালীবাই. অ্যাণ্ট্‌-টার্ট: ক্যালী-আয়োড্‌:)। মস্তক অনাবৃত রাখিতে অনিচ্ছা, তৎসহ মস্তকে ও (মুখমণ্ডলে) শীতল আঠাবৎ অম্লগন্ধ বিশিষ্ট স্বেদোদ্গম , অতি সামান্য আয়াসে ও রাত্রিকালে ঘর্ম্মের বৃদ্ধি ; বিশ্রাম ও উত্তাপে উপশম। মস্তকোপরে রসসিক্ত দুর্গন্ধ চিপীটিকা বা দুধেমামড়ী—দুর্গন্ধযুক্ত এবং নিদ্রাভঙ্গান্তে অসহনীয় কণ্ডুয়ন (ক্রোটন-টিগ্‌: ভিঙ্কা-মাই· ভায়োলা-ট্রাই হ্রাস্‌:-ভিনি: গ্র্যাফ্‌: সোরিন্‌:)—কণ্ডুয়নান্তে স্পর্শাসহ ও ব্যথাযুক্ত হইয়া থাকে (জ্বালা করে=ক্রোটন্‌-টিগ্‌)।

চক্ষু।—অক্ষিগোলক—অত্যন্ত স্পর্শাসহ, যেন মস্তক মধ্যে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা (ক্রোটন-টিগ্‌: গ্র্যাফ্‌: ল্যাকে মেজর: ওলীয়্যান্‌: প্যারিস্‌)। অক্ষিগোলকের উর্দ্ধাস্থি মধ্যে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা। বিসর্পের ন্যায় প্রদাহ—উজ্জ্বল আলোকে চক্ষু মধ্যে বেদনা বোধ হয়। সকল বস্তুই লালবর্ণ অনুমিত হয় (বেল্‌ কোণা: ডিজি হায়ো: নক্স-মস্‌ রাত্রিতে লালবর্ণ=সীড্রন্‌ ; নীলবর্ণ দেখায়=সিনা , ক্রোটেল্‌: ষ্ট্র্যাম্‌: কালবর্ণ=ক্যাম্ফ: সাইকীউ: স্থারাসিন্‌: পীতবর্ণ=অ্যামিল: ক্যান্থা. স্থাণ্টোনিন সাই-ক্ল্যাম্‌: ডিজি:)। বস্তু সকল অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয় (ফাইজস্‌: ইউফব: নিকোলাম্‌ ; নক্স-মস্‌ হায়ো: ক্ষুদ্র দেখায়=প্ল্যাট:)। রাত্রিকালে চক্ষু হইতে জল পড়ে এবং জুড়িয়া যায় (অ্যালাউ: ক্রোটেল্‌: ইউফর্ব: লাই: হ্রাস:)।

কর্ণ।—নাসিকা ঝাড়িলে কর্ণবিবর মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা ও দম্‌ দম্‌ শব্দ হয়। কর্ণের উপর পশ্চাতে শল্ক (Scurfs) বা চিপিটিকা উৎপন্ন হয় (গ্র্যাফ.)। কর্ণ মধ্য হইতে দুর্গন্ধ পূয নির্গত হয় (কার্ব্বো-ভেজি: মার্ক: সল্‌ফ: রক্তাক্ত পূয=হ্রাস:)। বধিরতা সহ কর্ণমধ্য সাঁই সাঁই শব্দ, ও দপ্‌ দপানি (ক্যাল্‌কে: ক্যানাব: ম্যাগমউ: ফস: হ্রউম্‌ ; গ্যাম্বো:)।

মুখমণ্ডল।—রসবটীযুক্ত বিসর্প (Vesicular Erysipelas), মুখমণ্ডল প্রদাহযুক্ত মুখ ও গণ্ডস্থলের স্ফীতি এবং উষ্ণযুক্ত সূচিবেধবৎ অনুভূতি ; মুখমণ্ডলের অস্থি সকল স্পর্শ

করিলে ব্যথা অনুভূত হয় (সিঙ্কো: কলোসিন্থ:)। ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ-স্থল ক্ষতযুক্ত (ক্যাল্কে: কার্লোওউ: গ্র্যাফ: সিলি:)। নিম্ন ওষ্ঠ ফাটিয়া যায় (অ্যামন্: কার্ব্ব: ন্যাট-মিউ:)। মুখব্যাদান কালে হনুসন্ধি মধ্যে তীব্র বেদনা।

মুখবিবর ও গলমধ্য।—দন্তশূল—আকর্ষণ ও চিড়িক্ মারার ন্যায় বেদনা দন্তে দন্ত স্পৃষ্ট হইলে, আহার করিলে এবং উষ্ণগৃহে বেদনাধিক্য। কীটভুক্ত দন্ত সকল দীর্ঘতর বোধ হয়; মাড়ী ও মুখমধ্য স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয় এবং সামান্য কারণে মাড়ী হইতে শোণিত নির্গত হয়। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে বোধ যেন গলমধ্যে একটি কীলক বা গোঁজ আবদ্ধ হইয়া আছে (বেল্. মার্ক· নক্স; ফাইটো:); কিম্বা যেন তন্মধ্যে একটি মাছের কাঁটা আবদ্ধ হইয়া আছে (আর্জেণ্ট-নাই: ডলিকস্, অ্যাসিড-নাই:) গলগ্রন্থি প্রদাহ পূয সঞ্চয়োপক্রম (মার্ক: অ্যাসিড-মিউ: সাইলি:) অবস্থায়; পুরাতন গলগ্রন্থি বিবৃদ্ধি তৎসহ শ্রবণশক্তির খর্ব্বতা (ব্যারাই লাই. প্লাম. সোরিন্: । গলমধ্য কর্কশতা ও ত্বক ঘর্ষণবৎ অনুভব (অ্যামন কায়: আস:), কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে কর্ণ-পর্য্যন্ত-প্রসারী সূচিবেধবৎ বেদনা বোধ।

পাকাশয়াদি।—অম্ল পদার্থ এবং কটু ও তীব্র আস্বাদনযুক্ত দ্রব্যাদি আহারের স্পৃহা (ব্রাই: সিঙ্কোনা, নক্স, তিক্ত দ্রব্যাদিতে রুচি=ডিজি: ন্যাট্-মিউ: চা-খড়ি চূর্ণ প্রভৃতিতে রুচি=অ্যাসিড্-নাই: নক্স; মেদময় দ্রব্যাদিতে=অ্যাসিড্-নাই: দুগ্ধে=মার্ক্. নক্স; লবণাক্ত দ্রব্যাদিতে=ক্যাল্কে কার্ব্. কার্ব্বো-ভেজি: মিষ্ট দ্রব্যাদিতে=ইপিক্: লাই: নক্স: স্নিগ্ধকর রসাল দ্রব্যাদিতে=অ্যাসিড্ ফস্: ভেরেট:)। মেদময় দ্রব্যাদিতে অরুচি (পেট্রোল্: পল্সে রুটী ও কফিতে=লাই: নক্স· মাংস ও দুগ্ধ=ইগ্নে: সিপী· সল্ফ: মিষ্টান্নে অরুচি=কষ্টি: গ্র্যাফ্ অ্যাসিড্ নাই:)। পুনঃ পুনঃ স্বাদ বা গন্ধ রহিত উদ্গার (পচাডিম্বের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট উদ্গার বা চোঁয়া ঢেঁকুর=আর্ণি. মার্ক্: সিপি সল্ফ: অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট=চায়না· কোণা পল্সে: রসুন গন্ধবৎ=মস্কাস্)। পাকস্থলী আধ্মানযুক্ত—রোগী বস্ত্র শ্লথ করিয়া দিতে বাধ্য হয় (চায়না; লাই. নক্স:)। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা (আর্স্: নক্স্ পল্সে:)। সামান্য আহারান্তে পেট ভার বোধ (যেন পাকস্থলী মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে=আর্স্· ব্রাই ক্যামো: নক্স পল্সে:)। পাদচারণকালে, কাসিলে, নিশ্বাস ফেলিলে কিম্বা স্পর্শ করিলে যকৃৎ মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা (ব্রাই মার্ক্: নক্স.)। কুঁচকি প্রদেশীয় গ্রন্থির স্ফীতি ও তন্মধ্যে পূয় সঞ্চয় (মার্ক্: অ্যাসিড্-নাই:)।

মলান্ত্র ও মল।—কোমল মলও অতি কষ্টে নির্গত হয় (গ্র্যাফ্: অ্যালীউ. ক্যাল্কে-ফস্: সাইলি: সোরিন্:)। শিশুদিগের উদরাময়,—রোগীর দেহে অম্লগন্ধ (ক্যাল্কে হ্রউম্)। কালবর্ণ মল (লেপ্ট্যান্: ভেরেট্: হিলীয়্যান্: মার্ক্:)। কোমল মল নির্গমান্তেও শোণিত নির্গত হয়। মলদ্বারে স্ফীত শিরা বহির্গত হইয়া পড়ে (অ্যাসিড্-মিউ:)।

প্রস্রাব।—প্রস্রাব আটকান বা বাধাপ্রাপ্ত অতি ধীরে ক্ষীণভাবে নির্গত হয় এবং টপ্ টপ্ করিয়া সোজা ভাবে পড়িয়া থাকে, প্রস্রাব করিতে বসিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা

করিলে তবে মূত্র নির্গত হয় (আর্ণিকা), মূত্রস্থলী বেগহীন, প্রস্রাব শেষ হইয়া মূত্রস্থলী মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ মূত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যায় (অ্যালাউ: সিলি:)। প্রস্রাবান্তে মূত্রনালী হইতে শোণিত নির্গত হয়। প্রস্রাব কালে মূত্রনালী মধ্যে জ্বালাবোধ; অন্য সময়ে সূচিবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভব, মূত্রনালী মুখ প্রদাহযুক্ত ও আরক্তিম; মূত্রনালী হইতে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ নির্গত হয় (আর্জেন্ট নাই: সিপী: সাইলি:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গাগ্রচর্ম্মের উপর উপদংশবৎ ক্ষত হয় (অ্যাসিড-নাই: ক্ষতাভ্যন্তরভূমি পনীরের ন্যায় লেপান্বিত—মার্ক)। মূত্রাধারের মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে রসস্রাব, প্রসবান্তে, কঠিন মল ত্যাগ কালে (অ্যালাউ: কষ্টি: সেলিন:) রসস্রাবের বৃদ্ধি। মুষ্ক এবং উরুদেশের মধ্যস্থলে রসস্রাব ও ত্বকক্ষয় হয় এবং কুটকুট করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনি বহির্দ্দেশ ও উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে ক্ষয়িত ত্বক বা হাজিয়া যাওয়া। বাম ডিম্বাধার মধ্যে উত্তেজনা (irritation) এবং স্ফীতি এবং ঐ ডিম্বাধার অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ। ঋতুদ্বয়ের ব্যবধান কালে উদরাধ্মান সহ যোনি হইতে শোণিত স্রাব (অ্যাম্ব্রা: ক্যাল্‌কে: কামো: ককীউ: কফী:)। ঋতু অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয় (ডাল্‌ক্যা: গ্র্যাফ. ইগ: আয়োড ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-মিউ পল্‌সে: ষ্টন: সল্‌ফ:) এবং স্রাব অত্যন্ত অল্প (অ্যাক্টী: কলোফিল্: ককীউ: ক্যালী-কার্ব ল্যাকে: ন্যাট-মিউ পল্‌সে: সেনেসীয়ো; সিপী:)। প্রদর, স্রাবে যোনি বহির্ভাগ কুটকুট করে।

শ্বাসযন্ত্র।-কাসি—দেহের কোন অংশ অনাবৃত হইবামাত্র আবির্ভূত হয় (হুউম; হ্রাস:), ঘুংড়ির ন্যায় শ্বাসরোধক কাসি, শুষ্ক পশ্চিমাবায়ু সংস্পর্শ জনিত কাসি (অ্যাকো:); শ্বাসনলী মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ,—প্রাতে রক্তাক্ত ও পূযযুক্ত শ্লেষ্মাময় গয়ার উঠে; সাধারণতঃ অম্ল বা মিষ্ট আস্বাদ বিশিষ্ট গয়ার; সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে,—বা কোন অঙ্গ শীতল হইলে, বা শীতল দ্রব্য পান বা আহার করিলে, ঠাণ্ডা বায়ু সংস্পর্শে, শয্যায় শয়ন কালে এবং কথা কহিলে বা ক্রন্দন করিলে, বৃদ্ধি হয়; কাসির সময় শিরোমধ্যে যন্ত্রনা ও এক প্রকার শব্দ হইতে থাকে;—যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে, কাসির পর হাঁচি হয় ([illegible])। ঘুংড়ি,—শুষ্ক শীতল বায়ু সংস্পর্শে উৎপন্ন বা বৃদ্ধি। শুষ্ক ও ঘংঘঙে কাসি, তৎসহ স্বরবদ্ধতা ও শ্বাসনলী মধ্যে ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ (ব্রোম্: স্পঞ্জীয়া) —শুষ্ক শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি (ন্যাট্-সাল্‌ফঃ ও ড্যাল্‌ক্যামেরার বিপরীত;—আর্স: ল্যাকে: ফস্:), শীতল জলাদি পানান্তে (অ্যামন্-মিউ: কার্ব্বো-ভেজি: সিলি স্কীলা), দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে (হ্রাস: ষ্ট্যান্:) কিম্বা শেষ রাত্রিতে (আর্স: ইউফ্রে: ল্যাকে: মিফাইট্: পল্‌সে: অ্যামন্-কার্ব্ব)। হাঁপানী—শ্বাসপ্রশ্বাস মানসিক উদ্বেগজনক,—সাঁই সাঁই শব্দকারী এবং বক্ষমধ্যে ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ জনক শ্বাস কাস; দ্রুত গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস,—শ্বাসরোধোপক্রম জনক,—রোগী পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইয়া সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয়; গাত্রকণ্ডু হঠাৎ বিলোপান্তে (সোরিন্:) কাসির বৃদ্ধি। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার বাম বক্ষমধ্যে ফোঁটা ফোঁটা গরম জল পড়িতেছে (যেন হৃৎপিণ্ড হইতে শীতল জলের ফোঁটা পড়িতেছে—ক্যানাব-ইন্:)। বক্ষমধ্যে

অবসন্নতানুভূতি,—এমন কি কথা কহিতেও কষ্ট হয় (ষ্ট্যান্:। ভয়ানক হৃদ্‌স্পন্দন, হৃৎপিণ্ড এবং বামবক্ষ মধ্যে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ যন্ত্রণা। হৃৎপিণ্ডের পীড়াপ্রবণতা=ক্যাক্ট· কস্: স্পাইজি:।

প্রত্যঙ্গাদি।—আঙ্গুল হাড়া,—প্রথমাবস্থা, আক্রান্ত অঙ্গুলি মধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ও দপ্‌দপানি (মার্ক: সাইলি:)। করতল রুক্ষ ও ফাটা, এবং তাহা হইতে মবামাস উঠে। বগলের গ্রন্থির স্ফীতি ও তন্মধ্যে পূযসঞ্চয় (সাইলি: যুগ্‌রি) দক্ষিণ কক্ষ-গ্রন্থিমধ্যে ব্যথা—সমগ্র বাহুতে সঞ্চারিত হয়=যুগ-সিন্‌র্:। বঙ্ক্ষণ বা কুঁচ্‌কীতে প্রদাহ দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা ও পূযসঞ্চয় প্রবণতা (বেল্: মার্ক: হ্রাস:), গুল্‌ফসন্ধি বা গোড়ালি এবং নিম্নপদের স্ফীতি। উপবেশন করিলে নিতম্বে ব্যথা অনুভূত হয়।

ত্বক।—গাত্রত্বক অত্যন্ত ক্ষতোদ্গম-প্রবণ বা গাত্রে সহজে ক্ষত হইয়া থাকে ; একটু সামান্য আঁচড় লাগিলে তন্মধ্যে পূয সঞ্চিত হইয়া বৃহৎ ক্ষতে পরিণত হয় (গ্র্যাফ: মার্ক: সোরিন্: ট্যারেণ্ট: সার্সা ; সল্‌ফ:)। দেহ রাত্রিকালে অত্যন্ত শীতল-বায়ু-সংস্পর্শ-কাতর,—পার্শ্বের গৃহের দ্বারোদ্ঘাটিত হইলে রোগীর মনে হয় তাহার গাত্রে শীতল বায়ু লাগিতেছে,—গ্রীষ্মকালেও মুখ পর্য্যন্ত দেহ আবৃত করিয়া রাখে (সোরিন্:)—গাত্রাবরণ আদৌ উন্মোচন করিতে পারে না (নক্স ;—গাত্রাবরণ অসহ্য=ক্যাম্ফো: সিকেলি:) ; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শ মাত্রে ঠাণ্ডা লাগে (টিউবার্ক:)। গাত্রত্বক অত্যন্ত স্পর্শকাতর, -আক্রান্ত স্থানে পরিহিত বস্ত্রের পর্য্যন্ত স্পর্শ অসহনীয় (ল্যাকে:—ঈষৎ স্পর্শ অসহনীয় কিন্তু সবলে টিপিলে আরাম বোধ হয় বা সহ হয়=সিঙ্কো.) ; আক্রান্ত অংশ স্পৃষ্ট হইলে রোগীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। ক্ষতাদির চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উদ্গত এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বৃহৎ ক্ষতে পরিণত হয়। ন্যাবা বা পাণ্ডুরোগ সর্ব্বাঙ্গ পীতবর্ণ, চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতবর্ণ এবং মূত্র শোণিতবৎ লাল, তৎসহ অত্যন্ত গাত্রকণ্ডুয়ন পারদদোষ জনিত চর্ম্মরোগাদি। শিশু গাত্র ধৌত করিতে বিরক্ত (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ক্লিম্যাট: হ্রাস: সল্‌ফ:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবির্ভাব,—সন্ধ্যা ৬টা বা ৭টার সময় ; অত্যন্ত নির্ম্মল-বায়ু-সংস্পর্শ-কাতর ; শীতাবস্থায় আম্বাত বাহির হয়, শয্যায় শয়নকালে শীতার্ত্ততা সহ সকল যন্ত্রনার আধিক্য বোধ। উত্তাপ আবির্ভূত হইলেই আম্বাত মিলাইয়া যায় (শীতাবস্থার উপশম কালে আমবাত উদ্গত হয়=এপীস ; উত্তাপাবস্থায় আমবাতোদ্গম =ইগ্নে:—ঘর্ম্মাবস্থায় আম্বাতোদ্গম=হ্রাস:)। শীতাবস্থান্তে উত্তাপাবির্ভাবের সহিত জ্বালাময়ী তৃষ্ণা আরম্ভ হয় ; ভয়ঙ্কর ও যন্ত্রণাদায়ক শিরোবেদনা ; উত্তাপ বেলা ৪টা হইতে সমস্ত রাত্রি ভোগ হইয়া থাকে। উত্তাপবস্থায় আলোকাতঙ্ক (সোরিন্) এবং মুখের সর্ব্বত্র জ্বরস্ফোটক বাহির হয় (ইগ্নে: ন্যাট-মিউ: নক্স: হ্রাস:)। ঘর্ম্মাবস্থা—দিবারাত্রি অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম হওয়া সত্বেও কোন লক্ষণের উপশম বা নিবৃত্তি হয় না ; দেহ সঞ্চালন মাত্রে ঘর্ম্ম হয় (সোরিন্:, সিপী:) ; নিরন্তর দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প নির্গত হয়। জিহ্বাগ্র ক্ষত ও ব্যথাযুক্ত ; জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ শুষ্ক কর্দ্দমাক্তবৎ প্রতীয়মান হয় (ক্যাল্‌কে-সল্‌ফ:)।

বৃদ্ধি।—আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে (ক্যালী-কার্ব্ব' মার্ক:-আয়োড: বেল্:) শীতল বায়ু সংস্পর্শে, দেহ অনাবৃত করিলে, শীতল দ্রব্যাদি পান বা আহাব করিলে, আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে (মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে); এবং পারদব্যবহাব কবিলে।

উপশম।—উত্তাপ সংস্পর্শে, মস্তক বা দেহ কোন গবম কাপড়ে আবৃত করিলে; জলীয় বায়ুতে (ন্যাট সল্ফ ও ডাল্ক্যামেবাব বিপবীত।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন—অ্যাসেটিক-অ্যাসিড. বেলাড ক্যামো: সাইলি·। দেহেব কোমলাংশের ক্ষত বা আঘাত সম্বন্ধে ক্যালেণ্ডীউলা ইহাব অনুপূবক (Complementary)।

সাদৃশ ও তুলনীয়।—(উত্তাপে উপশম সম্বন্ধে)=আর্স: ক্যাল্কে: নক্স-মস. সোবিন্:। (গাত্রাববণে বিবাগ)=অ্যাণ্ট ক্রুডঃ ক্লিম্যাট: সল্ফ। (স্পশকাতবতা)=অ্যাণ্ট-ক্রুড· আর্ণি ল্যাকে সাইলি থুযা। (হৃৎপিণ্ডেব পীডাপ্রবণতা)=ক্যাক্টাস ফস· স্পাইজি। (আঁচড় লাগাইলেই ক্ষততে পবিণত হয়)=গ্রাফ মার্ক সোবিন: ট্যাবেণ্ট· সার্স, সল্ফ। (শিশু কাসিব সময় ক্রন্দন কবে)=আর্ণি বেল্। (কাসিব পব হাঁচি)—বেল্·। গলমধ্যে মৎস্যাস্থি আবদ্ধবৎ অনুভূতি)=ডলিকস্ আর্জেণ্ট-নাই, অ্যাসিড নাই। (দ্রুত পানাহাবে) =বেল্: ল্যাকে ডাল্কা। (ঘুংডি)=অ্যাকোন্ স্পঞ্জীয়া অ্যাণ্ট-টার্ট বোমিয় আয়োড:। (কোষ্ঠবদ্ধ) আলুমি ব্রায়ো নক্স। (অম্লাক্ত মল) ক্যাল্কে-বিউম, (ক্ষতে বেদনা) ল্যাকেসিস্।

শক্তি।—১ম হইতে ৬ দশমিক বিচূর্ণ, ৬, ৩০ এবং ২০০ শততমিক বা তদধিক শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৮০ হইতে ৫০ দিন।

হিপ্যাটিকা ট্রাইলোবা

(HEPATICA TRILOBA).

নামান্তর। [illegible]

প্রস্তুতি।—পত্রেব রস হইতে মূল আবক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ;—শ্বাসনলী-প্রদাহ, সর্দ্দি; অজীর্ণতা; নাকদিয়া বক্তপড়া; গলক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—বায়ুনলী ও বায়ুনলী মুখে ইহাব প্রধান ক্রিয়া স্থল এবং বায়ুনলী হইতে অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রও ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে; কণ্ঠনলী মুখের সর্দ্দি অপর্য্যাপ্ত রসের ন্যায় গয়ার এবং স্বরভঙ্গ; গলমধ্যে কণ্ডুয়ন ও উত্তেজনা এবং উপজিহ্বার

চতুর্দ্দিকে যেন খাদ্যাদির টুকরা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি, গলমধ্যে গড়ে আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চয় এবং পুনঃ পুনঃ সেই সকল শ্লেষ্মার উত্থাপন চেষ্টা ইত্যাদি কয়েকটী ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

চক্ষু।—আলোকাসহ্য।

নাসিকা।—রক্তময় শ্লেষ্মাস্রাব।

শ্বাসযন্ত্রাদি।—গলমধ্যে কর্কশতা, উত্তেজনা এবং কণ্ডুয়ন অনুভূত হয়, স্বরনলী ও উপজিহ্বার চতুর্দ্দিকে যেন ভুক্ত দ্রব্যাদির টুকরা সকল আবদ্ধ হইয়া আছে (আর্জেণ্ট: ফস সিলি—ফল ভক্ষণকালে মনে হয় যেন সেই ফলের কাঁটা স্বরনলী মুখে আবদ্ধ হইয়া আছে=আর্জেণ্ট যেন কোমল পালক আবদ্ধ হইয়া আছে—হিপ —যেন এক টুকরা মাংস ঝুলিতেছে ফস্ যেন একটী গুল্ম আবদ্ধ হইয়া আছে=মিডহুন আষ্টিলেগ:—যেন অ্যাপেলের বীজ আবদ্ধ হইয়া আছে=ব্রাই:—যেন কি কোমল পদার্থ আবদ্ধ হইয়া আছে=ড্রোসেরা)। প্রায়ই গল-মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া থাকে ও তাহা পুনঃ পুনঃ কাসিয়া তুলিবার চেষ্টা (হাইড্রাস: অ্যালীউ আর্জেণ্ট-নাই: ফস্ ষ্ট্যান্: ন্যাট-কার্ব্ব) এবং কণ্ঠনলী-মুখের সর্দ্দি রোগে স্বরবদ্ধতা ও রসের ন্যায় শ্লেষ্মাময় গয়ার উঠা। ফুস্‌ফুস প্রদাহাধিকারে জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় মধ্যে নিরন্তর অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দাজনক কর্কশতা, কণ্ডুয়ন উত্তেজনা জন্মায়, আহারান্তে কিম্বা গলমধ্যে উড্ডীয়মান ধূলি প্রবিষ্ট হইলে বর্দ্ধিত হয়। কাসি—থাকিয়া থাকিয়া উপর্য্যুপরি কাসি হয় এবং বেলা দ্বিপ্রহরের সময় অপর্য্যাপ্ত মণ্ডবৎ, পীতবর্ণ এবং মাখনের ন্যায় ঘন অথবা সফেন গয়ার উঠিয়া থাকে। বায়ুনলী ভুজ প্রদাহ=ফুসফুসের সীমাবদ্ধ অংশের প্রদাহ সহ গয়ার (কার্ব্ব ভেজি: ড্রোসেরা ফেরাম, আয়োড ক্যালী-কার্ব্ব ক্রিয়ো লাই অ্যাসিড নাই সিলি ষ্ট্যান),—অথবা অপর্য্যাপ্ত পীতবর্ণ মাখনের ন্যায় এবং অতিশয় মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট (নক্স: ভেজি: হিপ আয়োড: ফস স্কিলা: ষ্ট্যান: সিষ্টাস-ক্যান), এবং অতি সহজে উঠিতে থাকে।

সম্বন্ধ।—**সাদৃশ**—আর্জেণ্ট নাই ফস: সাইলি ক্যালী-বাই: পলসে ষ্ট্যান্ সিষ্টাস-ক্যান হাইড্রাস অ্যাসিড নাই: ফেরাম কার্ব্বো ভেজি:।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট ও নিম্নক্রম।

হিপোমেনিস্

(HIPPOMANES).

প্রকৃতি।—সদ্যপ্রসূত অশ্ব শাবকের জিহ্বা-সংলগ্ন পদার্থ শুষ্ক করিয়া প্রথমে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়, তৎপরে তাহা হইতে এই ঔষধের আরক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—তাণ্ডব; মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থির প্রদাহ; মণিবন্ধের পক্ষাঘাত; বাত ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ঔষধ শিরোবেদনা, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশমিত এবং রৌদ্র সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়। অধিকন্তু পাকস্থলী মধ্যে তুষারবৎ শৈত্যানুভূতি, মণিবন্ধের পক্ষাঘাত ও বেদনাতিশয্য এবং হস্তের অঙ্গুল্যাদির দৌর্ব্বল্যবশতঃ কোন দ্রব্য ধারণ করিয়া রাখিতে অক্ষমতা প্রভৃতি কয়েকটী ইহার প্রধান ক্রিয়াফল ও নির্ণায়ক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। পুরাকালে ইহা একটী প্রধান কামোদ্দীপক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষণ্ণতা, অস্থিরতা।

মস্তক।—মস্তক অত্যন্ত লঘু বা হালকা বোধ হয় (ক্যাম্ফো: জেলসি: মিডহ্বন: পল্‌সে:); শিরোবেদনাধিকারে মস্তক শূন্য বোধ নিদ্রাবেশ ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন (সীপা: গ্লোন্: সিঙ্কো:—হাই উঠিলে শিরোবেদনার নিবৃত্তি = ষ্ট্যাফাই:) এবং তৃষ্ণাধিক্য—(ষ্ট্রামোন্: টেরিব: ভেরেট:) পাদচারণকালে বোধ হয় যেন মস্তক সম্মুখদিকে পড়িয়া যাইবে (মূর্চ্ছোপক্রম সহ = ক্যাষ্টোর: হিপোজিন্: ভেরেট: ক্যাল্কে:);—আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম (ব্রাই:) এবং রৌদ্রে বিচরণ করিলে বৃদ্ধি হয় (গ্লোন: ন্যাট-কার্ব্ব:)।

মুখবিবর ও পাকস্থলী।—শিরোবেদনা বা গলক্ষত সহ অত্যধিক লালা সঞ্চয় (অ্যামন-কার্ব মার্ক); গলমধ্যে (বাম পার্শ্বে) যেন একটা গোজা বা কীলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ (অ্যালীউ: অ্যাসিড ল্যাক্টি: প্লাম: সিপী:)। অম্ল দ্রব্যাদি আহারে স্পৃহা এবং মিষ্টান্নে অরুচি (আর্স: ব্যারাই: কষ্টি: মার্ক: ফস: সল্‌ফ: সিন্যাপ:)। পাকস্থলী মধ্যে তুষারবৎ শৈত্যানুভূতি (কোল্‌চি ক্যাম্ফ: ফস্: ল্যাক্টীউ-ভাই:—আহারের পূর্ব্বে ও পরে = সিষ্টাস-ক্যান:)।

প্রস্রাব ও পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রস্রাবান্তে মূত্রাধারের মুখশায়িকা হইতে রসস্রাব (অ্যানাক্: ক্যালী-কার্ব্ব: সল্‌ফ: হিপ: ন্যাট-কার্ব্ব:)। অত্যন্ত বেগ দিলে সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম স্রোতে মূত্র নির্গত হয়,—বোধ হয় যেন মূত্রনালীমধ্যে অংশ বিশেষ স্ফীত হওয়ায় মূত্র নির্গমনের ব্যাঘাত হইতেছে।

প্রত্যঙ্গাদি।—মণিবন্ধের পক্ষাঘাত,—বিশেষতঃ প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে (অ্যাকো: প্লাম:—বাতজনিত = রীউটা:); মণিবন্ধমধ্যে ভয়ঙ্কর ব্যথা, = যেন মুচ্‌ড়াইয়া গিয়াছে (আর্ণিকা: কার্ব্বো-অ্যান: ল্যাকে: হডো: ক্যাষ্টর-ইকীউই:)—তাণ্ডব রোগাধিকারে—বিশেষতঃ বাম হস্তের মনিবন্ধে। হস্ত ও অঙ্গুলি সকল অত্যন্ত দুর্ব্বল,—কোন দ্রব্য ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না (এপীস: ন্যাট মিউ: সাইক্লে: সিনা: কিউপ্রাম-মেট:—তাণ্ডব রোগাধিকারে বাম হস্তে কোন দ্রব্য ধারণ করিতে পারে না = ল্যাকে:—কলম ধরিতে পারে না = বিস্মাথ:-

বাত্ত বশতঃ=কোল্‌চি:)। গুল্‌ফ সন্ধি, জানু ও পদতল অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়। উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত তাণ্ডব রোগ। দেহের দ্রুত বৰ্দ্ধন বশতঃ প্রত্যঙ্গাদির শক্তিহীনতা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—কষ্টি· গ্লোন· ক্যাপস সিপী· অ্যালীউ. সিষ্টাস-ক্যান্‌ ন্যাট-মিউ: ক্যাষ্টর-ইকীউই:।

দোষঘ্ন।—কফিয়া।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ৩০ শততমিক পর্য্যন্ত।

হোমেরাস্‌

(HOMARUS).

নামান্তর।—লবষ্টাব (lobster)।

প্রস্তুতি।—চিংড়ি মৎস্যেব মাথাব ঘিব সহিত দুগ্ধশর্কবা মিশ্রিত কবিয়া বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ;—পৃষ্ঠদেশে বেদনা, অস্থি মধ্যে বেদনা, সৰ্দ্দি, অজীর্ণতা; আধ্মান; চক্ষুব পীড়া; শিরঃপীড়া; গলমধ্যে দানাময় ক্ষত; যকৃতে বেদনা; শোথ, পক্ষাঘাত; প্লীহার বেদনা; মণিবন্ধে বেদনা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অজীর্ণ বোগ, গলক্ষত এবং শিরোবেদনাদি ইহার বিষয়ীভূত। কটিবেদনা, কামোদ্দীপনা, নিদ্রাব ব্যাঘাত,—বাত্রিতে বায়ু নিঃসরণ করিবাব জন্য নিদ্রাভঙ্গ হয়, বোগী প্রাতে দেহ সঞ্চালন কবিতে পাবে না, প্রায়ই পিত্তপ্রকোপ, নিম্নাঙ্গের কণ্ডুতি এবং কণ্ডুতি নিবৃত্তিব অনতিপবেই অক্ষিপুট, ওষ্ঠদ্বয়, নাসিকা প্রভৃতি স্ফীত হইয়া উঠে এবং গলমধ্যে স্ফীতি বশতঃ শ্বাসরোধোপক্রম প্রভৃতি ইহার কয়েকটী নির্ণায়ক লক্ষণ। দুগ্ধপানান্তে পাকাশয়িক লক্ষণাদি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে (আমার জনৈক বন্ধু বলিলেন যে মোচা চিংড়ীব মস্তক চৰ্ব্বণ কবিলেই তাঁহার মুখমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রথমে পিট্‌পিট্‌ করিয়া থাকে এবং তাহার অনতিপরেই স্ফীত হইয়া উঠে)।

লক্ষণাবলী।

মন।—ভীত ভাব; নড়িতে ভয় ইত্যাদি।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—প্রাতে,—শঙ্খপ্রদেশে বা রগে,—বিশেষতঃ বাম দিকে,—বেদনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ;—বেদনা বাম চক্ষুর উৰ্দ্ধদেশ হইতে শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। চক্ষুমধ্যে বেদনা; বাম চক্ষু স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। প্রাতে গাত্রোত্থান কালে বাম চক্ষু মধ্যে বেদনা,—যেন কি উড়িয়া পড়িল। প্রাতে অক্ষিপুটদ্বয় জুড়িয়

থাকে ; অক্ষিপুটের স্ফীতি (গাত্রকণ্ডুয়নের নিবৃত্তির পর), অপর্য্যাপ্ত অশ্রু স্রাব, (ইউফ্রে:) ।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্রমধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা। নাসারন্ধ্র হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত,—প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায়। বাম নাসা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাব (অ্যামন্-ব্রম্ ডায়োস্কো: লিলীয়াম্-টাই:), পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

গলমধ্য।—কণ্ঠনলীমুখ আরক্তিম ও জ্বালাযুক্ত,—বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব,—পশ্চাদ্ভাগ গাঢ় শ্লেষ্মাবৃত প্রতীয়মান হয় এবং জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বর মধ্যে নিবন্তর শ্লেষ্মা সঞ্চয় ; ক্রমে গলমধ্য অত্যন্ত ব্যথান্বিত, জ্বালাযুক্ত ও স্ফীত শিবাময় হইয়া উঠে ; মুখ ও গলমধ্যে আঠাবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং বাম পার্শ্বে এই সকল লক্ষণের আধিক্য অনুভূত হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে গলমধ্য শুষ্ক ও অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয় এবং গলমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মাংসাঙ্কুর মত প্রতীয়মান হয়, গয়াব লবণাক্ত (অ্যাম্ব্রা কার্ব্বো ভেজি: ড্রোসে: গ্র্যাফ: আয়োড. ল্যাকে. নাই. পল্‌সে ষ্ট্যান্:)। গলমধ্যে উত্তেজনা ও কাসিব উদ্রেক,—মুখব্যাদান পূর্ব্বক শীতল বায়ু গ্রহণ করিলে উপশম হয়। গলমধ্য, কর্ণমধ্য ও গ্রীবাব বামপার্শ্বে ব্যথা,—মস্তকের বাম পার্শ্ব হস্তেব উপব স্থাপন করিলে উপশম বোধ হয়। গলমধ্য এত স্ফীত হইয়া উঠে যে শ্বাসপ্রশ্বাসেব ব্যাঘাত হইবাব সম্ভাবনা হয় (এল্যান্: বেল্: ক্যাঙ্কে: ল্যাক্-ক্যান্: মার্ক: ফাইটো: সাইকীউ:)।

পাকস্থলী।—থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবিভাব সহ পূর্ব্বাহ্নে পেটবেদনা। বাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গান্তে পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যজনক বেদনা,—প্রাতে নিবৃত্তি ও সন্ধ্যার সময় পুনরাবির্ভাব হয় ; লঘু আহারের ও পরে পূর্ব্বে বৃদ্ধি, পূর্ণ ভোজনে উপশম। বেদনা পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং মেরুদণ্ডের নিকট অত্যন্ত অধিক বোধ হয়। বায়ু নিঃসরণার্থ রোগীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। প্রায়ই পিত্তাধিক্য হইলে লক্ষণাদির আবির্ভাব হয়। দুগ্ধ পান করিলে লক্ষণাদির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (ক্যাল্‌কে. সিঙ্কো: কোণা: অ্যাসিড-নাই: সিপী: সলফ: ম্যাগ-মিউ: (শিশুর)।

অন্ত্রাশয়।—উদর ও বক্ষোব্যবচ্ছেদক পেশী কুক্ষিদেশ এবং যকৃতের নিম্নাংশে অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত হইয়া থাকে ; যকৃতের বেদনা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয় ; দিবাভাগে প্লীহা ও যকৃৎ মধ্যে বেদনানুভূতি, প্রাতে যকৃতের বামাংশে সুতীক্ষ্ণ বেদনা,—দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে ব্যথাধিক্য অনুভূত হয়,—(চিনিন্-সল্‌ফ:)। কয়েক মিনিটমাত্র নিদ্রিত হইতে না হইতে মলত্যাগার্থ জাগ্রত হয়,—বহুল পরিমাণ বায়ুনিঃসরণান্তে উপশম বোধ হয় ; মল ত্যাগকালে অনেক বেগ দিবার পর তবে লম্বা ও স্থূল এবং গাঢ় আঠাবৎ মল নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—শয়নকালে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা (ডিজি: ফস:)। বাম ফুস্‌ফুসের পশ্চাদ্দেশে তীব্র ব্যথা অনুভূতি। বাম ফুস্‌ফুসের মধ্যস্থলে এবং তথা হইতে দেহের পশ্চাদ্দিক দিয়া ডায়েফ্রাম (Diaphragm) মধ্যে বেদনা সঞ্চারিত হয়। বুকাস্থির নিম্নাংশের দক্ষিণ পার্শ্বে, এবং সময়ে সময়ে উভয় পার্শ্বে শ্বাসকৃচ্ছ্র সহযোগে জ্বালাধিক্য বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ বৃক্কক মধ্যে হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী ফীক বেদনানুভূত হয় এবং বোগী বসিতে বাধ্য হয়। কনুই সন্ধিব (Elbow joint) উদ্ধাংশে নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—দক্ষিণ বাহুতে অধিক। জানুর উদ্ধাংশে বেদনাধিক্য। জানুদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ ও কম্পনশীল। অত্যন্ত অসুখ বোধ,—দেহ সঞ্চালনে অক্ষতা,—কিন্তু দেহ সঞ্চালন কবিলে ভাল থাকে। দেহে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। আহাব ও মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে উপশম বা বোগী ভাল থাকে।

ত্বক্।—দেহেব নানা স্থানে দিবাবাত্র কণ্ডুয়ন বোধ, শয্যায় শয়ন কবিবাব পূর্ব্বে এবং পবে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন কণ্ডুয়নান্তে উপশম হয় কিন্তু পুনঃ স্থানান্তবে আবির্ভূত হয়। নিম্নাঙ্গে, বিশেষতঃ জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে, অত্যন্ত কণ্ডুয়ন বোধ, মৰ্দ্দন বা কণ্ডুয়নান্তে উপশম (আমবাত =অ্যাষ্টেকাস্-ফ্লুভি), কণ্ডুয়ন নিবৃত্তিব অনতিপবেই ওষ্ঠ, গলমধ্য ও নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠে।

বৃদ্ধি।—দুগ্ধ পানান্তে, নিদ্রান্তে, দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে এবং বাত্রে।

উপশম।—দেহ সঞ্চালনে, বায়ু নিসবণান্তে, আহাব বা মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে, গল মধ্যে শীতল বায়ু গ্রহণে এবং কণ্ডুয়ন বা মর্দ্দনান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাষ্টেকাস (ফ্লু: ল্যাকে ইউফ্রে ফাইটো সাইকীউ: ল্যাক ক্যান অ্যাসিড-নাই চায়না কোণা সিপী. ম্যাগ মিউ)। পদতল শীতল (ক্যাল্কে)। নিদ্রার পব বৃদ্ধি (ল্যাকেসী) দুগ্ধপানেব পব বৃদ্ধি (ক্যাল্কে সিপীয়া সল্ফব ইত্যাদি)।

শক্তি।—৩য় ও চতুর্থ দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ এবং ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

হিউরা

(HURA BRASILIENSIS)

প্রস্তুতি।—মনসা জাতীয় বৃক্ষেব দুগ্ধ বা আটা হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত বোগে ফলপ্রদ হইয়াছে,—অন্ধত্ব, মূর্চ্ছাবায়ু, কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ, মেরুদণ্ডে বেদনা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্রোটন্-টিগ্লীয়ামেব ন্যায় ইহাদ্বাবাও গাত্রের স্থানে স্থানে আরক্তিম বসন্তগুটিকা সকল বাহিব হইয়া থাকে এবং ঐ গুটিকা সকল বসে এত পরিপূর্ণ থাকে যে কোনটীব মুখ বিদীর্ণ কবিলে বস ছিটকাইয়া বহির্গত হয়। ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই যে বোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলিব নখতলে যেন কণ্টক বিদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় এবং গণ্ডাস্থির ন্যায় দেহেব যে যে অংশে অস্থি উচ্চ হইয়া আছে সেই সেই অংশের আবরক ত্বক এতজ্জনিত উদ্ভেদাদিব মনোনীত আবাস স্থল। ক্রোটনে যেমন গাত্রত্বকের দৃঢাবদ্ধ ভাব বর্ত্তমান থাকে হিউরা জনিত গুটিকাতে সেইরূপ রসাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে (ডাঃ ফ্যারিংটন)।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিমর্ষ,—যেন কোন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। অনবরত ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে। মানস-পটে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিষাদজনক চিত্র অঙ্কিত করে,—যেন ভবিষ্যতে তাহার জীবন অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া উঠিবে। রোগীর মনে হয় যেন শীঘ্রই তাহার কোন প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু হইবে,—এমন কি তাহার বোধ যেন সেই সেই বন্ধুর মৃতদেহ তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। সামান্য শব্দে রোগী চমকাইয়া উঠে (বেল· ককীউ: মিডহ্বন: ওপী: সাইলি:)।

নাসিকা।—উভয় রন্ধ্র হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব। নাসামূলে দৃঢ়াবদ্ধভাব (ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ডিফ্লো: সিপী:—শোণিতস্রাব সহ=রীউটা) ও দপ্‌দপানি (ক্যালী-বাই: স্যারাসিনীয়া:)। রন্ধ্র হইতে শোণিতস্রাব হইবার পূর্ব্বে নাসিকামধ্যে শোণিতের গন্ধ আবির্ভূত হয়।

পাকাশয়াদি।—আহার শেষ হইবামাত্র তখনই আবার ক্ষুধা বোধ (সিনা: ফস্: ফাইটো: ষ্টাফাই:—যত ভক্ষণ করে আরও ততই আহার করিতে চাহে=লাই:)। অত্যন্ত ক্ষুধা সহযোগে পেটবেদনা। তরল মল নির্গমন ও কম্পন সহ অতিশয় অসহনীয় যন্ত্রণাজনক অন্ত্রশূল (ইথীউ: কোল্‌চি: ক্রোটন্-টিগ্: ক্যাল্মী: প্লাম্: ভেরেট্:)। অন্ধান্ত্রপ্রদেশে (Ileocæcal) সূচিবেধবৎ বেদনা,—দেহ সঞ্চালনে বৰ্দ্ধিত হয়। বাম কুক্ষিতে মুচড়ান বা সমগ্র বস্তিগহ্বর মধ্যে (Pelvic region) ছেদনবৎ অসহনীয় বেদনা,—রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। উদরাময়,—মল তরল, যন্ত্রণাশূন্য,—দেহ সঞ্চালনমাত্রে নির্গত হয় (ব্রাই: কোল্‌চি: ফেরাম্; নিম্নগতি মাত্রে=বোর‍্যাক্স্;)। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধময় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত ক্রিমি মিশ্রিত (অ্যাস্‌ক্লিপ্-টিউব্: অ্যাব্রোট্: ক্যাল্‌কে· ষ্ট্যান্· স্পাই· সিনা: ইগ্নে:)। মলবদ্ধতা,—কঠিন ও অতি অল্প পরিমাণ মল, অতি কষ্টে নির্গত হয়। মলদ্বার সঙ্কোচন।

প্রস্রাব।—পাদচারণকালে দক্ষিণ মূত্রগ্রন্থি মধ্যে তীব্র বেদনা ও অত্যন্ত প্রস্রাব বেগ। মূত্র ঈষৎ হরিদ্বর্ণ এবং উহাতে শ্বেতবর্ণ তলানী পড়ে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অসহনীয় লিঙ্গোদ্গম; বীর্য্য গাঢ় পীতবর্ণ। পাদচারণকালে অণ্ডকোষদ্বয় অত্যন্ত ভার বোধ হয় (অ্যাসিড্-অক্স্যাল্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুমধ্যে বেদনা,—যেন জরায়ু নিষ্পিষ্ট হইতেছে,—যেন তন্মধ্যে কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তদন্তে যোনিমধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা। ঋতু,—নিয়মিত সময়ের আট দিবস পূর্ব্বে প্রকাশ হয় (ককীউ: ফর্মিকা:),—স্রাব অতি অল্প; প্রদরস্রাব সহ অপর্য্যাপ্ত রজোনিঃসরণ (বোভিষ্টা; ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভে· সিন্নামোম্: লাই: [illegible]সিন্: ন্যাট্-মিউ: পল্‌সে:)।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসনলী মুখের শুষ্কতা জনিত কাসি,—গয়ার মরিচার ন্যায় (Rusty) বিশিষ্ট শোণিত রঞ্জিত শ্লেষ্মাময় (অ্যাণ্ট্-টার্ট: হিপোজিনিন্: আয়োড্: লাই: ফস্:)।

কিয়ৎকাল কথোপকথনান্তে কণ্ঠাভ্যন্তর ও শ্বাসনলী মধ্যে হাজা বা ক্ষয়িতত্বক (raw) বং অনুভূতি ও বহুল পরিমাণ শোণিতময় নিষ্ঠীবন নির্গত হইয়া থাকে। দুর্গন্ধময় রক্তাক্ত গয়ার।

ত্বক।—পদদ্বয়ের প্রতি লোমমূলে মশক দংশনের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা বাহির হয়। দেহের নানা স্থানে, বিশেষতঃ গণ্ডাস্থির ন্যায় যে যে অংশে অস্থি উচ্চ হইয়া আছে, সেই সেই অস্থির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরক্তিম রসগুটিকা বহির্গত হয় এবং বিদারিত করিলে রস ছিট্‌কাইয়া যায় (ক্রোটন্, ক্যান্থা দেখ। কুষ্ঠব্যাধি (হাইড্রোকোট্:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ বা তুলনীয়**—ক্যান্থা: ক্রোটন্. ইউফর্বী. অ্যাসিড্-অক্স্যাল্:।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—ওপী ক্যাম্ফো।

শক্তি।—৩য় দশমিক ক্রম হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

হাইড্র্যাষ্টিস্

(HYDRASTIS CANADENSIS)

নামান্তর—অরেঞ্জ রুট, গোলডেন্ সিল্।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে,—সুরাপান জনিত মত্ততা, হাঁপানি, ক্যান্সার বা কর্কটীয়া ক্ষত, সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধ, কড়া, অজীর্ণতা, পামা, কর্ণরোগ, মূর্চ্ছা, নালী ক্ষত, পাকাশয়িক বিকৃতি, প্রমেহ, অর্শ, কামলা, শ্বেতপ্রদর; নখের পীড়া, চুচুকের ক্ষত, যকৃতের পীড়া, কটীবাত, শ্বিত্র, প্রচুর রজস্রাব, জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব, মুখক্ষত, মস্তক মধ্যে শব্দ, পূতিনস্য, ফুল আটকান, গুহ্যদ্বারের পীড়া, গৃধ্রসী বা পায়ের ঝিন্ ঝিনে বাত, মস্তকের রসস্রাব, পাকস্থলীর পীড়া, উপদংশ, বিকৃত আস্বাদ, গলক্ষত, সান্নিপাতিকজ্বর, জরায়ুর পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মাত্রেই ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইয় থাকে এবং গলমধ্য, পাকস্থলী, জরায় ও মূত্রনলীর সর্দ্দি উৎপন্ন হয় এবং তন্মধ্যস্থিত ঝি হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া থাকে। পাকস্থলী ও যকৃতের ক্রিয়াবি সহ কর্কটোদ্গম প্রবণ ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তি কিম্বা যাহারা অত্যধিক সুরাদি মাদক দ্রব্য ব বশতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগের পক্ষে হাইড্র্যাষ্টিস্ বিশেষ উপকারক। কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—নাসিকা, গলমধ্য, পাকস্থলী, অন্ত্রাশয়, মূত্রনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রা (Scirrhus),—কঠিন ও ত্বকসংলগ্ন;—আবরক ত্বক ছিট্ ছিট্ দাগ বিশি

তন্মধ্যে অস্ত্রাঘাত ও তীক্ষ্ণ ছেদনবৎ বেদনা, স্তনবৃন্ত পশ্চাদাকৃষ্ট। লোল ও দন্তাঙ্কিত জিহ্বা। কাসিলে পশ্চান্নাসা (Posterior Nares) ও জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বর (Fauces) হইতে পীতবর্ণ ও গাঢ় আঠার বা তরল রবারের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পারদ বা উপদংশ বিষজনিত গলক্ষত।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিস্মৃতিপ্রবণ,—কি পড়িতেছে বা বলিতেছে তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। কৃতাপকারের প্রতিশোধপ্রিয় স্বভাব (নক্স্‌: ক্যালী-আয়োড:)। উপস্থিত পীড়ায় তাহার মৃত্যু হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করে (গ্নোন্‌ ক্রিয়ো মার্ক্‌: সল্‌ফ: সিফিলিন্‌)।

মস্তক।—শিরোমধ্যে সুরাপান জনিতবৎ আবিলতা বা জড়তা অনুভূতি (জেল্‌সি)। চক্ষুর উর্দ্ধাংশস্থিত ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—হস্তদ্বারা পেষণ করিলে আরাম বোধ হয়। মূর্দ্ধাদেশীয় শিরোবেদনা,—এক দিবস অন্তর,—বেলা ১১টার সময় আবির্ভাব, তৎসহ বিবমিষা, উকি ও মানসিক যন্ত্রণা ললাটের কেশ-প্রান্তদেশ পামাকচ্ছু,—শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে বর্দ্ধিত হয় এবং জল ধৌত করিলে রসনির্গলিত হইতে থাকে। পৈশিক শিরোবেদনা,—মস্তকাবরণী ও গ্রীবার পেশী মধ্যে বেদনানুভূতি হয় (অ্যাক্টী রেস)।

চক্ষু।—চক্ষু ও অক্ষিপুট মধ্যে উত্তেজনা ও জ্বালা এবং অপর্য্যাপ্ত অশ্রু স্রাব। অক্ষিপুট জুড়িয়া যায়=(ইউফ্রে: গ্র্যাফ ব্রাই পল্‌সে: লাই)। চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের অস্বচ্ছত্ব বা আবিলতা (ক্যানাব স্যাট্‌ কোণা: ইউফ্রে)। গণ্ডমালা-দোষজ-অক্ষিপ্রদাহ,—চক্ষুমধ্য হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গলিত হইয়া থাকে (ব্যারাহ কল্‌কে হিপ মার্ক-আয়োড পল্‌সে সল্‌ফ) চক্ষুমধ্যে গাঢ় হরিৎ পীতবর্ণ ধারণ করে।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গজ্জনধ্বনি বা ভোঁ ভোঁ শব্দ (কষ্টি গ্রাফ: পল্‌সে)। কর্ণস্রাব—দুর্গন্ধ পূযবৎ গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব। গলগ্রন্থির বিবর্দ্ধনজনিত বধিরতা। কর্ণ পশ্চান্নলীর সর্দ্দি—রোগীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত চড়া।

নাসিকা।—তরুণ সর্দ্দি,—স্রাব জলবৎ ও ত্বক্‌ ক্ষয়কারী (আর্স আর্স-আয়োড: নীপা: এরাম-ট্রাই:)। অক্ষিগোলকের ঊর্দ্ধভাগে ভার বোধ, ললাটদেশীয় শিরোবেদনা ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি। নিশ্বাস গ্রহণ করিলে নাসারন্ধ্রমধ্যে শীতল বোধ হয়, কাসিলে নাসাপশ্চান্নলী হইতে পীতবর্ণ গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয় (নাসাপশ্চান্নলী হইতে কণ্ঠনালীমুখে পতিত হয়=কেব: ক্যালী-বাই:)। পিনস বা পুরাতন সর্দ্দি—রক্তাক্ত পূযবৎ শ্লেষ্মাস্রাব সহ নাসারন্ধ্র হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা পড়ে (কোব্যাল্‌-রুব:)। পারদ বা উপদংশ বিষ জনিত গলক্ষত ও গিলিতে কষ্ট)। নাসারন্ধ্র মধ্যে কণ্ডুতি,—যেন মধ্যে চুল রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি,—বিশেষতঃ দক্ষিণ রন্ধ্র মধ্যে (বাম রন্ধ্রে=আর্জেণ্ট:—ক্যালী-বাই:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে পাণ্ডুবর্ণ এবং কালিমাবেষ্টিত; কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষুর্দ্বয়। ওষ্ঠের এক প্রকার কর্কট রোগ; শ্বেত কুষ্ঠ।

মুখবিবর।—মুখমধ্যে মরিচ সংস্পর্শ জনিতবৎ জ্বালা অনুভূতি। জিহ্বা শ্বেত লেপান্বিত বা পীত রেখাঙ্কিত, জিহ্বা স্ফীত, এবং দন্তাঙ্ক সমন্বিত (আর্স: মার্ক:) জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়াছে (স্যাঙ্গিউই:) এইরূপ অনুভূতি (কলো: ভেরেট্ ভির:)। স্তন্যদাত্রী মাতার মুখক্ষত (ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: পডো:—স্তন বৃন্তের ক্ষত সহ হইলে=ফস্:)। পারদ বা ক্লোরেট-অব-পটাশ সংস্পর্শ বা সেবনজনিত মুখক্ষত; জিহ্বার কর্কট রোগ=এপীস্; কার্ব্বো-অ্যান্: কোণা: ল্যাকে: অ্যাসিড-নাই: অ্যাসিড-মিউ: ফাইটো: সাইলি:

গলমধ্য।—কাসিলে নাসাপশ্চান্নলী ও জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বর মধ্য হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। গলমধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয়।

পাকস্থলী।—পাকাশয়িক কর্কটরোগাধিকারে পাকস্থলী নিরন্তর শূন্য ও অবসাদযুক্ত বোধ হয়,—উদ্গারের সহিত গলমধ্যে অম্ল উত্থিত হয়, এবং জল মিশ্রিত দুগ্ধ ব্যতীত আর যাহা কিছু আহার বা পান করে, সমস্ত বমিত হইয়া যায়, স্বাভাবিক মলকাঠিন্য (গ্র্যাফ্, কণ্ডীউর‍্যাং:)। পাকাশয়ের সর্দ্দি (Gastric Catarrh),—মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে,—জিহ্বা পীতবর্ণ আঠাময়,—আহারান্তে পাকস্থলী মধ্যে অবসন্নতা-অনুভূতি এবং রোগী পর্য্যায়ক্রমে মলতারল্য ও মলকাঠিন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়,—তৎসহ ন্যাবা (Jaundice)। রুটী বা শাক সবজী ভক্ষণ করিলে অম্ল, আলস্য এবং পরিপাকাভাব উৎপন্ন হয়। হৃদ্স্পন্দন সহ পাকাশয় মধ্যে শূন্যতা ও অবসাদ অনুভূত হয়,—যেন পেটে কিছু নাই। শীর্ণতা (Marasmus),—পাকস্থলী কোটর প্রবিষ্ট এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা অনুভব করে।

অন্ত্রাশয়।—যকৃতের ক্রিয়াবাহিত্য বশতঃ ফ্যাকাশে (পিত্ত শূন্য) স্বল্প পরিমাণ মল নির্গত হইয়া থাকে। যকৃৎ ক্ষুদ্রাকার প্রাপ্ত (Atrophied), পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রতিশ্যায় সহ কামল (Jaundice) রোগ। পাকস্থলী ও তলপেট মধ্যে অতীব্র বেদনা ও জ্বালা সহ প্লীহা প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনানুভব। পিত্তাশ্মরী-জনিত শূলবেদনা (ক্যাল্কে: কার্ডীউয়াস-মেরী:)। মলবদ্ধতা সহ ছেদনবৎ শূলবেদনা—বিশেষতঃ তলপেটে; বায়ুনির্গমান্তে উপশম।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—মল ফ্যাকাশে, কষায় (Acrid) এবং ঈষৎ হরিদ্বর্ণ। মলকাঠিন্য,—মল থস্থসে এবং শ্লেষ্মাবৃত (গ্র্যাফ্:); অতীব্র শিরোবেদনা, পেট অত্যন্ত শূন্য বোধ এবং অজীর্ণ রোগ জনিত কাসি সংযুক্ত; বিরেচক ঔষধাদি ব্যবহার করিলে মলকাঠিন্যর বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগ কালে ও মলত্যাগের পরে মলান্ত্র মধ্যে জ্বালা,—দীর্ঘকালযাবৎ জ্বালা থাকে। মলদ্বারের নালীক্ষত বা ভগন্দর। অর্শ,—শোণিতস্রাব বশতঃ রোগী ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। মলান্ত্র প্রদাহ (Inflammation Rectum=অ্যালো: পডো: কোল্চি: অ্যাসিড-নাই ফস্:)।

প্রস্রাব।—মূত্রস্থলীর সর্দ্দি (Cystitis),—মূত্রের সহিত গাঢ় আঠার ন্যায় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হয় ও তলানী পড়ে (চিম্যাফিল)। মূত্রগ্রন্থী প্রদেশে নিরন্তর অতীব্র বেদনানুভূতি।

পুংজননেন্দ্রিয়।—স্বপ্নদোষান্তে অবসন্নতা (সিঙ্কো:)। প্রমেহ,—দ্বিতীয় অবস্থা, গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব। লালাপ্রমেহ (Gleet), তৎসহ অবসন্নতা, এবং বহুলপরিমাণ যন্ত্রণাশূন্য স্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর,—স্রাব সময়ে সময়ে জলবৎ এবং অধিকাংশ সময় গাঢ়, পীতবর্ণ এবং ত্বকক্ষয়কারক,—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে, শূন্যতানুভূতি এবং স্পষ্ট হৃদ্‌স্পন্দন (ডাঃ ফ্যারিংটন্) ; ঋতুর পর বৃদ্ধি। জরায়ুদ্বাব, গ্রীবা এবং যোনিপথের ত্বকক্ষয় (excoriation)। সূত্রবৎ তন্তুময় অর্ব্বুদ (Fibioid tumor) সহ জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব, বয়ঃসন্ধিকালে (At menopause) অপর্য্যাপ্ত প্রদরাস্রাব সহ যোনিদ্বয়ের অসহনীয় কণ্ডুতি,—কামোদ্দীপক কণ্ডুয়ন। অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা স্তন হইতে স্কন্ধদেশ ও স্কন্ধদেশ হইতে বাহুতে সঞ্চারিত হয়। স্তন্যকর্কট,—অর্ব্বুদ মধ্যে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা ; বামস্তনে কঠিন অসমপৃষ্ঠে অর্ব্বুদ,—স্তনবৃন্ত কোটর প্রবিষ্ট হইয়া যায়, কক্ষদেশীয় বা বগলের গ্রন্থিসকল স্ফীত ও ব্যথান্বিত এবং রোগিণীর শীর্ণমূর্ত্তি। স্তন্যদাত্রী জননীর মুখক্ষত, এবং স্তনবৃন্ত ক্ষয়িত ও বিদারিত ত্বক এবং অত্যন্ত ব্যথান্বিত। জরায়ুভ্রংশ,—তৎসহ জরায়ুগ্রীবা ও যোনীতে ক্ষত।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত শুষ্ক কাসি। বক্ষমধ্যে জ্বালা, ব্যথাতিশয্য এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুমিতি। ক্ষীণদেহ বৃদ্ধদিগের বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ (Bronchitis), গয়ার পীতবর্ণ এবং গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাময় (ক্যালী-ব্রাই:)। ক্ষয়কাস তৎসহ পাকস্থলী মধ্যে অবসন্নতা, শীর্ণদেহ এবং ক্ষুধারাহিত্য। হৃদ্‌স্পন্দন,— বক্ষমধ্য হইতে বাম স্কন্ধদেশে তীব্র বেদনা সঞ্চারিত হয় এবং বাম বাহু অসাড় বোধ হয়,— হৃৎপিণ্ডের গতি অনিয়মিত এবং আয়াসসাধ্য,—যে কোন পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি,—বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে শ্বাসরোধ আসন্ন বোধ হয়।

ত্বক।—পাণ্ডুরোগ, গাত্রত্বক কৃষ্ণাভ-হরিৎ-পীতবর্ণ। দেহের অংশবিশেষে স্বেদাতিশয্য (অতিশয় জল বা স্বেদ স্রাব), কক্ষদেশে এবং জননেন্দ্রিয় প্রদেশে অপর্য্যাপ্ত ও দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম উদ্গত হইয়া থাকে। শীতপিত্ত বা আম্বাত,—কণ্ডুয়নান্তে এবং রাত্রে বৃদ্ধি হয়। শিশুদিগের গ্রীবা ও অঙ্গসংযোগস্থলের ত্বকক্ষয় জনিত প্রদাহ (Intertrigo=লাই: গ্র্যাফ:)। মসূরিকা (প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রযোজ্য), তৎসহ পীড়কা সকল কৃষ্ণাভ, অত্যন্ত উত্তেজনা ও কণ্ডুয়ন জনক, মুখমণ্ডল স্ফীত, গলমধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি,—অত্যন্ত অবসন্নতা।

বৃদ্ধি।—রাত্রিকালে ; উত্তাপে ; ধৌত করিলে এবং দেহসঞ্চালনে।

উপশম।—বিশ্রাম ও নিষ্পেষণান্তে।

প্রতিবিষ।—(Antidote) সল্‌ফার।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ বা তুলনীয়**—অ্যান্ট্-ক্রুড্: পল্‌সে: (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী) ; ক্যালী-বাই: অ্যালো: কোলিন্‌সো: বার্বা: লাই: পডো: মার্ক: নক্স্-ভম্: (পাকাশয় সর্দ্দি) ; মার্ক্-কর: ইউক্রে: (সর্দ্দি) ; হিপ্: (পিনস)·; কোণা: কণ্ডীউরাঙ্গো: ক্রিয়ো: ফাইটো: (কর্কট) ; চেলিড্: (যকৃৎ), স্যাঙ্গুইন: হাইড্রোকোটি: ব্যাপ্: থুযা সল্‌ফর (নিম্নাত্র)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম (অজীর্ণ রোগে নিম্ন এবং নাসিকাদির সর্দ্দিজ রোগে উচ্চ ক্রম)।

হাইড্রোকোটাইল্-এসিয়াটিকা

(HYDROCOTYLE ASIATICA).

নামান্তর।—স্থলকুড়ি বিশেষ।

প্রস্তুতি।—স্থলকুড়ী লতার সমগ্র বৃক্ষ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—বয়োব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ; গোদ, পচনশীল ক্ষত; প্রমেহ; কুষ্ঠ, প্রদর; যকৃতের হ্রাস, স্নায়ুশূল; চর্ম্মরোগ, জরায়ুর রোগ, যোনিতে কণ্ডুয়ন।

উপযোগিতা ও আভাস।—কুষ্ঠ ও বৃক্ রোগে (মুখের শ্বেতবর্ণ ক্ষত রোগ বিশেষ) ইহার উপকারিতা চিরপ্রসিদ্ধ। গাত্রত্বকের ন্যায় স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় প্রদরাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যকৃৎ, স্নায়ুমণ্ডলী ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও ইহার মহাশক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়াফল স্বরূপ ব্রণ, পামাকচ্ছু (Eczema), পোড়া নারাঙ্গা (Pemphigus), বৃক্ (Lupus) এবং তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ, প্রভৃতি নানাবিধ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে; মুখমণ্ডলের নানাস্থানে ঘনবটী উদ্ভেদ এবং দেহের নানা অংশে অসহনীয় কণ্ডুয়ন, অবিষাক্ত, বা উপদংশ দোষজ মুখক্ষত; পুনঃ পুনঃ মূত্রাশয়ের সঙ্কোচন জনিত প্রস্রাব বেগ, মূত্রের পরিমাণাধিক্য; স্ত্রীযোনি মধ্যে উত্তাপ ও কণ্ডুয়ন, গুরুভারযুক্ত জরায়ু; জরায়ুর মাংসাঙ্কুরময় ক্ষত (Granular ulceration), মুখের স্নায়ুর প্রদাহ এবং পেশীমণ্ডলীর ব্যথা প্রভৃতি কয়েকটী ইহার প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষণ্ণতা; নির্জ্জন প্রিয়তা।

মস্তকাদি।—শিরোঘূর্ণন; ঘোরদৃষ্টি, নাক ফুলা ইত্যাদি।

মুখমণ্ডলাদি।—বাম গণ্ডাস্থি মধ্যে এবং অক্ষি কোটরের চতুর্দ্দিকে ক্ষণবিলোপী বা সবিরাম বেদনা। আরক্ত ব্রণ (Acne Rosacea),—বিশেষতঃ জরায়ুবিকৃতি সংশ্লিষ্ট ব্রণ (অ্যাক্নী-রোস্:)। বাক্য স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত। কোমল তালু মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে ব্যথানুভূতি,—আহার করিলে বৃদ্ধি। মুখমধ্য গত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শোণিতাধিক্য। জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিদ্বয় লালবর্ণ ও প্রদাহযুক্ত।

পাকস্থল্যাদি।—অরুচি। ধূমপানে বীতস্পৃহা (ইংরে: কর্কীউ: যুগ্-রিজী: ব্যাক্কো:)। পুনঃ পুনঃ অম্ল উদ্গার। পাকাশয় স্ফীত। যেন পাকাশয়স্থ বাষ্প একত্রিত

হইয়া গোলকাকারে পরিণত হইয়াছে। পাকাশয় মধ্যে বোধ হয় যেন শলকাকারে উত্তাপ প্রসারিত হইতেছে। অন্ত্রাদি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাজনক ভাবে সাঁটিয়া ধরে। বৃহৎ যোজকান্ত্র (Transverse Colon) মধ্যে মুহূর্ত্তান্তর বেদনা। উদরস্থিত যন্ত্রাদি সমস্ত যেন গতিশীল এইরূপ অনুমিতি। যকৃতের উর্দ্ধাংশে বেদনা; যকৃৎ মধ্যে শোণিত সঞ্চলন রোধ। মলান্ত্র (Rectum) মধ্যে ভারবোধ এবং মলদ্বারে জ্বালা। বাহ্যের বৃথা চেষ্টা। মল শুষ্ক ও কৃষ্ণাভ (লেপ্ট্: হিলীয়্যান্:)।

প্রস্রাব ও পুংজননেন্দ্রিয়।—মূত্রস্থলী-গ্রীবার উত্তেজনা (মিচেলা; ইউপেট-পার্পী:)। রেতোরজ্জু (Spermatic Cord) মধ্যে যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ অনুভূতি,—বাম পার্শ্বে অধিক। অণ্ডস্থলী (Scrotum) শিথিল (অ্যাসিড্-নাই: সল্ফ:)। রমণালিঙ্গনে ঔদাস্য। মূত্রাধারের মুখশায়িকা (Prostate Gland) গ্রন্থীতে ভারযুক্ত বোধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মূত্রস্থলী গ্রীবার উত্তেজনা (মিচেলা-রেপ্: ইউপেট্-পার্পী:); জরায়ুগ্রীবা (Cervix Uteri) আরক্তিম (মিচেলা-রেপ্:) এবং যোনিমধ্যে উত্তাপ ও কণ্ডুয়ন অনুভূতি (জরায়ুদ্বার ক্ষতযুক্ত = ভেস্পা)। জরায়ুর মাংসাঙ্কুরময় ক্ষত (Granular Ulceration of Womb) জরায়ু অত্যন্ত ভারযুক্ত বোধ (অ্যালেট্: বেল্: ক্যাল্কে: কলোফিল্: ফ্র্যাক্স্-আমে: জেল্সি: নক্স্)। অপর্য্যাপ্ত প্রদরস্রাব (সিফিলিন্: সাইলি: ক্যাল্কে: ষ্ট্যান্:)। জরায়ুর বাম পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা বোধ। জরায়ু ও তৎসংলগ্ন যন্ত্রাদিতে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনানুভূতি (জেল্সি: ইগ্: পল্সে:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাহুর অগ্রার্দ্ধ এবং পদদ্বয়ের সঙ্কোচন। হস্তপদাদি প্রসারিত করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা (অ্যামিল্: সাইমেক্স্; হেলোডার্মা); প্রতি পেশী এবং প্রত্যেক সন্ধি মধ্যে বেদনানুভব,—বামাঙ্গে অধিক। অস্থিমজ্জার মধ্য দিয়া যেন উত্তপ্ত জল প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। পাদচারণকালে টলিতে থাকে। দাঁড়াইতে পারে না। উরুদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা। নিদ্রাভঙ্গান্তে সকল দেহের পেশীই ব্যথান্বিত বোধ হয়। সমগ্র দেহে ক্লান্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ।

ত্বক।—শুষ্ক পীড়কা। গণ্ড ও নাসিকাগ্রে শ্বেত ক্ষত (হাইড্র্যাস্: ফের্-পাই:)। উপত্বক অত্যন্ত পুরু হয় এবং শল্ক বা ছাল। উঠিতে থাকে; মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ। বিচর্চ্চিকা (Psoriasis),—অর্থাৎ কতকগুলি অসম্পূর্ণোদগত পীড়কা শুষ্ক হইয়া শল্কাকারে পরিণত হয় এবং ক্রমে ঐ সকল শল্ক উঠিয়া যাইতে থাকে। মুখমণ্ডলে ঘনগুটী (Pimples) এবং বক্ষস্থলে রসগুটী (Vesicles) উদ্গম। দেহের নানা স্থানে পিট্‌পিট্ করে। নানা স্থানে বৃত্তাকারে এবং শল্কাবৃত পার্শ্ব বিশিষ্ট উদ্ভেদ উদ্গত হইয়া থাকে। পদতলে অসহনীয় কণ্ডুয়ন। দেহের স্থানে স্থানে অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল অরণিকা (Erythema) উদ্গত হয় এবং অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম স্রাব হইতে থাকে। উদরের উপর ঘামের পীড়কা উদ্গত হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হাইড্র্যাষ্টিস্; হিউরা; ফেরম পিকরি; (কুষ্ঠব্যাধি,—গাত্রত্বক

পুষ্ট হয়), অ্যানাকার্ড: থ্ল্যাস্পি-বার্স (জরায়ু); ফ্র্যাক্সি-অ্যামেঃ মিচেলা-রেপ: ইউপ-পার্পীঃ হাইড্রাঞ্জীয়া (মূত্রস্থলীর প্রতিশ্যায়; মূত্রস্থলীর গ্রীবা ও তদ্বেষ্ট পেশীর উত্তেজনা; বৃক্কের সর্দ্দি [Renal Catarrh], মূত্রমধ্যে পীতবর্ণ রেণু দৃষ্ট হয় এবং মূত্রনালীব মধ্যে জ্বালা; মুখশায়িকা গ্রন্থির বিবর্দ্ধন প্রভৃতি) = সেব্যাল্-সেরুঃ এপীস্।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ১২ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

হায়োসায়ামাস্

(HYOSCYAMUS NIGER)

নামান্তর।—হেন্ বেন্।

প্রস্তুতি।—তাজা গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অন্ধত্ব; হৃৎশূল; মূত্রাধারের পক্ষাঘাত; শ্বাসনলী প্রদাহ, তাণ্ডব; তন্দ্রা; কাসি; মদাত্যয়; অতিসার; বাধক; সান্নিপাতিক জ্বর, মৃগী; নাক দিয়া রক্তস্রাব; কামোন্মাদ; চক্ষুর পীড়া; রক্তকাস; রক্তস্রাব; হিক্কা, জলাতঙ্ক রোগ, ব্যাধি শঙ্কা; প্রসবান্তিক স্রাববন্ধ; উন্মাদ; মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জায়-ঝিল্লি-প্রদাহ; মানসিক বিকৃতি, স্নায়ুশূল; রাতকাণা, পক্ষাঘাত; কর্ণশূল ও প্রদাহ; ফুস্‌ফুস প্রদাহ, সূতিকোন্মাদ; ক্রোধজনিত মন্দ-ফল, নিদ্রাব ব্যাঘাত, তোতলামি; ধনুষ্টঙ্কার; দন্তশূল; মূত্রবন্ধ, দৃষ্টির বিকৃতি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শোণিত-প্রধান, ক্রোধপ্রবণ, অল্পে-কাতর, পরিবর্ত্তনশীল-স্বভাব এবং কটাকেশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ভয় বা কৃমি-জনিত ধনুষ্টঙ্কার; প্রসবান্তিক বা প্রসবকালের ধনুষ্টঙ্কার; মস্তিষ্কের প্রদাহশূন্য উত্তেজনা, মদাত্যয় (Delirium Tremens), বিকার ও প্রলাপ,—শয্যা হইতে উঠিয়া পলায়ন চেষ্টা;—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হয়, অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত,—তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে বিষপ্রয়োগ করিবে এইরূপ ধারণা; সে যে স্থানে রহিয়াছে সে স্থানে তাহার গৃহে নহে এইরূপ বিশ্বাস; পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ, চক্ষু হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রত্যেক পেশী একবার সঙ্কুচিত ও একবার প্রসারিত হইতে থাকে,—অচেতন অবস্থা; অপ্রাপ্তবিনিময়-প্রণয়-জনিত মানসিক বিকার; অসম্বদ্ধ প্রলাপ; উচ্চ হাস্য করিবার আবেগ; কামোন্মাদ,—দেহ অনাবৃত করিয়া গুহ্য অঙ্গ বা লিঙ্গাদি স্থান সব নির্লজ্জভাবে সকলকে প্রদর্শন করে, কাসি,—শয়নমাত্রে বৃদ্ধি এবং উঠিয়া বৈষয়িক দুশ্চিন্তা বশতঃ অনিদ্রা; মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত, প্রসবান্তিক (Influenza) এবং ফুসফুস্-প্রদাহাদি-জনিত জ্বর—বিকার প্রাপ্ত

হইয়া পড়ে,—রোগী স্বীয় কেশগুচ্ছ টানিতে থাকে, বিকার অবস্থায় রোগী মনে করে কার্পাস বা কীটাদি উড়িতেছে এবং তাহা ধরিবার চেষ্টা করে, শয্যা ও স্বীয় নখ খুঁটিতে থাকে; অসাড়ে মলমূত্র স্রাব প্রভৃতি কয়েকটী হায়োসায়ামাসের প্রধান নির্ণায়ক ও সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—একাকী থাকিতে ভীত হয় (ক্যাল্কে: কাম্ফো· ক্রিম্যাট: ক্যালী-কার্ব: মার্ক: নক্স: লাই: ষ্ট্র্যামোন্:); অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত (অ্যানাক্টি: কষ্টি: ক্যালী-ব্রম্: পল্সে:),—কাহাকেও বিশ্বাস নাই,—তাহার আত্মীয়গণ এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত তাহাকে বিষপ্রয়োগ করিবে এই রূপ বিশ্বাস (অ্যালী-স্যাট: ক্যালী-বাই গ্লাস এপীস), সদা ভয়, পাছে কেহ তাহাকে দংশন করে; কেহ তাহাকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে এইরূপ ভয়; তাহার বিরুদ্ধে সকলে ষড়যন্ত্র করিতেছে এইরূপ ধারণা। অপ্রতিদত্ত-প্রণয়-জনিত মানসিক বিকার (অরাম্-মেট: ক্যাল্কে: ফস্: ইগ্নে: ল্যাকে. স্যাট. মিউ: অ্যাসিড-ফস্·),—স্ত্রী বা স্বামীর চরিত্রে অবিশ্বাস (এপীস: ইগ্নে: ল্যাকে· ষ্ট্র্যামো.) করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, অসম্বদ্ধ প্রলাপ (অ্যানাক্: ক্যাম্ফো ক্যানাব-ইন্: ক্যামো: জেল্সি: নক্স-মস:) এবং উচ্চ হাস্য করিবার আবেগ (ক্রোকাস্:), নির্লজ্জ কামোন্মাদ (অরিগেন্. প্ল্যাট: ষ্ট্র্যামোন: ট্যারেন্টি গ্র্যাটি. অ্যাসিড-পাই. ক্যান্থা: ফস্: হাইড্রোফোব্·), —বস্ত্র উন্মোচন করিয়া গোপনীয় স্থান সকল প্রদর্শন করে; অশ্লীল গান করিতে থাকে (ষ্ট্র্যামোন্), উলঙ্গ হইয়া শয়ন পূর্ব্বক বকিতে থাকে। বিকার ও প্রলাপ,—মদাত্যয় (Delirium Tremens),—রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রদর্শন করে, শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়নপর হয় (বেল: ব্রাই. ক্রোটেল্-হর: গ্লোন: হ্যাস্: ষ্ট্র্যামোন্:); কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অসম্বদ্ধ উত্তর প্রদান করে (নক্স-মস্কে·, ভ্যালি.) এবং কথা শেষ হইবামাত্র গাঢ় নিদ্রাভিভূত হয় (মস্তিষ্কের আবিলতা সত্ত্বেও সম্বন্ধ উত্তর প্রদান করে=কোল্চি: কন্ভ্যাল্: ককাউ. আইরিস্-ভার্স. অ্যাসিড-ফস্ প্লাম টিলীয়া,—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক উত্তর দিয়া আবার তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়ে=অ্যাসিড ফস্: আর্নি:—ধীরে ধীরে উত্তর দেয়=হেলিবো: মার্ক: ফস্: অ্যাসিড ফস্—ব্যস্ত ভাবে উত্তর দেয়=অ্যাক্টী: সিনা; হ্বাস-টক্স:—কোন উত্তর দেয় না=অ্যাগার: স্যাবাড: অ্যাসিড সল্ফ. উত্তর সমাপ্ত হইতে না হইতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে=ব্যাপ্টি:); যে স্থানে রোগী থাকে সে তাহার গৃহ নহে এইরূপ মনে করে এবং গৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে (ব্রাই: ক্যাপ্স. ইউপেট-পার্পী: ওপী:); অলীক অত্যাচারের কথা বলে; কোন অভাব অভিযোগের কথা বলেন না (ওপী:)। বিকার—উত্তাপ রহিত,—মুখমণ্ডল ম্লান (বেল্:=আরক্তিম) এবং আভ্যন্তরিক উত্তাপাধিক্য সত্ত্বেও হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল। অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগকেও রোগী যেন দেখিতে পায়। মৃত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করে। অনবরত বকিতে থাকে ষ্ট্র্যামোন্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—যেন সুরাদি পানজনিত,—চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখে

(অ্যায়াক্: ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম: সাইক্লে: জেলসি: ক্যালী-বাই: ফাইটো: ষ্ট্যামোন্: নক্স-ভম্:)—বুদ্ধিবিলোপক যন্ত্রণা (কোণা: ওপী· পল্‌সে:)। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, তৎসহ প্রলাপ ও অচৈতন্য অথচ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সম্বদ্ধ উত্তর প্রদান করে ;—চক্ষু আরক্তিম ও উজ্জল এবং মুখমণ্ডল নীলাভ লালবর্ণ। মস্তিষ্ক প্রদাহ,—মস্তক মধ্যে চিন্‌চিন্ করে এবং দপদপানি সংরক্ত অনুভূত হয়—যেন মস্তিষ্ক তরঙ্গায়িত হইতেছে। মস্তিষ্ক যেন করোটী হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে (ব্রাই: গ্ল্যাট-সল্‌ফ. নক্স-মস্)। মস্তিষ্কোদক তৎসঙ্গে মোহ—বোধ হয় যেন শিরোমধ্যে জল নড়িতেছে, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ এবং হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি করতল সংলগ্ন —(হেলিবোরাস)।

চক্ষু।—চক্ষু আরক্তিম, চাক্‌চিক্যযুক্ত এবং স্থির দৃষ্টি (বেল:)। অক্ষিপুট আপনা হইতে নীমিলিত হইয়া যায় এবং রোগী চক্ষু উন্মীলিত রাখিতে পারে না (কলোফিল: জেল্‌সি: কষ্টি: গ্র্যাফ: । তারকা প্রসারিত (বেল. ওপী.—সঙ্কুচিত = সাইকাউটা ; ফস্:)। বস্তু সকল লালবর্ণ (বেল্: কোণা. ক্রোকাস্ , ষ্টর্.), অতি বৃহৎ (লরো:) বা দ্বিগুণাকার দেখায় ; দূরের বস্তু নিকটবর্ত্তী বোধ হয় (বোভি:) এবং রোগী তাহা ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল—শীতল, ম্লান ও নীলবর্ণ,—অথবা স্ফীত ও আরক্তিম প্রতীয়মান হয়। মুখের পেশী সকল স্পন্দিত হইতে থাকে। মুখমণ্ডল বিকৃতভঙ্গি, নীলিমান্বিত ; হা করিয়া থাকে। হনুদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া যায়। হনুস্তম্ভ বা দাঁতকপাটী ; বিকারাবস্থায় মুখমণ্ডল ম্লান ও শোণিতশূন্য এবং হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল। অল্পে কাতর ও উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তির দন্তশূল ; রোগী যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে,—দন্ত সকল অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ হয় ; প্রাতে শীতল বায়ু সংস্পর্শে যন্ত্রণার বৃদ্ধি , দপদপকারী বেদনা ; স্বেদোদ্গম কালে দন্তশূল ; মাড়ী মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা, কর্ণ মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ এবং আক্রান্ত দন্ত শিথিলমূল বোধ হয় দন্ত সকল মলাবৃত ।

মুখ ও গলমধ্য।—লবণাক্ত লালা স্রাব (ইউফর্ব: ফস: সিপী: সল্‌ফ: ভেরেট:)। লালা শোণিতময় (ক্যান্থা: ক্লিম্যাট: মার্ক· কার্ব্বো-ক্রোটেল: ড্রোসেরা ; মার্ক-ভাই: মার্ক-কর: অ্যাসিড-নাই: বীউফো:)। মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয়। ইগ্নাস্থি ; আর্টিমি-ভাল্: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট: ক্যালী-বাই: লরো লাই:—বক্তাক্ত ফেনা = ল্যাকে: ষ্ট্র্যামোন)। মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প নির্গত হয়,—রোগী স্বয়ং তাহার গন্ধ অনুভব করে। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক চর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয় (শুষ্ক, নিরস এবং বিদারিতত্বক = ব্রাই: ষ্ট্র্যামো:)। জিহ্বা—শ্বেতবর্ণ লাল বা কপিশবর্ণ ; শুষ্ক, বিদারিতত্বক এবং দগ্ধ চর্ম্মের ন্যায় কাঠন ; অমল ; নিরস ; অতি কষ্টে বহির্গত করিতে পারে (অত্যধিক স্ফীতি বশতঃ বহির্গত করিতে পারে না = মার্ক-কর:—গলক্ষত রোগে = স্যাবাড:—অত্যধিক কম্পন বশতঃ = জেল্‌সি—নিম্ন দন্তে আবদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া = ল্যাকে:) বহির্গত করিলে সহজে ভিতরে টানিয়া লইতে পারে না ; কথাবার্ত্তায় ব্যাঘাত হয় (জিহ্বার পক্ষাঘাত বশতঃ)। কণ্ঠনালীমুখের সঙ্কোচন বশতঃ কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না,—বিশেষতঃ তরল পদার্থ (বেল্: লরো: ষ্ট্র্যামন:—কঠিন পদার্থ

গলাধঃকরণ কালে বেদনার উপশম বোধ হয়=ইগে:—কণ্ঠনালীমুখ যেন প্রসারিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি=হাইপির:)।

পাকস্থলী।—জল পান করিবার সময় মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয় (ক্যান্থা: ষ্ট্রামন: লিসিন:)। অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জল অতি অল্পই পান করে (পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জল পান করে=এপীস আর্স: সিঙ্কো:)। কিছু আহার করিলে বমন হয় (পান বা আহারান্তে বমন করে=আর্স: ইপিক: ভেরেট:)। রক্ত ও রক্তময় শ্লেষ্মা বমন। পাকাশয়শূল,—বমনান্তে নিবৃত্তি (আহারান্তে নিবৃত্তি=হিপ)। আহারাদির পর শিশু বমন করিয়া ফেলে এবং হঠাৎ চীৎকার করিয়া অচেতন হইয়া যায়।

অন্ত্রাশয়।—উদর আধ্মানবায়ুতে স্ফীত এবং অনমনীয়,—স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়। হিক্কা সহ উদর মধ্যে কুল্‌কুল শব্দ এবং পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ। কাসিলে উদরের পেশীমধ্যে স্বকক্ষয়বৎ অনুভূতি। অন্ত্রমধ্যে কৃমজনিত উত্তেজনা বশতঃ ধনুষ্টঙ্কার।

মলান্ত্র ও মল।—যন্ত্রণাশূন্য মলতারল্য,—মল পীতবর্ণ জলবৎ (সিঙ্কো: হিপ: পডো:)। (আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে) অজ্ঞাতসারে মলমূত্র নিঃসরণ—মল অত্যন্ত দুর্গন্ধময় (কার্ব্বো-ভে: হ্রাস ; সিকেলি:)। প্রসবান্তিক উদরাময়। অত্যধিক শোণিতস্রাবী অর্শ।

প্রস্রাব।—প্রসবান্তে মূত্রস্থলীর মধ্যে চাপবোধ সহ মূত্ররোধ,—অসাড়ে মূত্র ত্যাগ,—যেন মূত্রস্থলীর, পক্ষাঘাত ঘটিয়াছে (আর্স: বেল: কষ্টি পল্‌সে)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ অথচ অল্প অল্প মূত্র স্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অত্যধিক কামোদ্দীপনা,—গোপনীয় স্থান সকল অনাবৃত করিয়া রাখে। ধ্বজভঙ্গ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপনা,—গোপনীয় স্থান সকল অনাবৃত করিয়া সকলকে প্রদর্শন করে (অরিগেনাম ; ক্যান্থা)। গর্ভস্রাবের পর শোণিতস্রাব,—পেশী সকল এক এক করিয়া স্পন্দিত এবং অবিচ্ছন্ন ভাবে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে,—তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব রোধ এবং তজ্জন্য উদর স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে (কলো কেলি: নক্স: পল্‌সে: সিকেলি)। ঋতু আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে থাকিয়া থাকিয়া হস্তপদাদিতে খাল ধরে এবং উচ্চ হাস্য করিবার আবেগ উপস্থিত হয় ; রজোস্রাব কালে হস্তপদাদি আক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে (কলোফিল: ক্যালী-ব্রম: সিকে লি:) ; তীব্র শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় (বেল গ্লোন: ক্রিয়ো: ন্যাট-মিউ: প্লাট: সিপী:) এবং অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম স্রাব হইতে থাকে (গ্র্যাফ) ।

শ্বাসযন্ত্র।—থাকিয়া থাকিয়া বায়ুনলীমুখে কণ্ডুয়ন জনিত শুষ্ক কাসির আবির্ভাব হয়,—বিশেষতঃ বৃদ্ধাদগের (সেনেগা:) ;—বৃদ্ধি—রাত্রিকালে, বিশ্রামের সময়, নিদ্রাবস্থায়, শীতল বায়ু সংস্পর্শে, এবং পান ও আহারান্তে (পানাহারান্তে=স্পঞ্জী:) ; উঠিয়া বসিলে উপশম হয় (পল্‌সে: ক্যালী-বাই: ফস্:—উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি হয়=ক্যালী-কার্ব: জিঙ্ক:—একটু জলপান করিলে উপশম হয়=কষ্টি: কীউপ্রাম্)। প্রচণ্ড আক্ষেপিক কাসি, দিবসে লবণাক্ত

শ্লেষ্মাময় বা জমাট মিশ্রিত উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিতময় গয়ার নির্গত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে গলা ঘড়্ঘড়্ করে (অ্যাণ্টি-টার্ট:)। ফুস্ফুস প্রদাহ,—প্রলাপ ও মোহ সহ শুষ্ক ক্লান্তিজনক কাসি,—রাত্রিতে বৃদ্ধি; বক্ষমধ্যে ঘড়্ঘড়্ শব্দ। দেহ আলোড়ক কাসি,—উদরের পেশী মধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ বেদনা অনুভূত হয়। সুরাপায়ীদিগের রক্তকাস (Hæmoptysis))। হৃদ্প্রদেশে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—ধনুষ্টঙ্কার—শিশুদিগের অন্ত্রমধ্যে কৃমি সঞ্চালন জনিত উত্তেজনা জন্মায়; প্রসব বেদনার সময়, প্রসবান্তে; আহারাদির পর শিশু বমন করে এবং হঠাৎ চীৎকার করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া যায়। পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ,—অচেতন অবস্থায়,—চক্ষু হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রত্যেক পেশী স্পন্দিত হইতে থাকে (সচেতনাবস্থায় পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ=নক্স: কার্ব্বোনীয়াম সালফিউ:)। আক্ষেপ কালে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া যায় এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ করতল সংলগ্ন থাকে। রোগী শয্যা খুঁটিতে থাকে। হস্তপদাদির কণ্ডার বা পেশীর প্রান্ত ভাগ সকল আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। পাদচারণ ও সোপানারোহণ কালে পদাঙ্গুলি বক্র হইয়া যায়। অপস্মার বা মৃগী,—মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও স্ফীত, অসাড়ে মূত্র ও মুখ হইতে ফেনা নির্গলন, বৃদ্ধাঙ্গুলী পশ্চাদাবর্ত্তিত হইয়া যায়; চক্ষু উজ্জ্বল এবং এক-দৃষ্টি; রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে থাকে,—প্রকোপান্তে রোগী গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে এবং তখন তাহার নাসিকাধ্বনি হইতে থাকে। রোগীর বোধ যেন সে শূন্যে বেড়াইতেছে। অধিকাংশ লক্ষণ পান ও আহারান্তে এবং সন্ধ্যাকালে আবির্ভূত হয়।

নিদ্রা।—প্রগাঢ় নিদ্রা তৎসহ ধনুষ্টঙ্কার (ঘড়্ঘড়্ শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস সহ=ওপী:)। নিদ্রাবস্থায় চমকাইয়া উঠে (চক্ষু মুদিত করিবার সময়=বেল:)। উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত অনিদ্রা,—বৈষয়িক দুর্বিপাক জনিত (অনেক সময় কল্পনাপ্রসূত দুর্বিপাক) ও চিন্তা বশতঃ অনিদ্রা।

জ্বর।—আন্ত্রিক বা সান্নিপাতিক জ্বর (Typhoid Fever),—জিহ্বা শুষ্ক ও অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে; মস্তিষ্কের অত্যধিক জড়তা বশত: কোন প্রশ্ন করিয়া জাগ্রত করিলেও সে তাহার সম্বন্ধ উত্তর প্রদান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আবার মোহপ্রাপ্ত হয় (আর্ণি: অ্যাসিড-ফস্:); এইরূপ সংজ্ঞারহিত রোগীর চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত থাকে, স্থির দৃষ্টিতে গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে, এবং চতুর্দ্দিকে কেবল কার্পাস গুচ্ছ উড়িতেছে মনে করে এবং সেই সকল ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে; শয্যা খুঁটিতে এবং বিড়্বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে বা সময়ে সময়ে দুইচার ঘণ্টা যাবৎ নিস্তব্ধ হইয়া থাকে; দন্ত সকল লেপাম্বিত, নিম্ন হনু বিযুক্ত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে (ওপী:), মলমূত্রাদি অসাড়ে নির্গত এবং হস্তপদাদির বন্ধনী সকল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে (বেল্: অ্যাগার: হ্যাস: ষ্ট্র্যামোন্:)। নাড়ী দ্রুত, পুষ্ট এবং অনমনীয়। মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও শীতল হস্তসহ সমগ্র দেহে শীতবোধ। নিদ্রিতাবস্থায় অবসাদক স্বেদোদ্গম (সিঙ্কো: মার্ক: কার্ব্বো-অ্যান্:)।

বৃদ্ধি।—রাত্রিকালে, রজোস্রাবকালে, মানসিক আবেগ উত্তেজনায়, চরিত্রে অবিশ্বাস এবং অপ্রতিদত্ত প্রণয় বশতঃ এবং শয়িতাবস্থায়, শীতল বায়ু সংস্পর্শে ; আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে।

উপশম।—উঠিয়া বসিলে।

সম্বন্ধ।—বেল্: ষ্ট্র্যামোন্. এবং ভেরেট· ইহার সহিত তুলনীয়। কামোদ্দীপনাধিকারে হায়োসায়ামাস দ্বারা ফল না পাইলে ফস্‌ফোরাস প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। সুরাপায়ীদিগের কক্কাসে নক্স-ভম্: ও ওপীয়াম্: ইহার সদৃশ।

দোষঘ্ন।—অ্যাসিড-সাইট্রিক্. বেল্: চায়না· ষ্ট্র্যামোনিয়াম্:।

তুলনীয়।—প্রসবান্তিক স্রাবরোধ (নক্স. সিকেলি: পল্স:), বাচালতা (ষ্ট্র্যামো: ল্যাকে: ওপী:) ; তরল দ্রব্য গিলিতে কষ্ট (হাইড্রোসো বেলা: কফি: ফস: ইত্যাদি), আক্ষেপ (সিনা:) ; কাসি (ড্রোসে:) ; ঈর্ষা (এপিস্: ইগ্নে·) ; উন্মাদ (ষ্ট্র্যামো:), ভূতদেখা (প্লাটী: ক্যালি-ব্রোম:) ; হিক্কা (ইগ্নে) ; ক্রোধ (ষ্ট্যাফি:) ইত্যাদি।

শক্তি।—নিম্নক্রম হইতে উচ্চতর ও উচ্চতম ক্রম ব্যবহার হইতে পারে। মানসিক পীড়ায় উচ্চতম ক্রম প্রযুজ্য।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৬ হইতে ১৪ দিন।

হাইপিরিকাম্ পার্ফোলীয়েটাম্

(HYPERICUM PERFOLIATUM).

নামান্তর।—সেণ্ট জন্‌স্ ওয়ার্ট।

প্রস্তুতি।—সমগ্র তাজা গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—প্রসবান্তিক বেদনা ; হাঁপানি ; দংশন ; স্তনের পীড়া ; মস্তিষ্ক সংঘাত ; আঘাত প্রাপ্তি ও কালশিরা পড়া ; অস্থি-ভগ্ন ; কড়া ; কটী ও নিম্ন কটীশূল ; অতিসার ; বন্দুকের গুলির আঘাত ; অর্শ ; শিরঃ-পীড়া ; জলাতঙ্ক রোগ ; অতিশয় চেতন্য বা স্পর্শানুভব ; ধ্বজভঙ্গ , প্রসব বেদনার আধিক্য জনিত মন্দ ফল ; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ ; মানসিক পীড়া ; স্নায়ুশূল , অস্ত্রোপচার ক্রিয়ার মন্দফল ; আঙ্গুলহাড়া ; পক্ষাঘাত ; বাত, গৃধ্রসী ; মেরুদণ্ডের উত্তেজনা ; গ্রীবাস্তম্ভ ; ধনুষ্টঙ্কার ; হুপকাস ; সদ্যক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল ; (১) অঙ্গুল্যাদির অগ্রভাগ রূপ স্পর্শজ্ঞাপক স্নায়ুময় অংশের আঘাত জনিত পীড়াদি ; (২) পদতল, করতল, বা অঙ্গুল্যাগ্রে লৌহকীলক, পীন্ বা কণ্টক-বেধজনিত ধনুষ্টঙ্কার বা হনুস্তম্ভ হইবার উপক্রম ; (৩) মেরুদণ্ডে অর্থাৎ বা উচ্চস্থান

হইতে বসিয়া পড়ায় মেরুদণ্ডের নিম্নতম অংশের বেদনা, (৪) বাধক, বিলম্বিতার্ত্তব এবং জরায়ু প্রদেশে দৃঢ়াবদ্ধভাব, যেন একটা বন্ধনী দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে; (৫) প্রদরাধিকারে বিলম্বে ঋতু আবির্ভাব, হৃদ্স্পন্দন, কটিদেশে এবং তলপেটে অত্যন্ত ভারবোধ, বালিকাদিগের কষায়-গুণবিশিষ্ট-ত্বকক্ষয়কারক এবং দুগ্ধবৎ প্রদরস্রাব।

লক্ষণাবলী।

মন।—লিখিবার সময় পুনঃ পুনঃ ভ্রম হয়, বর্ণ ছাড়িয়া যায়, কি বলিতে যাইতেছিল ভুলিয়া যায়। রাত্রি ৪টার পর নিদ্রাবস্থায় অসম্বদ্ধ বকিতে থাকে, বিকার, গান করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে থাকে এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে। ভীতি-প্রাপ্তি-জনিত পীড়াদি (ওপী. হায়ো)। প্রবল ও অপ্রত্যাশিত শোক জনিত পীড়াদি।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—রোগীর বোধ হয় যেন তাহার মস্তক হঠাৎ লম্বা হইয়া গেল,—তৎসহ রাত্রে প্রস্রাব বেগ। শিরোবেদনা,—চিৎ হইয়া পতন জন্য শিরোপশ্চাতে আঘাতনিত,—বোধ হয় .যেন তাহাকে শূন্যে উঠাইতেছে এবং পাছে অত উচ্চ হইতে পতিত হয় এই জন্য ভীত হইয়া থাকে। রাত্রিতে মূদ্ধাদেশে ঝিঁঝিঁ শব্দ (ন্যাট-সল্‌ফ),—ললাট বোধ হয় যেন একটী হিমবৎ শীতল হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হইল। মূর্দ্ধাদেশে দপদপানি—আবদ্ধ গৃহমধ্যে বৃদ্ধি। মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক অবসাদ সহ বিমর্ষ চিত্ত। মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহে (Meningitis) মস্তক অবনত করিলে যন্ত্রনার উপশম হয়।

মুখবিবর ও গলমধ্য।—মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত বিশুষ্ক। বাম গণ্ডাস্থি মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা। জিহ্বা,—শ্বেত বা সমল পীতবর্ণ লেপান্বিত। মুখমধ্যে—জলবৎ বা রক্তের ন্যায় আস্বাদন উপলব্ধি। মুখমধ্যে উত্তাপবোধ সহকারে তৃষ্ণা। গলমধ্যে বোধ হয় যেন একটা কীট নড়িতেছে (পল্‌সে স্পাইজি)।

পাকস্থলী।—উষ্ণ পানীয় পানাকাঙ্ক্ষা (ব্রাই: ক্যাষ্টেন্ ভেস্কা ল্যাক্ ক্যান্ লাই:), আঘাতজনিত-মস্তিষ্কাবরণী-প্রদাহাধিকারে। সুরাপানে অত্যধিক আসক্তি (ইথীউ: ব্রাই ক্যাল্‌কে সাইকীউ. হিপ ল্যাকে মেজের ফস্ সিপী. স্পাইজি)। প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ক্ষুধাতিশয্য। পাকস্থলী মধ্যে যেন একটা গুল্ম রহিয়াছে (লোবেল মিডহৃন্ অ্যাবায়েজ-নাই ব্রাই:)। উদর আধ্মানবায়ুতে স্ফীত, মলত্যাগান্তে উপশম। উদরচ্ছেদ (Laparotomy) জনিত পীড়াদি।

মলান্ত্র ও মল।—গাত্রকণ্ডু উদ্গম সহ গ্রীষ্মাতিসার। উদরাময়,—রোগী প্রাতে শয্যা হইতে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া পায়খানাভিমুখে ধাবিত হয় (সল্‌ফ)। মলকাঠিন্য,—ভয়ানক কুন্থন সহ একটী ক্ষুদ্র কঠিন গুটিলামাত্র নির্গত হয়, বিবমিষা। মলান্ত্রমধ্যে (in Rectum) শুষ্কতা, বোধ হয়, জ্বালা ও পিটপিট করে। অর্শ,—অত্যন্ত বেদনান্বিত, অত্যধিক শোণিতস্রাবশীল এবং স্পর্শাসহ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাধকাধিকারে—ঋতু অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ পায় এবং বোধ

যেন জরায়ু একটী বন্ধনী দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে। প্রদর,—বিলম্বিতার্ত্তব, হৃদ্‌স্পন্দন, কটিদেশে ও তলপেটে অত্যধিক ভারবোধ সহযোগে,—বালিকাদিগের প্রদর, স্রাব দুগ্ধবৎ এবং ত্বকক্ষয়কারক। যন্ত্রাদি সাহায্যে প্রসবান্তে ভ্যাদাল বেদনা (আর্ণিকা)।

শ্বাসযন্ত্র।—হাঁপানি,—নীহারাদিপাতের সময় বৃদ্ধি, বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমান্তে উপশম। হুপকাসি,—সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত প্রকোপাধিক্য। বক্ষঃস্থলে দৃঢ়াবদ্ধভাব, বক্ষমধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা,—দেহ সঞ্চালনে উপচয়। ফুস্‌ফুস প্রদাহ—যাহাদিগের শোণিতস্রাবী অর্শ আছে। হৃদ্‌স্পন্দন সহ হৃৎপিণ্ড স্থানভ্রষ্ট হইবে এইরূপ অনুমিতি,—সন্ধ্যাকালে।

প্রত্যঙ্গাদি।—আঘাত জনিত বিদারিত ত্বক,—অত্যন্ত বেদনা ও স্পর্শাসহনীয়তা (লেডাম), পেরেক, সূচ, পীন বা কাষ্ঠফলকের উপর পদক্ষেপ জনিত আঘাত (লেডাম), ইন্দুর দংশনজনিত আঘাত প্রভৃতি জন্য ধনুষ্টঙ্কার, হনুগ্রহ বা চোয়াল আটকান হইবার উপক্রম। স্পর্শজ্ঞাপক স্নায়ুময় অংশে—যথা অঙ্গুলি, পদাঙ্গুষ্ঠ, নখতল, পদতল বা করতল আঘাত বশতঃ আক্রান্ত অংশে অসহনীয় বেদনা ও যাতনানুভূতি আঘাত বা অস্ত্রচিকিৎসা জনিত স্নায়বিক অবসাদ, অপ্রত্যাশিত প্রবল শোক বা আতঙ্ক জনিত পীড়াদি, ক্ষতোপজনন্ বা ক্ষতাদির বিগলন নিবারণ করে, নিষ্পিষ্ট অঙ্গুল্যগ্র, আঘাতাদি জনিত ধনুষ্টঙ্কার। পতন জনিত মেরুদণ্ডে বা মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে বেদনা, গ্রীবা বা বাহুর ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে অসহনীয় যন্ত্রনা বোধ হয় এবং রোগী চীৎকার করিয়া উঠে, মেরুদণ্ড অত্যন্ত স্পর্শাসহ। মস্তকে আঘাত বা সংঘর্ষণ (concussion) জনিত ধনুষ্টঙ্কার। পদাঙ্গুষ্ঠের বেদনা ও স্ফীতি এবং কড়াতে অসহনীয় বেদনা। ধনুষ্টঙ্কার (ফাইজস্‌: ক্যালী ব্রম্)।

বৃদ্ধি।—নীহারপাতকালে বদ্ধ গৃহমধ্যে ঈষন্মাত্র বায়ু সংস্পর্শে।

উপশম।—মস্তক পশ্চাদ্দিকে আনত করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আর্ণি ক্যালেণ্ডিউলা বীউটা, ষ্ট্যাফাই: সিম্ফিটাম্।

দোষঘ্ন।—আর্সেনিক (দুর্ব্বলতা নড়িলে চড়িলে বিবমিষা), ক্যামো (মুখে বেদনা)।

তুলনীয়।—নক্স (ধনুষ্টঙ্কার), অ্যাকোন ক্যামোকেডীয়া (চৈতন্যাধিক্য), (ক্ষত), ল্যাম্নো (দংশন)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে উচ্চতম ক্রম (বিশেষতঃ দীর্ঘকাল পূর্ব্বের আঘাত জনিত রোগাদিতে)।

আইবিরিস্ অ্যামেরা

(IBIRIS AMARA)

প্রস্তুতি।—বীজ হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—হাপানি, শ্বাসনলী-প্রদাহ, শোথ, হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া প্রভৃতিতে উপকারী।

উপযোগিতা ও আভাস।—মানব হৃদয়ে ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের বিবৰ্দ্ধন সম্ভূত নানাপ্রকার যন্ত্রনায় ইহা অত্যন্ত উপকারক এবং "হৃৎপিণ্ডের অস্তিত্ব বা হৃৎপিণ্ডের গতি উপলব্ধি". ধুম বা সুরাপানে এবং দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য ও হৃদ্‌স্পন্দন ইহার কতিপয় অব্যর্থ নির্ণায়ক লক্ষণ। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অতীব্র সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা, দেহ সঞ্চালন মাত্রে শ্বাসবাহিত্য ও হৃদ্‌স্পন্দন, হৃদ্‌পিণ্ডের দপদপানি উপর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে,—পাদচারণে বৃদ্ধি এবং স্থির হইয়া উপবেশন করিলে উপশম বোধ, গলমধ্যে শ্বাসরোধোপক্রম সহ হৃৎপিণ্ড মধ্যে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা, শিরোঘূর্ণন ও হস্তাঙ্গুলি মধ্যে চিন্‌চিন্ অনুভূতি ও অসাড়তা সহ হৃৎপিণ্ডের মূলদেশে অত্যন্ত যন্ত্রনা বোধ, থাকিয়া থাকিয়া সম্মুখ দিক হইতে পশ্চাৎ প্রসারী তীক্ষ্ণ ও হুলবেধবৎ বেদনা সহ হৃদ্‌প্রদেশে অত্যন্ত ভার ও চাপবোধ, হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক বিবৰ্দ্ধন প্রভৃতি কয়েকটী ইহার প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিষণ্ণ, দুঃখভাবাক্রান্ত চিত্ত পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবার আবেগ। অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাব,—বিশেষতঃ প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর, তৎসহ বুদ্ধির আবিলতা এবং স্মৃতি হ্রাস। যেন কত ভীত হইয়াছে এইরূপ ভাব প্রদর্শন করে এবং দেহ কম্পিত হইতে থাকে ভয়-চকিত ভাব ও শীতল স্বেদ-লাঞ্ছিত মুখমণ্ডল।

মস্তক।—প্রাতে শয্যা হইতে উত্থানকালে শিরোঘূর্ণন, (ন্যাট-মিউ.), পুনশ্চ শয়ন করিতে বাধ্য হয়, দণ্ডায়মান হইলে মাথা ঘোরে,—মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি হয়, শিরো-পশ্চাদংশ বোধ হয় যেন ঘুরিতেছে (পেট্রোল্‌ঃ)। গ্রীবা ও মস্তক মধ্যে পূর্ণতা ও উত্তাপানুভূতি, মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত এবং হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল। মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত ও চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম। স্থূল শিরোবেদনা এবং হৃদ্‌স্পন্দন সহকারে চক্ষুসমক্ষে চাকচিক্য দর্শন।

গলমধ্য।—গলমধ্য বোধ হয় যেন ধূলিময়। বোধ হয় যেন উভয় গলগ্রন্থিই (Tonsils) বিবৰ্দ্ধিত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ কাসিয়া গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা ত্যাগ করে,—আহারান্তে নিবৃত্তি। গলমধ্যে পূর্ণতা ও উত্তাপানুভূতি সহ শ্বাসরোধোপক্রম। হৃদ্‌স্পন্দন তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং হৃৎপিণ্ড মধ্যে ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রনা সহ কণ্ঠনালীর সঙ্কোচনানুভূতি (Constriction)।

প্লাকস্থলী।—যাহা কিছু আহার করিতেছে তাহা জীর্ণ হইতেছে না এইরূপ অনুভব সহ রুচিরাহিত্য। নিরন্তর মাদক দ্রব্যাদি পান বা আহারের স্পৃহা। আহারান্তে অম্লাক্ত বায়ু নিঃসরণ,—অম্লাক্ত উদ্গার ;—গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে উপশম বোধ হয়। যকৃৎ প্রদেশে পূর্ণতা ও ব্যথা অনুভব এবং কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট মল ত্যাগ (চেলিড়ঃ আয়োড: ইপ:)। তলপেটে বেদনা সহ পাতলা শ্বেতাভ মল ত্যাগ (ডিজি:)।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড।-সোপানারোহণে শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং হৃদ্স্পন্দন। পুনঃ পুনঃ শ্বাসগ্রহণ করিলেও আরাম বোধ হয় না। বুক্কাস্থির তলদেশে পূর্ণতা ও সাঁটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূতি ও বক্ষমধ্যে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। বক্ষমধ্যে নিরন্তর ভারবোধ ও মানসিক উদ্বেগ। হৃদ্স্পন্দন,—উদ্ভাসিত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল এবং আরক্তিম চক্ষু,—অতীব্র শিরোবেদনা এবং চক্ষু সমক্ষে বিদ্যুৎলীলা এবং মস্তক ভারবোধে, কর্ণকুজন ও তৎসহ ঈষৎ বিবমিষা,—সোপানারোহণকালে বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডের অস্তিত্ব বা গতি উপলব্ধি (পাইরোজেন: ফস্:)। পাদচারণান্তে শিরোঘূর্ণন ও গলরোধসহ হৃদ্স্পন্দন,--বাম হস্তেরঅঙ্গুল্যগ্র হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র বাম বাহু ঝিনঝিন্ করে ও অসাড় বোধ হয়, সামান্য আয়াসে হৃদ্স্পন্দন আরম্ভ হয়, হৃৎপিণ্ডের দপদপানি বা স্পন্দন বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে,—পাদচারণে বৃদ্ধি এবং স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলে উপশম হয়। পদপ্রদেশে ভার ও চাপবোধ সহ মধ্যে মধ্যে সম্মুখ দিক হইতে পশ্চাদ্দিকে তীক্ষ্ণ হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। হৃৎপিণ্ডের বিবৰ্দ্ধন (Hypertrophy), বাম পার্শ্বে শয়ন মাত্রে বোধ হয় যেন হৃদ্কোষ মধ্যে একটা সূচ লম্বাভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, এবং হৃৎপিণ্ডের প্রতি সঙ্কোচনে সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। নিরবচ্ছিন্ন বেদনা,--শয়নে বৃদ্ধি। যন্ত্রনাজনক হৃদ্স্পন্দন,--কাসিলে, হাস্য করিলে, রাত্রে, প্রাতে গাত্রোত্থান কালে, মস্তক অবনত করিলে, পাদচারণকালে, শয়ন করিলে, বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে এবং শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে বৃদ্ধি হয় ; এবং স্থির হইয়া বসিলে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে এর নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশম বোধ হইয়া থাকে। দেহ কম্পন, অবসন্নতা এবং কাতরতা বশতঃ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে চাহে।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা ও মস্তক মধ্যে পূর্ণতা ও উত্তাপানুভূতি সহ মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত এবং হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল। বাম বাহুর অঙ্গুল্যগ্র হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমস্ত বাহু ঝিন্ ঝিন্ করে ও অসাড় হইয়া আইসে, নাড়ী কম্পনশীল ও অনিয়মিত গতি ; বাম বাহুর অসাড়তা ও ঝিন্‌ঝিনির বৃদ্ধি হয়। বাম বাহুতে বেদনা, যেন সমস্ত রাত্রি ঐ বাহু চাপিয়া শয়ন করিয়াছিল। সোপানারোহণ কালে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও হৃদ্স্পন্দন। সমগ্র দেহ ব্যথান্বিত ও অবশ বোধ হয়, যেন কত ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। সমগ্র দেহে কম্পনানুভূতি (অ্যাসিড-সল্‌ফ:) বশতঃ রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। মাদক দ্রব্যাদি সেবনানুরক্তি (আর্স: ল্যাকে: মার্ক: নক্স-ভম্: পল্‌সে: সল্‌ফ:—বলবর্দ্ধক ঔষধাদি সেবনানুরাগ = কষ্টি:)।

বৃদ্ধি।—ধূম বা সুরাপানে ; প্রাতে শয্যাত্যাগের সময় ; ঈষন্মাত্র আয়াসে বা দেহ

সঞ্চালনে ; কাসিলে বা হাস্য করিলে , মস্তক অবনত করিলে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে , পাদচারণ কালে।

উপশম।—স্থির হইয়া বসিলে , সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে ।

সম্বন্ধ।—সদৃশ বা তুলনীয়—অ্যামিগডেলা-অ্যামে বেল্: ক্যাক্ট: ক্র্যাটিগ: ডাজ ষ্ট্রোফ্যান্ স্পাইজি: ফেজীয়োল্ ক্যালী-কার ।

শক্তি।—১ম দশমিক ক্রম (ইহার মূল আরকই ১ম দশমিকের সমতুল্য)।

ইক্টোডিস ফিটীডা

(ICTODES FŒTIDA).

নামান্তর।—পোথস্ ফিটীডাস ।

প্রস্তুতি।—মূলসহ সমগ্র গাছড়া হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হাঁপানি , সর্দ্দি কাসি , শোথ, মূর্চ্ছা , বাত প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে ।

উপযোগিতা ও আভাস।—হাঁপ্‌কাসি রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে —বিশেষতঃ যখন বায়ুনলী মধ্যে ধূলিকণা প্রবিষ্ট হইলে হাঁপানীর বৃদ্ধি সংঘটিত হয় । স্থান পরিবর্ত্তনশীল ও আক্ষেপিক বেদনা উদর অধ্মান বায়ুতে স্ফীত ও অনমনীয় , জিহ্বা-মূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বর হইতে কণ্ঠনালীর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত , গলগ্রন্থির বিবৰ্দ্ধন , নাসিকা স্ফীত ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি এবং আক্ষেপিক কাসি ও দদ্রুবৎ নানাবিধ চর্ম্মরোগে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মলত্যাগান্তে হাপানী বা শ্বাসকৃচ্ছ্রের উপশম ইহার একটী প্রকৃতিগত লক্ষণ ।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত খিট্‌খিটে , অবিমৃষ্যকারী , প্রতিবাদ করিতে অত্যন্ত পটু , সর্ব্বদা অন্যমনস্ক এবং সকল বিষয়ে অমনোযোগী ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—তিমিরদৃষ্টি সংযুক্ত (অ্যানাক্: ফেরাম্ , ল্যাক্টাউ: মার্ক: ভেরেট: ক্যালী কার্ব)। শিরোবেদনা,—এক এক সময় এক এক স্থানে বেদনা প্রকাশ হয় এবং কিয়ৎকাল পরে অন্য স্থানে সরিয়া যায় , কখন দক্ষিণ, কখন বাম রগে বেদনাতিশয্য বোধ হইয়া থাকে এবং ধমনী মধ্যে দপ্ দপ্ করে ।

নাসিকা ও মুখমণ্ডলাদি।—নাসিকার সমস্ত অস্থিময় অংশ স্ফীত এবং

ফিকে লালবর্ণ ; স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথাবোধ হয়,—বামপার্শ্বে ব্যথাধিক্য ; গণ্ডস্থলে লাল বিন্দু ও বাম গণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগুটী সকল উদ্গত হয়। তালু, জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় এবং অন্ননালী হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ ব্যথান্বিত,—প্রবল ক্ষুৎকার হাঁচিসহ হনুতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া থাকে। জিহ্বার অসাড়তা বশতঃ উহা দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। জিহ্বার অঙ্কুর সকল উন্নত হইয়া উঠে। জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় আরক্তিম ও ক্ষয়িতত্বক প্রতীয়মান হয়। জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বর হইতে বক্ষাভ্যন্তর পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত বোধ হয়। হাঁচিলে অন্ননালী মধ্যে ব্যথা অনুভূত হয়। ধূমপানে অনুরাগ আছে কিন্তু ভাললাগে না।

পাকস্থল্যাদি।—জোরে পাদক্ষেপ করিলে উদরোদ্ধপ্রদেশে বোধ হয় যেন কি ছিন্ন হইয়া গেল। উদর স্ফীত ও অনমনীয়। পাদচারণকালে বোধ হয় যেন অন্ত্রমণ্ডলী শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে (ইগ্নে সোরিন্. পাকস্থলী যেন ঝুলিতেছে=ইপিক্ ষ্টাফ্. ইগ্নে ইউফ্রব.)।

শ্বাসযন্ত্র।—হঠাৎ মানসিক অস্থিরতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, এবং ঘর্ম্ম উদ্গত হয় ; মলত্যাগান্তে সকল যন্ত্রণার উপশম হয়। বক্ষাভ্যন্তরে শূন্যতানুভূতি সহ পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিবার স্পৃহা (ইগ্নিয়াম্.),—গলকোষ (Fauces) এবং বক্ষস্থল যেন সাঁটিয়া ধরে। বায়ুনলীমধ্যে ধূলি প্রবিষ্ট হইলে শ্বাসকৃচ্ছ্র বা হাঁপানী উৎপন্ন হয় (আর্স্ ক্যাল্কে. হিপ্: ইপিক: সাইলি:—কোক কয়লার গুঁড়া প্রবিষ্ট হইলে বৃদ্ধি=ন্যাট্-আর্স)। আক্ষেপিক কাসিসহ গলকোষে জ্বালা (ভেরেট্র:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আর্স এবাম-ট্রাই: ইগ্নে মিফাইটীস্: ক্যাপস: ভেরেট:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম। ৩য় দশমিক সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য।

ইগ্নেশীয়া আমেরা

(IGNATIA AMARA).

নামান্তর।—সেণ্ট ইগ্নেসিয়া বিন্।

প্রস্তুতি।—ইহার বীজ হইতে মূল আরক এবং বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত পীড়ায় ফলপ্রদ ;—নিম্নোদরের স্ফীতি ; শোক বা ক্রোধের মন্দফল ; মলদ্বারের পীড়া ; ক্ষুধাবিকৃতি ; নিস্পন্দ ভাব ; তাণ্ডব ; আক্ষেপ ; ধনুষ্টংকার ; দুর্ব্বলতা ; অবসাদ ; দন্তোদ্গম, উপঝিল্লী-প্রদাহ ; বাধক ; মৃগী ; মূর্চ্ছা বায়ু বা হিষ্টিরিয়া ; মূর্চ্ছা ; ভয়ের মন্দফল ; আধ্মান বায়ুর অবরোধ ; গ্রন্থিবিবৃদ্ধি ; অর্শ ;

মাথাব্যথা ; হৃৎপিণ্ডের পীড়া ; হিক্কা ; সবিরাম জ্বর , গতিশক্তির দুর্ব্বলতা ; বি ববায়ু ; অসাড়তা ; অন্ননলীয় পীড়া ; পক্ষাঘাত ; চক্ষুরোগ ; মলদ্বার বাহির হওয়া ; আমবাতিক জ্বর ; গৃধ্রসী বা ঝিনঝিনে বাত ; চৈতন্যাধিক্য , নিদ্রার ব্যাঘাত , মেরুমজ্জার উত্তেজনা ; বেগ বা কোঁথানি ; গলক্ষত , দন্তশূল , কম্পন . মূত্রের বিকৃতি ; স্বরভঙ্গ ; জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—রোগিণী নিস্তব্ধ ভাবে স্বীয় দুঃখ বহন করে ; হঠাৎ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে বা রোদন করে। দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্ত। উদবোদ্ধ প্রদেশে শূন্যতানুভূতি সহ অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হয়। ধূমপান করিলে, নস্য গ্রহণ করিলে বা ধূমপানকারীর নিকটে বসিলে শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়। জ্বরাধিকারে শীতাবস্থায় তৃষ্ণা এবং বাহ্যিক উত্তাপে আরাম বোধ , উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণারাহিত্য এবং উত্তাপ বা আচ্ছাদন অসহনীয় বোধ , শীতাবস্থায় মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে। শিশু শাসিত হইবার অব্যবহিত পরে নিদ্রিত হইলে ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হয়। শিরোবেদনায় বোধ যেন শঙ্খ-দেশে বা রগে লৌহকীলক বিদ্ধ হইতেছে , মস্তকের আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে বেদনার উপশম বোধ হয় . সাধারণতঃ অতি বিনম্র ও কোমল স্বভাব, কিন্তু সামান্য অসন্তোষের কারণ হইলে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে দীর্ঘকাল শোকভোগ বশতঃ দেহ ও মন জর্জ্জরিত, ক্রোধ, শোক বা অপ্রতিদত্ত-প্রণয় জনিত মানসিক পীড়াদি। নির্জ্জনে বসিয়া কাল্পনিক বিষয় লইয়া দুশ্চিন্তা নিরত হয় অথচ কাহাকেও কোন কথা বলে না , অত্যন্ত অভিমানী। সদসৎ জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর , অস্থিরমতি, অধীর, অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং বিবাদপ্রিয় স্বভাব , আহার কালে মুখমণ্ডলের একটী ক্ষুদ্র অংশ স্বেদলাঞ্ছিত হইয়া থাকে , বেদনাদি সহ্য করিতে পারে না শকটাদি যানারোহণ জনিত মল কাঠিন্য, মলদ্বার চ্যুতি বা ভ্রংশ—কোমল মল নির্গমনকালে বৃদ্ধি ; অর্শ,—প্রতিবার মলত্যাগ কালে বলি বহির্গত হইয়া পড়ে এবং অঙ্গুলিদ্বারা পুনঃপ্রবিষ্ট করিতে হয়,—মলান্ত্রমধ্য দিয়া তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা উদ্ধাভিমুখে ধাবিত হয়,—মলত্যাগের বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত ঐরূপ বেদনা অনুভূত হয় , নিদ্রাভিভূত হইবার সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল একে একে চমকাইয়া উঠিতে থাকে। বেদনাদি প্রতিবার ঠিক এক সময়ে আবির্ভূত হয় —প্রভৃতি কয়েকটী ইগ্নেশীয়ার প্রধান ও অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। ডাং অ্যালেন লিখিয়াছেন ; স্নায়বীয় ধাতু সম্পন্ন, অভিমানী, উত্তেজনাপ্রবণ, ঘন কৃষ্ণকেশ ও ঘোরবর্ণ, কোমল স্বভাব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যক্তি ইহার অত্যুপযোগী ক্ষেত্র। ইহার লক্ষণমালা পর্য্যালোচনা করিলে, দেখা যায় যে তাহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ ও অন্যান্য অবস্থা সকল অতি আশ্চর্য্যজনক বৈপরীত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, যথা—অত্যন্ত শোকবশতঃ বিকট হাস্য, ক্লীবত্ব সহ রমণে স্পৃহাধিক্য, বিশ্রামকালে মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হইয়া যায় জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণা উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা রাহিত্য পাদচারণ করিতে করিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেই কাসি আইসে, রোগী যত কাসে তত অধিক কাসির উদ্রেক হয় ; পাকাশয়ের শূন্যতানুভূতি আহার করিলে দূর হয় না ; গলক্ষত রোগে কোন কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে বেদনার উপশম বোধ হয় ; কর্ণমধ্যে ভোঁভোঁ শব্দ সঙ্গীত শ্রবণে উপশমিত হয় এবং অর্শ রোগাধিকারে পাদচারণকালে অর্শের উপশম ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—মনোবৃত্তি সকল অতি দ্রুত বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—রোদন করিতে করিতে বিকট হাস্য করিয়া উঠে; এই হাস্য পরিহাস করিতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ রোদন করিতে আরম্ভ করিল (কফী: ক্রোক্: নক্স মস্:); দীর্ঘকাল শোক ভোগ বশতঃ দেহ ও মন জর্জ্জরিত; অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস উঠে (ল্যাকে:), তৎসহ উদরোদ্ধপ্রদেশে শূন্যতানুভূতি আহার করিলেও এই শূন্যভাবের নিবৃত্তি হয় না (হাইড্র্যাষ্ট: সিপী:)। ক্রোধ, শোক, বা অপ্রতিদত্ত-প্রণয়-জনিত মানসিক পীড়াদি (ক্যাল্কে-ফস্: হায়ো:); দুঃখ কল্পনা করিয়া নির্জ্জনে চিন্তামগ্ন হয়। অন্তর্নিহিত দৃষ্টি (ইণ্ডিগো); সদা একাকী থাকিতে ভালবাসে। অত্যন্ত অভিমানী, সদসৎ জ্ঞান অতিশয় প্রখর। অস্থিরমতি, অধীর, অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কলহপ্রিয় স্বভাব। যখন ভাল থাকে তখন অতি কোমল অমায়িক স্বভাব, কিন্তু সামান্য অসন্তোষের কারণ হইলে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহার কার্য্যে কেহ প্রদশন করিলে বা তাহার কথায় প্রতিবাদ করিলে আর রক্ষা নাই,—রোগী ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠে। শিশু শাসিত বা তিরস্কৃত হইবার অনতিপরেই নিদ্রিত হইলে চমকাইয়া উঠিতে থাকে,—এমন কি ধনুষ্টঙ্কার পর্য্যন্ত হইতে পারে। অশুভ সংবাদ, হৃদয়রুদ্ধ ক্রোধ বা অসন্তোষ, অপ্রকাশিত মর্ম্মপীড়া বা লজ্জা (ষ্ট্যাফাই:) প্রভৃতি সম্ভূত স্বাস্থ্যহানি। গোলমাল সহ্য করিতে পারে না। রাত্রিতে চৌরভীতি।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—চক্ষু সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িতেছে বোধ হয় (ক্যাম্ফো)। নাসামূলে চাপবৎর উপরিভাগে শিরোবেদনা সহ বমনোদ্রেক। ললাটদেশে ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে শূলবেধবৎ বেদনা (ক্যালী-অ্যাম্বোড ম্যাগ ফস্ গসিপী)। মূর্দ্ধা ও ললাটদেশে সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখে, মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে এবং রোগী রোদনপরায়নতা প্রদর্শন করে। শিরোবেদনার বৃদ্ধি=কফী, সুরা ও ধুমপানে (ধূমপানে উপশম=ডায়া:) ধুম গন্ধে, নস্য গ্রহণে, শব্দে, তীব্র গন্ধে, অধ্যয়ন করিলে ও লিখিলে; রৌদ্রে এবং চক্ষু সঞ্চালনে; পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম। শিরোবেদনা,—যেন কেহ, মস্তিষ্ক মধ্যে শঙ্খদেশে বাহিরে লৌহকীলক প্রবিষ্ট করিতেছে,—আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে উপশম (কফী: নক্স থুযা) বোধ হয়। মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশে ললাটে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকরণবৎ বেদনা—শয়নান্তে উপশম। ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপের সময় মস্তক পশ্চাদিকে হেলিয়া পড়ে,—উত্তাপে উপশম। কেশ উঠিয়া যায়।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে কর্কর করে (কার্ব্বো-ভে: কষ্টি: ইউফ্রে:) ও চাপ বোধ হয়,—যেন তন্মধ্যে ধুলিকণা পতিত হইয়াছে। চক্ষু আরক্তিম। দিবাভাগে চক্ষু হইতে কষায় অশ্রুস্রাব (ইউফ্রে:) এবং রাত্রিকালে চক্ষু জুড়িয়া যায় (ইউফ্রে: গ্র্যাফ: হিপ: পল্সে:)। চক্ষু ও অক্ষিপুট স্পন্দিত হইতে থাকে (বেল্: ককীউ: কীউপ্রাম; হায়ো: বার্বা: ল্যাকে:)। তারকা প্রসারিত ও দৃষ্টি স্থির (ইথীউ: বেল: হায়ো: ল্যাকে: লরো: ওপী: সিকেলি: ষ্ট্রামোন:)। দৃষ্টির আবিলতা—যেন চতুর্দ্দিক তিমিরাচ্ছন্ন (বেল: ক্যাল্কে: সাইক্লে: মার্ক: প্লাম্—চক্ষু মর্দ্দন করিলে ঐরূপ

ভাব অপসারিত হয়=ক্রোক্: পল্‌সে)। শিরোবেদনা সহ দৃষ্টি সমক্ষে বিদ্যুদ্বিভ্রম (ন্যাট-মিউ) এবং নক্ষত্র দর্শন (বেল্ ন্যাট-মিউ ক্যাম্ফোর ক্রোক্ নক্স-ভম, স্পাইজি: ষ্ট্যাফি)। উজ্জ্বল আলোক বা রৌদ্র অসহনীয়।

কর্ণ।—কর্ণমূলগ্রন্থির স্ফীতি ও কর্ণমধ্যে অত্যন্ত তীব্র বেদনা। মানব কণ্ঠস্বর ব্যতীত আর কোন শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পায় না (মানব কণ্ঠস্বর সহজে শুনিতে পায় না—ফস্: সাইলি সল্ফ:)। কর্ণমধ্যে প্রবল বায়ু প্রবাহধ্বনি কিম্বা সোঁ সোঁ শব্দ। কর্ণ মধ্যে কণ্ডুয়ন।

মুখমণ্ডল।—মুখের পেশী সকল স্পন্দিত বা আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে (অ্যাগার্. অ্যাণ্ট-টার্ট সাইকীউ: ষ্ট্র্যামো)। মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে ম্লান ও আরক্তিম প্রতীয়মান হয় (অ্যাকো: ক্যামো সিনা ম্যাগ-কার্ব ওপী. পল্‌সে)। এক গণ্ড ও কর্ণ আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত বোধ হয়। মুখমণ্ডল কর্দ্দমবর্ণ চক্ষু ও গণ্ড কোটরপ্রবিষ্ট এবং চক্ষুদ্বয় নীলিমা বেষ্টিত। ওষ্ঠ সংযোগস্থল স্পন্দিত হয় (ওপী)। হনুদ্বয় হঠাৎ পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া যায় (সাইকীউ: হায়ো. লরো: নক্স. ইগ্ন্যাস্থি)। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, বিদারিত ত্বক ও শোণিতাক্ত। গ্রীবা সঞ্চালনকালে হনুতলস্থ গ্রন্থিমধ্যে বেদনা বোধ হয়।

মুখবিবর।—সম্মুখস্থ দন্তে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা,—কফি বা ধূমপানান্তে বৃদ্ধি। দন্তশূল,—পেষণ-দন্ত সকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল এইরূপ বেদনা—আহার শেষ হইবার সময় ও আহারান্তে, সন্ধ্যাকালে, শয়নান্তে বা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বা ভোজনদ্বয় ব্যবধান কালে বৰ্দ্ধিত বোধ হয়। দন্তোদ্গমকালে শিশুর নানা প্রকার পীড়া হয়—ধনুষ্টঙ্কার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মুখমধ্যে অতিরিক্ত লালা সঞ্চিত হয়, ধনুষ্টঙ্কারে বা অপস্মারাদি রোগে মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয় (হথীউ অ্যাগার্. বেল্ ক্যাম্ফো: ক্যামো সাইকীউ ককীউ হায়ো লরো ষ্ট্র্যামো ভেরেট্)। কথা কহিবার বা চর্ব্বণ করিবার সময় গণ্ডস্থলের অভ্যন্তরাংশ (কষ্টি:) বা জিহ্বা (অ্যা-নাই.) দংশন করে। জিহ্বা আর্দ্র এবং শ্বেত লেপান্বিত। মুখে অম্ল স্বাদ [অ্যা-নাই: নক্স্. সিপী.]।

গলমধ্য।—গলক্ষত,—যখন কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করে না সেই সময় বোধ হয় যেন গলমধ্যে কি একটা আবদ্ধ হইয়া আছে (ক্যামো: নক্স্)। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে গলমধ্যে সূক্ষ্ম শলাকা বা সূচীবেধবৎ অনুভব, কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময় উপশম বোধ হয়। গলমধ্য হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা (হিপ্:)। পানীয় আদি তরল পদার্থ গলাধঃকরণকালে আটকাইয়া যায়,—কঠিন দ্রব্যাদি সহজে গিলিতে পারে।

পাকস্থলী।—মুখে চাখড়ির স্বাদ অনুভব (নক্স্-মস্.)। খাদ্যাদির কোন স্বাদ পায় না। উষ্ণ দ্রব্যাদি, দুগ্ধ, মাংস, ও তাম্রকূটে অরুচি। উদ্গারের সহিত গলমধ্যে তিক্ত রস উত্থিত হয় (ব্রাই নক্স্; পল্‌সে—অম্লাক্ত উদ্গার (অ্যাসিড্ নাই ফস্: অ্যাসিড্-সল্ফ রোবিনীয়া:),—মিষ্ট রস উত্থিত হয়=মার্ক: প্লাম্)। হিক্কা,—পান বা আহারান্তে এবং ধূমপানজনিত [স্যাঙ্গিউইন্:]। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে অবসন্নতা ও শূন্যতা অনুভূতি,—আহারান্তেও

অপসাবিত হয় না (অ্যাসিড্ মিউ: সিপী:—পাকস্থলী মধ্যে শূন্যতা বোধ হয়—স্যাঙ্গিউ সাসা)। পাকস্থলী মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বেদনাবিভাব। পাকাশয় মধ্যে সূক্ষ্ম সূচীবেধবৎ বেদনা (হ্রাস্)। ভুক্ত দ্রব্যাদি সহজে পরিপাক হয় না। আহারান্তে উদর ব্যথান্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠে (দুই এক গ্রাস আহার করিতে না করিতে উদর পরিপূর্ণ বোধ হয়=চায়না লাই: নক্স্ ফস্ সল্ফ)। সন্ধ্যাকালে ক্ষুধার্ত্ততা বশতঃ রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। নির্দ্দিষ্টকাল ব্যবধানান্তর পেটে ব্যথা ধরিয়া রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায় এবং আক্রান্ত অংশ টিপিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। রাত্রে উদর শূন্য বোধ বশতঃ নিদ্রা হয় না (লাই)।

অন্ত্রাশয়।—প্লীহা প্রদেশে স্ফীত ও অনমনীয় বোধ হয়। উদরমধ্যে দপ্দপানি (অ্যালো স্যাঙ্গিউই)। অন্ত্র মধ্যে হুড়্হুড়্ গুড়্গুড়্ শব্দ। উদরাধ্মান জনিত অন্ত্রশূল,—বিশেষতঃ রাত্রে বৃদ্ধি।

মলান্ত্র ও মল।—মলত্যাগকৃচ্ছ্র, ও মলদ্বার বাহির হয়। একটু বেগ দিলেই, বা মস্তক অবনত করিলে কিম্বা কোন ভারীদ্রব্য উত্তোলন করিলে মলনলী বহির্ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে (অ্যাসিড্-নাই পডো রীউটা, বিশেষতঃ কোমল মলত্যাগ কালে। অর্শ—প্রতিবার মলত্যাগ কালে বলি বহির্ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং অঙ্গুল্যাদির সাহায্যে পুনঃ প্রবিষ্ট করিতে হয়, মলান্ত্র হইতে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা উর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয় অ্যাসিড্-নাই),—মলত্যাগের পর বহুক্ষণ যাবৎ বেদনা সমভাবে অনুভূত হইয়া থাকে (ব্যাটান সল্ফ:)। মলকাঠিন্য,—শকটাদি যানারোহণ জনিত, অন্ত্রাদির নিষ্ক্রিয়তা সম্ভূত, বাহ্যের অত্যন্ত বেগ হয়,—উদরের উর্দ্ধাংশে অধিক বেগ অনুভূত হয় (ভেরেট্),—মলত্যাগকালে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী পায়খানায় যাইতে ভীত হয়। মলান্ত্রমধ্যে সূত্রকৃমির অস্বস্থ্যানুভূতি,—সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে অত্যধিক কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয় (ইণ্ডিগো টিউক্রি ব্যা্কে সিনা)। শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে উদরাময় জনিত উত্তেজনা, মস্তিষ্কমধ্যে প্রতিক্ষিপ্ত হওয়া, মুখমণ্ডল হঠাৎ ফ্যাকাশে হইয়া যায়, বিকার আবির্ভূত হয়, মাথা দোলাইতে থাকে, কোন দ্রব্য সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে না, এবং চক্ষু ও অক্ষিপুট স্পন্দিত হইতে থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অতি অকালে ঋতু প্রকাশ হয়,—প্রতি দশ বা পঞ্চদশ দিবসান্তর স্রাব,—কালবর্ণ, ঘনীভূত চাপ চাপ এবং পূতিগন্ধময় [অ্যামন্-কার্ব ক্রোক্ সাইক্লে: প্ল্যাট্], আর্ত্তবস্রাবকালে শিরোমধ্যে ভার, উত্তাপ ও বেদনা বোধ, আলোককাতরতা, শূলবৎ ও সঙ্কোচনবৎ (ক্যামো ককীউ নক্স) বেদনা, মানসিক উদ্বেগ, হৃদ্স্পন্দন এবং অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ,—এমন কি মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইবার উপক্রম হয়। শ্বাসরোধোপক্রম সহ জরায়ুমধ্যে খিলধরার ন্যায় ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—টিপিলে ও চিৎ হইয়া শয়ন করিলে বেদনার উপশম বোধ হয়। প্রদর,—স্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জরায়ুমধ্যে সঙ্কোচনবৎ বেদনা, পূযবৎ ও ত্বকক্ষয়কারক স্রাব (ক্রিয়ো)।

শ্বাসযন্ত্র।—রোগী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারে না। গলমধ্যে যেন গন্ধকের ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে (আর্স. সিঙ্কো) এইরূপ অনুভূতি বশতঃ বায়ুনলীমুখের সঙ্কোচন ও পুনঃ

পুনঃ কাসি। তরল সর্দ্দি নির্গলন সহ দিবারাত্র শুষ্ক আক্ষেপজনক বা দেহ আলোড়ক কাসি; প্রাতে উদরোর্দ্ধপ্রদেশে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি,—সন্ধ্যাকালে বহুকালের পুরাতন শ্লেষ্মার ন্যায় গন্ধ ও স্বাদ বিশিষ্ট গয়ার নির্গত হয় (সল্ফ্ঃ)। রোগী বায়ুনলীমধ্যে কণ্ডুয়ন বশতঃ যত কাসে, ঐ কণ্ডুয়ন ও কাসি তত বৃদ্ধি হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বক্ষঃস্থলে চাপবোধ ও অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ,—যেন বক্ষোপরে একখণ্ড গুরুভার প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে। পাদচারণকালে শ্বাসাল্পতা এবং পাদচারণ করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইলেই কাসির উদ্রেক হয়। দৌড়াইতে গেলে শ্বাসরোধোপক্রম অনুভূতি। বাম বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ফস্ঃ দক্ষিণ বক্ষে= বেল্ঃ)। হৃৎপিণ্ডমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা ও স্পন্দন [ডিজিঃ স্পাইঃ]। অন্ত্রশূলাধিকারে বক্ষ ও পঞ্জর মধ্যে আধ্মান বায়ু জনিত তীব্র শূলবেধবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠ আড়ষ্ট বোধ। গ্রীবাগ্রন্থি সকল ব্যথাযুক্ত বোধ; গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসকল স্ফীত হইয়া নিরন্তর গুটিকার ন্যায় প্রতীয়মান হয় (আয়োডঃ কোণাঃ ল্যাপিসঃ)। প্রাতে পৃষ্ঠোপরে চিৎ হইয়া শয়ন কালে নিতম্ব মধ্যে বেদনা; নিতম্বদেশে প্রচণ্ড বেদনা,—যেন মুচড়াইতেছে। শ্রোণিদেশ বা পাছা হইতে উরু পর্য্যন্ত যেন অস্ত্রাঘাত করিতেছে ইত্যাকার বেদনা। কটিস্নায়ুশূল বা গৃধ্রসী (Sciatica)—বেদনা, অস্ত্রাঘাত, বিদারণ বা স্ফাটনবৎ এবং দপদপকারী;—শীতকালে বৃদ্ধি.—গ্রীষ্মকালে উপশম,—ইহার সহিত তৃষ্ণারাহিত্য সহ উত্তাপাবির্ভাব বর্ত্তমান থাকে—বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে; আক্রান্ত অঙ্গ স্ফীত ও উরুদেশ গুটিকাময় বোধ হয়,—বোধ হয়,—রোগিণীর উঠিতে বা শয়ন করিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়;—বিশেষতঃ বামাঙ্গে অধিক অনুভূত হয়। বাহু সঞ্চালন কালে স্কন্ধদেশ যেন সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়াছে এইরূপ বেদনা (ব্রাইঃ রাউটাঃ)। বাহুর ত্রিকোণ পেশী এবং বাহু ও অঙ্গুলি সকল থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠে। করতলে ও অঙ্গুলিতে উষ্ণ স্বেদ উদ্গত হয়। গাত্রোত্থানকালে জানু ও গুল্ফ সন্ধি আড়ষ্ট বোধ হয়। জানু সঞ্চালনকালে মটমট শব্দ হয় [আর্সঃ ক্যাল্কেঃ কষ্ট—দেহস্থিত সন্ধিমাত্রেই মটমট করে ক্যাপ্সঃ লিডাম; হ্রাস]। পাদচারণ কালে পদদ্বয় ও নিম্নপদ ভার বোধ এবং ডিমা যেন সাটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভব। গুল্ফদ্বয় রাত্রিতে জ্বালা করে কিন্তু পরস্পর স্পৃষ্ট হইলে শীতল বোধ হয়। বাহুর চর্ম্মতলে যেন একটি জীব বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভূতি [ক্রোকাসঃ]।

সার্ব্বাঙ্গিক।—নিদ্রা আসিবার সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সকল একে একে বা সমগ্র দেহ চমকাইয়া আনর্ত্তিত হয় (ক্যালকেঃ বেলঃ হায়োঃ ষ্ট্র্যামোনঃ)। দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অংশে বেদনার আবির্ভাব হয় (সোড্রন)। মৃগীর মত আক্ষেপ, মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয়, পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন, চক্ষুর্দ্বয় আক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় গুটাইয়া যায়, এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম বা কখনও আরক্তিম এবং কখনও ফ্যাকাশে প্রতীয়মান হয়। ধনুষ্টঙ্কারাদির সময় রোগী কখনও উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে আবার পরমুহূর্ত্তেই হয়ত রোদন করিতে আরম্ভ করে (সাইকীউ-ভাইরোঃ)। লক্ষণাদি প্রায় আহারের অনতিপরে, সন্ধ্যাকালে শয়নের পর, কিম্বা প্রাতে গাত্রোত্থানান্ত আবির্ভূত হয়। কফি, ধূম ও সুরাদি পান করিলে বা

শব্দে বৃদ্ধি হয় এবং চিৎ হইয়া শুইলে বা আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে এবং দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে উপবেশন এবং উপবিষ্ট অবস্থা হইতে দণ্ডায়মান বা শয়ন প্রভৃতি দেহের অবস্থা পরিবর্তন করিলে লক্ষণাদির উপশম হয় (হাস)। বেদনা বশতঃ রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। শোক বা ভয় প্রাপ্তির পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির আক্ষিপ্ত অবস্থা (জেল্‌সি কলোসিন্থ ওপী —দীর্ঘকাল পূর্ব্বের শোক জনিত = অ্যাসিড-ফস্)।

ত্বক।—সমস্ত দেহ কণ্ডুয়নযুক্ত—কণ্ডুয়নান্তে প্রশমিত হয়। স্ত্রীযোনির ও মুখের চতুষ্পার্শ্বের ত্বকক্ষয়। জ্বরের উত্তাপাবস্থায় সমগ্র দেহে অত্যন্ত কণ্ডুয়নজনক আমবাত বাহির হইয়া ঘর্ম্মোদ্গমের সহিত অদৃশ্য (শীতাবস্থার পূর্ব্বে ও সময়ে কণ্ডুয়ন ও হুলবেধবৎ অনুভূতি জনক আম্‌বাতোদ্গম = হিপ —শীত ও উত্তাপাবস্থায় = হ্রাস·—উত্তাপাবস্থায় = এপীস)।

নিদ্রা।—জ্বরের উত্তাপাবস্থায় নাসিকাধ্বনি সহ প্রগাঢ় মোহাচ্ছন্নবৎ নিদ্রা (এপীস, ওপী:) এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস। প্রাতে, বা মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর, প্রবল জৃম্ভন কালে নিম্ন হনুতে ব্যথা বোধ হয়,—যেন চোয়ালে ছাড়িয়া গেল, এবং চক্ষু হইতে অশ্রু স্রাব হইতে থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় যেন কে মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ হয় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ চমকাইয়া উঠে। নিদ্রা আসিবার সময় সর্ব্বাঙ্গ বা কোন একটী অঙ্গ চমকাইয়া উঠে (বেল· হায়ো: ডিজি.)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে রোগী পুনঃ পুনঃ হাই তুলে ও গা ভাঙ্গে—অর্থাৎ হস্ত পদাদি প্রসারিত করে ইউপেট ন্যাট মিউ হ্রাস)। শীতাবস্থা—মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে (ফেরাম্),—অত্যন্ত তৃষ্ণা (সিনা), —বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম হয়, কম্পজনক শীত,—উষ্ণ গৃহে ব অগ্ন্যাধারের উত্তাপে উপশম হয় উত্তাপাবস্থায়—তৃষ্ণা থাকে না,—বাহ্য উত্তাপ অসহনীয় —কোনরূপ গাত্রাবরণ অসহনীয়।—বাহ্যিক উত্তাপ আভ্যন্তরীন্ শৈত্যানুভূতি, উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত আম্‌বাত উদ্গত হয় এবং রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নাসিকাধ্বনি করিতে থাকে। ঘর্ম্মাবস্থায়—হস্তপদাদিতে কিম্বা মুখমণ্ডলের একটি ক্ষুদ্র অংশে অল্প পরিমাণ উষ্ণ স্বেদোদ্গত হয়—স্বেদোদ্গমের সহিত আমবাত মিলাইয়া যায়, স্বেদাবস্থায় রোগী অত্যন্ত অবসাদ বোধ করে,—মূর্চ্ছিতা হইবার উপক্রম হয়। জিহ্বা পরিচ্ছন্ন, অম্লাক্ত লালাময়। ভক্ষদ্রব্যাদির কোন আস্বাদন পায় না। বিজ্বরাবস্থায়—ওষ্ঠে এবং ওষ্ঠ সংযোগ স্থলে জলপীড়কা উদ্গত হয়, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও বিদারিতত্বক বা কাটা, বেলা ১১টার সময় রোগী অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ করে (সলফ:) ও তাহার মুখমণ্ডল শোণিতশূন্য ও ফ্যাকাশে প্রতীয়মান হয়। (মহাত্মা হ্যানিমানের মতে সবিরাম জ্বরাধিকারে যদি শীতাবস্থায় তৃষ্ণাধিক্য থাকে ও উত্তাপাবস্থায় আদৌ তৃষ্ণা না থাকে, তাহা হইলে ইগ্নেশীয়া সেই জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিতে সক্ষম)।

বৃদ্ধি।—ধূম, কফী ও সুরাপানে, স্পর্শ করিলে, তীব্র গন্ধে, মানসিক আবেগ ও শোক বশতঃ ও শীতকালে প্রাতে; নিদ্রাভঙ্গ মাত্রে; সন্ধ্যার পর শয়নান্তে, এবং ঈষৎ স্পর্শান্তে।

উপশম।—উত্তাপে, প্রবল নিষ্পেষণে; কঠিন দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ কালে ও

পাদচারণকালে এবং গ্রীষ্ম কালে, চিৎ হইয়া বা আক্রান্ত পার্শ্বে শুইলে, এবং দেহের অবস্থার পরিবর্ত্তনে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ক্রোকাস (প্রবল হাস্যোদ্বেগ), লাই (নিদ্রার ব্যাঘাত, ক্ষুধার্ত্ততা) জেলসি ওপী কলো: বেল: কষ্টি ল্যাকে (তরল দ্রব্য গিলিতে ক্লেশ), প্লাম. নক্স (জ্বর), সলফ (তুচ্ছবিষয়ে রাগ), কোলিন: পল্‌স (দুঃখ গোপন করে), পডো এপীস্‌ হায়ো: ষ্ট্যান: ককীউ: ভেরেট কীউপ্রাম।

অসম্বন্ধ।—কফী নক্স ট্যাবাক। **তুলনীয়।**—জেলস (শিরঃপীড়ার শান্তি, মূত্রত্যাগ), মস্‌কাস্‌ (সহজে মূর্চ্ছা, ওপিয়ম (হঠাৎ আবেগ জন্য মন্দফল), ককুলস্‌ (জরায়ু আক্ষেপ, এপীস (স্নায়বিক কাসি, জ্বর ও অশ্রুস্রাবে হ্যাট্রাম)।

দোষঘ্ন।—পলস, আর্ণিকা, ক্যাম্ফো, ককুল, কফিয়া. ক্যাম্ফর।

শক্তি।—নিম্নক্রম হইতে ২০০ শততমিক ও তদুচ্চক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৯ দিন।

ইণ্ডিগো

(INDIGO)

নামান্তর।—বন-নীল।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম বা আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—বয়োব্রণ, রক্তঃস্বল্পতা, গুহ্যদ্বার বাহির হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধ কাসি, অতিসার, মৃগী, মাথাব্যথা, মূর্চ্ছাবায়ু, গৃধ্রসী বা পায়ে ঝিন্‌ঝিনে বাত দন্তশূল, কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—লক্ষণ বিশেষে অপস্মার বা মৃগী রোগে ইহা বিশেষ উপকারী—অর্থাৎ অন্ত্রমধ্যে কৃমির অস্তিত্ব জনিত অপস্মার বা মৃগী রোগে,—রোগী অতিশয় বিষাদযুক্ত হইয়া থাকে,—কিন্তু আক্রমণের পূর্ব্বে উন্মত্তত প্রদর্শন ও পরে কোমলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করে, পাকস্থলীর পশ্চাতস্থিত স্নায়ুসমূহ হইতে উত্তাপ আবির্ভূত হইয়া মস্তকাভিমুখে ধাবিত হয়,—শৈত্য সংস্পর্শে মনে ভীতির উদয় হইলে প্রকোপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। শিরোমধ্যে যেন তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি সহ চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দর্শন ইহার একটি প্রকৃতিগত লক্ষণ। সন্ধ্যার সময় ও শয়নান্তে হুপকাসির ন্যায় উপর্য্যুপরি শুষ্ক কাসি সহ নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব, প্রতিবার আহারান্তে হস্তপদাদিতে বেদনা; বিশ্রামের পর প্রথম দেহ সঞ্চালন কালে দক্ষিণ উরুদেশে বেদনাধিক্য; বাহু ও উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ু মধ্যে শূলবেদনা,—উপবেশন কালে বৃদ্ধি ও দেহ সঞ্চালনে উপশম; মলান্ত্র

মধ্যে ক্রমি ভ্রমণজনিত অসহনীয় কণ্ডুয়ন,—নিদ্রিতাবস্থায় ক্রমিসকল মলদ্বারের বাহিরে পর্য্যন্ত চলিয়া আইসে, একটু অপর্য্যাপ্ত আহার করিবার চার কি পাঁচ ঘণ্টা পরে পাকস্থলীমধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ— প্রভৃতি কয়েকটী ইণ্ডিগোর প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিমর্ষ চিত্ত এবং অসন্তুষ্ট স্বভাব। নির্জ্জনতা প্রিয়। অপস্মার বা মৃগী আক্রমণের পূর্ব্বে অত্যন্ত উত্তেজিতভাব ও পরে কোমল ও ভীরু স্বভাব প্রকাশ করে। সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ভালবাস (আয়োড্: কালী-ব্রম্: হেলোন্: লিল্-টাই: সল্ফ্: ট্যারেণ্ট্:)।

মস্তক।—শিরোবেদনা সহ অত্যাধিক শিরোঘূর্ণন (আর্জেণ্ট-নাই ব্যারাইট: ল্যাকে:)। মস্তক স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃহত্তর বোধ হয়,—যেন অধিক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে (অ্যাপিয়ল্ আর্জেণ্ট্-নাই: আর্ণি: নক্স্-মস:—যেন একটা ধামার মত বৃহৎ = জেল্‌সি:—যেন একটা গীর্জার মত বৃহৎ = নক্স-ভম্-যেন পার্শ্বের দিকে বর্দ্ধিত হইতেছে = ল্যাক্-ডিফ্লো:- যেন লম্বা হইয়া যাইতেছে = হাইপির্:)। ললাটদেশে বোধ হয় যেন মস্তক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া আছে (অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: সীপা, ককাউ: সাইক্লে: জেল্‌সি হিপ্: আয়োড্ অ্যাসিড্-নাই:— বাধকাধিকারে = জ্যাস্থক্স্)। বোধ হয় যেন মূৰ্দ্ধাদেশে একটী ভার চাপান আছে (অ্যালো ক্যাল্‌কে: গ্লোন্: ল্যাকে: ফেল্যান্:)। ললাটদেশে উত্তাপ ও বুদ্বুদ স্ফোটনবৎ অনুভূতি, অর্থাৎ যেন জল ফুটিতেছে (অ্যাসিড্-বেন:— বাত্রে = পল্‌সে:)। শিরোমধ্যে—পশ্চাদ্দিক হইতে সম্মুখ দিকে যেন তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে (গ্লোন্:) এইরূপ অনুভূতি এবং তজ্জনিত অস্পষ্ট দৃষ্টি। বিবমিষা সংযুক্ত শিরঃপীড়া (চেলিড্: ক্লোবোফ্: কোকা কফী ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাক-ডিফ্লো: লিসিন্. মিলিলোট: স্যাঙ্গিউই: ভেরেট্ ভির্:),- স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, এবং মর্দ্দন, নিষ্পেষণ ও দেহ সঞ্চালনে উপশমিত হয় (নিষ্পেষণে উপশম = ল্যাকে: পল্‌সে: স্যাঙ্গুই:— দেহ সঞ্চালনে উপশম = অ্যাসিড্ মিউ: নক্স্-মস্: হ্রাস্: স্পাইজি:)। অন্তর্নিহিত দৃষ্টি (Mental introvesion = ইগ্নে:)।

চক্ষু।—অক্ষিপুটদ্বয়ের অত্যাধিক স্পন্দন ও কম্পন বশতঃ দৃষ্টির ব্যাঘাত (অ্যাগার; হ্যউম্: ইগ্নে: কোডিইন্:)।

নাসিকা।—দৃষ্টি লোপ সহ নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (অ্যাসিড্-অক্সাল্:)। উপর্য্যুপরি শুষ্ক কাসি সহ নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (আর্ণি. কোর‍্যাল্-রুব্: কচ্‌লোরিয়া: ক্রোটেল্: ড্রোসে: ইপিক্: মার্ক: অ্যাসিড্-মিউ: নক্স্:-ভম্: ষ্ট্রামোন্:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখের অস্থিমধ্যে,—বিশেষতঃ নিম্নহনু মধ্যে, ছেদন, বিদ্ধকরণ বা চর্ব্বণবৎ বেদনা (অরাম্; অ্যাসিড্-ফ্লু: মেজর্: অ্যাসিড্-নাই: অ্যাসিড্-ফস্: রীউটা: ষ্টিলিং.)। নিম্নহনুতলস্থ গ্রন্থি হইতে দন্ত পর্য্যন্ত প্রসারী বেদনা। দন্তশূল,—আকর্ষণ, ছেদন বা চর্ব্বণবৎ বেদনা, যেন দন্ত উৎপাটিত হইতেছে (মেজের: হ্রাস্: জিঙ্কাম্),—উত্তাপে বৃদ্ধি; সঞ্চালনে

উপশম,—শীতল বায়ু সংস্পর্শে ক্ষণিক উপশম বোধ। রক্তাক্ত লালাময় নিষ্ঠিবন ত্যাগ (উগোর্বী; অ্যাসিড্-নাই. হায়ো: মার্ক-ভাই: মার্ক-কর্:)। জিহ্বাগ্রে রসপীড়কা উদ্গম।

পাকস্থল্যাদি।—মুখে ধাতুব কলঙ্কের আস্বাদ। মিষ্টস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার। উকি উঠিতে উঠিতে জলবৎ পদার্থ উদ্গীবিত হইয়া যায়। যেন উপবাস করিয়াছে পাকস্থলী মধ্যে এইরূপ শূন্যভাব। থাকিয়া থাকিয়া উষ্ণ উদ্গাব উত্থিত হয়,—উপবেশন কালে। ক্ষুধা অতি কম একটু বেশী আহাব করিলেই ৪৫ ঘণ্টা পবে পাকাশয় মধ্যে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়।

মলান্ত্র ও মল।—সূত্রক্রমি,—মলান্ত্রমধ্যে ক্রমি সঞ্চলানুভূতি, এবং নিদ্রিতাবস্থায় ক্রমি সকল মলদ্বারেব বহির্দ্দেশে আগমন করে (ইগ্নে: সিনা: টিউক্রি:)। উদর হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু নির্গত হয়। মল জলবৎ,—আধ্মান সহযুক্ত ভেদ। দুরপনেয় মলকাঠিন্য,—মল অতি অল্প, কঠিন এবং সহজে নির্গত হয় না।

প্রস্রাব।—মূত্রাশ্মরী-জনিত শূল। মূত্রস্থলীর তলদেশে জ্বালা সহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ; অতি কষ্টে অল্প পরিমাণ ঘোলা মূত্র নিগত হয়। মূত্রনালীর অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক সঙ্কোচন ও মূত্রস্থলীর মধ্যে বেদনা সহ শ্লেষ্মামিশ্রিত বহুল পরিমাণ ঘোলা মূত্রত্যাগ। মূত্রনালীর সঙ্কোচন বা অবরোধ, মূত্রস্থলীর সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল প্রতিশ্যায় (Catarrh) বা সর্দ্দি।

শ্বাসযন্ত্র।—উপর্য্যুপরি প্রবল কাসি, কাসিতে কাসিতে বমন করিয়া ফেলে এবং নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হয় (ইপিক্: আর্নি: কচ্লোবিয়া-আরমো: ক্রোটেল্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গৃধ্রসী বা উরুপাশ্চাত্তিক স্নায়ু মধ্যে হূলবেধবৎ বেদনা ও নিরন্তর ব্যথাবোধ, জানু সন্ধিমধ্যে যেন কেহ ছিদ্র করিতেছে এবং ডিমাতে যেন সূচ বিদ্ধ করিতেছে এইরূপ বেদনা, উপবেশনকালে, অপরাহ্ণে এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি,—রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়, দেহ সঞ্চালনে উপশম হয়, কিন্তু দেহ সঞ্চালন করিতে গেলে বেদনা বোধ হইয়া থাকে। দক্ষিণ উরুর উর্দ্ধাংশে নিঃপ্রসারী বেদনা, বিশ্রামের পর প্রথম দেহ সঞ্চালন কালে বেদনার বৃদ্ধি বোধ হয় (হ্রাস্ সাইক্লে:), এমন কি রোগী পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। হস্তপদাদির বেদনা, আহারান্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। উরু মধ্যস্থল হইতে জানু পর্য্যন্ত অস্থিমধ্যে অনির্ব্বচনীয় বেদনা, পাদচারণ কালে উপশমিত, এবং অপরাহ্ণে ও স্থির হইয়া থাকিলে পুনরাবির্ভূত হয়।

স্নায়ুমণ্ডল।—বেদনাধিক্যজনক গুল্মবায়ুরোগাক্রমণবৎ আক্ষেপ; অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা; অপস্মার বা মৃগী,—উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে উত্তাপ প্রাদুর্ভূত হইয়া মস্তকাভিমুখে সঞ্চারিত হয় (আগ্নেয় বাষ্প উত্থিত হইতেছে=লাই:),—প্রারম্ভে মাথা ঘুরিতে থাকে, রোগী অত্যন্ত বিষাদযুক্ত হইয়া পড়ে; স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থিত কোন ব্যথান্বিত অংশ হইতে সরসরানুভূতির আবির্ভাব হয়। আক্রমণের পূর্ব্বে রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত ও উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং পরে নম্র ও ভীরুভাব ধারণ করে। ক্রমি সম্ভূত উত্তেজনায় প্রতিক্ষেপ বশতঃ

দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাক্ষেপ এমন কি ধনুষ্টঙ্কার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। রাত্রে কৃমিজন্য কণ্ডূয়ন বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। কৃমি-জনিত জ্বর।

বৃদ্ধি।—বিশ্রামকালে, উপবিষ্টাবস্থায়, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার সময় (সন্ধ্যার সময় শিরোঘূর্ণনের উপশম) এবং আহারান্তে।

উপশম।—দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণ কালে এবং নিষ্পেষণ বা মর্দ্দন করিলে।

দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফার: নক্স-ভম:।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সল্‌ফর: (মৃগী; কৃমি-জ্বর); সিমিসি: (মস্তকে বেদনা) বিউফো: (মৃগী); ইগ্নে (বিষাদ)। ক্যালী-ব্রম্ অ্যাক্টী-বেসি· হ্রাস্: বীউফো: লাই. ব্যাপ্টি· ইগ্নে: সিনা: স্পাইজি: ষ্ট্যান্:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ইণ্ডীয়াম্

(INDIUM).

প্রস্তুতি।—একপ্রকার ধাতু, ইহার বিচূর্ণ হইয়া থাকে। পরে, ৬ষ্ঠ ক্রম হইতে আরক বা তারল্য।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—পৃষ্ঠে বেদনা; নাক দিয়া রক্তস্রাব; মাথাব্যথা; পায়ে ঘর্ম্ম; স্বপ্নদোষ, গলক্ষত। আলজিহ্বার বৃদ্ধি।

উপযোগিতা ও আভাস।—জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে ইহার ক্রিয়া প্রায় সেলিনীয়ামের ন্যায়। রোগী ইন্দ্রিয় দমন শক্তি বর্জ্জিত; রাত্রে পুনঃ পুনঃ রেতঃস্খলন হয় ও কামোদ্দীপক স্বপ্ন দর্শন করে। এতৎ ক্রিয়াধীন ব্যক্তির চিত্ত সদা বিষাদযুক্ত হইয়া থাকে; তীব্র শিরোবেদনা, মলত্যাগকালে বেগ দিলে শিরোমধ্যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভূত হয়; শিরোবেদনার সহিত নিদ্রালুতা ও বিবমিষা, গলমধ্যে ব্যথা, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি এবং শীতল জলপানে উপশম; মূত্র কিয়ৎকাল স্থির থাকিলেই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে; অত্যন্ত অস্থিরতা সহ এদিক্ ওদিক করিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা এবং বেলা ১১টার সময় অবসন্নতা অনুভূতি; ইত্যাদি কয়েকটী উল্লিখিত ধাতুর প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ বলিয়া পরিচিত।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষণ্ণ চিত্ত। মন অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ হয়,—কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে চাহে না (ব্যাপ্টি: চেলিড: নক্স; স্যাঙ্গিউই:)। কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিতে পারে না (ইস্কীউ: ইথীউ: বোভি: অ্যাগ: ল্যাক্-ক্যান্: অ্যা-ফস্:)। শিরোবেদনা সহ নিদ্রালুতা

ও ক্রোধপ্রবণতা (নিদ্রালুতা = ক্রিয়ো জ্যান্থক্স্ — ক্রোধ প্রবণতা = ল্যাক্-ক্যান্: নক্স্. লিসিন্) অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিলে রোগী মস্তকের বেদনায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে।

মস্তক —আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কালে শিরোঘূর্ণন (ক্যাল্কে-ফস্: ক্যামো: কার্ব ডিজি লাই ফস্ পল্সে) শয়নান্তে—বিবমিষা সহ মাথাঘোরা, উপবেশন কালে (ক্যামো: পল্সে হ্রাস) এবং মস্তক ঈষৎ অবনত করিলে, রাত্রি ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে, —মস্তক ফিরাইলে (কোণ ফস টিলিয়া) এবং দাড়াইতে গেলে (ব্রাই ষ্ট্যাট্-মিউ সেলিন্ ট্যাব্যাক্) বৃদ্ধি, রোগী সোজা হইয়া বসিতে পারে না (কার্ব্বো-অ্যান্ ডায়াডেমা টের্যাউ:—শয্যায় উঠিয়া বসিতে পারে না—চেলিড্ ককীউ)। নিদ্রালুতা (ল্যাকে নক্স্ মস্. ওপী: ষ্ট্যান্) ও বিবমিষা সহ অতীব্র শিরোবেদনা। পূর্ব্বাহ্নে প্রচণ্ড ও যন্ত্রণাজনক শিরোবেদনা,—শিরোপশ্চাদ্দেশের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা আরম্ভ হইয়া মস্তকের উপর দিয়া বাম চক্ষু পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (স্পাই)। মলত্যাগকালে বেগ দিলে শিরোমধ্যে অসহনীয় বেদনা অনুভূত হয় (লাই সাইলি)। সন্ধ্যাকালে বামপার্শ্বিক শিরোবেদনা (চিনিন্-সাল্ফ:)। শিরোমধ্যে দপ্দপ্কারী বেদনা ও উত্তাপ অনুভূত,—মাথায় ঠাণ্ডা জল দিলে উপশম বোধ হয় (ক্যাল্কে ফস স্যাঙ্গিউইন্ নাই স্পাইজি জিঙ্কাম.)। মস্তিষ্ক মধ্যে আঘাত জনিতবৎ ব্যথা অনুভূত হয়, শীতল বায়ু সংস্পর্শে উপশম বোধ হয়। প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর শিরোবেদনা—আহারান্তে উপশমিত হয়,—আবার একঘণ্টার পর পুনরাবির্ভূত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে। মূদ্ধাত্বকের কণ্ডুয়ন বহু দিবস স্থায়ী হইয়া থাকে, প্রাতে নিবৃত্তি।

চক্ষু।—সকল বস্তু ও ব্যক্তিই ভীতিজনক ফ্যাকাশে বা জাফ্রানের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট প্রতীয়মান হয় (ডিজি)। দৃষ্টি সঞ্চালনকালে চক্ষু মধ্যে সম্মুখ দিক হইতে পশ্চাদ্দিক গমনশীল তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়। চক্ষু নিদ্রাভারাক্রান্ত বোধ হয়, কৃত্রিম আলোক সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয় নিরন্তর চক্ষু মুদিত করিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু তাহাতে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বামাক্ষির বহিরাপাঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হয়।

নাসিকা।—থাকিয়া থাকিয়া পুনঃসঞ্চয়প্রবণ রস পীড়কা বাহির হওন,—বোধ হয় যেন তন্মধ্যে সূচীবিদ্ধ করিতেছে, পীড়কা সকলের চতুর্দ্দিকস্থ ত্বক বহুদূর পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়া উঠে। স্পর্শাসহ এবং জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত রসগুটী বা ব্রণ দ্বারা সমগ্র মুখমণ্ডল আকীর্ণ হইয়া থাকে। শিরোবেদনার সময় মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তপ্ত এবং মূর্ত্তি ফ্যাকাশে প্রতীয়মান হয়। মুখের কোণ বিদারিতত্বক [বা ফাটাফাটা] ও ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে (গ্র্যাফ্: ককীউ)।

গলমধ্য।—আলজিহ্বা বৃহৎ ও তালুমূলের পশ্চাদংশ গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মাবৃত হইয়া থাকে,- ঐ শ্লেষ্মা অতি কষ্টে বিযুক্ত করা যায়। আলজিহ্বা, কোমল তালু এবং গলগ্রন্থিদ্বয় ত্বকক্ষয়কারক ক্ষতযুক্ত এবং ঐ সকল ক্ষত গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মাবৃত থাকে (ক্যালা-বাই: মার্ক্-পেরেন্: ফাইটো.)। বাম গলগ্রন্থি স্ফীত,—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ

করিতে অত্যন্ত ব্যথা ও কষ্ট বোধ হয় (ল্যাকে: লাই:)। গলমধ্য বিশুষ্ক, দপ্‌দপানি এবং শূলবেধবৎ বেদনা (এপীস্),—তৎসহ গিলিতে ক্লেশ হিপ্:)। গলমধ্যের বেদনার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, এবং আহারান্তে (হগ্রে) এবং শীতল জলাদি পানান্তে উপশম হয় (ইস্কীউ হিপ্: অ্যাসিড্-বেন্ সিষ্টাস্, ল্যাকে:)।

পাকস্থলী।—বিবমিষা সহ,—শিরোবেদনা। প্রাতভোজনকালে, বেলা ১১টার সময় (ফস্ ষ্ট্যাট্-কার্ব্ব জিঙ্কাম্ সল্‌ফ:) এবং গাত্রোত্থানকালে রোগী পাকস্থলী শূন্য ও দৈহিক অবসন্নতা অনুভব করে এতৎসহ শয়নান্তে, শিরোঘূর্ণন ও যকৃৎমধ্যে ব্যথা। পাকস্থলী মধ্যে বমনোদ্রেক,—বোধ হয় যেন বমন হইয়া গেলে উপশম হইবে (নক্স্-ভম্:)। পাকস্থলী ব্যথান্বিত বোধ। যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা। অন্ত্রশূল—নাভিপ্রদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে অন্ত্রাদি মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনার সঞ্চার, যেন উদরাময় হইবে।

মল।—মণ্ডবৎ, ফিকা পীতবর্ণ, এবং দুর্গন্ধময়, অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যাদির কণা মিশ্রিত মল; মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট বেদনা, প্রস্রাবকালে অসাড়ে (অ্যালো:) অল্প পরিমাণে মল নির্গত হয়, কিম্বা মলের প্রথমাংশ ক্ষুদ্র গুটিলাময় ও শেষাংশ থসথসে, আবার কখনও বা মল কঠিন ও শোণিতাক্ত। উদরাময় সহ দক্ষিণ পার্শ্বে শিরোবেদন। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা ও কুন্থন। মলত্যাগকালে বেগ দিলে শিরোমধ্যে ভয়ানক বেদনা (লাই: পল্‌সে: সল্‌ফ: সিলিশীয়া:) বেগ দিলে বোধ হয় যেন উদরমধ্যস্থিত কোন বস্তু ছিন্ন হইয়া যাইবে (এপীস:)।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবকালে মলদ্বার বেষ্টনী পেশীর উপর আয়ত্তবাহিতা,—অসাড়ে মল নির্গত হয় (অ্যালো: ক্যান্থা হায়ো: অ্যাসিড মিউ —বায়ুত্যাগকালে=অ্যালো: ওলীয়্যান্ অ্যাসিড-ফস. পডো:)। নির্গত মূত্র কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে (সবিরাম জ্বরবিকারে দুর্গন্ধ মূত্র=ইউপেট-পাফে লি:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও রমণ শক্তির খর্ব্বতা,—রমণকালে অতি শীঘ্র রেতঃস্খলন হয় এবং তাহার তাহাতে সুখবোধ হয় না। স্বপ্নদোষ—এক রাত্রে দুইবার বা উপর্য্যুপরি চারি রাত্রি, রাত্রে অসাড়ে রেতঃস্খলন হয়। লিঙ্গমুণ্ড কণ্ডুয়নযুক্ত। দক্ষিণ অণ্ডকোষ মধ্যে ভয়ানক ব্যথানুভূতি (অম্বায়াম্: কোবাল্ট)। অণ্ডকোষদ্বয় অর্ব্বুদাকার ধারণ করে ও স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়, রেতোরজ্জুমধ্যে ঊর্দ্ধগামী বেদনা,—বাম অণ্ডকোষে অধিক অনুভূত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু প্রভৃতি বস্তিগহ্বরস্থ সমস্ত যন্ত্রাদি যেন ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম,—রোগিণী খিটখিটে ও রোদন-পরায়ণা হইয়া পড়ে।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রাতে শয্যাত্যাগকালে স্বরভঙ্গ (ম্যাগ মিউ· কফী:) তৎসহ গলক্ষত। শয়নাবস্থায় বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে শয়ন কালে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা (অ্যালীউ: ব্রাই: ক্যাল্‌কে গ্লোন মিডহ্রন মার্ক: ফস আইরিস: ষ্ট্যাট-সল্‌ফ: ডিজি:) চিৎ হইয়া শুইলে নিবৃত্তি (ইক্টোডিস)। বুকাস্থির নিকটবর্ত্তী বাম পার্শ্বস্থ বক্ষমধ্যে জ্বালানুভূতি এবং বুকাস্থি বোধ হয় যেন পৃষ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা ও স্কন্ধদ্বয় যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। পৃষ্ঠফলকের ঊর্দ্ধাংশে নিষ্পেষণবৎ বেদনা এবং স্থির হইয়া বসিলে আড়ষ্টতা অনুভূতি,—দেহ সঞ্চালন করিতে আরম্ভের সময় বেদনাধিক্য। বাম পৃষ্ঠফলক মধ্যে বেদনা ও বাম বাহু পর্য্যন্ত অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়, সময়ে সময়ে ঐ বেদনা এত তীব্র হইয়া উঠে যে বাম বাহু পর্য্যন্ত অবশ হইয়া যায়। অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ বশতঃ রোগী এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়—এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। পদদ্বয়ে অত্যন্ত চাঞ্চল্য ও অবসাদ বোধ। বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিমধ্যে সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রদ্বারা খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা,—রোগীর পক্ষে যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠে,—যন্ত্রণার হ্রাস হইবার আশায় ঐ পদ নাড়িতে বাধ্য হয়,—সন্ধ্যা ৮ হইতে ৯টা পর্য্যন্ত। পদদ্বয়ের প্রত্যেক অঙ্গুলি জ্বালা ও অতিশয় কণ্ডুয়নযুক্ত (অ্যান:) বোধ হয়। পদদ্বয় অত্যন্ত ঘামে এবং ঐ পদ হিমবৎ শীতল বোধ।

বৃদ্ধি।—সন্ধ্যাকালে, উষ্ণ গৃহমধ্যে, দেহ সঞ্চালনে ও রাত্রি ৩টা হইতে ৪টা ও বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে।

উপশম।—আহার ও শীতল জলাদি পানান্তে, নির্ম্মল বায়ুসেবনে, শীতল বায়ু সংস্পর্শে এবং শীতল জলে আক্রান্ত অংশ ধৌত বা অভিষিক্ত করিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—সেলিন অস্মীয়াম্ ন্যাট কার্ব সল্ফ নক্স-মস ওপী: অ্যাসিড-বেন ইথীউ ল্যাকে।

তুলনীয়।—বেলাড (শিরঃপীড়া ঋতু), স্যাঙ্গু (বাত ও মাথাব্যথা), জিঙ্কাম (মূর্চ্ছাভাব), ফেরাম (শিরঃপীড়া, স্কন্ধের পেশীর অসাড়তা)।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ও তদূর্দ্ধ।

আয়োডিয়াম

(IODIUM)

নামান্তর।—আয়োডাম, আয়োডিন্।

প্রস্তুতি।—রেক্টিফাইড স্পিরীট দিয়া মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—ক্ষুধার বিকৃতি; শীর্ণতা, মস্তিষ্ক বা গ্রন্থির বিশীর্ণতা; কর্কট ক্ষত, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষয়কাস; সর্দ্দি; কাসি; ঘুংড়ী; দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, অতিসার, উপঝিল্লীপ্রদাহ বা ডিপথিরিয়া; আন্ত্রিক জ্বর; অতিশয় স্তন্য ক্ষরণ; গলগণ্ড; অর্শ, মাথাব্যথা; হৃদপিণ্ডের কাঠিন্য বা বহুবিধ রোগ; হিক্কা, মস্তিষ্কোদক পীড়া; চক্ষুর তড়কা প্রদাহ; কামলা; সন্ধির পীড়া; স্তন্য বিকৃতি; স্বরনলী প্রদাহ; শ্বেতপ্রদর; যকৃতের পীড়া; লসিকাগ্রন্থির পীড়া; বিষাদ; ডিম্বাধারের বিবিধ

পীড়া ; পূতিনস্য ; মূত্রাধারের মুখশায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; আমবাত বা সন্ধিতে বাত ; লালাস্রাব ; বন্ধ্যাত্ব ; জরায়ুর পীড়া ; স্বরবিকৃতি ; বমন ; কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সদ্যপ্রসূতির অবস্থার ন্যায় দুর্ব্বলতা ও অবসাদ বোধ,—রোগী এত ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া পড়ে যে কথা কহিলেও ঘর্ম্ম হয়। আর্ত্তবস্রাব কালে অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ,—বিশেষতঃ সোপানারোহণকালে ; জরায়ু হইতে দীর্ঘকালস্থায়ী শোণিতস্রাব ; স্তনদ্বয় শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যায়। প্রদর,—স্রাব কষায় [acrid] এবং ত্বকক্ষয়-কারী,—এমন কি বস্ত্রাদিতে লাগিলেও তাহাতে কষ ধরে ; আর্ত্তবস্রাবকালে প্রদর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। জরায়ুর কর্কট (Cancer Uteri),—প্রতিবার মলত্যাগকালে জরায়ু হইতে শোণিত নির্গত হয়,—তৎসহ উদরমধ্যে ছেদনবৎ বেদনা, এবং কটি ও নিতম্বে বেদনা। শিশু-দিগের শীর্ণতা বা কৃশতাবোধ (Marasmus),—মুখমণ্ডল কপিশবর্ণ ধারণ করে, বার বার বহুল পরিমাণে থসথসে মল নির্গত হয় ; রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা ; প্রচুর পরিমাণ আহার সত্ত্বেও শিশু দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতে থাকে ; বোধ হয় যেন শিশু আহার করিলে ভাল থাকে কিন্তু কিছুই জীর্ণ করিতে পারে না, প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শূন্য উদ্গার উঠে—যেন যাহা আহার করে তাহাই বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। শিশুর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং প্রতিবার কিছু আহার করিতে না পাইলে মহা ভাবনা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে ; উদর পূর্ণ থাকিলে বড় খুসী ও ভাল থাকে। ডাঃ অ্যালেন বলেন—দেহের গ্রন্থি সকল বিবর্দ্ধিত ও অনমনীয় হইয়া উঠে ; কৃষ্ণকেশ ব্যক্তিদিগের গলগণ্ড,—(Goitre)। প্রত্যেক ধমনীতে দপদপানী ; স্নায়ু-মণ্ডলীর সংবেদ (Sensibility) বা অনুভূতি শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। দেহের ঈষন্মাত্র আয়াসে হৃদ্স্পন্দন আরম্ভ হয়, হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন কেহ হস্তদ্বারা দলিত করিতেছে —যেন একটী লৌহময় হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত রহিয়াছে। বুক্কাস্থির পশ্চাতে এবং ফুস্ফুসের নিম্নতম প্রদেশে কণ্ডুয়ন বা উত্তেজনা বশতঃ কাসির উদ্রেক হয় ; ফুস্ফুস্ হইতে বায়ুনলী মধ্য দিয়া নাসিকামূল পর্য্যন্ত কণ্ডুয়ন সঞ্চারিত হয়। ঘুংড়ী (Croup) রোগাধিকারে শিশুর বক্ষ ও স্বরনলীমধ্যে ব্যথা অনুভূত হয় এবং সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে ; সময় সময় শিশু কণ্ঠনলীর উপর হস্তস্থাপন করে ; মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হইয়া যায়, অতি মাংসল শিশুদিগের মুখমণ্ডল হিমবৎ শীতল অনুভূত হয় ; কণ্ঠস্বর গম্ভীর, ভগ্ন ও কর্কশ, কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপাদক ঘুংড়ী,—জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি হয়। রোগী অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ এবং অস্থির,—একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। রোগ মাত্রই যেন চরমে সাংঘাতিক হইবে এইরূপ আশঙ্কা। মানসিক উদ্বেগাধিক্য বশতঃ কাহারও সহিত দেখা করিতে চায় না,—এমন কি চিকিৎসকের সহিত পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করে না,—লুকাইয়া থাকে। উল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণ আয়োডাম প্রয়োগ সম্বন্ধে অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ।

লক্ষণাবলী।

মন।—সদা বিমর্ষ ও রোদনপরায়ণ। দিবারাত্র অস্থির,—এক মুহূর্ত্তকাল এক স্থানে স্থির ভাবে থাকিতে পারে না ; চলিবার সময় দৌড়াইয়া যায়—তাহার বিশ্বাস ধীরে চলিতে

গেলে পড়িয়া যাইবে। কাল্পনিক বা প্রকৃত অসদ্ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিলে বিদ্যুৎগতিতে *হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে। হঠাৎ উন্মত্ততার আবির্ভাব হয় ও রোগিণী হত্যা করিবার আবেগা* হইয়া পড়ে। অত্যন্ত বিস্মৃতিপ্রবণ,—দোকানে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া না লইয়া চলিয়া আইসে (অ্যাগ্নাস: অ্যানাক: কষ্টি: ল্যাক-ক্যান: ন্যাট-কার্ব:)। সর্ব্বদা মনে করে যেন কি ভুলিয়া গিয়াছে। স্বীয় মানসিক উদ্বেগাতিশয্য ভুলিয়া থাকিবার জন্য সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্য না করিয়া থাকিতে পাবে না, সর্ব্বদা তাহাব মনে হয় যেন তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিতেছে (সীপা ক্যানাব্-ইন্ অ্যাক্টী: হাইড্রোফ্: ক্যালী-ব্রম: ল্যাক্-ক্যান্: লিলী-টাইগ্: মিডহ্বন্: নক্স্: সিফিলিন্)। কেহ,—বিশেষতঃ চিকিৎসক,—রোগীব নিকট গেলে সে মহাভীত হয় (ব্যারাই ভেরেট্-ভির্)। বুদ্ধিবৃত্তিব চালনা কবিতে নিতান্ত নাবাজ (অ্যাসিড্-কার্ব্ব:)।

মস্তক।—শিবোঘূর্ণন,—মস্তকমধ্যে ও সমগ্র দেহে দপ্‌দপানি, হৃদ্‌স্পন্দন্ ও মূর্চ্ছোপক্রম; আসন বা শয্যা হইতে গাত্রোত্থানমাত্র কিম্বা সামান্য পরিশ্রমান্তে উপবেশন বা শয়নান্তে বৃদ্ধি হয়। মস্তকেব বাম পার্শ্বে ও শীর্ষদেশে বেদনা,—তৎসহ সময়ে সময়ে বাহুদ্বয়ের অসাড়তা অনুভূতি যেন মস্তক একটী ফিতাদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ বহিয়াছে (সীপা; ককীউ. সাইক্লে: জেল্‌সি: হিপ্: অ্যাসিড্‌নাই সল্‌ফ্: টেরিব্:), উষ্ণ বায়ু, দীর্ঘকাল শকটারোহণ (ককীউ· ক্যালী-কার্ব্ব্ নক্স্-মস্ সিপী:—শকটারোহণে উপশম=অ্যাসিড্-নাই:) এবং দ্রুত পাদচারণ করিলে বৃদ্ধি হয়। নাসামূলেব উদ্ধস্থিত ক্ষুদ্র অংশে চাপবৎ বেদনা অনুভূতি। দেহ সঞ্চালন মাত্রে শিবোমধ্যে দপ্‌দপ্ করিতে থাকে,—তৎসহ শিবোঘূর্ণন (এপীস্: ব্রাই: ককীউ: গ্নোন্ লাই: ন্যাট্-মিউ:)।

চক্ষু।—তিমিব দৃষ্টি,—চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দর্শন বা যেন অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে চতুর্দ্দিক দেখিতেছে (কষ্টি: ক্রোক্ হায়ো: লবো: লিথী: ন্যাট্-মিউ: ফস্: হ্রাস্: ষ্ট্র্যামোন্· সল্‌ফ:)। অক্ষিগোলক যেন বাহিব হইয়া পড়িয়াছে, অ্যামিল্: ব্যারাই: ক্যাল্‌কে· ফেরু: আয়োড্. ইগ্নে. লাইকোপাস্-ভার্জি: ফস্ ন্যাট্-মিউ স্পঞ্জী: থাইরইড্:) চক্ষুমধ্যে কর্কর করে (অ্যালীউ: ফাইজস্: সীপা, ক্যালী-কার্ব্: সাইলি: সল্‌ফ:)। দক্ষিণ চক্ষুমধ্যে নিরন্তর ছেদনবৎ বেদনা,—আভ্যন্তবিক অপাঙ্গ বা কোণ হইতে হনুসন্ধিতে সঞ্চারিত হয়। চক্ষুর শ্বেতাংশ মলিন-পীতবর্ণ (চেলিড্ মার্ক. ইউপেট-পার্ফো: ম্যাগ্-মিউ:)। অক্ষিপুট শোথযুক্তবৎ স্ফীত (এপীস্ মার্ক)। চক্ষু সমক্ষে উড্ডীয়মান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন,—সেলাই কার্য্য করিবার সময় বৃদ্ধি। নিবন্তব অক্ষিগোলক সঞ্চালন ও তারকা প্রসারণ।

কর্ণ।—শব্দ-কাতরতা। প্রতিশ্যায়িক বা সর্দ্দিজ বধিরতা (আর্স্: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভে: লিড্: মার্ক: পল্‌সে:)। কর্ণ পশ্চান্নলী-রোধ-জনিত (ক্যালী-মিউ: পল্‌সে:) কর্ণনাদ।

নাসিকা।—সন্ধ্যাকালে জলবৎ সর্দ্দি স্রাব সহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি। নাসিকা হইতে উষ্ণ জল স্রাব হয়। প্রচণ্ড সর্দ্দি,—অবিরল অশ্রু স্রাব এবং নাসামূলে বেদনা,—শ্লেষ্মা উষ্ণ ও কটু, নাসামুখ হাজিয়া যায়, এতৎসহ জ্বর থাকে। নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায়। নাসিকা ঝাড়িলে বহুল পরিমাণে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। বায়ু সংস্পর্শে শুষ্ক-সর্দ্দি তরল হইয়া থাকে।

মুখবিবর।—মুখমধ্যে শ্বেতক্ষত বা উৎসঙ্গ। মাড়ী সকল হইতে সহজে রক্ত পড়ে। অপর্য্যাপ্ত দুর্গন্ধ লালা স্রাব হয়। জিহ্বা পুরু লেপাচ্ছন্ন। মাড়ীর প্রাদাহিক স্ফীতি ও শোণিতপাত সহ গণ্ডদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে, মাড়ী স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ। মুখ হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ ও দুর্গন্ধময় লালা নির্গত হয়,—পারদ ব্যবহারান্তে উহার আধিক্য।

গলমধ্য।—আলজিহ্বা স্ফীত ও বিবর্দ্ধিত। গলক্ষত সহ নিষ্পেষণবৎ বেদনা গলাধঃকরণ কালে থাকে না। অন্ননালীর স্থায়ী সঙ্কোচন ও গলাধঃকরণে ব্যাঘাত। গলমধ্যে বহুল পরিমাণ জলবৎ লালা সঞ্চয়। কণ্ঠস্থিত দ্বিদল গ্রন্থি ও নিম্ন হনুতলস্থিত গ্রন্থির বিবর্দ্ধন ও অনমনীয়তা (স্পঞ্জী থাইরাডিন্ ক্যালকে)। অন্ননালী প্রদাহাধিকারে তন্মধ্যে জ্বালা ও ত্বকঘর্ষণবৎ বেদনানুভূতি।

পাকস্থলী।—রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা,—খায়ও বেশ,—অথচ দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায় [অ্যাব্রোট্: ন্যাট্-মিউ: স্যানিক্ টিউবার্কিউলিন্]। ক্ষুধা পাইবামাত্র কিছু আহার না করিলে মহা অসুখ বোধ করে,—মুহুর্মুহু আহার করে (যেন আহাররূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার মানসিক উদ্বেগ ভুলিয়া থাকে—ডাক্তার কেণ্ট্), আহার করিবার সময় এবং আহারের পর রোগী বেশ ভাল থাকে, পেটটী পূর্ণ থাকিলে মহা খুসী। অহোরাত্র অনবরত শূন্য উদ্গার উত্থিত হইতে থাকে,—যেন যাহা কিছু আহার করে তাহাই বাষ্পে পরিণত হয় (আর্জেণ্ট-নাই নক্স-মস্. যাহা কিছু ভক্ষণ করে তাহাই অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়=ক্যাল্কে কার্ব্ব্)। সময়ে সময়ে ক্ষুধাতিশয্য ও ক্ষুধারাহিত্য পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণান্তে বুকজ্বালা (পল্‌সে:)। অম্ল উদ্গারে গলা জ্বালা করে। প্রবল বমন,—আহার করিলেই পুনশ্চ বমন আরম্ভ হয়। প্রচণ্ড শূল বেদনা সহ পিত্ত বা দুগ্ধ বমন। পাকস্থলী মধ্যে হঠাৎ আলোড়ন, বিবমিষা ও বেদনা। উদ্ধোদরে স্পর্শাসহনীয়তা। পাকাশয় মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, পৈশিক শিথিলতা, কটিদেশের বস্ত্র শিথিল করিয়া দিতে বাধ্য হয় (কার্ব্বো-ভে:)। দুগ্ধ সহ্য হয় না। অতিশয় তৃষ্ণা। সবিরাম জ্বরের পর প্লীহার স্ফীতি (আর্ণি: সিয়্যানোথ সিঙ্কো আর্স: ল্যাকে:)।

অন্ত্রাশয়।—উদরের বাম পার্শ্বে আধ্মান বায়ু আবদ্ধ হইয়া থাকে (উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে =ন্যাট: সল্‌ফ:)। মধ্যান্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থি সকল স্ফীতি ও প্রদাহযুক্ত। উদর আধ্মান-বায়ু পূর্ণ ও এত অধিক স্ফীত, যে রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিলে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় (কার্ব্বো-ভে: ব্যাফেনাস্ নক্স-মস)। যকৃৎ প্রদেশে স্পর্শ অসহনীয় (ডিজি. চীয়োন্যান্ ইউপেট্: ট্যার্যাক্স:), যকৃৎ স্ফীত ও বিবর্দ্ধিত, ন্যাবা বা পাণ্ডুরোগ (ক্যামো চেলিডো: মার্ক)। উদরের বৃহদ্ধমনীর দপদপানি।

মল।—মলতারল্য,—মল জলবৎ, ফেনময়, শ্বেতাভ, আমমিশ্রিত, কেবল প্রাতে মলত্যাগ হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে বহুল পরিমাণ থস্‌থসে মণ্ডবৎ মল নির্গত হইয়া থাকে, আমাশয় রোগাধিকারে কেবল আম নির্গত হয়। কখনও মলকাঠিন্য এবং কখনও মলতারল্য, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে (অ্যাব্রোট্:); স্বাভাবিক সরল মল কখনই নির্গত

হয় না। বৃথা বেগ সহ মলকাঠিন্য, শীতল দুগ্ধপানান্তে নিবৃত্তি ; মল কঠিন, গুটিলাময়, কৃষ্ণাভ অর্শ-বলি বহিঃস্থত হয় এবং অত্যন্ত জ্বালা করে ; উত্তাপে বৃদ্ধি।

প্রস্রাব।—বৃদ্ধাদিগের অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব (ব্যারাইঃ কষ্টিঃ) এতৎসহ মূত্রাধারের মুখশায়িকা গ্রন্থির বিবর্দ্ধন, বিশেষতঃ রাত্রিকালে। মূত্র ঘোর লাল, আবিল বা হরিৎ-পীতবর্ণ বা দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ, কিম্বা কষায়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রেতোরজ্জু মধ্যে যেন নিষ্পেষিত হইতেছে বা মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা, স্ত্রীর সহিত সোহাগালিঙ্গনাদির পর অণ্ডকোষ এবং মূত্রাধারের মুখশায়িকার বিবৰ্দ্ধন ও অনমনীয়তা। রমণাদি শক্তিরাহিত্য ও অণ্ডকোষ ক্ষয়— (অরামঃ ক্যাম্ফঃ কার্বো-অ্যান্ঃ ক্যালী-আয়োডঃ) এবং জননেন্দ্রিয় প্রদেশে দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম। মলত্যাগের পর মূত্রনালী হইতে কতকটা দুগ্ধবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—নিয়মিত সময়ের কখনও অত্যন্ত অগ্রে এবং কখনও বা বহুদিবস পরে আবির্ভূত হয় ; অপ্রাপ্ত বয়সে ঋতু প্রকাশ,—স্রাব অত্যন্ত প্রবল ও অপর্য্যাপ্ত। জরায়ুগ্রীবার কর্কটোদ্গমপ্রবণতা (Cancerous degneration)—উদরমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং প্রতিবার মলত্যাগ কালে জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব। জরায়ুস্রাব সহ স্তনদ্বয় মধ্যে তীব্র বেদনা ; কিম্বা স্তনদ্বয় শিথিল ও শুষ্ক হইয়া যায় (কোণাঃ ক্যালী-আয়োডঃ ক্রিয়োঃ অ্যাসিড-নাইঃ নক্স-মসঃ)। দক্ষিণ ডিম্বাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত চাপবৎ বেদনা। প্রদর,—স্রাব কষায় এবং ত্বকক্ষয়কারক ; উরুদেশের ত্বক ও বস্ত্রাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; রজোস্রাব কালে প্রদর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। পুরাতন ডিম্বাধার প্রদাহ (ovaritis) এতৎসহ পীতবর্ণ, গাঢ় ও জ্বালাজনক প্রদরস্রাব। রজোস্রাব কালে সোপানারোহণান্তে অত্যন্ত ক্লান্তি ও শ্বাসকৃচ্ছ্র (অ্যালীউঃ কার্ব্বো অ্যান্ঃ ককীউঃ)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ, সমস্ত দিবস থাকে, অল্প অল্প গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং রোগী অনবরত গলা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করে। স্বরতন্ত্রের স্ফীতি ও আক্ষেপ—শিশুর গলার ঘড় ঘড় ও সাঁই সাঁই শব্দে গৃহ ও বাটী পরিপূর্ণ হয় (বেলঃ ব্রোমঃ ক্যালী-ব্রমঃ ল্যাকেঃ স্পঞ্জীঃ)। ঝিল্লী উৎপাদক ঘুংড়ি,—সাঁই সাঁই ও খস্‌খস্ শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস ঘংঘঙে কাসি,—বিশেষতঃ কৃষ্ণকেশ ও কৃষ্ণাক্ষ শিশুদিগের ; কাসির সময় শিশু হস্তদ্বারা স্বীয় কণ্ঠনালী ধারণ করে (সীপা ; অ্যাকোন্ঃ) ; উষ্ণ জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি হয় ; প্রায়ই গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয় (হিপঃ মাক্ঃ ক্যালী-বাইঃ)। সোপানারোহণান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃদ্‌স্পন্দন এবং ক্লান্তি বোধ। বুকাস্থির পশ্চাতস্থিত ফুস্‌ফুস্ মধ্যে কণ্ডুয়ন বশতঃ কাসির উদ্রেক ; বায়ুনলীর মধ্য দিয়া কণ্ডুয়ন নাসারন্ধ্র মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া (ককাস্-ক্যাক্ঃ কোণাঃ ক্ষস্ঃ) হাঁচি উৎপন্ন করে। গয়ার লবণাক্ত বা ঈষৎ অম্লাস্বাদ বিশিষ্ট, বর্ণ কপিশ বা শ্বেত ; ফুসফুসের যকৃৎ ভাবাপ্রাপ্তি ; দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের উদ্ধাংশই অধিক আক্রান্ত হয় (চেলিড) ; অত্যন্ত প্রবল জ্বর, অস্থিরতা এবং তৃষ্ণা ; উদাস ভাব ; দ্রুত যকৃদ্ভাবপ্রাপ্তি ; বক্ষঃস্থলে দৃঢ়াবদ্ধভাব। বক্ষমধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়ন জনিত হুপ্ কাসির ন্যায় কাসি, রোগীর চিত্ত উদ্বেগপূর্ণ এবং দেহ শীর্ণ হইতে থাকে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্‌স্পন্দন,—দেহের কোনরূপ আয়াস মাত্রে হৃদ্‌স্পন্দন আরম্ভ (মানসিক পরিশ্রম মাত্রে=ক্যাল্‌কে-আর্স:) হয়। হৃৎপিণ্ড যেন মহাবলের সহিত দলিত হইতেছে বা লৌহময় হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (ক্যাক্ট: লিল্‌-টাইগ: সল্‌ফ:)। হৃদগ্র প্রদেশে অত্যধিক উদ্বেগ বোধ বশতঃ রোগী মুহূর্ত্তকাল এক ভাবে থাকিতে পারে না কখন বসিতেছে, কখন শয়ন করিতেছে, আবার কখন ও বা দণ্ডায়মান হইতেছে বা পাদচারণ করিতেছে।

প্রত্যঙ্গাদি।—গলগণ্ড (ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-অ্যান্‌: কার্ব্বোন্‌-সল্‌ফ: ফের্‌-আয়োড: ল্যাপিস্‌: স্পঞ্জী:),—অনমনীয়, কৃষ্ণকেশ ব্যক্তিদিগের পীড়া (কপিশকেশ ব্যক্তির=ব্রোম্‌:); —রোগীর যন্ত্রণাদি আহারান্তে ভাল থাকে। গ্রীবা-গ্রন্থি সকল স্ফীত ও অনমনীয়। মেরু-দণ্ডের রোগ বশতঃ গবাদির ন্যায় পদাগ্রের উপর ভর দিয়া চলে (ল্যাকে: সাইলি:)। ত্রিকাস্থি ও তন্নিম্নে বেদনা। প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে বাহুদ্বয় অবশ বোধ হয়। কর ও পদতল হিমবৎ শীতল অনুভূত হয়। স্থান-পরিবর্ত্তনশীল সন্ধিবেদনা। সন্ধিপ্রদেশে পুরাতন বাতাশ্রিত বেদনা; রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; আক্রান্ত সন্ধি স্ফীত হয় না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বন্ধনী বা কণ্ডার সকলের হঠাৎ আকুঞ্চন ও প্রসারণ বশতঃ ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া নাচিয়া উঠে [অ্যাসের্‌: হায়ো: ইগ্নে: সাইকীউ: হ্রাস: জিঙ্ক:]। হস্তপদাদির স্পন্দন বা কম্পন। চলিতে গেলে টলিতে থাকে (অ্যাগ্নার্‌: কষ্টি:)। সমগ্র দেহে দপ্‌দপানি অনুভূত হয়,—ঈষন্মাত্র পরিশ্রমে আরম্ভ হয়। দেহ, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ, শীর্ণ ও কঙ্কালসার হয় (অ্যাব্রোট্‌: স্থাণিক: টিউবার্কীউলিন্‌: ন্যাট-মিউ: সার্সা:)। সমগ্র দেহের শোথবৎ স্ফীতি (ফেরাম: আর্স:)। জানুসন্ধির উত্তপ্ত ও লালবর্ণ স্ফীতি ও প্রদাহ এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও সূচীবেধবৎ বেদনা.— নিষ্পেষণ বা স্পর্শনে বৃদ্ধি। ত্বকক্ষয়কারক এবং কষায় পদস্বেদ (ব্যারাই: গ্র্যাফ: স্যানিক্‌:)। ব্যথাযুক্ত কড়া বা কন্দর। রাত্রিকালে নিম্নপদে খাল ধরে; অত্যন্ত আবল্য বোধ হয়, এমন কি কথা কহিলে শ্রমজল নির্গত হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—সমস্ত রাত্রি পদদ্বয় শীতল বোধ হয়। শীত বশতঃ কম্পন,—উষ্ণ গৃহ মধ্যেও শীতের উপশম হয় না। সময়ে সময়ে সমস্ত দেহ হইতে উত্তাপ আবির্ভূত হয়। ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ, ঘুংড়ী প্রভৃতি রোগাবিকারে জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে, অস্থিরতা, তৃষ্ণাধিক্য, দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনা, গণ্ডস্থলে সীমাবদ্ধ আরক্তিমা বা গণ্ডরোগ (স্যাঙ্গিউই:); মন উদাস। রাত্রিস্বেদ; শেষরাত্রে অবসাদক অম্লগন্ধ স্বেদোদ্গম এবং প্রবল তৃষ্ণা।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালন ও দৈহিক পরিশ্রম মাত্রে; শয়ন করিলে; উত্তাপে; উষ্ণ জলীয় বায়ুতে; স্পর্শন ও নিষ্পেষণে; সোপানারোহণান্তে।

উপশম।—সোজা হইয়া বসিলে; আহার করিবার সময় ও আহারান্তে এবং নির্ম্মল শীতল বায়ুতে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ঝিল্লী উৎপাদক ঘুংড়ি প্রভৃতি শ্লেষ্মাঘটিত রোগাধিকারে অ্যাসিড-অ্যাসেট: ক্লোরাম; ব্রোম: কোণা: ক্যালী-বাই: স্পঞ্জী: হিপ: মার্ক: অ্যাকোন্‌: ইত্যাদি

ইহার সহিত তুলনীয়। ব্রোমি (আয়োডিয়াম কৃষ্ণবর্ণ চেহারা, কেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ) ; ন্যাট্রাম (রাক্ষসবৎ ক্ষুধা অথচ রোগা হয়) ; ক্যালি-আয়োড (বাচাল); ব্যারাই (আন্ত্রিক ক্ষয় রোগ) ; অ্যালুমিনা (আতঙ্ক), এপিস (শোথ) ; স্পাইজি (হৃৎপিণ্ড) ; হাইড্রো (জরায়ু) ; হায়সা (স্বরভঙ্গ) ইত্যাদি। স্বনামখ্যাত ডাক্তার লিপিব মতে গলগণ্ড রোগাধিকারে পূর্ণিমার পরে বা কৃষ্ণপক্ষে আয়োডা প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে।

অনুপূরক।—লাইকোপোডীয়াম।

দোষঘ্ন।—অ্যান্টি-টার্ট, এপিস, আর্স, বেলাড, চায়না, কফিয়া, হিপার, ওপিয়ম, ক্যাম্ফার ইত্যাদি।

সদৃশ।—ব্যারাইটা-কার্ব: ন্যাট-মিউ স্যানিকীউ: অ্যাব্রোট: সার্সা: কষ্টি: ফস: সাইলি: ষ্ট্যাফি: হাইড্র্যাস এপীস।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ দিন হইতে ৪০ দিন।

আয়োডোফর্মাম

(IODOFORMUM).

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ, তৎপরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—স্তনে বেদনা ; উপদংশ ; কাসি, প্রলাপ, দ্বিত্বদর্শন, আন্ত্রিক জ্বর ; চক্ষু পীড়া ; পক্ষাঘাত ; মাথাব্যথা ; হৃৎপিণ্ডের পীড়া ; মস্তিষ্কোদক পীড়া ; উন্মাদ ; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ ; গুটীকারোগ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—গুটীকাদোষযুক্ত মস্তিষ্কাবরণী-প্রদাহ (Tubercular Meningitis) ইহার সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়াফল, কারণ সুস্থদেহে ইহার প্রয়োগে উক্ত রোগের প্রায় সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং ঐ সকল লক্ষণাবলি আবির্ভাবের পারম্পর্য্য অনুসারে এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল, যথা:—রাত্রে অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ ও দৈহিক অস্থিরতা বোধ ; অত্যন্ত নিদ্রালুতা ; ক্রমে পিত্তাশ্রিত সহজ বমন ; মলকাঠিন্য সহ মস্তক মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ; রাত্রে অত্যন্ত অস্থিরতা,—নিদ্রা যাইতে যাইতে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে এবং নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে ; দিবসে নিদ্রাবেশ ; অক্ষি-তারকাদ্বয়ের অসম সঙ্কোচন এবং ধীরে ধীরে আলোকজ্ঞানের আবির্ভাব ; সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য ; শয্যাপার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণকে চিনিতে পারে না ; ক্রমে বেশ অস্থিরতার পরিবর্ত্তে প্রশান্ত বিকার আবির্ভূত হয় ; নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুতগতি ; মুখমণ্ডল বিকৃতাকার ও মুখের পেশী সকল আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে ; মস্তক একদিকে হেলিয়া যায় এবং এক হস্ত ও

এক পদ অজ্ঞাতসারে সঞ্চালিত হইতে থাকে। অধিকন্তু পদদ্বয় ক্ষীণ বোধ, দ্বিত্বদর্শন, উন্মাদ লক্ষণ; বল ও রুচির লোপ; সর্ব্বদা নিদ্রাঘোরাচ্ছন্নবৎ ভাব, বুদ্ধি বিলোপ ও বোধশক্তি বিহীনতা এবং দৈহিক শীর্ণতা প্রভৃতিও এই ঔষধের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক উত্তেজনা, বিমর্ষ ভাব, ভ্রম দর্শন ও ভ্রমশ্রুতি। শয্যা হইতে কয়েক পদ যাইতে না যাইতে পড়িয়া যায়, বিড়্‌বিড়্ করিয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকে; কোন দ্রব্য হস্তদ্বারা ধারণ করিতে পারে না, কারণ সকল বস্তুই দুইটি বোধ হয়। অত্যন্ত বকে; মানসিক উদ্বেগ ও মৃত্যুভয়, শয্যাপার্শ্বস্থিত কোন ব্যক্তিকে দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় আসন্ন মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া মহা খেদ করিতে থাকে। অত্যন্ত নিদ্রাঘোর,—ক্রমে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। হঠাৎ উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ করে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহা অনিচ্ছার সহিত উত্তর দেয়। শয্যাপার্শ্বস্থিত ব্যক্তকে চিনিতে পারে না। রোগী মনে করে সে একজন দীর্ঘাকার লোক এবং যে ক্রমে আরও দীর্ঘতর হইতেছে। রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে। মনে করিয়া না দিলে দুই দিবস পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না। সকল বিষয়ে অত্যন্ত ঔদাস্য প্রদর্শন করে।

মস্তক।—সমস্ত রাত্রি শিরোবেদনা; শয্যায় উঠিয়া বসিলে মাথা ঘুরিতে থাকে (ব্রাই: কিউপ্রাম্:)। শিরোমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (হায়ো: লরো: মার্ক: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-মিউ: সল্‌ফ:)। নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোবেদনা (মিনীয্যান্: জেল্‌সি গ্লোন্)। মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—এমন কি উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে মহা কষ্ট বোধ হয় (পল্‌সে — উপাধানে মস্তক রক্ষা করিতে পারে না = গ্লোন্)। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—সোপানাবতরণ কালে বৃদ্ধি হয় এবং কর্ণ মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়, ললাটদেশীয় স্নায়ুশূল,—মস্তক অবনত করিলে বর্দ্ধিত হয়। শিরোমধ্যে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বশতঃ রোগী থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে (এপীস্: বেল্: গ্লোন্: ষ্ট্র্যামো)।

চক্ষু।—রক্তবর্ণ এবং ব্যথান্বিত, চক্ষু মধ্যে কর্কর করে এবং হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। বস্তু সকল চতুষ্কোণ চিত্রময় ও লালবর্ণ দেখায় (বেল্ কোণা: হায়ো: নক্স-মস্:); গাত্রোত্থানকালে উপশম। যেন অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বস্তু ও ব্যক্তি দেখিতেছে এইরূপ বোধ (কষ্টি: আয়োডাম্: লরো: ষ্ট্র্যামো: সালফ্:)। দ্বিত্বদর্শন (জেল্ ন্যাট্-মিউ: অ্যাসিড্-নাই:)। অক্ষিতারকার অসম সঙ্কোচন, আলোকজ্ঞান ধীরে প্রকাশ পায়। দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদিত করিলে টলিতে থাকে (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট্-নাই:), এবং সোজা চলিতে পারে না।

অন্ত্রাশয়।—গুটীকাদোষ-প্রবণতা সহ অন্ত্রাশয়িক ক্ষয়রোগাশ্রিত পুরাতন উদরাময় (আয়োডাম: ওলী-যেকো-অ্যাসেলাই:)। উদর আধ্মানবায়ুস্ফীত; মধ্যান্ত্রিক গ্রন্থি সকল বিবর্দ্ধিতাকার (আয়োড: ব্যারাই: কার্ব্বো-অ্যান: ওলী-যোকোর:)। বাল-বিসূচিকা, বা গ্রীষ্মাতিসার (ইথীউ: আর্স: ইপিক: ক্যামো: ম্যাগ-কার্ব্ব: ওলী: পডো: রিসিন্: ভেরেট: জিঙ্ক:)।

শ্বাসযন্ত্র।—শয্যায় শয়নান্তে কাসির উদ্রেক; গলমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে। সময়ে সময়ে যেন গলা চাপিয়া ধবিতেছে এইরূপ বোধ হয়। বোধ হয় যেন বক্ষের উপর একটা গুরুভার দ্রব্য চাপান রহিয়াছে এবং সে নিশ্বাস গ্রহণ কালে সম্পূর্ণ-রূপে বক্ষ প্রসারণ করিতে পারে না। ফুস্‌ফুস মধ্যে বোধ হয় যেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের শিখরদেশ যেন ক্ষতযুক্ত এইরূপ বোধ হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাসকালে বোধ হয় যেন দুইটা ক্ষতযুক্ত অংশ পবস্পরেব সহিত ঘর্ষিত হইতেছে। বাম বক্ষে বেদনা বোধ,—যেন হৃৎপিণ্ডের তলদেশ কে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বহিয়াছে।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাপৃষ্ঠে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ। মেরুদণ্ড এত ব্যথাযুক্ত যে বোগী তাহা স্পর্শ কবিতে দেয় না। পদদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল,—চক্ষু মুদিত করিলে টলিতে থাকে (অ্যালীউ আর্জেণ্ট-নাই:),—স্থিব ভাবে দাঁড়াইতে বা সোজা চলিতে পারে না। সোপানারোহণ কালে জানুসন্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয় (রীউটা;—সোপানা-রোহণ কালে = আর্স-হাইড্রোজেনি)। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও মুখেব পেশী অনবরত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে, এবং বোগীব শ্বাসপ্রশ্বাস কখনও রুদ্ধ হইয়া যায় আবার কখনও বা দীর্ঘ গভীব শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে থাকে। মস্তিষ্কাববণীব প্রদাহ লক্ষণের ন্যায় মধ্যে মধ্যে রোগী চীৎকার কবিয়া উঠে এবং যন্ত্রণায় পদদ্বয় গুটাইয়া লইতে থাকে।

ত্বক।—কটিদেশে, বাহু এবং কনুই পশ্চাৎপৃষ্ঠে পাটল বর্ণ উদ্ভেদ (স্ট্যাফিউই:)। সর্ব্বাঙ্গ ভয়ানক পিটপিট করিতে থাকে।

নিদ্রা।—ক্ষণ-বিলোপী নিদ্রাবেশ ক্রমে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় পবিণত হয়। নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলে স্নায়ুমধ্যে থাকিয়া থাকিয়া সংঘাত অনুভূত হয়। রাত্রি দুইটাব পব রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ কবে।

সম্বন্ধ।—**দোষঘ্ন**—হিপ: স্ট্যাফিউই: (ঘন্ম)।

সাদৃশ।—অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই আয়োডাম ক্যালী-আয়োড. কাব্বো-অ্যান: নক্স-ভম:।

শক্তি।—২য় ও ৩য় দশমিক বিচূর্ণ।

ইপিকাকুয়ানহা

(IPECACUANHA).

প্রস্তুতি।—শুষ্ক মূল হইতে বিচূর্ণ ও আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রক্তাল্পতা; হাঁপানি; শ্বাসনলী প্রদাহ; সর্দ্দি; বিসূচীকা; ক্ষয়কাস; আক্ষেপ; কাসি; বধিরতা, অতিসার, আমাশয়, আন্ত্রিকজ্বর; চক্ষুপীড়া; পাথুরি; পাকাশয়িক ক্ষত; রক্তবমন; রক্তস্রাব; অর্শ; মূর্চ্ছাবায়ু;

সবিরাম জ্বর; আর্ত্তব বিকৃতি; গর্ভাবস্থাব উপসর্গ বা পীড়া; স্বল্পবিরাম জ্বর, লালাস্রাব; ধনুষ্টঙ্কার; দন্তশূল; বমনেচ্ছা; বমন, হুপকাস; কৃমিজন্য জ্বর; পীতজ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বিরক্তিজনক ও অত্যধিক বিবমিষা এবং পুনঃ পুনঃ বমনোদ্রেক। "জিহ্বা নির্ম্মল অথচ নিবন্তব বিবমিষা" ইহার সর্ব্বপ্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। মস্তক অবনত করিলেই বমনোদ্রেক হয়। (১) মল—ঘাসেব মত সবুজ বা হরিদ্বর্ণ বা ফেনময় গুড় সোণার মত শোণিত মিশ্রিত,—নাভিপ্রদেশে যেন মুচ্‌ড়াইতেছে এইরূপ বেদনা,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। (২) তবল সর্দ্দি,—প্রবল শুষ্ক কাসি; বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মাব ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ, সময়ে সময়ে শিশু বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন কবে। হুপ্‌কাসি,—কাসতে কাসিতে শিশুর দেহ শক্ত হইয়া যায় এবং মুখমণ্ডল শোণিতশূন্য প্রতীয়মান হয়, এতৎসহ বিবমিষা থাকে। শ্বাস-রোগ বা হাঁপানী—বক্ষমধ্যে ভাব ও উদ্বেগ বোধ, হঠাৎ বক্ষমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে,—শ্বাস ও গলরোধ হইবার উপক্রম এবং বমনোদ্রেক হয়.—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। (৪) শোণিত স্রাব, রক্তকাস,—উজ্জ্বল লালবর্ণ বক্ত উছালয়া উঠিতে থাকে। উদব হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত অবিচ্ছিন্নস্রোতে নিগত হয় রোগী হাঁপাইতে থাকে। (৫) শিবোবেদনা,—তীব্র শিরার্দ্ধশূল—একটা চক্ষুর উদ্ধাংশে তীক্ষ্ণ বেদনা,—বোধ হয় যেন আক্রান্ত অংশ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং মহা অবসাদ জনক বিবমিষা। (৬) উদব মধ্যে মহা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—যেন পাকস্থলী ঝুলিয়া পড়িবে এইরূপ অনুভূতি। প্রতিবার দেহ সঞ্চালনে উদর মধ্যে বামদিক হইতে দক্ষিণ দিক প্রসাবী তীব্র কত্তনবৎ বেদনা। (৭) সর্ব্বাঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা,—যেন অস্থি সকল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে। (৮) সবিরাম জ্বব,—স্বল্পক্ষণস্থায়ী শীতাবস্থা; উত্তাপাবস্থা তৃষ্ণা সংযুক্ত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী, কটি ও শিবোবেদনা, বিবমিষা, কাসি এবং সর্ব্বশেষে স্বেদোদ্গম, যে সকল জ্বরে ঔষধ নির্ব্বাচন কঠিন এবং কোন একটী ঔষধের ঠিক লক্ষণ পাওয়া যায় না, কিম্বা কুইনিনেব অপব্যবহাব জনিত জ্বরাদিতে প্রথমে ইপিকাক ৩০ প্রয়োগে অনেক সময় হয় জ্বর একবার নিরাকৃত হয় কিম্বা পববর্ত্তী উপযোগী ঔষধের নির্ণায়ক লক্ষণ পাবিস্ফুট হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—ক্রোধপ্রবণ, আকাঙ্ক্ষা-বহুল চিত্ত,—কিন্তু কিসের আকাঙ্ক্ষা তাহা জানে না। রোগী যদি শিশু হয় তাহা হইলে সে নিরন্তর ক্রন্দন ও চীৎকার করে এবং বয়োপ্রাপ্ত হইলে সদা রাগ, বিমষভাব এবং সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। সামান্য শব্দ অসহনীয় বোধ করে। ক্রোধ এবং ঘৃণা সংযুক্ত মর্ম্মপীড়া বা বিরক্তিজনিত মানসিক পীড়াদি।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—পাদচারণকালে ও মস্তক ফিরাইলে বা দাঁড়াইলে টলিতে থাকে। শিরোবেদনা,—মস্তকের প্রত্যেক অস্থিফলক এবং জিহ্বামূল পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত, এতৎসহ বিবমিষা ও বমন লক্ষণ থাকে (ককাউ: সিপী:)। শিরার্দ্ধশূল,—একটী চক্ষুর উদ্ধাংশে তীক্ষ্ণ বেদনা,—বোধ হয় যেন আক্রান্ত অংশ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, এতৎসহ

অত্যন্ত অবসাদক বমন (ক্যালী-কার্ব্:)। দীর্ঘকালস্থায়ী উদরাময় বশতঃ ক্রমবিকাশশীল মোহ বা মস্তিষ্কোদকপীড়া (এপীস্: ইগ্নে: অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: সিনা· ফস্: টিউবার্ক্:)।

চক্ষু।—চক্ষু আরক্তিম ও প্রদাহযুক্ত। চক্ষু মধ্যে (বিশেষতঃ দক্ষিণ) তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়,—ললাটদেশে সঞ্চারিত হইয়া যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পড়ে,—তীব্র আলোকে বৃদ্ধি হয় এবং রোগী পরে পরে শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণ চক্ষু উন্মীলিত করিলে চক্ষুর জলে উপাধান ভাসিয়া যায়। গণ্ডমালা-দোষযুক্ত-অক্ষিপ্রদাহ (Scrofulous Ophthalmia আর্স্: হিপ্: মার্ক্-কব সল্ফ·),—ললাট ও শঙ্খদেশে বা বগে ব্যথা, আলোকাতঙ্ক (অ্যাকোন্: কোণা:) এবং স্বচ্ছাবরকের ত্বকক্ষয় বিদ্যমান থাকে। যোজকত্বক গোলাপীবর্ণ, স্বচ্ছাবরক ঘোলা, এবং দক্ষিণ চক্ষু দৃষ্টিশক্তি রহিত,—রোগী পাঠাদি কার্য্য করিতে পারে না, কারণ দীপালোকে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া যায়। মাংসাঙ্কুরযুক্ত অক্ষিপুট (Granular Lids= পল্সে: গ্রাফ্· হিপ্: থুযা)। অক্ষিপুট স্পন্দন (কোডায়া ; অ্যাগার্:)। বহিরপাঙ্গে বা বাহিরের কোণে ঘনীভূত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়।

মুখমণ্ডলাদি।—বিবমিষা ব্যঞ্জক মুখভাব (ইথীউ অ্যাণ্ট্-টার্ট:)। মুখমণ্ডল মলিন, পাংশুবর্ণ বা পীতাভ, গণ্ডদ্বয় স্ফীত এবং চক্ষু দ্বয় নীলিমাবেষ্টিত। মুখের পেশী সকল থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হইয়া থাকে। দন্তশূল থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ আবির্ভাব,—যেন দন্ত সকল উৎপাটিত হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা,—বৈকালে ও রাত্রে বৃদ্ধি এবং আহারান্তে উপশম বোধ। দক্ষিণ বগে স্নায়ুশূল (ভায়োলা-ওডো:)। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চয় ; পুনঃ পুনঃ লালা গিলিতে বাধ্য হয়। শয়ন করিলে মুখবিবর হইতে লালা স্রাব হইয়া উপাধান আর্দ্র করে (ক্যামো: নক্স্ ফস্)। জিহ্বা পুরু শ্বেত লেপাচ্ছন্ন। আস্বাদন শক্তির লোপ।

পাকাশয়াদি।—সকল দ্রব্যেই অরুচি, মিষ্টান্ন মিঠাই আদি আহার করিবার স্পৃহা (হিপার্)। এতদ্‌বিষয়ীভূত রোগাদি মাত্রেই অবিচ্ছিন্নভাবে বিবমিষা ও বমন বর্ত্তমান থাকে (অ্যাণ্ট্-টার্ট: ফস্ ভেরেট্:)। বিবমিষা—অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চয় সহ বহুল পরিমাণে শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বমিত হয়, পুনঃ পুনঃ বমনেও বিবমিষার শান্তি হয় না,—ভুক্ত দ্রব্যাদি অজীর্ণ অবস্থায় বমিত হয় (অ্যারোট্: ব্রাই: নক্স্, ইথীউ: পল্সে:),—পিত্তময় তিক্ত পদার্থ বমন (ক্যামো: মার্ক ফস্: ভেরেট্,—মিষ্টস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন= যাট্রোফা:), শোণিত বমন (ব্রাই: হ্যামা· হায়ো· নক্স্), কাল আলকাত্‌রার ন্যায় পদার্থ বমন (আর্স্: সিকেলি· ভেরেট্,—মল মূত্র বমন= ওপী: প্লাম্.) ; মস্তক অবনত করিলে বমন বৃদ্ধি হয় (অ্যালীউ: গ্রাস্:—শকট যান বা নৌকাদির গতি জনিত বমন=আর্স্: ককিউ: পেট্রোল্:—আহারান্তে বমন= ইথীউ: আর্স্: ব্রাই: নক্স ; পল্সে:—পানান্তে=আর্স্: বিস্মাথ্: ব্রাই: ক্রোটন্-টিগ্: ভেরেট্:), বমনান্তে নিদ্রাবেশ (ইথীউ:) ; ধূমপানাতিশয্য জনিত ও গর্ভাবস্থায় বমন। পাকস্থলী অত্যন্ত শিথিল বোধ হয়,—যেন ঝুলিয়া পড়িতেছে (ইগ্নে: লোবেল্: অ্যাসিড্-নিউ· ট্যাব্: সিপী. ষ্টাফ্:)। পাকস্থলী মধ্যে প্রচণ্ড ও অসহনীয় বেদনা

এবং বমনোদ্রেক। ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি ভোজন জনিত পাকাশয়িক বিকৃতি, তৎসহ প্রায় নির্ম্মল, জিহ্বা লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। (সমল জিহ্বা সহযুক্ত = পল্‌সে:)।

অন্ত্রাশয়।—প্রচণ্ড অন্ত্রশূল যেন কেহ হস্তদ্বারা মহাবলের সহিত অন্ত্রমণ্ডলী ধারণ করিয়া প্রত্যেক অঙ্গুলি দৃঢ়রূপে অন্ত্রমধ্যে বসাইয়া দিতেছে এবং মুচ্‌ড়াইতেছে। নাভিপ্রদেশে আধ্মান জনিত কর্ত্তনবৎ বেদনা—দেহ সঞ্চালনে সকল যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং স্থির হইয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়। শিশুদিগের অন্ত্রশূল,—শিশু যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে,—ছট্‌ফট্ করিতে থাকে এবং অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করে। প্রতি দেহ সঞ্চালনে উদরের বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে গতিশীল ছেদনবৎ বেদনা (ল্যাকে —দক্ষিণদিক হইতে বামদিক = লাই পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে = অ্যাক্টী)।

মল।—উদরাময়,—মল পচ্যমান ফেনময় গুড়গোলা বা ইক্ষুসারের ন্যায় (হুউম্ স্যাবাড মদের ফেনার ন্যায় = আর্ণি: ঘাসের ন্যায় হরিদ্বর্ণ আর্জেণ্ট্-নাই: গাঢ় হরিদ্বর্ণ আমময় = = মার্ক:) পচা-পুষ্করিণীর জলে ভাসমান হরিদ্বর্ণ শৈবালের ন্যায় ম্যাগ্‌কার্ব্), শ্বেতবর্ণ আমময় (কোল্‌চি) কিম্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত মিশ্রিত। শারদীয় আমাশয় যখন দিবসের উত্তাপের পর রাত্রে বায়ু শীতল হইয়া থাকে (কোল্‌চি মার্ক)। বহুব্যাপক বিসূচিকা,—প্রথমাবস্থায় বিবমিষা ও বমনের আতিশর্য্য বর্ত্তমান থাকিলে (কোল্‌চি)। দুরারোগ্য উদরাময়।

প্রস্রাব।—মূত্র শোণিত মিশ্রিত (ক্যাক্ট· মিলিফো. অ্যাসিড-নাই)। ঘোলা মূত্র, ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানী সংযুক্ত (বেল্ ফস্·—ঈষৎ লালবর্ণ মূত্র এবং ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানী = নক্স ভম্ লাই:—কৃষ্ণাভ মূত্র ও ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানী = সিঙ্কো)। কীটদংশনবৎ বেদনা সহ মূত্র হইতে পুযস্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু— নিয়মিত সময়ের বহুপূর্ব্বে প্রকাশ হয় এবং স্রাব ও অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে (বেল্ ক্যাল্‌কে স্যাবাই)। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব,—শোণিত অপর্য্যাপ্ত, জমাট বা চাপবদ্ধ,—স্রাব জনিত অবসাদ বশতঃ রোগিণী হাঁপাইতে থাকে এবং নাভিস্থল হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব করে। জরায়ু হইতে শোণিত-স্রাব বশতঃ রোগিনীর দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, দক্ষিণ ললাটে বেদনা, এবং জরায়ু প্রদেশে, বাম উরু পৃষ্ঠে অতিশয় ব্যথা অনুভূত হয়, গাত্রত্বক পীতবর্ণ, কণ্ডুতিযুক্ত এবং চক্ষুদ্বয় কালিমা বেষ্টিত হইয়া থাকে। প্রস্রাবান্তে অজস্র উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিতস্রাব। প্রসব বা গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কাজনক বেদনায় বিবমিষা সহ তলপেটের বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ বেদনা সঞ্চালিত হইয়া থাকে (ল্যাকে.)।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক, আক্ষেপিক বা দেহ আলোড়ক কাসি,—হাঁপানীর ন্যায় শ্বাসনলীর সঙ্কোচন। হাঁপানী,—বক্ষমধ্যে চাপ ও উদ্বেগ বোধ, হঠাৎ বক্ষমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে আরম্ভ হয়, শ্বাস ও গলরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং বমনোদ্রেক হইয়া থাকে; দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। ঈষন্মাত্র দৈহিক পরিশ্রমে শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। কাসিবার সময়

বায়ুনলীভুজদ্বয় মধ্যে শ্লেষ্মাকুজন অর্থাৎ ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে থাকে, বিশেষতঃ নিশ্বাস গ্রহণ কালে=অ্যাণ্ট্:), বায়ুনলীমধ্যে শ্লেষ্মাধিক্য সঞ্চয় বশতঃ শ্বাসরোধাশঙ্কা; [কাসি বন্ধ হইয়া রোগী নিদ্রালুতা প্রকাশ করিলে বুঝিতে হইবে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার অবসাদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে এবং তখন ইপিকাকুয়ান্‌হার পরিবর্ত্তে অগৌণে অ্যাণ্ট্-টার্ট প্রয়োগ বিধেয়]। বক্ষগহ্বর শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ বোধ হয় কিন্তু কাসিলে কণামাত্র উত্থিত হয় না (অ্যাণ্ট্ টার্ট:)। শ্বাসরোধক কাসি,—গলনলী মধ্যে সংকোচন সহ কণ্ডুয়ন, কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মা বমিত হয় (অ্যাণ্ট্-টার্ট)। হুপ্‌কাসি,—কাসিতে কাসিতে শিশুর দেহ আড়ষ্ট ও শক্ত হইয়া যায় (কোব্যাল রুব্) শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও বমন বশতঃ গলরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং নাসারন্ধ্র বা মুখবিবর হইতে শোণিত স্রাবিত হইতে থাকে (ইণ্ডিগো, আর্ণিকা)। রাত্রে কাসির বৃদ্ধ হয় এবং কাসিলে মস্তকে ও পাকস্থলী মধ্যে আঘাত লাগে (ব্রাই· ন্যাট্ মিউ নক্স্)। রক্তকাস,—ঈষন্মাত্র শারীরিক পরিশ্রমে বর্দ্ধিত হয় (ধীরে ধীরে পাদচারণ করিলে উপশম=ফের)। গৃহাভ্যন্তরে শ্বাসরোধোপক্রম এবং গৃহের বাহিরে উপশম বোধ। আহারান্তে কাসির বৃদ্ধি (নক্স্:) এবং শীতল জল পানে উপশম হয়। হামকণ্ডুর হঠাৎ অন্তর্দ্ধান জনিত ফুস্‌ফুসাদির রোগ (ব্রাই —মস্তিষ্কের রোগ=কিউপ্রাম্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—অস্থিমধ্যে আঘাত জনিতবৎ ব্যথা, বোধ হয় যেন অস্থিসকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে (যেন ভগ্ন হইতেছে=ইউপেট্)। হঠাৎ সার্ব্বাঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্যের আবির্ভাব হইয়া, সকল প্রকার খাদ্যাদিতে অরুচি, এবং অবসন্নতা বোধ উৎপন্ন করে। ধনুষ্টঙ্কার, কখন রোগীর দেহ পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায় এবং মুখমণ্ডলাদি বিকৃতভঙ্গী ধারণ করে, কিম্বা চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও উদ্ভাসিত, অর্দ্ধমুদিত চক্ষু মুখের পেশী, ওষ্ঠ, অক্ষিপুট এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির আকুঞ্চন প্রসারণ, মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে রোদন, বমনোদ্রেক এবং বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার শব্দ হইতে থাকে। শীত ও উত্তাপ সম্বন্ধে চৈতন্যাধিক্য।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—অত্যন্ত শীতার্ত্ততা, জলপানে উপশম, কিন্তু উত্তাপ আদৌ সহ্য হয় না, বাহ্য উত্তাপে শীত বৃদ্ধি হয় বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম= আর্স্· ইগ্নে. ক্যালী কার্ব্)। শীত সংযুক্ত জ্বর প্রাতে ৯টা বা ১১টার সময় (১০টা হইতে ১১টার মধ্যে=ন্যাট্-মিউ.) আবির্ভূত হয় এবং শীত রহিত জ্বর বেলা ৪টার সময় হঠাৎ প্রকাশ হয়, তৃষ্ণা থাকে না। পাকাশয়িক বিকৃতির আধিক্য যুক্ত সবিরাম জ্বর, কুইনিনের অতিব্যবহার বা অপব্যবহার জনিত জ্বর। স্বল্পকালস্থায়ী শীতাবস্থা এবং দীর্ঘকালব্যাপী উত্তাপাবস্থা, অত্যন্ত কটি বেদনা, অধিকাংশ স্থলে কেবল উত্তাপ, তৃষ্ণা, শিরোবেদনা, বিবমিষা, কাসি, এবং সর্ব্বশেষে ঘর্ম্ম। আভ্যন্তরিক উত্তাপ সহ বাহিরে শৈত্যানুভূতি।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, শীতকালে এবং শুষ্ক বায়ুতে, উষ্ণ গৃহে বা বাহ্য উত্তাপে, জলীয় দক্ষিণা বায়ুতে (ইউক্রে·), বমনান্তে, কাসিলে, কণ্ডু বিলোপ বশতঃ, গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজনে, আহারান্তে, দেহ সঞ্চালনে এবং কুইনিন্ অপব্যবহার বশতঃ।

উপশম।—বিশ্রামে, নিষ্পেষণে, চক্ষু মুদিত করিলে, শীতল জলপানে।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন—এপীস্, আর্ণি: চায়না ; ফের্. লরো: ওপী: নক্স , ট্যাব্যাক্: ।

অনুপূরক।—কিউপ্রাম্।

সদৃশ।—অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: অ্যাণ্ট্-টার্ট: পল্সে: ইত্যাদি ।

তুলনীয়।—আহারান্তে কাসি,—নক্স্: এক হাত ঠাণ্ডা, অন্য হাত গরম,—চায়না, পল্স: ইত্যাদি। নিয়ত বিবমিষা,—ককু: সল্ফ: ইপে. ঘাসের মত সবুজ মল আর্জেণ্ট্ নাই ; ঘৃষ্টবৎ মাথাব্যথা ভিরেট্রাম ; গুরুপাক দ্রব্যে পাকাশয় বিকৃতি,—পল্স্ ; হাঁপানি—কুপ্রম ; লোবেলিয়া ; হুপিং কফ্ সিনা ; বমন—অ্যাণ্ট-টার্ট ; বক্ষলক্ষণ—ব্রায়ো: ইত্যাদি ।

শক্তি।—১ × হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৭ হইতে ১০ দিন।

আইরিস্-টেন্যাক্স্

(IRIS TENAX).

নামান্তর।—আইরিস্ মাইনব।

প্রস্তুতি।—সমস্ত গাছড়া হইতে মূল আরক হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ ;—উপাস্থিপ্রদাহ ; জ্বর ; মাথাব্যথা ; স্বগৃহ-বিরহ জন্য-বিষাদ ; সবিরাম জ্বর ; উন্মাদ ; অনিদ্রা ; পাকাশয় প্রদাহ ; বমন ।

উপযোগিতা ও আভাস।—উপাস্থি প্রদাহই ইহাব প্রধান ক্রিয়াফল এবং ঐ রোগেই এতদ্ব্যবহারে আশ্চর্য্য জনক ভাল ফল হইয়া থাকে। এতদানুষঙ্গিক অন্যান্য লক্ষণাবলী এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল অত্যন্ত বিষণ্ণভাব, নির্ব্বাসনকাতবতা অর্থাৎ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে ক্লেশ, মুখ ও গলমধ্যে জ্বালা, মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক এবং লালাহীন, পাকাশয় মধ্যে শূন্য ভাব, রোগী অত্যন্ত অবসন্নতা বশতঃ শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; ভয়ানক শীতাবির্ভাবান্তে উত্তাপাধিক্য, অন্ধান্ত্র প্রদেশে স্পর্শাসহনীয়তা, পিত্তময় বমন ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিমর্ষভাব, স্বগৃহ-বিরহ-বিষাদ ; হঠাৎ রোগিনীর মনে হয় যেন তাহার কয়েকটী বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে (ল্যাক-ক্যান্:) কিন্তু তৎপরদিনই আবার মহা হর্ষ প্রকাশ করে। রোগিনীর মনে হয় যেন তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিবার উপক্রম হইতেছে (অ্যাক্টী: ল্যাক্-ক্যান্:)। রোগিনী অত্যন্ত রোদন পরায়ণতা প্রকাশ করে (পল্সে: ন্যাট্-মিউ: ইগ্নে: সিপী:)।

মস্তক।—কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণ পার্শ্বগত শিরার্দ্ধশূল,—দক্ষিণ চক্ষু হইতে বেদনা প্রাদুর্ভাব হইয়া ক্রমে মস্তকের সমগ্র দক্ষিণার্দ্ধকে আক্রমণ করে, বেদনা চরম সীমায় উপনীত হইলে হবিদ্বর্ণ পিত্ত বমন হইতে থাকে (এপিজি: আইরিস্ ভার্সি ল্যাক-ডিফ্লো: স্যাঙ্গুইন:),—বমন না হইলে অপবাহ্ন ২টা হইতে ৩টার মধ্যে বিবমিষা ও শীতাবির্ভাব হয়। প্রভাত ৫টার সময় উভয় রগে বেদনা ও অক্ষিমধ্যে কণ্ডুয়ন বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, আর নিদ্রা হয় না এবং শীতল স্থানে মস্তক স্থাপন ইচ্ছায় পুনঃ পুনঃ উপাধান উল্‌টাইতে থাকে, কারণ শৈত্য সংস্পর্শে তাহার শিরোবেদনার উপশম হয় মস্তকের ত্বকের উপর অত্যন্ত কণ্ডুয়ন ও জ্বালাযুক্ত—যেন লঙ্কাবাটা মস্তকে মর্দ্দন করা হইয়াছে, এবং তৎসহ চক্ষুর্দ্বয়ও জ্বলিতে থাকে অথচ এক বিন্দুও অশ্রু প্রতীয়মান হয় না।

চক্ষু।—উভয় রগে ব্যথা সহ চক্ষু মধ্যে কণ্ডুয়ন। ব্রশ দিয়া চুল আঁচড়াইলে চক্ষু মধ্যে কর্কর করিতে থাকে,—যেন তাহার চক্ষুর সমক্ষে কেহ ধূলা ছড়াইতেছে,—কিন্তু অশ্রুসেক হয় না।

মুখ ও গলমধ্য।—মুখ ও গলমধ্যে ক্রম বৰ্দ্ধমান জ্বালা,—অবশেষে বোধ হয় যেন মুখ ও গলমধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে,—শীতল জল সংস্পর্শেও উপশম হয় না (ক্যাপ্স), দ্বিপ্রহর রাত্রের পর, বা চলপাই তৈল ও কর্পূর প্রয়োগে কিম্বা মুখমধ্যে শীতল বায়ু টানিয়া লইলে উপশম বোধ হয়। মুখবিবর বিশুষ্ক ও লালাহীন। পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিবার ইচ্ছা।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে দণ্ডায়মান হইলে পাকস্থলী মধ্যে শূন্যতা ও অবসাদ বোধ হইয়া কতকটা হবিৎ-পীতবর্ণ আঠাবৎ অথচ অতিক্ত পদার্থ বমিত হইয়া যায়, এক পাত্র চা পান করিলে উপশম হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভয়ানক বমনোদ্রেক অনুভব সহ গাঢ় হবিদ্বর্ণ পিত্তময় বমন। (আইরিস-ভার্সি আর্স: ব্রাই: ক্যামো কোল্‌চি: ক্রোটেল ডলিকস ইউপেট: ইপিক লেপ্টান: মার্ক: নক্স: পল্‌সে ভেরেট:)।

অন্ত্রাশয়।—অন্ধান্ত্র প্রদেশে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মান্ত্রের সংযোগ স্থলে ভয়ঙ্কর ব্যথা বোধ। অন্ধান্ত্র প্রদেশে চাপদিলে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভয়ানক বিবমিষার উদ্রেক হয়। অন্ধান্ত্র প্রদেশে, যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা। অন্ত্রাশয় মধ্যে বেদনা বশতঃ মস্তকের রগে বেদনার বৃদ্ধি। হবিদ্বর্ণ পিত্ত বমন হইতে থাকে,—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে অন্ত্রাশয়িক বেদনার উপশম হয় এবং রাত্র দ্বিপ্রহরের সময়ে বহুল পরিমাণে মল নির্গত হইয়া থাকে। অন্ধান্ত্রপুচ্ছ বা উপাঙ্গ প্রদাহ (কোল্‌চি ক্রোটেল-হর একিনেশীয়া ল্যাক-ডিফো: প্লাম: সেব্যাল্: টিউবাক)। রোগী অত্যধিক অবসন্নতা বশতঃ অন্ত্রাশয়িক বেদনাদির হ্রাস হইলেও প্রাতে শয্যাত্যাগ করিতে পারে না। অপরাহ্ন দুইটার সমগ্র দেহে অস্বাচ্ছন্দ্য বশতঃ শয্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়।

নিদ্রা।—উত্তমরূপে নিদ্রাভাবে রোগী ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর বিষদাক্রান্ত হইতে থাকে। রাত্রি ১টার পর যদিও নিদ্রা আইসে কিন্তু ৫টা না বাজিতে বাজিতে মস্তকের উভয় শঙ্খদেশে বেদনা ও চক্ষুমধ্যে কণ্ডুয়ন বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, এবং শীতল স্থানে মস্তক

স্থাপন করিবার আশায় রোগী পুনঃ পুনঃ উপাধান উল্‌টাইতে থাকে কারণ শৈত্য সংস্পর্শে তাহার শিরোবেদনার উপশম বোধ হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—অপরাহ্ন ২টার সময় ভয়ানক শীতাবির্ভাবের পর জ্বর প্রকাশ পায় এবং উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ঐ উত্তাপের হ্রাস হইবামাত্র পরিমিত স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে।

বৃদ্ধি।—নিদ্রাভঙ্গান্তে।

উপশম।—শীতল উপাধান সংস্পর্শে (শিরোবেদনা) বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে (অন্ত্রাশয়িক বেদনাদি); শীতল বায়ু মুখমধ্যে টানিয়া লইলে বা জলপাই-তৈল এবং কর্পূরারিষ্ট প্রয়োগে (মুখ ও গলমধ্যের জ্বালা) এবং চা পানে (বমন)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—কোল্‌চি: ল্যাকে: প্লাম. আর্স: ক্যাপ্স: ক্যালী-বাই: এপিজী: ল্যাক-ডিফ্লো. স্যাঙ্গুইন্: গ্র্যাটি: আইরিস্-ফার্স:।

তুলনীয়।—অন্ত্রাস্ত্র প্রদেশে (আর্ণিকা, আর্স, ল্যাকসি,), শিরঃপীড়া (জেল্‌স, আইরিস, ইগ্নেসি,) স্বগৃহবিরহ কালে (ক্যাপসি, ফস্ফরিক-অ্যাসিড,)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

আইরিস ভার্সিকোলর

(IRIS VERSICOLOR)

নামান্তর।—ব্লু ফ্ল্যাগ।

প্রস্তুতি।—বসন্তকালে সংগৃহীত বৃক্ষমূলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—মলদ্বার বিদারণ; বা ফাটা; পৈত্তিকতা, কোষ্ঠবদ্ধ; দুধে মামড়ী; বহুমূত্র; অতিসার; আমাশয়; বাধক; অজীর্ণতা; পামা; মলদ্বারে নালী; পাকাশয়শূল, সবিরাম জ্বর; শিরঃপীড়া, যকৃতের পীড়া; আধকপালে-মাথাধরা, স্নায়ুশূল; নৈশ রেতঃক্ষরণ বা স্বপ্নদোষ; ক্লোমরোগ; কর্ণশূল; গর্ভাবস্থায় বমন; বিচর্চ্চিকা, মলদ্বারে জ্বালা; বাত; লালাস্রাব রোগ; গৃধ্রসী বা পায়ের ঝিন্‌ঝিনে বাত; বমন; আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মুখ, পাকস্থলী ও ক্লোম প্রদেশে অসহনীয় জ্বালা, মুখ হইতে অনর্গল লালা স্রাব, গাঢ় আঠার ন্যায় লালাময় বমন; জলবৎ মল নিঃসরণ ও অন্ত্রকূজন, অরুচি এবং আস্বাদন-শক্তি-রাহিত্য, ভুক্ত দ্রব্যাদি মাত্রেরই অম্লত্বে পরিণতি, তিমিরদৃষ্টি-জনক পিত্তাশ্রিত-শিরার্দ্ধশূল,—বেদনার প্রকোপাবস্থায় অম্লাক্ত জলবৎ বমন, বাম

পার্শ্বের উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ুশূল—এবং নানাবিধ চর্ম্মরোগ এই ভেষজের প্রধান ক্রিয়াফল। এতজ্জনিত বেদনাদি ভ্রমণশীল এবং দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে তীব্র বেগে ধাবিত হয়। এতজ্জনিত শিরোবেদনা, অন্ত্রশূল প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কালে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়; উদরাময়, আমরক্ত রোগ প্রভৃতি প্রতি বসন্ত ও শরৎকালে এবং উদরাময় ও অন্ত্রশূল প্রত্যহ রাত্রে ২।৩ টার সময় আবির্ভূত হয়, স্বল্পকাল ব্যবধানান্তর্ এবং হঠাৎ লক্ষণাদির প্রকোপাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—আসন্ন রোগের আশঙ্কা। স্বীয় পাঠ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না। স্থূলবুদ্ধি।

মস্তক।—মস্তক পবিপূর্ণ ও অত্যন্ত ভারবোধ হয়। শিরঃপীড়া,—রগে এবং চক্ষুমধ্যে বেদনা, এবং কখনও মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট, কখন কখন সামান্য পিত্তমিশ্রিত, যন্ত্রণাজনক বমন। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র শূলবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষা, সন্ধ্যার সময়, শীতল বায়ুতে এবং কাসিলে বৃদ্ধি এবং পরিমিত পাদচারণে উপশম বোধ হইয়া থাকে। শিরার্দ্ধশূল—প্রথমেই দৃষ্টিশক্তির আবিলতা (বেল: কষ্টি: জেল্‌সি: ক্যালী-বাই: ন্যাট-মিউ:) সংঘটিত হয়,—পরে অম্লাক্ত জলবৎ বমন (ক্যাল্‌কে: কফী: ন্যাট-মিউ.); দন্ত ও অক্ষিগোলকের উপরের স্নায়ুমধ্যে তীব্র বেদনা এবং চৈতন্য বিলোপক শিরোবেদনা; বেদনা নিবৃত্তির পর আক্রান্ত অংশে অত্যন্ত ব্যথাবোধ হয়। দক্ষিণ পার্শ্বিক শিরার্দ্ধশূল,—দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও ললাটদেশে অসহনীয় বেদনা। শিরোবেদনার সময় অত্যন্ত বিবমিষা অনুভব এবং প্রচুর লালাস্রাব হইয়া থাকে (অ্যামন-কার্ব: মার্ক:)। ললাট ও মূর্দ্ধাদেশে প্রচণ্ড বেদনা,—যেন করোটি বা মাথার খুলী উড়িয়া যাইবে (ব্যাপ্টি: ক্যামো: অ্যাক্টীয়া-রেস: রেস: কোব্যাল্ট. ন্যাট-ক্লোর: ইয়ুক্কা-ফিল:)। মাথার উপর পূযবটী বাহির হয়।

চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর বাম কোণে জ্বালা ও অশ্রুপাত। চক্ষুর উপর প্রদেশে ভয়ানক বেদনা।

কর্ণ।—বধিরতা সহকারে কর্ণনাদ (সিঙ্কো: চিনিন্‌-সল্‌ফ:)। ভয়ঙ্কর কর্ণনাদ সংযুক্ত শিরোঘূর্ণন; বমন ও চক্ষুসমক্ষে পর্য্যায়ক্রমে আলোক ও অন্ধকারের ক্রীড়া।

মুখমণ্ডল।—মুখের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূল বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, এবং দুইটী ক্ষয়িত দন্তে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় উর্দ্ধ ও নিম্নাক্ষিক স্নায়ুশূল প্রত্যহ প্রাতে ভোজনের পর আবির্ভূত হয়। মুখের স্থানে স্থানে পূযবটী বাহির হয় এবং তাহা হইতে রস স্রাব হইতে থাকে।

মুখবিবর।—খাদ্যাদি স্বাদহীন বা অম্লাক্ত বোধ হয়। মুখ শুষ্ক ও আঠাময় বোধ। মুখবিবর ও পাকস্থলী জ্বলিতেছে বোধ হয় (আর্স: ক্যান্থা:)। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে গাঢ় আঠাবৎ লালা সঞ্চিত হয় এবং কথোপকথন কালে রোগীর মুখ হইতে ফোঁটা ফোঁটা

পড়িতে থাকে। প্রাতে গাত্রোত্থানকালে বোধ হয় যেন জিহ্বা ও মাড়ীদ্বয়ে বসাবৎ পদার্থ লিপ্ত রহিয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও ফাটা।

গলমধ্য।—গলক্ষত,—তালুমূল সঙ্কুচিত এবং গিলিতে কষ্ট। গলমধ্য শুষ্ক, শোণিতসিঞ্চিত এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ প্রতীয়মান হয় এবং দাহ্যমান গহ্বরের ন্যায় জ্বালাযুক্ত (আর্স্ঃ ক্যাম্প্ঃ) বোধ হইয়া থাকে (আইরিস্-টেন্ঃ আর্স্ঃ ইউফর্ব্ঃ কার্ব্বো-ভেঃ ফসঃ)। জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত সমস্ত ভয়ানক জ্বালাযুক্ত (আইরিস্-টেনঃ আর্ণিঃ)। বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডুতিজনিত কাসি সহ গলমধ্যে জ্বালা। মুখমধ্যে শীতল বায়ু টানিয়া লইলে বা শীতল জল পান করিলে ক্ষণিক আরাম বোধ হয়।

পাকস্থলী।—বিবমিষা ও অত্যন্ত অম্লাক্ত জলবৎ বমন। পাকাশয় মধ্যস্থিত সকল দ্রব্যই অম্লে পরিণত হয় (ক্যাল্কে-কার্ব্বঃ)। ভুক্ত দ্রব্যাদি, অম্লাক্ত বা পিত্তময় মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট জলীয় পদার্থ এবং শিশুদিগের অম্লাক্ত দুগ্ধ বমন (ক্যাল্কেঃ ইথীউঃ)। সমগ্র অন্নপথ জ্বালাযুক্ত। অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব (ইপিক্ঃ মার্কঃ ক্যালী-আয়োড্ঃ)। গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা বা লালা বমন,—(এপিফিগ্ঃ ক্যালী-বাইঃ); মুখ হইতে ভুমিতল পর্য্যন্ত শ্লেষ্মা ঝুলিতে থাকে। প্রথমে অপাচিত ভুক্ত দ্রব্যাদি,—তৎপরে অম্লাক্ত তরল পদার্থ এবং অবশেষে পীত বা হরিদ্বর্ণ পিত্ত বমন হয় এবং শিরোমধ্যে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ হয়। তীব্র অম্লস্বাদ বিশিষ্ট এবং গল-মধ্যস্থিত ত্বকক্ষয়কারী জলবৎ বমন।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে বেদনা, দেহ সঞ্চালনে উপচয়। ক্লোম প্রদেশে ভয়ঙ্কর জ্বালা,—শীতল জল পানে কোন উপশম হয় না। অন্ত্রশূল,—দেহ সম্মুখ দিকে অবনত করিলে আরাম বোধ হয় (কলোঃ কীউপ্রাম্,—পশ্চাদ্দিকে = ডায়োস্কো), —বায়ু নিঃসরণান্তে উপশম বোধ হয়; নির্গত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধ। তলপেটে ছেদনবৎ বেদনা।

মল।—অন্ত্রশূল ও অন্ত্রকূজন সহ উদরাময়; মল পাতলা জলবৎ; অন্ত্রকূজন সহ কোমল হরিদ্বর্ণ মল; শোণিতাক্ত আমময় মল,—তৎসহ কুন্থন। মলদ্বারে জ্বালাসহ পুনঃ পুনঃ জলবৎ মল ত্যাগ। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ভয়ানক জ্বালা, যেন অগ্নি প্রযুক্ত হইয়াছে। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল নৈশ উদরাময়, হরিদ্বর্ণ মল ও পেট বেদনা (ইপিকাঃ আর্জেন্ট-নাইঃ)। উদরাময় ও আমরক্ত রোগ,—প্রতি বৎসর শরৎ ও বসন্তকালে আবির্ভূত হয়। কয়েক দিবস কোষ্ঠবদ্ধতার পর জলবৎ তরল মল নিঃসরণ,—আধ্মানবায়ু জনিত অন্ত্রশূল, অর্শ বা শিরার্দ্ধশূল।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু মধ্যে স্নায়ুশূল বা বাতাশ্রিত বেদনা। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রাতর্ব্বমন—অম্লাক্ত বা তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; অপর্য্যাপ্ত গাঢ় আঠার ন্যায় লালা মুখমধ্যে নিরন্তর সঞ্চিত হইতে থাকে। জরায়ু প্রদাহযুক্ত ও ব্যথান্বিত,—স্পর্শ অসহনীয়। পীতবর্ণ পিত্তময় ভেদ।

প্রত্যঙ্গাদি।—অম্ল ও অজীর্ণতা রোগাধিকার সহ বক্ষঃস্থলের পেশীগত বাত। দক্ষিণ স্কন্ধের তরুণ বাত,—দেহ সঞ্চালনে, বিশেষতঃ দক্ষিণ বাহু উত্তোলনে, বেদনাধিক্য বোধ (সাঙ্গিউঃ)। অঙ্গুলিসন্ধি মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা। উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ুশূল,—উরুদেশে যন্ত্রণা

জনক আড়ষ্টতা ও অসাড়তা বোধ,—যেন উরুদেশ মুচড়াইয়া গিয়াছে—জানুসন্ধির পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়। বাম উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ুমধ্যে হঠাৎ তীব্র বেদনা বশতঃ অসাড়তার আবির্ভাব, আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি, অল্প সঞ্চালনে অত্যন্ত বেদনাধিক্য বোধ হয় কিন্তু আক্রান্ত অঙ্গ সবলে সঞ্চালিত করিলে কোন ব্যথা অনুভব হয় না। বেদনাদি হঠাৎ আবির্ভূত হয়। স্থানপরিবর্ত্তনশীল বেদনা।

ত্বক।—দদ্রুপেটিকা,—দক্ষিণদিকে, অম্লপিত্ত রোগাশ্রিত শিরঃপ্রবোহিকা অর্থাৎ মস্তকে পূযবটীর আকারে উদগত হইয়া রস পড়িয়া চটায় পরিণত হয়, রাত্রে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উদ্রেক করে। বিচর্চ্চিকা—চিক্কণ শল্কাবৃত।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম। সমস্ত রাত্রি শীতার্ত্ততা। সমগ্র দেহে উত্তাপাবির্ভূত হয় কিন্তু হস্ত ও পদদ্বয়ে অত্যন্ত শীত বোধ হয়। ঘর্ম্মাবস্থায় কুক্ষিদেশে অধিক পরিমাণে স্বেদোদ্গম হয়। অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম।

বৃদ্ধি।—বিশ্রামে (শিরোবেদনা) প্রবল দেহ সঞ্চালনে এবং সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে, শীতল বায়ুতে (শিরোবেদনা ও বিবমিষা)।

উপশম।—ধীরে ধীরে দেহ সঞ্চালনে (শিরোবেদনার উপশম, কিন্তু উরুপশ্চাতের স্নায়ুশূল বৃদ্ধি হয়), নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, এবং উর্দ্ধদেহার্দ্ধ অবনত করিলে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—নক্স-ভম।

সদৃশ।—**তুলনীয়**—ইপিক (বমন), আইরিস টেনাক্স: ক্যান্থারিস: ক্যাপ্সিকাম (গলা জ্বালা), ক্যালা-বাই (শিরঃপীড়া), স্যাঙ্গুইন (সাময়িক শিরঃপীড়া), ল্যাক-ডিফ্লো: জেল্‌সি ন্যাট-মিউ কলো ন্যাফেল অ্যাণ্ট ক্রুড আর্স: লেপ্ট্যান এপিজীয়া এপিফিগাস. ভিরেট্রাম (অতিসার, পল্‌স (রাত্রিভেদ), চায়না (গ্রীষ্মকালীন উদরাময়)।

শক্তি। -মূল আরক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম।

য্যাবোর‍্যাণ্ডী

(JABORNDI OR PILOCARPUS)

নামান্তর।—পাইলোকার্পাস।

প্রস্তুতি।—তাজা পাতা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কেশপতন, ক্ষীণ-দৃষ্টি, শ্বাসনালীপ্রদাহ, দাহ, ছানি, ক্ষয়রোগ, অতিসার; বাধক; বিসর্প, চক্ষুরোগ; হৃদপিণ্ডের পীড়া, শ্বেতপ্রদর, কর্ণমূল, প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রচুর লালা স্রাব; কৃমিরোগ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্ষয়কাসাদি রোগাধিকারে অনিয়মিত স্বেদোদ্গমই ইহার প্রধান লক্ষণ। মুখবিবরস্থিত লালাস্রাবী গ্রন্থি মাত্রেই ইহার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া থাকে এবং মুখমধ্যে অনিয়ত লালা সঞ্চিত হওয়ায় রোগী পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে থাকে। মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত ও উত্তাপযুক্ত হইয়া উঠে। শঙ্খদেশীয় ধমনী সকল দপদপ করিতে থাকে এবং ললাট, গণ্ডস্থল ও সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্রোতের ন্যায় স্বেদজল নির্গত হয়; চক্ষু হইতেও অশ্রু স্রাব হয়; নাসাবন্ধ্র মধ্যস্থিত শ্লেষ্মাস্রাবী ঝিল্লী এবং তালুমূল বায়ুনলী ও বায়ুনলী-ভুজান্তর্গত শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে। লালাগ্রন্থি সকল বিবর্দ্ধিত হয়। রোগী অত্যধিক তৃষ্ণা বোধ করে। লালাস্রাব ও স্বেদনির্গমের নিবৃত্তি হইবার পর রোগী অত্যন্ত অবসন্ন ও নিদ্রালু হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতিরেকে সবেগে নির্গমনশীল উদরাময়, বমন এবং বেদনা; মূত্রস্থলী মধ্যে বেদনা ও প্রস্রাব বেগ প্রভৃতি লক্ষণও এই ভেষজের ক্রিয়াজনিত। যে সকল যুবতী বা রমণী স্বল্পরজঃ, ঘর্ম্মহীন এবং যাহাদের প্রায়ই শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ঘটে, তাহাদিগের পক্ষে য্যাবোর‍্যাণ্ডী বিশেষ উপযোগী (ডাঃ হেল)। নানাপ্রকার চক্ষুরোগেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে. যথা দূরদর্শন,—দূরের বস্তু বেশ স্পষ্ট দেখিতে পায় কিন্তু নিকটের বস্তু অতি অস্পষ্ট ভাবে দেখিয়া থাকে, অক্ষিপুট আক্ষেপ ইত্যাদি। প্রদরস্রাব এবং সূত্রকৃমি। দেহের বামাঙ্গেই ইহার ক্রিয়াধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, কেন না অনেক সময় দেখা যায় যে এতদক্রিয়াধীন দক্ষিণাঙ্গ শুষ্ক রহিয়াছে এবং বামাঙ্গ হইতে অজস্র স্বেদ নির্গলিত হইতেছে (দক্ষিণ পার্শ্বে স্বেদোদ্গম = পল্‌সে) এবং এতজ্জনিত শিরোবেদনাও অধিকাংশস্থলে মস্তকের বামার্দ্ধে অধিক অনুভূত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্নায়বিক উন্মত্ততা,—পরিবারস্থ সকলকে কুঠারাঘাত হত্যা করিবার বেগ উপস্থিত হয়। বাক্যালাপে স্পৃহাশূন্য।

মস্তক।—সন্ধ্যার সময় মূর্দ্ধাদেশে এবং ললাট মধ্যে দপদপানি, প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়,—দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে, বক্ষোপরে চাপবোধ হয়, মানসিক উদ্বেগ উপস্থিত হয়, হৃদ্‌স্পন্দন এবং হৃৎপ্রদেশে বেদনানুভূত হইতে থাকে। গলক্ষত রোগাধিকারে মস্তকের বামপার্শ্বে বেদনাধিক্য ও যেন শ্বাসরোধ হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। মস্তক শূন্যবোধ (ককীউ)। ইন্দ্রলুপ্ত বা টাকপড়া (বাহ্যপ্রয়োগ)।

চক্ষু।—অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত আলোকজ্ঞান রাহিত্য। চক্ষু মধ্যে কর্কর করে। অক্ষিপুট স্পন্দন (কোডায়া: অ্যাগার হায়ো.) চক্ষের মধ্যত্বক বা কৃষ্ণাবরকের ক্ষয়শীল প্রদাহ জন্য ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে বা কম্পিত হইতে থাকে, এতৎসহ হঠাৎ দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকারাবির্ভাব হয়। নাসামূললীন বা আকৃষ্ট তারকাদ্বয় সহযোগে তির্য্যক্‌দৃষ্টি বা টেরা দৃষ্টি (সিনা· স্পাইজিলীয়া: সাইক্লেমেন. অদূরদর্শন = জিলীয়াম্ সিপী: ফাইজস)। দৃষ্টি শক্তির দীর্ঘকাল পরিচালনান্তে শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা। চক্ষু সমক্ষে প্রবমান শ্বেত বিন্দু সকল দৃষ্ট হয় (কোকা:

সল্ফ:) তৎসহ অক্ষিপুটের পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ। চক্ষু হইতে অশ্রু এবং নাসিকা মধ্য হইতে অপর্য্যাপ্ত রস ক্ষরণ হইতে থাকে, তালুমূল, বায়ুনলী ও বায়ুনলী-শাখা হইতেও অপর্য্যাপ্ত তরল শ্লেষ্মা ক্ষরণ হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল, কর্ণদ্বয়, গ্রীবা, গণ্ডস্থল, এমন কি সমগ্র দেহ লালবর্ণ ধারণ করে,—বিশেষতঃ অধিক ঘর্ম্ম স্রাব কালে মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও রগের ধমনীর দপদপানি, অন্য সময় মুখমণ্ডলাদি রক্তহীন ও ম্লান প্রতীয়মান হয়।

মুখবিবর।—জিহ্বা লেপাবৃত, রোগী অতি কষ্টে এবং অস্পষ্ট ভাবে বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে। স্বেদাতিশয্য সহ অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব,—লালা গাঢ় আঠার ন্যায় (আইরিস-ভার্সি ক্যালী-বাই)। পুনঃ পুনঃ মুখ হইতে ক্ষারময় লালা নিক্ষেপ করে এবং নিদ্রাবস্থায় মুখ হইতে লালা উপাধানে গড়াইয়া পড়ে। লালা ও স্বেদ স্রাবের নিবৃত্তি হইলে মুখবিবর ও তালুমূল অত্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া যায় এবং তৃষ্ণাধিক্য প্রকাশ পায়।

গলমধ্য।—নিম্নহনূতলস্থ গ্রন্থির স্ফীতি [ব্যারাইট-মিউ: কার্ব্বো-অ্যান্. সিঙ্কো হিপো-জিন্ লাই: মার্ক-ডাল ফাইটো:] ও বেদনা। পূর্ব্বাহ্নে গলমধ্য বিশুষ্ক এবং প্রদাহান্বিত বোধ হয় এবং কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে কর্কর করে, অপরাহ্নে প্রদাহের বৃদ্ধি হয়, গলগ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে ও হনুদ্বয় আড়ষ্ট বোধ হয়।

পাকস্থলী।—রাত্রে ভোজনান্তে হঠাৎ নিগিরীত লালা বমন হইয়া যায়। প্রথমে পাকস্থলী মধ্যস্থিত ভুক্ত দ্রব্যাদি ও তৎপরে পিত্ত বমন হয় এবং অবশেষে অনবরত উকী উঠিতে থাকে। অন্ননালীর নিম্নার্দ্ধে ও পাকস্থলীর মধ্যে যন্ত্রণাবোধ অন্ননলীর সঙ্কোচন। পাকস্থলী মধ্যে কোন অপরিপাচ্য দ্রব্যের অস্তিত্ব বশতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে অন্নদ্বারদেশে অত্যন্ত ভার ও যন্ত্রণাবোধ,—উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজনান্তে উপশম বোধ হয় (উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজনে বৃদ্ধি—অ্যাবীয়েজ-নাইগ্রা)।

অন্ত্রাশয়।— উদর শূন্য বোধ, দিবাভাগে যন্ত্রণাহীন মলতারল্য সহ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম এবং বিটপদেশে বেদনা বোধ, তৎসহ ভয়ানক বেদনা এবং প্রস্রাববেগ, প্রস্রাবান্তে উপশম। মলতারল্য - মল জলবৎ পাতলা, অজীর্ণ দ্রব্যাদি মিশ্রিত, যন্ত্রণা রহিত এবং বেগে নির্গমনশীল, প্রভাত ৬টার সময় এবং মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি, আহারান্তে নিবৃত্তি; বিশেষতঃ পাকস্থলীর যন্ত্রণার—অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব সহ অত্যন্ত তৃষ্ণা। মলের সহিত সূত্রকৃমি নির্গমন (অ্যাসক্লিপ টিউব.)।

প্রস্রাব।—মূত্র ঘোর, পরিমাণে অতি অল্প,—বিটপদেশে অসহনীয় বেদনা সহ অতিশয় বেগ। মূত্রস্থলীর মধ্যে হঠাৎ তীব্র বেদনার আবির্ভাব হয় এবং ঐ বেদনা মূত্রনালী মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া রোগীকে চীৎকার করিতে বাধ্য করে। স্বেদোদ্গম কালে মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়, মূত্রের পরিমাণ কমিয়া গেলে আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি হয়। একশিরা—বায়ুনলী-ভুজের সম্ভাবিত রোগ সূচনা, কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহ, অণ্ড-কোষের প্রতিক্ষেপ জনিত (পল্‌সে:) রোগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্বল্প রজঃ, শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চায়াধিক্য গাত্রত্বক্ শুষ্ক। ঋতু আবির্ভাবের সময় শৈত্য ও অবসন্নতা বোধ; এবং মস্তক ও বস্তিগহ্বর মধ্যে স্নায়বিক দপদপানি, এবং পৃষ্ঠবেদনা। স্তন্যহ্রাস (অ্যাসাফি. রিসিনাস্-কম্:)। বাধক; সময়ে সময়ে বয়ঃসন্ধিকাল-সুলভ ক্ষণিক উত্তাপাবির্ভাব (অ্যামিল-নাই: ল্যাকে)। প্রদর, গর্ভাবস্থায় শোথ বা প্রত্যঙ্গাদিব স্ফীতি। প্রসবান্তিক আক্ষেপ,—আচ্ছন্নাবস্থায় মুখমধ্যে বহুল-পরিমাণ-সঞ্চিত-লালা নিগীরন করিতে না পারায় শ্বাসবোধোপক্রম।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলীভুজান্তর্গত ঝিল্লিব প্রদাহ ও শ্লেষ্মাস্রাবী গ্রন্থি সকলের শ্লেষ্মাক্ষরণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি। পুনঃ পুন কাসিব উদ্রেক ও শ্বাসকৃচ্ছ্র। তরল শ্লেষ্মাযুক্ত কাসি। ফুস্ফুস্ স্ফীতি (অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্সে ল্যাকে:)। ফেনময় এবং পাতলা রসের ন্যায় গয়ার (ন্যাট-মিউ: ভেরেট:)। বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনা। বক্ষোপরে চাপবোধ, চিত্তচাঞ্চল্য, এবং হৃদ্স্পন্দন। বক্ষোপবে চাপবশতঃ নিদ্রা হয় না; যক্ষ্মারোগাধিকারে অত্যধিক স্বেদোদ্গম।

সম্বন্ধ।—সাদৃশ—অ্যামিল-নাই: (ঘর্ম্মাতিশয্য) বেল্: ক্যাল্কে: সিপ্তো হিপ: (শ্লেষ্মাস্রাবাধিক্য) মার্ক: নক্স: সিপী: ভেরেট: ফাইজস্: সাইক্লে: লিলিয়াম্-টাই (চক্ষু); স্পাইজি: সাইকীউ। ইহা হইতে উৎপন্ন বা ইহার উপক্ষার পাইলোকার্পিণাম সহিত তুলনীয়।

শক্তি।—মূল আবক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

য্যাকারাণ্ডা ক্যারোবা

(JACARANDA CAROBA).

প্রকৃতি।—তাজা ফুল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—প্রমেহ; উপদংশ, বাত, প্রমেহজনিত পৈশিক বাত; মুদা ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে।

উপযোগিতা ও আভাস।—পুংজননেন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার রোগে উপকারিতা জন্য ইহা বিশেষ পরিচিত। উপদংশ, প্রমেহ, যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোচ্ছ্বাস প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োগ অতি ফলপ্রদ হইয়া থাকে। উপদংশজ ক্ষতে মূত্র লাগিলে ভয়ানক ছেদনবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; মুদা—লিঙ্গাগ্র চর্ম্ম অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে এবং লিঙ্গের উপরে টানিয়া আনা যায় না,—লিঙ্গমুণ্ড অনাবৃত করিবার চেষ্টা করিলে তন্মধ্য হইতে হরিৎ-পীতবর্ণ পুয নির্গলিত হয়। বাত-বেদনা, মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক শ্বাসগ্রহণ কালে বুক্কাস্থির তলদেশে স্থূল বেদনা, হৃৎপিণ্ড মধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা, আহার কালে বিবমিষা ও ভক্ষ্যদ্রব্যাদির স্বাদহীনতা প্রভৃতি কয়েকটী ইহার প্রকৃতিগত নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—গাত্রোত্থান কালে, শিরোঘূর্ণন, তৎসহ ললাটদেশে ভারবোধ ও চক্ষুমধ্যে বেদনা, চক্ষু প্রদাহযুক্ত এবং অশ্রুপূর্ণ। তরুণ সর্দ্দি অধিকারে মস্তক ভারবোধ। কর্ণমধ্যে পক্ষির পক্ষতাড়নধ্বনি (অ্যাণ্ট টার্ট ম্যাগ কার্ব)।

পাকাশয়াদি।—খাদ্যাদি স্বাদহীন বা অম্লস্বাদ বিশিষ্ট বোধ। আহারের সময় বিবমিষার উদ্রেক (ফেরাম্)। তালুমূল সঙ্কোচন ও নিগরণ কৃচ্ছ্রতা, গলঃক্ষত। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে চাপ ও পরিপূর্ণতা বোধ এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস। উদরোর্দ্ধ ও নাভি প্রদেশের মধ্যদেশে যন্ত্রণাজনক সূচীবেধবৎ অনুভূতি। কুচকী বা বঙ্ক্ষণ প্রদেশ স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত। তলপেটে চাপ প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়। উপবেশন কালে মলদ্বার কণ্ডুয়ন; মলদ্বারে অস্ত্রাঘাতবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে কণ্টকবেধবৎ অনুভব ও শ্লেষ্মাগুটী বাহির হওন (কষ্টি ডালকা হাইড্রো অ্যাসিড নাই: থুযা)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—উপপ্রমেহ,—লিঙ্গমুণ্ড ও ওদাবরকের মধ্যাংশে অপর্য্যাপ্ত পূয সঞ্চয়—লিঙ্গমুণ্ড অনাবৃত করিলে তন্মধ্য হইতে হরিৎ-পীত বা শ্বেত-পীত পূয নির্গলিত হইতে থাকে (মাক সল্)। লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম বা মেঢ্রত্বক অত্যন্ত স্ফীত,—লিঙ্গমুণ্ডের আবরণ উন্মোচন করা যায় না (মার্ক সল্ গুয়াইয়কাম্ ,- বলপূর্ব্বক অনাবৃত করিবার চেষ্টা করিলে তন্মধ্য হইতে হরিৎ পীত বর্ণ পূয স্রাব হয়। উপদংশের ক্ষত=ক্ষতে মূত্র সংস্পর্শ ঘটিলে ভয়ানক ছেদনবৎ যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়। মেঢ্রত্বকের অগ্রভাগ অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল। লিঙ্গ বক্রতা,—লিঙ্গের উচ্ছ্বাস হইলে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হয় (ক্যান্থা: আর্জেণ্ট-নাই: থুযা:)। পাদচারণকালে বাম অণ্ডকোষ মধ্যে বেদনা। শিশ্নের স্থানে স্থানে আবক্তিম উপদংশবৎ ক্ষত বা ঔপদংশিক উদ্ভেদ (কোব্যাল্-বব) এবং লিঙ্গাগ্র উদ্গত হয়, উহা অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল, শুষ্ক হইয়া গেলে লালবর্ণ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বুক্কাস্থি তলে স্থূল বেদনা, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা এত ব্যথাযুক্ত যে রোগী দক্ষিণদিকে মস্তক ফিরাইতে পারে না। প্রাতে বাম বাহুতে বাতাশ্রিত বেদনা বোধ হয়। দক্ষিণ জানুমধ্যে বাত বেদনা, ঐ অঙ্গের চালনা করিলে উপশমিত হয়। পদক্ষত। পৈশিক বাতব্যাধি,—প্রাতে আক্রান্ত অঙ্গ অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং আড়ষ্ট বোধ হয়, অঙ্গ চালনায় বৃদ্ধি। পাদচারণকালে, মস্তক উত্তোলন করিলে এবং উপবিষ্টাবস্থায় বেদনার আবির্ভাব হয়। প্রমেহ দোষজনিত-বাত (থুযা সার্সা: ক্যালী আয়োড়)।

সম্বন্ধ। -ষ্ট্যাফিসাগ্রা গুয়াগ্যাণ্ডী—নানাবিধ উপদংশজ রোগে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ। উপদংশের ক্ষত, উপদংশের জন্য অক্ষি প্রদাহ (মাক-কর:), চক্ষু জুড়িয়া যায়, পুরাতন প্রমেহ, উপদংশের জন্য গলক্ষত,—তালুমূল আরাক্তিম, উত্তাপযুক্ত এবং তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা উদ্গত হয়। জরায়ুর প্রতিশ্যায় জনিত প্রদর (ন্যাকে.)। উদরাময়,—আমময় কাল মল।

সদৃশ।—তুলনীয়—থুযা (প্রমেহ), কোব্যাল্ রুব্ (উপদংশ), মার্ক-সল্ মার্ক-কর্:।

শক্তি।—মূল আবক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

য্যালাপা-ইপোমীয়া

(JALAPA IPOMŒA).

প্রস্তুতি।—প্রথমে মূলেব বিচূর্ণ। পবে তবল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ,—মলদ্বাবেব টাটানি বা ক্ষত, সর্দ্দি, অতিসাব; বাত, মূর্চ্ছা, অস্থিবতা।

উপযোগিতা ও আভাস।—অ্যালোপ্যাথিক মতে ইহা একটী প্রধান বিরেচক,—সুতবাং সদৃশবিধান মতে ইহা উদবাময় বিশেষে অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে; ইহাব প্রধান লক্ষণ কতিপয় এস্থলে উল্লেখ কবিলেই আভাষেব উদ্দেশ্যপূর্ণ হইবে —অম্লগন্ধ বিশিষ্ট জলবৎ বা শোণিতাক্ত মল,—বাত্রে বৃদ্ধি, উদবমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, শিশু অত্যন্ত শাবীরিক ও মানসিক অস্থিবতা প্রকাশ কবে, শিশু সমস্ত দিবস শান্তভাবে থাকে কিন্তু বাত্রে অসহনীয় অন্ত্রশূল বশতঃ চীৎকাব, ছট্‌ফট্ ও পদদ্বয় নিক্ষেপ কবিতে থাকে, এবং তাহাব মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়। শিশুদিগেব অসহনীয় যন্ত্রণাজনক নৈশ অন্ত্রশূলাধিকারে ইহা একটী প্রধান ঔষধ, (ক্যামোমিলা কলোসিন্থিস, ষ্টাফাইস্যাগ্রীয়া এবং ভেবেট্রাম্-অ্যাল্বাম্) এই ভেষজ চতুষ্টয়ও শিশুদিগেব অন্ত্রশূলে বিশেষ ফলোপদায়ক হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—বিবমিষা ও বমন। আধ্মানজনিত সফেন উদ্গাব,—উদ্গাবান্তে অন্ত্রশূলেব উপশম হয়। তলপেটে বাত্রে যেন অন্ত্রাদি মুচ্‌ড়াইতেছে বা অস্ত্রদ্বাবা কর্ত্তন করিতেছে এইরূপ অসহনীয় বেদনা। মলত্যাগেব পূর্ব্বে ও সময়ে কর্ত্তনবৎ অন্ত্রশূল; রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি। শিশু সমস্ত দিবস শান্ত থাকে কিন্তু বাত্রে অনববত চীৎকাব ও ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, যন্ত্রণায় শিশুব দেহ কখন পশ্চাদ্দিকে, কখন সম্মুখ দিকে এবং কখনও বা পার্শ্বের দিকে আবর্ত্তিত ও বক্রতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, শিশু দৈহিক ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করে, তাহাব দেহ হিমবৎ শীতল ও মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়। বামকুক্ষীর নিম্নে স্থূলান্ত্রেব দ্বিভাঁজ গ্রন্থি প্রদেশে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয়। যন্ত্রণায় শিশু হস্তপদাদি নিক্ষেপ করিতে থাকে।

মল।—উদরাময়,—মল অম্লগন্ধবিশিষ্ট, জলবৎ বা শোণিতাক্ত, বেগে নির্গমনশীল এবং

পরিমাণে অধিক। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে তলপেটে ছেদনবৎ বেদনা। মলদ্বার ক্ষয়িতত্বক বোধ হয়। প্রস্রাবকালে মূত্রনালী মধ্যে মহাসুখবোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদিতে বেদনা। পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের বৃহৎ সন্ধিতে অত্যন্ত উত্তাপ, দপ্‌দপানি ও ছেদনবৎ বেদনা বোধ। পদতল জ্বালা করে (অ্যাম্ব্রা: ক্যাল্ক্‌: সাল্‌কে: ল্যাকে.)। নখমূলে কর্কর করে। মস্তকে ও স্কন্ধ দেশে স্বেদাতিশয্য। যন্ত্রণায় হস্তপদাদি নিক্ষেপ করিতে থাকে।

সম্বন্ধ।—**দোষঘ্ন**—ক্যানাব্-স্যাট্: ইল্যাটির্:।

সদৃশ।—ক্যাম্‌মো: কলো: ষ্ট্যাফাই: ভেরেট্-অ্যাল্ব: ক্যাম্ফো:।

তুলনীয়।—ক্যাম্ফর (অতিসার ও কম্প), কলোসিন্থ (পেট বেদনা), আইরিস-টে: (অন্ত্রাম্রে বেদনা)।

শক্তি।—৩য় দশমিক ক্রম হইতে ৩০ শততমিক পর্য্যন্ত।

য্যাট্রোফা কার্ক্যাস্

(JATROPHA CURCAS)

নামান্তর।—ফিজিক-নট।

প্রস্তুতি।—বীজ হইতে টিঞ্চার ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অক্ষিপুটের আক্ষেপ; অন্ত্রকূজন বা পেট ডাকা; বিসূচিকা, বিসূচিকাবৎ উদরাময়, খালধরা; অতিসার; মুখেক্ষত; চর্ম্মের-পীড়া; বমন; কৃমি রোগ।

উপযোগিতা ও আভাস।—বিসূচিকা এবং উদরাময় রোগে অবস্থাবিশেষে ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণাবলি অনেকাংশে ইল্যাটিরীয়াম্, ক্রোটেন-টিগ্লীয়াম্ ও ভেবেট্রম আল্বামের ন্যায়। মল জলবৎ এবং সবেগে নির্গমনশীল। রোগী উদাস ভাবে শুইয়া থাকে, কোনরূপ যন্ত্রণা প্রকাশ করে না, অথচ তাহার মূর্ত্তি মানসিক অস্থিরতা ও যন্ত্রণা জ্ঞাপন করে, চক্ষুর্দ্বয় নীলিমা বেষ্টিত এবং মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, মুখবিবর, জিহ্বা এবং গলমধ্য শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত কিম্বা তন্মধ্যে জলবৎ লালা সঞ্চিত হইয়া থাকে; দুর্দ্দমনীয় জ্বালাময়ী তৃষ্ণা ও উদ্গার, অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ গাঢ় হরিদ্বর্ণ চাপ্ চাপ্ পিত্ত ও শ্লেষ্মা কিম্বা অণ্ডলালার ন্যায় পদার্থ বমন হইতে থাকে; পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা বোধ হয়, থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ পাকস্থলীর সঙ্কোচন বশতঃ ভয়ানক যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়; উদর আধ্মান বায়ুতে স্ফীত এবং স্পর্শাসহ, উদর মধ্যে যেন বোতল হইতে জল ঢালিতেছে এইরূপ কুল্‌কুল্ শব্দ হইতে থাকে, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে ঐ শব্দ সমভাবে শ্রুত হয়;

উর্দ্ধ ও নিম্ন পদে খাল ধরিতে থাকে, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে ঐ শব্দ সমভাবে শ্রুত হয়, উর্দ্ধ ও নিম্ন পদে খাল ধরিতে থাকে, দেহ হিমবৎ শীতল, এবং সর্ব্বাঙ্গে শীতল ও আঠাবৎ চট্‌চটে স্বেদোদ্গত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা সহ চিত্তচাঞ্চল্য। প্রশান্ত চিত্ত, উদাস ভাব, যন্ত্রণা গ্রাহ্য করে না। সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ বোধ। যন্ত্রণাজনক উদরাময়াধিকারে দেহ বাষ্পবৎ লঘু এবং চিত্ত প্রফুল্লতাময়।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল ও মস্তক উত্তাপযুক্ত, মুখমণ্ডল শোণিতহীন ফ্যাকাশে এবং চক্ষুদ্বয় নীলিমা বেষ্টিত। মুখবিবর, জিহ্বা ও গলমধ্য শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত, অথবা তন্মধ্যে অতি পাত্‌লা লালা সঞ্চিত হয়। রাত্রে মুখবিবর ও জিহ্বা শুষ্ক অথচ রোগী তৃষ্ণারহিত।

পাকস্থলী।—দুর্দ্দমনীয় জ্বালাময়ী তৃষ্ণা, জলপানে আদৌ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। বমনের ভয়ে জলপান করিতে চাহে না। বহুল পরিমাণ গাঢ় হরিদ্বর্ণ পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন হইয়া যায় (আর্স্ বিস্মাথ্)। অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ জলবৎ লালাময় পদার্থ বমন (মাক ওর প্লাম্) এবং তৎসহ যুগপৎ জলবৎ ভেদ হইতে থাকে, পাকস্থলীর হঠাৎ আকুঞ্চন বশতঃ ভয়ানক বেদনা ও জঙ্ঘা ডিমাতে খাল ধরিতে থাকে (কাউপ্রাম্ সিকেলি ভেরেট্)। দেহ হিমবৎ শীতল ও আঠাবৎ ঘর্ম্ম। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা ও উত্তাপ বোধ। পাকস্থলী ও অন্ত্রমণ্ডলার প্রদাহ।

অন্ত্রাশয়।—উদর আধ্মান বায়ুতে স্ফীত এবং স্পর্শাসহ। অন্ত্রাশয় মধ্যে বোধ হয় যেন একটী বর্ত্তুলাকার পদার্থ গড়াইতেছে। অন্ত্রশূল, অস্ত্রাঘাত ও শূলবেধবৎ যন্ত্রণা। উদর জ্বালাযুক্ত, ঠাণ্ডা পাইবার আশায় গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলে এবং গৃহতলে শয়ন করে। নাভিদেশ হইতে কটি পর্য্যন্ত যেন থাকিয়া থাকিয়া শূলবিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার অনুভব। অন্ত্রশূলাধিকারে উদর মধ্যে কুলকুল্ ধ্বনি শ্রুত হয়, বায়ু সেবনার্থ বহির্দ্দেশে পাদচারণকালে বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে উদর মধ্যে ভকভক্ শব্দ হইতে থাকে, যেন বোতল হইতে বা পীপার ছিদ্রমুখ হইতে জল নির্গত হইতেছে, তরল মল ত্যাগান্তেও ঐ শব্দের নিবৃত্তি হয় না।

মলান্ত্র ও মল।—হঠাৎ মলবেগ এবং উদর মধ্যে নিরন্তর কল্‌কল শব্দ যেন উদর জলপূর্ণ, বামপার্শ্বে অধিক শ্রুত হয়। উদরাময় বা বিসূচিকা,—মল=জলবৎ এবং প্রবল স্রোতের ন্যায় সবেগে নির্গমনশীল, তণ্ডুল সিদ্ধ জলের ন্যায় অর্থাৎ—ফ্যানের মত বিসূচিকার প্রথমাবস্থা,—হিমাঙ্গ (Collapse) হইবার পূর্ব্বে, উদরাময়াধিকারে সময়ে সময়ে বহুল পরিমাণে সূত্র বা মহিলতা কৃমি মিশ্রিত থস্‌থসে মল নির্গত হয়। ঠাণ্ডা লাগার পর অত্যন্ত অবসন্নতাজনক জলবৎ উদরাময়।

প্রত্যঙ্গাদি।—প্রচণ্ড আক্ষেপ বশতঃ প্রত্যঙ্গাদির প্রবল পৈশিক সঙ্কোচন; জঙ্ঘা-ডিম্বস্থ পেশীর প্রবল আকুঞ্চন বা গুটাইয়া পিণ্ডাকারে পরিণত হয়। পাদচারণকালে গোড়ালিতে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূতি। সার্ব্বাঙ্গিক শীতলতা ও উত্থান শক্তি রাহিত্য; নাড়ী অতি ক্ষীণ ও দ্রুত,—সামান্য দেহসঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। মুখমণ্ডল ও মস্তকে উত্তাপ এবং পৃষ্ঠে শীত বোধ। হিমবৎ শীতল হস্ত ও নীলবর্ণ নখ সহ শীতার্ত্ততা। অঙ্গের স্থানে স্থানে নীলিমা, শীতবোধ এবং চট্‌চটে ঘর্ম্মাক্ত দেহ।

বৃদ্ধি।—গৃহবহির্ভাগে বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে, রাত্রিদ্বিপ্রহরের পর।

উপশম।—শীতল জলে হস্ত নিমজ্জিত করিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্রোটন টিগ হফর কবোল্ ইল্যাট আস ভেরেট।

তুলনীয়।—বিসূচিকায় (ভিরেট্রাম , জলপানের পরেই বমন (আর্সেনিক), সশব্দে মলত্যাগ (ইলাটে)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম

যুগ্ল্যান্স ক্যাথার্টিকা বা সিনারীয়া

(JUGLANS CATHARTICA OR CINEREA)

নামান্তর।—বটার নট

প্রস্তুতি।—মূলের ছাল হইতে মল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ,—বয়োব্রণ, হৃৎশূল, বগলে বেদনা বক্ষে বেদনা, সর্দ্দি, পামা, বিসর্প মাথাব্যথা, বক্ষোদক, নানাপ্রকার ত্বক্ রোগ, বিস্ফিকা, অরুণিকা, দদ্রু ক্ষত পৃষ্ঠফলকে বেদনা, দৃষ্টিদোষ।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরোবেদনা,—শিরোপশ্চাদ্দেশে তীক্ষ্ণ দ্রুত-প্রসারী বিদ্ধকরণবৎ অর্থাৎ চিড়িকমারা বেদনা। (২) কামলা বা পাণ্ডু রোগ, যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠফলক তলে বেদনা,—শিরোপশ্চাদ্দেশীয় বেদনা সহযুক্ত,—রাত্রি ৩টার সময় রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, আর নিদ্রা হয় না, পিত্তময় বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ কুন্থন সহ মল এবং মলদ্বারে জ্বালা। বক্ষোদক বা বক্ষান্তর্বেষ্টনীর শোথ—যখন গাত্রত্বকের উপর মশকদংশনের ন্যায় আরাক্তিম বিন্দু সকল বাহির হয়। ফুস্‌ফুস হইতে ঘোর লালবর্ণ ঘনী ভূত শোণিত স্রাব (যুগ্ল্যান্স-রিজীয়া=জরায়ু হইতে)। হৃৎশূল। কক্ষপ্রদেশে বা বগলে তীব্র অসাড়তা জনক বেদনা (কক্ষমধ্যে প্রদাহ=যুগ-রিজী),—দক্ষিণ কক্ষ হইতে বাহুতে বেদনা সঞ্চারিত হয়। পুনঃ পুনঃ জ্বালাজনক প্রস্রাব সহ শিরোবেদনা। বর্ত্তুলক্ষত,—চতুষ্পার্শ্বের

তন্তুধ্বংস করিয়া প্রসারিত হয়, আরক্তজ্বর প্রভৃতি রোগাদিতে উক্ত ভেষজের উপকারিতা দৃষ্ট হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—একাকী থাকিতে ভালবাসে (ক্যাপস: অ্যাক্টী: সাইক্লে: হায়োসায়া: ইগ্নে: অক্সাই-ট্রোপ:); "খাবে দাবে নিদ্রা যাবে"—এই হলেই বড় আনন্দ বোধ হয়; কোন বিষয়ে মন-সংযোগ করিতে বা চিন্তা করিতে বড় নারাজ (অ্যালোজ: ক্যাপস্: কাম্বো-অ্যান্: কোব্যাল্ট: কোণা: ইউপাস্-টী:)। মস্তিষ্কের আচ্ছন্নতা বশতঃ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে পারে না। সদা অন্যমনস্ক,—কি করিতে যাইতেছিল ভুলিয়া যায়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—পাকস্থলী মধ্যে অবসাদ ও শূন্যতাবোধ সহ অন্ত্রাশয় পর্য্যন্ত ঐ শূন্যভাব সঞ্চারিত হয়। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোবেদন (ব্রাই: চেলিড: আইরিস্-ভা: নক্স-ভম:),—পীত লেপান্বিত জিহ্বা সহ পূর্ব্বাহ্নিক শিরোবেদনা,—দক্ষিণ পার্শ্বে আধিক্য বোধ। মস্তক পীপার ন্যায় বৃহৎ বোধ হয় (ধামার ন্যায় বৃহৎ=জেলসি: গাঁদার ন্যায় বৃহৎ নক্স-ভম্ যেন বহিরায়াতন বৃদ্ধি হইতেছে=ল্যাক্-ডিফো)। পুনঃ পুনঃ জ্বালাজনক প্রস্রাবসহ শিরো-বেদনা। পশ্চাৎকপালস্থিত শিরোবেদনা,—শিরোপশ্চাদ্দেশে সুতীক্ষ্ণ বিদ্ধকরী যকৃৎ পীড়াশ্রিত বেদনা। শিরোকণ্ডুয়ন—রোগী নিরন্তর মস্তক কণ্ডুয়ন করে (বোভি:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল আরাক্তিম, শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত। চক্ষুদ্বয় আরক্তিম ও স্ফীত, এবং বোধ হয় যেন পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। হঠাৎ গাত্রোত্থান করিলে বা চলিতে আরম্ভ করিলে দৃষ্টিলোপ হয়, মাথা ঘুরিতে থাকে এবং দেহ অবসন্ন বোধ হয়। নাসামূল ও নাসাদণ্ড অসাড় বোধ হয়,—মর্দ্দনান্তে উপশম। নাসিকার উপর বর্ত্তুলক্ষত হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থিত তন্তু ধ্বংস করিয়া বিস্তৃত হয়।

মুখবিবর।—জিহ্বা—সাধারণতঃ শ্বেতলেপান্বিত,—প্রাতে পীতবর্ণ লেপযুক্ত প্রতীয়মান হয় ও গলমধ্যে জ্বালা ও কুট্‌কুট্ করে। নিম্নহনুতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে,—বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের। গলক্ষত,—পূর্ব্বাহ্নে গলমধ্যে ককশতা ও স্ফীতি অনুভূত হয়,—বিশেষতঃ গলাধঃকরণকালে।

পাকস্থলী। রাক্ষসী ক্ষুধা; অত্যন্ত তৃষ্ণা,—অনবরত জলপানেচ্ছা। রাত্রে বিবমিষার বৃদ্ধি। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা। শিরোবেদনা সহ পাকস্থলী মধ্যে উদর পর্য্যন্ত ব্যাপী শূন্যতা ও অবসাদ বোধ।

অন্ত্রাশয়।—কামলা বা পাণ্ডুরোগে যকৃৎ প্রদেশে এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকতলে (ব্রাই-চেল্: নক্স:) সূচীবেধবৎ বেদনানুভূতি। মধ্যাহ্নভোজনান্তে উদরমধ্যে বেদনা ও তৎপরে মল-তারল্য ও মলদ্বারে জ্বালা; শায়িত বা অর্দ্ধশায়িতাবস্থা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কালে বঙ্ক্ষণ বা কুচকী প্রদেশে ক্ষতযুক্তবৎ বেদনা। মলত্যাগান্তে উদর মধ্যে জ্বালাবোধ।

মলান্ত্র, মল এবং মূত্র।—পাণ্ডুরোগাধিকারে উদরাময়,—অত্যন্ত কুন্থন জনক,

মল পিত্তময় বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ— মলত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা। বিদেশে অনাবৃতভূমির উপর বস্ত্রগৃহ মধ্যে বাসকালীন্ উদরাময় (ব্যাপ্টি: সিপ্টিসিমিন্:)। পুনঃ পুনঃ জ্বালাজনক প্রস্রাব সহ শিরোবেদনা। মলান্ত্র হইতে মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত প্রসারী তীব্র বেদনা,—পাদচারণ করিলে উপশমিত হয়।

শ্বাসযন্ত্রাদি।—ফুস্‌ফুস্ মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও বক্ষমধ্যে চাপবোধ। ফুস্‌ফুস্ হইতে শোণিত স্রাব ; শোণিত ঘোর লালবর্ণ এবং ঘনীভূত (জরায়ু হইতে ঐরূপ স্রাব=যুগ্ল্যান্স-রিজীয়া) ; বুকাস্থির পশ্চাতে বেদনা উর্দ্ধে আরোহণ বা গৃহবহির্ভাগে পাদাচরণকালে অনুভূত বা বর্দ্ধিত হয়। বাতাশ্রিত বক্ষোদক বা বক্ষান্তর্বেষ্টনীয় শোথ ; গাত্রত্বকের উপব মশক দংশনেব ন্যায় লাল বিন্দু সকল প্রতীয়মান হয়। অপরাহ্ণ ৬ টাব সময় পাদচাবণকালে হঠাৎ বামবক্ষে যেন মচ্‌কাইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয় এবং রোগী স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয় কিন্তু তাহাতেও উপশম বোধ হয় না।

প্রত্যঙ্গাদি।—মেরুদণ্ড মধ্যে উর্দ্ধ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ অনুভূতি ; হেঁট হইলে দক্ষিণ পৃষ্ঠ ফলকতলে সূচীবেধবৎ বেদনা,—আক্রান্ত অংশ সঞ্চালিত করিলে বা দীর্ঘ-নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বৃদ্ধি হয় ; ত্রিকাস্থি ও শ্রোণীদেশের মধ্যস্থিত সন্ধিমধ্যে বা বেদনা,—পূর্ব্বাহ্ণে ও উপবিষ্টাবস্থায় বেদনার বৃদ্ধি হয়। স্কন্ধ ও মণিবন্ধ মধ্যে তীক্ষ্ণ বাতবেদনা। দক্ষিণ কক্ষমধ্যে তীব্র বেদনা,—ঐ বেদনা দক্ষিণ বাহুতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় [দক্ষিণ কক্ষমধ্যস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ ও স্ফোটকোদ্গম=যুগ-রিজ:]। সোপানারোহণ কালে দক্ষিণ জানুমধ্যে বেদনানুভূতি। অবসন্নভাব,—গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাদচারণ করিলে উপশম হয়।

ত্বক।—কামলা—যকৃৎপ্রদেশে ও দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকতলে সূচীবেধবৎ বেদনা সহযোগে ; দেহ উত্তাপযুক্ত হইলে কণ্ডুতির উদ্রেক হয় ও পিট্ পিট্ করে। পীড়কা উদ্গম। নিম্নাঙ্গে,—ত্রিকাস্থিপ্রদেশে এবং হস্তের উপর পামাকচ্ছু অন্যত্র অরণিকা স্থানে স্থানে অরণিকাচ্ছন্নবৎ লালবর্ণ। বাহুকণ্ডুতি,—কণ্ডুয়নান্তে উপশম।

বৃদ্ধি।—দেহ উত্তপ্ত হইলে (কণ্ডুতি), পাদচাবণে (হৃৎশূল) ; সোপানারোহণে এবং হেঁট হইলে।

উপশম।—পাদচারণকালে (মলান্ত্র হইতে মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত প্রসারী বেদনা) এবং গাত্রোত্থান কালে (শিরোবেদনা)।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ব্রাইয়োনীয়া।

সদৃশ।—ব্রাই: নক্স: চেলিড্: ব্যাপ্টি: সেপ্টিসিমিন্: ওলীয়্যান্ হ্যাস: জেল্‌সি: ককীউ: গ্লোন্:।

তুলনীয়।—ব্রায়ো: (হৃৎশূল, বাত, মাথাব্যথা, বক্ষের শোথ, যকৃৎ) ; চেলিডো: (যকৃৎ) ; নক্স-ভম: (কামলা) ; আইরিস্: (অতিসাব), রস: আর্স: (ত্বক) ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

—— ——

যুগ্ল্যান্স্-রিজীয়া বা নক্স যুগ্ল্যান্স্

(JUGLANS REGIA OR NUX JUGLANS).

প্রস্তুতি।—পাতা প্রভৃতি হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।- বায়োত্রণ; মলদ্বারে জ্বালা, বগলের বীচিতে পূয, উপদংশ; চক্ষুতে বেদনা; আধ্মান, মাথাব্যথা; রজসাধিক্য; প্লীহাতে বেদনা; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ প্রভৃতি পীড়ায় ফলপ্রদ হইয়াছে।

উপযোগিতা ও আভাস।— ইহা দ্বারা নানাবিধ চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যথা কর্ণপশ্চাতোদ্গত মধুচক্র-দদ্রু, অতিশয় কণ্ডূয়ন বশতঃ রোগী রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না; বগলের গ্রন্থি প্রদাহযুক্ত হইয়া স্ফোটকে পরিণত হয় বা তদুপরে চটাঘার সৃষ্টি হয়; প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম বগলে আক্রান্ত হইয়া থাকে। দেহের স্থানে স্থানে ঘামাচির ন্যায় অত্যন্ত কণ্ডুয়ন জনক উদ্ভেদ উদ্গত হয় এবং গাত্র ধৌত বা অনাবৃত করিবামাত্র কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি হয়। গৌণ উপদংশের উদ্ভেদ। সন্ধ্যার পর শয়িতাবস্থায় মস্তিষ্ক মধ্যে মাদকতা অনুভূতি এবং বোধ হয় যেন মস্তক শূন্যমার্গে কোথায় উড়িয়া যাইতেছে, সকল বিষয়ে অসন্তোষ বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ এবং মনোবৃত্তি-নিচয়ের পূর্ণালস্য বা জড়তা। শিরোমধ্যে বিশেষতঃ ললাটে (শিরোপশ্চাতে= যুগ্ল্যান্স্-সিনারীয়া) তীক্ষ্ণ অস্ত্রবেধবৎ যন্ত্রণা। রমণান্তে পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও ত্বক্ ক্ষয়; জরায়ু হইতে ঘোর লালবর্ণ ঘনীভূত শোণিত স্রাব, পিত্তাশ্রিত উদরাময়, উদর আধ্মান-বায়ু-স্ফীত এবং তন্মধ্যে উত্তেজনা, পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি এবং তৎসহ সহানুভূতি বশতঃ দেহের অন্যান্য অংশের পীড়া প্রভৃতি কয়েকটী যুগ্ল্যান্স্-রিজীয়ার প্রধান ক্রিয়া নির্দ্দেশক।

লক্ষণাবলী।

মন।—সন্ধ্যার পর শয়নকালে মস্তক মধ্যে মাদকতা অনুভব এবং বোধ হয় যেন মস্তক শূন্যে উড়িতেছে। রোগী সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত অসন্তোষ এবং অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে। অধিক কথা কহিতে ভালবাসে না; অধ্যয়নকালে অমনোযোগ।

মস্তক।—ললাটদেশে তীক্ষ্ণ অস্ত্রবেধবৎ বেদনা (শিরোপশ্চাতে=যুগ্ল্যান্স-সিনা)। মস্তক ও নাসামধ্যে সর্দ্দির পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় অনুভব। হস্তপদাদি শীতল এবং মস্তক মধ্যে জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ। চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনা, দেহ, মাথা বা চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি;—নিদ্রাবেশ ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন তৎসহ ললাটদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা। রগে দপ্‌দপানি, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশমিত এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে পুনরাভির্ভূত হয়। মস্তকের বাম পার্শ্বে শিরার্দ্ধশূলবৎ বেদনা বশতঃ রোগী কথা কহিতে পারে না।

অন্নাশয়াদি।—পাকাশয় মধ্যে পূর্ণতা ও স্ফীতিবোধবশতঃ রোগী উত্তম ক্ষুধাসত্ত্বেও

আহার করিতে পারে না, উদ্গার উঠিলে উপশম বোধ হয়। আহারান্তে প্রবল হিক্কা। উদর আধ্মানবায় পূর্ণ, অনমনীয় এবং ভার বোধ হয় এবং পুনঃ পুনঃ মল বেগ, উদ্গার ও বায়ু নির্গমণান্তে উপশম বোধ হইয়া থাকে, উদর মধ্যে নিষ্পেষণ ও আকর্ষণবৎ বেদনা, দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় এবং রজোস্রাব আবির্ভাবান্তে উপশম, পরে আটদিবস যাবৎ বহুল পরিমাণে কৃষ্ণাভ শোণিত স্রাব হইতে থাকে, সময়ে সময়ে চাপ চাপ শোণিত মিশ্রিত,—রোগিণী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার কোন খাদ্যে রুচি থাকে না। প্লীহা প্রদেশে নিষ্পেষণ ও আকর্ষণবৎ বেদনা,—দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে, হাস্য করিলে বা হেঁট হইলে বেদনার বৃদ্ধি হয়।

মলান্ত্র ও মল।—মলতারল্য,—উদরমধ্যে বেদনা সহ প্রথম বৃহৎ কোমল, পরে পাতলা মল নির্গত হইতে থাকে। লম্বা লেড বাহ্যের পরে মলদ্বারে ভার ও জ্বালা বোধ। সন্ধ্যাকালে শয়িতাবস্থায় মলদ্বারে কণ্ডুয়ন ও সূচীবেধবৎ অনুভব বশতঃ রোগী শুইয়া থাকিতে না পারিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে বাধ্য হয়।

প্রস্রাব।—দিবারাত্র পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ এবং প্রতিবারে বহুল পরিমাণে মূত্র নির্গত হইতে থাকে (স্কীলা, নক্স)। অপর্য্যাপ্ত মূত্র ত্যাগ সত্ত্বেও তৃষ্ণারাহিত্য। গাঢ় লালবর্ণ মূত্র।

পুংজননেন্দ্রিয়।—স্ত্রীর সহিত রমণান্তে শিশ্ন মধ্যে জ্বালা এবং মেঢ্রত্বক ও লিঙ্গমুণ্ডের সংযোগস্থলে ত্বকক্ষয়, ঐ স্থানে ক্রমে পূয সঞ্চিত হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—নিয়মিত সময়ের ১৫ দিবস পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া ৮ দিবস যাবৎ অত্যন্ত স্রাব হইতে থাকে এবং সময়ে সময়ে কালবর্ণ চাপ্ চাপ্ শোণিত স্রাব;—স্রাবের পূর্ব্বে উদর মধ্যে অত্যন্ত নিষ্পেষণ ও আকর্ষণবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং স্রাবান্তে রোগিণী অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং কোনরূপ আহারে তাহার রুচি থাকে না।

ত্বক।—কর্ণপশ্চাতোদ্গত মধুচক্রবৎ দদ্রু কণ্ডুয়ন রাত্রে এত বৃদ্ধি হয় যে রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। বগলের গ্রন্থি প্রদাহযুক্ত হইয়া স্ফোটকে পরিণত হয় (হিপ্)। বাহু ও বগলে চটাঘা উৎপন্ন হয়,—প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম বগলে আক্রান্ত হয়। গ্রীবাপৃষ্ঠে আরক্তিম ব্রণবৎ উদ্ভেদ, কণ্ডুয়নান্তে রস স্রাবিত হয় (সেলিন্)। উদ্ভেদাদি ধৌত করিলে বা দেহ অনাবৃত করিলে কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি হয়। কণ্ডুয়নশীল পীড়কা সকল, তন্মধ্যে পূয সঞ্চয় বশতঃ, রীতিমত ক্ষতে পরিণত হয়। স্কন্ধ ও যকৃৎ প্রদেশে শোণিত, স্ফোটক, বাতাশ্রিত গ্রন্থিস্ফীতি উপদংশের পারদ-বিষ-দুষ্ট ও বাতাদিজনিত ক্ষত ও দদ্রু প্রভৃতি। দক্ষিণ কক্ষ মধ্যে প্রথমে জ্বালা, ত্বক্ ক্ষতযুক্ত ও ফাটা ফাটা, ক্রমে আরক্তিম ও শল্কাবৃত হইয়া উঠে এবং পরে তন্মধ্যে রস সঞ্চিত হইয়া দদ্রুর ন্যায় আকার ধারণ করে এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে জ্বালাজনক রসপীড়কা সকল উদ্গত হয়, অধিক ঘর্ম্ম হইলে কণ্ডুয়নের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং ঐ ঘর্ম্ম ও পীড়কামধ্যস্থিত রস মিশ্রিত হইয়া বস্ত্রাদিতে লাগিলে হরিতাভ পীতবর্ণ দাগে পরিণত হয় এবং বস্ত্রের রসসিক্ত অংশ শুষ্ক হইয়া মড়্মড়ে হইয়া যায়, এইজন্য কক্ষমধ্যে সময়ে সময়ে এত ব্যথা অনুভূত হয় যে ঐ হস্তে কোন বলের কার্য্য করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। দক্ষিণ কক্ষ হইতে ক্রমে ক্ষতাদি বাম কক্ষমধ্যে উদ্গত হয়।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে কথা কহিলে, হাস্য করিলে, ক্ষতাদি ধৌত করিলে সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে এবং দেহ অনাবৃত করিলে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—হ্রাস:।

সদৃশ।—যুগ্ল্যান্স্-সিনা গ্র্যাফ্ রাউমেক্স, মেজর ইলাপ্স, লাই সল্ফ্: গ্নিগুলীয়া-রোব: সদৃশ।

তুলনীয়।—হ্রাস্টাক্স· চর্ম) গ্রাফাইট দদ্রুবৎ উদ্ভেদ), সিওনোথ (প্লীহা) লাইকোপ: (আধ্মানবায়ু), ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

যাঙ্কাস এফীউসাস

(JUNCUS EFFUSUS).

প্রস্তুতি।—মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হাঁপানি, কটীবেদনা; অশ্মরী বা পাথুরী; সর্দ্দি, শোথ, উদরাধ্মান, মাথাব্যথা বাত মূত্রগ্রন্থির পীড়ায় সফলপ্রদ হইয়াছে।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা একটী প্রধান মূত্রোৎপাদক ঔষধ এবং মূত্ররোধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাশ্মরী, শোথ এবং বৃক্ককের বা মূত্রগ্রন্থীর রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। দেহের নানাস্থানে বুদ্বুদস্ফোটন শব্দ, উদর মধ্যে হুড়হুড় গুড়্গুড়্ প্রভৃতি আধ্মান বায়ুজনিত শব্দ, বক্ষমধ্যে চাপ ও সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা ইত্যাদি কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ। দেহের বামাঙ্গের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয় এবং এতজ্জনিত লক্ষণাদি বাম অঙ্গেই অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে। হ্রাস-টক্সের ন্যায় এতজ্জনিত বাত বেদনার বিশ্রামে বৃদ্ধি, এবং হ্রাস-টক্স ও নক্সের ন্যায় গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে শীতার্ত্ততার বৃদ্ধি অনুভূত হইয়া থাকে। বায়ু নিঃসরণান্তে উদরাধ্মানের উপশম হয়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।- শিরোঘূর্ণন স্থির হইয়া থাকিলে রোগীর বোধ হয় যেন তাহার চতুর্দ্দিকের বস্তু সকল ঘুরিতেছে, পাদচারণ কালে বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন। শিরোবেদনা,—মস্তক অবনত করিলে বোধ হয় যেন মস্তক দ্বিধা হইবার উপক্রম হইতেছে, প্রাতে শয্যায় উঠিয়া বসিলে ললাটে ও শিরোপশ্চাতে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা, আক্রান্ত অংশে পূয সঞ্চিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়, কিছুক্ষণ শয়ন করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা অদৃশ্য হইয়া যায়। পশ্চাৎকপালের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ কর্ণ পর্য্যন্ত প্রদেশাভ্যন্তরে বুদ্বুদ্স্ফোটন শ্রুত হয়।

চক্ষু।—অক্ষিপুট পার্শ্ব কণ্ডূয়ন যুক্ত (নক্স: ষ্ট্যাফাই) মর্দ্দন করিলে নিবৃত্তি হয় (মর্দ্দনান্তে অস্পষ্ট দৃষ্টির উপশম = ক্রোকাস পল্সে)।

মুখ ও গলমধ্য।—প্রাতে মুখের বামকোণের উদ্ধাংশে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা, যেন তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ কাষ্ঠফলক বিদ্ধ হইয়া আছে। দক্ষিণ হনুসন্ধিমধ্যে বুদ্বুদ্স্ফোটন ধ্বনি শ্রুত হয় এবং বোধ হয় যেন তদভ্যন্তর স্ফীত হইয়া আছে। জিহ্বা শ্বেতাভ-পীতবর্ণ লেপান্বিত প্রতীয়মান হয় এবং মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মুখমধ্যে আঠাবৎ স্বাদ অনুভূত হয়। গলাধঃ-করণ কালে বোধ হয় যেন গলগ্রন্থিদ্বয় স্ফীত হইয়াছে। না কাসিলেও বহুল পরিমাণ পীতবর্ণ গয়ার উত্থিত হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—উদরোদ্ধ প্রদেশ স্ফীত হইয়া উঠে। অনবরত অন্ত্রকূজন বশতঃ রোগী পায়খানায় গমন করিতে বাধ্য হয় কিন্তু কণামাত্র মলের পরিবর্ত্তে কেবল সশব্দে বায়ু নির্গত হইতে থাকে। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে যেন স্ফোটক উদ্গত হইবার সম্ভাবনা এইরূপ অনুভব। মলান্ত্র মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনানুভব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল গুটিকা নির্গত হয়।

প্রস্রাব।—মূত্রনালী মধ্যে সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভব, যেন তন্মধ্যে কোন সজীব পদার্থ আছে বোধ হয়। মূত্র কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায়, লালবর্ণ তলানী। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাশ্মরী।

প্রত্যঙ্গাদি।—ত্রিকোণ পেশীর আনত্তন বা আকুঞ্চন ও প্রসারণ দেখিতে পাওয়া যায়। লিখিবার সময় বাম হস্তে খালধরার ন্যায় বেদনা। পাদচারণকালে বাম উরুদেশে টান ধরে, যেন কণ্ডার সকল সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্রতম হইয়া গিয়াছে (অ্যামন্ মিউ কষ্টি. সাইমেক্স. গুয়ায়েক্. গ্র্যাট-কার্ব)। দেহের বাম পার্শ্বেই বেদনাদির আধিক্য বোধ হয়। নিতম্বদেশীয় পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ যেন তন্মধ্যে কোন সজীব পদার্থ নড়িতেছে (ক্রোকাস-গ্র্যাট্)। জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীমধ্যে বুদ্বুদস্ফোটন শব্দ। বেদনাদির রাত্রিকালে বৃদ্ধি এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে, আক্রান্ত অঙ্গ মুড়িতে বা পার্শ্বের দিকে বক্র করিতে গেলে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং বিস্তৃত করিলে উপশম বোধ হয়। প্রাতে গাত্রোত্থান মাত্রে অত্যন্ত শীতবোধ হয় এবং গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে অত্যন্ত শীতার্ত্ততার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পুরাতন অস্থক্ষত মধ্যে কণ্ডূয়ন এবং পুনশ্চ ক্ষতে পরিণত হইবে এইরূপ অনুভব (অ্যাসিড্-ফ্লু সাইলি: গ্রাফ:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ—তুলনীয়**—হাসটক্স (বিশ্রামে ও অনাবৃত হইলে বৃদ্ধি), বার্ব্বোরিস: (স্ফোটন অনুভব), সাইলি: (দাগ) ইত্যাদি। হাস-টক্স বার্বারিস্ হুউম্ স্কীলা (বুদ্বুদ স্ফোটন ধ্বনি), অ্যাসিড্-ফ্লু: সাইলি: নক্স ভম:।

শক্তি।—মূল আরক ও নিম্নক্রম।

ক্যালী আর্সিনিকোসাম্

(KALI ARSENICOSUM).

নামান্তর।--পোটাশ আর্সেনাইট ; ফাউলারর্স সলিউশন।

প্রস্তুতি।—প্রথমে পরিস্কৃত জলে দ্রবনীয়। তৎপরে স্থরাসারে ক্রমপ্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মূত্রগ্রন্থির পীড়া ; কর্কট ক্ষত ; বধিরতা ; অতিসার, শোথ ; চক্ষুর বিবিধ পীড়া ; হাম ; বিষাদ ; স্নায়ুশূল ; বিবিধ-চর্ম্মরোগ ; জিহ্বার পীড়া ; শিরাদিস্ফীত ; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ব্রণ, বিসর্প বিচর্চ্চিকা, পামাকচ্ছু, প্রভৃতি নানা-বিধ চর্ম্মরোগে উপকারিতার জন্যই ইহা সুপরিচিত এবং এই সকল চর্ম্মরোগে দেহের দক্ষিণ পার্শ্বগত ক্যালী-আর্সের (এবং আর্সিনিকের) একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে বাম পার্শ্বগত শিরোবেদনা, মস্তক বৃহত্তর বোধ, অক্ষিগোলকদ্বয়ের বহির্নিঃসরণ; জিহ্বা জ্বালা ও জিহ্বার অসাড়তা, জিহ্বা বৃহত্তরানুভব, উদবোৰ্দ্ধ প্রদেশ হইতে যেন একটা গুল্ম উঠিয়া শ্বাসনলী রুদ্ধ করিতেছে, এইরূপ বোধ ; নিরন্তর বমনোদ্রেক ; পাকস্থলী শূন্যবোধ ; মলদ্বারে বোধ হয় যে একটা দহ্যমান লৌহশলাকা প্রবিষ্ট হইতেছে লক্ষণাদির সাময়িকতা— ইত্যাদি কয়েকটী ইহার প্রকৃতি গত ও সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—কটুভাষী, বিমষ, অসন্তুষ্ট এবং কলহপ্রিয় স্বভাব (অরাম-মিউ. ন্যাট্র পেট্রোল: নক্স: লাই: নিকোল-কার্ব্ব র‍্যানান: ভেরেট-ভির:), সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য ; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় উত্তর দেয় না। (অ্যাগার: ন্যাবাড্. অ্যাসিড্-সল্ফ্:—মহা অনিচ্ছা সহিত প্রশ্নের উত্তর দেয়=ক্যারিকা-পেপায়া হাস: আসিড্-সল্ফ্:) কিম্বা কর্কশভাবে উত্তর দেয় (ক্যামো:) ; দৃষ্টি স্থির ও ভীতিব্যঞ্জক মুখভঙ্গী,—এই ভাব দুই দিবস অন্তর প্রতীয়মান হয়।

মস্তক।—স্বীয় মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ করে (অ্যাপীয়ল্: আর্জণ্টে-নাই. প্যারিস্ ;— মস্তক লম্বা হইয়া গিয়াছে বোধ=হাইপিরিক্:)। বামপার্শ্বগত শিরোবেদনা, -যেন ঐ স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এবং কেহ তাহার উপর হস্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিতেছে ; যন্ত্রণাবশতঃ উন্মাদের ন্যায় আচরণ করে। দুগ্ধ-চিপিটিকা বা দুধে মামড়ী (ভায়োলা-ট্রাই: ভিঙ্কা-মাই: হ্রাস-ভিন্: লাই: সিপী: সোরিন:)।

চক্ষু।—ভয়চকিত দৃষ্টি, চক্ষু যেন বাহিরে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে, চক্ষু চাকচিক্যময়, মুখমণ্ডল ম্লান, শোণিতশূন্য, এবং গণ্ডদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট। চক্ষুর শ্বেত-ঝিল্লি পুরু ও পীতবর্ণ দেখায়,—পাণ্ডুরোগ। চক্ষু জলভারাক্রান্ত—যেন কত ক্রন্দন করিয়াছে (ক্রোকাস্:)।

মুখবিবরাদি।—মাড়ী স্ফীত ও ব্যথান্বিত। জিহ্বা পরিষ্কার এবং লালবর্ণ,—কাঁচা

মাংসের ন্যায় (ক্যালী-বাই: ন্যাট্-আর্স:) প্রতীয়মান হয়। জিহ্বাগ্রের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে একটী মসৃণ লাল দাগ উদ্গত হইয়া অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে এবং জিহ্বার অসাড়তা উৎপন্ন করে। জিহ্বা স্ফাত হইয়া উঠে এবং অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয় (হাইড্রাস্: ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড্: ন্যাট্-আর্স:)। গলমধ্য ও স্বরনলীমুখে ব্যথা বোধ, যেন ছিন্ন হইয়া যাইবে এইরূপ অনুভব। নিরন্তর অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব সহ গলনলীর সঙ্কোচন। চিবুকের উপর শল্কমোচক ক্ষত উৎপন্ন হয়।

পাকস্থলী।—আহারান্তে নিরন্তর বেদনা ও বিবমিষা; পুনঃ পুনঃ অজীর্ণ দ্রবাদি বমন। আহারান্তে পেট ভারবোধ। ঘণ্টাদ্বয়কাল যাবৎ পুনঃ পুনঃ বোধ হয় যেন একটা গুল্ম পাকস্থলী হইতে বায়ুনালীমুখে উত্থিত হইয়া শ্বাসরোধে কারবার উপক্রম করিতেছে,—সশব্দে বায়ু নির্গমান্তে উপশম। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে শূন্যতা ও অবসন্নতা বোধ। নিরন্তর বমনোদ্রেক বশতঃ কিছুই পেটে থাকে না।

অন্ত্রাশয়।—তলপেটে জ্বালা; দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা; উদর আধ্মান বশতঃ স্ফীত, অনমনীয় ও ব্যথাযুক্ত; অজ্ঞাতসারে জলবৎ মল নিঃস্রাব. এবং বোধ হয় যেন মলদ্বারে একটী উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা প্রবিষ্ট হইতেছে। উদর মধ্যে নিরন্তর মুচড়ানোর ন্যায় বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ মলবেগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুদ্বারে ফুলকপির বা কুক্কুটপুচ্ছের ন্যায় উপমাংশ উদ্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেদনা বিকীর্ণ হয় এবং জরায়ু হইতে পূতিগন্ধময়-স্রাব নির্গলিত হইতে থাকে; ঋতু ও স্তন্য রুদ্ধ হইয়া যায়। অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগিণী শয্যায় উঠিয়া বসিতে পারে না; কোনরূপ উচ্চ শব্দ শুনিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকে।

ত্বক।—গাত্রত্বক খস্‌খসে; দেহ কঙ্কালসার। সমস্ত মুখমণ্ডলে বিসর্প, কয়েক দিবস পরে তাহা হইতে মবামাস্ উঠিতে থাকে। রসগুটী বা মসূরিকার আকৃতিবিশিষ্ট ব্রণ। হামের ন্যায় পীড়কা উদ্গম। মস্তক ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে পামাকচ্ছু—প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কার ন্যায় উদ্গত হইয়া, ক্রমে তন্মধ্যে পুয সঞ্চিত হয় এবং পীড়কা হইতে পুয বা রস নির্গত হইয়া চটায় পরিণত হয়, ঐ সকল ক্ষতমধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়ন এবং হুলবেধবৎ ও জ্বালাজনক বেদনা অনুভূত হয়,—বিশেষতঃ পরিধেয়াদি উন্মোচন কালে,—দেহকাণ্ডে পদদ্বয়ে এবং বাহুদ্বয়ের অগ্রার্দ্ধে অধিক হইয়া থাকে। শৈবালিকা বা পরস্পর সংমিলিত ঘামাচি,—মুখমণ্ডল, কর ও পদতল এবং বক্ষঃস্থলের কিয়দংশ ব্যতীত সমগ্র দেহ ঘামাচি দ্বারা আকীর্ণ হইয়া যায়। তন্তুক্ষয়কারী ক্ষত,—গভীর এবং আবর্ত্তিত-পার্শ্ব; হস্তপদাদির ভাঁজের মধ্যস্থিত ত্বক বিদারিত। (বাত-গুটিকা = ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড্:)। বাতাশ্রিত এবং উপদংশজ বেদনা। পাণ্ডুরোগ, চক্ষুর শ্বেতত্বক হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে (চেলিড: মার্ক: ক্যামো. ক্রোটেল্: ফস্:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ ও তুলনীয়**—ন্যাট-আর্স: সোরিন্: চায়না: (সাময়িকতা); সাইকিউ: (অক্ষিগোলকের স্থিরতা); লরো: ল্যাকে: ওপী: যুগ্ল্যান্স-রিজী: ক্যালী-বাই: আয়োড: ল্যাপিস্-অ্যাল্: মার্ক-কর্: মেজের্: অ্যাসিড-নাই:।

দোষঘ্ন।—"আর্সেনিক" সদৃশ।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্যালী বাইক্রমিকাম্

(KALI BICHROMICUM).

নামান্তর।—বাইক্রমেট্ অভ্ পটাস্।

প্রস্তুতি।—ইহার বিচূর্ণ এবং পরিস্রুত জলে দ্রব বা তরল ক্রম, পরে উচ্চক্রম সকল সুরাসারে হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—বয়োব্রণ; রক্তাল্পতা; হাঁপানি; অস্থিতে নানাপ্রকার গুটীগুটী, শ্বাসনলী প্রদাহ, ঘুংড়ী, দাহ; সর্দ্দি; নিম্নকটীশূল; চক্ষু প্রদাহ; কোষ্ঠবদ্ধ; চক্ষুর শ্বেতাবরণের অস্বচ্ছতা; অন্ত্রে ক্ষত; অজীর্ণতা, কর্ণপ্রদাহ; শীর্ণতা, মৃগী; নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব; চক্ষুর তারকাদির প্রদাহ; পাকাশয় ক্ষত ও প্রমেহ; বাত; শিরঃপীড়া; সবিরামজ্বর; কটীবাত; হাম; হামের পরবর্ত্তী কাসি, কর্ণশূল; স্নায়ুশূল; বুকে চাপধরা রোগ; নাকে চাপ পড়া বেদনা; ক্ষত; পূতিনস্য, নাসিকা মধ্যে পলিপস্ বা বহুপাদ; যোনির বহির্ভাগে কণ্ডূয়ন; আমবাত; গৃধ্রসী বা পায়ের ঝিন্‌ঝিনে বাত; গণ্ডমালা; আঘাণভ্রম, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি; উপদংশ; গলক্ষত; গলমধ্যে চুল আছে অনুভব; তামাক সহ্য না হওয়া; স্বরনলীর প্রদাহ বা ক্ষত; আঁচিল; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—নিম্নলিখিত কয়েকটী ইহার প্রধান এবং অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ:—(১) মাংসল, গৌরকান্তি, কোমল দেহ, উপদংশ ও শ্লেষ্মাদি দোষযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। (২) এতজ্জনিত শ্লেষ্মাময় স্রাব মাত্রই অত্যন্ত গাঢ় আঠার বা রবারের ন্যায়,—সে স্রাব বায়ুনলী, নাসিকা, জরায়ু বা ক্ষতাদি,—যে কোন স্থান হইতে হউক না কেন। (৩) এতজ্জনিত ক্ষত সকল আক্রান্ত অংশকে ভেদ করিয়া ফেলে। (৪) শিরোবেদনা,—সাময়িক চক্ষুর উপরের এবং মস্তকের দক্ষিণ অংশকেই অধিকাংশ স্থলে আক্রমণ করিয়া থাকে,—বেদনা আরম্ভ মাত্রেই দৃষ্টিলোপ হইয়া যায়,—এবং বেদনার বৃদ্ধির সহিত দৃষ্টিশক্তি পুনরাবির্ভূত হইতে থাকে। (৫) পৈত্তিকতা বা পিত্তাধিক্য,—গাত্রত্বক পীতবর্ণ এবং পীড়কাকীর্ণ, জিহ্বা লেপাচ্ছাদিত ও স্থানে স্থানে শ্বেত ও স্থানে স্থানে আরক্তিম। সকুন্থন প্রাতঃকালীন্ জলবৎ অতিসার। (৬) চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের বিদারণপ্রবণ ক্ষত। (৭) গলগ্রন্থিদ্বয় স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত এবং পূযবৎ রসস্রাবী; জিহ্বার মূলদেশ পীতবর্ণ, এবং এতৎ প্রকৃতিগত স্রাব সমন্বিত; আলজিহ্বা স্ফীত হইয়া একটী থলীর ন্যায় প্রতীয়মান

হইয়া থাকে। (৮) রোহিণী বা কৃত্রিম ঝিল্লি-জননপ্রবণ উপঝিল্লির প্রদাহ,—জিহ্বা পীত লেপান্বিত বা শুষ্ক ও আরক্তিম,—কৃত্রিম ঝিল্লি দৃঢ় সূত্রময় এবং মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ,—বায়ু ও স্বরনলীরদিকে বিস্তৃতিপ্রবণ। (৯) নাসিকার মূলদেশে চাপবৎ বেদনা,—নাসারন্ধ্র হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা এবং প্রায়ই জমাট শুষ্ক গ্রন্থিখণ্ড সকল নির্গত হইতে থাকে; শ্লেষ্মাস্রাব নিরুদ্ধ হইলে শিরোপশ্চাৎ হইতে ললাটদেশ পর্যন্ত ভয়ানক বেদনাক্রান্ত হইয়া থাকে। (১০) পাকাশয়ের বর্তুল স্থান,—গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা ও শোণিত বমন; আহারান্তে উদরাধ্মান। (১১) দেহের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরিমিত অংশে বেদনা,—দ্রুতবেগে একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রসারিত হয় এবং হঠাৎ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে। (১২) বাতবেদনা ও রক্তামাশয় পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়,—একটীর প্রকোপকালে অন্যটী নিরুদ্ধ থাকে। এতজ্জনিত বেদনাদি দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তনশীল এবং হঠাৎ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—লোক ভালবাসে না সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য ভাব, অত্যন্ত শৈথিল্য বোধ; শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম পরাঙ্মুখ; সামান্য বিরক্তি বোধান্তে পাকস্থলী মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ সহ ঔদাস্য ও বিমর্ষ ভাব প্রকাশ করে।

মস্তক।—হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলে মাথা ঘুরিতে থাকে। শিরোঘূর্ণন,—শয্যায় উঠিয়া বসিলে গৃহ ঘুরিতেছে বোধ হয়,—পুনশ্চ শয়নান্তে শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি এবং বমনোদ্রেক হয় (গাত্রোত্থান কালে, মস্তক অবনত বা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে=পডো: পল্‌সে: —শকটারোহণ কালে=ককীউ-হিপ্:—শয়নকালে বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে=কোণা:—মস্তক উত্তোলন করিলে=সিঙ্কো:—সোপানারোহণ কালে=ক্যাল্‌কে:—অবতরণ কালে=ফেরাম্:)। শিরোবেদনা আবির্ভাবের পূর্ব্বেই দৃষ্টিলোপ হয় (জেম্‌সি: ল্যাক্-ডিফ্লো:); রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়, আলোক ও শব্দ অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হয়, বেদনার বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে দৃষ্টি শক্তির পুনরাবির্ভাব হয় (আইরিস্: সাইলিশায়া: ন্যাট-মিউ: সোরিন্: ল্যাক্: ডিফ্লো:)। দক্ষিণ দিকের অক্ষি গোলকের উপরে বেদনা, বেদনার সমকালান্তর আবির্ভূত হয়। নাসিকামূল হইতে বাম উর্দ্ধাক্ষিক প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারী হুল বা কণ্টকবেধবৎ ভয়ঙ্কর বেদনা—তৎসহ দৃষ্টিলোপ;—বেদনা প্রাতে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যার সময় নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সমকালান্তর আবির্ভাবশীল অর্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূল, অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা আবৃত করা যায় এতটুকু স্থানে তীব্র বেদনা বোধ হয়। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা, —বাম ভ্রূদেশেই অধিক বোধ হয় (বিবমিষা ও বমন সহকারে দক্ষিণদিগত=স্যাঙ্গিউইন্:)। সর্দ্দি অধিকারে নিরুদ্ধ নাসিকাস্রাব বশতঃ শিরোপশ্চাৎ হইতে ললাটদেশে পর্য্যন্ত ভয়ানক বেদনা বোধ হয় (সিঙ্কোনা: নক্স-ভম্:) মূর্দ্ধাদেশে যেন একটা গুরুভার বস্তু স্থাপিত রহিয়াছে এইরূপ চাপবোধ (অ্যালো: ক্যানাব্-স্যাট ক্যাক্ট:—ললাটে ঐরূপ চাপবোধ=অ্যাকো: বেল: নক্স: সলফ্:)। মধ্যাহ্ন ভোজনের

অনতিপরেই অক্ষিপ্রদেশে ভাববোধ ও দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা আরম্ভ হয়, বোধ হয় যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে, শয্যা বা উপাধানাদি কোন বস্তুর উপর মস্তক নিষ্পেষণ করিলে বা নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বেদনার শান্তি বোধ এবং দেহ চালনা করিলে বা মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি হয়। সূর্য্যের উদয়াস্তের সহিত শিরোবেদনার আবির্ভাব, বৃদ্ধি ও তিরোভাব সংঘটিত হইয়া থাকে (ফস্: স্পাইজে স্যাঙ্গিউইন ্যাট মিউ ট্যাব্যাক)। উষ্ণ ঘোল পানে নিষ্পেষণে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে এবং আহার করিলে এতজ্জনিত শিরোবেদনার উপশম মস্তক অবনত করিলে, দেহ চালনায় আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নান্তে (উপশম = ব্রাই: হিপোমেনিস্) এবং রাত্রে বৃদ্ধি। প্রত্যহ ঠিক সময়ে শিরোবেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে (নক্স সল্‌ফ:)।

চক্ষু।—নিদ্রাভঙ্গান্তে উর্দ্ধাক্ষিপুট অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—অত্যন্ত চেষ্টা না করিলে চক্ষু উন্মীলিত রাখিতে পারে না (কলোফিল্ কষ্টি· জেল্‌সি: গ্রাফ: সিপীয়া)। অক্ষিপুট জ্বালা ও প্রদাহযুক্ত এবং অত্যন্ত স্ফীত, চক্ষুপার্শ্বে অকনিকা উদ্গত হয়। অক্ষিপুট শোথাক্রান্তবৎ প্রতীয়মান হয় (এপীস্: ক্যাল্কী-কার্ব্ব)। চক্ষুমধ্যে উত্তাপবোধ এবং পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিবার ইচ্ছা, চক্ষুপ্রদাহ। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে চক্ষু জুড়িয়া থাকে এবং চক্ষুর কোণে পীতবর্ণ এবং গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে। অক্ষিপুট মধ্যে তরুণ বৃহৎ মাংসাঙ্কুর উদ্গত হয় (অ্যাকোন্ আর্স: গ্র্যাফ মার্ক-কর্ স্যাঙ্গিউইন)। উর্দ্ধাক্ষিপুট হইতে বৃহৎ বহুপাদ অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয় (অ্যাসিড নাই থুয়া:), চক্ষু সঞ্চালনকালে তন্মধ্যে কর্কর করিতে থাকে,—যেন তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ বালুকাকণা পতিত হইয়াছে (আর্স কার্ব্বো-ভেজি কোব্যাল্‌কুব্ ডিজি: ইউফ্রে অ্যাসিড ফ্লু: হিপ সাইলি: সল্‌ফ)। বাতজনিত চক্ষুর শ্বেতত্বক এবং উপতারকা প্রদাহ, তৎসহ অত্যধিক যন্ত্রণা ও আলোকাতঙ্ক। উপতারকা প্রদাহের পরিণামাবস্থায় অতি তীক্ষ্ণ কণ্টক বা হুলবেধবৎ স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা,—বাম চক্ষু মধ্যে অধিক বোধ হয়, কনীনিকার চতুষ্পার্শ্বস্থিত ত্বক স্ফীত হইয়া উঠে এবং প্রদাহ অপেক্ষা আলোকাতঙ্ক অধিক বোধ হয়। স্বচ্ছাবরকের উপর ক্ষত উদ্গত হইয়া ঐ ত্বক ভেদ করিবার উপক্রম করে। শ্বেত ঝিল্লি সমল হরিৎবর্ণ, স্ফীত ও পীত-কপিশ বিন্দুময়। কেবলমাত্র দিবালোকে আলোকাতঙ্ক, চক্ষু উন্মীলিত করিলে "চোখের পাতা" নাচিতে থাকে। জ্বালা ও অশ্রুস্রাব, অস্পষ্ট দৃষ্টি, সকল বস্তুই পীতবর্ণ প্রতীয়মান হয় (ক্যান্থা: ডিজি· স্যান্টোনিন্: সিনা: সাইক্লেম·—শ্বেতবর্ণ বোধ হয়= ক্লোর্যালাম্:—রাত্রেও=ইল্যাপস)। গণ্ডমালা দোষজ বা প্রমেহ দোষজ অক্ষি প্রদাহ,—ধীরে বর্দ্ধনশীল,—কোণে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে পীড়কা উদ্গত, অক্ষিপুট চতুষ্টয়ের পরস্পর সংযোগ ও স্ফীতি এবং শ্বেতত্বকের পীতবর্ণ।। পূযজনন-প্রবণ অক্ষি-প্রদাহ সহ কনীনিকার স্থূলত্ব ও আরক্তিমা বশতঃ সকল বস্তুই লালবর্ণ প্রতীয়মান হয়। কণ্ডুগত স্বচ্ছাবরক প্রদাহ—স্বচ্ছাবরকের মধ্যাংশ আবিল বা ঘোলা হইয়া যায়,—উপদংশবিষদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের (মার্ক-কর্) এইরূপ পীড়া।

কর্ণ।—বামকর্ণ হইতে মুখবিবরের উর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত গতিশীল অতি তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা (দক্ষিণ কর্ণে=অ্যাসিড-নাই:)। বিবর হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় এবং পীতবর্ণ ও

পুতিগন্ধময় স্রাব (বেল্:— হামের পর = পল্‌সে:— দুধে মামড়ী নিবোধান্তে = সল্‌ফ:)। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি ও অনমনীয়তা।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র অত্যন্ত শুষ্ক (অ্যাসিড্-নাই: গ্র্যাফ্:—নাসারন্ধ্র ক্ষয়িতত্বক ও চটাবৃত ক্যাল্‌কে: আসিড্ নাই: সিলি:)। নাসিকা হইতে গাঢ় আঠার ন্যায়, হরিদ্বর্ণ এবং পূতিগন্ধময় শ্লেষ্মা স্রাব (গ্র্যাফ্: মাক: হ্যাস:) পীতবর্ণ দুর্গন্ধ স্রাব (আরাম-মিউ: পলসে:)। নাসারন্ধ্র হইতে শুষ্ক ও দৃঢ় শ্লেষ্মাখণ্ড নির্গত হয় (অ্যালীউ: সিপী: সাইলি: থুযা:)। নাসামধ্যস্থিত অস্থিক্ষত (অরাম্:)। নাসারন্ধ্র হইতে পূতিগন্ধ স্রাব (অ্যাসিড-নাই: ক্যাল্‌কে: মার্ক:)। পশ্চান্নলী হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব (গ্র্যাফ্: হাইড্রাষ্ট:)। নাসামূলে চাপবৎ বেদনা (ললাটে ও নাসামূলে = ষ্টিক্টা)। সর্দ্দি অধিকারে স্রাব নিরোধ বশতঃ শিরো-পশ্চাৎ হইতে ললাট পর্য্যন্ত ভয়ানক বেদনা (সাইলিশীয়া:) রন্ধ্রস্থিত ভেদকাস্থির ; ক্ষত, তৎসহ রক্তাক্ত শ্লেষ্মা বা অনতি ক্ষুদ্র শুষ্ক দৃঢ় শ্লেষ্মাখণ্ড স্রাব (অ্যালীউ: সিপী: টিউক্রি:)। তরুণ সর্দ্দি সহ তরল শ্লেষ্মা স্রাব, সন্ধ্যার সময়, গৃহবহির্ভাগস্থিত বায়ুতে এবং বায়ুপ্রবাহ সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয় ; প্রাতে রুদ্ধ থাকে এবং দক্ষিণ নাসা হইতে শোণিত নির্গলিত হয় ; নির্গলিত শ্লেষ্মা ওষ্ঠ ও নাসিকার ত্বকক্ষয়কারক।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখের অস্থি সকল, যেন আঘাত প্রাপ্তবৎ ব্যথান্বিত। নাসামূল হইতে উদ্ধ ওষ্ঠে পর্য্যন্ত উপদংশের উদ্ভেদ ; নাসিকার দক্ষিণপার্শ্বে বুক রোগ। দক্ষিণপার্শ্বিক কর্ণমূল-গ্রন্থিপ্রদাহ। মুখবিবর ও ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক, শীতল জলপানে উপশম। মুখ মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় ও ফেনময় লবণাক্ত লালা সঞ্চয় হয়। জিহ্বা পুরু ও প্রসর এবং দন্তাঙ্কগ্রাহী,—মখমলের ন্যায় পীত-কপিশ লেপাবৃত (মার্ক-প্রোটোআয়েড্:)। আমরক্ত রোগাধিকারে জিহ্বা আরক্তিম, মসৃণ, শুষ্ক এবং বিদারিতপৃষ্ঠ হইয়া থাকে (বেল্: হ্যাস:— শুষ্ক, কঠিন ও কালিমালিপ্ত মার্ক:)। ওষ্ঠদ্বয়ের শৈষ্মিক ঝিল্লির উপর কঠিন পার্শ্ববিশিষ্ট ক্ষত সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জিহ্বা বেদনাজনক ক্ষতবিশিষ্ট : জিহ্বাতে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভত হয়।

গলমধ্য।—জিহ্বার পশ্চাদংশে যেন একখণ্ড কেশ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব,—পান বা আহারান্তে ইহার নিবৃত্তি হয় না, আলজিহ্বা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া থলীর ন্যায় প্রতীয়মান হয় কিন্তু লাল হয় না (হ্রাস)। কোমল-তালু আরক্তিম, আলজিহ্বা লোল হইয়া পড়ে, এবং বোধ হয় যেন গলমধ্যে একটা কীলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (হিপ্:)। উপঝিল্লী-প্রদাহ জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয়, গলগ্রন্থি এবং কোমল-তালুর উপর দৃঢ়, মুক্তার ন্যায় চাকৃচিক্যবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ এবং সূত্রময় কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপন্ন হয় এবং ঐ ঝিল্লি নিম্নাভিমুখে বায়ু ও স্বরনলী মধ্যে বিস্তৃতিপ্রবণতা প্রদর্শন করে (ল্যাকে-ক্যান্:—উর্দ্ধদিকে প্রসারণশীল = ব্রোম:) ; আলজিহ্বা ও গলগ্রন্থিদ্বয় ক্ষতযক্ত (এপীস্: বেল্: মার্ক: অ্যাসিড-মিউ:) তালুমূল হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত। মুখ ও গলমধ্য হইতে নির্গলিত গাঢ় ও রজ্জুবৎ আঠার ন্যায়,—টানিলে বাড়ে এবং মুখ হইতে ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে। জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় মধ্যে গভীর ক্ষত উৎপন্ন হয়,—অধিকাংশ স্থলে উপদংশবিষ দোষ বিদ্যমান থাকে।

পাকস্থলী।—বিয়ার নামক মদিরা এবং অম্ল দ্রব্যাদি পান ও আহার করিবার ইচ্ছা; মাংসে অরুচি। বিয়ার সেবনজনিত পাকাশয়িক পীড়াদি;—অরুচি; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভারবোধ; পাকস্থলীর আধ্মান,—আহারের অনতিপরেই বৃদ্ধি হয়; পাকাশয়ের এক প্রকার বর্ত্তুল-ক্ষত (জিঙ্কোক্রো: কণ্ডীউ: আর্জেণ্ট-নাই:)—এবং গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাযুক্ত রক্ত বমন। আহারান্তে ভুক্তদ্রব্যাদি পাকস্থলীমধ্যে প্রস্তরের ন্যায় ভারবোধ হয় (আর্স: বাই: মার্ক: নাক্স: সিপী:)। বহুল পরিমাণ পীতবর্ণ পদার্থ বমন করে। পাকাশয়িক বেদনাদি আহারান্তে উপশমিত হয়। কখনও পাকাশয়িক পীড়া এবং কখনও বাতব্যাধি এইরূপ পর্য্যায়-ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে,—একটী হেমন্ত কালে এবং অন্যটী বসন্ত কালে আবির্ভূত হয়; বাতব্যাধি ও আমরক্ত রোগও পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়—বাতবেদনার উপশমান্তে আমরক্ত রোগ এবং আমরক্ত রোগের নিবৃত্তি হইলে বাতবেদনার আবির্ভাব হয় (অ্যাব্রোট্:)। পাকস্থলীর স্ফীতি বশতঃ বস্ত্রাদির চাপ অসহনীয় বোধ হয় (লাই: নক্স:)।

অন্ত্রাশয়।—রাত্রে অন্নশূল এবং নাভিপ্রদেশে ছেদনবৎ বেদনা পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। উদরে ঈষন্মাত্র চাপ সহ্য হয় না। যকৃৎ প্রদেশে চাপ ও সূচীবেধবৎ বেদনা। প্লীহা প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা,—দেহ সঞ্চালনে বা চাপ দিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; সূচীবেধবৎ বেদনা প্লীহাপ্রদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। উদরাধ্মান,—সমগ্র উদর স্ফীত হইয়া উঠে এবং উদ্গার উঠিতে থাকে। উদর হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারী সূচীবেধবৎ বেদনা। আহারের অনতিপরেই উদরমধ্যে যেন ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ। পুরাতন বা দীর্ঘকালের অন্ত্রের ক্ষতাধিকারে (মাক.) অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যাদি বমন, বিলেপী বা ক্ষয় জ্বর, এবং শীর্ণতা।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—মল শুষ্ক, গুটিলাময় এজন্য মলদ্বারের জ্বালা উৎপন্ন করে (ন্যাট-মিউ: ভেরেট:), বর্ণ শ্লেট প্রস্তরের ন্যায় এবং শোণিতরঞ্জিত। প্রাতে মল-তারল্য,—প্রবল মলবেগ বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (নক্স ভম্: সল্ফ:), মল জলবৎ, বেগে বহির্গত হয়,—মলত্যাগান্তে কুন্থন; কখনও বা রক্তাক্ত মণ্ডবৎ মল। মলদ্বারে বোধ হয় যেন একটাকীলক আবদ্ধ হইয়া আছে (অ্যানাক্. ল্যাকে:—যেন একটা গোলক আবদ্ধ হইয়া আছে=সিপি:)। সময়ে সময়ে কর্দ্দমের ন্যায় মলও নির্গত হইয়া থাকে (বার্বা: জেল্‌সি: হিপ: চেলিড: আইরিস্‌ লেপ্ট্যান্‌ মাইরি-সেরি অ্যাসিড-ফস্: পডো:)। মলদ্বারের ক্ষত বশতঃ চলিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়।

প্রস্রাব।—প্রস্রাব কালে মূত্রনালীমধ্যে উত্তাপবোধ এবং মূত্রনালীর গ্রন্থিময় প্রদেশে জ্বালা; প্রস্রাবের পর মূত্রনালীর পশ্চাদ্দেশে জ্বালা এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে এক বিন্দু মূত্র আবদ্ধ হইয়া আছে কিন্তু বেগ দিলেও নির্গত হয় না। বহুক্ষণ যাবৎ প্রস্রাব করিতে বসিয়া থাকিবার পর পশ্চাৎ কটির নিম্নাংশে ভয়ানক বেদনা বোধ হয়, উঠিবার সময় ঐ বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের কামপ্রবৃত্তিরাহিত্য। রমণান্তে

ক্রমবর্দ্ধনশীল হাঁপানী রোগ। পাদচারণ কালে মূত্রাধারের মুখশায়িকা গ্রন্থি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা বশতঃ রোগী স্থির হইয়া দাড়াইতে বাধ্য হয়। জননেন্দ্রিয়ের কেশময় প্রদেশের কণ্ডুয়ন; ঐ স্থানে ত্বক প্রদাহযুক্ত হইয়া উঠে এবং তদুপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাগু উদ্গত হয়। উপদংশের গভীর ক্ষত। পুরাতন প্রমেহ,—গাঢ় আঠা বা মণ্ডবৎ স্রাব। শিশ্নের উপর সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত, পূযবটী ও উপদংশের ক্ষতাদি উদ্গত হয়; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—নিয়মিত সময়ের বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত হয়, তৎসহ শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা এবং শিরোবেদনা, মূত্ররোধ বা লালবর্ণ মূত্র। ঝিল্লী-বিশিষ্ট বাধক। অপত্যপথমধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি। প্রদর স্রাব পীতবর্ণ, গাঢ় আঠার ন্যায়; কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ এবং উদরের উদ্ধাংশে শূল বেদনা অনুভূত হয়। জরায়ুভ্রংশ।

শ্বাসযন্ত্র।—সন্ধ্যাকালীন স্বরভঙ্গ (ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভেজি:—প্রাতঃকালীন=কষ্টি: ইউপেট-পার্ফোল্‌: ফস্‌.)। কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপাদক ঘুংড়ি (ব্রোম: আয়োড:),—কাসির শব্দ ভগ্ন ও কাঁসার ন্যায়, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে গাঢ় আঠার ন্যায় বা শ্লেষ্মাময় তন্তুব ন্যায় শল্ক মিশ্রিত গয়ার নির্গত হয় তৎসহ—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শয়নান্তে শ্বাসকষ্টের উপশম বোধ (শয়নান্তে বৃদ্ধি= আরেল: ল্যাকে.)। কাসি প্রবল, ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দকারী (ফস্‌: ষ্ট্যাফাই:) এবং গল মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চার বশতঃ কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হয়, পরিধেয় বস্ত্রাদি উন্মোচন কালে কাসির বৃদ্ধি হয় (হিপ:)। শ্বাসনলী মধ্যে শুড় শুড় করে; প্রতিবার শ্বাস গ্রহণকালে কাসির উদ্রেক হয়। প্রাতে কাসির বৃদ্ধি, গাঢ় শ্লেষ্মাময় গয়ার এবং তৎসহ বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, কাসিলে বৃক্কাস্থি মধ্যে বেদনা বোধ হয় এবং ঐ বেদনা পশ্চাদ্দিকে প্রসারিত হইয়া স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অনুভূত হয়। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে কণ্টকবেধবৎ বেদনা। স্থূলকায়, কোলমাংস শিশুদিগের নাসিকারোধ,—নাসারন্ধ্র হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গলিত হয়। বক্ষস্থলে চাপ ও ভারবোধ, যেন একটা গুরুভার বস্তু বক্ষোপরে চাপান রহিয়াছে এইরূপ অনুভব বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং শয্যায় উঠিয়া বসিলে উপশম বোধ হয়। বক্ষমধ্যে বহুদিনের শ্লেষ্মা সঞ্চয়, প্রাতে বোধ হয় যেন বক্ষাভ্যন্তর শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। নির্গলিত শ্লেষ্মা পীত বা পীতাভ-হরিদ্বর্ণ ও গাঢ় আঠার ন্যায়।

প্রত্যঙ্গাদি।—সম্মুখদিকে মস্তক অবনত করিতে গেলে গ্রীবা আড়ষ্ট বোধ হয়। গ্রীবা ও শিরোপশ্চাদ্দেশীয় গ্রন্থি সকল স্ফীতিযুক্ত। বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনানুভূতি (বার্ব)। ত্রিকাস্থি বা নিতম্ব প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র অংশে যেন স্ফোটক হইতেছে এইরূপ প্রচণ্ড এবং নিরবচ্ছিন্ন দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা, রাত্রে বেদনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। দিবাভাগে পাদচারণ কালে উপশম বোধ হয় কিন্তু রোগী কোন ভারদ্রব্য উত্তোলন করিতে পারে না। ত্রিকাস্থি প্রদেশে বেদনাবশতঃ রোগী সোজা হইয়া দাড়াইতে পারে না। মেরুপুচ্ছে প্রচণ্ড বেদনা, প্রাতে এবং উপবেশন কালে, পাদচারণ বা স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বাম পৃষ্ঠ ফলকের নিম্নকোণে

সূচাবেধবৎ বেদনা (দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের ভিতরদিকের নিম্ন কোণে নিরন্তর বেদনা=চেলিড্:)। বাতবেদনা, অতি ক্ষুদ্র অংশে (অঙ্গুল্যগ্র পরিমিত স্থানে) অসহনীয় বেদনা অনুভূত হয় (ইগ্নে:) এবং এক স্থান হইতে দ্রুতবেগে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয় (ক্যালী-সল্‌ফ: ল্যাক্-ক্যান্: পল্‌সে:) এবং হঠাৎ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে (বেল্: ইগ্নে: ম্যাগ্-ফস্:)। স্নায়ুশূল প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে আবির্ভূত হয় (সিড্রন;—প্রতি তৃতীয় দিবসে প্রাতে=ক্যালী-আর্স:)। বাতবেদনা ও পাকাশয়িক লক্ষণ কিম্বা বাত-বেদনা ও আমাশয় পর্য্যায়ক্রমে (অ্যাব্রোট:) আবির্ভূত হয়; হেমন্তে পাকাশয়িক পীড়া এবং বাতবেদনার প্রকাশ হইয়া থাকে। বেদনাদির কোণাকুণী আবির্ভাব,—যথা দক্ষিণ স্তন ও বাম কফোনী বা কনুই; বাম বাহুর অগ্রার্দ্ধ এবং দক্ষিণ শিরোপশ্চাৎ, দক্ষিণ জানু ও উরু এবং বামবক্ষ ও স্কন্ধদেশ; দক্ষিণ বাহুর অগ্রার্দ্ধ এবং বাম কফোনী ইত্যাদি (উর্দ্ধাঙ্গের বাম ও নিম্নাঙ্গের দক্ষিণ অংশ=অ্যাগার: অ্যাণ্ট্-টার্ট: ষ্ট্রাম্ —দক্ষিণ উর্দ্ধাঙ্গ এবং বাম নিম্নাঙ্গ=অ্যাম্ব্রা, ব্রোম্: মিডহ্বন্: ফস্: অ্যাসিড-সলফ.)। সন্ধিস্থলে, বিশেষতঃ মণিবন্ধে, বাত বেদনা (যেন সন্ধিভ্রংশ এইরূপ বেদনা=প্রাই রিউটা)। প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হয়। রোগী অবসাদ বোধ হেতু সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিতে ভালবাসে।

ত্বক।—সমগ্র দেহ উত্তপ্ত, শুষ্ক এবং আরক্তিম। শুষ্ক ঘামকণ্ডুবৎ পীড়কা সমগ্র দেহ আবৃত করিয়া ফেলে কিন্তু বিদীর্ণ না হইয়াই মিলাইয়া যায়, নখমূলে ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপন্ন হইয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পূযসঞ্চারক দদ্রুবৎ উন্নত পীড়কোদ্গম (ক্যাল্‌কে: মার্ক:) দক্ষিণ পদতলে রসপূর্ণ গুটিকা বা ফোস্কা। অঙ্গুলি, নখ ও লিঙ্গমুণ্ডমূলে চটা ঘা, শল্ক পড়া ধকভেদক ক্ষত,—পার্শ্বে বিস্তৃত না হইয়া কেবল ভিতরের দিকে বৃদ্ধি হইতে থাকে। যেন অস্ত্রদ্বারা ক্রিয়া কাটিয়া-লওয়া হইয়াছে এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট ক্ষত। মসূরিকা বা বসন্ত গুটিকাবৎ অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত উদ্ভেদ।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—তৃষ্ণারহিত, বাহু, স্কন্ধ এবং পৃষ্ঠ শীতল বোধ হয় এবং কম্পিত হইতে থাকে, রোগীর অত্যন্ত নিদ্রাবেশ হয় এবং সে গরম যায়গায় থাকিতে চায় (আর্স: হিপ. হ্রাস:)। শীতাক্ত,—নিম্নপদ হইতে আবির্ভূত হইয়া হইয়া উর্দ্ধমুখে প্রসারিত হইতে থাকে; মুদ্রাস্বক যেন টান হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। হস্ত ও চরণ শীতল বোধ হয়; উত্তাপাবস্থায়,—তৃষ্ণা,—রাত্রে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ ও থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব। ঘর্ম্মাবস্থা —স্থিরভাবে উপবেশন কালে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম (ঈষৎ দেহ সঞ্চালনে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম নির্গমন=ব্রাই: সিপী: সাইলি: সল্‌ফ:)। ললাট ব্যতীত মুখমণ্ডলের অবশিষ্টাংশ শুষ্ক। বাহুদ্বয় শীতল এবং শীতল স্বেদসিক্ত (সিকেলি:)।

বৃদ্ধি।—দেহ অনাবৃত করিলে, আহারান্তে, স্পর্শে, বিশ্রাম কালে, মস্তক অবনত করিলে, উপবেশন কালে, শীতকালে, শুষ্ক বায়ুতে, উষ্ণ, আর্দ্র দক্ষিণা বায়ুতে (ইউফ্রে.) এবং দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে।

উপশম।—গাত্র আবৃত করিলে, নিষ্পেষণে, শীতল বায়ুতে এবং আক্রান্ত অঙ্গসঞ্চালনে।

দোষঘ্ন।—আর্সেনিক ল্যাকেসিস্ (ঘুংড়ী) ; পল্‌স:।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আমরক্ত রোগাধিকারে ক্যান্থারিস্ বা অ্যাসিড-কার্ব্বালিক্ প্রয়োগে মল হইতে অন্ত্রাদির চাচনি নিবারকরণান্তে ক্যালী-বাইক্রমিকামের প্রয়োগ বিধেয়। ঘুংড়িতে ব্রোমীয়াম্:, আয়োডাম্ এবং হিপার ইহার সদৃশ। প্রাতিশ্যায়িক বা সর্দ্দি সম্বন্ধীয় এবং চর্ম্ম রোগাদিতে অ্যাণ্ট-টার্ট. ইহার অনুগামী হইতে পারে, এবং নাসিকার সর্দ্দিতে ইহা ক্যাল্‌কেরীয়ার পরে ব্যবহার্য্য। অধিকন্তু উপদংশ বিষদুষ্ট—রোগাদিতে—ক্যালী আয়োড: অ্যাসিড নাই ফাইটো ,—(দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তক বেদনাদিতে) = ক্যালী সলফ্ ল্যাক্-ক্যান্ এবং পল্‌সে ,—(হঠাৎ আবির্ভাবশীল বেদনাদিতে) = অ্যাসিড-ক্রমিক: বেল্ ইগ্নে: এবং ম্যাগ-ফস্ (বমনান্তে লক্ষণাদির বৃদ্ধি) = কষ্টি: ক্যালীকার্ব: ষ্ট্যাফাই—(নাসিকা হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব)—গ্র্যাফ হাইড্রাষ্ট আইরিস ভার্সি:—(নাসিকা মধ্য হইতে শুষ্ক শ্লেষ্মা চিপিটিকা নির্গমন) = সিপী টিউক্রি:। ঝিল্ল্যুদ্গামক ঘুংড়িতে (ব্রোম: হিপ আয়োড কেয়োলিন্) এমন কি যখন উৎপন্ন ঝিল্লি বায়ুনলী মধ্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বক্ষমধ্যে এত বেদনা অনুভূত হয় যে রোগী তাহা কোন মতে স্পর্শ করিতে দেয় না। অ্যাবিস্ নাইগ্রা ব্রাই নক্স. হ্যাস্ প্রভৃতি।

তুলনীয়।—ক্যালি-কার্ব্ব (স্থূলকায় ব্যক্তি), ক্যালি আয়োড অ্যাসিড-নাইট: (উপদংশ) ব্রোমিম (ঘুংড়ী), সাইলি মেজে (অস্থি পীড), স্পঞ্জি (খালধরা), হাইড্রাস: আইরিস (চটচটে স্রাব), ল্যাকে টেরিবিন্থ চকচকে জিহ্বা) সিপিয়া টিউক্রি (শিক্লিপড়া), পল্‌স (সঞ্চরণশীল বেদনা) থুজা: (পুনঃতনস্য , এপিস্: (চক্ষুপ্রদাহ), ল্যাকেসি (সঙ্কোচন), কক্কস (হুপকাস) অ্যাবিস নক্স (অজীর্ণতা) গ্যাফাইটীস (কর্ণ প্রদাহ), সলফর (গলমধ্যে চুল থাকা অনুভব)।

শক্তি।—২য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৩০ বা ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থিতি।—৩০ দিন পর্য্যন্ত।

ক্যালী ব্রোমেটাম্

(KALI BROMATUM)

নামান্তর।—ব্রোমাইড অভ পটাশ।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ এবং আরক ক্রম হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে ;—বয়োব্রণ ; স্বরলোপ, সংন্যাস ; হাঁপানি, শিশু বিসূচিকা, শূলবেদনা, বহুমূত্র ; স্বপ্নদোষ ; মৃগী ; উন্মাদ ব্যক্তির পক্ষাঘাত, অর্শ, ধ্বজভঙ্গ, স্বরনলীর পীড়া ; বুকচাপা ; নাসিকার উপর

উদ্ভেদ ; ডিম্বাধারের পীড়া ; পক্ষাঘাত ; বিচর্চ্চিকা ; ঘর্ম্মোদ্গম ; হস্ত বা কৃত্রিম মৈথুন ; অনিদ্রা ; স্বপ্ন-সঞ্চরণ, উপদংশ ; ধনুষ্টঙ্কার, স্পর্শ-চৈতন্য লোপ ; বাক্যের জড়তা, মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্থূলকায় ব্যক্তি এবং শিশুদিগের পীড়ার বিশেষ উপযোগী। (১) স্মৃতিশক্তি রাহিত্য ; অন্যমনস্ক ; সদা বিমর্ষ এবং উদ্বেগপূর্ণ চিত্ত ; রোগীর ভয় পাছে তাহার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে। (২) শিশুদিগের নৈশভীতি ; স্বপ্নসঞ্চরণ ; ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া পড়ে। (৩) অপস্মার রোগ, জন্মগত বা উপদংশ বিষজনিত কিম্বা ক্ষয়রোগাত্মক, ঋতু প্রকাশের দুই এক দিবস পূর্ব্বে কিম্বা শুক্ল পক্ষের আরম্ভে প্রকোপা বির্ভাব। (৪) পৈশিক পারম্পর্য্যরাহিত্য,—গতিবিধায়িনী স্নায়ুর অসাড়তা বা পক্ষাঘাত। (৫) মানসিক উত্তেজনা, সম্পত্তি বা সম্মান নাশ কিম্বা অন্যপ্রকার বৈষয়িক বিপর্য্যয় নিবন্ধন চিত্ত-চাঞ্চল্য ও অনিদ্রা। (৬) অল্পে কাতর এবং সদা অস্থির, এক মুহূর্ত্ত হস্তপদাদি স্থির রাখিতে পারে না ; স্থির হইয়া এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারে না, একবার এদিক একবার ওদিক, ক্রমাগত এইরূপ করিতেছে, কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকা চাইই। (৭) বাল বিসূচিকা এবং তৎপ্রতিক্ষেপ জনিত মস্তিষ্কের উত্তেজনা, এতজ্জনিত মোহাবস্থা প্রাপ্তির প্রথম অবস্থায় প্রতি রাত্রের শেষভাগে ৫টার সময় শিশুদিগের অন্ত্রশূল (অপরাহ্ণ ৪টার সময়—কলো: লাইঃ)। (৮) অল্পে-কাতর শোণিত-প্রধান ব্যক্তিদিগের ভয় প্রাপ্তি কিম্বা ক্রোধ বা মানসিক উদ্বেগজনিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ,—প্রসব বা দন্তোদ্গম কালে, এবং হুপকাসি কিম্বা লালামূত্র রোগাধি-কারে (৯) ব্যাহতবাক্ বা তোতলামি,—কথা ধীরে ধীরে এবং অতিকষ্টে উচ্চারণ করে। (১০) ব্রণ,—সাধারণ, দৃঢ়গর্ভ বা পাটল, মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল বা স্কন্ধদেশে নীলাভ পূযবটীর ন্যায় উদ্ভেদ ; ভাল হইয়া যাইবার পর বিশ্রী দাগ থাকিয়া যায়। (১১) গর্ভাবস্থায় স্নায়বিক কাসি (কোনা:)—প্রবল, শুষ্ক, নিরবচ্ছিন্ন,—গর্ভপাত হইবার উপক্রম হয়। (১২) অনুভব শক্তির লোপ, বিশেষতঃ জিহ্বামূলপার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয়ে, স্বরনলী এবং মূত্রনলী মধ্যে এবং সমগ্র দেহে ; পদদ্বয় অবশ, চলিতে গেলে টলিতে থাকে এবং পদদ্বয় পার্শ্বের দিকে মুড়িয়া যায়। (১৩) বাম পার্শ্বে অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকাংশস্থলে আক্রান্ত হয়। (১৪) দেহের অংশ বিশেষ বোধ হয় যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া অসাড়তার আবির্ভাব, বোধ হয় গাত্রে সূচীবিদ্ধ হইতেছে ; কম্পনানুভূতি। (১৫) জরায়ু মধ্যে কোষার্ব্বুদ এবং তদনুষঙ্গিক বা অন্য কারণ সম্ভূত আর্ত্তবাধিক্য বা জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব। উক্ত লক্ষণ কতিপয় ক্যালী ব্রোমেটামের প্রকৃতিগত এবং প্রধান নির্ণায়ক। ডাঃ ক্লার্ক বলেন যে স্নায়ুমণ্ডলীর সংবেদ রাহিত্য এবং অবসাদ, আন্ত্রিক বা সান্নিপাতিক জ্বরের পরবর্ত্তী এবং প্রসবান্তিক উন্মাদরোগ এবং বার্দ্ধক্য জনিত মস্তিষ্কের কোমলত্ব এই কয়েকটী ক্যালী-ব্রোমঃ উচ্চ ক্রমে প্রয়োগ করিবার নিদর্শক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্নায়বিক অস্থিরতা, স্থির হইয়া মুহূর্ত্তকাল বসিয়া থাকিতে পারে না, একবার এদিক একবার ওদিক, ক্রমাগত এইরূপ করিতে থাকে ; কোন না কোন কার্য্যে মন নিবদ্ধ থাকা

চাই ; (আয়োড্:) হস্ত ও অঙ্গুলাদি নিরন্তর চঞ্চল, অস্থির পদ (ইগ্নে: জিঙ্ক-ভ্যালি:) ; অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচন ও প্রসারণ দুর্দ্দমনীয় ; রোদনাবেগ ; গভীর বিষাদ ; স্মৃতি লোপ,—বলিয়া না দিলে বক্তব্য বলিতে পারে না, সদা অন্যমনস্ক ; বিষণ্ণ এবং উদ্বেগপূর্ণ চিত্ত ; রোগীর ভয় পাছে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে (অ্যাক্টীয়: ক্যাল্কে ক্যানাব্-ইন্: লিল-টাই: লিসিন্: নক্স্:) ; শোক, বিরক্তি, সম্পত্তি বা সন্মান নাশ বা অন্য কোন প্রকার বৈষয়িক বিভ্রাট বশতঃ চিত্তের অস্থিরতা এবং অনিদ্রা ; শিশুদিগের নৈশভীতি ক্যালী-ফস্: অরাম্-ব্রোম অ্যাকোন্:) ,--নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে থাকে (বেল্: ক্যানাব্-ইন্ সাইনা: হায়ো: ইগ্নে:), গোঁ গোঁ করে (কার্ব্বো-অ্যানিম্: ক্যামো: হীপ্-কৃ: লাই: ওপী: সল্ফ:) বা চীৎকার করিয়া উঠে (এপীস: পল্সে: সলফ· ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে —আত্মীয়ের সান্ত্বনা বিফল হয় (ইগ্নে:) ; স্বপ্নসঞ্চরণ (অর্টিমি-ভাল্: ব্রাই: ইগ্নে: ক্যালী-ফস্: ফস্: সাইলি: ট্যারেণ্ট:)। বিকার—ভ্রমদর্শন যেন লোকে তাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে এইরূপ বিশ্বাস (সিঙ্কো: ল্যাকে:) ; তাহার মনে হয় কেহ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে (অ্যানাক্:) ; তাহাকে বিষপান করাইবার চেষ্টা করিতেছে (প্লাম্: হায়ো. হ্রাস:) ; রোগিনীর বিশ্বাস তাহার সন্তান মারা গিয়াছে (কোণা: প্লাম্:)। গর্ভাবস্থায় রাত্রে মহাভীতিপ্রদ দৃশ্য সকল তাহার মানসচক্ষে উদিত হয়। রোগী অতি সামান্য কারণে কাতর হইয়া পড়ে, নিদ্রা যাইতে পারে না এবং কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে ভাল থাকে (আয়োড্: ট্যারেণ্ট্:)।

মস্তক।—মস্তিষ্কের জড়তা ; ধীরে ধীরে কথা বলে ; মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে (বেল্: অ্যাসিড্-কার্ব্বলিক: জেল্সি: ভেস্পা)। মস্তক শূন্য বোধ এবং কর্ণকুজন ; অনিদ্রা। শিরোঘূর্ণন,—হৃদ্স্পন্দন বিবমিষা, এমন কি, সময়ে সময়ে সংজ্ঞারাহিত্য সংযুক্ত, বোধ হয় যেন পদতলস্থ ভূমি নামিয়া যাইতেছে ; চলিতে গেলে টলিতে থাকে ; অবসন্নতা ও বিবমিষা এবং তদন্তে গাঢ় নিদ্রা মস্তিষ্ক মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব (ক্যামো:) এবং সংবেদ বা অনুভব শক্তি রাহিত্য বোধ। শিরোপশ্চাৎ হইতে পৃষ্ঠের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত নিরন্তর দপ্দপ্কারী বেদনা, সোজা হইয়া বসিতে, চলিতে বা মাথা নাড়িতে গেলে বেদনার বৃদ্ধি হয়, অত্যন্ত আবল্য ও চিত্ত বৈকল্য অনুভূতি। মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত, গ্রীবার ধমনীদ্বয় দপ্দপ্ করিতে থাকে, চক্ষুদ্বয় জল-ভারাক্রান্ত এবং মস্তক ভারবোধ হয়। শোণিতাদি রস ক্ষয় জনিত মস্তিষ্কের রক্তহীনতা ; নিরন্তর নিদ্রাবেশ, মোহ, চক্ষুতারকা প্রসারিত, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, লক্ষহীন, অক্ষিগোলক চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, হস্তপদাদি নীলিমান্বিত এবং হিমবৎ শীতল ; নাড়ী স্পর্শ-জ্ঞানাতীত,—মস্তিষ্কোদক কিম্বা দীর্ঘস্থায়ী উদরাময়ান্তিক উক্ত পীড়া। মস্তকে সংঘর্ষ জনিত ভয়ঙ্কর শিরোবেদনা। মস্তক হেলিয়া পড়ে, সোজা করিয়া রাখিতে পারে না (গ্রীবার দুর্ব্বলতা বশতঃ হইলে=অ্যাব্রোট্: টিউবার্ক:)। মরামাস।

মুখ ও গলমধ্য।—শ্বাসকৃচ্ছ্র,—জিহ্বা বিকল ; নিদ্রাভঙ্গান্তে অতি ধীরে ও কষ্টে কথা বলে; ব্যাহতবাক্ বা তোৎলামী। জিহ্বা আরক্তিম, শুষ্ক এবং বৃহদায়তন, কখনও বা প্রথমে লালবর্ণ, পরে শুষ্ক এবং কপিশবর্ণ প্রতীয়মান হয়। মুখে এক প্রকার ঘৃণাজনক বা নক্কার

জনক গন্ধ ; জিহ্বা শ্বেতবর্ণ। অপর্য্যাপ্ত দুর্গন্ধ লালা নিঃসরণ। দীর্ঘকাল মদিরাসেবনের বিষময় ফল স্বরূপ মুখবিবর, গলমধ্য এবং তালুমূল অসাড় ও সংবেদরহিত। শিশু জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারে না ; কঠিন দ্রব্যাদি সহজে গলিতে (কঠিন পদার্থ গলাধঃকরণে গলবেদনার উপশম - ইগ্নে:)। আলজিহ্বা এবং জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ স্ফীত হইয়া উঠে। উপজিহ্বির প্রদাহ জন্য জ্বর, নাড়ী দ্রুত, জিহ্বা শুষ্ক, মুখে দুর্গন্ধ, জিহ্বামূলপার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় অত্যন্ত শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ গাঢ় আরক্তিম, তালুমূলে বা গলগ্রন্থির উপর নিঃসৃত রস জমিয়া মণ্ডলাকার কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপন্ন হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।- স্নায়ুপ্রধানা রমণীগণের প্রতিবার আহারান্তে বমন, —বিশেষতঃ উত্তেজক সংবাদাদি শ্রবণান্তে, তৎসহ দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা। মুখবিবর শুষ্ক ; জ্বালাময়ী তৃষ্ণা। শিশু জন্ম হইতেই কঠিন বস্তু অনায়াসে গলাধঃকরণ করিতে পারে কিন্তু জলীয় পদার্থ পান করিতে গেলেই গলরোধ হইবার উপক্রম হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে পাকস্থলীমধ্যে নিতান্ত অস্বাচ্ছন্দ্যজনক ভারবোধ। প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত। প্লীহা প্রদেশে ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ জন্মান। বোধ হয় যেন অন্ত্রাদি ঝুলিয়া পড়িতেছে। উদরাভ্যন্তর অত্যন্ত শীতল বোধ। বালবিসূচিকাধিকারে রোগীর উদর মেরুদণ্ড সংলগ্ন হইয়া যায়। সমকালান্তর আবির্ভাবশীল নাভিপ্রদেশীয় শূলবেদনা,—প্রতি রাত্রে ৫টার সময় আবির্ভূত হয় (অপরাহ্ণ ৫টার সময়=কলো: লাই:)। অল্প বয়স্ক শিশুদিগের অন্ত্রশূল,—উদরপ্রাচীর সংকুচিত এবং অনমনীয় বোধ হয়, অন্ত্রাদি পিণ্ডাকৃতি হইয়া উদরের একস্থানে উচ্চ হইয়া উঠে এবং উদরের একপ্রান্ত অন্যপ্রান্তে চলিয়া বেড়ায়, এতৎসহ প্রায় মুখক্ষত এবং অতি অসহনীয় যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকে ;—মলকাঠিন্য বা মলতারল্যের সহিত কোন সংশ্রব থাকে না। প্লীহা বা যকৃৎ রোগ সংশ্রিত উদরী। বালবিসূচিকা বা গ্রীষ্মাতিসার,—মস্তিষ্ক প্রদাহান্বিত; মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত,—তারকা প্রসারিত এবং চক্ষুদ্বয় কোটরগত, হস্তপদাদি শীতল,—থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া জাগ্রত হয়, মস্তক মধ্যে ধামণিক শোণিতাধিক্য, শৈত্যাক্রান্ত ঝিল্লি হইতে রসক্ষরণ হইবার পূর্ব্বে প্রদাহ ; দীর্ঘকাল স্থায়ী উদরাময়ান্তিক মস্তিষ্কোদক পীড়ার প্রারম্ভে, মল জলবৎ, হস্ত ও অঙ্গুলি সকল নিরন্তর গতিশীল, হস্তদ্বারা কোন কার্য্য করিতে গেলে ঐ হস্ত কাঁপিতে থাকে ; হস্তপদাদি শীতল এবং হস্ত ও মণিবন্ধ তুষারশীতল এবং স্বেদসিক্ত বোধ হইয়া থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—উষ্ণ গৃহমধ্যেও শীতার্ত্ততা সহ যন্ত্রণাহীন মলতারল্য, মল জলবৎ বা ফেনের ন্যায়। মারাত্মক বিসূচিকা—প্রথমাবস্থায়,—বমন, খালধরা, তণ্ডুল সিদ্ধ জলের ন্যায় ভেদ এবং মূত্র নিরোধ (মূত্র পুনঃ স্থাপিত হয়)। কখনও বা হরিদ্বর্ণ জলবৎ এবং কখনও বা বহুল পরিমাণ শোণিত মিশ্রিত মল ; অধিক বেগ দিলে মহীলতার ন্যায় সরু সরু পদার্থ নির্গত হয় ; সময়ে সময়ে আবার এইরূপ পীতবর্ণ দুর্গন্ধ মল নির্গত হয়।

প্রস্রাব।—মূত্রনালীর সংবেদরাহিত্য অর্থাৎ অসাড়তা জন্মে। বহুল পরিমাণ মূত্রস্রাব

ও অত্যন্ত তৃষ্ণা। বহুমূত্র, শর্করামিশ্রিত এবং পরিমাণে অপর্য্যাপ্ত মূত্র। রোগী শীর্ণ; রক্তহীন ও ফ্যাকাশে হইয়া যায়; গাত্রত্বক শীতল ও শুষ্ক, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ; জিহ্বা আরক্তিম এবং ব্যথান্বিত, দাঁতের মাড়ী নরম হইয়া যায় এবং তাহা হইতে সহজে রক্তপাত হইয়া থাকে; অত্যন্ত তৃষ্ণা, অত্যধিক ক্ষুধা,— মল কঠিন এবং মূত্র ফিকা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ। মূত্র পরিমাণে অত্যন্ত অধিক, শর্করামিশ্রিত এবং অধিক আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট; যকৃৎ স্ফীত এবং ব্যথান্বিত,- মধুমেহ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—সর্ব্বদা কামোদ্দীপক চিন্তা এবং রাত্রে কামোদ্দীক স্বপ্ন। রাত্রে কাম প্রবৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনা এবং পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গম। কামোন্মাদ, কামপ্রবৃত্তির হ্রাস হইয়া ক্রমে ধ্বজভঙ্গে পরিণত হয়। বিষাদ, স্মৃতিবিলোপ, স্নায়বিক অবসাদ এবং অপস্মার সহ ক্লৈব। কামপ্রবৃত্তির অতি ব্যবহার জনিত ক্লৈব্য এবং মেরুমজ্জার অবসাদ সম্ভূত পক্ষাঘাত ও প্রত্যঙ্গাদির আক্ষিপ্ত ভাব। শুক্রক্ষয় সহযোগে বিষাদ, কটিবেদনা,— এবং রোগী চলিতে গেলে টলিতে থাকে। প্রমেহাধিকারে যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোদ্গম হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বামাগণের কামোন্মাদ। অত্যধিক রিপু পরিচালনা সম্ভূত বন্ধ্যাত্ব; অতি অল্প আর্ত্তবস্রাব সহযোগে রমণে বীতস্পৃহা। জরায়ুর অনমনীয়তা; প্রসবান্তে জরায়ুর আকুঞ্চিবদ্ধন এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব। জরায়ুমধ্যগত সূত্রময় তন্তু বিশিষ্ট অর্ব্বুদ। অতৃপ্তবাসনা সম্ভূত জরায়ুর স্নায়ুর স্নায়ুশূল এবং স্নায়বিক অস্থিরতা। ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল— বাম ডিম্বাধার ব্যথান্বিত, স্ফীত এবং স্পর্শাসহ তৎসহ রমনেচ্ছার হ্রাস। ডিম্বাধারের উত্তেজনা জনিত অপস্মার, ডিম্বাধারের কোষার্ব্বুদ, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ এবং অতি অল্প পরিমাণ মূত্র ত্যাগ। জরায়ুমধ্যস্থিত অর্ব্বুদের উত্তেজনা বশতঃ অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তব স্রাব, জরায়ুস্রাব, কামোন্মাদ এবং আর্ত্তবাপস্মার বা ঋতুকালে মৃগী। গর্ভবতীদিগের বিকৃত কল্পনা,—রাত্রে তাহার বোধ হয় যেন সে তাহার সন্তান বা স্বামীকে হত্যারূপ কোন মহাপরাধ করিয়াছে। অপস্মার,—অত্যধিক অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়চালনা জনিত,—আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইবার অনতিপূর্ব্বে বা আর্ত্তবাস্রাব কালে,—কিম্বা অমাবস্যা বা প্রতিপদের সময় প্রকোপাধিক্য,—প্রকোপান্তে শিরোবেদনা। স্থূলাঙ্গীদিগের স্বল্পার্ত্তব বয়ঃসন্ধিকালে,—রোগিণী অস্থিরতা ও সর্ব্বদা চঞ্চলতা প্রদর্শন করে, তাহার নিদ্রা হয় না, দেহ কম্পিত হইতে থাকে ও থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য সংঘটিত হয় (অ্যামিল নাই: গ্লোন্: ল্যাকে:)। গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বমন। গর্ভাবস্থায় স্নায়বিক উপদাহ জনিত উপর্য্যুপরি কাসি,— এমন কি, গর্ভস্রাব হইবার উপক্রম হয় (কোণা:)। প্রসব বেদনার সময় ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ। জরায়ু বিবৰ্দ্ধন।

শ্বাসযন্ত্র।—সংবেদরাহিত্য বা স্পর্শানুভব শক্তির লোপ—জিহ্বামূলপার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় এবং স্বরনলী অসাড় বোধ হয়। পুরাতন প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দিতে পয়ার পূযবৎ এবং শ্লেটপ্রস্তরের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। সর্দ্দিজ এবং কৌষিক স্বরতন্ত্রর প্রদাহ। স্বরনলীর অবিমিশ্র, স্নায়বিক উত্তেজনা বা অন্য কোন যন্ত্রের রোগের প্রতিক্ষেপ জনিত। দন্তোদ্গম বা কৃমী জনিত

উত্তেজনার প্রতিক্ষেপ সম্ভূত শুষ্ক ঘুংড়ি,—হঠাৎ আবিভূত হয়। ঝিল্লী উৎপাদক ঘুংড়ি,—গয়ারের সহিত নিঃসৃত রস হইতে উৎপন্ন ঝিল্লি শ্বেতবর্ণ। শুষ্ক অবসাদক কাসি,—প্রতি দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর আবির্ভূত হয়,—রোগী হাঁপাইতে থাকে এবং অবশেষে ভুক্তদ্রব্যাদি ও শ্লেষ্মা বমিত হইয়া যায়, —রাত্রে বা শয়ন করিলে বৃদ্ধি হয়; শ্বাসপ্রশ্বাসকালে বক্ষঃস্থল যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। হুপ্‌কাসি আক্ষেপিক বা দেহ আলোড়ক শুষ্ক কাসি, স্বরতন্ত্রর আক্ষেপসহ ধনুষ্টার।

প্রত্যঙ্গাদি।—অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা জনিত মেরুমজ্জার ক্ষয় এবং গতিশক্তি-বিধায়িনী স্নায়ু প্রভৃতির পক্ষাঘাত বা শুক্রক্ষয় বশতঃ কটিবেদনা (কোব্যাল্ট্‌)। হস্তদ্বারা কোন কার্য্য করিতে গেলে ঐ হস্ত কম্পিত হইতে থাকে, কিম্বা মদাত্যয় জনিত হস্তাদির কম্পন। হস্ত ও অঙ্গুল্যাদি নিরন্তর চঞ্চল; অঙ্গুল্যাদির নিরন্তর আনত্তন (আর্ণিঃ সাইকীউ-ভাইঃ)। পাদচারণকালে টলিতে থাকে, লোকে মাতাল মনে করে। দেহের সংবেদ রাহিত্য বা স্পর্শানুভব শক্তির লোপ=(অ্যানাক্‌ঃ ক্যাম্ফোঃ ক্যান্সঃ কার্ব্বোন্‌-সল্‌ফঃ সাইকীউঃ ফস্‌ঃ প্লাম্‌ঃ জিঙ্কাম্‌): নখাঘাত করিলে বা অগ্নি স্পৃষ্ট হইলে জানিতে পারে না। পৈশিক পারম্পর্য্য রাহিত্য=(জেল্‌সি‌), —গতিশক্তি বিধায়ক-স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত।

ত্বক।—ব্রণ, সরল=(কার্ব্বো-ভেঃ বেল্‌ঃ পল্‌সে বেলিস্‌, আর্কটিয়াম-ল্যাপঃ), দৃঢ় কিম্বা পাটল=(কার্ব্বো-অ্যান্‌—জরায়ুবিকৃতি সংশিষ্ট=হাইড্রোকোটঃ—সুরাদি পান জনিত= নক্সঃ অ্যাণ্ট-ক্রুডঃ—অত্যন্ত রক্তিমা ও উত্তেজনাযুক্ত হইলে=হ্রাসঃ; নীলিমা সংযুক্ত= অ্যাগারঃ—দুরারোগ্য=আর্স-আয়োডঃ); মুখমণ্ডল, বক্ষ এবং স্কন্ধোপরে নীলাভ লালবর্ণ পীড়কা উদ্গত হয় এবং আরোগ্য হইয়া গেলে একটা বিশ্রী দাগ থাকিয়া যায় (কার্ব্বো-অ্যান্‌ঃ) —স্থূলাঙ্গ এবং অপরিচ্ছন্ন স্বভাব যুবক ও যুবতিদিগের পীড়া। উপর্য্যুপরি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত কণ্ডুতিজনক স্ফোটকোদ্গম। দীর্ঘস্থায়ী শ্লেষ্মাশ্রিত ক্ষতাদি। উপদংশ, বিচর্চ্চিকা (ব্রণাধিকারে অগ্রে ইউজিনীয়া-য্যাম্বস্‌ প্রয়োগের পর ক্যালী-ব্রোম্‌ঃ প্রয়োগ করিলে উহা সম্পূর্ণ রূপে নিরাকৃত হয়—এইচ, সি, অ্যালেন)।

নিদ্রা।—অত্যন্ত নিদ্রালুতা,—চেয়ারে বসিয়াই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হয় এবং জাগরিত করিলে আবার তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। অনিদ্রা এবং অত্যন্ত চাঞ্চল্য,—কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না (আয়োডঃ)। শিশুদিগের রাত্রি ভীতি (অরাম-ব্রোমঃ অ্যাকোঃ),—নিদ্রিতাবস্থায় দন্ত কিড়্‌মিড়্‌ করে, অস্পষ্ট শব্দ বা বিড়্‌-বিড়্‌ করিতে থাকে এবং সময়ে সময়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া পড়ে; স্বপ্ন দর্শন করে। বালক-দিগের স্বপ্নসঞ্চরণ (Somnambulism বা Night-walking)।

বৃদ্ধি।—রাত্রে, প্রতি রাত্রে ২টার সময়, প্রতি রাত্রে ৫টার সময় (শিশুদিগের অন্ত্রশূল), উত্তপ্ত বায়ুতে, গ্রীষ্মকালে, মস্তক অবনত করিলে (শিরোঘূর্ণন) এবং শয়নান্তে (কাসি)।

উপশম।—কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অন্যমনস্ক থাকিলে এবং শৈত্য ও শীতল বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ক্যাম্ফো: নক্স: জিঙ্কাম্। ইহা সীসকবিষের প্রতিবিষ।

তুলনীয়।—ক্যালকে: ব্রোমিন: (রাত্রিকালে ভীতি); হায়সা: (উন্মাদ প্রকৃতি); প্লাটীনা: (ভূত দেখা); আর্জেন্ট: নাই: (আতঙ্কিত ভাব); গ্লনয়ন:, রসটক্স: (বিষাক্ত হইবার ভয়); ষ্ট্যাপি (মানসিক অবসাদ); জেল্‌স: (পৈশিক দুর্ব্বলতা); কোনায়ম: (কাসি); ষ্ট্রামো: (তোতলামি), হপিকা (শিশু-বিসূচিকা); জিঙ্কাম: (অস্থিরতা); ট্যারেণ্টুলা: (প্রতিক্ষিপ্ত লক্ষণ)।

সদৃশ।—ইউজিনীয়া-ঘ্যাম্বস্ ব্রোমায়াম্: ক্যাম্ফো-মনোব্রোম্: অ্যামন্-ব্রোম্: অরাম্-ব্রোম্: ক্যালী-আয়োড: কার্ব্বো অ্যান্: প্লাট্: হায়ো: হাস্: গ্রোন্: জেল্‌সি: ষ্ট্যাফীই: জিঙ্কাম্-ভ্যালিরীয়ানা:।

শক্তি।—সাধারণতঃ নিম্নক্রমের (তৃতীয় দশমিক) বিচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহারও সুপ্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্যালী কার্ব্বণিকাম্

(KALI CARBONICUM).

নামান্তর।—কার্ব্বনেট অভ্ পটাস, সল্ট অভ্ টার্টার।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরলক্রম প্রস্তুত হয়।

ডাঃ অ্যালেন বলেন,—বৃদ্ধ ব্যক্তি, ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ, স্থূল কায়, শোথ ও পক্ষাঘাতযুক্ত ব্যক্তির পীড়ায় উপযোগী

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—স্বল্পার্ত্তব বা ঋতুস্বল্পতা, রক্তাল্পতা, হাঁপানি; পৃষ্ঠে বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধতা; সর্দ্দি; শ্বাসনলী প্রদাহ; ক্ষয়কাস; কাসি, দুর্ব্বলতা; শোথ; বাধক; অজীর্ণতা, কর্ণপ্রদাহ; বক্ষপ্রদাহ; মুখে ব্রণ; পাকাশয় প্রদাহ বা শূল; রক্তস্রাব, অর্শ: চুলের পীড়া; শিরঃপীড়া; হৃদপিণ্ডের পীড়া; বক্ষসন্ধি রোগ, বক্ষোদক পীড়া; মূর্চ্ছাবায়ু; মূত্রগ্রন্থির পীড়া, জানুসন্ধির পীড়া; স্বরনলীর সর্দ্দি বা প্রদাহ; শ্বেতপ্রদর, যকৃতের পীড়া; কটীশূল; প্রচুর আর্ত্তব স্রাব; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; পার্শ্ববেদনা, ফুস্‌ফুস্-আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ; গর্ভাবস্থায় পীড়া, গৃধ্রসী; অনিদ্রা; গলক্ষত, দন্তশূল; সান্নিপাতিকজ্বর; আঘাত; জরায়ুর কর্কট ক্ষত; মাথাঘোরা; হুপ্‌কাসি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সূচী বা শূলবেধবৎ তীব্র বেদনাই ইহার প্রধান ক্রিয়াফল এবং বিশ্রামকালে বা আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে ঐ বেদনার

বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ব্রায়োনীয়ার বিপরীত)। রোগী দেহের কোন অংশে স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, যতই সন্তর্পণে তাহাকে স্পর্শ কর না কেন, সে চমকাইয়া উঠে,—বিশেষতঃ নিম্নপদ স্পর্শ করিলে। (২) শারীর রসাদি বা জীবনী শক্তির ক্ষয়ান্তে, বিশেষতঃ যাহাদিগের দেহে শোণিতভাগ অল্প। (৩) একাকী থাকিতে ভালবাসে না। (৪) সামান্য কারণে সর্দ্দি হয়। (৫) ভ্রূ ও উপরচক্ষুর পাতার মধ্যস্থলে অর্ব্বুদাকার স্ফীতি। (৬) দৃষ্টি ক্ষীণ,—বমন, শুক্রক্ষয়, গর্ভস্রাব বা হামের পর। ৭) প্রাতে মুখ ধৌত করিবার সময় নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব। (৮) দন্তশূল, কেবল আহার করিবার সময়। বেদনা দপ্‌দপ্‌কারী; কোন শীতল বা উষ্ণ বস্তু সংস্পর্শে বৃদ্ধি। (৯) পাকস্থলী স্ফীত, ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহ, আহার মাত্রে বোধ হয় যেন পাকস্থলী ফাটিয়া যাইবে এইরূপ স্ফীত হইয়া উঠে। আধ্মান,—যাহা কিছু আহার করে তাহাই বোধ হয় যেন বাষ্পে পরিণত হয়। (১০) ঋতু আবির্ভাবের সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতে রোগিণী অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে,—রজোস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে কটিদেশে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। (১১) কটিবেদনা, স্বেদাধিক্য,—গর্ভস্রাব, প্রসববেদনা ও জরায়ু হইতে শোণিত স্রাবের পর এবং আহারের সময় দুর্ব্বলতা, পাদচারণ কালে রোগিণীর বোধ হয় আর সে চলিতে পারিবে না এবং তাহাকে শয়ন করিতে হইবে। (১২) প্রসব বেদনা, ক্ষীণ বেগ,—প্রচণ্ড কটিবেদনা,—কেহ যদি রোগিণীর কটিদেশ দলিত করিয়া দেন তাহা হইলে তাহার আরাম বোধ হয়। ১৩) কাসি,—শুষ্ক,—উপর্য্যুপরি,—গাঢ় আঠা বা পূযবৎ শ্লেষ্মা গলমধ্যে উত্থিত হইয়াই গলাধঃকৃত হয়,—বহির্গত হয় না,—কাসি আক্ষেপিক এবং গলরোধক কিম্বা অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায়, কাসিতে কাসিতে কঠিন শ্বেতবর্ণ বা রক্তবর্ণ জমাট শ্লেষ্মা গলমধ্য হইতে ঠিকরাইয়া বহির্গত হয়। ১৪) হাপকাসি বা হাপান—রাত্রি ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রকোপাধিক্য, সোজা হইয়া বা সম্মুখ দিকে দেহ হেলাইয়া বসিলে বা দোলায়মান হইলে উপশম বোধ হয়। (১৫) নিগীরণকৃচ্ছ্র বা গিলিতে ক্লেশ,—তালুমূলে সূচীবেধবৎ বেদনা,—যেন তন্মধ্যে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া আছে,—আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রায়ই বায়ুনলীমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং বিষম লাগে, গলাধঃকরণকালে পৃষ্ঠদেশে ব্যথানুভূত হয়। (১৬) হৃৎপিণ্ডের মেদাপজনন-প্রবণতা, হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন একটী সূত্র দ্বারা ঝুলান রহিয়াছে। (১৭ মলকাঠিন্য,—বৃহৎ গুটিলাময়, অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং মলান্ত্রমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়,—মলত্যাগের দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তীব্র পেটবেদনা আরম্ভ হয়। (১৮) আহারের সময় ও ও পরে নিদ্রালুতা—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। (১৯) লক্ষণাদির শেষ রাত্রে [২—৪টার মধ্যে] বৃদ্ধি এবং বাম অপেক্ষা দক্ষিণাঙ্গ অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। (২০) নানা প্রকার ভ্রম কল্পনা,—যেন তাহার শয্যা নিম্নগামী হইতেছে, তাহার দেহাভ্যন্তর যেন খালি বা ফাঁপা, কাসিবার সময় বোধ হয় যেন একটা গুল্মবৎ পদার্থ ওলোটপালোট হইতেছে। (২১) রক্ত-তারল্য বা শোণিতাভাব,—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং তৎসহ ফ্যাকাশে ধূম্রবর্ণ ত্বক। (২২) শোথ, উদরী ইত্যাদি ক্যালী-কার্ব্বণিকামের কয়েকটী প্রকৃতিগত এবং অব্যর্থ নির্ণায়ক

লক্ষণ। কচ্ছুসদৃশ-বিষনাশক (Antipsoric) ঔষধ সমূহের মধ্যে ইহা একটী প্রধান; ইহার ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য,—ভয় বুঝি তাহার রোগ সারিবে না। অস্থিরমতি, শঙ্কান্বিত চিত্ত,—"তাইতো এ কাজটা ক'র'ব কি, যদি কোন অমঙ্গল হয়" সকল বিষয়ে এইরূপ ভাবনা। খিট্ খিটে স্বভাব; অধীর; অসন্তুষ্ট। পরিশ্রমকাতর। একাকী থাকিতে ভীত হয়, বা ভালবাসে না (আস্· বিস্মাথ্: লাই: হায়ো: ল্যাক্-ক্যান্: সিপী: ষ্ট্রাম্:—একাকী থাকিতে ভালবাসে=ক্যাম্প্: অ্যাক্টী: সাইক্লে: হেলিবো: অক্সাইট্রোপ্: হ্রাস্. ইগ্নে:)। হঠাৎ কোনরূপ শব্দ শুনিলেই চমকাইয়া উঠে (বেল্. বের· হীউরা: ক্যালী-আর্স· ম্যাগ্-মিউ: থিরিড্: মিডহ্যন: নক্স্-মস:)। সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে (ইপিক্)। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে স্থির করিতে পারে না। অত্যন্ত স্পর্শকাতর—যতই সন্তর্পণে তাহাকে স্পর্শ করনা কেন সে চমকাইয়া উঠে—বিশেষতঃ নিম্নপদে বা পদতলে স্পর্শ করিলে (লিসিন্:—ইহার বিপরীত=ন্যাট্-কার.)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, যেন কর্ণদ্বয় রুদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ বোধ, চক্ষু সমক্ষে অন্ধকার আবির্ভাব (অ্যাক্টী-স্পাই· ড্যাল্ক্যা· ওপী:)। প্রাতে, সন্ধ্যাকালে, আহারান্তে, কিম্বা দেহ বা মস্তক দ্রুত আবর্ত্তিত করিলে (ক্যালকে অ্যাসিড্-ল্যাক্ট: ষ্ট্যাফ্:) শিরোঘূর্ণন। শিরোঘূর্ণন—চলিতে গেলে দেহ টলটল করিতে থাকে (অ্যাসিড্-মিউ: ন্যাট-মিউ: নক্স-মস্: নক্স-ভম্); বোধ হয় যেন পাকস্থলী হইতে শিরোঘূর্ণন আবির্ভূত হইতেছে। শকটারোহণে, (বেল: ককীউ) হাঁচিলে, কাসিলে বা প্রাতে শিরোবেদনা; অর্দ্ধাবভেদক বা একপার্শ্বের শিরোবেদনা তৎসহ বিবমিষা ও বমন (কলো কোণা: ইপিক্:)—বৃদ্ধির অবস্থায় মস্তক ঈষৎ সঞ্চালিত করিলেই বেদনা অসহনীয় বোধ হয়। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ নিরন্তর ব্যথা করে (সম্মুখাংশ=বেল্: ব্রাই: পলসে:—মূর্দ্ধাদেশ=হিপ্: ল্যাকে:)—বিশেষতঃ পাদচারণকালে,—ক্রোধপ্রবণতা সহ। আলোকাতঙ্ক সহ ললাটদেশে দপ্দপ্কারী বেদনা (বেল· কোণা: গ্র্যাফ:—মূর্দ্ধাদেশে=ক্যাম্প: ক্রিয়ো: ন্যাট্-কাব: ষ্ট্র্যাম —শিরোপশ্চাতে ক্যাল্কে: সিপী:— শঙ্খপ্রদেশে=অ্যাকো বেল্: অ্যাসিড্-নাই: ষ্ট্যান্:—সমগ্র মস্তকে=ল্যাকে· পলসে:)। শঙ্খপ্রদেশে বা রগে সূচীবেধবৎ বেদনা। মস্তকে শৈত্যাধিকার প্রবণতা (বেল্: সিলি:)। অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তনবৎ শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ শঙ্খ ও ললাটদেশে, মস্তক অবনত বা সঞ্চালন করিলে এবং চক্ষু ও নিম্নহনু সঞ্চালনে বৃদ্ধি, মস্তক উত্তোলনকালে, উত্তাপ সংস্পর্শে এবং ললাট মর্দ্দনে উপশম। বোধ হয় যেন শিরোমধ্যে কি একটা অসংলগ্ন পদার্থ ঘুরিতেছে ও ঐ সকল স্থানের চুল ফিরিতেছে। প্রাতে ললাটদেশে ঘর্ম্ম। কেশপাত;—বিশেষতঃ শঙ্খ, ভ্রূ এবং চিবুকদেশের কেশ রুক্ষ দেখায়, এবং উঠিয়া যায়।

চক্ষু।—চক্ষুর শ্বেতাংশ লালবর্ণ (রক্তবর্ণ=থুযা:)। চক্ষুমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা

(ব্রাই:)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে অক্ষিপুট জুড়িয়া থাকে (ইউফ্রে: হিপ: পলসে: ক্যালী-বাই)। যেন একখণ্ড সচ্ছিদ্র বস্ত্র দৃষ্টির ব্যাঘাত করিতেছে; দৃষ্টি সমক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু সকল ভাসমান দেখিতে পাওয়া যায় (ককীউ: কষ্টি: ডিজি:)। ভ্রূ এবং উপর চক্ষুর পাতার মধ্যস্থলে অর্ব্বুদ'কার স্ফীতি প্রতীয়মান হয় (নিম্নাক্ষিপুটের তলে=এপীস্:)। চক্ষু এবং অক্ষিপুট জুড়িয়া যায় এবং দীপালোকে বেদনা অনুভূত হয়। চক্ষুকোণে ত্বক্‌ক্ষয় এবং পূয সঞ্চিত হয়। অধ্যয়ন কালে বা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন দৃষ্টিপথে বিন্দু সকল নৃত্য করিতেছে (অ্যাগার্ বেল্: সিঙ্কো ককীউ কোণা. ফস্:)। দিবালোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। রমণ, শুক্রক্ষরণ, গর্ভস্রাব এবং হামরোগের পর ক্ষীণদৃষ্টি।

কর্ণ।—উভয় কর্ণ মধ্যেই সূচীবেধবৎ বেদনানুভব (অ্যাসিড্-নাই: কোণা.)। কর্ণমধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কট্ কট্ শব্দ হয় (চর্ব্বণ কালে—গ্রাফ্:)। কর্ণমধ্যে সোঁ সো ভোঁ ভোঁ শব্দ; শ্রবণ শক্তির খর্ব্বতা। কর্ণমূলগ্রন্থির অনমনীয়তা ও স্ফীতি।

নাসিকা।—আরক্তিম ও জ্বালাজনক উত্তাপ সহ স্ফীতি। দীর্ঘকাল যাবৎ নাসারন্ধ্র, মুখে ক্ষয়িতত্বক বা হাজিয়া যাওয়া ও চটাপড়া। রন্ধ্র ক্ষতযুক্ত এবং উহা দিয়া রক্তময় শ্লেষ্মা স্রাব। প্রাতে মুখ ধুইবার সময় নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (অ্যামন্-কার্ব আর্ণি ব্রাই) সর্দ্দি তরল,—পুনঃ পুনঃ হাঁচি, কটিবেদনা এবং শিরঃপীড়া সহ—নাসিকা হইতে শোণিতাক্ত শ্লেষ্মা স্রাব, নাসিকা মধ্যে পূযবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চয়। দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে।

মুখবিবর।—শুষ্ক, ক্লান্তি ব্যঞ্জক এবং দীপ্তিহীন মুখমণ্ডল। গণ্ডস্থলে সূচীবেধবৎ বেদনা। মুখে সূর্য্যদগ্ধ দাগ। ওষ্ঠদ্বয় পুরু এবং ফাটা ফাটা এবং শল্ক পাতশীল ছাল। নিম্ন-হনু ও নিম্নহনুতলস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি। দন্তশূল,—কেবলমাত্র আহার করিবার সময় বা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে; বেদনা দপ্‌দপ্‌কারী, কোন শীতল বা উষ্ণ দ্রব্য সংস্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি হয়। মুখ তিক্তস্বাদযুক্ত। মুখ হইতে পূতিগন্ধময় বায়ু নির্গত হয়। মুখমধ্যে প্রচুর লালা সঞ্চয় সত্ত্বেও উহা শুষ্ক বোধ। মুখাভ্যন্তর এবং জিহ্বাপৃষ্ঠে বসন্তগুটী বাহির হয় এবং ত্বক হাজিয়া যায়। জিহ্বাগ্রে বেদনাজনক পীড়কা জন্মায়; জিহ্বার বল্মবৎ ক্ষুদ্র পেশীতে ক্ষত। গিলিতে কষ্ট,—তালুমূল সূচীবেধবৎ বেদনা, যেন কণ্টক বিদ্ধ হইয়া আছে (হিপ্: ডলিকস্: অ্যাসিড-নাই:); খাদ্যাদি প্রায়ই বায়ুনলী মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং বিষম লাগে; গলাধঃকরণকালে পৃষ্ঠদেশে বেদনা বোধ। দন্তশূল এবং বামবক্ষে সূচীবেধবৎ বা ছেদনবৎ বেদনা পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—আহারের সময় নিদ্রাবেশ,—পুনঃ পুনঃ হাই উঠিতে থাকে। অম্ল বা শর্করা ভক্ষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা (হিপ· দেখ)। দুগ্ধ এবং উষ্ণ দ্রব্যাদি ভাল লাগে না এবং সহ্য হয় না (পল্‌সে: সিপী·)। পাকস্থলী আধ্মান বায়ুতে স্ফীত এবং স্পর্শাসহ; আহার করিবামাত্র উদর এত স্ফীত হইয়া উঠে যে বোধ হয় যেন ফাটিয়া যাইবে; অত্যধিক বায়ুর সঞ্চয়; রোগী যাহা কিছু আহার করে বোধ হয় সে সকলই যেন বাষ্পে পরিণত হইয়া যায় (আয়োড: নক্স-ম:—অম্লত্বে পরিণত হয়=ক্যাল্কে-অষ্ট্র:)। আহারান্তে অম্ল উদ্গার (ব্রাই: ক্যাল্কে: ফস্:—, তিক্তস্বাদ উদ্গার=বেল্: চায়না, নক্স-ভম্:—রসুনের গন্ধবিশিষ্ট=মস্কাস:)।

বিবমিষা এত অধিক যে, বোধ হয় যেন রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িবে, শয়ন করিলে উহা বন্ধ হয় (হ্রাস্ঃ)। ভুক্তদ্রব্যাদি অম্লে পরিণত হইয়া বমিত হয় (নক্সঃ ফস্ঃ—অত্যন্ত অম্লাক্ত জলীয় পদার্থ বমন=আইরিস্ঃ)। পাকস্থলী মধ্যে বোধ হয় যেন অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেছে (যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছে—আর্স ঃ)। পাকস্থলী মধ্যে দপদপানি, (নক্স; পল্সেঃ)। পাকস্থলী মধ্যে একটী মুষ্টিপরিমেয় গুল্মবৎ পদার্থ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। যকৃৎপ্রদেশে জ্বালা এবং সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্রাই)। অন্ত্রাদির নিষ্ক্রিয়তা এবং অগ্ন্যাশয় মধ্যে শৈত্যানুভূতি (আর্সঃ ফস্ঃ সিপীঃ)।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য, মল বৃহৎ এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়;—মলত্যাগের এক বা দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে মলান্ত্র মধ্যে সূচীবেধবৎ শূল বেদনা অনুভূত হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে শ্বেতবর্ণ আম নির্গত হইতে থাকে। মলান্ত্র মধ্যে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। অর্শের বলি বৃহৎ এবং স্ফীত, বহিঃসৃত (অ্যাসিড-মিউঃ), অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত;—কাসিলে অর্শে অধিক ব্যথা বোধ হয়। মলদ্বারে বোধ হয় যেন একটা জ্বলন্ত লৌহশলাকা প্রবিষ্ট হইতেছে; শীতল জল সংস্পর্শে ক্ষণিক উপশম বোধ হয় (ক্যালী-আর্স)। ঋতুর সময় মলকাঠিন্য [সিপীঃ]। গর্ভাবস্থায় মলদ্বারে সূচীবেধবৎ এবং নিষ্পেষণবৎ বেদনা।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ বেগ এবং অল্প পরিমাণ উত্তপ্ত মূত্রত্যাগ; প্রস্রাবান্তে মূত্রাধারের মুখশায়িগ্রন্থি হইতে রস স্রাব। মূত্রস্থলী মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, বেদনা বামদিক হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়। প্রস্রাবের সময় এবং পরে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—শিশ্ন এবং শিশ্নমুণ্ড মধ্যে আকর্ষণ ও ছেদনবৎ বেদনা। মুষ্ক মধ্যে আঘাত জনিতবৎ ব্যথা; রমণে বীতরাগ। কামোত্তেজক স্বপ্ন এবং রেতঃস্খলন। রমণ ও রেতঃস্খলনান্তে ক্ষীণদৃষ্টি এবং আলস্য বোধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রমণীদিগের রমণে অনিচ্ছা। রমণকালে যোনি মধ্যে হাজিয়া যাওয়া মত বেদনানুভব। ঋতু অত্যন্ত বিলম্বিত, ফিকে এবং স্বল্প (ডাল্ক্যাঃ হিপঃ ন্যাট-মিউঃ পল্সেঃ সল্ফঃ)। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব (বেল্ঃ ক্যাল্কেঃ নক্সঃ; ফস্ঃ স্যাবাই)। রোগিণী ঋতু আরম্ভের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; আর্ত্তব স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে পৃষ্ঠে ও কটিদেশে বেদনা। গর্ভস্রাব এবং জরায়ু হইতে শোণিত স্রাবের পরে, ও আহারের সময় অতিশয় কটিবেদনা, স্বেদাতিশয্য এবং ক্লান্তি বোধ; পাদচারণকালে রোগিণীর বোধ হয় সে আর চলিতে পারিতেছে না এবং তাহার শয়ন করিতে ইচ্ছা হয়। প্রসববেদনা ক্ষীণবেগ, নিতম্ব দেশে প্রবল বেদনা, কটিদেশ টিপিয়া দিতে বলে (কষ্টি), অত্যধিক কটিবেদনা সহ পীতাভ প্রদরস্রাব (অ্যালাঁউ সল্ফ,—পীতবর্ণ এবং গাঢ় আঠার ন্যায় (ক্যালী-বাইঃ)। গর্ভবতীর শোণিতস্রাব,—চাপ চাপ ঘনীভূত শোণিত স্রাব। আর্ত্তবস্রাব কালে প্রাতে শিরোবেদনা, উদর বা তলপেটে ছেদনবৎ বেদনা; কটিদেশে যেন একটা গুরুভার বস্তু স্থাপিত আছে এইরূপ বেদনা, কর্ণবিবরে সূচীবেধবৎ বেদনা, তরুণ সর্দ্দি স্রাব এবং সমগ্র দেহে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় পাদচারণকালে গা বমি বমি করে অথচ বমন হয় না

এবং রোগিণীর বোধ হয় যেন সে তখনই শুইলে মরিয়া যাইত ; দেহের সর্ব্বত্র এমন কি পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, ধমনী সকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে ; দেহাভ্যন্তর শূন্যময় বোধ হয় এবং রোগিণী এত অবসন্নতা অনুভব করে, যে সে অতি কষ্টে দুই এক পদ চলিতে সক্ষম হয়, কটিদেশে এতই বেদনা অনুভূত হয় যে সে রাস্তার উপরেই শয়ন করে। সূতিকাজ্বরে অত্যধিক তৃষ্ণা।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ এবং স্বরলোপ (ফস্ঃ)। গলমধ্যে শুড়শুড়ানি বা উত্তেজনা জনিত কাসি (বেল্ঃ চায়না নক্স. ফস্)। কাসি,—শুষ্ক, উপর্য্যুপরি, কাসিতে কাসিতে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা বা পূয বায়ুনলী মধ্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া গলমধ্যে উত্থিত হয় কিন্তু তাহা নির্গত না হইয়া গলাধঃকৃত হইয়া যায়। আক্ষেপিক কাসি,—গলরোধক কিম্বা অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদির বমন জনক ; কাসিবার সময় মুখমধ্য হইতে দৃঢ়, শ্বেত বা ধূম্রবর্ণ জমাট ও ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাগোলক সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় (ব্যাডী: চেলিড:)। বামবক্ষে সূচীবেধবৎ বেদনা সহ শুষ্ক প্রবল কাসি, রাত্রি ৩টা হইতে ৪টার সময় বৃদ্ধি। স্বরনলী মধ্যে যেন একটা কীলক বা গোঁজ আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব (স্পঞ্জিয়া)। বাহু সঞ্চালনে কাসির উদ্রেক, বা বেহালা বাজাইবার সময় পুনঃ পুনঃ কাসি। গয়ার পীতবর্ণ পূযবৎ বা গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাময়, সময়ে সময়ে অম্লাস্বাদবিশিষ্ট বা শোণিত রঞ্জিত। হুপকাসি, পুনঃ পুনঃ শুষ্ক, দেহ আলোড়ক, হুপ্ শব্দান্ত কাসি,—নাসিকা হইতে শোণিত-স্রাব, পাকস্থলী মধ্যস্থিত সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন, শোণিত রঞ্জিত গয়ার সহ উপর চক্ষুর পাতা ও ভ্রূর মধ্যস্থলে থলীর ন্যায় স্ফীতি, রাত্রি ৩-৪টার মধ্যে বৃদ্ধি। শ্বাসরোগ বা হাঁপকাসি ; সোজা হইয়া বা সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বসিলে বা দুলিলে শ্বাসকষ্টের উপশম ; রাত্রি ২টা হইতে ৪টার মধ্যে বৃদ্ধি। দ্রুত চলিলে, বা প্রাতঃকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয়। শ্বাসগ্রহণকালে বুকাস্থি এবং দক্ষিণ বক্ষ হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা। রাত্রে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (নিদ্রিত হইবামাত্র শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয় এবং নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় = ক্লোরাম: জেল্সি: গ্রিণ্ড ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্ ওপী:)। ফুস্ফুস্ ও যকৃতের প্রদাহাধিকারে দক্ষিণ বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। ফুস্ফুস্ মধ্যে পূযসঞ্চয় বা স্ফোটকোদ্গম। "ফুস্ফুসের ক্ষতরোগে এই কচ্ছুবিষবৎ-দোষ নাশক ঔষধ সেবন না করিলে রোগী কদাচ সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে পারে"—হানিমান। রোগী বলে "সেই যে ২৫ বৎসর বয়সে আমার ফুস্ফুস্ প্রদাহ হইয়াছিল, সেই থেকে আর আমি উত্তমরূপ সারিতে পারি নাই"। হৃদ্স্পন্দন, বিশেষতঃ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বৃদ্ধি, এতৎ সহ মস্তিষ্কের জড়তা এবং বিবমিষা। হৃদ্প্রদেশে জ্বালা (শৈত্যবোধ = ন্যাট-মিউ:)। হৃদ্প্রদেশে খাল্ধরামত বেদনা, যেন সাঁটিয়া ধরে। হৃৎপিণ্ড মধ্যে বা হৃদপ্রদেশে নখাঘাত বা সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা এবং বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড সূত্র বা রজ্জুদ্বারা ঝুলান রহিয়াছে ; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড বাম পার্শ্বস্থিত পঞ্জর সকলকে দক্ষিণদিকে আকর্ষণ করিতেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বা কাসিলে বৃদ্ধি হয়, দেহ সঞ্চালনকালে বেদনা বোধ হয় না। দেহের সর্ব্বত্র এমন কি পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, ধমনীর গতি অনুভব হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গর্ভস্রাব, জরায়ু হইতে—শোণিতস্রাব ও প্রসবান্তে এবং আহারের সময় পৃষ্ঠ ও কটিবেদনা, স্বেদাধিক্য ও দুর্ব্বলতা (ক্যাল্কে. হাইপো-ফস্:)—পাদচারণকালে কটিদেশে এতই বেদনা ও ক্লান্তি বোধ হয় যে রোগিণী রাস্তার উপরেই শয়ন করিতে যায়। ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে তীব্র কটিবেদনা; কটিদেশে আড়ষ্টতা ও অসাড়তাজনক বেদনা (গ্রীবাদেশে সল্ফ:)। উভয় মূত্রগ্রন্থি প্রদেশেই সূচীবেধবৎ বেদনা (বামদিকে বার্বারিস্: ট্যাবাক্: দক্ষিণ দিকে=লাইকোপোড্: ওসি-ক্যাল্:)। গ্রীবাপৃষ্ঠ যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ (বেল্; ফস্: সিপী: সল্ফ)। গ্রীবদেশের গ্রন্থির স্ফীতি (কষ্টি· মার্ক· সাইলি:)। নিম্ন-পৃষ্ঠে নিরন্তর প্রচণ্ড আকর্ষণবৎ বেদনা এবং কখন ও বা দপ্‌দপানি অনুভব হয়, শয়িতাবস্থায় উপশম। কটিদেশে আঘাতজনিতবৎ ব্যথা, কেবল মাত্র বিশ্রাম কালে অনুভব হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধ হইতে মণিমন্ধ পর্য্যন্ত, সমগ্র বাহুতে উৎপাটনবৎ বেদনা (হ্রাস; স্কন্ধসন্ধিস্থলে=ব্রাই: সল্ফ:)। মণিবন্ধে যেন পেশী সকল উৎপাটিত হইতেছে এইরূপ বেদনা। রাত্রিকালে পদদ্বয়ে ছেদনবৎ বাতবেদনা। স্পর্শকাতরতা—স্পর্শ আদৌ সহ্য করিতে পারে না, রোগীকে যতই সন্তর্পণে স্পর্শ করনা কেন, সে চমকাইয়া বা শিহরিয়া উঠে, বিশেষতঃ যদি নিম্নপদ বা পদতল স্পৃষ্ট হয়। নিম্নপদ অত্যন্ত ভার ও আড়ষ্ট বোধ হয়। সোপানাবতরণ বিশেষতঃ সোপানারোহণ, কালে জানুদ্বয় ক্ষীণ ও অবশ বোধ হয় (রাউটা. হাউরা:)। পদ দ্বয়ে বহুল পরিমাণ দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। কোন অঙ্গ চাপিয়া শয়ন করিলে তাহা অবশ হইয়া যায়; নিম্ন-পদের কদর বা কড়া, স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ বোধ হয় যেন মাংস মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে [সাইলি:]।

নিদ্রা।—দিবাভাগে এবং সন্ধ্যার প্রারম্ভেই নিদ্রাবেশ। আহার করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হয়। নিদ্রা যাইতে যাইতে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, কাঁপিয়া বা শিহরিয়া উঠে, কথা বলে এবং ভয়ে চমকিত হইয়া উঠে। রাত্রি ৩ বা ৪টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। শ্বাস-রোধোপক্রমবশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। দস্যু, মৃত্যু, বিপদ, সর্প, প্রেত ইত্যাদির স্বপ্ন।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—নাড়ী বিভিন্ন প্রকার গতিশীল। প্রাতেই শীতার্ত্ততা বা কম্পের আধিক্য বোধ (সন্ধ্যাকালে আধিক্য=পল্‌সে:); বেদনাদির পরে প্রায় শীতানুভব (বেদনার সময় শীতানুভব=আর্স: মার্ক পল্‌সে:)। সন্ধ্যাকালে শীতবোধ, অগ্ন্যাধারের বা উনুনের নিকটে বসিলে উপশমবোধ (আর্স: ইগ্নে অগ্নির পাত্রের বা উনুনের নিকটে শীতাধিক্য-বোধ-ইপিক্)। আভ্যন্তরিক উত্তাপ কিন্তু বাহ্য শীতার্ত্ততা। শীতাবির্ভাব—আহারের পর; দেহ সঞ্চালন মাত্রে; গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি; উত্তাপ সংস্পর্শে উপশম, উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না, পুনঃ পুনঃ হাই উঠে, মস্তক ও বক্ষে সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; ভিতরে উত্তাপ বাহিরে শীত; মানসিক পরিশ্রম করিলেই ঘর্ম্ম; সমস্ত রাত্রি ঘর্ম্ম হয় কিন্তু জ্বর ত্যাগ হয় না।

বৃদ্ধি।—রাত্রি ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত, বিশ্রামকালে বা শয়ন করিলে; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে, আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে, দেহ সম্মুখ দিকে অবনত করিলে, কাসিলে,

প্রাতে, সন্ধ্যার পর শয়নান্তে ; শীতল বায়ু সংস্পর্শে, উষ্ণ দ্রব্যাদি পান করিলে, স্পর্শ করিলে, চাপ প্রয়োগ করিলে এবং রমণান্তে।

উপশম।—দিবাভাগে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলে ; দিবাভাগে সোজা হইয়া বা সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বসিলে ; পাদাচারণে (নাসারন্ধ্র রোধ), নিম্মল বায়ু সেবনে (কিন্তু শীত বৃদ্ধি হয়) উত্তাপ সংস্পর্শে, শীতজল পানান্তে এবং টিপিলে (উদরের বেদনা)।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন বা—প্রতিবিষ—ক্যাম্ফো: কফী: ইত্যাদি।

অনুপূরক।—কার্ব্বো-ভেজি: ফস্: ন্যাট-মিউ: সিপিয়া· নাইট্রিক-অ্যাসিড:।

সদৃশ।—ব্রাই: লাই: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-নাই: ষ্ট্যান্: ফস্: সিপী: চেলিড: ক্যাল্কে: হাইপোফস্:। "যখন ন্যাট-মিউর: দ্বারা রুদ্ধ রজঃ পুনঃ স্থাপনের চেষ্টা বিফল হয়, তখন ক্যালী-কার্ব্বের: দুই চারি মাত্রা প্রয়োগ করিলেই সফলকাম হওয়া যায় [হানিমান]। তরল, ঘড়্-ঘড়্ শব্দকারী কাসিতে ক্যালী: সল্ফ: ফস্ এবং ষ্ট্যাণামের পরে ক্যালী-কার্ব্ব: উৎকৃষ্ট কার্য্য করে।

তুলনীয়।—কষ্টিকাম: (শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ; অর্শ, বাত), ক্যালি-বাই: (সর্দ্দি, মাথা ব্যথা, অজীর্ণতা) ; ব্রায়ো: (তীক্ষ্ণ বেদনা, পিত্তলক্ষণ) ; চেলিডো: মার্ক-ভাই. (নিউমোনিয়া) সিপিয়া: (স্ত্রীরোগ) স্পাইজি: (হৃৎপিণ্ডে বেদনা) ; ইপিকা (প্রতিনিয়ত বিবমিষা) ; অ্যান্টি-টার্ট: (শ্বাসনলী প্রদাহ) ; সোরাইনম্: (দুর্ব্বলতা) ; ক্যাল্কে: (হতাশ ভাব) ; ফস-অ্যাসিড্: (উদাসীন ভাব), হ্যামা. (অর্শ) ; ব্রায়ো: সাইলি (জানুসন্ধি) ; ফস: (হৃদ্পিণ্ডে মেদাপকর্ষ) ; ল্যাকেসিস্: (হৃৎপিণ্ড যেন সূত্রে ঝুলান আছে)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ৫০ দিন।

ক্যালী ক্লোরিকাম্

(KALI CHLORICUM).

নামান্তর।—পোটাসিয়ম্ ক্লোরেট্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মূত্রে অণ্ডলাল ; মুখে ক্ষত ; হাঁপানি ; মুখে উপক্ষত ; মস্তকে মামড়ী ; মূত্রাধার প্রদাহ ; রক্তামাশয় ; কর্কট সদৃশ ক্ষত ; রক্তমূত্র ; রক্তস্রাব ; অর্শ ; নখের পীড়া ; পারদ বিকৃতি ; মুখে প্রদাহ ; মূত্র-গ্রন্থীর প্রদাহ ; স্নায়ুশূল ; শোথ ; পক্ষাঘাত ; (মুখের) স্বরনলী প্রদাহ ; মুখে ব্রণ ; ধূম্ররোগ ; শীতাদ ; উপদংশ ; মুখের স্নায়ুশূল ; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, ইহা দ্বারা মুখবিবর এবং ওষ্ঠদ্বয়ের আভ্যন্তরিক ঝিল্লির উপর উপক্ষত ক্ষতাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে; আক্রান্ত ঝিল্লি আরক্তিম এবং স্ফীত হইয়া উঠে এবং তদুপরিস্থিত ক্ষতাদির তলদেশ কপিশবর্ণ প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু দেহ সম্মুখদিকে অবনত করিলে বা গাত্রোত্থানকালে শিরোঘূর্ণন বা দ্বিদর্শন, মুখমণ্ডলের স্ফীতি, মুখের স্নায়ুশূল, জিহ্বা জ্বালা, ক্ষুধামান্দ্য, উদরাধ্মান ও উদর মধ্যে উৎসেচন, প্রস্রাবাধিক্য, ভীতিপ্রদ স্বপ্নদর্শন, শীতল দিবসে শীতে কম্পন, হৃদপ্রদেশে শৈত্যানুভূতি, যকৃতাদির মেদাপজনন, যন্ত্রণাদায়ক আমরক্তরোগ প্রভৃতি ক্যালী ক্লোরিকামের বিষয়ীভূত। বায়ুমাগ, তালুমূল প্রভৃতিও ইহার ক্রিয়ার পরিচয় দিয়া থাকে। আক্রান্ত পার্শ্বের স্পর্শকাতরতা ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ—(ডাঃ হিউজ)।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রফুল্লতা, পরে বিষণ্ণ স্বভাব, তাচ্ছিল্যভাব; আক্ষেপের পর বিকার ও প্রলাপ।

মস্তক।—সম্মুখদিকে দেহ অবনত করিলে এবং উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিতে থাকে। সবলে দেহ সঞ্চালনান্তে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য সহ শিরোঘূর্ণন। মস্তকাভ্যন্তরে ছেদনবৎ বেদনা এবং ঐ বেদনা গণ্ডাস্থিতে সঞ্চারিত হয়। শিশুদিগের দুগ্ধচিপিটিকা বা দুধে মামড়ী (ভায়োলাট্রাই: ভিঙ্কা-মাই. গ্রাস্-ভিন্:)। অক্ষিগোলকের উপর প্রদেশে ঈষৎ বেদনা সহ দ্বিদর্শন এবং বোধ হয় যেন দ্রব্যাদি পরস্পরের পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছে। কাসি বা হাঁচির পর চক্ষু সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দৃষ্ট হয়।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র হইতে নিরন্তর জলবৎ শ্লেষ্মা সহ উপর্য্যুপরি ক্ষুৎকার বা হাঁচি (সাইক্লমেন্:)। রাত্রে কেবল দক্ষিণ রন্ধ্র হইতে শোণিত স্রাব,—শোণিতপাতান্তে চিত্ত-বৈকল্যের উপশম হয়।

মুখমণ্ডল।—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখ এত স্ফীত হইয়া উঠে যে দৃষ্টির ব্যাঘাত হয়। মুখ, চক্ষু এবং চর্ব্বণপেশীর স্পন্দন। মুখের অস্থি মধ্যে আকর্ষণ, খাল ধরা এবং নিষ্পেষণবৎ বেদনা। একপার্শ্বের পক্ষাঘাত (কষ্টি:), আক্রান্ত পার্শ্ব অত্যন্ত স্পর্শাসহ। মুখের বামপার্শ্বে বিদ্যুৎ শলাকার ন্যায় বেদনা, কথা কহিলে, আহার কিম্বা ঈষন্মাত্র স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি; ক্রমে আক্রান্ত পার্শ্ব অসাড় হইয়া যায়। হনুসন্ধি মধ্যে খালধরা এবং হনু ও দন্ত মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূতি; দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনাধিক্য। ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ এবং স্ফীত।

মুখবিবর।—হনু ও দন্ত মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা সহ গণ্ডস্থল হইতে হনুসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তারশীল বেদনা, যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। দন্তের মাড়ীদ্বয় ছিদ্রময় কোমল এবং সহজে শোণিতপাত প্রবণ, মুখ ও গলমধ্যে ক্ষুদ্র শ্বেতাভ ক্ষত সকল উদ্গত হয় এবং মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত হয়। মুখাভ্যন্তরের মধ্যে উপক্ষত এবং কৌষিক প্রদাহ আক্রান্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আরক্তিম ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং গণ্ডাভ্যন্তর, ওষ্ঠ, মাড়ি,

প্রভৃতিতে ধূসরবর্ণ-ভূমিবিশিষ্ট ক্ষত উৎপন্ন হয় (অ্যাসিড মিউ: অ্যাসিড-সল্‌ফ: মাক-কর:)। অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব—ওষ্ঠাগ্র হইতে টসটস্ করিরা পড়িতে থাকে। জিহ্বা স্ফীত।

গলমধ্য।—হনুতলস্থিত গ্রন্থি সকল স্ফীত, গলমধ্য আরক্তিম এবং স্ফীত প্রতীয়মান হয়। গলমধ্য শুষ্ক এবং ত্বক, ঘর্ষণবৎ অনুভূতিজনক প্রচণ্ড কাসি, যেন গলমধ্যে গন্ধক ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে। গলগ্রন্থির প্রদাহ, এবং ক্ষতবৎ অবস্থা ও স্ফীতি ;

পাকস্থলী।—প্রচণ্ড ক্ষুধা কিন্তু একটু জলপান করিলেই তৃপ্তি হয়, আর ক্ষুধা থাকে না। শূন্য বা অম্লাক্ত উদ্গার ; কখন প্রবল উদ্গার এবং কখনও বা বক্ষ ও পাকস্থলী মধ্যে বেদনা এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। উদ্ধোদর প্রদেশে ভার ও পূর্ণতা বোধ এবং আধ্মান, রাত্রে উপশম। হরিদাভ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন হয়। তৃষ্ণারাহিত্য।

অন্ত্রাশয়।—অত্যধিক উৎসেচন এবং আধ্মান। উদর আলোড়িত হইয়া মলতারল্যের বেগ উপস্থিত হয়। নাভিপ্রদেশে ভার, অনমনীয়তা এবং বেদনা বোধ। বাম কুক্ষী প্রদেশে চাপবোধ ; দক্ষিণ কুক্ষা হইতে নাভি প্রদেশ পর্য্যন্ত ভিতব হইতে চাপবোধ ; বায়ু নির্গমান্তে উপশম।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য সহ বহির্নিঃসৃত অর্শ (অ্যাসিড-মিউ:)। যকৃৎ ও পিত্তবাহী শিরামধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য, ও পিত্তপ্রবাহ রোধ, তৎসহ অর্শবোগাধিকার প্রবণতা। রক্তামাশয়,—ভয়ঙ্কর পেট বেদনা, যেন অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিতেছে। পুনঃ পুনঃ মলবেগ ; কুন্থন বশতঃ রোগী চীৎকার করিতে থাকে, অতি অল্প মল, অনেক সময় কেবল শুষ্ক শোণিত নির্গত হইয়া থাকে এবং বোগী উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে (টি: এফ: অ্যালেন:)। প্রবল উদরাময়, মল ক্রমশঃ আরও তরল হয়, অবশেষে কেবল মাত্র আম নির্গত হইতে থাকে।

প্রস্রাব।—মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্কক প্রদাহ। প্রস্রাব,—প্রবল এবং পুনঃ পুনঃ বেগ। মূত্রস্থলী শূন্য হয় না, কয়েক বিন্দু রক্তাক্ত মূত্র ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গত হয়। মূত্রস্থলী এবং মূত্রনালী মধ্যে উত্তেজনা সহ বারম্বার অধিক পবিমাণ মূত্র ত্যাগ। প্রস্রাব লালাময় এবং কৃষ্ণাভ কিম্বা হরিদাভ-কালবর্ণ, রক্তের লোহিত উপাদান মিশ্রিত। সময়ে সময়ে আবিল মূত্র স্রাব ; মূত্ররোধ।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠ ও বক্ষমধ্যে শুষ্কতা অনুভূতি সহ প্রচণ্ড কাসি,—যেন গলমধ্যে গন্ধকের ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে। শ্বাসরোগ তৎসহ বক্ষঃস্থলের দৃঢ়াবদ্ধ ভাব (জিঙ্ক. ক্যাড্‌মী-সল্‌ফ: ক্যাক্ট:) ; যেন বক্ষমধ্যে গন্ধক ধূম প্রবেশ লাভ কবিয়াছে বক্ষমধ্যে চাপবোধ এবং যেন ফুস্‌ফুসদ্বয় একটী সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। হৃদগ্রপ্রদেশে শৈত্যানুভূতি (ক্যালী-নাই: ন্যাট-মিউ:)। হৃৎপিণ্ডের অতিশয় দপ্‌দপানি, বক্ষমধ্যে চাপবোধ ও পদদ্বয় শীতল অনুভূত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপান্তে বিকার ও প্রলাপ। মস্তক ও অন্যান্য অঙ্গের স্পন্দন। দেহের বিভিন্ন অংশে বাতাশ্রিত বেদনা। দুর্ব্বলতা, আলস্য এবং নিদ্রালুতা। হিমাঙ্গ অবস্থা। উষ্ণ জলে স্নানান্তে ঘর্ম্মোদ্গাম এবং উত্তম নিদ্রা হইয়া উপশম বোধ

হয়। অত্যন্ত শীতার্ত্ততা, নিরন্তর শিহরণ ও কম্পন এবং সময়ে সময়ে হস্তদ্বয় শীতে আড়ষ্ট হইয়া যায়। পদদ্বয় অবিচ্ছিন্নভাবে শীতল থাকে। পৈশিক আড়ষ্টতা। বাহুদ্বয় অতিরিক্ত শীতল বোধ হয়। প্রদাহজনক-নখশূল। শীতল চরণ সহ হৃদস্পন্দন।

ত্বক।—দেহের নীলিমা, বিশেষতঃ ওষ্ঠ এবং হস্তপদাদির; ললাটে, ওষ্ঠে চিবুকের মধ্যস্থলে এবং উরুতে লালবর্ণ পীড়কা সকল উদ্গত হয়। হস্ত পদাদিতে রক্তিমাবেষ্টিত রসপূর্ণ কণ্ডুতিজনক পুয়বটী উদ্গত হয়। সমগ্র দেহের কণ্ডূতি, সন্ধ্যার পর শয়নকালে বৃদ্ধি হয়। ন্যাবা বা কামলা।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—মাকঃ।

তুলনীয়।—ক্যালী-মিউ. (মুখের পক্ষাঘাত); কষ্টি; ক্যালা বাই. (গলনলী প্রদাহ); ক্যাক্ট (হাঁপানি); ক্যাডমীয়াম্-সল্ফ; জিঙ্ক; ক্যালী-নাই; ন্যাট-মিউ; (হৃৎপিণ্ডের শৈত্যানুভব)।

শক্তি।—প্রথম দশমিক বিচূর্ণ (হিউজ্)। ১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম। অধুনা ৩০ বা উচ্চক্রম ব্যবহৃত হইতেছে।

ক্যালী সায়ানেটাম্

(KALI CYANATUM)

নামান্তর।—সায়নাইড্ অভ্ পটাস্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সংন্যাস; হাঁপানি; কর্কট রোগ; চক্ষুতে স্নায়ুশূল; মৃগী; মাথাব্যথা; স্নায়ুশূল; বাত; বাক্যের জড়তা; জিহ্বার কর্কটীয় ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—আপস্মারিক বা মৃগীবৎ এবং সংন্যাসিক লক্ষণাদিতেই ইহার প্রধান উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু রগ এবং ভ্রূ দেশীয় স্নায়ুশূল এবং জিহ্বার কর্কট রোগেও ইহা অত্যন্ত ফলোপধায়ক।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—অত্যধিক শিরোঘূর্ণন,—বোধ হয় যেন সকল বস্তুই তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। মস্তকের পশ্চাদাকর্ষণ। রগ এবং ভ্রূদেশীয় স্নায়ুশূল,—ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে এবং আক্রান্ত অংশে স্পর্শ জ্ঞান থাকে না। রগ এবং

উৰ্দ্ধহনুর বাম অংশে প্রচণ্ড স্নায়ুশূল,—প্রত্যহ রাত্রি ৪টার সময় আরম্ভ হইয়া বেলা ১০টা পর্য্যন্ত ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ১০টার পর হইতে হ্রাস হইয়া অপরাহ্ণ ৪টার পর নিবৃত্তি (প্ল্যাট্ঃ ষ্ট্যান্ঃ)।

চক্ষু।—চক্ষু স্থির। অপস্মারাধিকারে অক্ষিপুট পর্য্যায়ক্রমে উন্মীলিত ও নীমিলিত হইতে থাকে এবং কিয়ৎকাল পরে দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। অক্ষিপুট মুদিত সত্ত্বেও তদভ্যন্তরে অক্ষিগোলক নিরন্তর ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। তারকা প্রসারিত এবং আলোক-জ্ঞান রহিত। অস্পষ্ট দৃষ্টি,—অতি কষ্টে শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান আত্মীয়গণকে চিনিতে পারে।

মুখমণ্ডল।—নীলবর্ণ এবং স্ফীত মুখ। অচৈতন্য অবস্থায় কেহ উচ্চৈঃস্বরে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে রোগীর মুখ নড়িতে থাকে যেন সে অবস্থাতেও তাহার শ্রবণ শক্তির পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। কথা কহিবার সময় নিম্নহনুর সঞ্চালন করিতে একটু কষ্ট হয়। রোগীর হস্তপদাদি আড়ষ্ট হইয়া থাকে। হনুদ্বয় পরস্পরের সহিত এত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকে যে তাহা কিছুতেই বিযুক্ত করা যায় না; অক্ষিগোলক উল্টাইয়া যায়, মুখ বিকৃতভঙ্গী, নাসিকা সঙ্কুচিত, মুখবিবর বহিরাকৃষ্ট, নাড়ী স্পর্শ জ্ঞানাতীত এবং হস্তদ্বয় পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইতে থাকে।

মুখবিবর।—জিহ্বা ক্ষত, ক্ষতপার্শ্ব স্ফীত ও কাঠিন্যযুক্ত; জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বে কর্কটী ক্ষত, জিহ্বামূল পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে। সহজে বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না।

প্রত্যঙ্গাদি।—অপস্মার, হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পতিত হয়, দেহ নীলবর্ণ হইয়া যায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির মহাবেগে আক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং ভয়ানক শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয়; হস্তের অঙ্গুলি সকল পর্য্যায়ক্রমে প্রসারিত (সিকেলিঃ) এবং হঠাৎ আকুঞ্চিত হইতে থাকে। পর্য্যায়ক্রমে হস্তপদাদি দৃঢ় ও আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং পেশী সকল আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে।

সম্বন্ধ।—সাদৃশ—অ্যাসিড-হাইড্রোঃ ক্যাম্ফোঃ সিকেলিঃ ষ্ট্রাম্ঃ সীড্রনঃ ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক বা ৬ দশমিক বিচূর্ণ।

ক্যালী ফেরোসায়ানেটাম্

(KALI FERROCYANATUM).

নামান্তর।—পোটাসিক ফেরো সায়নাইড।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মৃৎপাণ্ডু; দুর্ব্বলতা; বাধক; অজীর্ণতা; হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষ; শ্বেতপ্রদর; প্রচুর শোণিত স্রাব; বাত ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

লক্ষণাবলী।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু আদির নীচের দিকে আকর্ষণ (সিপী:)। অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব,—এমন কি সময়ে সময়ে রোদন-পরায়ণতাও প্রকাশ পায়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অবসাদ ও শূন্যতানুভূতি। জরায়ু হইতে শৈবিক শোণিত স্রাব এবং তজ্জনিত প্রগাঢ় দৌর্ব্বল্য। প্রদর,— পূর্ববৎ পীতবর্ণ, ঘনীভূত দুগ্ধের ন্যায়, অপর্য্যাপ্ত; কেবল আর্ত্তবান্তে এবং প্রায় দিবা-ভাগেই স্রাব হইতে থাকে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ধীর ও ক্ষীণ এবং তজ্জনিত শৈত্যানুভূতি, অবসন্নতা, শিরোঘূর্ণন, অসাড়তা এবং আভ্যন্তরিক কম্পন। প্রায়ই হৃদ্প্রদেশে তীব্র বেদনা এবং সময়ে সময়ে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা; দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে উপশম। রোগী বেশ বুঝিতে পারে তাহার কোন কঠিন হৃদ্রোগ আছে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য; অত্যন্ত শীতার্ত্ততা এবং হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের মেদাপজনন রোগ।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—সিপীয়া: ক্যালী-কার্ব্বনিকাম্। ষ্ট্যানম: (মাথাধরা); ফেরম্: (মৃৎপাণ্ডু); ডিজি: (হৃদ্রোগ, ধীর-গতি নাড়ী), কোলিনসোনিয়া: হাইড্রো-অ্যাসিড:।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ক্যালী আয়োডেটাম্

(KALI IODATUM OR KALI HYDRIODICUM).

নামান্তর।—আয়োডাইড অভ পটাস্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ধমনীতে অর্ব্বুদ; মূত্র গ্রন্থির পীড়া; বাঘী; কর্কটীয়া ক্ষত; অস্থি-ক্ষয়; সর্দ্দি; আঁচিল; ক্ষয়কাস: কাসি; ঘুংড়ী, দুর্ব্বলতা বা শীর্ণতা, শোথ; কর্ণশূল; কর্ণপ্রদাহ; চক্ষুর পীড়া; গ্রন্থির স্ফীতি; প্রমেহ; সন্ধি বাত, উপদংশ দোষজ-অর্ব্বুদ-সদৃশ গুটীকা; রক্তস্রাব; সন্ধি পীড়া; স্বরনলী প্রদাহ; যকৃতের পীড়া, নিম্নাংশের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা; কটীবাত; ফুস্‌ফুসের পীড়া; আর্ত্তববিকৃতি, স্নায়ুশূল, কর্ণমধ্যে শব্দ; গাত্রের বিকৃত গন্ধ; উপজিহ্বার স্ফীতি; আক্ষেপ; ক্লোম প্রদাহ; পক্ষঘাত; ফুসফুস-আবরক ঝিল্লী প্রদাহ; মূত্রাধারের মুখশায়ী গ্রন্থির পীড়া; আমবাত; অস্থি বিকৃতি; গৃধ্রসী; নানা প্রকারের চর্ম্মরোগ; গণ্ডমালা; বসন্ত; কশেরুকা-মজ্জার বক্রতা; প্লীহার পীড়া; উপদংশ, মুখে স্নায়ুশূল; অর্ব্বুদ; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও অভ্যাস।—উপদংশ এবং পারদের ইহা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন ঔষধ, পারদ এবং উপদংশ বিষের ন্যায় ইহা দ্বারা লসিকাগ্রন্থির ক্ষয় বা হ্রস্বতা, অস্থি ও অস্থিবেষ্টনী আক্রান্ত হইয়া তদুপরে গুটিকা উদ্গম এবং তন্মধ্যে রসাদির অসংশোধন বশতঃ দেহের নানা স্থানে স্ফীতি এবং বিভিন্ন অঙ্গের শোথ উৎপন্ন হয়। উদর এবং জরায়ু মধ্যে সূত্রতন্তুময় অর্ব্বুদ, লসিকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, উপদংশের গুটিকা প্রভৃতি; আক্রান্ত অংশের ব্যাপকস্পর্শ কাতরতা, যথা, মস্তক কণ্ডুয়নান্তে মূর্দ্ধাদেশে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ স্পর্শকাতরতা; কণ্ঠদেশীয় গ্রন্থির দ্রুতবর্দ্ধনশীল স্ফীতি ও স্পর্শাসহনীয়তা, তরুণ সর্দ্দি অধিকারে নাসিকা হইতে বযায় জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব, চক্ষু মধ্যে কর্করকারী বেদনা, চক্ষুর স্ফীতি; স্বরনলী-দ্বারের শোথ এবং ঘুংড়ী, রাত্রি ৫টার সময় বৃদ্ধি; বক্ষ ও ফুসফুস্ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; শূন্যগর্ভ বা ঘঙ্‌ঘঙে এবং ভগ্নস্বর কাসি, বক্ষমধ্যে বেদনানুভূত হয় এবং বহুল পরিমাণ হরিদ্বর্ণ সাবানের ফেনার ন্যায় এবং মিষ্ট বা লবণস্বাদবিশিষ্ট গয়ার নির্গমন; নিদ্রাভঙ্গান্তে বুক ধড়্‌ফড়্ করে; রাত্রিকালে শ্বাসরোধাপক্রম বশতঃ রোগী উঠিয়া পড়ে এবং পাদচারণ কালে হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনাধিক্য; অরুচি বা রাক্ষসী ক্ষুধা এবং উদরে বাষ্প উপজনন প্রবণতা সহ আধ্মান ও অজীর্ণ রোগ এবং শৈত্যসংস্পর্শে পাক ও অন্ত্রাশয়িক রোগাদির বৃদ্ধি; রমণান্তে মূত্রনালী মধ্যে বেদনা; শ্লেষ্মা ও উপদংশাশ্রিত নানাবিধ চর্ম্মোদ্ভেদ; নানাপ্রকার ভ্রমকল্পনা, যথা, যেন মস্তক বৃহৎ হইয়াছে; যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে, যেন নাসামূলাভ্যন্তরে একখণ্ড ক্ষুদ্র পর্ণ আবদ্ধ হইয়া আছে এবং পৃষ্ঠদেশ যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে, ইত্যাদি কয়েকটী ক্যালী-আয়োডেটামের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। এতজ্জনিত সকল লক্ষণই সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে (অরাম্: মার্ক: সিফিলিন:)। শৈত্য সংস্পর্শমাত্রে, এমন কি শীতল জলাদি পান করিলেও, এতজ্জনিত লক্ষণাদির বৃদ্ধি হয় অথচ রোগী স্নিগ্ধকর বায়ুসেবনের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। যে সর্দ্দি মস্তকেআশ্রয় লইয়া ক্রমে নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয়, ক্যালী-আয়োডেটাম তাহার অব্যর্থ প্রতিষেধক।

লক্ষণাবলী।

মন।—বাক্‌পটু; ঠাট্টা তামাসাপ্রিয়; কোপন-স্বভাব; কলহ প্রিয়; শব্দমাত্রে চমকিয়া উঠে। যেন সুরাদি পান করিয়াছে এইরূপ উত্তেজিত ভাব প্রদর্শন করে। স্মৃতি-লোপ,—যখন যে কথাটীর প্রয়োজন তখন সেইটী স্মরণ হয় না; স্বীয় কার্য্যাবলীর বিবরণ লিখিতে পারে না। সমস্ত রাত্রি যেন আধ পাগলের ভাব।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—অন্ধকারে এবং বাষ্পীয় শকটে ভ্রমণে বৃদ্ধি। গ্রন্থি স্ফীতিপ্রবণ কিম্বা ক্ষীণ ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য; ললাটদেশে যেন তাড়নী দ্বারা আঘাত করিতেছে এইরূপ বেদনা; মস্তক বিবৰ্দ্ধিত হইয়াছে এইরূপ বোধ; উদ্বেগপূর্ণ এবং অস্থির নিদ্রা। মস্তক মধ্যে যেন প্রবলবেগে বহুল পরিমাণ জল প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। প্রতি রাত্রি ৫টার সময় শিরোবেদনা এবং মস্তক ভারবোধ, কোথাও মস্তক

রাখিয়া আরাম বোধ হয় না; গাত্রোত্থানান্তে উপশম। মস্তকের পার্শ্বদ্বয় যেন স্ক্রুদ্বারা আঁটা রহিয়াছে এইরূপ বেদনা, নির্ম্মল বায়ু সেবনান্তে উপশম। বামশঙ্খ বা রগে এবং বাম চক্ষুর উপর প্রদেশে যেন ছুরিকা বা শূল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। বহির্মস্তকে প্রচণ্ড শিরো-বেদনান্তরিকারে মূর্দ্ধাদেশে স্থানে স্থানে গুটিকার ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে এবং স্পর্শমাত্রে তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়, উপদংশ বা পারদ বিষজনিত কিম্বা বাতাশ্রিত শিরোবেদনা। মস্তক কণ্ডুয়নান্তে মূর্দ্ধাত্বক যেন ক্ষতযুক্ত এইরূপ স্পর্শ কাতরতা বোধ। উপদংশজ ইন্দ্রলুপ্তি এবং চুলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে থাকে।

চক্ষু।—উপদংশ রোগে পারদের অপব্যবহার জনিত আলোকাবরণী বা উপতারকার প্রদাহ; চক্ষু জলভারাক্রান্ত এবং ঘোলা; অক্ষিপুট অত্যন্ত আরক্তিম; বেদনাদির রাত্রিতে বৃদ্ধি। উপতারকা ও কৃষ্ণাবরকের যুগপৎ প্রদাহ—বিশেষতঃ উপদংশবিষ জনিত। বহিঃস্থতাক্ষি-গোলক। চক্ষুমধ্যে বেদনা বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, চক্ষু হইতে অশ্রুস্রাব হইতে থাকে এবং নাসিকাও গলমধ্যে জ্বালা করিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় পূযবৎ শ্লেষ্মা স্রাব ও চক্ষু জ্বালা; অক্ষিপুট লাল হইয়া উঠে এবং দক্ষিণ চক্ষু হইতে অশ্রুসেক হইতে থাকে। চক্ষু নিরন্তর স্পন্দিত হইতে থাকে, কিছুতেই স্থির করিতে পারে না। অশ্রুস্রাবসহ অক্ষিপুটের শোথবৎ স্ফীতি। চক্ষু কোটরের অস্থিবেষ্টনী প্রদাহ,—যোজকত্বকের স্ফীতি এবং চক্ষু হইতে পূয স্রাব হইতে থাকে।

কর্ণ।—অস্থিবিকৃতি-রোগগ্রস্ত শিশুদিগের মস্তকে স্পর্শকাতরতা সহ কর্ণমধ্যে ছিদ্র-করণবৎ বেদনা; দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে যেন শূল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। কর্ণমধ্যে স্পর্শ-কাতরতা সহ শূল বেদনা;—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিলে দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে কটাস্ করিয়া উঠে বা দক্ষিণ কর্ণ স্ফুটিত হয় (ক্যাল্কে: মিনীয়্যান্: অ্যাসিড-নাই:)। কর্ণ মধ্যে নানা প্রকার তীক্ষ্ণ শব্দ অনুভব (কার্ব্বোন্-সল্ফ:); যেন জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে বা গৃহের ছাদে যেন বৃষ্টি পড়িতেছে এইরূপ শব্দ (হডোত: ককীউ: পল্সে:); শ্রবণ-শক্তি বিলুপ্ত প্রায়।

নাসিকা।—পারদের অপব্যবহারান্তে নাসিকা হইতে প্রবল শোণিতস্রাব। শৈত্য সংস্পর্শ মাত্র প্রবল সর্দ্দির আবির্ভাব, শ্লেষ্মা কষায় অক্ষিপুট শোথবৎ স্ফীত, কর্ণ মধ্যে শূলবেধবৎ বেদনা, মুখমণ্ডল আরক্তিম, জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত; ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা; পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ-বোধ, শিরোবেদনা, গাঢ় লালবর্ণ এবং মূত্র উষ্ণ। নাসিকা লালবর্ণ ও স্ফীত, নির্গলিত শ্লেষ্মা কষায় এবং জলবৎ, তৎসহ অশ্রুপাত (অ্যালীয়াম্-সীপা); নাসামূলে দৃঢ়াবদ্ধভাব; পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহ নাসিকা হইতে স্বচ্ছ জল স্রাব (সাইক্লেম্:)। পিনস্,—নাসিকা মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া নাসাস্থিভেদ এবং গাঢ় হরিদ্বর্ণ এবং দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা স্রাব। নাসারন্ধ্র হইতে উত্তপ্ত জল নির্গলিত হইয়া ত্বক ক্ষয় করে। নাসামূলাভ্যন্তরে বোধ হয় যেন একখণ্ড ক্ষুদ্র পর্ণ বা পাতা রহিয়াছে; যেন একটি ক্ষুদ্র কীট বেড়াইতেছে।

মুখমণ্ডল।—মুখ ও জিহ্বার স্ফীতি, বিশেষতঃ পারদ ব্যবহারান্তে তরল সর্দ্দি

অধিকারে মুখমণ্ডলে শূল বা হুলবেধবৎ অনুভূতি। বামগণ্ড চাপিয়া শয়নকালে বাম গণ্ডের অস্থি মধ্যে ছেদন ও সূচীবেধবৎ বেদনা। গণ্ডাস্থি সকল অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

মুখবিবর।—দন্তমূলে বোধ হয় যেন কীট সকল চলিয়া বেড়াইতেছে। মাড়ী স্ফীত; দন্ত সকল ক্ষয়িত। ক্ষয়িত দন্তমূলের স্ফীতি। দন্ত সকল দীর্ঘতর বোধ হয়; সন্ধ্যাকালে দন্ত এবং মুখমণ্ডলে সিড়্‌সিড়্‌ করে; অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব, তৃষ্ণা, কর্ণ মধ্যে তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা; নাসিকাতলস্থ অস্থিময় ছিদ্র মধ্যে স্ফোটকোদ্গম (মেজের্)। পান বা আহারান্তে মুখে অত্যন্ত কটুস্বাদ। মুখ ও গলমধ্যে তিক্তস্বাদ, প্রাতর্ভোজনান্তে অপসারিত হয়। জিহ্বাগ্র জ্বালাযুক্ত, জিহ্বাগ্রে রসগুটী বাহির হওন। মুখমধ্যে অসমপ্রান্ত-বিশিষ্ট ক্ষত; ক্ষত সকল বোধ হয় যেন ত্বগাচ্ছাদিত রহিয়াছে। গর্ভাবস্থায় মুখ হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় এবং লবণাক্ত লালা স্রাব। মুখমধ্যে মিষ্টতা বোধ সহ রক্তাক্ত লালা স্রাব (অ্যাসিড-নাই: মার্ক-কর: ন্যাট-মিউ:)। রাত্রিকালে জিহ্বামূলে ভয়ানক ব্যথাবোধ।

গলমধ্য।—কণ্ঠস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থির দ্রুত-বর্দ্ধনশীল স্ফীতি এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা। নিম্নহনূতলস্থ গ্রন্থির স্ফীতি ও পূয়সঞ্চয় প্রবণতা। গলরোধ, যেন গলমধ্যে কি আবদ্ধ হইয়া আছে, কাসিয়া কিয়ৎ পরিমাণ গাঢ় শ্লেষ্মা উত্থিত হইলে উপশম বোধ হয়। গলাধঃকরণ কালে বাম পার্শ্বে কণ্টকবেধবৎ অনুভূতি, যেন তন্মধ্যে ক্ষত উদ্গত হইয়াছে, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি। আলজিহ্বা স্ফীত এবং বিবর্দ্ধিত, গলমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শোথাক্রান্তবৎ স্ফীত। গলমধ্যে উপদংশ-বিষ-দুষ্ট ক্ষত,—ত্বকভেদক এবং তন্তনাশক, আলজিহ্বা এবং কোমল তালুর ধ্বংশ সাধন করে।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—বহুল পরিমাণে বায়ু উদ্গীরিত হয়, ঢক ঢক করিয়া ঢেকুর উঠে। পাকস্থলী ও অন্ত্রমণ্ডলীর প্রদাহ। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা ও চাপবোধ, উদ্গারে উপশম হয় না। পেটের মধ্যে কুঁই কুঁই এবং কল্‌কল্‌ শব্দ। হঠাৎ উদর স্ফীত হইয়া উঠে এবং বোধ হয় যেন পেট ফাটিয়া যাইবে, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর বায়ুনির্গমান্তে উপশম; তৎপরে দুইবার তরল মলনির্গমন। পেটের মধ্যে গড়্‌গড়্‌ শব্দ, বোধ হয় যেন তন্মধ্যে একটা জীব নড়িতেছে (ক্রোকাস্: ক্যাল্‌কে-ফস্: থুযা: সাইক্লেম্:)। প্লীহাবিবর্দ্ধনাধিকারে প্লীহাপ্রদেশে স্পর্শসহনীয়তা। কায়িক পরিশ্রমান্তে যকৃৎপ্রদেশে স্পর্শকাতরতা। নাভিপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও জ্বালা। জ্বালা ও ছেদনবৎ বেদনা, নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশম হয় কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই পুনরাবির্ভূত হয়। রাত্রিতে উদরমধ্যে মহা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। শৈত্য সংস্পর্শমাত্রে, এমন কি শীতল জল বা দুগ্ধ পান করিলেও, লক্ষণাদির বৃদ্ধি হয়। বেলা ১১টার সময় উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্যময় ভাব (সল্‌ফার)।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—অত্যন্ত কুন্থন এবং কটিদেশে ভয়ানক বেদনা,—যেন সন্দংশ (সাঁড়াশি) দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত রহিয়াছে; পারদ ব্যবহারান্তে। মলদ্বার হইতে রসের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত অল্প, কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়।

প্রস্রাব।—বাতাশ্রিত বা পারদ বিষ-দুষ্ট-উপদংশ সম্ভূত লালামূত্র। মাংসাঙ্কুরময় বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি। যন্ত্রণাজনক প্রস্রাববেগ; ঋতু আবির্ভাবান্তে মূত্র রোধ বশতঃ যন্ত্রণাজনক বেগ। মূত্র বহুল পরিমাণ, এবং জলবৎ, সময়ে সময়ে রক্তের ন্যায় লালবর্ণ। অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব এবং দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা (ল্যাক্-ডিফ্লা: সিজিজীয়াম্-য্যাম্বোল্:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষের ক্ষয় বা শীর্ণতা (ক্যাম্প: অরাম্: আয়োড: কার্ব্বো-অ্যান্: লিসিন্.)। লিঙ্গমুণ্ডের অতিরিক্ত বিবৰ্দ্ধন এবং উল্টা মুদা (মার্ক: মার্ক-কর্: অ্যাসিড-নাই: -পরিবর্ত্তিকা বা মুদা=ক্যানাব-স্যাট: লাই:মার্ক: অ্যাসিড-নাই:)। শিশ্নের উপর উপদংশবৎ উন্নতপার্শ্ব ক্ষত (ক্যালী-বাই: ল্যাক-ক্যান্: অ্যাসিড নাই: ল্যাকে:) এবং মূত্রনালীমধ্যে জ্বালা। লিঙ্গার্শ বা মাংসকিল (অ্যাসিড-নাই: থুয়া:)। সামান্য বস্ত্রাদির ঘর্ষণে ত্বকক্ষয় বা হাজা (স্যাট কার্ব:)। ধীরে অথচ দীর্ঘ স্থায়ী লিঙ্গোদ্গম, রমণ যন্ত্রণাজনক, দীর্ঘব্যাপী এবং রেতঃস্খলন রহিত। রমণান্তে প্রায়ই মুষ্কত্বক মধ্যে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা। রমণেচ্ছার অপ্রাবল্য। প্রমেহ,---স্রাব গাঢ়, হরিদ্বর্ণ। লালামেহ—দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং দুরারোগ্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু বিলম্বে আবির্ভূত হয় কিন্তু অপর্য্যাপ্ত স্রাবশীল; ঋতু রোধ। আর্ত্তবাবির্ভাবের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ। ঋতুর সময় উরুদ্বয় বোধ হয় যেন নিষ্পেষিত হইতেছে (কোণা: নক্স-মস্ক:); শীতার্ত্ততা এবং শিরোমধ্যে উত্তাপ বোধ। প্রদর—স্রাব জলবৎ, কষায় এবং ত্বকক্ষয়কারক এবং যোনি বহির্দ্দেশ কুট্‌কুট করে। যোনিমধ্য হইতে শ্লেষ্মা স্রাব। স্তন-সঙ্কোচন বা শুষ্ক হইয়া যায় (কোণা: আয়োড: অ্যাসিড-নাই: নক্স মস্: ল্যাক্-ডিফ্লো:)। পাদচারণকালে জরায়ু ভার এবং নিম্নাকৃষ্ট বোধ হয়, উপবেশনান্তে উপশম (উরুর উপর উরু স্থাপন করিয়া বসিলে উপশম (সিপী: জরায়ু বহিঃসৃত হইবার ভয়ে রোগিণী বসিয়া পড়ে=স্যাট্-মিউ:)। ঋতুনিবৃত্তির সময় যোনি হইতে শোণিত স্রাব (একটু নড়িলে চড়িলেই শোণিত নির্গত হয়=অ্যাম্ব্রা:)। জরায়ু মধ্যে সূত্রতন্তুময় অর্ব্বুদ। রোগিণীর সর্ব্বদা বোধ হয় যেন তাহার জরায়ু মধ্যে অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইতেছে। স্তন্যস্রাব (ক্যাল্‌কে: আয়োড: কোণা: হ্রাস্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলীদ্বারের শোথাধিকার (এপীস্: আর্স: স্যাঙ্গিউই:),—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থির স্ফীতি, স্বরলোপ, গলমধ্যে শুষ্কতা এবং শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাতবশতঃ প্রভাত ৫টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। পিনস রোগাধিকারে কণ্ঠস্বর নাকী, ভগ্ন বা লোপ হইয়া যায়। কাসি—গভীর, শূন্যগর্ভ এবং ভগ্নস্বরবিশিষ্ট; কাসিলে বক্ষমধ্যে ব্যথা অনুভূত হয়। ফুস্‌ফুস্ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; বুকাস্থির মধ্যস্থলে এবং পাদচারণকালে বুকাস্থির মধ্য দিয়া পৃষ্ঠ বা বক্ষের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। অপর্য্যাপ্ত, হরিদ্বর্ণ এবং সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ার। সন্ধ্যাকালে বক্ষমধ্যে যেন কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। সোপানারোহণ কালে হৃৎপ্রদেশে বেদনা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্র। হেঁট হইয়া বসিলে বাম বক্ষের উর্দ্ধাংশে সূচীবেধবৎ বেদনা, সোজা হইয়া বসিলে উপশম; চলিয়া বেড়াইলে,

বক্ষঃমধ্যস্থলের বেদনা উপশম হয়। শ্লেষ্মাজনন প্রবণ যক্ষ্মা অধিকারে পূর্ববৎ গয়ার, অবসন্নতা জনক রাত্রিস্বেদ এবং মলতারল্য। ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ—যখন প্রথম ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়; কিম্বা যখন যকৃদ্ভাবপ্রাপ্তির প্রাবল্যবশতঃ শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য এবং রসক্ষরণ সংঘটিত হয়, মুখমণ্ডল আরক্তিম, চক্ষুতারকা প্রসারিত, মূত্ররোধ এবং দেহের একাঙ্গ প্রায় পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়া যায়। ফুস্‌ফুসের শোথ,—ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ সহ কিম্বা লালমূত্র রোগের প্রতিক্ষেপ জনিত গয়ার হরিদ্বর্ণ এবং সাবানের ফেনার ন্যায়। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বুক ধড়ফড় করিতে থাকে ও রোগী শ্বাসরোধ হইবার ভয়ে উঠিয়া পড়ে। হৃদ্‌স্পন্দন,—পাদচারণে বৃদ্ধি; পারদ ব্যবহারান্তিক কিম্বা পুনঃ পুনঃ প্রদাহ সহিত পীড়া। শৈত্য সংস্পর্শ মাত্রে বেদনাদির পুনরাবির্ভাব হয়, তথাচ রোগী নির্ম্মল বায়ুসেবনের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—কটিদেশ বোধ হয় যেন একটী বৃহৎ সন্দংশ (সাঁড়াশি) দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত রহিয়াছে, মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহে কটিদেশে শূলাঘাতবৎ বেদনানুভব। পশ্চাৎকটির সর্ব্বনিম্ন প্রদেশে বেদনা যেন কোন উচ্চ হইতে বসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। বাম স্কন্ধদেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা। স্কন্ধ ও কর্ণমধ্যে ছেদনবৎ বেদনা। প্রতি পদবিক্ষেপে বাম উরু-শিখর মধ্যে তীব্র বেদনা, সুতরাং রোগী খোঁড়াইতে থাকে। উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ুশূল,—দক্ষিণ উরু ও জানু মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা বশতঃ রাত্রিতে রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; রাত্রিতে এবং আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া (লাইঃ) বা চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (দক্ষিণ পার্শ্বগত=কলো. ম্যাগ্‌-ফস্‌ঃ লাইঃ) উপশম। জানুদেশ স্ফীত ও অনম্য, ত্বক স্থানে স্থানে লালবর্ণ এবং উত্তপ্ত ও তন্মধ্যে চর্ব্বণ, বিদ্ধকরণ বা ছেদনবৎ বেদনা, রাত্রিতে রোগী এপাশ ওপাশ করিতে থাকে; জানুসন্ধির শ্বেতবর্ণ স্ফীতি। পদতলে আঘাতজনিতবৎ ব্যথা। গুল্‌ফতলে ও পদাঙ্গুলিতে ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথা। দেহের ক্রমশঃশীর্ণতা। পেশীর হঠাৎ আকুঞ্চন প্রসারণ। কণ্ডারাক্ষেপ,—হস্ত পদাদির পেশীর অগ্রভাগাদি থাকিয়া থাকিয়া নাচিয়া উঠে; রাত্রিতে এবং আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি, পারদ, উপদংশ কিম্বা বাতাদি প্রসূত। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে বেদনাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, রোগী যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে (অরাম: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: সিফিল:)। চৈতন্য বা স্পর্শকাতরতাধিক্য। যেন দেহ ঘুরিতেছে এইরূপ বোধ। নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য লালায়িত। অস্থিবেষ্টনী আক্রান্ত হইয়া গুটিকার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ বেদনাদি বিশ্রামকালে আবির্ভূত হয় এবং আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে উপশম হইয়া থাকে (হ্রাস:)। দেহ সঞ্চালনে, বিশেষতঃ পাদচারণে, রোগী ভাল থাকে এবং অক্লান্তভাবে বহু দূর ভ্রমণ করিতে পারে। সন্ধিবাত—জানুসন্ধি স্ফীত, ফ্যাকাশে ও সূচীবেধ-বৎ বেদনাযুক্ত। জঙ্ঘার সম্মুখাস্থি মধ্যে রাত্রিতে ভয়ানক বেদনা।

ত্বক।—মুখমণ্ডলে কণ্ডুয়নজনক দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। মুখমণ্ডল, স্কন্ধ এবং পৃষ্ঠদেশে অধিক পরিমাণে ব্রণবটী উৎপন্ন হয়। মূর্দ্ধাত্বক্‌ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পূযবটী উদ্গত হয় ও আরোগ্যান্তে ক্ষতচিহ্নের দাগ থাকিয়া যায়। মুখমণ্ডল, মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ এবং বক্ষঃস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক

উদ্গত হয় ও আরোগ্যান্তে দাগ থাকিয়া যায়। পারদ অপব্যবহারান্তে কিম্বা শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুতে পারদ সংমিলন বশতঃ গৌণ উপদংশ জন্য উদ্ভেদাদি, বাঘী, দৃঢ় পার্শ্ববিশিষ্ট উপদংশ-ক্ষত ও পাতলা, ত্বকক্ষয়কারী কিম্বা দধিবৎ পূয নির্গমনশীল, গভীর ছিদ্রকারী ক্ষত। পাটলিকা, নারাঙ্গাবৎ উদ্ভেদ, ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ উদ্গত হইয়া তাহা হইতে প্রথমে জল ও ক্রমে পূয নির্গত হইতে থাকে। অস্থিবেদনা ও বাতবেদনা, অস্থিক্ষয় বা অস্থিপূতি—হাড় পচিতে থাকে; অস্থি বিবৰ্দ্ধন (হেক্লা:) ইত্যাদি সকল রোগই রাত্রিতে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পর হইতে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। গ্রন্থি সকল বিবর্দ্ধিত হয়। কণ্ঠদেশীয় গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, বায়ুনলী-ভুজান্তগত ও হনুতলস্থ গ্রন্থির স্ফীতি, গ্রন্থি ক্ষতযুক্ত বা ক্ষয়শীল হইয়া থাকে। গাত্রকণ্ডুয়নান্তে সর্ব্বাঙ্গে গুটিকার ন্যায় ডেলা ডেলা হইয়া উঠে ও মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত জ্বলিতে থাকে রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত উত্তাপ বোধ করে ও কোনরূপ গাত্রাবরণ সহ্য করিতে পারে না।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ এবং উপর্য্যুপরি জৃম্ভণ বা হাই উঠে অথচ নিদ্রা আসে না। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর প্রভাতে নিদ্রা যায়। সকাল বেলা নিদ্রা যাইতে যাইতে কাঁদিয়া উঠে। প্রথম নিদ্রার সময় চমকাইয়া উঠে, কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হয়। নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন। আনন্দের বা বিপদের উদ্বেগজনক স্বপ্ন, যেন তাহাকে কে হত্যা করিবে এইরূপ স্বপ্ন, যেন পড়িয়া যাইতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া চমকাইয়া উঠে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—জ্বরাবির্ভাবের সময় সন্ধ্যা ৪ হইতে রাত্রি ৮টা (হিপ লাই ম্যাগ মিউ:) এবং রাত্রি ১০টা। শীতাবস্থা,—তৃষ্ণা, নিদ্রালুতা, পৃষ্ঠদেশ হইতে শীত ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়, অপরাহ্ণ ৪ হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শীতে কাঁপে, শয্যার উত্তাপে শীতের কথঞ্চিৎ উপশম হয় কিন্তু অগ্নি বা উনন প্রভৃতির উত্তাপে কিছুমাত্র আরাম বোধ হয় না (পডো অগ্ন্যাধারের উত্তাপে উপশম—ইগ্নে স্যাবাড)। রাত্রে কম্প হইতে থাকে, বোধ হয় যেন শীতে দেহ এবং শোণিত জমিয়া যাইতেছে (হেলোডার্ম), যতই লেপ চাপাও না কেন শীত আর কমে না, তাহার সহিত নিদ্রালুতা ও নিদ্রাবেশ, চরণ হিমবৎ শীতল এবং শোথাক্রান্তবৎ স্ফীত (এপীস আর্স)। উত্তাপাবস্থা,—অত্যন্ত উত্তাপ সহ তৃষ্ণা, কিছুক্ষণ পরেই আবার অত্যন্ত শীত, থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভাব, সময়ে সময়ে শীতবোধ ও সময়ে সময়ে বহুল পরিমাণে স্বেদ। মস্তকে উত্তাপ বোধ সহ মুখমণ্ডল জ্বালাযুক্ত ও আরক্তিম হইয়া উঠে। ঘর্ম্মাবস্থা,—ঘর্ম্ম অল্প কিম্বা উত্তাপাবস্থাতেই ঘর্ম্মোদ্গম হয়। রাত্রিতে ঘর্ম্ম।

বৃদ্ধি।—রাত্রিকালে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, শৈত্য সংস্পর্শ মাত্রে, গৃহ মধ্যে, বিশ্রামে, রাত্রি ৫টায়, শীতল জল বা দুগ্ধ প্রভৃতি পানে, উপবেশনে এবং স্পর্শ করিলে।

উপশম।—দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে, নির্ম্মল বায়ু সেবনে, বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ-কালে এবং উত্তাপ সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—হিপ্:অ্যাসিড্-নাই (ডাঃক্লার্ক ও বার্ণেট্)।

সদৃশ।—অ্যাসিড-নাই অরাম্ আয়োডাম ম্যাক: হিপ্: সিফিলিন্: মেজের্ লাই: কার্ব্বো-ভেজি: সোরিন্ আর্স: এপিস্ কার্ব্বো-সল্ফ।

তুলনীয়।—আয়োড: (গলগণ্ড ও হৃৎপিণ্ডের পীড়া) ; কষ্টিকাম. (উপদংশ) ; ক্যালি-কার্ব্ব: ল্যাকসিস্: (দম আটকান ভাব) ; নক্স (উপদংশ), ইয়ার্ব্বা-সান্টা: (সর্দ্দিজ ক্ষয়কাস) ; আর্টিট-টার্ট: (ফুস্ফুস), বেলাড: (মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য) ; এপিস: (শোথ) ; লাইকোপ: (আধ্মান ইত্যাদি)।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। গৌণ উপদংশ লক্ষণাদিতেও উচ্চক্রম প্রযোজ্য।

ক্যালী মিউরীয়েটিকাম্

(KALI MURIATICUM).

নামান্তর।—ক্লোরাইড অভ্ পটাশ। ক্যালি ক্লোরেটাম্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—বয়োব্রণ ; উপক্ষত ; বাগী ; দাহ বা পোড়া ; ছানি ; নীহারকণ্ডু, কোষ্ঠবদ্ধ, ঘংড়ী ; মূত্রাধার প্রদাহ ; অতিসার, উপঝিল্লী প্রদাহ, শোথ ; আমাশয়, কর্ণের পীড়া ; পামারোগ, কর্ণনলীর রোগ (অবরোধ), চক্ষুর পীড়া, গ্রন্থীর স্ফীতি, অর্শ, হৃৎপিণ্ডের পীড়া ; রক্তাল্পতা ; কামলা ; সন্ধি মধ্যে শব্দ, শ্বেতপ্রদর ; কর্ণমূল প্রদাহ ; বাত বা আমবাত, শীতাদ ; বসন্ত, আঁচিল, কণ্ডারের রোগ ; গোবীজে টীকা দেওয়ার মন্দফল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং সুস্লার এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। সর্দ্দিজ শ্বাসকৃচ্ছ্রজনক এবং কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপাদক শ্লেষ্মাক্ষরণাদি ইহার প্রধান ক্রিয়াফল। এতজ্জনিত স্রাবাদিতে দুইটী প্রধান গুণ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, শ্বেতবর্ণত্ব এবং গাঢ় আঠার ন্যায় দাঢ্য। মধ্যকর্ণের দীর্ঘকাল স্থায়ী সর্দ্দি ; কর্ণপশ্চান্নলী রোধ ; কর্ণ মধ্যে স্ফুটন শব্দ ; জিহ্বা ধূসর-শ্বেত, ঈষৎ শুষ্ক এবং আঠাবৎ লেপাচ্ছন্ন ; রক্তস্রাবী অর্শ,—স্রাব কৃষ্ণাভ, আঠাময় এবং ডেলা ডেলা, কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপাদক উপঝিল্লি প্রদাহ, বাতাশ্রিত জ্বর এবং আক্রান্ত সন্ধি মধ্যে রসসঞ্চয় ও স্ফীতি প্রভৃতি কয়েকটী ক্যালী-মিউরীয়েটিকামের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। পাকাশয়ের উত্তেজনা জন্য ঘড় ঘড়ে কাসি, কাসির সময় বোধ হয় যেন অক্ষিগোলক বহিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছে।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগীর বিশ্বাস তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে।

মস্তক।—বমন সহ শিরোবেদনা এবং কাসিলে গলমধ্য হইতে দুগ্ধবৎ শ্লেষ্মা নির্গমন। মস্তিকাবরণী-প্রদাহ (প্রথমে ফেরাম-ফস:)। দুধে মামড়ী এবং মরামাস।

চক্ষু।—চক্ষু হইতে শ্বেতবর্ণ পিঞ্জট বা শ্লেষ্মা স্রাব, কিম্বা পীতবর্ণ হরিদাভ শ্লেষ্মা এবং পীতবর্ণ পূযবৎ মামড়ী। চক্ষুর উপর একটী ক্ষুদ্র রসগুটী উদ্গত হইয়া তাহা ক্রমে একটী অনুন্নত বাহ্যিক ক্ষতে পরিণত হয়। চক্ষু কর্কর করে,—যেন তন্মধ্যে ধূলিকণা পতিত হইয়াছে। পূয স্রাবযুক্ত সংক্রামক চক্ষুউঠা বা চক্ষু প্রদাহ, ছানি (সিনাবেরীয়া-ম্যারিটাইমা)।

কর্ণ।—মধ্যকর্ণের পুরাতন প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি (ইল্যাপ্স-কোর‍্যাল্. ক্যালী-বাই: মার্ক-ডাল সোবিন্)। কর্ণপশ্চান্নলীর রোবজনিত বধিরতা, কর্ণমধ্যে স্ফুটন শব্দ।

নাসিকা।—সর্দ্দি,—শ্লেষ্মা শ্বেতবর্ণ ও গাঢ়। সর্দ্দিতে মস্তক পরিপূর্ণ বোধ এবং জিহ্বা ধূসর-শ্বেত লেপাচ্ছন্ন। তালুমূলের ঊর্দ্ধাংশ শুষ্ক ও শ্লেষ্মাবৃত। নাসিকা হইতে অপরাহ্নে শোণিত স্রাব।

মুখবিবর।—গণ্ডদ্বয় স্ফীত ও ব্যথান্বিত। শিশুদিগের বা স্তন্যপায়ী-শিশুর মাতার মুখমধ্যে উৎসঙ্গ বা জাড়ি ঘা। হনু ও গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসকল স্ফীত। জিহ্বা স্ফীত। জিহ্বা ধূসর-শ্বেত, ঈষৎ শুষ্ক এবং আঠাবৎ লেপাচ্ছন্ন। জিহ্বার উপর বোধ হয় যেন অর্ব্বুদ উদ্গত হইবে (ডাঃ ক্লার্ক)।

গলমধ্য।—গলগ্রন্থির প্রদাহ, গলগ্রন্থিদ্বয় এত স্ফীত হইয়া উঠে যে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়; গাঢ় আঠার ন্যায় দৃঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয়, রোগীর পক্ষে অতি কোমল দ্রব্যও গলাধঃকরণ করা কষ্টকর, কণ্ঠনলী একটু বক্র না করিলে খাদ্যাদি গলাধঃকৃত হয় না। গলমধ্যে এবং গলগ্রন্থির উপর ধূসরবর্ণ শ্লেষ্মালেপ দৃষ্ট হয়। কাসিলে পনীরবৎ, দুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র শ্লেষ্মা খণ্ড নির্গত হয়। কর্ণমূল প্রদাহ; কর্ণমূলীয় গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—মেদময় বা গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করিলে জীর্ণ হয় না (পল্‌সে. কার্ব্বো-ভেজি)। শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বমন, মুখ মধ্যে পুনঃ পুনঃ জল সঞ্চয়। মলকাঠিন্য সহ পাকস্থলী মধ্যে বেদনা, ক্ষুধাধিক্য কিন্তু জলপান করিলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ও আর খাইতে ইচ্ছা থাকে না (ক্যালী-আয়োড.)। দ্বাদশাঙ্গুলি-নাড়ীর শৈত্য সংস্পর্শজনিত সর্দ্দি সহ ন্যাবা বা কামলা,—মল ফ্যাকাশে বর্ণ। যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি ও দক্ষিণ কুক্ষী মধ্যে বেদনা। ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি আহার জনিত অজীর্ণ রোগে যকৃৎ বিকৃতি বশতঃ মলকাঠিন্য ও পর্য্যাপ্ত পিত্তসঞ্চয়াভাব হেতুক মল পাংশু বর্ণ। ঘৃতপক্ক বা মেদময় দ্রব্যাদি আহার জনিত (পল্‌সে: কার্ব্বো-ভেজি: সাইক্লে) এবং আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে (আর্স: ব্যাপ্টি: হায়ো: ল্যাকে: অ্যাসিড-মিউ: ওপী ষ্ট্রাম) মল ফিকা পীতবর্ণ, কর্দ্দমের ন্যায় কিম্বা শ্বেতবর্ণ ও আঠার ন্যায়। আমাতিসার,—মল আঠাময় আমমিশ্রিত ও তরল। অর্শ,—রক্তস্রাবশীল, শোণিত কৃষ্ণাভ, গাঢ় সূত্রময় শ্লেষ্মামিশ্রিত ও ঘনীভূত বা জমাট।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ; রুদ্ধ প্রমেহজনিত একশিরা বা অণ্ডকোষ প্রদাহ। বাঘী কোমল স্ফীতিযুক্ত। কোমল উপদংশ,—তৎসহ লালামেহ ও পামাকচ্ছু।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব অত্যন্ত বিলম্বিত বা বিলুপ্ত, রুদ্ধ বা অতি অকালে আবির্ভূত হয়, স্রাব অপর্য্যাপ্ত; শোণিত কাল ও ঘনীভূত, কিম্বা গাঢ় আঠাময় আল্‌কাতরার

মত (প্লাট:)। প্রদর,—দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ ও গাঢ় শ্লেষ্মাময় স্রাব। গর্ভবতীদিগের প্রাতবিবমিষা, শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা বমন।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ ; স্বরলোপ। শ্বাসরোগ বা হাঁপানি, তৎসহ অজীর্ণাদি পাকাশয়িক রোগ ; শ্লেষ্মা শ্বেতবর্ণ ও অতিকষ্টে উদ্গীরিত হইয়া থাকে। পাকস্থলী হইতে উত্থিত কাসি ; হুপকাসির ন্যায় স্কুক্‌স্কুকে ; তীব্র এবং আক্ষেপিক কাসি ; গয়ার গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ। গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাবুদ্বুদ স্ফুটন জনিত বায়ুনলী মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ; অতি কষ্টে শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। কাসিবার সময় চক্ষুর্দ্বয় বহিঃসৃত প্রতীয়মান হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাতাশ্রিত জ্বর,—আক্রান্ত সন্ধির অভ্যন্তরে রস ও স্ফীতি। দেহ সঞ্চালনকালে বেদনা অনুভূত বা বৃদ্ধি হয়। নৈশ বাতবেদনা,—শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি ; বেদনা কটিদেশ হইতে বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় তীরবেগে নিম্নপদ পর্য্যন্ত ধাবিত হয় ; রোগী শয্যা হইতে বহির্গত হইয়া সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয়। লিখিবার সময় হস্ত আড়ষ্ট হইয়া যায়।

ত্বক।—ব্রণ, অরণিকা ও শ্বেতবসপূর্ণ বসগুটী সমন্বিত পামাকচ্ছু। গাত্রত্বক হইতে ময়দার ন্যায় গুঁড়া বা শল্ক উঠিতে থাকে। অল্পবয়স্ক শিশুদিগের মস্তক ও মুখমণ্ডলে দুরারোগ্য চটা ঘা। হস্তের উপর আঁচিল উদ্গত হয় (থুযা:)।

বৃদ্ধি।—গুরুপাক আহার্য্যাদি ভক্ষণে, দেহ সঞ্চালনে ও উত্তাপে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—**তুলনীয়**—ক্যালী-ক্লো: পল্‌সে: (ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজনে বৃদ্ধি) ; কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-বাই· মার্ক-ডাল: (কর্ণনলী) ; ক্যালী-কার্ব: অ্যাসিড-নাই: থুযা·।

দোষঘ্ন।—বেলাড: ক্যাল্‌কে-সল: পল্‌স:।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্যালী নাইট্‌কাম বা নাইট্রাম

(KALI NITRICUM OR NITRUM).

নামান্তর।—সোরা।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—হাঁপানি ; বক্ষে বেদনা ; শূল ; বহুমূত্র ; আমরক্ত ; বাধক ; শয্যায় মূত্র ; মাথাধরা ; পাকাশয় প্রদাহ ; হৃৎপিণ্ডের পীড়া ; রক্তসাধিকা ; ক্ষয়কাস ; শ্বাসনলী প্রদাহ ; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ ; ফুস্‌ফুস-আবরণ-প্রদাহ ; বাত ; মাথাঘোরা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্বাসরোগে ইহার বিশেষ উপকারিতা পরিস্ফুট হইয়া থাকে : রোগীর এতদুর শ্বাসাল্পতা ঘটে যে সে প্রতিবারে এক চুমুকের অধিক জল পান করিতে পারে না ; উপর্য্যুপরি দুই চুমুক জলপান করিলে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। ক্যালী-কার্ব্বনিকার ন্যায় এতজ্জনিত বেদনাদিও অত্যন্ত তীব্র সূচীবেধ, অস্ত্রবেধ, ছেদন ও নিষ্পেষণবৎ ; মূর্দ্ধাত্বক, উদর, অণ্ডকোষ প্রভৃতি প্রদেশে রোগী অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্ত্রাশয় ও বস্তিগহ্বর মধ্যে ক্রিয়াধিক্যবশতঃ ইহা দ্বারা প্রচণ্ড অন্ত্রশূল, যন্ত্রণাদায়ক রক্তামাশয় ও উদরাময়, অণ্ডকোষ ও রেতোরজ্জু মধ্যে উত্তেজনাধিক্য ও ব্যথা এবং মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ রক্তময় আর্ত্তবাধিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগী অত্যন্ত ক্রোধপ্রবণতা, সকল বিষয়ে অসহিষ্ণুতা ও আলস্য প্রদর্শন করে। অল্পমাত্রায় সুরাদি পানে মত্ততাধিকা, দক্ষিণ নাসার উর্দ্ধাংশে অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি ইহার কয়েকটী নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রাতে মুখমণ্ডলে ও ললাটে উত্তাপাধিক্য আবির্ভাব সহ কোন বিষয় চিন্তা করিবার শক্তি রাহিত্য। অলস, রোগী বিমর্ষ, রোদন পরায়ণ, ভীরু, অভিমানী। কি বলিতে যাইতেছিল ভুলিয়া যায় (হাইপির: মেজর: হ্রুডো:) তৎসহ প্রাতে শিরোঘূর্ণন। অতি অল্প-মাত্রায় সুরাপান করিলেও অতিরিক্ত মত্ততা প্রদর্শন করে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন—নিদ্রা যাইলে (স্যাঙ্গিউ: সাইলি:) ; সম্মুখদিকে পড়িবার উপক্রম হয় (কষ্টি: সাইকীউ: নক্স:)। শিরোঘূর্ণন সহ মূর্চ্ছোপক্রম (ল্যাকে: ন্যাট-মিউ:),—প্রাতে উঠিয়া দাঁড়াইলে ; উপবেশনে উপশম (যতবার শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করে ততবার মাথা ঘুরিয়া যায় ও মূর্চ্ছার উপক্রম হয় আবার শয়ন করিলেই চৈতন্যলাভ হয়=ওপী:)। শিরো-বেদনা বশতঃ চক্ষু মুদিত হইয়া আইসে ; মাথা হেঁট করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। মূর্দ্ধাদেশে বেদনা, যেন কেহ কেশাকর্ষণ করিতেছে (অ্যালীউ:) ; শয্যা হইতে গাত্রোত্থানে বৃদ্ধি (উপশম =অ্যাসাফিট:)। শিরোবেদনা,—অক্ষিপুট আকর্ষণ সহ সন্ধ্যা হইতে সন্ধ্যান্তর পর্য্যন্ত স্থায়ী ; মাথা হেঁট করিলে বেদনা অসহ্য বোধ হয়। নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা, ললাটদেশ হইতে নাসামূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মূর্দ্ধাদেশে বেদনা,—যেন একখানি প্রস্তর চাপান রহিয়াছে। মস্তক হইতে নাসাগ্র পরিব্যাপী আকর্ষণানুভূতি। রমণীদিগের শিরোপশ্চাতে বেদনা,—চুল আলুলায়িত করিলে উপশম বোধ। বহুল পরিমাণে কেশ উঠিয়া যায়।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে জ্বালা, অশ্রুস্রাব ও আলোকাতঙ্ক সহ প্রাতে শীতল জলে ধৌত করণান্তে আধিক্য। অক্ষিগোলকান্তর্গত স্বচ্ছ রসের আবিলতা বা ঘোলাটে ভাব (আর্স: হ্যামা: সোলেনাম নাই: ফস:)। দীপশিখার চতুর্দ্দিকে রামধনুর ন্যায় নানাবর্ণের বৃত্ত দৃষ্ট হয় (ষ্ট্যানাম্:)।

কর্ণ।—সন্ধ্যার সময় কর্ণমধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা, আক্রান্ত কর্ণ চাপিয়া শয়ন করিলে বৃদ্ধি। শ্রবণ-শক্তি বিধায়িনী স্নায়ুর পক্ষাঘাত বশতঃ বহুকালাগত বধিরতা। কর্ণমধ্যে অনুরণন্ তৎসহ শিরোঘূর্ণন (ন্যাট-স্যালিসাই:)। কর্ণদুল-ছিদ্রের ক্ষত।

নাসিকা।—নাসাস্থি সকল স্পর্শকাতর। শিরোবেদনাধিকারে ললাট, চক্ষু ও মুখমণ্ডলের সঙ্কোচনানুভূতি নাসাগ্রে কেন্দ্রীভূত হয়। দক্ষিণ বন্ধ্রমধ্যে স্ফীতিবোধ ও স্পর্শকাতরতা, দক্ষিণ নাসার ঊর্দ্ধাংশে ক্ষতযুক্তবৎ বেদনা ও স্পর্শসহনীয়তা। নাসাগ্র আরক্তিম ও কণ্ডুয়নযুক্ত (নাসাগ্র লালবর্ণ=কার্ব্বো-অ্যান ল্যাকে অ্যাসিড-নাই·—জ্বালা সহ=নিকোল:—লাল ও চাক্‌চিক্যময়=ফস্)। নাসার্ব্বুদ বা নাসারোগ=থুয়া. টিউক্র:)।

মুখবিবর।—ক্ষয়িত দন্তের মধ্য দিয়া বোধ হয় যেন বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষয়িত দন্ত স্পর্শান্তে তীক্ষ্ণ বেদনা। রাত্রিকালে দন্ত মধ্যে দপদপকারী বেদনা, শীতল দ্রব্যাদি মুখমধ্যে ধারণ করিলে বৃদ্ধি বোধ। মুখে দুর্গন্ধ। জিহ্বাগ্রে জ্বালাজনক রসগুটী বা ক্ষুদ্র ফোস্কা, জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত। সমস্ত দিন যাবৎ মুখমধ্যে নক্কারজনক, বা ঈষৎ অম্লাক্ত স্বাদ। গলক্ষত সহ তীব্র বেদনা ও কোমল তালু ও আলজিহ্বার প্রদাহ, বিশেষতঃ গলাধঃকরণকালে। গলনলীর সঙ্কোচন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত।

পাকস্থল্যাদি।— বিবমিষা, গলমধ্য হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত শীতল বোধ। অত্যন্ত তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা বশতঃ রোগী নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। দুষ্ট ক্ষুধা। ভয়ানক তৃষ্ণা সত্ত্বেও শ্বাসাল্পতাবশতঃ একেবারে এক চুমুকের অধিক জল পান করিতে পারে না, উপর্য্যুপরি দুই চুমুক জলপান করিতে গেলে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। পুনঃ পুনঃ উকি উঠে ও শোণিত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন হয়। পাকস্থলী মধ্যে বেদনা, বোধ হয় যেন তন্মধ্যে কি ঘুরিতেছে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অবসন্নতা বোধ। পাকস্থলী মধ্যে ভয়ঙ্কর খিল ধরার ন্যায় বেদনা এবং সঙ্কোচন বোধ। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রচণ্ড বেদনা। অত্যন্ত উদরাধ্মান ও স্ফীতি। নাভি প্রদেশে যেন মুচড়াইতেছে, বায়ু নির্গমান্তে আরাম বোধ। সূচীবেধবৎ বেদনা, উদর স্ফীত ও স্পর্শকাতর। অন্ত্রবেষ্ট বা অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ,—উদর মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, নিম্নাঙ্গ সকল হিমবৎ শীতল ও আক্রান্ত অংশ সকল অসাড়,—যেন কাষ্ঠনির্ম্মিত। ছেদনবৎ বেদনা, সন্ধ্যার সময় আর থাকে না। উদর মধ্যে হুড়হুড় গুড়গুড় শব্দ হইতে থাকে।

মলান্ত্র ও মল। -মল অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বেগ না দিলে নির্গত হয় না। উদরাময়, মল জলবৎ তরল, বা রক্তাক্ত। মলত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে, সকল সময়েই, শূলবৎ বেদন, কুন্থন ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। সময়ে সময়ে মলের সহিত সূত্রতন্তুময় শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং অত্যন্ত কুন্থন হইতে থাকে। রক্তামাশয়,— অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা, অতিশয় তৃষ্ণা ও নিম্ন পদদ্বয় হিমবৎ শীতল হইয়া যায়।

প্রস্রাব।—লালামূত্র, (অণ্ডনালীয় মূত্র),—কটিদেশে আমবাতজনিত, খালধরা বা জ্বালাবৎ বেদনা ও তৎসহ মূত্রাল্পতা। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রনালীমধ্যে উত্তাপবোধ সহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ; ক্যান্থারিস অপব্যবহার,বা উগ্রবীর্য্য ঔষধাদির (মূত্রনালীমধ্যে) পিচকারী প্রয়োগ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র, কিম্বা প্রমেহ রোগের বিস্তৃতি জনিত মূত্রক্লেশ।

পুং জননেন্দ্রিয়।—সংগমস্পৃহাধিকারে অতৃপ্তিবশতঃ অণ্ডকোষ ও কোষরজ্জু আড়ষ্টতা ও ব্যথা অনুভূতি।

ক্রীজনদেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত শীঘ্র প্রকাশ ও অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে; শোণিত মসিবৎ কালবর্ণ, অন্ত্রশূল, কটিদেশে বেদনা, বঙ্ক্ষণ প্রদেশে জ্বালা ও পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ ও যেন কাষ্ঠনির্ম্মিত এইরূপ অসাড় বোধ হয়। প্রদর,—শ্বেতবর্ণ রসানীর ন্যায় স্রাব, বস্ত্রাদিতে লাগিলে শুখাইয়া মড়মড়ে হইয়া যায়, বা ত্রিকাস্থি বা নিতম্ব প্রদেশে বেদনার সময় প্রদরস্রাব হইয়া থাকে। বামস্তনের তলদেশে পুনঃ পুনঃ সূচীবেধবৎ বেদনা [অ্যাক্টীয়ারেসিঃ]।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ ও স্বরনলী মধ্যে ককশতা ও ত্বকঘর্ষণ অনুভূতি, নির্গত শ্লেষ্মা পীতবর্ণ। শ্বাসাল্পতা বশতঃ জলপান কালে অল্প অল্প করিয়া জল পান করে, উপর্য্যুপরি দুই চুমুক জলপান করিতে শ্বাসরোধোপক্রম ঘটে [স্কালা]। শ্বাসরোধ,—সন্ধ্যা ও রাত্রিতে প্রকোপাধিক্য হইয়া থাকে, সোপানারোহণ কালে শ্বাসকৃচ্ছ্র। হাঁপানির ভয়ঙ্কর প্রকোপ,—রোগীর যেন প্রতি মুহূর্ত্তে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। হস্ত পদ বিস্তৃত করিয়া শুইতে পারে না, কাসিতে কাসিতে রাত্রি ৩টার সময় প্রচণ্ড শিরোবেদনা সহ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে কাসি, সোপানারোহণ কালে বাক্‌রোধ করিয়া থাকিলে কাসির বৃদ্ধি হয় ও বক্ষমধ্যে অস্ত্র ও সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে, ঘনীভূত শোণিতময় গয়ার নির্গমন। ফুসফুস প্রদাহে দীর্ঘনিশ্বাস টানিলে বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, শয়নান্তে বা কাসিলে বৃদ্ধি হয়, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও মানসিক উদ্বেগাধিক্য সহযোগে। বক্ষের উপর যেন একটা গুরুভার বস্তু চাপান রহিয়াছে এইরূপ ভাববোধ ও শ্বাসরোধোপক্রম, যেরূপ অল্প পরিমাণে ফুস্‌ফুস্ মধ্যে শোণিত সঞ্চিত হয় ও ফুস্‌ফুসের যকৃদভাবাপ্ত ঘটে, শ্বাসকৃচ্ছ্র তদপেক্ষা অনেক অধিক অনুভূত হয়, হৃদস্পন্দন—শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালে বা দ্রুত পাদচারণে, তৎসহ মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও বক্ষ মধ্যে চাপবোধ, চিৎ হইয়া (আস´: নক্স:) কিম্বা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে (ব্যাডী. ব্রোম লিলীয়াম-টাই প্লাট· হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফুস্‌ফুস্ মধ্যে পূয সঞ্চয় ও অবসাদক ঘর্ম্ম।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপী বেদনা, যেন সজোরে কেহ কেশাকর্ষণ করিতেছে। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা, রাত্রিতে চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম। স্কন্ধদেশের বাত,—বেদনা রাত্রিকালে বৃদ্ধি, হস্ত ও অঙ্গুলি সকল স্ফীত বোধ হয়। বাতজনিত পক্ষাঘাত। হস্ত ও অঙ্গুলি অসাড় ও চিন্‌চিন্ করিতে থাকে। বাহু, কফোনি (কনুই) হস্ত ও অঙ্গুলিসন্ধি মধ্যে ছেদন ও সূচীবেধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, হস্ত অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়, রাত্রিতে সূচীবেধবৎ বেদনা সংযুক্ত বাতব্যাধি। আক্রান্ত অঙ্গ কাষ্ঠনির্ম্মিত বোধ হয়। দিবাভাগে যে সকল লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় সন্ধ্যার পর শয়নান্তে সে সকল অদৃশ্য হয়। দ্রুত বেগে সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠে। পাদচারণ অপেক্ষা উপবেশন কালে অধিক ক্লান্তি। হস্ত পদাদিতে পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ অনুভূত, অবশেষে জিহ্বাতেও ঐরূপ বোধ হয়।

বৃদ্ধি।—সুরাপানে, শীতল বায়ু সংস্পর্শ মাত্রে, চক্ষু মধ্যে শীতল জল প্রয়োগ করিলে, মস্তক নীচু করিয়া শুইলে [স্পাইঃ স্পঞ্জীঃ] রাত্রি ৩টার সময়, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে এবং কফিপানে।

উপশম।—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নান্তে এবং উষ্ণ দ্রব্যাদি পানান্তে (শীতাবির্ভাব)।

সম্বন্ধ। —**দোষঘ্ন**—প্রতিবিষ, নাইট-স্পিরি-ডাল।

সদৃশ। -**তুলনীয়**—আর্ণি: ড্রোসে: হ্যাট-মিউ: অ্যাসিড-নাই:। ইপিকাকে কাসি নরম পড়ে।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্যালী পার্ম্ম্যাঙ্গ্যানিকাম

(KALI PERMANGANICUM).

নামান্তর।—পার্ম্মাঙ্গানেট অভ পটাস্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ এবং পরিস্রুত জলে দ্রব (আরক)।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—কাসি; উপঝিল্লি প্রদাহ; পাকাশয় প্রদাহ; পূতিনস্য; লালাস্রাব; গলক্ষত; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—রোহিনী বা গলনলীর উপঝিল্লি প্রদাহ রোগেই ইহার প্রধান ব্যবহার ও উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; বিশেষতঃ যখন ঐ প্রদাহজনিত স্রাবাদি অতি দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে। নাসারন্ধ্র, কণ্ঠ ও স্বরনলী মধ্যে অত্যধিক উপদাহ, রসানির ন্যায় ও শোণিতাক্ত স্রাব এবং পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা; পাকস্থলী হইতে অপর্য্যাপ্ত গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন ও অনর্গল লালা নিঃসরণ, গলমধ্য ও আলজিহ্বা স্ফীত এবং কণ্ঠদেশে স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি কয়েকটী উক্ত ভেষজের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে উত্তেজনাজনক রস স্রাব। নাসারন্ধ্র ও স্বরনলী হইতে নির্গলিত স্রাবাদি শোণিতরঞ্জিত। নাসারন্ধ্র হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিত স্রাব। রন্ধ্রদ্বয় রুদ্ধ হয় এবং উহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলেই শোণিতস্রাব আরম্ভ হয়।

মুখবিবর।—প্রচুর লালা স্রাব। কথা কহিতে কষ্টবোধ হয়।

গলমধ্য।—কাসিলে গলমধ্য হইতে যে কোন পদার্থ নির্গত হয় সমস্ত শোণিতাক্ত। আলজিহ্বা, কোমল তালু এবং জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় বিভিন্ন বর্ণ রঞ্জিত প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ গাঢ় লালবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে নীল দাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আলজিহ্বা স্ফীত ও দীর্ঘতর

হয়। গলমধ্য শুষ্ক ও ব্যথান্বিত এবং ব্যথা বোধ সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি। মুখ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালাসঞ্চয় এবং গলাধঃকরণের ব্যাঘাত বশতঃ মুখ দিয়া ঐ সঞ্চিত লালা নির্গলিত হইতে থাকে। গ্রীবা দেশীয় পেশী ও কর্ণমূল গ্রন্থির ব্যথাধিক্য-বশতঃ মুখব্যাদান করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। মুখ হইতে নির্গত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধ; অতিরিক্ত অবসন্নতা ও উত্থান শক্তি রাহিত্য। কণ্ঠের উপর অতিশয় স্পর্শকাতরতা। জলীয় পদার্থ গলাধঃকবণ কালে তাহা নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যায় (এরাম-ট্রাই: ল্যাক-ক্যান্: ল্যাকে: লাই মার্ক সায়ানেট]।

পাকস্থলী।—ক্ষুধামান্দ্য। পাকাশয় হইতে প্রায় অনর্গল গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব (আইরিস-ভার্সি:) হয়, ইহাতে কোনরূপ কষ্টবোধ না হইলেও ইহাদ্বারা বিবমিষার উপশম হয় না। বমন,—প্রথমে পাকাশয়স্থিত ভুক্ত দ্রব্যাদি এবং তৎপরে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা বমন (আইরিস ভা: ক্যালী-বাই:)। বিবমিষা এবং পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার প্রবৃত্তি। দুরারোগ্য মলকাঠিন্য।

সম্বন্ধ।—সদৃশ--ক্যালী-বাই: অ্যাসিড-মিউ: এপীস, মার্ক-সায়ান মার্ক-প্রটো: ফাইটো: এরাম-ট্রাই: ক্যালী মিউ।

শক্তি।—মূল বা বিচূর্ণ হইতে তৃতীয় দশমিক বিচূর্ণ পর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া থাকে।

ক্যালী ফস্‌ফরিকাম

(KALI PHOSPHORICUM).

নামান্তর।—ফাস্ফেট অভ পটাসিয়ম।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ এবং পরে তবল ক্রম প্রস্তত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কেশ উঠিয়া যাওয়া; রক্তঃস্বল্পতা; রক্তাল্পতা; হাঁপানি; মস্তিষ্কের শীর্ণতা এবং কোমলীভূতি; মুখের পচনশীল ক্ষত; দুষ্টব্রণ, নীহাব স্ফোটক; বিসূচীকাবং উদরাময়, উপঝিল্লি প্রদাহ; রক্তামাশয়; অসাড়ে মূত্রস্রাব; মুখের স্নায়ুশূল; পচনশীল ক্ষত; ব্যাধিশঙ্কা; মূর্চ্ছাবায়ু; অনিদ্রা; বিষাদোন্মাদ; আর্ত্তববিকৃতি জন্য মাথাব্যথা; স্নায়বিক অজীর্ণতা; রাত্রি কালীন ভয়; কামোন্মাদ; পক্ষাঘাত; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; সূতিকাজ্বর, সূতিকোন্মাদ; গৃধ্রসী; শীতাদ; পাকাশয়ের ক্ষত; আঘাত; আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ সুস্‌লার এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করেন। অত্যধিক মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম বা দীর্ঘকাল রোগ কিম্বা পরিতৃপ্ত বা

অপরিতৃপ্ত কামবিপুর উত্তেজনাধিক্য জনিত স্নায়বিক পূর্ণাবসাদ অবস্থায় ইহা সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় স্বাস্থ্যের পুনর্বিধান করিয়া থাকে। ডাঃ "র" বলেন, "স্বরনলীর রোগে, যেখানে অত্যন্ত বিলম্বে চিকিৎসক আহূত হন এবং রোগীতে উত্থানশক্তি রাহিত্য; নীলিমালিপ্ত মুখমণ্ডল প্রভৃতি লক্ষণ প্রতীয়মান হয়, তখন ক্যালী-ফস: বিশেষ উপযোগী।" ডাঃ হেরিং বলেন রোগের শেষাবস্থায়, যখন রোগী অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথা কহিতে থাকে, যখন তাহার কথা ক্রমে জড়াইয়া আসিতেছে ও পক্ষাঘাত চতুর্দ্দিক হইতে ধীরগতিতে হৃৎপিণ্ডের দিকে ধাবিত হইতেছে দেখা যায় তখনই "ক্যালী-ফস" সর্ব্বাগ্রে প্রযোজ্য। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) মানসিক উদ্বেগ, শঙ্কাতিশয্য; কাহারও সহিত এমন কি পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভীত হয়। অত্যন্ত নৈরাশ্যযুক্ত, লজ্জাশীল এবং ক্রোধন স্বভাব। (২) শিরোঘূর্ণন প্রবণতা সহ পশ্চাদ্দেশীয় শিরোবেদনা, উদর মধ্যে শূন্যতানুভূতি, ধীরে ধীরে দেহ সঞ্চালন করিলে ভাল থাকে; দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিশ্রমান্তিক শিরোবেদনা। (৩) ইন্দ্রিয়গণের অবসাদ এবং রমণান্তে অবসন্নতাবোধ। কটিদেশে ও হস্তপদাদির পক্ষাঘাতবৎ অবশতা পরিশ্রমে বৃদ্ধি। (৫) দন্তমাড়ী সছিদ্র ও সামান্য কারণে রক্তপাতপ্রবণ। (৬) মূত্র এবং অন্যান্য স্রাব কমলা লেবা স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—উদ্বেগাধিক্য, সদা শঙ্কান্বিত চিত্ত; পুরাতন বন্ধু আদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভীত হয়; কেহ তাহার সহিত কথা কহিলেও সে বিরক্ত হয়, সকল বিষয়ে নৈরাশ্য; লজ্জাশীল; ক্রোধন স্বভাব; সামান্য মানসিক পরিশ্রমান্তে অবসন্নতা বোধ করে। অত্যধিক আলস্য এবং বিষাদ। সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য গুরুতর ব্যাপার মনে হয়। স্নেহবিকার, স্বামী পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করে। কাল্পনিক বস্তু ধরিবার জন্য বাহু প্রসারণ করে। শিশুদিগের রাত্রিভীতি (অরাম-ব্রোম: ক্যালী-ব্রোম:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—শয়নান্তে (কষ্টি· ল্যাকে: পল্‌সে: হ্রাস্:), উপবেশনান্তে (ক্যাম্ফো: ক্যামো: পল্‌সে: হ্রাস:), দণ্ডায়মান হইলে (ককীউ:) এবং উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে (ক্যাল্‌কে: কিউপ্রাম: গ্রাফ. ল্যাকে: পল্‌সে: সাইলি: ট্যাব্যাক্:) মাথাঘোরা। পশ্চাৎ কপালগত শিরোবেদনা,—সমস্ত রাত্রি ভোগ হইয়া থাকে এবং যন্ত্রণাবশতঃ পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; শয্যা হইতে গাত্রোত্থানান্তর নিবৃত্তি। শিরোপশ্চাতে এবং কটিদেশে বেদনা বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়,—চিৎ হইয়া শুইলে উপশম এবং শয্যা হইতে গাত্রোত্থানান্তর নিবৃত্তি। আর্ত্তব প্রকাশের পূর্ব্বে ললাটদেশে ছেদনবৎ বেদনা এবং অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ, শয়ন করিলে এবং আর্ত্তবাস্রাব আরম্ভ হইলে উপশম বোধ হয় (সিরীয়াম-অক্‌স্যালিক: এবং ল্যাকেসিস্)। চক্ষু হইতে মস্তিষ্কতল ভেদ করিয়া শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বেদনা বোধ, রাত্রিতে বৃদ্ধি; আহারান্তে এবং ধীর পাদচারণে উপশম। আর্ত্তবাস্রাবের পূর্ব্বে এবং

সময়ে শিরোবেদনা, দক্ষিণ চক্ষু হইতে শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত উত্তাপ সংস্পর্শ; মর্দ্দন, শয়ন, আহা ও ধীর পাদচারণে উপশম এবং শব্দে বৃদ্ধি; শিরোবেদনা সহ ক্ষুধার্ত্ততা। মস্তিষ্কের শোণিতাল্পতা। সদা অধ্যয়ন নিরত, বৈষয়িকচিন্তাপরিক্লান্ত এবং অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমকারীদিগের শিরোবেদনা। পাকস্থলীমধ্যে শূন্যতা ও অবসন্নতাবোধ সহ শিরোবেদনা (ইগ্নে: সিপী: সল্‌ফ:)। মস্তকের স্থানে স্থানে চুল উঠিয়া যায় (অ্যালোপেসিয়া, = ফস্:)। বোধ হয় যেন একটী "হাওয়াই" মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এইরূপ বেদনা।

চক্ষু।—উপঝিল্লী প্রদাহ রোগের পর দৃষ্টিক্ষীণ, মূর্ত্তি-উপলব্ধি-শক্তির অভাব, স্নায়বিক অবসাদ জনিত। অক্ষিপুট আপনা হইতেই চক্ষুর উপর পতিত হয় এবং মুদিত হইয়া যায় (কলো: কষ্টি: জেল্‌সি: গ্র্যাফ: সিপী),—বিশেষতঃ বামাক্ষিপুট। চক্ষুমধ্যে কাষ্ঠশলকা বা ধূলিকণা রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি, চক্ষু জ্বালা ও কর্কর করে এবং চক্ষু হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হয়। চক্ষু শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। অক্ষিপুট স্ফীত; প্রাতে জুড়িয়া থাকে (সীপা: ইউফ্রে: হিপ: গ্র্যাফ:); বাম চক্ষের নিম্নপুটোপরে অঞ্জনি। বামাক্ষিপুট প্রায় মুদিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ চক্ষু হইতে রগ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা, দুই রগ হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয়। চক্ষুর পুটপ্রান্তে যেন ক্ষত উদ্গত হইয়াছে এইরূপ বেদনা এবং চক্ষু মধ্যে যেন ধূম প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ জ্বালা বোধ (সীপা; ক্রোকাস:); যেন কত ক্রন্দন করিয়াছে চক্ষু মধ্যে এইরূপ বেদনা বোধ; বাম চক্ষু মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; দপ্‌দপ্ করিতে থাকে এবং রৌদ্রে বেদনার বৃদ্ধি হয়। অধ্যয়ন কালে চক্ষু ক্লান্ত হইরা পড়ে। চক্ষু সমক্ষে কাল বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়ায় (চায়না: ককীউ: কোণা: সিপী.)।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে নানা প্রকার শব্দ (চায়না: কষ্টি: গ্র্যাফ: পলসে:)। শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উচ্চ শব্দ অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অসহ্য বোধ হয়।

নাসিকা।—রন্ধ্রদ্বয় রুদ্ধবোধ; স্বচ্ছ ও গাঢ় আঠার ন্যায় (ক্যালী-বাই:) শ্লেষ্মা স্রাব। তরুণ সর্দ্দি লক্ষণ সহযোগে উপর্য্যুপরি প্রবল হাঁচি। নাসারন্ধ্র মধ্যে পীতবর্ণ চিপিটিকা আবৃত ক্ষত, ঘোর লাল শোণিত স্রাব। স্রাবাদি অত্যন্ত পূতিগন্ধময়।

মুখমণ্ডল।—চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট এবং মুখমণ্ডল নীলিমান্বিত। দক্ষিণ পার্শ্বিক স্নায়ুশূল, শৈত্য প্রয়োগে উপশম। হনুর অস্থিতে নিরন্তর হুলবেধবৎ বেদনা; আহারান্তে, কথা কহিলে, পাদচারণে বা স্পর্শ করিলে উপশমিত হয়। বামগণ্ডে উত্তাপবোধ, যেন ঐ গণ্ডের নিকট প্রদীপ আনীত হইয়াছে। কর্ণমূলের ও বগলের গ্রন্থি সকল স্ফীত ও স্পর্শকাতর।

মুখবিবর।—প্রাতে মুখ হইতে নির্গত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, বাম পার্শ্বের নিম্ন হনূতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত ও স্পর্শকাতরতাযুক্ত; জিহ্বা, সরিষাচূর্ণের ন্যায় কটাবর্ণ লেপাবৃত, কখনও বা শ্বেত, কিম্বা হরিদাভ পীতবর্ণ লেপান্বিত; জিহ্বাপৃষ্ঠ আড়ষ্ট এবং পার্শ্বদেশ আরক্তিম ও তীক্ষ্ণ ব্যথান্বিত। মুখবিবরের ঊর্দ্ধাংশ ছড়া ছড়া স্ফীতিযুক্ত, বোধ হয়

যেন চর্ব্বিদ্বারা রেখাঙ্কিত হইয়াছে। লালা অপর্য্যাপ্ত, গাঢ় ও লবণাক্ত, মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু, বিশেষতঃ প্রাতে। দন্তমাড়ীর অত্যন্ত শিথিলতা জন্য রক্তস্রাব, দন্তমূল হইতে অপসৃত এবং উহা হইতে স্পর্শমাত্রে শোণিত পাত হইয়া থাকে। শৈত্য সংস্পর্শ মাত্রে দন্ত সকল ব্যথান্বিত হইয়া থাকে। অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব সহ দন্তশূল। জিহ্বা বোধ হয় যেন টাক্‌রায় বা তালুতে আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

গলমধ্য।—গলগ্রন্থিদ্বয় বিবর্দ্ধিত এবং স্পর্শকাতর, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বেরটী (ল্যাকে), গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতানুভূতি, যেন শস্যাদির খোসা সংলগ্ন হইয়া আছে। প্রাতে উভয় গলগ্রন্থিই শ্বেতবর্ণ ঝিল্লিদ্বারা আবৃত প্রতীয়মান হয় এবং ঐ কৃত্রিম ঝিল্লির কিয়দংশ জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয়ের বন্ধনীর উপরেও দৃষ্ট হয়, উপঝিল্লি রোগে যেরূপ হইয়া থাকে; বাম গলগ্রন্থি হইতে ঐ কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রচণ্ড সূচীবেধবৎ বেদনা সঞ্চারিত হয়। দক্ষিণ গলগ্রন্থি মধ্যে ভয়ানক বেদনা, গলাধঃকরণ কালে বৃদ্ধি। প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর অপর্য্যাপ্ত লবণস্বাদবিশিষ্ট শ্লেষ্মা উত্থিত হইয়া বিবমিষা জনিত করে। পাকস্থলী হইতে গলমধ্যে বোধ হয় যেন একটী গুল্ম উত্থিত হইতেছে (ইগ্নে অ্যাসাফি)।

পাকস্থলী।—মিষ্ট দ্রব্যাদি খাইবার এবং শির্কাম্ল ও প্রতিবারে বহুল পরিমাণে তুষার-শীতল জলপান করিবার স্পৃহা। বেশ ক্ষুধা কিন্তু খাদ্যদ্রব্যাদি দর্শন করিলে আর রুচি থাকে না। আহারান্তে বিবমিষা এবং তৎপরে নিদ্রালুতা। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্যভাব ও অবসাদ (ইগ্নে: সিপী সল্ফ:)। হৃদ্‌স্পন্দন সহ শোণিত বমন। পিত্তময় উদ্গার আহারান্তে বৃদ্ধি। বায়ু নিঃসরণান্তে বিবমিষার উপশম। আর্ত্তবাস্রাবকালে পাকস্থলী মধ্যে শব্দ হইতে থাকে, যেন কেহ মুষ্টাঘাত করিয়াছে এইরূপ ব্যথা।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে চাপ দিলে ব্যথা বোধ। প্লীহা মধ্যে সূচী বা শলাকা-বেধবৎ বেদনা, দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। কোঁকে অত্যন্ত ব্যথা, হাঁচিলে বোধ হয় যেন কুক্ষিদ্বয় (কোঁক) দ্বিধা হইয়া যাইবে, পুনঃ পুনঃ হাঁচিবার ইচ্ছা। বৃথা মলবেগ সহ তলপেটে শূল বেদনা, সম্মুখ দিকে বক্র হইলে উপশম (কলো কিউপ্রাম) অন্ত্রাদির নিম্নাকর্ষণ সোজা হইয়া বসিলে উপশম, বাম পার্শ্বে ও জলপানান্তে বৃদ্ধি। উদরাধ্মান ও যেন অন্ত্রাদি মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা, আহারের সময় বৃদ্ধি।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—মল কর্দ্দমবৎ, জলের ন্যায় তরল, অতিশয় বেগ, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ ও মলত্যাগান্তে কুন্থন, কিম্বা ফ্যাকাশে, দুর্গন্ধময়, অতৃপ্তিজনক প্রভাত ৬ টার পূর্ব্বে অরোধনীয় বেগ সহ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ, যন্ত্রণারহিত, দুর্গন্ধময় মল কিম্বা দুর্গন্ধময়, অজীর্ণ, কৃষ্ণাভ, প্রাতর্ভোজন, মধ্যাহ্নভোজন, কিম্বা নৈশভোজনান্তে বৃদ্ধি। আহার করিতে করিতে বাহ্যের বেগ (ক্রোটন; ফেরম)। ভীতি জনিত উদরাময় (জেল্‌সি. ওপী:) তৎসহ মানসিক ও শারীরিক অবসাদ।

রক্তামাশয়।—মল অমিশ্র শোণিতময়,—রোগীর বিকার উপস্থিত হয় এবং উদর স্ফীত হইতে থাকে। বিসূচিকা,—তণ্ডুলোদকবৎ (ফ্যানের মত) মল (আর্স: ষ্যাট্রোফ:

ভেরেট.)। মলান্ত্রের বহির্গমন বা স্থানচ্যুতি (ইগ্নে: পডো:)। অর্শ,—বহির্বলি স্ফীত এবং জ্বালাময়।

প্রস্রাব।—মূত্র কমলা লেবু (অ্যাবসিস্থ:) কিম্বা জাফ্রানের ন্যায় ঘোর পীতবর্ণ, তলানী ঈষৎ লালবর্ণ ধুলিময়। প্রসবান্তে মূত্রনালী মধ্যে জ্বালা অনুভূতি। শিশুদিগের শয্যামূত্র (সিপি: সিনা:); মূত্ররোধ-শক্তি রহিত। মূত্রনালী হইতে শোণিতস্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কাম প্রবৃত্তির প্রাবল্য। প্রাতে লিঙ্গোদ্গম। রমণ শক্তির শক্তির হ্রাস বা বিনাশ, ক্লৈব্য (ধ্বজভঙ্গ)। প্রাতে প্রস্রাববেগ সহযোগে লিঙ্গোদ্রেক। নৈশ রেতঃস্খলন, যন্ত্রণাজনক। রমণান্তে অত্যন্ত অবসন্নতা বা উত্থানশক্তি রাহিত্য এবং ক্ষীণদৃষ্টি (কষ্টি: ক্যালী-কার্ব্ব:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত অকালে এবং অতি অল্প আর্ত্তবস্রাব, শোণিত প্রায় কালবর্ণ এবং প্রথম দিবসে একটু গাঢ় আর্ত্তবস্রাবকালে পাকস্থলী মধ্যে নানা প্রকার শব্দ হইতে থাকে এবং পদদ্বয় ব্যথা করিতে থাকে, যেন স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার উপক্রম। ঋতু প্রকাশের কয়েক দিবস পূর্ব্বে দুর্ব্বলতা বোধ হয় এবং রজোস্রাবের সময় অন্ত্রাদি নিম্নদিকে আকৃষ্ট হইতেছে বোধ হয়; উদর বোধ হয় যেন স্ফীত হইয়া ফাটিয়া যাইতেছে; অস্থিরতা বোধ, দেহ সঞ্চালনে এবং উদর চাপিয়া শয়নে উপশম (কোমরের বেদনা উদর চাপিয়া শয়নে উপশম=অ্যাসিড অ্যাসেট্: এবং সিনা; ও অ্যাব্রোট); বাম অণ্ডাধার বা ডিম্বাধার মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা, চিত হইয়া শয়নে বা সম্মুখ দিকে বক্র হইলে উপশম (ল্যাকে·—বৃদ্ধি=ফস্·)। উদরের বামপার্শ্বে ও বাম ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা (এপীস; লিল্ টাইগ্: ল্যাকে: আষ্টিলেগো); উদরের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা সঞ্চারিত হয় (ল্যাকে:—দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্ব=লাই·)। প্রদর,—স্রাব পীতবর্ণ বা ঈষৎ হরিদাভ পূতি গন্ধময় রস; উক্ত স্রাব যেখানে লাগে সেইখানেই ফোস্কা বা রসপীড়কা উৎপন্ন হয়, তৎসহ অতি অল্পস্থায়ী আর্ত্তব। রজোস্রাবের চারি পাঁচ দিবস পর পর্য্যন্ত রমণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকে। গর্ভাবস্থায় শোণিতময় স্রাব (ক্রকাস; হ্রাস্: ট্রিলীয়াম্: অত্যন্ত পরিশ্রমান্তে এবং মানসিক বিষাদ বশতঃ=অ্যাসিড নাই.—প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা সহ=ক্যামো: পঞ্চম ও সপ্তম মাসে=সিপী:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—স্বরনলীদ্বয়ের কিঞ্চিন্নিম্নে উগ্রতা জনিত কাসি (বেল্: সীপা:, হিপ: ল্যাকে·), অতি অল্প পরিমাণ গাঢ় শ্বেত বা পীতাভ শ্লেষ্মাময় গয়ার; গলমধ্যে চাপবোধ হইয়া (ল্যাকে·) হঠাৎ কাসির আবির্ভাব। যক্ষ্মাধিকারে স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ গয়ার। শ্বাসরোগ--অতি অল্প আহার করিলেও বৃদ্ধি হয়; সোপানারোহণে শ্বাস-রোধোপক্রম (আল্: ক্যালী-নাইট্:)। সোপানারোহণান্তে হৃদ্স্পন্দন; শোণিত বমন ও হৃদ্-স্পন্দন; ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে হৃদ্স্পন্দন।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রন্থিস্ফীতি বশতঃ গ্রীবার আড়ষ্টতা=কোণা: ও আয়োড দেখ)। বক্ষোপরে সূচীবেধবৎ বেদনা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা: চিৎ হইয়া শয়নে, উপবেশনে বা পাদচারণে বৃদ্ধি; কোন অবলম্বনের উপর ভর দিয়া থাকিলে উপশম। শিরোপশ্চাতে ও কটিদেশে বেদনা

বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, চিৎ হইয়া শুইলে উপশম হয় এবং গাত্রোত্থানান্তব নিবৃত্তি। অত্যধিক ইন্দ্রিয় চালনা বশত: মেরুমজ্জার ক্ষয় (অ্যাগাব:)। পৃষ্ঠে এবং হস্তপদাদিতে নিবন্তব বেদনা, মৃদু সঞ্চালনে উপশম। স্কন্ধ ও বাহুদ্বয়ে বেদনা,—মৃদুসঞ্চালনে উপশম। প্রাতে নিদ্রা-ভঙ্গান্তে পৃষ্ঠফলকদ্বয়ে এত বেদনা যে পার্শ্বপবির্ত্তন করিতে হইলে উঠিয়া বসিয়া তবে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। স্নায়বিক অস্থিবতা ও সামান্য কাবণে কাতরতাধিক্য, নিম্নপদ স্থিব রাখিতে পাবে না, পদদ্বয়ের পেশীমধ্যে, বিশেষতঃ জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে কম্পনানুভূতি। বাহু ও অঙ্গুল্যাদিব পৈশিক সঙ্কোচন। পৃষ্ঠে এবং প্রত্যঙ্গাদিব অসাডতা, দৈহিক পবিশ্রমে বৃদ্ধি। মানসিক ও দৈহিক পূর্ণাবসাদ।

বৃদ্ধি।—আহারান্তে, প্রাতে শয্যাত্যাগান্তব, আক্রান্ত অংশ চাপিয়া শয়নে, উপবেশন বা পাদচারণান্তে রাত্রি ৩টা হইতে ৫টাব সময়, অতি প্রভাতে, শৈত্য সংস্পর্শে, রমণান্তে, হাঁচিলে, সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলে, জলপানান্তে, আর্ত্তবাস্রাবেব পূর্ব্বে চিৎ হইয়া শুইলে।

উপশম।—আর্ত্তবাস্রাব আবন্ত হইলে, শয়নান্তে, কোন বস্তুব উপব হেলিয়া থাকিলে সোজা হইয়া বসিলে, সম্মুখদিক বক্র হইলে, বায়ু নিঃসবণান্তে, উত্তাপ সংস্পর্শে, দেহেব ধীর সঞ্চালনে, গৃহেব বাহিবে নির্ম্মল বায়ু সেবনান্তে।

তুলনীয়।—বসটক্স: ব্যাপ্ট. (সান্নিপাতিক অবস্থা), অ্যানাকার্ড (স্নায়বিক অজীর্ণতা), হায়সা: (উন্মাদ); ফেরম: (আহাব কালে), ইগ্নে: (মূর্চ্ছাবায়ু), ক্যালি-কার্ব: (সঙ্গমেব পর বৃদ্ধি); ওপিয়ম: (তন্দ্রা), আর্ণিকা: (আমবাত, ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাগাব: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-মিউ ল্যাকে: অ্যাক্টীয়া: জেল্‌সি: জিঙ্কাম: ক্যালী-কার্ব: ক্রোটন: ফেবাম ওপী: সিবীয়াম-অক্. আর্স: কার্ব্বো-ভে ফাইটো ক্রিয়োঃ।

শক্তি।—ডাঃ হানিমানেব মতে ৩য় দশমিক হইতে ১২ দশমিক বিচূর্ণ, কিন্তু অধুনা ২০০ শততমিক এবং তদূর্দ্ধ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যালী সাল্‌ফিউরিকাম

(KALI SULPHURICUM).

নামান্তর।—পোটাশিয়ম সল্‌ফেট।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ,—হাঁপানি, ছানি, সর্দ্দি, তাণ্ডব; অজীর্ণতা; পামা; কর্কটীয়া ক্ষত; বধিরতা, প্রমেহ; কচ্ছু; আম্বাত; পূতিনস্য, বিচর্চ্চিকা; বাত; শিরোঘূর্ণন; হুপকাসি; হ্রাসটক্সের বিষাক্ততা।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্যালী-সল্‌ফ: তন্তুজায়ু চিকিৎসা-শাস্ত্রের পাল্‌সেটিলা স্বরূপ; এতজ্জনিত শ্লৈষ্মিক স্রাবাদি মাত্রেই পীতবর্ণ এবং এতজ্জনিত লক্ষণাদি মাত্রেরই উত্তাপে বৃদ্ধি এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম হয় এবং পল্‌সেটিলার ন্যায় এতজ্জনিত বেদনাদি স্থান পরিবর্ত্তনশীল এবং পল্‌সেটিলার ন্যায় ইহাও নবজাত শিশুর অক্ষিপ্রদাহে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। আরক্তজ্বর, হাম বা রোমান্তী, পামাকচ্ছু, উপঝিল্লিক-কর্কট রোগ প্রভৃতি যে সকল রোগে উপত্বক এবং উপঝিল্লীর বিকৃতি হইয়া থাকে,—ক্যালী সল্‌ফ: তাহাতে বিশেষ ফলদায়ক। সর্ব্বাঙ্গে ভারবোধ, সর্ব্বদা যেন কত পরিশ্রম করিয়াছে এইরূপ ক্লান্তি অনুভূতি, শিরোঘূর্ণন, শীতার্ত্ততা, হৃদ্‌স্পন্দন, মানসিক ঔৎসুক্য, চিত্তবিষাদ, দন্তশূল, শিরঃশূল, শিরঃপীড়া এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা প্রভৃতি ইহার প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—ভয়ঙ্কর শিরোঘূর্ণন,—শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলে (সাইকীউ: ওলীয়্যান্: সল্‌ফ:) বা দাঁড়াইলে বৃদ্ধি হয় (ককীউ:)। বাতাশ্রিত শিরোবেদনা, (ক্যাক্ট: চিনিন্:-আর্স: ক্যালী-বাই: ক্যাল্মী: ল্যাকে: মার্ক: র‍্যাণান্: ফাইটো: স্যাঙ্গিউই:), উষ্ণ গৃহে এবং সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি এবং নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে উপশম। এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে বা পশ্চাদ্দিকে মস্তক সঞ্চালনে বেদনা বোধ। পীতবর্ণ চটচটে মরামাস (শ্বেতবর্ণ=ক্যালী-মিউ. ন্যাট-মিউ: ফস্: থূযা:)। মস্তকের বামপার্শ্বে এবং শ্মশ্রুর স্থানে স্থানে ইন্দ্রলুপ্ত (প্রমেহান্তে)।

চক্ষু।—চক্ষু প্রদাহাদিতে পূযবৎ বা পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গলন (পল্‌সে: ক্যালী বাই: ক্যালী-মিউ:—স্বর্ণবর্ণ=ক্যালী-ফস্:)। নবজাত শিশুর অক্ষি প্রদাহ=আর্জেণ্ট নাই: ক্যাল্‌কে: অ্যাসিড-নাই: পল্‌সে: থ্রাস:)।

কর্ণ।—সর্দ্দি জনিত বধিরতা, কর্ণপশ্চান্নলী স্ফীত (ক্যালী-মিউ:); স্রাব পাতলা, পীতবর্ণ এবং চটচটে (লাই: ন্যাট-সল্‌ফ: ইল্যাপ্স:)।

নাসিকা।—পিনস বা পুতিনস্য রোগাধিকারে আস্বাদন ও অ'ঘ্রাণ শক্তির লোপ; স্রাব পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধময় এবং সময়ে সময়ে জলবৎ, বাম রন্ধ্র হইতে অধিক সর্দ্দি; পুরাতন সর্দ্দি পীতবর্ণ; ও গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব।

মুখমণ্ডল।—মুখের বেদনা, উষ্ণ গৃহে ও সন্ধ্যায় সময় বৃদ্ধি; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম। দক্ষিণ গণ্ডাভ্যন্তরে বা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র মধ্যে উপঝিল্লির কর্কট রোগ=আর্স: আয়োড: থূযা: হাইড্র্যাস: ক্যালী-সায়ানেট্:)। ওষ্ঠদ্বয় ফোস্কাযুক্ত এবং স্ফীত।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি (ক্যামো: পল্‌সে:) এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম বোধ হয় (ব্রাই: সীপা: নক্স: পল্‌সে:)। আস্বাদন শক্তির বিলোপ বা ভক্ষ্য দ্রব্যাদির বিশেষ কোন স্বাদ পায় না। জিহ্বা পীতবর্ণ আঠার ন্যায় শ্লেষ্মালিপ্ত, সময়ে সময়ে পার্শ্বদেশ শ্বেতবর্ণ প্রতীয়মান হয়।

পাকস্থল্যাদি।—মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বা জড়তা সহ পাকাশয় মধ্যে অবসাদ বোধ,

রোগিণী সদা মনে হয় যেন তাহার বুদ্ধি বিকার ঘটিতেছে (অ্যাক্টী:)। পীতবর্ণ-শ্লেষ্মালিপ্ত জিহ্বা সহ যেন পাকস্থলী মধ্যে একটা গুরুভার দ্রব্য রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা, বিবমিষা ও বমন। উষ্ণ দ্রব্যাদি পান করিতে ভীত হয়। অর্শ সহ মলবদ্ধতা (নক্স: সল্‌ফ:)। মলতারল্য,—মল পীতবর্ণ এবং আঠার ন্যায়। কামল বা পাণ্ডুরোগ। হুপকাসি রোগাধিকারে উদর আধ্মান বায়ুতে স্ফীত এবং অনমনীয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ,—স্রাব পীতবর্ণ বা হরিদ্রাভ শ্লেষ্মাময় (ন্যাট-সল্‌ফ: থুযা:)। প্রতিরুদ্ধ প্রমেহ বশতঃ অণ্ডকোষ প্রদাহ বা একশিরা (পল্‌সে: ক্লিম্যাট: ন্যাট-মিউ: অ্যাণ্ট-টার্ট:)। লালামেহ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—অতি বিলম্বিত এবং স্বল্পস্রাবশীল, তৎসহ উদরমধ্যে চাপ ও ভারবোধ; পিনস রোগাধিকারে প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর রজঃপ্রকাশ। প্রদর,—স্রাব পীতবর্ণ, জলবৎ কিম্বা রেতোবৎ।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলীভুজ প্রদাহ, শ্বাসরোগ, হুপকাসি, ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ প্রভৃতি রোগে পীতবর্ণ আঠাময় গয়ার, শ্লেষ্মা অতি সহজে নির্গত হয়; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা সর্ব্বদা ঘড়্‌ঘড়্‌ করে এবং তরল শ্লেষ্মাময় ঘড়্‌বড়্‌ শব্দকারী কাসি (অ্যাণ্ট টার্ট: ক্যালী-কার্ব: ফস্‌: ষ্ট্যান:) হইয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় এবং উষ্ণ জলবায়ুতে বৃদ্ধি। স্বরতন্তুর উপর গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ স্বরভঙ্গ (হিপ: স্পঞ্জী:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার আড়ষ্টতা,—মস্তক বাম পার্শ্বে হেলিয়া থাকে এবং স্কন্ধদ্বয় একটু উচ্চ হইয়া থাকে। বেদনাদি দ্রুতগতি একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয় (কালী-বাই: ল্যাক-ক্যান: পল্‌সে:) এবং উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি ও নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম বোধ হয় (পল্‌সে:)।

ত্বক।—শল্কাবৃত উদ্ভেদ, বাহুতেই বেশীরভাগ; উত্তপ্ত জলে ধৌত করিলে ভাল থাকে। কামলা, অবরুদ্ধ ঘামকণ্ডু। পীতবর্ণ আঠাবৎ রসস্রাবী ক্ষতাদি। উপঝিল্লির কর্কটরোগ (আর্স: আয়োড: হাইড্রাষ্ট: থুযা:)। উপত্বক বা শল্ক পাত (পিক্র-লিক: ফস্‌: অ্যাস্থ্রাক্সিন:)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম পীড়কা সকল পরস্পর মিলিত হওয়ায় আক্রান্ত অংশ আরক্তিম ও স্ফীতিযুক্ত প্রতীয়মান হয়। ঘসিলে বা চুলকাইলে চর্ম্মপ্রদাহ। নখরোগ। বিচর্চ্চিকা (আর্স: থাইরইড:)। আমবাত (এপীস: আর্টিকা-ইউ:)।

বৃদ্ধি।—উত্তাপে, উষ্ণ গৃহাভ্যন্তরে, সন্ধ্যাকালে (পল্‌সে:) গোধূলির সময়; ও বসন্ত-কালের প্রারম্ভে বায়ু পরিবর্ত্তনের সময় (অ্যাণ্ট-টার্ট: ন্যাট-সল্‌ফ:)।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (পল্‌সে: অ্যাণ্ট-টার্ট:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—পল্‌সে: ন্যাট-সল্‌ফ: ফস: ষ্ট্যাণাম: অ্যাণ্ট-টার্ট: ক্যালী-বাই: ল্যাক-কান্‌: আর্স: হাইড্রাষ্ট: (অজীর্ণতা ও উপক্ষত সহ তুলনীয়)। হ্রাসটক্সের বিষাক্ততার দোষঘ্ন।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক পর্য্যন্ত।

ক্যাল্মীয়া ল্যাটিফোলিয়া

(KALMIA LATIFOLIA).

নামান্তর।—আমেরিকান লরেল্‌।

প্রস্তুতি।—ফুল হইলে তাজা গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—হৃৎশূল; অন্ধত্ব; মূত্রপীড়া; শোথ; বাধক, পাকাশয় শূল, মূর্চ্ছাবায়ু; বাত; আমবাত; সন্ধিবাত; হৃৎপিণ্ডের পীড়া, প্রদব, কটিবাত, স্নায়ুশূল; অক্ষিপুট-পতন; গর্ভাবস্থায় অণ্ডলাল মূত্র; উপদংশজ গলক্ষত; কর্ণপ্রদাহ; তামাকুর কুফল, মাথাঘোরা; বমন ইত্যাদি.

উপযোগিতা ও আভাস।—তরুণ ও তীক্ষ্ণ স্নায়ুশূল, বাত, ক্ষুদ্র সন্ধিপ্রদাহ জনিত রোগাদি এবং বাত বা ক্ষুদ্র সন্ধি প্রদাহেব প্রতিক্ষেপ বশতঃ হৃৎপিণ্ডের পীড়াদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। হৃৎশূল ও বাতব্যাধির পর্য্যায়াবির্ভাব বর্ত্তমান থাকিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। এতজ্জনিত বেদনাদি সূচী বা শূলবেধ, ও নিষ্পেষণবৎ বেদনার ন্যায় নিম্নাভিমুখে ধাবনশীল এবং অসাড়তাজনক। বেদনাদি স্নায়ুর গতি অনুসারে সঞ্চারিত হয় এবং দেহের বিস্তৃত অংশকে আক্রমণ এবং অসাড়তা, শৈত্য ও সূচবিদ্ধকরণবৎ বেদনা উৎপন্ন করে। এতজ্জনিত বাত বেদনা অত্যন্ত তীব্র, হঠাৎ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সংক্রামিত হয়, সন্ধি হইতে সন্ধ্যন্তর আশ্রয় কবে এবং আক্রান্ত সন্ধি উষ্ণ, আরক্তিম ও স্ফীত হইয়া উঠে ও উহার ঈষৎমাত্র সঞ্চালনে বেদনা বর্দ্ধিত হয়। মস্তক অবনত করিলে বা নীচেরদিকে দৃষ্টি করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। দক্ষিণ চক্ষু ও অক্ষিগোলক মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা এবং পৈশিক আড়ষ্টতা চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর বেদনা ও শিরোবেদনা সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধি এবং সূর্য্যাস্তের সময় নিবৃত্ত হয়; বুকের মধ্যে ধড়ধড় করিতে থাকে ও তজ্জন্য রোগীর মনে স্বীয় জীবন সম্বন্ধে ভীতির উদ্রেক হয়; বেদনা হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া পৃষ্ঠফলক তলে সঞ্চারিত হয়। হৃদ্‌স্পন্দন, হেঁট হইলে বৃদ্ধি। শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ হৃৎপিণ্ডের অতি দ্রুত স্পন্দন। নাড়ী ধীবগতি, প্রায় স্পর্শজ্ঞানাতীত, মুখমণ্ডল এবং হস্ত ও পদের অগ্রভাগ হিমবৎ শীতল এই কয়েকটী ক্যাল্‌মীয়ার প্রধান ক্রিয়াফল ও নির্ণায়ক লক্ষণ রূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—শয়নাবস্থায় ভাল থাকে; কিন্তু চলিলে ফিরিলে শিরোঘূর্ণন, উদ্বেগ, হৃদ্‌কম্পন, অপ্রসন্নভাব।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বেদনা ও দৃষ্টিহীনতা (মার্কঃ আইরিসঃ স্যাট-মিউঃ ক্যালী-

বাই: ভেরেট:), তৎসহ হস্তপদাদিতে বেদনা এবং ক্লান্তিবোধ,—মস্তক অবনত করিলে (গ্লোন্: নক্স: পল্‌সে:) বা নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে (স্পাইজি· এলীয়্যান: ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে= ক্যাল্‌কে: কিউপ্রাম: গ্র্যাফ ল্যাকে. ট্যাবাক) শিরোঘূর্ণন, দেহ সঞ্চালন মাত্রে শিরোঘূর্ণন আবির্ভূত হয় (বেল: মিডস্থন)। ললাটদেশীয় শিরোবেদনান্তে পার্শ্বস্থ মুখের দুই অস্থিমধ্যে তীব্র উৎপাটনবৎ বেদনা। দক্ষিণ চক্ষুমধ্যে বেদনা, মস্তক মধ্যে শূন্যতাবোধ,—চক্ষু জলপূর্ণ এবং ক্ষীণদৃষ্টি। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের একটী ক্ষুদ্র অংশে বেদনা (ইগ্নে:—অঙ্গুল্যগ্রপরিমিত অংশে=ক্যালী-বাই)। প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রে স্নায়ুশূল,—মস্তকের পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রসারিত হয়,—মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে। মস্তক মধ্যে স্ফুটন শব্দে (অ্যালো:) রোগী ভীত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ঐ শব্দ কর্ণমধ্যে শঙ্খ-ধ্বনিতে পরিণত হয়। প্রচণ্ড নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা—সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত বৃদ্ধি ও সূর্য্যাস্তকালে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় (ন্যাট মিউ: স্পাইজি: স্যাঙ্গিউ ট্যাব) বহুল পরিমাণে প্রস্রাবান্তে শিরোবেদনার উপশম (জেল্‌সিমীয়াম:)।

চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষু ও অক্ষিগোলক মধ্যে তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা (বাম চক্ষুতে= স্পাই), পৈশিক আড়ষ্টতা, ও চক্ষু সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি হয় (স্পাই· ব্রাই), সূর্য্যোদয়কালে আরম্ভ হইয়া দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত বর্দ্ধিত এবং সূর্য্যাস্তকালে নিবৃত্ত হয় (ন্যাট-মিউ.); ঐ বেদনা ললাটে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। দৃষ্টিহীনতা,—সোজা হইয়া বসিলে, বমনাধিক্যের সময় এবং নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে বৃদ্ধি হয়। অণ্ডলালামূত্ররোগে চক্ষুর পীড়া তৎসহ পৃষ্ঠদেশ যেন ভগ্ন হইয়া যাইবে এইরূপ বেদনা। চক্ষু মর্দ্দন করিলে তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়।

মুখমণ্ডল।—দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনা অধিকারে মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং চিন্তাব্যঞ্জক ভাব ধারণ করে। মুখের স্নায়ুশূল দক্ষিণ পার্শ্বগত (ব্যানান্ বেল্: ম্যাগ্‌ফস্: চেলিড:) বাম পার্শ্বগত (স্পাই কলো মেজের:), বেদনা প্রচণ্ড, ছেদনবৎ, এবং অচৈতন্য-বিধায়ক, যন্ত্রণায় বিকার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে এবং মুখের স্বাদ ক্ষারাক্ত বোধ হয়। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বগত স্নায়ুশূল,—শৈত্য সংস্পর্শ জনিত (জেল্‌সি: নাইট্‌-স্পিরিট-ডাল্: গ্র্যাফ্: হ্রাস্ অ্যাকো:), বেদনা দক্ষিণ বাহুতে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে এবং আক্রান্ত অঙ্গকে অসাড় করিয়া ফেলে (অ্যাকো: ক্যামো প্ল্যাট্:), বেদনা তীব্রবেগে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয় (ক্যাষ্ট ঊর্দ্ধাভিমুখে=লিডাম) বিরক্তি বা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি এবং আহারান্তে উপশম। ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত, শুষ্ক এবং আড়ষ্ট। চর্ব্বণ পেশীতে ক্লান্তিবোধ। হনুসন্ধি মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা।

মুখ ও গলমধ্য।—তিক্ত স্বাদ এবং বিবমিষা, আহারান্তে দূর হয়। জিহ্বা শ্বেতাভ, শুষ্ক, এবং উহার বামপার্শ্ব ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথান্বিত; কথা কহিতে জিহ্বায় ব্যথা বোধ হয়। জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বে ছেদনবৎ বেদনা; দন্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিলে উপশম হয়। আহারের অব্যবহিত পরে লালাগ্রন্থি চিন্‌চিন্ করে, অন্ননলী মধ্যে উৎসেচনানুভূতি এবং অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব। জিহ্বাতলস্থ লালাগ্রন্থির প্রদাহ। গলমধ্য বিশুষ্ক এবং বোধ হয় যেন

একটী গুল্ম নীচে হইতে উত্থিত হইয়া কণ্ঠদ্বার রোধ করিতেছে (ইগ্নে: অ্যাসা: লাই: প্ল্যাট্: পল্‌সে:)।

পাকস্থলী।—আহারান্তে বেদনাদির নিবৃত্তি। বিবমিষা সহ চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দর্শন, গলমধ্যে চাপ বোধ, অন্তরুদ্ধ আধ্মানবায়ু, বাধাপ্রাপ্ত শ্বাস প্রশ্বাস এবং হস্ত পদাদিতে বেদনা। বিবমিষা না থাকিলেও বমন এবং রোমন্থনবৎ (গিলিতচর্ব্বণবৎ) মুখ সঞ্চালন। বমনান্তে পাকাশয় মধ্যে সঞ্চিত আধ্মান প্রশমিত হয়। উদবোর্দ্ধ প্রদেশে যেন ভাঁটার ন্যায় কি একটা নিষ্পেষণ কবিতেছে এইরূপ অনুভূতি, হেঁট হইয়া বসিলে বেদনাধিক্য বোধ হয়, তত্রাচ হেঁট না হইয়া থাকিতে পারে না; সোজা হইয়া বসিলে উপশম বোধ হয়। পাকস্থলী মধ্যে গড়্‌গড়্ শব্দ ও শূন্যভাব,—যেন প্রাতঃকাল হইতে কিছুই আহার করে নাই। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে স্পর্শকাতরতা।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎপ্রদেশে ব্যথা। যকৃতেব নিম্ন পার্শ্ব হইতে হঠাৎ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া আরও বামদিকে সংক্রমণ কবে এবং পুনশ্চ দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারিত হইয়া নিবৃত্তি হয়; দেহ সঞ্চালনে এবং যে কোন পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি হয় সুতরাং বোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিতে বাধ্য হয়; সোজা হইয়া বসিলে উপশম হইয়া থাকে। বিবাহিতা বমণীদিগের স্নায়ুশূল।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ বহুল পবিমাণে পীতবর্ণ মূত্র নির্গত হয়। বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হইলে শিরোবেদনার উপশম (জেল্‌সি সাইলি:) হইয়া থাকে। লালামূত্র,—নিম্নাঙ্গে বেদনা এবং সার্ব্বাঙ্গিক শোথ সহ মুখমণ্ডল দীপ্তিহীন, ফ্যাকাসে এবং ত্বক্ স্বেদ বিবর্জ্জিত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাধক, ঋতু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক; হস্তপদাদিতে, কটিদেশে এবং উরুদ্বয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে অত্যন্ত বেদনাবোধ হয়। প্রদর,—ঈষৎ পীতবর্ণ, ঋতুর এক সপ্তাহ পরে স্রাব আবস্ত হয়; প্রদব স্রাব কালে বেদনাদিব বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—কে যেন কণ্ঠনলী অঙ্গুলী দ্বাবা চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে স্বরতন্ত্রীর আক্ষেপের ন্যায় শব্দ। গলমধ্যে শুষ্কতা বা ত্বক ঘর্ষণবৎ অনুভূতি জনিত পুনঃ পুনঃ কাসি; অতি সহজে ধূসরবর্ণ ও পূতিময় কিম্বা লবণাক্ত স্বাদবিশিষ্ট গয়ার নির্গত হইয়া থাকে। শ্বাসকষ্ট, গলমধ্য স্ফীত বোধ হয়; হৃদ্‌স্পন্দন,—উদ্বেগ এবং বক্ষমধ্যে বেদনা সহযোগে হৃদ্‌শূলাধিকারে। শ্বাস প্রশ্বাসকালে এবং দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে বক্ষমধ্যে অত্যন্ত উত্তাপ এবং ব্যথা বোধ। বক্ষঃস্থলে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা। হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধদেশ হইতে তীব্র শূলাঘাতবৎ বেদনা বক্ষঃভেদ করিয়া পৃষ্ঠফলকে এবং বাম বাহুতে পর্য্যন্ত বেদনা সংক্রমণ করে (স্রাস্: স্পাই: ক্যাক্ট)। বক্ষ ও পৃষ্ঠের পেশীর বাত,—দেহের প্রতি সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়।

হৃদ্‌পিণ্ড।—বুক ধড়ফড় করে (ক্যাক্ট: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: লরো: লিলীয়াম্-টাই: লিসিন্: নক্স-ম্লল্: অ্যাসিড-অক্স্যাল্:)। হৃদ্‌স্পন্দন,—উদ্বেগ, বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, অবসন্নতা কিম্বা শ্বাসকৃচ্ছ্র, হস্তপদাদিতে বেদনা এবং বক্ষের নিম্নাংশে সূচীবেধবৎ বেদনা; মুখের দক্ষিণ পার্শ্বগত স্নায়ুশূল। হৃদ্‌স্পন্দন,—সম্মুখ দিকে হেঁট হইলে বৃদ্ধি হয়। শয়নান্তে,

হৃদ্‌স্পন্দন ও তজ্জনিত দপদপানি গলমধ্যে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়, এবং সমগ্র দেহ কম্পিত হইতে থাকে; বাম পার্শ্বে শুইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (ড্যাফনী ; ফস্: পল্সে:) এবং চিৎ হইয়া শুইলে উপশম বোধ হয়;—রোগীর মনে অত্যন্ত ভীতি উৎপন্ন হয়। বাতাশ্রিত হৃদন্তর্বেষ্ট প্রদাহ এবং তজ্জনিত হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি এবং দ্বাবাববোধিনীর বিকৃতি। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে স্থানপরিবর্ত্তনশীল বাতবেদনা,—বেদনা বাম বাহুতে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়। শূল বা ছুরিকা বিদ্ধকরণবৎ বেদনা হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া বাম পৃষ্ঠফলকে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়, তৎসহ হৃৎপিণ্ডের ভয়ঙ্কর দপদপানি; নাড়ী ক্ষীণ অথচ দ্রুত; কিম্বা ধীরগতি, ক্ষীণ, প্রায় স্পর্শজ্ঞানাতীত, অনিয়মিত; মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে এবং হস্ত পদাদি শীতল হইয়া যায়; আবার কখনও বা অতি ধীরগতি ও ক্ষীণহইয়া থাকে। শ্বাসকৃচ্ছ্র সহযোগে হৃৎপিণ্ডের অতি দ্রুত গতি। বাতবেদনা হঠাৎ হস্তপদাদি হইতে হৃৎপিণ্ডে প্রতিক্ষিপ্ত হয় (কোল্চি: অ্যাব্রোট:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাদেশীয় পেশী সকল স্পর্শ করিলে কিম্বা গ্রীবা নাড়িলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। গ্রীবা আড়ষ্ট; বিশেষতঃ কশেরুকা তুঙ্গ (গ্রীবা ও পৃষ্ঠের মধ্যাংশে যেখানে একটী কশেরুকা উচ্চ হইয়া আছে) প্রদেশে স্নায়ুশূল, বেদনা গ্রীবা হইতে দক্ষিণ বাহু, কনিষ্ঠা বা অনামিকা (৪র্থ অঙ্গুলি) তে সঞ্চারিত হয় এবং থাকিয়া থাকিয়া আবির্ভূত ও রাত্রির প্রারম্ভে বৃদ্ধি হয়। মেরুদণ্ড মধ্যে নিরন্তর বেদনা, তৎসহ উত্তাপ ও জ্বালা। নিতম্বদেশে শলাকাবেধবৎ বেদনা,—এই আছে এই নাই, হঠাৎ আবির্ভূত এবং হঠাৎ তিরোহিত হইয়া থাকে; দেহ সঞ্চালনে উপচিত হয়। পৃষ্ঠ বাহিয়া নিম্নদিকে বেদনা সঞ্চারিত হয়, —যেন মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া যাইবে এইরূপ বেদনা। ত্রিকাস্থিপ্রদেশে অসাড়তা। বাতবেদনা,—বেদনা অত্যন্ত তীব্র, হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করে, এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে সঞ্চারিত হয়, আক্রান্ত সন্ধি উত্তপ্ত, আরক্তিম ও স্ফীত; আক্রান্ত অঙ্গের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই: দেখ)। বাতবেদনা, বাহুর ঊর্দ্ধাংশ এবং পদের নিম্নার্দ্ধ আক্রমণ করে,—নিদ্রা যাইবার সময় বৃদ্ধি। স্কন্ধদেশে বেদনা, দক্ষিণ স্কন্ধস্থিত ত্রিকোণ পেশীর বাত। বাম পৃষ্ঠফলকের নিম্নাংশে সূচীবেধবৎ বেদনা। বাম বাহুতে বেদনা ও অসাড়তা, কনুই সন্ধির ফুটফাট শব্দ=অ্যামন-কার্ব: অ্যাণ্ট-ক্রু:—বাম কফোনীর উচ্চ শব্দে স্ফুটন=জিঞ্জিব:)। উরুশিখর হইতে পদ বাহিয়া চরণ পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা। জঙ্ঘাডিমস্থ পেশী ক্ষীণ বোধ। সকল পেশীই অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্লান্ত বোধ হয়; রোগী আদৌ পরিশ্রম করিতে চাহে না, এমন কি সোপানারোহণ করিয়া উপরিতলে যাইতে পারে না। উদরাময় সহ ক্লান্তি ও মস্তক শূন্য বোধ।

ত্বক।—গাত্রত্বকের অলসতা। পরিমিত স্বেদোদ্গম সহ গাত্রের স্থানে স্থানে কুটকুট করে। স্থানে স্থানে রক্তিমা, স্ফীতি এবং প্রদাহ উপস্থিত হয়, যেন স্ফোটক উদ্গত হইবার উপক্রম। হস্তের উপর বিসর্পিকার ন্যায় উদ্ভেদ ও প্রদাহ আবির্ভূত হয় (হ্রাস:)—তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র।

নিদ্রা।—অস্থিবেষ্টের বেদনা বশতঃ নিদ্রাব ব্যাঘাত হয়। নিদ্রা যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া উঠে এবং পাদচারণ করিতে থাকে, নিদ্রিতাবস্থায় কথা কহে (অ্যাকো: এল্যান্: ইগ্নে: ক্যালী কার্ব্ব: লেডাম্. পল্‌সে:)। মস্তিষ্ক বিকৃতকাবী স্বপ্ন; হত্যার স্বপ্ন।

বৃদ্ধি।—প্রদবাস্রাবকালে স্পর্শ করিলে, প্রত্যহ রাত্রিতে, নিদ্রিত হইবার অনতিপরেই, সূর্য্যোদয়ে এবং দ্বিপ্রহবে, উত্তাপে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (শিবোবেদনা এবং চক্ষু পীড়া), মানসিক পবিশ্রমে, দেহ সঞ্চালন মাত্রে, হেঁট হইয়া বসিলে, মস্তক অবনত কবিলে, নিম্নদিকে দৃষ্টি কবিলে।

উপশম।—সূর্য্যাস্তেব সময়, শৈত্য সংস্পর্শে, চিৎ হইয়া শুইলে, সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে এবং আহাবান্তে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—অ্যাকোন্: বেলাড:।

তুলনীয়।—ট্যাবেকাম (হৃৎপিণ্ডেব বোগ, নাড়ী ধীব), পল্‌স (সঞ্চরণশীল বেদনা); লেডম্, অ্যাব্রোট: (বাত); ইস্কু (মলান্ত্র) হ্রাসটকস (আমবাত); অ্যাকোন, ডিজি (হৃৎপিণ্ড); আর্স (স্নায়ু বেদনা); জেলস্ (অক্ষিপুট), বেলাড (মাথাব্যথা), ডায়োস্কে (পাকাশয় শূল), ক্যালী-বাই (সর্দ্দি), লাইকো (সন্ধিবাত), ক্যাক্টস, স্পাইজে (বাত, স্নায়ুশূল)।

সদৃশ।—লিডাম: ক্যাক্ট: ট্যাব্যাক: হ্রুডোড স্পাইজি কোল্‌চি অ্যাবোট্: হ্রাস্: অ্যাক্টী: অ্যাসিড্-বেন্: ক্যালী-বাই. ল্যাক্-ক্যান্ লিথীয়া-কার্ব লাই: অ্যালো। হৃৎপিণ্ডের বোগে নক্স-ভম্. থাইরইড্: এবং স্পাইজীনিয়াব পবে ক্যাল্মীয়া ব্যবহাবে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়োজোটাম্

(KREOSOTUM).

প্রস্তুতি।—রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে দ্রব বা সলিউশন হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত বোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; রক্তঃ স্রাব; ক্যান্সার; দুষ্টব্রণ; শিশু বিসূচীকা; আজন্মজাত-উপদংশ-দোষ; কোষ্টবদ্ধ; ক্ষয়-কাস; দন্তোদ্গম; অতিসাব; কর্ণেব পীড়া, অসাড়ে মূত্রত্যাগ; উদ্গার; নানা প্রকার উদ্ভেদ; ক্ষুধামান্দ্য; জিহ্বাপ্রদাহ; রক্তস্রাব, অর্শ, রক্তস্রাবপ্রবণ ধাতু; দদ্রু; মূর্চ্ছাবায়ুজ বমন; শ্বেতপ্রদর; ওষ্ঠাধরেব ক্যান্সার; কুষ্ঠ ব্যাধি; আর্ত্তব বিকৃতি; স্নায়ুশূল; ডিম্বাধারের পীড়া; প্রষ্টেটিক্ গ্রন্থীর উত্তেজনা; গর্ভাবস্থার বমন; আমবাত; সমুদ্রে বা জাহাজে উঠিলে বমন; উপনংশ; উপদংশজ বধিরতা; দন্তে পোকাধবা; দন্তশূল; ক্ষত; মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা; জরায়ুর পীড়া; বমন; হুপকাস; জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শোণিতস্রাব ও পূতিজনন প্রবণতা সহ জনন ও মূত্রেন্দ্রিয়ের রোগাদিতে ইহা অত্যন্ত উপযোগী। রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে, ও অঙ্গার স্পৃষ্টবৎ জ্বালা অনুভব করিতেছে বলে। মুখমণ্ডল ও নাসিকার অত্যন্ত জ্বালাজনক; একপ্রকার; কুষ্ঠরোগ শক্তিরাহিত্য এবং পাকাশয়িক পীড়াপ্রবতা সংযুক্ত বিসূচীকাবৎ অবস্থায় বা বালবিসূচিকাতে এবং জরায়ু প্রদাহ, জরায়ুগ্রীবার ত্বকক্ষয়, জরায়ুর বহুবিধ দুর্লক্ষণাক্রান্ত রোগাদিতে; ফুলকপিবৎ উপমাংস জনিত প্রদাহ এবং জ্বালা, পূতি ও ত্বকক্ষয় প্রবণতা সহযোগে যোনির কণ্ডুতি প্রভৃতি স্ত্রীজনেন্দ্রিয়ের পীড়াদিতে ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃষ্ণকেশ ও কৃষ্ণচক্ষু ব্যক্তি, কৃশাঙ্গ, অসমাবয়ব, শীর্ণ, অতিবৃদ্ধিশীল এবং বয়সের পক্ষে অধিক দীর্ঘাঙ্গী রমণীগণই ইহার উৎকৃষ্ট ক্রিয়াস্থল। বৃদ্ধদর্শন, কুঞ্চিত ত্বক, গ্রন্থিস্ফীতিপ্রবণ কিম্বা কচ্ছু-বিষাক্ত ধাতুবিশিষ্ট শিশু, দ্রুত শীর্ণতাপ্রাপ্তি এবং স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধিকালীয় পীড়া প্রভৃতিও ইহার উপযোগী ক্ষেত্র। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—(১) কাসিতে কাসিতে বোধ হয় যেন বুকাস্থি ভিতরদিকে বক্র হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে। (২) দ্রুত ধ্বংসপ্রবণ দন্ত, দন্ত সকল কালিমান্বিত, চটা উঠিতে থাকে এবং মাড়ী হইতে সহজে রক্ত পড়ে (৩) মূত্ররোধ-শক্তিরাহিত্য; কেবল মাত্র শুইয়া প্রস্রাব করিতে পারে; মূত্র অপর্য্যাপ্ত এবং ফিকাবর্ণ; অত্যন্ত বেগ—অত্যন্ত দ্রুত না গেলে শয্যায় প্রস্রাব হইয়া যায়; প্রথম নিদ্রাতেই প্রস্রাব হইয়া যায়—কিন্তু শিশুর সে নিদ্রা সহজে ভঙ্গ হয় না। (৪) ঋতু অত্যন্ত অকালাবির্ভাব-শীল এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী; রজোস্রাব কালে বেদনা কিন্তু আর্ত্তবান্তে বেদনা আরও বৃদ্ধি হয়; শয়ন করিলেই স্রাব হইতে থাকে কিন্তু উঠিয়া বসিলে বা পাদচারণ কালে থামিয়া যায়; শীতল পানীয় পান করিলে আর্ত্তবাস্রাবের উপশম হয়; স্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায়; পরে আবার আরম্ভ হয়। ঋতুর পরে ত্বকক্ষয়কারী প্রদর স্রাব আরম্ভ হয়,—প্রথমে গাঢ় কপিশবর্ণ ও ঘন, পরে পীতবর্ণ স্রাবযুক্ত; তলপেট হইতে যোনিমধ্য পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা সঞ্চারিত হয়—পাদচারণে উপশম এবং শয়নে বৃদ্ধি। রমণান্তে শোণিতস্রাব। (৫) প্রদর,—স্রাব কষায়, ত্বকক্ষয়কারী,—আর্ত্তবস্রাবের পরে এবং পূর্ব্বে, উপচিত হয় বস্ত্রাদিতে লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় এবং শুষ্ক হইলে মড়্মড়ে হইয়া যায়; হরিদ্বর্ণ শস্যাদির ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। (৬) যোনির অভ্যন্তর এবং বাহ্য প্রদেশে ভয়ানক ত্বকক্ষয়কারক কণ্ডুতির আবির্ভাব হয়। (৭) আর্ত্তবা-স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে প্রচণ্ড শিরোবেদনা। (৮) প্রস্রাব কালে এবং পরে অত্যন্ত জ্বালা বোধ। (৯) আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে বধিরতা সহযোগে কর্ণমধ্যে গর্জ্জন ও অনুরণন শ্রুত হইয়া থাকে। (১০) শ্লৈষ্মিক ঝিল্ল্যাদি হইতে পূতিগন্ধময় ত্বকক্ষয়কারক রসাদির ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব তৎসহ জীবনীশক্তির অত্যন্ত অবসাদ। (১১) সন্ধ্যার সময় গাত্রকণ্ডুতির অত্যধিক বৃদ্ধি বশতঃ রোগী উন্মত্ত হইয়া যায়। (১২) গর্ভাবস্থায় বমন,—মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট জলবৎ পদার্থ বমিত হয় এবং লালা স্রাব হইতে থাকে; বিসূচিকাবৎ বমন,—কষ্টজনক দন্তোদ্গম কালে; ভয়ানক দুর্গন্ধময় মল নির্গলনসহ অবিচ্ছিন্ন বমন: পাকস্থলীর দুর্লক্ষণাক্রান্ত রোগাদি অধিকারে বমন। (১৩) উদরাময়,—মল অজীর্ণ, পূতিগন্ধময়, গাঢ় কপিশবর্ণ,—

বিবমিষা, বমন, অস্থিরতা তৎসহ উত্থানশক্তি রাহিত্য। (১৪) কণ্ডুতিজনক চর্ম্মোদ্ভেদাদি,—কণ্ডুয়নান্তে ভয়ানক কুটকুট ও জ্বালা করে। (১৫) শোণিতস্রাবপ্রবণ ধাতু,—সামান্য ক্ষতাদি হইতে অজস্র শোণিত নির্গত হয়; নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব, রক্তকাস এবং রক্তমূত্র; আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে শোণিতস্রাব ও পূর্ণাবসাদ; দন্তোৎপাটনান্তে দন্তমূল হইতে ঘোর লালবর্ণ শোণিত স্রাব।

লক্ষণাবলী।

মন।—মস্তিষ্কের জড়তা ও শূন্যদৃষ্টি। পুনঃ পুনঃ কি ভাবিতেছিল ভুলিয়া যায়। রোগিণী মনে করে তাহার কোন অসুখ নাই (ওপী:)। পূতি প্রবণতা সহ প্রসবান্তিক জরায়ু প্রদাহে রোগিনীর চিত্তবিকৃতি। সঙ্গীতাদি শ্রবণে রোদনপরায়ণতার আবিভাব (গ্র্যাফ: থুযা)। চিত্ত দুঃখভারাক্রান্ত এবং রোদনপরায়ণ; মৃত্যু আহ্বান করে; আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে নৈরাশ্য। পুনঃ পুনঃ অন্যমনস্ক হইয়া যায়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—প্রাতঃকালে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে—কিছু একটা না ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না—গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে অপসারিত হয় (ক্যালী-কার্ব.)। শিরোমধ্যে "হুহু" (অ্যামন-মিউ: কার্ব্বো-ভেজি: ফেরাম্,—যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণী বাতাস বহিতেছে=কার্ব্বো-অ্যান্:)। সুরাপানান্তে শিরোবেদনা (নক্স: স্পঞ্জী: অ্যাগার:)। শিরোবেদনা,—ললাটদেশে ভিতর হইতে নিষ্পেষণবৎ বেদনা—যেন মস্তিষ্ক ললাট ভেদ করিয়া বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে। মস্তকের বাম পার্শ্ব হইতে ললাটদেশে দপ্‌দপ্‌ ও আঘাতকারী বেদনা। পশ্চাদ্দেশীয় শিরোবেদনা;—অত্যন্ত বেদনা ও স্পর্শকাতরতা। ললাটদেশীয় পুরাতন সাময়িক শিরোবেদনা,—বিদ্ধাকরী বেদনা, মূর্দ্ধাদেশের স্থানে স্থানে স্ফীত হইয়া উঠে (ক্যালী-আয়োডেট্:)। মস্তক মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ—যেন ললাট দেশে একখণ্ড কাষ্ঠফলক আবদ্ধ রহিয়াছে (আর্জেণ্ট-নাই: হ্রাস: অরাম্-মেট:)। নিদ্রালুতা সহ শিরোবেদনা (কিন্তু নিদ্রা হয় না=বেল্:)। শিরোপশ্চাতে ভারবোধ সহ শিরোবেদনা,—যেন মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িতেছে এইরূপ বোধ (বেল্: ল্যাকে: ওপী:)। সময়ে সময়ে প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় (ব্রাই: ল্যাকে: ন্যাট মিউ: নক্স:; ফস্: প্ল্যাট:;—নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই শিরোবেদনা বোধ হয় কিন্তু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে অপসারিত হয়=মিউরেক্স; অ্যাসিড নাই:)। মূর্দ্ধাত্বক স্পর্শকাতর,—কেশপ্রসাদন কালে বা চুল আচড়াইবার সময় ব্যথাবোধ (বেল্: ব্রাই: সিনা: হ্রাস: সাইলি: সল্‌ফ:)। কেশ উঠিয়া যায়। বহুল পরিমাণে মরামাস একত্রে জমিয়া স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়া উঠে এবং সহজেই উঠিয়া যায়। সুরাপায়ীদিগের ন্যায় ললাটদেশে বৃহৎ ব্রণ উদ্গম (অ্যাণ্ট-ক্রুড:)।

চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি,—যেন কোন সূক্ষ্ম ছিদ্রময় বস্ত্রের ভিতর হইতে দেখিতেছে (ক্যাল্‌কে: কষ্টি: ড্রোসে: ডাল্‌ক্: ন্যাট-মিউ সিপী: সল্‌ফ:); যেন চক্ষু সমক্ষে কি উড়িতেছে এইরূপ বোধ হওয়ায় পুনঃ পুনঃ চক্ষু মর্দ্দন করিতে বাধ্য হয় (মর্দ্দনান্তে উপশম=ক্রোকাস;

পল্সে:)। দীপ্তিহীন, নির্ব্বোধের ন্যায় একদৃষ্টি চক্ষু। চক্ষু আরক্তিম ও সিক্ত,—যেন কত রোদন করিয়াছে (ক্রোকাস্)। চক্ষুর্দ্বয় প্রায় সর্ব্বদাই জলভারাক্রান্ত (ক্রোকাস্: টিউক্র:), চক্ষুমধ্যে এবং পাতায় সর্ব্বদা কর্কর করে; কণ্ডুতি বোধ ও চক্ষু মর্দ্দনে বৃদ্ধি (মর্দ্দনান্তে কণ্ডুতি ও হুলবেধবৎ অনুভূতি = ক্যাল্মীয়া:—মর্দ্দন না করিলে থাকিতে পারে না = জিয়োক্রে মেজের্)। দক্ষিণ চক্ষের যোজকত্বকের উপর কালশিরা পড়ে। চক্ষুমধ্যে ত্বকক্ষয় সহ উত্তাপবোধ। জ্বালাজনক উত্তাপ (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাম্মো:) এবং অশ্রুসঞ্চয়;—উজ্জ্বল আলোকে বৃদ্ধি; উষ্ণ ও ত্বকক্ষয়কারক অশ্রু স্রাব (ইউফ্রে: মার্ক-কর্: ন্যায়-মিউ: পল্সে:); উজ্জ্বল আলোকে, মর্দ্দনান্তে এবং প্রাতে বর্দ্ধিত হয়। চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট এবং নীলিমা বেষ্টিত। রাত্রিতে অক্ষি-পুট জুড়িয়া যায় (ইউফ্রে: গ্র্যাফ: হিপ: ন্যাট-মিউ: পল্সে:)। চক্ষু কম্পন, কিছুতেই বন্ধ হয় না (কোডায়া)।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে নিরন্তর "ভোঁভোঁ" শব্দ; আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে ও সময়ে কর্ণ কূজন এবং শ্রবণশক্তির হ্রাস। কৌলিক উপদংশ বিষ-জনিত বধিরতা এবং তৎসহযুক্ত শিরোঘূর্ণন (ন্যাট-স্যালিসাই:)। কর্ণ মধ্যে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা (ক্যাম্মো: সিঙ্কো: পল্সে: সল্ফ:)। বাম কর্ণবিবর মধ্যে ব্রণোদ্গম বশতঃ সমগ্র কর্ণের বহিরাংশ উত্তাপ, জ্বালা, স্ফীতি এবং রক্তিমাযুক্ত হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য গ্রীবার বামপার্শ্ব, বামস্কন্ধ এবং বামবাহু আড়ষ্ট ও ব্যথান্বিত বোধ হয়। কর্ণ মধ্যে আর্দ্র পীড়কা উদ্গত হওয়ায় গ্রীবাগ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং মুখমণ্ডল নীল ধূসরবর্ণ প্রতীয়মান হয়।

নাসিকা।—অরুচি সহ নাসিকা সমক্ষে সর্ব্বদা যেন একটা দুর্গন্ধ রহিয়াছে এইরূপ বোধ; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের সময় নাসিকা মধ্যে যেন একটা দুর্গন্ধ প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। ললাটদেশে ভারবোধ ও দপদপানিসহ নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (বেল: ও মিলিলোট:); উভয় রন্ধ্র হইতে তরল উজ্জ্বল লালবর্ণ কিম্বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ শোণিত নির্গলিত হয়। সর্দ্দি বা প্রতিশ্যায়,—শুষ্ক বা তরল শ্লেষ্মা স্রাব, তৎসহ প্রাতেঃ পুনঃ পুনঃ ক্ষুৎকার বা হাঁচি; বৃদ্ধদিগের পুরাতন প্রতিশ্যায়। দক্ষিণ নাসাপুটোপরে উপঝিল্লি বা কর্কটরোগ। বাম নাসার কুষ্ঠবৎ রোগ।

মুখমণ্ডল।—পীড়া ও যন্ত্রণা ব্যঞ্জক। বৃদ্ধদর্শন শিশু। মূর্ত্তি পাংশু বর্ণ, ফ্যাকাশে, হরিদাভ, গ্রীবাগ্রন্থি স্ফীত; কিম্বা ফ্যাকাশে ও স্ফীত গণ্ড বিশিষ্ট; তাম্রাভাযুক্ত, মুখমণ্ডল শীতল, ফিকা নীলাভাযুক্ত, বিশেষতঃ শঙ্খদেশ বা রগে এবং নাসিকা ও ওষ্ঠদ্বয়ের চতুর্দ্দিক। থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডলে উত্তাপ আবির্ভূত এবং গণ্ডদেশে সীমাবদ্ধ রক্তিমা উদ্গত হয় (অ্যাসিড-বেন্: স্যাঙ্গুইন্:); মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, গণ্ডদ্বয় আরক্তিম এবং চরণ হিমবৎ শীতল। মুখমণ্ডলে ব্রণ উদ্গত হয়। জ্বালা,—কথা কহিলে বা কোনরূপ পরিশ্রম করিলে বৃদ্ধি এবং অনাক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে উপশম; রোগী অত্যন্ত কাতর ও উত্তেজনা প্রবণ হইয়া পড়ে। ঊর্দ্ধোষ্ঠের ত্বক বিদারিত এবং তাহা হইতে ছাল উঠিতে থাকে। তৃষ্ণা না থাকিলেও পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠদ্বয় জলসিক্ত করিতে ইচ্ছা করে। নিম্নোষ্ঠে একটি মটর

পরিমাণ অর্ব্বুদ উদ্গত হইয়া তাহা হইতে ত্বকক্ষয়কারক জলবৎ রসানি নির্গলিত হয় এবং অর্ব্বুদের চতুর্দ্দিক ক্ষতযুক্ত হইয়া উঠে।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—বেদনা আকর্ষণকারী, এবং শঙ্খদেশ বা রগ এবং কর্ণ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; কীটদষ্ট দন্ত হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক দন্তোদ্গম,—দন্ত উদ্গত হইতে না হইতে ব্যসনাক্রান্ত হয়; ক্ষয়সূচক কাল দাগ ধরে; মাড়ী নীলাভ লালবর্ণ, কোমল, ছিদ্র বিশিষ্ট শোণিতপাতপ্রবণ, প্রদাহযুক্ত; শীতাদ রোগযুক্ত এবং ক্ষতান্বিত। অসম্পূর্ণোদ্গত দন্তের উপর মাড়ী ফুলিয়া উঠায় ধনুষ্টঙ্কারাদি উৎপন্ন হয়। মাড়ী ও নাসিকা হইতে ঘোর রক্ত নির্গত হয় এবং শীঘ্র ঘনীভূত হইয়া যায়। যাহা কিছু আহার করে তাহাই তিক্তবোধ হয়। জিহ্বা শুষ্ক এবং শ্লেষ্মালিপ্ত। মুখ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয়। উৎপাটিত দন্তমূল হইতে অনর্গল কৃষ্ণাভ শোণিত নির্গলন (হ্যামা:)।

গলমধ্য।—গলাধঃকরণ কালে দক্ষিণ পার্শ্বে চাপবোধ। গলমধ্যে বিশুষ্ক ভাব, এবং কর্কশতা বোধ। গলমধ্যস্থ ঝিল্লির উপর নীলাভ লালবর্ণ বিন্দু সকল উদ্গত হয়।

পাকস্থলী।—অত্যন্ত তৃষ্ণা; মহা আগ্রহের সহিত জলপান করে কিন্তু প্রায় তখনই বমিত হইয়া যায় (আর্স: বিস্মাথ:)। জল গলাধঃকৃত হইবার পর তিক্তবোধ হয়। শীতল দ্রব্যাদি ভক্ষণে অসুখ হয়; উষ্ণ খাদ্যাদি আহার করিলে ভাল থাকে। উপবাস করিতে সাহস করে না, কারণ তাহাতে তাহার অসুখ হয়। অম্ল দ্রব্যাদি ভক্ষণে পেট ব্যথা করে; (অ্যালো: এপীস্:)। সোজা হইয়া বসিলে বা কোলে করিয়া বেড়াইলে পুনঃ পুনঃ উদ্গার ও হিক্কা হইতে থাকে। উদ্গার অম্লস্বাদবিশিষ্ট বা শূন্য, মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে উদ্গার ও ফেণময় লালা উঠিতে থাকে এবং গলমধ্যে ত্বক ঘর্ষণ ও কর্কশতা বোধ হয়। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা, পুনঃ পুনঃ বমনোদ্রেক ও বমন। তিমিবদৃষ্টি সহ আহারের দুই তিন ঘণ্টা পরে ভুক্ত দ্রব্যাদি অজীর্ণ অবস্থায় বমিত হয়; দিবা ভাগের ভুক্ত দ্রব্যাদি সমস্ত সন্ধ্যার সময় বমন হইয়া যায় (আহারের ঘণ্টেক পরে=অ'ইরিস্ =এক ঘণ্টা পরে বমন মাত্রে অত্যন্ত ক্ষুধা=পডো:—আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে=মিফাইট:—আহারের তিন ঘণ্টা পরে=ক্যালী-বাই:—পাঁচ ঘণ্টা পরে=অ্যাট্রোপ: সল্‌ফ:—প্রতিবার ভোজনের অনতিপরেই=সিপী:)। পাকস্থলীর কোমলতা রোগাধিকারে হঠাৎ ও পুনঃ পুনঃ বমন। পাকস্থলী ও উদরোদ্ধ' প্রদেশে অনমনীয়তা ও চাপবোধ,—কাপড় আঁটিয়া পরিলে কষ্ট হয়। পাকস্থলীর নিকটে বা পার্শ্বে কিয়দংশ অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও কঠিন হইয়া উঠে। বমন,—গর্ভাবস্থায় লালাস্রাব সহকারে মিষ্টস্বাদ বিশিষ্ট জল বমন; যন্ত্রণাজনক দন্তোদ্গমকালে বিসূচিকাবৎ বমন; অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মল নির্গমনসহ অবিচ্ছিন্ন বমন; পাকস্থলীর দুর্ল'ক্ষণাক্রান্ত রোগাধিকারে বমন।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎপ্রদেশে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা (বার্বা: ব্রাই: কার্ড মেরী: চেলিড: ক্যালীকার্ব: মার্ক: ন্যাট-মিউ: পডো:)। দক্ষিণ কোঁকে পূর্ণতা বা চাপবোধ সহ যকৃৎ প্রদেশে ব্যথানুভূতি,—রোগী স্বীয় কটি দেশের বস্ত্র আল্গা করিয়া দিতে বাধ্য হয় (কার্ব্বো-ভেজি:)। প্লীহা প্রদেশে ব্যথা বোধ,—চাপ সহ্য হয় না। "যেন কত আহার করিয়াছে" উদর

এইরূপ পরিপূর্ণ বোধ (আর্জেণ্ট-নাইঃ)। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে ও দেহ সঞ্চালনে উদর মধ্যে যেন ক্ষত উদ্গত হইয়াছে এইরূপ বেদনা, বেদনা বশতঃ সময়ে সময়ে রাত্রে নিদ্রা হয় না। উদর স্ফীত হইয়া ঢকার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তলপেটে জ্বালা বোধ। সময়ে সময়ে উদরের স্ফীতির আধিক্য বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ হয়, উদরপূর্ত্তি করিয়া আহারান্তে যেরূপ হইয়া থাকে। প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা, উদরের উর্দ্ধাংশ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত আকর্ষণ বোধ এবং পৃষ্ঠতলস্থ কশেরুকাভিমুখে নিষ্পেষণানুভূতি, মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব, হৃদ্স্পন্দন, দ্রুত নাড়ী এবং বৃথা প্রস্রাব বেগ, অবশেষে অল্প পরিমাণ উত্তপ্ত মূত্র নির্গলিত হয়। এই বেদনার প্রকোপান্তে শীতার্ত্ততা এবং দুগ্ধবৎ প্রদরস্রাব আরম্ভ হয। দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ কালে উদরে অত্যন্ত ব্যথাবোধ বা উদরে মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্যজনক এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে তুষারবৎ শৈত্যানুভূতি, অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য রোগাধিকারে। নাভিপ্রদেশে যেন একটা কঠিন ঘনীভূত গুল্মবৎ পদার্থ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি সহ শেষ রাত্রিতে পেট সাঁটিয়া ধরিতে থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—মলত্যাগ কালে মলদ্বারে খালধরার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। উদরাময়, মল জলবৎ বা থস্‌থসে, গাঢ় কপিশবর্ণ এবং অত্যন্ত পূতিগন্ধময় অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত; কিম্বা ধূসর বা শ্বেতবর্ণ, কুঁচা কুঁচা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, কখনও বা পুনঃ পুনঃ হরিদাভ জলবৎ এবং বিষম দুর্গন্ধযুক্ত। মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত কঠিন এবং অত্যন্ত বেগ দিবার পর তবে নির্গত হয়, শিশু মলত্যাগ কালে ভয়ানক বেগ দিতে থাকে ও এত চীৎকার করে, যে বোধ হয় যেন তাহার ধনুষ্টঙ্কার উপস্থিত হইবে। বিবমিষা, বমন, অস্থিরতা এবং অত্যন্ত অবসাদ সহযোগে উদরাময়।

প্রস্রাব।—মূত্রবোধ শক্তিরাহিত্য; কেবলমাত্র শয়ন করিয়া প্রস্রাব করিতে পারে, মূত্র অপর্য্যাপ্ত এবং ফিকা, প্রবল বেগ,—শয্যা ত্যাগ করিতে না করিতে প্রস্রাব হইয়া যায় (এপীস্ পেট্রোসেল্ঃ), শিশুর প্রথম নিদ্রাবস্থায় প্রস্রাব হয় (সিপী) কিন্তু সে নিদ্রা সহজে ভাঙ্গে না; শিশু স্বপ্ন দেখে যেন সে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রস্রাব করিতেছে। প্রস্রাবের সময় ও পরে ভয়ানক জ্বালা ও কর্কর করে (সল্ফঃ) পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ সহযোগে অল্প প্রস্রাব ও অতিশয় তৃষ্ণা। কাসিলে মূত্র ছিটকাইয়া নির্গত হয় (কাষ্টিঃ ভেরেট)। প্রস্রাবের পূর্ব্বে প্রদরস্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রৌঢ়াদিগের বয়ঃসন্ধিকালের পর পীড়াদি (ল্যাকে)। আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে বধিরতা সহ কর্ণ মধ্যে গর্জ্জন ও কূজন ধ্বনি প্রচণ্ড শিরোবেদনা (সিপীঃ)। আর্ত্তবস্রাব,—অকালে আবির্ভাবশীল, অপর্য্যাপ্ত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী, স্রাবের সময় তো যন্ত্রণা হয়ই, স্রাবান্তে আরও বৃদ্ধি হয়; শুইলেই স্রাব হইতে আরম্ভ হয় (ম্যাগ্-কার্ব্ঃ); উঠিয়া বসিলে বা পাদচারণকালে বন্ধ হইয়া যায় (স্রাব কেবলমাত্র পাদচারণকালে, স্থির হইলেই স্রাব বন্ধ হইয়া যায়=লিলীয়াম্ টাইঃ—শয়ন করিলেই স্রাব বন্ধ হইয়া যায়—ক্যাক্ট্ঃ কষ্টিঃ লিলীয়াম্) শীতল পানীয় পান করিলে আর্ত্তবস্রাবকালীন বেদনাদির উপশম হয়; স্রাব মধ্যে মধ্যে একেবারে থামিয়া যায় এবং কিছুক্ষণ পরে পুনশ্চ

আরম্ভ হয় (পল্‌সে: ক্যামো: ফের্: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: মিউরেক্স্‌; নাক্স্‌; সিকেলি:)। স্রাব কালবর্ণ এবং কষায় (বোভি: ক্যালী-কার্ব্: ল্যাকে: ম্যাগ্-কার্ব:-পেট্রোল্:—কালবর্ণ স্রাব= অ্যামন্-মিউ: ককীউ সাইক্লে: ক্যালী-নাই· ইগ্নে: প্ল্যাট: পল্‌সে: স্যাঙ্গিউইন্: সিকেলি:)। আর্ত্তবান্তে প্রদব স্রাব, স্রাব=কষায়, ত্বকক্ষয়কারক এবং দুর্গন্ধময়; ঋতুর ব্যবধান কালে স্রাব বৰ্দ্ধিত হয় (বোভি: বোর্·), হরিৎ শস্যের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট; বস্ত্রাদিতে লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় এবং শুষ্ক হইলে শক্ত মড়মড়ে হইয়া যায়। তলপেট হইতে যোনি মধ্য পর্য্যন্ত সূক্ষ্মশলাকাবেধবৎ বেদনা, পাদচারণকালে উপশম এবং শয়নে বৃদ্ধি হয়। রমণান্তে শোণিত স্রাব (সিপী:); প্রদরাস্রাবকালে আকর্ষণবৎ কটি বেদনা, যেন কোমর খসিয়া যায় এবং যোনি অভিমুখে চাপ বোধ হয়, দেহ সঞ্চালনে উপশম এবং বিশ্রামে বা স্থির হইলে বৃদ্ধি হয়। রমণালিঙ্গন কালে যোনিমধ্যে জ্বালা করিতে থাকে এবং তৎপরদিন কৃষ্ণবর্ণ শোণিতময় আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হয়। গর্ভের তৃতীয় মাসে অনর্গল কাল শোণিত স্রাব হইতে থাকে। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব,—শয়নান্তে বৃদ্ধি এবং উঠিয়া বেড়াইলে উপশম হয়। যোনিপামা বা যোনিকণ্ডুতিবশতঃ সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত মর্দ্দন করিতে ইচ্ছা হয় এবং তদন্তে জ্বালা করে, স্ফীত হইয়া উঠে ও উত্তাপযুক্ত বোধ হয় এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা করিতে থাকে (কোণা: সল্‌ফ্:)। প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাব,—ঘোর কপিশবর্ণ (কার্ব্বো-ভেজি:) ঘনীভূত (আষ্টিলেগ্:), অত্যন্ত দুর্গন্ধময় (অ্যাসিড্-ক্রমিক্: কার্ব্বো-অ্যান্:) এবং কষায় বা ত্বকক্ষকারক (acrid or corrosive=কার্ব্বো-অ্যান্: লিলীয়াম্: সাইলি:); মধ্যে মধ্যে একবারে থামিয়া যায়, পরে আবার আরম্ভ হয় (কোণা: সল্‌ফ্:),—দীর্ঘকাল স্থায়ী (কার্ব্বো-অ্যান: সিকেলি: সিপী:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলীমুখে কর্কশতা ও ত্বকঘর্ষণবৎ অনুভূতি এবং স্বরভঙ্গ; প্রাতে একবার হাঁচির পর সারিয়া যায়। স্বরনলীর উপাস্থিবেষ্টের প্রদাহ,—পূযসংস্রবজনিত রোগ; স্বর ও অন্ননালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কোমলীভূতি এবং অপজনন বা অপকর্ষ বিহিত হয়। শ্বাসাল্পতা, বক্ষমধ্যে ভারবোধ এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের স্পৃহা; বক্ষঃস্থলে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথাবোধ; যেন বুকাস্থি ভিতর দিকে বক্র হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ বেদনা। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও মানসিক উদ্বেগ। কাসি,— সাঁই সাঁই শব্দকারী, শুষ্ক কাসি, সন্ধ্যার সময় শয়নান্তে, স্বরনলীর তলদেশে কীট সঞ্চলনবৎ কণ্ডুয়ন; প্রাতে কাসি,—শুষ্ক ও আক্ষেপিক এবং হিক্কাজনক, কাসির সময় মূত্র ছিটকাইয়া নির্গত হয়; গয়ার শ্বেত শ্লেষ্মাময় এবং অতি সহজে উত্থিত হয়; কিম্বা গলমধ্যে ত্বক ঘর্ষণবৎ যন্ত্রণাসহ বহুল পরিমাণে গাঢ় পীতবর্ণ বা শ্বেত শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হইয়া থাকে। প্রতি কাসির প্রকোপান্তে বহুল পরিমাণ পূযবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে হরিৎ-পীত পূযবৎ শ্লেষ্মার সহিত শোণিত নির্গত হইয়া থাকে; শোণিত কালবর্ণ ও ঘনীভূত। বক্ষমধ্যে তীব্র ব্যথা, বৈকালে জ্বর ও সকালে ঘর্ম্ম সহ প্রায়ই শোণিতাক্ত গয়ার নির্গত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তি-দিগের অবসাদক কাসি এবং প্রচুর পরিমাণে গাঢ় পীত বা শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব।

ফুস্ ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড।—প্রাতঃকালে হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের কিঞ্চিৎ

উর্দ্ধাংশে এবং বক্ষের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত সূচী বা সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা,—কখন প্রথমে বাম ও পরে দক্ষিণ বক্ষে, এবং কখনও বা দক্ষিণ বক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জনক বেদনা অনুভূত হয়; সময়ে সময়ে পৃষ্ঠফলক তলে এইরূপ বেদনা অনুভব হয়। নিষ্পেষণে বক্ষের বেদনার উপশম বোধ হয়। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে "হুহু" করে। বিশ্রাম কালে সর্ব্বাঙ্গে ধমন্যাদির দপ্‌দপানি অনুভূত হয় (অ্যামিল্: কালী-কার্ব: টেলিউ: ইস্কীউ-হিপ্: ক্যাক্টোর্:)। বক্ষমধ্যে যেন প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার স্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি সকল স্ফীত (কোণা:)। রাত্রিতে পৃষ্ঠে ব্যথা বোধ—শয়িতাবস্থায় বৃদ্ধি। কোমরে এত বেদনা যে বোধ হয় যেন কটিদেশ খসিয়া যাইবে,—স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি এবং দেহ সঞ্চালনে উপশম (হ্রাস্:)। বাম পৃষ্ঠফলকতলে বেদনা,—উত্তাপ ও চাপ প্রয়োগে উপশম এবং শকটারোহণাদি দেহের কোনরূপ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। প্রবল মল ও মূত্র বেগ বা প্রদরস্রাব সহ কটিদেশে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা। কটিদেশে নিরন্তর জ্বালা বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধসন্ধি ও পেশীমধ্যে বিদ্ধকরণবৎ বেদনা। স্কন্ধদেশ যেন সমস্ত রাত্রি অনাবৃত ছিল বা হিম লাগিয়াছে এইরূপ বেদনা কফোনী বা কনুই ও বাহুর অগ্রার্দ্ধে খালধরা বেদনা। ত্বক বিদারণ সহ বাহুর আড়ষ্টতা। কণ্ডার বা পেশীর অগ্রভাগ সঙ্কোচন জনিতবৎ কনুই সন্ধিতে বেদনা। হস্তের উপর পীড়কা উদ্গত হয় এবং অত্যন্ত কণ্ডুতির উদ্রেক হয়,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর শয়নান্তে। কনুই, হস্ত এবং অঙ্গুলিতে কণ্ডু উদ্গম; হস্ত এবং অঙ্গুলি সকল শ্বেতাভ ও অসাড় বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে। বাম বঙ্ক্ষণসন্ধি বা কুচকীতে যেন সান্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়াছে এইরূপ বেদনা এবং উঠিয়া দাঁড়াইলে বাম পদ দীর্ঘতর বোধ হয়। নিম্নাঙ্গ চিন্‌চিন্ করে বা তন্মধ্যে যেন ঝিঁঝিঁ করিতেছে এইরূপ অনুভূতি। জানু সন্ধি যেন হঠাৎ অবশ হইয়া পড়িবে বা ভাঙ্গিয়া যাইবে এইরূপ বোধ। জানুসন্ধি ও মণিবন্ধ পর্য্যায়ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠে,—এবং আক্রান্ত অঙ্গ অসাড় এবং আড়ষ্ট বোধ হয়। উভয় চরণই শ্বেত স্ফীতিযুক্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণ গুল্‌ফসন্ধি ও বাম গুল্‌ফতলে (গোড়ালিতে) শলাকাবেধবৎ বেদনা। হস্ত পদাদিতে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা বা যেন বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা হইয়াছে এইরূপ ব্যথা। বিশ্রামকালে বোধ হয় যেন সর্ব্বাঙ্গ নড়িতেছে। স্থির হইয়া থাকিলে বেদনাদির বৃদ্ধি হয়। রোগিনী প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে থাকিতে ভীত হয় (আয়োডাম এস্থলে তুলনীয়)। প্রত্যহ যে সময় শয্যাত্যাগ করে তদপেক্ষা অগ্রে শয্যাত্যাগ করিলে অবসাদ ও আবল্য অনুভূত হয়।

ত্বক।—শিশু বৃদ্ধদর্শন (অ্যাব্রোট্: আয়োড্: সার্সা; টিউর্বাকীউ:) এবং কুঞ্চিতত্বক; দ্রুত শীর্ণতাপ্রবণ (আয়োড্:)। শোণিতস্রাবপ্রবণ ধাতু,—সামান্য ক্ষতাদি হইতে অজস্র শোণিত স্রাব হয় (ক্রোটেল্: ল্যাকে: ফস্:)। নবদ্বারস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে ত্বকক্ষয়কারক দুর্গন্ধ-রসানীর-ন্যায় স্রাব নির্গত হইয়া থাকে তৎসহ জীবনী শক্তির দ্রুতাবসাদ। অত্যন্ত কণ্ডুতি, এত অধিক যে রোগী উত্যক্ত হইয়া যায়,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। কণ্ডুয়নান্তে স্থানে স্থানে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফীতি উদ্গত হয় (আর্টিকা:—পীড়কা বা স্ফীতি রহিত কণ্ডুয়ন=ডলিকস্; পাই:)। কর ও চরণপৃষ্ঠে, করতলে, কর্ণমধ্যে, জানুপশ্চাতে এবং অঙ্গুলিসন্ধির উপরে অত্যন্ত কণ্ডুতিজনক শুষ্ক বা রসস্রাবী পীড়কা উদ্গত হয়। বহুকালের পুরাতন ক্ষতসকল ব্যথাযুক্ত ও পূতিপ্রবণ হইয়া উঠে (পুরাতন ক্ষতচিহ্ন পুনশ্চ ক্ষতে পরিণত হয়=গ্রাফ: অ্যাসিড্-ফ্লু: হিপ্:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—বিশ্রামকালে শীতার্ত্ততার বৃদ্ধি হয়। কম্পজনক শীত সহ মুখমণ্ডলে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব, মুখমণ্ডল আরক্তিম ও চরণদ্বয় হিমবৎ শীতল, শীতান্তে তৃষ্ণা। থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব এবং গণ্ডদ্বয়ে সীমাবদ্ধ রক্তিমা প্রতীয়মান হয় (অ্যাসিড্-বেন্ স্যাঙ্গিউইন্: আর্জেণ্ট-নাই অ্যাণ্ট্-টার্ট:)। ঘর্ম্ম অতি সামান্য এবং কেবল প্রাতে উদ্গত হয়।

বৃদ্ধি।—বহির্বায়ু সংস্পর্শে, শীতল বায়ুতে, দেহ শীতল হইলে, শীতল জলে স্নান বা গাত্র ধৌত করিলে, বিশ্রামকালে বিশেষতঃ শয়িতাবস্থায় আর্ত্তবস্রাবান্তে, প্রদরস্রাবকালে, রমণালিঙ্গনান্তে।

উপশম।—(প্রদর) উপবেশনকালে, (আর্ত্তবস্রাব) উপবেশন ও পাদ চারণ কালে উত্তাপ সংস্পর্শে (স্বরভঙ্গ) হাঁচির পর।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন বা প্রতিবিষ—(শৈরিক উত্তেজনা সম্বন্ধে) অ্যাকো নাইটাম্, (সার্ব্বাঙ্গিক দপদপানি নিবারণ সম্বন্ধে) নক্স ভমিকা। টেষ্টি বলেন ফেরাম ইহার ক্রিয়াতিশয্যের প্রতিবিধায়ক। কার্ব্বো-ভেজি ও "সিঙ্কোনার" পরে ব্যবহার নিষেধ।

তুলনীয়।—সিপিয়া (বিরামশীল আর্ত্তব স্রাব, গর্ভাবস্থায় বমন), মিউরেক্স (প্রচুর মূত্র), লিলিয়ম (নীচের দিকে বেগ), হ্যামা (রক্তস্রাব) বেলাড (অসাড়ে মূত্রত্যাগ) নক্স (পাকাশয় বিকৃতি), আর্স (স্নায়ুশূল), অ্যাব্রোটে (স্ফীতি) রক্তস্রাব। ফস্ফরস (বমন ও রক্তস্রাব)।

সদৃশ।—ইউপীয়োন সিপী ক্যালী-কার্ব্ব কোণা কার্ব্বো অ্যান্: লিলীয়াম্-টাই: আর্স ল্যাকে অ্যাসিড নাই: অ্যাব্রোট: আয়োড মিউরেক্স, পেট্রোসেল ওপী সাইক্লে: হ্যামা:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ১০০০ শততমিক পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—১৫ দিন হইতে ২০ দিন।

ল্যাক্ ক্যানাইনাম্
(LAC CANINUM).

নামান্তর।—কুক্কুর-দুধ।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বাহুর শিরাস্ফীতি;

স্তনে বেদনা ; উপদংশ ; ঘুংড়ী ; উপঝিল্লী প্রদাহ ; বাধক ; চক্ষু পীড়া , প্রমেহ , মাথাব্যথা ; প্রদর ; স্নায়ুশূল ; ডিম্বাধার প্রদাহ ; বাত ; গৃধ্রসী ; পাকাশয় বিকৃতি ; গলক্ষত , ক্ষত , জরায়ুর পীড়া ; আঁচিল ; গো-বীজে-টীকার মন্দ ফল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ অ্যালেন বলেন স্নায়ু প্রধান, অস্থির, চৈতন্যাধিক বা স্পর্শ কাতর ব্যক্তিতে উপযোগী। ইহার প্রধান খ্যাতি ও প্রতিপত্তি উপঝিল্লী প্রদাহ রোগে উপকারিতার জন্য, বিশেষতঃ যখন প্রদাহ ও কৃত্রিম ঝিল্লি ক্রমাগত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে এবং অত্যন্ত চাকচিক্যময় প্রতীয়মান হয়। এই পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন-প্রবণতা যে কোন রোগে বর্ত্তমান থাকে তাহাতেই ইহা দ্বারা উপকার হওয়ার বিশেষ সম্ভব, যথা বাত, পামা, কচ্ছূ, পিনস্ প্রভৃতি। চতুর্দ্দিকে সর্পদর্শন ইহার আর একটী অব্যর্থ নির্ণায়ক লক্ষণ। আর্ত্তবস্রাবের সহিত এতজ্জনিত কাসি ও গলক্ষত আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়। নাসিকার এক রন্ধ্র রুদ্ধ অন্যটী হইতে শ্লেষ্মা নির্গলিত হইতে থাকে। অত্যন্ত ক্ষুধা, যতই আহার করুক না কেন ক্ষুধা আহারের পূর্ব্বে এবং পরে সমভাব। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্যতা ও অবসাদ বোধ। অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব, ঝলকে ঝলকে উজ্জ্বল লালবর্ণ গাঢ় আঠার ন্যায় শোণিত নির্গত হয়। আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে ও সময়ে স্তনদ্বয় স্ফীত ও ব্যথান্বিত বোধ হয় , দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে স্তনদ্বয়ে ব্যথাধিক্য বোধ হয় এবং সোপানারোহণ বা অবরোহণ কালে রোগিনী উহা স্বীয় হস্ত দ্বারা ধারণ করিতে বাধ্য হয়। যোনি হইতে দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ রোগ ; স্তন্যপায়ী-শিশুবতী দিগের হঠাৎ স্তন্য নাশ। শয়ন করিলেই বোধ হয় যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবে, রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহ মধ্যে পাদচারণ করিতে বাধ্য হয়। বাম পার্শ্বে শয়নে হৃদ্স্পন্দনের বৃদ্ধি হয়, আবার দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলেই উপশম হয়। জননেন্দ্রিয়াদি স্পর্শ করিলে বা উপবেশন-কালে উহার নিষ্পেষণ বা পাদচারণ কালে ঘর্ষণ মাত্রে কামোদ্রেক হয়। পাদচারণ কালে রোগী যেন শূন্যে বেড়াইতেছে এবং শয়ন করিলে যেন শূন্যে রহিয়াছে—শয্যায় গাত্র স্পর্শ করিতেছে না, এইরূপ অনুভব। প্রচণ্ড কটিবেদনা,—বেদনা ত্রিকাস্থির উর্দ্ধাংশ হইতে দক্ষিণ নিতম্ব ও দক্ষিণ উরু পশ্চাতস্থিত স্নায়ুতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়, স্থির হইয়া থাকিলে বা প্রথম দেহ সঞ্চালন কালে বেদনার বৃদ্ধি হয় , সমগ্র মেরুদণ্ডে তীব্র ব্যথা বোধ, স্পর্শন ও নিষ্পেষণে কাতরতাধিক্য। উক্ত কয়েকটী ইহার প্রধান এবং সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণাবলী।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিস্মৃতি-প্রবণ (ল্যাকে ন্যাট-মিউ. ষ্ট্যাফ.), অন্যমনস্ক (অ্যানাক্: কষ্টি: কোণা: ল্যাকে: ন্যাট-মিউ:) ; দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দোকানে ফেলিয়া চলিয়া যায় (অ্যাগ্নাস্: অ্যানাক্: কষ্টি: আয়োড: ন্যাট-মিউ.)। লিখিবার সময় ঠিক কথাটি স্মরণ করিতে পারে না বা শেষ প্রত্যেক বাক্যের অক্ষর ত্যাগ করে , পাঠ বা অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিতে পারে না (ইথীউ: অ্যালেট ফ্যার্: অ্যাভেনা-ন্যাট. বোভি আইরিস্-ভার্সি. লাইকোপাস্-ভার্. মিলিলোট: অ্যাসিড-অক্স্যাল্: অ্যাসিড-ফস্: হ্রাস: সার্সা: স্কুটেল্: সিনিসীয়ো: ভাইবার্-অলীউ:

জেরোফিলা:); সামান্য কারণে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে (বোভি: গ্রাফ: ল্যাক: স্পাট-কার্ব: সিপী:); আশা ভরসাহীন এবং বিষণ্ণচিত্ত; স্বীয় রোগ আর সারিবে না এইরূপ বিশ্বাস (আর্স: ক্যাক্ট: ইগ্নে: লিলীয়াম্-টাই: মিউহ্যন্: সোরিন্); যেন তাহার বন্ধুগণ কেহ জীবিত নাই; যেন জগতে তাহার এমন কিছু নাই যাহার জন্য জীবন ধারণ করিবে; সর্ব্বদা রোদনোন্মুখ (অ্যাক্টী, অরাম , ক্যাল্কে: ল্যাকে:); স্বভাব অত্যন্ত খিটখিটে এবং ক্রোধপরায়ণ; সমস্ত সময়ই শিশু রোদন করে, বিশেষতঃ রাত্রিতে (যালাপা ; নক্স ; সোরিন্.—সমস্ত দিবস কাঁদে এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায়=লাই:), একাকী থাকিতে ভীত হয় (আর্স: বিস্মাথ ; কোণা: হায়ো: ক্যালী কার্ব লিলীয়াম টাই: লাই: সিপী: ষ্ট্যামোন্:) মরণের ভয় (আর্স: অরাম: অ্যাক্টি: ফস্: প্ল্যাট:); সদা ভয় পাছে বুদ্ধি বৈকল্য ঘটে (অ্যাক্টা: লিলিয়াম-টাই: আয়োড: ক্যালী-ব্রম্: মিউহ্যন্: নক্স: সিফিলিন্:), উপর হইতে নিম্নতলে পতিত হইবার ভয় (বোর: জেল্সি:); হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে এবং সামান্য কারণে লোককে কুবাক্য বলিতে থাকে (লিলিয়াম-টাই. অ্যাসিড-নাই:); অত্যন্ত ঘৃণিত এবং কুৎসিত ব্যবহার করে। তাহার ক্ষয় রোগের সূত্রপাত হইতেছে এই ভয়ে ক্রন্দন করিতে থাকে (ক্যাল্কে: গুয়ারীয়া: সিপী:); আমি একজন মস্ত লোক এইরূপ বিশ্বাস (প্ল্যাট:); পাদচারণকালে বোধ হয় যেন শূন্যে বেড়াইতেছে, আবার যখন শয়ন করে তখন শয্যাস্পর্শ করিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় না (অ্যাসের্: ক্যানাব-ইন্: হাংপির্: যুগ্ল্যান্স-রি: ষ্টিক্টা: ভ্যালি:); রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গান্তে রোগিণীর মনে হয় যেন সে একটা বৃহৎ সর্পের উপর শুইয়া আছে; রজোস্রাবান্তে সর্প সম্বন্ধে নানারকম বিকৃত জ্ঞান আবির্ভূত হয়, যে দিকে দৃষ্টি করে সেই দিকই কেবল সর্পময় দেখে (আর্জেণ্ট-নাই: হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্:)। দেহের এক অংশ যেন অন্য অংশে না স্পৃষ্ট হয়, এক অঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলিতে না লাগে, সেই জন্য অঙ্গুলি ও প্রত্যঙ্গাদি বিস্তৃত করিয়া রাখে (সিকোল:)—এক চরণ অন্য চরণ না স্পর্শ করে=ল্যাক্-ফেলিন:)। রোগিণীর বিশ্বাস সে যাহা কিছু বলিতেছে সমস্তই অলীক এবং তাহার রোগলক্ষণ বিকৃত-কপোল-কল্পিত। রোগিনীর বোধ হয় যেন তাহার নাসিকা তাহার নিজের নহে, সে অপরের নাসিকা ধারণ করিতেছে (উপঝিল্লী প্রদাহ রোগে) দূরদেশে ভ্রমণে যাইতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখে (ল্যাক্-ডিফ্লো: ল্যাকে: স্যাঙ্গি-উই: সাইলি:)।

মস্তক।—শিরোমধ্যে নিরন্তর ভোঁ ভোঁ করিয়া রোগিকে অস্থির করিয়া তুলে, বিশেষতঃ রাত্রে এবং আর্ত্তবস্রাব কালে চক্ষুর উপরে বেদনা, সেলাই করিবার কালে বৃদ্ধি: মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাদ্দেশীয় শিরোবেদনা। উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে দক্ষিণ শঙ্খদেশে বা রগে রাত্রি ৭টার সময় ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। মস্তকের বাম পার্শ্বগত স্নায়ুশূল এবং তদন্তে চক্ষের উপর যেন একটা পর্দা পড়িয়া গেল এইরূপ অনুভূতি, চক্ষু পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিলেও ঐ আবরণ অপসারিত হয় না। বায়ু সেবনার্থ গৃহের বাহিরে গমন করিলে এইরূপ যন্ত্রণা হয় যে বোধ হয় যেন ললাট দ্বিধা হইয়া যাইবে, উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে উপশমিত হয়। উভয় চক্ষুর উর্দ্ধাংশে বেদনা, বোধ হয় যেন একটি চওড়া ফিতা ললাট বেষ্টন করিয়া আছে (অ্যাসিড-নাই: জেল্সি: কেলিউ: সাইক্লে:)। শিরোবেদনা,—শব্দে বা কথা কহিলে বর্দ্ধিত হয় (শব্দে বৃদ্ধি=বেল:

ল্যাক্-ডিফ্লো ল্যাকে ককীউ ; বিশেষতঃ সঙ্গীতের শব্দে=ককীয়া ষ্ট্যাট মিউ: ককীউঃ ডায়া-ডেমা: সিলিঃ—কথা কহিলে ভাল থাকে=ল্যাক্ ডিফ্লোঃ); স্থির হইয়া থাকিলে ভাল থাকে। প্রচণ্ড শিরোবেদনা, শীতল জল সংস্পর্শে সম্পূর্ণ উপশম। দিবসে শিরোমধ্যে বেদনা, প্রথমে এক পার্শ্বে, পরে অন্য পার্শ্বে, যন্ত্রণা আদৌ অসহনীয়, নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে প্রথমে উপশম হয় কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবও প্রবলরূপ ধাবণ করিয়া পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে।

চক্ষু।—বিভিন্ন বস্তুর দিকে দৃষ্টি কবিলে চক্ষু ব্যথা কবে (কার্ব্বো-ভেজি স্ট্যাবাড:)। উদ্ধাক্ষিপুটদ্বয় চক্ষুব উপবেব পাতা অত্যন্ত ভাব বোধ হয় এবং চাহিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হয় (সিপি: গ্র্যাফ কলোফিল্: কষ্টি: জেল্সি), অতিশয় নিদ্রালুতা বোধ। অধ্যয়নকালে চক্ষু-ব্যথা কবে এবং বোধ হয় যেন চক্ষুদ্বয় সূক্ষ্ম ঝিল্লিদ্বাবা আবৃত হইয়া গেল, চক্ষু মর্দ্দনপূর্ব্বক ঐ আবরণ অপসাবিত না কবিলে আব দেখিতে পায় না (কষ্ট. ড্যাফনী. পল্‌সে: ব্যাটান্—মর্দ্দন করিলে অপসাবিত হয়=ক্রোকাস্ প্লাম পল্‌সে) দৃষ্টবস্তুব চিত্র বা অঙ্ক দীর্ঘকাল চিত্রপত্রেব উপর অঙ্কিত থাকে (নিকোটাইন টিউবাক—কর্ণ মধ্যস্থিত শব্দগ্রাহী ঝিল্লিব উপর শ্রুত শব্দের অঙ্ক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে=লাই.)। সম্মুখ উপস্থিত দৃষ্ট বস্তুব উপব কোন পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুব চিত্র প্রতিফলিত হইয়া দৃষ্টিভ্রম জন্মাইয় দেয়। দৃষ্টি সমক্ষে একটী বিকৃতভঙ্গি মুখ দেখিতে পায়, অন্ধকারে অধিক, যে মুখ বোগিনী এইরূপ ভবে সর্ব্বদা দেখিয়া ভীত হয় তাহাব মনে হয় পূর্ব্বে সে সেই মুখ কোথায় দেখিয়াছে। বেগুনী, নীল, হবিং প্রভৃতি মৌলিক বা আদিম বর্ণের বৃত্ত সকল দৃষ্টি সমক্ষে উড্ডীয়মান দেখিয়া থাকে। অধ্যয়ন কালে পুস্তকের পৃষ্ঠা অস্পষ্ট বোধ হয় এবং হবিং, পীত এবং অন্যান্য বর্ণময় দেখে। কোন বস্তুব দিকে দৃষ্টি করিলে তাহার উপব লালবিন্দু সকল দৃষ্ট হয় (ডিউবোই হায়ো)। কোন বস্তু দর্শন কালে বোগিনীর বোধ হয় যেন তাহাব পশ্চাৎ বা পার্শ্ব দিয়া একটা ইন্দুব বা পক্ষি বা কীট চলিয়া গেল (অ্যাক্টিয়া-রেস: ইথিউ)। চক্ষুমধ্যে বাতাশ্রয়বশতঃ বাম ভ্রূদেশে বেদনা ও অক্ষিপুট ভারবোধ হয়, বাম চক্ষু মধ্যে জ্বাল এবং বাম অক্ষিপুট জুড়িয়া যায়। চতুর্দ্দিক এত অন্ধকারময় বোধ হয় যে অমাবস্যাব বাত্রিতেও বুঝি তত অন্ধকাব হয় ন (লাই. পল্‌সে:)। আলোক না হইলে থাকিতে পাবে না, আবাব সূর্য্যালোকেও সহ্য হয় না (অ্যাকোন্: বেল্ ক্যাল্‌কে: জেল্‌সি: বীউটা ষ্ট্র্যামোন্)।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে তীব্র বেদনা। গৃহ বহির্ভাগে পাদচাবণ কালে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে মধ্য কর্ণে তীব্র বেদনাবোধ, হস্তদ্বাবা কর্ণবিবর আবৃত কবিলেই উপশম বোধ হয়। দিবসে কোন বেদনাদি থাকে না, কিন্তু বাত্রে যে কর্ণ চাপিয়া শয়ন কবে তাহাব মধ্যে ও বহির্ভাগে ব্যথা উৎপন্ন হওয়ায় বাববার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, কর্ণের চাপ অপসাবিত হইলেই বেদনার শান্তি হয়। যেন শূন্য গৃহমধ্যে কথা কহিতেছে কর্ণমধ্যে শব্দের সেইরূপ প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে (কষ্টি: ল্যাকে মার্ক: অ্যাসিড-ফস্)। বংশগত উপদংশ বিষজনিত বধিরতা (সকল ঔষধাপেক্ষা উত্তম ফলপ্রদ)।

নাসিকা।—তরুণ নাসাপরিস্রাব বা সর্দ্দি; গাঢ় শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব (ষ্ট্যাবাড: স্পাই)।

প্রতিশ্যায়াধিকারে একরন্ধ্র রুদ্ধ এবং অন্য রন্ধ্র হইতে অনর্গল বা অব্যাহতভাবে শ্লেষ্মা নির্গলিত হইতে থাকে,—এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, নির্গলিত শ্লেষ্মা কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক,—রন্ধ্র মুখ ও ওষ্ঠ ক্ষতযুক্ত হইয়া যায় (এরাম: সীপা:)। নাসারন্ধ্র ক্ষয়িতত্বক ও চিপিটিকাবৃত (ক্যালী-বাই: থুযা)। উপঝিল্লি-প্রদাহ রোগাধিকারে জলাদি পান করিলে উহা নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া আইসে (ক্যালী-পর্ম্ম্যাঙ্গ্যান্: অ্যাসিড-সল্ফ:—গল ক্ষত রোগে=মার্ক-কর্: ল্যাকে:—উপদংশ রোগাধিকারে=ক্যালী-বাই:—অন্যান্য কারণে=এরাম্-ট্রাই: ল্যাকে: মার্ক: প্রাইটো.)। রাত্রে নিদ্রাবস্থায় নাসিকা হইতে প্রমেহ স্রাবের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া মস্তকের উপাধানকে হরিদ্বর্ণ রঞ্জিত করে। নাসারন্ধ্র মধ্যে দুর্গন্ধ (অ্যাসিড-ফ্লু: অরাম্; ক্যালী-বাই:)। পুতিনস্য বা পিনস,—অস্থি ধ্বংস হইবার আশঙ্কা; দিবসে বহুবার শোণিতময় পূয নির্গলিত হয়,—নাসাস্থি সকল অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু।

মুখবিবর।—দক্ষিণ গণ্ডস্থলে যেন অঙ্গার স্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা করে এবং শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আরক্তিম হইয়া উঠে। বাম যুগাস্থি মধ্য হইতে মূর্দ্ধাদেশ পর্য্যন্ত যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং শল্কপাতপ্রবণ (ন্যাট-মিউ:)। অজীর্ণ রোগাধিকারে চর্ব্বণকালে হনুদ্বয় মট মট করিতে থাকে। জিহ্বা কপিশবর্ণ লেপান্বিত। মুখের স্বাদ পূতিময়। বামপার্শ্বস্থিত জিহ্বাতলগ্রন্থি স্ফীত; জিহ্বাতলার্ব্বুদ) অ্যাম্ব্রা: থুযা; হাইড্রোফোব)। মুখ ও কণ্ঠাভ্যন্তর পীত-শ্বেতক্ষতাকীর্ণ,—সামান্য কারণে শোণিতপাতপ্রবণ (অ্যাসিড-মিউ: অ্যাসিড-সল্ফ; বোর্:)। অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব,—লালা ঈষৎ গাঢ়,আঠার ন্যায়; নিদ্রার সময় নির্গলিত হয় (মার্ক-কর্:)। মুখবিবর নিরন্তর শ্লেষ্মাপূর্ণ থাকে এবং রোগী তাহা পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করে,—গলাধঃকরণ যন্ত্রণাজনক। মুখ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় (ক্যালী-পার্ম্ম্যাঙ্গ্যান্:)। কথা কহিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং নাকিস্বরে কথা কহে (ক্যালী-বাই: সীপা; জেল্সি: ম্যাঙ্গিনেলা; আয়োড)।

গলমধ্য।—উপঝিল্লী-প্রদাহ (ডিফথিরিন্, মার্ক-সায়া: জেল্সি:) এবং গলগ্রন্থি প্রদাহ লক্ষণাদি পুনঃ পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তনশীল, দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম এবং বাম হইতে পুনশ্চ দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রমণ করে। আর্ত্তবস্রাবের সহিত কাসি ও গলক্ষত আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, কণ্ঠাভ্যন্তর পীত বা শ্বেতবর্ণ ঝিল্লিদ্বারা আবৃত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বেদনা কণ্ঠ হইতে কর্ণে পর্য্যন্ত তীব্র বেগে ধাবিত হয়। কণ্ঠনলীর উপর স্পর্শ সহ্য হয় না (ল্যাকে:), শূন্য গলাধঃকরণে বৃদ্ধি (ইগ্নে:), অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক বা অসম্ভব হইলেও (মার্ক:) পুনঃ পুনঃ গলাধঃ করণে প্রবৃত্তি,—বেদনা কর্ণ বিবরে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (হিপ: ক্যালী-বাই:); বামদিকে আরম্ভ হয় (ল্যাকে:) এবং পরে বামদিক ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রমণ করে এবং পুনশ্চ বামপার্শ্বে আবির্ভূত হয়। গলমধ্যে উদ্গত কৃত্রিম ঝিল্লি (এবং এতদ্বিষয়ীভূত উপদংশ দোষজ ক্ষত এবং অন্যান্যক্ষতাদি) মসৃণ এবং চাকচিক্যময় প্রতীয়মান হয়। গলমধ্যে যেন একটা ক্ষুদ্র গুল্ম আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি; গলাধঃকরণ করিলে উহা নামিয়া যায় কিন্তু

পুনশ্চ পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় (ল্যাকে রীউমেক্স ,—গলাধঃকরণ উপশম = ক্যালি বাই:) গলগ্রন্থি এবং জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বর মধ্যে ক্ষুদ্র, গোলাকাব বা অন্য প্রকার আকাব বিশিষ্ট ধূসব-শ্বেত ক্ষতাদি উৎপন্ন হয় (মার্ক-প্রোটোআয়োড)।

পাকস্থলী।—অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ততা,—যতই আহাব করুক না কেন, তাহাতে তাহাব তৃপ্তি হয় না—আহাবেব পূর্ব্বে ও পবে ক্ষুধা সমভাব (ক্যাল্কে সিনা, গ্রাহ ষ্ট্রন্)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্য ও অবসন্নভাব—যেন কত দিন কিছু আহাব কবে নাই (ইগ্নে ক্যালী কার্ব্ব লেপ্ট্যান্ মাইবি: হ্যাট-মিউ: নক্স ফস্: ষ্ট্যান্: সল্ফ ট্যাব্যাক),—বিশেষতঃ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে।

অন্ত্রাদি।—বাম কুচকী প্রদেশ যেন সাঁটিয়া ধবিয়াছে এইরূপ বেদনা বশতঃ বোগী দাঁড়াইতে বা পাদচাবণ কবিতে চাহে না,—তাহাতে বেদনাব বৃদ্ধি হয়, পা মুড়িয়া উদবেব উপব স্থাপন কবিলে আবাম বা উপশম বোধ হয়। অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব কালে উদবেব উপব বস্ত্রাদির ভাব আদৌ সহে না,—কটিব বস্ত্র শ্লথ কবিয়া দিলে আবাম বোধ হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মেঢ্রত্বকে অভ্যন্তব প্রদেশে এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী বাম পার্শ্বে ঔপদংশিক ক্ষত,—ফুলকপিব আকৃতি বিশিষ্ট, আবক্তিম, মসৃণ এবং চাকৃচিক্যময় ক্ষত, মেঢ্রত্বক অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। মূত্রনালীব দ্বাবে এবং চতুর্দ্দিকে ক্ষত,—অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং অসহনীয় যন্ত্রণাজনক, ক্ষত আবক্তিম এবং চাকৃচিক্য বিশিষ্ট।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু, নির্দ্দিষ্ট সময়েব বহু পূর্ব্বে আবম্ভ হয়, স্রাব অপর্য্যাপ্ত, উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং গাঢ় আঠাব ন্যায় শোণিত ঝলকে ঝলকে নির্গত হয় (কৃষ্ণাভ এবং ঘনীভূত আঠাব ন্যায় = ক্রোকাস), আর্ত্তবস্রাবেব পূর্ব্বে এবং সময়ে স্তনদ্বয় স্ফীত (বেল ব্রাই. ক্যাল্কে), ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহ (ক্যাল্কে: মিউবেক্স) হইয়া থাকে (কোণা.)। স্তনদ্বয় প্রদাহান্বিত, ব্যথাযুক্ত এবং গুটিকাপূর্ণ বোধ হয়,—সন্ধ্যাব সময় এবং দেহেব ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়,—সোপান আবোহণ বা অববোহণ কালে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয় (বেল: ব্রাই ক্যাল্কে: কার্ব্বো-অ্যান্ লাই অ্যাসিড-নাই. ফস্,)। স্তনমধ্যে অত্যধিক দুগ্ধ সঞ্চয় (অ্যাসাফিট), স্তন্যদায়িনী বমণীর হঠাৎ স্তন্য লোপ (অ্যাসা ল্যাক্-ডিক্লে:)। অতি অল্প আর্ত্তবস্রাবকালে বাম ডিম্বাধাব হইতে উরুমধ্য পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা, পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িলে উপশম বোধ। সম্মুখ দিকে ঝুকিয়া সেলাই বা কোন কার্য্য কবিলে দক্ষিণ কটিদেশে বেদনা, পশ্চাদ্দিকে হেলিলে বেদনাব সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। ঝিল্লিময় বাধক; বাম বঙ্ক্ষণ বা কুঁচকী প্রদেশে বেদনা, অন্ত্রাদির নিম্নাকর্ষণ ও অত্যধিক কাতরতা; প্রদর,—সমস্ত দিবস স্রাব হইতে থাকে,—বাত্রে আদৌ নহে, এমন কি বহুদূর পর্য্যন্ত পাদচারণ করিলেও বাত্রে স্রাব হয় না (কেবল মাত্র বাত্রে প্রদবস্রাব = কষ্টি), কিম্বা দিবাভাগে অতি সামান্য প্রদরস্রাব হয়,—দণ্ডায়মান হইলে বা পাদচাবণকালে বৃদ্ধি হয়। অপরাহ্নে দক্ষিণ ডিম্বাধার প্রদেশে ক্ষণলোপী তীক্ষ্ন বেদনা (এপীস, লাই. প্যালেড); বাম ডিম্বাধার হইতে তীক্ষ্ন বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় হয় দক্ষিণ ডিম্বাধার অভিমুখে

নতুবা দেহের বাম বাহুতে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ বাম চরণে সঞ্চারিত হয় এবং ঐ পদটী অসাড় হইয়া যায়। যোনি হইতে সশব্দে দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ (অ্যাসিড-ফস: ব্রোম: লাই: নক্স-মস্কেটা ; নক্স-ভম: স্যাঙ্গিইন্:)। যোনিদ্বার হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত ক্ষয়িতত্বকবৎ বা হাজিয়া যাওয়া মত অনুভূতি,—দাড়াইতে বা বসিতে পারে না, চিৎ হইয়া উরুদ্বয় পৃথক্ করিয়া রাখিলে উপশম বোধ হয়। যোনিবহির্দ্দেশ হইতে উরু পর্য্যন্ত এবং যেখানে মাংস কুঞ্চিত হইয়া থাকে সেই সকল অংশে দুর্গন্ধ ও বক্রুবর্ণ ক্ষত উদ্গত হয়,—পাদচারণে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, রোগিণী বরং স্থির হইয়া থাকিলে যন্ত্রণার লাঘব বোধ করে,—এই সকল ক্ষত একপ্রকার ঘৃণাজনক শ্বেতবর্ণ কল্‌তানি দ্বারা আবৃত থাকে। জননেন্দ্রিয়াদি অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ,—স্পর্শ করিলে বা স্তনে হস্তার্পণ করিবামাত্র, কিম্বা উপবেশন জনিত যোনিদেশে নিষ্পেষণ অথবা পাদচারণজনিত ঈষৎ ঘর্ষণমাত্রে অত্যন্ত কামোদ্রেক হয় (সিনীবার: কফী: মিউরেক্স ; প্ল্যাটি:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনালীর উদ্ধাংশে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি ;—শয়ন করিলে বা কথা কহিলে বৃদ্ধি হয়। শয়ন করিলেই বোধ হয় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবে (অ্যামন্-কার্ব: ক্লোরাম ; জেল্‌সি: গৃণ্ডি: ল্যাকে: ওপী:),—রোগী শয্যাত্যাগ করিয়া, গৃহতলে পাদচারণ করিতে থাকে। দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ মধ্যে এবং স্তনবৃন্তের কিঞ্চিন্নিম্নে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা,—এই অনুভূতির অগ্রে বোধ হয় যেন উদরোর্দ্ধ প্রদেশে একটা প্রস্তর বা অজীর্ণ ভুক্ত-দ্রব্য আবদ্ধ হইয়া আছে (ক্যালী-বাই:)। হৃদ্‌স্পন্দন,—বাম পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি,—ফিরিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে উপশম (ক্যাক্টি: ড্যাফনী ; ন্যাট-মিউ: পল্‌সে: ফস:—বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিবার সময়=ট্যাব্যাক:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—বাম পৃষ্ঠফলকের তলদেশে ছেদনবৎ বেদনা এবং অসাড়তা,—শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে বৃদ্ধি ; সময়ে সময়ে ঐ বেদনা ফুস্‌ফুস্ ভেদ করিয়া বক্ষের পঞ্জরাভিমুখে ধাবিত হয়। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে সমস্ত দিবস বেদনা বোধ হয়,—দেহ উত্তপ্ত হইলে বৃদ্ধি এবং পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িলে কথঞ্চিৎ উপশম হয়। কটিবেদনা,—অত্যন্ত তীব্র এবং অসহনীয়,—ত্রিকাস্থির উর্দ্ধাংশের উভয় পার্শ্বে এবং দক্ষিণ নিতম্ব ও দক্ষিণ উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয়,—বিশ্রামকালে ও প্রথম দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি (হ্রাস:) ; সমগ্র মেরুদণ্ড,—মস্তিষ্ক তল হইতে নিম্নতম অংশ পর্য্যন্ত নিরন্তর ব্যথা করিতে থাকে,—স্পর্শ করিলে বা টিপিলে অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করে (চিনিন্-সল্‌ফ: ফস: জিঙ্কাম)।

প্রত্যঙ্গাদি।—নিরন্তর সঞ্চরণশীল বেদনা,—অনবরত এক অংশ ত্যাগ করিয়া অংশান্তরে আক্রমণ করে (ক্যালী-বাই: ক্যালী-সল্‌ফ: পল্‌সে:), প্রতি দুই চারি ঘণ্টা বা দিবস অন্তর এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে সংক্রমণ করে। বাতবেদনা আরম্ভ হইয়া এক সন্ধি হইতে অন্যসন্ধি এবং একপার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্ব আক্রমণ করে, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়, দেহ সঞ্চালনে এবং স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ মণিবন্ধ অবশ ও ব্যথাযুক্ত। বাম বাহু কম্পন,—যেন সকম্প পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়াছে। বগলে দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গত হইয়া বস্ত্রাদিতে কপিশবং

দাগ লাগে; কিম্বা গন্ধহীন ঘর্ম্ম,—বস্ত্রে লাগিয়া কমলালেবুর ন্যায় রং হয়। দক্ষিণ উরুর বহির্দ্দেশে শিরাস্ফীতি,—উরুশিখর হইতে জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাম পদে ভয়ানক অসাড়তা ও জ্বালাবোধ কিন্তু আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে শীতল প্রতীয়মান হয়। ত্রিকাস্থির ঊর্দ্ধদেশে প্রচণ্ড ও অসহনীয় বেদনা,- দক্ষিণ নিতম্বে ও দক্ষিণ কটিস্নায়ু দিয়া নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, কটিস্নায়ুশূল (কুরারী, গ্র্যাফ ন্যাফেল: ক্যালী-বাই আইরিস-ভার্সি: ল্যাকে. ফাইটো: টেলীউ:) গর্ভস্রাবান্তে দক্ষিণ পদেব প্রায় পক্ষাঘাত,—পদ অসাড় এবং আড়ষ্ট কিন্তু স্থির রাখিতে পারে না; জানু মুড়িয়া উদরের উপব স্থাপনান্তে উপশম।

নিদ্রা ও স্বপ্ন।—নিদ্রা যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া উঠে এবং কথা কহে। শয়নকালে অঙ্গ স্পর্শ করিলেই মহা অসন্তোষ, হস্তের অঙ্গুলি পর্য্যাস্ত বিস্তৃত করিয়া শয়ন করে =সিকেলি; বাহুদ্বয় কোন রকম করিয়া রাখিয়াই সন্তোষ নাই, অবশেষে উপুড় হইয়া শুইয়া নিদ্রা যায়। স্বপ্নে বোধ হয় যেন তাহাব শয্যায় একটা প্রকাণ্ড সর্প রহিয়াছে, যেন একটা প্রকাণ্ড সর্পের উপর সে শুইয়া রহিয়াছে। ডিম্বাধারেব বেদনাধিকারে জানু মুড়িয়া তাহা উদরোপর স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করে। পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন দেখে যেদ প্রস্রাব করিতেছে ও জাগ্রত হইয়া দেখে অত্যন্ত প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হইয়াছে। উপঝিল্লি-প্রদাহ রোগাধিকারে অধিকাংশ লক্ষণাদি নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয় (ল্যাকে: স্পঞ্জীয়া:—অন্যান্য লক্ষণের নিদ্রান্তে বৃদ্ধি=অ্যাকোন আর্ণি: বীউফো: ক্যামো: ককীউ. ডায়োস্কা: আসিড-মিউ:—দিবা-নিদ্রান্তে=ক্রোটেলাস-হর:)। নিদ্রান্তে অত্যন্ত এবং অবসাদক ঘর্ম্মোদগম, রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখে শীতল ঘর্ম্মে দেহ স্নাত হইয়া গিয়াছে ও মনে অত্যন্ত শঙ্কার উদয় হয়। তরুণ বাতবোগাধিকাবে সমস্ত রাত্রি অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদগম,—কটু গন্ধ বিশিষ্ট স্বেদ।

বৃদ্ধি।—এক দিবস প্রাতে এবং পবদিবস অপরাহ্নে; বাত্রিতে; নিদ্রান্তে; শীতল তীব্র বায়ুসংস্পর্শে; পাদচারণে; এবং স্পর্শ করিলে।

উপশম।—বিশ্রাম ও শয়নান্তে; শীতল জলাদি প্রয়োগান্তে; পা মুড়িয়া উদরের উপর স্থাপন করিয়া করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**।—ল্যাকে সিপী: ন্যাট-মিউ: কোনা: ষ্ট্র্যামোন্: ইগ্নে: ষ্ট্যাফাই: ডিফথিরিন্: মার্ক-প্রোয়োআয়োড: অ্যাসের: ষ্টিক্টা: টিউবার্ক. ব্রোম: স্যাঙ্গিউন: ক্যালী-ব্রোম: প্ল্যাট: প্যালেড: এপীস; মীউরেক্স; ক্যালী-বাই: পল্‌সে: সল্‌ফ: ক্যালা-পার্ম্মাঙ্গ্যানিকাম।

তুলনীয়।—(গলমধ্য ও ডিম্বাধার লক্ষণ) ল্যাকেসিস। বিস্মৃতি—আনাকার্ড; কষ্টি, ডলকা: সিপিয়া। (নাকের ভিতর চটা ও ক্ষত ক্যালিবাই, থুযা। স্তনে বেদনা—ক্যাল্‌কে। গল-মধ্য ক্ষত ও গলকোষক্ষত—মার্ক্। উপঝিল্লী প্রদাহ—এপিস। গৃধ্রসী—কুরোরি, ল্যাকে। অঙ্গুলি বিস্তার সিকেলি। দর্শনেন্দ্রিয় সম্মুখে লালবিন্দু=হ্যামামেলিস, যোনি দিয়া বায়ুত্যাগ লাইকো:।

শক্তি।—ডাক্তার নিকলস্ বলেন—এক মাত্রা প্রয়োগেই ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়; যদি পুনশ্চ দিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সমকালান্তর প্রযুজ্য। ৩০ শততমিক হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম।

ল্যাক ফেলিনাম

(LAC A FELINUM).

নামান্তর।—বিড়ালের দুগ্ধ।

লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার।—চক্ষুর স্নায়ুশূল, বাধক; মাথাব্যথা; আঁচিল; গলায় সর্দ্দি।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

ল্যাক্ ভ্যাক্সিনাম্-ডিফ্লোরেটাম

(LAC VACCINUM DEFLORATUM).

প্রস্তুতি।—গাভিদুগ্ধে প্রস্তুত ঘোল হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রক্তাল্পতা; উপাঙ্গ-প্রদাহ (অ্যাপেণ্ডিসাইটিস); হাঁপানি; মূত্রগ্রন্থির রোগ; কোষ্ঠবদ্ধ, বহুমূত্র; শোথ; মূর্চ্ছা; শিরঃপীড়া; হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; স্তন্যবিকৃতি বা স্বল্পতা; শ্বেতপ্রদর, ঋতুবন্ধ; মেদাধিক্য; গৃধ্রসী বা পায়ে ঝিন্‌ঝিনে বাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বহুল পরিমাণে ঘোল পান করিলে বহুমূত্ররোগে উপকার হয় দেখিয়া ভিষকপ্রবর সোয়ান্ ইহা "শক্তিকৃত" করিয়া সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে মলবদ্ধতা, শিরঃপীড়া, রজোলোপ, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগে ইহার উপকারীতা অসীম এবং আশ্চর্য্য। ইহার কয়েকটী প্রধান এবং অব্যর্থ নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণে জলপানাকাঙ্ক্ষা; বিষাদ এবং রোদনপরায়ণতা সহ হৃদ্‌স্পন্দন; রমণীদিগের সাময়িক, বা আর্ত্তবরকৃতি জনিত শিরঃপীড়া; বিবমিষা ও মলকাঠিন্য সহ ললাটদেশীয় শিরোবেদনা; বিবমিষা, বমন ও দুরারোগ্য মলকাঠিন্য সহকারে শোণিতাভাব বিশিষ্টা এবং শীর্ণা রমণীদিগের দপ্‌দপ্‌কারী ললাটদেশীয় শিরোবেদনা, বহুমূত্রাধিকারে জ্বালাময়ী তৃষ্ণা এবং শীর্ণতা; অনিয়মিতার্ত্তব, স্বল্পস্রাব,—শোণিত কখন ঘোর লালবর্ণ এবং কখনও বা জলের ন্যায়; শীতল জলে হস্ত নিমজ্জনজনিত রজোরোধ; জরায়ু প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা; বেদনা চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; হৃৎপিণ্ডমধ্যে যেন ছুরিকাঘাত করিতেছে এইরূপ বেদনা; যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে; যেন চক্ষু প্রস্তরখণ্ড পরিপূর্ণ; যেন মূর্দ্ধাদেশ উচ্চ হইয়া উঠিতেছে; যেন ললাটের মধ্যস্থলে একটী বেদনা গোলাকারে সংলগ্ন রহিয়াছে। যেন অস্থি হইতে মাংস এবং অস্থি হইতে অস্থি পৃথক হইয়া যাইতেছে;

যেন একটী গোলক বুকাস্থির নিম্নদেশ হইতে উঠিয়া অন্ননালীর দ্বার রোধ করিতেছে ; যেন উদর মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর নিহিত রহিয়াছে ; যেন বিছানাব চাদব আর্দ্র, যেন রোগিনীর দেহের উপর শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইত্যাদি। সাময়িকতা বা নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তর রোগলক্ষণ প্রকাশ ইহার আর একটী প্রকৃতি,—প্রতি আট দিবস অন্তর লক্ষণাদির আবির্ভাব ; সূর্য্যাস্তে শিরোবেদনার নিবৃত্তি, অধিকাংশ লক্ষণেব প্রাতে এবং অপরাহ্নে আবির্ভূতি।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মৃতিলোপ ; সকল বিষয়ে অমনোযোগীতা এবং দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম-কাতরতা। বিষণ্ণচিত্ত ; বাচিতে ইচ্ছা নাই ; সকলকে জিজ্ঞাসা করে কি উপায়ে অনায়াসে এবং যন্ত্রণাহীনভাবে শীঘ্র মৃত্যু হইতে পারে। কথোপকথনকালে শিবঃপীড়া এবং বিষণ্ণতা। রোদন ও হৃদ্স্পন্দন সহ বিষণ্ণভাব ; মূর্চ্ছা। বোগিনীর মনে হয় যেন তাহার আত্মীয় বন্ধু সকলে মরিয়া যাইবে এবং তাহাকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা কথা কহিতে চাহে না। যাহা পাঠ করিয়াছে মহা চেষ্টা না করিলে স্মরণ করিতে পারে না। অব্যবস্থিতচিত্ত, সকল বিষয়ে ইতস্ততঃ করে। স্বীয় রোগ জন্য অত্যন্ত বিষণ্ন,—এবং তাহার স্থিরবিশ্বাস চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। মৃত্যু সন্নিকট ইহা সে নিশ্চয় জানে কিন্তু মরিতে ভীত নহে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন ; বালিশ হইতে মস্তক সরাইতে গেলে (কষ্টি: ফস্: ষ্ট্যান্:) ; —বৃদ্ধি=শয়ন করিলে (কষ্টি: ল্যাকে পল্‌সে. ম্রাস্:) এবং শয়িতাবস্থায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে চক্ষু উন্মীলন করিলে ; —বৃদ্ধি=উঠিবার সময় ; বস্তু সকল বোধ হয় যেন দ্রুতবেগে বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে ছুটিতেছে, কখনও বা বোধ হয় যেন নীচে হইতে বস্তু সকলকে ছুঁড়িয়া চতুর্দ্দিকে ফেলিতেছে। বিবমিষা সহ শিরঃপীড়া—প্রাতে শয্যাত্যাগান্তর,—ললাটদেশে আরম্ভ হইয়া শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়, বেদনা অত্যন্ত দপ্‌দপ্‌কাবী ; বিবমিষা (অ্যাণ্ট-ক্রূড্ ককীউ: ক্যালী-কার্ব: অ্যাসিড্-স্থালী: স্যাঙ্গিউইন্:), বমন, দৃষ্টিহীনতা (বেল্: জেল্‌সি আইরিস্; ন্যাট্র-মিউ:) এবং দুরারোগ্য মলকাঠিন্য সহ (ব্রাই: ক্যাল্‌কে-ফস্ হাইড্রাষ্ট্: নক্স্: ভেরেট্র:) ; শব্দে (বেল্: ককীউ: কফী: ইগ্: ল্যাকে. ল্যাক্-ক্যান্: সাইলি স্পাই), আলোকে (বেল্: কলোফিল্: ককীউ: জেল্‌সি: মিডহ্মন্: ন্যাট্র-মিউ: ফস্: পল্‌সে: সিলি: স্পাই) দেহ সঞ্চালনে (ব্রাই: ককীউ: গ্লোন্: আইরিস্: ক্রিয়ো:) এবং আর্ত্তবাস্রাবকালে (ককীউ: ক্রিয়ো. ম্যাগ্-কাব্: ন্যাট্র-মিউ: সিপি:) বৃদ্ধি ; রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: সিঙ্কো: অ্যাসিড্-পাই:) ; নিষ্পেষণে (pressure=আর্জেণ্ট-নাই. অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: ল্যাকে: পল্‌সে: স্যাঙ্গিউন্: স্পাই:), বস্ত্রদ্বারা মস্তক দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে (আর্জেণ্ট্-নাই: ক্যাস্‌কে: ম্যাগ্-মিউ: দৃঢ়রূপে বন্ধন কারলে বেদনা বৃদ্ধি=জেল্‌সি:) ও বহুল পরিমাণে ফিকা মূত্র নির্গমণান্তে (জেল্‌সি: ইগ্নে: আইরিস্ : ক্যাল্মী:) উপশম। অস্পষ্ট দৃষ্টি, যেন চক্ষুর সমক্ষে একখণ্ড মেঘ

রহিয়াছে; অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব, মস্তক ভার বোধ, উদরোর্দ্ধপ্রদেশে ঈষৎ বিবমিষা, মুখ মলিন; চরণ শীতল এবং পৃষ্ঠে শৈত্যবোধ। প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—বোধ হয় যেন মূর্দ্ধাস্থি উচ্চ হইয়া উঠিতেছে (ব্যাপ্টি. ক্যামো: ডায়োস্কো: কোব্যাল্ট: ফেবাম্: ন্যাট্-ক্লোর ইউকা:) এবং মস্তিক সমস্ত বহির্নির্গত হইয়া পড়িতেছে, মস্তক উত্তাপযুক্ত বোধ হয় এবং দেহ সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি হয়; মুখমণ্ডলেব মাংস বোধ হয় যেন অস্থি হইতে উঠিয়া যাইতেছে এবং অস্থি সকল পরস্পর হইতে পৃথক হওয়ায় তাহাদিগের মুখ বহির্গত হইয়া পড়িতেছে। বেদনা প্রথমে ললাটদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া শিবোপশ্চাতে সংক্রমণ কবে এবং বোগিণী যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। প্রাতে বিবমিষা এবং ললাটমধ্যস্থলে যেন একটী বেদনাপূর্ণ গোলক অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ বোধ। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়, যেন চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে (আর্জেন্ট্-নাই. আর্ণি: বোভি: নক্স্-মস্.)। কাসিলে মস্তকে তীব্র ব্যথার সঞ্চাব হয়। মস্তক অত্যন্ত ভাব বোধ হয় এবং দক্ষিণপার্শ্বে টলিয়া পড়ে (বামপার্শ্বে টলিয়া পড়ে = নক্স মস)।

চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি,—যেন দৃষ্টি সমক্ষে একখণ্ড মেঘ বিস্তৃত রহিয়াছে (সাইক্লে: প্লাম্:), —আলোক দেখিতে পায় কিন্তু অন্য কোন বস্তু দেখিতে পায় না,—শিবোবেদনা আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপ অবস্থা হয় (ক্যালী-বাই সোবিন্:)। আলোকাতঙ্ক,—দীপালোক পর্য্যন্ত অসহনীয় বোধ হয়। অন্ধকাব হইতে প্রথমে আলোকে গমন কবিলে অল্পক্ষণের জন্য অত্যন্ত চক্ষুপীড়া উপস্থিত হয়, আলোক নিবাবণাশায় চক্ষু মুদিত করিলে অক্ষিগোলকের উপর যেন অক্ষিপুট নিষ্পেষণ করিতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। চক্ষু মুদিত করিলে বোধ হয় যেন একটী ফিতাদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় নিষ্পেষিত হইতেছে। উর্দ্ধাক্ষিপুটদ্বয়ে বা চক্ষুব উপর পাতায় অত্যন্ত ভার বোধ (কষ্টি: কলোফিল্ জেল্‌সি, গ্র্যাফ্ সিপী),—সমস্ত দিবস অত্যন্ত নিদ্রালুতা বোধ করে। শিরোবেদনা, -বাম ভ্রূ ও শঙ্খ বা বগে বেদনা অত্যন্ত অধিক,—ঐ বেদনা চক্ষুর ভিতরে সঞ্চারিত হয় এবং অপর্য্যাপ্ত অশ্রু নিগলিত হইতে থাকে। (শিরোবেদনা আবির্ভাবের পূর্ব্বে দৃষ্টিলোপ কচ্ছুবিষদুষ্ট ধাতুর পরিচায়ক এবং এইরূপ শিরোবেদনা অত্যন্ত দুরারোগ্য। (ক্যালী-বাই: সোরিনাম্, ল্যাক্-ডিফ্লো. প্রভৃতি ৩।৪টা ব্যতীত ইহার আর ঔষধ নাই)।

মুখমণ্ডল, মুখবিবর ও গলমধ্য।—মৃতব্যক্তির ন্যায় শোণিতশূন্য ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল, গ্রীবা, বাহু এবং দেহ প্রদীপ্ত ও লাল গোলাপ ফুলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। ললাট এবং মুখমণ্ডলে ব্রণ উদ্গত হয় (অনিয়মিত রজঃ সহ)। মুখবিবর অত্যন্ত বিশুষ্ক; মুখ হইতে নির্গত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। মুখবিবর আঠাময় এবং ফেনপূর্ণ, বিশেষতঃ কথোপকথনকালে। বায়ুগুল্ম,—বোধ হয় যেন একটা বৃহৎ গুল্ম পাকস্থলী হইতে উত্থিত হইয়া গলমধ্যে আবদ্ধ হইতেছে এবং শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিতেছে (অ্যাসাফিট্: কোনা: ইগ্নে. লাই: ম্যাগ্-মিউ: মস্কাস, নক্স-মস্: প্ল্যাট্: প্লাম্: পল্‌সে: সিপী: ভ্যালি:)। গলক্ষত,—গলাধঃকরণকালে বেদনাধিক্য বোধ (আর্জেন্ট্. অরাম্, ক্যাম্ফো:—গলাধঃকরণ-কালে উপশম = ক্যালী-বাই:)।

পাকস্থলী।—সম্পূর্ণ অরুচি। পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণে জলপানের আকাঙ্ক্ষা।

মাংসাশীদিগের দুগ্ধ পান করিবামাত্র বিবমিষা সংযুক্ত শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়। অম্লাক্ত উদ্গার। বিবমিষা,—প্রাতে, দিবাভাগে, বা সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়, এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলে বা প্রাতে গাত্রোত্থানকালে। প্রাণান্তক বিবমিষা, অথচ বমন করিতে না পারিয়া রোগী গোঁ গোঁ করিতে থাকে, চীৎকার করে, অত্যন্ত যন্ত্রণা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং শীতবোধ করে, তাহার গাত্রত্বক অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত কিন্তু নাড়ী স্বাভাবিক; প্রাণান্তক বমনোদ্রেক, বৃদ্ধি, দেহ সঞ্চালনে বা শয্যায় উঠিয়া বসিলে (কচ্‌লিয়ার্ [illegible])। বমন, (প্রথমে অন্ন মিশ্রিত অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যাদি তৎপরে কটু জল এবং অবশেষে কপিশবর্ণ ঘনীভূত পদার্থ যাহা জলে পড়িলে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং কফি গোলা জলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; বমিত পদার্থ গন্ধহীন, তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। পাকাশয়ের বায়ুসঞ্চয় এবং অম্লজননপ্রবণতা। উর্দ্ধোদর প্রদেশে আধ্মানাধিক্য বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র, অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে।

অন্ত্রাদি।—অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু। নাভিপ্রদেশে ভয়ানক ব্যথা, তৎসহ শিরোবেদনা। উদর মধ্যে যেন একখণ্ড গুরুভার প্রস্তর নিহিত রহিয়াছে এইরূপ ভারবোধ বশতঃ পাদচারণে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ।

মলান্ত্র ও মল।—স্বভাবতঃই রোগীর মল অত্যন্ত কঠিন, এবং ঐ মল কাঠিন্য দীর্ঘস্থায়ী হইলে, রোগী সর্ব্বদা শীতবোধ করে, কিছুতেই শীত দূর হয় না। দীর্ঘকালের পুরাতন সবমন শিরঃপীড়া সংযুক্ত কোষ্ঠকাঠিন্য,—মহাতেজস্কর বিরেচক প্রয়োগেও ফল হয় না; বৃথা বেগ (অ্যানাক্: নক্স:), মল শুষ্ক এবং কঠিন (ব্রাই সলফ:), অত্যন্ত বেগ না দিলে বহির্গত হয় না, বৃথা বেগ (অ্যানাক্. নক্স), মল শুষ্ক এবং কঠিন (ব্রাই সল্ফ), অত্যন্ত বেগ না দিলে বহির্গত হয় না, মলদ্বার চিরিয়া যায়, রোগী চীৎকার বা ক্রন্দন করে এবং বহুল পরিমাণে (বিদারিত মলদ্বার হইতে) শোণিত নির্গত হয়। প্রচণ্ড সবমন শিরোবেদনা সহযুক্ত নিরবচ্ছিন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় মলবদ্ধতা,—পুনঃ পুনঃ বিরেচক ঔষধ বা বস্তিক্রিয়া (পিচকারী লওয়া) ব্যতীত মলনিঃসরণ হয় না, যন্ত্রণা অসহনীয়, অত্যন্ত আলোক-ত্রাস, সমগ্র দেহ কেমন করিতে থাকে এবং বিবমিষা বোধ ও বমন হইতে থাকে, দেহ সঞ্চালনে বা উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলে বৃদ্ধি (ব্রাই সহ তুলনীয়) রোগী সর্ব্বদা শীতার্ত্ত, বাহ্য উত্তাপে শীতের শান্তি হয় না।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণে ফিকা মূত্র নির্গত হয়। মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে নিরন্তর বেদনা, বেদনা উভয় বৃক্ক (কিড্‌নী) হইতে কটি বেড়িয়া মূত্রস্থলীর উভয় পার্শ্বে এবং ত্রিকাস্থি প্রদেশ হইতে উভয় নিতম্ব দিয়া উভয় উরুর পশ্চাতে সঞ্চারিত হয়,—বেদনা জ্বালাজনক;—শুইয়া, বসিয়া কোন অবস্থাতেই উপশম বোধ হয় না,—বরঞ্চ শয়নে বর্দ্ধিত হয়। বহুমূত্র রোগাধিকারে পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণে ফিকা মূত্র ত্যাগ, জ্বালাময়ী তৃষ্ণা এবং দিন দিন অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যাইতে থাকে (সিজি-য্যাম্বোল:)। মূত্র ফোঁটা ফোঁটা নির্গলিত হয় কিম্বা নির্গমন-কালে বোধ হয় যেন মূত্রনালীর মধ্য দিয়া উত্তপ্ত জল নির্গত হইতেছে। শয্যায় অসাড়ে মূত্রত্যাগ। ([illegible]:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বাধার প্রদেশে চাপবোধ ও নিম্নাকর্ষণ; তলপেটে হস্তের চাপ অসহনীয় বোধ; আর্ত্তবস্রাবকালে তলপেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা,—শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কোনরকম অবস্থাতেই আরাম বোধ হয় না; অন্ধান্ত্রপ্রদেশে বিষম প্রদাহ, ভয়ানক যন্ত্রণা, স্ফীতি, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, মলবদ্ধতা এবং প্রচণ্ড বমন,—অন্ধান্ত্রপুচ্ছপ্রদাহাধিকারে (ল্যাকে: প্লাম্:)। আর্ত্তবস্রাব সপ্তাহৈক বিলম্ব বশতঃ শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য, হস্তদ্বয় শীতল, বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন,—বা স্রাব আরম্ভে কটিবেদনা, স্বল্প রজঃ এবং বাম ডিম্বাধার প্রদেশে ভার ও আকর্ষণানুভব; শীতল জলে হস্তনিমজ্জন বশতঃ হঠাৎ রজোলোপ (কোণা:) এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,—বিশেষতঃ শিরোমধ্যে (চরণদ্বয়ে শীতল জল সংস্পর্শ জনিত রজোলোপ—অ্যাকোন্: ফেরাম্; পল্‌সে:—শীতল জলে দাঁড়াইয়া থাকায়=ক্যাল্‌কে:)। অনিয়মিতার্ত্তব,—স্রাব কখন বা অত্যন্ত ঘোর ও অতি অল্প এবং কখনও বা বর্ণহীন জলবৎ। প্রদর,—স্রাব অতি সামান্য এবং পীতবর্ণ। গর্ভাবস্থায় প্রাতর্বমন (অ্যাসিড-ল্যাক্: সোরিন্:), নিদ্রাভঙ্গান্তে পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ; শয্যাত্যাগান্তে মুখপ্রসেক বা মুখ দিয়া জল উঠা। মুখে জল উঠিতে থাকে; মলবদ্ধতা। স্তনদ্বয় ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া আইসে (কোণা: আয়োড: নক্স-মস্:)। এক পাত্র দুগ্ধপান করিলে অবিলম্বে রজোস্রাব রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যতদিন না পুনরায় ঋতুর সময় হয় ততদিন বন্ধ থাকে। স্তন্য লোপ (চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রুদ্ধ স্তন্যস্রাবের পুনর্বিধান করে)।

শ্বাসযন্ত্র।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশের আধ্মান বশতঃ অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র,—যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। বক্ষঃস্থলে চাপবোধ সহ স্পর্শাসহনীয়তা। উভয় ফুস্‌ফুসের শিখরদেশে ক্ষয়রোগাত্মক শ্লেষ্মাগুটী উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইতে থাকে। শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ হৃদ্‌প্রদেশে চাপবোধ এবং রোগীর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য (অ্যাকোন্: এপীস: ল্যাকেসিস্:)। হৃৎপিণ্ডের শিখরদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা বোধ,—যেন ছুরিকা সাহায্যে হৃৎপিণ্ড একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছেদিত হইতেছে। মুখমণ্ডল ও গ্রীবার বামপার্শ্বে উত্তাপাবির্ভাব সহ হৃদ্‌স্পন্দন।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অনিদ্রাবশতঃ অত্যন্ত অস্থিরতা, এবং দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিতে থাকে (অ্যাসিড-নাই: ককীউ:)। রোগিনী কোনরূপ পরিশ্রম করুক আর নাই করুক, সর্ব্বদা অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করে; পাদচারণে অতিশয় ক্লান্তি বোধ। অত্যন্ত শীতার্ত্ততা,—দেহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত থাকিলেও রোগিনীর সর্ব্বদা বোধ হয় যেন তাহার দেহে শীতল বায়ু লাগিতেছে; যেন তাহার শয্যাবস্ত্র সকল আর্দ্র। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগজন্য শোথ, পুরাতন যকৃৎবিকৃতি জনিত রোগাদি সম্ভূত শোথ, পরিণত লালামূত্র রোগাশ্রিত কিম্বা দীর্ঘকাল সবিরাম জ্বর ভোগান্তিক শোথ, এবং অন্যান্য রোগ জন্য সর্ব্বপ্রকার শোথে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থূলকায়ত্ব; যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির মেদাপকর্ষ। বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিলে মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়।

বৃদ্ধি।—প্রাতে; ৮ দিবস অন্তর (আবির্ভাব); সূর্য্যোদয়কালে এবং মধ্যাহ্নে: শীতল জলে হস্ত নিমজ্জনে; বাহ্য উত্তাপ সংস্পর্শে; শয়নান্তে।

উপশম।—নিষ্পেষণে, দেহ সঞ্চালনে; পাদচাবণে এবং উপবেশনকালে। দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে, এবং স্থির হইয়া থাকিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড-ল্যাক্: ল্যাক্-ক্যানাইন্: আয়োড: ক্যাক্ট: ককীউ: কোণা: ডিজি: নক্স-মস্: ন্যাট-মিউ: স্যাকারাম-ল্যাক্।

তুলনীয়।—ন্যাট্রাম (বহুমূত্র; মাথাধরা; কোষ্ঠবদ্ধ; হৃৎপিণ্ড); ককুলস (আর্ত্তব জনিত সবমন শিবঃপীড়া); ক্যাকটস (হৃৎপিণ্ড), নক্স-ম (মস্তক ভারি) ইত্যাদি।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম।

ল্যাকেসিস

(LACHESIS).

প্রস্তুতি।—দক্ষিণ আমেরিকার সুরুকুকু নামক সর্পবিশেষের বিষ হইতে বিচূর্ণ এবং তরল ক্রম। ১৮২৮ খৃঃ ২৮ জুলাই ডাঃ হেরিং কর্ত্তৃক প্রস্তুত ও পরীক্ষিত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অণ্ডলালমূত্র; মদাত্যয়; ক্ষীণদৃষ্টি; ধমনীর অর্ব্বুদ; সংন্যাস; উপাঙ্গ প্রদাহ (এপেণ্ডিসাইটীস্); হাঁপানি; শয্যাক্ষত; ব্রণ; বাঘী, অন্ত্রান্ত্র প্রদাহ; দুষ্ট ব্রণ; নিস্পন্দ বায়ু (ক্যাটালেপ্সি); উপদংশ; বয়ঃসন্ধিকালের পীড়া; নীহার কণ্ডু; কাসি; নীলিমা রোগ; উপঝিল্লী প্রদাহ (ডিপথিরীয়া); শোথ; অজীর্ণতা; কর্ণে বহুপাদ বোগ; কর্ণে শব্দ হওয়া বা কর্ণনাদ; সান্নিপাতিক জ্বর; মৃগী; বিসর্প; চক্ষুব পীড়া; চক্ষু মধ্যে রক্তস্রাব; মূর্চ্ছা; চক্ষুমধ্যে নালী; উদবাধ্মান; পিত্তশিলা পচনশীল ক্ষত। মাঢী দিয়া রক্তস্রাব; বক্তস্রাব; অর্শ; শিরঃপীড়া; হৃৎপিণ্ডেব পীড়া; বুকজ্বালা; অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত; অন্ত্রচ্যুতি, মুখে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, স্বরভঙ্গ; জলাতঙ্ক রোগ; মূর্চ্ছাবায়ু; অভিঘাত; সবিবাম জ্বর; কামলা; প্রসব বেদনা; স্ববনলীর প্রদাহ ও আক্ষেপ; কুষ্ঠ; যকৃতের পীড়া; হাম; পারদ বিকৃতি; মানসিক বিকৃতি; মুখক্ষত; কর্ণমূল; কামোন্মাদ; কর্ণস্রাব; ডিম্বাধার প্রদাহ; পক্ষাঘাত; উল্‌টা মুদা; রক্তাভ ঘর্ম্ম; গর্ভাবস্থায় পায়ে শ্বেতবর্ণ স্ফীতি; প্লেগ বা মহামারী; ফুস্ ফুস্ প্রদাহ; সূতিকা জ্বর ও সূতিকাক্ষেপ; রক্তবিষাক্ততা; আরক্ত জ্বর; ধূম্র রোগ; গৃধ্রসী; শীতাদ; বসন্ত; হুলবেধ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; উপদংশ; কণ্ঠনালীর পীড়া; আভিঘাতিক জ্বর; অর্ব্বুদ; ক্ষত; শিরাস্ফীতি; মাথাঘোরা; অনুকল্প রজঃ; আঁচিল; আঙ্গুলহাড়া; সদ্যক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ অ্যালেন বলেন;—বিষণ্ণ প্রকৃতিক,

উদ্যমহীন, অলস ও শীর্ণকায় ব্যক্তির পীড়ায় অধিক উপযোগী রক্তের সহিত পূতিজ পদার্থের সংমিশ্রণজনিত রোগ, অবসাদক জ্বরাদি, উপঝিল্লি প্রদাহ রোগ ধূম্ররোগ, দুর্লক্ষণাক্রান্ত আরক্ত জ্বর প্রভৃতি যে সকল রোগে রোগী শীঘ্র শীঘ্র উত্থানশক্তি রহিত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং দেহস্থিত শোণিতের অপকর্ষ সংঘটিত হয়, ল্যাকেসিস সেই সকল রোগে পরম উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে সকল রমণীর (বয়ঃসন্ধির) রজঃ রুদ্ধ হইয়াছে ও যাহাদিগের কোন স্বাভাবিক স্রাবাদি বোধ বশতঃ নানাপ্রকার পীড়া ভোগ করিতে হয় তাহাদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ হিতকারী। পুরাতন গলক্ষত রোগে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা গলমধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে ল্যাকেসিস প্রয়োগে বিশেষ ফল হয়। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই—(১) নিদ্রাভঙ্গান্তে লক্ষণাদির বৃদ্ধি। (২) জিহ্বা বহির্গত করিতে গেলে কম্পিত হইতে থাকে ও দন্ত বা ওষ্ঠের পশ্চাতে আবদ্ধ হইয়া যায়। (৩) বয়োসন্ধি প্রাপ্তা রমণীদিগের থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব। (৪) দেহের নবদ্বারের যে কোন দ্বার হইতে কালবর্ণ, বিকৃতিপ্রাপ্ত শোণিত স্রাব। (৫) বিকার,—রোগী বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিতে থাকে; নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার সময় প্রলাপ বৃদ্ধি হয়; অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত—আত্মীয় বন্ধুকেও সন্দেহ করে। (৬) কণ্ঠনালী ও উদরের উপর কোন প্রকার নিষ্পেষণ সহ্য হয় না; কণ্ঠনালী স্পর্শমাত্রে রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। (৭) প্রতি বৎসর বসন্ত বা হেমন্ত কালে রোগাদির পুনরাবির্ভাব। (৮) দেহের বামপার্শ্বে লক্ষণাদির আধিক্য, কিম্বা বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রমণ-প্রবণতা। (৯) জলীয় পদার্থ গলাধঃকৃত হইলে নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া আসে। (১০) বাম পার্শ্বিক শিরোবেদনা,—বেদনা মস্তকের অন্তরতম প্রদেশে পর্য্যন্ত অনুভূত হয় (১১) গলমধ্যে যেন একটা গুল্ম আবদ্ধ হইয়া আছে ইত্যাকার অনুভব, গলাধঃকরণ করিলে সরিয়া যায়, আবার কিছু পরে স্বস্থান অধিকার করে। পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা,—গলাধঃকরণ কালে কর্ণমধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনানুভব। (১২) কণ্ঠাভ্যন্তর স্ফীত, নিবিড় রক্তিমান্বিত, স্থানে স্থানে, বিগলিত ক্ষতাকীর্ণ; উষ্ণ পানীয় সংস্পর্শে বেদনাধিক্য বোধ। কণ্ঠাভ্যন্তরের অবস্থা দেখিয়া রোগ যে পরিমাণ কঠিন বোধ হয় রোগীর দৈহিক অবসন্নতা তদপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইয়া থাকে। (১৩) মলকাঠিন্য,—মল মেষ মলবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটীলাময়; মলদ্বারাবরোধনী-পেশীর সঙ্কোচন বশতঃ অতি কষ্টে মল নির্গত হয়। উদরাময়,—মল অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও জলে গোলা তৃণ ভস্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। (১৪) মলদ্বারে সর্ব্বদা সঙ্কোচ বোধ হয় ও ধক্ ধক্ করিতে থাকে। (১৫) প্রদর স্রাব অপর্য্যাপ্ত, তীব্র কণ্ডূয়ন জনক; বস্ত্রাদিতে লাগিলে হরিদ্বর্ণ দাগ হয় ও শুষ্ক হইলে মড়মড়ে হইয়া যায়। (১৬) গ্রন্থিবিবর্দ্ধন; তীব্র ও অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনাযুক্ত অর্ব্বুদ স্পর্শ করিলে জ্বালা করিতে থাকে। (১৭) স্তনপ্রদাহাধিকারে ত্বক কালিমান্বিত ও ছিটছিট দাগবিশিষ্ট হইয়া থাকে। (১৮) চর্ম্মোদ্ভেদ ধীরে ধীরে উদ্গত হয় ও ক্রমে নীল বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। (১৯) পুরাতন ক্ষতচিহ্ন সকল আরক্তিম, ব্যথান্বিত ও বিদারিত হওয়ায় তন্মধ্য হইতে শোণিত নির্গলিত হইতে থাকে। উক্ত ঊনবিংশতি লক্ষণের মধ্যে (১) নিদ্রান্তে বৃদ্ধি; (২) গাত্র ত্বকের অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা; সঙ্কোচন ও স্পন্দন

অসহনীয় বোধ; (৩) লক্ষণাদির বামপার্শ্বগতত্ব বা বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চার এবং (৪) নিয়মিত বা প্রত্যাশিত স্রাবাদি আরম্ভে লক্ষণাদির উপশম (যথা নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা আরম্ভমাত্রে সর্দ্দিজ শিরোবেদনার নিবৃত্তি, আর্ত্তবারম্ভে ডিম্বাধার বা জরায়ু প্রদেশীয় বেদনার শান্তি ইত্যাদি) এই চারিটী ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতিগত লক্ষণ; যে কোন অবস্থায় এই চারিটীর বা তদধিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, সেই স্থলেই ল্যাকেসিস উপযোগী হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা বুঝিতে হইবে।

লক্ষণাবলী।

মন।—দীর্ঘস্থায়ী শোক, দুঃখ, ভয়, বিরক্ত, সতীত্বে বা সততায় সন্দেহ ও অপ্রতিদত্ত-প্রণয়জনিত পীড়াদি (আসিড-ফস্: অরাম; ইগ্নে:) উত্তেজনাপ্রবণ চিত্ত, মহোল্লাস, কল্পনাবলে অপ্রকৃত বিষয়ের প্রকৃতবৎ উপলব্ধি; বাচাল (অ্যাগার কোকেইন্: ক্রোটেল্: হায়ো: ওপী: প্যারিস: অ্যাক্টিয়া· পাইরোজ: ষ্ট্র্যামোন: থিরিড·); অনবরত বকে, এক কথা বলিতে বলিতে আর একথা, এক গল্প শেষ হইতে না হইতে আর এক গল্প আরম্ভ (ষ্ট্র্যামোন:)। প্রাতে অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব; জগতের সহিত সম্পর্ক রাখিতে নারাজ। অস্থির এবং অস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত; বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে অনিচ্ছুক; সর্ব্বদা স্থানান্তরে থাকিলে ভাল থাকে। রাত্রিতে অকাতরে যত ইচ্ছা মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে, ক্লান্ত হয় না। ধর্ম্মোন্মাদ। রোগীর বিশ্বাস সে কোন অমানুষী বা দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা (অ্যানাক্:) পরিচালিত হইতেছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি। অত্যধিক অধ্যয়নবশতঃ একাগ্র উন্মাদ। অত্যধিক রাত্রি জাগরণ, কোনরূপ স্রাব বা রক্ত ক্ষয় এবং অতি অধ্যয়নজনিত প্রলাপ। রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং আত্মীয়গণ তাহার সৎকারের আয়োজন করিতেছে। স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা,—লিখিবার সময় নানা ভ্রমে পতিত হয়; কালভ্রম (ক্যানাব-ইণ্ডি: ইল্যাপ্স:); নৈশ প্রলাপ,—বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকে, সর্ব্বদা নিদ্রালু; আরক্তিম মুখমণ্ডল, ধীরে ধীরে এবং অতি কষ্টে বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়; নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে। অত্যন্ত বিষাদযুক্ত চিত্ত, মনে কিছুমাত্র সুখবোধ করে না, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বৃদ্ধি; নির্ম্মল বায়ুসেবন দ্বারা বিষণ্ণভাব দূর করিবার আশায় গৃহের বাহির হয়। সর্ব্বদাই তাহার যেন মৃত্যু সন্নিকট এইরূপ একটা আশঙ্কা। স্বীয় রোগ সম্বন্ধে বড়ই ভাবনা, চিত্তের নিরানন্দ ভাব (অ্যাসিড-নাই: পল্‌সে: সিপী:), সকল বিষয়েরই মন্দভাবটা গ্রহণ করে; তাহার বিশ্বাস তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে ঘৃণা করে এবং সকল বিষয়ে তাহার শত্রুতা সাধন করিবার চেষ্টা করে। শয়ন করিতে ভয় হয়; বিষ প্রদত্ত হইবার আশঙ্কা (হায়ো: হ্রাস:)। আলস্য,—শারীরিক বা মানসিক, সকল প্রকার পরিশ্রমেই পরাঙ্মুখ (অ্যাসিড-নাই: কোণা: ফস্: ইউপাস: আসিড-কার্ব্বল: অ্যালো:)।

মস্তক।—সূর্য্যোত্তাপে রোগী অত্যন্ত শিথিলাঙ্গ, অবসন্ন এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। রৌদ্র সংস্পর্শে কেবল যে শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় তাহা নহে, সমগ্র দেহ শিথিল এবং

অবসন্ন হইয়া পড়ে (অ্যাণ্ট্: ক্রুড: জেল্‌সি: গ্লোন: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-মিউ: বেল্: ক্যাম্ফো: থিরিড:)। শিরোঘূর্ণন—প্রধানতঃ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে (অ্যাসিড-কার্ব্বোল্: ক্যাষ্টর-ইউক্: হিপ: ক্যালী কার্ব: গ্র্যাফ: ফস্:) এক দৃষ্টে এক দিকে চাহিয়া থাকিলে (কষ্টি:), সন্ধ্যার পর শয়নান্তে (গ্র্যাফ: ক্যালী-কার্ব: ফস: অ্যাসিড-নাই:) বায়ু সেবনার্থ গৃহবর্হির্দেশে গমন করিলে (ক্যালী-কার্ব. ক্রিয়ো.) এবং বাহু উত্তোলন করিলে (ব্যাবাই: মাথাঘোর)। মূর্চ্ছোপক্রম, মলিন মুখমণ্ডল, বিবমিষা, বমন, শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির শৈথিল্য। সুরাপায়ীদিগের শোণিত সঞ্চয়াধিক্যজনিত শিরোবেদনা, তৎসহ বিসর্পোদ্গম এবং সংন্যাসাধিকার প্রবণতা। সংন্যাস রোগের আবেশ বা প্রকোপ মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া যায়, হস্ত পদাদি আক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিতোৎপ্লাবিত হয়। মস্তকাভিমুখে শোণিতধাবন, সুরাপানান্তে, মানসিক আবেগাতিশয্য ও অনিয়মিত বা রুদ্ধ রজঃস্রাব বশতঃ, যে সকল রমণীর রজোবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের পীড়া, বাম পার্শ্বগত সংন্যাস আক্রমণ। ব্রহ্মতালুতে ভার ও নিষ্পেষণ বোধ (অ্যালো: ক্যাল্‌কে: গ্লোন্: ফেল্যান্.) এবং শিরোপশ্চাতে যেন সীসকপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ ভারবোধ (ওপী:), বিশেষতঃ নিদ্রাভঙ্গান্তে,—শিরোঘূর্ণন বশতঃ প্রাতে উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না (প্রতি পদবিক্ষেপে শিরোপশ্চাতে যেন একটা গুরুভার বস্তু রহিয়াছে এইরূপ বোধ= বেল্:)। মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ,—শিরোমধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ রোগী চীৎকার করিয়া উঠে, জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ প্রতীয়মান হয়, মস্তক চালিত এবং উপাধান মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রোথিত করিতে থাকে অর্থাৎ মাথা চালে এবং বালিস মধ্যে মাথা গুঁজিয়া দেয় (এপীস; হেলিবো: পডো:); ঐ রোগের প্রথমাবস্থায় রোগী নিদ্রালু হয়, অথচ নিদ্রা হয় না; তাহার দেহ ও হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে, ইহার অনতিপরেই মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়, রোগী আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহাকে সহজে জাগ্রত করা যায় না (কোনরূপ চর্ম্মোদ্ভেদ, আরক্ত জ্বরের কণ্ডু বা বিসর্প সম্পূর্ণরূপে উদ্গত না হওয়ায় কিম্বা হঠাৎ অদৃশ্য বা অবরুদ্ধ হওয়ায় এরূপ হইলে ল্যাকেসিস্ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়)। পীতবর্ণ মুখমণ্ডল এবং প্রদীপ্ত গণ্ডস্থলসহ মস্তক মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা, সর্দ্দিজ শিরোবেদনা বা সর্দ্দি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শিরোবেদনা, নাসিকা হইতে সর্দ্দি স্রাব আরম্ভ হইলে উপশম। শিরোবেদনা,—শঙ্খদেশে বা রগে নিষ্পেষণ বা বিদারণবৎ বেদনা, দেহ সঞ্চালনে, নিষ্পেষণে, মস্তক অবনত করিলে, শয়নান্তে, কিম্বা নিদ্রান্তে বৃদ্ধি; নিদ্রাভঙ্গান্তে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবার ভয়ে রোগিনী নিদ্রা যাইতে পারে না। ছেদনবৎ শিরোবেদনা,—যেন মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়াছে; গাত্রোত্থানান্তে বা সোপানারোহণে বৃদ্ধি; উত্তাপ সংস্পর্শে এবং উদ্গারান্তে উপশম। গর্ভাবস্থায় কেশ উঠিয়া যায় (প্রসবান্তে=ক্যাল্‌কে:),—রৌদ্রে যাইতে চাহে না।

চক্ষু।—চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ। ফুস্‌ফুস্ বা হৃৎপিণ্ডের রোগ সহ ক্ষীণদৃষ্টি। সংন্যাস রোগ জনিত চক্ষুর চিত্রপত্রের প্রদাহ=(চেলিড: ফস্:)। কণ্ঠনলী টিপিলে বোধ হয় যেন অক্ষিগোলকদ্বয় বহির্গত হইয়া আসিতেছে। চক্ষুর মধ্যে এবং ঊর্দ্ধাংশে তীব্র বেদনা। চক্ষুর

আভ্যন্তরিক শোণিত স্রাব। চক্ষু শুষ্ক,—বোধ হয় যেন ধূলিপূর্ণ; চক্ষু হইতে শীতল অশ্রু স্রাব। আলোকাতঙ্ক এবং আলোকে চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হয়। চক্ষুমধ্যে বেদনা, যেন অক্ষিগোলক গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ; চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি। বোধ হয় যেন অক্ষিগহ্বরের পক্ষে অক্ষিগোলক অত্যন্ত বৃহৎ বা অক্ষিগহ্বর অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ক্ষীণদৃষ্টি এবং নিকট দর্শন শক্তির লোপ; তিমির দৃষ্টি,—যেন অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দেখিতেছে (কষ্টি: ক্রোক্: আয়োড: লরো: লিথী. ন্যাট-মিউ: পেট্রোল: ফস্: হ্রাস: ষ্ট্র্যাম্: সলফ:)। চক্ষু সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন (বেল: ক্যাল্কে-ক্লু: গ্লোন্: সাইলি: স্পাই: সাইক্লে:) কিম্বা চক্ষুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা দর্শন করে (কার্ব্বো-ভেজি: ক্রোটেল্.); দীপ শিখার চতুর্দ্দিকে নীল বৃত্ত দৃষ্ট হয়। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন শিরোপশ্চাৎ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত একটী সূত্র দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (প্যারিস:)।

কর্ণ।—শব্দ সহিতে পারে না; কর্ণমধ্যে প্রবল জলপ্রবাহের ন্যায় সোঁ সোঁ (জেল্সি: হায়ো: লাই:) বা মেঘ গর্জ্জন ধ্বনি শ্রুত হয় (ক্যাল্কে. গ্র্যাফ:)। শ্রবণশক্তির হ্রাস; কর্ণাভ্যন্তর শুষ্ক; কর্ণদেশ ও গণ্ডস্থল (বামপার্শ্বস্থিত) স্পর্শজ্ঞান রহিত। কর্ণমল অত্যন্ত কঠিন, ফ্যাকাশে ও অতি অল্প। গলক্ষত সহ কর্ণমধ্যে ব্যথা। যুগাস্থি হইতে কর্ণমধ্য পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা। কর্ণপশ্চাতে ত্বকক্ষয় ও চটাঘা।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—শোণিত কালবর্ণ,—(ক্রোক: ক্রিয়ো: অ্যাসিড-নাই:); রজোরোধ (ব্রাই:) বা মোহ জ্বরাধিকারে প্রাতে নাসিকা ফোৎকারান্তে তন্মধ্য হইতে শোণিত স্রাব (প্রাতে অ্যামন্-কার্ব্ব: ব্রাই: ক্রিয়ো: অ্যাসিড-নাই:)। সর্দ্দিজ শিরোবেদনা,—সর্দ্দি হইবার পূর্ব্বে মাথা ব্যথা করিতে থাকে, শ্লেষ্মা স্রাব আরম্ভ হইলেই উপশমিত হয়; স্রাব জলবৎ, রন্ধ্রমুখ আরক্তিম এবং উর্দ্ধোষ্ঠ ঘনগুটীময়। রন্ধ্রমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত হইয়া উঠে ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে। নাসিকার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগুটী উদ্গত হয়। নাসিকার বহির্ভাগ আরক্তিম; রন্ধ্রদ্বয় পিঞ্জটী পরিপূর্ণ ও তন্মধ্য হইতে সরক্ত পূয নির্গলিত হইতে থাকে,—পারদ ও উপদংশজ দোষ এবং সুরাপায়ীদিগের পীড়া।

মুখমণ্ডল।—সুরাপায়ীদিগের মুখমণ্ডলে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব। মোহ সহ যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল। সবিরাম জ্বর কিম্বা উদরের রোগাধিকারে মুখমণ্ডল নীলাভ ধূসরবর্ণ বা পাংশুমূর্ত্তি। বিকৃত মুখভঙ্গি। মূর্চ্ছাধিকারে ম্লান বা শোণিতশূন্য মুখমণ্ডল। হরিদ্রাবর্ণ মূর্ত্তি ও গণ্ডদ্বয় সিন্দুরাক্তবৎ লালবর্ণ কিম্বা সূক্ষ্ম লালবর্ণ শিরাসকল ত্বক-তল হইতে প্রতীয়মান হয়। মুখের উপদংশজ বিকৃতি। মুখমণ্ডল আরক্তিম, যেন রোগী সংন্যাসাক্রান্ত হইয়াছিল; শিরোবেদনা ও হস্তপদাদি এবং পাকাশয় প্রভৃতিতে বেদনাধিকারে মুখমণ্ডল স্ফীত ও আরক্তিম প্রতীয়মান হয়। মুখের বিসর্প,—যেন মস্তকে তাড়নী দ্বারা আঘাত করিতেছে এইরূপ শিরোবেদনা; উদ্ভেদ সকল অত্যন্ত জ্বালা ও কণ্ডুয়নযুক্ত,—দিবানিদ্রান্তে বর্দ্ধিত হয়। চক্ষুর স্নায়ুশূল,—বামপার্শ্বগত (বেল: ডাল্ক্যা:),—প্রকোপের পূর্ব্বে মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব এবং

প্রকোপান্তে উদরমধ্যে অবসাদানুভূতি। তন্দ্রা বা মোহাধিক্যে নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে (আর্ণি আর্স: হেলিবো লাই: ওপী: ষ্ট্র্যামো জিঙ্ক:) সংন্যাসাধিক্যে (নক্স-ভম: ওপী:)—মস্তিষ্ক-প্রদাহে =হেলিবো—আন্ত্রিক জ্বরাধিক্যে (আর্স ব্যাপ্টি কার্ব্বো-ভে হায়ো লাই: অ্যাসিড-মিউ: ওপী: ভেরেট-ভিব্ জিঙ্কাম)। নিম্নোষ্ঠ যেন আঘাত লাগিয়া বা মধুমক্ষিকার দংশন বশতঃ স্ফীত হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, বিদারিতত্বক ও শোণিতপাত প্রবণ।

মুখবিবর।—কোন বস্তু দংশন করিতে গেলে, নিদ্রান্তে ও পারদ অপব্যবহার বশতঃ কীটাক্রান্ত দন্তে বেদনা। ক্ষয়প্রাপ্ত বা বাসনাক্রান্ত দন্তের চটা উঠিয়া উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (ক্যাল্কে-আষ্ট্ ক্যাল্কে-ম্ ক্যাল্কে ফস ইউফর্ব অ্যাসিড ফু প্লাম, ষ্ট্যাফ থুয়া)। মাড়ীদ্বয় নীলাভ (ক্রিয়ো প্লাম), স্ফীত (সিঙ্কো মার্ক: ন্যাট-মিউ প্লাম) ও শোণিতপাতপ্রবণ (কার্ব্বো ভো মার্ক অ্যাসিড নাই: ন্যাট মিউ), উষ্ণ জলাদি পানান্তে বৃদ্ধি। গণ্ডদেশ স্ফীত, অনমনীয় এবং উত্তাপবিশিষ্ট,—"চড চড়" করে,—বোধ হয় যেন ফাটিয়া যাইবে। মুখের স্বাদ অম্লাক্ত,—যাহা আহার করে তাহাই অম্লাক্ত হইয়া যায় (ক্যাল্কে-অষ্ট্)। অতি কষ্টে বাঙনিষ্পত্তি হয়,—জিহ্বা যেন সীসকময় এত ভারি (অ্যাসিড-মিউ:), মুখ ব্যাদান করিতে পারে না (মুখ হাঁ হইয়া থাকে ও জিহ্বা অত্যন্ত শীতল=ক্যাম্ফো নাযা)। উপঝিল্লী গলক্ষত প্রভৃতি গলরোগে রোগী অতিকষ্টে কম্পান্বিত জিহ্বা বহির্গত করিতে পারে (অ্যাবসিন্থ: অ্যাকোন আর্স জেল্সি: হেলিবো মার্ক ইগ্ন্যাশি ওপী প্লাম ষ্ট্রাম)। জিহ্বা, বহির্গত করিতে গেলে কম্পিত হইতে থাকে বা দন্ত বা ওষ্ঠের পশ্চাতে আটকাইয়া যায়। জিহ্বা স্ফীত (দ্বিগুণাকার হয়= ক্রোটেলাস) এবং শ্বেত লেপান্বিত—কণ্টক সকল বৃহত্তর (কিউপ্রাম), বিশুষ্ক ও আরক্তিম (হেলিবো ল্যাকে মোনস পার্ম. মার্ক হ্রাস) ও অগ্রাংশ ফাটা, কখনও বা অগ্রভাগ আরক্তিম এবং মধ্যাংশ কপিশ, স্থানে স্থানে উৎপাটিত ত্বক, শুষ্ক, কালিমান্বিত (আর্স ফস হ্রাস:) এবং আড়ষ্ট [ক্রোটেল, হেলিবো অ্যাসিড হাইড্রো ল্যাকে সিকেলি:]। রসগুটী,—জিহ্বাগ্রেই অধিক সংখ্যক উদ্গত হয় [ন্যাট ফস ন্যাট-সল্ফ. অ্যামন-মিউ. ক্যালী-নাই: ব্রাই],—জিহ্বা স্ফীত ও উভয় পার্শ্বে রসগুটী উদ্গত হয়। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়; লালা অপর্য্যাপ্ত এবং গাঢ় আঠার ন্যায়। ক্ষয় রোগের শেষাবস্থাসূচক মুখক্ষত। মুখাভ্যন্তরের উর্দ্ধাংশ যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি উঠিয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব।

গলমধ্য।—আলজিহ্বা দীর্ঘ, তালুমূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় ঈষৎ বেগুণীবর্ণ [নাযা] এবং স্ফীত কিম্বা ক্ষয়িতত্বক বা হাজা ধরা। গলমধ্যে যেন একটা গুল্ম আবদ্ধ হইয়া আছে এবং তজ্জন্য যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইতেছে এইরূপ বোধ, গলাধঃকরণ করিলে গলমধ্যে আবদ্ধ গুল্ম নামিয়া যায় কিন্তু অবিলম্বে পূর্ব্বস্থান অধিকার করে [ল্যাক্-ক্যান্, রীউমেক্স:]। তরল পদার্থ গলাধঃকৃত হইলে নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যায় [এরাম-ট্রাই: ব্যারাই: ক্যান্থা: ক্যালী-বাই ক্যালী-পার্ম্যাঙ্গ ল্যাক-ক্যান্ মার্ক কর. মার্ক-সায়া ফাইটো অ্যাসিড সল্ফ], লালা গলাধঃকরণ কালে বৃদ্ধি, জলীয় পদার্থ নিগরণে তদপেক্ষা অল্প বেদনা ও কঠিন পদার্থ বরং অনেকটা আরাম বোধ হয় [বেল, ব্রাই: ইগ্নে:)। তালুমূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ

থাকে,—কাসিয়া বহির্গত করিবার চেষ্টা করিলে ব্যথা বোধ হয়। গলগ্রন্থি ও রোহিণী [উপঝিল্লী প্রদাহ] রোগাধিকারে,—*বামপার্শ্বে ব্যথা* ও স্পর্শকাতরতা আরম্ভ হয়। গলমধ্যে সঙ্কোচন বোধ হয়,—যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে,—বাহ্য স্পর্শমাত্রে ব্যথাধিক্য ;—শ্বাস-রোধোপক্রম,—নিদ্রাবস্থায় বা নিদ্রাভঙ্গান্তে বৃদ্ধি। গলগ্রন্থি স্ফীত,—বামপার্শ্বেরটী অধিক ;—প্রদাহ বাম দিক হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রমণশীল, শ্বাসরোধোপক্রম বশতঃ গলাধঃকরণে অক্ষমতা,—কিম্বা গলাধঃকরণ কালে গলমধ্য হইতে বামকর্ণে পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয় ; কণ্ঠনলীর উপর কোনরূপ স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না (অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয় বলিয়া,—এপীস্ বা বেলেডনার ন্যায় ব্যথা বশতঃ নহে)। ডিপথিরিয়া রোগাধিকারে গলমধ্যে বাম-পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারপ্রবণ কৃত্রিম ঝিল্লি উদ্গত হয় (ল্যাক্-ক্যান্ঃ স্যাবাডঃ) ; প্রশ্বসিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধ ; নিদ্রান্তে বেদনার বৃদ্ধি হয় ; কণ্ঠাভ্যন্তর বেগুনীবর্ণ প্রতীয়মান হয় (নায়াঃ), রোগী উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে, নাড়ী অতি ক্ষীণ, আঠাবৎ স্বেদোদ্গম শিরোবেদনা ও অবসন্নতা। গলগ্রন্থি প্রদাহে এবং উপঝিল্লি প্রদাহে রোগাধিকারে বৃদ্ধি=উষ্ণ পানীয় পানান্তে, কঠিন পদার্থ অপেক্ষা জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণে ব্যথাধিক্য এবং কণ্ঠনলীর উপর স্পর্শন বা নিষ্পেষণে অত্যন্ত কাতরতা বোধ হয়। গলমধ্যে ক্ষতোদ্গম ; জলীয় বায়ুতে পারদপব্যবহারান্তে এবং দেহে উপদংশ বিষ বর্ত্তমান থাকিলে বৃদ্ধি ; ক্ষত সকল ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হইয়া নাসাপশ্চান্নলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ; কণ্ঠ এত বিশুষ্ক যে রোগী নিদ্রা যাইতে যাইতে গলরোধ বশতঃ জাগিয়া উঠে ; কোমল তালুর উপর অসংখ্য চিড়্ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে মধ্যে হরিদাভ পীতবর্ণ ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায়, বেদনা তীক্ষ্ণ ও তীব্রবেগে সঞ্চাবিত হয় ; প্রশ্বসিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধময়।

পাকস্থলী।—সম্পূর্ণ অরুচি। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা অথচ পানীয় দ্রব্যাদিতে ঘৃণা। আহারান্তে শিরোঘূর্ণন, দৈহিক আলস্যবোধ, পুনঃ পুনঃ বিষম লাগে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় ; পাকাশয় আধ্মান বায়ুর আধিক্য বশতঃ স্ফীত হইয়া উঠে, উদ্গার উঠিতে থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভূত হয়। অম্ল দ্রব্যাদি ভক্ষণে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। সুরাদি পান করিলে অসুখ করে। উদ্গারান্তে আরামবোধ। যাহা কিছু আহার করে তাহাই অম্লে পরিণত এবং অম্লস্বাদবিশিষ্ট অনুভূত হয় (ক্যাল্কে অষ্ট্ঃ সহ তুলনীয়), জলাদি পানান্তে বিবমিষা। বিবমিষার প্রকোপ কালে দুর্ব্বলতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃদ্‌স্পন্দন এবং শীতল স্বেদ উদ্গত হইতে থাকে। ভুক্তদ্রব্যাদি, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাময় বমন সহ অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা। আহারের অনতিপরেই অজীর্ণ লক্ষণাদি প্রকাশ পাইতে থাকে,—বিশেষতঃ পারদ ব্যবহারান্তে। পাকস্থলী মধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা বা পেট কামড়ানি ও চাপবোধ, আহারান্তে উপশম বোধ হয় কিন্তু পাকাশয় পুনশ্চ শূন্য হইবামাত্র বেদনার পুনরাবির্ভাব হয়,—পাকাশয়ের কর্কট রোগে।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা, বেদনা পাকাশয়াভিমুখে সঞ্চারিত হয়। যকৃৎ বিকৃতিজনিত পীড়াদি, স্ত্রীলোকের বয়ঃসন্ধিকালে এবং কম্পজ্বরান্তে ; যেন দক্ষিণ কুক্ষীমধ্যে

(কোঁকে) কি আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যাবীয়েজ নাইগ্রা) এবং হূলবেধবৎ বেদনা। কুক্ষীদেশে (কোঁকে) কোনরূপ, এমন কি, বস্ত্রের পর্য্যন্ত, চাপ সহ্য হয় না। যকৃৎ প্রদেশ যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ। যকৃতের চতুর্দ্দিক ক্ষতযুক্তবৎ অনুভূতি ; যকৃতের প্রদাহ এবং যকৃৎ মধ্যে স্ফোটকোদ্গম ; উদর অত্যন্ত আধ্মান বায়ুপূর্ণ হইয়া উঠে, কোনরূপ চাপ সহ্য হয় না। তলপেটে এবং কটি অভ্যন্তরে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে এইরূপ জ্বালা। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে ছেদনবৎ বেদনাবশতঃ মূর্চ্ছোপক্রম। অন্ধান্ত্র প্রদাহ বা অন্ধান্ত্রপুচ্ছ প্রদাহ,—অন্ধান্ত্রপ্রদেশ স্ফীত হইয়া উঠে, রোগী চিৎ হইয়া এবং পদদ্বয় গুটাইয়া শয়ন করিতে বাধ্য হয়। অন্ত্রাবরণী প্রদাহ,—উদর উত্তাযুক্ত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু, কটিদেশ হইতে উরু পর্য্যন্ত যেন সাঁটিয়া থাকে এবং ক্রমে আক্রান্তস্থলে পূয সঞ্চিত হইতে থাকে। পিত্তাশ্মরী বা পাথুরী (ক্যাল্কে: কাডীড: হাইড্র্যাস্টি:)।

মলান্ত্র ও মল।—কোষ্ঠকাঠিন্য,—মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ (অ্যালীউ: ওপী:) মলান্ত্রমধ্যে মল জমিয়া থাকে, অথচ বেগ থাকে না; মলদ্বারাবরোধনীর পেশীর সঙ্কোচনানুভূতি (অ্যাসিড-নাই: কষ্টি:)। মলতারল্য,—জলবৎ ফিকা হরিদ্রাভ, মলযুক্ত ; ঘোর পিঙ্গলবর্ণ এবং পূতিগন্ধময় ; ঈষৎ দগ্ধ তৃণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিকৃতি প্রাপ্ত শোণিতময় কথনও বা শোণিত ও কল্‌তানি ময় ; রাত্রিকালে, অন্নাদি ভক্ষণান্তে এবং গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি। যন্ত্রণাজনক কুন্থনান্তে শল্কবৎ ঝিল্লিখণ্ড সক লনির্গত হয়। মলতারল্য ও মল কাঠিন্য পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয় (অ্যাব্রোট: অ্যাণ্ট-ক্রুড: আয়োড: নক্স-ভম্: হ্রাস: রীউটা: অ্যাণ্ট-টার্ট:)। মলদ্বার অভ্যন্তরে নিরন্তর ধক্‌ধক্ করে, যেন তাড়নী দ্বারা আহত হইতেছে (ঋতুর সময় = লিসিন্:—সমস্ত দিবস বেদনাজনক দপদপানি = সল্ফ:—মলত্যাগ কালে = ন্যাট্র-মিউ:—মলত্যাগান্তে = ম্যাগ্নিসেলা ; —অত্যন্ত কঠিন মল নিঃসরণান্তে = অ্যালীউ:)। মলবদ্ধত', বৃথা বেগ ; মলদ্বার বোধ হয় যেন রুদ্ধ হইয়া আছে। মল নিতান্ত তরল না হইলেও অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। মলত্যাগের ইচ্ছা হয় কিন্তু যন্ত্রণার আতিশয্য বশতঃ বিরত হইতে বাধ্য হয়। মলান্ত্র বহিঃর্গত এবং পিণ্ডাকারে ঠোস দিয়া উঠে। অর্শ,—বলি বহির্গত কিম্বা অনমনীয় বা অসঙ্কোচনীয় ; প্রতিবার কাসিলে বা হাঁচিলে বলি হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা সঞ্চারিত হয় (অ্যাসিড-নাই:) স্বল্পরজঃস্রাবকালে বয়ঃসন্ধির সময় কিম্বা সুরাপান করিলে বৃদ্ধি। মলদ্বার কণ্ডুয়ন,—নিদ্রান্তে বৃদ্ধি।

প্রস্রাব।—বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি হইতে মূত্রশিরার মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণ বেদনা সঞ্চারিত হয়। মূত্র প্রায় কালবর্ণ (আর্স: অ্যাসিড-কার্ব্বল: ডিজি: ইরিজী: ন্যাট-মিউ: প্যারীইয়া) ; পুনঃ পুনঃ নির্গমনশীল, ঘন ঘন বৃথা বেগ, যদি প্রস্রাব হয় তাহা হইলে মূত্রনালী মধ্যে জ্বালা করে। পার্শ্ব পরিবর্ত্তনকালে বোধ হয় যেন মূত্রস্থলী বা তলপেট মধ্যে একটী গোলক গড়াইয়া বেড়াইতেছে,—জরায়ুভ্রংশ এবং মূত্রাশয় প্রদাহাধিকারে। প্রস্রাবকালে প্রস্রাব দ্বার হইতে দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা নিঃসরণ ; মূত্রাশয়ের সর্দ্দি (গাঢ় শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা = ক্যালী-মিউ:—ফিকাবর্ণ শ্লেষ্মাময় মূত্র = মিডজুন্:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কাম ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা। অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় সেবা তৎসহ অপস্মার (বীউফো: ক্যাল্কে: প্ল্যাট: ষ্ট্যামোন্:—যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে=প্ল্যাট:)। বাঘী কাঠিন্য প্রাপ্ত কিম্বা নালীক্ষত সমন্বিত এবং বিলেপী জ্বর ভুক্ত (নাযা),—পারদ ব্যবহারান্তে (অ্যাসিড-নাই: হিপ: ক্যালী-আয়োড: সিলি:) লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম স্ফীত ও অনমনীয়,—উপদংশের ক্ষতোদ্গমান্তে। প্রস্রাবকালে বা প্রস্রাবান্তে মূত্রাধারের মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে রস স্রাব (হিপোমেনিস; ক্যালী-কার্ব: লিসিন্: সল্ফ: ড্যাফনী; হিপ:)। লিঙ্গমুণ্ডের গ্রীবাদেশে বহুল পরিমাণে পুষ্পিকা বা শ্বেতবর্ণ ময়লা সঞ্চয় (কষ্টি: মক্স: সিপী:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—স্রাব নিয়মিত,—কিন্তু অল্পকাল স্থায়ী, অল্প পরিমাণে এবং ক্ষীণস্রোতে স্রাব; স্রাবান্তে সকল যন্ত্রণার শান্তি হয়; আর্ত্তবস্রাবকালে রোগিনী বিশেষ আরাম বোধ করিয়া থাকে (সিরীয়াম-অক্স্যাল্: জিঙ্ক:); কামপ্রাবল্য, (প্ল্যাট: অরিগেন: হায়ো:)। বাম ডিম্বাধারের স্ফীতি, অনমনীয়তা, স্নায়ুশূল ও তন্মধ্যে পূযসঞ্চয়। জরায়ুপ্রদেশ স্ফীত বোধ হয়, তদুপরে কোনরূপ, এমন কি পরিহিত বস্ত্রের পর্য্যন্ত স্পর্শ সহ্য হয় না; নিম্না-কর্ষিণী বেদনা। জরায়ু ও ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা,—শোণিতস্রাব আরম্ভ হইলেই উপশমিত হয় (সিরীয়াম্-অক্স্যাল্:)। জরায়ুপ্রদেশে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা। বোধ হয় যেন জরায়ুদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। আর্ত্তবস্রাব অতি সামান্য, ক্ষীণ স্রোত কিন্তু নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয়,—নিঃসৃত শোণিত ঘনীভূত কালবর্ণ কিম্বা কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক (ক্রিয়ো:)। আর্ত্তবাস্রাবের পূর্ব্বে রোগিনী গৃহবহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ লালায়িত হয়; শিরোঘূর্ণন এবং নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (ব্রাই: হাইড্র্যাস: ন্যাট-সল্ফ:); প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা—বাম ডিম্বাধার প্রদেশে অধিক; উরুশিখরে আঘাতজনিতবৎ ব্যথা বোধ; আর্ত্তবাস্রাব আরম্ভ মাত্রে সকল যন্ত্রণার উপশম বোধ হয়। প্রদর,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত,—উগ্রতাজনক;—বস্ত্রাদিতে লাগিলে হরিদাভ (বোফি: থুযা:) দাগ হয় এবং শুষ্ক হইলে মড়মড়ে হইয়া যায় (অ্যালীউ: ক্যালী-বাই: ক্রিয়ো:)। শ্লেষ্মাস্রাব হয় এবং যোনি বহির্দ্দেশ লালবর্ণ এবং স্ফীত হইয়া উঠে। বয়োসন্ধি প্রাপ্তা রমনীদিগের পীড়াদি,—যথা, অর্শ, শোণিতস্রাব, থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব এবং উষ্ণ স্বেদোদ্গম; জ্বালাজনক মূর্দ্ধাদেশীয় শিরোবেদনা বিশেষতঃ রজোরোধকালে বা অন্তে (স্যাঙ্গিউইন্: সল্ফ:) অথবা অতি অল্প স্রাব হইলে। ঋতুরোধের পর হইতে একটা না একটা রোগ লাগিয়া আছেই,—এক দিবসের জন্য সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ভোগ করিতে পায় না। প্রসবান্তিক স্রাব অত্যন্ত পূতিগন্ধযুক্ত, সূতিকাজ্বরাধিকারে প্রস্রাব রোধ; মুখমণ্ডল বেগুণীবর্ণ; সংজ্ঞা বিলুপ্ত এবং উদর অত্যন্ত স্ফীত,—স্তন্য অত্যন্ত তরল, নীলাভ; নিদ্রাভঙ্গান্তে মন অত্যন্ত বিমর্ষ এবং নৈরাশ্যপূর্ণ। স্তনমধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা,—বেদনা বাহু বহিয়া নিম্নদিকে সঞ্চারিত হয়; স্তন নীলবর্ণ এবং কালিমাময় রেখাঙ্কিত। শোণিতস্রাব প্রবণ অর্ব্বুদ বা উপমাংস,—প্রায় তন্মধ্য হইতে শোণিত নির্গলিত হয়। ডিম্বাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা এবং মলত্যাগকালে পূয স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—ভগ্ন স্বর, স্বরনলী শুষ্ক এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি; স্বরনলী স্পর্শাসহ।

স্বরোগাধিকারে স্বরলোপ ; লালা গাঢ় আঠার ন্যায় এবং হরিদ্বর্ণ। উপঝিল্লী প্রদাহ রোগাধিকারে ঘুংড়ীর উপক্রম, শ্বাসরোধোপক্রম বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং রোগী কণ্ঠদেশে হস্তার্পণ করে এবং যেন তাহার মৃত্যু আসন্ন এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করে। কণ্ঠনলীর উপর স্পর্শমাত্র অসহনীয়,—কারণ স্পর্শমাত্রে রোগীর শ্বাসরোধোপক্রম হয় ; কণ্ঠমধ্যে যেন একটা গুল্ম বা গোলকবৎ পদার্থ আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব। ঘুংড়ী,—নিদ্রান্তে বৃদ্ধি কিম্বা নিদ্রিতাবস্থাতেই প্রকোপ উপস্থিত হয়। স্বর তন্তুর আক্ষেপ, হঠাৎ গলমধ্য হইতে স্বরনলীর মধ্যে কি যেন প্রবিষ্ট হইয়া শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করে এবং রাত্রিতে রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। শ্বাসরোগ,—মুখ বা নাসিকার নিকটে কোন বস্তু উপস্থিত হইবামাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত উৎপাদন করে ; রোগী বাতাস করিতে বলে কিন্তু ধীরে ধীরে এবং দূর হইতে (বেগে ব্যজন করিতে বলে = কার্ব্বো-ভেজি:—বাতাস করিতে বলে কিন্তু জোরে বাতাস করিলে শ্বাসরোধোপক্রম হয় = সিঙ্কো:—ত্বক শীতল অথচ বাতাস করিতে বলে = মিডহ্বন্:—এক গৃহে অনেক লোক থাকিলে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় = আর্জেণ্ট-নাই:) ;—বৃদ্ধি = স্বরনলী স্পর্শ করিলে, বাহু চালনা (বাহুদ্বয় দেহের যত নিকটে আনীত হয় তত শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি হয় = সোরিন:), নিদ্রাভঙ্গান্তে (ফুস্‌ফুস্-প্রদাহাধিকারে—অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্ণি:—রাত্রি দ্বিপ্রহরের বা আপরাহ্নিক নিদ্রান্তে = কার্ব্বো-ভেজি:), আহারান্তে (অ্যাসাফি: ক্যালী-ফস্: সার্সা:) কিম্বা কথা কহিলে (অ্যাসিড-ফস্: কষ্টি: ড্রোসেরা ; স্পঞ্জী:) ; উপশম = সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া বসিলে (জানুর উপর মাথা রাখিয়া বসিতে বাধ্য হয়—ক্যালী-কার্ব্ব: সম্মুখদিকে ঝুকিয়া বসিলে বৃদ্ধি = ক্লোর্‌য়ালাম্)। বক্ষঃস্থলে দৃঢ়াবদ্ধভাব (ক্যাক্ট:)। প্রাতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গেলে শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় এবং বক্ষমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে। পাঁচড়ার কণ্ডুয়নের শান্তি হইলে হাঁপানির আবির্ভাব। নিদ্রা আসিবামাত্র শ্বাসরোধ হইয়া আইসে (অ্যামন্-কার্ব: জেলসি: ; গ্রিণ্ড. ল্যাক্-ক্যান্: ওপী:)। কাসি,—গলরোধক, অবিচ্ছিন্ন,—গলমধ্যে, বুক্কাস্থিতলে বা পাকস্থলী মধ্যে উত্তেজনা জনিত ; বৃদ্ধি = নিদ্রিত হইবা মাত্র, কিম্বা কিম্বা দিবাভাগে আর্স: ইউফ্রে: ষ্টাফ:), শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে, সুরাদি পান করিলে। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবল কাসির পরে তবে একটু শ্লেষ্মা উত্থিত হয় (আর্স: অ্যাসিড-বেন্: ব্রোম: ব্রাই: কষ্টি: সিঙ্কো: ক্যালী কার্ব:)। গয়ার,—অতি সামান্য পরিমাণ, কষ্টসাধ্য ; জলবৎ, লবণাক্ত এবং উঠিয়া পুনশ্চ গলাধঃকৃত হইয়া যায়,—কিম্বা তৎসহযোগে উকি উঠিতে থাকে এবং বমন হইয়া যায়। ডিপথিরিয়া রোগাধিকারে বহুল পরিমাণে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। সাঁই-সাঁই-শব্দকারী-দীর্ঘ-কাসির পর হঠাৎ বহুল পরিমাণে ফেনিল এবং গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। বক্ষ মধ্যে অত্যন্ত চাপবোধ,—যেন বক্ষাভ্যন্তর বায়ুপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে,—উদ্গারান্তে উপশম। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বাম বক্ষে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভূতি। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহাধিকারে বাম ফুস্‌ফুসের যকৃত্তাবপ্রাপ্তি ; নিদ্রাভঙ্গান্তে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ হইয়া থাকে। হৃদ্‌স্পন্দন,—কণ্ঠের উপর বা বক্ষোপরে কোনরূপ চাপ সহ্য হয় না ; রোগী সোজা হইয়া বসিতে বা দক্ষিণাপার্শ্বে শয়ন করিতে বাধ্য হয় ; বাম বাহু অসাড়, মূর্চ্ছোপক্রম

এবং আশঙ্কা। হৃদ্‌পিণ্ডের বাত রোগাধিকারে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহার দেহ কম্পিত হইতে থাকে ; না জানি হৃৎপিণ্ডের কি রোগ হইল ভাবিয়া অত্যন্ত ভাবিত হয় ; দ্রুত কথা বলে ; শয়ন করিলে শ্বাস রোধোপক্রম হয় ; বক্ষোপরে চাপবোধ এবং দৃঢ়াবদ্ধ ভাব। নবজাত শিশুর নীলিমা রোগ বা নীল পাণ্ডুত্ব। হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে স্চীবেধবৎ বেদনা শ্বাসাল্পতা, মূর্চ্ছোপক্রম এবং শীতল স্বেদোদ্গম।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাস্তম্ভ বা আড়ষ্ট গ্রীবা,—অতি কষ্টে হনু সঞ্চালিত করিতে পারে ; গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে ছেদনবৎ বেদনা বাম বা দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া মূর্দ্ধাদেশে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। মলকাঠিন্য ও কটিদেশে বেদনা। মেরুপুচ্ছে অর্থাৎ শিরদাঁড়ার সর্ব্ব নিম্নস্থলে তীক্ষ্ণ বেদনা,—উপবেশনকালে রোগীর বোধ হয় যেন সে কোন তীক্ষ্ণাগ্র বস্তুর উপর বসিতেছে। জানু ও কটির দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী পাদচারণকালে হেঁট হইয়া চলে (সল্‌ফার্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম স্কন্ধ ও বাহু ক্ষীণ ও অবশ,—বাম বাহু চাপিয়া শয়ন করিলে আরও অধিক অসাড় হয়। বগলের গ্রন্থি সকল স্ফীতি হয়। বগল হইতে রশুনের গন্ধের মত বাহির হয় (বোভি: লাই:)। সুরাপায়ীদিগের হস্ত কম্পন (নক্স-ভম্)। মণিবন্ধ এবং তর্জ্জনীর বাতাশ্রিত স্ফীতি,—নিদ্রান্তে বৃদ্ধি। আঙ্গুল-হাড়া (হিপ: মার্ক: সাইলি:),—নীলবর্ণ স্ফীতি ; নালীঘা ও অস্থিক্ষত,—আক্রান্ত অংশে হুল বা কণ্টকবেধৎ বেদনা। (প্রাতে) অঙ্গুল্যগ্রের অসাড়তা। মণিবন্ধ যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা (আর্ণি: জেল:)। বাম পার্শ্বগত কটি ও উরু পশ্চাতস্থিত স্নায়ুশূল,—যেন তন্মধ্যে একটী উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা ; নিদ্রান্তে বৃদ্ধি (বাম পার্শ্বগত কটি স্নায়ুশূল = আর্স-সল্‌ফ-রুব্: কলো: ট্রাস:) ; দক্ষিণ পার্শ্বগত,—হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। জানু পশ্চাতে স্ফোটকোদ্গমান্তে কণ্ডারের বা পেশীর অগ্রভাগের সঙ্কোচন বোধ ; জানু স্ফীতি ও তন্মধ্যে হুলবেধ বা ছেদনবৎ বেদনা। জঙ্ঘার সম্মুখাস্থিতে বেদনা। পদের উপর অনুচ্চ নীলিমাবেষ্টিত ক্ষত হইতে পাতলা দুর্গন্ধ রস নিঃসরণ। জঙ্ঘার সম্মুখাস্থির ক্ষত ও পূতি ; নিদ্রিত হইবামাত্র পদদ্বয়ে অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন বা চিড়িক মারার ন্যায় বাতবেদনা আরম্ভ হয়। গর্ভবতী রমণীর পদ-স্ফীতি,—বৃদ্ধি = পাদচারণান্তে। নিম্ন পদে এবং পদাঙ্গুলিতে পচন বা বিগলনশীল ক্ষত। হস্ত ও পদের সংক্রমণশীল বিসর্প ; আক্রান্ত অংশের উপরিভাগ নীলাভ, চাকচিক্যবিশিষ্ট, স্ফীতিযুক্ত, বিগলনোন্মুখ। কোন সন্ধি মুচড়াইয়া গেলে তাহা স্ফীত ও নীলাভ হইয়া থাকে। কর ও পদতলে নৈশ জ্বালা। পারদ প্রয়োগান্তে হস্ত ও পদ আড়ষ্ট বা বক্র হইয়া যায়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ,—সমগ্র দেহ কম্পিত হইতে থাকে,—অত্যন্ত অবসন্নতা বশতঃ রোগিণী পুনঃ পুনঃ বসিয়া বা শুইয়া পড়ে ; প্রাতে বৃদ্ধি (সল্‌ফ: টিউবার্ক:)। অপস্মার বা মৃগী,—নিদ্রিতাবস্থায় প্রকোপ আবির্ভূত হয় (বীউফো ; কিউপ্রাম),—শোণিতাদি দেহের রসক্ষয় ও হস্তমৈথুনজনিত পীড়া ; স্ত্রীর বা স্বামীর সতীত্বে বা সততায় সন্দেহ হেতু পীড়ার উৎপত্তি হইলে। শোণিতস্রাব প্রবণ ধাতু (ফস্: কার্ব্বো-ভেজি:

ক্রোকাস),—সামান্য কাটিয়া গেলে ক্ষত স্থান হইতে অজস্র শোণিত নির্গত হয় (ক্রোটেল্: ক্রিয়ো: ফস্:), শোণিত কৃষ্ণাভ এবং ঘনীভূত হয় না (ক্রোটেল: সিকেলী:)। রাত্রিতে বেদনাধিক্য বশতঃ রোগী শয্যায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না যন্ত্রণা অসহনীয় বোধ হয়। মৃগীর আক্রমণ, রোগী চীৎকার করিয়া উঠে এবং সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হয়, চক্ষু ঘূরিতে থাকে, মুখে ফেন নির্গত হয় এবং হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া যায়; আক্রমণের পূর্ব্বে মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে এবং পদদ্বয় হিমবৎ শীতল হইয়া যায়, পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠিতে থাকে, মাথা ঘোরে, ভার বোধ হয় এবং ব্যথা করিতে থাকে, হৃদ্স্পন্দন ও উদরাধ্মান হয়; আক্রমণান্তে নিদ্রা আইসে (হায়ো: ইগ্নাশি: নক্স; ওপী:)। মূর্চ্ছা বা ভ্রমী—শ্বাস-কৃচ্ছ্র, বিবমিষা, শীতল স্বেদোদ্গম, শিরোঘূর্ণন, রক্তহীন মুখমণ্ডল, বমন, রোগী চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখে, হৃদ্প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আক্ষিপ্ত এবং নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইতে থাকে। সংন্যাস বা মস্তিষ্কের অবসাদ সম্ভূত বামাঙ্গের পক্ষাঘাত।

ত্বক।—পুরাতন ক্ষতচিহ্ন সকল পুনশ্চ লাল হইয়া উঠে, ব্যথান্বিত হয়, ফাটিয়া যায় এবং তাহা হইতে শোণিত পাত হইতে থাকে (অ্যাসিড-ফ্লু: ক্যাল্কে-ফ্লু: গ্র্যাফ:)। ক্ষত সকল স্পর্শাসহিষ্ণু এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ রস নির্গলিত হয় এবং তাহার চতুর্দ্দিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা-বেষ্টিত এবং বেগুনীবর্ণ আভাবিশিষ্ট হইয়া থাকে; উত্তাপ প্রয়োগে উপশম। শোথ—যকৃৎ ও প্লীহা বিকৃতি জনিত কিম্বা আরক্ত জ্বরান্তিক,—প্রস্রাব কালবর্ণ, পদদ্বয় শোথযুক্ত,—প্রথমে বাম পরে দক্ষিণ পদ আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোষময় তন্তুর প্রদাহ—আক্রান্ত অংশ নীলবর্ণ জ্বালাযুক্ত। অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা, এমন কি শয্যাবস্ত্রাদিও তাহার গাত্র স্পর্শ করিলে রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। সমগ্র দেহ জ্বালা ও কণ্ডুয়নযুক্ত; স্থানে স্থানে পীতাভ বা হরিৎ পীতাভ রসগুটী বাহির হয়; পাঁচড়া বা হামের উদ্ভেদ; বা মিনমিনে সকল ধীরে ধীরে উদ্গত হয় কিম্বা নীল বা কালবর্ণ ধারণ করে; আচ্ছন্ন ভাব। রসগুটী সকল শোণিতবৎ রসপূর্ণ হওয়ায় কৃষ্ণাভ প্রতীয়মান হয়। স্ফোটক, ক্ষত, বিস্ফোটক বা দুর্লক্ষণাক্রান্ত ব্রণ; অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক শয্যাক্ষত (ট্যার্যান্ট:), মূর্ত্তি ঘোর লাল, নীল বা হরিৎ-পীত বর্ণ। দাহিকা বা দুষ্ট ব্রণ বেগুণীবর্ণ আভা বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক বেষ্টিত, রাত্রিতে জ্বালায় অস্থির হইয়া শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক শীতল জল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয় (অ্যান্থ্র্যাক্সিন্: আর্স: ইউফর্ব: দেখ), কিম্বা যখন ব্রণমধ্যে পূয সঞ্চয় হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় এবং রোগীর অত্যন্ত দৈহিক অবসন্নতা বিদ্যমান থাকে। শয্যাক্ষতের পার্শ্বদেশ কালবর্ণ প্রতীয়মাণ হয়। ত্বকতলে শোণিত স্রাব হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশ লাল বা নীলবর্ণ হইয়া উঠে (আর্ণি: হ্যামা: ক্রোটেল্: ফস্:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—সবিরাম জ্বর,—প্রতি বসন্ত কাল আগমনে (কার্ব্বো-ভে: সল্ফ: অ্যালো:) হয় বা গত হেমন্ত কালে কুইনিন্ সাহায্যে রোধান্তে তৎপরবর্ত্তী বসন্ত-কালে পুনরাবির্ভূত হয়, অপরাহ্ন ২টার সময় প্রকোপাধিক্য; মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়, মাথা ব্যথা করিতে থাকে এবং চরণদ্বয় হিমবৎ শীতল হইয়া থাকে; উত্তাপাবস্থায় রোগী বকিতে থাকে। শীতলাবস্থা,—পৃষ্ঠ বহিয়া শীত মস্তক উঠে; প্রায় এক দিবসান্তর ও পুনরাবির্ভূত হয়;

উষ্ণ গৃহে শীত কত কম বোধ হয়; শীতের সময় দন্তে দন্ত আহত হইয়া খট্ খট্ শব্দ হইতে থাকে; রোগী ক্রমাগত উত্তাপ অন্বেষণ করে; রোগী শীতের সময় নিকটে যে থাকে তাহাকেই চাপিয়া ধরিতে বলে (জেল্‌সি:)। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের প্রতিবার জ্বরের প্রকোপাবস্থায় হস্ত পদাদি আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এতজ্জনিত সকল রোগেই অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম বাহির হইয়া থাকে। অম্ল ভক্ষণে জ্বরের পুনরাবির্ভাব। আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে, মোহ বা বিড়বিড় প্রলাপ, চক্ষু গণ্ডাদি কোটর প্রবিষ্ট, নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে; জিহ্বা শুষ্ক ও কালবর্ণ প্রতীয়মান হয়, এবং বহির্গত করিতে গেলে কম্পিত হইতে থাকে; বা দন্তমূল কি ওষ্ঠের পশ্চাতে আট্‌কাইয়া থাকে; চক্ষু মধ্যে পীত বা কমলালেবুর বর্ণ ধারণ করে; স্বেদ শীতল এবং বস্ত্রাদিতে লাগিলে হরিদ্রাবর্ণ দাগ হয় কিম্বা শোণিতময় স্বেদ (লাই:)।

বৃদ্ধি।—নিদ্রান্তে, স্পর্শ করিলে, শীতোত্তাপের আতিশয্যে, অম্ল আহারে সুরাপানে, সিঙ্কোনা বা পারদ সেবনে, নিষ্পেষণে, সঙ্কোচনে, রৌদ্রে, বসন্তকালে, রাত্রিতে দাঁড়াইলে বা হেঁট হইলে এবং দেহ সঞ্চালন মাত্রে।

উপশম।—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগ, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, ব্যজন করিলে, শয়নান্তে সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বসিলে এবং রুদ্ধ বা নিয়মিত স্রাবারম্ভে।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক।=অ্যাসিড-নাই: হিপ: লাইকোপোড:। সবিরাম জ্বর যখন ল্যাকেসিস প্রয়োগান্তে আকারান্তর ধারণ করে তখন ইহার পরে ন্যাট্রাম্-মিউরীয়েটিকাম্ ব্যবহার প্রসিদ্ধ। অসম্বন্ধ=অ্যাসিড-অ্যাসেটিক এবং অ্যাসিড কার্ব্বলিক।

তুলনীয়।—সলফর (ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ), মস্কাস (মাথাঘোরা), অর্শ, লরেসি, ডিজি (হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য জন্য মূর্চ্ছা); থিরীডিয়ান (সূর্য্যোত্তাপী); ব্রায়ো, জেল্‌স (সর্দ্দিজনিত মাথাধরা); ক্রোট, ইলাপ (কর্ণস্রাব), ক্যালি-কার্ব্ব (মুখের স্ফীতি); সাইকিউটা (শ্বাসকৃচ্ছ্রতা আক্ষেপ জন্য); গ্রীণ্ডেলিয়া (নিদ্রা যাইলেই দমবন্ধ); এপিস, হ্রসটক্স (বিসর্প); নক্স, লাইকো (অজীর্ণ) এপিস, লাইকো, প্যালেডি, গ্রাফাই (ডিম্বাধার); কাল্‌কে (পিত্তাশ্মরী); ল্যাকেসিস অ্যাসিড (গলমধ্য সঙ্কোচন); অ্যান্টি-টার্ট (ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত) চায়না সবিরাম জ্বর; এপিস (ঈর্ষা); অ্যানাকা (ভূতগ্রস্ত) ব্যাপ্ট (দুর্গন্ধ স্রাব) সল্‌ফ (যকৃৎ) পল্‌স (আর্ত্তবকালে কাসি), টেরেবি, ক্যানিবাই (জিহ্বা); আইরিস (উপাঙ্গ প্রদাহ); হাইড্রোফো (কণ্ঠনলী) ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—আর্স: বেল: উত্তাপ, লবণ এবং সুরা।

সদৃশ।—(সর্পবিষ কতিপয় বোথ্রপ্স-ল্যান্সী: ক্রোটেলাস-হর: নাযা: ইল্যাপ্স:)। থিরিড: আর্স: ওপী: হায়ো: ক্যাম্ফো: সাইকীউ: ফস্: হেলোডার্মা; ল্যাক্‌ক্যান্: অ্যাসিড-ল্যাক্: লাইকোপোড: অ্যাসিড-নাই: ক্যালী-বাই: ক্যালী:কার্ব্ব: ট্যারেণ্ট: হেলিবো: ইত্যাদি।

শক্তি।—১২ শততমিক হইতে সহস্র শততমিক পর্য্যন্ত। ৩০ শততমিকের নীচে প্রায় ব্যবহায় হয় না। ডাক্তার হিউজ কিন্তু দ্বাদশ শততমিক ক্রমের প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৩০ হইতে ৪০ দিন।

ল্যাচন্যাণ্টিস্-টিংটোরীয়া

(LACHNANTES TINCTORIA).

নামান্তর।—রেড-রুট।

প্রস্তুতি।—সমগ্র গাছড়া হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—উপঝিল্লি প্রদাহ; মাথাব্যাথা; বক্ষে বা হৃৎপিণ্ডে বেদনা, ক্ষয়কাস; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; গলক্ষত; গ্রীবার পীড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সবিরাম জ্বর, আন্ত্রিক জ্বর, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, শিরঃপীড়া, গলঝিল্লির প্রদাহ, গলক্ষত, ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কয়েকটা প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই—(১) দক্ষিণ পার্শ্বিক প্রচণ্ড শিরোবেদনা, যেন একটা কীলক প্রবিষ্ট করিয়া মস্তক বিদীর্ণ করিতেছে, অথচ দেহ বরফের ন্যায় শীতল, যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করে, বমনান্তে বৃদ্ধি। (২) বিকারাধিকারে অত্যন্ত প্রলাপ বকে, চক্ষু উজ্জ্বল জ্যোতিঃবিশিষ্ট, গণ্ডস্থলে সীমাবদ্ধ আরক্তিমা, রাত্র ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত প্রকোপাধিক্য। (৩) গ্রীবাস্তম্ভ, গ্রীবা আড়ষ্ট, মস্তক এক পার্শ্বে (অধিকাংশ স্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে) বক্র হইয়া থাকে, গ্রীবা পৃষ্ঠে বোধ হয় যেন সন্ধিবিচ্যুতি ঘটিতেছে এইরূপ বেদনা, বিশেষতঃ মস্তক ফিরাইতে বা পশ্চাদ্দিকে আনত করিবার চেষ্টা করিলে। (৪) পৃষ্ঠ ফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে বোধ হয় যেন একখণ্ড বরফ স্থাপিত আছে; ত্রিকাস্থি প্রদেশে কটিদেশের অষ্টাঙ্গুলি ঊর্দ্ধস্থিত মেরুদণ্ডে এবং কর ও পদতলে তীব্র জ্বালাবোধ।

লক্ষণাবলী।

মন।—দিবসে অর্দ্ধনিদ্রবস্থায় কল্পনাচক্ষে নানা প্রকার মূর্ত্তি দর্শন করে (ওপী: ক্যানাব); বাক-বহুল-প্রলাপ (হায়ো: ল্যাক্: ষ্ট্র্যামো:), চক্ষু জ্যোতিঃবিশিষ্ট এবং গণ্ডদ্বয় সীমাবদ্ধ রক্তিমান্বিত। সামান্য কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। স্বেদোদ্গম কালে অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে।

মস্তক।—ললাটদেশে বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে সংক্রমণশীল ছেদনবৎ বেদনা। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ ও যেন মস্তক মধ্যে কীলক (গোজ) প্রবিষ্ট করাইয়া বিদীর্ণ করিয়াছে

এইরূপ অনুভূতি ; দেহ হিমবৎ শীতল, গাত্রত্বক ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত এবং চটচটে বোধ হয় ; মুখমণ্ডল পীতবর্ণ ; অত্যন্ত শীতার্ত্ততা ; লেপেও শীত দূর হয় না ; যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্পষ্ট শব্দ করিতে থাকে। মস্তক যেন অগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইতেছে এইরূপ জ্বালা বোধ এবং অতিশয় তৃষ্ণা। মূর্দ্ধাদেশ যেন অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব ; হাইপিরিক:—(গির্জার ন্যায় দীর্ঘ হইতেছে বোধ=নক্স)। শিরোবেদনা,—মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি হয় এবং বোগিনীর দেহ টলমল করিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে যেন মস্তকে কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। ললাটের ত্বক উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের। মস্তকের কেশ সকল যেন খাড়া হইয়া উঠিতেছে এইরূপ অনুভূতি, শিরোপশ্চাতে অধিক। মস্তকের ত্বক অত্যন্ত ব্যথান্বিত, এমন কি স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। ললাটে রক্তবর্ণ ব্রণ উদ্গত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও তন্মধ্যে পূয সঞ্চিত হয়।

চক্ষু।—তিমির দৃষ্টি, সন্ধ্যাকালে দেখিতে পায় না, পাদচারণে উপশম ও উপবেশনে বৃদ্ধি, যেন বস্তু সকল মেঘাবৃত রহিয়াছে (সাইক্লে: ল্যাক-ডিফ্লা: প্লাম:)। কোন বস্তুর দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে তাহার চতুর্দ্দিকে ধূসববর্ণ বৃত্ত সকল দৃষ্ট হয়। কোন বিন্দুব দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে ঐ বিন্দু বা অধ্যয়ন করিবার সময় অধীত অংশ অন্ধকারময় হইয়া যায়। (ক্যালী-কার্ব:) ; দ্রুতবেগে মাথা ঘুরাইতে চক্ষুসমক্ষে অন্ধকার আবির্ভূত হয়। পাদচারণ কালে দৃষ্টির অস্পষ্টতাদি লক্ষণ সকল তিরোহিত হয় কিন্তু উপবেশন করিলেই পুনশ্চ পূর্ব্বভাব হইয়া থাকে। চক্ষুমধ্যে শুষ্কতা বোধ সহযোগে অত্যন্ত অশ্রু স্রাব ও জ্বালা, বিশেষতঃ প্রাতে। চক্ষু মধ্যে যেন ধূলি রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি ও শ্বেতবর্ণ পিচুটী জমা। দক্ষিণ অপাঙ্গের স্পন্দন। ভ্রূ ও অক্ষিপুট উর্দ্ধাকৃষ্ট হওয়ায় বোধ হয় যেন রোগী কোন দিকে একদৃষ্টে পলকহীন ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। চক্ষু মুদিত করিলে চক্ষুর উপর-পাতা স্পন্দিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ণ।—জ্বরাদি রোগের তরুণাবস্থায় পূর্ণ বধিবতা। বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে দক্ষিণ কর্ণমধ্যে কূজনধ্বনি। কর্ণমধ্যে ছেদনবৎ বেদনা ও মধ্যে মধ্যে "কটাশ" করিয়া উঠে। আহারকালে দক্ষিণ কর্ণবিবর মধ্যে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ অনুভূতি। বামকর্ণমধ্যে সুড়সুড়ি, অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া নাড়িলে উপশম হয়, কিন্তু আবাব তৎক্ষণাৎ পুনরাবির্ভূত হয় ; বোধ হয় যেন কি একটা কর্ণবিবর রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে।

নাসিকা।—নাসামূলের দক্ষিণ পার্শ্বে জ্বালানুভূতি। নাসিকা হইতে অজস্র ফ্যাকাশে শোণিত স্রাব। নাসাদণ্ড বোধ হয় যেন চিম্‌টিয়া রহিয়াছে।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহাধিকারে গণ্ডদ্বয় সীমাবদ্ধ রক্তিমান্বিত (স্যাঙ্গিউইন্) ; রাত্রি ১টা হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত প্রবল বিকার ও প্রলাপ এবং চক্ষু জ্যোতিঃবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মুখমণ্ডল স্ফীত ও চক্ষু তলে রক্তিমা বা নীলিমা উৎপন্ন হয়। মূর্ত্তি শোণিত শূন্য, পীড়কাব্যঞ্জক ; মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় ফিকা নীলবর্ণ ; দৃষ্টি জড়তা ব্যঞ্জক ও চক্ষু শীতল বোধ হয়। গাঢ় আটার ন্যায় শ্লেষ্মাময় লালা। ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত ও আড়ষ্ট বোধ হয়। মুখমণ্ডলের উপর যেন পিপীলিকা বেড়াইতেছে এইরূপ "সুড়সুড়ি" বোধ।

গলমধ্য।—কণ্ঠমধ্য অত্যন্ত শুষ্ক, রাত্রে অত্যন্ত কাসি হয়; বিশেষতঃ নিদ্রাভঙ্গান্তে। স্কুকস্কুকে কাসি সহ গলক্ষত। গলাধঃকরণকালে গলনলীর ক্ষুদ্র অংশে কণ্ডুয়ন বোধ। উপঝিল্লী রোগাধিকারে তালুপশ্চাতে স্ফীতি বোধ, গ্রীবা আড়ষ্ট ও মস্তক এক দিকে হেলিয়া থাকে।

পাকাশয়াদি।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে দপদপানি বা স্পন্দন,—যেন একটী ক্ষতযুক্ত অংশের উপর কেহ তাড়নীব দ্বারা আঘাত করিতেছে। উদরের ঊর্দ্ধাংশে বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রমণশীল ছেদনবৎ বেদনা। উদরমধ্যে উৎসেচন (ভুট ভাট শব্দ হওয়া) ও অন্ত্রকূজন। উদরমধ্যে উত্তাপ বোধ; যেন মলনিঃসরণ হইবে এইরূপ বোধ; মলত্যাগান্তে শিরোবেদনার নিবৃত্তি। পুনঃ পুনঃ মলবেগ অথচ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আইসে। অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ সহ মলত্যাগ; ফুসফুস্ প্রদাহাধিকারে উদরমধ্যে অপর্য্যাপ্ত আধ্মানবায়ু জমা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ,—অকালাবির্ভাবশীল, স্রাব অপর্য্যাপ্ত ও শোণিত উজ্জ্বল লালবর্ণ কিম্বা শ্লেষ্মা ও আঠাবৎ শোণিত মিশ্রিত, আর্ত্তবস্রাব কালে উদর বোধ হয় যেন ফুলিতেছে, তন্মধ্যে জল ফুটিতেছে।

শ্বাসযন্ত্র।—ফুস্ফুস্ প্রদাহাধিকারে শুষ্ক কাসি, বোধ হয় যেন স্বরনলী-মধ্য হইতে কাসি আসিতেছে; শোণিতাক্ত গয়ার। কাসি শয়নকালে এবং নিদ্রা যাইবার পর প্রকোপাধিক্য (ল্যাকে: নক্স:—কাসির জন্য প্রাতে ৬টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়=কক্কাস-ক্যাক্টি:)। স্থির হইয়া থাকিলে, বৈকালে পাদচারণ অথবা দেহ সঞ্চালন কালে দক্ষিণ বক্ষে, স্তনের নীচে (চেলিড: ক্যালী-কার্ব. সিপি:) উপর্য্যুপরি সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা (দক্ষিণ ফুস্ফুসের শিখরদেশে=আর্স. ক্যাল্কে: বাম=আর্স.)। ফুস্ফুস্ প্রদাহাধিকারে বিকার উপস্থিত হইলে পর কাসিলে বক্ষমধ্যে প্রচণ্ড বেদনা, প্রলাপোক্তি, সীমাবদ্ধ রক্তিমাবিশিষ্ট গণ্ডদ্বয় ও জ্বর হইয়া থাকে; রাত্রি ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত প্রকোপাধিক্য। চিত্ত চাঞ্চল্য সহ হৃৎপিণ্ড মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। বক্ষ ও হৃদ্প্রদেশে যেন জল ফুটিতেছে বা জলের বুদ্বুদ উঠিতেছে এইরূপ উৎসেচনানুভূতি, মস্তকে উত্থিত হইলে,—গাত্র টলমল করিতে, এবং সর্ব্বাঙ্গে স্বেদোদ্গম হইতে থাকে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাপৃষ্ঠের আড়ষ্টতা (অ্যাক্টী: অ্যান্ট-টার্ট:) ও বেদনা, ঐ বেদনা মস্তকের উপর দিয়া নাসিকাতে সঞ্চারিত হয় ও বোধ হয় যেন নাসাপুটদ্বয়কে চিম্টাইয়া ধরিয়াছে। গ্রীবা ফিরাইবার সময় বা পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে গ্রীবাপৃষ্ঠ বোধ হয় যেন সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপঝিল্লি প্রদাহ রোগে বা আরক্ত জ্বরাধিকারে গ্রীবাস্তম্ভ; ঘাড় এক দিকে (দক্ষিণ দিকে) বাঁকিয়া থাকে। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে বোধ হয় যেন বরফখণ্ড স্থাপিত রহিয়াছে, তৎপরে সর্ব্বাঙ্গে শীতবোধ হয় এবং দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে (যেন শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে=পল্সে:—পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে শৈত্যানুভূতি=অ্যাট-কার্ব:—যেন পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে কাহার হিমশীতল হস্ত স্পৃষ্ট হইল=সিপী:—গুল্মবায়ু রোগে)—যেন (সবিরাম জ্বরাধিকারে) ঐ স্থানে একখণ্ড বরফ রহিয়াছে—উত্তাপে উপশম=পল্সে:—যেন

পৃষ্ঠফলকে বরফ স্পৃষ্ট হইতেছে=অ্যাগার:—পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যাস্থলে শীতল বায়ু আসিয়া লাগিতেছে; (কষ্টি:)। বাম বৃক্ককের (মূত্রগ্রন্থি) অন্তরতম প্রদেশে জ্বালানুভূতি,—জ্বালা দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়। কটীদেশের অষ্টাঙ্গুলি উর্দ্ধে ও মেরুদণ্ড মধ্যে জ্বালা। অপরাহ্ন ৪টার সময় ত্রিকাস্থি প্রদেশে (মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রদেশে) বেদনা।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—জ্বর, সন্ধ্যায় আক্রমণ,—অর্থাৎ বেলা ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ; মুখমণ্ডল আরক্তিম, বিশেষতঃ উর্দ্ধাংশ। জ্বালাময় উত্তাপ, মুখমণ্ডল আরক্তিম, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব ; তদন্তে গণ্ডদ্বয় সীমাবদ্ধ রক্তিমান্বিত, দক্ষিণ গণ্ডে অধিক। জ্বর সহ প্রলাপ, আরক্তিম গণ্ড, চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃ বিশিষ্ট, রাত্রি ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। মস্তক শূন্য বোধ সহ ; ১২টার সময় অস্থিরতা সংযুক্ত নিদ্রার পর স্বেদোদ্গম; স্বেদোদ্গমের পূর্ব্বে রোগী অত্যন্ত ছটফট করিতে থাকে ; গাত্রত্বক শীতল, আর্দ্র এবং চটচটে ; প্রাতঃস্বেদ।

বৃদ্ধি।—ল্যাকেসিসের ন্যায় অধিকাংশ লক্ষণ নিদ্রাভঙ্গান্তে বর্দ্ধিত হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাক্টী: ইথীউ: অ্যানাক: পল্সে: সিপী. বেল: ক্যানাব-ইন্: সাইকীউ: ক্রোটেল্: জেল্সি: গ্লোন: জিঙ্কে: হায়ো: ল্যাকে ; ওপী: প্ল্যাট: ফস: স্যাঙ্গি উইন্: ষ্ট্যামোন্.।

তুলনীয়।—দক্ষিণ দিকের ফুস্ফুসের নিম্নে বেদনায়—চেলিডো ; ক্যালি-কার্ব্ব ; শীর্ষদেশে—ক্যাল্কে . বামভাগে, শীর্ষে—আর্স ; নিম্নে—সল্ফর ; বাচালতা—ল্যাকেসি ; উজ্জ্বল চক্ষু, প্রলাপ (বেলাড) ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ল্যাক্টীউকা ভাইরোসা

(LACTUCA VIROSA).

নামান্তর।—পয়েজনাস্ লেটুসি।

প্রস্তুতি।—ল্যাক্টী-ভাইরোসা ও স্যাটাইভার সম্মিলনে ইহার লক্ষণ সংগৃহীত হইয়াছে, পুষ্পিত গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত করা হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে ;—হৃৎশূল ; উদরী ; হাঁপানি ; অর্শ ; কোষ্টবদ্ধ ; কাসি ; অতিসার ; গুল্মবায়ু ; প্রমেহ ; বুকজ্বালা ; স্তন্য-বিকৃতি ; যকৃতের পীড়া ; চক্ষু-রোগ ; কর্ণমধ্যে শব্দ, তন্দ্রা ; কশেরুকাতে বেদনা ; প্লীহা ; হুপকাস ; জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ঔষধ সুস্থদেহে পরীক্ষাকালে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ইহার উৎকৃষ্ট আভাস পাওয়া যায়। পাকস্থলী মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য ও উত্তাপ বোধ, এই অনুভূতি গলমধ্যে পর্য্যন্ত উত্থিত হয় ; ক্রমে

পাকস্থলী ও কণ্ঠমধ্যে উত্তাপের পরিবর্তে তুষারবৎ শৈত্য, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে সঙ্কোচন, হৃদগ্র-প্রদেশে তীব্র যন্ত্রণা ও উদ্বেগ এবং বক্ষঃস্থলে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব ও সঙ্কোচন, বিশেষতঃ সম্মুখদিকে হেঁট হইয়া বসিলেও বক্ষের উপর বোধ হয় যেন একখণ্ড গুরুভার লৌহ চাপান আছে; বাম স্তন যেন কেহ মুচড়াইতেছে। দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসাকাঙ্ক্ষা. নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ আগ্রহ এবং পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। ক্রমে মস্তকের জড়তা আবির্ভূত হয় এবং দেহ টলমল করিতে থাকে অথচ বুদ্ধি বৃত্তির কোনরূপ বিকলতা ঘটে না; মস্তিষ্কের দোলায়মান ভাব বশতঃ দাঁড়াইয়া, বসিয়া বা শুইয়া কোন প্রকার আরাম বোধ হয় না ও কর্ণাভ্যন্তরে ঝিঁঝিঁ শব্দ হইতে থাকে। উদগার ও উদরমধ্যে কুল্‌কুল্ শব্দ; বায়ু নিঃসরণে আরাম বোধ। বক্ষ মধ্যে উত্তাপ, তীব্র ও কখনও হিমবৎ শৈত্য অনুভূত হইয়া থাকে। তালু মূলের নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ গিলিতে ক্লেশ; পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ। সম্মুখ দিকে হেঁট হইয়া বসিলে পাকাশয়িক এবং সোজা হইয়া বসিলে বক্ষাভ্যন্তরিক বেদনার উপশম বোধ হয়। বক্ষের উপর কোনরূপ নিষ্পেষণ সহ্য হয় না। মস্তিষ্কের আবিলতা ও অবগুণ্ঠনান্তরিতবৎ অস্পষ্ট দৃষ্টি। গলমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয়। তালু মূলে অত্যধিক উত্তেজনা-জনিত দেহ-আলোড়ক কাসি, কাসিলে মস্তকে ও বক্ষমধ্যে ভয়ানক সংঘাত বোধ হয়, শিরো-বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ও বক্ষঃস্থল বোধ হয় যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। শিরঃশূল সহ উদরে পূর্ণতা ও ভার বোধ. তিমিরদৃষ্টি ও শ্বাসকৃচ্ছ্র। গাত্র শিহরণ, অবসন্নতা ও আলস্য বোধ। বিমর্ষভাব, উদ্বেগ এবং বিরক্তি। অধিকন্তু দেহ ও মস্তক অত্যন্ত লঘু বোধ হয়; শয্যায় শয়িতাবস্থায় মনে হয় যেন জলে ভাসিতেছে; স্বপ্নে বোধ হয় যেন ভূমির উর্দ্ধে পাদচারণ করিতেছে, যেন শূন্যে উড়িতেছে [অ্যাসেরাম: ল্যাক-ক্যান: ভ্যালি: ষ্টিক্টা:]; উপবিষ্টাবস্থায় নিরন্তর বোধ হয় যেন মূত্রনলীর মধ্য দিয়া একবিন্দু মূত্র নির্গত হইতেছে। ভাওলেট পুষ্পের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট মূত্র। যকৃৎপ্রদেশে দৃঢ়াবদ্ধভাব ও বিবর্দ্ধিত যকৃৎ। ইহাদ্বারা দক্ষিণ বাহু অত্যন্ত আক্রান্ত হয়। পদদ্বয়ে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বোধ হয় যেন রুদ্ধ হইয়াগিয়াছে।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিমর্ষ চিত্ত, যেন অন্যের চিত্তেও স্বীয় বিষাদ সংক্রামিত করে; সামান্য ঘটনায় রোগী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে; শোক প্রকাশান্তে সন্ধ্যার সময় সংজ্ঞালোপকারী ললাট-দেশীয় শিরোবেদনা উপস্থিত হয়, গলমধ্যে অত্যন্ত সঙ্কোচন বোধ হয় ও রোগী রোদনপরায়নতা প্রকাশ করে। মানসিক যন্ত্রণা ও চিত্তচাঞ্চল্য। অত্যন্ত খপিষ স্বভাব, সামান্য প্রতিবাদে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ে; অত্যন্ত আলস্যযুক্ত; অধিক কাল শয্যায় থাকিতে পারে না; কোন বিষয় ভাবিতে হইলেই মহা বিপদ জ্ঞান করে এবং ভাবিতে গেলে শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিতে অনিচ্ছুক, তাহার ভাব সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়। কোন দ্রব্য একস্থানে রাখিয়া নানাস্থানে অন্বেষণ করে।

মস্তক।—মস্তক শূন্য বোধ হয়,—তৎসহ যেন কতকাল নিদ্রা হয় না মস্তকের এইরূপ জড়তা বোধ; শিরোঘূর্ণন,—পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় (বেল: সাইকিউ: ফেল্যান: গ্লাস:

স্পঞ্জী:—পশ্চাদ্দিকে=লিডাম ; হ্রাস:—সম্মুখে=ফেরাম: পডো: র‍্যানান: হ্রাস ;—পার্শ্বের দিকে =ফেরাম-অ্যাসেট· ক্যানাব: কোণা: ইউফর্ব: হ্যউম্; স্কীলা)। মস্তকমধ্যে মাদক জনিত মত্ততা অনুভূতি। শিরোঘূর্ণন ; ফিরিতে গেলে পদদ্বয়ে ও মস্তকে, বিশেষতঃ শিরোপশ্চাতে, ভারবোধ এবং তৎসহ দৃষ্টিসমক্ষে অন্ধকারাবির্ভাব (অ্যাক্টী-স্পাই: ডাল্ক্যা: ক্যালী-কার্ব: ওপী:); উষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে মস্তক ভার এবং শয্যায় শয়িতাবস্থায় যেন জলে ভাসিতেছে এইরূপ বোধ হয়, মস্তক যেন অত্যন্ত বৃহৎ বা যেন হঠাৎ দেহের উর্দ্ধাংশ দ্রুতবেগে সঞ্চালন বশতঃ মস্তকের আকার বর্দ্ধিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (আর্ণি: নক্স-মস:—মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত সঞ্চায়াধিক্য বশতঃ=ভেরেট:—যেন অতিশয় বৃহৎ=প্যারিস ; বিবমিষা সহ= মিফাইটিস:—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়=আর্জেণ্ট নাই:)। শিরঃশূল,—মূর্দ্ধাদেশের ক্ষুদ্র অংশে তীক্ষ্ণ বেদনা, স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয় ; বেদনা-স্থান পরিবর্ত্তনশীল (শিরঃশূল=ক্যালী-কার্ব: কফী: ইগ্নে: নক্স ; পল্সে:)। আপবাহ্নিক শিরঃপীড়া (ইথীউ: অ্যাসের: বেল· কলো: গ্র্যাফ· ল্যাকে: লাই: ক্যালী-বাই: সেলিন্: সিলি: ষ্ট্রন:)। বাম শঙ্খদেশে বা রগে অনুগ্র বেদনা,— মাথা নাড়িলে বা ধৌত করিবার সময় অনুভূত হয়, যতবার মস্তক সঞ্চালিত হয় তত বেদনার বৃদ্ধি হয়। নিষ্পেষণবৎ শিরঃপীড়া, সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক মস্তক মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছে ; গৃহ মধ্যস্থিত উত্তাপ সংস্পর্শে বেদনা উপস্থিত হয়। কাসিলে মস্তক মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক সংঘাত বা ধাক্কা বোধ হয় এবং মস্তক কম্পিত হইয়া উঠে (কাসিলে শিরোবেদনা হয়=ন্যাট-মিউ:—শিরোপশ্চাতে বেদনা বোধ=সল্ফ:—চৈতন্যাপহরক শিরোবেদনা=ইথীউ: —উন্মত্তকারক,—যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে=নক্স-ভম:), এবং বহুক্ষণ যাবৎ মস্তিষ্কের দোলন ও শিরোকম্পন অনুভূত হইয়া থাকে। বিশ্রাম অবস্থায় হঠাৎ শিহরিয়া উঠে এবং মস্তক মধ্যে দপদপ করিতে আরম্ভ হয় ; মস্তকের পূর্ণতা বোধ সহ কর্ণের মধ্যে ও সম্মুখে ঝিঁঝিঁ শব্দ হইতে থাকে। মস্তিষ্কের দোলন বশতঃ শুইয়া বসিয়া কোন অবস্থাতেই স্বস্তি বোধ হয় না।

চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে কুটকুট করে। চক্ষু বেদনা (বোভি: কিউপ্রাম ; প্যারিস্ ; ফস: এবং দক্ষিণ অক্ষিগোলকের বিবর্দ্ধনানুভূতি। চক্ষুর্দ্বয়ের বাহিরাঙ্গে কুটকুট করে (ক্যালী-বাই: ফাইটো: সল্ফ);—মর্দ্দন করিলে বৃদ্ধি হয়। অক্ষিপুট জ্বালা,—দিবসে অধ্যয়ন কালে ; দক্ষিণ চক্ষে তিমিরদৃষ্টি সহ জ্বালা (অবাম-মিউ. অ্যাসিড-ফস: ওলীয়ন: সল্ফ:)। তিমিরদৃষ্টি, —সকল বস্তুই মেঘান্তরিত এইরূপ বোধ (অ্যাসের: ক্যামো: ইয়োন্: জেল্স: গ্র্যানেট: লরো: ন্যাট-মিউ: ক্যালী-নাইট: অ্যাসিড-নাই; ওলি-অ্যান: ওপী:); ক্ষীণদৃষ্টি তৎসহ সময়ে সময়ে উত্তাপবোধ। যেন মেঘের বা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দেখিতেছে এইরূপ অস্পষ্ট দৃষ্টি (বার্বা: কষ্টি: ক্রোকাস: ক্রিয়ো: ল্যাকে: পেট্রোল্: ফস: সল্ফ: ট্যাব:—যেন জলের ভিতর দিয়া দেখিতেছে=ষ্ট্যাফ:),—কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে অস্পষ্টতা দূর হয়। ভোজনান্তে মস্তক অধিক অবনত করিলে দৃষ্টি সমক্ষে পোকা উড়িতেছে মনে হয় (অ্যাগার: ক্যাষ্টোর: ককীউ: কোণা: ইয়োন: ক্যালী-কার্ব: লাই: মার্ক: পেট্রোল: ফস: রীউটা ; সিকেলি: সিপী: সিলি: ট্যাব্যাক:)।

গলমধ্য।—গলমধ্যে বোধ হয় যেন তীব্র উত্তাপ লাগিতেছে। নিগরণকৃচ্ছ্র,—বা গিলিতে ক্লেশ; আলজিহ্বা যেন কম্পিতত্বক হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি ও তৎসহ জ্বালা কিম্বা কণ্ঠাভ্যন্তরীণ পেশীর নিষ্ক্রিয়তা। প্রাতে গলমধ্যে আঠাবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে।

পাকস্থলী।—পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠিলে, বক্ষোপরে চাপবোধের উপশম ঘটে; অন্ননালীমধ্যে অত্যন্ত শৈত্য বোধ। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে সঙ্কোচন ও পাকাশয় মধ্যে বেদনা; চাপ দিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। "যেন অনেকক্ষণ দেহ বক্র করিয়া বসিয়াছিল" উদরোর্দ্ধ এবং বুকাস্থি প্রদেশে এইরূপ ব্যথা; হৃদগ্র প্রদেশে যন্ত্রণা ও উদরোর্দ্ধ দেশে মহা অস্বস্তি বোধ। পাকাশয় মধ্যে নিষ্পেষণ, পূর্ণতা ও স্ফাটনবৎ বেদনা ও তদন্তে দক্ষিণ স্তনের নিম্নে "চিন্‌চিন্" করিতে থাকে ও বোধ হয় যেন ঐ স্থানে ফোস্কা উঠিতেছে; পাকস্থলীস্থিত ভুক্ত দ্রব্যাদি জমাটবদ্ধ হইয়া নির্গত হইবার উপক্রম করে এবং পেট ফুলিতে থাকে ও অন্ত্রের মধ্যে হুড়্‌হুড়্ কুল্‌কুল্ শব্দ হয়, বায়ুনির্গমান্তে উপশম বোধ। পাকাশয় মধ্যে অত্যন্ত শৈত্য বোধ; পাকাশয় ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে কন্‌কন্ ঝন্‌ঝন্ করিতে এবং পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠিতে থাকে, বোধ হয় যেন পাকাশয় ও অন্ননলী বরফপূর্ণ রহিয়াছে; সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া বসিলে এবং দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণান্তে পাকাশয়িক বেদনার উপশম হয়।

অন্ত্রাশয়।—দক্ষিণ কুক্ষি বা কোকে স্থূল সংঘাত বা অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা বোধ। যকৃৎপ্রদেশে প্রাতে অত্যন্ত ব্যথাবোধ; সময়ে সময়ে আহারান্তে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা ও ভারবোধ কখনও বা বেদনা পৃষ্ঠের দিকে সঞ্চারিত হয়; যকৃৎ বিবর্দ্ধন ও তন্মধ্যে চাপ বা টান বোধ। প্লীহা প্রদেশে বিশ্রামকালে বা স্থির হইয়া থাকিলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত ও মুচড়ানর ন্যায় বেদনা। উদর যেন ঝুলিয়া পড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি (ইগ্নে: ইপিক্: ষ্ট্যাফ:)। নাভিপ্রদেশে যেন চিম্‌টাইয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা, উরুর উপর উরু স্থাপন করিলে বেদনাধিক্য বোধ হয়। উদরের উর্দ্ধাংশে ছেদনবৎ বেদনা, আহারের সময় ও পরে বৃদ্ধি; যন্ত্রণায় দেহ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। সমগ্র উদরের স্থানে স্থানে নখাঘাতবৎ বেদনা, অন্ত্রকূজন এবং জলবৎ আমময় মল নিসঃরণ। উদরমধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্যজনক উত্তাপ ও উৎসেচনানুভূতি এবং ঐ উৎসেচন-জনিত বাষ্প ক্রমে বক্ষ মধ্যে উত্থিত হয়। নাভি ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন একটা মহা ভার চাপান আছে এইরূপ অনুভূতি, সোজা হইয়া বসিলে বৃদ্ধি হয়। মলকাঠিন্য সহ সবিরাম জ্বরান্তে উদরী,—উদর, চরণ ও মুখমণ্ডল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে, কিম্বা যকৃৎ অত্যন্ত স্ফীত এবং কঠিন হয় ও অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা অনুভূত হয়। উদর মধ্যে পূর্ণতা ও ভারবোধ এবং অন্ত্রকূজন ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; উদ্গার ও বায়ুনির্গমান্তে উপশম; যকৃৎপ্রদেশে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব; প্রচুর বায়ুনির্গম, সময়ে সময়ে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত হইয়া থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত কুন্থন (বোলিট্: মার্ক-কর:); মল অত্যন্ত কঠিন, প্রবল বেগ দিলে তবে নির্গত হয় এবং মলদ্বারে নিরন্তর আঘাতজনিতবৎ বেদনা। প্রায়ই মলতারল্য প্রকাশ পায় এবং মণ্ডবৎ মল নির্গত হয়। মলত্যাগকালে আলস্য ও অবসাদ বোধ হয় এবং সময়ে সময়ে মলত্যাগ কালে নিদ্রা (নক্স-মস্:) আইসে, হাই ও মুখে

জল উঠিতে থাকে। কোমল মলত্যাগান্তে মলদ্বারে চাপ বোধ। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে শিরা-স্ফীতিজনিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ সকল উদ্গত হয়, মলান্ত্র সাঁটিয়া ধরে এবং প্রতিবার কঠিন মলের পর তরল মল নির্গত হয়।

প্রস্রাব।—প্রস্রাব বেগ হইলে লিঙ্গমুণ্ড যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয় এবং ঐ বেদনা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়। মূত্রসঞ্চয়াধিক্য; রাত্রিতে বার বার উঠিয়া প্রস্রাব করিতে হয়; শেষ রাত্রে অত্যধিক পরিমাণ মূত্র সঞ্চয় বশতঃ মূত্রস্থলী মধ্যে চাপ বোধ হইয়া থাকে। মূত্র জলবৎ নির্ম্মল, অপর্য্যাপ্ত সঞ্চয় ও স্রাব, সময়ে সময়ে মূত্র নির্ম্মল পীতবর্ণ এবং ভায়োলেট পুষ্পের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট (টেরিব: ইনীউলা: কোপেবা:)। উপবিষ্টাবস্থায় নিরন্তর মনে হয় যেন মূত্রনলীমধ্য দিয়া একবিন্দু মূত্র নির্গলিত হইতেছে (লেমীয়াম-অ্যালব:); যেন অত্যন্ত প্রস্রাববেগ হইয়াছে মূত্রাশয় মধ্যে এইরূপ অনুভূতি।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রাতে পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গমান্তে শিশ্নোপরি লসিকা শিরার স্ফীতি। শিশ্নমূলে, দক্ষিণ রেতোরজ্জু মধ্যে এবং উরুর অভ্যন্তর প্রদেশে যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে ইত্যাকার বেদনা। (কাম প্রবৃত্তির অত্যধিক উত্তেজনার উপশামক)। শেষ রাত্রে নিদ্রার সময় কামোদ্দীপক স্বপ্নসহ স্বপ্নদোষ, এবং সময়ে সময়ে; প্রগাঢ় নিদ্রার সময় উপর্য্যুপরি দুইবার রেতঃস্খলন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্তন্য ও রজঃস্বল্পতা। যন্ত্রণাদায়ক প্রমেহ (স্পাইর‍্যান্থিস:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠস্বর চড়াইবার ক্ষমতা। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে গলমধ্যে কর্কশতানুভূতি, গলা খুশ খুশ করে। গলমধ্যে কর্কশতানুভূতি ও সন্ধ্যাকালীন বা প্রাভাতিক স্বরভঙ্গ। গলমধ্যে পূর্ণতা বোধ, পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে উপশম। গলমধ্যে কণ্ডুতি জনিত কাসি; সময়ে সময়ে বক্ষমধ্যে চাপ বোধ সংযুক্ত কাসি; গলমধ্যে জ্বালাজনক শুষ্কতা; শুষ্ক কাসি,—সময়ে সময়ে বক্ষঃস্থল, উদর এবং শিরোপশ্চাৎ আলোড়িত করিয়া উপর্য্যুপরি কাসি হইতে থাকে। প্রচণ্ড আক্ষেপিক কাসি,—বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থল দ্বিধা হইয়া যাইবে। সামান্য "কুক্" করিয়া কাসিলেও বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। কাসিলে বা গলা পরিষ্কার করিতে গেলে বক্ষোবেদনার বৃদ্ধি হয়। স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের শুষ্ক শ্বাসরোধক কাসি তৎসহ দীর্ঘকাল অনিদ্রা এবং পাকস্থলী ও পাকস্থলীতলে তীব্র শৈত্য বোধ (কোল্‌চি: ফস্:)।

বক্ষ।—বাম ফুস্‌ফুস মধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা, কিম্বা পাকাশয়তলে নিষ্পেষণ বোধ ও বাধাপ্রাপ্ত-শ্বাসপ্রশ্বাস; বক্ষমধ্যে পূর্ণতা ও আলোড়ন বশতঃ দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস; সম্মুখদিকে একটু বক্র হইয়া বসিলে দীর্ঘ শ্বাসের প্রয়োজন হয়; পাদচারণকালে বা সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া তৃপ্তিজনক হয় না, কারণ নাভি ও হৃদগ্র প্রদেশে পেশীর সঙ্কোচন বশতঃ প্রতিবারে দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হয় (ব্রাই: ক্যাল্‌কে: ক্যাষ্টো: প্রুণাস্:) সোজা হইয়া বসিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র, এবং সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া অথচ পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইয়া রাখিলে উপশম = ল্যাকে:—সোজা হইয়া দাঁড়াইলে বাধা-প্রাপ্ত-শ্বাসপ্রশ্বাস = কেল্যান্: স্পিসী:

—পাদচারণকালে বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস=অ্যাগার: কার্বো-ভে: কোণা: গ্র্যানেট: লাই: নক্স; হ্রাস: সিপী: ষ্ট্যান্:)। শ্বাসরোগ, শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা বা বক্ষের অপ্রসারণীয়তা, যেন বক্ষের নিম্নাংশ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ;—বক্ষমধ্যে অত্যন্ত আঘাত লাগে বলিয়া রোগী স্বীয় তৃপ্তিজনক পূর্ণ-শ্বাস গ্রহণ করিতে ভীত হয়; রাত্রে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়,—এমন কি রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং যত শীঘ্র পাবে উঠিয়া সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয় (ইউফ্রে: গ্রাফ: ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড: ল্যাকে:),—হাই উঠিলে এবং গাত্রভঙ্গান্তে ক্ষণিক উপশম বোধ হয়; নিম্নবক্ষের অপ্রসারণীয়তা বোধ বশতঃ পুনঃ পুনঃ দেহ দ্বিভাজ বক্র করিবার আবশ্যকতা হয়। অনেকক্ষণ হেঁট বা বক্র ভাবে বসিয়া থাকার পর গাত্রোত্থান করিলে বা পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে (ল্যাকে: বেল: ক্যামো:) শ্বাসকৃচ্ছতার উপশম হয়। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বক্ষোপরে চাপবোধ,—যেন একখণ্ড গুরুভার লৌহ বক্ষের উপব স্থাপিত (ষ্ট্রণ) রহিয়াছে,—গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না। সোজা হইয়া বসিলে বক্ষাভ্যন্তরিক যন্ত্রণাদির উপশম (বৃদ্ধি হয়=ল্যাকে:); গ্রীবাদেশে কোনরূপ দৃঢ়াবদ্ধকারী বস্ত্রাদি সহ্য করিতে পারে না,—যেন তাহাতে তাহার শ্বাস-রোধোপক্রম হয়। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক বোগাধিকারে (নাযা) আক্ষেপিক শ্বাসরোগ; বক্ষোদক-রোগে শ্বাসরোধোপক্রম। বক্ষোদক বা ফুস্‌ফুসাবরক ঝিল্লির অভ্যন্তরে জলসঞ্চয় বশতঃ শোথ, সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, চিত্তচাঞ্চল্য, শয়িতাবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদনের অক্ষমতা [অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্স: ফেরাম্; ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-নাই ল্যাকে নাযা. ফস্ প্লাম: স্পঞ্জী·—চিৎ হইয়া শয়নে=হাই-পিরিক: লাই: অ্যাসিড: অ্যাসেট: শোথরোগাধিকাবে আদৌ শয়ন করিতে পারে না=অ্যাপোসিন —বক্ষোদক রোগাধিকারে=ক্যাক্ট:—উদবী রোগাধিকারে বাম পার্শ্বে শয়নে এপীস;—যকৃৎ ও বক্ষোদক বোগাধিকারে=ক্যালী-কার্ব:] বশতঃ উঠিয়া সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয় (মার্ক-সল্‌ফ:); শুষ্ক ক্ষুক্‌ক্ষুকে কাসি, অত্যন্ত আবল্য ও অবসাদ, অপরাহ্ণে দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ এবং প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস। বাম বক্ষ হইতে পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত শলাকাবেধবৎ বেদনা। বাম স্তন যেন মুচ্‌ড়াইতেছে এইরূপ বেদনানুভূতি (বোর‍্যাক্স)।

প্রত্যঙ্গাদি।—কাসিলে গ্রীবাপৃষ্ঠে ব্যথা বোধ হয়। দক্ষিণ কক্ষপ্রদেশে এবং বগলে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা, বাহু উত্তোলনে এবং ঐ অংশ অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে বৃদ্ধি হয়। কটিদেশ হইতে কুচকী পর্য্যন্ত আড়ষ্টতাজনক বেদনা। মেরুদণ্ডের উপর হইতে নিম্নাংশে পর্য্যন্ত এবং ত্রিকাস্থি প্রদেশে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়। হস্ত পদাদিতে অতিশয় দৌর্ব্বল্যানুভূতি; কখনও স্কন্ধ সন্ধিস্থলে কখনও বা মণিবন্ধে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। দক্ষিণ হস্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল। পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়, পাদচারণকালে বৃদ্ধি এবং উরু মধ্যে টানবোধ হয়। উপবেশন করিলে পদদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ ঝিঁ ঝিঁ ধরে। উপবিষ্টাবস্থায় বাম পদে এবং স্থির হইয়া থাকিলে দক্ষিণ পদে বোধ হয় যেন রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে; প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে নিদ্রাবেশ ও শারীরিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা। সামান্য পরিশ্রম করিলেই অতিরিক্ত ক্লান্তি ও কষ্টবোধ। উপবিষ্টাবস্থায় রোগী স্বীয় দেহ সরল রাখিতে বাধ্য হয়। শ্বাসরোগাধিকারে সমগ্র দেহ স্ফীত হইয়া থাকে, মস্তিকের জড়তা বোধ হয় এবং রোগী

কোন ক্রমে চিৎ হইয়া শুইতে পারে না (হাইপিরিক্: লাই: অ্যাসিড-অ্যাসেট:)। নির্ম্মল বায়ু সেবনে শ্বাসকৃচ্ছ্রের এবং অনাবৃত স্থানে পাদচারণাদি ব্যায়ামে, লক্ষণাদির উপশম হয়। দেহ অত্যন্ত লঘুবোধ হয়, শয্যায় শয়িতাবস্থায় বোধ হয় যেন জলে ভাসিতেছে।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন এবং গাত্রভঙ্গ (ইগ্নে: সাইমেক্স: অ্যামিল: নাই:)। দিবাভাগে অত্যন্ত নিদ্রাবেশ, ক্লান্তি ও আলস্য বোধ; সন্ধ্যার প্রথমেই পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও ত্বরা করিয়া শয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা। দুর্দ্দমনীয় নিদ্রালুতা, কাজ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে। শ্বাসকষ্ট ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে টানবোধ বশতঃ রোগী চিৎ হইয়া শুইতে পারে না; মস্তক উচ্চ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে ভাল থাকে (ইউপেট-পার্ফো্লি:)। রাত্রিতে অনেকবার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন। স্বপ্নে রোগীর বোধ হয় সে ভূমির উর্দ্ধে পাদচারণ করিতেছে বা শূন্যমার্গে উড়িতেছে (অ্যাসের: টিক্টা; ল্যাক্ ক্যান্: অ্যাসিড-ফস্: থুযা; ন্যাট-মিউ: ভ্যালি:)।

উপশম।—সোজা হইয়া বসিলে (বক্ষ বেদনা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র); সম্মুখ দিকে বক্র হইয়া বসিলে (পাকাশয়িক লক্ষণাদি); উরুর উপর উরু স্থাপন করিলে (নাভি প্রদেশে চিমটাইয়া ধরা); নির্ম্মল বায়ুসেবনে; মস্তক উচ্চ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে, পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও গাত্রভঙ্গান্তে, বায়ু নিঃসরণান্তে এবং অনেকক্ষণ উপবেশনের পর গাত্রোত্থানকালে বা পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে।

বৃদ্ধি।—হাঁচিলে, কাসিলে, উষ্ণগৃহমধ্যে, স্পর্শ করিলে, চিৎ হইয়া শুইলে, মর্দ্দনান্তে সোজা হইয়া বসিলে (পাকাশয়িক বেদনা), আহার কালে বা আহারের পরে, চাপ দিলে, বাহু উত্তোলনান্তে এবং পাদচারণকালে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড-ল্যাক্টিক্: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: অ্যাসের্: ওপী: নক্স-মস্: টেরিব: বোরাক্স: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-আয়োড: হেলোডার্মা।

দোষঘ্ন।—কফিয়া।

তুলনীয়।—তন্দ্রালুতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা (ওপিয়ম: নক্স-মস্:); গলায় আঁট সহ্য হয় না (ল্যাকেসি:); প্রমেহ (থুযা:)। হৃৎপিণ্ড (ক্যালি-কার্ব্ব:); কাসি (এনিস্:)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় ও ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

লেমীয়াম অ্যাল্বাম্

(LAMIUM ALBUM).

নামান্তর।—ডেড নেটেল্।

প্রস্তুতি।—ফুল ও ফল সমন্বিত সমগ্র গাছড়া হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অর্শ ; মাথাব্যথা ; অন্ত্রচ্যুতি ; আর্ত্তববিকৃতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তকের অগ্র ও পশ্চাৎভাগে গতিশীল শিরোবেদনা ; স্বল্পস্রাবশীল এবং অকালার্ত্তব সহ প্রদর ; অর্শ, বহিঃস্থত বলি,—তৎসহ সরক্ত কঠিন মল ; দেহ ও মনের অস্বাচ্ছন্দ্য এবং হস্ত পদাদির বিকম্পন প্রভৃতি কয়েকটী ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল।

লক্ষণাবলী।

মন।—"ঘ্যান্‌ঘেনে" স্বভাব অর্থাৎ ক্রন্দনস্বরে নিরন্তর অসন্তোষ প্রকাশ করে ; রোদন-পরায়ন, মনে করে যেন কেহ তাহাকে দেখিতে পাবে না। সর্ব্বদা অশ্রুপূর্ণলোচন ও বিমর্ষ। চিত্তের মহা অশান্তি।

মস্তক।—মস্তিষ্কের গভীরতম অংশে বা কেন্দ্রস্থলে নিরন্তর ব্যথাবোধ (ব্যাসিলিন্:) ; হেঁট হইয়া থাকার পর মস্তক উত্তোলনকালে বৃদ্ধি বোধ। শিরোবেদনা,—আসন হইতে গাত্রোত্থান কালে বৃদ্ধি (কোব্যাণ্ট) এবং উপবিষ্টাবস্থায় উপশম (গুয়ায়েক: হ্রাস:)। শিরোশূল, যেন চতুর্দ্দিক হইতে মস্তিষ্ক নিষ্পেষিত হইতেছে (যেন লৌহময় বন্ধনী দ্বারা মস্তক নিষ্পিষ্ট হইতেছে = অ্যানাক: ব্যাসিলিন: সল্‌ফ:),—তৎসহ মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে প্রচণ্ড বেদনা। মস্তকের অস্থি মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব। শিরোবেদনা অধিকারে মস্তকের অগ্রপশ্চাৎ (আর্ণি: ক্যামো: লাই:) দোলন এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস। নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, প্রাতে নিদ্রা-ভঙ্গান্তে ও শেষ রাত্রে শায়িত অবস্থায় শিরোবেদনার বৃদ্ধি।

পাকস্থলী।—শূন্য বা অম্লাক্ত উদ্গার। অত্যন্ত উত্তাপ, অস্পষ্ট দৃষ্টি ও অবসাদ বোধ সহ বিবমিষা ও সার্দ্ধ এক ঘণ্টা পূর্ব্বের ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন। উদর মধ্যে যেন অত্যধিক পরিমাণে বায়ু সঞ্চিত ও আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতি, বায়ুনিঃসরণান্তেও উপশম হয় না। তলপেটে অত্যন্ত বিলোড়ন, বোধ হয় যেন প্রবল রক্তঃস্রাব আরম্ভ হইবে। অর্শ,—বলি বহিঃস্থত ও মল অত্যান্ত কঠিন ও রক্তময়। বাম কুচকী প্রদেশে অত্যন্ত চাপবোধ বশতঃ মনে হয় যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার উপক্রম হইতেছে।

প্রস্রাব।—প্রবলবেগ অথচ স্বল্পমাত্র মূত্র স্রাব। সর্ব্বদা বোধ হয় যেন মূত্রনলী দিয়া এক এক বিন্দু মূত্র নির্গত হইতেছে (ল্যাক্টীউকা-ভাই:)। মূত্রনালী হইতে লালাবৎ পদার্থ স্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অকালার্ত্তব—স্রাব অতি অল্প, পূর্ণিমায় আবির্ভাব। প্রদর—স্রাব অপর্য্যাপ্ত, যন্ত্রণাহীন এবং শ্বেতাভ শ্লেষ্মাময় : সময়ে সময়ে যোনিমধ্যে কুটকুট করে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক অশান্তি বশতঃ রোগী কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কম্পিত হইতে থাকে। কথা কহিলে শ্বাসাল্পতা তৎসহ ফুসফুসাদির দুর্ব্বলতা অনুভব (ষ্ট্যানাম), বক্ষমধ্যে জ্বালা ; বৃদ্ধি—জলাদি পানান্তে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যানাকঃ ব্যাসিলিন্‌ (শিরঃপীড়া); ক্যামোঃ লাইঃ ল্যাক্টীউকা-ভাইঃ টিউবার্কঃ সল্‌ফঃ। মস্তক সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে সঞ্চালন করে—আর্ণিকা; ক্যামো; লাইকোপডিয়ম।

শক্তি।—মূল আরক এবং ৩য় ও ১২ দশমিক ক্রম।

ল্যাপিস অ্যাল্‌বাস

(LAPIS ALBUS).

নামান্তর।—হোয়াইট ষ্টোন্‌।

প্রস্তুতি।—সুইজার্‌ল্যাণ্ড দেশের ধাতব উৎস বিশেষের তলস্থিত শ্বেত প্রস্তর বিচূর্ণ করতঃ ইহা প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কর্কটিয়া-ক্ষত-প্রবণ অর্ব্বুদ; বাধক; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি; গলগণ্ড; শ্বেত প্রদর; অপত্যপথে কণ্ডুয়ন; কর্কটীয়া ক্ষত-বিশেষ; গুটীকাযুক্ত ধাতু; অর্ব্বুদাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ গ্রভোগল এই ঔষধটীর অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নূতন ও পুরাতন, গ্রন্থিবিবর্দ্ধন,—এবং ক্ষতে-পরিণত-হইবার-পূর্ব্বাবস্থাপন্ন কর্কটী-অর্ব্বুদ চিকিৎসায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ বলিয়া পরিগণিত। স্থিতিস্থাপকতা বিশিষ্ট বিবর্দ্ধিত গ্রন্থি অর্থাৎ কঠিন হয় না, কঠিন হইলে অন্য ঔষধ প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। জরায়ুর কর্কট রোগেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহার আর একটি প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ পাকস্থলীর উভয় দ্বারেই এবং জরায়ু ও স্তন মধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা বোধ। রোগীর ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। দুর্লক্ষণাক্রান্ত অর্ব্বুদ প্রভৃতি মাংসের অপবৃদ্ধি মাত্রেতেই ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। চৈতন্যাপহারক যন্ত্রণাজনক বাধক বা রজঃ-কৃচ্ছ্রেও ইহার বিশেষ হিতকারিতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্রাব আরম্ভ হইলেই বাধকের যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—সবমন শিরঃপীড়া।

মুখমণ্ডলাদি।—কর্কটীয়া ক্ষত বশতঃ গণ্ডস্থলে অর্দ্ধমুদ্রাকৃতি ছিদ্র। জিহ্বার উপঝিল্লিক কর্কটার্ব্বুদ,—শল্ক উৎপাটন করিলে রক্তবর্ণ ক্ষত বহির্গত হয়। নিম্নোষ্ঠের অর্ব্বুদ, জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণাধিক্য বশতঃ রোগী লম্ফ দিয়া উঠে।

পাকস্থলী।—পাকস্থলীর আগম ও নিগম উভয় দ্বারে তীব্র জ্বালা ও হুলবেধৎ যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে। রাক্ষসী ক্ষুধা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্তন ও জরায়ু মধ্যে তীব্র জ্বালা, এবং শলাকা বা হুলবেধবৎ যন্ত্রণা; জরায়ু কর্কট (কোণা: কাণ্ডীউ: ব্যাসিলিন্:)। বাধক, হঠাৎ প্রচণ্ড বেদনা বশতঃ রোগিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, স্রাবারম্ভে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় (সিরীয়াম্-অক্সাল: ল্যাকে: ল্যাক-ক্যান:)। দুর্দ্দমনীয় যোনি কণ্ডুয়ন।

সার্ব্বাঙ্গিক।—গলগণ্ড (থাইরইড: কোণা: আয়োডাম: ব্রোমাম্:); জড়বুদ্ধিত্ব (থাইরইড: ব্যাসিল:)। গণ্ডমালা বা গ্রন্থিবির্দ্ধন প্রবণতা; বিবর্দ্ধিত গ্রন্থি স্থিতিস্থাপকতা বিশিষ্ট, কোমল ও নমনীয়; গ্রীবার এবং কণ্ঠাদেশের গ্রন্থির বিবর্দ্ধন ও ব্যথা। কর্কটীয়া-অর্ব্বুদ ক্ষতে পরিণত হইবার পূর্ব্বাবস্থা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আর্স-আয়োড: ব্যাসিলিন্: থাইরইডিন্: কোণা: ব্রোমাম: আয়োডাম: ক্যালী-আয়োড: ক্যাল্কে-আয়োড: কাণ্ডীউর‍্যাঙ্গা:।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ল্যাথাইরাস্ স্যাটাইভাস্

(LATHYRUS SATIVUS).

নামান্তর।—খেঁসারির দাল।

প্রস্তুতি।—পকবীজ (কলাই) হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার।—নিম্নলিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ;—বেরি বেরি; ধ্বজভঙ্গ; পক্ষাঘাত; কটীবাত; অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত; বাত; মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা; ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মেরুমজ্জা ক্ষয়জনিত পক্ষাঘাত ও চলচ্ছক্তি রাহিত্য রোগে ইহার প্রকৃষ্ট উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। পদদ্বয় ভারযুক্ত ও শীতল ও তন্মধ্যে পিপীলিকা-সঞ্চলনবৎ "ঝিন্‌ঝিন্" অনুভূত হয়; পাদক্ষেপকালে টলিতে থাকে এবং থপ্‌থপ্ করিয়া ও সময়ে সময়ে পা টানিয়া চলে, কটিবাত, মূত্র রোধ-শক্তি রাহিত্য, শৃঙ্গার শক্তির লোপ, উর্দ্ধাঙ্গ বিকম্পন প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াফল। আক্রমণ হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিত; রোগী রাত্রে যখন শয়ন করিতে যায় তখন, তাহার কোন অসুখ না থাকিলেও প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে, দেখে পদদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, কটিতে কোন বল নাই এবং চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে। ক্রমে নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ হইয়া

যায়, রোগী অতি কষ্টে পদবিক্ষেপ করে, পদাঙ্গুলি সকল পদতলের দিকে বক্র হইয়া যায় এবং চলিতে গেলে পদনখ সকল ভূমিতে ঘৃষ্ট হইতে থাকে। শৈত্য ও জলীয় বায়ুই এতজ্জনিত রোগাদির প্রধান উত্তেজক কারণ। আক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীর্ণ হইয়া যায়। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরাই অধিক আক্রান্ত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষাদ, উৎকণ্ঠাযুক্ত মন।

পাকস্থলী।—অজীর্ণতা, বমন, বুকজ্বালা ও শূল।

প্রস্রাব।—মূত্ররোধ-শক্তি রাহিত্য। মূত্রস্থলী মধ্যে অসহনীয় বেগ, বেগ মাত্রে প্রস্রাব না করিলে, আপনা হইতে প্রবল বেগে মূত্র নির্গত হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি।

প্রত্যঙ্গাদি।—কটিবাত, অত্যন্ত বেদনা বশতঃ রোগী নড়িতে পারে না; স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। কোন দ্রব্য উত্তোলন বা স্থাপন করিতে গেলে উর্দ্ধাঙ্গ, বিশেষতঃ বাহুদ্বয় হঠাৎ কম্পিত হইতে থাকে। হঠাৎ অর্দ্ধাঙ্গিক পক্ষাঘাতের আবির্ভাব (যুবতী বা প্রৌঢ়াদিগের অপেক্ষা যুবক বা প্রৌঢ় ব্যক্তিরা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে)। নিতম্ব দেশীয় ও নিম্নাঙ্গের পেশী সকল অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায়। শয়িতাবস্থায় রোগী হস্তপদাদি সহজে চালনা করিতে, বিশেষতঃ আবর্ত্তিত ও বিস্তৃত করিতে পারে; কিন্তু বক্র বা উত্তোলন করা অত্যন্ত কঠিন বোধ করে। বাম পদ অপেক্ষা দক্ষিণ পদে অধিক বল বোধ হয়। পাদচারণ কালে রোগী সম্মুখদিকে বক্ষ ও পশ্চাৎদিকে নিতম্ব হেলাইয়া চলে এবং পদদ্বয়ের উত্তোলন এবং পাতনের সহিত নিতম্বদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে উন্নত ও আনত হইতে থাকে (ইহাকে হংসগতি বলে= অরাম: ল্যাকে: ম্যাগ: এস্: সাইলি:); চলিবার সময় পায়ে পায়ে জড়াইয়া যায় বা পদদ্বয় পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় পরস্পরের গাত্রে আহত হইতে থাকে। দণ্ডায়মান অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেহ টলমল করিতে থাকে, যেন রোগী দুইটী অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ ভূমির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে (অ্যালীউমিনা: ও আর্জেণ্ট-নাইট্‌কাম:)। চেয়ারে পদদ্বয় ঝুলাইয়া অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিলে ঐ পদদ্বয় স্ফীত ও নীলবর্ণ হইয়া যায়। চলিতে গেলে পদাঙ্গুলি সকল নীচের দিকে মুড়িয়া যায় এবং ভূমিতলে ঘর্ষিত হইতে থাকে। পুরাতন মেরুমজ্জা প্রদাহ। স্থির হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে দেহ অনবরত কম্পিত হইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। দিবসে পদদ্বয় অত্যন্ত শীতল, কিন্তু রাত্রে উহা অত্যন্ত উত্তাপ ও জ্বালাযুক্ত হইয়া থাকে এবং রোগী পুনঃ পুনঃ আবরণ উন্মোচন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে [সল্‌ফ: স্যানিক:]। পাদচারণকালে ভূমি অসমতল বোধ হয় এবং রোগী মনযোগ পূর্ব্বক পথের দিকে চাহিয়া না থাকিলে পদে পদে পদস্খলিত হয়। বেরি বেরি বা আসাম দেশীয় শোথ রোগ বিশেষ (আর্স: হ্রাস: ফস্: জেলসি:); জলীয় বায়ুতে বা শৈত্য সংস্পর্শে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (ডালক্যা: হ্রাস:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাগ্রষ্ট্রেমা-গিথাগো (সোজা হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষমতা), জেল্‌সি: নক্স: সিকেলি অ্যালীউ: আর্জেন্ট-নাই: কুরারী; ফস: অ্যাসিড-'পক: হ্রাস: ডাল্‌ক্যা:।

তুলনীয়।—সিকেলি (পক্ষাঘাত), জেলস্, নক্স, পিক্-অ্যাসিড (পক্ষাঘাত; লিঙ্গো-দ্রেক); ডালকা (আর্দ্রতা); হ্রাস: (পক্ষাঘাত প্রভৃতি)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

লরোসিরেসাস্

(LAUROCERASUS)

নামান্তর।—চেরি লরেল্; কমন লরেল্।

প্রস্তুতি।—কচি পাতা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—সংন্যাস হইবার উপক্রম; হাঁপানি; শ্বাসরোধ; বিসূচিকা, শিশু-বিসূচিকা; তাণ্ডব; আক্ষেপ; কাসি; থালধরা; নীলিমা; অতিসার; বাধক; মৃগী; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; যকৃতের পীড়া; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; হৃৎকম্পন; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; ধনুষ্টঙ্কার; অর্ব্বুদ; হুপকাস।

উপযোগিতা ও আভাস।—অপস্মার বা মৃগী, সংন্যাস এবং ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপিক রোগ, শ্বাসরোগ, কাসি, হুপকাসি, প্রভৃতি রোগে এবং যে কোন রোগে জীবনী শক্তির অবসাদ প্রকাশ পায় এবং যে স্থলে হৃদ্রোগে অভ্রান্তভাবে নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও রোগীর দেহে প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব বশতঃ কোন ফল হয় না, সেই সকল অবস্থায় লরোসি-রেসাস্ অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এস্থলে উল্লিখিত হইল:—(১) যেন ললাটদেশে শীতল বায়ু আসিয়া লাগিতেছে এইরূপ শৈত্য অনুভব। (২) জলীয় দ্রব্যাদি পান করিলে সশব্দে অন্ননালী দিয়া অন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। (৩) অধিকাংশ স্থলে যন্ত্রণা রাহিত্য (ষ্ট্র্যামো:)। (৪) জীবনী শক্তির দ্রুত অবসাদ সংযুক্ত রোগ (ক্যাম্ফো: ভেরেট:)। (৫) প্রতিক্রিয়ার অভাব, জীবনী শক্তির অ গাবল্য, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের বা শ্বাস যন্ত্রের রোগে; যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও ফল হয় না, ঔষধ যেন ভাসিয়া যায়। (৬) দীর্ঘ-কাল ব্যাপী মূর্চ্ছাপ্রকোপ। (৭) মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বা সন্ধ্যাকালে দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ। (৮) শ্বাসপ্রশ্বাস কালে রোগী বোধ হয় যেন হাঁপাইতেছে। (৯) মুখের পেশীর আনর্ত্তন অর্থাৎ সঙ্কোচন ও প্রসারণ। (১০) রাত্রি শেষে হঠাৎ উদরাধ্মানাদি অজীর্ণ লক্ষণ এবং উদর মধ্যে বেদনা আবির্ভূত হয় এবং গাত্রোত্থান করিলেই সারিয়া যায়। (১১) উঠিয়া বসিলেই শ্বাসরোধোপক্রম বশতঃ রোগী পুনরায় শয়ন করিতে বাধ্য হয়। (১২) একটু দৌড়াইলে বা সোপানারোহণান্তে

রোগী স্বীয় বক্ষোপরে হস্ত স্থাপন করে, যেন তাহার বক্ষমধ্যে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়। (১৩) হৃৎপ্রদেশে শ্বাসরোধোপক্রম সহযোগে হরিদ্বর্ণ আমময় উদরাময়। (১৪) যক্ষ্মাধিকারে শুষ্ক যন্ত্রণাজনক কাসি। (১৫) হুপকাসির শেষাবস্থায় আক্ষেপিক বা দেহ আলোড়ক কাসি,—যখন রোগী অত্যন্ত অবসন্ন এবং স্নায়বিক উত্তেজনা জনিত আক্ষেপিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ডের দ্বারাবরোধক পেশীর রোগ সহ নিরন্তর "ক্রুক্‌ক্রুকে" বিরক্তিকর কাসি, কাসিলে রোগী হাঁপাইয়া উঠে এবং বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে। (১৬) যক্ষ্মাধিকারে শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত উদ্বেগ, আশঙ্কা ও চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ রোগী মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তিবোধ করে না, কিম্বা রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতে আদৌ ইচ্ছা নাই। বাক্ ও দেহসঞ্চালন শক্তিরাহিত্য সংযোগে অচৈতন্য। চৈতন্য বা অনুভব শক্তির লোপ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক স্ব স্ব কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ক্ষীণ বুদ্ধি এবং স্মৃতি হীনতা। স্বীয় মনোভাব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে অক্ষমতা; কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কা (আয়োড: মার্ক:—কাল্পনিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় পলায়ন করিবার চেষ্টা করে = বেল্:)।

মস্তক।—মোহভাব সহ শিরোঘূর্ণন, পতন ও সংজ্ঞাবিলোপ (ট্যারাণ্টীউ:—শিরোঘূর্ণন বশতঃ বোধ হয় যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যাইবে = ক্যালকে. ট্যাব্যাক্:)। শিরোঘূর্ণন সহ নিদ্রাবেশ (অ্যাসিড-নাই: সাইলি:); নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি (গ্নান—গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে সারিয়া যায় = ক্যালী-কার্ব: ক্রিয়ো:)। শিরোঘূর্ণন,—অবনত মস্তকে থাকিতে থাকিতে উঠিতে গেলে (বেল্: কার্ব্বো-অ্যান্: স্যাঙ্গিউইন্) ;—আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে গেলে (ক্যাল্‌কে-ফস্: ক্যামো: ডিজি: লাই: ফস্: পল্‌সে: স্যাম্বীউ:),—অস্পষ্ট দৃষ্টি সহ যেন অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দেখিতেছে, কিম্বা বোধ হয় যেন সকল বস্তুই ঘুরিতেছে। (ব্রাই: লাই: ন্যাট-মিউ:)। সমগ্র মস্তকে সংজ্ঞাপহারক বেদনা। মস্তিক বোধ হয় যেন শিরোমধ্যে অসংলগ্ন-ভাবে রহিয়াছে,—সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিলে মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন সম্মুখদিকে গড়াইয়া আসিয়া ললাট পশ্চাতে আসিয়া ঠেকিতেছে। ললাটের মধ্যস্থলে শৈত্যানুভূতি,—যেন ঐ অংশে শীতল বায়ু আসিয়া লাগিতেছে। মূর্দ্ধাদেশে বোধ হয় যেন বরফ অবস্থিত রহিয়াছে (ভেরেট:);—যেন মূর্দ্ধাদেশে শীতল বায়ু আসিয়া লাগিতেছে এবং ঐ বায়ু গ্রীবা বহিয়া পৃষ্ঠ স্পর্শ করিতেছে;—গৃহমধ্যে বৃদ্ধি এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম।

চক্ষু।—সকল বস্তুই বড় দেখায় [নিকোল্: নক্স-মস: ফাইজস্] যেন চক্ষুদ্বয় অবগুণ্ঠনা-বৃত। চক্ষু, একদৃষ্টি এবং উন্মীলিত, কিম্বা অর্দ্ধ মুদিত, বিকৃতভঙ্গী।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখের পেশী সকল সঙ্কোচিত হইতে থাকে। মুখের চতুর্দ্দিকে সুড়্‌সুড়ি,—যেন কীটাদি বিচরণ করিতেছে। মুখের চতুর্দ্দিকে উদ্ভেদ উদ্গম। অপস্মার

রোগাধিকারে মুখ হইতে ফেন নির্গত হয় [ইত্যাদি]। গলাধঃকরণের ব্যাঘাত। থাকিয়া থাকিয়া কণ্ঠ ও অন্ননলীর সংকোচনানুভূতি। কোন জলীয় দ্রব্যাদি পান করিলে গড়্ গড়্ শব্দে পাকস্থলী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। যেন জিহ্বা, মুখবিবর ও কণ্ঠাভ্যন্তর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। জিহ্বার আড়ষ্টতা বশতঃ রোগী কথা কহিতে পারে না।

পাকস্থলী।—সম্পূর্ণ অরুচি অথচ জিহ্বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন (বিবমিষা অথচ জিহ্বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন=ইপিক্:—পাকাশয়িক বিকৃতিসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিহ্বা=সিনা; ডিজি:)। গর্ভাবস্থায় আহারে অরুচি (অ্যাণ্ট-টার্ট:—আহারের কথা মনে করিলে তাহার বমনোদ্রেক হয়=সিপী:)। মুখ শুষ্ক ও প্রবল তৃষ্ণা। হিক্কা (অ্যামন-মিউ: সাইক্লে: ইগ্নে আয়োড: লাই. ম্যাগ:-ফস্: মার্ক-সল: নিকোল: নক্স-মস্: নক্স-ভম্:)। গর্ভাবস্থায় তিক্ত বাদামের স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার। কাসিতে কাসিতে ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন। বাকশক্তিরাহিত্যসহ পাকাশয় মধ্যে ভয়ানক বেদনা। পাকাশয় ও অন্ত্রাশয় মধ্যে জ্বালা বা শৈত্যানুভূতি। পাকস্থলী প্রদেশে সঙ্কোচন ও উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ মধ্যে সূক্ষ্ম শূলবেধবৎ বেদনা ও নিষ্পেষণানুভূতি। যকৃৎ প্রদেশ স্ফীত হইয়া উঠে এবং যেন চর্ম্মতলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে কিম্বা যেন ঐ প্রদেশে একটী স্ফোটক বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে এইরূপ ব্যথা অনুভব। যকৃৎ স্ফীত ও অনমনীয় (আর্স: সিঙ্কো: ডিজি: গ্র্যাফ: ম্যাগ-মিউ: র্যাটান্:); ক্ষয়প্রবণ যকৃৎ (ল্যাকে: লাই: নক্স-মস্: ফস্:)। নাভি প্রদেশে যেন চিমটাইয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা। বৈকালে উদর মধ্যে অন্ত্রশূলবৎ এবং রাত্রিতে মূর্দ্ধাদেশে বিদারণবৎ বেদনা। কথা কহিলে বা অত্যধিক পরিশ্রম করিলে উদর মধ্যে বোধ হয় যেন নাভিপ্রদেশ হইতে কটিদেশস্থ পৃষ্ঠের দিকে গুরুভার গুল্ম আসিয়া পড়িতেছে। রাত্রিশেষে হঠাৎ অজীর্ণ লক্ষণ ও তলপেটে বেদনার আবির্ভাব হয় কিন্তু শয্যাত্যাগান্তে আর থাকে না।

মলান্ত্র ও মল।—মলতারল্য,—মল হরিদ্বর্ণ, তরল ও আমময়, অত্যন্ত কুন্থন সংযুক্ত; হৃৎপ্রদেশে শ্বাসরোধোপক্রম বশতঃ রোগিনী শয়ন করিতে বাধ্য হয়; অসাড়ে মলনিঃসরণ। কোষ্ঠকাঠিন্য, মল কঠিন ও দৃঢ় এবং অতি কষ্টে এবং অনেক বেগ দিবার পরে তবে নির্গত হয়। বাহ্যের বেগ হয় অথচ বাহ্যে হয় না কেবল বায়ু নির্গত হয় মাত্র। বিসূচিকাধিকারে মূত্ররোধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তবস্রাব, অত্যন্ত অকালে আবির্ভূত হয়; এবং স্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং অত্যন্ত তরল শোণিতময় তৎসহ রাত্রে মূর্দ্ধাদেশে বিদারণবৎ বেদনা। স্তনমধ্যে ও স্তনতলে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা। গর্ভাবস্থায় হৃদ্স্পন্দন সহ শ্বাসরোধোপক্রম হয় এবং রোগিনী যেন হাঁপাইতে থাকে; সময়ে সময়ে আরাম পাইবার আশায় শুইতে বাধ্য হয় (সোরিন:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী মধ্যে স্বককর্ষণবৎ বেদনা অনুভূতি এবং বহুল শ্লেষ্মা সঞ্চয়; স্বরনলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, অপর্য্যাপ্ত আঠা বা মণ্ডবৎ শ্লেষ্মাময় ও শোণিতাক্ত গয়ার। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর, ক্ষীণ এবং ঘড়্ ঘড়্ শব্দকারী; হাঁপানির ন্যায়। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ বোধ হয়

যেন ফুস্‌ফুস্‌ সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হইতেছে না, কিম্বা যেন ফুস্‌ফুস্‌ মেরুদণ্ডের উপর ঠেকিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া বক্ষমধ্যে চাপবোধ। শ্বাসাল্পতা বশতঃ রোগী সামান্য কারণে হাঁপাইতে থাকে, এবং পুনঃ পুনঃ স্বীয় বক্ষোপরে হস্তার্পণ করে, যেন তন্মধ্যে কোন প্রকার বেদনা অনুভূত হইতেছে; কয়েক পদ মাত্র দৌড়াইয়া গেলে, কিম্বা পাদচারণ বা সোপানারোহণ করিলে এইরূপ হাঁপানি উপস্থিত হয়। কাসি, ক্ষুক্‌ক্ষুকে, কণ্ঠমধ্যে কণ্ডুয়ন এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। হৃদ্রোগ সম্ভূত কাসি; রোগী শয়ন করিতে পারে না (ক্যাম্ফ: কষ্টি: কোণা: ক্রোটন্‌: ড্রোসে: হায়ো: পল্‌সে:); স্বরনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লাদির অত্যন্ত শুষ্কতা বা নিরসতা বোধ সহযোগে "সাঁই সাঁই" শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস (অ্যাণ্ট-টার্ট হিপ. ইপিক্‌. ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব: স্যাম্বীউ: স্পঞ্জী:); সন্ধ্যার সময় (ফস্‌: স্পঞ্জী: সল্‌ফ: হ্রাস:), দেহ সঞ্চালনে (বেল্‌: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: ক্রিয়ো:—দ্রুত সঞ্চালনে=ন্যাট-মিউ:), মস্তক অবনত করিলে (কষ্টি: লাই:), পানাহারান্তে (অ্যাকোন: হায়ো·) কিম্বা উত্তাপসংস্পর্শে (অ্যাসিড-নাই: ব্রাই: লাই: পল্‌সে:) বৃদ্ধি; অপর্য্যাপ্ত, মণ্ডবৎ শ্লেষ্মাময় ও শোণিতবিন্দু লাঞ্ছিত (অ্যাকোন্‌: আর্স: ইরিজি: ফের্‌: ফের-ফস্‌: ইপিক্‌: ফস্‌: পল্‌সে:) গয়ার। হুপকাসি—শুষ্ক, সাঁই সাঁই শব্দকারী গয়ার উঠে না। ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাতোপক্রম (অ্যাণ্ট-টার্ট.)। হুপকাসির শেষাবস্থার কাসি, যখন রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ ও উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে এবং স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা বশতঃ আক্ষেপিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। নবজাত শিশুর নীলিমাত্ব (বোর্‌: ক্যাক্ট· কার্ব্বো-ভেজি: ডিজি: ল্যাকে:); বয়স্ক লোকের সামান্য পরিশ্রমে নীলিমার বৃদ্ধি হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার বামপার্শ্ব, গ্রীবাপৃষ্ঠ এবং কটিদেশের আড়ষ্টতা। গ্রীবাপৃষ্ঠে ভারবোধ, বিশেষতঃ নির্ম্মল বায়ু সেবন কালে, রোগী সম্মুখদিকে মস্তক অবনত করিলে ভাল থাকে। ত্রিকাস্থি প্রদেশ হইতে বিটপস্থল পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা। দক্ষিণ স্কন্ধদেশে অবশতা ও সূচীবেধবৎ বেদনা। দক্ষিণ মণিবন্ধ বা কনুই যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ (অ্যালীউ: কষ্টি: জেল্‌সি: লাই:)। হস্তের শিরা সকল স্ফীত ও উন্নত হইয়া উঠে (সিঙ্কো: অ্যাসিড ফ্লু: হ্যামা: লিড: ওপী: পলিগোন্‌. পল্‌সে:)। বাম উরুশিখর প্রদেশে ব্যথা, যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে (বায়ুসেবনার্থ পাদচারণ কালে=হিপ:)। পায়ের উপর পা রাখিলে বা উপবেশন করিলে পদদ্বয় অসাড় হইয়া যায় বা তাহাতে ঝিন্‌ঝিন্‌ ধরে। গুল্‌ফতলে ক্ষত বং ব্যথা। আসন হইতে গাত্রোত্থানান্তর নিম্নপদ আড়ষ্ট বোধ হয়; জানু পর্য্যন্ত নিম্ন পদদ্বয় চট্‌চটে ঘর্ম্মাক্ত বোধ—তাণ্ডব রোগ।

সার্ব্বাঙ্গিক।—জীবনী শক্তির নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রতিক্রিয়ার অভাব; বিশেষতঃ ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডাদি শ্বাসযন্ত্রের রোগে উহার বিকাশ (শিথিল তন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দেহে প্রতিক্রিয়াভাব=ক্যাম্ফ:—রোগীতে নিদ্রালুতা ও মোহভাব পরিস্ফুট থাকিলে=ওপী:—স্নায়বিক পীড়াদিতে—ভ্যালিরি: এবং অ্যাম্ব্র:;—রোগীর দেহ হিমবৎ শীতল, শ্বাসপ্রশ্বাস শীতল এবং দ্রুতনাড়ী,—উদরের রোগাধিকারে (কার্ব্বো-ভেজি:)—কচ্ছুবিষদুষ্ট-ধাতু-বিশিষ্ট এবং স্বীয় প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ রোগীতে প্রতিক্রিয়াভাবে=সোরিন্‌)। জীবনী

শক্তির দ্রুতাবসাদ (ক্যাম্ফো: অ্যাসিড-হাইড্রো:); দীর্ঘব্যাপী মূর্চ্ছা (অ্যাসিড-হাইড্রো:); দীর্ঘব্যাপী মূর্চ্ছা (অ্যাসিড-হাইড্রো: ক্যাম্ফো:)। অপস্মার, দৃঢ় সংবদ্ধ-হনুবিশিষ্ট মুখ হইতে ফেন নির্গত হয়। তাণ্ডব রোগে নিরন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আবর্ত্তিত হইতে থাকে, রোগী এক মূহুর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না; অস্পষ্ট কথা বলে অথচ কেহ না বুঝিতে পারিলে ভয়ানক ক্রোধ; প্রকোপের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে রোগী হাঁপাইতে থাকে, তাহার দেহ শীর্ণ হইয়া যায়; গাত্রত্বক নীলিমালিপ্ত; ভীতিজনিত অপস্মার (অ্যাগার: বীউফো; ক্যাল্কে: কষ্টি: কিউপ্রাম্: ইগ্নে: ইণ্ডিগো; ষ্ট্র্যামোন্:)। হস্তপদাদির পক্ষাঘাত সহ সংন্যাস।

নিদ্রা।—মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে ও সন্ধ্যার সময় দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ। প্রগাঢ় নাসিকা-কুঞ্জন সংযুক্ত নিদ্রা (বেল্: সাইক্লে: ওপী: হ্রাস. ষ্ট্র্যামোন্:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—যক্ষ্মাধিকারে শীত, জ্বর ও স্বেদ পরে পরে প্রকাশ পায়। বৈকালে ও সন্ধ্যার সময়, শীতার্ত্ততা, শৈত্য ও কম্পন, বাহ্য উত্তাপ সংস্পর্শে উপশম হয় না। সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ। উত্তাপের পর প্রভাত পর্য্যন্ত স্বেদোদ্গম হইতে থাকে। আহারান্তে স্বেদোদ্গম। দৈহিক উত্তাপাভাব।

বৃদ্ধি।—মস্তক অবনত করিলে, বসিলে (হাঁপানি), সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে।

উপশম।—সোজা হইয়া বসিলে, সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিলে, নিদ্রান্তে।

প্রতিবিষ।—বা দোষঘ্ন—ক্যাম্ফো: কফী: ইপিক: ওপী:।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্যাম্ফো: অ্যাসিড-হাইড্রোসায়ান্: ওপী: কার্ব্বো-ভেজি: হায়ো: ল্যাকে: অ্যাণ্ট-টার্ট: ডিজি: বীউফো: ব্যারাই-কার্ব: ।

তুলনীয়।—ক্যাম্ফর: (হিমাঙ্গাবস্থা); ওপিয়ম: সোরাইন: ভ্যালেরি: ক্যাপসি: (প্রতিক্রিয়ার অভাব); ল্যাকে: চায়না: ডিজি: অ্যাণ্টি-টা: (শ্বাসবদ্ধ প্রায়); কার্ব্বো-ভেজি: (হিমাঙ্গাবস্থা); ক্যালি-কার্ব্ব: (সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা); নক্সভমিকা: (তন্দ্রা)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ বা ৩০শ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪ হইতে ৮ দিন।

লিডাম্ প্যালাষ্টার

(LEDUM PALUSTRE).

নামান্তর।—মার্সটি।

প্রস্তুতি।—সমস্ত তাজা গাছড়া, অথবা শুষ্ক পত্রাদি হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—উদরী; হাঁপানি; দংশন; ব্রণ; ঘৃষ্ট ব্রণ বা কালশিরা পড়া; বধিরতা; কর্ণ প্রদাহ; পামা; মুখে ব্রণ; পায়ে বেদনা; বাত বা সন্ধিবাত; রক্ত উঠা বা রক্তোৎকাস; হাতে বেদনা; সন্ধিমধ্যে

বেদনা; তীক্ষ্নধার বা শলাকা বিদ্ধ ক্ষত; চর্ম্মরোগ; ধনুষ্টঙ্কার, গুটীকাদোষ বা ক্ষয়কাস; পানিবসন্ত; আঙ্গুলহাড়া, নানাবিধ ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ অ্যালেন বলেন—পুরাতন বাত, সন্ধিবাত যুক্ত ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে এবং সুরা প্রভৃতি পানজনিত মন্দফলে উপযোগী। পুরাতন বাতব্যাধি প্রভৃতি এবং আঘাতাদি জনিত রোগাধিকারে যে সকল রোগীর গাত্র সর্ব্বদা শীতল, রোগী সর্ব্বদা শৈত্য ও শীতার্ত্ততা বোধ করে, অর্থাৎ যেখানে দৈহিক উত্তাপের অত্যন্ত অভাব (লেবো: সিপী: সাইলি:) এবং আক্রান্ত বা আহত অংশ স্পর্শ করিলে অত্যন্ত শীতল অনুভূত হয়, লিডাম্ সেই সকল স্থলে বিশেষ উপযোগী। আঘাত সম্ভূত রোগাদিতে (আঘাতের প্রকার ভেদে, চারিটী ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আর্ণিকা, ক্যালেণ্ডুলা, লিডাম এবং হাইপিরিকাম্, আর্ণিকা নিষ্পেষণ, ক্যালেণ্ডুলা—কর্ত্তন এবং হাইপিরিকাম্—ত্বক বিদারণ জনিত ক্ষতাদিতে এবং লিডাম, পিন্ পেরেক, ভগ্ন কাঁচ প্রভৃতি ফুটিয়া গেলে এবং কীটাদির দংশনে) ফলপ্রদ হইয়া থাকে। আক্রান্ত অংশ রোগী বা অন্যে স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয় কিন্তু রোগী স্পর্শ না করিয়া তাহা বুঝিতে পারে না। ইহার আর একটী অনন্য সাধারণত্ব এই যে আক্রান্ত অংশ এত শীতল এবং রোগীর দেহে উত্তাপের এত অভাব থাকিলেও তাহার বাহ্য উত্তাপ আদৌ সহ্য হয় না। বাতাধিকার-প্রবণ-ধাতুবিশিষ্ট এবং অত্যধিক পরিমাণে সুরাদি ব্যবহার বশতঃ ভগ্ন স্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকারক। আঘাতজনিত কালশিরার পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ। চক্ষু এবং অক্ষিপুটে আঘাতজনিত দাগ, বিশেষতঃ যদি স্বচ্ছাবরকের পশ্চাতে অধিক পরিমাণে শোণিত নির্গলিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এবং যোজকত্বক ও অক্ষিপুটের কালশিরাতেও ইহা একটী প্রধান ঔষধ। বাতব্যাধি নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয়, আক্রান্ত অংশের শীর্ণতা, বেদনা সূচীবেধবৎ, বিদারণবৎ বা দপ্‌দপকারী, দেহ সঞ্চালনে, রাত্রে—শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি, এবং আক্রান্ত অঙ্গ হিমশীতল জলে নিমজ্জিত রাখিলে উপশম, চরণ হইতে জানু পর্য্যন্ত অংশের এবং গুল্‌ফসন্ধির স্ফীতি ও যেন মুচ্‌কাইয়া গিয়াছে, পাদচারণ কালে এইরূপ অসহনীয় বেদনা, পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলপিণ্ড স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত, গুলফতলে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা; পদতল ও গুল্‌ফসন্ধির অত্যধিক কণ্ডুয়ন; কণ্ডুয়নান্তে ও শয্যার উত্তাপে কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি; চরণ ও গুল্‌ফ-সন্ধি যখন তখ মচ্‌কাইয়া যায়; তীক্ষ্নশলাকাদি বিদ্ধ হওয়ায় বা ইন্দুর, কীট ও মশকাদির দংশনজনিত ক্ষতে সুরাপায়ীদিগের ন্যায় ললাটে ও গণ্ডস্থলে সুবৃহৎ পাটলিকা বা পাটল ব্রণ উদ্গম,—স্পর্শ করিলে শূলবেধবৎ বেদনা বোধ হয়। বহুকাল পূর্ব্বের আঘাতবশতঃ দেহের অংশবিশেষের বর্ণবিকৃতি এবং কালশিরার হরিদ্বর্ণ ধারণ প্রভৃতি কয়েকটী অবস্থা বা লক্ষণ লিডামের অব্যর্থ নির্ণায়ক বলিয়া পরিগণিত।

লক্ষণাবলী।

মন।—নির্জ্জনে থাকিতে ভয় ... (আর্ণি: জেলসি: হ্রাস:)। অত্যন্ত ক্রোধন স্বভাব;

সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট ; স্বজাতি বিদ্বেষী (লাইঃ)। কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা বলে না (ক্যামোঃ) এবং অত্যন্ত খিট্‌খিটে স্বভাব।

মস্তক।—সংজ্ঞাপহারক শিরোঘূর্ণনবশতঃ সম্মুখ বা পশ্চাৎ দিকে পতনোপক্রম (কষ্টিঃ) —মস্তক অবনত করিলে বা নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি। মাদকতাজনিতবৎ মাথাঘোরা, বিশেষতঃ নির্ম্মল বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে শিরোঘূর্ণন—আহারের পর জড়তাবোধ হয় ; মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িবার উপক্রম হয় (ষ্ট্রামোন্‌ঃ)। চৈতন্যবিলোপক শিরোবেদনা বশতঃ মস্তিষ্কের জড়তা বোধ। দপ্‌দপকারী শিরোবেদনা। মস্তক আবৃত করিলে অত্যন্ত অস্বস্তি এবং যেন চতুর্দ্দিক হইতে মস্তক নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। যেন শঙ্খদেশ বা রগ, শিরোপশ্চাৎ ও কর্ণ প্রদেশ চর্ব্বিত হইতেছে এইরূপ শিরোবেদনা (ললাটে ঐরূপ বেদনা =পল্‌সেঃ)। হঠাৎ ভিজিয়া যাওয়ার জন্য শিরোবেদনা (শৈত্যসংস্পর্শে হইলে=ব্রাইঃ গ্লোন্‌ঃ ম্যাট-সল্‌ফঃ হ্রাস্‌ঃ ; ডায়াঃ)। পাদচারণকালে হঠাৎ পদস্খলিত হইলে মস্তক মধ্যে ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠে, যেন মস্তকে কে সবলে লগুড়াঘাত করিল (বেল্‌ঃ কোণাঃ গ্লোন্‌ঃ অ্যাসিড-নাইঃ স্পাইঃ—প্রতি পাদবিক্ষেপে=বেলঃ ইগ্নেঃ সল্‌ফঃ)। মস্তকে বস্ত্রাচ্ছাদন অসহনীয় (জেল্‌সিঃ)। নাসিকা হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী শোণিতস্রাব।

চক্ষু।—উপতারার অস্ত্রক্রিয়ার পরে চক্ষুর সম্মুখ প্রকোষ্ঠ মধ্যে শোণিত স্রাব। চক্ষু এবং অক্ষিপুটের নিষ্পেষণ বা ঘর্ষণ জনিত আঘাত,—বিশেষতঃ চক্ষুমধ্যে শিরাবিদারণ বশতঃ অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব। অক্ষিপুট ও যোজক ত্বকের কালশিরা=আর্ণিঃ ইরিজিঃ হ্যামাঃ ক্যালী-মিউঃ নক্সঃ ;—অক্ষিগোলক মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা থাকিলে=সিম্ফিটঃ—চক্ষু বা অক্ষিপুটের আঘাত=আর্ণিঃ সিম্ফিটঃ)। আলোকাতঙ্ক,—চক্ষু উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। প্রসারিত তারকা। অক্ষিগোলকের পশ্চাতে অতীব্র বেদনা বা চাপবোধ,—যেন চক্ষু ভিতর হইতে ঠেলিয়া বহির্গত করিয়া দিবার উপক্রম হইতেছে (ব্রাইঃ কামোক্লেডঃ ইগ্নঃ নক্স ; ফাইটোঃ স্পাইঃ)। চক্ষুপ্রদাহ বা বেদনা অধিকারে প্রভাতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। অক্ষিপুটের অগ্রভাগ জ্বালাযুক্ত এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে বালুকাকণা প্রবিষ্ট হইয়াছে (আর্সঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ কোব্যাল্‌ঃ ইউফ্রেঃ অ্যাসিড-ফ্লুঃ হিপ্‌ঃ মিডহ্নন্‌ঃ সাইলিঃ সল্‌ফঃ)। অশ্রুপাত, স্রাব ত্বকক্ষয়কারক (আর্সঃ ইউফ্রেঃ হ্যামাঃ ক্রিয়োঃ লাইঃ ইগ্নেঃ মার্কঃ), নিম্নাক্ষিপুট ও গণ্ডস্থল অশ্রুসংস্পর্শ জন্য ক্ষতযুক্ত হয় (কোল্‌চিঃ ইউফ্রেঃ মার্কঃ, ম্যুট-মিউঃ নক্স-ভম্‌ঃ)। চক্ষু পাকিয়া উঠে এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূয নির্গলিত হইতে থাকে (আর্জেন্ট-নাই গ্র্যাফঃ ক্যালী-আয়োডঃ ল্যাকেঃ পেট্রোল্‌ঃ)।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে সোঁসোঁ শব্দ,—যেন তন্মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। শ্রবণশক্তির হীনতা বিশেষতঃ দক্ষিণ কর্ণের, যেন ঐ কর্ণের রন্ধ্রমুখ কার্পাস দ্বারা রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (অ্যানাক্‌ঃ ব্রাইঃ অ্যাসের), কেশ কর্ত্তনান্তে (পল্‌সে—কেশ কর্ত্তনান্তে কর্ণরোগ=বেল্‌ঃ গ্লোন্‌ঃ ফস্‌ঃ) এবং মস্তকে ঠাণ্ডা লাগার পর (পল্‌সেঃ)।

মুখমণ্ডলাদি।—সুরাপায়ীদিগের ন্যায় ললাটদেশে এবং গণ্ডস্থলে পীড়কা এবং

রক্তব্রণ উদ্গম (অ্যান্ট ক্রুড:), স্পর্শ করিলে তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। মুখমণ্ডল স্ফীত এবং পর্য্যায়ক্রমে ম্লান ও আরক্তিম হইয়া উঠে (অ্যাকোন্ ক্যামিল্ ক্যাম্ফো: সিঙ্কো: ক্রোকাস্: ইগ্নে: ম্যাগ-কার্ব: ইন্থ্যাস্তি, পলসে: হ্রাস: ফেরেট)। মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে শল্কাবৃত শুষ্ক দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, বাতাস লাগিলে জ্বালা করে। চিবুকতলস্থিত গ্রন্থি বিবর্দ্ধন। জিহ্বার অগ্রভাগে হুলবেধবৎ বেদনা। মুখে তিক্ত স্বাদ এবং মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

গলমধ্য।—গলক্ষত,—তীক্ষ্ণ হুলবেধবৎ বেদনাজনক; গলাধঃকরণ কালে ব্যতীত অন্য সময়ে বেদনাধিক্য। যেন গলমধ্যে একটা গুল্ম আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতি, গলাধঃকরণ কালে হুলবেধবৎ বেদনা। অশুভ বা সাংঘাতিক গলক্ষত (ল্যালে: ল্যাক্-ক্যান্: স্থাবাড:)। নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ গৃহবহির্ভাগে পাদচারণকালে গলমধ্যে অত্যন্ত উত্তাপবোধ।

পাকাশয়াদি।—ব্যস্তভাবে আহারের পর বুকাস্থি মধ্যে হঠাৎ খাল্ধরার ন্যায় বেদনা; যৎসামান্য আহারের পরেও পাকস্থলী মধ্যে ভার ও জড়তা বোধ হয়। হঠাৎ মুখ হইতে জল উঠা বা মুখপ্রসেক। নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবার সময় বিবমিষা। উদরের উর্দ্ধাংশে ভার ও পূর্ণতা বোধ। প্রতিদিবস সন্ধ্যার সময় অন্ত্রশূলের আবির্ভাব। অন্ত্রাদিতে যেন আঘাত লাগিয়াছে উদর মধ্যে এইরূপ ব্যথা বোধ। নাভী হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বেদনা,—যেন তরল মল নির্গত হইবার উপক্রম; ক্ষুধামান্দ্য এবং পদদ্বয় হিমবৎ শীতল। অধিকক্ষণ উপবেশনান্তে শ্রোণিদেশে বা কটীতে ব্যথা। উদরী।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবান্তে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা। প্রস্রাবকালে মূত্রের স্রোত পুনঃ পুনঃ বন্ধ হইয়া যায়। মলনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন, রক্তিমা এবং তন্মধ্য হইতে পূয স্রাব। মূত্রনলীর স্ফীতি।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রবল এবং বহুক্ষণ স্থায়ী লিঙ্গোদ্গম। রক্তাক্ত বা রসানির ন্যায় রেতঃস্খলন। প্রদাহজনিত শিশ্নের স্ফীতি, মূত্রনালী বোধ হয় যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনাধিক্য।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন ও রক্তকাস, কাসি হইবার পূর্ব্বে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায় এবং সময়ে সময়ে ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ উপস্থিত হয়। হুপকাসির ন্যায় অবসাদ জনক আক্ষেপিক বা দেহ আলোড়ক কাসি। প্রভাতে বিরক্তিজনক কাসি এবং বক্ষমধ্যে উত্তেজনা সহযোগ পীতবর্ণ গয়ার নির্গমন। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে উপর্য্যুপরি দুইবার দীর্ঘশ্বাস গৃহীত হয়, শিশুদিগের ক্রন্দনান্তের ন্যায় [যেন ফোঁপাইতেছে]। রাত্রি ১২টার পরে বা [illegible] ব্র দুর্গন্ধ, পূযবৎ কিম্বা ফেনময় উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিতাক্ত (অ্যাকোন) গয়ার নির্গত হয়। [illegible]ক্ষ মধ্যে জ্বালা ও ব্যথা [illegible] কাস্থিতলে তীব্র ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা। বক্ষমধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা। ফুস্ফুস [illegible]ধ্যে পূযোপজনন। রক্তকাস ও বাতবেদনা পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। সোপানারোহণকালে শ্বাসরোধ। সময়ে সময়ে বুক সাঁটিয়া ধরে; দেহ সঞ্চালনে এবং পাদচারণে বৃদ্ধি। শ্বাস[illegible]কালে বক্ষমধ্যে বেদনা, এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে কি একটা সজীব পদার্থ নড়িতেছে। বক্ষে [illegible] এবং বাহুর উর্দ্ধাংশে পানিবসন্তের ন্যায় পীড়কার উদ্ভব, কিছু দিবস পরে শল্কপাত হইয়া [illegible] হইয়া যায়।

প্রত্যঙ্গাদি।—বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সন্ধির বাতবেদনা,—নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধাভিমুখে সঞ্চারিত হয় (উর্দ্ধাঙ্গ হইতে নিম্নগামী হয়=ক্যাল্মীয়া:), বিশেষতঃ যেখানে কোল্‌চিকামের অতি বা অপব্যবহার বশতঃ আক্রান্ত অংশ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়; আক্রান্ত সন্ধিমধ্যে বাতগুটিকা বা বাতাশ্মরী (আটিকা-ইউ:) উৎপন্ন হয় এবং ঐ সন্ধি অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া থাকে; তরুণ বা পুরাতন সন্ধিবাত,—বামস্কন্ধ-সন্ধি ও দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ সন্ধি আক্রান্ত হয়; (বাম উর্দ্ধাঙ্গ ও দক্ষিণ নিম্নাঙ্গের রোগে=অ্যাগার: অ্যান্ট-টার্ট: ষ্ট্র্যামোন্:—দক্ষিণ উর্দ্ধাঙ্গ ও বাম নিম্নাঙ্গ আক্রান্ত হইলে=অ্যাম্ব্রা: ব্রোম্: মিডহ্বন্: ফস: অ্যাসিড-সল্‌ফ:—দক্ষিণ স্কন্ধ ও বাম উরু-সন্ধি আক্রান্ত হয়=লরো:); আক্রান্ত অংশ শীর্ণ হইয়া যায় (গ্রাফ: প্রাম্: ল্যাথাই-স্যাট:)। বেদনা সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ, বিদারণবৎ এবং দপ্‌দপ্-কারী; অঙ্গ চালনায়, রাত্রিকালে, শয্যা এবং শয্যাবরণীর উত্তাপে (মার্ক:) বেদনার বৃদ্ধি; বরফ জলে পা নিমজ্জিত রাখিলে (সিকেলি:) উপশম। রোগীর দেহ উত্তাপহীন, (লরো: সিপী: সাইলি:—কিন্তু সাইলিশীয়া রোগী সর্ব্বদা গরম বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, লিডামের ন্যায় শয্যার উত্তাপে তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় না), রোগী সর্ব্বদা শৈত্যবোধ এবং শীতার্ত্ততা প্রকাশ করে, অথচ শয্যার উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, কারণ তাহার হস্ত পদাদি জ্বলিতে থাকে। আক্রান্ত অঙ্গ শীতল কিন্তু রোগী তাহা বুঝিতে পারে না। চরণ হইতে জানু এবং গুল্‌ফ সন্ধি স্ফীত; পাদচারণ কালে অসহনীয় বেদনা বোধ হয়, যেন গুল্‌ফ সন্ধিতে আঘাত লাগিয়াছে বা মুচড়াইয়া গিয়াছে; দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলপিণ্ড স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত; গুল্‌ফতলে যেন ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা। পায়ের অথবা পশ্চাৎ নিম্নদেশে এবং গুল্‌ফ-দেশে, ভয়ঙ্কর কণ্ডুয়ন, কণ্ডুয়নে ও শয্যার উত্তাপে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (পল্‌সে: হ্রাস:)। বাম পদের বৃহৎ কণ্ডার মধ্যে নখাঘাত বা আকর্ষণবৎ বেদনা; রাত্রে বৃদ্ধি, রাত্রিস্বেদ তৎসহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; বামপদের ডিমা হইতে জানুপশ্চাৎ পর্য্যন্ত অংশে তীব্র আকর্ষণবৎ বেদনা, রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। কর ও পদতল সন্ধ্যার সময় জ্বালা করিতে থাকে। কর ও চরণে দীর্ঘস্থায়ী উষ্ণ স্বেদ স্রাব। হস্ত পদাদি অসাড় হইয়া যায় এবং তাহাতে প্রায়ই ঝিন্‌ঝিনি ধরে। অঙ্গুলি মধ্যে সূক্ষ্ম কাষ্ঠফলকাদি (চোঁচ) প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য আঙ্গুলহাড়া। সামান্য পদস্খলন হইলে মস্তিষ্ক মধ্যে ঝনাৎ করিয়া উঠে, বোধ হয় যেন কেহ সবলে আঘাত করিতেছে (বেল্:)।

ত্বক্।—দেহের স্থানে স্থানে বেগুনী বা নীলাভ অনুচ্চ পীড়কা। আঘাতজনিত "কালশিরা" (অ্যাসিড-সল্‌ফ: আর্ণ: ফস্:)। বহুকাল পূর্ব্বে আঘাতজনিত দেহের অংশ বিশেষের বর্ণবিকৃতি; কালশিরা সকল সবুজ হইয়া যায়। শুষ্ক এবং শুষ্ক কণ্ডুয়ন জনক বিসর্পিকা বায়ু সংস্পর্শে জ্বালা করিতে থাকে। বক্তব্রণ,—মাতালদিগের ললাটে ও গণ্ডস্থলে যেরূপ হয়,—স্পর্শ করিলে হুলবেধবৎ ব্যথা অনুভূত হয়। গাত্র ঘর্ম্ম রহিত। তীক্ষ্ণ অস্ত্র বা পেরেক বিদ্ধ হওয়ায় (হাইপি:) ক্ষতোপজনন। ইন্দুর, পোক, বোলতা প্রভৃতির দংশন (এপীস্;—ভেস্পা:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—তৃষ্ণা,—দেহের অংশ বিশেষে যেন শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে এইরূপ শীত ও শৈত্য বোধ (সমগ্র দেহের যেন শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে এইরূপ শীত=হ্রাস:) ; আদৌ দৈহিক উত্তাপের অভাব। সমস্ত দেহ থরথর কাঁপিতে থাকে (ইউপেট: জেল্‌সি:), গণ্ডদ্বয় ও ললাটদেশ উত্তপ্ত এবং হস্তদ্বয় হিমবৎ শীতল ; প্রতি-দিবস সন্ধ্যার সময় অন্ত্রশূলসহ শীতাবির্ভাব। অঙ্গ শীতল অথচ রোগী তাহা বুঝিতে পারে না। "প্রচণ্ড শীত, লোমহর্ষণ এবং হস্ত পদাদি শীতল" (হানেমান্)। উত্তাপাবস্থা,—তৃষ্ণারাহিত্য, নিদ্রাভঙ্গান্তে দেহ ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে এবং সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুয়ন প্রকাশ পায়। শয্যার ও গাত্রাবরণীর উত্তাপ আর সহ্য হয় না—কারণ ঐ উত্তাপে হস্তপদাদি জ্বলিতে থাকে (সল্‌ফ:)। সন্ধ্যার সময় কর ও চরণ উত্তপ্ত এবং শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। ঘর্ম্মাবস্থা,—প্রচুর স্বেদোদ্গম এবং গাত্রাবরণী অসহ্য বোধ হয় ; ললাটদেশে অম্লাক্ত ঘর্ম্ম [illegible], স্থূল বা সূক্ষ্ম সন্ধির বাতাশ্রিত জ্বর।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, সন্ধ্যা এবং রাত্রিকালে, সুরাপানে, দেহ বস্ত্রাবৃত করিলে উত্তাপে এবং মস্তকের কেশ কর্ত্তনান্তে (বেল্: পল্‌সে. সিপী: গ্লোন্: ফস্:)।

উপশম।—শৈত্য সংস্পর্শে, হিম শীতল জলে পদদ্বয় নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে, মস্তকাদি অনাবৃত করিলে, বিশ্রামে বা স্থির হইয়া থাকিলে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—(হেরিঙের মতে) এপীস ; ক্যাম্ফো এবং (টেষ্টের মতে) হ্রাস-টক্স:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—বেল্: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: লাই মার্ক: পল্‌সে: হ্রাস: সিপী: সল্‌ফ:।

অসম্বন্ধ।—অর্থাৎ ইহাদের সহিত চলে না। সিঙ্কোনা বা চায়না।

তুলনীয়।—আর্ণিকা (আঘাতাদি), ক্রোটন (চর্ম্মরোগ) ; রুটা, হ্যামা (আঘাত) ; এপিস (রাত্রিতে পা কণ্ডুয়ন) ; ন্যাট্রাম কার্ব্ব (গোড়ালিতে ফোস্কামত ভাব) ; সাইলি (পুরাতন বাত), হ্রসটক্স (বাত), সল্‌ফর (কচ্ছু)।

সদৃশ।—আর্ণি: ক্রোটন্-টিগ: হ্যামা: রীউটা ; বেলিস,—ক্যাল্মীয়া, সাইলি: লাইকো-পোড:। দীর্ঘকাল পূর্ব্বের আঘাতের ফল=কোণা:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—প্রায় ৩০ দিন।

লেম্না মাইনর

(LEMNA MINOR).

প্রস্তুতি।—সমগ্র গাছড়া হইতে মূল আবক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—হাঁপানি, পূতিনস্য; নাসিকায় পীড়া; নাসিকাব মধ্যে অর্ব্বুদ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—নাসিকা সম্বন্ধীয় বিবিধ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ;—নাসা, নাসিকা রোধ এবং নাসা হইতে সর্দ্দি স্রাব, প্রভাতে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, মুখে কটুস্বাদ, নাসাজনিত শ্বাসরোগ, জলীয় বায়ুতে এবং অত্যধিক বৃষ্টির সময়ে বৃদ্ধি প্রভৃতি ইহার বিষয়ীভূত।

লক্ষণাবলী।

নাসিকা।—নাসারোগ বা নাসার্ব্বুদ (ক্যাল্কে: থুয়া: টিউক্রি); নাসিকাব শঙ্খাস্থি স্ফীত। নাসিকাভ্যন্তর হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় (অ্যানাক্:); ঘ্রাণশক্তি বাহিত্য। নাসিকা মধ্যে শৈত্যানুভূতি; নাসারোধ। নাসার্ব্বুদ স্ফীত হইয়া নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিবার উপক্রম করে; জলীয় বায়ুতে অর্ব্বুদের বৃদ্ধি হয়। দীর্ঘকালেব পীনস্ বা পূতিনস্য (আবাম্: ক্যালী-বাই: সিফিল্); সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস বা নৈশ বায়ু সংস্পর্শে রোগীর সর্দ্দি হয়। নাসারন্ধ্রের উদ্ধাংশ ক্ষতোপজনন; কণ্ঠনলীর উদ্ধাংশে শুষ্কতানুভূতি এবং উদরাধ্মান। দক্ষিণ রন্ধ্র হইতে শুষ্ক নাসামল (ক্যালী: বাই:) নির্গত হয়; দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্র পর্য্যন্ত বেদনা যেন উভয় রন্ধ্র একটী সূত্রদ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। নাসানাহজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র, জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি। প্রবল সর্দ্দি, পুনঃ পুনঃ ফুৎকাব বা হাঁচি (অ্যালীয়াম্-সীপা: ইউফ্রে: আর্স: মার্ক: সাইক্লে:) এবং অপর্য্যাপ্ত পীতবর্ণ শিঙ্ঘানক স্রাব। ক্ষয়প্রবণ নাসিকাপ্রদাহ,—নাসারন্ধ্র হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শুষ্ক বা পূযবৎ দুর্গন্ধ শিঙ্ঘানক বা শিকনি নির্গত হইয়া থাকে। নাসিকার পশ্চাৎ-ছিদ্র হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা নির্গলিত হয়।

মুখবিবর।—প্রভাতে শয্যাত্যাগান্তে মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু হইয়া যায় (পল্সে:)। স্বরনলীমুখ ও তালুমূল অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়াদি।—অন্ত্রাদি যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনাসহ মলতারল্য; উদর মধ্যে হুড়্হুড়্ শব্দ হইতে থাকে। মলতারল্য ও তলপেটের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেদনা, (ল্যাকে: লাই:) আহারান্তে বৃদ্ধি। মলত্যাগকালে মলদ্বারে অতিশয় উত্তাপ অনুভূত হয়।

বৃদ্ধি।—জলীয় বায়ুতে, বৃষ্টির দিনে, শৈত্য সংস্পর্শ মাত্রে এবং আহারান্তে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—তুলনীয়—অরাম অ্যালীয়াম্-সীপা: টিউক্রি থুয়া: (নাসিকা মধ্যে অর্ব্বুদ সদৃশ মাংস), ক্যাডমী সল্‌ফ ক্যালী-বাই: সিঙ্কিলিন্: সাইক্লে: মার্ক সোরিনাম·। অ্যানাকা (দুর্গন্ধ)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

লেপ্‌ট্যাণ্ড্রা বা ভেরোনিকা

(LEPTANDRA OR VERONICA VIRGINICA)

নামান্তর।—ব্লাক্ রুট্।

প্রস্তুতি।—তাজা মূলের মূল আরক এবং শুষ্ক মূলের বিচূর্ণ হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—উদরী, পৈত্তিকতা, পৈত্তিক জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, অতিসার, রক্তামাশয়, অজীর্ণ, মাথা ব্যথা, কামলা, যকৃতের পীড়া, স্বল্পবিরাম জ্বর, পীতজ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—পিত্তাশ্রিত বা পিত্তবিকৃতি জনিত পীড়াদিতে আলকাতরার ন্যায় কাল মল বর্ত্তমান থাকিলে লেপ্‌ট্যাণ্ড্রার ব্যবহার প্রসিদ্ধ। ইহার এই কয়েকটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ণায়ক লক্ষণ—(১) পীতবর্ণ লেপাচ্ছন্ন জিহ্বা, (২) যকৃৎ মধ্যে নিরন্তর বেদনা এবং (৩) পাকস্থলী মধ্যে অবসন্নতা বা শূন্যভাব বোধ এবং যকৃৎ প্রদেশে ভারবোধসহ পিত্তবৎ অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং কাল পিচের ন্যায় মলত্যাগ। 'অত্যধিক অবসন্নতা, আচ্ছন্নভাব, গাত্রত্বকের উত্তাপ ও শুষ্কতা বা স্বেদরাহিত্য, মৃতব্যক্তির ন্যায় হস্ত পদাদি শীতল, ঘোরবর্ণ, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, আল্‌কাতরার ন্যায় কাল বা জলবৎ, শোণিত মিশ্রিত শ্লেষ্মাময় মল নিঃসরণ এবং কামলা বা পাণ্ডুবর্ণ দেহ লেপ্‌ট্যাণ্ড্রার অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ"।

লক্ষণাবলী।

মন।—সমস্ত দিন বিষণ্ণভাব ও উত্তেজনা।

মস্তক।—ললাটদেশীয় প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—পাদচারণে বেদনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং অসহনীয় হইয়া উঠে, যেন কেহ মস্তকের কেশাকর্ষণ করিতেছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যালীউ. ইথীউ)। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা, মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশে বেদনা অনুভূত হয় (ব্যাসিলিনাম. লেমীয়াম অ্যাল্:)। ললাটদেশে নিরন্তর মন্দ মন্দ বেদনা, শঙ্খদেশে বা রগে বেদনাধিক্য বোধ, তৎসহ নাভিপ্রদেশে বেদনা। পিত্তাধিক্য জনিত শিরোবেদনা; মলকাঠিন্য মুখ কটুস্বাদ ও অজীর্ণ সহযোগে। নিদ্রালুতা ও নৈরাশ্য।

চক্ষু।—চক্ষু ব্যথা ও কর্কব কবে, অবিশ্রান্ত অশ্রু স্রাব; অক্ষিপুট জুড়িয়া যায় (ইউফ্রে:)।

পাকস্থলী।—জিহ্বা পীতবর্ণ লেপাচ্ছন্ন বা মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অংশের মধ্যস্থলে কালিমান্বিত। বিবমিষা ও গাত্রোত্থান কালে অতিশয় অবসাদ বোধ। পিত্ত বমন, জিহ্বা পীতবর্ণ এবং যকৃৎপ্রদেশে শূলাঘাতবৎ বেদনা এবং কালবর্ণ মল নির্গমন। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্যভাব। পাকস্থলী ও সূক্ষ্মান্ত্র মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা এবং দুর্দ্দমনীয় মলবেগ। পাকাশয় ও যকৃৎ মধ্যে জ্বালা ও বেদনা, জলপান করিলে (ডিজি:) বৃদ্ধি। রাক্ষসী ক্ষুধা বা ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুধাবোধ। শেষরাত্রে নিদ্রাভঙ্গান্তে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ এবং উদবোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা,—কিছু আহার কবিলেই উপশম হয়। পাকস্থলী ও যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতিজনিত অজীর্ণরোগ।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ মধ্যে অতীব বেদনা,—পিত্তকোষেব নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বেদনা তীব্রতর বোধ হয়। যকৃতেব পশ্চাতে মেকদণ্ড পর্য্যন্ত জ্বালা ও যন্ত্রণা। কামলা বা পাণ্ডুরোগ তৎসহ কাল কর্দ্দমেব ন্যায় মলত্যাগ, সমগ্র উদব মধ্যে বিশেষতঃ তলপেটে অন্ত্রকূজন এবং কাল মল ত্যাগ। নাভিপ্রদেশে নিবন্তব অল্প বেদনানুভূতি। নাভি ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশের মধ্যস্থলে তীক্ষ্ণ বেদনা। প্রতি দুই বা তিন মাস অন্তব যকৃৎবিকৃতি জনিত পীড়া। কাল আল্‌কাতরার ন্যায় মল ত্যাগ, বিষম যকৃদ্রোগ (ফস্ ক্রোটেল্ হব)।

মলান্ত্র ও মল।—মল আল্‌কাতবা মত কৃষ্ণবর্ণ পিত্তাশ্রিত এবং অপচারময়,—মলত্যাগান্তে যকৃৎ মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণাব আবির্ভাব হয়, উদব মধ্যে শূন্যভাব সহ মণ্ডবৎ মল; কখনও বা ঈষৎ হবিদ্বর্ণ, কর্দ্দমবৎ মল বেগবান স্রোতের ন্যায় নির্গত হয়, প্রভাতে দেহ সঞ্চালন মাত্রে বেগাধিক্য অনুভূত হয় কিম্বা মাংস বা ফলমূলাদি ভক্ষণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, মল প্রথমে কঠিন, কাল জমাট পবে কোমল ও মণ্ডবৎ, কিম্বা বহুল পরিমাণে আমমিশ্রিত জলবৎ। শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে অন্ত্রকূজন এবং পরে নাভি প্রদেশে তীক্ষ্ণ কুন্থনবৎ যন্ত্রণা। দুর্দ্দমনীয় বেগ। সাধাবণতঃ মলত্যাগের পবেই বোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং অবসাদ বোধ কবে। বোগীর সর্ব্বদা মনে হয় যেন মলদ্বার দিয়া কি নির্গত হইতেছে।

প্রস্রাব।—লাল বা কমলালেবুব বর্ণ, তৎসহ কোকের পশ্চাতে বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব রোধ বা বিলম্বে প্রকাশ, পিত্তবিপর্য্যয়; গাত্রে ঘামাচির উদ্ভব। প্রদর,—জরায়ুদ্বার ক্ষয়িতত্বক বা হাজিয়া যাওয়া, সময়ে সময়ে স্রাব অতি দুর্গন্ধযুক্ত এবং শ্লৈষ্মিক শল্ক মিশ্রিত, মূত্রস্থলী ও মলান্ত্রমধ্যে উত্তেজনা অনুভূতি; তলপেটে প্রায়ই ব্যথা বোধ হয়, রোগী আলস্য বোধ করে এবং তাহাব গাত্রত্বক শুষ্ক, স্বেদরহিত ও উত্তপ্ত।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে শৈত্যবোধ, কটিদেশে তীব্র ব্যথা ও অসাড়তা বোধ, কোঁকের পশ্চাতে থাকিয়া থাকিয়া তীব্র বেদনাব আবির্ভাব হয়। দক্ষিণ স্কন্ধ ও বাহু বেদনাযুক্ত (চেলিড: ব্রাই:)। প্রাতঃকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উভয় মণিবন্ধই অসাড় এবং তীব্র বেদনাযুক্ত থাকে (অ্যাক্টীয়ারেসি: ও স্পাইকেটা:)।

তুলনীয়।— ডিজি (যকৃতের পীড়া), মার্ক (রক্তামাশয়); নাইট্রিক অ্যাসিড (রক্তস্রাব); ব্যাপ্ট (পিত্তকোষে বেদনা, জেল্‌স (স্বল্পবিরাম জ্বর); ব্রায়ো (সঞ্চালনে বৃদ্ধি); আর্স (অতিসার) ইত্যাদি।

বৃদ্ধি।—প্রাতে ও জলীয় বায়ুতে; দেহ সঞ্চালনে, শীতল জলপান করিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—চেলিড: মার্ক: ডিজি. ইউফ্রে: ভেরোনিকা-অফিসিন্যালিস্: অরাম-মিউর্যাট (একদা ডাক্তার ন্যাশের পাণ্ডুরোগে পর্য্যায়ক্রমে শ্বেত ও কাল মলময় বাহ্যে হওয়ায় তিনি ডাক্তার ব্যারুচের শরণাপন্ন হন এবং ব্যারুচ তাঁহাকে অরাম-মিউরিয়েটি-কাম্-ন্যাট্রোনেটাম্ ও তৎপরে ভেরোনিকা-অফিসিন্যালিস দিয়া আরোগ্য করেন)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

লীলিয়াম্ টাইগ্রনাম

(LILIUM TIGRINUM).

নামান্তর।—টাইগার লিলি।

প্রস্তুতি।—তাজা পাতা, ফুল প্রভৃতি হইতে মূল আরক হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—হৃৎশূল ক্ষীণদৃষ্টি; মানসিক বিকৃতি; অতিসার; রক্তামাশয়, চক্ষুর পীড়া, হৃৎকম্পন প্রভৃতি বহুবি পীড়া; মূর্চ্ছা বায়ু; ডিম্বাধার পীড়া; যোনি কণ্ডুয়ন; মেরুমজ্জার উত্তেজনা; প্রচুর ও পুন পুনঃ মূত্রত্যাগ, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও নানাবিধ পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—রমণীদিগের (বিশেষতঃ অনূঢ়া যুবতীদিগের জরায়ু, ডিম্বাধার প্রভৃতি যন্ত্রাদির স্থানচ্যুতি আদি রোগে এবং তৎপ্রতিক্ষেপজনিত পীড়াদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। বস্তিদেশীয় যন্ত্রাদির রোগসংযুক্ত রমণীদিগের হৃদ্রোগেও ইহা বিশে ফলদায়ক হইয়া থাকে। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এস্থলে উল্লিখিত হইল। (১ প্রগাঢ় বিষাদ এবং অত্যধিক অস্থিরতাবোধ বশতঃ রোগিণী নিরন্তর উদ্দেশ্যহীন, কাতর এব ব্যস্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। (২) মস্তক মধ্যে ও মূর্দ্ধাদেশে উন্মত্ততা ও চিত্তবৈকল্যজনব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। (৩) হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন একটী বৃহৎ সন্দংশ বা সাঁড়াশী দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত রহিয়াছে কিম্বা যেন দুইটী কঠিন বস্তুর মধ্যে নিষ্পিষ্ট হইতেছে; হৃৎপিণ্ড মধ্যে তরঙ্গায়িত বেদনা—কখনও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে কখনও বা একটু উপশম হইতেছে, বোধ হয় যে হৃৎপিণ্ড দ্বিধা হইয়া যাইবে; হৃদ্প্রদেশে শ্বাসরোধোপক্রম বোধ; হৃৎপিণ্ডের গতি অতি দ্রুত (৪) বস্তিগহ্বর মধ্যে অবসাদবোধ, যেন জরায়ু ও ডিম্বাধারাদি সমস্ত নিম্নদিকে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে, যেন জরায়ু আদি সমস্ত যোনিপথ দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে

যোনিদ্বার হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে বা কৌপিনাদি দ্বারা যোনিদ্বার আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উপশম বোধ হয়। (৫) অকাল রজঃ,—স্রাব কৃষ্ণাভ, দুর্গন্ধময় এবং অল্প; কেবলমাত্র দেহ সঞ্চালন কালে স্রাব হইয়া থাকে। (৬) রমণেচ্ছা প্রাবল্য, রোগিণী সর্ব্বদা অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া স্বীয় উত্তেজিত রিপুকে দমন করিতে চেষ্টা করে। (৭) প্রদর,—স্রাব অত্যন্ত তরল ও ত্বকক্ষয়কারক। (৮) বঙ্ক্ষণ বা কুচকি প্রদেশ ভেদ করিয়া তীব্রবেদনা উরু বহিয়া পদদ্বয়ে সঞ্চারিত হয়। (৯) মলান্ত্র মধ্যে নিবন্তর নিষ্পেষণ বোধ যেন অবিলম্বে মলত্যাগার্থ গমন করিতে হইবে। (১০) পরলোকে স্বীয় আত্মার গতি কি হইবে এই ভাবিয়া রোগিণী অস্থির হইয়া পড়ে, জরায়ু বা ডিম্বাধারের রোগাধিকারে; এ বিষয়ে কেহ সান্ত্বনা করিলে বা সমবেদনা প্রকাশ করিলে রোগিণী বিষাদ প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রগাঢ় বিষাদ; সর্ব্বদাই রোদনোন্মুখী, রোদন না করিয়া থাকিতে পারে না (পল্‌সে: সিপী: ন্যাট-মিউ:); অত্যন্ত ভীরু স্বভাব, ভয়-চকিত-চিত্ত এবং রোদনপরায়ণ; স্বীয় পরিচর্য্যা কিরূপ হইতেছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাস্য প্রদর্শন করে। ডিম্বাধার বা জরায়ুর রোগাক্রান্তা রমণীগণ তাহার আত্মার পারলৌকিক গতি সম্বন্ধে বড়ই চিন্তাকুল হইয়া পড়ে (লাই: ক্যাল্‌কে: ষ্ট্রামো:); কেহ সান্ত্বনা করিলে দুঃখ বৃদ্ধি হয় (ক্যাক্ট: ন্যাট-মিউ:)। মূর্দ্ধাদেশে চিত্তবৈকল্যজনক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। স্বীয় রোগ সম্বন্ধে বড়ই ভাবনা; লক্ষণ দেখিয়া রোগিণীর বা রোগীর ভয় হয় হয়ত তাহার হৃৎপিণ্ড সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। ক্রমাগত লোককে গালাগালি ও আঘাত করে এবং সতত অশ্লীল বা ঘৃণিত বিষয় চিন্তা করে (অ্যানাক্: ল্যাক্-ক্যান্: সেলিন:); জরায়ু প্রদেশে যন্ত্রণা ও উক্তরূপ মানসিক অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। সকল বিষয়ে ঔদাস্য অথচ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; স্থির থাকিতে পারে না অথচ একটু বেড়াইতেও ইচ্ছা করে না, স্বীয় রিপু বা কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দমনের জন্য সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ যাহাতে অন্যমনস্ক থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা করে (চিত্তচাঞ্চল্য দমনের জন্য কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে আয়োড: হেলোন:)। কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না, সর্ব্বদা ব্যস্ত, অথচ উদ্দেশ্যহীন ভাবে বিচরণ করে; গতি অত্যন্ত দ্রুত (আর্জেন্ট নাই: সল্‌ফ:)। একাকী থাকিতে ভীত হয় (অ্যান্ট-টার্ট: আর্স: বিসমাথ, ক্রিম্যাট: কোণা. হায়ো: ক্যালী-কার্ব: ল্যাক্-ক্যান্: লাই: সিপী: ষ্ট্র্যামো: ভেরেট:)। বুঝি আমি উন্মাদ হইলাম, বুঝি আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল, সর্ব্বদা এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করে (বুঝি আমি উন্মাদ হইয়া গেলাম = সীপা; অ্যালীউ: অ্যাম্ব্রা; অ্যান্টিপাই: ক্যালকে: ক্যানাব-ইন্: চেলিড: অ্যাক্টি: ইউপেট: = রাত্রে; হাইড্রোফোব: আয়োড: ক্যালী-ব্রম্: ল্যাক্-ক্যাল্. ম্যাঙ্গি: মার্ক: সিফিলিন্:); মনে করে তাহার রোগ আর আরোগ্য হইবে না (আর্স: ক্যাক্ট: ইগ্নে: ল্যাক্-ক্যান্: মিডহ্নন্: ন্যাট-মিউ: সোরিন্:); সর্ব্বদা কাল্পনিক বিপদ বা রোগ আসন্ন এইরূপ আশঙ্কা (অ্যামন্-কার্ব: অ্যাম্বিল্: চিনিন-সল্‌ফ: অ্যাক্টী

ক্লিম্যাট: কিউপ: অ্যাসিড-হাইড্রো: ম্যাগ-কার্ব: স্কুটেল্-ন্যাট: সিপী: ভ্যালি: ভেরেট: ভিচি:)।
স্বীয় অবস্থায় অসন্তুষ্ট এবং পরের অবস্থায় ঈর্ষা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বিশেষতঃ পাদচারণ কালে (বেল্: ন্যাট-মিউ নক্স-ভম:), যেন মাতাল হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি, (ককীউ: পল্‌সে·); সম্মুখ দিকে টলিয়া পড়ে; নক্স; সাইলী:) জরায়ুর স্থানচ্যুতি অধিকারে উষ্ণ বা আবদ্ধ গৃহমধ্যে এবং দাঁড়াইলে অবসন্নতা তৎসহ করপৃষ্ঠে ও চরণে শীতল স্বেদোদ্গম (জনতামধ্যে = নক্স ;—গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে = আই-বিরিস্:)। জরায়ু ভ্রংশ জনিত শিরোবেদনা (অ্যাক্টী-রেস:)। অসমতল ভূমির উপর চলিতে পারে না (ন্যাট-কার্ব: ল্যাথাই-স্যাট:)। ললাট দেশীয় শিরোবেদনা,—বাম ভ্রূদেশে বেদনাধিক্য, কিম্বা বেদনা কখনও বাম কখনও দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্রতর বোধ হয়। মূর্দ্ধাদেশে বুদ্ধিভ্রংশজনক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, তৎসহ দক্ষিণ কুক্ষী মধ্যে বেদনা। নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোবেদনা,—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বর্দ্ধিত এবং সূর্য্যাস্তকালে উপশমিত হয়,—মস্তক যেন শোণিত পূর্ণ এইরূপ ভারবোধ হয়;—নাসিকা ঝাড়িলে শোণিত নির্গত হয়,—হস্তের উপর মস্তক রক্ষা করিলে ভাল থাকে। বোধ হয় যেন এক শঙ্খ [বা রগ] হইতে অন্য শঙ্খ পর্য্যন্ত একটী বরারের বন্ধনী টান করিয়া বাঁধা রহিয়াছে; যেন একটী লৌহময় টুপী মস্তকে নিষ্পেষিত করিতেছে [ষ্টিকৃনিন্]।

চক্ষু।—উন্মাদের ন্যায় দৃষ্টি। দৃষ্টবস্তুর আলোকরেখা সকল চক্ষুর চিত্রপত্র পার হইয়া তৎপশ্চাতে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে নিকটের বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পায় না, দৃষ্টি,—জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা রেতঃস্খলন বশতঃ অন্ধত্ব বা ঘোর দৃষ্টি; উড্ডীয়মান ত্রসরেণু অর্থাৎ চক্ষু সমক্ষে কৃষ্ণবিন্দু দর্শনসহ চক্ষুমধ্যে তীব্র বেদনা,—বেদনা মস্তকাভ্যন্তরে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। লেখা পড়ার পর চক্ষু জ্বালা করিতে থাকে। যেন চক্ষু ও বর্ণ বিদীর্ণ করিয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে।

পাকস্থলী।—নিরন্তর বিবমিষা, পাকস্থলী মধ্যে বা বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে যেন একটী গুল্ম আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ বোধ; প্রতিবার গলাধঃকরণকালে ঐ গুল্ম নড়িয়া বেড়ায়; প্রাভাতিক মলতারল্য সহ বিবমিষা, যোনিমধ্যে এবং ত্রিকাস্থির শিখরদেশে নিষ্পেষণ সহ বিবমিষা। আহারাদির পর ভুক্তদ্রব্যাদি যেন বুকের দিকে উঠিতেছে এইরূপ অনুভূতি। অর্দ্ধজীর্ণ দ্রব্যাদি এবং তরল পীতবর্ণ আমময় বমন। উর্দ্ধোদরে অবসাদ বোধ ও স্বাদহীন উদ্গার। পাকাশয় স্ফীত হইয়া উঠে এবং নিম্নমুখে আধ্মান বায়ু নিঃসরণ। অত্যন্ত ক্ষুধা, আহার করিলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না (চায়না, লাই: সিনা: ফস: ষ্ট্যাফাই)।

অন্ত্রাশয়।—অন্ত্রাশয় ও বক্ষমধ্যস্থিত যন্ত্রাদি পর্য্যন্ত নিম্নাভিমুখে সবলে আকৃষ্ট হয় এমন কি উদর বন্ধন করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আহারের পর পেট ফুলিয়া উঠে এবং তরল মল ত্যাগের পরেও সমভাব থাকে। দক্ষিণ কুক্ষী বা কোঁকে প্রদেশে অন্ত্রকূজনধ্বনি শ্রুত হয়। যেন তরল মল নির্গত হইবে এইরূপ অনুভূতি,—প্রস্রাব হইলেই দূর হয়। যেন ঋতুর আবির্ভাব হইবে এইরূপ অনুভূতি (সিনা; ক্রোক্: লেমীয়াম্; ম্যাগ-কার্ব: মস্কাস; অ্যাসিড-মিউ:)। তলপেট হইতে উরুমধ্যে পর্য্যন্ত স্পন্দনানুভূতি। তলপেটের এক

পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা,—উষ্ণ হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করিলে আরাম বোধ হয়।

মলান্ত্র ও মল।—জবায়ুভ্রংশ হেতু মলান্ত্র ও মূত্রাশয়ের উপর নিরন্তব চাপ (টিলীয়া-ইউ:) বশতঃ সর্ব্বদা মল বা মূত্রত্যাগ করিবার উদ্যোগ। স্থানভ্রষ্ট-জরায়ুগ্রস্তা রমণীদিগের প্রাতঃকালীন মল তরল ও পিত্তময়, ঘোববর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত, প্রবল বেগ জনক, বিলম্ব সহে না; মলত্যাগেব পূর্ব্বে পেট মুচ্‌ড়াইতে থাকে বা অত্যন্ত বেগ ও মলান্ত্র মধ্যে চাপ বোধ হয় এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বাব জ্বালা করে। মলদ্বারের উর্দ্ধাংশে চাপবোধ। অর্শ,—প্রসবান্তে (গর্ভা-বস্থায়=অ্যাসিড-মিউ.), বলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং কণ্ডুতিজনক,—মলত্যাগ কালে বোধ হয় যেন সমস্ত অন্ত্রাদি বহিঃসৃত হইয়া পড়িবে।

প্রস্রাব।—শিরোবেদনা অধিকারে দিবাভাগে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; (বোভি: গ্লোন:) পার্শ্বকপাল হইতে বেদনা পশ্চাৎ কপালে সরিয়া যায় এবং তথা হইতে অবশেষে রগে আসিয়া অবস্থিত হয়। মূত্রস্থলী মধ্যে নিবন্তব চাপবোধ এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ, অথচ অতি অল্প পরিমাণ মূত্র নির্গত হয়, মূত্রনলী মধ্যে উপদাহ বা উত্তেজনা অনুভূতি ও কুন্থন। বেগ মাত্রে প্রস্রাব না করিলে বক্ষমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বোধ। পরিমাণে অতি অল্প এবং দুগ্ধবৎ বর্ণ বিশিষ্ট মূত্র; কিম্বা অপর্য্যাপ্ত এবং ঘোর লাল; কখনও বা ফুটন্ত তৈলের ন্যায় উত্তপ্ত মূত্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—উদর ও বস্তিগহ্বরমধ্যে, প্রবল নিম্নাকর্ষণানুভূতি,—যেন অন্ত্রমণ্ডলী, জবায়ু প্রভৃতি যন্ত্রাদি অপত্যপথ দিয়া বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে (বেল্: ল্যাক্-ক্যান্: ফ্র্যাক্স-অ্যামে: ভাইব-অপীউ: গসিপ: মিউরেক্স; সিপী:); যোনিমুখ হস্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিলে (উরুব উপব উরু স্থাপন কবিলে=সিপী:) উপশম বোধ হয় তৎসহ হৃদ্‌স্পন্দন। আর্ত্তব,—অকালে প্রকাশশীল, স্রাব অতি অল্প, কাল্‌চে, ঘোব, দুর্গন্ধময়; কেবলমাত্র দেহ সঞ্চালন কালে রজঃস্রাব হইয়া থাকে এবং পাদচারণে বিবত হইলেই স্রাব বন্ধ হইয়া যায় (কষ্টি: ক্যাক্ট:—কেবলমাত্র শয়িতাবস্থায় স্রাব হয়=ম্যাগ-কার্ব: ক্রিয়ো বোভি:)। প্রবল রতি আকাঙ্ক্ষা; মনোমধ্যে অন্য বিষয়ের চিন্তা স্থান পায় না (অ্যানাক্: ল্যাক্-ক্যান্:)। ডিম্বাধার মধ্যে, বিশেষতঃ বামডিম্বাধার মধ্যে, জ্বালা, হুলবেধবৎ, কর্ত্তনবৎ বা নিষ্পেষণবৎ বেদনা, দণ্ডায়-মান অবস্থায় প্রবল নিম্নাকর্ষণ (দক্ষিণ ডিম্বাধাবের নিম্নাকর্ষণ এবং হুলবেধবৎ যন্ত্রণা=এপীস); টিপিলে ব্যথা বোধ হয়; ঐ ডিম্বাধার স্ফীত হইয়া সদ্যজাত শিশুর মস্তকের আকার ধারণ করে। জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ অধিকারে বাম ডিম্বাধার ও বাম স্তন মধ্যে বেদনা (অ্যাক্টী: আঁষ্টি:)। রজঃ নিবৃত্তির পর প্রদরাবির্ভাব,—স্রাব উজ্জ্বল পীতবর্ণ—স্রাব এত কষায় যে বিটপত্বকে লাগিলে তথায় ক্ষত উপস্থিত হয় (বোভি: ক্রিয়ো: লাই: মার্ক: হ্যাট-মিউ: সিপী: পল্‌সে:)। জরায়ু মধ্যে স্নায়ুশূল,—শয্যাবস্ত্রাদির বা অন্য কোন বস্তুর স্পর্শ কিম্বা হঠাৎ আলোড়ন অসহনীয় বোধ হয়; জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন (কোণা: অরাম-মিউ-ন্যাট: হ্যামা: হেলোন্: সিপী:) প্রসবান্তে জরায়ুর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি (কলো: ক্যালী-কার্ব: সিপী: আষ্টিলেঃ) বা প্রসূতির স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে বিলম্ব; প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব দীর্ঘকাল ব্যাপী (অ্যাসিড-বেন্:

কার্ব্বো-অ্যানিম্: সিকেলি:) এবং কটি ও উরুশিখরে বেদনা জনক এবং অপর্য্যাপ্ত (সিকেলি: আষ্টিল্: জ্যান্থক্স: এবং ত্বকক্ষয়কারক=কার্ব্বো-অ্যান্: ক্রিয়ো); প্রসবান্তে মূত্রমার্গে উত্তেজনা রোগিণীর বিশ্বাস তাহার কোন আভ্যন্তরিক দুরারোগ্য রোগ হইয়াছে। বাম স্তন হইতে পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা (দক্ষিণ কক্ষ বা বগল পর্য্যন্ত=ল্যাকে)। শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘ নিশ্বাসের ন্যায় অথচ দ্রুত। যোনি মধ্যে কামোদ্দীপক কণ্ডুয়ন এবং বাম ডিম্বাধার প্রদেশে হূলবেধবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড।—শ্বাসপ্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় গভীর, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা (ব্রাই: ক্যাল্‌কে: গ্লোন্ মিডহ্বন্ মার্ক: ফস্)। বুক বোধ হয় যেন চাপিয়া রহিয়াছে বা তাহার উপর একটা গুরুভার দ্রব্য অবস্থিত রহিয়াছে। বক্ষ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বোধ,—গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে কথঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়; অসহনীয় উত্তাপ বোধ,—নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য লালায়িত, বদ্ধ গৃহমধ্যে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়; মুখে শোণিতের ন্যায় লবণাক্ত স্বাদ্ (ইপিক্. ন্যাট-কার্ব)‌ এবং শরীর দুর্ব্বল বোধ (ডিজি: ইপিক্. সল্‌ফ: ভেরেট্র)। হৃৎপিণ্ডের গতি ক্ষীণ ও তিমির দৃষ্টি এবং পতনভীতি, অর্থাৎ হঠাৎ রোগীর মনে হয় তাহার হৃৎপিণ্ডের গতি স্থির হইয়া আসিতেছে, সে চতুর্দ্দিক তিমিরাচ্ছন্ন দেখে এবং তাহার প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হয় যেন সে এখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইবে। বাম স্তনের কিঞ্চিন্নিম্নে যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বোধ,—ঐ বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং তীক্ষ্ণ বেদনা-শলাকা সকল গলমধ্য, কণ্ঠাস্থি, বামকক্ষ বা বগলে এবং পৃষ্ঠ-ফলক অভিমুখে সঞ্চারিত হয়; পার্শ্ব পরিবর্ত্তন বা শয়ন উপবেশন প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্ত্তন করিলে উপশম বোধ হয়। হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন একটী বৃহৎ সন্দংশ দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছে [যেন একটী লৌহময় হস্তদ্বারা সবলে নিষ্পিষ্ট হইতেছে=ক্যাক্ট: যেন কেহ হৃৎপিণ্ড চটকাইতেছে=আর্ণিকা: নিদ্রাভঙ্গান্তে প্রবল সঙ্কোচন বোধ=ল্যাকে:—পাদচারণকালে সংহৃতি সংকোচন বা চাপ বোধ=আর্স:], কিম্বা যেন দেহের সমস্ত শোণিত হৃৎকোষ মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে এবং কখনও বা হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন দ্বিধা হইয়া যাইবে; রোগী সোজা হইয়া চলিতে পারে না। হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত এবং কিয়ৎকাল পরে হঠাৎ মুক্ত হইয়া গেল,—এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে। সমগ্র দেহে নাড়ীর গতির ন্যায় দপ্‌দপানি অনুভূত হয় (ন্যাবাই: সেলিন: গ্লোন্:),—বোধ হয়, যেন সমস্ত ধমন্যাদি শোণিতপূর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে (অ্যামিল: বেল্: পল্‌সে) এবং যেন ঐ সকল শিরা বা ধমনী বিদীর্ণ হইয়া শোণিত নির্গত হইবে এইরূপ উপক্রম (ইস্কিউ.)। হৃদ্‌স্পন্দন,—বক্ষমধ্যে পক্ষীর পক্ষতাড়নবৎ অনুভূতি বা ধড়ফড় করে; হৃৎপিণ্ডের শিখরদেশে উদ্বেগ জনক অস্বাচ্ছন্দ্য, অবসাদ ও চাঞ্চল্য অনুভূতি; বাম বক্ষমধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা; বেদনা বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, নাড়ী অনিয়মিত গতি; হস্তপদাদি শীতল ও স্বেদার্দ্র হইয়া যায়; আহারান্তে বৃদ্ধি (ক্যাল্‌কে: ক্যাম্ফো: ইগ্নে: লাই: ন্যাট-মিউ:), বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে এবং [ক্রিয়াবিপর্য্যয় অধিকারে] দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে (ব্যাডী: প্ল্যাট:—বাম পার্শ্বে শুইলে=ড্যাফনী; ন্যাট-মিউ: ফস্.)।

হৃদ্‌স্পন্দন বা বুক ধড়ফড় করে,—মর্দ্দন করিলে বা চাপ দিলে উপশম বোধ হয়। হৃৎপিণ্ড মধ্যে ব্যথা, পরিশ্রম করিলে, মস্তক অবনত করিলে, রাত্রে শয়নান্তে বৃদ্ধি; প্রাতে উপশম। হৃৎপিণ্ডের শিখরদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা,--বিশ্রাম করিলে বা স্থির হইয়া থাকিলে উপশম।

প্রত্যঙ্গাদি।—দেহের স্থানে স্থানে ভ্রাম্যমান বা সঞ্চারণশীল বেদনা (ইগ্নে: ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান:)। রাত্রে দক্ষিণ বাহু ও হস্ত আড়ষ্ট এবং ব্যথান্বিত, বোধ হয়; প্রাতে ৮ টার সময় ভাল হইয়া যায়। হস্তাঙ্গুলি সকল আড়ষ্ট বোধ হয়,—পেন্সিল চালনা করিতে পারে না। পাদচারণ কালে টলিতে থাকে, সবল রেখায় পথে চলা অত্যন্ত কঠিন (ষ্ট্র্যাম্:); অসমতল বা উচ্চনীচ ভূমির উপর চলিতে পারে না (ন্যাট কার্ব্ব. ল্যাথাই-ন্যাট:)। জানু যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে এরূপ বেদনা, জানু ভার বোধ হয় ও ব্যথা করিতে থাকে। পদদ্বয় ব্যথান্বিত এবং অনবরত নড়ে,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্ববশে না রাখিলে অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পায়, —যথা নিদ্রার সময়। দেহের সমগ্র পেশীমণ্ডলী প্রবল রূপে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে,—রোগিণী স্বীয় দেহের উপর বিশেষ দমন না রাখিলে এত অধিক পৈশিক স্পন্দন হইতে থাকে যে তাহার মনে হয় সে উন্মাদ হইয়া যাইবে। কর ও চরণতলে জ্বালা আরম্ভ হইয়া ক্রমে উহা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়, শয্যায় শয়িতাবস্থায় বৃদ্ধি, ক্রমাগত শয্যায় শীতল স্থান অন্বেষণ করে (স্যাঙ্গিউইন্: স্যানিক্: সল্ফ)। সর্ব্বাঙ্গ যেন নিষ্পেষিত ও প্রহৃত হইয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত এবং এমনকি বস্ত্রের পর্য্যন্ত স্পর্শ অসহনীয় বোধ হয়; হস্তপদাদি যেন মুদ্গর দ্বারা দলিত হইয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি, পদবিক্ষেপকালে চরণতল ক্ষতযুক্ত বা স্পর্শাসহ বোধ হয়। পাদচারণ করিলে যন্ত্রণা বৰ্দ্ধিত হয় কিন্তু পাদচারণ হইতে বিরত হইলে বেদনাদির এত বৃদ্ধি হয় যে রোগী পুনশ্চ পাদচারণ করিতে বাধ্য হয়।

বৃদ্ধি।—স্থির হইয়া থাকিলে, পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে, মস্তক অবনত করিলে, দাঁড়াইলে, রাত্রে, প্রভাতে, উষ্ণ গৃহে, স্পর্শ মাত্রে এবং হঠাৎ দেহ আলোড়িত হইলে।

উপশম।—কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে বা অন্যমনস্ক হইলে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, মর্দ্দন করিলে এবং ব্যস্ততা সহকারে বিচরণ করিলে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন** হেলোন্: (জরায়ু); নক্স-ভম্ (শূল) প্ল্যাট: পল্সে:।

সদৃশ।—অ্যাক্টী-রেসি: হেলোন্. পল্সে: সিপী: টিলী-ইউ: বেল্ ফ্র্যাক্সি: মীউরেক্স: ন্যাট-ফস্: নক্স প্ল্যাট পডো গসিপী স্পাই: ট্যাবে-ট: ক্যাক্ট আয়োড:।

তুলনীয়।—সিপিয়া (সমস্ত বিষয়ে), পল্স (উষ্ণগৃহে); জিঙ্কাম ও ন্যাট্রাম (হৃৎপিণ্ড); হেলো (বিষাদ); পেডো, সল্ফর (প্রত্যুষে উদরাময়); ক্যাল্কে, অষ্টিলেগো (ডিম্বাধার); অরম (জরায়ুচ্যুতি); হ্রাসটক্স (বাম বাহুর অসাড়তা), ইত্যাদি।

শক্তি।—৬ষ্ঠ শততমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। ডাক্তার ক্লার্ক বলেন তিনি, উচ্চ ক্রম প্রয়োগে ক্রিয়াতিশয্য ঘটে বলিয়া, ৩০ শততমিক ক্রম ব্যবহার করেন এবং তদ্দ্বারা উত্তম ফল লাভ করিয়া থাকেন। "ইহার উপকারিতা বিলম্বে প্রকাশ পায়,"—ডাক্তার হেল্।

লিথীয়াম্ কার্ব্বনিকাম্

(LITHIUM CARBONICUM).

নামান্তর।—কার্ব্বনেট অভ্ লিথিয়া।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ; পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অণ্ডনালীয় মূত্র; ধমনীর অর্ব্বুদ; হৃৎশূল; বাঘী; অজীর্ণতা; চক্ষুরোগ; পিত্তশিলা; পাকাশয় বিকৃতি; গ্রন্থী স্ফীতি; সন্ধিবাত; মাথাব্যথা; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; অন্ত্রচ্যুতি; আর্ত্তব বিকৃতি; স্থূলতা; মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থীর প্রদাহ; উপদংশ; মূত্র যন্ত্রের পীড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান আক্রমণস্থল হৃৎপিণ্ড, পাকাশয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রাশয় এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম সন্ধি সকল। চক্ষু বা হৃৎপিণ্ডের পীড়া সংযুক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম সন্ধির বাতরোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও ইহার শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে; আক্রান্ত ঝিল্লি (চক্ষুর ও নাসার বা কণ্ঠনালী মধ্যস্থিত ঝিল্লি) প্রথমে অতিশয় শুষ্ক হইয়া যায় এবং তৎপরে তাহা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে থাকে। গাত্রত্বকও ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ সন্ধি প্রদেশীয় ত্বকের উপর এক প্রকার অত্যন্ত বিরক্তিকর কণ্ডুয়ন জনক অরুণিকা উদ্গত হয়, সর্ব্বাঙ্গের ত্বক অত্যন্ত কর্কশতা ধারণ করে এবং মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ক্ষৌরকণ্ডুবৎ পীড়কা উদ্গত হইয়া থাকে। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই—মূর্দ্ধা (১) বা মস্তকের শীর্ষদেশ ও শঙ্খদেশীয় বা রগের দিকে বেদনা। চক্ষু অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও অনুন্মীলনীয় হইয়া থাকে এবং নিদ্রান্তে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয়। (২) সকল বস্তুর বাম পার্শ্ব মাত্র দেখিতে পায়; চক্ষুর-প্রদাহ-জনিত তিমির দৃষ্টি; চক্ষু অত্যন্ত শুষ্ক এবং অধ্যয়ন-কালে তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। (৩) নাসিকা মধ্যে প্রবিষ্ট বায়ু অত্যন্ত শীতল বোধ হয় এবং নাসিকার পশ্চাদ্রন্ধ্র হইতে ঘনীভূত চাপ চাপ শিঙ্ঘানক বা শিকনি নির্গত হয়,—বিশেষতঃ বায়ু সংস্পর্শে; গৃহমধ্যে নাসারন্ধ্র শুষ্ক থাকে। (৪) মূত্র ঘোলা; মূত্রনলী বহিয়া রেতোরজ্জু বা অণ্ডকোষ মধ্যে তীব্র বেদনা সঞ্চারিত হয় এবং শ্লেষ্মামিশ্রিত লাল মূত্র নির্গত হয়। (৫) হঠাৎ আর্ত্তবস্রাব রুদ্ধ হইয়া শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়; ঋতুর অনিয়ম আবির্ভাববশতঃ বামপার্শ্বিক লক্ষণের আবির্ভাব। (৬) হৃৎপিণ্ডের বাত,—হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত বাতাশ্রিত ব্যথা দেহ সম্মুখদিকে অবনত করিলে ব্যথাধিক্য এবং প্রস্রাবান্তে উপশম। (৭) সন্ধিবাত,—আক্রান্ত সন্ধি স্পর্শকাতর, স্ফীত এবং সময়ে সময়ে আরক্তিম প্রতীয়মান হয়। (৮) বাঘী মধ্যে যেন প্রজ্জ্বলিত সূচী বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। (৯) সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ। (১০) আঘাত বা পতন জনিত ব্যথান্বিত অংশ।

লক্ষণাবলী।

মন।—বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানের নাম মনে রাখিতে পারে না (অ্যানাক্: ক্রোরাম:

মিডহ্বন্: সল্‌ফ: সিফিলিন্:)। স্বীয় নির্জ্জনবাস স্মরণ করিয়া রোদনোন্মুখ। সমস্ত রাত্রি মানসিক উদ্বেগ এবং নৈরাশ্য প্রকাশ করে (রাত্রে তাহার যন্ত্রণার সীমা থাকিবে না এই ভাবিয়াই আকুল—সিফিল্)।

মস্তক।—হঠাৎ আর্ত্তবস্রাব বোধ বশতঃ প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মস্তকের শীর্ষভাগে ও (রগে) শিরোবেদনার আবির্ভাব। ভ্রূর উর্দ্ধাংশে বেদনা ও ভারবোধ,—সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয়। আহার করিবার সময় শিরোবেদনার লাঘব হয় কিন্তু আবার প্রকাশ পায় এবং পুনশ্চ আহারের সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে,—রাত্রে নিদ্রিত হইবার পর তবে নিবৃত্তি হয়। মস্তিষ্কের জড়তা। সকল বস্তুরই পার্শ্বার্দ্ধ দশন সহ রগে যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। শিরোবেদনা,—বৃদ্ধি=শয়নান্তে.—সর্ব্বত্র বেদনা বোধ হয়, উপশম=উঠিয়া বসিলে (সাই-কীউ: ককীউ:) এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে (আর্জেণ্ট-মেট: গ্লোন্: হেলিবো: লাই: অ্যাসিড-পাই: পল্‌সে: ট্যাবাক্)। কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয়; চক্ষু উন্মীলিত রাখিতে পারে না (অ্যাসিড কার্ব্বল:), প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চক্ষু মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। মস্তক মধ্যে স্পন্দন ও দপ্‌দপ্,—হৃৎপিণ্ডের বেদনা মস্তকে সঞ্চারিত হয়।

চক্ষু।—চক্ষু সমক্ষে প্লবমান ত্রসরেণুর অর্থাৎ উড্ডীয়মান সূক্ষ্মধূলিকণার ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে [সিঙ্কো: সাইক্লেম্: ন্যাট মিউ ফাইজস্ সিপী:]। দীপালোকে অধ্যয়নাদির পর চক্ষুর সংবেদাতিশয্য। অস্থির দৃষ্টি, বস্তুর দক্ষিণার্দ্ধ আদৌ দেখিতে পায় না, বিশেষতঃ ঋতুর দ্বিতীয় দিবসে,—(পার্শ্বার্দ্ধ মাত্র দেখিতে পায়=সাইক্লে লাই:—বামার্দ্ধ দেখিতে পায় না=লাই: —নিম্ন বা উর্দ্ধার্দ্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না=অ্যাসিড-মিউ:—উর্দ্ধার্দ্ধ অদৃশ্য হয়=অরাম্); অক্ষি-গোলকের উপরিভাগে বেদনা বোধ। সূর্য্যালোকে অন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ দিবান্ধতা=হেলিবো: ফস্:)। চক্ষু মধ্যে কর্কর করে,—যেন ধূলিকণা পতিত হইয়াছে (অ্যাসিড-ফ্লু: আর্স ইউক্রে: হিপ: লিডাম, সাইলি.), অধ্যয়নান্তে চক্ষু অত্যন্ত শুষ্ক এবং বেদনাযুক্ত বোধ হয় (কষ্টি: ল্যাচস্যা ণ্টস, ম্যাঙ্গি পীয়োন্ জিং:)। দক্ষিণ চক্ষুর অভ্যন্তর প্রদেশে এবং চতুর্দ্দিকে যেন টানিতেছে বা দপ্‌দপ্ করিতেছে এইরূপ অনুভূতি (হায়ো থিরিড.)। দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে যেন সূক্ষ্ম শলাকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (বেল: চেলিড: হাইপি. জিঙ্ক:)। অক্ষিপ্রদাহ,—শ্বেতাংশ আরক্তিম, পূযময় শ্লেষ্মা স্রাব (আর্জেণ্ট নাই: পল্‌সে) চক্ষুমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, আলোকাতঙ্ক এবং চক্ষু বোধ হয় যেন অবগুণ্ঠনাবৃত রহিয়াছে এইরূপ অস্পষ্ট দৃষ্টি (কষ্টি: আয়োড: ক্রো. ন্যাট-মিউ. ফস্: হাস. ষ্ট্র্যাম্ সল্‌ফ:), যোজকত্বকের প্রদাহজনিত তিমির দৃষ্টি (অ্যালীউ:)।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র স্ফীত ও আরক্তিম,—দক্ষিণ রন্ধ্র অধিক পরিমাণে; অভ্যন্তরাংশ ক্ষতযুক্তবৎ ও শুষ্ক; রন্ধ্র মধ্যে চিক্কণ শুষ্ক চিপিটিকা বা চটার সৃষ্টি হয়। গৃহমধ্যে অবস্থিতিকালে নাসারন্ধ্র শুষ্ক থাকে এবং গৃহবহির্দ্দেশের নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে তরল শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে পশ্চাৎ রন্ধ্র হইতে বোধ হয় যেন সূত্রাকারে শ্লেষ্মা ঝুলিতেছে (ক্যালী-বাই: সিপী:

টিউক্রি:)। শীতল বায়ু নাসামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে অত্যন্ত শীতল বোধ হয় (ক্যালী-বাই: কোর‍্যাল্:) ; নাসারন্ধ্রের উর্দ্ধাংশ রুদ্ধ হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ প্রাতে ও পূর্ব্বাহ্নে।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—পাকস্থলী মধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা,—তৎসহ বাম কপালে এবং অক্ষি গহ্বরে বেদনা ;—বেদনা আহারের পূর্ব্বে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং আহারের সময় উপশমিত হয়। কোকো পান করিলে উদরাময় উপস্থিত হয়। যকৃৎ প্রদেশে ভয়ঙ্কর বেদনা। প্লীহাপ্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা। উদর বোধ হয় যেন বায়ুপূর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। বাম কুচকী বা বঙ্ক্ষণছিদ্র মধ্যে যেন কি উপর হইতে নীচের দিকে ঠেলিতেছে এইরূপ বেদনা। বাঘী মধ্যে যেন অসংখ্য প্রজ্বলিত সূচী বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের পূর্ব্বে, মূত্রস্থলী মধ্যে, বিশেষতঃ উহার দক্ষিণ পার্শ্বে, থাকিয়া থাকিয়া তীব্র বেদনার আবির্ভাব হয় ;—প্রস্রাবান্তে বেদনা রেতোরজ্জু মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রস্রাবের সময় মূত্রস্থলীর প্রবল সঙ্কোচন,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় পাদচারণকালে। মূত্র,—ঝাঁজাল, স্বল্প পরিমাণ, ঘোরবর্ণ এবং কষায়, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রনির্গলন কালে বেদনা ; তলানি ঘোর লালবর্ণ ; সময়ে সময়ে মূত্র ঘোলা, তলানি শ্লেষ্মাময় ; কখনও বা মূত্র অপর্য্যাপ্ত ; তলানি মূত্রাম্লময়। নিদ্রার ব্যাঘাত জনক পুনঃ পুনঃ অপর্য্যাপ্ত মূত্র নির্গলন। মূত্রস্থলী স্পর্শাসহ এবং মূত্রাশয় গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা ও স্পর্শকাতরতা ; দক্ষিণ মূত্রগ্রন্থি মধ্যে বেদনা বোধ। অভ্যাসমত জলপান করিলেও প্রস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প হয়। প্রাতে প্রস্রাবার্থ গাত্রোত্থান কালে হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত চাপ বোধ হয় এবং যতক্ষণ না প্রস্রাব হয় ততক্ষণ বেদনা দূর হয় না।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড।—নাসিকা মধ্যে প্রবিষ্ট বায়ু নাসারন্ধ্র এবং ফুস্ফুসাভ্যন্তরে পর্য্যন্ত শীতল অনুভূত হয় (ক্যালী-বাই: কোর‍্যাল্:)। প্রাতে ভোজনান্তে নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ বহির্দ্দেশে পাদচারণকালে বোধ হয় যেন বুক সাঁটিয়া ধরিয়াছে, বহুল পরিমাণে গয়ার উত্থিত হয় এবং ঐ শ্লেষ্মা বোধ হয় যেন বুক্কাস্থির মধ্যস্থল হইতে আসিতেছে। সন্ধ্যার পর শয়নান্তে উপর্য্যুপরি প্রবল কাসি হইতে থাকে ; রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় (হায়ো:), অথচ শ্লেষ্মা আদৌ উত্থিত হয় না ; কাসি বোধ হয় যেন স্বরনলীর পশ্চাদ্দেশের নিম্নস্থিত একটী ক্ষুদ্র অংশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে। হৃৎপ্রদেশে বাতাশ্রিতবৎ স্পর্শ কাতরতা অনুভূত হয় (অ্যা-বেন্: ক্যাক্ট: হ্রাস: স্পাই: ক্যাল্মী:)। প্রাতে গাত্রোত্থানান্তর রোগিণী শয্যার উপর হেঁট হইলে হৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় (সেনেগা:)। প্রস্রাব করিবার সময়ে ও পূর্ব্বে হৃৎপ্রদেশে বেদনা। হৃৎপিণ্ডের দ্বারাবরোধিনী বিকৃতি = আর্স আয়োড: ক্যাক্ট: ডিজি: ক্যাল্মী. নাযা ; স্পাই: পেঞ্জী:) ; কোনরূপ (বিরক্তি জনক) মানসিক উদ্বেগ মাত্রে বুক ধড়ফড় করিতে থাকে এবং হৃৎকম্প আরম্ভ হয় (অ্যাকোন্: অরাম্: ব্যাডি: ক্যাক্ট: সিঙ্কো: কফীউ: ক্রোটেল্: ফস্: প্ল্যাট: সিপী:)। হৃৎপ্রদেশে হঠাৎ সজ্ঘাত অনুভব (অরাম্: কোণা: জিঙ্ক:) প্রস্রাব ও আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে হৃৎপিণ্ড মধ্যে তীব্র বেদনানুভূতি ; "প্রস্রাবান্তে হৃৎপিণ্ডের বেদনা উপশমিত হয়" (ডাঃ ফ্যারিংটন)।

প্রত্যঙ্গাদি।—মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত একটী ক্ষুদ্র অংশ স্পর্শাসহ; বৃদ্ধি—চাপ দিলে ও টিপিলে এবং গাত্রোত্থানান্তর। রাত্রে ত্রিকাস্থি মধ্যে শক্তিরাহিত্য বা অবসাবোধ; সূচীবেধবৎ বেদনা। হস্তাঙ্গুলির শেষ সন্ধি সকল স্পর্শাসহ, স্ফীত (অ্যা-বেন্: অ্যামন-ফস: লাই: ক্যাল্কে:) এবং সময়ে সময়ে আরক্তিম হইয়া থাকে; পৈশিক স্ফীত্যাধিক্য বা ভারবোধ বশতঃ পাদচারণকালে জড়তা বোধ; কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও চরণ ও করপার্শ্বদেশ অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত হইয়া থাকে, উত্তপ্ত জল প্রয়োগে উপশম। সন্ধিবেদনা,—জানু, গুল্ফ ও অঙ্গুলি সন্ধিতেই অধিক অনুভূত হয়। সমগ্র দেহ যেন প্রবলরূপে প্রহৃত হইতেছে এইরূপ আড়ষ্টতা ও স্পর্শাসহনীয়তা বোধ,—"সমস্ত দেহ যেন বিষফোড়া।" বেদনা হস্ত পদাদির নিম্নদিকে প্রসারিত হয় (লিডাম)। সমগ্র দেহ ভার বোধ এবং স্ফীত প্রতীয়মান হয়। জানুদ্বয় ক্ষীণ বোধ হয়,—সোপানারোহণ কালে অধিক। সকল অঙ্গুলি মধ্যেই কণ্ডুয়নযুক্ত স্পন্দন অনুভূত হয়,—যেন অস্থির ভিতরে ও বাহিরে এইরূপ হইতেছে ইত্যাকার অনুভূতি,—বিশ্রাম কালে হস্ত বাহিয়া অঙ্গুল্যাদির অগ্রভাব পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়; উপশম = চাপ প্রয়োগে, মুষ্টিবদ্ধ করিবার সময় এবং অঙ্গুল্যাদির চালনা করিলে। নখপার্শ্ব সকল অত্যন্ত স্পর্শকাতর, ব্যথাযুক্ত ও আরক্তিম হইয়া উঠে। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল বা করভ প্রদেশে জ্বালাজনক সূচীবেধবৎ বেদনা। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গান্তে দক্ষিণ চরণে বাতবেদনা,—গাত্রোত্থানান্তর উপশম। কড়া সকল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত হয়। আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে বামাঙ্গে এবং পরে দক্ষিণাঙ্গে বেদনাধিক্য বোধ। সকল লক্ষণই দক্ষিণাঙ্গে আতিশয্য প্রদর্শন করে।

বৃদ্ধি।—প্রত্যূষে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, শয়নান্তে এবং দেহ সঞ্চালনে।

উপশম।—উঠিয়া বসিলে, প্রস্রাবান্তে,—গৃহবহির্দ্দেশে এবং বিশ্রামকালে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যালীউ: ইউজি-য্যাম ক্যালী-বাই: কোব্যাল-রুব: সিপী: টিউক্রি ক্যাল্মী. লিডাম: অরাম: অ্যাসিড-বেন কোণা জিঙ্কাম অ্যামন-ফস্ ক্যাল্কে: সেনেগা: সেলিন্: এপীস।

তুলনীয়।—অ্যালুমি (ক্ষীণ দৃষ্টি), বিস্মাথ (পাকাশয়শূল), টিউক্রিয়াম (নাসা-সর্দ্দি); ক্যাল্মিয়া (হৃৎপিণ্ড), অরাম (সহসা সংঘাত বা আঘাত প্রাপ্তি); ক্যাল্কে, ক্যাল্মি (বাত); এপীস (মূত্রাধার প্রভৃতি)।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

লোবেলীয়া ইন্‌ফ্লেটা

(LOBELIA INFLATA).

নামান্তর।—টুবাকো।

প্রস্তুতি।—পুষ্পিত তাজা গাছে মূল আরক প্রস্তুত হয়। শুষ্ক পত্রের বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সুরাপানের মন্দফল; টাক; আর্ত্তববন্ধ; হৃৎশূল; হাঁপানি; পাকাশয় শূল; কাসি; ঘুংড়ী, বধিরতা; দুর্ব্বলতা; অতিসার; বাধক; অজীর্ণতা, মূর্চ্ছাভাব; পিত্তশিলা; মাথাধরা; প্রাতঃকালীন বিবমিষা; অহিফেনের বদাভ্যাস; হৃৎস্পন্দন; বক্ষের পার্শ্বশূল; হৃৎপিণ্ডের আবরক ঝিল্লিপ্রদাহ; জরায়ুর মুখের অনম্যতা; স্কন্ধে বেদনা; মূত্রনলীর অবরোধ; রক্তাম্বু বা রসবৎ স্রাব; গর্ভাবস্থায় বমন; হুপাথ্যকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—"ইহা ফুস্‌ফুস্-পাকাশয়িক স্নায়ুকে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত অবসন্নতা, সর্ব্বাঙ্গীন শৈথিল্য, বক্ষমধ্যে চাপবোধ, গলাধঃকরণ ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপ এবং বিবমিষা ও বমন উৎপাদন করে এবং ক্রমে ফুস্‌ফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুর অবসাদ জন্মাইয়া হৃৎপিণ্ডের গতি ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ করিয়া আনে এবং অবশেষে জীবনীক্রিয়ার অবসাদ ও মৃত্যু ঘটে" (কাউপাবথোয়েট)। ইহার কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ এই:—(১) শিরোবেদনা,—পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতিজনিত,—তৎসহ বমন এবং অবসন্নতা, সুরাদি পান জনিত, রোগী হঠাৎ ফ্যাকাশে হইয়া যায় এবং উহার সর্ব্বাঙ্গে অজস্র ঘর্ম্ম নির্গলিত হইতে থাকে, সন্ধ্যার প্রারম্ভ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তামাকু সেবনে বা তাহার ধূম আঘ্রাত হইলে বৃদ্ধি। (২) পরিপাক-বিকৃতি জন্য অত্যধিক বিবমিষা ও বমন; সসত্ত্বা রমণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা; আক্ষেপিক শ্বাসরোগ এবং শ্বাসরোধোপক্রমজনক হাঁপানি সংযুক্ত হুপকাসি। (৩) অত্যধিক চা বা তাম্রকূট সেবনবশতঃ উর্দ্ধোদর প্রদেশে শূন্য, ক্ষীণ ও তন্মধ্যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। (৪) মূত্র, গাঢ় লাল বা কমলালেবুর বর্ণ বিশিষ্ট; তলানি বহুল পরিমাণ ও লালবর্ণ। (৫) শ্বাসকৃচ্ছ্র,—বক্ষমধ্যস্থলের সঙ্কোচন বা দৃঢ়াবদ্ধভাব সম্ভূত; প্রসববেদনার সময় বৃদ্ধি হয় এবং প্রতি বেগের সহিত আবির্ভূত হইয়া বেগের প্রাবল্য নষ্ট করে;—শৈত্য সংস্পর্শে কিম্বা সোপনারোহণ বা অবতরণরূপ ঈষন্মাত্র আয়াসে বৃদ্ধি। (৬) বক্ষোপরে চাপ বা ভারবোধ, এবং যেন সর্ব্বাঙ্গের শোণিত বক্ষমধ্যে যাইয়া সঞ্চিত হইতেছে এবং ফুস্‌ফুসাদি পরিপূরিত করিতেছে, এইরূপ অনুভূতি; দ্রুত পাদচারণে উপশম। (৭) যেন হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া গেল এইরূপ অনুভূতি। (৮) ত্রিকাস্থি প্রদেশে তীক্ষ্ণ সংবেদাতিশয্য, অতি কোমল উপাধানের পর্য্যন্ত সংস্পর্শ অসহনীয় বোধ হয়,—বসিবার সময় সম্মুখদিকে হেঁট হইয়া বসে, পাছে আক্রান্ত অংশে কিছু সংস্পৃষ্ট হয়। (৯) প্রতিবার বমনান্তে রোগী ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে এবং সমগ্র গাত্র "কুট্‌কুট্" করিতে থাকে, যেন তদুপরে অসংখ্য

সূচী বিদ্ধ হইতেছে। ডাঃ অ্যালেন বলেন—গৌর কান্তি, স্বর্ণবর্ণ কেশ বিশিষ্ট এবং নীলনয়ন এবং ঈষৎ স্থূলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণাবলী।

মন।—অশান্তি বোধ, অত্যন্ত বিষণ্ণতা, বালকের ন্যায় রোদন করে। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা অধিকারে যেন অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইবে এইরূপ অনুমিতি (ক্যানাব-ইন্‌ গ্লোন্‌ প্ল্যাট:)। বক্ষ মধ্যে যন্ত্রণাবোধ সহ মৃত্যু আসন্ন এইরূপ বিশ্বাস অথচ তাহাতে কোনরূপ ভয় প্রকাশ করে না।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—প্রাণান্তক বিবমিষা সংযুক্ত (ক্যল্‌কে-সলফ),—বোধ হয় যেন বাম চক্ষু হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে। শিরোবেদনা,—ঈষৎ গাত্রোঘূর্ণন সহ অনুগ্র বেদনা ও ভারবোধ—ভ্রূদ্বয়ের উদ্ধাংশ দিয়া বেদনা এক রগ হইতে অন্য রগে চলাচল করে, উভয় শঙ্খদেশেই বোধ হয় যেন ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিতেছে (অ্যালী স্যাট হেলিবো লাইকোপাস ভাজি· নক্স মস পটিলী) পরিপাকবিকৃতি জনিত শিরোবেদনা,—বিবমিষা, বমন এবং অত্যন্ত অবসন্নতা সংযুক্ত, সুরাদি পানান্তিক শিরোবেদনা,—সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যন্ত্রণার আধিক্য বোধ হয় হঠাৎ মুখমণ্ডলাদি রক্তহীন ফ্যাকাশে হইয়া যায় এবং তাহা হইতে অনর্গল স্বেদোদ্গম হইতে থাকে (অ্যাকোন্‌ কর্ণাস, ট্যাবাক্‌), তাম্রকূট সেবনে বা তাম্রকূট ধূম আঘ্রাত হইলে বর্দ্ধিত হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড ক্যালেড: জেল্‌সি: ইগ্নে: প্যাবিস—তাম্রকূট সেবনে উপশম=ডায়াডেমা)। মস্তক মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া অতর্কিত ভাবে সংঘাত অনুভূত হয় (সাইকীউ ক্যালী-আয়োড—প্রচণ্ড সংঘাত অনুভূতি=সিপী)। শিরোবেদনা,—কাসিলে বৃদ্ধি হয় (ব্রাই ক্যাপ্স ল্যাকে: ল্যাক ডিফো: ন্যাট-মিউ রীউমেক্স: স্যাঙ্গীউ স্পাই স্কীলা,—প্রচণ্ড অচৈতন্য-জনক শিরোবেদনা উৎপন্ন হয়=ইথীউ:—যেন মাথার খুলি দ্বিধা হইয়া যাইবে=নক্স-ভম),—কাসলে মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া উঠে এবং অসহনীয় বেদনা অনুভূত হয় (নক্স· ইথীউ), শিরঃপীড়া,—বিশেষতঃ দেহ সঞ্চালনে এবং সোপান আরোহণ কালে,—মূর্দ্ধাদেশে বেদনাধিক্য বোধ। পশ্চাৎকপালের বাম পার্শ্বে নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—রাত্রে এবং মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডলাদি।—ঋতু বিলম্বে আবির্ভূত হয়, ঋতুর সময় মুখের বামভাগে স্নায়ুশূল থাকিয়া থাকিয়া স্নায়ুশূল। মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব (চিনোপোড-গ্লক্‌ ইস্কীউ: সিষ্ট্যাস্‌-ক্যান্‌: গ্লোন্‌ গ্র্যাফ ল্যাকে লাই ট্যাবাণ্ট:)। বিবমিষা ও বমন অধিকারে মুখমণ্ডলে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম (ক্যাডমী-সল্‌ফ: ক্যাম্ফো: ট্যাব্যাক ভেরেট:)। ফুস্‌ফুসের বায়ুস্ফীতি রোগাধিকারে মুখমণ্ডলের নীলিমা (অ্যাণ্ট-টার্ট: ল্যাকে: ল্যাবো ওপী ব্রাই)। বিবমিষার উদ্রেক হইলে মুখমধ্যে আঠাবৎ লালা সঞ্চিত হইতে থাকে। জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বমাত্র ঘন শ্বেত লেপাচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

গলমধ্য।—গলমধ্যে জ্বালা,—ক্রমে ত্বক কর্ষণবৎ অনুভূতি; কণ্ঠমধ্যে বহুল

পরিমাণে আঠাবৎ লালা সঞ্চিত ও উত্থিত হয়,—ত্বককর্ষণবৎ বেদনা, বিবমিষা ও উদ্গার। তালুদেশ হইতে স্বরনলীর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত জ্বালাজনক ত্বককর্ষণবৎ বা হাজা মত বেদনা। গলমধ্যে জ্বালা, তালুমূলপার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় শুষ্ক বোধ হয় এবং রোগীকে পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে হয়। তালুমূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় জমাট শ্লেষ্মাপূর্ণ থাকে এবং রোগী পুনঃ পুনঃ উহা তুলিবার চেষ্টা করে। গলমধ্যে শুষ্কতা ও পিনবেধবৎ বেদনা অনুভূতি হয়; জল পান করিলেও ঐ বেদনা দূর হয় না। গলমধ্যে বোধ হয় যেন একটা ডেলা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ও নিগরণের বা গিলিবার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে (ক্যাল্‌কে: কষ্টি: সিপী: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব: লিডাম; সিপি: মার্ক-বিনায়োড: মার্ক প্রোটো:)। অন্ননালী বোধ হয় যেন নীচে হইতে উর্দ্ধাভিমুখে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। যেন নীচে হইতে একটা গুল্ম উত্থিত হইয়া অন্ন প্রবেশের পথ রোধ করিতেছে।

পাকস্থলী।—মুখে কষায় স্বাদ ও জ্বালা সহযোগে অরুচি। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় রুচিরাহিত্য। প্রাতর্ভোজনান্তে উভয় শঙ্খদেশে (রগে) ভিতব হইতে বহির্দ্দিকে চাপবোধ এবং বাম অঙ্গে কণ্ডুতির উদ্রেক। উদ্ধোদর প্রদেশে অবসাদ,—ক্ষীণ ভাব ও এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—অত্যধিক পবিমাণে চা ও ধূমপান সম্ভূতঃ। (অ্যা-মিউ:) বমন,—বমনকালে মুখমণ্ডলাদি শীতল ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে (ভেরেট: ক্যাম্ফো:) এবং গাত্রত্বকের অভ্যন্তর হইতে যেন অসংখ্য সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি হয়; গর্ভবতী-দিগের প্রাতর্বমন,—মুখ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা নিঃসরণ (ল্যাক্-ক্যান্), মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব-শীল বমন রোগ অথচ ক্ষুধা ও রুচি স্বাভাবিক তৎসহ বিবমিষা, অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম এবং অবসন্নতা (অ্যা-ক্রুড: ক্যাল্‌কে: লাই: লাই: স্যাঙ্গিউইন্: ভেবেট.—রাক্ষসী ক্ষুধা সহ= কোল্‌চি:)। হিক্কা এবং অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব তৎসহ সন্ধ্যাকালে নিদ্রালুতা। পুনঃ পুনঃ শূন্য উদ্গার ও মুখ মধ্যে জল উঠিতে থাকে। যখন তখন গলমধ্যে জ্বালাজনক অম্লাক্ত জল উত্থিত হয় (কার্ব্বো-ভেজি সিঙ্কো: ইগ্নে: লাই: ম্যাগ-কাব: ন্যাট-ফস্: নক্স-ভম্: রোবিন্:—স্বাদহীন উদ্গার—ক্যারিকা-পেপায়া; লাই.)। উদ্ধোদর প্রদেশে সঙ্কোচন বোধ সহ পাকাশয়ের অম্লজননপ্রবণতা (ক্যাপ্স: গ্র্যাফ: ল্যাক-ডিফ্লোব্: লিথী-কার্ব: ন্যাট-সল্‌ফ: অ্যাসিড-ফস্: পলিগোন: সিপী.) বুকজ্বালা ও মুখ হইতে অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব (মুখ-প্রসেক সহযোগে=নক্স-ভম:)। বিবমিষা,—বৃদ্ধি=রাত্রে এবং নিদ্রার; উপশম=একটু জলপান করিলে বা কিছু আহার কবিলে (আর্জেণ্ট-নাই: ব্রোম্: ক্যালী-বাই: স্যাঙ্গিউইন্: স্পাই:—আহারান্তে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় কিন্তু অনতিপরেই পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে=আই-বার্গ:)। পাকস্থলী মধ্যে ভার বোধ,—যেন তন্মধ্যে একটী গুল্ম বা অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য রহিয়াছে। উর্দ্ধোদর প্রদেশে নিষ্পেষণানুভূতি,—যেন পাকস্থলী পরিপূর্ণ রহিয়াছে; চাপদিলে বৃদ্ধি হয়। তামাকের গন্ধ বা আস্বাদন অসহনীয়। গৌরকেশ ও গৌরকান্তি ব্যক্তিদিগের অপরিমিত সুরা পান জনিত পীড়াদি (কৃষ্ণকেশ ও কৃষ্ণকান্তি=নক্স:)।

অন্ত্রাশয়।—আহারান্তে কুক্ষীদেশে বা কোঁকে পূর্ণতা ও নিষ্পেষণ বোধ। সময়ে

সময়ে সামান্য আহার করিলেও পাকাশয় মধ্যে নিরন্তর ব্যথা বোধ হয়; ভোজনান্তে অন্ত্রাশয় মধ্যে পূর্ণতা ও অন্ত্রকূজন অনুভূত হয় এবং এইরূপ ভাব বক্ষাভিমুখে উত্থিত হইয়া বক্ষমধ্য অত্যন্ত চাপবোধ জনিত করে, বিবমিষা বোধ হয়, হিক্কা বা উকী উঠিতে এবং মুখমধ্যে অনর্গল লালা সঞ্চিত হইতে থাকে। যকৃতের পার্শ্বদেশে যেন চিমটাইয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা। অন্ত্রাশয় মধ্যে বেদনা,—আহারান্তে বৃদ্ধি (সোরিন্: সল্ফ: চিনিন্-সল্ফ: ক্যালী-বাই: আর্স:—আহারের ৩ বা ৪ ঘণ্টা পরে=হাইড্র্যাষ্ট:)। অন্ত্রকূজন বা পেট ডাকে এবং নিম্নমুখে বায়ু নির্গত হইতে থাকে। উদরের বাম পার্শ্বে হঠাৎ তীক্ষ্ণ বেদনার আবির্ভাব (ক্যাষ্টোর্: সীপা: আর্জেণ্ট নাই: ইপিক্ ট্রম্বিড)। উদরাধ্মান এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র,—আর্নি: অ্যাসিড-অ্যাসেট্: ব্রোম্. কার্ব্বো ভেজি: ক্যামো: হায়ো ক্যালী-বাই ক্যালী-ফস্. ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাই· মার্ক: মেজের্: ওলী-অ্যান্ ওপী. পলিগোন্: ট্যাব্যাক্ টেরিব:)।

মলান্ত্র ও মল।—মল কোমল অথচ অতি কষ্টে নির্গত হয় (হিপ: ন্যাট-কার্ব: নিকল্: সিপী ট্যারাক্স:—অঙ্গুল্যাদির সাহায্য ব্যতীত নির্গত হয় না=ক্যাল্কে: প্ল্যাটি: সেলিন্· সিলি.), হরিদ্বর্ণ ও কোমল, দিবাভাগে তরল মল নির্গম এবং শিরোমধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। মলত্যাগান্তে কালবর্ণ শোণিত নিঃসৃত হয়। শোণিতস্রাবী অর্শ,—অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব হইয়া থাকে (ফের্: হ্যামা: হায়ো ইপিক্ ক্যালী-কার্ব—খুব খানিকটা শোণিত নির্গত হইয়া গেলে দেহ ও মনের শান্তি হয়=ইউজিনীয়া-য্যাম্)।

প্রস্রাব।—দক্ষিণ বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থী প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনানুভূতি (লাই:—বাম বৃক্ক প্রদেশে=বার্বা: ট্যাব্যাক্:)। মূত্র গাঢ় লাল বা কমলালেবুর ন্যায় [সিনা] বর্ণ বিশিষ্ট,—তথানি অপর্য্যাপ্ত ও লালবর্ণ।

শ্বাসযন্ত্র।—আক্ষেপিক শ্বাসরোগাধিকারে স্বরনলীদ্বারের পশ্চাতে চাপবোধ। বায়ু-নলীমধ্যে পূর্ণতা অনুভূতি এবং ঐ পূর্ণভাব বোধ হয় যেন বক্ষমধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে; ক্ষুক্ ক্ষুক্ করিয়া কাসি হইতে থাকে, বায়ুনলী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং ললাটদেশ উত্তাপযুক্ত বোধ হয়। শ্বাসকৃচ্ছ্র,—বক্ষমধ্যস্থলের সঙ্কোচন বা দৃঢ়াবদ্ধভাব সম্ভূত; প্রসব বেদনার সময় প্রতি বেগের সহিত শ্বাসকষ্ট আবির্ভূত হইয়া বেগের প্রাবল্য নষ্ট করে বা বেগের ক্ষীণতা সাধন করে; বৃদ্ধি=শৈত্য সংস্পর্শে (ক্যালী-আয়োড সিপী) এবং সোপানারোহণ ও অবতরণাদি দৈহিক আয়াস মাত্রে (অ্যাক্টা: আর্স: অ্যাসিড-নাই: ইপ: ন্যাট-মিউ ফস্: সাইলি. ষ্ট্যাফ. সল্ফ:—সোপানারোহণে=অ্যাসিড-অ্যাসেট) অ্যাসিড-নাই: আর্স: এরাণ্ডো: আইবির্ ন্যাট-মিউ: ষ্ক্রাস:—সোপানারোহণ বা অবতরণ কালে=থিরিড)। বক্ষমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, চাপ বা ভার বোধ, (অ্যাকোন ক্যাক্ট.),—যেন দেহের চতুর্দ্দিকের শোণিত আসিয়া ফুস্ফুসাদি যন্ত্রকে পরিপূর্ণ করিতেছে,—দ্রুত পাদচারণে উপশম। শ্বাসাভাব,—শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র,—পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা (ব্রাই: ক্যাল্কে: গ্লোন্: লীলি-টাইগ্র্থ; মিডহ্রন্. মার্ক: ক্স্)। বক্ষমধ্যে প্রচণ্ড বেদনা;—দীর্ঘশ্বাসপ্রশ্বাসে এবং বেড়াইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে ও আহারান্তে বৃদ্ধি। কণ্ঠনলী মধ্যে বুকাস্থির শিখরদেশে যেন একটা গুল্ম আবদ্ধ হইয়া

আছে ইত্যাকার অনুভূতিসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্বাসরোগ। বক্ষমধ্যে উৰ্দ্ধপ্রসারী জ্বালা বোধ। পাকাশয়িক কাসি,—যন্ত্রণাজনক শুষ্ককাসি এবং গলমধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়ন,—রোগীকে অস্থির করিয়া তোলে; শ্বাসরোগীর কাসি। হাঁপানির প্রকোপারম্ভের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গ কুটকুট করিতে থাকে এবং উর্দ্ধোদর প্রদেশ শূন্য বোধ হয়। হুপকাসি,—কাসি প্রচণ্ড, দেহ আলোড়ক এবং বক্ষবিদারক; বোধ হয় যেন বক্ষগহ্বরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কাসি আসিতেছে, কাসির প্রকোপ বা বেগ দীর্ঘকাল ব্যাপী; কাসির পর গাঢ় জমাট আঠার ন্যায় গয়ার উত্থিত হয় এবং তালুতে লাগিয়া থাকে। বায়ুনলীভুজ প্রদাহাধিকারে কাসি, হাঁচি, জৃম্ভন এবং তৎসহ উদরাধ্মানজনিত উদ্গার। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণান্তে উর্দ্ধোদর প্রদেশের অবসন্নতা ও শূন্যভাবের অনেক (ষ্ট্যান্:) লাঘব হয়। বক্ষোপরে চাপবোধ,—বিশেষতঃ বাম বক্ষে ও স্তনবৃন্তের উর্দ্ধাংশে। বক্ষ ও উদর ব্যবচ্ছেদক পেশীর (ডায়েফ্রাম) আক্ষেপিক আকুঞ্চন ও প্রসারণ। বসিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষমধ্যে বেদনা (ক্যামো:),—এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলে উপশমিত হয়; আশঙ্কাতিশয্য বশতঃ রোগী একস্থান হইতে অন্য স্থানে ছুটিয়া বেড়ায় (ট্যাব্যাক্:); বক্ষের নিম্নাংশে বেদনা,—যেন ততদূর বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে না। বাম বক্ষে স্তন হইতে কক্ষদেশ পর্য্যন্ত যেন পেশী সকল সাঁটিয়া রহিয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি (অ্যাষ্টেকাস)। দেহের প্রত্যেক দ্রুত-সঞ্চালনে শিরোঘূর্ণন ও চৈতন্যলোপোপক্রম এবং মস্তিষ্ক মধ্যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় জড়তা বোধ। হৃৎপিণ্ডের মূলদেশে (শিখরদেশে = লীলি-টাই) গভীর বেদনা এবং বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ডের গতি স্থির হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে (যেন না নড়িলে হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে = জেল্‌সি.—যেন দেহ সঞ্চালনমাত্রে হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে = ডিজিট:)। নিরন্তর শ্বাসকৃচ্ছ্র,—দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে বা আয়াসে বৰ্দ্ধিত এবং শৈত্য সংস্পর্শ মাত্রে হাঁপানি বা শ্বাসরোগে পরিণত হয়। উর্দ্ধোদরে অনুভূত অবসাদ ও অস্বাচ্ছন্দ্য ভাব হৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হয়, নিরন্তর বুকজ্বালা বোধ হইতে থাকে এবং স্বরনলী মধ্যে বোধ হয় যেন গুল্ম বা জমাট কফ আবদ্ধ হইয়া আছে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার বাম পার্শ্ব স্ফীত ও ব্যথান্বিত। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে বাতাশ্রিত বেদনা। দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের তলদেশে বেদনা,—সম্মুখদিকে হেঁট হইলে বৰ্দ্ধিত হয়। ত্রিকাস্থিপ্রদেশে অত্যধিক স্পর্শাসহনীয়তা,—ঈষন্মাত্র,—এমন কি কোমল উপাধানেরও,—স্পর্শ সহ্য হয় না,—বস্ত্রাদির সংস্পর্শ ভয়ে রোগী সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া বসে; ঐ অংশের হস্তার্পণ করিবার চেষ্টা করিলে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধি মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা এবং ঐ বেদনা বাম বাহুর উর্দ্ধাংশে সঞ্চারিত হয় বা স্কন্ধসন্ধিকেও আক্রমণ করে। দক্ষিণ ত্রিকোণপেশীর মধ্যে যেন অতি সন্তর্পণে সূচবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। রজঃ রোধ বশতঃ স্কন্ধসন্ধি মধ্যে বেদনা, করপৃষ্ঠ শুষ্ক এবং শীতল এবং করতলে স্বেদোদ্গম হয়। দক্ষিণ জানুসন্ধির বাতাশ্রয়জনিত প্রদাহ,—আক্রান্ত সন্ধি অত্যন্ত স্ফীত ও ব্যথান্বিত হইয়া থাকে। যেন কতদূর হাঁটিয়াছে জানু এইরূপ আড়ষ্ট বোধ হয়। সমগ্র দেহে,—এমন কি অঙ্গুল্যাদির অগ্রভাগে পর্য্যন্ত

অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা অনুভূত হয়; হস্তপদাদি ও সমগ্র দেহ স্পন্দিত হইতে থাকে; দৈহিক অবসাদ এবং অতিশয় শৈথিল্য ও আলস্য বোধ; দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ব্বলতা; দেহের প্রচণ্ড আক্ষেপ। কোনরূপ স্বাভাবিক স্রাব রোধ জনিত পীড়াদি (আব্রোট: এপীস ক্যাম্ফো: কোণা: গ্র্যাফ: হেলিবো: লাই: সল্‌ফে: ষ্ট্র্যামো:)। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ,—হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবার সামর্থ্যও নাই এইরূপ বোধ করে।

ত্বক।—হাঁপানির প্রকোপ বা বেগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গ কুটকুট করিয়া উঠে। অঙ্গুলি মধ্যে, করপৃষ্ঠে এবং বাহুর অগ্রার্দ্ধে রসগুটীর ন্যায় ও কণ্ডুয়ন জনক পীড়কা উদ্গম। শঙ্খপাত প্রবণ বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি। অবরুদ্ধ আমবাত সহ,—বিবমিষা ও বমন।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—অত্যন্ত তৃষ্ণা, প্রবল কম্প; জলপানে কম্পের বৃদ্ধি (ক্যাপ্স:) উত্তাপাবস্থা,—দ্রুত, উদ্বেগযুক্ত এবং কষ্টসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাস, গলা সাঁই সাঁই করিতে থাকে এবং বক্ষঃস্থলে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব অনুভব হয়; কণ্ঠনালীর পশ্চাৎ গহ্বরে কণ্ডুয়ন বশতঃ দেহ আলোড়ক কাসি হইতে থাকে, এক শঙ্খ বা রগ হইতে অন্য রগে বেদনা অনুভূত হয়। অতিশয় দৌর্ব্বল্য। ঘর্ম্মাবস্থা, উত্তাপ সহযোগ বা কিছুকাল জ্বরভোগ হইবার পর, নিদ্রা সহ স্বেদোদ্গম (ইউপেট. এপীস ওপী:—উত্তাপের চরম অবস্থায় নিদ্রা = পডোফিল:—নিদ্রিতাবস্থায় ঘর্ম্ম = চায়না, কোণায়াম্,—জ্বরভোগের বহুক্ষণ পরে ঘর্ম্মোদ্গম = আর্স:) ঘর্ম্ম,—রাত্রে অপর্য্যাপ্ত; শীতল (হিপ: সিপী:)। জিহ্বা,—দক্ষিণ পার্শ্ব শ্বেত লেপাচ্ছন্ন এবং বাম পার্শ্ব নির্ম্মল; অরুচি। বিবমিষা,—জলপানান্তে উপশম।

বৃদ্ধি।—অতি সামান্য দৈহিক আয়াসে বা সঞ্চালনে, শৈত্য সংস্পর্শে, স্পর্শ মাত্রে সম্মুখ দিকে হেঁট হইলে, উষ্ণ দ্রব্যাদি ভক্ষণে, সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে এবং ধূমপানে ও ধূম গন্ধে।

উপশম।—দ্রুত পাদচারণে, উত্তাপ সংস্পর্শে এবং অপরাহ্নে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন। ইপিক: অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্স: ডিজি:। ব্ল্যাটা ওরীয়েণ্ট: ইপিক: ট্যাব্যাক. ভেরেট· নক্স (গৌর কেশ ও গৌরকান্তি ব্যক্তিদিগের সুরাপানাদি জনিত স্বাস্থ্যভঙ্গে—নক্স:—হেরিং); ব্রাই: লিলী-টাই:।

তুলনীয়।—ডিজিট: ট্যাব্যাক (হৃৎপিণ্ড); আর্স. (হাঁপ ও পাকাশয় বিকৃতি); ইপিক: (হাঁপানি); নক্স-ভম: (প্রাতে বমন ইচ্ছা); সল্‌ফ. (মাথাব্যথা); লিলিয়ম: (হৃৎপিণ্ড বেদনা)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম। [ডাঃ কুপার প্রমুখ ভেষজবিদ্‌গণের মতে অ্যাসেটাম-লোবেলিই অনেক স্থলে অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে]।

লোবেলীয়া পার্পীউর‍্যাসেন্স

(LOBELIA PURPURASCENS).

প্রস্তুতি।—গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত; বহুব্যাপক সর্দ্দি; মাথাধরা; ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত; সর্প দংশন, জিহ্বার পক্ষাঘাত, সান্নিপাতিক জ্বর; শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—এতদ্দ্বারা সমগ্র জীবনী শক্তির ও স্নায়ুবিধানের পূর্ণাবসাদ এবং শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বহুব্যাপক সর্দ্দি রোগের ন্যায় বিবমিষা সহযুক্ত মোহজনিত শিরোঘূর্ণন এবং শিরোবেদনা, কম্পরহিত প্রগাঢ় শীতার্ত্ততা দ্বারা সমগ্র দেহের অভিভূতি, ফুস্‌ফুসাদির নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ শ্বাসযন্ত্রাদি ও শোণিত মধ্যে অঙ্গারাম্লাধিক্য জনিত বিষাক্ততা, বমন ও তন্দ্রাভাব প্রভৃতি উল্লিখিত ভেষজের প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—বাস্ত স্বভাব (অ্যাকোন্‌ ব্রাই: ক্যাম্ফো: হিপ: মার্ক-ভাই: ন্যাট-মিউ: ষ্ট্র্যামো:) বিষণ্ণ ও শঙ্কিতভাব, অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম ও দন্তক্ষত প্রবণ ধাতু। বিবমিষা ও মোহ সংযুক্ত শিরোঘূর্ণন্, (কিউপ্রাম্ অ্যাসেট ক্যালী-কার্ব ল্যাকে: ম্যাঙ্গি. সিকেলি:)। তন্দ্রাভিভূত ভাব, মস্তকমধ্যে শূন্যভাব সংযুক্ত ও বিবমিষাজনক শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত প্রদেশে। মস্তক মধ্যে অত্যন্ত বেদনা এবং শিরোপশ্চাতের তলদেশে এবং ললাটে পূর্ণতা ও ভারবোধ,—বৃদ্ধি—মস্তক কম্পিত করিলে বা মস্তকের সঞ্চালনমাত্রে। কিছুতেই চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া রাখিতে পারে না,—আপনা হইতে মুদিত হইয়া যায় (কষ্টি: জেল্‌সি: কলোফিল্:)। তন্দ্রাচ্ছন্নভাব; দংশচিকার (ঘামাচির) ন্যায় সমগ্রদেহ পিট্‌পিট্ করিতে থাকে ও কণ্ডুতি আবির্ভূত হয় (লোবেলীয়া-ইন্‌ফ্লেটা)।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃস্থলের দৃঢ়াবদ্ধভাব, অত্যন্ত চাপ জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত বোধ। ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়; অপ্রগাঢ় শ্বাসপ্রশ্বাস; অত্যন্ত ধীরগতিতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে,—প্রায় থামিয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের গতি প্রায় স্পর্শাদিজ্ঞানাতীত; শৈত্য সংস্পর্শে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ব্যাপ্টি: সান্নিপাতিক জ্বর, সর্দ্দি; ল্যাকে: সিকেলি: ক্যালী-কার্ব: ম্যাঙ্গি:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

লোবেলীয়া সিফিলিটিকা বা সিরিউলীয়া

(LOBELIA SYPHILITICA OR CÆRULIA).

প্রস্তুতি ।—তাজা গাছের মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;— অম্লরোগে ; হাঁপানি ; সর্দ্দি ; কাসি ; অজীর্ণতা ; আধ্মান ; বৃক্ককে বেদনা ; কটীবেদনা ; গৃধ্রসী ; প্লীহাতে বেদনা ; গলক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস ।—হাঁচিবহুল প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। প্লীহার পশ্চাৎ প্রদেশে বেদনা ; বাম পৃষ্ঠফলকের অভ্যন্তর বা দক্ষিণ পার্শ্বতলে বেদনা,—রোদনান্তে বৃদ্ধি ; ললাটের মধ্যভাগে অর্থাৎ নাসামূল প্রদেশে নিরন্তর অনুগ্র বেদনা ; নাসারন্ধ্র মধ্যে বায়ু অত্যন্ত শীতল বোধ ; দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের মধ্যভাগে বেদনাসহ দক্ষিণ হনুসন্ধি মধ্যে বেদনা ; বক্ষ ও স্বরনালী মধ্যে বেদনা ; বাম স্কন্ধ ও বাহুতে বেদনাসহ বাম কক্ষের বা বগলের নিকটবর্ত্তী বক্ষমধ্যে বেদনা , অধ্যয়নাদি বশতঃ ললাটদেশীয় বেদনার বৃদ্ধি; শীতল জলপানে পাকাশয়িক লক্ষণের নিবৃত্তি এবং গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব হইলে কণ্ঠনলীর ব্যথার উপশম ইত্যাদি কয়েকটী ইহার অব্যর্থ নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন ।—অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্ত, সর্ব্বদা অশ্রুপূর্ণলোচন, অত্যন্ত অসুখী এবং দুঃখিত ভাব। শোক জনিত পীড়াদি (অরাম্: অ্যাসিড-ফস্: ককীউ: ইগ্নে:)। মস্তক মধ্যে চাঞ্চল্য ও ঈষৎ বেদনা সহ বর্ণ যোজনা ও লিখনের সময় পুনঃ পুনঃ ভ্রমে পতিত হয় (ক্রোটেল্: মিডহ্নন: ক্যানাব-স্যাট: লাই: সীপা , হাইপির্:)। প্লীহার পশ্চাৎ প্রদেশে বেদনা সহ বিমর্ষ ভাব (সীয়্যানোথাস্:)। মস্তিষ্কের অবসাদ,—কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম অসহনীয় (অ্যাসিড-ফ্লু. অ্যাসিড-পাই: অ্যাসিড-ফস: ফস্: ক্যালী-ফস্:) ; রোগীর মনে হয় সে উন্মাদ হইয়া যাইবে (মিডহ্নন্: লিসিন্: ওপী.)।

মস্তক ।—গাত্রঘূর্ণন্ বা মস্তক মধ্যে শূন্যভাব,—এদিক ওদিক বিচরণে বৃদ্ধি (ক্যাল্কে: সল্ফ: ফের্-আয়োড: ক্যালী-কার্ব:)। শিরোবেদনা,—নিশাবসান পর্য্যন্ত অনুভূত হয় (মার্ক: ফাইটো: সিফিলিন্) ; মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে (অ্যামন্-কার্ব: আর্স-আয়োড: ষ্ট্র্যামোন্:—মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে উপশম = এরাম্-ট্রাই ফেল্যান্: জিঞ্জিব:) ; ললাটদেশে ভ্রূদ্বয়ের নিকট, বিশেষতঃ নাসামূলে, অতীব বেদনা (জ্যাম্বক্স:) ;—লেখাপড়া করিলে বৃদ্ধি (অ্যাক্টী: লিসিন্: এপীস: ফাইজস্: ক্যাল্কে: ডায়া: গ্লোন্: ইগ্নে: ন্যাট-মিউ:—উপশমান্তে লিখিতে গেলে বেদনা পুনরাবির্ভূত হয় = ফেরাম)। শিরোপশ্চাতের উভয় চুচুকাস্থিবর্দ্ধনে অর্থাৎ কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ দেশের

বেদনা অনুভূত হয়,—দক্ষিণ চুচুকাস্থি বর্দ্ধনেই বেদনা অগ্রে প্রকাশ পায় এবং তীব্রতর বোধ হয় (ব্যাপ্টি:)। বামদিকের রগে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা (স্পাই:)।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয়ের উর্দ্ধাংশে বেদনারহিত ভারবোধ (জেল্‌সি: ক্যালী-বাই: কষ্টি:) তৎসহ নিদ্রাবেশ। বাম চক্ষের উভয় অপাঙ্গেই কণ্ডূয়ন বোধ। দক্ষিণ অক্ষিগহ্বর মধ্যে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা (বাম=সাইলি:)। দক্ষিণ চক্ষুর উপর পাতার নিম্নে যেন কি পতিত হইয়াছে এইরূপ বোধ হয় এবং জ্বালা ও কর্কর করে (অ্যাসিড-ফ্লু: এপীস্. হিপ: ইউফ্রে: কোর‍্যাল্:)। অন্য দ্রব্য প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কালে অক্ষিগোলক মধ্যে ব্যথা বোধ (ব্রাই: জেল্‌সি: ন্যাট-মিউ: ফস্: ব্যাপ্টি:)।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি বশতঃ স্বরনলী ও বক্ষ মধ্যে তীব্র ব্যথাজনক আঘাত বোধ [ক্যাল্‌কে-আর্স: কষ্টি:—বহু ব্যাপক সর্দ্দি—মিফাইটিস্; মার্ক: যকৃৎ প্রদাহে—বোরা মার্ক-সল্: চেলিড:]; স্বরনলী এত প্রসারিত হইয়া যে বোধ হয় যেন উহা ফাটিয়া যাইবে এবং সূর্য্যাস্তকালে উভয় নাসারন্ধ্র হইতে গাঢ় শিঙ্ঘী বা শ্লেষ্মা স্রাব হয়। উপাস্থিময় ভেদকের উভয় পার্শ্বে যন্ত্রণাজনক উত্তেজনা বোধ, বিশেষতঃ রন্ধ্রদ্বারের পশ্চাদ্ভাগের নিকট অধিক। নাসারন্ধ্রের চেতনাধিক্য, শীতল বায়ু অত্যন্ত শীতল বোধ হয় (কোর‍্যাল্-রুব্. হিপ: ক্যাল: বাই: লিথ-কার্ব্ব: অস্মী:)। বাম রন্ধ্র মধ্যে যেন হাঁচি হইবে এই রূপ চিন্‌চিন্ করে (হাইড্রাষ্ট: সিফিলিন্: চিলিড: ক্যাম্ফো: কোবাল্ট: জিঙ্ক: হিপ: ক্যাল্‌কে:)। পশ্চান্নাসার প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি, নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র হইতে গলমধ্যে শিকনি বা শ্লেষ্মা স্রাব হয় (আর্জেণ্ট নাই: অরাম্: কষ্টি: ফেরাম্-ফস্: হিপ: ক্যালী-বাই: ক্যালী আয়োড: মার্ক-প্রোট: ন্যাট-মিউ: সোরিন্: সিপী: থিরিড:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল লাল এবং উত্তাপযুক্ত,—বিশেষতঃ শয়ন কালে (বাম পার্শ্বে শয়ন কালে=ক্যাল্‌কে:—মস্তক অবনত করিলে বা হেট হইলে=বেল: ক্যাস্থা:)। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে (অ্যামন্-কার্ব: কোর‍্যাল্: র‍্যাণান্:) নিদ্রাবেশ ও আলস্য বোধসহ দীপ্ত মুখমণ্ডল ও শিরোবেদনা (মিলিলোট্:) নিদ্রাবেশ সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না; নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশম (বৃদ্ধি=ভ্যালি:)। অপরাহ্নে দক্ষিণ হনুসন্ধি ও দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের মধ্যভাগে বেদনানুভূতি।

মুখবিবর।—দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দন্ত মধ্যে প্রায়ই বিদীর্ণকারী বা চিড়িক্ মারা বেদনা বোধ হয়। মুখ মধ্যে পূতিময় স্বাদ ও মাড়ী হইতে শোণিত স্রাব। তালুর নিম্নাংশে পুনঃ পুন গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও নির্গত হওয়ায় কণ্ঠনলীর ব্যথার অনেক উপশম হয়। তালুর বাম পা শুষ্ক (লোবেলীয়া-ইন্‌ফ্লেটা=জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্ব মাত্র লেপাচ্ছন্ন)।

গলমধ্য।—শ্লেষ্মা সঞ্চয়াধিক্য। গলমধ্যে পুনঃ পুনঃ গাঢ় শ্লেষ্মার সঞ্চয় বশত তন্মধ্যে অনুভূত ত্বকক্ষয় (Rawness) সঙ্কোচন, শুষ্কতা ও তীক্ষ্ণ ব্যথার উপশম হইয়া থাকে কণ্ঠমধ্য শুষ্ক এবং অন্ননলীদ্বার বোধ হয় যেন সর্ব্বদা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। বাম গলগ্রন্থি মধ্যে ব্যথা বোধ (ল্যাকে:)। অন্ননলীর দ্বারে যেন একটী গুল্মবৎ পদার্থ আবদ্ধ হইয়া

রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (ইরিজি:— যেন একখণ্ড অস্থি আবদ্ধ হইয়া আছে=লাই:—যেন কি একটা কঠিন পদার্থ আবদ্ধ হইয়া থাকায় বেদনা বোধ হইতেছে=জেল্‌সি:)।

পাকাশয়াদি।—প্রভাতে অম্লোদ্গার। শীতল জলপানে সকল সময়ে সমভাবে আধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অজীর্ণ লক্ষণের, উপশম হইয়া থাকে (উষ্ণ পানীয় পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে=সিকো: । পাকস্থলীর শেষভাগে অস্পষ্ট বেদনা (ফাইটো:)। প্রাতে ৮ টার সময় নিদ্রাভঙ্গান্তে পাকাশয় ও তলপেটে মধ্যে ভয়ানক বেদনা ও অন্ত্রকূজন এবং তদন্তে মলদ্বারে স্পর্শকাতরতা এবং কুন্থনসহ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ জলবৎ মল নিঃসরণ। শকটারোহণ কালে ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে পাকস্থলী ও উভয় কোঁকে বেদনার আবির্ভাব হয় (দেহের প্রতি হঠাৎ সঞ্চালনে=কষ্টি:—দেহ সঞ্চালনে=ব্রাই:)। ঊর্দ্ধোদরের তলদেশে হুড়্ হুড়্ শব্দ,—(চায়না: ফল্:) বৃদ্ধি=মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে। রাত্রি ৩ টার সময় নিদ্রাভঙ্গান্তে দেখে উদর অত্যন্ত আধ্মান বায়ু পূর্ণ অথচ বায়ু নির্গত হইতেছে না। নাভিতলে অত্যন্ত বেদনাসহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ও পরে মলতারল্য (অ্যালো. অ্যামন্-মিউ)। প্লীহার পশ্চাদ্গাত্রে তীক্ষ বেদনা (সীয়্যানো· থাস:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী অত্যন্ত প্রসারিত বোধ হয়,—যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। সন্ধ্যাকালে স্বরনলীর শিখরদেশে অত্যন্ত কণ্ডূয়ন বশতঃ প্রচণ্ড কাসির উদ্রেক হয়। পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি সম্ভূত প্রাভাতিক স্বরভঙ্গ (এন্যাস্থাস: ব্রোম্ কষ্টি: ইউপেঠ-পার্ফো)। অজীর্ণ রোগাশ্রিত পাকাশয়িক কাসি (নক্স-ভম্: অ্যালীয়াম স্যাট. ক্যালী-ব্রোম্: হাইড্র্যাষ্ট. কার্ডুইয়াস-মেরী:—প্লীহাজ বা প্লীহা মধ্যে বেদনা সহযোগে কাসি=স্কীলা:)। সন্ধ্যার সময় সামান্য কফ নির্গত হয় (আর্নি: রোফি: কষ্টি. সাইমা গ্র্যাফ:)। দক্ষিণপার্শ্বস্থিত ষষ্ঠ পঞ্জর্কার উপাস্থির সহিত সংযোগস্থলে বেদনা ও দিবারাত্র প্রচণ্ড শুষ্ক কাসি; কণ্ঠনলীর পশ্চাদ্গাত্রে শুষ্কতা বা নিরসতা বোধ। যুগপৎ দক্ষিণ হনুসন্ধি ও দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের মধ্যভাগে বেদনা। উভয় স্কন্ধ ও গ্রীবার মধ্যস্থলে ব্যথা। দক্ষিণ কণ্ঠাস্থি মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা (কোল্‌চি:)। বাম পৃষ্ঠফলকের দক্ষিণ বা আভ্যন্তরিক পার্শ্বের তলদেশে বেদনা;—বৃদ্ধি =রোদনান্তে (উভয় পৃষ্ঠ ফলকের মধ্যস্থলে বেদনা=অ্যাম্পার: লোবেল্-ইন্ লাইকোপাস-ভার্জি:)। বাম স্কন্ধ ও বাহুতে নিরন্তর ব্যথা বোধ (থিরিড:) সহ কক্ষের বা বগলের নিকট বক্ষপ্রদেশে বেদনা (র‍্যাণান্:—বাম বক্ষে বেদনা=অ্যালী-স্যাট: এপীস্: কুরারী: টিউবার্ক: জ্যাম্বস:)। নিম্ন বক্ষে চাপবোধ,—যেন নিশ্বাসিত বায়ু ততদূর পৌঁছছাইতেছে না (ক্স:—প্রণাস্; যেন ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হইবার স্থান নাই=স্যাট·মিউ:) এবং হৃৎপিণ্ড প্রদেশে যন্ত্রণা ও দপ্‌দপ্ শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস। বাম স্তনের নিম্নাংশে বেদনা (অ্যাক্টী-রেসি: আষ্টি: পল্‌সে: র‍্যানান্-বাল্বো:)। সূর্য্যাস্তকালে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীব্র বেদনা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—দীর্ঘকাল ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করার জন্য গ্রীবাপৃষ্ঠের আড়ষ্টতা (ব্যারাই: কার্ব: অ্যাসিড-কার্ব্বল্: কার্ব্বো-ভে: ল্যাকে: লাই: মেজের: ক্স্: প্ল্যাট:),—বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে। ক্ষুদ্র পঞ্জর্কাতলস্থ পৃষ্ঠে ভারবৎ তীব্র ব্যথানুভূতি;—বৃদ্ধি=রাত্রে শয়নান্তে দীর্ঘ

নিশ্বাস গ্রহণ করিলে ছেদনবৎ বেদনা বোধ হয়; বৃদ্ধি=পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে; দিবসে বেদনা বড় অধিক থাকে না। দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের আভ্যন্তরিক বা বাম পার্শ্বে বেদনা। বাম পৃষ্ঠফলকের দক্ষিণ পার্শ্বের তলদেশে বেদনা,—বৃদ্ধি রোদনান্তে (ফ্যারিংটন্)। প্লীহার পশ্চাদ্গাত্রে বেদনানুভূতি। বাম বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে বেদনা; দক্ষিণ বৃক্কক মধ্যে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা (ল্যাই:—বাম=বার্বা: ট্যাবেক্:)। মেরুদণ্ডের অত্যধিক আড়ষ্টতা,—ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় (বেল্ সীপা); বেদনা পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে প্রসারিত এবং পদদ্বয়ে প্রবল বেগে সঞ্চারিত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—লিখিবার সময় স্কন্দদেশে ও অঙ্গুলি মধ্যে তীব্র বেদনা বোধ হয়। সময়ে সময়ে উভয় কটিদেশে বেদনা বোধ হয়। সমস্ত দিবস উভয় জানুমধ্যে বায়ু সংস্পর্শ জনিতবৎ শৈত্য ও ব্যথা বোধ (হাইড্র্যাষ্ট· ইউজি-থ্যাম্:)। বাম পদের অগ্রজঙ্ঘাস্থি মধ্যে শলাকাবেধবৎ বেদনা বোধ। উভয় পদতলে হুলবেধবৎ ঝিন্‌ঝিনি (বার্বা. ইগ্নে), বোধ হয়, যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। বাম উরুর উপর শৈত্যবোধ, যেন তদুপরে সুবাসার পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, স্পর্শ করিলে, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে, রোদনান্তে, লেখাপড়া করিলে, মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে, রাত্রে বামপার্শ্বে, বাত্রে, শয়নান্তে এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনে।

উপশম।—গলমধ্যে গাঢ় শ্লেষ্মা ক্ষরণান্তে, নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে এবং শীতল জলপানে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সীয়্যানোথাস্ লোবেলী-ইন্‌ফ্লেটা: পাল্‌সেটিলা: চেলিডোনীয়াম: র‍্যাণানকীউলাস-বাল্বোসাস্: অ্যাক্টীয়া-রেসিমোসা: কোর‍্যালীয়াম্-রুব্রাম: ব্যাপ্টিসীয়া: জেল্‌সীমিয়াম্: বার্বারিস্: এবং কষ্টিকাম্।

তুলনীয়।—পল্‌স: (মানসিক অবসাদ), র‍্যানান্: (বক্ষে বেদনা); হাইড্রা. (নাসা-সন্ধির অবস্থা); সিওনো (প্লীহার বেদনা), ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

লোলীয়াম টিমীউলেণ্টাম্

(LOLIUM TEMULENTUM).

প্রস্তুতি।—মূল বীজ হইতে বিচূর্ণ ও টিংচার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—মদাত্যয় রোগ; পক্ষাঘাত, কম্পন; মসীজীবির অঙ্গগ্রহ বা হাতে খিল ধরা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পক্ষাঘাত, স্পন্দন, ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ প্রভৃতি ইহার মুখ্য ক্রিয়াফল। ইহাদ্বারা মস্তিষ্কের জড়তা, প্রলাপ এবং অবসাদাতিশয্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। জঙ্ঘাদিমস্থ পেশীর কাঠিন্য বা আলস্য ভাব এবং যেন রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ

রহিয়াছে এইরূপ অনুভূত সহযোগে ভয়ানক যন্ত্রণা. হস্ত কম্প, ইত্যাদি কয়েকটীও ইহার প্রধান লক্ষণ ও বিষয়ীভূত। শিরঃপীড়া, উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ুর শূলবেদনা, অত্যন্ত দৈহিক অবসন্নতা এবং অস্থিরতাতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—চিত্তচাঞ্চল্য ও মানসিক অস্থিরতা। উন্মাদ, ঈষৎ প্রলাপ। বিষণ্ণ ভাব। বুদ্ধির জড়তা,—কোন বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; বুদ্ধিবৈকল্য ও সংজ্ঞারাহিত্য। শিরোঘূর্ণন,—চক্ষু মুদিত করিলে উপশম হয় (ভেরেট-ভির:—বৃদ্ধি হয়= অ্যালাউ: অ্যাসিড-ফস্: আর্ণি: হিপ: ল্যাকে: সাইলি: থিরিড:—চক্ষু উন্মীলিত করিলে উপশম= এপীস্: থুযা:), মস্তক মধ্যে স্পন্দনানুভূতি। মস্তক মধ্যে শূন্যতা বোধ, বিবমিষা ও বাক-শক্তির লোপ। ভয়ানক শলাকাবেধবৎ যন্ত্রণা,—বিশেষতঃ ললাটে এবং শঙ্খদেশে বা রগে। চক্ষুতারকা অত্যন্ত প্রসারিত। অস্পষ্টদৃষ্টি,—যেন চক্ষু সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িতেছে এইরূপ অনুমিতি (সিকো: ওপি: সল্ফ.—হৃৎপিণ্ডের অবসাদের পূর্ব্ব লক্ষণ=নক্স-ভম্:)। কর্ণ দুন্দুভি বা কর্ণমধ্যে গর্জনধ্বনি,—যেন অদূরে ঢক্কাবাদন হইতেছে (সিকো: লাই: হেলিবো: কিউপ্রাম-অ্যাসেট: ড্রোসেরা: ল্যাকে:)। নিদ্রাবেশ।

পাকস্থলী।—বিবমিষা ও শ্লেষ্মাময় বমন; রাত্রে পুনঃ পুনঃ বমন। জ্বর সহযোগে অন্ননলী, পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়ের প্রদাহ। উদ্ধোদর প্রদেশে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। উর্দ্ধোদর ও অন্ত্রাশয় মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা। উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে; প্রচণ্ড অন্ত্রশূলবৎ যন্ত্রণা। অত্যন্ত ভেদ। ভয়ানক অন্ত্রশূল সংযুক্ত মলতারল্য। অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব।

প্রত্যঙ্গাদি।—চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে (অ্যাসিড-হাইড্রো: সিকেলি: ষ্টাট-কার্ব: ক্লস্: মাইগেল্: লাইথিব্ ক্যালো-ব্রোম্. প্লান জেল্সি.), সকল অঙ্গই কম্পিত হইতে থাকে; গ্লাস ধরিতে পারে না (জল পড়িবে না এরূপ ভাবে জলের গ্লাস মুখে তুলিতে পারে না=মার্কু: জল পান করিতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন ততক্ষণও গ্লাস ধরিয়া থাকিতে পারে না=ষ্ট্যাফ:)। লিখিবার সময় হস্ত অসাড় হইয়া পড়ে (জিঙ্কাম.)। চেয়ার বা আসন হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিলে টলিয়া পড়ে (লিলিন:—চলিতে গেলে=জেল্সি:—কোন অবলম্বন না ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে না শিরোঘূর্ণন বশতঃ=ক্রিয়ো:); গৃহমধ্য পাদচারণ কালে পাছে টলিয়া পড়ে এ জন্য সাবধান হইতে হয়। পদদ্বয়ে,—বিশেষতঃ জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে এবং জানুসন্ধিতে ভয়ানক আড়ষ্টতা ভাব (অ্যানাক্. পল্সে:), আক্রান্ত অংশের রক্তিমা, স্ফীতি ও ত্বক-কণ্ডুয়ন। পদদ্বয়ে অত্যন্ত আড়ষ্টতা ও বেদনা, এবং তাহা স্ফীত, প্রদাহান্বিত এবং কণ্ডুয়নযুক্ত বোধ হয়; তৎপরে পদতলের অভ্যন্তরাংশে ঘন রস সঞ্চিত হইয়া পচন ও বিগলন আরম্ভ হয়। জঙ্ঘা-ডিমস্থ পেশী যেন রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ আড়ষ্টতা ও যন্ত্রণা। বেদনাদি বর্ষাকালে ও জলীয় বায়ুতে বর্দ্ধিত হয়। সময়ে সময়ে অত্যন্ত শীত বোধ ও কম্পন আরম্ভ হয়। হস্তপদাদির অগ্রভাগ হিমবৎ শীতল।

দৃষ্টি,—যেন চক্ষুসমক্ষে পালক রহিয়াছে। চক্ষুমধ্যে শ্লেষ্মা জমিলে ঐ শ্লেষ্মা কাঁচা মাংসের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত পূয নির্গলিত হইয়া থাকে (আর্জেণ্ট-নাই: পল্‌সে: ফেরাম্-আয়োড: হ্রাস: ইউফ্রে:) ; অক্ষিপুটতলে পূয সঞ্চয় বশতঃ উহা স্ফীত প্রতীয়মান হয় (সিফিলিন্: ফেরাম-আয়োড:)। সন্ধ্যাকালে আলোকের দিকে দৃষ্টি করিলে চক্ষু মধ্যে ব্যথা ও সূচীবেধবৎ বেদনাবোধ হয়। চক্ষুপ্রদাহ,—অপাঙ্গে কণ্ডুয়ন বোধ ; পুটচতুষ্টয় আরক্তিম এবং স্ফীত ; অক্ষিপুট শুষ্ক হইয়া গেলে যন্ত্রণাব বৃদ্ধি হয়। মাংসাঙ্কুরময় অক্ষিপুট,—উহা শুষ্ক বোধ হয় এবং কর্কর করে=(আর্স: বোব: গ্র্যাফ: ক্যালী-বাই: মার্ক-কর: স্যাঙ্গিউইন্:)। অক্ষিপুটোপরে পূযবটী এবং অঞ্জনিকা উদ্গত হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ চক্ষের আভ্যন্তরিক অপাঙ্গে উহাদের আধিক্য। চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত পূযটী নির্গত হয় এবং চক্ষু নিরন্তর কর্কর করে। পার্শ্বার্দ্ধদর্শন ; সকল বস্তুরই বামার্দ্ধ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় (সাইক্লে: লিথী-কার্ব:)। [illegible] জুড়িয়া যায় এবং দিবাভাগে ও শীতল বায়ু সংস্পর্শে অশ্রুস্রাব বৃদ্ধি হয় (অ্যালীউ: সা[illegible] বায়ুতে বৃদ্ধি, ডিজি: ইউফ্রে:)।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ, সামান্য শব্দ পীড়াজনক বোধ হয় (অ্যা[illegible] ল্যাকে: মিডহ্বন: অ্যাসিড-মিউ: নক্স-ভম. ওপী: ষ্ট্যান্: জিঙ্ক)। কর্ণমধ্যে গর্জ্জন [illegible] ধ্বনি (সিঙ্কো: সাইক্লে: ইল্যাপ্স ; স্যাট-মিউ: নক্স-ভম:) ; শ্রুতি শক্তির হীনতা ([illegible] ফর্মি: গ্র্যাফ: হায়ো: লবো:)। কর্ণস্রাব,—স্রাব পূযবৎ ও রসের বা জলের ন্যা[illegible] অ্যানিম্: অ্যাসিড নাই: সোরিন্.),—হাম বা আবক্তজ্বরান্তিক (হামের পর হইলে [illegible] অ্যাসিড-নাই: মিনীয়্যান্. সল্ফ: পল্‌সে—আরক্তজ্বরেব পব হইলে=ব্যারাই-[illegible] ক্রোটেল: হিপ: ক্যালী-বাই: মার্ক: অ্যাসিড-নাই: সোরিন্: পল্‌সে:) [illegible] শক্তির খর্ব্বতা। যেন উত্তপ্ত শোণিত কর্ণমধ্যে সবেগে প্রবিষ্ট হইতেছে [illegible] কর্ণমধ্যে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ (ক্যাল্‌কে: থুযা: ল্যাকে: ফস: মার্ক: টিউ[illegible] ঝিল্লিময় হইলে ডাং হিউজ ও হাউটনের মতে ক্যালী-বাইক্রমের মূল[illegible] কর্ত্তব্য)। কর্ণের উপরে ও পশ্চাতে পূযজনক সরস চিপিটিকা জ[illegible] —পুরু, এবং বিদারিত পৃষ্ঠ মামড়ী পড়া (গ্র্যাফ: সোরিন্: সিপী: ক্যাল্[illegible] সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিল রাত্রে রোগিণীর বোধ হয় যেন সেই শব্দ পুনরা[illegible] (পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছে তাহা যেন পুনরায় দেখিতেছে=ল্যাক-ক্যান: নিকো[illegible])। যেন জল উত্তপ্ত হইতেছে কর্ণমধ্যে এইরূপ "চুঁই চুঁই" শব্দ।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির হীনতা। নাসারন্ধ্রের বদ্ধভাব (এরাম-ট্রাই: অরাম: ক্যাম্ফ: নক্স: স্যাম্বিউ:),—[illegible]ষতঃ মূলদেশে (ইল্যাপ্স:),—নাসা স্রাব সহ রাত্রে (স্যাট-কার্ব:) পশ্চাদ্রন্ধ্র শুষ্ক বোধ হয় ; রোগী মুখব্যাদান এবং জিহ্বা বহির্গত করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে (ক্যালী-কার্ব: অ্যাসিড-পাইক: নক্স-মস: ফাইটো: স্যাট-আর্স: অ্যাসিড-কার্ব্বল: হ্রাস:) নাসারন্ধ্র বদ্ধ বশতঃ শিশু অতি কষ্টে স্তন্য পান করে=ক্যালী-বাই: নক্স-ভম: স্যাম্বিউ:) [illegible] পূর্ণ হইয়া রোগাধিকারে পশ্চান্নাসারন্ধ্র মধ্যে কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়া-

প্রথমে দক্ষিণ ও পরে বাম গলগ্রন্থিতে সঞ্চারিত হয় (বাম হইতে দক্ষিণে = ল্যাকে:) ; বৃদ্ধি—নিদ্রান্তে এবং শীতল জলাদিপানে। শিশুদিগের নাকসাঁটা (নক্স-ভম: স্ট্যাম্বাউ:)—শিশু নিদ্রা হইতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া নাসিকা মর্দ্দন করিতে থাকে। নাসিকা ও ললাট মধ্যস্থিত নাসিকা সকলের সর্দ্দি স্রাব গাঢ় ও পীতবর্ণ,—তৎসহ ললাটদেশীয় শিরোরেদনা এবং পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল। প্রচণ্ড নাসাস্রাব বা সর্দ্দি,—নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠে,—স্রাব কষায়, ত্বকক্ষয়কারক (এরাম· সীপা. হাইড্র্যাষ্ট ম্যাগ-মিউ: মার্ক· নক্সভম: ফাইটো: সাইলি:) এবং পশ্চান্নাসা শুষ্ক ;—আরক্তজ্বর রোগাধিকারে। রন্ধ্রমধ্য হইতে শুষ্ক শক্ত বা মরা ছাল এবং জমাট শিকনি সকল নির্গত হয় (ফেব হিপ: ল্যাকে মেজের: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-নাই: সাইলি: ষ্টিক্টা:)। নাসাপুটদ্বয়ের ব্যজনবৎ আকুঞ্চন ও প্রসারণ (ব্রোম: চেলিড· ফস স্পঞ্জী:),—ডিপথিরিয়া বা উপঝিল্লি প্রদাহ রোগে (মার্ক-প্রোট-আয়োড) এবং ফুসফুস প্রদাহাধিকারে [illegible]ট: ক্রিয়ো. ফস: সল্ফ: চেলিড:)।

[illegible]মণ্ডল।—কপালে তাম্রবর্ণ ব্রণ (কার্ব্বো-অ্যান: হাইড্রোকোট. সোরিন:)। [illegible]ম্লান এবং গণ্ডদ্বয় সীমাবদ্ধ রক্তিমযুক্ত (আর্জেণ্ট-নাই. ষ্ট্র্যাম· সল্ফ) ; কিম্বা পাংশুবর্ণ [illegible]ভীর রেখাঙ্কিত, (আর্স. হেলিবো সার্সা) চক্ষুর্দ্বয় নীলিমা-বেষ্টিত এবং ওষ্ঠদ্বয় [illegible]ক্ষণে ক্ষণে মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব। মুখের পেশীসকল সঙ্কুচিত হইতে থাকে। [illegible]ত বা শোথযুক্ত (এপীস: আর্স: মার্ক কমোক্লে. ওপী: প্ল্যাট: ন্যাট-মিউ:)। [illegible]রস ও পূযজনন প্রবণ পীড়কা উদ্গম হয়। পীতবর্ণ চিহ্ন বা দাগ (ক্যাল্কে: [illegible] সল্ফ:)। সবিরাম জ্বরাধিকারে গণ্ডদ্বয়ে সীমাবদ্ধ রক্তিমা, নিম্ন হনু ঝুলিয়া [illegible] আর্স: কার্ব্বো-ভে হেলিবো: ক্যালী-আয়োড: ল্যাকে ওপী: ষ্ট্র্যামো: ভেরাট্রাম্. [illegible]: নিদ্রিতাবস্থায় (নক্স-ভম ভেরাট্রাম:),—কিম্বা অবসাদক জ্বরাধিকারে, [illegible]ভাব (ওপী· সলফ.)। ওষ্ঠদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে পীড়কা (ক্যাল্কে· ড্যাল্কে: [illegible] সংযোগস্থল ক্ষতযুক্ত (কণ্ডাউ: হেলিবে· সোবিণ নাইট-স্পি-ডাল: ককিউ [illegible]ই: মার্ক-সল·)। নিম্নোষ্ঠ (অ্যাসাফ: কষ্টি. ক্যালী বাই) এবং নিম্নহনু-[illegible]ল স্ফীত হইয়া উঠে (ঈনান্থি: ব্যারাই-মিউ: কার্ব্বো-অ্যান: সিস্কো: কোণা [illegible]াল্কে-আয়োড ফাইটো: ক্যাক্-ক্যান ল্যাকে:)। নিম্নোষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে [illegible]য়।

মুখবিবর।—দন্তসকল অত্যন্ত স্পর্শকাতর, সম্মুখের দন্ত সকল শিথিলমূল বা যেন দীর্ঘতর এইরূপ বোধ হয়। দন্ত সকল পীতবর্ণ ধারণ করে। দন্তশূল,—আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ড স্ফীত হইয়া উঠে; শয্যার উত্তাপে ও বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে উপশম (সোরিণ: হ্রডো অ্যাসিড-সল্ফ:)—শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি (ক্যামো: ক্লিম্যাট ম্যাগ-কার্ব: মার্ক)। স্পর্শমাত্রে দন্তমাড়ী হইতে অত্যন্ত শোণিত নির্গত হয়। মাড়ীস্ফোটক (কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-আয়োডা: ল্যাক-ক্যান: মার্ক: ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম: পেট্রোল্: ফস: সাইলি:)। দন্তমূলের নালী রক্ত হয়। (আরাম-মিউ: ব্যারাই: ক্যাল্কে: কষ্টি: অ্যাসিড-ফ্লু: ন্যাট-মিউ: সাইলি: ষ্ট্যাফ:)।

এবং গলগ্রন্থি প্রদাহাদিকারে জিহ্বা বেগে বহির্গত হইয়া দুলিতে থাকে। গলক্ষত এবং ডিপথিরীয়া রোগাদিকারে জিহ্বা, বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকায় রোগী জড়বুদ্ধির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। জিহ্বা,—অত্যন্ত ভার ও কম্পান্বিত, আড়ষ্টতা বশতঃ অস্পষ্ট বাক্যোচ্চারণ এবং প্রাতে শুষ্কভাব; কিম্বা আরক্তিম এবং শুষ্ক,—ক্রমে কালবর্ণ ও ফাটা ফাটা হইয়া যায় (আর্স: মার্ক: ভেরেট:), স্থানে স্থানে ব্যথান্বিত ও স্ফীত বোধ হয়। জিহ্বাগ্রে রসগুটী উদ্গত হওয়ায় উহা দগ্ধ ও ক্ষয়িতস্বকবৎ অনুভূত হয় জিহ্বার উপরে এবং তলদেশে ক্ষত উৎপন্ন হয়। জিহ্বা ও মুখবিবর শুষ্ক হওয়ায় তৃষ্ণাবর্জিত (অ্যাসিড-মিউ: নক্স-মস.); প্রাতে মুখ শুষ্ক এবং তিক্ত-স্বাদযুক্ত বোধ। প্রাতে নিদ্রা-ভঙ্গান্তে মুখ হইতে পূতিগন্ধ নিঃসৃত হয়। লালা মুখমধ্যে শুষ্ক হইয়া আঠাবৎ ভাব প্রাপ্ত হয় লালা লবণাক্ত স্বাদ বিশিষ্ট।

গলমধ্য।—গলক্ষত বা উপঝিল্লি প্রদাহ রোগাদিকারে কণ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা আরম্ভ হয়। জিহ্বামূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় ফিকা লালবর্ণ প্রতীয়মান হয়, নবোদ্গত কৃত্রিম ঝিল্লি দক্ষিণ গলগ্রন্থি হইতে বাম গলগ্রন্থিতে কিম্বা পশ্চান্নাসাবন্ধ্র হইতে দক্ষিণ গলগ্রন্থিতে অবতীর্ণ হইয়া পরে বাম গলগ্রন্থিতে সঞ্চারিত হয়; বৃদ্ধি=নিদ্রান্তে (ল্যাকে:) এবং শীতল জলাদি পানান্তে, উষ্ণ জলাদি পানান্তে=ল্যাকে:—কৃত্রিম ঝিল্লি পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর আক্রমণ করে=ল্যাক-ক্যান্:—বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়=ল্যাকে:। গলগ্রন্থির স্ফীতি ও তন্মধ্যে পুযোজনন (ব্যারাই হিপ: ল্যাক-ক্যান: ল্যাকে: মার্ক প্রোট: মার্ক-বিন: সাইলি: ব্যারাই-মিউ:)। কাসিলে রক্তাক্ত কফ বা হরিৎ-পীত শ্লেষ্মা উত্থিত হয়; অন্ননলী মধ্যে যেন একটা কঠিন বস্তু আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (অ্যানাক: কার্ব্বোন-সল্ফ: ইরিজি: জেল্সি: ভিক্কা:)। তালুমূল সঙ্কুচিত বোধ হয়; জলাদি কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না (কার্ব্বো-ভে: ষ্ট্র্যামোন্: সল্ফ:)। গলগ্রন্থির ক্ষত—দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হয় (বেল: পডো:)।

পাকস্থলী।—সকল দ্রব্যই অম্লস্বাদ বিশিষ্ট বোধ হয় (নক্স-ভম্: পল্সে:); অম্ল উদ্গার (অ্যাসিড-নাই: অ্যাসিড-সল্ফ: ফস্:); বুকজ্বালা (ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: কার্ব্বোন্-সল্ফ: সাইকীউ: কোণা: ক্রোকাস্ ম্যাগ-কার্ব: নক্স-ভম্:); মুখে জল উঠা (ব্যারাই: ব্রাই: ন্যাট-ফস্: নক্স-ভম্: স্যাবাড: সাইলি: ষ্ট্যাফ:) এবং জ্বরের শীত ও উত্তাপের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় (ইউপেট:) অম্লাক্ত বমন (ক্যাল্কে: সিঙ্কো: ম্যাগ-কার্ব ন্যাট-ফস্: নক্স-ভম্: ফস্: পল্সে: সল্ফ:)। রাক্ষসী ক্ষুধা (অ্যাব্রোট: আয়োড: নক্স-ভম্ স্যাবাড: আর্স: ক্যাল্কে: গ্র্যাফ: সিঙ্কো:),—যতই আহার করুক না কেন, রোগী ততই আরও আহার করিতে চাহে (সিনা: আয়োড: ফস্:); রাত্রে ক্ষুধা বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (সিনা: সোরিন্:) শিরো-বেদনা,—যেন কিছুই আহার করে নাই বলিয়া (সল্ফ:) রুটীতে অরুচি (সিঙ্কো: সাইক্লে: ন্যাট-মিউ: সীপি:)। মিষ্ট দ্রব্যে বেশ রুচি (ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: ইপিক্: ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ-মিউ: ষ্ল্যাস: সল্ফ:)। বেশ ক্ষুধা কিন্তু দুই চারি গ্রাস খাইলেই পেট ভরিয়া যায়,—যেন আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়াছে (সাইকীউ: ক্লিম্যাটি: ইগ্নে: সাইক্লে প্রূণাস্: নক্স-মস্: র্যাফেনা: সিপী:) এবং

পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে এইরূপ মনে হয়। ধূম গন্ধে ও ধূমপানে বীতস্পৃহা (ক্যাম্ফো: ইগ্নে: নক্স-ভম্: লোবেল্-ইন্:)। তৃষ্ণাবাহুল্য অথচ পানীয় দ্রব্যে অরুচি ; রাত্রে পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করে (আর্স: সিঙ্কো উভয় পার্শ্বে = ক্যান্থা:)। মূত্রস্থলী প্রদাহাধিকারে,— মূত্র দুগ্ধবৎ, আবিল, তলানি দুর্গন্ধ ও পূযবৎ ; মূত্রস্থলী প্রদেশে এবং তলপেটে অতীব্র নিষ্পেষণ বোধ এবং অশ্মরীজননপ্রবণতা (সন্ধিবাতাধিকারে = অ্যাসিড-বেন্:)। বেগ, সত্ত্বেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলে তবে প্রস্রাব হয় (সিপী:), কিম্বা নিম্নদিকে প্রবল আকর্ষণ বোধ সহ মূত্রত্যাগে অক্ষমতা। মূত্র,—অতি অল্প, ঘোর লালবর্ণ, অণ্ড লালাময় (এপীস: আর্স: ক্যাল্কে-আর্স: গ্লোন্ হেলিবো: ল্যাক্-ডিফ্লো মার্ক-কর্ ন্যাট-কার্ব:) এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় ; তলানি—লাল বালুকা বা রেণুময় (ক্যাক্ট. কস্ সিপী: সিলি:) ; রাত্রে পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া থাকে,—অজীর্ণ রোগে , প্রস্রাবের সময় ভয়ানক জ্বালা ও কটিবেদনা অনুভূত হইয়া থাকে ; দিবসে (থিবিড) রক্তমূত্র,—অশ্মরী নির্গত বশতঃ বা মূত্র-স্থলীর পুরাতন সর্দ্দি অধিকারে রক্তমূত্র। মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে ও মলদ্বারে যুগপৎ শলাকা-বেধবৎ বেদনা। মূত্র গলিত সীসকের ন্যায় জ্বালাময় ও দাহক।

পুংজননেন্দ্রিয়।—ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ—যুবকদিগের,—অস্বাভাবিক রিপু পরি-তৃপ্তি বা শৃঙ্গারাতিশয্য সম্ভূত ; শিশ্ন ক্ষুদ্র, উত্তাপহীন এবং শিথিল , বৃদ্ধদিগের ধ্বজভঙ্গ রোগ, কামনা প্রবল কিন্তু লিঙ্গোদ্রেক অসম্পূর্ণ, রমণকালে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে ; কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রেতঃস্খলন হয় (ক্যাল্কে: জেল্সি: অ্যাসিড-পাই: সেলিন্: কার্ব্বো-ভেজি: বীউফো:)। অত্যধিক এবং অবসাদক স্বপ্নদোষ (অ্যাসিড-পাই: অ্যাসিড-ফস্: ষ্ট্যাফাই:)। মুষ্ক এবং উরুদেশের মধ্যস্থলের ত্বকক্ষয় (মার্ক: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-মিউ:)। লিঙ্গোদ্গম না হইলেও মূত্রস্থলীর মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে রস স্রাব (ন্যাট-মিউ:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোন্মাদ (হায়ো: ক্যালী-ব্রোম: ল্যাকে: মীউরেক্স: অরিগেন্: ষ্ট্রামোন্: ভেরেট: প্ল্যাট:),—তৎসহ যোনি অত্যধিক কণ্ডুয়ন। তলপেটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা ; ডিম্বাধারবিকৃতি,—প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম ধার আক্রান্ত হয় ; ডিম্বাধারের অর্ব্বুদ ; ডিম্বাধারের শোথ বা উদরস্ফীতি (এপীস: আর্স: ক্যাল্কে: আয়োড: ল্যাকে: লীলটাই: প্লাম্:)। দেহ সম্মুখ দিকে যোনিমধ্যে নিষ্পেষণ বোধ। জরায়ুর আধ্মান (ব্রোম্: ক্যালী-ব্রোম: ল্যাক-ক্যান্:), যোনিমধ্য হইতে সশব্দে বায়ু নির্গত হয়। জরায়ুশোথ বা জরায়ুর মধ্যে জল সঞ্চয় (এপীস: সিঙ্কো: হেলিবো: মার্ক:)। আর্ত্তব,—অপর্য্যাপ্ত, দীর্ঘকাল-স্থায়ী (ক্যাল্কে: কার্ব্বো-অ্যান্: ফের: মিলিফো: ন্যাট-মিউ. পল্সে: হ্রাস: স্যাবাই:) ; স্রাব কিয়দংশ কাল, ঘনীভূত বা চাপ চাপ এবং কিয়দংশ উজ্জ্বল লালবর্ণ বা রক্তাম্বু বা রসের ন্যায় ; প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা বোধ হয় (অ্যাক্টী: অ্যালেট: ক্যামো: কোণা: জেল্সি: ইগ্নে: ল্যাকে: পল্সে: স্যাবাই: সিকেলি: সিপী:) ; এবং তৎপরে মূর্চ্ছা,—বিশেষতঃ দণ্ডায়মান হইলে (ক্যামো: ককীউ: ল্যাকে: ইগ্নে: পল্সে:)। আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রোগিনী বিষণ্ণ ভাব (কষ্টি: সাইক্লা: ন্যাট-মিউ: পল্সে: ষ্ট্যান:) ও শীতার্ত্ততা প্রকাশ করে (ক্যালী-কার্ব: ক্রিয়ো:

ম্যাগ্-কার্ব: সিলি: ভেরীয়োল্:) এবং তাহার উদর স্ফীত (ক্রিয়ো:) হইয়া উঠে। ভীতি বশতঃ রজোরোধ—এক বৎসর বন্ধ থাকে; প্রথম ঋতুর বিলম্বে আবির্ভাব (পল্সে: ন্যাট-মিউ:)। প্রদর,—থাকিয়া থাকিয়া স্রোতের ন্যায় স্রাব হইতে থাকে (ক্যাল্কে: গ্র্যাফ: সিপী সাইলি: —বহুক্ষণ যাবৎ উপবেশনের পর এবং উঠিতে গেলে চাপ চাপ স্রাব ভূমিতে পতিত হয়; স্রাব = দুগ্ধবৎ (ক্যাল্কে: কফী: কোণা: ফের: ক্রিয়ো: ল্যাকে: ফস্: স্যাবাই: সিপী: সাইলি: সল্ফ:); কিম্বা শোণিতবৎ লালবর্ণ (আর্স: ব্যারাই: ফাইজস: সিঙ্কো: ককীউ: কোণা: হ্যামা: আয়োড: ক্রিয়ো: মার্ক: মার্ক: কর: অ্যাসিড-নাই: সিপী সাইলি ট্রিলী-পেণ্ড:),—পূর্ণিমার সময় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; কিম্বা ত্বকক্ষয়কারক (অ্যালীউ অ্যামান্-কার্ব: আর্স: বোভি: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-অ্যান্: ও ভেজি: কলোফিল্: ক্রিয়ো: মার্ক: ন্যাট-মিউ: ফস্: সিপী সাইলি:)। প্রতিবার কঠিন বা তরল মলত্যাগ কালে যোনি হইতে অধিকতর শোণিত নির্গত হয়। যোনির অভ্যন্তর শুষ্ক, —সঙ্গম কালে এবং সঙ্গমের পরে যোনি মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হইতে থাকে। জননেন্দ্রিয় প্রদেশে শীরাস্ফীতি (ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভে: হ্যামা:), এবং তজ্জন্য—মূত্রকৃচ্ছ্র জনিত হয় (কার্ব্বো-ভেজি)। উর্দ্ধশিখর অর্ব্বুদ; যোনিদ্বারে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ। নীরস, সবৃন্ত এবং ব্যথারহিত শ্লেষ্মাগুটী (থুযা: জ্বালাযুক্ত = স্যাবাড:)। যোনিবহির্ভাগের প্রদাহ (আর্স: মার্ক: থ্রাস্:)। যোনিবহির্দ্দেশ ও উরুদ্বয়ের মধ্যাংশের ত্বকক্ষয়। আর্ত্তবস্রাব কালে—প্রলাপ, অশ্রুসেক, শিরোবেদনা, মুখে অম্লস্বাদ, কটিদেশে বেদনা, চরণদ্বয় স্ফীত, মূর্চ্ছা, অম্লাক্ত পদার্থ বমন, অম্লশূল, ছেদনবৎ বেদনা এবং পৃষ্ঠদেশে ব্যথাবোধ। গর্ভস্থ ভ্রূণ যেন "উল্‌টি পাল্‌টি" খাইতেছে বা আলোড়িত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (পল্সে: ক্রোক্ = ভয়ানক আলোড়ন = আর্স: ওপী: সোরিন্: সাইলি:)। গর্ভস্রাব-প্রবণতা (অ্যাক্টী: কলোফিল্: স্যাবাই: সিকেলি: নক্স-মস: সিপী:); বিকৃত ভ্রূণ বা ভ্রূণপিণ্ড উৎপন্ন হয় (ক্যাল্কে: সাইলি: ফেরাম: ন্যাট-কার্ব: পল্সে: স্যাবাই:)। প্রসববেদনার সময় প্রসূতী নিরন্তর পাদচারণ করিতে বাধ্য হয় এবং রোদন করিতে থাকে; বেদনা উর্দ্ধগামী হয় (ক্যাল্: ক্যামো:)। স্তনবৃন্ত ক্ষয়িতত্বক বিশিষ্ট = আর্ণি: ব্যাপ্ট: অ্যাসিড-ফ্লু: গ্র্যাফ: হ্যামা: ফাইটো: ফেল্যান্: ঈনান্থি: ক্যালেণ্ডীউ:) বিদারিতত্বক বা হাজাধরা বা ফাটা ফাটা (ক্যাষ্টর-ইক্: গ্র্যাফ: ফাইটো: হাইড্রাষ্টি: মিলিফো: র‍্যাটান্:) কিম্বা শল্কাবৃত; সামান্য কারণে শোণিতপাত হয় এবং স্তনমধ্য হইতে শোণিত ও জল নির্গত হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে জ্বালা এবং সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ ব্যথা অনুভূত হয়। স্তন মধ্যে জ্বালা-জনক কঠিন গুটী উৎপন্ন হয় এবং তন্মধ্যে শলাকাবেধবৎ বেদনা বোধ হয়। উর্দ্ধোদর মধ্যে হুড়্‌হুড়্ গুড়্‌গুড়্ করিয়া উঠে এবং উহা নিম্নোদরে সঞ্চারিত হইবার পর শোণিতস্রাব হইতে থাকে। রুদ্ধার্ত্তবাদিগের অপর্য্যাপ্ত রজঃস্রাব—ঘোর লালবর্ণ চাপবদ্ধ শোণিত বেগে নির্গত হইতে থাকে (ল্যাকে: পল্সে: সিকেলি: সিপী: থ্ল্যাস্পি: আষ্টি:)। প্রসব ও গর্ভস্রাবোপক্রম সূচক বেদনার সময় বেদনা উদরের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে সঞ্চারিত হয় (পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে = অ্যাক্টী:—বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে = ইপিক্: ল্যাকে:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ,—ক্ষীণ, ভগ্ন স্বর; বায়ু নলীমধ্যে শুষ্কতা ও কর্কশতা বোধ।

ঘুংড়ীর পরবর্ত্তী স্বরভঙ্গ; দিবসে তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত কাসি এবং রাত্রে মধ্যে মধ্যে শ্বাস'রাধোপক্রম (স্পঞ্জী: লিসিন্: সলফ:)। কাসি,—দিবারাত্র শুষ্ক কাসি,—বায়ুনলী মধ্যে উত্তেজনা সম্ভূত কাসি—যেন গলমধ্যে গন্ধকের ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে (অ্যামিল্: ব্রোম্: কার্ব্বো-ভেজি: পলসে:; কিম্বা যেন গলমধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় কফ্ আবদ্ধ রহিয়াছে (প্যারিস্:)। গয়ার গাঢ়, পীতবর্ণ এবং পূযবৎ; ধূসরাভ পীতবর্ণ কিম্বা মলিন, দুর্গন্ধ, পূযবৎ বা শোণিত বর্জ্জিত শ্লেষ্মা; প্রাতে হরিদ্বর্ণ; স্বাদ লবণাক্ত। কাসির বৃদ্ধি=বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত, এক দিবসান্তর, দৈহিক পরিশ্রমান্তে (ব্রাই স্কীল': ষ্ট্যান্:), বাহু প্রসারণ করিলে (উত্তোলন করিলে=ওলি-যেকোর্:),—মস্তক অবনত করিলে (আর্জেণ্ট নাই: কষ্টি:), শয়ন করিলে (ক্যাম্ফ: কোণা: ড্রোসেরা· হায়ো: পল্সে:), বামপার্শ্বে শয়ন কালে (প্যারিস, ফস্: হ্রাস: সেনেগ:); শীতল দ্রব্য পান ও আহারান্তে (কার্ব্বো-ভেজি. আর্স্: ব্যাডী: কিউপ-মেট্: ডিজি: স্কীলা:), বাতাস লাগিলে (ক্যাম্ফ্· হিপ্) কিম্বা উষ্ণ গৃহ মধ্যে (ব্রাই: কিউপ্. ড্যাল্ক্যা: ন্যাট্-কার্ব্ব: পল্সে.); উপশম=চিৎ হইয়া শুইলে (অ্যাকো.) কিম্বা সোজা হইয়া বসিলে, (অ্যাণ্ট-টার্ট: ন্যাট্:) কাসিলে শিরোমধ্যে সংঘাত বোধ হয় (ইপিক্:). শ্বাসাল্পতা, বক্ষমধ্যে ক্ষতান্বিত ভাব ও সংঘাত, কিম্বা পাকাশয় প্রদেশে ব্যথা (ইপিক্:) অনুভূত হইয়া থাকে। দেহের প্রতি শ্বাসাল্পতা (আস্: ন্যাট্‌নিউ: স্কীলা:); শিশুদিগের নিদ্রাবস্থায়ও শ্বাসাল্পতা বোধ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ফুস্ফুসের রোগাধিকারে (অ্যাকোন্: ক্যালকে:)। বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণ ক'লে বৃদ্ধি; অত্যন্ত—আবল্য বোধ হয়। চিৎ হইয়া শুইলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতার বৃদ্ধি (অ্যাসিড্-অ্যাসেট্: হাইপির্)। দিবাভাগে সাঁই সাই শব্দ জনক শ্বাসপ্রশ্বাস ও বায়ুনলীমধ্যে শ্লেষ্মাধিক্য বোধ; উচ্চ ঘড়্ ঘড়্ শব্দকারী শ্বাস্প্রশ্বাস্ (অ্যাণ্ট-টার্ট: হিপ্: ইপিক্.)। বক্ষের উপরে অবিচ্ছিন্ন চাপবোধ এবং অভ্যন্তরে ক্ষয়িতত্বকবৎ বা হাজা অনুভূতি; কণ্ঠাস্থিতলে বিদারণ এবং আকর্ষণবৎ বেদনা। বায়ুনলীভুজ প্রদাহ বা বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মাশ্রয়, বক্ষমধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ও যেন শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (অ্যাণ্ট্-টার্ট: ব্রাই: ক্যামো: ফেরাম্-ফস্: হিপ্: ইপিক্: মার্ক: ফস্ পাল্সে· ক্যালী-বাই:)। ফুস্ফুস্ প্রদাহ—থাকিয়া থাকিয়া একমুখ করিয়া শ্লেষ্মা উত্থিত হইয়া থাকে,—গয়ার লৌহমলবৎ বর্ণ (অ্যাণ্ট্-টার্ট: হিপো: জিন্: আয়োড্: স্যাঙ্গী: ফস্·), ঘন আঠার ন্যায় [সিষ্টাস: হাইড্র্যাষ্ট: ক্যালী-কার্ব:] এবং সহজে বায়ুনলী হইতে বিযুক্ত হইয়া আইসে। [যে সকল স্থলে প্রথম হইতে উত্তমরূপ চিকিৎসা হয় নাই বা রোগী গ্রাহ্য করে নাই,—সে স্থলে আক্রান্ত অংশের ক্রমে অধিক পরিমাণে যকৃদ্ভাবপ্রাপ্তি ঘটিতেছে এবং গয়ার পূযভাব ধারণ করিতেছে সেরূপ স্থলে ইহাদ্বারা ফুস্ফুসাবরণী মধ্যে নিঃসৃত রস শীঘ্র পুনঃশোষিত হইয়া যায় এবং দ্রুত ও বহুল পরিমাণে কফ উঠিয়া যাওয়ায় রোগী নিরাময় মুখে উপস্থিত হয়]। বিকারযুক্ত ফুস্ফুস্ প্রদাহ [অ্যাণ্ট্-টার্ট: আসিড্-বেন্: ক্লাবাল্: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাচ্‌গ্রান্: লরো: ফস্: স্যাঙ্গিউ: সল্ফ: টেরিব্:],—দক্ষিণ ফুস্ফুসের মূলদেশ আক্রান্ত হয়; বিলেপী জ্বর এবং চট্‌চটে রাত্রি-স্বেদ উদ্গত হইয়া থাকে; রাগের শেষে স্কন্ধতলে জ্বালাজনক উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। নিশ্বাস গ্রহণ করিলে এবং

অন্যান্য সময় বাম বক্ষমধ্যে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনানুভব [সীপা: অ্যামোনীয়্যাক্: আর্স্: ক্যাল্কে: চেলিড্:]। ফুসফুসদ্বয়ের ক্রিয়া রোধ বা পক্ষাঘাত [অ্যাণ্ট্-টার্ট: ল্যাকে: লরোসি:] বৃদ্ধদিগের বায়ুনলীভুজপ্রদাহাধিকারে [ব্যারাই-কার্ব:]। বক্ষোদক [এপীস্: হেলিবো: স্পাইজি: স্কীলা:]। বক্ষের উপরে ঈষৎ পিত্তকলঙ্ক বা দাগ দাগ পিত্তচিহ্ন সকল বাহির হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড।—আহারের পর পরিপাকক্রিয়ার সময়, কিম্বা সন্ধ্যার পর শয়িতাবস্থায় [ন্যাট্-মিউ: আসিড্-নাই. ফস্: সিপী: সল্ফ.], হৃদ্স্পন্দন সময়ে সময়ে চিত্তচাঞ্চল্য ও কম্পন; নাড়ী দ্রুত এবং মুখমণ্ডল ও চরণ শীতল। হৃদ্স্পন্দন অধিকারে নাসাপুটদ্বয়ের আকুঞ্চন ও প্রসারণ; হৃদ্‌পিণ্ডের বিবর্দ্ধন। হৃদ্‌পিণ্ড মধ্যে তীব্র বেদনানুভব ও রাত্রে সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন দেহের শোণিত-প্রবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, পুনঃ পুনঃ ভীতির সঞ্চার হয় এবং তদন্তে ঘর্ম্ম নির্গলিত হইতে থাকে, হৃৎশূলাধিকারে নাড়ী দ্রুত ও চঞ্চল। শ্বাসকৃচ্ছ্র, নীলাঙ্গ এবং ত্বরান্বিত পানাহার,—হৃদ্রোগাধিকারে (অন্যকারণে হইলে=কফী প্ল্যাট:—বৃক্কের রোগান্তে =বার্ব,—ত্বরান্বিত ভাবে আহারান্তে বমন=ক্রিয়ো: পল্সে:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার পার্শ্ব বিশেষ আড়ষ্ট (ক্যালী-কার্ব:) ও স্ফীত হইতে থাকে। গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে (কষ্টিঃ মার্ক: সাইলি:)। গ্রীবাপৃষ্ঠে পিত্তকলঙ্ক বাহির হয়। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে যেন অঙ্গার স্থাপিত হইতেছে এইরূপ জ্বালা (গ্লোন্: ফস:—স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে যেন একখণ্ড বরফ স্থাপিত রহিয়াছে এইরূপ শৈত্য বোধ=ল্যাচ-ন্যান:—পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে শৈত্যানুভূতি=অ্যামন-মিউ:), গ্রীবার চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অসংখ্য আরক্ত এবং অত্যন্ত কণ্ডূয়নজনক পীড়কা। রাত্রে কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা ও আড়ষ্টতা বোধ। কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা,—যেন ভগ্ন হইয়া যাইবে এইরূপ অনুভূতি,—তৎসহ মলকাঠিন্য ও যেন উদর ফাটিয়া যাইবে এইরূপ অন্ত্রশূল। হেঁট্ হইয়া থাকিবার পর উঠিবার সময় কটিদেশে যেন সূক্ষ্ম শলাকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা; আসন হইতে গাত্রোত্থান কালে ত্রিকাস্থি প্রদেশে বেদনা। যকৃৎ মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ পৃষ্ঠ ও দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা (চেলিড:)। বৃক্ক প্রদেশে শলাকাবেধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ বৃক্কমধ্যে (বাম =বার্ব্বা: ট্যাব্যাক:—মলান্ত্রে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়, চাপ দিলে=বৃদ্ধি)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বগলের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে; কক্ষমধ্যে দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম (হিপ: অ্যাসিড-নাই: সাইলি:—রশুন গন্ধযুক্ত=অস্মী ল্যাকে· টেলার.—পলাণ্ডুবৎ=বোভি)। দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধির বাতাশ্রয় জনিত আড়ষ্টতা (ক্যালী-আয়োড.)। স্থির হইয়া থাকিলে স্কন্ধ ও কফোণি-সন্ধি, গ্রীবা হইতে কফোণি (কনুই) এবং সমগ্র বাহুতে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা; সঞ্চালনে উপশম; শায়িতাবস্থায় কেবল হস্তে বেদনা বোধ। রাত্রে বাহুদ্বয়ের অস্থিমধ্যে বেদনা। কোন কার্য্য করিবার সময় বাহুদ্বয় অবশ বোধ হয় অথচ কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না। দক্ষিণ মণিবন্ধ যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা (অ্যালীউ: কষ্টি: জেল্সি: লরো:)। কুনখ বা আঙ্গুল হাড়া (অ্যামন-কার্ব: অ্যান্থ্র্যাক্সিন: অ্যাসিড-ফ্লু: হিপ: অ্যাসিড-নাই: সাইলি:); তৎসহ

পাকাশয়িক পীড়া। অস্থির অগ্র ভাগের প্রদাহ (কঞ্চীয়োলিন: হেক্লা: থাইরইড:)। বাহু ও স্কন্ধ দেশের পৈশিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ (বাহুর—অ্যাণ্ট-টার্ট: ওপী: কষ্টি: ক্যালী-কার্ব: চেলিড: স্কন্ধদেশীয়=আর্টিম-ভাল:)। করতলের ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক। অঙ্গুলির সন্ধি সকল আরক্তিম, স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া উঠে। উরুশিথর যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত (আর্ণি: ইগ্নে: হ্রাস ;—বাম—বহির্দ্দেশে পাদচার কালে=হিপ: -খোঁড়াইয়া চলে=অ্যাসিড-নাই:—দেহ সঞ্চালন কালে=ইউফর্ব.--যেন সন্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে=কষ্টি: ব্রাই:—দক্ষিণ পাদচারণকালে =মেজর:)। মেরুপুচ্ছের শেষাংশের বেদনা,—পদদ্বয় থাকিয়া থাকিয়া প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। জানুদ্বয় স্ফীত ও আড়ষ্ট হইয়া থাকে এবং এবং উহা হইতে স্বেদ নির্গত হয়,—শ্লেষ্মাশ্রয় বশতঃ (আর্স: ক্যাল্কে: ফের: আয়োড: সাইলি. সল্ফ:); বাতাশ্রয় জনিত হইলে স্পর্শাসহনীয়তা বোধ হয় ; শ্বেতবর্ণ স্ফীতি (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ক্যাল্কে: আয়োড: ক্যালী-আয়োড: ওলী-যেকোর: ফস: হ্রাস)। পাদচারণকালে কিম্বা রাত্রে জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে টান ধরে—পদাঙ্গুলিতে খাল (ক্যাল্কে: কার্ব্বেন্ সল্ফ: কষ্টি ক্রোটেল্: কিউপ-আর্স: ফের: হিপ:)। উদরী রোগাধিকারে শোথযুক্ত পদদ্বয়ের ক্ষত স্থান হইতে জলবৎ রস নিঃসৃত হইতে থাকে,—স্ফীত অংশ টিপিলে গর্ত্ত হইয়া যায়। এক পদ শীতল ও অন্য পদ উষ্ণ বোধ হয় (সিঙ্কো: ডিজি: ইপিক্:—এক হস্ত উষ্ণ এবং অন্য হস্ত শীতল=ইপিক্: পল্সে: চায়না:)। পদেব পুরাতন ক্ষত,—রাত্রে কট্‌কট্ ঝন্ ঝন্ করে জ্বালা করে এবং তন্মধ্যে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। জ্বালা সহ পদতলে অপর্য্যাপ্ত দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম (অ্যাসিড-স্যালি গ্র্যাফ ক্যালী কার্ব. সাইলি:)। রাত্রে এবং প্রতি এক দিবস অন্তর হস্তপদাদিতে আড়ষ্টতা ও ছেদনবৎ বেদনা, বিশ্রামাবস্থায় বৃদ্ধি ; পেশী ও সন্ধি সকল আড়ষ্ট, ব্যথান্বিত ও অসাড় ; অঙ্গুলির সন্ধি সকল প্রদাহযুক্ত এবং তদভ্যন্তরে বাতগুটী জন্মে ; চরণপৃষ্ঠ স্ফীত ; বাত—জলীয় বায়ুতে বর্দ্ধিত এবং উত্তাপ সংস্পর্শে উপশমিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ বন্ধনসন্ধি বা কুচকী হইতে চবণ পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত,—রোগীকে পাদচারণকালে খোঁড়াইতে হয়। গুল্ফতল বিদাবিত এবং ঐ সকল ফাটা স্থান হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। সন্ধ্যার পর শয়িতাবস্থায় উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ুতে চরণ পর্য্যন্ত টান বা আকর্ষণ বোধ হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—স্থির হইয়া থাকিলে অত্যন্ত অবসাদ অনুভূত হয় অথচ রোগী এদিক ওদিক করিতেও চাহে না। পাদচারণ আরম্ভেব সময় কষ্ট বোধ হয় ; কিছুক্ষণ নিয়ত এদিক ওদিক করিলে ভাল থাকে ; ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইলে শিশু বড় খুসী (অ্যাণ্ট-টার্ট ক্যামো: সিনা: অ্যাসিড-অ্যাসেট: অ্যাসিড-বেন: আর্স. সল্ফ: ভ্যাক্সিন:)। আপস্মারিক আক্ষেপ,—চীৎকার, মুখ হইতে ফেন নির্গলন, চৈতন্য রাহিত্য, বাহু নিক্ষেপ, ও হৃদ্প্রদেশে ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় ; রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য (এপীস:)। শরীরের রসক্ষয় জনিত শীর্ণতা ও অবসাদ ; উর্দ্ধাঙ্গ সকল শীর্ণ এবং নিম্নাঙ্গ স্থূল ও শোথযুক্ত,—উদরী রোগাধিকারে। অস্থির অগ্রভাগ-প্রদাহ, রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ; অস্থি সকল যেন মজ্জাশূন্য এইরূপ অনুমিতি। অস্থি কোমলতা (ক্যাল্কে: ব্যাসিল: গুয়ায়েক: সল্ফ: ওলী-যেকোর:); অস্থিক্ষত (অরাম-মিউ: অ্যাট: ক্যাল্কে: ক্যাল্কে-ফস. অ্যাসিড-ফ্লু: অ্যাঙ্গাষ্টী: ফস: ব্যাসিল্: হেক্লা:)।

ত্বক।—দিবসে দেহ উষ্ণ হইলে, বা সন্ধ্যার পর শয়নের পূর্ব্বে গাত্রত্বক কুট কুট করিতে থাকে এবং কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয়,—যেন মশকাদি কীটের দংশনবশতঃ (নিকোল্)। আর্দ্র পূযসঞ্চয়প্রবণ বিচর্চ্চিকা (ক্যালী-বাই:)। গাত্র বিদারিতত্বক এবং ঘন মামড়ী বা মরা ছালযুক্ত। নালীক্ষত,—বহিরাবর্ত্তিত পার্শ্ব (অ্যাণ্ট-ক্রুড্: ক্যাল্কে: সাইলি:)। ক্ষত, কণ্ডুতিযুক্ত ও কুটকুট করে,—স্পর্শ করিলে জ্বালা করিতে থাকে। পারদদুষ্ট ক্ষত (অ্যাসিড-নাই: হিপ:)। শিশুদিগের শুষ্ক শিরোদদ্রু (ভায়োলা-টাই: ভিঙ্কা-মাই: সিপী: হিপ:)। পুরাতন বা বহুকাল যাবৎ পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল আমবাত (আর্স ক্যাল্কে: ক্লোর্যাল্: হিপ: ন্যাট-মিউ: হ্রাস: সল্ফ.)। মধ্যদ্রোহী ত্বকক্ষয় (দেহের ভাঁজ মধ্যস্থিত ত্বকক্ষয় = কষ্ট: ক্যামো: গ্র্যাফ: হাইড্রাষ্ট: ক্যালী-মিউ মার্ক: ন্যাট-মিউ পেট্রাল্ সল্ফ:) বশতঃ স্পর্শমাত্রে শোণিত পাত হয়।

নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রাবেশ এবং রাত্রে অনিদ্রা (অ্যাসিড-ফস· সল্ফ:); রাত্রে নিদ্রান্তে মনোমধ্যে নানা চিন্তার উদয় হয় [কফী·]। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। অবসাদক জ্বরাদিতে মোহাচ্ছন্ন ভাব [অ্যাসিড-ফস: ব্যাপ্টি] এবং উপঝিল্লী প্রদাহ, রোগাধিকারে ঘোর তন্দ্রাভাব [ক্যালী-পার্ম্যাং মার্ক-সায়া:]। শিশু অর্দ্ধমুদিত নয়নে [বেল: পডো:] নিদ্রা যায় এবং অব্যক্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করে এবং পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে মস্তক সঞ্চালিত করিতে থাকে [পডো: হেলিবো: ফেরাম-ফস:]। আন্ত্রিক জ্বর ও বসন্তাদি উদ্ভেদ রোগে মোহাচ্ছন্ন ভাব [অ্যাসিড মিউ: নাইট স্পি-ডাল্: কিউপ্রাম্:),—মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতোপক্রম। নিদ্রাবস্থিত রোগীর কোন অবস্থাতেই আরাম বোধ হয় না (অ্যাকোন্: আর্স: হ্রাস:), নিদ্রা যাইতে যাইতে কাঁদিয়া উঠে (ক্যামো: হায়ো:), চমকাইয়া উঠে (আস্: বেল. ক্যামো: সিনা: ইগ্নিক্. ন্যাট্ মিউ. পলসে:), রোগী দুঃস্বপ্ন দর্শন করে; এবং তাহার হস্ত পদাদি আক্ষিপ্ত হইতে থাকে; ঘুমাইয়া আরাম পায় না; পুনঃ পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; রাত্রি ৪টার সময় সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়, আর নিদ্রা হয় না [রাত্রি ৩ বা ৪ টার সময় ভঙ্গ হইয়া যায়, কিছুক্ষণ নানা চিন্তা উদয়ের পর পুনশ্চ নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং অনেক বেলায় নিদ্রা ভঙ্গান্তে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে – নক্স-ভম]। নিদ্রাভঙ্গান্তে অত্যন্ত ক্রোধ বা খিটখিটে ভাব প্রকাশ করে ও পা ছুঁড়িতে থাকে; কিম্বা ভীত চকিত ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে যেন কত ভীতিজনক স্বপ্ন দেখিয়াছে; নিদ্রান্তে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ [সল্ফ:]; রাত্রে নিদ্রা-ভঙ্গান্তে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ততা [নিদ্রাভঙ্গান্তে ক্ষুধা = সিঙ্কো:—অরুচি সহ – অ্যাণ্ট-ক্রুড:—রাক্ষসী ক্ষুধা = অ্যাসিড-ফস:—মধ্যান্ত্রিক ক্ষয়রোগাকারে = পেট্রোল:]। শিশু সমস্ত দিবস ঘুমায় ও সমস্ত রাত্রি কাঁদে [জালাপা:—সমস্ত দিনরাত্রে কাঁদে কিছুতেই শান্ত হয় না = ল্যাক-ক্যান্: সোরিন্:]।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে শীতবোধ এবং তদন্তে অত্যন্ত উত্তাপাবির্ভাব। বেলা ৯ টার সময় অত্যন্ত শীতার্ত্ততা,—অগ্নির নিকটে বসিলেও শীত কমে না। বেলা ৪ টার সময় শীতাবির্ভাব,—সমগ্র দেহ কণ্টকিত প্রায়...ষ্ঠ, পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন, বিবমিষা ও বমনোদ্রেক;—শীত পৃষ্ঠে আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমগ্র

দেহে ব্যাপ্ত হয় (ক্যাপ্স: জেল:)। সন্ধ্যা ৭টার সময় সকম্প শীতার্ত্ততা,—প্রথমে পৃষ্ঠে অনুভূত হয় ;—হস্তপদাদি অসাড় এবং হিমবৎ শীতল হইয়া থাকে (সীড্রন্: সিপী:) ; দুই তিন ঘণ্টা যাবৎ শয্যায় শুইয়া থাকিলেও শীতের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না ; পৃষ্ঠে অত্যন্ত শীতবোধ—যেন তুষার রাশির উপর শুইয়া রহিয়াছে ; নিদ্রাভঙ্গান্তে সর্ব্বাঙ্গে স্বেদোদ্গম হইতে থাকে এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ হয়। দেহের বাম পার্শ্বে শীতাধিক্য বোধ (কষ্টি: কার্ব্বো-ভেজি:—দক্ষিণ পার্শ্বে = ব্রাই:) ; শীত ও উত্তাপাবস্থার মধবর্ত্তী সময়ে অম্ল বমন (তিক্ত পিত্তময় বমন = ইপিক্: ইউপেট:) ; মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় শোথযুক্তবৎ প্রতীয়মান হয়। জলপানান্তে (আর্স: ক্যাপ্স: ইউপেট:) এবং আহারের সময় কম্পন। উত্তাপাবস্থা—তৃষ্ণাধিক্য ; থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ সঞ্চার হয় এবং মধ্যে মধ্যে একটু একটু জলপান করে (আর্স: সিঙ্কো:) ; খাইবার পর মস্তকে উত্তাপ বোধ ও বাম গণ্ডে বক্তিমা আবির্ভাব। অত্যন্ত উত্তাপ বশতঃ গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠে এবং দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ হইয়া থাকে (এপীস:) ; শীতল জলাদি পানান্তে বিবমিষা ; উষ্ণ পানীয় অতি আরাম দায়ক বোধ হয় (ক্যাস্কা: সীড্রন.)। মলকাঠিন্য ও প্রস্রাব বৃদ্ধি,—প্রস্রাবান্তে কটিবেদনার উপশম। অম্ল বমন। গাত্রে বস্ত্রের আচ্ছাদন অসহনীয় (ল্যাকে:—এতদ্বিপরীত —নক্স:)। স্বেদাবস্থা—পদনিম্নে ব্যতীত সমগ্র দেহে অপর্য্যাপ্ত অম্লগন্ধ স্বেদোদ্গম,—প্রাতঃ-স্বেদ—শীতল, অম্লগন্ধ বিশিষ্ট, দুর্গন্ধ, রক্তবর্ণ (আর্ণি. ল্যাকে: নক্স-মস্: নক্স-ভম্: ক্যাল্কে:) বা পলাণ্ডুগন্ধ বিশিষ্ট (বোভি: ল্যাকে:—মূত্রবৎ গন্ধ = অ্যাসিড-নাই: ক্যাম্বা:)। শীতাবস্থায় অনতিপরেই স্বেদোদ্গম—উত্তাপ আদৌ আবির্ভূত হয় না (কষ্টি:) ; স্বেদাবস্থার পর তৃষ্ণা। বিজ্বরাবস্থা—পেট ভার বোধ হয় ; দুর্দ্দমনীয় মলকাঠিন্য ; লাল রেণুময় মূত্র (ন্যাট-মিউ:) ; রোগী একাকী থাকিতে পারে না (একাকী থাকিতে চাহে = সিঙ্কো: নক্স:)। শীতাবস্থায় রোগীর মনে হয় যেন তাহার দেহের শিরাজাল মধ্যে শোণিত প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সবিরাম জ্বরাধিকারে বেলা ৪ টার সময় জ্বর আইসে এবং ৮ টার পর আর থাকে না।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—প্রতিবিষ: অ্যাকোন্: ক্যাম্ফো: কষ্টি: ক্যামো: সিঙ্কো: কফী: গ্র্যাফ: পল্সে:।

অনুকূল।—সম্বন্ধ—বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: গ্র্যাফ: হায়ো: ল্যাকে: লিডম্: মার্ক: নক্স: ফস্: পল্সে: সিপী: সাইলি: ষ্ট্র্যামো: সল্ফ: ভেরেট:।

অনুপূরক।—আয়োডাম:। ক্যাল্কেরীয়া: ল্যাকেসিস: কার্ব্বো-ভেজি: ও সল্ফারের পরে ব্যবহারে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

সদৃশ।—আর্স: ক্যাল্কে-সল্ফ: কার্ব্বো-অ্যান্: ইউফ্রে: হিপ: মার্ক: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-নাই: নক্স-ভম্: হ্রাস: স্যাবাড:। লাইকোপোডীয়ামের পরে প্রায় গ্র্যাফ: লিডাম্: ফস্: সাইলি-শীয়া প্রয়োজন হইয়া থাকে।

তুলনীয়।—বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে এবং অনাবৃত হইতে ইচ্ছা—সলফ: পলস: আর্ত্তবকালে বিষাদ—ন্যাট্রাম: সিপিয়া:। শিরার বিকৃতি—পল্স: সিপিয়া:। পিপাসা—আর্স: অ্যান্টি-টার্ট: বৈকালে উত্তাপের আবেশ—সলফর:। মুখে বা কপালে পিত্তচিহ্ন—থুজা:। রাক্সে

চায়না:। নাসাপুটের বিস্তার—ক্রোরফ: ক্রিয়োজো:। বুদ্ধিনাশের আশঙ্কা—ক্যাল্‌কে: নক্স: সল্‌ফর:—একাকী থাকিতে ভয়—ক্যালি-কার্ব্ব: আর্জ্জেণ্ট-নাই: অন্ধকার ভীতি—ক্যাল্‌কে: ষ্ট্রামো:। স্নায়বিক,—আর্স: আর্জ্জেণ্ট-নাইট্র:। মাথানাড়া,—আণ্টি-টার্ট: আর্স: সলফ: সিপিয়া: ইত্যাদি। মস্তক একদিকে আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট—ক্যাম্ফ: ল্যাকন্থান্:। রক্তবৎ ঘর্ম্ম,—ক্যাল্‌কে: ল্যাকে: নক্স: আর্ণিকা:। স্বরভঙ্গ—হেলিবোরস:। গুরুতর বিষয় উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়—ইস্কিউ: অ্যানাকা: ন্যাট্রাম: প্ল্যাটী:। পর্য্যায় ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন—অরম: পল্‌স: ষ্ট্রামো: ফস: সিপিয়া: সল্‌ফ:। মূর্চ্ছা বায়ু—ইগ্নে: পল্‌স:। অস্থিরতা—হ্রাসটক্স:। শীর্ণতা ন্যাট্রাম্:। পা ঠাণ্ডা—ক্যাল্‌কেরিয়া:। গলক্ষত—ল্যাকেসিস্:। কুচকীর অন্ত্রচ্যুতি (হার্ণিয়া)—নক্স-ভমিকা:। অর্শ—ইস্কিউলস্: নক্স: অ্যালোজ. সল্‌ফর:। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে শিশু চীৎকার করে—সার্সা:। বিপত্নীকদিগের রিপুচরিতার্থ সফলতা না হওন জন্য রোগ—কোনায়াম: অ্যাসিড-পিক্‌রিক: ক্যাল্‌কেরিয়া:। সঙ্গমকালে অপত্য পথে জ্বালা—ক্রিয়োজ: সলফর:। শুষ্কতা—ফেরম: ন্যাট্রাম: সিপিয়া:। স্তনে হুলবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা—এপিস: ফস্ফরস:। স্তনে অসময়ে দুধ জমা—পলস: ফরফস্:। অম্লত্ব ও অজীর্ণতা- ম্যাগ্ন কার্ব: রেণিন:। ফুস্ ফুস্ প্রদাহের কুচিকিৎসা—সল্‌ফর:। ফুস্‌ফুসে শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ ঘড় ঘড়ানি—আণ্টি-টার্ট:। অর্দ্ধ মুদিত চক্ষে নিদ্রা—সল্‌ফর:। প্রসব বেদনা—সিমিসি-ফিউগা:। ধমনীর অর্ব্বুদ—ব্যারাইটা-কার্ব্ব: ক্যালি-আয়োড: থুজা: ইত্যাদি। উদরাধ্মান—কার্ব্বো-ভেজি:। ফুস্‌ফুসাদিতে—চেলিডো: নিয়মসহ তুলনীয়—আধ্মান বায়ু—গ্রাফাইটীস.। সবিরামজ্বর ইত্যাদি ল্যাকেসি: অজীর্ণতা সহ ঘনমূত্র সিপিয়া:। কথা কহিতে গেলে কাসি—সাইলিসিয়া:। ধ্বজভঙ্গ—ট্যাবেকাম:। ভয়জনিত পীড়ায়—ষ্টাফিসে:। নাকবন্ধ—অ্যামন: নক্স: স্যাম্বকা:। মিষ্ট দ্রব্য আকাঙ্ক্ষা—আর্জ্জেণ্ট: সলফর:। আহারান্তে পেটভার—চায়না:। জ্বরের মন্দফল—সোরাইনম্:।

বৃদ্ধি।—স্পর্শন, নিষ্পেষণ বা যন্ত্রাদির পীড়নে; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে; অপরাহ্নে; বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত; দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে অতি সামান্য পরিমাণে আহার করিলেও; মস্তক বস্ত্রদ্বারা বন্ধন বা টুপি পরিধান করিলে; উষ্ণ গৃহে; দৈহিক পরিশ্রমাদি দ্বারা দেহ উত্তপ্ত হইলে; শীতল দ্রব্য পান বা ভোজনান্তে; জলীয় বায়ুতে; জলঝড়ের দিনে বা প্রবলবায়ু সংস্পর্শে; পীড়িত অংশ জলসিক্ত করিলে; বিশ্রামে বা স্থির থাকিলে; যকৃতের পীড়ায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে; বাম পার্শ্বে শয়নান্তে; পায়ের ঝিন্‌ঝিনে বাত বা স্নায়ুশূল রোগে ব্যথান্বিত পার্শ্বে শয়নান্তে; আসন হইতে উত্থান কালে; প্রদীপালোকে; একদৃষ্টে এক বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিলে; শাকসবজি, কোপি, দাল প্রভৃতি আহার করিলে; রুটী খাইলে; দুগ্ধপানে; আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে এবং আর্ত্তবরোধ বশতঃ উপসর্গের বৃদ্ধি।

উপশম।—শয্যার উত্তাপে (দন্তশূল)—কিন্তু শিরোবেদনা ও কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি হয়; গৃহবহির্দ্দেশে নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে; ব্যজন করিলে; উষ্ণ দ্রব্যাদি পান ও ভোজনান্তে; দেহ প্রক্ষালনে; শয়নান্তে; চিৎ হইয়া শুইলে (কাসি); আসন হইতে উত্থানের কিছুক্ষণ পরে; গ্রীবা ও দেহ অনাবৃত করিলে; কটীর বস্ত্র শ্লথ করিয়া দিলে।

দ্রষ্টব্য।—"ইহা পলাণ্ডু, রটী, সুরাদি মাদকদ্রব্য, ধুমপান ও তাম্রকূট চর্ব্বণের দোষ নাশক" (এইচ: সি: অ্যালেন্)।

শক্তি।—(ডাং ক্লার্ক বলেন লাইকোপোডিয়ামের মাত্রা বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করা উচিত, কারণ অধিক উচ্চক্রমে প্রয়োগ করিলে প্রায় উপস্থিত লক্ষণাদির বৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে)। ৬ষ্ঠ শততমিক হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম।

"কোন পুরাতন রোগের চিকিৎসার সময় লাইকোপোডীয়ামের লক্ষণ সকল অভ্রান্ত ভাবে বর্ত্তমান না থাকিলে, প্রথমে অন্য একটি কচ্ছুবিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়"।

"লাইকোপোডীয়াম্" "রোগের মূলান্বেষী ও দীর্ঘক্রিয়াবিশিষ্ট ঔষধ; সুতরাং ইহার প্রয়োগে সুফলের সূচনা হইবামাত্র দীর্ঘকাল অন্তর প্রযুজ্য।"

ক্রিয়ার স্থায়ীত্ব।—৪০ হইতে ৫০ দিন।

লাইকোপাস্ ভার্জিনিকাস্

(LYCOPUS VIRGINICUS).

প্রস্তুতি।—পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে মুল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ধমনীর অর্ব্বুদ; মূত্রগ্রন্থির পীড়া; কাসি; বহুমূত্র; রক্তোৎকাস; মাথাব্যথা; হৃৎপিণ্ডের বহুবিধ পীড়া; ক্ষয়কাস; সর্প ও মাড়কসা দংশন; সান্নিপাত ও সবিরাম জ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—"ডিজিটেলিসের ন্যায় ইহা হৃদ্রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেহ কেহ বলেন ইহা "ডিজিটেলিস্" অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, কারণ বহুদিন যাবৎ "ডিজিটেলিস্" অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও এক দিবসে সেই সকল মাত্রার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া হৃৎপিণ্ডকে অভিভূত করিয়া ফেলে এবং রোগীকে মৃত্যু মুখে পাতিত করে কিন্তু লাইকেপোস্ প্রয়োগে সেইটী হয় না। বিশেষতঃ বেদনা সহ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াতিশয্য বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। বহিঃসৃতাক্ষিগোলকসহ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিপর্য্যয় বেদনা, শ্বাসাল্পতা এবং শ্রমাসহনীয়তা ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। স্বাভাবিক স্রাব-রোধ সম্ভূত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকৃতিও ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। এতজ্জনিত লক্ষণাদি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সংক্রমণ করিরা থাকে যথা, মলান্ত্র হইতে হৃৎপিণ্ডে, হৃৎপিণ্ড হইতে চক্ষুতে, মস্তক হইতে হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ড হইতে বাম মণিবন্ধে এবং জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীতে এবং তথা হইতে পুনশ্চ মণিবন্ধে ও হৃৎপিণ্ডে ধাবিত হয় (ডাঃ ক্লার্ক)। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রবণতা বা উত্তেজনশীলতা এবং ক্ষীণশক্তি, যন্ত্রণা ও ক্ষীণ নাড়ী এবং অন্যান্য লক্ষণের মূলে যদি নিয়মিত স্রাব রোধ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সেই অবস্থায় লাইকোপাস সর্ব্বাগ্রে প্রযুজ্য। ডাঃ

নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ইহার লক্ষণাদি কখনও একাকী আবির্ভূত হয় না,—একটা উপসর্গ বা আনুষঙ্গিক লক্ষণ তাহার সহিত বর্ত্তমান থাকিবেই, যেমন ফুস্ফুস রোগের সহিত মলতারল্য, রক্তকাসের সহিত হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণক্রিয়তা, হৃদ্বেষ্টপ্রদাহের সহিত বায়ুনলীভুজপ্রদাহ ইত্যাদি। ক্ষয়কাস রোগের কাসি এবং হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়ার সহিত ফুসফুস হইতে শোণিতস্রাব প্রভৃতিতে ইহাদ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—সন্ধ্যার সময় মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিনিচয়ের ক্রিয়াধিক্য; বুদ্ধির কিঞ্চিৎ স্থূলতা (ব্যাসিলিন্: থাইরইডিন্.),—তৎসহ ললাটের উর্দ্ধাংশে অতীব বেদনা; মনঃসংযোগ শক্তির হ্রাস (ব্যাপ্টি: ক্যানাব্ ইন্: ডাল্ক্যা: ল্যাক্-ক্যান্. ন্যাট্ কাব. ওপী:)। মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন্— রোগী দক্ষিণপার্শ্বে টলিয়া পড়ে (অ্যাকোন্: শিরোবেদনা,— প্রথম ললাটে পরে শিরোপশ্চাতে আবির্ভূত হয়,—বেদনা দপ্ দপ্কারী, নিষ্পেষণবৎ, এবং শোণিতসঞ্চয়াধিক্য জনিত পীড়া, এতদস্তে প্রায় হৃৎপিণ্ডের বাধাপ্রাপ্ত গতি ও অবসাদ উপস্থিত হয় এবং তৎসহ বুদ্ধির স্থূলতা প্রকাশ পায়। অর্শের স্রাবরোধ বশতঃ কর্ণমধ্যে শব্দ ও শিরোমধ্যে নিদ্রার বিঘ্নকারী দপ্দপানি।

চক্ষু।—দৃষ্টি ক্ষীণ বোধ হয়, যেন দেহ অত্যন্ত অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; চক্ষুর্দ্বয় পরিপূর্ণ ও ভারবোধ হয়; ললাট পশ্চাতে নিষ্পেষণবশতঃ অক্ষিগোলকদ্বয়কে যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া দিতেছে এইরূপ বোধ (ফস্: মিডর্: স্যাঙ্গিউই:)। বামদিকে চক্ষুর উপরে অতীব্র বেদনা। দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে এবং বাম অণ্ডকোষে যুগপৎ স্নায়ুশূল; [দক্ষিণ চক্ষুর উপরে, অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: চেলিড্: মেজের্: সাইলি:]। বহিঃসৃতাক্ষিগোলক সহ হৃৎপিণ্ডের শতিশয্য (থাইরইড্:)।

উপজিহ্বা।—তালুমূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয়ের পশ্চাতে বিবমিষার উদ্রেক; চা ভেষজগন্ধযুক্ত উদ্গারান্তে উপশম। তদন্তে উপবেশনকালে নিরন্তর গাত্রঘূর্ণন ও পদচারণকালে টলিতে থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—প্রচণ্ড অন্ত্রশূলান্তে তরল মল বেগে নির্গত হয়; মল, চিক্কণ, ঈষৎ কপিশবর্ণ (ডাল্ক্যা:) এবং দুর্গন্ধ; প্রথমে অর্দ্ধ তরল (ইস্কীউ:) মল নির্গমনসহ কুন্থন মলান্ত্রের ক্রিয়াধিক্য, মলতারল্য জনিত উপসর্গ; সর্ব্বদাই মলবেগ বর্ত্তমান,—বাহ্যে গেলেই হয় কেবল মলদ্বারবেষ্ট পেশীর উপর আয়ত্ত থাকায় অসাড়ে মল নির্গত হইতে পারে না। কামলা রোগাধিকারে মলতারল্য,—হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণক্রিয়তা জনিত। মল কাঠিন্য,—ছয় বা সাত দিবস পরে শুষ্ক কর্দ্দমবৎ মল নির্গত হয়। রুদ্ধ অর্শস্রাব।

প্রস্রাব।—বহুল পরিমাণে জল পান করে, এবং প্রত্যহ ৪।৫ সের প্রস্রাব হইয়া থাকে; প্রবল তৃষ্ণা,—অতি শীতল জলে ব্যতীত তৃপ্তি হয় না; রোগী অত্যন্ত ক্রোধপ্রবণতা প্রদর্শন

করে ; পুত্রকলত্রাদির সহিত পর্য্যন্ত কথা কহিতে অনিচ্ছুক,—বহুমূত্রাধিকারে (পুত্রকলত্রাদিব প্রতিও বীতরাগ = অ্যাসিড্-ফ্লু: অ্যাসিড্-ফস্: ফস্.)। মধুমেহ বা সশর্কর বহুমূত্র ; ভয়ানক তৃষ্ণা ও শীর্ণতা। মূত্রস্থলী শূন্য থাকিলেও যেন পরিপূর্ণ ও স্ফীত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ। মূত্রের তলানিতে শ্লেষ্মা, উপঝিল্লির কোষাণু পুংবীজাণু ও বিদ্যমান থাকে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—যুগপৎ চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনা ও অণ্ডকোষের মধ্যে বেদনা। উপবেশন কালে বা বেলা ১ টার সময় অণ্ডকোষের মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যথা কিম্বা মধ্যে মধ্যে শূলবেধবৎ বেদনা,—বেদনা দক্ষিণ অণ্ডকোষ হইতে বাম অণ্ডকোষে সঞ্চারিত হয়,—গাত্রোত্থানান্তে বৃদ্ধি। দক্ষিণ অণ্ডকোষ হইতে বাম অণ্ডকোষে, পুনশ্চ দক্ষিণ অণ্ডকোষে এবং তৎপরে উভয় কোষ মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা,—বেদনা এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র সন্ধ্যাকালে স্থায়ী হইয়া থাকে,—কুচকী প্রদেশের মধ্যে নিরন্তর ব্যথা। বাম অণ্ডকোষের মধ্যে তীক্ষ্ণ শূলাঘাতবৎ বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তবস্রাব অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে ৬ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়া থাকে ; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব। যোনি পথ অত্যন্ত উষ্ণ এবং জরায়ু গ্রীবা শোণিত পূর্ণ ও স্ফীত। বিপটদেশ ও যোনি বহির্ভাগ স্ফীত এবং যোনিদ্বার প্রসারিত হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—সন্ধ্যা ৭টার সময় স্বরনলীর সঙ্কোচন [ব্রোম্. ইগ্নে: ম্যাঙ্গে: লোবেল্:], অণ্ডনালাযুক্ত মূত্ররোগ অধিকারে। সন্ধ্যা ৭ টার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত (ইল্যাপ্স. ষ্ট্যান্.) ও দীর্ঘ নিশ্বাসের ন্যায় [ডিজি: গ্লোন্: লিসিন.], হাঁপানির এবং বায়ুনলীভুজ মধ্যে শ্লেষ্মাশ্রয়-জনিতবৎ শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ ; বৃদ্ধি = শারীরিক আয়াসান্তে,—বিশেষতঃ সোপানারোহণকালে (আর্স: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-নাই: হ্রাস আইবির. ষ্ট্যান্: অ্যামন্-কার্ব:)। কাসি,—শোণিত-রঞ্জিত গয়ার উঠে (সিঙ্কো. ডিজি: ইপিক্: ফেরাম: মিলিফোল্:) এবং হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণক্রিয়তা, সন্ধ্যার পর এবং রাত্রে প্রচণ্ড কাসি হইতে থাকে অথচ নিদ্রাভঙ্গ হয় না ও বায়ু শীতল হইলেই বা শীতল বাতাস সংস্পর্শে কাসি পুনরাবির্ভূত হয়। গয়ার মলিন, ঈষৎ মিষ্টস্বাদযুক্ত এবং কটু ; সময়ে সময়ে অতি কষ্টে উত্থিত হয়। বক্ষগহ্বরের নিম্নার্দ্ধে দৃঢ়াবদ্ধভাব এবং শ্বাস্ প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ও তন্মধ্যে অতীব্র বেদনা বোধ হয় ; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি। মলতারল্য সংযুক্ত ফুস্ফুসের পীড়া। ক্ষয়কাসের সূচনা—বাম ফুস্ফুসের শিখর (লীল-টাইগ্:) দেশ আক্রান্ত হয়,—মধ্যে মধ্যে শোণিত লাঞ্ছিত গয়ার নির্গত, দ্রুত অথচ ক্ষীণ নাড়ী এবং ঈষৎ জ্বরভাব হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত দৃঢ়াবদ্ধ ভাব এবং স্পর্শাসহনীয়তা ; নাড়ীদ্রুত এবং অসম-বেগযুক্ত। হৃদগ্র এবং শিখর দেশে বাতাশ্রয়জবৎ বেদনা (ক্যাল্মীয়া.) এবং তদন্তে বাম মণিবন্ধে বা কবজীতে, দক্ষিণ জঙ্ঘাডিমস্থ পেশীর বাম পার্শ্বে এবং কণ্ঠাস্থিরতলদেশে এবং পুনশ্চ বাম মণিবন্ধে ও হৃৎপিণ্ডের শিখরদেশে ঐরূপ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডেরগতি বাধাপ্রাপ্ত ও তন্মধ্যে চাপবোধ। হৃদস্পন্দন এবং পীড়া বৃদ্ধি = প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এবং ঐ বিষয় চিন্তা করিলে (পীড়ার বিষয় মনে ক

পীড়া বৃদ্ধি বা পুনরাবির্ভূত হয়=ব্যারাই: ক্যাল্‌কে-ফস্: অ্যাসিড-অক্স্যাল্: কষ্টি: জেলসি: হেলেনে: মিডব: পেটোল: অক্সাইটোপ: পাইপার: মিথ:)। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিপর্য্যয় ও সবেগগতি তৎসহ বহিঃসৃতাক্ষিগোলক (অ্যামিল: ডিজি: আয়োড: ক্যালী-কার্ব: ক্যাল্মী: স্পাই: ভেরেট ভির্:)। সোপানারোহণ বা ত্বরিত গমনজনিত হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি। হৃৎশূলাধিকারে হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতিবশতঃ অনিদ্রা (অবাম-মিউ: ক্যাম্ফো: ক্লোরোফর্ম: জেল্‌সি: হেলিবো: ক্যালী-ব্রোম্: ভেস্পা:)। শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডের অবসাদ ও অতীব্র ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত গতি। অন্ত্রাশয় মধ্যে অপর্য্যাপ্ত বাষ্পোদ্গম বশতঃ হৃদ্‌স্পন্দন বর্দ্ধিত হয়। দুই চারি পদ গমন করিলেই দাঁড়াইয়া শ্বাস লইতে হয় (আর্স কার্ব্বো-ভেজি: প্রুণাস্: সিপী:); বাম বাহু, মস্তক, পদ এবং চরণ শোথযুক্ত প্রতীয়মান হয় (কেবল বাম বাহু=ক্যাক্ট:—হৃদ্রোগাধিকারে শোথ=ক্যাক্ট: কোলিন্: ডিজি: ক্যালী মিউ: ল্যাক্ ডিফ্লো: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: প্রুণাস; —বৃদ্ধদিগের উদরী=ক্যালী-কার্ব:) এবং মধ্যে মধ্যে বুকাস্থি হইতে বাম পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূত হয়। শিরোবেদনান্তে হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণক্রিয়তা ও বাধাপ্রাপ্ত গতি। আর্ত্তবস্রাব কালে বুদ্ধির জড়তা বা স্থূলতা প্রকাশ পায়, বিটপদেশ স্ফীত এবং অপত্যপথ উত্তাপযুক্ত, এবং তন্মধ্যে বরফ প্রয়োগ করিলে আরাম বোধ হয়; মলকাঠিন্য, মল শুষ্ক ও কর্দ্দমবৎ,—বহিঃসৃতাক্ষিগোলক বা অক্ষিগোলকের বহির্গত ভাব সহ হৃৎপিণ্ডের ঝটীকাবৎগতি এবং তৎসহ বিপট, জননেন্দ্রিয় ও গুহ্যদ্বারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের স্ফীতি বৃদ্ধি; হৃৎপিণ্ড শান্তভাব ধারণ করিলে বিপট স্ফীতিরও লাঘব হইয়া থাকে; প্রস্রাব অতি অল্প, গাঢ় ও কর্দ্দমাক্ত জলবৎ (হ্রাস:); আর্ত্তবস্রাবান্তে সকল লক্ষণেরই উপশম হইয়া থাকে (সিরীয়াম-অক্স্যাল্: ও ল্যাকে:)। মধ্য পশু'কার দক্ষিণ পার্শ্বে হৃৎপিণ্ডের গতি স্পষ্টতর অনুমিত হইয়া থাকে। বক্ষের উর্দ্ধাংশে অর্থাৎ কণ্ঠাস্থি প্রদেশে বিশেষতঃ পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে হৃৎপিণ্ডের প্রথম ধ্বনির অর্থাৎ ত্রিদ্বার অবরোধনী বা কবাটের যুগপৎ সঙ্কোচন জনিত ধ্বনিরই পরিবর্ত্তে দ্বিদ্বার মুখে প্রবিষ্ট শোণিতের পুনরুদ্গীরণ বা পুনর্ব্বার বাহির হইয়া আসা জনিত সুৎকার বা হুস্ হুস শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় ধ্বনি [অর্থাৎ দক্ষিণ হৃদ্‌কোষ হইতে যে বৃহৎ ধমনী ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার সংযোগস্থলে অবস্থিত অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অবরোধনীর যুগপৎ সংকোচনজনিত ধ্বনি] তীক্ষ্ণতর ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ হয় (আইবির্: ক্যালী কার্ব:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৈশিক বাতাশ্রিত বেদনা,—সন্ধি ও পেশীর অগ্রভাগ বা কণ্ডরাদি আক্রান্ত হয়; দেহ সঞ্চালনে ও শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি; উষ্ণ গৃহমধ্যে উপশম। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনা,—সূর্য্যাস্তের সময় বৃদ্ধি।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, দৈহিক পরিশ্রমে, পাদচারণ বা সোপানারোহণে, শয়নান্তে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে, সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময়, প্রাতে এবং শীতল বায়ুতে।

উপশম।—উষ্ণ গৃহমধ্যে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ক্যাক্ট: ক্র্যাটিগাস্: ডিজি: অ্যাসিড-হাইড্রো: আইবির: লয়ো: প্রুণাস্-স্পাই: স্ফাজিউইন্: স্পাইজি:। [ডিজিটেলিস্ নাড়ী সবল অথচ ধীরগতি,—কিম্বা

ক্ষীণ এবং সামান্ত আয়াসে দ্রুততর হইয়া থাকে এবং উর্দ্ধোদর প্রদেশে অবসন্নতা ও বিবমিষা অনুভূত হয়। স্পাইজিলীয়া = নাড়ী মধ্যালোপী বা সবিরাম। কাল্মীয়া = নাড়ী ধীরগতি; বাতাশ্রিত বেদনা। হ্যামামিলিস = অণ্ডকোষের বেদনা।—(হেরিং)]।

দোষঘ্ন।—সিমিসিফিউগা?

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম

ম্যাগ্নিশীয়া কার্ব্বনিকা

(MAGNESIA CARBONICA).

নামান্তর।—কার্ব্বনেট-অভ-ম্যাগ্নেসিয়ম।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচুর্ণ, পরে টিঞ্চার হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হনু-নিম্নপ্রদেশে বেদনা; কৃমি; সর্দ্দি; কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি; বধিরতা, দুর্ব্বলতা; অতিসার; অজীর্ণতা; চক্ষুর বিবিধ পীড়া; অন্ত্র বৃদ্ধি; আর্ত্তবস্রাব বা আর্ত্তব বিলম্বে হইয়া থাকে; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; স্নায়ুশূল; গর্ভাবস্থায় দন্তশূল, বমনেচ্ছা; প্লীহাবেদনা, দন্তশূল।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের পাকস্থলী ও অন্ত্রের পীড়াতে এবং শিশুদিগের উদরাময়ে ও রমণীদিগের কষ্টরজঃ অধিকারে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। পর্য্যায়াবির্ভাবও ইহার একটী প্রধান প্রকৃতি,—এতজ্জনিত লক্ষণাদি প্রতি তৃতীয় সপ্তাহে পুনরাবির্ভূত বা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ডাং অ্যালেন বলেন, অল্পে কাতর এবং ক্রোধন স্বভাব শ্লথ তন্তু এবং গাত্রে অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তির, বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। সংক্ষেপে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ কতিপয় এই:—সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ পদদ্বয় শ্রান্তভাববিশিষ্ট ও ব্যথান্বিত বোধ হয়; নিরন্তর বেদনাক্রান্ত ও চঞ্চল। পাকাশয় ও অন্ত্রস্থলী মধ্যে সময়ে সময়ে তীব্র বেদনার আবির্ভাব, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে। মূর্দ্ধাদেশে বেদনা,—যেন কেহ তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছে (ক্যালী-নাই: ইথীউসা: ফস্:)। নিদ্রা তৃপ্তিপ্রদ নহে। শয়নকাল অপেক্ষা নিদ্রাভঙ্গান্তে রোগী অধিকতর অস্বাচ্ছন্দ্য ও ক্লান্তি বোধ করে (ব্রাই: কোণা: হিপ: নক্স. ওপী: সল্ফ:)। যক্ষ্মা ধাতুগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানদিগের অত্যধিক মাংস ভক্ষণের আগ্রহ। মটরাকৃতি জমাট শ্লেষ্মা গয়ার রূপে নির্গত হয়,—অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত গয়ার। বুকজ্বালা; অম্লাক্ত বাতকর্ম্ম ও উদ্গার, অম্লাক্ত স্বাদ ও বমন; অধিকাংশ উদ্গারই আধ্মান বায়ুপূর্ণ। গর্ভিণীদিগের বুকজ্বালা। শিশুদিগের—উদরাময়; মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণাজনক অন্ত্রশূল,—শিশু যন্ত্রণায় বিভোর হইয়া যায়; পর্য্যায়ক্রমে প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর অন্ত্রশূল আবির্ভূত হয়; মল হরিদ্বর্ণ ও কোমল,—

পচা পুষ্করিণীর ভাসমান শৈবালবৎ এবং তদুপরে শ্বেতবর্ণ মেদকণাবৎ পদার্থ সকল ভাসিতে থাকে। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের পীত দুগ্ধ অজীর্ণ অবস্থায় নির্গত হইয়া যায়। আর্ত্তবকালে তলদেশে ছেদনবৎ যন্ত্রণা; কেবল মাত্র শয়িত অবস্থায় স্রাব হইয়া থাকে; পাদচারণকালে বন্ধ হইয়া যায়। এতজ্জনিত বেদনাদি স্নায়ুশূলবৎ বা বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় হঠাৎ আবির্ভূতও: তিরোহিত হয়; বামপার্শ্বে বেদনাধিক্য; স্থির হইয়া থাকিলে যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠে; রোগী উঠিয়া পাদচারণ করিতে বাধ্য হয়। অন্ত্রশূল—গর্ভাবস্থায়, রাত্রে বৃদ্ধি। মুখের বাম পার্শ্বিক স্নায়ুশূল,—বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায়; স্পর্শ করিলে, জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বা শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তণে বর্দ্ধিত হয়। দক্ষিণ গণ্ডাস্থির স্ফীতি সহ দন্তপশ্চাতস্থিত উদ্ধহনুর অস্থিময় ছিদ্রমধ্যে দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা। ডাঃ কূপার বলেন যে সকল রমণী সংসারের নানা চিন্তায় ও শোক সন্তাপে ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ম্যাগ্নিশীয়া-কার্ব. তাহাদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।—ডাঃ ক্লার্ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—চিত্তের অস্বাচ্ছন্দ্য, তৎসহ হস্তকম্পন ও অন্যমনস্কতা, বিমর্ষ ও বাক্যালাপ করিতে অনিচ্ছুক (অনবরত বকিতে ইচ্ছা ষ্ট্র্যামোন্:—বাক্যালাপ করিতে অনিচ্ছা= আর্জেণ্ট-মেট্: কার্ব্বো-অ্যান্: ক্যামো: ডিজি: জেল্সি: গ্রোন্: ইপিক্: ল্যাকে: ম্যাগ্-মিউ: ন্যাট্-কাব্: ফস্: প্লাম্: সাল্:—পিত্তাধিক্যাধিকারে=ল্যাকে: অজীর্ণরোগে=চেলিড্: জ্বর-ভাবাধিকারে=জেল্সি:—শিরোবেদনাধিকারে=অ্যানাক্: কফী:—শিশুদিগের ক্ষয়রোগে= হাইড্র্যাষ্ট:—বিষাদোন্মাদাধিকারে=আর্জেণ্ট-নাই: পাল্সে:—মর্ম্মপীড়া প্রাপ্তান্তে=ইগ্নে:); সমস্ত দিন ধরিয়া কম্পন, উদ্বেগ ও ভয়,—যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে (অ্যামন্-কার্ব: অ্যামিল্: অ্যাক্টী: চিনিন্-সাল্ফ: অ্যাসিড্-হাইড্রো: কিউপ্রাম: আয়োড্: লরো: স্কুটেলারী: সিপী: ভ্যালি: ভেরেট্-ভির:); শয়নান্তে এভাব দূর হয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—জানু পাতিয়া বসিলে (সিপী:) কিম্বা দণ্ডায়মান (ককীউ:) হইলে,—যেন সমস্ত ঘুরিতেছে এইরূপ বোধ, বিশেষত: সন্ধ্যাকালে (গ্র্যাফ্: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে:)। বাম বাহুর অসাড়তা ও অবিচ্ছিন্ন শিরোঘূর্ণন—দাঁড়াইতে পারে না (ল্যাকে:)। শিরোঘূর্ণন্,—রাস্তায় বাহির হইতে ভীত হয় এবং অনবরত টলিতে থাকে,—ভয় পাছে কাহারও সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় (ক্যাম্ফো: ক্যালী-কার্ব: ও ফস্:)। সমস্ত দিবস অত্যন্ত শিরোবেদনা,—প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে গাত্র ঘুরিতে থাকে এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় বোধ হয় (সাইক্লেমেন্:—সিপী: জিঙ্ক্:)। মূর্দ্ধাদেশে বেদনা,—যেন কেহ রোগীর কেশ আকর্ষণ করিতেছে (ইথীউ: ক্যালী-নাই: ফস্:)। মানসিক পরিশ্রম এবং জনতার মধ্যে অবস্থিত করিলে নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা। কোনরূপ অসন্তোষের কারণ হইলে সূচীবেধবৎ বেদনা। প্রভাতে গাত্রোত্থানান্তর অস্ত্রাঘাতবৎ শিরোবেদনা। ললাটদেশে দপ্ দপানি মুখমণ্ডলে পর্য্যায়ক্রমে রক্তিমা ও ম্লানতা আবির্ভাব এবং শিরোমধ্যে ও করদ্বয়ে উত্তাপবোধ। মূর্দ্ধাদেশে

আঘাতজনিতবৎ ব্যথা বোধ। রাত্রে এবং নিদ্রিতাবস্থায় শিরোবেদনা,—উঠিয়া বসিলে উপশম। মস্তকের ত্বকে মরামাস—জলীয় বায়ু সংস্পর্শে এবং বৃষ্টির সময় কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয়। কেশপতন।

চক্ষু।—চক্ষুসমক্ষে প্লবমান কাল বিন্দুসকল দৃষ্ট হয় (সিঙ্কো: ন্যাট্-মিউ. ফাইজস্: সিপী:)। মসূরাকার ছানি চক্ষুর শ্বেতাংশে আবিলতা বা অস্বচ্ছতা। অক্ষিগোলকের স্ফীতি (গুয়ায়েক. ইগ্নে· হ্রাস.)। চক্ষু শুষ্ক বা অপর্যাপ্ত অশ্রুস্রাবশাল (গৃহমধ্যে শুষ্ক এবং বহির্দ্দেশের বায়ুসংস্পর্শে অশ্রুস্রাবশীল = সল্ফ:)। অক্ষিপ্রদাহ – চক্ষু আরক্তিম, জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা যুক্ত এবং দৃষ্টির অস্পষ্টতা বা তিমির দৃষ্টি। প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে (ক্যালকে-ক্যাম্বো: ক্লীম্যাট্: গ্রাফ· ক্যালী-কার্ব্ ম্যাঙ্গে) এবং তন্মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তির খর্ব্বতা সহ দক্ষিণ কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ, ঝিঁঝিঁ (জিঙ্ক:) সোঁ সোঁ ইত্যাদি নানাবিধ কূজন বা শব্দ। শ্রুতির খর্ব্বতা। কর্ণপ্রদাহ,—অত্যন্ত ব্যথা করে ও বহির্ভাগ আরক্তিম হইয়া উঠে। কর্ণমধ্যে ফড়্ ফড়্ শব্দ (ষ্যাকারাণ্ডা বার্বা অ্যাণ্ট-টার্ট:)। কর্ণমধ্যে টিং টিং শব্দ এবং সময়ে সময়ে বাম কর্ণমধ্যে বেগবান জল প্রবাহের শব্দানুভূতি (ককীউ: লিসিন: পল্সে.)। স্নায়বিক বধিরতা (পেট্রোল প্ল্যাট. সাইলি: সিক্কিল: অ্যাসিড-ফস:) —শ্রবণশক্তির অবসাদ (কঠিন রোগাদির পর)। বধিরতা,—সর্দ্দি হইলে বৰ্দ্ধিত হয় (লিড: পল্সে·)। গাড়ী করিয়া ভ্রমণকালে বা অনেক লোকে কথা বলিলে আদৌ ভাল শুনিতে পায় না, (যানাদি আরোহণ কালে বধির ব্যক্তি উত্তম শুনিতে পায়, অ্যাসিড-নাই: গ্র্যাফ:)।

নাসিকা।—প্রাতে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব (অ্যাম-কার্ব. অ্যাসিড-নাই: ব্রাই: নক্স.)। শুষ্ক সর্দ্দি অধিকারে নাসারন্ধ্র রোধ,—মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করে (অ্যাকোন: কষ্টি: সিঙ্কো নক্স. ফস: স্যাম্বাউ: ষ্টিক্টা.)।

মুখমণ্ডল।—বিবর্ণ, মলিন ও পাংশুবর্ণ। পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডল আরক্তিম ও বিবর্ণ হইতে থাকে (বেল: ককীউ: ইগ্নে: পল্সে)। মুখমণ্ডল চড়্ চড়্ করে,—যেন তদুপরে আঠা পড়িয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে (অ্যালীউ ব্যারাই:—যেন লূতাতন্তু বা মাকড়সার জাল সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে = বোর: ব্রোম ক্যালেন্ড. গ্র্যাফ র‍্যাণান-সিলিরেট: ব্যারাই:)। মুখের বামপার্শ্বের স্নায়ুশূল (কলো: ক্যালী-বাই. প্ল্যাণ্টাগ. ভ্যালি. স্পাইজি. ম্যাগ-ফস:),—বিদ্যুচ্ছলাকাবেধবৎ (চিড়িকমরা) তীক্ষ্ণ বেদনা; স্পর্শ করিলে, জলীয় বায়ু প্রবাহ সংস্পর্শে এবং শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে; রোগী কিছুতেই শয্যায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না,—উঠিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে বাধ্য হয়। রাত্রে গণ্ডাস্থি মধ্যে অত্যধিক বেদনা বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়; গণ্ডাস্থি স্ফীত বোধ হয়। গণ্ডাস্থিমধ্যে নৈশ বেদনা,—ছেদন, বিদ্ধকরণ বা শলাকাবেধবৎ,—স্থির হইয়া থাকিলে যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠে সুতরাং রোগী অনবরত এদিক ওদিক করিতে থাকে। দক্ষিণ গণ্ডাস্থির স্ফীতি ও দন্ত পশ্চাতস্থিত ঊৰ্দ্ধ হনুর বৃহৎ ছিদ্রমধ্যে দপদপানি।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—বিমানারোহণে ভ্রমণ কালে ও শৈত্য সংস্পর্শে বৃদ্ধি; রাত্রে রোগী স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; গর্ভাবস্থায় দন্তশূল (ক্যামো: হায়ো: লিসিন: পল্সে:

ষ্ট্যাফ: সিপী: ট্যাব্যাক:) ; জ্বালা, ছেদন, আকর্ষণ বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা, যেন ঐ স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে, বেদনা রগ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ড স্ফীত হইয়া উঠে ; গ্রীবা ও গ্রীবাপৃষ্ঠ আড়ষ্ট বোধ হয় এবং করাঙ্গুলি ও চরণ যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বোধ হইতে থাকে। আহারান্তে দন্ত মধ্যে দপদপকারী ও শলাকাবেধবৎ বেদনা। জ্ঞান-দন্তোদ্গম বশতঃ পীড়াদি (চিইর‍্যান্থাস = জ্ঞানদন্তোদ্গম বশতঃ বধিরতা, কর্ণস্রাব, নাসারোধ ক্যাল্কে: সাইলি:—অনেক বয়সে জ্ঞানদন্তোদ্গম = অ্যাসিড-ফ্:)। দন্ত সকল দীর্ঘতর বোধ হয় (ক্যামো: কষ্টি: মেজর:)। মাড়ী, গণ্ডাভ্যন্তর, জিহ্বা, ও তালুদেশে জ্বালাজনক পীড়কোদ্গম ; ঐ সকল পীড়কা হইতে সামান্য কারণে শোণিতপাত হইয়া থাকে। রাত্রে এবং প্রভাতে মুখবিবর শুষ্ক ও লালারহিত। রক্তাক্ত লালা (বীউফো: কার্ব্বো-ভেজি: ক্রোটেল্: ড্রোসের: হায়ো: মার্ক-কর: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-নাই:)। মুখ বিবরের উদ্ধাংশে, গণ্ড, চক্ষু ও নাসামধ্যে প্রচণ্ড বেদনা ; উত্তাপ প্রয়োগে উপশম। মুখে তিক্ত বা অম্লাক্ত স্বাদ।

গলমধ্য।—গলক্ষত,—কথা কহিবার ও গলাধঃকরণ করিবার সময় গলমধ্যে তীক্ষ্ণ হুল বা শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। কণ্ঠ ও তালুমধ্যে শুষ্কতা ও কর্কশতা বোধ ও জ্বালা,—মনে হয় যেন শস্যাদির খোসা ঐ সকল অংশে ঘর্ষিত হইতেছে (আর্স: হিপ: নক্স ; ফস:) বা আবদ্ধ হইয়া আছে। তালুমূলপার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় শুষ্ক ও কর্কশ বোধ হয় এবং তন্মধ্য হইতে পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে ;—প্রাতে কোমল ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মটরাকৃতি শ্লেষ্মাগুটী বা জমাট শ্লেষ্মাময় গয়ার উঠে, স্বরনলীমধ্যে ত্বকসংকর্ষণবৎ অনুভূতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাট শ্লেষ্মাগোলক নির্গমন (ককাস ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিক্ত হরিদ্বর্ণ গোলক = মিডহ্নন্:— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলক অতি কষ্টে নির্গত হয় = স্কীলা ; গোলাকার মটরাকৃতি শ্লেষ্মা = ককাস ; মটরাকার বা সিদ্ধ তণ্ডুলখণ্ডবৎ = লাই:)।

পাকস্থলী।—বুকজ্বালা,—বাতকর্ম্ম, উদ্গার, মুখের স্বাদ এবং বমন সকলই অম্লাক্ত (ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: সাইকীউ: কোণা: ক্রোকাস: হিপ: লাই: নক্স-ভম:)। যক্ষ্মাদোষযুক্ত পিতামাতার সন্তানগণ মাংসভক্ষণ করিতে ভালবাসে (ক্রিয়ো: সল্ফ:—মাংসে অরুচি = সিকো: ক্যাস্কে: অ্যাসিড-মিউ: নক্স-ভম: পেট্রোল: সাইলি: সল্ফ:)। অত্যধিক জলতৃষ্ণা, বিশেষতঃ সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে। ফল ও অম্লাক্ত পানীয় পান করিবার আকাঙ্ক্ষা (অ্যাসিড-ফস: ভেরেট)। আহার করিতে করিতে বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন, তৎপরে উকি উঠিতে থাকে এবং লবণাক্ত জল বমন হয়। অম্ল উদ্গার ; নিষ্পেষণ ও সঙ্কোচনবৎ পেটবেদনা। পাকস্থলী মধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি এবং নিষ্পেষণ কাতরতা (ষ্ট্যানাম:)।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে অনমনীয়তা ও সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বা সূচীবেধবৎ বেদনা। থাকিয়া থাকিয়া উদরমধ্যে নিষ্পেষণ, সঙ্কোচন ও শূল বেদনার ন্যায় বেদনা, হরিদ্বর্ণ মলত্যাগান্তে উপশম। উদরের অত্যধিক আধ্মান, অনমনীয়তা এবং ভারবোধ। অন্ত্রশূলান্তে এবং পেট সাঁটিয়া ধরিবার পর প্রদরস্রাব (ন্যাট-মিউ:—যেন নাভি মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা সহ প্রদর স্রাব = ন্যাট-কার্ব্ব:)। নাভিপ্রদেশে ছেদনবৎ বেদনা, আধ্মানবায়ু নিঃসরণান্তে উপশম।

মলাম্ৰ ও মল।—স্নায়বিক অবসাদাধিকারে মলকাঠিন্য বা বাম ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা ও বুকজ্বালা বোধ হয় (ক্লার্ক ও কুপার)। মলতারল্য বা উদরাময়,—বিশেষতঃ শিশুদিগের,—মলত্যাগের পূর্ব্বে ছেদনবৎ শূলবেদনা,—পেট সাঁটিয়া ধরায় রোগী দ্বিভাঁজ হইয়া যায় (কলোসিন্থ: কিউপ্রাম:); প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর মলতারল্যের আবির্ভূতি; মল= ফেনিল (কলো: এল্যাট্: গ্র্যাটী: ক্যালী-বাই সল্ফ:), হরিদ্বর্ণ (অ্যাকোন্: আর্জেন্ট-নাই: ক্যাল্কে-ফস্: ডাল্ক্যা: ইল্যাট্: হিপ্: মার্ক-ভাই. পলিন্: ইপিক:—কিছুক্ষণ থাকিলে নীলবর্ণ হয়=ফস্:—প্রথম পীতবর্ণ কিন্তু কিছুক্ষণ থাকিলে হরিদ্বর্ণে পরিণত হয়=আর্জেন্ট-নাই: হ্রউম:) পচা পুষ্করিণীর ভাসমান শৈবালবৎ এবং তদুপরে শ্বেতবর্ণ মেদকণার ন্যায় পদার্থ ভাসিতে থাকে (কণা মিশ্রিত=ফস্:); স্তন্যপায়ী শিশু যে দুগ্ধ পান করে তাহা অজীর্ণ অবস্থায় মলদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায় (গাম্বোজ: অ্যাব্রোট্: সিঙ্কো. ফের: ওলীয়্যান্:)। কৃমী, (সূত্র ও মহীলতা সিনা: অ্যাস্ক্লি: ফের্: আসেরাম্: মাক্. সাইলি: স্পাই: ষ্ট্যান্: স্যাবাড্: র‍্যাটান্: মিডহ্বন:)।

প্রস্রাব।—প্রস্রাববাহুল্য এবং মূত্র সঞ্চয়াধিক্য,—মূত্র ফিকা, জলবৎ বা হরিদাভ; তলানি শ্বেতবর্ণ। আসন হইতে গাত্রোত্থান বা পাদচারণ-কালে অজ্ঞাতসারে মূত্র স্রাব (পাদচারণকালে=কষ্টি: ফেব্: ন্যাট্-মিউ: রীউটা: জিঙ্ক:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—বায়ুত্যাগকালে মূত্রাধারের মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে লালা স্রাব (মলত্যাগকালে বেগ দিলে=ক্যাল্কে: কোণা: ইগ্নে: ক্যালী-বাই: ন্যাট-মিউ: নক্স: ফস্: সেলিন্: সিপী: সাইলি:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—বিলম্বে প্রকাশ ও স্বল্প স্রাব; অপরাহ্নে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়; স্রাব কষায় (বোভি: কার্ব্বো-ভেজি. কষ্টি: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: ন্যাট-সালফ: পেট্রোল: থ্রাস সার্স1: সাইলি:), কাল আলকাতরার ন্যায় [ক্যাক্ট্: অ্যাসিড-কার্ব্বল: ক্যামো: ক্রোক্: সাইক্লে: ক্রিয়ো: ল্যাকে: প্ল্যাট্: পল্সে: সিকেলি: স্কষ্টি:]; স্রাবাবিভাবের পূর্ব্বে নাসাপরিস্রাব [গ্রাফ:]এবং নাসারোধ,প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা [বেল্: বোভি:ক্যামো: সাইনা: হায়ো: মীউরেক্স্: সিপী.], ছেদনবৎ অন্ত্রশূল [কলো: ক্যামো: ক্রোক: ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ্-ফস্: পাল্সে: সিপী:], গলক্ষত, আবল্য, শীতার্ত্ততা এবং কোমর বেদনা [ক্যাল্কে: কষ্টি: লাই: স্পঞ্জী: ভাইবান্: অষ্টিল্: কলোফিল:]; ঋতু অকালাবির্ভবশীল, স্রাব অপর্য্যাপ্ত, এবং কেবলমাত্র রাত্রে [অ্যামন্-কার্ব: অ্যামন্-মিউ: বোভি: ন্যাট্-মিউ: জিঙ্ক:] কিম্বা শয়িতাবস্থায় [ক্রিয়ো:] স্রাব হইয়া থাকে, পাদচারণকালে বন্ধ হইয়া যায় [অ্যামন্-মিউ: ক্রিয়ো: স্রাব হয়=কষ্টি: লীলি-টাই:—কেবলমাত্র দিবাভাগে স্রাব হয়—শয়ন করিলেই থামিয়া যায়=ক্যাক্ট্: কষ্টি: লীলিয়াম্:]; যেন অন্ত্র ও জরায়ু আদি সমস্ত নীচের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ বেদনা সহ রজঃস্রাব; উদর টিপিলে এবং হেঁট হইলে উপশম। প্রদর,—স্রাব কষায়, শ্বেতবর্ণ এবং আমময়—অন্ত্রশূলান্তে স্রাব হয়। প্রতি আর্ত্তবস্রাবের সময় হস্তপদাদিতে বেদনা ও অসাড়তা, বাম ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা এবং মূর্চ্ছা ও ভূতলে পতন ঘটিয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি—রাত্রে আক্ষেপিক কাসি; স্বরনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি;

প্রাতে এবং দিবাভাগে পীতবর্ণ, তরল বা গাঢ় আঠাবৎ শ্লেষ্মাময় কিম্বা ঘোর রক্তময় গয়ার,—স্বাদ লবণাক্ত (লাই: পল্‌সে: ষ্ট্যান:)। কাসি,—সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। কোমল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মটরাকৃতি শ্লেষ্মাগুটী, গুটীকা সকল গয়ারের সহিত নির্গত হয়। বক্ষের উপর চাপবোধ এবং পাদচারণ কালে শ্বাসাল্পতা (এরাণ্ডো: আর্স. কার্ব্বো-ভেজি: প্রুণাস: সিপী: সল্‌ফ: সোরিন:—দ্রুত পাদচারণকালে = ন্যাট-মিউ: পল্‌সে:)। বাম বক্ষে ও হৃদ্‌প্রদেশে তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা ও ক্ষতান্বিত ভাব। রাত্রে গলরোধ সহ হৃদ্‌স্পন্দন এবং সমগ্র বামবক্ষে বেদনানুভূতি। বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধভাব (অ্যাকোন্: আর্স্: নক্স: ফস: পল্‌সে)। সূত্রকৃমীগ্রস্থ রোগীর নৈশ আক্ষেপিক কাসি,—বিশেষতঃ শয়নান্তে।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা আড়ষ্ট (বেল্: ব্রাই: অ্যাসিড্-নাই: হ্রাস: সল্‌ফ:)। কটিদেশ যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা,—বিশেষতঃ রাত্রে [সবিরাম জ্বরাধিকারে = ইউপেট্:—বাধকাধিকারে = জ্যান্থক্স্:]। দক্ষিণ স্কন্ধ যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে বাহুচালনা কালে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয় [অ্যালীউ: সল্‌ফ:—বাম স্কন্ধে = ভেস্পা:]। স্কন্ধবাত,—বেদনা বশতঃ হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না। অঙ্গুলির উপর বিস্তৃতিপ্রবণ ফোস্কা বা রসগুটী উদগম। নিম্নাঙ্গ সকল, বিশেষতঃ জানুসন্ধি, অত্যন্ত ব্যথা করে। জানুর ভাঁজমধ্যে স্ফীতি। পাদচারণকালে জানু এবং শয়িতাবস্থায় চরণ ব্যথা করিতে থাকে। রাত্রে জঙ্ঘাডিমস্থ পেশী মধ্যে খাল ধরে (ফের্: ম্যাগ-মিউ: মিডহ্নন্: নক্স: সল্‌ফ: লিসিন·) মৃগী—সচৈতন্য অবস্থায় হঠাৎ পড়িয়া যায়।

ত্বক।—রসগুটী এবং ঘনবটী সময়ে সময়ে অত্যন্ত চুলকায় (হ্রাস:)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাময় আরক্তিম বিসর্পিকা হইতে শল্ক উঠিতে থাকে। আমবাত,—হস্তপদাদি এত স্ফীত হইয়া উঠে যে অঙ্গুলির সন্ধি সকল অদৃশ্য হইয়া যায় এবং কর্ণ মধ্যে সোঁ সোঁ ভোঁভোঁ ধ্বনি শ্রুত হয়।

নিদ্রা।—তলপেটে চাপবোধ বশতঃ রাত্রে অনিদ্রা। অতৃপ্তি নিদ্রা,—শয়নের সময় অপেক্ষা শয্যাত্যাগের সময় রোগী অধিক অবসাদ এবং অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে (ব্রাই: কোণা: হিপ: ওপী: সল্‌ফ:)। রাত্রি ২ বা ৩ টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় আর নিদ্রা হয় না। দস্যু, চৌর, অগ্নি, বন্যা, ধন, দুর্ঘটনা প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইয়া বা ক্রন্দন করিয়া উঠে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—শীতবোধ,—যেন কেহ গাত্রে জল ঢালিয়া দিল (অ্যাণ্ট্-টার্ট: লিড: স্যাবাই:)। রাত্রি ৯ টার সময় কম্প ও শীত,—শয্যার উত্তাপেও শীতের লাঘব হয় না। রাত্রি ১০ টার সময় হঠাৎ কম্পন ও শীতাবির্ভাব,—অথচ উত্তাপ, স্বেদ বা তৃষ্ণা কিছুই প্রকাশ পায় না (উত্তাপ বা স্বেদ ব্যতীত = বোভি: সল্‌ফ:)। পদদ্বয় অত্যন্ত শীতল,—যেন জলের মধ্যে দিয়া আসিয়াছে (যেন জলে দাঁড়াইয়াছিয়াছিল = সিপী:)। শীত পৃষ্ঠের উপর হইতে নিম্নদিকে ধাবিত হয়,—গৃহবহির্ভাগে ব্যায়ামান্তে উপশম। উত্তাপাবস্থা,—সমগ্র দেহে প্রখর উত্তাপ (যেন ধমনীর মধ্যে উত্তপ্ত-জল প্রবাহিত

হইতেছে=আর্স. ব্রাই: হ্রাস)। রাত্রে অত্যধিক আভ্যন্তরিক উত্তাপ, রোগী শয্যায় থাকিতে পারে না অথচ ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে বাহিরেও যাইতে পারে না (ব্যারাই নক্স:)। গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারে না (বেল·—গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলেই শীত বোধ হয়=নক্স:)। মস্তকে, মুখমণ্ডলে ও করতলে উত্তাপ বোধ। ঘর্ম্মাবস্থা,—অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম, রাত্রি ১২ টা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত, ঘর্ম্ম=অম্লগন্ধযুক্ত, তৈলবৎ, সহজে ধৌত করা যায় না, বস্ত্রাদিতে লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয়। উত্তাপ ও ঘর্ম্ম এক পার্শ্বগত, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে।

বৃদ্ধি।—প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর, শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে, স্থির হইয়া থাকিলে, দুগ্ধপানে, আর্ত্তবস্রাব কালে শয়িতাবস্থায়, রাত্রে, দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিলে, শৈত্য সংস্পর্শে, গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে, জানু পাতিয়া বসিলে, উষ্ণ দ্রব্যাদি আহারে, শয্যার উত্তাপে এবং জলীয় বায়ু প্রবাহ সংস্পর্শে।

উপশম।—পাদচারণ কালে, উত্তাপ প্রয়োগে, শীতল জলে (দন্তশূল) এবং উদর টিপিলে।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক—ক্যামোমিলা।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—আর্স ক্যামো (স্নায়ুশূলাদি সম্বন্ধে) এবং মার্ক নক্স পল্‌স. হুউম্· (অন্ত্রাশয়ের পীড়ায়)।

সদৃশ।—অ্যালো অ্যাণ্ট ক্রুড ক্যাল্‌কে· কলো গ্রাফ ইপিক্ লাই: অ্যাসিড-নাই· নক্স মস্ সাইলি ব্যাটান্ ল্যাক্ ডিফ ল্যাক্ ক্যান্।

তুলনীয়।—ম্যাগ্নিশীয়া. অ্যাণ্টি ক্রুড (শিরঃপীড়া), ক্যাল্‌কে বিউম: (মলে অম্লগন্ধ) নক্স (অম্লাক্ত শ্বাস প্রশ্বাস), ইপিকা (বমন ও মল), কলোসি (পেটবেদনা), ক্যামো: (স্নায়ুশূল) স্যাঙ্গু (বাত), অ্যামন-মিউর (আর্ত্তব) ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ০ দিন।

ম্যাগ্নিশীয়া মিউরীয়েটিকা

(MAGNESIA MURIATICA)

নামান্তর।—ম্যাগ্নিশীয়া ক্লোরাইড।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ঔষধ হইতে ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—পৈত্তিক লক্ষণ; মূত্রাধারের পক্ষাঘাত; পাকাশয় শূল, কোষ্ঠবদ্ধ; বধিরতা, অতিসার, বাধক; পায়ে ঘর্ম্ম, অজীর্ণতা, মাথাব্যথা; অর্শ; হৃৎপিণ্ডের পীড়া, বুকজ্বালা, মূর্চ্ছাবায়ু; শ্বেতপ্রদর; যকৃতের

পীড়া ; কষ্টরজঃ ; নৈশরেতঃক্ষরণ ; পূতিনস্য ; হৃৎস্পন্দন ; গর্ভাবস্থায় বমন ; বমনেচ্ছা ; ঘ্রাণশক্তির ব্যত্যয় ; প্লীহার বিবৃদ্ধি ; পাকস্থলীর পীড়া ; আস্বাদ বিকৃতি ; কষ্টে মূত্রত্যাগ ; জরায়ুতে বেদনা ; জরায়ুর কাঠিন্য রোগ ; মুখদিয়া জলউঠা ; হুপ্‌কাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্ত্রীলোকদিগের নানাবিধ পীড়ায় ইহার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। আজকাল অনেক চিকিৎসকই ম্যাগ্নিশীয়া-কাবঃ ও ম্যাগ্নিশীয়া-মিউরঃ প্রায় ব্যবহার করেন না ; সেই জন্য ডাক্তার কেণ্ট বলেন যে এই দুইটী ভেষজের সুব্যবহারে অনেক রোগ সারিয়া যায় কিন্তু উহাদের ব্যবহারের অভাবে সেই সকল রোগ এক্ষণে নিরাকৃত হয় না। ডাঃ অ্যালেন বলেন—জরায়ুবিকৃতি সংশ্লিষ্ট আক্ষেপিক ও গুল্মবায়ুসম্ভূত পীড়াদিতে এবং যে সকল রমণী বহুকাল যাবৎ পিত্তাধিক্য ও অজীর্ণ রোগাদি ভোগ করিতেছেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। যকৃদ্বিবৃদ্ধি ও যকৃৎ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, ক্ষীণ, শীর্ণ শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে দুগ্ধ পরিপাকক্ষমতা হানতা এবং বয়স্ক পুরুষদিগের যকৃদ্বিকৃতি ও জননেন্দ্রিয়ের পীড়া প্রভৃতি অবস্থায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। ইহার কয়েকটী বিশিষ্ট লক্ষণ এই —শব্দকাতরতা, শিরোবেদনা,—যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইতেছে, প্রতি ছয় সপ্তাহান্তর আবির্ভাব ; মস্তকে অত্যন্ত স্বেদোদ্গমপ্রবণতা ; মুখ হইতে অনবরত শ্বেত ফেন স্রাব ; পচা ডিম্ব বা পলাণ্ডুগন্ধযুক্ত উদ্গার, দন্তশূল, দন্তে কোন ভক্ষ্য দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে অসহনীয় যন্ত্রণা ; যকৃৎ, বৃহৎ ও অনমনীয় ; পাদচারণকালে ও স্পর্শ করিলে যকৃৎ মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে বেদনাধিক্য ; মল কাঠিন্য—কঠিন গুটিকাময় মল, মলদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া চূর্ণ হইয়া নির্গত হয় ; দন্তোদ্গমোন্মুখী শিশুদিগের মল কাঠিন্য ; মূত্র ফিকা পীতবর্ণ, মূত্রস্থলীর উপর পেটের চাপ দিলে তবে মূত্র নির্গত হয়, আর্ত্তবস্রাব সময় অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব, স্রাব চাপ চাপ শোণিত, পাদচারণকালে কটিদেশে বেদনা, এবং উপবেশন করিলে, উরুতে পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয় ; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব,—রাত্রে শয্যায় শয়ন কালে অত্যধিক, মূর্চ্ছাবায়ুর আক্ষেপ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ; প্রতিবার মলত্যাগ কালে প্রদরস্রাব কিম্বা জরায়ুর আক্ষেপ ; উপবেশন কালে হৃদ্‌স্পন্দন ও হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে বেদনা, এদিক ওদিক বেড়াইলে উপশম ; রোগী সর্ব্বদা মানসিক উদ্বেগযুক্ত এবং অস্থির ; সামান্য মানসিক পরিশ্রমে অসুখ বোধ হয় ; আহারের সময়ে বা পরে বিবমিষার আবির্ভাব হয়, উদ্গার উত্থিত হইতে থাকে, কম্পন এবং অবসন্নতা বোধ হয় ; উদ্গারান্তে উপশম।

লক্ষণাবলী।

মন।—বাক্যালাপে বিরক্তি (ক্যামোঃ বেল্ঃ আর্জেণ্ট-নাইঃ ইগ্নেঃ ল্যাক-ডিফঃ ক্যালী-ফসঃ ম্যাঙ্গেন-অ্যাসেটঃ অক্সাইট্রোপঃ ষ্ট্যানঃ) ; নির্জ্জনতাপ্রিয় (অ্যানাক্‌ঃ বেলঃ ক্যামোঃ সাইকীউঃ জেলঃ ইগ্নেঃ ল্যাক-ডিফঃ নক্স-ভমঃ টিলী-ইউঃ) সর্ব্বদা [illegible] ন এবং রোদন প্রবণ (এপীসঃ কষ্টিঃ চেলঃ সাইকীউঃ সাইক্লেঃ গ্র্যাফঃ ল্যাকী[illegible] উঃ পলসেঃ)। গলমধ্যে অবস্থিতি কালে মানসিক উদ্বেগ ; [illegible] গার,—পচা

পরিশ্রমে অসুখ উৎপন্ন হয় (সিপ্পো: ল্যাকে:)। পুস্তকাদি পাঠ কালে রোগিনীর মনে হয় যেন অন্য কেহ তাহার সহিত সেই পাঠ পুনরাবৃত্তি করিতেছে এবং রোগিনী সেই জন্য দ্রুতবেগে পাঠ করিতে থাকে।

মস্তক।—মস্তক ভার ও টলিয়া পড়িতেছে এইরূপ বোধ বশতঃ মনে হয় সে পড়িয়া যাইবে। শিরোঘূর্ণন,—প্রাতে গাত্রোত্থানকালে (ম্যাঙ্গিন্: রীউটা: সিপী:—গাত্রোত্থানের পর = লাই:) এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় (ক্যাল্কে-ফস: হিপ: মধ্যাহ্ন ভোজনের পর = ন্যাট: সল্ফ: জিঙ্ক:); নির্ম্মল বায়ু সেবনান্তে অপসারিত হয় (ক্যাম্ফো: কষ্টি: গ্র্যাফা: ট্যাবাক: গৃহ মধ্যে উপশম = ক্যালী-কার্ব: ক্রিয়ো:)। ললাট দেশে অসাড়তা বোধ (অ্যাসিড-ফ্লু: অ্যাসিড-মিউ:); মস্তকে জড়তা অনুভূতি; প্রাতে জাগ্রত হইবার সময় এবং শায়িত অবস্থায় বৃদ্ধি; নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণাদি ব্যায়ামে এবং গরম বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিলে উপশম বোধ হয় (আর্স: সোরিন্.)। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, মস্তকের যে পার্শ্ব উপাধানের উপর ন্যস্ত থাকে সেই পার্শ্বে যেন উত্তপ্ত জল তরঙ্গায়িত হইয়াছে এইরূপ বোধ ও ঝিঁঝিঁ শব্দ অনুভব। শিরোবেদনা,—প্রতি ছয় সপ্তাহ অন্তর; ললাটদেশে এবং চক্ষুর্দ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে এইরূপ বেদনা; দেহ বা মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি (বেল: ব্রাই: গ্লোন: লাই:) এবং গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে (আর্জেণ্ট-নাই: বেল: মার্ক: নক্স-ভম:), শয়নান্তে উপশম (ক্যাল্কে: সিপ্পো: ইগ্নে: লাই: মিনীয়্যান: ন্যাট-মিউ: অ্যাসিড-নাই:); সবলে নিষ্পেষিত করিলে (গুয়ায়েক: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: পল্সে:) এবং উত্তমরূপে গরম বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিলে (ব্রাই. ফস: অ্যাসিড-পাই: সাইলি: ষ্ট্রন:—দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিলে উপশম = আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে.)। মূর্দ্ধাদেশের চৈতন্যাধিক্য বা স্পর্শ সহ্য হয় না ও রগে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা; মূর্দ্ধাদেশে বোধ হয় যেন কেহ কেশাকর্ষণ করিতেছে (ইথীউ: ক্যালী-নাই: ফস: ম্যাগ-কার্ব.)। শিরোমধ্যে উত্তাপবোধ ও যেন মস্তকের উভয় পার্শ্ব নিষ্পেষিত হইতেছে (অ্যাসিড-ফ্লু: অ্যাক্টী: ফর্মিকা: প্ল্যাট: —পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল ডিম্বাধার প্রদাহ এবং প্রদর সহযোগে বোভি: ককীউ:) এবং মস্তক নিষ্পেষিত করিলে ললাটদেশে দপদপানি।' মস্তকে অত্যন্ত স্বেদোদ্গমপ্রবণতা (ক্যাল্কে: ক্যামো: মার্ক: পল্সে: স্যানিক: সাইলি:—দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক = ম্যাগ-কার্ব:)।

চক্ষু।—আলোকের দিকে দৃষ্টি করিলে চক্ষে জল আইসে এবং জ্বালা বোধ হয়। চক্ষুর শ্বেতাংশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় (বেল. ইউপেট-পার্ফো:ল: চেলিড: হিপ: ল্যাকে: মাইরি: অরাম-মিউর:) চক্ষুর্দ্বয় প্রদাহান্বিত, তীব্র জ্বালাযুক্ত ও আরক্তিম। সন্ধ্যার পর দীপ-শিখার চতুর্দ্দিকে হরিদ্বর্ণ শোভা বা গোলক দৃষ্ট হয় (ফস: সিপী: সল্ফ:); অক্ষিপুটের উপর দদ্রু এবং রমণীদিগের রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ সকল বাহির ও বিলীন হয়।

কর্ণ।—অত্যধিক শব্দকাতরতা (অ্যাকোন: বেল: ল্যাকে: নক্স-ভম: ওপী: থিরিড:)। শ্রুতিহীনতা বা ভাল শুনিতে পায় না; যেন শ্রবণ পথে কি একটা পদার্থ পথরোধ করিয়া অজীর্ণতা', দক্ষিণ কর্ণে = সাইক্লে:—যেন একখণ্ড পর্ণ আবদ্ধ হইয়া আছে = অ্যাসিড-সল্ফ:—

কর্ণপটহের সম্মুখে কি একটা পথরোধ করিতেছে (ক্যাল্কে:)। কর্ণরন্ধ্র মধ্যে দপদপানি (ক্যাল্কে: কষ্টি: মিডর: ন্যাট-মিউ:—যেন স্ফোটক উদ্গত হইতেছে এইরূপ দপদপানি= অ্যানাম্বির:)।

নাসিকা।—সর্দ্দি অধিকারে—শিরোমধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ এবং ঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তির লোপ হইয়া থাকে (ক্যাল্কে: হিপ: সাইক্লে: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট কার্ব্ব: ন্যাট-মিউ: সোরিন: পল্সে: সিপী: সাংলি: অ্যাসিড-সল্ফ·) ; নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পীতবর্ণ তরল শিক্নী স্রাব (ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-আয়োড: টিউক্রি: ন্যাট-কার্ব্ব:)। নাসাপরিস্রাব, কষায় ত্বকক্ষয়কারক জলবৎ (এরাম-ট্রাই: সীপা: ক্যালী-আয়োড: লাই: মার্ক: নক্স:), রাত্রে নাক বন্ধ (ক্যাল্কে: লাই: ন্যাট-কার্ব্ব: নক্স· স্যাম্বীউ)। নাসারন্ধ্র অত্যন্ত স্পর্শাসহ এবং তন্মধ্য মরা মাস বা ছাল নির্গত হয় ; নাসারন্ধ্র ক্ষয়িতত্বক বা ক্ষতযুক্ত। নাসিকা বা নাসাপুটদ্বয় স্ফীত ও আরক্তিম। রন্ধ্রমধ্যে ক্ষতমুক্তবৎ ব্যথা ও জ্বালা। নাসিকাব নিম্নাংশে উত্তাপবোধ,—প্রাতে বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডল।—ম্লান, পাণ্ডু বা পাংশুবর্ণ প্রতীয়মান হয়। মুখের অস্থি মধ্যে খাল-ধরা মত বেদনা (ম্যাগ-ফস: মেজের: প্ল্যাটি:)। মুখমণ্ডলে ও ললাটে ব্রণাদি উদ্ভেদোদ্গম,—রাত্রে, উষ্ণ গৃহমধ্যে এবং রজঃস্বলা হইবাব পূর্ব্বে বৃদ্ধি। নিম্নোষ্ঠেব লাল অংশেব পার্শ্বে বৃহৎ রসগুটী (কমোক্লে: ন্যাট-সল্ফ:) উদ্গম,—প্রথমে কণ্ডুয়নশীল হয় এবং পরে জ্বালা করিতে থাকে।

মুখবিবর।—দন্তশূল—আক্রান্ত দন্তে খাদ্যাদি প্রবিষ্ট হইলে যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠে। উপরের ক্রোটক বা সম্মুখ দন্তদ্বয় দীর্ঘতর বোধ হয়। দন্তমাড়ী ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহা হইতে সহজে শোণিতপাত হইয়া থাকে। ধীবদন্তোদ্গম,—তৎসহ উদর স্ফীতি ও মলকাঠিন্য। মুখ ও ত'লু শুষ্ক অথচ তৃষ্ণাবহিত (নক্স-মস:)। জিহ্বা ক্ষয়িতত্বক ও অত্যধিক জ্বালাযুক্ত। প্রভাতে জিহ্বা শ্বেতলেপাচ্ছন্ন, কিম্বা জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় পরিচ্ছন্ন, বৃহৎ, শিথিল ও পীতবর্ণ,—তৎসহ যকৃতেব কাঠিন্য বা অনমনীয়তা। মুখবিবর বোধ হয় যেন অতি উত্তপ্ত দ্রব্যেব সংস্পর্শে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। মুখ হইতে অনবরত শ্বেতবর্ণ ফেনিল লালা নির্গত হয়।

গলমধ্য।—গলমধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ বা হাজা অনুভূতি,—বৃদ্ধি সন্ধ্যার সময় ও বাত্রে। স্বরভঙ্গ অধিকারে গলমধ্য শুষ্ক ও কর্কশতাযুক্ত বোধ হয়। বোধ হয় যেন পাকস্থলী হইতে একটী গুল্ম উত্থিত হইয়া গলমধ্যে আবদ্ধ হইতেছে (অ্যাসাফি: ইগ্নে: ল্যাক-ডিফ: লাই: মস্ক: নক্স-মস: প্লাটি: সিপী:),—উদ্গারান্তে উপশম হয়। অতি কষ্টে গাঢ় আঠার ন্যায় বা শোণিত-রঞ্জিত কফ নির্গত হয়।

পাকস্থলী।—রোগী ক্ষুধা বোধ করে অথচ কি আহার করিতে ইচ্ছা তাহা বলিতে পারে না [থিরিড:] পরে বিবমিষার উদ্রেক হয়। মিষ্ট দ্রব্য আহারের বাসনা। রাত্রি ৩ টার সময় প্রবল তৃষ্ণা (রাত্রি ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অত্যধিক=ফস্:)। উদ্গার,—পচা

ডিম্বের ন্যায় বা পলাণ্ডুবৎ স্বাদ বিশিষ্ট (পচা ডিম্বের স্বাদ=অ্যাগার: ডায়োস্কো: ম্যাগ-সল্ফ: সোরিন্: টিলী-ইউ: সিপী: সল্ফ:—গর্ভাবস্থায়=ম্যাগ-কার্ব:—পচা—পচা ডিম্ববৎ গন্ধ=ক্যামো: পডো:)। পাদচারণকালে ভুক্ত দ্রব্যাদি গলমধ্যে পুনরুদ্গীরিত হয় (গ্র্যাফ:)। মধ্যাহ্নভোজনের সময় ও পরে প্রবল হিক্কা; পেটে বেদনা বোধ হয়। মধ্যাহ্নভোজনের সময় অবসাদাধিক্য, বিবমিষা এবং কম্পন,—উদ্গারান্তে উপশম। প্রভাতে গাত্রোত্থানান্তে বিবমিষা (অ্যা-ল্যাক্ট: ল্যাক্-ডিফ:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে দপ্‌দপানি (সিনা· সিঙ্কো: হাইড্রাষ্ট: আয়োড: পল্‌সে: ষ্ট্যাস:)। শিশু তাহার নানাবিধ-পীড়াজনক-দন্তোদ্গমকালে দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না; জীর্ণ শীর্ণ, মিষ্ট-দ্রব্য-প্রিয় শিশু,—দুগ্ধ পান করিলে তাহাদিগের পেটে বেদনা উপস্থিত হয় এবং দুগ্ধ অজীর্ণ অবস্থায় নির্গত হইয়া যায় (ইথীউসা: ফের ক্রিয়ো:)। বিবমিষা সহ পেটবেদনা; পুনঃ পুনঃ বিবমিষা সহ মুখ দিয়া জল উঠা।

অন্ত্রাশয়।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে আলোড়ন আরম্ভ হইয়া নিম্নোদরে সঞ্চারিত হয়; উপশম=বায়ুনির্গমান্তে,—পূর্ব্বাহ্নে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা। উদরমধ্যে যেন কি ছিন্ন হইতেছে এইরূপ বেদনা; নিতম্বদেশে ছেদন ও শলাকাবেধবৎ বেদনা। অন্ত্রাশয়ের পেশীমধ্যে ঝিন্‌ঝিন্ করে ও সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। সন্ধ্যার পর অন্ত্রশূল—বেদনা উরুদেশে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (বেল: সিঙ্কো: ডাল্‌ক্যা: লাই: ম্যাঙ্গে:); শূলান্তে প্রদরস্রাব (ন্যাট-মিউ: ন্যাট-কার্ব্ব:)। রাত্রি ২ টার সময় অন্ত্রশূলাবির্ভাব,—রোগী জানু গুটাইয়া শুইতে বাধ্য হয়; গাত্রে কোনরূপ আবরণ রাখিতে পারে না। উদর অনমনীয় ও ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথান্বিত,—স্পর্শ করিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় (ক্যামো: ল্যাকে. মেজ্জের: ওপী: ষ্ট্যান্:)। যকৃৎ মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—পাদচারণকালে এবং স্পর্শ করিলে; যকৃৎ অনমনীয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত;—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে অত্যন্ত বেদনাধিক্য বোধ হয় (বেল: ক্যালী কার্ব: মার্ক:),—বাম পার্শ্বেও শুইতে পারে না কেননা তাহা হইলে বোধ হয় যেন উদর মধ্যে কি একটা ঐ পার্শ্বে আকৃষ্ট হইতেছে; রোগী কেবলমাত্র চিৎ হইয়া শুইতে পারে। অবিচ্ছিন্ন মল-কাঠিন্য ও আধ্মান বশতঃ উদর সর্ব্বদা স্ফীত হইয়া থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,=মল কঠিন, অল্প, বৃহৎ, মেষমলবৎ; ও গুটিলাময়; অতিকষ্টে নির্গত হয়; মলদ্বারের মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া চূর্ণ হইয়া নির্গত হয় (অ্যামন্-মিউ: ন্যাট-মিউ: গুয়ায়েক্: ওপী:) শিশুদের দন্তোদ্গমের সময়ে মলকাঠিন্য (ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম্: সিপী: সাইলি:)। আদৌ মলবেগ রাহিত্য (হাইড্রাষ্ট: লাই: ন্যাট-মিউ: ওপী:—অনেক মল একত্র না হইলে নির্গত হয় না=অ্যালীউ:)। মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা (অ্যালাউ: হিপ: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-মিউ: সোরিন্: সাইলি:)। অর্শ,—মল স্বাভাবিক অথচ মলদ্বারে বেদনা বোধ হয়। মলতারল্যপ্রবণতা,—প্রায়ই উদরাময় হয়। প্রবল উদরাময়—কেবল আম ও রক্তময় মল (মার্ক: ন্যাট্র-কার্ব: নক্স-মস্: অ্যাসিড-অক্স্যাল্: পডো: সোরিন্: পল্‌সে: সল্ফ:)।

প্রস্রাব।—মূত্র,—ফিকা পীতবর্ণ,—অন্ত্রাশয়িক পেশার চাপ না দিলে (অ্যালুম দেখ) প্রস্রাব হয় না (হামগুড়ী দিয়া না বসিলে বা জানুপাতিয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ না করিলে

প্রস্রাব হয় না = প্যারিইরা-ব্রাভা:) ; মূত্রস্থলীর নিষ্ক্রিয়তা (সিপী: হিপ: হায়ো: অ্যাসিড-মিউ: অ্যাসিড-ফস্:)। প্রস্রাবান্তে জ্বালা বোধ। মূত্রপথের অসাড়তা। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়,—প্রতিবারে কতকটা মূত্র মূত্রস্থলী মধ্যে থাকিয়া গেল এইরূপ বোধ (কিউবেব: হিপ:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রভাতে, পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গম তৎসহ শিশ্নমধ্যে জ্বালা। রমণান্তে পৃষ্ঠে জ্বালা। জননেন্দ্রিয়, মুষ্কত্বক প্রভৃতি প্রদেশে দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন। মলদ্বারে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; মুষ্ক শিথিল হইয়া পড়ে এবং প্রায় স্বেদাক্ত থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—স্রাবের সময় স্নায়ুবিধান ও চিত্ত অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ হইয়া থাকে; স্রাব কাল (সাইক্লে: ল্যাকে: পল্সে: ক্যালী-ফল্: ক্যালী-নাই:) এবং চাপ চাপ (ক্রোক্: সিকেলি: ক্যালী-নাই: প্ল্যাট:); আক্ষেপ ও বেদনা,—পাদচারণ কালে কটিদেশে বেদনাধিক্য বোধ, উপবেশনকালে বেদনা উরুমধ্যে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। আর্ত্তব-স্রাবকালের বেদনা কটিদেশ নিষ্পেষিত করিলে উপশমিত হয়। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব রাত্রে শয়িতাবস্থায় বৃদ্ধি;—মূর্চ্ছাবায়ুর আক্ষেপ উৎপন্ন করে (অ্যাক্টী: কলোফি:)। প্রদর, দৈহিক পরিশ্রমান্তে এবং প্রতিবার মলত্যাগ কালে (ক্যাল্কে-ফস্: গ্র্যাফ:) স্রাব হইয়া থাকে; তৎসহ জরায়ুর আকুঞ্চনপ্রসারণ; প্রদরস্রাবান্তে শোণিত স্রাব আরম্ভ হয়; আর্ত্তবস্রাবের দুই সপ্তাহ পরে প্রদরস্রাব আরম্ভ হয় এবং তিন বা চারি দিন থাকে (বোভি: কোণা: সিন্যামোম্: এবং লিসিন্:)। জরায়ুরোগাশ্রিত মূর্চ্ছাবায়ু রোগ। রুদ্ধরজঃ (পল্সে: ন্যাট-মিউ: ক্যালী-কার্ব:)। ক্যান্সার বা কর্কটোদ্গম সূচক জরায়ুর স্ফীতি ও অনমনীয়তা (হাইড্র্যাষ্ট: আয়োড: অ্যাসিড-কার্ব্বল: কোণা: কার্ব্বো-অ্যান্: ক্রিয়ো:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠাভ্যন্তরের কর্কশতা ও শুষ্কতা সহ স্বরভঙ্গ (ন্যাট-কার্ব: নক্স:)। প্রাতে শয্যাগান্তে স্বরভঙ্গ (এরাম-ড্রেকন্: হ্যামা: ইণ্ডীয়াম:)। সমুদ্রে স্নান বশতঃ রক্তাক্ত কফ বহির্গত হয়। বক্ষঃ মধ্যে জ্বালা ও ত্বকক্ষয়বৎ অনুভূতি জনক শুষ্ক কাসি, সন্ধ্যার সময় ও রাত্রে (ন্যাট-সল্ফ: হুপকাসি অধিকারে = ব্রাই: কষ্টি: ষ্ট্যান্:)। স্বরনলী মধ্যে চিন্ চিন্ করে (কার্ব্বো-ভেজি: অসহনীয় = আয়োড:)। গলমধ্যে বা কণ্ডুয়ন বশতঃ রাত্রে আক্ষেপিক বা হুপকাসি (ওলীয়্যান: জিঙ্কাম্: ন্যাট-মিউ:)। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হঠাৎ বক্ষোপরে চাপবোধ ও শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত। বক্ষমধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব (আস: বেল্: চেলিড: ল্যাকে: ম্যাগ-ফস্: ওপী:)। হৃৎপিণ্ড মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাতজনক সূক্ষ্ম বিদ্ধকারী বেদনা (নাযা: ষ্ট্যাফাই:)। হৃদ্‌কম্পন, বৃদ্ধি = উপবেশন কালে (কার্ব্বো ভেজি: ল্যাকে: থ্রাস:), গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলে উপশম [দেহ সঞ্চালন না করিলে হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয় = জেলসি: দেহ সঞ্চালন মাত্রে হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয় = ডিজি:]।

প্রত্যঙ্গাদি।—আর্ত্তবস্রাবকালে এবং অন্যান্য সময়ে নিতম্ব দেশের ও কটিদেশে এবং উভয় উরুতে যেন প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা। গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থির স্ফীতি (এরাম-ট্রাই: ক্যাল্কে: আয়োড: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-আয়োড: মাক-ডাল:

সিলি:)। কটিদেশে ছেদন ও শূলবেধবৎ বেদনা এবং জ্বালা। রমণান্তে কটিদেশে জ্বালা বোধ। স্কন্ধ সন্ধিমধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা, ঐ বেদনা বাহু দিয়া হস্তে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে, বৃদ্ধি=বাহু সঞ্চালনে (ক্যাল্মীয়া: সিম্বিলিন্:)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বাহুদ্বয় অসাড় বোধ হয় (ক্যাল্কে: হ্রডোড:)। পদদ্বয় অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হয়, এমন কি উপবিষ্টাবস্থাতেও। অধিকাংশ লক্ষণই উপবেশনকালে আবির্ভূত এবং দেহ সঞ্চালনে ও দৈহিক পরিশ্রমে প্রশমিত হইয়া থাকে। যে পার্শ্বে রোগী শুইয়া থাকে সেই পার্শ্বে যেন চুঁইচুঁই করিয়া জল ফুটিতেছে এইরূপ অনুভূতি। জঙ্ঘাডিমাতে খাল ধরে (অ্যাম্ব্রা ফের-মিউ: ম্যাগ-কার্ব: মিউহ্বন: নক্স: সল্ফ: ইনীউলা: লিসিন্:)। গা ভাঙ্গিবাব সময় পেটে ব্যথা বোধ। সন্ধ্যার সময় পদতল জ্বলিতে থাকে ; পদস্বেদ (ক্যাল্কে· সাইলি·)।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও আলস্য বোধ এবং দিবাভাগে নিদ্রালুতা। চক্ষু মুদিত করিবামাত্র দৈহিক অস্থিরতার আবির্ভাব হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় শয়নকালে। রাত্রে জাগ্রত হইবার সময় দেহ মধ্যে সঙ্ঘাত বোধ (আর্জেণ্ট:)। অতৃপ্তিকর নিদ্রা (কোণা: কিউপ্রাম: ড্যাফ: ডিজি: গুয়ায়েক: লাই: পল্সে:),—প্রাতে দেহ অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয় (ষ্ট্র্যামোন্: সিপী: ম্যাগ-কার্ব: নক্স-ভম: আর্স:)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ বা নিষ্পেষণান্তে, উষ্ণ গৃহমধ্যে ; সমুদ্রে স্নানে ; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, শয়নান্তে, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে, যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বে, রমণান্তে এবং মানসিক পরিশ্রমে।

উপশম।—জোরে টিপিলে, কটিদেশ নিষ্পেষিত করিলে, গরম বস্ত্রে দৃঢ়রূপ আবদ্ধ করিলে, নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে, উদ্গাবান্তে এবং দেহ সঞ্চালনকালে বা পাদচারণে।

সম্বন্ধ।—সমগুণ—বেল: ক্যাল্কে: লাই: মার্ক: ন্যাট-মিউ: ফস: পল্সে: সিপী: সাইলি: সল্ফ:।

প্রতিবিষ।—ক্যামো: আর্স: ক্যাম্ফো: নক্স·।

সদৃশ।—অ্যাসাফিট: ক্যাষ্টোব: মস্কাস্: ভ্যালী: কষ্টি: সিকেলী: মার্ক: পডো: সাইলি: ক্যাল্কে-আর্স: নক্স: থিরিড: ব্যারাই: বোভি: কোণা: ম্যাগ-কার্ব: লাই: অ্যাসিড-নাই: ফস: সলফ: ন্যাট-মিউ: ক্যালী-কার্ব:।

তুলনীয়।—ফস্ফস: ভ্যালেরি: অ্যাসাফি: (মূর্চ্ছাবায়ু) ; ইগ্নেসি: (জরায়ুর আক্ষেপ) ; কষ্টিকাম: (ক্রমাগত আক্ষেপ) ; ন্যাট্রাম: ও পিকরিক-অ্যাসিড: (লিঙ্গোদ্রেক, জ্বালা) ; মার্কু: (যকৃৎ) ; সাইলি: (পায়ে ও মাথায় ঘর্ম্ম) ; জিঙ্কাম: (স্নায়বিক অস্থিরতা) ; নক্স: ইগ্নে: (শব্দে চৈতন্যাধিক্য) ; ব্যারাইটা: ম্যাগ্-কার্ব্ব: (আর্ত্তব বিকৃতি)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ৫০ দিন।

ম্যাগ্নিশীয়া ফস্ফরিকা

(MAGNESIA PHOSPHORICA).

নামান্তর।—ফস্ফেট্ অভ ম্যাগ্নেসিয়া।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ইহা ফলপ্রদ;—মূত্রনলী মধ্যে ক্যাথিটার বা শলাকা প্রবেশ করার মন্দফল; তাণ্ডব, শূল; আক্ষেপ; কাসি; খালধরা; বাধক; দন্তোদ্গম; মাথাব্যথা; স্নায়ুশূল; মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ; ক্লেশজনক আর্ত্তবস্রাব; গুহ্যদ্বার ভ্রংশ; অপত্যপথের আক্ষেপ; গৃধ্রসী; পাকস্থলীর ক্যান্সার; স্নায়ুশূল; হুপকাস্ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং সুশ্লার বলেন—মানবদেহে লৌহ কণিকার হ্রাস বা বিকৃতি ঘটিলে যেরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির শৈথিল্য সংঘটিত হয়, সেইরূপ ম্যাগ-ফস: কণিকার হ্রাস বা বিকৃতি ঘটিলে সঙ্কোচন, দৃঢ়াবদ্ধতা বা অঙ্গগ্রাহবৎ বা খালধরার ন্যায় বেদনাদির আবির্ভাব হয়। সুতরাং আক্রান্ত অংশের দৃঢ়াবদ্ধভাব সংযুক্ত আক্ষেপ ইহার প্রধান লক্ষণ। এতজ্জনিত বেদনা,—তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তন বা বিদ্ধকরণ, শূলাঘাত বা শলাকা-বেধবৎ; বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় দ্রুত আবির্ভাব ও তিরোভাবশীল, ক্ষণলোপী এবং চরম বৃদ্ধির অবস্থায় যন্ত্রণা অসহনীয় এবং রোগী উন্মত্ত হইয়া উঠে; দ্রুতস্থান পরিবর্ত্তনশীল, দৃঢ়াবদ্ধভাব জনক; পাক ও অন্ত্রাশয় এবং বস্তি-গহ্বর মধ্যে গ্রহ বা খালধরার ন্যায় বেদনাজনক। কি মস্তক, কি কর্ণ, মুখমণ্ডল, বক্ষ, ডিম্বাধার বা উরুপশ্চাতস্থিত স্নায়ু,—দেহের সকল অংশেরই দক্ষিণ পার্শ্ব ইহার প্রধান আক্রমণস্থল বা দেহের দক্ষিণ পার্শ্বেই ইহার লক্ষণবাহুল্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ডাং অ্যালেন বলেন,—কৃশকায়, শীর্ণদেহ এবং অল্পে কাতর কিম্বা কৃষ্ণকেশ ও কৃষ্ণচক্ষু ব্যক্তিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। সেই সকল ব্যক্তিব শীতল বায়ু অত্যন্ত অপ্রিয়, তাহারা দেহ অনাবৃত করিতে ভীত হয়; আক্রান্ত অংশ স্পৃষ্ট হইলে কাতর হইয়া পড়ে; শীতল জলে স্নান করিতে বা গাত্র ধৌত করিতে হইলেই মহা বিপদ মনে করে এবং তাহাদিগের ক্ষীণ দেহ সঞ্চালিত করিতে হইলেই মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। তাহারা সর্ব্বদা ক্লান্ত, শ্রান্ত ও আলস্যযুক্ত এবং সোজা হইয়া বসিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। শীতল জলে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে বা কাদা ঘাঁটিলে অসুখ হয়। দন্তোদ্গম সময়ে শিশুদিগের নানাবিধ পীড়া ও ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের শিরোবেদনা,—বেদনা মস্তকের পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া সম্মুখদিকে বিস্তৃত হয় এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে। মুখের স্নায়ুশূল,—দক্ষিণ দিকের অক্ষিগোলকের উপর বা নিম্ন প্রদেশে স্নায়ুশূল। দন্তশূল,—শীতল দ্রব্যাদি পান বা আহারান্তে বৃদ্ধি হয়। অন্ত্রশূল,—ও আধ্মানযুক্ত রোগী যন্ত্রণায় সম্মুখদিকে দ্বিভাজ বক্র হইয়া পড়ে। আর্ত্তব,—অকালার্ত্তব, স্রাব কালবর্ণ ও গাঢ় আঠার ন্যায়। স্নায়বিক

উত্তেজনা হেতু অসাড়ে শয্যামূত্র। অন্তঃস্বত্বা রমণী এবং লেখক ও বাহুলীনাদি বাদকদিগের হস্তপদাদির খালধরা,—প্রভৃতি কয়েকটী উক্ত ভেষজের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। এতজ্জনিত বেদনাদি মত্রেই বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে ও নিস্পেষণে বা মর্দ্দনে এবং সম্মুখদিকে দ্বিভাজ বক্র হইলে উপশমিত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—খিটখিটে ; সর্ব্বদা অসুখ প্রকাশ করে ; স্বীয় যন্ত্রণা ভোগের জন্য সর্ব্বদা দুঃখিত চিত্ত ; হিক্কা সহ গ্রহ বা খালধবা। অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিলেই নিদ্রাবেশ। অত্যন্ত বিস্মৃতিপ্রবণ। অধ্যয়নাদি মানসিক পরিশ্রমে বিরাগ বা অনাশক্তি (অ্যালো: ক্যাপ্স: অ্যাসিড-কার্ব্বল: কোণা: কর্ণাস সার: লাই অ্যাসিড-পাই: নক্স ; সল্‌ফ: ফস:)। নিরন্তর বিমর্ষভাব (ডাঃ ক্লার্ক বলেন যে দুই এক মাত্রা ম্যাগ-ফস: সেবন করিলে চিন্তা ও ধারণাশক্তির জড়তা দূর হয়)।

মস্তক।—শিরোবেদনা,—শিবোপশ্চাতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় (সিঙ্কো: স্যাঙ্গুইন:) ; মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে ; মানসিক উদ্বেগ বা উত্তেজনা (কফী: জেল্: ল্যাকে: ওপী: নক্স:), মানসিক পরিশ্রম (অ্যাসিড-পাই: অরাম: গ্লোন: ন্যাট-কার্ব্ব: ফস:) বা অ তপাঠ (জিঙ্কাম:) জনিত ; বৃদ্ধি = বেলা ১০টা হইতে ১১টা বা ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ; মর্দ্দন ও উত্তাপ প্রয়োগে উপশম। বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগের শিরোবেদনা (উচ্চপাঠীদিগেব শিরোবেদনা = অ্যাক্টী ক্যাল্কে-ফস: ক্যালী-ফস: নক্স-ভম: পল্‌সে: সিলি: সল্‌ফ:)। শিরোপাশ্চাতিক বেদনা,—হঠাৎ আবির্ভাবশীল, ক্রমে সমগ্র মস্তকে পরিব্যাপ্ত হয়, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুচ্ছ্লাকার ন্যায় চিড়িকমারা বেদনা শিরোমধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, সবলে মর্দ্দন, বিশ্রাম এবং অন্ধকারে অবস্থিতি করিলে উপশম। শঙ্খদ্বয়ে বা মূর্দ্ধাদেশে এবং শিরোপশ্চাতে ভার বোধ ; বেদনা শয়নান্তে বৃদ্ধি। মরামাসাধিক্য,—বৃহৎ শ্বেতবর্ণ চিক্কণ, শল্ক সকল দিবসে বহুবা' এবং কেশপ্রসাধনান্তে মুঠা মুঠা উঠিয়া থাকে।

চক্ষু।—অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিলে দৃষ্টি সমক্ষে উড্ডীয়মান কালবিন্দু সকল আবির্ভূত হয় (অধ্যয়নান্তে ককীউ:—অধ্যয়নান্তে বৃদ্ধি = কুরারী:)। স্নায়ুশূল,—অক্ষিগোলকের উপরে বা অক্ষিগোলক মধ্যে ক্ষণলেপী, শূলবেধ বা বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা,—দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনাধিক্য,—আক্রান্ত অংশে স্পর্শকাতরতা বোধ ; উপশম,—উত্তাপ সংস্পর্শে অশ্রুস্রাবাধিক্য সহযোগে (দক্ষিণ পার্শ্বিক = অ্যাসিড-কার্ব্বল্: কলো: ক্যাল্মীয়া:—বাম পার্শ্বিক স্পাইজি: ল্যাকে: মিডব')। অক্ষিপুট স্পন্দন (অ্যাগার: সাইকীউ: ফাইজস্:—লিখিতে বা পড়িতে চেষ্টা করিবামাত্র = কোডিইন:)। অক্ষিপক্ষ্ম স্পন্দন (অ্যাগার: ফাইজস:)। বক্র-তারকতা বা টেরাদৃষ্টি (বেল্: সাইকীউ: সিনা: জেল্: হায়ো: স্পাইজি: জিঙ্ক:)। অক্ষিপুটের অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত,—দক্ষিণ পার্শ্বিক (ফস: মার্ক-প্রোটা:)। দর্শনস্নায়ুর অবসাদ বশতঃ অস্পষ্ট দৃষ্টি।

মুখমণ্ডল।—মুখের স্নায়ুশূল,—অক্ষিগোলকের উপর ও নিম্নপ্রদেশে দক্ষিণ পার্শ্বিক স্নায়ুশূল; ঐ বেদনা ক্ষণলোপী, শূলবেধবৎ বা ছেদনবৎ এবং বিদ্যুচ্ছলাকাব ন্যায় ক্ষণাবির্ভাবশীল ও তীক্ষ্ণ; স্পর্শ বা নিষ্পেষণ করিলে বৃদ্ধি; বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে উপশম। দক্ষিণ কর্ণপশ্চাতে তীব্র ক্ষণবিলোপী বেদনা,—শীতল বায়ু সংস্পর্শে বা শীতল জলে মুখ ধৌত করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ঊর্দ্ধ হনু ও দন্তমাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বিক স্নায়ুশূল,—বেলা ২টাব সময় হইতে অতি প্রচণ্ড বেদনাব আবির্ভাব হয় এবং যতক্ষণ না শয্যাব উত্তাপে দেহ উত্তপ্ত হয় ততক্ষণ ভোগ হইয়া থাকে; বেদনা তীক্ষ্ণ, বিদ্যুচ্ছলাকাব ন্যায় ক্ষণাবির্ভাব ও তিবোভাবশীল,—শৈত্যসংস্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি এবং উত্তাপে উপশম হইয়া থাকে; মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া উঠে, যেন "মধুমক্ষিকা দ্বাবা দংশিত হইতেছে (এপীস: ভেস্পা:)। শীতল জলে স্নান বা দাঁড়াইয়া থাকার জন্য স্নায়ুশূল।

মুখবিবর।—দন্তশূল;—রাত্রে শয়নান্তে, দ্রুত স্থানপরিবর্ত্তনশীল; শীতল দ্রব্য পান ও আহারান্তে বৃদ্ধি (শীতল দ্রব্যাদি: পানান্তে = অ্যাণ্ট-ক্রুড: ষ্ট্যাফাই:—শীতল দ্রব্য সংস্পর্শে উপশম = ব্রাই: কফী ফস:); উপশম = বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে বা সংস্পর্শে (লাই: হ্রাস:)। দন্তোদগমোন্মুখ শিশুদিগেব নানাবিধ পীড়া; দন্তোদগমকালে শিশুদিগেব জ্বরশূন্য আক্ষেপ (কিউপ্রাম্: ক্যালী-ব্রোম্:—প্রতি দন্তের উদ্গমকালে = ষ্ট্যান্:—জ্বব ও মস্তকে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য বর্ত্তমান থাকিলে = বেল: মিলিলোট:—শিশু স্বীয় মুষ্টি দংশন, অস্থিবতা প্রকাশ ও ক্রন্দন করিতে থাকে = অ্যাকোন্:)। জিহ্বা সাধারণতঃ নির্ম্মল, অথচ "পাকস্থলী বেদনা বোধ হয়; জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং মুখমধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি, মলতারল্যাধিকারে জিহ্বা শ্বেত লেপান্বিত প্রতীয়মান হয়, কিম্বা উহাব বামপার্শ্ব স্পর্শাবহ, ক্ষতযুক্তবৎ, কোন দ্রব্য আহার করিবার সময় এতই যন্ত্রণা বোধ হয়, এবং জ্বালা কবে মনে হয় যেন ঝলসিয়া গিয়াছে। মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু; মুখবিবরেব ত্বক যেন ক্ষয়িত এইরূপ অনুভূতি, সামান্য উষ্ণ দ্রব্য মুখে করিলে অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হয় এবং জ্বালা করিতে থাকে; মুখবিবর ক্ষতময় (ক্লোরাম: হাইড্র্যাষ্ট: মার্ক-কর: ন্যাট-মিউ: ফস:); খাইতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (অ্যাসিড-ক্রম: অ্যালীউ: লিসিন্:), গণ্ডাভ্যন্তর, মাড়ী, (বাম) ওষ্ঠ এবং জিহ্বাব উপরিস্থিত ক্ষত সকল আরক্তিম প্রতীয়মান হয়, উহা স্পর্শ করিলে বা উহাতে খাদ্য-দ্রব্যাদিব কণা স্পৃষ্ট হইলে জ্বালা ও উত্তেজনা অনুভূত হয় (সিন্যাপিস্:)। অম্লশূলাধিকারে কোন দ্রব্যই ভাল লাগে না; কফির কোন স্বাদ পায় না, উদর ভার বোধ হয় এবং বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকে। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখে অম্লস্বাদ (সিপী:)। মুখমধ্যে যেন ঝলসিত হইতেছে বা যেন কড়া উত্তপ্ত চুরুট খাইতে-ছিল এইরূপ অনুভব (এপীস: বেল্: আইরিস: ম্যাগ-মিউ:) ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল বিদারিত হয় (গ্র্যাফ: ন্যাট-মিউ: কাণ্ডীউর্যাঙ্গো:)।

পাকস্থলী।—কফিতে অরুচি। ক্ষুধা বেশ কিন্তু মুখে কিছুই ভাল লাগে না। (হেলিবো: পল্সে:)। প্রচণ্ড হিক্কা (ইগ্নে: মস্কাস: নক্স-মস: নিকোল্:),—মিনিটে ৩০ বার, জীবন সংশয় হয়। সন্ধ্যার পর আহারের ঘণ্টাত্রয় পরে জ্বালা জনক স্বাদহীন উদ্গার,—শারীরিক পরিশ্রমান্তে বৃদ্ধি; কিছু আহার করিলে, উষ্ণ জল পানান্তে উপশম। অজীর্ণ

দ্রব্যাদির স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গারের সহিত উহা উঠিয়া আইসে। জিহ্বা নির্ম্মল অথচ পাকস্থলীর আক্ষেপিক সংকোচন বোধ হয় এবং মনে হয় যেন দেহের চতুর্দ্দিক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। পাকাশয়িক শূলবেদনা,—অতিরিক্ত আধ্মানবায়ু সঞ্চয় বশতঃ পাকস্থলী অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে এবং দৃঢ়াবদ্ধভাব জনক বেদনা অনুভূত হয়; উত্তাপ সংস্পর্শে এবং সম্মুখদিকে বক্র হইয়া পড়িলে উপশম। একটু শীতল জল পান করিলেই পাকস্থলীব মধ্যে শূলবেদনার আবির্ভাব হয় এবং উহা উদরাভিমুখে বিস্তৃত হইয়া প্রচণ্ড বেদনা জনিত করে; সম্মুখদিকে বক্র হইলে, ইতস্ততঃ পাদচারণে, বিশ্রামে এবং বায়ু নিঃসরণান্তে উপশম।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্যে বেদনাবশতঃ রোগী অস্থিব হইয়া পড়ে, দ্রুতপদে এদিক ওদিক করিতে থাকে এবং অবিলম্বে যাহাতে উপশম হয় সেইরূপ উপায় অন্বেষণ করে; পেট চাপিয়া শুইলে ক্ষণিক উপশম বোধ হয় কিন্তু পুনশ্চ বেদনাতিশয্য বশতঃ ইতস্ততঃ পাদচারণ থাকে। আধ্মানাতিশয্য জনিত অন্ত্রশূল,—রোগী সম্মুখ দিকে বক্র হইতে বাধ্য হয়; উত্তাপ সংস্পর্শে এবং সবলে মর্দ্দনান্তে (কলো: প্লাম:—কলোসিন্থ প্রয়োগে উপশম)। শূলবেদনা,—সাধারণতঃ নাভি প্রদেশ হইতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সম্মুখদিকে বক্র হইলে বা হস্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিলে আরাম বোধ হয়, ইহার সহিত প্রায় জলবৎ মলতারল্য বর্ত্তমান থাকে। কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু। উদরে খালধরা বেদনা (কার্ব্বোণ-সল্ফ: কিউপ-অ্যাসেট: ডায়োস্কো: ম্যাগ-মিউ: স্পঞ্জী:); বেদনা নাভীব চতুর্দ্দিকে এবং উর্দ্ধদিকে পাকশায়াভিমুখে সঞ্চারিত হয়, পরে উভয় পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হইয়া পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয়; কখনও ভয়ানক অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা বশতঃ রোগী চীৎকার করিয়া উঠে, আবার কখনও বা শূলবেধ ও সঙ্কোচনবৎ বেদনায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে; চিৎ হইয়া এবং হস্তপদাদি বিস্তৃত করিয়া শুইতে পারে না বলিয়া বক্র হইয়া শুইয়া থাকে। দক্ষিণ কুচকী প্রদেশীয় ছিদ্র মধ্যে তীক্ষ্ণ ছেদনবৎ বেদনা, যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার উপক্রম (গুয়ায়েক্: গুয়ারী: লাই: নক্স:)। উদর যেন ফুলিয়া শ্বাসরোধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি; উপবেশনে বৃদ্ধি, পাদচারণে উপশম। উদর মধ্যে বাষ্পাতিশয্য, পাদচারণকালে প্রচুর বাষ্প নিঃসৃত হইতে থাকে, সন্ধ্যার পর ভোজনান্তে বৃদ্ধি।

মলান্ত্র ও মল।—আমরক্ত—খাল ধরার ন্যায় বেদনা; নিষ্পেষণ করিলে বা সম্মুখ দিকে বক্র হইলে উপশম হয়, তৎসহ আক্ষেপিক মূত্ররোধ; অর্শ মধ্যে কর্ত্তন, শূলবেধ বা বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা। যন্ত্রণার আতিশয্য বশতঃ মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। শিশুদিগের মলকাঠিন্য (ব্রাই: ওপী: জিঙ্ক:—দন্তোদ্গম কালে=ম্যাগ-মিউ:),—প্রতিবার মলত্যাগকালে আক্ষেপিক বেদনা বশতঃ শিশু তীব্রস্বরে বিকট চীৎকার করিয়া উঠে, পেট অত্যন্ত গড়্গড়্ করিতে বা ডাকিতে থাকে এবং আধ্মান জনিত অন্ত্রশূল উপস্থিত হয়। বাত রোগীদিগের পুরাতন মলবদ্ধতা।

প্রস্রাব।—মূত্রস্থলী ও মূত্রস্থলী-গ্রীবার আকুঞ্চনপ্রসারণাদি আক্ষেপ (ক্যান্থা: আর্ণি: ক্যালী-ব্রোম:); আক্ষেপিক মূত্ররোধ (চিনিম্: আর্স: নক্স: টেরিব:) ও আমাশয় (প্রমেহাধিকারে=টেরিব:—রুদ্ধ প্রমেহস্রাবে=নক্স:)। অসাড়ে শয্যায় প্রস্রাব; রাত্রিতে স্নায়বিক

উত্তেজনা জনিত বা মূত্রনলী মধ্যে শলাকা সঞ্চালনান্তে শয্যায় মূত্রত্যাগ। শলাকা সঞ্চালনান্তে মূত্রস্থলীর স্নায়ুশূল, বোধ হয় যেন শলাকা বহির্গত করিবার পর আর মূত্রনলী সঙ্কুচিত হইল না ; শলাকা প্রবেশ বশতঃ মূত্রনলী বা রেতোরজ্জুতে—এ আঘাত লাগা বশতঃ (ক্লিম্যাট:)। মূত্রাশ্মরী নির্গমন (অ্যা-বেন্জো: চিম্যাফি-আম: কচ্লী: লিথী-কার্ব: লাইঃ—রক্তমূত্র সহযোগে =লাই: শিশুদিগের=সার্স: কটিবেদনা সহযোগে=ইপোম্:)। প্রস্রাবের পূর্ব্বে মূত্রস্থলী মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা (ক্যালে্ক-ফস্: জ্বালা=অ্যাফু: হুউম্:)। প্রস্রাববেগ বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত (চিম্যাফি-আম:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—অকালে প্রকাশশীল, স্রাব=কৃষ্ণাভ (ক্যামো: ক্যালী-নাই: ম্যাগ কার্ব: ওলী-অ্যান্: প্ল্যাট: পল্‌সে: সিকেলি:) ; ঘনীভূত আঠার ন্যায় (ক্রোক্: ল্যাক-ক্যান্: জ্যান্থক্স:)। শূলবেদনা,—স্রাবাবির্ভাবের পূর্ব্বে বর্দ্ধিত এবং স্রাবারম্ভে উপশমিত হয় (সিরীয়াম-অক্স: ল্যাকে: জিঙ্ক:),—বেদনা শূলবেধবৎ বা বিদ্ধকারী, বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় ; দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনাধিক্য বোধ হয়, এবং উত্তাপ প্রয়োগে বা সংস্পর্শে, এবং সম্মুখ দিকে দেহ বক্র করিলে উপশম হইয়া থাকে (কলোসিন্থ:)। যোনিমার্গের সঙ্কোচন এই জন্য সঙ্গম প্রায় অসম্ভব হইয়া থাকে (অ্যাকো: ক্যাক্ট: ফেরাম্-ফস্: ইগ্নে. লাই:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—শুষ্ক, আক্ষেপিক এবং প্রচণ্ড. অবিচ্ছিন্ন, কথা কহিবার সময় পায় না (কষ্টি: লোবেল-ইন: রীউমেক্স:) ; মুখমণ্ডল জবা পুষ্পের ন্যায় আরক্তিম হইয়া উঠে ; দুর্দ্দমনীয় কাসি,—রোগিনীর মনে হয় তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে, কাসির সহিত উকী উঠিতে থাকে ; বৃদ্ধি=উষ্ণ গৃহ মধ্যে (ব্রাই: কিউপ: ডালক্যা: লাই: মিডহ্ন্: ন্যাট-কার্ব: পল্‌সে: স্পঞ্জী. রৌদ্রে বৃদ্ধি=অ্যাণ্ট-ক্রুড:) ; উপশম=নির্ম্মল বায়ু সেবনে বা সংস্পর্শে (অ্যাসিড-সল্ফ: ডাল্ক্যা:)। উষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ মাত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণাকাঙ্ক্ষা ; কিছুক্ষণ গৃহমধ্যে অবস্থিতির পর আর থাকে না। আক্ষেপিক বা হুপকাসি,—রোগীর শয়ন করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (অ্যাকোন্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণাঙ্গে বেদনাদির আধিক্য (বেল্: ব্রাই: অ্যাগার: কষ্টি: চেলিড: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-নাই: লাই: পডো: ষ্ট্রেন্:)। শীতল বায়ু লাগিবার এবং অনাবৃত দেহে থাকিতে অত্যন্ত ভয় ; আক্রান্ত অংশে পাছে কেহ হস্তার্পণ করে, কিম্বা শীতল জলে স্নানাদি করিতে, বা দেহ সঞ্চালনের ভয়ও খুব। সর্ব্বদা আলস্য, অবসাদ ও ক্লান্তি বোধ, সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। শীতল জল বা কর্দ্দম ব্যবহার জনিত পীড়াদি। গর্ভবতী রমণীর হস্তপদাদিতে খাল ধরে (ভাইবার্ণ: শৈত্যানুভূতি সহযোগে=ভেরেট:) ; লেখকদিগের (ব্রাকিগ্লট-রেপ: ষ্ট্যান:), এবং বেহালা ও হারমোনীয়ামাদি বাদকদিগের হস্তে খাল ধরে (অ্যাক্টী-রেস্: অ্যাগার: র‍্যানান্-বারো:)। বাম বাহুর কনুই হইতে কর পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ মনিবন্ধ হইতে অঙ্গুলি সন্ধি পর্য্যন্ত বাতাশ্রিত বেদনা। দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধি হইতে বাহু পর্য্যন্ত বাতবেদনা, উত্তাপে উপশম ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; শয়নান্তে বেদনার আবির্ভাব হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়, সমস্ত রাত্রি বেদনা ভোগের পর প্রাতে একটু এদিক ওদিক করিলে

তিরোহিত হয়। দক্ষিণ উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল—বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় ক্ষণাবির্ভাবশীল ও তীক্ষ্ণ বেদনা, উত্তাপ সংস্পর্শে উপশম (কলোসিন্থ. লাই:)। বাম গুল্‌ফের তলদেশে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা। শয়নান্তে পদদ্বয়ে ব্যথা আরম্ভ হয়। কিংবা কড়াতে জ্বালা, হুলবেধবৎ বেদনা, উত্তেজনা বা কর্কর করা এবং অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা (ন্যাট-মিউ: পেট্রোল: র‍্যানান্‌: টিলী:)। জ্বররহিত ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ। অজ্ঞাতসারে হস্ত কম্পন। পৈশিক আনর্ত্তন। সকম্প পক্ষাঘাত (বীউফো: জেলসি: ক্যাল্কী-ব্রোম্‌ হ্রাস: ট্যাব্যাক্‌:)।

নিদ্রা।—নিদ্রাবেশ মাত্রে চমকাইয়া উঠে,—যেন বৈদ্যুতিক সংঘাত বশতঃ;—পরে আবার নিদ্রা যায়। অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেই নিদ্রাবেশ হয় (কার্ব্বো-ভে: কোল্‌চি:)। আক্ষেপিক জৃম্ভন প্রচণ্ড, যেন হনুদ্বয় সন্ধিচ্যুত হইয়া যাইবার উপক্রম (ইগ্নে: প্ল্যাটি:)। নানাবিধ স্বপ্নদর্শন বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়,—নিদ্রান্তে তাহার বিশ্বাস কেহ গৃহমধ্যে আছে।

বৃদ্ধি।—শীতল বায়ুর প্রবল প্রবাহ সংস্পর্শে, শীতল জলে দাঁড়াইয়া থাকিলে, স্নান করিলে বা গাত্র ধৌত করিলে, দেহ সঞ্চালনে এবং আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে, রাত্রে, চিৎ হইয়া হস্তপদাদি প্রসারণপূর্ব্বক শয়ন করিলে এবং আহার কালে, দক্ষিণ অঙ্গে বা পার্শ্বে।

উপশম।—উত্তাপ সংস্পর্শে, শয্যার উত্তাপে, নিষ্পেষণে বা সবলে মর্দ্দন করিলে, সম্মুখ দিকে দেহ বক্র করিলে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—বেল্‌: জেল্‌সি. ল্যাকে:।

তুলনীয়।—ক্যামোমিলা: (উত্তাপে বৃদ্ধি); পল্‌স: (সঞ্চরণশীল বেদনা); আর্সেনিক. (রাত্রিতে স্নায়ুশূল); পল্‌স: কলোফা: সিমিসি: কলোসি: (বাধকে); লাইকোপ: (পেটডাকা); নেট্রাম: সাইলি (মাথাব্যথা); জেলস (দ্বিত্বদর্শন); ক্যাল্‌কে: (জলে দাড়াইলে স্নায়ুশূল); বেলাড: (দন্তোদ্গম কালে আক্ষেপ)।

সদৃশ।—বেল: কলোফি: কলো: লাই: ল্যাক্‌-ক্যান্‌: পল্‌সে: ক্যামো: জিঙ্ক: সিরীয়াম্‌: অক্স্যাল্‌:। বাধকাধিকারে অ্যাক্টী: কলো. ক্যাক্ট কলোফিল্‌: লীলি-টাইগ্‌: প্রভৃতি ইহার সদৃশ। গর্ভাবস্থায় হস্তপদাদিতে খালধরা (ভাইবার্ণান্‌:)।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম। ২০০ ও ১০০০ শততমিক ও অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে। ডাঃ অ্যালেন প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন কোন কোন স্থলে উষ্ণ জলে ম্যাগ্নিশীয়া ফস্ফরিকা প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। আক্ষেপিক বা হুপকাসিতে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

ম্যাগ্নিশীয়া সাল্‌ফীউরিকা

(MAGNESIA SULPHURICA).

নামান্তর।—এপসম্ সল্ট।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ, পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কাসি; বহুমূত্র; অতিসার; রক্তামাশয়; বাধক; অসাড়ে মূত্রস্রাব; চক্ষুমধ্যে বেদনা, অন্ত্রচ্যুতি; আর্ত্তবদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে রক্তস্রাব; শ্বেতপ্রদর; কটীবাত; বজসাধিক্য; স্নায়ুশূল; দন্তশূল; আঁচিল।

উপযোগিতা ও আভাস।--প্রদর ও বহুমূত্র রোগে ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ "প্রস্রাবাধিক্য সহ পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা ও অধিক পবিমাণে জলপান" এই লক্ষণ বিদ্যমান থাকায় ইহা বহুমূত্র রোগে অত্যন্ত ফলদায়ক। "তৃষ্ণাবাহুল্য" ইহাব প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ:—বহুমূত্রাধিকারে তৃষ্ণাধিক্য, উদরাময়াধিকাবে তৃষ্ণাধিক্য এবং জ্বরাধিক্য, এবং জ্বরাধিকারে শীতাবস্থার সময় ও পরে তৃষ্ণাধিক্য। দৈহিক অবসাদাতিশয্যও ইহার একটি প্রধান উপসর্গ। এতদ্ব্যতীত রোদনপরায়ণতা, অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, মুখমণ্ডলেব অস্থিগত বেদনা, স্পর্শকার্য্য এবং শীতল বায়ু সেবনান্তে গৃহে প্রবেশ করিলে বা আহার্য্যের সহিত সংস্পর্শ ঘটিলে দন্তশূলের আধিক্য; শয়নান্তে, মর্দ্দনে এবং পাদচারণে লক্ষণাদিব উপশম প্রভৃতি ইহাব প্রকৃতিগত লক্ষণ। চর্ম্মরোগ বিশেষেও ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে,—সমগ্র দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল পীড়কা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়; আঁচিল ও উদ্ভেদেও ইহা স্থলবিশেষে ফলদায়ক। ভুক্তদ্রব্যাদি বমন সংযুক্ত গ্রীষ্মাতিসারও ইহার ক্রিয়াফল,—মল অপর্য্যাপ্ত, পীতাভ, ক্লেদবৎ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ ইহার নির্দ্দেশক।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্ফূর্ত্তিযুক্ত চিত্ত (অ্যাঙ্গাস: কফী· ওপী:); বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট (ক্যাপ্স: সাইকীউ:); বিষণ্ণ এবং রোদনপরায়ণ; সশঙ্কিত ভাব—যেন মহা বিপদ আসন্ন (ন্যাট-মিউ:), বিকৃত কল্পনা,—অনুপস্থিত ব্যক্তিকে দেখিতে পায় (ব্রাই: হায়ো:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—প্রাতে বোধ হয় যেন সম্মুখদিকে পড়িয়া যাইবে বা সম্মুখদিকে পতনের সম্ভাবনা হইয়া থাকে (গ্র্যাফ: ন্যাট-মিউ: পডো: সিলি:) এবং মধ্যাহ্নভোজনের পর (সেলিন:) মস্তক ভার বোধ হয় এবং চক্ষু আপনা হইতে মুদিত হইয়া যায়। মস্তকে জড়তা বোধ, যেন মস্তক একটী বৃহৎ সন্দংশ বা সাড়াশী দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছে (ইথীউ: পল্সে: ক্যাক্ট:)। শিরোমধ্যে নিষ্পেষণ ও উত্তাপ বোধ এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে, নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে উপশম (বীউফো: ফেরাম-ফস্: মিলিলোট:—নাসিকা স্রাবান্তে শিরোবেদনার উপশম=হ্যামা: মিলিলোট: পেট্রোল:)। মস্তক অবনত করিলে বোধ হয় যেন কি

একটা শিরোমধ্য হইতে সম্মুখদিকে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। প্রতিবার দেহ সঞ্চালনান্তে শিরোমধ্যে কিয়ৎকাল যাবৎ তরঙ্গ বিভ্রম ও মস্তিষ্ক কম্পন অনুভূত হইয়া থাকে।

মুখ ও গলমধ্য।—পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত বা বামগণ্ডাস্থি মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা। দন্তশূল,—প্রায় সন্ধ্যার সময়ে পাদচারণ করিয়া পত্যাবর্ত্তনান্তে এবং শীতল বা উচ্চ দ্রব্যের বা খাদ্যাদির সংস্পর্শে (কোল্চি.) আরম্ভ, ও শয়নান্তে উপশমিত হয়। গলক্ষত,—রাত্রে শূলবেধবৎ বেদনা, গলাধঃকরণে বর্দ্ধিত হয়।

পাকস্থলী।—অরুচি এবং সকল দ্রব্যেই ঘৃণা,—এমন কি আহারের কথা মনে করিলেও ঘৃণার উদ্রেক হয় (আন্: সিঙ্কো: জিঙ্ক্:)। পুনঃ পুনঃ পূতিময় শূন্য উদ্গার,—পচা ডিম্বের ন্যায় স্বাদ (অ্যাগার্: ডায়োস্কো': ম্যাগ-মিউ: সোরিন্: সিপী: সল্ফ:)। মুখে পুনঃ পুনঃ কটুস্বাদ জল উঠিতে থাকে।

অন্ত্রাশয়াদি।—বাম কুক্ষী বা কোঁকের মধ্যে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ উপবেশনকালে বা সন্ধ্যার সময় এবং আহারের পূর্ব্বে ও পরে সামান্য কিছু আহারান্তেও পেট ফুলিয়া উঠে এবং অনমনীয় বোধ হয় (ক্যালী-কার্ব:)। কুচকী প্রদেশে ভিতর হইতে অত্যন্ত নিষ্পেষণ বশতঃ বোধ হয় যেন ঐ অংশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে,—বিশেষতঃ দেহ প্রসারণান্তে বৃদ্ধিপায়। বায়ু নিঃসরণ সহ অন্ত্রকুজন। শিশুদিগের অম্ল রোগ সহ তরল মল নির্গত হইয়া থাকে। মলত্যাগের পূর্ব্বে অন্ত্রকুজন। প্রচণ্ড তৃষ্ণা সহ মলতারল্য (অ্যা-অ্যাসেট্: ব্রাই: ন্যাট-মিউ:)। সবমন গ্রীষ্মাতিসার,— অপর্য্যাপ্ত, আঠাবৎ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মল।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবান্তে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা ও সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা (বার্বা: আর্ণি: ক্যালী-বাই:)। প্রস্রাব হইতে হইতে থামিয়া যাইয়া ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে (অ্যাগার্: কোণা: কষ্টি: অ্যা-ফস্: লাই: মিডর:)। প্রাতে যে প্রস্রাব হয় তাহা পরিমাণে অধিক, বর্ণ উজ্জ্বল পীত (স্বর্ণের ন্যায়=অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: কার্ডুউয়াস্-মেরী: সিফিলিন্:), শীঘ্র আবিল বা ঘোলা হইয়া যায় এবং তলায় বহুল পরিমাণে লালবর্ণ তলানি পড়ে (অ্যামন্-কার্ব: গ্লোন্: ক্যালীকার্ব: ন্যাট্-সলফ্: সেলিন্: সিপী:)। প্রস্রাবের সময় মূত্র হরিদ্বর্ণ ও স্বচ্ছ এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ। অত্যন্ত তৃষ্ণা সহ বহুমূত্র (অ্যাসিড্-ফস্. অ্যাসিড-ল্যাক্: কুরারী: ল্যাক্-ডিফ্লো: আর্স-ব্রোম্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—চতুর্দ্দশ দিবস পরে পুনঃ প্রকাশ (নক্সভম্:—প্রতি দশ হইতে চতুর্দ্দশ দিবস অন্তর=ইগ্নে:); স্রাব গাঢ় (ক্যাক্ট্: ককীউ: লীলিয়াম্ প্ল্যাট্: পাল্সে:), কালবর্ণ (সাইক্লে: ক্যালী-নাই: ল্যাকে: ম্যাগ্-মিউ: প্ল্যাট্: পল্সে: সিকেলি:) এবং অপর্য্যাপ্ত (অ্যাপোসিন্: আর্স্: ব্রাই: কাল্কে: কষ্টি: ফের্: মিলিফো: মীউরেক্স: ন্যাট্-মিউ: নক্স মস্: পলসে: হ্রাস্: স্যাব্: সিক্: সিনিসীয়ো:)। অকালার্ত্তব,—এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধ থাকিয়া পুনঃ প্রকাশ হয় (ক্যামো: পাল্সে: ক্রিয়ো: ভাইবার্ণ:)। প্রদর,—স্রাব গাঢ় এবং পরিমাণে রক্তোস্রাবের ন্যায়; দেহ সঞ্চালন কালে কটিদেশে এবং উরুদ্বয় মধ্যে অবসন্নতা ও ব্যথা বোধ; ঋতুদ্বয়-ব্যবধান কালে যোনি হইতে কিয়ৎ পরিমাণ শোণিত স্রাব (ফস:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ধরা ও ভার (স্বরভঙ্গ) যেন বুক শ্লেষ্মাপূর্ণ গভীর ঘনগর্ভ ঘঙঘঙে কাসি এবং স্বরনলী হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত জ্বালা (অ্যাসিড্-টার্ট:)। সন্ধ্যার পর শয়িত অবস্থায় কাসিতে কাসিতে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে শুষ্ক ও দেহ আলোড়ক কাসি,—রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় (ব্রাই:=রোগী স্বীয় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া বসে)। কাসির সময় বক্ষ মধ্যে তীব্র জ্বালা, এবং বোধ হয় যেন ফুস্ ফুস ছিন্ন হইয়া টুকরা বহির্গত হইবে (বক্ষমধ্যে জ্বালা—বীউফো: আয়োড: স্পঞ্জী:)। পাদচারণকালে বক্ষ মধ্যে জ্বালা ও চাপ বোথ।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে ব্যথা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব (অ্যাসিড্-সল্‌ফ:) এবং ঐ স্থানে যেন একটা মুষ্টিপরিমিত মাংসপিণ্ড সংলগ্ন হইয়া আছে এইরূপ অনুমিতি বশতঃ রোগিণী চিৎ হইয়া বা পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিতে পারে না (গ্রান্: ম্যাগ-মিউ:=কেবল চিৎ হইয়া বা পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন সম্ভব,—যকৃতের রোগে); মর্দ্দনে উপশম। নিতম্বদেশে প্রচণ্ড বেদনা,—যেন অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে বা যেন ঋতু আবির্ভাবের পূর্ব্বলক্ষণ (ভাইবার্ণ:)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে পৃষ্ঠদেশে প্রবল ঘর্ষণজনিতবৎ ব্যথা। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং শয়িতাবস্থায় বাম বাহু ও পদ অসাড় বোধ হয়। অঙ্গুলি মধ্যে চিন্‌চিন্ করিতে থাকে মর্দ্দনান্তে উপশম। সমগ্র দেহে অত্যন্ত আবল্য, আলস্য ও ব্যথা বোধ, কম্পন এবং পদদ্বয়ের ক্ষীণতা।

ত্বক।—সমগ্র গাত্রত্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাকীর্ণ হইয়া থাকে,—ঐ সকল পীড়কা অত্যন্ত কুণ্ডয়নের উদ্রেক করে। পাচড়া প্রভৃতির অবরোধ, (অ্যাম্ব্রা: ডাল্‌ক্যা: সোরিন্: সল্‌ফ্:)। বাম হস্তের অঙ্গুলিঅগ্রে সড়্‌সড়ী অনুভব (হ্রাস্: ফস্:); মর্দ্দনান্তে উপশম (ক্যাল্‌কে: ক্যাম্ফা: প্লাম্: সাইক্লে: গুয়ায়েক্:)।

নিদ্রা।—মস্তকে, উদরে এবং কটিদেশে প্রচণ্ড বেদনা বশতঃ রাত্রে অনিদ্রা; এই বেদনার জন্য রোগী চিৎ হইয়া শুইতে পারে না।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—প্রাতে ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে শীতাবির্ভাব (ইউপেট: হ্রাস:),—পৃষ্ঠদেশে শিহরণ; দেহের এক অংশে উত্তাপ এবং অন্য অংশে শীত বোধ হইয়া থাকে তৎসহ তৃষ্ণা। সন্ধ্যা ৯টার সময় কম্প সহ শীতাবির্ভাব; শয্যার উত্তাপে শীত দূর এবং তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। মস্তক উত্তপ্ত এবং দেহের অবশিষ্টাংশ শীতল (হেলিবো:)। শয্যায় উঠিয়া বসিলে উত্তাপ, শিরোঘূর্ণন, মস্তকে স্বেদোদ্গম এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে (উপবিষ্টাবস্থায় উত্তাপ বৃদ্ধি=ক্যালী-বাই:)।

বৃদ্ধি।—শীতল স্থান হইতে উষ্ণ গৃহে প্রবেশান্তে, গলাধঃকরণে, দন্তে খাদ্যদ্রব্যের স্পর্শে।

উপশম।—মর্দ্দনে, শয্যায় শয়নান্তে, পাদচারণে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাক্টীয়া-রে: হিপ্: ইগ্নে: ন্যাট-সল্‌ফ: ল্যাক্-ডিফ্লোর: পল্‌স:।

তুলনীয়।—সকল প্রকার ম্যাগ্নেসিয়া। বহুমূত্রে—ন্যাট্রাম: সলফ:। বিষাদে—পল্‌স:। গিলিতে ক্লেশ—ইগ্নেসিয়া:। উদ্গারে—হিপার:। উৎকণ্ঠা—লাইকোপ:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ম্যাগ্নোলীয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা
(MAGNOLIA GRANDIFLORA).

প্রস্তুতি।—ইহার ফুল হইতে মাদার টিঞ্চার বা মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—ধমনীর অর্ব্বুদ; হৃৎশূল; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; বাত; মাথাঘোরা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—নানাবিধ, সন্ধিবাত এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়াতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এতজ্জনিত বেদনাদি দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তনশীল বা দেহের দুইটী নির্দ্দিষ্ট অংশ বা যন্ত্রকে পর্য্যায়ক্রমে আক্রমণ করিয়া থাকে,—যেমন প্লীহা ও হৃৎপিণ্ড,—কিন্তু বক্ষমধ্যে ও হৃৎপিণ্ডের উপরই ইহার অধিকাংশ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইয়া থাকে। বক্রাস্থি বা কণ্ঠাস্থিতে বাতাশ্রিত বেদনা, হৃৎপিণ্ড মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে খালধরার ম° ও অস্ত্রাঘাতের ন্যায় বেদনা বোধ, কণ্ঠনলীতে শ্বাসরোধক দৃঢ়াবদ্ধভাব ও হৃৎপিণ্ডের বেদনা, ধমনী মূল-স্ফীতি বা ধমনীমূলার্ব্বুদ। হৃৎশূল এবং বাম বাহুর পেশীর বাতব্যাধি প্রভৃতি কয়েকটী উল্লিখিত ভেষজের প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মন।—সশঙ্কিত ভাব,—রোগীর ভয় তাহার মৃত্যু হইবে (ক্যানাব-ইন্: লোবেল্-ইন্: এবং বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিবে=প্লাটি:)। সামান্য কারণে ভীত হয়। চক্ষু মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা ও নানা প্রকার ভ্রমদর্শন। সকল কার্য্যে অনাসক্তি। মস্তিষ্কের আবিলতা ও জড়তা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, এতৎসহ পাকস্থলী শূন্য বোধ (যেন পাকস্থলী হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে=ক্যালী-কার্ব:),—সন্ধ্যার সময় (গ্র্যাফ: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে:), উপশম—শয্যায় শয়নান্তে (আর্ণি: কার্ব্বো-অ্যান্:); চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে (অ্যানাক্: ক্যাম্ফো: সাইক্লে: জেল্: ক্যালী-বাই: ফাইটো.)। মস্তক মধ্যে ছুরিকাবেধবৎ বেদনা (ক্যাডমী-সল্ফ: কিউপ-অ্যাসেট:):—বাম পার্শ্বে অধিক (রোবিন:)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে বিবমিষা (কোণা: পেট্রোল: নক্স:—প্রতি এক দিবস অন্তর প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে=ইউপেট:) উপশম—প্রাতর্ভোজনান্তে বা কিছু খাইলে (অ্যাসিড-ল্যাক্:)। পর্য্যায়ক্রমে প্লীহা ও হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়। প্লীহা ও হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়। প্লীহা ও যকৃৎ মধ্যে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বাধার মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য (সিপী: সিফিলিন্:) ও বেদনা,—উরুতে পর্য্যন্ত ঐ বেদনা সঞ্চারিত হয় (আষ্টিলো:)। প্রদর—গাঢ় শ্বেতবর্ণ (বোর্: সিপী:) বা পীতবর্ণ (হাইড্রাষ্টি: মাইরিকা: সিপী:), এতৎসহ মলবদ্ধতা; প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত কুন্থনের উদ্রেক হয়। আর্ত্তব-ব্যবধানকালে যোনি হইতে শোণিত নিঃসরণ (বেল্: বোভি: ক্যামো: ইল্যাপ্স: হ্যামা:)। ঋতু,—বিলম্বে প্রকাশ হয়; স্রাব ফিকাবর্ণ, অতি

অতি অল্প ; প্রথম দুই দিবস ঘনীভূত শোণিত (শেষ কয়েক দিবস = হ্যাট-সল্‌ফ:) ; পরে স্বাভাবিক স্রাব হইয়া থাকে। রজঃ আবির্ভাবের পূর্ব্বে—কটিদেশে (অ্যাসের্: কলোফি: অ্যাসিড-নাই: সিপী:), তলপেটে (ক্রোটন: বেল্: ক্যামো: হায়ো: লাই: পল্‌সে:) এবং উরুদ্বয়ে (ক্যামো: কলো: ভাইবার্ন্:) বেদনা, শিরোবেদনা (বোর্: বোভি: হাইড্র্যাষ্ট: হ্যাট-কার্ব:), হ্যাট্-মিউ:); মুখমণ্ডলে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব (আয়োড:), বিবমিষা (হায়ো: ইপিক্: হ্যাট-মিউ: পল্‌সে:) এবং শীত বোধ (ক্যাল্‌কে: পল্‌সে:) হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্রাদি।—শুষ্ক কাসি,—দিবসে, উপশম—রাত্রে শয়নান্তে (ম্যাঙ্গেন:)। শ্বাসরোধোপক্রম,—দ্রুত পাদচারণ কালে (লোবেল্-ইন্:—পাদচারণে—এরাণ্ডো: ইগ্নে: পল্‌সে:) ; বামপার্শ্বে শয়নে (হাইড্র্যাষ্ট: এপীস:) ; আহারাদির পর হস্তপদাদি প্রসারণেচ্ছা (সিফিলিন্: ফস্:) ও প্রথমে বক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে পরে হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনার আবির্ভাব হওয়ায় রোগীর মনে মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া যায়। কক্ষদ্বয়ের কিঞ্চিন্নিম্নস্থিত বক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃঢ়াবদ্ধভাব (অ্যামিল: ক্যাক্ট:)। বক্ষপার্শ্বদ্বয়ে আড়ষ্টতা (ব্যাপটি: টেরিব:),—যেন দেহের উত্তপ্ত অবস্থায় জলীয় বায়ু লাগিয়াছে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্‌প্রদেশে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ড মধ্যে খালধরার ন্যায় বেদনা (ক্যালী: কার্ব: পটিলী: থুযা:)। ধমনী মূলার্ব্বুদ ক্যাল্‌কে: র‍্যাণান-স্ক্লি:)। হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনা,—প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে (ক্যাল্‌কে-ফস্:) কিম্বা গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে (ক্রোটেল:) এবং বাম পার্শ্বে শয়নান্তে (ল্যাকে: টেলীউ:); পর্য্যায় ক্রমে বামস্কন্ধে ও হৃৎপিণ্ডে বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাম স্কন্ধে ও হৃৎপিণ্ড মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা (লাইকোপ-ভার্জি:)। হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্ট প্রদাহ এবং বহির্বেষ্ট প্রদাহ (অ্যাকোন্: ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী আয়োড: ক্যাল্মী: স্পাইজি:) যেন হৃৎপিণ্ডের গতি স্থির হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (অরাম-মেট: চিনিন্-আর্স: সাইকীউ: জেল্‌সি: লীলি-টাইগ্: সিপী:)। বেদনার উপশমান্তে ব্যথা থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা আড়ষ্ট এবং যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত। পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা (ক্যালী-কার্ব:—বাম পার্শ্বে = সিঙ্কো:)। দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তনশীল বেদনা (ক্যালী-বাই: ল্যাক-ক্যান্: পল্‌সে:)। বাহুদ্বয়ে হুলবেধবৎ বেদনা (এপীস: চিম্যাফিল্:)। মণিবন্ধের বাত (অ্যাক্টী-স্পাই: ব্র্যাকীগ্লট: কোল্‌চি: গুয়ায়েক্:)। বাম বাহুর পৈশিক বাত,—বাহু অসাড় বোধ হয় (অ্যাষ্টেক্: ফের: গুয়ায়েক:)। প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে এবং শুষ্ক বায়ু সংস্পর্শে বাতবেদনার উপশম। তীব্র ব্যথা,—দৈহিক ব্যায়ামান্তে উপশম।

বৃদ্ধি।—জলীয় বায়ু সংস্পর্শে এবং পার্শ্ব ফিরিয়া শয়নান্তে।

উপশম।—প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে ; দেহ সঞ্চালনে ; শারীরিক ব্যায়ামে ; শুষ্ক বায়ু সংস্পর্শে এবং রাত্রে শয়নান্তে (কাসি)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্যাল্মীয়া: ক্যালী-কার্ব: লীলিয়াম-টাই: বেল: ইলাপ্স:

ক্যামো: বোভি: হ্যামা: ক্যালা-বাই: গুয়ায়েক: ফেরাম· লাইকোপাস: ভার্জি: লাইকোপোড: কোল্‌চিকাম: ভাইবার্ণাম্‌:।

তুলনীয়।—বাতে—ক্যালী-বাই: ক্যাল্‌মিয়া.। রজঃস্রাবে—হ্যামা: বোভিষ্টা:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ম্যালেরিয়া অফিসিন্যালিস্‌

(MALARIA OFFICINALIS).

প্রস্তুতি।—অল্পাধিক পচামান বৃক্ষপত্রাদি-পতিত জল হইতে প্রস্তুত ; এই ভেষজ ডাঃ বোয়েন দ্বারা আবিষ্কৃত।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—সবিরাম জ্বর, পৈত্তিক জ্বর ; কোষ্ঠবদ্ধ ; ক্ষয়কাস ; অতিসার , জ্বর , বাত ; যকৃতের পীড়া ; ম্যালেরিয়া ; স্নায়ু-শূল ; প্লীহার পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—পূতিবাষ্পজ সকল প্রকার রোগই ইহার সম্যক্‌ আয়ত্বাধীন ; কম্পজ্বর ; বাতব্যাধি, বাতরক্ত প্লীহা ও যকৃৎ বিবর্দ্ধন, ম্যালেরিয়া জ্বরান্তিক দৌর্ব্বল্য ও ধাতুদুষ্ট, সমস্তই ইহাদ্বারা সম্যক্‌রূপে নিরাকৃত হইয়া থাকে। যাহারা পূতিবাষ্প জনিত পীড়াদি ভোগ করিয়া থাকে, যক্ষ্মাবিষ তাহাদের দেহে স্থান পায় না,—ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সপ্রমাণ হইতেছে যে যক্ষ্মারোগীদিগের দেহে ম্যালেরীয়া বা পূতিবাষ্পজ বিষ প্রবেশ করাইতে পারিলে যক্ষ্মাবিষ দূর হইতে পারে, এবং প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগীদিগকে উল্লিখিত ভেষজের নিম্নক্রম সেবনে করাইলে তাহাদিগের দেহে কৃত্রিম ম্যালেরীয়া জ্বরের সৃজন হয় এবং ঐ ম্যালেরিয়া আরোগ্য হইলে যক্ষ্মাও তিরোহিত হয় এবং রোগী নবজীন ও স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে। নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল রোগীতে বর্ত্তমান থাকিলে ইহাব ব্যবহাবে সে সকল সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়া থাকে :—(১) শিরোবেদনা, বিবমিষা, পাকস্থলী মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং শ্বেত লেপান্বিত জিহ্বা। (২) প্রচণ্ড বেদনা, বিবমিষা, অরুচি, প্লীহা (সীয়্যানো:) এবং তৎপরে যকৃৎ মধ্যে (চেলিড: কোলেষ্টারিন্‌:) বেদনা ও তৎপরে কম্পজ্বরে। (৩) অত্যন্ত আলস্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, তদন্তে অবিরাম জ্বর এবং দেহের নানা স্থানে ব্যথা ও বেদনাদি বশতঃ চলচ্ছক্তিরাহিত্য। (৪) পিত্তশূল, বিবমিষা, অঙ্গগ্রহ বা খালধরা, উদরাময় এবং শিরোবেদনা। (৫) যকৃৎ: প্লীহা, বৃক্ক এবং পাকস্থলীর পীড়া। (৬) মোহাচ্ছন্নবৎ অবস্থা, হস্তপদাদি অবশ এবং রোগী শয্যাগত। (৭) পূতিবাষ্প জনিত বাতব্যাধি ও কটিদেশীয় বাত তৎসহ অবশতা। (৮) হস্ত, মণিবন্ধ বা কব্জী কনুই সন্ধি চরণ, গুল্‌ফ এবং জানু ব্যথা। (৯) সার্ব্বাঙ্গিক ক্লান্তি বোধ। (১০) পুনঃ

পুনঃ জৃম্ভন, গাত্রভঙ্গ বা হস্তপদাদি প্রসারণ। (১১) মুখমণ্ডল ও মস্তক অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত, ক্রমে ঐ উত্তাপ সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়। (১২) রোগী নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য লালায়িত। (১৩) যকৃতের ব্যথা বশতঃ নিশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারে না, প্রবল মর্দ্দনে উপশম। (১৪) দিবসে বেশ থাকে, রাত্রে পাগলের ন্যায় কখন গান করে, কখন উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং কখন ও বা সমস্ত রাত্রি বকিতে থাকে। (১৫) এক দিবস অনন্তর দ্বিপ্রহরের সময় কম্পজ্বরাবির্ভাব। (১৬) জ্বরাবির্ভাবের পূর্ব্বে নিদ্রালুতা। (আর্স: কর্ণাস: পাল্‌সে·)। (১৭) উত্তাপ রহিত শীতাবির্ভাব। (১৮) গৃহবহিঃস্থ বায়ুতে অবস্থান কালে রোগী শীতে কম্পিত হইতে থাকে এবং ক্রমে হস্তপদাদিতে খাল ধরিতে আরম্ভ হয়। (১৯) দক্ষিণ পৃষ্ঠফলক-তলে বেদনা (চেলিড্‌:)। (২০) জিহ্বামূল শুষ্ক বোধ। (২১) অৰ্দ্ধ মিনিট অন্তর ক্ষুক্‌ক্ষুকে কাসি (কোর‍্যাল্‌: ককাস্‌:),—কথা কহিবার এবং শয্যার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার সময়। (২২) যকৃৎ প্রদেশে নিরন্তর অনুগ্র বেদনা, প্রস্রাবান্তে উপশম (লিথীয়া: য্যাম্বো:)। (২৩) আহারান্তে লক্ষণাদির উপশম। (২৪) শৈত্য সংস্পর্শ বা দেহ জলসিক্ত হওয়া বশতঃ রোগাদি (ডাল্‌ক্যা· লেম্না হাস্‌: অ্যারেনীয়া:)। (২৫) পূতিবাষ্পজ সবিরাম জ্বর (সীড্রন্‌: ইপিক্‌: ন্যাট্র-মিউ:)।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—আর্স: ব্রাই নক্স্‌: হ্রাস্‌-টক্স্‌:।

তুলনীয়।—প্লীহা (সিয়োনোথাস:); যকৃৎ (বাই: লাইকো: চেলিডান:); আর্দ্রতা জনিত রোগ (ডলকা:); কাসি (কোরালি: কক্কস.); সবিরাম জ্বর (ইগ্‌নী: সিড্রন: ন্যাট্রাম: মিনিয়েন্থ:)।

সদৃশ।—অ্যারেনী-ডায়া: ব্রাই: সীয়্যা: সিড্রন্‌ চেলিড্‌: কোলেষ্টোবিন্‌: ককাস্‌ ক্যাক্ট্‌: কোর‍্যাল্‌-রুব্‌: ডাল্‌ক্যা: লেম্না-মাই: মিনীয়্যান্‌. ইউজিন্‌:-য্যাম্‌: লিথীয়'-কার্ব্ব: ন্যাট্‌-মিউ: সোরিন্‌: ব্যাসিলিন্‌: টিউবাকীউলিন্‌: পডোফিল্‌: কর্ণাস্‌. জেলসি: নক্স্‌-ভম: অ্যাল্‌ষ্টোন্‌: আর্ণি: ইউক্যাল্‌:।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম।

ম্যান্সিনেলা

(MANCINELLA).

প্রস্তুতি।—ফল, পত্র ও ছাল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

নামান্তর।—ম্যাঞ্চিনিল্‌।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; অন্ধত্ব; অন্ত্রকূজন; শিশু বিসূচিকা; শূল; উপঝিল্লী প্রদাহ; চক্ষুপ্রদাহাদি; কেশরুক্ষ; মাথা ধরা;

স্নায়বিক পীড়া; অন্ননলীর সঙ্কোচন; গলক্ষত; পাকাশয় প্রদাহ; জিহ্বায় ক্ষত; সান্নিপাতিক জ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—রোগিনীর স্থির বিশ্বাস যে সে পাগল হইয়া যাইবে; কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে শিরোঘূর্ণন; পাকস্থলী হইতে যেন অগ্নিশিখা উথিত হইতেছে, পাকস্থলী যেন হঠাৎ তাল পাকাইয়া যায় এবং পুনশ্চ এলাইত হয়, বমনান্তে শিরোবেদনার উপশম; পাকস্থলী মধ্যে যেন একটা জীব নড়িতেছে; পুনঃ পুনঃ হরিদ্বর্ণ বমন; বমনান্তে অন্ত্রশূল ও উদরাময়; জলপানান্তে কাসির বৃদ্ধি; মস্তক শূন্য বোধ হয়, যেন মস্তক কোন কঠিন বস্তুর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে; গলগ্রন্থিদ্বয়ের অত্যধিক স্ফীতি ও তন্মধ্যে পূয সঞ্চয় বশতঃ শ্বাসরোধোপক্রম; শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে আরাম বোধ; কিন্তু অগ্নির উত্তাপে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয়; গাত্রত্বকের উপর রসগুটি, ত্বকক্ষয়, জ্বালা, দগ্ধনারাঙ্গা, বৃহৎ শল্ক পাত এবং অন্যান্য নানা প্রকার চর্ম্মরোগ প্রভৃতি কতিপয় লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—কথায় কথায় বিস্মৃতি, এই যাহা মনে করিতেছিল পরমুহূর্ত্তে আর মনে থাকে না। সকল কার্য্যই বিরক্তিকর মনে হয়। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহা অনিচ্ছার সহিত উত্তর দেয় (পেপায়া: হ্রাস: অ্যাসিড-সল্ফ:)। আর্ত্তবারম্ভের পূর্ব্বে উদ্বেগ (ন্যাট-মিউ: সল্ফ:)। [হেরিং বলেন যে প্রথম যৌবনোদ্গম এবং বয়ংসন্ধিকালে রমণীদিগের অত্যধিক ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সংযুক্ত চিত্তবিষাদে এই ভেষজ স্মরণীয়]। রোগিণীর স্থির বিশ্বাস সে উন্মাদ হইয়া যাইবে (অ্যাক্টী: ল্যাক্-ক্যান্: ক্যানাব: ইন্: লীলি-টাইগ্: মিডহ্ন্: ক্যালী-ব্রোম: সিফিলিন:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, বৃদ্ধি = গৃহের বাহিরে গমনে (গ্লোন: লরো:), শয্যা হইতে বহির্গত হইবার পর (চেলিড. সিঙ্কো: গ্লোন্:) এবং কোন বস্তুর দিকে দীর্ঘকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে (অ্যালী-স্যাট: কষ্টি: ল্যাকে:)। পাদচারণকালে মস্তক অত্যন্ত লঘু বা শূন্য বোধ হয় (শূন্য = কার্ব্বো-ভেজি: কোব্যাল্.—লঘু বোধ = জেল: মিডহ্ন্: পল্সে:); সান্নিপাতিক বা আন্ত্রিক জ্বরাদি স্নায়বিক পীড়ার পর মস্তক শূন্য বোধ; প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে মস্তক অতিশয় লঘু বোধ। দীপালোক জনিত শিরোবেদনা; অগ্নির আধারের উত্তাপে বৃদ্ধি; বমনান্তে উপশম (গ্লোন্: শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমনান্তে উপশম = ক্যাল্কে.)। মূর্দ্ধাদেশে বোধ হয় যেন একটী লৌহ কীলক প্রবিষ্ট হইতেছে (হেলিবো. নক্স:)। মস্তকের ত্বক অত্যন্ত কণ্ডুতিযুক্ত (গ্র্যাফ: মেজের: ন্যাট-মিউ: সল্ফ:)। কঠিন রোগাদির পর মস্তকের কেশ উঠিয়া যায় (প্রসবান্তে = ক্যাল্কে:—গর্ভাবস্থায় = ল্যাকে:)। নাসামূলে চাপবোধ। আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য (মাক:)।

চক্ষু।—দীপালোকে চক্ষু মধ্যে জ্বালা (ওলি-অ্যান্:—দিবসে = ম্যাঙ্গে:); কেবলমাত্র চক্ষু মুদিত করিলে অক্ষিপুটের জ্বালা বোধ হয় (ষ্টিক্টা:)। চক্ষু নীলিমা বেষ্টিত (অ্যাব্রোট:

হেলিবো: আইরিস: লাই: অ্যাসিড-ফস: ষ্টাফ:)। তীব্র প্রদাহ বশতঃ কয়েক দিবস অন্ধ হইয়া থাকে (এপীস. সল্ফ:) ; অক্ষিপুট অত্যন্ত স্ফীত হইয়া থাকে (আর্জেণ্ট-নাই: মার্ক: ন্যাট-কার্ব: হ্রাস:)। দৃষ্ট বস্তু যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ বোধ (ক্যাম্ফো: অ্যাসিড-সল্ফ: লিসিন্:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের উত্তাপ আবির্ভূত হইবার অনতিপরেই তদুপরে সমস্ত দিন যাবৎ বেদনা জনক কণ্ডুয়ন ; সূচীবেধবৎ বেদনা এবং জ্বালা অনুভূত হয় ; পর দিবস প্রাতে মুখ স্ফীত হইয়া উঠে এবং দ্বিপ্রহরের সময় পীতবর্ণ রসপূর্ণ পীড়কা সকল উদ্গত হয় এবং তৎপর দিবস শল্কপাত হইতে থাকে। চিবুকের উপব অসংখ্য পীড়কা উদ্গত হইয়া পরে তাহা হইতে ছাল উঠিতে থাকে।

মুখবিবর।—মুখের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত (অ্যাকো: ব্রায়ো: মার্কু: ন্যাট্র. নক্স: পল্স.)। **জিহ্বা,**—শ্বেত লেপান্বিত ; এবং মধ্যে মধ্যে লাল বিন্দুময়—যেন উপক্ষত হইয়াছে। মুখমধ্যে অসহনীয় জ্বালা ও কণ্টকবেধবৎ (ন্যাট-ফস:) অনুভূতি (যেন মরীচ চূর্ণ লিপ্ত হইয়াছে = ক্যাপ্স: মেজের: ন্যাট্র-সল্ফ:),—শীতল জলেও উপশমিত হয় না (উত্তাপে উপশম = কাপ্স: শীতল জলপানে উপশম = বীউফো: ক্যান্থা:)। সমগ্র মুখবিবব ও জিহ্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসপীড়কাকীর্ণ হইয়া হইয়া থাকে (ক্যান্থা: ক্যাপ্স: শ্বেতবর্ণ = ক্যান্থা:)। অপর্য্যাপ্ত লালা-স্রাব,—লালা দুর্গন্ধময় (অ্যা নাই:) ও পীতবর্ণ (মার্ক-কব্: ফাইটো:) মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, রোগিনী স্বয়ং অনুভব করে (পডো. —রোগী স্বয়ং অপেক্ষা দূরের লোক অধিক অনুভব করে = মার্ক:)। তালুব উপরে বৃহৎ ফোস্কা উদ্গত হইয়া থাকে (ক্যাল্কে: সল্ফ:)।

গলমধ্য।—আলজিহ্বার অত্যন্ত বৃদ্ধি (ক্রোটন্. হায়ো. ক্যালী-আয়োড: ল্যাকে:)। কথা কহিতে কহিতে যেন গলরোধ হইয়া আইসে। কণ্ঠ মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা অনুভব (মাক: নক্স-মস: ফস: স্যাবাড. ষ্টিক্টা:)। তালুমূল হইতে অন্ননলী পর্য্যন্ত উত্তাপযুক্ত বোধ হয় অথচ তৃষ্ণা রহিত (পাকস্থলী পর্য্যন্ত = সীপা:) গলরোধপ্রবণতা বশতঃ তৃষ্ণা সত্ত্বেও জলপান করিতে পারে না। গলগ্রন্থির উপর পীতাভ শ্বেতবর্ণ ক্ষ তোদ্গম এবং তন্মধ্যে ভয়ানক জ্বালা (ক্যালী-পর্ম্যা:)। গলগ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি ও তন্মধ্যে পূযসঞ্চয় (ব্যারাই: ক্যাল্কে-সল্ফ: হিপ: ল্যাক্-ক্যান: ল্যাকে: লাই: মার্ক: মার্ক-প্রোট: মার্ক-বিন্:), ও শ্বাসরোধোপক্রম ; সাঁই সাঁই শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস।

পাকস্থলী।—মুখমধ্যে ক্ষত বশতঃ কেবল মাত্র তরল দ্রব্যাদি আহার করিতে পারে। জলপান করিলে পাকস্থলী অধিক পরিমাণে স্ফীত হইয়া উঠে ও বেদনার বৃদ্ধি হয়। বৃথা উদ্গার তুলিবার চেষ্টা ; বিবমিষাধিক্য বশতঃ গলরোধপ্রবণতা। পাকস্থলী হইতে পুনঃ পুনঃ গলরোধক অনুভূতি উত্থিত হইতে থাকে, যেন আধ্মানাধিক্য বশতঃ এইরূপ হইতেছে, তৎসহ অবসন্নতা বোধ ও হৃদস্পন্দন। পাকস্থলী মধ্য হইতে যেন অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছে এইরূপ অনুভব (ইউফর্ব:), এই জন্য দেহ এত উত্তাপযুক্ত হইয়া উঠে যে রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ হরিদ্বর্ণ পদার্থ বমন (ক্যান্থা: মার্ক: পপী)। বমনান্তে শিরোবেদনার

উপশম (অ্যাসের: গ্লোন্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে এবং কণ্ঠ ও পাকস্থলী মধ্যে বিবমিষা ও জ্বালা। অম্লাক্ত মেদময় (আয়োড্: মেজের: নক্স্:) বমন এবং জলে ঘৃণা ; বমিত পদার্থের উপরিভাগে ঘনীভূত মেদবৎ শ্বেতবর্ণ কি ভাসিতে থাকে। ভুক্ত দ্রব্যাদি বমনান্তে অন্ত্রশূল ও অপর্য্যাপ্ত তরল মল ত্যাগ। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন পাকস্থলী তাল পাকাইয়া যাইতেছে এবং আবার তৎক্ষণাৎ এলায়িত হইতেছে।

অন্ত্রাশয়।—দক্ষিণ পার্শ্বে দেহ বক্র করিলে বাম পার্শ্বে অন্ত্রকূজিত বা পেটের মধ্যে শব্দ শুনা যায়। বাম কোকের মুদ্রাপবিমিত অংশে এত বেদনা বোধ হয় যে রোগিনী স্বীয় হস্ত দ্বারা ঐ অংশ চাপিয়া ধবে। দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া থাকিলে উদরের বাম পার্শ্বে অন্ত্রকূজন বা কুল্কুল্ শব্দ হইতে থাকে ; বাম পার্শ্বে শুইলে কিছুই শুনা যায় না। প্রতি দেহ সঞ্চালনে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে উচ্চ অন্ত্রকূজনধ্বনি শ্রুত হয় ; অগ্নির পাত্র বা উনুনের উত্তাপে বৃদ্ধি। প্রবল শিরোবেদনা ; জলপানান্তে অন্ত্রশূলের আবির্ভাব হয় তৎসহ মূর্চ্ছোপক্রম এবং পর্য্যায়াবির্ভাবশীল মলকাঠিন্য ও মলতারল্য।

মলান্ত্র ও মল।—পাকস্থলী শূন্য ও মলান্ত্র পরিপূর্ণ বোধ (সলফ:)। অন্ত্রশূল ও শিরোঘূর্ণন সহ অত্যধিক মলতারল্য (কোণা. ফেবাম্: সল্ফ. হেলিবো: ক্যাল্মীয়া:)। অন্ত্রশূল, নিদ্রাবেশ এবং শিবোঘূর্ণন সহ বাব বাব বক্তাক্ত মলত্যাগ। রক্ত শূন্য হরিতাভ মল [অ্যাসাফিট্: ক্যামো: ন্যাট্-মিউ: ন্যট-ফস্: প্লাম্ পডো' সল্ফ্: ভেরেট্:]। মলতারল্যাধিকারে উদর ও মলদ্বারে জ্বালা। পর্য্যায়াবির্ভাবশীল মলতারল্য ও মলকাঠিন্য (অ্যাব্রোট: অ্যাণ্ট-ক্রুড্: হাইড্র্যাষ্ট: চেলিডে্: ন্যাট-সল্ফ: নক্স-ভম: প্লাম্: পডো পলসে:)। উদরাময়,—পুনঃ পুনঃ পাতলা, জলবৎ মল তৎসহ বমন ও আমাতিসার, মল যন্ত্রণাজনক, কালবর্ণ [ব্রোম্: লেপ্ট্যান: মার্ক্: ওপী: প্লাম্ স্কীলা:], দুর্গন্ধময় রক্তমিশ্রিত মল, তৎসহ কুন্থন ; মলত্যাগান্তে মলদ্বার ধক্ধক্ করিতে থাকে (অ্যালীউ. বাবা:) এবং অর্শ হইতে দুর্গন্ধ শোণিত নিঃসৃত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—নাকীসুরে কথা বলে (সীপা: জেল্: আয়োড্: ক্যালীবাই: রীউমেক্স্: ষ্ট্যাফ্.)। গলরোধ হওয়ায় কথা কহিবার ব্যাঘাত। সাঁই সাঁই শব্দকারী শ্বাস্প্রশ্বাস। পুরাতন শ্বাস্ রোগ। সামান্য আয়াসান্তে প্রবল কাসি এবং স্বরনলী মধ্যে যন্ত্রণাজনক সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব। কাসিব বৃদ্ধি রাত্রে এবং জলপানান্তে (অ্যাকোন্: হায়ো: স্পঞ্জী:)। কতকটা কফ নির্গমনান্তে বক্ষ মধ্যে চাপ বোধের উপশম হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অঙ্গুলিসন্ধি সকল আড়ষ্ট ও ব্যথান্বিত ; অতি কষ্টে বক্র করিতে পারে। হস্তদ্বয়ের জড়তা (ফস্ টিলী:—হাত হইতে জিনিষ পড়িয়া যায়=এপীস্: বোভি: ন্যাট্-মিউ:)। হস্তদ্বয় ববফের মত শীতল (অ্যাকোন্: আর্জ-নাই: ক্যাক্ট: ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভেজি: ইউপেট: ভেরেট্:)। থাকিয়া থাকিয়া পদদ্বয় স্পন্দিত ও আলোড়িত হইয়া উঠে। গুল্ফতলে বা গোড়ালিতে যেন সূচী বিদ্ধ হইতেছে এরূপ অনুভব। পদতলে জ্বালা ও শুষ্কতা-অনুভব। জ্বর ত্যাগান্তে পদতল হইতে শল্ক বা ছাল উঠিতে থাকে। অতিশয় দৌর্ব্বল্য এবং হস্তপদাদিতে অব্যক্তব্য অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, পুনঃ পুনঃ প্রত্যঙ্গাদি প্রসারিত করে। দেহের

অদ্ভুত লঘুত্ব বোধ, রোগীর মনে হয় যেন সে শূন্যে উড়িতেছে (অ্যাসের: ক্যানাব্-ইন্: হাইপির: মুগ-রিজী: ল্যাক্‌ক্যান: ষ্টিক্টা: ভ্যালি:) ; বিশেষতঃ আন্ত্রিক জ্বরের পর।

ত্বক।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসপীড়কা উদ্গত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায় এবং ঐ স্থান হইতে পরে শল্কপাত বা ছাল উঠিতে থাকে। পুরু মামড়ী এবং শল্কাবৃত ক্ষত। পোড়া নারাঙ্গা (ল্যাকে: হ্রাস:)। অত্যধিক অরুণিকা বা লালবর্ণ উদ্ভেদ। বৃহৎ ফোস্কা সকল উদ্গত হয়, যেন অগ্নি সংস্পর্শ জনিত। বিস্তৃতি প্রবণ বিসর্প।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্স: ক্যান্থা: ক্যাম্প: ক্রোটন-টিগ: ইউফর্ব: ইউক্যালিফ:।

তুলনীয়।—ক্যান্থারিস:—চর্ম্ম রোগ। আর্স: ও ক্যাপসিকাম:—জ্বালা, জলে বৃদ্ধি।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ম্যাঙ্গেনাম্ অ্যাসেটিকাম্

(MANGANUM ACETICUM).

নামান্তর।—অ্যাসিটেট্ অভ্ ম্যাঙ্গানিম্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

মন্তব্য।—মহাত্মা হানিমান ম্যাঙ্গেনাম অ্যাসেটিকাম ও কার্ব্বনিকাম নামক উভয় প্রকার ভেষজই পরীক্ষা করিয়াছিলেন, উহাদের পৃথক লক্ষণ সন্নিবেশ করেন নাই।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—রক্তাল্পতা; ক্ষীণ-দৃষ্টি; হাঁপানি; অস্থিমধ্যে বেদনা; মস্তিষ্কের সংঘাত; কাসি; সর্দ্দি; বধিরতা; বাধক; কর্ণের বিবিধপীড়া; পিত্তাশ্মরী; বাত; মাথাব্যথা; গোড়ালিতে বাতের বেদনা; স্বরভঙ্গ; চুলকানি; কামলা; স্বরনলীর ক্ষয়কাস; স্বরনলী প্রদাহ; নিকট বা অদূর দৃষ্টি; আলটাক্রায় ক্ষত বা অর্ব্বুদ; নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাত; কর্ণমূলপ্রদাহ; অস্থিবেষ্টের প্রদাহ; বিচর্চ্চিকা, আমবাত জিহ্বার বিবিধ পীড়া; জৃম্ভন ইত্যাদি রোগে ফলদান করিয়াছে।

উপযোগিতা ও আভাস।—দেহের অস্থি সকল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত এবং স্পর্শাসহ; অস্থিরোগ বশতঃ গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে অনুচ্চ আরক্ত দাগ; গুল্‌ফসন্ধির ক্ষীণতা, শিশুর এই রোগ থাকিলে সে চলিতে পারে না; সান্নিপাতিক বা মোহজ্বরে কর্ণমূলীয় গ্রন্থি স্ফীত এবং দেহের অস্থিপঞ্জরের স্পর্শাসহনীয়তা, কর্ণাভ্যন্তরের পীড়া এবং বক্ষের ঊর্দ্ধাংশের রোগ; ভগ্ন বা কর্কশ স্বর এবং পৈশিক আকর্ষণবৎ অনুভূতি, এই কয়েকটী ম্যাঙ্গেনামের প্রকৃতিগত বিশিষ্ট-লক্ষণ। এতদ্ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত লক্ষণ কতিপয়ও বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে—(১) তালুর উপর স্থানে স্থানে এক একটী গুটিকা উদ্গত হইয়া থাকে। গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে নীলবর্ণ গুটীকা সামান্য আঘাতান্তে নীলিমা বেষ্টিত দুরারোগ্য ক্ষতোদ্গম; গাত্রত্বক

কিছুতেই নিরাময় হয় না, সামান্য আঁচড়াইয়া গেলে তাহা ক্ষতে পরিণত হয়; অস্থি ও সন্ধির প্রদাহাধিকারে রাত্রে অসহনীয় ছিদ্রকবণবৎ বেদনার আবির্ভাব হয় এবং আক্রান্ত সন্ধির চতুর্দ্দিকস্থিত ত্বকতলে পূয উৎপন্ন হয়; দ্রুত আবির্ভাব ও স্বল্পস্রাবশীল ঋতুসহ রক্তহীনতা; স্বর-নলীগত ক্ষয়কাস, বাত রোগী কোনরূপ ভার দ্রব্য লইয়া গুল্‌ফের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না; বাতরোগাধিকারে দেহের স্থানে স্থানে কাল বা নীলবর্ণ চিহ্ন সকল প্রতীয়মান হয়; পক্ষাঘাত রোগী চলিতে গেলে সম্মুখ দিকে ঠিক্‌রাইয়া যায়; ঊর্দ্ধগামী পক্ষাঘাত,—নিম্নাঙ্গ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধাঙ্গে সংক্রামিত হয়; অর্দ্ধাঙ্গিক পক্ষাঘাত; মেরুদণ্ড মধ্যগত মজ্জাস্তম্ভের সম্মুখাংশের অপকর্ষ জনিত পক্ষাঘাত। শিরোবেদনা, ছিদ্রকরণ বা নিষ্পেষণবৎ বেদনা, প্রতি পদ নিক্ষেপে শিরোমধ্যে সংঘাত অনুভূত হয়; সর্দ্দিজ বধিরতা, যেন কর্ণদ্বয় রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; নাসিকা ফোঁৎকার করিতে গেলে কর্ণ মধ্যে খট খট শব্দ হয়; জলীয় বায়ুতে বধিরতার বৃদ্ধি; কর্ণশূল সহ কর্ণস্রাব। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় ভ্রান্তিজ্ঞানও ইহার নির্ণায়ক যথা,—যেন মস্তক অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে; যেন উদরোর্দ্ধ প্রদেশ অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে; কর্ণদ্বয় যেন রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; কণ্ঠনলীর ত্বক যেন ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছে; বায়ুনলী যেন একটী সূক্ষ্ম ঝিল্লিদ্বারা রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; অন্ত্র সকল যেন কুণ্ডলীভূত হইয়া গিয়াছে; যেন হস্ত পদাদির কণ্ডার বা পেশীর উভয় শেষাংশ সকল হ্রস্বতর বা সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—খিটখিটে এবং বাচাল স্বভাব; স্বার্থসর্ব্বস্ব। বিমর্ষ এবং চিন্তাশীল। কাহারও উপর বিরক্ত হইলে দীর্ঘকাল যাবৎ হৃদয় মধ্যে সেই অসন্তোষ পোষণ করে। সামান্য কারণে ক্রোধের উদয় হয়। সকল ইন্দ্রিয়ই জড়ভাবান্বিত।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—উপবেশন বা দণ্ডায়মান অবস্থায়; সম্মুখদিকে পতনপ্রবণতা (গ্র্যাফ. ন্যাট-মিউ: পডো: সাইলি:)। মাথা নাড়িলে ও পাদ বিক্ষেপকালে শিরোমধ্যে বেদনা-জনক সংঘাত অনুভূতি। দেহ সঞ্চালনকালে গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে শিরোমধ্যে শোণিতধাবন, চিত্ত-বিভ্রম এবং রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শাদি জ্ঞান শক্তির বিকলতা ও মস্তক অত্যন্ত ভার এবং বৃহত্তর বোধ (এপীয়স: আজ নাই: আর্ণি: বোভি: জেল: গ্লোন্: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-মিউ: নক্স-মস্: প্ল্যাট:)। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বোধ ও দপ্ দপানি; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম; বোধ হয় যেন মস্তিক মধ্যে পূয উৎপন্ন হইবার উপক্রম হইতেছে। শিরোবেদনা,—নিষ্পেষণ ও ছিদ্রকরণবৎ বেদনা; বেদনা শঙ্খদেশ বা রগ হইতে চক্ষুর্দ্বয় ও ললাটাভিমুখে সঞ্চারিত হয়; উপশম=সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করিলে (সিনা: কোণা:), কিন্তু সোজা হইয়া বসিলে বা পশ্চাদ্দিকে মস্তক অবনমিত করিলে পুনরাবির্ভূত হয় (ক্লিম্যাট: গ্লোন:)। ললাটের বাম পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা। গৃহমধ্যে শিরোবেদনার আরম্ভ হইলে গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে এবং গৃহের বহির্দ্দেশে অবস্থিতি কালে আরম্ভ হইলে গৃহ মধ্যে প্রবেশান্তে উপশমিত হয়। মূর্দ্ধাদেশের

একটী ক্ষুদ্র অংশে শৈত্যানুভূতি (সল্‌ফ: ভেরেট:) অর্থাৎ মস্তকের কোন একটী স্থানে ঠাণ্ডা অনুভব করা।

চক্ষু।—অদূরদৃষ্টি (ফাইজস্:)। দিবসে অস্পষ্ট দৃষ্টি ও চক্ষুমধ্যে জ্বালা। দীপালোকে অধ্যয়নকালে চক্ষুমধ্যে চাপ বোধ। চক্ষু শুষ্ক এবং জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত। অক্ষিপুট স্ফীত এবং স্পর্শাসহ।

কর্ণ।—পাদচারণ কালে কর্ণ মধ্যে খট খট শব্দ। শ্রবণশক্তির স্থূলতা,—নাসিকা ফোঁৎকারান্তে উপশমিত হয়; শীতল জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি; কর্ণদ্বয়ের রুদ্ধভাব এবং শ্রবণ শক্তির হ্রাস; নাসিকা ফোঁৎকার বা গলাধঃকরণ কালে কর্ণমধ্যে কটাস্ করিয়া উঠে। বধির কর্ণ-মধ্যে হঠাৎ সূচীবেধবৎ বেদনা। বাম চুচুকাস্থি বিবর্দ্ধনের নিকটস্থিত পেশীর আকর্ষণ বা সঙ্কোচন বশতঃ রোগী দক্ষিণ দিকে মস্তক হেলাইতে বাধ্য হয়। সান্নিপাতিক জ্বরাধিকারে বাম কর্ণমূল গ্রন্থি ঈষৎ রক্তিমা বর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে। নাসা ফোঁৎকার এবং গলাধঃকরণ কালে কর্ণমধ্যে ফুটফাট ধ্বনি এবং জৃম্ভন করিতে গেলে "কটাশ" করিয়া উঠে (ব্যারাইট: ক্যাল্‌কে: সাইকীউ: প্ল্যাট:—হুপকাসি অধিকারে দূরে কামান গর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনি = ব্যাডী:)। কর্ণমধ্যে "হুহু" "সাঁই সাঁই" শব্দ এবং কর্ণপশ্চান্নলীর বিকৃতি বশতঃ বাধিরতা (পেট্রোল: - অন্যান্য কারণে হইলে = কষ্টি: কিউপ্রাম-অ্যাসেট: হিপ: ক্যালী-কার্ব: লিডাম: লাই: অ্যাসিড-মিউ. সল্‌ফ:)।

নাসিকা।—প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দিতে,—উভয় নাসা রুদ্ধ হইয়া যায় এবং নাসামূলে খাল ধরার ন্যায় বেদনা অনুভূত হইতে থাকে; শীতল জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান, অস্থিময় এবং শীর্ণ। নাসামূল ও ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে "কট কট ঝন্‌ঝন্" কারী বেদনা। হাস্য করিবার সময় নিম্ন হনু হইতে উভয় রগ পর্য্যন্ত পেশী অল্প নাচিয়া উঠিতে থাকে। ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক এবং কুঞ্চিত ত্বক অথচ তৃষ্ণা রহিত। মুখের কোনে পীড়কা উদ্গত হইয়া ক্ষতে পরিণত হয় (গ্র্যাফ: কণ্ডীউ: এবং ন্যাট-মিউ:)। আহারান্তে হনুগ্রহ বা চোয়াল বেদনা করা (অ্যাঙ্গাস:)। বাম চুচুকাস্থি বিবর্দ্ধনের নিকটস্থিত পেশীর প্রবল সঙ্কোচন বশতঃ রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তক হেলাইতে বাধ্য হয়।

মুখবিবর।—দন্ত মধ্য হইতে প্রবল বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া দ্রুতবেগে পার্শ্ববর্ত্তী অংশে সংক্রামিত হয়। দন্তশূল,—দন্তমধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা,—কোন শীতল দ্রব্যের সংস্পর্শে যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠে। প্রচণ্ড দন্তশূল,—হঠাৎ একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয় এবং কর্ণে পর্য্যন্ত আরোহণ করে (অ্যানোমীয়্যাক্: কলোসিন্থ: ক্রিয়ো: ল্যাকে: ম্ফ্রডো: প্ল্যান্টা: সিপী:—বামপার্শ্বের দন্ত হইতে বামকর্ণে = কলোসিন্থ:) পশ্চাতের ক্ষয়িত-গর্ভ দন্ত মধ্যে প্রচণ্ড শূলবেদনা,—বেদনা সমগ্র মুখে সংক্রামিত হয় এবং রোগীর উত্থান শক্তি থাকে না,—সম্মুখস্থ কোন অবলম্বনের উপর ললাট রক্ষা করিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়; সোজা হইয়া বসিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। মুখে তৈলাক্ত স্বাদ; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখের পশ্চাদংশে লবণাক্ত স্বাদ, কিছু আহারান্তে নিবৃত্তি। ঊর্দ্ধ তালুর উপর অমুচ্চ অর্ব্বুদ (শোণিত স্রাব = হাইড্রাষ্ট:)। জিহ্বার বাম পার্শ্বে জ্বালাজনক রসগুটী উদ্গম (মধ্যস্থলে =

ব্যারাই-কার্ব:)। মুখমধ্যে জ্বালা, জিহ্বাতে, বিশেষতঃ রাত্রে গৃহমধ্যে অবস্থিতিকালে বৃদ্ধি; *নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম। জিহ্বার উপর গুটিকোদ্গম (আয়োড:)।*

গলমধ্য।—গলাধঃকরণ কাল ব্যতীত অন্য সময়ে গলমধ্যে ছেদনবৎ বেদনা এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি; তালু এবং ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, গৃহবহিঃস্থ বায়ুতে বৃদ্ধি; গলাধঃকরণকালে উভয় কর্ণ মধ্যে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা বোধ,—কাসিলে বেদনার বৃদ্ধি তৎসহ ভগ্ন কর্কশ স্বর; গুল্ফ এবং পদতল স্ফীত হইয়া উঠে। গলমধ্যে নিরসতা ও ত্বককর্ষণবৎ অনুভূতি এবং বোধ হয় যেন একটী পর্দদ্বারা স্বরনলী রুদ্ধ রহিয়াছে।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—পাকস্থলী হইতে বায়ু উত্থিত হইয়া বুকজ্বালা উৎপন্ন করে। পাকাশয় মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হইয়া বক্ষমধ্যে সংক্রামিত হয় (ম্যাগ্নি: দেখ)। আহারান্তে চোয়াল বেদনা; মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মলান্ত্রমধ্যে বেদনা বোধ। দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ কালে নাভিস্থলে ছেদনবৎ বেদনা। পাদচারণকালে অন্ত্রমণ্ডলী বোধ হয় যেন নড়িয়া বেড়াইতেছে।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি অধিকারে স্বরভঙ্গ এবং গলমধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি। অতি প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যার নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে স্বর ভগ্ন ও কর্কশ হইয়া থাকে,—ধূমপানান্তে উপশম; শ্বাসপ্রশ্বাস উত্তপ্ত জ্বালাযুক্ত এবং বক্ষমধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য জনক উত্তাপ অনুভূত হয়। কথা কহিলে বাম বক্ষের দ্বিতীয় পঞ্জরে ব্যথা বোধ হয়। শিরোমধ্যে, কর্ণাভ্যন্তরে, বাহুতে এবং পাকস্থলী মধ্যে বেদনা,—শ্বাসপ্রশ্বাস কালে এবং কথা কহিলে বা হাস্য করিলে বৃদ্ধি; কাসিলে মস্তকের পার্শ্বকপালে শূলাঘাতবৎ বেদনা অনুভূত হয়। কাসি,—শুষ্ক, অবিচ্ছিন্ন,—বুকাস্থির মধ্যাংশে উত্তেজনা জনিত (বুকাস্থির পশ্চাদ্দেশে উত্তেজনা সম্ভূত=হ্রাস: রীউমেক্স:—বুকাস্থির পশ্চাতে এবং বায়ুনলীভূজদ্বয়ের সংযোগ স্থলে=ল্যাকে:—বুকাস্থির শিখর দেশের পশ্চাতে= মিডহ্নন্: রীউমেক্স্:); শয়নান্তে উপশম (অ্যাকোন্: অ্যামন্-মিউ: ইউক্রে: লাই: ম্যাগ্নিন্: সিপী: থুযা: জিঙ্কাম্:)—বিশেষতঃ উর্দ্ধমুখে শয়নান্তে; (অ্যাকোন্: লাই:—শয়নান্তে দীর্ঘ-নিশ্বাস গ্রহণ করিলে=কোণা:)। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে কাসি হইতে থাকে এবং স্বরনলী মধ্যে ব্যথা, শুষ্কতা বা কর্কশতা এবং ব্যথা সংযুক্ত শুষ্কতা, কর্কশতা এবং সংঙ্কোচন অনুভূত হয় (উচ্চৈস্বরে পাঠ করিলে কাসি=নক্স্-ভম্: ফস্:)। গয়ার=ঈষৎ হরিৎ বা পীতবর্ণ চাপ চাপ শ্লেষ্মা, প্রাতে অনায়াসে উত্থিত হয়; কিম্বা অত্যন্ত গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা অতি কষ্টে উত্থিত হয়। বক্ষ ও বুকাস্থি মধ্যে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা কখনও উর্দ্ধদিকে এবং কখনও বা নিম্নাভিমুখে প্রসারিত হয়। উদরের মধ্যস্থল হইতে বুক পর্য্যন্ত উত্তাপযুক্ত এবং যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ, তৎসহ মস্তক অবনত করিলে বক্ষের উর্দ্ধাংশে ব্যথা বোধ হয়; মস্তক উত্তোলন করিলে উপশম (মস্তক সঞ্চালনে বক্ষের উর্দ্ধাংশে ব্যথা বোধ=গুয়ায়েক্:)। হৃৎপিণ্ড মধ্যে এবং বক্ষের পার্শ্বদেশে থাকিয়া থাকিয়া নিম্নাভিমুখী সংঘাত অনুভূত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার বাম পার্শ্বে একটী আরক্তিম স্ফীত রেখা প্রতীয়মান হয়। গ্রীবাপৃষ্ঠের আড়ষ্টতা (ব্যারাই: কার্ব্বো-ভেজি: ল্যাকে: লাই: মেজের: ফস্: প্ল্যাট্:)। কি বিশ্রাম কি বিচরণ, সকল সময়েই সমগ্র মেরুদণ্ড মধ্যে ছিন্নকরণবৎ বেদনানুভব। পশ্চাদ্দিকে দেহ

অবনত করিলে নিতম্ব দেশে ব্যথা বোধ। স্কন্ধসন্ধি যেন মচ্‌কাইয়াছে এইরূপ ব্যথা (ইগ্নে: ষ্ট্যাট্‌-মিউ:)। বাতাশ্রিত বেদনা, স্কন্ধ হইতে হস্তের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাহুর অস্থি মধ্যে যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা,—বোধ হয় যেন অস্থির মজ্জা আক্রান্ত হইয়াছে। কফোনীসন্ধি বা কনুই টান বোধ হয়,—যেন কণ্ডারেব হ্রস্বতা জন্মিয়াছে (ক্রিয়ো.)। বাহু এবং মনিবন্ধের সন্ধি মধ্যে ব্যথা ও টান বোধ হয় (বাম বাহুর, অ্যামিল. ভার্ব্যাস্ক:)। অঙ্গুলির ভাঁজের মধ্যে ফাটিয়া যায়; হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে বা বিস্তৃত করিলে স্ফীত বোধ হয়। হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে বহুদিন যাবৎ স্ফীত ও তন্মধ্যে পূয হইয়া থাকে। সামান্য আঁচড় বিষাক্ত ক্ষততে পরিণত হয়। ঈষন্মাত্র চেষ্টার পরে পেশী সকল আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। গুল্‌ফদেশ প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত এবং তন্মধ্যে শলাকাবেধবৎ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া পদনিম্নে প্রসারিত হয়। জানুসন্ধি দুর্ব্বলতা হেতু কম্পিত হইতে থাকে। পদতল জ্বালাযুক্ত পদাঙ্গুলিব মধ্যস্থলের ত্বকক্ষয়। দেহের অস্থি সকল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। অস্থিরোগ বশতঃ দেহের স্থানে স্থানে অনুচ্চ রক্তিমা দেখা যায়। গুল্‌ফসন্ধি অত্যন্ত দুর্ব্বল, শিশু চলিতে পাবে না। হস্তপদাদ প্রসারণ কালে টান বোধ হয়, যেন কণ্ডাবের হ্রস্বতা ঘটিয়াছে (কষ্টি: ক্যালী আরোড্‌.)। সন্ধি এবং অস্থিবেষ্ট মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা, বেদনা চিড়িক মারার ন্যায় বা বিদ্ধকরণবৎ, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয়; বেদনাদি একপার্শ্বিক বা কোণাকুণী প্রকাশ পায়। বাতাশ্রিত সন্ধি স্ফীত এবং চিক্কন প্রতীয়মান হয়, প্রায় শৈত্য সংস্পর্শ জনিত বেদনা। অস্থিপ্রদাহ,—রাত্রে বেদনা অসহনীয় হইয়া থাকে। পক্ষাঘাত,—নিম্নাঙ্গ হইতে আরম্ভ হয় (কোণা:)। চলিতে গেলে সম্মুখ দিকে ঠিক্‌রাইয়া যায় বা দুই চারি পদ দৌড়াইয়া যায়।

ত্বক।—সন্ধ্যাকালে এবং শয্যা হইতে উঠিবার সময় সমগ্র দেহ জ্বলিতে থাকে। কণ্ডুয়ন জনক পীড়কা। গাত্রে অত্যন্ত ক্ষতপ্রকাশ—সামান্য আঁচড় লাগিলে তাহা ক্ষততে পরিণত হয় (গ্রাফ্‌: হিপ.)। সন্ধির ভাজের মধ্যে ত্বকক্ষয় (গ্র্যাফ্‌: লাই) এবং বিদারণ। সন্ধির চতুষ্পার্শ্বস্থিত ত্বকমধ্যে পূয সঞ্চয়। জানুর পশ্চাৎ গহ্বব অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—কফীয়া মাক-সল্‌।

অনুকুল সম্বন্ধ।—ক্যাল্‌কে: লাই: মাক. ফস্‌: পলসে: হ্রাস: সিপী: সল্‌ফার্‌.।

তুলনীয়।—অ্যামন-মিউর. (গোড়ালির বাত), মাক্‌: (পক্ষাঘাত), সিনা. নক্‌স: মিফাই: (কাসি); কুপ্রম: (বিচর্চ্চিকা); ক্যালি-আয়োড. (চম্মগুটী); অ্যাসাফি. (মুখের ভিতর অর্ব্বুদ); কোনায়ম: (পক্ষাঘাত); আর্জেন্ট-নাই: (কাসি)।

সদৃশ।—অ্যামন্‌-মিউ: কোণা. আর্জেন্ট্‌ নাই: ক্যালী-আয়োড্‌: অ্যাসাফিট্‌: ডালক্যা: মিফাইট্‌: সিনা: প্ল্যাট্‌:।

শক্তি।—৬ষ্ঠ শততমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ দিন।

মেলিলোটাস্

(MELILOTUS).

প্রস্তুতি।—মন্তব্য—মেলিলোটস্ অ্যাল্‌বা (শ্বেতবর্ণ) এবং অফিসিন্যালিস্ (পীতবর্ণ) গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত করিতে হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মুখমণ্ডলের রক্তিমাবর্ণ; রক্তাধিক্য; কাসি, বাধক; মৃগী, নাকদিয়া বক্তস্রাব; ভয়; রক্তোৎকাস; মাথা-ব্যথা; উন্মাদ; শ্বেতপ্রদর; বিষাদ, ডিম্বাধাবের স্নায়ুশূল; ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ; আক্ষেপ।

উপযোগিতা ও আভাস।—দেহের সকল যন্ত্র এবং সকল শোণিতাধার মধ্যেই শোণিতসঞ্চয়াধিক্য সম্পাদন ইহাব প্রধান ক্রিয়া এবং শোণিতস্রাবান্তে উক্ত অবস্থার উপশমও ইহাব প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। প্রচণ্ড স্নায়বিক শিরোবেদনা, বা শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য জনিত শিরোবেদনা, নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে উপশম; স্নায়ুপ্রধান শিশুদিগেব দন্তোদ্গমকালে ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ, তড়্‌কা, অপস্মাব; আরক্তিম মুখমণ্ডল সহ পারমার্থিক বিষাদ; উন্মাদ রোগের প্রথমাবস্থায় মস্তিষ্কাদি মধ্যে শোণিতাধিক্যের গুরুত্ব ও উত্তেজনা; অতিশয় আরক্তিম ও ও প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল এবং গ্রীবাদেশীয় ধমনীব স্পন্দন সহকারে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব এবং তদন্তে সর্ব্বাঙ্গীন আরাম বোধ, যে কোন যন্ত্র হইতে শোণিতস্রাবের পূর্ব্বে মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং প্রদীপ্ত হইয়া উঠে; অস্বাচ্ছন্দ্য জনক কোষ্ঠবদ্ধতা সহযোগে মলান্ত্রের সঙ্কোচন, এবং তন্মধ্যে দপ্‌দপ্‌ সংবস্ত ও পূর্ণভাব, মলান্ত্র মধ্যে অনেক মল সঞ্চিত না হইলে বাহ্যের বেগ হয় না; ইত্যাদি ইহাব কতিপয় মৌলিক এবং অবার্থ নির্ণায়ক লক্ষণ। মস্তিষ্কমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্যজনকতাবশতঃ মনোবাজ্যেও ইহা বিষম প্রতিপত্তি প্রকাশ করে, সুতরাং উন্মাদ রোগেব অনেক অবস্থায় ইহা দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। শোণিতস্রাবান্তে যেরূপ এতজ্জনিত অধিকাংশ লক্ষণেব উপশম হইয়া থাকে, সেইরূপ বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হইলেও রোগী উপস্থিত লক্ষণেব প্রশমন বোধ করে।

লক্ষণাবলী।

মন।—সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কা (ককীউ·); ধৃত হইবার ভয় (জিঙ্কঃ কেহ ধরাইয়া দিবে বা শত্রুর নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে এইরূপ ভয়=হায়োঃ)। পলায়ন করিবার চেষ্টা করে (ককীউঃ ডিজি. গ্লোন্ঃ হায়োঃ নক্স্‌-ভম্. ওপীঃ)। আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা (দোকানে উপস্থিত ক্রেতার কণ্ঠচ্ছেদন করিবার বাসনা=আর্স´ঃ)। দৌড়াইয়া লুক্কায়িত হইবার চেষ্টা করে,—কেননা রোগিনীর বিশ্বাস সকলে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে (কোকেইন্)। ক্রোধপ্রবণ, অধীর এবং পরচ্ছিদ্রান্বেষী (সাইক্লেঃ কেলোনঃ নক্স্‌-ভম্ঃ প্ল্যাটঃ সল্ফ্ঃ)। ভয়ানক উন্মাদ, গৃহমধ্যে চাবি দিয়া রাখিতে হয় (অ্যাগাক্ঃ ক্যন্ঃ)।

অলস এবং কোন বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না (ইস্কীউ: বোভি: অ্যাগ্নাস্ লিশিন্: সিলি: অলস = সিঙ্কো: কোকা: চেলিড্: কর্ণাস্: হিপ্: ইগ্নে: টীউক্রি: থ্যাট্-মিউ: লাক্-ক্যান্: পাল্সে: স্পঞ্জী: সাল্ফ্:)। অধ্যয়নে অক্ষমতা (ক্যাল্কে: চিনিন্-সাল্ফ: সাম্বাল্:) অধ্যয়নে বীতরাগ (ফের্: জেল্: হ্যামা: ফস্: অধ্যয়নপ্রিয়তা = ক্যারিকা-পেপায়া:)। নাসিকা হইতে অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব সহযোগে চৈতন্য বিলোপ। লজ্জাশীলতা এবং গণ্ডরাগ উদ্গম প্রবণতা (ব্যারাই: কোকা: কোণা: ক্যালী-ফস্: ম্যাঙ্গিন্:)। স্বগৃহে গমন করিবার বাসনা (ব্রাই: ক্যাল্কে:) যেন বিদেশে অপরিচিত লোকের নিকট রহিয়াছে এইরূপ বোধ (অ্যাষ্ট-রীউব্:)। মুখমণ্ডলের অত্যধিক রক্তিমা সহযোগে পারমার্থিক বিষাদ (ক্যালী-ফস্: লাই: প্ল্যাট্:)।; বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য।

মস্তক।—দেহ সঞ্চালনকালে শিরোঘূর্ণন, (ক্যাল্কে-ফস: ক্যাম্ফী: সাম্বাল:)। শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা সহযোগে মস্তিষ্ক মধ্যে আড়ষ্টতা বোধ ও তরঙ্গায়িত ভাব (অ্যাক্টী-রেস্: গ্লোন্:)। শিরোবেদনা,—স্নায়বিক বা শোণিত সঞ্চয়াধিক্য জনিত (ব্রাই: গ্লোন্: ল্যাকে:), মুখমণ্ডল এবং চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠে, গ্রীবার ধমনীদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে (বেল্: গ্লোন্: গুয়ায়েক্: ম্যাগ-সল্ফ:) এবং যন্ত্রণার চরম অবস্থায় নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে প্রশমিত হইয়া যায় (বীউফো: ফেরাম: ফস্: ম্যাগ-সল্ফ.)। প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—শিরো-ঘূর্ণন, অবসন্নতা বা মূর্চ্ছোপক্রম (ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি.) সহযোগে মস্তিষ্ক মধ্যে দপ্দপানি অনুভূত হয় এবং সমস্ত শোণিত প্রণালী এত অধিক শোণিতপূর্ণ হইয়া উঠে যে বোধ হয় যেন তাহারা বিদীর্ণ হইয়া যাইয়া মস্তিষ্ক মধ্যে কোনরূপ ক্ষত উৎপন্ন হইবে; পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হইতে থাকে (বেল: কিউপ্রাম্: ভেরেট:) এবং তাহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম বোধ হয়।

নাসিকা।—নাসিকাদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক এবং রুদ্ধ বোধ হয়। শুষ্ক, কঠিন শিক্নির টুকরা সকল বহির্গত হইয়া থাকে (ক্যালী-বাই: ফাইটো: সিপী:)। মুখমণ্ডল অত্যন্ত আরক্তিম ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, গ্রীবার ধমনীর দপ্দপানি পর নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইতে থাকে এবং তদন্তে সার্ব্বাঙ্গিক যন্ত্রণার উপশম সংঘটিত হয়; শোণিত উজ্জ্বল লাল বর্ণ। যে কোন যন্ত্র হইতে শোণিত স্রাবের পূর্ব্বে মুখমণ্ডল অতিশয় আরক্তিম হইয়া উঠে।

মলান্ত্র ও মল।—কোষ্ঠবদ্ধতা,—মলান্ত্র মধ্যে বহুল পরিমাণে মল সঞ্চিত না হইলে আদৌ বাহ্যের বেগ হয় না (অ্যালীউ: ওপী:); মধ্যে মধ্যে ৩ বা ৪ দিবস একক্রমে মলত্যাগ হয় না, তৎপরে কয়েক দিবস বা প্রত্যহ একবার মল নিঃসরণ হইয়া হয়ত আবার কয়েক দিবস আদৌ মলত্যাগের নাম নাই; মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ অতি কষ্টে মল নির্গত হয়; সরলান্ত্র মধ্যে দপ্দপানি এবং পূর্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে। সূত্রময় এবং দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ আম নির্গত হইয়া থাকে (অ্যাসেরাম: বেল্: ক্যাম্ফ: ককীউ: ডাল্ক্যা: আয়োড:)। আভ্যন্তরিক অর্শ বশতঃ মলদ্বারে ধক্ধক্ করিতে থাকে এবং পূর্ণতা অনুভূত হয় (সল্ফ:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর, তৎসহ কটি ও বস্তিদেশে বেদনা ও ব্যথা;

পাদচারণে স্রাব আরম্ভ (ইস্কীউ: বোভি: কার্ব্বো-অ্যাল্: ম্যাগ-মিউ: ন্যাট-মিউ: সার্সা: ষ্ট্রেন্:—পাদচারণে আস্রাব বৃদ্ধি)। আর্ত্তব,—নিয়মিত সময়ে আবির্ভূত হয় কিন্তু স্রাব অত্যন্ত অল্প, সবিরাম (ক্যামো: ক্রিয়ো: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: ম্যাগ-সাল্ফ: পল্সে: নক্স: সিকেলি: ভাইবার্ণ:) কিম্বা অত্যন্ত তরল, জলবৎ (ডাল্ক্যা: ফের্: ন্যাট-মিউ: পল্সে: ষ্ট্র্যামোন্:), ফিকা (ফের: ন্যাট-মিউ: সিকেলি: ভাইবার্ণ:) এবং দুর্গন্ধ (নক্স: প্ল্যাট:)। রজোস্রাবকালে শিরো-বেদনা, শিরোঘূর্ণন, পৃষ্ঠে এবং হস্ত পদাদিতে আড়ষ্টতা এবং বস্তিগহ্বর মধ্যে স্থূল বেদনা ও প্রবল নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ বোধ হয় (সিপী:)। জরায়ু মধ্যে প্রচণ্ড ছেদনবৎ বেদনা। ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল (কলো: লীলি-টাইগ্: লাই: সিপী:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—আক্ষেপিক, ককশ, এবং শুষ্ক; ভয়ানক যন্ত্রণা এবং উদ্বেগ জনক; রাত্রে একটু শ্লেষ্মা উত্থিত হয়; কাসির ক্রমে এত বৃদ্ধি হয় যে রোগী কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে পারে না। বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ কাসি,—নাসিকা হইতে শোণিত-স্রাবান্তে উপশম। রক্তকাস—শোণিত উজ্জ্বল লালবর্ণ। যেন গলরোধ হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ, কিম্বা যেন তৃপ্তিজনক বায়ু গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। বক্ষোপরে চাপবোধ বশতঃ কষ্টজনক শ্বাসপ্রশ্বাস; মস্তক ও বক্ষ মধ্যে ভার বোধ; ফুসফুস মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দেহের নানা অংশে ও যন্ত্রমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, শোণিত স্রাবান্তে উপশম। স্নায়ুপ্রধান শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালে তড়কা ও ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ কিম্বা অপস্মার।

বৃদ্ধি।—পাদচারণে, হিম বা শীতল বায়ু সংস্পর্শে, আর্দ্র পদে থাকিলে, ঝড় বৃষ্টির প্রারম্ভে এবং জলীয়, পরিবর্ত্তনশীল বায়ুতে।

উপশম।—শোণিত স্রাবান্তে, (বিশেষতঃ নাসিকা হইতে), প্রচুর প্রস্রাবান্তে, শয়ন করিলে, সির্কাম্ল (ভিনিগার) প্রয়োগে এবং উপবেশনান্তে (বেলেডনায়, শয়নান্তে এবং ভিনি-গার প্রয়োগে বৃদ্ধি)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যামিল: অ্যাণ্ট-ক্রুড: বেল্: স্যাঙ্গুইন্: ষ্ট্র্যাম্: অ্যামিল্: অ্যাণ্টি ক্রুড: এই দুই ভেষজেও শিরোবেদনান্তে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে শিরোবেদনার উপশম হয় না। আরক্তিম মুখমণ্ডল, উত্তপ্ত মস্তক এবং দপ্‌দপ্‌কারী গ্রীবার ধমনী সংযুক্ত শোণিত সঞ্চয়াধিক্য জনিত শিরোবেদনায় (বেল: গ্লোন্: ল্যাকে: বীউফো: ম্যাগ-সল্ফ: ফেরাম্ ফস্.)।

তুলনীয়।—রক্তাধিক্যে—বেলাড: গ্লনয়ন: ম্যালুনে:। শিরঃপীড়া পর নাক দিয়া রক্তপড়া—অ্যাণ্টি-ক্রুড:। মস্তিষ্ক আলোড়ন—সিমিসি:। বাত—হ্রাস:। রক্তবৎ কাস—ইপিকা:। নাক দিয়া রক্ত—ইরিজি:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—ডাঃ অ্যালেনের মতে ৩০ দিন।

মেনিস্‌পার্ম্যাম্‌

(MENISPERMUM CANADENSE).

নামান্তর।—মুন্‌ সিড।

প্রস্তুতি।—ইহার মূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—পৃষ্ঠে বেদনা; শিরঃপীড়া; কণ্ডুয়ন; মেরুদণ্ডে বেদনা; জিহ্বার স্ফীতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও গাত্রভঙ্গ, অস্থিরতা এবং উদ্বেগ সংযুক্ত এক প্রকার অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক শিরঃশূল রোগে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ। মুখবিবর, গলমধ্য এবং গাত্রত্বকের শুষ্কতা ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। গাত্রত্বকের অত্যধিক কণ্ডুয়ন ও ইহার ক্রিয়াজনিত অন্যতম লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোবেদনা, ভিতর হইতে বহির্মুখী নিষ্পেষণ অনুভূত হইয়া থাকে (অ্যালী-য়াম্‌-স্যাট: কিউপ্রাম্‌: কিউপ্রাম: হেলিবো: লাইকোপ-ভাজ: নক্স-মস: টিলী-ট্রিকোল্‌:)। প্রচণ্ড শিরঃপীড়া,—সমগ্র পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভূত হয় (ক্যালী-কার্ব:), এবং বোধ হয় যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে (ব্রাই: সিঙ্কো: গ্লোন্‌: ন্যাট-মিউ:); নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণে উপশম (অ্যাক্টী: কমোক্লেড: গ্লোন্‌: হেলিবো: লাই: নিকল: পল্‌সে: সেনেগা: ট্যাবাক:)। রাত্রিকালে প্রচণ্ড শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় (হিপ: ক্যালী-ব্রোম্‌: ক্যালী-আয়োড: অ্যা-ল্যাক্ট: মার্ক: মার্ক-কর: অ্যা-নাই: সল্‌ফ: সিফিলিন:), পুনঃ পুনঃ গাত্রভঙ্গ এবং জৃম্ভন (সিপী: গ্লোন্‌: অ্যামিল:) এবং শিরোমধ্যে পূর্ণতা বোধ হয় (আর্জেণ্ট-নাই: ইউপেট-পার্ফোল:)। পাকাশয়িক শিরোবেদনা, বেদনা ললাট ও রগে আবির্ভূত হইয়া শিরোপশ্চাতে সংক্রমণ করে। জিহ্বা স্ফীত হইয়া উঠে (এপিস: মার্ক:) এবং মুখবিবর হয় সম্পূর্ণ রূপে নীরস হয় কিম্বা অজস্র লালা সঞ্চিত হইতে থাকে। জিহ্বা, বিশেষতঃ উহার পশ্চাদ্ভাগ নিবিড় লেপান্বিত।

প্রত্যঙ্গাদি।—সমগ্র দেহ, বিশেষতঃ নিতম্বদ্বয়, কণ্ডুয়নযুক্ত; শয্যাদির উত্তাপে বৃদ্ধি (বোভি: ডলিকস্‌: লাই: মার্ক: সোরিন:)। বেদনা,—পৃষ্ঠ, কটি, কফোনি এবং স্কন্ধদেশে; পদদ্বয়ে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা এবং অস্থি মধ্যে বেদনা।

বৃদ্ধি।—রাত্রে এবং শয্যাদির উত্তাপ সংস্পর্শে।

উপশম।—গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ব্রাই: সিঙ্কোন: (ডাঃ ক্লার্ক)।

সদৃশ।—ব্রাই: সিঙ্কো: গ্লোন্‌: হেলিবো: ককীউ: অ্যামিল:।*

শক্তি।—মূল আরক এবং ১ম ও ২য় দশমিক ক্রম।

মেন্থা পাইপারিটা

(MENTHA PIPERITA).

নামান্তর।—পিপার্মিণ্ট।

প্রস্তুতি।—সমস্ত গাছড়াব টিঞ্চার বা আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—শুষ্ক কাসি; শিরঃপীড়া; ধ্বজভঙ্গ; সর্দ্দি; গলক্ষত; যোনিদেশে কণ্ডুয়ন; জ্বরের পরবর্ত্তী ক্ষীণতা।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্বাসযন্ত্রই ইহার প্রধান ক্রিয়াভূমি এবং অনেক অংশে রীউমেক্স ক্রম্পাসের ন্যায়। ইহার প্রধান ক্রিয়াফল কাসি,—স্বরনলী মধ্যে যে কোন প্রকারে হউক শীতল বায়ু বা তাম্রকূটাদিব ধুম প্রবেশ মাত্র প্রচণ্ড কাসি হইতে থাকে। ফরাসী ডাক্তাব ডিমুরে বলেন যে "আঘাতের পক্ষে আর্ণিকা এবং প্রদাহাদিতে অ্যাকোনাইটাম্ যেরূপ কার্য্য করে, শুষ্ক কাসির পক্ষে 'মেন্থা' সেইরূপ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ক্ষয়রোগীব কাসি পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।" ডাঃ হ্যান্সেনেব মতে অতিরিক্ত আধ্মান বায়ু সঞ্চয় জনিত পিত্ত-শূলেও ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। লেখকও এ বিষয়ে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। একটী হিন্দু যুবতীর সন্তান প্রসবের তৃতীয় মাসে ভয়ানক যন্ত্রণাজনক পিত্তশূল উপস্থিত হয় এবং ক্যাল্‌কেরীয়া-কার্ব, বার্ব্বারিস, কলোসিন্থিস্ এবং কার্ডীউয়াস-মেরীয়েনাস্ প্রয়োগে কোন ফল ফল না হওয়ায় ডাঃ হ্যান্সেনের এই উক্তিব উপর নির্ভর করিয়া "মেন্থা-পাই," ৬ দশমিক ক্রম প্রয়োগ করা হয় এবং রোগিনীর সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ৫ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা দ্বারা চুল উঠা বন্ধ হয়।

লক্ষণাবলী।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসিকাগ্র অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহ (ক্যাল্‌কে: কোণা:) সমগ্র বায়ুনলী অত্যন্ত স্পর্শাসহ। গলাধঃকরণকালে গলমধ্য শুষ্ক এবং ব্যথাযুক্ত বোধ হয়,—যেন তালুমূলে একটী পীন আড়ভাবে আবদ্ধ হইয়া আছে (যেন মাছের কাঁটা বা খোঁচা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে=অ্যালীউ: আর্জেণ্ট নাই: ডলিকস্: হিপ. এপীস্. ল্যাকে: ন্যাট-মিউ:)। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ জনিত ভগ্নস্বর (ক্যাল্‌কে-ফ্লু: সেনেগা: ভার্ব্যাস্ক.)। গায়কদিগকে গান করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সেবন করাইলে তাহারা বহুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে সক্ষম হয়)। শুষ্ক কাসি,—কথা কহিলেই আরম্ভ হয়, প্রত্যহ প্রাতে স্ফোটকের মধ্যস্থিত ঘনীভূত পূযবৎ শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ, গলমধ্যে শীতল বায়ু প্রবেশ, শৈত্য সংস্পর্শ বা কোনরূপ সংঘাত প্রাপ্ত হইলে শুষ্ক কাসির উদ্রেক হয়। গলমধ্যে তামাকেব (ইগ্নে:), কয়লার বা কাষ্ঠের ধুম (ইউপীয়াম্.) প্রবেশ মাত্র প্রচণ্ড কাসির প্রকোপ আরম্ভ হয় (রীউমেক্স:)। কুজ্ঝটিকায় কাসির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (হাইপির: সিপী:)। ক্ষয় রোগীর উপর্য্যুপরি কাসি,—ধুম সংস্পর্শ মাত্রে কাসি (রীউমেক্স:)।

ত্বক।—গাত্রত্বক অত্যন্ত ক্ষতোদ্গমপ্রবণ, সামান্য আঁচড় লাগিলেও তাহা ক্ষততে পরিণত হয় (গ্র্যাফ: হিপ: ম্যাঙ্গে: অ্যাসেটর-মার্ক: পেট্রোল: সাইলি:)। লিখিবার সময় বাহুর ও হস্তের কণ্ডূয়ন। ঘোনিপামা (ক্যালেড: অ্যা-নাই. লাই: হেলোন্:) থাকিয়া থাকিয়া কর্ণমূল-গ্রন্থি মধ্যে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়; প্রাতর্ভোজন ও মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় উপশম।

বৃদ্ধি।—শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালে, শীতল বায়ুতে, গলমধ্যে কোন রূপ ধূম বা শীতল বায়ু (যে কোন রকমে হউক) প্রবিষ্ট হইলে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে, মস্তক অবনত করিলে বা মস্তক ফিরাইলে (শিরোমধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা), লিখিবার সময় এবং কুজ্ঝটিকার সময়।

উপশম।—আহারের সময় এবং শয্যায় শয়নান্তে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—রীউমেক্স: ইগ্নে: ইউপীয়োন: হাইপিব: সিপী:।

তুলনীয়।—ল্যাবিয়োট: (ধূমে বৃদ্ধি); হাইপারি: (কুজ্ঝটিকা); ব্রায়ো: শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি—রিউমেক্স:।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিশেষতঃ ৩০ শততমিক ক্রম।

মিনীয়্যান্থিস্ ট্রাইফোলীয়েটা

(MENYANTHES TRIFOLIATA).

নামান্তর।—বক্‌বিন্।

প্রস্তুতি।—এই বৃক্ষের সমস্ত অংশ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অন্ধত্ব; বক্ষের বিবিধ পীড়া; খালধরা; চাপপ্রদ-মাথাধরা; হৃৎপিণ্ডে বেদনা; সবিরাম জ্বর; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাচিয়া উঠা; পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কয়েকটী বিশিষ্ট লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়:—(১) জ্বরাধিকারে শীতাবস্থার প্রাধান্য, উদর এবং পদদ্বয়ে তীক্ষ্ণ শৈত্য অনুভূত হয়। (২) শিরোবেদনা, করোটীর উপর হইতে নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—হস্তদ্বারা সবলে পেষণ করিলে উপশম বোধ; প্রতি পাদবিক্ষেপে মনে হয় যেন একটী গুরুভার পদার্থ মস্তকোপরি স্থাপিত রহিয়াছে, এবং কর ও চরণ বরফবৎ শীতল অনুভূত হয়। (৩) নানাবিধ পীড়ার পূর্ব্বে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে আশঙ্কার উদয় হয় যেন শীঘ্রই একটা মহা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। (৪) নাসামূলে, বাহুতে, করে এবং হস্তের অঙ্গুলিতে বিততি বা টান বোধ; গাত্রত্বকও অত্যন্ত অপ্রসর বোধ হয়, যেন রোগীর দেহ সেই অপ্রসর ত্বকমধ্যে জোর করিয়া প্রবিষ্ট করান হইয়াছে। (৫) বিশ্রামকালে, হস্তপদাদির আক্ষেপিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং

উল্লম্ফন, অর্থাৎ শায়িত বা উপবিষ্ট অবস্থাতেই ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (৬) বেদনাদি সূচী-বেধবৎ, অসাড়তা ও আড়ষ্টতা জনক, বিশেষতঃ গ্রহাকর্ষণ বা খালধরা এবং পক্ষাঘাত।

লক্ষণাবলী।

মন।—নানাবিধ পীড়ার প্রাক্কালে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে মহা আশঙ্কা উদয় হয়, যেন একটা বিপৎপাত আসন্ন (হ্রাস:)। সকল বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করে (নক্স-ভম্: ওপী: অ্যা-ফস:)। অত্যধিক আমোদপ্রিয়, এবং হাস্যোদ্দীপক কার্য্য করে।

মস্তক।—শিরোবেদনা, মস্তকের অস্থির উপর যেন উপর হইতে নিষ্পেষণ করিতেছে (ক্যালকে: সিফিলিন্. প্যারিস্: ম্যাগ্-মিউ: ভেরেট্: নিকল্:); হস্ত দ্বারা সবলে মর্দ্দন বা পেষণ করিলে উপশম (অ্যাক্টী: আর্জেণ্ট-নাই: বেল্: ক্যাল্কে: গ্লোন্: গুয়ায়েক: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: লাহ: নাক্স্: পলসে: স্যাঙ্গুইউন্: সাইলি: স্পাই: ভেরেট্:); যেন একটা গুরুভার বস্তু মস্তকের উপরে স্থাপিত রহিয়াছে (স্যাট্-মিউ: সল্ফ:) প্রতি পাদবিক্ষেপে এইরূপ বোধ হয় (বেল্: ক্যাক্ট্: গ্লোন্: ল্যাকে:); বৃদ্ধি=সোপান আরোহণকালে (ক্যাল্কে: গ্লোন্: সল্ফ্:), কর ও চরণদ্বয় বরফের মত শীতল বোধ (ক্যালকে: ল্যাক-ডিফ্লো: সিপী:)। সোপানারোহণ কালে বোধ হয় যেন উভয় পার্শ্ব হইতে মূর্দ্ধাদেশ নিষ্পিষ্ট হইতেছে। গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে সমগ্র মস্তিষ্ক ব্যথিত হইতে থাকে; মস্তক অবনত করিলে বা বসিয়া থাকিলে উপশম এবং সোপান-আরোহণে বৃদ্ধি হইয়া আইসে এবং দৃষ্টি সমক্ষে সমস্ত অন্ধকারময় বোধ হয় (ড্রোসেরা:)। চক্ষু সমক্ষে যেন নীহার আবির্ভূত হয় (বেল্: কষ্টি: জেল্:)। থাকিয়া থাকিয়া অক্ষিপুট আড়ষ্ট হইয়া যায় (এপীস্: ক্যাল্মা: স্পাই: ভেরেট্:)।

মুখমণ্ডলাদি।—নিদ্রার সময় মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং উত্তাপযুক্ত হইয়া উঠে (অরাম-মিউ: ওপী:)। চরণদ্বয় অত্যন্ত শীতল এবং মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ (ক্যাল্কে: ফস্: মুখমণ্ডল উত্তপ্ত অথচ অবশিষ্ট দেহ শীতল=ক্যামো: সিঙ্কো: ষ্ট্র্যামোন্:)। মুখের পেশী এবং অক্ষিপুটের যন্ত্রণা রহিত সংকোচন ও প্রসারণ দৃষ্টিগোচর হয়, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে (লিখিতে বা পড়িতে চেষ্টা মাত্রে অক্ষিপট নাচিয়া উঠে=কোডিইন্:। চর্ব্বণকালে হনুসন্ধি মট্ মট্ করিতে থাকে (অ্যা-নাই. ব্রোম্: ল্যাক-ক্যান্:—মুখব্যাদান কালে=ল্যাকে: স্যাবাড্:)। জৃম্ভন ও কাসির সময় বোধ হয় যেন তালুর বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত হইয়াছে। কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা রহিত (অ্যাসাফিট: স্যাম্বীউ:—মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই নক্স্-মস্:)। কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির অত্যধিক নীরসতা বশতঃ গলাধঃকরণকালে হুলবেধ-বৎ বেদনা বোধ।

অন্নাশয়াদি।—উদরাধ্মান ও উদর মধ্যে ভার বোধ, সমস্ত দিবস বোধ হয় যেন উদর পরিপূর্ণ রহিয়াছে, অথচ ক্ষুধার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না; বোধ হয় যেন অন্নমধ্যে বাষ্প আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে অথচ পুনঃ পুনঃ বায়ুত্যাগ করিবার চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে; সন্ধ্যার সময় ধূম পানান্তে ঐ পূর্ণতার বৃদ্ধি হয়। পাকস্থলী হইতে অন্ননলী পর্য্যন্ত শীতল [ট্যাব্যাক:]

অনুভব ও অত্যন্ত বিবমিষা। উদর মধ্যে শৈত্যানুভব, বিশেষতঃ হস্ত দ্বারা নিষ্পেষণ করিলে বা প্রাতে গাত্রোত্থান কালে। কোন সময় তৃষ্ণা থাকে না।

প্রত্যঙ্গাদি।—থাকিয়া থাকিয়া বাহু অ ড়ষ্ট এবং হস্তের অঙ্গুলি সকল বক্র হইয়া যায়। উরুদ্বয় যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বেদনা। রোগী শয়ন করিলেই তাহার পদদ্বয় অনবরত কম্পিত হইতে থাকে, এবং তজ্জন্য রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া উপবেশন কালে উরু এবং পদ চমকাইয়া উঠিতে থাকে, পা গুটাইয়া লইলে বা দণ্ডায়মান হইলে উপশম বোধ হয়। স্থির হইয়া থাকিলে মুখমণ্ডল, উরু প্রভৃতির পেশীর সংস্কোচন ও প্রসারণ হইতে থাকে। নাসামূলে [ক্যাডমী-সাল্‌ফঃ], এবং বাহু, স্তম্ভ ও হস্তের অঙ্গুলির ত্বক টান বোধ হয়, গাত্র চর্ম্মও অত্যন্ত অপ্রসর বোধ হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন তাহার দেহকে সেই অপ্রসর চর্ম্মমধ্যে জোর করিয়া প্রবিষ্ট করান হইয়াছে। পাদচারণকালে অত্যন্ত আবল্য এবং অনেক সময় কম্পন অনুভব হয়। বিশ্রামকালে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি এবং দেহ সঞ্চালনে বা আক্রান্ত অংশ হস্তদ্বারা নিষ্পেষিত করিলে উপশম।

শীত উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—চাতুর্থক বা দুইদিন বিরামের পর জ্বর। শীতাবস্থা তৃষ্ণা রহিত। হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতে অত্যন্ত শৈত্য অনুভব হয়। সমগ্র দেহে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, শীত অনুভব হয়; অগ্নির পাত্রের বা উনুনের উত্তাপে সাময়িক উপশম বোধ হইয়া থাকে; উদর মধ্যে অত্যন্ত শৈত্যানুভব [ক্যাল্‌কে:], বিশেষতঃ হস্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিলে। মেরুদণ্ড মধ্যে অত্যন্ত শৈত্য বোধ ও কম্পন, চরণ হইতে জানু পর্য্যন্ত অত্যন্ত শীতল, যেন শীতল জলে নিমজ্জিত ছিল [গুল্‌ফ পর্য্যন্ত শীতল=ম্যাগ্‌-মিউ: সিপী:—চাতুর্থক জ্বরে জানুর নিম্নাংশ পর্য্যন্ত শীতল=কার্ব্বো-ভেজি: ডাঃ ফ্যারিংটন্]। কর ও চরণদ্বয় তুষারবৎ শীতল এবং দেহের অন্যান্য অংশ উত্তপ্ত। বাহুর অগ্রার্দ্ধের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং চরণদ্বয় শীতল বোধ হয় [পাল্‌সে:]। শীতাবস্থার প্রাবল্য। উত্তাপাবস্থা,—তৃষ্ণা রহিত, মুখমণ্ডলে উত্তাপাধিক্য ও শীতার্ত্ততা। সমগ্র দেহ অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত অথচ ঘর্ম্ম বা তৃষ্ণা থাকে না। থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব, তৎসহ কর্ণ ও গণ্ডস্থলের উত্তাপ। প্রচণ্ড উত্তাপ ও প্রলাপ। ঘর্ম্মাবস্থা,—শয়নের অনতিপর হইতে সমস্ত রাত্রি ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে। মুখে কটু-মিষ্ট স্বাদ; রাক্ষসী ক্ষুধা এবং মাংস আহারের ইচ্ছাধিক্য। চায়না ও কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বর।

বৃদ্ধি।—বিশ্রাম কালে, শয়নান্তে, চর্ব্বণকালে এবং সোপানারোহণে।

উপশম।—আক্রান্ত অংশে হস্তদ্বারা মর্দ্দন বা পেষণ করিলে, মস্তক অবনত করিলে এবং দেহ সঞ্চালনে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ক্যাম্ফোরা। অনুকূল সম্বন্ধ। ক্যাপ্সঃ ল্যাকেঃ লাইঃ পল্‌সেঃ ষ্ট্রাসঃ ভেরেটঃ।

সদৃশ ও তুলনীয়।—ক্যাক্ট (মাথা ভারি), ক্যাল্‌কে. (উঠিতে বৃদ্ধি), জেল: (চাপপ্রদ মাথাধরা) ম্যাগ-মিউ: প্যারিস; সিপী: গ্লোন্: কার্ব্বো-ভেজি: (ভিরেট্রাম শিরঃপীড়া); ল্যাকেসি (সবিরাম জ্বর)—পা ঠাণ্ডা বোধ।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

মিফাইটিস্ পিউটোরীয়াস
(MEFHITIS PUTORIUS.)

নামান্তর।—স্কঙ্ক্। (Skunk)

প্রস্তুতি।—আমেরিকার স্থানে স্থানে স্কাঙ্ক নামক এক প্রকার হিংস্র জন্তু আছে। অন্য কোন জন্তু উহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে উহার মলদ্বার হইতে এক প্রকার জলীয় পদার্থ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রক্ষিপ্ত হয় এবং ঐ দুর্গন্ধরস চক্ষে লাগিলে পশ্চাদ্ধাবনকারী জীব অন্ধ হইয়া যায়। ঐ রস সুরাসরে মিশাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; অন্ধত্ব; সহজে দমবন্ধ ভাব; শৈত্যাসহ্যতা; চক্ষুর পীড়া; হুপিংকাস। স্বরনলীর আক্ষেপ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ ফ্যারিংটন ইহার আভাস এইরূপে দিয়াছেন:—"স্নায়ুবিধানের উপরই ইহাব শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন ইহার নিম্নক্রম সেবন করিলে অবসাদ দূর হইয়া নূতন বলের সঞ্চার হয়। মিফাইটিসের প্রধান উপকারিতা হুপ্ কাসিতে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ও প্রবল সুস্পষ্ট স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ সংযুক্ত এবং "হুপ্" শব্দান্তিক কাসি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমি ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে বাহ্যতঃ ইহাদ্বারা রোগের বৃদ্ধি বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা রোগের ভোগকালের হ্রস্বতা সাধন করে। সর্দ্দিজ লক্ষণাদি অতি সামান্য অথচ কাসির শেষে স্পষ্ট আক্ষেপিক "হুপ" শব্দ শ্রুত হয় এইরূপ স্থলে এই ঔষধ নির্ব্বাচনীয়। রাত্রে এবং শয়নান্তে এই কাসির বৃদ্ধি হয়। শিশু শ্বাসরোধোপক্রম অনুভব করে, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না এবং সময়ে সময়ে ধনুষ্টঙ্কারও উপস্থিত হয়। ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন করে, সময়ে সময়ে আহারের ৩।৪ ঘণ্টা পরেও বমন হয়। জলাদি পান করিলে তাহা তাহার স্বরনলী মধ্যে প্রবেশ করে। সুরাপায়ী এবং যক্ষ্মারোগীদিগের শ্বাস রোগে ড্রোসেরা দ্বারা ফল না পাইলে মিফাইটিস অনেকের মতে বিশেষ ফলপ্রদ। মিফাইটিস রোগী অতিশয় শীত সহ্য করিতে পারে এবং অন্য লোক অপেক্ষা কম শীত বোধ করে। তুষার-শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলে তাহার অত্যন্ত আরাম বোধ হয়। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান:—প্রস্রাব বেগ সহ ভ্রমণশীল বেদনা; সূক্ষ্ম স্নায়ুর অস্থিস্পর্শী প্রকম্পন ও মানসিক উদ্বেগ; পদদ্বয়ে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (অরাম্); পদদ্বয়ে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, যেন অসাড় হইয়া যাইবে; কল্পনার প্রাধান্য বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনে অক্ষমতা; যেন মাতাল হইয়াছে এইরূপ বকিতে থাকে; শিরোমধ্যে পূর্ণতা ও ভিতর হইতে বহির্ম্মুখী নিষ্পেষণ বোধ

ও ভয়ানক যন্ত্রণা ; মস্তক মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য ও অসাড়তা বোধ ; মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয় মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ভার ও নিষ্পেষণ বোধ, যেন কে ঐ স্থানটী একটী অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়িত করিতেছে ; চক্ষু''র প্রদাহ বা চক্ষুতে রক্তিমা ; তিমির দৃষ্টি ; পাঠ কালে মনে হয় যেন, অক্ষর সকল পরস্পর মিলিত হইয়া যায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—কল্পনাতিশয্য বশতঃ রোগী বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা করিতে পারে না (কফী:)। অত্যন্ত বকে,—যেন মাতাল হইয়াছে। শিরোমধ্যে উত্তাপ বোধ ও উত্তেজনা। সামান্য বা কাল্পনিক বিষয়ে মহা রাগ (অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে ক্রোধ=ককীউ: হিপ: মেজেব: ন্যাট-মিউ:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—হঠাৎ মস্তক অবনত করিলে (অ্যাকোন্: ক্যামো: কষ্টি: ইনীউলা, ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: নক্স-ভম্: পল্সে:), উপবেশনকালে (ক্যামো: পল্সে:), মস্তক সঞ্চালনে (কষ্টি: ল্যাক্-ডিফ্লো: ফস্:), শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনকালে (ক্যাক্টি: কোণা: সল্ফ:) এবং সন্ধ্যার সময় (গ্র্যাফ: ক্যালী:কার্ব: ল্যাকে: হাস-ভিন্:) মাথাঘোরা। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা এবং মস্তক যেন বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে (কোর‍্যাল্-নুব: ল্যাক্ ডিফ্লো:) এইরূপ বোধ ও চিত্তের অপ্রফুল্লতা এবং বিবমিষা। শিরোপশ্চাতে নিষ্পেষণ বোধ,—যেন কেহ একটী অঙ্গুলাগ্র দ্বারা নিপীড়িত করিতেছে। যানারোহণে ভ্রমণকালে শিরোবেদনা (ককীউ: কার্ব: নক্স মস্: সিপী:)। যেন মস্তক পরিপূর্ণ হইয়া (মাথার খুলি) উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত হইতেছে এইরূপ অনুভব (অ্যাক্টিয়া)।

চক্ষু।—ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিতে পারে না (ক্যাডমী-সল্ফ: ন্যাটকাব:)। অক্ষর সকল পরস্পর বিজড়িত হইয়া যায় মনে হয় (আর্টিমি-ভাল্: ক্যাম্ফো: কোণা: ফের: গ্র্যাফ: লাই: মার্কিউরীয়্যাল্-পের: ন্যাট-মিউ: ল্যাক্-ক্যান্:)। শিরোবেদনা ও চক্ষুমধ্যে বেদনা সহ দর্শনশক্তির দুর্ব্বলতা (গ্লোন্: ফস্: ফাইটো: জিঙ্ক:)। চক্ষুমধ্যে বেদনা,—কোন দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার সময় যেন চক্ষুমধ্যে কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে কিম্বা যেন দৃষ্টিশক্তির অত্যধিক পরিশ্রম হইয়াছে এইরূপ বেদনা। চক্ষুমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্যাপ্ট. ন্যাট-কার্ব: স্পাই: সল্ফ:)। প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর চক্ষুমধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা (এপীস: কষ্টি: সীপা) এবং কণ্ডুয়ন (ন্যাট-মিউ: মর্দ্দনান্তে উপশম=কষ্টি:)। চক্ষু মধ্যে যেন অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এই রূপ প্রদাহ ও উত্তাপ বোধ হয় (আর্জেণ্ট নাই: অ্যাসিড-বেন: ক্যামো: জিঙ্কো: ম্যাঙ্গে: সল্ফ:)। চক্ষুমধ্যে আরক্তিম হইয়া উঠে,—আঘাত জনিত কালশিরার ন্যায়। অক্ষিপুট উন্মীলিত করিলে কাঁচ ভাঙ্গিয়া গেল এইরূপ অনুভূতি (ক্রোটেলাস্ প্রয়োগে এই লক্ষণ দূর হইয়াছিল)। চক্ষুর শ্বেতাংশের শিরা সকল শোণিতপূর্ণ হইয়া উঠে। রাত্র্যান্ধতা (বেল্:)। অক্ষিপুটোপরে দপ্ দপ্কারী বেদনা,—যেন অঞ্জনিকা বা আঞ্জিনে হইবার উপক্রম।

মুখবিবর প্রভৃতি।—ক্ষয়া দন্তে বেদনা। দন্তমূলে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ সজ্ঘাত বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয় ; দন্ত মধ্যে দম্‌দম্ করিতে থাকে। উপবাস-

কালে বোধ হয় যেন মস্তক স্ফীত বা বিবর্দ্ধিত হইতেছে। মুখে তাম্র কলঙ্কের স্বাদ। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ ও আহারান্তে নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা (লাই.)। প্রাতে ক্ষুধারহিত্য এবং তাম্রকূট ধূমের প্রতি ঘৃণা (ক্যাম্ফো ক্যাম্থা কার্ব্বো অ্যান্ ইগ্নে নক্স ভম:)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ, বিশেষতঃ রাত্রে, মূত্র অতি নির্ম্মল কিন্তু প্রাতে ঘোলা হইয়া যায়। গণ্ডদ্বয় স্ফীত প্রতীয়মান হয় (কাসিসহ)। লবণাক্ত দ্রব্যাদি আহারেচ্ছা।

শ্বাসযন্ত্র।—জলাদি পান করিলে স্বরনলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত বিষম লাগে এবং প্রচণ্ডকাসির উদ্রেক হয়। কাসি,—জলপানান্তে (বিষম লাগে বলিয়া—অ্যাকোন্ঃ হায়ো: ম্যান্‌সিন্ নক্স মস্ সোরিন্. স্কীলা), কথা কহিলে (হায়ো ম্যাঙ্গে. রীউমেক্স: ষ্ট্র্যাম্:) কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে (মেন্থা পাইঃ নক্স ভম্ ফস্)। আক্ষেপিক কাসি,—শূন্যগর্ভ বা গভীর, কাসিলে বক্ষ মধ্যে বেদনা এবং হাজা অনুভূতি ও স্বরভঙ্গ বোধ। নিশ্বাস গ্রহণকালে শ্বাসরোধোপক্রম এবং নিশ্বাস ত্যাগে অক্ষমতা, কাসিতে কাসিতে ভুক্ত দ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায়—আহারের ৩।৪ ঘণ্টা পরেও এইরূপ হইয়া থাকে, সময়ে সময়ে ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, রাত্রে এবং শয়নকালে বৃদ্ধি, প্রাতে শ্লেষ্মা কতকটা সরল থাকে এবং কিয়ৎ পরিমাণে গয়ার উত্থিত হয়। সুরাপায়ী ও ক্ষয়রোগীর শ্বাসরোগ—যেন বায়ুনলী মধ্যে গন্ধকের ধূম প্রবেশ জনিত (ক্যামো লাই পলস—যক্ষ্মা রোগীর শ্বাসরোগে ড্রোসেরা প্রয়োগে কোন ফল না পাইলে) এবং নিদ্রার সময় (সন্‌ক —দিবা নিদ্রার সময়=কার্ব্বো-ভেজি নিদ্রা ভঙ্গান্তে=ল্যাকে যক্ষ্মা রোগীর শ্বাসরোগে—রীউমেক্স ও ষ্টিক্টা. বিশেষ ফলপ্রদ, রাত্রি ২ টার পর বৃদ্ধি থাকিলে=রীউমেক্স এবং বিদারণবৎ শিরোবেদনা থাকিলে=ষ্টিক্টা: প্রযোজ্য—ফ্যারিংটন্)। বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলে বা নিপীড়িত হইলে ব্যথা বোধ হয়,—বিশেষতঃ হাঁচি ও কাসির সময়।

প্রত্যঙ্গাদি।-গ্রীবাপৃষ্ঠের পৈশিক টানপড়া বা আড়ষ্টতা। গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বে ব্যথা। বাহুদ্বয়ে বাতাশ্রিত বেদনা এবং পক্ষাঘাতের ন্যায় আকর্ষণ বোধ, সঞ্চালনে উপশম। বাহুর উপর ভর দিলে উহা কম্পিত হইতে থাকে (অ্যাষ্টেক্)। রাত্রে পদদ্বয়ে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (অরাম:)। উরুশিখর হইতে চরণ পর্য্যন্ত বাতাক্রান্ত এবং গুল্‌ফতলেও সন্ধিবাতাশ্রিত বেদনা অনুভূত হয়। পদদ্বয় যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে তন্মধ্যে এইরূপ অস্বস্তি বোধ (মিনী: জিঙ্ক ভ্যালি: ষ্টিক্টা কষ্টি:)। জানুদ্বয় অত্যন্ত ব্যথান্বিত। বাম হস্তের মহা অস্বস্তিজনক সঙ্কোচন এবং বাম চরণে আক্ষেপিক বেদনা। পদতলে সূচীবেধবৎ বেদনা। পদবৃদ্ধাঙ্গুলিতে বোধ হয় যেন চিম্‌টা দ্বারা মাংস তুলিয়া লইতেছে। কদর বা কড়ার মধ্যে বেদনা ও জ্বালা। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ সহ ভ্রমণশীল বেদনা। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন বৈদ্যুতিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া গাত্রে লাগিতেছে। চিত্তের অত্যন্ত অপ্রসাদ ও আলস্যবোধ সহ স্পর্শন বা সঞ্চালন করিলে পেশী সকল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ ও পুনঃ পুনঃ গাত্রভঙ্গ বা হস্ত পদাদি প্রসারণ। সূক্ষ্ম অস্থিস্পর্শী স্নায়বিক প্রকম্পন ও মানসিক উদ্বেগ।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও চক্ষু হইতে অশ্রুস্রাব। দিবসে প্রবল নিদ্রালুতা, এমন কি বন্ধুবান্ধবের সহিত কথা কহিতে কহিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় না। অল্পক্ষণ নিদ্রার পর বা অতি প্রত্যুষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলেও দেহ ও মন নবীভূত বোধ হয় (মেন্থা-পাইঃ)। পদদ্বয়ে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। জীবন্ত স্বপ্ন, সমস্ত মনে থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় শ্বাসরোগের প্রকোপ, জাগ্রত হইবার কিয়ৎকাল পর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় (সল্‌ফঃ)। স্বপ্ন সঞ্চরণ—নিদ্রিত অবস্থায় পরিক্রমণ কালে রোগীর চক্ষু উন্মীলিত থাকে এবং মুখমণ্ডলে ক্রোধ প্রকাশিত হয়।

বৃদ্ধি।—রাত্রে এবং শয়নান্তে; বিশ্রামকালে; প্রভাতে এবং স্পর্শ করিলে।

উপশম।—হিম শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলে; সোজা হইয়া বসিলে এবং দেহ সঞ্চালনে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ক্যাম্ফো: ক্রোটেলাস্-হর্:।

সদৃশ।—কোরাল্-রুব: ড্রোসেরা: রীউমেক্স: ষ্টিক্টা: অরাম্ ইগ্নে: মিনীয়ান্: কষ্টি: অ্যাক্টী: অ্যাগার: ল্যাকে: ক্যাষ্টোর: মস্কাস: মেন্থা-পাই: প্ল্যাট:।

তুলনীয়।—ড্রসেরা. (ক্ষয়কাসের কাসি); কোরালি. (হুপকাস); রিউমেক্স: (রাত্রিতে কাসি); ষ্টিক্টা: (মাথাব্যথা); বেলাড. (রাত্রিতে অন্ধ); ইগ্নেসিয়া: (তামাকে ঘৃণা); ল্যাকেসিঃ (সহজে দমবন্ধ ভাব). মস্কস্: (স্নায়বিক লক্ষণ)।

শক্তি।—১ম হইতে ৩ শততোধিক বা ততধিক ক্রম।

মার্কিউরায়্যালিস পেরেনিস

(MERCURIALIS PERENNIS.)

নামান্তর।—ডগ মার্কারি।

প্রস্তুতি।—পুষ্পিত মনসা জাতীয় বৃক্ষ হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অন্ধত্ব; স্তনে বেদনা ও স্ফীতি; চক্ষু প্রদাহ; বাধক; চক্ষু দিয়া অশ্রুস্রাব; আধ্মান; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত; বিলম্বিত রজস্রাব; আমবাত; প্লীহা; জিহ্বার পক্ষাঘাত; মাথাঘোরা।

উপযোগিতা ও আভাস।—পারদের ন্যায় ইহাতেও জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণের প্রাধান্য, চক্ষু ও নাসিকা মধ্যে উত্তেজনা, মলত্যাগান্তে কুন্থন, ইত্যাদি লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহা দ্বারা দেহের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিময় দ্বার সকলের অত্যধিক শুষ্কতা জন্মে; মুখবিবর ও গলমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সম্পূর্ণরূপে নিরস হইয়া যায়, এমন কি চিনি মুখে করিলেও তাহা দ্রব হয় না; আহারান্তে এই শুষ্কতার বৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। মুখ হইতে নির্গত বায়ু এত উত্তপ্ত যে

তৎসংস্পর্শে ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও নিরস হইয়া যায়। দৃঢ়াবদ্ধভাব,—যথা ললাটের একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত যেন একটী বন্ধনী দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে; নিম্নাকর্ষণী বেদনা,—মলান্ত্র মধ্যে বেদনা সহ কটি যেন খসিয়া যাইতেছে, বঙ্ক্ষণপ্রদেশে এবং উরুশিখরে নিম্নাকর্ষণী, যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার উপক্রম; সোপানারোহণকালে শিরোঘূর্ণন; মস্তক ভারবোধ,—যেন একটী গুরুভার বস্তু মস্তককে উপাধানের উপর চাপিয়া ধরিতেছে; নাসিকার অস্তিত্বজ্ঞান অর্থাৎ নাক রহিয়াছে ইহা বেশ অনুভব করে। প্রত্যেক শিরা মধ্যে দপদপানি, কম্পন ও উত্তাপ সঞ্চারানুভূতি, স্বল্পস্রাবশীল এবং বিলম্বিত রজঃ ও রজোরোধ এবং উত্তেজনা; যন্ত্রণা ও স্তন স্ফীতি সংযুক্ত বাধক; জ্বরাধিকারে দক্ষিণ বাহু ও বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে শীত আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, শীতল দক্ষিণ বাহুর লোমহর্ষণ এবং ক্রমে সমগ্র দেহে উহার সঞ্চার, দেহের উভয় পার্শ্বে দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম—বিশেষতঃ বাহুদ্বয়ে, এবং হস্তের শিরা স্ফীতি, ইত্যাদি ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—উত্তেজনাশীল প্রকৃতি, বিবাদ প্রিয়; বিষণ্ণ, তন্দ্রালুতা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—সোপানারোহণকালে (অ্যা ক্রমিক বোরাক্স কোণাঃ ফাইজস্ঃ)। মস্তক যেন বায়ুদ্বারা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে এইরূপ অনুভব ও মস্তকের জড়তা। মস্তিষ্কের দৃঢ়াবদ্ধভাব ও অসাড়তা (গ্র্যাফ), মস্তক অতি কষ্টে সঞ্চালিত করা যায় (বারাঃ)। ললাটে এবং অক্ষি গোলকের উপর প্রদেশে অত্যন্ত টান বোধ এবং মস্তক অবনত করিলে যেন ভিতরে নিষ্পেষণ বশতঃ কি বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে এইরূপ অনুভব। মূর্দ্ধাদেশে জ্বালা বোধ (ব্রাইঃ ক্যাল্কেঃ হাইপির্ ন্যাট-মিউ সল্ফঃ)। ললাটের বামাংশে ও বাম রগে চিড়িক মারা বেদনা,—গৃহমধ্যে প্রবেশান্তে বৃদ্ধি। ললাটদেশে বেদনা,—শৈত্য প্রয়োগে এবং মর্দ্দনে বৃদ্ধি। মস্তকে আঘাতান্তে শিরোবেদনা। ললাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন দৃঢ় ভাবে একটী বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুমান (ইণ্ডিগোঃ)।

চক্ষু।—অক্ষিপুট অত্যন্ত ভার এবং শুষ্ক বোধ হয়, এবং সহজে উন্মীলিত বা মুদিত করা যায় না। চক্ষু মধ্যে জ্বালা ও বেদনা, অক্ষিগোলকদ্বয় যেন ভিতর হইতে নিষ্পেষণ বশতঃ বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে। চক্ষুর উপর পাতার কম্পন ও নাচিয়া উঠা, বিশেষতঃ বামচক্ষের চক্ষু মিট মিট করে (ক্রোকাস্)। ক্ষীণ দৃষ্টি, যেন দৃষ্টি সমক্ষে অবগুণ্ঠন বা লূতাতন্তু (মাকড়সার জাল) রহিয়াছে (কষ্টি ক্রোক্ হায়োঃ আয়োডঃ লরোঃ লিথীঃ ন্যাট-মিউঃ ফস্ঃ সল্ফঃ)।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে নির্গত বায়ু অত্যন্ত শীতল (প্রথমে উত্তপ্ত পরে শীতল)। নাসিকা মধ্যে সড়্সড়্ ও জ্বালা করে (আর্জ্-মেট্ঃ ক্যামোঃ মেরাম-ভেরঃ)। বোধ হয় যেন পাকস্থলী হইতে নাসিকা মধ্যে উত্তাপ উত্থিত হইতেছে। স্বীয় নাসিকার অস্তিত্বজ্ঞান। নাসা-রন্ধ্রমুখ ক্ষতযুক্ত বোধ হয় (কেয়োলিন্ঃ হ্রাস্ঃ)। "রোগিনীর বোধ হয় যেন তাহার দুইটী নাসিকা রহিয়াছে"।

মুখবিবরাদি ।—মুখমণ্ডল ও মস্তকের ত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয় (অ্যাসা-ফিট: হ্রাস:)। মুখমণ্ডল শীতল অনুভূত হয় (অ্যা-ব্রোট আর্স: ক্যাল্কে: ভেরেট্:)। মুখ হইতে নির্গত উত্তপ্ত বায়ু সংস্পর্শে ওষ্ঠদ্বয় নিরস ও শুষ্ক হইয়া যায় (ন্যাট্-কার্ব্:) এবং তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয় (হ্যানা:)। মুখবিবরের অতিশয় শুষ্কতা বশতঃ জিহ্বা অত্যন্ত জ্বালা করে (আর্স্: ক্যান্থা: ক্যাপ্স: জিঙ্কো: ম্যাগ্নি:)। জিহ্বার উপর এবং ওষ্ঠ ও গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশে জ্বালাজনক রসগুটী বা ক্ষুদ্র ফোস্কা সকল উদ্গত হয় এবং পরস্পর মিলিত হইয়া বিস্তারপ্রবণ ক্ষত উৎপন্ন করে। মুখবিবর এত অধিক শুষ্ক এবং নিরস যে মুখ মধ্যে চিনি রক্ষা করিলে তাহা দ্রবীভূত হয় না। কণ্ঠ জ্বালাযুক্ত এবং শুষ্ক। তালু, গলগ্রন্থি এবং তালুমূলের পশ্চাদ্ভাগে ক্ষতোদ্গম (অরাম্: ক্যালী-বাই: ফাইটো: সলফ্: ভিঙ্কা:)।

পাক ও অন্ত্রাশয়াদি । -পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত শৈত্য বা জ্বালা বোধ ; বায়ু নির্গমান্তে উপশম। আহার করিবা মাত্র বমন (আর্স্: ব্রাই: ফের্: ইপিক্: ওলীয়্যান্: ফস: সাইলি: সলফ্:)। পাকস্থলীর পশ্চাদ্গহ্বরে কক্কুট্ ডিম্বাকৃতি অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয় (কোমল হাইড্র্যাষ্ট: কমলা লেবুর মত=মেজের:), উহা টিপিলে ব্যথাধিক্য এবং ঐ স্থানে বস্ত্রাদির ভার অসহনীয় (মেজের:) বোধ হয়। উদর মধ্যে ধক্ধক্ করিতে থাকে (কর্ণাস্: ইগ্নে: আয়োড্: ক্যালী-কার্ব্: ল্যাক্-ক্যান্: লাই:)। যকৃৎ প্রদেশ হইতে প্লীহা পর্য্যন্ত যেন নিষ্পেষিত হইতেছে এইরূপ বেদনা। প্লীহা মধ্যে অত্যন্ত উত্তাপ (অ্যাসা-ফিট্:) ও চাপবোধ ; শয়নে বৃদ্ধি (কার্ব্বো-ভে: ক্রিয়ো: ন্যাট-মিউ:)। যকৃৎ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ক্যালী-কার্ব্:)। উদর মধ্যে হুড়হুড়্ গুড় গুড় শব্দ এবং অপর্য্যাপ্ত বাষ্প নির্গত হইতে থাকে (লাই:)। মলদ্বারে জ্বালা এবং উত্তেজনা ও মলান্ত্র মধ্যে বোধ হয় যেন উহাদিগকে নীচের দিকে ঠেলিতেছে এবং কটিদেশে নিষ্পেষণ ও টান অনুভূত হয়। মলদ্বারের কণ্ডুয়ন (অ্যা-ফ্লু: কার্ব্বো-ভেজি: সিনা: গ্র্যাফ্: অ্যা-নাই: নক্স্: পলিগোন্-পাংটেট্:)। অবিরাম অন্ত্রশূল তৎসহ মলতারল্য (ক্যামো: কলো: ডায়োস্কো: গ্যাম্বোজ্: হ্বউম্: ভেরেট্:)। কিয়ৎ পরিমাণে বেগ দিবার পর বহুল পরিমাণ তরল মল নির্গত হয় (ভার্ব্যাস্ক্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—অতি অল্প রজঃ স্রাব এবং অতি বিলম্বে ঋতু প্রকাশ হয়। আর্ত্তবাভাব বা রজোবন্ধ। বাধক—অপর্য্যাপ্ত স্রাব এবং তৎকালে শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ অনুভব, অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ বশতঃ রোগীর মূর্চ্ছোপক্রম ; শ্বাসকষ্ট ; সমস্ত দেহে, বিশেষতঃ মস্তকে ও মুখমণ্ডলে, উত্তাপাবির্ভাব এবং উদ্বেগ জনিত স্বেদোদ্গম ; হস্ত পদাদি ভার ও কম্পনশীল বোধ হয় ; দ্বিতীয় দিবসে স্তনদ্বয় অত্যন্ত স্ফীত এবং ব্যথান্বিত হইয়া উঠে ; তৃতীয় দিবসে শিরোবেদনা ও অত্যন্ত অবসাদ আবির্ভূত হয় এবং রোগিনী শয্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় ; এই তৃতীয় দিবসে রজঃ আরম্ভ হইয়া তিন দিবস বা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পদিবস স্থায়ী হয়।

হৃৎপিণ্ড ।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে শোণিতোৎপ্লাবন। হৃৎপিণ্ডের দৃঢ়াবদ্ধভাব (ক্যাক্ট্:) ; হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী মধ্যে এবং উদরের উর্দ্ধাংশে যেন হুহু সোঁ সোঁ এবং দপ্ দপ্ করিতেছে

এবং তৎপরে গড়্ গড়্ দপ্ দপ্ ও কম্পন অনুভূত হইতে থাকে এবং বোধ হয় যেন সমস্ত শিরা শোণিতপূর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, উপবিষ্টাবস্থায় অন্ত্রাশয়িক মূলধমনী ধক্‌ধক্ করিতেছে তাহা উপর হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মানান হয়, মস্তকেব জড়তা ও স্তম্ভিত ভাব যেন দেহেব সমস্ত শোণিত প্রবল বেগে যাইয়া মস্তক পবিপূর্ণ করিয়াছে। শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ হৃদকম্পন এবং মস্তক অবনত কবিলে বক্ষেব দৃঢাবদ্ধভাব।

প্রত্যঙ্গাদি।—কটিদেশ যেন খসিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং চড়্ চড়্ কবে হস্তপদাদিব অতিবিক্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ বোগীব বাম পার্শ্বে পতনোপক্রম। ঊর্দ্ধ প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে চিড়িক-মারাব ন্যায়, আকর্ষণ, ছেদন ও সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব। হস্তের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। বাম উরু শিখবে নিম্নাকর্ষণী বেদনা,—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবাব উপক্রম। সমগ্র দেহ শূন্যময় ও অবসন্ন বোধ হয়। দেহ সঞ্চালনে সমস্ত পেশীমণ্ডলী ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও আলস্য। নিদ্রা স্বপ্নময় এবং তৃপ্তিপ্রদ নহে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—দক্ষিণ বাহু ও বক্ষেব দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে শীত, প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে সংক্রামিত হয় বাম বাহু ও হস্ত হইতে প্রাদুর্ভূত=কার্ব্বো ভেজি—দেহেব সমগ্র বাম পার্শ্ব আক্রান্ত হয়=কষ্টি·), শিহবণ, অবসাদাতিশয্য, দুর্ব্বলতা, হস্ত পদাদিতে বেদনা এবং নিবন্তব নিদ্রাবেশ। শীতল দক্ষিণ বাহুতে লোমহর্ষণ বা পুলক আবম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়, বাত্রি দ্বিপ্রহবেব পর দেহেব উভয় পার্শ্বে, বিশেষতঃ বাহুদ্বয়ে, দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম হয়। দেহ শীতল ও শীতার্ত্ততা বোধ এবং গণ্ডদ্বয় বক্ত বর্ণ। বাত্রি ৯টাব সময় পাকস্থলী মধ্যে শীত আবম্ভ হইয়া দক্ষিণ বাহু, বক্ষেব ও উদবেব দক্ষিণ পার্শ্ব এবং দক্ষিণ উরু শিখরে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, বাত্রি ৪ টাব সময় উত্তাপ ও তৃষ্ণা এবং দক্ষিণাঙ্গে স্বেদোদ্গম আবম্ভ হয় এবং মুখ মণ্ডলেব শিবা সকল স্ফীত হইয়া উঠে (ক্যাম্ফো সিঙ্কো হায়ো লেডম, পলসে)। মস্তক, মুখমণ্ডল, হস্ত ও চবণে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং প্রবল তৃষ্ণা। বাত্রি ৩টা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত বা নিদ্রার পব স্বেদোদ্গম হইতে আবম্ভ হয় এবং তৃষ্ণা বোধ হয়।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—অ্যাকোন· বেলাড·।

তুলনীয়।—উপরে সিড়িতে উঠিতে বৃদ্ধি—বোবাক্স। মলত্যাগেব পব কুন্থন—মার্ক সল.। নিম্নদিকে আকর্ষণবৎ বেদনা—লিলিযাম:। মাথা অসাড—গ্রাফাই: ট্রিস ইত্যাদি।

সদৃশ।—অ্যাণ্ট ক্রুড অ্যাসাফিট বোব্ ক্যাপ্স অ্যাকালিফা: কষ্টি গ্র্যাফ ক্যালী-বাই: ক্রিয়ো: ল্যাকে ক্রোটন্· লেডাম. লীলি টাই: ম্যাগ মিউ মার্ক-সল্· ন্যাট মিউ অ্যা-নাই: নক্স· নক্স-মস্: প্ল্যাট রডোড ষ্ট্র্যাম সল্‌ফ অ্যা সল্‌ফ: থুযা।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

মার্কিউরীয়াস

(MERCURIUS VIVUS AND SOLUBLISIS).

নামান্তর।—পারদ; ব্লাক্ অক্সাইড মার্কারি এবং কুইকসিলভার।

প্রস্তুতি।—(১ম) মার্কিউরীয়াস সলিউবিলিস হানেমানী। পারদ শোধিত করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রব করিয়া যে লবণবৎ পদার্থ জন্মে তাহা বিচূর্ণ করিয়া লইতে হয়। (২য়তঃ)—মার্কু (ভাইভাস্) কুইক্ সিলভার; মেটালিক মার্কুরি, হাইড্রার্জিরম্। প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ:—

বিশেষ কথা [উভয় প্রকার ঔষধের সংজড়িত আরোগ্য সংবাদ এ স্থলে লিখিত হইলে; কোন স্থলে মার্কু-সলিউবিলিস ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কোন স্থানে মার্কু-ভাইভস্ দেওয়া হইয়াছে, ডাঃ ক্লার্ক কাহারো প্রাধান্য দিতে বলেন নাই, তবে "স" ও "ভ" লক্ষণ দ্বারা উহাদের প্রভেদ রাখিয়াছেন মাত্র; আমরা এ স্থলে উহাই সন্নিবেশিত করিলাম]। স্ফোটক (স); রক্তাল্পতা; উপক্ষত; উপাঙ্গ প্রদাহ; প্রমেহ (স), অস্থি-পীড়া (স); মুখের পচনশীল ক্ষত; সর্দ্দি (স); উপদংশ; পানিবসন্ত (স); কাসি (স), দন্তোদ্গম বিকৃতি (স), অতিসার (স); রক্তামাশয়; অজীর্ণতা (স), পামা; শীর্ণতা, ক্ষয়িত ত্বক বা হাজিয়া যাওয়া (স); চক্ষুর পীড়া (স); বাত; মূর্চ্ছা; জ্বর; গ্রন্থির স্ফীতি (স); বাতরক্ত (স), মাড়ি-স্ফোটক (স); মাড়ির অসুস্থ ভাব (স), হৃৎপিণ্ডের পীড়া (স); দদ্রুবৎ উদ্ভেদ (স); জলাতঙ্ক; কামলা (স); সন্ধি সমূহের পীড়া (স); প্রদর; যকৃতের পীড়া (স); কটিবাত (স); উন্মাদ; হাম (স); বিষাদ-বায়ু (স); মস্তিষ্কাবরণ ঝিল্লী প্রদাহ; কর্ণমূল, মস্তক মধ্যে শব্দ; শরীরে দুর্গন্ধ (স); ডিম্বাধারে পীড়া; ক্লোম প্রদাহ (প্যান্‌ক্রিয়েটাইটিস), কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহ, অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; বিকৃত স্বেদ (স); মুদারোগ (স); গর্ভাবস্থার পীড়া (স), মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থীর প্রদাহ (স); ধূম্র (পার্পিউরা) (স+ভ); রক্তবিষাক্ততা (স); জিহ্বার অর্ব্বুদ (স), আমবাত (স+ভ); অস্থিবিকৃতি; লালাস্রাব (স), শীতাদ (স); বসন্ত (স); পাকাশয় প্রদাহ; পূয সঞ্চয় বা জনন (স); শস্ত্রক্রিয়ার পরবর্ত্তী জ্বর এবং উপদংশ (স); বিকৃতি আস্বাদ (স); দন্তের পীড়া (ভ); গলমধ্য বিকৃতি জন্য বধিরতা (স); গলক্ষত (ভ); জিহ্বার পীড়া (স+ভ); দন্তশূল (স); কম্পন (স); মোহজ্বর (ভ); ক্ষত (স), গোবীজে টীকা (স); বমন (স) ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রথমতঃ যাহাদিগের দেহে পারদ প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই সকল রোগীর রোগ কি শৈত্য কি উত্তাপ সকল অবস্থাতেই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্য ঔষধ জনিত রোগ হয় শৈত্যে বৃদ্ধি এবং উত্তাপে উপশম বা উত্তাপে বৃদ্ধি এবং শৈত্যে উপশম, এই দুইটীর একটি হইয়া থাকে। কিন্তু পারদদুষ্ট ধাতু লোক তাপমান যন্ত্রে পরিণত হয়, কি শৈত্য কি উত্তাপ সকল অবস্থাতেই তাহারা পীড়িত বা কাতর হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ

রাত্রে বৃদ্ধি ইহার আর একটি প্রধান লক্ষণ এবং উপদংশ রোগের সহিত এই সকল লক্ষণের সাদৃশ্য বশতঃ ইহা শেষোক্ত রোগের একটী মহৌষধ বলিয়া অতি পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। তৃতীয়তঃ সকল রোগেই অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয় কিন্তু তাহাতে রোগের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ পারদীয় দুর্গন্ধ, পারদদুষ্ট রোগীর নিশ্বাস ধর্ম্ম এবং গাত্র অত্যন্ত ঘৃণাজনক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। পঞ্চমতঃ মস্তক কম্পন, হস্ত বা জিহ্বার কম্পন, অবসাদ ও পক্ষাঘাত সূচক কম্পন; সকম্প পক্ষাঘাত রোগে ইহা একটী প্রধান ভেষজ। ইহার অন্যান্য উপযোগী লক্ষণ এই;—যাহাদের কেশ অল্প ও চর্ম্ম পেশী বিশিষ্ট তাহাদের পীড়া;—(১) অস্থি রোগে বেদনাদির রাত্রে বৃদ্ধি। (২) লসিকা গ্রন্থির স্ফীতি, তন্মধ্যে পূযোদ্গম হউক বা না হউক, কিন্তু অপর্য্যাপ্ত পূয সঞ্চয়ই ইহার বিশেষ নির্ণায়ক। ধীরে ধীরে পূয সঞ্চয়ী স্ফীতি স্ফোটক মধ্যে অতি ধীরে পূযোপজনন। (৩) অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য এবং সামান্য দৈহিক আয়াসে কম্পনানুভূতি। (৪) দ্রুত-বাক, কিন্তু প্রশ্ন করিলে অতি ধীরে উত্তর দেয়। অত্যন্ত ব্যস্ত; সময় অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হয়, সময় আর যায় না। (৫) সর্দ্দি বা নাসাপরিস্রাব পুনঃ পুনঃ হাঁচি, স্রাব অনর্গল, কষায় বা ত্বকক্ষয় কারক; রন্ধ্র-মুখ হাজা ও ক্ষতযুক্ত; শ্লেষ্মা পীত-হরিৎ, দুর্গন্ধ এবং পূযবৎ। কাসিলে বা নিদ্রাবস্থায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; শোণিত নাসিকা হইতে রবারের ন্যায় ঝুলিতে থাকে। (৬) দন্তশূল ছেদন, উৎপাদন, বা বিদ্ধ করণবৎ বেদনা মুখমণ্ডল ও কর্ণে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ডস্থল মর্দ্দনান্তে উপশম; দন্তশূল নিবৃত্তির পর শীতার্ত্ততা। (৭) দন্তের অগ্রভাগ সকল ক্ষয়িত হইয়া যায় অথচ মূল অক্ষত থাকে (মেজেরীয়াম ইহার বিপরীত)। (৮) অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব,—লালা গাঢ় আঠা বা সাবানের ফেনার ন্যায়, দুর্গন্ধময় এবং তাম্রাদির কলঙ্কের ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট। (৯) জিহ্বা,—বৃহৎ লোল দন্তাঙ্কসমন্বিত; (১০) প্রবল তৃষ্ণা অথচ মুখমধ্যে ও জিহ্বার যথেষ্ট রস বা লালা। (১১) কর্ণমূল প্রদাহ উপঝিল্লী প্রদাহ, বা গলগ্রন্থি প্রদাহ প্রভৃতি রোগে অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব জিহ্বা স্ফীত, লোল এবং দন্তাঙ্ক সম্বলিত এবং কোন স্থানে গাঢ় লেপাচ্ছন্ন ও কোন স্থানে নির্লিপ্ত বা অতি সামান্য লেপান্বিত বা দাগ দাগ। (১২) আমরক্ত বা আমাতিসার, মল আঠাময় রক্তাক্ত, অন্ত্রশূল ও মূর্চ্ছোপক্রম সংযুক্ত; মলত্যাগের সময় এবং মলত্যাগের কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত কুন্থন; যেন বাহ্য আর শেষ হইবে না। (১৩) যকৃৎ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, যকৃৎ বিবর্দ্ধিত এবং প্রদাহ ও সূচীবেধবৎ বেদনা যুক্ত, স্পর্শাসহ, রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। (১৪) পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, যত জলপান করে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রস্রাব হয়। (১৫) রক্তাক্ত রেতঃস্খলন। কর্ণ হইতে রক্তাক্ত পূযস্রাব। (১৬) কর্ণের বহিঃরন্ধ্র মধ্যে স্ফোটকাদি নানাবিধ উদ্ভেদ উদ্গত হয় (ক্যাল্কে পাইক্রিকা)। (১৭) প্রমেহ মুদা বা ঔপদংশিক ক্ষত সমন্বিত; স্রাব হরিদ্বর্ণ, রাত্রে বৃদ্ধি। (১৮) উপদংশ,—মুখ্য ক্ষতের তলদেশ, মেদবৎ পার্শ্বদেশ আবর্ত্তিত বা উলটান এবং আরক্তিম; কিম্বা উলটা মুদা মেঢ্রত্বক এবং তন্নিকটস্থ ক্ষয় বা ছিদ্র করিয়া ফেলে; ক্ষত শোণিত নির্গলনশীল, অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং তাহা হইতে পীতবর্ণ দুর্গন্ধ রস স্রাব হইতে থাকে। (১৯) প্রদর,—স্রাব কষায় এবং জ্বালা কণ্ডূয়ন ও ত্বকক্ষয় জনক। (২০)

গর্ভবতী রমণীর প্রাতর্বমন অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব হয়; নিদ্রিত অবস্থায় লালা নিঃসরণ বশতঃ উপাধান ভিজিয়া যায়। (২১) প্রতিবার আর্ত্তবস্রাবকালে স্তনদ্বয় ব্যথাযুক্ত হইয়া উঠে, যেন ক্ষতযুক্ত হইবার উপক্রম হয়। রজঃস্বলা হইবার পরিবর্ত্তে বো'গনীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। (২২) কাসি,—শুষ্ক, অবসাদক এবং বক্ষ বিদাবক, প্রতিবারে দুইটী প্রকোপ (৩টী=ষ্ট্যান্ঃ), রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে পারে না। (২৩) দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সংক্রমণশীল সূচীবেধবৎ বেদনা। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহাধিকারে শোণিত স্রাবের পর ফুস্‌ফুস্ মধ্যে পূযোপজনন। (২৪) মাঢ়ী, জিহ্বা, কণ্ঠ এবং গণ্ডাভ্যন্তর প্রভৃতি প্রদেশে ক্ষতোদ্গম।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মৃতিশক্তির হ্রাস; স্থূলবুদ্ধি; উভয় প্রকাব ঔষধের সংজড়িত লক্ষণ; নিদ্রালুতা, উদ্বেগ এবং অস্থিরতা; এক স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পাবে না; সশঙ্কিত ভাব; কাল্পনিক ভয়; উন্মাদ হইবার ভয় (অ্যাম্ব্রঃ ক্যাল্‌কেঃ ক্যানাব-ইন চেলিডঃ সিমিসিফীউঃ হাইড্রোফোবঃ আয়োডঃ ক্যালী-ব্রোমঃ ল্যাক্-ক্যান্ঃ লীল্-টাই ম্যান্সিঃ মিডব. সিফিলিন্ঃ); সন্ধ্যা এবং রাত্রে বৃদ্ধি; রোগী বিদেশে যাইতে চাহে (এরামঃ বেলঃ ক্যাল্‌কে-ফস্ঃ), বাটী হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে (হায়োঃ নক্সঃ ওপীঃ)। অত্যন্ত ব্যস্ত, সকল বিষয়েই ত্বরান্বিত ভাব; অত্যন্ত দ্রুত কথা বলে (বেলঃ হায়োঃ ল্যাকেঃ ভেরেট.); সময় অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ হয় (অ্যালীউঃ আর্জ নাইঃ ক্যানাব-স্যাটঃ ক্যানাব-ইন্ঃ ক্যামোঃ মিডরঃ নক্সঃ অ্যান্‌হ্যালোন্.)। অতিশয় গৃহগমনাকাঙ্ক্ষা (অরামঃ ব্রাইঃ ক্যাপ্সঃ ক্যাল্‌কেঃ-ফস্ঃ)। কোন প্রশ্ন করিলে ধীরে ধীরে উত্তর দেয় (হেলিবোঃ ক্যালীঃ ব্রোম্ঃ ফস্ঃ—অধিকক্ষণ চিন্তা করে=ককীউঃ)। সুবাসেবীদিগের প্রলাপাদি মানসিক বিকার। প্রসবান্তিক উন্মাদ,—স্বীয় সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে যায়। সর্ব্বদা যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিতে থাকে (বেলঃ ক্যানাব-ইন্ঃ অ্যাসিড-কার্ব্বলঃ ক্যাম্ফঃ ক্যামোঃ সাইকীউঃ ককীউঃ ইউপেট-পার্ঃ ইগ্নেঃ অ্যা-মিউর্ঃ)। ক্রোধপ্রবণ এবং কলহপ্রিয় (অরাম্ঃ চেলিডঃ ক্যামোঃ কোণাঃ নিকল-কার্ব্বঃ ন্যাট মিউঃ থুযাঃ)। সন্দিগ্ধচিত্ত,=কাহাকেও বিশ্বাস করে না। জড়বুদ্ধি, (অ্যানাকঃ হায়োঃ); সময়ে সময়ে ঘৃণাকর কার্য্য করিয়া ফেলে (বেল্ঃ সিকেল্ঃ)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—যেন দোলায় দুলিতেছে এইরূপ অনুভব (সল্‌ফঃ),—মস্তক অবনত করিলে (নক্স-ভম্ঃ পল্‌সেঃ), চিৎ হইয়া শয়ন করিলে (নক্স-ভম্ঃ সল্‌ফঃ) মাথাঘোরা শিরোবেদনা ও বিবমিষা (কফীঃ ক্রোটেল্ঃ নক্স মস্ঃ) এবং দৃষ্টি সমক্ষে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় বোধ হয় (কফীঃ আর্জেণ্টঃ ক্যামোঃ হায়োঃ ফেরঃ লরোঃ ওপীঃ)। শিরোমধ্যে জ্বালা,—বিশেষতঃ বাম রগে, রাত্রে শয়নকালে বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম (বাম রগে জ্বালা=কলোঃ ইনীউলা, ভাব্যাস্কঃ)। মস্তক বোধ হয় যেন একটী সন্দংশ বা সাড়াশী দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত রহিয়াছে (ম্যাগ-সল্‌ফঃ ন্যাট-মিউঃ প্ল্যাটঃ পল্‌সেঃ র‍্যানান্-বাল্বোঃ স্যাবাডঃ সার্সাঃ ষ্ট্যান্ঃ ব্যারাইঃ র‍্যাটান্ঃ) তৎসহ বিবমিষা বৃদ্ধি=নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে এবং নিদ্রা; আহার ও পান অন্তে;

উপশম=গৃহ মধ্যে। ললাটদেশে আবৃষ্টতা,—যেন মস্তকের চতুর্দ্দিকে একটি বন্ধনী রহিয়াছে; রাত্রে শয়নকালে বৃদ্ধি। শয্যাত্যাগান্তে এবং ললাটের উপর হস্তার্পণ করিলে উপশম। বন্ধনী দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে এইরূপ বোধ এবং মস্তিষ্কের প্রদাহ, ললাট মধ্যে জ্বালা ও দপ্‌দপানি (গ্লোন্: লাই: ম্যার্ক-প্রোট: ন্যাট-মিউ পল্‌স:); রাত্রে বৃদ্ধি; শয্যাত্যাগান্তে উপশম। মস্তক মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ও উত্তাপ বোধ। মস্তিষ্কের পূর্ণতা বশতঃ মস্তক বোধ হয় যেন ফাটিয়া যাইবে। মস্তক বোধ যেন ক্রমে বৃহত্তর হইতেছে (ব্যাপ্ট: বার্ব্বা:)। ললাট, মূর্দ্ধা ও শিরোপশ্চাতে তীব্র বেদনা; মস্তক মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। ছেদনবৎ বেদনা; মস্তকে উত্তাপ ও রাত্রে ঘর্ম্ম, এবং শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি; শেষ রাত্রে এবং স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে উপশম। মস্তিষ্কোদক—সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে। মস্তকের সেবনী বা সন্ধি সকল ফাঁক হইয়া যায় (অ্যাপোসাইন:); অকালপরিপক্ক বুদ্ধি, মুখমণ্ডল মলিন, রাত্রে অম্লাক্ত স্বেদোদ্গম। কেশাবৃত মস্তকের অংশ বিশেষের বিবর্দ্ধন (আর্জ-মেট: অরাম: ক্যাল্কে-ফ্লু: হেক্লা: ক্যালী-আয়োড: ফস্:),—স্পর্শ করিলে বোধ হয় চর্ম্মতলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে; রাত্রে শয়িতাবস্থায় বৃদ্ধি। কর্পরত্বক বা মস্তকের চর্ম্ম টান বোধ হয়,—স্পর্শ কবিলে ব্যথা বোধ হয়; কণ্ডুয়নান্তে ব্যথার বৃদ্ধি হয় এবং শোণিতপাত হইতে থাকে। মূর্দ্ধদেশে রসগুটির ন্যায় দুর্গন্ধ পীড়কা উদ্গত হইয়া পীতবর্ণ মবাছাল যুক্ত ক্ষততে পরিণত হয়, এবং বিসর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; ললাটদেশে অত্যধিক হইয়া থাকে; কেশ উঠিয়া যাইতে থাকে,—বিশেষতঃ মস্তকের পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে অধিক। [শল্কাবৃত পূতিময় ক্ষত বা পামা ভিঙ্কা-মাই: ভায়োলা-ট্রাই: হ্রাস-ভিন্: সোরিন্: মেজের: গ্র্যাফ: ক্রোটন]। করোটীর বা মস্তকের অস্থিতলে চর্ম্মোৎপাটন, ছেদন বা হুলবেধবৎ বেদনা। মস্তকের উপব অম্লগন্ধ ও তৈলবৎ স্বেদোদ্গম হয় এবং ললাট-মধ্যে তুষারবৎ শীতল বোধ; চর্ম্মতলে জ্বালা করিতে থাকে; বৃদ্ধি=রাত্রে শয়িতাবস্থায়; এবং উপশম=শয্যাত্যাগান্তে।

চক্ষু।—চক্ষু সমক্ষে কাল বিন্দু সকল উড্ডীয়মান দেখে (অ্যানাল্থি: কষ্টি: নক্স; সল্‌ফ) কিয়ৎকালের জন্য দৃষ্টিলোপ (ক্রোটেল্:); উত্তাপ ও উজ্জ্বল আলোকে বর্দ্ধিত হয়। অশ্রুস্রাব অপর্য্যাপ্ত, জ্বালাজনক (অ্যালী-স্যাট্ ক্যাড্‌মী-সাল্‌ফ্: ইউফ্রে: অ্যা-নাই: কাইটো: সাল্‌ফ্) এবং ত্বকক্ষয়কারক (আর্স্: ইউফ্রে: হ্যামা: মার্ক্-কর্: পল্‌সে: স্পাই: সিফিলিন্:); পূয়বৎ শ্লেষ্মাময়, তরল এবং কষায় (মার্ক্-কর্:); চক্ষু মধ্যে এবং যোজিকাদিতে জ্বালা, ছেদন ও সূচীবেধবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=রাত্রে; গণ্ডদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উদ্গত হয়। চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রে ক্ষত উহা শিরাময় এবং ধূসরবর্ণ স্বচ্ছতা পরিবৃত (আর্জ-নাই অ্যাট্রোপ্: অরাম্; ক্যাল্কে-ফস্: ক্যানাব্-স্যাট্: চিনিন্-আর্স্: ইউফ্রে: ফর্মি: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: মার্ক্-প্রোট্: অ্যা-নাই: তৎস্থলে পূয় সঞ্চিত হয়। উপদংশদোষজ উপতারকা প্রদাহ (আর্জ্-নাই: আর্স্: অ্যাসাফিট্: ক্যালীআয়োড্: মার্ক-প্রোট্: অ্যা-নাই: থুযা),—চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে, ললাটে এবং রগে বেদনা; বেদনার বা যন্ত্রণার বৃদ্ধি=রাত্রে, স্পর্শ করিলে; চক্ষুমধ্যে দপ্‌দপ্ ও বিদ্ধকারী বেদনা। চক্ষুর সম্মুখ বিভাসে পূয় সঞ্চয় (এপীস; হিপ্: সাইলি: থুযা), দোষ অক্ষিপুটদ্বয় হঠাৎ মুদিত হইয়া যায়

এবং পুরু, আরক্তিম, স্ফীত ও বিসর্পিকাক্রান্তবৎ প্রতীয়মান হয় ; শৈত্য, উত্তাপ ও স্পর্শাসহ ; চক্ষু ক্ষয়িতত্বক বা ক্ষতযুক্ত অনুভূত হয় ; জ্বালাযুক্ত,—যেন অগ্নিকণা সংস্পর্শ বশতঃ চক্ষু পার্শ্ব ক্ষতযুক্ত এবং শল্কযুক্ত প্রতীয়মান হয়। অক্ষিপক্ষ্মপ্রদাহ—অগ্নি লইয়া বা হাপরের সম্মুখে কার্য্য করার জন্য (উপদংশিত পীড়া হইলে = জিঙ্কাম্,) উক্ত পীড়া, রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া থাকে (ইউফ্রে গ্রাফ্: ক্লিম্যাট্: হিপ্:)।

কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির হ্রাস ; কর্ণমধ্যে শব্দ বিকম্পিত হইতে থাকে : কর্ণরোধ,—গলাধঃকরণ বা নাসিকা ফোঁৎকার করিলে সাময়িক উপশম বোধ হয় ; বহিঃরন্ধ্রের প্রদাহ,—হুলবেধ বা ছেদনবৎ বেদনা ; হরিদ্বর্ণ, দুর্গন্ধ কিম্বা তরল রসের ন্যায় পূয়স্রাব ; গ্রন্থি বিবর্দ্ধন ; বহিঃরন্ধ্র মধ্যে স্ফোটকোদ্গম ; শৈবালবৎ উদ্ভেদও উদ্গত হয়। কর্ণমধ্যে নিরন্তর শৈত্যানুভূতি (মিনীয়্যান্: প্ল্যাট্:),—যেন কর্ণমধ্যে বরফ রহিয়াছে ; যেন কর্ণ হইতে হিম-শীতল জল নিঃসৃত হইতেছে কর্ণ হইতে শোণিত স্রাব (সাইকীউ. সিঙ্কো: ক্রোটেল্: হ্যামা· ল্যাকে: ওপী: ফস্:)। কর্ণমধ্যে শব্দ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। দক্ষিণ কর্ণমূলগ্রন্থির প্রাদাহিক স্ফীতি ও হুলবেধবৎ বেদনা।

নাসিকা।—কাসিলে (নক্স; পলসে.) বা নিদ্রিতবস্থায়, (ব্রাই অ্যা নাই· । নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব। নাসিকা হইতে বরাবের সূত্রের ন্যায় ঘনীভূত শোণিত ঝুলিতে থাকে (ক্রোকাস; লিসিন্: ফের:-মিউঃ অ্যা-সাই: পল্সে)। নাসাপবিস্রাব বা শ্লেষ্মা তরল, কষায় বা ত্বকক্ষয়কারক এবং উপর্য্যুপরি হাঁচি হইতে থাকে, বন্ধ্রমুখ শোণিতাক্ত এবং ক্ষতযুক্ত ; নাসিকা আরক্তিম, স্ফীত এবং চাকচিক্যময়। জলীয় বায়ুতে এবং রাত্রে ও শীতল বা উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়, ঘর্ম্মোদ্গমান্তে উপশম হয় না। নাসিকা হইতে ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, দুর্গন্ধ পূয় স্রাব হয় ; নাসাস্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং আদৌ স্পর্শ সহ্য হয় না। শিশুর নাসিকা হইতে নিরন্তর শিঙ্ঘানক বা শিকনি নির্গত হইতে থাকে (ক্যালী বাই:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল ম্লান, পীতাভ, পাংশুবর্ণ ; গণ্ডদ্বয় উত্তপ্ত এবং আরক্তিম ; কিম্বা মলিন ও কোটর প্রবিষ্ট ; অথবা মলিন, ফুলো ফুলো এবং নিটোল। মুখমণ্ডল দুর্গন্ধরস স্রাবী পীতবর্ণ অপরিচ্ছন্ন শল্কাবৃত, ঐ শল্কাবৃত স্থান কণ্ডুয়ন যুক্ত, কণ্ডুয়নান্তে উহা হইতে শোণিতপাত হয়। ছেদন বা ত্বকোৎপাটনবৎ বেদনা ও লালাস্রাব,—শৈত্য সংস্পর্শ জনিত বা দন্তের অস্থিক্ষয় বশতঃ। মুখ মণ্ডলের পার্শ্ব বিশেষের (বিশেষতঃ দক্ষিণ) স্ফীতি ও উত্তাপ এবং দন্তশূল। নীলাভ লালিমাবেষ্টিত, কণ্ডুয়ন রহিত পীড়কোদ্গম। ওষ্ঠদ্বয় বিশুষ্ক, বিদারিত এবং ক্ষতযুক্ত ; কালবর্ণ ; জ্বালাজনক পীড়কা উদ্গত হইয়া উহা ক্রমে. পীতবর্ণ চিপিটিকাবৃত ক্ষততে পরিণত হয়। দক্ষিণ পার্শ্বিক কর্ণমূলপ্রদাহ, স্ফীতি রক্তিমা রহিত। গ্রন্থিবিবর্দ্ধন সম্ভূত কিম্বা কর্ণমূল প্রদাহাশ্রিত হনুগ্রহ বা চোয়াল আটকান। হনুদেশীয় অস্থিক্ষত (সিষ্টাস্-ক্যান্: কোণা: ফস্: সাইলি: ঔপদংশিক = আরাম্ ; অ্যাসিড ফ্লু অ্যা-নাই: ক্যালী-আয়োড্: মার্ক:)।

মুখবিবরাদি।—দন্ত সকল শিথিলমূল হয় (কোণা: হায়ো: মার্ক-সল: নক্স্-মস্: রক্স-স্তম্ব: গ্লাস্ ; স্পাই: ষ্টান্:) এবং পড়িয়া যায় (অ্যামন্-কার্ব্: বীউকো; মার্ক্-কর: বোধ হয়

যেন পড়িয়া যাইবে=অ্যা-নাই: লাইকোপোড্: মনে হয় যেন চর্ব্বণ করিলেই দন্ত পড়িয়া যাইবে =হায়ো:)।—দন্তের অস্থিক্ষয় বশতঃ দন্তশূল, বা দন্তের অস্থিময় আবরণের প্রদাহ বশতঃ দন্তশূল ; আদ্র বা সান্ধ্য বায়ু সংস্পর্শে যন্ত্রণা পুনরাবির্ভূত হয় ; ছেদন, উৎপাটন বা বিদ্ধকরণবৎ বেদনা মুখমণ্ডলে ও কর্ণে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় ; বৃদ্ধি=শয্যার উত্তাপে কিম্বা শীতল বা উষ্ণ দ্রব্য সংস্পর্শে ; উপশম=আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিলে। দন্ত মাড়ী স্পর্শাসহ, উপশম=আক্রান্ত পার্শ্বের গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিলে। দন্ত মাড়ী স্পর্শাসহ, স্ফীত, এবং দন্তমূল হইতে অপসৃত হইয়া যায় ; পার্শ্বভাগ শ্বেতাভ ; শোণিতপাতপ্রবণ ; মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, গাঢলাল বর্ণের ক্ষত। দন্তের অগ্রভাগ ক্ষয় হইয়া যায় অথচ মূল অক্ষত থাকে (থুযা,—মূল ক্ষয় হইয়া অগ্রভাগ থাকে = মেজের:)। রাত্রে বৃদ্ধি প্রাপ্তশীল দপদপকারী দন্তশূল ; মাড়ী স্ফোটক (অ্যাগ্নাস: হেক্লা: ক্যালী-আয়োড: ল্যাক-ক্যানা: লাই: ন্যাট-মিউ: নক্স ; পেট্রোল: ফস্: সিলি)। মুখের স্বাদ তিক্ত, ঈষৎ মিষ্টতাযুক্ত বা লবণাক্ত ; পূতিময় বা আঠাবৎ। আস্বাদন শক্তির লোপ। কথা দ্রুত এবং আটকাইয়া যায়। বাক শক্তির লোপ (বেল: কোণা: লরো:)। জিহ্বা শুষ্ক, অনম্য এবং কাল লেপাচ্ছন্ন ; লালবর্ণ ও নিরস ; লালবর্ণ, কাল বিন্দুময় এবং জ্বালা-যুক্ত ; জিহ্বা আর্দ্র অথচ প্রবল তৃষ্ণা ; রসলিপ্ত এবং শ্লেষ্মাবৃত ; কখনও বা ঘন লেপান্বিত, মলিন-পীতবর্ণ এবং দুর্গন্ধময় ; আবার কখনও বা স্ফীত, লোল ও দন্তের দাগ যুক্ত (চেলিড: পডো: হ্রাস)। জিহ্বা প্রদাহযুক্ত এবং সঞ্চিতপুয়, এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। জিহ্বা তলের অর্ব্বুদ (অ্যাম্ব্রা: থুযা) তৎসহ লালাস্রাব এবং ক্ষতযুক্ত মাড়ী। মুখবিবর প্রদাহান্বিত এবং উপক্ষত আকীর্ণ (বোর্: অ্যা-সল্ফ: অ্যা-মিউ: অ্যা-নাই:) ; অপর্য্যাপ্ত, দুর্গন্ধময় ও আঠাবৎ লালা স্রাব ; মুখ মধ্যে বৃহৎ রসগুটী উদ্গম। মুখমধ্যে বহুল পরিমাণে আঠাবৎ লালা সঞ্চিত হয়। লালাস্রাব—লালা দুর্গন্ধযুক্ত বা তাম্র কলঙ্কের ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট (র‍্যাণান্-বাল:)। লালা-গ্রন্থি ক্ষতযুক্ত (অ্যা-মিউ: মার্ক-সল্:)। [জিহ্বা শুষ্ক থাকিলে অতি বিবেচনা পূর্ব্বক মার্ক: ব্যবহার্য্য—গার্ণসী] তালুর অস্থিতে ক্ষত। রক্তাক্ত লালা (আর্স: হায়ো: নক্স-ভম: হ্রাস)।

***গলমধ্য*।**—আলজিহ্বা স্ফীত এবং বিবর্দ্ধিত (কফী: ক্রোটন্: আয়োড: ক্যালী-আয়োড: ল্যাক্-ক্যান:)। কণ্ঠাভ্যন্তরের বিসর্পবৎ প্রদাহ (এপীস্ ; বেল: হ্রাস)। মুখ লালা পরিপূর্ণ অথচ কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হয় ; কণ্ঠ ক্ষয়িতত্বক, কর্কশ এবং জ্বালাযুক্ত বোধ হয়। গল-গ্রন্থিদ্বয় ঘোর লালবর্ণ, কিম্বা হরিতাভ লালবর্ণ ক্ষতময় ; জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয়ের মধ্যে হুলবেধবৎ যন্ত্রণা। তরল পদার্থ গলাধঃকরণান্তে নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হয় (বেল: ল্যাক:)। কণ্ঠমধ্যে জ্বালা,—যেন অন্ননলী হইতে উত্তপ্ত বাষ্প উত্থিত হইতেছে বলিয়া (যেন কি একটা শীতল পদার্থ উত্থিত হইতেছে এইরূপ বোধ=কষ্টি:—যেন একটা গুল্ম উত্থিত হইতেছে= অ্যাসাফি: ক্যাল্মী: ল্যাকে: মস্কাস)। গলমধ্যে স্ফীতি ও পূয সঞ্চিত হইবার পর। কণ্ঠবেদনা, কণ্ঠ মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা (এপীস্) ; শূন্য গলাধঃকরণকালে, রাত্রে এবং শীতল বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি। তালু ও মুখ মধ্যে উপদংশের ক্ষতোদ্গম। গলগ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে। কণ্ঠ মধ্যে বোধ হয় যেন একটা অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়াছে বা কোন পদার্থ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

পাকস্থলী।—রাক্ষসী ক্ষুধা,—এমন কি আহারের পরেও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। (সাইকীউ: ফস্: ষ্টাফ:—আহারান্তে পাকাশয় শূন্য বোধ=স্যাঙ্গিউ: সার্স ; আহারান্তে পেট অত্যন্ত ভার বোধ=সিঙ্কো: লাই: নক্স-মস:)। ক্ষুধা যথেষ্ট কিন্তু মুখে কিছুই ভাল লাগে না। বায়ু, বা কষায় ও পূতিগন্ধময় উদ্গার উত্থিত হইতে থাকে। সম্পূর্ণ অরুচি (চায়না, হ্রাস)। অত্যন্ত অগ্নিমান্দ্য অথচ সর্ব্বদা ক্ষুধা। পাকস্থলী মধ্যে যেন একখণ্ড প্রস্তর নিহিত রহিয়াছে আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্যাদি এইরূপ ভাব বোধ হয় (আর্স: ব্রাই: নক্স-ভম.)। পাকাশয় প্রদেশে স্পর্শকাতরতা (ব্রাই: ল্যাকে: নক্স-ভম:)। দুগ্ধে বেশ রুচি ; মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ভালবাসে কিন্তু সহে না ; তরল পদার্থ ভাল লাগে। মাংস ও মদ্যাদিতে অরুচি। পাকস্থলী মধ্যে চাপ বোধ; সামান্য পরিমাণে লঘুপাক দ্রব্যাদি আহার করিলেও পেট ভারি হইয়া ঝুলিয়া পড়ে (যেন ঝুলিতেছে=কার্ব্বো-ভে: ইউফর্ব: ইগ্নে: ইপিক্: ষ্ট্যাফ.—যেন ঝুলিয়া পড়িয়া যাইবে=লাই:)।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদাহ,—যকৃৎ মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা (অ্যাকোন্: নক্স) এবং যকৃৎ প্রদেশ স্পর্শ করিলে ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথা অনুভূত হয় (চিয়োন্যান্: ইউপেট: ট্যার‍্যাক্স:); যকৃৎপ্রদেশ স্পর্শাসহ,—রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না (কেবল মাত্র আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে=ম্যাগ-মিউ:); যকৃতের অনমনীয় স্ফীতি বশতঃ দক্ষিণ কুক্ষি স্ফীত ও অনমনীয় অনুভূত হয় (আর্স: চেলিড: সিঙ্কো: ডিজিট: গ্র্যাফ: ম্যাগ-মিউ: ফস্: র‍্যাটান্: সাইলি: সল্ফ:); তন্মধ্যে হুল বা সূচীবেধবৎ কিম্বা নিষ্পেষণবৎ বেদনা। পীত পাণ্ডুরোগ বা ন্যাবা,—প্রবলবেগে মস্তকাভিমুখে শোণিত ধাবিত হয় ; মুখের স্বাদ কটু, জিহ্বা আর্দ্র কোমল লেপান্বিত এবং পীতাভ; যকৃৎ প্রদেশে স্পর্শাসহনীয়তা (পডো:)—তন্মধ্যে পিত্তাশ্মরীর অস্তিত্ব বশতঃ ; পাকস্থলী ও অন্ত্রমণ্ডলীর মধ্যস্থিত দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত অন্ত্রের সর্দ্দি নবজাত শিশুর কামলা (ক্যামো:); বস্ত্রাদিতে থর্ম্মের পীতবর্ণ দাগ হয় (কার্ব্বো-অ্যান: গ্র্যাফ: ল্যাকে: ল্যাকে: ম্যাগ-কার্ব: ভেরেট:)। অন্ত্র প্রদাহ,—আক্রান্ত অংশে ছুরিকাবেধবৎ যন্ত্রণা ; রক্তাক্ত আঠাবৎ মলতারল্য ; নিরন্তর ঘর্ম্ম উদ্গত হইতে থাকে অথচ তাহাতে উপশম বোধ হয় না। অন্ধান্ত্রপ্রদাহ,—স্থূল ও সূক্ষ্মান্ত্রের সংযোগ স্থলে অনমনীয়, ব্যথাযুক্ত স্ফীতি উৎপন্ন হয়। অন্ত্রাবরণী প্রদাহ অধিকারে, অন্ধান্ত্রপ্রকার বিদ্যমান থাকিয়া আক্রান্ত অংশ হইতে পূযবৎ রসস্রাব পাদচারণকালে উদর দোদুল্যমান হইতে থাকে, যেন ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কুচকীর গ্রন্থির স্ফীতি বা তন্মধ্যে পূয সঞ্চয়োপক্রম। উপদংশের এবং গ্রন্থিস্ফীতি প্রবণতা সম্ভূত বাঘী (অ্যা-নাই: থুযা)। উদর মধ্যে জ্বালা ও অসহনীয় যন্ত্রণা, কেবল মাত্র শয়ন করিলে উপশমিত হয় (অ্যামন-কার্ব: ক্যাম্ফা: নক্স-ভম্:—উপুড় হইয়া শুইলে=ব্রাই: কলো হ্রাস ;—চিৎ হইয়া শুইলে =কিউপ্রাম-আর্স:—চৌকীর উপর পেট চাপিয়া শুইলে=বেল: ষ্ট্র্যাম:)। উদরাধ্মান বশতঃ, অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ; বিশেষতঃ রাত্রে, উদর স্ফীত হইয়া উঠে, অন্ত্রকুজন শ্রুত হইতে থাকে এবং পেট গড়গড় করিয়া ডাকিতে থাকে। উদর বাহ্যতঃ শীতল অনুমিত হয়।

মলান্ত্র ও মল।—মলতরল্য,—মল ঘোর হরিদ্বর্ণ (ইথীউ: কামো: ইপ: ম্যাগ-মিউ ফ্লাট-মিউ:), সফেন (অ্যা-বেন্: আর্নি: ক্যাল্ক: কলো: গ্র্যাটী ল্যাকে: ম্যাগ-কার্ব: ফ্লাট-মিউ

প্ল্যান্ট: পডো: র‍্যাফেন: হুউম্; থ্রাস্; সাইলি: সল্ফ্:), কিম্বা গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ, এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে শীত বোধ হয় (ডিজি: দেখ)। মলত্যাগের সময় ও পরে (কুন্থন ইথীউ: আন্ট্-টা: বেল্ ক্যাপ্স্: ক্যালী-বাই: ব্যাকে: লিসিম্: ম্যাগ্-কার্ব্: মার্ক্-কর্: ন্যাট্-মিউ: পডো: সল্ফ্: ট্রম্বিড্:—মলত্যাগান্তে আর থাকে না=কলো: গ্যাম্বো: নক্স্-ফম্: হ্র্যাস্)। আমরক্ত বা আমাতিসার; মল রক্তাক্ত আমময় (ক্যাপ্স্: ক্যান্থা: কলো: নক্স্-ভম:); কখনও বা ঘোর হরিদ্বর্ণ, আবার কখনও বা শ্বেতাভ ধূসর বর্ণ আম নির্গত হয় (শ্বেতবর্ণ আঠার ন্যায়=ক্যামো: কোল্চি; সল্ফ্:); মলত্যাগ কালে শীতার্ত্ততা, বিবমিষা, ছেদনবৎ অন্ত্রশূল এবং মলত্যাগের সময় ও পরে প্রবল কুন্থন অনুভূত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে কাল আল্কাতরার ন্যায় মল নির্গত হয়, (আর্স্: চায়না; লেপ্ট্যান্: ভেরেট্:—শ্বেতবর্ণ মল=ক্যাল্কে: ক্যাষ্টোর: ডিজিট্: ডাল্ক্যা: ফর্মিকা; ক্যালী-মিউ নক্স্-মস্: প্যালেড্: পল্সে:)। (মলের আঠাত্ব বিদ্যমান না থাকিলে মার্কিউরীয়াস্ এ সকল স্থলে কদাচ প্রযুজ্য হইয়া থাকে—এইচ: এল্: গার্ণ্সী)। মলান্ত্রভ্রংশ; বহির্গত অংশ কাল এবং রক্তাক্ত প্রতীয়মান হয়। মল তরল হউক বা না হউক বাহ্যের সময়ে এবং কোন কোন স্থলে অন্য সময়েও মলদ্বার হইতে শোণিত স্বাব হইয়া থাকে।

প্রস্রাব।—মূত্র,—গাঢ় লালবর্ণ কিন্তু অবিলম্বে ঘোলা ও দুর্গন্ধ হইয়া যায়। মূত্র যেন শোণিতমিশ্রিত এইরূপ লালবর্ণ (কফির ন্যায় কালবর্ণ=ন্যাট্-মিউ: টেরিব্:)। মূত্রে অম্ল-গন্ধ (অশ্বমূত্রের ন্যায় ঝাঁজাল=অ্যা-বেন্: অ্যা-নাই:—বিড়ালমূত্রবৎ=ভায়োলা-ট্রাই:)। মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা (প্রস্রাব কালে=ক্যাপ্স্: কষ্টি: প্রস্রারম্ভে=অ্যা-নাই: ক্যান্থা:); প্রমেহ, মুদা বা উপদংশরোগের ক্ষত অধিকারে; নির্গলিত রস হরিদ্বর্ণ (ক্যানাব্-স্যাট্: মার্ক্-কর্: অ্যা-নাই: থুযা), রাত্রে বৃদ্ধি; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ শেষ কয়েকবার নির্গমনকালে মূত্রনলীর অগ্র-ভাগে অসহনীয় জ্বালা (ক্যান্থা:—প্রস্রাবকালে জ্বালা=চেলিড্: কচ্লা. মার্ক্-কর: নক্স-ভম: —লিঙ্গোদ্গম অবস্থায় যেন অগ্নি স্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা=কাইক্কা,—রোগী জ্বালাধিক্য বশতঃ কম্পিত হইতে ও চীৎকার করিতে থাকে=পলিগোনাম্—যেন মূত্রনলী মধ্যে একটী উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রবিষ্ট হইতেছে=ক্যান্থা:—প্রমেহাধিকারে মূত্রনলীর দ্বারদেশে জ্বালা =ক্লিম্যাট্); মেঢ্রত্বক উত্তাপযুক্ত, স্ফীত এবং স্পর্শাসহ; বাঘী উদ্গমে আশঙ্কা বা তন্মধ্যে পূয়সঞ্চয়োপক্রম; বহুমূত্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণে প্রস্রাব ও শীর্ণতা (ল্যাক্-ডিফ্লো: আর্জে ন্ট-মেট্: আর্স্: কুরারী: ইউরেন্-নাই:)। প্রস্রাবকালে বা প্রস্রাবান্তে মূত্রমার্গ হইতে সূত্রবৎ পদার্থ নির্গমন (সাইলিশীয়া)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত কামোদ্রেক, লাম্পট্য, পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গম ও রেতঃ-স্খলন। শিশু পুনঃ পুনঃ স্বীয় লিঙ্গে হস্তার্পণ করে ও শীর্ণ হইতে থাকে (এমন কি ক্রমে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে—এইচ: এন্ গার্ণ্সী:)। কামশক্তির আদৌ লোপ। যন্ত্রণাজনক নৈশ লিঙ্গোদ্গম এবং সময়ে সময়ে শোণিতাক্ত রেতঃস্খলন হইয়া থাকে (লেড: মার্সা)। শিশ্ন ক্ষুদ্র, উত্তাপরহিত এবং শিথিল। লিঙ্গমণি উত্তাপরহিত এবং কুঞ্চিত। মেঢ্রত্বকের

প্রাদাহিক স্ফীতি, ত্বক কাটিয়া যায়। রমণকালে মূত্রনলীমধ্যে জ্বালা। মেঢ়্ত্বক ও লিঙ্গমণির পূয সঞ্চয়, সময়ে সময়ে শিশ্নাগ্রের স্ফীতি, উত্তাপ এবং রক্তিমা আবির্ভাব প্রকৃত। শিশ্নের উপরিস্থিত লসিকা শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। উপদংশ মুখ্য বা প্রাথমিক, বিষাক্ত ক্ষত,—তলভূমি মেদময়, অভ্যন্তরাংশ পনীরাক্তবৎ এবং পার্শ্ব সকল ভিতর দিকে আবর্ত্তিত; মুদা, বা উল্টা মুদা (মার্ক্-কর্:); ক্ষত মুদা গভির· গোল, ছিদ্রকারী, বল্গা এবং মেঢ়্ত্বক ক্ষয় করিয়া ফেলে; শোণিতপাত প্রবণ, অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত এবং স্রাব পীতাভ দুর্গন্ধময়। (জিহ্বা সরস না হইলে মাকিউরীয়াস্ প্রায় প্রয়োগ অবিধেয় হইয়া থাকে=এইচ্: সি: অ্যালেন্)। অণ্ডকোষ মধ্যে শৈত্যানুভূতি। অণ্ডকোষদ্বয় বা একটী কঠিন, স্ফীত, মুষ্কত্বক আরক্তিম ও চিক্কণ প্রতীয়মান হয় এবং অণ্ডকোষ ও রেতোরজ্জু যেন নীচের দিকে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে এরূপ অনুভব। মুষ্ক ও উরুর মধ্যস্থল ক্ষয়িতত্বক হইয়া যায় এবং মুষ্কাদিতে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজোরোধ; অপর্য্যাপ্ত রজোস্রাব,—তৎসহ বন্ধ্যাত্ব বা শীঘ্র শীঘ্র গর্ভ সঞ্চার; মানসিক চাঞ্চল্য ও শূলবেদনা। রজোরাহিত্য, শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ও তাপপ্রাবল্যাণ বস্তিগহ্বরের গভীরতম প্রদেশে ক্ষতযুক্তবৎ বেদনা; কোমর যেন খসিয়া যাইতেছে এইরূপ বেদনা; উদর শিথিল,—যেন ধরিয়া না রাখিলে ঝুলিয়া পড়িবে। জরায়ু ও যোনিভ্রংশ; রমণান্তে উপশম বোধ হয়। যোনিভ্রংশ জরায়ুগ্রীবা ক্ষতান্বিতবৎ অনুভূত হয় (ওসিমাম্কেন্: সিপী: ষ্ট্যান:)। জরায়ু দ্বারের উপর শোণিত স্রাবযুক্ত উপমাংস (ক্যাল্কে:) এবং ছিন্ন সীমা বিশিষ্ট গভীর ক্ষত (জরায়ু গ্রীবার উপর উপমাংসোদ্গম=ক্রিয়ো: অ্যা-নাই: ট্যার্যাণ্ট: থুয়া:) যোন্যাদির কণ্ডুয়ন,—মূত্র সংস্পর্শে কণ্ডুতির বৃদ্ধি, (ধৌত করা বিধেয়); প্রদরাধিকারে যোনিদেশে কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা। প্রদব, স্রাব উত্তেজনা, ত্বকক্ষয় ও কণ্ডুয়ন জনক এবং পূষবৎ, ঘনীভূত পূয মিশ্রিত, স্রাবাধিক্য=রাত্রে (অ্যাম্ব্রা. কষ্টি:—কেবলমাত্র রাত্রে স্রাব হয়=কার্ব্বো-ভে: কষ্টি: ন্যাট-মিউ:)। আর্ত্তবস্রাবের পরিবর্ত্তে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার (গর্ভ হয় নাই অথচ স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার=লাই:)। প্রত্যেকবার ঋতুব সময় স্তনমধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইবে এইরূপ ব্যথা (কোণা: ল্যাক্-ক্যান্:) ক'রিতে থাকে (আবস্রাবকালে স্তনমধ্যে ব্যথা =কোণা: ফাইটো:)। স্তন্য অত্যন্ত অল্প বা বিকৃত, শিশু পান করিতে চাহে না (স্তন্য জলবৎ শিশু পান করিতে চাহে না=ক্যাল্কে:),—স্তনপ্রদাহাধিকারে স্তন-স্ফীত,--অনমনীয় এবং স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়; স্তনবৃন্ত ক্ষতযুক্ত; স্তন মধ্যে পূযসঞ্চয়। অত্যধিক রজোস্রাব সহ বন্ধ্যাত্ব। প্রাতর্বমন বা গর্ভাবস্থার বিবমিষা, (অ্যাসিড-ল্যাক্ট:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও কর্কশ; স্বরনলী মধ্যে জ্বালা (বেল্: ক্যান্থ: ক্যামো: অ্যা-হাইড্রো: ক্যালী-অ্যায়োড়: স্পঞ্জী:) এবং ক্ষয়িতত্বক অনুভব (অ্যালী-স্যাট: ক্যামো: ল্যাকে: ম্যাঙ্গে: ষ্ট্যান:); জলবৎ নাসাস্রাব এবং গলক্ষত। সর্দ্দিসহ শীতার্ত্ততা এবং জলবৎ নাসা পরিস্রাব, স্বরভঙ্গ, গলক্ষত, কাসি এবং গৃহবহিঃস্থ বায়ু অসহনীয় বোধ। সোপানারোহণ বা বাক্যোচ্চারণকালে শ্বাসাল্পতা (এপীস: আর্স: ক্যাল্কে: ব্যারাই:)। আর্সেনিকের (শেঁকো বিষ)

ধূম প্রবেশ জনিত শ্বাসরোগ বা হাঁপানি, তামাকের ধূম বা শীতল বায়ু সংস্পর্শে উপশম বোধ হয়। কাসি,—প্রচণ্ড, বক্ষবিদারক, রাত্রে বৃদ্ধি; কাসিলে বোধ হয় যেন মস্তক ও বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, এবং কাসিতে কাসিতে সময়ে সময়ে উকি উঠে; যুগ্ম প্রকোপজনক কাসি, স্বরনলী মধ্যে ও বক্ষের উর্দ্ধাংশে উত্তেজনা জন্মায়; কেবল দিবসে বা কেবল রাত্রিতে কাসি হয়; কষায়, পীতাভ শ্লেষ্মাময়, সময়ে সময়ে ঘনীভূত শোণিতখণ্ড মিশ্রিত, পূতিময় বা লবণাক্ত স্বাদ বিশিষ্ট গয়ারসহ কাসি; শ্বাসাল্পতা এবং লালানির্গলন; রোগী একটী কথাও স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে না, রাত্রে, নৈশ বায়ু সংস্পর্শে এবং পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিলে বৃদ্ধি (ফস্ঃ)। ক্ষয়কাসাধিকারে শোণিতাক্ত গয়ার। বক্ষমধ্য হইতে কণ্ঠনলী পর্য্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে (ককাসঃ)। দক্ষিণ ফুস্ফুসের নিম্নাংশ আক্রান্ত হয় এবং ফুস্ফুসের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত শলাকা-বেধবৎ বেদনা [চেলিডঃ ক্যালী-কার্বঃ ম্যাঙ্গেঃ—বাম ফুস্ফুসের উর্দ্ধাংশ হইতে পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত বেদনা = মাটাস-কম্ঃ পিক্স-লিকঃ থিবিডঃ সল্ফঃ—দক্ষিণ ফুসফুসের উর্দ্ধাংশ ভেদকারী বেদনা = আর্সঃ ক্যালকেঃ—বাম ফুস্ফুসের নিম্নাংশ ভেদকারী বেদনা = ন্যাট-সল্ফঃ দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের মেরুদণ্ডের নিকটবর্ত্তী কোণ হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারী বেদনা = চিনোপোড-অ্যান্ঃ—বাম অংশফলকের আভ্যন্তরিক কোণ হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারী বেদনা = চিনোপোড-গ্লক্ঃ]। বক্ষ মধ্যে শুষ্কতা অনুভূতি। শ্বাসাল্পতা এবং বক্ষ মধ্যে নিষ্পেষণ ও সঙ্কোচন বোধ এবং সামান্য দেহ সঞ্চালনে বা কথা কহিবার প্রয়াস পাইলে বোধ হয় যেন প্রাণ বাহির হইয়া গেল (যেন দেহ সঞ্চালন মাত্রে হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে = ডিজিট কোকেইন্ঃ)। ফুসফুস হইতে শোণিত স্রাবের পর তন্মধ্যে পূয়োপজনন—ক্যালী-কার্বঃ)। মানসিক উদ্বেগজনক বুকচাপ, শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ এবং আহারান্তে বা রাত্রে শ্বাসরোধোপক্রম, কিম্বা সন্ধ্যার পর শয়িতাবস্থায় (বাম পার্শ্বে) পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা (ব্রাইঃ ক্যাল্কেঃ ক্যাল্কে-ফস্ঃ বোর্ঃ ডিজিঃ ইগ্নীগ্নাম ইগ্নেঃ সেনেগাঃ মিডহ্নঃ ন্যাট-সল্ফঃ)। শ্বাসপ্রশ্বাস, হাঁচি বা কাসির সময় বক্ষে এবং বক্ষপার্শ্বে (পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত) বোধ হয় যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্স্পন্দন,—সামান্য পরিশ্রমান্তে (আর্সঃ ক্যাক্টঃ ডিজিঃ আয়োডঃ পডোঃ পল্সেঃ ভেস্পাঃ—সোপানারোহণ রূপ আয়াসান্তে—ক্যাক্টঃ ক্রোকাস্ঃ আইবিরঃ ন্যাট-মিউঃ ন্যাট-কার্বঃ অ্যা-নাইঃ সল্ফঃ থুযাঃ ভেরেটঃ)। মূর্চ্ছোপক্রম। হৃৎপিণ্ডের স্তম্ভিত গতি। হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা,—যেন ক্রমে ক্রমে জীবন-প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ; নিদ্রা যাইতে যাইতে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হওয়ায় জাগিয়া উঠে, এবং যেন কত ভয় পাইয়াছে এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করে (অ্যা-মিউঃ আর্সঃ ক্যানাব-ইন্ঃ অ্যা-অক্স্যাল্ঃ ক্যালী-বাইঃ); ভীতি সহ রাত্রে আধিক্য।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাপৃষ্ঠ ও গ্রীবার আড়ষ্টতা এবং বাতাশ্রিত স্ফীতি। গ্রীবার গ্রন্থি সকল কঠিন ও স্ফীত হইয়া উঠে, এবং তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা বোধ হয়। ত্রিকাস্থি পৃষ্ঠ এবং অংসফলক ব্যথা করে। কটিদেশে হুলবেধবৎ বেদনা ও ক্ষীণতা বোধ। মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহাধিকারে মেরুদণ্ড মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা, দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। ত্রিকাস্থি

মধ্যে ব্যথা,—যেন কঠিন শয্যায় শুইয়া ছিল। মেরুচঞ্চু অর্থাৎ পশ্চাৎ কটির শেষাংশ মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা, তলপেট হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয়। কনুই হইতে হাতের কবজী পর্য্যন্ত রক্তিমান্বিত, উত্তাপযুক্ত ও বাতাশ্রয় বশতঃ স্ফীত। করপৃষ্ঠ ক্ষয়িতত্বক, সন্ধিপৃষ্ঠ বিদারিতত্বক বা ফাটা এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা অনুভব। হস্তে আর্দ্র কচ্ছুবৎ উদ্ভেদ উঠাতে—নৈশ কণ্ডুয়ন ; শোণিতস্রাবপ্রবণ ও বিদারিত নখ খুলিয়া পড়িয়া যায় (অ্যান্ট্-ক্রুড্: আস্ঁ: হেলিবো: সিপী: ষ্কীলা: থুযা: আষ্টিলেগো:) এবং তাহা হইতে শল্কপাত হইতে থাকে (আলীউ: গ্র্যাফ্: স্যাবাই: সিলি:)। বঙ্ক্ষন সন্ধি বা কুচকী এবং জানুদ্বয় মধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি; কিম্বা পূযোপজনন আরম্ভে দপ্‌দপ করিতে থাকে, উরুতের অস্থি মধ্যে জ্বালা। উরু এবং পদদ্বয় ভারি, ক্ষীণ এবং ক্লান্ত বোধ হয়। জানুদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল,—রোগী দাঁড়াইতে পারে না। শিশুর পদদ্বয় চট্‌চটে এবং শীতল, রাত্রে অধিক। পদের উপর শোণিতপাত-প্রবণ ক্ষতোদ্গম,—ঐ ক্ষত সকল অবিলম্বে পূতিপ্রাপ্ত হয় এবং সচ্ছিদ্র এবং নীলিমান্বিত হইয়া যায়। চরণদ্বয়ে শীতল স্বেদোদ্গম। বাহু ও উরুদ্বয় অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ, রোগীর হস্ত বা পদ সঞ্চালন করিতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। হস্তপদাদির সঙ্কোচন ও প্রসরণ। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে ছেদন বা হুলবেধবৎ, বাতাশ্রিত বেদনা, রাত্রিতে উষ্ণ শয্যার শয়নে বৃদ্ধি ; অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হয় কিন্তু তাহাতে বেদনায় কোনরূপ লাঘব বোধ হয় না ; আক্রান্ত অংশ সকল শোথযুক্ত ; বিশেষতঃ চরণ ও গুল্‌ফসন্ধি ; সন্ধি সকল শোথযুক্ত, বিশেষতঃ চরণ ও গুল্‌ফ-সন্ধি ; সন্ধি সকল স্ফীত, শোণিতশূন্য বা ঈষৎ আরক্তিম। আক্রান্ত অঙ্গ নিরন্তর সঞ্চালিত করে,—তন্মধ্যে আকর্ষণ বা ছেদনবৎ বেদনা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ; ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, রোগী চীৎকার করে, প্রত্যঙ্গাদি আড়ষ্ট হইয়া যায়, উদর স্ফীত হয়, নাসিকাতে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় এবং তৃষ্ণা পায় ; বৃদ্ধি=রাত্রে। সন্ধি সঙ্কোচন। অত্যন্ত আবল্য এবং সামান্য পরিশ্রমান্তে উত্তাপাধিক্য এবং বিকম্পন। মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহে পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত। হস্তপদাদি আড়ষ্ট কিন্তু অন্য ব্যক্তি দ্বারা সঞ্চালনীয় ; পক্ষাঘাত (ব্যারাই: রীউফো: জেল্: হায়ো: ক্যালী-ব্রোম: ম্যাগ্-ফস্: ফস্: প্লাম্: হ্রাস্: ট্যারাণ্ট্: জিঙ্কাম্:)। শিরা মধ্যে দপ্‌দপ্‌নি বা হুলবেধ-বৎ বেদনা। বিসর্পবৎ প্রদাহ বিশেষতঃ সন্ধি প্রদেশে। অত্যন্ত শীর্ণতা (অ্যা-অ্যাসেট্: আস্ঁ: সিনা: ফেরা: আয়োড: লাই: ন্যাট মিউ: ফস্: সার্সা: সিপী: সাইলি: ষ্ট্যান:)। স্রাব মাত্রে ক্ষার বা ত্বকক্ষয়কারক। শোণিতাভাব সহ মুখমণ্ডল ও হস্তপদাদির শোথ। গ্রন্থিবিবর্দ্ধন,—তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইতেও পারে, না হইতেও পারে ; বিশেষতঃ যদি অপর্য্যাপ্ত পূয সঞ্চয় হয় (হিপ: সাইলি:)। অস্থিরোগাধিকারে রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। বালাস্থি বিকৃতি—অস্থি সকল এত কোমল হইয়া যায় যে সামান্য বল প্রয়োগ করিলে তাহাদিগকে বক্র করা যায়। রোগী প্রাতে বিশ্রামকালে, বিশেষতঃ উপবিষ্ট অপেক্ষা শয়িত অবস্থায়, অধিক আরাম বোধ করে। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নাক্ষমতা।

ত্বক।—গাত্রত্বক স্থানে স্থানে ঘৃষ্ট ও ক্ষয়িত হইয়া থাকে। অরুণিকা বা লালাভ উদ্ভেদ-বিশেষ প্রথমে উরুর উপর উদ্গত হয় ; সময়ে সময়ে রসপীড়কা বাহির হয় ; এবং তন্মধ্যে পূয

উৎপন্ন হইয়া দ্রুত বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। পীতপাণ্ডু বা কামলা রোগাধিকারে গাত্রত্বক পীতবর্ণ, খসখসে এবং শুষ্ক। সমগ্র দেহে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়, বিশেষতঃ রাত্রে এবং শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে। পাঁচড়াগুলি রসপীড়কা পূযবটিতে পরিণত হয়। বৃহৎ শল্কপরিবেষ্টিত বিচর্চ্চিকা। বিচর্চ্চিকাযুক্ত অংশ পূযযুক্ত পীড়কার সহিত সংমিলিত হওয়ায় বৃহৎ চিপিটি-কাবৃত বা মামড়ীযুক্ত ক্ষত উৎপন্ন করে এবং তাহা হইতে কষায় ত্বকক্ষয়কারক রস স্রাব। দন্তমাড়ী, জিহ্বা, কণ্ঠ ও গণ্ডাভ্যন্তরে ক্ষত বাহির হওয়ায় অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব হইতে থাকে। ক্ষত সকল অসরল সীমাবিশিষ্ট, অপরিচ্ছন্ন এবং বিকৃতাকার প্রতীয়মান হয়; তলভূমি মেদ-ময়বৎ চর্ব্বির মত শাদা এবং কালিমা বেষ্টিত; সংমিলনপ্রবণ পূয বিশিষ্ট স্ফোটক। মুখ্য এবং গৌণ উপদংশ,—গোলাকার, তাম্রবৎ লালবর্ণ দাগ সকল ত্বকাভ্যন্তর হইতে প্রতীয়মান হয়। দদ্রুমেখলা—এক প্রকার উদ্ভেদ কটিবন্ধের ন্যায় কটি ও উদর বেষ্টন করিয়া ফেলে; উহা অত্যন্ত কণ্ডুয়নজনক এবং পূয সঞ্চয়প্রবণ। বসন্ত,—পূযোপজননাবস্থা, তৎসহ আমাতিসারের লক্ষণ। হস্তপদাদির কম্পন (লোলীয়াম্-টিমিউলেণ্টাম.)।

নিদ্রা।—দিবারাত্র নিদ্রালুতা, নিদ্রা প্রগাঢ় এবং দীর্ঘকাল যাবৎ নিদ্রা যায়। দিবসে অত্যধিক নিদ্রালুতা। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা। রাত্রে অস্থিরতা, উদ্বেগাধিক্য, মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ ও ছট্‌ফট্‌ করে; অস্বাচ্ছন্দ্য, যন্ত্রণা, উত্তাপ এবং ঘর্ম্মোদ্গম, শোণিত উৎপ্লাবন, যেন রক্তের উচ্ছাস বহিতেছে; চীৎকার, অশ্রুপাত, হৃদ্‌স্পন্দন, শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রণার বৃদ্ধি। নিদ্রা যাইতে গেলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, রোগী চমকিত হইয়া উঠে এবং তাহার চক্ষু সমক্ষে বিকট মূর্ত্তিসকল আবির্ভূত হয়। নিদ্রিতাবস্থায় কথা কহে, গোঁ গোঁ করে, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে, মুখব্যাদান করিয়া থাকে এবং হস্তদ্বয় হিমবৎ শীতল অনুভূত হয়; নিদ্রাভঙ্গান্তে ঘর্ম্মোদ্গম হয়, চীৎকার ও অশ্রুপাত করিতে থাকে এবং অসম্বদ্ধ বকে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—প্রাতে শয্যাত্যাগকালে শীতাবির্ভাব, সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর শয়নকালে,—যেন গাত্রে শীতল জল ঢালিয়া দিল (ম্যাগ-কার্ব: হ্রাস:) অগ্নির উত্তাপে উপশম হয় না, গৃহবহির্দ্দেশের বায়ু সংস্পর্শে শীত বৃদ্ধি (হ্রাস উপশম=পল্‌সে:); উদরে শীতবোধ (উদরে শৈত্য বোধ=মিনীয়্যান্:); রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; সময়ে সময়ে এক একটী অঙ্গে উত্তাপ বোধ হয়; আন্তরিক উত্তাপ ও মুখে উত্তাপ বোধ এবং শয্যা ত্যাগ করিলেই শীতানুভব; গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিতে চাহে না (ম্যাগ-কার্ব: নক্স-ভম্:); রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর উত্তাপাবির্ভাব এবং প্রবল তৃষ্ণা। ঘর্ম্মাবস্থা,—দেহ সঞ্চালন মাত্র অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম (ব্রাই: স্যাম্বীউ:)। রাত্রে অনর্গল ঘর্ম্ম; প্রাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে; স্বেদ অম্লগন্ধবিশিষ্ট, দুর্গন্ধ এবং স্বেদোদ্গমান্তে অঙ্গুল্যগ্র অগ্রভাগ কুঞ্চিত হইয়া যায় (অ্যাণ্ট-ক্রুড: সিকো:)। রাত্রে অপর্য্যাপ্ত মেদ বা তৈলবৎ স্বেদোদ্গম (থূযা: স্যাবাড:), বস্ত্রে লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় এবং বস্ত্র মড়মড়ে হইয়া যায়। অপর্য্যাপ্ত দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, গাত্রাবরণ ও শয্যা ভেদ করিয়া নির্গত হয়; বস্ত্রাদিতে জাফ্রানের ন্যায় দাগ লাগে, ধুইলে উঠে না (কার্ব্বো-অ্যান: সিকো: ব্রাই:)।

ঘর্ম্মোদ্গমান্তে গাত্রত্বক জ্বালা করে (ক্যাম্ফ:)। ঘর্ম্মোদ্গম কালে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় এবং রোগী অধিকতর ক্ষীণতা অনুভব করে (হ্রাস:)। শেষ রাত্রে হৃদ্স্পন্দন ও বিবমিষা সহ স্বেদোদ্গম। আন্ত্রিক বা সান্নিপাতিক জ্বরে কামলা ও শীতাদ স্পষ্ট বর্ত্তমান না থাকিলে মার্কিউরীয়াস অপ্রযুজ্য।

বৃদ্ধি।—রাত্রে, জলীয় বায়ুতে, জলে ভিজিলে, শৈত্য, সংস্পর্শে, শীতল বায়ুতে, বিশেষতঃ শীতল সান্ধ্য বায়ুতে, হেমন্তকালে যখন দিবসে উত্তাপ ও রাত্রে শৈত্য ; গাত্রাবরণ উন্মোচনান্তে, অনাবৃত অংশে শীতল বায়ু সংস্পষ্ট হইলে (ব্যারাই: হিপ: হিপ:)। দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে ; স্বেদোদ্গমান্তে ; শয্যার উত্তাপে, নাসিকা ফোৎকারান্তে, সর্দ্দি হইলে, দীপালোকে বা অগ্নির আলোকে, মলত্যাগের পূর্ব্বে, প্রস্রাব কালে ও পরে, দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে, সামান্য দৈহিক আয়াসান্তে, সন্ধ্যার সময় সম্মুখদিকে দেহ অবনত করিলে (পরিপাক ক্রিয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়) এবং আহারান্তে।

উপশম।—বিশ্রামান্তে, সঙ্গমান্তে এবং কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—অরাম. হিপ: (আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়); অ্যাসিড-নাই: (অস্থিবেষ্ট প্রদাহ গলক্ষত ইত্যাদি); সিঙ্কো: ডাল্-ক্যা: (লালাস্রাব); ক্যালী-আয়োড: (গ্রন্থি ও উপদংশ); ক্যালী-মিউ: (নাড়ী স্ফীতি); অ্যাসাফিট: (অস্থির এবং চক্ষুর বেদনাধিক্য); আয়োড: গুয়ায়েক: ষ্টিলি: সল্ফ: থুযা: বেল: ফের: ল্যাকে: মেজের: (স্নায়ুমণ্ডল এবং গ্রন্থি); কার্ব্বো-ভেজি: এবং সমস্ত লক্ষণ মিলিলে মার্কুরিয়াস উচ্চতম শক্তিই তাহার দোষঘ্ন।

অনুকূল—সম্বন্ধ।—অ্যাকোন্. বেল: হিপ: ল্যাকে: সল্ফ: ইত্যাদির পরে মার্কিউরীয়াস প্রযুজ্য। এবং মাকিউরীয়াসের পরে আর্স: অ্যাসাফি: ফেল: ক্যাল্কে: চায়না: নাই: অ্যা-নাই: ফস্: পল্সে: হ্রাস: সিপী: সল্ফ: ড্যাল্ক্যা: হিপ:। প্রতিকূল সম্বন্ধ সাইলিশীয়ার পুর্ব্বে বা পরে প্রযুজ্য নহে।

তুলনীয়।—বেলাড: (স্ফোটক, গলাধঃকরণে কষ্ট, সহসা বেদনা) ; ক্লিপার: (শীতার্ত্ততা) ; পল্স: (পীতাভ ঘন শ্লেষ্মাস্রাব); নক্স: (সর্দ্দি, তালুমূলে যন্ত্রণা, রক্তামাশয়); অ্যাকোন: (রক্তামাশয়); স্ট্রাম: (পৈত্তিক লক্ষণ); আর্স: (উষ্ণতা) ; সল্ফর: (চুলকনা, পীড়কা) ; স্পঞ্জীয়া: (অণ্ডোকোষ প্রদাহ); ফস্ফরস: (ঘর্ম্ম), অ্যান্টি-ক্রুড: (জিহ্বায় লেপ); আর্জ্জেণ্ট-নাইট: (চক্ষু) ; বোরাক্স: (মুখক্ষত); কলোসিন্থ: (রক্তামাশয়); চেলিডো: (পৈত্তিকদোষযুক্ত ফুসফুস্ প্রদাহ); ক্যামো: (দন্তোদ্ভেদ); ম্যাগ্না-মিউর: (যকৃতে বেদনা) ; সিপিলিন: (উপদংশ) লাইকোপ: (যকৃৎ প্রদাহ); নাইট্রিক-অ্যাসিড: (অতিসার); ব্রায়ো: (জিহ্বা); এপিস: (হুলবেধবৎ বেদনা); ডলিকস্: (ত্বক কণ্ডুয়ন); আর্ণিকা: (দুর্গন্ধ নিশ্বাস); মেজে: (দন্ত) ; কোণায়াম: (স্তনে বেদনা); ক্যালি-কার্ব্ব: (পূয সঞ্চয়); টিউক্রিয়াম: (পলিপস্); গ্রাফাই: (আর্ত্তবস্রাব কালে সর্দ্দি) ইত্যাদি।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক প্রায় উপদংশাদিতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ৬ষ্ঠ, ৩০ ২০০ শততমিক শক্তি পর্য্যন্ত প্রযুজ্য। পারদের অপব্যবহারে উহারই সহস্র শততমিক ও তদূর্দ্ধক্রম ব্যবহৃত হয়।

মার্কিউরীয়াস বিনায়োডেটাস

(MERCURIUS BINIODATUS).

নামান্তর।—মার্কিউরীয়াস আয়োডেটাস রুবার।

প্রস্তুতি।—একভাগ বেড আয়োডাইড অভ মার্কারি এবং দুই ভাগ আয়োডাইড অভ পটাস সংযোগে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—সর্দ্দি, সর্দ্দিজ জ্বর ; মুখের পক্ষাঘাত ; বহুব্যাপক সর্দ্দি ; হাঁপানি ; নাসিকা মধ্যে অর্ব্বুদ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মার্কিউরীয়াস্ ভাইভাস অপেক্ষা লাসিকা গ্রন্থি ও কৌষিক তন্তুর উপর ইহা তীব্রতর ভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং দেহের বাম অঙ্গের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। গলনলীর রোগে শূন্য নিগরণ বা লালা গলাধঃকরণ কালে যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার কতিপয় প্রকৃতিগত লক্ষণ এই :—(১) গৃহ-বহির্দ্দেশের নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে শিরোবেদনার বৃদ্ধি। (২) উজ্জ্বল আলোকে চক্ষের যন্ত্রণার বৃদ্ধি ; কচ্ছু বিষাক্ত চক্ষুরোগ। (৩) নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদাহ। (৪) যকৃৎ, প্লীহা, ক্লোম, মূত্রস্থলী এবং পুংজননেন্দ্রিয়াদির বিকৃতি বা রোগ। (৫) ভ্রমণশীল বাতরোগ। পুরাতন উপদংশ বা পারদ দোষ।

লক্ষণাবলী।

মন।—সর্দ্দি অধিকারে মস্তকের জড়তা ; গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণে উপশম। মস্তকের অস্বাচ্ছন্দ্যভাব বর্ত্তমান থাকিলেও মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মন খারাপ হইয়া থাকে এবং মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু বোধ হয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—সর্দ্দিজ জ্বরাধিকারে রোগিনীর বোধ হয় যেন তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত বস্তু ঘুরিতেছে। ললাটদেশ বোধ হয় যেন একটী রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (ক্লোরেল্: চেলিড:)। মস্তকের জড়তা এবং বাম পার্শ্বে ঈষৎ চাপ বোধ, যেন সর্দ্দি বশতঃ;—গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে উপশম বোধ। শিরোপশ্চাতের অস্থি মধ্যে বেদনা। মস্তকের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূযবটী বাহির হওয়া।

চক্ষু।—প্রদাহ, জ্বালা ও অশ্রু স্রাব, উজ্জ্বল আলোকে বৃদ্ধি। কচ্ছু বিষদুষ্ট অক্ষিপ্রদাহ, পূযোজননপ্রবণ চক্ষুপ্রদাহ ; মাংসাঙ্কুরময় অক্ষিপুট।

কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা সন্ধ্যাকালে উপশম ; থাকিয়া থাকিয়া কর্ণে তালা লাগিয়া যায়। কর্ণমলাধিক্য। কর্ণমূলীয় ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রন্থির স্ফীতি।

নাসিকা।—সর্দ্দি বা নাসাপরিস্রাব ও শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা,=পাদচারণ করিতে করিতে দেহ গরম হইলে উপশম ; নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্ব উত্তাপযুক্ত এবং স্ফীত ; পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব ; কণ্ঠস্বর ভগ্ন। নাসিকা হইতে শ্বেতাভ পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব ;

পশ্চান্নাসার রোগ,—ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি ; নাসাস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় এবং শঙ্খাকার অস্থি স্ফীত হইয়া উঠে। পশ্চান্নাসা হইতে মুখদিয়া শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। নাসাপুটের চটা ঘা।

গলমধ্য।—উপঝিল্লী প্রদাহ ; কণ্ঠের বাম পার্শ্বে ঝিল্লি উৎপন্ন হয়, বাম গলগ্রন্থি প্রদাহ-যুক্ত এবং তদুপরে পীত-ধূসর ঝিল্লি উৎপন্ন হয় ; গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে ; কণ্ঠ-মধ্যস্থিত কৌষিকঝিল্লি প্রদাহান্বিত ; মুখ মধ্যে আঠাবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় ; শূন্য-গলাধঃকরণকালে বেদনার বৃদ্ধি, ঢোক গিলিবার প্রয়াস মাত্রে অন্ন গলাধঃকরণ কাল অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা হইতে থাকে ; তালুমূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় কৃষ্ণাভ লালবর্ণ ; উৎপন্ন ঝিল্লি অতি সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় ; হরিদাভ ও রবারের ন্যায় শ্লেষ্মাখণ্ড সকল পশ্চান্নাসা হইতে মুখ দিয়া নির্গত হয়। গুটীকা দোষযুক্ত। তালুমূল প্রদাহ বা গলক্ষত। সন্ধ্যাকালীন বৃষ্টিতে ভেজার জন্য কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও কর্কশ হইয়া যায়।

প্রস্রাব ও জননেন্দ্রিয়াদি।—দুরারোগ্য অর্শ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ, রোগিণী মুহূর্ত্তেকের জন্যও প্রস্রাববেগ ধারণ করিতে পারে না। মূত্রস্থলী মধ্যে ক্ষতোদ্গম ; দক্ষিণ অণ্ডকোষ ও রেতোরজ্জুর স্পর্শাসহনীয়তা। মেঢ্রত্বকের সম্মুখাংশ কঠিন ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং মধ্যস্থলে যন্ত্রণারহিত উপদংশিক ক্ষত। উপদংশাধিকারান্তে বাম অণ্ডকোষের বিবর্দ্ধন ; বাঘী দীর্ঘকাল যাবৎ পুযস্রাবশীল। মৃদু উপদংশ। ব্যথা রহিত বাঘী (মার্ক-প্রোটঃ)।

প্রত্যঙ্গাদি।—উরুশিখর হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে,—যেন রোগী বহুদূর ভ্রমণ করিয়াছে,—অস্থি মধ্যেই অধিক বেদনা। সন্ধ্যার সময়ে পদদ্বয়ে অসহনীয় বেদনা, —দেহ সঞ্চালনে উপশম। স্থানপরিবর্ত্তনশীল পেশীগত বাতবেদনা (ক্যালী-বাইঃ), কখনও হস্তে কখনও পদে আবার কখনও বা চরণে বেদনা আবির্ভূত হয় ; কর্ণশূলের ন্যায় কর্ণমধ্যে বেদনা (গুয়ায়েকঃ)।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—হিপারঃ।

অনুকুল।—সম্বন্ধ—বেলঃ ল্যাকেঃ।

সদৃশ।—ব্যাডীয়েগাঃ কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিসঃ প্রোটো-আয়োডঃ অ্যাসিড-নাইট্রিকঃ।

শক্তি।—সাধারণতঃ ২য় ও ৩য় দশমিক বিচূর্ণ। ৩০ শতমিক পর্য্যন্ত ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

মার্কিউরীয়াস করোসাইভাস

(MERCURIUS CORROSIVUS).

নামান্তর।—করোসিভ সব্লিমেট ; রস-কর্পূর।

প্রস্তুতি।—ইহার বিচূর্ণ ও তরলক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হনুর নিম্নতলস্থ অস্থিমধ্যে পীড়া; উপক্ষত; উপাঙ্গ প্রদাহ; অস্থিসমূহের পীড়া; মূত্রগ্রন্থির পীড়া; পচনশীল মুখক্ষত; উপদংশ; অতিসার; রক্তামাশয়; পামা; সান্নিপাতিক জ্বর; চক্ষুর পীড়া; মাড়িতে স্ফীতি ও ক্ষত; অন্ত্রে ক্ষত; চক্ষুতারার প্রদাহ; কামলা; মূত্রযন্ত্রের পীড়া; বহুমূত্র; প্রসব বেদনা; সূতিকা জ্বর; ঘাম; গর্ভস্রাব; মুখে ক্ষত; কর্ণমূল; অন্ননলীর সঙ্কোচন বা অবরোধ; পক্ষাঘাত; উল্টামুদা; ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ; পোড়া নারাঙ্গা; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; জরায়ুর বাহ্য আবরণ প্রদাহ; মুখের স্নায়ুশূল; চক্ষুগোলকের উপর পাতায় বেদনা; উপদংশ; অন্ত্রের ক্ষয়রোগ; বিকৃত আস্বাদ; কুন্থন; গলার মধ্যে প্রদাহ; জিহ্বার পীড়া; আলজিব বৃদ্ধি বা বড় হওয়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে মার্কিউরীয়াস ভাই-ভাসের ন্যায়,—তবে তাহাপেক্ষা তীব্রতর ও দ্রুততর। ফরাসী চিকিৎসক টেষ্টের মতে যেখানে স্ত্রীলোকে মার্ক-সল: প্রজুয্য হইবে পুরুষে ঠিক সেই লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে মার্ক-কর: প্রযুজ্য হইয়া থাকে,—ইহা মার্ক-করোসাইভাসের একটী বিশেষত্ব। এক্ষণে ইহার কয়েকটী সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ লিখিত হইতেছে:—(১) ইহার প্রধান ক্ষেত্র পুরুষ; উপদংশ; কষায় পূযস্রাবশীল ক্ষতাদি, লালামূত্র। (২) মে মাস হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত যে সকল আমরক্ত ও গ্রীষ্মাতিসারাদি অন্ত্রাশয়ের রোগ আবির্ভূত হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। (৩) কুন্থন,—বা বৃথা বেগ, (মলত্যাগান্তে উপশম = নক্স-ভম্: অ্যালো: কলো:)। (৪) কুন্থন, বা বৃথা বেগ, মূত্রস্থলীর প্রবল সঙ্কোচন জনিত কুন্থন ও মূত্রনলীমধ্যে তীব্র জ্বালা। (৫) প্রমেহ,--দ্বিতীয় অবস্থা—স্রাব হরিদাভ বা রক্তাক্ত, জলবৎ তরল; ভয়ানক জ্বালা, প্রবল বেগ এবং যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোদ্গম; ঘোর বেগুনী বর্ণ স্ফীতি; লিঙ্গমুণ্ড ঘোর আরক্তিম বা শোণিত-সঞ্চার-রহিতবৎ প্রতীয়মান হয়,—বা মুদা সংযুক্ত। (৬) উপদংশ,—ক্ষত দ্রুত বেগে বিস্তৃতি লাভ করে এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই শিশ্নের অদ্ধাংশ ক্ষয় করিয়া ফেলে। (৭) গলক্ষত,—দ্রুতপ্রসারী এবং অত্যধিক জ্বালাজনক। (৮) আলজিহ্বার বিবর্দ্ধন বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসির উদ্রেক (আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সহিত ২য় বা ৩য় দশমিক বিচূর্ণ বাহ্যিক লেপন অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে,—ডাঃ ক্লার্ক)। (৯) উপদংশ দোষজ বা গণ্ডমালা-বিবর্দ্ধন-প্রবণতা জনিত অক্ষিপ্রদাহ—প্রচণ্ড প্রদাহ, ভয়ঙ্কর অসহনীয় বেদনা ও জ্বালা, অত্যধিক আলোকাতঙ্ক এবং চতুর্দ্দিকস্থ অস্থিমধ্যে উৎপাটনবৎ বেদনা। (১০) নাসাপরিস্রাব,—নির্গলিত শ্লেষ্মা গাঢ় আঠার ন্যায়, কষায় ত্বকক্ষয় কারক; (১১) অন্ননালীর সঙ্কোচন,—তরল বা কঠিন পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে গেলে কণ্ঠনলীর আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ ঐ পেয় বা চর্ব্য পদার্থ উদগীরিত হইয়া আইসে। কণ্ঠ মধ্যে যেন অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। (১২) নানাবিধ চর্ম্মরোগ, উপদংশ দোষজ পাটলিকা, বসন্ত, শ্লেষ্মাগুটি প্রভৃতি। (১৩) অন্যান্য অস্থির মধ্যে উরুর অস্থিদ্বয় প্রবল রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং ঐ অস্থিমধ্যে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হয়। (১৪) বাতব্যাধি এবং বাতাশ্রিত জ্বর।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক উদ্বেগ বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত (কষ্টি: ক্যামো: ল্যাকে: মার্ক-ভাই:)। বুদ্ধির জড়তা, কেহ রোগীর সহিত কথা কহিলে রোগী তাহার দিকে নির্ব্বোধের ন্যায় চাহিয়া থাকে ; সে কি বলিতেছে বুঝিতে পারে না (নাইট্-স্পিরিটাস্-ডাল্সিস্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তকে শৈত্য বোধ ও শীতল স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে এবং মস্তক অবনত করিলে বধিরতার আবির্ভাব হয়। রগে এবং কর্ণপৃষ্ঠস্থ শিরোবেদনা। ললাটে সূচীবেধবৎ বেদনা। মস্তিষ্ক মধ্যে ঔপদংশিক অর্ব্বুদ। ললাটোপরে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম। মস্তক ও গ্রীবার স্ফীতি বা বিবর্দ্ধন। চুল উঠিয়া যায়। মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয়— (ক্যাল্কে: অ্যা-ফস: সল্ফ:—লঘু বোধ হয়=ষ্ট্র্যাম.)।

কর্ণ।—প্রদাহ ও তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (বেল: মার্ক:)। দুর্গন্ধ পূযস্রাব (হ্রাস-টক্স:)। কর্ণমধ্যে দপদপানি।

চক্ষু।—সকল বস্তুই অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয় (মিডর: প্ল্যাট:—ক্ষুদ্রতর ও দূর বোধ হয়=প্লাম:—ক্ষুদ্র এবং অস্পষ্ট=মার্ক:) ; দ্বিত্বদর্শন। তারকা সঙ্কুচিত এবং আলোকজ্ঞান রহিত (ক্যাম্ফ: হায়ো: আর্স: ক্যালী-ব্রোম্: সাইকীউ: ডিজিট: লরো: ওপী: ষ্ট্র্যাম: সিফিলিন্:)। উপদংশ দোষজ গ্রন্থিবিবর্দ্ধন প্রবণতা জনিত অক্ষিপ্রদাহ,—স্বচ্ছাবরকের উপর গভীর ক্ষতোদ্গম এবং নিঃসৃত শ্লেষ্মা কষায়, চতুষ্পার্শ্বের ত্বক ক্ষয় করিয়া ফেলে ; অত্যধিক প্রদাহ, ভয়ঙ্কর ও অসহনীয় বেদনা ও জ্বালা, অত্যধিক আলোকাতঙ্ক এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বের অস্থি মধ্যে উৎপাটনবৎ বেদনা। অক্ষিপুট সকল স্ফীত, আরক্তিম এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ প্রতীয়মান হয় এবং উহা পুরু, মরাছাল আবৃত এবং পূযবটী দ্বারা আকীর্ণ। উপদংশ-দুষ্ট চক্ষু-তারকা-প্রদাহ—ভয়ানক যন্ত্রণা, বিশেষতঃ রাত্রে লালামূত্র-সম্ভূত (এবং লালামূত্র রোগজ্ঞাপক) অক্ষিমুকুর-প্রদাহ, ভ্রূদেশে উৎপাটনবৎ বেদনা এবং চতুষ্পার্শ্বস্থিত অস্থির স্পর্শাসহনীয়তা। চক্ষুর শ্বেত অংশ আরক্তিম। অক্ষিগোলকের পশ্চাতে বেদনা বশতঃ বোধ হয় যেন উহা বহির্গত হইবার উপক্রম হইতেছে। গুটীকা দোষযুক্ত অক্ষিপ্রদাহ,—স্বচ্ছাবরকের উপর গভীর ক্ষত সকল উদ্গত হয় ; নির্গলিত রস কষায় এবং চতুষ্পার্শের ত্বক ক্ষয় করিয়া ফেলে ; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকবৎ পীড়কা উদ্গত হয়। নবজাত শিশুর অক্ষিপ্রদাহ (এপীস: আর্জেণ্ট-নাই: অ্যা-নাই: ক্যাল্কে: সিফিলিন্: থুযা:),—স্রাব কষায়, স্বীয় মাতার উপদংশ বা প্রদরস্রাব সংস্পর্শ জনিত পীড়া।

নাসিকা।—নাসিকা স্ফীত ও আরক্তিম। জলবৎ নাসাস্রাব ; ঘ্রাণশক্তির লোপ। পিনস বা পূতিনস্য ; নাসারন্ধ্র হইতে আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া পশ্চাতরন্ধ্রে আসিয়া শুষ্ক হইয়া যায় ; নাসিকা মধ্যস্থ ভেদকাস্থি ছিদ্র হইয়া যায় (অ্যাসাফিট্: অরাম্: অ্যা-ফ্লু: ক্যালী-আয়োড্: ল্যাকে: মার্ক-প্রোট্: মেজের্: ফাইটো: ষ্টিলিং: সিফিলিন্:)। নাসিকা রুদ্ধ বোধ হয় অথচ শ্লেষ্মা অনর্গল স্রাব হইতে থাকে (আর্স্: কিউপ্রাম্: সিকেলি: পর্য্যায়ক্রমে রুদ্ধ ও শ্লেষ্মাস্রাবশীল=অ্যাণ্ট্-টার্ট্: আর্স্: স্যাঙ্গিউইন্:) ; রন্ধ্রাভ্যন্তর ক্ষয়িতত্বকবৎ এবং তন্মধ্যে উত্তেজনা অনুভূত হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ও গণ্ডদ্বয় স্ফীত, অনমনীয়, আরক্তিম এবং শোথযুক্তবৎ প্রতীয়মান হয়। বামগণ্ডাস্থি মধ্যে উৎপাটনবৎ বেদনা। মুখের তীব্র স্নায়ুশূল, হনুমধ্যে যেন শূলাঘাত হইতেছে; উপশম দিবসে; বৃদ্ধি রাত্রে বা ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত। লালা-মূত্রাধিকারে মুখমণ্ডল শোথযুক্তবৎ স্ফীত এবং ম্লান। উর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত ও উপরদিকে উল্‌টান, ঘোর রক্তিমান্বিত, স্ফীত ওষ্ঠ। মুখমণ্ডল পীতবর্ণ (আর্জ্-নাই: ক্যালকে: চেলিড্: লাই: মার্ক্:)।

মুখবিবর।—মুখ ঝলসিয়া গিয়াছে ইত্যাকার অনুভব (য্যাট্রো: ম্যাগ্-মিউ: সিপী:—যেন জিহ্বা ঝলসিয়া গিয়াছে=কলো. হাইড্র্যাষ্টি: স্যাঙ্গিউ: ভেরেট্.)। মুখমধ্য নিরস, ও জ্বালাময়ী তৃষ্ণা। মুখমধ্যে রসক্ষরণবশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপন্ন হয় এবং ঐ কৃত্রিম ঝিল্লি গলগ্রন্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। দন্ত শ্লথমূলও ব্যথাযুক্ত হইয়া পড়িয়া যায়। মাড়ী স্ফীত হইয়া উঠে এবং কৃত্রিম ঝিল্লি দ্বারা আবৃত প্রতীয়মান হয়; মাড়ী গলিত ক্ষতযুক্ত-বৎ এবং তাহা হইতে অনর্গল শোণিতপাত হইতে থাকে। ওষ্ঠ ও জিহ্বা শ্বেতাভ ও কুঞ্চিত। জিহ্বা, নিবিড় শ্বেত শ্লেষ্মাবৃত, কিম্বা নিরস এবং আরক্তিম; কাঁঠালের ন্যায় কণ্টকিত; জিহ্বা শ্বেতবর্ণ এবং এত স্ফীত যে রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে পারে না (এপীস্: কার্ব্বো-ভে: ল্যাকে: স্ট্যাবাড্: ষ্ট্র্যামোন্:)। বিস্তৃতি প্রবণ ক্ষত,—মুখমধ্যে, তালুমূলে কিম্বা মাড়ীর উপর;—তজ্জন্য মুখে দুর্গন্ধ বা পূতিগন্ধ হয়। লালাস্রাব, মুখে লবণাক্ত স্বাদ; লালা শোণিতাক্ত, পীতাভ, গাঢ় আঠার ন্যায় এবং কষায়। উপঝিল্লি প্রদাহ রোগাধিকারে। শোণিতময় লালা স্রাব মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত যন্ত্রণাজনক জ্বালা। মুখ হইতে অণ্ডলালার ন্যায় লালাস্রাব। গণ্ডাভ্যন্তর এবং ওষ্ঠদ্বয়ে উপক্ষত; ওষ্ঠের উপর ক্ষতসকল জ্বালাজনক রসপীড়কা পরিবৃত।

গলমধ্য।—আলজিহ্বা স্ফীত, দীর্ঘতর এবং গাঢ় রক্তিমাবর্ণ (দীর্ঘতর=ক্রোটন্: হায়ো: আয়োড: ক্যালী-আয়োড্: ল্যাকে. ম্যান্সি. সল্ফ্:—আলজিহ্বার বিবর্দ্ধন বশতঃ নিরন্তর কসির উদ্রেক=ক্রোটন. হায়ো: মার্ক্-কারোসাইভাস্: দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশমিক বিচূর্ণ তুলিদ্বারা লেপনেও বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে —ডাঃ ক্লার্ক্)। তালুমূল তীব্র প্রদাহযুক্ত হইয়া উদ্গীরণের ব্যাঘাত জন্মায় এবং শ্বাসরোধোপক্রম উপস্থিত হয়। গলগ্রন্থিদ্বয় স্ফীত এবং ক্ষতাকীর্ণ প্রতীয়মান হয় (অবাম্-মেট্: ক্যাল্‌কে: ক্যালী-বাই: লাই: মার্ক্: মার্কিউ-রীয়্যাল্-পেরেন: ফাইটো: স্যাট্-সালফ্:—বাম গলগ্রন্থি=ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: মার্ক্-বিন্:)। কণ্ঠ মধ্যে যেন সূচীবিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার যন্ত্রণানুভূত হয় (সোপা: সাইলিশীয়া:)। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিলে ভয়ানক উকী উঠিতে থাকে এবং ঐ দ্রব্য বেগে বহির্গত হইয়া আইসে। কণ্ঠনলীর বহির্দ্দেশ এবং গ্রন্থিসকল ভয়ানক স্ফীত হইয়া উঠে।

পাকস্থলী।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে মুখমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত। শীতল পানীয় পান করিবার জন্য লালায়িত। শীতল খাদ্য ভোজনের আকাঙ্ক্ষা এবং উষ্ণ দ্রব্যে বীতরাগ।

বমন,—অণ্ডলালাবৎ পদার্থ; ঘণীভূত আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা; কফির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট (আর্স: কোণা: ফস্: ভেরেট্:) এবং জমাট রক্ত মিশ্রিত পদার্থ; পূয বমন। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ আধ্মানবায়ু পূর্ণ, স্ফীত এবং স্পর্শাসহ। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা, শীতল পানীয়ের জন্য। পানীয়াদি নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যায় (এরাম্-ট্রাই: ব্যারাই-কার্ব্ব: ক্যান্থা: ক্যালী-পার্ম্ম্যাং: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: মার্ক্: মার্ক্-সায়া: ফাইটো: অ্যা সালফ্:)। উদর, আধ্মানবায়ুতে স্ফীত এবং অত্যন্ত ব্যথা বশতঃ স্পর্শাসহ। নাভীর নীচে ছেদনবৎ বেদনা।

মলান্ত্র ও মল।—আমাতিসার বা রক্তামাশয়; মল পীতবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ, পিত্তময়, অবশেষে আঠাবৎ পদার্থ এবং শোণিত, অথবা শৈষ্মিক ঝিল্লি খণ্ডের ন্যায় সূত্রময় আম নির্গত হয়, কুন্থন এবং অসহনীয় ছেদন বা শূলবৎ বেদনা বোধ হয়; মলত্যাগান্তে জ্বালা এবং মলান্ত্র ও মূত্রস্থলীর প্রবল সঙ্কোচন; বৃদ্ধি=গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে শীতের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; দ্বিপ্রহর রাত্রের পর বমন সহ যন্ত্রণাজনক রক্তাক্ত মল নিঃসরণ।

প্রস্রাব।—প্রস্রাব অতি অল্প, কপিশবর্ণ এবং ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি সংযুক্ত (চায়না: ফস্: লসে:)। মূত্রস্থলীর কুন্থন বা বৃথা প্রবল আকুঞ্চন (ক্যান্থা: প্লাম্: টেরিব:) এবং মূত্রনলীমধ্যে তীব্র জ্বালা; মূত্র উত্তপ্ত, পরিমাণে অতি অল্প বা স্তম্ভিত; ভয়ানক যন্ত্রণা সহকারে ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হইতে থাকে; রক্তাক্ত কপিশবর্ণ এবং ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি সমন্বিত; লালাময় (এপীস্: আর্স: ক্যাল্কে-আর্স: গ্লোন্: হেলিবো: ল্যাক্-ডিফ্লো: ন্যাট্-কার্ব: প্লাম্:)। মূত্রের সহিত কার্পাস সূত্র বা ঝিল্লিখণ্ডবৎ পদার্থ নির্গত হয় (এপীস্: ক্যান্থা: ক্যাল্মী:)। প্রমেহ,—দ্বিতীয়াবস্থা, হরিদ্বর্ণ স্রাব; রাত্রে বৃদ্ধি; অত্যন্ত জ্বালা ও মূত্রস্থলীর প্রবল সঙ্কোচনজনিত কুন্থন সংযুক্ত; কিম্বা তৎসহ রক্তাক্ত বা জলবৎ ভয়ঙ্কর জ্বালা, বেগ ও যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোদ্গম বিদ্যমান থাকে; গাঢ় নীলিমান্বিত স্ফীতি; লিঙ্গমুণ্ড ঘোর রক্তিমাবর্ণ বা রুদ্ধশোণিতসঞ্চালনবৎ প্রতীয়মান হয়; মুদা বা উলটা মুদা; গর্ভবতী রমণীর লালামূত্র।

পুংজননেন্দ্রিয়।—নিদ্রিতাবস্থায় প্রবল লিঙ্গোদ্গম। বাম অণ্ডকোষ মধ্যে সূক্ষ্ম হুলবেধবৎ বেদনানুভূতি। শিশ্ন এবং অণ্ডকোষদ্বয় স্ফীত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করে। উপদংশের ক্ষত বিস্তৃতিপ্রবণ এবং তরল কল্তানির ন্যায় রস স্রাবশীল।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অকালে এবং অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব। প্রদর,—ঈষৎ পীতবর্ণ এবং এক প্রকার বমনোদ্রেককারী গন্ধযুক্ত স্রাব। যোনিপার্শ্বের তীব্র প্রদাহ। স্তনবৃন্তের চতুর্দ্দিকে গ্রন্থিময় স্ফীতি। স্তনবৃন্ত বিদারিতত্বক বা ফাটা এবং তাহা হইতে শোণিতপাত হইতে থাকে; শিশুকে স্তনপান করাইতে গেলে ভয়ানক ব্যথা বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—ভগ্নস্বর বা স্বরলোপ (আর্জেণ্ট্-মেট: কষ্টি:); স্বরনলী মধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা; বক্ষদেশে দৃঢ়াবদ্ধভাব। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণকালে স্বরনলী ও উপজিহ্বাতে ব্যথা বোধ হয়; জিহ্বা টিপিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ; কণ্ঠমধ্যে যেন অস্ত্রাঘাত করিতেছে এরূপ তীব্র বেদনা। আলজিহ্বার বিবৃদ্ধি বশতঃ ভগ্নস্বর ও শূন্য গর্ভ কাসি (অ্যালীউ: ক্রোটন-টিগ: হায়ো: মার্ক-বিন:)। কাসির সহিত রক্তাক্ত গয়ার উঠে (বেল: ক্যালী-নাই:

মার্ক:)। রক্তকাস অন্তে ফুসফুসের যক্ষ্মার আবির্ভাব তৎসহ বিলেপী জ্বর। দক্ষিণ বক্ষের নিম্নাংশে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা, সমগ্র বক্ষ ভেদ করিয়া বেদনা সঞ্চারিত হয় (চেলিড: মার্ক-ভাই: ক্যালী-কার্ব:)। ফুস্‌ফুসের উপর ক্ষয় কাসের গুটীর সঞ্চার নাড়ী নিদ্রিতাবস্থায় সবিরাম, ক্ষুদ্র, অসমান, দ্রুত।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত ও অনমনীয়। রোগী জানু গুটাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে,—কটি ও পৃষ্ঠ দেশীয় মেরুদণ্ডের বক্রতা রোগাধিকারে। স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাহু অত্যন্ত স্ফীত, আরক্তিম এবং রসগুটি পূর্ণ। বাম স্কন্ধ ও অংসফলক মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা (গ্র্যাফ:)। দক্ষিণ কুঁচকী প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, সঞ্চালনে উপশম। যেন পদদ্বয় অবশ হইয়া গিয়াছে। আমরক্ত রোগাধিকারে জঙ্ঘাডিমস্থ পেশী মধ্যে খালধরা। পদদ্বয় হিমবৎ শীতল। মুখমণ্ডল, বাহু এবং পদদ্বয়ের পৈশিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং হস্ত-পদাদির আক্ষেপ। নিদ্রিত হইবামাত্র রোগী এত চমকিত হইয়া উঠে যে তাহার সমস্ত দেহ আলোড়িত হয় (হৃদ্‌রোগ = লাইকোপাস-ভার্জি.)। কুঁচকীর এবং অন্যান্য গ্রন্থির স্ফীতি; নিম্ন হনুর অস্থিপূতি। অস্থিবেষ্ট অত্যন্ত টান, যেন ছিড়িয়া যাইতেছে, এইরূপ বেদনানুভব (সবিরাম জ্বরাধিকার প্রারম্ভে যেরূপ অনুভূত হয়)।

ত্বক।—গাত্রত্বক জ্বালাযুক্ত ও আরক্তিম এবং তদুপরে রসগুটি বাহির হয়। নখ সকল ধূসর বর্ণ হইয়া যায়। দেহের স্বেদোদ্গমপ্রবণ অংশে ভয়ানক পামাকচ্ছু উদ্গত হয়। গৌণ উপদংশজ অরনিকা ও ক্ষত। বসন্ত; শ্লেষ্মাগুটি। সামান্য দেহ সঞ্চালনে বা বায়ু সংস্পর্শে শীতার্ত্ততা; হেঁট হইলে উত্তাপবোধ এবং সোজা হইলে উপশম।

নিদ্রা।—নিদ্রিতাবস্থায় প্রবল হিক্কা, তন্দ্রালুতা; জৃম্ভন, নিদ্রিতাবস্থায় চমকিয়া উঠা; হত্যাদির স্বপ্ন দর্শন।

জ্বর।—বহির্ব্বায়ুতে এবং সামান্য নড়িলে চড়িলে শীত; প্রায় ইহার সহিত পেট বেদনা বিদ্যমান থাকে। সন্ধ্যাকালে শীতার্ত্ততা, অবনত হইলে প্রবল তাপ; প্রচুর ঘর্ম্ম; কপালে শীতল ঘর্ম্ম। নৈশ ঘর্ম্ম। গাত্রদাহ; তাপসহ ত্বকের পীতবর্ণ ভাব।

সম্বন্ধ।—**তুলনীয়**—কষ্টিকাম: (গলমধ্য); অরম: (চক্ষু তারা প্রদাহ) ল্যাকেসিস: (সান্নিপাতিক জ্বর, অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ); হায়োসা: (আলজিব); ব্যাসি: (জিহ্বা); আর্স: ফস্ফ: (শীতল জল পিপাসা); নক্সভমিকা: (রক্তামাশয়); থুজা: (অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ) আর্স: ক্যাপসি: (গলমধ্যে জ্বালা) ইত্যাদি।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—সাইলি: মার্ক-সল্: (উচ্চক্রম), সিপী: লোবেল-ই ন্:।

সদৃশ।—অরাম: ক্যাম্ফা: ডিজি: ক্যালী-আয়োড: ল্যাকে: হায়ো: কষ্টি: ব্যাসি লিনাম: ম্যাগ-কার্ব: ক্যালী-কার্ব: থুযা: আর্স: ক্যাপ্স:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

মার্কিউরীয়াস্ সায়ানেটাস

(MERCURIUS CYANATUS).

নামান্তর।—বাই সাইয়ো নাইড অভ মার্করি।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ; রক্তামাশয় : সান্নিপাতিক জ্বর ; রক্তস্রাব; শিবার প্রদাহ ; গলক্ষত ; উপদংশ রোগ ; চক্ষু তারা প্রদাহ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—উপঝিল্লি প্রদাহ-রোগে উপকাবিতার জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ। ইহার প্রধান ক্রিয়াফল সংক্ষেপে এই :—(১) কণ্ঠাভ্যন্তর তীব্র প্রদাহযুক্ত, উজ্জ্বল লালবর্ণ, ক্ষয়িতত্বক এবং ক্ষতযুক্ত বোধ হয় এবং গলাধঃকরণকালে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। (২) কণ্ঠ, এবং গণ্ডাভ্যন্তরীন প্রদেশ দৃঢ় ও ধুসরবর্ণ কৃত্রিম ঝিল্লিদ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায় এবং তত্তলস্থিত তন্তু সকল ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে। কোমলাংশের পুতিপ্রবণতা, বিশেষতঃ কোমল তালু এবং তালুমূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয়। (৩) অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, উত্থানশক্তি রাহিত্য, রোগী এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে তাহার দাঁড়াইবার শক্তি থাকে না ; হৃৎপিণ্ডের অবসাদ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। (৪) বক্তাদিগের গলক্ষতাধিকারে কথা বলিতে রোগীব গলমধ্যে ব্যথা বোধ হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ (ডাঃ ন্যাশ)।

লক্ষণাবলী।

মন।—উত্তেজনাপূর্ণ, কোপান্বিত।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন।

চক্ষু।—চক্ষু তারা প্রদাহ ; চক্ষু লাল ইত্যাদি।

নাসিকা।—কয়েক দিবস যাবৎ প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ শোণিতস্রাব (ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভেজি:)।

মুখবিবর।—দন্ত সকল ব্যথাযুক্ত ; মাড়ী স্ফীত এবং শ্বেত আঠার ন্যায় পদার্থ দ্বারা আবৃত এবং ঐ স্তরের নীচে একটি নীল পীত রেখা দৃষ্ট হয়। জিহ্বা শোণিতশূন্য এবং মূলদেশ পীতবর্ণ রেখা বিশিষ্ট, স্ফীত এবং পার্শ্বদ্বয় আরক্তিম ; বাম পার্শ্বে ফোস্কা উদ্গত হয় এবং ক্রমে ফাটিয়া যাইয়া অসরল সীমাবিশিষ্ট ক্ষততে পরিণত হয় ; কিছুদিন পরে দক্ষিণ পার্শ্বেও ঐরূপ হয়। ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা এবং গণ্ডাভ্যন্তর ধুসর-শ্বেত ক্ষতময় প্রতীয়মান হয়। সমগ্র গণ্ডাভ্যন্তরীন প্রদেশ প্রদাহযুক্ত হইয়া উঠে ; লালাস্রাব হইতে থাকে ; মুখের গন্ধ অত্যন্ত পূতিময় ; গলাধঃকরণকালে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। মুখের স্বাদ তিক্ত, ঘৃণাজনক এবং ধাতুকলঙ্কের ন্যায়।

গলমধ্য।—সাংঘাতিক উপঝিল্লি-প্রদাহ-রোগ,—কৃত্রিম ঝিল্লি প্রথমে শ্বেতবর্ণ প্রতীয়মান হয় এবং কোমল তালু ও গলগ্রন্থিদ্বয় তাহাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু অনতিপরেই গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে, এবং তখন ঐ কৃত্রিম ঝিল্লি কালিমান্বিত এবং ক্রমে পূতিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইতে থাকে; নিশ্বাস বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (কৃত্রিম ঝিল্লি অত্যন্ত দুর্গন্ধ=ক্যালী-পার্ম্যা:); রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্রমশঃ উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে; ক্ষুধা আদৌ থাকে না; জিহ্বা কপিশবর্ণ লেপাচ্ছন্ন এবং রোগ কঠিন হইলে, কালিমাময় প্রতীয়মান হয়; এই সময় নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব আরম্ভ হয় (ইহা অত্যন্ত দুর্লক্ষণ); শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ কর্কশ, ঘঙ্ঘঙে এবং স্বরতন্তুর আক্ষেপজাত কাসির আবির্ভাব হয় ও নির্গত গয়ার গাঢ় ও সূত্রময় বা রবারের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তালুমূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় ভয়ানক আরক্তিমা ধারণ করে এবং কোন দ্রব্য (কঠিন, বা তরল) গিলিবার কালে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হয়। (ডাঃ কেণ্ট বলেন যে যখন কৃত্রিম ঝিল্লি ঈষৎ হরিদ্বর্ণ এবং নাসিকার মধ্যেও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখনই উক্ত ভেষজের প্রয়োজন হয়। দুর্লক্ষণাক্রান্ত উপঝিল্লি-প্রদাহ-রোগে, যখন রোগ দ্রুতবেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ক্ষত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে তখনই মার্ক-সায়ানেটাস্ বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে)। কোষোদ্গামক গলগ্রন্থি প্রদাহ—দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদাহাধিক্য। বক্তাদিগের গলক্ষত—কণ্ঠাভ্যন্তর স্থানে স্থানে ক্ষয়িতত্বক এবং রোগীর কথা কহিতে গেলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়।

পাকস্থল্যাদি।—অরুচি। তৃষ্ণা বলবতী কিন্তু পান মাত্রে বমিত হইয়া যায় (আর্স: বিস্:)। অবিচ্ছিন্ন হিক্কা (মস্কাস:)। প্রচণ্ড অন্ত্রশূল, প্রতিবার মলত্যাগান্তে বৃদ্ধি। মলদ্বারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্শ দেখা যায় (পলিগোন্:); উপবিষ্ট অবস্থায় মলদ্বারে এবং মলান্ত্রমধ্যে ভয়ানক বেদনা; স্পর্শাসহ ঈষৎলালবর্ণ স্ফীতি; মলদ্বার মধ্যে কৃত্রিম ঝিল্লির অধঃক্ষেপ দৃষ্ট হয়। মলদ্বার হইতে পুনঃ পুনঃ শোণিত স্রাব; কুন্থন সহ মলত্যাগ। মলদ্বার হইতে পূতিগন্ধময় জলবৎ পদার্থ নির্গলিত হয়। কাল মলত্যাগ।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ; উত্থানশক্তি রহিত; পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা। উদরাময়াধিকারে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, এমন কি রোগিণী সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। দেহ হিমবৎ শীতল, অত্যন্ত শীতার্ত্ততা। হস্তপদাদির অগ্রভাগ অত্যন্ত শীতল; বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। গাত্রত্বক ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল।

বৃদ্ধি।—আহারান্তে (প্রায় সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি সংঘটিত হয়)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যা-মিউ: এরাম-ট্রাই: কষ্টি: হিপ: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব্ব: ক্যালী-পার্ম্যা: ল্যাকে: মার্ক-বিনায়োড: মার্ক-প্রোটো-আয়োড: ফাইটো:।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে সহস্র শততমিক ক্রম (ডাঃ বোরিক বলেন যে ৬ষ্ঠ শততমিকের নিম্ন ক্রম ব্যবহারে লক্ষণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে)।

মার্কিউরীয়াস ডাল্‌সিস্‌
(MERCURIUS DULCIS).

নামান্তর।—ক্যালোমেল্‌; সব-ক্লোরাইড-অভ মার্করি।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ; পরে ৬ষ্ঠএর পর তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সর্দ্দি; চক্ষুপ্রদাহ; বধিরতা; অতিসার; কর্ণনলীর পীড়া; পাকাশয় বিকৃতি; মস্তিকাবরণ প্রদাহ; অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ; মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থিপ্রদাহ; গলক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্যালোমেলের ল্যাটিন নাম মার্কিউরীয়াস্‌ ডাল্‌সিস্‌। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির, বিশেষতঃ চক্ষু ও কর্ণাভ্যন্তরস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির, সর্দ্দি রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। ইহার কয়েকটী প্রধান লক্ষণ এই:—(১) মধ্যকর্ণের সর্দ্দিজ প্রদাহ; (২) কর্ণপশ্চান্নলীর রোধ; (৩) সর্দ্দিজ বধিরতা এবং কর্ণস্রাব; (৪) বার্দ্ধক্য-সুলভ বধিরতা; (৫) মূত্রনলী সঙ্কোচন বা কুচিকিৎসা সম্ভূত মুখশায়িকা গ্রন্থির তরুণ প্রদাহাদি রোগ; (৬) শিশুদিগেব মলতারল্য,—মল ঘাসের মত হরিদ্বর্ণ, বা আলোড়িত ডিম্বের ন্যায়; অপর্য্যাপ্ত এবং মলদ্বারের ত্বকক্ষয়কারক। লসিকাগ্রন্থি-স্ফীতি-প্রবণ শিশুদিগের পিত্ত'শ্রিত রোগাদিতে কিম্বা ম্লান, শোণিতশূন্য এবং গ্রীবাব ও অন্যান্য গ্রন্থিস্ফীতিযুক্ত শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। "মৃতদেহের ন্যায় ম্লান মুখমণ্ডলাদি এবং শোথাক্রান্তবৎ মূর্ত্তি" ডাঃ ক্লার্কের মতে মার্কিউরীয়াস্‌ ডাল্‌সিসের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—উত্তেজিত ও আশঙ্কাযুক্ত।

মস্তক।—ভারি; চুল উঠা।

চক্ষু।—অক্ষিপুটের অগ্রভাগে আঠাবৎ শ্লেষ্মা সংলগ্ন হইয়া থাকে; ক্রমে জ্বালা ও দৃষ্টির অস্পষ্টতার আবির্ভাব হয়। চক্ষুদ্বয় আরক্তিম, শুষ্ক এবং আলোকাসহ্য। কোনরূপ ব্যায়ামান্তে বা ব্যায়াম বশতঃ দেহ উত্তাপযুক্ত হইলে যন্ত্রাণাদি লক্ষণের বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। শ্লেষ্মাশ্রিত অক্ষিপ্রদাহ (অ্যাকোন: কোণা: ক্যাল্‌কে: আর্স: হিপ: গ্লাস-টক্স: মার্ক্‌-কর:)। অক্ষিপুট-প্রদাহ (ইউফ্রে: গ্র্যাফ: হিপ: ক্যাল্‌কে: মেজের: আর্স: মার্ক-কর:)।

কর্ণ।—মধ্যকর্ণের সর্দ্দিজ প্রদাহ (ক্যালী-মিউ: প্ল্যাণ্ট্যাগো: মার্ক: পল্‌সে: ক্যাপ্স:)। কর্ণপশ্চান্নলীমধ্যে স্ফীতি উদগম বশতঃ ঐ নলী রুদ্ধ হইয়া যায় এবং বধিরতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সর্দ্দিজ বধিরতা এবং কচ্ছুবিষদুষ্ট শিশুদিগের কর্ণ হইতে পূযস্রাব (হাইড্র্যাষ্ট: মেজের: ইল্যাপ্স: ম্যাঙ্গে:)। বার্দ্ধক্য সুলভ বধিরতা (সাইকীউ: পেট্রোল: ক্যালী-মিউ:)। রন্ধ্র-বহির্দ্দেশের কণ্ডুয়ন। বাম কর্ণমধ্যে হঠাৎ পক্ষতাড়নবৎ অনুভব।

মুখমণ্ডলাদি।—আরক্ত মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল মৃতের মুখমণ্ডলের ন্যায় ফ্যাকাশে বা শোণিত শূন্য। গণ্ডদ্বয় স্ফীত। নিম্ন হনুর অস্থিচূর্ণপাত (মৃত্যু নিকট)। মুখব্যাদান করিতে অত্যন্ত ব্যথা ও কষ্ট বোধ হয়। মুখ মধ্যে ক্ষত ও সমস্ত রাত্রি তাহা হইতে শোণিতপাত হইতে থাকে। জিহ্বার উপক্ষত, মুখ হইতে অত্যধিক দুর্গন্ধ ও কালবর্ণ লালা নির্গলিত হয়, তৎসংস্পর্শে ওষ্ঠ ও গণ্ডদ্বয় ক্ষয়িতত্বক হইয়া থাকে ; জিহ্ব ও সমগ্র মুখবিবর মসীবর্ণ প্রতীয়মান হইয়া ,থাকে (অ্যাসিড্‌ কার্ব্বল: মার্ক্‌-সাল্‌ফিউরিকাস্‌:)। কণ্ঠাভ্যন্তর অত্যধিক ক্ষতযুক্ত। নিগরণকৃচ্ছ্র বা গিলিতে ক্লেশ।

অন্ত্রাশয়াদি।—উদর মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা, যেন "আঁকৃড়াইয়া" ধরিতেছে (এপীস্‌: ব্রাই: কলো: হাইড্র্যাষ্ট্‌: আইরিস্‌ ভা: গুপী: ফাইটো: হ্বউম্‌:)। স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। পাকস্থলীর কোমলতা (আর্স: বিসমাথ্‌: ক্যাপ্স্‌: ক্যাল্‌কে: ফের্‌. ক্রিয়ো:) উদর উত্তপ্ত, ব্যথান্বিত এবং শোথাক্রান্তবৎ স্ফীত প্রতীয়মান হয় (ক্যাল্‌কে:=উদর স্ফীত, সম্পূর্ণ অরুচি, মল প্রায় হরিদ্বর্ণ)। সবমন মলতারল্য। শিশুদিগের মলতারল্য,—মল ঘাসের মত হরিদ্বর্ণ (ক্যামো: মার্ক্‌: নক্স্‌-মস্‌:), অপর্য্যাপ্ত এবং মলদ্বারের ত্বকক্ষয়কারক (আর্স্‌: ব্যাপ্টি: ল্যাকে: মার্ক্‌: অ্যা-মিউ: ন্যাট্‌ মিউ: ক্যা-নাই: সিফিলিন্‌: ভেরেট্‌:)। আমাতিসার মল সূত্রময় বা গাঢ় আঠার ন্যায় (অ্যা-সাল্‌ফ্‌:) ; আমময় রক্তাক্ত ;—কালবর্ণ (ব্রোম্‌: লেপ্ট্যান্‌: মার্ক্‌-কর্‌: মার্ক-প্রোটোয়ায়োড্‌: ওপী: প্লাম্‌: রীউমেক্স্‌: ভেরেট্‌:), উদ্ধোদরে অতিশয় চাপবোধ এবং অবসাদ অনুভব। দুর্দ্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিন্য (ওপী: প্ল্যাট্‌: প্লাম্‌:)। মলদ্বারে জ্বালা ও কুন্থন। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে শ্লেষ্মাগুটীকা (আরাম্‌: অ্যা-নাই: ইউফ্রে: ষ্ট্যাফি্‌: থুযা: সিপীয়া:) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুং ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ রোগের রোধ বশতঃ কিম্বা মূত্রনালী সঙ্কোচনের কুচিকিৎসা সম্ভূত তরুণ মূত্রাধার মুখশায়িকাগ্রন্থির প্রদাহ (অ্যা-নাই: থুযা:)। মূত্রনলী-মধ্যে জ্বালা ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা ; তীব্র মূত্রকৃচ্ছ্র (আর্জেণ্ট্‌-নাই: ক্যানাব্‌-স্যাট্‌: ক্যান্থা: লাই: পল্‌সে: সার্স: পলিগোন্‌: টেরিব্‌:) ; প্রস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প। শিশ্নের গ্রীবাপশ্চাতে কণ্ডুতি ও হুলবেধবৎ অনুভব। যোনিবহির্ভাগে বিটপত্বকের উপর এবং মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে শ্লেষ্মাগুটীকার উদ্ভব, উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়।

ত্বক।—লোল এবং অপরিপোষিত। বিস্তৃতি-প্রবণ ক্ষত। তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—হিপার-সাল্‌ফ:।

সদৃশ।—ক্যালী-মিউ: (কর্ণের সর্দ্দিজ পীড়া, বধিরতা) ক্যালকে-অষ্ট: আর্জেণ্ট্‌-নাই: অ্যাসিড্‌-নাই: ওপীয়াম্‌ অ্যাসিড্‌-সল্‌ফ্‌: (দধির মত মল), ক্যামো: ইপিক্‌: মার্ক্‌-কর্‌:।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ এবং ৩য় শততমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম (কোন কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎক বিরেচক রূপে প্রথম দশমিক বিচূর্ণ দুই বা তিন গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা বলেন এরূপ করায় সদৃশবিধানের নিয়মের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয় না)।

মার্কিউরীয়াস পৃসিপিটেটাস্ রুবার্
(MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER).

নামান্তর।—রেড্ পৃশিপিটেট্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গুহ্যদ্বারে জ্বালা; উপদংশ ক্ষত; প্রমেহ; শিশুদিগেব পামা বোগ; পোড়া নারাঙ্গা

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রমেহ, উপদংশ, প্রমেহবিষজাত এবং উপদংশ দোষগ্রস্ত রোগাদিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। প্রমেহ রোগে ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ "মূত্রনালী রজ্জুবৎ দৃঢ় ও কঠিন বোধ হয়"। বিস্তৃতিপ্রবণ ক্ষতাদি এবং বাঘী কঠিন; আরক্তিম ক্ষতাদির বিস্তৃতি প্রবণতা, উপদংশদুষ্ট, চক্ষুতারকা প্রদাহ অধিকাবে ব্যথা নিবারণাস্তে; নবজাত শিশুর পোড়া নারাঙ্গা; প্রত্যঙ্গাদির ভাঁজ মধ্যে উপদংশজ ক্ষত, মধ্যদ্রোহি বা ত্বকক্ষয়; মুষ্কোপরে এবং মলদ্বার প্রদেশে অনুচ্চ শ্লৈষ্মিক উদ্ভেদ; ত্বক বিদারিত বা অবিদারিত; অপর্য্যাপ্ত পূয বা রসস্রাবী তরুণ বা সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল বা পুবাতন পামাকচ্ছু এবং মস্তকের, দেহের বা চিবুকের দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ ক্লার্ক বলেন "মলদ্বার মধ্যে যেন একটি লৌহশলাকা যাতায়াত করিতেছে" এইরূপ অনুভব, সম্ভবতঃ ইহার একটি প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

মার্কিউরীয়াস প্রোটো-আয়োডেটাস্
(MERCURIUS PROTO-IODATUS).

নামান্তর।—গ্রীন্ আয়োডাইড অভ মার্করি।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অক্ষি পল্লব বা পুটের প্রদাহ; স্তনে অর্ব্বুদ; সর্দ্দি; উপদংশ; দুধে মামড়ী; গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ; উপদংশ-দোষজ চক্ষুর পীড়া; গলগণ্ড; শ্বেতপ্রদর (শিশুদিগের); পূতিনস্য; গর্ভিনীগণের বমন; কচ্ছু; উপদংশ; গলক্ষত; গলগ্রন্থীর প্রদাহ; দন্তশূল; মসীজীবী বা কেরাণীদিগের হাতে বা অঙ্গুলিতে খালধরা।

উপযোগিতা ও আভাস।—গ্রন্থিবিবর্দ্ধন-প্রবণতা সংযুক্ত গলক্ষত, উপঝিল্লি প্রদাহ রোগ এবং প্রকৃত বিষাক্ত উপদংশ প্রভৃতিতে ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ। তালুমূলের দক্ষিণ পার্শ্বের সহিত ইহার ঘনিষ্টতাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, কারণ এতজ্জনিত কৃত্রিম ঝিল্লি তালুমূলের দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বেই আবদ্ধ থাকে কিম্বা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে সংক্রমণ করে, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জিহ্বা পুরু লেপময়, অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় আরক্তিম এবং মূলদেশ পীতবর্ণ প্রতীয়মান হয়। জিহ্বা লোল এবং দন্তাঙ্কগ্রাহী। গলমধ্যের পশ্চাদ্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং স্থানে স্থানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দ্বারা আচ্ছাদিত দৃষ্ট হয়। গ্রীবাদেশীয় এবং কর্ণমূলীয় গ্রন্থি সকল স্ফীত। গলমধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে। চক্ষুরোগ,—স্বচ্ছাবরকের ক্ষত,—যেন নখ দ্বারা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ আকার বিশিষ্ট। দন্ত সকল অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়, দন্তে দন্ত সংমিলিত হইলে ঐ অনুভবের বৃদ্ধি হয়। দন্তে দন্ত পীড়ন করিবার দুর্দ্দমনীয় আবেগ এবং নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্ত নিপীড়ন বশতঃ হনুর পেশী সকল আড়ষ্ট ও শ্রান্ত বোধ হয়। ভক্ষ্য দ্রব্যাদি দর্শন মাত্রে বিবমিষার উদ্রেক; তলপেট শূন্য ও অবসাদজনক বোধ। কাল মল। উক্ত কতিপয় লক্ষণ ইহার প্রধান ক্রিয়াফল ও নির্ণায়ক। "হাসিলে কাসির বৃদ্ধি হয়" ইহার একটী সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। গ্রন্থি স্ফীতিপ্রবণ ও উপদংশবিষদুষ্ট-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি, শঙ্ক বা মরা মাস যুক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং স্বেদোদ্গমকালে বৃষ্টির জলে দেহ আর্দ্র হওয়া বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শসম্ভূত রোগাদি ইহার বিষয়ীভূত।

লক্ষণাবলী।

মন।—শয্যায় শায়িতাবস্থায় রোগীর মনে হয় যেন গৃহ মধ্যে একজন রহিয়াছে এবং সে তাহার তালুমূল ছিদ্র করিয়া দিতে যাইতেছে। স্ফূর্ত্তিবান, হর্ষযুক্ত এবং অনবরত বকে। নিকটস্থিত দ্রব্যাদি নষ্ট করিবার ইচ্ছা। নির্বাক হইয়া কি ভাবে; অত্যন্ত বিষণ্ণতা।

মস্তক।—অধ্যয়নকালে (অ্যাগ্নাস:) বা আসন হইতে গাত্রোত্থানকালে মাথা ঘুরিয়া পড়ে (আর্ণি: গুয়ায়েক্: পল্‌সে:)। শঙ্খদেশে বা রগে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা (অ্যাগার: জেল্‌সি: লিসিন্:)। ভ্রূদেশীয় অতীব্র শিরোবেদনা,—নাসামূলে বেদনা বোধ হয়। ললাট বা শঙ্খদেশে দপ্‌দপকারী বেদনা (ললাটদেশে = গ্লোন্: ন্যাট-মিউ: পল্‌সে:—শঙ্খদেশে = চেলিড: জেল্: গ্লোন্: ল্যাক্-ডিফ্লো:)। মস্তিষ্কের মূলদেশে অতীব্র ও ভারবোধবৎ বেদনা। নিদ্রাভঙ্গান্তে ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—মুখের অস্থি সকলের ব্যথা ও ঈষৎ স্পর্শাসহনীয়তা। সমগ্র মস্তক ব্যথা করিতে থাকে এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে শোণিত তরঙ্গায়িত হইতেছে। মস্তক জড়তা-যুক্ত ও নিষ্পেষিত বোধ হয়,—যেন একটা গুরুভার দ্রব্য মস্তককে উপাধানের উপর চাপিয়া ধরিতেছে। যেন করোটী বা মস্তকের হাড় ফাটিতেছে, এইরূপ অনুভব। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে ভয়ানক বেদনা,—দক্ষিণ রগের উর্দ্ধাংশ হইতে গ্রীবাপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে; মস্তকের ত্বক ও তাহার বাম পার্শ্ব নিরন্তর কণ্ডুয়নযুক্ত। অন্যমনস্ক থাকিলে শিরোবেদনা ভাল থাকে।

চক্ষু।—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে দক্ষিণ অক্ষিকোটর মধ্যে তীব্র বেদনা ও স্পর্শাসহনীয়তা (সাইলি:); বাম অক্ষিকোটর মধ্যে বেদনা, মস্তক অবনত করিলে বেদনাধিক্য বোধ হয়। প্লবমান বা উড্ডীয়মান নানা প্রকার বিন্দু দর্শন (সিঙ্কোনা: গ্লোন: ন্যাট-মিউ: ফাইজস: সিপী:) অর্থাৎ রোগীর বোধ হয় যেন কাল বিন্দু সকল চক্ষু সমক্ষে উড়িয়া বেড়াইতেছে,—চক্ষুর স্বচ্ছ-রসের আবিলতা বশতঃ বা ময়লা ঘোলাটে ভাব জন্য ইহা হয়; (অক্ষিগোলক মধ্যস্থিত স্বচ্ছরস মধ্যে অস্বচ্ছ পরমাণু সকল ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া এইরূপ বোধ হয়)। প্রত্যহ রাত্রিকালে চক্ষুও দপ্‌দপকারী বা ব্যথাজনক যন্ত্রণা। স্বচ্ছাবরকের ক্ষত, যেন নখ দ্বারা কর্ত্তিত হইয়াছে—স্বচ্ছাবরকের প্রদাহ।

নাসিকা।—নাসামূলে শূলবেধবৎ বেদনা। নাসিকামধ্যে বহুল পরিমাণে শিঙ্ঘানক বা শিকনী সঞ্চিত হয় এবং নাসারন্ধ্র পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার করিতে হয়। পশ্চান্নলী দিয়া গলমধ্যে বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা স্রাব হয়। ভেদকাস্থির দক্ষিণ পার্শ্ব ও দক্ষিণ রন্ধ্র অত্যন্ত স্পর্শাসহ এবং স্ফীত; পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা।

মুখমণ্ডল।—দক্ষিণ গণ্ডাস্থিমধ্যে অতীব্র আঘাতজনিতবৎ ব্যথা এবং ঐ ব্যথা ললাট ও মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়;—একটী ক্ষুদ্র অংশ দপ্‌ দপ্‌ করে এবং যেন অগ্নি স্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা করে,—স্পর্শ করিলে জ্বালার বৃদ্ধি হয়। মস্তক ও মুখমণ্ডলের মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। ললাটদেশীয় অতীব্র শিরোবেদনা সহ সমস্ত মুখমণ্ডল তীব্র ব্যথাযুক্ত বোধ হয়, বিশেষতঃ অস্থিময় অংশ। বামগণ্ডে হুলবেধবৎ বেদনা। দক্ষিণ গণ্ডস্থলে তীব্র দপ্‌ দপানি।

মুখবিবর।—দন্ত সকল দীর্ঘতর বোধ হয় এবং রোগী আহার করিতে পারে না। পেষণদন্ত মধ্যে বেদনা, এবং দন্তে দন্ত সংমিলিত হইলে বেদনার বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ সজোরে দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিবার ইচ্ছা। নিদ্রাবস্থায় এত দৃঢ়রূপে দন্তে দন্ত নিপীড়ন করে যে নিদ্রাভঙ্গান্তে হনুর পেশী সকল শ্রান্ত ও আড়ষ্ট বোধ হইয়া থাকে। জিহ্বা, মূলদেশ নিবিড়, পীতবর্ণ লেপাচ্ছন্ন (ক্যালী-বাই: মূলদেশে স্বর্ণবর্ণ লেপান্বিত = ন্যাট-ফস্: সমল বা হরিতাভ-ধূসরবর্ণ লেপাবিত মূলদেশ = ন্যাট-সাল্‌ফ:); অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় আরক্তিম।

গলমধ্য।—গ্রীবার ও কর্ণমূলীয় গ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি সংযুক্ত উপঝিল্লি প্রদাহ ও অন্যান্য কণ্ঠরোগ; কৃত্রিম ঝিল্লি দক্ষিণ পার্শ্বে উদ্গত হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বেও সংক্রমণ করে, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বেই রোগ ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়; বৃদ্ধি = উষ্ণ পানীয় পান বা শূন্য নিগীগরণ কালে (ল্যাকে:)। লালা গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে জ্বালানুভব; তালমূল, গলগ্রন্থিদ্বয় এবং আলজিহ্বা আরক্তিম ও শোণিতপূর্ণ প্রতীয়মান হয়। তালুমূলপার্শ্বস্থিত-গহ্বর-দ্বয় এবং তালুমূল আরক্তিম ও প্রদাহযুক্ত; গলগ্রন্থি স্ফীত;—গলাধঃকরণ কালে বোধ হয় যেন গলমধ্যে একটা গুল্ম রহিয়াছে। গলমধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং অতি কষ্টে বহির্গত করা যায়; কণ্ঠ পরিষ্কার করিতে গেলে গলরোধ হইবার উপক্রম হয়। গলগ্রন্থি ও তালুমূল গাত্রলগ্ন শ্লেষ্মাখণ্ড-সকল সহজে উঠিয়া আইসে।

পাকস্থলী।—অত্যধিক তৃষ্ণা,—বিশেষতঃ অম্লাক্ত পানীয়ের জন্য (ক্যাম্বো: হিপ: ম্যাগ-কার্ব: ষ্ট্র্যামোন্:—লেমনেডের জন্য = বেল্: য্যাট্রো: অ্যা-নাই: পলসে:),—গলগ্রন্থিপ্রদাহাধিকারে রুচি পরিবর্ত্তনশীল (সিপ: কুরারী: ল্যাকে: অ্যা-নাই: পডো:); খাদ্যদ্রব্য দর্শন মাত্র ঘৃণার উদ্রেক (এইল্যান্: আর্ণি: আর্স্: মস্কাস্:—খাদ্য দ্রবের গন্ধ আঘ্রাণমাত্র ঘৃণার উদ্রেক = ককীউ: কোল্‌চি: ইপিক্:—আহারেব কথা স্মরণমাত্রে ঘৃণার উদ্রেক—আর্স্: সিস্কো:)। বিবমিষা, অবসন্নতা, মাথাঘোরা এবং হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে শ্বাসরোধ। পাকাশয় শূন্যবোধ ও বিবমিষা। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা ও যেন মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে এইরূপ ব্যথা। হঠাৎ পাকস্থলী মধ্যে তীব্র বেদনার আবির্ভাব,—যেন কেহ ছুরিকাঘাত করিল।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা,—হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে উপশম; যকৃৎপ্রদেশে এবং বক্ষ ও পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা; দক্ষিণ অংসফলকের নিম্নে স্পর্শাসহনীয়তা, দেহ সঞ্চালনে এবং রাত্রে বৃদ্ধি। উদর অনমনীয়, যেন আধ্মানবশতঃ (অ্যানাক্: গ্রাফ্: মাক্: ন্যাট্র-কার্ব: ওপী: র‍্যাফেন্: ফের:)। নাভিপ্রদেশে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ, যেন প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার স্পৃষ্ট হইয়াছে (ক্যালী-আয়োড:); নিশ্বাস গ্রহণকালে বৃদ্ধি। যকৃৎ প্রদেশে ব্যথা, বেদনা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামপার্শ্বে সংক্রমণ করে (লাই:)। মলত্যাগের পূর্ব্বে তলপেটে শূন্যতানুভব। ব্যথা বা প্রদাহশূন্য বাঘী (মার্ক্-বিন্:)।

মলান্ত্র ও মল।—বিবমিষা ও অবসন্নতা বোধ সহ মলান্ত্রের বহু ঊর্দ্ধাংশে চাপবোধ। মল, আঁটিল কর্দ্দম বা পুডিঙের ন্যায়, প্রবল বেগ না দিলে নির্গত হয় না (অ্যা-কার্ব্বল্: আর্জ্জেণ্ট-নাই: মিডহ্নন্: প্ল্যাট্: ফস: কষ্টি: কালী-কার্ব্: ম্যাগ-মিউ: মার্ক্-কর্:)। উদরাময়; মল তরল, পীতাভ কপিশবর্ণ সফেন। পুনঃ পুনঃ কাল মল নির্গমন (লেপ্ট্যান্: ব্রোম্: প্ল্যাম্: ওপী: মার্ক্-কর্: ভেরেট্:) কখন শোণিত মিশ্রিত কখনও বা শোণিতশূন্য। প্রস্রাব অপর্যাপ্ত, গাঢ় লালবর্ণ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—শিশ্নের গ্রীবা হইতে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা লিঙ্গমণি ভেদ করিয়া সঞ্চারিত হয়। কামোদ্দীপক স্বপ্নান্তে অপর্যাপ্ত রেতঃস্খলন (সাইকীউ: ভিজিটেলিনাম্: ডায়োস্কো: ক্যালী-কার্ব: কালী-মিউ: কোব্যাল্ট্: ফস্:),—কিন্তু যেন প্রস্রাব করিতেই হইবে এইরূপ স্বপ্নের পর স্বপ্নদোষ হয় (সমস্ত রাত্রি রমণী সংহতির স্বপ্নান্তে=ডায়োস্কো:); প্রভাত না হইলে রোগী রাত্রে যে তাহার রেতঃস্খলন হইয়াছে তাহা জানিতে পারে না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—প্রারম্ভে স্রাব অতি সামান্য, তৎসহ বেদনা; সমগ্র মাস যাবৎ যোনি হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা ও পূয মিশ্রিত স্রাব। পীতবর্ণ প্রদরস্রাব,—বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা এবং শিশু বালিকাদিগের। গর্ভবতীদিগের প্রাতর্বিবমিষা,—বমিত পদার্থ ঈষৎ হরিতাভ পীতবর্ণ এবং তিক্ত জলীয়; বমনকালে পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা ও অবসন্নতা বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরলোপ, স্বরভঙ্গ। শ্লেষ্মা তরল ও ঘড়্ ঘড়্ শব্দকারী কাসি,—বায়ুনলী-ভুজদ্বয় শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ; গয়ার অপর্য্যাপ্ত এবং পীতবর্ণ; (ড্যাফ্: ড্রোসে: ক্যাল্কে: হিপ্: ক্যালী-সল্ফ: লাই: মার্ক্: অ্যা-নাই: নক্স্: ইগ্নান্: ওলী-যেকোর্: পল্সে: সিপী: ষ্ট্যান্:); স্বরনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন সম্ভূত কাসি; কাসির বৃদ্ধি = রাত্রে,—হাস্য করিলেও কাসির বৃদ্ধি হয় (আর্জেণ্ট-নাই:

সিঙ্কো: কিউপ্রাম্-মেট্: ফস্: ষ্ট্যান্:)। শ্বাসকৃচ্ছ্র জনক গলগণ্ড,—রাত্রে শ্বাসরোধোপক্রম। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচী বা সূক্ষ্মাগ্র শলকাবেধবৎ বেদনা। হৃৎপিণ্ডমধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা। হৃৎপিণ্ড হঠাৎ লম্ফ দিয়া উঠিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে;—রোগিনীর মনে হয় যেন তাহাব হৃৎপিণ্ড লম্ফ প্রদান করিয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া গেল।

প্রত্যঙ্গাদি। গ্রীবা আড়ষ্ট এবং শিরোপশ্চাৎ স্পর্শাসহ ও ব্যথাযুক্ত, বৃদ্ধি=শয়নকালে এবং মস্তক ফিরাইলে (অ্যা-কর্ব্বল: ফাম্মি সেলিন্—মস্তক পার্শ্বের দিকে বক্র হইয়া থাকে=ল্যাচ্ন্যান্:)। অংসফলকদ্বয়ের মধ্যাংশস্পর্শাসহ বা অসাড়। পৃষ্ঠে ভয়ানক যন্ত্রণাজনক তীক্ষ্ণ বেদনা, সকল প্রত্যঙ্গই যেন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ অনুভব; বৃদ্ধি=বাম পার্শ্বে শুইলে (আর্গি: ফস্: স্পাই:), উপশম=দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে। দক্ষিণ বাহুতে অসাড়তা ও অবসাদবোধ, লিখিলে বৃদ্ধি। দক্ষিণ স্কন্ধে তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ রোগী লেখা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। পদদ্বয়ে অবসন্নতা বোধ; পদদ্বয় চিন্ চিন্ কবে; পদদ্বয়ে যেন ছিদ্র কবিতেছে এইরূপ বেদনা,—রাত্রে বৃদ্ধি। পদদ্বয়েব ডিমা ভাব ও অবশ বোধ হয়, এবং বাম জানু মধ্যে বেদনা। অত্যন্ত অবসন্নতা বশতঃ রোগী শুইয়া থাকিতে ভালবাসে, শয়নে অনুরাগ। গ্রন্থি সকল স্ফীত ও অনমনীয়। উপদংশাবষ-সংক্রামিত-দেহ শিশুব ত্বগ্ধচিপিটিকা (ভায়োলাট্রাই:)। সাধারণতঃ ব্যায়ামান্তে লক্ষণাদিব উপশম বোধ হইয়া থাকে। নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে দেহের অস্বাচ্ছন্দ্য দূর হয়। শীতল, জলীয় বায়ুতে এবং বসন্তকালে লক্ষণাদির বৃদ্ধি সংঘটিত হয়।

ত্বক।—দেহের নানাস্থানে কঠিন ঘনবটী উৎপন্ন হইয়া থাকে। সমগ্র দেহ কুট্ কুট্ করিতে থাকে,—রাত্রে অধিক। বক্ষ ও উদরের উপব উজ্জ্বল লালবর্ণ সূক্ষ্ম উদ্ভেদ সকল বাহির হয়।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ বা মর্দ্দন করিলে; রাত্রিকালে, নিদ্রাভঙ্গান্তে, বিশ্রামে, বাম পার্শ্বে শুইলে, লিখিলে, উষ্ণ গৃহে; শয্যাব উত্তাপে, উষ্ণ পানীয় পানে, শূন্য গলাধঃকরণ কালে, শীতল জলী বায়ু সংস্পর্শে এবং বসন্ত কালে।

উপশম।—দেহ ও মন কোন কার্য্যে বিশেষরূপে ব্যাপৃত থাকিলে দক্ষিণ পা শুইলে এবং নির্ম্মল শুষ্ক বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—হিপ্: লাইকোপোড্: (হৃৎকম্পন)।

অনুকূল সম্বন্ধ।—পরে ব্যবহার্য্য=ল্যাকেসিস্।

সদৃশ।—লাই: আর্জেন্ট-নাই: ফস্: ষ্ট্যানাম্: ল্যাকে: সিন্নাবার: ল্যাকে: ক্যালী-বাই স্পাইজি:।

তুলনীয়।—দক্ষিণ হইতে বাম—লাইকোপ:। বমনেচ্ছা—পল্স:। কালমল—লেপ্টাণ্ডা:। কাসি—আর্জ্জেন্ট-নাইট:। অক্ষিগোলকে বেদনা—সিনাবে:। উষ্ণ পানী পানে বৃদ্ধি—ল্যাকেসিস:। পীতাভ লেপাবৃত জিহ্বা—ক্যালিবাই:।

শক্তি।—প্রথম, দ্বিতীয় বা ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

মার্কিউরীয়াস্ সল্ফিউরিকাস

(MERCURIUS SULPHURICUS).

নামান্তর।—সল্ফেট অভ্ মার্কবি; ইয়োলো-প্রিসিপিটেট্ বা হোয়াইট প্রিসিপেটেট।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ, পরে তবল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত বোগে ফলপ্রদ;—শোথ; মুত্র ক্লেশ; বক্ষোদক পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—বক্ষোদক বোগে ইহা আর্সিনিকাম অ্যাব্বামের সমকক্ষ, বিশেষতঃ যকৃৎ বা হৃৎপিণ্ডেব পীড়া যদি ইহাব মূল কারণ হয়। এই রোগে ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই,—অত্যধিক শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; বোগী কেবল বসিয়া থাকে, শয়ন করিতে পারে না, হস্তপদাদি স্ফীত হইয়া উঠে; বক্ষ মধ্যে জ্বালা, দক্ষিণ বক্ষ হইতে অংসফলক পর্য্যন্ত বেদনা এবং বেলা ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রতি মূহুর্ত্তে বোগীর শ্বাসবোধ হইবার উপক্রম হয়; উদরাময়, মল তরল, জলবৎ,—মলদ্বাবেব ভয়ানক জ্বালা ও ক্ষত জনক; জিহ্বাগ্র ক্ষতযুক্ত ও স্পর্শাসহ; অতি অল্প পরিমাণ নির্ম্মল অথচ জ্বালানক প্রস্রাব। এই ঔষধ প্রয়োগে যদি উপকার হয় তাহা হইলে, ডাক্তাব লিপির মতে, ইহা দ্বারা রোগীব ভয়ানক মলতারল্য ঘটে এবং বহুল পরিমাণে জলবৎ মল ত্যাগেব পর বোগী বিশেষ আরাম বোধ করে।

লক্ষণাবলী।

মন।—নিস্তেজ ভাব সহ জৃম্ভন ও শীত কর্‌া।

মস্তক।—দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা।

চক্ষু কর্ণাদি।—চক্ষুতে ক্লেশ; কর্ণ মধ্যে জ্বালা; সর্দ্দি, হাঁচি।

মুখবিবর।—দন্তমাড়ী ও উৰ্দ্ধ তালু ঘন নীলিমা বা কালিমান্বিত এবং পার্শ্বদেশ ক্ষত-যুক্ত। মুখ চটচটে এবং প্রাতে শ্লেষ্মাপবিপূর্ণ থাকে। জিহ্বাগ্রে জ্বালা, উত্তেজনা এবং হুলবেধবৎ যন্ত্রণা। জিহ্বাব মধ্যভাগ পর্য্যন্ত হবিতাভ পীতবর্ণ; ঘন শ্বেত লেপান্বিত; মূলদেশ ঈষৎ পীতবর্ণ; জিহ্বাব কণ্টক সকল উন্নত লাল বিন্দুব ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং রোগী কোন দ্রব্যেব স্বাদ পায় না। ওষ্ঠদ্বয়, মাড়ী, তালুমূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয়, মুখবিবর এবং জিহ্বা সমস্ত স্ফীত হইয়া উঠে এবং শুষ্ক ও কালবর্ণ প্রতীয়মান হয়। লালাস্রাব, মুখ ও গলমধ্যে জ্বালা।

পাকাশয়াদি।—প্রবল পীতবর্ণ বমন। কিছু খাইলে তাহা মুহুর্ত্তেকের জন্যও পাকস্থলী মধ্যে থাকে না, তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায় (আর্স: জলপান মাত্রে উঠিয়া যায়= বিস্মাথাম্:—জল পেটে গরম হইলেই উঠিয়া যায়=ফস্:)। বমন ও উদরাময়। কুচকীর গ্রন্থিসকল স্পর্শাসহ। রাত্রি ১টার সময় দ্বাদশাঙ্গুলি-নামক-অন্ত্র হইতে নাভিস্থল পর্য্যন্ত প্রচণ্ড বেদনা বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

মলাশ্র, মল ও মূত্র।—পাদচারণকালে হঠাৎ ভায়নক মলবেগ বশতঃ রোগী স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয় এবং অত্যন্ত উদ্বেগ বশতঃ তাহার স্বেদোদ্গম হইতে থাকে; ইহার কিয়ৎকাল পরেই উত্তপ্ত পীতবর্ণ জলবৎ মল বেগে নির্গত হয় এবং তদন্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, হিক্কা ও বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে। ভয়ানক ভেদ, ভাতের মাড় বা ফ্যানের মত স্রাব, কিয়দংশ পীতবর্ণ। প্রস্রাব অতি অল্প, নির্ম্মল কিন্তু দগ্ধকারী। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করে না কিন্তু মূত্রস্থলী সর্ব্বদা পূর্ণবোধ হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ ও উপদংশ দোষজ রোগাদি, তৎসহ শিশ্নাদি মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য। অণ্ডকোষ স্ফীত। কামোদ্দীপক স্বপ্ন ও অজ্ঞাতসারে রেতোস্খলন।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী মধ্যে উত্তাপ বোধ। স্বর ও বায়ুনলী হইতে বহুল পরিমাণে গয়ার উঠা। বক্ষ মধ্যে জ্বালা (অ্যামন্-কার্ব:)। বক্ষমধ্যে বেদনা বশতঃ রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। শয়ন করিলে ভয়ানক যন্ত্রণা ও শ্বাসরোধোপক্রম হয় (অ্যা-ফ্লু:),—সুতরাং রোগী বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ বক্ষ হইতে পৃষ্ঠফলকে পর্য্যন্ত তীব্র ব্যথানুভূতি এবং এই ব্যথার জন্য রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না.—বৃদ্ধি=বেলা ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত। শিশুদিগের শ্বাসকৃচ্ছ্র; বক্ষোদক—যকৃৎ (ক্রোটেল্:) বা হৃদ্রোগসম্ভূত (অ্যাপোসাইন্: অ্যাম্পারেগ:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদি স্ফীতিযুক্ত (কোল্চি:), নখ সকল নীলবর্ণ এবং হস্ত হিমবৎ শীতল। বাহুদ্বয় আড়ষ্ট বোধ হয়। জানু মধ্যে বেদনা ও জানু অবশ বোধ হয়। পাদস্বেদসহ নখাগ্র সকল ক্ষতযুক্ত। গুল্ফ দেশে ক্ষতোদ্গম।

বৃদ্ধি।—অপরাহ্নে শয়নান্তে।

উপশম।—উপবেশন করিলে এবং অপর্য্যাপ্ত তরল মল নির্গমনান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**=আর্স: (বক্ষোদক পীড়া) সিন্নাবার্. ডিজিটেলিন্: (শোথ) সল্ফ: এপীস্: অ্যাম্পা: কচলীয়া: অ্যা-ফ্লু: লাই: সোরিন: স্পাই: স্কীলা: ইউরেন্-নাই:।

শক্তি।—প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বা ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

মেজেরীয়াম

(MEZEREUM).

নামান্তর।—চামেলিয়া জার্ম্মাণিকা। ড্যাফ্নি মেজেরিয়াম।

প্রস্তুতি।—ফুল হইবার অগ্রে, এই গাছড়ার ছাল হইতে মূল আরক প্রস্তুত করিতে হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অস্থি সমূহের পীড়া;

কাকচঞ্চু প্রদেশে বা মেরুদণ্ডের-সর্ব্বনিম্ন-প্রদেশে স্নায়ুশূল; কোষ্ঠবদ্ধতা; পেশীর অগ্রভাগের সঙ্কোচন; দুগ্ধ চিপিটীকা বা দুধে মামড়ী; কর্ণের পীড়া; অরুণিকা বা এক প্রকার লালবর্ণের উদ্ভেদ; অস্থি বিবর্দ্ধন, দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; উত্তেজনা; প্রদর; পারদ বিকৃতি; স্নায়ুশূল; অস্থি-বেষ্ট প্রদাহ; গুহ্যদ্বারের নির্গমন বা মলান্ত্রচ্যুতি; বৃদ্ধাদিগের যোনি কণ্ডুয়ন, বাত; গণ্ডমালা; উপদংশ; দন্তের পীড়া; টাকপড়া; জিহ্বার পীড়া; জিহ্বার স্ফীতি; নানা প্রকার ক্ষত, পীতাভ মামড়ী পড়া ক্ষত; গোবীজে টীকার মন্দফল।

উপযোগিতা ও আভাস।—নানাবিধ চর্ম্ম ও অস্থি রোগে এবং স্নায়ুশূলাধিকারে ইহা অত্যন্ত ফলদায়ক। ডাঃ অ্যালেন বলেন কফ প্রধান-ধাতু, গৌরকান্তি এবং অব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই :— শীতল বায়ু অসহনীয়; দন্তাগ্র অক্ষত থাকে অথচ দন্তমূল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সন্ধ্যার সময় মুখ-মণ্ডলের বাম পার্শ্বের দন্তে স্নায়ুশূল আরম্ভ হয়,—অগ্নির পাত্রের বা উনুনের শুষ্ক উত্তাপ সংস্পর্শে উপশমিত হইয়া থাকে, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, বঙ্ক্ষণ প্রদেশ বা উরুশিখর, জানুদ্বয় ও দীর্ঘাস্থি মধ্যে তীব্র বেদনা,—বৃদ্ধি = রাত্রে, দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে এবং জলীয় বায়ু সংস্পর্শে; শিশুর মস্তক ঘন ও দৃঢ় চিপিটিকাবৃত এবং চিপিটিকার তলদেশে অপর্য্যাপ্ত পূয সঞ্চিত হইয়া থাকে; মস্তকের কেশ জটাবদ্ধ হইয়া যায়; উহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং বহু চেষ্টাতেও পরিষ্কার করা কঠিন ব্যাপার হইয়া থাকে। গাত্রত্বক্ স্থানে স্থানে অসহনীয় কণ্ডুয়নজনক, সরস পামাকচ্ছু দ্বারা আবৃত থাকে,—শয্যায় শয়ন কালে কণ্ডুয়নে বৃদ্ধি হয়; গোমসূর্য্যাধানান্তে বা গোবীজে টীকা দিবার পর পামাকচ্ছু আদি কণ্ডুয়ন জনক চর্ম্মরোগের উদ্ভব; দদ্রুমেখলার জ্বালা ও স্নায়ুশূল; পীতাভ শুষ্কগর্ভ বা ছাল আবৃত বা দাগপড়া ক্ষতাদি; বন্ধন উন্মোচনকালে ক্ষত হইতে থাকে; অণ্ডকোষ বিবর্দ্ধন এবং প্রবল কামোদ্দীপনা; শিরোবেদনা,—একটু অসন্তোষের উদ্রেক হইলেই প্রচণ্ড, দক্ষিণ পার্শ্বিক, শিরোবেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে; স্পর্শমাত্রে ব্যথা বোধ হয়। "মেজেরীয়ামকে উদ্ভিদ মার্কারী বা পারদ বলা যাইতে পারে", কারণ উভয়েই মল, ত্বক, চক্ষু, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও অস্থিকে সমভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং উভয়েই সমভাবে শীত ও উত্তাপে এবং রাত্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ডাঃ ন্যাশ বলেন যে মেজেরীয়ামের যন্ত্রণাদি অগ্নির আভায় উপশমিত হয় কিন্তু পারদের তাহা হয় না।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগী অত্যন্ত অবসাদবায়ুগ্রস্ত বা ব্যাধিশঙ্কাযুক্ত এবং বিষাদযুক্ত; সকল বিষয়ে এবং সকলের সম্বন্ধেই ঔদাসিন্য প্রকাশ করে (এন্যান্‌: নক্স ওপী: অ্যা-ফস্: ষ্ট্যাট-মিউ: সিপী:); সামান্য কারণে এবং যাহাতে অসন্তোষের কোন কারণ নাই এরূপ বিষয়েও রাগিয়া যায় (ককীউ: হিপা: ন্যাট-মিউ:), কিন্তু অবিলম্বে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করে (সান্ত্বনা করিলে বা সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও ক্রোধ প্রকাশ করে = হেলিবো)। সশঙ্কিতচিত্ত,—যেন কোন দুঃসংবাদ আসিবার সম্ভাবনা (অ্যাষ্টীর-রীউব: লিসিন্:) অব্যবস্থিত-চিত্ত,—কোন বিষয়ে

সঙ্কল্পের দৃঢ়তা নাই (ক্যামো: ডিজি: ইগ্নে: নক্স-মস্: পেট্রোল: পল্‌সে:)। একাকী থাকিলে অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে ; পাচ জনের সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে (বিস: ক্যাডমীয়াম্: সল্‌ফ: ক্যাম্ফো: ক্যালী-কার্ব: লাই: প্যালেড. ফস্: সিপী:)।

মস্তক।—মস্তক মধ্যে জড়তানুভূতি,—যেন সুরাপান সম্ভূত ; উপশম=আহারান্তে। শিরোঘূর্ণন,—চক্ষু সমক্ষে চাক্‌চিক্যের আবির্ভাব হইয়া রোগীর পার্শ্বের দিকে পড়িবার সম্ভাবনা হয়। শিরোবেদনা,—সামান্য অসন্তোষের উদ্রেক হইলেই (ক্যামো: কফী:—ক্রোধোদ্রেক বশতঃ ফস্:—বিরক্তি বশতঃ=স্পাই:), মস্তক স্পর্শমাত্রে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। যেন মাঁথার খুলী দ্বিধা হইয়া যাইবে বা যেন উড়িয়া গিয়াছে ; যেন মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে ; যেন মস্তকে অসংখ্য পিপীলিকা দংশন করিতেছে ইত্যাদি নানাবিধ অনুভব। শঙ্খদেশীয় বা কর্ণ পশ্চাতে ও রগে বেদনা,—কোনরূপ পরিশ্রম বা দীর্ঘকাল কথা কহিবার পর (ককীউ: ডায়াডে: ল্যাক্-ক্যান্: ন্যাট্-মিউ: সাইলি: সল্‌ফ্:)। মস্তকের জড়তা সহ শিরোবেদনা,—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়। মস্তক অবনত কবিলে শিরোবেদনার উপশম হয় (কোণা:)। বোধ হয় যেন মস্তকের ঊর্দ্ধাংশ তরল হইয়া গিয়াছে। দুগ্ধচিপিটিকা ; সমগ্র মস্তক ঘন চর্ম্মবৎ দৃঢ় চিপিটিকা বা শল্ক দ্বারা আবৃত এবং তন্নিম্নে গাঢ় শ্বেতবর্ণ পূয সঞ্চিত হয় (মার্ক-প্রোট: সোরিন্:) মস্তকের কেশ সমস্ত জটাবদ্ধ হইয়া যায় ; কিয়ৎকাল পরে ঐ পূয রসের ন্যায় আকার ধারণ করে ; মস্তকের অস্থির উপরে জ্বালা জনক কণ্ডুয়ন—মূৰ্দ্ধাদেশে অত্যধিক ; কণ্ডুয়নান্তে স্থানান্তরে কণ্ডুয়ন আবির্ভাব হয় এবং কণ্ডুতির অ বও বৃদ্ধি হয় ; তদন্তে অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত স্ফোটকোদ্গম হয় ; রাত্রে এবং শয়ন কালে কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি হয়। মস্তকের অস্থিফলক সকল ব্যথাযুক্ত, স্ফীত এবং শৈত্যাসহ ও স্পর্শাসহ ; বৃদ্ধি=মস্তক সঞ্চালনে এবং সন্ধ্যাকালে ; অস্থিক্ষত মস্তকের ত্বক জ্বালা ও কণ্ডুতিযুক্ত, অসাড় এবং আকর্ষণবৎ বেদনাযুক্ত বিশেষতঃ পার্শ্বের দিকে ; বৃদ্ধি=শৈত্য সংস্পর্শে, স্পর্শ করিলে এবং সন্ধ্যাকালে ; মস্তক মরা মাস দ্বারা পরিপূর্ণ, কণ্ডুয়ন করিলে মৎস্যের আঁইসের ন্যায় উঠিতে থাকে এবং মুঠা মুঠা কেশ উঠিয়া যায় ; মস্তকের চর্ম্মোপরে এবং মুখমণ্ডলে ভয়ানক কণ্ডুয়ন—শিশু নিরন্তর কণ্ডুয়ন করিয়া রক্তপাত করিতে থাকে,—রাত্রে এবং উত্তাপ সংস্পর্শে কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি হয় ; শ্বেতবর্ণ মরামাস ; শল্কপাত ; মস্তকের চিপিটিকা চাখড়ির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং ভ্রূ ও গ্রীবাপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চক্ষু।—একদিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে (বোভি: ইগ্নে:) ; শূন্য দৃষ্টি (বোভি: চিনিন্:-সাল্‌ফ্: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্:)। পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি সংকোচ করে (মার্কুরীয়াল্: এপীস্: ইউফ্রে:) বা চক্ষু মুদিত করে। চক্ষু শুষ্ক এবং তন্মধ্যে চাপ বোধ ; চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ মনে হয় (অ্যাকো: ক্যামো: প্যারিস: ফস্: স্পাই:)। বাম চক্ষের ঊর্দ্ধপুটের বিরক্তিজনক সঙ্কোচন ও প্রসারণ ; চক্ষু-মধ্যে উত্তেজনা সহ অনর্গল অশ্রুপাত (ইউফ্রে: গ্যাম্বো: ফাইটো. সিষ্টাপিস্: ও সিঙ্কো:)। অস্ত্র-চিকিৎসার পর অক্ষিপুটে স্নায়ুশূল যেন অক্ষিগোলক মস্তকাভ্যন্তরে আকৃষ্ট হইতেছে (ক্রোটন্: গ্রাফ্: হিপ্: ল্যাকে: প্যারিস্: পল্‌সে:)। চক্ষু সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয় (বেল্: কষ্টি: গ্লোন্: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব:)।

কর্ণ।—যেন কর্ণরন্ধ্র উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে বেগে বায়ুপ্রবিষ্ট হইতেছে (ষ্ট্যাফ্:) কিম্বা যেন কর্ণপটহে শীতল বায়ু লাগিতেছে এইরূপ অনুভূতি এবং পুনঃ পুনঃ কর্ণমধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া মর্দ্দন করিবার ইচ্ছা। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল বহুক্ষণ স্থায়ী কর্ণশূল কর্ণপশ্চাতে কণ্ডুতি,—কণ্ডুয়নান্তে স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠে এবং ঐ স্ফীত অংশ সকল ছিন্ন হইয়া গেলে ক্ষত বর্দ্ধিত হয়। কর্ণপশ্চাতে রসস্রাবী উদ্ভেদ। বধিরতা,—আহারের সময় বৃদ্ধি; সামান্য পূযস্রাবও হইয়া থাকে।

নাসিকা।—নাসা মধ্যে সড়্ সড়ি বশতঃ হাঁচি হইবার উপক্রম অথচ হয় না। সর্দ্দি সহযোগে পুনঃ পুনঃ হাঁচি,—এবং বক্ষমধ্যে স্পর্শাসহ ব্যথা। নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং ঘ্রাণশক্তির হ্রাস। নাসামূলে পৈশিক স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়। জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাব,—নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত ও চিপিটিকাবৃত; ঊর্দ্ধওষ্ঠ ক্ষয়িতত্বক ও জ্বালাযুক্ত।

মুখমণ্ডল।—ধূসর বা পাংশুবর্ণ। মুখমণ্ডল স্ফীত, জ্বালাযুক্ত এবং তদুপরে রসগুটী বাহির হইয়া পরস্পর সংমিলিত হইয়া যায়; নাসারন্ধ্রদ্বয় বদ্ধ হইয়া যায়; রসগুটী সংযুক্ত ত্বকপ্রদাহ শিশু নিরন্তর মুখ চুলকাইয়া রক্তাক্ত করে; মুখমণ্ডল ও ললাট উত্তাপযুক্ত ও আরক্তিম হইয়া উঠে; রাত্রে কণ্ডুতির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; শিশু কণ্ডুয়ন করিয়া চিপিটিকা সমস্ত তুলিয়া ফেলে এবং তাহার স্থলে বৃহৎ পূযবটী উদ্গত হয়; কণ্ডুয়নান্তে নিঃসৃত রস অন্য স্থলে লাগিলে তথায় ক্ষত বর্দ্ধিত হয়। মুখের স্নায়ুশূল, (বাম পার্শ্বগত চেলিড. ডাল্‌ক্যা: গ্লোন্: কলো: প্ল্যাট: গুয়ায়েক্: ম্যাঙ্গে. স্পাই:) চক্ষুর ঊর্দ্ধদেশ হইতে বেদনা অক্ষিগোলক, গণ্ড, দন্ত, গ্রীবা ও স্কন্ধে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়, অর্থাৎ ভ্রূদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয়; অশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে, চক্ষের যোজকত্বক শোণিতময় হইয়া উঠে এবং আক্রান্ত অংশ সকল স্পর্শাসহ হয়। স্নায়ুশূলাদি বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত হয়; বেদনার পর আক্রান্ত অংশ অসাড় হয়; উত্তাপ সংস্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি হয়। নাসিকাতলস্থ অস্থিময় ছিদ্রমুখে উৎপন্ন স্ফোটক মধ্যে রাত্রে অসহনীয় বেদনা আবির্ভূত হয়। মুখের পেশী সকল অত্যন্ত টান বোধ হয়। দক্ষিণ গণ্ডের পেশী সকল নিরন্তর সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং রোগীকে বিরক্ত করিয়া ফেলে। হনুতলস্থ গ্রন্থিমধ্যে শূলবেধবৎ বেদনা।

মুখবিবর।—দন্তশূল, ব্যসনাক্রান্ত বা কীট ভক্ষিত দন্তে (ক্রিয়ো: ষ্ট্যাফি:); আক্রান্ত দন্ত দীর্ঘ বোধ হয় এবং ঐ দন্তদ্বারা কোন দ্রব্য দংশন করিলে এবং জিহ্বা দ্বারা ঐ দন্ত স্পর্শ করিলে অতীব্র বেদনা বোধ হয়; বৃদ্ধি=রাত্রে; উপশম=মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক বায়ু টানিয়া লইলে। দন্তের মূলদেশ ক্ষয় হইয়া যায় কিন্তু অগ্রভাগ অক্ষত থাকে (থুযা:—মার্ক: ইহার বিপরীত)। জিহ্বা,—ঘন শ্বেতবর্ণ লেপময় এবং কণ্টক সকল বৃহৎ, আরক্তিম ও উচ্চ প্রতীয়মান হয়; জিহ্বার মধ্যাংশ বিদারিত বা ফাটা। তালুমূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় গাঢ় লালবর্ণ; স্বরনলী পর্য্যন্ত শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত; প্রতি শীতকালে বর্দ্ধিত হয়; উপদংশবিষ সম্ভূত। মুখ ও গলমধ্যে নিরন্তর জ্বালা। মুখের গন্ধ পচা পনীরের ন্যায়।

গলমধ্য।—কণ্ঠ শুষ্ক বোধ; গলাধঃকরণকালে কণ্ঠনলী যেন চাপিয়া ধরিতেছে

এইরূপ অনুভূতি ; নিরন্তর শীতবোধ, এমন কি শয্যায় শায়িতাবস্থাতেও। তালুমূল ও অন্ননলী মধ্যে জ্বালা। তালুমূল সঙ্কোচন ; খাদ্যাদি গলাধঃকরণ কালে গলাধঃকৃত দ্রব্য সঙ্কুচিত অংশে চাপ প্রদান করে। কণ্ঠমধ্যে বমনোদ্রেক (সাইক্লে: অ্যা-ফস্: ষ্ট্যান্: ভ্যালী:)।

পাকাশয়াদি।—দ্বিপ্রহবের পর এবং সন্ধ্যার সময় রাক্ষসী ক্ষুধার উদ্রেক হয়। মুখবিবর, কণ্ঠ ও পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা, আহারান্তে উপশম। বোধ হয় যেন তালুমূলের পশ্চাদংশ কফপূর্ণ রহিয়াছে, কণ্ঠ পরিষ্কার করিলেও সেই এক ভাব। হরিতাভ, তিক্ত শ্লেষ্মা বমন তৎসহ শিরোবেদনা। প্লীহাপ্রদেশে অনুগ্র বেদনা। প্লীহা কঠিন ও স্ফীত প্রতীয়মান হয় এবং তন্মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা ও গড়্গড়্ শব্দ, আধ্মান বায়ুব আধিক্য জনিত শূলবেদনা তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র, ও শিহরণ।

মলান্ত্র ও মল।—পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ বাষ্প নিঃসবণ—বিশেষতঃ মলত্যাগের পূর্ব্বে (প্ল্যাণ্ট্যা:)। মল,—কোমল, কপিশবর্ণ, অম্লগন্ধ, উৎসেচনযুক্ত (আর্স· জেল্ ইপিক্: প্ল্যাণ্ট: হৃউম: স্যাবাড:), চিক্কণ পদার্থ মিশ্রিত, অজীর্ণ, সন্ধ্যাব সময় বৃদ্ধি, উদ্ভেদ অববোধ জনিত উদরাময়। মলত্যাগ কালে মলান্ত্রভ্রংশ (ব্রাই: ক্যান্থা ক্রোটন্: পডো সল্ফ:), মলান্ত্র বহির্গত হইবার পর মলদ্বাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সুতবাং উহা সহজে স্বস্থানে পুনঃ স্থাপন করা যায় না (দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিলে বহিঃস্থত মলান্ত্র ফুলিয়া যায় এবং সহজে পুনঃ প্রবিষ্ট করা যায় না= রীউটা:)। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও সময়ে মলদ্বাব সড়্সড়্ করে,—যেন কৃমীজনিত লক্ষণ উৎপন্ন করে ; মলকাঠিন্য,—মল গাঢ় কপিশবর্ণ, কঠিন গুটিলাময়, অত্যন্ত অধিক অথচ যন্ত্রণাবহিত কুন্থন সংযুক্ত। বিদারিত মলদ্বার (অ্যাগ্নাস্: কষ্টি. সীপা: কণ্ডিউর‍্যাং: অ্যা-নাই· পিয়োনী: র‍্যাটান্: সিপী:)। গর্ভাবস্থায় উদরাময়সহ মলান্ত্রভ্রংশ।

প্রস্রাব।—বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা=বার্বা) এবং যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (হ্রাস:—দক্ষিণ বৃক্কক মধ্যে (বার্বা:)। প্রাতে এবং অপরাহ্নে বহুল পরিমাণে ফিকা প্রস্রাব হইয়া থাকে। মূত্রসঞ্চয় ক্রিয়ার হ্রাস। প্রস্রাব আবিল এবং লাল তলানি সমন্বিত (স্যাট-সল্ফ: সোরিন্. সেলিন্· সিপী·)। মূত্রস্থলী মধ্যে গ্রহাকর্ষণবৎ খালধরা বেদনা সহ রক্তমূত্র (এপীস· ক্যান্থা· ক্যাক্টি: ক্যাল্কে. হ্যামা· মার্ক: কর্: পল্সে· টেরিব:)। প্রমেহাধিকারে প্রস্রাবান্তে কয়েক বিন্দু শোণিতপাত হয় (কিম্যাফি-আম্বেল মার্ক: —শেষ কয়েক বিন্দু প্রস্রাব শোণিত মিশ্রিত= হিপ:)। প্রস্রাবেব শেষভাগে মূত্রনালী মুখে পিপীলিকাদি দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা বা জ্বালা অনুভূতি।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রবল লিঙ্গোদ্রেক (অ্যাসিড-পাই: অ্যানাক্: ক্লিম্যাট: ক্যানাব-ইন্: গ্র্যাফ: প্লাম্:) এবং অত্যন্ত কামোদ্দীপনা (ক্যান্থা: লাই: লিসিন্: স্যাবাই:)। শিশ্ন মধ্যে বিদারণ, চিড়িকমারন এবং অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা। লিঙ্গমণির অগ্রভাগে বিদারণ জ্বালা (থুয়া: ফর্মি:), ও অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা। শিশ্ন উত্তপ্ত (য্যাকব্যাণ্ড: স্পঞ্জী:) এবং স্ফীত (ক্যানাব-স্যাট: সিন্নাবার: ক্যালী-আয়োড: মার্ক-কর্: সাইলি:)। অণ্ডকোষ স্ফীতি, কুচিকিৎসিত প্রমেহ রোগান্তে (ক্লিম্যাটি: মিডহ্বন্:)। মুষ্কের ব্যথা রহিত স্ফীতি ; সহসা অবরুদ্ধ

উপদংশের পর মুক্তে ব্যথাযুক্ত স্ফীতি (সিফিলিন্:)। লিঙ্গমণির মূলদেশ বহুল পরিমাণে শ্বেতবর্ণ লিঙ্গমল সঞ্চয় (কষ্টি: নক্স: সিপী:) শিশ্ন ও লিঙ্গমণির ঊর্দ্ধাংশে যেন সূক্ষ্ম সূচীবিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার অনুভব। প্রমেহ স্রাব জলবৎ শ্লেষ্মাবৎ (ন্যাট-মিউ: থুযা:) সমগ্র শিশ্ন ও বিপটত্বকের অভ্যন্তরে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং সড়সড়ি অনুভব; মূত্রনলীতে স্পর্শ পর্য্যন্ত অসহনীয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—অতি শীঘ্র প্রকাশশীল, স্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী; প্রদর ও মুখের স্নায়ুশূলসহ স্বল্পস্রাব। জরায়ু-ক্ষত=(অ্যালীউ: আর্ণি: ক্যাল্‌কে:) তন্মধ্যে উত্তেজনা জ্বালা ও সূচীবেধবৎ অনুভূতি; অণ্ডলালাবৎ, সময়ে সময়ে শোণিতাক্ত। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল প্রদর—ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় (বোভি: লীলি-টাইগ্:—কেবলমাত্র দিবাভাগে এইরূপ স্রাব থাকিলে=প্ল্যাট: দিবারাত্র সকল সময়েই এইরূপ স্রাব=ক্যাল্‌কে: ফস্: পাদচারণকালে ঐরূপ স্রাব=বোভি:) এবং ত্বকক্ষয়কারক (অ্যালীউ: বোভি: কলোফিল্: ক্যালী-আয়োড: ক্রিয়ো: অ্যা-নাই ফস্: সিপী: সাইলি: ভাইবার্ণ:)। গর্ভাবস্থায় মলতারল্য (এপীস্:—অতি প্রয়োজন না হইলে গর্ভাবস্থায় অপ্রযোজ্য; হায়ো: লাই: ফস্: অ্যা-ফস্: পল্‌সে:) এবং মলান্ত্রভ্রংশ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গসহ বায়ুনলী মধ্যে জ্বালা ও শুষ্কতা অনুভব। শ্বাসকৃচ্ছ্র,—যেন ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন বা উভয় পার্শ্বের আবরণীর সংমিলন সম্ভূত। মস্তক অবনত করিলে বক্ষঃস্থল যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি; গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত (ব্রাই: ক্যাল্‌কে: গ্লোনা: মার্ক: ফস্:)। শয়ন করিলে প্রবল কাসির উদ্রেক (ক্যাপ্স: কষ্টি: হায়ো: পল্‌সে:—শয়ন করিলে কাসির উপশম=ম্যাঙ্গে: ব্রাই:)। হুপকাসি বা আক্ষেপিক কাসি,—স্বরনলী হইতে বক্ষমধ্যে পর্য্যন্ত উত্তেজনা সম্ভূত; গয়ার প্রাতে পীতবর্ণ, গাঢ় আঠার ন্যায়—স্বাদ লবণাক্ত (লাই: পল্‌সে: ষ্ট্যান্:)—কিম্বা বহু পুরাতন প্রতিশ্যায়জাত শ্লেষ্মার ন্যায় পূতিময়। কাসির বৃদ্ধি=সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত, কিম্বা বক্ষগহ্বরের ঊর্দ্ধাংশে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব সহযোগে দিবারাত্র সমভাব; কোন উষ্ণদ্রব্য পান বা আহার করিলে যতক্ষণ না উহা বমন হইয়া যায় ততক্ষণ উপর্য্যুপরি কাসি হইতে থাকে (উষ্ণ জলাদি পানান্তে কাসি=ক্যাপ্স: ইগ্নে: ষ্ট্যান্:—উষ্ণ দ্রব্যাদি আহারান্তে কাসি—ব্যারাই: ক্যালী-কার্ব: লরো: পল্‌সে:—কাসির পরে ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন=আর্স-আ: ককাস্-ক্যাক্টি: ফের্: হিপ: হায়ো: ইপিক্: ল্যাকে:)। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা, বৃদ্ধি=দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে (দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণান্তে বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা=ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: ফস্:)। পৃষ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে থালধরার ন্যায় দৃঢ়াবদ্ধভাব।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাপৃষ্ঠের ও গ্রীবার পেশীর আড়ষ্টতা ও ব্যথা। গলদেশ ও কণ্ঠনলীর দক্ষিণ পার্শ্বে আড়ষ্টভাব, গ্রীবা সঞ্চালনে বৃদ্ধি বোধ। অংসফলকোপরিস্থিত পেশী মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা; ঐ পেশী সকল টান ও স্ফীত বোধ হয় এবং বাহু সঞ্চালনে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। স্কন্ধসন্ধি যেন ছিঁড়িয়া যাইবে এইরূপ বেদনা (ব্রাই:)। দক্ষিণ স্কন্ধ বা

বগলের মধ্যে ত্বকক্ষয়বৎ অনুভূতি। দক্ষিণ হস্ত শীতল এবং বাম হস্ত উত্তাপযুক্ত, কিম্বা উভয় হস্তই শীতল (এক হস্ত শীতল অন্যটী উষ্ণ = সিঙ্কো: ডিজি: ইপিকৃ: পল্‌সে:— প্রথমে দক্ষিণ হস্ত শীতল হয়, পরে বাম হস্ত = মিডহ্বন্:— দক্ষিণ পদ হিমবৎ শীতল এবং বাম পদ স্বাভাবিক উত্তাপযুক্ত = চেলিড:)। মেরুচঞ্চু অস্থি মধ্যে পতন জনিত ব্যথা। দক্ষিণ হস্ত কম্পিত হইতে থাকে (অ্যানাক্:—বাম হস্ত = ক্যাক্-ক্যান: লিসিন:)। 'হস্তের অঙ্গুল্যগ্র সকল অবশ,—কোন দ্রব্য ধারণ করিতে পারে না (দ্রব্যাদি অঙ্গুলি দ্বারা তুলিতে পারে কিন্তু দৃঢ় রূপে ধরিতে পারে না = ফস্:)। হস্তদ্বয় অবশ হইয়া যায় (কবীউ: লাই:)। উরুশিখর ও কুচকী প্রদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত ঈষৎ চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা অনুভব। পাদচারণকালে দক্ষিণ কুচকী-সন্ধি যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয়। টকশিখরে বেদনা,— আক্রান্ত পদ ক্ষুদ্র হইয়া যায়। প্রাতে শয্যাত্যাগকালে জানুসন্ধি কট্‌মট করিতে থাকে (পদ সঞ্চালনকালে জানু স্ফুটন = ক্যামো: ককীউ: পডো:)। আকর্ষণবৎ বেদনা এবং বাহ্যতঃ শীতল বোধ হইলেও উরু প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ মধ্যে উত্তাপানুভূতি; নির্ম্মল বায় সংস্পর্শে আরাম বোধ হয়।' পদ ও চরণদ্বয় অবশ বা অসাড় হইয়া যায় (ক্যাল্কে-ফস্: ক্যান্সী-কার্ব: ল্যাক্-ক্যান্: লাই: মার্ক-কর: ন্যাট-মিউ: নক্স: ওপী: হ্রাস: জিঙ্কাম.)। দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (র‍্যানান্: স্কি)। দীর্ঘাস্থির আবরক পর্দা মধ্যে (অ্যাঙ্গাস:),—বিশেষতঃ জঙ্ঘার সম্মুখাস্থিবেষ্ট মধ্যে বেদনা (মার্ক ফস্ইটো:); রাত্রে শয্যায় শায়িতাবস্থায় বেদনাধিক্য, অসহনীয় ব্যথা এবং ঈষন্মাত্র স্পর্শ সহ্য হয় না; জলীয় বায়ুতে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়,— (উপদংশজ বাতরোগাধিকারে—অরাম্: ও ক্যান্সী-আয়োডেটাম:)। পাদদ্বয়ের ডিমের মধ্যে অনমনীয় স্ফীতি জন্মান।

স্নার্ব্বাঙ্গিক।—দন্ত বা মুখমণ্ডলে তীব্র স্নায়ুশূল, বিশেষতঃ যদি বেদনা বাম পার্শ্বের অস্থিমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া আকর্ণ সংক্রামিত হয়; দন্তমধ্যে রাত্রিকালে স্নায়ুশূল। মুখে নিরন্তর লালা সঞ্চয়। প্রস্রাবের উপর সরের ন্যায় পদার্থ ভাসে। বাতশ্লেষ্মাজ্বর সুলভ পেশীর স্পন্দন (অ্যাগার: বেল্: ক্যাম্ফো: জেল: হায়ো: লরো: মস্কাস্. ওপী: হ্রাস: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট-ভির্: জিঙ্ক:)। পেশী মধ্যে যেন অগ্নিশলাকা ধাবিত হইতেছে ইত্যাকার অনুভব। নলাকার অস্থির প্রদাহ ও স্ফীতি। পারদ অপব্যবহারপরবর্ত্তী অস্থিক্ষয়; দেহ ভার ও শিথিল কিম্বা অত্যন্ত লঘু বোধ। শিশুদিগের গ্রীবা, হস্ত ও পদ শীর্ণ হইয়া আইসে এবং উদর বৃহৎ হইতে থাকে। শীতল বায়ু অসহনীয়। প্রাতে শীতল জল স্পর্শকাতরতা। সন্ধি-মধ্যে শিথিলতানুভূতি, যেন সন্ধির বল নাই। রাত্রিকালে বেদনাদি ঊর্দ্ধাঙ্গ হইতে নিম্নাভিমুখে এবং দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামপার্শ্বে সঞ্চারিত হয়।

ত্বক।—গাত্রত্বকের কর্কশ, ও রুক্ষভাব ও শল্কপাত বা ছাল উঠা (আর্স লিথীয়া-কার্ব: ফল্: সোরিন্: সলফ: অ্যা-নাই:)। করতলের চামড়া উঠিতে থাকে। অত্যধিক গাত্র-কণ্ডুয়ন,— স্পর্শ করিলে বা শয্যায় শয়নকালে বৃদ্ধি; কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা ও স্থানান্তরে কণ্ডুয়ন আবির্ভাব। পামাকচ্ছু (আর্স: ক্যাল্কে: অ্যা-কার্ব্বল্: ক্রোটন্: ডালক্যা: গ্র্যাফ: হিপ: পেট্রোল্: লাই: সোরিন্:

ভিন্কা-মাইঃ হ্রাস-ভেন্: ভায়োলা-ট্রাই: থুয়া:),—অসহনীয় কণ্ডুতিজনক এবং অপর্য্যাপ্ত রসস্রাব-শীল। হস্তাঙ্গুলির সন্ধিতে ক্ষতজনক উদ্ভেদ,—উহা রাত্রে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উদ্রেক করে। বক্ষ, বাহু এবং উরুর উপরে কপিশবর্ণ হামের মত উদ্গম (ক্যামো: কর্ণাস: ক্যালী-মিউ: ন্যাট-মিউ:)। রসগুটি ফাটিয়া কপিশাভ চিপিটিকায় পরিণত হয়। বার্দ্ধক্য-সুলভ গাত্রকণ্ডুয়ন—অসহনীয় (আর্স: ব্যারাই. সল্ফ:)। ক্ষতাদির চতুর্দ্দিকস্থ আরক্তিম অংশ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত, এবং সামান্য কণ্ডুয়নান্তে উহা হইতে শোণিতপাত হয়; রাত্রে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়; চিপিটিকা বা ছালের নীচে পূয সঞ্চিত হইয়া থাকে; ক্ষতের চতুষ্পার্শ্বে জ্বালা-জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগুটি বাহির হয়। দদ্রুমেখলা, রোগান্তে স্নায়ুশূল ও জ্বালা। পৃষ্ঠ, বক্ষ, উরু এবং কর্পূরত্বকের উপর মৎস্যের আঁইসের ন্যায় শল্ক উৎপন্ন হয়। ক্ষতাদির চতুর্দ্দিকে রসগুটি উদ্গত হইয়া যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে (হিপ:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—এতজ্জনিত জ্বরাদি প্রায়ই স্বল্পবিরাম বা বাতশ্লেষ্মা-জ্বরে পরিণত হয় এবং শীতকালে যে সকল জ্বর বহুব্যাপীরূপে আবির্ভূত হয়,—তাহাতে ইহা বিশেষ ফলদায়ক হওয়া সম্ভব। শীতাবস্থায়,—মুখবিবরের পশ্চাদংশে শুষ্কতা এবং সম্মুখাংশে লালাধিক্য সহ তৃষ্ণা। শয্যাত্যাগ করিলে শীতার্ত্ততা এবং শয্যায় শয়নকালে উত্তাপাধিক্য। বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব বশতঃ রোগী হাঁপাইতে থাকে (যেন রোগীর শ্বাসরোধোপক্রম হইতেছে =এপীস:)। এক একটী অঙ্গে এক এক সময়ে শীত বোধ হয়,—যেন সেই সেই অঙ্গে জল ঢালিয়া দিতেছে,—বিশেষতঃ বাহু, উদর, নিতম্ব ও চরণদ্বয়ে; এবং পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন; সমগ্র দেহে শীতাধিক্য বোধ,—হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল এবং নখ সকল নীলিমান্বিত প্রতীয়মান হয়; ৩৬ ঘণ্টা যাবৎ অত্যন্ত শীতার্ত্ততা,—প্রবল তৃষ্ণা,—অথচ রোগী উত্তাপ চাহে না কিম্বা বায়ু সংস্পর্শে ভীত হয় না এবং শীতের পর উত্তাপও আবির্ভূত হয় না (শীত ২৪ ঘণ্টা যাবৎ = অ্যারেনীয়া-ডায়া:—১২ ঘণ্টা = ক্যাম্ফা:—ডাঃ এইচ: সি: অ্যালেন্)। শীতের উপশম = উত্তাপ সংস্পর্শে (আর্স: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব ল্যাকে স্যাবাড:—জলপানান্তে শীতের উপশম = কষ্টি: গ্র্যাফ: ইপিক্:—শয্যার উত্তাপে শীতের উপশম = ক্যালী-আয়োড:)। উত্তাপাবস্থা,—গাত্রত্বক শীতল অথচ দেহের অভ্যন্তরে জ্বালা (ক্যাল্কে: ইগ্নে:—আভ্যন্তরিক জ্বালা অথচ বাহ্যতঃ আরক্তিমা দৃষ্ট হয় না = হায়ো:)। বাম পার্শ্বগত উত্তাপ (হ্রাস:—দক্ষিণ পার্শ্বগত উত্তাপ = অ্যালীউ· মিনীয়্যান্. পল্সে:—উর্দ্ধাঙ্গগত উত্তাপ = অ্যানাক্: পল্সে:)। শীতের পর প্রচণ্ড উত্তাপ ও নিদ্রাবেশ,—নিদ্রিতাবস্থাতেই স্বেদোদ্গম হয়,—শীতল ঘর্ম্মে রোগীর দেহ আপ্লুত হইয়া উঠে (উত্তাপের চরমাবস্থায় রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইতে থাকে = পডো·—নিদ্রিতাবস্থায় স্বেদোদ্গম = ওপী: পডো: পল্সে: হ্রাস: সল্ফ:)।

নিদ্রা।—দুর্ব্বলতা বশতঃ অত্যন্ত নিদ্রালুতা। মুখের তীব্র বেদনা বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। দ্বিপ্রহর রাত্রে রোগী জীবন্ত স্বপ্ন দেখিয়া কিম্বা বুকচাপ বা গলরোধোপক্রম বশতঃ জাগিয়া উঠে; নিদ্রাভঙ্গান্তে যন্ত্রণার বৃদ্ধি (ল্যাকে:) হয়।

বৃদ্ধি।—শৈত্য, আর্দ্রতা, শীতল বায়ু, হঠাৎ বায়ুর পরিবর্ত্তন, উত্তাপ এবং উষ্ণ খাদ্যাদিতে; স্পর্শ করিলে বা মর্দ্দন করিলে; দেহ সঞ্চালনে; শয়নান্তে।

উপশম।—মুখমধ্যে শীতল বায়ু টানিয়া লইলে, মস্তক অবনত করিলে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিলে এবং অগ্ন্যাধারের বিকীর্ণ উত্তাপে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—অ্যাকোন্: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: (শিরঃপীড়া) ক্যাম্ফো: ক্যালী-আয়োড: মার্ক: নক্স: অ্যা-নাই: ফস্: হ্রাস: ভিনিগার: (সির্কাম্ল)

অনুকূল সম্বন্ধ।—বেল: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: ইগ্নে: লাই: মার্ক: নক্স: পল্‌সে: হ্রাস: সিপী: সাইলি: সল্‌ফ:।

সদৃশ।—অ্যানাক্: গুয়ায়েক: ফাইটো: হ্রাস: স্পাই: থুযা: অ্যাঙ্গাস: মার্ক:।

তুলনীয়।—চক্ষুর স্নায়ুশূল—স্পাইজি:। মলান্ত্রের সঙ্কোচন—ল্যাকেলিস্:। পামা—হ্রাস-টক্স: আনাকা:। অঙ্গুলিতে ক্ষত—বোরাক্স:। গলমধ্যে বিবমিষা—সাইক্লা: ফস্-অ্যাসিড:। অস্থিতে বেদনা—অ্যাঙ্গাস:। দাঁতে পোকা—ক্রিয়োজোণ্ট:। বাত—হ্রাস-টক্স: আনাকা: ইত্যাদি।

শক্তি।—নিম্নক্রম হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। সাধারণতঃ ৬ষ্ঠ শততমিক পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ হইতে ৬০ দিন।

মিলিফোলীয়াম্

(MILLEFOLIUM).

প্রস্তুতি।—"অ্যারো" নামক তাজা গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; কর্কটিয়া ক্ষত; মৃৎপাণ্ডু; ক্ষয়কাস বা যক্ষ্মা; দন্তোদ্ভেদ কালের পীড়া; অতিসার; বাধক; অসাড়ে শয্যায় মূত্রত্যাগ; মৃগী; অশ্রুস্রাবান্তে নালী; রক্ত বমন; রক্তমূত্র; রক্তোৎকাস; রক্তস্রাব; ব্যাধিশঙ্কা; মূর্চ্ছা বায়ু; শিশুকালে শ্বেতপ্রদর; প্রসবান্তিক স্রাবাধিক্য; প্রসবান্তিক স্রাব-রোধ; স্তন্যাভাব; চুচুক ক্ষত; নাক দিয়া রক্তস্রাব; সূতিকাক্ষেপ; বন্ধ্যাত্ব; মাষক দোষ; ধনুষ্টঙ্কার; শিরাস্ফীতি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—আঘাত বা পতনাদি সম্ভূত শোণিতপাত নিবারণ ক্ষমতার জন্য ইউরোপখণ্ডে ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ। সুস্থদেহে পরীক্ষা দ্বারা ইহার আরও কতকগুলিন শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তন্মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি প্রধান (১) শিরোঘূর্ণন,—ধীরে ধীরে পাদচারণকালে; কিন্তু অধিক পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে

অনুভূত হয় না। (২) ফুস্‌ফুস, বায়ুনলী, স্বরনলী, মুখবিবর, নাসিকা, পাকস্থলী, মূত্রস্থলী, মলান্ত্র এবং জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব,—শোণিত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং তরল,—আঘাত, পতন বা নূতন ক্ষতাদি সম্ভূত, এবং যন্ত্রণাবিহত। (৩) অস্ত্রাঘাত বা পতন জনিত ক্ষতাদি হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব। (৪) রক্তকাস,—আঘাতাদি সম্ভূত কিম্বা যক্ষ্মাকাসের সূচনাবস্থায়, কিম্বা অর্শরোগীদিগের, অথবা ধমন্যাদি বিদারণ সম্ভূত। (৫) প্রসব বা গর্ভস্রাবান্তে অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রমের পর নাসিকা, ফুস্‌ফুস্, জরায়ু প্রভৃতি হইতে যন্ত্রণারহিত শোণিতস্রাব। প্রসবান্তিক শোণিতস্রাব। (৬) আর্ত্তব,—অতি-শীঘ্র-প্রকাশশীল, স্রাব অপর্য্যাপ্ত, দীর্ঘকাল স্থায়ী, আর্ত্তব রোধ সম্ভূত অন্ত্রশূল। (৭) বালিকাদিগের প্রদর,—পৈশিক শিথিলতাসম্ভূত। (৮) কাসি, তৎসহ উজ্জ্বল শোণিত নির্গমন; প্রতিরুদ্ধ রজঃ বা অর্শ সম্ভূত পীড়া তৎসহ বক্ষ মধ্যে চাপ বোধ ও হৃদ্‌স্পন্দন, কোন উচ্চ স্থান হইতে পতন বা ভয়ানক পরিশ্রম বশতঃ প্রত্যহ বেলা ৪ টার সময় শোণিত উত্থিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রচণ্ড ক্রোধ (স হর্কাউ. হায়োঃ নক্স:)। সন্ধ্যার সময় শিরোমধ্যে জড়তাবোধ বশতঃ রোগী যে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না, বা কি করিতে যাইতেছিল মনে থাকে না (ক্যানাব্-স্যাট. অ্যা-কার্ব্বল. কর্ডাইয়াস-মে: চেলিড: ম্যাস্কি:), তাহার সর্ব্বদা মনে হয় যেন সে কি ভুলিয়া গিয়াছে (আয়োড:=প্রসবান্তিক শোণিতস্রাবাধিকারে কি বলিতে যাইতেছিল ভুলিয়া যায়=ক্যানাব-স্যাট:)। উদরোদ্ধ প্রদেশে বেদনা অধিকারে উত্তেজিত ভাব। হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনা বশতঃ উদ্বেগ (স্পঞ্জা: নাযা: স্পাই:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—দক্ষিণ পার্শ্বে এবং পশ্চাদিকে পড়িয়া যায় (দক্ষিণ পার্শ্বে= ক্যাম্ফো. ইউপেট-পার্পী: সাইলি:—পশ্চাদ্দিকে=কার্ব্বো-অ্যান্.—পশ্চাদ্দিকে পতনোপক্রম= ক্যাল্‌কে: কষ্ট সাইলি: স্পঞ্জা),—ধীরে ধীরে দেহ সঞ্চালন বা পাদচারণকালে (বেল: কার্ব্বো-ভেজি: কোণা: ক্যালী-কার্ব. অ্যা-মিউ: স্যাট-মিউ: নক্স মস: নক্স-ভম পেট্রোল: ভায়োলা-ট্রাই:) —অধিক পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে কিছুই অনুভূত হয় না; হেঁট হইলে মাথা ঘোরে ও (শয়নকালে নহে) বিবমিষার উদ্রেক হয়। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য,—সন্ধ্যার সময়ে মস্তক অবনত করিলে; রাত্রে বোধ হয় যেন বক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রবল বায়ু-প্রবাহের ন্যায় শোণিতের প্রবাহ মস্তকাভিমুখে উত্থিত হইতেছে,তৎসহ নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব। মস্তক ও মুখমণ্ডলের ধমনী মধ্যে স্পন্দন দপদপানি (মিলিলোটাস)। মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর মস্তক ভারবোধ। ব্রহ্মতালুদেশে স্থূল বা অতীব্র বেদনা। বোধ হয় যেন দেহের সমস্ত শোণিত মস্তকাভিমুখে ধাবিত হইতেছে (অ্যামিল: ক্যাল্‌কে: ফেরাম-সল্‌ফ: গ্লোন্:)। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্ব বোধ হয় যেন স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে (সমগ্র মস্তক যেন স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ=কর্কাউ: কলো: গ্লোন্: হ্রাস:)। অর্দ্ধাবভেদক বা এক কপালে মাথা ব্যথা, প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—অত্যধিক যন্ত্রণা বশতঃ রোগী খাটের পায়ার উপর বা প্রাচীর গাত্রে মস্তকাঘাত করিতে থাকে; অক্ষিপুট

ও ললাটদেশীয় পেশী সকল স্পন্দিত হইতে থাকে। শিরোবেদনা—বৃদ্ধি=মস্তক অবনত করিলে (বেল্‌· ক্যাল্‌কে: গ্লোন্‌: হেলিবো: ইগ্নে: পল্‌সে: সিপী: সাইলি: স্পাই:) এবং নিদ্রাভঙ্গান্তে (অ্যাসিড-বেন্‌: নক্স-ভম: সল্‌ফ:)।

চক্ষু।—চক্ষু সমক্ষে কুয়াসার মত আবির্ভাব (অ্যাগার্‌: অ্যামোনীয়্যাক্‌: আর্জেণ্ট-নাই: কাইক্সা: কষ্টি: জেল্‌: গ্লোন্‌: গ্রাফ: পেট্রোল্‌: র‍্যান্যান:); নিতান্ত চক্ষুর নিকটে নহে,—একটু দূরে (রীউটা:)। চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল, জ্যোতিঃবিশিষ্ট (ইথীউ· অ্যামিগ্‌: বেল্‌ জেল্‌: ষ্ট্র্যামো: জ্বরাধিকারে জেল্‌:—ফুস্‌ফুসের—লাই:)। চক্ষু হইতে নাসামূল ও শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত প্রদেশ যেন ভিতর দিকে নিষ্পিষ্ট বা বিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার অনুভব। চক্ষু মধ্যে যেন অত্যধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চিত হইয়াছে এইরূপ অনুমিতি। অশ্রুস্রাবান্তে নালিক্ষত বা অপর্য্যাপ্ত অশ্রু ও শ্লেষ্মাদি স্রাব (এপীস্‌: অরাম-মিউ: ব্রোম্‌· ক্যাল্‌কে: অ্যা-ফ্লু: লাই: অ্যা-নাই: ন্যাট্‌-মিউ: পেট্রোল্‌· পল্‌সে: সাইলি: সল্‌ফ:)।

কর্ণ।—বাম কর্ণের নিকট শব্দ করিলে রোগী ভয়ে চমকাইয়া উঠে; পরে হাস্য করিলে বোধ হয় যেন কর্ণ হইতে শীতল বায়ু নির্গত হইতেছে। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বোধ হয় যেন কর্ণদ্বয় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব। মস্তক ও বক্ষ মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য ও নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব। চক্ষু হইতে নাসামূল পর্য্যন্ত যেন বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ,—যেন মস্তকে শোণিত উত্থিত হইতেছে। আভ্যন্তরিক উত্তাপরাহিত্য অথচ মুখমণ্ডলে রক্তিমা আবির্ভাব। মুখমণ্ডল হইতে শঙ্খদেশে বা রগে পর্য্যন্ত উৎপাটনবৎ বেদনা, নিম্ন হনুর দক্ষিণ হইতে পার্শ্ব কর্ণ এবং তথা হইতে দন্ত পর্য্যন্ত উৎপাটনবৎ বেদনাযুক্ত; মুখের নানা প্রকার ভঙ্গিমা।

মুখবিবর।—মাড়ী ক্ষত। পূতিময় মুখক্ষত এবং ক্ষতযুক্ত মাড়ী। বাতাশ্রিত দন্তশূল তৎসহ রুগ্ন মাড়ী, মুখ শুষ্ক ও তৃষ্ণা। আলজিহ্বা শিথিল হইয়া পড়ে। অবসাদক সর্দ্দি, কণ্ঠ মধ্যে রুক্ষভাব। কণ্ঠনালীর ত্বকক্ষয়; গলাধঃকরণকালে কণ্ঠনালী দ্বারের বাম পার্শ্বে ব্যথা বোধ (ইগ্নে: ল্যাকে: সাইলি: ষ্ট্রন:)।

পাকস্থলী।—পাকস্থলী মধ্যে যন্ত্রণাজনক চর্ব্বণবৎ বা শলাকাবেধবৎ বেদনা,—যেন কত ক্ষুধা পাইয়াছে (সিনা: আহারান্তে ক্ষণিক উপশম বোধ হয় কিন্তু অনতিবিলম্বে ঐ যন্ত্রণার পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে),—পাকাশয়িক কর্কট রোগাধিকারে। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে পাকস্থলী শূন্য বোধ হয় (ইস্কীউ-হিপ্‌: ওপী:)। পাকাশয় মধ্যে থালধরার ন্যায় বেদনা এবং বোধ হয় যেন কোন জলীয় পদার্থ পাকস্থলী হইতে অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মলদ্বারাভিমুখে যাইতেছে। বসন্ত গুটীর অনুদ্গম বা অবরোধ বশতঃ বা সংযুক্ত মসূরিকা রোগান্তে পাকস্থলী মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা। পাকাশয় হইতে বক্ষ গহ্বর পর্য্যন্ত জ্বালা (ওপী-অ্যানিম: ফস্‌:)। কাসিতে কাসিতে বমন করে।

অন্ত্রাশয়াদি।—দ্বাদশ পর্শুকাগ্রস্থির উপাস্থির নিকটবর্ত্তী যকৃৎপ্রদেশে বেদনা।

আর্ত্তবস্রাব কালে অন্ত্রশূল। তীব্র শূলবেদনা ও শোণিতময় মলতারল্য,—গর্ভাবস্থায়। উদর আধ্মানবায়ুপূর্ণ শোণিতস্রাবশীল অর্শ; অন্ত্রাদি হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিত স্রাব। উদরাময়,—মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরমধ্যে যেন জলীয় পদার্থ নড়িতেছে এইরূপ শব্দ হইয়া বহুল পরিমাণে ঘোর লাল বর্ণের মল নির্গত হয়; ক্রমশঃ কাল ও দুর্গন্ধময় এবং শোণিত-লাঞ্ছিত মল নির্গত হইতে থাকে। বহুব্যাপক আমরক্ত রোগের সময় কুন্থন সহযোগে রক্তাক্ত আমময় মল ও দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যধিক পরিশ্রম বশতঃ জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব। আর্ত্তব,—অতি শীঘ্র প্রকাশ হয়; স্রাব অপর্য্যাপ্ত, দীর্ঘকাল স্থায়ী; আর্ত্তবরোধ ও অন্ত্রশূল। পেশীর শৈথিল্য বশতঃ বালিকাদিগের প্রদর (ক্যাল্কে:)। আর্ত্তবরোধ সম্ভূত অপস্মার। অপর্য্যাপ্ত রজোস্রাব বশতঃ বন্ধ্যাত্ব। গর্ভস্রাবপ্রবণতা। জরায়ু হইতে গর্ভস্রাবান্তে বা প্রসবান্তিক শোণিত স্রাব। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব রোধ বশতঃ প্রবল জ্বর, স্তন্যরাহিত্য বা ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ—হস্তপদাদি আক্ষিপ্ত এবং ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে (অ্যাকো: কলো: অ্যা-কার্ব্বল: হায়ো: ওপী:)। ক্ষতযুক্ত স্তনবৃন্ত (আর্নি: ব্যাপ্টি: কষ্টি: অ্যা-ফ্লু: গ্র্যাফ: হ্যামা: সিপী:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—কাসিলে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত উত্থিত হয় (অ্যাকো: ইপিক:); রজোরোধ (ফেরাম: পল্সে: সিনিসীও স্যাঙ্গিউইন্: ভেরেট: ককাস:) বা অর্শাধিকারে (অর্শস্রাব রোধ বশতঃ=নক্স-ভম্:); বক্ষমধ্যে চাপবোধ ও তৎসহ হৃৎকম্প (ইপিক্: ডিজি:); কোন উচ্চস্থান হইতে পতন, অত্যধিক পরিশ্রম বা কোন প্রকার যন্ত্রের আঘাত (আর্নি: কোল্চি: ইপিক্:) বা অন্য কোন কারণে ধমন্যাদির বিদারণ সম্ভূত; প্রত্যহ বেলা ৪টার সময় শোণিত উত্থিত হয় (লাইকোপোড:)। যন্ত্রণারহিত শোণিত ক্ষয়,—প্রসব বেদনা বা গর্ভস্রাবান্তে কিম্বা গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা হয় এইরূপ অবস্থায় (যদি শোণিত উজ্জ্বল লালবর্ণ হয় এবং হস্তপদাদির সন্ধিমধ্যে বেদনা বর্ত্তমান না থাকে)। রক্তকাস, ফুস্ফুস্ হইতে আঘাত বা পতনাদির পর শোণিত স্রাব) আর্নি: কোল্চি: ইপিক্:); যক্ষ্মাকাসের সূচনা অবস্থায়। পৈশিক শৈথিল্য বশতঃ ফুসফুস হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মাস্রাব। কাসির সহিত পুনঃ পুনঃ শোণিত নির্গমন ও বক্ষ মধ্যে চাপবোধ; ফুস্ফুস্ মধ্যে বিদ্ধকরণ বা শূলবেধবৎ যন্ত্রণা ও ব্যথা বোধ, অংসফলকতলে বেদনার আধিক্য—ফুস্ফুসের যক্ষ্মাধিকারে; ফুস্ফুস্ মধ্যে বুদ্বুদ উঠিয়া যেন উষ্ণ শোণিত উত্থিত হইতেছে এইরূপ অনুভব জন্মায়; এবং একরূপ বিনা কাসিতেই শোণিত বহির্গত হইয়া থাকে (শোণিত বহির্গত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিতের বুদ্বুদ উঠিতে থাকে=ইপিক্:)। অত্যধিক হৃদস্পন্দন ও শোণিতাক্ত গয়ার। কাসির সহিত শোণিত নির্গমন বশতঃ দেহের সমস্ত শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে।

প্রত্যঙ্গাদি।—দণ্ডায়মান অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসকালে বাম অংসফলক মধ্যে যেন সূচী বা পিন বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভব। বাম বাহু যখন তখন অবশ হইয়া যায়। হস্তদ্বয়ে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ। দক্ষিণ পদের গুল্ফপশ্চাতস্থিত সুদৃঢ় কণ্ডার মধ্যে যেন প্রস্তর বা ঘুষ্ট

হইয়াছে এইরূপ বেদনা। পদদ্বয় অবশ হইয়া যায়, প্রথমে বাম পদ, পরে দক্ষিণ। সন্ধি ও প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা। হস্তপদাদিতে ছেদন, আকর্ষণ বা উৎপাটনবৎ বেদনা। হস্তপদাদির পক্ষাঘাত ও সঙ্কোচন (গুয়ায়েক্‌: ক্যালী-আয়োড:)। দন্তোদ্গমকালে বা প্রসবান্তে ধনুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ (প্ল্যাট:— প্রসববেদনার সময় = সাইকীউ: হায়ো: ক্যালী-ব্রোম্‌: প্ল্যাট:)। আর্ত্তবরোধ বশতঃ মৃগীর আক্ষেপ = পল্‌সে:)। আঘাত জনিত ক্ষতাদি হইতে অত্যধিক পরিমাণে শোণিত নির্গত হইয়া থাকে (আর্ণি: হ্যামা:)। অতি গুরু দ্রব্যাদি উত্তোলন বা অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রম সম্ভূত পীড়াদি। নিদ্রিতাবস্থায় বক্ষ লইতে মস্তক পর্য্যন্ত শোণিতপূর্ণ হইয়া উঠে;—যেন বক্ষ হইতে একটী স্রোত উত্থিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। অনেক রাত্রে নিদ্রা হয় এবং প্রাতে গাত্রোত্থান কালে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ত্বকাদি।—বাম বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি মধ্যে বেদনাধিকারে শীত বোধ; বাম বৃক্ক মধ্যে বেদনার পরে পাঁচ হইতে আট দিবস যাবত রক্ত প্রস্রাব হয়। পাঁচড়া বা কচ্ছুর অবরোধ বশতঃ জ্বরাবির্ভাব (শিশুদিগের নৈশ জ্বর = বেল্‌:)। গর্ভবতী রমণীর ব্যথাজনক শিরাস্ফীতি আর্ণি: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: ফেব: অ্যা-ফ্লু গ্রাফ. হ্যামা: নক্স-ভম্‌: পল্‌সে:)। কর্কটীয়া ক্ষত; মসূরিকার অবরোধ জনিত পাকাশয়িক বেদনা। সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য মটবাকৃতি রসগুটীর উদ্গম (বার্বা: মার্ক:),—গুটী সকল কপিশাভ গোলাপী বর্ণ,—সাত ঘণ্টার পর ঘোর বেগুনী বর্ণ ধারণ করে এবং উহা হইতে অসহনীয় দুর্গন্ধযুক্ত রস নির্গলিত হয়; চার দিবসে শুষ্ক হইয়া যায় কিন্তু দাগ থাকে। মূত্রস্থলী মধ্যে অশ্মরী বা পাথরী সঞ্চয়; অস্ত্র সাহায্যে ঐ অশ্মরী নিঃসারণ জনিত ক্ষত।

বৃদ্ধি।—মস্তক অবনত করিলে, সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে, অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রমে; উচ্চস্থান হইতে পতন, কফি পানে এবং শয়নান্তে (রক্তকাস)।

উপশম।—দিবাভাগে, অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রমে (শিরোঘূর্ণন); সুরাপানে, শয়নান্তে (বিবমিষা)।

বিপরীত সম্বন্ধ।—কফিয়া।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ইরেক্টাইটিস্‌: (নাসিকা, মুখ, অন্ত্রাশয়, বৃক্ক, জরায়ু এবং ফুস্‌ফুস হইতে শোণিতস্রাব এবং পদদ্বয়ে স্ফীতি); সিনিসীয়ো: (রক্তমূত্র); হ্যামা: ইপিক: টেরিব: প্ল্যাট: ইরিজি: (রক্তস্রাব); আষ্টি: হ্যামা: পল্‌সে: আর্ণি: অ্যাকোন্‌ স্যাঙ্গিউইন্‌: ভেরেট: কক্কাস্‌: বেলিস: ক্যালেণ্ডীউ.। শোণিতস্রাবাধিকারে ইহা আর্ণিকা ও অ্যাকোনাইটামের পরে বিশেষ উপযোগী। ব্রায়ো: আষ্টিলেগো: (রক্ত বমন)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ১২শ দশমিক ক্রম।

মিচেলা রিপেন্স

(MITCHELLA REPENS).

নামান্তর।—পক্ষি আদির ভক্ষণীয় মটর বিশেষ।

প্রস্তুতি।—তাজা গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রাধারের উত্তেজনা; বাধক; মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্র গ্রন্থিতে বেদনা; জরায়ু প্রদাহ।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রস্রাব যন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ই ইহার অধিকাংশ শক্তির পরিচায়ক; কারণ ঐ সকল স্থলেই ইহার বিশেষ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, যথা :—

আর্ত্তবাভাব, বিলম্বে রজঃ প্রকাশ, বাধক, অপর্য্যাপ্ত রজঃ, কৃত্রিম প্রসব বেদনা এবং জরায়ু দোষাশ্রিত মূত্রকৃচ্ছ্র, ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

প্রস্রাব।—বৃক্ক মধ্যে উত্তাপাধিক্য (আর্স: আয়োড: নক্স:) ও অনুগ্র বেদনা (অ্যা-বেন্: ইউপেট-পার্পী:)। মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ (স্ত্রীলোকদিগের = ইউপেট-পার্পী. হাইড্রোকোট:)। রমণীদিগের মূত্রনলী এবং মূত্রাশয় গ্রীবা স্ফীত ও উত্তেজনশীল (ইউপেট-পার্পী.)। প্রস্রাব অত্যন্ত লালবর্ণ এবং তাহাতে শ্বেত তলানি পড়ে (ক্যান্থা: সিঙ্কো: হিপ্: ক্রিয়ো. ম্যাগ-কার্ব: সার্সা: সিপী:)। মূত্রাশয়িক প্রতিশ্যায় বা মূত্রস্থলীর সর্দ্দি বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের; জরায়ু রোগ সংশ্লিষ্ট মূত্রকৃচ্ছ্র (এপীস)। কটি-বেদনা, বোধ হয় যেন বৃক্ক প্রদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু মধ্যে উত্তেজনা ও তীব্র বেদনা বোধ; জরায়ু গ্রীবা শোণিতসঞ্চয়াধিক্যযুক্ত ঘোর লালিমান্বিত এবং স্ফীত,—মূত্রাশয় গ্রীবা মধ্যে উত্তেজনা ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ সহযোগে (মূত্রাশয় গ্রীবার উগ্রতা সহযোগে জরায়ুগ্রীবা আরক্তিম এবং যোনিমধ্যে উত্তাপ ও কণ্ডুয়ন = হাইড্রোকোট:)—জরায়ুগ্রীবা মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, স্পর্শাসহনীয়তা ও জ্বালা (সিপী: অরাম-মিউ: ন্যাট:)। জরায়ু মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ও তন্মধ্য হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিতস্রাব এবং মূত্রকৃচ্ছ্র। দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষীণ প্রসববেদনা (কফী: ইউপেট-পার্পী: ক্যালী-কার্ব: ওপী: সিপী:)। প্রসব হইবার তিন মাস পূর্ব্ব হইতে সময়ে সময়ে কৃত্রিম প্রসব বেদনার আবির্ভাব হয় (অ্যাক্টীয়া-রেস: সিঙ্গাবায়ু: ডায়োস্কো: জেল্: নক্স-মস্: ওপী: পল্সে: ভাইবার্ণ:)।

তুলনীয়।—জরায়ু মুখের রক্তাধিক্যসহ মূত্রাধারের মুখের উত্তেজনায়—সিপিয়া:। যোনি মধ্যে উত্তাপ ও কণ্ডুয়নে—হাইড্রো-কোটাইল্:। জরায়ু মুখের ক্ষত—এপিস: ভেস্পা:।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—এপীস: অ্যাক্টীয়া-রেস: কলোফিল: হেলোন্: ইউপেট-পার্পী: হাইড্রোকোট: ইউভা-উর্সাই: সিপী: ভেস্পা:।

শক্তি।—মূল আরক ও প্রথম দশমিক ক্রম।

মর্ফিনাম্

(MORPHINUM, MORPHIA).

নামান্তর।—মর্ফিয়া, অহিফেনের উপক্ষার।

প্রস্তুতি।—মর্ফিয়া, অ্যাসিটেট অভ মর্ফিয়া, মর্ফিয়া মিউরিয়াটিকম্=বিচূর্ণ ও পরে তরল ক্রম। সমস্তগুলির পৃথক রূপে পরীক্ষিত লক্ষণ নাই সুতরাং লক্ষণাদি একত্রে সন্নিবেশিত হইল।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—তাণ্ডব; কোষ্টবদ্ধ; আক্ষেপ; চক্ষুর পীড়া; মাথাব্যথা; চোয়াল আটকান। বজ্রাঘাত বা আহত; স্নায়ুশূল; হৃৎকম্প; নিদ্রার বিকৃতি; চক্ষুর টেরা ভাব বা তীর্য্যক-দৃষ্টি; হনুস্তম্ভ; উদরাধ্মান; মাথ ঘোরা।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) মস্তকের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে শিরোঘূর্ণন। (২) শিরোবেদনা,—যেন মস্তক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। (৩) মস্তক অত্যন্ত ভার ও উত্তাপযুক্ত বোধ। (৪) তিমিব দৃষ্টি,—চতুর্দ্দিক তিমিরাবৃত বা অন্ধকার বোধ। (৫) নাসিকাভ্যন্তর ও নাসাগ্র অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। (৬) জিহ্বা অত্যন্ত পুরু বোধ। (৭) অত্যধিক রোদনপরায়ণতা,—ক্রন্দন ও অশ্রুমোচন বশতঃ চিকিৎসকের নিকট স্বীয় রোগ বর্ণনা করিতে পারে না। (৮) হঠাৎ মূর্চ্ছোপক্রম এবং উদ্বেগ,—রোগিণীর মনে হয় যেন তাহার মৃত্যু আসন্ন। (৯) চক্ষু মুদিত করিলে নানা প্রকার ভ্রমদর্শন। (১০) পুনঃ পুনঃ হরিদ্বর্ণ পদার্থ বমন। (১১) প্রত্যঙ্গাদির অত্যধিক চাঞ্চল্য ও চৈতন্যাধিক্য; পদদ্বয়ে এত চাঞ্চল্য বোধ হয় যে রোগীর মনে হয় যেন কেহ তাহার আক্রান্তপদ ধরিয়া রাখিলে ভাল হয়; পদ মধ্যে যেন অসংখ্য কীট বিচরণ করিতেছে এইরূপ অনুভূতি। (১২) হস্তপদাদির কম্পন, হঠাৎ আলোড়ন এবং আক্ষেপ,—এমন কি ধনুষ্টঙ্কার পর্য্যন্ত হইতে পারে। (১৩) স্নায়ুশূল,—যন্ত্রণাধিক্য বশতঃ ধনুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ। (১৪) অত্যন্ত নিদ্রালুতা; অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থা; নিদ্রা যাইতে যাইতে চমকিত হইয়া উঠে। (১৫) বজ্রাঘাত জনিত স্নায়বিক আক্ষেপাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত রোদনপরায়ণতা,—অত্যধিক রোদন ও অশ্রুপাত বশতঃ স্বীয় লক্ষণাদি বলিতে পারে না (পল্‌সে: ক্যালী-কার্ব:)। অত্যন্ত উদ্বেগ;—রোগিনীর মনে হয় তাহার মৃত্যুর

আর বিলম্ব নাই (অ্যাকোন্: কষ্টি: ক্রোকাস); চক্ষু মুদিত করিলেই নানা প্রকার ভ্রমদর্শন,—রোগিণীর মনে হয় যেন তাহার শয্যার পাদদেশে একজন পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; যেন তাহার গৃহ নানা বর্ণের শিশুদ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। রোগীর মনে হয় যেন সে বসিয়া ভিজিতেছে; নানা প্রকার মানবকণ্ঠধ্বনি শুনিতে পায়, নানা প্রকার গন্ধ পায় এবং তাহার বোধ হয় যেন সে স্বীয় দেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখিতেছে; যেন তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত লোকের আকার বৃদ্ধি হইতেছে (ক্ষুদ্র হইতেছে=প্ল্যাট:)। অত্যন্ত পরছিদ্রান্বেষী (হেলোন্: নক্স: প্ল্যাট: সল্ফ:)। স্বপ্নময় অবস্থা, যেন সকলই স্বপ্ন, কিছুই প্রকৃত নহে। (অ্যানাক্: ল্যাকে: নক্স-মস্: ভেরেট:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে (বেল্: মিডহ্বন্: মস্ক:)। শিরোবেদনা—মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে যেন ঘুরিতেছে। শিরোবেদনা,—বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। মস্তক উত্তাপ ও ভারযুক্ত বোধ। মস্তকাভ্যন্তরে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব,—যেন করোটী বা মস্তকের অস্থি বা মাথার খুলি অপেক্ষা মস্তিষ্ক বৃহৎ। মস্তক মধ্যে জ্বালা বোধ। মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট বা হেলিয়া থাকে।

চক্ষু।—চক্ষু একদৃষ্টি (অ্যা-হাইড্রো: হায়ো: ওপী:), জ্যোতিঃবিশিষ্ট (ইথীউ: জেল: বেল্: ষ্ট্র্যাম্: মিলিফো:), চাকচিক্যময়, আরক্তিম, কিম্বা কোটর-প্রবিষ্ট ও জ্যোতিঃ হীন। চক্ষু কণ্ডুয়নযুক্ত। চক্ষু মুদিত করিলে বোধ হয় যেন রোগিণীর শয্যার পাদদেশে কে একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বা রোগিণীর গৃহ যেন নানাবর্ণের ক্ষুদ্র শিশুতে পরিপূর্ণ। কনীনিকাদ্বয়ের অসম সঙ্কোচন। পরস্পর হইতে দূরগত তারকাসহ তীর্য্যক-দৃষ্টি (অ্যালীউ: ক্যাম্ফো: ফস্:—সন্নিহিত তারকাসহ তীর্য্যক-দৃষ্টি ক্যাল্কে: সাইক্লে)। তিমির দৃষ্টি,—সকল বস্তুই যেন তিমিরান্তরিত বোধ হয় (অ্যালীউ: ক্যাম্ফো: ক্যালী আয়োড মার্ক: পল্সে: ষ্ট্র্যামোন্: সল্ফ:)।

নাসিকা।—যখন হাঁচি হয় তখন উপর্য্যুপরি হইতে থাকে (ট্যাবেক: থিরিড:)। নাসারন্ধ্র, অন্ননলী এবং স্বরনলী মধ্যে যেন হাঁচি হইবে এইরূপ কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। নাসাগ্রে অত্যধিক কণ্ডুয়ন বোধ হয় (কষ্টী: চেলিড-পেট্রোল্: সিপী:), চিন্‌চিন্ করে (জেল্সি: টিউক্রি:) এবং স্পর্শানুভব লোপ (ভায়োলা-ট্রাই:); রোগী পুনঃ পুনঃ স্বীয় নাসাগ্র হস্তদ্বারা মর্দ্দন করে (আর্জেণ্ট-নাই: ন্যাট-সল্ফ: সিনা:)।

মুখমণ্ডলাদি।—কৃষ্ণাভ, লালবর্ণ কিম্বা ফ্যাকাশে নীলিমাবিশিষ্ট মুখমণ্ডল, ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা, মুখবিবর এবং কণ্ঠাভ্যন্তর অত্যন্ত শুষ্ক। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক, অগ্রভাগ কপিশবর্ণ, পার্শ্বদ্বয় এবং তালু রক্তবর্ণ এবং জিহ্বার মধ্যস্থল বেগুণীবর্ণ; সময়ে সময়ে জিহ্বা বহির্গত করিতে গেলে কম্পিত হইতে থাকে (ল্যাকে: মার্ক:)। মুখ হইতে জলবৎ লালা স্রাব হইতে থাকে। জিহ্বা অত্যন্ত পুরু বোধ হয়; বাক্য অস্পষ্ট। কণ্ঠ শুষ্ক এবং সঙ্কুচিত, অত্যন্ত জ্বালাময়ী তৃষ্ণা। ভয়ানক উদ্গার,—অম্লাক্ত শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। নিগরণ যন্ত্রের বা গিলিবার শক্তির পক্ষাঘাত বশতঃ কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব (ক্যালী-মিউর:)। কণ্ঠনলীর উভয় পার্শ্বস্থিত শিরাদ্বয় স্ফীত এবং গ্রীবার ধমনীদ্বয় দপ্‌দপ্ করিতে থাকে।

পাকাশয়াদি।—অরুচি, বিশেষতঃ মাংসে (অ্যা-মিউ: নক্স-ভম্: পেট্রোল্. সাইলি: সল্ফ:)। বিবমিষা, অবসন্নতা (ল্যাকে: ভেস্পা:) ; পুনঃ পুনঃ উঁকি উঠিতে থাকে এবং পর্য্যায়-ক্রমে উত্তাপ ও শৈত্য বোধ হয়। বিবমিষা সহযোগে নিদ্রালুতা (নক্স-মস্: প্লান্ট:)। বমন,—অম্লাক্ত, তিক্ত হরিদ্বর্ণ জলবৎ পদার্থ বা তিক্ত হরিদ্বর্ণ জল (অ্যা-টার্টা: অ্যাপোমর্ফি: ওপী: পেট্রোল্: প্লাম্: পল্সে:)। পাকস্থলী মধ্যে বেদনা, আহারান্তে বৃদ্ধি (অ্যাবীয়েজ-নাই: আর্জেণ্ট-নাই: পল্সে:—আহারান্তে উপশম=ব্রোম: চেলিড: হিপ:)। উঠিয়া দাঁড়াইলে বিবমিষা ও বমন (উঠিয়া বসিলে=ব্রাই:)। অন্ত্রশূল,—প্রাতে চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি (পডো:)।

মলান্ত্র ও মল।—মলতারল্য, জলবৎ কপিশবর্ণ বা কাল মল ; ভয়ঙ্কর কুন্থন, বেগ ও মলান্ত্র মধ্যে জ্বালা, রোগী যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। দীর্ঘকাল ব্যাপী কোষ্ঠকাঠিন্য (অ্যালীউ: প্ল্যাট: প্লাম্: ওপী: নক্স: কষ্টি:) ; মল=বৃহৎ গুটিলাময়, শুষ্ক, মলদ্বারে ব্যথা বোধ হয় ও উহা ফাটিয়া যায়।

প্রস্রাব।—মূত্রস্থলীর অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত (জিঙকাম্)। মল ও মুত্রবোধ (সাইকীউ: লরো: লাই: হ্রাস:)। মূত্রকৃচ্ছ্র—মূত্রনলীর সঙ্কোচন সম্ভূত (ক্যান্থা: নক্স-ভম: প্যারিইরা:—অত্যধিক ধূমপান বশতঃ=ওপী:)। লালামূত্র (এপীস: আর্স. ক্যাল্কে: আর্স: গ্লোন্: হেলিবো: হেলোন্: ল্যাক্-ডিফ্লো: মিডহ্ন্: মার্ক-কর্: গ্যাট-কার্ব. পলিগোন্:)। মূত্রাধার-মুখশায়িকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি জনিত মুত্ররোধ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গ। দক্ষিণ রেতোজ্জু মধ্যে বেদনা (অ্যাক্টী: হ্যামা: অ্যাসিড-অক্স্যাল:)। অসম্পূর্ণ লিঙ্গোদ্গম বা আদৌ লিঙ্গোদ্গম হয় না।

শ্বাসযন্ত্র।—মহা শ্বাসকৃচ্ছ্র, রোগী যেন হাঁপাইতে থাকে। হিক্কা (মস্কাস:)। শ্বাস-কৃচ্ছ্র—প্রথম নিদ্রিত হইবামাত্র (ল্যাকে: ক্লোরাম্: গৃণ্ডি. অ্যামন্-কার্ব:)। অসম শ্বাস প্রশ্বাস (আকোন-ফের্: অ্যাণ্টি-পাই: গৃণ্ডি: ক্যালী-সায়া:)। বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ ; শুশ্রূষাকারীকে তাহাকে উঠাইয়া দিতে বলে। বুকাস্থির মধ্যস্থলে বেদনা (ডায়োস্কো: ম্যাঙ্গি: রীউমেক্স: টেলীউ:)। শুষ্ক প্রবল এবং বিরক্তিকর কাসি, রাত্রে বৃদ্ধি ; গলরোধক কাসি, গয়ার শ্লেষ্মাময়। হৃদস্পন্দন। হৃদপিণ্ড ও গ্রীবাদেশীয় ধমনীদ্বয়ের মধ্যে প্রচণ্ড দপ্‌দপানি (অ্যামিল: অ্যাট্রোপ-সল্ফ: বেল: গ্লোন্: মিলিলোট.)। শিরোমধ্যে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য ও হৃদস্পন্দন ; কেহ রোগীর নিকট গেলে সে চমকাইয়া উঠে এবং তাহার গাত্র স্পর্শ করিলে পেশীর আনর্ত্তন ও গ্রহাকর্ষণ বা খালধরা আরম্ভ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি। গ্রীবাস্তম্ভ। কটি ক্ষীণ। সমগ্র মেরুদণ্ড মধ্যে বেদনা। নিতম্বদেশে নিরন্তর ব্যথাবোধ, রোগী সোজা হইয়া চলিতে পারে না (সল্ফ:)। হস্তপদাদি আড়ষ্ট বোধ ; নিদ্রান্তে বাহুদ্বয়ে বেদনা ও আড়ষ্টতাবোধ। হস্তপদাদির সন্ধি মধ্যে ভয়ানক বেদনা (অ্যাক্টী-বেল্: অ্যাক্টী-স্পাই:)। চলিতে গেলে টলিতে থাকে (ইগ্নে: ক্যালী-ব্রোম্: নক্স-ভম্: নক্স-মস্:)। পদ ও চরণদ্বয়ে সঞ্চরণশীল তীব্রবেদনা ; চরণদ্বয়ের অসাড়তা বশতঃ দাঁড়াইতে গেলে পড়িয়া

যায়। রোগিনীর পদদ্বয় এত স্পন্দিত হইতে থাকে যে সে শুশ্রূষাকারিণী:ক তাহার পদদ্বয় ধরিয়া স্থির রাখিতে বলে। বোধ হয় যেন পদদ্বয় মধ্যে কীট সকল বিচরণ করিতেছে। বাম চরণতল হিমবৎ শীতল,—যেন "অয়েল-ক্লথ" বা কদলী পত্রের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অত্যধিক অস্থিরতা ও স্পর্শানুভব শক্তির প্রকাশ পায়। (অ্যাসের্: ক্যামো: সিঙ্কো: কফী: প্লাম: সিপী: ভেরেট-ভির্); কম্পন, আনর্ত্তন ; থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ হস্ত বা পদের আলোড়ন এমন কি ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। সামান্য বেদনাও রোগীর অসহনীয় বোধ হয় (অ্যাকো: ক্যামো: কফী: হিপ: ইগ্নে: লাই:)। বেদনা বশতঃ প্রত্যঙ্গাদি স্পন্দিত হইতে থাকে। স্নায়ুশূলাদি যন্ত্রণা হঠাৎ আবির্ভূত হয়, এবং তজ্জন্য রোগী মূর্চ্ছিত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে। অসহনীয় স্নায়ুশূল,—বাম ঊর্দ্ধক্ষিক এবং দক্ষিণ পঞ্জর মধ্যগত স্নায়ুশূল—উত্তাপে বৃদ্ধি। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা বোধ। শয্যা অত্যন্ত কঠিন বোধ হয় (আর্ণি: ব্যাপ্টি:)। নিদ্রান্তে লক্ষণ বা যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে (ল্যাকে:)। দদ্রুমেখলার অকালে বিলোপান্তে স্নায়ুশূলের আবির্ভাব (মেজের:)।

ত্বক।—গাত্রত্বক মৃতদেহের ন্যায় ফ্যাকাশে। নীলবর্ণ অনুচ্চ উদ্ভেদ। গাত্রত্বকের কোমলতা ও মসৃণতা থাকে না। গতার্ত্তবা রমণীর গাত্রে আম্বাত।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও নিদ্রাবেশ ; দীর্ঘকাল যাবৎ প্রগাঢ় নিদ্রা। অনিদ্রা, চঞ্চলতা, এবং পুনঃ পুনঃ চমকাইয়া উঠে। নিদ্রাবেশ সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না (বেল্: ক্যামো:)।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—অ্যাভেনা-স্যাট: অ্যাট্রোপিন্: বেল: কফি:। অ্যাকোন্ ইপিকাকুয়ান্হা: (গৌণ মন্দফল)। সময়ে সময়ে সল্ফর:।

সদৃশ।—অ্যাপোমর্ফী: কোডায়া: ওপী: অ্যাকোন্: ক্যামো: কফী: মস্কাস:।

তুলনীয়।—স্পর্শানুভব শক্তির আতিশয্য (অ্যাকো: ক্যামো:) ; লক্ষণ বর্ণনা কালে ক্রন্দন (পল্স:) ; মাথা নাড়িলে মাথা ঘোরা (মস্কস:)।

শক্তি।—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ বা উর্দ্ধ ক্রম।

মস্কাস

(MOSCHUS ; MUSK).

নামান্তর।—মৃগনাভি।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—হৃৎশূল ; নিস্পন্দ-বায়ু (ক্যাটালেপ্সি) ; ঘুংড়ী ; বহুমূত্র ; শ্বাসক্লেশ ; মৃগী ; মূর্চ্ছা ; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ; ব্যাধিশঙ্কা ;

মূর্চ্ছাবায়ু; ধ্বজভঙ্গ; শ্বাসনলীর আক্ষেপ; ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত, গর্ভাবস্থার পীড়া; ক্রোধাবেশ; হুলবেধবৎ সান্নিপাতিক অবস্থা; মাথাঘোরা; হুপাখ্য কাস।

উপযোগিতা ও আভাস।—মূর্চ্ছা, হৃদস্পন্দন, গুল্মবায়ু বা মূর্চ্ছাবায়ু প্রভৃতি স্নায়ুবিধানের ক্রিয়াবিকৃতিতে ইহা বিশেষ উপযোগী, বিশেষতঃ যখন ঐ সকল রোগের সহিত আধ্মান, কম্পন, মূর্চ্ছাপ্রবণতা এবং অত্যন্ত শৈত্য বোধ সংযুক্ত থাকে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার নির্ণায়ক ও প্রকৃতিগত।—(১) শিরোঘূর্ণন,—দেহের বা মস্তকের সঞ্চালন মাত্র,—এমন কি চক্ষের পলকপাতেও মস্তক ঘুরিয়া উঠে; যেন কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইতেছে রোগীর এইরূপ বোধ হয়। (২) দেহের বাহিরে শীত বোধ, ভিতরে উত্তাপ। (৩) স্নায়বিক হিক্কা। (৪) অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব। (৫) আহারে রুচি বিকৃতি; আহারে বড় ইচ্ছা থাকে না; সুরাদি তেজস্কর দ্রব্য পান বা আহার করিবার অত্যন্ত আগ্রহ। (৬) অপর্য্যাপ্ত বাষ্পোপজনন বশতঃ উদর স্ফীতি। (৭) স্নায়বিক উত্তেজনা সম্ভূত হৃদস্পন্দন তৎসহ হৃৎপিণ্ডের কম্পন ও ক্ষীণ নাড়ী। (৮) হঠাৎ স্নায়বিক উত্তেজনা ও বক্ষমধ্যে চাপবোধ। শ্বাসরোগ। (৯) ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ারাহিত্য বা পক্ষাঘাত। (১০) জননেন্দ্রিয়ের বিকৃত ভাব; তন্মধ্যে অত্যন্ত কামোদ্দীপক সড়্‌সড়ি এবং অত্যন্ত রমণাকাঙ্ক্ষা। (১১) অকালার্ত্তব,—অপর্য্যাপ্ত স্রাব; আর্ত্তবাবির্ভাবের পূর্ব্বে পেটে অত্যধিক চাপ,—যেন শীঘ্রই রজোস্রাব আরম্ভ হইবে।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগী অন্যমনস্ক ভাবে আপনা আপনি বিড়বিড় করিয়া বকে এবং হাত মুখ নাড়ে,—যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। কখন ক্রন্দন করে এবং কখনও বা উচ্চ হাস্যরবে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে। দুর্ব্বলতা সহযোগে ব্যস্তভাব বশতঃ হস্ত হইতে দ্রব্যাদি পড়িয়া যায় (বোভি—অন্যমনস্কতা বশতঃ হইলে=এপিস)। যন্ত্রণাধিক্য বশতঃ রোদন ও দুঃখ প্রকাশ,—অথচ কোথায়ও কিরূপ যন্ত্রণা তাহা বলিতে পারে না। মরিবার ভয় অত্যন্ত এবং সর্ব্বদাই আশঙ্কা যে তাহার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। অবসাদবায়ু জনিত বা ব্যাধির আশঙ্কা জন্য চিত্ত চাঞ্চল্য,—সময়ে সময়ে হৃদস্পন্দনও হইয়া থাকে। প্রচণ্ড ক্রোধ, তিরস্কার ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে,—মুখ শুষ্ক, ওষ্ঠদ্বয় নীলিমান্বিত এবং চক্ষু একদৃষ্টি হইয়া যায়, মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায় শোণিতশূন্য হয় এবং রোগিনী অবশেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়। স্মৃতিশক্তির লোপ (অ্যানাক: ইথীউ. ক্যালী ব্রোম্: ল্যাকে: নক্স-মস্)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন এবং কম্পিত দৃষ্টি,—মস্তক বা অক্ষিপুটের সঞ্চালন মাত্রে=(মস্তকের সঞ্চালন মাত্রে=মর্ফিন্); মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি; গাত্রোত্থানান্তে উপশম; —শিরোঘূর্ণনাধিকারে চৈতন্য বিলোপ বা মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে (চৈতন্য লোপ=ক্যালী কার্ব: ম্যাগ্নি: নক্স-ভম্:—মূর্চ্ছা=কার্ব্বো-ভে: ক্যামো: সিঙ্কো: ল্যাকে: ইগ্নান্. ফস্ ভেরেট্রাম-অ্যাল্:)। শিরোঘূর্ণন বশতঃ যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ অনুভব (পড়িয়া যাইবার ভয়=ক্যালী-সল্ফ: লাই: মিডহ্নন্:)। শিরোঘূর্ণন অধিকারে বিবমিষা ও বমন,—শয়ন করিতে

চাহে। শিরোবেদনা, তৎসহ বিবমিষা এবং বমন (অ্যাণ্ট-ক্রুড কাষ্টর্-ইকীইউ: ককীউ ক্যালী-কার্ব: অ্যা-ল্যাক্ট: স্যাঙ্গীউইন্).—রোগী শয্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। (অ্যা-ফস্: হ্রাস)। নাসামূলীয় শিরোবেদনা.—বেদনা চৈতন্য বিলোপক ও নিষ্পেষণবৎ। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য এবং মস্তকে ভার বোধ। শিরোপশ্চাতে শলাকাবেধবৎ বেদনা ও ব্যথা, —যেন ঐ স্থান হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত একটী লৌহকীলক বিদ্ধ হইতেছে,—গৃহমধ্যে উপবেশন কালে আধিক্য এবং নির্ম্মল বায়ু সেবনান্তে উপশম (হিপার)। শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগীর বোধ হয় যেন সে বহু উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইতেছে এবং তজ্জন্য চমকাইয়া উঠে।

চক্ষু।— চক্ষু একদৃষ্টি, জ্যোতির্বিশিষ্ট, অন্যমনস্ক ভাবে একদিকে চাহিয়া থাকে। হঠাৎ দৃষ্টি রোধ হয় বা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে (সিপী ইউক্রে নক্স)। ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপকালে —শিরানেত্র বা উদ্ধাকৃষ্ট দৃষ্টি বা তারকা, (অ্যাকো ক্যামো সাইকীউ হায়ো লরো ক্যাম্ফো প্ল্যাট ভেরেট কিউপ্রাম হেলিবো আর্টিমিশীয়া ভাল্ গ্লোন্ ল্যাকে অ্যা-হাইড্রো); দৃষ্টি স্থির এবং জ্যোতির্বিশিষ্ট।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে খশ্ খশ্ ও কটাস কটাস করে। কয়েক বিন্দু শোণিত স্রাবের পরে কর্ণমধ্যে ডুমদাম শব্দ। কর্ণমধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ (ক্যাক্ট ক্যাম্ফো: অ্যা-ক্রু কোনা: হায়ো কষ্টি সিঙ্কো)।

পাকস্থলী।—ভক্ষ্যদ্রব্যাদি স্পর্শমাত্রে বিবমিষার উদ্রেক (মার্ক প্রোট ক্যালী-বাই: ক্যালী কার্ব)। ভক্ষ্য দ্রব্যাদি পূতিময় স্বাদবিশিষ্ট বোধ। আহার করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে (ম্যাগ মিউ)। প্রবল উদ্গার (ল্যাক্ ডিফ্লো)। যৎকিঞ্চিৎ আহারান্তে পাকস্থলী অত্যন্ত ভার ও তন্মধ্যে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। আক্ষেপিক হিক্কা (অ্যা-হাইড্রো: অ্যা-সলফ্ হায়ো ক্যাযুপুটাম)। অত্যন্ত উদরাধ্মান। কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর অন্ত্রমধ্যে আবদ্ধ থাকে বা আধ্মান (লাই) জন্মে।

প্রস্রাব।—স্বচ্ছ জলের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব এবং প্রবল তৃষ্ণা ; বহুমূত্র,—অনবরত প্রস্রাব পায়, ভয়ানক তৃষ্ণা, শীর্ণতা, রমণেচ্ছা আদৌ থাকে না এবং মূত্র শর্করা মিশ্রিত [ডাঃ মে এ ইয়ং]।

পুংজননেন্দ্রিয়াদি।—প্রবল কামোদ্দীপনা এবং জননেন্দ্রিয়াদি মধ্যে অসহনীয় সড়সড়ি। শৈত্য সংস্পর্শ সম্ভূত, বহুমূত্র সম্বলিত রোগ, ধ্বজভঙ্গ। অজ্ঞাতসারে যন্ত্রণাদায়ক শুক্রক্ষয় লিঙ্গোদ্গম হয় না। লিঙ্গোদ্গম ও শিশ্নমধ্যে জ্বালা। রমণান্তে বিবমিষা ও বমন (রমণকালে=সাইলি)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রবল কামোদ্দীপনা। আর্ত্তব,—অকালাবির্ভাবশীল, স্রাব অপর্য্যাপ্ত, এবং তলপেটে আকর্ষণবৎ বেদনা বোধ হয়, যোনি মধ্যে অসহনীয় কামোদ্দীপক উত্তেজনা; অত্যন্ত মূর্চ্ছাপ্রবণতা (নক্স-মস্: ভেরেট.); কাম প্রবৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনা। আর্ত্তবস্রাব কালে জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়ের নিম্নাকর্ষণ। বাধকাধিক্যে মূর্চ্ছা। তলপেটে

চাপবোধ,—যেন রজঃ আবির্ভাবের উপক্রম। গর্ভাবস্থায় ক্রমাগত অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করে, কিন্তু বিশেষ কোন রোগের কথা উল্লেখ করে না।

শ্বাসযন্ত্রাদি ;—নিশ্বাস ত্যাগের পর বোধ হয় যেন স্বরনলী বদ্ধ হইয়া যায় এবং যেন তন্মধ্যে গন্ধকের ধূম প্রবেশ বশতঃ এইরূপ হইতেছে। প্রচণ্ড কাসি,=প্রাতে বৃদ্ধি ; কাসিলে বাম স্তনের নিম্নে বেদনা বোধ হয় (অ্যাক্টী-রেস: ন্যাট-সল্‌ফ:)। হুপ কাসি,—শেষাবস্থা—শিরোঘূর্ণন এবং স্বরনলী ও বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধভাব বা সঙ্কোচন অনুভূত হয়। বক্ষমধ্যে বিদ্ধকরণবৎ বেদনাসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্বাসাল্পতা। শৈত্য সংস্পর্শান্তে বক্ষ মধ্যে খিলধরার ন্যায় বেদনা এবং বক্ষের শ্বাসরোধক অপ্রসারণীয়তা বা সঙ্কোচন। ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত (অ্যাণ্ট-টার্ট: ল্যাকে: লাই: ফস্‌:) বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ শ্রুত হইতে থাকে (অ্যাণ্ট-টার্ট: ইপিক: ব্রাই:),—রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তম্ভিত হইবার সম্ভাবনা হয়,—বিশেষতঃ বাতশ্লেষ্মা জ্বরান্তে (অ্যাণ্ট-টার্ট)। শ্বাসরোগ,—হৃৎশূলাধিকারে বক্ষের টানপড়া ভাব, জোর করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়।

হৃৎপিণ্ড ;—স্নায়বিক হৃদস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের কম্পনানুভব, নাড়ী ক্ষীণ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, তৎসহ অবসন্নতা এবং স্নায়বিক উত্তেজনা, রোগী অত্যন্ত ভীত হয় এবং তাহার মনে হয় যে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য (রোদন করিতে থাকে=ইগ্নে.), তৎসহ অপর্য্যাপ্ত জলবৎ প্রস্রাব।

প্রত্যঙ্গাদি ;—গ্রীবাপৃষ্ঠ বোধ হয় যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে,—মাথা ফিরাইতে পারে না। মেরুদণ্ড হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত বোধ হয় যেন দৃঢ়ভাবে সাঁটিয়া রহিয়াছে এবং নিতম্বদেশের বেদনা এত তীব্র বোধ হয় যে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। পৃষ্ঠ ও কটিদেশে দৃঢ়াবদ্ধভাব,—আর্ত্তবারম্ভের প্রারম্ভে যেরূপ হইয়া থাকে। হস্ত স্ফীত এবং তন্মধ্যে বিদ্ধকরণবৎ বেদনা। হস্ত ও হস্তের অঙ্গুলি সকল আপনা হইতে স্পন্দিত হইতে থাকে। পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত সূচক দুর্ব্বলতা ও চাঞ্চল্য,—সেই জন্য পদদ্বয় নিরন্তর সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়। উপবেশনকালে পদদ্বয়ের কম্পন,—যেন কতই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। জানুপশ্চাতের গহ্বর মধ্যে টান বোধ,—যেন দুই পার্শ্বস্থিত কণ্ডারদ্বয় (পেশীর শেষ প্রান্ত) সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। পাদচারণান্তে উপবেশন করিলে পদদ্বয় অতিশয় ক্ষীণ বোধ হয়। সর্ব্বাঙ্গে বেপথু বা কম্পন অনুভূতি। ইতস্ততঃ বিচরণকাল অপেক্ষা বিশ্রামের সময় দেহের দুর্ব্বলতা অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। এত দুর্ব্বলতা বোধ হয় যে রোগীর হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে এবং রাত্রে সর্ব্বাঙ্গ শীতল অনুভূত হয়। জননেন্দ্রিয়ের পীড়াদি সম্ভূত অবসাদবায়ু জনিত নানাবিধ রোগ। রোগী যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে সেই পার্শ্বে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (ব্যাপ্টী: পাইরোজেন্‌:)। দেহ শীতল হইলে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গৃহবহিঃস্থ বায়ু আদৌ সহ্য হয় না (পল্‌সেটিলা ইহার বিপরীত)। এক হস্ত উত্তাপযুক্ত এবং অন্য হস্ত শীতল বোধ (সিঙ্কো: ডিজি: পল্‌স: ইপিক্‌:)।

নিদ্রা ;—দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা এবং পুনঃ পুনঃ প্রবল জৃম্ভন। একভাবে রাত্রে শুইয়া থাকিতে পারে না ; যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বে সন্ধিভ্রংশবৎ বা আঘাতজনিতবৎ ব্যথা,

বোধ হইয়া থাকে (ব্যাপ্‌টী পাইরোজ)। স্নায়ু বিধানের অত্যধিক উত্তেজনা বশতঃ রাত্রে অনিদ্রা,—সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় না। মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অনিদ্রা।

বৃদ্ধি ;—শৈত্য সংস্পর্শ মাত্রে, নিষ্পেষণে, দেহ সঞ্চালনে, মস্তক অবনত করিলে, গৃহ মধ্যে উপবেশন কালে, রমণান্তে (বমন), আহারান্তে এবং আহারের সময়, ভক্ষ্য দ্রব্যাদির দর্শন মাত্রে।

উপশম ;—দেহ উত্তপ্ত বা উষ্ণ হইলে, গৃহবহির্বায়ু সংস্পর্শে এবং মর্দ্দনান্তে।

সম্বন্ধ ;—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন ;—ক্যাম্ফোরা (অচৈতন্য, হিমাঙ্গাবস্থা), কফীয়া।

সদৃশ ;—অ্যামান্ কষ্টি ইগ্নে ম্যাগ্ মিউ ভ্যালী মার্ক্ প্রোট্ ক্যালীবাই ক্যালী-কার্ব্ স্যাবাড্ স্পাইজি ল্যাকে সিরীয়াম্ অক্স্যাল্ প্লাট্ প্যালেড্ থিরিড্ মর্ফিন্ অ্যাম্ব্রা কফীয়া সাইপৃপিড্ ট্যারেণ্ট্ ক্যাষ্টোর।

তুলনীয় ;—স্নায়বিক বেদনা এবং শৈত্য জন্য ক্রিয়া বিকার—অ্যাম-মিউ ইগ্নে ম্যাগ্নে-মিউ। এক হাত ঠাণ্ডা এবং অন্য হাত গরম—চায়না পল্‌স্ ইপিক। খাদ্যদ্রব্য দেখিলে বিবমিষা—কল্‌চি লাইকো ফস অ্যাসিড। খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে বিবমিষা—কল্‌চি ইয়ুপে-পার্ফো। মূর্চ্ছাবায়ু—প্লাটীনাম্ ইগ্নে। আহারকালে মূর্চ্ছা—ম্যাগ্নে।

শক্তি ;—(সাধারণতঃ) ৩য় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত, কিন্তু উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্রম ব্যবহারেও স্নায়বিক রোগাদিতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আক্ষেপিক রোগাদিতে এবং গুল্ম-বায়ু রোগে নিম্নক্রম ব্যবহার্য্য। মূর্চ্ছাবায়ু রোগে আমরা ৩০ শততমিক ক্রম ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি।

মিউরেক্স্ পার্পিউরীয়া

(MUREX PURPUREA).

প্রস্তুতি ও নামান্তর ;—পার্পল-ফিস নামক এক প্রকার মৎস্য হইতে প্রস্তুত হয়। বিচূর্ণ ও তরল ক্রম।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ;—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—গর্ভস্রাব ; স্তনে বেদনা ; জরায়ু গ্রীবায় পীড়া ; বয়োসন্ধিকালের পীড়া ; বহুমূত্র ; বাধক ; প্রদর ; জরায়ু হইতে প্রচুর শোণিতস্রাব ; কামোন্মাদ ; গর্ভাবস্থার পীড়া ; জরায়ু ভ্রংশ বা জরায়ুর স্থানচ্যুতি।

উপযোগিতা ও আভাস ;—সিপিয়ার ন্যায় ইহারও প্রধান ক্রিয়া স্থল স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরই ইহার অধিকাংশ শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। গতার্ত্তবা রমণীদিগের নানাবিধ রোগে ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ—(১) অত্যন্ত বিমর্ষভাব। (২) পাকস্থলী শূন্য বোধ, যেন কত কাল আহাব করে নাই। (৩) কামেন্দ্রিয়েব অতিরিক্ত উত্তেজনা, রমণালিঙ্গনের জন্য প্রবল আগ্রহ। (৪) জননেন্দ্রিয়েব সহিত বস্ত্রাদিব কোনরূপ সংস্পর্শ মাত্রে কাম প্রবৃত্তির প্রবল উদ্দীপনা। (৫) জবায়ু অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ, স্বীয় জরায়ুব অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি। (৬) জবায়ু আদি প্রবল নিম্নাকর্ষণ, যেন সমস্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে এবং বোগীণী উহা নিবাবণ করিবাব জন্য উরুব উপব উরু স্থাপন পূর্ব্বক উপবেশন কবে, এবং প্রবল কামোদ্দীপনা অনুভূত হয়। (৭) আর্ত্তব,—অপর্য্যাপ্ত বজোস্রাব, —অনিয়মিত এবং অকাল বজঃ,—আস্রাব অপর্য্যাপ্ত, দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং বৃহৎ ঘনীভূত শোণিত খণ্ড সমন্বিত। (৮) প্রদব,—চিত্ত মালিন্যের বৃদ্ধি কবে, ববং প্রদবাস্রাবের বৃদ্ধি হইলে রোগীণীর মন ভাল থাকে। (৯) বাত্রিতে মূত্রসঞ্চয়াধিক্য, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ। (১০) গর্ভাবস্থায় প্রত্যঙ্গাদিব সন্ধি সকল অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, বোগীণী অতি কষ্টে ইতস্ততঃ বিচবণ কবে।

লক্ষণাবলী।

মন।—সশঙ্কিত ভাব, ভীরু স্বভাব। সন্ধ্যাব সময় অত্যন্ত চিত্তমালিন্য উপস্থিত হয় এবং রোগীণী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা কবে না। প্রদবের বৃদ্ধি হইলে বোগীণী অনেক পবিমাণে চিত্ত প্রসাদ লাভ করে। স্মৃতি শক্তিব দুর্ব্বলতা।

মস্তক।—শিবোমধ্যে জডতা বশতঃ বোগী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গান্তে শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় কিন্তু গাত্রোত্থান করিলে ভাল হইয়া যায়। ললাট এবং দক্ষিণ শঙ্খদেশে বা রগে নিবন্তব ব্যথা বোধ এবং শিবোপশ্চাতে যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়, রোগী আক্রান্ত অংশে হস্ত অর্পণ কবিতে বাধ্য হয় কিম্বা পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইয়া থাকে, কারণ ইহাতে তাহার যন্ত্রণার উপশম হয়

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে শব্দ, কর্ণ-পশ্চাতে থাল ধবা মত বেদনা।

মুখমণ্ডলাদি।—সমস্ত দিন নাক ঠাণ্ডা, একদিকেব গণ্ডস্থলে দাহবৎ অনুভব।

পাকস্থলী।—আহাবান্তে ক্ষুধা। কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি।

প্রস্রাব।—দিবসে পুনঃ পুনং প্রস্রাব বেগ, রাত্রে মূত্রস্থলী মধ্যে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মূত্র সঞ্চিত হয় এবং প্রস্রাব কবিবাব জন্য রোগিণীকে পুনঃ পুনঃ শয্যা ত্যাগ কবিতে হয়। প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, তলানি শ্বেতবর্ণ, প্রস্রাবান্তে মূত্রমার্গ হইতে অল্প পবিমাণ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামেন্দ্রিয়েব অত্যধিক উত্তেজনা এবং কামপ্রবৃত্তিব প্রবল উন্মাদকর উত্তেজনা (কামেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা বশতঃ রোগীণী অস্বাভাবিক উপায়ে তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে অগ্রসর হয়=অবিগেন্ প্লাট জিঙ্ক্:); যোনিতে বস্ত্রাদির সংস্পর্শ মাত্রে কাম প্রবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। দক্ষিণ ডিম্বাধার প্রদেশে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা

এবং তথা হইতে উদরের মধ্য দিয়া বাম স্তনে পর্য্যন্ত ঐ বেদনা সংক্রমিত হয় (কোণাকুণী বেদনা = অ্যাণ্ট্-টার্ট্ আ্যাগাব্ ষ্ট্রাম্)। সন্ধ্যাব সময় বাম পার্শ্বে তীব্র অস্ত্রবেধবৎ বেদনা। জরায়ুমধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা, স্বীয় জরায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি (হেলোন্ লিসিন্। জবায়ুমুখে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা, যেন ছেদিত হইতেছে। জরায়ুব বাম পার্শ্বে উদ্ধমুখী সূচীবেধবৎ বেদনা। বোধ হয় যেন জরায়ুর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত একটী ক্ষত অংশে কিসে নিষ্পেষণ করিতেছে এবং যেন ঐ বেদনা উদর ভেদ করিয়া বক্ষগহ্বর পর্য্যন্ত সংক্রমিত হইতেছে। জবায়ু আদি যন্ত্রেব প্রবল নিম্নাকর্ষণানুভব,—যেন সমস্ত বহির্গত হইয়া পডিবে, উরুব উপব উরু স্থাপন পূর্ব্বক যোনিমুখ চাপিয়া রাখিলে উপশম বোধ হয়, তৎসহ প্রবল কামোদ্দীপনা (কামোদ্দীপনা না থাকিলে সিপি—হস্তদ্বারা যোনিমুখ চাপিয়া বাখিলে উপশম = লিলীয়াম টাই)। কামেন্দ্রিয়েব প্রবল উত্তেজনা এবং রমণালিঙ্গনেব জন্য দুদ্দমনীয় আগ্রহ (লীলিয়াম প্ল্যাট্)। আর্ত্তব,—অনিয়মিত, অকালে আবির্ভাবশীল, দীর্ঘকাল স্থায়ী, অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব,—চাপ চাপ শোণিত মিশ্রিত স্রাব (কার্ব্বো অ্যান ককাস্ প্ল্যাট লবো আষ্টিলে লাবা থ্ল্যাস্পী)। প্রদর,—স্রাব রসের ন্যায় হবিদাভ, গাঢ, ক্রমে শোণিতাকাব ধাবণ কবে, মলত্যাগকালে শোণিতবৎ প্রদবস্রাবের পুনবাবির্ভাব, ভয়ানক যন্ত্রণা, তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতবৎ, গর্ভাবস্থায় প্রদর স্রাব (ককীউ ক্রিয়ো পলসে সিপী), প্রদবস্রাব কালে বোগীনীব বিমর্ষভাবেব বৃদ্ধি হয়, প্রদবস্রাব যত বৃদ্ধি হয় রোগিণী তত আনন্দ লাভ কবে, প্রদব বোগে জরায়ুভ্রংশ হইলে রোগিনীর চিত্ত অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লতা লাভ কবে।

তুলনীয় ;—জবায়ুতে রক্তাধিক্য, জবায়ু গ্রীবাব পীডা—সিপিয়া। জরায়ুভ্রংশ বেদনা, বিষাদ—অবাম। বাত্রিতে প্রচুব মূত্র—ক্রিয়োজ। কামেন্দ্রিয়েব উত্তেজনা—প্লাটিন. অরিগে। জরায়ু নিম্নদিকে আকৃষ্ট—বেলাড। জবায়ুব অস্তিত্ব অনুভব—হেলোনি।

সম্বন্ধ ;—ক্রিয়ো লীলিয়াম্ টাইগ্ প্ল্যাট সিপী হেলোন্ লিসিন্ সেনেগা।

শক্তি ;—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

মাইগেল্ ল্যাসিডোরা

(MYGALE LASIDORA).

নামান্তর ;—কিউবা দেশীয় কাল মাকডসা বিশেষ।

প্রস্তুতি ;—এইরূপ জীবন্ত মাকডসা হইতে মূল আরক প্রস্তুত করিতে হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ;—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—লিঙ্গোচ্ছ্বাস; তাণ্ডব, প্রমেহ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রলাপ, যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোচ্ছাস, দীর্ঘকালের প্রমেহ এবং তাণ্ডব রোগে ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়। মুখমণ্ডলের পেশী সকল, হস্তপদাদি ও দেহের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পেশীমণ্ডলী কম্পিত ও স্পন্দিত হইতে থাকে ; নিম্নাঙ্গ এতই স্পন্দিত হইতে থাকে যে রোগী পাদচারণ করিতে পারে না ; প্রবল হৃদস্পন্দন সহ দৃষ্টির দুর্ব্বলতা, বিবমিষা ; মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যন্ত তৃষ্ণার আবির্ভাব হয়, দেহ কম্পিত হইতে থাকে, শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়, এবং রোগী বিমর্ষ এবং মৃত্যু ভয়াক্রান্ত হইয়া পড়ে ; দীর্ঘকালের প্রমেহ বোগভোগ বশতঃ শিশ্ন বক্র হইয়া যায় এবং উচ্ছ্বসিত হইলে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং মূত্রনালী হইতে প্রস্রাবের সময় অগ্নিবৎ উত্তপ্ত মূত্র নির্গত হইয়া মূত্রনলীস্থ ঝিল্লীকে দগ্ধ করিতে থাকে,—এই সকল উক্ত বিষের প্রধান ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রলাপ ক্রমাগত বিষয় কার্য্যেব কথা বলে (ব্রাই), সমস্ত বাত্রি ছটফট করিতে থাকে ; মৃত্যুভীতি ; বিষণ্নতা এবং উদ্বেগযুক্ত মুখভঙ্গী।

মস্তকাদি।—ললাটদেশীয় অতীব্র শিরোবেদনা। মুখমণ্ডলের পেশী সকল নিরন্তর স্পন্দিত ও উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। থাকিয়া থাকিয়া মস্তক একপার্শ্বে হেলিয়া পড়ে,—সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে। রোগী মস্তকে হস্ত প্রদান কবিতে চেষ্টা কবিলে হঠাৎ ঐ হস্ত পশ্চাদ্দিকে ঠিক্‌বাইয়া যায়। কথা কহিতে চেষ্টা কবিলে কথা ঠিক্‌রাইয়া বহির্গত হয়। মুখ ও চক্ষুর্দ্বয় দ্রুত উন্মিলিত ও মুদিত হইতে থাকে।

পাকস্থলী।—খাদ্যদ্রব্যে অনিচ্ছা ; বমন ইচ্ছা।

মূত্রযন্ত্র।—প্রচুর মূত্র ; জ্বালা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোচ্ছাস (আর্জেণ্ট-নাই ক্যাম্ফো: ক্যানাব-স্যাট: ক্যান্থা ক্যালী-মিউ: থুজা পল্‌সে),—শিশ্ন উদ্গত হইলে বক্র হইয়া থাকে এবং সেইজন্য অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় (ডাঃ ফ্যারিংটন)। দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রমেহ।

সর্ব্বাঙ্গিক।—প্রবল হৃদস্পন্দন সহ বিবমিষাব আবির্ভাব হয় ; দৃষ্টি তিমিরময় এবং দুর্ব্বল এবং সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা বোধ হইতে থাকে। চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে ; উপবেশন কালে পদদ্বয় অনবরত আনর্ত্তিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে এবং রোগী চলিবার সময় পা টানিয়া চলে ; সমগ্রদেহ সর্ব্বদা চঞ্চল ; সন্ধ্যার সময় সমস্ত দেহ যেন স্পন্দিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। জ্বরাধিকারে,—অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ ভয়ানক শীত বোধ হয় ; তৎপরে কম্প ও উত্তাপ আবির্ভূত হইতে থাকে ; প্রাতে মস্তকে বেদনা অনুভূত হয়,—চক্ষুর্দ্বয় মধ্যে এবং শঙ্খদ্বয়ে অধিক বেদনা বোধ হইয়া গাকে।

বৃদ্ধি।—প্রাতে ; সন্ধ্যার সময় ; উপবেশন কালে।

উপশম।—নিদ্রিতাবস্থায়।

সম্বন্ধ :—সদৃশ—(তাণ্ডব) অ্যাগারিকাস্ অ্যাকুটি-রেস্: ইগ্নে ট্র্যামোন: জিজায়া: ট্যাবেন্টিউলা এবং অ্যান্ট-ক্রুড।

শক্তি :—৩য় দশমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম।

মাইরিকা সেরিফেরা

(MYRICA CERIFERA).

নামান্তর :- বেবেরি। ক্যাণ্ডেল্ বেরি।

প্রস্তুতি :—মূলের তাজা ছাল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ :—সর্দ্দি, চক্ষুপ্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের পীড়া, কামলা; শ্বেতপ্রদর, যকৃতের পীড়া, স্বরনলীর পীড়া, গলক্ষত, আম্বাত ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে।

উপযোগিতা ও আভাস :—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, যকৃৎ এবং হৃৎপিণ্ড ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল। গলমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে ঘনীভূত আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয়, বায়ুমার্গ হইতে উহা সহজে বিশ্লিষ্ট হয় না। প্রদর, এবং বায়ুনলী, অন্ত্র, তালুমূল প্রভৃতির পুরাতন সর্দ্দি রোগে, যদি ক্ষরিত শ্লেষ্মা অত্যন্ত গাঢ় এবং অতি কষ্টে বিশ্লেষণীয় বা দুশ্ছেদ্য হয়, তাহা মাইরিকা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইবার সম্ভাবনা। যকৃৎ মধ্যে নিরন্তর ব্যথা ও ভারবোধ, নিদ্রালুতা, বিমর্ষভাব, অতীব্র ভাববোধজনক শিরোবেদনা (বিশেষতঃ প্রাতে), চক্ষুর শ্বেতাংশ সমল বা আবিল পীতবর্ণ, অক্ষিপুট অতিশয় আরক্তিম, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ, পাণ্ডুবর্ণ মল, নাড়ী ক্ষীণ, বাম অংসফলকতলে তীক্ষ্ণ বেদনা, মলিন পীতবর্ণ জিহ্বা, সর্ব্বাঙ্গে এবং হস্তপদাদিতে ব্যথা এবং অল্লাধিক সকল রকমের পাণ্ডু রোগে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার ক্রিয়া বশতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ প্রকটিত হইয়া থাকে, হৃৎপিণ্ড মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা এবং উহার গতি অত্যন্ত দ্রুত এবং তজ্জনিত দপ্‌দপ্ শব্দ রোগী এবং অন্য ব্যক্তি শুনিতে পায় কিন্তু নাড়ী অত্যন্ত ধীরগতি। বাম বক্ষমধ্যে ও অংসফলকদ্বয়ের তলদেশে, বিশেষতঃ বাম অংস-ফলকতলে এবং দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্যে ভাঁজমধ্যে তীব্র বেদনা। বাম পার্শ্বে শুইলে হৃৎপিণ্ডের বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী :

মন :—বিমর্ষ, বিষাদযুক্ত এবং ক্রোধন স্বভাব। প্রথমে চিত্ত বেশ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করে কিন্তু পরে মস্তক মধ্যে ভার বোধ ও বিষণ্ণতা উপস্থিত হয়। মনঃসংযোগ শক্তির হ্রাস। জড়তা ও তন্দ্রাবস্থা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, তৎসহ মস্তিষ্কের জড়তা ও তন্দ্রাভাব; মস্তক অবনত করিলে মস্তিষ্কাভিমুখে শোণিত ধাবন অনুভূতি ; ললাট, শঙ্খদ্বয় এবং নিতম্ব দেশে বেদনাধিক বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় ; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম বোধ হয়। ভ্রূদেশে এবং চক্ষুমধ্যে জড়তা ও ভার বোধ, এবং পাণ্ডুরোগাধিকারে নিদ্রালুতা। মস্তকের চতুর্দ্দিকস্থ ধমনী মধ্যে দপ দপানি ; নিদ্রাভঙ্গান্তে মস্তকের উপরিস্থিত শিরা মধ্যে দপ্‌দপানি অনুভব।

চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ মলিন পীতবর্ণ। চক্ষুর্দ্ব জড়তাযুক্ত ও ভার বোধ হয়, বিশেষতঃ নিদ্রাভঙ্গান্তে। অধ্যয়নকালে চক্ষু জ্বালা করে এবং শীঘ্র শ্রান্ত হইয়া পড়ে; অক্ষিপুট ভার বোধ হয়। অক্ষিপুট অস্বাভাবিক রক্তিমান্বিত। চক্ষু কর্‌ কর্‌ করে,—যেন তন্মধ্যে ধূলিকণা পতিত হইয়াছে ; চক্ষু মুদিত করিতে পারে না।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ও গ্রীবা পীত বা পাণ্ডুবর্ণ, পীতপাণ্ডুরোগাক্রান্তবৎ প্রতীয়মান হয়। কিছুক্ষণ যাবৎ গৃহবহির্দ্দেশে বায়ু সেবনার্থ পাদচারণান্তে মুখমণ্ডলে উত্তাপ, পূর্ণতা ও দপ্‌দপানি অনুভূত হয়।

মুখবিবর।—জিহ্বা,—ঘন, পীতাভ, শুষ্ক, চিপিটিকাবৎ লেপান্বিত এবং তজ্জন্য সহজে জিহ্বা নাড়িতে পারে না। মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু এবং সেই জন্য রোগী কিছু মুখে করিতে পারে না ; অত্যন্ত তিক্ত ও বিবমিষাজনক স্বাদ। গণ্ডাভ্যন্তরিক ঝিল্লির উপর গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা লিপ্ত হইয়া থাকে। মুখবিবরের উর্দ্ধাংশে শুষ্ক, শঙ্কবৎ শ্লেষ্মা সংলগ্ন হইয়া থাকে, জল লাগিলেও ঐ শুষ্ক শ্লেষ্মাময় লেপ আর্দ্র হয় না। মুখ শুষ্ক ; অত্যন্ত তৃষ্ণা ; জলপান করিলে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষণিক উপশম হয় মাত্র।

গলমধ্য।—নাসিকা ও গলমধ্য গাঢ় আঠার ন্যায় দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা সংলিপ্ত হইয়া থাকে, অতি চেষ্টা না করিলে ঐ শ্লেষ্মা বিশ্লিষ্ট হয় না। তালুমূল অত্যন্ত শুষ্ক ও স্পর্শাসহ, যেন ফাটিয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয় ; এই শুষ্কতা ও ব্যথা বশতঃ প্রথমে গলাধঃকরণের অল্প ব্যাঘাত হয় এবং ক্রমে একবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। গলনলীর উপঝিল্লি-প্রদাহ রোগাধিকারে কুলি করিবার বা বাহ্য প্রয়োগের পক্ষে "গুয়ায়েকাম্‌" অপেক্ষা "মাইরিকা" অনেকাংশে অধিক ফলপ্রদ। তালুমূলে ফেনিল গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সংলগ্ন হইয়া থাকে, কুলি করিলেও তাহা বিচ্যুত হয় না, ইহার জন্য মুখের স্বাদ অত্যন্ত ন্যক্কারজনক বোধ হয় এবং কিছু মুখে করিতে ইচ্ছা হয় না।

পাকস্থলী।—ক্ষুধা সত্ত্বেও আহার করিতে ইচ্ছা হয় না, পেট ভার বোধ হয়,—যেন এই মাত্র ব্যস্ততার সহিত আহার করিয়াছে। রোগীর ক্ষুধা থাকিলেও তাহার মনে হয় সে আহার করিতে পারিতে পারিবে না এবং যদিই আহার করে, তাহা হইলে তালুমূল পর্য্যন্ত আহার্য্য দ্রব্য অগ্রসর হইলেই তথায় সঞ্চিত শ্লেষ্মাজনিত বিবমিষা বশতঃ উহা বহির্গত হইয়া আইসে। বুকজ্বালা ও লালাধিক্য,—পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে হয়।

অন্ত্রাশয়।—পাণ্ডুরোগ,—যকৃৎ মধ্যে নিরন্তর ব্যথা, যকৃৎপ্রদেশে ভার বোধ, নিদ্রালুতা, বিষণ্ণতা মস্তকে জড়তা ও ভারজনক বেদনা—প্রাতে বৃদ্ধি, চক্ষের শ্বেতাংশ ঘোর ও

মলিন পীতবর্ণ, অক্ষিপুট অস্বাভাবিক রক্তিমা বিশিষ্ট, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, পাংশুবর্ণ মল, নাড়ী অত্যন্ত ধীরগতি, অংসফলকদ্বয়েব তলদেশে বেদনা—বিশেষতঃ বাম ফলকতলে, জিহ্বা আবিল পীতবর্ণ। পৈশিক ব্যথা এবং হস্তপদাদিতে বেদনা। পেট যেন আঁকড়াইয়া ধরে, গড়্ গড়্ করিয়া ডাকে এবং বাহ্যের বেগ হয় কিন্তু মলের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র বায়ু নিঃসৃত হয়। উদর মধ্যে অবসাদ বোধ, যেন উদরাময় হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। যকৃতের কর্কটাদি কঠিন রোগ (কোলেষ্টারীন্:)।

মল।—অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাষ্প নিঃসৃত হইয়া থাকে। কামলা বা পাণ্ডু রোগাধিকারে মল পীতবর্ণ কিম্বা থসথসে, কর্দ্দম বা পাংশুবর্ণ। মল থল্থলে তরল এবং বাহ্যের সময় নাভি-প্রদেশে গ্রহাকর্ষণবৎ বা খালধবা মত বেদনা উৎপন্ন করে।

প্রস্রাব।—বিয়াব নামক সুরাব ন্যায় মূত্র এবং পীতাভ ফেনময়; তলানি ঈষৎ লাল-বর্ণ; প্রস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর,—স্রাব ত্বকক্ষয়কারক, দুর্গন্ধ, গাঢ় এবং পীতাভ (হাইড্র্যাষ্ট্:)।

বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড।—বাম বক্ষে বেদনা; দক্ষিণ ফুস্ফুসের ভাঁজ মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা; রাত্রে বাম পার্শ্বে শয়নকালে বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব এবং হৃৎপিণ্ডের গতির শব্দ শোনা যায়। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে তীব্র বেদনা। হৃৎপিণ্ডের বেগ দ্রুততর অথচ নাড়ী ধীরগতি।

প্রত্যঙ্গাদি।—মস্তক ও পৃষ্ঠে স্থূল বেদনা; অত্যন্ত আলস্য বোধ। অংসফলক-দ্বয়ের তলদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা,—বিশেষতঃ বাম অংসফলকতলে (বাম বক্ষ হইতে বাম অংস-ফলক পর্য্যন্ত বেদনা = ইলিসীয়াম্: মাটাস্-কম্: পিক্স্-লিক্: থিরিড্ সল্ফ্:)। বাম বৃক্কক বা মূত্র গ্রন্থিমধ্যে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকাব বেদনা। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা (ব্যাপ্ট্:)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে অত্যন্ত আলস্য বোধ এবং কটিদেশে বেদনা; উরুদেশের পেশী সকল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত—যেন ঠাণ্ডা লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বৃদ্ধি = রাত্রে শয্যার উত্তাপে, সেই জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয়; প্রাতর্ভোজনান্তে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম।

ত্বক।—রোগীর মূর্ত্তি পীতবর্ণ, পাণ্ডুরোগাক্রান্তবৎ, যেন মশক দংশন করিয়াছে গাত্রের এইরূপ কণ্ডুয়ন। পিত্তাশ্রিত আম্বাত (আর্টিকা. অ্যান্টেকাস্-ফ্লুভ্:)।

বৃদ্ধি।—বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে, শয্যার উত্তাপে, নিদ্রার পর, প্রাতে এবং দেহ সঞ্চালনে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হাইড্র্যাষ্ট্: ক্যালী-বাই: ডিজি: অ্যাসের্: অ্যা-বেন্: বার্বা: ব্রোম্: চেলিড্: চিম্যাফিল্: কাণাস্: ইরিঞ্জী: ইউপেট্: হিপ্: ল্যাকে: মার্ক্-প্রোট্: পডো: স্পঞ্জী: কোলেষ্টারিন্:।

তুলনীয়।—দুশ্চেদ্য নিঃস্রাব—ক্যালিবাই: হাইড্র্যাষ্ট:। কামলা লক্ষণে—ডিজি:। যকৃতে—চেলিডো: বার্ব্বারিস্: পডো: হিপার: মার্ক্: কোলেষ্ট:। সকালে টাটানি—ব্যাপ্টে:। শ্বেত প্রদর—হাইড্রোষ্ট:।

উপশম।—প্রাতর্ভোজনান্তে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

মার্টাস্ কমীউনিস্

(MYRTUS COMMUNIS).

নামান্তর।—মার্টল্। দাড়িম্ববৎ গাছ।

প্রস্তুতি।—টাট্‌কা পাতা ও ডগা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সর্দ্দি বা জ্বর, বক্ষ-মধ্যে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, সর্দ্দি, কাসি, গুটীকা বা ক্ষয় রোগ।

উপযোগিতা ও আভাস।—বাম ফুস্‌ফুসের ঊর্দ্ধাংশ ইহার প্রধান ক্রিয়া-স্থল এবং ঐ স্থলে ইহার প্রবল শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। রাজযক্ষ্মা বা ক্ষয়কাস, রক্তকাস, ফুস্‌ফুসের যকৃদ্ভাবপ্রাপ্তি প্রভৃতি ফুসফুসের যে কোন রোগে "দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের ঊর্দ্ধাংশ হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া বাম পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত প্রসারণশীল তীক্ষ্ণ বেদনা" এই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে "মার্টাস্-কমীউনিস:" প্রয়োগে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা। উক্ত বেদনা সাধারণতঃ সূচী-বেধবৎ কিন্তু কোন কোন স্থলে দপ্‌দপ্‌কারী বা জ্বালাবৎ অনুভূত হইয়া থাকে; শ্বাস প্রশ্বাসে, জৃম্ভনে এবং কাসিলে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতজ্জনিত কাসি শুষ্ক ও শূন্যগর্ভ, ফুস্‌ফুসের ঊর্দ্ধাংশের সম্মুখে কণ্ডুয়ন সম্ভূত, এবং এই কাসি অধিকারে অপরাহ্নে অত্যন্ত আলস্য বোধ হইয়া থাকে। প্রতি শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তন—নাসা‍বিস্রাব বা সর্দ্দি, কাসি এবং সর্দ্দি-জ্বর আবির্ভূত হয়।

লক্ষণাবলী।

নাসিকাদি।—সর্দ্দিযুক্ত কাসি; প্রতি শীত বা উত্তাপের হ্রাসাধিক্যে আবির্ভূত হয়। কণ্ঠাভ্যন্তরে শুষ্ক বোধ; কণ্ঠনলী ও বক্ষ মধ্যে বেদনা ও শোণিতাক্ত গয়ার উঠা।

শ্বাসযন্ত্র।—ফুস্‌ফুসের ঊর্দ্ধভাগের সম্মুখ প্রদেশে কণ্ডুয়ন সম্ভূত শুষ্ক শূন্যগর্ভ কাসি; প্রাতে বৃদ্ধি; সন্ধ্যাকালে উপশম; অপরাহ্নে দেহের অত্যন্ত শৈথিল্য বোধ হয়। প্রতি জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে সর্দ্দি, কাসি এবং সর্দ্দি-জ্বর হয়।

বক্ষ।—বক্ষ মধ্যে তীক্ষ্ণ নিষ্পেষণবৎ বেদনা; বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব বা বক্ষের অপ্রসারনীয়তা বা টান পড়া সহযোগে কাসি। বাম বক্ষের ঊর্দ্ধাংশ হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া বাম অংসফলক বা স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা (অ্যানাইসাম-ষ্টেল্: পিক্স্-লিক্: মাইরিকা-সে: সল্ফ্: থিরিড্:—বাম পৃষ্ঠফলকের কোণ হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা—চিনোপোড-গ্লাকাই:

—বাম বক্ষের নিম্নাংশে ভেদকারী বেদনা=ন্যাট্-সাল্ফ্:); গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিলে কিম্বা বক্ষের প্রবল সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বাম ফুস্ফুসের শিখরদেশ হইতে অংসফলক পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনানুভূতি,—বৃদ্ধি=শ্বাসপ্রশ্বাসে, জৃম্ভনে বা কাসিলে। বাম বক্ষ মধ্যে জ্বালা ও ব্যথা বা দপ্দপানি এবং গুড়গুড়ি ভাব। ফুস্ফুস্ প্রদাহাধিকারে বাম ফুস্ফুসের যকৃদ্ভাবপ্রাপ্তি (লাই: ক্যাম্ফো: ল্যাকে: দক্ষিণ ফুস্ফুসের=ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-আয়োড:—দক্ষিণার্দ্ধ=চেলিড:)। কুচিকিৎসিত উপদংশাশ্রিত যক্ষ্মা। রক্তোৎকাস, কাসির সঙ্গে ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব অধিকারে কণ্ঠনলী ও বক্ষ মধ্যে বেদনা।

জ্বর।—সর্দ্দি-জ্বর; কফোনী বা কনুই এবং জানুসন্ধি মধ্যে বেদনা ও ফুস্ফুসের ঊর্দ্ধাংশে কণ্ডুতি জনিত শুষ্ক শূন্যগর্ভ কাসি,—বিশেষতঃ প্রাতে; সন্ধ্যার সময় উপশম; অপরাহ্নে অত্যন্ত আলস্য ও শৈথিল্য বোধ হইয়া থাকে।

বৃদ্ধি।—প্রাতে, শ্বাসপ্রশ্বাসে, জৃম্ভনে, কাসিলে, এবং জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে।

উপশম।—সন্ধ্যার সময় (কিন্তু ঐ সময় অত্যন্ত আলস্য বোধ হইয়া থাকে)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যানাইসাম: ষ্টেলেটাম: মাইরিকা-সেরিফেরা: পিক্স-লিকুইডা: সল্ফার: থিরিডীয়ন্: ব্রায়োনীয়া: ফস্ফোরাস: এবং চিনোপোডীয়াম-গ্লকাই:।

তুলনীয়।—বাম বক্ষ হইতে স্কন্ধ ফলক পর্য্যন্ত বেদনা—থিরীডি: সলফ: ইত্যাদি।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

নাযা ট্রাইপীউডীয়ান্স

(NAJA TRIPUDIANS).

নামান্তর।—কোব্রা-ডি-ক্যাপেলো; কেউটে সর্পের বিষ।

প্রস্তুতি।—টাটকা দুগ্ধ শর্করাসহ মিশ্রিত করিয়া বিচূর্ণ এবং গ্লিসিরিণসহ মিশাইয়া তরল ক্রম প্রস্তুত করিতে হয়। পরে উচ্চ ক্রম সুরাসারে হইতে পারে। ৬ষ্ঠ নিম্ন ক্রম সুরাসারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হৃৎশূল; হাঁপানি; বাধক বা কষ্টরজ; মাথাধরা; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; অন্ননলী আক্ষেপিক সঙ্কোচন; ডিম্বাধারের পীড়া; মহামারী বা প্লেগ, বিসূচীকার হিমাঙ্গাবস্থা; গলক্ষত; মেরুমজ্জায় উত্তেজনা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ কেণ্ট বলেন যে যেখানে দেহের অন্য সকল রোগই অবশেষে হৃৎপিণ্ডে যাইয়া আশ্রয় লয় সেই স্থলে "নাযার" শক্তি অতুলনীয়। যেখানে পুনঃ পুনঃ হৃদস্পন্দন এবং হৃদ্রোগবশতঃ হৃৎপিণ্ড জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং হৃন্মুখাবরণী বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে বা হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন সংঘটিত হইয়াছে সে স্থলে নাযা অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ।

(অবশ্য আজন্মসংবদ্ধ হৃদ্রোগের আরোগ্য সম্পাদন অসম্ভব)। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ—হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা, বিমর্ষভাব, এবং অপ্রফুল্লতা। স্নায়বীয় শ্বাসরোধক হৃদ্স্পন্দনাধিকারে কথা কহিবার অক্ষমতা। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশীয় বেদনা গ্রীবাপৃষ্ঠ বাম স্কন্ধ এবং বাহুতে পর্য্যন্ত অনুভূত হয় এবং রোগী অত্যন্ত উদ্বেগ ও মৃত্যুভীতি প্রকাশ করে। স্ত্রীলোক হইলে তাহার মনে হয় যেন তাহার ডিম্বাধার ও হৃৎপিণ্ড একত্রে স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ড, বাম শঙ্খ ও ডিম্বাধার প্রদেশে যুগপৎ তীব্র বেদনানুভূতি। নাড়ী ধীর এবং অনিয়মিত গতি। রজনীযোগে, পাদচারণান্তে এবং বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে সকল লক্ষণই বৰ্দ্ধিত হয়। স্নায়বিক হৃদ্স্পন্দন ও অবসন্নতা,—পুনঃ পুনঃ বোধ যেন গলমধ্যে কি একটা স্ফীত হইয়া উঠিতেছে বা গলনলী রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে এবং তজ্জন্য রোগী পুনঃ পুনঃ কণ্ঠদেশে হস্তার্পণ করে। এতজ্জনিত বেদনাদির সংক্রমণ কিয়ৎ পরিমাণে "ল্যাকেসিসের" ন্যায়,—ডিম্বাধার প্রদেশীয় বেদনা, উপঝিল্লী এবং সন্ধি বেদনা প্রভৃতি বামদিক হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রমণ করে এবং "ল্যাকেসিসে" ন্যায় ইহাতেও জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে (ডাঃ কেণ্ট)। "রোহিণী বা উপঝিল্লী-প্রদাহ রোগাধিকারে হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতোপক্রম" নাযার একটী অব্যর্থ নির্ণায়ক লক্ষণ; রাত্রে বৃদ্ধি,—রোগী নীলমূৰ্ত্তি হইয়া যায় এবং হাঁপাইয়া জাগিয়া উঠে। শিরোবেদনা,—স্নায়বিক—পূর্ব্বে বা পরে বিবমিষা ও বমন; বাম অক্ষিগহ্বর মধ্যে প্রচণ্ড দপ্‌দপকারী বেদনা,—ক্রমে শিরোপশ্চাতে যাইয়া আশ্রয় লয়,—অতি আহার কিম্বা মানসিক ও শারীরিক শ্রম জনিত; গতার্ত্তবাদিগের শিরোবেদনা; নিদ্রাভঙ্গান্তে ললাটদেশে সমগ্র ভারজনক দৃঢ়াবদ্ধভাব; থাকিয়া থাকিয়া শিরোপশ্চাতে ঊর্দ্ধমুখী শলাকাবেধবৎ বেদনা। এতদ্ব্যতীরেকে পশ্চাল্লিখিত লক্ষণাবলীও ইহার নির্ণায়ক—হৃৎপিণ্ড হইতে বাম পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা; বাম ডিম্বাধার মধ্যে গ্রহাকর্ষণবৎ বা থালধরার ন্যায় বেদনা; স্বরনলী মধ্যে যেন একটী কেশ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; গলগ্রন্থিমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; বাম পার্শ্বে লক্ষণাধিক্য; শ্বাসরোগ, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র; শয়ন করিলে বৃদ্ধি এবং উঠিয়া বসিলে উপশম হয়; হঠাৎ নাসিকা হইতে জল স্রাব এবং পুনঃ পুনঃ ফুৎকার, হাঁচি ও ফুৎকারান্তে নাসিকা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং সরলভাবে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—উন্মাদ অবস্থায় ক্রমাগত আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা (অ্যালীউ: আর্স: অরাম:)। অব্যবস্থিত চিত্ত। বিমর্ষ, গম্ভীর স্বভাব; কোন বিষয়ে সংকল্পের দৃঢ়তা নাই; সর্ব্বদা কাল্পনিক দুর্দ্দশা চিন্তা করিয়া স্বীয় প্রফুল্লতা নষ্ট করে (ইগ্নে:)। অত্যন্ত বিস্মৃতিপ্রবণ (অ্যাগ্নাস: অ্যানাক: কোল্‌চি: মার্ক: ল্যাক্-ক্যান্:); অন্যমনস্ক (অ্যাগ্নাস: কোল্‌চি: নক্স-মস্:)। সংজ্ঞা-রহিত (হেলিবো: নক্স-মস্: ওপী:)। হঠাৎ উন্মাদ অবস্থায় সাংঘাতিক অস্ত্র লইয়া নিজেকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। মন অত্যন্ত বিবাদপূর্ণ, সন্ধ্যার সময় উপশম;

জননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ রোগ বশতঃ দুশ্চিন্তা; শিরোবেদনা ও পরিশ্রমাসহিষ্ণুতা। মদ্যাদি সুরাপান মাত্র অসুখ উপস্থিত হয় (জিঙ্ক:)। নিদ্রালুতা,—কথা কহিতে অনিচ্ছুক।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তদন্তে মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে সংজ্ঞাপহারী বেদনার আবির্ভাব। সমগ্র মস্তক শূন্য বোধ হয়। প্রচণ্ড শিরোবেদনা ও অত্যন্ত বিমর্ষভাব। ললাটদেশে দৃঢ়াবদ্ধভাব (কার্ব্বোম্-সল্ফ: সাইক্লে: ক্যামো: গ্র্যাট: আইরিস্:) ও মস্তিষ্কের জড়তা ও ভারবোধ। ললাটদেশে ভয়ানক ব্যথা ও দপ্‌দপকারী বেদনা (অ্যামিল: জেল: গ্লোন্: গ্র্যাট: ল্যাক্-ডিফ্লো:)। মস্তককে উত্তাপ ও শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য। বয়ঃসন্ধিকালের শিরোবেদনা (ক্রোকাস: সাইক্লে: স্যাঙ্গিউইন্:)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোবেদনা (মিনীয়্যান্: প্যালেড:)। নৈশ শিরোবেদনা—প্রগাঢ় বিষাদ সহযোগে শিরোবেদনা, সাধারণতঃ বেদনা শঙ্খদেশে বা রগে আরম্ভ হয়, বিশেষতঃ দক্ষিণ রগে; বেদনা তীব্র, চক্ষুর্দ্বয় পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে, সময়ে সময়ে বেদনা তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ আকার ধারণ করে এবং ললাট ও মূর্দ্ধাদেশে অতীব্র বেদনার ন্যায় অনুভূত হয়; বৃদ্ধি=দেহ বা মস্তক সঞ্চালনে; উপশম=কিয়ৎ পরিমাণে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে এবং তাম্রকূট (ডায়াডেমা:) ও সুরাপানান্তে (আর্জেণ্ট-নাই: ইগ্নে: ক্রিয়ো: জিঙ্কাম:)। বেলা ৩টার সময় মস্তক মধ্যে দপদপ ও ব্যথা করিতে থাকে। তীব্র শিরোবেদনা,—যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ জ্বালা করে,—বাম চক্ষের ঊর্দ্ধাংশে অত্যধিক, প্রাতর্ভোজনান্তে; প্রাতে ৮॥ সময় চাপবৎ বেদনানুভূতি। স্নায়বীয় শিরোবেদনা, বেদনা অক্ষি গহ্বর হইতে শিরোপশ্চাতে সংক্রামিত হয়। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে ললাটে বেদনা এবং চক্ষু মধ্যে ভার বোধ; বেলা দ্বিপ্রহরের সময় দক্ষিণ রগের ঊর্দ্ধাংশে বেদনাধিক্য এবং ঐ বেদনা ক্রমে ললাটোপরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; অপরাহ্নে উপশম—অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের সহিত বেদনা আরম্ভ হয়, দ্বিপ্রহরে বাড়ে এবং সূর্য্যাস্ত উপশমিত হয় (স্পাই: জেল্‌সি: গ্লোন: স্যাঙ্গিউইন:)। মূর্দ্ধাদেশে বেদনা ও পদদ্বয় হিমবৎ শীতল। হঠাৎ বোধ হয় যেন কে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া সজোরে তাহার মস্তকে ও গ্রীবা পৃষ্ঠে আঘাত করিল। মস্তকের অস্থির উপরের কেশ উঠিয়া যায়। কর্ণমধ্যে জাঁতা কলের শব্দের ন্যায় শব্দ হওন বশতঃ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়।

চক্ষু।—চক্ষু স্থির ও একদৃষ্টি; সম্পূর্ণ উন্মিলিত এবং আলোক জ্ঞান রহিত। অক্ষিপুট ভার বোধ হয়। দৃষ্টি শক্তির লোপ। অক্ষিপুট দ্বারা চক্ষু পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়; ক্ষুদ্র লেখা পাঠ করিতে গেলে দৃষ্টির অস্পষ্টতা ঘটে, সুতরাং পুনঃ পুনঃ চক্ষু মর্দ্দন করিতে এবং লেখার নিকটে চক্ষু আনিয়া দেখিতে হয়। অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ চক্ষু মর্দ্দন করিতে হয়; কোন পুস্তকের দিকে দৃষ্টি করিলে চক্ষু ক্লান্ত বোধ হয়। অক্ষিগোলকের পশ্চাতে উত্তাপ বোধ, চক্ষুর উপতারকার পক্ষাঘাত বা নিষ্ক্রিয়তা। অক্ষিপুট প্রাতে স্ফীত হইয়া থাকে।

নাসিকা।—ভয়ানক সর্দ্দি বা নাসাপরিস্রাব,—অত্যন্ত তরল, কষায় শ্লেষ্মাস্রাব হইতে থাকে (আস: আর্স-আয়োড: সীপা: স্ল্যাট-মিউ:); নাসা ক্ষতযুক্ত, উষ্ণীত, এবং স্ফীত।

নাসাবন্ধ,—প্রাতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি (ইউফ্রে:); উপশম—জলবৎ তরল শ্লেষ্মা স্রাবান্তে এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইলে।

মুখমণ্ডল।—ম্লান, শীর্ণ এবং অস্থিময়, হরিতাভ-পীতবর্ণ বা নীলবর্ণ। মুখের স্নায়ুশূল,—শলাকাবেধবৎ বেদনা চক্ষু ও রগ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, রসহীন, ফাটা ফাটা উত্তাপযুক্ত এবং ক্ষয়িতত্বক বা হাজা। হনুদ্বয় পরস্পর দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। গাত্রোত্থানকালে মুখমণ্ডল আরক্তিম; মুখ ধৌত করিলে উপশম হয়।

মুখ ও গলমধ্য।—রোগী মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে এবং তাহার জিহ্বা হিমবৎ শীতল বোধ হয়। জিহ্বা গাঢ় পীতবর্ণ লেপাবৃত, কখনও বা শ্বেতবর্ণ ও শুষ্ক কিন্তু তৃষ্ণারহিত। জিহ্বাতলস্থ বল্‌গা ক্ষতযুক্ত (ক্যালী-কার্ব্ব:)। মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক। মুখ হইতে ফেন নির্গত হয়। বাকরোধ গলমধ্যে শ্লেষ্মাধিক্য। গলরোধোপক্রম বোধ বশতঃ রোগী হস্তদ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বীয় কণ্ঠনলী ধারণ করে। কণ্ঠের বামপার্শ্বে কণ্টকবেধবৎ অনুভূতি। অন্ননলীর সঙ্কোচন কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব। জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় গাঢ় লালিমান্বিত।

পাকস্থলী।—সুরাদি তেজস্কর দ্রব্য পান বা আহারের স্পৃহা,—কিন্তু তাহাতে অনতিবিলম্বে অসুখ হয় এবং লক্ষণাদির বৃদ্ধি সংঘটিত করে। পুনঃ পুনঃ উদ্গার ও বুকজ্বালা (ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভে: সাইকীউ: কোণা: ক্রোকাস: ল্যাকে: লাই: ম্যাগ-কার্ব: নক্স-ভম্: আর্জেণ্ট-নাই:)। বিবমিষা বোধ; বমন। পাকস্থলী মধ্যে এক প্রকার অবর্ণনীয় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, অজীর্ণ রোগবশতঃ যেরূপ হয়; আহারান্তে ভারবোধ, যেন পাকস্থলী মধ্যে প্রস্তরখণ্ড নিহিত রহিয়াছে (গ্রাস: লাই: ব্রাই: ইগ্নে: নক্স: পল্‌সে: ল্যাকে: ক্যামো: ল্যাক্-ক্যান:)। জলবার্লির ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট কিম্বা উষ্ণ দুর্গন্ধ বাষ্পময় উদ্গার। পাকস্থলীর অম্লজননপ্রবণতা, —যাহা কিছু আহার করে তাহাই অম্লে পরিণত হয় (ক্যাল্‌কে: রোবিনীয়া:)।

অন্ত্রাশয়।—অতিশয় আধ্মান,—অন্ত্রকূজন ও তৎসহ অন্ত্রশূলবৎ বেদনা। উদর স্ফীতি, অপ্রসারণীয়তা এবং তন্মধ্যে বাষ্পাধিক্য বোধ এবং এই অপ্রসারনীয়তা বা টানপড়া ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ডাভিমুখে সংক্রামিত হয়। অপরাহ্ণের সময় উদর মধ্যে অন্ত্রকূজনধ্বনি এবং ছেদনবৎ বেদনা; সন্ধ্যার পর ভোজনান্তে অন্ত্রকূজন ও উদরাময়ের পূর্ব্ব লক্ষণের ন্যায় পেট বেদনা; অনেক সময় স্থিরভাবে উপবিষ্টাবস্থায় উদরমধ্যে এত দপদপ করিতে থাকে যে বোধ হয় যেন অন্ত্রমণ্ডলী উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে। সান্ধ্যভোজনান্তে বাম কোঁক ও বাম নিতম্ব দেশে বেদনা—তৎসহ আধ্মানবায়ু সঞ্চয়। নাভিপ্রদেশে পুনঃ পুনঃ যেন মুচড়াইতেছে ইত্যাকার বেদনা।

মলান্ত্র ও মল।—হঠাৎ মলবেগ। পিত্তময় মলতারল্য। মলবদ্ধতা। মলান্ত্র মধ্যে বোধ হয় যেন অনেকটা মল আবদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু বহির্গত হইলে দেখা যায় একটী ক্ষুদ্র গুটিলা। মল তরল হউক আর কঠিন হউক,—বেগ কিন্তু হঠাৎ উপস্থিত হয়; হঠাৎ বেগের পর সামান্য পিত্তময় মল নিঃসরণ। মলদ্বার মধ্যে উত্তাপ কণ্ডুয়ন ও উত্তেজনা বোধ।

মলতারল্য,—উদর মধ্যে বেদনা বোধ হয়; মল অপর্য্যাপ্ত, হঠাৎ নির্গত হয়, আমময় শ্বেত বা হরিদ্বর্ণ; পিত্তময় মলতারল্য—হঠাৎ বেগ উপস্থিত হয় এবং পেটের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা; তৎপরে দুই তিন দিবস হয়ত আদৌ মলত্যাগ হইল না এবং তৎপরে আবার যে মল ত্যাগ হইল তাহার কতকাংশ কঠিন ও কতকাংশ তরল।

প্রস্রাব।—মূত্রস্থলী মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য ও চাপ বোধ। প্রস্রাবের তলানি লালবর্ণ,—শ্লেষ্মা মিশ্রিত। মূত্র ঘোর,—শুষ্ক-তৃণবৎ বর্ণবিশিষ্ট। প্রস্রাবের সহিত বহুল পরিমাণে লিথেট্‌স বা লবণ পদার্থ এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণ-স্পৃহাতিশয্য। রাত্রিকালে রেতঃস্খলন। শিশ্নের দক্ষিণ পার্শ্বে হূলবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা,—রাত্রে শয্যায় শয়ন কালে এবং প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে। রমণ শক্তির হ্রাস সহ কামনাধিক্য বা প্রবল রমণেচ্ছা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বাধার মধ্যে গ্রহাকর্ষণ বা খালধরা মত। বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড ও ডিম্বাধার একত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; বাম ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা; রজস্বলা হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বেদনার আবির্ভাব হয় এবং ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া হইয়া আর্ত্তব আরম্ভ হইলে উপশম হয় (সিরীয়াম্-অক্স্যাল: ল্যাকে: মস্কাস: জিঙ্কাম:) এবং পুনশ্চ রজস্বলা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাল থাকে। প্রদর,—অপরাহ্নের সময় নাভিপ্রদেশে এবং কটিদেশে পুনঃ পুনঃ ছেদনবৎ বেদনার পর হঠাৎ বহুল পরিমাণে প্রদরস্রাব হয়,—স্রাব তরল, শ্বেতাভ; স্তনদুগ্ধ হঠাৎ কমিয়া যায় কিন্তু পর দিবস আবির্ভূত হইয়া আবার কিছু দিনের জন্য কমিয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্র।—বাতাশ্রিত হৃদ্‌প্রদাহাধিকারে কিম্বা হৃদ্‌পিণ্ডের পুরাতন যান্ত্রিক রোগাধিকারে উত্তেজনা জনক শুষ্ক সহানুভূতিক কাসি,—অর্থাৎ উক্ত রোগের প্রতিক্ষেপ জনিত কাসি (ল্যাকে: স্পঞ্জী:)। স্বর ও বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডূতি ও উত্তেজনা। স্বরবিকৃতি; ক্ষণস্থায়ী ভগ্নস্বর সংযুক্ত কাসি। শুষ্ক, যন্ত্রণাজনক কাসি; রক্তময় গয়ার। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর শ্বেতাভ গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন। শোণিতময় নিষ্ঠীবন ত্যাগ,—নির্গত শোণিত ঘনীভূত হয় না। শ্বাস প্রশ্বাস সহজে উপলব্ধি করা যায় না, কষ্টসাধ্য ও ধীর; রোগী নিদ্রা যাইতে যাইতে হঠাৎ যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এইরূপ ভাবে জাগিয়া উঠে (ল্যাকে: অ্যাকোনা:)। বক্ষ মধ্যে কেমন এক প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে বেদনার বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। শ্বাসরোগ-সুলভ বক্ষগহ্বরের অপ্রসারণীয়তা,—ফুসফুসদ্বয় সম্পূর্ণ প্রসারিত হয় না; পরে শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হয়। পূর্ব্বাহ্নে বাম বক্ষপার্শ্বের পেশী মধ্যে ব্যথা করিতে থাকে। উভয় স্তনের শিখরদেশে সময়ে সময়ে বেদনা অনুভূত হয়। বক্ষ মধ্যে ভয়ানক তীক্ষ্ণ বেদনা ও চাপবোধ—যেন তন্মধ্যে একটি প্রজ্জ্বলিত লৌহশলাকা প্রবেশিত ও তদুপরে একখানি গুরুভার প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে, কার্ব্বোনেট অব অ্যামোনীয়ম: ও জল প্রয়োগে নিমেষমধ্যে আরাম হইয়া যায়। দক্ষিণ বক্ষের নিম্নার্দ্ধে ভার বোধ, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে বোধ হয় যেন ছুরিকাঘাত করিতেছে,

যন্ত্রণার ভয়ে কাসিতে পারে না; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম হইয়া থাকে (ব্রাই:)।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপ্রদেশে প্রচণ্ড বেদনা। বুক ধড়ফড়ানি এবং হৃদ্স্পন্দন। হৃদ্পিণ্ডের দপদপানি শোনা যায়। নাড়ীর বেগ অনিয়মিত কিন্তু তাল বা পর্য্যায় স্বাভাবিক (এইচ: সি: অ্যালেন্:); নাড়ী ধীরগতি এবং বেগ ও তাল অনিয়মিত (জে: এইচ: ক্লার্ক:) ক্ষীণ ও সূত্রবৎ সূক্ষ্ম, প্রায় অনুভব বা বুঝা যায় না। হৃদ্বৃদ্ধি (অ্যাকোন: ব্রোম: ক্যাক্টাস: ডিজি: আইবির: ক্যালী-কার্ব: ক্যাল্মী: হ্রাস: স্পঞ্জী:); হৃৎশূল (ক্যাক্ট:)। গলনলীর-উপঝিল্লি-প্রদাহ-রোগান্তক হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা (মার্ক-সায়ানেট: ল্যাকে:)। শ্বাস বা গলরোধক স্নায়বিক এবং বহুদিনের বা সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল হৃদ্স্পন্দন সহ কথা কহিবার অক্ষমতা, বিশেষতঃ সভা সমিতিতে বক্তৃতার পর; বেদনার বৃদ্ধি = যানারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ বা পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিলে। হৃদ্প্রদেশে তীব্র সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব্ব: স্পাইজি:)। হৃদ্শূল, হঠাৎ হৃৎপিণ্ড হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা গ্রীবা, পৃষ্ঠ, বাম স্কন্ধ ও বাম বাহুতে সংক্রামিত হয়; রোগী অত্যন্ত উদ্বেগ ও মৃত্যুভয় প্রকাশ করে; বৃদ্ধি রাত্রে এবং বামপার্শ্বে শয়নান্তে। অত্যন্ত শোক বশতঃ হৃদগ্র প্রদেশে আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাপৃষ্ঠে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা। বাম অংসফলকের ঊর্দ্ধ কোণ হইতে বক্ষের সম্মুখদেশ পর্য্যন্ত চিড়িক মারা মত বা বিদ্ধকারী বেদনা (চিনোপোডিয়াম্-গ্লকাই:)। সমস্তদিন পৃষ্ঠের মধ্যদেশীয় মেরুদণ্ড যেন কত ক্লান্ত হইয়াছে এইরূপ বোধ। গ্রীবা ও কটিদেশে বাতাশ্রিত বেদনা। অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে বেদনা, বাহু সঞ্চালনে বেদনাধিক্য। গ্রীবা পৃষ্ঠে বা মেরুমূলে হঠাৎ বোধ হয় যেন কেহ প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিল, রোগী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে এবং টলিতে থাকে। ডিম্বদেশে তীক্ষ্ণবেদনা, যেন চর্ব্বণ করিতেছে।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত পদাদির হঠাৎ অকর্ম্মণ্য বা অবশ হইয়া যায়। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে আমবাতাশ্রিত বেদনা। দক্ষিণ হস্ত ও পদে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা, ঐ অঙ্গ সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি। গুল্ফ, উরুনিম্নে, মণিবন্ধে এবং স্কন্ধ সন্ধি মধ্যে ব্যথা করিতে থাকে; নিদ্রাভঙ্গান্তে সর্ব্বাংশে বেদনানুভূতি; যেন কত আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা। মণিবন্ধ মধ্যে জ্বালা। হস্ত ও হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির স্ফীতি; হস্ত এবং বাহুর স্ফীতি ও স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ উৎপন্ন হয়। অসাড়তা এবং ইতস্ততঃ সংক্রমণশীল বাত বেদনা (ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্: পল্‌সে:)—স্কন্ধসন্ধি মধ্যে বেদনার আধিক্য অনুভূত হয়,—বাহুদ্বয়ে বোধ হয় যেন ঝিন্‌ঝিনি ধরিয়াছে উহা এইরূপ অসাড়। সন্ধ্যার সময় পাদচারণ কালে হঠাৎ অত্যন্ত অবসন্নতার আবির্ভাব। পাদচারণ কালে টলিয়া পড়ে। পাদচারণ কালে রোগী এত ক্লান্তি বোধ করে যে সে পা টানিয়া চলিতে থাকে। গুল্ফদেশীয় স্থূল কণ্ডার মধ্যে বা গোড়ালীর পেশীর অধোভাগে আকর্ষণবৎ বেদনা;—সঞ্চালনেই বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমে অবশ হইয়া যায়; উপশম = সন্ধ্যার সময়। মস্তক অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত অথচ হস্ত ও পদের অগ্রভাগ হিমবৎ শীতল। কর ও পদতলে স্বেদোদ্গম।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দৈহিক আলস্য ও শৈথিল্য বোধ। দেহ মধ্যস্থিত যন্ত্র বিশেষ যেন অন্য যন্ত্রের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি,—যথা হৃৎপিণ্ড ও বাম ডিম্বাধার বোধ হয় যেন একত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। সুরাদি তেজস্কর দ্রব্য সেবন মাত্রে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি; নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণে উপশম। টল্‌টলায়মান গতি,—মাতালের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রোগীর মনে হয় সে দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অস্থিরতার আবির্ভাব। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিতে অনিচ্ছা। সোজা হইয়া অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না। সময়ে সময়ে মূর্চ্ছোপক্রম। স্পর্শাদি বোধ শক্তি রাহিত্য।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন; অত্যন্ত নিদ্রাবেশ। নিদ্রা অস্থিরতা ও ব্যাঘাতপূর্ণ। স্পষ্ট স্বপ্ন। মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ আদৌ নিদ্রা আইসে না। নিদ্রা যাইতে যাইতে হঠাৎ জাগ্রত হয় এবং চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক গৃহের চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করে,—যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছে—জীবন্ত স্বপ্ন, কিন্তু মনে থাকে না।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—দেহ শীতল এবং জীবনী ক্রিয়া রহিতবৎ। হস্ত-পদাদি তুষার তুল্য শীতল। মুখমণ্ডলে জ্বালাজনক উত্তাপ। রোগী অত্যন্ত উত্তাপ, জ্বরভাব এবং অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অনর্গল স্বেদোদ্গম। মস্তক উত্তাপযুক্ত এবং শোণিতপূর্ণ বোধ হয়। কর্ণদ্বয় যেন জ্বলিতে থাকে। দিবাভাগে সময়ে সময়ে মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভূতি। করতল উত্তাপযুক্ত এবং স্বেদার্দ্র। সার্ব্বাঙ্গিক স্বেদ,—শীতল, আঠাবৎ।

তুলনীয়।—অবসাদ ও আত্মহত্যাপ্রভৃতি—অরম:। শিরঃপীড়া—আনাকা: ব্রায়ো: নক্স-ভ:। উপঝিল্লী প্রদাহ—এরম: ট্রাইফো:। হৃৎপিণ্ড—আর্স: ক্যাক্ট: ল্যাকে: ডিজিটে:। হিমাঙ্গ—কার্ব্বোভেজি: ক্যাম্ফর: ট্যাবে:। বাক্‌রোধ—জেল্‌স:। মস্তিষ্ক—হায়সা: লরো: ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা—দোষঘ্ন—অ্যামোনীয়া: আঘ্রাণ, সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পানীয় এবং ট্যাব্যাকাম:।

সদৃশ।—অ্যানাক: আর্স: ব্রাই: নক্স-ভম্: এরাম্-ট্রাই: মার্ক-সায়ানেট: ক্যাক্ট: ক্যালী-কার্ব: ক্যামীয়া: আইবিরিস: ডিজিট: স্পাইজি: স্পঞ্জী: ক্যাম্ফো: জেল্‌সি: কষ্টি: লরো: হায়ো: ব্যাপ্টি: ফাইটো: ল্যাক্-ক্যান্: স্যাঙ্গিউইন্: সাইলি: এল্যাম্থাস্: ক্রোটেলাস: ইল্যাপ্স: মাইগেল্: সাম্বাল্:।

বৃদ্ধি।—স্পর্শান্তে, যানারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণে, বাম পার্শ্বে শয়নান্তে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে চা বা কোনরূপ সুরাপানান্তে, দেহ বা আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে, রাত্রে, নিদ্রাভঙ্গান্তে, আহারান্তে দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমান্তে, শয্যার উত্তাপে; দেহের বাম পার্শ্বে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণে, তাম্রকূট সেবনে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নান্তে, নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাবান্তে, পুনঃ পুনঃ হাঁচির পর, আর্ত্তবাদি স্রাবারম্ভে, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম।

ন্যাফ্থ্যালীনাম

(NAPHTHALINUM).

নামান্তর।—আল্‌কাতরা পরিস্রুত করিয়া যে হাইড্রো কার্ব্বন বাহির হয় ইহা তাহাই।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অণ্ডলালীয় মূত্র ; দৃষ্টি ক্ষীণতা ; হাঁপানি ; ছানি ; অতিসার ; পামা ; আধ্মান ; প্রমেহ ; যক্ষ্মা ; সান্নিপাতিক জ্বর ; হুপিংকাস ; ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—চক্ষু, নাসিকা, মূত্রযন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগাদিতেই ইহার অধিক উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কৃমিনাশকতাও আছে, "রোগী পুনঃ পুনঃ স্বীয় নাসাগ্র কণ্ডুয়ন করে" ইহার একটী প্রকৃষ্ট লক্ষণ। হৈমন্তিক তরুণ সর্দ্দি কষায়, ত্বকক্ষয় কারক, জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি ইহাদ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। ইহার আর একটী প্রধান উপকারিতা হুপকাসিতে ; উপর্য্যুপরি কাসির প্রকোপ বশতঃ রোগী শ্বাসপ্রশ্বাসের অবসর পায় না ; বিখ্যাত জর্ম্ম্যান ভেষজবিদ, ভন্ গ্রভোগল্, ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রমেহ ও লালামেহ রোগেও ইহা দ্বারা সময়ে সময়ে উপকার পাওয়া যায়। ছানি প্রভৃতি চক্ষু রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মা রোগের কাসিতেও ইহা উপকার করিয়া থাকে ; কাসির জন্য রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না, একটু তন্দ্রা আসিলেই তৎক্ষণাৎ কাসি হইয়া তাহা ভঙ্গ হইয়া যায় ; "রাত্রে অবসাদক স্বেদোদ্গম এবং দিবসে দুর্গন্ধ মলতারল্য" ইহার আর একটী প্রধান লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—উন্মাদ, প্রলাপ, অচৈতন্য।

মস্তক।—শিরঃপীড়াসহ জ্বর, তন্দ্রা।

চক্ষু।—হৈমন্তিক প্রতিশ্যায়াধিকারে চক্ষুদ্বয় প্রদাহান্বিত, ব্যথাযুক্ত এবং আরক্তিম। ছানি ; চক্ষুর চিত্র-পত্রের আবিলতা বা অস্বচ্ছতা। অস্পষ্ট দৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি।

নাসিকা।—প্রতিশ্যায় বা নাসাপরিস্রাব—রন্ধ্র মধ্যে উত্তেজনা ; জলবৎ, ত্বকক্ষয়কারক শ্লেষ্মা স্রাব এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি,—হৈমন্তিক সর্দ্দি ; মুখ হইতে লালা স্রাব হইতে থাকে।

অন্ত্রাশয়াদি।—সংযোজক স্থূলান্ত্র বা যোজকান্ত্র মধ্যে আবদ্ধ আধ্মান বায়ু বশতঃ হৃদপ্রদেশে মহা যন্ত্রণা বোধ। মলমূত্রাদি ধারণে অক্ষমতা। যক্ষ্মাধিকারে মলতারল্য,—মল অত্যন্ত তরল ও দুর্গন্ধময়, দিবসে পুনঃ পুনঃ তরল মল নিঃসরণ।

প্রস্রাব।—হঠাৎ ভয়ানক প্রস্রাববেগ ; মূত্রনলীমুখ আরক্তিম এবং স্ফীত ; লিঙ্গাবরক চর্ম্ম শোথযুক্তবৎ প্রতীয়মান হয়। প্রমেহ,লালামেহ,—মূত্র ঘোর কপিশ বর্ণ, কিছুক্ষণ থাকিবার পর কাল হইয়া যায় ; লালাময় মূত্র। বৃহস্মুদা এবং পরিবর্ত্তিকা বা মুদ্রা।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য এবং অনিয়ত, শ্বাস রোগের ন্যায়। কাসি—উপর্য্যুপরি প্রকোপ বশতঃ রোগী শ্বাসক্রিয়া সম্পাদনের অবসর পায় না—হুপ্‌কাসি। ফুসফুসের ক্ষয়কাসাধিকারে রাত্রে পুনঃ পুনঃ কাসির জন্য রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না; একটু তন্দ্রা আসিলেই কাসি আসিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া দেয়; ইহার সহিত প্রচুর অবসাদক রাত্রিস্বেদ এবং দিবাভাগে দুর্গন্ধ মলতারল্য বর্ত্তমান থাকে। কাসিতে কাসিতে রোগীর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায় (কোর‍্যাল্-রুব্: ইপিক্: নক্স্-ভম্:)। গয়ার অনায়াসে নির্গত হয় এবং উহা গাঢ় আঠার ন্যায়; প্রচণ্ড কাসির প্রকোপ বশতঃ রোগী যন্ত্রণা লাঘবের জন্য স্বীয় মস্তক হস্তদ্বারা ধারণ করিতে বাধ্য হয়, (ব্যাডীয়েগা:)।

সর্ব্বাঙ্গিক।—দীর্ঘকালের পুরাতন রোগাদি। হঠাৎ লক্ষণাদির আবির্ভাব। সর্ব্বাঙ্গের পৈশিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ; প্রত্যঙ্গাদি চাঞ্চল্য ও মাতালের ন্যায় অস্থির গতি। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। হঠাৎ জ্বরাবির্ভাব—তৎসহ শিরোবেদনা এবং অরুচি। বাতশ্লেষ্মা জ্বরে ইহা উত্তাপের হ্রাস সাধন করে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—কাসি সম্বন্ধে :—আর্ণি: বেল্: সিনা: ককাস্-ক্যাক্ট্: কোর‍্যাল্-রুব্: ড্রোসেরা: ইপিক্: মিফাইটীস্:। যক্ষ্মাধিকারে:—পেট্রোল্: টিউবার্কিউলিনাম্: আর্স-আয়োড্:। হৈমন্তিক প্রতিশ্যায়াধিকারে :—আর্স্: সীপা: ক্যালী-আয়োড্: সোরিন্: সাইক্লেমেন্: ইউফ্রে: স্যাবাড্:। কৃমিনাশকতা সম্বন্ধে:—সিনা· টীউক্র: স্পাই: ষ্ট্যান্:। প্রমেহাদি রোগে—পেট্রোসেল্: মার্ক-কর্: স্যালল্: থুযা:। হুপ্‌কাসিতে ন্যাফথ্যালিনামের পরে (যদি প্রয়োজন হয়) ড্রোসেরা প্রযোজ্য।

শক্তি।—১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ন্যাট্রাম্ আর্সিনিকাম্

(NATRUM ARSENICUM).

নামান্তর।—সোডিয়াম্ আর্সেনেট্।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরলক্রম।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সর্দ্দি; গলনলীর উপঝিল্লি প্রদাহ; চক্ষুর প্রদাহ; যক্ষ্মাকাস; হাঁপানি; নাসিকার বেদনা; অন্ননলীর সঙ্কোচন; অণ্ডকোষের স্নায়ুশূল; যক্ষ্মা; প্লীহাযকৃৎ সংযুক্তজ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কতিপয় অনন্যসাধারণ লক্ষণ এই :—মস্তক ফিরাইলে বোধ হয় যেন সম্মুখস্থ দ্রব্যাদি তরঙ্গায়িত বা আন্দোলিত হইতেছে।

অক্ষিগোলক এত বড় বোধ হয় যে যেন অক্ষিপুট দ্বারা তাহাদিগকে সম্যক রূপে আবৃত করা যাইতেছে না। চক্ষু মুদিত অবস্থায় অক্ষিগোলক সঞ্চালিত করিলে বোধ হয় যেন অক্ষিপুটের গাত্রে ঘর্ষিত হইতেছে বা কর্কর করিতেছে। নাসামূলে বেদনা। কণ্ঠদেশীয় দ্বিদল গ্রন্থি নিষ্পিষ্ট বোধ হয়,—যেন কেহ তাহা অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিয়াছে। অণ্ডকোষে যেন হঠাৎ আঘাত লাগিল। ফুস্ফুস্ মধ্যে যেন ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে। শীর্ণতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির শোথ। চাঞ্চল্য, মস্তকে উত্তাপ অনুভূতি ও শিরোবেদনা সহ শীতার্ত্ততা। অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে বেদনা,—সম্মুখদিকে দেহ আনত করিলে আরাম বোধ হয়। গলনলীর উপঝিল্লি-প্রদাহ-রোগে উপকারিতার জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ; তৎসম্বন্ধে ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—কণ্ঠাভ্যন্তরস্থিত ঝিল্লি ঘোর বেগুণী বর্ণ ও অত্যন্ত স্ফীতিযুক্ত, উত্থানশক্তি রাহিত্য, বেদনা সামান্য। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণ অণ্ডকোষে এবং বাম পদ ইহাদ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। নাসামূলে বেদনা এবং শুষ্ক ও ব্যথান্বিত চক্ষু সহ তরুণ সর্দ্দিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্নায়বিক চঞ্চলতা। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না (ইথীউ: এইল্যান্থ: অ্যাভেনা-স্যাট্: আইরিস: ল্যাক্-ক্যান: লাইকোপাস্: অ্যা-অক্স্যাল্: অ্যা-ফস্: স্কুটেল্: সিনিসীয়ো: ভাইবার্ণ: জিরোফিল:)। জড়ভাবাপন্ন; অমনোযোগী, বিস্মৃতি-প্রবণ (অ্যাগ্নাস্: অ্যানাক্: ব্যারাই: কষ্টি: গুয়ায়েক্: আয়োড্: ল্যাক্-ক্যান্: ন্যাট-কার্ব্ব্: হ্রডোড্: সেলিন্:)। বিমর্ষ, যেন কোন বিপদ আসন্ন (অ্যামন্-কার্ব্: অ্যাক্টী: চিনিন্-সাল্ফ্: ক্লিম্যাট্: কিউপ্রাম: লরো: লীলি-টাই: ম্যাগ্-কার্ব্: স্কুটেল-ল্যাটা: সিপী: ভ্যালী:)।

মস্তক।—দ্রুতবেগে মস্তক একদিক হইতে অন্যদিকে ফিরাইলে বোধ হয় যেন সম্মুখস্থ দ্রব্যাদি কম্পিত বা তরঙ্গায়িত হইতেছে (দ্রুতবেগে মস্তক ঘুরাইলে শিরোঘূর্ণন=ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: ষ্ট্যাফ:)। মস্তিষ্কের জড়তাসহ মস্তকের জড়তা। সমগ্র মস্তকে উত্তাপ ও ভারবোধ। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ললাটদেশে এবং নাসামূলে অতীব্র বেদনা; দিবাভাগে অত্যন্ত অধিক; অধ্যয়ন বা বাক্যালাপে বীতস্পৃহা। চক্ষুর উপরিভাগে তীক্ষ্ণ বেদনা,—বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষের ঊর্দ্ধাংশে। ভ্রূদেশে এবং চক্ষু মধ্যে ব্যথা বোধ। ললাটদেশে ভারবোধ এবং মূর্দ্ধাদেশে দপ্‌দপানি। প্রতি দেহ সঞ্চালনে মস্তকে আঘাত লাগে (অ্যাঙ্গে:)। শিরোবেদনা,—উত্তাপে, নিষ্পেষণে এবং ধূমপানে বৃদ্ধি।

চক্ষু।—দৈহিক অবসাদ বশতঃ ক্ষীণদৃষ্টি; কোন বস্তুর দিকে কিয়ৎকাল চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টির আবিলতা ঘটে; আলোক অত্যন্ত অসহনীয়। অধ্যয়ন বা লেখার সময় চক্ষু শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রোগীর বোধ হয় চক্ষু মুদিত না করিলে তাহার ক্ষীণ চক্ষু, অবিলম্বে বিকৃতি প্রাপ্ত হইবে। চক্ষু আপনা হইতে মুদ্রিত হইয়া যায়; পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না। অক্ষিগোলক এবং অক্ষিপুটের শিরাদি শোণিতপূর্ণ ও সমগ্র অক্ষিগহ্বর স্ফীত হইয়া উঠে, অক্ষিগহ্বরের,—বিশেষতঃ অক্ষিগোলকের উপর প্রদেশের শোথাক্রান্ত ভাব। শৈত্য বা

বায়ু সংস্পর্শ মাত্রে যোজিকা বা চক্ষু অভ্যন্তর আরক্তিম হইয়া উঠে; যোজিকা শুষ্ক এবং ব্যথাযুক্ত। চক্ষু "কর্ কর্" করে যেন তন্মধ্যে প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠের ধুম লাগিয়াছে। গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে চক্ষুমধ্যে উত্তেজনা আবির্ভূত হয় (ক্রোক্: আষ্টিলেগো:) এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে (ক্যাল্কে: ক্যাম্ফা: গ্র্যাফ: ন্যাট-মিউ: হ্রাস: সিনিসীয়ো: সাইলি: সাল্ফ:)। নিম্নাক্ষিপুটের অভ্যন্তরাংশ মাংসাঙ্কুরময়; চক্ষু প্রদাহ। কোষোদ্গামক=যোজকত্বগোষ সহযোগে=ন্যাট-মিউ: পুরাতন যোজকত্বগোষ অধিকারে হরিদ্বর্ণ পূয স্রাব থাকিলে=ন্যাট-সল্ফ:),—অক্ষিপুট জুড়িয়া থাকে,—প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে। প্রাতে চক্ষু রোগের বৃদ্ধি; সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপশম।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির হ্রাস বা লোপ (অরাম: ককীউ: হিপ: ক্যালী-বাই: ক্যালী-ব্রোম্: প্লাম: সাইলি:)। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার নাসিকা (ও বক্ষগহ্বর) বন্ধ হইয়া রহিয়াছে (অরাম্)। নাসারন্ধ্র নিরন্তর রুদ্ধ হইয়া থাকে, বৃদ্ধি=রাত্রে এবং প্রাতে; রোগী রাত্রে মুখব্যাদান পূর্ব্বক শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে (নাসানাহ বশতঃ শিশু স্তন পান করিতে পারে না ক্যালী-বাই: নক্স: স্যাম্বীউ:—শিশুদিগের নাকসাঁটা—অ্যাসক্লিপীয়াস-টিউ: অরাম্-মিউ: নক্স: স্যাম্বীউ: লাই:)। নাসিকা হইতে নির্গত শিকনি পীতবর্ণ এবং গাঢ় আঠার ন্যায়; কাসিলে নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র হইতে শিকনি নির্গত হইয়া থাকে (ক্যালী-মিউ: মার্ক-বিন্: ন্যাট-মিউ: ফাইটো: ক্যাম্ফা:)। নাসা পশ্চাদ্রন্ধ্র হইতে বিন্দু বিন্দু শিঙ্ঘানক কণ্ঠমধ্যে পতিত হয়। সময়ে সময়ে নীলাভ কঠিন শিঙ্ঘাণকখণ্ড সকল শ্লেষ্মার সহিত বহির্গত হয়; উহা নির্গত হইবার পর রন্ধ্র মধ্যস্থিত ঝিল্লি ক্ষতযুক্ত অনুভূত হয়। রন্ধ্র মধ্যে শিঙ্ঘাণক শুষ্ক হইয়া চিপিটিকাকার প্রাপ্ত হয়, ঐ চিপিটিকা খুঁটিয়া বহির্গত করিলে রক্ত পড়িতে থাকে (সিপী: গ্র্যাফ:)। রন্ধ্রান্তর্গত ঝিল্লি স্ফীত হইয়া উঠে; শ্বাস লইতে কোন কষ্ট হয় না কিন্তু প্রশ্বাস ত্যাগ করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। সর্দ্দি রোগাধিকারে নাসামূলে এবং ললাটদেশে নিষ্পেষণবৎ বেদনা (ইল্যাপ্স· ন্যাট-সল্ফ: জেল্সি: গ্লোন্:)।

মুখমণ্ডল।—উদ্দীপ্ত এবং ভার উতপ্ত এব·ভার প্রতীয়মান হয়। গণ্ডাস্থি বৃহৎ অনুমিত হইয়া থাকে, যেন স্ফীত হইয়াছে। মুখমণ্ডল স্ফীত, শোথযুক্ত; বিশেষতঃ চক্ষুর চতুর্দ্দিক,—প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর অধিক বোধ হয়। ওষ্ঠ সংযোগস্থল বিদারিত (অ্যাণ্ট-ক্রুড: কাণ্ডীউর‍্যাং: গ্র্যাফ: ন্যাট-মিউ: সিপী:) এবং স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া থাকে (সিপী:)। চর্ব্বনপেশীর আড়ষ্টতা বশতঃ হনু সঞ্চালন করিলে অত্যন্ত ব্যথাবোধ হয় (আয়োডোফর্ম: ট্র্যাম: ভেরেট:)।

গলমধ্য।—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ এবং শ্বাস গ্রহণকালে তালুমূলপার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় শুষ্ক, নীরস বোধ হয়, বৃদ্ধি=পূর্ব্বাহ্ণে এবং ঠাণ্ডা লাগিবার পরে। তালুমূলপার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় এবং তালুমূল আরক্তিম এবং চিক্কণ প্রতীয়মান হয়। উপঝিল্লি-প্রদাহ রোগাধিকারে গলগ্রন্থিদ্বয়, তালুমূলপার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় এবং তালুমূল বেগুণীবর্ণ এবং শোথযুক্ত প্রতীয়মান হয় ও স্থানে স্থানে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা সংলগ্ন হইয়া থাকে। আলজিহ্বা, গলগ্রন্থিদ্বয় এবং

তালুমূলের ত্বক বা ঝিল্লি পুরু হইয়া যায়; উপরিভাগ অসমতল, স্ফীতিযুক্ত, ঘোর লালবর্ণ; এবং পীতাভ ধূসরবর্ণ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত থাকে, কাসিলে ঐ শ্লেষ্মা গয়ারের মত নির্গত হইয়া যায়। কণ্ঠরোধোপক্রম অনুভূতি (ল্যাকে: ল্যাক-ক্যান্:)—যেন কেহ কণ্ঠদেশীয় দ্বিদলগ্রন্থি অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়াছে (গ্লোন্:)। বোধ হয় যেন কণ্ঠ মধ্যে একটা পিন ফুটিয়া আছে (এপীস্: হিপ: ল্যাকে:) কিম্বা যেন একটা পিণ্ড আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (যেন সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠ শলকা আবদ্ধ হইয়া আছে = অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: ন্যাট-মিউ: ডলিকস্-প্রু:),—সকল লক্ষণই প্রাতে বর্দ্ধিত হয়।

পাকাশয়াদি।—পুনঃ পুনঃ জলপান করে, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে (আর্স্:); তৃষ্ণা অত্যন্ত, কিন্তু জলপান করিলে অসুখ বৃদ্ধি হয়। পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসরণ ও অম্ল উদ্গার (কার্ব্বো-ভে: সিঙ্কো: ইগ্নে: লাই: ম্যাগ্-কার্ব: নাক্স্; ফস্: রোবিন্:—আহারান্তে = ব্রাই: মিডহ্বন্: ফস্: পডো:—আহারান্তে একমুখ করিয়া অম্ল উত্থিত হয় = ডিজি: ল্যাক: ফস্:—গর্ভাবস্থায় অ্যা-ল্যাক্টিক:)। বিবমিষা,—শীতল জল পান করিলে বৃদ্ধি (অ্যাগার্: অ্যা-কার্ব্বল: অ্যানাক্: কোন প্রকার দ্রব্য পান মাত্রে = ককীউ: ক্যালী-বাই: ন্যাট্-মিউ: নক্স্: পল্সে:—লেমনেড ব্যতীত পানীয় পানান্তে = সাইক্লে:—জলমাত্র পানান্তে = মিডহ্বন্:)। বহুল পরিমাণে অম্লাক্ত জল বমিত হয় (ন্যাট্-সাল্ফ্:—এত অম্লাক্ত পদার্থ বমিত হয় যে দাঁত টকিয়া যায় = অ্যাট্রোপ-সাল্ফ্: রোবিন্:); বৃদ্ধি = আহারান্তে। যেন পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়াছে এরূপ অনুভব; উষ্ণ দ্রবাদি পান করিলে পাকাশয় মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে এবং উষ্ণ দ্রব্যাদি পাকাশয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। সান্ধ্য ভোজনের সময় পরিমিত আহার করিলেও পেট ভার বোধ হয়। রক্তপিত্ত বা রক্ত বমন উদরমধ্যে দ্রুতবেগে বাষ্প জন্মায়, বায়ু নিঃসরণ বা উদ্গারে উপশম বোধ; আধ্মানবায়ু জনিত অন্ত্রশূল এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট বেদনা। কুঁচকি প্রদেশে বেদনা। তলপেটে সময়ে সময়ে হঠাৎ বেদনা আবির্ভূত হইয়া একদিক হইতে অন্যদিকে সরিয়া যায়, মল বা বায়ু নিঃসরণান্তে উপশম।

মলান্ত্র ও মল।—পর্য্যায়ক্রমে মলতারল্য ও মলকাঠিন্য আবির্ভূত হয় (অ্যাব্রোট্: চেলিড্: ল্যাকে: ন্যাট্-সাল্ফ্: ন্যাট্-কার্ব: নক্স্-ভম্: পডো:—বৃদ্ধ ব্যক্তির = অ্যাণ্ট-ক্রুড্: ফস্:—হঠাৎ উদরাময় বন্ধ হইয়া কোষ্ঠবদ্ধতার আবির্ভাব = নক্স্-ভম্:)। মলতারল্য, রোগী নিদ্রাভঙ্গ মাত্র মলত্যাগ করিবার জন্য দৌড়াইয়া যাইতে বাধ্য হয় (লাই: ন্যাট্-সাল্ফ: পডো:), মল পীতাভ, জলবৎ তরল, অপর্য্যাপ্ত এবং যন্ত্রণারহিত (ন্যাট-সাল্ফ:) মলত্যগের পূর্ব্বে পেটবেদনা এবং পরে উপশম। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অল্পে কাতর হইয়া পড়ে এবং তাহার বাহুদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে।

প্রস্রাব।—বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থী মধ্যে অতীব্র বেদনা, অথচ প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক প্রস্রাব হইয়া থাকে। মূত্রস্থলী প্রদেশে স্পর্শমাত্রে ব্যথা বোধ হয় (লিথিয়া-কাব্: দেহ সঞ্চালন মাত্রে ক্যান্থা:)। মূত্র, অপর্য্যাপ্ত, পুনঃ পুনঃ বেগজনক, নির্ম্মল; উত্তাপ প্রয়োগ করিলে শাদা তলানি পড়ে; মূত্রের সহিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শল্ক, মূত্রনলীর শল্ক এবং মেদ গুটিকা মিশ্রিত

থাকে, পক্ষেটযুক্ত তলানি (ব্র্যাকিপ্লট্: ফেরাম্: ক্যালী-ব্রোম্: অ্যা-ফস্: ফস্: টিলিয়া:—বা মূত্রন লীর শল্কমিশ্রিত = ক্যান্থা:—শ্লৈষ্মিক শল্ক = এপীস্: টিলী:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কুঁচকি প্রদেশে অনুগ্র বেদনা এবং পরে বাম অণ্ডকোষ মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্যজনক অনুভব—টন্ টন্ করিয়া উঠে যেন কেহ অঘাত করিল; যতক্ষণ টন্ টন্ করে ততক্ষণ অণ্ডকোষে হস্তার্পণ করা যায় না। নিদ্রিতাবস্থায় শুক্রক্ষয়।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলী মধ্যস্থিত শ্লেষ্মা শ্লেট পাথরের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং অতি কষ্টে বিশ্লিষ্ট হইয়া আইসে। স্বরনলীমধ্যে কর্কশতা বোধ বশতঃ রোগী পুনঃ পুনঃ কাসিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করে; প্রাতে বৃদ্ধি। ফুসফুসদ্বয় শুষ্ক বোধ হয়,—যেন তন্মধ্যে নিশ্বাসের সহিত ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে (ফুসফুস প্রদাহাধিকারে ফুসফুসদ্বয় ধূমপূর্ণ বোধ হয় = ব্যারাই-কার্ব্: শুষ্ক কাসি,—বক্ষের মধ্য এবং উর্দ্ধ তৃতীয়াংশে দৃঢ়াবদ্ধভাব এবং চাপ বোধ। বক্ষগহ্বরপূর্ণ এবং ব্যথান্বিত বোধ হয়, বিশেষতঃ পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ কালে এবং কোনরূপ পরিশ্রমের সময় কণ্ঠাস্থির উর্দ্ধাংশ চাপ দিলে অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়।

হৃৎপিণ্ড।—সমগ্র বক্ষগহ্বরে হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপানি অনুভূত হয়। উপঝিল্লী প্রদাহ রোগাধিকারে সামান্য পরিশ্রমান্তে বুকচাপ বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা আড়ষ্ট ও ব্যথাযুক্ত। অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে তীব্র ব্যথা, —সম্মুখদিকে মস্তক ও গ্রীবাঅবনত করিলে আরাম বোধ হয়; শ্বাস গ্রহণ কালে বেদনার বৃদ্ধি হয়। কক্ষ বা বগল হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্নায়ুশূল অনুভূত হয়। দক্ষিণ বাহুতে বাতাশ্রিত বেদনা,—স্কন্ধ ও মণিবন্ধ মধ্যে তীব্রতর বেদনা অনুভূত হয়। সন্ধি সকল আড়ষ্ট বোধ হয়; বেদনাদি ভ্রমণশীল, সন্ধিমধ্যে এবং বামাঙ্গে বেদনার বৃদ্ধি। নিম্নাঙ্গ সকল ভার, শ্রান্ত এবং যেন আহত হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। জানুসন্ধি মটমট করে। অত্যন্ত চঞ্চলতা, অনেক চেষ্টার পর তবে স্থির হইয়া বসিতে পারে। সমগ্র দেহে ক্লান্তি বোধ, রোগী স্থির হইয়া থাকিতে চাহে। অত্যন্ত শৈত্যসংস্পর্শকাতর, সহজে ঠাণ্ডা লাগে (অ্যাকোন্: ব্যারাইটা-কার্ব: ক্যাল্কে: কষ্টি: ক্যামো: ডাল্ক্যা: গ্র্যাফ: ক্যালী-কার্ব: মার্ক: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-মিউ: অ্যা-নাই: নক্স-মস: নক্স: ফস্: পল্সে: সিপী: সাইলি: সল্ফ:)। অত্যন্ত শীতার্ত্ততা, —রোগী সর্ব্বদা গাত্রে বস্ত্র জড়াইয়া রাখে বা অগ্নির নিকট উপবেশন করিতে চাহে। আঁইসের ন্যায় শল্কপাত হয় এবং ঐ শল্ক তুলিলে উহার তলস্থ ত্বক লাল হইয়া যায়। যদি ঐ শল্ক না তোলা হয় তাহা হইলে অত্যন্ত কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয়।

নিদ্রা।—হত্যা এবং মারামারির স্বপ্ন দেখে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—এপীস্: আর্স: এরাম্-ট্রাই: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-মিউ: লাই:।

তুলনীয়।—আর্স: ক্যালী-কার্ব: (চক্ষুতে স্ফীতি), এরাম: এপিস: (ডিপথিরীয়া) ক্যালী-বাই: (দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মাস্রাব), ন্যাট্রাম: (গলমধ্য) লাইকোপ: (সর্দ্দি বোধ)।

বৃদ্ধি।—নিষ্পেষণে, দেহ সঞ্চালনে, নাড়া পাইলে, পরিশ্রম মাত্রে, দিবাভাগে, ব্যায়ামান্তে দেহ উষ্ণ হইলে, বাম পদে, মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে, বামাঙ্গে এবং বাম অণ্ডকোষে। উষ্ণ জল পানে পেট জ্বালা করে এবং শীতল জলপানে বিবমিষার উদ্রেক হয়।

উপশম।—(চক্ষু রোগাদি) সন্ধ্যার সময়, (পৃষ্ঠের বেদনা) সম্মুখদিকে মস্তক অবনত করিলে, বায়ু বা মলনিঃসরণান্তে।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ন্যাট্রাম্ কার্ব্বনিকাম্

(NATRUM CARBONICUM).

নামান্তর।—সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট ; বাজারে-পরিস্কৃত-সোডা।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ এবং তরল ক্রম।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অণ্ডলালীয় মূত্র ; গুলফদেশের দুর্ব্বলতা ; দাহ ; চক্ষুর শ্বেত ক্ষেত্রের ক্ষত, কড়া, সর্দ্দি ; বধিরতা ; বাধক বা কষ্টরজঃ অজীর্ণতা ; গলগণ্ড ; হস্তের ছালউঠা ; শিরঃপীড়া ; গোড়ালিতে ফোস্কা ; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ; ব্যাধি শঙ্কা ; মূর্চ্ছাবায়ু ; কচ্ছু ; নাসিকার স্ফীতি ; নাসিকার কণ্ডুয়ন ; পূতিনস্য ; দূর দৃষ্টির দোষ ; বাত ; বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মাথাধরা ; গণ্ডমালা ; তোতলামি ; বন্ধ্যাত্ব ; সূর্য্যাঘাত বা সর্দ্দিগর্ম্মির মন্দফল ; গলমধ্যে শ্লেষ্মা ; দন্তশূল ; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—এতদ্বিষয়ীভূত শ্লেষ্মা ও রস-প্রধান-ধাতুগ্রস্ত রোগী গৃহবহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সহ্য করিতে পারে না, মানসিক বা দৈহিক ব্যায়ামে বীতরাগ এবং রোগী জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে, গ্রীষ্মের উত্তাপে সে অত্যন্ত অবসাদ বোধ করে, সামান্য আয়াসান্তে অবসন্ন হইয়া পড়ে ; একটু পাদচারণান্তে অত্যধিক ক্লান্তি বোধ বশতঃ পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় ; বহুকাল পূর্ব্বে, সংন্যাসাক্রমণ জনিত স্বাস্থ্যবিকৃতি গ্রীষ্মাবির্ভাবে, পুনঃ পুনঃ শিরোবেদনা দ্বারা আক্রান্ত হয় ; শীর্ণ, নীলিমা-বেষ্টিত-কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষুর্দ্বয়, প্রসারিত তারকা, ঘোর মূত্র, শোণিতহীন দেহ এবং অত্যন্ত ক্ষীণ ; চিন্তা বা কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম, রোগীর শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় ; সামান্য মানসিক পরিশ্রম করিবার চেষ্টা করিলেই বুদ্ধির জড়তা ঘটে ; কোন বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না ; সর্ব্বদা বিমর্ষ এবং শঙ্কান্বিত চিত্ত ; ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি বৈদ্যুতিক ব্যাপারের সময় তাহার অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য ও উদ্বেগ উপস্থিত হয় ; সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণে আরও বৃদ্ধি হয় ; সামান্য মানসিক পরিশ্রমান্তে বা গ্যাসের আলোকে বা রৌদ্রে কার্য্য করিলে ভয়ানক শিরোবেদনা উপস্থিত হয় ; আর্ত্তবাবির্ভাবের প্রাক্কালে গ্রীবাপৃষ্ঠে বা শিরো-পশ্চাতে আড়ষ্টতা ও শিরোবেদনা ; মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ—যেন দ্বিধা হইয়া যাইবার উপক্রম

হয়; মুখমণ্ডল ম্লান এবং চক্ষুর্দ্বয় নীলিমা বেষ্টিত, অক্ষিপুটদ্বয় স্ফীত, সর্দ্দিজন্য কণ্ঠ ও নাসাপশ্চাদ্রন্ধ্র মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে, রোগী পুনঃ পুনঃ কাসিয়া কণ্ঠ পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করে; পশ্চান্নাসারন্ধ্র হইতে বিন্দু বিন্দু শ্লেষ্মা কণ্ঠমধ্যে পতিত হয়; নাসিকা হইতে দিবসে অবিশ্রান্ত শিঙ্ঘাণক বা শিকনী বহির্গত হয় এবং রাত্রে নাসারুদ্ধ হইয়া থাকে; গাঢ় পীত বা হরিদ্বর্ণ, দুর্গন্ধ, জমাট স্রাব; আহারান্তে প্রায় উক্ত শ্লেষ্মা স্রাব বন্ধ হইয়া যায়; দুগ্ধে অরুচি, দুগ্ধপান করিলে উদরাময় উপস্থিত হয়; রমণীদিগের জরায়ু আদি সমস্ত নিম্নদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং বোধ হয় যেন সমস্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে; উপবেশনে বৃদ্ধি এবং পাদাচারণে উপশম; রমণান্তে যোনি হইতে প্রবিষ্ট বীর্য্য নির্গত হইয়া বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করে; সামান্য কারণে গুল্‌ফ (গোড়ালির) দেশের সন্ধিভ্রংশ-প্রবণতা; অতিশয় দুর্ব্বলতা বশতঃ গুল্‌ফসন্ধি ঘুরিয়া যায়; ইত্যাদি কয়েকটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—চিন্তা বা কোনরূপ মানসিক ক্রিয়া সম্পাদনে অপারকতা (অ্যা-নাই: ব্যাপ্টি: হিপোমেন্স: লাই: ন্যাট্-সলফ্: সিপী: ষ্ট্যান্:)—কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিবার চেষ্টা করিলেই মস্তিষ্ক অবসন্ন হইয়া পড়ে (পেট্রোল্:—বুদ্ধির আবিলতা বা জড়তা বশতঃ কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম অসম্ভব হইয়া থাকে=সাইক্লেমেন্)। অধ্যয়ন বা বক্তৃতাদি শ্রবণকালে ভাবের বা অর্থের পারম্পর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না (সিফিলিন্:)। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জনসমাজের উপর বিরাগ (স্বীয় পরিবার বর্গের উপর বিরাগ=সিপী:—স্বীয় সন্তানের প্রতি বিরাগ—প্ল্যাট:—স্বামী ও সন্তানের প্রতি বিরাগ=গ্লোন্: ভেরেট্—পুরুষের প্রতি বিরাগ=র‍্যাফেন্যাস্;—রমণীর প্রতি বিরাগ=পল্‌সে:)। বিমর্ষভাব; মানসিক অবসাদ বা অপ্রফুল্লতা; অবসাদ বায়ুগ্রস্ত বা ব্যাধিশঙ্কা, কোপন স্বভাব, উত্তেজনাপ্রবণ। অতি লোভী দ্বেষপূর্ণ হৃদয়। বিদ্যুৎ-সঙ্কুল ঝড় বৃষ্টির দিনে মানসিক উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য (ফস:—গোধূলির সময় মানসিক উদ্বেগ-ফস্)—সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণে বৃদ্ধি (সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণে বিরক্তির উদ্রেক হয়=অ্যাকোন্: বীউফো: ক্যামো: স্যাবাই:—সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিলে হৃদ্‌স্পন্দন আরম্ভ হয়=ষ্ট্যাফ্:—সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণে ক্রন্দনের উদ্রেক হয়=গ্র্যাফ্:—সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণে বিষাদ উপস্থিত হয়—অ্যাকোন্: স্যাবাই: থুযা)। যন্ত্রণার আবির্ভাব হইলে রোগী অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে, তাহার দেহ কম্পিত হইতে থাকে এবং ঘর্ম্মোদ্গম হয়। সন্ধ্যার সময় কোনরূপ মানসিক ব্যাপারে নিযুক্ত না থাকিলে দৈহিক অস্থিরতার আবির্ভাব হয়। স্থূল বুদ্ধি,—সহজে কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না (ককীউলাস্:),—অতিপাঠের ফল (যাহা পাঠ করে তাহার ভাব সংগ্রহ করিতে পারে না=কোল্‌চি: কোণা—যদি বুঝিবার বিশেষ চেষ্টা করে তাহা হইলে সমস্ত গুলাইয়া যায়—ওলিয়্যান্)। বুদ্ধির কার্য্যের অনুপযুক্ত।

মস্তক।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—গ্রীষ্মের উত্তাপ সম্ভূত (অ্যান্ট-ক্রুড:); গ্রীষ্মকালের রৌদ্র সংস্পর্শে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। শারীরিক বা মানসিক, কোনরূপ পরিশ্রমে,

রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে ; বহুকাল পূর্ব্বের অর্কাঘাত (সর্দ্দিগর্ম্মি) জনিত স্বাস্থ্যবিকৃতি,—গ্রীষ্মের আবির্ভাব হইলেই সময়ে সময়ে তাহার শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তা করিলেই শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় (আরাম্: গ্লোন্: ফস্:)। ঈষন্মাত্র মানসিক পরিশ্রম বা রৌদ্র বা গ্যাসালোক জনিত শিরোবেদনা (গ্লোন্: ল্যাকে:)—তৎসহ আর্ত্তবাবির্ভাবের প্রাক্কালে গ্রীবাপৃষ্ঠে বা শিরোপশ্চাতে আড়ষ্টতা (মাইরিকা-সেরিফ্: সাইলি:) ; মস্তক যেন দ্বিধা হইয়া যাইবে এত প্রসারিত মনে হয় (আর্জ-নাই: এপীঅল: আর্ণি: বোভি ন্যাট্-মিউ: নক্স-মস্:)। শিরোঘূর্ণন,—সুরাপান (কলো: ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম:) বা মানসিক পরিশ্রমান্তে (অ্যা-পাইরুক্: নক্স্-ভম:)। মস্তকমধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব,—যেন ললাট দ্বিধা হইয়া যাইবে। ললাট-দেশীয় শিরোবেদনা,—দ্রুতবেগে মস্তক ফিরাইবার সময় বেদনা বোধ। বাম শৃঙ্গদেশ হইতে বাম শিরোপশ্চাতের নিম্নাংশে পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা। প্রতি দিবস প্রাতে মূর্দ্ধাদেশে দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা। দিবাভাগে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ললাটদেশে বিদারণবৎ বেদনা। সন্ধ্যাকালে মস্তিষ্কের অবসাদ জনক এবং নিষ্পেষণবৎ ললাটদেশীয় শিরোবেদনা, তৎসহ বিবমিষা, উদ্গার এবং দৃষ্টির অস্পষ্টতা, গৃহমধ্যে অবস্থিতিকালে বৃদ্ধি (অ্যাসাফিট: নিকল: ট্যাব্যাক্:—বায়ু-সেবনান্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে=নিকল্:)। বহুল পরিমাণে কেশ উঠিয়া যায়। শিরো-পশ্চাতে স্ফোটকোদ্গম।

চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে জ্বালা (ক্যাম্থা: ক্যাপ্স: কার্ব্বো-ভে: সীপা: চেলিড: কোণা: সাইক্লে: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: ন্যাট-ফস: নিকল:—সর্দ্দি রোগে ন্যাট-আর্সিনিকাম:),—বিশেষতঃ পাঠ (ক্রোকাস: মাইরিকা-সেরিফেরা: সল্‌ফ:) বা লেখার সময় (লীলি-টাইগ্‌ন্:)। লিখিবার সময় চক্ষু সমক্ষে কাল বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়ায়। নিদ্রাভঙ্গান্তে চক্ষু সমক্ষে উজ্জ্বল চাক্‌চিক্য সকল দৃষ্ট হয় (সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে=ফস্:)। দৃষ্টি আবিলতা দূর করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চক্ষু মর্দ্দন করে (ক্রোকাস: আর্ণি: সল্‌ফার:)। ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে পারে না (ক্যাডমী-সল্‌ফ: মিফাইট:)। চক্ষু মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বহির্মুখী বেদনা। আহারান্তে চক্ষুমধ্যে যেন সূচ বিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার বেদনা ; চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রে উপর ক্ষত উৎপন্ন হয় (অ্যাট্রোপ· ক্যাল্‌কে: ক্যাল্‌কে-ফস্: চিনিন-আর্স: ইউক্রে: ফর্ম্মিকা: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: মার্ক: মার্ক-প্রোটো: সোরাইন:)। আলোকাতঙ্কসহ চক্ষুপ্রদাহ, দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধাক্ষিপুট স্ফীত হইয়া উঠে। অক্ষিপুটের স্ফীতি। অশ্রুগ্রন্থি মধ্যে স্ফোটক। পুনঃ পুনঃ মুদিত হইয়া যায় এবং সহজে উন্মীলিত করিতে পারে না। চক্ষু সমক্ষে যেন পালকের কুঁচা উড়িতেছে এইরূপ বোধ (অ্যালীউ: মার্ক:)।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা। কর্ণশূল—কর্ণ মধ্যে তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মাগ্র শলাকা-বেধবৎ বেদনা। অত্যন্ত শব্দকাতরতা। বধিরতা,—যেন কর্ণ রুদ্ধ হইয়া আছে। শ্রবণ-শক্তির স্থূলতা। কর্ণ মধ্যে নানা প্রকার শব্দ শুনিতে পায়। কর্ণমধ্যে ফুট ফুট শব্দ। বাত-শ্লেষ্মাজ্বরান্তিক কর্ণস্রাব ও বধিরতা।

নাসিকা।—সর্দ্দি অধিকারে স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তির লোপ (অ্যানাক্: ব্রাই: সাইক্লে:

গ্র্যাফ: স্যাট-মিউ: পল্‌সে: স্যাঙ্গিউইন্: স্যারাসিন্: সাইলি: অ্যা-সল্‌ফ:)। তরুণ সর্দ্দি,—পুনঃ পুনঃ প্রবল হাঁচি ; বৃদ্ধি=রাত্রে, যখন নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে, কিম্বা একটু প্রবল হাওয়া লাগিলে বা কোনরূপ বেশ পরিবর্ত্তনে এবং একদিবস অন্তর ; উপশম=স্বেদোদ্গমান্তে। নাসিকা হইতে শিক্‌নি বা শ্লেষ্মাস্রাব, গাঢ়, পীত বা হরিদ্বর্ণ (ক্যালী-কার্ব: ল্যাক্-ক্যান্: ক্সস্: পল্‌সে: সিপী: সাইলি: থুযা)। রাত্রে নাসাবদ্ধ ঘটে (নক্স: স্যাম্বীউ:)। এক রন্ধ্র হইতে কঠিন, পুতিময় জমাট শিক্‌নি নির্গত হয় ; রন্ধ্রের অভ্যন্তর প্রদেশ ক্ষতযুক্ত (অরাম: ক্যাডমী-সল্‌ফ: ক্যালী-কার্ব: মার্ক: পেট্রোল: সিপী:)। নাসিকার উপর, মুখের চতুর্দ্দিকে এবং ওষ্ঠের উপর আর্দ্র, দদ্রুবৎ উদ্ভেদ বা ক্ষত উৎপন্ন হয় (ক্যালী-বাই: সিপী: কষ্টি: পল্‌সে:)। নাসাদণ্ডের উপরিভাগে এবং নাসাগ্র হইতে শল্কপাত হইতে থাকে এবং ঐ স্থান স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। নাসিকা আরক্তিম এবং তদুপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত পীড়কা উদ্গত হয়। আহারান্তে নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা স্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান, শোণিতহীন, চক্ষুর্দ্বয়ের চতুর্দ্দিকে নীলিমা প্রতীয়মান হয় এবং অক্ষিপুট সকল স্ফীত হইয়া উঠে (আর্জেণ্ট-নাই: মার্ক: অ্যা-মিউ: স্যাট্-মিউ: হ্রাস:)। মুখমণ্ডলে জ্বালাজনক উত্তাপ ও আরক্তিমা আবির্ভূত হয় (বেল্: ক্যামো: টিলী: ট্রি: স্পাইজি:) এবং গণ্ডদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে (এপীস: আর্ণি: অরাম্: জেল: ক্যামো: গুয়ায়েক্: মার্ক: স্যাট্-মিউ: নক্স-ভম্:)। মুখমণ্ডল শোথযুক্ত প্রতীয়মান হয় (লাই:)। ললাটদেশে এবং ঊর্দ্ধ ওষ্ঠের উপর পীতবর্ণ ছাব্‌কা ছাব্‌কা দাগ উদ্গত হয় (অ্যানাস্থি ক্যাডমী-সাল্‌ফ: লরো: লাই: অ্যা-নাই: সিপী:)। হনুতলস্থ গ্রন্থি সকল শোণিতপূর্ণ এবং স্ফীত হইয়া উঠে। মুখমণ্ডলের সর্ব্বত্র ব্রণের দাগ।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা,—বিশেষতঃ মিষ্টান্ন বা ফল আহারান্তে। রাত্রিতে দন্তশূল, নিষ্পেষণবৎ বেদনা, তৎসহ নিম্নোষ্ঠ এবং মাড়ীতে স্ফীতি। মুখবিবর ও ওষ্ঠদ্বয় সর্ব্বদা শুষ্ক ও নীরস বোধ হয়। মুখমধ্যে অত্যন্ত জ্বালাজনক রসগুটী এবং অনুচ্চ ক্ষতোদ্গম (ক্যালী-মিউ: ক্যালী-ফস্:)। জিহ্বাগ্র প্রদেশে জ্বালানুভূতি, যেন ফাটিয়া গিয়াছে। ধুমপানান্তে দন্তশূলের উপশম (ডায়াডেমা: মার্ক: স্যাট্-সল্‌ফ:—ধুমপানে বৃদ্ধি= ব্রাই: কষ্টি: ক্লিম্যাট: ইগ্নে:)। জিহ্বা শুষ্ক এবং কথা কহিতে বিরক্তি। জিহ্বা অত্যন্ত ভার বোধ বশতঃ তোৎলামি। মুখে ধাতব কলঙ্কের স্বাদ। মুখবিবর এবং কণ্ঠ শুষ্ক,—পুনঃ পুনঃ জলপান করিবার আকাঙ্ক্ষা। মুখবিবর এবং তালুমূলস্থ গহ্বরদ্বয়ের ঝিল্লি ঈষৎ আরক্তিম এবং ঐ সকল অংশের ত্বক যেন ক্ষয়িত ও ঘর্ষিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি, পুনঃ পুনঃ কাসিয়া শ্লেষ্মা তুলিবার ইচ্ছা (অ্যালীউ: ক্যাষ্টোর্: কষ্টি: মার্ক-প্রোটো-আয়োড: মার্ক-বিন্: স্যাট-মিউ: অ্যা-নাই:) ; রাত্রে গলমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং প্রাতে কাসিলে উঠিয়া যায়। কণ্ঠ ও কণ্ঠ্য-নালী কর্কশ, হাজা এবং শুষ্ক বোধ হয়। কণ্ঠ ও পশ্চান্নাসারন্ধ্র মধ্যে শ্লৈষ্মা সঞ্চিত হয় এবং বিন্দু বিন্দু করিয়া নিরন্তর গলমধ্যে পতিত হইতে থাকে ; রোগী পুনঃ পুনঃ কাসিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার প্রয়াস পায়। নিগিরণ ও জৃম্ভন কালে কণ্ঠ মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। স্তন্যপায়ী-শিশুর-মাতার মুখক্ষত ; শিশুদিগের জিহ্বার ক্ষত ; দুগ্ধাসহ শিশুদিগের মুখক্ষত।

পাকস্থলী।—নিরবচ্ছিন্ন তৃষ্ণা,—সান্ধ্যভোজনের কয়েক ঘণ্টা পরেই শীতল জল পানের দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা। দ্বিপ্রহরের প্রাক্কালে রাক্ষসী ক্ষুধা (বেলা ১০ বা ১১ টার সময়=সল্ফ:—১১টার সময়=আয়োড: ল্যাকে:), পাকস্থলী শূন্য বোধ বশতঃ (সল্ফ:)। দুগ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা; দুগ্ধপান করিলে মলতারল্য ঘটে (দুগ্ধে অরুচি=ইথীউ: অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্নি: ব্রাই: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভে: সিনা: গুয়ায়েক্: ইগ্নে: পল্সে: হ্যউম: সিপী: সাইলি: সল্ফ: ষ্ট্যান্:—দুগ্ধপানে উদরাময়=ইথীউ: ক্যাল্কে: নিকল্: সল্ফ: নক্স-মস্: সিপী:—অগ্নিসিদ্ধ দুগ্ধপানে উদরাময় (নক্স-মস্: সিপী: টোকো দুধপানে উদরাময়=পডো:)। দেহের অত্যন্ত উত্তাপ অবস্থায় শীতল জলাদি পান জনিত পীড়া (অ্যাকোন্:)। আহারান্তে রোগী অবসাদ বায়ুগ্রস্ততা বা ব্যাধি-শঙ্কাদি প্রকাশ করে; তাহার অগ্নিমান্দ্য ঘটে, পেট ভার বোধ হয়, শূন্য উদ্গার উঠিতে থাকে এবং পাকস্থলী মধ্যে অনির্ব্বচনীয় অস্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যথা বোধ এবং হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে। পাকাশয় মধ্যে নিরন্তর আলোড়ন ও বিবমিষা। তিক্ত পিত্ত বমন (আর্স: ক্যামো: কোণা: ক্যালী-বাই: মার্ক: মার্ক-কর্: ন্যাট-সল্ফ: পেট্রোল্: পল্সে:)। পাকস্থলী মধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা ও ভার বোধ,—বিশেষতঃ বেলা ১০ বা ১১ টার সময়;—আহার করিলে উপশম হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ বা উপর পেটে স্পর্শ করিলে (বেল্: সিঙ্কো: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: লাই:) এবং কথা কহিলে ব্যথা বোধ হয়। ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি ভক্ষণান্তে বুকজ্বালা।

অন্ত্রাশয়।—শূল বেদনাধিকারে পাকস্থলীর দৃঢ়বদ্ধভাব বা সঙ্কোচন, কিম্বা নাভি যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ ও উদরের অনমনীয়তা। উদর স্ফীত, ও অনমনীয়। আধ্মান বায়ু সঞ্চয় ও অন্ত্র কূজন এবং স্থানে স্থানে যেন বাষ্প আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ ফুলিয়া উঠে। আধ্মান বায়ু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায় এবং তজ্জন্য বেদনা বোধ হয়। বাম কুক্ষী বা কোঁকের মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (অ্যাগার্: আর্স্: সীয়্যানো ক্যামো: চিনিন্-সাল্ফ্: গ্লোন্: সিপী: অ্যা-অক্স্যাল্:),—শীতল জল পানান্তে বৃদ্ধি হয়। বহু কালের বা সময়ে-সময়ে-আবির্ভাবশীল যকৃৎ প্রদাহাধিকারে প্লীহা ও যকৃৎপ্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। কুচকি ও বগলের মধ্যস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি, অধিকাংশস্থলে ব্যথা বর্ত্তমান থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—বহুল পরিমাণ অম্ল বা পূতিগন্ধ বায়ু নিঃসৃত হয়; সময়ে সময়ে বায়ু নিঃসরণ কালে মল বহির্গত হইয়া পড়ে; উদরাময়—মল তরল বা জলবৎ, হঠাৎ দুর্দ্দমনীয় বেগ ও কুন্থন, কিম্বা পীতবর্ণ, জলবৎ এবং মহাবেগে নির্গত হয়; দুগ্ধ পান বা কিছু আহারান্তে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি। কখনও বা বৃথা মলবেগ উপস্থিত হয় এবং কখনও বা তরল মল নির্গত হয়; পরিপাক শক্তির খর্ব্বতা বশতঃ উদরাময়। মলত্যাগ কালে এবং মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে (অ্যালো: আর্স্: ক্যাম্ফ: আইরিস: ন্যাট-সল্ফ: অ্যা-পাই: ট্রম্বিড্:); কামোদ্রেক ও তৎসহ মলকাঠিন্য; মলদ্বারে কণ্ডুয়ন ও কৃমি-সঞ্চলনবৎ অনুভব; মলের সহিত পট্য-কৃমী নির্গত হয় (পেট্রোল্: ফস্: প্ল্যাট্: স্যাবাড্: সাইলি: ষ্ট্যান্: সল্ফ: টেরিব্:)।

প্রস্রাব।—দিবারাত্র যখন তখন প্রবল প্রস্রাব বেগ, এবং প্রতিবারে অত্যধিক প্রস্রাব

হয়। রাত্রে অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব ; শয্যামূত্র (এপীস্: আর্জেণ্ট-নাই: আস্: অ্যাপোসিন্: বেল্: অ্যা-বেন্: কষ্টি: ক্লোর‍্যাল: সিনা: ইকীউইসেট্: ইউপেট্-পার্পী: ফের্: ক্রিয়ো: ন্যাট্-মিউ: ওপী: পলসে: সিপী: স্কীলা. সাইলি: সল্ফ:)। মূত্র ঘোর পীতবর্ণ, দুর্গন্ধ, অম্লগন্ধ বা অশ্বমূত্রের ন্যায় ঝাঁজাল (অ্যা-বেন্: অ্যা-নাই:) ; শ্লেষ্মাময় তলানি পড়ে। প্রস্রাবের সময় ও পরে মূত্রনলীমধ্যে জ্বালা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অত্যধিক কামোদ্রেক,—এমন কি অস্বাভাবিক উপায়ে কাম পরিতৃপ্ত করিবার ইচ্ছা হয়। লিঙ্গমুণ্ড এবং মেঢ্রত্বকের প্রদাহ ও স্ফীতি (আর্স্: কোর‍্যাল্:) এবং সহজে ঐ সকল অংশের ত্বক হাজিয়া যায়। অণ্ডকোষদ্বয় ভার এবং তন্মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা বোধ হয়। অণ্ডকোষদ্বয়ে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। প্রস্রাবান্তে এবং কঠিন মল ত্যাগের পর মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থী হইতে স্রাব (অ্যানাক্: হিপোমেন্স্: ক্যালী-কার্ব: লিসিন্: সল্ফ:—প্রস্রাবের পর এবং ধুমপানে বৃদ্ধি = ড্যাফ্নী: কঠিন মলত্যাগান্তে = অ্যাগ্নাস্: অ্যালীউ: অ্যানাক্: ক্যাল্কে: কোণা: ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ: নক্স: ফস্: সেলিন্: সিপী: সাইলি:—মলত্যাগকালে বেগদিলেই মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থী হইতে স্রাব হয় = (কার্ব্বো-ভেজি: সাইলি:)। উরু এবং মুষ্কের মধ্যাংশের ত্বকক্ষয় (লাই: মার্ক: ন্যাট-মিউ:—ইহাকেই মধ্যদ্রোহি বলে)। লিঙ্গমুণ্ডের গ্রীবাদেশে শ্লেষ্মাসঞ্চয়াতিশয্য বা অত্যধিক পরিমাণে পুষ্পিকা বা শ্বেতবর্ণ ময়লা সঞ্চিত হয় [কষ্টি: ন্যাট্-মিউ: (পূর্ববৎ) ; নক্স-ভম: সিপী: মার্ক-কর্:]।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যেন জরায়ুআদি সমস্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে তলপেটে এইরূপ চাপ বোধ (অ্যাগার: বেল্: লীলি-টাই: মীউরেক্স: সিপী:)। আর্ত্তব,—অকালাবির্ভাবশীল এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী ; রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে গ্রীবাপৃষ্ঠে আড়ষ্টতা (নক্স:) এবং শিরোবেদনা (বোভি: লাই: ন্যাট-মিউ:) ; রজঃআরম্ভের সহিত প্রচণ্ড বিদারণবৎ যন্ত্রণাজনক শিরোবেদনা এবং প্রাতে উদর স্ফীতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তরল মল ত্যাগের পর উপশমিত হয় ; ঝড় বৃষ্টির সময় বৃদ্ধি হয়। প্রদর,—স্রাব গাঢ় পীতবর্ণ (আর্স্: ক্যামো: হাইড্রাষ্ট: মাইরিকা-সেরিফ: সিপী:) এবং পূতিগন্ধময় (অ্যা-কার্ব্বল্: ক্যালী-আয়োড্: ক্রিয়ো: সোরিন্: সিকেলি: সিপী:) ; প্রস্রাবান্তে স্রাব বন্ধ হইয়া যায় ; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া থাকে। ভ্রূণপিণ্ড নিঃসরণ (আর্স্: বেল্: ফের: লাই: পলসে: স্যাবাই: সিলি:) এবং কৃত্রিম গর্ভ নিবারণ (কলো: পল্সে:—কাল্পনিক = ক্রোকাস:) করে। জরায়ুগ্রীবার গঠনবিকৃতি। যোনি ও উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলের ত্বকক্ষয়। রমণান্তে যোনি হইতে প্রবিষ্ট বীর্য্য নির্গত হইয়া যাওয়ায় রোগিণী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয় ; জরায়ু মধ্যে যেন ভ্রূণ নড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি (ট্যারেণ্ট:) ; প্রসববেদনা ক্ষীণ কিম্বা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। প্রসব বেদনা কালে স্বেদোদ্গম, রোগিণী তাহার উদর মর্দ্দন করিয়া দিতে বলে।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ এবং বক্ষমধ্যে ক্ষতান্বিত ভাব, সর্দ্দি, শীতার্ত্ততা এবং কণ্ঠত্বকের মধ্যে চাঁচা বা এক প্রকার যন্ত্রণা জন্য কাসি। বক্ষের অপ্রসারণীয়তা বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্বাসাল্পতা। প্রচণ্ড শুষ্ক কাসি,—উষ্ণ গৃহে প্রবেশান্তে বৃদ্ধি (ব্রাই:) ; স্কুক্কুকে কাসির সময়

বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হয়; কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুজনিত অন্ত্রকূজন শ্রুত হয়; গয়ার লবণাক্ত, পূয়বৎ এবং হরিতাভ (কার্ব্বো-ভেঃ ফেরাম্ঃ লাইঃ পল্‌সেঃ সিপীঃ)। সর্দ্দি জন্য শুষ্ক কাসি (ককাসঃ ন্যাট-আর্স ঃ)। দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রতিশ্যায়, নাক দিয়া সর্দ্দি স্রাব, এবং কাসি; ঈষন্মাত্র শীতল বায়ু বা শৈত্য সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কেবল ঘর্ম্ম হইলে তিরোহিত হয়। নিশ্বাস গ্রহণ-কালে বক্ষের টান পড়া ভাব। বক্ষমধ্যে ও বক্ষপার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা (স্পাইজিঃ ক্যালী-কার্ব ঃ)। বক্ষগহ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে জ্বালা ও ক্ষতান্বিত ভাব; তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত কাসি অথচ শ্লেষ্মা উত্থিত হয় না। অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে শৈত্য বোধ (যেন ঐ স্থানে কাহার হিমবৎ শীতল হস্ত স্পৃষ্ট হইয়াছে = সিপীঃ—ফুস্‌ফুসের রোগাধিকারে = অ্যামন্-মিউঃ যেন ঐ স্থলে বরফ স্থাপিত হইয়াছে = অ্যাগার্ঃ—সবিরাম জ্বরাধিকারে = পল্‌সেঃ—যেন ঐ স্থানে শীতল বায়ু লাগিতেছে = কষ্টিঃ—যেন অঙ্গার স্পৃষ্ট হইয়াছে = লাইঃ—জ্বালা বোধ—গ্লোন্ঃ ফস্ঃ)।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্‌প্রদেশে অস্থিস্ফুটন শব্দ (যেন মটকাইয়া গেল—বা ফাটিয়া গেল) অনুভব করা। হৃদ্‌স্পন্দন, = ভয়ানক এবং উদ্বেগজনক,—সোপানারোহণকালে এবং রাত্রে বামপার্শ্বে শয়নান্তে (সোপানারোহণ কালে = আর্স ঃ ক্যাক্টাসঃ ক্রোক্ঃ আইরিস্ঃ ন্যাট-মিউঃ অ্যা-নাইঃ সল্‌ফঃ থুযাঃ অরাম্-মিউঃ কোকাঃ ক্যালী-ফস্ঃ লাইকোপাস্-ভার্জিন্ঃ—বাম পার্শ্বে শয়নান্তে—ব্যারাইঃ ক্যাক্টিঃ ড্যাফ্‌নীঃ ন্যাট-মিউঃ পল্‌সেঃ ট্যাব্যাক্ঃ—কাসির সময় বাম পার্শ্বে শুইলে = পল্‌সেঃ—রাত্রে বাম পার্শ্বে শুইলে = ফসঃ), রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। হৃদ্‌স্পন্দন সহ সমগ্র মেরুদণ্ড মধ্যে জ্বালা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ; রোগী মনে করে তাহার হৃদরোগ হইয়াছে। বক্ষ গহ্বরের বাম পার্শ্বে শৈত্য বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীতিযুক্ত; নিষ্পেষণবৎ বেদনা জনক গলগণ্ড (অরামঃ ক্যাল্‌কেঃ কার্ব্বো-অ্যান্ঃ কার্ব্বোন্-সল্‌ফঃ ফের্-আয়োডঃ অ্যা-ফ্লুঃ আয়োডঃ ল্যাকেঃ ল্যাপিস্-অ্যাল্ঃ মার্ক-প্রোটঃ মার্ক-বিন্ঃ ন্যাট-সাল্‌ফঃ সাইলিঃ স্পঞ্জীঃ টিউবার্কিউলিন্ঃ)। গ্রীবার আড়ষ্টতা (বেলঃ ল্যাচ ন্যান্ঃ লাইঃ ল্যাকেঃ)। মস্তক সঞ্চালন করিলে গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা স্ফুটিত হয় বা মট্ মট্ করে (চেলিডঃ নিকোল্ঃ)। উপবিষ্ট অবস্থায় নিতম্বদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। পৃষ্ঠ চিন্‌চিন্ করে বা তদুপরে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ সড়্‌সড়ি অনুভূত হয় (অ্যা-ফস্ঃ)। বাহুদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ এবং স্কন্ধ, বাহু এবং কনুই মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা। কোন দ্রব্য হস্ত দ্বারা ধারণ করিলে বাহু এবং অঙ্গুলি সকল আনর্ত্তিত বা কম্পিত হইতে থাকে। হস্তে ছেদনবৎ বেদনা। প্রাতে হস্ত স্পন্দন। অঙ্গুলি সঙ্কোচন। অপরাহ্নে হস্ত স্ফীত হইয়া উঠে। আঁচিল স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। করপৃষ্ঠে কণ্ডুয়ন জনক পীড়কা; করতল খশ্‌খশে এবং তাহা হইতে ছাল উঠা। রমণীদিগের বাধকাধিকারে দক্ষিণ নিতম্বে বিদারণ ও আঘাত জনিতবৎ বেদনা। পাদচারণ ও উপবেশন কালে পদ ও চরণদ্বয়ে আড়ষ্টতা ও ভার বোধ। জানুর ভাঁজ মধ্যে পৈশিক সঙ্কোচন বশতঃ যেন খাল ধরিয়াছে এইরূপ বোধ, জঙ্ঘাডিমাতে খাল ধরে (অ্যাকোঃ অ্যালীউঃ ক্যাডমী-সল্‌ফঃ ক্যামোঃ কোণাঃ কিউপ্রাম্-মেটঃ গ্র্যাফাইঃ গ্র্যাফঃ ন্যাট-মিউঃ নক্স-ভম্ঃ প্লাম্ঃ সিকেলিঃ সাইলিঃ সল্‌ফঃ ভেরেট-ভির্ঃ—পদদ্বয় যদি

বরফবৎ শীতল থাকে=ক্যাম্ফোরা ২০০ ক্রম—ডাঃ ক্লার্কঃ)। পদদ্বয়ের নিম্নাংশ স্ফীত, প্রদাহযুক্ত, আরক্তিম এবং ক্ষতান্বিত হইয়া থাকে। চরণদ্বয়ে ছেদনবৎ বেদনা এবং খালধরা (বেল্ঃ কষ্টিঃ য্যাট্রোফাঃ কলোঃ কিউপ্রাম্ঃ ল্যাক্-ক্যান্ঃ ভেরেট-ভির্ঃ)। চরণ ও চরণতল স্ফীত এবং পাদচারণ বা ভূমিপৃষ্ঠে পদক্ষেপ কালে তন্মধ্যে হুলবেধবৎ যন্ত্রণা (এরাম্-ট্রাইঃ বার্বাঃ ইগ্নেঃ)। গুল্ফ গোড়ালি সহজেই সন্ধিভ্রষ্ট হইয়া বা মুচড়াইয়া যায়; গুল্ফ এত ক্ষীণ যে আপনা হইতে ঘুরিয়া যায়; গুল্ফের উপর ভর দিয়া চলিতে বা দাঁড়াইতে গেলেই পা ঘুরিয়া পড়ে (ল্যাক্-ডিফ্লোর্ অ্যাগ্নাসঃ কার্ব্বো-অ্যান্ঃ মিডহ্ন্ঃ ন্যাট-মিউঃ সিপীঃ লিসিন্ঃ—শিশুদিগের চলিতে শিখিবার সময়=কার্ব্বো-অ্যান্ঃ ন্যাট-মিউঃ)। গুল্ফতলের উপর ত্বকক্ষয় (সিপাঃ) জনিত কিম্বা ফোস্কার বিস্তার সম্ভূত ক্ষত। পদাঙ্গুলির গলি মধ্যে কণ্ডুয়ন এবং ত্বকক্ষয়। পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের স্ফীতি, বিদারণবৎ বেদনা ও ত্বকক্ষয় বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত। পদাঙ্গুলির অগ্রভাগে ফোস্কাপড়া—যেন অগ্নিস্পর্শ জনিত ফোস্কা হইয়াছে বলিয়া বোধহয়। কদর বা কড়ার ভিতরে ছিদ্র করণ বা হুলবেধবৎ বেদনা। চরণদ্বয় অত্যন্ত শীতল।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সামান্য পরিশ্রম করিলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পেশী ও হস্তপদাদির স্পন্দন (অ্যাগার্ঃ)। হস্ত, জানুর ভাঁজ, গ্রীবা প্রভৃতি অংশের পৈশিক সঙ্কোচন অনুভব। অধিকাংশ লক্ষণই উপবেশনকালে আবির্ভূত এবং দেহ বা অঙ্গাদি সঞ্চালন, নিপীড়ন, ও মর্দ্দনান্তে তিরোহিত হয়। মুখমণ্ডল ম্লান, প্রসারিত চক্ষু তারকা এবং ঘোর লালবর্ণ প্রস্রাব সহ শীর্ণতা; প্রস্রাবের সহিত শ্লেষ্মা স্রাব। রাত্রে লিঙ্গোদ্গম এবং শুক্রক্ষয় (কোণাঃ ডিজিটেলিন্ঃ সেলিনঃ)। দুর্গন্ধ গন্ধার, পূযগর্ভ পীড়কোদ্গম। ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক, সামান্য পরিশ্রমে স্বেদোদ্গম প্রবণতা বা ঘর্ম্ম হওয়া; সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত দৈহিক চাঞ্চল্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য। সোজা হইয়া বসিয়া কোন কার্য্য করিতে গেলেই মহা কষ্ট বোধ হয়; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে ব্যথা বোধ হয়। দুই পা চলিলেই রোগী অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়ে। নির্ম্মল বায়ুর সংস্পর্শ ভাল লাগে না। সহজেই সর্দ্দি হয়।

ত্বক।—আক্রান্ত অংশের স্ফীতি ও প্রদাহিক রক্তিমা বেষ্টিত ক্ষত। পূযসঞ্চয়-প্রবণ দদ্রু; চর্ম্ম তলে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সড়সড়ি অনুভব; দেহের সর্ব্বত্র যেন পোকা বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভব; কণ্ডুয়ন। আঁচিল ক্ষততে পরিণত হয়। গাত্রত্বক শুষ্ক, কর্কশ এবং সীতাময় বা ফাটা ফাটা। গাত্রত্বক শুষ্ক কিন্তু সামান্য পরিশ্রম করিলেই দেহ ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে। ক্ষত স্থানে ছেদন, জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—সমস্ত দিনই রোগী শীতার্ত্ততা প্রকাশ করে এবং তাহার দেহ শীতল বোধ হয়; বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্নে; হস্ত ও পদ শীতল এবং মস্তক উত্তাপযুক্ত, কিম্বা হস্ত ও পদ উষ্ণ ও গণ্ডদ্বয় শীতল। সন্ধ্যার সময় ঈষৎ শীত বোধ ও মস্তকে জড়তা অনুভব; তৎপরে উত্তাপ ও নিদ্রা। সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম অথচ উত্তাপ বোধ। নাসিকার নিকট হইতে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভূত হইয়া পৃষ্ঠ দিয়া নিম্নদিকে সঞ্চারিত হয়; রোগী উত্তেজনা প্রবণতা প্রকাশ করে এবং গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে চাহে না (নক্স-ভম্ঃ)। একটু পরিশ্রম করিলেই

স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে এবং মানসিক উদ্বেগ আবির্ভূত হয়। ললাটের যে অংশে টুপী লাগিয়া থাকে সেই স্থলে জ্বালাজনক উত্তপ্ত ঘর্ম্ম উদ্গত হয়। রাত্রে কখন স্বেদোদ্গম হয় এবং কখনও বা গাত্রত্বক শুষ্ক হইয়া যায়। প্রাতে স্বেদোদ্গম। মানসিক উদ্বেগ জনিত শীতল ঘর্ম্ম।

নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রাবেশ। রাত্রিশেষে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। প্রভাত হইতে না হইতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। নিদ্রিত অবস্থায় চমকাইয়া উঠে এবং হস্ত পদাদি স্পন্দিত হইতে থাকে (জিঙ্কাম:); জীবন্ত স্বপ্ন, অত্যন্ত লিঙ্গোদ্গম এবং কামোদ্দীপনা; নিদ্রিত অবস্থায় অস্থিরতা, এবং থাকিয়া থাকিয়া দেহের চতুর্দ্দিকে শোণিত ধাবিত হইতে থাকে এবং উত্তাপ বোধ হয়; নিদ্রিত অবস্থায় হৃদস্পন্দন ও কণ্ঠরোধ।

বৃদ্ধি।—রৌদ্রে, উত্তাপে বা গ্যাসের আলোকে কার্য্য করিলে, দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমে, সঙ্গীত শ্রবণে, গাত্রে শীতল বাতাস লাগিলে, বস্ত্র পরিবর্ত্তনে, জলে ভিজিলে, শীতল জল পানে, আর্দ্র বায়ু সংস্পর্শে, শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে, ঝড়বৃষ্টির দিনে, বিশ্রামে, বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে, উপবিষ্ট অবস্থায়, বেলা ১০ হইতে ১১ টার সময়, একদিবস অন্তর, পূর্ণিমার দিনে, দুগ্ধ পানে, শাকসব্জী আহারে এবং দেহের উত্তপ্ত অবস্থায় শীতল জলপানে।

উপশম।—আহারান্তে (পাকস্থলীর শূন্যভাব), দলন বা নিষ্পেষণান্তে ঘর্ষণ করিলে, কণ্ডুয়নান্তে এবং হস্ত দ্বারা নাসিকা ও কর্ণ মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া কণ্ডুয়ন করিলে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ক্যাম্ফোরা: নাইট্-স্পিরিটাস্-ডাল্সিস্:। অনুপূরক, সিপিয়া:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—ক্যাল্কে: নক্স: লাইকোপোড্: ফস্: পল্সে: সিপী: সাইলি: সল্ফ:।

সদৃশ।—আর্স্: কার্ব্বো-ভে: লাই: মার্ক: ন্যাট্-মিউ: ন্যাট্-সল্ফ: (মদের ফেনার ন্যায় বমনে অধিক ফলপ্রদ,—জিহ্বা শোণিত শূন্য, মলিন ও প্রসর) ফস্: সাইলি:। অবসাদবায়ুস্তত্তা সম্বন্ধে ন্যাট্-মিউ: নক্স-ভম্:। সঙ্গীত শ্রবণে বৃদ্ধি=ন্যাবাই: আকোন্: থুয়া:। গ্রীষ্মের উত্তাপে কষ্ট বোধ=অ্যান্ট-ক্রুড্:। রৌদ্রে বা গ্যাসের আলোকে শিরোবেদনা=গ্লোন্: ল্যাকে:।

তুলনীয়।—ন্যাট্রাম-সল্ফ: (বমনে); ন্যাট্রাম-মিউর: নক্স: (ব্যাধি শঙ্কা); সিপিয়া: (পরিবারবর্গ ও স্ত্রীর প্রতি অনাস্থা); পিক্রিক্-অ্যাসিড: (জননেন্দ্রিয়); ব্রায়ো: (কাসি); ক্যাল-কেরিয়া: (নিম্নোদরে ঠাণ্ডা); সাইলি: (বায়ুপ্রবাহ অসহ্য); গ্লনয়ন: (সূর্য্যতাপে শিরঃপীড়া); অ্যাণ্ট-ক্রু: (দুর্ব্বলতা) সূর্য্যতাপেদুর্ব্বলতা দিবসে সর্দ্দিস্রাব রাত্রিতে বন্ধ—নক্স-ভ:। (নিম্নাকর্ষণ বোধ); লিলিয়ম: মিউরেক্স:। নাসিকায় অঙ্গুলি প্রবেশ—সিনা:।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ দিন।

ন্যাট্রাম্ হাইপোক্লোরোসাম্ বা ক্লোরেটাম্

(NATRUM HYPOCHLOROSUM OR CHLORATUM.)

নামান্তর।—লাইকর-সোডি-ক্লোরেট।

প্রস্তুতি।—ইহার তরল দ্রব প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অণ্ডনালীয় মূত্র; মৃৎপাণ্ডু; মূর্চ্ছাবায়ু বা গুল্মবায়ু; অশ্মরী বা পাথুরী; রক্তমূত্র; শিরঃপীড়া; স্তনের নিম্নে বেদনা; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; মূত্রগ্রন্থী প্রদাহ; ডিম্বাধারের পীড়া; শীতাদ; বিদাহী বা ত্বকক্ষয় কারক উদ্ভেদ; জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ বিধানে বিকৃতি; জিহ্বার স্ফীতি ও সঙ্কোচন; দন্তশূল; জরায়ু মধ্যে জল সঞ্চয়; শিরোঘূর্ণন।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ঔষধের জন্য আমরা ইংলণ্ডের স্বনামখ্যাত ভেষজবিদ্ আর: টি: কুপারের নিকট সম্পূর্ণরূপে ঋণী। তাঁহার দ্বারাই ইহার-সুস্থ-দৈহিক পরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছে। জরায়ুর নানাবিধ রোগে এবং বিকৃত অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট উপকার প্রদর্শন করিয়া থাকে। জলপূর্ণ জরায়ু ইহার একটী প্রধান লক্ষণ,—অর্থাৎ যখন তন্মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে জলসঞ্চয় বশতঃ জরায়ু স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া নিম্নগামী হয় এবং তজ্জন্য নানা-প্রকার স্বাস্থ্যবিকৃতি ঘটে, তখন সিপীয়া: লিলিয়াম-টাইগ্রিণাম: অ্যাক্টীয়া-রেসিমোসা: ন্যাট্রাম্-কার্ব্বণিকাম্: অ্যালেট্রিস-ফ্যারিনোসা: ও ন্যাট্রাম্-মিউরিয়েটিকামের: ন্যায় ইহাও একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ বলিয়া পরিগণিত। ক্ষীণদেহ, শিথিলতন্তু এবং অলসস্বভাবা রমণীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। শীর্ণতা, স্নায়বিক অবসাদ এবং দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রজঃবিকৃতি জনিত রোগ লক্ষণ ইহার বিষয়ীভূত। পতনোপক্রম জনক শিরোঘূর্ণন, ললাটদেশে বেদনা, জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ, করোটী বা মাথার খুলি যেন উড়িয়া যাইবে ইত্যাকার অনুভব; জরায়ু বিকৃতিসহ ললাটদেশে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত, বা চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যস্থল কিম্বা মূর্দ্ধাদেশে বেদনা, মস্তিষ্ক এবং প্রত্যঙ্গাদি পক্ষাঘাতাক্রান্ত বোধ, হস্তের অঙ্গুলি সকলের অসাড়তা, দন্তাঙ্কগ্রাহী-বৃহৎ জিহ্বা, আধ্মানাতিশয্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারান্তে পাকাশয় ভার ও স্ফীত বোধ, আধ্মানাতিশয্য জনিত শ্বাসরোগ প্রভৃতি শোণিতাধিক্যের লক্ষণ "ন্যাট্রাম-ক্লোরেটামের" প্রধান নির্ণায়ক (ফ্যারিংটন্)। শিশুদিগের জিহ্বায় ও মুখক্ষততেও অবস্থাবিশেষে ইহা বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। রোগিনী সামান্য উত্তাপ সংস্পর্শে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য। নিদ্রিত অবস্থায় কখন হাস্য করে, কখন ক্রন্দন করে, আবার কখনও বা বকিতে থাকে; স্বামীকে বা পার্শ্ববর্ত্তী লোককে নিদ্রা যাইতে

দেয় না। অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাব; হয় তো সমস্ত দিনই কাঁদিয়া কাটায় (সাইকীউ: গ্রাফ: লীলি-টাই: ন্যাট-মিউ: পল্‌সে: সিপী:)।

মস্তক।—পতনোপক্রমপ্রায় শিরোঘূর্ণন (গ্লোন্: জেল: আদৌ দাঁড়াইতে পারে না=সাল্‌ফ: জিঙ্কাম:),—ললাটদেশে বেদনা ও মস্তক যেন ভাসিতেছে এইরূপ অনুভব;—যেন করোটী বা মস্তকের শীর্ষদেশ উড়িয়া যাইবে (অ্যাক্টী-রেস: ব্যাপ্টি: কোব্যাল্ট: ক্যামো: ইউক্যা-ফিল্:),—বৃদ্ধি=উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে। জরায়ুভ্রংশাধিকারে ললাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং চক্ষু মধ্যে বা মূর্দ্ধাদেশে বেদনা বোধ। মস্তিষ্ক এবং হস্তপদাদি পক্ষাঘাতাক্রান্ত এবং হস্তের অঙ্গুলি অসাড় বোধ হয়; সময়ে সময়ে মূর্চ্ছোপক্রম (মস্তিষ্কের রোগে বাহুদ্বয় যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত এইরূপ বোধ=জিঙ্কাম:)। মস্তকের অস্থিফলক সকল যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এইরূপ অনুভব (প্রকৃত হইলে=ওপী:)। রোগিনীর বোধ হয় যেন সে সম্মুখদিকে পড়িয়া যাইবে (ইল্যাপ্স: গ্র্যাফ: ম্যাঙ্গেন্: ন্যাট্-মিউ: ফেল্যান্: পডোফিল: সাইলিশীয়া:)। কর্ণ মধ্যে দম্ দম্ করিতে থাকে,—পার্শ্ব ফিরিয়া শুইলে বৃদ্ধি হয়; নিদ্রা যাইবার আশায় মস্তকের পশ্চাদংশ উপাধানের উপর স্থাপন করে। হঠাৎ শূলবেধবৎ বেদনা আবির্ভূত হইয়া ললাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ধাবিত হয়। মধ্যাহ্ন-ভোজনের অনতিপরেই বাম ললাটে দপ্ দপ্ কারী বেদনা আবির্ভূত হয়; অপরাহ্নে চা পানান্তে উপশম হয়।

কর্ণ ও নাসিকা।—গলাধঃকরণকালে দক্ষিণ কর্ণতলে বেদনা বোধ হয় (গলাধঃ-করণকালে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা=এল্যাম্থাস্-গ্লান্:),—অত্যন্ত বেদনা, এবং মস্তকের ঐ পার্শ্ব স্ফীত হইয়া থাকে; কিয়ৎকাল পরে ঐ স্ফীত একটী স্ফোটকে পরিণত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং তাহা হইতে উগ্রবীর্য্য পূয নির্গত হইতে থাকে। সর্দ্দির জ্বরে নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে; গণ্ডাভ্যন্তরে ক্ষত উৎপন্ন হয় (অ্যাসিড-নাই: ফাইটো: জিহ্বাগ্রে=ল্যাকে: জিহ্বার বলগার নিকট=লাইকোপোড:),—বাম পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হয়। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব, দিবারাত্র কালবর্ণ চাপচাপ শোণিত নির্গত হইতে থাকে (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যামো: ফেরাম: ফেরাম-মিউ: লিসিন্: ন্যাট-মিউ: অ্যা-নাই: পল্‌সে: হ্রাস:)।

মুখমণ্ডল।—ক্ষয়িত বা পোকায়-খাওয়া দন্ত হইতে তীব্র বেদনা মুখের বাম পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়,—প্রাতে এবং রাত্রে; উপর্য্যুপরি মাড়ী স্ফোটক উদ্গত হয়। বামপার্শ্বগত মুখের স্নায়ুশূল,—নিম্ন হনু হইতে বেদনা উর্দ্ধমুখে সংক্রামিত হয় এবং চক্ষু ও নাসিকার উপর দিয়া ললাট আক্রমণ করে।

মুখবিবরাদি।—দন্ত সকল শিথিলমূল হইয়া নড়িতে থাকে, নিম্ন হনুর দক্ষিণ পার্শ্ব স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত এবং জিহ্বা স্ফীত হইয়া উঠে; চর্ব্বণ করিতে পারে না; রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। দন্ত সকল ভঙ্গপ্রবণ। জিহ্বা দন্তাঙ্কগ্রাহী (চেলিড: মার্ক: পডো: হ্রাস-টক্স:), পার্শ্বদ্বয় শুষ্ক ও কুঞ্চিত; মুখে কটুকিরীর স্বাদ; সমস্ত দিন মুখে কটু স্বাদ। মুখক্ষত,—গণ্ডাভ্যন্তরে (অ্যা-নাই: ফাইটো:)। গলক্ষত, ও নিগীরণকৃচ্ছ্র, অর্থাৎ কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে অত্যন্ত কষ্ট হয়।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—শয়ন করিলে বমনোদ্রেক হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে যেন একটা ভার বস্তু উদর মধ্যে পতিত হইল এইরূপ অনুভূতি ও মূর্দ্ধাদেশে বেদনা। উদরের নিম্নতর অংশ স্ফীত হইয়া উঠে এবং ঐ আধ্মান বায়ু বক্ষ পর্য্যন্ত উঠিয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করে, —আহারান্তে উদর মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে আধ্মান বায়ু সঞ্চিত হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্রাদির বৃদ্ধি সাধন করে। পান বা আহারান্তে উর্দ্ধোদর স্ফীত ও যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ এইরূপ বোধ হয়, কটির বস্ত্র শ্লথ করিয়া দিলেও আরাম বোধ হয় না এবং রোগীর অস্বস্তি বোধ হয়। কটির বামপার্শ্বে বেদনা বশতঃ সোজা হইয়া বসিতে পারে না। দক্ষিণ নিতম্বে বেদনা বশতঃ বাম উরু বক্র করিতে পারে না। সন্ধ্যার সময় মলদ্বারে যেন ছুরিকাদ্বারা ছেদন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা,—খানিক রাত্রে আর থাকে না। দুই বা তিন দিবস কোষ্ঠবদ্ধতার পর এক দিবস বৃহৎ কঠিন ও দুর্গন্ধ মল নির্গত হয়। যতক্ষণ না মলত্যাগ হয় ততক্ষণ রোগী এত অবসাদ বোধ করে যে তাহার মনে হয় তাহার মৃত্যু আসন্ন; হঠাৎ বেগে মল নির্গত হইয়া সকল যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে।

প্রস্রাব।—বিস্তার শীল বৃক্কক প্রদাহ বা মূত্র অতি অল্প, ধূমবর্ণ বা ঘোলা, পরে কালবর্ণ;—মূত্র শোণিত, লালা ও মূত্রনলীর শল্ক মিশ্রিত,—বমন, মলতারল্য ও শিরোবেদনা আবির্ভূত হয় এবং অবশেষে মেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রস্রাবের সময় ভয়ানক জ্বালা,—যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এবং যোনি মধ্যে কণ্ডুয়ন ও উত্তেজনা। মূত্রের তলানি লাল রেণুময়। শ্বেতবর্ণ অশ্মরী বা পাথুরী নির্গত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তবস্রাব,—চাপচাপ ও কালবর্ণ (অ্যামন-মিউ: বেল্: ককীউ: সাইক্লে: ইগ্নে: ল্যাকে: ম্যাগ-মিউ: নক্স-ভম: প্ল্যাট: পল্‌সে: স্যাঙ্গিউইন্: সিকেলি: ষ্ট্র্যামোন্: আষ্টি:); ঋতুর সময় নিদ্রালুতা (ক্যালী-কার্ব: নক্স-মস্: ফস্: ইউরেন-নাই:) এবং চক্ষুদ্বয় কালিমা বেষ্টিত। জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ; জরায়ু শোণিত-সঞ্চয়াধিক্যযুক্ত, বৰ্দ্ধিতাকার (অরাম্-মিউ: বেল: ক্যালী-আয়োড: ল্যাকে: ন্যাট-কার্ব: প্ল্যাট: স্যাবাই: সিপী: অষ্টিলেগো:) এবং স্পর্শাসহ বা অত্যঙ্গ ব্যথান্বিত (হেলোন: ল্যাপা: লিসিন: মিউরেক্স:)। জরায়ু হইতে নিরন্তর শোণিত স্রাব (সিক্কো: ফের: ইপিক: প্ল্যাট: ফস্: থ্ল্যাস্পী-বার্সা: হ্যামা: সিন্যামন্: ইরিজীরন্: প্লাল্‌সে:),—বৃদ্ধি=দৈহিক পরিশ্রম মাত্রে। জরায়ু বোধ হয় যেন কখনও সঙ্কুচিত ও কখনও প্রসারিত হইতেছে (কে যেন হস্তদ্বারা একবার দৃঢ়রূপে ধারণ করিতেছে ও একবার ছাড়িয়া দিতেছে=সিপী:)। উদরের নিম্নাংশ যেন স্ফীত হইয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং বক্ষ মধ্যে চাপ দিয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করে,—বৃদ্ধি=আহারান্তে। যেন বক্ষ গহ্বরের তলদেশ হইতে একটা গুরুভার বস্তু উদর মধ্যে নামিয়া আইসে এবং মূৰ্দ্ধাদেশ ব্যথা করিতে থাকে। আৰ্ত্তব-স্রাবকালে বাম ডিম্বাধার প্রদেশ স্ফীত হইয়া উঠে (অ্যাট্রোপ-সল্ফ:)। উপবেশন করিলে রোগিনীর বোধ হয় যেন জরায়ু উপর দিকে ঠেলিতেছে (ফেরাম-আয়োডেট:)। যোনিপামা (ক্যাম্থা: ক্রিয়ো: লাই: ফেরাম-আয়োড: অ্যা-নাই: কোণা:)। বক্ষ মধ্যে অবসাদ বোধ। উত্তাপ ও গ্রীষ্মে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-মিউ: সিপী:)। প্রদরস্রাবকালে কটিবেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—সমস্ত দিন বিরক্তিকর কাসি, অথচ কোন প্রকার শ্লেষ্মা উত্থিত হয় না। বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব ও শ্বাসকৃচ্ছ্র। বাম কক্ষ বা বগল তলে এবং স্তন মধ্যে বেদনা,—শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়, এবং যেন গা ঘুরে; বেড়াইতে বেড়াইতে স্থির হইয়া বসিতে বাধ্য হয়। স্তনের নিম্নাংশে বেদনা (অ্যাক্টি-রেস্: কলোফিল্: র্যাণান্-বাল্বো: র্যাফে: র্যাটান্: সাম্বাল্: ট্রাইয়ষ্টী:)। হৃৎপিণ্ডের নিম্নাংশে শ্বাসরোধক বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে কটিদেশে বেদনা। প্রত্যহ প্রাতে উভয় হস্ত ফুলিয়া থাকে। কোন দিবস প্রাতে দক্ষিণ হস্ত কোন দিবস বা বাম হস্ত ফুলিয়া থাকে। আঙ্গুলহাড়া।

বৃদ্ধি।—মলত্যাগের পূর্ব্বে, আহারান্তে, পার্শ্ব ফিরিয়া শুইলে, প্রতিবার আর্ত্তবাস্রাবের পূর্ব্বে, রাত্রে, কোনরূপ পরিশ্রমান্তে, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর এবং শয়নান্তে।

তুলনীয়।—জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ ইত্যাদি—সিপিয়া:। জরায়ুতে রক্তাধিক্য—অরম-মিওর-ন্যাট্রান্যাট্রাম ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—**অনুপূরক**—সিপীয়া:।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—গুয়ায়েক্: পল্‌সে: (আমবাতিক পেশীর বেদনা)।

সদৃশ।—ন্যাট্রাম্-কার্ব: ন্যা-মিউ: ক্যালী-ক্লোর্: সিপী: থ্ল্যাস্পী: লীলি-টাই: ফেরাম-আয়োড: লাই: অরাম্-মিউ-ন্যাট: প্ল্যাট: সিঙ্কো: সিন্যামন্।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ন্যাট্রাম্ মিউরীয়েটিকাম
(NATRUM MURIATICUM).

নামান্তর।—সোডিয়াম-ক্লোরাইড্ (লবণ)।

প্রস্তুতি।—বিচুর্ণ এবং দ্রব বা তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রক্তাল্পতা; গুটীকা বা গ্রন্থীর পীড়া; মুখক্ষত; শীর্ণতা; মস্তিষ্কের জড়তা; সর্দ্দি; তাণ্ডব; কোষ্ঠবদ্ধতা; কাসি; চর্ম্মের বিদারণ; দুর্ব্বলতা; অবসাদ; বহুমূত্র; শোথ; অজীর্ণতা; মৃগী; বিসর্প; চক্ষুর পীড়া; চক্ষুর ক্লান্তি; মুখাবয়বের বিকৃতি; প্রমেহ; জিহ্বা ও স্বরনলীর পক্ষাঘাত; গলগণ্ড; বাত; শিরঃপীড়া; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; অর্দ্ধদর্শন; অন্ত্রচ্যুতি; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; হিক্কা; ত্বকের মণ্ড শাদা-মোমের মত-স্ফীতি বা শোথ; জরঠুটা; ব্যাধি-শঙ্কা; সবিরাম-জ্বর; শ্বেতপ্রদর; ওষ্ঠে উদ্ভেদ; ফুস্‌ফুসের স্ফীতি; আর্ত্তব বিকৃতি; মুখে প্রদাহ; আঘাত; জিহ্বাতলে অর্ব্বুদ; কৃত্রিম মৈথুন-জনিত-মন্দ ফল; স্বপ্ন সঞ্চরণ; বাক্যের জড়তা; রেতঃ

ক্ষরণ; মেরুমজ্জীয় উত্তেজনা; প্লীহার বিবৃদ্ধি; বন্ধ্যাত্ব; সূর্য্যাঘাত; আস্বাদ বিকৃতি; জিহ্বায় ফোস্কা বা সাদা লেপ; ক্ষত; শিরাস্ফীতি; যোনির আক্ষেপ; শিরোঘূর্ণন; আঁচিল; হুপকাস; কৃমিজন্য জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শোণিতহীনতা বা অল্পতা, হরিৎ বা মৃৎপাণ্ডুত্ব; পূতিবাষ্প জনিত দীর্ঘকালের স্বাস্থ্যবিকৃতি এবং মধ্যে মধ্যে তৎসম্ভূত নানাবিধ পীড়াতে, চক্ষুর্দ্বয়ের পেশীগত রোগে এবং পাঠাভ্যাসী বালকবালিকাগণের শিরোবেদনায় ইহা বিশেষ মঙ্গল সাধিত করিয়া থাকে। নিম্নলিখিত কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার উপকারিতা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে.—(১) বিমর্ষ, অকারণে সর্ব্বদা রোদনোন্মুখ; সান্ত্বনা করিলে দুঃখ উথলিয়া উঠে। (২) শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু,—সামান্য শীতল বায়ু সংস্পর্শে রোগী সর্দ্দি আদি প্রতিশ্যায়াক্রান্ত হয়। বেশ রুচি পূর্ব্বক এবং উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করে, অথচ দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায়। (৪) লবণ ও লবণাক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে; রুটীতে অরুচি। (৫) শিশুদিগের, বিশেষতঃ গ্রীষ্মাতিসারাক্রান্ত শিশুদিগের কণ্ঠ ও গ্রীবা, দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অধিক শীর্ণ হইয়া যায়। (৬) কুনখ রোগ প্রবণতা,—নখের চতুর্দ্দিকস্থ ত্বক শুষ্ক ও ফাটা। (৭) জিহ্বা জ্বালা ও শিড়্ শিড় করে এবং মধ্যে মধ্যে আরক্তিম অংশের চতুর্দ্দিকে পুরু শ্বেত লেপাচ্ছন্ন দেখা যায়; জিহ্বার উপর যেন এক খণ্ড কেশ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। (৮) চক্ষুর্দ্বয় ক্ষত ও ব্যথাযুক্ত বোধ হয়; চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত জ্বালাজনক ও কষায় বা ত্বকক্ষয়কারক জল পড়ে; কাসিলে চক্ষুর্দ্বয় জলে ভাসিয়া যায়। (৯) শিরোবেদনা,—যেন মস্তিষ্ক অসংখ্য ক্ষুদ্র তাড়নীদ্বারা আহত হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা,—বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরাধিকারে। (১০) উদয়াস্ত শিরোবেদনা,—সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হয় এবং সূর্য্যাস্তে উপশমিত হইয়া থাকে, বামপার্শ্বগত প্রচণ্ড বেদনা,—যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে এইরূপ অনুভব,—তৎসহ বিবমিষা ও বমন। (১১) মলকাঠিন্য সহ—মলদ্বারে সঙ্কোচন বোধ; বিদারিত মলদ্বার; কঠিন মল চূর্ণ হইয়া নির্গত হয়। (১২) হাস্য করিলে, কাসিলে, কিম্বা পাদচারণ কালে অজ্ঞাতসারে মূত্র নির্গত হয়। (১৩) শীতের পর উত্তাপ আবির্ভূত হয় বা শীত করিয়া জ্বর আইসে এবং ভয়ানক তৃষ্ণা বোধ হয়। (১৪) ওষ্ঠের উপর এবং মুখের চতুর্দ্দিকে মুক্তার ন্যায় জ্বরগুটী বাহির হয়। (১৫) কটি বেদনা,—বোধ হয় যেন খুব টিপিয়া দিলে আরাম হয়। (১৬) আর্ত্তব,—স্রাব অনিয়মিত ও অপর্য্যাপ্ত, তৎসহ জরায়ু আদির নিম্নাকর্ষণ,—বিশেষতঃ প্রাতে। (১৭) প্রদর,—স্রাব কষায়, জলবৎ এবং উত্তেজনাজনক। (১৮) সমগ্র গাত্রে আমবাত বাহির হওন,—বিশেষতঃ অত্যধিক ব্যায়ামাদি পরিশ্রমের পর; দগ্‌দগে আরক্তিম ও জ্বালাজনক পামাকচ্ছু; মস্তকের কেশাবৃত অংশের প্রান্তভাগে, কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে এবং হস্তপদাদির ভাঁজের মধ্যে উদ্ভেদোদগম। (১৯) বুক ধড়ফড় করে এবং অত্যন্ত অবসাদ বোধ হয়,—শয়নে বৃদ্ধি। (২০) হৃৎপিণ্ডের প্রবল দপদপানি সমগ্র দেহে অনুভূত হয় বা সমগ্র দেহকে কম্পিত করে। (২১) স্তন্যপায়ী-শিশু-মতীদিগের মস্তকস্পর্শ মাত্রে কেশ উঠিয়া যায়; মুখমণ্ডল তৈলাক্তবৎ চাকচিক্যময়।

(২২) অতিরিক্ত ক্রোধোদ্রেক, অম্লাক্ত দ্রব্য বা রুটি ভক্ষণ, কুইনাইন সেবন, অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার, কষ্টিক আদি দ্বারা দাহন, শোক, মর্ম্মপীড়া, ভীতি, বিরক্তি, এবং হৃদয় মধ্যে পোষিত ক্রোধজনিত পীড়াদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—ক্রোধন স্বভাব; শিশুকে কোন কথা বলিলে সে ক্রোধ প্রকাশ করে; সামান্য কারণে বা অকারণে কাঁদিতে থাকে, সামান্য বিষয়ে মহা রাগ প্রকাশ করে, বিশেষতঃ সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলে। অসাবধানী এবং ব্যস্ত; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ হস্ত হইতে দ্রব্যাদি পড়িয়া যায়। অত্যন্ত রোদনপরায়ণ স্বভাব, অকারণে রোদনপরায়ণতা প্রকাশ করে; সান্ত্বনা করিলে শোক উথলিয়া পড়ে এবং যন্ত্রণাদিব বৃদ্ধি হয়। চিন্তাশক্তি থাকে না; অন্যমনস্কতা; ক্ষীণ স্মৃতি। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, কি বলিবে স্থির করিতে পারে না। অন্যমনস্ক এবং গুছাইয়া কথা বলিতে পারে না। সান্ত্বনা করিতে গেলে ক্রোধের সীমা থাকে না। অত্যন্ত ব্যস্ত, মানসিক উদ্বেগ ও বুকধড়ফড়ানি ও সে অসুখকর অতীত ব্যাপার সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে ভালবাসে। অবসাদ বায়ুগ্রস্ত বা ব্যাধিশঙ্কা এবং জীবন ভার বোধ হয় (অ্যান্ট-ক্রু: অরাম্: সিঙ্কো: ল্যাক্-ডিফ্লো: ফস্:)। সকল বিষয়েই তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা প্রকাশ করে; অত্যন্ত প্রতিশোধপ্রিয় (অ্যাসিড-নাই:)। রোগিনী পরলোকে তাহার কি হইবে এই ভাবিয়া অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হয় (ক্যালী-ফস্: লাই: মিলিলোট: প্ল্যাট.—স্বীয় মুক্তি সম্বন্ধে নৈরাশ্য = ক্যাল্কে: লীলিয়াম্-টাই:)। গর্ভাবস্থায় একাকী থাকিতে ভালবাসে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালে (ব্রাই: ল্যাক্-ডিফ্লো:), সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল; বিবমিষা, উদ্গার, অন্ত্রশূল এবং হস্তপদাদির কম্পন (ক্যাম্ফো: ডিজি: গ্লোন্:); কিম্বা বিবমিষা ও শিরোবেদনা সংযুক্ত মাথাঘোরা; সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন মস্তকের ভিতর দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে,—বিশেষতঃ বাতায়নের নিকট দণ্ডায়মান কালে (সার্সা:)। মস্তক শূন্য বোধ এবং তন্মধ্যে যন্ত্রণা। মস্তিষ্ক যেন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ অনুভব। শিরোবেদনা,—যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ যন্ত্রণা (ব্রাই: সিঙ্কো: গ্লোন্:),—সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা মস্তকের ভিতর দিয়া গ্রীবাতে বা বক্ষ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে; শিরোবেদনাধিকারে বিবমিষা ও বমন,—আর্ত্তব স্রাবের সময় এবং পরে। মস্তক মধ্যে দপ্‌দপকারী বেদনা, জ্বরের সময় যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র হাতুড়ী দ্বারা মস্তক আহত হইতেছে, (বেল: ক্যামো: গ্লোন্:) সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি; নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে দক্ষিণ চক্ষের ঊর্দ্ধাংশে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূত হয়। দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ ললাটদেশে; বিবমিষা ও বমন সংযুক্ত; প্রাতে এবং দেহ সঞ্চালনকালে বৃদ্ধি; উপশম = মস্তক উচ্চ করিয়া শয়ন করিলে (অ্যান্ট-টার্ট: ইউপেট-পার্ফো:) এবং স্বেদোদ্গমারম্ভে। দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনা আবির্ভাবান্তে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। পাঠান্তে বা কথা কহিলে বৃদ্ধি। প্রচণ্ড উন্মত্তকারী শিরোবেদনা,—রোগী উন্মাদের ন্যায় হইয়া গালাগালি করিতে থাকে,

দুর্ব্বলতা বোধ করে, তাহার জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়, প্রবল তৃষ্ণার উদ্রেক হয় এবং নাড়ী বিষম-গতি প্রাপ্ত হয় ;—জলে ভিজার জন্য মাথাধরা (লিডাম্: গ্লাস:)। শিরোবেদনা,—শোণিত-শূন্য পাঠাভ্যাসী বালক বালিকাদিগের (ক্যাল্কে-ফস্:) ; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রাতে আরম্ভ হইয়া দ্বিপ্রহরে চরম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে কমিয়া সূর্য্যাস্তের সময় উপশমিত হয় (স্পাইজি: ট্যাব্যাক্:) ; তাহার দক্ষিণ চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠে ; বৃদ্ধি= আলোকে (আর্স: এপীস: বেল: বীউফো: কলোফিল্: ককীউ: কফী: জেল্সি: মিডহ্বন্: ন্যাট-সল্ফ: প্ল্যাট: সল্ফ: সিপী: স্পাইজি:)। বাম পার্শ্বিক শিরঃশূল, মস্তকের বাম পার্শ্বে বোধ হয় যেন একটী লৌহ কীলক বা পেরেক প্রবিষ্ট হইতেছে (আর্ণি: কফী: ক্যালী-কার্ব: ইগ্নে: সিপী:)। শিরোবেদনা,—দৃষ্টিলোপ (বেল্: কষ্টি: জেল্সি: ফেরাম্-ফস্: আইরিস্-ভার্স:—প্রারম্ভে অস্পষ্ট দৃষ্টির আবির্ভাব হইয়া শিরোবেদনা আরম্ভ হয়=আইরিস: ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ডিফ্লো: সোরিন: ফস্:—অস্পষ্ট দৃষ্টির সহিত শিরোবেদনা আরম্ভ হয়= অ্যা-ফস: সাইক্লে: পল্সে: সল্ফ: ভেরেট-ভির:—শিরোবেদনান্তে অস্পষ্ট দৃষ্টি=সাইলিশীয়া:—বেদনার যত বৃদ্ধি হয় দৃষ্টি ততই স্পষ্ট হইয়া আইসে=আইরিস্: ক্যালী-কার্ব: ল্যাক্-ডিফ্লো:), —বিদ্যুল্লতার ন্যায় আঁকাবাঁকা নানা ভঙ্গির আলোক রেখা সকল দৃষ্টি সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া (ল্যাকে:) দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনা আনয়ন করে ; চক্ষুর অতি পরিশ্রম বা অতি ব্যবহার জনিত (ক্যাল্কে: সিনা: জেল্সি: হ্যামা: য্যাবোর‍্যান্: অ্যা-ফস্: ফাইজস্: গ্লাস: রীউটা:)। শিরোপশ্চাতে ভার বোধ, চক্ষুর্দ্বয়কে যেন পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করে। মস্তক বোধ হয় যেন উভয় পার্শ্ব হইতে নিষ্পেষিত হইতেছে, যেন মস্তকের উভয় পার্শ্ব একটী বৃহৎ সন্দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছে (অ্যা-নাই: ইথীউ: পল্সে: ক্যাক্ট: ম্যাগ-সাল্ফ: প্ল্যাট: র‍্যাণান্: স্যাবাড: সার্সা: ষ্ট্র্যাম্: থিরিড:)। নাসামূল হইতে ললাট পর্য্যন্ত যেন বিদারিত বা অস্থি উৎপাটিত হইতেছে এইরূপ বাতাশ্রিত বেদনা তৎসহ বিবমিষা, বমন ও দৃষ্টিলোপ ; রোগীকে শয্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। শিরোবেদনার বৃদ্ধি=প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর (ল্যাকে: নক্স-ভম্: প্ল্যাট: ফস্:), মস্তক বা চক্ষু সঞ্চালনান্তে (ব্রাই: ককীউ: গ্লোন:), মানসিক পরিশ্রমের পর (অরাম: অ্যানাক: গ্লোন্: ফস্: অ্যা-পীই:) এবং উত্তাপ সংস্পর্শে (বেল: কার্ব্বো-ভে: কমোক্লেড: টিলীয়া-ট্রিফোল্: কাল্মীয়া:) ; উপশম=স্থির হইয়া বসিয়া (লেমীয়াম:) বা শুইয়া (ক্যাল্কে: সিঙ্কো: ইরিঞ্জী: জেল্: ইগ্নে: লিথী: লাই: মিনীয়্যান্: অ্যা-নাই:) বা মস্তক উচ্চে রাখিয়া শয়ন করিলে এবং ঘর্ম্মের পরে। মূর্দ্ধাদেশে শৈত্যানুভূতি (ব্রাই: সিপী ;—যেন একখণ্ড বরফ রহিয়াছে=ভেরেট:) ; কর্পরত্বক স্পর্শাসহ ; অক্ষিপুট সকল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। মস্তক স্পর্শ করিলে কেশ উঠিয়া যায়, মস্তকের সম্মুখাংশ, শঙ্খদ্বয় বা ভ্রূগ এবং শ্মশ্রুর কেশও উঠিয়া যায় ; মুখমণ্ডল চাকচিক্য বিশিষ্ট, যেন তৈলাক্ত। মস্তকের শ্লৈষ্মা বা বাতাশ্রয় প্রবণতা,—সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দি হয় (ব্যারাই: কার্ব্বো-ভে: গ্র্যাফ: হিপ: মার্ক: ফস্: সাইলি:)। কর্পরত্বক টান বোধ হয়, বৃদ্ধি কথা কহিলে কিম্বা গৃহবহিঃস্থ [illegible] বায়ু সংস্পর্শে ; উপশম=উপবিষ্ট বা শায়িত অবস্থায়। [illegible]

প্রাণশক্তিরাহিত্য পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। মস্তক ও বগল মধ্যে চটা বা ছাল উঠা ক্ষত; মস্তকের পামাকচ্ছু, লাল দগ্‌দগে বা অনাবৃত ক্ষত হইতে ত্বকক্ষয়কারক রস নির্গত হইয়া কেশ নষ্ট করে। চর্ম্মদল—এক প্রকার পামাকচ্ছু মস্তকের কেশাবৃত অংশের প্রান্তভাগে এবং গ্রীবাপৃষ্ঠে অত্যন্ত অধিক; পীড়কা সকল আঠাময় এবং চিপিটিকা সকল পাতলা এবং চটচটে, চতুর্দ্দিকস্থ ত্বক অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং আরক্তিম। নবপ্রসূতিদিগেব মস্তক স্পর্শ মাত্রে কেশ উঠিয়া আইসে (সিপী:)।

চক্ষু।—সকল বস্তুরই চতুর্দ্দিকে অগ্নিশলাকা এবং নানা ভঙ্গিব বক্র বেখা সকল দৃষ্ট হয়। দ্বিত্বদর্শন (একটি বস্তু দুইটী দেখা); অর্দ্ধদর্শন অর্থাৎ দ্রব্যাদির অদ্ধাংশ মাত্র—উর্দ্ধার্দ্ধ বা নিম্নার্দ্ধ, দৃষ্টিগোচর হয় (বোভি: অ্যা-মিউ. অরাম:—উর্দ্ধাদ্ধ আদৌ দেখিতে পায় না=অরাম; দক্ষিণ পার্শ্বার্দ্ধ দেখিতে পায় না=লিথীয়া-কার্ব.—বামার্দ্ধ দেখিতে পায় না=লাই:)। চক্ষুর চিত্রপত্রে প্রতিফলিত প্রতিমূর্ত্তি সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় অর্থাৎ কোন বস্তু সম্মুখ হইতে অপসৃত করিলেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বোগী তাহা দেখিতে পায় (অ্যানাস্থিরাম: ট্যাবাক: ঘ্যাবোর্য্যাণ: ল্যাক-ক্যান:—দৃষ্ট বস্তু সরাইয়া লইলেও তাহার পার্শ্বস্থিত বস্তুকে পূর্ব্বের দৃষ্ট বস্তু মনে হয়=ল্যাক্-ক্যান্:)। ক্ষীণদৃষ্টি,—বিশেষতঃ পৈশিক অবসাদ, চক্ষু সঞ্চালনকালে পেশীমধ্যে আকর্ষণ ও আড়ষ্টতা অনুভূত হয়; পাঠ কালে বর্ণসকল এবং সীবন কালে বা সেলাই করিবার সময় সূতার "ব" সকল মিশ্রিত হইয়া যায়; কিছুক্ষণ একদৃষ্টে কোন বস্তু দশনকালে চক্ষু মধ্যে ব্যথা বোধ হয় [পৈশিক অবসাদ বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা জনিত]। দৃষ্টি শক্তির ব্যবহার কালে অক্ষিপুট সকল ভারযুক্ত বোধ হয়। তিমির দৃষ্টি,—মৃৎপাণ্ডুরোগাক্রান্ত রমণীদিগেব অনিয়মিত রজঃ বশতঃ; তারকা সঙ্কুচিত। অক্ষিপুট প্রদাহ,—চক্ষুর শ্বেত ক্ষেত্রের উপর ক্ষত উৎপন্ন হইয়া তন্মধ্যে উত্তেজনা ও জ্বালা সম্ভূত করে; চক্ষুমধ্যে যেন বালুকাকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি (আর্স: কোর্য়াল্: ডিজি: ইউফ্রে: অ্যা-ফ্লু: হিপ: লিডাম্); চক্ষু হইতে ত্বকক্ষয়কারক অশ্রু স্রাব (ইউফ্রে: মার্ক:); অতিরিক্ত আলোকাতঙ্ক, এবং প্রাতে গোধূলিব সময় এবং বাত্রে চক্ষু আপনা হইতে মুদিত হইয়া যায়। দক্ষিণ উর্দ্ধাক্ষিপুটের (চক্ষুগোলকের উপরে) স্নায়ুশূল, সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ এবং সূর্য্যাস্তের সহিত তিরোহিত হয়। নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে দক্ষিণ ভ্রূদেশে তীক্ষ্ণ শূলবেদনা ও দপদপকারী শিরোবেদনা অনুভূত হয়; সন্ধ্যার পর বৃদ্ধি। বহিঃসৃতাক্ষিগোলক অর্থাৎ চক্ষুগোলক বাহির হইয়া আসা,—হৃদস্পন্দন ও সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসাল্পতা অনুভূত হয়। (ব্যারাই: ফেরাম: ফেরাম-আয়োড: লাইকোপাস্-ভার্জি: স্পঞ্জী: থাইরায়ডিন:)। অশ্রুপ্রণালীর সঙ্কোচন ও অবরোধ এবং নালীক্ষত বা অশ্রুকোষের স্রাবাধিক্য। চক্ষু রোগে কষ্টিক দ্বারা দাহন জনিত পীড়াদি। চক্ষের বাহিরাপাঙ্গে বা বাহিরের কোণে বা কর্ণেব নিকটবর্ত্তী কোণে পিচুটি। রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া থাকে (গ্র্যাফ: ইউফ্রে: হিপ:)। অক্ষিপুট নিয়ত আরক্তিম ও ক্ষতযুক্ত।

কর্ণ।—কর্ণপটহের প্রদাহ,—কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ, ঝিঁ ঝিঁ টিং টিং প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হয় (সিঙ্কো: চিনিন-সালফ:)। ক্ষীণ শ্রুতি। চর্ব্বণকালে কর্ণমধ্যে "কটাস্" করিয়া উঠে (ক্যালকে: মিনীর্য়ান: অ্যা-নাই:)। কর্ণমধ্যে দপদপানি ও সূচীবেধবৎ বেদনা। কর্ণস্রাব

বা পূয নির্গলন (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ব্যারাইটা-মিউ: ক্যাষ্টোর: কষ্টি: গ্র্যাফ: হিপ: হাইড্রাষ্ট: লাই: মার্ক: সোরিন্. পল্‌সে: সাইলি: সল্‌ফ: টেলীউ:)। কর্ণপশ্চাতে কণ্ডুয়ন (অ্যা-নাই: গ্র্যাফ:)।

নাসিকা।—সর্দ্দি বশতঃ ঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তির লোপ (অ্যাম্পার: পল্‌সে:)। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—মস্তক অবনত করিলে (ডায়োস্কো: নক্স-ভম্: হ্রাস:) বা রাত্রে কাসির সময় (বেল: ড্রোসেরা: মার্ক: নক্স.—হুপকাসি অধিকারে=আর্ণি: কোর্য়াল্: কচলীয়া: ক্রোটেল্: ড্রোসে: ইপিক্: অ্যা-মিউ: মার্ক: নক্স: ষ্ট্র্যামোন্:)। সর্দ্দি প্রবণতা,—সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি বা নাসা স্রাব,—পর্য্যায়ক্রমে শ্লেষ্মা তারল্য ও নাসারোধ প্রকাশ পায়,—কখনও তরল শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং কখনও বা নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে ; পশ্চান্নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং প্রাতে কাসিলে তন্মধ্য হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয় ; প্রতিদিবস প্রাতে উপর্য্যুপরি হাঁচি হইতে থাকে বা হাঁচি হইবার বৃথা উপক্রম হয়। সর্দ্দি অধিকারে নাসিকা ক্ষতযুক্ত এবং নাসাপুটের অভ্যন্তরাংশ স্ফীত হইয়া থাকে ; নাসারন্ধ্র হইতে শুষ্ক শিঙ্ঘানক বা শিক্‌নি নির্গত হয়। নাসিকার বাম পার্শ্বগত প্রদাহ ও স্ফীতি,—স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (ক্যাডমী-সল্‌ফ: প্ল্যাট:)। হৈমন্তিক প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি,—নাসিকা মধ্যে "ফড়ফড়" শব্দ হয়,—যেন তন্মধ্যে একটী কীট প্রবেশ করিয়াছে,—অত্যন্ত রৌদ্র বা গ্রীষ্মের উত্তাপ জনিত পীড়া।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পীতাভ, শোণিতশূন্য, ম্লান বা পাংশুবর্ণ (সিঙ্কো: লাই: ওপী: ক্যাল্‌-মিউ:) ; নীলিমান্বিত, চাকচিক্য বিশিষ্ট,—যেন তৈলাক্ত (প্লাম. সেলিন্: এপীস) ; এবং শীর্ণ। মুখমণ্ডল স্ফীত (আর্স; এপীস, লাই: মার্ক. ওপী:)। মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ (অ্যামিল ; ব্রাই: ক্যামো: সিনা, ইল্যাপ্স ; ন্যাট-আর্স: ন্যাট-কার্ব: নক্স-ভম্: পল্‌সে:)। সময়ে সময়ে বিশেষতঃ কম্পজ্বর সহসা রোধান্তে মুখের স্নায়ুশূল ; মুখমণ্ডল ম্লান ও পীতাভ ; অত্যন্ত তৃষ্ণা। চর্ব্বণকালে গণ্ডাস্থি মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। অপরাহ্নে এবং রাত্রে (বিশেষতঃ বাম) গণ্ড আরক্তিম প্রতীয়মান হয়। মুখমণ্ডলের ত্বক চাকচিক্যময়,—যেন তৈলাক্ত (প্লাম: সোরিন্: সেলিন্.)। মুখমণ্ডলে দুগ্ধ চিপিটিকা বা দুধে মামড়ীবৎ কণ্ডুয়ন জনক পীড়কা বাহির হয়। বাম গণ্ডোপরে ক্ষত (বেল্ আয়োড:)। চিবুকের উপর কৃষ্ণশির কঠিন ব্রণোদ্গম (ক্যাম্ফ: কার্ব্বো-অ্যান: কষ্টি: গ্র্যাফ: সেলিন.)। ক্ষৌরকণ্ডু অধিকারে কোষা কোষা শ্মশ্রু উঠিয়া যায় (অ্যানাস্থি: অরাম্-মিউ:)। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, ফাটা বা শল্কাবৃত কিম্বা শোণিতস্রাবশীল ক্ষতময় (এরাম্ ট্রাই: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-অ্যান্: কার্ব্বো-ভে: ক্যামো: ক্রোকাস, গ্র্যাফ: ইগ্নে: মার্ক: মার্ক-কর্: সল্‌ফ:) ; ওষ্ঠদ্বয়ের ভাঁজমধ্যে আর্দ্র ক্ষত (অ্যা-নাই:)। উর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত (এপীস, বেল: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: লাই: মার্ক-প্রোটো: ন্যাট-কার্ব: সল্‌ফ: জিঙ্কাম ;—বিশেষতঃ শিশুদিগে—ক্যাল্‌কে: সোরিন্:)। নিম্নৌষ্ঠের মধ্যস্থল ফাটা ও ব্যথাযুক্ত। ওষ্ঠের উপর মুক্তার ন্যা রসগুটী বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরাধিকারে (যাহাকে চলিত কথায় জ্বরঠুঁটো বলে—ক্রোটন্: গ্র্যাফ ন্যাক্স-ক্যান্: হ্রাস)। ওষ্ঠদ্বয় চিন্‌চিন করে এবং তন্মধ্যে অসাড়তা অনুভব। হনুতলস্থি গ্রন্থি সকল স্ফীতিযুক্ত (অ্যানাহে: ব্যারাই-মিউ: কার্ব্বো-অ্যান্: সিঙ্কো: কোণা: হিপোজিন্ ক্যালী-আয়োড: লাই: মার্ক-ডাল: ন্যাট-কার্ব্ব: ক্যাইটো: সোরিন্: সিপী:)।

মুখবিবর।—দন্ত সকল বায়ু সংস্পর্শ বা স্পর্শ কাতর (বার্বা: লাই: ষ্ট্যাফ:)। চর্ব্বণকালে পেষণদন্তে ব্যথা বোধ হয়। আহারের পর এবং রাত্রে দন্ত হইতে কর্ণে ও গলমধ্যে পর্য্যন্ত আকর্ষণ ও উৎপাটনবৎ বেদনা ; গণ্ড স্ফীত হইয়া উঠে। ক্ষয়া প্রাপ্ত দন্ত শ্লথমূল ; তন্মধ্যে জ্বালা, হুলবেধবৎ ও দপ্‌দপকারী বেদনার উদ্রেক হয়। মাড়ীতে শীতল বা উষ্ণ পদার্থ সংস্পর্শ মাত্র যন্ত্রণা বোধ হয় ; মাড়ী স্ফীত এবং তাহা হইতে যখন তখন শোণিতপাত হয় ; মাড়ী হইতে পূতিগন্ধ নির্গত হয়। মাড়ীতে অর্ব্বুদ (প্লাম-অ্যাসেট: থুযা)। দন্তমূলের নালীক্ষত (অ্যা-ফ্লু: সাইলি: অরাম-মিউ: কষ্টি::ন্যাট-মিউ:)। মুখের স্বাদ লবণাক্ত, জিহ্বা শুষ্ক এবং ক্ষুধারাহিত্য। তিক্ত স্বাদ ; উপবাসকালে মুখের স্বাদ অম্লাক্ত বা পূতিময় ; জল অত্যন্ত কটুস্বাদ বোধ হয়। সর্দ্দি অধিকারে আস্বাদন শক্তির লোপ (পল্‌সে: সাইলি সোরিন্:)। তাহাতে রস থাকিলেও অত্যন্ত জিহ্বা শুষ্ক বোধ হয়। জিহ্বা ভার এবং বাক্যের জড়তা (ল্যাকে: লাই: প্লাম:); শিশু অত্যন্ত বিলম্বে কথা কহিতে শিক্ষা করে (অ্যাগার:)। মধ্যে মধ্যে লাল ও মধ্যে মধ্যে শ্বেত লেপাচ্ছন্ন বা মানচিত্রবৎ চিত্রিত জিহ্বা (আর্স: মার্ক: ল্যাকে: ট্যারাক্সেক: অ্যা-নাইট্রিক: র‍্যানান্-বাল্বো: র‍্যাণান্- সক্লীরেট:); জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় দক্রময় প্রতীয়মান হয়। জিহ্বাগ্রে জ্বালা (সাইক্লে: ন্যাট-কার্ব: আর্স: ব্যাপ্টি: কলো: ল্যাকে: স্যাঙ্গিউইন:)। জিহ্বার উপর বোধ হয় যেন একখণ্ড কেশ পতিত রহিয়াছে (ক্যালী-বাই: সিলি: অ্যালীয়াম্-স্যাট: ন্যাট-ফস্:)। জিহ্বার পার্শ্ব বিশেষ অসাড় ও আড়ষ্ট বোধ হয়। জিহ্বাতলার্ব্বুদ বা জিহ্বাতলস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি (অ্যাম্ব্রা, হিপোজিন্: থুযা)। মুখবিবর, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক। সরস হইলেও শুষ্ক বোধ হয়। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠের অভ্যন্তরাংশে রক্ত ফোস্কা পড়ে ; মুখ মধ্যে স্থানে স্থানে যে ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহা এমন কি জলীয় পদার্থের স্পর্শেও ব্যথা বোধ করে। মুখমধ্যে ও জিহ্বার উপরে রসগুটী এবং ক্ষত অত্যন্ত জ্বালা ও উত্তেজনা জনক,—বিশেষতঃ খাদ্যাদির দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে বৃদ্ধি পায়। শোণিতময় লালাস্রাব (অ্যা-নাই: ক্রোটেলাস্ ; মার্ক-ভাই:) লালাস্রাবাতিশয্য।

গলমধ্য।—কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়,—অথচ রোগী কাসিয়া পুনঃ পুনঃ স্বচ্ছ শ্লেষ্মাময় গয়ার তুলে। তালমূলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মসৃণ ও চাকচিক্যময় (এপীস, ল্যাক-ক্যান: সিষ্টাস্-ক্যান্: পেট্রোল) প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট নহে,—উপঝিল্লি প্রদাহ রোগাধিকারে। কণ্ঠমধ্যে একটী কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (ডলিকাস ; আর্জেণ্ট-নাই: হিপ:)। প্রতি বৎসর আবির্ভাবশীল গলক্ষত রোগাধিকারে কণ্ঠনলী কীলকাবিদ্ধ (অ্যা-লীউ: অ্যানাস্থি: অ্যা-ল্যাক: প্লাম: সিপী:) এবং কণ্ঠাভ্যন্তর ক্ষয়িতত্বক ও জ্বালাযুক্ত বোধ হয় ; রোগীর অত্যন্ত ভয় হয় পাছে তাহার গলরোধ হইয়া যায়। আলজিহ্বা বর্দ্ধিতাকার ; গলমধ্যস্থিত পেশী সকল এত শিথিল হইয়া পড়ে যে খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে তাহা অন্ননালী মধ্যে না গিয়া বিপথগামী হয় ; উপঝিল্লি-প্রদাহ-রোগান্তিক গলমধ্যস্থিত পৈশিক পক্ষাঘাতেও এইরূপ হয়। কেবলমাত্র তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারে (আর্জেণ্ট-নাই: অ্যালীউ:),—কঠিন পদার্থ সকল গলমধ্য কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাইয়া বেগে উদগীরিত বা পুনর্ব্বার

উপরে উঠিয়া আইসে। গলাধঃকৃত খাদ্য কণ্ঠনলীর কিয়দ্দূরে যাইবার পরে বোধ হয় যেন উহা একটি ক্ষতযুক্ত অংশের উপর দিয়া যাইতেছে।

পাকস্থলী।—শারীরিক ও মানসিক অবসাদ এবং রাক্ষসী ক্ষুধা, বিশেষতঃ সান্ধ্য ভোজনের পূর্ব্বে। লবণাক্ত বা তিক্তরস দ্রব্যাদি আহারের আকাঙ্ক্ষা; মৎস্য, দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করিতে চাহে; অরুচি। যে রুটী রোগী পূর্ব্বে অত্যন্ত ভালবাসিত এক্ষণে তাহাতে অরুচি (সিঙ্কো:) প্রকাশ করে। দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা,—সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (ক্রোকাস; ম্যাগ-মিউ: সিপী:),—মুখ আঠা আঠা। পেট শূন্য থাকিলে ভাল থাকে; প্রাতর্ভোজনান্তে রোগী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, এবং তাহার জ্বরভাব হয়; আহার করিবার সময় মুখমণ্ডলে স্বেদোদ্গম হয় (অ্যা-বেন্: আর্জেণ্ট: ওলী-অ্যান্:)। আহারান্তে শূন্য উদ্গার, বিবমিষা, মুখমধ্যে অম্লাক্ত স্বাদ, নিদ্রালুতা, (সাইকিউ: লাই: নক্স-মস:), বুকজ্বালা (ইস্কীউ-হিপ: ক্যাল্কে: ক্যাল্কে-ফস: নক্স:), হৃদস্পন্দন (ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভে: কার্ব্বো-অ্যান্: লাই:); উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে বক্ষাভিমুখে চাপ ও উত্তাপ উত্থিত হয়। প্রাতে বিবমিষা; মনোমত দ্রব্যাদি আহারের পরেও অবসাদ বোধ। বমন,—প্রথমে ভুক্ত দ্রব্যাদি এবং তৎপরে পিত্ত বমন হয় (স্যাম্বীউ: লাই:) এবং পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত চাপ বোধ হইয়া থাকে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ স্ফীত এবং স্পর্শ বা অঙ্গুলি পীড়ন করিলে তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন নখাঘাত করিতেছে; গ্রহাকর্ষণবৎ বা খাল ধরার ন্যায় বেদনা, বস্ত্র আঁটিয়া পরিলে উপশমিত হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে স্থানে স্থানে আরক্তিমা উদ্গত হয়। বুকাস্থির পশ্চাতে এবং পাকস্থলীর আগমদ্বারে যেন কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। শিশু খায় দায় বেশ অথচ দিনদিন শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যাব্রোট: ব্যাসিলিন্: আয়োডাম; স্যানিকীউ: সার্সা)। পেট ফুলিয়া উঠে এবং বস্ত্র আঁটিয়া পড়িলে উপশম বোধ হয় (অ্যা-ফ্লু:—এতদ্বিপরীত=হিপ: ল্যাকে:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপবোধ,—যেন পাকস্থলী মধ্যে একটা কঠিন বস্তু রহিয়াছে। লবণ ও লবণাক্ত দ্রব্যাদিতে অত্যন্ত রুচি (ক্যাল্কে: কষ্টি:)।

অন্ত্রাশয়।—আহারের পর যকৃৎপ্রদেশে ভারবোধ, বেদনা ও স্ফীতি; ভুক্ত দ্রব্যাদি যত পরিপাক হইয়া আইসে, বেদনা ও স্ফীতি তত কমিয়া আইসে। যকৃৎ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (বার্বা: চেলিড: ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-কার্ব:) ও দৃঢ়াবদ্ধভাব; যকৃৎপ্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত, এবং রোগীর গাত্রত্বক পাণ্ডু ও পাংশুবর্ণ প্রতীয়মান হয়। বাম দিকে দেহ হেলাইলে যকৃৎমধ্যে আড়ষ্টতা বোধ হয়। প্লীহা প্রদেশে সূচীবেধবৎ ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা (সীয়্যানোথাস্)। প্লীহা বিবর্দ্ধন ও প্রদাহ (সীয়্যানো: চিনিন্-সল্ফ: সিঙ্কো: ডায়াডেমা, ফেরাম, আয়োড: ল্যাকে: নক্স:)। উদর স্ফীত; কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু জনিত অন্ত্রকূজন (ডায়োস্কো: ডালক্যা: গ্যাম্বো: লাই: ন্যাট-সল্ফ: পল্সে: সল্ফ:)। বিবমিষা ও অন্ত্রশূল; বায়ু ও আধ্মান-বায়ু নির্গমান্তে উপশম (কার্ব্বো-ভে: কলো: হাইড্র্যাষ্ট: ভেরেট:)। অন্ত্রমধ্যে জ্বালা (আর্স: ক্যান্থা: ইরিজী: ম্যাঙ্গি:)। কাসিলে বঙ্ক্ষণীয় ছিদ্র মধ্যে ও অণ্ডকোষে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়, যেন কোষরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এইরূপ বোধ।

মলান্ত্র ও মল।—বায়ুত্যাগ কালে রোগীর ভয় হয় পাছে মল নির্গত হইয়া যায় (অ্যালো: আয়োড: অ্যা-মিউ: পডো: সল্‌ফ:)। পুরাতন উদরাময় ও মলতারল্য; মল জলবৎ,—তৎসহ জ্বর, শুষ্ক মুখ ও অত্যন্ত তৃষ্ণা; দুইপদ ইতঃস্তত বিচরণ করিলেই বৃদ্ধি হয় (বেল: ব্রাই: কোল্‌চি: অ্যা-অক্স্যাল্:); দুর্গন্ধ আধ্মানবায়ু নিঃসৃত হয়; কুনখ প্রবণতা সহ মলতারল্য; (প্রায়ই নখশূল উঠে, আঙ্গুল-হাড়া বা নখম্পচ প্রবণতা=ন্যাট-সল্‌ফ) মল হরিদ্বর্ণ, শোণিতাক্ত জলবৎ ও কপিশবর্ণ; সাধারণতঃ দিবাভাগেই প্রকোপাধিক্য প্রকাশ পায়; গুটিলা বা বিষ্ঠাপিণ্ড মিশ্রিত। অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ। পর্য্যায়ক্রমে কঠিন ও কোমল মল নির্গত হয়। মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা সম্ভূত কোষ্ঠবদ্ধতা (ওপী: অ্যালী-উ:)। মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত কঠিন, কষ্টে বা চূর্ণ হইয়া নির্গত হয় (ম্যাগ-মিউ: অ্যামন-মিউ: ন্যাট-কার্ব:); মলদ্বার সঙ্কুচিত, বিদারিত হইয়া যায়, রক্ত পড়ে এবং তৎপরে জ্বালা করিতে থাকে (অ্যামন-মিউ: ইগ্নে: র‍্যাটান); মলান্ত্রমধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনানুভব। মলের সহিত রক্ত নির্গত হয় (অ্যালীউ: কার্ব্বো-ভে: ক্রোটেল: লাই: পল্‌সে: ক্যাল্‌কে-ফস:); অর্শ,—হুলবেধবৎ বেদনা জনক (অ্যালীউ: এপীস, কষ্টি:—পাদচারণে বৃদ্ধি=কার্ব্বো-অ্যান্:); মলদ্বার হইতে রস নির্গলিত হইতে থাকে (কষ্টি: গ্র্যাফ: সিপী: সল্‌ফ:); মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা,—দদ্রুবৎ (হিপ: পেট্রোল্: সিপী:) উদ্ভেদ। মলান্ত্রভ্রংশ বা মলান্ত্রের বহির্নিঃসরণ (ক্যাল্‌কে: কষ্টি: গ্যাম্বো: পডোফিল: ডাল্‌ক্যা: হাইড্র্যাষ্টি: ল্যাকে,—মলদ্বারে জ্বালা করিতে থাকে,—অর্শাধিকারে (এরাণ্ডো, পডো: সিপী:)। মলদ্বার মধ্যে যন্ত্রণা ও বিদ্ধকারী-বেদনা-জনক শিরাস্ফীতি-সম্ভূত অর্ব্বুদ (পলিগোনাম-পাং)।

প্রস্রাব।—বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে আড়ষ্টতা ও উত্তাপ বোধ। পুনঃ পুনঃ কিম্বা হঠাৎ প্রস্রাব বেগ (ফস: রীউমেক্স, থুযা, অ্যা-ফস: পেট্রোসেল:),—মূত্র ধারণ করিতে পারে না (অ্যালো; ক্যাল্‌কে: মার্ক-সল্: পল্‌সে:)—অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব হয়। বহুমূত্র (অ্যা-অ্যাসেট: আর্জেণ্ট: চিম্যাফিল: সিঙ্কো: অ্যা-ল্যাক্ট: ল্যাক্ট-ডিফ্লো: অ্যা-ফস: স্কীলা, ইউরেন-নাই: মার্ক-কর: মার্ক-সল্: ন্যাট-সল্‌ফ:),—অত্যন্ত তৃষ্ণা, বহুল পরিমাণে জলপান করিবার আকাঙ্ক্ষা;—মুখে জল উঠিতে থাকে এবং দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায় (আর্জেণ্ট-মেট: আর্স: ইউরেন-নাই: ল্যাক-ডিফ্লো: মীউরেক্স:; হেলোন: ম্যাগ-সল্‌ফ: মস্কাস:)। মূত্র অজ্ঞাতসারে নির্গলিত হয়,—পাদচারণকালে (কষ্টি: ফেরাম্: জিঙ্কাম), কাসিলে (এপীস, কষ্টি: স্কীলা, ভেরেট:) বা হাস্য করিলে (হাস্য করিলে বা হাঁচিলে=নক্স-ভম্:)। অনেকক্ষণ বসিয়া না থাকিলে প্রস্রাব হয় না (আর্ণি: ক্যাম্ফো: ক্লিম্যাট: হিপ: লরো: অ্যা-মিউ: পেট্রোল: হ্রাস,—অর্দ্ধ ঘণ্টা যাবৎ চেষ্টার পর তবে মূত্রস্থলী শূন্যহয় কিন্তু রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে=মিডহ্নাম),—বিশেষতঃ আবার যদি কেহ নিকটে থাকে (অ্যা-মিউ: হিপ:)। মূত্রের তলানি ইষ্টক চূর্ণের (ন্যায় আর্ণি: চিনিন্-সল্‌ফ: সিপী: প্যারিইরা লাই:)। কফির নির্য্যাসের ন্যায় মূত্র। প্রস্রাবের সময় মূত্রাশয় মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকা-বেধবৎ বেদনা (ম্যাঙ্গি:), মূত্রনলী মধ্যে উত্তেজনা ও জ্বালা (আর্জেণ্ট-নাই: বার্ব্বা: ক্যানাব-স্যাট: ক্যান্থা: ল্যাকে: মার্ক-কর্:—প্রমেহাধিকারে=চেলিড: কচলীয়া: মার্ক-কর্: নক্স-ভম্:) এবং

স্ত্রীযোনির বহির্ভাগে উত্তেজনা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ বা হাজা অনুভব করা। (ক্রিয়োজোট); প্রস্রাবান্তে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা (ক্যান্থ: সার্সা ; ন্যাট-কার্ব:)। রক্ত প্রস্রাব (এপীস, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে: ক্যান্থা: হ্যামা: মার্ক-কর্: পল্সে: টেরিব.)। প্রস্রাবান্তে মূত্রনলী হইতে শ্লেষ্মা ক্ষরণ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্বেও কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনাধিক্য। রমনালিঙ্গনের অনতিপরেই অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন (ক্যালী-কার্ব: ফস্:)। অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবা সম্ভূত পক্ষাঘাত (নক্স-ভম্: ফস্:)। প্রাতে কামোত্তেজনা না থাকিলেও লিঙ্গোদ্গম হয়। লালামেহের ন্যায় মূত্রনলী হইতে স্বচ্ছ শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ স্রাব। মুষ্ক শিথিল (ক্লিম্: লাই: ক্যাল্কে:) হইয়া পড়ে ; শিশুদিগের নিতম্ব বা পাছা শীর্ণ হইয়া যায়। মুষ্ক এবং উরুর মধ্যাংশে কণ্ডুতি, ত্বকক্ষয় এবং স্বেদোদ্গম (লাই: মার্ক: ন্যাট-কার্ব:)। লিঙ্গমুণ্ডের উপর পুষবৎ পুষ্পিকা বা শ্বেতবর্ণ পদার্থ সঞ্চিত হয় (কষ্টি: সিপী: নক্স-ভম্:)। লিঙ্গমুণ্ডের মূলদেশে কণ্ডুয়ন ও পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভব। জননেন্দ্রিয় প্রদেশ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসরণ (সার্সা)। বিটপদেশের কেশরাহিত্য (অ্যা-নাই:) ; শিশ্নাদির শৈথিল্য এবং রমণকালে বিলম্বে রেতঃস্খলন। ইন্দ্রিয়সেবাতিশয্য জনিত মেরুদণ্ডের উত্তেজনা এবং ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রমণালিঙ্গনে বিরাগ ; যোনি মধ্যে শুষ্কতা বশতঃ সঙ্গম কষ্ট-জনক বোধ হয়। সঙ্গমের সময়ে যোনিমধ্যে জ্বালা করে ; বিশেষতঃ রোগিনী শুষ্কত্বক ও শুষ্কমুখ এবং শোণিতশূন্য হইলে এইরূপ লক্ষণের আধিক্য জন্মে। অকালার্ত্তব ও অপর্য্যাপ্ত রজোস্রাব সম্ভূত বন্ধ্যাত্ব (অরাম-মিউ-ন্যাট: প্ল্যাট:) ; বঙ্ক্ষণ বা কুচকি প্রদেশে জ্বালা ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা এবং জরায়ুতে গ্রহাকর্ষণ বা থালধরা। প্রত্যহ প্রাতে জরায়ু আদি যোনি অভিমুখে নিষ্পেষণ করিতে বা চাপ দিতে থাকে,—জরায়ুর বহির্ভ্রংশ নিবারণ করিবার জন্য রোগিনী উপবেশশন করিতে বাধ্য হয় (উরুর উপর উরু স্থাপন পূর্ব্বক বহির্ভ্রংশ নিবারণ করে সিপী যোনিমুখে হস্তদ্বারা চাপ দিয়া বহির্ভ্রংশ নিবারণ করে=লীলিয়াম-টাইগ্:)। জরায়ুভ্রংশ অধিকারে শ্রোণিদেশে বা নিতম্বে বেদনা (অরাম ; পল্সে:) চিৎ হইয়া শয়ন করিলে ভাল থাকে ; কিম্বা প্রস্রাবের পরে মূত্রনালীমধ্যে ছেদনবৎ যন্ত্রণা বোধ হয় (প্রস্রাব কালে বৃদ্ধি= ক্যাল্কে-ফস:—মূত্রকৃচ্ছ্র সহ=চিম্যাফিল-আম্বেল:)। আর্ত্তব,—অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয় এবং স্রাব অতি অল্প কিম্বা অত্যন্ত শীঘ্র প্রকাশ হয় ও অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে। আর্ত্তব-স্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে শিরোবেদনা ; আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে বিমর্ষভাব এবং উত্তেজনা ; আর্ত্তবস্রাব আরম্ভের সময় বিষাদ ; স্রাবকালে উদরে খাল ধরে। প্রতি মাসে আর্ত্তবস্রাবকালে শোণিতাক্ত গয়ার নির্গত হয় (আয়োড:) ; রক্তাক্ত লালাস্রাব। বাধক অধিকারে আক্ষেপ। প্রথম রজঃ অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয় ; রজরোধ। প্রদর কষায় বা ত্বকক্ষয়কারক এবং ঈষৎ হরিদ্বর্ণ,—প্রাতে তলপেটের অন্ত্রশূলবৎ বেদনার পর স্বচ্ছ জলবৎ স্রাব নির্গলিত হয় ; কণ্ডুতি জনক স্রাব ; রোগিণীর মূর্ত্তি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় (কলোফিল: কষ্টি: ফেরাম ;—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীতবর্ণ দাগ উদ্গত হয়=সিপী:)। প্রদর স্রাবকালে শিরোবেদনা (ক্যালী-বাই: সিপী: প্ল্যাট:) মল-

তারল্যপ্রবণতা, পেট বেদনা বা অন্ত্রশূল (অ্যমন-মিউ: কলো: সাইলি: জিঙ্কাম:) এবং আমময় মল নিঃসরণ। পাদচারণকালে প্রদরাস্রাবধিক্য (ইস্কীউ-হিপ: বোভি: কার্ব্বো-অ্যান: ম্যাগ-মিউ: সার্সা)। যোনিবহির্দ্দেশের কণ্ডুয়ন ও কেশলোপ। কামাদ্রি প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডুয়নজনক পীড়কোদ্গম। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বিবমিষা ও বমনাতিশয্য; প্রাতর্বমন,—ফেনময় জলবৎ শ্লেষ্মা বমিত হয়; মূত্রকৃচ্ছ্র, লালামূত্র, লবণ আহার করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, বক্ষ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, হৃদস্পন্দন, অর্শ, কাসি, এবং অজ্ঞাতসারে মূত্রঃত্যাগ। প্রসববেদনা,—অত্যন্ত ধীরে ধীরে বেগ আইসে, ক্ষীণ বেগ,—অত্যন্ত বিষন্নতা ও নানাপ্রকার বিপদাশঙ্কা সংযুক্ত। শিশু-দিগের স্তন্যপানাবস্থায় কেশক্ষয়। শিশু স্তন্য পান করিতে চাহে না। মাতার মুখক্ষত। স্তনমধ্যে ছুরিকাবেধবৎ যন্ত্রণা; স্তনবৃন্তের তলদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা। স্তনদ্বয় অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত, স্পর্শমাত্র অসহনীয়।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ, স্বরনলীমধ্যে শুষ্কতা অনুভব এবং কণ্ঠাভ্যন্তর অত্যন্ত স্পর্শাসহ। প্রাতে স্বরনলীমধ্যে অপর্য্যাপ্ত কফ সঞ্চিত হইয়া থাকে। ক্ষীণ স্বর; কথা কহিলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে (ষ্ট্যানাম্:)। শ্বাস প্রশ্বাস ব্যাহত এবং অস্থিরতাজনক; একটু দ্রুত চলিলে হাঁপাইয়া যায় (পল্‌সে: সাইলি:—বিশ্রাম করিলে ক্রমে হাঁপানির প্রশমন হয়=ন্যাট-সল্ফ:); নির্ম্মল বায়ু সেবনকালে এবং বাহুদ্বয় চালনা করিলে উপশম। সময়ে সময়ে শ্বাসরোধোপক্রম (ক্যাম্ফো: সীড্রন: ক্লোরাম, কিউপ্রাম-অ্যাসেট: ক্যালী আয়োড; ল্যাকে: ল্যাক্টীউ-ভাই: লরো: মিফাইটিস; নক্স-ভম: স্পঞ্জী: ট্যাব্যাক:)। কাসি,—কণ্ঠমধ্যে বা উদরোর্দ্ধ প্রদেশে কণ্ডুয়ন সম্ভূত (কণ্ঠমধ্যে কণ্ডুয়ন সম্ভূত কাসি=অ্যাক্টী-রেস্: ইনীউলা, ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাক্টীউ-ভাই: ফস: হ্রাস স্পঞ্জী:) শ্লেষ্মা উঠা, প্রাতে মস্তক যেন দ্বিধা হইয়া যাইতেছে এবং শিরো-মধ্যে যেন তাড়নী বা হাতড়ী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা সহযোগে পীতবর্ণ বা শোণিত লাঞ্ছিত শ্লেষ্মাময় কফ বা গয়ার উত্থিত হয় (পীতবর্ণ=ড্যাফনা; হাইড্র্যাষ্ট: ক্যালী-সল্ফ: লাই: অ্যা-নাই: ওলী-যেকোর: পল্‌সে: ষ্ট্যান:—শোণিত লাঞ্ছিত=অ্যা-ফস: অ্যাকোন: ক্রোটেল: ডায়াডেমা); কাসিতে কাসিতে অজ্ঞাতসারে মূত্র স্রাব (অ্যা-ফস: কষ্টি: সোরিণ: পল্‌সে: স্কীলা: ভেরেট:); যকৃৎ মধ্যে সূচ বা সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধৎ বেদনানুভূতি (ইউপেট-পার্ফোল:); চক্ষের জলে গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যায় (অ্যাগার: ক্যাপ্স: সীপা; ইউপেট: গ্র্যাফ: ফাইটো: স্যাবাড: স্কীলা)। কাসির বৃদ্ধি=দ্রুত পাদচারণে ও দেহ সঞ্চালনে (ব্রাই: ফের: ক্রিয়ো: সাইলি:), দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে (অ্যা-বেন্: ব্রোম্: ক্যাল্‌কে: ক্যাম্ফো: ডিজিট: ড্যাল্‌ক্যা: হিপ: ক্যালী-বাই: মিনীয়্যান: পল্‌সে: রীউমেক্স) এবং শয্যায় চিৎ হইয়া উর্দ্ধমুখে শয়নান্তে (অ্যাগার: অ্যামন্-মিউ: ক্যালী-বাই: ফস:)। শয্যায় দেহ উষ্ণ হইলে (অ্যান্ট-টার্ট: নক্স-মস:—উপশম হয়=ক্যামো: ক্যালী-বাই:), শূন্য গলাধঃকরণকালে, জলাদি পান করিবার সময় (অ্যাকোন আর্স: হায়ো: ল্যাকে: ম্যাঙ্গি: মিফাইটিস; নক্স-মস: ওপী: সোরিন্: ড্রোসেরা; স্কীলা), এবং অম্লাক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণে কাসির বৃদ্ধি হয় (সিপী)। হুপকাসি; বায়ুনলীর প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি,—নির্ম্মল স্বচ্ছ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। কাসি,—রক্তাক্ত শ্লেষ্মাময় গয়ার। শুষ্ক কাসি,—কাসিলে বায়ুনলীমধ্যে

ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়; দীর্ঘ-আলজিহ্বা জনিত কাসি,—শয়নে বৃদ্ধি (ক্রোটন-টিগঃ হায়োঃ অ্যালীউঃ মার্ক-বিনায়োডঃ)।

বক্ষ।—বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব ও বেদনা। বক্ষ মধ্যে ও পার্শ্বে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা এবং শ্বাসাল্পতা,—বিশেষতঃ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণান্তে। বাম বক্ষ হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া বাম পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা সহ আকর্ষণ বা যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভব।

হৃৎপিণ্ড।—বুক ধড়্ ফড়্ করে (অরাম্-মিউ ক্যাক্টঃ ক্যাল্মীঃ লরোঃ লীলি-টাইঃ লিথীয়া-কার্বঃ লিসিন্ঃ নক্স-মস্ঃ অ্যা-অক্স্যাল্ঃ;—অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ হয় (ক্যালকে-অষ্ট্ঃ—শিরোবেদনা সহযোগে = নাযা) এবং রোগী ব্যস্ততা প্রকাশ করে; শয়নে (ল্যাকেঃ) কিম্বা বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি (ডিজিট্ঃ—বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না = ড্যাফঃ) হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন বশতঃ সমগ্র দেহ কম্পিত হয় (এপীস্, এরাম-ড্রেকন্ঃ সেনেগা; স্পাইজিঃ); সময়ে সময়ে যেন উদর হইতে কি একটা শক্তি উত্থিত হইয়া হৃৎপিণ্ডকে নিষ্পেষিত করিতেছে ইত্যাকার বোধ হইয়া থাকে। প্রাতে হৃদ্স্পন্দন,— আশঙ্কা জনক এবং শিরোবেদনা সহযোগে (ইথীউঃ অ্যামন্-কার্বঃ বীউফো;)—দেহে সঞ্চালন বা শারীরিক আয়াসের সময় (ডিজিট্ঃ ফেরাম্ঃ ষ্ট্যাফ্ঃ); বাম পার্শ্বে শয়নান্তে (ফস্ঃ); নিদ্রিত হইলে (ক্যাল্কে-সল্ফ্ঃ এবং নিদ্রাভঙ্গান্তে হৃদ্স্পন্দনের বৃদ্ধি (বীউফো, ক্যাল্কেঃ ল্যাকেঃ ফস্ঃ—ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইলে = হ্রাস; সাল্ফঃ)। হৃৎপিণ্ডের ও ধমনীর গতি যখন তখন রুদ্ধ হইয়া যায়,—বৃদ্ধি = বাম পার্শ্বে শয়নান্তে। আহারান্তে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত ও হৃদ্স্পন্দন (অ্যাম্পারঃ বীউফো; ক্যাল্কেঃ ক্যাম্ফোঃ কার্ব্বো-অ্যান্ঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ ইগ্নেঃ লাইঃ অ্যা-নাইঃ নক্স্-ভম্ঃ পলসেঃ—আহারান্তে ব্যাহত শ্বাস প্রশ্বাস = ম্যাগ্-মিউঃ সার্সাঃ)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাপৃষ্ঠের আড়ষ্টতা ও ব্যথা; গ্রীবা ও শিরোপশ্চাদ্দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা। গ্রীষ্মাতিসারাধিকারে শিশুদিগের গ্রীবা ও কণ্ঠ শীর্ণ হইয়া যায় (শীর্ণতা অ্যা-অ্যাসেট্ঃ আর্সঃ ক্যাল্কেঃ সিঙ্কোঃ ফেরাম্-আয়োড্ঃ সার্সা;—বয়স্ক লোকদিগের উদরাময়াধিকারে শীর্ণতা মিডহ্রন)। কাসিলে স্ফীত গ্রীবা-গ্রন্থি মধ্যে ব্যথা বোধ; বগল চিপিটিকাবৃত বা শুষ্ক ক্ষত উদ্গত হয়। কটিদেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা ও অসাড়তা বোধ,—বিশেষতঃ প্রাতে; কটিমধ্যে সূচীবেধ ও ছেদনবৎ বা দপ্ দপ্কারী বেদনা। ত্রিকাস্থি প্রদেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা। মেরুদণ্ডের চৈতন্যাধিক; পৃষ্ঠে আড়ষ্টতা বোধ, কোন কঠিন স্থানে পৃষ্ঠ চাপিয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধসন্ধি মধ্যে আড়ষ্টতা ও যেন মুচ্ড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথা। অঙ্গুলির সন্ধিসকল আড়ষ্ট—অঙ্গুলি সকল সহজে আকুঞ্চন প্রসারণ করা যায় না। লিখিবার সময় হস্ত কম্পিত হয়। হস্তের ত্বক, বিশেষতঃ নখের চতুর্দ্দিকস্থিত ত্বক শুষ্ক ও বিদারিত; কুনখ (ক্যাল্কেঃ মার্কঃ হ্রাস, সাইলিঃ),—নখের চতুর্দ্দিক প্রদাহযুক্ত (ন্যাট্-সল্ফঃ)। করতলের উপর আঁচিল (অ্যানাক্) ? অঙ্গুলির উপর আঁচিল (ক্যালকেঃ কষ্টিঃ ডাল্কেঃ অ্যা-নাইঃ থুযা)।

করস্বেদ বা হাত ঘামা (ক্যাল্কে: কষ্টি: ক্যালীবাই: অ্যা-নাই: পেট্রোল্:)। উরুশিথর যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ও সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব। দক্ষিণ উরু হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা। হস্তপদাদির ভাঁজমধ্যে আড়ষ্টতা, কণ্ডার সকল সঙ্কুচিত ও ব্যথাযুক্ত বোধ হয় (অ্যামন্-মিউ: কষ্টি: সাইমেক্স:)। উরুর পেশী সকল স্পন্দিত হইতে থাকে। উপবেশন কালে জানুসন্ধি আড়ষ্ট বোধ হয়। জঙ্ঘাডিমাতে খাল ধরা,—পাদচারণকালে (কার্ব্বো অ্যান্: হ্রাস:)। পদদ্বয় অত্যন্ত চঞ্চল,—রোগী নিরন্তর সঞ্চালিন না করিয়া থাকিতে পারে না (ইগ্নে: জিঙ্কাম্-ভালি)। পদ ও চরণ অত্যন্ত ভারবোধ হয়। জানুর ভাঁজ মধ্যে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। পদদ্বয়, বিশেষতঃ গুল্ফসন্ধি অসাড় বোধ হয়। উপবেশন বা পাদচারণ কালে গুল্ফসন্ধি অবশ ও অকর্ম্মণ্য বোধ হয়। নিম্নপদের শিরা সকল স্ফীত বা প্রসারিত প্রতীয়মান হয় (হ্যামা: অ্যা.ফ্লু: লাই: পল্সে:)। পদদ্বয় শীর্ণ। পদবৃদ্ধাঙ্গুলি আরক্তিম হইয়া উঠে এবং পাদচরণ বা দণ্ডায়মান কালে বিদারণ বা হুলবেধবৎ বেদনা বোধ হয়। পদতল জ্বালাযুক্ত কিম্বা অত্যন্ত শীতল বোধ হয়। রুদ্ধ পদস্বেদ। কদর (বা কড়া (মধ্যে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা।

সার্ব্বাঙ্গিক।—বাহুদ্বয় ক্ষীণ ও ভারবোধ হয়। হস্তে বা পদে যেন ঝিঁঝিঁ ধরিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। হস্ত পদাদিতে, বিশেষতঃ হস্ত ও পদের অঙ্গুল্যগ্রে, চিন্‌চিন্ করে; বাহু, হস্ত, জঙ্ঘাডিমা প্রভৃতি প্রদেশে খাল ধরে (কিউপ্রাম্: হায়ো রোবিনীয়া; প্লাম:)। দক্ষিণ হস্ত স্ফীত। হস্তপদাদি সঞ্চালন কালে মট্‌মট্ করে (ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব:)। তাণ্ডব রোগ—রোগী নিকটস্থিত দ্রব্যাদির দিকে লক্ষ্য না করিয়াই উচ্চে লম্ফ দিয়া উঠে; মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্ষিপ্ত বা থাকিয়া থাকিয়া আলোড়িত হইতে থাকে— মনোমধ্যে কোন আতঙ্ক হইবার পর; প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ হয়। রোগী শয্যাগত হইয়া পড়ে, এবং স্বীয় দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া স্থির হইয়া থাকে। আজন্ম পৈশিক সঙ্কোচন বশতঃ বিকৃতিকার (বাহ্য ঔষধের মর্দ্দন প্রযোজ্য)। যন্ত্রণায় চক্ষে জল আইসে (যন্ত্রণায় রোদন করে=কফী: গ্লোন: প্ল্যাট:)। শিরাস্ফীতি বা শিরাপ্রসারণ (অ্যা-ফ্লু: হ্যামা: লাই: পল্সে:)। উত্তমরূপ স্নানাহার সত্বেও রোগী দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যাব্রোট: আয়োড: স্যানিক: টিউবার্ক:)। ক্রোধ, দুঃখ, ভীতি, মর্ম্মপীড়া বা বহুকাল-পোষিত-অপকারস্মৃতি জনিত পীড়াদি (ষ্ট্যাফ:)।

ত্বক।—গাত্রের স্থানে স্থানে পিট্‌পিট্ করে। গাত্রত্বক আরক্তিম হইয়া উঠে কিন্তু কোনরূপ কণ্ডুয়ন বা উদ্ভেদ উদ্গত হয় না; জিহ্বা দগ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়—যেন বহুকাল যাবৎ অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করিয়াছে; আরক্ত কণ্ডুময়। বড় বড় লাল দাগ উদ্গত হইয়া প্রবল কণ্ডুয়ন উদ্রেক করে। সমগ্র দেহ হুলবেধবৎ অনুভূতি জনক অরুনিকা পরিপূর্ণ হয়; অত্যধিক পরিশ্রমান্তে আমবাত (কোনা:); পুরাতন বা সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল আমবাত বা শীতপিত্ত (আর্স: ক্যাল্কে: ক্লোর্যাল্: হিপ্: লাই: হ্রাস),—শীত ও জ্বরাধিকারে (আর্স: হ্রাস্); সন্ধি-প্রদেশে এবং জরায়ুর রোগ অধিকারে (এপীস্; বেল্: পল্সে: সিপী:),—কণ্ডুয়নান্তে আরক্তিম হইয়া উঠে,—ভয়ানক কণ্ডুয়ন জনক। সন্ধির ভাঁজমধ্যে কণ্ডু উদ্গত হয় এবং তাহা হইতে

ত্বকক্ষয়কারক রস নির্গলিত হইতে থাকে; গভীর ফাটাযুক্ত চিপিটিকাবৃত ক্ষত। হস্ত-পদাদির ভাঁজের দিকে শল্কাবৃত ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে। গাত্রত্বক মলিন, রুক্ষ ও কুঞ্চিত কিম্বা হরিৎ পাণ্ডুবর্ণ। রক্তস্ফোটক, কুনখ কিম্বা নখশূল,—নখের চতুর্দ্দিকস্থ ত্বক শুষ্ক ও বিদারিত (গ্রাফ্: পেট্রোল্:)। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে এবং গ্রীবাপৃষ্ঠে কেশের প্রান্তভাগে দদ্রুবৎ ঘনগুটী উদ্গত হইয়া থাকে (জানুর ভাঁজমধ্যে=হিপ্: গ্র্যাফ্:)। পামাকচ্ছু—ত্বক-ক্ষয়কারক, আরক্তিম এবং প্রদাহযুক্ত,—কেশাবৃত অংশের প্রান্তভাগে অধিক দৃষ্ট হয়; অত্যধিক পরিমাণে লবণ সেবন বা সমুদ্র তীরে বাস করিলে এবং সমুদ্রভ্রমনান্তে বৃদ্ধি।

নিদ্রা।—নিদ্রিত অবস্থায় বহুবিধ স্বপ্ন দর্শন যেন বাটীতে তস্কর প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং নিদ্রা ভঙ্গ হইলেও সমস্ত বাটী অন্বেষণ না করিলে তাহার বিশ্বাস হয় না যে স্বপ্ন মিথ্যা (সোরিন্)। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও গাত্রভঙ্গ; দেহ সঞ্চালন করিতে বড়ই বিরক্তি; নিদ্রাবেশ সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না (বেল্: ক্যামো: ওপী:)। দিবসে নিদ্রালুতা এবং রাত্রে অনিদ্রা। স্বপ্নসঞ্চারণ বা নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ ইত্যাদি (ইগ্নে: ক্যালী-ফস্)। অত্যন্ত ভাবনা বা তীব্র শোক বশতঃ অ নদ্রা। রাত্রে একবার নিদ্রাভঙ্গ হইলে আর সহজে নিদ্রা হয় না। জ্বালাময়ী বা অনিবার্য্য তৃষ্ণার স্বপ্ন। নিদ্রা যাইতে যাইতে চমকাইয়া উঠে এবং কথা বলে (ক্যামো: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব: পল্সে:)। উদ্বেগপূর্ণ বা অশান্তিজনক নিদ্রা, স্পষ্ট কামোদ্দীপক স্বপ্ন, দীর্ঘকাল স্থায়ী লিঙ্গোদ্গম, এবং রেতঃস্খলন। রাত্রে মস্তক মধ্যে শোণিত ছুটিতে থাকে, উদ্বেগ জনক উত্তাপ আবির্ভূত হয়, ঘর্ম্ম ও ধমন্যাদি মধ্যে দপ্ দপানি অনুভূত হয় এবং হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় কণ্ঠরোধ বা মুখচাপ।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—জ্বরের সূচনাবস্থা। কম্প হইবার ভয়ে রোগী কাতর হয়; আলস্য, শিরোবেদনা ও তৃষ্ণা আবির্ভূত হইলেই রোগী বুঝিতে পারে এইবার কম্প হইবে। শীতাবস্থা,—বেলা দশটা হইতে এগারটার মধ্যে প্রচণ্ড ও দীর্ঘব্যাপী শীতের আবির্ভাব হয়,—চরণ, হস্ত বা পদের অঙ্গুলি কিম্বা নিতম্ব দেশ (জেল্সি:) হইতে শীতের আবির্ভাব হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় ও নখ সকল নীলবর্ণ হইয়া যায় (নক্স্; চিনিন্-সলফ: ইউপেট্-পার্পী: থূযা); প্রবল তৃষ্ণা,—পুনঃ পুনঃ এবং অধিক পরিমাণে জলপান করে (ব্রাই:); যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ শিরোবেদনা; বিবমিষা, এবং সময়ে সময়ে রোগী সম্পূর্ণ অচৈতন্য ভাব প্রাপ্ত হয়। বেলা ১০টার সময় ভয়ানক তৃষ্ণা ও কম্প, অস্থিমধ্যে উৎপাটনবৎ বেদনা, নখ নীল এবং দন্তে দন্ত আহত হইতে থাকে। উত্তাপাবস্থায় অধিকতর তৃষ্ণা; অসহনীয় শিরোবেদনা—যেন অসংখ্য তাড়নী বা হাতুড়ী দ্বারা মস্তক আহত হইতেছে; আচ্ছন্ন ভাব ও সংজ্ঞারাহিত্য (বেল্: ক্যাক্ট্: ওপী: লরো: ম্যাগ্নি:) কিম্বা দৃষ্টিলোপ (পল্সে) তৎসহ অবসন্নতা উত্তাপ। দীর্ঘস্থায়ী, রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে সে শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয় এবং বিবমিষা ও বমনের উদ্রেক হয় (ইপিক্: ইউপেট্)। ঊর্দ্ধ ও নিম্ন ওষ্ঠের উপরে মুক্তার ন্যায় জ্বরগুটী বাহির হয় (নক্স্: ঊর্দ্ধ ওষ্ঠের উপরে=হ্রাস); এবং ওষ্ঠ সংযোগস্থলে ক্ষত; ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম অপর্য্যাপ্ত, স্বেদোদ্গমান্তে ক্রমে ক্রমে সকল যন্ত্রণার অবসান হয়,—কিন্তু স্বেদোদ্গমের পরেও শিরোবেদনা

নিবৃত্তি হয় না (স্থাবীউ:—স্বেদোদ্গমান্তে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয়=ইউপেট্)। সামান্ত দেহ সঞ্চালনান্তে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়—শীতার্ত্ততা সত্বেও (ব্রাই: সোরিন্:) ;—ঘর্ম্মে অম্লগন্ধ।

বৃদ্ধি।—বেলা ১০টার সময় ; সমুদ্রতীরে বাস করিলে ; রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে ; মানসিক পরিশ্রমান্তে ; কথা কহিলে ; পড়িলে বা লিখিলে ; পাদচারণান্তে ; উষ্ণ খাদ্য সংস্পর্শে বা মুখমধ্যে বায়ু গ্রহণ করিলে (দন্তশূল) ; শীতল পানীয় পানান্তে ; শয়নান্তে (কাসি ও বুক ধড়ফড়ানী) ; বাম পার্শ্বে শয়নান্তে ; দেহ সঞ্চালনে বা পরিশ্রম মাত্রে ; সোজা হইয়া দাঁড়াইতে গেলে (কটি বেদনা) ; নিদ্রান্তে, রমণান্তে, পূর্ণিমার সময়, আহারান্তে, রুটী, অম্ল দ্রব্যাদি, লবণ বা মদ্য পান ও আহারান্তে ; প্রাতর্ভোজনান্তে এবং স্পর্শ করিলে বা নিষ্পেষণান্তে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সেবনান্তে ; শীতল জলে স্নানান্তে ; উপবাস করিলে ; মধ্যাহ্ন ভোজনের পর দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নান্তে কঠিন শয্যার উপর পৃষ্ঠ চাপিয়া শয়ন করিলে ; বস্ত্র আঁটিয়া পরিলে, মর্দ্দনান্তে (শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা) এবং বাহু সঞ্চালিত করিলে (শ্বাসযন্ত্র)।

সম্বন্ধ।—**অনুপূরক**—এপীস-মেলিফিকা ; সিপিয়া ; ক্যাপসিকাম্,—ইহার পরে এবং পূর্ব্বে উভয় সময়েই ন্যাট্রম-মিউরীয়েটিকাম্ ফলপ্রদ। যে সকল লক্ষণ নূতন রোগে থাকিলে ইগ্নেশীয়া প্রযুজ্য হইয়া থাকে, পুরাতন রোগে সেই সকল লক্ষণে ন্যাট্রাম্-মিউরীয়েটিকাম্ প্রয়োজন। ইহার পরে সিপীয়া ও থূযা প্রযুজ্য। জ্বরের প্রকোপের সময় কোন মতে প্রয়োগ বিধেয় নহে। ন্যট্রাম্-মিউর: প্রয়োগান্তে শিরোঘূর্ণন ও শিরেবেদনা কিম্বা দুর্ব্বলতা যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে নক্স্ প্রয়োগ করিলে ঐ সকল লক্ষণ নিরাকৃত হইয়া থাকে।

তুলনীয়।—দগ্ধবিশিষ্ট বা চিত্র বিচিত্র জিহ্বায় আর্স ; হ্রাস: ক্যালি-বাই ; র‍্যান (অম্লত্ব) ; ব্যাধিশঙ্কা সহ অজীর্ণতা—ন্যাট্রাম-সলফ ; অশ্রুপ্রবণ,—পল্স ; ছাত্রীগণের শিরঃ-পীড়া—ক্যাল্কে-ফস্ফ ; সূর্য্যাবর্ত্ত শিরঃপীড়া—স্পাইজি, জেল্স, গ্লণায়ন ; ন্যাঙ্গু ; শিরঃপীড়া জন্য আংশিক অন্ধত্ব,—ক্যালি-বাই ; আইরিস ; শিরঃপীড়া সহ কাস,—ব্রায়ো, সলফ ; কাসির সময়ে মূত্রস্রাব,—ফের, কষ্টিক, পল্স ; রাক্ষসে ক্ষুধা অথচ রোগা,—আয়োড ; ওষ্ঠে জ্বর ঠুটা, হিপার, হ্রাস, আর্স ; উদ্বেগে পক্ষাঘাত গ্রস্ত,—জেল্স, ষ্ট্যাফ ; মেরুমজ্জার উত্তেজনা, কটী বেদনা ; ক্যালী-কার্ব্ব ; হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে শীতার্ত্ততা অনুভব,—পিট্রোলিয়াম ; মুখে তৈলাক্ত ঘর্ম্ম, —ব্রায়ো; গুহ্যদ্বারে যেন কিছু আটকাইয়া আছে,—সিপিয়া ; মলান্ত্রের সঙ্কোচন—ল্যাকে, বেলাড, কষ্টিক, ওপিয়ম ইত্যাদি ; আর্ত্তবকালে বিষাদ,—লাইকোপ ; সিপিয়া ; হৃৎপিণ্ডে সূচী-বেধবৎ বেদনা,—স্পাইজে আর্স: ক্যালীকার্ব, কার্ব্বো-ভেজ, ল্যাকে, সলফ ; পায়ে নীহার-কণ্ডু —লাইকোপ ; গম্ভীর বা চিন্তনীয় বিষয়ে হাস্য বা তাচ্ছিল্য—অ্যানা, ফস্ফ; লাইকোপ ; জিহ্বায় চুল অনুভব,—সাইলিসি ; চক্ষুর অতিশয় খাটনি জন্য শিরঃপীড়া—আর্স্।

অনুকূল সম্বন্ধ।—বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে: ল্যাকে: লাই: ফস্: পল্সে: হ্রাস ; সিপী সাইলি: সলফ: ক্যালি-সলফ্: ন্যাট্-সলফ: কাল্কে-ফস্: ফেরাম্-ফস্।

সদৃশ।—আস্: হ্রার্স: ক্যালী-বাই: ট্যারাক্সে: র‍্যাণান্-স্কীরেট: ন্যাট-সাল্ফ: পল্সে: গ্রিপী: ইগ্নে: ক্যাল্কে-ফস্: স্পাইজি: জেল্সি: গ্লোন্: স্যাঙ্গুইন্: আইরিস্ ; লিথী-কার্ব: লাই:

ক্যাপ্স্: ব্রাই: স্কীলা, কষ্টি: পল্সে: হিপ্: হ্রাল্: নক্স্: অ্যাব্রোট্: আয়োড্ স্যানিক্: সার্সা; টিউবার্কীউলিন্: ক্যালী-কার্ব: সিঙ্কো: অ্যা-সাল্ফ: স্যাকে: ভেরেট্:।

দোষঘ্ন।—নাইট-স্পি-ডল্: আঘ্রাণ; ফস্ফরস্ (বা দ্রব্যসহ লবণ অধিক খাইলে); আর্সেনিক (সমুদ্রের জলে স্নান)।

শক্তি।—৬ষ্ঠ শততমিক হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ৫০ দিন।

ন্যাট্রাম নাইট্রিকাম

(NATRUM NITRICUM).

নামান্তর।—নাইট্রেট-অভ-সোডা ;।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ এবং দ্রব প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—রক্তাল্পতা ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; দুর্ব্বলতা ; উদরাধ্মান ; কর্ণশূল ; কর্ণ প্রদাহ।

উপযোগিতা ও আভাস।—উদরাধ্মান এবং আধ্মান সম্ভূত অন্ত্রশূলাদি রোগে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয়। উদরের পেশীর প্রবল পশ্চাতাকর্ষণ, এতজ্জনিত অন্ত্রশূলের প্রধান নির্ণায়ক। যন্ত্রণাজনক কোষ্ঠবদ্ধতা, শোণিতরাহিত্য এবং অত্যন্ত দৈহিক অবসাদ ইহা দ্বারা অবস্থা বিশেষে নিরাকৃত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক সদৃশবিধানের যেমন "অ্যাকোনাইটাম," তন্তুবায়ু বা জীবকিমিতি মতে যেমন "ফেরাম্-ফস্ফরিকাম," ভিষক প্রবর র‍্যাডিমেচার "ন্যাট্রাম-নাইট্রিকাম" সেইরূপ ভাবে প্রাদাহিক রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহার করিতেন।

লক্ষণাবলী।

মন।—অতিশয় মানসিক উত্তেজনা (মানসিক অবসাদ)।

মস্তক।—মস্তকের জড়তা, যেন অত্যধিক অধ্যয়ন করিয়াছে।

কর্ণ।—কর্ণপটহ মধ্যে বেদনানুভূতি। কর্ণশূল—সন্ধ্যার সময় আবির্ভাব,—বাম কর্ণ উত্তাপযুক্ত এবং দক্ষিণ কর্ণ শীতল (দক্ষিণ কর্ণ উত্তাপযুক্ত,—বাম কর্ণ শীতল = ক্যালী-কার্ব:—একটী কর্ণ শীতল এবং অন্যটি উত্তাপযুক্ত = চেলিড:) বাম কর্ণ হইতে ঐ উত্তাপ কর্ণপশ্চাৎ বা রগ অতিক্রম করিয়া ললাটে সংক্রামিত হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—মুখ ও কণ্ঠমধ্যে মহা অস্বস্তিজনক জ্বালা ও শুষ্কতা অনুভূতি। ওষ্ঠে ও জিহ্বাতে তাম্রকলঙ্কের ন্যায় স্বাদ। অম্লাক্ত উদ্গার। আধ্মানবায়ু; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে এবং বক্ষ মধ্যে চাপবোধ (ক্যাম্বো: ফস:), বৃদ্ধি = দেহ সঞ্চালনে ; উপশম =

উদ্গার বা বায়ু নিঃসরণান্তে। উদর আধ্মানবায়ুতে স্ফীত এবং ভার বোধ হয়; পরে পুনঃ উদ্গার ও বায়ু নিঃসরণ। অন্ত্রশূলাধিকারে উদরের পেশী সকল সবেগে মেরুদণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে (প্লাম: আর্স: ককীউ: জিঙ্ক: ট্যাব্যাক:)।

মল।—মলকাঠিন্য, গুটিলা সকল বৃহৎ (প্লাম:); অতি কষ্টে (অ্যালীউ: ল্যাক্-ডিফ্লো:) এবং ধীরে ধীরে মল নির্গত হয় এবং অবশেষে মনে হয় মলান্ত্র মধ্যে কিয়দংশ মল রহিয়া গেল (ক্যালী-কার্ব: নক্স-ভম: লীল্-টাইগ্: লাই: মার্ক: সিন্যাপিস্, সল্ফ:)।

প্রস্রাব।—মূত্রনালী মধ্যে শ্লেষ্মাসঞ্চয়াধিক্য (হাইড্র্যাষ্ট: টেরিব)। পুনঃ পুনঃ এবং এবং অত্যন্ত অস্থিরতাজনক প্রস্রাব বেগ। •অত্যন্ত গ্রীষ্ম এবং অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম স্বত্বেও অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব হয়; মূত্র ফিকা এবং অত্যধিক আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—দেহের উর্দ্ধাংশ হইতে বাহু বাহিয়া শীত সূক্ষ্ম সূত্রাকারে চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হয় এবং ১৫ মিনিট কাল শয্যায় শয়নান্তে সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে কম্পজনক শীতাবির্ভাব। চরণ হইতে জঙ্ঘাডিম্বা পর্য্যন্ত হিমবৎ শীতল হইয়া যায় এবং রোগী তাহা ও অনুভব করে। বাম পদের নিম্নার্দ্ধ তুষারবৎ শীতল। সমগ্র বাম কর্ণ জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত এবং দক্ষিণ কর্ণ শীতল অনুভূত হয়; অনতিপরেই বামকর্ণে উত্তাপ প্রাদুর্ভাব হইয়া বামশঙ্খদেশে সঞ্চারিত হয় এবং বাম ললাট যেন ভিতর দিকে নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হইতে থাকে। অত্যন্ত অবসন্নতা; বৃদ্ধি=প্রতি দেহ সঞ্চালনে,' বিশেষতঃ সোপানারোহণকালে (সিপী: উপবিষ্টাবস্থায় অধিক অনুভূত হয়=ক্যালী-নাই:), শোণিতাভাব (ক্যালী-কার্ব্ব: ফেরাম: ফস:)।

বৃদ্ধি।—পরিশ্রমান্তে এবং সোপানারোহণকালে।

উপশম।—উদ্গার বা বায়ুনিঃসরণান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—প্লাম্বাম (সীসক বিষাক্ততা); ক্যামোমিলা, ফসফোরাস, ক্যালী-কার্ব্বনিকাম, ককীউলাস, আর্সিনিকাম্, ট্যাবাকাম, (নিম্নোদর) ক্যালী-নাইট এবং সিপীয়া।

শক্তি।—তৃতীয় বা ৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

ন্যাট্রাম ফস্ফরিকাম

(NATRAM PHOSPHORICUM).

নামান্তর।—ফস্ফেট অভ সোডা।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অম্লত্ব (বিশেষতঃ

শিশুদিগের) ; চক্ষু প্রদাহ ; বহুমূত্র ; অজীর্ণতা ; অন্ত্রশূল , বিসর্প ; পাকাশয় শূল ; গণ্ডমালা, গ্রন্থীর স্ফীতি ; গলগণ্ড ; বাত ; শ্বেতপ্রদর ; যক্ষ্মা ; বন্ধ্যাত্ব ; সূত্রবৎ কৃমি ; আঘাত ; বৃহৎ ও লম্বা কৃমি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ন্যাট্রাম্-ফস্ফরিকাম্ ঔষধটীও তন্তুজায়ু শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা ডাঃ সুশ্লারের প্রবর্ত্তিত হইলেও ডাঃ ফ্যারিংটন সদৃশ-বিধান মতে ইহার প্রতিপাদন করাইয়া নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—(১) রাত্রে রোগীর মন মধ্যে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভীতির উদ্রেক হয়,—যেন কোন বিপদ আসন্ন। (২) দৃষ্টির অস্পষ্টতা সহ শিরোবেদনা। (৩) জিহ্বার উপর যেন একখণ্ড কেশ পতিত রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। (৪) অম্ল উদ্গার এবং অম্লাক্ত পনীরের ন্যায় পদার্থ বমন। (৫) অন্ত্রশূল এবং অম্লত্ব জনিত উদরের পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ (৬) কৃমী লক্ষণ,—নাসিকাগ্র ও মলদ্বারে কণ্ডুয়ন। (৭) উদরাময়,—মল হরিৎ-পীত নির্গত হয় এবং পায়খানার পাত্রের চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া লাগে ; বৃদ্ধি = প্রাতে শয্যা ত্যাগান্তে এবং একটু ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেই। (৮) মূত্রস্থলীর শিথিলতা। (৯) প্রায় রাত্রে অজ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ রেতঃস্খলন হয়। (১০) হৃৎপিণ্ডে বেদনা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। প্রত্যঙ্গাদিতে ও পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে এবং হৃৎপিণ্ডমধ্যে বেদনা, নিম্নাঙ্গের বেদনার নিবৃত্তি হইলে হৃৎপিণ্ডের বেদনার আবির্ভাব হয়। (১১) পেশী ও কণ্ডারাদির সঙ্কোচন (১২) গুল্ফ প্রদেশে পামাকচ্ছুর ন্যায় উদ্ভেদোদ্গম ও কণ্ডুয়ন। (১৩) ক্ষুদ্রসন্ধিবাত এবং তরুণ সন্ধিবাত।

লক্ষণাবলী।

মন।—রাত্রে রেতঃস্খলন হইলে তৎপরের সমস্ত দিন রোগী বিমর্ষ হইয়া থাকে (অ্যা-ফস্ সিপী)। নৈরাশ্য যুক্ত ; অধ্যয়নাদিতে মনসংযোগ করিতে পারে না। রোগীর মনে হয় যেন তাহার শ্লেষ্মা জ্বর হইবে। দুঃসংবাদের আশঙ্কা (ক্যাল্কে-ফস্)। নিদ্রাভঙ্গান্তে অকারণ ভীতির উদ্রেক (ন্যাট্-মিউ: স্পঞ্জী: ষ্ট্র্যামো:—বালকদিগের রাত্রে ভূতের ভয় = ক্যালী-ফস্)। সামান্য কারণে চমকাইয়া উঠে (ককীউ: অ্যা-নাই: ন্যাট-মিউ: সোরিন্:)। স্মৃতিলোপ (অ্যানাক্: ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাকে: নক্স্-মস্:)। নিদ্রাভঙ্গান্তে গৃহস্থিত প্রত্যেক বস্তু এক একটী মানুষ বলিয়া রোগীর ভ্রম হয়।

মস্তক।—মস্তক শূন্য বোধ হয় এবং রোগীর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় (গ্র্যাফ্: সোরিন্:)। দাঁড়াইয়া উঠিলে বা দেহ সঞ্চালন কালে বোধ হয় যেন চতুর্দ্দিকের সকল বস্তুই ঘুরিতেছে (ম্যাগ্-কার্ব: ব্রাই: লাই ন্যাট্-মিউ)। শিরোমধ্যে এবং নাসামূলে জড়তা বোধ (আর্জেণ্ট-নাই)। অধ্যয়নকালে ললাট ভার বোধ হয়। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে ছেদনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা।

চক্ষু।—ক্ষীণ দৃষ্টি (ন্যাট্-আস্: ফস্:),—গ্যাসের আলোকে রাত্রি ৮ টার সময় বৃদ্ধি—সন্ধ্যার পর বাতির আলোকে বৃদ্ধি—আর্সিনিকাম্ মেট্যালিকাম্)। চক্ষু মধ্যে ঈষৎ জ্বালা এবং

অশ্রুপাত,—রোগী চক্ষু মর্দ্দন করিতে বাধ্য হয় (জিঙ্কোক্লেড্:মেজের)। চক্ষু মধ্যে যেন বালুকা পতিত হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি (আর্স: আস্‌ক্লিপ্-টীউঃ কার্ব্বো-ভেজি: কোর‍্যাল্: ডিজি: অ্যা-ফ্লু: হিপ: ক্যালী-মিউ: লিডাম ; মিউহ্বন্: সাইলি: সল্ফ:)। আর্ত্তবস্রাবকালে দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে নিষ্পেষণ অনুভব (ক্রোকাস্)। তলপেটে আধ্মানাধিক্য বশতঃ বক্ষ মধ্যে পর্য্যন্ত বেদনা অনুভব হয় এবং বাম অক্ষিগহ্বর ব্যথা করিতে থাকে। দক্ষিণ চক্ষুগহ্বরের উপরে স্নায়ুশূল (অ্যা-কার্ব্বল্ ইস্কীউ-হিপ: চেলিড্: লাইকোপাস্ ; মেজের: সাইলি: র‍্যাণান্-বাল্বো:)। দৃষ্টি অস্পষ্ট ; চক্ষু সমক্ষে ঝিকিমিকি বা দ্রব্যাদির প্রকম্পন (বেল্: কষ্টি: ফর্ম্মিকা, সোরিন্: সাইক্লে: নক্স্)। গ্যাসালোকেশিখার চতুর্দ্দিকে শোভা বা গোলাকার ছটা দর্শন (অ্যানাক: সাইক্লে: ফস্: সার্সা)। কৃমি জনিত তীর্য্যক বা টেরা দৃষ্টি (সিনা, সাইক্লে: স্পাইজি:)। চক্ষু প্রদাহ, চক্ষু হইতে দধির ন্যায় ঘন এবং স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ পিচুঁটী স্রাব।

কর্ণ।—বাম কর্ণের বহির্ভাগে এত অসহনীয় কণ্ডুয়ন ও জ্বালার উদ্রেক হয় যে রোগী তাহা চুলকাইয়া রক্তপাত করিয়া ফেলে (আর্জেণ্ট-মেট্যাল্—নাসিকা চুলকাইয়া রক্তপাত করে= এরাম্-ট্রাই:),—পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি এবং অম্লাধিক্য জনিত ভ্রমশ্রুতি,—যেন বহু উচ্চ স্থান হইতে একটা গোল পাত্র মধ্যে টপ্ টপ্ করিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে কর্ণ মধ্যে এইরূপ শব্দ হয়,—বিশেষতঃ শয়িত অবস্থায়। মধ্যকর্ণ হইতে কর্ণ পশ্চান্নলী পর্য্যন্ত পিট্‌পিট্ ও সড়্ সড়্ করে। রোগীর মনে হয় যেন সে পার্শ্বের গৃহে কাহার পদশব্দ শুনিতেছে।

নাসিকা।—নাসামূলে পূর্ণতা ও ভারবোধ। নাসিকা বোধ হয় যেন শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ কিন্তু অতি সামান্যই নির্গত হয়। বাম নাসা ক্ষত ও ব্যথান্বিত,—রোগী ক্রমাগত উহা খুঁটীতে থাকে ; ক্ষতর উপর শল্ক বা ছাল উৎপন্ন হয়। বাম নাসা মধ্যে কুট্ কুট্ করিলে চক্ষে জল আইসে। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয় (অ্যা-ফ্লু: ক্যালী-বাই: ফস্: পল্‌সে: সিপী:)।

মুখমণ্ডল।—জিহ্বামূল স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ লেপাচ্ছন্ন। দক্ষিণ গণ্ড মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা। নিম্নহনুর দক্ষিণ কোণে অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা। নাসিকায় ও মুখমণ্ডলে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। পেষণী দন্তের মূলে মাড়ী-স্ফোটক। জিহ্বা মলিন, শ্বেত লেপাবৃত এবং মধ্যস্থল কপিশবর্ণ। মুখবিবরের উর্দ্ধাংশের পশ্চাদ্দেশ স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ বা মাখনের ন্যায় লেপাচ্ছন্ন ; জিহ্বাগ্রে যেন একখণ্ড কেশ পতিত রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (সাইলি:—জিহ্বার উপর=ন্যাট্ মিউ—পশ্চাদ্ভাগে=ক্যালী-বাই:)। জিহ্বাগ্রে হুলবেধবৎ বেদনা। নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখে তাম্র কলঙ্কের স্বাদ। কথা কহিবার সময় বোধ হয় কি একটা পদার্থ কণ্ঠরোধ করিয়া থাকায় কথা বাহির হইতেছে না (ন্যাট্-মিউ:)।

গলমধ্য।—কণ্ঠ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয়। পশ্চান্নাসা মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় নির্ম্মল শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। পশ্চান্নাসা হইতে বিন্দু বিন্দু গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা কণ্ঠ মধ্যে পতিত হইতে থাকে,—বিশেষতঃ রাত্রে ; রোগী ঐ কফ ত্যাগ বা কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় কণ্ঠমধ্যে যেন একটা গুল্ম বা পলী আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব (কষ্টি: সীপা ; ইগ্নে: ক্যালীকার্ব: সিপী=ন্যাট্-আর্স) কণ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষতান্বিত বোধ হয় (হ্যামা: ল্যাক্-ক্যান্:

মার্ক: লাই: মার্ক-প্রোট),—বোধহয় যেন তন্মধ্যে একটা পীন বিদ্ধ হইয়া আছে (আ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: ডলিকস ; হিপ: স্যাট-মিউ),—জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ কালে এই অনুভূতির বৃদ্ধি এবং কঠিন পদার্থ গলাধঃকরণ কালে উপশম (ইগ্নে)।

পাকস্থলী।—ঘৃতপক্ক বা চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণজনিত অজীর্ণ রোগ (ক্যালী-মিউ: পল্‌সে: সিপী: স্পাইজি:) ও গ্রীষ্মাতিসার। পাকস্থলী শূন্যবোধ ও অস্বাভাবিক ক্ষুধা (স্যাট-কার্ব্ব:—অ্যাব্রোট: সিনা: আয়োড: স্যাবাড:)। অপরিমিত দুগ্ধ ও মিষ্টান্নভোজী শিশুদিগের অম্লত্ব বশতঃ অন্ত্রশূল, মূত্ররোধশক্তি রাহিত্য, কণ্ঠনলী প্রদাহ, পাকস্থলী মধ্যে অত্যধিক অম্ল-জননপ্রবণতা (অ্যা-ল্যাক্ট:) এবং পৈশিক আক্ষেপ ও জ্বর। ঝাঁজাল দ্রব্যাদি, মৎস্য, ডিম্ব এবং ভাজা মৎস্য আহার করিতে ভালবাসে। রুটী ও মাখনে অরুচি। অম্ল উদ্গার (ক্যাল্‌কে: ম্যাগ-কার্ব্ব: স্যাট-মিউ: নক্স ; ফস্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভার ও চাপ বোধ। পনীরের ন্যায় ঘনীভূত অম্লাক্ত পদার্থ বমন করে (ক্যাল্‌কে: সিঙ্কো লাই: ম্যাগ-কার্ব: ম্যাগ-মিউ: নক্স-ভম: সল্‌ফ:) এবং পাকাশয় ও অন্ত্রাশয় মধ্যে শূল বেদনার আবির্ভাব হয় ; ফেনময় পদার্থবমন (বমনান্তে দাঁত টকিয়া যায়=অ্যাট্রোপ-সল্‌ফ: ফেরাম-ফস)। অম্লরোগ সম্ভূত পাকাশয়িক প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি (ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-ভে: ক্যালী-কার্ব: নক্স: রোবিনিয়া, অ্যা-কার্ব্বল:)।

অন্ত্রাশয়।—কুক্ষীমধ্যে এবং বাম কুক্ষীর (কোঁকের) পশ্চাদ্ভাগে ছেদনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা। আধ্মানাধিক্য,—বিশেষতঃ আহারান্তে (আর্জেণ্ট-নাই: ডায়াস্কো: লাই:—অম্লাক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণে বৃদ্ধি=অ্যা-ফস) ; উদর মধ্যে কুল্ কুল্ শব্দ হয়। মলত্যাগ কালে অবরোহী বৃহদন্ত্র মধ্যদিয়া বোধ হয় যেন একটা মার্বেল গড়াইয়া পড়িল। অম্ল রোগে :অন্ত্রশূল ও উদর মধ্যে চাপবোধ। অন্ত্রশূল,—যেন উদরমধ্যে উৎপন্ন আধ্মান মূত্রাশয়ের উপর নিষ্পেষণ (প্রুণাস-স্পাইনোসা—মূত্রাশয়ের উপর আধ্মাননিষ্পেষণ বশতঃ উদর মধ্যে খাল ধরে এবং যন্ত্রণায় রোগী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইয়া যায়) এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ উপস্থিত হয়। পাদচারণকালে শূলবৎ বেদনা ; পাদচারণে বৃদ্ধি (অ্যাস্‌ক্লিপীয়াস্ ; অ্যাস্টেকাস্-ফ্লুভ: বেল: কলো: নক্স-ভম:—পাদচরণে উপশম=ডায়োস্কো: পলসে:) তলপেট অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং স্পর্শকাতর (এপীস)।

মলান্ত্র ও মল।—পাদচারণকালে মলদ্বারে বোধ হয় যেন সূক্ষ্ম কাষ্ঠশলাকা সকল বিদ্ধ হইয়া আছে (স্পর্শমাত্রে ঐরূপ বোধ হয়=অ্যা-নাই:—মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন তন্মধ্যে কাচভাঙ্গা বিদ্ধ হইয়া আছে (র‍্যাটান্) মলদ্বার ক্ষয়িত-ত্বকবৎ অনুভূতি। অত্যন্ত বল প্রকাশ ব্যতীত আপনা হইতে মল নিঃসরণ বোধ হয় না। অন্ত্রশূল ও উদরাময় (ক্যামো: কলো: ডায়োস্কো:),—বায়ু ত্যাগ করিতে সাহস হয় না পাছে মল নিঃসৃত হইয়া যায় (অ্যাকোন: অ্যালো: কষ্টি: স্যাট-কার্ব: ওলীয়্যান: অ্যা-ফস: পডো: ভেরেট:)। রমাণন্তে পুরুষ রোগীর মল এবং প্রস্রাব বেগ ; যে মল নির্গত হয় তাহা অতি অল্প এবং তরল। উদরাময়,—মল পীতাভ হরিদ্বর্ণ (লেপ্ট্যান: স্যাট-সলফ: ট্যাব্যাক:) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সারমলবিমিশ্রিত (অ্যাকো: ক্যামো:) —শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীনাতিসার (ফেরাম-ফস:) আহার করিতে করিতে হঠাৎ বাহ্যের বেগ

উপস্থিত হয় (ক্রোটন ; ভেরেট:—আহার শেষ হইবা মাত্র উপস্থিত হয় অ্যালো ; কলো: ক্রোটন্-টিগ: ফর্ম্মিকা ; লাই: পডো: ট্রোম্বিড)। দীর্ঘ কোমল মল সহজে বা অনায়াসে নির্গত হয় কিন্তু মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন মলান্ত্রমধ্যে অনেক মল থাকিয়া গেল (জেলসি· অ্যা নাই: —যেন কিয়দংশ মল অবশিষ্ট থাকিয়া গেল = ন্যাট-নাইট: ক্যালী-কার্ব: নক্স-ভম: লীল-টাই: লাই: মার্ক; সলফ: সিন্যাপিস)। অন্ত্রমধ্যগত মহীলতা ক্রিমি (অ্যাবসিন্থ সিনা, ফেরাম ; ন্যাট্রো: ক্যালী-লিউ: মার্ক ; [সলফার ও মার্ক: পর্য্যায়ক্রমে প্রযোজ্য], স্যাবাড: সাইলি: স্পাইজি: ষ্ট্যাই: টেরিব: টিউক্রি:),—নাসিকা কণ্ডুয়ন, মধ্যে মধ্যে তীর্য্যক দৃষ্টি, তলপেটে বেদনা এবং উদ্বেগ-পূর্ণ নিদ্রা।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়ের উপর আধ্মান বা উদরমধ্যস্থিত বায়ুর নিষ্পেষণ বশতঃ রোগী বমন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহাতেও মূত্রাশয়ের উপর চাপ বোধের উপশম হয় না। প্রস্রাবের সময় জ্বালা। সঙ্গমান্তে মূত্রনলীমুখে কণ্ডুয়ন ও জ্বালার উদ্রেক হয়। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্রাব হয় ; মূত্রাশয়ের সঙ্কোচন শক্তি লোপ বশতঃ প্রস্রাবের স্রোত শীঘ্র থামিয়া যায়, প্রবল বেগ না দিলে আর প্রস্রাব হয় না।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপনা ও কামোদ্দীপক স্বপ্ন এবং প্রতি রাত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে একবার বা দুইবার রেতঃস্খলন (ন্যাট-মিউ: আষ্টিলে: অ্যামন-কার্ব্ব: ফস:—এক রাত্রে বহুবার এবং সঙ্গমের পরেও = অ্যা-ফস:) রেতঃস্খলনান্তে কটিদেশের দুর্ব্বলতা (ডায়োস্কো: গ্রাফ:—কটিবেদনা = কোব্যাল্ট: সার্স) ; এবং জানুর কম্পন (জানুর দুর্ব্বলতা—ডায়োস্কো:), —পাদচারণ কালে বোধ হয় জানু মুড়িয়া যাইবে। প্রতি রাত্রে লিঙ্গোদ্গমের পূর্ব্বে অণ্ডকোষে (বিশেষতঃ বাম অণ্ডকোষে) ঈষৎ বেদনা বোধ হয়। অণ্ডকোষ ও রেতোরজ্জুর আকর্ষণ বা আড়ষ্টতা। রাত্রে জীবন্ত স্বপ্ন ও রেতোস্খলন—সঙ্গমান্তেও স্বপ্নদোষ হয় (অ্যা-ফস ন্যাট-মিউ: ফস:) রেতঃ—পাতলা, জলবৎ এবং পচা মূত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তবস্রাব কালে,—দিবাভাগে পদদ্বয় তুষারবৎ শীতল (ক্যাল্কে: গ্রাফ: নক্স-মস্: ফস্: সাইলি:—পদতল জ্বালা করে = কার্ব্বো-ভে: পেট্রোল্ ; সল্ফ্:) এবং দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে চাপ বোধ হয় ; স্রাব—প্রথমে ফিকা। আর্ত্তবান্তে,—যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি (ক্রিয়ো: নক্স-ভম্) ; হৃৎপ্রদেশে কম্পন, শিরোবেদনা, দক্ষিণ মণিবন্ধে অবশতা ও ব্যথা এবং জানুদ্বয়ের কণ্ডার সকল যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে,—এইরূপ টান বোধ হয়। প্রদর,—স্রাব দধির ন্যায় (পল্সে: সিকেলি:) বা মধুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ; অম্লগন্ধ (বন্ধ্যাত্ব সহযোগে), ত্বক-ক্ষয়কারক (অ্যামন্-কার্ব: ক্রিয়ো ; ইউপীয়োন্: পাল্সে: সাইলি:) এবং জলবৎ (ক্রিয়ো:ল্যাক্-ক্যান্ মীউরেক্স: সিফিলিন্)। জরায়ুভ্রংশ রোগে মলত্যাগান্তে অবসাদ বোধ হইয়া থাকে। গর্ভবতী দিগের অম্লরোগ ও প্রাতর্বমন।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—জলপানান্তে (ভেরেট্: কণ্ঠ মধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত মার্ক: = বরফ-জল পানান্তে) ; নিরন্তর কাসি ও গয়ার ত্যাগ,—কাসিলে স্তনপ্রদেশে ব্যথা বোধ হয়। বক্ষগহ্বরে শূন্য বোধ,—আহারান্তে বৃদ্ধি। বক্ষগহ্বরের গভীরতম প্রদেশে জ্বালা,—বিশেষতঃ

দক্ষিণ পার্শ্বে। যুবকদিগের যক্ষ্মাকাসের চরমাবস্থা,—হৃৎপ্রদেশে কম্পানুভব,—বিশেষতঃ সোপানারোহণকালে (আর্স)। যেন হৃৎপিণ্ড হইতে একটী ক্ষুদ্র শোণিত পিণ্ড বা শোণিতের বুদ্বুদ উত্থিত হইয়া ধমনী মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এইরূপ অনুভূতি। পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের এবং প্রত্যঙ্গাদির বেদনার নিবৃত্তি হইলে হৃৎপিণ্ডের মূলদেশে এক প্রকার অবক্তব্য যন্ত্রণা বা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয় (গ্র্যাফঃ টেলীউঃ)। নাড়ী দ্রুত এবং উল্লম্ফনযুক্ত (অ্যামিল্ঃ আইবিরিস্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার উভয় পার্শ্বে ফিক্ বেদনা (ফেরাম-ফস্ঃ হ্রাস্-ভিন্ঃ-পৃষ্ঠে ফিক্-বেদনা=অ্যাগরঃ ক্যালকেঃ ফেরাম্-ফস্ঃ—ত্রিকাস্থি হইতে গ্রীবাপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত=সিপীঃ) এবং অবসাদ বা ক্লান্তি বোধ। লসিকা-গ্রন্থির স্ফীতি,—শ্লেষ্মা বা বাতাশ্রয় জনিত (মার্কঃ ষ্টিলিং ব্যারাই-মিউঃ কার্ব্বো-অ্যান্ঃ সিষ্টাস্-ক্যান্ঃ ডাল্ক্যাঃ স্পঞ্জীঃ সাইলি)। গলগণ্ড (থাইরইডিন্ঃ আয়োডঃ স্পঞ্জীঃ ল্যাপিস্-অ্যাল্বাস্ঃ)। দক্ষিণ কক্ষে তীব্র বেদনা। দক্ষিণ মণিবন্ধ ও বাম গুল্ফসন্ধি ক্ষীণ বোধ হয়,—ঋতুর পর। হস্তপদাদির সন্ধিপ্রদেশে সিরাম বা তৈলবৎ পদার্থ সঞ্চয়কারী ঝিল্লির শুষ্কতা বশতঃ ঘর্ষণধ্বনি,—পাদচারণকালে বা প্রত্যঙ্গাদি মুড়িবার সময় (কলোফিল্ঃ)। বাম বাহু অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয়; বাহুদ্বয় এত ক্ষীণ বোধ হয় যে রোগী তাহা ঝুলাইয়া রাখে (ল্যাকেঃ লিসিন্ঃ ফাইটোঃ), তুলিতে পারে না; দক্ষিণ বাহু অত্যন্ত ভার বোধ হয় (অ্যালো, অ্যামন্-মিউ)। লিখিবার সময় প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রসারক পেশী সাঁটিয়া ধরে (ইপিক্ঃ)। ঋতুর পর দক্ষিণ মণিবন্ধ মধ্যে বেদনা,—যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে; কখনও বা উহা সাঁটিয়া ধরে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে, বিশেষতঃ অনামিকাতে তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা, চলিতে চলিতে পদদ্বয় অবশ হইয়া যায় আর চলে না,—যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে। পদদ্বয়ের কণ্ডার সকল আড়ষ্ট বোধ হয়; যেন জানুর কণ্ডার সকল সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। পাদচারণ-কালে জঙ্ঘাডিমা সাঁটিয়া ধরে বা যেন তন্মধ্যে স্চ বিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ বেদনা বোধ হয়। ক্ষুদ্রসন্ধিবাত ও তরুণ সন্ধিবাত।

ত্বক।—দেহের নানাস্থানে কণ্ডুয়ন উদ্রেক,—বিশেষতঃ গুল্ফসন্ধি প্রদেশে,—শয্যায় শয়নান্তে বৃদ্ধি; গুল্ফসন্ধির চতুর্দ্দিকে পামাকচ্ছুবৎ ন্যায় উদ্ভেদোদ্গম। অম্ল রোগ অধিকারে পামাকচ্ছু উদ্গম, উহা হইতে মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট রস পড়ে। বালক ও শিশুদিগের দুগ্ধচিপিটিকা, স্বর্ণ বর্ণ চিপিটিকা। মধুচক্রবৎ দদ্রু; ত্বক মসৃণ, আরক্তিম ও চিক্কণ। বিসর্পিকা; পদদ্বয় দিবসে হিমবৎ শীতল এবং রাত্রে জ্বালাযুক্ত,—ঋতুর সময়। মুষ্কত্বক, শিশ্ন এবং মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে কণ্ডুয়ন।

বৃদ্ধি।—পাদচারণে, সোপানারোহণকালে, রমণান্তে এবং ঝড় বৃষ্টির দিনে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা—দোষঘ্ন—সিপীয়া (সন্ধিস্থানে উদ্ভেদ ও স্ফীতি) এপীস্ (আঘাত)।

সদৃশ।—অ্যাসিড্-বেন্ঃ অ্যাব্রোট্ঃ ক্যাল্কে-অষ্ট্ঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ অ্যাসিড্-কার্ব্বল্ঃ কল্চীঃ কোলচিঃ গুয়ায়েক্ঃ ক্যালী-কার্বঃ লাইঃনক্স্; রোবিনীয়া; ষ্টিক্টা সাল্ফ্ঃ ক্যালী-বাইঃ সাইলিঃ ন্যাট্র-মিউঃ কষ্টিঃ আর্টিকা।

তুলনীয়।—অগ্নস্থ ও গণ্ডমালা,—ক্যালকে, রিউম ; ক্ষুদ্রসন্ধিবাত—লাইকোপ, সলফ, গোয়েকাম্ ; পাকাশয় সর্দ্দি—ক্যালকে: কার্ব্বো: নক্সভ ইত্যাদি। বাক্য বদ্ধপ্রায়—ন্যাট্রাম-মিউর ; জিহ্বায় কেশানুভব—ন্যাট্রাম, সাইলি, ক্যালীবাই। কৃমি—সিনা, টিউক্রিয়াম ; জলপানে কাসি—সাইলি ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ন্যাট্রাম্ স্যালিসাইলিকাম্।

NATRUM SALICYLICUM.

নামান্তর।—স্যালিসিলেট্ অভ সোডা।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল আকারে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—সঙ্কোচন ; দুর্ব্বলতা, অবসাদ ; কর্ণমধ্যে শব্দ, জ্বর ; বধিরতা ; শোথ ; অস্থিবেষ্ট-প্রদাহ (অস্থির আবরক ঝিল্লীপ্রদাহ) আমবাত ; তোতলামি ; টেরা বা তীর্য্যক দৃষ্টি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বধিরতা এবং কর্ণক্ষত-সংযুক্ত-শিরোঘূর্ণন রোগে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ। তীর্য্যগ্‌দৃষ্টি ব্যাহতভাষ বা তোতলামি ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। অধিকন্তু বগলের স্ফোটক, অস্থিবেষ্টের বাত-প্রাতিশ্যয়িক-জ্বরান্তিক অবসাদ ও স্বাস্থ্যবিকৃতি প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ ফলদায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—পর্য্যায়ক্রমে শান্তভাব ও প্রচণ্ড উন্মত্ততা প্রকাশ পায়—অর্থাৎ রোগী কখনও বা বেশ প্রকৃতিস্থ হইয়া সুবোধের ন্যায় ব্যবহার করে। নানা প্রকার ভ্রমশ্রুতি, বমনান্তে অচৈতন্যভাব (গল্‌ঠিরীয়া-প্রোকাম্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন বধিরতা ও কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ (চিনিন্-সল্‌ফ: সিঙ্কো: ক্যালী-আয়োড্: কার্ব্বোণ-সাল্‌ফ: মাইরি-সেরি: ফস্)। শিরোঘূর্ণন ; উপশম=শয়নান্তে (কার্ব্বো-অ্যান: ডায়াডে: ক্যালী-কার্ব: ফস:) ; বৃদ্ধি=মাথা তুলিলে (ব্রাই: সিঙ্কো: ষ্ট্যান্) কিম্বা উঠিয়া বসিলে (কার্ব্বো-ভে পল্‌সে:—বসিতে বাধ্য হয়=ল্যাক্-ক্যান্ ;—চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যাদি যেন দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে ঘুরিয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব (যেন রোগীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে=সোরিন্: সাইক্লে: মার্ক-বিন্:—দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে যাইতেছে=ককীউ:) ললাটের ত্বক আলায়ুক্ত বোধ। প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে (ব্রাই: সিঙ্কো: গ্লোন: ন্যাট-মিউ:)।

চক্ষু।—বিপথগামী তারকা সহ তীর্যগদৃষ্টি, অর্থাৎ কোন বস্তুর দর্শনকালে রোগীর এক চক্ষুর তারকা বস্তুর দিকে এবং অন্য চক্ষুর তারকা অন্যদিকে আকৃষ্ট হয় (অ্যালীউমেন, অ্যালীউমিনা, ক্যাম্ফো: ফস:—সংমিলিত তীর্য্যগদৃষ্টি অর্থাৎ উভয় তারকাই নাসামূলের দিকে আকৃষ্ট হইয়া দৃষ্টির কার্য্য সম্পাদন করে=চেলিড: সাইকীউ: স্পাইজি)। চক্ষুদ্বয় অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ বিশিষ্ট। দূরের বস্তু দেখিতে পায় না (অ্যা-নাই: ফাইজস:), অস্বাভাবিক তারকা প্রসারণ (বেল্: ডালক্যা: হায়ো:)।

শ্বাসযন্ত্র।—গভীর শ্বাস প্রশ্বাস। যেন অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া হাঁপাইতেছে—এইরূপ ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে থাকে। দেহে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ রাস্তা হইতে শুনা যায় (ক্যাল্কে ওপী: ফস: স্পঞ্জী:),—অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় থাকিলে উপশম হয়, সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া থাকিলে উপশম বোধ হয় (আর্স: ক্যালী-বাই: কালী-কার্ব্ব: স্পঞ্জী); ফুস্ফুস্ মধ্যে বায়ু লইবার জন্য রোগী যেন হাঁপাইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ মুখ ব্যাদান ও বন্ধ করিতে থাকে (অ্যা-হাইড্রোসায়ান: লরো: হাইপির: স্পঞ্জী:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—আশঙ্কাজনক মানসিক ও শারীরিক অবসাদ,—রোগীর অবসন্নতা দেখিয়া ভয় হয়। অক্ষিপুট, হস্ত, মুখমণ্ডল ও পদদ্বয় স্ফীত। সর্ব্বাঙ্গ চিন্‌চিন্ করে (অ্যাকোন); রোগীর অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হয়।

ত্বক।—গাত্রত্বকে অত্যন্ত লোমহর্ষণ ভাব, ও কণ্ডুতিযুক্ত; বিস্তৃতি রক্তিমা এবং শোথ। প্রায় সর্ব্বাঙ্গে আম্বাত উদ্গত হয় (এপীস, ন্যাট-মিউ)—বিশেষতঃ পদদ্বয়ে ও উদরের উপর, এবং বাহুদ্বয় শোথাক্রান্তবৎ প্রতীয়মান হয় (এপীস)। প্রচণ্ড উত্তেজনা জনক অরণিকা উদ্গম। হস্ত এবং দেহের অন্যান্য অংশে পোড়ানারাঙ্গা বা বিম্বিকাবৎ উদ্ভেদে ললাট মুখমণ্ডল ও পদদ্বয়ের উপরিস্থিত ত্বকের স্থানে স্থানে রক্তিমান্বিত হইয়া থাকে (ল্যাক-ডিফ্লো); চাপ দিলে ঐ রক্তিমা অদৃশ্য হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ ও তুলনীয়**—চিনিন্-সল্ফ্. সিঙ্কো. ক্যালী-অয়োড: কার্বোণ-সল্ফ: অ্যা স্যালিসাই: সাইক্লে: ন্যাট-মিউ।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক।

ন্যাট্রাম্ সাল্ফীউরিকাম
(NATRUM SULPHURICUM).

নামান্তর।—গ্লবার্স সল্ট; সোডিয়াম সল্ফেট।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; পৈত্তিকতা, মস্তিষ্কে আঘাত; আঁচিল; দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ মাতালদিগের · বহুমূত্র; সুরাপায়ীদিগের

অজীর্ণতা ; অসাড়ে শয্যায় মূত্রত্যাগ ; মৃগী ; নাক দিয়া রক্ত পড়া (রজঃ বিকৃতি জনিত) ; নালীক্ষত-যুক্ত স্ফোটক ; প্রমেহ ; মাথাব্যথা ; শোথ ; বহুব্যাপক-সর্দ্দি ; শরীরে শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি ; যকৃতের বিবৃদ্ধি ; ম্যালেরিয়া বা পূতিবাষ্পজ পীড়া ; অর্দ্ধশিরঃশূল ; মূত্রগ্রন্থীর পীড়া ; চক্ষুপ্রদাহ ; আঙ্গুলহাড়া ; গর্ভিণীগণের পায়ে শ্বেত বর্ণের স্ফীতি ; আলোকাতঙ্ক ; ক্ষয়কাস ; গৃধ্রসী বা পায়ে ঝিন্‌ঝিনে বাত ; প্লীহার পীড়া ; মাষক দোষযুক্ত ধাতু (সাইকোসিস) ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডায়াডেমা ও ন্যাট্রাম-ফস্ফরিকামের ন্যায় যে সকল লক্ষণসমষ্টি বাটীর নিম্নতলে, ভিজা ভূমিতে, নদী ও পুষ্করিণীর ধারে বাস করিলে বা অধিক জল ব্যবহার করিলে এবং ঝড়বৃষ্টির দিনে আবির্ভূত বা বৃদ্ধি হয়, ন্যাট্রাম-সলফীউরিকাম্ দ্বারাও তাহা নিরাকৃত হইয়া থাকে,—অর্থাৎ ডাঃ গ্রেভোগল্ কথিত জলজান প্রধান-ধাতুবিশিষ্ট রোগীদিগের পক্ষে ইহা একটী মহৌষধ। জলজানপ্রধান ধাতুতে প্রমেহ বিষ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সেই স্থলেও এই ভেষজ এবং থুয়া বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) রোগীর দেহে জলজানাধিক্য বশতঃ কোন রোগ হইতে সে শীঘ্র নিরাময় হইতে পারে না। (২) চিন্তাশক্তির বিলোপ ; বিমর্ষ, ক্রোধন-স্বভাব, বিশেষতঃ প্রাতে ; লোকের সহিত কথা কহিতে বিবক্তি বোধ করে. মুহ্যমান ভাব ; স্ফুর্ত্তিজনক সঙ্গীতবাদ্যে তাহার মনে বিষাদের উদ্রেক হয় ; জীবনে বীতরাগ ; অত্যন্ত মনের বল প্রকাশ করিয়া তবে আত্মহত্যা হইতে বিরত হয়। (৩) মস্তকে বা মস্তিষ্কে আঘাত জনিত মানসিক বিকৃতি। (৪) মাংসাঙ্কুরময় অক্ষিপুট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় পীড়কাকীর্ণ ; তন্মধ্য হইতে হরিদ্বর্ণ পূয স্রাব ; অত্যধিক আলোককাতরতা। (৫) ঋতুব সময় নাসিকা হইতে শোণিত-স্রাব। (৬) দন্তশূল,—মুখমধ্যে শীতল জল ধারণ বা শীতল বায়ু গ্রহণ করিলে উপশম। (৭) জিহ্বা,—মলিন এবং ফিকা হরিৎ বা কপিশ লেপাচ্ছন্ন। (৮) উদরাময়,—হঠাৎ বেগ উপস্থিত হয় এবং মহাবেগে তরল মল নির্গত হইয়া থাকে,—শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র বেগ। (৯) প্রমেহ,—হরিতাভ পীতবর্ণ এবং গাঢ় স্রাব, যন্ত্রণা রহিত ; পুরাতন কিম্বা রুদ্ধ স্রাব। (১০) শ্বাসকৃচ্ছ্র, জলীয় বায়ুতে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে, রোগী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে। তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত শ্বাসরোগ,—জলীয় বায়ু বহিবামাত্র বা ঠাণ্ডা পড়িলেই আবির্ভূত হয় ; গয়ার হরিতাভ এবং অপর্য্যাপ্ত। (১১) প্রমেহবিষ জনিত ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, বাম ফুস্‌ফুসের নিম্নভাগ আক্রান্ত হইয়া থাকে,—কাসিলে বক্ষমধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় ; কাসিবার সময় রোগী শয্যায় উঠিয়া বসে এবং দুই হস্তদ্বারা স্বীয় বক্ষ চাপিয়া ধরে। মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহ, মস্তিষ্কমূলে ভয়ানক নিষ্পেষণ বা চর্ব্বণবৎ যন্ত্রণা ; মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে : মানসিক উত্তেজনা এবং বিকার সহ আক্ষেপ হইতে থাকে। (১২) প্রতি বসন্তকালে চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হয় (সোরিন্:—প্রতি শীত ঋতুর প্রারম্ভে—অ্যালো)। প্রমেহবিষাক্ত ধাতুর কয়েকটী প্রধান লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান আছে, যথা, প্রাতঃকালীন বৃদ্ধি (সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ; উপদংশবিষের বৃদ্ধি—সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়), নির্দ্দিষ্ট কালান্তর লক্ষণাদির আবির্ভাব, অত্যন্ত শীতার্ত্ততা এবং শৈত্য সংস্পর্শে লক্ষণাদির বৃদ্ধি।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত, কলহপ্রিয় (অরাম-মিউ-ন্যাট: ইগ্নে: কোণা: নিকল্-কার্ব: র‍্যাণান্-বাল্বো: সেনেগা: ষ্ট্রন:),—বিশেষতঃ প্রাতে। মলত্যাগান্তে স্ফূর্ত্তিযুক্ত। চিন্তাশক্তি (ইথীউ: ব্যাপ্টি: ক্লিম্যাট: অনস্মোড: ম্যাগ-ফস: অক্সাইট্রোপ: টীউবার্কীউলাইন:)। কাহারও সহিত কথা কহিতে অত্যন্ত বিরক্ত (আয়োড: সইলি:—শিশুদিগের এইরূপ হইলে=অ্যাণ্ট-ক্রুড অ্যাণ্ট-টার্ট:)। স্ফূর্ত্তিহীন; আনন্দজনক সঙ্গীতবাদ্য শ্রবণ করিলেও রোগিণীর মনে বিষাদের উদ্রেক হয় (অ্যাকোন: স্যাবাই: ন্যাট-কার্ব্ব: থুযা ;—রোদনের উদ্রেক হয়=গ্র্যাফ: ক্রিয়ো: জীবনে বীতরাগ (অ্যাণ্ট-ক্রুড: অরাম ; সিঙ্কো: ল্যাক্-ডিফ্লো: ন্যাট-মিউ: ফস: থুযা); আত্মহত্যা করিবার অত্যন্ত আবেগ,—কেবল মনের বল প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় (আত্মহত্যার ভাব মন হইতে দূর করিতে না পারায় শয্যা হইতে উঠিয়া আইসে=অ্যাণ্ট-ক্রুড)।

মস্তক।—ললাট মধ্যে চাপ বোধ,—বিশেষতঃ আহারান্তে (অ্যামন-কার্ব্ব: অ্যাগার); মনে হয় যেন ললাট বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (অ্যামন-কার্ব্ব:—যেন ললাট বিদীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়িবে=বেল: মিডহ্বন:)। শিরোঘূর্ণন,—সান্ধ্য ভোজনান্তে,—তৎপরে দেহের নিম্নাংশ হইতে মস্তকে উত্তাপ সঞ্চারিত হয় এবং ঐ উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ললাট হইতে স্বেদ নির্গলিত হইয়া প্রশমিত হয়। সন্ধ্যা ৬ টার সময় শিরোঘূর্ণন ও অম্লাক্ত শ্লেষ্মা বমন (পিত্ত বমন=পেট্রোল: জলবৎ বমন, হেলিবো:); সান্ধ্য ভোজনের পর শিরোঘূর্ণন কালে শিরোমধ্যে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ হইতে থাকে (চিনিন্-সাল্ফ্: ন্যাট্-স্যালিসাই: অ্যাসিড্-স্যালিসাই: থিরিড্:)। সূর্য্যাস্তকালে ললাটে এবং ললাট পশ্চাতে নিষ্পেষণ বোধ ও মস্তকের পার্শ্বদেশে উত্তাপ অনুভব; হস্তদ্বারা টিপিয়া দিলে, স্থির হইয়া থাকিলে এবং শয়িত অবস্থায় উপশম; কোন বিষয় চিন্তা করিলে, শিরোবেদনার বৃদ্ধি (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে-ফস্: প্যারিস্: স্পাইজি: লিসিন্:)। মস্তক ভার বোধ হয়। মস্তকের শীর্ষদেশে উত্তাপবোধ (ইগ্নে: হাইপিরিক্: মিডহ্বন্: অ্যা-মিউ: ন্যাট্-ফস্: সল্ফ:)। মস্তকে আঘাতজনিত মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও বুদ্ধি বৈকল্য; বহুকাল পূর্ব্বে মস্তকের আঘাত বা পতন জনিত সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল মস্তিষ্কের রোগ (অ্যাকো: আর্ণি হাইপির: ফর্ম্মিকা)। অধ্যয়ন কালে শিরোবেদনা (অ্যাক্টী: লিসিন্ ; টিলীয়া-ট্রিফোল:)। মস্তকমধ্যে মস্তিষ্ক যেন অংসলগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি, মস্তক অবনত করিলে যেন মস্তিষ্ক গড়াইয়া মস্তকের বামপার্শ্বে আসিতেছে এইরূপ বোধ হয় (ললাটের পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছে এইরূপ বোধ হয়=লরো)। থাকিয়া থাকিয়া মস্তক নাচিয়া উঠে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া যায়। মস্তক মধ্যে ভার বোধ সহ নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (কফীয়া)। মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহাধিকারে—মস্তিষ্কমূলে বা তলে ঝন্ঝন্ কট্কট্ করিতে থাকে—মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন সন্দংশ বা সাঁড়াশী দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছে বা অস্থিফলক সকল চূর্ণিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া থাকে (বেল্: কুরারী, মিডহ্বন: হেলিবো: ষ্ট্রামন্:); মানসিক উত্তেজনা এবং বিকার ও প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ—শিরোমধ্যে ভয়ানক

শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, প্রলাপ এবং বহিরায়াম আক্ষেপ, দেহ পশ্চাদিকে ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায় (সাইকীউট-ভির্)—অন্তরায়াম আক্ষেপ = সম্মুখদিকে দেহ বক্র হইয়া যায় (ইপিক্: ইগ্নে: নাক্স্‌ভম্: পার্শ্বায়াম আক্ষেপ)। শিরোমধ্যে যেন একটা স্ক্রু প্রবিষ্ট করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ; মস্তকের অত্যন্ত স্পর্শাকাতরতা,—কেশপ্রসাধন বা চুল আচড়াইবার কালে ব্যথা বোধ হয় (বেল্: ব্রাই: সিনা, ইরিঞ্জী: ক্রিয়ো: হ্রাস্: ; সাইলি:)।

চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি ; চক্ষু ক্ষীণ ; জলভারাক্রান্ত (সীপা, ইউফ্রে: মার্ক:ওপী. পলসে: সল্ফ:)। চক্ষুর আলোকাসহনীয়তা ও শিরোবেদনা ; মাংসাঙ্কুরময় অক্ষিপুট (আর্স্: গ্র্যাফ্: ক্যাল-বাই: মার্ক-প্রোট্: মার্ক-বিন্—স্যাঙ্গিউইন্:—অক্ষিপুট সংযোজন = ন্যাট্-আর্স্:—কাষ্টিকি-দ্বারা দাহনান্তে = ন্যাট্-নিউ),—মাংসাঙ্কুর সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগুটী বা ফোস্কার ন্যায় প্রতীয়মান হয় ; হরিদ্বর্ণ পূয নির্গলিত হইতে থাকে এবং তন্মধ্যে আলোক সহ্য হয় না ; নিজের প্রমেহরোগ সম্ভূত কিম্বা অন্যহইতে প্রাপ্ত প্রমেহবিষ জনিত (থূযা) ; চক্ষু হইতে জ্বালাজনক উত্তপ্ত অশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে (অ্যালীয়াম্‌স্যাট: ইউফ্রে: অ্যানাই: সাল্ফ্)। দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে জ্বালা এবং তন্মধ্য হইতে জ্বালাজনক অশ্রু নির্গলন ও দৃষ্টি অস্পষ্ট ; বৃদ্ধি = অগ্নির উত্তাপে, প্রাতে এবং সন্ধ্যার সময় ; অক্ষিপুট প্রান্ত সকল অত্যন্ত জ্বালা করে। অক্ষিপুট অত্যন্ত ভারযুক্ত,—যেন সীসকময় ; সন্ধ্যার সময় অধ্যয়নকালে চক্ষুমধ্যে চাপবোধ (লিখন, পঠন বা সূচীকার্য্য করিবার সময় = কোণা: দীপালোকে অধ্যয়নকালে = ম্যাঙ্গে:—অধ্যয়ন ও সূচীকার্য্য করিলে বৃদ্ধি = ইগ্নে)। প্রাতে অক্ষিপুটপ্রান্তে কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয় (ব্রাই: ক্যাল্কে: চিম্যাফিল্: য্যাট্রোফা, মেজের:)। সন্ধ্যার সময় দীপালোকে পাঠকালে চক্ষুমধ্যে ব্যথা করিতে থাকে (ম্যাঙ্গেন্:)। রাত্রে চক্ষু হইতে অধিক পিচুটি স্রাববশতঃ অক্ষিপুট সংযোজন (অ্যালীউ: অ্যাণ্ট-ক্রুড্: ক্যাষ্টোর: গ্যাম্বোজ: গ্র্যাফ্: ইগ্নে: লিডাম্ ; সিপী: স্পঞ্জী: সিফিলিন্: থূযা:)। নাসিকা ফুৎকারকালে চক্ষু সমক্ষে যেন উড্ডীয়মান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে হয় (কাসিলে = ক্যালী-কার্ব:)। আলোকাতঙ্ক, বৃদ্ধি = প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে (ক্যাল্কে:)।

কর্ণ।—কর্ণপটাহ প্রদাহ—যেন ঘণ্টা বাজিতেছে (ক্লিম্যাট্: পেট্রোল্:)। কর্ণশূল যেন কর্ণপটহ ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিতেছে এইরূপ অনুভব ; দক্ষিণ কর্ণমধ্যে যেন বহির্দ্দেশ হইতে ভিতরদিকে বিদ্ধ করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ; সময়ে সময়ে কর্ণমধ্যে তীব্র বেদনা ; বৃদ্ধি = শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে ; জলীয় বায়ু সংস্পর্শে ; আর্দ্র ভূমিতে অবস্থিতি বা অধিককাল জলে অবস্থান করিলে এবং জলজ শাকাদির ব্যঞ্জন আহারান্তে। কর্ণবেদনা,—কর্ণমধ্য হইতে বোধ হয় যেন কি সবেগে নির্গত হইতেছে।

নাসিকা।—আর্ত্তবাস্রাব কালে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব (রজোস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব ব্রাই: ব্রোম্:—ফুসফুস্ হইতে = ডিজি: বা মূত্রনলী হইতে = ফস্:) —মধ্যে মধ্যে থামিয়া যায় আবার পুনরারম্ভ হয় (সিপী: সল্ফ:)। নাসাপরিস্রাব বা তরুণ সর্দ্দি নাসারন্ধ্র এরূপ রুদ্ধ হইয়া যায় যে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (এরাম্-

ক্যালকে- সাল্ফ: ক্যাম্প্: সীপা: ম্যাঙ্গে: নাক্স্-ভম্: স্যাবীউ.)। তরুণ সর্দ্দি সহযোগে পুনঃ-পুনঃ হাঁচি (সীপা, সাইক্লেম্. অ্যাকোন্ ইউপেট্-পার্পীউ: সিন্যাপ্: সিনিসীয়ো,)। উপদংশ পূতিনস্য (অ্যাসাফিট্: অরাম্:মেট্ অরাম্-মিউ: অ্যা-ফ্লু: ক্যালী-বাই: কালী-আয়োড্: মার্ক-প্রোট্: ফাইটো: ষ্টিলিঞ্জিয়া, সিফিলিন্:),—সর্ব্বাগ্রে জিহ্বামূলপার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয়ে ক্ষত উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে না। গণ্ডমালা-দোষযুক্ত-পূতিনস্য (অরাম্; ক্যাল্কে: হিপ্: হাইড্র্যাষ্ট্: ন্যাট্-মিউ: সিপী: সাইলি: থিরিড্:)। নাসাপুটদ্বয়ে কণ্ডুতির উদ্রেক বশতঃ পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিবার ইচ্ছা হয়।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, ম্লান এবং পীড়াব্যঞ্জক এবং কণ্ডুয়নযুক্ত। গণ্ডাস্থিমধ্যে যেন বিদীর্ণ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা, চিবুকোপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উদ্গত হয় এবং স্পর্শ করিলে জ্বালা করে। উর্দ্ধোষ্ঠে প্রদাহান্বিত এবং জ্বালাজনক রসগুটী উদ্গত হয়। ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত এবং তাহা হইতে শল্কপাত (ছাল উঠিতে থাকে)। (অ্যাকোন্: আয়োড্: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-মিউ. ক্রিয়ো: ল্যাক্-ক্যান্; প্লাম্:)। হনুসন্ধির আড়ষ্টতা বশতঃ মুখব্যাদান করিতে পারে না (অ্যাগাব্: ব্যাডী: ড্যাফ্নী; গ্লোন্: স্যাঙ্গিউইন্: সার্স)। দন্তশূল —ঈষদুষ্ণ দ্রব্য সংস্পর্শে বেদনাধিক্য বোধ হয় কিন্তু উত্তপ্ত দ্রব্যাদির সংস্পর্শ আদৌ অসহনীয়; দপ্ দপ্কারী বেদনা,—উপশম = মুখমধ্যে শীতল জল ধারণ বা শীতল বায়ু গ্রহণ করিলে (কফী: পল্সে:)। দন্তমাড়ী যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে (ন্যাট্:মিউ: টেরিব্: ক্যাম্প্)। দন্তশূল,—উপশম = ধূমপান করিলে (ডায়াডেমা, মার্ক: ন্যাট্-কার্ব:)। জিহ্বা,— মূলদেশ মলিন কিম্বা হরিদ্বর্ণ এবং অবশিষ্টাংশ কপিশ লেপাচ্ছন্ন। মুখের স্বাদ কটু এবং জিহ্বা আঠাবৎ শ্লেষ্মালিপ্ত (ব্যারাই-মিউ: সীপা, হাইড্রাষ্ট: ক্রিয়ো ফস্: সিপী:)। জিহ্বাগ্রে জ্বালাজনক ফোস্কা উদ্গম (কার্ব্বো-অ্যানিম্ ন্যাট-মিউ: ন্যাট্-ফস্)। জিহ্বা আরক্তিম (বেল্: হায়ো ল্যাকে মুখবিবরের উর্দ্ধাংশে অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ)। মুখমধ্যে যেন লঙ্কা বাটিয়া দিয়াছে এইরূপ জ্বালা (কোকা ড্রোসেরা, মেজর ক্যাম্প)। পানভোজনাদির পর মুখমধ্যে লালাধিক্য। মুখবিবর শুষ্ক, অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং দন্তের মাড়ীসকল আরক্তিম। ঋতুর সময় তালু যেন ক্ষয়িত-ত্বক হইয়াছে এইরূপ জ্বালাযুক্ত। তালুদেশে অত্যন্ত স্পর্শাসহ রসগুটী ও ফোস্কা উদ্গম,— রোগী আহার করিতে পারে না,—শৈত্য বা শীতল দ্রব্যাদির সংস্পর্শে উপশম।

গলমধ্য।—কণ্ঠ হইতে অন্ননলী পর্য্যন্ত শুষ্ক, অথচ রোগী তৃষ্ণা বোধ করে না (অ্যাসাফি: স্যাবীউ:)। কণ্ঠ ক্ষতযুক্ত ও স্পর্শাসহ,—লালা নিগীরণ কালে কণ্ঠনলী যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায় ইত্যাকার অনুভূতি; কথা কহিলে (অ্যালীউ:) কিম্বা কঠিন দ্রব্যাদি নিগীরণ কালে ক্ষতভাবের বৃদ্ধি হয় (ব্যাডী: অ্যা-ল্যাক্ট:)। গলগ্রন্থি এবং আলজিহ্বা প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত (গলগ্রন্থি প্রদাহ = অ্যাকো: এপীস: ব্যারাই: বেল: ল্যাক-ক্যান: ল্যাকে: লাই: মার্ক: ফাইটো:—আলজিহ্বা স্ফীত = এপীস; মার্ক-কর: ক্যালী-আয়োড); গলগ্রন্থির উপর ক্ষতোদ্গম (অরাম; ক্যাল্কে: ক্যালী-বাই: লাই: মার্ক: মার্ক-কর: ফাইটো)। রাত্রে কণ্ঠ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং প্রাতে কাসিলে লবণাক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

পাকস্থলী।—জ্বালাময়ী তৃষ্ণা,—শীতল পানীয় পান করিবার আগ্রহ,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর ; অত্যধিক ব্যায়ামান্তে বৃদ্ধি। অরুচি। পূর্ব্বে রোগিণী যে রুটি ভালবাসিত এক্ষণে তাহাতে বিষম অরুচি (সিঙ্কো. ন্যাট্-মিউঃ পাল্সে. সিপী.)। আহারের সময় তিমিরদৃষ্টি (ক্যাল্কেঃ ক্যালী-কার্ব.) এবং মস্তিষ্কের জড়তা (ককাউ. ডায়াডেমা. পেট্রোল্)। আহারান্তে মুখমণ্ডলে স্বেদোদ্গম ও বক্ষ মধ্যে চাপবোধ হয়, মুখে জল উঠিতে থাকে এবং বিবমিষার উদ্রেক হয়। মুখমধ্যে ক্রমাগত অম্লাক্ত জল উঠিতে থাকে। বিবমিষা ও প্রথমে অম্লাক্ত এবং তৎপরে তিক্ত জলীয় পদার্থ বমন। পাকস্থলী যেন বিদীর্ণ বা ছিদ্র হইয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভূতিজনক যন্ত্রণা, কিম্বা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে জ্বালা ও নখবেধবৎ বেদনা; প্রাতর্ভোজনান্তে উপশম। সন্ধ্যার পর শয়নকালে পাকস্থলী এবং বক্ষগহ্বর পরিপূর্ণ ও ভারবোধ হয় এবং নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। আহারের পূর্ব্বে "আহার করিব কিনা, এই এই দ্রব্য ভাল লাগিবে কিনা", ইত্যাদিরূপ ভাবনা উপস্থিত হয়। চক্ষুমধ্যে ছুরিকাবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষা (দক্ষিণ চক্ষুমধ্যে বেদনা সহ=অ্যাসিড-ল্যাক্টঃ)। সন্ধ্যার পর ক্রমাগত মুখে জল উঠিতে থাকে (টেরিব)। ঈষৎ বিবমিষা ও পাকাশয় মধ্যে দপদপকারী বেদনা। শিরোঘূর্ণনান্তে লবণাক্ত বা অম্লাক্ত জল বা অম্লাক্ত শ্লেষ্মা বমন হইবার পর রোগী অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে এবং তাহার মস্তক মধ্যে জ্বালা বোধ হইতে থাকে।

অন্ত্রাশয়।—কটিদেশে বস্ত্র আঁটিয়া পরিতে পারে না (কষ্টি সিঙ্কো ক্রোটেল্ঃ গ্র্যাফ্ঃ লাই নক্স-ভম্ঃ ক্যাল্কে)। যকৃৎ প্রদেশে শলাকাবেধবৎ বেদনা এবং পাদচারণকালে কিম্বা দেহ হঠাৎ আলোড়িত হইলে যকৃৎপ্রদেশে ব্যথা বোধ হয় (এপীস্ ; বেল্ কার্ব্বো-ভেঃ চেলিড্ঃ আয়োড্ঃ মার্কঃ ফস্. সাইলি)। দেহ যে কোন দিকে ফিরাইলে ব্যথা বোধ হয়,—সুতরাং রোগী চিৎ হইয়া শুইতে বাধ্য হয়। বাম কুক্ষি মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা,—নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে। রাত্রে নিতম্বদেশে এবং উদরে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা,—অসহনীয় যন্ত্রণায় রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়,—কেবল পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিলে বেদনা থাকে না। একটা স্থূল ভারবৎ বেদনা উদর মধ্য দিয়া পৃষ্ঠে সংক্রমিত হয়। উদর মধ্যে জ্বালা (আর্স্ঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ ক্যালী-বাই. ক্রিয়ো অ্যাসিড্-অক্স্যাল্ঃ মেজের্ঃ নক্স-ভমঃ); তলপেটে ব্যথা (ক্যাড্মী-সাল্ফঃ ট্রম্বিড্); যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ ব্যথা,—হস্তদ্বারা উদর দলিত করিলে উপশম বোধ হয়। থাকিয়া থাকিয়া ললাটদেশে বেদনা ও অন্ত্রমধ্যে নখবেধবৎ যন্ত্রণা; অন্ত্রকূজন; সচল বেদনা এবং অবশেষে উদরাময় আবির্ভাব। অন্ত্রাশয় আধ্মান (কার্ব্বো ভেজিঃ কোল্চিঃ লাই সাইলি. সল্ফঃ),—অত্যধিক অন্ত্রকূজন ও "গুড়গুড়্ গুড়গুড়্" শব্দ; কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু বা আধ্মান, বিশেষতঃ দক্ষিণ কুক্ষিমধ্যে—উপবিষ্ট অবস্থায় বোধ হয় যেন দক্ষিণ কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া আধ্মানবায়ু বহির্গত হইবে, রাত্রে বায়ু সঞ্চিত হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। দক্ষিণ কক্ষি প্রদেশে প্রদাহ উপস্থিত হয়=অন্ধান্ত্র প্রদাহ (বেল্ঃ কর্ডাউয়াস্-মেরীঃ কোল্চীঃ ক্রোটেলাস্, ল্যাকেঃ মার্কঃ ওপীঃ প্লাম্ঃ রাস্ ; থুয়া)। আধ্মানজনিত অন্ত্রশূল,—নখবেধবৎ যন্ত্রণাজনক (মস্কাস্); প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে বৃদ্ধি এবং অপরাহ্ণে আধ্মান নির্গমান্তে উপশম বোধ হয়।

অন্ত্রাদ্র ও অন্ত্র ;—মল কঠিন ও গুটিলাময় (অ্যালীউ কষ্টি. হাইড্রাষ্ট্: প্লাম্:),—অনেক সময় শোণিত ও আম মিশ্রিত ; উদর মধ্যে চাপ বোধ। উদরাময়,—মল পরিমাণে অল্প, আঠাবৎ, ঈষৎ লালবর্ণ বা রক্তাক্ত ; হঠাৎ বেগ উপস্থিত হয়, মহাবেগে অপর্য্যাপ্ত বায়ু নিঃসরণ সহ বহির্গত হয় ; শয্যা হইতে প্রথম উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র বেগ উপস্থিত হয় (ছুইপদ এদিক ওদিক কবিবামাত্র = ব্রাই লেপ্ট্যান্ —শয্যা হইতে উঠিবামাত্র = লাই সাল্ফ —শয্যাত্যাগের অনতিপূর্ব্বে = অ্যালো ; সোবিন্ বীউমেক্স্ ; সাল্ফ —প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে = ইথীউ অ্যাগার্ সোরাইন্), কয়েক দিবস অত্যন্ত গ্রীষ্মাবির্ভাবের পর ; বাটির নিম্নতলে বাস বা অবস্থিতি বশতঃ, সময়ে সময়ে বায়ু বা মূত্র ত্যাগকালে অজ্ঞাতসারে মল বহির্গত হইয়া যায় (অ্যালো অ্যা-মিউ অ্যাসিড্-ফস্ ওলীয়্যান্ পড়ো স্কীলা, ভেরেট্), কিম্বা নিদ্রিতাবস্থায় (আর্ণি হায়ো অ্যা-মিউ ফস্ রীউটা) স্বল্প রক্তঃ অধিকাবে কঠিন গুটিলাময় এবং শোণিত রঞ্জিত মল,—নিঃসরণকালে এবং নিঃসরণান্তে মলদ্বারে যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। দীর্ঘকালের উদরাময় বা অন্ত্রাশয়িক ক্ষয় বা গ্রহণী রোগে তলপেটে সর্ব্বদা অস্বস্তি বোধ এবং মলদ্বারের উপরে এবং উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে অনমনীয় আঁচিলের ন্যায় গুটিকা উদ্গত হয় (ইউফে্: থুযা)।

প্রস্রাব ;—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব,—তলানি পীতবর্ণ বা ইষ্টকচূর্ণবৎ। উভয় কুঁচকি বা বঙ্ক্ষণ প্রদেশে বিদ্ধকরণবৎ বেদনা এবং প্রস্রাব বেগ, অপরাহ্নে গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণকালে। উপবেশনকালে নাভীর চতুষ্পার্শ্বে নখবেধবৎ বেদনা অনুভব ও প্রস্রাববেগ,—বেদনা কুঁচকি প্রদেশে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। প্রস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প এবং মূত্র নিঃসরণকালে মূত্রমার্গে জ্বালা। প্রস্রাববেগ ধারণ করিলে কটিদেশে ব্যথা অনুভূত হয়। মূত্রেব পরিমাণ অতি অল্প এবং বর্ণ ঘোব, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় এবং রাত্রে বহুবার শয্যাত্যাগ করিতে হয় (ক্যালী কার্ব)।

পুংজননেন্দ্রিয় ;—লিঙ্গমুণ্ডে (চেলিড্ ক্যালী-বাই মেজের্ সল্ফ:) বা শিশ্নমধ্যে এত কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় (অ্যাগার হিপ্) যে রোগী তাহা ঘর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে (অ্যাঙ্গাষ্টীউবা)। প্রমেহ,—স্রাব গাঢ়, হরিতাভ পীতবর্ণ, যন্ত্রণারহিত (থুযা, পল্সে.) বহু কালেব এবং সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল, কিম্বা রুদ্ধ স্রাব (অ্যা-নাই অ্যাগ্নাস্ ; ক্যাস্থ চেলিড্ ক্লিম্যাট্ মিডহ্মন)। মুষ্কত্বকের কণ্ডুয়ন, কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা কবে। (যোনি ও মলদ্বারের মধ্যবর্ত্তী অংশ) এবং কামাদ্রি (যোনির উর্দ্ধাংশেব কেশময় প্রদেশের শিরোদেশ) প্রদেশ কণ্ডুয়নযুক্ত। কামোদ্দীপনা,—সন্ধ্যার সময়, প্রাতে লিঙ্গোচ্ছ্বাস। সন্ধ্যার সময় মুষ্কোপরে ঘর্ম্মোদ্গম হয়। রমণেচ্ছা প্রাবল্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—আর্ত্তব,—স্রাব বিলম্বে প্রকাশ হয়, পরিমাণে অতি অল্প ; অন্ত্রশূল, এবং মলরোধ বা গুটিলাময় মল নিঃসরণ। আর্ত্তব-শোণিত কষায় বা ত্বকক্ষয়কারক, উহার সংস্পর্শে উরুদ্বয়ের ত্বকক্ষয় সংঘটিত হয় ; চাপ চাপ ঘনীভূত শোণিত নির্গত হয় ; পাদ-চারণকালে অবাধে নির্গত হয় (কেবল মাত্র দেহ সঞ্চালনকালে নির্গত হয় (লীলিয়াম্-টাই সিকেলি)। আর্ত্তবাস্রাবের পূর্ব্বে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হয় (হাইড্রাষ্ট্: ল্যাকে: স্ন্যাট্-

কার্ব:)। প্রদর,—স্রাব কষায় এবং ত্বকক্ষয়কারক (বোর্‌ বোভি: কলোফিল্: ক্রিয়ো: ইউপীয়োন্: ন্যাট্-মিউ: ফস্: সিপী. সাইলি:)। প্রসবান্তে যোনিবহির্দ্দেশ প্রদাহযুক্ত (অ্যাকোন্: আর্ণি:), স্ফীত, এবং মসূরের ন্যায় পূযপূর্ণ-রসগুটিতে পরিপূর্ণ (আঁচিলের ন্যায় শ্বেতাভ বা ঈষৎ আরক্তিম = আগ্যাস্থিরাম্)। প্রসব হইবার ছয় সপ্তাহ পরে প্রবল জ্বরের আবির্ভাব।

শ্বাসযন্ত্র।—সরস শ্লেষ্মা নিঃসারক শ্বাসরোগ (আর্স্: কিউপ্রাম্; ডাল্ক্যা: ক্যালী-সাল্ফ্: লোবেল্: পল্সে সেনেগা; সিন্যাপিস্-নাইগ্রা। শিশুদিগের [অ্যাণ্ট্-টার্ট: ক্যামো ইপিক্:] পল্সে. ডা: ল্যাম্বার্ট: ইহাতে অ্যাণ্ট-টার্ট অপেক্ষা উত্তম ফল পাইয়াছেন); স্যাম্বীউ জলীয় বায়ু বহিবামাত্র প্রকোপাবির্ভাব (অবাম্; ডাল্ক্যা: ইপিক্ লোবেল্. হাইপির্. উষ্ণ জলীয় বায়ুতে = সিফিলাইনাম্)। যখনই বায়ু শীতল হয় তখনই প্রকোপের আবির্ভাব হয় (ইপিক্: লোবেল্:); বৃদ্ধি = আর্দ্র বায়ুময় ও ঝড় বৃষ্টির দিনে; গয়ার হরিদ্বর্ণ বা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ এবং অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মাময় (কার্ব্বো-ভে: হায়ো লাই. ন্যাট্-কার্ব: পল্সে: সিপী: সাইলি ষ্ট্যান্: সিফিলিন্—অপর্য্যাপ্ত, ফেনিল্, বা জলবৎ = ন্যাট্-মিউ:—হরিতাভ ধূসর = কোপেবা, হ্রাস্:)। শ্বাস্রোগ,—বৃদ্ধি = অতি প্রত্যূষে (ক্যাল্কে ভেরেট্—নিদ্রাভঙ্গান্তে = কোণা); প্রাভাতিক মলতারল্য সহ (নৈশ মলতারল্য ও শ্বাস্রোগ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়, (ক্যালী-কার্ব—মলতারল্যাধিকারে শ্বাসকৃচ্ছ্র = থুৰা)। শ্বাসাল্পতা,—পাদচারণকালে (এরাণ্ডো-মরি: আর্স্: কার্ব্বো-ভে: প্রুনাস সিপী: দ্রুত পাদচারণকালে = ন্যাট্রাম-মিউ: কিউপ্রাম্-মেট); বিশ্রাম করিলে ক্রমশঃ উপশমিত হয় (পাদচারণে বৃদ্ধি এবং শয়নে উপশম = সোরিন্:)। আর্দ্র বায়ু এবং মেঘময় দিবসে শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ চেষ্টা। সূর্য্যাস্তের পর বক্ষ মধ্যে চাপবোধ এবং কণ্ঠমধ্যে যেন একটী গুল্ম আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (অন্য সময় ঐরূপ অনুভব হইলে = সীপা, ল্যাকে.), গুল্মবায়ু-রোগ-ধর্ম্মানুকারী। কাসি—পুনঃ পুনঃ কাসি ও সামান্য শ্লেষ্মা নিঃসরণ এবং বক্ষেব বাম পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা; দণ্ডায়মান অবস্থায় কাসিলে শ্বাসাল্পতা উপস্থিত হয় (পাদচারণকালে কাসিলে শ্বাসাল্পতা = ফেল্যান্:); শুষ্ক কাসি, বক্ষমধ্যে অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা এবং কণ্ঠমধ্যে কর্কশতা বোধ হইয়া থাকে বিশেষতঃ রাত্রে; কাসিবার সময় রোগী উঠিয়া বসিয়া দুই হস্ত দ্বারা স্বীয় বক্ষ ধারণ করিতে বাধ্য হয় (ব্রাই: নিকল্: ড্রোসেরা, ইউপেট্: ক্রিয়ো: ফস্: রাণান্-বাল্বো সিপী); কণ্ঠমধ্যে কণ্ডুয়ন ও তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত কাসি; প্রাতঃকালীন্ কাসি; পূযবৎ গয়ার (অ্যা-নাই: লাই: সাইলি: কার্ব্বো-ভে: ষ্ট্যান্:) এবং বাম পার্শ্বের নিম্নতম পঞ্জর মধ্যে বেদনা। ধাতুগত-প্রমেহবিষ-জনিত ফুস্ফুস্-প্রদাহ; বাম ফুস্ফুসের নিম্নাংশ (চেলিড্) আক্রান্ত হয়, বক্ষ মধ্যে ভয়ানক ব্যথা বোধ হইয়া থাকে, কাসির সময় রোগী উঠিয়া বসে এবং দুই হস্তদ্বারা স্বীয় বক্ষ চাপিয়া ধরে (নিকল্; দক্ষিণ ফুস্ফুস্ = ব্রাই:), অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা, শোণিত ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইয়া আসে। সূচীবেধবৎ বেদনা উদর হইতে বক্ষের বাম পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়। বাম বক্ষে বিদ্ধকারী বেদনা। বুক্কাস্থির নিকটবর্ত্তী পঞ্জর স্ফীত হইয়া উঠে। প্রতি বৎসর বসন্ত কালে ধাতুগত প্রমেহবিষ-জনিত-চর্ম্ম-রোগের আবির্ভাব।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ;—গ্রীবা ও পৃষ্ঠাভ্যন্তর স্ফীত গুটিকাময় হইয়া উঠে এবং বায়ুনলীর উপর অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক চাপবোধ হয়। গ্রীবা হইতে মেরুদণ্ডের নীচে পর্য্যন্ত তীব্র ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা যুক্ত বোধ হয়। সন্ধ্যাব সময় উপবেশনকালে অংশফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, ত্রিকাস্থির মধ্যাংশেও ঐরূপ বেদনা অনুভব হয়। নিতম্বদেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা। রাত্রে নিতম্বদেশে যেন স্ফোটক উদ্গত হইতেছে এইরূপ ভয়ানক বেদনা বশতঃ রোগিনী কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে, প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে উপশম। ত্রিকাস্থিপ্রদেশে বেদনা বশতঃ রোগিণী কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে পারে না।

প্রত্যঙ্গাদি ;—বগলেব গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হয় (ক্যাড্মী সল্ফ হিপ মার্ক-বিন্ যুগ্ল্যান্স্ রিজী রাস্, সিপী সাইলি)। বাম বগলের মধ্যে, এবং নখতলে বিদ্ধকারী বেদনা।—বাহু এবং হস্ত চিন্‌চিন্ করে এবং অবশ বোধ হয়। দক্ষিণ বাহুর অগ্রার্দ্ধের উপর বিস্ফোটক উদ্গম। কোন দ্রব্য মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধারণ করিতে গেলে আকুঞ্চক-পেশীতে বেদনা বোধ হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং বেলা হইলে লিখিবার সময় বাহু কম্পিত হইতে থাকে। কুনখ—নখের চতুর্দ্দিকে, প্রদাহযুক্ত ও ক্ষতান্বিত (গ্র্যাট্-মিউ স্যাঙ্গিউইন্),—গৃহবহির্দ্দেশে বেদনার উপশম, রোগী ম্লানমূর্ত্তি ও পীড়িতদর্শন, মস্তকে অবসাদ ও জড়তা বোধ করে—বিশেষতঃ প্রাতে,—সিক্ত ভূমিতে, গৃহে বা স্থানে বাস বশতঃ। বাম উরুশিখর, তলপেট এবং কটিমধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা,—কেবল বিশ্রামের সময়। দক্ষিণ উরু সন্ধিমধ্যে বেদনা,—বৃদ্ধি=হেঁট হইলে, আসন হইতে উঠিবার সময় কিম্বা শয্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনাদি দেহ সঞ্চালনকালে। পাদচাবণকালে হঠাৎ বাম কুঁচকীর মধ্যে অসহনীয় সূচী-বেধবৎ বেদনার আবির্ভাব বশতঃ বোগী আব চলিতে পারে না। যেন শয়নের অসুবিধা বশতঃ বাম উরুসন্ধি মধ্যে বেদনা,—উপবেশন বা গাত্রোত্থান করিতে কষ্ট হয়, বেদনাধিক্য বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, একভাবে অধিকক্ষণ শয়ন করিতে পারে না। পতনান্তে বাম কুঁচকীর মধ্যে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। গুল্ফদেশীয় বৃহৎ কণ্ডার মধ্যে এবং জঙ্ঘাডিমাতে আকর্ষণ ও বিদারণবৎ তীব্র বেদনা (জিঙ্কাম্, ভ্যালিরিয়ানা এবং জিঙ্কাম্-ভ্যালিরীয়ানিকাম্) উরুর সম্মুখাংশে ক্ষতোদ্গম। সন্ধ্যার সময় এবং তৎপর দিবস প্রাতে পদদ্বয় উত্তপ্ত এবং জানু পর্য্যন্ত জ্বালা করে। পদতলে এবং গুল্ফতলে বিদ্ধকারী বেদনা। পদাঙ্গুলির মধ্যস্থলে কণ্ডুয়ন —বস্ত্র উন্মোচনান্তে। চরণদ্বয় শোথযুক্ত।

ত্বক ;—পামাকচ্ছু আর্দ্র এবং অপর্য্যাপ্ত রস নির্গলনশীল, স্রাব জলবৎ। বস্ত্র পরিবর্ত্তন-কালে গাত্রে কণ্ডুয়ন। দেহের স্থানে স্থানে রসগুটী উদ্গম। কামলা বা পাণ্ডুরোগ। সর্ব্বাঙ্গে আঁচিলেব ন্যায় উন্নত, আবক্তিম চর্ম্মকীল বা আঁচিল উদ্গত হয়। মুষ্ক এবং দক্ষিণ উরুর মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপিটিকাবৃত ক্ষত,—কণ্ডুতিযুক্ত এবং কণ্ডুয়নান্তে উপশমিত হয়,—ললাট, কর্পরত্বক, গ্রীবা এবং বক্ষোপরেও ঐরূপ হইয়া থাকে। চিবুকের উপর ক্ষৌরকণ্ডু। ধাতুগত প্রমেহ বিষ জনিত নানাবিধ রোগ (ভেরিয়োলিন্ ম্যাল্যান্ থুযা)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম ;—আভ্যন্তরিক শীতবোধ,—তৎসহ জৃম্ভন ও গাত্রভঙ্গ। শীতাবস্থায় তুষারসংস্পর্শ জনিতবৎ শীতার্ত্ততা এবং লোমহর্ষণ (অ্যাঙ্গাস্ হেলিবো লাই: ম্যার্কিউরীয়্যাল্-পেরেন্ ন্যাট্-মিউ: নক্স্),—বেলা ৪টা হইতে ৮ টার মধ্যে আর্ত্তবস্রাবকালে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, তৃষ্ণারহিত শীত ; সন্ধ্যার পর শয্যায় শয়নকালে সমস্ত রাত্রি শীত ভোগ হয়; পৃষ্ঠ বহিয়া শীত উর্দ্ধগামী হয়, রোগী কাঁপিতে থাকে এবং দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ হইতে থাকে ; কিন্তু দেহের উপরে শীত অনুভব হয় না। শয্যায় শায়িত অবস্থায় শীত বোধ হয় এবং শয্যা ত্যাগ করিলে কম্প হইতে থাকে, তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয় এবং নাড়ী দ্রুতগতি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মতলে উত্তাপ অনুভব হইতে থাকে ; সন্ধ্যার প্রারম্ভে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ উত্তাপ আবির্ভূত হয় ; দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং অস্থিরতা প্রকাশ পায়। প্রসবান্তে প্রবল জ্বর (আর্স্ বেল ব্রাই অ্যা-কার্ব্বল্ অ্যা-মিউ ভেরেট্-ভিব); রাত্রে ঘর্ম্ম,—তৃষ্ণারহিত ; মুখমণ্ডলে এবং মুষ্কোপরে ঘর্ম্মোদ্গম হয়।

নিদ্রা ;—বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে নিদ্রাবেশ হয়,—বিশেষতঃ লিখন ও অধ্যয়নাদির সময়। নিদ্রিত হইবার অনতিপরেই, যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপভাব চমকিত হইয়া উঠে (অ্যালীউ বেল্ কফীয়া, হায়ো. অ্যা-নাই)। অস্থিরতা ও অনিদ্রা। পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়, —অসুখকর অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনান্তে। শীঘ্র বা বিলম্বে যথনই শয়ন করুক না কেন, ৪ বা ৫ ঘণ্টার পর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং হাঁপানির প্রকোপ আরম্ভ হয় (ক্যালী-কার্ব. ল্যাকে:)।

বৃদ্ধি ;—স্পর্শ করিলে, শীতল দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে, উষ্ণগৃহে অবস্থিতি করিলে, বস্ত্র আঁটিয়া পরিলে, বিশ্রাম কালে, বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে, গলাধঃকরণ কালে, কথা কহিলে, আসনত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কালে, প্রাতে, আর্দ্র গৃহ বা জমিতে বাস করিলে, অধিক জল ব্যবহার করিলে, ঝড়বৃষ্টির দিনে, শীতল বায়ুতে, প্রতি বসন্তকালের প্রারম্ভে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে ; নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং পরিশ্রম করিলে।

উপশম ;—হস্তদ্বারা টিপিয়া দিলে, কটির বস্ত্র শ্লথ করিয়া দিলে, শয়ন করিলে, পার্শ্ব ফিরিয়া শুইলে, দেহসঞ্চালনে, ব্যায়ামান্তে পাদচারণান্তে, শীতল বায়ু ও শীতল জল সংস্পর্শে (দন্তশূল), শুষ্ক বায়ু সংস্পর্শে এবং উঠিয়া বসিলে।

অনুকূল সম্বন্ধ ;—আর্স্ বেল্ ফেরাম্-ফস্ (বহুমূত্র), ন্যাট (চর্ম্মরোগ), থুযা (মাষকধাতু)।

সদৃশ ;—অ্যারেনীয়া-ডায়াডেমা, থুযা, ভ্যাক্সিন্ ভেরীয়োলিন্. ম্যাল্যান্ গ্রাফ: লাই: ন্যাট্-মিউঃ পল্সে: ষ্টিলিং সল্ফ: ভ্যালিরীয়াণা, ক্যামো জিঙ্কাম্ ; অ্যাসিড্ নাই: (উভয় হস্তদ্বারা বক্ষ ধারণ করিয়া যন্ত্রণার প্রশমন চেষ্টা) ব্রাই ড্রোসেরা, ইউপেট্ ক্রিয়ো. নিকোলাম্ ; ফস্. র‍্যাণান্-বাল্বো: এবং সিপীয়া।

তুলনীয় ;—মাষকধাতু—থুযা, ভ্যাক্সি, ম্যালেণ্ড, নক্স ইত্যাদি। আঁচিল,—থুযা ও মার্ক. রসবাতধাতু আরনিয়া ডাঃ। চক্ষু রোগে—গ্রাফাই: হিপার-সলফার। কাসি ও অতিসার, ব্রায়ো। কাসি ও মূত্র, লাইকো। বক্ষে বেদনা, নিকোলি। দন্তশূল, কফিয়া। ক্রোধজন্য, কামলা, ক্যামো।

শক্তি ;—১ম দশমিক বিচূর্ণ হইতে দ্বাদশ বিচূর্ণ এবং ৬ষ্ঠ শততমিক হইতে ২০০ শততমিক বা উচ্চতম ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব ;—৩০ হইতে ৬০ দিন পর্য্যন্ত।

নিকোলাম্

(NICCOLUM METALLICUM).

নামান্তর ;—নিকেল্ নামক ধাতু বিশেষ।

প্রকার ;—কার্ব্বনেট্ অভ্ নিকেল্ হইতেও বিচূর্ণ হয়।

প্রস্তুতি ;—মিটালিক নিকেল্ হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ;—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—দৃষ্টিক্ষীণতা ; কাসি ; বাধক ; মাথাধরা , হিক্কা , সর্দ্দি , চক্ষু প্রদাহ , বাকরোধ ; গলক্ষত ; জিহ্বার কাঠিন্য ; দন্তশূল ; হূপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস ;—সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল প্রচণ্ড শিরোবেদনা, বৃদ্ধি বেলা ১০ টা হইতে ১১ টার মধ্যে, বাম পার্শ্বে আবির্ভূত হইয়া হঠাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রামিত হয় এবং সন্ধ্যার সময় তিরোহিত হইয়া থাকে ; যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। বাধক ; স্বরভঙ্গ, কাসি এবং মস্তক সঞ্চালনে গ্রীবার কশেরুকার স্ফুটন ইত্যাদি নিকোলামের বিষয়ীভূত ইহার কাসির বিশেষত্ব এই যে "কাসির সময় রোগী উঠিয়া বসে এবং দুই হস্তদ্বারা স্বীয় মস্তক ধারণ করে।" শিশু হইলে তাহাকে কাসির সময় তুলিয়া বসাইতে হয়, নতুবা ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ বা কাসির সময় স্বীয় উরুদ্বয়ের উপর দুই হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর ভর দিয়া কাসে, ঐরূপ স্থলেও নিকোলাম্ প্রযোজ্য। নিম্নলিখিত কতিপয় লক্ষণও ইহার প্রকৃতিগত—মস্তক অবনত করিলে বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদিত হইতেছে ; যেন মস্তক মধ্যে একটী লৌহকীলক বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; যেন গ্রীবা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে ; নিদ্রাভঙ্গান্তে ; শিরোবেদনা বশতঃ মনে হয় যেন ভাল নিদ্রা হয় নাই ; যেন অত্যন্ত ঘর্ম্মোদ্গম হইবে, ইত্যাদি , অন্ত্রাশয়িক বেদনাদি বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে সংক্রমণ করে। হেরিং তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যসংগ্রহে বলিয়াছেন যে "সাহিত্যানুরাগী এবং অন্যান্য ব্যক্তি সময়ে সময়ে স্নায়বিক শিরোবেদনা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন ; দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ, ক্ষীণদৃষ্টি, এবং যাহাদিগের পরিপাক শক্তি ক্ষীণ, প্রায়ই মলকাঠিন্য উপস্থিত হয় এবং প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে যাহাদিগের অসুখ বৃদ্ধি হয়, কিম্বা যাহারা সময়ে সময়ে যেন শীঘ্রই একটা কঠিন পীড়া হইবে এইরূপ অসুখ ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন "নিকোলাম্" তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী"।

লক্ষণাবলী।

মন।—কলহপ্রিয় (অবাম্ মিউ-ন্যাট্ কোনা লাই: ষ্ট্রন্) অত্যন্ত খিট্‌খিটে স্বভাব (অ্যাব্রোট্: কোণা ন্যাট্-মিউ ইউপাস্-টীউটে, ইযুক্কা-ফিল্.)। দেহ সঞ্চালনে (হায়ো ভিজি) যেন ঘর্ম্মোদ্গম হইবে এইরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়। যেন কোন অমঙ্গল ঘটনা আসন্ন, এইরূপ শঙ্কান্বিত ভাব (চিনিন্ সলফ্ ন্যাট্-মিউ অ্যানাক্ ক্যাল্‌কে গ্র্যাফ্: যেন শীঘ্রই কোন দুঃসংবাদ আসিবে—অ্যাষ্টিরীয়াস রীউ লিসিন্)। কোন কথাব প্রতিবাদ করিলে অত্যন্ত বিবক্তি প্রকাশ করে (অরাম্, নক্স্, পেট্রোল্)। কথোপকথনে বীতবাগ (ক্যামো জেল্‌সি গ্নোন্ অ্যানাক্:)। ভীত ও কম্পিত ভাব এবং নির্জ্জনপ্রিয়তা (ব্যাবাই অ্যানক: বেল্ ক্যামো সাইকীউ ইগ্নে নক্স্; প্ল্যাট্)।

মস্তক।—প্রাতে গাত্রোত্থানকালে, শারীরিক দুর্ব্বলতা সম্ভূত শিবোঘূর্ণন, তৎসহ বিবমিষা ও বমনোপক্রম, সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ হেঁট হইয়া থাকিবার পব সোজা হইতে গেলে (বেল্)। শিবোঘূর্ণন,—মস্তক ঘুবিয়া যায় এবং দেহ টলমল কবে, যেন রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ; বৃদ্ধি=প্রাতে গাত্রোত্থানকালে (ম্যাগ্-মিউ:)। মস্তক ভার ও পবিপূর্ণ বোধ হয়; মস্তক অবনত কবিলে বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে ছেদিত হইয়াছে। মস্তিষ্কের জড়তা বশতঃ কে কি বলিতেছে হৃদয়ঙ্গম কবিতে বা স্বীয় মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারে না। শিরোঘূর্ণন অধিকারে মস্তক ভাব ও জড়ভাবান্বিত বোধ হয়, বিশেষতঃ ললাটেব পশ্চাদংশ, রোগী ললাট মর্দ্দন করিতে থাকে, প্রাতে বোধ হয় যেন বাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। সময়ে আবির্ভাবশীল প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—বৃদ্ধি বেলা ১০ টা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত প্রথমে বাম পার্শ্বে আবির্ভূত হইয়া হঠাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রমণ কবে, এবং সন্ধ্যাব সময় তিরোহিত হয়; বেদনা সময়ে সময়ে এত তীব্র হইয়া উঠে যে বোগী চীৎকাব কবিতে থাকে (যন্ত্রণায় রোগী অশ্রুত্যাগ কবিতে থাকে=কফিয়া, রাত্রি ১০ টা হইতে ১১ টাব মধ্যে বৃদ্ধি এবং সূর্য্যোদয়ে নিবৃত্তি=সিফিলিনাম্; প্রথমে বাম পার্শ্ব পবে দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে=সিঙ্কোনা)। শিরোবেদনা সমস্ত দিবস ভোগ হয় এবং মধ্যাহ্নেব কিছু পূর্ব্বে পিত্ত বমন হইয়া থাকে। মস্তকে উত্তাপ বোধ বশতঃ বোগী নির্ম্মল বায়ু সেবনেব জন্য লালায়িত হয়। মূর্দ্ধাদেশে যেন কেহ হস্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিতেছে এইরূপ বোধ। মূর্দ্ধাদেশে যেন একটী লৌহকীলক বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (যেন লৌহকীলক প্রবিষ্ট করিতেছে=হেলিবো: নক্স্; থুযা; ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে=থুযা)। মস্তকে ও বাম চক্ষু-মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা। শিরোবেদনা,—প্রতি ১৫ দিবস অন্তর আবির্ভূত এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশমিত হয়। মস্তক অবনত করিলে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। (নিকোলাম্-সলফিউরিকাম্=নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভাবশীল প্রচণ্ড শিরোবেদনা এবং পূতিবাষ্পজ সাময়িক শিরোবেদনা)।

চক্ষু।—দৃষ্টি ক্ষীণ; চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম এবং আলোককাতর; দীর্ঘ পরিশ্রমের পর, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়, চক্ষুর্দ্বয় অবসাদ প্রাপ্ত হয় এবং জ্বালা করিতে থাকে। চক্ষু জ্বালা,—বৃদ্ধি,=প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর এবং সন্ধ্যার সময়; উপশম=ধৌত করিলে (শীতল জলে ধৌত করিলে বেদনার নিবৃত্তি=অ্যাসেরাম্)। প্রাতে চক্ষু স্ফীত হইয়া থাকে এবং উন্মীলিত করা যায় না। প্রাতে অক্ষিপুট-সংযোজন (ক্যাল্‌কে: ইউফ্রে: ক্রিম্যাট্: গ্র্যাফ্: ক্যালী-কার্ব্:)। শীতল জল সংস্পর্শে চক্ষু লাল হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে আড়ষ্টতা বোধ হয়। অশ্রুস্রাব ও অস্পষ্ট দৃষ্টি অধিকারে অত্যধিক চক্ষু স্পন্দন (গ্লোন্: আয়োড্: ভেস্পা)। দূরস্থিত বস্তু সকল অত্যন্ত বৃহৎ প্রতীয়মান হয় (ইথীউ: হায়ো: এপীস্, ইউফর্ব্: ফস্: লরো: নক্স্-মস্: ফাইজস্: ভার্ব্যাস্ক্:)। দীপশিখার চতুর্দ্দিকে রামধনুর সকল বর্ণই দৃষ্ট হয় (ফস্: জেল্‌সিমীয়াম্)। সকল বস্তুই নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয় (লাই: ষ্ট্র্যামোন্: জিঙ্কাম্; সিনা, ক্রোটেল্: অ্যাক্টী-স্পাই: আর্‌ম্-মেট্:),—বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করিলে (নীলবর্ণ দেখায়=ক্যাম্ফা: ডিজি:)। প্রাতে চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয় (সাইক্লে: ল্যাক্-ডিফ্লো: ক্যাষ্টোর: ল্যাক্টীউ: ওলী-অ্যান: ক্যাল্মী: স্যাবাই: প্লাম্:) চক্ষুমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা,—যেন বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ লাগিতেছে; বৃদ্ধি=চক্ষু স্পর্শ করিলে। একটী দীপশিখা দুইটি মনে হয়।

নাসিকা।—সর্দ্দি নাই অথচ পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সাইক্লে:)। নাসা-বন্ধ—নাসিকা এরূপ রুদ্ধ হইয়া যায় যে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না; বৃদ্ধি=রাত্রে এবং দক্ষিণ নাসাতে। নাসাগ্র আরক্তিম ও স্ফীত, এবং রন্ধ্র মধ্যে বিদারণবৎ যন্ত্রণা ও জ্বালা। সর্দ্দি,—দিবসে সর্দ্দি নির্গলিত হইতে থাকে এবং রাত্রে শুষ্ক হইয়া যায় (নক্স-ভম: স্যাম্বীউ:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল যেন স্ফীত হইয়াছে এইরূপ অনুভব (অ্যা-সল্‌ফ: ডায়াডেমা; ফেরাম্; জিঙ্কোক্লেড্) এবং ভারবোধ। গলক্ষত অধিকারে মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্ব স্ফীত এবং আরক্তিম হইয়া উঠে (ম্যাগ্-ফস্: রাস; ভেরেট-ভির: ভার্ব্যাস্ক:)। স্ফীত মুখমণ্ডলের যন্ত্রণায় রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়; উপশম=শৈত্য সংস্পর্শে। হনুসন্ধির আড়ষ্টতা বশতঃ সহজে মুখব্যাদান করিতে পারে না (জেলসি: ল্যাকেসি মিডহ্বন: মার্ক-প্রোট: পেট্রোল্: স্যাট্-সল্‌ফ)। মুখমণ্ডলের ত্বক ফাটা ফাটা; মুখমণ্ডলের উপর কণ্ডুয়নজনক অরণিকা; লাল বর্ণ উদ্ভেদ। একটী ক্ষয়িত পেষণদন্ত অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে এবং সেই দন্ত টিপিলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ জল নিঃসৃত হইতে থাকে। দন্তশূল,—কর্ণমধ্যে ছেদনবৎ ও চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা (ম্যাঙ্গে:), বোধ হয় যেন সকল দন্তই শিথিলমূল, এবং দীর্ঘতর অনুভব হয়। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত মিষ্ট রস সঞ্চিত হয়। রোগীর মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, রোগী কিন্তু তাহা অনুভব করে না। জিহ্বার আড়ষ্টতা বশতঃ সহজে কথা কহিতে পারে না (লাই: সিপী: লরো:)।

গলমধ্য।—গলক্ষতাধিকারে কণ্ঠ মধ্যে বেদনা; বৃদ্ধি=কথা কহিলে বা হাই তুলিলে এবং সন্ধ্যার পর। গলাধঃকরণকালে সমগ্র কণ্ঠাভ্যন্তর ব্যথাযুক্ত বোধ হয়,—বৃদ্ধি=প্রাতে; গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্ব অত্যন্ত ব্যটান্বিত এবং স্পর্শাসহ। কণ্ঠাভ্যন্তরের প্রদাহ অধিকারে দক্ষিণ গলগ্রন্থি, মুখমণ্ডল ও গ্রীবার স্ফীতি এবং স্পর্শাসহনীয়তা। হঠাৎ কণ্ঠনলী সঙ্কুচিত হইয়া

গলরোধোপক্রম হয়। কণ্ঠমধ্যে গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও হুলবেধবৎ বেদনা। গলমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বোধ হয় যেন আলজিহ্বার মধ্যে ঐ বেদনা হইতেছে।

পাকস্থলী।—ক্ষুধা বেশ অথচ রুচি নাই, অথচ অধিকাংশ লক্ষণেরই আহারান্তে উপশম হয় (অ্যানাক্: ন্যাট্-কার্ব: ক্যাল্কে: ক্রোকাস্; আয়োড্: ষ্ট্যাফাই: ফেরাম্; ইগ্নে: ফস্:)। সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণাধিক্য। দিবারাত্র ভয়ানক তৃষ্ণা; ভয়ানক হিক্কা,—বিশেষতঃ সন্ধ্যা-কালে (ক্যালী-আয়োড্: লোবেল্: ন্যাট্-সল্ফ: জিঙ্কাম্)। যেন উপবাস করিয়াছে, পাকাশয় এইরূপ শূন্য বোধ হয় অথচ ক্ষুধা বোধ হয় না, (আহারান্তে = লাই:)। আহারান্তে পাকাশয় অত্যন্ত ভার বোধ হয় (সিঙ্কো: কোল্চি: হাইড্র্যাষ্ট্: লাই: নক্স্-ভম্:)। তিক্ত বা অম্লাক্ত উদ্গার। পাকস্থলী মধ্যে চাপবোধ,—উপশম = উদ্গারান্তে (ফ্লুয়ো: সল্ফ:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে এবং কুক্ষিমধ্যে বা কোঁকের ভিতর যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। পাকস্থলী হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা। বিবমিষা এবং উদ্গারের সহিত কণ্ঠমধ্যে অম্ল জল উঠিয়া আইসে।

অন্ত্রাশয় ও মল।—উদর স্ফীত। আধ্মানাধিক্য,—আধ্মান দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন। সান্ধ্য ভোজনের প্রাক্কালে নাভিপ্রদেশে নখবেধবৎ বেদনা এবং পৃষ্ঠে টান বোধ হয়। উদর মধ্যে ভয়ানক ছেদনবৎ বেদনার পর তরল মল নির্গত হয়। যন্ত্রণাজনক অন্ত্রকূজন। ঋতুর সময় উদর সাঁটিয়া ধরে এবং আধ্মান-বায়ু নিঃসৃত হইতে থাকে। মলকাঠিন্য,—নিষ্ফল বেগ এবং মহা চেষ্টা না করিলে নির্গত হয় না (ওপী: প্লাম্: প্ল্যাট্:)। মল কোমল হইলেও অত্যন্ত বেগ্ দিলে তবে নির্গত হয় (অ্যালীউ: হিপ্: অ্যানাক্: প্ল্যাট্: সাইলি: ভেরেট্:)। মলতারল্য,—মল পীতবর্ণ আমময় (এপীস্: বোর্: ক্যামো: অ্যা-সলফ্: হ্নাস্:),—মহা বেগে এবং আধ্মান সহ সশব্দে নির্গত হয় (ক্রোটন্-টিগ্ গ্যাম্বো: গ্র্যাটী: য্যাট্রো: ন্যাট্-সলফ: ফস্: র‍্যাফে: নিকোল্: সিপী:)। দুগ্ধপানান্তে কুন্থন ও মলতারল্য (ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব্: লাই: ন্যাট্-কার্ব্: নক্স্-মস্: সিপী:); মলত্যাগের পূর্ব্বে মলদ্বারে ছেদনবৎ যন্ত্রণা ও জ্বালা বোধ হইতে থাকে (বার্বা: ন্যাট্-সলফ্)। মলত্যাগকালে মলান্ত্রমধ্যে এবং মলদ্বারে জ্বালা ও সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বারে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা অনুভূত হইতে থাকে।

প্রস্রাব।—দিবসে ও রাত্রে প্রস্রাবাধিক্য। প্রস্রাবকালে মূত্রমার্গের দ্বারদেশে জ্বালা অনুভব (অ্যাফিস্-চিনোপোড্: ক্যাল্কে: ডাল্ক্যা: নক্স্-ভম্: পল্সে: সলফ্:—রাত্রে প্রস্রাব-কালে = অ্যাগার্: স্পাইজি:) সান্ধ্য ভোজনের পর লিঙ্গোচ্ছ্বাস। মুষ্কের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষে কণ্ডুয়ন—কণ্ডুয়নান্তে উহার উপশম হয় না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—অকালে প্রকাশ হয় এবং ঋতুর সময় উদরে ও নিতম্বদেশে বেদনা বোধ হয়; অধিকাংশ স্থলে ঋতু বিলম্বিত এবং স্বল্পস্রাবশীল,—অন্ত্রশূল, কটিবেদনা, চক্ষুমধ্যে জ্বালা এবং অবসাদ বোধ হইয়া থাকে। প্রদর,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং জলবৎ তরল; বৃদ্ধি—আর্ত্তবান্তে বা প্রস্রাবের পরে (ঋতুর পর প্রদরস্রাবাধিক্য—অ্যালীউ:

গ্র্যাফ্: প্ল্যাট্: সিপী:—প্রস্রাবান্তে প্রাতে=ম্যাগ্-মিউ:—প্রস্রাবান্তে প্রদরস্রাব বন্ধ হয়= স্লাট্-কার্ব্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ,—প্রতিবৎসর পুনরাবির্ভূত হয় (আর্স্:—স্থলবিশেষে বিবমিষা এবং উপরোক্ত ক্ষীণ দৃষ্টি এবং দুগ্ধাসহনীয়তা সংযুক্ত); প্রবল বায়ুসংস্পর্শ জনিত স্বরভঙ্গ। স্বরমার্গে কর্কশতানুভূতি; কাসিলে উপশম। কাসি,—রাত্রে ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি হয়; কাসির সময় রোগী উঠিয়া বসিয়া দুই হস্তদ্বারা স্বীয় মস্তক ধারণ করে, কিম্বা দুই হস্ত উরুর উপর স্থাপন পূর্ব্বক কাসিতে থাকে। কাসির সময় শিশুকে তুলিয়া না বসাইলে তাহার ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয় (আর্স্: হায়ো: বেল্: ক্রোটন্-টিগ্: ড্রোসেরা, ওলী-যেকোর্: পল্সে: সিপী:)। কণ্ঠ মধ্যে কণ্ডুয়নজনিত কাসি,—সন্ধ্যার পর শয়নমাত্রে বৃদ্ধি (ক্যালী-কার্ব্: ক্রিয়ো: পল্সে:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—মস্তক এদিক ওদিক ফিরাইতে গেলে গ্রীবার কশেরুকা সকল মট্মট্ করিতে থাকে (অ্যাগীর্: চেলিড্: পেট্রোল্)। গ্রীবা যেন মচ্কাইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা (আর্স্: রীউটা)। কোমল মলত্যাগকালে নিতম্ব মধ্যে বেদনানুভব। অপরাহ্নে নিতম্বদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা। দেহের স্থানে স্থানে শয়নান্তে সূচীবেধবৎ বেদনা। হস্ত ও পদদ্বয় অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—উপশম=সঞ্চালনে। বাম স্কন্ধ যেন মচ্কাইয়া গিয়াছে বা সন্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যাগার:),—মুদ্গরাদি লইয়া ব্যায়াম রূপ প্রবল সঞ্চালনে উপশম। কফোনি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত এবং অঙ্গুলিতে বাতাশ্রিত বেদনা। দক্ষিণ জানুফলক মধ্যে সূচীবেধানুভূতি। পদদ্বয় ভার ও ক্ষীণ বোধ হয়, এবং কম্পিত হইতে থাকে। বাম গুলফতলে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং কণ্ডুয়ন।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অধিকাংশ লক্ষণই সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধিত এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশমিত হইয়া থাকে। রাত্রে অস্থিরতার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়,—চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ রোগী অনবরত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। সমগ্র দেহে উত্তাপ বোধ হওয়ায় মানসিক উদ্বেগ উপস্থিত হয় এবং উত্থানশক্তি থাকে না।

ত্বক।—সমগ্র দেহে, বিশেষতঃ গ্রীবাদেশে, কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়, কণ্ডুয়নান্তে পীড়কা উদ্গত হয় (পীড়কা উদ্গত হয় না=ডলিকস্ প্রু:)। স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ভাবে জ্বালা ও হুলবেধ-বৎ বেদনা এবং কণ্ডুয়ন উদ্রেক।

নিদ্রা।—রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অনিদ্রা ও বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত শুষ্ক কাসি হইতে থাকে। প্রাতে ললাটপশ্চাতে ভার বোধ হয়,—মনে হয় যেন রাত্রে উত্তমরূপ নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি ৩টার সময় উত্তাপ ও অস্থিরতা অনুভূত হইতে থাকে এবং সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হওয়ায় আরাম পাইবার প্রত্যাশায় শয্যা ত্যাগে করিয়া পাদচারণ করিতে থাকে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পেট বেদনা বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। রাত্রে নিদ্রা না হইলেও প্রাতে দেহ ও মন আরামযুক্ত (অ্যা-ক্রু: কোব্যাল্ট:) হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি।—দেহ বা অঙ্গ সঞ্চালনে (অধিকাংশ লক্ষণের); প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে; কথা

কহিলে এবং হাই তুলিলে; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এবং নিষ্পেষণান্তে, শয়নান্তে, (কাসি) এবং দুগ্ধ পানান্তে (উদরাময়)।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে; ধৌত করণান্তে (চক্ষুজ্বালা); আহারান্তে, শৈত্য সংস্পর্শে (মুখের ব্যথা); উঠিয়া বসিলে; বাহু ও পদ সঞ্চালনে (ভারবোধ), কাসিলে (কণ্ঠনলীর কর্কশতা) এবং উদ্গারান্তে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্স: কার্ব্বো-অ্যান: ফেরাম্; অ্যা-ফ্লু: জেল্‌সি: হায়ো: ইগ্নে: কোবাল্ট: লাই: ম্যাঙ্গেন: ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম: পেট্রোল: ফস: প্লাট: পল্‌সে: সিপী: সাইলি: পল্‌সে: ষ্ট্র্যামোন্: জিঙ্কাম্।

তুলনীয়।—কোবাল্ট; প্লাটিনম্। পদার্থ বড় দেখাইলে—হায়ো, ন্যাট্রাম, ফস্ফরস। নীল দেখাইলে—লাইকোপ; দ্বিত্বদর্শন, রামধনুর বর্ণ ইত্যাদি—ফস্ফ, জেল্‌স, সর্দ্দি—নক্স, সল্‌ফ, নাসামূল—ফেরাম; দন্তশূল—ম্যাঙ্গেনম; মাথাধরা—জেল্‌স, সল্‌ফ; পাকস্থলী শূন্যবোধ—সিপিয়া; বাৎসরিক স্বরভঙ্গ—আর্স, গলক্ষত—লাইকোপ ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম ব্যবহৃত হয়।

নিকোটিনাম্

NICOTINUM.

নামান্তর।—(তাম্রকূটের উপক্ষার)।

প্রস্তুতি।—জলে বা সুরায় দ্রব প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মৃগীর আক্রমণের সঞ্চরণ; মস্তিষ্কক্লান্তি; হিমাঙ্গাবস্থা; বমন; আক্ষেপ; ধনুষ্টঙ্কার; তামাকুর মাদকতা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ট্যাব্যাকামের ন্যায় ইহারও প্রধান লক্ষণ ক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কোচন জনক আক্ষেপ:—গ্রীবা ও পৃষ্ঠের আড়ষ্টতা এবং পশ্চাদ্দিকে মস্তকের বক্রতা; চর্ব্বণপেশীর সংকোচন এবং স্বরনলী ও বায়ুনলীভুজের সঙ্কোচন বশতঃ সুংকারকারী শ্বাস প্রশ্বাস, পর্য্যায়ক্রমে ক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী আক্ষেপান্তে সর্ব্বাঙ্গিক শৈথিল্য ও কম্পন বা স্পন্দন, উদরের পেশী সকলের পশ্চাদাকর্ষণ এবং অনিচ্ছানুবর্ত্তী পেশীময় (যথা অন্ত্রমণ্ডলী, মূত্রবহা শিরা ইত্যাদি) যন্ত্রাদির সংকোচন—এইরূপ সংঙ্কুচিত বা আক্ষিপ্ত অবস্থায় অত্যন্ত যন্ত্রণা, অতিশয় বিবমিষা, শীতল স্বেদোদ্গম এবং শ্বাসরোধ এবং দ্রুত হিমাঙ্গাবস্থা সংযুক্ত হইয়া থাকে (ক্যারিংটন্) সুতরাং বিসূচিকাদি রোগের আক্ষেপ অবস্থায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিকার প্রলাপ এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন। কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না (ইথীউ: বোভি: অ্যাগ্নাস্; সিস্তাপ্: সাইলি:)।

মস্তকাদি।—মস্তকের জড়তা, এবং স্তম্ভিত ভাব; গ্রীবা ও পৃষ্ঠের আড়ষ্টতা ও মস্তকের পশ্চাদ্দিকে বক্রতা। অক্ষিপুট অত্যন্ত ভার বোধ হয় (কলোফিল্: কষ্টি: জেল্সি: ল্যাক্-ডিফ্লো: মার্কিউরীয়্যাল্-পেরেন্:)। অক্ষিপুট সঙ্কোচন (নাইট্-স্পি-ডাল্: ট্যাব্যাক্: ভায়োলা-ট্রাই:)। চর্ব্বণপেশীর আড়ষ্টতা (ট্যাবাক্—দক্ষিণপার্শ্বের = সার্সা ;—বিসূচিকাধিকারে দীর্ঘস্থায়ী চোয়ালে আটকান, ভেরেট:)। দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও চক্ষে আলোকাসহনীয়তা (এপীস্; ফস্:)। ভাল শুনিতে পায়না,—যেন শ্রবণ পথ কার্পাস দ্বারা রুদ্ধ রহিয়াছে। মুখমণ্ডলাদি ম্লান, শোণিত শূন্য এবং যন্ত্রণাব্যঞ্জক! ঊর্দ্ধ হনুমধ্যে "সড়সড়ি" অনুভব। জিহ্বা তীব্র জ্বালাযুক্ত। কাসি, হিক্কা এবং পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা তুলিবার চেষ্টা; কণ্ঠ মধ্যে শুষ্কতা ও কর্কশতা অনুভূতি। যেন অন্ননলী হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত একটা কড়া ক্রশ ঘর্ষিত হইয়া গেল। ভীষণ ক্লেশ অনুভব। *

পাক ও অন্ত্রাশয়।—রুচিহীনতা। ধূমপানে অরুচি (প্ল্যাণ্ট্যাগো; সিঙ্কো: ক্যালেডীয়াম্)। উদ্গার,—বমন সংযুক্ত, বমনান্তে উপশম। পাকস্থলী হইতে ঊর্দ্ধ ও অধোগামী অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব। পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয় মধ্যে শূন্যভাব ও অবসাদ (ককীউ-লাস, ইগ্নেশীয়া) বোধ। উদর স্ফীত। অত্যন্ত মলবেগ,—আধ্মান বায়ু নিঃসরণ ও প্রস্রাবান্তে মলবেগের নিবৃত্তি (যেন তরল মল নির্গত হইবে এইরূপ বেগ কিন্তু প্রস্রাবের পর আর থাকে না—লীলি-টাই:)। প্রস্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং বেগ প্রবল।

শ্বাসযন্ত্র।—দ্রুত এবং কষ্টজনক শ্বাসপ্রশ্বাস। বুকচাপ বশতঃ গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়। বুকাস্থির পশ্চাতে যেন একটা কি আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব যেন বুকাস্থিমধ্যে একটা মুষ্টি পরিমিত পদার্থ অবদ্ধ হইয়া আছে (সাইকীউটা)। নাড়ী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অঙ্গুল্যগ্র হইতে মণিবন্ধ (কব্জী) এবং মণিবন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত সংক্রমণশীল পিপীলিকাসঞ্চলনবৎ অনুভব। নিম্নাঙ্গ সকল ক্ষীণবোধ হয়, বিশেষতঃ সোপানা-রোহণ কালে (কর্ণাস্-স্ৰাট: ক্যালী-বাই:—আরোহণ বা অবতরণকালে = রীউটা)। আক্ষেপ ক্ষণিক, দুইদণ্ড যাবৎ ক্রমবৃদ্ধিশীল; হস্ত পদাদি কম্পিত হইতে হইতে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ প্রবলরূপে আলোড়িত হইতে থাকে, শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, এবং নিশ্বাস আটকাইয়া আটকাইয়া বহির্গত হয়; শ্বাস গ্রহণও ঐরূপ ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। রোগী এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে সে স্বীয় মস্তক সোজা করিতে পারে না। দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি শক্তির লোপ হয় এবং অবশেষে মূর্চ্ছা আবির্ভূত হইয়া চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—হস্ত পদাদি হিমবৎ শীতল (ক্যাম্ফো: কার্ব্বোভে: ট্যাব্যাক্: ভেরেট: ডিজি:)। হস্ত পদাদির অঙ্গুলিতে শৈত্য আবির্ভূত হইয়া ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে

ব্যাপ্ত হইয়া ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে (ব্রাই: মিডহ্নন্: মিনীয়্যান্: সিপী:)। কম্পজনক শীত (অ্যারেনীয়া ; চিনিন্-সলফ:)। পাকস্থলীর উপর হইতে চতুর্দ্দিকে উত্তাপ বিকীর্ণ হয় ; উত্তাপান্তে ঘর্ম্মোদ্গম হয় না। ঘর্ম্ম হিমবৎ শীতল (আর্স: ক্যাম্ফো: সাইনা, হিপ্: ইপিক: লাই: মার্ক: পল্সে: ট্যাব্যাক্: ভেরেট)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—(অপস্মার সম্বন্ধে) অ্যাবসিন্থ: ইন্ড্যান্থি-ক্রো: টাব্যাক: লোবেলীয়া, ডিজি: ক্যাম্ফো: ভেরেট: সাইকীউ ষ্ট্র্যামোন্: কার্ব্বোণ-অক্স্:।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—আর্স্: লাইকোপোডীয়ম্ (ট্যাব্যাকাম দেখ)।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

নাইট্-স্পিরিটাস্-ডাল্‌সিস্

NITRI SPRITIUS DULCIS).

নামান্তর।—নাইট্রম্ ইথার। সুইট-স্পিরিট-অভ-নাইটার।

প্রস্তুতি।—একশত ভাগ ৯০% সুরাসারে পঁচিশ ভাগ বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অতিসার ; পাথুরী, মুখে ক্ষত ; মুখের স্নায়ুশূল ; পায়ের লম্বমান অস্থিতে বেদনা ; সান্নিপাতিকাবস্থা ; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যখন আন্ত্রিক বা বাতশ্লেষ্মা জ্বরে সংজ্ঞার অবসাদ, প্রধান লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে, মহর্ষি হানেমান সেই সকল স্থলে উল্লিখিত ভেষজের ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন:—রোগী আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে,—অনেক চেষ্টার পর কিঞ্চিৎ মোহ ভঙ্গ হইলে ধীরে ধীরে দুই একটি প্রশ্নের অসম্বদ্ধ উত্তর দিয়া পুনশ্চ আচ্ছন্ন ভাব প্রাপ্ত হয় (অ্যাসিড-ফসফরিকাম ব্যর্থ হইলে), এরূপ স্থলে মহাত্মা হানিমান উক্ত ভেষজের মূল অরিষ্টের কয়েক বিন্দু অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে দুই তিন ঘণ্টা অন্তর যতক্ষণ না উপকার হয় অল্প অল্প পান করাইতেন (ফ্যারিংটন্, আর্নিকা, হেলিবোরাস, ওপিয়াম এবং অ্যাসিড-ফস্ফরিকাম পরস্পরের সহিত তুলনীয়)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আন্ত্রিক আদি অবসাদক জ্বরে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আশঙ্কা জন্মিলে এবং অ্যাসিড-ফস্: দ্বারা কোন উপকার না পাইলে অবিলম্বে এই ভেষজ প্রযোজ্য। অত্যধিক লবণসেবীদিগের মুখক্ষত এবং উদরাময় রোগেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ঝড়বৃষ্টির দিনে শৈত্য সংস্পর্শজনিত মুখের স্নায়ুশূল ; মুখক্ষত, শীতাদ, শোণিতময় মলত্যাগ্য এবং হস্তের স্থানে স্থানে অসংখ্য আঁচিল প্রভৃতি ইহার বিষয়ীভূত।

লক্ষণাবলী।

মন।—পূর্ণ ঔদাস্য,—রোগী কোন অভাব বা অভিযোগ প্রকাশ করেনা,—কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকে; অনেক চেষ্টায় যদিই কিঞ্চিৎ পরিমাণে মোহ তিরোহিত হয়, তাহা হইলে ধীরে ধীরে দুই একটী কথার অসম্বদ্ধ উত্তর দিয়া পুনশ্চ মোহ প্রাপ্ত হয় (আর্ণি: অ্যাসিড-ফস্:—আচ্ছন্ন ভাব,—কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সম্বদ্ধ উত্তর দেয়=কোল্চি: কন্‌ভ্যালে. ককীউ: আইরিস্: প্লাম্: টিলীয়া)। হানিমান্ তাঁহার "Lesser Writings" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন="রোগী উদাস ভাবে শুইয়া থাকে, না নিদ্রা যায়, না কোন কথা বলে, কোন কথা বলাইবার চেষ্টা করিলে প্রায়ই উত্তর দেয় না, বোধ হয় যেন কথা শুনিতে পাইতেছে না কিম্বা কি বলিতেছি বুঝিতে পারিতেছে না (হেলিবো: ভ্যালি: ক্যানাব-স্যাট্:) কিম্বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে না, যা দুই এক কথা বলে তাহা অতি অস্পষ্ট কিন্তু অসম্বদ্ধ নহে; যেন সে সুখাসুখ কিছুই অনুভব করিতেছে না,—সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতাক্রান্ত হয় না অথচ দেহ সঞ্চালন রহিত ভাবে পড়িয়া থাকে। * * এরূপ অবস্থায় অতি পুরাতন নাইট্-স্পিরিটাস্-ডাল্সিস্ এক বিন্দু এক আউন্স জলে বেশ করিয়া নাড়িয়া এক চা চামচ্ পরিমাণে সমস্তটা চব্বিশ ঘণ্টায় সেবন করাইবে" অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য। রোগী প্রলাপযুক্ত এবং অসম্বদ্ধ আচরণ করে; যেন মাতাল এইরূপ টলিতে থাকে; মোহভঙ্গ করিলে কথার উত্তর দেয়, শিরোবেদনার অভিযোগ করে এবং সম্প্রতি তাহার সোজা পথে চলিতে কষ্ট হয় বলে। অত্যন্ত ক্রোধন স্বভাব; কলহপ্রিয় অথচ রোদন পরায়ণ; পরিশ্রম করিতে বা কথা কহিতে অনিচ্ছুক (ফস্: অ্যা-ফস্: প্লাম্: পল্সে: সল্ফ:)।

চক্ষু।—যেন কাল বিন্দু ও বৃত্ত সকল চক্ষু সমক্ষে উড়িতেছে এইরূপ অনুভব (সোরিনাম্)। তারকা সঙ্কুচিত হইয়া যায় (ক্যাম্ফো: হেলিবো: হায়ো: ওপী:)। চক্ষু ও অক্ষিপুট মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (অক্ষি মধ্যে=আর্ণি: গ্লোন্: ক্যালী-কার্ব্: সোরিন্:—অক্ষিপুট মধ্যে=সাইক্লে: জিঞ্জিবার)। অক্ষিপুটপ্রান্ত সকল জ্বালাযুক্ত (এপীস্; আর্স্: কোল্চি: ডিজি: মার্ক্-কর: ন্যাট্-সল্ফ্: স্যাঙ্গিউইন্:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডলের উর্দ্ধাংশ যেন মেঘাবৃত এইরূপ অনুভব (মস্তক যেন মেঘ মধ্যে নিমজ্জিত=অ্যাক্টী-রেসি: আর্জেণ্ট-নাই)। শীর্ণ, অস্থিসার মূর্ত্তি (ক্যালী-ফস্: ল্যাকে: ন্যাট-মিউ:)। মুখমণ্ডল ম্লান, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং নীলিমাবেষ্টিত। সময়ে-সময়ে-আবির্ভাবশীল ওষ্ঠসংযোগস্থলের ক্ষত (লবণসেবীদিগের,—অন্য কারণ বশতঃ হইলে=কণ্ডিউর্যাংঙ: হেলিবো: লাই: সোরিন্:—সবিরাম জ্বরে=ককীউ:)। মুখের অস্থিমধ্যে কট্ কট্কারী এবং নিষ্পেষণবৎ বেদনা। পনীর ভক্ষণ জনিত মুখ মধ্যে জল সঞ্চয়। ঝড় বৃষ্টির দিনে শৈত্য সংস্পর্শ জনিত মুখের স্নায়ুশূল (গ্র্যাফ: হ্রাস),—মুখের উভয় পার্শ্বই আক্রান্ত হয় এবং শীত ও বসন্তকালে প্রকোপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পাকাশয়াদি।—অবিচ্ছিন্ন বিবমিষা ও অরুচি। আহারান্তে অম্লাক্ত পদার্থ ও

শ্লেষ্মা বমন এবং তদন্তে শিরোবেদনা। ভেদ ও বমন। মুখে অনবরত জল উঠে। আহারের অব্যবহিত পরেই পেট ভার বোধ হয়, সাঁটিয়া ধরে এবং ব্যথা করিতে থাকে। পিত্তাশ্মরী-শূল। বহুব্যাপক আমাতিসার রোগাধিকারে দৈহিক অবসাদ বোধ। লাবণিক ঔষধ সেবন জনিত বিরেচনান্তে রক্তময় ভেদ।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসারব সংযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। শ্বাস প্রশ্বাস ধীরে এবং নিয়মিত; দুই পদ পাদচারণ করিলেই শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইতে থাকে এবং তথনও নিবৃত্ত না হইলে শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টজনক হইয়া উঠে এবং বুক সাঁটিয়া ধরে। হৃৎপিণ্ডের ঝটিকাবৎ উচ্ছৃঙ্খল গতি,—বৃদ্ধি=পাদচারণে। সন্ধ্যার পর শয়নান্তে প্রায়ই এইরূপ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠে উত্তাপ বোধ (গ্লোন্: ভেরেট-ভির:),—বোধ হয় যেন পৃষ্ঠমধ্যে নীচ হইতে উপরদিকে উষ্ণ জল গড়াইয়া উঠিতেছে। হস্ত পদাদি অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়। হস্ত ও পদের নখ সকল নীল বর্ণ ধারণ করে (চিনিন্-সল্ফ: সাইকীউ: সিঙ্কো ম্যাঙ্গি: অ্যাসিড-নাই: নক্স: থুযা, ভেরেট:)। অত্যন্ত অবসাদ বোধ,—কেবলমাত্র অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিলে কিঞ্চিৎ শান্তি ও উপশম বোধ হয়; অত্যন্ত শীর্ণতা (আয়োড: আর্স: ন্যাট-মিউ: ফস: সার্সা:; অ্যাব্রোট: ফেরাম; সিপী: ষ্ট্যান্: সল্ফ:)। শিরাস্ফীতি (অ্যা-ফ্লু: হামা: পল্সে: পীয়োনীয়া)। অত্যন্ত শৈত্যসংস্পর্শ কাতর।

বৃদ্ধি।—পাদচারণে, দেহ সঞ্চালনে, শৈত্য সংস্পর্শে, অপরাহ্ণে এবং পনীর ভক্ষণে। (কলোসিন্থ: টিলীয়া;—পুরাতন পনীর সেবন জনিত পরিপাক বিভ্রাট=অ্যা-ফস: আর্স: ব্রাই: হ্রাস)।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ক্যাল্কে: ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভে: কষ্টি: কোণা: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-কার্ব: ন্যাট-মিউ: নাইট্রাম বা ক্যালী-নাই: ওপী: সিপী:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—ডিজিটেলিস্, র‍্যাণান্-বাল্বো।

সদৃশ।—আর্নি: অ্যাসিড-ফস: ওপী: হেলিবো:।

শক্তি।—এক বিন্দু মূলারিষ্ট এক আউন্স জলে মিশাইয়া এক এক চা-চামচ বা এক ড্রাম প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর বা প্রথম দশমিক ক্রম।

নুফার লুটীয়াম্

(NUPHER LUTEUM).

নামান্তর।—স্মল ইয়েলো-পণ্ড-লিলি।

প্রস্তুতি।—তাজা শিকড় হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ হইয়াছে;—বিসূচীকাবৎ

উদরাময় ; অজীর্ণতা ; শিরঃপীড়া ; ধ্বজভঙ্গ ; বিচর্চ্চিকা ; হ্রুসটক্সের বিষাক্ততা ; শুক্রক্ষরণ ; সান্নিপাতিক জ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ হিউজ বলেন যে ইহা একাই দুইটী পুরাতন ভেষজের স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। অ্যাগ্নাস-ক্যাষ্টাসের ন্যায় ইহা কামেন্দ্রিয়ের অবসাদ এবং রীউমেক্স-ক্রুম্পাসের ন্যায় প্রাতঃকালীন উদরাময় আনয়ন করিয়া থাকে। ডাঃ ফ্যারিংটনের মতে প্রভাত কালে পীতবর্ণ মল-সঞ্চায়ক উদরাময়ে গাম্বোজীয়া বা গামি-গাটী, চেলিডোনীয়াম প্রভৃতি নিষ্ফল হইলে "নুফাপ লুটীয়াম্" প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা স্নায়বিক অবসাদ, কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা লাঘব ও উদরাময় উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহা আন্ত্রিক জ্বরাশ্রিত উদরাময়ে, কামেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য জনিত শুক্রক্ষয় এবং প্রভাতে ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে বৃদ্ধিশীল পীতবর্ণ মল সংযুক্ত উদরাময়ে বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরেকে যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোদ্রেক, আন্ত্রিক জ্বরান্তে আরোগ্যমুখে নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃস্খলন প্রভৃতিও ইহাদ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রতিবাদ আদৌ অসহনীয় (অ্যানাক্: অ্যাষ্টির-রীউব: অরাম্-ন্যাট-মিউ: ক্যামো: সিনা ; ককীউ: কোণা: ফেরাম্ ; হেলোন্: ইগ্নে: লাই:—প্রতিবাদ করিতে ভালবাসে বা সকল কথারই প্রতিবাদ করে=অ্যাণ্ট-ক্রুড: রীউটা)। জীবজন্তুর কষ্ট দেখিতে পারে না, অত্যন্ত কষ্টবোধ করে (কষ্টিকাম;—রোগী ভ্রাতার যন্ত্রণা দেখিয়া নিজেও সেই যন্ত্রণা বোধ করে= লিসিন্:)।

মস্তক।—মস্তক ভার বোধ হয়। পাদচারণকালে মস্তকের সম্মুখাংশের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মস্তিকের মধ্যে ব্যথাজনক স্পন্দনানুভূতি (ব্যথাজনক পরিদোলন=কুরারী)। অক্ষিগোলকের পশ্চাতস্থিত মস্তিষ্কতলে অস্পষ্ট বেদনা। মস্তিষ্কের সম্মুখাংশের উভয় পার্শ্বে ছুরিকাবেধবৎ বেদনা ; (সাঙ্গিউইন্:)। জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ সংযুক্ত শিরোবেদনা (কামেন্দ্রিয়ের অতি-সেবা জনিত=ক্যাল্কে: পল্সে: ফস্:—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা জনিত=কোণা: পল্সে:—শুক্রক্ষয় জনিত=হ্যামা: কোব্যাণ্ট্:)। মস্তকে মরামাস ; অত্যন্ত কণ্ডুয়ন (ক্যালী-ব্রোম্: মেজের: থুযা)।

চক্ষু।—রৌদ্রে দাঁড়াইলে প্রবল কাসির পর দৃষ্টি সমক্ষে যেন উজ্জল অগ্নিকণা রাশি দৃষ্ট হয় (ক্যালী-কার্ব্:)।

পাকস্থলী।—মুখে মিষ্ট স্বাদ। জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ; মুখ আঠাময়। পাকস্থলী মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্যজনক অবসাদ বোধ ; পরিপাক কার্য্য অত্যন্ত ধীরে সম্পাদিত হয়। আধ্মানাধিক্য জনিত শূলবেদনা (আনিসাম্) ; বৃদ্ধি—প্রত্যুষে ; অম্লগন্ধ তরল-মল নিঃসৃত, কামেন্দ্রিয়ের অবসাদ, রেতঃস্খলন এবং রমণের পরদিবসে অন্ত্রশূলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কটির চতুর্দ্দিকে বেদনা,—বৃদ্ধি প্রাতে ৫টা হইতে ৭টার মধ্যে।

মলান্ত্র ও মল।—প্রতিবার মলত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা ও উত্তেজনা (ইগ্নে

ক্যাম্ফা: গ্যাম্বোজ: গ্র্যাফ: ন্যাট্র-মিউ: পল্সে: থূযা)। মলদ্বারের উর্দ্ধস্থিত মলান্ত্রমধ্যে যেন সূচী বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (ফস: ক্যালী-কার্ব:)। কয়েক দিবস যাবৎ পেটব্যথার পর তরল মল নিঃসরণ; কিম্বা যন্ত্রণারহিত উদরাময় (ডাল্ক্যা: গ্যাম্বোজ: ন্যাট্র-মিউ: ন্যাট্র-সল্ফ: অ্যা-ফস্: পডো:)। উদরাময়,—মল পীত বর্ণ, জলবৎ, দুর্গন্ধ এবং যন্ত্রণারহিত,—কিম্বা অন্ত্রশূল সংযুক্ত; বৃদ্ধি=প্রাতে ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে। মলত্যাগান্তে পেটবেদনার শান্তি এবং মলদ্বারে জ্বালা ও উত্তেজনা; অত্যন্ত অবসাদ ও হস্তপদাদির দুর্ব্বলতা বোধ,—বৃদ্ধি=সন্ধ্যার পর সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে অবসাদ।

প্রস্রাব ও পুংজননেন্দ্রিয়।—মূত্রের তলানি লাল রেণুময় (লাই: প্যারীইরা; নক্স; ফস্: সাইলি:),—উহা কঠিন এবং মূত্রাধারের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে (অ্যাস্পারেগ: কিউপ্রাম্; ল্যাক্-ক্যান্: পল্সে: সাইমেক্স; ড্যাফ্নী)। দক্ষিণ অণ্ডকোষে ব্যথা বোধ এবং যন্ত্রণাজনক ক্ষীণ লিঙ্গোদ্রেক (হিপ: লাই:)। কামোদ্দীপক কথাতেও তাহার লিঙ্গোদ্গম হয় না। শিশ্ন সঙ্কুচিত (ইউফ্রে: অ্যা-পাইঃ) এবং মুষ্ক শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে (ক্লিম্যাট্: লাই: ক্যাল্কে: ম্যাগ-মিউ:)। বাতশ্লেষ্মা জ্বরের আরোগ্যমুখে অবসাদক নৈশ রেতস্খলন। অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন,—নিদ্রিত অবস্থায় (স্থামা: ন্যাট ফস্: ডিজি), মলত্যাগ কালে (অ্যা-ফস্: জেল্সি: প্লাম্:) এবং প্রস্রাবের সময় (ইরিজী: ভায়োলা-ট্রাই:), কিন্তু লিঙ্গোদ্গম হয় না। রমণ শক্তির অভাব (ব্যারাই: লাই: ষ্ট্যাফ: ক্লিম্যাট:)। দক্ষিণ (ও বাম) অণ্ডকোষমধ্যে ছুরিকাবেধবৎ যন্ত্রণা ও শিশ্নাগ্রে ব্যথা।

প্রত্যঙ্গাদি।—পাদক্ষেপ কালে কুক্ষিমধ্যে যন্ত্রণাজনক সূচীবেধবৎ বেদনা,—টিপিলে আরাম বোধ হয়। মূত্রগ্রন্থী প্রদেশে স্পর্শকাতরতা। হস্তপদাদি অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময়। বাম উরুপৃষ্ঠে কণ্টকবেধবৎ বেদনা। পদদ্বয় ক্লান্ত ও নিরন্তর চঞ্চল। দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির তলদেশে ছুরিকাবেধবৎ যন্ত্রণা।

ত্বক।—দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন, দেহের স্থানে স্থানে লাল ছাব্কা ছাব্কা দাগ এবং তদুপরে ধপ্ধপে সাদা শল্ক বা ছাল উৎপন্ন হয়, উহা অত্যন্ত কণ্ডুয়নজনক; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময়; ঐ দাগ সকল অদৃষ্ট হইলে ফিকা লাল বা পীত বর্ণ চিহ্ন থাকিয়া যায়। পাদচারণ কালে জানু-সন্ধির পশ্চাৎ ভাঁজমধ্যে বেদনাজনক সংঘাত বোধ।

বৃদ্ধি।—প্রভাত ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে; বাতশ্লেষ্মা জ্বরের আরোগ্যোন্মুখে; কোনরূপ অমিতাচারান্তে; সন্ধ্যার সময়; সঙ্গমের পরদিনে আবল্য ও রেতঃস্খলন (সঙ্গমান্তে পুনঃ রেতঃস্খলন=ন্যাট-মিউ: ফস্:—ক্ষুধারাহিত্য=অ্যাগার: পৃষ্ঠে জ্বালা=ম্যাগ-মিউ:—মূত্রস্থলী মধ্যে ব্যথা বোধ=সীপা;—খিটেখিটে এবং ক্রোধপ্রবণতা=ক্যাল্কে: সেলিন্:—ক্ষীণ দৃষ্টি=ক্যালী-কার্ব: পৃষ্ঠে বেদনা ও পদদ্বয়ে অবসাদ=ক্যোব্যাল্ট:—জানুর অবসাদ, চলিতে গেলে বাঁকিয়া পড়ে=ক্যাল্কে:—আলস্যে=অ্যাগার: জিজীয়া—তৃষ্ণা=য্যাম্বোল্:—জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ—বার্বা:—রমণের পর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত আলস্য বোধ ক্যাল্কে-ফস্:)।

উপশম।—মর্দ্দন বা নিষ্পেষণান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ বা তুলনীয়**—প্রাভাতিক উদরাময় সম্বন্ধে=বোভি: ব্রাই: গ্যাম্বোজ্: ক্যালী-বাই: লাই: ন্যাট-সল্ফ: ফস্: পডো: রীউমেক্স্; সল্ফ: ট্রম্বিড্। জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ সম্বন্ধে=সিঙ্কো: কোণা: ডিজি: ক্লিম্যাট্: ম্যাগ্-মিউ: জেল্সি: ন্যাট-মিউ: হ্যামা: ন্যাট্:-ফস্:।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট হইতে ৩০ শততমিক ক্রম। ৩য় ও ৬ষ্ঠ দশমিক অধিক ব্যবহার হয়।

নক্স্ মস্কেটা

(NUX MOSCHATA).

নামান্তর।—(পুন্নাগ বা জাতিফল) নট্‌মেগ্।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক বীজ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণও হইতে পারে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গর্ভপাত; সংন্যাস; হাঁপানি; মস্তিষ্কের কোমলীভূতি, নিস্পন্দবায়ু; নীহারকুণ্ড; বিসূচীকাবৎ উদরাময়; আক্ষেপ; কাসি; দুর্ব্বলতা; বাহুর পেশীতে বাত; বাধক বা কষ্টরজঃ; অজীর্ণ; উদ্গার; ক্ষীণ দৃষ্টি; মূর্চ্ছা; আধ্মান; পাকাশয় শূল; রক্তস্রাব; শিরঃপীড়া; হিক্কা; স্বরভঙ্গ; মূর্চ্ছাবায়ু; সবিরামজ্বর; কটীবাত; শীর্ণতা; আর্ত্তবরোধ; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; মানসিক বিকৃতি; বস্তিকোটরে রক্তাধিক্য; রক্তাক্ত ঘর্ম্ম; গর্ভাবস্থায় উপসর্গ বা পীড়া; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত; প্রসবান্তিক আক্ষেপ; মূত্রাশ্মরী-শূল; আমবাত; প্রগাঢ় তন্দ্রা বা নিদ্রা; বাক্জড়তা; তোতলামি; কুন্থন; দন্তশূল; সান্নিপাতিক পীড়ায় রক্তস্রাব; জরায়ু ভ্রংশ; কৃমিরোগ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়ুপ্রধান মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্ত রমণী ও শিশু এবং যাহাদের গাত্রত্বক শুষ্ক এবং প্রায় যাহাদের ঘর্ম্ম হয় নাই সেই ব্যক্তির পক্ষে এবং গর্ভাবস্থায় রমণীদিগের নানাবিধ পীড়াতে ইহা উপযোগী ও ফলপ্রদ। বার্দ্ধক্যসুলভ দুর্ব্বলতা এবং বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্দ্য রোগে ইহা একটী প্রধান ভেষজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কয়েকটী ইহার প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ:—(১) অতিশয় চৈতন্য, রোগীর চক্ষে আলোক, কর্ণে শব্দ, নাসিকায় গন্ধ এবং ত্বকের উপর স্পর্শ অসহনীয় বোধ হয়। (২) এতদ্বিষয়ীভূত সকল রোগেরই প্রধান আনুষঙ্গিক লক্ষণ, নিদ্রালুতা ও তন্দ্রাভাব, কিম্বা সামান্য যন্ত্রণায় মূর্চ্ছার আবির্ভাব; কোন রোগ হইলেই নিদ্রালুতা আসিয়া উপস্থিত হয়; আচ্ছন্নাবস্থা এবং চৈতন্যরাহিত্য বা স্পর্শানুভব; দুর্দ্দমনীয় নিদ্রা। (৩) সদা অন্যমনস্ক; চিন্তা করিতে পারে না; সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য। স্মৃতি ক্ষীণ বা হঠাৎ স্মৃতি লোপ। (৪) অধ্যয়ন, কথোপকথন বা লিখিবার সময় হঠাৎ ভাবলোপ বা বিস্মৃতির আবির্ভাব; অসম্বদ্ধ বাক্য ব্যবহার করে; পরিচিত পথ চিনিতে পারে না। (৫) পরিবর্ত্তনশীল চিত্ত,—এই হাস্য

পরিহাস করিতেছে আবার পর মুহূর্ত্তেই রোদন করিতে থাকে। (৬) চক্ষুর্দ্বয় শুষ্ক, নীরস; এত শুষ্ক যে চক্ষু মুদিত করিলে কর্কর করে। (৭) মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক, লালারহিত; জিহ্বা এত শুষ্ক যে উর্দ্ধ তালুতে সংলগ্ন হইয়া থাকে; লালা কার্পাশের ন্যায় বোধ হয়; গলমধ্য শুষ্ক আড়ষ্ট অথচ তৃষ্ণাবোধ হয় না। (৮) রোগী যে অংশ চাপিয়া শয়ন করে সেই অংশে অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা আবির্ভূত হয়; শয্যাক্ষত হইবার উপক্রম। (৯) একটু অধিক আহার করিলেই শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। (১০) আহার করিতে করিতে কিম্বা আহার শেষ মাত্র পাকস্থলী মধ্যে ব্যথা ও অস্বস্তি বোধ হয়। (১১) প্রতিবার ভোজনের পর উদর ভয়ানাক স্ফীত হইয়া উঠে। (১২) গ্রীষ্মকালে শীতল জল ও অগ্নিসিদ্ধ দুগ্ধ পান জনিত, শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে এবং গর্ভাবস্থায় উদরাময় এবং নিদ্রালুতা ও মূর্চ্ছাপ্রবণতা। (১৩) প্রতিবার ঋতুর সময় রোগিনীর মুখবিবর, কণ্ঠাভ্যন্তর ও জিহ্বা অসহ্য শুষ্কভাব প্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ নিদ্রার সময়। (১৪) আর্ত্তবাস্রাবের পরিবর্ত্তে প্রদর অধিকারে জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়; জরায়ুর বায়ুস্ফীতি। (১৫) গর্ভাবস্থায় কিম্বা জরায়ু-উত্তোলক যন্ত্র ধারণ জনিত অন্ত্রাশয়ের বেদনা, বিবমিষা ও বমন। (১৬) হঠাৎ স্বরভঙ্গ;—বৃদ্ধি=বায়ুর বিপরীত্ত দিকে পাদচারণে। (১৭) কাসি,—শয্যায় উত্তাপ সংস্পর্শে; রৌদ্রে বা অত্যধিক পরিশ্রম বশতঃ দেহ অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত হইলে; গর্ভাবস্থায়; স্নানান্তে; জলে অধিকক্ষণ অবস্থিতি বশতঃ; আর্দ্র ও শীতল ভূমিতে বাস জনিত; আহারান্তে শ্লেষ্মা তরল হয় এবং পানান্তে শুষ্ক হইয়া শুষ্ক কাসি হইতে থাকে। (১৮) নিদ্রা,—দুর্দ্দমনীয় তন্দ্রাবেশ; আচ্ছন্ন নিদ্রা,—যেন নেশা করিয়াছে; মোহ,—রোগী নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া থাকে; মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু উন্মীলিত করে না। (১৯) বাতাশ্রিত পীড়াদি,—পদদ্বয় জল নিমজ্জন বা দেহের উত্তপ্ত অবস্থায় শীতল জলীয় বায়ুর ঝাপ্টা সংস্পর্শ জনিত;—বৃদ্ধি= শীতল জলীয় বায়ুতে কিম্বা আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিলে। (২০) যানারোহণে ভ্রমণকালে কটিবেদনা। বামস্কন্ধের বাত। অবসাদ,—সামান্য পরিশ্রম করিলেই শয়ন করিতে বাধ্য হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—অন্যমনস্কতা; কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না (অ্যানাক্: ব্যাপ্টি: হায়ো: ন্যাট্-কার্ব্: ন্যাট্-সল্ফ: ফস্: ষ্টাফ্: থুযা:); সকলবিষয়ে ঔদাস্য প্রদর্শন করে (এপীস্; কার্ব্বো-ভেজি সিঙ্কো: ন্যাট-মিউ: ওপী: অ্যাসিড্-ফস্:)। ক্ষীণ-স্মৃতি বা হঠাৎ স্মৃতি লোপ (অ্যানাক্: কোল্চি: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: ক্যালী-ব্রোম: লাই: ষ্টাফ্:)। অধ্যয়ন, কথোপকথন বা লিখিবার সময় হঠাৎ বিস্মৃতির আবির্ভাব (ক্যাল্কে: লাই:) হয়; অসম্বদ্ধ বাক্য ব্যবহার করে (ডায়স্কো: ল্যাক্-ক্যান্: লাই:); উত্তম রূপে পরিচিত পথ সকল চিনিতে পারে না (ক্যানাব্-ইন্: গ্লোন্: ল্যাকে:)। পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব,—এই হাস্য পরিহাস করিতেছে আবার পর মুহূর্ত্তেই রোদন আরম্ভ হয় (ক্রোকাস্; ইগ্নে); এই স্থির গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে আবার পরক্ষণেই হাস্য পরিহাসে লিপ্ত হয় [প্ল্যাটি:]। আচ্ছন্ন ও সংজ্ঞা

রাহিত্য; দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ। মানসিক উত্তেজনার পর সংজ্ঞারাহিত্য,—বিশেষতঃ রজো-স্রাবের অনতিপূর্ব্বে। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ ভাবাপনোদন ও নিদ্রা বেশ। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অসম্বদ্ধ উত্তর দেয় (বেল্: হায়োঃ নক্স্-ভম্: ওপী: ফস্: ষ্ট্র্যামোঃ ভ্যালি:)। রোগী যে দিকে দৃষ্টি করে সমস্তই নূতন বোধ হয়; অলীক, স্বপ্ন দৃষ্টবৎ দৃশ্য সকল দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়। এক মুহূর্ত্ত এক দিবস মনে হয় (অ্যালীউ: অ্যান্হ্যালো: ক্যানাব্-ইন্: ক্যানাব্-স্যাট্: মিডহ্ন্:)। প্রলাপ,—প্রচণ্ড শিরোঘূর্ণন,—অদ্ভুত হস্তমুখ সঞ্চালন, অসম্বদ্ধ কথা এবং অনিদ্রা। মদাত্যয়, স্থূল বুদ্ধি,—কোন বিষয়ই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, অলীক কল্পনা, নিদ্রাভঙ্গান্তে রোগী কোথায় রহিয়াছে স্থির করিতে পারে না; কখনও বা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে এবং নির্ব্বোধের ন্যায় ভাব প্রকাশ করে। সকল বস্তুই রোগিনীর হাস্যোদ্দীপক মনে হয়; আপন মনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে থাকে। উত্তম তর্ক করিবার ক্ষমতা। রোগীর মনে হয় তাহার দুইটী পৃথক অস্তিত্ব,—সূক্ষ্ম ও স্থূল এবং যেন তাহার সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছে। অতীত জীবনের ঘটনাবলীসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি। ভ্রম,—যেন তাহার দুইটী মস্তক।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে (কার্ব্বো-অ্যান্: ক্যালী-নাই: নক্স-ভম্: ফাইটো: সিপী: ষ্ট্র্যামো:); গৃহবহির্দ্দেশে বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে গা টলিতে থাকে; শিরোমধ্যে যেন কি দুলিতেছে এইরূপ অনুভব (ক্যানাব-স্যাট:); দুর্ব্বলতা এবং হস্তপদাদি অবশ ও যেন শূন্যে উড়িতেছে এইরূপ বোধ হয় (অ্যাসেরাম্; ক্যানাব্-ইন্: হাইপির: মুগল্যান্স-রিজী: ল্যাক্-ক্যান্: ষ্টিক্টা, ভ্যালি:)। প্রত্যহ মাথা ধরে এবং ধমনী সকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে; একটী ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অংশে দপদপকারী এবং নিষ্পেষণবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=বাম দিকের চক্ষু গহ্বরের উপর প্রদেশে। মস্তক পরিপূর্ণ ও ভার বোধ হয়,—বোধহয় যেন মস্তক প্রসারিত হইতেছে (আর্ণিকা, ল্যাক্টীউকা-ভাই:)। শিরোবেদনা,—বেদনা বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রামিত হয় (সিঙ্কো: সল্ফ:)। মস্তিষ্ক যেন টল টল করিতেছে এইরূপ বোধ হয় (হায়ো: ল্যাক্টীউ-ভাই:),—দেহ সঞ্চালনে মস্তিষ্ক স্পন্দিত হয়,—যেন মস্তকাভ্যন্তরে মস্তিষ্ক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে গড়াইয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব ও নিদ্রালুতা (ক্রুসিয়া, জিন্সেং; জেল্‌সি:); বৃদ্ধি=আহারান্তে এবং শৈত্য সংস্পর্শে; উপশম=শয্যার উত্তাপ ব্যতীত অন্য উত্তাপ সংস্পর্শে। শিরোপশ্চাৎ হইতে গ্রীবাপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিদারণবৎ বেদনা। শিরোবেদনার বৃদ্ধি=জলে মস্তক ধৌত করিলে (শীতল জলে ধৌত করিলে=ফর্মিকা, ললাটে ঘর্ম্মোদ্গমকালে শীতল জলে ধৌত করিলে=ব্রাই:); জলে মস্তক আর্দ্র হইলে, জলীয় বায়ু সংস্পর্শে (গ্লোন্: ন্যাট-সল্ফ: থ্রাস্); শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে (ক্যাল্কে-ফস্: সোরিন্) যানারোহণে ভ্রমণ করিলে (ককীউ: ক্যালী-কার্ব: মিফাইটিস, সিপী:—উপশম=অ্যাসিড্-নাই:); সুরাপানে (অ্যাণ্ট-ক্রুড, নক্স-ভম্: জিঙ্কাম্); আহারান্তে, বিশেষতঃ প্রাতর্ভোজনের পর (হাইপির: আইরিস্) নিদ্রালুতা সহযোগে; অমিত আহার করিলে (কফীয়া); উদ্ভেদ বিলোপান্তে (অ্যাণ্ট-ক্রুড: সোরিন্: সল্ফ:); আর্ত্তবস্রাবের অনতিপূর্ব্বে (অ্যাসের: হাইড্র্যাষ্ট: ক্যালী-ব্রোম্: ক্রিয়ো: লাই:

ন্যাট-মিউ: সল্‌ফ:) এবং গর্ভাবস্থায় (জেল্‌সি: গ্লোন্‌)। উপবিষ্ট অবস্থায় মস্তক সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। স্নায়বিক শিরোবেদনা,—মস্তক যেন ক্ষতান্বিত এইরূপ স্পর্শকাতরতা, বিশেষতঃ বেগে বহমান বায়ু সংস্পর্শান্তে ঈষন্মাত্র স্পর্শও অসহনীয় বোধ হয়; বৃদ্ধি=শৈত্য সংস্পর্শান্তে এবং শয়ন করিলে; উপশম= প্রবল রূপে নিষ্পেষণ এবং বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগ করিলে। দক্ষিণ দিকের চক্ষু-গহ্বরের উপরে প্রচণ্ড দৃঢ়াবদ্ধভাব, জ্বালা, ও হুলবেধবৎ বেদনা বোধ হয়; মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে এবং হনু ও ওষ্ঠদয় পরস্পর নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকে; প্রকোপের চরমাবস্থায় সংজ্ঞারাহিত্য এবং বাম পদের সঞ্চালন শক্তিরোধ; মুখমণ্ডল স্ফীত এবং বাকশক্তির লোপ হয়, রোগী পুনঃ পুনঃ ব্যথাযুক্ত অংশের দিকে হস্ত প্রসারিত করে, মস্তক আক্ষিপ্ত ভাবে এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে আকৃষ্ট হয় এবং রোগী নানা প্রকার মুখ ভঙ্গী করিতে থাকে। মস্তক কেবল বাম পার্শ্বে হেলিয়া পড়ে কিম্বা পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে আক্ষিপ্ত হইতে থাকে (দক্ষিণ পার্শ্বে শীন হয়=ল্যাক্‌-ডিফ্লো:)।

চক্ষু।—চক্ষু শুষ্ক এবং তন্মধ্যে শুষ্কতা অনুভব,—চক্ষু মুদ্রিত করিতে কষ্ট হয়; চক্ষুর্দ্বয় হরিৎনীল রেখা বেষ্টিত। সন্ধ্যার পর দীপাদির আলোকে পাঠ করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়ে। দৃষ্টিহীনতা ও মূর্চ্ছাপক্রম। চক্ষু মধ্যে জ্বালা ও অপর্য্যাপ্ত অশ্রুস্রাব; সকল বস্তুই বৃহত্তর বোধ হয় (ইথীউ: এপীস্‌, ইউফর্ব: হায়ো: লরো: ন্যাট-মিউ: নিকোলাম্‌, ফস্‌: ভার্ব্যাস্ক:); বস্তু সকল দূরবর্ত্তী (অ্যানাক্‌: ক্যানাব্‌-ইন্‌: জেল্‌:) এবং লালবর্ণের (বেল্‌: কোণা: ডিজিট: হিপ: হায়ো: ফস্‌:) বোধ হয়, কিম্বা অদৃশ্য হইয়া যায় (আর্জেণ্ট-নাই: লরো: ন্যাট-মিউ: সিপী:)। চক্ষু সমক্ষে উড্ডীয়মান কাল কাল বিন্দু দৃষ্ট হয় (সিঙ্কো: ন্যাট-মিউ: ফাইজস্‌: সিপী: সাইক্লেম: প্যারিস্‌; ফস: সোরিন্‌:)। আলোকে বা চক্ষুর অতিরিক্ত পরিশ্রমে বেদনার বৃদ্ধি হয়; অন্ধকারে চক্ষু ভাল থাকে। একদৃষ্টি চক্ষু। ত্রিকোণ-ঝিল্লিকা, অর্থাৎ চক্ষু মধ্যস্থিত ত্রিকোণ অংশের শিরা সকল স্ফীত ও আরক্তিম হইয়া উঠে (টিরিজীয়ান্‌=ফর্ম্মিকা, ল্যাকে: র‍্যাটান্‌: আর্জেণ্ট-নাই:), —স্বচ্ছাবরক আক্রান্ত হয়। দ্বিদর্শন অর্থাৎ একটী বস্তু দুইটী দেখে।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তির অতি-প্রখরতা,—একটু উচ্চ শব্দ অসহনীয় বোধ হয়। কর্ণদ্বয় যেন রুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ অনুভব (কার্ব্বো-ভে: চেলিড্‌: সিঙ্কো কোল্‌চি: ল্যাকে: স্পাইজি: সল্‌ফ:)। কর্ণমধ্যে উৎপাটনবৎ বা ছিন্নকরণবৎ যন্ত্রণা; বামকর্ণমধ্যে শলাকাবেধবৎ বেদনা (ফর্ম্মিকা: পলসে:); বৃদ্ধি=হনু সঞ্চালনে বা চর্ব্বণকালে। দূরের শব্দ অধিক শুনিতে পায়। কর্ণমধ্যে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ,—যেন কর্ণ রুদ্ধ হইয়া আছে (আর্জেণ্টনাই: চিনিন্‌-সল্‌ফ নক্স-[illegible]:)।

নাসিকা।—প্রভাতে পুনঃপুনঃ হাঁচি। ঘ্রাণশক্তির অতি-প্রখরতা। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—শোণিত সাধারণতঃ ঘোর লাল বা কাল বর্ণ (সিনা, ক্রোটেলাস, হ্যামা: ল্যাকে: নক্স-ভম:)। নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরাংশ শুষ্ক ও বদ্ধ,—মুখব্যাদান পূর্ব্বক শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন করিতে হয় (নক্স্‌-ভম: স্যাম্বীউ:)। নাসাসর্দ্দি বৃদ্ধি=শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে।

মুখমণ্ডল।—নির্ব্বোধ, জড়বুদ্ধির বা বালকের ন্যায় মুখের ভাব। মুখমণ্ডল শীর্ণ, যন্ত্রণাব্যঞ্জক; চক্ষুর্দ্বয় নীলিমাবেষ্টিত; মৃতব্যক্তির ন্যায় শোণিত রহিত, ফ্যাকাশে মূর্ত্তি; বিশেষতঃ

জলীয় বায়ু সংস্পর্শে। দৃষ্টি ভাবশূন্য, জ্যোতিহীন এবং পীড়াব্যঞ্জক। মুখমণ্ডল তিলকালকাকীর্ণ (ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: মিডহ্নন্: ন্যাট-কার্ব: সল্ফ:)। গণ্ডদ্বয়ের ঈষৎ রক্তিমা ও মুখমণ্ডলে উত্তাপবোধ। ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত এবং পরস্পর সংবদ্ধ; জ্বালাযুক্ত। বোধ হয় যেন মুখমণ্ডলের সমগ্র বামপর্শ্ব স্ফীত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও পিন্‌বেধবৎ যন্ত্রণা,—যেন শিরা মধ্যে বিদ্যুৎময় জলীয় পদার্থ ধাবিত হইতেছে।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—গর্ভাবস্থায় সম্মুখ দন্তে;—বেদনা ছিন্নকরণবৎ ও হুলবেধবৎ, বৃদ্ধি=শীতল জলীয় বাষ্প সংস্পর্শে, জল প্রয়োগ করিলে, স্পর্শ বা জিহ্বা দ্বারা শোষণ করিলে (বেল্: কার্ব্বো-ভে: নক্স-ভম: সাইলি:); উপশম=উত্তাপ প্রয়োগে (আর্স: ক্যামো: মার্ক: নক্স-ভম্: পল্‌সে: হ্লাস); বেদনা দন্ত হইতে কর্ণ ও রগ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। দন্তমাড়ী হইতে প্রায়ই শোণিতপাত হইয়া থাকে; শীতাদ। জিহ্বা,—অসাড়; বয়স্ক শিশুও কথা কহিতে পারে না,—জিহ্বা সঞ্চালন করা যেন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য; জিহ্বা যেন শুষ্ক চর্ম্মাবৃত এবং অবশ; রাত্রে এবং নিদ্রাভঙ্গান্তে শুষ্ক নীরস বোধ হয়; শ্বেত বা পীতাভ লেপান্বিত এবং তাহার মধ্যে মধ্যে আরক্তিম বিন্দু সকল প্রতীয়মান হয়। ওষ্ঠ ও জিহ্বা হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত সমগ্র মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক (এপীস: ল্যাকে:); জিহ্বা এত শুষ্ক যে মুখের উর্দ্ধাংশে আবদ্ধ বা জুড়িয়া থাকে; মুখের লালা কার্পাশের ন্যায় বোধ হয়; কণ্ঠ শুষ্ক ও আড়ষ্ট,—অথচ তৃষ্ণাবোধ হয় না (পল্‌সে:)। মুখ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত গাঢ় শ্লেষ্মা ও লালা সঞ্চিত হয়; ঋতুর পূর্ব্বে মুখে জল উঠিতে থাকে (পল্‌সে)। প্রকৃতপক্ষে মুখবিবর শুষ্ক ও তৃষ্ণাধিক্য না থাকিলেও বোধ হয় যেন মুখে রস নাই। উপক্ষত। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়; জিহ্বা শ্বেত লেপাচ্ছন্ন।

গলমধ্য।—নিগীরণকৃচ্ছ্র,—অর্থাৎ কোন দ্রব্য সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে না, —যেন নিগরণের সাহাযক্যারী পেশীর নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ। গলক্ষত ও স্বরভঙ্গ; কণ্ঠমধ্যে কর্কশভাব ও শুষ্কতা। কর্ণপশ্চান্নলী মধ্যে বেদনা,—যেন তন্মধ্যে কি একটা অমসৃণ পদার্থ আবদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া,—বিশেষতঃ এক পশ্‌লা বৃষ্টির পর।

পাকস্থলী।—যেন কত লবণ আহার করিয়াছে মুখে এইরূপ স্বাদ। অস্বাভাবিক ক্ষুধা,—বিশেষতঃ মধ্যাহ্নের সময়। জল পান করিয়া তৃপ্তি হয় না এত তৃষ্ণা। ক্ষুধা হ্রাস এবং দুই চার গ্রাস খাইতে না খাইতে উদর পূর্ত্তি হইয়া যায় (লাই: ন্যাট-মিউ:)। ক্ষীণ পরিপাকশক্তি ও পাকাশয়ের বিকৃতিপ্রবণতা,—বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের। একটু অধিক আহার করিলেই শিরোবেদনা উপস্থিত হয় (কফী: নায়া:); আহার করিতে করিতে কিম্বা আহারের অব্যবহিত পরেই পাকস্থলী মধ্যে ভার, বেদনা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় (অ্যাবীয়েজ; আর্স: সিষ্টাস্-ক্যান্: ইউপেট: নক্স: ক্যালী-বাই: পল্‌সে: সিপী:); আহার মাত্রে উদর স্ফীত হইয়া উঠে (কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: কোল্‌চি: ল্যাকে: লাই:)। আহারান্তে কষায় রসের উদ্গার উঠিতে থাকে (কার্ব্বোণ-সল্ফ:)। যানারোহণে ভ্রমণ বা জরায়ু-উত্তোলক-যন্ত্রের পেসারী উত্তেজনা জনিত বিবমিষা। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা ও বমন (অ্যাসের: অ্যা-ল্যাক্টীক: ক্রিয়ো: ল্যাক-ক্যান:

সিস্কেরিকার্প: সিপী: ট্যাব্যাক:)। উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন মাত্রে দুর্দ্দমনীয় বিবমিষার উদ্রেক (ব্রাই: ককীউ:—দেহ সঞ্চালন মাত্র=ল্যাক-ডিফ্লো:—স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়=ক্যাডমী-সল্ফ:—কোন রকম অবস্থাতেই উপশম হয় না=ভাইবার্ণ:—কেবল মাত্র দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে উপশম=অ্যাণ্ট-টার্ট:—সোজা হইয়া বসিলে=ফস:—উঠিতে গেলে=ইণ্ডীয়াম্; লেপ্ট্যান্:)। নিদ্রাবেশ সহ বিবমিষা ও বমন (ইথীউ।)। পাকস্থলীর পূর্ণতা বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ হয় (ককীউ: ওপী:)। পাকাশয় মধ্যে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ। যেন পাকাশয় মধ্যে আধ্মানবায়ু আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ চাপ বা ভার বোধ। মনোবৃত্তিনিচয়ের অত্যধিক পরিচালনা বশতঃ পাকস্থলী মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তি বোধ।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ মধ্যে নিষ্পেষণ বোধ,—যেন একটা সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র দ্বারা যকৃৎ নিপীড়িত হইতেছে। যকৃদ্বিবৃদ্ধি,—মল রক্তাক্ত; যকৃৎপ্রদেশে ভার বোধ, বোধ হয় যেন কোন সূক্ষ্মাগ্র বস্তু বা প্রস্তর দ্বারা উহা নিষ্পিষ্ট হইতেছে; যকৃৎ স্ফীত বোধ হয়। শ্বাসগ্রহণ কালে বিভেদিকা পেশীতে (উদর ও বক্ষ ব্যবচ্ছেদক পেশী) সংঘাত বা আঘাত লাগে বিভেদিকার প্রদাহ (অ্যাকোন্: এপীস্; বেল্: ক্যাক্ট্: কলো: ডিজি: ডাল্ক্যা: হ্যামা: হিপ্: লাই: মর্ফি‍ন্-সল্ফ্: ষ্ট্রাম্:),—বক্ষোপরে যেন একখণ্ড গুরুভার প্রস্তর স্থাপিত আছে তন্মধে এইরূপ চাপবোধ, এবং শুষ্ক কাসি ও শ্বাসরাহিত্য অনুভূত হয়; জলেভেজার জন্য (ডালক্যা:)। প্লীহা বিবর্দ্ধন,—তৎসহ মলতারল্য (চায়না; আয়োডাম্)। প্লীহা মধ্যে সূক্ষ্মাগ্রশলাকাবেধবৎ বেদনা,—রোগী যন্ত্রণায় দ্বিভাঁজ বক্র হইয়া যায়। অন্ত্রকূজন,—পেট হুড়্হুড়্ গুড়্গুড়্ করে বিদারণবৎ বেদনা ও অন্ত্রশূল। অন্ত্রাশয় মধ্যে অন্ত্রশূলবৎ বেদনা,—আহারের অব্যবহিত পরে (সাইকীউটা, সিঙ্কো: নক্স্; পল্সে: ষ্ট্যাফ্: ভেরেট্: কৃত্রিম দুগ্ধ-পালিত শিশুর=ন্যাট্-ফস্:—সান্ধ্য ভোজনান্তে=হ্যুউম্; ভ্যালি: যন্ত্রণায় দ্বিভাজ হইয়া যায়=সিকেল্:—অম্ল দ্রব্যাদি আহারান্তে=ড্রোসেরা ফল আহারান্তে=সিঙ্কো: পল্সে: ফেরেট্—অপরিমিত আহারান্তে= সীপা;—চিনি বা শর্করা সেবনান্তে=অ্যা-অক্স্যাল্:); বৃদ্ধি=শীতল জল পানান্তে (ব্র্যাণ্ডি পানান্তে=নক্স্-ভম্:—দুগ্ধ পানান্তে=বীউফো:—জল বা দুগ্ধ=র্যাফেনাস্;—গরম দুগ্ধপানে উপশম=ক্রোটন্-টিগ্:—গরম দ্রব্যাদি পানে উপশম=ম্যাগ্-ফস্: স্পঞ্জী:—জলপানে বৃদ্ধি= ম্যাঙ্গি:), কেবল মাত্র দিবাভাগে; ইহার সহিত মুখবিবরের শুষ্কতা ও তৃষ্ণারাহিত্য বর্ত্তমান থাকে (স্বল্পবিরাম সহ দিবারাত্র=আর্স্:—প্রতিদিন এক সময়ে=ডায়া: শিশুর প্রতিদিন বেলা ৩।৪ টার সময়=ম্যাগ্-ফস্:); উপশম=উত্তপ্ত জলের ফোমেণ্ট করিলে। প্রতিবার আহারান্তে উদর ভয়ানক স্ফীত হইয়া উঠে (অ্যাগ্নাস্; অ্যাগার্: ক্যামো: গ্র্যাফ্: ইগ্নে ক্যালী-কার্ব্: ক্রিয়ো: ন্যাট্-কার্ব্: পল্সে: অ্যাসিড্-স্যালিসাই: থূযা)। উদরাধ্মান,— আহারান্তে, যেন রোগী যাহা কিছু আহার করে, সমস্তই বাষ্পে পরিণত হইয়া যায় (অম্লে পরিণত হয়=ক্যাল্কে:)। নাভি স্পর্শকাতর ও ক্ষতযুক্ত। নাভিগোণ্ড (গোঁড় ক্যাষ্টোরীয়াম্ ল্যাকে: নক্স্-ভম্: ওপী:—শিশুর নাভি হইতে শোণিতরঞ্জিত রস স্রাব=অ্যাব্রোট: ক্যাল্কে-ফস্:—পরিষ্কার জলের ন্যায় রস নির্গমনে=ট্যাণাম্: নাভি মধ্য দিয়া মল নিঃসরণ=হায়ো:)

উদরের চতুষ্পার্শ্ব স্ফীত এবং স্পর্শাসহ,—মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর ব্যথা ও অসাড়তা এবং মলদ্বারের ঈষদূর্দ্ধে জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে, বৃদ্ধি=রাত্রে, রসস্রাবী অর্শ এবং মলান্ত্র ও জরায়ুর প্রবল নিম্নাকর্ষণ এবং যোনিমধ্যে ছেদন বা উৎপাটনবৎ বেদনা। উদর মধ্যে ছেদনবৎ এবং যেন অন্ত্রাদি আবর্ত্তিত হইতেছে এইরূপ বেদনা;—যেন ক্রমী বশতঃ এইরূপ হইতেছে এবং নিদ্রাবেশ বোধ হয়। আধ্মানাধিক্য জনিত নৈশ যন্ত্রণা বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত। জরায়ুর নানাবিধ পীড়াধিকারে উদর মধ্যে গুল্ম উপজনন,—তলপেটে বা তলপেটের বাম পার্শ্বে (নাভি প্রদেশে=হ্যউম্)।

মলান্ত্র ও মল।—মল কোমল, কিন্তু অতি কষ্টে নির্গত হয় (অ্যালীউ: অ্যানাক: কার্ব্বো-ভে: ক্যাল্‌কে-ফস: হিপার ; লোবেল্-ইন্: ন্যাট-সল্‌ফ: প্ল্যাট: রীউটা, সাইলি: ভেরেট:), মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা (অ্যালীউ: অ্যানাক: ব্রাই: গ্র্যাফ: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব: টিলীয়া-ট্রি: ; ষ্ট্যাফ ভাইবার্ণ:) সম্ভূত ; আলোড়িত ডিম্বসারের ন্যায় (ক্যামো: মার্ক: মার্ক-ডাল্‌সিস:),—গ্রীষ্মকালে, শিশুদিগের অরুচি এবং নিদ্রালুতা অনুভূত হয় ; অজীর্ণ মল (সিঙ্কো: ফেরাম্ ; অ্যাণ্ট-ক্রুড: মার্ক ওলীয়্যান: অ্যাব্রোট: ফস্: পডো:) ; পিত্ত ও আঠাময় ; পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এবং রক্তাক্ত ; তরল, পীতবর্ণ উদরাময়,—গ্রীষ্মকালে শীতল জলাদি পান জনিত (আর্স: পল্‌সে:—পঙ্কিল বা অপরিষ্কার জলপান জনিত=জিঞ্জিবার) হেমন্তকালের বহুব্যাপক উদরাময়,—মল শ্বেতবর্ণ (কোল্‌চি: ভেরেট:) ; অগ্নিসিদ্ধ দুগ্ধ পান জনিত (সিপী: টোকোদুগ্ধ=পডো:) ; দন্তোদ্গমকালে (ইথীউ: ক্যাল্‌কে: ক্যামো: ডাল্‌ক্য: ফেরাম্ ; ইপিক: হ্যউম: পডো:) ; গর্ভাবস্থায় (অ্যাসিড-ল্যাক্ট: এপীস ;=নিতান্ত প্রয়োজন হইলে উচ্চক্রম ;—হায়ো: ফস: পল্‌সে: সিপী:),—মূর্চ্ছাপ্রবণতা ; মানসিক শৈথিল্য এবং নিদ্রালুতা অনুভূত হয় ; বৃদ্ধি=রাত্রে, শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে এবং গ্রীষ্মের উত্তাপে ; অবসাদক (আর্স ; ব্যাপ্টি: ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভে: সিঙ্কো: ফস: সিকেলি: ভেরেট:)। ভয়ানক উদরাময়—সমগ্র উদর সাঁটিয়া ধরে এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মাতিসার।

প্রস্রাব।—বৃক্কশূল—অশ্মরী বা পাথুরী নির্গত হয়। মূত্রাশয়ের প্রবল সঙ্কোচন ও বৃথা বেগ। মূত্রনলী মধ্যে অশ্মরী সঞ্চয় জনিত বেদনা। প্রস্রাবকালে মূত্রমার্গ মধ্যে জ্বালা ও ছেদনবৎ বেদনা (ক্যান্থা:)। মূত্রকৃচ্ছ্র—তৎসহ মলবেগ, সান্ধ্য বা নৈশ ভোজনের পর কিম্বা অতিশয় শারীরিক পরিশ্রমান্তে ; কিম্বা জরায়ুর পীড়াদি অধিকারে। মূত্রে পুষ্প বিশেষের গন্ধ (টেরিব:) ; পরিমাণে অল্প এবং ঘোর লালবর্ণ মূত্র।

পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছাপ্রাবল্য,—তৎসহ শিশ্নের শৈথিল্য ; কামোদ্দীপক চিন্তায় মন নিবিষ্ট থাকিলেও লিঙ্গোদ্গম হয় না। সঙ্গমেচ্ছা সত্বেও লিঙ্গোচ্ছ্বাস স্থায়ী হয় না ; মূত্রাধারের মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে রস স্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অনিয়মিতার্ত্তব,—কখনও অকালে এবং কখনও বা অতি বিলম্বে প্রকাশ পায়। আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে, ত্রিকাস্থিপ্রদেশে বেদনা এবং আলস্য ভাব, পাকস্থলী মধ্যে চাপবোধ, মুখপ্রসেক বা মুখদিয়া জল উঠা এবং যকৃৎ মধ্যে বেদনা। আর্ত্তবস্রাবকালে,—

জরায়ু আদি যন্ত্রের নিম্নাকর্ষণভাব এবং পদদ্বয়ের আড়ষ্টতা। কৃত্রিম, আক্ষেপিক প্রসববেদন গর্ভস্রাবাশঙ্কা। জরায়ু-উত্তোলক-যন্ত্রের পেসারী উত্তেজনা জনিত বেদনা। জরায়ুর বায়ুস্ফী (ব্রোমীয়াম, ল্যাক্-ক্যান: লাই)। আর্ত্তবস্রাবের পরিবর্ত্তে প্রদরস্রাব (ককীউ:) অধিকারে রোগিন জিহ্বার অত্যন্ত শুষ্কতা বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (ল্যাকে:) প্রতি ঋতুর সময়, রোগিন মুখবিবর, কণ্ঠ এবং জিহ্বা ভয়ানক শুষ্ক অনুভব হয়,—বিশেষতঃ নিদ্রিতাবস্থায় জরায়ুস্রাব রজোবাহুল্য, শোণিত গাঢ় ও ঘোর। ঋতুর প্রাকালে নিতম্বদেশে বেদনা,—যেন একখণ্ড ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিতেছে। আর্ত্তবরোধ। স্তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং দুগ্ধশূন্য। স্ বৃন্ত পশ্চাদাকৃষ্ট [আস্ৰ্-আয়োড্: সার্সা:—স্তনবৃন্তের অন্তরাকর্ষণ বশতঃ তাহার স্থানে ফনে ন্যায় গর্ত্ত=এপীস্; কোণা: সাইলি:]। জরায়ু ভ্রংশাধিকারে মুখ ও কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্কে হয়, রোগিনী নিদ্রালু এবং অবসাদগ্রস্ত,—প্রতিবার আহারের পর তাহার উদর অত্যন্ত স্ফ হইয়া উঠে, পৃষ্ঠদেশে বহির্মুখী নিষ্পেষণ। জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন,—তলপেটের বামপার্শ্বে এ একটা গুল্ম রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। জরায়ু বা যোনির বহির্ভ্রংশসম্ভুত বন্ধ্যাত্ব; প্রদ প্রসবান্তিক আক্ষেপ,—মস্তক সম্মুখদিকে আক্ষিপ্ত হয়, বিশেষতঃ মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা রমণীদিগের, যাহারা সামান্য কারণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং নিতম্ব ও জানুর শৈথিল্য বোধ করে; আক্ষে পূর্ব্বে ও পরে তন্দ্রাভাব উপস্থিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—হঠাৎ স্বরভঙ্গ,—বায়ুর গতির বিরুদ্ধে পাদচারণ জনিত রোগ (ইউ হিপ্:)। কাসি,—শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে,—দেহ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে,—গর্ভাবস্থায় (কো স্নান করিলে বা জলে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে (বোর‍্যাক্স্) এবং শীতল, আর্দ্র ভূমিতে করিলে (ন্যাট্-সল্ফ্:); কাসি,—আহারান্তে তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত এবং পানান্তে শুষ্ক কাসি এবং স্বরনলী বা বক্ষমধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হইয়া থাকে—যেন বক্ষমধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া রক্তকাস। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত। শ্বাসরোগ। কণ্ঠনলীর সঙ্কোচন জনিত শ্বাসরে বক্ষোপরে যেন একটা গুরুভাব দ্রব্য স্থাপিত আছে। বক্ষমধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব এবং তন্মধ্য হই শোণিতরঞ্জিত গয়ার উঠা। গয়ার রক্তলাঞ্ছিত বা ঘোর লাল; আঠাময় এবং লবণস্বাদ বিশি রোগী উত্থিত শ্লেষ্মা পুনশ্চ গিলিতে বাধ্য হয় (কষ্টি: ন্যাট্-মিউ: আর্নি: ক্যালী-কার্ব্: সিপী:)

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্স্পন্দন,—সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা এবং তদন্তে নিদ্রা। হৃৎকম্প হৃৎপিণ্ডের কম্পন। হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করে,—যেন রোগী ভয় পাইয়াছে বা চিত্তের অপ্র জনিত। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হৃদ্স্পন্দনের প্রকোপ,—বোধ হয় যেন মধ্যে মধ্যে হৃৎপিণ্ড হইয়া যাইতেছে এবং আবার প্রবল বেগে চলিতেছে, এবং তৎকালে সশব্দ বায়ু নির্গমন হ থাকে; উপশম=উষ্ণ জলপানে এবং বস্ত্রাদিদ্বারা দেহ গরম রাখিলে; রোগী এ ওদিক করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে চাপ বোধ,—কণ্ঠদেশ প ঐ চাপ অনুভূত হয়। বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড অভিমুখে শোণিত ধাবিত হইতেছে

দ্বিধা হইয়া যাইবে। মনে হয় যেন কেহ তাহার হৃৎপিণ্ড সবলে ধারণ করিল। নাড়ী,—ক্ষীণ, ধীর বা ক্ষুদ্র।

প্রত্যঙ্গাদি।—জলীয় বায়ু সংস্পর্শ জনিত গ্রীবাপৃষ্ঠের আড়ষ্টতা। গ্রীবা এত ক্ষীণ য়ে বক্ষোপরে মস্তক আসিয়া পড়ে। কখন পৃষ্ঠে, কখনও বা নিতম্বে বেদনা অনুভূত হয় এবং জানুদ্বয় অত্যন্ত ক্লান্ত বা অবসন্ন বোধ হয়, বিশ্রামের সময়=বৃদ্ধি; কটিবাত। নিতম্ব-দেশে যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ। যানোরোহণে ভ্রমণকালে কটি বেদনা। নিতম্ব ও জানুদ্বয় ক্ষীণ বোধ হয়। হস্ত পদাদিতে বেদনা ও আড়ষ্টতা, বিশেষতঃ স্থির হইয়া থাকিলে, যেন শৈত্য সংস্পর্শ জনিত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্রেই অসাড় বোধ হয়। প্রত্যঙ্গাদি যেন শূন্যে উড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যাসেরাম্, ষ্টীক্টা, ভ্যালি: ক্যানাব্-ইন্: হাইপির্: যুগল্যান্স্-রিজী: ল্যাক্-ক্যান্:) তৎসহ শিরোঘূর্ণন। সঞ্চারণশীল (আর্ণি: ব্রাই: নক্স্-ভম্: পল্সে:) বিদ্ধ বা নিষ্পেষণকারী বেদনা,—ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ ভাবে অনুভূত হয়, অল্পক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে কিন্তু অচিরে পুনঃ প্রকাশিত হয়। পৈশিক বাত,—দীর্ঘকাল যাবৎ জলীয় বা সিক্ত বায়ু সংস্পর্শ জনিত; দেহের উত্তপ্ত অবস্থায় প্রবল জলীয় বায়ু সংস্পর্শজনিত (অ্যাকো: ব্রাই:); বেদনা ক্ষণপ্রকাশশীল এবং আকর্ষণবৎ; বৃদ্ধি=স্থির হইয়া থাকিলে (হ্রাস্, কমোক্লে: ফেরাম্; ভ্যালি:); শীতল আর্দ্র বায়ু সংস্পর্শে বা জলে দণ্ডায়মান থাকায় (ক্যাল্কে: কোল্চি ডাল্ক্যা: পল্সে: হ্রাস্, সার্সা, সিপী: সল্ফ্:) এবং আর্দ্র বস্ত্র ব্যবহার করিলে (হ্রাস্:); উপশম=উত্তাপ প্রয়োগে বা সংস্পর্শে (আর্স্: কাষ্টি: লাই: ম্যাগ্-ফস্: মার্ক্: হ্রাস্: সল্ফ্:)। বাম স্কন্ধের বাত (ফেরাম্: গ্র্যাফ:)। কক্ষমধ্যে এবং রমণীদিগের স্তনদ্বয়ের ভাঁজ মধ্যে দুর্গন্ধ। বাহুর নীচে হইতে উপর দিকে যেন একটা পিপীলিকা উঠিতেছে এইরূপ অনুভূতি (প্যালেডীয়াম)। হস্তের অঙ্গুলি হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত নিরন্তর টান ধরে। বোধ হয় যেন বাহুতে একটী রজ্জু দৃঢ়ভাবে জড়ান রহিয়াছে (অ্যালীউ: সিঙ্কো:)। নিতম্ব ও জানুদ্বয় অত্যন্ত অবসাদযুক্ত বা শিথিল বোধ হয়, যেন রোগী কতদূর ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে, এবং রোগীর শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা হয়। আরাম পাইবার আশায় রোগী অনবরত পদদ্বয়কে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে রক্ষা করে। পদ-সঞ্চালনকালে দক্ষিণ জানু যেন মুচড়াইয়া বা সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা,—বিশেষতঃ সোপাণারোহণকালে (সার্সা;)। উভয় পদে ভয়ঙ্কর বেদনা,—যেন অস্থি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জঙ্ঘাডিমাতে যেন কেহ মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে এইরূপ ব্যথা অনুভূতি (দক্ষিণ ডিমাতে=আর্ণিকা)। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে জঙ্ঘাডিমাতে খাল্ ধরে (সন্ধ্যার পর শয্যায় শয়নকালে=আর্স্: রাত্রে ফেরাম্; ফেরাম্-মিউ: ম্যাগ্-কার্ব্: ম্যাগ্-মিউ: মিডজ্ঝ নক্স্-ভম্: সল্ফ্:—রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায়=ইনিউলা;—সঙ্গমের সময়=গ্র্যাফ্:—গর্ভাবস্থা =সিকেলি:—মলত্যাগান্তে=অ্যাসিড্-অক্স্যাল্:)। পদতল সর্ব্বদা আর্দ্র (অ্যাকোন সাইলিশীয়া, সল্ফ্:)। ক্ষুদ্রসন্ধিগত বাত,—শয়নান্তে পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা (লিডাম; সাইলি:)। চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যান্স্: কোণা: ই

ক্যালী-ব্রোম্: নক্স্-ভম্: ষ্টীক্টা), প্রায়ই পড়িয়া যায় (ন্যাট্-কার্ব্:)। অবসাদ,—সামান্য পরিশ্রমের পর রোগিনী শয়ন করিতে বাধ্য হয় (ব্যাপ্টি: কোণা: ন্যাট্-কার্ব্: বেলিস্-পেরেন্:); নিদ্রালুতা; শীতার্ত্ত,—মুখমণ্ডল ম্লান প্রতীয়মান হয়। মূর্চ্ছাপ্রবণতা,—অতি সামান্য যন্ত্রণাতেও রোগী মূর্চ্ছা যায় (হিপার;),—মূর্চ্ছাবায়ু রোগাধিকারে এবং আর্ত্তবাবির্ভাবের প্রাক্কালে (আর্ত্তবস্রাবকালে=ল্যাকে: নক্স্-ভম্:)। রোগী অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, অধিকক্ষণ এক স্থানে থাকিতে পারে না (অ্যাকোন্: ট্যাব্যাক্: চেলিড্: পুনঃ পুনঃ শয্যা হইতে শয্যান্তরে গমন করিতে চাহে—কিছুতেই এক শয্যায় থাকিতে পারে না=আর্স্: হ্রাস্, সিপী:)। শিশুদিগের উদরাময় অধিকারে আক্ষিপ্তভাব,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রবল আকুঞ্চন প্রসারণ (ইথীউ: বেল্: ক্যাল্কে: ক্যামো: সিনা; কিউপ্রাম্; জিঙ্কাম্)। রোগী সংজ্ঞারহিত, প্রবল আক্ষেপ বশতঃ দেহ দণ্ডবৎ অনমনীয় ভাব ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে বাধাপ্রাপ্ত-শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে থাকে,—তৎপরে দেহ পর্য্যায়ক্রমে আলুলায়িত ও আবর্ত্তিত হইয়া থাকে; বহিরায়াম আক্ষেপ (অ্যাব্সিন্থ: আর্স্ [illegible] উ: ইগ্নে: ইপিক্: ক্যালী-ব্রোম্: ভেরেট্-ভিরি:)। মৃগী,—সজ্ঞানে (ব্যারাই-মিউ: [illegible] উ:)। মূর্চ্ছাবায়ু বা গুল্মবায়ু রোগ অধিকারে সামান্য আয়াসান্তে অবসন্ন হইয়া পড়ে। শিশুদিগের শীর্ণতা রোগ (অ্যাব্রোট্: অ্যাসিড্-অ্যাসেট্: এপীস্: আর্স্: লাই: নক্স্-ভম্: ন্যাট্-মিউ: ওলীয়াম্-যেকোর্: পডো: আয়োড্: টীউবার্কীউলিন্:)। বাহ্য অঙ্গের শোথ। সমগ্র দেহের স্পর্শাসহিষ্ণুতা,—কোমল শয্যাতে শয়ন করিলেও যে অংশ চাপিয়া শয়ন করে সেই অংশে অত্যন্ত ব্যথা উৎপন্ন হয় (ব্যাপ্টি: পাইরোজিনাম্, হ্রাস;—কোমল শয্যাতেও কঠিন বোধ হয়=আর্ণি: পাইরোজিনাম্)। বাম স্কন্ধের বাত (ফেরাম্: ম্যাগ্-কার্ব্:)। গাত্রত্বক শীতল ও শুষ্ক, প্রায় স্বেদোদ্গম হয় না।

নিদ্রা।—এতজ্জনিত সকল লক্ষণের সহিতই অত্যন্ত নিদ্রালুতা ও দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ বর্ত্তমান থাকে (অ্যাণ্ট-টার্ট: ইথীউ: ওপী:); এতদ্বিষয়ীভূত রোগাদির নিদ্রালুতা একটী প্রধান উপসর্গ। মোহাচ্ছন্নভাব ও সংজ্ঞারাহিত্য, দুর্দ্দমনীয় নিদ্রা, দুর্দ্দমনীয় তন্দ্রাবেশ,—যেন নেশা করিয়া নিদ্রা যাইতেছে এইরূপ স্পন্দন ও চৈতন্য রহিত নিদ্রা; মোহাচ্ছন্নতা,—রোগী নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকে; চক্ষুর্দ্বয় নিরন্তর মুদিত থাকে (নাসারব সংযুক্ত=ওপী:)। নিদ্রা যাইতে যাইতে চমকাইয়া উঠে। স্বপ্ন,—উচ্চ স্থান হইতে পতনের (ডিজিট: ক্রিয়ো: কাইঙ্কা; পল্সে: গভীর গহ্বর মধ্যে পতনের=ক্যামো:) এবং যেন কেহ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে (বন্য পশু পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে=সল্ফ: ষণ্ড=ইগ্নেশিয়াম্; কুক্কুর বিড়ালাদি জন্তু=নক্স-ভম্:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—গৃহ বহির্দ্দেশে শীতার্ত্ততা ও মলিন মুখমণ্ডল; বিশেষতঃ আর্দ্র, শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এবং গাত্রাবরণ উন্মোচনান্তে; উপশম=উষ্ণ গৃহ মধ্যে। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত শীতার্ত্ততা ও নিদ্রালুতা, শীত ও তন্দ্রাভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। হস্তদ্বয়ে উত্তাপ বোধ ও পদদ্বয়ে শৈত্যানুভূতি। দিবসের পূর্ব্বাহ্নে মুখমণ্ডলে ও হস্তদ্বয়ে উত্তাপ বোধ, অবসাদ বায়ুগ্রস্ততা, মিথ্যা ব্যাধি-আশঙ্কা ও মুখ এবং কণ্ঠাভ্যন্তরের অত্যন্ত শুষ্কতা বোধ অথচ তৃষ্ণারাহিত্য; নিদ্রাবেশ ও মোহাচ্ছন্নাবস্থা। গাত্রত্বক শীতল ও

শুষ্ক, স্বেদোদ্গম রহিত (ষ্ট্যাফ:) ঘর্ম্ম লালবর্ণ বা শোণিতাক্ত (কুরারী; ল্যাকে:) তন্দ্রাভাব অধিকারে; গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে চাহে না (নক্স-ভম: অ্যাকোন্: স্ক্যাম্বীউ: স্কীলা; ষ্ট্র্যামোন্: ষ্ট্রন্:)। বিষমজ্বর,—নিদ্রালুতা, শ্বেত জিহ্বা, ঘড়ঘড় শব্দকারী শ্বাস প্রশ্বাস, মধ্যে মধ্যে রক্তাক্ত কফ বা গয়ার এবং প্রায় তৃষ্ণাহীনতা বর্ত্তমান থাকে; উত্তাপ অবস্থাতেও তৃষ্ণা থাকে না।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে এবং উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিলে, শয়নান্তে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে; শীতল, আর্দ্র এবং প্রবল বায়ু সংস্পর্শে (হ্রুডো:); জল-বায়ুর বা শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে; শীতল দ্রব্যাদি পান বা আহারান্তে এবং শীতল জলে স্নান করিলে; শকটারোহণে ভ্রমণ করিলে (ককীউ:) এবং আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে (অনাক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে = পল্‌সে:)।

উপশম।—শুষ্ক, উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে; উষ্ণ গৃহ মধ্যে; গরম বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তম রূপে আবৃত করিলে, পাদচারণে (হৃদস্পন্দন)।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ**, **দোষঘ্ন**—আর্স: ক্যাম্ফো: জেল্‌সি: লরো: নক্স-ভম্: ওপী: হ্রুডো: ভ্যালি: জিঙ্কাম্।

অনুকূল সম্বন্ধ।—বেল্: লাই: নক্স-ভম্: ফস্: পল্‌সে: হ্রাস্; সাইলি: সল্ফ।

সদৃশ।—ইগ্নে: ম্যাগ্-কার্ব্: ফেরাম্; ইস্কীউ-হিপ্: সিপী: প্ল্যাট: লীলিয়াম্; মিউরেক্স্; পডো: পল্‌সে: অ্যান্ট-টার্ট্: ওপী: ইথীউ: ক্যানাব্-ইন্: ল্যাকে: ক্যাম্ফো-মনো: অ্যানাক্, ল্যাক্-ক্যান্: লাই: অ্যাগার্: ল্যাকে: ব্যাপ্টি: পাইরোজিনিন্: ক্যালী-বাই: কোল্‌চি: ব্রোম্: ইউফ্রে: হিপ: থ্যাট্-সল্ফ: হ্রুডোড্: হ্রাস্; আর্স: ক্যাল্‌কে: ডাল্‌ক্যা: ককীউ: থ্যাট্-মিউ: বেল্: এপীস্; স্পাইজি: ভেরেট্: ক্রোটন্-টিগ্: অ্যাসিড-অক্স্যাল্: পেট্রোল্: সার্সা; ক্রুসীয়া; জিনসেঙ্; জেল্‌সি: সিনা; হিম্যাটক্স্: নক্স-ভম্: কুরারী; ষ্ট্যাফ: ব্রাই: মস্কাস্; ক্যাক্টাস্।

তুলনীয়।—মিরিষ্টিকা (স্ফোটক ও পূয়); ইংগ্নসি (মূর্চ্ছা বায়ু ধাতু); ফেরাম (দক্ষিণ বাহুর বাত); সিপিয়া, প্লাটিনম (জরায়ুভ্রংশ); তন্দ্রালু—ওপিয়ম, অ্যান্টি-টার্ট, আনাকার্ড, লাইকোপ—স্মৃতিশক্তির হীনতা,—গাত্রটাটানি—ব্যাপ্ট, ঋতুর শোণিতের পরিবর্ত্তে প্রদর—ককুলস; সহসা স্বরভঙ্গ—ইউফ্রে; গর্ভাবস্থায় কাসি—কোণায়াম্; গাড়ীতে চড়ার মন্দফল—ককুলস; মাথা বামদিকে টলিয়া পড়া—ল্যাক-ডি; বাহ্যে কালীন মূর্চ্ছা—এপীস, পল্‌সে, সল্ফ তন্দ্রাসহ মাথাব্যথা—জেল্‌স; রক্তাক্ত ঘর্ম্ম—নক্স, লাইকোপ, ল্যাকে, আর্ণিকা; চুচুক—সার্সা; মাথা তুলিলে বিবমিষা—ব্রায়ো; হৃৎপিণ্ড—ক্যাকটস।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ১২ শততমিক সচরাচর। এতদ্ব্যতীত ৩০, ২০০ বা তদূর্দ্ধক্রম ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ দিন।

নক্স ভমিকা।

(NUX VOMICA.)

নামান্তর।—কুঁচিলার বীজ; পয়জন্ নট্।

প্রস্তুতি।—ইহার বীজ হইতে বিচূর্ণ এবং মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মুখে বয়োব্রণ; মদাত্যয়; দৃষ্টিক্ষীণতা; ক্রোধের মন্দফল; সংন্যাস; হাঁপানি; পৈত্তিকতা; মূত্রাধারের পীড়া; অস্থিতে গুটীকা; মস্তিষ্কের পীড়া; শ্বাসে অম্লগন্ধ; যানারোহণে বমনেচ্ছা ও বমন; সর্দ্দি; শূল কোষ্ঠবদ্ধ; আক্ষেপ; কাসি; খালধরা; প্রলাপ; অতিসার; রক্তামাশয়; অজীর্ণ; শুক্রক্ষরণ; মৃগী; চক্ষুর পীড়া; বাত ও ক্ষুদ্রসন্ধিবাত; পাথুরী; পাকাশয় শূল; অর্শ; মাথাব্যথা; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; অন্ত্রবৃদ্ধি; কোরণ্ড বা পোতা; ব্যাধিশঙ্কা; ধ্বজভঙ্গ; সবিরামজ্বর; যকৃতের পীড়া; কটীবাত; কৃত্রিম মৈথুন; চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণবিন্দু দর্শন; রাত্রিকালে নাকের পীড়া; কামোন্মাদ; পক্ষাঘাত; উল্‌টামুদা; গর্ভিণীর রোগ; মূত্রাশ্মরী; সামুদ্রিক যাত্রায় বা নৌকারহণে বমনেচ্ছা; নিদ্রার ব্যাঘাত; বাকজড়তা; রেতঃক্ষরণ; তীর্যগদৃষ্টি; আস্বাদ বিকৃতি; চায়ের মন্দফল; কুন্থন; তামাকু অভ্যাসের মন্দফল; জিহ্বার পীড়া; মূত্রনলীর আক্ষেপ; পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ; জরায়ুচ্যুতি; অপত্যপথের চ্যুতি বা ভ্রংশ; শিরোঘূর্ণন; মুখ দিয়া জল উঠা; কৃমি; জৃম্ভন ইত্যাবি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা কৃশ, ক্রোধনস্বভাব, সতর্ক ও আগ্রহশীল এবং কৃষ্ণকেশ, পিত্ত বা শোণিতপ্রধান ধাতু সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কলহ ও প্রতিশোধপ্রিয় এবং পরের অহিতকারী, স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিগণও নক্স্-ভমিকার বিশিষ্ট ক্ষেত্র। যে সকল শীর্ণ, উত্তেজনাপ্রবণ, স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তি সুরাদি পানাসক্ত, প্রায় অজীর্ণ ও অর্শরোগ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত উপকারক। যে সকল ব্যক্তি কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া বসিয়া বসিয়া দিন যাপন করেন অথচ যাঁহারা সংসারের নানা চিন্তায় ব্যস্ত, প্রায় উত্তেজক মাদক দ্রব্যাদি সেবন করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের প্রায়ই মলকাঠিন্য ঘটে, এবং যাঁহারা প্রায়ই বলকারক বা বিরেচক ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন,—নক্স্-ভমিকা তাহাদিগের পরম বন্ধু। সংক্ষেপে ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এস্থলে প্রদত্ত হইল—(১) ক্রোধন-স্বভাব, পরচ্ছিদ্রান্বেষী এবং সর্ব্বদা যেন কত বিরক্ত এইরূপ ভাবধারণ করিয়া থাকে; আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ কিন্তু মৃত্যুকে ভয় করে। অবসাদ-বায়ুগ্রস্ত, ব্যাধিশঙ্কাযুক্ত, সাহিত্যসেবী, অধ্যয়ননিরত, গৃহে বসিয়া দিন যাপন করে, আদৌ শারীরিক ব্যায়াম করে না, নানাবিধ পাক ও অন্ত্রাশয়িক রোগ ও অধিকাংশ সময়ই মলকাঠিন্য গ্রস্ত। (২) দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যাধিক্য,—কোনরূপ শব্দ, গন্ধ, আলোক বা সঙ্গীতধ্বনি রোগীর বিরক্তিকর; সামান্য পীড়ায় রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে; কেহ

কিছু বলিলেই মহাক্রোধের উদ্রেক হয়। (৩) প্রথম সন্ধ্যা . . . তা,—জাগিয়া থাকিতে পারে না। রাত্রি ৩টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া এক বা দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ মনোমধ্যে নানা চিন্তার উদয় হয় এবং তৎপরে নিদ্রিত হইয়া পড়ে; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে দেহ অত্যন্ত অবসন্ন ও অস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত বোধ করে। (৪) অতীব্র এবং ভারবোধ জনক শিরোবেদনা,—বেদনা ললাটে, অক্ষি গোলকের উপর প্রদেশে এবং শিরোপশ্চাতে,—মস্তক শূন্যবোধ, কর্পর-ত্বকের স্পর্শকাতরতা এবং যেন কোন কঠিন বস্তুর উপর মস্তক নিপীড়িত করিলে আরাম বোধ হইবে এইরূপ অনুভব; সুরাপানাদি অত্যাচারের পর মস্তক প্রসারিত এবং আভ্যন্তরিক ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। (৫) তরুণ সর্দ্দি,—এক রন্ধ্র রুদ্ধ এবং অন্য রন্ধ্র উন্মুক্ত ও তন্মধ্য হইতে তরল শিঙ্ঘানক বা শিক্নি নির্গলিত হইতে থাকে; দিবসে নাসিকা হইতে অনর্গল শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং রাত্রে বন্ধ হইয়া যায়; শ্লেষ্মা কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক। (৬) বক্ষমধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাবজনক, শুষ্ক এবং বক্ষবিদারক কাসি,—সময়ে সময়ে শোণিতলাঞ্ছিত গয়ার নির্গত হয়। (৭) শীতার্ত্ততা ও কম্পন,—নখ সকল নীলবর্ণ ধারণ করে,—গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে শীতবোধ হয় অথচ আবরণ রাখে না। (৮) গাত্রত্বক শুষ্ক ও উত্তাপযুক্ত। (৯) নিতম্ব ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ এবং অবশ, বিশেষতঃ শয়নান্তে। (১০) কটিবেদনা,—বাতাশ্রিত,—অত্যন্ত তীব্র; শয্যায় শয়নকালে,—পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, রোগীকে উঠিয়া বসিতে হয়। (১১) অজীর্ণ রোগ এবং পাকাশয়িক অম্লরোগ,—পাকস্থলী মধ্যে বেদনা ও ভারবোধ; অম্ল বা তিক্ত উদ্গার। (১২) অগ্নিমান্দ্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাক্ষসী ক্ষুধার উদ্রেক হয়। (১৩) পাকস্থলী হইতে অতি কষ্টে আধ্মানবায়ু নিঃসৃত হয়। (১৪) রোগীর মনে হয় বমন করিলেই তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে, কিন্তু বমন করা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব হইয়া পড়ে। (১৫) কুক্ষিদ্বয় যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ শ্বাসকষ্ট। (১৬) অন্ত্রমণ্ডলীর আকুঞ্চনক্রিয়ার অভাব বা আক্ষিপ্তভাব বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা। (১৭) পুনঃ পুনঃ অতৃপ্তিকর মলত্যাগ,—বেগ থাকিলেও সামান্য মল নির্গত হয়; একবারে সমস্তটা নির্গত হয় না। (১৮) মলান্ত্রমধ্যে নিরন্তর অস্বস্তি বোধ। (১৯) কণ্ডুয়নযুক্ত অর্শ রক্তস্রাব শূন্য,—ব্যথান্বিত, তৎসহ পুনঃপুনঃ বৃথা মলবেগ। (২০) পর্য্যায়ক্রমে মলতারল্য ও মলকাঠিন্য আবির্ভূত হয়। (২১) আর্ত্তব,—অনিয়মিত, ঘোরলাল এবং প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা সংযুক্ত, সময়ে সময়ে এমনই বেগ হয় যে বোধ হয় যেন মল নির্গত হইবে। (২২) অত্যন্ত শীতার্ত্ততা,—অঙ্গুলির নখ সকল নীলবর্ণ হইয়া যায়। কি উত্তাপ অবস্থা, কি স্বেদাবস্থা, সকল সময়েই দেহ সঞ্চালন বা গাত্রাবরণ উন্মোচন মাত্র শীতবোধ হয়। দেহের একপার্শ্বে অম্লাক্ত ঘর্ম্ম (২৩) কফি, ধূম ও সুরাদি উত্তেজক দ্রব্যাদি পান, গরম মসলা দেওয়া ব্যঞ্জনাদি বা লবণজারিত আহার্য্যাদি ভোজন, অতিআহার, দীর্ঘকাল যাবৎ মানসিক পরিশ্রম, বসিয়া বসিয়া জীবনাতিবাহন, অনিদ্রা, সুগন্ধি বা পেটে. ঔষধাদি সেবন এবং গ্রীষ্মকালে শীতল প্রস্তরাবৃত স্থানে উপবেশন প্রভৃতি কারণ সম্ভূত পীড়াদি। (২৪) সজ্ঞান অবস্থায় ধনুষ্টংকারাদি আক্ষেপ; বৃদ্ধি=ক্রো. . . . , মানসিক উদ্বেগ, স্পর্শ বা দেহসঞ্চালনে।

(২৫) মূর্চ্ছাপ্র[illegible]আঘ্রাণান্তে, প্রাতে; আহারান্তে এবং প্রতি প্রসবের পর। (২৬) আহারের এক বা দুই ঘণ্টা পরে পাকস্থলী মধ্যে যেন প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে এইরূপ ভারবোধ হয় (আহারের অব্যবহিত পরে=ক্যালী-বাই: নক্স-মস্কেটা); মুখপ্রসেক বা মুখে জল উঠে; পাকাশয়ের দৃঢ়াবদ্ধভাব,-রোগী স্বীয় কটির বস্ত্র শ্লথ করিতে বাধ্য হয়; আহারের পর দুই তিন ঘণ্টা যাবৎ মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে না; সন্ধ্যার পর ভোজন করিলেই নিদ্রাবেশ। [illegible]িক চিকিৎসার পর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে গেলে অগ্রে নক্স-ভমিকা [illegible]।

[illegible]াবলী।

মন।—ক্ষীণ স্মৃতি; সর[illegible] এবং অসাবধানী। ভাবপরম্পরা রক্ষা করিতে অক্ষম বলিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে না, রোগিনীর মনে হয় যেন তাহার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটীবে (অ্যালীউ: অ্যাম্ব্রা; সীপা; ক্যানাব-ইন্ অ্যাক্টীয়া-রেস্: আয়োড্: ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাক্-ক্যান্: লীলিয়াম-টাই মিডহ্বন:)। সময় অত্যন্ত ধীরে [illegible]ছে মনে হয় (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: ক্যানাব্-ইন্ মিডহ্বন্: অ্যান্থ্রালো:) [illegible]্য, স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা এবং হিংস্রভাব। অনবরত স্বীয় অবস্থার ব[illegible]লিতে ভালবাসে এবং তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করে (অন্যের কথা অসনীয়=[illegible] পরছিদ্র অন্বেষণ করিতে (সাইক্লে: অ্যাসিড-ল্যাক্টি: হেলোন্: প্ল্যাট: সল[illegible]বিশেষ তৎপর (ক্যামো ড্যলকা: হায়ো পেট্রোল্: সিপী:—অনবরত অপরাধের কথা উল্লেখ করে=ভেরেট-ভির্:)। একগুঁয়ে বা স্বমত-প্রধান; যে রোগিনী স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখে হঠাৎ একদা সেই স্বামিকে হত্যাকরিবার আবেগ (সতীত্বে বা সততায় সন্দেহ বশতঃ হত্যা করিবার আগ্রহ=হায়ো:—যাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসে তাহাদিগ[illegible]র আবেগ=আর্স্: হিপ:—কোন একটী রমনীকে হত্যা করিবার দুর্দ্দমনীয় [illegible]য়োড:)। প্রাতে কোনরূপ পরিশ্রমে বিরক্তি এবং অত্যন্ত আলস্য ও অবসাদ [illegible]কথন ও অধ্যয়ন করিতে ভাল লাগে না; অত্যন্ত রাগী এবং একাকী থাকিতে [illegible]ক্টীয়া, কোকা, সাইক্লে: হেলিবো: ইগ্নে: হায়ো: অক্সাইট্রোপ:) আত্মহত্যা করিবা[illegible] কিন্তু মৃত্যুভয়ও যথেষ্ট (আর্স্: সিঙ্কো:)। কখনও বেশ স্ফূর্তিযুক্ত আবার পরমুহূর্ত্তেই হয়ত বিষণ্ণভাব প্রকাশ করে। যাহারা কোনরূপ শারিরীক পরিশ্রম না করিয়া গৃহে বসিয়া জীবনাতিবাহন করে, সুরাপান করিয়া রাত্রিযাপন করে এবং প্রায় আধ্মান ও কোষ্টবদ্ধ আদি রোগ ভোগ করে, সেই সকল রোগীর অবসাদবায়ুগ্রস্ততা অবস্থায় প্রযোজ্য; বৃদ্ধি আহারান্তে; রোগী অত্যন্ত অল্পে কাতর। অতি সতর্ক এবং আগ্রহশীল সহজে উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হয়; কিম্বা প্রতিশোধপ্রিয় এবং ঈর্ষাপূর্ণ ও পরদ্বেষী। কেহ বিরক্ত করিলে তাহার সহিত মহা কলহে [illegible] ও [illegible] অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠে। চৈতন্য বা বা অনুভবশক্তি যুক্ত কোনরূপ শ[illegible]সঙ্গীতধ্বনি (নক্স-মস্ক:) কিম্বা অতি সামান্য পীড়াদি অসহনীয় বোধ [illegible] কাতর করিয়া তুলে (অ্যাকোন্:

কফী: ক্যামো)। যে কোন কথা হইক না কেন রোগীর প্রতি প্রয়োগ মাত্র তাহার বিরক্তির উদ্রেক হয় (ইগ্নে:) সামান্য শব্দে ভীত হয় এবং উন্মত্ত হইয়া উঠে ; উপযোগী ঔষধ পর্য্যন্ত তাহার অসহনীয়। বহুকাল ধরিয়া মানসিক পরিশ্রম জনিত পীড়াদি (অ্যানাক্:), ক্রোধোদ্রেকের পর, পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপের আবির্ভাব হয়, পিত্ত বমন হইতে থাকে এবং অত্যন্ত তৃষ্ণার উদ্রেক হয় ; অত্যন্ত আলস্য বোধ হয় এবং কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা হয় না।

মস্তিষ্ক ও মস্তক।—স্তম্ভিত বা জড়ভাব এবং মস্তিষ্কের জড়তা,—যেন রাত্রে কত সুরাদি পান ও মত্ততায় লিপ্ত ছিল। শিরোঘূর্ণন,—রোগীর সংজ্ঞা থাকে না ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ্নি: র‍্যাণান্-স্কি:) সম্মুখ দিকে পতনোপক্রম হয় (অ্যাগার: কষ্টি: সাইকীউটা) ; হেঁট হইলে মাথা ঘুরিতে থাকে (অ্যাক্টী-রেস্: অ্যাণাক্: ক্যাম্ফো: কষ্টি: কার্ব্বো-ভে: ক্যামো: গ্লোন্: হ্যামা: আয়োড: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: মার্ক: পেট্রোল্ পল্সে:),—রোগীর শয্যা ঘুরিতেছে (কোণা:) ; ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে মনে হয় পড়িয়া গেলাম এবং সম্মুখে যহা থাকে তাহাই ধরিতে বাধ্য হইতে হয় (ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণন=ক্যাল্কে: কিউপ্রাম্-মেট: গ্রাফ: ল্যাকে: ট্যাব্যাকাম্) ; প্রাতে এবং সান্ধ্যভোজনান্তে দেহ টলমল করে (লাই:),—ললাটতটে বেদনা এবং মুখমণ্ডলে রক্তিমা ও উত্তাপ আবির্ভাব। পূর্ব্বদিবসে সুরাদিপান ও মত্ততা জনিত নেশা যেন এখন রহিয়াছে এইরূপ অনুভব এবং শ্রবণ ও দর্শন শক্তির লোপ,—বিশেষতঃ=রৌদ্র সংস্পর্শে এবং সান্ধ্য-ভোজনান্তে। সংন্যাস্, নাসিকাধ্বনি সংযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে (ওপী:),—আক্রমণের পূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন (ইপিক্: স্যাঙ্গিউইন্: কিউপ্রাম্-মেট্:), কর্ণমধ্যে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, বিবমিষা ও বমনোদ্রেক হয়। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ তন্মধ্যে জ্বালাবোধ এবং স্ফীত মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও রক্তিমা আবির্ভাব। নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং আহারের পর ললাটপশ্চাতে জ্বালা (ললাটোপরে যেন এ[illegible]ালক সংলগ্ন হইয়া আছে—কষ্টি:)। মস্তিষ্ক যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ [illegible]সি: কিউপ্রাম্-মেট: আর্নি:),—সাধারণতঃ এক পার্শ্বে (দক্ষিণপার্শ্বে ব্যথা বো[illegible] উপশম=অনাক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে। মস্তক মধ্যে নিষ্পেষণ বা শলাকাঘাতবৎ [illegible]=প্রাতে ; লাঘব= সন্ধ্যার মধ্যে ; ক্ষীণ বা তিমির-দৃষ্টি (সাইক্লে: অ্যা-ফস্: [illegible]রোবেদনা আরম্ভের প্রাক্কালে তিমিরদৃষ্টির আবির্ভাব=আইরিস্-ভার্সি: ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ডিফ্লো: ফস্: সোরিন্:—শিরোবেদনার তিরোভাবান্তে=সাইলি:—দ্বিদর্শন সহযোগে=ন্যাট-মিউ: ফাইটো:—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন সহযোগে=বেল্: সাইক্লে:] ; শিরোবেদনাধিকারে অম্ল বমন এবং হৃদস্পন্দন (বীউফো; সাইক্লেম্:); বৃদ্ধি=মানসিক পরিশ্রমে (পল্সে: আর্জেণ্টনাই: ব্রাই: ক্যাল্কে: মিউহ্বন্: ন্যাট-মিউ: ফাইজস্টিগ্মা ; সাইলি: টিলীয়া), আলোকে (বেল্: এপীস্; ককীউ: জেলসি: মিডহ্বন্: ন্যাট-মিউ ন্যাট-সলফ: ফস্: প[illegible] [illegible] বেল্: ককীউ: কফী: ইগ্নে: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাক্-ডিফ্লো: সাইলি: স্পাইজি:[illegible] [illegible]নে বেল্: ব্রাই: ককীউ: ইগ্নে: পলসে:) এবং আহার বা অমিত আহারান্তে (ক্যাল্[illegible]: [illegible]: কফী: হায়ো হ্রাস্: জিঙ্কাম্:)।

সময়ে-সময়ে-আবির্ভাবশীল-ললাটদেশীয়-শিরোবেদনা,—ললাট কম্প্রিতত্বকবৎ স্পর্শাসহ,—তৎসহ মলবদ্ধতা (ব্রাইঃ ক্যাল্কে-ফস্ঃ হাইড্রাষ্টঃ ল্যাক্-ডিফ্লোঃ ভেরেটঃ)। অপরিমিত কফি পান বশতঃ এক-পার্শ্বিক শিরোবেদনা বা অর্দ্ধাবভেদক। ব্রহ্মতালুতে যেন পেরেক প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা (ফর্ম্মিকা ; হেলিবো—যেন পেরেক ফুটিয়া রহিয়াছে=নিকোলাম্ ;—যেন ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে আসিতেছে=থুযা),—যেন করোটী দ্বিধা করিতেছে (ক্যালী-আয়োড:)। মস্তকে যেন কি প্রবিষ্ট হইতেছে বা বসিয়া যাইতেছে এইরূপ নিষ্পেষণ বোধ। রাত্রে এবং প্রাতে, ললাটে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব,—যেন ভিতর দিকে নিপীড়িত হইতেছে ;—বৃদ্ধি=শীতল বায়ুতে মস্তক অনাবৃত করিলে। শিরোপশ্চাতে যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যথা বোধ। অনাবৃত স্থানে পাদচারণকালে বা দৌড়াইলে মস্তিষ্ক যেন স্পন্দিত হইতেছে ইত্যাকার অনুভব (বেল্:) ; উপশম=মস্তকে উত্তম রূপে বস্ত্র বন্ধন করিলে, উষ্ণ গৃহমধ্যে এবং স্থির হইয়া থাকিলে। শিরঃপীড়াদির বৃদ্ধি=মানসিক পরিশ্রমে, নির্ম্মল বায়ুতে পাদ-চারণাদি ব্যায়ামে এবং আহারান্তে, উপশম=প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানান্তে, উষ্ণ গৃহমধ্যে এবং শয়নান্তে (লাইঃ ক্যাল্কেঃ সল্ফঃ সিঙ্কোনা বা চায়না ; ইরিঞ্জীঃ জেল্সিঃ গ্লোন্ঃ মিনীয়্যান্ঃ ন্যাট-মিউঃ অ্যা-নাইঃ সিন্যাপিস্) কিম্বা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে (গুয়ায়েক; ক্রিয়োঃ হ্রাস সিফিলিনাম্)। কর্পরত্বক স্পর্শ (সিঙ্কোঃ মেজের:) বা প্রবল বায়ুর সংস্পর্শ অসহিষ্ণু ; উপশম উত্তম রূপে গরম বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিলে। শুষ্ক বায়ু প্রবাহ বা জলীয় বায়ুর ঝাপটা সংস্পর্শে মস্তকে ঠাণ্ডা লাগে। মস্তকের ও মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম ; মস্তকের ও মুখমণ্ডলের ঐ অংশ শীতল বোধ হয়, তৎসহ দুশ্চিন্তা ; মস্তক অনাবৃত করিতে ভয় হয় ; স্বেদোদ্গমান্তে যন্ত্রণার অবসান হয়। ধানুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ কালে মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায় (কিউপ্রাম-মেটঃ সাইকীউটা)।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয় নীলিমাবেষ্টিত এবং সর্ব্বদা অশ্রুভারাক্রান্ত। রাত্রে চক্ষুমধ্যে বিদারণকারী বেদনা, কিম্বা জ্বালা বা কর্কর করে, শুষ্ক ভাব, কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় এবং পিট্‌পিট্ করিতে থাকে,—যেন তন্মধ্যে লবণ পড়িয়াছে,—অপাঙ্গ মধ্যে অধিক ; মর্দ্দন করিলে কণ্ডুয়নের উপশম (সিনা ; ক্যালী-বাইঃ স্কীলা)। চক্ষুমধ্যে ব্যথা বোধ। চক্ষুর্দ্বয় প্রদাহান্বিত এবং তাহার শ্বেতাংশ ও যোজিকা আরক্তিম ও স্ফীত। ঘনত্বকের প্রদাহ (স্পাইঃ থুযা) ও তন্মধ্যে রৌদ্রাসহিষ্ণুতা ; ঘনত্বকের পশ্চাতঃ স্থানে স্থানে নীলিমা দৃষ্ট হয়। অপাঙ্গদ্বয় আরক্তিম ও পিঞ্জট পরিপূর্ণ, রাত্রে জুড়িয়া যায়। অক্ষিপুট-স্পন্দন (ক্যাল্কে-ফস্ঃ ম্যাগ-ফস্ঃ ন্যাট-মিউঃ ফাইজস্ঃ সাইকীউঃ হ্যউম কোডিইন্ঃ)। অক্ষিপুট স্ফীত ও আরক্তিম (আর্জেণ্ট-নাইঃ মার্কঃ ন্যাট-কার্বঃ হ্রাস),—চক্ষুর যোজকত্বক পর্য্যন্ত লাল রেখাকীর্ণ এবং তন্মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা ও টান বোধ হয়। পৈশিক আড়ষ্টতা বশতঃ অক্ষিপুট সঞ্চালন অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়। চক্ষু স্থির ও জ্যোতিঃবিশিষ্ট ; চক্ষু উদ্বেগব্যঞ্জক ও একদৃষ্টি ; দিবালোকে চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হয় ; বৃদ্ধি=প্রাতে। চক্ষু সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা কাল কিম্বা ধূসর বর্ণ বিন্দু সকল দৃষ্ট হয়। দূরদৃষ্টি, নিকটের বস্তু দেখিতে পায় না (আর্জেণ্ট নাইঃ ক্যাল্কেঃ হায়োঃ লীলি-টাই)। চক্ষু সমক্ষে বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায়

আলোক রেখা সকল দৃষ্ট হয়। সুরাদি: পান জনিত ক্ষীণদৃষ্টি, চক্ষুর পেশীর নিক্রিয়তা বা পক্ষাঘাত সদৃশ অবস্থা, উত্তেজক পানীয়.বা ধূম পানে বৃদ্ধি।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে শব্দাদির উচ্চ প্রতিধ্বনি (ব্যারাই: ল্যাকে: ফস্: স্বীয় কণ্ঠস্বর প্রতি-ধ্বনিত হয়=ফস:)। কর্ণমধ্যে বিদারণ ও সূচীবেধবৎ বেদনা,—বেদনা ললাট ও শঙ্খদেশে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; বৃদ্ধি প্রাতে, সন্ধ্যার পর শয্যায় শয়ন কালে এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশান্তে। কর্ণের বহিঃরন্ধ্র শুষ্ক এবং বেদনাসহিষ্ণু। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণকালে কর্ণপটহের বহির্দ্দিকে নিষ্পেষণভাব কর্ণশূল,—বিদারণ ও হুলবেধবৎ বেদনা বোধ হয়। চর্ব্বণ বা দন্তে দন্ত নিষ্পেষণকালে কর্ণমধ্যে যেন কি নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব। কর্ণমধ্য হইতে কর্ণ পশ্চান্নলী বহিয়া কণ্ডুয়ন বোধ বশতঃ পুনঃ পুনঃ ঢোকগিলিবার ইচ্ছা এবং রোগীকে রাত্রে বিরক্ত করিয়া তুলে। কর্ণপশ্চান্নলী মধ্যে শুষ্ক কর্ণমল সঞ্চয় বশতঃ বধিরতা (ক্যালী-বাই: মার্ক-ডাল্)। কর্ণমধ্যে এত টন্‌টন্ করে যে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে,—বিশেষতঃ প্রভাতে শয্যায় শায়িত অবস্থায়। গলাধঃকরণকালে গলমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ডিপথিরিয়া রোগে কর্ণমধ্যে কখন টিং টিং, কখন ভোঁভোঁ, ঝিঁঝিঁ ইত্যাদি নানাবিধ কূজন শ্রুত হয়। কর্ণমূলীয় গ্রন্থীর প্রদাহ।

নাসিকা।—উগ্র গন্ধাসহিষ্ণুতা,—এমন কি সময়ে সময়ে উগ্র গন্ধে মূর্চ্ছার আবির্ভাব হয়। নাসাগ্রে পচা পনীর বা গন্ধকের গন্ধ অনুভব হয়। শিশুদিগের, বিশেষতঃ নবজাত শিশুদিগের নাকসাঁটা (স্যাম্বীউ:)। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—নিদ্রিত অবস্থায় কিম্বা নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবের পূর্ব্বে শিরোবেদনা আবর্ভাব ও গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিলে (নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে শিরোবেদনার উপশম, বীউফো, ম্যাগ-সল্‌ফ: মিলিলোট: ফেরাম-ফস্:), কিম্বা প্রাতে;—হঠাৎ অর্শের শোণিতস্রাব রোধ সম্ভূতঃ (রজোস্রাবের পরিবর্ত্তে=ব্রাই: ফস্:)। তরুণ সর্দ্দি,—দিবসে তরল শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় এবং রাত্রে নাসারন্ধ্রদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়; বৃদ্ধি=উষ্ণ গৃহমধ্যে; উপশম=শীতল বায়ু সংস্পর্শে; অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই ক্ষুৎকার বা হাঁচি আরম্ভ হয়; নাসারন্ধ্র ও কণ্ঠনলী মধ্যে ত্বককর্ষণবৎ অনুভূতি। রুদ্ধ নাসারন্ধ্র হইতে কষায় শ্লেষ্মা স্রাব; রন্ধ্রের অভ্যন্তরাংশ প্রদাহান্বিত। অসহনীয় কণ্ডুয়ন। নাসারন্ধ্র মধ্যে এবং রন্ধ্রমুখ যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে এইরূপ বেদনা। মস্তক হইতে শ্লেষ্মা স্রাব রোধ, বৃদ্ধি প্রাতে বা রাত্রে; শুষ্ক সর্দ্দি বশতঃ ললাট উত্তপ্ত ও ভার বোধ হয় এবং নাসারন্ধ্রদ্বয় রুদ্ধ হইয়া যায়, বিশেষতঃ শিশুদিগের।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পীড়াব্যঞ্জক, চক্ষুদ্বয় নীলিমাবেষ্টিত এবং নাসা সূক্ষ্মাগ্র। মুখমণ্ডল ম্লান, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ,—বিশেষতঃ মুখ ও নাসিকার সন্নিহিত প্রদেশ,—কিম্বা পাংশু বর্ণ; পীতবর্ণ ভূমির উপর রক্তিমাভাযুক্ত। ত্রিশাখ-স্নায়ুর অক্ষিকোটরের নিম্নস্থ শাখাতে বিদারণবৎ বেদনা,—আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষু (স্যাট্-মিউ:) ও নাসারন্ধ্র হইতে নির্ম্মল জল নির্গলিত হইতে থাকে এবং মুখমণ্ডল অসাড় বোধ হয়; কফি, সুরা বা কুইনিন অপব্যবহার সম্ভূত। মুখের সবিরাম স্নায়ুশূল,—ত্রিশাথ-স্নায়ুর নিম্নাক্ষিক স্নায়ুতে তীব্রতর বেদনা অনুভূত হয়,—বৃদ্ধি=প্রায় প্রাতে; উপশম=কখন কখনও শয়নান্তে [ত্রিশাখের হনুতলস্থ শাখাতে

বেদনা=প্ল্যাণ্ট্যাগো ;—শৈত্য সংস্পর্শান্তে ত্রিশাখ-স্নায়ুশূল=মার্ক: ত্রিশাখ-স্নায়ুশূল=আর্স: ভেরেট: প্রমেহাস্রাব রোধ বা কর্ণ-পামা রোগের পরে ত্রিশাখ-স্নায়ুশূল=থূযা ; বাম পার্শ্বিক ত্রিশাখ-স্নায়ুশূলাধিকারে মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং রোগী অস্থিরতা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে=অ্যাকোন্: চক্ষুর শাখাগত ত্রিশাখ-স্নায়ুশূল বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধির পর উপশমিত হইতে থাকে=ন্যাট্-মিউ:—ত্রিশাখের অক্ষিকোটরের উপরের, শাখাগত শূল,—লালামূত্রাধিকারে=চেলিড: ত্রিশাখ-স্নায়ুশূল সম্ভূত দন্তশূল ও শিরার্দ্ধশূল,—লালামূত্রাধিকারে—কলোলিন্থ:]। মুখশূল ও গণ্ডাস্থি মধ্যে বেদনা সহ একগণ্ডের স্ফীতি। অপরিমিত সুরাদি মাদকদ্রব্য ব্যবহার বশতঃ মুখমণ্ডলে ব্রণবৎ পীড়কোদ্গম (অ্যাণ্ট্-ক্রুড:)। সন্ধ্যার পর শয়নান্তে মুখের পেশীর স্পন্দন। ওষ্ঠের অস্বস্তিজনক শুষ্কতা, বিদারণ ও ছালপড়া ভাব ; ওষ্ঠদ্বয়ের লাল অংশের উপর এবং সংযোগস্থলে কচ্ছু ও ত্বকক্ষয়কারী ক্ষতাদি বাহির হয়। চিবুকের উপর দদ্রুবৎ পীড়কা উদ্গত হয়। নিম্ন হনূর পার্শ্বাপার্শ্বিসঞ্চালন (যেন চর্ব্বণ করিতেছে=ব্রাই: মাতৃকোষ বা "মেনিঞ্জাইটিস্" রোগে চর্ব্বণবৎ সঞ্চালন=অ্যাকোন: নিদ্রিতাবস্থায় চর্ব্বণবৎ হনূসঞ্চালন=ইগ্নে: যকৃৎরোগে নিদ্রিতাবস্থায়=ক্যাল্কে:। নিম্ন হনূ ঝুলিয়া পড়ে (ল্যাকে: ওপী:)। হনূতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং গলাধঃকরণকালে তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—দন্ত ও দন্তমাড়ী মধ্যে অস্থিক্ষয়করণবৎ, ক্ষতযুক্তবৎ, কিম্বা আকর্ষণ, চিড়িকমারণ, বিদ্ধকরণ বা ছিদ্রকরণবৎ বেদনা,—কিম্বা কেবল ক্ষয়িত দন্ত মধ্যে ঐরূপ বেদনা অনুভূত হয় ; বৃদ্ধি=রাত্রে, বা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে, ভোজনের পর, নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে, শৈত্য সংস্পর্শে, সন্ধ্যার পর কিম্বা কোনরূপ প্রগাঢ় চিন্তা বা মানসিক পরিশ্রমের সময় ; বেদনা অধিকাংশ সময় মস্তক, কর্ণ বা যুগাস্থি পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়, কিম্বা ইহার সহিত হনূতলস্থ গ্রন্থি মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য ; মাড়ীর স্ফীতি ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা, গণ্ড ও গ্রীবার উপর আরক্তিম উত্তপ্ত দাগ, রোদনপরায়ণ ভাব এবং বিষাদ বর্ত্তমান থাকে। দন্ত মধ্যে উৎপাটনবৎ বেদনা,—বেদনা মুখের অস্থি ভেদ করিয়া মস্তকে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়,—শীতল জল পান মাত্র পুনরাবির্ভূত হয় (অ্যাণ্টে-ক্রুড: ষ্ট্যাফ: ল্যাকে: প্ল্যাণ্ট্যা: পল্সে:) ; উপশম=উত্তাপ সংস্পর্শে (আর্স: ক্যামো: মার্ক: পল্সে: হ্লাস্ ;) ক্ষয়িত দন্ত মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা ; এক পংক্তির সকল দন্ত মধ্যেই জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা। মাড়ী স্ফোটক,—যেন উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ বেদনা বোধ হয় (হেক্লা ; ক্যালী-আয়োড্: ল্যাক্-ক্যান: লাই: মার্ক: ন্যাট-মিউ: পেট্রোল্: ফস্: সাইলি:)। মাড়ী সকল শ্বেতবর্ণ, পূতিগন্ধময় এবং শোণিত-স্রাবশীল। শিশুদিগের মুখে ক্ষত। মুখ ও কণ্ঠমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূতিগন্ধময় ক্ষত ; রাত্রে মুখদিয়া শোণিতাক্ত লালা স্রাব হয় (নিদ্রিতাবস্থায়=হ্রাস্ ;—আর্ত্তব প্রকাশের বিলম্ব বশতঃ=ন্যাট্-মিউ:)। দন্তমাড়ী শীতাদাক্রান্ত (আর্স: অ্যাষ্টেকাস্-ফ্লুক্ত: কার্ব্বো-ভে: ক্যালী-ফস্: ক্রিয়ো: মার্ক: ন্যাট্-মিউ: অ্যা-নাই:) ; নিষ্ঠীবনের বা গয়ারের সহিত চাপ চাপ শোণিত নির্গত হয়। বিকৃত কণ্ঠস্বর,—যেন মুখমধ্যে কি রাখিয়া কথা

কহিতেছে। ভোজনের পর কিম্বা প্রাতে কিছু আহারের পূর্ব্বে মুখ হইতে পূতিগন্ধ (পূতিময় স্বাদ=হ্যাট্-মিউ:) নিঃসৃত হয় (অ্যা-ফস: ইগ্নে: ক্রিয়ো: অ্যা-নাই:),—যাহা আহার করে তাহা জীর্ণ হয় না বলিয়া। মুখবিবর, বিশেষতঃ মুখ ও জিহ্বার সম্মুখাংশ, অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়,—অধিকাংশ স্থলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর। মুখের স্বাদ কটু বা অম্লাক্ত; প্রাতে পূতিময়স্বাদ,—জলের কুলি বা মুখবিবর উত্তমরূপে ধৌত না করিলে থাকিতে পারে না (থূযা)। জিহ্বা,—শ্বেত বা পীতবর্ণ নিবিড় লেপাচ্ছন্ন, কিম্বা কৃষ্ণ বা গাঢ় লাল বর্ণ, পার্শ্বদ্বয় ফাটা; জিহ্বা ভার বোধ হয়,—কথা স্পষ্ট বাহির হয় না বা কথা কহিতে কষ্ট বোধ হয় (অ্যা-মিউ: ল্যাকে: হ্যাট্-কার্ব: কার্ব্বো-ভেজি:—জিহ্বার ভার বশতঃ তোৎলা কথা=আর্স: বেল্: অ্যানাক্: ষ্ট্র্যামোন্:)। জিহ্বার সম্মুখার্দ্ধ পরিচ্ছন্ন,—কখনও বা লাল ও চক্ চকে (এপীস্; আর্স: ব্যাপ্টি:; ক্যালী-বাই: ল্যাকে: হ্যাট্-মিউ: ফস্: অ্যা সাল্ফ্: টেরিব্:) এবং পশ্চাতার্দ্ধ ঘন কোমল লেপাচ্ছন্ন। মুখ শুষ্ক ও নীরস,—অথচ তৃষ্ণারহিত (নক্স্-মস্কেটা)

গলমধ্য।—অম্লোদ্গার উঠিবার পর যেরূপ হইয়া থাকে গলমধ্যে সেইরূপ ত্বক-সংকর্ষণ ও যেন ত্বকক্ষয় হইয়াছে এইরূপ অনুভব; বৃদ্ধি=গলাধঃকরণকালে এবং নির্ম্মল শীতল বায়ু সেবন কালে; গলাধঃকরণ কালে বোধ হয় যেন তালুমূল সঙ্কুচিত কিম্বা যেন কণ্ঠমধ্যে একটী কীলক প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে (অ্যালীউ: অ্যানাস্থি: প্লাম্: সিপী:) এবং তৎসহ তালু স্ফীত এইরূপ অনুভব। আলজিহ্বা স্ফীত ও তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা লালাদি গলাধঃকরণকালে কর্ণমধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভব (ম্যাগ্-কার্ব: ম্যাঙ্গেন্: পেট্রোল্:)। কণ্ঠমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গন্ধ যুক্ত ক্ষতোদ্গম। আহারের সময় গলমধ্যে যন্ত্রণাধিক্য বোধ,—কিয়ৎকাল পরে যন্ত্রণা তীব্রতর বোধ হইয়া থাকে। কণ্ঠমধ্যে ঔষধাদির বাহ্য প্রয়োগ জনিত উত্তেজনা ও হাজা অনুভব। আল্ জিহ্বার শৈথিল্য বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসি (মার্ক-কর্:)। কণ্ঠমধ্যে সড়সড়ি বশতঃ উহা কণ্ডুয়ন করিবার ইচ্ছা। কণ্ঠমধ্যে জ্বালা,—ঐ জ্বালা সময়ে সময়ে সমগ্র মুখবিবর ও অন্ননলী পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়, বিশেষতঃ=রাত্রে।

পাকস্থলী।—রাক্ষসী ক্ষুধা, অথচ রুটী, জল, কফি ও ধূমপানে অরুচি। অজীর্ণ ভেদবমনাদির প্রকোপান্তে ২৪ ঘণ্টা পরে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। মুখে অম্লস্বাদ, বিশেষতঃ প্রাতে, কিম্বা পান বা আহারান্তে (কার্ব্বো-ভে: গ্র্যাফ: হ্যাট-মিউ: সিপী:)। সময়ে সময়ে অপরাহ্নে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার উদ্রেক। দুগ্ধ পান করিলে তাহা পাকস্থলী মধ্যে যাইয়া অম্লে পরিণত হয় (ক্যাল্কে: রোবিন:)। কফি, ধূমপান, সুরাদি মাদক দ্রব্য ইত্যাদি পান, গরম মশলা দেওয়া ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ, অপরিমিত আহার, দীর্ঘকাল যাবৎ অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম, বিনা-শারীরিক-পরিশ্রমে বসিয়া বসিয়া জীবনাতিবাহন, অনিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ (ককীউ: কোল্চি: অ্যা-নাই), সুগন্ধি বা উত্তেজক ঔষধাদি ব্যবহার এবং গ্রীষ্মকালে শীতল সিমেণ্ট করা বা প্রস্তরাবৃত স্থানে উপবেশন ইত্যাদি কারণ সম্ভূত পীড়াদি। উদ্গার অম্লাক্ত বা তিক্ত; প্রতিদিবস প্রাতে চিত্তের অপ্রফুল্লতা, বিবমিষা ও বমন; বিশেষতঃ আহারান্তে। অবিচ্ছিন্ন বিবমিষা,—আহারান্তে, প্রাতে এবং ধূমপানান্তে; রোগীর পাকাশয় মধ্যে এরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ

হয় যে, সে বলে "একবার কোন প্রকারে বমি করিতে পারিলে আমার আরাম বোধ হয়"। আহারের এক বা দুই ঘণ্টা পরে পাকাশয় অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—যেন তন্মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তর নিহিত আছে (আহারের অব্যবহিত পরে ভার বোধ হইলে=ক্যালী-বাই: নক্স-মস্:); মুখে জল উঠিতে থাকে, পাকাশয় প্রদেশে সাঁটিয়া রহিয়াছে বোধ হয় এবং রোগী কটির বস্ত্র শ্লথ-করিয়া দেয়; আহারের দুই তিন ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; নৈশ ভোজনান্তে নিদ্রাবেশ। শীতল জলাদি পান বা অপরিমিত আহার জনিত হিক্কা। সুরাপায়ীদিগের বুকজ্বালা ও মুখদিয়া জলউঠা—বৃদ্ধি=প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে; প্রত্যুষে,—বিবমিষা ও মূর্চ্ছোপক্রম। বমন,—ভুক্তদ্রব্যাদি বা যাহা কিছু পান করে, পিত্ত, কাল পদার্থ, আঠা বা লালাবৎ পদার্থ, অম্ল শ্লেষ্মা। অর্শস্রাব রোধ বশতঃ শোণিত বমন—বমনাধিকারে অধিকাংশস্থলে শিরোবেদনা বোধ হয়; পদে ও চরণে খাল ধরে; চিত্ত চাঞ্চল্য এবং হস্তপদাদির কম্পন উপস্থিত হয়। পাকাশয় ও পাকাশয়ের নির্গম দ্বারে জ্বালা। পাকশয়শূল, পাকস্থলীমধ্যে নখবেধ বা খালধরার ন্যায় বেদনা,—অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে নিষ্পেষণ ও টান বোধ হয় এবং বেদনা বক্ষপর্য্যন্ত প্রসারিত হয় কিম্বা পৃষ্ঠ হইতে মলদ্বারে সঞ্চারিত হইয়া মলবেগ উপস্থিত করে; বৃদ্ধি=কিছু আহারের পর এবং প্রাতে প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে; উপশম=উষ্ণ দ্রব্যাদি পানান্তে। হৃদগ্র প্রদেশে ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড দ্বিধা হইয়া যাইবে। পাকাশয়ের প্রবেশদ্বারে বোধ হয় যেন ভুক্ত দ্রব্যাদি সমস্ত আবদ্ধ হইয়া আছে এবং পুনশ্চ অন্ননালীমধ্যে উত্থিত হইতেছে।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা (বার্বা: ব্রাই: চেলিডে: ক্যালী-কার্ব:); বৃদ্ধি=স্পর্শ করিলে বা দেহ সঞ্চালনে। যকৃৎমধ্যে দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা,—যেন তন্মধ্যে স্ফোটক উৎপন্ন হইতেছে (বীউফো; সাইলি:)। যকৃৎ,—বিবর্দ্ধিত, অনমনীয়, স্পর্শাসহিষ্ণু এবং তন্মধ্যে নিষ্পেষণ ও হুলবেধবৎ বেদনা; বস্ত্র আঁটিয়া পরিতে পারে না,—ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি ভক্ষণ, উদর মধ্যে শোণিতাধিক্য কিম্বা সুরাপানাদি অত্যাচার জনিত। পাণ্ডু রোগে আহারে বিতৃষ্ণা এবং সময়ে সময়ে মূর্চ্ছাপ্রকোপ; পিত্তাশ্মরী (হাইড্রাষ্ট: কর্ডীউ-মে: সিঙ্কো:) অধিকারে, নিরবচ্ছিন্ন মল কাঠিন্য। যেন উদরমধ্যস্থিত অন্ত্রাদি সমস্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ অনুভব বশতঃ রোগী অতি সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করে (যেন অন্ত্রাদি অত্যন্ত শিথিল এবং চলিবার সময় দুলিতে থাকে=স্ট্যাট-মিউ: পাদচারণকালে অন্ত্রমণ্ডলী যেন বহির্গত হইয়া পড়িতেছে=ক্যালী-ব্রোম:—যেন অন্ত্রাদি পড়িয়া যাইবে=ক্যান্থাব্-স্ট্যাট:—যেন একটা গুরুভার বোঝার ন্যায় ঝুলিতেছে—অপরাহ্নে পাদচারণ কালে=অ্যালীউ: যেন অন্ত্রাদি দুলিতেছে=আমন্-মিউ: যেন ধরিয়া রাখা আবশ্যক—ট্রম্বিড: পাদচারণকালে অন্ত্রাদি শিথিল ও দুলিতেছে এইরূপ বোধ হয়=ম্যাগ্নেমাম্; পাকস্থলী শিথিল ও ঝুলিয়া পড়িতেছে বোধ হইলে=ইগ্নে ইপিক: ষ্ট্যাফ: ট্যাব্যাক্:)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঞ্জর তলে নিষ্পেষণ বোধ, যেন আবদ্ধ আধ্মানবায়ু উৎপন্ন হইয়াছে: বৃদ্ধি=প্রাতে এবং আহারের পর। অজীর্ণরোগ বশতঃ অম্লশূল অধিকারে,—মুখদিয়া জলউঠা। বৃদ্ধি=কফি বা সুরাপান এবং অপরিমিত আহারান্তে। আধ্মান-

জনিত শূলবেদনা,—উর্দ্ধদিকে নিষ্পেষণ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র, এবং নিম্নাভিমুখে নিষ্পেষণ বশতঃ বাহ্যে ও প্রস্রাব বেগ উৎপন্ন করে। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল অন্ত্রশূল, প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে বা ভোজনের পর। অর্শ স্রাব নিরোধ বশতঃ অন্ত্রশূল। অন্ত্রবৃদ্ধি, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, তিক্ত বমন এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র বা আয়াসসাধ্য শ্বাস প্রশ্বাস; নির্ম্মল বায়ু সেবনকালে উদর মধ্যে বেদনা, যেন শৈত্য সংস্পর্শ জনিত, বোধ হয় যেন শীঘ্রই উদরাময় উপস্থিত হইবে। উদর মধ্যে যেন একটা সজীব পদার্থ নড়িতেছে এইরূপ আলোড়ন (এরাণ্ডো: ক্যাল্কে-ফস: ক্যানাব-স্থাট: কন্ভ্যালে: কুরারী; সাইক্লে: ক্রোকাস; স্থাবাই: থুষা) এবং পাদচারণকালে অন্ত্রমণ্ডলীর বিলোড়ন অনুভব। অন্ত্রাশয় ও জরায়ু মধ্যে প্রসববেদনা সুলভ অকুঞ্চন প্রসারণ, উহা পদদ্বয়ে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। কুঁচকীর-ছিদ্র-সন্নিকটে-ছিদ্র মধ্যে শৈথিল্য,—যেন তন্মধ্য দিয়া অন্ত্র বহির্গত হইয়া পড়িবে। আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি,—বিশেষতঃ নাভির অন্ত্রবৃদ্ধি স্থলে।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল (পল্সে:) বেগ,—প্রতিবারে একটু একটু মল নির্গত হয় (উর্দ্ধোদরে এইরূপ অবস্থা হইলে=ইগ্নেশীয়া; ভেরেট্রাম); প্রতিবারেই মনে হয় সম্পূর্ণ মল নির্গত হয় না, আরও মল মলান্ত্র মধ্যে থাকিয়া গেল (লীলি-টাই: লাই মার্ক:—পুনঃ পুনঃ বেগ অথচ মলত্যাগের চেষ্টা করিলে আর বেগ থাকে না=অ্যানাক:— অতৃপ্তিকর মল নির্গম=কার্ডীউয়াস-মে: ন্যাট-মিউ: ওপী:—পায়খানা হইতে প্রত্যাগমন মাত্রে পুনশ্চ বেগ=ষ্ট্যানাম:)। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা,—উদ্বেগ জনক এবং নিষ্ফল চেষ্টা,— মলত্যাগের পর কিয়ৎকালের জন্য বেগের উপশম; প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে; মানসিক পরিশ্রমের পর; (মলান্ত্র নিষ্ক্রিয়,—আদৌ চেষ্টা নাই=ব্রাই: ওপী: সল্ফ:)। মলতারল্য ও মলকাঠিন্য পর্য্যায় ক্রমে প্রকাশ পায় (অ্যাব্রোট: চেলিড: ওপী: পডো: সল্ফ:),—বিশেষতঃ যে সকল রোগী আজীবন বিরেচক লইয়া আসিতেছেন। উদরাময় বা আমাতিসার, (মল=তরল কপিশাভ এবং আমময় কিম্বা তরল, শোণিতরঞ্জিত আমময়; পুনঃ পুনঃ বেগ কিন্তু অতি অল্প বাহ্যে হয়; মলত্যাগের পূর্ব্বে নাভি প্রদেশে ছেদনবৎ বেদনা, কটি বেদনা—যেন কটিভগ্ন হইয়া যাইবার উপক্রম এবং নিরবিচ্ছিন্ন নিষ্ফল বেগ; মলত্যাগকালে ছেদনবৎ যন্ত্রণা, কটি বেদনা এবং ভয়ানক কুন্থন এবং মলত্যাগান্তে কুন্থন ও অন্যান্য যন্ত্রণার নিবৃত্তি (কলোসিন্থ: গ্যাম্বোজ: হ্রাস;—মলত্যাগান্তেও কুন্থনের নিবৃত্তি হয় না=বেল: ক্যাপ্স: কোল্চি: ক্যালী-বাই: মার্ক: মার্ক-কর্: হ্রউম: সল্ফ: ট্রম্বিড: ক্যাম্থা: লিসিন্: পডো:), মলদ্বারে জ্বালা এবং বোধ হয় যেন আরও মল পরে নির্গত হইবে। কখনও কখনও আল্কাতরার ন্যায় কাল এবং শোণিতাক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে, সময় সময় আধ্মানবায়ু নিঃসরণ সহ কিয়দংশ কোমল ও কিয়দংশ কঠিন মল নির্গত হইয়া থাকে (প্রথমে কঠিন পরে দুগ্ধবৎ সাদা তরল মল=ইস্কীউ-হিপ:—প্রথমাংশ কঠিন শেষাংশ জলবৎ বোভি:—প্রথমাংশ কঠিন পরে জলবৎ=জিঙ্কাম;—প্রথমাংশ কঠিন পরে আম ও রক্ত=ব্রাই —প্রথমাংশ কঠিন পরে ময়দার আঠার ন্যায়=সিজীয়াম্-য্যাম্বো:—প্রথমাংশ কঠিন, তৎপরে মণ্ডবৎ এবং শেষে জলবৎ তরল=ক্যালকে:—প্রথমাংশ কঠিন শেষাংশ কোমল=অ্যালীউ:

থুযা:ভিঙ্কা ;—প্রথমাংশ প্রস্তরবৎ কঠিন পরে তরল=ক্যাল্কে-ফস:—প্রথমে অল্প কোমল মল পরে কঠিন=জিঙ্কাম্)। মলান্ত্রের সঙ্কোচন ও হঠাৎ আক্ষেপিক সঙ্কোচন সহ মলের সহিত উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত স্রাব (কার্ব্বোনীয়াম-সল্ফ: ক্লোরাম্, ন্যাট-সল্ফ: জিঙ্ক:—শিশুর আমাতিসার রোগাধিকারে=এপীস:—আমাতিসার রোগাধিকারে অমিশ্র শোণিত স্রাব= টৃলীয়াম; অ্যাকোন: আর্ণি· হ্যামা: মার্ক-কর্:)। অর্শ,—অন্ধ বা স্রাবশীল; বৃদ্ধি—ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি আহারে বা বসিয়া (কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া) জীবনাতিবাহন করিলে, মলান্ত্র মধ্যে জ্বালা ও সূচীবেধবৎ বেদনা, এবং মলত্যাগের কিয়ৎকাল পরে, মলদ্বারে জ্বালা, উত্তেজনা এবং যেন কটিয়া গিয়াছে এইরূপ যন্ত্রণানুভব। অর্শ, যেন ত্বকক্ষয় হইয়াছে এইরূপ এবং বিদ্ধকারী ও জ্বালাজনক যন্ত্রণা,—মলান্ত্র ও মলদ্বার মধ্যে নিষ্পেষণ বোধ হয়; বৃদ্ধি=প্রগাঢ় চিন্তা বা মানসিক পরিশ্রমে। বাহ্যের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মলদ্বারে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা। মলদ্বারে কৃমি জনিতবৎ সড়্‌সড়ি ও কণ্ডুয়ন। কৃমি নির্গমন।

প্রস্রাব।—মূত্রাশ্মরী শূল,—বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মূত্রগ্রন্থির (লাই:—বাম= বার্বা: ট্যাব্যাক: অ্যাগার: অধিকন্তু=ওসিমাম-কেনাম্: ডায়াস্কো: প্যারিইরা-ব্রাভা);—বেদনা জননেন্দ্রিয়ে এবং দক্ষিণ পদে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; বৃদ্ধি=দক্ষিণ বা আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে [illegible] উঠিয়া বেড়াইলে; উপশম=চিৎ হইয়া শুইলে;—প্রকোপকালে স্বেদোদ্গম হইতে [illegible] আঠাবৎ ঘর্ম্ম=ডায়োস্কো:—ললাটে শীতল স্বেদোদ্গম=ভেরেট-অ্যাল:)। যন্ত্রণাজনক নি[illegible] প্রস্রাববেগ,—মূত্র ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয় এবং মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা ও বিদারণবৎ [illegible] উৎপন্ন করে,—আক্ষেপিক মূত্রকৃচ্ছ্র অধিকারে (ক্যান্থা: ক্যানাব-স্যাট: ক্যাম্ফো:)। প্রস্রাবের পূর্ব্বে মূত্রাশয়ের উপর চাপ বোধ (ফাইটো: পল্‌সে:)। মূত্র প্রথমে ফিকা, পরে গাঢ়, শ্বেতাভ এবং পূযময়, কিম্বা ঈষৎ লালবর্ণ এবং লাল রেণুময় তলানি বিশিষ্ট। রক্তপ্রস্রাব, —অর্শস্রাব বা আর্ত্তবস্রাব প্রতিরোধ বশতঃ পীড়া। মূত্রনলীর নিরোধ (বেল: ক্যাম্ফো: জেস্‌সি: অ্যা-নাই: প্লাম:)। বিনা যন্ত্রণায় মূত্রনলী হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। রাত্রে প্রস্রাববেগ এবং কয়েকবিন্দু ঘোর রক্তবর্ণ জ্বালাজনক মূত্র নির্গলিত হয়। বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে যেন কি একটা পদার্থ আটকাইয়া রহিয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা, কয়েক বিন্দু রেণুময় মূত্র এবং মূত্রনলী হইতে শোণিত নির্গলিত হয়। প্রস্রাবের সময় মূত্রাশয়ের গ্রীবামধ্যে এবং মূত্রনলীর সম্মুখদ্বারে জ্বালানুভব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—সহজে কামোদ্রেক হয়; লিঙ্গোদ্গম অত্যন্ত যন্ত্রণা জনক,— বিশেষতঃ প্রাতে; উত্তেজনা প্রায়ই হইয়া থাকে কিন্তু ক্ষমতা অতি অল্প। সঙ্গমের সময় শিশ্ন শিথিল হইয়া পড়ে। নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃস্খলন,—বিশেষতঃ হস্তমৈথুন বা তেজস্কর দ্রব্যাদি আহার জনিত। অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা জনিত পীড়াদি (অ্যা-ফস: সিঙ্কো: ক্যালীফস:)। একশিরা অধিকারে হূলবেধবৎ বেদনা ও আক্ষেপিক সঙ্কোচন,—রেতোরজ্জুতে পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়, অণ্ডকোষ অনমনীয় এবং ঊর্দ্ধাকৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রমেহ,—কোপেবা এবং কীউবেব বা কাবাবচিনি অপব্যবহারান্তে; জলবৎ তরল স্রাব, পুনঃ পুনঃ মলবেগ

ও প্রস্রাবের সময় জালা; স্রাবরোধান্তে অণ্ডকোষ বিবৃদ্ধি (পল্‌সে: সল্‌ফ: থুযা) শিরোপশ্চাতে অতীব্র বেদনা। মেঢ্রত্বক ক্ষয়প্রাপ্ত এবং পশ্চাদাকৃষ্ট; অগ্রভাগ ক্ষতযু লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে অপর্য্যাপ্ত লিঙ্গমল সঞ্চয় (কষ্টি: সিপী:)। আলিঙ্গন কাম ধিক্য এবং পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস ও শুক্রক্ষয়; বৃদ্ধি=নিশাশেষে। কোরণ্ড (এপীস; এরা হ্রডোড: সাইলি: লিসিন্: ন্যাট-মিউ: পল্‌সে: স্পঞ্জী:)। সঙ্গমান্তে দেহে স্বেদহীন উত্তাপ আবিভূ হয় এবং মুখবিবর শুষ্ক হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বস্তিগহ্বর মধ্যে থালধরার ন্যায় এবং সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা; বিটপের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা। জরায়ু মধ্যে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য (বেল্; পল্‌সে: টেরিব্:)। জরায়ুর সঙ্কোচনবৎ আক্ষেপ ও শূল,—জরায় হইতে সুবৃহৎ ঘনীভূত শোণিত খণ্ড সকল নির্গত হয় (প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনান্তে=হ্রাস্;—কাল বর্ণ=প্ল্যাট্:—মহাবেগে=স্যবাই:)। যোনি অভিমুখে জরায়ু আদির নিষ্পেষণ,—প্রাতে: গুরুদ্রব্য উত্তোলন কিম্বা শ্রোণির অতি পরিশ্রম বশতঃ জরায়ুভ্রংশ বা কন্দ,—ত্রিকাস্থি অভিমুখে বেগ বশতঃ নিষ্ফল মলবেগ কিম্বা মূত্রস্থলীর উপর চাপ প্রয়োগ হেতু প্রস্রাববেগ [illegible]ব,—নিয়মিত সময়ের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে: [illegible] আর্ত্তবারম্ভের প্রথমে যে সকল যন্ত্রণা আবির্ভূত হয়, স্রাব দীর্ঘকালের পর নিবৃত্ত হইলেও, [illegible] সকল যন্ত্রণাজনক লক্ষণ অবশিষ্ট থাকে; কখন কখন দুই সপ্তাহও স্থায়ী হইয়া থাকে [illegible]অনিয়মিত,—কখনই নিয়মিত সময়ে আবির্ভূত হয় না (আয়োড: নক্স-মস: রীউটা; সিপী; [illegible]নিবৃত্তির পর পুনশ্চ আবির্ভূত হয়, এইরূপ চলিতে থাকে (সল্‌ফ:); রজোস্রাব কালে এবং পরে পুরাতন যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়; স্রাব ঘোর লাল বা কালবর্ণ (অ্যা-ফস্: ব্রাই: প্ল্যাট: ক্যালকে-ফস্: লিকেলি: লীলি-টাই: অ্যাক্টী: ককাস; ককীউ: ক্রোকাস; সাইক্লেম্:); রোগিনা সামান্য কারণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; রাত্রে রজোস্রাব বন্ধ থাকে (কষ্টি:)। জরায়ু স্রাব বিশেষতঃ বয়ঃসন্ধিকালে (ল্যাকে: পল্‌সে: সিপী: থ্ল্যাস্পি:) কিম্বা বহুমূল্য ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি আহার জনিত। জরায়ুদ্বার স্ফীত ও অনমনীয়; প্রদর, স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং বস্ত্রে লাগিলে হল্‌দে দাগ হয় (অ্যাসিড্-কার্ব্বল্:)। যোনিদ্বারে একপ্রকার উত্তেজনা ও কণ্ডুয়ন বশতঃ অস্বা-ভাবিক উপায়ে তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিবার ইচ্ছা হয়। জরায়ুর স্ফীতি ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা মূত্রকৃচ্ছ্র অধিকারে জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ; যন্ত্রণা ব্যতিরেকে বসিতে পারে না, পূর্ণিমার সময় ঋতুর পুনরাবির্ভাব। রজোস্রাবকালে আক্ষেপিক শূল বেদনা, প্রাতে বিবমিষা ও বমন, অত্যন্ত অবসাদ বোধ, শিরোবেদনা, শিহরণ এবং হস্তপদাদিতে বাতাশ্রিত বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ভ্যাদাল বেদনা,—অত্যন্ত প্রচণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী। প্রসববেদনার সময় পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা; বেগ প্রচণ্ড আক্ষেপিক; হয় প্রস্রাব কিম্বা বাহ্যের বেগ আনয়ন করে; কটিদেশে বেদনাধিক্য বোধ হয়; প্রসূতি উষ্ণ গৃহে আরাম বোধ করে। গর্ভস্রাবোপক্রম, নিরুদ্ধ পরিস্রব বা ফুলআটকান অবস্থায় কিম্বা প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর এবং প্রসব বেদনার সময় রোগিনীর ক্রমাগত মনে হয় যেন বাহ্যের বেগ হইতেছে। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব অতি অল্প, দুর্গন্ধযুক্ত, স্তনবৃন্ত ক্ষরিতত্বক

এবং ঐ ক্ষতের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র শ্বেত বিন্দু ; শিশু স্তন্যপান করিলে স্তন চড়চড় করে। যোনির অভ্যন্তর স্ফীত ও জ্বালাযুক্ত বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে অত্যন্ত জ্বালা করে।

শ্বাসযন্ত্র।—সর্দ্দিজ স্বরভঙ্গ, এবং স্বরনলী ও বক্ষ মধ্যে বেদনাজনক কর্কশতা অনুভব, বৃদ্ধি=প্রাতে বা শয্যায় শয়িত অবস্থায়,—কণ্ঠমধ্যে ত্বকসংকর্ষণ ; গাঢ় আঠার ন্যায় অতি কষ্টে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা সঞ্চয়, শিরোবেদনা, মুখমণ্ডলে রক্তিমা ও উত্তাপ, শিহরণ ও মলকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে। অন্ননলীর সঙ্কোচন অনুভব,—শ্বাসরোধোপক্রম হয়। উচ্চ স্বরে কথা কহিতে পারে না। শুষ্ক এবং সময়ে সময়ে উপর্য্যুপরি বিরক্তিজনক আক্ষেপিক কাসি,—অধিকাংশ সময়ে গলমধ্যে কণ্ডুয়ন, কিম্বা ত্বকসংকর্ষণ ও কর্কশতা বোধ জনিত ;—কাসির আবির্ভাব বা বৃদ্ধি=প্রধানতঃ প্রাতে, কিম্বা সন্ধ্যার পর শয়নকালে, কিম্বা রাত্রে—বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরের পর কিম্বা সান্ধ্য ভোজনের পর, কিম্বা সাময়িক ভাবে প্রতি দ্বিতীয় দিবসে ; বৃদ্ধি=পরিশ্রমান্তে, শীতল বায়ু সংস্পর্শে, পানাহারান্তে, দেহ অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইলে, চিৎ হইয়া শুইলে এবং অম্ল সেবন করিলে। শুষ্ক কাসি,—কাসিলে মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ বেদনা (ন্যাট্র-মিউ:) কিম্বা উদরের ঊর্দ্ধাংশে অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা বোধ হয় (পল্সে:—উদর মধ্যে বেদনা বোধ=স্কীলা, ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-অ্যান্: ল্যাকে: ফস্:—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার উপক্রম হয়= বেল্: ককীউ: ন্যাট-মিউ: ভেরেট:)। সন্ধ্যার পর ও রাত্রে কাসি শুষ্ক এবং দিবসে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। হুপকাসি—প্রবল, শুষ্ককাসি,—বৃদ্ধি=প্রাতে ; সময়ে সময়ে শিশুর শ্বাসরোধোপক্রম হয়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং মুখ ও নাসিকা দিয়া শোণিত নির্গত হইতে থাকে ; গলরোধ, বমন ও মলকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে ; প্রকোপ কালে নাভিপ্রদেশে বেদনা,—যেন নাভি উৎপাটিত হইয়া যাইবে ; নানাপ্রকার কাসি,—অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সেবনের পর ; গয়ার পীত বা ধূসর বর্ণ, শীতল শ্লেষ্মা, অম্ল বা মিষ্ট স্বাদযুক্ত, অথবা উজ্জ্বল লালবর্ণ শোণিত যুক্ত। চিন্তা অধ্যয়ন বা চিৎ হইয়া শয়ন করিলে কাসির পুনরাবির্ভাব বা উদ্রেক হয় ; তরুণ বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ ; নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণ কালে শুষ্ক কাসি তরল শ্লেষ্মাযুক্ত হয় এবং গয়ার উঠিতে আরম্ভ হয়। কাসিতে কাসিতে জমাট শোণিত নির্গত হয়। কাসিলে শ্রোণিদেশে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব অনুভব হয় এবং বক্ষমধ্যে আঘাত লাগে।

বক্ষ।—কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস ; বক্ষমধ্যে চাপ ও শ্বাসরোগসুলভ বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধতা বোধ ; বৃদ্ধি=রাত্রে কিম্বা প্রভাতে, কিম্বা সন্ধ্যার পর শয়নকালে, বা সোপাণারোহণকালে, অথবা পাদচারণকালে ; তৎসহ প্রায় গলরোধ, উদ্বেগ, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপবোধ ; দ্রুতগতি নাড়ী এবং স্বেদোদ্গম বর্ত্তমান থাকে। বায়ুর প্রতিকুলে চলিতে গেলে রোগিনী হাঁপাইয়া উঠে। শ্বাসরোগের প্রকোপের সময় রোগী কটির বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিতে বাধ্য হয়। পুনঃ পুনঃ গভীর দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা (ব্রাই: ক্যাল্কে: মার্ক:)। বক্ষোপরে যেন একটা গুরুভার দ্রব্য নিহিত আছে এইরূপ চাপবোধ (ইগ্নীউ: ক্যালী-বাই: লিলী-টাই: ষ্ট্র্যামোন্: ষ্ট্যান্: ভেরেট্র-ভির্)। বৃদ্ধি=রাত্রে ও নির্ম্মল বায়ু সেবন কালে ; প্রায় শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। শ্বাসরোধ—বক্ষগহ্বরের নিম্নাংশের হঠাৎ আক্ষেপিক

সঙ্কোচন বশতঃ। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন বক্ষাভ্যন্তরে কি একটা ছিন্ন হইয়া গেল। পঞ্জরমধ্যগত স্নায়ুশূল,—অনাক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম। বক্ষাভ্যন্তরে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ উত্তাপ বোধ ও জ্বালা,—উদ্বেগ, চিত্তচাঞ্চল্য এবং অনিদ্রা। রক্তকাস—ক্রোধাবির্ভাব, অর্শস্রাব প্রতিরোধ এবং সুরাপানাদি অত্যাচার সম্ভূতঃ বিশেষতঃ যাহাদের সুরাপান অভ্যাস। বক্ষঃস্থলে, বিশেষতঃ বুকাস্থি ও বক্ষপার্শ্বে,—যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা এবং প্রায় শ্বাসাল্পতা বোধ; হৃদ্‌প্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধ বা সূচীবেধবৎ বেদনা। উদ্বেগজনক হৃদ্‌স্পন্দন, বৃদ্ধি=আহারান্তে, চা কফি পানান্তে, দীর্ঘকাল যাবৎ অতি পাঠ বশতঃ এবং শয়নকালে (চিৎ হইয়া শয়নকালে=আর্স্‌: ক্যালী-নাই:—বাম পার্শ্বে শয়নান্তে=অ্যাঙ্গাস: ব্যারাই: ক্যাক্ট: ড্যাফনী; ন্যাট-মিউ: পল্‌সে: ট্যাব্যাক: কাসির সময় বাম পার্শ্বে শয়নকালে—পল্‌সে:—রাত্রে বাম পার্শ্বে শয়নকালে=ফস্‌:—বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিবার সময়=ট্যাব্যাক্‌:—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে=ব্যাডী: ব্রোম: প্ল্যাট্‌: লীলি-টাইগ্‌:—বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নকালে=লীলি-টাই: ন্যাট্‌-কার্ব:), কিম্বা প্রাতে (স্যারাসিন্‌:—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে=ন্যাট-মিউ: বৃদ্ধি প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর এবং সেই বিষয় স্মরণ করিলে=লাইকোপ-ভার্জি:), সময়ে সময়ে বিবমিষা, বমনোদ্রেক এবং বক্ষমধ্যে ভারবোধ হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাপৃষ্ঠে আকর্ষণবৎ বেদনা (সিঙ্কো: পল্‌সে)। শৈত্য সংস্পর্শ-বশতঃ গ্রীবা আড়ষ্ট ও ভার বোধ হয় (অ্যা-নাই: গুয়ায়েক্‌: ডাল্‌কা:)। অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে টানবোধ, জ্বালা এবং চাপবোধ,—যেন ঐ স্থানে একখণ্ড প্রস্তর নিহিত আছে। গ্রীবা ও বাহুতে স্নায়ুশূল,—গ্রীবা আড়ষ্ট, প্রভাতে বা কিছু আহারান্তে এবং স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি। পৃষ্ঠদেশে জ্বালা বা ছিন্নকরণ বেদনা। কোন দিকে ফিরিবার সময় হঠাৎ সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা এবং উপবেশন কালে অস্পষ্ট বেদনা—পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হয়; কটিবাত—কামেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা এবং হস্তমৈথুন জনিত পৃষ্ঠ এবং কোমরে যেন ঘৃষ্ট বা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাকার ব্যথান্বিত এবং ক্ষীণ বোধ, সন্তান প্রসবের পর যেরূপ কিম্বা কষ্টপ্রসবের পর যেরূপ হইয়া থাকে। পৃষ্ঠ এবং পৃষ্ঠনিম্নে অত্যন্ত ব্যথা বশতঃ রোগী নড়িতে পারে না। পৃষ্ঠ হঠাৎ ধনুকের ন্যায় বক্রতা প্রাপ্ত হয়। মেরুদণ্ড বহিয়া উর্দ্ধাভিমুখে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে এইরূপ চিড়িক মারা বেদনা বশতঃ দেহ উচ্চ হইয়া উঠে; শ্বাস প্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত; পৃষ্ঠদেশে ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ বশতঃ মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া থাকে, পৃষ্ঠ ঈষন্মাত্র স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধদ্বয়ে অত্যন্ত বেদনা,—যেন ঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে। স্কন্ধদেশ হইতে হস্তের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বে[illegible]না। স্কন্ধদ্বয় যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে এইরূপ ভারবোধ এবং বাহুদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বো[illegible] হয়। বাহুদ্বয়ের অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত এবং তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে এরূপ সংঘাত [illegible]বোধ হয় যে যেন শিরা বিদীর্ণ হইবে, রাত্রে কিম্বা অতি প্রত্যূষে বৃদ্ধি। বাহুদ্বয়ে ঝিঁ[illegible]ঝি ধরে, অসাড় ও আড়ষ্ট হইয়া যায়। হাতের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। শীতল [illegible]কা সহ হস্তদ্বয় শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত। পদাঙ্গুলি হইতে

উরুশিখর বা জঙ্ঘা বা উরুতের অস্থির শিখরদেশ হইতে জানুসন্ধির পশ্চাদ্গহ্বর পর্য্যন্ত শূল-বেদনাবৎ তীব্র বেদনা ; মলত্যাগ কালে, সঞ্চালনে বা গুরুদ্রব্য উত্তোলনে এবং রাত্রে বৃদ্ধি ; পদদ্বয় অসাড় ও চৈতন্য রহিত। নিম্ন প্রত্যঙ্গাদির পক্ষাঘাত,—অতি পরিশ্রম, জলে ভেজা ইন্দ্রিয়সেবাতিশয্য জনিত কিম্বা সংন্যাস আক্রমণান্তে ; অঙ্গ শীতল বা উত্তাপরহিত, নীলাভ এবং শীর্ণ, তন্মধ্যে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা, পৈশিক বিতান বা পেশীর টান বোধ এবং পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ অনুভব। নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাত অনুভব এবং উরুর অভ্যন্তর প্রদেশে যেন একটী বেদনা-শলাকা সংলগ্ন রহিয়াছে এইরূপ বোধ। জানুসন্ধি শুষ্কবোধ হয় এবং চলিতে গেলে মট্‌মট্ করিতে থাকে (অ্যালীউ: ব্রাই: ক্যালেড: ক্যাল্‌কে: কষ্টি: গ্লোন্: হীউরা ; লিডাম্ ; ম্যাগ-সল্‌ফ: ন্যাট-মিউ: অ্যা-নাই: ট্যাব্যাক্:)। জানুসন্ধিতে বাতাশ্রিত প্রদাহ এবং তন্মধ্যে বাত-গুটিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে (অ্যা-বেন: লিথীয়া-কার্ব্ব:)। পদদ্বয় স্ফীত হইয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারণ করে এবং মধ্যে মধ্যে ব্যথান্বিত কাল দাগ প্রতীয়মান হয়। রাত্রে ঝিমাতে (ফের: ম্যাগ-কার্ব: ম্যাগ-মিউ: মিডহ্ন্: সল্‌ফ:) এবং পদতলে খাল ধরে ; রোগী আক্রান্ত পদ বিস্তৃত করিতে বাধ্য হয়। পাদচারণকালে পদদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে ; দেহ টলিয়া পড়ে। শিশু চলিতে চলিতে সামান্য কারণে পড়িয়া যায় (ন্যাট-কার্ব: কষ্টি:—শিশু বিলম্বে চলিতে শিক্ষা করে = ক্যাল্‌কে-কার্ব: পাইনাস-সিল: সাইলি:)। সন্ধিবিশ্লেষণ প্রবণতা,—চলিবার সময় পা টানিয়া চলে, পা তুলিয়া চলিতে পারে না। বাতবেদনা,—দেহকাণ্ডের পেশী ও বৃহৎ সন্ধি সকল আক্রান্ত হয় ; আক্রান্ত অংশ ফ্যাকাশে বা পাংশুবর্ণ ও দৃঢ়াবদ্ধ অনুভব, স্ফীতিযুক্ত, অসাড় ; পেশী আনর্ত্তিত হইতে থাকে, হঠাৎ সঞ্চালনে বা শৈত্যসংস্পর্শে যন্ত্রণার ও স্ফীতির বৃদ্ধি হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সমগ্র দেহে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভূতি এবং সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শাসহ বোধ হয় ; বিশেষতঃ প্রাতে হঠাৎ বলহীনতা ; সুরাপায়ীদিগের সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ বাহুদ্বয় প্রকম্পিত হইতে থাকে। সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতে বা শুইয়া থাকিতে ভাল-বাসে। মূর্চ্ছাপ্রবণতা,—নাসিকা মধ্যে কোনরূপ উগ্রগন্ধ প্রবিষ্ট হইলে, প্রাতে কিম্বা আহারের পর। পক্ষাঘাত, আক্রান্ত অংশ উত্তাপহীন, অসাড় এবং শীর্ণ হইয়া যায়,—সংন্যাস বা মস্তিষ্কের কোমলী[illegible] ; তৎসহ শিরোঘূর্ণন ও ক্ষীণ স্মৃতি ; ইন্দ্রিয়সেবাতিশয্য, সুরার অপব্যবহার, আক্ষেপ, [illegible] ব্যবহারের পর অথবা গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ রোগান্তে। যন্ত্রণা এত অসহনীয় বোধ [illegible] রোগী যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছনীয় মনে করে। হস্তপদাদি ও সন্ধি সকল যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে [illegible]প ব্যথাযুক্ত, বিশেষতঃ নিশাশেষে শয্যায় শায়িত অবস্থায় এবং হস্ত পদাদি সঞ্চালনের সময় [illegible]। ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ,—প্রকোপের সময় প্রায় রোগী চৎকার করিয়া উঠে, মস্তক [illegible]কে হেলিয়া পড়ে, হস্তপদাদি কম্পিত হইতে থাকে, অজ্ঞাতসারে মল মূত্রাদি নির্গত হই[illegible], বমন, অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম, তৃষ্ণা এবং ঘড়ঘড় শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস ; আক্রমণের পূর্ব্বে, [illegible] প্রদেশ হইতে সর্‌সরানুভূতি উত্থিত হয় ; সচৈতন্য অবস্থায় (ষ্ট্রিক্:) বহিরায়াম আক্ষে[illegible] [illegible]দাদি আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং রোগী

নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে ;—উজ্জ্বল আলোক দর্শনে (বেল্: ক্যান্থা: ষ্ট্র্যাম্:) হঠাৎ দেহ আলোড়িত হইলে, কোনরূপ শব্দে বা রোগীর অঙ্গ স্পর্শমাত্রে আক্ষেপ পুনরাবির্ভূত হয় (কার্ব্বোণ্-হাইড্রো:)। শিশুদিগের শীর্ণতা রোগ অধিকারে হয় আদৌ ক্ষুধা থাকে না কিম্বা রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় (বেশ খায় দায় অথচ শীর্ণ হইয়া যায়=অ্যাব্রোট্: আয়োড্: স্যানিক্: ন্যাট্-মিউ: সার্সা: ব্যাসিল্:),—আহারের ইচ্ছা উত্তম কিন্তু প্রায় বমন ; মলবদ্ধতা ; পাংশুবর্ণ মূর্ত্তি এবং মুখমণ্ডলের স্ফীতি।

ত্বক।—গাত্রত্বক ফ্যাকাশে বা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। সর্ব্বাঙ্গে জ্বালাজনক কণ্ডুয়ন,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর ; পাণ্ডুরোগাধিকারে গাত্র কণ্ডুয়ন। পরিপাক-ক্রিয়ার বিকৃতি-সম্ভূত আম্বাত। নীলবর্ণ কালশিরা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি স্ফোটক একত্র মিলিত হইয়া যায়। ব্রণশোথ,—ইহা পূয়োপজনন নিবারণ করে। হামের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কোদ্গম,—উহাতে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন।

নিদ্রা।—সন্ধ্যার পর শয্যায় শয়ন করিবার বহু পূর্ব্বে উপবিষ্ট অবস্থায় বা পড়িতে পড়িতে কিছুতেই নিদ্রিত না হইয়া থাকিতে পারে না ; তৎপরে রাত্রি ৩।৪টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং প্রভাতে স্বপ্নময় নিদ্রায় অভিভূত হয়, সহজে জাগ্রত করা যায় না এবং নিদ্রা-ভঙ্গান্তে আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষীণ বোধ করে (এতদ্বিপরীত পল্সেটিলা)। মনোমধ্যে উপর্য্যুপরি নানা চিন্তার উদয় বশতঃ অনেক রাত্রে তবে নিদ্রা হয়। কেহ যদি না জাগাইয়া দেয় তাহা হইলে অল্প নিদ্রার পরও বেশ আরাম বোধ করে। শয়নের পর হইতে নানা চিন্তার উদয় হইয়া সমস্ত রাত্রি নিদ্রাকে কাছে আসিতে দেয় না। ভোরবেলায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে, নিদ্রা-ভঙ্গের পর সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি হয়। দিবসে পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও নিদ্রাবেশ। অধিকাংশ স্থলে "নক্স-ভমিকা" রোগী চিৎ হইয়া নিদ্রা যায় (অ্যাকোন্: অ্যানাক্: ব্রাই: ক্যাল্কে: কালী-কার্ব: লাই: ন্যাট-মিউ: ষ্ট্যান্:—উপুড় হইয়া শয়ন করে=অ্যাব্রোট্: সিনা:)। নিদ্রার সময় উচ্চ নাসিকাধ্বনি হয়। নিদ্রিত অবস্থায় ভীত হইয়া চমকাইয়া উঠে, গোঁ গোঁ করিতে থাকে, ক্রন্দন করে, অত্যন্ত বকে ;—প্রলাপ,—শয্যা হইতে পলায়ন করিবার দুর্দ্দমনীয় আবেগ, নাসিকাধ্বনি সংযুক্ত বা সাঁই সাঁই শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস,—রোগী চিৎ হইয়া মস্তকের উপর উভয় হস্ত স্থাপন করিয়া শুইয়া থাকে। স্বপ্ন,—অদ্ভুত, হাস্যোদ্দীপক, ভয়ঙ্কর বা কামোদ্দীপক ; নিষ্ঠুরতাপূর্ণ, ভীষণ ব্যাপারের কিম্বা ধ্যান ও চিন্তার বিষয়ের স্ব[illegible] ; নরককীট, খণ্ডবিখণ্ডীকৃত মৃতদেহ, দন্ত উৎপাটন, দিবাসম্পাদিত বৈষয়িক ব[illegible] প্রা[illegible]র কিম্বা অবিলম্বে সম্পাদনীয় সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শন।

[illegible]না।

জ্বরাধিকারে।—সময়=রাত্রে বা প্রভাতে, [illegible] হয়। ৬টা হইতে ৭টা এবং বেলা ১১টা। সন্ধ্যার সময় জ্বর আসিলে তাহা সমস্ত রাত্রি [illegible] বাধ [illegible]গ হয় (লাই: পলিপো: পল্সে ট্রাস)। সূচনা বা জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় উরু ও পদদ্ব[illegible] ধরে [illegible] সহনীয় আকর্ষণবৎ বেদনা বশতঃ রো[illegible] একবার পদদ্বয় গুটাইয়া লয় এবং পুনশ্চ [illegible] কা সহ[illegible] [illegible] করে ; অত্যন্ত অবসন্নতা এবং হস্ত পদাদি [illegible]শার্দ্রতা। শীতাবস্থা, তৃষ্ণারহিত, [illegible] [illegible]বাহি[illegible] প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে শীতাবির্ভাব ; শীত প্রচণ্ড

কম্পজনক,—প্রায় দুই দণ্ড বা তিন কোয়াটার কাল স্থায়ী হইয়া থাকে,—মুখমণ্ডল ও হস্ত শীতল ও নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়,—তৎপরে প্রচণ্ড উত্তাপ,—ত্বক ঘর্ম্মাপ্লুত। প্রতিবারে পূর্ব্ব-বারের অপেক্ষা অগ্রে আবির্ভাব বা আনয়নশীল প্রাতঃকালীন জ্বর,—শীতার্ত্ততা অধিকারে হস্ত পদাদিতে ব্যথা, পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন; নখ সকল নীল বর্ণ ধারণ করে (সিঙ্কো: ইউপেট্-পার্ফোল: ন্যাট্-মিউ: থুয়া) তৃষ্ণা থাকে না; তৎপরে দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর আবির্ভূত ও তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয় (ন্যাট্-মিউ:), রগে সূচীবেধবৎ বেদনা, এবং পৃষ্ঠে ও হস্তপদাদিতে শীতবোধ হইতে থাকে; তৎপরে প্রভাতে ঈষৎ ঘর্ম্মোদ্গম ও গাত্রত্বক অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়,—যেন শীতে জমিয়া গিয়াছে এবং প্রত্যঙ্গাদিতে যেন ঝিঁঝিঁ ধরিয়াছে এইরূপ অসাড় বোধ হয়। অপরাহ্নে জ্বর,—শীতবোধ হয় এবং নখ সকল নীলবর্ণ হইয়া যায়; অবশেষে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ, হস্তজ্বালা এবং জলতৃষ্ণার উদ্রেক; জলপানান্তে কম্প বৃদ্ধি হয় (ক্যাপ্স্: ইউপেট্:); জল পান করিলে শীঘ্র শীতাবির্ভূত হয় (আর্স্: ইউপেট্:—জলপানান্তে শীতের উপশম=কষ্টি:); সমস্ত দেহ শীতল বোধ হয়, হস্তদ্বয় ও দেহ নীলবর্ণ হইয়া যায়; অগ্ন্যাধারের উত্তাপ বা গরম বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন—কিছুতেই শীতের উপশম হয় না; শীতাবস্থায় নিতম্বে বেদনা বোধ হয় (পৃষ্ঠমধ্যস্থিত কশেরুকা মধ্যে বেদনা=চিনিন্-সল্ফ্:; শীতান্তে রোগী নিদ্রাভিভূত হয়। উত্তাপাবস্থা,—তৃষ্ণা অত্যন্ত; জ্বর দীর্ঘকাল ভোগ হইয়া থাকে; গাত্রে বস্ত্রাবরণ অসহনীয় বোধ হয় কিন্তু ঈষন্মাত্র নড়িলে বা বস্ত্র উন্মোচিত করিলে অত্যন্ত শীতবোধ হয় (অ্যাকোন্: আর্ণি:—গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে অনিচ্ছুক=বেল্:); দেহ অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত এবং সমগ্র দেহ জ্বালা করিতে থাকে, তথাচ রোগী গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারে না (গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে=সিকেলী:)। ঘর্ম্মাবস্থা—তৃষ্ণা রহিত (প্রবল তৃষ্ণা=আর্স্: চায়না); ঘর্ম্ম প্রায়ই অতি অল্প হইয়া থাকে, এবং ঐ অবস্থায় দেহ সঞ্চালনে কিম্বা গাত্রে ঈষন্মাত্র বায়ু লাগিতে দিলে শীত বোধ হয়; স্বেদোদ্গমান্তে হস্তপদাদির বেদনার উপশম হয় (ইউপেট্: লাই: ন্যাট্-মিউ:—স্বেদোদ্গমান্তে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি=মার্ক্:); ঘর্ম্ম ও শীত পর্য্যায়ক্রমে অনুভূত হয় (অ্যান্ট্-ক্রুড্:—সর্ব্বদা অত্যন্ত শীতবোধ করে, না হয় প্রচুর স্বেদোদ্গম হয়=কষ্টি:) ঘর্ম্ম একপার্শ্ব-গত (বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বগত) কিম্বা কেবল দেহের উর্দ্ধাংশে স্বেদোদ্গম হয় (অ্যাকোন্: চায়না অ্যা-না: পাল্সে:)।

শিশু[illegible]গের সবিরাম জ্বর।—কম্পজনক শীত এবং গাত্রত্বক ছিট্ ছিট দাগ বিশিষ্ট,—বি[illegible]তঃ আবৃত অংশ। প্রাভাতিক প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল,—গাত্রত্বক নীলব[illegible] ছিট্ ছিট্ দাগ বিশি[illegible] শীত ও জ্বরের সময় অত্যন্ত তৃষ্ণাধিক্য,—অত্যন্ত আক্ষেপ প্রবণতা, এমন কি ধনুষ্টঙ্কার পর্য্য[illegible]পস্থিত হইবার সম্ভাবনা,—ঠিক যে সময় শীত নিবৃত্তির প[illegible] স্বেদোদ্গম আরম্ভ হয়। মলক[illegible]এবং পুনঃ পুনঃ বৃথা মলবেগ,—বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী শিশুর ক্ষুধামান্দ্য, মূত্র লালবর্ণ এবং দুর্গন্ধময়[illegible]সাধারণতঃ কুকক্কুকে শুষ্ক কাসি সহযুক্ত।

বৃদ্ধি।—রাত্রি ৪টার পর নিদ্রা[illegible] রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, মানসিক পরিশ্রমান্তে ক্রোধাদ্রেকের পর, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, [illegible]ভোজনের পূর্ব্বে, প্রতিশ্যায় নিরোধাবে

শীতল বায়ু সংস্পর্শে, শুষ্ক বায়ুতে ; কাসিবার সময়, সুরাদিপানান্তে, অপরিমিত আহারান্তে বা কিছু আহারের পরেই, মস্তক আলোড়িত করিলে, মস্তক অনাবৃত করিলে, মাতাল হইবার পর, চিৎ হইয়া শয়নান্তে, আর্ত্তবস্রাবান্তে, নিদ্রাকারক ঔষধাদি সেবনান্তে, শব্দে, কফি পানান্তে, শীতল দ্রব্যাদি আহারান্তে, শীতল জল পানান্তে, রেতঃস্খলনান্তে, পরিহিত বস্ত্রাদির চাপে, পরিপাকক্রিয়ার বিকৃতি সংঘটিত হইলে, মলত্যাগান্তে, প্রস্রাবের পূর্ব্বে নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে, জৃম্ভন কালে এবং রাত্রে নিদ্রাভঙ্গান্তে, শৈত্য ও শীতল জল সংস্পর্শে এবং জলে ভিজিলে, রৌদ্রে (শিরোবেদনা),—গাত্র স্পর্শমাত্রে এবং সঙ্গীত শ্রবণে। প্রাতে বৃদ্ধি ইহার একটী প্রধান লক্ষণ।

উপশম।—জলীয় বায়ুতে (কষ্টি:), গরম বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিলে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (আঘ্রাত ও শ্বাসরোগ), বিশ্রামে, পার্শ্ব ফিরিয়া শয়নান্তে, নিষ্পেষণে, সন্ধ্যার সময়, মর্দ্দনে, কটির বস্ত্র শ্লথ করিয়া দিলে, উষ্ণ গৃহমধ্যে, উত্তাপ সংস্পর্শে এবং উষ্ণ দ্রব্য আহারে ; বায়ু নিঃসরণান্তে এবং শয্যায় শয়নকালে।

সম্বন্ধ।—**অনুপূরক**—সলফার (ক্যালি-কার্ব্ব)।

দোষঘ্ন।—সুরা, কফি, অ্যাকোন, বেলাড, ক্যাম্ফ, ক্যামো, কফ ওপিয়ম, প্লাটী, ষ্ট্র্যামো, থুযা।

অনুকূল সম্বন্ধ।—আর্স: ইপিক: ফস: সিপী: সল্ফ: ইত্যাদির পরে নক্স এবং নক্সের পরে ব্রাই: কোব্যাল্টাম্, পল্সে: ও সল্ফ: ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। নক্স ব্যবহারের পরে পল্সেটিলা অপেক্ষা সিপীয়া অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

সদৃশ।—সাইকীউটা ; অ্যা-হাইড্রো: বেল: অ্যাকো: কার্ব্বোণ-হাইড্রো: ফাইজস: কাইটো: কুরারী ; ক্যাম্ফো: ইগ্নে: নক্স-মস: মস্কাস ; আর্স ; বিস্মাথ ; লাই: ক্রিয়ো: পল্সে: কার্ব্বো-ভে: ন্যাট-সল্ফ: জিঞ্জিবার ; সিপীয়া ; বেমেড: ক্যামো: ক্যালী-কার্ব্ব: ব্রাই: কার্ডীউয়াস-মেরী: ক্যাষ্টোর: কষ্টি: ককীউ: কোলিন্সো: কোব্যালট: ল্যাকে: লিডাম ; মার্ক: ওপী: ষ্ট্যাফ: সল্ফ:।

তুলনীয়।—হাঁপানি,—কার্ব্ব ভেজ, লাইকোপ, ন্যাট্রাম সল্ফ ; গুহ্যাবরক পেশীর পক্ষাঘাত,—সিপিয়া, বেলাড, সল্ফর। আর্ত্তবকালে রুক্ষমেজাজ—ক্যামো। —এ জাগরণ, [illegible]তন্যাধিক—ককুলস। হত্যা ইচ্ছা—হিপার, আর্স। বাহ্যের সময় [illegible]।—নক্স-মস্কেটা, [illegible]ডিজি। অর্শ—ইস্কুলস। শ্বেতপ্রদর—অ্যাগ্নাস, কার্ব্বো-অ্যানি। [illegible] .ঘর্ম্ম—লাইকোপ, [illegible]ল্কে। মৈথুন অপব্যবহার জন্য ধ্বজভঙ্গ—ক্যাল্কে: সলফ মূত্রাশ্মরীশূল—ওপিয়ম। [illegible]লায়—এপিস্, নাকবক্ক (ক্যামো)। [illegible]টা, কুরারী।

ধনুষ্টঙ্কার।—ভিরেট্রিন্, সাইকি, বেলাড[illegible]-অ্যাসিড।

মস্তিষ্ক মেরুমজ্জীয় পীড়া।—ইগ্নেসি, নক্স-মস্কেটা।

স্নায়ুপ্রধানা-বামার [illegible] বিস্মাথ, আর্স, লাইকোপ, সল্ফ, কার্ব্বো

পাকাশয়িক বিকৃ[illegible]

শক্তি।—১ম হইতে ১০০০ ক্রম এবং তদূর্দ্ধ ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—১৫ হইতে ২১ দিন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—পুরাতন ও অনতি-তরুণ রোগাদির চিকিৎসা কালে নক্স-ভমিকা শয়নের সময় কিম্বা শয়নের ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে প্রযোজ্য,—কারণ দেহ ও মন যখন স্থির থাকে তখন ইহার উৎকৃষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

ওসীমাম্ কেনাম্

(OCIMUM CANUM).

নামান্তর।—একপ্রকার তুলসী।

প্রস্তুতি।—তাজা পাতা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অণ্ডলালামূত্র ; স্তনে বেদনা ; বাঘী ; মূত্রাশ্মরী নির্গমন ; অতিসার ; মূত্রগ্রন্থির পীড়া ; মূত্রের বিকৃতি ; যোনি নির্গমন বা ভ্রংশ।

উপযোগিতা ও আভাস।—বৃক্ক-শূল বা মূত্রাশ্মরী নির্গমন জনিত শূল বেদনাতেই ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রচণ্ড বমন, রোগী যন্ত্রণায় দুই হস্ত একত্রিত করিয়া নিষ্পেষণ, চীৎকার ও গোঁ গোঁ করিতে থাকে, প্রকোপান্তে লাল রেণুময় রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়,—ইত্যাদি কয়েকটী এতজ্জনিত বৃক্ক শূলের প্রকৃতিগত লক্ষণ। সময়ে সময়ে মূত্র জাফ্রানের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং কখনও বা অত্যন্ত গাঢ়, পূয়ময় এবং মৃগনাভির ন্যায় তীব্র গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরেও ইহার কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় ক্রিয়াফল প্রকাশ পাইয়া থাকে, যথা—যোনিভ্রংশ, স্তন অত্যন্ত স্পর্শাসহ এবং শিশুর স্তন্য পান কালে স্তনে ভয়ানক ব্যথা বোধ হয়।

লক্ষণাবলী।

মূত্রযন্ত্র ও প্রস্রাব।—মূত্র ঘোলাটে,—তলায় শ্বেতবর্ণ লালাময় পদার্থ পতিত হয় ; মূত্রের বর্ণ জাফ্রানের ন্যায় ; বৃক্কশূলের প্রকোপান্তে মূত্র লাল রক্তবর্ণ এবং তলানি লাল ইষ্টকচূর্ণের ন্যায়। প্রস্রাবের সময় জ্বালা বোধ। গাঢ়, পূয়মিশ্রিত মূত্র মৃগনাভিবৎ তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। বৃক্কশূল, সাধারণতঃ দক্ষিণপার্শ্বগত,—প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ভয়ানক বমন, যন্ত্রণায় রোগীর দেহ ক্ষুর ন্যায় আবর্ত্তিত হইতে থাকে, রোগী চীৎকার এবং গোঁ গোঁ করিতে থাকে এবং উভয় হস্ত একত্রিত করিয়া নিষ্পেষণ করে ; মূত্রবাহিনী বা মূত্রনালিকা মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হয়,—যেন তন্মধ্য দিয়া অশ্মরী বা পাথুরী নির্গত হইতেছে (বার্বা: লাই: ট্যাব্যাক:)। কুঁচকীর গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—বাম অণ্ডকোষ স্ফীত, অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত এবং স্পর্শাসহ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনির বহির্দ্বার মধ্যে অস্ত্রবেধবৎ যন্ত্রণা। যোনির সমগ্র বহির্ভাগ স্ফীত। যোনিভ্রংশ (ষ্ট্যাফ্:),—এমন কি যোনিদ্বারের বাহিরেও আসিয়া পড়ে। স্তনদ্বয় কণ্ডুয়নযুক্ত। স্তন্য গ্রন্থিমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য। স্তনবৃন্তের অগ্রভাগ সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত; সামান্য স্পর্শ করিলেও রোগিনী চীৎকার করিয়া উঠে। স্তনমধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা। শিশুর স্তন পান কালে স্তনে ভয়ানক ব্যথা বোধ হয়।

জ্বরাধিকারে।—অত্যন্ত স্বেদোদ্গম ও পিত্তাশ্রিত সন্ততঃ জ্বর,—বিশেষতঃ শিশু-দিগের জ্বর।

সম্বন্ধ।—ইহার পরে ডায়োস্কোরীয়া বিশেষ উপযোগী।

সদৃশ ও তুলনীয়।—ক্যাল্কো: বার্বারিস: ডায়েস্কো: লাই: কলো: প্যারীরা-ব্রাভা (বৃক্কশূল); সিপী: ষ্ট্যান্: (যোনি ভ্রংশ); এবং ফেল্যান্: ক্রোটন্-টিগ্: কষ্টি: ব্যাপ্টি: (স্তন বেদনা)।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ইন্যান্থি ক্রোকেটা

(ŒNANTHE CROCATA).

নামান্তর।—হেমলক্ ড্রপ্‌ওয়ার্ট।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অণ্ডলালা মূত্র; সংন্যাস; স্তনে বেদনা; আক্ষেপ; কাসি; মৃগী; অন্ননলীর প্রদাহ ও সঙ্কোচন; প্রসবান্তিক আক্ষেপ; গৃধ্রসী; বাক্‌রোধ; পাকাশয় প্রদাহ; ধনুষ্টঙ্কার; জিহ্বার স্ফীতি ও ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—অপস্মার বা মৃগী রোগে উপকারিতার জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ। যে সকল অপস্মার রোগের প্রকোপাবস্থায় বমন, কোষ্ঠবদ্ধ সহ আধ্মান বা অদ্ধ কামোচ্ছ্বাস বর্ত্তমান থাকে কিম্বা যে সকল অপস্মার কামেন্দ্রিয়ের রোগ হইতে উৎপন্ন,—ইন্যান্থি-ক্রোকেটা তাহাতে অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। প্রকোপকালে রোগী মৃত ব্যক্তির ন্যায় হিমাঙ্গ হইয়া যায়; যেন কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে তন্মধ্যে এইরূপ শব্দ হয়; সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ও জ্বালাময় উত্তাপ অনুভূত হয়; হস্ত পদাদি অবশ, পদদ্বয় বিস্তৃত হইয়া থাকে; কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিলে গলমধ্যে ব্যথা বোধ হয় এবং এতজ্জনিত লক্ষণ মাত্রেই জল সংস্পর্শে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রজোস্রাবকালে ও গর্ভাবস্থায় মৃগীবৎ আক্ষেপের বৃদ্ধি হয়; হঠাৎ প্রবল ভাবে দেহ আক্ষিপ্ত হইতে থাকে, হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আঁটকান সংঘটিত হয়, রোগী স্বীয়

জিহ্বা দংশন করে, তদন্তে জ্ঞানলোপ এবং প্রকোপান্তে ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতির উদয় হয়,—কি হইয়াছিল কিছুই মনে করিতে পারে না; হস্তপদ অনমনীয়তা প্রাপ্ত হয়, মুখ হইতে ফেণা পড়িতে থাকে, মুখের পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ ভীষণ হাস্যভাব ধারণ করে, মুখমণ্ডল স্ফীত, মেঘাচ্ছন্নবৎ ও নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—ভয়ঙ্কর প্রলাপ,—যেন মাতাল হইয়াছে; উন্মাদ; ভ্রমদর্শন। হঠাৎ সম্পূর্ণ চৈতন্যরাহিত্য। পানাত্যয়বৎ প্রলাপাবস্থা,—নিরন্তর একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়, অনর্গল এবং অবিশ্রান্ত ভাবে বকিতে থাকে, লোকে কি বলিতেছে বুঝিতে পারে না; ছায়াময় পদার্থকে প্রকৃত বস্তু মনে করিয়া ধরিতে যায়। মৃগী ও উন্মাদ,—হঠাৎ প্রচণ্ড প্রকোপের আবির্ভাব হয়। রজোনিবৃত্তির অবস্থায় ঋতুর আবির্ভাবের সময় মৃগীর প্রকোপাধিক্য। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্তি প্রকাশ করে। প্রকোপান্তে আচ্ছন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন ও তদধিকারে, পতনোপক্রম, বিবমিষা ও বমন; শ্বাসরোধ এবং আক্ষেপ; হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যায়। সংন্যাসাক্রান্তবৎ অবস্থা, নির্ব্বাক,—সংজ্ঞাশূন্য, মুখমণ্ডল স্ফীত এবং নীলবর্ণ; তারকা প্রসারিত, এবং চক্ষু একদৃষ্টি; কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস; হস্তপদাদি সঙ্কুচিত; সমগ্র দেহে, বিশেষতঃ মস্তকে, অত্যন্ত ব্যথা বোধ। সময়ে সময়ে ক্ষণকালের জন্য বোধ হয় যেন শিরোমধ্যে অত্যধিক উত্তাপ সঞ্চিত হইতেছে। মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিতাধিক্য,—শিরা ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিতোৎপ্লাবন; মস্তিষ্ক মধ্যে মাস্ত বা রক্তাম্বু স্রাব। চুল উঠিয়া যায়। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব।

চক্ষু।—শিবনেত্র (ল্যাকে: অ্যা-হাইড্রো: এপীস্: আর্টিমি-ভাল্: হেলিবো:) এবং স্থিরদৃষ্টি। চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম। নিদ্রাভঙ্গান্তে কোন বস্তু দেখিতে পায় না। চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন বোধ হয়। তারকা প্রসারিত।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখের পেশীর দ্রুত আক্ষেপিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ। মুখমণ্ডল স্ফীত নীলবর্ণ ও তমসাচ্ছন্নবৎ, শোণিতশূন্য ও হিমবৎ শীতল; মৃত ব্যক্তির ন্যায় ভঙ্গী বিশিষ্ট; মুখমণ্ডলে প্রেতবৎ হাস্য প্রকাশিত হয়; ওষ্ঠদ্বয় নীলিমান্বিত। মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তাক্ত ফেন স্রাব। মৃগীরোগে (ক্যালী-বাই: লরো: লাই: সাম্বাল:; প্রসবান্তিক আক্ষেপ কালে রক্তাক্ত ফেন নির্গলন=ল্যাকে: কথোপকথনকালে ফেন নির্গলন=ল্যাক্-ডিফ্লো: প্লাম্)। হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান, হনুদ্বয় পরস্পরের সহিত দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া যায়। জিহ্বা দংশন করিয়া অর্দ্ধ ছেদিত করে (আর্টিমি-ভাল্: বীউফো: ভ্যালিরী:—চর্ব্বণকালে=অ্যা-নাই:—মৃগী রোগের আক্ষেপাধিকারে=অ্যাব্সিন্থী: আর্টি-ভাল্: কষ্টি: ওপী: ট্যারেন্টিউ:—প্রায়ই দংশন করে=থুযা)। জিহ্বা,—ক্ষতযুক্তবৎ স্পর্শাসহ এবং স্ফীত; বহিঃসৃত=অ্যাব্সিন্থ: অ্যা-হাইড্রো: ক্রোটন্-টিগ্: এপীস্: ল্যাকে: লাই: মার্ক:); অগ্রভাগ ক্ষয়িতত্বক প্রতীয়মান হয়; পার্শ্বদ্বয় ক্ষতান্বিত=সাইকীউ-ভাই: মার্ক: অ্যা-নাই: সাইলি:), কিম্বা নির্ম্মল, সিক্ত এবং

কম্পিত (অ্যাব্‌সিন্থ: মার্ক্‌: ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্‌: আর্স্‌: জেল্‌: হায়ো: ল্যাকে: ওপী: সিকেলি: ষ্ট্র্যামো: ট্যাবাক্‌: ইউক্কা)। মুখবিবর শুষ্ক, লালাহীন। বাঙ্‌লোপ। কণ্ঠনলীর উপর অঙ্গুলি পীড়নে ব্যথা এবং কিছু গলাধঃকরণকালে ক্ষতান্বিত বোধ হয়। নিগীরণ-শক্তিরাহিত্য (গিলিবার শক্তি থাকে না)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—তৃষ্ণা, শীতল জলাদি পান করিতে মহা আগ্রহ প্রকাশ করে,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়; উষ্ণ পানীয় আদৌ ভালবাসে না। পুনঃ পুনঃ উদ্গার। কষ্টজনক হিক্কা (মস্কাস্)। পাকাশয় শূল। বিবমিষা ও বমন। বিবমিষা,—উপশম= বমনান্তে। আক্ষেপকালে বমন, দুর্দ্দমনীয় বমন,—উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস যাবৎ বমন হইতে থাকে, কিছুতেই উপশম হয় না। পাকস্থলী ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ (অ্যাস্‌ক্লিপীয়াস্-টীউব্‌:=যেন উদর মধ্য দিয়া অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল)। উদরাধ্মান,—উদর অত্যন্ত স্ফীত এবং তন্মধ্যে শূলবৎ বেদনা। অন্ত্রগুলী যেন মুচ্‌ড়াইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়িক প্রদাহ,—ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ও বমন হইয়া থাকে। ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ অধিকারে উদরাধ্মান। উদরের যে কোন অংশ স্পর্শ করিলে ভয়ানক ব্যথা বোধ।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকৃত ও দ্রুত, শ্লেষ্মাকূজন বিশিষ্ট এবং মধ্যে মধ্যে ক্রমাগত দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে ও কাসি হইতে থাকে; শ্বাস প্রশ্বাস এত ক্ষীণ যে অন্য লোক প্রায় তাপ অনুভব করিতে পারে না; উদর ও বক্ষ ব্যবচ্ছেদক পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণ। স্বরনলীর সঙ্কোচন এবং তন্মধ্যে জ্বালা। চারি পাঁচ দিবস স্থায়ী কাসী; বৃদ্ধি=রাত্রে; কণ্ঠনালীর উর্দ্ধাংশে কণ্ডূয়ন জনিত; কাসির সময় নিম্ন বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে; গাঢ়, ভারি, শ্বেত এবং পীতবর্ণ, পিকদানের গাত্রে লাগিয়া থাকে, ঈষৎ ফেনময় এবং পরিমাণে অনেক; বক্ষগহ্বরের বাম পার্শ্বে বেদনা; বৃদ্ধি গভীর শ্বাস গ্রহণে; প্রবলরূপে বক্ষ দলিত করিলে উপশম।

সার্ব্বাঙ্গিক।—মৃগীবৎ আক্ষেপ; ভয়ঙ্কর রূপে সর্ব্বাঙ্গ আক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং তদন্তে আচ্ছন্নভাব বা প্রগাঢ় নিদ্রার আবির্ভাব হয় (আর্টিমি-ভাল্‌: হায়ো: নক্স: ওপী:)। ধনুষ্টঙ্কার বা মৃগীবৎ আক্ষেপ অধিকারে শিরোঘূর্ণন, উন্মাদ, বিবমিষা, বমন, সংজ্ঞারাহিত্য, মুখমণ্ডলে প্রেতহাস্য এবং শিবনেত্র, হঠাৎ আক্ষেপ আবির্ভাবান্তে হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান, জিহ্বা দংশন এবং পরে সম্পূর্ণ সংজ্ঞারাহিত্য (চৈতন্য সহযোগে=কার্ব্বোণ-হাইড্রোজেন্‌: নক্স-ম্‌: ষ্ট্রিকনীয়া)। আক্ষেপ কালে মুখ স্ফীত ও নীলিমালিপ্ত প্রতীয়মান হয় এবং মুখবিবর ও নাসিকা হইতে রক্তাক্ত ফেন নির্গলিত হইতে থাকে। সকল লক্ষণই জল সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়।

ত্বক।—কুষ্ঠ এবং মৎস্যের-ন্যায়-শল্ক-বিশিষ্ট চর্ম্ম রোগ অর্থাৎ আক্রান্ত অংশ হইতে মৎস্যের আঁইসের ন্যায় শল্কপাত হইতে থাকে (থাইরইডিনাম্‌, হাইড্রোকোট্‌: বিভজ্জনাম, সিফিলিনাম্‌)। মুখমণ্ডলে ছাবকা ছাবকা রক্তিমা।

সম্বন্ধ। সদৃশ—অ্যাবসিন্থীয়াম্‌, আর্টিমিশীয়া-ভ্যাল্‌গ্যারিস্‌, কীউকো, সাইকুটা-ভাইরোসা, কার্ব্বোণীয়াম-হাইড্রোজেনিসেটাম্‌, কোণায়াম, ইথীউসা এবং কেত্রাম্‌গুয়াম্‌।

তুলনীয়।—মৃগীতে বিউফো; লিঙ্গোচ্ছ্বাসে পিক-অ্যাসিড।

শক্তি।—দ্বিতীয় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম। মূলআরক অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইনোথেরা বায়েনিস্

(ENOTHERA BIENNIS).

নামান্তর।—প্রিম্‌রোজ।

প্রস্তুতি।—তাজা গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; শিশুদিগের বিসূচীকা; অতিসার; মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—অনায়াসে নির্গলনশীল তরল মল বিশেষতঃ যদি বহুদিনের পুরাতন হয়, ইনোথেরা অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ বলিলেও চলে; এমনকি, বহু দিবস মল-তারল্য ভোগ বশতঃ শিশুর মস্তিষ্কে জল-সঞ্চয় রোগে যেরূপ আচ্ছন্নাবস্থা হয় সেইরূপ হইবার উপক্রম হইলেও ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, জড়তা ও নিক্রিয়তা, অবসাদক জলবৎ এবং অনায়াসে-নির্গলনশীল মলতারল্য, স্নায়বিক অবসন্নতা, সার্ব্বাঙ্গিক অসাড়তা এবং প্রবল প্রস্রাববেগ ও সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণ স্বেদোদ্গম,—বাহ্যে ও প্রস্রাবান্তে উপশম,—ইত্যাদি কয়েকটী ইনোথেরার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। গ্রীষ্মাতিসার এবং সূতিকাজীর্ণ রোগে বা অতিসারে ইহা বিশেষ হিতকারী।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—আচ্ছন্ন ভাব; রোগী উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে বা কথা কহিতে অক্ষম (বহুকাল যাবৎ উদরাময় বা অতিসার ভোগান্তে এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে এবং সেই অবস্থাকে মস্তিষ্কে জলসঞ্চারের উপক্রম অবস্থা বলে)। প্রচণ্ড শিরোঘূর্ণন,—মস্তিষ্ক যেন ভাসিতেছে এইরূপ অনুভব (ক্যানাব্ স্যাট: নক্স-মস্:)। মস্তক শূন্য বোধ, হস্তপদাদি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং হৃৎপিণ্ড যেন ধড়ফড় করিতেছে এইরূপ অনুভব; উপশম=বাহ্যে প্রস্রাবান্তে। চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না (কষ্টি: ভেরেট:—আপনা হইতে মুদিত হইয়া ল্যাক্-ক্যান্: স্যাট্-কার্ব: সিপী:)।

মলান্ত্র ও মল।—পদদ্বয় ও অন্ত্রাশয়ের পেশী সময়ে সময়ে সাঁটিয়া ধরে এবং নাভির কিঞ্চিন্নিম্নে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ। দুর্দ্দমনীয় মলবেগান্তে কোনরূপ চেষ্টা ব্যতিরেকেও প্রচুর পরিমাণ স্বাভাবিক মল নির্গত হয়; ইহার ঘণ্টাত্রয় পরে একবার এবং

প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আর একবার মলত্যাগ হয়; এই শেষ দুইবারের মল জলবৎ এবং অবসাদ জনক। শিশুদিগের গ্রীষ্মাতিসার। জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তিদিগের পুরাতন উদরাময়। সূতিকাতিসার বা প্রসবান্তিক উদরাময়,—রোগিনী অত্যন্ত বিষণ্ণ ও বিবর্ণ, শোণিতরহিত ও শীর্ণ হইয়া যায়।

প্রস্রাব।—সমগ্র দেহে উষ্ণ স্বেদোদ্গম হইতে হইতে প্রবল প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হয় (স্বেদোদ্গমান্তে যন্ত্রণাজনক প্রস্রাব=প্যারিইরা-ব্রাভা) এবং অনতিপরেই বিনা আয়াসে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফিকা স্নিগ্ধ, কষায়ত্ব রহিত মূত্র ত্যাগ হয়; এক হইতে চারি ঘণ্টা অন্তর এইরূপ তিন চার বার প্রস্রাব হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অত্যধিক শিরোঘূর্ণন বশতঃ চলচ্ছক্তি থাকেনা; সমস্ত দেহে এত অসাড়তা বোধ হয় এবং কুটকুট করে যে রোগী উন্মত্ত হইয়া যায়; ভয়ানক শীতার্ত্ততার উদ্রেক হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে খাল ধরিতে থাকে; রোগী স্বীয় দেহ উত্তমরূপে গরম বস্ত্রদ্বারা আবৃত ও মর্দ্দিত এবং উষ্ণ পানীয় পান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—উদরাময় সম্বন্ধে=হ্যাফেলীয়াম; জিরেনীয়াম্-ম্যাকীউ: পলিনীয়া-সর্বিলিস্; ওপান্টীয়া; নুফার্-লুটীয়াম্; ক্যালী-ব্রোম: ইপিকাকুয়ানহা। প্রচুর প্রস্রাব সম্বন্ধে=অ্যাসিড্-অ্যাসেট: অ্যাসিড-ল্যাক্টীক্: অ্যাসিড্-ফস্: ইগ্নে: জেলসি:। মলত্যাগান্তে আরাম বোধ, ব্রাই: কোল্চি: ক্যালী-বাই: মার্ক:; গ্যাম্বোজ, নক্স-ভম: অক্সাইট্রোপ: পক্ষাঘাতে—জেলসি।

শক্তি।—মূল আরক ও প্রথম দশমিক ক্রম।

ওলীয়্যাণ্ডার নিরীয়াম্

(OLEANDER NERIUM).

নামান্তর।—রোজ লরেল্।

প্রস্তুতি।—করবী বৃক্ষের পাতার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মস্তিষ্কের পীড়া; পামা; শিরঃপীড়া; অতিসার; স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতা; অসাড়তা; স্তনদায়িনীর পীড়া; হৃৎ-কম্প; পক্ষাঘাত; বাত; মস্তকে উদ্ভেদ; আক্ষেপ; তীর্য্যকদৃষ্টি; জিহ্বায় লেপ; শিরোঘূর্ণন।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিশুদিগের অজীর্ণাতিসার; মস্তকের পামা, প্রভৃতি রোগে ইহা অত্যন্ত উপকারক। ক্ষীণ-স্মৃতি, বিস্মৃতি, অপাঙ্গে দৃষ্টি করিলে শিরোবেদনার উপশম, অর্দ্ধাঙ্গিক পক্ষাঘাত, শিরোপশ্চাতে পামাকচ্ছু উদ্ভেদ আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমগ্র মস্তক আক্রমণ করে এবং মস্তক হইতে শল্কপাত হইতে থাকে, মস্তক অত্যন্ত

কণ্ডুয়ন যুক্ত হয়,—যেন উকুন বা কেশকীট হইয়াছে; কণ্ডুয়নান্তে যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এইরূপ উত্তেজনার উদ্রেক; সমগ্র মস্তক চিপিটিকাবৃত, স্পর্শাসহ এবং অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত; গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত ও ব্যথান্বিত; গাত্রত্বক শুষ্ক এবং সহজে বিদারিত বা ক্ষয়িত হয়; অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ,—শিশু যতবার বায়ুত্যাগ করে ততবারই অসাড়ে মল নির্গত হয়; পূর্ব্ব দিবসের ভুক্ত দ্রব্যাদি অজীর্ণ অবস্থায় নির্গত হয়; সময়ে সময়ে দৃষ্টিলোপ; দেহ মধ্যে ভোঁ ভোঁ, ঝম্ ঝম্ করিতে থাকে; আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি যেন প্রসারিত হইয়াছে এইরূপ অনুভব; শিশুকে স্তন্য পান করাইবার পর মাতার দেহ স্পন্দিত হইতে থাকে,—ইত্যাদি কতিপয় ওলীয়্যাণ্ডারের প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—ক্ষীণ-স্মৃতি। জড়বুদ্ধি,—কেহ কিছু বলিলে বা যাহা পাঠ করে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অত্যন্ত অন্যমনস্ক এবং সকল বিষয়েই অমনোযোগী। অলস প্রকৃতিক, কোনরূপ পরিশ্রম করিতে চাহে না। প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না,—মহা ক্রোধের উদ্রেক হয়। মানসিক পরিশ্রমের পর থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব। কল্পনায় ভবিষ্যতে মহাসুখের চিত্র কল্কিত করে বা কাব্যময় কল্পনার সেবা করে। হঠাৎ দুই চারিপদ গমনান্তর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যায়। হঠাৎ ক্রোধোদ্রেক হয় এবং তাহার অনতিপরেই অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে (ক্রোকাস্-স্যাট:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—দাঁড়াইলে পদদ্বয় টলটল করে; শয়নান্তে উঠিবার সময় (সাইকীউটা, সল্ফ:), কিম্বা কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে (কষ্টি: ল্যাকে:), কিম্বা দাঁড়াইয়া নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে (স্পাইজি—উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে=ক্যাল্কে: কিউপ্রাম্; গ্রাফ: ল্যাকে: প্লাম্: ট্যাবাক্: থুযা); শিরোঘূর্ণন অধিকারে বোধ হয় যেন দেহ ঘুরিতেছে; দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকার (ওপী:) ও স্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয় (শ্বেতবর্ণ নক্ষত্র দর্শন=অ্যালীউ:); শয়িত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে শিরোঘূর্ণন (ক্যাক্টাস; কোণা: মিফাইটিস্; সল্ফ:)। মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয়—উপশম=শয়ন করিলে। অবসন্নতা বোধ,—যেন অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জনিত; উপশম=স্বেদোদ্গমান্তে। শিরোবেদনার উপশম=অপাঙ্গ দৃষ্টি বা তীর্য্যগদৃষ্টি করিলে নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা,—যেন একটা গুরুভার প্রস্তর মস্তিষ্ককে সম্মুখদিকে ঠেলিয়া দিতেছে এবং যেন ললাট ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়িবে। শিরোবেদনা,—বৃদ্ধি=অধ্যয়ন বা মস্তক উত্তোলন করিলে; উপশম=শয়নান্তে, কিন্তু পুনশ্চ উঠিতে গেলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি ও বিবমিষার উদ্রেক হয়। ললাটদেশে বেদনা,—যেন উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। দুগ্ধচিপিটিকা বা শিরোপামা; কর্পরত্বকের উপর যেন উকুন বা কেশকীট জন্মিয়াছে এইরূপ কুটকুট করে ও কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয়; বৃদ্ধি=মস্তকের ও কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে; উপশম=কণ্ডুয়ন করিবা মাত্র, কিন্তু কণ্ডুয়নের অনতিপরেই জ্বালা ও ক্ষতযুক্তবৎ অনুভব উদ্রেক হয় এবং তাহাও ক্রমে কুটকুটকারী কণ্ডুয়নে পরিণত হয়; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার পর বস্ত্র উন্মোচন কালে।

আর্দ্র শল্কময় কুটকুটকারী ও কণ্ডুয়ন জনক উদ্ভেদ,—বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে (ভায়োলা-ট্রাই: ভিঙ্কা-মাই: হ্রাস্-ভিন্: মেজের:)।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট, উর্দ্ধাকৃষ্ট, তারকা জ্যোতিঃহীন। অক্ষিপুটদ্বয় আপনা হইতে সংযুক্ত হইয়া যায়, যেন নিদ্রাবেশ বশতঃ (কষ্টি: ন্যাট-কার্ব: সিপী: কলোফিল:)) যেন অধ্যয়ন করায় চক্ষের অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ। অধ্যয়নকালে চক্ষু মধ্যে জ্বালা ও আকর্ষণানুভব। অপাঙ্গ দৃষ্টি করিলে তিমির দৃষ্টির আবির্ভাব। থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ দৃষ্টি লোপ; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলিমা। দ্বিত্ব-দর্শন।

কর্ণ।—রন্ধ্র মধ্যে সময়ে সময়ে যেন সাঁটিয়া ধরে এইরূপ বোধ। কর্ণপটহ প্রদাহ কর্ণ মধ্যে সোঁ সোঁ, ভোঁ ভোঁ ঝিঁ ঝিঁ ইত্যাদিরূপ নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হয়। কর্ণের চতুর্দ্দিকে ও পশ্চাতে আর্দ্র ক্ষত (গ্র্যাফ:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল ম্লান ও শীর্ণ (প্রাতে চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট) এবং চক্ষুর্দ্বয় নীলিমাবেষ্টিত। পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডল ম্লান ও ঘন রক্তিমান্বিত হইয়া থাকে। উপরের ওষ্ঠ অসাড় ও স্ফীত বোধ। মুখ হইতে ফেন নির্গলিত হয়। জৃম্ভনকালে নিম্ন হনু কম্পিত হইতে থাকে। মুখমণ্ডলে ও ললাটোপরে ক্ষয়কাসের গুটি বাহির হয়। দন্তশূল,—কেবল চর্ব্বণকালে। পেষণদন্তে রাত্রে শয়নকালে আকর্ষণবৎ বেদনা ও তজ্জন্য উদ্বেগ, বিবমিষা ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হইতে থাকে;—উপশম=গাত্রোত্থানান্তে। দন্ত সকল শিথিল-মূল বোধ ও মাড়ী নীলিমান্বিত শ্বেতবর্ণ প্রতীয়মান হয়। মুখবিবর শুষ্ক এবং জিহ্বা পুরু শ্বেত লেপান্বিত। জিহ্বা,—অমসৃণ ও মলিন শ্বেত লেপান্বিত এবং মধ্যে মধ্যে উন্নত কণ্টকাকীর্ণ।

গলমধ্য।—গলমধ্যে জ্বালা। যেন কণ্ঠাভ্যন্তরের বাম পার্শ্বে শীতল বায়ু আসিয়া লাগিতেছে এইরূপ অনুভব।

পাকস্থলী।—সকল আহার্য্যই স্বাদহীন বোধ হয়। মুখে আঠাবৎ স্বাদ, অরুচি সহ অত্যন্ত ক্ষুধা, দ্রুত ভোজন এবং হস্ত কম্পন। আহারের সময় প্রবল শূন্য উদ্গার। অত্যন্ত তৃষ্ণা, বিশেষতঃ শীতল জলের। আহারান্তে পাকস্থলী শূন্য বোধ হয়; উপশম=ব্রাণ্ডি পানান্তে। বমন,—ভুক্ত দ্রব্যাদি এবং কটুস্বাদ হরিদ্বর্ণ জলবৎ পদার্থ। বমনান্তে রাক্ষসী ক্ষুধা ও প্রবল তৃষ্ণা (কোল্‌চি:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে দপদপানি, যেন হৃৎপিণ্ডের গতি সমগ্র বক্ষগহ্বরে অনুভূত হইতেছে। পাকস্থলী শূন্য বোধ,—আহারের এবং শিশুকে স্তন্য পান করাইবার পর।

অন্ত্রাশয় ও মল।—উদর মধ্যে যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা,—মলতারল্য সম্ভূত বেদনার ন্যায়। নাভিপ্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। উদরমধ্যে হুড়হুড় গুড়গুড় করিয়া ডাকে এবং তারপরে বহুল পরিমাণে দুর্গন্ধ আধ্মান বায়ু নিঃসৃত হয়। নিষ্ফল মলবেগ। অন্ত্রকূজনান্তে পচা ডিম্বের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট আধ্মান-বায়ু নিঃসরণ। গর্ভাবস্থায় প্রথমে তরল এবং তদন্তে কঠিন মল কষ্টে নির্গত হয়। অজীর্ণাতিসার, পূর্ব্বদিবসে-ভুক্ত-দ্রব্যাদি অজীর্ণ অবস্থায় নির্গত হইয়া যায়; অজীর্ণমল প্রায় অসাড়ে নির্গত হয়,— বায়ু ত্যাগ করিতে গেলে মল বহির্গত

হইয়া পড়ে (অ্যাকোন্: আলো ; কষ্টি: ন্যাট-কার্ব: অ্যা-ফস্: ভেরেট:)। শিশু বায়ু ত্যাগ করিতে গেলেই তাহার শয্যা নোংরা হইয়া যায়। পুরাতন অজীর্ণাতিসার প্রাতে বৃদ্ধি।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবাধিক্য। মূত্র কপিশাভ, জ্বালাজনক ;—তলানি শ্বেতাভ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব,—বিশেষতঃ কফি পানান্তে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শিশুকে স্তন্যপান করাইবার পর মাতার দেহ স্পন্দিত হইতে থাকে এবং রোগিনী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাহার গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবার শক্তি থাকে না (কার্ব্বো- অ্যানিম্)।

শ্বাসযন্ত্র।—তালুমূলে কণ্ডুয়ন জনিত ক্ষুকক্ষুকে দেহ আলোড়ক কাসি। বায়ুনলী-মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। শ্বাস ও প্রশ্বাসকালে বাম বক্ষে স্থূলাগ্র শলাকা বেধবৎ বেদনা। শয়নকালে বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস ; বক্ষগহ্বর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অপ্রসারণীয় বোধ এবং দীর্ঘ, প্রগাঢ় শ্বাসপ্রশ্বাস (বক্ষগহ্বর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বোধ=অ্যাগার্: অ্যাসিড-কার্ব্বল্: গ্র্যাফ: সেনেগা)। ঘড়্ ঘড়্ শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস (ওপী: স্পঞ্জী: ক্যামো: গ্লোন্: নক্স-মস্:) বক্ষমধ্যে শূন্য ও শীতল বোধ হয়। উদর ও বক্ষগহ্বর বিভেদিক মধ্যে সূচীবধবেৎ বেদনা ; হৃৎপিণ্ডের উপরিস্থিত প্রদেশে অতীব্র আকর্ষণবৎ বেদনা ; হেঁট হইলে বৃদ্ধি=। হৃদস্পন্দন, বক্ষাভ্যন্তরে শূন্য ও ক্ষীণ এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পূর্ণতা বোধ হয়। উদ্বেগজনক হৃদ্স্পন,—বোধ হয় যেন বক্ষগহ্বর প্রসারিত হইতেছে।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাপার্শ্বস্থিত ধমনীদ্বয় স্পন্দিত হয়। বাহুদ্বয় উত্তোলন করিতে গেলে যেন উৎপাটিত হইতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয়। লিখিবার সময় হস্ত কম্পিত হইতে থাকে অঙ্গুলি সকল আড়ষ্ট ও স্ফীত এবং জ্বালাযুক্ত। হস্তের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। মণিবন্ধের ভিতরদিকে এবং অঙ্গুলির মধ্যে কচ্ছু বা পাচড়া সকল অনমনীয়তা প্রাপ্ত হয় এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি করতলের উপর মুড়িয়া আইসে (ইগ্নাস্থির)। নিতম্বের উপর যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ। জঘন (পাছা) দ্বয়ের মধ্যাস্থলে কচ্ছুদ্গম। পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয় এবং পাদচারণকালে পদতল অসাড় বোধ হয়,—যেন "ঝিন্‌ঝিনি" ধরিয়াছে। দাঁড়াইলে জানুদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে। চরণদ্বয় নিরন্তর শীতল। পদ ও চরণদ্বয়ের যন্ত্রণারহিত পক্ষাঘাত। হস্তপদাদি আড়ষ্ট এবং শীতল ; পৈশিক শক্তি থাকেনা ; প্রচণ্ড পৈশিক সঙ্কোচন, দেহের উর্দ্ধাংশে এবং বাম পার্শ্বেই অধিক। হঠাৎ শ্বাসক্রিয়া ও সংজ্ঞা লোপ,—স্বেদোদ্গমান্তে তিরোহিত হয়, অত্যন্ত অবসাদ,—যেন মৃত্যু অতি সন্নিকট।

ত্বক।—ভয়ানক কণ্ডুয়নশীল পীড়কা উদ্গত হয় এবং কণ্ডুয়নান্তে শোণিত ও রস পড়িয়া ক্ষততে পরিণত হয়। বহিরঙ্গের শোথ। সামান্য কারণে গাত্রত্বক বিদারিত হইয়া বা ফাটিয়া যায় (গ্রাফ:) ; স্বেদাভাব (নক্স-মস্: পেট্রোল্:)। বস্ত্রাদি উন্মোচনকালে সর্ব্বাঙ্গ পিটপিট করিতে থাকে এবং কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয় ; কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ হাজা অনুভব। ঈষন্মাত্র ঘর্ষণে ত্বকক্ষয় সংঘটিত হয়, গ্রীবাদেশে এবং মুষ্ক ও উরুর মধ্যাস্থলে অধিক।

নিদ্রা।—নিম্ন হনুর কম্পন ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন—শীতার্ত্ততা ও পেশীর শিহরণ সহ শয়ন

করিবার ইচ্ছা। প্রাতে অতি কষ্টে নিদ্রাভঙ্গ হয় (এপীস্: ; আর্জেণ্ট-নাই:)। কামোদ্দীপক স্বপ্ন ও রেতঃস্খলন। রাত্রে অনিদ্রা ও অস্থিরতা ; চঞ্চল নিদ্রা,—পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতার্ত্ততা,—দৈহিক উত্তাপরাহিত্য ; কিম্বা আন্তরিক উত্তাপ ও বাহ্যতঃ শীতবোধ ; তৃষ্ণা রহিত। সময়ে সময়ে সর্ব্বাঙ্গে শীতবোধ ; মুখমণ্ডল উত্তাপ-যুক্ত এবং হস্তদ্বয় হিমবৎ শীতল। সময়ে সময়ে হঠাৎ উত্তাপ আবির্ভাব ; দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমান্তে বৃদ্ধি।

দোষঘ্ন।—**প্রতিবিষ**—ক্যাম্ফোরা। সল্ফার (পুরাতন)।

অনুকূল।—**সম্বন্ধ**—বেল্: ব্রাই: ক্যালকে: কোণা: লাই: ন্যট্-মিউ: নক্স-ভম: পল্সে: হ্রাস: সিপী: স্পাইজি: সল্ফ:।

সদৃশ।—অ্যানাক্: সিঙ্কো: ক্লিম্যাট্: ককীউ: নক্স-ভম: ষ্ট্যাফ:। অজীর্ণাতিসার সম্বন্ধে অ্যারোট্: সিঙ্কো: ফেরাম ; আয়োড: আস্: আর্জেণ্ট-নাই: এপীস্ ; অ্যাসিড-ফস্: ফস্: (ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন এস্থলে ওলীয়্যাণ্ডারের সহিত নিম্নলিখিত ঔষধ কয়েকটী পর্য্যালোচনীয় :— ফেরাম্=অজীর্ণ দ্রব্যাদি মিশ্রিত তরল মল নির্গত হয় ; যন্ত্রণারহিত এবং প্রায় আহারের সময় বেগ উপস্থিত হয়। আর্সিনিকাম্=শীতল দ্রব্যাদি ভক্ষণ জনিত উদরাময় ; মল পীতবর্ণ, এবং জ্বালাজনক। অন্য সময় অপেক্ষা দ্বিপ্রহর রাত্রের পর প্রায় বৃদ্ধি হয়। আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকাম্=জলপান মাত্রে বাহ্যের বেগ হয়। সিঙ্কোনা=অজীর্ণ ভুক্ত পদার্থ মিশ্রিত জলবৎ মল ; অবসাদক এবং ভোজনান্তে অসাড়ে নির্গত হইতেও পারে ; এতজ্জনিত উদরাময় প্রায় ফলাহার করিলে বৃদ্ধি হয়। এপীস-মেলিকা=বালবিসূচিকা রোগে উন্মুক্ত মলদ্বার সহ অসাড়ে মল নিঃসরণ। ফস্ফোরাস্ এবং অ্যালো মলদ্বারাবরোধক পেশীর সঙ্কোচ-নীয়তারাহিত্য বশতঃ অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ। ফস্ফোরাসের লক্ষণ মলান্ত্র মধ্যে মল প্রবেশ মাত্র উন্মুক্ত মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। দুগ্ধচিপিটিকা সম্বন্ধে ভায়োলা-টাই: ভিঙ্কা-মাই: হ্রাস্-ভিন্: মেজের: সোরিন্: ব্যাসিলিনাম্।

বৃদ্ধি।—কণ্ডূয়ন করিবার কিয়ৎকাল পরে ; ঘর্ষণে ; গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে ; চর্ব্বণ-কালে ; উঠিতে গেলে ; হেঁট হইলে ; অধ্যয়নে বা কোনরূপ মানসিক বা দৈহিক পরিশ্রমে ; সন্ধ্যার পরে বস্ত্র উন্মোচন কালে ; প্রভাতে এবং নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে।

উপশম।—অপাঙ্গ দৃষ্টি করিলে, শয়নান্তে, কণ্ডূয়ন মাত্র ; ব্র্যাণ্ডি পানান্তে ; স্বেদো-দ্গমান্তে ; পাদচারণ করিলে (উরুদ্বয়ের আড়ষ্টতা) এবং শয্যা হইতে বহির্গত হইলে (দন্তশূল)।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক এবং তদুচ্চ ক্রম।

ওলীয়াম্ অ্যানিমেল্

(OLEUM ANIMALE).

নামান্তর।—ওলিয়ম্ কর্ণু সার্ভাই। ডিপেল্‌স্ অয়েল্।

প্রস্তুতি।—(হরিণের শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত এবং অন্যান্য অস্থি দ্রবীকরণান্তে পরিস্রুত করিয়া এই অরিষ্ট প্রস্তুত হয়)।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; স্তনের পীড়া; ক্যান্সার বা কর্কটক্ষত; কোষ্টবদ্ধ; সর্দ্দি; মুখের পক্ষাঘাত; প্রমেহ; প্রচুর মূত্র; মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থির পীড়া; রেতরজ্জুর স্নায়ুশূল; অণ্ডকোষের স্নায়ুশূল এবং উর্দ্ধে আকর্ষণ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়ুবিধানের উপর, বিশেষতঃ ফুস্‌ফুস্ ও পাকাশয়িক স্নায়ুর উপর, ইহার অধিকাংশ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিরার্দ্ধশূল এবং রেতোরজ্জুরস্নায়ুশূলে ইহা বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। দেহের সর্ব্বাংশে জ্বালা; বক্ষমধ্যে যেন অগ্নিময় সূচী বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা; উভয় হন্বস্থি যেন মহা বলের সহিত উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি; উভয় অণ্ডকোষ যেন উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা; স্বচ্ছ নির্ম্মল প্রস্রাবাধিক্য,—অর্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূল অধিকারে অবরুদ্ধ পাদস্বেদ সম্ভূত শ্বাসরোগে; উপর পাতির দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পেষণদন্তে সূচীবেধবৎ বেদনা,—অঙ্গুলি দ্বারা নিষ্পেষণ করিলে উপশম হয়; পাকস্থলী যেন জলপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ বোধ (ফেল্যান্ঃ); ওষ্ঠদ্বয়ের আনর্ত্তন এবং নিম্ন হনুর দক্ষিণ পার্শ্বের নীচে স্ফীতিযুক্ত; মুখমধ্যে মেদময় স্বাদ এবং কার্পাশবৎ শ্বেতবর্ণ ফেনা সঞ্চয়; গণ্ডাভ্যন্তরের ঝিল্লি শিথিল হইয়া পড়ে এবং রোগী আহারের সময় পুনঃ পুনঃ তাহা দংশন করে; জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ স্পর্শাসহিষ্ণু; ওষ্ঠ চড়্‌চড়্ করে,—যেন তদুপরে আঠা বা অণ্ডলালা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে (ওষ্ঠ যেন আঠাময়=ষ্ট্র্যামো: জিঙ্ক্ঃ); গ্রীষ্মের সময়েও মনে হয় যেন গলমধ্যে শীতল বায়ু প্রবিষ্ট হইয়াছে; উত্তমরূপে সিদ্ধ ডিম্ব আহারের স্পৃহা এবং মাংসে অরুচি; মূত্রগন্ধ এবং জ্বালাজনক উদ্গার, মস্তক উত্তোলন করিলে গ্রীবা দেশের কশেরুকা মট্‌মট্ করে; যেন মস্তকাভিমুখে শোণিত ধাবিত হইতেছে; যেন হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং পদাঙ্গুলিতে ক্ষত উৎপন্ন হইবে এইরূপ অনুভূতি; অত্যন্ত আলস্য ও বসিয়া থাকিবার ইচ্ছা; কথা কহিতে ভাল বাসে না; রুক্ষ স্বভাব,—ইত্যাদি কয়েকটী ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ। বামাঙ্গের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষণ্নভাব; অন্যমনস্ক; সর্ব্বদা মন ভার হইয়া থাকে; সর্ব্বদা কমোদ্দীপক চিন্তা ও ভাবনা।

মস্তক।—মস্তিকের জড়তা,—যেন প্রচণ্ড আঘাত জনিত এরূপ হইয়াছে। মূর্দ্ধাদেশে

নিষ্পেষণ বোধ,—ক্রমে শিরোপশ্চাতে সরিয়া যায়। হেঁট হইলে মস্তক শূন্য বোধ এবং শিরোঘূর্ণন। প্রভাতে শয্যায় অবস্থিতিকালে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য জনক গাত্রঘূর্ণন বোধ হয় ও মস্তক ভোঁ ভোঁ করে। মস্তকের বাম পার্শ্বে অসাড়তা ও পক্ষাঘাতাক্রান্তবৎ অনুভূতি। ললাটপশ্চাতে বেদনা,—ঈষন্মাত্র মানসিক পরিশ্রমান্তে। সন্ধ্যার পরে ভোজনান্তে শিরো-পশ্চাতে বেদনা আরম্ভ হইয়া সম্মুখদিকে সরিয়া আইসে (সম্মুখদিকে আসিয়া দক্ষিণ ভ্রূমধ্যে অবস্থিত হয়=স্যাঙ্গিউ: সাইলি:—বাম ভ্রূমধ্যে অবস্থিত হয়=স্পাইজি:)। অর্দ্ধাবভেদক; মস্তিক-মূলে দপ্‌দপানি, আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষুতে পর্যন্ত দপ্‌দপানি অনুভূতি; বৃদ্ধি=মস্তক সঞ্চালনে, পরিশ্রমান্তে এবং আহারের পর; উপশম=মর্দ্দনান্তে। শিরোপশ্চাতের বাম পার্শ্বে বেদনা বশতঃ রোগী সম্মুখদিকে মস্তক বাড়াইয়া রাখিতে বাধ্য হয়। কর্পরত্বক অত্যন্ত টান এবং যেন ছেদনান্তে সংযোগ করিয়া দিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। উষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন শিরোপশ্চাতে শোণিত ধাবিত হইতেছে। বিষাদ ও উত্তেজনাপ্রবণতা সহ শিরোমধ্যে বিদারণবৎ বেদনা,—বৃদ্ধি=সান্ধ্য ভোজনান্তে; উপশম=মর্দ্দনান্তে। কর্ণপটহ প্রদাহ,—কর্ণমধ্যে সোঁ সোঁ, টিংটিং ইত্যাদি নানাপ্রকার ধ্বনি,—বৃদ্ধি=গোলমালে। শিরো-পশ্চাতে চর্ব্বণবৎ বেদনা (গ্নোন্: স্যাট-সল্‌ফ্:)।

চক্ষু।—যেন চক্ষুমধ্যে বালুকাকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ কর্কর করে (সিঙ্কো; ফেরাম্; হিপ্: অ্যা-ফ্লু: আর্স: কার্ব্বো-ভে: চেলিড্:)। চক্ষু মধ্যে কণ্ডুয়ন, উত্তেজনা, এবং বিদ্ধকারী বেদনা,—অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিলে সমস্ত উপশমিত হয় (ক্যাপ্স্: সিনা; ক্রোকাস্; প্লম্: পল্‌সে;)। চক্ষু মধ্যে জ্বালা, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, বা নিদ্রাভঙ্গান্তে কিম্বা সন্ধ্যার পর দীপালোক সংস্পর্শে। চক্ষু হইতে জল পড়ে এবং রাত্রে জুড়িয়া যায়। আহারের সময় অশ্রুপাত। ভ্রূ ও অক্ষিপুট থাকিয়া থাকিয়া আনত্তিত হয় (অ্যাগার্: কোডায়া:)। বাম চক্ষু পাতার উপরে পুনঃ পুনঃ স্পন্দন (এরাম্ ট্রাই: য্যাট্রোফা; মার্ক-পেরেন্: মেজের্: ষ্ট্রন্:—দক্ষিণ-উপর-পাতায় স্পন্দন=ফর্মিকা; বেল্: সার্স)। অপরাহ্নে লিখিবার সময় দৃষ্টির আবিলতা। চক্ষু সমক্ষে যেন কাল মেঘ আবির্ভাব (সাইক্লে: ল্যাক্-ডিফ্লো: প্লম্:)। যেন চক্ষের উপর একটী ঝিল্লি পড়িয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যামিল্: এপীস্; ফাইজস্:)। সময়ে সময়ে হঠাৎ শ্রবণ ও দর্শন শক্তির লোপ।

নাসিকা।—নাসাগ্রে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা। নাসা মধ্যে একপ্রকার অব্যক্তভাব ও কণ্ডুয়ন। নাসাভ্যন্তর ক্ষয়িতত্বক (গ্র্যাফ্: মার্ক:—তরুণ সর্দ্দি অধিকারে=ব্রোম্: এরাম্-ট্রাই: সাইলি---ক্রমাগত জলবৎ স্রাব বশতঃ=ল্যাক্-ক্যান্:)। গৃহ মধ্যে অবস্থিতিকালে নাসামূলে আকর্ষণ ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা এবং নাসিকা ও মস্তক রুদ্ধ বোধ; বাটীর বাহিরে গমন করিলে নাসিকা হইতে অনবরত ফোঁটা ফোঁটা জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গলিত হইতে থাকে এবং মস্তকের রুদ্ধভাবের উপশম হয় (সীপা)। তরুণ সর্দ্দি,—নাসিকা মধ্যে গাঢ় শিকনি সঞ্চয় বশতঃ যেন নাসিকা সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। ভয়ানক শুষ্ক সর্দ্দি। রোগীর মনে হয় যেন তাহার নিশ্বাসিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান ও পাংশুবর্ণ। গণ্ডদ্বয় ও যুগাস্থি প্রদেশে জ্বালা (গণ্ডদ্বয় জ্বালাযুক্ত=ত্রাস; হাইড্র্যাষ্ট্:—যেন অগ্নিময় সূচী বিদ্ধ হইতেছে=আর্স্:)। দেহ শীতল হইলেও গণ্ডদ্বয় আরক্তিম। গণ্ডোপরে কণ্ডুয়ন জনক পীড়কাদি উদ্গম। মুখমণ্ডলে খাল-ধরাবৎ ও অসাড়তা জনক বেদনা,—বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে। মুখমণ্ডলের দক্ষিণার্দ্ধ যেন অবশ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। গণ্ডাস্থি যেন মহাবলের সহিত ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা। ওষ্ঠদ্বয় কণ্ডুয়নযুক্ত। ওষ্ঠদ্বয় চড়্‌চড়্ করে, যেন তদুপরে আঠা বা অণ্ডলালা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে (যেন মুখমণ্ডলের উপর অণ্ডলালা শুষ্ক হইয়া আছে=অ্যালীউ: ব্যারাই: ম্যাগ্-কার্ব্: অ্যাসিড্-সল্‌ফ্:)। শেষ রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় ওষ্ঠদ্বয় স্পন্দিত হইতে থাকে (আর্স্:)। চোয়ালে খালধরা বশতঃ মুখ ব্যাদান করিতে পারে না (অ্যাঙ্গাষ্টিউরা, ম্যাঙ্গেনাম্)। মুখব্যাদান কালে বাম হনুসন্ধি "কড়াস্" করিয়া উঠে বা স্ফুটিত হয় (ল্যাকে-সিস্)। নিম্ন হনুতলে স্ফীতি।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—আকর্ষণ ও উৎপাটনকারী বেদনা,—অধিকাংশ সময় কর্ণ হইতে বেদনা আরম্ভ হয়। কীটভক্ষিত (ক্ষয়া) দন্তমূলে উৎপাটনবৎ চিড়িক্‌মারা ও ধক্‌ধক্-কারী বেদনা,—তৎসহ দন্তাগ্রে শৈত্য বোধ। রাত্রে আহারের পর উপর পাঁতির দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পেষণদন্তে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা (নিম্ন পাঁতির বাম পার্শ্বস্থিত পেষণদন্তে= জিঙ্কাম),—অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে উপশম হয়। মুখবিবর শুষ্ক এবং তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখ ও কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হয়। মুখ ও তালুমধ্যে চর্ব্বি মাখান আছে এইরূপ ভাব। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত তুষার-ধবল লালা সঞ্চয় (শ্বেতবর্ণ=আর্স: বেল্: ক্যানাব্-ইন্:—কার্পাসবৎ =আর্স্: নক্স্-মস্:)। গণ্ডাভ্যন্তরের ঝিল্লি এত লোল হইয়া পড়ে যে রোগী আহারের সময় তাহা দংশন না করিয়া থাকিতে পারে না (অ্যা-নাই: কষ্টি: ইগ্নে:)। জিহ্বা ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি,—যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে=সাইমেক্স্: কলো: হ্যামা: হাইড্র্যাষ্ট: আইরিস্: লরো: লাই: প্ল্যাট্: প্রুণাস্: ফাইটো: ভেরেট্-ভি:)। জিহ্বামূলে জ্বালা,—ধূমপানান্তে যেরূপ বোধ হয়। জিহ্বা মধ্যে জ্বালা ও কর্কর করা।

গলমধ্য।—গলমধ্যে ব্যথা বোধ,—যেন তন্মধ্যে একটা কঠিন পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়া-ছিল,—বিশেষতঃ নিগরণকালে। প্রাতে ও সন্ধ্যার পর কণ্ঠনলীর সঙ্কোচন ও গলরোধ (শয়ন করিবার সময় হঠাৎ গলরোধ=ওলিয়াম্ যেক্:)। উকী, কণ্ঠ সঙ্কোচন ও কণ্ঠমধ্যে শুষ্কতা ও ত্বকসংঘর্ষণবৎ অনুভূতি। প্রাতে কণ্ঠ শুষ্ক ও যেন তন্মধ্যে শীতল বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি,—এবং রোগিনী তাহা পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য হয়। কণ্ঠমধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় (ক্যালী-বাই: ব্যারাই: সীপা: লিসিন্: মার্ক্-প্রোট্: ত্রাস: রীউ-মেক্স্: অ্যাসেরাম্: অ্যাস্প্যারেগাস্)। ভোজনান্তে কাশিলে গাঢ় আঠার ন্যায় কফ নির্গত হয় (ক্যালী-কার্ব্: ন্যাট্-কার্ব: আইরিস্: হাইড্র্যাষ্ট:)। জল ও আহার্য্যাদি অনায়াসে গলাধঃকৃত হয় কিন্তু শূন্য গলাধঃকরণকালে কষ্ট হয় (ল্যাকে:—জল গিলিতে কষ্ট হয় কিন্তু কঠিন পদার্থ গলাধঃকরণকালে আরাম বোধ হয়=ইগ্নে:)। গলমধ্যে জ্বালা।

পাকস্থলী।—মুখ মধ্যে মেদময় স্বাদ ও চট্‌চটে ভাব। রুটী ব্যতীত সকল প্রকার আহার্য্যে, ও মাংসে অরুচি। সিদ্ধ ডিম্বে অত্যন্ত অনুরাগ। ভুক্ত দ্রব্যাদির বা মূত্রবৎ স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার (ভুক্ত দ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট=ব্রাই: হ্যামা: র‍্যাণান্‌-সিলিরেট্‌: সার্স া: ট্রম্বিড্‌: কার্ব্বো-ভেজি: পূর্ব্বদিবসের মূত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট=অ্যাগ্নাস্‌-ক্যাষ্ট্‌:—রসুনের গন্ধবিশিষ্ট=অ্যাসাফিট্‌:—মৃগনাভির গন্ধ=কষ্টি:—পূতিময় গন্ধ বা দুর্গন্ধ=কার্ব্বো-ভে: অ্যা-ফ্লু: প্লাম্‌)। পুনঃ পুনঃ শূন্য উদ্গার,—বিবমিষা ও প্রবল বমনোদ্রেকের উপশামক। হঠাৎ বমনোদ্রেক ও পাকস্থলী যেন উল্‌টাইয়া গেল এইরূপ অনুভূতি, দুইটী উদ্গারের পর সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। পাকস্থলীতে অঙ্গুলি বা হস্ত নিপীড়ন সহ্য হয় না। পাকস্থলী জলপূর্ণ বোধ হয় (ক্যালী-কার্ব: গ্র্যাটী:)। শীতল জল পানান্তে পাকস্থলী মধ্যে ও হৃদগ্র প্রদেশে ব্যথা করিতে থাকে (আই-রিস্‌;—বরফ জল পানে পাকাশয়শূল=আর্স: কার্ব্বো-ভে:—বরফ জল পানে পাকাশয় মধ্যে বেদনা=হ্রাস—জল পানান্তে পাকাশয় শূল=ম্যাঙ্গি: র‍্যাফ:)। পাকস্থলী মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা (বার্বা: আর্স:)। পাকস্থলী সাঁটিয়া ধরে (অ্যালীউ: বেল্‌: চিনিন্‌-সল্‌ফ্‌: লাই: মিনীয়্যান্থ্‌: মেজের: নিকোলাম্‌:—যেন হঠাৎ তাল পাকাইয়া যায় এবং কিয়ৎকাল পরে আবার হঠাৎ এলাইয়া যায়=ম্যাঙ্গি:—যন্ত্রণাজনক সঙ্কোচন=গ্র্যাফ্‌: নক্স-ভম্‌: ম্যাগ-কার্ব: ওপী)। যেন পাকস্থলী মধ্যে কি একটা ঘুরিতেছে (ক্রোকাস: ককীউ:—যেন অন্ত্রাশয় মধ্যে কি নড়িতেছে=এরাণ্ডো: ক্যাল্‌কে-ফস্‌: ক্যানাব-স্যাট্‌: কন্‌ভ্যালে: ক্রোকাস্‌; কুরারী: সাইক্লে: স্যাবাই: সল্‌ফ্‌: থুয়া); কিম্বা যেন পাকস্থলী উল্‌টাইয়া গেল। কখন পাকাশয় মধ্যে হিমবৎ শৈত্য (ক্যাম্প: হিপোমেনিস্‌: ল্যাক্টিউ-ভাই:) আবার কখনও বা জ্বালা জনক উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে (ফেরাম্‌: ইগ্নাস্থি-ক্রো:)। পাকস্থলী হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত জ্বালা ও উত্তাপ বোধ।

অন্ত্রাশয়।—প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে যকৃৎ প্রদেশে (ব্রাই: অ্যাকোন্‌: ক্রোটেলাস্‌) ও প্লীহা মধ্যে (শ্বাসগ্রহণে=কার্ব্বো-ভে: র‍্যাণান্‌-সাইলি:) শলাকাবেধবৎ বেদনা। উদর ভার ও স্ফীত এবং প্রতি দেহ সঞ্চালনে তন্মধ্যে ব্যথা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা অনুভূত হয় (সাইক্লেমেন্‌)। উষ্ণ পানীয় বা আহার্য্যাদি পান বা আহারান্তে উদর মধ্যে নখবেধবৎ বেদনা। উদরাময় অধিকারে নাভিপ্রদেশে যেন ছুরিকা দ্বারা ছেদিত হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। কুঁচকী প্রদেশ হইতে অণ্ডকোষে পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা (মার্ক্‌:)। উদর মধ্যে আধ্মান-বায়ু-সঞ্চয়, অন্ত্রকূজন এবং আলোড়ন। আধ্মান বায়ু সংক্রমণ ও অন্ত্রকূজন। পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ আধ্মান নিঃসরণ।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—মল পরিমাণে, অতি অল্প, কঠিন এবং বিশেষ বেগ না দিলে নির্গত হয় না; স্বাভাবিক মলও অতি কষ্টে ব্যতীত নির্গত হয় না। মলতারল্য,—মলত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে ছেদনবৎ বেদনা; মলান্ত্র এবং মলদ্বারে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা (ইস্কীউ-হিপ্‌: নক্স:)। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ব্যথা ও জ্বালা বোধ।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রবল প্রস্রাববেগ, কুন্থন এবং অল্প প্রস্রাব। মূত্রাশয়ের উপর চাপ বোধ (অ্যাকোন্‌: লীলি-টাই: নক্স-ভম্‌: অ্যা-ফস্‌: পল্‌সে:); প্রস্রাবের স্রোত সরু (ইউ-পেট্‌-পার্পী: জিম্নোক্লেড্‌:)। মূত্র ফিকা এবং প্রচুর পরিমাণ এবং প্রস্রাবের অনতিপরেই

ধূম্রবৎ তলানি দৃষ্ট হয়। হরিদাভ মূত্র (আর্স্: ক্যাম্ফো: চেলিড্: ক্যালী-কার্ব্: অ্যা-নাই: ভেরেট্: ফেল্যান্:)। ঘোলাটে মূত্র,—তলানি কর্দ্দমবৎ = অ্যামন্-মিউ: বার্বা: চিনিন্-সল্ফ্: সিপী:—শ্বেতাভ কর্দ্দমবৎ তলানি = ইউপেট্-পার্ফোল্:)। প্রস্রাবের সময় জ্বালা। মূত্রমার্গ মধ্যে কণ্ডুতি (সল্ফ্: লিডাম্: পেট্রোসেল্: থুযা: এপীস্: বোভি: কোপেব্: ইণ্ডিগো: ক্যালী-মিউ:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—শিশ্ন মধ্যে আকর্ষণ, বিদ্ধকরণ বা ছুরিকাবেধবৎ বেদনা। শিশ্নমূলে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা (বার্বা:—উপবেশন বা পাদচারণ কালে = ম্যাগ্-সল্ফ্:—প্রস্রাবান্তে = ব্র্যাকিগ্লট্-রেপ্:),—অপরাহ্নে। অণ্ডকোষ বা শুক্ররজ্জু মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা (চেলিড্: হ্যামা: হিপোম্: স্ট্যাট্-কার্ব্—বাম অণ্ডকোষে = অ্যাঙ্গাষ্টি:—দক্ষিণ অণ্ডকোষে = অ্যানাগ্যাল্:)। অণ্ডকোষের স্ফীতি ও পশ্চাদাকর্ষণ (ক্লিম্যাট্: নক্স: ক্যাস্থা: প্লাম্: ষ্ট্র্যামোন্:) এবং তন্মধ্যে অত্যন্ত ব্যথাবোধ (অ্যা-নাই: হ্রুডো: ক্লিম্যাট:)। মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থিমধ্যে নিষ্পেষণানুভব। নৈশ লিঙ্গোচ্ছ্বাস ও রেতঃস্খলন (অরাম্-মেট্: ক্যালী-ব্রোম্:)। অণ্ডকোষ যেন কেহ ধারণ পূর্ব্বক মহা বলের সহিত ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিতেছে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অকালার্ত্তব,—অতি অল্প পরিমাণে কালবর্ণ শোণিতস্রাব হয় (ইগ্নে: ক্যালী-ফস্: ল্যাকে: ম্যাগ-কার্ব্: নক্স-ভম্: পল্সে: সল্ফ্:—কাল ঘনীভূত = ককীউ:),—স্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ও স্রাবের সময় তলপেটে ও কটীদেশে ছেদনবৎ ও মস্তকের বামপার্শ্বে ও মূর্দ্ধাদেশে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা এবং হস্ত ও চরণের শৈথিল্য বোধ (আর্ত্তবস্রাবকালে কটী মধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা = জ্যান্থক্স্:)। প্রদর,—স্রাব রসের ন্যায় স্বচ্ছ শ্লেষ্মাময় (ককীউ: ট্যাবাক্:—শ্লেষ্মাময় = সিপী: অ্যালীউ: আর্জেণ্ট্-নাই: কলোফিল্: ককাস্: কোণা: গ্র্যাফ্: হিপোজিন্: হাইড্র্যাষ্ট্: পেট্রোল্: পডো: পল্সে:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠমধ্যে কর্কশতা (অ্যামন্-কার্ব্:) এবং তজ্জন্য শুষ্ক, বক্ষ-বিদারক কাসির উদ্রেক হয় (ন্যাট-সল্ফ্: হ্রুডো:); স্বরভঙ্গ বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে পারে না (ফস্: ওপী:)। চিৎ হইয়া শয়নকালে শ্বাসপ্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত,—যেন তালুমূল সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে (হাইপির্: লাই:); পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে আর থাকে না। সোপানারোহণ কালে বক্ষ মধ্যে চাপবোধ,—উদরাধ্মান বশতঃ (আর্স্: সেনেগা)। বক্ষমধ্যে যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বেদনা (এপীস্: পল্সে: ন্যাট্-মিউ: আর্ণি: ষ্ট্যান্: র‍্যানান্-সিলিরেট্:)। বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে এবং বুকাস্থির নিকটে যেন অগ্নিময় সূচ বিদ্ধ হইতেছে (সূচীবেধবৎ = স্পাইজি: সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ = ব্রাই: ক্যালী-কার্ব্: নক্স্-মস্: র‍্যাণান্-বাল্বো:)। দক্ষিণ কক্ষ বা বগলের মধ্য দিয়া বক্ষমধ্যে শলাকাবেধবৎ বেদনা। জত্রূাস্থি প্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। বাম স্তনতলে শলাকাবেধবৎ বেদনা (অ্যাক্টীয়া-রেসি: ক্যালী-কার্ব্: লিসিন্:)। দণ্ডায়মান অবস্থায় স্তনমধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকরণবৎ বেদনা,—বেদনা সম্মুখপ্রসারী (কোণা: ফেল্যান্:)। নিরুদ্ধ-পদস্বেদজনিত শ্বাসরোগ (সল্ফ্: সাইলি:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠে ব্যথা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা, আড়ষ্টতা এবং দৃঢ়াবদ্ধভাব। মস্তক উত্তোলনকালে গ্রীবা দেশীয় কশেরুকা স্ফুটিত হইতে থাকে (নিকোলাম্:—মস্তক অবনত

করিলে = অ্যাগার্: গ্রীবা সঞ্চালনে = চেলিড্: পেট্রোল্:) গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পেশীর আকর্ষণ ও আড়ষ্টতা, গ্রীবা সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় না কিন্তু স্পর্শ করিলে ব্যথাধিক্য বোধ হয়। বাম স্তনের পশ্চাতস্থিত পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম সূচীবেধবৎ বেদনা। ত্রিকাস্থি মধ্যে সময়ে সময়ে অসহনীয় দপ্দপ্কারী ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা। হেঁট হইবার সময় এবং উপবেশনকালে কটীদেশমধ্যে যেন মুচ্ড়াইতেছে এইরূপ বেদনা। উরু এবং জানুপশ্চাতে অত্যন্ত টানবোধ, যেন কণ্ডার (পেশীর শেষভাগ) সকল সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে (অ্যামন-মিউ: কষ্টি:)। পাদচারণ কালে পদদ্বয়ের আড়ষ্টতা (ইউপেট্: মার্ক্:)। পদতলে সূচীবেধবৎ অনুভূতি। পদের অঙ্গুলিতে খাল ধরে। পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা,—বিশেষতঃ নখের নিকট। হস্তের অঙ্গুলি মধ্যে টন্টন্ করা ও অসাড়তা।

নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রা যাইবার প্রবল ইচ্ছা, পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও গাত্রভঙ্গ সহযোগে—বিশেষতঃ সান্ধ্য ভোজনের পর। প্রাতে গভীর নিদ্রা। শেষ রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় আর নিদ্রা হয় না।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থে পাদচারণান্তে শৈত্য বোধ। সমগ্র বাম নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত শীতল বোধ হয়। শিহরণ,—গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতিকালে,—অগ্ন্যাধারের নিকটে অবস্থিতিকালে এবং বহিঃপ্রদেশ হইতে উষ্ণ গৃহে প্রবেশান্তে। নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণান্তে দেহস্থিত স্বাভাবিক উত্তাপের বৃদ্ধি। মস্তকে, বক্ষে ও হস্তে স্বেদোদ্গম ও সময়ে সময়ে ক্ষণিক উত্তাপের আবির্ভাব হয়। ভোজনের সময় স্বেদোদ্গম (আর্জেণ্ট্-মেট্: অ্যা বেন্জো: ন্যাট্-মিউ:)।

উপশম।—ঘর্ষণ বা মর্দ্দনান্তে, হস্তপদাদি বিস্তৃত করিলে বা গাত্রভঙ্গান্তে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, শীতল জলে ধৌত করিলে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনান্তে, নিষ্পেষণান্তে এবং পেয় বা ভক্ষ্য দ্রব্য গলাধঃকরণে।

বৃদ্ধি।—উষ্ণ গৃহ মধ্যে, সান্ধ্যভোজনান্তে, পদে; চিৎ হইয়া শুইলে, শূন্য ঢোক গিলিবার সময়, দেহ সঞ্চালনে, মানসিক পরিশ্রমে, উষ্ণ দ্রব্যাদি পানে, অপরাহ্ণে এবং আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ক্যাম্ফোর; নক্স্-ভমিকা; ওপীয়াম্।

সাদৃশ্য।—অ্যাগার: আর্স্: কার্ব্বো-ভে: জেল্স্: ইগ্নে: ফস্ পল্সে: নিকোলাম্; ক্যালী-কার্ব: অ্যা বেন্জোইক্: সিপি: সল্ফ্: হ্যাম্যামেলিন্: অ্যাঙ্গিউইন্: সীপা; ক্রোকাস্: ককীউলাস্।

তুলনীয়।—শিরঃপীড়াসহ মূত্রাধিক্য—ইগ্নে, জেল্স্। অক্ষিপুটের সঙ্কোচন—অ্যাগারি; শীতল জলপানের পর পাকাশয় বিকৃতি—আর্স, ফস্: কার্ব্বো-ভেজি। অণ্ডকোষে বেদনা—পল্স। সর্দ্দি—সিপা। মাথা অসাড়—গ্রাফাইট। বিষাদ—পল্স, প্রস্রাবকালে জ্বালা—ক্যান্থা: ল্যাকে। সূচীবেধবৎ—ক্যালিকার্ব্ব: নিম্নোদরে নড়াচড়া—ক্রোকস্। পায়ে ঘর্ম্ম বন্ধ—সাইলি। সন্ধি মধ্যে মট্মট্ শব্দ—বেন্-অ্যাসিড্।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ওলীয়াম্ যেকোরিস্ অ্যাসেলাই

(OLEUM JECORIS ASELLI).

নামান্তর।— কড্‌লিভার ওয়েল্ (কড্ প্রভৃতি মৎস্যের যকৃতের তৈল)।

প্রস্তুতি।—ইহার বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—বিবিধ গ্রন্থির পীড়া ; কেশপতন বা চুল উঠা ; রজঃস্বল্পতা ; রক্তাল্পতা ; হাঁপানি ; অস্থি-পীড়া ; মূত্রগ্রন্থির পীড়া ; স্ফোটক ; কোষ্ঠবদ্ধ ; সর্দ্দি ; কাসি ; অতি-স্রাব ; শীর্ণতা ; জ্বর ; নালীক্ষত ; গলগণ্ড ; চুলের বৃদ্ধির ব্যাঘাত ; শিরঃপীড়া ; হৃৎকম্প ; সবিরাম জ্বর ; সন্ধির কাঠিন্য, ও চারিদিকে স্ফোটক নালীক্ষত ; যকৃতের পীড়া ; কটীবাত ; যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাস ; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ ; আমবাত ; দদ্রু ; গৃধ্রসী ; গণ্ডমালা-দোষযুক্ত-চক্ষু-প্রদাহ ; অনিদ্রা ; দৃষ্টির বিকৃতি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ফুস্‌ফুস্ ও যকৃতের নানাবিধ রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। শুষ্ক, বক্ষবিদারক কাসি ; রাত্রিকালে কাসি, শ্বেত বা পীতবর্ণ গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাযুক্ত কাসি ; বক্ষমধ্যে তীব্র ব্যথা বশতঃ স্পর্শাসহিষ্ণুতা - বিশেষতঃ কাসিলে বক্ষের স্থানে স্থানে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা ; বক্ষমধ্য হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত জ্বালা এবং স্থানে স্থানে জ্বালা, ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। এতজ্জনিত কাসি শৈত্য ও জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরেকে ইহা দ্বারা বিলেপী বা ক্ষয় এবং সবিরাম, উভয় প্রকার জ্বরই উৎপন্ন সুতরাং নিরাময় হইয়া থাকে ; সন্ধ্যার সময়, জ্বরের বৃদ্ধি হয় এবং করতল জ্বালা করে ; শীত পৃষ্ঠের উপর হইতে নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং পদদ্বয় নিরন্তর হিমবৎ শীতল অনুভূত হয় ; রোগী অত্যন্ত শীতার্ত্ত এবং শৈত্যসংস্পর্শ-কাতর ; প্লীহার নানাবিধ বিকৃতি সংঘটিত হয় এবং জ্বরের আবির্ভাবান্তে কাসির উপশম হয় ; শীতাবস্থার পূর্ব্বে ও সময়ে তৃষ্ণা থাকে। যকৃৎ মধ্যে ও যকৃৎ প্রদেশে স্পর্শকাতরতা জনক ব্যথা ; এইরূপ স্পর্শাসহিষ্ণুতা ইহার একটী প্রকৃতিগত লক্ষণ ; এবং এই স্পর্শকাতরতা কণ্ঠ, বক্ষ, অন্ত্রাশয়, বৃক্ক, ডিম্বাধার, প্রত্যঙ্গাদির সন্ধি ও পৃষ্ঠেও অনুভূত হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডের প্রদাহ সম্ভূতবৎ মেরুদণ্ডের স্পর্শাসহনীয়তা ইহার ক্রিয়ার অন্যতম ফল মাত্র। স্রাবাদির পীতবর্ণত্ব ইহার ক্রিয়ার অন্যতম বিশেষত্ব, যথা শ্লেষ্মা পীতবর্ণ, জিহ্বার লেপ পীতবর্ণ, গলক্ষত রোগাধিকারে গলমধ্য হইতে নির্গত শ্লেষ্মা, এবং প্রদরাস্রাব সকলই পীতবর্ণ। পোষণ ক্রিয়ার অভাব, শোণিতাল্পতা, শীর্ণতা ; দেহে স্বাভাবিক উত্তাপাভাব ; শিশুদিগের দুগ্ধাসহনীয়তা ; ললাটদেশীয় এবং দক্ষিণ চক্ষুর উপরে শিরোবেদনা ; কাসিলে বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ; আরক্তিম মুখমণ্ডল ; রাক্ষসী ক্ষুধা সত্বেও শীর্ণতা ; দুর্গন্ধ নিশ্বাস ; শয়নান্তে বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস ; মলত্যাগ কালে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা ও তন্মধ্যে হইতে শ্লেষ্মা নির্গমন প্রভৃতি ইহার কতিপয় অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। এই তৈলের প্রধান উপকরণ "আয়োডাম," সুতরাং ইহার অনেক লক্ষণ "আয়োডামের" লক্ষণ ন্যায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্নায়বিক উত্তেজনা ও সমস্ত দেহে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। রোগিনীর মনে হয় যেন তাহার চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছে (অ্যালীউ: ইউপেট্-পার্ফোল্: ক্যাল্কে: ইগ্নে: আয়োড্: ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাক্-ক্যান্: অ্যাক্টীয়া)। নিজের সম্বন্ধে তৃতীয় পুরুষে কথা বলে, অর্থাৎ, "আমি খাবনা যাবনা"র পরিবর্ত্তে "সে খাবেনা, যাবেনা" বলে। খিটখিটে স্বভাব।

মস্তক।—ভ্রম। ললাটদেশে অতীব্র বেদনা। বাম দক্ষিণ শঙ্খদেশ হইতে শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন বেদনানুভব। দক্ষিণ ভ্রূর অভ্যন্তর প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা,—যেন অস্থিবেষ্ট মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়। কাসিলে মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ সংঘাত বোধ হয় (ব্রাই: ক্যাপ্স:ন্যাট্-মিউ: স্কীলা)। শিরোপশ্চাৎ হইতে ললাট প্রসারী-বেদনা (স্যাঙ্গুইন্: সাইলি: স্পাই:) অধিকারে বিবমিষা। কর্ণমধ্য হইতে দুর্গন্ধ পূয় স্রাব।

চক্ষু।—চক্ষুদ্বয় স্ফীত (গুয়ায়েক্: হ্যাস্; এপীস্; আর্স্: হিপ্: ইগ্নে: ম্যাগ্:-কাব্: ভেস্পা)। চক্ষু ব্যবহার কালে দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে ব্যথা করিতে থাকে (কার্ব্বো-ভে: মার্ক:)। নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে চক্ষু হইতে জলপড়ে (বাম চক্ষু হইতে অধিক এত ভারযুক্ত বোধ হয় যে রোগী তাহা উত্তোলন করিতে পারে না (কষ্টি: গ্রাফ: কার্ডীউয়াস-মেরী সিপী: কলোফিল: জেল্সি ল্যাক্-ডিফ্লো: মাইরি-সেরিফ: মার্ক-পেরেন্:)। জ্বরাধিকারে শীতা-বির্ভাবের সময় দৃষ্টিহীনতা। সকল বস্তু কালবর্ণ মনে হয় (ক্যাপ্স: স্যারাসিন্: সাইকীউটা)।

নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দি, কাসি এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি। নাসিকাহইতে তরল সর্দ্দিস্রাব, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষ মধ্যে ক্ষয়িততত্বকবৎ অনুভব; পুরাতন সর্দ্দি ও পিনস্ (অ্যাসাফিট: আরাম-মিউ-ন্যাট: ক্যালী-বাই: সিপী : পল্স্)। আর্ত্তবরোধাধিকারে নিদ্রিতাবস্থায় নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব (ভেরেট—রজোস্রাবের পরিবর্ত্তে = ব্রাই: ল্যাকে:—আর্ত্তবরোধাবস্থায় = ব্রাই: কোণা: জেল্সি: পল্সে:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল আরক্তিম। ক্ষয়িত দন্ত হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। জিহ্বা,—পীতবর্ণ ঘন লেপান্বিত। মুখমধ্যে নীরসতা বা শুষ্কতা বোধ। গয়ার তুলিবার পর কণ্ঠমধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব। পুরাতন গলক্ষত, গয়ার পীতবর্ণ। কণ্ঠমধ্যে কণ্ডুয়ন। দ্বিদলগ্রন্থি স্ফীত (আয়োডাম্; স্পঞ্জীয়া; থাইরইডিনাম্)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—অস্থিবিকৃতি রোগান্তে শিশুর রাক্ষসী ক্ষুধা (অ্যাব্রোট: আয়োড: ন্যাট-মিউ স্যানিক: সার্স ; টিউবার্কীউলিন্)। অরুচি; দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না (ইথীউ: ক্যাল্কে: ম্যাগ-কার্ব:)। কম্প বা শীতাবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে প্রবল, অবিচ্ছিন্ন তৃষ্ণা। বিবমিষা ও বমন,—শীত নিবৃত্তির পর তিক্ত এবং অম্লস্বাদ বিশিষ্ট পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন (ইউপেট-পার্ফোল্:)। শীতের সময় বমন। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা (আর্স্: ক্যাপ্স: কার্ব্বো-ভেজি:); সময়ে সময়ে ভার বোধ (নক্স; সল্ফ: ন্যাট-মিউ: লোবেল্-ইন:)। যকৃৎ প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও ভারবোধ—ব্যায়ামান্তে বৃদ্ধি; অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়িত করিলে যেন

তথায় স্ফোটক উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয় (এপীস্; বেল্: কার্ব্বো-ভে' চেলিড: সিঙ্কো: মার্ক: ন্যাট-সল্‌ফ: ফস্: সাইলি:)। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে ভারবোধ জনক বেদনা এবং তৎসহ দক্ষিণ বাহু যেন অবশ ও অসাড় হইয়াছে এইরূপ বোধ (চেলিড: ম্যাগ মিউ: সিপী:)। প্লীহা মধ্যে দপদপকারী বেদনা। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে এবং কাসিলে প্লীহা ব্যথা করিতে থাকে এবং,—অংসফলকের শিখর দেশে বেদনা বোধ হয়,—বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরাধিকারে শীতা-বস্থার অবসানকালে। প্লীহা প্রদেশে চিড়িক মারা বেদনা। মধ্যান্ত্রক্ষয় রোগ (ক্যালকে: ব্যারাই: ওলীয়্যান্:)। মলতারল্য,—রাত্রে ও প্রভাতে; সবিরাম জ্বরাধিকারে শীতাবস্থায় মল কাঠিন্য,—মল বৃহৎ গুটিলাময়,—গুটিলা সকল আম দ্বারা পরস্পর গ্রথিত হইয়া নির্গত হয় (গ্রাফ: হাইড্র্যাষ্ট:)।

প্রস্রাব।—যকৃৎ মধ্যে ব্যথা হইলেই মূত্রগ্রন্থি মধ্যে ব্যথা উৎপন্ন হয়; প্রতি দিবস প্রাতে মলত্যাগকালে মূত্রনলী হইতে শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় ও জ্বালা করে। দ্রুত মূত্র সঞ্চয়। ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বহুকাল যাবৎ রজোরাহিত্য (ন্যাট্-মিউ: ক্যালী-কার্ব:)। রজঃ-স্রাবাধিক্য। উভয় ডিম্বাধার মধ্যেই ব্যথা। বাধক। প্রদর,—স্রাব পীতবর্ণ, কটি অত্যন্ত ক্ষীণ।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—প্রাতে প্রকোপাধিক্য,—বক্ষের উর্দ্ধাংশের মধ্যভাগে কণ্ডুয়ন ও হৃদ্‌স্পন্দন; দিবারাত্র উকী উঠে ও প্রচণ্ড কাসি হয়; বাহু উত্তোলন করিলে বক্ষমধ্যে সূচীবেধ-বৎ বেদনানুভব ও কাসির উদ্রেক; বৃদ্ধি=জলীয় বায়ু সংস্পর্শে (কষ্টি:); রাত্রে শয়নান্তে,—কাসির জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয় (হায়ো: আর্স্: সল্‌ফ:); সমস্ত দিবস শ্লেষ্মা তরল ও সরল থাকে; শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে কাসির উদ্রেক হয়; রোগী শীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে (অ্যাসিড-অ্যাসেট্: অ্যানাই: আন্দ্রা); উপশম=জ্বরাবির্ভাবান্তে। গয়ার পীতবর্ণ, লবণাক্ত, রজ্জুবৎ দৃঢ়; দৃঢ় ও শ্বেত বর্ণ; রক্তাক্ত শ্লেষ্মা। হৃদস্পন্দন অধিকারে ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাস। উত্তাপ অধিকারে বক্ষমধ্যে চাপবোধ। বক্ষ ও কটি ক্ষীণ,—বিশেষতঃ ঐ অঙ্গের বাম পার্শ্ব। সমগ্র বক্ষঃস্থল বা বক্ষঃস্থলের কেবল মধ্যদেশ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ—তৎসহ বক্ষবিদারক কাসি ও পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে বেদনা—দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক; কাসি অধিকারে বক্ষ ও পাকস্থলী মধ্যে স্পর্শাসহিষ্ণুতা। বাম বক্ষে জ্বালা ও উত্তাপ বোধ; কাসিলে বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত জ্বালা ও উত্তাপ অনুভূত হয়। কাসিলে বক্ষের উর্দ্ধাংশে ব্যথা বোধ হয় (বামপার্শ্বের উর্দ্ধাংশে অ্যা-ক্রমিক্:)। ফুসফুস প্রদাহ, উভয় ফুসফুসেরই উর্দ্ধভাঁজ আক্রান্ত হয়। নিম্নে বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠফলকের উর্দ্ধে ও নিম্নে তীক্ষ্ণ ব্যথা বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয়; বাম বক্ষে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব। যক্ষ্মাকাস।

হৃৎপিণ্ড।—কাসি সহ হৃৎস্পন্দন (ক্যাল্‌কে: ন্যাট-মিউ: সোরিন্: পল্‌সে: সল্‌ফ: অ্যাগার্: আইবিরিস্:—বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে শয়নকালে (পল্‌সে:)। সর্ব্বাঙ্গে পিপিলীকা সঞ্চলনবৎ অনুভব সহ হৃৎপিণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে শোণিত ধাবিত হয়। হঠাৎ হৃৎপিণ্ড মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভব (ব্রাই: ক্যালীকার্ব: স্পাই)।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠ হইতে গ্রীবাপর্য্যন্ত অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মেরুদণ্ডের উত্তেজনা রোগে উহা অত্যন্ত ব্যথা যুক্ত এবং স্পর্শাসহ হইয়া থাকে। ত্রিকাস্থি হইতে শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত স্পন্দন বা অস্থিরতা অনুভব। ত্রিকাস্থি ক্ষীণ ও স্বল্প ব্যথাযুক্ত বোধ হয়,—দলনান্তে উপশম; পাদচারণ কষ্টজনক এবং ঐ কষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। কনুই এবং জানুসন্ধি মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বেদনা ও স্পর্শাসহনীয়তা; হস্তপদাদির আকুঞ্চন প্রসারণ অসহনীয় যন্ত্রণাজনক। স্কন্ধ মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা। প্লীহা মধ্যে বেদনা, হস্তদ্বয় শুষ্ক ও নীরস হইয়া থাকে। বাম পাছার ভিতর দিকে মলদ্বারের নিকটে উপর্য্যুপরি স্ফোটকোদ্গম ও তাহা হইতে পূয স্রাব। জঘনসন্ধি প্রদাহ। গৃধ্রসী বা পায়ের ঝিনঝিনে বাত বা স্নায়ুশূল; আক্রান্ত পদ শীর্ণ হইয়া যায় (প্লাম্ঃ), রোগী জীর্ণ শীর্ণ, শোণিতশূন্য, ফ্যাকাশে এবং দেহ স্বাভাবিক উত্তাপ রহিত। জানুসন্ধির শ্বেতস্ফীতি (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ক্যাল্কে: আয়োড: লাই: হ্রাস্)। বাম চরণে বাতাশ্রিত বেদনা। হস্ত পদাদির সন্ধির চতুর্দ্দিকে নালীক্ষত (সিলি:)। উভয় চরণই অত্যন্ত স্পর্শাসহ। পদদ্বয় নিরন্তর হিমবৎ শীতল।

ত্বক।—রাত্রে শয্যায় শয়নকালে উত্তেজনা; সর্ব্বাঙ্গ লালবর্ণ হইয়া উঠে,—প্রাতে= উপশম। আরক্তিম কচ্ছুবৎ কণ্ডু উদ্গমান্তে সকল লক্ষণের উপশম। নানাবিধ উদ্ভেদ উদ্গম। শ্লেষ্মাশ্রিত ক্ষতাদি হইতে অপর্য্যাপ্ত পূয স্রাব। গণ্ডোপরে ছিদ্রকারী পচা ঘা (ব্যারাই: হাইড্রোকোট্: আর্স্: থুযা; অ্যা-কার্ব্বল্: অ্যা-নাই: হাইড্র্যাষ্ট্:)। মীনশল্কিকা বা মাছের আঁইসের মত ছালপড়া চর্ম্মরোগ (থাইরইডিন্: হাইড্রোকোট্: মিড্হ্যন্: সিফিলিন্: ন্যাট্-কার্ব্: ল্যাক-ক্যান্:)।

জ্বরাধিকারে।—সর্ব্বদা শীতবোধ করে; রোগীর মনে হয় যেন ক্রমাগত তাহাকে ঠাণ্ডা লাগিতেছে। শিরোপশ্চাৎ হইতে পৃষ্ঠ বহিয়া শীত উদরের দিকে সঞ্চারিত হয়। শেষ রাত্রি ৩টার সময় কম্প বা শীতাবির্ভাব (থুযা) কিম্বা সন্ধ্যার সময়,—ছয় ঘণ্টা যাবৎ সামান্য ভেদ ও বমন ও নাভি প্রদেশে আক্ষেপিক বেদনা; শয্যায় শয়ন কালে শীতবোধ এবং তৎপরে উত্তাপাবির্ভাব,—উষ্ণ গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি; মুখে জ্বালাজনক উত্তাপ। থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভূত হয়,—মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে, পাকাশয় ও পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উত্তাপযুক্ত হয়; প্রতি রাত্রে করতল জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত। প্রতি রাত্রে জ্বর ও চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ অনিদ্রা। দুই দিন অন্তর সবিরাম জ্বর। জ্বরান্তে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম—বিশেষতঃ মস্তকে, গ্রীবাদেশে, এবং বাহুদ্বয়ে; ঘর্ম্ম তৈলগন্ধ। সমস্ত দিবস ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, দেহ সঞ্চালনে, শয়নান্তে, কাসিলে, শীতল বা জলীয় বায়ু বা শৈত্য সংস্পর্শে।

উপশম।—দলিত করিলে, জ্বরাবির্ভাবান্তে (কাসি) এবং প্রাতে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—আইরিস্-ভার্সি: (ডাঃ ক্লার্ক্)।

সদৃশ।—আয়োডাম্; ফস্: স্পঞ্জীয়া: কোলেষ্টারিণাম্: ব্যাসিলিন্: অ্যাব্রোট্: স্যানিক্: সার্সা: ন্যাট-মিউ: থুযা: নক্স্: ন্যাট্-সল্ফ্: অ্যারেনীয়া: জেল্সি: ওপী: ক্যাপ্স্: ইথীউ: ম্যাগ-কার্ব্: ক্যাল্কে:।

তুলনীয়।—ক্ষয়কাস, দক্রু ও শীর্ণতায়—ফক্ষ, ব্যাসিলি। শীর্ণতা ও ক্ষুধায়—আয়োড। দুগ্ধ সহ্য না হওয়ায়—ইথুষা: ক্যাল্কে: ল্যাক্।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩য় দশমিক বিচূর্ণ।

ওলীয়াম স্যাণ্ট্যালাম্

(OLEUM SANTALUM).

প্রস্তুতি।—শ্বেত চন্দন-তৈল হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। বিচূর্ণ ও তরলক্রম।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্বাস ও প্রস্রাব যন্ত্রমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সকল রোগেই ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ,—বিশেষতঃ প্রমেহ রোগে এবং বৃক্ককের (মূত্রগ্রন্থির) বেদনায় ইহা অত্যন্ত ফলোপধায়ক।

লক্ষণাবলী।

শ্বাসযন্ত্র।—উপর্য্যুপরি বক্ষবিদারক কাসি অথচ কফ নির্গত হয় না। ডাঃ উইলীয়াম্ বোরিক বলেন, "শর্করার উপর দুই এক বিন্দু ঔষধ দিয়া তাহা সেবন করিলে উক্তরূপ কাসির উপশম হয়"।

পুংজননেন্দ্রিয়।—যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোচ্ছ্বাস এবং লিঙ্গমুণ্ডাবরকের স্ফীতি। বিটপদেশে (pubes) গভীর বেদনা।

প্রস্রাব।—বৃক্কক (মূত্রগ্রন্থি) মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা,—রোগী দাঁড়াইলে বসিতে বাধ্য হয় এত যন্ত্রণা : উপবেশনান্তে কিঞ্চিদুপশম। মূত্রনলীর দ্বারদেশে প্রায়ই জ্বালা, উত্তেজনা, স্ফীতি এবং রক্তিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূত্রের স্রোত ক্ষুদ্র এবং প্রবাহ অতি ধীর। মূত্রনলীর গাত্রে যেন একটী গোলক নিপীড়িত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি, দণ্ডায়মান অবস্থায় বৃদ্ধি। মূত্রনলীর পুরাতন সর্দ্দি বা প্রমেহ,—স্রাব গাঢ়, পীতাভ, ঘনত্ব প্রাপ্ত, শ্লেষ্মাময়। পুরাতন মেহ,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত, যন্ত্রণারহিত, গাঢ় এবং পীতাভ বা হরিদ্বর্ণ।

শক্তি।—দুই হইতে দশ ফোঁটা তৈল বা মূল আরক কিম্বা প্রথম হইতে তৃতীয় দশমিক বিচূর্ণ।

ওনিস্কাস্ অ্যাসেলাস্
(ONISCUS ASELLUS).

নামান্তর।—কমন-উড্-লাউস্।

প্রস্তুতি।—এক প্রকার জীবন্ত কাষ্ঠ-কীট হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—শূল; মৃগী; রক্ত-কাস; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; দন্তশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার মূত্রকারক গুণ বশতঃ উদরী ও শোথ রোগে এবং বায়ুনলীভুজের-প্রতিশ্যায়-সম্ভূত শ্বাস রোগেও ইহা বিশেষ উপকারক। ইহার সহিত অন্য তিনটী কীটোৎপন্ন ঔষধের, যথা ক্যান্থারিস্, সাইমেক্স্ এবং এপীসের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং ওনিস্কাসের লক্ষণাবলী পর্য্যালোচনা করিলেই সেই সাদৃশ্য উপলব্ধি হইবে। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) মুখমণ্ডল ম্লান ও উন্মাদ-ব্যঞ্জক এবং পুনঃ পুনঃ বমন হয়। (২) কোষ্ঠবদ্ধ ও মলান্ত্রের প্রবল সঙ্কোচন বশতঃ বৃথা বেগ বা কুন্থন। (৩) মূত্রনলী মধ্যে ছেদনবৎ যন্ত্রণা ও জ্বালা। (৪) মস্তক হইতে চক্ষু এবং চক্ষু হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত বেদনা। (৫) অন্ননলী ও পাকাশয় সঙ্কোচন। (৬) মলদ্বারে জ্বালা। (৭) পরিশ্রমে ঔদাস্য, আলস্য এবং পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গম। (৮) কাসিলে শোণিতলাঞ্ছিত গয়ার উত্থিত হয়। (৯) পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও গাত্রভঙ্গ বা হস্তপদাদি বিস্তারণ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তক অস্বাচ্ছন্দ্য জনক ভারযুক্ত বোধ হয় (ক্যামো:)। দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতস্থিত চুচুকাস্থি প্রদেশে যেন গর্ত্ত খনন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ও ধমন্যাদির দপ্দপানি (ক্যাপ্স: সাইলি: পোথস্: গ্লোন্:)। চক্ষুর উপর প্রদেশে এবং নাসিকা পার্শ্বে যন্ত্রণাজনক চাপবোধ, প্রথমে বাম পার্শ্বে পরে দক্ষিণ পার্শ্বে অনুভূত হয় (দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে নাসা-মূলে নিষ্পেষণ বোধ=ইগ্নে:)। নাসামূলে যন্ত্রণাজনক চাপবোধ (অ্যান্থাস্থিরাম্: অ্যা-বেন্: ব্যাপ্টি: হায়ো: ক্যালী-বাই: ম্যাঙ্গি: টিলী-ট্রিফোল: পল্সে: থিরিড্:)। মুখমণ্ডল ম্লান এবং উন্মত্ততা-ব্যঞ্জক (এপীস্: অ্যাক্টায়া: আর্স্: ষ্ট্র্যামোন্:)। অন্ননলীর সঙ্কোচন, যেন অবিলম্বে তাহার ছিদ্র রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কাসিলে শোণিতলাঞ্ছিত শ্লেষ্মা নির্গত হয় (ক্যান্থা: ট্যারেণ্ট্: আর্স্-আয়োড:=জমাট শোণিত মিশ্রিত; অ্যা-ফ্লুয়ো:)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—বিবমিষা ও পাকস্থলীর আগম দ্বারে অবিচ্ছিন্ন নিষ্পেষণ বোধ (ফস্:)। অবিশ্রান্ত বমন (ক্যান্থা: ইপিকা: ল্যাক্-ডিফ্লো: ইগ্নাস্থি: প্লাম্: ভেরেট্-ভি:)। প্রচণ্ড অন্ত্রশূল অধিকারে উদরের বায়ুস্ফীতি ও দৃঢ়াবদ্ধভাব। প্রবল মলবেগ এবং পায়খানায় যাইবামাত্র জলবৎ তরল মল নিঃসরণ। মলদ্বারে জ্বালা। মূত্রাশয় ও মলান্ত্রের

সঙ্কোচন ও কুন্থন এবং মল ও মূত্র রোধ। অত্যন্ত দৈহিক চাঞ্চল্য সহ মূত্রনলীমধ্যে ছেদন বা ছিদ্রকরণবৎ যন্ত্রণা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—পরিশ্রমে অনাস্থা ও পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস বা লিঙ্গোদ্রেক।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসিলে শোণিতলাঞ্ছিত গয়ার নির্গমন (আর্জেন্ট-নাই: ফেরাম্: ইপিক্: মিলিফোল্)। পুনঃ পুনঃ গাত্রভঙ্গ (অ্যামিল্: সাইমেক্স্:)। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন (অ্যাণ: ইগ্নে: সল্ফ্:)।

সম্বন্ধ। সদৃশ—এপীস্: ক্যাস্থারিস্; সাইমেক্স্: ফেরাম্: মিলিফোলীয়াম্।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

অনস্‌মোডীয়াম

(ONOSMODIUM VIRGINIANUM).

নামান্তর।—ফল্স্ গ্রমওয়েল্।

প্রস্তুতি।—সমূল বৃক্ষ হইতে মাদারটিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—দৃষ্টিক্ষীণতা; মূত্রাধারের উত্তেজনা; স্তনের শীর্ণতা বা শুষ্কতা; বর্ণান্ধতা; দুর্ব্বলতা; অতিসার; দ্বিত্বদর্শন; চক্ষুপীড়া; শিরঃপীড়া; পক্ষাঘাতবৎপীড়া; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা; গর্ভিনীদিগের বমনাদি; দূরদৃষ্টি দোষ; রেতঃক্ষরণ; ইন্দ্রিয় শৈথিল্য; সঙ্গমেচ্ছার হ্রাস; মেরুদণ্ডের রক্তাধিক্য; গলক্ষত; মূত্রনলীর উগ্রতা; জরায়ুর থালধরা; জরায়ুভ্রংশ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরার্দ্ধশূল রোগের ইহা একটী মহৌষধ। ইহার একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে রোগী কোন বিষয়ে স্বীয় ইন্দ্রিয়শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে পারে না; কোন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মনঃ সংযোগ করিতে বা কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করিতে কিম্বা ইচ্ছানুরূপ প্রত্যঙ্গাদির পেশী সঞ্চালিত করিতে পারে না; পথে চলিতে চলিতে কোন স্থানটা কত উচ্চ তাহা স্থির করিতে পারে না; শিরোঘূর্ণন, অনুভবশক্তি হীনতা ও পৈশিক পারম্পর্য্যবিধানের অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এতজ্জনিত স্নায়ুগত বেদনাদি অতীব্র, ভারবোধজনক বেদনাবৎ এবং গ্রীবা ও মেরুদণ্ড হইতে উৎপন্ন স্নায়ু ও বস্তিগহ্বরস্থিত যন্ত্রাদি তদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে; সুতরাং চক্ষুর্দ্বয়, শিরোপশ্চাৎ, চক্ষু হইতে শিরোপশ্চাৎ এবং ত্রিকাস্থি এতজ্জনিত স্নায়ু শূলের কেন্দ্রভূমি, কণ্ঠ, অন্ত্রমণ্ডলী, স্তনদ্বয়, হৃৎপিণ্ড এবং প্রত্যঙ্গাদিও আক্রান্ত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ বামাঙ্গ ও বাম হস্তপদাদি। যেন দীর্ঘকাল যাবৎ ক্ষুদ্র লেখা

পাঠ জন্য চক্ষু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কোন বস্তু লক্ষ্য করিতে হইলে তাহা দূরে রাখিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে; চক্ষুর্দ্বয়ের অতিব্যবহার-জনিতবৎ-অবসাদ বোধ সহ শিরোবেদনা ইহার নির্ণায়ক। ইহা দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কামরিপুর অবসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই জন্য স্নায়বিক অবসাদ, অনুভবশক্তিরাহিত্য এবং স্নায়বীয় শিরোবেদনায় বিশেষ ফলোপ-দায়ক। কর্ণমধ্যে অনবরত এক প্রকার শব্দ হওয়া, যেন রোগী কত কুইনিন সেবন করিয়াছে; গলমধ্য অত্যন্ত ব্যথা ও শুষ্কতা; জরায়ুমধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক খালধরা এবং ডিম্বকোষ ও স্তনমধ্যে বেদনা; নানাবিধ রজো বিকৃতি, কামেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার সম্ভূত পীড়াদি; বস্ত্রাদি উন্মোচনে এবং চিৎ হইয়া শয়নে জরায়ুগত বেদনার নিবৃত্তি; নাসারন্ধ্র, মুখবিবর ও কণ্ঠাভ্যন্তরে শুষ্কতা, শীতল জল পান করিবার পিপাসাধিক্য এবং শীতল জলপানে শুষ্কতার উপশম; স্তনদ্বয় শুষ্ক ও অপূর্ণায়ত; আক্রান্ত অংশের স্পর্শাসহিষ্ণুতা; স্বরনলীগত কাসি ও আঠার ন্যায় গয়ার; শিরোবেদনার বৃদ্ধি,—অন্ধকারে এবং শয়নান্তে; ইত্যাদি কয়েকটী অনস্‌মোডীয়ামের প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—আচ্ছন্নভাব এবং বুদ্ধির জড়তা। স্থূল বুদ্ধি; স্তম্ভিত ভাব; অনবরত বকে কিন্তু অবিশৃঙ্খল ভাবে। কোপন স্বভাব। চিত্তের পূর্ণ উদাস ভাব ও তাচ্ছিল্য, সুতরাং কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে পারে না। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না (ইথীউ: এল্যান্থাস্:, অ্যালেট্: অ্যাভেনা; বোভি: ড্যাল্‌ক্যা: আইরিস্; ল্যাক্-ক্যান্: লাইকোপ্: মিলিলোট্: অ্যা-অক্‌জাল্: অ্যা-ফস্: হ্রাস্: সার্সা: স্কুটেল্: সেনিসী: ভাইবার্ণ্-ওপ্: জেরোফিল্:)। এইমাত্র কি বলা হইল স্মরণ থাকে না (কার্ব্বো-অ্যান্:)। স্মৃতি বিশৃঙ্খলতা, কি বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিতেছিল ভুলিয়া যায় (কি বলিতে যাইতেছিল ভুলিয়া যায়=হাইপির: লীলি-টাই: মেজের্: হ্রুডো:), এক কথা বলিতে বলিতে তাহা শেষ না হইতেই অন্য কথা আরম্ভ করে (অ্যাগার্: ল্যাকে:)। রোগীর মনে হয় যেন কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিবে এবং সে তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম (ক্যাল্‌কে: লিসিন্:)। উপর হইতে নীচের দিকে চাহিতে ভয়, রোগীর মনে হয় যেন সে পড়িয়া যাইবে; অগ্নির নিকট দিয়া যাইবার সময় মহা চেষ্টা সত্বেও অগ্নির উপর টলিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। স্থির হইয়া থাকিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসে, এবং চিন্তা করিতে করিতে সকল ব্যাপার এবং নিজে কাথায় রহিয়াছে সমস্ত বিস্মৃত হয়। পড়িতে পড়িতে এত অত্মবিস্মৃতির আবির্ভাব হয় যে, হস্ত হইতে পুস্তক পড়িয়া যায় (পড়িতে পড়িতে তন্দ্রা আইসে=ব্রোম্:)।

মস্তক।—শিরোমধ্যে পূর্ণতা বা ভার বোধ, আহার ও নিদ্রার পর উপশম। ললাট দেশীয় বেদনা, ভ্রূগত বেদনা,—বাম চক্ষুর উপর প্রদেশে, নাসাদণ্ডের উপর, বাম শৃঙ্গদেশে বেদনার আধিক্য;—বেদনা কখনও বা দক্ষিণ শৃঙ্গদেশ হইতে বাম শৃঙ্গদেশে আসিয়া অবস্থিত হয়; আবার কখনও বা মস্তক বেষ্টনপূর্ব্বক গ্রীবাদেশ আক্রমণ করে এবং সময়ে সময়ে ঐ

বেদনা শঙ্ক এবং চুচুকাস্থি বা কর্ণপশ্চাৎ প্রদেশেও (ক্যাপ্স্:) অনুভূত হইয়া থাকে। বাম চক্ষুর উপরে এবং বাম রগে অতীব্র বেদনা,—সময়ে সময়ে বেদনা এত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে রোগীর পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে,—অন্ধকারে এবং শয়নান্তে বৃদ্ধি (শয়নান্তে বৃদ্ধি=কলোসিন্থ; গ্লোন্: হ্রাস্),—শব্দে বা আলোকে বৃদ্ধি হয় না (বৃদ্ধি হয়=জিজীয়া)। বাম চক্ষুর উপরে ও বাম পার্শ্বগত শিরোবেদনা,—শিরোপশ্চাতে ও গ্রীবা পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়,—দেহ হঠাৎ আলোড়িত হইলে বা দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি; রোগী শয্যায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় এবং শয়নান্তে নিদ্রার পর ক্ষণিক উপশম হয় কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে (ককীউ:)। শিরোপশ্চাতে উর্দ্ধাভিমুখী বেদনা, তৎসহ মস্তক শূন্য বোধ। যেন চক্ষুর্দ্বয়ের অতি পরিশ্রম হইয়াছে এইরূপ অনুভব সংযুক্ত শিরোবেদনা (জেল্সি: লীলি-টাই: স্পাই: আর্জেন্টি-নাই: ন্যাট্-মিউ; সেনেগা; রীউটা; ব্যাপ্টি: ফস্: ভাইজল্: ক্যাল্কে: সিনা হ্রাস্)।

চক্ষু।—যেন কত দিবস নিদ্রা হয় নাই চক্ষুমধ্যে এইরূপ উত্তেজনা বা কর্করাণি অনুভব (ইউজিনীয়াম্: ঢেলিড্: অ্যাক্টী: নক্স্-ভম্: হ্রাস; ভেরেট:)। যেন অতি ক্ষুদ্র লেখা দীর্ঘকাল পাঠ করায় চক্ষুর্দ্বয়ের অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে এইরূপ অনুভব (আর্জেন্টি-নাই: ন্যাট্-মিউ: রীউটা; সেনেগা; গ্র্যাফ্: ষ্ট্র্যামোন্: মেজের: ফস: ক্রোকাস্)। চক্ষুর্দ্বয় যেন সম্পূর্ণ উন্মীলিত রহিয়াছে এবং যেন তাহাকে বহু দূরের বস্তু লক্ষ্য করিতে হইবে এইরূপ অনুভব; দূরের বস্তু বৃহৎ দেখায় (বস্তু সকল অত্যন্ত দূরে রহিয়াছে এবং দ্বিগুণ বৃহৎ বোধ হয়=জেল্সি:—বস্তু সকল বৃহৎ অনুমান হয়=লরো: নিকোলাম্; নক্স্-মস্: ফাইজস্:)। নিকটের বস্তু দেখিতে কষ্ট এবং চক্ষুর পেশী সকল টান ও ক্লান্ত বোধ হয়। অক্ষিমণ্ডল অত্যন্ত শোণিতপূর্ণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। চক্ষুর (বিশেষ বাম চক্ষুর) চিত্রপত্রের (মকুরের) ধমনী শোণিতময় দৃষ্টি হয়, অক্ষিগোলকের উর্দ্ধাংশে বেদনা। বাম অক্ষিগহ্বরের উর্দ্ধাংশে বেদনা ও প্রসারণ অনুভব। দৃষ্টির আবিলতা বা অস্পষ্ট দৃষ্টি।

নাসিকা।—রন্ধ্রদ্বয় শুষ্ক বোধ হয়,—যেন ঠাণ্ডা লাগিয়াছে বলিয়া নাসাস্থি মধ্যে বেদনা; প্রাতে প্রথম নিদ্রাভঙ্গান্তে পুনঃ পুনঃ হাঁচি এবং বাম নাসা ও বাম চক্ষু আক্রান্ত হইয়াছে ইত্যাকার অনুভব।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল আরক্তিম বা লাল হইয়া উঠে, সামান্য দেহ সঞ্চালনে বা উত্তেজনায় বৃদ্ধি তৎসহ শিরোবেদনার উপশম। দক্ষিণ গণ্ডাস্থি মধ্যে ব্যথা ও অসাড়তা। মুখবিবর ও ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা বোধ হয় না (ল্যাক্-ক্যান্: লাই: পল্সে: ষ্ট্র্যামোন্: ডাল্ক্যা:); শীতল জল পানান্তে উপশম; লালা অতি অল্প। মুখমধ্যে আঠাময় বা চট্চটে ভাব (ক্রোটন্-টিগ্: গ্যাম্বো: ল্যাকে:—নিদ্রাভঙ্গান্তে=সাইক্লে: পল্সে:—কথোপকথনকালে=ল্যাক্-ডিফ্লো:—বহুমূত্র রোগাধিকারে=ইউরেনীয়াম্-নাই:)।

গলমধ্য।—পশ্চান্নাসারন্ধ্র হইতে কণ্ঠমধ্য শ্বেতাভ আঠাবৎ শ্লেষ্মা নিপতিত হয় এবং উহা পুনঃ পুনঃ কাসিয়া তুলিবার প্রয়োজন হয় (কোর‍্যাল্-রুব: সিন্নাপিস্; কাইটো: সিপী:

হাই-ড্রাষ্ট্: অ্যালীউ: আর্জেন্ট্-নাই:)। কণ্ঠমধ্যে ত্বক-সংকর্ষণ ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি। ক্ষতান্বিত ভাব,—বাম পার্শ্বে বহুক্ষণ যাবৎ ঐরূপ অনুভূত হয়; কিছু গিলিতে বা কথা কহিতে চেষ্টা করিলে ব্যথা (অ্যালীউ: স্যাট-সল্‌ফ:) বোধ হয়,—জল বা দুগ্ধ পান করিলে ক্ষণিক উপশম বোধ হয়, তৎসহ ত্বকসংকর্ষণ বোধ। গলাধঃকরণকালে তালুমূল সঙ্কোচন; পশ্চান্নাসারন্ধ্রদ্বয় যেন রুদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ বোধ (ইল্যাপ্স্; ষ্টিক্টা)। পশ্চান্নাসারন্ধ্র ও তালুমূল শুষ্ক বোধ (কচ্লীয়া: ইল্যাপ্স্); তালুমূলে ক্ষয়িতত্বকবৎ টাটানি ও শুষ্কতা। কণ্ঠাভ্যন্তরের সকল লক্ষণেরই পান বা আহারান্তে নিবৃত্তি বা উপশম হয় (অ্যাসিড্-বেন্: অ্যাসিড্-পাই:)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—রুচি ও ক্ষুধাধিক্য। মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর ক্ষুধার উদ্রেক (মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর মুখে স্বাদহীন জল উঠিতে থাকে এবং পাকাশয় শূন্য বোধ হয়= অ্যাঙ্গাস্:)। পুনঃ পুনঃ শীতল পানীয় পানের জন্য লালায়িত (অ্যাকোন্: ব্রাই: সিমা; ফস্:)। জলে বিতৃষ্ণা (এপীস্; ব্রাই: ক্যাম্ফা: হায়ো: লিসিন্: স্যাট্-মিউঃ নক্স্-ভম্: পল্‌সে: ষ্ট্রামোন্:)। আহারান্তে উদ্গার,—উদ্গার বিবমিষাজনক। প্রাতঃকালে বিবমিষা,—গর্ভাবস্থায় যেরূপ হইয়া থাকে। উদর স্ফীত বোধ, বস্ত্রাদি অপসারিত করিলে আরাম বোধ হয় (অ্যাসিড্-বেন্: এপীস্; কফী: ক্রিয়ো: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: লাই: পল্‌সে: য়্যাফেনাস্-স্যাট্: স্পঞ্জী:—শিশু তাহার উদরের আচ্ছাদন দূরে নিক্ষেপ করে এবং তাহার বিবমিষা ও বমনের উপশম হয়=ট্যাব্যাক্: আহারের পরে উদরের উপর কোনরূপ বন্ধন অসহনীয় বোধ হয়=গ্র্যাফ্:),—যেন অন্ত্র সকল মুচ্ড়াইতেছে এইরূপ বেদনা এবং উদরমধ্যে ফুট্‌ফুট্ গুড়্‌গুড় করিতে থাকে (স্যাট্-সল্‌ফ্: ওপী:)। অন্ত্রশূল; দেহ পশ্চাদ্দিকে বক্র করিলে উপশম (ডায়োস্কোরীয়া); নাভির নিম্নে বেদনা; উদরের নিম্নাংশগত শূলবেদনা,—বস্ত্র উন্মোচনে (লাই:) কিম্বা চিৎ হইয়া শুইলে উপশম (কিউপ্রাম্-আর্স্:—উদর চাপিয়া শুইলে= কলোসিন্থ: ব্রাই:; চিৎ হইয়া পদদ্বয় উচ্চ করিয়া রাখিলে থ্রাস্;—শিশু চৌকী বা শয্যার উপর উদর চাপিয়া শয়ন করে=বেল্: ষ্ট্যান্: সিনা) ; নিম্নোদরগত অন্ত্রশূল,—যেন বরফ জল পান সম্ভূত (যেন অত্যন্ত শীতল জল পান সম্ভূত=নক্স্-মস্:)। তলপেটে অস্বাচ্ছন্দ্যভাব,—যেন তরল মল ত্যাগ হইবে (অ্যাঙ্গাস: অ্যান্ট্-ক্রুড্: ব্রাই: টেরিব্:—প্রসবান্তে ঐ ভাবের উপশম= লীলিয়ান্-টাই:)। তলপেটে স্পর্শাসহিষ্ণুতা (ব্রাই: নক্স-ভম্: এপীস্: ক্যাপ্স্: ইপিক্: ল্যাকে:)।

মল।—মল,—চকচকে, রক্তাক্ত এবং গাঢ় আঠার ন্যায় বা রজ্জুবৎ, তৎসহ কুন্থন কিম্বা পীতাভ, থস্‌থসে; প্রভাতে শয্যা হইতে দৌড়াইয়া পায়খানায় যাইতে হয় (অ্যালো; হাইপির্: পডো: সল্‌ফ্:)।

প্রস্রাব।—পুরুষের মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। প্রস্রাবের পূর্ব্বে এবং পরে মূত্রাধার-মুখশায়িকা গ্রন্থি-সংলগ্ন-মূত্রনলী মধ্যে যন্ত্রণা বোধ। প্রায় প্রস্রাব বেগ অনুভূত হয় না। মূত্র,—অতি অল্প, ঘোর, অত্যন্ত অম্লাক্ত, আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক এবং মূত্রসার বা ইয়ুরিয়া পরিপূর্ণ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমণিতে ঠাণ্ডাবোধ, সঙ্গমেচ্ছার হ্রাস।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামেচ্ছা হ্রাস বা রহিত। যোনিমুখ কণ্ডুয়ন যুক্ত; বৃদ্ধি= কণ্ডুয়নে এবং প্রদরস্রাব সংস্পর্শে। অনবরত মনে হয় যেন আর্ত্তব আবির্ভূত হইবে (এপীস: বেল: মিউরেক্স: কাইজস: সিপীয়া)। ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা,—বৃদ্ধি=নিষ্পেষণে, বেদনা ছেদনবৎ এবং দপ্‌দপকারী। জরায়ু মধ্যে বেদনা, গ্রহাকর্ষণবৎ বা খাল ধরা মত,—যেন ঋতুর সময় ঠাণ্ডা লাগার জন্য জরায়ু মধ্যে বেদনা, উপশম=বস্ত্রাদি উন্মোচনে এবং চিৎ হইয়া শয়নান্তে; জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ। জরায়ুপ্রদেশে স্পর্শকাতরতা, বৃদ্ধি=বস্ত্রাদির ভারে এবং চাপ দিলে। প্রদর,—স্রাব ঈষৎ পীতাভ, দুর্গন্ধ, ত্বকক্ষয়কারক এবং অপর্য্যাপ্ত, পা দিয়া গড়াইয়া আইসে (অ্যালিউ: ক্যাল্‌কে: গ্র্যাফ্: সাইলি: ষ্ট্যানাম্; সিফিলিন্)। আর্ত্তব—অকাল-প্রকাশশীল এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী।

শ্বাস প্রশ্বাস।—স্বর কর্কশ। বক্ষবিদারক কাসি; শ্বেতবর্ণ এবং গাঢ় আঠার ন্যায় দৃঢ় গয়ার। স্বরনলীগত কাসি,—শ্বেতাভ গাঢ় শ্লেষ্মাময় গয়ার; উপশম=শীতল জলপানান্তে (ক্যাম্প: কষ্টি:)। বক্ষমধ্যে ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা। স্তন মধ্যে বেদনা, বিশেষতঃ বাম স্তনে বাম স্তনবৃন্ত হইতে স্তন ভেদ করিয়া বেদনা অনুভব হয়; বাম স্তনের নিম্নে তীক্ষ্ণ বেদনা (অ্যাক্টীয়া; কলোফিল্: ন্যাট-হাইপোক্লোরো: র‍্যাণান্ বাল্বো: টুয়ষ্টী: জিঙ্কাম্) বাম স্তনে ব্যথা বোধ, নিষ্পেষণে অধিক বোধ হয়। স্তনদ্বয় স্ফীত ও শোণিতপূর্ণ বোধ হয়; কিম্বা স্ফীত ও স্পর্শাসহিষ্ণু বোধ হয়।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনা বশতঃ মৃত্যুভয়। হৃৎপিণ্ডের শিখর দেশে বেদনা। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে চাপবোধ। হৃৎপিণ্ডের অবসাদ অনুভব, বোধ হয় যেন ইহার গতি স্থির হইয়া যাইবে (ল্যাকে: অবাম্)। নাড়ীর গতি দ্রুত, অসম, দুর্ব্বল; নাড়ী পুষ্ট ও প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ আঘাতের পর সবিরাম ভাব ধারণ করে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা মধ্যে বেদনা; বাম অংসফলক প্রদেশে বেদনা; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর কটিদেশে বেদনা, বেলা দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে উপশম হয়; পাদচারণকালে আরও নিম্নাংশে ব্যথা বোধ হয়; কটিদেশের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেদনা ও আড়ষ্টতা; কোমর যেন খসিয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব। কটি ব্যথাযুক্ত ও অবশ বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—পদ, জানু, বাহু, হস্ত প্রভৃতি অবসাদযুক্ত ও ক্লান্ত বোধ হয়। বাহু ও হস্তের কম্পন। হস্তের দ্বিমূল পেশী, কনুই এবং মণিবন্ধ ব্যথা করিতে থাকে। বাম বাহুর অগ্রার্দ্ধ অসাড় বোধ। পৈশিক ক্রিয়ার সুশৃঙ্খল সাধন করিবার শক্তিরাহিত্য বশতঃ রোগিনী লিখিবার সময় বা আহারের সময় হস্তের ব্যবহার করিতে পারে না। চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে। দেহ-সঞ্চালনশক্তির হীনতা এবং অস্থির পদক্ষেপ। পথিপার্শ্ব অত্যন্ত উচ্চ অনুমিত হওয়ায় রোগী উচ্চে পদবিক্ষেপ করে এবং সমস্ত দেহ নড়িয়া উঠিয়া শিরোবেদনার বৃদ্ধি সাধন করে। বেদনা, বাম উরুশিখর প্রদেশে, জানুতে এবং জানু ও কণ্ডার বা পেশীর অগ্রভাগ মধ্যে। জানু ও পদদ্বয় অবসন্ন ও অসাড় বোধ। পদদ্বয়ের ঈষৎ কম্পান্বিত ভাব; পায়ের

ডিম্বা ও পদতল চিন্‌চিন্‌ করে, বিশেষতঃ বাম দিকের। সন্ধ্যার সময় পাদচারণকালে পদদ্বয় শ্রান্ত ও অস্থির বোধ হয়। গুল্‌ফ প্রদেশ শোথাক্রান্তবৎ স্ফীত হইয়া উঠে। বাম গোড়ালির পশ্চাৎ প্রদেশে ভার জনক বেদনা বোধ।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সামান্য পরিশ্রমে আভ্যন্তরিক কম্প অনুভূত হয় (ককীউ: মার্ক্‌: সাইলি: ষ্ট্যান্‌: জেল্‌সি: অ্যাক্টীয়া-রেস্‌: অ্যাগার্‌: থাইরইডিন্‌)। স্নায়বিক কম্পভাব, ক্ষুধাতিশয্য বশতঃ যেরূপ হয়। মানসিক ও শারীরিক অকর্ম্মণ্যতা। পেশী সকল ইচ্ছানুসারে সঞ্চালন করা যায় না। পার্শ্ব ফিরিয়া শয়নে অক্ষমতা (ফস্‌: পল্‌সে: অ্যাকোন্‌: অ্যামন্‌-কার্ব্‌: ব্যারাই-কার্ব্‌: ন্যাট্‌-কার্ব্‌: ন্যাট্‌-মিউ: প্যারিস্‌: সিপী: সল্‌ফ্‌: থূযা:)। সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা করিতে থাকে, যেন পীড়াক্রমণের সূচনা; প্রতি দিবস ১২টা বা ১টার সময় বোধ হয় যেন শীত আবির্ভূত হইল। প্রাতে অবসাদ ও আড়ষ্টতা বোধ; প্রাতে পাদচারণকালে সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও অবশতা বোধ। সর্ব্বাঙ্গে হঠাৎ উত্তাপাবির্ভাব। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়েও স্বেদোদ্গম হয় না (মস্কাস্‌: নক্স-মস্‌:)। পায়ের ডিম্বায় পিপিলীকা সঞ্চরণবৎ সড়সড়ি অনুভূতি।

বৃদ্ধি।—বস্ত্রাদির নিষ্পেষণে বা বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরিধান করিলে, দেহ সঞ্চালনে বা হঠাৎ নড়িয়া উঠিলে এবং বাম পার্শ্বে শয়নান্তে; চক্ষে আলোক লাগিলে বা কর্ণে শব্দ প্রবিষ্ট হইলে এবং অন্ধকারে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, স্থির হইয়া নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিলে, নিদ্রান্তে (ক্ষণিক), বস্ত্রাদি উন্মোচনে, শীতল দ্রব্যাদি পানে ও আহারান্তে এবং উত্তান শয়নে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড-পাই: ব্যাপ্টি: জেলসি: হেলোন্‌: লিলীয়াম্‌-টাই: ন্যাট-মিউ: সিপী: স্পাইজি: রূটা; ন্যাট-সল্‌ফ: ফস্‌: পলসেটিলা, ককীউ: অ্যাক্টীয়া।

ভুলনীয়।—জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে হেলোনি; লিলিয়ম; ন্যাট্রম; সিপিয়া। দৃষ্টির বিকৃতি লিলিয়ম; পিক-অ্যাসিড। চক্ষুজন্য মাথাব্যথা জেল্‌স, স্পাইজে; রুটা ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ওপীয়াম্‌

(OPIUM).

সমাহ্বয়।—(অহিফেন)।

প্রস্তুতি।—অপক্ব-ঢেড়ী-হইতে-প্রাপ্ত-রস হইতে ইহার বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ভ্যাদাল বেদনা; সংন্যাস; মূত্রাধারের পক্ষাঘাত; মস্তিষ্কের পীড়া; কর্কটীয়া ক্ষত; নীহার কণ্ডু; শূল; কোষ্ঠবদ্ধ; বহুমূত্র; স্বপ্নদর্শন; বাধক; মৃগী; ভয়জন্য মলস্খলন; ভ্রূণের অধিক সঞ্চালন; অন্ত্রবৃদ্ধি বা

চ্যুতি; অন্ত্রাবরোধ; প্রসববেদনার বিপর্য্যয়; সীসক-শূল; শীর্ণতা; ঘাম; বিষাদ-বায়ু; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; পক্ষাঘাত; সূতিকাবস্থায় আক্ষেপ; দীর্ঘশ্বাস; নিদ্রাবিকৃতি, নাক ডাকা; নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা; সূর্য্যাঘাত; উদরাধ্মান; কর্ণ পটহ প্রদাহ; মূত্রক্ষার জনিত বিষাক্ততা; মূত্রস্তম্ভ বা মূত্ররোধ; জরায়ুর দুর্ব্বলতা; শিরাস্ফীতি; হুপকাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল শঙ্কট পীড়ায় মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, রোগী আচ্ছন্ন ও মোহ প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, গভীর নাসিকাধ্বনি সংযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে, মুখমণ্ডল ঘোর নীলিমাচ্ছন্ন এবং মস্তকে ও অন্যান্য অঙ্গে উষ্ণস্বেদ বাহির হইতে থাকে, অহিফেনারিষ্ট তাহাতে প্রভূত উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে; সুতরাং যখন রোগী উন্মীলিত বা অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে মোহ প্রাপ্ত হয় কিম্বা যখন রোগী সংন্যাস রোগের মত অবস্থা প্রাপ্ত কিম্বা যখন কোনরূপ গাত্রোদ্ভেদের হঠাৎ বিলোপ বশতঃ বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন উক্ত ভেষজ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সীসক-শূল এবং মলান্ত্রের ক্রিয়ারাহিত্য সম্ভূত অতিশয় মলকাঠিন্য রোগেও ইহার ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কতিপয় লক্ষণ ইহার নির্ব্বাচন পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে:—(১) নিদ্রাবেশ সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না; শ্রবণ শক্তি এত তীক্ষ্ণ যে পার্শ্বের গৃহস্থিত ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ বা নীড়াবস্থিত পক্ষীর কলধ্বনি শুনিতে পায় এবং তজ্জন্য তাহার নিদ্রা হয় না। (২) প্রলাপ অবস্থায় ক্রমাগত বকে, এবং তাহার মুখমণ্ডল স্ফীত, আরক্তিম এবং উত্তপ্ত প্রতীয়মান হয়। (৩) প্রগাঢ় মোহ, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া শুইয়া থাকে; শ্বাসপ্রশ্বাসকালে নিরবচ্ছিন্ন নাসিকাধ্বনি হইয়া থাকে। (৪) শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড়ঘড় শব্দ; তন্দ্রা এবং মোহাচ্ছন্ন ভাব, নীলবর্ণ উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, তারকা অত্যন্ত সঙ্কুচিত এবং অসম শ্বাসপ্রশ্বাস; রোগী কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় স্থির ভাবে পড়িয়া থাকে, অভাব অভিযোগ কিছুই প্রকাশ করে না। (৫) আচ্ছন্ন অবস্থা, মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায় শোণিত শূন্য; চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃবিশিষ্ট এবং অর্দ্ধ-নিমীলিত। (৬) নিদ্রিত অবস্থায় বস্ত্রাদি খুঁটিতে থাকে (৭) উন্মত্ততাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল। (৮) জিহ্বা শুষ্ক, নীরস ও কালবর্ণ, অসাড়। (৯) মূত্রাঘাত অথচ মূত্রস্থলী মূত্রে পরিপূর্ণ হইবার উপক্রম হয়; মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বা অসঙ্কোচনীয়তা। (১০) দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা। (১১) পেশী সকল আনর্ত্তিত এবং হস্ত পদাদি থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে; ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপের পূর্ব্বে বা সময়ে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। (১২) আদৌ মলত্যাগের ইচ্ছা রাহিত্য; মলত্যাগ কালে মলের কিয়দংশ বহির্গত হইয়া পুনশ্চ পশ্চাদ্গামী হয়। দুরারোগ্য কোষ্ঠবদ্ধতা,—মল অনমনীয় কালবর্ণ গুটিলাময়। শিশু ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে এবং ঈষৎ কৃষ্ণকেশ, শিথিল-পেশী ও দৈহিক উত্তেজনাপ্রবণতা-রহিত রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। প্রযুক্ত ঔষধের ক্রিয়াগ্রাহিতা বা গুণোৎপাদিকা শক্তিরাহিত্য ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ, অর্থাৎ যখন রোগীর দেহে প্রযুক্ত ঔষধের গুণ প্রকাশ পায় এরূপ জীবনীশক্তিও থাকে না তখন কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্, সোরিণাম্, সল্‌ফার, ভ্যালিরীয়ানা এবং লরোসিরেসাসের ন্যায় ওপীয়ামের দুই এক মাত্রায় প্রযুক্ত ভেষজের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। চৈতন্যরাহিত্য এবং আংশিক বা পূর্ণ

পক্ষাঘাত সংযুক্ত পীড়াদি এবং ভীতি সম্ভূত, অঙ্গার ধূম বা কোন্ বাষ্প আঘ্রাণজনিত এবং মদিরাসেবীদিগের রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। নিদ্রিত হইবামাত্র শ্বাস-রোধ এবং শয্যা এত উত্তপ্ত বোধ হয় যে রোগী তাহাতে শয়ন করিতে পারে না; যদি শীতল স্থান পায় এই আশায় অনবরত শয্যার এক অংশ হইতে অংশান্তরে সরিয়া যায় ইত্যাদি কয়েকটীও ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—সংজ্ঞারহিত; কোন যন্ত্রণা বা অভাব বোধ করিতেছে এরূপ কোন ভাব প্রকাশ করে না, নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকে। ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ আবির্ভাবের পূর্ব্বে (বা সময়ে) রোগী এক লোমহর্ষণকারী চীৎকার করিয়া উঠে (এপীস; হেলিবো:)। বিকার অবস্থায় রোগী অনবরত বকিতে থাকে এবং তাহার চক্ষু উন্মীলিত; মুখমণ্ডল আরক্তিম ও স্ফীত হয়। রোগীর অনবরত মনে হয় যেন সে বিদেশে রহিয়াছে, (ক্যাম্ফ:; ব্রাই: ভেরেট্:)। মদাত্যয়; রোগ-জীর্ণ-শীর্ণ-পুরাতন-সুরাপায়ীদিগের, মুখমণ্ডল স্ফীত, তন্দ্রান্বিত ভাব, প্রজ্জলিত, উত্তপ্ত এবং শুষ্ক চক্ষু এবং উচ্চ নাসিকাধ্বনি সংযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। কল্পনা শক্তি অত্যন্ত প্রবল, মন অত্যন্ত হর্ষযুক্ত। রোগী স্বীয় দেহের অংশ বিশেষ অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে। পানাত্যয়াধিকারে রোগীর মনে হয় যেন, গৃহের চতুষ্কোণ হইতে নানা জন্তু উত্থিত হইয়া তাহার দিকে আসিতেছে (যেন বিড়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তু ভূমি ভেদ করিয়া লম্ফ দিয়া উঠিতেছে=ষ্ট্র্যামোন্:—যেন অসংখ্য কর্কট বহির্দ্দেশ হইতে তাড়িত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে=হায়ো:—যেন অসংখ্য কুক্কুর তাহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া একত্রিত হইতেছে= ক্যাল্কে-কার্ব্ব: ইন্দুরাদি অদ্ভুত জীব দেখিতে পায়=অ্যাক্টীয়া: ল্যাক্-ক্যান্: ইন্দুর সকল গৃহের চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে=ইথীউ: মিডর:—যেন জন্তু সকল তাহার নিকটে শুইয়া রহিয়াছে এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে পাছে তাহাদের লাগে এই ভয়=ভ্যালি:—যেন তাহার শয্যার নিকটে সর্প রহিয়াছে এবং তাহার দিকে আসিতেছে=হায়ো:—যেন অসংখ্য সর্প তাহার পায়ে গায়ে, শয্যার চতুর্দ্দিকে উঠিতেছে=ল্যাক্-ক্যান্—অসংখ্য সর্প দেখিতে পায়— ল্যাকে:); মুখমণ্ডল ভীতিব্যঞ্জক। পরিণামদর্শী নহে। চিত্তপ্রসাদ সহ মনোমধ্যে নানা-প্রকার সুখদ ভাবের উদয় এবং যন্ত্রণাবোধশক্তিরাহিত্য। নির্ব্বোধ, বিমূঢ়াত্মা। বোধশক্তি অতি তীক্ষ্ণ, দুর্ব্বোধ্য বিষয় অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করে (কফী: লিসিন্: ভ্যালি:—বোধশক্তি-রাহিত্য=ইথীউ: জিয়োক্লেড্: অ্যা-নাই:)। কল্পনার খেলনা,—কল্পনা তাহার সমক্ষে নানা ভ্রান্ত দৃশ্য উপস্থিত করে। বিকারের অবস্থায় ইন্দুর, বৃশ্চিকাদির ভ্রমদর্শন এবং রোগী তাহাদের নিকট হইতে পলায়নের চেষ্টা করে। অত্যাধিক হর্ষ, আতঙ্ক, ক্রোধ, লজ্জা বা অপমান জনিত পীড়াদি।

মস্তক ও মস্তিষ্ক।—চৈতন্যাধিক্য,—শব্দ, আলোক এবং অতি ঈষৎ গন্ধও রোগীর অসহনীয়। সংত্রাস, শিরোঘূর্ণন, কর্ণ মধ্যে ঝিঁঝিঁ শব্দ, সংজ্ঞারাহিত্য; আরক্তিম, স্ফীত

ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ কালের মত অনমনীয়তা প্রাপ্ত হয় মস্তিষ্কের জড়তা ও চক্ষুমধ্যে উত্তাপ এবং চক্ষু মুদিত করিবার আবশ্যকতা বোধ। মস্তিষ্কের বিকলতা, যেন সুরা পান করিয়াছে। শয্যায় উঠিয়া বসিলে শিরোঘূর্ণন, (চেলিড্: ককীউ:) সুতরাং রোগী পুনশ্চ শয়ন করিতে বাধ্য হয়। ভয় প্রাপ্তির পর শিরোঘূর্ণন (অ্যাকোন্: ক্রোটেল্:)। যেন শিরোমধ্যে একটী শূন্য গহ্বরে অসংখ্য মধুমক্ষিকা রহিয়াছে। অধ্যয়নকালে ললাটের দক্ষিণ শৃঙ্গদেশে বা উচ্চতর স্থানে ব্যথা করিতে থাকে ; উত্তাপ ; তৎ-পরে দক্ষিণ শঙ্খদেশে বা রগে নখবেধবৎ বেদনা বোধ হয়। ললাটোপরে শীতল স্বেদোদ্গম। শিরোবেদনা, বৃদ্ধি = চক্ষু সঞ্চালনে (অ্যাক্টী-রেস্: ব্রাই: কলো: হিপার: অ্যা-মিউ: প্টিলিয়া: সাইপী: সিলি:—চক্ষু সঞ্চালনে বা উন্মীলনে বৃদ্ধি = ব্রাই: নক্স-ভম্:—চক্ষু বা মুখের পেশী সঞ্চা-লনে বৃদ্ধি = স্পাই:)। শিরোবেদনা,—সমস্ত মস্তকের দৃঢ়াবদ্ধভাব অনুভূত হয়। যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (আর্স: হাইপির্:)। পুরাতন মস্তিষ্কোদক বা মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগ (আর্স: ক্যাল্কে: টেরিব্:)। মস্তক মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য, এবং দপ্-দপানি (বেল্: কুরারী: মিলিলোট্:)।

চক্ষু।—চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া থাকে,—যেন তাহাদের পক্ষাঘাত হইয়াছে (গ্র্যাফ্: স্পাই: জিঙ্কাম্)। অক্ষিগোলকদ্বয় অতি বৃহৎ এইরূপ অনুভব (অ্যাকোন্: প্যারিস্: স্পাইজি:)। চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম এবং প্রদাহান্বিত। চক্ষু ও অক্ষিপুট স্পন্দন (গ্নোন্: হায়ো: এপীস্)। শিবনেত্র,—অর্থাৎ চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত এবং তারকা উর্দ্ধদিকে স্থিত ; অর্দ্ধ নিমী-লিত = বেল্: কিউপ্রাম্: হেলিবো: পডো:—মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগাধিকারে অর্দ্ধনিমীলিত = লাই:—মস্তিষ্কের-মেরু-মজ্জাপ্রদাহাধিকারে = অ্যাসিড্-হাইড্রো:)। চক্ষু এক দৃষ্টি। নিম্নাক্ষি-পুটদ্বয়ের স্ফীতি (এপীস্: আর্স্: । চক্ষু স্থিরদৃষ্টি, অর্দ্ধনিমীলিত, জ্যোতিঃবিশিষ্ট, মধ্যে মধ্যে আক্ষেপযুক্ত এবং চক্ষুর তারকা বাহির হইয়া পড়ে। আলোকে চৈতন্য থাকে না। তারকা অত্যন্ত সঙ্কুচিত, সূচ্যগ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টির অস্পষ্টতা,—চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয় (সাইক্লেম্: ল্যাক্-ডিফ্লো: প্লাম্:)। চক্ষুমধ্যে যেন ধুলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি (লাই: ককীউ: ল্যাচ্যান্)। চক্ষু সমক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িতেছে (সিঙ্কো: সলফ:—পানাত্যয়ে অনবরত ঐরূপ বোধ = ষ্ট্র্যামোন্:—শিরোবেদনার পূর্ব্বে = প্ল্যাট্: বিশেষতঃ রাত্রে = ষ্ট্যাফ্:—হৃৎপিণ্ডের গতি নিরোধের উপক্রম বা মূর্চ্ছাভাব হইলে = নক্স-ভম্:)।

কর্ণ।—পটহ প্রদাহ,—কখন কর্ণ মধ্যে ঝিঁঝিঁ শব্দ, কখনও বা টিংটিং শব্দ এইরূপ শ্রুত হয়। কর্ণ মধ্যে সমুদ্র গর্জ্জনের মত শব্দ, অবিচ্ছিন্ন, সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল ও তন্দ্রান্বিত ভাব। শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ বা বহুদূরস্থিত পক্ষীর কলরব, যাহা অন্যের কর্ণগোচর হওয়া অসম্ভব, রোগী স্পষ্ট শুনিতে পায় এবং সেই শব্দে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। কর্ণ হইতে শোণিত স্রাব।

নাসিকা।—নাসিকাগ্রে কণ্ডুয়ন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে দক্ষিণ নাসা মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনানুভব। ঘ্রাণশক্তির লোপ। নাসিকা শুষ্ক এবং শুষ্ক সর্দ্দি।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান, পাংশুবর্ণ, শীর্ণ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং গণ্ডদ্বয় ঈষৎ রক্তিমা বর্ণ। মুখমণ্ডল ঘন রক্তিমান্বিত, কথনও বা কপিশাভ, উত্তপ্ত, স্ফীত। মুখমণ্ডল নীল বর্ণ। স্তন্যপায়ী শিশুর মুখমণ্ডল বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়। মুখমণ্ডল এক সময় ম্লান আবার অন্য সময় আরক্তিম। মুখমণ্ডল ও মস্তকের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। মুখের শিরা সকল শিথিল হইয়া পড়ে, নিম্ন ওষ্ঠ ও হনূ ঝুলিয়া পড়ে (নিম্ন ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে=ম্যাঙ্গি:—আচ্ছন্না-বস্থায় এবং মোহ জ্বরে নিম্ন হনূ ঝুলিয়া পড়ে=ল্যাকে: আর্ণি: আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: হেলিবো: ক্যালী-আয়োড্: লাই: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরীওলীনাম্: জিঙ্কাম্:—সংন্যাসাধিকারে=নক্স-ভম্: ওপী: আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে=জিঙ্কাম্: অ্যাক্টীয়া-রেস্: আর্স্: ব্যাপ্টি: কার্ব্বো-ভে: হায়ো: ল্যাকে: লাই: অ্যা-মিউ: ওপী: ভেরেট্-ভির্:—বহুব্যাপক সর্দ্দি জ্বরে—চেলিড্:—প্রসব-বেদনাধিকারে=লাই: মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহে=লাই: নিদ্রিতাবস্থায়=লাই: নক্স-ভম্—মোহ সহযোগে=লাই: সল্ফ্:)। মুখের পেশী সকল কম্পিত ও আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ওষ্ঠ স্ফীত। মুখের কোণ আনত্তিত হইতে থাকে; মুখমণ্ডলের বিকৃতি বা কুৎসিত ভঙ্গিমা। হনুদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া যায়। বিকৃত মূর্ত্তি।

মুখবিবর।—দণ্ড সকল শিথিলমূল হইয়া যায় (মার্ক্: কার্ব্বো-ভেজি: হায়ো: জিঙ্কাম্)। মুখ শুষ্ক এবং ভয়ানক তৃষ্ণা। অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব। সরক্ত গয়ার উঠে=(অ্যা-নাই: অ্যাকোন্: আর্ণি: সিকো: ষ্ট্যান্: ফেরাম্: ইপিক্: ফস্: ব্যাসিলিনাম্)। মুখমধ্যে এবং জিহ্বার উপর ক্ষতোদ্গম (অ্যা-মিউ: অ্যা-সল্ফ্: আর্স্: ক্যালী-আয়োড্: অ্যা-নাই: ক্লোরাম্)। জিহ্বা হরিৎ-পীতবর্ণ; কিম্বা শ্বেতবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা (আর্স্: চায়না, ইল্যাপ্স্: ল্যাকে: মার্ক্: ফস্: সিকেলি: ভেরেট্-অ্যাল্বাম্:)। জিহ্বার পক্ষাঘাত,—অতি কষ্টে বাক্য উচ্চারিত হয় (কষ্টি: ডাল্ক্যা: জেল্সি: হায়ো: নক্স্-মস্: নক্স-ভম্)। স্বর অতি ক্ষীণ এবং অনুচ্চ, মহা আয়াস না করিলে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে পারে না (স্বর প্রায় শুনা যায় না—আর্স্: হিপ্:—ফুস্ফুস্ প্রদাহের পর রোগী দুই চারিটী কথার অধিক একেবারে বলিতে পারে না=লাই: সূতিকাজ্বরাধিকারে ক্ষীণস্বর=সিকেলি: গায়ক ও বক্তাদিগের ক্ষীণ স্বর=কোকা)। মুখ হইতে ফেন নির্গলন (কিউপ্রাম্-মেট্: ইগ্নাস্থি: ওলীয়্যান্—কথোপকথনের সময়=ল্যাক্-ডিফ্লো:—ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপকালে=আর্টিমি-ভাল্:—কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: লিসিন্:—আপ-স্মারিক আক্ষেপকালে=ক্যালী-বাই: লরো: লাই ইগ্নাস্থি-ক্রোক্: সাম্বাল—অপস্মারবৎ আক্ষেপকালে=মিডহ্বন্:—মূর্চ্ছাবায়ু প্রকোপাধিকারে=সীড্রন্:—প্রসবান্তিক আক্ষেপাধিকারে রক্তাক্ত ফেন নির্গলন=ল্যাকে:)।

গলমধ্য।—কণ্ঠ শুষ্ক, নীরস। কণ্ঠমধ্যে স্ফীতি ও চাঞ্চল্য বোধ এবং সময়ে সময়ে কোন দ্রব্য গলাধঃকরণকালে আট্কাইয়া যায় এবং গলরোধ হইবার উপক্রম হয়, এইরূপ প্রায় প্রত্যহ হইয়া থাকে। জিহ্বাদির পক্ষাঘাত বশতঃ নিগীরণশক্তিরাহিত্য (ল্যাক্-ক্যান্: অ্যামিগ্: এপীস্: জেল্সি: অ্যাসিড-হাইড্রো: ল্যাকে: নক্স-ভম্:)।

পাকস্থলী।—রুচিরাহিত্য। কণ্ঠমধ্যে তিক্ত বা অম্লস্বাদ। আলাদরী তৃষ্ণা, অরুচি

ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যে বিদ্বেষ এবং সময়ে সময়ে ভস্মকাগ্নির বা রাক্ষসী ক্ষুধার আবির্ভাব হইয়া থাকে (ব্যারাইঃ সিঙ্কোঃ গ্র্যাটীঃ হেলিবোঃ নক্স্-ভম্ঃ)। পরিপাকশক্তি ক্ষীণ এবং ভুক্ত দ্রব্যাদি অত্যন্ত ধীরে পরিপাক হয় (সিঙ্কোঃ কর্ণাস্ঃ মুক্কার-লুট্ঃ ট্যারেন্টিউঃ—অগ্নিকা ও আধ্মানাতিশয্য সহযোগে=লাইঃ)। বিবমিষা, বমনোদ্রেক ও উকি সহযোগে। পাকস্থলী মধ্যে ভয়ানক বেদনা; ধনুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ সহযোগে বমন। শোণিতময় বা হরিতাভ বমন। মলময় পদার্থ ও মূত্র বমন (কাইঙ্কাঃ বেল্ঃ প্লাম্); পাকস্থলীর ব্যথাসহযুক্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং পাকাশয় ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশের আধ্মান বায়ু পূর্ণতাবশতঃ স্ফীতি। পাকস্থলী মধ্যে সঙ্কোচন জনক নিষ্পেষণ বোধ,—এতৎসহ অত্যধিক চিত্তচাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে। পাকস্থলী ভার ও চাপ বোধ। বক্ষ এবং উদর বিভেদকর ঝিল্লি বা পর্দ্দা যেন নিষ্পেষিত হইতেছে এইরূপ অনুভব।

অন্ত্রাশয়।—পরিপাক যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা,—অন্ত্রাদির ক্রমসঙ্কোচন ক্রিয়া বিপরীত গতি প্রাপ্ত হয় কিম্বা আদৌ হয় না এবং মলান্ত্র রুদ্ধ বোধ হয়। উদর অনমনীয় ও স্ফীত বা বিলম্বিত,—উদরাধ্মান। সীসকশূল (অ্যালীউঃ কলোঃ প্ল্যাট্ঃ প্লাম্ঃ)। আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি (নক্স; অ্যাকোঃ বেল্ঃ সীপা; কফীঃ ফেরাম্-ফস্ঃ লোবেল্ঃ মিলিফোঃ প্লাম্ঃ সল্ফ্ঃ)। অন্ত্রমণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তা বশতঃ প্রবল বিরেচক প্রয়োগেও কোন ফল হয় না। উদর স্ফীত হইয়া উঠে অথচ তন্মধ্যস্থিত মলাদি বহির্গত করিয়া দিবার শক্তি থাকে না। উদর মধ্যে আধ্মান বায়ু সঞ্চিত হইয়া "হুড়হুড়" "গুড়গুড়" শব্দ হইতে থাকে। উদর মধ্যে যেন একটা অত্যন্ত গুরুভার দ্রব্য রহিয়াছে এইরূপ বোধ। তলপেট সাঁটিয়া ধরে এবং স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। যেন অন্ত্রাদি নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা এবং বোধ হয় যেন একটী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কোন বস্তু অগ্রসর হইতেছে। অণ্ডকোষ ও মূত্রাশয় মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শূলবেধবৎ বেদনা,—রোগী অস্থির ও উদ্বেগপূর্ণ এবং শয়ন করিয়া, উপবেশন করিয়া, বা দণ্ডায়মান হইয়া, কিছুতেই সে স্বস্তি বোধ করে না,—মুখমণ্ডল উত্তপ্ত এবং নাড়ী ধীরগতি; মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্কশূল। শূলরোগ—অন্ত্রমণ্ডলী সাঁটিয়া ধরে, এবং দক্ষিণ কুক্ষী মধ্যে যেন একটা কঠিন বস্তু গড়াইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা এবং মলবদ্ধতা ও মলময় বমন হইতে থাকে। আবদ্ধ গর্ভণ্ড বা বঙ্ক্ষণীয় অন্ত্রবৃদ্ধি,—বিষ্ঠাময় বমন হইয়া থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—শিশুদিগের মলবদ্ধতা; স্থূলকায়া শান্তস্বভাবা রমণীদিগের মলকাঠিন্য বা কোষ্টবদ্ধতা (গ্র্যাফ্ঃ); মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বা পক্ষাঘাত সম্ভূত কোষ্ঠবদ্ধতা। কিম্বা সীসক বিষ উদরস্থ হওয়ার জন্য; মল=কঠিন, কাল গুটিলাময় (চিলিড্ঃ প্লাম; থূযা),—মল কিয়দংশ বহির্গত হইয়া আবার পশ্চাদপসৃত হয় (সেলিন্ঃ থূযা)। উদরাময়,—মল= জলবৎ; কালবর্ণ, দুর্গন্ধময়; মলদ্বারের জ্বালা ও কুন্থন সংযুক্ত এবং ফেনময়; অজ্ঞাতসারে নির্গমনশীল মল,—বিশেষতঃ ভয় পাইবার পর (জেল্সিঃ) কিম্বা মলদ্বারাবরোধিনীর শৈথিল্য বা পক্ষাঘাত সম্ভূত। বালবিসূচিকা বা গ্রীষ্মাতিসার এতৎসহ আচ্ছন্নভাব, নাসিকাধ্বনি এবং আক্ষেপ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

প্রস্রাব।—মূত্রনলী পরিপূর্ণ অথচ প্রস্রাব হয় না; প্রসবান্তে বা অত্যধিক ধূমপান

বশতঃ মূত্ররোধ ; ধাত্রীর অত্যন্ত ক্রোধোদ্রেকের পর স্তন্যপায়ী শিশুর মূত্ররোধ ; জরায়ধিকারে বা অন্য কোন তরুণ রোগে মূত্ররোধ ; মূত্রাশয় বা মূত্রদ্বারাবরোধিণীর পক্ষাঘাত (ষ্ট্র্যামোনী-য়ামে মূত্রসঞ্চয় ক্রিয়ার অভাব বশতঃ মূত্রাভাব হয় ; ওপীয়ামে মূত্রসঞ্চয়াধিক্য সত্ত্বেও এবং মূত্রস্থলী পরিপূর্ণ থাকিলেও প্রস্রাব হয় না)। প্রস্রাব,—পরিমাণে অতি অল্প, ঘোর, বা নিবিড় কপিশবর্ণ, তলানি ইষ্টক চূর্ণবৎ। প্রস্রাবের সময় শোণিত স্রাব। তরুণ নিরুদ্ধপ্রবণ বা মূত্রনলী সঙ্কোচন বশতঃ শোণিতময় প্রস্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—অপর্য্যাপ্ত স্রাব ; তলপেটে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয় এবং যন্ত্রণায় রোগী সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে ; (অ্যাকো: অ্যাক্টী: কলো:) বাহ্যের বেগ হয় (ল্যাক্-ক্যান্:)। আতঙ্কবশতঃ রজোরোধ ; অত্যন্ত নিদ্রালুতা ; আক্ষেপ বা আতঙ্ক জনিত জরায়ুভ্রংশ। জরায়ুপ্রদাহান্তে তন্মধ্য হইতে দুর্গন্ধ স্রাব। গর্ভমধ্যে ভ্রূণ আলোড়ন [আর্স্: সোরিন্: সিলি: ক্রোকাস্ ; ভ্রূণের আলোড়ন বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত = কোণা: থূযা ;—ভ্রূণ যেন ডিগবাজী খাইতেছে = লাই:—যেন ভ্রূণ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে = পল্‌সে:] এবং তজ্জনিত জরায়ু প্রদেশে ব্যথা বোধ (আর্ণি: সিপী:)। আতঙ্ক জনিত গর্ভস্রাব হইবার উপক্রম, বিশেষতঃ শেষ কয়েক মাসে। প্রসব হইবার সময়—প্রসব বেগ জুড়াইয়া যায় ; রোগিণী মোহ প্রাপ্ত হয় ; মল ও মূত্র স্তম্ভিত হইয়া যায় ; কোনরূপ আতঙ্কের পর। প্রসব-কালে এবং অন্তে আক্ষেপ, সংজ্ঞারাহিত্য এবং মোহ, মুখ ব্যাদন করিয়া থাকে ; আক্ষেপ আক্রমণদ্বয়ের ব্যবধানকালে রোগিনী আচ্ছন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়। ভীতি বশতঃ প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব রুদ্ধ হইয়া যায় এবং রোগিনী মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সদ্যপ্রসূত শিশু ম্লান ও শোণিত শূন্য এবং শ্বাসপ্রশ্বাস রহিত,—নাভিরজ্জু ধক্ ধক্ করিতে থাকে। কয়েক সপ্তাহের শিশু স্বাভাবিক বৃদ্ধিরহিত ; তাহার মুখমণ্ডল বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয় ; হস্তপদাদি শিথিল এবং ত্বক কুঞ্চিত। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মস্তকের অস্থিফলক সকল সঙ্কীর্ণ অপত্যপথের নিষ্পেষণ বশতঃ একটী আর একটীর উপর আসিয়া পড়ে। জননেন্দ্রিয়াদির প্রবল উত্তেজনা, কামপ্রবৃত্তির উদ্দীপনা ও সর্ব্বাঙ্গে কামাগ্নি সঞ্চার। জরায়ু কোমলতা প্রাপ্ত হয় এবং তন্মধ্য হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। দুর্গন্ধ প্রদর স্রাব।

শ্বাসপ্রশ্বাস।—স্বরভঙ্গ,—শুষ্ক কণ্ঠ ও মুখবিবর এবং জিহ্বা শ্বেতবর্ণ। কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ,—অত্যন্ত আয়াস ব্যতীত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে পারে না। স্বরনলীর আক্ষেপ বা গল-ঘড়্ঘড়ী,—হঠাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া রোগী নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং কণ্ঠমধ্যে ঘড়্ঘড়্ শব্দ হইতে থাকে (বেল্: ক্লোরাম্; ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাকে: অ্যা-হাইড্রো: মিফাইট: মস্কাস্: স্যাম্বীউ:)। হ্রস্ব শ্বাস, দীর্ঘ প্রশ্বাস এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকালে উদরোর্দ্ধপ্রদেশ [অগ্রকড়ার নিম্নাংশে] ভিতর দিকে প্রবিষ্ট হইয়া যায় (আর্জেণ্ট নাই:) ; সূক্ষ্ম শ্লেষ্মাকূজন, নিরবচ্ছিন্ন কাসি, মোহান্বিত ভাব এবং মুখমণ্ডল নীলিমাচ্ছন্ন ; অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য ও শ্বাসরোধ হইবার আশঙ্কা, রোগীর মৃত্যু আসন্ন এইরূপ প্রতীয়মান হয়,—শীতল বায়ু সংস্পর্শে এবং সম্মুখ দিকে হেঁট হইলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয় (হেঁট হইলে উপশম—আর্স্: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব্:

স্পঞ্জীয়া—পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে উপশম=বেল্: ক্যামো:), ধূমপানে বৃদ্ধি। আয়াস সাধ্য সবিরাম শ্বাসপ্রশ্বাস,—যেন ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত সম্ভূত। "ঘড়্‌ঘড়্ শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস (অ্যাণ্ট্-টার্ট্: হিপ: ইপিক্:); মুখ ব্যাদান করিয়া নাসিকাধ্বনি সংযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস (নক্স্-ভম্: ক্লোরাম্; ইগ্নাম্বি; স্পঞ্জীয়া)। উপঝিল্লী প্রদাহ রোগাধিকারে রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় শ্বাসরোধোপক্রম হইয়া শুষ্ক ও যন্ত্রণাজনক কাসির আবির্ভাব হয়,—শীতল জল পান করিলে ক্ষণিক উপশম হয়। কাসি,—শুষ্ক, কণ্ঠমধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত, সময়ে সময়ে প্রচণ্ড আকারে আবির্ভূত হয়,—বৃদ্ধি=রাত্রে (ক্যাল্‌কে: ক্যামো: গ্র্যাফ্: হায়ো: ক্যালী-কার্ব্: পল্‌সে: সিপী: কোণা: মিফাইট্: বীউমেক্স্:—সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত=অরাম্), কাসি অধিকারে পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন এবং নিদ্রালুতা সত্বেও অনিদ্রা (বেল্: ক্যামো:); কিম্বা ফুস্‌ফুসের আক্ষেপ (মস্কাস্; ইপিক: ড্রোসে:) এবং নীলিমালিপ্ত মুখমণ্ডল; জল পান কালে কাসি; কষ্টে গয়ার উত্থিত হয় এবং জৃম্ভন হইতে থাকে; গয়ার ফেনিল এবং শোণিত ও শ্লেষ্মাময়। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও নীলিমাময় মুখমণ্ডল-সংযুক্ত-কাসি। কাসিতে কাসিতে সর্ব্বাঙ্গ অপর্য্যাপ্ত স্বেদসিক্ত হইয়া উঠে। প্রচণ্ড, শুষ্ক, শূন্যগর্ভ কাসি,—বৃদ্ধি বিশ্রামের পর। আক্ষেপিক শ্বাসরোগ (ইপিক্: লোবেল্-ইন ম্যাগ্-ফস্: ভ্যালি:। বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব ও বক্ষের সঙ্কোচন। বক্ষমধ্যে উত্তাপানুভূতি (অ্যাণ্ট্-টার্ট: আর্স: ফের্: সাইকীউ: স্পঞ্জীয়া)। ফুস্‌ফুস্ হইতে নির্গত শোণিত গাঢ়, ফেনিল এবং শ্লেষ্মামিশ্রিত; বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত চাপ বোধ; হৃৎপিণ্ড প্রদেশে জ্বালা (ক্রোকাস্; ল্যাচস্থান্: হডো:) ও হৃদ্‌স্পন্দন এবং স্বর অতি ক্ষীণ; নিদ্রা চঞ্চল এবং রোগী থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে; বক্ষ উত্তাপযুক্ত এবং পদদ্বয় শীতল। ধমনী সকলে দপ্‌দপ্যানি যুক্ত এবং গ্রীবার শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। উদ্বেগ জনক ঘটনা, আতঙ্ক, শোক, দুঃখ প্রভৃতি সম্ভূত হৃদ্‌স্পন্দন। হৃদ্‌প্রদেশে বেদনা অধিকারে চিত্ত-চাঞ্চল্য, কম্পন, অনিদ্রা এবং বাকবহুল প্রলাপ।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং ধমনি সকল দপদপ করিতে থাকে। পৃষ্ঠ পশ্চাদ্দিকে হঠাৎ বক্র হইয়া যায়। ভয় পাইবার পর হস্তপদাদি কম্পিত হইতে থাকে; হস্তপদাদি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে এবং অসাড় হইয়া যায়। হস্তপদাদির অগ্রভাগ হিমবৎ শীতল। বাহুদ্বয়ের পক্ষাঘাত। বাহু ও হস্ত কম্পন। হস্তের উপরের শিরাসকল স্ফীত প্রতীয়মান হয় (পল্‌সে: হ্যামা: ক্যাষ্টোর: সিঙ্কো: অ্যা-ফ্লু্য়ো: লরো: লিডাম; পলিগোনাম্;—স্ফীত হইয়া দ্বিগুণ স্থূলতর প্রতীয়মান হয়=অ্যামিল্ নাই)। অঙ্গুলি মধ্যে শীতস্ফোট বা পাঁকুই (পেট্রোল: অ্যাগার্: ক্রোকাস্; ক্যালী-মিউ: অ্যা-নাই)। পদদ্বয় আক্ষিপ্ত বা চমকিত হইতে থাকে। পদদ্বয় ভারযুক্ত ও স্ফীত।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ধনুষ্টঙ্কারাদির মত আক্ষিপ্ত ভাব,—মানসিক আবেগ আতঙ্ক, ক্রোধ প্রভৃতি সম্ভূত রোগ; শিশুদিগের আক্ষেপ,—অপরিচিত ব্যক্তি দেখিলে; ক্রন্দনান্তে হস্তপদাদি দেহের সমকোণে বিস্তৃত করে, কিম্বা হস্তপদাদি দৃঢ় ও অনমনীয় হয় এবং পশ্চাদ্দিকে ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায় এবং পার্শ্বের দিকে গড়াইয়া পড়ে। আক্ষেপর প্রারম্ভে

রোগী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠে (সাইকীউ: কিউপ-মেট: জিঙ্কাম্); তৎপরে মুখ হইতে ফেনা নির্গলিত হইতে থাকে (কিউপ: ইগ্ন্যাষ্টি ; ওলিয়্যান্: ল্যাকে: লরোসি:); হস্ত পদাদি কম্পন, শ্বাসরোধোপক্রম ; চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ-নিমীলিত এবং উর্দ্ধোত্কৃষ্ট ; তারকা প্রসারিত এবং আলোক-জ্ঞান রহিত। প্রকোপান্তে গাঢ় নিদ্রা (ইগ্ন্যাষ্টি ; নক্স-ভম্: হায়ো: অর্টিমি-ভাল্:), মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ এবং উত্তাপযুক্ত থাকিয়া যায় ; প্রকোপদ্বয়ের ব্যবধান কালে আচ্ছন্ন-ভাব। মস্তক, বাহু ও হস্ত স্পন্দিত হইতে থাকে ; সময়ে সময়ে প্রসারিণী পেশী আনর্ত্তিত হয় ; দেহ হিমবৎ শীতল ; আচ্ছন্নভাব ; উপশম=দেহ সঞ্চালনে ও মস্তক অনাবৃত করিলে। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর রোগী মূর্চ্ছা যায়,—চক্ষু মুদ্রিত করে, মাথা ঝুলিয়া পড়ে ; সংজ্ঞারহিত হস্তপদাদির আনর্ত্তন ; পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ। প্রযুক্ত ভেষজের গুণোৎপাদনোপযোগী শক্তি বা দেহের প্রতিক্রিয়া শক্তিরাহিত্য (ফুসফুসাদির রোগে প্রতিক্রিয়াভাব হইলে= লরোসিরেসাস্ ;—শিথিলতন্তু ব্যক্তিদিগের দেহ প্রযুক্ত ভেষজের প্রতিক্রিয়াভাব=ক্যাপ্সিকাম্, জড়বুদ্ধি ও আচ্ছন্নভাবাপন্ন রোগীর প্রতিক্রিয়াভাব=ওপীয়াম্ ; ভ্যালিরিয়ানা এবং অ্যাম্ব্রা-গৃজীয়া=স্নায়বিক পীড়াদিতে প্রতিক্রিয়ার অভাব ঘটিলে। কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্= অন্ত্রাশয়িক রোগাধিকারে হিমাঙ্গ, হিম নিশ্বাস ও দ্রুত নাড়ী সহ প্রতিক্রিয়াভাব ; সাধারণতঃ সোরিনাম্ ; সল্‌ফার)। বুদ্ধিবিকৃতি ও প্রতিরাত্রে অপস্মারাক্রমণ।

ত্বক।—বিজ্বর অবস্থায় গাত্রত্বক স্বেদরহিত, শুষ্ক। সর্ব্বাঙ্গে বিরক্তিকর কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় এবং পিট্ পিট্ করে, কিন্তু ব্যথা বোধ হয় না। দেহ নীলবর্ণ এবং স্থানে স্থানে নীল দাগ উৎপন্ন হয়।

নিদ্রা।—গাঢ়, চৈতন্যাপহারক নিদ্রা অধিকারে—আরক্তিম মুখমণ্ডল। নিদ্রালুতা বা আচ্ছন্নভাব, নাসিকাধ্বনি সংযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস ; উষ্ণ স্বেদোদ্গম। নিদ্রালুতা সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না (বেল: ক্যামো:) ; মুখ স্ফীত। উন্মীলিত নেত্রে নিদ্রা যায় বা মোহপ্রাপ্তবৎ হইয়া থাকে। চৈতন্যাপহারক নিদ্রা সহ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র এবং নাসিকাধ্বনি। নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা খুঁটিতে থাকে (শয্যায় যেন কি খুঁজিতেছে=ষ্ট্রামোন্:—যেন পশমের কোষা উড়িতেছে এইরূপ মনে করিয়া তাহা ধরিতে যায়=আর্স্:) গোঁ গোঁ শব্দ করে ; কামোদ্দীপক স্বপ্ন দর্শন ও আচ্ছন্নভাব। অনিদ্রা,—ভয়ানক ভীতিপ্রদ দৃশ্য সকল দৃষ্টি সমক্ষে আবির্ভূত হয়,—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে। অনিদ্রা অধিকারে তীক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তি,—বহুদূরাগত ঘড়ির শব্দ বা কুলায়স্থিত পক্ষির কলধ্বনি বশতঃ তাহার নিদ্রা হয় না। নিদ্রিত হইলেই শ্বাসরোধপক্রম হয় (গৃণ্ডিলীয়া ; ল্যাকেসিস্: ক্লোরাম্ ; ল্যাকে-ক্যান্: জেল্‌সি:)। নিদ্রিত অবস্থায় এবং নিদ্রার পরে লক্ষণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ল্যাকে: এপীস্)।

জ্বরাধিকারে।—শীতাবস্থায়, তৃষ্ণারাহিত্য। বেলা ১১টার সময় কম্প উপস্থিত হয়, অঙ্গ হিমবৎ শীতল,—হস্তপদাদি, উদর, পৃষ্ঠ ও চরণ সমস্ত শীতল অনুভূত হয় ; মোহবৎ নিদ্রা,—নিদ্রার সময় অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয়। শীতাবস্থায় বাহু ও পদদ্বয় বেদনাযুক্ত বোধ হয়, মস্তক উত্তপ্ত এবং গাঢ় নিদ্রা ; শয্যায় শয়ন করিলে শীতার্ত্ততা ; নিদ্রিতাবস্থায় মস্তকে

অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হয়। উত্তাপাবস্থা—সমগ্র দেহে উত্তাপ আবির্ভূত হয়,—ঘর্ম্মে অভিষিক্ত দেহ অথচ রোগীর গাত্রস্পর্শ করিলে হাত পুড়িয়া যায় এত উত্তাপ; নাসিকাধ্বনি সহযোগে মুখব্যাদান পূর্ব্বক রোগী মোহাচ্ছন্নবৎ নিদ্রায় অভিভূত হয় এবং তাহার হস্তপদাদি আনর্ত্তিত হইতে থাকে; মুখের পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ মুখমণ্ডলে নানা ভঙ্গি উৎপন্ন হয়; মুখমণ্ডলে প্রেতহাস্য প্রকটিত হয়; রোগীর সংজ্ঞা থাকে না এবং পুনঃ পুনঃ গাত্র অনাবৃত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে (এপীস্; পলসে:)। শিরোবেদনা, উত্থানশক্তি রাহিত্য এবং নিদ্রাভঙ্গ হইবার সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ঘর্ম্মাবস্থা,—জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত-দেহ হইতে অপর্য্যাপ্ত স্বেদ নির্গলিত হয়,—রোগী মুখব্যাদানপূর্ব্বক নাসিকাধ্বনি সংযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস সহকারে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে। প্রভাতে উত্তপ্ত, অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম,—রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চাহে না; বলে তাহার গাত্রের বস্ত্র বা আবরণী অত্যন্ত গরম; শয্যা এত গরম বোধ হয় যে রোগী তাহাতে শয়ন করিতে পারে না। দেহের উর্দ্ধাংশে স্বেদোদ্গম কালে নিম্নাংশ জ্বালাময় উত্তাপযুক্ত, স্বেদরহিত এবং শুষ্ক; ললাটোপরে শীতল স্বেদোদ্গম হয়; মস্তক হইতে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম নির্গলিত হয়। স্বেদোদ্গম কালে লক্ষণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ইপিক্: আর্স্: ব্রাই: মার্ক: হ্রাস; সিপী: ষ্ট্র্যামোন্ সল্ফ: ভেরেট:—স্বেদোদ্গম কালে লক্ষণাদির উপশম= জেলসি: ন্যাট-মিউ: সোরিন: বেল্:)। সন্নিপাত জ্বরে আচ্ছন্নভাব,—সহজে জাগ্রত করা যায় না; কোন কথা বলেনা; চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত, মৃদু প্রলাপ কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে বকিতে থাকে, মহা উন্মত্ত ভাব প্রকাশ করে, কখনও গান করিতে থাকে, আবার কখনও বা পলায়নের চেষ্টা করে (মুখমণ্ডল যত গাঢ় রক্তিমান্বিত হইবে, ওপীয়াম ততই প্রয়োজন হইবার সম্ভব); অত্যধিক শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ মস্তিকের পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা হয় (হেলিবো:)।

বৃদ্ধি।—নিদ্রার সময় ও পরে; স্বেদোগম কালে; সুরাদি মাদকদ্রব্য সেবনে; চিত্তচাঞ্চল্য ও ভীতি বশতঃ; দেহ সঞ্চালনে; গর্ভাবস্থায় এবং উত্তাপে।

উপশম।—শীতল বায়ু সংস্পর্শে, জলপানে, নিরন্তর পাদচারণে এবং মস্তক ও দেহ অনাবৃত করিলে।

তুলনীয়।—মাতাল দিগের সংন্যাসরোগ—ব্যারাইটা। জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব—সোরাইনম্: চায়না: সল্ফ: কার্ব্বোভেজি: ইত্যাদি। প্রসূতী ভয় পাওয়ার জন্য স্তন্যপায়ী শিশুর আক্ষেপ—হায়োসা:। ভয় পাওয়া—আকোনাইট। ভয়জন্য অতিসার—জেলস্: পল্স:। সহসা আনন্দে—কফিয়া:। নিদ্রালু অথচ নিদ্রা হয় না—বেলাড: ক্যামো:। শয্যা গরম বোধ—আর্নিকা: ব্রায়ো। কোষ্ঠবদ্ধ—গ্রাফাই। গোল ভাটার ন্যায় মল—জিঙ্কাম: থুজা। উদ্ভেদের অবরোধ বশতঃ মস্তিষ্ক আক্রান্ত—জিঙ্কাম। জরায়ুর দুর্ব্বলতা—সিকেলি। বাচালতা—হায়ো: ল্যাকে: ষ্ট্রামো:। তন্দ্রালুতা, শ্বাস কাসি—অ্যান্টি-টার্ট। কোষ্টবদ্ধ—আলুমি: প্লম্বম: ব্রায়ো। পেটফাপাঁ—লাইকো: কার্ব্ব-ভেজি: র‍্যাফা। সহসা মানসিক বেগ—ইগ্নেসিয়া:। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেলিবো। মলান্ত্রের সঙ্কোচন—ল্যাকে: প্লম্বম্: ন্যাট্রাম্: ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ—তেজস্কর কফির জল; প্রতি পাইণ্ট, অর্থাৎ দেড় পোয়া

জলে এক হইতে দেড় গ্রেণ ক্যালী-পার্ম্যাঙ্গানিকাম গুলিয়া রোগীকে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর তাহার অর্দ্ধেক সেবন করাইবে; অক্সিজন্ আঘ্রাণ বিধেয়; ক্যাম্ফোরা: বেল: ইপিক: নক্স-ভম: স্নায়বিক উত্তেজনা—ক্যাম্ফ:।

অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধ।—পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহার্য্য=অ্যাকো: অ্যাণ্ট-টার্ট:-বেল্: ব্রাই: হায়ে: নক্স-মস: নক্স-ভম্:।

সদৃশ।—এপীস; ইপিক: মস্কাস: ব্রাই: প্ল.ম্: লাই: কার্ব্বো-ভে: কোল্‌চি: র‍্যাফেনাস; হায়ো: ল্যাকে: বেল্: গ্র্যাণ্ডি: হেলিবো:।

শক্তি।—তৃতীয় হইতে ২০০ বা তদূর্দ্ধ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৭দিন।

ওপাণ্টিয়া

(OPUNTIA VULGARIS.)

প্রস্তুতি।—ফুল ও পল্লব হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান উপকারিতা উদরাময় রোগে;—বিশেষতঃ যদি ঐ উদরাময় তলপেটের বিকৃতি জনিত হয়। ইহার প্রধান লক্ষণ পাকস্থলী হইতে তলপেট পর্য্যন্ত বিবমিষা জনক উত্তেজনা অনুভব এবং অন্ত্রাদি সমস্ত যেন তলপেটে নামিয়া গিয়াছে। ইহার মানসিক লক্ষণ অনেকাংশে ষ্ট্র্যামোনিয়ামের ন্যায়,—"এই বিনীতভাবে মিনতি করিতেছে আবার পর মুহূর্ত্তেই গালি দিতে আরম্ভ করে।" প্রবল মল ও মূত্র বেগ; রক্তাক্ত প্রস্রাব; গণ্ডাভ্যন্তর দংশন প্রভৃতি ইহার কয়েকটী প্রধান লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—বুদ্ধি বিভ্রম,—কিন্তু রোগী তাহা সম্পূর্ণ অবগত নহে। ধর্ম্মদ্বেষী; কখনও অত্যন্ত ব্যস্ত বা প্রার্থনা নিরত। এই বিনীত ভাবে যাচ্ঞা করিতেছে আবার পর মুহূর্ত্তেই গালিগালাজ আরম্ভ করে (অ্যানাকার্ড: ষ্ট্র্যামোন্:)। কেহ তাহার অভিসন্ধি ব্যর্থ করিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। খিটখিটে এবং এবং প্রতিশোধপ্রিয়। লিখিবার সময় হয় বর্ণ ছাড়িয়া যায় কিম্বা প্রথমের বর্ণ পরে এবং পরের বর্ণ প্রথমে ব্যবহার করে।

পাকাশয়াদি।—চর্ব্বণ কালে গণ্ডাভ্যন্তর (বিশেষতঃ দক্ষিণ) দংশন করে অর্থাৎ গালে কামড় খায়। (অ্যা-নাই: কষ্টি: ইগ্নে: ওলী-অ্যান্:)। কণ্ঠে বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। কোন আহার্য্য গলাধঃকরণান্তে গাত্র শিহরণ। গলাধঃকরণ কালে ও পরে=(মার্ক-কর্:)। রাত্রে কিছু আহার করিতে চাহে না। বিবমিষা,—পাকাশয় হইতে তলপেটে

পর্য্যন্ত বিবমিষা বোধ; মনে হয় যেন মলতারল্য আরম্ভ হইবে (অ্যাঙ্গাষ্টিউ: অ্যান্ট-ক্রুড্: ব্রাই: অন্সমোড্: টেরিব্:—প্রস্রাব হইলে আর সেরূপ বোধ থাকে না = লিলী-টাই:—নাভি হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বেদনাসহ = লিডাম্)। বিবমিষাসহ পাকস্থলী মধ্যে ভার বোধ এবং বোধ হয় যেন পাকাশয় সাঁটিয়া ধরিবে (কোলিনস্:)।

অন্ত্রাশয়।—উদর আধ্মান যুক্ত। প্লীহা ও হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া বেদনা অনুভব। তল পেটের অন্ত্র মধ্যস্থিত পদার্থ কষায় রস বিশিষ্ট বোধ হয়। উদরের নিম্ন তৃতীয়াংশে যেন ত্বক ক্ষয় হইতেছে এবং যেন সমস্ত অন্ত্র মণ্ডলী নামিয়া তলপেটে গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। প্রবল মলবেগ; মল প্রায় তরল। বেলা ৪টার সময় তরল মল ত্যাগ। সন্ধ্যার সময় মলের প্রথ-মাংশ সরল এবং তৎপরে কঠিন। প্রাতে মলবেগ; মল কোমল অথচ কষ্টে নির্গত হয় (অ্যালীউ: অ্যানাক্: কার্ব্বো-ভে: ক্যাল্কে-ফস্: লোবেল্-ইন্: ন্যাট্-সল্ফ: নক্স-মস্: রীউটা)। শিশুদিগের উদরাময়,—যখন তলপেট প্রধান আক্রমণ স্থল হইয়া থাকে (ক্যারিংটন)। প্রস্রাব পাইলে আর অপেক্ষা সহেনা (ক্রিয়ো: ব্র্যাকিগ্লট: সিঙ্কো: ফেরাম্-ফস্)। বারে এবং পরিমাণে প্রস্রাবের বৃদ্ধি, কিম্বা পরিমাণে বৃদ্ধি, বারে কম; রক্তময় মূত্র।

পুংজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ অণ্ডকোষ মধ্যে বেদনা; অজ্ঞাতসারে লিঙ্গোদ্রেক এবং অত্যন্ত কামোদ্রেক; দক্ষিণ অণ্ডকোষ মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা (হ্রডো: স্পঞ্জীয়া)। রেতঃস্খলন। জননেন্দ্রিয়ের ক্ষয়প্রাপ্ত ভাব (আয়োড্:)।

সম্বন্ধ। সদৃশ—অ্যানাক্: অ্যালীউ: হ্রডোড্: স্পঞ্জীয়া: ষ্ট্র্যামোন্: কোলিন-সোনীয়া: অ্যাঙ্গাষ্টিউ: অনস্মোড্:।

তুলনীয়।—ক্যাক্ট ইত্যাদি। ইপিকাক—বমনে; আনাকার্ড- -ধর্ম্মবিদ্বেষ।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

ওরিয়োড্যাফ্নী

(ORODAPHNE).

নামান্তর।—মাউনটেন্ লরেল্। বাম অভ্ হেডেন।

প্রস্তুতি।—পাতার রস হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—পশ্চাৎ ও সম্মুখ দিকের শিরঃপীড়া রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহ, অন্ত্রমণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তা সম্ভূত উদরাময় এবং অন্ত্রশূল রোগেই ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। শিরঃপীড়ার কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ ইহাতে পাওয়া যায়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তক শূন্যবোধ,—বৃদ্ধি=হেঁট হইলে (বেল্: ব্রাই: সিন্নাবার:) বা মস্তক সঞ্চালনে উভয় চক্ষের নাসিকার-নিকটবর্ত্তী-অপাঙ্গে চাপবোধ ও তীব্র শিরবেদনা,—বিশেষতঃ বাম চক্ষের দক্ষিণ অপাঙ্গে; বেদনা মস্তিষ্ক ও কর্পরত্বক ভেদ করিয়া শিরোপশ্চাতের তলদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; বৃদ্ধি=আলোকে, শব্দে এবং মস্তক সঞ্চালনে; উপশম=চক্ষু মুদিত করিলে এবং সম্পূর্ণ নির্জ্জনে স্থির হইয়া থাকিলে (চক্ষু মুদিত করিলে উপশম=বেল্: ক্যাল্কে: হেলিবো: হায়ো: সল্ফার—শব্দে বৃদ্ধি=বেল্: আর্স্: ককীউ: কফী: ইগ্নে: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাক্-ডিফ্লো: নক্স-ভম্: সাইলি: স্পাইজি:--আলোকে বৃদ্ধি=বেল্: এপীস্: ককীউ: জেল্সি: মিডহ্রন্: ন্যাট্-মিউ: ফস্: সাইলি: স্পাইজি:)। শিরোপশ্চাত ও গ্রীবাপৃষ্ঠ প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন ধক্ধক্কারী বেদনা, অংসফলকে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়। মস্তক অত্যন্ত ভারবোধ এবং অনবরত মস্তক সঞ্চালন করিতে ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে আরাম বোধ হয় না (মস্তক নাড়িলে উপশম=সিনা: মস্তক নাড়িলে বৃদ্ধি=ব্রাই: গ্লোন্: ক্যাম্ফ্: ককীউ: জেল্সি: আইরিস্: লাই:)। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত হইয়া থাকে (ওপী: কোল্চি: জেল্সি: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ:)। অক্ষিপুট স্পন্দনশীল (কোডায়া: অ্যাগার:)।

পাকস্থল্যাদি।—উদ্গার এবং গাত্র শিহরণ সহ বিবমিষা। অন্ত্র মণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তা সম্ভূত মলতারল্য ও অন্ত্রশূল।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—বেল্: ব্রাই: স্পাইজি: ন্যাট্-মিউ: জেল্সি: ক্যাল্কেরিয়া।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

অরিগেনাম্

(ORIGANUM VULGARE).

নামান্তর।—অরিগেনাম্ মেজোরাণা।

প্রস্তুতি।—এই গাছড়ার সমস্ত অংশ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্তনে বেদনা; কামোন্মাদ; মূর্চ্ছাবায়ু; শ্বেতপ্রদর; চিবুকে উত্তেজনা; ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা।

উপযোগিতা ও আভাস।—মন এবং জননেন্দ্রিয়ের উপরেই ইহার অত্যধিক প্রভুত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। রমণীদিগের অত্যধিক শৃঙ্গারলিপ্সা, কামোন্মাদ প্রভৃতিই ইহার প্রধান লক্ষণ। বিমর্ষ ভাবান্তে মহোল্লাস ও বিবাহ চিন্তা, কামোদ্দীপক স্বপ্ন, অত্যধিক রমণাকাঙ্ক্ষা, স্তনবৃন্তের কণ্ডুতি ও স্ফীতি এবং স্তন মধ্যে ব্যথা; সর্ব্বদা অতি ব্যস্ত না থাকিলে

মনে নানা কুভাবের উদয় হয়, চলিতে গেলে দৌড়াইয়া যায়, মস্তকে উত্তাপবোধ, রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ ও তজ্জন্য বার বার নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।--স্থির ও শান্তভাবে থাকা অসম্ভব; বিমর্ষভাব, সশঙ্কিত চিত্ত, নৈরাশ্য, জীবনে বিরাগ; উত্তেজনাপ্রবণ, চঞ্চল, সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবার বা গৃহবহির্দ্দেশে দৌড়িয়া বেড়াইবার আবশ্যকতা বোধ। সমস্ত দিবস বিমর্ষ ভাবের পর মহা হর্ষ ও স্ফুর্ত্তির উদয়। অত্যন্ত বিবাহ বাসনা, চিত্ত বৈকল্য; সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবার বাসনা; রোগিনী চলিতে চলিতে না দৌড়াইয়া থাকিতে পারে না (বীউফো: আয়োড্:)। জননেন্দ্রিয় মধ্যে উত্তেজনা ও কামোদ্দীপক ভাবের উদয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—সন্ধ্যার পর শয়নান্তে (কষ্টি: ল্যাকে: পল্‌সে: হ্রাস:)। শঙ্খদেশীয় শিরোবেদনা (বেল্: ক্যামো: জেল্‌সি: মিলিলোট:)। মস্তকে উত্তাপ বোধ (ক্যাল্‌কে-ফস্: বীউফো: গ্র্যাটী: এপীস্: ল্যাক্-ডিফ্লো: অ্যাকোন্: ফস্: ক্যাম্ফা:); উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তক এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে দোদুল্যমান হইতে থাকে। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (মিলিলোট্: বীউফো: আয়োড্:)।

পাকাশয়াদি।—অরুচি। রাত্রে অত্যধিক তৃষ্ণা। উদর মধ্যে ভয়ানক বেদনা বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (ইগ্নে: নিকোলাম্: জিঙ্কাম:)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ,—রাত্রে তিন চারিবার নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং উঠিয়া প্রস্রাব করিতে হয় (ক্যালী-কার্ব্ব: হায়ো: এহিপ: সিজিজীয়াম-য্যাম্বো: ল্যাক্-ক্যান: মীউরেক্স; হেলোন্: অ্যাসিড্-কার্ব্বল: সার্সা;—দিবসে তত অধিক নহে কিন্তু রাত্রে ৪।৫ বার = থিরিড:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যধিক পুরুষাসঙ্গলিপ্সা ও শৃঙ্গার কামনা। কামোন্মাদ অধিকারে আত্মহত্যা করিবার বাসনা; কামেন্দ্রিয়ের প্রবল উত্তেজনা; অত্যন্ত বিষাদ; রোগিনীর বিশ্বাস কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করে না এবং তাহার আর উদ্ধারের আশা নাই। অত্যধিক কামরিপুর প্রাবল্য বশতঃ হস্তমৈথুন করিতে বাধ্য হয় (বীউফো; ট্যারেন্টিউলা; হায়ো: আষ্টিলেগো; প্ল্যাট্:)। এক দিবসেও হস্ত মৈথুন না করিয়া থাকিতে পারে না; যখনই কোন সুন্দর পুরুষ রোগিনীর নয়নগোচর হয় তখনই সে তাহার ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তির জন্য অস্বাভাবিক উপায়ের আশ্রয় লয়। অত্যধিক হস্ত মৈথুন বশতঃ রোগিনীর বুদ্ধি লোপ হয়। প্রদর অধিকারে কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা। প্রদর, বন্ধ্যাত্ব; জরায়ু মধ্যে আধ্মানবায়ু সঞ্চয় (ব্রোম্: লাই: ল্যাক্-ক্যান্)। স্তনবৃন্ত কণ্ডুতিযুক্ত এবং স্ফীত হইয়া থাকে এবং স্তনমধ্যে ব্যথা উৎপন্ন হয়।

বৃদ্ধি।—রাত্রে (তৃষ্ণা ও প্রস্রাব); সন্ধ্যার পর শয়নান্তে (শিরোঘূর্ণন)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ক্যাম্ফা: ক্যানাব-ইন্: কোলিন্‌সো: হিডীয়োমা; হেলোন্: প্ল্যাট্: স্ট্যাফি: বীউফো; হায়ো আয়োড্: ফেরীউলা-গ্নকা।

তুলনীয়।—বালিকাগণের কৃত্রিম মৈথুনে গ্রাটীওয়ালাঃ। অন্যান্য বিষয়ে—বিউফো। দৌড়ান ভাব—আয়োড।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ষষ্ঠ শততমিক ক্রম।

অর্ণিথোগেলাম

(ORNITHOGALUM UMBELLATUM).

নামান্তর।—রসুনের ন্যায় কণ্ড বিশেষ।

প্রস্তুতি।—তাজা গাছের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ক্যান্সার বা কর্কট রোগ; উদরাধ্মান; পাকাশয়িক ক্ষত; পাকস্থলীতে ক্ষত ইত্যাদি।

আভাস।—ইহার প্রধান উপকারিতা পাকাশয়ের কর্কটী অর্ব্বুদ—রোগে এবং ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ "উর্দ্ধোদর প্রদেশে যেন আধ্মানজন্য গোলক সকল গড়াইয়া বেড়াইতেছে"।

লক্ষণাবলী।

পাকস্থলী।—পাক ও অন্ত্রাশয় আধ্মানপূর্ণ এবং স্ফীত হইয়া উঠে এবং রোগিনী কটির বস্ত্র শ্লথ করিতে বাধ্য হয়, নিজের প্রতি ঘৃণা ও বিষাদ এবং মনোমধ্যে আত্মহত্যা করিবার বাসনা উদয় হয়; সম্পূর্ণ অবসাদ এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অস্বস্তিজনক শূন্য ভাবের অনুভূতি; অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ বশতঃ রাত্রের অধিকাংশ-সময়ই নিদ্রা হয় না। যন্ত্রণায় রোগীর দেহ অবস্তিত হইতে থাকে এবং কোন আহার্য্যই অধিককাল পেটে থাকে না; উষ্ণ দ্রব্য আহারে উপশম এবং শীতল পানীয় পানে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যন্ত্রণা রাত্রে বর্দ্ধিত হয়,—পাকাশয় হইতে আরম্ভ হইয়া বক্ষমধ্যে ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন একখণ্ড লৌহময় ইষ্টক পাকস্থলী হইতে বক্ষমধ্যে প্রসারিত হইতেছে। বক্ষ ও উদর বিভেদিকার সংযোগস্থল হইতে উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠে। আহার কালে মনে হয় ভুক্ত পদার্থ পাকস্থলী বোধ করিল। বিবমিষা এবং দিবসে দুই তিনবার বমন। বুকজ্বালা এবং উদ্গারের সহিত ভুক্ত দ্রব্যাদি কণ্ঠমধ্যে উঠিয়া আইসে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে বোধ হয় যেন পেটের ভিতর একটা জলপূর্ণ থলিও উল্টাইয়া গেল। উদর স্ফীত ও অনমনীয়। যেন আধ্মান গোলক সকল উদরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গড়াইয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুবোধ। কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে; তরল মল ত্যাগের পর উপশম।

সার্ব্বাঙ্গিক।—বসিলে পদদ্বয় ও চরণে ঝিঁঝিঁ ধরে। পদদ্বয়ে কম্পন, শিহরণ

বশতঃ রাত্রে নিদ্রা হয় না। পদদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে এবং তদুপরে লাল রেখা সকল উৎপন্ন হয়। পদদ্বয়ের স্ফীতি বশতঃ পাদচারণে অক্ষমতা। বেদনা আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেহ শীতল হইয়া যায় বোধ হয়। প্রতি স্নায়ু যেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব। পাদচারণ ব্যতীত অধ্যয়ন করিতে পারে না, ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যালীয়াম্-স্যাট্‌: অ্যাবীয়েজ-নাই: ক্যামো: সিঙ্কো: কার্ব্বো-ভে: হাইড্র্যাষ্ট্‌: লাই:।

শক্তি।—মুল আরক এক এক মাত্রা সপ্তাহ বা পক্ষান্তর প্রযোজ্য।

অস্মীয়াম্‌

(OSMIUM).

প্রস্তুতি।—ধাতু বিশেষ হইতে বিচূর্ণ। অস্মিয়াম অ্যাসিড বিশুদ্ধ জলে দ্রবনীয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; শ্বাসনলী প্রদাহ; সর্দ্দি ও কাসি; পামা; লিঙ্গোদ্রেক; চক্ষুর রোগ; মাথা ব্যথা; অন্ত্র বৃদ্ধি; শিশ্ন বা পুরুষাঙ্গে ক্ষত; রেতঃক্ষরণ; নাক দিয়া রক্তস্রাব; বক্ষের অস্থিতে বেদনা; উপদংশের উদ্ভেদ; অণ্ডকোষে বেদনা; জিহ্বার ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহাদ্বারা সমগ্র শ্বাসপথের প্রদাহ এবং তন্মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা-সঞ্চয়-প্রবণতা উৎপন্ন হইয়া থাকে; বায়ুনলী হইতে ঐ কফ অতি কষ্টে নির্গত হয়। মূত্রগ্রন্থিদ্বয়ও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অস্বচ্ছদৃষ্টি বা অন্ধত্বও ইহা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাসারান্ধ্রদ্বয় এবং স্বরনলী অত্যন্ত শীতল বায়ু সংস্পর্শাসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকে; কাসিলে স্বরনলী, বায়ু-মার্গ এবং বুকাস্থি মধ্যে ও নিম্নে ব্যথা অনুভূত হয়, এমন কি কথা কহিলেও ঐ সকল অংশে ব্যথা বোধ হইয়া থাকে; কাসি,—আক্ষেপিক, দেহ আলোড়ক এবং ঘঙ্‌ঘঙে,—যেন হাঁড়ির ভিতর কাসিতেছে; স্বরনলী বা তদপেক্ষা নিম্নাংশে উত্তেজনা বশতঃ কাসির উদ্রেক হইয়া থাকে। এতজ্জনিত শিরোবেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং অধিকাংশ স্থলে মস্তিষ্কের মূলদেশ আক্রান্ত হইয়া থাকে। ললাটের মধ্যস্থল হইতে মস্তক ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়; ল্যালাটোপরে প্রবল নিষ্পেষণে বেদনার উপশম বোধ হয়। মস্তক বোধ হয় যেন একটী বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। যেন ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড সকল গলাধঃকৃত হইয়াছে কণ্ঠমধ্যে এইরূপ অনুভব। যেন কীট সকল পৃষ্ঠে ও স্কন্ধের উপর সঞ্চরণ করিতেছে এইরূপ বোধ। গাত্রত্বক ও জননেন্দ্রিয়ও ইহার শক্তির পরিচয়স্থল হইয়া থাকে। পামা ও দদ্রুবৎ

উদ্ভেদ,—দেহের ঊর্দ্ধাংশ হইতে নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত হয়,—ঊর্দ্ধাংশের উদ্ভেদ সকল আরোগ্য বা অদৃশ্য হইয়া নিম্নাঙ্গে উদ্ভেদাধিক্য প্রতীয়মান হয়। কুচকী প্রদেশ হইতে রেতোরজ্জু পর্য্যন্ত বেদনানুভূতি। বাম রেতোরজ্জু মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; রেতোরজ্জু মধ্যে, সড়্ সড়্ অনুভব। প্রবল লিঙ্গোচ্ছ্বাস ও কামোদ্দীপনা, রমণান্তে দীর্ঘকাল ধরিয়া এবং অপর্য্যাপ্ত বীর্য্য স্খলন ইত্যাদি ইহার কতিপয় প্রকৃতিগত ক্রিয়াফল।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—রাত্রে মস্তিষ্কতলে এবং হনুদ্বয়ে বেদনা কিম্বা মস্তিষ্কতল হইতে হনু পর্য্যন্ত বেদনা,—স্বরনলী মধ্যে বেদনা ও স্বরভঙ্গ অধিকারে রগে যন্ত্রণাধিক্য,—বেদনা বশতঃ সহজে নিদ্রা হয় না; বোধ হয় মস্তক ও কর্ণের উপর দিয়া একটী বন্ধনী রহিয়াছে (জেল্‌সি: আয়োড্: ককীউ: অ্যা-নাই:)। চক্ষুর ঊর্দ্ধ ও নিম্ন প্রদেশে আকর্ণ ব্যাপী প্রচণ্ড শিরোবেদনা, ভ্রূতলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় এবং চক্ষে জল আইসে (চিনিন্-আর্স: ক্যালী-আয়োড্: ন্যাট্-মিউ: ষ্ট্র্যামোন্: ল্যাক-ডিফ্লো: ল্যাক-ক্যান্: স্পাইজি:)। দক্ষিণ ললাটদেশীয় বেদনা,—অগ্রপশ্চাৎ গতিশীল এবং অন্তরতম প্রদেশগত বিদারণ বা উৎপাটনবৎ বেদনা (ব্যাসিলিন্:); ললাটের মধ্যাংশ হইতে তীক্ষ্ণ উন্মত্তকারী বেদনা মস্তক ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয়,—উপশম = তদুপরে নিষ্পেষণ করিলে বা টিপ্‌লে। সমস্ত অপরাহ্নটা মূর্দ্ধা ও শিরোপশ্চাদ্দেশে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে,—বৃদ্ধি = মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলাইলে। কেশ পতন।

চক্ষু।—অক্ষিগহ্বর মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা,—বেদনা যেন অস্থিগত; অক্ষিপুট আপনা হইতে মুদিত হইয়া যায় (মার্ক্: ন্যাট্-মিউ: অ্যালীউ: ক্যাল্‌কে:)। চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও অপর্য্যাপ্ত অশ্রুপাত (ইউফ্রে: ক্যালী-আয়োড্: ক্রিয়ো· ক্ষাইটো: ফস্: ক্রোকাস্; ক্যাম্ফো:)। ক্ষীণ দৃষ্টি,—বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষের। অস্পষ্ট দৃষ্টি,—বর্ণ সকল পরস্পর জড়িত হইয়া যায়,—যেন চক্ষু সমক্ষে তিমিরাবির্ভাব বশতঃ (বর্ণ সকল পরস্পর বিমিশ্রিত হইয়া যায় = আর্জেণ্ট্-নাই: ন্যাট্-মিউ: সাইলি: ষ্ট্যাফ্: আর্টিমি-ভাল্: ক্যাম্ফো: কোণা: ফের্: গ্র্যাফ্: লাই: মার্কিউরীয়্যাল্-পেরেন্:)। চক্ষু কর্কর করে,—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশমিত হয়, কিন্তু দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায় এবং পড়িবার প্রতিবন্ধক হয়; সকল বস্তুই নানা বর্ণের শোভা পরিবেষ্টিত প্রতীয়মান হয় (ক্যালেড্: ষ্ট্যান্:) এবং চক্ষুর্দ্বয় স্ফীত ও আরক্তিম হইয়া উঠে (অরাম্; নক্স্)। দীপশিখা নীল-হরিৎ বা পীতবর্ণ, কিম্বা রামধনুর ন্যায় নানা বর্ণের শোভা বেষ্টিত প্রতীয়মান হয় (রামধনুর ন্যায় = ক্যালেড্: ষ্ট্যান্: পীতবর্ণ = অ্যালীউ:)। অক্ষি গোলকের পশ্চাদ্‌গাত্রের শিরা সকল বক্রগতি ও প্রসারিত প্রতীয়মান হয়। অস্বচ্ছদৃষ্টি (ফস: ব্রাই: সীড্রন্; কোল্‌চি: কলো: ল্যাক্-ক্যান্:),—আলোক শিখার চতুর্দ্দিকে রামধনুর ন্যায় শোভা দর্শন এবং অক্ষি গোলকের চতুষ্পার্শ্বে বেদনা অনুভূতি। অক্ষি গোলকের উপর ও নিম্ন প্রদেশে স্নায়ুশূল,—অশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে (হাইড্রোকোট্: আইরিস্-ভার্সিকোলর)।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে টিংটিং শব্দ (ইস্কীউ-হিপ্: ব্রোম্: স্পঞ্জী:)। সন্ধ্যার সময়

কর্ণশূল,—প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম কর্ণ আক্রান্ত হয়। কর্ণ মধ্যে কণ্ডুয়ন ও নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত সর্দ্দি স্রাব। রন্ধ্র এবং পটহ আরক্তিম এবং পটহ উদ্ভিন্ন প্রতীয়মান হয়। নাসিকা হইতে তরল অথচ রজ্জুবৎ শিকনি নির্গলিত হইয়া থাকে। বধিরতা,—নাসিকা ফোঁৎকার কালে কর্ণ মধ্যে ব্যথা বোধ (হিপ্: ক্যালী-মিউ: ডায়োস্কো: ক্যাল্কে:)।

নাসিকা।—মস্তক হইতে যেন নাসিকা মধ্যে বেগে শোণিত ধাবিত হইতেছে এইরূপ অনুবোধ। রন্ধ্রমধ্যে জ্বালাজনক উত্তেজনা,—যেন উষ্ণ জল সংস্পর্শ বশতঃ ; কণ্ঠ, অন্ননলী এবং বায়ুনলীর মধ্যেও ঐরূপ জ্বালা অনুভূত হয়। স্বরনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন ও শ্বাসকৃচ্ছ্র, পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও নাসাপরিস্রাব। নাসাপশ্চাদন্ধ্র হইতে তরল শ্লেষ্মা স্রাব। নাসিকা মধ্যে শীতল বায়ু প্রবিষ্ট হইলে কষ্ট হয় (গ্র্যাফ্: ইল্যাপ্স্: কোর‍্যাল্:-রুব্: বীউফো: আয়োড্: ক্যাম্ফো:)। ঘ্রাণশক্তির হ্রাস।

মুখবিবর।—ঊর্দ্ধপাঁতির ক্ষয়িত-গর্ভ পেষণ-দন্ত ব্যথা করিতে থাকে,—অনেক সময় এত ব্যথা করে, যে রোগীর কথা কহিতে কষ্ট হয় ; জিহ্বা দ্বারা আক্রান্ত দন্ত আশোষণ করিলে উপশম বোধ হয় (কষ্টি: সীপা ;—বৃদ্ধি=নক্স-ভম্: বেল্: কার্ব্বো-ভেজি: সাইলি:)। হনু এবং চর্ব্বণ পেশী মধ্যে বেদনা। পানাহারের সময় জিহ্বা স্পর্শাসহ বোধ হয়। মুখ মধ্যে চটচটে আঠাময় অনুভূতি। মুখে রক্তের স্বাদ বোধ। তামাকু বিস্বাদ বোধ হয় এবং চুরুট ব্যবহার করিলে কাসি আইসে।

পাকাশয়াদি।—পাকস্থলীমধ্যে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। কফী এবং তাম্রকুটে অরুচি, তাহাদের গন্ধও বিরক্তিকর বোধ হয়। উদ্গারে মূলার গন্ধ। প্রাতে বিবমিষা এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ; কাসিলে বিবমিষার উদ্রেক ; অশ্বারোহণে ভ্রমণ কালে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা ও ভারবোধ এবং আহারান্তে বিবমিষা ; উপশম=শূন্য উদ্গারান্তে। থাকিয়া থাকিয়া প্রবল জলবৎ বমন,—পরে পীতবর্ণ গাঢ় আঠার ন্যায় পদার্থ বমন হয়। পাক ও আন্ত্রাশয় আধ্মানযুক্ত,—সন্ধ্যাকালে ; অতি কষ্টে বায়ু নিঃসৃত হয়। পূর্ব্বাহ্ণে পেট সাঁটিয়া ধরে। পাকস্থলী মধ্যে চাপ বোধ ; সময়ে সময়ে প্রায়ই বমন হয়। উদর আধ্মানযুক্ত এবং স্পর্শাসহ ; সশব্দে অন্ত্রকূজন ; কুচ্কী প্রদেশে ব্যথা বোধ এবং কাসিলে ঐ ব্যথা অণ্ডকোষে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় (ন্যাট-মিউ:)। বঙ্ক্ষণীয় ছিদ্র মুখে চাপ বোধ (সীপা)। অর্শ,—কাসিলে বৃদ্ধি বা বহির্গত হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—শিরা ও মেঢ্রত্বকের অগ্রভাগে অত্যন্ত তীব্র বেদনা। লিঙ্গমণির বাম পার্শ্ব আরক্তিম এবং রমণান্তে দীর্ঘকাল ধরিয়া রেতঃপাত হইতে থাকে। লিঙ্গমণির বামপার্শ্বে দপ্দপ্কারী ও হুলবেধবৎ বেদনা। প্রাতে লিঙ্গোদ্রেক। অণ্ডকোষ মধ্যে বেদনা বশতঃ নিদ্রা হয় না ; রেতঃরজ্জু মধ্যে বেদনা, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের রেতঃরজ্জু মধ্যে। দক্ষিণ বঙ্ক্ষণীয় গ্রন্থির প্রাদাহিক স্ফীতি ও রেতঃরজ্জু হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত প্রসারী বেদনা। রমণাকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকে না ; স্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজন বুঝিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীগমন করে কিন্তু রেতঃস্খলনের সময় যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয় তাহা অনুভব করে না।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী মধ্যে কণ্ডুয়ন, ক্ষতযুক্ত বেদনা এবং জ্বালা। সকল বায়ু-মার্গ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়; কণ্ঠ হইতে নির্গত কফ মুখ হইতে রজ্জুবৎ ঝুলিতে থাকে (ফেরাম্; ক্যালী-বাই: ফস্: ককাস্), এবং কাসি ও বমনোদ্রেক উৎপন্ন করে (ককাস্-ক্যাক্টাই;)। হাঁচিলে বায়ুনলী ভুজস্থিত কফ আপনা হইতে বিযুক্ত হইয়া আইসে। কাসিলে কণ্ঠাভ্যন্তর শুষ্ক বোধ হয়। কাসি ও সর্দ্দি অধিকারে স্বরভঙ্গ। স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি= গান করিলে, অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিলে, গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণে (টেলীউ:) এবং বহির্দ্দেশে অবস্থানান্তে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে (বায়ুর বিপরীত দিকে পাদচারণে বৃদ্ধি=নক্স-মস্:)। ঘঙ্ ঘঙে কাসি,—যেন রোগী হাঁড়ির ভিতর কাসিতেছে। কাসিতে কাসিতে হাঁচি আইসে (অ্যাণ্ট্-টার্ট: বেল্: হিপ্: আয়োড্: সিপী: স্কীলা: ব্যাডী: সেনেগা)। কাসি ক্ষুদ্র, শুষ্ক; কাসিলে বোধ হয় যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (মিডহ্বন্, সীপা) এবং বায়ুনলীর সঙ্কোচন (স্পঞ্জী: বেল· কষ্টি: চেলিড্: ল্যাকে: ফস্:) সংঘটিত হয়। বক্ষবিদারক কাসি,—দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিলে উপশম বোধ হয়; গৃহবহির্দ্দেশে বেড়াইলে বৃদ্ধি হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষ ও স্বরনলী মধ্যে তরল শ্লেষ্মা-কুজন=শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বায়ুনলী মধ্যে তরল শ্লেষ্মা বুদ্বুদ স্ফাটনধ্বনি শ্রুত হয়। স্থান পরিবর্ত্তনশীল ফুস্ফুস্প্রদাহ। বাম-পার্শ্বস্থিত-নীচের পঞ্জর্কা তলে সূচীবেধবৎ বেদনা। কাসিলে বক্ষমধ্যাস্থি তলে বেদনা বোধ হয় এবং ঐ বেদনা উভয় পার্শ্বের বক্ষমধ্যে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; কাসিলে দীর্ঘ পীতবর্ণ রজ্জুবৎ কফখণ্ড সকল বায়ুনলী হইতে বিযুক্ত হইয়া বহির্গত হইয়া আইসে। কাসির সময় ব্যতীত অন্য সময়েও বক্ষমধ্যাস্থি অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ বোধ হইয়া থাকে। বক্ষমধ্যে চাপবোধ,—দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে উপশম বোধ। আক্ষেপিক কাসির সময় হস্তের অঙ্গুলি সকল আনর্ত্তিত হইতে থাকে (দক্ষিণ হস্তের আনর্ত্তন=সিনা)।

ত্বক।—করপৃষ্ঠে আরক্তিম দাগ বা চিহ্ন বাহির হয়। বাহুর অগ্রভাগে এবং হস্তে ফিকা লালবর্ণ ঘনবটী উদ্গত হয় এবং তৎপরে ঐ সকল অংশ হইতে শল্কপাত হয়। দেহের স্থানে স্থানে কীটাদি সঞ্চালনবৎ কণ্ডুয়ন অনুভূতি। মুখমণ্ডলে এবং ঊর্দ্ধাঙ্গে পামাবৎ উদ্ভেদ। ঘর্ম্মচর্চ্চিকা (ঘামাচী),—ঊর্দ্ধাঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া নিম্নাঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,—প্রথমে উরুপরে, তৎপরে পদে এবং অবশেষে গুল্ফদেশে উদ্গত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃষ্ঠে ও স্কন্ধদেশে যেন কীট সকল চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ কণ্ডুয়ন—সন্ধ্যার পর শয়নান্তে আবির্ভূত হয়,—নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। কক্ষের ঘর্ম্মে রসুনগন্ধ। বর্দ্ধমান নখাগ্রে মাংস লাগিয়া থাকে,—বিশেষতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার নখে (অ্যা-ফ্লু)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, কাসিলে, সন্ধ্যাকালে, দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত (কাসি), গৃহবহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে (সীপা=নির্ম্মল বায়ুতে উপশম) এবং অশ্বারোহণে ভ্রমণে।

উপশম।—প্রবল অঙ্গুলি পীড়নে বা নিষ্পেষণে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ, বা দোষঘ্ন—বেল্: হিপ্: মার্ক: (স্বরনলীর সর্দ্দি) অ্যাসিড্-ফস্: সাইলি: (নাড়ী স্ফীতি); স্পঞ্জীয়া (স্বরনলীর বেদনা)।

সদৃশ।—আর্জেণ্ট্-মেট্: আর্স্: ব্রোম: ম্যাঙ্গেন্: সেলিন্: সল্ফ্: টেল্যুরিয়াম্।

তুলনীয়।—চক্ষু ও ফুস্‌ফুস্ (ক্লোরো: ব্রোম্:); নখের চর্ম্মে—ফ্লুয়ো-অ্যাসিড্। কণ্ডুয়নে—সল্‌ফার। সর্দ্দিতে—সিপা। উদ্ভেদ—হ্রাস, আর্স্।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

অষ্ট্রিয়া ভার্জিনিকা

(OSTRYA VIRGINICA).

নামান্তর।—আইরন্-উড্; লিভার উড্।

প্রস্তুতি।—এই গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অনুগ্র শিরোবেদনা; সবিরাম জ্বর; যকৃতের বিকৃতি; কটীবাত; ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর ও রক্তাল্পতা।

উপযোগিতা ও আভাস।—পুতিবাষ্পজ রোগের পরবর্ত্তী শোণিতাল্পতা দূরীকরণার্থ কিম্বা পুতিবাষ্পজ শোণিতাভাব আরোগ্যার্থে ইহা একটী বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ। পিত্তসঞ্চয়-ক্রিয়ার বিকৃতিতে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অস্পষ্ট শিরোবেদনা, এবং পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ-মধ্যে বেদনা ইহার যকৃতের উপর ক্ষমতার পরিচায়ক। উদরমধ্যে ছেদনবৎ বেদনা ও অস্বাচ্ছন্দ্য জনক অবসাদ; জিহ্বামূলে পীতলেপ; প্রাতঃ ও সান্ধ্য ভোজনে অরুচি; অস্পষ্ট শিরোবেদনা অধিকারে অধিকাংশ সময়ে বিবমিষা অনুভূতি এই কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ কয়েকটীর বিপরীত হইলেও অষ্ট্রিয়ার প্রকৃতিগত,—যথা,—ক্ষুধাতিশয্য,—ক্ষুধা বশতঃ রাত্রি ৪টার (ইগ্নে: ল্যাই:) সময় রোগীর নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়া যায় (ক্ষুধা বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়=মেরাম্-ভি: ফস্:—রাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক=অ্যাবীয়েজ্-নাই: সেলিন্: টেল্যু:) এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অবসাদ ও শূন্যভাব অনুভূতি (ক্লোর্যালাম্: ক্রোটেল্: অ্যা-হাইড্রোসায়ান্: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব্: ল্যাক্-ক্যান্: লেপ্ট্যান্: মাই-রিকা-সেরিফ্: ন্যাট্-মিউ: নাক্স: ফস্: ষ্ট্যান্: সল্ফ: ট্যাবাক্: সিপী: ইল্যাপ্স্:); সময়ে সময়ে কালবর্ণ মলত্যাগ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তক লঘু বা হাল্কা বোধ,—বিশেষতঃ পাদচারণ কালে। শিরোবেদনা অধিকারে মস্তক, মুখমণ্ডল এবং হস্ত "কুট্‌কুট্" করিতে থাকে,—বিশেষতঃ মস্তক। প্রচণ্ড দপ্‌দপ্‌কারী ললাটদেশীয় শিরোবেদনা; বৃদ্ধি=হেঁট হইলে। বিবমিষা ও অস্পষ্ট শিরোবেদনা।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—ক্ষুধার বিশেষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাত্রি ৪টার সময়

ক্ষুধাবশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (ক্ষুধা বশতঃ নিদ্রা হয় না = ইগ্নে:—নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় = লাই:)। পাকস্থলীর অম্লত্ব। উর্দ্ধোদরে জ্বালাজনক যন্ত্রণা। পাকস্থলী মধ্যে যেন অজীর্ণ দ্রব্য জমিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব ; উপশম = আহারান্তে। শীতল বায়ুতে অশ্বারোহণে বেড়াইবার পর বিবমিষা ও যন্ত্রণা। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্যভাব এবং অবসাদ (সিপীয়া ; মাইরিকা ; অ্যাট্-মিউ: ফস্: ট্যাবাক: ল্যাক্-ক্যান্: ক্যালী-কার্ব্: লেপট্যান্: ক্রোটেলাস্)। দক্ষিণ কোঁকের মধ্যে অস্পষ্ট বেদনা ; বৃদ্ধি = পাদচারণে,—অল্পে কাতরতা ও অস্পষ্ট শিরোবেদনাও অনুভূত হয়। অম্ল উদ্গার ও যকৃতের দক্ষিণ ভাঁজমধ্যে অস্পষ্ট বেদনা। নাভির পশ্চাদাকর্ষণ (প্লাম্:)। নাভি প্রদেশে ছেদনবৎ বেদনা, এবং ঐ বেদনা উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়,—মলবেগ, অন্ত্রকূজন বা পেটডাকা ও কুন্থনও অনুভূত হয়। রাত্রে উদর মধ্যে আধ্মান বায়ু সঞ্চয় ও অন্ত্রকূজন বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। মলান্ত্র ক্ষতযুক্ত এবং মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন উহা বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। মল, কুন্থন সহ পিত্তময় মল নিঃসরণ ; মল স্বাভাবিক অথচ কৃষ্ণাভ ; বেলা ৬টার সময় শুষ্ক, কাল মল খণ্ড সকল নির্গত হয়। পৃষ্ঠে ও কটীতে এত ব্যথা যে রোগী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না (ব্রাই: সাইকীউ: ম্যাক্রটিন্: নাক্স্: সিপী:) বা উঠিয়া বসিতে পারে না (জিঙ্কাম্)।

তুলনীয়।—রাত্রে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জাগ্রত—ইগ্নে: লাইকোপ:। কৃষ্ণবর্ণ মল—লেপ্টা:।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ব্রাই: সাইকীউ: ল্যাক্-ক্যান্: লেপ্ট্যান্: মাইরিকা: নক্স: ম্যাক্রটিন্: ফস্: ইল্যাপ্স: ক্যালী-কার্ব্: ইগ্নে: লাই: সল্ফ্: সিপীয়া: ষ্ট্যানাম্।

দোষঘ্ন।—ব্রায়ো: নক্স-ভমিকা।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম।

ওভাই গ্যালিনী পেলিকিউলা

(OVI GALLINÆ PELLICULA).

প্রস্তুতি।—কুক্কুট ডিম্বের ভিতরকার টাট্কা ছাল হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—রজোবন্ধ ; সর্দ্দি ; কাসি ; হৃদ্‌বিকৃতি ; শ্বেতপ্রদর ; আর্ত্তব বিকৃতি ; ডিম্বাধারে বেদনা ; যোনি-কণ্ডূয়ন ; গলক্ষত ; জরায়ুভ্রংশ ; মেরুদণ্ডে বেদনা ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ই ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়াভূমি এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরই ইহার অধিকাংশ প্রয়োজনীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রমণীদিগের নানাবিধ রোগে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হঠাৎ বেদনাদির আবির্ভাব, যেন জরায়ু

আদি নীচের দিকে নিষ্পেষিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি, বাম জঘন প্রদেশে এবং কটিদেশে বেদনা, দুর্ব্বলতা ও অবসাদ, হৃৎপিণ্ড ও বাম ডিম্বাধার মধ্যে যুগপৎ বেদনা, মণিবন্ধ, বাহু, কটি প্রভৃতি অংশে কোনরূপ বন্ধন অসহনীয়; ত্রিকাস্থি প্রদেশে উত্তাপ এবং অবশিষ্টাঙ্গে শৈত্য বোধ, নিদ্রা যাইবার সময় এবং নিদ্রিত অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া হস্তপদাদির আনর্ত্তন, জরায়ু মধ্যে অনবরত যেন কি বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং যেন মহাবেগে তন্মধ্য হইতে শোণিত নির্গত হইবার সম্ভাবনা এইরূপ বোধ, যেন বস্তিগহ্বর মধ্যে কি উল্টাইয়া গেল এইরূপ অনুভূতি, আর্ত্তবাস্রাবান্তে দুগ্ধের সরের ন্যায় প্রদরস্রাব,—ইত্যাদি কয়েকটি ইহার প্রধান লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—আর্ত্তবস্রাবের পূর্ব্বে বিষণ্ণ ভাব (কোণা: ন্যাট্-মিউ: পল্‌সে)। নৈরাশ্যপূর্ণ, রোদনপরায়ণ ভাব (এপীস্: কষ্টি: চেলিড্: সাইকীউ: গ্র্যাফ্: লিলী-টাই: ন্যাট-মিউ: পল্‌সে: সিপী:)। প্রগাঢ় বিষাদ,—কেন যে তাহা বলিতে পারে না; মেঘখণ্ডের ন্যায় বিষাদ তিরোহিত হয় (আর্জেণ্ট্-নাই: অ্যাক্টীয়া:)। শিরোমধ্যে যেন কি বেগে ঘুরিতেছে, যেন ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছে এইরূপ বোধ (আর্জেণ্ট-মেট্: কষ্টি: চিনিন্-সাল্‌ফ:)। সোপানাবতরণ (বোর্যাক্স্) বা ভূমি হইতে উচ্চ কোন সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া চলিবার সময় রোগিনীর মস্তক শূন্য বোধ হয়, পড়িয়া যাইবার ভয় হয় এবং শ্বাসবন্ধ করিয়া অগ্রসর হয়। পশ্চাৎ-মস্তকে শিরোবেদনা। বাম চক্ষু ভেদ করিয়া পশ্চাৎ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা অনুভব (ব্রোম্: ব্রাই:); বেদনা এত প্রচণ্ড যে রোগী স্বীয় হস্ত দ্বারা ঐ চক্ষু চাপিয়া থাকে পাছে উহা গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। চক্ষের উপর যেন একটী আবরণী ছায়া করিয়া রহিয়ছে। কোটর-প্রবিষ্ট-চক্ষু এবং উন্নত-অস্থিময়-কঙ্কালসার-মুখমণ্ডল।

নাসিকা।—সামান্য শৈত্য সংস্পর্শ বশতঃ হঠাৎ ভয়ানক সর্দ্দি ও নাসা পরিস্রাবের আবির্ভাব,—নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় এবং দুই তিন দিবস পরে হঠাৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। যেন ঠাণ্ডা লাগিয়াছে এইরূপ বোধ, পুনঃ পুনঃ হাঁচি (সিপা, সাইক্লেম্:), অনবরত সর্দ্দি স্রাব এবং ওষ্ঠদ্বয় বিদারিত-ত্বক হইয়া থাকে।

মুখমণ্ডলাদি।—চক্ষুর্দ্বয় কোটর প্রবিষ্ট, কঙ্কালসার মূর্ত্তি এবং বর্ণ বিকৃতি। আর্ত্তবস্রাব কালে প্রশ্বসিত বায়ু বিকট দুর্গন্ধযুক্ত হয় (কলোফিল্: সিপী:)। মুখে টাটকা ডিম্বের আস্বাদ। লালা অত্যন্ত অম্লাক্ত (অ্যাঙ্গাষ্ট:)। বাম পার্শ্বগত গলক্ষত,—যেন ঐ অংশ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে,—বেদনা কেবল মাত্র রাত্রে; কাসিলে জমাট কফ সকল বেগে গলমধ্য দিয়া বায়ুনলী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কণ্ঠের বাম পার্শ্বে যেন একটা গুটিকা আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব জনক গলক্ষত; কণ্ঠাভ্যন্তর প্রদাহন্বিত প্রতীয়মান হয়; গলগ্রন্থিদ্বয় স্ফীত। গলমধ্যে কাসি-উদ্দীপক-শুষ্কতা বোধ এবং এক পার্শ্বের গলগ্রন্থি প্রদাহান্বিত বোধ হয়।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—অত্যধিক দুর্ভাবনা বা মানসিক অবসাদ সম্ভূত স্নায়বিক

বিকৃতি সংযুক্ত অজীর্ণ রোগ (সাইপৃপিডীয়াম্: অ্যা-হাইড্রোসায়ন্: নক্স-ভম্: সিফিলিন্:),—রোগী বিষণ্ণ চিত্ত, অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং তাহার প্রায় নিদ্রা হয় না। বুকাস্থির নিম্নাগ্র ও পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে যেন একটা আলু আবদ্ধ হইয়াছে এইরূপ অনুভব (আবীয়েজ-নায়গ্রা ; আব্রোট: লাই অ্যানাক্: ভিঙ্কা), এবং ত্রিকাস্থি প্রদেশে প্রচণ্ড বেদনা বোধ। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বা পাকস্থলী তলে জ্বালা ও ভার বোধ। পিত্তাশ্মরী রোগে বমন। হঠাৎ উদরোর্দ্ধ প্রদেশের মধ্যাংশে বা অগ্রকড়ার নীচে ভয়ানক বেদনার আবির্ভাব হইয়া ঐ বেদনা বাম ডিম্বাধার ও বাম পদে সংক্রামিত হয়। রজঃ আরম্ভের পূর্ব্বে উদরাধ্মান,—উদর এত স্ফীত হইয়া উঠে যে বোধ হয় যেন উহা ফাটিয়া যাইবে এবং জরায়ু যেন প্রবলবেগে নীচের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তলপেটে নিম্নাভিমুখী চাপবোধ। রজোনিবৃত্তির সময় বামোদর অত্যন্ত স্পর্শাসহ বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে তন্মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণ বেদনা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয় এবং যেন জরায়ুর সহিত একটি গুরু পদার্থ আবদ্ধ আছে এইরূপ প্রবল নিম্নাকর্ষণ অনুভব হয়। তলপেটে বেদনা ; বৃদ্ধি=যে পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করে সেই পার্শ্বে ; চিৎ হইয়া শয়ন করিলে ত্রিকাস্থি মধ্যে বেদনাধিক্য অনুভব হয়।

মল ও মূত্র।—মল কাঠিন্য,—পাঁচ হইতে আট দিবস যাবৎ অনিয়মিত মল নিঃসরণ। মলের সহিত বালুকাবৎ পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং উহা বেগে মলাধারের মধ্যে পতিত হয়,—ঐ মল অতি কষ্টে নির্গত হয়। ছেদনবৎ শূলবেদনা বোধ ও শীতল তরল মল নির্গত হয়,—রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা। তরল মলের সহিত কুঞ্চিত শল্ক নির্গত হয়। রাত্রিতে হঠাৎ পেট কামড়াইয়া তরল মল নির্গত হয়। শকটারোহণে ভ্রমণ কালে মলান্ত্র হইতে শোণিতস্রাব এবং নিতম্বে প্রচণ্ড বেদনা। রজোনিবৃত্তির পর রোগিনী কাসি বা হাঁচিবা মাত্র আপনা হইতে মূত্র ছিটকাইয়া বহির্গত হয় (অ্যা-ফস্: নক্স-ভম: এপীস্ ; কষ্টি: স্কীলা ; সিপীয়া)। মূত্র এত উত্তপ্ত যে প্রস্রাবের সময় যোনিদ্বার,—বিশেষতঃ উহার দক্ষিণ পার্শ্ব যেন দগ্ধ হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—হঠাৎকোনরূপ দৈহিক পরিশ্রম করিতে করিতে বোধ হয় যেন বাম কুচকী প্রদেশে কি ছিঁড়িয়া গেল এবং তথা হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া উহা উরু হইতে জানু এবং জানু হইতে চরণে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় এবং রোগীকে শয্যাগত হইতে বাধ্য করে ; ইহার পরে কোনরূপ সামান্য পরিশ্রম, বা বাহু দ্বারা কোন কার্য্য, কোন দ্রব্য উত্তোলন বা স্থাপন করিতে গেলেই ঐ বেদনার পুনরাবির্ভাব হয় ; বিশেষতঃ রজোস্রাব কালে ডিম্বাধারের বেদনা এবং জরায়ুর আদির নিম্নাকর্ষণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; স্থির হইয়া থাকিলে এবং কোনরূপ পরিশ্রম না করিলে উপশম বোধ হয়। রজোস্রাবকালে রোগিনীর মুখ হইতে এরূপ এক প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে যাহা পূর্ব্বে কখন অনুভব করেনাই (কলোফিল: সিপী:)। রজোস্রাব হইবার পূর্ব্বদিবস হঠাৎ রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর রোগিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া মনে হইতে লাগিল যেন তলপেট হইতে কি ঠেলিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং যেন জরায়ু মধ্যস্থিত শোণিত মহাবেগে নির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে এবং এইরূপ অনুভব সময় উদর এত স্ফীত হইয়া উঠে যে মনে হয় যেন উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। হঠাৎ মস্তক ঘুরিয়া উঠে

এবং তলপেট হইতে বোধ হয় যেন কি বেগে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে; এইরূপ অনুভূতির পরেই জরায়ু হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিত স্রাব হয়; স্রাবকালে অন্য সকল লক্ষণের সম্পূর্ণ উপশম বোধ হয়। রজো-নিবৃত্তির পর প্রদর আরম্ভ হয়,—স্রাব দুগ্ধের সরের ন্যায়; স্রাবের পূর্ব্বে জরায়ুর মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা বোধ হয়। জরায়ু এবং বাম ডিম্বাধার ব্যথা করিতে থাকে,—যেন রজোস্রাব আরম্ভের সূচনা কিন্তু তখন রজঃপ্রকাশের আঠার দিবস বাকি। রজোস্রাবকালে নিদ্রালুতা। রজোস্রাবান্তে বস্ত্রাদির ভার সহ্য হয় না। হৃৎপিণ্ড ও বাম জরায়ুমধ্যে যুগপৎ বেদনানুভব (নাযা)।

পৃষ্ঠ ও কটি।—পৃষ্ঠে বেদনা,—যেন কটিদেশের কশেরুকা সকল বহির্গত হইয়া গিয়াছে। নিতম্ব প্রদেশে উত্তাপ বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় অথচ দেহের অন্যান্য অংশ শীতল। বাম ডিম্বাধার হইতে বাম উরুশিখরে এবং তথা হইতে কটি বহিয়া উরু এবং উরু হইতে চরণে বেদনা সঞ্চারিত হয়। বাম উরুশিখর হইতে বেদনা গভীরতম প্রদেশে অনুভূত হয়, উপশম=রজোস্রাবকালে এবং বৃদ্ধি=রজোস্রাবান্তে।

বৃদ্ধি।—রজোস্রাবের সময়, দেহ সঞ্চালনে, সোপানাবতরণ কালে, নিষ্পেষণ বা স্পর্শ করিলে, পূর্ণিমার সময় এবং বস্ত্রাদির ভারে।

উপশম।—আর্ত্তব আরম্ভ হইলে পর, পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িলে এবং বক্ষে করাঘাত করিলে বা বক্ষ সঞ্চালিত করিলে (শ্বাসকষ্ট)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাক্টীয়া: রেস্ নাযা: বেল্ লাই: আর্জেণ্ট নাই. ক্যাল্কেরীয়া: ওভা-টেষ্টা: বোর্যাক্স: কলোফিল্: সিফিলিন্: ন্যাট-মিউ: ইস্কীউ-হিপ্: ল্যাকে: এপীস্।

তুলনীয়।—ক্যালকেরীয়া. ওভা টেষ্টা: (শ্বেতপ্রদর), হৃৎপিণ্ডের ও বামদিকের ডিম্বাধারে বেদনা—নাজা। সর্দ্দিতে—ক্যালি-বাই। স্পর্শানুভবাতিশয্য—ল্যাকে। নাভিকুণ্ডে সহসা বেদনা—বেলাড।

শক্তি।—উচ্চ ক্রম।

অক্সাইট্রোপিস্ ল্যাম্বার্টাই

(OXYTROPIS LAMBERTI).

নামান্তর।—ব্যাটেল্ উইড; লোকো-উইড।

প্রস্তুতি।—মূল ব্যতীত অন্যান্য অংশ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; দৃষ্টিক্ষীণতা; মূত্রাধারের উত্তেজনা; কাসি; জ্বর; ধ্বজভঙ্গ; ডিম্বাধারে বেদনা; পক্ষাঘাত; বাত; রেতঃরজ্জু মধ্যে বেদনা; অণ্ডকোষে বেদনা; মাথাঘোরা ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা মেরুমজ্জার পশ্চাৎ স্তম্ভের ঘনত্ব বিধান করে এবং তজ্জন্য রোগীর স্থান পরিবর্ত্তন শক্তির ক্ষয় বা লোপ হইবার উপক্রম হয়। এতজ্জনিত পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি লক্ষণও উক্ত চলচ্ছক্তি রাহিত্যের পরিচায়ক:—বিষণ্ণতা ও ভ্রান্তি প্রবণতা; মনে হয় যেন চৈতন্য লোপ হইবে; মস্তক ভার বোধ হয় এবং দাঁড়াইলে বা বসিলে মনে হয় যেন পড়িয়া যাইব, কোন লক্ষণের বিষয় মনে করিলেই তাহার বৃদ্ধি সংঘটিত হয়, প্রস্রাবের কথা মনে করিলেই প্রবল প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হয়; স্ফূর্ত্তিজনক মাদকতা অনুভব; চক্ষুমধ্যে বেদনা এবং দৃষ্টি-বিকৃতি; ইচ্ছানুসারে পদদ্বয় চালনা করিতে পারে না; পদদ্বয়ের অসাড়তা বশতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে না এবং বাম হস্ত ও বাহু মধ্যে পিটপিট করিতে থাকে। এতজ্জনিত বেদনাদি ত্বরিত আবির্ভূত ও ত্বরিত তিরোহিত হয় কিন্তু বেদনা দূর হইবার পরে আক্রান্ত অংশে ব্যথা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা অনুভূত হয়। বাম কর্ণগোলক মধ্যে বেদনা তৎপরে চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বেদনানুভব। বেলা ১০ বা ১০৷৷ টার সময় অস্বাচ্ছন্দ্য ও অবসাদ বোধ। সমগ্র দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সূক্ষ্ম সূত্রবৎ বেদনা অনুভব হইতে থাকে, অপরাহ্ণ ৩টার পর উপশম বোধ হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—কাহারও সহিত কথা কহিতে, অধ্যয়ন করিতে বা কোন কার্য্য করিতে অনিচ্ছা বা বিরক্তি; একাকী থাকিতে ভাল বাসে (অ্যাক্টীয়া; কোকা; জেল্‌সি: ইগ্নে: লিডাম্: হ্রাস্; থুযা)। বিমর্ষ ভাব,—সমস্ত দিন; শয্যাত্যাগান্তে বিমর্ষভাব ও ক্লান্তি বোধ। অবসাদ,—স্বাভাবিক বল ও আগ্রহের সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারে না; মন অত্যন্ত বিস্মৃতি-প্রবণ। কথা বা নাম স্মরণ থাকে না। কোন বিষয়ে একান্ত ভাবে মনঃসংযোগ করিতে পারে না,—কোন বিষয়ে চিত্ত কেন্দ্রীভূত করিতে পারে না (ইথিউ: বোভি: ল্যাক্ ক্যান: লাইকোপাস্-ভার্জিন: মিলিলোট্: অ্যা-অক্সাল: অ্যা-ফস্: স্কুটেল্: সিনিসীয়ো; ভাইবার্ণ-ওপীউ: জেরোফিল্:)। রোগীর মনে হয় যেন অচৈতন্য হইবে (ল্যাক্-ক্যান্:) এবং দাঁড়াইলে পড়িয়া যাইবে। কোন লক্ষণের বিষয় মনে করিলেই তাহার বৃদ্ধি সংঘটিত হয় (অ্যাসিড-অক্সাল্: ব্যারাই: ক্যাল্কে-ফস্: কষ্টি: হেলোন্: মিডহ্ন্: জেল্‌সি: লাইকোপাস্; পেট্রোল্: পাইপার-মিথ:)।

মস্তক।—মস্তকে চাপ বোধ; উপশম=নিদ্রার পর। শিরোমধ্যে পূর্ণতা ও উত্তাপ বোধ,—চরণ শীতল এবং দাঁড়াইলে বা বসিলে দেহ টল্‌টল করিতে থাকে। শিরোঘূর্ণন, দক্ষিণ ঊর্দ্ধাক্ষিক প্রদেশে বেদনা। ললাটদেশে জড়তাবোধ বশতঃ শয়ন করিতে বাধ্য হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে ললাটদেশে ভারবোধ; বেলা ২টা পর্য্যন্ত ঐ অনুভূতির বৃদ্ধি হইয়া তৎপরে হ্রাস হইতে থাকে। বেলা দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মূর্দ্ধা ও শিরোপশ্চাৎ দেশ এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনানুভব; রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে মস্তকের সেই পার্শ্বে স্পর্শাসহিষ্ণুতা। শিরোপশ্চাতের নিম্নাংশ হইতে যেন একটা ভার বস্তু ঝুলিতেছে এইরূপ বেদনা। বাম কর্ণ-গোলক মধ্যে দুই তিন মিনিট স্থায়ী বেদনা,—তৎপরে অক্ষিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে এবং

তথা হইতে সমরেখ ভাবে মস্তকের উপর দিয়া মস্তিষ্কতলে যাইয়া বেদনা অবস্থিত ও অনুভূত হয়।

চক্ষু।—চক্ষু জড়তা যুক্ত, উহা ভারবোধ হয়; দৃষ্টি অস্পষ্ট। পড়িবার সময় বোধ হয় যেন বাম পার্শ্বস্থিত চাকচিক্যময় তাম্র ফলক হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া চক্ষে আসিয়া লাগিতেছে এবং ঐ আলোক যেন গৃহের শেষভাগে রক্ষিত আছে। দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনা। চক্ষুতারা সঙ্কুচিত; চক্ষুর শিরা ও পেশী সকলের পক্ষাঘাত।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—ক্রম-বর্দ্ধমান ক্ষুধা। লক্ষণাদির বৃদ্ধি=আহারান্তে; উপশম আহারের একঘণ্টা পরে (আহার করিবামাত্র উপশম এবং পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভে বৃদ্ধি= অ্যানাক্: আহার করিবামাত্র বৃদ্ধি এবং পরিপাক ক্রিয়ার পূর্ণতা আরম্ভে উপশম=নক্স-ভম্:)। উদ্গার,—সোডার জল পানান্তিক উদ্গারের ন্যায়। শূন্য উদ্গার। পূর্ব্বাহ্নে শয়নান্তে বিবমিষা,—গাত্রোত্থান করিলে উপশম এবং শয়নান্তে পুনরাবির্ভূত হয়। পাকস্থলী অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহ। সন্ধ্যার সময় ছুরিকাবেধবৎ যন্ত্রণা। উদরের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা বাম পার্শ্বে সঞ্চারিত হয় (লাই:) এবং প্রবল মলবেগ; মলত্যাগান্তে সম্পূর্ণ উপশম। মলকাঠিন্যের পর অন্ত্রশূল ও মলতারল্যের আবির্ভাব। উর্দ্ধোদরে স্পর্শকাতরতা অনুভব। রাত্রি ৮টার সময় নাভি প্রদেশে খাল ধরিয়া নীচের দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তৎপরে রাত্রি ১০টার সময় বায়ুনিঃসরণ। উদর পরিপূর্ণ বোধ এবং শয়নান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্র বা শ্বাসাল্পতা অনুভব।

মলান্ত্র ও মল।—মলান্ত্র মধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ। মলান্ত্র মধ্যে যেন কৃমী বেড়াইতেছে এইরূপ সড়সড়ি অনুভব (সিনা, ইগ্নে: ইণ্ডিগো; ক্যালকে: স্যাণ্টোনিন:)। মলবেগ,—বায়ু নিঃসরণান্তে উপশম। মল পিচ্ছিল মণ্ডবৎ এবং উহা মলদ্বার হইতে পিছলিয়া বহির্গত হয়; কখনও বা থসথসে এবং পূতিগন্ধযুক্ত; মলদ্বারবেষ্টনী যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভব (অ্যাসিড-মিউ: অ্যালো)। মল কঠিন; প্রথমাংশ কঠিন পরে তরল মল নির্গত হয়। মল ঘোর কপিশবর্ণ। মলত্যাগান্তে সকল যন্ত্রণার শান্তি হয়।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের বিষয় মনে করিবামাত্র প্রবল প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হয়; মূত্র অপর্য্যাপ্ত, ফিকা, উগ্র গন্ধ। মূত্র অপর্য্যাপ্ত, নির্ম্মল জলের ন্যায়; ঘোর। মূত্র অতি অল্প পরিমাণ এবং কৃমী-পীড়িত বালকের মূত্রবৎ প্রতীয়মান হয়,—অর্থাৎ ঈষৎ লালবর্ণ এবং আধারের তলদেশে ঈষৎ লালবর্ণ দাগ লাগে। বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি মধ্যে ভারবোধবৎ বেদনা বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। প্রস্রাব করিবার সময় মূত্র নির্ম্মল কিন্তু কিছু কাল ধরিয়া রাখিলে আবিল বা ঘোলাটে হইয়া যায় (কোকা; মিকাইট:)।

জননেন্দ্রিয়।—থাকিয়া থাকিয়া লিঙ্গমণি মধ্যে বেদনা বোধ হয়। অণ্ডকোষমধ্যে যেন মৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বেদনা এবং ঐ বেদনা রেতোরজ্জু দিয়া উরুতে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় (অ্যা-নাইট্রক্: পল্সে:)। অত্যন্ত কামুকের ক্লৈব্য। কামেচ্ছা বা শৃঙ্গার শক্তির অভাব। মৃষ্টবৎ বেদনা দক্ষিণ অণ্ডকোষ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বাম অণ্ডকোষে (লাইকোপ্-ভার্জি:)

সঞ্চারিত হয়,—শয্যায় শয়নাস্তে। রাত্রি ১০॥ টার সময় বাম অণ্ডাধারে যেন কেহ সজোরে হস্তদ্বারা ধারণ করিল এইরূপ বেদনা,—কিছুক্ষণের পর থাকে না।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রাত্রে শয়নান্তে ২০।৩০ মিনিট কাল যাবৎ হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে (নক্স্-ভম্:—বাম পার্শ্বে শয়নান্তে=ড্যাফ্নী; স্যাট্-মিউ: পল্সে: ট্যাব্যাক্: ক্যাক্ট: ক্স্:—দক্ষিণ পার্শ্বে=ব্যাডী: লীলি-টাই: ব্রোম্:)। শয়নান্তে বোধ হয় হৃৎপিণ্ডের উপর দিয়া যেন তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ বেদনা; বৃদ্ধি=শয়নে। গ্রীবাপৃষ্ঠের পেশীসকল ব্যথান্বিত এবং আড়ষ্ট বোধ হয় (অ্যা-নাই: অ্যাগার্: ব্যারাই: বেল্: কষ্টি: ল্যাকে:—শীতল বায়ু সংস্পর্শ বশতঃ হইলে=অ্যাক্টীয়া-রেস্:)। মেরুদণ্ড ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ অসাড়, কিম্বা তরল বা কাষ্ঠময় বোধ। পদদ্বয়ের অভ্যন্তরাংশের মাংস বা পেশী ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ। দেহের দক্ষিণ পার্শ্বের সকল পেশীই স্পর্শাসহ হইয়া থাকে। সকল বেদনাই ত্বরিত আবির্ভূত ও ত্বরিত তিরোহিত হয়; কিন্তু যন্ত্রণার উপশমের পরও আক্রান্ত অংশ ব্যথান্বিত বোধ হয় (আর্জেণ্ট-নাই: এরাম্-ট্রাই: বেল্: পেট্রোল্:—ধীরে বৃদ্ধি ও ধীরে হ্রাস্=ষ্ট্যান্)। বেলা ২টা পর্য্যন্ত সমগ্র দেহের স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম সূত্রকার বেদনা অনুভূতি (মুখমণ্ডলে, মস্তকে, গ্রীবার এবং বক্ষে দীর্ঘ সূত্র পরিমিত বেদনা অনুভূতি=সীপা,—৩টার পর ঐরূপ আর কোন যন্ত্রণা থাকে না। রোগী স্বীয় দেহ বা প্রত্যঙ্গাদি ইচ্ছানুরূপ চালনা করিতে পারে না (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: জেল্সি: ফাইজস্: ল্যাথাই-স্যাট্:) দক্ষিণ মণিবন্ধে কিয়ৎকাল যাবৎ সূচীবেধবৎ বেদনা এবং তৎপরে ঐ সন্ধি ক্ষীণ বোধ। দেহের মাংস মধ্যে যেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়াছে এইরূপ আড়ষ্টতা অনুভব। বাম স্কন্ধের সন্ধি হইতে সমগ্র বাম বাহুতে তীক্ষ্ণ বেদনা ও শৈত্য বোধ,—বিশেষতঃ স্কন্ধসন্ধিমধ্যে; উপশম=নিদ্রান্তে; ক্রমে উপশমিত হইয়া থাকে। বাম বাহুতে ও হস্তে কুট কুট করে (সিঙ্কো: ল্যাকে: প্যারিস্) দেহের দোলায়মান ও টলটলায়মান গতি। মাদকতা অনুভব ও দৃষ্টি শক্তির লোপ। স্পর্শজ্ঞানের বিশেষ বিকৃতি ও হ্রাস। দাঁড়াইলে রোগীর মনে হয় যেন সে পড়িয়া যাইবে (ল্যাকে: ফাইটো:)।

নিদ্রা।—স্ফূর্ত্তি জনক বা কামোদ্দীপক স্বপ্ন। শয্যা হইতে গাত্রোত্থানান্তে রোগী বিমর্ষ ও শান্তভাব ধারণ করে। নিদ্রিত অবস্থায় পৈশিক স্পন্দন বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (কোডায়া)।

জ্বরাধিকারে।—রাত্রি ১১॥টার সময় শীতাবির্ভাব,—পৃষ্ঠে ও স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যাংশ হইতে আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠ বহিয়া পদদ্বয়ে সংক্রামিত হয়; পাকস্থলী মধ্যে শৈত্য অনুভব হয়; শীতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ (বোভি: কলো: ডাল্ক্যা: ইউপেট-পার্কোল:); উদরের পেশীর সংকোচন বা তন্মধ্যে কীটাদির সঞ্চলনবৎ সড়সড়ি অনুভূতি,—বিশেষতঃ নাভি প্রদেশে; শীতের অবসানের সময় কণ্ঠমধ্যে জ্বালা এবং ফুস্ফুস্ ও বায়ুনলীভূজদ্বয় বোধ হয় যেন রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয়। রাত্রি ২টার সময় শীতের তিরোভাবান্তে সকল লক্ষণের অবসান হয়। শীতের বা জ্বরের সময় তৃষ্ণা থাকে না। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মেরুদণ্ড মধ্যে সর্ব্বদা শৈত্য বোধ (জেল্সি:) হয়।

বৃদ্ধি।—কোন লক্ষণের বিষয় চিন্তা করিলে এবং আহারের অব্যবহিত পরে।

উপশম।—যে পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করে সেই পার্শ্বে; মলত্যাগান্তে, নিদ্রান্তে, শীতল বায়ু সংস্পর্শে, আহারের এক ঘণ্টা পরে এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ল্যাথাইরাস্-স্যাট: ফাইজস; অ্যাসিড- অক্স্যাল্: পাইপার-মিথ: পলসে: জেল্‌সি: আলীউ: আর্জেন্ট-নাই: লাই: ভ্রাস্।

তুলনীয়।—লক্ষণ সকল ভাবিলেই বৃদ্ধি—অ্যাসিড-অক্সালিক:। রেতোরজ্জু ও অণ্ড-কোষে বেদনা—অক্সালিক-অ্যাসিড। বেদনার দক্ষিণ হইতে বামদিকে—লাইকোপডিয়ম।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

পীয়োনীয়া অফিসিন্যালিস্

(PEONIA OFFICINALIS).

নামান্তর।—পিওনি।

প্রস্তুতি।—বসন্তকালে উত্তোলিত টাটকা মূল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মলদ্বারবিদারণ; ভগন্দর; পক্ষাঘাত; স্তনে ক্ষত; চক্ষুতে স্নায়ুশূল; অর্শ; মাথাবাথা; মস্তকে রক্ত উঠা; রাত্রিকালে স্বপ্নদর্শন ও বুকচাপারোগ; বিটপপ্রদেশে ও ত্রিকাস্থি প্রদেশে ক্ষত; মাথাঘোরা; শিরাস্ফীতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার অধিকাংশ শক্তি মলান্ত্র, মলদ্বার এবং মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী বিটপদেশে ব্যয়িত হইয়া থাকে। মলদ্বারে স্ফোটকোদ্গম, মলদ্বার বিদারণ, ভগন্দর এবং অর্শ ইহা দ্বারা উৎপন্ন ও নিরাকৃত হইয়া থাকে। এতজ্জনিত কয়েকটী প্রধান লক্ষণ এই:—মস্তকে, মুখমণ্ডলে এবং বক্ষাভিমুখে শোণিতধাবন; মুখমণ্ডল এবং চক্ষু মধ্যে জ্বালাজনক উত্তাপ ও রক্তিমা আবির্ভাব, মলদ্বারের জ্বালা, কণ্ডুয়ন ও স্ফীতি কণ্ঠমধ্যে ও গাত্রত্বকে উত্তাপানুভূতি; মলদ্বারের ঈষদূর্দ্ধে বিটপের উপর ক্ষতোদ্গম এবং তাহা হইতে অবিশ্রান্ত ঘৃণাজনক রসস্রাব; ক্ষত কয়েকদিবস অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়; শয্যা ও পাদুকাদির ঘর্ষণ ও নিষ্পেষণ জনিত ক্ষত; দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন তন্মধ্যে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; বাম পদের কনিষ্ঠা মধ্যে অত্যন্ত নিষ্পেষণ জনিতবৎ বেদনা; ক্ষতাদি মধ্যে তীক্ষ্ণ ও তীব্র ব্যথানুভূতি; ভীতিপ্রদ ও গলরোধক স্বপ্নদর্শন; উদর মধ্যে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ যন্ত্রণাধিকারে অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য এবং যেন রোগী ভীত হইয়াছে এইরূপ ভাবে হস্তপদাদি কম্পিত হইতে থাকে; কেহ রোগীর সহিত কথা কহিলে তাহার মনে আশঙ্কার উদ্রেক হয় এবং কোন দুঃসংবাদ শ্রবণ করিলে রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে; তরল মল নিঃসরণ সহ মূর্চ্ছা; মলত্যাগান্তে অত্যধিক শীতাবির্ভাব; দক্ষিণাঙ্গে

লক্ষণাধিক্য ; ইত্যাদি। এতজ্জনিত মলদ্বারের রোগে প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ "মলত্যাগ কালে এবং মলত্যাগান্তে অসহনীয় যন্ত্রণা এবং ক্ষত হইতে অবিশ্রান্ত রস স্রাব। মলদ্বারের যন্ত্রণা বশতঃ রোগী সমস্ত রাত্রি গৃহমধ্যে পাদচারণ করিয়া বেড়ায় কিম্বা গৃহতলে পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রলাপ। শঙ্কান্বিত ভাব ও সন্ধ্যার সময় চিত্তচাঞ্চল্য ; রোগীর সহিত কেহ কথা কহিতে গেলে সে ভীত হয় পাছে কোন অপ্রিয় বাক্য শুনিতে হয়। দুঃসংবাদ শ্রবণ করিলে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে (অ্যালীউ: কফী: ক্যাল্‌কে-ফস্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন্,—প্রতিবার দেহ বা মস্তক সঞ্চালনে (ক্যাল্‌কে-ফস্ঃ ক্যাল্মিয়া), উষ্ণ গৃহমধ্যে শিরোঘূর্ণন (লাই: সার্সা) এবং শিরোমধ্যে ভার ও জড়তা বোধ (লাই:); পাদচারণ কালে পদদ্বয় টলিয়া পড়ে, বৃদ্ধি=গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ কালে (বেল্: স্ন্যাট্-মিউ: নক্স্ ভম্); বিবমিষা। শিরোঘূর্ণন,—জল পানান্তে উপশম। (দেহের উষ্ণ অবস্থায় শীতল জলপানে বৃদ্ধি=ক্যালী কার্ব্:), শিরোঘূর্ণনাধিকারে মস্তকে জড়তা, ভার-বোধ ও উত্তাপানুভূতি ; হঠাৎ শ্বাসরোধ ও মূর্চ্ছাধিকারে ললাটে শীতল স্বেদোদ্গম। বেলা ৫টার পর মস্তকে পূর্ণতাবোধ ও তদভিমুখে শোণিতধাবন এবং লালাটতলে বেদনা ; মস্তকে জড়তা বোধ ও কর্ণমধ্যে গর্জ্জনধ্বনি এবং দৃষ্টি কম্পিত (ফস্:)। ভোজনের পর শিরোবেদনা এবং বাম পার্শ্বে নিষ্পেষণবৎ বেদনা (জিঙ্কাম্)। দক্ষিণ রগে চিড়িক মারার ন্যায় বা উৎপাটনবৎ বেদনা,—বেদনা মস্তক অভ্যন্তরে সংক্রামিত হয়। যেন ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ছিদ্র বা বিদ্ধ করিতেছে দক্ষিণ রগে এইরূপ বেদনা। পশ্চাৎ কপাল অত্যন্ত ভার বোধ হয় (কার্ব্বো-ভেজি: ক্যাম্ফা: চেলিড: সাইকীউ: ফেরাম্ ; ইগ্নে:—যেন তন্মধ্যে সীসক আবদ্ধ আছে=ওপী: পেট্রোল্: এত ভার বোধ হয় যে উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না=ল্যাকে:)। নিম্ন হনু হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা,—উপশম=মুখব্যাদান করিয়া থাকিলে, বৃদ্ধি=উভয় হনু একত্রিত করিলে।

চক্ষু।—চক্ষু আরক্তিম এবং জলভারাক্রান্ত। বাম চক্ষু মধ্যে বেদনা ; প্রদাহ বশতঃ ঐ বেদনা ক্রমে বিদারণবৎ বেদনায় পরিণত হয়, চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠে এবং অশ্রু স্রাব হইতে থাকে ; রোগী আলোকাসহিষ্ণুতা বশতঃ চক্ষু উন্মীলন করিতে কষ্ট বোধ করে (গ্র্যাফ্: হিপ্: ফস্:)। চক্ষুর্দ্বয় শুষ্ক, উত্তেজনাযুক্ত এবং সহজে উন্মীলন করিতে পারে না (হ্রাস্ ; স্যাম্বীউ: গ্র্যাফ্: ভেরেট্:)। চক্ষু ও অক্ষিপুট জ্বালা ও কণ্ডুয়নযুক্ত এবং শুষ্ক। দক্ষিণ চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে প্রচণ্ড বিদারণবৎ বেদনা। অক্ষিগোলক ও অক্ষিপুটের যোজিকা-প্রদাহ,—অশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে এবং তারকা সঙ্কুচিত হইয়া যায় বাম অক্ষি গোলকের প্রদাহ,—এবং চক্ষুর উপর পাতার তলে বালুকাকণা পতিত আছে এইরূপ কর্কর (ফস্: থুযা ; সার্সা)।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—বোধ হয় যেন গলমধ্যে এক প্রকার কষায় জ্বালাজনক বাষ্প উত্থিত হইতেছে। বিবমিষার উদ্রেক ও মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। বমন ও যন্ত্রণাজনক মলতারল্য। তলপেটে উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য জনক বেদনা বা নিষ্পেষণানুভূতি। রাত্রে পাকস্থলী তলে জ্বালা বোধ। অন্ত্রকূজন। পূর্ব্বাহ্নে অন্ত্রাদি যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা এবং ঐ বেদনার পূর্ব্বে এবং (বিশেষতঃ) পরে যেন ভীত হইয়াছে এইরূপ মানসিক চাঞ্চল্য, বাহু ও পদদ্বয়ের কম্পন, কেহ তাহার সহিত কথা কহিতে গেলে রোগী আশঙ্কা প্রকাশ করে এবং অপ্রীতিকর সংবাদে সে কাতর হইয়া পড়ে। উদরের পেশীমধ্যে নখবেধবৎ বেদনা। নাভিপ্রদেশে ছেদনবৎ বেদনা। অন্ত্রশূল ও মলতারল্য। উদর অত্যন্ত স্পর্শকাতর বোধ হয়,—বৃদ্ধি=কুক্ষীদ্বয় সংযোজক স্থূলান্ত্রে এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে,—উদরের এই দুই অংশ অত্যন্ত অনমনীয় এবং পশ্চাদাকৃষ্ট অনুভূত হয়। উদরমধ্যে কীটাদি সঞ্চলনবৎ অনুভূতি।

মলান্ত্র ও মল।—অপরাহ্নে মলদ্বার মধ্যে কুট্‌কুট্‌ করিতে থাকে, মলদ্বারমুখ স্ফীত বোধ হয়। হঠাৎ আঠাময় মণ্ডবৎ মলতারল্যের আবির্ভাব হয় এবং মলত্যাগান্তে উদর মধ্যে অবসাদ এবং মলদ্বারে জ্বালা বোধ; ছয় ঘণ্টা পরে পুনশ্চ ঐ মলতারল্যের পর আভ্যন্তরিক শীতার্ত্ততা,—সাধারণতঃ মলদ্বারের যন্ত্রণা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি হইবাব পর শীতার্ত্ততার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অর্শ অধিকারে মলান্ত্র মধ্যে ক্ষতোপজনন, মলদ্বার এবং তাহার চতুষ্পার্শ নীলবর্ণ ধারণ করে, এবং শল্কাবৃত হয়, মলদ্বারাভ্যন্তরে অসহনীয় ব্যথাযুক্ত ক্ষত এবং সমগ্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ক্ষত ও বিদারিত অনুভূত হইয়া থাকে (সমগ্র শ্লৈষ্মিক কুঞ্চিত হইয়া উচ্চনীচ অনুভূত হয়=পলিগোনাম্-পাঙ্ক্‌টেটাম্; র‍্যাটান্ঃ ইগ্নেঃ অ্যা-নাইঃ)। বিদারিত মলদ্বার,—মলত্যাগান্তে বহুক্ষণ যাবৎ ভয়ানক কুট্‌কুট্‌ ও জ্বালা করে (ইগ্নেঃ র‍্যাটান্ঃ অ্যা-নাইঃ),—রোগী যন্ত্রণায় গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় এবং ঐ ক্ষত হইতে ঘৃণাজনক রস স্রাবিত হইতে থাকে (র‍্যাটান্ঃ সাল্ফঃ)। মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের অব্যবহিত নীচে ক্রমসূক্ষ্মাগ্র গর্ত্তের ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের বহির্দ্দেশ স্ফীত ও ব্যথান্বিত হইয়া থাকে।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়ের গ্রীবার সঙ্কোচন বশতঃ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়। রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এবং অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব হইয়া থাকে। প্রস্রাব পরিমাণে অতি অল্প এবং জ্বালাজনক।

বক্ষ।—প্রতি শ্বাসগ্রহণে বাম বক্ষমধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা (কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্‌ঃ মেজের্ঃ ক্যালী-কার্ব্বঃ গুয়ায়েক্; র‍্যাণান্-বাল্বোঃ প্রুণাস্; ট্যাবাক্ঃ)। বক্ষমধ্যাস্থির দক্ষিণ পার্শ্বে এবং স্তনের সমরেখ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বেলা ৪টার সময়; বৃদ্ধি= পাদচারণে। বাম কণ্ঠাস্থি তল হইতে বিভেদিকা পর্য্যন্ত সমগ্র বাম বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=নিশ্বাস ত্যাগকালে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে, এবং পাদচারণে। হেঁট হইয়া বসিলে বাম বক্ষমধ্যে ছেদনবৎ বেদনা। প্রাতে যকৃতের উপরিস্থিত পঞ্জর মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়, প্রাতে বক্ষমধ্যাস্থির মধ্যস্থলে এবং উহার শিখর তলে এবং আহারের সময় বক্ষমধ্যাস্থির

নিম্নাংশের উভয় পার্শ্বে বেদনা ; বক্ষমধ্যাস্থির মধ্যস্থলের বেদনার উপশম = রাত্রে ; তৎপরদিবস প্রাতে ও পূর্ব্বাহ্নে পুনঃ পুনঃ ঐ বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড তলে বেদনা, যেন চিত্তচাঞ্চল্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বক্ষাভিমুখে শোণিত সঞ্চার। বক্ষের সম্মুখ হইতে হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ-পর্য্যন্ত-ব্যাপী শূলবেধবৎ বেদনা। বাম স্তনের নীচে বহুকালের স্ফোটকাবশিষ্ট ক্ষত।

প্রত্যঙ্গাদি।—বগলের মধ্যে তীক্ষ্ণ ছুরিকাবেধবৎ বেদনা। দক্ষিণ স্কন্ধ প্রদেশ হইতে কনুই পর্য্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে ; বাহু সঞ্চালনে বৃদ্ধি। বাহুর অগ্রার্দ্ধে যেন কীট চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভূতি। বাহু বক্র করিলে কনুই মধ্যে আড়ষ্টতা অনুভূত হয়। উপবেশন কালে দক্ষিণ জানুতে খাল ধরে। দক্ষিণ পদের বিস্তৃতিপ্রবণ পুরাতন ক্ষত,—তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা বশতঃ রোগী দিবসে চলিতে এবং রাত্রে বিশ্রাম করিতে পারে না। বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ক্ষতোদ্গম ; আঁট জুতার ঘর্ষণ জনিত পদপৃষ্ঠের ক্ষত (সীপা)। উপবেশন কালে গুল্‌ফতল অত্যন্ত ক্ষীণ ও বেদনাযুক্ত অনুভূত হয়। কড়াতে ব্যথা বোধ। পদের অঙ্গুলি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে চিড়িকামারা বেদনা অনুভূত হয়। পদের কনিষ্ঠা যেন নিষ্পেষিত হইয়াছে এইরূপ বেদনা। দুর্ব্বলতা অনুভূতি। পাদবিক্ষেপ কালে পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়, রোগী চলিতে চলিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। রাত্রে নিদ্রা [illegible]র, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এবং বৃষ্টির দিনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্বক।—নিম্নাং[illegible]র্শকাতর ক্ষত উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অগ্রবাহুর অংশ বিশেষে অত্যন্ত সুড়সুড়ি ;—যেন ত্বকের উপর কীটাদি চলিয়া বেড়াইতেছে, এবং তদুপরিস্থিত লোম সকল যেন খাড়া হইয়া উঠিতেছে এইরূপ অনুমিতি ; নাভি তলে আকর্ষণ অনুভূতি ; উপশম = কণ্ডুয়নান্তে। জঙ্ঘাডিমাতে কণ্ডুতির উদ্রেক ; উপশম = মর্দ্দনান্তে ; মস্তক, বক্ষ এবং হস্ত পদাদিতে যেন বিছুটী লাগিয়াছে এইরূপ "কুটকুট্" করিতে থাকে। অনাবৃত গাত্রে বায়ু সংস্পর্শে গাত্রত্বক পিটপিট করে।

নিদ্রা।—সমস্ত অপরাহ্ণকাল নিদ্রাবেশ বোধ হয়। নিদ্রাভিভূত হইবামাত্র, এমন কি দিবসেও, রোগী চমকাইয়া উঠে (আর্স: বেল্: পল্‌সে: এপীস্: সিনা: ডিজি: ক্যালী-বাই: ক্যালী-ব্রোম্: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-মিউ:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত ; কামোদ্দীপক স্বপ্ন ও রেতঃস্খলন ; জীবন্ত মৃত্যু স্বপ্ন। স্বপ্ন মনে থাকে না ; আত্মীয়ের মৃত্যু স্বপ্ন ; যেন একটা প্রেত তাহার বক্ষোপরে বসিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত করিতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া রোগী গোঁ গোঁ করিতে থাকে এবং তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—কম্পন। বেলা ৫টার সময় এক কর্ণ উত্তপ্ত এবং অন্য কর্ণ শীতল অনুভূত হয়। মুখমণ্ডল পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে জ্বালাজনক উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং হস্তপদাদি শীতল বোধ হয়।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে, উষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশান্তে, স্পর্শ ও নিষ্পেষণ করিলে এবং দক্ষিণাঙ্গে।

উপশম।—জলপানে (বিবমিষা সহযোগে শিরোঘূর্ণন) এবং মুখব্যাদান করিয়া থাকিলে।

প্রতিবিষ।—অ্যালো; র‍্যাটান্‌হীয়া।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হ্যামা: সাইলি: সল্‌ফ: অ্যাসিড-নাই: আর্জেণ্ট-নাই: হিপ: হেলিবো-নাই: জেল্‌সি: পলিগোণাম্-পাঙ্কটেট: ইউফ্রে: সিপা।

তুলনীয়।—অর্শে—হ্যামামেলিস:। মলান্ত্রে ক্ষত ইত্যাদি—অ্যাসিড-নাইট্রিক:। যেন গোঁজ আটকান আছে এরূপ অনুভব—আর্জেণ্ট নাইট: হিপার:। নানাপ্রকার ক্ষত—সাইলিসিয়া:। অতিসারে—সলফর:। মন্দসংবাদের কুফল—জেল্‌স:।

শক্তি।—২য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

প্যালেডীয়াম্

(PALLADIUM).

প্রস্তুতি।—এইধাতুর বিচুর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—কোষ্ঠবদ্ধ; আত্মম্ভরিতা; চক্ষুর পাতায় ফোস্কামত উদ্ভেদ; শিরঃপীড়া; মূর্চ্ছাবায়ু; প্রদর; ডিম্বাধার পীড়া; পায়ে ঝিন্‌ঝিনে বাত; ইন্দ্রিয় শক্তি ক্ষীণতা; জরায়ু ভ্রংশ; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা অনেকাংশে প্লাটিনামের অনুরূপ এবং পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক। প্যালেডীয়ামের প্রধান ক্ষেত্র স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ও মন। "আত্মপ্রশংসা প্রিয়তা" ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ, বিশেষতঃ উক্ত মানসিক লক্ষণ যখন জরায়ু বা ডিম্বাধারের পীড়ার সহিত বর্ত্তমান থাকে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ:—রোদনপরায়ণতা; পাঁচ জনের সহিত অবস্থিতি কালে মানসিক উত্তেজনা; যে দিবস রোগিনীর নিকট তাহার পাঁচজন বন্ধু উপস্থিত থাকে সে দিবস তাহার মন বেশ ভাল থাকে; কিন্তু তাহার পরদিবস, সকলের প্রস্থানের পর, তাহার মানসিক যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রোগিনী সহজে বা সামান্য কারণে রাগিয়া যায় এবং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। রোগিনী সর্ব্বদা মনে করে লোকে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিতেছে এবং তজ্জন্য সে অত্যন্ত হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। শিরোবেদনা অধিকারে উত্তেজনা প্রবণতা। মস্তকের উপর দিয়া এক কর্ণ হইতে কর্ণান্তর ব্যাপী শিরোবেদনা। ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল এবংচ ক্ষুর্দ্ধ্ব নীলিমা বেষ্টিত। বিবমিষা, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত অম্ল উদ্গার। মল কঠিন ও শ্বেতবর্ণ; জরায়ু আদির নিম্নাকর্ষণ ও উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা; দিবাভাগে অল্প পরিশ্রম করিলেই জরায়ু ও মূত্রাশয় মধ্যে বেদনা; জরায়ু মধ্যে ছুরিকাবেধবৎ যন্ত্রণা,—মলত্যাগান্তে উপশম; কটিদেশ নিরন্তর ক্ষীণ ও

ব্যথান্বিত বোধ হয়, রোগিনী এত ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ করে যে নড়িতে চড়িতে ঘুরিয়া পড়ে; নিদ্রালুতা; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; দক্ষিণ ডিম্বাধার যেন স্ফীত হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি এবং নাভিদেশ হইতে বস্তিগহ্বর পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা; আক্রান্ত অংশ নিষ্পেষণ করিলে উপশম বোধ হয়। মণ্ডবৎ প্রদরস্রাব।

লক্ষণাবলী।

মন।—সন্ধ্যার সময় চিত্ত অত্যন্ত অবসাদযুক্ত-বোধ হয়। সামান্য কারণে রোগিনীর ক্রোধোদ্রেক হয় এবং লোককে কুবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। অত্যন্ত আত্ম-প্রশংসা-প্রিয়। পরের মন্তব্যের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব স্থাপন করে; সুতরাং রোগিনীর আলয়ে দশজন বন্ধু একত্রিত হইলে তাহার মন প্রসন্ন থাকে কিন্তু তাহারা চলিয়া গেলে বা তৎপরদিন তাহার মানসিক যন্ত্রণার সীমা থাকে না। অত্যন্ত তোষামোদ-প্রিয়। তাহার আত্মগরিমা সামান্য কারণে আঘাত প্রাপ্ত হয়। রোগিনী সর্ব্বদা মনে করে সকলে তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেছে। অত্যন্ত রোদনপরায়ণা। দুঃসংবাদে রোগিনীর মানসিক যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে রোগিনীর দক্ষিণ ডিম্বাধারের ব্যথার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রোগিনীর মনে হয় দিন আর কাটে না বা সময় অত্যন্ত ধীরে গত হইতেছে (অ্যালীউ: আর্জেন্ট্-নাই: ক্যানাব্-ইন: ক্যামো: মিডহ্নন্: মার্ক্:)।

মস্তক।—পূর্ব্বাহ্নে মস্তকে ও উরুশিখর প্রদেশে বেদনা, বেলা ১টার সময় নিদ্রার পর উপশম হয় এবং রোগী ঐ নিদ্রা হইতে চমকাইয়া জাগ্রত হয়; সন্ধ্যার পূর্ব্বে অর্দ্ধ ঘণ্টাব্যাপী নিদ্রার পরে শিরোবেদনার উপশম হয়। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়; পাদচারণান্তে গৃহে প্রবেশ কালে রোগী টলিতে থাকে। 'শিরোবেদনা', এক কর্ণ হইতে ব্রহ্মতলের উপর দিয়া অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত বোধ হয় এবং যেন কেহ পশ্চাদ্দিক হইতে সম্মুখদিকে মস্তক দুলাইয়া দিল এবং যেন মস্তিষ্ক কম্পিত হইয়া উঠিল এইরূপ অনুভূতি। শিরোবেদনা,—অপরাহ্নে বৃদ্ধি (ক্যালী-বাই: আসাফিট·); রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয় (ক্যালী-বাই: ব্রাস: অ্যা-ফস্: কুরারী:—শয়নে উপশম = ল্যাই: ক্যাল্কে: সিঙ্কো: জেল্: ইগ্নে: মিনীয়্যান্: স্যাট্-মিউ: অ্যা-নাই:—স্থিরভাবে অন্ধকার গৃহে শয়ন করিতে হয় = বেল্: পডো: সাইলি:); যন্ত্রণা বশতঃ নিদ্রা যাইতে পারে না (আর্জেন্ট-নাই: চেলিড্: ক্লোর‍্যালাম্: ল্যাকে: পল্সে: সিফিলিন্: অ্যামোনীয়্যাক্:: ব্র্যাকি:); সমস্ত দেহাভ্যন্তরে দপ্দপানি অনুভূত হয়,—নিদ্রান্তে উপশম (সময়ে সময়ে নিদ্রান্তে বৃদ্ধিও হইতে পারে)। শিরোবেদনা বশতঃ রোগিনী খিট্খিটে এবং অধীর হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার মুখভঙ্গি করিতে থাকে (শিরোবেদনা বশতঃ খিট্খিটে হয় = চিনিন্-আর্স্: ক্রিয়ো: ল্যাক্-ক্যান্: ম্যাগ্-ফস্: নাক্স)। যেন মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে একটী গুরুভার পদার্থ স্থাপিত আছে (আর্ণিকা) এইরূপ বোধ এবং মনে হয় যেন প্রতি প্রশ্বাসে সেই গুরুদ্রব্য মস্তকের পশ্চাদ্দিক হইতে ললাটের দিকে সরিয়া আসিতেছে। প্রাতঃকালীন শিরোবেদনা অধিকারে কটি ক্ষীণ বোধ (ক্যাল্কে-ফস্: ক্রোটন্: ক্যাষ্টর-ইকাউই: ইউপেট্:

পার্পীউঃ ফস্ঃ অ্যা-ফস্ঃ হ্রাস্ঃ স্যাবাড্ঃ সাইলিঃ স্পাইজিঃ থুযা); ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে যেন কি ধড়্ফড়্ করিতেছে এইরূপ বেদনা; উপশম=স্পর্শ করিলে বা তৎসম্বন্ধে একান্তচিত্তে চিন্তা করিলে।

চক্ষু।—পাদচারণ কালে বাম চক্ষু মধ্যে বেদনানুভূতি—বেদনা দক্ষিণ ভ্রূদেশ অতিক্রম করিয়া সংক্রামিত হয়। সন্ধ্যার সময় পাদচারণান্তে বাম চক্ষুর মধ্যে ও পশ্চাতে ভারবোধবৎ বেদনা। বেলা ৮টার সময় পাদচারণান্তে দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে, দক্ষিণ রগে এবং দক্ষিণ কর্ণের চতুস্পার্শে বেদনানুভূতি। অক্ষিপুটের প্রান্তভাগ শুষ্ক অনুভূত হয়। সন্ধ্যার সময় চক্ষুর্দ্বয় শুষ্ক এবং কণ্ডুতিযুক্ত হইয়া থাকে,—মর্দ্দনে উপকার হয় না (মর্দ্দনে বৃদ্ধি=ক্রিয়োঃ)। নিম্নাক্ষিপুটের তলে জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ বা মুক্তার ন্যায় রসপীড়কা উদ্গত হয় (অ্যাক্টীয়াঃ ক্রোটন্-টীগ্ঃ)। দক্ষিণ অক্ষিপুটতলে পূয়বটী; স্পর্শান্তে বর্দ্ধিত হয়। অপরাহ্নে অক্ষিপুট সকল অত্যন্ত ভার বোধ হয়।

নাসিকা।—সর্দ্দি অধিকারে নাসামধ্যে জ্বালা,—সন্ধ্যার সময়। হাঁচিলে বা কাসিলে উদর মধ্যে ব্যথা বোধ (কাসিলে ব্যথা লাগে=ব্রাইঃ নক্স্ঃ স্কীলাঃ ক্যাম্ফোঃ ল্যাকেঃ ফস্ঃ সল্ফ্ঃ;—হাঁচিলে যকৃৎ মধ্যে বেদনাধিক্য=সোরিন্ঃ মার্কঃ—হাঁচিলে শ্রোণিদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা=এরাণ্ডো)। দক্ষিণ গণ্ডে নাসাপুটের নিকটে রক্তগুটী বাহির হয়। নাসাগ্রে ব্যথা-যুক্ত ব্রণ,—টিপিবার কিয়ৎকাল পরে তাহা হইতে শোণিত পাত হয়।

মুখমণ্ডলাদি।—গণ্ডলোম ও চাপদাড়ি অতি বিলম্বে উদ্গত হইয়া থাকে। ওষ্ঠদ্বয়ের দক্ষিণ সংযোগস্থান ক্ষতযুক্ত বা ব্যথান্বিত। দক্ষিণ বা নিম্নহনু মধ্যে বেদনা। মুখ-মণ্ডল ও নাসিকার উপর, কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে এবং বাম ও দক্ষিণ যুগাস্থির পশ্চাদ্দেশে এবং গণ্ডলোম মধ্যে ব্রণোদ্গম। জিহ্বার মধ্যাংশ আরক্তিম (ক্যামোঃ কষ্টি.—মধ্যাংশ কালবর্ণ—ফস্ঃ), বিশেষতঃ প্রাতে। মুখে আঠা বাটিতে থাকে এবং স্বাদ আঠাময়। কণ্ঠ মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় কফ সঞ্চিত হয়; স্বাদ আঠাময়,—কুলী করিবার পরেও ঐরূপ স্বাদ অনুভূত হয়। "হাক্ হাক্" করিয়া গলা পরিষ্কার করিতে গেলে মুখমধ্যে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র জমাট কফ উত্থিত হয় কিন্তু রোগী তাহা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। কণ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক অথচ রোগীর তৃষ্ণা বোধ হয় না (ক্যালেড্ঃ নক্স-মস্ঃ পল্সেঃ স্যাম্বীউঃ। কণ্ঠমধ্যে যেন একটুক্‌রা খাদ্য আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতি (ককাস্ঃ ল্যাকেঃ)। গলাধঃকরণ কালে অশ্বক্ষুরাস্থির বা জিহ্বামূলাস্থির নিকটে যেন খাদ্য দ্রব্যের টুক্‌রা ঝুলিতেছে এইরূপ বোধ।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ মধ্যে ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা। বামকোঁকের মধ্যে বেদনা; উদ্গারে=উপশম। প্লীহা প্রদেশে বেদনা। উদরমধ্যে কীটসঞ্চলনবৎ সড়সড়ি অনুভূতি। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন অন্ত্রমধ্য হইতে প্রবল বেগে বাষ্প বুদ্‌বুদ উঠিয়া উৰ্দ্ধদিকে গমন করিতেছে; কখনও বা মনে হয় যেন একটী জন্তু উদরমধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কৰ্ত্তন করিয়া লইতেছে। প্রচণ্ড অন্ত্রশূল,—দক্ষিণ পার্শ্বগত; পুনঃপুনঃ উদ্গারে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কেবল মাত্র বাম পার্শ্বে শুইলে যন্ত্রণা সহনীয় বোধ হয়; বৃদ্ধি=হাঁচিলে, কাসিলে,

মূত্র ত্যাগান্তে বা সন্ধ্যার সময়.; পর দিন সন্ধ্যার সময় যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়, হস্ত পদাদি শীতল হইয়া যায়, নিরন্তর শীতার্ত্ততা অনুভূত হয় এবং রক্তমাখা জলের ন্যায় মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে; শয়নান্তে হস্ত পদাদিতে খাল ধরে বলিয়া রোগিনী নড়িতে পারে না; বাহ্য উত্তাপ বা গরম বস্ত্রাদি প্রয়োগে উপশম। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে অনমনীয় স্ফীতি (দক্ষিণ ডিম্বাধারের স্ফীতি বশতঃ ঐরূপ অনুভব হয়)। তলপেটে যেন শেল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ তীব্র যন্ত্রণা; মল ত্যাগান্তে উপশম। আধ্মানবায়ুর আধিক্য বশতঃ উদর স্ফীত হইয়া উঠে। প্রতি পদবিক্ষেপে বাম কুঁচকী বা জঙ্ঘা প্রদেশে আঘাত লাগে; উরু মুড়িয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়। কুঁচ্‌কী মধ্যে যেন কি ছিঁড়িয়া যাইবে এইরূপ অনুভব।

মলান্ত্র ও মল।—প্রায়ই কোমল মল নির্গত হইয়া থাকে। দিবা রাত্র তরল মল নির্গত হইয়া থাকে, বেদনা প্রায় থাকে না। বৈকালে বা সন্ধ্যার পর মল ত্যাগ হইয়া থাকে,—প্রাতে হয় না। মলত্যাগের অনতিপূর্ব্বে স্থূল শলাকাবেধবৎ বেদনা; মলান্ত্রের বামাংশে ঈষৎ ব্যথা ও চিড়িক মারার ন্যায় আনর্ত্তন অনুভূত হয়,—বিশেষতঃ প্রাতে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যেন দীর্ঘকাল যাবৎ মল স্তম্ভন করা হইয়াছে, মলান্ত্রমধ্যে এইরূপ অস্পষ্ট বেদনা বোধ হয় অথচ বাহ্যের বেগ হয় না। জরায়ু মধ্যে ছুরিকাবেধবৎ বেদনা মলত্যাগান্তে প্রশমিত হয়। মল কাঠিন্য,—মল কঠিন এবং চাখড়ির ন্যায় শ্বেতাভ, (শ্বেত মল=মার্ক্‌: নক্স-মস্‌: পল্‌সে: ক্যালকে: ডিজিট: ডাল্‌ক্যা: ফর্মি: আয়োড্‌: অ্যা-বেন্‌জো: হ্যুম্‌: ক্যালী-মিউ: ফস্‌: হ্রাস্‌: রোবিন্‌: আর্টিকা-ইউ:—চাখড়ির ন্যায়=বেল্‌: বিসূচিকা রোগে শ্বেত মল=আর্জেণ্ট-নাই: যকৃৎ বিকৃতিতে ধূসর-শ্বেতমল=ফস্‌: ৩।৴ দিবস অন্তর কঠিন শ্বেত মল=চেলিড্‌:—শিশুদিগের যকৃৎ পীড়ায় শ্বেত মল=ক্যালী-বাই: সূতিকারোগাধিকারে দুগ্ধবৎ শ্বেত মল=ক্যামো:—আমময় শ্বেত মল=ক্যান্থা: কোল্‌চি: গ্র্যাফ্‌: ফস্‌: ইপিক্‌:—পীতপাণ্ডুরোগাধিকারে শ্বেত মল=ডিজিট্‌: ডলিকস্‌; সিপীয়া—জলবৎ ও শ্বেতবর্ণ মল=অ্যা-বেনজো: অ্যা-ফস্‌: ক্যাষ্টোরী: চেলিড্‌: ডাল্‌ক্যা; ফস্‌—শিশুদিগের জলবৎ শ্বেত মল=সিকেলী)।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয় মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া এক প্রকার সূচীবেধবৎ বেদনানুভূতি; বহুবার প্রস্রাব। মূত্রাশয় পরিপূর্ণ বোধ হয় অথচ অতি অল্প প্রস্রাব হইয়া থাকে (ওপী:)। মূত্র,—ঘোর লালবর্ণ, ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি,—কিম্বা মূত্রাধার লালবর্ণ হইয়া যায়। মূত্র,—ঘোলা; শোণিতমিশ্রিত জলের ন্যায়, তৎসহ অন্ত্রশূল।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রত্যহ প্রাতে লিঙ্গোচ্ছ্বাস (অ্যাগার্‌: অ্যালো; নিকোল্‌:—কেবল প্রাতে=ব্যারাই:)। সন্ধ্যার পর বা রাত্রে মহা চেষ্টা করিলেও রীতিমত লিঙ্গোদ্গম হয় না। থাকিয়া থাকিয়া মূত্রমার্গে সূচীবেধবৎ বেদনা,—লিঙ্গমণিতে পর্য্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয়। অণ্ডকোষ দ্বয় ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত বোধ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ,—দ্রুত পাদচরণে পুনরাবির্ভূত হয়; সাধারণতঃ অমাবস্যায় যে রজোস্রাব আবির্ভূত হইত তাহা একপক্ষ বিলম্বের পর পূর্ণিমাতে প্রকাশ হয়,

(অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে রজঃ আরম্ভ=ক্রোকাস্‌) এবং শিরোবেদনা। আর্ত্তবাস্রাব পুনরাবির্ভাবকালে উদর মধ্যে এবং প্লীহা প্রদেশে ব্যথা করিতে থাকে (এপীস্‌)। আর্ত্তবান্তে উদর ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ হইয়া থাকে এবং মনে হয় যেন কোন ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিবে। শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় রজোস্রাব; অপরাহ্নে মনে হয় যেন রজোস্রাব আরম্ভ হইবে (স্তন্যদান কালে রজঃ=সিঙ্কো: হ্রাস্‌:—অপর্য্যাপ্ত স্রাব—ক্যাল্‌কে:)। প্রদর,—স্রাব স্বচ্ছ মণ্ডবৎ (স্বচ্ছ=সিপী: পডো: অ্যালীউ: অ্যাগ্নাস্‌), ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে বৃদ্ধি হয়। পীতবর্ণ প্রদর,—স্রাব গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ হইয়া তিরোহিত হয়। জরায়ু মধ্যে বা মূত্রাশয় প্রদেশে বেদনা। দক্ষিণ ডিম্বাধার স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে (দক্ষিণ ডিম্বাধারের স্ফীতি=এপীস্‌; ল্যাকে:—ডিম্বাধার প্রায় শিশুর মস্তকের ন্যায় বৃহৎ হইয়া উঠে=লীলিয়াম্‌-টাই:—বাম ডিম্বাধার যেন প্রকাণ্ড আকার প্রাপ্ত হইয়াছে—আর্জেন্ট্‌-মেট্‌:—দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা=পডো: এপীস; আয়োড্‌ ব্রাই: লিসিন্‌:—অনমনীয়=প্ল্যাট্‌:),—নাভি হইতে স্তন পর্য্যন্ত তীব্র ব্যথাযুক্ত এবং তন্মধ্যে শূলবেধবৎ বেদনা, স্তনদ্বয় অত্যন্ত ভার বোধ হয়। আর্ত্তবস্রাবকালে দক্ষিণ ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল, এবং তৎপরে ঐ ডিম্বাধারকে বোধ হয় যেন নীচের দিকে আকর্ষণ করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা; বৃদ্ধি—উঠিয়া দাঁড়াইলে এবং চলিয়া বেড়াইলে বা দেহ সঞ্চালনে; উপশম=মর্দ্দন ও শয়ন করিলে। যেন জরায়ু নিম্নগামী হইতেছে এইরূপ বেদনা ও অবসন্নতা অনুভূতি; দেহ সঞ্চালনে বিশেষ যন্ত্রণা বোধ হয়; রোগী স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পারে না। বস্তি মধ্যে যেন একটা গুরুভার পদার্থ আছে এইরূপ ভারবোধ। জরায়ু আদির নিম্নাকর্ষণবৎ যন্ত্রণা। দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা; জরায়ুভ্রংশ। বিভিন্ন সময়ে দেহের বিভিন্ন অংশে বেদনা, এবং তৎকালে অত্যন্ত অবসাদ এবং হস্ত ও পদদ্বয় শীতল বোধ হয়। (এ স্থলে প্ল্যাট: ও পডো: ইহার সহিত তুলনীয়)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্কুক্‌ করিলেই জমাট শ্লেষ্মাখণ্ড কণ্ঠমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু রোগী তাহা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে, ত্যাগ করিতে পারে না। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ কালে বক্ষমধ্যে সূচীবেধৎ বেদনা। গয়ার ত্যাগ করিতে গেলে বোধ হয় যেন মস্তকের মধ্যে কি প্রবিষ্ট হইল। কাসিলে বা হাঁচিলে তলপেটে ব্যথা বোধ হয়। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা সঞ্চারিত হয়; দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি এবং নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে উপশম বোধ হয়। দক্ষিণ স্তনের বৃন্তের নিকটবর্ত্তী গভীরতম প্রদেশে তীক্ষ্ণাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে। বাহুর পক্ষাঘাত অধিকারে হৃৎপিণ্ডমধ্যে বেদনা (বাম বাহুতে বেদনা=অ্যাকোন্‌: অ্যাম্‌ল্‌: আরাম; হ্রাস; স্পাইজি: ট্যাবাক্‌:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা এবং স্কন্ধ হইতে বাম বাহু পর্য্যন্ত ব্যথান্বিত ও আড়ষ্ট অনুভব। কটি এবং নিতম্ব বেদনা ও হস্তপদাদি শীতল। কটি অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ। দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধি যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে (স্যাবাইনা) এইরূপ বোধ হয়, বিশেষতঃ বাহু বিস্তৃত করিবার বা ক্ষুদ্র বস্তু সকল নাড়িবার সময়। স্কন্ধ হইতে বক্ষের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত চিড়িক মারার মত তীক্ষ্ণ

সূচীবেধবৎ বেদনা বশতঃ রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। বাম বাহুতে যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে উহা এইরূপ অসাড় বোধ হয়। দক্ষিণ নিতম্ব মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা, বিশেষতঃ প্রাতে ৭টার সময় পদচারণ কালে। দক্ষিণ উরুপশ্চাতের স্নায়ুশূল গৃধ্রসী ; শৈত্য সংস্পর্শে এবং আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে ; উপশম=উত্তাপ প্রয়োগে (কলোসিন্থ: ম্যাগ-ফস্:) এবং বিশ্রামে। পদাঙ্গুলি হইতে উরুশিখর পর্য্যন্ত চিড়িক মারার ন্যায় দ্রুতপ্রসারী বেদনা। জঙ্ঘাডিমার আড়ষ্টতা ; পাদচারণ কালে ডিমার কণ্ডার সাঁটিয়া ধরে। বাহুর উর্দ্ধাংশের পেশীমধ্যে ব্যথা (ক্যাক্টঃ) বোধ হয় যেন রোগী দীর্ঘকাল ঐ পেশী চাপিয়া শয়ন করিয়াছিল, বৃদ্ধি=মস্তক বাম দিকে ঘুরাইলে। দক্ষিণ বাহুমধ্যে বেদনা (লাই: জ্যান্থক্স:), দ্বিপ্রহরে পাদচারণের সময় ও পরে। বৈকালে পৃষ্ঠ ব্যথা করিতে থাকে,—যেন রোগী দীর্ঘকাল সোজা হইয়া বসিয়া কার্য্য করিয়াছে (হেলোন্:)। বাম দিকের মূত্রগ্রন্থির উপরিস্থিত পৃষ্ঠাংশে বেদনা,—দীর্ঘকাল মূত্রধারণ জনিতবৎ বেদনা ; বৃদ্ধি=বসিলে ; নিষ্পেষণে তখনই উপশম হয় কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; সন্ধ্যার সময় প্রস্রাব বেগ হইলেও বেদনা বৃদ্ধি হয়। রোগীর ব্যায়াম মাত্র বিরক্তিকর, সে কেবল শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সূচীবেধবৎ বাতবেদনা,—হঠাৎ আবির্ভূত হয় বা স্থান পরিবর্ত্তন করে এবং অল্পকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। বেদনাদি নিদ্রার পর উপশমিত হয়।

বৃদ্ধি।—শৈত্য সংস্পর্শে, দেহ বা আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে, প্রতি পাদবিক্ষেপ, পরিশ্রমান্তে এবং দশজনের সহিত অবস্থানের পর।

উপশম।—স্পর্শান্তে, নিষ্পেষণান্তে, মর্দ্দনান্তে, উত্তাপ সংস্পর্শে বা উত্তপ্ত বস্ত্র প্রয়োগে, নির্ম্মল বায়ু সেবনে, বাম পার্শ্বে শয়নান্তে, নিদ্রার পর বিশ্রামে, উরু মুড়িয়া থাকিলে এবং হাঁচিলে, কাসিলে, মূত্রত্যাগান্তে বা সন্ধ্যার পর এবং দশ জনের সহিত অবস্থিতি কালে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—সিঙ্কো: (অতিসার)। গ্লোনইন্াম্: বেলাড: (শিরোপীড়া)।

অনুপূরক।—প্ল্যাটিনাম।

সদৃশ।—আর্জেণ্টাম্-মেট: হেলোন্: ল্যাকে: লীলি-টাই: প্ল্যাট: পডো, এপীস্। প্লীহা মধ্যে বেদনা—বিশেষতঃ রজোস্রাবের সময়=এপীস্, জরায়ুস্রাব—সিয়্যানোথাস্।

তুলনীয়।—দক্ষিণ দিকের ডিম্বাধার—এপিস্ গ্রাফাই, প্লাটীন। বামডিম্বাধার—আর্জ্জেণ্ট-মেট। চাপপ্রদ বেদনা—ল্যাকেসিস্: লিলিয়াম: সলফর। কোমর বেদনা—হেলোনি। মূর্চ্ছাবায়ু—ট্যারেন্টুলা। প্লীহায় বেদনা—সিওনোথাস্।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ২০০শততমিক ক্রম। সহস্র হইতে উচ্চতম ক্রমেও উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, বিশেষতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের পুরাতন রোগে।

প্যারাফিনাম্

(PARAFFINUM).

প্রস্তুতি ও নামান্তর।—পেট্রোলিয়াম্ বা শিলাতৈল পরিস্রুত বা চোলাই করিলে প্রথমে ন্যাফ্থ্যালিন্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমে বিচূর্ণ পরে তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—নিম্নোদরের স্ফীতি; স্তনের পীড়া; শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ; অজীর্ণতা; শ্বেতপ্রদর; রজসাধিক্য; মেরুদণ্ডে বেদনা; চক্ষুর পীড়া; প্লীহাতে ও নাভিকুণ্ডে বেদনা; জরায়ুর পীড়া; মেরুদণ্ডের পীড়া; দৃষ্টিবিকৃতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—জরায়ু আদি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ কঠিন রোগে এবং অজীর্ণ ও মলবদ্ধতা অধিকারে ইহা বিশেষ উপকারী। এতজ্জনিত বেদনাদি ছুরিকাঘাত, মুচড়ান, উৎপাটন ও হুলবেধবৎ এবং চিড়িক্ মারার ন্যায় দ্রুতপ্রসারী ও তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে এবং দেহের এক অংশ হইতে অংশান্তরে সংক্রমণ করে; দুই অংশে পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়, যেমন পাকস্থলী ও মেরুদণ্ড বা পাকস্থলী ও গলমধ্য এই দুই অংশে পর্য্যায়-ক্রমে বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে, মস্তকে স্পর্শকাতরতা অনুভূতি; চক্ষুমধ্যে বোধ হয় যেন ঘৃতের মত পদার্থ মাখান হইয়াছে; বোধ হয় যেন সমগ্র দেহ সম্মুখ হইতে পশ্চাতে দুলিতেছে; বোধ হয় যেন উদরের চতুর্দ্দিকে একটী রজ্জু আবদ্ধ রহিয়াছে; ধূমপানে অরুচি; ধূমপান করিলে পাকাশয় মধ্যে বেদনার আবির্ভাব হয়; পাকাশয়ে বেদনার সহিত হৃদ্স্পন্দন আরম্ভ হয়; কুচকী প্রদেশে বেদনা; কামাদ্রি প্রদেশে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা, এক কটীর অস্থি-শিখর হইতে অন্য কটীর অস্থি-শিখর পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা; মুখমণ্ডলের ও মস্তকের বাম পার্শ্বে হুলবেধ ও মুচড়ানবৎ বেদনা মস্তকের বাম পার্শ্বে যেন লৌহকীলক প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা; তিমির দৃষ্টি এবং চক্ষু সমক্ষে যেন অসংখ্য কাল বিন্দু উড়িতেছে এইরূপ বোধ হয়; অক্ষিপুট সকল আরক্তিম; মুখ লালাপরিপূর্ণ এবং আঠাময়; সকল সময়েই ক্ষুধা বোধ; তলপেটের বেদনা মলান্ত্র ও মেরুচঞ্চুতে পর্য্যন্ত অনুভূত হয়,—উপবেশনে উপশম; পুনঃ পুনঃ মলত্যাগেচ্ছা; শিশুদিগের দুরারোগ্য মলকাঠিন্য; অর্শ ও নিরন্তর মলবেগ সহ বহুকালের মলকাঠিন্য; আর্ত্তব অত্যন্ত বিলম্বে আবির্ভূত হয়,—স্রাব কালবর্ণ এবং অপর্য্যাপ্ত; দুগ্ধবৎ প্রদরস্রাব; স্তনবৃন্ত স্পর্শ করিলে তীক্ষ্ণ ব্যথা বোধ হয়,—যেন তন্মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে; সোপাণারোহণকালে মেরুদণ্ড হইতে বেদনা কুচকী ও উভয় কোঁকে সংক্রামিত হয়; প্রায় সকল সন্ধি মধ্যেই চিড়িকমারার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূতি,—ইত্যাদি কয়েকটি লক্ষণ ইহার নির্ণায়ক।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোপশ্চাতের বাম পার্শ্ব যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত। শিরোমধ্যে ধমন্যাদির দপ্দপানি অনুভূত হয়। মস্তক ভার বোধ হয় এবং হেঁট হইলে মনে হয়

যেন ললাটের দিকে একটী ভার বস্তু গড়াইয়া আসিল (মস্তক সোজা করিয়া না রাখিলে ললাটের দিকে যেন কি ঠেলিতেছে এইরূপ বোধ হয়=হ্রাস্)। প্রাতে ৯টার সময় মূর্দ্ধাদেশের বাম পার্শ্বে যেন লৌহকীলক প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (যেন মূর্দ্ধাদেশে লৌহকীলক প্রবিষ্ট করিতেছে=হেলিবো নক্স্‌ভম্‌·—যেন বিদ্ধ হইয়া আছে=নিকোলাম্;—যেন শিরোমধ্যে লৌহকীলক প্রবিষ্ট হইতেছে=কফী: ইগ্নে: সিপী:—বাম পার্শ্বে=ন্যাট্‌-মিউ:—শঙ্খপ্রদেশে বা রগে=আর্ণি:) এবং ঐ বেদনা নিম্ন হনুর বাম পার্শ্বে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। মস্তকের বাম পার্শ্ব স্পর্শ কবিলে বোধ হয় যেন মস্তকের ঐ অংশ নিষ্পিষ্ট হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল এবং ঐ অংশ যেন তরল ও স্পঞ্জেব ন্যায়। ললাটের উদ্ধাংশে মুচড়ান ও উৎপাটনবৎ বেদনা বশতঃ বোগিনী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। সমগ্র মস্তক ও মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে মুচ্‌ড়ান ও উৎপাটনবৎ বেদনা; বাম পার্শ্বের বস্তু সকল যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ বেদনাযুক্ত। দক্ষিণ ললাটের অস্থিব তলভাগে যেন ছুরিকাঘাত হইতেছে এইরূপ বেদনা,—বেদনা দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় এবং হেঁট হইলে বর্দ্ধিত হয়। মস্তক ও মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে,—ঐ অংশে হুলবেধ ও মুচড়ানবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং যুগপৎ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে। ললাট মধ্যস্থল হইতে নাসিকাভ্যন্তর পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূতি। মস্তকের ত্বক স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন তন্নিম্নে বড় ফোড়া হইতেছে। ইন্দ্রলুপ্ত বা চুল উঠা।

চক্ষু।—দক্ষিণ ভ্রূদেশে দপ্‌দপ্‌ানি ও সূচীবেধবৎ বেদনা,—বেদনা নিম্ন হনুতে সংক্রামিত হইয়া তিরোহিত হয়। বাম ভ্রূদেশ হইতে শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত প্রসারী হুলবেধবৎ বেদনা। চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের উপর ঈষদুচ্চ দাগ দৃষ্ট হয়। প্রাতে অবগুণ্ঠনান্তরিতবৎ অস্পষ্ট দৃষ্টি (ন্যাট্‌-মিউ: পেট্রো্ল্: ষ্ট্র্যামোন্·—সন্ধ্যাব সময়=ইউফ্রে. ট্যাব্যাক্:—মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর=লাই;)। প্রাতে অক্ষিপুট জুড়িয়া থাকে (ক্যাল্কে: ক্লিম্যাট্: ন্যাট-মিউ: গ্র্যাফ্: ম্যাঙ্গেন্:), চক্ষের নাসিকার-নিকটবর্ত্তী-অপাঙ্গে বা কোণে শুষ্ক পিচুটী সঞ্চিত হয় (আণ্ট্‌-ক্রুড্‌ ডিজিট্‌ হেলিবো· হিপ:)। আভ্যন্তরিক অপাঙ্গে কণ্ডূয়ন,—মর্দ্দনে তখনই উপশমিত হয় কিন্তু অনতিপরে আবার আবির্ভূত হইয়া থাকে (অ্যালীউ: এপীস; আরাম্; গ্র্যাফ্:)। চক্ষুর উপর পাতার মধ্যে যেন সূচবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (পল্সে: জিঙ্কাম্)। অক্ষিপুট আরক্তিম—যেন কত রোদন করিয়াছে (সীপা)। প্রাতে বাম চক্ষের বহিরপাঙ্গে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ বেদনা। দক্ষিণ চক্ষুর উপর পাতার নীচে যেন একটা কি আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ চাপ বোধ (ষ্ট্যাফ্: কষ্টি: এপীস্)। মর্দ্দন করিলে ক্ষণিক উপশম বোধ হয়। চক্ষু মধ্যে যেন ঘৃতাদিবৎ পদার্থ লিপ্ত হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি। চক্ষুদ্বয় সর্ব্বদা আর্দ্র ও অশ্রুপূর্ণ প্রতীয়মান হয় (ক্রোকাস্; ইউফ্রে: ওপী: পল্সে: সলফ:)। কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে গেলে চক্ষে জল আইসে। গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণকালে বোধ হয় যেন চক্ষুর্দ্বয় কালবর্ণ অবগুণ্ঠনের দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। চক্ষু সমক্ষে বোধ হয় যেন অসংখ্য কাল কীট বা বিন্দু

সকল উড়িতেছে (সল্ফ: অ্যানাস্থি: কষ্টি: নক্স; সিকো: ফাইজস্: স্যাট-মিউ: সাইক্লেম্: ড্যাফ্নী; বেল্: সিপী: ফস্: সোরিন্:) চক্ষের শ্বেতাংশ শোণিত পরিপূর্ণ প্রতীয়মান হয়,— বিশেষতঃ বহিরপাঙ্গ প্রদেশ। নাসিকা হইতে ঘোর লাল বর্ণ শোণিত স্রাব।

কর্ণ।—প্রাতে উভয় কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হয়। বাম কর্ণমধ্যে ধমন্যাদির দপ্‌দপ্‌নি অনুভূত হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কর্ণমধ্যে গর্জ্জনধ্বনি,—জাঁতাকলের ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দের ন্যায়। বাম কর্ণমধ্যে মুচড়ান ও হুলবেধবৎ বেদনা এবং বোধ হয় যেন কর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—কোন সরু জিনিষ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ক্ষণিক উপশম হয়।

মুখবিবরাদি।—দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দন্ত হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বিদারণবৎ বেদনা; ব্যথাযুক্ত গণ্ড হস্ত দ্বারা ধরিলে, বা বন্ধন করিলে উপশম। মুখবিবর লালাপূর্ণ থাকে এবং রোগিনী পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। মুখবিবর আঠাময় বোধ হয় (ক্যাল্কেড্: নক্স্-মস্: সুফার-লুট্: পল্‌সে: ভেরেট্:—প্রবল তৃষ্ণা সহকারে=ন্যাট্-মিউ:—অজীর্ণ রোগাধিকারে প্রাতে=ক্রোটেলাস্)। মুখে তিক্ত স্বাদ। জ্বরাধিকারে শীতান্তে শুষ্ক উত্তাপ ও প্রবল তৃষ্ণা এবং উত্তাপের অনতিপরেই স্বেদোদ্গম,—ঘর্ম্মাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী। কণ্ঠস্বর শুষ্কগর্ভ ও কর্কশ। কণ্ঠমধ্যে বহুকাল হইতে সর্ব্বদা ঘড়ঘড় করে এবং শুষ্ক কাসির উদ্রেক হয়।

পাকস্থলী।—সর্ব্বদাই পেট ভার এবং ক্ষুধার অভাব বোধ। প্রায় সর্ব্বদা রোগী ক্ষুধার্ত্ততা বোধ করে; ক্ষুধা বেশ অথচ রোগী কোন খাদ্যেরই প্রকৃত স্বাদ পায় না। আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে অম্ল উদ্গার (আহারের দুই ঘণ্টা পরে=কমোক্লেড্:—আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে=অ্যা-ফস্:—আহারের অনতিপরে=অ্যাট্রোপিন্-সল্ফ্; কোণা: ন্যাট্-মিউ: পডো: সাইলি:)। আহারের পর পুনঃ পুনঃ বমনোদ্রেকান্তে অপরিপাচিত দ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায় (ক্রিয়ো:)। পাকস্থলীর বিকৃতি ও মুখমধ্যে লালা সঞ্চয়,—যেন বমন হইবার লক্ষণ,—ললাটে হুলবেধবৎ বেদনা এবং সর্ব্বাঙ্গ হিমবৎ শীতল হইয়া যায়, কিন্তু তৎপরে উত্তাপ বা তৃষ্ণার আবির্ভাব হয় না। পাকস্থলীর উপর যেন কেহ মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে তন্মধ্যে এইরূপ ব্যথা,—রোগী অতি সন্তর্পণে ব্যতীত শ্বাস ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে পারে না। পাকস্থলী অত্যন্ত স্পর্শাসহ, এমন কি রোগিনী স্বীয় সেমিজের বোতাম দিতে পারে না। পাদচারণকালে পাকস্থলী যেন ঝুলিয়া পড়িতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং মনে হয় যেন তন্মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হওয়ার এত বেদনা বোধ হইতেছে। ধূমপান করিলে অবিলম্বে পাকস্থলীমধ্যে বেদনা আবির্ভূত হয়; তাম্রকূট বিস্বাদ বোধ হয়। পাকস্থলী স্ফীত হইয়া গোলকের আকার ধারণ করে এবং উপর দিকে ঠেলিতে থাকে; উহা স্পর্শ করিলে অনমনীয় ও ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। পেট বেদনার সহিত দন্তশূলও তিরোহিত হয়,—যেন পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধ ছিল। ভোজনান্তে পাকাশয়ের উপর যেন এক খণ্ড গুরুভাব প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ,—বিশেষতঃ আহারের অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা পরে যখন ভুক্ত দ্রব্যাদি পরিপাক হইতে থাকে (ইগ্নে: নক্স-ভম্: অ্যাকোন্: ব্রাই: ক্যামো: ল্যাক্-ক্যান্: ডায়োস্কো: কৈলা;

জিজ্ঞিবার; হ্রাস; পল্‌সে: আহারের অব্যবহিত পরে=ক্যালী-বাই:)। হৃদ্‌স্পন্দন অধিকারে পাকাশয়ের বেদনা, রোগী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্য হইতে যেন অন্ত্রমণ্ডলী নিষ্কাষিত করা হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি; রোগীর দ্রুত চলিবার ইচ্ছা (বীউফো; আয়োড্:) কিন্তু তাহাতে উদরমধ্যে ব্যথা বোধ হয়। উদর অত্যন্ত শিথিল হইয়া বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে এইরূপ অনুভূতি,—ধরিয়া থাকিলে বা বাঁধিয়া রাখিলে উপশম (মার্ক: ট্রম্বিড্:—চিৎ হইয়া শয়নে উপশম=ক্যাষ্টেনীয়া-ভেস্কা)। উদর মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা বশতঃ সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় না (কোলিন্‌সো:)। প্রাতে ৯টার সময় কয়েক মিনিটমাত্র স্থায়ী অন্ত্রশূলের পর অপত্য পথ দিয়া কতকটা শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয় এবং এইরূপ প্রায় বার বার হইয়া থাকে। নাভির কিঞ্চিন্নিম্নদেশ হইতে জননেন্দ্রিয় প্রদেশ পর্য্যন্ত ছুরিকা দ্বারা ছেদনবৎ বেদনা। নাভি হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা। উপবেশন কালে তলপেট মধ্যে বেদনা আবির্ভূত হইয়া মলান্ত্র ও মেরুপুচ্ছে তন্নিকটস্থ অস্থিমধ্যে সংক্রামিত হয়; দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিলে ঐ সকল বেদনার উপশম হয় কিন্তু বেড়াইলে আবার বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং রোগী দেহ ঈষৎ বক্রভাবে রাখিতে বাধ্য হয়। রাত্রে কিছু আহার না করিলেও ১০টার সময় হঠাৎ উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে,—যেন অপরিমিত আহার করিয়াছে,—প্রকোপের পূর্ব্বে ও সময়ে মুখে কোন স্বাদ বোধ হয় না এবং আঠা বাটিতে থাকে; তৎপর দিন মলত্যাগের অভাব হয়। উদর স্ফীত, অনমনীয় এবং দৃঢ়াবদ্ধ বোধ হয় এবং যন্ত্রণারহিত অন্ত্রকুজন শ্রুত হইতে থাকে অথচ বায়ু নিঃসরণ হয় না (র‍্যাফেনাস্); রাত্রে শয়নের সময় এই সকল লক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং প্রাতে আর থাকে না। উদরমধ্যে বেদনা বশতঃ রোগী পরিতৃপ্তি জনক গভীর শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, হস্ত দ্বারা পাকস্থলী নিষ্পেষণ করিলে বেদনার উপশম হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টও দূরীভূত হইয়া থাকে। অপরাহ্ণে উদর স্ফীত হইয়া উঠিবার পর রাত্রি দশটার সময় রোগী নিদ্রা যায় কিন্তু এক ঘণ্টার পরেই বমনোদ্রেক হইয়া নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তাহার অনতিপরেই অম্ল জল এবং পূর্ব্ব দিবসে ভুক্ত দ্রব্যাদি বমিত হইয়া যায় (ক্রিয়ো)। উদর মধ্যে মুচড়ানবৎ বেদনা আবির্ভূত হইয়া মলান্ত্রে সংক্রমণ করে এবং রোগিনী এত দুর্ব্বলতা বোধ করে যে একটা অবলম্বন না ধরিলে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় এবং মুখমণ্ডলের উপর অর্দ্ধ ঘণ্টা যাবৎ শীতল ঘর্ম্ম উদ্গত হইতে থাকে। পদদ্বয় শীতল হইয়া যাইবার অনতিপরেই দক্ষিণ কোঁকের মধ্যে হুলবেধ ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা আবির্ভূত হয়। কামাদ্রি প্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া ছুরিকাঘাতবৎ বেদনানুভূতি; দণ্ডায়মান অবস্থায় রোগিনীর চরণের উপর চরণ স্থাপন করিবার ইচ্ছা হয়। বাম কুচকী প্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া যেন অন্ত্রমধ্যে আধ্মানবায়ু আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ বেদনার আবির্ভাব হয় এবং ঐ বেদনা প্লীহাতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। এক কটীর অস্থি-শিখর হইতে অন্য কটীর অস্থি-শিখর পর্য্যন্ত উদর যেন ছুরিকাঘারা ছেদিত হইতেছে এইরূপ বেদনা।

মলাস্ত্রে ও মল।—পঞ্জর তলে যেন সাঁটিয়া আছে এইরূপ বেদনা সমগ্র পাকস্থলীতে সংক্রামিত হয় এবং প্রবল তৃষ্ণা উদ্রেক হয়; ইহার কিছুকাল পরে প্রবল কুন্থন ও উদরের পশ্চাদাকর্ষণ সহযোগে প্রথমে কঠিন মল এবং তৎপরে অবিচ্ছিন্ন কুন্থন সহ অপর্য্যাপ্ত তরল মল নির্গত হয় এবং তাহাতে উদরস্ফীতির কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইয়া থাকে। দুই দিবস যাবৎ মলবদ্ধতা ও অন্ত্রাশয়ের অনমনীয়তা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিলাময় অল্প মলত্যাগ (প্ল্যাট্:) হইয়া থাকে। তিন দিবস মল ত্যাগের নাম গন্ধ থাকে না, যেন কতই আহার করিয়াছে এইরূপ উদর ভার বোধ হয় এবং কিছু আহার করিতে ইচ্ছা থাকে না (ব্রাই: হাইড্রাষ্ট: নক্স্-ভম্: ওপী:—তিন বা চারি দিবস অন্তর মলত্যাগ=ফস্: ম্যাগ্-মিউ: ক্যালী-কার্ব্:—চারি পাঁচ দিবসের পর একবার=অ্যা পাইক্রক্: পাঁচ বা ছয় দিবস অন্তর=ন্যাট্-মিউ: পাঁচ সাত দিবস অন্তর এনিমা দিলে তবে মলত্যাগ হয়=সিমি:—প্রতি আট দশ দিবস অন্তর=প্লাম্: মেজের: এপীস্:—সপ্তাহে একবার=ওপী:)। মলত্যাগ কালে মলান্ত্র মধ্যে হুলবেধবৎ বা ছেদনবৎ যন্ত্রণা এবং কুন্থন, এক ঘণ্টা স্থায়ী হইয়া থাকে (মলত্যাগকালে মলান্ত্র মধ্যে ছেদনবৎ যন্ত্রণা=অ্যা-নাইট্রিক্: পল্সে: সার্সা:, ভাইবার্ণাম-ওপীউ: অ্যাসেরাম্:—হুলবেধবৎ যন্ত্রণা=লাই: সাইলিশী: নিকোল্:)। শিশুদিগের দুরারোগ্য মলকাঠিন্য [অ্যালীউ: ক্যাল্কে: নক্স্-ভম্: ওপী:—নবজাত শিশুর=ওপী: নক্স্-ভম্: সল্ফ্: জিঙ্কাম্:—হস্তের সাহায্য ব্যতীত শিশুর মল বহির্গত হয় না=সিপীয়া:—দুগ্ধপোষ্য শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা=অ্যালীউ: ওপী: ভেরেট্: এপীস্: ব্রাই: নক্স্:]। শিশুর তিন চারি দিবস অন্তর একবার মলত্যাগ হয় এবং সেই সময় মলদ্বারে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে (সোরিন্:—শিশুদিগের মল কাঠিন্যে নক্স বা ভেরেট্রামে উপকার না হইলে লাইকোপেডীয়াম্ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে)। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু বৃথা বেগ। মল অত্যন্ত কঠিন কিন্তু প্রত্যহ নিয়মতঃ ত্যাগ হইয়া থাকে। তিন দিবস মলাভাবের পর পায়খানায় দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিলে তবে মলত্যাগ হইয়া থাকে এবং রোগী তৎপরে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে (কষ্টি: ওপী:)। সুপারীর ন্যায় কঠিন গুটিলা, নির্গমনকালে অন্ত্রমধ্যে আক্ষেপিক বেদনা। মল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া নির্গত হয়। অর্শ অধিকারে বহুকালের মলকাঠিন্য,—পুনঃ পুনঃ বৃথা মলবেগ।

প্রস্রাব।—রোগিনী জল যত অল্পই পান করুক না কেন ১৫।২০ মিনিট অন্তর অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব হইয়া থাকে। পেট সাঁটিয়া ধরার পর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ। মূত্র উত্তপ্ত এবং ফিকা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৫।৭ দিবস বা আরও বিলম্বে প্রকাশ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ছয় দিবস পূর্ব্বে আর্ত্তবাবির্ভাব,—দাঁড়াইলে অনবরত রক্তোস্রাব হইতে থাকে; স্রাব কালবর্ণ (ল্যাকে: পল্সে: প্ল্যাট: ককীউ সাইক্লেম্: ক্যালী-নাই: স্যাঙ্গিউইন্: সিকেলী:) এবং অপর্য্যাপ্ত; কিম্বা ঈষৎ লাল আভাবিশিষ্ট কালবর্ণ। ঋতুর সময় রোগিনী বাহ্যতঃ শীত এবং অন্তরে উত্তাপ বোধ করে এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা বশতঃ বহুল পরিমাণে জলপান

করে (বেল্: সীড্রন্; ভেরেট:); দ্বিতীয় দিবসে সর্ব্বাঙ্গে ছেদনবৎ বেদনা, যোনি হইতে দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ ফোঁটা ফোঁটা নির্গলিত হয় (ক্যালী-আয়োড: ফাইজস্: ইউফর্ব: ইগ্নে: সিপী: ক্যাল্কে:); স্রাব ঈষৎ মিষ্ট গন্ধ। উদরমধ্যে কণ্ডুয়ন ও অপর্য্যাপ্ত শ্বেত প্রদরস্রাব,—কাপড়ে লাগিলে সাদা ও ধূসর দাগ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—সমগ্র বক্ষমধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব—যেন সাঁটিয়া আছে এইরূপ বোধ এবং শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষের একদিক হইতে অন্যদিক পর্য্যন্ত ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা,—বৃদ্ধি=বাম পার্শ্বে। হুলবেধবৎ বেদনা বশতঃ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। বিভেদিকা যেন প্রদাহ-যুক্ত হইতেছে এই রূপ অনুভুতি; হাই তুলিলে পঞ্জর তল হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বেদনা বোধ; এই বেদনা যখন তখন আবির্ভূত ও তিরোহিত হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাম পার্শ্বের উপপর্শুকা তলে হুলবেধবৎ বেদনা (বোর্: লিসিন্: এপীস্); বৃদ্ধি শয়নে, চাপ দিলে এবং দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসে; মধ্যে মধ্যে উত্তাপ অনুভূত হয়। স্তনবৃন্ত মধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে স্পর্শ করিলে এইরূপ ব্যথা বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যাংশে হুলবেধবৎ বেদনা (এপীস্; ক্যামো:) এবং তজ্জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয়। মেরুদণ্ড মধ্যে বেদনা,—বেদনা উভয় কোঁকে সংক্রামিত হয়। পৃষ্ঠের বেদনা হেঁট হইলে বৃদ্ধি হয়। যেন মেরুদণ্ডে আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ বেদনা, কি দেহ সঞ্চালনে, কি স্থির হইয়া থাকিলে,—উভয় অবস্থাতেই বেদনাধিক্য অনুভব হয়। সোপানারোহণ কালে কটিদেশ যেন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ অনুভব (কটিদেশে ব্যথা বোধ, যেন দীর্ঘকাল যাবৎ সোজা হইয়া বসিয়া অধিক পরিশ্রম করিয়াছে প্যালেডীয়াম্; কটিমধ্যে ক্লান্তি বোধ=ফর্মিকা, হোলোনীয়াস্, জিঙ্কাম্)। বাম বগলের মধ্যে হঠাৎ চিড়িক মারার মত বেদনা,—সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠে এবং মনে ভীতির সঞ্চার হয়। সমস্ত দক্ষিণ বাহু বোধ হয় যেন প্রবল আঘাতে সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে (বাম বাহুতে= অ্যাণ্ট-টার্ট:)। দক্ষিণ বাহু অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—রোগিনী সহজে ঐ বাহু উঠাইতে পারে না (অ্যামন্-মিউ: ইগ্নে: কুরারী; ষ্ট্যান্: নক্স-ভম:—বাম বাহু=ডিজি: কুরারী; এরাণ্ডো:); ঐ বাহুতে অসাড়তা বোধ,—যেন বস্ত্রাদি দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া রহিয়াছে,—শিরামধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ স্ফীত হইয়া উঠে। বাহুর অগ্রার্দ্ধের পেশী সকল বোধ হয় যেন স্ফীত হইতেছে এবং উহা আড়ষ্ট বোধ হয়। করতল অত্যন্ত উত্তপ্ত (অ্যাকো: ফের্: অ্যা-ফ্লুয়ো: লাই: পেট্রোল্: সিপী: এরাম-ড্রেক্: শিশুদিগের=ফেরাম্-ফস্:)। উরুদ্বয় অত্যন্ত সাঁটিয়া আছে বোধ হয় (পল্সে: গুয়েক্:)—যেন কতদূর ভ্রমণ করা হইয়াছে। জঙ্ঘাডিমা হইতে পদাঙ্গুলিতে উৎপাটনবৎ বেদনা,—নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায় জানু হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত কম্পন বশতঃ পাদচারণ বা পদ উত্তোলন অতি কষ্টকর। পদতল ও করতল উভয়ই অত্যন্ত উত্তপ্ত (ফেরাম্; পেট্রোল: সিপী: সল্ফ:)। সকল সন্ধি মধ্যেই চিড়িক মারা মত বেদনা। সার্ব্বাঙ্গিক আবল্য ও অবসাদ। উপবিষ্ট অবস্থায় বোধ হয় যেন দেহ অগ্রপশ্চাৎ দোলায়মান হইতেছে।

নিদ্রা।—নিদ্রাবেশ ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। হনুসন্ধি মধ্যে ব্যথা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। দিবারাত্র নিদ্রা যাইতে চাহে। জাগিয়া থাকিতে পারে না,—চেয়ারে বসিয়াই নিদ্রিত হইয়া পড়ে; পদদ্বয়েও ঝিঁঝিঁধরে। কামোদ্দীপক স্বপ্ন দর্শন।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতের পর শুষ্ক উত্তাপ ও তৃষ্ণা, এবং উত্তাপাবির্ভাবের অনতিপরেই দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বেদাবস্থার আর্বির্ভাব হইয়া থাকে। মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় উত্তপ্ত ও আরক্তিম; দেহের উর্দ্ধাংশে বিশেষতঃ ললাটে, উষ্ণ স্বেদ উদ্গত হয় (ক্যামো: ওপী:)।

বৃদ্ধি।—হেঁট হইলে, শয়ন করিলে (পঞ্জরতলের বেদনা) দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসে, দাঁড়াইলে, নিষ্পেষণে, বাম পার্শ্বে।

উপশম।—নিদ্রার পর, বিশ্রামান্তে, আক্রান্ত অংশ বন্ধন বা ধারণ করিলে, শয়নে (মস্তকের বেদনা), মর্দ্দনে (ক্ষণিক)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—পেট্রোল্. সিপী: মীউরেক্স; ন্যাট-মিউ: সল্ফ: ল্যাকে: ন্যাট-সল্ফ: ক্রিয়ো: ইউপীয়োন্: ন্যাফ্থ্যালিন্:।

তুলনীয়।—দ্রুতচলনেস্পৃহা—বিউফো; আয়োড। জরায়ুপীড়ায়—সিপিয়া: মিউরেক্স: ন্যাট্রাম:। কসাকাপড় অসহ্য—ল্যাকেসিস্।

শক্তি।—২য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

প্যারীরা ব্রাভা

(PAREIRA BRAVA).

নামান্তর।—ভার্জ্জিন্‌ভাইন্, ভেল্‌ভেট লিপ।

প্রস্তুতি।—তাজামূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রাশয়ের সর্দ্দি; মূত্রাশ্মরী; মূত্রকৃচ্ছ্র; প্রমেহ; প্রদর; মূত্রাশ্মরী শূল; মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বৃক্কশূল, মূত্রাশ্মরীশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, মুখশায়িকা বিবৃদ্ধি প্রভৃতি মূত্রযন্ত্রের রোগে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ। নিম্নলিখিত কয়েকটী ইহার অনন্যসাধারণ লক্ষণ:—(১) প্রস্রাব করিবার চেষ্টা করিলে মূত্রস্থলী হইতে উরুদেশ এবং সময়ে সময়ে পদতল পর্য্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা। (২) প্রস্রাবের সময় বেগ দিলে লিঙ্গমণি মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণার আবির্ভাব। (৩) মূত্রকৃচ্ছ্র অধিকারে ভয়ানক যন্ত্রণা,—প্রস্রাব করিতে হইলে রোগীকে হামাগুড়ী দিয়া ভূমিতলে মস্তক স্পর্শ করিতে হয় নতুবা আদৌ মূত্র নির্গত হয় না।

(৪) মূত্রনলী প্রদাহ অধিকারে প্রস্রাবকালে অসহনীয় যন্ত্রণা এবং মূত্রমার্গ হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।
(৫) মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্ররোধ সহযোগে মূত্রাশয়-মুখশায়িকাগ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

লক্ষণাবলী।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয় প্রদাহ; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ,—ভয়ানক বেদনা ও কুন্থন; বৃদ্ধি রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত। মূত্রকৃচ্ছ্র সংযুক্ত মূত্রাশয় প্রদাহ,—হামাগুড়ী দিয়া ভূমিতলে মস্তক স্পর্শ না করিলে প্রস্রাব হয় না; নির্গলিত মূত্রদ্বারা বোধ হয় যেন সমগ্র মূত্রমার্গ দগ্ধ হইতেছে। মূত্রাশয় প্রদাহাধিকারে মূত্র অত্যন্ত ঝাঁজাল গন্ধবিশিষ্ট এবং তাহার সহিত বহুল পরিমাণে গাঢ়, শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে; বৃদ্ধি=শেষ রাত্রে এবং দিবাবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ক্রমে উপশম হয়। মূত্রাশয় প্রদেশ হইতে উরু পর্য্যন্ত ব্যাপী প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব (উরুশিখর পর্য্যন্ত ব্যাপী=বার্বারিস্)। মূত্রাশয় যেন স্ফীত হইতেছে এইরূপ অনুভব এবং বেদনা,—বৃদ্ধি=প্রস্রাবান্তে। বাম বৃক্ক প্রদেশ হইতে মূত্রবহনালী বহিয়া কুচকী পর্য্যন্ত অসহনীয় যন্ত্রণা। বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে ব্যথা বোধ। প্রস্রাব করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য,—অনেক বেগ দিলে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গত হয় এবং মনে হয় যেন অনেক প্রস্রাব হইবে। পদ ও চরণদ্বয় শোথযুক্ত; মূত্রনলী প্রদাহাধিকারে প্রস্রাবের সময় ভয়ানক যন্ত্রণা হয় এবং প্রস্রাবের সময় জ্বালা। প্রস্রাবান্তে যন্ত্রণা এবং মূত্রনালীমুখে শূলবেধবৎ বেদনা। প্রস্রাবান্তে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র স্রাব। মূত্রাশয় মধ্যে এবং সময়ে সময়ে কটিদেশে ভয়ানক যন্ত্রণা বাম অণ্ডকোষ উর্দ্ধদিকে টান ধরে এবং প্রচণ্ড বেদনা অনুভব হইতে থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্র অধিকারে ভয়ানক যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিতে থাকে, পূর্ব্বোক্ত হামাগুড়া অবস্থায় ব্যতীত মূত্র নির্গত হয় না, রোগী সেইরূপ অবস্থায় ১০ হইতে ২০ মিনিট থাকিবার পর ঘর্ম্মোগম হইতে থাকে এবং অবশেষে মধ্যে মধ্যে দুই এক ফোঁটা মূত্র নির্গত হইতে এবং মধ্যে মধ্যে থামিয়া যাইতে থাকে এবং লিঙ্গমণি মধ্যে বিদারণ ও জ্বালাজনক যন্ত্রণা অনুভব হয়। তাম্রবর্ণ, রক্তাক্ত, ফেণময় মূত্র,—মূত্রয়মময় ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি, মূত্রাশয় উপাস্থির ন্যায় অনমনীয় হইয়া উঠে। মূত্ররোধ ও মূত্রাশয়ের মুখশায়িকাগ্রন্থি বিবৃদ্ধি,—বেদনা উরুতে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—বার্বারিস্; চিম্যাফিলা-আম্বেলেটা: হাইড্র্যাঞ্জীয়া: ইউভা-উর্সাই: সেব্যাল্: ওসাইমাম-কেনান্।

তুলনীয়।—মূত্রাশয়ের আক্ষেপ ও জ্বালা—চিমাফিলা: ইউভা অর্সাই। মূত্রাশয়ের মুখশায়িকা গ্রন্থির পীড়া—হাইড্রাস্: স্যাবেল্ সেরুলেটা:। মূত্রাশ্মরীশূল—ওসিম্: বার্ব্বেরিন্:। মূত্রত্যাগের পর ফোটা ফোটা মূত্রস্রাব—সেলিনিঃ।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

প্যারিস্

(PARIS QUADRIFOLIA).

নামান্তর।—অ্যাকোনাইটাম পারডেলিয়ানচেস্।

প্রস্তুতি।—ফল হইতে ও গাছের সমস্ত অংশ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অম্লরোগ ; ভ্যাদাল-বেদনা ; চক্ষুর স্নায়ুশূল ; পক্ষাঘাত ; অজীর্ণতা ; প্রমেহ ; শিরঃপীড়া ; হিক্কা ; হাঁপানি ; মূর্চ্ছাবায়ু ; উন্মাদ ; স্নায়ুশূল ; আঙ্গুলহাড়া ; মেরুদণ্ডের পীড়া ; স্পর্শ শক্তির বিকৃতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—আকার-বিবৃদ্ধি জ্ঞান ইহার একটী প্রধান ক্রিয়াফল। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ মনে হয়,—যেন স্ফীত বা প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে, যেন মস্তকের অস্থিফলক সকল অত্যন্ত পাত্‌লা ; অক্ষিগোলক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়,—যেন অক্ষিগহ্বর মধ্যে তাহাদের স্থান হইতেছে না ; যেন অক্ষিপুটদ্বারা সম্যকরূপে চক্ষু আবৃত হইতেছে না ; যেন অক্ষিগোলকদ্বয় বহির্গত হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে এবং উহা যেন একটী রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া মস্তকাভ্যন্তরে আকৃষ্ট হইতেছে ; জিহ্বা অত্যন্ত বৃহৎ মনে হয়। ইহা একটী বামাঙ্গিক ঔষধ, অর্থাৎ দেহের বাম অঙ্গেই ইহার ক্রিয়াধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে,—কিন্তু বাম অঙ্গ শীতল এবং দক্ষিণাঙ্গ স্বাভাবিক বা অত্যধিক উত্তাপযুক্ত ইহার অন্যতম লক্ষণ। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটীও ইহার নির্ব্বাচনে সাহায্য করিয়া থাকে :—স্ফূর্ত্তি, বাচালতা ; রোগী অনবরত বকিতে ভালবাসে ; ঊর্দ্ধাঙ্গের অসাড়তা ও অসঞ্চালনীয়তা ; বাম বাহু পক্ষাঘাতাক্রান্ত ও আড়ষ্ট বোধ হয় এবং হস্তের অঙ্গুলি সকল বক্র হইয়া যায় ; বাম বাহুর অসঞ্চালনীয়তা ও যেন তন্মধ্যে সূচী বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি ; হস্তের অঙ্গুলি সকল যখন তখন অবশ হইয়া যায় এবং কোন বস্তু স্পর্শ করিলে তাহার গাত্র কর্কশ বোধ হয় ; মেরুমজ্জার বিকৃতি সম্ভূত শিরঃপীড়া,—বেদনা গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখে সঞ্চারিত হয়, গ্রীবাপৃষ্ঠে অস্পষ্ট ব্যথা, গ্রীবা ঘুরাইলে আড়ষ্ট ও স্ফীত ও ক্লান্ত অনুভূত হয় ; যেন তদুপরে একটা গুরু ভার দ্রব্য অবস্থিত আছে ; বৃদ্ধি=পরিশ্রমে ; উপশম=বিশ্রামে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে। গাত্রের বিবিধ অংশ তুষারবৎ শীতল অনুমিত হয় ; জ্বরাধিকারে শীতাবস্থায় গাত্রত্বক এবং দেহ সঙ্কুচিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয় ; গ্রীবা পৃষ্ঠ হইতে উত্তাপ প্রাদুর্ভূত হইয়া মুখমণ্ডলে ও নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয় এবং ঊর্দ্ধাঙ্গে ঘর্ম্মোদগম হইতে থাকে ; হস্তের অঙ্গুলি সকল পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও উত্তপ্ত এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায় পাংশুবর্ণ প্রতীয়মান হয়। গাত্রত্বকের স্পর্শজ্ঞানাতিশয্য ; শ্লৈষ্মিক স্রাব মাত্রে হরিদ্বর্ণ ও রজ্জুবৎ ; উদরাময়ের মল পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট ; অত্যন্ত দুর্গন্ধ কাতরতা=দুর্গন্ধ প্রকৃত বা কাল্পনিক যাহাই হউক না কেন ; দুগ্ধ ও রুটী পচা মাংসের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট বোধ হয় ; চক্ষু হইতে পচা ক্ষতবৎ গন্ধ নিঃসৃত হয় ; আহারের অনতিপরেই ক্ষুধার্ত্ততা। ডাঃ গার্ণসি পশ্চাল্লিখিত

কয়েকটী লক্ষণ ইহার প্রকৃতিগত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—"অত্যন্ত দুর্গন্ধাসহিষ্ণুতা; মনে হয় যেন নাসিকা মধ্যে কত দুর্গন্ধ প্রবিষ্ট হইতেছে; প্রাতে গয়ার উঠা এবং কাসি, সন্ধ্যার সময় শ্লেষ্মা উত্থিত হয় না। আকার বিবৃদ্ধিজ্ঞান, রোগী মনে করে সে অত্যন্ত বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। মুখে জল সঞ্চয়। প্রস্রাবের উপর তৈলবৎ সর ভাসে।" ডাঃ হিউজ বলেন যে মহাত্মা হানেমানের মতে ইহা দ্বারা পাকাশয়ের খাল ধরা দূরীভূত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগী অপরের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে (সাইকীউ: প্লাটি:—আত্মীয়ের প্রতি=সিকেলি:—নিজের প্রতি=অ্যাগ্নাস্;—সকল বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি=ইপিক: প্ল্যাট্:—ঘৃণা করে=ক্যাল্কে: ল্যাক্-ক্যান্: ন্যাট-মিউ:—স্বজাতিগণের প্রতি ঘৃণা=লিডাম; রমণীর প্রতি ঘৃণা=পল্সে:)। নির্ব্বোধের ন্যায় ব্যবহার করে (ব্যারাই: ফস্: সবিরাম জ্বরাধিকারে=সিঙ্কো:)। অবলীলাক্রমে অসম্ভব কথা বলে, কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না (বেল্: হায়ো: ষ্ট্যান্:)। বাচালতা সহ উন্মাদ (এপীস্. হায়ো: ষ্ট্যাফ্:); মহা স্ফূর্ত্তির সহিত বকিতে থাকে। মানসিক পরিশ্রমে বিরাগ (সিঙ্কো: নক্স্-ভম্: ফস্: অ্যা-হাইড্রো: অ্যা-ফস্: অ্যা-পাইক্র: লীলিয়াম্-টাই: পল্সে: ষ্ট্যাফ্:)।

মস্তক।—শিরোবেদনা, গভীর চিন্তায় বৃদ্ধি হয় (আর্জেণ্ট্-নাই: ক্যাল্কে: ক্যাল্কে:-ফস্: ইরিঞ্জী: সিন্যাপ্: স্পাইজি:—শিরোবেদনা বশতঃ চিন্তাশক্তির লোপ=সাইমেক্স্; শিরোবেদনার বিষয় চিন্তা করিলে বেদনা তিরোহিত হয়=প্যালেডীয়াম্)। শিরোবেদনা সহ ললাটে জড়তা বোধ। মধ্যে মধ্যে বোধ হয় যেন মস্তক বিদ্ধ করিতেছে এবং এক এক বার সূচীবেধবৎ বেদনা। ললাট ও শঙ্খদ্বয় যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব; মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং কর্পরত্বক টান এবং অস্থিসকল যেন চাঁচা হইয়াছে বোধ হয়; বৃদ্ধি=মস্তক সঞ্চালনে, মানসিক উত্তেজনা দ্বারা এবং চক্ষু ব্যবহার করিলে। কর্পরত্বক স্পর্শ-কাতর এবং ললাটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয়। শিরোঘূর্ণন,—উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে, তৎসহ কষ্ট সাধ্য বাক্যোচ্চারণ ও দর্শন। মস্তক নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—আক্রান্ত অংশ হস্তদ্বারা নিপীড়িত হইলে বেদনার উপশম হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন মস্তক প্রসারিত হইতেছে এবং যেন তন্মধ্যস্থিত পদার্থ রগ ও চক্ষুর্দ্বয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে। মস্তক বোধ হয় যেন একটি ধামার ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইয়াছে (জেল্সি:) এবং তাহার অস্থিফলক সকল যেন অত্যন্ত পাতলা হইয়া গিয়াছে। মস্তকের বাম পার্শ্বে অসাড়তাজনক সূচীবেধবৎ বেদনা। দপ্ দপ্কারী শিরোবেদনা এবং সোপানা-রোহণকালে মস্তকমধ্যে যেন কি তরঙ্গায়িত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। মূর্দ্ধাত্বক স্পর্শ করিলে ক্ষয়িত্বকবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং চুল উঠিয়া যায়। আঘাত বা অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রমান্তে শিরোপশ্চাতে প্রচণ্ড বেদনা। মেরুমজ্জার বিকৃতি জনিত শিরোবেদনা,—বেদনা গ্রীবাপৃষ্ঠে প্রাদুর্ভূত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করে (সাইলিশীয়া)।

চক্ষু।—অক্ষিগোলকদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ (অ্যাকো: স্পাইজি: ক্যামো: ন্যাট-মিউ: ওপী: ফস্:) এবং যেন অক্ষিগহ্বর মধ্যে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। এইরূপ বোধ হয় যেন অক্ষিপুট দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় সম্যকরূপে আবৃত হইতেছে না (ইত্যাকার অনুমিতি—চলিড্: ফস্:—অক্ষিগহ্বর মধ্যে স্থান হইতেছে না=আর্স্:)। চক্ষুর্দ্বয় বোধ হয় যেন বহির্গত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে এবং যেন সূত্র বা রজ্জু দ্বারা মস্তকাভ্যন্তর অভিমুখে সজোরে পশ্চাদাকৃষ্ট (ক্রোটন্:) হইতেছে (সাইলি:—যেন পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইতেছে=হিপ্: আর্স্:)। দৃষ্টিক্ষীণ। আভ্যন্তরিক অপাঙ্গে (ভিতর কোণে) আকর্ষণানুভব। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে, এবং কথন কথনও অন্য সময়ে, চক্ষু মধ্যে জ্বালা ও তাহা হইতে অশ্রুমোচন। দক্ষিণ চক্ষুর উপর পাতা স্পন্দিত হইতে থাকে। অক্ষিগোলকদ্বয় সীসকের ন্যায় ভার বোধ হয় (ইস্কাউ-হিপ্:)। ঈষন্মাত্র চক্ষু সঞ্চালন করিবার চেষ্টা করিলে ব্যথা বোধ হয় (এপীস্: ব্রাই:)। চক্ষু হইতে দুর্গন্ধ ক্ষতবৎ গন্ধ নির্গত হয়।

কর্ণ।—কর্ণশূল,—উৎপাটনবৎ বেদনা। কর্ণমধ্যে হঠাৎ বিদারণবৎ বেদনা,—যেন কেহ তন্মধ্যে একটী কাষ্ঠফলক প্রবিষ্ট করিয়া চাড় দিতেছে। বোধ হয় যেন কর্ণমধ্য হইতে জ্বালাজনক উত্তাপ বেগে নির্গত হইতেছে (মধ্যে মধ্যে কর্ণমধ্য হইতে যেন উত্তপ্ত বাষ্প নির্গত হইতেছে=ক্যাম্ফা:—যেন দক্ষিণ কর্ণের অভ্যন্তর হইতে উত্তপ্ত জল প্রবাহিত হইতেছে=ক্যামো)। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণকালে কর্ণমধ্যে ব্যথা বোধ (এল্যান্—রোহিনী বা উপঝিল্লি-প্রদাহ-রোগাধিকারে=এপীস্: ল্যাকে—"কটাস্" করিয়া উঠে=ক্যালকে:)। দক্ষিণ কর্ণমধ্যে টিংটিং শব্দ শ্রবণ।

নাসিকা।—প্রাতে নাসিকা ফোঁৎকারান্তে (ঝাড়িলে) তন্মধ্যে হইতে লাল বা হরিদ্বর্ণ শিঙ্ঘানক বা শিক্নী নির্গত হয়। নাসামূল বদ্ধ ও ভার বোধ হয়; পুনঃ পুনঃ কাসিয়া গাঢ় আঠার ন্যায়, শ্বেতবর্ণ এবং স্বাদহীন কফ উত্তোলন করে। নাসারন্ধ্রের উর্দ্ধাংশ রুদ্ধ বোধ হয় এবং ফোঁৎকার করিলে শোণিত নির্গত হয়। রুটী ও দুগ্ধ পুতিগন্ধময় বোধ হয়। নাসিকা মধ্যে দুর্গন্ধ প্রবিষ্ট হইলে রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে; রোগীর সর্ব্বদা মনে হয় যেন নাসিকা মধ্যে দুর্গন্ধ প্রবিষ্ট (অ্যানাক্:) হইতেছে। কখন নাসিকা শুষ্ক থাকে। নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় এবং রোগী যেন ঈষৎ হাঁপাইতেছে এইরূপ ভাবে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস হইতে থাকে এবং কখনও বা তন্মধ্যে হইতে তরল সর্দ্দি নির্গলিত হইতে থাকে।

মুখমণ্ডল।—নিম্ন হনুর প্রান্তভাগে তীব্র কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় এবং কুটকুট ও জ্বালা করিতে থাকে এবং অধিকাংশ স্থলে তদুপরি আরক্তিম, ক্ষুদ্র, সহজে রক্তপাত প্রবণ ক্ষুদ্র হামের মত কণ্ডু বা মিনমিনে বাহির হইয়া থাকে; বাম গণ্ডাস্থি মধ্যে উত্তপ্ত শলাকাবেধবৎ বেদনা, স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। নাসিকা ও চিবুক পুষবটী দ্বারা আকীর্ণ হয়। মুখের চতুর্দ্দিকে কণ্ডুয়ন-জনক উদ্ভেদ বাহির হইয়া থাকে। নিম্ন ওষ্ঠের উপরে রসপীড়কা বহির্গত হয়, (মুক্তার ন্যায়=ন্যাট্-মিউ:)।

মুখবিবরাদি।—নিদ্রাভঙ্গান্তে জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক অনুভূত হয়; জিহ্বা অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয় (হাইড্রাষ্ট: পল্‌সে: ক্রোটন্: গ্লোন্: ক্যালী-বাই: মার্ক-কর: ষ্ট্যাট্:-আর্স: অ্যা-অক্সাল: ফস্: প্লাম্: সিপী:)। জিহ্বার উপরিভাগ কর্কশ ও শ্বেতবর্ণ (অ্যানাক্:)। কীটাক্রান্ত বা ক্ষয় দন্ত মধ্যে আকর্ষণ বা দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা,—বৃদ্ধি=শীতল দ্রব্যাদি সংস্পর্শে। দন্তের মাঢ়ি শুষ্ক ও কুঞ্চিত হইয়া যায়,—যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে মাঢ়িমধ্যে অস্ত্রবেধবৎ বেদনা। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখবিবর শুষ্ক ও লালা রহিত হইয়া থাকে। মুখে জল উঠে। মুখমধ্যে খস্‌খসে আঠাবৎ লালাসঞ্চিত হয়। প্রাতে মুখের কোণে শ্বেতবর্ণ ফেণা সঞ্চিত হইয়া থাকে। তালুর উপর ডিম্বাকৃতি স্ফীতি উদ্গত হয়। গলমধ্যে যেন একটা গোলক আবদ্ধ আছে এইরূপ নিষ্পেষণ বোধ। পান বা আহারের সময় গলমধ্যে জ্বালা।

পাকস্থলী।—সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা। আহারের অনতিপরেই আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয় (আহারের অনতিপরেই পাকস্থলী শূন্য বোধ হয়=ষ্ট্যাঙ্গিউইন্:—আহার করিয়া ক্ষুধার শান্তি হয় না=সিনা: ফস্: ক্যাষ্টর-ইকীউই; লরো: নক্স-মস্:—প্রতি দুই তিন ঘণ্টা অন্তর আহার করে—আয়োড:—আহারের অনতিপরেই ক্ষুধার উদ্রেক—সিনা: ফস্: ষ্ট্যাফ: যত খায় আরও তত খাইতে চাহে=লাই:)। উদ্গারের সহিত জল উঠে। আহারান্তে হিক্কা (হায়ো: গ্রাফ: ইগ্নে: নক্স-ভম: ক্যালী-বাই:)। উদ্গার তুলিতে বেদনা বোধ হয়। পরিপাকশক্তির হ্রাস এবং ভুক্ত দ্রব্যাদি ধীরে জীর্ণ হয়। পাকস্থলী মধ্যে যেন প্রস্তর রহিয়াছে। এইরূপ ভারবোধ হয় (আর্স: হ্রাস),—উদ্গারে উপশম। পাকস্থলী হইতে জ্বালা আরম্ভ হইয়া অন্ত্রমধ্যে সংক্রামিত হয়।

অন্ত্রাশয়াদি।—উদর মধ্যে হুড়্‌হুড়্ গুড়্‌গুড়্ করিতে থাকে; কখনও বা কর্ত্তন ও মুচড়ানবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ তরল মল নির্গমন, অতিসার-মল, পচা মাংসের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও জ্বালা। ঘোর লালবর্ণ মূত্র, তলানি লালবর্ণ এবং মূত্রের উপর তৈলের ন্যায় সর ভাসিতে থাকে। কষায়, ত্বকক্ষয়কারক মূত্র (হিপ: মার্ক: সল্ফ: ককাস্: ফস্: হ্রাস্; সার্সা: ষ্টাফ: ইউরেণ-নাই:)। উপবিষ্ট অবস্থায় মূত্রনলীমধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রমণেচ্ছা অতি প্রবল হইয়া থাকে। অকালে ঋতু আবির্ভূত হইয়া থাকে। প্রসবান্তিক বা ভ্যাদাল বেদনা অতি প্রখর কিন্তু জরায়ুর অতি অসম্পূর্ণ সঙ্কোচন হইয়া থাকে। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব পূর্ণ দুই দিবস বন্ধ থাকে এবং পুনঃ পুনঃ বৃথা বাহ্যের বেগ হয়; রোগিনী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, জ্বরভাব বোধ করে এবং অসহ্য শিরোবেদনা ভোগ করিতে থাকে; অক্ষিগোলকদ্বয় অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত হয় এবং চক্ষু সঞ্চালন মাত্রে বেদনা বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—সাময়িক যন্ত্রণারহিত স্বরভঙ্গ। স্বরভঙ্গ, স্বর অতিক্ষীণ, পুনঃ পুনঃ কাসিয়া গয়ার উত্তোলন করে এবং স্বরনলী মধ্যে জ্বালা অনুভূত হয়। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে

বায়ুনলী শুষ্কবোধ হয়। বক্ষমধ্যে চাপবোধ ও দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিবার আগ্রহ (প্রুণাস্)। কাসির সহিত প্রাতে কফ উত্থিত হয় (আর্জেণ্ট-নাইঃ) সন্ধ্যার সময় উঠে না। কাসির সহিত গাঢ় আঠার ন্যায় কফ উত্থিত হয় কিন্তু প্রাতে ও সন্ধ্যার পর কফ উত্তোলন করা অতি কষ্টসাধ্য। যেন বায়ুনলী মধ্যে গন্ধকের ধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া (পল্‌সেঃ লাইঃ অ্যামিল্ঃ ব্রোম্ঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ) কিম্বা তালুমূলে আঠাবৎ কফ আবদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া কাসি হইতেছে এইরূপ বোধ হয় (লাইঃ)। বাম পার্শ্বে শয়নান্তে রাত্রিতে কাসি (বামপার্শ্বে শয়নান্তে কাসি= লাইঃ ফস্ঃ হ্রাসঃ—রাত্রে শয়নান্তে=ডলিকস্; ড্রসেরা)। কাসিলে যে গয়ার নির্গত হয় তাহা আঠাবৎ ও হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মাময় এবং স্বরনলী হইতে উত্থিত হয় স্বর ও বায়ুনলী মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাসঞ্চয়বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসিয়া তুলিবার চেষ্টা এবং গলরোধ। বায়ুনলী প্রদাহাধিকারে স্বরনলী মধ্যে জ্বালা। কি বিশ্রাম, কি দেহ সঞ্চালন, সকল অবস্থাতেই হৃদ্স্পন্দন হইয়া থাকে। নাড়ী পুষ্ট অথচ ধীর গতি।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা-পৃষ্ঠ ক্ষীণ ও ক্লান্তবোধ হয়, যেন বোঝা বহনবশতঃ বেদনা হইয়াছে। গ্রীবা ঘুরাইলে আড়ষ্ট ও স্ফীত বোধ হয়। গ্রীবা-পৃষ্ঠে অতি তীব্র বেদনা, সময়ে সময়ে বেদনা অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে তৎসহ অসাড়তা, উত্তাপ ও ভারবোধ; বৃদ্ধি=পরিশ্রমে; উপশম=বিশ্রামে এবং নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে। গ্রীবার উভয় (বিশেষতঃ বাম) পার্শ্বে ভয়ানক বেদনা এবং ঐ বেদনা হস্তের অঙ্গুলিতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়, বৃদ্ধি=মানসিক পরিশ্রমে। গ্রীবা ও স্কন্ধের বাম পার্শ্ব হইতে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া ঐ বাহুকে বিবশ করিয়া ফেলে এবং রোগীকে মানসিক বা দৈহিক পরিশ্রম করিবার শক্তি রহিত করে। পৃষ্ঠে, পৃষ্ঠফলকে এবং উপবেশন কালে মেরুপুচ্ছ (শিরদাঁড়ার নিম্নে) মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনানুভব।

প্রত্যঙ্গাদি।—পদদ্বয়ে বিবশকারী বেদনা। রাত্রে শয়ন কালে চরণদ্বয় হিমবৎ শীতল। সকল অঙ্গেই হুলবেধবৎ বেদনা এবং সঞ্চালনকালে সকল সন্ধিই ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। হস্ত কম্পন। হস্তের অঙ্গুলি সকল কখনও হিমবৎ বা মৃত ব্যক্তির ন্যায় শীতল ও স্পর্শজ্ঞান রহিত এবং কখনও বা উত্তাপযুক্ত। সর্ব্বাঙ্গের বিবৃদ্ধি অনুমিতি, রোগী মনে করে তাহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে। আঙ্গুলহাড়া (অ্যাসিড বোর‍্যাসিক্)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থায় বোধ হয় যেন গাত্রত্বক সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি চরণদ্বয় শীতল বোধ হয়; দক্ষিণ অঙ্গ সকল শীতল এবং বাম অঙ্গ স্বাভাবিক উত্তাপযুক্ত। বক্ষ, উদর ও পদদ্বয়ে কম্পন এবং লোমহর্ষণ; পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। উত্তাপাধিকারে ঊর্দ্ধাঙ্গে স্বেদোদ্গম হইতে থাকে। কণ্ডুয়নজনক স্বেদোদ্গম, ঘর্ম্মোদ্গম হইলে এত কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয় যে রোগী গাত্র কণ্ডুয়ন না করিয়া থাকিতে পারে না।

বৃদ্ধি।—স্পর্শে, দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে, মানসিক পরিশ্রমে এবং আহারান্তে। ধূমপানে শিরোবেদনার আবির্ভাব।

উপশম।—উদ্গারান্তে, বিশ্রামে, হস্তদ্বারা নিষ্পেষণে এবং নির্ম্মল বায়ু সেবনান্তে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—কফীয়াঃ ক্যাম্ফোরা।

অনুকূল সম্বন্ধ।—ক্যাল্‌কে: সিপী: সল্‌ফ্‌: লাই: নক্স: ফস্‌: পল্‌সে: থুাস:।

প্রতিকূল সম্বন্ধ।—ফেরম্‌-ফস্‌।

সদৃশ।—আর্জেণ্ট-নাই: ক্রোটন্‌-টিগ্‌: বেল্‌: ষ্ট্র্যামোন্‌: অ্যাক্টীয়া-রেস্‌: অ্যাগার্‌: অ্যানাক: ল্যাকে: ক্যালী-বাই: ন্যাট-মিউ: স্পাইজি: সিন্যাপ্‌:।

তুলনীয়।—মেরুদণ্ডীয় মাথা ব্যথা—সাইলি:। চক্ষুতে উদাস ভাব—বেলাড্‌। অক্ষিগোলক বৃহত্তর বোধ—সাইলি। বাচালতা—ল্যাকে: ষ্ট্রামো:। স্বরনলী—আর্জেণ্ট্‌। হৃৎপিণ্ড—কন্‌ভ্যালে। আঙ্গুলহাড়া—বোরাসিক-অ্যাসিড।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

প্যাসিফ্লোরা ইন্‌কার্ণেটা

(PASSIFLORA).

নামান্তর।—প্যাসন্‌ ফ্লাওয়ার।

প্রস্তুতি।—মে মাসে সংগৃহীত পাতা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—দগ্ধক্ষত; শিশু-বিসূচীকা; আক্ষেপ; দন্তোদ্গম; মৃগী; মূর্চ্ছা; বিসর্প; গৃধ্রসী; অনিদ্রা; ধনুষ্টঙ্কার; সদ্যজাত শিশুর চোয়াল আটকান; ধনুষ্টঙ্কার এবং ক্রিমিদুষ্ট জ্বর; উদরাময় ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—সদ্য-জাত শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কার রোগে ইহার ব্যবহার ও উপকারিতা প্রসিদ্ধ। উপদংশ, বিসর্প, অর্শ প্রভৃতি রোগে ইহার জলীয় সারাংশ বাহ্যিক ব্যবহার জন্য ডাং লিণ্ড্‌সে (Lindsay) উপদেশ দেন। মৃগীর আক্ষেপে ইহা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। মদাত্যয়, জ্বরের অস্থিরতা, বিসূচীকার স্নায়বিক লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ। "অনিদ্রায়" ইহার ব্যবহার সুপ্রসিদ্ধ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—প্রবল শিরঃপীড়া, যেন মস্তকের শীর্ষদেশ উড়িয়া যাইবে (গ্লোনয়ন)।

চক্ষু।—চক্ষু যেন কেহ ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে।

মল ও মলান্ত্র।—তীব্রভাবে অর্শ প্রকাশ পায়।

নিম্নাঙ্গ।—রোগিনীর পায়ের গোড়ালি যেন শূন্যে রহিয়াছে এরূপ বোধ।

নিদ্রা।—অনিদ্রা ও অস্থিরতা।

সম্বন্ধ।—তুলনীয়—মৃগী ও ধনুষ্টঙ্কারে—ইগ্যাস্থি: নক্স-ভ:। গোড়ালি উপর দিকে উঠা (ফস্‌ফরিক-অ্যাসিড্‌)।

শক্তি।—মূল আরক এবং ১ম ক্রম।

পেট্রোলীয়াম্‌

(PETROLEUM).

নামান্তর।—রক্‌ অয়েল ; কোল অয়েল।

প্রস্তুতি।—বিশোধিত তৈলের বিচূর্ণ ও তরল ক্রম প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাং অ্যালেন বলেন - যাহাদের কেশ ও ত্বক পাতলা ; যাহারা উত্তেজনশীল বা বিবাদপ্রিয়, সহজে বিরক্ত হয়—তাহাদের পীড়ায় ইহা উপযোগী। যানারোহণ ও রেলপথে ভ্রমণ ও জাহাজে ভ্রমন জনিত পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ চর্ম্মরোগ, সামুদ্রিক বিবমিষা, এবং বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন সহযুক্ত পাশ্চাতিক শিরঃপীড়াতে ইহা অত্যন্ত উপযোগী। বহুকালের ক্ষয়কারক রোগে, ক্ষত সহ বা ক্ষতরহিত দুরারোগ্য পাকাশয়িক ও আন্ত্রিক রোগে, অল্পবয়স্ক বালিকাদিগের হরিৎপাণ্ডুরোগে, এবং দেহের যেরূপ অবস্থায় ত্বকের উদ্গমোন্মুখী উদ্ভেদকে বাহির করিবার শক্তি থাকে না, কিম্বা যেরূপ অবস্থায় কোন গাত্রোদ্ভেদের বিলোপান্তে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না কিম্বা কোন রোগ উৎপত্তি স্থান হইতে প্রতিক্ষেপ বশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে, সেই সকল রোগে ও অবস্থায় ইহার উপকারিতা অতুলনীয়। ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—(১) রোগী মনে করে তাহার নিকটে বা শয্যায় অন্য এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছে। (২) পশ্চাৎ মস্তকের শিরোবেদনা,—বেদনা মূর্দ্ধাদেশে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে এবং গ্রীবা আড়ষ্ট বোধ হয়,—তৎসহ বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন বিদ্যমান থাকে। দ্রুত মস্তক সঞ্চালনে উপশম। (৩) হস্তের অঙ্গুল্যগ্র সকল স্পর্শাসহিষ্ণু এবং ফাটিয়া যায়, শীতকালে এবং শীতল জলবায়ুতে বৃদ্ধি। (৪) পামাকচ্ছু,—দগদগে, উত্তেজনা জনক ; বৃদ্ধি= শীতকালে। হস্ত বা অন্য অঙ্গের উপর উদ্ভেদোদ্গম,—পুরু চিপিটিকা বা চটাবৃত এবং গভীর বিদারণ বা ফাটা। (৬) মুষ্কের উপর বিচর্চ্চিকা—উদ্ভেদ লাল দগ্‌দগে, জ্বালা করে এবং তাহা হইতে আঠাবৎ রস নির্গলিত হইতে থাকে। এতদ্বিষয়ীভূত রোগীর মনোমধ্যে নানা প্রকার অলীক অনুমিতির উদয় হয়, তন্মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি প্রধান :—মস্তিষ্ক যেন তিমিরাচ্ছন্ন ; শিরোমধ্যস্থিত পদার্থ মাত্রে যেন সজীব ; মস্তক যেন কাষ্ঠময় বা ব্যথাযুক্ত ; যেন শিরোপরে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ; অবগুণ্ঠনান্তরিতবৎ দৃষ্টি ; যেন চক্ষুমধ্যে ধূলিকণা পতিত হইয়াছে ; নাসাদণ্ডের উপরিস্থিত ত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয় ; উদরোর্দ্ধ প্রদেশের অভ্যন্তরে যেন কি উৎপাটিত হইয়া যাইতেছে ; হৃদ্‌প্রদেশে যেন একখণ্ড শীতল প্রস্তর ন্যস্ত আছে ; গুল্ফতলে যেন কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইয়া আছে ; হস্ত পদাদি সন্ধিহীন এবং আড়ষ্ট বোধ ; হনু যেন প্রসারিত হইয়াছে। অধিকন্তু সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা,—মলত্যাগ করিয়া আসিবামাত্র, রাত্রে প্রায়ই তজ্জন্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় ; সামান্য আহারে ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ; আকাশ শূন্য থাকিলেই শূলবেদনার আবির্ভাব ; মিষ্টান্ন

ভোজনে অত্যন্ত আগ্রহ; পাকাশয় শূন্য বোধ,—প্রভৃতি কয়েকটীও ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—পথে যাইতে যাইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে স্থির করিতে পারে না; (সুপরিচিত পথ সকল অপরিচিত বোধ হয়=ক্যানাব্-ইন্: গ্লোন্: ল্যাকে: নক্স্-মস্:)। প্রলাপ,—রোগীর মনে হয় যেন আর একজন কে তাহার পার্শ্বে শুইয়া রহিয়াছে (ষ্ট্র্যামোন্: থূযা—রোগী মনে করে সে তিন জন এবং গাত্রাবরণে কুলাইতেছে না=ব্যাপ্টি:) কিম্বা যেন তাহার একটী প্রত্যঙ্গ দুইটী হইয়াছে, কিম্বা যেন দুইটী শিশু তাহার পার্শ্বে শুইয়া আছে (ভ্যালি:)। বিমর্ষ এবং রোদন-পরায়ণ। উত্তেজিত এবং কোপন স্বভাব,—সামান্য বিষয়ে ক্রোধ প্রকাশ করে এবং দুর্ব্বাক্য বলে; উদ্বেগপূর্ণ চিত্ত এবং অস্থিরমতি। চিন্তাশক্তি রাহিত্য। বোধ শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। হত্যা করিবার প্রবৃত্তি। ভ্রমদর্শন।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তক নিচু করিয়া শুইলে (আর্স্: পল্‌সে:); হেঁট্ হইলে (পল্‌সে: গ্লোন্: নক্স্-ভম্: ক্যালী-কার্ব্: ল্যাকে:),—শয্যা বা আসন হইতে উঠিলে (ব্রাই: ন্যাট্র-মিউ:—আসন হইতে উঠিলে=নক্স্: ফস: পল্‌সে:); মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে শিরোঘূর্ণন অনুভূতি; সামুদ্রিক বিবমিষা পীড়ার ন্যায় (ককীউ:)। শিরোবেদনা,—পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা,—শিরোপশ্চাৎ যেন সীসক পূর্ণ এইরূপ ভার বোধ হয় (ওপী: ল্যাকে:),—নিষ্পেষণ ও দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা; যেন শিরোমধ্যস্থিত সকল পদার্থই সজীব (সিলিকা); অসাড়, ব্যথাযুক্ত; মস্তক বোধ হয় যেন কাষ্ঠময় (গ্র্যাফ্:)। যেন মস্তিষ্ক তিমিরাচ্ছন্ন এইরূপ অনুভব। পুনঃ পুনঃ শিরোঘূর্ণন,—বিশেষতঃ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে (পল্‌সে: গ্রাফ্: ট্যাবাক্:)। শিরোঘূর্ণন,—বিবমিষা ও পিত্তবমন সহযোগে (চিনিন্-সল্‌ফ্: ফেরাম্: নক্স্-ভম: সাই:-স্পাইজি:)। শিরোবেদনা,—ক্রোধোদ্রেকের পর (ফস্: অসন্তোষের পর=প্ল্যাট্: বিরক্তির পর=ক্যামো: কফী:),—কিম্বা প্রাতে উপবাস কালে এবং সন্ধ্যার পর পাদচারণান্তে। একপার্শ্বগত শিরোবেদনা বশতঃ রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। মানসিক পরিশ্রম মাত্রে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয়;—এমন কি চৈতন্য পর্য্যন্ত লোপ হইয়া থাকে। শিরোপশ্চাতে নিষ্পেষণ বা হুলবেধবৎ বেদনা; মস্তকের ত্বক স্পর্শকাতর,—যেন ক্ষত বা ব্যথাযুক্ত, তৎপরে মস্তক অসাড় হইয়া যায় এবং কণ্ডুয়ন করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়,—প্রাতে এবং মস্তক উত্তপ্ত হইলে বৃদ্ধি। মস্তকের পশ্চাৎভাগে বেদনা, সর্ব্বাঙ্গ আক্ষেপযুক্ত হয় এবং রোগী চীৎকার করিতে থাকে, ক্ষুধা থাকে না এবং মলবদ্ধতা প্রকাশ পায়। শিরোপশ্চাৎ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া মূর্দ্ধাদেশে সঞ্চরণ করে এবং তথা হইতে ললাট ও চক্ষুর্দ্বয়কে আক্রমণ করে, ক্ষণিক দৃষ্টিহীনতা সংঘটিত হয়; রোগী শক্তমক্ত হইয়া যায় এবং (সময়ে সময়ে) তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া থাকে। মস্তকের উপর যেন শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ অনুভব। মস্তকের ত্বক হইতে তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া মরা মাসের

সৃজন হয়। সরস শিরোপামা (নূতন বা পুরাতন) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগেই অধিক। ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক্‌।

চক্ষু।—প্রাতে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না ; দৃষ্টি তিমিরাচ্ছন্ন, চক্ষু মধ্যে নিরন্তর ব্যথা বোধ,—সন্ধ্যার সময় এবং আলোক সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয়। মাংসাঙ্কুরময়-চক্ষু-প্রদাহের পর বা বসন্ত রোগের পর অক্ষিপক্ষ্ম প্রদাহ, তৎসহ আভ্যন্তরিক বা নাসামূল সংলগ্ন অপাঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা ও উত্তেজনা। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আরক্তিম শিরাময়-চক্ষু,—চক্ষু হইতে শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় এবং গণ্ডদ্বয় খস্‌খসে প্রতীয়মান হয়। নাসামূলে বেদনা বোধ সহ অক্ষিপুট স্ফীত হইয়া উঠে (আর্জেণ্ট-নাই: মার্ক্‌: ন্যাট-কার্ব:) এবং নাসিকা ও চক্ষু হইতে পূয়বৎ শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে (মিডহ্রাইন্‌: স্কীলা: সিফিলাইন্‌: আর্জেণ্ট-নাই:)। উপদংশ-রোগ-চক্ষুর উপতারকা-প্রদাহ,—শিরোপশ্চাতে অতীব দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা। অশ্রুনালি (ক্যাল্‌কে: অ্যা-ফ্লু: লিলি:), তৎসহ দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের শুষ্কতা। অক্ষিপুটের কণ্ডুয়ন বশতঃ রোগী তাহা মর্দ্দন করিতে বাধ্য হয় (প্যাল্যাডীয়াম্‌: পল্‌সে:)। দৃষ্টি সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ উড়িতে থাকে (সিঙ্কো: ওপী:—শিরোবেদনা) কিম্বা যেন অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া দেখিতেছে এইরূপ অনুমিতি (কষ্টি: হায়ো: লিথী-কার্ব: ন্যাট্‌-মিউ: ফস্‌:-হ্রাস্‌:-সলফার)। দৃষ্টি সমক্ষে যেন কাল বিন্দু সকল উড়িতেছে এইরূপ দৃষ্টি হয় (গ্লোন্‌: ন্যাট-মিউ: সিপী:)।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে টিং টিং শব্দ অনুভব। বৃদ্ধদিগের শ্রবণ শক্তির হ্রাস্‌। কর্ণমধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য জনক শুষ্কতা অনুভূতি। কর্ণ পশ্চান্নলীর বিকৃতি বশতঃ বধিরতা সহ কর্ণমধ্যে সোঁ সোঁ, ভোঁ ভোঁ ইত্যাদি নানাপ্রকার শব্দ হইতে থাকে এবং সময়ে সময়ে কটাস করিয়া উঠে। কর্ণমধ্যে বহুপাদ অর্ব্বুদ, তৎসহ কর্ণমল সঞ্চয়াধিক্য। কর্ণাভ্যন্তর হইতে শোণিত ও পূয় স্রাব। কর্ণপশ্চাতে ক্ষত উদ্গত হইয়া তাহা হইতে রস নির্গলিত হইতে থাকে (গ্র্যাফ্‌: সোরাইন্‌:)। কর্ণরন্ধ্রের প্রদাহ ও ব্যথাযুক্ত স্ফীতি। কর্ণশূল,—গ্রহাকর্ষণ ও চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে অল্প পরিমাণে শোণিতপাতান্তে শিরোবেদনার উপশম হয় (বীউফো: ফেরাম্‌-ফস্‌: ম্যাগ-সাল্‌ফ্‌: মিলিলোট্‌:)। নাসিকা মধ্যে শুষ্কতা অনুভূতি এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি ; ফুঁৎকারান্তে রন্ধ্রসংলগ্ন শিক্‌নী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বহির্গত হইয়া যায়। নাসাপশ্চাৎ রন্ধ্র মধ্যে গাঢ় শিকনী সঞ্চিত হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ প্রাতে। নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠে এবং নাসামূলে ব্যথা অনুভূত হয় ; রন্ধ্রমধ্য হইতে পূয়বৎ শ্লেষ্মা স্রাব। (হিপ্‌: মার্ক্‌: হিপোজিনিন্‌: গ্র্যাফ্‌: ইপোমীয়া: ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড্‌:)। স্বরভঙ্গ সহ জলবৎ সর্দ্দিস্রাব। নাসিকা কণ্ডুয়ন, (কষ্টি: চেলিড্‌: সিপী:)।

মুখমণ্ডল।—মূর্ত্তি পাণ্ডুবর্ণ। মুখমণ্ডলের ত্বক ঈষৎ টান বোধ হয় যেন তদুপরে অণ্ডলালা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে (অ্যা-সল্‌ফ্‌:—যেন লূতাতন্তু সংলগ্ন হইয়া আছে=বোর্‌: ব্রোম্‌: গ্র্যাফ্‌: র‍্যানান্‌-স্কিরেট্‌:) মুখদূষিকা—মুখমণ্ডলে ব্রণ। ওষ্ঠোপরে ওষ্ঠের ভাঁজ মধ্যে

পীড়কা এবং তন্মধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা বোধ হয়। প্রাতে সামান্য কারণে হনু সন্ধিচ্যুত হইয়া যায় এবং তন্মধ্যে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। নিম্ন হনুর বাম পার্শ্বের বহির্ভাগ স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহা স্পর্শ করিলে বা মাথা হেঁট করিলে তন্মধ্যে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়। নিম্ন হনুতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে (সিস্কো: লাই: সাইলি: ইন্যাম্বি: আর্জেণ্ট: ব্যারাই-মিউ: কোণা: আয়োড্: ক্যালী-আয়োড্: ফাইটো:)। মুখের চতুর্দ্দিক শল্কাবৃত।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে এবং রাত্রে, তৎসহ গণ্ডস্ফীতি। দন্তসকল অসাড় এবং দন্তে দন্ত নিপীড়িত করিলে ব্যথা বোধ। মাড়ী স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্পর্শ করিলে তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা অনুভূত হয়। দন্তনালি (অ্যাসিড্-ফ্লু: সিলি: অরাম্-মিউ: ব্যারাই-কার্ব্: ক্যাল্কে: কষ্টি: ষ্ট্যাফ্:)। জিহ্বা,—মধ্যাংশ শ্বেত লেপান্বিত এবং প্রান্তভাগ কাল রেখাঙ্কিত (প্রান্তদ্বয় আরক্তিম বা শ্বেত রেখাঙ্কিত=বেল্: জেল্সি: মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ,—সময়ে সময়ে রসুনের ন্যায় গন্ধ নির্গত হয়। মুখের লালাও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। প্রাতে মুখ ও কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয় এবং রোগীর অত্যন্ত তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়া থাকে। গণ্ডাভ্যন্তরে ক্ষত জন্মায় (গ্যাম্বোজ্:),—দন্তে দন্ত সংলগ্ন করিলে ব্যথা বোধ হয়। মুখ ও কণ্ঠ মধ্যে অধিক শ্লেষ্মা জমা। কীটভুক্ত দন্তের উর্দ্ধাংশে পূয়বটী বা পূযপূর্ণ ছোট ফোড়া (কার্ব্বো-অ্যান্: অ্যালো)।

গলমধ্য।—আহার্য্য গলাধঃকরণ কালে নাসাপশ্চাৎরন্ধ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হয় (সাইলি: জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে গেলে নাসিকা মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া আইসে=এরাম্: ল্যাকে: ইন্যাম্বি: ফাইটো:—উপঝিল্লী প্রদাহ রোগে ঐরূপ হইলে=ক্যালী-পার্ম্যাং: ল্যাক্-ক্যান্: অ্যা-সল্ফ:—আহার্য্য দ্রব্যাদি নাসিকা মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া আইসে=লাই: ফস্:—আহার্য্য দ্রব্যাদি নিগীরণ কালে বিপথগামী হয়=ন্যাট্র-মিউ:)। কণ্ঠাভ্যন্তর স্ফীত (হিপ্: সোরাইন: পল্সে:) ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয় (ইস্কীউ: কার্ব্বো-ভে: ল্যাক্-ক্যান্: ফাইটো: ষ্টিক্টা: এপীস্: সেনেগা)। গলাধঃকরণ কালে কণ্ঠাভ্যন্তর হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (ক্যালী-আয়োড: এপীস্: অ্যালীউ: অরাম্: ব্যারাই:)। কণ্ঠ শুষ্ক, নীরস এবং স্পর্শাসহ এবং গিলিবার সময় গ্রীবাপৃষ্ঠে ব্যথা বোধ হয়। প্রাতে কাসিলে গলমধ্য হইতে গাঢ় আঠার ন্যায় এবং কটু স্বাদ বিশিষ্ট কফ উত্থিত ও নির্গত হয়।

পাকস্থলী।—মলত্যাগের অব্যবহিত পরেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়; সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা; কিন্তু সামান্য আহারেই পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। রাত্রে ক্ষুধা বশতঃ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (ল্যাই: মেরাম্-ভি: ফস্:—রাক্ষসী ক্ষুধা=অ্যাব্রোট্: আয়োড: সিনা: ন্যাট্র-মিউ:)। যখন তখন একটু আধ; উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহারাকাঙ্ক্ষা (ইপিক্: ষ্ট্যাস্:—শিশুদিগের=সিস্কো:),—মধ্যান্ত্র ক্ষয় রোগাধিকারে মাংস, মেদময় দ্রব্যাদি এবং উষ্ণ ও রন্ধন করা আহার্য্যে অরুচি (উষ্ণ দ্রব্যে অরুচি=সিস্কো: ফেরাম্: ল্যাই: ম্যাগ্-কার্ব্: মার্ক্-মার্ক্-কর: ভেরেট্:—রন্ধন করা দ্রব্যে অরুচি=ক্রিয়ো: গ্র্যাফ্: সাইলি:)। অনবরত জলপান এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করে (ক্যালী-ব্রোম্:)। ভোজনান্তে দৃষ্টির অস্বচ্ছতা ও শিরোঘূর্ণন

বিবমিষা ; পাকাশয় মধ্যে ভার ও চাপ বোধ ; নিদ্রাবেশ ; কিম্বা পুনঃ পুনঃ উদ্গার ও শূলবেদনা এবং মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ, অম্লাক্ত বা তিক্ত উদ্গার, বিবমিষা এবং তিক্ত হরিদ্বর্ণ পদার্থ বমন ; বৃদ্ধি=শকটারোহণে ভ্রমণ করিলে, গর্ভাবস্থায় এবং প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে (শকটারোহণে=আইরিস্: ককীউ: সিপীয়া: লাই: ম্যাগ্-কার্ব্: নক্স্-মস্: থিরিড্:—গর্ভাবস্থায়=অ্যাসেরাম্: ক্রিয়ো: অ্যা-ল্যাক্ট: নক্স্-ভম্: সিপী: সিম্ফোরিকার্পাস্: অ্যা-কার্ব্বল্: ট্যাব্যাক্:—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে=কোণা: নিদ্রাভঙ্গের একঘণ্টা পরে=কার্ব্বো-ভেজি:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ বেদনা, যেন কি উৎপাটিত হইতেছে (অ্যাক্টী-স্পাই ড্যাফ্নী: প্লাম্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পরিপূর্ণ বা স্ফীত এবং স্পর্শ করিলে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভূত হয়। ঘর্ম্মোদ্গম এবং বিবমিষা সহ পাকস্থলী মধ্যে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয় এবং ঐ বেদনা বক্ষমধ্যে পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। পাকাশয় শূল, নিষ্পেষণ বা আকর্ষণবৎ বেদনা,—উপশম=আহারান্তে (অ্যানাক্: চেলিড্: গ্র্যাফ্: ল্যাকে:)। পাকস্থলী শূন্য ও তন্মধ্যে অবসাদ অনুভব (আহারের পরেই=আর্স্: ক্যাল্কে: সিনা: আয়োড্: লাই: সাইলি: ষ্ট্যাফ্ আর্টিকা-ইউ:)। প্রায় সর্ব্বদা, বিশেষতঃ প্রাতে, বিবমিষার উদ্রেক হয়, মুখে জল উঠিতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয়, অম্ল উদ্গার উঠে, জিহ্বা শুষ্ক ও শ্বেতবর্ণ হয়, যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, মুখমণ্ডলে উত্তাপ, শিরোঘূর্ণন ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বুকজ্বালা। পরিপাকশক্তি হীন হইয়া যায় (ওলীয়্যান্: অ্যা-বেন: অ্যানাক্: হাইড্র্যাষ্ট্: ওপী. জিঞ্জিবার)। উদ্ভেদাদির অপরিপক্ক অবস্থায় বিলোপ বশতঃ উদরাময় (সল্ফ্: অ্যাণ্ট্:-টার্ট্: ব্রাই: হায়ো: আর্টিক-ইউ: সোরাইন্:)।

অন্ত্রাশয়।—নখবেধবৎ অন্ত্রশূল বশতঃ শেষ রাত্রে অনিদ্রা,—সম্মুখদিকে বক্র হইলে উপশম বোধ হয়। উদরমধ্যে শৈত্য অনুভব (সীড্রন্: গ্র্যাটি: ক্যালী-ব্রোম্:)। রাত্রে এবং শেষরাত্রে অন্ত্রশূল সহ ভেদ। উদর মধ্যে অন্ত্রকূজন।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—প্রবল মলবেগ বশতঃ প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (সল্ফ্:),—সজোরে জলবৎ মলত্যাগ। নাভির কিঞ্চিন্নিম্নে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ শূলবেদনা অনুভূত হয় এবং অন্ত্রকূজন শ্রুত হইতে থাকে। মল, আঠার ন্যায় এবং পেটবেদনার পর নির্গত হয় ; সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল উদরাময়,—বৃদ্ধি=দিবসে ; রক্তাক্ত আমাশয়,—অধিকাংশ স্থলে পরিমাণে অত্যন্ত অধিক ; কখনও বা পীতবর্ণ এবং জলবৎ ; তলপেট ও মলান্ত্রমধ্যে অবসাদ বোধ। দিবাভাগে উদরাময় (ন্যাট্-মিউ:) ; কপী বা শুষ্ক কপি ভক্ষণ জনিত বা শকটারোহণে সম্ভূত উদরাময় (ককীউ: নক্স্-মস্:)। মলকাঠিন্য, মল কষ্টসাধ্য, অত্যন্ত কঠিন গুটিলাময়। অর্শ এবং মলদ্বার, ফাটা ও অত্যন্ত কণ্ডুয়নজনক ; মলদ্বারের চতুষ্পার্শ খুস্কির মত ছাল পড়া। মলদ্বারের উপরে এবং মধ্যে মাষক বা আঁচিল হয় এবং তাহা হইতে রস পড়ে। অর্শ,=তন্মধ্যে অত্যন্ত কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয় ; রাত্রে শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে, এবং মর্দ্দন বা কণ্ডুয়ন করিলে বৃদ্ধি।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবান্তে নিরন্তর ফোঁটা ফোঁটা মূত্র স্রাব (ক্যানাব্-ইন্: কোণা: সেলিন্: ষ্ট্যাফ্:)। প্রস্রাবের সহিত শ্লেষ্মা স্রাব (ন্যাট্-মিউ: পল্সে: সার্সা: সিপী: চিম্যাফিলা-আম্:

ক্যাম্ফা: মার্ক: প্যারীরা: স্ট্যাট্-সল্‌ফ্:)। পুনঃ পুনঃ ক্ষীণ স্রোতে মূত্র ত্যাগ,—মূত্র লাল বা কপিশ বর্ণ ও দুর্গন্ধ। মূত্র, রক্তাক্ত ও ঘোলা,—তলানি=লাল আঠামর রেণু,—মূত্রাধারের গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে; প্রস্রাবের উপর চাকচিক্যময় সর ভাসে (ক্যাল্‌কে: প্যারিস্: ফস্: সোরাইন্:—তৈলবৎ সর=হিপ্: লাই: মিড্‌হ্রাইন্: প্যারিস্: সল্‌ফ্:)। অসাড়ে মূত্র ত্যাগ হয়। শয্যামূত্র। মূত্রনালীর মধ্যে জ্বালা; মূত্রনালী সঙ্কোচন (পল্‌সে: স্ট্যাট্-মিউ: বার্ব্‌: চিম্যাফিলা: ক্লিম্: ইণ্ডিগো: মার্ক: ক্যালী-অ্যায়োড্:)। প্রবল প্রস্রাব-বেগের পর প্রস্রাবের সময় রমণীদিগের মূত্রনালী দ্বারে অত্যন্ত কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—পুরাতন প্রমেহ সময়ে সময়ে প্রকাশ পায়; মূত্রনালী মধ্যে অসহনীয় কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। মুষ্কের উপর, মুষ্ক ও উরুর মধ্যস্থলে এবং বিটপদেশে রসসিক্ত কণ্ডুয়নজনক দদ্রুবৎ উদ্ভেদ বাহির হইয়া থাকে। রমণাকাঙ্ক্ষার হ্রাস। প্রায় রাত্রে স্বপ্নদোষ হয়। মূত্রাধার-মুখশায়িকা-গ্রন্থি হইতে রস স্রাব; মুখশায়িকা গ্রন্থির প্রদাহ (পল্‌সে: সাইলি: হিপ: ক্যালী-বাই: ষ্ট্যাফ: অ্যা-নাই: থুযা: চিম্যাফিল-অ্যাম্;)। রমণান্তে অবসাদ ও স্নায়বিক উত্তেজনা। লিঙ্গমণির উপর রক্তবর্ণ, কণ্ডুতিজনক পীড়কা (ব্রাই: সিন্নাবার্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রমণালিঙ্গনে অনাসক্তি। আর্ত্তব,—স্রাব অত্যন্ত বিলম্বে আরম্ভ এবং পরিমাণে অপর্য্যাপ্ত; রজঃ সংস্পর্শে কণ্ডুতির উদ্রেক হইয়া থাকে; আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মস্তক মধ্যে দপ্ দপানি অনুভূত হয় (বেল্: বোর্: ল্যাকে:—যেন করোটী উঠিয়া আসিবে=জ্যান্থক্স:); আর্ত্তবাস্রাবকালে কর্ণ মধ্যে "ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ" প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হয় (ইগ্নে: সিঙ্কো: ভেরেট:) এবং দেহের শৈথিল্য বা আলস্য বোধ হইয়া থাকে (গ্র্যাফ: হোলোন্: ক্যালী-কার্ব: নক্স্-মস্:)। দীর্ঘকাল যাবৎ উদরাময় ভোগ বশতঃ জীর্ণ শীর্ণ রোগিনীদিগের জরায়ুভ্রংশ,। প্রদর স্রাব অণ্ডলালার ন্যায় এবং শ্বেতবর্ণ (অ্যালীউ: অ্যামন্-মিউ: বোভি: হাইড্রাষ্ট: প্ল্যাট:), কিম্বা প্রতি রাত্রে কামোদ্দীপক স্বপ্ন; জননেন্দ্রিয় প্রদেশ স্পর্শাসহ বা ক্ষয়িতত্বকবৎ, সর্ব্বদা রসসিক্ত এবং অসহনীয় কণ্ডুয়ন (যোনিদ্বার এবং উরুদ্বয়ের মধ্যস্থল সর্ব্বদা রসসিক্ত (ক্যাল্‌কে:—যোনি প্রদেশ যেন রসসিক্ত এই ভ্রম=ইউপেট-পার্পীউ:)। গর্ভাবস্থায় ভেদ ও বমন (ফস্: পল্‌সে: সিপী: এপীস্, চেলিড্: আর্স: আইরিস্; লাই:—আর্ত্তবাস্রাব কালে বিসূচিকার ন্যায় ভেদবমনাদির আরম্ভ (অ্যামন্-কার্ব: বোভি: অ্যামন্-মিউ সিন্নাবার্:)। স্তনদ্বয় কণ্ডুয়নযুক্ত এবং উহাতে মরাছাল পড়া। স্তনবৃন্তের উপর চালের গুঁড়ির ন্যায় লেপ প্রতীয়মান হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ,—কণ্ঠ শুষ্ক বোধ সহ বিরক্তিকর কাসি,—কাসিতে কাসিতে শ্বাসরোধ হইয়া যায়, এক নিশ্বাসে কাসির শেষ হয় না। রাত্রে শ্বাসরোধক কাসি। রাত্রে বা সন্ধ্যার পর শয়নান্তে শুষ্ক কাসির আবির্ভাব। বক্ষ গহ্বরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কাসির উদ্রেক; হাসিলে হৃদয়বিদারক শূন্য গর্ভ কাসির উদ্রেক হয়; নিদ্রিত অবস্থায় কাসির উদ্রেক হয়; নিদ্রিত অবস্থায় কাসির উদ্রেক হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। শুষ্ককাসি বশতঃ বক্ষমধ্যাস্থিভাগে বিদ্ধকারী বেদনানুভব; শীতল বায়ু সংস্পর্শে বক্ষোপরে

চাপবোধ রাত্রে বুকচাপ বোধ। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে শৈত্যানুভূতি,—যেন তদুপরে একখণ্ড শীতল প্রস্তর সংস্পৃষ্ট হইয়া আছে (কার্ব্বো-অ্যান্: ক্যালী-ক্লো: ক্যালীনাই: গ্র্যাফ: ন্যাট-মিউ) হৃৎপিণ্ড প্রদেশে উত্তাপ ও চাপবোধ ও হৃদস্পন্দন সহ মুর্চ্ছোপক্রম।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা আড়ষ্ট বোধ হয়, এবং মস্তক ফিরাইলে অস্থি স্ফুটিত ও মট্ মট্ শব্দ হয়। গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা। গ্রন্থি বিবর্দ্ধন এবং নানাপ্রকার উদ্ভেদ। ত্রিকাস্থি প্রদেশে বেদনা বশতঃ রোগী দাঁড়াইতে পারে না, কটিদেশে ব্যথা বশতঃ দাঁড়াইতে পারে না (ব্রাইঃ)। কটিদেশে বেদনা বশতঃ রোগিনী নড়িতে পারে না। উপবেশন কালে মেরুপুচ্ছে বেদনা বোধ (ক্যালী-বাইঃ ল্যাকেঃ)। সন্ধ্যার সময় কটি ও মেরুপুচ্ছে আড়ষ্টতা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। বগলের গ্রন্থি মধ্যে পুয উৎপন্ন হওয়া।

প্রত্যঙ্গাদি।—বগলের মধ্যে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম (সাইলি: অ্যা-নাই: হিপ: সাই:) বাহু ও হস্তের উপরিস্থিত পুরাতন পামাকচ্ছু ; আক্রান্ত অংশ ক্ষয়িতত্বকবৎ, আরক্তিম এবং জ্বালাযুক্ত, রসসিক্ত কিম্বা পুরু চিপিঠিকাবৃত। হস্তের উপর গভীর রক্তবর্ণ বিদারিত রেখা সকল দৃষ্ট হয়,—পুরু চিপিটিকাবৃত,—বৃদ্ধি=শীতকালে (অ্যালীউ:)। বাহুর উপর কপিশ বা পীতবর্ণ দাগ সকল প্রতীয়মান হয়। মণিবন্ধ যে মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত বোধ হয় (আর্ণি: কার্ব্বো-অ্যান্: সাই: ল্যাকে: হ্রুডো:)। করতল জ্বালা ; হস্তের নখ সকল স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। অঙ্গুলি অগ্র কর্কশ, বিদারিত, এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বা কর্ত্তনবৎ বেদনা। জানু হইতে গুলফ পর্য্যন্ত স্ফীত, নীলবর্ণ রস স্রাবশীল, কিম্বা সহজে উন্মোচনীয় চিপিটিকা বা কণ্ডুতিজনক এবং অগ্নিস্পৃষ্টবৎ জ্বলিতে থাকে। পদের বিস্তৃতি-প্রবণ ও সরস সূত্রময় শাদা পর্দ্দা-যুক্ত ক্ষত। জানু ও গুলফ প্রদেশে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। পদাঙ্গুলিতে ফোস্কা হইয়া ক্ষতে পরিণত হয় ; পদতল উত্তপ্ত স্ফীতিযুক্ত ; তন্মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা। গুল্‌ফতল অত্যন্ত ব্যথান্বিত, আরক্তিম ও স্ফীত হইয়া উঠে ; শীতস্ফোট বা পাঁকুই। চরণ স্ফীত ও শীতল। পদতল স্পর্শকাতর এবং দুর্গন্ধ স্বেদসিক্ত (গ্রাফ্: স্যানিক: সাইলি:)। পদদ্বয়ের সন্ধি মধ্যে মট্ মট্ শব্দ হয় এবং দিবস উরু, ডিমা ও চরণে ; এবং রাত্রে পদতলে খাল ধরে। উরু ও পদডিমার উপর বিস্ফোটক উদ্গত হয় ; হস্ত ও পদতল অত্যন্ত উত্তাপ ও জ্বালাযুক্ত (স্যাঙ্গিউইন্: সল্‌ফ:)। জানুমধ্যে অস্ত্রবেধবৎ যন্ত্রণা। গুলভতলে যেন কণ্টক বা সূক্ষ্ম কাষ্ঠফলক বিদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব ; হস্ত পদাদিতে প্রায় ঝিঁ ঝিঁ ধরে এবং আড়ষ্ট হইয়া যায়। সন্ধিসকল বাতাশ্রয় বশতঃ আড়ষ্ট এবং আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিলে শব্দ হয়। উপদংশ বিষজ-বাতাশ্রয় বশতঃ স্কন্ধ ও গুল্‌ফ আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

ত্বক।—সর্ব্বাঙ্গের ত্বকই স্পর্শাসহিষ্ণু ; বস্ত্র পরিধান ব্যথাজনক বোধ হয় ; সামান্য নখব্রণও ক্ষততে পরিণত হইয়া থাকে (হিপ: গ্র্যাফ:)। কণ্ডুয়নজনক দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ও ক্ষত। পুরাতন পামাকচ্ছু,—আক্রান্ত অংশ ক্ষয়িতত্বকবৎ প্রতীয়মান হয়। গাত্রের স্থানে স্থানে কণ্ডুয়ন জনক রসসিক্ত ক্ষত বা ফাটা গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে কপিশ বা পীতবর্ণ দাগ প্রতীয়মান হয়। ক্ষতমধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা এবং চতুর্দ্দিক বিবর্দ্ধিত মাংস বেষ্টিত। অধিকাংশ

স্থলে উন্নত পার্শ্ব বিশিষ্ট গভীর ক্ষত সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রন্থি সকল স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া থাকে। আমবাত। বৃদ্ধদিগের সর্ব্বাঙ্গে গাত্রকণ্ডুয়ন; বিশেষতঃ যোনি, বিটপ ও মলদ্বার প্রদেশে অসহনীয় কণ্ডুতির উদ্রেক হইয়া রোগীকে অস্থির করিয়া তুলে এবং নিদ্রা যাইতে দেয় না। গাত্রের কোন অংশ ছিন্ন হইয়া গেলে শীঘ্র আরোগ্য হয় না। শুষ্ক বা রসস্রাবী উদ্ভেদ বশতঃ রাত্রে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উদ্রেক। আঁচিল।

নিদ্রা।—নিদ্রিত (বা প্রলাপযুক্ত) অবস্থায় রোগিনী মনে করে যেন তাহার তিনটী পদ এবং তৃতীয় পদটীকে সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছে না; যেন তাহার পার্শ্বে আর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কিম্বা (প্রসবান্তিক বিকারে) যেন তাহার শয্যায় দুইটী শিশু শুইয়া আছে (ভ্যালিঃ)। দিবসে বা সন্ধ্যার সময় স্থির হইয়া উপবেশন করিলে নিদ্রাবেশ ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর মনে হয় যেন অতি অল্পক্ষণ নিদ্রা হইয়াছে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—প্রাতে দশটার সময় জ্বরের আক্রমণ, সান্ধ্য প্রকোপই ইহার প্রধান লক্ষণ। শীতাবস্থা,—প্রাতে ১০টার সময় শীতারম্ভ হইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল থাকে,—হস্ত ও মুখমণ্ডল হিমবৎ শীতল হইয়া থাকে। প্রত্যহ বৈকালে ৩টা বা ৪টার সময় দুইঘণ্টা ব্যাপী শীতার্ত্ততা,—হস্তদ্বয় অত্যন্ত শীতল ও মুখবিবর শুষ্ক বোধ হয়। সন্ধ্যা ৭টার সময় সকম্প শীতাবির্ভাব হইয়া নিম্নাঙ্গ ব্যতীত সমগ্র দেহ ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে, এবং দেহের ঐ স্বেদহীন নিম্নাংশ তুষারশীতল অনুভব হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সকম্প শীতাবির্ভাব। শীতার্ত্ততা সহ কম্পন, মুখমণ্ডল হিমবৎ, গণ্ডদ্বয় এবং হস্তের অঙ্গুলি ও নখ সকল নীলবর্ণ ধারণ করে। গৃহবহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে শীতবোধান্তে সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত কণ্ডুতির আবির্ভাব হইয়া থাকে (সর্ব্বাঙ্গ কুট্ কুট্ করে=অ্যা-নাইঃ)। উত্তাপাবস্থা,—রাত্রি ১০টার সময় শীত ও উত্তাপ যুগপৎ আবির্ভূত হয়। রাত্রে উত্তাপাবস্থায় গাত্রাবরণী অসহনীয় বোধ হয় এবং গাত্র অনাবৃত করিতে বাধ্য হয় (বহিরুত্তাপ অসহ্য=পল্‌সেঃ); থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ আবির্ভূত হয়; মস্তক উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল আরক্তিম, মুখবিবর মধ্যে জ্বালা এবং সমগ্র স্বরনলী শুষ্ক বোধ হয়। ঘর্ম্মাবস্থা,—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হস্ত, করতল, মস্তক, পৃষ্ঠ, বক্ষ, বগল বাহু, পদ ও চরণ প্রভৃতি একএক অংশে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে, অর্থাৎ কখনও করতলে ইত্যাদি (থূযা)। বাহু অগ্রার্দ্ধে, নিম্নপদে এবং চরণে কখনও বা পদতলে অতিশয় ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। কক্ষ ও পদতলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

সার্ব্বাঙ্গিক।—হস্তপদাদির আনর্ত্তন বা থাকিয়া থাকিয়া উল্লম্ফন, দিবসে এবং নিদ্রিতাবস্থায়। বাতাশ্রয় বা ঘর্ষণ জনিত গ্রন্থি বিবৃদ্ধি; মৃগীবৎ আক্ষেপ। মূর্চ্ছা প্রকোপ,—ধমন্যাদি মধ্যে উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহ, উত্তাপাবির্ভাব, হৃদ্স্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ড প্রদেশে চাপ বোধ,—(সময়ে সময়ে) দৃষ্টির অস্পষ্টতা, দেহের কম্পন, কর্ণমধ্যে ঝিঁঝিঁ শব্দ এবং বিবমিষার অবির্ভাব হয়। যানারোহণে ভ্রমণান্তে অবসন্নতা, বিবমিষা প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হয়। প্রাতে শয্যাশয়িত অবস্থায় আবল্য বোধ। অনেক গুলি লক্ষণ জল ঝড়ের দিনে আবির্ভূত বা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শোণিত উজ্জ্বল লাল বর্ণ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে

অতিশয় শ্লেষ্মাস্রাব। উদরাময় বশতঃ শিশু দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায়; রাত্রে আদৌ মলত্যাগ হয় না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির প্রবল কম্পন; এত দুর্ব্বল যে কথায় কথায় মূর্চ্ছোপক্রম হয়। কম্পন ও বিষণ্ণতা সহযোগে অসহনীয় সার্ব্বাঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। অত্যন্ত শৈত্য সংস্পর্শ কাতরতা,—সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়। কতকগুলি লক্ষণ প্রাতে আবির্ভূত হয়। লক্ষণাদি দ্রুত আবির্ভূত ও তিরোহিত হয় (বেল্: ম্যাগ্-ফস্: লাই:)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, মানসিক বা দৈহিক আয়াস মাত্রে, মস্তক কম্পিত করিলে, আলোকে বা শব্দে, পান বা আহারান্তে, দেহ সঞ্চালনে, যানাদি আরোহণে এবং উপবিষ্ট অবস্থায়, শয়নে (কাসি), শীতল বায়ু সংস্পর্শে, শীতকালে, জলঝড়ের দিনে, স্নানান্তে, শয্যার উত্তাপে, রাত্রে, দিবসে, হাসিলে এবং মস্তক নীচু করিয়া শুইলে।

উপশম।—নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে, সম্মুখদিকে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে, উত্তাপ ও উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—ককীউ: নক্স-ভম: ক্যাম্ফরা: (ক্লার্ক); ইহা সীসক বিষের প্রতিবিষ।

অনুকূল সম্বন্ধ।—ক্যাল্কে: লাই: সিপী: সল্ফ: বেল্: ব্রাই: নক্স-ভম্: ফস্: পল্সে: হ্লাস; সাইলি।

সদৃশ।—গ্র্যাফ: প্যারাফিন্: ন্যাফ্থালিন্: ক্রিয়ো: ইউপীয়োন্: সল্ফ: কোলচি: ট্যাবাক্: অ্যানাক্: ল্যাকে: এপীস্: আর্স্: গ্লোন্: ভ্যালি: অ্যা-নাইট্রিক: ন্যানিক্: সাইলি: অ্যালীউ: ন্যাঙ্গিউইন্: সল্ফ: ম্যাগ-সল্ফ: বীউফো; মিলিলোট: আর্ণিকা: আয়োড: কার্ব্বো-অ্যান্: ক্যালী-মিউ: ন্যাট-মিউ:।

তুলনীয়।—সামুদ্রিক বমনে—আর্ণিকা: ককুলস্: ট্যাবাকাম। গর্ভিণীর বমনেচ্ছায়—ককু: সিপিয়া। চিত্তবিভ্রম—ব্যাপ্ট: ষ্ট্রামো। কর্ণপশ্চাতে কণ্ডু—গ্রাফাই। হৃৎপিণ্ডের নিকট ঠাণ্ডা বোধ—ন্যাট্রাম:। সকালে অতিসার—সলফার। পথবিভ্রম—গ্লনয়ন। জননেন্দ্রিয়ে সরস উদ্ভেদ—থুজা। আহারান্তে দুর্ব্বলতা—আর্স্: লাইকোপ ইত্যাদি। বাচালতা—লাকেসিস্: চর্ম্মের চৈতন্যাধিক্য—হিপার। পায়ে ঘর্ম্ম—সাইলি। পাজ্বালা—সলফর ইত্যাদি।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ৪৫ দিন।

পেট্রোসেলিনাম্

(PETROSELINUM).

নামান্তর।—অ্যাপিয়াম্ পিট্রোসেলিনাম।

প্রস্তুতি।—গাছের সমগ্র অংশ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রনলী মধ্যে শলাকা বা ক্যাথিটার প্রবেশ জনিত জ্বর; মূত্রাধার প্রদাহ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; তরুণ প্রমেহ; পুরাতন প্রমেহ; মূত্রাশ্মরী; সবিরামজ্বর; রাতকাণা; লিঙ্গোচ্ছ্বাস।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা নূতন বা পুরাতন প্রমেহ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পশ্চাৎ লিখিত লক্ষণ কতিপয় ইহার নির্ণায়ক,—হঠাৎ প্রবল প্রস্রাব বেগ, লিঙ্গমণি মধ্যে আকর্ষণ, গাত্র শিহরণ, সুড়ি সুড়ি বা কণ্ডুতি অনুভূতি; শিশুর হঠাৎ প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব করিতে না পারিলে সে যন্ত্রণায় চীৎকার ও লম্ফ ঝম্ফ করিতে থাকে; প্রায় প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ; লিঙ্গমণি মধ্যস্থিত ছিদ্রমধ্যে আকর্ষণ, জ্বালা ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা; ঐ যন্ত্রণা প্রস্রাবান্তে কর্ত্তন ও দংশনবৎ বেদনায় পরিণত হয় (ক্যান্থা: মিডহ্বাইন: সার্সা)। স্রাব পীতবর্ণ বা দুগ্ধবৎ।

লক্ষণাবলী।

পাক ও অন্ত্রাশয়াদি।—অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ততা ও ক্ষুধার্ত্ততা সত্বেও পান বা আহার করিতে আরম্ভ মাত্রে সকল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বিলুপ্ত হয়। কর্দ্দমের ন্যায় এবং শ্বেতবর্ণ মল (ডিজিট:); সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল পুরাতন উদরাময়। মলদ্বারে জ্বালা।

প্রস্রাব।—হঠাৎ দুর্দ্দমনীয় প্রস্রাব বেগ (ক্যানাব: ক্যান্থা: মার্ক:) উপস্থিত হইয়া থাকে; শিশুর এইরূপ হইলে, যদি বেগ মাত্রে প্রস্রাব করিতে না পারে, তাহা হইলে সে যন্ত্রণায় চীৎকার ও লম্ফ ঝম্ফ করিতে থাকে (প্রস্রাবের পূর্ব্বে চীৎকার করে=অ্যাকো:; বোরাক্স; কষ্টি:—মূত্রাশ্মরী সহ হইলে=অ্যা-বেন্: লাই: সার্সা)। প্রস্রাব বেগ এত প্রবল হইয়া থাকে যে প্রস্রাব করিবার যায়গায় যাইতে বিলম্ব সহেনা (অ্যা-ফস্)। প্রমেহাধিকারে প্রদাহ মূত্রনলী মুখ হইতে পশ্চাদ্দিকে সংক্রামিত হইলে। প্রস্রাব ত্যাগকালে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী কাঁপিতে ও সমস্ত গৃহ মধ্যে দৌড়াদৌড়ী করিতে থাকে। মূত্রনলী হইতে দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ স্রাব; প্রমেহাধিকারে সময়ে সময়ে পীতবর্ণ অণ্ডলালার ন্যায় পদার্থ স্রাব হয়। মূত্রনলীর দ্বার শ্লেষ্মাতে জুড়িয়া থাকে (ক্যানাব্-স্যাট: থুযা; মেজের: কিউপ্রাম;)। সমগ্র মূত্রনলী মধ্যে একপ্রকার গুড়গুড়ি ও কণ্ডুতিবশতঃ রোগীর ইচ্ছা হয় একটা কর্কশ গাত্র শলাকা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি করে (চিম্যাফিলা; ককাস্)। প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর বৃথা প্রস্রাব বেগ। প্রাতে শয্যায় শয়নকালে স্ত্রীযোনি পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিদ্বয় মধ্যে শীড়শীড়

করা ও নিষ্পেষণ বোধ, দাঁড়াইলে বা উপবিষ্ট অবস্থায় উপশম। প্রস্রাবের সময়ে বিটপদেশ হইতে সমগ্র মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা অনুভব; লিঙ্গলণি মধ্যস্থিত ছিদ্রমধ্যে প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত জ্বালাবোধ হইয়া থাকে। ছিদ্রের পশ্চাতে শীড় শীড় করা ও সূচীবেধবৎ অনুভূতবশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ। পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস, কিন্তু শিশ্ন বক্রতা প্রাপ্ত হয় না। স্বপ্নদোষ, শেষরাত্রে প্রচুর রেতঃস্খলন হইয়া থাকে।

জ্বর।—প্রমেহ বা আঘাতজনিত পুরাতন মূত্রনালী প্রদাহ বা সঙ্কোচন সংশ্লিষ্ট জ্বর (ক্লিম্যাট)। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ জ্বর প্রত্যহ বা এক দিবস অন্তর আবির্ভূত হইয়া থাকে; নির্দ্দিষ্ট কালে আক্রমণ ইহার প্রধান লক্ষণ; এবং শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম নিয়মানুসারে ভোগ হইয়া থাকে। দূষিত বাষ্প ব্যতীত অন্য কারণ সম্ভূত এবং ভুক্ত দ্রব্যাদির শোণিত, মাংস ও মজ্জায় পরিণতি ক্রিয়ার বিকৃতি এবং স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার বিকৃতি জনিত তরুণ জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী। জ্বর বিচ্ছেদ কালে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পেশীর আনর্ত্তন ও চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা, আধ্মান জনিত উদ্গার, অন্ত্রশূল, বিবমিষা ও বমন; মল শ্বেতবর্ণ, কর্দ্দমের ন্যায় (ডিজি:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাকোন্: বোর‍্যাক্স, ক্যানাব-স্যাট: ক্যান্থা: কষ্টি: অ্যাসিড্-বেন্: লাই: সার্সা; ডিজিট: কোণা: বার্বা: আর্টিকা-ইউ: ক্লিম্যাট. ডরিফোরা: ক্যাপ্স: কীউবেব; কোপেবা: থুযা: পল্‌সে।

তুলনীয়।—প্রমেহ রোগে সহসা মূত্রবেগ—ক্যান্থা: ক্যানাবিস: মার্ক্। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে উত্তেজনাজন্য ধনুষ্টঙ্কার—অ্যাকান: কষ্টি: বোরাক্স। সাদাবাহে—ডিজিটে:। মূত্রাধার-প্রদাহ—ক্যান্থার: ইউরিক-অ্যাসিড। ত্বকের বিকৃতি—আর্টিকা-ইউরেন্স।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ফেসিয়োলাস্ নেনাস্

(PHASEOLUS NANUS).

নামান্তর।—মন্তব্য—ফেসিয়োলাস্ নেনাস্ এবং ফেসিয়োলাস্ ফনগারিন্ এই উভয় প্রকারের ঔষধের পরীক্ষায় বিশেষ পার্থক্য নাই বলিয়া লক্ষণাবলী একত্রে সন্নিবেশিত হইল।

প্রস্তুতি।—(মুগের অরিষ্ট বা চূর্ণ)।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অণ্ডনালীয় মূত্র; স্তনে অর্ব্বুদ; বহুমূত্র; শোথ; রক্তমূত্র; মাথাব্যথা; হৃৎপিণ্ডের বিবিধ পীড়া; অন্ত্রবৃদ্ধি; বক্ষে জল সঞ্চয়; ধ্বজভঙ্গ; হৃদ্‌বেষ্ট ও ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; মূত্রধার-মুখশায়িকা-গ্রন্থির পীড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরাজগণ ইহার এইরূপ ভাবে গুণ বর্ণনা করিয়াছেন,—"মুগ কষায়-মধুর রস, পাকে কটু-শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, রুচিকর, অল্প বায়ুকারক, কফ-পিত্ত নাশক এবং জ্বর ও নেত্ররোগে উপকারক।" "শুক্রবর্দ্ধক, ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, তাপ, পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রে হিতকর।" হোমিওপ্যাথিক মতে নিম্নলিখিত কতিপয় লক্ষণ ইহার নির্ণায়ক :—চক্ষের কনীণিকা প্রসারিত এবং আলোকে চৈতন্য রহিত ; অক্ষিগোলকদ্বয় ব্যথাযুক্ত এবং স্পর্শাসহ ; শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরগতি এবং দীর্ঘ ; নাড়ী দ্রুত বা স্পর্শাজ্ঞানাতীত ; হৃদ্‌স্পন্দন, রোগীর মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় ; ক্ষীণ নাড়ী সহযোগে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত, ক্ষণলোপী, ক্ষীণ এবং তন্মধ্যে হঠাৎ বেদনা বোধ। অধিকন্তু মূত্ররোগ বা হৃদ্রোগ আশ্রিত শোথ বা উদরী, হৃদপিণ্ডের বহির্বেষ্ট, ফুস্‌ফুসের বহির্বেষ্ট বা অন্ত্রাশশের আবরণী মধ্যে রসক্ষরণ বশতঃ শোথ রোগ, বৃক্ক হইতে মূত্রনালী পর্য্যন্ত মূত্রযন্ত্রের যে কোন অংশে রোগ, যথা বৃক্ক বস্তির পূয়সঞ্চারক প্রদাহ ; মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়, মূত্রাশ্মরী বা পিত্তাশ্মরী ; মূত্রে মূত্রাম্লাধিক্য প্রভৃতি ইহার নিরাময়কতাশক্তির বিষয়ীভূত। অক্ষিগোলক, দক্ষিণ পঞ্জর, উদরোর্দ্ধ প্রদেশ এবং উর্দ্ধবাহুর অস্থির স্পর্শাসহিষ্ণুতা ইহার অন্যতম ক্রিয়াফল। প্রচণ্ড শিরোবেদনা, রোগী উভয় হস্তদ্বারা উভয় রগ ধারণ পূর্ব্বক "মাথা গেল মাথা গেল" বলিয়া চীৎকার করে ; তাহার বোধ হয় যেন উভয় রগকে মহাবলের সহিত নিষ্পেষণ করিতেছে।

লক্ষণাবলী।

মন।—হৃদস্পন্দনাধিকারে রোগীর ক্রমাগত মনে হয় যেন অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইবে (গ্লোন: অ্যাকোন্: প্ল্যাট্:)। হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক বা বিষম ক্রিয়াবশতঃ রোগী ভীত হইয়া পড়ে। খুব চীৎকার করিয়া না ডাকিলে নিদ্রাভঙ্গ হয় না (রোগীকে না নাড়া দিলে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না = এপীস্)।

মস্তক।—মস্তকের পূর্ণতাবোধ বশতঃ শিরোবেদনা,—ললাটে ও অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনাধিক্য,—বৃদ্ধি = মস্তক সঞ্চালন মাত্রে এবং বেলা দ্বিপ্রহর হইতে শয়ন কাল পর্য্যন্ত ; উপশম = শয্যায় শয়িত অবস্থায় ; পরদিবস আবার ১০টার সময় বৃদ্ধি হয়। লিখিবার সময় ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা বোধ (লিখিবার সময় শিরোবেদনার বৃদ্ধি = অ্যাক্টীয়া ; বোর‍্যাক্স: ক্যাল্‌কে: গ্লোন্: ইগ্নে: লিসিন্. মিফাইটিস্—লিখিতে আরম্ভ করিলে শিরোবেদনার পুনরাবির্ভাব হয় = ফেরাম্)। দুই রগ দুই হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া "মাথা গেল মাথা গেল" বলিয়া রোগী চীৎকার করিয়া উঠে ; রোগীর মনে হয় যেন কিসের দ্বারা উভয় রগ নিষ্পিষ্ট হইতেছে।

চক্ষু।—অক্ষি গোলকদ্বয়, বিশেষতঃ দক্ষিণ অক্ষিগোলক,—স্পর্শ করিলে ব্যথাবোধ হয়,—যেন কেহ তদুপরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিল। ললাটের মাংস কুঞ্চিত করিলে দক্ষিণ অক্ষিগহ্বর মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। কনীনিকা অত্যন্ত প্রসারিত এবং চক্ষু আলোক চৈতন্য বা বোধ রহিত। মানসিক পরিশ্রম করিলেই দক্ষিণ ভ্রূদেশে ব্যথা বোধ হয়।

পাক ও অস্ত্রাশয়।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশ, বিশেষতঃ অন্ত্রদ্বারের উপরে, স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (বেল্: ক্যালী-কার্ব্: ল্যাকে: লাই:)। শিশুর উদর টিপিলেই সে পেট পশ্চাদাকর্ষণ করে এবং পা গুটাইয়া হয়। রক্তাক্ত প্রস্রাব। মূত্রাম্ল জমিয়া অশ্মরী উৎপন্ন হয়।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড।—শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত ধীর এবং দীর্ঘশ্বাসের ন্যায়। মণিবন্ধের নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত এবং স্পর্শজ্ঞানাতীত। হঠাৎ হৃৎপিণ্ড মধ্যে এক অব্যক্তব্য ভাব অনুভূত হয়; রোগী স্বীয় নাড়ী অনুভব করিয়া অত্যন্ত ভীত হয়। ক্ষীণ নাড়ী সহ হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। হৃদ্রোগের শেষাবস্থা,—নাড়ী পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের উপর্য্যুপরি দুই তিন চারিটী প্রবল আঘাত অনুভূতির পর একটী আঘাত বিলুপ্ত হইয়া যায়,—বিশেষতঃ রাত্রে। লালামূত্র রোগ এবং প্রসবান্তিক আক্ষেপাধিকারে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া পুনঃস্থাপিত হয়। রোগী অচৈতন্য এবং তাহার নাড়ী স্পর্শ-জ্ঞানাতীত। হৃদ্প্রদেশে যন্ত্রণা এবং নাড়ী অত্যন্ত ধীরগতি। হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরণ মধ্যে জল সঞ্চয়। প্রচণ্ড হৃদস্পন্দন বশতঃ রোগীর মনে হয় মৃত্যু সন্নিকট। সর্ব্বাঙ্গ শীতল ঘর্ম্মাপ্লুত।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্র্যাটিগাস্: ডিজিট্: ল্যাকে: ন্যাট্-সলফ: সিজিজীয়াম্: স্পাইজি: থাইরইডিন্।

তুলনীয়।—হৃৎপিণ্ডে—ডিজিটেলিস্: ক্রেটীগস্: ল্যাকে: অস্ত্রবিধনে—হাইপ: লিডাম্: বহুমূত্রে—সিজি: ইত্যাদি।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ফেল্যাণ্ড্রীয়াম্

(PHELLANDRIUM AQUATICUM).

নামান্তর।—ফিলিকিউলম্ অ্যাকোয়টিকাম্।

প্রস্তুতি।—ফল হইতে মূল-আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—নিম্নোদরে শৈত্যা-অনুভব; হাঁপানি; স্তনের পীড়া; শ্বাসনলী প্রদাহ; সর্দ্দি; কাসি; বহুব্যাপকস-র্দ্দিজ্বর; শিরঃপীড়া; সবিরাম জ্বর; যক্ষ্মা; অনিদ্রা; জিহ্বা-ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—রমনীদিগের স্তনের বেদনাতে ইহা অবস্থা বিশেষে অত্যন্ত হিতকর। উভয় স্তনমধ্যে, বিশেষতঃ দক্ষিণ স্তনে, তীক্ষ্ণ উর্দ্ধগামী সূচীবেধবৎ বেদনা; শিশু স্তন্যপান করিবার কিয়ৎকাল পরে স্তন্যদাত্রীর দুগ্ধবাহী শিরামধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা; শিশুর প্রতিবার স্তন্যপান কালে স্তনমধ্যে (বিশেষতঃ দক্ষিণ) বেদনা; ইত্যাদি কয়েকটী

স্তনরোগে ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণও ইহার প্রকৃতিগত:—শিরোবেদনাধিকারে চক্ষু পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়,—চক্ষুপ্রদাহ জন্মে; যেন মস্তকের উপর একটী গুরুভার দ্রব্য স্থাপিত আছে এইরূপ অনুভূতিজনক শিরোবেদনা; যেন গ্রীবাপৃষ্ঠে কোন গুরুভার বস্তু সংলগ্ন থাকায় মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ বোধ; অক্ষিপুটিক স্নায়ুশূল; তিমির দৃষ্টি; মস্তক পরিপূর্ণ এবং বিবর্দ্ধিতাকার বোধ; প্রস্রাবান্তে অস্বাভাবিক নিদ্রালুতা; দুর্গন্ধ উদ্গার,—ছারপোকার ন্যায় গন্ধ; জিহ্বার উপর,—বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, যেন ফোস্কা উঠিয়াছে এইরূপ জ্বালা করিতে থাকে; বিবমিষা, এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অস্বাচ্ছন্দ্য ও শূন্য বোধ; সকল দ্রব্যই মিষ্ট বোধ হয়; অন্ন ভক্ষণে স্পৃহাধিক্য; প্রচণ্ড অবিচ্ছিন্ন ও শ্বাসরোধক কাসি,—গয়ার পূযবৎ এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট; যক্ষ্মারোগাশ্রিত কাসি; সন্ধ্যার পর মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ ধারণ করে; যেন মস্তক দুলিতেছে; যেন শিরোমধ্যে রৌপ্য মুদ্রার শব্দের ন্যায় শব্দ হইতেছে, গ্রীবার বাম পার্শ্বের নিকটে একখণ্ড উত্তপ্ত লৌহ আনীত হইয়াছে, যেন দেহ মধ্যস্থিত ধমন্যাদি কম্পিত হইতেছে; শিরোবেদনাধিকারে মস্তক মধ্যে শৈত্যানুভূতি; শিরোবেদনাধিকারে ঘর্ম্ম হওয়ায় উদর মধ্যে শৈত্য ও যেন কি নড়িতেছে এইরূপ অনুভব; যেন দেহের উপর কে শীতল জল ঢালিয়া দিল এইরূপ শীত বোধ; কম্পজ্বরের পর দিবস রোগী প্রস্রাব করিতে পারে না।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন সহ পতনোপক্রম: দণ্ডায়মান অবস্থায় রোগী যে দিকে ফেরে সেই দিকেই পড়িবার উপক্রম—শয়নান্তে উপশম। নিদ্রিত অবস্থায় বোধ হয় যেন শিরোমধ্যে দোদুল্যমান রজতমুদ্রাতে কে আঘাত করিয়া শব্দ করিল এবং তজ্জন্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং নিদ্রা ভঙ্গান্তে আর ঐ শব্দ অনুভূত হয় না। শিরোবেদনা, যেন মূর্দ্ধার (মস্তকের শীর্ষভাগে) উপর একটী গুরুভার বস্তু স্থাপিত আছে,—রগে এবং ভ্রূদেশে বেদনা ও জ্বালা বোধ; চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠে এবং তাহা হইতে জল পড়িতে থাকে; কোনরূপ শব্দ বা আলোক সহ্য হয় না। মূর্দ্ধাদেশে চাপবোধ জনক শিরোবেদনা = ল্যাকে: অ্যালো: ক্যাল্কে: গ্নোন্: ব্র্যাকীগ্লট্: ক্যাক্ট:—চক্ষু পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় = অনস্মোড: ক্যাক্টাস্, গ্লোন্. অশ্রু স্রাব সহ = চিনিন্-আর্স্: ক্যালী-আয়োড: ট্র্যামোন:—চক্ষুমধ্যে আলোক সহ্য হয় না = ক্যাক্টাস; বেল্: ককীউ: জেল্: মিডহ্রাইন: স্যাট-মিউ: পলসে: স্পাই)। গৃহবঃহিস্থ নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (লাই: পল্‌সে: অ্যা-পাই: অ্যাক্টীয়া; গ্লোন্: হেলিবো:) এবং সান্ধ্য ভোজনের সময় (এরাম্-ট্রাই: জিঞ্জিবার) শিরোবেদনা প্রশমিত হয়। সান্ধ্য ভোজনের কয়েক মিনিট পরে মূর্দ্ধাদেশে ঘর্ম্মোদ্গম সহকারে শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় এবং ইহার অনতিপরেই মস্তক শীতল অনুভব হয়। ললাটের বাম পার্শ্বে বেদনা সহ মস্তক ও হস্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে অথচ ঘর্ম্ম হয় না। মস্তকের উভয় পার্শ্ব যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা (গ্লোনইনাম্—যেন মস্তক লৌহময় বেড়ীদ্বারা চতুর্দ্দিকে নিষ্পিষ্ট হইতেছে = টীউবার্কি সলফ্:)। যেন মস্তকের শিরামধ্য দিয়া চতুর্দ্দিকে

বিদ্যুদ্বেগে শোণিত ছুটিতেছে এবং দপ্ দপ্ করিতেছে—(গ্লোন্: গুয়ায়েক্: স্পাইজি:)। তরুণ সর্দ্দি অধিকারে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায়,—রোগী হাঁ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে (ষ্টাম্বীউ:)।

চক্ষু।—বাম চক্ষের অক্ষিপুটদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হয় (কিউপ্রাম্; ব্যাডী: পলসে: অ্যালো; ক্রোকাস্; কোডিইন্: ওলী-অ্যান্)। চক্ষুদ্বয় শুষ্ক এবং তন্মধ্যে বিদ্ধকারী ও জ্বালাজনক বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। অক্ষিপুট ভার বোধ এবং নিদ্রাবেশ বশতঃ চক্ষু আপনা হইতে মুদিত হইয়া যায় (জেল্: কলোফিল্: গ্র্যাফ: কষ্টি: সিপী) এবং স্পন্দিত হইতে থাকে। প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় চক্ষুর্দ্বয় জ্বালা করে (কোণা: অ্যাণ্ট-টার্ট: ন্যাট-মিউ: সোরাইন্: অ্যাকো: ক্যামো: আরাম্:)। গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকে (সল্ফ: ন্যাট-মিউ: ক্যালকে: ক্যাস্থা: গ্রাফ: থ্রাস্; সিলি:)। তিমিরদৃষ্টি,—যেন সকল বস্তুই অন্ধকার মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইতেছে (সাইক্ল্যাম্: ল্যাক্-ডিফ্লো: প্লাম্: ল্যাচান্থান্:),—বিশেষতঃ কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করিলে। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল, পড়িলে বা সীবন কার্য্য করিলে বৃদ্ধি; ভয়ঙ্কর আলোকাসহনীয়তা,—অক্ষিপুট সকল স্ফীত ও অর্দ্ধমুদিত।

মুখমণ্ডলাদি।—সন্ধ্যার পর মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ প্রতীয়মান হয় (ক্ষয়কাসাধিকারে=ফেরাম্)। মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব (ব্রাই: ক্যামো: সিনা; নক্স; পল্সেট:)। দন্তশূল; মাড়ী আরক্তিম, স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত (মার্ক: মার্ক-কর: হ্রাডো: ক্যাল্কে: গ্লোন্: ক্যালী-মিউ: ম্যাগ-কার্ব: মার্ক-ভাই:)। রাত্রে মুখ ও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় (ক্যালকে: কফী: য্যাট্রোফা; সিন্নাবার্: ককীউ:); মুখমধ্যে পুনঃ পুনঃ ফেনাযুক্ত লালা সঞ্চিত হয় (এপীস; ক্রোটেলাস্; হায়োসায়ামাস্—এতসহ মুখবিবরের শুষ্কতা, ককীউ:) এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে হয় (লিসিন্: পল্সে: ককাস্; ল্যাক্-ক্যান: গ্রাফ: ক্যাড্মীয়াম্-সাল্ফ:)। জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বের ওষ্ঠের নিকটবর্ত্তী অংশে ফোস্কা উদ্গত হইয়া ভয়ানক জ্বলা করিতে থাকে (জিহ্বার উপর জ্বালাজনক ফোস্কা বা রসগুটী=অ্যাম্ব্রা; এপীস্; ক্যাপ্স; কার্ব্বো-অ্যান্ ম্যাঙ্গেন: মেজের: ন্যাট-মিউ: ন্যাট-সল্ফ: অ্যা-মিউ: অ্যা-নাই: অ্যা-সাল্ফ: বাম পার্শ্বে এপীস্;—হুলবেধবৎ বেদনাজনক=এপীস্; ক্যামো হেলিবো: স্পঞ্জী:—শীঘ্র ক্ষততে পরিণত হয়=ক্লিম্যাট: ল্যাকে:)। জলপানান্তে মুখে মিষ্ট স্বাদ বোধ। সকল বস্তুই মিষ্ট বোধ হয় (অ্যা-মিউ: —জল মিষ্ট বোধ হয়=ভেরীয়োলাইন্:)। গলক্ষত,—গলাধঃকরণ কালে ব্যতীত অন্য সময়ে গলমধ্যে চাপ ও বিদ্ধকরণবৎ বেদনা বোধ হয়; শূন্য গলাধঃকরণ কালেও বেদনা বোধ হয়; শূন্য-গলাধঃকরণ কালেও বেদনা বোধ হয় কিন্তু খাদ্যদি গিলিবার সময় হয় না (যখন কোন দ্রব্য গলাধঃকৃত হইতেছে না তখন বেদনা, কাম্ফো: লিডাম্.—শূন্য গলাধঃকরণ কালে বেদনা= রীউমেক্স্: অ্যালীউ: টেলার্—খাদ্যাদি গলাধকরণ কালে উপশম=ইগ্নে:)।

পাকস্থলি।—দুগ্ধ পান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে; জল পানে বীতস্পৃহ এবং জলপান করিতে ভীত হয়। লেবুর রস মিশ্রিত বা অম্লাক্ত সর্‌বতাদি পান করিতে ভালবাসে (ভেরেট: বোর্: ব্রাই: ডিজিট: ফেরাম্; পলসে:—লিমনেড পান করিতে ভালবাসে=জাবাইনা

উদ্গারে ছারপোকার গন্ধ (বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধ=অ্যাসাফিট: প্লাম:—মৃগনাভির গন্ধ=কষ্টি:—রসুন গন্ধ=কচলী:) কিম্বা ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধ পাওয়া যায় (পাল্সে:)। পাকস্থলী যেন জলপূর্ণ (ক্যালী-কার্ব: ওলী-অ্যান্:—পার্শ্ব পরিবর্ত্তনকালে বোধ হয় যেন পাকস্থলী মধ্যে এক থলি জল রহিয়াছে=আর্ণিথোগেলাম্) এবং ঐ জল যেন উপর দিকে উঠিতেছে; ইহার পরেই বোধ হয় যেন পাকস্থলী মধ্যে একটা বৃহৎ বস্তু ঘুরিয়া উদর মধ্যে অবতীর্ণ হইল এবং তখন অন্ত্রকূজন শ্রুত হয়। পাকাশয় মধ্যে জ্বালা।

অন্ত্রাশয়াদি।—উদর মধ্যে শৈত্যানুভূতি এবং অন্ত্র মধ্যে যেন কি নড়িতেছে (এরাঞ্জো; ক্যাল্কে-ফস্: ক্যানাব-ইন্: ক্রোকাস্; স্যাবাই: থুযা; স্পঞ্জী)। অন্ত্রের অভ্যন্তর তুষারবৎ শীতল অনুভব হয়,—বৃদ্ধি=মলত্যাগান্তে। উদর মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হইয়া পাকস্থলী মধ্যে উত্থিত হয়। পেট কামড়াইতে থাকে,—যেন মলতারল্য আবির্ভূত হইবার সূচনা। কক্ষদেশে আবদ্ধ বায়ু। নখাঘাত ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা সহযোগে অত্যন্ত কঠিন মল নির্গত হয়। কুন্থন সহ তরল মল নির্গত হয় এবং তৎপরে মনে হয় যেন মলদ্বারের ত্বক ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছে; মলত্যাগ কালে এবং অন্তে বায়ু নির্গত হয় (অ্যালো: পডো: আর্জেণ্ট-নাই:)। মলদ্বারে জ্বালা। প্রস্রাববেগ সত্ত্বেও অতি অল্প প্রস্রাব হয় এবং সন্ধ্যার সময় মূত্রনলী মধ্যে ভয়ানক জ্বালা করিতে থাকে। মেঢ্রত্বক বা লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম অত্যন্ত কণ্ডুয়নশীল, কণ্ডুয়নান্তে (সিন্নাবার: অ্যা-নাই: মার্ক: সিপী:) উপশম।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অকালার্ত্তব। আর্ত্তবারম্ভের প্রারম্ভে আলস্য ও উরুদ্বয় ব্যথাযুক্ত বোধ হয় এবং পুনঃ পুনঃ হাই উঠিতে থাকে; উরুর বেদনা বশতঃ রোগিনী দাঁড়াইতে, বসিতে বা শুইতে পারে না, সকল অবস্থাতেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। কেবল মাত্র প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় আর্ত্তবাস্রাব হইয়া থাকে; স্রাব অন্যান্য বার অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। রজঃ আরম্ভ হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। প্রতিবার শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় স্তনবৃন্ত মধ্যে যন্ত্রণা (ক্রোটন: ফাইটো: নক্স্)। প্রতিবার স্তন্যপান করাইবার পর দক্ষিণ স্তনের দুগ্ধবাহী শিরা মধ্য দিয়া বেদনা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়,—শারীরিক ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য এবং এবং রোগিণী থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে। স্তনবৃন্তদ্বয় ক্ষতযুক্ত (ফাইটো:) এবং তাহা হইতে পূয়বৎ রস স্রাব হইতে থাকে এবং ক্ষত আরোগ্য হইয়া যাইবার পরেও বেদনা থাকে।

শ্বাসযন্ত্রে।—স্বরভঙ্গ এবং কণ্ঠ মধ্যে কর্কশতা অনুভব সহ তরুণ সর্দ্দি ও জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব (কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: ম্যাঙ্গেন্: অ্যা-বেন্জো: ব্রাই: ইউপেট্-পার্পিউ: ন্যাট্-কার্ব্: ন্যাট্-মিউ:)। শ্বাসাল্পতা সহ শ্বাসরোধক শুষ্ক কাসি। কণ্ঠ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয়বশতঃ রাত্রিকালীন কাসি (অ্যালিউ: কষ্টি:)। কাসি না হইলেও প্রাতে পুনঃ পুনঃ গয়ার নির্গত হয়। পাদচারণ কালে শ্বাসাল্পতা (আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: প্রুণাস্: সিপি:), তৎসহ শুষ্ক কাসি; বহুব্যাপক-সর্দ্দি-জ্বরে শুষ্ক কাসি সহ শ্বাসাল্পতা। দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ কালে বক্ষ মধ্যে চাপবোধ। সর্দ্দি জ্বরাধিকারে বক্ষমধ্যে চাপবোধ (স্যাম্বিউ:)। বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব্:) প্রাতে শয্যায় শয়ন কালে বক্ষপার্শ্বে চাপবোধ,

আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে আর বেদনা থাকে না (ব্রাই:)। বাম স্তনের তলদেশে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা ভিতর দিকে সংক্রামিত হয়। সন্ধ্যার সময় শয়নের পূর্ব্বে দক্ষিণ স্তনবৃন্ত মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। ক্ষয়কাস, দক্ষিণ ফুস্‌ফুস আক্রান্ত (জিঙ্কাম্) হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে গহ্বর উৎপন্ন হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষমধ্যে জ্বালা করে, অবিচ্ছিন্ন কাসি হইয়া থাকে ; প্রচুর ঘর্ম্ম ; উদরাময় ; ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন এবং বহুল পরিমাণে পূয়বৎ (সাইলিশীয়া) ও ভয়ানক দুর্গন্ধ গয়ার নির্গত হয় ; রোগীও দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতে থাকে (ব্যাসিলাইনাম্: ফস্: ওলী-যেকোর্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—অংসফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে, বাম অংসফলকের নিম্ন কোণে এবং ত্রিকাস্থি প্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলকাবেধবৎ বেদনা। গ্রীবার বাম পার্শ্বের নিকটে এবং হনুর কিঞ্চিন্নিম্নে যেন একটী প্রজ্জ্বলিত লৌহ আনীত হইয়াছে এইরূপ অনুভব। উপবিষ্ট অবস্থায় কটিতে ব্যথা বোধ। জঙ্ঘাডিমা মধ্যে স্পন্দনানুভূতি ; হস্তপদাদি মধ্যে উৎপাটনকারী বেদনা। দেহের সমস্ত শিরা ও ধমনী মধ্যে কম্পনানুভব। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, বসিয়া বা শুইয়া থাকিলে বেদনাদির আবির্ভাব বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; উপশম=দেহ সঞ্চালনে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে।

নিদ্রা।—দিবসের নিদ্রাবেশ এবং পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ; রোগী এতই নিদ্রালু হইয়া পড়ে যে দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতে করিতেও নিদ্রিত হয় এবং সময়ে সময়ে এক ঘণ্টা ঐরূপ ভাবে নিদ্রা যায়। বজ্রাঘাতের স্বপ্ন ; ডাকাইতির স্বপ্ন,—যেন দস্যুরা তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে।

জ্বরাধিকারে।—কম্পন,—যেন কেহ তাহার গাত্রে জল ঢালিয়া দিয়াছে (হ্রাস্: স্তাবাড্:); অগ্নি উত্তাপে শীতের উপশম হয় না। সমগ্র দেহে শীতার্ত্ততা ও কম্পন, বাহুর লোম খাড়া হইয়া উঠে এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা। প্রতি তৃতীয় দিবসে বেলা ৪ টার সময় শীত আবির্ভূত হয়, এক ঘণ্টাকাল থাকে এবং বাহুদ্বয় অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে। মস্তকে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং মুখমণ্ডল জ্বালাযুক্ত ও আরক্তিম হইয়া উঠে। উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থা কিছুকাল থাকিয়া তিরোহিত হয় এবং তদন্তে প্রচণ্ড শিরোবেদনা, বিবমিষা এবং চরণদ্বয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। ঘর্ম্ম অতি সামান্য বা আদৌ হয় না। ক্ষুধারাহিত্য, শীর্ণতা, অনিদ্রা, উদরাময় এবং প্রতিশ্যায় ও ফুস্‌ফুসের পীড়াদি জ্বরের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে। জ্বরের পরদিবস রোগী আদৌ প্রস্রাব করিতে পারে না, কিম্বা জ্বালা ও নিরন্তর বেগসহযোগে অতি অল্প অল্প প্রস্রাব হয়।

বৃদ্ধি।—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, সান্ধ্যভোজনান্তে, আহারের সময় এবং পরে, আর্ত্তব প্রকাশের পর, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিলে, জলপানান্তে, গলাধঃকরণ কালে এবং মলত্যাগান্তে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (শিরোঘূর্ণন ও শিরোবেদনাদি), সান্ধ্যভোজনকালে (শিরোবেদনা), কঠিন দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ কালে, নির্ম্মল বায়ুতে এবং দেহ সঞ্চালনে, বাম পার্শ্বে বা আক্রান্ত পার্শ্বে শুইলে এবং মর্দ্দনান্তে। হাঁপানি উপশম=উষ্ণ গৃহে অবস্থিতি কালে এবং বৃদ্ধি শীতকালে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—হুউম্ (অতিসারে)।

সদৃশ।—কোণা: ফাইটো: ব্রাই: ওলী-অ্যান্: (স্তন রোগে) ; ক্রোটন্-টিগ্: ক্যালী-কার্ব্: ওপী: নক্স্-মস্: অনস্মোড্: জিঙ্কাম্।

তুলনীয়।—স্তনলক্ষণে—কোণা: ফাইটো: ব্রায়ো: আলিম্। স্তনদানকালে বেদনা—ক্রোটন্। শিরঃপীড়ায় চক্ষু আক্রান্ত—অন্স্। দক্ষিণ বক্ষে বেদনা—জিঙ্কাম্। ক্ষয়কাসের শেষাবস্থায় গয়ার বড়ই দুর্গন্ধ—সাইলি। তন্দ্রালুতা—ওপিয়ম্: নক্স্-মস্।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২০০ শক্তি।

ফস্ফোরাস্

(PHOSPHORUS).

(প্রস্ফূরক পদার্থ বিশেষ)।

প্রস্তুতি।—বিশুদ্ধ সুরাসারে দ্রব হইয়া থাকে, এবং ইহার বিচূর্ণও করা যায়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—কেশ পতন বা চুল উঠিয়া যাওয়া ; অন্ধত্ব ; ক্ষীণদৃষ্টি ; তরুণ রক্তাল্পতা ; মলান্ত্র বিদারণ ; ধমনীর পীড়া ; হাঁপানি ; অস্থি-পীড়া ; মস্তিষ্কের কোমলীভূতি ও বিবিধ পীড়া ; স্তনের প্রদাহ ; স্তনে নালী ক্ষত ; শ্বাসনলী প্রদাহ ; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ ; ছানি ; সর্দ্দি ; পাঁকুই ; মৃৎপাণ্ডু ; তাণ্ডব ; চক্ষুর স্নায়ুশূল ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; ক্ষয়কাস ; মেদাধিক্য ; কাসি ; ঘুংড়ী ; অতিসার ; শোথ ; গাত্রে কালশিরা পড়া মত দাগ ; আন্ত্রিক বা সন্নিপাতিক জ্বর ; মৃগী ; কামোন্মাদ ; অস্থি বিবর্দ্ধন ; চক্ষুর বিবিধ পীড়া ; মূর্চ্ছা ; মেদাপকর্ষ ; নালীক্ষত ; উদরাধ্মান ; পাকাশয় প্রদাহ ; প্রমেহ ; মাঢ়ীতে ক্ষত ; রক্তস্রাব-প্রবণ-ধাতু ; শিরঃপীড়া ; হৃৎপিণ্ডের মেদাপজনন ; কোরণ্ড ; মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগ ; মূর্চ্ছাবায়ু ; ধ্বজভঙ্গ ; অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ ; কামলা ; গর্ভাবস্থায় নেবা রোগ ; চোয়ালের পীড়া ; সন্ধিগত পীড়া ; স্তন্য বা মাই দুধের বিকৃতি ; স্বরনলী প্রদাহ ; বিদ্যুৎ বা বজ্রাঘাতের মন্দ ফল ; পুরাতন অতিসার ; যকৃতের পীড়া ; যকৃতের হ্রাস বা শীর্ণতা (তরুণ) ; চলচ্ছক্তির বিবিধ পীড়া ; ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব ; ফুস্ফুসের স্ফীতি ; ফুস্ ফুসের পক্ষাঘাত ; শীর্ণতা ; প্রচুর রজস্রাব ; আর্ত্তব বিকৃতি ; চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণ বিন্দু দর্শন ; জড়ুল ; নখের চারিধারে ক্ষত ; স্নায়ুশূল ; বুক চাপা বা নিদ্রাবস্থায় শ্বাস অবরোধ প্রায় ; স্তনে ক্ষত ; নাক্ দিয়া রক্ত পড়া ; অসাড়তা ; গাত্রের গন্ধের পরিবর্ত্তন ; পুতিনস্য ; অন্ননলীতে বেদনা ; পক্ষাঘাত ; অস্থি-আবরক পর্দ্দার প্রদাহ ; ঘর্ম্মের বিকৃতি বা অনিয়ম ; প্লেগ বা মহামারী ; ফুসফুস্ প্রদাহ ; নাসিকা প্রভৃতি স্থানে পলিপস্ বা বহুপাদ ; গর্ভাবস্থায় বমন ; মলান্ত্র প্রদাহ ; ক্রম-বর্দ্ধনশীল শীর্ণতা ; বিচর্চ্চিকা ; সূতিকাক্ষেপ ;

অস্থিমুকুর প্রদাহ ; বাত ; অস্থি বিকৃতি ; শীতাদ বা মাড়ীতে স্ফোটক ; নিদ্রার বিকৃতি ; মেরুদণ্ডের বক্রতা ; প্লীহার বিবৃদ্ধি ; মচকানি ; তোতলামি ; বন্ধ্যাত্ব ; উপদংশ ; গলমধ্যে শ্লেষ্মা জমা ; তামাকের কুফল ; স্বরনলী মধ্যে শুড় শুড় করা ; নানাপ্রকার অর্ব্বুদ ; সন্নিপাতিক জ্বর ; ক্ষত ; মূত্রনলীর সঙ্কোচন ; গোবীজে টীকা দেওয়ায় মন্দ ফল ; বসন্ত ; স্বরলোপ ; আঙ্গুলহাড়া ; ক্ষত ; পীতজ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—আন্ত্রিক জ্বরাদি এবং জীবনীশক্তির অবসাদক পীড়াদি ; যকৃৎ ও প্লীহা বিবর্দ্ধন ; শোণিতস্রাবপ্রবণতা ; হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও ক্লোম গ্রন্থির মেদাপজনন ; স্বরনলী প্রদাহ, বায়ুনলীভুজ প্রদাহ, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, ক্ষয়কাস, পুরাতন কাসি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের পীড়া ; পাকাশয়িক ক্ষত, রক্তবমন বা রক্তপিত্ত, পাকাশয়ের প্রতিশ্যায় বা প্রদাহ, অত্যন্ত জ্বালা সহযুক্ত পাকাশয় শূল এবং পাকাশয় মধ্যে যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে বা অস্ত্রদ্বারা কাটিতেছে এইরূপ বেদনা ; কঠিন কামল প্রভৃতি যকৃতের বিবিধ পীড়া, যকৃতের হ্রস্বত্ব বা শীর্ণতা ; তাণ্ডব রোগ, পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের অবসাদ, মস্তিষ্কের কোমলত্ব ও মহা মহিমান্বিত ভাব সহ উন্মাদ ইত্যাদি স্নায়বীয় পীড়া, বহুমূত্র, বাম নিম্নহনু, নাসিকা কশেরুকা প্রভৃতির অস্থিক্ষত রোগে এবং অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবা জনিত অবসাদ ও পীড়াদিতে ফস্‌ফোরাস্ অত্যন্ত উপযোগী ও হিতকর। ডাঃ অ্যালেন বলেন,—নাতিখর্ব্ব নাতিস্থূল, শোণিতপ্রধান ধাতু, গৌরকান্তি, সূক্ষ্ম, ভ্রূ, সূক্ষ্ম গৌর বা লালবর্ণ কেশ বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অভিমানী ব্যক্তিগণ ফস্‌ফোরাসের উৎকৃষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্র ; কিম্বা দ্রুত বর্দ্ধনশীল বক্রপৃষ্ঠ ("কোল কুঁজো) যুবকগণ, বা হরিৎপাণ্ডু রোগগ্রস্ত বা শোণিতশূন্য ব্যক্তিগণ অথবা প্রাতঃকালীন উদরাময় গ্রস্ত বৃদ্ধগণও ইহার বিশিষ্ট ক্ষেত্র। সংক্ষেপে ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ প্রদত্ত হইল,—(১) শিরোবেদনা,—থাকিয়া থাকিয়া এক একটী সংঘাত অনুভূত হয়,—শিরোমধ্যে উত্তাপ ও পূর্ণতা বোধ ও কর্ণ মধ্যে ঝিঁঝিঁ করিতে থাকে। (২) ললাটত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয়। (৩) মুখের স্নায়ুশূল,—উৎপাটনকারী বা বিদারণবৎ বেদনা, যেন অস্থির উপর হইতে মাংস উৎপাটিত হইতেছে। (৪) নিম্ন হনুর সামাংশের স্ফীতি ও অস্থিক্ষত। (৫) কীটভুক্ত, দন্তমধ্যে সূচী বা হুলবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা ; মাড়ী দন্তমূল হইতে অপসৃত হইয়া যায় এবং যখন তখন মাড়ী হইতে শোণিত পাত হইয়া থাকে। (৬) জিহ্বার মধ্যাংশে লাল রেখা প্রতীয়মান হয়। (৭) শীতল জলের জন্য জ্বালাময়ী তৃষ্ণা,—জল পাকস্থলী মধ্যে উষ্ণ হইবামাত্র বমিত হইয়া যায়। (৮) পাকস্থলীর সীমাবদ্ধ অংশে জ্বালা ও চর্ব্বণবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং ঐ বেদনা পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া মেরুদণ্ডে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। (৯) মলকাঠিন্য,—মল সরু, লম্বা, শুষ্ক, দৃঢ় এবং কঠিন (কুকুরের মলের ন্যায়=ষ্ট্যাফ্ঃ) ; অতি কষ্টে এবং প্রবল বেগ দিলে তবে নির্গত হয় (কষ্টিঃ)। (১০) উদরাময়,—মলান্ত্র মধ্যে কোন দ্রব্য প্রবেশ মাত্রে তরল মল নির্গত হয় ; মল অপর্য্যাপ্ত, জলবৎ এবং যেন জলের কল হইতে জল নির্গত হইতেছে এইরূপ বেগে নির্গত হয় ; মল জলবৎ এবং তাহার সহিত সাগুদানার ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত থাকে ; বোধ হয় যেন মলদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত

হইয়া রহিয়াছে (এপীস্); বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ের উদরাময় (বিসূচিকা আক্রমণের পূর্ব্বগামী উদরাময়=অ্যাসিড্-ফস্:) এবং বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রাতঃকালীন্ উদরাময়। (১১) স্বরনলী শুষ্ক, অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু, রোগী কথা কহিতে পারে না। (১২) স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ, দীর্ঘকাল যাবৎ উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিবার জন্য। (১৩) বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধভাব সহ শুষ্ক, ক্ষুক্‌ক্ষুকে, শূন্যগর্ভ বা আক্ষেপিক কাসি। কাসি; উষ্ণ গৃহ হইতে শীতল বায়ুময় স্থানে গমন করিলে এবং হাস্য করিলে, কথা করিলে, পাঠ করিলে, জলপান করিলে, আহার করিলে কিম্বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে (ড্রোসেরা, ষ্ট্যানাম্) কাসির বৃদ্ধি হয়। (১৪) বক্ষোপরে ভারবোধ যেন তদুপরে এক খণ্ড প্রস্তর চাপান আছে। (১৫) গয়ার প্রাতেই অধিক উত্থিত হয়; কফ ফেনময়, শোণিত মিশ্রিত, লৌহমল বা মরিচার ন্যায় বর্ণ; পূয়ময়, শ্বেতবর্ণ এবং সূত্রবৎ; শীতল শ্লেষ্মাময়; কখনও বা অম্লস্বাদবিশিষ্ট, মিষ্টরস বা লবণাক্ত বোধ হয়। (১৬) সকল ইন্দ্রিয়ই অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, আলোক, শব্দ, গন্ধ বা স্পর্শ একটু অধিক হইলেই অসহ্য বোধ হয়। (১৭) অস্থির, চঞ্চল, এক মুহূর্ত্তে স্থির ভাবে থাকিতে পারে না, কখনও বসে, কখনও দাঁড়ায় এইরূপ নিরন্তর করিতে থাকে। (১৮) তীব্র জ্বালা, মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে, এবং অংসফলক দ্বয়ের মধ্যাংশে অনুভূত হয়; করতলও (ল্যাকে:) অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত; বক্ষগহ্বর ও ফুসফুস মধ্যেও জ্বালা অনুভূত হয়, স্নায়বীয় রোগে দেহের প্রতি যন্ত্রে বা তন্তুমধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভূতি (আর্স: সল্ফ্:)। (১৯) শোণিতস্রাব প্রবণতা, সামান্য ক্ষত বা আহত স্থান হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিত স্রাব হইয়া থাকে (ক্রিয়ো: ল্যাকে:); দেহের যে-কোন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিময়দ্বার হইতেই শোণিতস্রাব হইতে পারে। (২০) অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও উত্থানশক্তিরাহিত্য, স্নায়বীয় অবসাদ ও স্পন্দন, সমগ্র দেহই এতদ্বিষয়ীভূত হইয়া থাকে; জীবনী রস বা জীবনীধাতু ক্ষয়াতিশয্য জনিত অবসাদ (অ্যা-ফস্: সিঙ্কো:)। (২১) বেদনা—তীক্ষ্ণ, বক্ষ মধ্যেই অধিক অনুভূত হয়; পঞ্জর মধ্যগত প্রদেশে সামান্য চাপ দিলে বা টিপিলে এবং বাম পার্শ্বে শুইলে বেদনার বৃদ্ধি হয়; সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই ব্যথা উৎপন্ন হয় এবং গৃহ বহির্দ্দেশস্থ নির্ম্মল বায়ু আদৌ সহ্য হয় না। (২২) মস্তক, বক্ষ, পাকস্থলী বা সমগ্র উদর শূন্য ও অবসাদযুক্ত, বোধ হয় যেন কতকাল আহার হয় নাই। (২৩) রোগী উদাস ভাবে পড়িয়া থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে চাহে না বা অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেয়; অতি অলসের ন্যায় বিচরণ করে (অ্যা-ফস্:)। (২৪) জীবন ধারণে বিগতস্পৃহ, সর্ব্বদাই ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তানিরত। (২৫) বুসিকা বা খুস্কী যুক্ত মস্তক, কেশপ্রসাধন কালে বহুল পরিমাণে মরামাস বা খুস্কী পতিত হইতে থাকে; গুচ্ছ গুচ্ছ চুল উঠিয়া যায় এবং এক এক স্থানে কেশ হীন হইয়া যায়। (২৬) চক্ষুর্দ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট এবং নীলিমাবেষ্টিত প্রতীয়মান হয়; অক্ষিপুট স্ফীত, শোথযুক্তবৎ (ঊর্দ্ধাক্ষিপুট=ক্যালী-কার্ব্: নিম্নাক্ষিপুট=এপীস্)। (২৭) রোগী শীতল পানীয় পান ও শীতল খাদ্যাদি আহার করিতে ভালবাসে বা আগ্রহ প্রকাশ করে; কুল্পীবরফ খাইলে পাকাশয়িক বেদনার নিবৃত্তি হয়। (২৮) এক একবারে

উদ্গারের সহিত এক মুখ পরিপূর্ণ অজীর্ণ পদার্থ উত্থিত হয় (অ্যালীউ:)। (২৯) উষ্ণ জলে হস্ত নিমজ্জিত করিলে বিবমিষার উদ্রেক হয়; জলে হস্ত স্থাপন করিলে পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে এবং নাসাপরিস্রাব বা তরুণ সর্দ্দির আবির্ভাব হয় (ল্যাক্-ক্যান্:)। (৩০) শোণিতস্রাব,—বার বার এবং অপ্রচুর,—অবিরলধারে নির্গত হইতে হইতে ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়; জরায়ুর কর্কট রোগাধিকারে জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব; রক্তকাস; বিকল্পরজঃ আর্ত্তবাভাবে নাসিকা, পাকাশয়, মলদ্বার বা প্রস্রাবদ্বার হইতে শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। (৩১) গর্ভাবস্থায় রমণীগণ জলপান করিতে পারে না,—জল দেখিলেই তাহাদের বমনোদ্রেক হয়; স্নানের সময় রোগিনী চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (লিসিন্:)। (৩২) পুরুষদিগের ধ্বজভঙ্গ সহযোগে রমণ স্পৃহাতিশয্য। (৩৩) শীত নিম্নগামী এবং উত্তাপ ঊর্দ্ধপ্রসারী। (৩৪) ঘর্ম্মের গন্ধ রসুন বা গন্ধকের গন্ধ বিশিষ্ট।

লক্ষণাবলী।

মন।—আচ্ছন্নাবস্থা, প্রলাপ, ভ্রমদৃষ্ট-উড্ডীয়মান কার্পাস খণ্ড ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে (হায়ো: লাই: অ্যাসিড-ফস: ষ্ট্র্যামোন্: আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে=আয়োড: লাই: কল্পনাদৃষ্ট পদার্থ ধরিবার প্রয়াস=ইগ্নাস্থি)। পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব,—আপনা হইতেই কখন কাঁদে কখনও হাসে বা কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া উঠে। অত্যন্ত ঔদাস্য,—প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না (অ্যাগারিক্: ক্যাম্ফো: হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট:—উন্মাদ রোগে=ভেরেট-ভির; কিম্বা ধীরে ধীরে উত্তর দেয় (হেলিবো: ক্যালী-ব্রোম: মার্ক-ভাই:—অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর দেয়=ককীউ:); কখনও বা অসম্বদ্ধ উত্তর দেয়,—হৃদ্রোগাধিকারে (ওপী: ভেরেট:—অন্যান্য রোগে=বেন্: হায়ো: নক্স)। জীবন ধারণে বীতস্পৃহ (অ্যাণ্ট-ক্রুড: অরাম; সিঙ্কো ন্যাট-মিউ: আরাম্-মিউ: বেল্: ল্যাক্-ডিফ্লো অ্যানাই: পলসে: হ্রাস; সল্ফ: টেরিব: থুযা)। বিষণ্ণ ভাব,—সর্ব্বদা ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তানিরত (ন্যাট-মিউ সোরাইন্: পল্সে)। ভয়চকিত ভাব—যেন গৃহের প্রতি কোণ হইতে কি সব বহির্গত হইতেছে (ষ্ট্র্যামোন্:)। মন অত্যন্ত চঞ্চল গোধুলির সময় (হ্রাস); একাকী অবস্থান কালে (বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়=ড্রোসেরা); ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা (সাইকীউ: ব্রাই: ডিজিট: ডাল্ক্যা: জেল্সি: অ্যামিউ: স্পাইজি:) বিদ্যুৎ সংযুক্ত ঝড় বৃষ্টির সময় (ন্যাট্-কার্ব:); হৃদ্স্পন্দন সহ (ক্যাক্ট: ডিজিট: ক্যাল্মীয়া; ল্যাকে: ন্যাট-মিউ: সোরাইন্: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট:), প্রাতে এবং সন্ধ্যার সময়। বিমর্ষ চিত্ত,—রোদন করিতে থাকে; কিম্বা স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাসিয়া উঠে (অ্যাকোন্: অরাম্: কফী লাই: সাম্বুল্)। প্রণয়পূর্ণ হৃদয়। ঔদাস্য,—স্বীয় সন্তানগণের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে (রোগী যাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিত তাহাদিগের প্রতিও হতাদর প্রদর্শন করে=অ্যা ফ্লয়ো: সিপী:—স্বীয় পরিবারবর্গের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে=সিপী:)। উত্তেজনাপ্রবণ স্বভাব,—সহজে রাগিয়া যায় এবং পরে সেই ক্রোধ জন্য পীড়িত হয় (ককীউ: ওপী: ষ্ট্যাফ্:)। কামোন্মাদ (হায়ো: ল্যাকে: ষ্ট্র্যামো: ভেরেট্: অরিগেনাম্: প্ল্যাট্:)। বিষয় কার্য্যের কথায় হাস্য করিতে থাকে

(ক্যানাব্-ইন্: অ্যানাক্: লাই: নক্স্-মস্: প্ল্যাট্:—হাসিবার কথা নহে তবুও হসে=ক্যাষ্টর-ইকীউই)। প্রলাপ অবস্থায় বিড় বিড় করিতে থাকে (অ্যাগার্: ব্যাপ্টি: বেল্: অ্যা-ফস্: আর্ণি: আর্স: এপীস্: ল্যাকে: অ্যা-মিউ: হায়স্: ট্যারেন্ট্:)। বিকার অবস্থায় অত্যন্ত বকে (ল্যাকে:)। রোগী মনে করে তাহার দেহ বা অস্থিসকল বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সে সেই খণ্ড সকল একত্রিত করিতে পারিতেছে না (ব্যাপ্টিশীয়া: পেট্রোল্:)। আচ্ছন্ন অবস্থা,—মুহূর্ত্তেকের জন্য জাগ্রত করিলেও পুনশ্চ বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে মোহপ্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায় (অচৈতন্য অবস্থা কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিয়া পুনশ্চ আচ্ছন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়=অ্যাসিড্-ফস্: আর্ণিকা)। স্বীয় রোগ সম্বন্ধে মহা ভাবনা (অ্যা-নাই: অ্যা-ফস্: ক্যাল্কে: চিনিন্-আর্স—আরোগ্য সম্বন্ধে ভাবনা অ্যা-ফস্:)। অন্তর্দৃষ্টি শক্তিবিশিষ্টবৎ অবস্থা। অন্ধকারে ভয় (অ্যামন্-মিউ: ক্যাল্কে: ষ্ট্র্যামোন্: ষ্ট্রন্: ভ্যালি:) এবং প্রেতভীতি (পল্সে: অরাম্-ব্রোম্:)।

মস্তক।—স্নায়বীয় শিরোঘূর্ণন্,—কিম্বা মাদক দ্রব্য বা কফী ব্যবহার জনিত শিরোঘূর্ণন। শিরোঘূর্ণন্,—প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালে (সাইকীউটা: ইউপেট্-পার্ফোল্: ওলীয়্যান্: সলফার) এবং আসন হইতে উত্থান কালে—পলসে: ক্যাল্কে-ফস্: ক্যামো: ডিজিট: লাই:)—রোগীর মূর্চ্ছোপক্রম হইয়া গৃহতলে পতিত হয় (মূর্চ্ছোপক্রম=ল্যাকে: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: সিঙ্কো: ভেরেট্: অ্যালেট্রিস্-ফ্যার:)। মস্তিষ্কের অবসাদ,—যেন রাত্রিজাগরণ জনিত; জড়তাও ভার বোধ,—ললাটের উর্দ্ধাংশে এবং মূর্দ্ধাদেশে অধিক অনুভূত হয়; শিরোঘূর্ণন্ সহযোগে সম্মুখ দিকে পতনপ্রবণতা (নক্স্-ভম্: কষ্টি: সাইকীউ:); উপশম=মস্তক অনাবৃত করিলে এবং শীতল বায়ু সংস্পর্শে। সংন্যাসাক্রমণ,—রোগী উভয় হস্তদ্বারা মস্তক ধারণ করে এবং মুখ বাম দিকে আকৃষ্ট হইয়া যায়। মস্তকের সমগ্র বামপার্শ্ব যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। পশ্চাৎ মস্তিষ্ক মধ্যে শৈত্য (ক্যাম্ফো:—যেন অগ্নি শিখা জ্বলিতেছে=মিডহ্রাইন্:) এবং মস্তিষ্ক যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। বাম শঙ্খ মধ্যে দপ্দপ্ করা (ব্র্যাকিগ্লট্: সিপী:—ঋতু আবির্ভাবের পূর্ব্বে=ল্যাকে:—টিপিলে উপশম=ইথীউ:)। বাম চক্ষু গোলকের উপরে শিরোবেদনা (ইপিক্: ক্যাল্কে-আর্স: প্রত্যহ প্রাতে ৯টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত বাম উর্দ্ধাক্ষিক শিরোবেদনা=অ্যাসিড্-মিউ:—৯ টায় আরম্ভ হয়=লিসিন্:—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে=ল্যাক-ক্যান্:)। দ্বাহিক বা প্রতি এক দিবস অন্তর শিরোবেদনার সঞ্চার; নিদ্রাভঙ্গান্তে ললাটদেশে ভার ও দপ্দপ্কারী বেদনা অনুভূতি;—নাসিকা রুদ্ধবোধ সহযোগে, নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশম=শীতল জলে ধৌত করিলে (ক্যাল্কে-ফস্: স্পাইজি:—শীতল জল প্রয়োগে উপশম=অ্যালো: সাইক্ল্যাম্:—মুখমধ্যে শীতল জল ধারণ করিলে উপশম=সিঙ্কো:); বৃদ্ধি=হেঁট হইলে (পল্সে: স্পাইজি: সিপী: বেল্: গ্লোন্: ইগ্নে:)। কোন কোন স্থলে এই বেদনা সমস্ত দিবস স্থায়ী হইয়া থাকে (নিকোলাম্)। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতোপক্রম (লাই: অ্যাম্রন্-কার্ব: জিঙ্কাম্) এবং পতনাবস্থা,—মস্তিষ্ক মধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে এইরূপ সন্তাপানুভূতি (ক্যাম্ফো: ভেরেট্:)। শিরোমধ্যে

শোণিত সঞ্চয়াধিক্য মস্তকমধ্যে জ্বালা, হুলবেধবৎ বেদনা এবং দপ্ দপানি ; শিরোপশ্চাৎ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় ; মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে এবং চক্ষুতল স্ফীত প্রতীয়মান হয়। সবমন শিরোবেদনা,—দপদপানি ও জ্বালাকারী বেদনা—ললাট মধ্যে অধিক অনুভূত হয়,—প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বিবমিষার উদ্রেক ও বমন হইতে থাকে (চেলিড: মিলিলোট: স্যাঙ্গিউইন্: ল্যাক-ডিফ্লোর:) ; বৃদ্ধি=সঙ্গীতাদি শ্রবণে (কফী: পডো:) ; চর্ব্বণ কালে বা হনুদ্বয় সঞ্চালনে এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে (ট্যাব্যাক্: অ্যাসাফিট্: নিকোলাম্)। শোক পাইবার পর মূর্দ্ধাদেশ সর্ব্বদা উত্তপ্ত অনুভব হয় (ক্যাল্কে:) ; কিম্বা মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিতাধিক্য বশতঃ ললাটদেশীয় শিরোবেদনা। মস্তিষ্কের কোমলীভূতি—সর্ব্বদাই মস্তক ধরিয়া থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি ধীরে উত্তর দেয়, সময় সময় শিরোঘূর্ণন অনুভূত হয়, চলিবার সময় পা টানিয়া চলে, হস্তপদাদিতে যেন পিপীলিকা বেড়াইতেছে এইরূপ শীড় শীড় অনুভব এবং পদদ্বয় অসাড় বোধ হয়। মস্তকের স্থানে স্থানে কেশ হীন ও বুসিকাবৃত হইয়া থাকে। শৈত্য সংস্পর্শে, উষ্ণগৃহে অবস্থিতি এবং কেশ কর্ত্তন করিলে মস্তকের পীড়া হইয়া থাকে (কেশ কর্ত্তন জনিত শিরঃপীড়া=বেল: গ্লোন্:)। মুখমণ্ডল ও ললাটের ত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয়,—অধিকাংশ স্থলে মস্তকের এক পার্শ্বে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে ; বৃদ্ধি=শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে এবং আহারে সময় ; উপশম=আহারের পর ; মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য সহযোগে। রজকদিগের শিরোবেদনা,—অর্থাৎ উষ্ণগৃহমধ্যে বস্ত্রাদি ইস্তিরি করার জন্য শিরোবেদনা (ব্রাই:)। মরামাষ,—কেশ প্রসাধন কালে ধূমাকারে পতিত হইতে থাকে ; কেশমূল সকল কটা হইয়া গোছা গোছা উঠিয়া যাইতে থাকে ; কণ্ডুয়ন করিলে কণ্ডুতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চক্ষু।—অধ্যয়ন কালে অক্ষর সকল লাল প্রতীয়মান হয়, বর্ণের চতুর্দ্দিকে রামধনুর বর্ণ দৃষ্ট হয় (সইকীউটা)। পাঠান্তে চক্ষু মধ্যে অতীব্র বেদনা বোধ; চক্ষু সমক্ষে কাল বিন্দু সকল বিচরণ করে (সীবন কার্য্যের পর=অ্যামন্-কাব:),—বৃদ্ধি=চাকচিক্যময় বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিলে এবং দীপালোকে; গোধুলির সময় উপশম বোধ হয়। তারকা সঙ্কুচিত। সময়ে সময়ে হঠাৎ দৃষ্টি লোপ হইয়া যায়,—যেন মূর্চ্ছার লক্ষণ (হায়ো: নক্স-মস্: ওলীয়্যান্: অবসাদ বায়ু রোগে=আর্জেণ্ট-নাই: চক্ষু প্রদাহাধিকারে=সাইকীউ: এক সেকেণ্ডের জন্য দৃষ্টি লোপ=ল্যাকে:—শিরোঘূর্ণন সহযোগে=মার্ক:—হঠাৎ দেহ সঞ্চালনে=ভেরেট-ভির:)। তিমির দৃষ্টি বা অস্পষ্ট দৃষ্টি ; দৈহিক শোণিতাদির সঞ্চয় সম্ভূত বা লালামূত্র রোগাধিকারে দ্রুত বর্দ্ধনশীল অদূর দৃষ্টি। সময়ে সময়ে হঠাৎ দিবান্ধতার আবির্ভাব,—কিম্বা বোধ হয় যেন বস্তু সকল ধূসরবর্ণ আবরণাবৃত রহিয়াছে (সল্ফ: কষ্টি: কোক্কস ; আয়োড: লিথীয়া-কার্ব: হ্যাট-মিউ: পেট্রোল্: হ্রাস ; ষ্ট্র্যামো:) দীপালোকের চতুর্দ্দিকে হরিদ্বর্ণ মণ্ডল বা শোভা দৃষ্টি হয় (রীউটা, সিপীয়া, সল্ফার)। অতীব্র চক্ষু প্রদাহ, চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকে, অক্ষিপুট স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে পিঞ্জট বা পিঁচুটি সঞ্চায়ক গ্রন্থি মধ্যে পূয উৎপন্ন হয় এবং চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। চক্ষু, ললাট ও অক্ষিগহ্বর মধ্যে ব্যথা করিতে থাকে। অক্ষিপুট কম্পিত ও স্পন্দিত হইতে থাকে এবং চক্ষু জল ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। চক্ষুর্দ্বয়ের শ্বেতাংশ

পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয় (মার্ক: চেলিড: ক্যাস্থা: সিঙ্কোনা: ক্রোটেলাস্ ; মাইরিকা)। গৃহবঃহিস্থ বায়ু সংস্পর্শে এবং বায়ুর বিপরীত দিকে গমন করিলে চক্ষে জল আইসে (ইউফ্রে: ন্যাট-মিউ)। প্রাতে, বা গোধূলির সময় এবং হস্তদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া উত্তমরূপ দেখিতে পায়। পুনঃ পুনঃ অঞ্জনি এবং তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হয় (পল্‌সে: ষ্ট্যাফ: অ্যা-ফস্: এপীস্, আরাম ; চেলিড: গ্র্যাফ: সাইলি: থুযা)।

কর্ণ।— শ্রবণশক্তির হ্রাস, বিশেষতঃ মানব কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে (অ্যাসিডফ্লু: সাইলি:) ; মোহ-জ্বরান্তিক বধিরতা ; শীতল হস্তপদাদি সহযোগে। শব্দ মাত্রে কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়,—বিশেষতঃ সঙ্গীতধ্বনি (শব্দমাত্রে কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়=ব্যারাই: ল্যাকে: কষ্টি: ক্যালী-ব্রোম্:)। কর্ণমধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা,—বিশেষতঃ রাত্রে ; কর্ণ হইতে শোণিত, পূয আদি স্রাব। কর্ণমধ্যে শোণিতাধিক্য সঞ্চয় ও দপ্‌দপানি (শোণিত সঞ্চয়াধিক্য=অরাম্: ক্যাল্‌কে: ওপী: ক্যাম্ফো:)। কর্ণমধ্যে শব্দ ; কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে,—শোণিত ধাবন বশতঃ। কর্ণমধ্যে বহুপাদ বা অর্ব্বুদ (ক্যালকে: ল্যাকে: লাকে: লাই: পেট্রোল) বধিরতা ও পীতবর্ণ পূয স্রাব পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। মস্তকে সর্দ্দি আবির্ভাব বশতঃ বধিরতা। নিরবচ্ছিন্ন সোঁ সোঁ শব্দ,—যেন বাষ্পময় যন্ত্র হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছে এবং তজ্জনিত শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগীর মনে হয় যেন গৃহতল ভেদ করিয়া পড়িয়া যাইবে।

নাসিকা।—তরুণ সর্দ্দি,—শ্লেষ্মা জলবৎ, মস্তকের জড়তা, ও নিদ্রালুতা, দিবাভাগে এবং আহারের পর ; নাসিকা ফোঁৎকার করিলে শোণিত নির্গলিত হয় (ক্রোটেলাস্ ; ল্যাকে: আর্ণি:) ; কখনও তরল শ্লেষ্মা স্রাব কখনও নাসিকা শুষ্ক থাকে এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয় ; শুষ্ক সর্দ্দি ; নাসিকা মধ্যে শুষ্ক শিকনী সকল দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে ; কখনও আবার প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব এবং পশ্চাদ্রন্ধ্র দিয়া গলমধ্যে পতিত হইতে থাকে ; গ্রীবা স্ফীত হইয়া উঠে ; এবং শোণিত সঞ্চলন বোধ বশতঃ চক্ষু একদৃষ্টি হইয়া থাকে,—আরক্ত জ্বরাধিকারে। নাসিকা হইতে প্রচুর হরিৎ বা পীত বর্ণ তরল শিকনী স্রাব, নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ শোণিত স্রাবান্তে এবং নাসা রোগাধিকারেও এইরূপ হইয়া থাকে। নাসিকা মধ্যে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ, যখন তখন উহা হইতে শোণিতপাত হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে: স্যাঙ্গিউইন্: টাউক্রী: থুযা) ; উপঝিল্লি-প্রদাহ রোগাধিকারে নাসারন্ধ্র মধ্য হইতে কৃত্রিম ঝিল্লি নির্ম্মোচন বা বিয়োগ কালে নাসিকা হইতে ভয়ানক শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। হাঁচিলে কণ্ঠমধ্যে ব্যথা বোধ হয়। নাসারন্ধ্র যেন পূর্ণ বা রুদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব, বিশেষতঃ বাম রন্ধ্রের উর্দ্ধাংশ, তৎসহ তরল শ্লেষ্মা স্রাব। নাসিকা স্ফীত, আরক্তিম, চাকচিক্যশালী এবং রন্ধ্রমধ্য শুষ্ক। অস্থিপূতি ; অস্থিবেষ্ট উচ্চ হইয়া উঠে এবং একটী নূতন অস্থিময় স্তর উৎপন্ন হয় (ষ্টিলিঞ্জীয়া: হিপার—অস্থি ক্ষত বা=অরাম্: অরাম্-মিউ-ন্যাট্: হিপোজিন: মার্ক-বিনায়োড্: ক্যাড্‌মীয়াম্ সাল্‌ফ্:)। নাসাপুটদ্বয়ের আকুঞ্চন প্রসারণ জনিত ব্যজনবৎ গতি (ব্রোম্: চেলিড্: লাই: স্পঞ্জীয়া:—ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ=অ্যান্ট-টার্ট্: ক্রীয়ো:)। নাসিকার উপর কাল দাগ। নাসিকার কোণ ক্ষয়িতত্বক। নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। মলত্যাগকালে বা সন্ধ্যার সময় নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান, পাংশুবর্ণ; পীড়াব্যঞ্জক পীতবর্ণ, নীলাভ; স্ফীত এবং ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ; উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট এবং চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট। গণ্ডোপরে সীমাবদ্ধ রক্তিমা। চক্ষুতল রসস্ফীত। চক্ষুর্দ্বয় কোটর প্রবিষ্ট এবং নীলিমাবেষ্টিত। নাসিকাতলস্থ অস্থিছিদ্রের নিকট জ্বালা; গণ্ডাস্থি ও হন্বাস্থি মধ্যে স্পন্দন, বিদারণ বা ছিদ্রকরণবৎ বেদনা ও দৃঢ়াবদ্ধভাব এবং ঐ সকল অস্থিমধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা বা সূচনা। ললাট হইতে দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে বেদনা এবং মূর্দ্ধাস্থি ও শঙ্খদেশ হইতে যুগাস্থি মধ্যে বেদনা সংক্রামিত হয়। দক্ষিণ অক্ষিগহ্বরের নিম্নপ্রান্ত হইতে বেদনা দক্ষিণ কর্ণমধ্যে সংক্রমণ করে এবং মুখের অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় এবং বোধ হয়, যেন অস্থি সকল উৎপাটিত হইতেছে। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং ভূষার ন্যায় কাল লেপাচ্ছন্ন (ল্যাকে: ক্লোরাম্: হায়ো:)। বাম নিম্ন হনুর অস্থিক্ষত,—হন্বস্থি স্ফীত হইয়া উঠে (সিষ্টাস্: কোণা: মার্ক্: সাইলি:); হন্বস্থি মধ্যে উৎপাটনকারী বেদনা; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার পর এবং শয়ন করিলে; উপশম=হনু সঞ্চালনে। কর্ণমূল প্রদাহ,—পূয়োপজননের অবস্থায়। আচ্ছন্ন অবস্থায় গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা উত্থিত হয় এবং ওষ্ঠ ও জিহ্বা হইতে ঝুলিতে থাকে। নাসিকা, ওষ্ঠ, মুখবিবর ও কণ্ঠ শুষ্ক, জলপান করিলে উপশম হয় না। ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ; কখনও বা উহা শুষ্ক, নীরস, স্ফীত এবং কপিশাভ শল্কাবৃত। ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থল ক্ষতযুক্ত। নিম্ন হনুতলস্থ গ্রন্থিবিবর্দ্ধন।

মুখবিবর।—দন্তশূল,— শীতল বা উষ্ণজলে হস্ত নিমজ্জন বশতঃ। কীটভুক্ত দন্তমধ্যে সূচ বা হুলবেধবৎ যন্ত্রণা; দন্তমাড়ী দন্তমূল হইতে অপসৃত হইয়া যায় এবং তাহা হইতে সামান্য কারণে শোণিতপাত হয়। মুখের স্বাদ তিক্ত বা আঠাবৎ; দুগ্ধ পানান্তে মুখমধ্যে অম্লরস উৎপন্ন হয় (অ্যাম্ব্র: কার্ব্বো-ভেজি: সল্‌ফ: ক্যালেডী:) জিহ্বা,—শুষ্ক, অসঞ্চালনীয়, কৃষ্ণবর্ণ চিপিটিকা দ্বারা আবৃত, বিদারিত পৃষ্ঠ, নীরস কিম্বা চাকচিক্যময় (এপীস্: টেরিব্: ল্যাকে: ক্যালী-বাই:); কখন ও বা শুষ্ক, শ্বেত লেপাবৃত এবং অগ্রভাগ হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত (অ্যাঙ্গাস্: ব্রোমী: ফর্মিকা: অ্যা-ফস্: র‍্যাণান্-বাল্বো: স্যাবাই: ষ্ট্যাফ্:—সমস্ত মুখবিবর মধ্যে যেন অসংখ্য সূচবিদ্ধ হইতেছে=এরাম্-ট্রাই:); কখনও আবার পীতবর্ণ লেপাচ্ছন্ন কিম্বা কেবল মধ্যাংশ লেপযুক্ত। জিহ্বা নাড়িতে অক্ষমতা বশতঃ বাক্য স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে না। জিহ্বা এবং ঊর্দ্ধ তালুর উপর উপক্ষত উৎপন্ন হয়। মুখবিবর ক্ষতযুক্ত এবং সামান্য কারণে শোণিতপাতপ্রবণ। লালাধিক্য,—লবণাক্ত বা মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট। গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ ক্ষয়িতত্বক এবং রক্তাক্ত প্রতীয়মান হয়। শোণিতাক্ত নিষ্ঠীবন নির্গত হয়। কণ্ঠমধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় কফ সঞ্চিত হইয়া থাকে। রক্তকাস।

গলমধ্য।—দক্ষিণ গলগ্রন্থির স্ফীতি; কণ্ঠমধ্যে সঞ্চিত কফ অতি কষ্টে নিঃসৃত হইয়া থাকে; কফ কণ্ঠ হইতে মুখে আসিলে অত্যন্ত শীতল বোধ হয়; গয়ার শ্বেতবর্ণ, প্রায় স্বচ্ছ এবং তাল তাল নির্গত হয়। গলগ্রন্থি ও আলজিহ্বা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে; আলজিহ্বা

বিবর্দ্ধিতাকার প্রাপ্ত হয়, এবং কণ্ঠমধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে। তালুমূলে ক্ষয়িতত্বকবৎ ও কর্কশতা অনুভূতি ; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় ; রোগী প্রাতে পুনঃপুনঃ "হাক্ হাক্" করিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিতে থাকে। দিবারাত্র কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হয় ; কণ্ঠাভ্যন্তর স্পষ্ট চাকচিক্যময় দৃষ্ট হয় (ন্যাট্-মিউ:—শ্বাস নলীর উপঝিল্লী রোগাধিকারে=এপীস্: ল্যাক্‌: ক্যান্:)। কণ্ঠমধ্যে যেন কার্পাস আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতি। অন্ননালী মধ্যে জ্বালা ; থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ অন্ননালী সংকুচিত হইয়া যায়।

পাকস্থলী।—রোগী পুনঃ পুনঃ না খাইলে অবসন্ন হইয়া পড়ে। আহারের অনতিপরেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। রাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং রোগী আহার করিতে বাধ্য হয়। রোগীর আহারের রুচি থাকিলেও খাদ্যদ্রব্যাদি সম্মুখে দিলে আর খাইতে চাহেনা (খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিলেই তাহার উদর পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়=সল্ফ:—সময়ে সময়ে খাবার দিতে বলে কিন্তু দিলেই অনিচ্ছা প্রকাশ করে=হেলিবোরাস্)। ক্ষুধা,—জ্বরের শীতাবস্থায় কিছু না আহার করিলেই রোগী উঠিতে পারে না ; রাত্রে রোগী অবসন্নতা অনুভব করে। শীতল রসাল স্নিগ্ধকর দ্রব্যাদি পান ও আহার করিতে চাহে (অ্যাকোন্: আর্স্: ব্রাই: সিনা: ভেরেট্: অ্যা-ফস্:); কুল্পী বরফ খাইলে রোগীর শূলবেদনার উপশম হয় (ক্যাল্কে: ইউপেটোরীয়াম-পার্ফোল্:)। মিষ্টান্নে কিম্বা মাংসে অরুচি (মিষ্টান্নে অরুচি—আর্স্: কষ্টি: মার্ক্: সিন্নাপ্: সল্ফ্:—মাংসে অরুচি=সিঙ্কো; অ্যা-মিউ: নক্স্-ভম্: পেট্রোল্:)। কখনও আদৌ ক্ষুধা থাকে না কখনও বা প্রচণ্ড ক্ষুধা বা উদ্দীপিত হয় ; পাকাশয় মধ্যে জ্বালা, ছেদন ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা এবং বিবমিষা ও বমন। অপরিমিত লবণ সেবন জনিত পীড়াদি (ন্যাট্-মিউ:)। গলনলী মধ্যে পূর্ণতা বোধ বশতঃ ক্ষুধাভাব এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা। আহারের পর নিদ্রাবেশ ও দৈহিক শৈথিল্য বা আলস্য অনুভূত হয়, উত্তাপ ও অস্থিরতার আবির্ভাব হয়, হস্তদ্বয় জ্বালা করিতে থাকে, অম্লরোগ বৃদ্ধি হয় (চেলিড্: কোণা:), পাকস্থলী, বক্ষ এবং উদর ভার বোধ হয়, ব্যাহত শ্বাসপ্রশ্বাস, ভুক্তদ্রব্যাদি বমন, পেট ফুলিয়া উঠে, কিম্বা শিরোবেদনা অনুভূত হয়, উদ্গারের সহিত কণ্ঠ মধ্যে অম্লাক্ত অজীর্ণ দ্রব্যাদি উত্থিত হয়, হিক্কা হইতে থাকে, আবল্য, অন্ত্রশূল ও অন্যান্য বিবিধ পীড়ার উদ্রেক হইয়া থাকে। বিবমিষা থাকিলেও উদ্গারের সহিত একমুখ করিয়া অজীর্ণ দ্রব্যাদি উঠিয়া যায়। আহারের পর বা একটু জলপানের পরেও ঈষৎ অম্লরস ও দুর্গন্ধ জলীয় পদার্থ বমিত হয়,—বমিত পদার্থ জল, কালী বা কফীর তলানির ন্যায়। শীতল জল পান করিলে উপশম বোধ হয় কিন্তু পাকস্থলী মধ্যে উহা ঈষদুষ্ণ হইতে না হইতে বমিত হইয়া যায় (পাকস্থলী মধ্যে জল প্রবেশ মাত্রে বমিত হইয়া যায়=বিস্মাথ্)। খাদ্য দ্রব্যাদি গলাধঃকৃত হইতে না হইতে উঠিয়া যায় (আর্স্:)। অবিচ্ছিন্ন বিবমিষা। বমন,—পিত্ত (আর্স্: ব্রাই: ইউপেট্: ইপিক্: লেপ্ট্যান্: মার্ক্ নক্স-ভম্: পল্সে: সিপী:) ও শোণিতময় (আর্ণি: ক্যাক্ট্: কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: ক্রোটেলাস্: ফেরাম্: ইপিক্: স্যাবাই:)। আহারান্তে পাকস্থলী মধ্যে ভয়ানক চাপবোধ এবং ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন। পাকস্থলী মধ্যে ভয়ানক নিষ্পেষণ ও জ্বালা ; জ্বালাময়ী

তৃষ্ণা,—পান বা আহারান্তে বৃদ্ধি হয়। পাকাশয়শূল এবং পাকস্থলী মধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। পেটে খাল ধরে এবং যকৃৎ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়। পাকাশয় পরিপূর্ণ ও ব্যথাযুক্ত এবং সময়ে সময়ে তন্মধ্যে কুল্কুল্ করিয়া উঠে বা সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। রক্তপিত্ত বা পাকস্থলী হইতে শোণিতস্রাব, উপশম=শীতলজল পান করিলে। পাকাশয় প্রদাহ বা পাকাশয়িক সর্দ্দি,—বুকজ্বালা করিতে থাকে এবং অবশেষে কণ্ঠমধ্যে দুর্দ্দমনীয় ত্বককর্ষণবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে। গর্ভাবস্থায় রোগিনী জলপান করিতে পারে না; জল দেখিলেই বমন উদ্রেক হয়; স্নানের সময় রোগিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, কারণ জল দেখিলেই তাহার বমন উদ্রেক হয় (লিসিন)। পেটে কোনরূপ আঘাত লাগা বশতঃ প্রবল বেগে বমন হইতে থাকে। তামকূট ধূমের গন্ধে রোগীর বিবমিষার উদ্রেক হয় (ধূমপানে বিবমিষার নিবৃত্তি=ইউজিনীয়া)। পাকাশয় মধ্যে ভয়ানক বেদনা; উপশম=শীতল জল পানান্তে। পাকস্থলী মধ্যে এবং অগ্রকড়ার নিম্নে বা উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শৈত্য বা উত্তাপ ও জ্বালাবোধ।

অন্ত্রাশয়।—কামলা বা ন্যাবা রোগ,—ফুস্ফুস্ প্রদাহ বা মস্তিষ্কের পীড়া অধিকারে কিম্বা কোনরূপ স্নায়বীয় উত্তেজনা সম্ভূত (অত্যধিক ক্রোধোদ্রেক বশতঃ (ব্রাই: ক্যামো: ন্যাট্-সল্ফ্: নক্স-ভম্)। সাংঘাতিক কামল বা যকৃতের তরুণ পীতক্ষয়=যকৃতের সারাংশগত বিস্তৃত প্রদাহ বশতঃ ইহার কোষানু সকলের ধ্বংস সংঘটিত হয় এবং যকৃৎ সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্রতর হইয়া যায়; প্লীহা বিবর্দ্ধিত হয় এবং রোগীর ত্বক পীতবর্ণ হইয়া যায়; শোণিতের সহিত মূত্রসার মিশ্রিত হয় এবং প্রস্রাবের সহিত পিত্তসার নির্গত হয়)। বিস্তৃত যকৃৎ প্রদাহ,—যকৃৎ অত্যন্ত অনমনীয় এবং বৃহদায়তন হইয়া থাকে এবং কিছুকাল পরে শীর্ণ ও কুঞ্চিত হইয়া যায়। উদর অত্যন্ত স্পর্শকাতর, স্পর্শ করিলে তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভূত হয়; উদর মধ্যে প্রায়ই "হুড়্হুড়্" "গুড়গুড়" শব্দকারী অন্ত্রকূজন শ্রুত হয়, বিশেষতঃ জলপানের সময় এবং পরে। সমগ্র উদর মধ্যে অবসাদ অনুভূতি, বিশেষতঃ দুই চারি পদ বেড়াইলে তলপেটে; রোগী অত্যধিক অবসাদ বোধ বশতঃ শয়ন করিতে বাধ্য হয়। উদর মধ্যে শূন্যতানুভূতি (ভেরেট্: সীড্রন্: গ্র্যাটী: ক্যালী-ব্রোম্: পেট্রোল্.—উদরের উপর হস্তার্পণ করিলে শীতল বোধ হয়=মিডহ্বন্: ভেরেট্:)। বহুকালের মলতারল্য বশতঃ উদর সীথিল। উদর শূন্যবোধ হয় (অ্যা-মিউ: ক্যামো: সিনা: ককীউ: ক্রোটন্: ডল্কা: গ্যাম্বো. মার্ক্: সোরাইন্: পল্সে: সিপী:), অন্নবহনলীর সঙ্কোচন অধিকারে; মলত্যাগান্তে (পডো: ভেরেট্:); যকৃতের মেদাপজনন রোগে। আহারান্তে উদর স্ফীত হইয়া উঠে। প্লীহা বিবর্দ্ধন (সীয়্যানোথাস্: আর্স্: সিঙ্কো: ডায়াডেমা: ফেরু: ইগ্নে: আয়োড্: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ:)। যকৃৎ প্রদেশে স্পর্শকাতরতা; বৃদ্ধি=দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে (ম্যাগমিউ: মার্ক্:)। দক্ষিণ কোঁকে বেদনাজনক দপ্দপানি।

মলান্ত্র ও মল।—মলতারল্য,—প্রচুর, জলবৎ এবং যেন কল হইতে জল নির্গত হইতেছে এইরূপ বেগে নির্গত হয় (ক্রোটন্: গ্র্যাটী:); উপশম—নিদ্রার পর; বহুল পরিমাণ ফিকা, হরিতাভ, রক্তাক্ত; রক্তাক্ত এবং সাগুদানার ন্যায় দানা মিশ্রিত বা

তলানিযুক্ত, অথবা ভেকডিম্বের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট দানামিশ্রিত (অ্যালো: কীউ- বেব্); যন্ত্রণারহিত, শোণিতাক্ত,—যেন মাংস ধোয়ানি জলের ন্যায় (ক্যাম্ফ: হ্রাস:)। বহু কালের বা পুরাতন যন্ত্রণারহিত অজীর্ণ মলতারল্য,—অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যাদি নির্গত হয়,—রাত্রে অত্যন্ত জলতৃষ্ণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে (অ্যান্ট্-ক্রুড্: ক্যাল্কে-কার্ব্: হ্রাস:—দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা= অ্যাকো: আর্স্: য্যাট্রোফা: ভেরেট্:)। বিসূচিকা প্রাদুর্ভাবের সময় পুনঃ পুনঃ ভেদ (ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্: পল্‌সে:)। যন্ত্রণারহিত অবসাদক উদরাময়,—বৃদ্ধি প্রাতে। মলকাঠিন্য—মল কঠিন, সরু, লম্বা, শুষ্ক এবং রজ্জুবৎ, দৃঢ়,—কুক্কুরের মলের ন্যায় (সাইমেক্স্: ষ্ট্যাফ্:),—অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে এবং বেগ দিবার সময় হস্তপদাদি কম্পিত হইতে থাকে। মলদ্বারে অত্যন্ত যন্ত্রণা বশতঃ মনে হয় যেন দেহ দ্বিধা হইয়া যাইবে; গরম বস্ত্র প্রয়োগ করিলে উপশম বোধ হয়। অর্শ,—বলি বহিঃসৃত হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে যখন তখন শোণিত পাত হইয়া থাকে,—উপবেশন ও শয়ন কালে মলদ্বারে যেন ত্বক ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা,। মলান্ত্র মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে পূয ও শোণিত নির্গত হইতে থাকে। মলদ্বার বোধ হয় যেন সদা সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে। মলত্যাগকালে মলদ্বার হইতে সূত্রকৃমী নির্গমন। মহাত্মা হানিমান বলেন "যে সকল রোগী পুরাতন উদরাময় রোগে ভুগিতেছে তাঁহাদিগের পক্ষে ফস্: অত্যন্ত হিতকর।"

প্রস্রাব।—মূত্র প্রচুর, ফিকা এবং জলবৎ; বহুবার অল্প অল্প প্রস্রাব হয়; মূত্র ঘোলা ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি এবং মূত্রের উপরে নানা বর্ণের সর ভাসে (ক্যাল্কে: প্যারিস্: পেট্রোল্: ফস্: সোরাইন্:—নানা বর্ণের = আয়োড:) এবং তলানি লালবর্ণ (সেলিন্: সিপী: ন্যাট্-সল্ফ্:)। রক্তপ্রস্রাব,—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা জনিত অবসাদ বশতঃ; শোণিত ঘনীভূত হয় না। ক্ষয়-কাস অধিকারে শর্করামূত্র বা সশর্করা বহুমূত্র (বোভি: কোডায়া: হেলোন্: ল্যাক্-ডিফো: লাই অ্যা-ফস্: প্লাম্: টেরিব্: ইউরেণীয়াম্-নাই:)। শ্বেতবর্ণ ধূমসদৃশ মূত্র; প্রস্রাব করিবার সময় শিশ্নমধ্যে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন অনুভূতি। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ সহযোগে মূত্রনলীর পেশীর স্পন্দন ও জ্বালা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপনা,—পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গম ও রেতঃস্খলন কিম্বা দুর্দ্দমনীয় সঙ্গমাকাঙ্ক্ষা। কামাতুরতা,—উলঙ্গ হইয়া পড়ে, কামোন্মাদ (অ্যা-পাই:; সুরা-পায়ীদিগের = নক্স-ভম্:)। অত্যধিক কামাতুরতা ও অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বশতঃ ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ (অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা জনিত = সিঙ্কো: লাই: ক্যালী-ব্রোম্: ষ্ট্যাফ্:—হস্তমৈথুনাদি অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জনিত = জেল্‌সি:)। কোষবৃদ্ধি বা কুরণ্ড (হ্রডো: সাইলি: স্পঞ্জী: অ্যা-ফ্লুয়োরিক: আয়োড্: ন্যাট্-মিউ:);—রুদ্ধ প্রমেহাস্রাব বশতঃ বা পুনঃ পুনঃ শুক্রক্ষয় জন্য। পুনঃ পুনঃ অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন। সঙ্গমকালে অতি শীঘ্র ক্ষীণ স্রোতে রেতঃস্খলন (অতি শীঘ্র রেতঃস্খলন = ব্যারাই: লাই: ন্যাট-কার্ব্: জিঙ্কাম্)। কোষ মধ্যে বেদনা এবং রেতোরজ্জুর স্ফীতি (ক্যালী-কার্ব্: সার্স্া; স্পঞ্জীয়া—কোষের স্ফীতি সহ-যোগে = অতৃপ্ত কামোত্তেজনা অন্তে = সার্স্া)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রমণীদিগের কামোন্মাদ (ল্যাক্: হায়ো: অরিগেণাম্: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট্: লিলীয়াম্: মীউরেক্স্:) ; বন্ধ্যাত্ব,—অত্যধিক কামাতুরতা বশতঃ কিম্বা বিলম্বে প্রচুর আর্ত্তবস্রাব সম্ভূত। বহু সন্তান প্রসবের পর জরায়ুপ্রদাহ, পূযদুষ্ট—শোণিত এবং যোন্যাদি প্রদেশীয় শিরাপ্রদাহ। জরায়ুর কর্কট রোগাধিকারে জরায়ু হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর শোণিতস্রাব হইয়া থাকে, স্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায় আবার স্রাব হইতে থাকে (পল্‌সে)। বাম ডিম্বাধার প্রদেশ হইতে বাম উরুর অভ্যন্তরাংশ পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (এপীস্: আর্স্: ব্রাই: ক্যাক্ট্: ষ্ট্যাফ্:)। ঋতু অকালে প্রকাশ হয় এবং স্রাব অপর্য্যাপ্ত ও বহু দিবস স্থায়ী ; কিম্বা অকালে প্রকাশ হয় এবং স্রাব সামান্য ও ফিকা ; স্রাব আরম্ভের পূর্ব্বে রোগিনী রোদন করে (লাই: পল্‌সে:) ; ঋতুর সময়ে কোমরে ব্যথা অনুভূত হয় (বার্ব্বা: কষ্টি: ল্যাকে: নিকোলাম্: পল্‌সে:) এবং হৃদ্‌স্পন্দন হইয়া থাকে (ক্যাক্ট্: ক্রোকাস্: ইগ্নে: ন্যাট্র-মিউ: অ্যা-নাই: সাইলি: সল্ফ্: ট্যাব্যাক্:)। আর্ত্তবাভাব,—রক্তকাস (স্যাঙ্গিউ:), মলদ্বার হইতে শোণিতস্রাব কিম্বা রক্তপ্রস্রাব সহযোগে ; ঋতুরোধ অধিকারে স্তনে দুগ্ধাধিক্য। যোনি হইতে সূচীবেধবৎ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া বস্তিগহ্বর মধ্যে সংক্রামিত হয়। নির্ম্মল বায়ুসেবনার্থ পাদচারণ কালে বা পাদচারণের পর যোনিদ্বারে বিদারণবৎ বেদনা। প্রদর,— হরিৎপাণ্ডু রোগাধিকারে (শোণিতাভাবাধিকারে=ক্যাল্‌কে: ফেরাম্: সাইক্লেম্: হেলোন্: অ্যা-ফস্:) ; আর্ত্তবস্রাবের পরিবর্ত্তে প্রদরস্রাব (সীড্রন্: ককীউ: চিনোপোড্-অ্যান্: গ্র্যাফ্: জিঙ্কাম্: নক্স্-মস্: সিপিয়া:) ; স্রাব জলবৎ (বীউফো: ল্যাক্-ক্যান্: মীউরেক্স্: ন্যাট্র-ফস্:), আঠাবৎ (হাইড্র্যাষ্ট্: ক্যালী-বাই: বোভি:) কিম্বা ত্বকক্ষয়কারক (অ্যালীউ: বোর্: কলোফিল্: ক্রিয়ো: ইউপীয়োন্: ন্যাট্র-মিউ: অ্যা-নাই: সিপী: সাইলি:), এবং যেখানে লাগে সেই স্থলেই ফোস্কা উৎপন্ন হয়। প্রসববেদনা,—অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক অথচ নিষ্ফল ; সমগ্র উদর মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা। স্তন ক্ষত, স্তন অনমনীয় ; স্তনের উপর লাল দাগ ও রেখা উদ্গত হয় ; স্তনের উপর নালীক্ষত এবং তন্মধ্যে জ্বালা, হুলবেধবৎ বেদনা এবং ঐ নালী হইতে জলবৎ দুর্গন্ধ পূয নিঃসরণ ; পূয-সঞ্চয় প্রবণতা মাত্রেই প্রযোজ্য। স্তন্য কর্কট,—স্তনমধ্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা, কিম্বা তন্মধ্য হইতে যখন তখন শোণিতপাত হয়। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে রোগিনীর মস্তক ঘুরিতে থাকে এবং পদদ্বয় ক্ষীণ বোধ হয়, সুতরাং শয্যাত্যাগের পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত রোগিনী দাঁড়াইতে পারে না। গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী এবং বায়ুনলীভুজ মধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব ও কাসি (ল্যাকে: পল্‌সে:) ও স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি (কার্ব্বো-অ্যান্: কার্ব্বো-ভেজি: রীউমেক্স্)। অনেকক্ষণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা কহার জন্য স্বরলোপ, কণ্ঠনলী স্পর্শাসহ। কণ্ঠমধ্যে ব্যথা বশতঃ কথা কহিতে পারে না। কণ্ঠনলীর অভ্যন্তরাংশ বোধ হয় যেন ঘন লেপাচ্ছন্ন। কৃত্রিম-ঝিল্লী-উৎপাদক স্বরনলী প্রদাহ,—স্বরলোপ, জীবনীশক্তির দ্রুত অবসাদ, শীতল স্বেদোদ্গম, নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে, গণ্ডদ্বয় বসিয়া যায় এবং ঘড়্‌ঘড় শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে ; উক্ত রোগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব। শ্বাসরোগ,—শ্বাসরোধোপক্রম হয়

(লোবেল-ইন্: স্পঞ্জী:)। বক্ষমধ্যে চাপ ও অস্থিরতা বোধ, বিশেষতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়। সন্ধ্যার পর নিদ্রিত অবস্থায় শ্বাসগ্রহণ কালে ঝিল্লিপ্রকম্পন জনিত "ফড়্‌ফড়্" শব্দ (নাসিকা ধ্বনি বা ঘড়ঘড় শব্দ সহযুক্ত=ওপী: পল্‌সে:); প্রতি রাত্রে শ্বাসরোধোপক্রম (আর্স: সল্‌ফ: স্পঞ্জী:), যেন ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের পক্ষাঘাত হইয়াছে। পেশীর আক্ষেপ বশতঃ বক্ষমধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব। সশব্দ হাঁপানির শ্বাসপ্রশ্বাস। শ্বাসগ্রহণ কালে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়,—বুক পরিপূর্ণ এবং ভার ও দৃঢ়াবদ্ধ বোধ হয়। শ্বাসাল্পতা,—প্রতি কাসির পর; (ইপিকা:) দুইচারি পদ পাদচারণ করিলেই রোগী হাঁপাইয়া যায় (পাদচরণে শ্বাসাল্পতা=আর্স: কার্ব্বো:—ভেজি: প্রুণাস্: সিপীয়া:); বৃদ্ধি আহারের পর (বেড়াইতে বেড়াইতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে হয়=অ্যাগার্:—আহারান্তে=স্যাঙ্গিউইন্:)। যেন অপরিমিত আহার করিয়াছে বক্ষমধ্যে এইরূপ পূর্ণতানুভূতি। স্বরলোপ বশতঃ "চুপি চুপি" কথা বলে। কণ্ঠনলী অত্যন্ত স্পর্শাসহ ও জ্বালাযুক্ত। কাসি,—(১) কণ্ডুয়ন জনিত, সমগ্র বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধভাব সহযোগে; (২) শূন্যগর্ভ বা ঘংঘঙে, আক্ষেপিক এবং বক্ষমধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত; (৩) সমগ্র-দেহের আলোড়ন; (৪) উদরোর্দ্ধ প্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলকাবেধবৎ বেদনা,—রোগী ঐ অংশ হস্তদ্বারা টিপিতে বাধ্য হয়; (৫) স্নায়বিক উত্তেজনা সম্ভূত,—কেহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই কাসির উদ্রেক হয় (কোন লোক রোগীর নিকটবর্ত্তী হইলে বা সম্মুখ দিয়া গেলে=কার্ব্বো-ভে:—যতক্ষণ রোগীর নিকট বা গৃহমধ্যে অন্যলোক উপস্থিত থাকে=অ্যাম্ব্রা;—অপরিচিত লোকের উপস্থিতিতে=ব্যারাই:); (৬) নাসিকা মধ্যে উগ্র গন্ধ প্রবিষ্ট হইলে (নবজাত শস্যাদির গন্ধে=এরাম্-ট্রাই: ইউফ্রে: ল্যাকে: লোবেল্: মস্কাস্: স্যাবাড্: ষ্টিক্টা) এবং (৭) ঝড়বৃষ্টি হইবার সূচনা হইলে (শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে=ওলী-যেকোর্:—ঝড়ো বাতাসে=ব্যাডীয়াগা, ব্যারাইটা-কার্ব্ব্:)। কাসি অধিকারে দক্ষিণ বা বাম ভ্রূদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা; মস্তক বিদারক শিরোবেদনা এবং কণ্ঠমধ্যে শুষ্কতা সহ জ্বালা; স্বরলোপ বা স্বরভঙ্গ; কণ্ঠনলী মধ্যে কর্কশতা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি; বৃদ্ধি=রাত্রে ও সন্ধ্যার সময়। কাসির বৃদ্ধি=গরম হইতে ঠাণ্ডা বাতাসে আসিলে; হাস্য করিলে (আর্জেণ্ট-নাই: সিঙ্কো: ষ্ট্যান্:), উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে (হায়ো: রাউমেক্স্: ষ্ট্যাণাম্), শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে (ভেরেট্:), পান বা আহারান্তে (পানে—অ্যাকোন্: হায়ো: মিফাইটিস্: ওপী: স্পঞ্জীয়া এবং আহারে=হায়ো: স্কীলা) এবং বাম পার্শ্বে (লাই: ড্রোসে: ষ্ট্যানাম্: প্যারিস্: থ্রাস্) বা চিৎ হইয়া শুইলে (স্যাট্-মিউ:)। কাসিলে অসাড়ে মলত্যাগ হইয়া থাকে (স্কীলা)। গয়ার,—প্রাতেই অধিক উত্থিত হইয়া থাকে; ফেনময় (আর্স: ফেরাম্: অ্যাণ্ট্-টার্ট্: ড্যাফ্নী: স্যাট্-মিউ:), রক্তমিশ্রিত (সিঙ্কো: ফেরাম্: লাই: পল্‌সে:), লৌহমলবৎ বর্ণ (অ্যাণ্ট্-টার্ট্: আয়োড্: লাই: থ্রাস্), পূয়বৎ=অ্যা-নাই: লাই: সাইলি: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-কার্ব্:), শ্বেতবর্ণ (ক্লোরাম্: সিঙ্কো: ইগ্নান্: ষ্টিক্টা) এবং গাঢ় আঠার ন্যায় (ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব্: হাইড্রাষ্ট্:); শীতল (ব্রাই: কোর্যাল্-রুব্:) এবং মিষ্ট, অম্ল বা লবণাক্ত স্বাদবিশিষ্ট।

বক্ষগহ্বর।—বাম বক্ষ মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন

করিলে উপশম বোধ হয় (বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না=অ্যামন্-কার্ব্ঃ)। ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ, বায়ুমার্গ সকল শুষ্কবোধ হয়, বক্ষাভ্যন্তরের ঊর্দ্ধাংশে যেন ত্বকক্ষয় হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি; বক্ষমধ্যে অত্যন্ত চাপবোধ; বক্ষাভ্যন্তর ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ; যেন তন্মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণ-বিকশিত বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ, দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্নার্দ্ধ যকৃতভাব প্রাপ্ত। অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে উত্তাপ এবং বক্ষ যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। কৈশিক বায়ুনলী প্রদাহ,—ফুস্‌ফুস্ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাতোপক্রম,—রোগী উত্থানশক্তি রহিত, আঠার ন্যায় ঘর্ম্ম উদ্গত হয়, নাড়ী সূক্ষ্ম, মুখমণ্ডল ও গণ্ডাদি বসিয়া যায় এবং গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে। ক্ষয়কাস,—দীর্ঘকায়, কৃশাঙ্গ বা দ্রুতবর্দ্ধনশীল রোগীদিগের,—পুনঃ পুনঃ রক্তময় গয়ার উঠা এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ; পুনঃ পুনঃ বায়ুনলীভুজ প্রদাহ। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশের পীড়া বশতঃ শৈরিক শোণিতের প্রবাহরোধ। দেহের সঞ্চালন মাত্রে হৃদ্‌স্পন্দন (ডিজিট্‌ঃ ফেরাম্ঃ ন্যাট্-মিউঃ ষ্ট্যাফ্ঃ অ্যাক্টীয়া-রেস্ঃ—দেহ সঞ্চালনে উপশম=আর্জেণ্ট্-নাইঃ জেল্‌সি); হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেগে শোণিত প্রবাহ সহযোগে,—(ক্যালী-মিউঃ); বিশেষতঃ দ্রুত বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের। বক্ষমধ্যাস্থির মধ্যাংশে অত্যন্ত চাপবোধ (সাইক্ল্যাম্. জিঙ্কাম্); কেবল মাত্র সোজা হইয়া থাকিলে শ্বাসকৃচ্ছ্রের উপশম বোধ (আর্স্ঃ ইপিক্ঃ সল্‌ফ্ঃ—শিশুদিগের=ইপিক্ঃ ন্যাম্বীউঃ অ্যাণ্ট-টার্ট্ঃ—বৃদ্ধদিগের=ব্যারাইঃ ল্যাকেঃ ওপীঃ); শ্বাসকৃচ্ছ্র,—রোগী কোনরূপ পরিশ্রম করিতে পারে না (আর্স্ঃ অ্যা-নাইঃ ন্যাট্-মিউঃ সিলিঃ ষ্ট্যাফ্ঃ সল্‌ফ্ঃ—সোপানারোহণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া শ্বাসগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়=কোকা) এবং হৃদ্‌স্পন্দন। হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্টনী প্রদাহের পর, বা হৃৎপিণ্ডের মেদাপজনন জনিত হৃৎপিণ্ড প্রসারণ (ক্যাক্টাসঃ লরোঃ লাইঃ নাযাঃ নক্স্ঃ ট্যাব্যাকাম্)। নাড়ী,—দ্রুতগতি, পুষ্ট এবং অনমনীয়; কখনও বা উপর্য্যুপরি দুই আঘাত অনুভূত হয়; আবার কোন কোন স্থলে নাড়ী সূক্ষ্ম, ক্ষীণ এবং দ্রুত। হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেগে শোণিত প্রবেশ এবং হৃদ্‌স্পন্দন,—আহারান্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—কটিবেদনা,—যেন কটি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে (ইউপেট্-পার্ফোলঃ) এবং তজ্জন্য রোগী নড়িতে পারে না। হেঁট হইবার পর সোজা হইতে গেলে পৃষ্ঠের নিম্নাংশে ব্যথা বোধ হয়। পৃষ্ঠের নিম্নাংশের অংশ বিশেষে জ্বালা বোধ হয়, মর্দ্দন করিলে উপশম হয়। মেরুমজ্জার তারল্য। বিচরণ বা দেহ সঞ্চালন শক্তির ক্রমবিকাশশীল লোপ (নক্স্-ভম্ঃ প্লাম্ঃ ষ্ট্রিক্নীঃ ফাইজস্ঃ জেল্‌সিঃ কষ্টিঃ অ্যা-পাইঃ ল্যাকেঃ); মেরুচঞ্চুতে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা বশতঃ রোগী স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে না এবং তৎপরে গ্রীবা আড়ষ্ট হইয়া থাকে। প্রসবান্তে নিতম্বদেশে ব্যথা বোধ। কাণের ও গ্রীবার গ্রন্থি মধ্যে অত্যধিক শোণিত সঞ্চয় বশতঃ উহা স্ফীত হইয়া উঠে। কক্ষমধ্যে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয় (সাইলিঃ হিপ্ঃ ক্যাইঃ পেট্রোল্ঃ)। অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে উত্তাপ বা জ্বালা বোধ (গ্লোন্ঃ)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম স্কন্ধমধ্যে বিদারণবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=রাত্রে (গ্র্যাফঃ ফ্লুওঃ);

বাহুদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল,—রোগী বাহু সঞ্চালন করিতে গেলে উহা কম্পিত হইতে থাকে। হস্ত শীর্ণ হইয়া যায় (সোলিন্ঃ); বাহুদ্বয়ের কম্পন (অ্যান্ট-টার্ট· মার্ক্ঃ প্ল্যাট্ঃ)। অঙ্গুল্যগ্র সকল অসাড় ও স্পর্শজ্ঞানরহিত বোধ হয়। সময়ে সময়ে অঙ্গুলি সকল বক্র হইয়া যায়,—খাল ধরার ন্যায় (কীউপ্রাম-অ্যাসেট্)। হস্তের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে (পল্সেঃ অ্যা-ফ্লুঃ হ্যামাঃ ওপী)। করতল জ্বালাযুক্ত; মস্তকের উপর এবং করতলে আঠাবৎ ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে। বাতাশ্রয় বশতঃ জানুদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং জানু হইতে চরণ পর্য্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে। পদনিম্নার্দ্ধের সম্মুখাস্থি স্ফীত হইয়া থাকে। পদতলে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা। গর্ভাবস্থায় চরণদ্বয়ে বিদারণবৎ যন্ত্রণা। সন্ধ্যার সময় চরণদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে। চরণদ্বয় তুষারবৎ শীতল অনুভূত হয়। পদদ্বয় থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হয়। হস্ত ও পদদ্বয় অসাড় ও জড়তাযুক্ত; গুল্‌ফসন্ধি স্ফীত ও তদুপরিস্থ ত্বক টান বোধ হয়। কোনরূপ পরিশ্রম করিতে গেলেই হস্তপদাদি কম্পিত হইতে থাকে; সময়ে সময়ে কর ও চরণদ্বয় তুষারবৎ শীতল অনুভূত হয়। পাদচারণকালে দুর্ব্বলতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হয়। হস্ত ও পদদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—আলোক, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির আধিক্য হইলেই রোগী পীড়া বোধ করে। বিদারণ ও আকর্ষণবৎ বেদনা,—ঈষন্মাত্র শৈত্য সংস্পর্শে পুনরাবির্ভূত হয়; সমগ্র দেহ যেন আঘাত হইয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত বোধ হয়; এবং সর্ব্বদা গাত্রে শৈত্য অনুভূত হয়; গৃহবহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সহ্য হয় না। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছোপক্রম; রোগীর মূর্ত্তি ম্লান ও দেহ শীতল; হঠাৎ সংজ্ঞালোপ,—রোগী মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া থাকে। মৃগী রোগে রোগীর জ্ঞান থাকে (ন্যাট্-মিউঃ কার্ব্বোণী-অক্সিজেন্ঃ ইপিক্ঃ ক্যালী-কার্ব্ঃ ষ্ট্রকৃনীঃ)। পক্ষাঘাতা-ক্রান্ত অঙ্গের পেশীর আকুঞ্চনপ্রসারণ। পক্ষাঘাত,—আক্রান্ত অঙ্গ মধ্যে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ সুড়সুড়ী অনুভূতি (জেল্‌সিঃ ট্যার‍্যাণ্ট্ঃ) এবং বিদারণবৎ বেদনা, স্পর্শজ্ঞান-শক্তির লোপ (অ্যানাক্ঃ ক্যাম্ফোঃ ক্যাপ্স্ঃ কার্ব্বোন্-সলফ্ঃ প্লাম্ঃ জিঙ্কঃ) এবং উত্তাপাধিক্য অনুভব (কোণাঃ)। শ্লেষ্মা-সঞ্চয়াধিক্য। বগলের গ্রন্থির পীড়া,—গ্রন্থিমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; আক্রান্ত গ্রন্থি উত্তপ্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে। শোণিতস্রাব-প্রবণ ধাতু,—সামান্য নখব্রণ হইতে অজস্রধারে শোণিত নির্গত হইয়া থাকে (ক্রিয়োঃ ল্যাকেঃ); সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিময় দ্বার হইতেই শোণিত-স্রাব হইতে পারে। হস্তপদাদিতে বা হস্তপদের সন্ধি মধ্যে বা তাশ্রিত বেদনা,—বেদনা বিদারণ বা সূচীবেধবৎ,—কোন কোন স্থলে শৈত্য সংস্পর্শান্তে আবির্ভূত হয়; বৃদ্ধি=রাত্রে শয্যায় শয়িত অবস্থায় (ক্যালী-আয়োড্ঃ হ্রাসঃ)। হস্তপদাদি মধ্যে জ্বালা। অঙ্গবিশেষ হঠাৎ নীলিমালিপ্ত ও অসাড় হইয়া যায় এবং সে সময় ঐ অঙ্গ সঞ্চালনের শক্তি থাকে না। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সকল নীলবর্ণ শোণিতশূন্য প্রতীয়মান হয়। সামান্য পরিশ্রমান্তে, বিশেষতঃ প্রসববেদনা-ধিকারে, হস্তপদাদি কম্পিত হইতে থাকে। রোগী কেবলমাত্র দক্ষিণ বা অনাক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে,—বাম বা আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মাথার খুলির হাড়ের অর্ব্বুদ বা অস্থিবিবর্দ্ধন (অরাম্ঃ ক্যাল্কে-ফস্ঃ ক্যাল্কে-ফ্লুঃ

হেক্লা: মার্ক: সাইলি)। উরুশিখর প্রদাহ; নালীক্ষত হইতে জলবৎ পূয স্রাব (ক্যালী-আয়োড্: অ্যাসিড্-নাই: সাইলিশীয়া)। শীর্ণতা এবং ক্ষয়কাস (ওলী-যেকোর: ফের্: ব্যাসিলিন্: আয়োডাম্; লাই: সার্স'া; সাইলি: ষ্ট্যানাম্; সিফিলিন্:)। রোগী গৃহবহিঃস্থ শীতল বায়ু সহ্য করিতে পারে না। সর্দ্দি-প্রবণ-ধাতু ঠাণ্ডা লাগিলেই শিরোবেদনা, দন্তশূল, তরুণসর্দ্দি ও জ্বর, কম্প ইত্যাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে। কেশ কর্ত্তন ও মস্তকে শৈত সংস্পর্শ জনিত পীড়াদি (বেল্: গ্লোনইনাম্)। শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে বেদনার আবির্ভাব।

ত্বক।—গাত্রদাহ বা জ্বালা,—মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বের স্থানে স্থানে এবং অংসফলক দ্বয়ের মধ্যস্থলে; পৃষ্ঠের নীচে হইতে উর্দ্ধমুখে তীব্র উত্তাপ সঞ্চার; করতল জ্বালা (ল্যাকে: সল্ফ: ক্যাস্থা: পেট্রোল্: মিডহ্নাইন্:); বৈকালে এবং সন্ধ্যার পর উত্তাপ বশতঃ করতল জ্বালা (সন্ধ্যা ও রাত্রে=ল্যাকে:—হস্ত অনাবৃত করে এবং ব্যজন করিতে বলে=মিডহ্ন্:—সন্ধ্যার পর করতলে শুষ্ক উত্তাপ আবির্ভাব ও জ্বালা বোধ বশতঃ রোগী শীতল স্থান অন্বেষণ করে (পল্সে:); বক্ষ ও ফুস্ ফুস্ মধ্যে জ্বালা (আর্স্: ক্যাস্থা: স্যাঙ্গিউইন্); দেহাভ্যন্তরস্থিত প্রত্যেক তন্তু বা যন্ত্র মধ্যে জ্বালা বোধ হইয়া থাকে (আর্স্: সল্ফ:); সাধারণতঃ স্নায়ুবিধানের পীড়াতেই এইরূপ হইয়া থাকে। গাত্রত্বক জ্বালা বা হুলবেধবৎ যন্ত্রণা যুক্ত, রোগী অস্থির হইয়া পড়ে এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে শান্তি অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। রক্তস্ফোটক। নাসিকা, কর্ণ, প্রভৃতির অভ্যন্তরস্থিত ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ হইতে সামান্য কারণে শোণিতপাত হইয়া থাকে। কর্কটীয় ক্ষত হইতে যখন তখন শোণিত নিঃসৃত হয়। সন্ধিপ্রদেশে রস পীড়কা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা সকল বাহির হইয়া স্থানে স্থানে কপিশবর্ণ দাগ জন্মায়। স্থনে স্থানে আরক্ত বিন্দু কিম্বা কালশিরার ন্যায় দাগ প্রতীয়মান হয় (ব্রাই: হায়ো: ল্যাকে.)। শুষ্ক শল্কমোচক উদ্ভেদ কিম্বা পূযবটী উদ্গত হইয়া থাকে; জানু ও কফোনী বা কনুই সন্ধি প্রদেশে বিচর্চ্চিকা হইয়া থাকে। (আর্স্: আর্স্-আয়োড: লাই: ফাইটো: সিপী: আইরিস; মার্ক: স্যারাসিন্:)। বসন্ত গুটী সকল শোণিতপূর্ণ হইয়া উঠে (আর্স্:),—রোগী শোণিতস্রাব প্রবণ ধাতুবিশিষ্ট। নালীক্ষত, স্ফীত; স্রাব=রসের ন্যয় পাতলা পূয; বিলেপী জ্বর সংযুক্ত। যে সকল ক্ষত ভাল হইয়া গিয়াছে মনে হয় তাহা পুনশ্চ নবীভূত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্য হইতে শোণিতপাত হইতে থাকে। কামল রোগ (ক্রোটেলাস্; ল্যাকেসিস্)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত বেষ্টিত বৃহৎ ক্ষত (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূযবটী বেষ্টিত বৃহৎ ক্ষত=হিপ:)। আর্ত্তব প্রকাশের পর ক্ষত হইতে রক্তপাত হইতে থাকে (ক্ষতাদির বৃদ্ধি হয়=গ্র্যাফ: পল্সে)। শোণিত-প্রবণ কোমল অর্ব্বুদ (ল্যাকে থুযা: ন্যাট-মিউ: পল্সে: সাইলিশীয়া)। পদাঙ্গুলির উপর ব্যথাযুক্ত কদর বা কড়া এবং অঙ্গুলি মধ্যে শীতস্ফোট বা পাঁকুই (অ্যাগার্: পেট্রোল্:—কদর মধ্যে ব্যথা=পীয়োনীয়া)। শীতপিত্ত বা আমবাত (আর্টিকা)।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা; চক্ষুরুন্মীলন করিয়া নিদ্রা যায় (ক্যামো: ওপী: কর্কীউ: মস্কাস্)। ফুস্ফুস্ প্রদাহাধিকারে,—আচ্ছন্নাবস্থা, মস্তকে জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ এবং প্রলাপ বশতঃ বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে; মোহাচ্ছন্ন ভাব, ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা কালিমালিপ্ত এবং মুখ ব্যাদ্যান

করিয়া থাকে (কালবর্ণ জিহ্বা = আর্স্: বীউফো ; ইল্যাপ্স, ল্যাকে: ওপী: সিকেলি: হ্রাস-টক্স:)। সমস্ত দিবস নিদ্রাবেশ বোধ করে এবং রাত্রে অনিদ্রা বশতঃ অস্থির হইয়া পড়ে ; বিশেষতঃ রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে। উত্তাপ বোধ (ব্যারাই:) বা শিরাদি মধ্যে রক্তের বেগাধিক্য হেতু কিম্বা ক্ষুধার উদ্রেক বশতঃ (ইগ্নে: লাই সিঙ্কো: সোরাইন্: পলসে:) প্রায় রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (লাই:)। প্রাতে বোধ হয় যেন উত্তমরূপ নিদ্রা হয় নাই কিম্বা যেন দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অসাড় বা অবশ হইয়া গিয়াছে। স্বপ্ন সঞ্চরণ (আর্টিমি-ভাল্ ব্রাই: ইগ্নে: ক্যালী-ফস্: সাইলি:) চিৎ হইয়া বা পার্শ্বে চাপিয়া শুইয়া থাকিতে পারে না (নক্স-ভম্:—পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে রোগের বৃদ্ধি. (ক্যাল্কে: কার্ব্বো-অ্যান্: ক্যালী-কার্ব: লাই: ষ্ট্যানাম্)। নিদ্রিত অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া হস্তপদাদি আক্ষিপ্ত হইতে থাকে, রোগী রোদন করে, বকে, নানারূপ যন্ত্রণা প্রকাশ করে এবং বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—আন্ত্রিক সান্নিপাতিক জ্বর। শীতাবস্থায়,—তৃষ্ণা-রাহিত্য ; সন্ধ্যার প্রাক্কালে শীতাবির্ভাব,—অগ্নির উত্তাপেও উপশম হয় না (মিনীয়্যান্: নক্স) ; যেন শীতল জলে দেহ নিমজ্জিত রহিয়াছে এইরূপ শীত, গরম বস্ত্রে দেহ আবৃত করিলেও শীতের উপশম বোধ হয় না (নক্স)। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় কম্প,—গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে চাহে না। শীতের পর উত্তাপ এবং উত্তাপের পর আবার শীত এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ আবির্ভূত হইতে থাকে (আর্স্:) ; হস্তের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে (চেলিড: মিনীয়্যান্:) ; পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও লোমহর্ষণ হইতে থাকে ; শীত নিম্নগামী এবং উত্তাপ নিম্নাঙ্গ হইতে উর্দ্ধাভি-মুখে সঞ্চারিত হইয়া থাকে (শীত নিম্নগামী = ভেরেট: ; উর্দ্ধগামী, অ্যাকো: হায়ো: আর্স্: স্থাবাড:) —হস্ত ও পদের অঙ্গুলি হইতে বক্ষ ও মস্তকে সঞ্চারিত হয় (বেনজিনাম্ ;—উর্দ্ধগামী উত্তাপ সিনা, ন্যাট্-মিউ: সিপী:)। রাত্রে শয়িত অবস্থায় জানুদ্বয় অত্যন্ত শীতল বোধ হয় (এপীস্ ; কার্ব্বো-ভেজি: ইগ্নে: সাইলি:—শীতাবস্থায় জানুমধ্যে বেদনা = সাইমেক্স ; পডো: শয্যায় শয়নকালে হস্ত ও চরণ তুষারবৎ শীতল অনুভব হয় মিনীয়্যান্:)। উত্তাপাবস্থায়,—তৃষ্ণা ; রাত্রে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম সহযোগে রাক্ষসী ক্ষুধার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না (সিনা সিঙ্কোনা ;—উত্তাপের বেগ হ্রাসহইলে ক্ষুধা = ইউপেটোরীয়াম্ ;—কম্প হইবার পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেক = সিঙ্কোনা)। ঘর্ম্মাবস্থা,—সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে এবং সামান্য পরিশ্রমে প্রচুর ঘর্ম্মোদ্গম হয়। শেষরাত্রের ঘর্ম্ম নিদ্রিত অবস্থায় অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে (সিঙ্কে:)। প্রচুর এবং অবসাদক (বেনাজিনাম্) ; গন্ধকের ন্যায় বা রসুনের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম। মূত্র ঘোলা এবং দুগ্ধবৎ।

বৃদ্ধি।—সন্ধ্যার সময়, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে, বাম বা আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, ঝড় বৃষ্টির সময়, শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে, শীতল বায়ু সংস্পর্শে (বক্ষ, কণ্ঠ এবং গ্রীবার পীড়াদি) ; স্পর্শ করিলে, বিশ্রামে, শয়ন করিলে, চিৎ হইয়া শুইলে (উদরাময় ও শ্বাসরোগ), উপবেশনে, দেহ সঞ্চালনে, পরিশ্রমে বা পাদচারণে, হাস্য করিলে, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে বা পাঠ করিলে, নিদ্রার পূর্ব্বে, উত্তাপে, বস্ত্রাদি ধৌত করিলে, জলীয় বায়ুতে, আলোকে, শব্দে এবং সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণে।

উপশম।—শীতল বায়ু সংস্পর্শে (মস্তক ও মুখের পীড়া), অন্ধকারে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে, মর্দ্দনে, চিৎ হইয়া শুইলে (ফুসফুস প্রদাহ এবং বাহুর বেদনা), শীতল জলপানে (যতক্ষণ না ঐ জল পকাশয় মধ্যে উষ্ণ হয়), উষ্ণ জলে হস্ত নিমজ্জিত করিলে (দন্তশূল) এবং শীতল জলে আক্রান্ত অঙ্গ ধৌত করিলে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ—কফীয়া, নক্স্-ভমিকা, টেরিবিন্থ্ এবং ক্যালী-পার্ম্যাঙ্গা-নিকাম্ উত্তমরূপে জলে ডাইলিউট করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ।

অনুপূরক।—আর্সিনিকাম্ এবং অ্যালীয়াম্ সীপা, কর্ব্বোভেজি, ইপিকাক।

অনুকূল সম্বন্ধ।—আর্স্: ব্যাপ্টি: বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি. সিঙ্কো: ক্যালী-কার্ব্: লাই: নক্স্-ভম্: পল্সে: হ্রাস. সিপী: সিলি: সল্ফ্:।

প্রতিকূল সম্বন্ধ।—কষ্টিকামের পুর্ব্বে বা পরে ফস্ফোরাস্ ব্যবহার করিলে কুফল উৎপন্ন হয়।

সদৃশ।—অ্যা-নাই: অ্যা-ফস্: অ্যালীউ. আর্স্: ক্যাল্কে: সিঙ্কোনা: লাই: পল্সে: সাইলি: হ্রাস্-টক্স্: ল্যাকে: থূষা: এপীস্. আকালিফা-ইন্: সল্ফ: অ্যানাক্: নক্স্-মস্: প্ল্যাট্: আয়োড্: ইপিক্: হায়ো: ইগ্নে: ল্যাক্-ডিফ্লো: ক্যান্থ্যা: অ্যাণ্ট্-টার্ট: ষ্টিক্টা: ফেল্যান্:।

তুলনীয়।—কাসির পর হাঁপানি—আর্স। নিজকে খণ্ড খণ্ড অনুভব করা—ব্যাপ্ট। দুর্ব্বলতাজনক নৈশ ঘর্ম্ম—চায়্না; লাইকোপ। সকালে ঘর্ম্ম—ক্যাল্কেরিয়া। জিহ্বা চাক্চিক্য বিশিষ্ট—ল্যাকেসিস্। অন্ধকারে ভয়—ক্যাল্কে; ষ্ট্রামো। ভূতের ভয়—পল্স। আর্ত্তবকালে অর্শ—ইগ্নে: ল্যাকে: পল্স:। সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত—অ্যাগারিকাস্:। রাত্রিতে ক্ষুধা—চায়না: পল্স: ইগ্নেসি:। বাম দিকের ডিম্বাধারে বেদনা—কলোসি: ল্যাকে: ব্রায়ো। স্বপ্ন সঞ্চরণ—ক্যানাবিস্: সল্ফর্:। গুহ্যদ্বার ফাক্ অনুভব—ফস্-অ্যাসিড: এপীস্:। ভুক্তদ্রব্য উদ্‌গীরণ—সল্ফ:। রাত্রিতে লালাস্রাব—নক্স্: হ্রাস:। তরল দ্রব্য গিলিতে ক্লেশ—ল্যাকে: লাইকোপ। গম্ভীর বিষয়ে হাস্য করা—আনাক: লাইকোপ: প্লাটীনম্। মেদাপকর্ষ সহ কোমরে বেদনা—পিক্ অ্যাসিড:। ক্লান্তি বশতঃ পক্ষাঘাতাবস্থা—ষ্ট্যানাম্:। অস্থি বিকৃতি—সাইলি:। যুবকদিগের যক্ষ্মা—আয়োড:। স্বরবদ্ধ স্বরনলীতে বেদনা—কার্ব্ব-ভেজি:। ক্ষুদ্র শ্বাসনলী প্রদাহ—ইপিকাক:। অনুকল্পরজঃ—ব্রায়ো: পল্স:। সান্নিপাতিকাবস্থা—হ্রাস্:। মস্তিষ্কের কোমলতা—নক্স্‌ভমিকা:। মলত্যাগের পর দুর্ব্বলতা—কোনায়াম্: নক্স্:। সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব—ল্যাকেসিস্:। রক্তাক্ত মল, কটাতে মাংস ধোয়ানি জলের মত—ক্যান্থ: হ্রাস:। ফুস্ফুসের যকৃদ্ভাব প্রাপ্তি—অ্যাণ্টি-টার্ট: সল্ফ: লাইকোপ:। সন্নিপাতিকজ্বরের পর বধিরতা—আর্স্: পেট্রোলিয়ম:। কামোন্মাদ—ক্যাল্কে-ফস্: ওরিগেনম্:। যক্ষ্মা বা গুটিকারোগ—ব্যাসিলি-টিউবার্ক:। চুল কাটার মন্দফল—বেলাড:।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে সহস্র শততমিক পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ দিন।

ফাইসস্টিগ্মা

(PHYSOSTIGMA VENENOSUM).

নামান্তর।—ক্যালেবার-বিন্।

প্রস্তুতি।—এই বীজের প্রথমে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্নানের মন্দফল; চক্ষুর পাতার আক্ষেপ ও তাণ্ডব; চক্ষুর পেশীর স্নায়ুশূল; কোষ্ঠবদ্ধ; বয়ঃসন্ধি কালের পীড়া; দন্তোদ্গম কালের পীড়া; অতিসার; আমরক্ত; অজীর্ণ; মৃগী; চক্ষুর বিবিধ পীড়া; সাধারণ পক্ষাঘাত; অন্ধত্ব; অর্শ; মাথাব্যথা; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; হিক্কা; মূর্চ্ছাবায়ু; তারকার স্থানচ্যুতি; প্রদর; চলন-শক্তির-ব্যত্যয়; নাভিকুণ্ডের প্রদাহ; স্থানিক পক্ষাঘাত; মেরু-মজ্জীয় পক্ষাঘাত; ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল পেশীর শীর্ণতা; অবসাদ; অনিদ্রা; মেরুমজ্জার উত্তেজনা; গ্রীবা স্তম্ভ; ধনুষ্টঙ্কার; গলক্ষত; গলায় যেন মাছের কাঁটা ফুটিয়াছে বোধ; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও ভাবাতিশয্য; কোন রকমেই চিন্তা হইতে বিরত হইতে পারে না। তিমিরদৃষ্টি,—যেন চক্ষের উপর কোনরূপ আবরণ বা প্রলেপ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; এবং বস্তু সকল পরস্পরের সহিত যেন জড়িত এইরূপ মনে হয়। দৃষ্টির কার্য্যের পর চক্ষুতে বেদনা অনুভব; চক্ষু সমক্ষে বোধ হয় যেন কাল বিন্দু সকল উড়িতেছে; থাকিয়া থাকিয়া আলোক শিখা দৃষ্ট হয়; অক্ষিপুট এবং চক্ষুর পেশীর স্পন্দনানুভূতি; দ্রুত পলকপাত। পেশী মণ্ডলীর সম্পূর্ণ অবসাদ; চলচ্ছক্তির হ্রাস। মানসিক বা শারীরিক বিকৃতি বশতঃ কম্পন অনুভূতি। স্বয়ম্ভূত বা আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার, রোগীর নিকট দিয়া কোন লোকের গমনাগমন জনিত বায়ু সংস্পর্শ মাত্রে আক্ষেপ আবির্ভূত বা বর্দ্ধিত হয়। পক্ষাঘাত,—রোগী আক্রান্ত পেশী সমূহকে কোন মতেই স্বীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিতে পারে না। বামাঙ্গের পক্ষাঘাত,—বিশেষতঃ বাম বাহুর। পাদবিক্ষেপ কালে দেহ অত্যন্ত লঘু অনুভূত হয়,—যেন শূন্যে উড়িতেছে। শীতল জলের ভয়,—শীতল জল পান বা শীতল জলে স্নান করিতে চাহে না। প্রদর,—বৃদ্ধি=দিবাভাগে, ব্যায়াম্ বা শারীরিক পরিশ্রমান্তে,—বিশেষতঃ বেলা ৪টার সময়; পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, বৃদ্ধি=প্রদরের বৃদ্ধি হইলে;—ইহার সহিত শীতল জলের ভয় বর্ত্তমান থাকে। অবসাদ,—শীতল স্নিগ্ধকর বায়ু সংস্পর্শে এবং জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে; এই কয়েকটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—চিন্তা শক্তির অতি বৃদ্ধি,—কিছুতেই চিন্তার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না (কফী:)। নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করে এবং রোগী বলে যে তাহাতে তাহার

বুদ্ধিবৈকল্য ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। প্রাতে বেশ হর্ষপূর্ণ চিত্ত কিন্তু দ্বিপ্রহরের পরে গম্ভীর ও বিষাদযুক্ত হইয়া থাকে। সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলতা দেখে,—গৃহ মধ্যে যেন অত্যধিক সংখ্যক দ্রব্যাদি রহিয়াছে এবং রোগী পুনঃ পুনঃ সে সকল গণনা করে ও বলে "এত জিনিস এখানে কেন?" অল্পে কাতর,—সামান্য যন্ত্রণা অসহনীয় বোধ করে (অ্যাকো: কফী: ক্যামো:); কার্য্যে অনাসক্তি প্রদর্শন করে (অ্যানাক্: অ্যাগার্: অক্সাইট্রোপ্. অ্যা-পাই: সিপী: ট্যারাক্স্: জিঙ্কাম্)। কোন বিষয়ে মন কেন্দ্রীভূত করিতে বা একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না (অ্যা-অক্স্যাল অ্যা-ফস্: ইথ্যুউ: অ্যালেট্রিস্-ফেরি অ্যাভেনা-স্যাট্)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—দেহ সঞ্চালন কালে; মূর্চ্ছোপক্রম; চক্ষু সমক্ষে উড্ডীয়মান কৃষ্ণ বিন্দু দৃষ্ট হইয়া থাকে; অধ্যয়ন কালে, সান্ধ্য আহারান্তে আসন হইতে উঠিলে এবং পাদচারণ কালে শিরোঘূর্ণন: সোপানাবতরণ কালে মাথা ঘুরিতে থাকে, গা টলে এবং চক্ষে ঘোলা দেখে; পাদচারণ কালে মস্তিষ্ক যেন তরঙ্গায়িত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। উভয় চক্ষুগোলকের উপর প্রদেশে বা ভ্রূদেশে অসহনীয় বেদনা (লিথীয়া-কার্ব্: ল্যাক্-ডিফ্লো: স্যাঙ্গিউ-ইন্: জেল্: মিক্কাইট্: স্যাট্-ফস্: ট্যাবাক্)। শিরোমধ্যে স্থানে স্থানে বিদ্ধকারী বেদনা,—মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি (বার্বা: হাইড্রাষ্টি:)। সমস্ত দিবস যেন মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা (ক্যাম্প্: জেল্: ইগ্নে. নক্স জিঙ্কাম্),—বিশেষতঃ জোরে পদবিক্ষেপ করিলে; বাম রগে বেদনাধিক্য (পাদচারণে ও মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি=ক্যাম্প্: সিঙ্কো:) এবং সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ ও শৈত্য কাতরতা অনুভূত হইয়া থাকে। মস্তকের দৃঢ়াবদ্ধ ভাব,—যেন একটী টুপী মস্তকে আঁটিয়া রহিয়াছে বা যেন মস্তক বস্ত্র দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যা-কার্ব্বল্. অ্যা-নাইট্রিক: ককীউ সাইক্লেম: জেল্সি: হিপ্: আয়োড্: সল্ফ্: টেরিব্:)। সন্ধ্যার সময় সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণে শিরোবেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ললাটে এবং রগে (কফীয়া: ফস্: পডো) অর্দ্ধাবভেদক বা এক পার্শ্বগত শিরোবেদনা,—পাছে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় এই ভয়ে রোগী চক্ষু উন্মীলন করিতে চাহে না (ব্রাই: নক্স্:);—দৃষ্টি শক্তির অধিক চালনা করিলে শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় (ক্যাল্কে: সিনা: জেল্সি: হ্যামা: ঝ্যাবোর়ান্: স্যাট্-মিউ: অ্যা-ফস্: হ্রাস: রীউটা)। শিরোবেদনাধিক্যের রোগীর চিন্তা শক্তির এত বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতে পারে না (শিরোবেদনা বশতঃ চিন্তা শক্তির লোপ=সাইমেক্স্: শিরোবেদনার বিষয় চিন্তা করিলে ভাল থাকে=সাইকীউটা:—অন্যমনস্ক থাকিলে ভাল থাকে=মার্ক্-প্রোটো: —চিন্তা করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়=আর্জেন্ট-নাই: ক্যাল্কে: ক্যাল্কে ফস্: প্যারিস্: স্পাইজি)। গ্রীবার ধমনী ও ললাটের বা রগের ধমনীদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে (বেল্: ক্যামো: গ্লোণ্: ল্যাকে: স্যাট্-মিউ:) শয়নান্তে হৃৎপিণ্ডের আঘাত শিরোমধ্যে অনুভূত হয় (বেল্:)। সমগ্র মস্তক বেড়িয়া নিষ্পেষণ বোধ, ও নিদ্রাবেশ জিনসেং)।

চক্ষু।—চক্ষু প্রদাহযুক্ত,—প্রথমে দক্ষিণ ও পরে বাম চক্ষু আক্রান্ত হয় (অপরাহ্ণে

প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম চক্ষু আক্রমণ=ব্যাডী:); ঘনত্বক বা চক্ষের বহিরাবরণ বা শ্বেতাংশ শুষ্ক, আরক্তিম এবং স্ফীত প্রতীয়মান হয় (আরক্তিম=অরাম্: অরাম্-মিউ: ম্যাগ্-মিউ: মার্ক্: সল্ফ্:); অক্ষিগোলক মধ্যে ব্যথা ও উত্তেজনা ; অক্ষিপুট ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয়। সমস্ত পূর্ব্বাহ্ণে কাল চক্ষুর্দ্বয় নিবিড় রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং জ্বালা করে (বেল্:)। রোগী অধ্যয়ন কালে এক চক্ষু বন্ধ করিতে বাধ্য হয়,—ঈষৎ কুব্জ কাচবিশিষ্ট চসমা ব্যবহারে ইহার শান্তি হইয়া থাকে। কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিলে চাকচিক্যময় বিন্দুসকল দৃষ্ট হয় ; অধ্যয়নকালে দুই একটী অক্ষর যেন গাঢ় পীতবর্ণ বিন্দুদ্বারা আবৃত আছে এইরূপ মনে হয় (পুস্তকের সমগ্র পৃষ্ঠা লাল, পীত, হরিৎ ও অন্যান্য বর্ণের বিন্দুময় দৃষ্ট হয়=ল্যাক-ক্যান্:—অক্ষরের চতুর্দ্দিকে রামধনুর ন্যায় নানাবর্ণের বৃত্ত দৃষ্ট হয়=সাইকীউটা)। চক্ষু যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি এবং চক্ষু সমক্ষে ভাসমান কৃষ্ণবিন্দু ও আলোকময় সূক্ষ্ম মহিলতা ও সর্প সকল উড়িতেছে এইরূপ দৃষ্ট হয় (যেন অসংখ্য সর্প উড়িতেছে এইরূপ দৃষ্ট হয়=আর্জেণ্ট্-নাই:—যেন রোগীর দক্ষিণ চক্ষের সমক্ষে কাল সর্প সকল চতুর্দ্দিকে লম্ফ প্রদান করিতেছে এইরূপ দৃষ্ট হয়=কাণ্ডীউর্যাঙ্গ:—যেন একটী সর্প দেখিতেছে এইরূপ মনে হয়=জেল্সি:)। চক্ষুমধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী এবং যেন অক্ষিগোলক মুচ্ড়াইতেছে এইরূপ বেদনা বোধ। এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে চক্ষু সঞ্চালন করিলে তন্মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (ব্রাই: জেল্সি: ন্যাট্-মিউ:)। দক্ষিণ অক্ষিগোলক মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা (বেল্: হাইপির্: চেলিড্: লিথীয়া: জিঙ্কাম্); নির্ম্মল বায়ুতে চক্ষু সঞ্চালনে উপশম। দৃষ্টির অস্বচ্ছতা,—যেন চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকাময় কিম্বা চক্ষের উপর কোন সূক্ষ্ম প্রলেপ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় (আবিল দৃষ্টি=জেল্সি: ন্যাট্-মিউ: লীলিয়াম্-টাই: টিউক্রি: সোরিন্:—যেন চতুর্দ্দিক তিমিরাবৃত=বেল্: জেল্স: পেট্রোল্: গ্লোন্: কাইক্কা: ফর্মিকা:—যেন চক্ষুর উপর প্রলেপ রহিয়াছে=অ্যামিল্: ল্যাক্-ক্যান্। অক্ষিপুট, বিশেষতঃ বাম চক্ষুর উপর পাতায়, অত্যন্ত ভার বোধ হয় এবং কেহ তাহা উত্তোলন করিলে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয় (সীসকের ন্যায় ভার বোধ হয়=ন্যাট্-সল্ফ্:—বাম উর্দ্ধাক্ষিপুট ভার বোধ=ল্যাক্-ক্যান্:=উর্দ্ধাক্ষিপুট অতি কষ্টে উত্তোলন করা যায়=সাল্ফ্: কার্ডীউয়াস্-মেরী: ভেরেট্: কষ্টি: কলো: সিপী:); (বাম) উর্দ্ধাক্ষিপুটের স্পন্দন (সাইকীউটা: কোডিইনাম্: য্যাবোর্যাণ্ডী: ওলীয়াম্-অ্যানিম্: মার্কীউরীয়্যালীস্-পেরেন্)। অক্ষিপুট যেন সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি বশতঃ চক্ষু উন্মীলন করিতে কষ্ট হয় (মার্ক্: প্লাম্: সল্ফ্:) এবং সম্পূর্ণরূপে চক্ষু উন্মীলন করিলে অশ্রুপাত হইতে থাকে (ক্যালী-বাই:); বাম চক্ষু সহজে উন্মীলন করিতে পারে না। কণিনীকা সঙ্কোচন,—প্রাতে ; আলোক কাতরতা ও থাকিয়া থাকিয়া তারকা সঙ্কুচিত হইতে থাকে ; তৎপরে তারকা প্রসারিত হয়,—বিশেষতঃ প্রাতে। অদূরদৃষ্টি (ফস্:)। চক্ষে আঘাত বশতঃ অক্ষিমুকুর স্থানভ্রষ্ট।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা। লিখিবার সময় দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে বেদনা। সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে দপ্দপ্কারী বেদনা এবং কর্ণের বহির্দ্দেশে বোধ হয় যেন উত্তপ্ত

বায়ু লাগিতেছে ; পটহ মধ্যে ব্যথাজনক চাপ বোধ। দক্ষণি কর্ণমধ্যে অস্বস্তি বোধ বশতঃ রোগী তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া কণ্ডুয়ন করিতে বাধ্য হয়; কর্ণমল বাহির করিবার পর কর্ণ মধ্যে বেদনা ; উদ্গারান্তে গলমধ্য হইতে কর্ণপশ্চান্নলী দিয়া মধ্য-কর্ণ পর্য্যন্ত হঠাৎ বেদনা। বাম কর্ণ মধ্যে সড়্ সড়ী,—যেন তন্মধ্যে কোন কীট বেড়াইতেছে। যেন কর্ণে তালা লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (গ্রোন্: ল্যাকে: স্পাই:) ; দক্ষিণ কর্ণের আংশিক বধিরতা (ল্যাকে: মিডহ্বন্:)। রাত্রে শয়নান্তে কর্ণমধ্য হইতে যেন বাষ্প বহির্গত হইতেছে এইরূপ "সোঁ সোঁ" শব্দ।

নাসিকা।—তরল সর্দ্দিস্রাব ; পুনঃ পুনঃ হাঁচি এবং নাসাপুটদ্বয়ে জ্বালা, কণ্ডুতি ও উত্তেজনা অনুভূত হইয়া থাকে ; নাসিকা উত্তপ্ত ; এবং যেন বদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব। নাসিকা স্পন্দিত এবং আপনা হইতে প্রসারিত হইতে থাকে। দক্ষিণ রন্ধ্র মধ্যে ক্ষুদ্র স্ফোটকোদ্গম। রাত্রে আহার করিতে করিতে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব। নাসাগ্র উত্তেজনা যুক্ত, যেন গরম লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। নাসা ও ললাটত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয়। নাসাপুটের উপর জ্বরাস্তিক ক্ষত প্রকাশ।

মুখবিবরাদি।—দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশু স্তন্য পান করিতে আরম্ভ করিবামাত্র পাকস্থলী মধ্যে বেদনা আরম্ভ হয় কিন্তু কিছুক্ষণ পান করিলে আর থাকে না। জিহ্বাগ্র ক্ষতযুক্ত বোধ হয়। জিহ্বাগ্র এবং জিহ্বার বাম পার্শ্ব যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ উত্তেজনাযুক্ত। গলগ্রন্থি এবং কোমল-তালু ঘোর আরক্তিম। গলমধ্যে জ্বালা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি। গলগ্রন্থি বিবর্দ্ধিত এবং আলজিহ্বা স্ফীত ও দীর্ঘতর। কণ্ঠমধ্যে বোধ হয় যেন একটা মাছের কাঁটা আবদ্ধ হইয়া আছে (এপীস্: হিপার: ল্যাকেসিস্) ; গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। গলমধ্যে বোধ হয় যেন একটা গুল্ম উত্থিত হইতেছে (অ্যাসাফিট্: ইগ্নে: ক্যালী-ফস্: ক্যাল্মীয়া; ভেরেট্রাম্)। হৃৎপিণ্ডের দপ্ দপানি কণ্ঠমধ্যে অনুভূত হয়।

পাকস্থলী।—ক্ষুধা সত্বেও কোন দ্রব্য ভাল লাগে না। সকল খাদ্যে, ধূমপানে এবং শীতল পানীয় পানে অরুচি। আহার সমাধা মাত্রে ভয়ানক বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। উষ্ণ উদ্গার ও পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা। পাকস্থলী মধ্যে ভার বোধ,—যেন তন্মধ্যে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদি রহিয়াছে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বোধ হয় যেন অন্নের একটী বৃহৎ গ্রাস গলাধঃকৃত হইয়াছে।

অন্ত্রাশয়।—কুক্ষিদেশে অস্ত্রবেধবৎ যন্ত্রণা। প্লীহা প্রদেশ অনমনীয় ও ক্ষতযুক্তবৎ বোধ হয়,—এই বেদনা কুচকী ও সমগ্র তলপেটে সংক্রমণ করে; দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি। নাভী প্রদেশে অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা অনুভূত হয় (নাভিপ্রদেশে যেন স্ফোটক উদ্গত হইতেছে=প্লাম্বাম্: নাভি স্পর্শাসহ এবং সর্ব্বদা ব্যথা করে=ক্যাল্কেরিয়া-ফস্:)। উদরের বাম পার্শ্বে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। উদর স্ফীত হইয়া উঠে ও তন্মধ্যে "কুলকুল গুড়গুড়" করে এবং প্রচুর আধ্মানবায়ু নিঃসৃত হইয়া থাকে। বেদনা বাম কোঁকে হইতে উরুতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়।

মলান্ত্র ও মল।—মলতারল্য, প্রচুর কোমল ও পাতলা; জলবৎ; পীতাভ; পিত্তময়; কিয়দংশ স্বাভাবিক এবং কিয়দংশ আলকাতরার ন্যায় কালবর্ণ (লেপ্টান্: মার্ক্: নক্স্: পডো: ফস্: ওপী প্লম্:); কখনও বা জল মিশ্রিত সারমল; দুর্গন্ধ। মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা। মলদ্বারাবরোধক পেশী স্ফীত এবং অপ্রসারণীয়,—মলত্যাগ অত্যন্ত কষ্টজনক, মলান্ত্র বহির্ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, স্ফীত হয় এবং অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়। প্রসবান্তে যন্ত্রণাদায়ক অর্শ (হ্যামা: ইগ্নে: ক্যালী-কাব্: লীলি টাই: নক্স্-ভম্: পডো সল্ফ্:)। বহুকালের পর অর্শের পুনরাবির্ভাব।

প্রস্রাব।—মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে অত্যন্ত বাথা ও স্পর্শকাতরতা অনুভূত হইয়া থাকে (ক্যাক্টাস্: ম্যাস্নিনেলা· প্যারীরা-ব্রাভা)। মূত্রাশয় যেন বহুক্ষণ যাবৎ প্রস্রাব হয় নাই এইরূপ প্রসারিত হইয়া থাকে (ইকীউইসেটাম্: এপীস্: ওপীয়াম্.)। বার বার প্রস্রাব বেগ হয় কিন্তু প্রতিবারে প্রস্রাব হয় না (চিম্যাফিলা-আম্বেল্:)। পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণ প্রস্রাব। পীতবর্ণ; ঘোর পীতবর্ণ; উগ্র গন্ধবিশিষ্ট; নির্ম্মল; ঘোলা, ফিকা বর্ণ এবং প্রচুর প্রস্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয় প্রদেশে উগ্রগন্ধ ঘর্ম্ম (ডায়োস্কো পেট্রোল্: থুযা); মেঢ্রত্বক বেদনাপূর্ণ এবং স্ফীত (সিন্নাবার্: কোর‍্যাল্-রুব্: ন্যাট্-কার্ব্: থুযা), লিঙ্গমণির উপর কণ্ডুয়নের ও জ্বালাজনক পীড়কা। পূর্ব্বাহ্নে পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোদ্গম অথচ রমণাকাঙ্ক্ষা অতি সামান্য (প্রবল আকাঙ্ক্ষা সহ ক্ষীণ উদ্গম=ফস্: কোনরূপ স্বপ্ন বা উত্তেজনা ব্যতিরেকে রেতঃস্খলন বা শুক্রক্ষয় (ডিজিটেলিস্: ডায়োস্কোরীয়া)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুমধ্যে বেদনা,—যেন রজঃস্বলা হইবার উপক্রম (যেন ঋতু আবির্ভাব হইবে এইরূপ তলপেটে বেদনা=ভাইবার্ণাম্-অপ্: সিনা: ক্রোকাস্: লেমীয়াম্-অ্যাল্: ম্যাগ্-কার্ব্: মস্কাস্: অ্যা-মিউ:)। ঋতু প্রকাশের পর হৃদ্স্পন্দন (অ্যা-নাই: ক্যাক্টাস্: ক্রোকাস্: ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ: ফস্: ট্যাব্যাকাম্); চক্ষুমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য ও প্রবল স্পন্দন, দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রদর,—দিবাভাগে, বিশেষতঃ প্রায় বেলা ৪টার সময়, দৈহিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়; পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ হইতে থাকে; প্রদরস্রাব যত বৃদ্ধি হয় দীর্ঘশ্বাসও তত অধিক উত্থিত হইতে থাকে। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠ মধ্যে উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসি। বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। শ্বাস গ্রহণ কালে বাম ফুস্ফুসের শিখরদেশে অতীব্র বেদনা বোধ হয়,—উপশম= টিপিয়া দিলে (রীউমেক্স্); নিশ্বাস ত্যাগকালে পৃষ্ঠফলকের নিম্ন কোণে সূচীবেধবৎ অনুভূতি। বাম স্তনমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা বশতঃ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। ভয়ানক হৃদ্স্পন্দন,—হৃদ্পিণ্ডের স্পন্দন সমগ্র দেহে অনুভূত হয় (গ্লোন্: ন্যাট্-মিউ: স্পাইজি: এপীস্)। নির্ম্মল স্নিগ্ধকর বায়ু সংস্পর্শে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আইসে। বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত হইয়া থাকে, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে উপশম (মস্তিষ্ক মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহাধিকারে)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মস্তিষ্কমূলে বেদনা বশতঃ বোধ হয় যেন দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া

যাইতেছে। গ্রীবার আড়ষ্টতা। প্রাতঃস্নান করিতে করিতে হঠাৎ গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্ব সাঁটিয়া ধরে। মস্তক ফিরাইলে গ্রীবা টান বোধ হয়। গ্রীবার বাম পার্শ্ব ও বাম স্কন্ধে বাতাশ্রয় সম্ভূত বাথা। কটি অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়,—রোগী সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না (একাকী দাঁড়াইতে পারে না=অ্যা-সল্ফ্:—শিশু চলিতে শিক্ষা করে না=অ্যালীয়াম্-স্যাট:—চিৎ হইয়া শুইতে পারে না=এপীস্)। আঘাতাদি সম্ভূত তরুণ মেরুমজ্জা প্রদাহ। বৃক্কের পশ্চাতস্থিত পৃষ্ঠাংশে নিরন্তর ব্যথা বশতঃ রোগী সমস্ত রাত্রি অস্থিরতা প্রকাশ বা ছটফট্ করে (ক্যাল্কে-ফস্: চিম্যাফিলা; ইপোমীয়া; সিফিলিনাম্); কোন রকম অবস্থাতেই আরাম বোধ হয় না; প্রচুর বর্ণহীন প্রস্রাব হইয়া থাকে। নিতম্ব এবং বাম উরুশিখর প্রদেশে অতীব্র ভারবোধ জনক বেদনা। ত্রিকাস্থির বামভাগে ব্যথা,—যেন কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিতে যাইয়া মচ্কাইয়া গিয়াছে,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদি অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হয়,—যেন অত্যন্ত পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি বশতঃ। টলটলায়মান গতি। হস্ত ও পদের অগ্রভাগ শীতল। মণিবন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ ও তন্মধ্যে অতীব্র ব্যথা বোধ হয়। বাম স্কন্ধ মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা (বেল্: ক্যাল্কে: গ্লাস্: আয়োডোফর্মাম্:)। বাম করতলের কণ্ডুয়ন। সময়ে সময়ে করতল ভয়ানক জ্বালা করিতে থাকে। দক্ষিণ স্কন্ধের ত্রিকোণ-পেশী মধ্যে বেদনা (কষ্টি: ব্যারাই-কার্ব্: আর্টিকা-ইউ: সীড্রন্: কোডিইন্: স্যাঙ্গিউইন্: হ্রডো:),—কেবল প্রবল বাহু সঞ্চালনে উপশম বোধ হয় (কষ্টি:=অনবরত বাহু সঞ্চালন করিতে ইচ্ছা হয়। পাদচারণ কালে, বিশেষতঃ চক্ষু মুদিত করিয়া চলিলে, জানু ও তন্নিম্নাংশে টল্ টল্ করিতে থাকে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সর্ব্বাঙ্গ অবশ বোধ হয়,—যেন ইচ্ছার আয়ত্ব বহির্ভূত। পেশী মণ্ডলীর আক্ষেপিক স্পন্দন। সমগ্র দেহ আলোড়ক প্রবল কম্পন। পেশী মণ্ডলীর সম্পূর্ণ অবসাদ। শীতল জলের আতঙ্ক বশতঃ স্নান করে না (জল দেখিলে বমনোদ্রেক হয় বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্নান করে=ফস্: লিসিন্:)। সর্ব্বাঙ্গ জড়তা ও ব্যথাযুক্ত,—যেন ঠাণ্ডা লাগিয়াছে বলিয়া। পাদবিক্ষেপ কালে পদ উত্তোলন করিলে যেন শূন্যে উড়িয়া যাইবে ক্ষণকালের জন্য এইরূপ বোধ হয় (অ্যা-ফস্: ফস্:) এবং ঐ পদদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিবামাত্র দেহ শিহরিয়া উঠে। পেশী মণ্ডলীর পূর্ণাবসাদ ও চলচ্ছক্তিরাহিত্য (জেল্‌সি:)। মানসিক বা শারীরিক বিকার জনিত বেপথু। স্বয়ম্ভূত বা আঘাতাদি জনিত ধনুষ্টঙ্কার,—সম্মুখ দিয়া কোন লোক গেলে তাহার বাতাসে আক্ষেপ পুনরাবির্ভূত হয় (হাইপি: লিসিন্: ষ্ট্রক্:)।

নিদ্রা।—দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ; আচ্ছন্নাবস্থা। নিদ্রিত অবস্থায় চিন্তাশক্তির প্রাবল্য বশতঃ রোগীর মনে হয় না যে সে নিদ্রা যাইতেছিল।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—জ্বরাধিকারে শীতাবস্থায় একটু নড়িলে কিম্বা সামান্য বাতাস লাগিলে দেহ শিহরিয়া উঠে এবং গাত্র কণ্টকিত হয়। হস্ত ও পদ হিমবৎ শীতল; দেহ আঠাবৎ ঘর্ম্মাক্ত। মুখে ও মস্তকে উত্তাপ বোধ হয়। হস্ত জ্বালাযুক্ত। সামান্য আয়াসে ঘর্ম্মোদ্গম হয়। সমগ্র দেহে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। জননেন্দ্রিয় প্রদেশে উগ্রগন্ধ স্বেদোদ্গম এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম।

বৃদ্ধি।—অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে, পতনান্তে, আঘাতান্তে, দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে, সোপানাবতরণকালে, পাদবিক্ষেপ কালে, পদস্খলিত হইলে, বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে, অপরাহ্ণে ৪ টার সময়, রাত্রে, শীতল জলে, স্নানান্তে এবং জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে।

উপশম।—চিৎ হইয়া শুইলে, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে, নির্ম্মল শীতল বায়ু সংস্পর্শে, চক্ষু মুদিত করিলে, নিদ্রান্তে (হিক্কা), পদদ্বয়ে উত্তাপ এবং উদরে রাই সরিষার প্লাষ্টার প্রয়োগে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—অ্যাট্রোপ্: ক্লোর‍্যাল্: কফিয়া: আর্ণিকা।

অনুকূল সম্বন্ধ।—অ্যামিলেন্-নাই: কোণা: জেল্‌সি।

তুলনীয়।—পক্ষাঘাতে—ল্যাথাই: কোনায়াম: জেল্‌স। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়—ফস্ফরস:। মেরুমজ্জায় উত্তেজনা—অ্যাকৃসৈয়রেসি। আক্ষেপ—নক্স: ষ্টিক্‌নাইন:। ধনুষ্টঙ্কার—প্যাসিফ্লোরা:।

সদৃশ।—অ্যাগার্: মাস্ক্যারিন্: বেল্: কষ্টি: ক্যামো: কোণা: কুরারী: জেল্‌সি: নক্স্: প্যাসিফ্লো: সোলেনাম্: ল্যাথাইরাস্: অক্সাইট্রোপ্: ষ্ট্রিক্‌নাইনাম্: সিনারেরীয়া: রীউটা: য্যাবো-র‍্যাণ্ডি: বেল্: জিন্‌সেঙ্গ্: ইগ্নে: স্যাঙ্গিউইন্:।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ৩০ বা ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ফাইটোল্যাকা

(PHYTOLACCA DECANDRA).

প্রস্তুতি।—তাজা মূল, সুপক্কফল এবং টাটকা পাতা হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়। ইহার সারাংশকে—"ফাইটোলিসিন্" কহে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; অণ্ডনালীয় মূত্র; হৃৎশূল; হাঁপানি; মলদ্বার ফাটা; স্ফোটক; অস্থি-পীড়া; স্তনের পীড়া; কর্কট রোগ; বিসূচীকা; কোষ্ঠবদ্ধ; মেদাধিক্য বা স্থূলতা; কাসি; দন্তোদ্গম; অতিসার: উপঝিল্লী প্রদাহ; দ্বিদর্শন; আমাতিসার; রক্তামাশায়; বাধক; কর্ণের বিবিধ পীড়া; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি; প্রমেহ; জিহ্বা-প্রদাহ; পুরাতন মেহ; ক্ষুদ্র-সন্ধি বাত; চক্ষুপ্রদাহ; অর্শ; মাথা ব্যথা; হৃৎপিণ্ডের বিবিধ পীড়া; ধ্বজভঙ্গ; বহুব্যাপক-সর্দ্দি-জ্বর; কণ্ডুয়ন; চুলকণা; স্তন্যবিকৃতি; শ্বেতপ্রদর; স্বরনলীর আক্ষেপ; যকৃতের পীড়া; কটীবাত; পারদ অপব্যবহার জনিত পীড়াদি; মুখে ক্ষত; কর্ণশূল; স্নায়ুশূল; স্তনে ক্ষত; অণ্ডকোষ প্রদাহ; পূতিনস্য; উপঝিল্লীর পরবর্ত্তী পক্ষাঘাত; মূত্রাধার-মুখশয়িকা-গ্রন্থির পীড়া; মলদ্বারের কর্কটীয়া ক্ষত; বাত; দদ্রু; নাসাস্রাব; গৃধ্রসী বা পায়ে ঝিন্‌ঝিনে বাত; ড্রেণের মন্দ বাষ্প আঘ্রাণে বিষাক্ততা; মেরু-মজ্জার উত্তেজনা; প্লীহাতে বেদনা; গ্রীবাতে আড়ষ্টতা; উপদংশ; ধনুষ্টঙ্কার; গলক্ষত; দন্তশূল; অর্ব্বুদ; নানাবিধ ক্ষত; জরায়ু পীড়া; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—গলক্ষত, উপঝিল্লি প্রদাহ প্রভৃতি রোগে কৃত্রিম ঝিল্লি ধূসরবর্ণ, এবং গাঢ় আঠার ন্যায় ও রজ্জুবৎ দৃঢ় কফ নির্গমন, জলবায়ুর প্রতি পরিবর্ত্তনে আবির্ভাবশীল উরু ও উরুশিখর প্রদেশীয় বাত। উপদংশ বিষাশ্রয় জনিত অস্থিগত বেদনা, স্তনপ্রদাহ, ইত্যাদি রোগ সকল ইহার বিষয়ীভূত। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে—(১) চিড়িক মারাব ন্যায় দ্রুত সঞ্চারশীল ও তীব্র বেদনা,—বিদ্ধকারী এবং অস্ত্রাঘাতবৎ; ঐ বেদনা দ্রুত গতিতে স্থান হইতে স্থানান্তর আক্রমণ করে (ল্যাক্-ক্যান্: পল্‌সে: ক্যালী-বাই:); বৃদ্ধি=আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে এবং রাত্রে। (২) জীবনে সম্পূর্ণ ঔদাস্য; রোগীর স্থিরবিশ্বাস তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। (৩) শিরোঘূর্ণন; শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালে যেন মূর্চ্ছা যাইবে এইরূপ অবসাদ বোধ। (৪) তীব্র শিরোবেদনা ও কটিব্যথা; সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত ব্যথা যুক্ত, স্পর্শাসহ এবং অবশ বোধ; অনবরত দেহ বা হস্তপদাদি সঞ্চালন করিবার ইচ্ছা (রুষ্টি:) কিন্তু তাহাতে তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় (ল্যাক্-ক্যান্: মার্ক্:)। (৫) শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালে অনবরত দন্তে দন্ত বা মাড়ীতে মাড়ী নিষ্পেষণ করিবার ইচ্ছা (পডো)। (৬) কণ্ঠাভ্যন্তর গাঢ় লাল বা বেগুণী বর্ণ; কোমল-তালু ও গলগ্রন্থি স্ফীত, গলমধ্য যেন একটা গুটিকা আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব; আলজিহ্বা বর্দ্ধিত, শোথযুক্ত এবং চাকচিক্য বিশিষ্ট (ক্যালী-বাই: হ্রাস্:)। উপঝিল্লিপ্রদাহ,—গলাধঃকরণ কালে কণ্ঠ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা এবং জিহ্বামূলে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হয়; গলমধ্যে যেন একটা প্রজ্জ্বলিত লৌহ খণ্ড বা অঙ্গার রহিয়াছে এইরূপ জ্বালা বোধ; শুষ্কতা; হস্তের কম্পন ও গিলিতে ক্লেশ; গলগ্রন্থি আলজিহ্বা এবং তালুমূল পাংশু বর্ণ কৃত্রিম ঝিল্লি আচ্ছাদিত দৃষ্ট হয়; উত্তপ্ত পানীয় গলাধঃকরণ করিতে পারে না (ল্যাকে:)। মুখ ও কণ্ঠমধ্য গাঢ় আঠার ন্যায় ও রজ্জুবৎ দৃঢ় দুশ্ছেদ্য বা চট্‌চটে শ্লেষ্মা পূর্ণ হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে ঐ শ্লেষ্মা দীর্ঘ সূত্রের আকারে মুখ হইতে বহির্গত হইয়া ঝুলিতে থাকে এবং সহজে অপসারিত করা যায় না। ডিপ্‌থিরিয়ার এবং আরক্ত জ্বরের পর গ্রীবা পার্শ্বস্থিত ও নিম্নহনূতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত ও অনমনীয়। রমণীদিগের স্তন অনমনীয় ও স্পর্শাসহিষ্ণু এবং গুটিকা পূর্ণ হইয়া থাকে; অকালে স্তনের গাত্র ফাটিয়া যায়; স্ফীত ও গুটিকাপূর্ণ স্তনমধ্যে পূয় সঞ্চয়ের আশঙ্কা; শিশু মাতার স্তনপান করিলে স্তন হইতে তীব্র বেদনা আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে (পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয়=ক্রোটেন্-টিগ্:—জরায়ু সঞ্চারিত হয়—পল্‌সে: সিলিশীয়া)। ব্রণ ও বিস্ফোটক,—ভয়ানক জ্বালাযুক্ত; বৃদ্ধি=রাত্রে।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্বীয় জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাস্য প্রকাশ করে (সিঙ্কো: মার্ক্: অ্যা-ফস্:); রোগীর স্থির বিশ্বাস যে উপস্থিত রোগে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য (অ্যাকো: ক্যাল্কা: কীউপ্রাম্-অ্যাসেট্: থুযা)। প্রলাপ বকে (অ্যাকোন্: বেল্: হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্:)। মানসিক পরিশ্রমে

কাতর (সিঙ্কো: নক্স্: ফস্:)। লজ্জার লেশমাত্র থাকে না এবং কাহারও সাক্ষাতে অঙ্গ অনাবৃত করিতে ইতঃস্তত করে না (ক্যাম্ফা: প্যালেড্: ভেরেট্: হায়ো:)। অল্পে কাতর। কিছুতেই পথ্য গ্রহণ করে না।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন সহ দৃষ্টির অস্পষ্টতা ; পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয় (গ্লোন্: জেল্সি: স্পঞ্জীয়া: টেরিব্:—ভয় পাছে পড়িয়া যায়=ক্যালী-সল্ফ্: লাই: মিডহ্রন্:) ; শয্যা হইতে উঠিতে গেলে অবসন্ন হইয়া পড়ে (ন্যাট্-মিউ: ওপী: ব্রাই:) ; টলিতে থাকে (নক্স্-ভম্: কার্ব্বো-অ্যান্: সিপীয়া, ষ্ট্র্যামোনীয়াম্)। শিরোপশ্চাতে ও গ্রীবা মধ্যে বেদনা। এক পার্শ্বগত শিরোবেদনা বা আধকপালে (ক্যামো: সিলি: ক্যালী-বাই: লাক্-ডিফ্লো:)। প্রবল শিরঃপীড়া,—ললাটে বেদনাধিক্য,—কটিবেদনা এবং জরায়ু ও অন্ত্রমণ্ডলীর নিম্নাকর্ষণও অনুভূত হয় ; শিরোবেদনা সপ্তাহ অন্তর আবির্ভাবশীল (প্রতি তৃতীয় দিবসে=স্যাঙ্গিউইন্:—প্রতি দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তর=ফেরাম্ ; প্রতি সপ্তম দিবসে=স্যাঙ্গিউইন্: সাইলি: সল্ফার্:—সপ্তাহে সপ্তাহে=ফস্:—প্রতি শনিবারে=সিপী:—পক্ষান্তে=ইগ্নে:—প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর=নিকোলাম্:—শীতকালে পুনরাবির্ভাব=বিস্মাথাম্) ; সর্ব্বাঙ্গ অবশ ও যেন প্রহৃত হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত ; অনবরত দেহ সঞ্চালনে করিবার ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইতে থাকে (ল্যাক্ ক্যান্: মার্ক্:—দেহ সঞ্চালনে উপশম=হ্রাস্)। বেদনা ললাট হইতে মস্তকের পশ্চাতে সংক্রামিত হয়। বিদ্ধকারী বেদনা,—ঐ বেদনা বাম চক্ষু হইতে মূর্দ্ধা দেশে সংক্রমণ করে। বেলা ১১॥ টার সময় মস্তক ভার বোধ হয় এবং অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে (প্রাতর্ভোজন করিবার পর বা উপবাস ভঙ্গের পর=কার্ব্বোনীয়াম্-সল্ফ:)। মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশে তীব্র ব্যথা অনুভব (ব্যাসিলিনাম্)। ললাটে এবং উভয় ভ্রূদেশে যন্ত্রণাজনক চাপ বা নিষ্পেষণ বোধ (আর্জেণ্ট্-নাই: কার্ডীউয়াস্-মেরী:),—এবং তৎকালে ঈষৎ বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্মোদ্গম এবং অবসন্নতা অনুভূত হয়। মূর্দ্ধাদেশে বেদনা ও মস্তিষ্ক যেন ব্যথা প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ অনুভব,—কোন উচ্চ স্থান বা সোপান হইতে নিম্নে পাদবিক্ষেপ কালে। শিরোদদ্রু বা শিরোপামা (আর্স্: ক্যাল্কে: ক্রিম্যাট্: ক্রোটন-টিগ্: ডাল্ক্যা: গ্র্যাফ্: লাই: মার্ক্: মেজের: সোরিন্: সল্ফ্: ভায়োলা-ট্রাই: অ্যা-কার্ব্বল্:),—দেহ যখন উত্তপ্ত থাকে তখন জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয়। মস্তকের ত্বকের উপর রসসিক্ত, ভয়ানক কণ্ডুয়নজনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা বা রসপীড়কা বাহির হইয়া থাকে (টিউবার্কীউলিনাম্)।

চক্ষু।—চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়ে ও চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও কর্‌কর্ করে (ইউফ্রে: ক্যালী-আয়োড: ক্রিয়ো:) ; দীপালোকে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় (উজ্জ্বল আলোকে=ক্রিয়ো:—আলোকের দিকে দৃষ্টি করিলে=ম্যাগ্-মিউ:—দীপালোকে অধ্যয়ন কালে=ক্যাল্কে:) ; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম (পল্সে:),—সর্দ্দি বা চক্ষুপ্রদাহাধিকারে=অ্যাকোন্: বেল্: সিপী: মার্ক্: পল্সে:)। চক্ষু মধ্যে যেন ধূলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যা-ফ্লু: আর্স্: ইউফ্রে: হিপ্: লিডাম্), এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ যন্ত্রণা। লিখিতে বা পড়িতে

গেলে অক্ষিগোলক ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে তীব্র বেদনা ধাবিত হইতেছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। অক্ষিপুট সকল রক্তিমাভ নীলবর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে; বাম অক্ষিপুট মধ্যে এবং প্রাতে বৃদ্ধি। এক চক্ষু স্থির থাকিলেও অন্য চক্ষু নড়িতে থাকে। ঔপদংশিক অক্ষিপ্রদাহাধিকারে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে বেদনা।

কর্ণ।—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে উভয় কর্ণ মধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা,—বিশেষতঃ দক্ষিণ কর্ণে। কর্ণ-পশ্চান্নলী বিশেষতঃ বাম কর্ণের,—বোধ হয় যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে (ক্যালী-বাইঃ ল্যাকেঃ মার্ক্-ডাল্ঃ অ্যা-নাইঃ)।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে জলবৎ পাতলা শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে এবং ঐ স্রাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া রন্ধ্রদ্বয় যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। এক নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং অন্যটী যেন বদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতি। অশ্বারোহণ কালে উভয় রন্ধ্রই রুদ্ধ হইয়া যায়। নাসাবন্ধ বশতঃ রাত্রি ৩টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়; প্রাতে উভয় রন্ধ্র হইতেই শুষ্ক শিক্নী নির্গত হয় (ক্যালী-বাইঃ)। উপদংশ দোষজ পিনস,—রক্তাক্ত রস নির্গত হয় এবং অস্থিক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে (সিফিলিনাম্ঃ অরাম্ঃ অ্যা-নাইঃ)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল অত্যন্ত ম্লান, নীলিমালিপ্ত এবং পীড়াব্যঞ্জক; পীতবর্ণ। উন্নত ও সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা এবং চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট (আর্সঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ ভেরেট্ঃ)। চিবুক ঝুলিয়া বক্ষস্পর্শ করে,—ধনুষ্টঙ্কাকারাধিকারে পেশীর আকর্ষণবশতঃ। ওষ্ঠদ্বয় বহিরাবর্ত্তিত এবং দৃঢ়। গ্রীবাপার্শ্বস্থিত গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং ললাটে শীতল ঘর্ম্ম হয় (ভেরেট্ঃ)। বাম কর্ণ ও মুখের বামপার্শ্বে বিসর্পাক্রান্তবৎ স্ফীত হইয়া উঠে; ক্রমে ঐ স্ফীতি মস্তকোপরে সঞ্চারিত হয়; এবং তন্মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা উপস্থিত হয়। রাত্রে মুখের অস্থিমধ্যে তীব্র বেদনা বশতঃ রোগী কয়েক রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারে না। কাল কাল দাগ বৃদ্ধি=অপরাহ্নে, এবং আহার ও ধৌত করিবার পর। উদ্ধ ওষ্ঠ ক্ষয়িত ত্বক বিশিষ্ট। ওষ্ঠের উপর ক্ষত। কর্ণমূলীয় হনুতলস্থ গ্রন্থি সকল বিবর্দ্ধিত।

মুখবিবর।—শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালে দন্তে দন্ত বা মাড়ীতে মাড়ী নিষ্পেষণ করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা (পডোঃ)। দন্তোদ্গম কালে নানা প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হয়, শিশু রাত্রে অনবরতঃ কাঁদে, অস্পষ্ট শব্দে যন্ত্রণা প্রকাশ করে এবং অস্থির হইয়া পড়ে; গ্রীষ্ম কালে উদরাময়; কোন কঠিন দ্রব্য দংশন করিলে দন্তের উত্তেজনার উপশম হয়। মুখের স্বাদ তাম্র কলঙ্কের ন্যায় (আর্জেণ্ট-নাইঃ মার্কঃ প্লাম্ঃ)। জিহ্বার নিম্নভাগ যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভব—অ্যা-সল্ফ্ঃ আইরিস্ঃ হ্যামাঃ রীউমেক্স্ঃ থিরিড্ঃ)। জিহ্বাগ্র রক্তবর্ণ; কিম্বা পীতবর্ণ লেপাম্বিত ও শুষ্ক; পশ্চাদংশ নিবিড় লোপাচ্ছন্ন (ক্যালী-বাইঃ নক্স-ভম্ঃ)। মুখ হইতে প্রচুর লালা নির্গলিত হয়,—লালা কখনও পীতবর্ণ, অধিকাংশ স্থলে গাঢ়, রজ্জুবৎ এবং গাঢ় আঠার ন্যায়; পারদজনিত লালাস্রাব ও মাড়ী ও দন্তের প্রদাহ। দক্ষিণ গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশে ক্ষতোদ্গম,—

ক্ষত সকল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ; রোগী মুখের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া কোন দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে পারে না। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে জিহ্বা মূলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়।

গলমধ্য।—গলক্ষত,—কণ্ঠাভ্যন্তর ঘোর লাল বা বেগুনীবর্ণ ; আলজিহ্বা বিবর্দ্ধিত, রসস্ফীত এবং প্রায় স্বচ্ছ (ক্যালী-বাই: হ্রাস:)। গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ,—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে বিদ্ধকারী বেদনা কণ্ঠ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় ; গলাধঃকরণ কালে জিহ্বামূলেও অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় ; কণ্ঠমধ্যে শুষ্কতা অনুভূতি এবং এত জ্বালা করে যে বোধ হয় যেন তন্মধ্যে একটা প্রজ্বলিত লৌহখণ্ড বা অঙ্গার আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; হস্ত-স্পন্দন সহ গিলিতে কষ্ট ; গলমধ্যে যেন একটা গুল্ম আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ বোধ এবং উহা পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা ; গলগ্রন্থি, আল্‌জিহ্বা এবং তালুমূল পাংশুবর্ণ ঝিল্লি আচ্ছন্ন থাকে ; রোগী উত্তপ্ত পানীয় পান করিতে পারে না (ল্যাকে:) এবং কণ্ঠ বহির্দ্দেশে বস্ত্রের পর্য্যন্ত সংস্পর্শ অসহনীয় বোধ হয় (ল্যাকে:)। ডিপ্‌থিরীয়া রোগাধিকারে কৃত্রিম ঝিল্লি কোমল মখমলের ন্যায় ; পশ্চান্নাসারন্ধ্র হইতে কষ্টে শ্লেষ্মা নির্গত হয় ; কণ্ঠ মধ্যে সূত্রের ন্যায় ঝুলিতে থাকে (ক্যালী-বাই:) ; মস্তকে, গ্রীবায় এবং পৃষ্ঠে ভয়ানক বেদনা ; রোগী উত্থানশক্তি রহিত, উঠিতে গেলে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়।

পাকস্থলী।—প্রবল তৃষ্ণা। রাক্ষসী ক্ষুধা (অ্যারোট্: সিনা: সিঙ্কোনা ; আয়োড্: স্থাবাড্:) ; আহারের অনতিপরেই আবার ক্ষুধা পায় (সিনা: ফস্: ষ্ট্যাফ্:)। ক্ষুধামান্দ্য। বিবমিষা ; উদ্গারের সহিত আধ্মানবায়ু ও অম্লরস উত্থিত হয় (নক্স্-ভম্:) ; প্রতি ৪।৫ মিনিট অন্তর প্রবল বমন (কোল্‌চি: ফস্: ট্যাবাক্: ভেরেট্:)। পুনঃ পুনঃ উকি ও বিষম যন্ত্রণা এবং প্রবল বেগে চাপ চাপ রক্ত ও আঠার ন্যায় পদার্থ বমিত হয় ; রোগী যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তি লাভাশয় মৃত্যু বাঞ্ছনীয় মনে করে ; প্রবল ভেদ ও বমন। ডিপ্‌থিরীয়া রোগাধিকারে প্রবল বমন। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে (অগ্রকড়ার নীচে) অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা (আর্ণিকা: গুয়ারীয়া:)। পাকস্থলী মধ্যে উত্তাপ বোধ (নক্স্-ভম্: অ্যালীউ: ল্যাক্-ক্যান্: নক্স্-মস্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন প্রবল আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা এবং তদন্তে উদরমধ্যে খাল ধরে ও উহা শীতল বোধ হয়। পাকাশয়ের নির্গমদ্বার মধ্যে ব্যথা বোধ।

অন্ত্রাশয়।—ভয়ানক ভেদ ও বমন,—এবং তদধিকারে উদর মধ্যে প্রবল অন্ত্রাবর্ত্তন ও খালধরার ন্যায় যন্ত্রণা। দক্ষিণ কুক্ষি-প্রদেশের দ্বিমুদ্রা পরিমিত অংশ ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথা-যুক্ত এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর। গর্ভাবস্থায় দক্ষিণ কুক্ষি মধ্যে ব্যথা বোধ। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে দক্ষিণ কুক্ষি মধ্যে যেন কি বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনানুভূতি (ক্যালী-কার্ব্: লাই: ন্যাট্-মিউ: চেলিড্: আ্য-ফ্লু:)। বাম কুক্ষী বা প্লীহা প্রদেশে তীব্র বেদনা (ক্যাল্‌কে: সীয়্যানোথাস্ ; চিনিন্-সাল্‌ফ্: অ্যাগার্: ইপিক্: ন্যাট্-সল্‌ফ্:),—রোগী বসিয়া থাকিতে পারে না, সমস্ত রাত্রি বাম পার্শ্বে শুইয়া থাকে এবং প্রাতে উঠিয়া দেখে আর ব্যথা নাই (বাম পার্শ্বে শুইতে পারে না সীয়্যানোথাস্: আয়োডাম্: ককীউলাস্: ন্যাট্রাম্-মিউরীয়েটিকাম্)। প্রদরস্রাব আবির্ভাবে কুক্ষিমধ্যে তীব্র বেদনার শান্তি হইয়া থাকে (প্রদর সহযোগে বাম

কুক্ষির মধ্যে বেদনা=সীয়ানোথাস্,—রজোস্রাব আবির্ভাবান্তে যন্ত্রণাদির উপশম=সিমীগ্নাম্-অক্স্যাল্: ল্যাকেসিস)। পুরাতন এবং সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল যকৃৎপ্রদাহ,—যকৃৎ বিবর্দ্ধিত এবং অনমনীয় (ম্যাগ-মিউ:)। নাভিপ্রদেশে আধ্মানকুজন ও বেদনা ; শোণিত ও আমময় মল নিঃসরণ,—পাকান্ত্রাশয়িক প্রদাহাধিকারে অন্ত্রাদির নিম্নাকর্ষণ। বন্ধ্যা রমণীর আর্ত্তবস্রাব কালে অন্ত্রাশয় মধ্যে ভয়ানক বেদনা। বাতাশ্রয়,—অঙ্গ অঙ্গ হইতে উদরের পেশী মধ্যে বাতবেদনার সঞ্চার।

মলান্ত্র ও মল।—আমাতিসার,—মল পাতলা ও ঘোর কপিশবর্ণ (স্কীলা); কিম্বা আম ও শোণিতময়,—যেন অন্ত্রাভ্যন্তরের চাঁচনি মিশ্রিত ; কুন্থন ; সময়ে সময়ে পিত্তময় মল। অতি প্রত্যুষে তরল মল নির্গত হয়,—বিশেষতঃ লিমনেড্ পানান্তে। বৃদ্ধদিগের মলকাঠিন্য,—কিম্বা যাহাদিগের হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত ক্ষীণ। স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা,—রোগীর বিশ্বাস বিরেচক ব্যতীত মলত্যাগ হইবে না ; মলত্যাগের পূর্ব্বে উদর পরিপূর্ণ বা ভার বোধ হয় এবং পরেও সেইরূপ হইয়া থাকে,—যেন অন্ত্রমধ্যে মল রহিয়া গেল। পুনঃ পুনঃ মল বেগ কিন্তু ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলে কেবল মাত্র দুর্গন্ধ আধ্মান বায়ু নিঃসৃত হয়। অর্শ,—চিরস্থায়ী এবং দুরারোগ্য,—শোণিত ও আম নিস্রাব হয়। মলদ্বার হইতে বিটপস্থকের মধ্য দিয়া শিশ্নের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তীব্র স্নায়ুশূল অনুভূত হয়। মলান্ত্র মধ্যে উত্তাপ বোধ ও শোণিতময় স্রাব। মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া, (পীয়োণীয়া: অ্যা-নাই: সাইলি:)।

প্রস্রাব।—মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে অতীব্র বেদনা ও স্পর্শাসহনীয়তা (জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা=ক্যান্থা:),—বিশেষতঃ দক্ষিণ বৃক্ক প্রদেশে। মূত্রনালির মধ্য দিয়া একপ্রকার অস্বস্তি জনক অনুভব নিম্নে সঞ্চারিত হয় (আকর্ষণ বা বিদ্ধকারী বেদনা—ক্যানাব্-স্যাট্:)। প্রস্রাবের তলানি চাখড়ির ন্যায়। প্রস্রাব লালাময় (এপীস্: বার্বারিস্: হেলোন্: টেরিব্:)। মূত্র ঘোর লালবর্ণ,—মূত্রাধারের গাত্র মেহগ্নি বর্ণ ধারণ করে। বস্ত্রে মূত্র লাগিলে পীত বর্ণ দাগ হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রেতোরজ্জু বহিয়া তীক্ষ্ণ সম্পেষণবৎ বেদনা ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চারিত হয় ; বেদনান্তে আক্রান্ত অংশে ব্যথা বোধ হয়। মূত্রাধার-মুখশায়িকা মধ্যে কুল্-কুল্ শব্দ হয়। রমণস্পৃহা বিলুপ্ত, লিঙ্গোদ্গম হয় না। পুরুষত্বহীনতা। প্রমেহ এবং লালামেহ (ক্যানাব্-স্যাট্: জেল্সি: মার্ক্); একশিরা,—পূযসঞ্চয় হয় ও ক্ষত নালী ক্ষতে পরিণত হয়। উপদংশ ; মুখ্য উপদংশীয় ক্ষত ; উপদংশবিষজনিত গলক্ষত ; শিশ্নের উপর ক্ষতোদ্গম ; বাঘী, উপদংশজ বাত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশশীল এবং যন্ত্রণাজনক ঋতু ; স্তনদ্বয় অত্যন্ত ব্যথান্বিত। বন্ধ্যা রমণীদিগের বাধক বা রজঃকৃচ্ছ্র,—ভয়ানক যন্ত্রণা,—বাতাশ্রয়,—আর্ত্তবস্রাবের সহিত ঝিল্লিখণ্ড নির্গত হয় (ক্যান্থা: সাইক্লেম: ল্যাক-ক্যান:)। প্রদর,—জরায়ুগত,—স্রাব গাঢ়, রজ্জুবৎ দৃঢ় এবং উত্তেজনাজনক ; গর্ভস্রাবাশঙ্কা ; জরায়ু আদির নিম্নাকর্ষণ। সপ্তমাস গর্ভবতী রমণীর জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব ও কুন্থন। ত্রিকাস্থি হইতে

জানু ও গুল্‌ফ পর্য্যন্ত এবং পুনশ্চ গুল্‌ফ হইতে জানু ও জানু হইতে ত্রিকাস্থি পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা সঞ্চার; প্রসবান্তে দেহের স্থানে স্থানে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা। স্তন প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে পুয সঞ্চয় হয়। স্তনবৃন্ত অত্যন্ত স্পর্শাসহ। শিশু স্তন ত্যাগ করিবার পর স্তন প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে; স্তনবৃন্ত ক্ষয়িতত্বক (অ্যান্থাস্থি: ক্যালেন:) ও ব্যথান্বিত এবং বিদারিত-গাত্র; শিশুর স্তন্যপান কালে বৃন্ত মধ্যে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয়,—বেদনা স্তন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বিকীর্ণ হইয়া থাকে (ক্রোটন্-টিগ: বোর‍্যাক্স: ল্যাক-ক্যান্: ফেল্যান:)। স্তন হইতে অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ ক্ষরণ এবং তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে (ক্যাল্‌কে-অষ্ট্র: অ্যাসাফিট:)। স্তনপ্রদাহ,—আক্রান্ত স্তন বৃহৎ, অগ্নিবর্ণ, উন্মুক্তমুখ নালীময় এবং ঐ সকল নালী হইতে জলবৎ দুর্গন্ধ পূয নির্গলিত হইতে থাকে (সিলিশীয়া, ক্যাল্‌কেরীয়া-সলফ: ফস্: কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস্)। ঠুণকা,—প্রথম হইতেই স্তন অত্যন্ত কঠিন ও অনমনীয় অনুভূত হয়, তন্মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে এবং পূয উৎপন্ন হইবার পরেও উক্ত অনমনীয়তা ও জ্বালার নিবৃত্তি বা উপশম হয় না। স্তন্যগ্রন্থি, কতকগুলি অনমনীয় এবং ব্যাথান্বিত গুটিকাপূর্ণ হইয়া থাকে (অ্যা-নাই: লাই: কোণায়াম:)। স্তনদ্বয় মধ্যে ফাটা ফাটা হইয়া যায় (ব্রায়োনীয়া), সময়ে সময়ে উত্তেজনাজনক অর্ব্বুদ, —স্পর্শাসহিষ্ণু এবং ব্যথাযুক্ত,—বৃদ্ধি = আর্ত্তবস্রাব কালে (বীউফো; অ্যাষ্টিরীয়াস্-রীউব: কার্ব্বো-অ্যান: আর্জেণ্ট-নাই: ব্রোমীয়াম্)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ (ফস্:)। স্বর ও বায়ুনলীর শুষ্কতা,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে। স্বরনলীমুখের সঙ্কোচন এবং স্বর ও বায়ুনলী মধ্যে জ্বালা; আয়াসসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাস। চক্ষুর্দ্বয় বিকৃতভঙ্গী, এক চক্ষু স্থির থাকিলেও অন্য চক্ষু ঘুরিতে থাকে, বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় মুড়িয়া থাকে এবং পদাঙ্গুলি সকল বাঁকিয়া যায় (বেল: ক্যালী-ব্রোম: ল্যাকে: ব্রোমীয়াম্; ক্লোরাম্; কীউপ্রাম-মেট: গুয়ারীয়া; অ্যাসিড-হাইড্রোসায়ানিক; মিফাইট: ওপী: স্যাম্বীউ: স্পঞ্জীয়া)। আয়াসসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাস ও উচ্চশব্দকারী শ্লেষ্মাকূজন; ডিপথিরিয়া রোগাধিকারে রোগী অনবরত "উঃ উঃ" করে এবং হাঁপাইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ও ধীর শ্বাসপ্রশ্বাস বশতঃ রোগী অবসন্ন লইয়া পড়ে। কাসি,—শুষ্ক ও বক্ষবিদারক; স্বরনলী মধ্যে উত্তেজনা কিম্বা তালুমূলের শুষ্কতা জনিত; রাত্রে শয়ন করিবামাত্র বৃদ্ধি (হায়ো: অ্যা-নাই: ক্যাম্ফ: কষ্টি: কোণা: ক্রোটন-টিগ্লীয়াম্; ড্রোসেরা;—চিৎ হইয়া শুইলে ন্যাট-মিউ: ফস:—বামপার্শ্বে শুইলে = লাই: প্যারিস; ফস্: হ্রাস;—যে কোন পার্শ্বে শুইলে অ্যাকো: ষ্ট্যানাম; সল্‌ফার;—দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে = কার্ব্বো-অ্যান:)। গয়ার গাঢ়, রজ্জুবৎ দৃঢ় বা রবারের ন্যায় (ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব্ব: হাইড্র্যাষ্ট: ককাস-ক্যাক্টাই: ফস:); গাঢ় মণ্ডবৎ শ্লেষ্মাময় (ল্যাক-ক্যান:),—তালুমূলের প্রদাহ বশতঃ অপর্য্যাপ্ত এবং অবসাদক কফ নির্গত হইয়া থাকে। বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে তীব্র ব্যথা বশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। দক্ষিণ বক্ষ হইতে সূচীবেধবৎ বেদনা পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয় (চেলিড: ক্যালী-কার্ব্ব: মার্ক: ভাই:)। শৈত্য ও জলীয় বাষ্প সংস্পর্শ বশতঃ নিম্ন পশু´কান্তর্গত পৈশিক বাত (র‍্যাণান-

ব্রোসাস:)। ফুস্‌ফুস্‌ ও কণ্ঠমধ্যে শ্বাসরোধানুভব। কাসিলে বক্ষ ও বক্ষপার্শ্ব ব্যথা করিতে থাকে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনাসঙ্ঘাত অনুভব; হৃৎশূল; বেদনা হৃৎপিণ্ড হইতে দক্ষিণ বাহুতে সংক্রমণ করে। মলবদ্ধতা বশতঃ হৃৎপিণ্ড ক্ষীণক্রিয়। হৃৎ-পিণ্ডের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অসাড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা বোধ বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়,—বৃদ্ধি=নিশ্বাস ত্যাগ কালে; রোগী পুনশ্চ আর নিদ্রা যাইতে পারে না। হৃদগ্র প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা,—পাদচারণে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—ধনুষ্টঙ্কারাধিকারে মুখের এবং গ্রীবার পেশী সকল আক্ষেপযুক্ত। গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বের গ্রন্থি সকল অত্যন্ত কঠিন হয়। গ্রীবাস্তম্ভ বা কাঠিন্য;—বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে;—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, কিম্বা নিদ্রাভঙ্গান্তে। নিতম্বদেশীয় পেশীমধ্যে বাতাশ্রয়। প্রত্যহ প্রাতে কটি আড়ষ্ট হইয়া থাকে। মূত্ররোধ বশতঃ কোমরে বেদনা বোধ। ত্রিকাস্থি মধ্যে ব্যথা।

প্রত্যঙ্গাদি।—উভয় পৃষ্ঠফলকই নিরন্তর ব্যথা করিতে থাকে। দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধি মধ্যে তীব্র বিদ্ধকারী বেদনা বশতঃ দক্ষিণবাহু আড়ষ্ট বোধ হয় এবং রোগী ঐ বাহু উত্তোলন করিতে পারে না। দক্ষিণ বাহুর শিখর দেশীয় মধ্যে নিরন্তর ব্যথা বোধ হয়। হস্তের অঙ্গুলির গাঁইট সকল স্ফীত, অনমনীয় এবং চিক্কণ প্রতীয়মান হয়। বাম স্কন্ধগত বাত,—বিশেষতঃ উপদংশবিষদুষ্ট-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের; বেদনা বিদ্যুদ্বেগে এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে ধাবিত হয় (ল্যাক্‌-ক্যান্‌: ক্যালী-বাই: পল্‌সে:); বৃদ্ধি=রাত্রে, দেহ সঞ্চালনে এবং জলীয় বায়ু সংস্পর্শে। ত্রিকাস্থি হইতে বেদনা তীব্র বেগে উরুর বহির্দ্দেশ দিয়া নিম্নে সংক্রামিত হয়। উরুশিখরে তীক্ষ্ণ বা আকর্ষণবৎ বেদনা; পা টানিয়া রাখে এবং তজ্জন্য তদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিতে পারে না; পারদ বা উপদংশবিষদুষ্ট-ধাতুবিশিষ্ট বালকদিগের উরুশিখর প্রদাহ। বাম জানুগত বাত,—কণ্ডার আকৃষ্ট বা ক্ষুদ্রতর বোধ হয়। উরুতের অস্থির বেষ্টনী মধ্যে নৈশ বেদনা। বাম উরুশিখরের পুরাতন বাত। চরণ স্ফীত এবং পদতল জ্বালাযুক্ত; গুল্‌ফতল ও চরণে ভয়ানক বেদনা। পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বেদনা বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। পদতলের অভ্যন্তরাংশে :ক্ষতোদ্গম। ধনুষ্টঙ্কারাধিকারে বহিরায়াম আক্ষেপ,—হস্তপদাদি অনমনীয়, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, পদদ্বয় প্রসারিত, পদাঙ্গুলি সকল মুড়িয়া থাকে, ওষ্ঠদ্বয় উল্টাইয়া যায় এবং চিবুক বক্ষ স্পর্শ করে। মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত প্রত্যেক পেশী অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া থাকে।

ত্বক।—গাত্রত্বক শীতল, কুঞ্চিত, শুষ্ক এবং সীসকবর্ণ প্রতীয়মান হয়। ক্ষৌরকণ্ডু, দদ্রু। ক্ষতের নিকটে স্ফোটক। কালবর্ণ ও কণ্ডুয়নজনক পূযবটী বাহির হয়। ক্ষত,—দেখিলে বোধ হয় যেন একখণ্ড ত্বক কাটিয়া লওয়া হইয়াছে (ক্যালি-বাই:); ক্ষততল মেদলিপ্তবৎ প্রতীয়মান হয়; উপদংশের ক্ষতাদি। কর্কটি ক্ষত,—স্তনের উপর এবং দেহের অন্যান্য স্থানে। অরুণিকা-চক্র,—উদ্ভেদ সকল ঈষদুচ্চ, ঘোর লালবর্ণ, ধীরে ধীরে তাহা হইতে

শক উঠিতে থাকে এবং অবশেষে বেগুণী বর্ণ দাগ থাকিয়া যায়। হস্ত ও পদে কণ্ডুতি আরম্ভ হইয়া ক্রমে সর্ব্বগাত্রে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার কয়েক ঘণ্টা পরে শাদা দাগ হয়; কণ্ডুতির বৃদ্ধি=কণ্ডুয়ন করিলে এবং শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে। শল্কময় উপদংশ উদ্ভেদ।

বৃদ্ধি।—আক্রান্ত বা দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে, স্পর্শ করিলে, নিষ্পেষণে, অধিক উচ্চ হইতে নিম্নে পাদক্ষেপ কালে, গ্যাসালোকে, গলাধঃকরণ কালে, আর্ত্তস্রাবকালে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে, বাহু উত্তোলন করিলে, রাত্রে, প্রাতে, জলীয় বায়ু সংস্পর্শে এবং শয্যার উত্তাপে।

উপশম।—হস্তদ্বারা টিপিলে (স্তন বেদনা), মর্দ্দন বা ঘর্ষণ করিলে, বাম পার্শ্বে এবং উপুড় হইয়া বা পেট চাপিয়া শুইলে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—দুগ্ধ; লবণ, বেল্: কষ্টী: ইগ্নে: মার্ক্: মেজর: ওপী: সল্ফ্:।

সদৃশ।—আর্স্: এরাম্-ট্রাই: ক্যাম্ফো: গুয়ায়েক্: ইপিক্: আইরিস্: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব্: ক্যালী-আয়োড্: হ্রাস্: ল্যাক্-ক্যান্: পল্সেটিলা।

তুলনীয়।—ডিপ্থিরীয়ায়—ল্যাকেসিস্। হৃৎপিণ্ডের কাঠিন্য প্রাপ্তি—হ্রাস:। স্তনে স্ফোটক—ব্রায়ো:। ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ—নক্স-ভমিকা। আর্ত্তবস্রাব কালে স্তনে বেদনা,—ক্যাল্কে: কোনায়ম্:। অতিসার সহ ঝিল্লী পতন,—কষ্টিক: আর্স্: লজ্জা-হীনতা—হায়সা:। টাটানি ও ক্ষতবোধ—আর্ণিকা ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

পাইলোকার্পাস্

(PILOCARPUS).

(য্যাবোর্য্যাণ্ডি দেখ) ইহার সারাংশকে—"পাইলোকর্পিনম্" কহে। অণ্ডলালীয় মূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়।

পাইনাস সিল্ভেষ্ট্রীস্

(PINUS SYLVESTRIS).

প্রস্তুতি।—নব পল্লব ও পত্রাদি হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মলাগ্র কণ্ডুয়ন;

শ্বাসনলী প্রদাহ ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; অতিসার ; মূত্র রোগ ; নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা ; গ্রন্থির স্ফীতি ; বাত ; অর্শ ; হৃৎকম্পন ; যকৃতের পীড়া ; গণ্ডমালা ; কর্ণরোগ ; মূত্র বিকৃতি ; শিরোঘূর্ণন ; কৃমি ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কতিপয় সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ এই :—হস্তপদাদিতে বাতাশ্রয় জনিত বেদনা ; ক্ষুদ্র সন্ধিগত বাত ; পক্ষাঘাত ; গ্রন্থিস্ফীতি প্রবণতা বা গণ্ডমালা ; প্রত্যঙ্গাদির আড়ষ্টতা ; প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং তন্মধ্যে বেদনা ; শীতার্ত্ততা ও স্পর্শাসহনীয়তা ; মস্তকের ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণুতা ; বক্ষপ্রাচীর অত্যন্ত পাতলা,—যেন স্পর্শমাত্রে ভগ্ন হইয়া যাইবে এইরূপ অনুমান ; প্রস্রাবকালে জ্বালা ; প্রস্রাবাধিক্য ; মূত্র উগ্রগন্ধ ; নাসিকা ও মলদ্বার কণ্ডূতি এবং সূত্রকৃমী ; বায়ুনলী মধ্যে শ্লেষ্মাধিক্য ; নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা ; ক্ষীণ-গুল্‌ফ ; শিশু,—অত্যন্ত বিলম্বে চলিতে শিক্ষা করে (কার্ব্বো-অ্যান্: ন্যাট্-কার্ব্: ন্যাট্-মিউ: সিপী:) ইত্যাদি ।

লক্ষণাবলী।

মন।—একবারে বহু প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, অথচ কোনটাই সম্পূর্ণ করিতে পারে না। শিরোবেদনা,—চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি (ব্রাই: নক্স্; স্পাইজি: সিপী: ব্যাপ্টি: ব্যাডীয়েগা)।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদি ভার ও আড়ষ্ট বোধ হয় ; রোগী চলিতে কষ্ট বোধ করে। হস্ত ও পদের প্রত্যেক ক্ষুদ্র-সন্ধিগত বাতবেদনা বিশেষতঃ হস্তাঙ্গুলির সন্ধি মধ্যে। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে অসাড়তাজনক আকর্ষণবৎ বেদনা বোধ। জানুদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা অনুভূত হয় ; চলিতে বা দাঁড়াইতে গেলে জানু অবশ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। পাদচারণ কালে বাম নিম্নপদের সম্মুখাস্থিমধ্যে (অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: ক্যালী-বাই: ফাইটো: এরাম্-ট্রাই: মেজের্:) তীব্র বেদনা,—রোগীর মনে হয় যেন ঐ পদ মুড়িয়া বক্ষের উপর স্থাপন করিলে আরাম বোধ হইবে, কেবল প্রাতে ; পরদিন দক্ষিণ নিম্নপদের সম্মুখাস্থিমধ্যে ঐরূপ বেদনা। রাত্রে শয্যায় পা ছড়াইতে গেলে ডিমাতে খাল ধরে (কীউপ্রাম: ক্যাম্ফোরা)। আঘাত। সমগ্র দেহে কণ্ডূতির উদ্রেক হয়,—বিশেষতঃ সন্ধি প্রদেশে এবং উদরের উপর। নাসাগ্র কণ্ডূয়ন (সিনা: সল্‌ফার:)। গ্রন্থিস্ফীতিপ্রবণ-অস্থিস্ফীতিপ্রবণ-অস্থিবৃদ্ধিরহিত-ক্ষীণ-গুল্‌ফ শিশু অতি বিলম্বে চলিতে শিক্ষা করে এবং তাহার নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যাব্রোট্: অ্যাগার: ক্যাল্‌কে-কার্ব্: আয়োড্: স্যানিক্: টিউবার্কীউলিনাম্)।

বৃদ্ধি।—দৈহিক আয়াসে, পাদচারণে, স্পর্শে, প্রাতে, এবং চক্ষু সঞ্চালন মাত্রে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাব্রোট: অ্যা-বেন্‌জো: অ্যাগার্: আয়োড্: ক্যাল্‌কে· স্যানিকীউলা: টীউবার্কীউলিনাম্।

তুলনীয়।—উগ্র-গন্ধ মূত্র—বেন-অ্যাসিড:। চক্ষুর পাতা কাল—সল্‌ফর।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

পাইপার মেথিষ্টিকাম্

(PIPER METHYSTICUM).

প্রস্তুতি ও নামান্তর।—ক্যাভা ক্যাভা নামক তরুমূল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অণ্ডনালীয় মূত্র; গুহ্যদ্বার-ভ্রংশ; মস্তিষ্ক ক্লান্তি; মূত্রাধার প্রদাহ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; প্রমেহ; মাথাব্যথা; কুষ্ঠ-ব্যাধি; স্নায়ুশূল; অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত; বাত; দন্তশূল; অণ্ডকোষ প্রদাহ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—আমাদের দেশে পুরাকালে ধর্ম্মপ্রাণ যোগী ঋষিরা যেরূপ কোন ধর্ম্ম ক্রিয়ায় লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে সোমরস পান করিতেন, পলিনেশীয়া বা প্রশান্ত মহাসাগরের বহুদ্বীপা প্রদেশের অধিবাসীরা এই তরুমূলের রস সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সেবন করিলে অত্যন্ত আনন্দের উদয় হয় এবং আক্লান্তভাবে দীর্ঘকাল অধ্যয়নাদি মানসিক পরিশ্রম করিবাব ক্ষমতা জন্মে,—কিন্তু অনতিপরেই ইহার প্রতিক্রিয়া জনিত মস্তিষ্কের অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন রোগীর একটু অধিক আলোক, সামান্য শব্দ বা ঈষদুগ্র গন্ধ অসহনীয় বোধ হয়। কফীয়ার ন্যায় হইার মূল আরক সেবনকারীর চিত্ত যেন কে সপ্তমে বাঁধিয়া দিয়াছে এইরূপ স্ফূর্ত্তি ও উত্তেজিত ভাবের আবির্ভাব হয়। রোগীর মনে হয় যেন তাহার মস্তকের আয়তন এত বৃদ্ধি হইতেছে যে আর একটু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই মাথার খুলি দ্বিধা হইয়া যাইবে। মস্তক ঘুরিতে থাকে কিন্তু চক্ষু মুদিত করিলে বা বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিলে উপশম বোধ হয়। মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থিত ধমন্যাদি শোণিতমার্গ সকল পরিপূর্ণ ও স্ফীত বোধ হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে মস্তিষ্কের অবসাদ বোধ হয়,—যেন কত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই বা যেন পূর্ব্ব রজনী অধ্যয়নে যাপিত হইয়াছে (প্রতিক্রিয়া জনিত লক্ষণ)। মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত বোধ হয় এবং অধ্যয়ন বা চিন্তা করিলে বা অন্য কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রমে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভয়ানক যন্ত্রণাজনক অন্ত্রশূল—রোগিনী অস্থির হইয়া পড়ে, তাহার দেহ অসহনীয় যন্ত্রণার আবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং সে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, আবার কখনও বা দাঁড়াইয়া উঠে; এই বাম পার্শ্বে শুইয়া ছিল আবার তখনই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে স্বীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই আরাম বোধ করে না। বক্ষমধ্যে জ্বালা,—অন্যমনস্ক হইলে প্রশমিত হয়; প্রভৃতি কয়েকটী ইহার প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রাতে ১০টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত মহা হর্ষের উদয় (কফীয়া) হইয়া থাকে। রেতঃস্খলনান্তে স্ফূর্ত্তির আবির্ভাব। অক্লান্তভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ মানসিক পরিশ্রম

করিবার ক্ষমতা। নিদ্রাভঙ্গান্তে মস্তিষ্কের অবসাদ অনুভূতি,—যেন গত রজনী অনিদ্রায় বা অধ্যয়নে যাপিত হইয়াছে (ন্যাট্র-মিউ: ক্যালী-ফস্: অ্যা-পাই: ফস্:)। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে যন্ত্রণাদির উপশম (ব্যারাই-কার্ব্: অ্যা-অক্স্যাল্: ক্যাল্কেরীয়া-ফস্: কষ্টি: হেলোমু: নিডস্বন্: অক্সাইট্রোপ্: পেট্রোল্:)। পুনঃ পুনঃ শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—প্রাতে শয়িতাবস্থায় ;—ললাটোপরে চাপবোধও হইয়া থাকে ; উপশম=চক্ষু মুদিত করিলে (ভেরেট্-ভিরাইড্:—চক্ষু মুদিত করিলে বৃদ্ধি=আর্ণিকা: ল্যাকে: সাইলি: থিরিড্:)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মস্তিষ্ক অবসন্ন বোধ ; উপশম=উঠিয়া দাঁড়াইলে (অরাম্)। ললাট ও দুই রগে ভার ও ব্যথান্বিত বোধ হয় ; বৃদ্ধি=অধ্যয়নে, চিন্তা করিলে বা অন্য প্রকার মানসিক পরিশ্রমে। ললাটপশ্চাতস্থিত মস্তিষ্ক যন্ত্রণায় নিরেট বোধ হয় ; দিবাভাগে এই বেদনা শিরোপশ্চাতে মস্তিষ্কমূলে এবং মাতৃকামূলাধার বা মেরুমূলে সংক্রামিত ও অনুভূত হয় ; উপশম=ঈষৎ মস্তক সঞ্চালনে ; বৃদ্ধি=প্রবল সঞ্চালনে ; বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের কথা চিন্তা করিলে ক্ষণিক উপশম বোধ হয়।

চক্ষু।—চক্ষুর যোজকত্বক আরক্তিম। বৈকালে ৩ টার সময় অধ্যয়ন কালে দক্ষিণ চক্ষুর স্নায়ু মধ্যে বেদনানুভূতি। বাম চক্ষুর গভীরতম প্রদেশে বেদনা,—যেন ভিতর হইতে অক্ষিগোলককে ঠেলিতেছে। বস্ত্র পরিধান কালে হঠাৎ মস্তক শূন্য বোধ হয়, চক্ষে অন্ধকার দেখে এবং মস্তক ঘুরিতে থাকে ; উপশম=চক্ষু মুদ্রিত করিলে।

মুখবিবর।—জিহ্বা,—রাত্রে মখমলের ন্যায় কোমল শ্লেষ্মালিপ্ত বোধ হয়। জিহ্বাতে ও মুখমধ্যে জ্বালা। বৈকালে নিদ্রা যাওয়ার পর মুখবিবর শুষ্ক বোধ হয় এবং দেহে ঘর্ম্ম হইতে থাকে (গ্রীষ্মের দিনে)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—অম্ল উদ্গার ; বৃদ্ধি=আহারের দণ্ডদ্বয় পূর্ব্বে এবং রাত্রে। গলমধ্যে বোধ হয় যেন কি আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং তাহা গলাধঃকরণ করা যাইতেছে না ; উদ্গারান্তে ক্ষণিক উপশম। যেন পেট সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা,—মেজের পার্শ্বে পেট চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয় (কলো: প্লাম্:)। প্রত্যহ ৯ টার সময় উদর মধ্যে বেদনা,—পূর্ব্বাহ্ণে প্রথম মলত্যাগের পর,—উদর মধ্যে যন্ত্রণা ও পূর্ণতা অনুভূত হয় ; উপশম= দেহ সঞ্চালনে। ভয়ানক অন্ত্রশূল,—রোগিনীর দেহ যন্ত্রণায় ওলটপালট হইতে থাকে এবং এক মুহূর্ত্ত এক ভাবে থাকিতে পারে না অথচ তাহাতে কোনরূপ উপশম বোধ হয় না।

প্রস্রাব ও পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রস্রাবের সময় জ্বালা করে। প্রমেহ ; লালামেহ। মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়। যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোচ্ছ্বাস। শিশ্ন মধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা। শেষরাত্রে রেতঃস্খলনান্তে লিঙ্গোচ্ছ্বাস। দক্ষিণ অণ্ডকোষ মধ্যে বেদনা। শেষরাত্রে কোনরূপ স্বপ্ন ব্যতিরেকেও রেতঃস্খলন।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ বাহুতে বেদনা এবং ঐ বেদনা চতুর্দ্দিকে ক্ষিপ্ত হয় এবং আক্রান্ত অঙ্গ সকল ভার, অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও ক্লান্ত বোধ হয়। সন্ধ্যার পর বাম বাহু

অত্যন্ত ভার বোধ। বাম কনুই হইতে হস্তের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল এইরূপ চিন্ চিন্ করিতে থাকে। দক্ষিণ মণিবন্ধে বেদনা,—বেদনা,—বিশেষতঃ লিখিবার সময়। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ব্যথা বোধ, টিপিলে বৃদ্ধি হয়। পাদচারণ কালে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে কিন্তু বুদ্ধির কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হয় না এবং রোগী বেশ বুঝিতে পারে যে তাহার পদদ্বয় তাহার আয়ত্তাধীন নহে। নিম্নাঙ্গ অসাড়। উরুদ্বয় এত ক্ষীণ হইয়া যায় যে রোগী দাড়াইতে পারে না। চলিবার সময় পদদ্বয় ভার বোধ হয়। রোগী শীর্ণকায় ও রোগজীর্ণদর্শন। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে যন্ত্রণাদির (বিশেষতঃ মস্তকের ও অন্ত্রাশয়ের যন্ত্রাণার) উপশম বোধ হয়। প্রাতে আবল্য বোধ হয়,=শয্যা হইতে উঠিয়া একটু এদিক ওদিক বেড়াইলে সারিয়া যায়। রাত্রে সকল কার্য্যেই নিরুৎসাহ ও আলস্য বোধ হয়।

ত্বক।—কুষ্ঠের ন্যায় দেহের স্থানে স্থানে শল্ক উৎপন্ন হয় এবং ঐ শল্ক উঠিয়া গেলে সাদা দাগ থাকিয়া যায় এবং সময়ে সময়ে সেই স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—দোষঘ্ন—পল্‌স ও ট্রাস। কফীয়াঃ অ্যাসিড্-পাইঃ ট্রাস্ঃ অ্যা-অক্স্যাল্ঃ অক্সাইট্রোপ্ঃ পেট্রোল্ঃ অ্যানাক্ঃ কলোসিন্থ্ঃ প্লাম্বাম্।

তুলনীয়।—মন, অন্যদিকে দিলে উপশম—অক্‌জ্যালিকঃ অ্যাসিড্। স্ফূর্ত্তিভাব—কফিয়া। অসহ্য বেদনা—কফিয়া।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

প্ল্যাণ্ট্যাগো মেজর

(PLANTAGO MAJOR).

নামান্তর।—প্লানটেন্।

প্রস্তুতি।—সমস্ত বৃক্ষ বা মূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সবিরামজ্বর; স্তনের প্রদাহ; দগ্ধ হওয়া; বহুমূত্র; অতিসার; রক্তামাশয়; কর্ণশূল ও প্রদাহ; রেতঃস্খলন; শয্যায় মূত্রত্যাগ; বিসর্প; অর্শ; ধ্বজভঙ্গ; স্নায়ুশূল; সর্পদংশন; প্লীহাতে বেদনা; তামাকুর কদভ্যাস; দন্তশূল; কৃমি; ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—দন্তশূল, কর্ণশূল সহ দন্তশূল, মুখের স্নায়ুশূল, শয্যামূত্র বহুমূত্র, তাম্রকূটচূর্ণ সেবন জনিত স্নায়ুশূল প্রভৃতি নানাবিধ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাজনক শূল বেদনায় ও রোগে ইহার হিতকারীতা অসীম। ইহার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ এই:—(১) পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব ও তৃষ্ণা। (২) মূত্রদ্বারাবরোধক পেশীর শৈথিল্য বশতঃ শয্যামূত্র।

(৩) পাকাশয় শূন্য ও ভার বোধ; মুখে দুর্গন্ধ। আধ্মান-বায়ু-সঞ্চয়াধিক্য, উদরাময়, আমাতিসার ও অর্শ। (৪) প্রদাহান্বিত ও ব্যথান্বিত অর্শ (বাহ্য প্রয়োগ)। মুখের স্নায়ুশূল,—মুখের পার্শ্ববিশেষ, উর্দ্ধাক্ষিক প্রদেশ, শঙ্খ এবং উর্দ্ধ হনু সমস্ত আক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে অসহনীয় বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। বেদনা,—বিদারণ, ছিদ্রকরণ ও শূলবেধবৎ। (৬) বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া চতুষ্পার্শস্থিত প্রদেশে সঞ্চারিত হয়; বেদনা অসহনীয়। (৭) উচ্চ শব্দ রোগীর বোধ হয় যেন তাহার দেহ ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে। (৮) নাসিকা হইতে হঠাৎ হলুদ গোলা জল নির্গত হয়। (৯) বামাঙ্গে প্রকোপাধিক্য। (১০) তামকূটচূর্ণ বা দোক্তা সেবন জনিত স্নায়ুশূল।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তকের স্থানে স্থানে চিড়িক মারিয়া উঠে। বাম ভ্রূদেশে বিদ্যুচ্ছলাকা বেধবৎ তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা,—হঠাৎনিবৃত্ত হইয়া যায়, ক্রমে সমস্ত ললাট আক্রমণ করে এবং যন্ত্রণার চরম অবস্থায় উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বিবমিষার উদ্রেক হয়, শীতল হস্তদ্বারা ঐ অংশ টিপিয়া দিলে উপশম বোধ এবং উত্তাপে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ললাটের বাম পার্শ্ব হইতে প্রচণ্ড বেদনা মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে এবং থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়। দন্তশূলাধিকারে শিরোবেদনা।

চক্ষু।—কীটভুক্ত বা ক্ষয়িত দন্ত হইতে প্রতিক্ষিপ্ত বেদনা চক্ষু মধ্যে অনুভূত হয়।

কর্ণ।—দন্ত ও মুখমণ্ডলে বেদনা সহযোগে দক্ষিণ কর্ণমধ্যে বেদনা; (পল্‌সেঃ); বেদনা তীক্ষ্ণ ও চিড়িকমারার ন্যায়। কর্ণমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। স্নায়বিক শিরোবেদনা— বেদনা মস্তক ভেদ করিয়া এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণে সংক্রামিত হয়। শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—একটু উচ্চ শব্দে রোগী শিহরিয়া উঠে,—যেন তাহা তাহার দেহ ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইল (থিরিডঃ)। কর্ণ মধ্যে শব্দ।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহযোগে হঠাৎ নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে। হঠাৎ নাসিকা হইতে হলুদগোলা বা জাফ্রানের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট জল ঝরিতে থাকে।

মুখমণ্ডল।—মুখের বাম পার্শ্বগত স্নায়ুশূল,—বেদনা বিদ্ধকারী এবং বিদারণবৎ,— হনু হইতে কর্ণে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

মুখবিবর।—বামপার্শ্বের দন্ত সকল দীর্ঘতর ও অত্যন্ত স্পর্শাসহ বোধ; বেদনা অসহনীয়; নিরোগ দন্তমধ্যে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=স্পর্শ করিলে এবং অত্যন্ত শৈত্য ও অত্যন্ত উত্তাপ সংস্পর্শে। বাম পার্শ্বের উর্দ্ধপংক্তির পেষণদন্ত মধ্যে ভয়ানক বেদনা ও অপর্য্যাপ্ত লালা নিঃসরণ; বৃদ্ধি শীতল বায়ুতে পাদচারণ করিলে, স্পর্শ করিলে এবং অধিক উত্তাপ সংস্পর্শে; ঈষৎ শীতল গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিলে আংশিক উপশম বোধ হয়। গণ্ডদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে। আহারের সময় দন্তশূলের উপশম বোধ হয়। মুখের ও উদ্গারের গন্ধ পূতিময়।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—পুনঃ পুনঃ গন্ধক বা অঙ্গারাম্ল বাষ্পবৎ-গন্ধবিশিষ্ট উদ্গার। নিদ্রালুতা ও অবসন্নতা ও সকম্পভাব সহ বিবমিষা। পাকস্থলী শূন্য ও অবসাদজনক বোধ। পাকস্থলী মধ্যে যেন প্রস্তর নিহিত রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ হয়; অতি অল্প আহারের পরেও পেট ঐরূপ ভার বোধ হয়। নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে পাকস্থলীর হৃদগ্র-প্রদেশে উত্তাপ ও উদর পরিপূর্ণ বোধ। বাম কুঁকের মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা। উদরাধ্মান ও বায়ুনিঃসরণ।

মলান্ত্র ও মল।—পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের আশায় পায়খানায় যায় কিন্তু মলত্যাগ করিতে পারে না; অর্শ এত ব্যথাযুক্ত যে রোগী প্রায় দাঁড়াইতে পারে না (ইস্কীউলাস-হিপ: কষ্টি:) মলতারল্য,—মল কপিশবর্ণ, ঈষৎ পূতিপ্রাপ্ত ও ফেনিল; পুনঃ পুনঃ আধ্মান বায়ু নিঃসরণ সহ-যোগে তরল মল নির্গমন; বৃদ্ধি প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ আধ্মানবায়ু নিঃসরণ। মলত্যাগ কালে,—কুন্থন, মলান্ত্রভ্রংশ ও অবসাদ অনুভূতি।

প্রস্রাব।—মূত্রগ্রন্থি প্রদেশ টিপিলে ব্যথা বোধ। পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণ ফিকা প্রস্রাব হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ রাত্রে; চক্ষুতল স্ফীত; রোগী তৃপ্তিপূর্ব্বক প্রচুর আহার করে। মূত্রদ্বারাবরোধক পেশীর শৈথিল্য বশতঃ রাত্রে পুনঃ পুনঃ অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া থাকে। (কষ্টি: হ্রাস-অ্যারোম্যাটিকা:)। পুনঃ পুনঃ বেগ ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। উপবেশন কালে থাকিয়া থাকিয়া মূত্রমার্গ মধ্যে সূচী বা হুলবেধবৎ তীব্র বেদনা উর্দ্ধদিকে সঞ্চারিত হয়। প্রাতে মূত্রনালীমধ্যে হঠাৎ চিন্‌চিন্ করিয়া উঠে এবং কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। প্রবল তৃষ্ণা ও পুনঃ পুনঃ অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব (ল্যাক-ডিফ্লো: স্কীলা; অ্যা-ফস্: ইউরেণীয়াম্-নাই:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—পুরাতন জ্বর, নিয়মিত প্রকোপ,—যেখানে কুইনিন্ প্রয়োগে জ্বর বন্ধ বা আকারের পরিবর্ত্তন হয় না। ক্রোধনস্বভাব ও বিমর্ষচিত্ত, অধীর, অস্থিরমতি ব্যক্তি, মস্তকের দুর্ব্বলতা বোধ। অত্যন্ত মানসিক অবসাদ,—মানসিক পরিশ্রমে আরও বৃদ্ধি হয় এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ও মানসিক চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হয়। অতিরিক্ত তাম্রকূট চর্ব্বণ জনিত পীড়াদি,—বিশেষতঃ চিত্তচাঞ্চল্য।

ত্বক।—ভয়ানক গাত্র কণ্ডুয়ন,—বিশেষতঃ রাত্রে। সূচ বা হুলবেধবৎ বেদনা (এপীস)। কণ্ডুয়নান্তে সে অংশ মর্দ্দন করিলে জ্বালা করে। হস্তে ও মুখমণ্ডলে রক্তিমা ও স্ফীতির আবির্ভাব এবং রসগুটী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ উদ্গত হইয়া থাকে। গাত্রের স্থানে স্থানে ঘনবটী উদ্গত হয় এবং তাহা হইতে পীতাভ রস নিঃসৃত হইয়া চিপিটিকা বা চটায় পরিণত হয় (গ্র্যাফ:)। গাত্র দাহন।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—বক্ষমধ্যে উত্তাপ বোধ ও শীতার্ত্ততা; এবং মস্তক, বক্ষ ও প্রত্যঙ্গাদিতে স্থান হইতে স্থানন্তরে সঞ্চলনশীল বেদনা; রোগী অনবরত গাত্র ভাঙ্গিতে থাকে; উষ্ণ গৃহে অবস্থিতি কালে হস্তদ্বয় হিমবৎ শীতল অনুভূত হয়। জ্বরাধিকারে শীতাবস্থায় তৃষ্ণারাহিত্য এবং লোমহর্ষিত বা গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠে,—এদিক

ওদিক করিয়া বেড়াইলে আরও বৃদ্ধি হয়। কর ও চরণ অত্যন্ত শীতল অনুভূত হয়। উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণাধিক্য, চিত্তচাঞ্চল্য, অনির্ব্বচনীয় মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতার আবির্ভাব হইয়া থাকে; গৃহ অত্যন্ত গরম ও আবদ্ধ বা বায়ুমার্গশূন্য বোধ হয়—রোগীর যেন দম বন্ধ হইয়া আইসে; বক্ষমধ্যে চাপ বোধ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইতে থাকে; শ্বাসকৃচ্ছ্র,—রোগীর বোধ হয় যেন তাহার গৃহ বায়ুশূন্য; মস্তকে, মুখমণ্ডলে, করতলে ও চরণে অত্যন্ত উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং জ্বালা করিতে থাকে; করতল ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত বোধ হয়। ঘর্ম্মাবস্থা,—পৃষ্ঠের নিম্নাংশে ও নিতম্বদেশে শীতল স্বেদোদ্গম হয়; গৃহের উত্তাপ অসহনীয় হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে।

বৃদ্ধি।—মানসিক পরিশ্রমে, দেহ সঞ্চালনে, স্পর্শ করিলে উত্তাপ ও শৈতের আতিশয্য, গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে, শীতল বা প্রবল বায়ু সংস্পর্শে এবং রাত্রে।

উপশম।—আহারান্তে এবং নাতিশীতোষ্ণ গৃহমধ্যে শয়ন করিলে (ক্ষণিক)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকোনাইটাম, আর্ণিকা, বেলেডনা, ক্যালেণ্ডিউলা, কষ্টিকাম, ক্যামোমিলা, কলোসিন্থিস, হ্যামামিলিস, হিপার, ক্যাম্ফায়া, মার্কিউরীয়াস, পল্‌সেটিলা, এবং স্পাইজিলীয়া।

তুলনীয়।—অসহ বেদনা বা স্নায়ুশূল,—অ্যাকোন, ক্যামো, হিপার। ক্ষত, কিছু ফুটিয়া যাওয়া, আঘাতাদি,—আর্ণিকা, ক্যাম্ফা। দুর্গন্ধ শ্বাস, আধ্মানবায়ু—আর্ণিকা। অর্শ—হ্যামো। প্রস্রাব—কষ্টিক, বেলাড। দন্তশূল সহ কর্ণশূল—পল্‌স।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

প্ল্যাটিনাম্‌

(PLATINUM).

প্রস্তুতি।—এই বহুমূল্য ধাতু প্রথমে বিচূর্ণ পরে আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রজোস্বল্পতা; মৃৎপাণ্ডু; আক্ষেপ; বিভ্রম; দন্তোদ্গম; নিস্তেজ ভাব; বাধক; ভয়; ক্ষুদ্রসন্ধিবাত; রক্তস্রাব; অর্শ; মূর্চ্ছাবায়ু; সীসক বিষাক্ততা; কৃত্রিম মৈথুন; বিষাদ; রজসাধিক্য; রজো-বন্ধ; মানসিক বিকৃতি; স্নায়ুশূল; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা; অসাড়তা; কামোন্মাদ; ডিম্বাধারের পীড়া; যোনি প্রান্তে কণ্ডুয়ন; পট্টকৃমি; জরায়ুর কাঠিন্য; জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—জরায়ুবিকৃতিগ্রস্ত রমণীদিগের মনোরাজ্যের উপরই ইহার অধিক শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে; মূর্চ্ছাবায়ু, বিষাদোন্মাদ, ধর্ম্মোন্মাদ এবং সূতিকা বা প্রসবান্তিক উন্মাদ প্রভৃতিতে "প্ল্যাটিনাম্‌" বিশেষ হিতকারী। এই সকল রোগে

আত্মমহত্বজ্ঞান, মৃত্যুভীতি, কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ইত্যাদি প্রায় বর্ত্তমান থাকে। ডাঃ হিউজ লিখিয়াছেন যে পুরুষদিগের মন, জননেন্দ্রিয়, অণ্ডকোষ প্রভৃতির রোগে "অরাম" যেরূপ, রমণীদিগের মন, জননেন্দ্রিয় এবং ডিম্বাধারের রোগে "প্ল্যাটিনাম" সেইরূপ হিতকর। আক্রান্ত অংশের অসাড়তা (ক্যামো:) মুখমণ্ডল, মস্তক, পাকস্থলী, ডিম্বাধার প্রভৃতির স্নায়ুশূলে, এবং যে সকল রমণীর ঋতুর সময় অত্যধিক ঘোর কালবর্ণ জমাট শোণিতস্রাব হইয়া থাকে, অণ্ডলালাবৎ প্রদরস্রাব হয় কিম্বা যাহারা জরায়ুবিকৃতি-প্রতিক্ষিপ্ত-অন্য-কোন-রোগ ভোগ করে তাহাদিগের ডিম্বাধার ও জরায়ুর রোগে এবং দুরারোগ্য মল কাঠিন্য ও সীসকশূল রোগেও ইহার অশেষ উপকারীতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক ; অতি প্রবল আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান, স্বমতপ্রাধান্য, অহঙ্কার ; রোগিনীর বিশ্বাস তাহার নিকট সকলেই হীন ও লঘু এবং সে স্বয়ং সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ। রোগিনীর নিকট চতুষ্পার্শ্বস্থিত সকল বস্তু ও ব্যক্তিই অতি ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং তাহার নিজের দেহ যেন বৃহদায়াতন প্রাপ্ত হইয়াছে। মস্তকে ও নাসামূলে আকর্ষণ, নিষ্পেষণ ও চূর্ণীকরণবৎ বেদনা। বেদনাদি ধীরে ধীরে আবির্ভূত এবং ধীরে ধীরে তিরোহিত হয় (ষ্ট্যানাম্)। দেহের বিভিন্ন অংশের অসাড়তা। কোষ্ঠবদ্ধতা,—মল আঁটিল কর্দ্দমের ন্যায় মলদ্বারে লাগিয়া থাকে, সহজে বহির্গত হয় না। উদর এবং সমগ্র বস্তিগহ্বর মধ্যে নিষ্পেষণ, ছেদন ও নিম্নাকর্ষণবৎ বেদনা এবং ঐ বেদনা ক্রমে নিতম্বে সঞ্চারিত হয়। রজোবাহুল্য,—স্রাব গাঢ়, কালবর্ণ জমাট শোণিত। প্রদর—স্রাব অণ্ডলালার ন্যায়। কামোন্মাদ, রোগিনীর জননেন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু ; এমন কি বস্ত্রের পর্য্যন্ত স্পর্শে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে ; চিকিৎসক পরীক্ষার জন্য যোনিমধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিলে রোগিনীর আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং রমণকালে অতিশয় কষ্ট বোধ করে (মিউরেক্স ; অরিগেনাম্)।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগিনীর নিকট স্বীয় গৃহস্থিত সকল বস্তুই অপরিচিত ও ভীতিপ্রদ বোধ হয়। সে সকল ব্যক্তিকেই দানব মনে করে। দৃষ্টিভ্রম,—রোগিনীর চতুর্দ্দিকস্থ সকল বস্তু ও ব্যক্তিই আকারে তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে হীন বোধ হয়। বিকারাবস্থায় কখনও আত্মমহত্ব এবং কখনও বা কোন লোক নিকটবর্ত্তী হইলে ভীতি প্রকাশ করে। বুদ্ধিবৈকল্য, ধর্ম্মোন্মাদ ; রোগী চুপ করিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কহে না ; অহঙ্কার পূর্ণ, কামোন্মত্ত ও নিষ্ঠুর ; যাহাকে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যায়। উন্মত্ততা ও অহঙ্কার প্রকাশ করে ; পরছিদ্রান্বেষী ; অশ্লীলভাষী ; ভীতি বা ক্রোধের উদ্রেক হইলে রোগিনীর দেহে কম্পন ও সবিরাম আক্ষেপ আবির্ভূত হয়। পরিবর্ত্তনশীল চিত্ত,—এই হর্ষপূর্ণ ভাব, পর মুহূর্ত্তেই বিষণ্ণ ও রোদনপরায়ণ। যেখানে হাস্য করিবার কোন কারণ নাই সেখানে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে (ক্যানাব-ইন্: ক্রোকাস্)। বিমর্ষ ভাব, রোদনোন্মুখ,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ; যন্ত্রণায় রোগী রোদন করে। স্বীয় দেহে অসুরে ন্যায় বল অনুভব করে। গত বিষয়ের অনুশোচনায় রোগা

কাতর হইয়া পড়ে (অ্যা-নাইট্‌ক:)। রোগিনীর মনে হয় যেন শীঘ্রই তাহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিবে এবং তাহার মৃত্যু অতি নিকট। হৃদপ্রদেশে অস্বস্তি বোধ বশতঃ অত্যন্ত দুর্ভাবনা; মৃত্যুভয় ও মৃত্যু অতি নিকট মনে হয়, হৃদস্পন্দন হইতে থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত অনুভূত হয়। জীবন ধারণে বীতস্পৃহ, নির্ব্বাক, সকল বিষয়ে ঔদাস্য। সকল লোকের প্রতিই তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করে। মানসিক লক্ষণাদির তিরোভাবান্তে হইলে শারীরিক এবং শারীরিক লক্ষণাদির তিরোভাবান্তে মানসিক লক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আতঙ্ক, ভয় বিরক্তি, অতিশয় ইন্দ্রিয় সেবা ও অহঙ্কার জনিত বুদ্ধিবিপর্য্যয়। রোগিনীর বোধ হয় যেন তাহার দেহের আয়াতন চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি হইতেছে। সামান্য কারণে অত্যন্ত অভিমানের উদ্রেক হয় (ইগ্নে: ষ্ট্যাফ:); প্রবল অভিমান বশতঃ রোগিনী দীর্ঘকাল গৃহমধ্যে লুক্কাইত থাকে, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে না, ছুরিকা দর্শন করিলে স্বীয় সন্তান বা স্বামীকে হত্যা করিবার আবেগ। রোগিনী কল্পনার চক্ষে ভুত প্রেত দেখিতে পায় (হায়ো: ক্যালী-ব্রোম:)।

মস্তক।—সন্ধ্যার সময় চকিতের ন্যায় শিরোঘূর্ণনের আবির্ভাব হয় এবং সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়। শিরোঘূর্ণন,—উপবেশন কালে (ক্যামো: পল্‌সে:) এবং সোপানারোহণের সময় (কাইক্কা; ক্যাল্‌কেরীয়া-অষ্ট্:)। মস্তিষ্ক ও মস্তকের ত্বকের সঙ্কোচনানুভূতির পর মস্তকাভ্যন্তর ও মূর্দ্ধাত্বক অসাড় বা স্পর্শজ্ঞান রহিত হইয়া থাকে; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় ও উপবেশন কালে; উপশম=দেহ সঞ্চালনে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে। অল্পে-কাতর বা মূর্চ্ছা-বায়ুগ্রস্ত রোগীদিগের স্নায়বিক শিরোবেদনা: বেদনা, খালধরা ও ভিতরদিকে নিষ্পেষণবৎ যন্ত্রণা হয়। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও আরক্তিম হইয়া উঠে এবং শিরোমধ্যে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে; বেদনা ধীরে বৃদ্ধি ও ধীরে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়; ক্রোধ ও বিরক্তির উদ্রেক জনিত; জরায়ু রোগের প্রতিক্ষেপ জনিত, (অ্যাক্টীয়া-রেসি:) বেদনা। মস্তিষ্ক মধ্যে চৈতন্য শক্তির হীনতা অনুভব। ললাট অভ্যন্তরে যেন জল আছে এইরূপ অনুভব (যেন শিরোমধ্যে জল ছিল=অ্যানাস্থিরাম)। শিরোবেদনা,—ললাট ও রগে যেন ভিতর দিকে নিষ্পেষণ করিতেছে এইরূপ অনুভব, বৃদ্ধি= সন্ধ্যার সময় মস্তক অবনত করিলে, স্থির হইয়া থাকিলে এবং গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে; উপশম=শারীরিক ব্যায়ামান্তে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে। মস্তক যেন একটী ফিতাদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে এইরূপ অনুভব জনক শিরোবেদনা (অ্যা-নাই: কার্ব্বো-ভে: ককীউ: সাইক্লেম: জেল্‌সি:),—মস্তিষ্ক মধ্যে অসাড়তা, উত্তাপাবির্ভাব এবং অপ্রসন্নতা অনুভব হয়,—বৃদ্ধি=মস্তক অবনত করিলে এবং শারীরিক ব্যায়ামান্তে। দুই রগ হইতে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভূতি নিম্ন হনুতে সংক্রামিত হয় এবং ঐ আক্রান্ত অংশ শীতল বোধ হয়; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় এবং বিশ্রাম কালে; উপশম=হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করিলে। ললাট ও রগে বিশেষতঃ নাসিকামূলে নিষ্পেষণবৎ ও যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বেদনা,—মস্তক সঞ্চালনে এবং অবনত করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং কোন কোন স্থলে মস্তকে উত্তাপ বোধ, মুখমণ্ডল আরক্তিম, অস্বস্তি বোধ ও রোদনাবেগ হইয়া থাকে।

চক্ষু।—শিরোবেদনাধিকারে দৃষ্টি সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। চক্ষুমধ্যে শৈত্যানুভূতি।

রেগিনীর চক্ষে স্বয়ং ব্যতীত অন্য সকল বস্তু ও ব্যক্তি প্রকৃত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অনুমিত হয়। অক্ষিপক্ষ্ম স্পন্দন (অ্যাগার:); অক্ষিগহ্বর মধ্যে যেন সাঁটিয়া ধরে এইরূপ বেদনা বোধ হইয়া থাকে।

কর্ণ।—(শিরোবেদনাধিকারে) কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার কূজন বা শব্দ শ্রুত হয়। বহুদূর হইতে যেন কামানগর্জ্জনের শব্দ আসিয়া দক্ষিণ কর্ণমধ্যে চিড়িক মারিয়া উঠিতেছে। কর্ণমধ্যে শৈত্যানুভূতি , কর্ণ হইতে অসাড়তা আবির্ভূত হইয়া গণ্ডে ও ওষ্ঠে সংক্রামিত হয়।

নাসিকা।—নাসামূলে প্রচণ্ড আকর্ষণ ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—যেন নাসিকা সন্দংশ বা সাঁড়াসী দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধৃত রহিয়াছে,—যন্ত্রণায় মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও রক্তিমা আবির্ভূত হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান, শোণিতশূন্য, শীর্ণ ও অস্থিসার ; মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত,—জ্বালাময়ী তৃষ্ণা ; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার প্রাক্কালে। মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে শৈত্য, কন্‌কনানি ও অসাড়তা অনুভূতি। মুখের স্নায়ুশূল,—গণ্ডাস্থি মধ্যে খননকারী ও যেন দুই পার্শ্ব হইতে স্ক্রু দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা ও অসাড়তা অনুভূতি।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—পাকস্থলী মধ্যে উৎসেচন বা ভুট ভাট করা, নিরবচ্ছিন্ন বিবমিষা ও আশঙ্কা। মনের অপ্রসাদ জনিত ক্ষুধারাহিত্য। রাক্ষসী ক্ষুধা এবং তাড়াতাড়ি আহার সম্পাদন (বেল: কফী: ক্যালেড.) ; রোগী সকল জিনিষেই ঘৃণা প্রকাশ করে। তৃষ্ণা-রাহিত্য (এপীস্:) কিম্বা কেবল জ্বরের সময় তৃষ্ণা। পাকাশয় শূন্য থাকিলে রোগীর মহা অস্বস্তি বোধ হয় ; পাকস্থলী পূর্ণ থাকিলে ভাল থাকে (অ্যালীউ:)। আহারান্তে পেট ভার বোধ হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা আরম্ভ হইয়া উদরে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। সীসকশূল (অ্যালীউ: কলোসিন্থ: ওপী: প্লাম:),—নাভী প্রদেশ হইতে বেদনা পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়,—রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে এবং আরাম পাইবার আশায় যতরকম অবস্থায় সম্ভব স্বীয় দেহকে স্থাপন করে (পাইপার-মিথ:)। উদর হইতে বস্তিগহ্বর মধ্যস্থিত সমস্ত অন্ত্রমণ্ডলী ও জরায়ু মধ্যে নিম্নাকর্ষণ অনুভূতি। পাক ও অন্ত্রাশয়ের পেশীর স্পন্দন। যেন সমগ্র উদর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুমিতি। উদরের ত্বক টান বোধ হয়। অন্ত্র মধ্যে আবদ্ধ আধ্মান বায়ুর আধিক্য বশতঃ আকর্ষণ ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা।

মলান্ত্র ও মল।—মলবদ্ধতা,—সীসক বিষজনিত (অ্যালীউ: ওপী:) বিদেশ ভ্রমণ জনিত (অ্যালীউ: ইগ্নে: ওপী:—সমুদ্র ভ্রমণে=ব্রাই:) ; অন্ত্রমণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তা সম্ভূত (অ্যালীউ: ক্যামো: গ্র্যাফ্: ন্যাট্-মিউ: ওপী: প্লাম:—নক্স ভমিকার পর প্ল্যাট্: এবং প্ল্যাটি-নামের পর প্লাম্বাম্ প্রযোজ্য কিম্বা অ্যালিউ: বা ব্রায়োনীয়ার পর প্ল্যাট্: এবং তাহার পর প্লাম্: প্রযোজ্য) কোষ্ঠবদ্ধ ; বারবার বৃথা মলবেগ ও চেষ্টা ; মল পটী বা আঁটিল কর্দ্দমের ন্যায় মল-দ্বারে জড়াইয়া থাকে (অ্যালীউ:),—সহজে বহির্গত হয় না ; পরিব্রাজক ও গর্ভবতী-দিগের মলকাঠিন্য। মলত্যাগান্তে উদর মধ্যে অবসন্নতা অনুভূতি বা শীত বোধ হয়। মল ত্যাগ কালে অর্শ বহিঃসৃত হইয়া পড়ে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে হস্তমৈথুনাদি অস্বাভাবিক উপায়ে

ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জনিত পীড়াদি (ষ্ট্যাফ্‌:),—বিমর্ষ ও নিরীহ-দর্শন বালক ; রোগী মৃগীবৎ আক্ষেপাক্রান্ত হইয়া থাকে ; চক্ষুর্দ্বয় কোটর-প্রবিষ্ট ; পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তি ; আক্ষেপ কালে মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে ও অস্থিসার প্রতীয়মান হয় ; সকল সময়ে চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না ; রোগীর পদদ্বয় মুড়িয়া যায় এবং পরস্পর হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মুষ্ক মধ্যে জ্বালা ও চর্ব্বণবৎ বেদনানুভূতি। অস্বাভাবিক কামোদ্দীপনা, পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস—বিশেষতঃ রাত্রে, এবং কামোদ্দীপক প্রেমপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন। মূত্রাধার-মুখশায়িকা-গ্রন্থি হইতে রস স্রাব। সঙ্গম অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে এবং তাহাতে রোগীর বিশেষ সুখানুভব হয় না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোন্মত্ততা (মীউরেক্স্‌: অরিগেণাম্‌),—বিশেষতঃ প্রসবান্তে ; জননেন্দ্রিয় প্রদেশ হইতে সুড়সুড়ি প্রাদুর্ভূত হইয়া উদর মধ্যে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। যোনি প্রভৃতি জননেন্দ্রিয় প্রদেশ অত্যন্ত স্পর্শাসহ,—বস্ত্রের পর্য্যন্ত স্পর্শ সহ্য হয় না ; চিকিৎসক পরীক্ষার্থে অঙ্গুলি দ্বারা যোনি স্পর্শ করিলে রোগিনার আক্ষেপ উপস্থিত হয় ; সঙ্গমের সময় যোনিদ্বার অত্যন্ত স্পর্শকাতর হইয়া থাকে,—রমণকালে হয় রোগিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে কিম্বা সহ্য করিতে পারে না (থুয়া—যোনিদ্বারের শুষ্কতাবশতঃ হইলে=বেলঃ সিপীঃ—যোনি হইতে শোণিত স্রাব সংযুক্ত হইলে=ক্রিয়োঃ—ডিম্বাধার মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা সংযুক্ত হইলে=ফেরাম্‌ঃ আ্যাট্র-মিউঃ এপীস্‌)। জরায়ুভ্রংশাধিকারে কামাদ্রি ও জননেন্দ্রিয় প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং নিষ্পেষণ অনুভূতি ; মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ শীতল বোধ হয়। জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পূর্ণতা,—বিশেষতঃ অনূঢ়া যুবতীদিগের (ক্যাল্‌কী-ফস্‌:)। রজঃ,—নিয়মিতকালের বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত, স্রাব অত্যন্ত অধিক এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে ; স্রাব কাল বর্ণ, ঘনীভূত হয়, এবং দুর্গন্ধ (ক্যামো: ক্রোকাস্‌ স্যাবাইঃ) ;—জরায়ু মধ্যে নিম্নাকর্ষণবৎ বেদনা, জরায়ুর আনর্ত্তন এবং যোনিবহির্দ্দেশে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা। জরায়ু ও যোনিমধ্যে অসহনীয় কণ্ডুয়ন উদ্রেক হইয়া থাকে। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব,—শোণিত কিয়দংশ তরল এবং কিয়দংশ কাল বর্ণ ও ঘনীভূত ; কিম্বা আলকাতরার ন্যায় বৃহৎ জমাট সকল নির্গত হয় (ক্রোকাস্‌)। প্রদর,—স্রাব অণ্ডলালার ন্যায় (অ্যালাউঃ অ্যামন্‌ মিউঃ বোভিঃ বোরঃ হাইড্রাষ্টঃ লীলিয়াম্‌ টাইঃ পেট্রোল্‌ঃ),—কেবলমাত্র দিবাভাগে (অ্যালাউ ল্যাক্‌-ক্যান্‌ঃ মিউরেক্স্‌),—প্রস্রাবান্তে (নিকোলাম্‌) কিম্বা আসন হইতে গাত্রোত্থান কালে। ডিম্বাধারদ্বয় প্রদাহযুক্ত,—থাকিয়া থাকিয়া তন্মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে এবং ললাট মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল ডিম্বাধারপ্রদাহ। যখন তখন মনে হয় যেন আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইবে (ক্রোকাস্‌ঃ লেমীয়াম্‌-অ্যাল্‌ঃ ম্যাগ্‌-কার্ব্ব্‌ঃ মস্কাস্‌ঃ অ্যা-মিউঃ)। প্রসব বেদনার সময় যোনি ও যোনিবহির্দ্দেশের স্পর্শাসহনীয়তা বশতঃ জরায়ু সঙ্কোচনের ব্যাঘাত হইয়া থাকে ; প্রসব বেদনা,—আক্ষেপিক, বেদনাজনক এবং নিষ্ফল।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরলোপ (সামান্য সর্দ্দিবশতঃ=কষ্টিঃ—অকারণ স্বরলোপ=ইগ্নেঃ—ঋতুর সময়=জেল্‌সিঃ—উত্তাপ সংস্পর্শ মাত্রে স্বরলোপ=অ্যাণ্ট্‌-ক্রুডঃ—স্বরতন্তুর নিষ্ক্রিয়তা জনিত=অ্যা-অক্স্যাল্‌ঃ—সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য সহযোগে=আয়োড্‌ঃ)। হৃদস্পন্দন ও শ্বাসকৃচ্ছ্র

সহযোগে ক্ষুক্‌ক্ষুকে, স্নায়বিক, শুষ্ক কাসি। বক্ষঃস্থল যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে এইরূপ অনুভূতি ও শ্বাসাল্পতা। সর্ব্বদা পূর্ণ শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা কিন্তু বক্ষ গহ্বরের অবসাদ অনুভূতি বশতঃ তাহার ব্যাঘাত হয়। উদরোর্দ্ধপ্রদেশ হইতে একটী আশঙ্কাজনক নিষ্পেষণ ও উত্তাপ অনুভব বক্ষমধ্যে উত্থিত হয়। বক্ষোপরে যেন একটী গুরুভার দ্রব্য স্থাপিত রহিয়াছে এইরূপ অনুভব এবং পূর্ণ শ্বাসগ্রহণ স্পৃহা (মিউহ্বন্: প্যারিস্: প্রুণাস্)। বক্ষপার্শ্বে দৃঢ়াবদ্ধভাব, চাপবোধ এবং শূলবেধবৎ বেদনা বশতঃ রোগী কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে পারে না। বক্ষোপরে যেন ভার চাপান আছে এইরূপ অনুভব বশতঃ গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস (ক্যালী-কার্ব্:)। বাম বক্ষ সময়ে সময়ে যেন সাঁটিয়া ধরে এইরূপ বেদনা,—সামান্য হইতে ক্রমে বৃদ্ধি হয় এবং পুনশ্চ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। শ্বাসগ্রহণ কালে বক্ষপার্শ্বে ছুরিকাবেধবৎ বেদনা। হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরণী বা অন্তরাবরণী প্রদাহের প্রথমাবস্থা,—অত্যন্ত প্রাণের ভয় এবং হৃদ্‌স্পন্দন হইয়া থাকে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাপৃষ্ঠ ক্ষীণ, মস্তক সম্মুখ দিকে হেলিয়া থাকে (ককীউ: ষ্ট্যাণাম্: ভেরেট্রাম্)। পৃষ্ঠ ও পৃষ্ঠনিম্নাংশ যেন প্রহৃত হইয়া গিয়াছে কিম্বা ভগ্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা (ইউপেট্-পার্ফোল: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: ফাইটো: ভেরীয়োলিনাম্); বৃদ্ধি=সবলে মর্দ্দন করিলে বা পশ্চাতে হেলিয়া পড়িলে (কখন পশ্চাতে এবং কখনও সম্মুখদিকে হেলিয়া পড়িলে এবং সবলে নিষ্পেষণ বা মর্দ্দন করিলে উপশম=প্লাম্বাম্)। পৃষ্ঠের নিম্নাংশ হইতে নিষ্পেষণবৎ বেদনা বস্তিগহ্বরস্থিত যন্ত্রাদিতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। ত্রিকাস্থি বা নিতম্ব ও মেরুচঞ্চু অসাড় বা অনুভব শক্তিহীন বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাহুদ্বয় ক্ষীণ ও শিথিলপেশী বোধ হয়,—যেন বহুক্ষণ কোন গুরুভার দ্রব্য ধারণ করিয়াছিল,—উপশম=বাহু সঞ্চালনে। কনুই প্রদেশে জ্বালা, যেন চাঁচিয়া আনা হইয়াছে। হস্তাঙ্গুলির বিকৃতি। উরু ও জানুদ্বয় ক্ষীণ হইয়া যায়,—যেন আঘাতপ্রাপ্তি বশতঃ। বাম জানুতে যেন প্রবল আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ বেদনা। উপবেশনকালে পদদ্বয় কম্পনশীল এবং অসাড় ও অকর্ম্মণ্য বোধ হয়; বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। চরণদ্বয় অসাড় ও শ্রান্ত বোধ হয়,—কেবল উপবেশনকালে। প্রত্যঙ্গাদি যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে তন্মধ্যে এইরূপ সঙ্কোচন বোধ হয়। খাল ধরার ন্যায় বেদনা; প্রত্যঙ্গাদি ও সন্ধিসকল অসাড় বোধ হয়। সন্ধি মধ্যে ও প্রত্যঙ্গাদিতে থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারিয়া উঠে ও আকর্ষণবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতে ক্ষত।

সার্ব্বাঙ্গিক।—মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা রমণী ও শিশুদিগের আক্ষেপিক রোগ,—ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় রোগীর প্রত্যঙ্গাদি আক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে,—রোগী মধ্যে মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠে এবং কখনও বা নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া যায়; আক্ষেপ ও শ্বাসরোধোপক্রম পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে; পেশী সকল একে একে স্পন্দিত হয় এবং রোগীর দেহ কম্পিত ও শিহরিত হইতে থাকে; রাত্রি প্রভাতের সময় বৃদ্ধি হয়। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা জনিত আক্ষেপ (বীউফো: ইগ্ন্যাস্থি দেখ)। দৃঢ়াক্ষেপ বা বিরামশূন্য,—

চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না; রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বা শোণিতশূন্য এবং অস্থিসার প্রতীয়মান হয়; আক্ষেপের প্রকোপান্তে (দন্তোদ্গমোন্মুখ) শিশু চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে, বস্ত্রাদি পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করে, এবং জানু মুড়িয়া উরুদ্বয় ফাঁক করিয়া শুইয়া থাকে। পক্ষাঘাতের পরবর্ত্তী অবসাদ,—বিশ্রামে বা স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়; প্রত্যঙ্গাদি অসাড়, আড়ষ্ট ও শীতল বা উত্তাপরহিত অনুভূত হয়।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ প্রগাঢ় জৃম্ভন, বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে,—যেন সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত করিয়া হাই উঠে। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গান্তে অতি কষ্টে নিদ্রার ঘোর তিরোহিত হয়,—জাগ্রত অবস্থাতেও সকল বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না (ন্যাট্-মিউঃ)। নিদ্রিত অবস্থায় চিৎ হইয়া মস্তকের উপর দুই হস্ত রাখিয়া শয়ন করিয়া থাকে, জানুদ্বয় উন্নত এবং পদদ্বয় অনাবৃত রাখে। দুর্দ্দমনীয় স্নায়বিক উত্তেজনা জনিত অনিদ্রা। যুদ্ধ ও শোণিতপাতের স্বপ্ন দেখে। কেবল মাত্র নিদ্রিত অবস্থায় ঘর্ম্মোদ্গম হয় (সিঙ্কোনাঃ কোনায়াম্ঃ পল্সেটিলাঃ—কেবল মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ঘর্ম্মোদ্গম হয়,—নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু মুদিত করিবামাত্র শুষ্ক উত্তাপ আবির্ভূত হয়=স্যাম্বীউকাস্)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—গৃহ হইতে বাহিরে গমন মাত্রে কম্পজনক শীত বোধ,—বাহিরের বায়ু শীতল হউক বা না হউক। উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি ও ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র নিদ্রিত অবস্থায় স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে—জাগ্রত হইবামাত্র গাত্র শুষ্ক হইয়া যায় (ঠিক "স্যাম্বীউকাসের" বিপরীত)।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ ও দোষঘ্ন—প্লাম্বাম্ঃ পল্সেটিলাঃ স্পীরীট-নাইটারঃ ডল্সঃ কল্চিকম্।

অনুকূল সম্বন্ধ।—লাইঃ পল্সেঃ হ্রাস্ঃ সিপীঃ বেল্ঃ ক্যাল্কেঃ ইগ্নেঃ মার্ক্ঃ সল্ফঃ ভেরেট্ঃ।

অনুপূরক।—প্যালেডিয়ম্।

তুলনীয়।—গর্ব্ব বা আত্মম্ভরিতা—প্যালেড। কৃত্রিমমৈথুন জন্য আক্ষেপ—ষ্ট্যাফে। কামোন্মাদ, জরায়ু পীড়া—অরম্, সিপিয়া। গুল্মবায়ু—ট্যারেণ্টুলা। নির্লজ্জতা, ভূত প্রেত দেখা—হায়সা। মৃত্যুভয়—অ্যাকোন, আর্স। রক্তস্রাব—ক্যামো। কোষ্ঠবদ্ধ—লাইকোপঃ অ্যালুমিনা। কৃষ্ণ কেশিনী বামা—সিপিয়া। গম্ভীর বিষয়ে হাস্যকরা—অ্যানাকাঃ ন্যাট্রামাঃ ফস।

সদৃশ।—অ্যাসাফিট্ঃ অরাম্ঃ বেল্ঃ ক্রোকাস্ঃ ইগ্নঃ লাইঃ প্লাম্ঃ পল্সেঃ হ্রাস্ঃ স্যাবাড্ঃ সিপীঃ সল্ফ্ঃ ষ্ট্যাফ্ঃ হায়োঃ মিউরেক্স্ঃ ফস্ঃ অ্যালীউঃ ওপীঃ ক্যালী-ফস্ঃ অ্যানাক্ঃ ন্যাট্-মিউ।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক ক্রম হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩৫।৪০ দিন।

প্লাম্বাম্

(PLUMBUM).

নামান্তর।—লেড্ (সীসক)।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ পরে আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অন্ধত্ব; রক্তাল্পতা; অসাড়তা; ধমনীতে অর্ব্বুদ; উপাঙ্গ প্রদাহ; হাঁপানি; শীর্ণতা; অস্থিবিবর্দ্ধন; মস্তিষ্কের কোমলতা ও অর্ব্বুদ; বহুমূত্র; শূল; কোষ্ঠবদ্ধ; মূত্রাধার প্রদাহ; দ্বিত্বদর্শন; শোথ; বাধক; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; শীর্ণতা; মৃগী; চক্ষুপ্রদাহ; ক্ষুদ্রসন্ধিবাত; রক্তোৎকাস; অর্শ; শিরঃপীড়া; অন্ত্রবৃদ্ধি; ত্বকের চৈতন্যাধিক্য; নানাবিধ চক্ষুপীড়া; চর্ম্মরোগ; সবিরাম জ্বর; অন্ত্রের অবরোধ; অন্ত্রের ভাঁজ মধ্যে অন্ত্রের প্রবেশ; কামলা; চোয়ালে অর্ব্বুদ; বৃক্কক বা মূত্রগ্রন্থির পীড়া; যকৃতের পীড়া; চোয়াল আটকান; চলৎশক্তির বিকৃতি; বিষাদ; রজঃসাধিক্য; মেরুদণ্ডের পীড়া; বৃক্কক প্রদাহ; অন্ননলীর সঙ্কোচন; পক্ষাঘাত; উপঝিল্লী প্রদাহের পরবর্ত্তী পক্ষাঘাত; মলান্ত্রের শূল; ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল শীর্ণতা, গুহ্যদ্বার নির্গমন; গৃধ্রসী; মেরুদণ্ডের অর্ব্বুদ ও নানাপ্রকার অর্শ প্লীহা রোগ; অন্ত্রের ক্ষয়রোগ; জিহ্বায় পক্ষাঘাত; নাভিকুণ্ডের স্ফোটক; যোনির আক্ষেপ; শিরাস্ফীতি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মেরুদণ্ডের তন্তুর অপজনন জনিত পক্ষাঘাত, মেরুদণ্ডের পশ্চাৎ স্তম্ভের ঘনত্ব ও স্নায়ুতন্তুর অপজনন এবং প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন শক্তিরাহিত্য প্রভৃতি রোগে উপকারিতার জন্য ইহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু স্নায়ুশূল, প্রচণ্ড অন্ত্রশূল, মলকাঠিন্য, অসঙ্কোচনীয় বহিঃস্থ অন্ত্র অন্ত্রগ্রাস (অর্থাৎ অন্ত্র মধ্যে অন্ত্রের প্রবেশ=লালামূত্র, দ্রুতবর্দ্ধনশীল শীর্ণতা ও সার্ব্বাঙ্গিক বা অঙ্গ বিশেষের পক্ষাঘাত, শোণিতাভাব ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা সংযুক্ত অত্যধিক শীর্ণতা, মেরুদণ্ডের অপজনন জনিত পেশীর নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি রোগেও ইহার অসীম হিতকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কতিপয় অব্যর্থ নির্ণায়ক লক্ষণ এই,—আলস্য,—জনতাপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে রোগীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। স্থূলবুদ্ধি, মানসিক জড়তা, ক্রমে পূর্ণ ঔদাস্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ক্ষীণ বা লুপ্ত স্মৃতি,—ভাবপ্রকাশোপযোগী বাক্য উদ্ভাবন করিতে পারে না, অনেকক্ষণ চিন্তা করিলে তবে মনে আইসে। অন্ত্রশূল ও প্রলাপ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। শয্যায় শয়ন করিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গী প্রদর্শন করে। মূর্ত্তি,—ম্লান, পাংশুবর্ণ, পাণ্ডুর, মৃতদেহের ন্যায় এবং কোটরপ্রবিষ্ট-গণ্ডবিশিষ্ট,—অত্যন্ত আশঙ্কা ও যন্ত্রণা ব্যঞ্জক। মুখমণ্ডল চাকচিক্য বিশিষ্ট ও তৈলাক্তবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দন্তমাড়ীর প্রান্তে একটি স্পষ্ট প্রতীয়মান নীল বা সীসকবর্ণ রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং মাড়ীদ্বয় স্ফীত ও ম্লান। উদর মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা প্রাদুর্ভূত হইয়া দেহের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; রাত্রে উদর মধ্যে এবম্প্রকার অনির্ব্বচনীয়

অস্বস্তিবোধ বশতঃ রোগী দীর্ঘকাল যাবৎ হস্তপদাদি প্রসারণ করিতে বা আলস্য ভাঙ্গিতে থাকে (অ্যামিল্: সাইমেক্স্:)। প্রবল অন্ত্রশূল,—উদর বোধ হয় যেন একটী রজ্জু দ্বারা প্রবল বেগে মেরুদণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। অন্ত্রগ্রাস বা অন্ত্রের ভাঁজের মধ্যে অন্ত্রের প্রবেশ,= ভয়ানক অন্ত্রশূল ও মলময় বমন হইতে থাকে (আর্স্: ওপী: ভেরেট্: ল্যাকে:)। অসঙ্কোচনীয় বহিঃস্থ অন্ত্র। মলবদ্ধতা,— মল কঠিন, এবং মেষমলবৎ কালবর্ণ বৃহৎ, গুটিকাময় (ব্রাই: চেলিড: ওপী: প্লাট্:—"প্ল্যাটিনাম্" প্রয়োগে ফল না হইলে "প্লাম্বাম" প্রযোজ্য ;) মলদ্বারের আক্ষেপ বা অত্যধিক আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ প্রবল বেগ ও ভয়ানক যন্ত্রণা। লালামূত্র, তৎসহ অন্ত্রশূল, পশ্চাদাকৃষ্ট উদর, দ্রুত বর্দ্ধনশীল শীর্ণতা, অতিশয় অবসাদ ও মূত্রগ্রন্থির সঙ্কোচন। গর্ভবতী রমণীর বোধ হয় যেন তাহার জরায়ু মধ্যে ভ্রূণের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না ; জরায়ুর অপ্রসারণীয়তা ; আসন্ন গর্ভস্রাব। আক্ষেপ,—সবিরাম অবিরাম আক্ষেপ,—মস্তিষ্কের ঘনত্ব বা মস্তিষ্ক মধ্যে অর্ব্বুদ উৎপাদনবশতঃ ; মৃগী বা মৃগীবৎ আক্ষেপ। গাত্রত্বক পীতবর্ণ বা ঘোর কপিশাভ "যকৃৎ কলঙ্ক" আকীর্ণ ; কামলা বা পাণ্ডু রোগ,—চক্ষু, গাত্রত্বক ও প্রস্রাব সমস্তই পীত বা হরিদ্রাবর্ণ। গাত্রত্বকের দুরপনেয় শীতলতা ও উত্তাপ-রাহিত্য (জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে অপ্রযোজ্য)। শিরোবেদনা ; মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয় এবং যেন একটী গুল্ম বা গোলক গলমধ্য হইতে মস্তিষ্ক মধ্যে উত্থিত হইতেছে ইত্যাকার অনুমিতি। অন্ননলীর সঙ্কোচন,—জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারে কিন্তু কঠিন পদার্থ পারে না। প্রচণ্ড পাকাশয়শূল,—যন্ত্রণায় রোগী পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায় (ডায়স্কো:) ; উদর কাষ্ঠফলকের ন্যায় কঠিন ও অনমনীয় হইয়া যায়,—দলিত করিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়। সঙ্কোচন বা কণ্টকবেধবৎ যন্ত্রণা,—যেন দ্রবীভূত সীসক শিরামধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে কিম্বা যেন স্নায়ু সকল তুষারস্পৃষ্ট হইতেছে বা যেন তন্মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছে।

লক্ষণাবলী।

মন।—উন্মত্ত প্রলাপ,—মুখমণ্ডলের বিকৃত ভঙ্গী। অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা ও অস্বস্তি বোধ এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ। স্বীয় রোগ সম্বন্ধে ভাবনা, অস্থিরতা এবং জৃম্ভন। কথোপকথন করিতে বা মানসিক পরিশ্রমে অত্যন্ত বিরক্ত। জীবন ভার বোধ করে। ক্ষীণ বা বিলুপ্ত স্মৃতি, অনেকক্ষণ চিন্তা না করিলে মনোভাব প্রকাশ করিতে বা প্রকৃত বাক্য স্মরণ করিতে পারে না (অ্যাগার: অ্যানাক্: কীউপ্রাম: ল্যাক্-ক্যান্: লাই: অ্যা-ফস্)। স্থূলবুদ্ধি,—সহজে কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না,—ক্রমে পূর্ণ ঔদাস্য আবির্ভূত হইয়া থাকে (ওপী:)। রোগীর ভয় পাছে কেহ তাহাকে হত্যা করে,—যাহাকে দেখে তাহাকেই হত্যাকারী মনে করে। প্রলাপ ও অন্ত্রশূল পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়।

মস্তক।—মস্তক জড়তাযুক্ত,—রোগী সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িয়া যায়। শিরোঘূর্ণন —বিশেষতঃ হেঁট হইলে (অ্যানাক্: ক্যামো: নক্স্: পল্‌সে:) এবং ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে

দৃষ্টি করিলে (ক্যাল্কে: কিউপ্রাম্: গ্র্যাফ্: ল্যাকে: ট্যাবাক্: পল্সে:)। শিরোবেদনা,—যেন একটী গোলক কণ্ঠ হইতে মস্তিষ্ক মধ্যে উত্থিত হইতেছে (যেন মস্তিষ্ক মধ্যে একটা সীসক গোলক গড়াইতেছে=লিসিন্:)। শিরোপশ্চাত হইতে ললাট পর্য্যন্ত সমস্ত মস্তকত্বক ভয়ানক ব্যথাযুক্ত। মস্তকের কেশ সকল অত্যন্ত শুষ্ক; মস্তকের ত্বকের কেশ, ভ্রূলোম এবং শ্মশ্রু উঠিয়া যায়। মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—বিশেষতঃ পশ্চান্মস্তিষ্ক। শিরোমধ্যে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ তন্মধ্যে উত্তাপ আবির্ভূত হয় ও মস্তক মধ্যে দপ্‌দপ্ করিতে থাকে।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে চাপ ও তীক্ষ্ণ বেদনা,—যেন অক্ষিগোলক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে। চক্ষু সঞ্চালন কালে গোলকদ্বয় অত্যন্ত ভার বোধ হয়। দৃষ্টিপথে ধূম আবির্ভাব। চক্ষুপ্রদাহ,—অশ্রুপাত, আলোকাতঙ্ক; এবং সমগ্র অক্ষিগোলফ আরক্তিম হইয়া উঠে। চক্ষুর উপর পাতার সঙ্কোচনানুভূতি (মেজের্: সল্ফ্:)। উপতারা প্রদাহ অন্তে চক্ষুর সম্মুখ পটল মধ্যে পূয়োপজনন,—প্রত্যহ রাত্রে চক্ষু ও ললাট মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা। অক্ষিপুট হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। চক্ষুর উপর-পাতার পক্ষাঘাত। কামলা রোগাধিকারে চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতবর্ণ ধারণ করে।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে বিদারণ ও সূচীবেধবৎ বেদনা। শ্রবণ শক্তির হ্রাস; সময়ে সময়ে রোগী হঠাৎ বধির হইয়া যায়। প্রবল প্রলাপাধিকারে রোগী সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে এইরূপ মনে করে।

নাসিকা।—নাসিকার বিসর্পবৎ স্ফীতি ও প্রদাহ; নাসাপুটের উপর পীড়কোদ্গম। নাসাগ্রে দুর্গন্ধ অনুমিতি। নাসিকা মধ্যে বহুল পরিমাণ গাঢ় আঠার ন্যায় শিঙ্ঘানক বা শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং তাহা নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র দিয়া ব্যতীত নির্গত হয় না। নাসিকা হিমবৎ শীতল।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান, পীতবর্ণ এবং মৃতব্যক্তির মত, (মরার মত,—আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: ভেরেট্: ক্যাম্ফো: কীউপ্রাম্)। মুখমণ্ডল স্ফীত। মুখের এক পার্শ্বগত স্ফীতি তৈলাক্তবৎ ও চাকচিক্যময় (ন্যাট্-মিউ: সোরাইন্: সেলিন্:)। ওষ্ঠ হইতে অক্লেশ শল্কপাত (আয়োড্: ক্যালী-কার্ব্: ক্যালী-মিউ: ক্রিয়ো: ল্যাক্-ক্যান্:)। হনুস্থি মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা,—মর্দ্দন করিলে বেদনা প্রশমিত বা স্থানান্তরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে (হনু সঞ্চালনে উপশম=ফস্)। নিম্ন হনুতলস্থ গ্রন্থি বিবর্দ্ধন।

মুখবিবর।—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ (বেল্: হায়ো: ক্যাল্কে: কষ্টি: মার্ক—নিদ্রিত অবস্থায়=বেল্: ক্যানাব্: সাইনা: হায়ো: ইগ্নে: প্যাণ্টা:) দন্তমাড়ীর প্রান্তদেশ স্পষ্ট নীলবর্ণ রেখাঙ্কিত দৃষ্ট হইয়া থাকে (ক্রীয়ো:); মাড়ী স্ফীত, ম্লান এবং সীসকবর্ণ রেখা লাঞ্ছিত। দন্ত সকল কাল বর্ণ হইয়া যায় (অ্যা-নাই: মার্ক-ভাই: ষ্ট্যাফাই:—মোহজ্বরে এইরূপ হইলে=আর্জেণ্টাম্-নাই: ক্লোরাম্)। দন্তের উপর পীতবর্ণ মল সঞ্চিত হইয়া থাকে (মোহজ্বরাধিকারে =এপীস্)। দন্ত ক্ষয়িতগর্ত্ত, কীট বা পোকায় খাওয়া, ভঙ্গুর,—খণ্ড খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া যায় (অ্যা-ফ্লু: ক্যাল্কে: ক্যাল্কে-ফ্লু: ক্যাল্কে-ফস্: ইউফর্ব্: থুযা)। মুখ মিষ্ট স্বাদযুক্ত।

জিহ্বা,—নীরস, কপিশবর্ণ, বিদারিত-পৃষ্ঠ (এল্যান্: হায়ো: হ্রাস: স্পাই:); হরিদ্বর্ণ লেপাচ্ছন্ন; প্রদাহান্বিত ও স্ফীত (এপীস্: মার্কীউরীয়াস্); জিহ্বা জড়তাবিশিষ্ট এবং অসঞ্চালনীয়; যেন জিহ্বা দন্তদ্বারা আহত হইয়াছে তন্মধ্যে এরূপ ব্যথা বোধ হয়। লালা স্রাব,—লালা গাঢ় আঠার ন্যায় (চেলিড্: মার্ক্-কর্: ফাইটো:); পারদ প্রয়োগ জনিত লালাস্রাব। (আয়োড: কীউপ্রাম্: হিপার: হাইড্রাষ্টি: ন্যাট্-মিউ:); —বৃদ্ধি=নিদ্রিত অবস্থায় (ইপিক্: ল্যাক্-ক্যান্: মার্ক্:—শিশুর লাল পড়ে=ক্যাম্ফোরা)। মুখ মধ্যে মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট লালা সঞ্চিত হইয়া থাকে (ক্যামো: ফস্: পল্সে:)। মুখ মধ্যে ফেনা উৎপন্ন হয়,—বিশেষতঃ কথা কহিবার সময় এবং সেই জন্য তাহার কথাও একটু আড়। উপক্ষত বা শুষ্ক মূর্ত্তি অপরিচ্ছন্ন ক্ষতোদ্গম; জিহ্বাগ্রে ও মুখমধ্যে বেগুনীবর্ণ এক প্রকার ক্ষত।

গলমধ্য।—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিলে কণ্ঠনলী যেন সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভূতি অথচ ঐ দ্রব্য গিলিবার জন্য পুন: পুনঃ ইচ্ছা হয়। গলমধ্যে যেন একটী গুল্ম উত্থিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি,—(বায়ু-গুল্ম=অ্যাসাফ্: ইগ্নে: মস্কাস্)। গলগ্রন্থিদ্বয় প্রদাহান্বিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকাকীর্ণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ,—ক্ষতাংশস্থিত কোমল ঝিল্লির পূতিপ্রবণতার আবির্ভাব; জিহ্বামূলপার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় এবং পশ্চান্নাসারন্ধ্র মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। তরল পদার্থ অনায়াসে গলাধঃকৃত হইয়া থাকে কিন্তু কঠিন সামগ্রী গিলিতে গেলে পুনরায় মুখমধ্যে ফিরিয়া আইসে; আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে অন্ননালী ও পাকাশয় জ্বালা করিতে থাকে; কণ্ঠনালীর আক্ষেপ জনিত সঙ্কোচন (কোল্চিকাম)। গলক্ষত,—যেন গলমধ্যে স্ফীতি উৎপন্ন হইয়াছে বা কোন পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে। অন্ননলীর পক্ষাঘাত বশতঃ গিলিবার শক্তিরাহিত্য। অন্ননলী মধ্যে একটী কীট চলিয়া বেড়াইতেছে—(স্যাবাড্: জিঙ্কাম্—কণ্ঠনালী মধ্যে যেন কীট বেড়াইতেছে=পল্সে: হাইপির্: স্পাইজিলীয়া)। মাংসাঙ্কুরময় - গলক্ষত,—বামে পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়।

পাকস্থলী।—প্রবল ক্ষুধা। অরুচি অধিকারে জ্বালাময়ী তৃষ্ণা,—বিশেষতঃ শীতল জলের। ভোজনের অনতিপরেই প্রবল ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে (কৃমি জনিত হইলে= মার্ক্:—আহারের অব্যবহিত পরে=মিডহ্ননাম্—ভোজনান্তে ক্ষুধার অনিবৃত্তি=সিনা: ফস্: ক্যাষ্টর-ইকীউ-আই: লরো: নক্স-মস্:)। উদ্গারের সহিত মুখে মিষ্টস্বাদ বিশিষ্ট জল উত্থিত হইয়া থাকে (ল্যাচ্যান্থিস্: অ্যা-কার্ব্বল্:)। বমন,—প্রচণ্ড শূলবেদনা অধিকারে ভুক্ত ও বিকৃতিপ্রাপ্ত দ্রব্যাদি বমিত হইয়া থাকে; প্রাতে ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন ও অবসাদ বোধ; হরিৎ বা কাল বর্ণ পদার্থ বমন; কিম্বা পুরাতন পাকাশয়িক সর্দ্দি রোগাধিকারে ডিম্বলালার ন্যায় শ্বেতবর্ণ পদার্থ বমন। অন্ত্রশূলঃও কোষ্ঠবদ্ধতা অধিকারে পুরীষগন্ধ ও পুরীষময় বমন (ওপীয়াম্: বেল্: কীউপ্রাম্: নক্স-ভম্: কাইক্কা: র‍্যাফেনাস্: থুযা), পাকস্থলী মধ্যে ভয়ানক চাপ ও কটীদেশে ব্যথা বোধ, উপশম=কোন সময় সম্মুখ দিকে এবং কোন সময় পশ্চাদ্দিকে দেহ হেলাইলে; সবলে টিপিলেও উপশম হইয়া থাকে (ষ্ট্যানাম্)। পিত্ত বা শোণিতময় বমন।

অন্ত্রাশয়।—প্রচণ্ড অন্ত্রশূল,—সম্মুখ দিক হইতে পশ্চাদভিমুখী প্রবল আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা,—যেন উদর মহাবলের সহিত মেরুদণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে,—উদর মধ্যস্থল খাল বা গর্ত্ত হইয়া যায় (ককীউলাস্: ট্যাবাকাম্: জিঙ্কাম্),—যেন নাভিপ্রদেশ একটি রজ্জু দ্বারা মেরুদণ্ডাভিমুখে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে,—রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া যায়। ছেদন ও সঙ্কোচনবৎ যন্ত্রণা,—রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে,—মর্দ্দন বা প্রবল নিষ্পেষণে উপশম বোধ হয়। উদর প্রস্তরবৎ অনমনীয়, নাভীর উভয় পার্শ্বস্থিত পেশীগুচ্ছ সঙ্কুচিত হইয়া স্থানে স্থানে গ্রন্থিময় হইয়া যায়,—রোগীর মনোমধ্যে ভাবনার উদয় হয়, দেহে শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং সে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। অন্ধান্ত্রপ্রদাহ=বেল্: কোল্চি: ল্যাকে: ওপীয়াম্: হ্রাস্: থুষা),—অন্ধান্ত্র প্রদেশে বৃহৎ অনমনীয় স্ফীতি, অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহ; হাঁচিলে, কাসিলে বা দেহ সঞ্চালনেও ব্যথা বোধ হয়। অন্ত্রাগ্রাস=অন্ত্রের মধ্য অন্ত্রের প্রবেশ=আর্স্: ওপী: ভেরেট্: অ্যাকোন্:),—অন্ত্রশূল ও পুরীষময় বমন হইতে থাকে। যকৃৎ মধ্যে ব্যথা ও অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা; রোগী যকৃৎ প্রদেশ স্পর্শ করিতে দেয় না। যকৃৎ ও মেরুদণ্ড মধ্যে জ্বালা ও উত্তাপ বোধ। প্রথমে সম্মুখ ও পরে পশ্চাৎ হইতে যকৃৎ মধ্যে শূলবেধবৎ যন্ত্রণা। যকৃতের সঙ্কোচন,—প্রথমে যকৃৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরে সঙ্কুচিত হইয়া যায় (অরাম্: আয়োডাম্: ফস্ফোরাস্)। কামল বা পাণ্ডুরোগ,—রোগীর চক্ষু, গাত্রত্বক ও প্রস্রাব সমস্তই পীতবর্ণ ধারণ করে। উদর মধ্যে ভয়ানক বেদনার আবির্ভাব হয় এবং ঐ বেদনা উদর হইতে দেহের চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। রাত্রে উদর মধ্যে এরূপ অস্বস্তি বোধ হয় যে রোগী তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিতে থাকে (অ্যামিল্-নাই:)। অসঙ্কোচনীয় বহিঃসৃতান্ত্র,—নাভি প্রদেশীয়, বঙ্ক্ষণীয় বা উরুশিখর-প্রদেশীয় অন্ত্রবৃদ্ধি। অন্ত্রশূল সহ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

মলান্ত্র ও মল।—কোষ্ঠবদ্ধতা,—মল কঠিন ও বৃহৎ খণ্ডময়, কিম্বা মেষমলবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিলাময় (চেলিড্: ওপী:); মলদ্বারের আক্ষেপ বা আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ ভয়ানক বেগ ও যন্ত্রণা; কঠিন ও বৃহৎ মল, মল শুষ্কতা কিম্বা মলদ্বারের পৈশিক শৈথিল্য বা পক্ষাঘাত বশতঃ মলান্ত্র মধ্যে মল আবদ্ধ হইয়া থাকে; গর্ভাবস্থায় মলকাঠিন্য; মলান্ত্র মধ্যে অধিক পরিমাণে মল সঞ্চয় বশতঃ মলকাঠিন্য। উদরাময়,—মল দুর্গন্ধ, তরল সারময় এবং পীত বর্ণ; কিম্বা জলবৎ,—প্রবল বমন ও অন্ত্রশূলও বর্ত্তমান থাকে; কিম্বা জলবৎ, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ। কামলা রোগাধিকারে ফিকা মল। দারিত বা ফাটা ফাটা মলদ্বার। মলদ্বার বোধ হয় যেন সবলে ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইতেছে। মলদ্বারভ্রংশ।

প্রস্রাব।—লালামূত্রাশ্রিত বৃক্কপ্রদাহ,—বৃক্কের সঙ্কোচন সহ,—শূল বেদনা, উদর পশ্চাদাকৃষ্ট, রোগী দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতে থাকে এবং অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মূত্রবিকৃতি জনিত পূতিজনক মূত্রাশয় প্রদাহ; প্রস্রাব,—ফোঁটা ফোঁটা নির্গলিত হয়; মূত্র নির্গলনকৃচ্ছ্র; মূত্রাশয়ের শিথিলতা বা ক্ষীণ সঙ্কোচনীয়তা বশতঃ মূত্র স্রাব হয় না; ঘোর লালবর্ণ ও দুর্গন্ধ; মূত্র ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হইয়া থাকে। মূত্রনালী দিয়া শোণিত স্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রবল কামোত্তেজনা ও লিঙ্গোচ্ছ্বাস। ধ্বজভঙ্গ। অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধাকৃষ্ট; উহাতে টান বোধ হয়। জননেন্দ্রিয় স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত। রমণান্তে অসম্পূর্ণ রেতঃস্খলন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অন্ত্রশূলের প্রকোপারম্ভে রজোস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রকোপান্তে পুনশ্চ স্রাব আরম্ভ হয় অথবা পর মাসের পূর্ব্বে আর স্রাব আরম্ভ হয় না। আর্ত্তবাধিক্য,—স্রাবের সময় বোধ হয় যেন নাভি প্রদেশ সবলে মেরুদণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। ডিম্বাধারের শোথ (আর্স্: এপীস্: আয়োড্: ল্যাকে:); ডিম্বাধার মধ্যে বেদনাধিকারে রোগিনী সর্ব্বাঙ্গ প্রসারিত করিতে থাকে। গতার্ত্তব বা বয়ঃসন্ধি কাল,—পর্য্যায়ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ চাপ্ চাপ্ এবং তরল বা লালাবৎ শোণিতস্রাব হইয়া থাকে,—বস্তিগহ্বর পরিপূর্ণ ও জরায়ু আদির ঈষৎ নিম্নাকর্ষণ অনুভূত হয়। বহির্ভ্রষ্ট যোনি পুনঃসঙ্কোচিত না হওয়ায় ভয়ানক যন্ত্রণা। যোনি হইতে শ্লেষ্মা স্রাব। আর্ত্তবাভাব অধিকারে রোগিনী দিন দিন শোণিত শূন্য ও হরিৎপাণ্ডু রোগগ্রস্তা হইয়া পড়ে। আক্ষেপিক বাধক। বোধ হয় যেন জরায়ু মধ্যে ভ্রূণের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না; জরায়ুব অপ্রসারণীয়তা; গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা; বেগরোধাভাব কিম্বা মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ গর্ভাবস্থায় রোগিনী প্রস্রাব করিতে পারে না। প্রসবান্তিক ধনুষ্টঙ্কার; লালামূত্র। শূলবেদনার আবির্ভাব হউক বা না হউক, সময়ে সময়ে স্তন, জরায়ু ও যোনি মধ্যে আকর্ষণ, বিদারণ বা সঙ্কোচনবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে; ক্ষণেকের জন্য স্তনদ্বয় অনমনীয় হইয়া উঠে, কিম্বা শূল বেদনার প্রকোপকালে ক্ষুদ্রতর হইয়া যায়। স্তনদ্বয়ের অনমনীয়তা ও প্রদাহ। জননেন্দ্রিয়ের সংবেদাতিশয্য। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা। স্তন্য অতি অল্প এবং জলবৎ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী-সঙ্কোচন। স্বরতন্তুর পক্ষাঘাত সম্ভূত স্বরলোপ। শ্বাসাভাব; দেহ সঞ্চালনে বা সামান্য আয়াসান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্র; রোগী সোপানারোহণান্তে হাঁপাইয়া যায় (সার্সা: সেনেগা: মার্ক্:)। স্বরনলী হইতে বহুল পরিমাণ গাঢ় আঠার ন্যায়, স্বচ্ছ বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ এবং চাপ চাপ কফ নির্গত হয়; শুষ্ক আক্ষেপিক বা দেহ আলোড়ক কাসি; কাসিলে পূয়ময় গয়ার উত্থিত হইয়া থাকে। কাসিলে শোণিতও নির্গত হইয়া থাকে; ফুস্ফুস্ হইতে শোণিত উত্থিত হয়। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে হাপোরের শব্দের ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। হৃদ্স্পন্দন,—সোপানারোহণ কালে বা দৌড়াইলে। হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দ্রুত।

প্রত্যঙ্গাদি।—মাথা নাড়িতে গেলে গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে কর্ণদ্বয় পর্য্যন্ত যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয়। কটিবেদনা,—উপশম=কখন সম্মুখ দিকে কখনও পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িলে। পৃষ্ঠে, কটিতে ও অংসফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। মেরুদণ্ডের বক্রতা (অ্যা-পাই: ফস্:)। শয়ন করিতে গেলে উরুশিখরে টান বোধ হয়। জঘনসন্ধি এবং হস্ত ও পদের সন্ধি সকল অসাড় বোধ হয়; বৃদ্ধি=সোপানারোহণ কালে। বাহু ও হস্তদ্বয়ের মধ্যে ব্যথা ও আক্ষেপিক সঞ্চালন বা গতি। হস্তের উপর ব্রণবৎ উদ্ভেদ বাহির হইয়া থাকে। হস্তের পৃষ্ঠে, বাহুতে এবং জঙ্ঘাডিমার

উপর শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। পদদ্বয়ে, উরুর পেশীময় অংশে, ভয়ানক বেদনা,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রে। উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল বা গৃধ্রসী,—চলিতে গেলে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং পেশী সকল পর পর শীর্ণ হইয়া যাইতে থাকে (ওলীয়াম্-যেকোর:—প্রমেহান্তিক গৃধ্রসী রোগে বাম পদের শীর্ণতা=থুয়া)। জঙ্ঘাডিমাতে খাল ধরে। চরণ স্ফীত। দুর্গন্ধ পদস্বেদ। রাত্রে পদবৃদ্ধাঙ্গুলি অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে। হস্তপদাদির বেদনা রাত্রে বর্দ্ধিত এবং মর্দ্দনে উপশমিত হইয়া থাকে। প্রত্যঙ্গ সকল যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ ক্ষীণ বোধ হয়,—বিশেষতঃ দক্ষিণাঙ্গ; কর ও চরণ হিমবৎ শীতল; আদৌ স্বেদোদ্গম হয় না।

সার্ব্বাঙ্গিক।—পক্ষাঘাত—সূচনাবস্থায় বুদ্ধি বৈকল্য, কম্পন, আক্ষেপ প্রভৃতি প্রকাশ পায়, কিম্বা স্থূল স্নায়ুমার্গ মধ্যে তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়; আক্রান্ত অংশ শীর্ণ হইতে থাকে; মণিবন্ধের পক্ষাঘাত বশতঃ হস্ত নিস্তেজ ভাবে ঝুলিয়া পড়ে। পুরাতন মৃগী,—আক্ষেপ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে পদদ্বয় ভার ও অসাড় বোধ হয়, জিহ্বা স্ফীত হইয়া উঠে এবং আক্ষেপান্তে দীর্ঘকাল স্থায়ী মস্তিষ্কের জড়তা অনুভূত হয়। এতজ্জনিত লক্ষণ সকল ধীরে ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; সময়ে সময়ে কিয়ৎকালের জন্য অন্তর্দ্ধান হয় এবং কয়েক দিবস পরে আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে।

নিদ্রা।—দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা,—এমন কি রোগী সময়ে সময়ে কথা কহিতে কহিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। মোহাবস্থা ও দেহের শিথিলতা সহ শিরোঘূর্ণন। উদরের আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ রাত্রে অনিদ্রা। নিদ্রা যাইতে যাইতে চমকাইয়া উঠে। রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া নানাবিধ ভঙ্গী অবলম্বন করে। নিদ্রিত অবস্থায় বকে। কামোদ্দীপক স্বপ্ন ও নিদ্রিতাবস্থায় লিঙ্গোচ্ছ্বাস।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, দেহ বা আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে, মানসিক পরিশ্রমে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে (কাসি ও উদর স্ফীতি), বাম পার্শ্বে শুইলে (হৃদ্স্পন্দন), রাত্রে, কুজ্ঝটিকাময় বা কোয়াসাযুক্ত জলবায়ু সংস্পর্শে এবং বহুজন পূর্ণ গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে।

উপশম।—সবলে নিষ্পেষণ ও মর্দ্দন করিলে, বিশ্রাম কালে, শয়ন করিলে, পশ্চাদ্দিকে দেহ বক্র করিলে, সম্মুখদিকে দেহ দ্বিভাঁজ বা বক্র করিলে হস্ত পদাদি বিস্তৃত করিলে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—অ্যাসিড-সলফ্: অ্যালীউ: ওপী: প্ল্যাট্: অ্যালীউমেন্: অ্যার্স: অ্যান্ট-ক্রুড্: বেল্: ককীউ: হিপার্: ক্রিয়োজোটাম্: লাই: নক্স্: পেট্রোল্: জিঙ্ক্:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—আর্স: বেল্: লাই: ফস্: পল্সে: সল্ফ্: ক্যাল্কে: মার্ক্: ওপী: সিপী: সাইলি:।

সদৃশ।—অ্যালীউ: আর্স: বেল্: লাই: ন্যাট্-নাইট্: নক্স্: ওপী: অ্যা-ফস্: প্ল্যাট্: পডো: পল্সে: ওলীয়াম্-যেকোর: জিঙ্কাম্।

তুলনীয়।—কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃষ্ণবর্ণ, ভাটার মত মল—ওপিয়ম:। প্রলাপ—বেলাড:। মস্তিষ্কের কোমলতা—জিঙ্কাম:। অর্শের উগ্রতা—ল্যাকেসিস্:। মূর্চ্ছাবায়ু—ইগ্নেসি: ল্যাকে:। স্মৃতি দৌর্ব্বল্য—আনাকা:। গন্ধ বা আঘ্রাণ বিভ্রম—আনাকা:।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—২০ হইতে ৩০ দিন।

পডোফিলাম্ পেল্টেটাম্

(PODOPHYLLUM PELTATUM).

নামান্তর।—মে অ্যাপেল্; ম্যাণ্ড্রেক।

প্রস্তুতি।—মূল, গাছ এবং পক্ক ফল হইতে আরক প্রস্তুত হয়। ইহার সারাংশকে পডোফাইলিন কহে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ইহা নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অম্লরোগ; ঋতুবন্ধ; গুহ্যদ্বারচ্যুতি; হাঁপানি; পৈত্তিকতা; শ্বাসনলীপ্রদাহ; ছানি; শিশুদিগের বিসূচিকা; চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রে ক্ষত; দন্তোদ্গমকালে পীড়া; অতিসার; রক্তামাশয়; বাধক; অজীর্ণরোগ; খাদ্যাদির অপব্যবহার জন্য অজীর্ণ; জ্বর; উদরাধ্মান; উকি বা বমনেচ্ছা; পিত্তাশ্মরী; পাকাশয়ের সর্দ্দি; গলগণ্ড; অর্শ; শিরঃপিড়া (পিত্তাধিক্য বশতঃ); হৃৎপিণ্ডে বেদনা; মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগ; সবিরামজ্বর; কামলা; শ্বেতবর্ণ; যকৃতের পীড়া; চক্ষুপ্রদাহ; ডিম্বাধারে বেদনা; অর্ব্বুদ এবং অসাড়তা। হৃৎকম্পন; ফুসফুস্ প্রদাহ; গুহ্যদ্বার প্রদাহ; মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির প্রদাহ; গৃধ্রসী; পাকাশয় প্রদাহ; চক্ষু মিটমিট করা বা পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচন; আস্বাদ বিকৃতি বা বিভ্রম; কোতানি; জিহ্বার জ্বালা; আম্বাত; জরায়ু ভ্রংশ বা চ্যুতি; হুপিং কফ; কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—উদরাময়, বালবিসূচিকা এবং প্রকৃত বিসূচিকা প্রভৃতি পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়ের সর্দ্দিজ রোগে ইহার হিতকারিতা প্রসিদ্ধ। পিত্তপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট রোগী, যাহারা প্রায়ই, বিশেষতঃ পারদ ব্যবহার বশতঃ পাকাশয় অন্ত্রাশয়ের রোগভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। নিম্নে ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ উল্লিখিত হইল:—(১) বিমর্ষভাব,—রোগী মনে করে তাহার কোন কঠিন রোগ হইবে কিম্বা তাহার মৃত্যু সন্নিকট; জীবনে বিতৃষ্ণা। (২) শিরোবেদনার পর মলতারল্য এবং মলতারল্যের পর শিরোবেদনা এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে; কিম্বা শীতকালে শিরোবেদনা এবং গ্রীষ্মকালে পেটের পীড়া। (৩) দন্তোদ্গম কালীন নানাবিধ পীড়া—শিশু রাত্রে

অস্ফুট শব্দে যন্ত্রণা প্রকাশ করে এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে থাকে; মাড়ীতে মাড়ীতে ঘর্ষণ করিবার অত্যন্ত আবেগ; শিশুর মস্তক উত্তপ্ত এবং সে পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে স্বীয় মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে। (৪) অতিশয় তৃষ্ণা—প্রতিবারে বহুল পরিমাণে জলপান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে। (৫) চরণে, ডিমাতে এবং উরুদেশে পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণাজনক খাল ধরে এবং জলবৎ যন্ত্রণারহিত মল নিঃসৃত হয়। (৬) যন্ত্রণারহিত বিসূচিকা বা বালবিসূচিকা। (৭) মল তারল্য,—দীর্ঘকাল স্থায়ী, অতি প্রত্যূষে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিবস মলনিঃসরণান্তে সন্ধ্যার সময় স্বাভাবিক সারমল ত্যাগ হইয়া থাকে; অত্যন্ত অবসাদ বা উদর ও মলান্ত্র মধ্যে অবসন্নতা বোধ। (৮) শিশুদিগের উদরাময়—দন্তোদ্গমকালে বা প্রতিবার আহারের পর; শিশুর গাত্র ধৌত বা তাহাকে স্নান করাইবার সময়; মল = কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায়, শিশুর বস্ত্র ভেদ করিয়া গড়াইয়া যায়; উকী উঠিতে থাকে। মল হরিদ্বর্ণ, জলবৎ, দুর্গন্ধ এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ; বেগে নির্গত হয়; কিম্বা চাখড়ির ন্যায় শ্বেতবর্ণ বা মণ্ডবৎ; অজীর্ণ; পীতবর্ণ এবং চালগুঁড়ির ন্যায় তলানি বিশিষ্ট; মলত্যাগের পূর্ব্বে বা মলত্যাগ কালে মলান্ত্র বা গুহ্যদ্বার স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। (৯) বমন,—দীর্ঘকাল স্থায়ী, ভয়ানক পাকাশয়িক যন্ত্রণা ও বমন হইয়া পাকাশয় শূন্য হইবার পরেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বমন করিবার বেগ থাকে এবং তজ্জন্য দ্বাদশাঙ্গুলি নামক অন্ত্র আক্রান্ত হইয়া পিত্ত ও শোণিত বমন হইতে থাকে। (১০) জরায়ুরভ্রংশ,—কোন ভার দ্রব্য উত্তোলন বা বা উচ্চ স্থান হইতে কোন দ্রব্য অবতারণ বশতঃ কিম্বা মলকাঠিন্য জনিত; বা প্রসবান্তিক জরায়ুভ্রংশ তৎসহ জরায়ুর অপূর্ণ সঙ্কোচন। (১১) গর্ভাবস্থার প্রথমে কয়েক মাস রোগিনী কেবল মাত্র পাকাশয় চাপিয়া শয়ন করিলে আরাম বোধ করে। (১২) রোগী সর্ব্বদা স্বীয় যকৃৎ প্রদেশ মর্দ্দন ও তদুপরে ঈষৎ করাঘাত করে। (১৩) দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা ও চৈতন্য বা বোধহীনতা এবং ঐ বেদনা দক্ষিণ উরু দিয়া নিম্নে সঞ্চারিত হয়। (১৪) অল্পবয়স্কা যুবতীদিগের ঋতুরোধ। (১৫) জ্বর,—বেলা ৭টার সময় প্রকোপারম্ভ,—শীত ও উত্তাপাবস্থায় রোগী অনবরত বকিতে থাকে; স্বেদাবস্থায় রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। (১৬) কণ্ঠাভ্যন্তরের দক্ষিণ পার্শ্বে, ডিম্বাধার, দক্ষিণ কুক্ষী,—প্রভৃতি দেহের দক্ষিণ পার্শ্বেই ইহার প্রকোপাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। (১৭) শিশুদিগের অন্ত্রশূল,—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক,—উদর পশ্চাৎ বা ভিতর দিকে আকৃষ্ট হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—জ্বরের শীতাবস্থায় রোগীর সম্পূর্ণ সংজ্ঞা থাকে কিন্তু কথা কহিতে পারে না (ট্যারেণ্টিউলা—জিহ্বার স্পন্দন বশতঃ),—কি কথা বলিতেছিল ভুলিয়া যায় (আর্ণিকা, হাইপিরিকাম্, ক্যালী-ব্রোমেটাম, ক্যালী-নাইট্রিকাম্)। রোগী অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে; তাহার মনে হয় যেন শীঘ্রই কোন কঠিন পীড়া হইবে কিম্বা যেন তাহার মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই (অ্যাকো: এপীস্: ল্যাক্-ডিফ্লো: ক্যানাব-ইন: পোট্রোল: ফাইটো: সাইলি:); জীবনে বিতৃষ্ণা (অ্যাণ্ট-ক্রুড: আরাম; ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাক্-ডিফ্লো: ল্যাকে: হ্রাস্; সাইলি, থুযা)। জ্বরের শীত

ও উত্তাপাবস্থায় অনবরত প্রলাপ বকিতে থাকে (অ্যাগার: ক্যানাব কোকেইন্: জেল্সি: গ্লোন্: হায়ো: ল্যাকে: ল্যাচন্থান: ওপী: প্যারিস্: পাইরোজেন্: ষ্টীক্টা; ষ্ট্রামোন্: থিরিড:),—জ্বর ত্যাগান্তে পূর্ব্বের ব্যাপার তাহার কিছুই মনে থাকে না।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—গৃহ বহির্ভাগে স্থির হইয়া দাঁড়াইলে (ককীউলাস), সম্মুখ দিকে পতনপ্রবণতা (ন্যাট-মিউ: গ্র্যাফ: সাইলি:) ও ভ্রূমধ্যে ভারবোধ হইয়া থাকে, এবং পাকাশয়িক বা পিত্তাশ্রিত রোগে মাথাঘোরা। সংজ্ঞাবিলোপক শিরোবেদনা,—দুই রগ যেন বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা,—টিপিয়া দিলে আরাম বোধ হয় (ল্যাকেসিস: পল্সে: গুয়ায়েক: মিনীয়্যান: লাই:) পূর্ব্বাহ্ন সময় রগে নিষ্পেষণ এবং যেন তাহার দৃষ্টি টেরা হইয়া যাইবে চক্ষুমধ্যে এইরূপ আকর্ষণ অনুভব করে। চক্ষে চতুর্দ্দিক তিমিরাবৃত (ক্যালী-নাই: আইরিস:) প্রতীয়মান হইবার পর শিরোমধ্যে ক্ষণ-প্রকাশশীল বেদনার আবির্ভাব হয়,—শিরো-পশ্চাতের উচ্চাংশে অত্যন্ত অধিক,—এবং তথা হইতে গ্রীবা বহিয়া স্কন্ধদ্বয়ে সঞ্চারিত হয়; উপশম=নির্জ্জন অন্ধকার প্রদেশে (বেল: সাইলি:) শুইয়া থাকিলে এবং নিদ্রান্তে (জেল্সি: গ্লোন:)। দন্তোদ্গম কালে মস্তক অত্যন্ত উত্তপ্ত অনুভূত হয় এবং শিশু অনবরত এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে মস্তক চালনা করিতে থাকে (বেল: হেলিবো:): থাকিয়া থাকিয়া ললাটে যেন শূল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ (ল্যাকে) বেদনা বশতঃ রোগী চক্ষু মুদিত করিতে বাধ্য হয়। প্রাতঃকালীন শিরোবেদনা, মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত ও আরক্তিম হইয়া উঠে। প্রাতে দুই রগে দপ্‌দপ্ করিতে থাকে, চক্ষুমধ্যে ব্যথা অনুভূত হয় এবং তন্মধ্যে হইতে উষ্ণ অশ্রু স্রাব হইতে থাকে। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—জ্বরভাব বোধ হয়; ললাটে এবং চক্ষুমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা অনুভূত হয়,—শীতল জলে ধৌত করিলে ক্ষণিক উপশম হয়। পাক ও অন্ত্রাশয়ের পীড়া-প্রতিক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের উত্তেজনা, শিশু রাত্রে পুনঃ পুনঃ দন্তে দন্তে বা মাড়ীতে মাড়ীতে ঘর্ষণ করিতে থাকে (ফাইটো: ক্যাল্কে: সিনা:), নিদ্রিত অবস্থায় অনবরত "উঃ" "আঃ" করে; চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যায় এবং তাহার মস্তক স্বেদাভিষিক্ত হইয়া উঠে। দন্তোদ্গমকালে নিদ্রিত অবস্থায় শিশুর মস্তক ঘর্ম্মাভিষিক্ত হয় অথচ তাহার গাত্র শীতল বোধ হইয়া থাকে। শিরোবেদনা ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে (অ্যালো),—শীতকালে শিরোবেদনা এবং গ্রীষ্মকালে উদরাময়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

চক্ষু।—চক্ষুপ্রদাহ,—চক্ষু মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা ও ভার বোধ হয় এবং শিরা সকল শোণিত পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্র ক্ষতযুক্ত এবং চক্ষুতে অত্যধিক শোণিত সঞ্চয় প্রতীয়মান হয়, চক্ষু কর্কর ও ব্যথা করিতে থাকে এবং ভার বোধ হয়, চক্ষের কোণ মর্দ্দন করার জন্য। শ্লেষ্মাশ্রিত চক্ষুপ্রদাহ,—বৃদ্ধি প্রাতে।

মুখমণ্ডল।—নাসিকা উন্নত ও শীর্ণ প্রতীয়মান হয়। মুখমণ্ডল মৃতদেহের ন্যায় শোণিত শূন্য ও ফ্যাকাশে। নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে।

মুখ ও গলমধ্য।—অতি কষ্টজনক দন্তোদ্গম,—রাত্রে শিশু নিদ্রিত অবস্থায় অস্পষ্ট যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ ও দন্তে দন্তে বা মাড়ীতে মাড়ীতে ঘর্ষণ করে (সাইকীউটা, সিনা, সিকেলী,

ষ্ট্র্যামোনীয়াম); দন্তে দন্তে বা মাড়ীতে মাড়ীতে ঘর্ষণ করিবার অত্যন্ত আগ্রহ (ফাইটো:); শিশুর মস্তক অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত এবং সে উপাধানের উপর অনবরত মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে (এপীস; বেল: হেলিবো:—থাকিয়া থাকিয়া মস্তক উপাধান হইতে উঠিয়া পড়ে= ষ্ট্র্যামোন:)। দন্তোদ্গম কালে শিশুর সর্দ্দি ও কাসি হয়; বায়ুমার্গ মধ্যে শ্লেষ্মা বা কফ সঞ্চিত হয়, সে বালবিসূচিকা এবং মস্তিষ্কে-জল-সঞ্চয় রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে (এপীস; হেলিবো: সল্‌ফ: অ্যাপোসিনাম-ক্যানাব:)। প্রাতে রোগীর দন্তসকল শুষ্ক শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত দৃষ্ট হয়। আস্বাদন শক্তির লোপ,—অম্ল ও মিষ্ট দ্রব্যের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রাতে মুখবিবর ও জিহ্বা শুষ্ক অনুভূত হইয়া থাকে (ম্যাগ-কার্ব্ব: পল্‌সে: স্পাইজি:)। গলক্ষত,—ব্যথা কর্ণ মধ্যে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া থাকে (ল্যাক্‌-ক্যান্‌: লিথীয়া-কার্ব্ব:) বেদনা তালুমূলের দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হইয়া বাম দিকে সংক্রমণ করে (এরাম-ট্রাই: লাই: সিন্যাপিস-নাইগ্রা;—অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে=ল্যাকেসিস; স্যাবাডিলা); বৃদ্ধি= তরল পদার্থ গলাধঃকরণ কালে (কেবল মাত্র লালা গলাধঃকরণ কালে ব্যথা অনুভূত হয়= সিন্যাপ-নাই:—গলাধঃকরণ কালে উপশম বোধ=ক্যালী-বাই:) এবং প্রাতে (ক্যাল্‌কে-ফস: সিষ্টাস-ক্যানাড: সিন্যাব: ফার্ম্মিকা)। জিহ্বা,—শ্বেতবর্ণ কোমল লোমরাজির ন্যায় শ্লেষ্মালিপ্ত এবং কটুস্বাদ জনক (অ্যাণ্ট-ক্রুড: নক্স; সিপীয়া); কিম্বা শ্বেতবর্ণ, সরস, দন্তচিহ্নযুক্ত (চেলিড: মার্ক: হ্রাস-টক্সিকো:); কখনও বা শুষ্ক ও পীতবর্ণ। রাত্রে রোগীর মুখে দুর্গন্ধ,—রোগী স্বয়ংও তাহা অনুভব করে। গলগণ্ড (স্পঞ্জীয়া; ল্যাপীস-অ্যালবাস; আয়োড:)। কণ্ঠমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে (গ্র্যাফ: এরাম-ড্রেকন্টিয়াম; কষ্টি: অ্যণ্ট-টার্ট: ক্যালী-বাই:)। প্রাতে মুখমধ্যে বহুল পরিমাণে গাঢ় শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে। নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক বোধ হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর মাতার মুখক্ষত।

পাকস্থলী।—প্রবল তৃষ্ণা, প্রতিবারে বহুল পরিমাণে জলপান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে (ব্রাই:—প্রতি এক চুমুকমাত্র জলপান করে=আর্স:)। খাদ্যে ঔদস্য; রুচি থাকে না; খাদ্যের গন্ধে ঘৃণার উদ্রেক হয় (কোল্‌চি ককীউ: ইপিক্‌:—খাদ্যের কথা মনে করিলেও ঘৃণার আবির্ভাব হয়=সিঙ্কোনা; আর্স)। সামান্য আহার করিলেই পেট ভরিয়া যায় আর খাইতে ইচ্ছা হয় না (কার্ব্বো-অ্যান: লাই: টিলিয়া: সল্‌ফ:—যেন কত হজার করিয়াছে এইরূপ বোধ=অ্যণ্ট-ক্রুড: ক্রিয়ো: পল্‌সে: হ্যউম: হ্রাস)—আহারের অনতিপরেই বিবমিষার উদ্রেক হয় ও বমন হইতে থাকে। পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুধা,—কখনও আদৌ থাকে না আবার কখনও রাক্ষসী ক্ষুধার উদ্রেক হয় (সিনা: কুরারী; ল্যাকে: অ্যা-নাই:)। জ্বরের সময় তৃষ্ণা পরিমিত। আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্যাদি উদ্গীরণ,—পদার্থ অম্লস্বাদ বোধ হয়; উত্তপ্ত অম্ল উদ্গার; আহারের এক ঘণ্টা পরে পরে ভুক্তদ্রব্যাদি সমস্ত বমন করিয়া ফেলে এবং তদপরে প্রবল ক্ষুধা অনুভব করে। উদ্গার পূতিগন্ধময়। বালকদিগের অতিসার রোগে পুনঃ পুনঃ উকী উঠিতে থাকে। শিশু দুগ্ধ বমন করিয়া ফেলে এবং বমনকালে তাহার মলদ্বার বহির্ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে; মুখে কটুস্বাদ ও দুর্গন্ধ এবং ভুক্তদ্রব্যাদি বমন, গাঢ় পিত্ত ও

শোণিত বমন; গর্ভাবস্থায় বস্তিগহ্বরস্থ যন্ত্রাদি মধ্যে শোণিতাধিক্য হয়। বুকজ্বালা, মুখপ্রসেক বা মুখ দিয়া জল উঠে (মুখ আস্: নক্স; ফস) এবং
পাকাশয় মধ্যে উত্তাপ বোধ। বমনোদ্রেক হইলে পাকস্থলীর প্রবল সঙ্কোচন বশতঃ রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। বিবমিষা ও বমন বশতঃ মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ। প্রত্যহ বৈকালে অম্ল হয় এবং পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত অস্বস্তি ও অসুখ বোধ হইয়া থাকে। পাক ও অন্ত্রাশয় ব্যথান্বিত বোধ—ঈষৎ স্পর্শ বা সঞ্চালন করিলে ব্যথাধিক্য অনুভূত হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ শূন্য ও অবসাদ যুক্ত বোধ হয় অথচ ক্ষুধা থাকে না। ক্যালোমেল বা পারদ সেবন জনিত অজীর্ণ রোগ; পশ্চাতে ব্যথা বোধ হয় এবং কর্দ্দমবৎ মল ত্যাগ হইয়া থাকে। নিদ্রা যাইতে যাইতে রোগী পেটে ও তলপেটে ভয়ানক যন্ত্রণা বশতঃ জাগ্রত হইয়া উঠে। প্রাতে ও সন্ধ্যার পর ভোজনান্তে পাকস্থলী মধ্যে যেন অগ্নিময় বাষ্প প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ জ্বালা করিতে থাকে (অ্যা-ক্লিপীয়াস্টিউ:)। শীতল জলে পাকাশয়িক লক্ষণের বৃদ্ধি হয় এবং তন্মধ্যে চাপ ও অস্বস্তি বোধ হইয়া থাকে। গর্ভবতী রমণী কেবল পেট চাপিয়া শুইলে আরাম বোধ করে (অ্যাসিড্-অ্যাসেট্:)।

অন্ত্রাশয়।—উদরাধ্মান,—পেটে ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা ও দক্ষিণ কুক্ষি মধ্যে পূর্ণতা অনুভব (অ্যাকোন্: বার্বারিস্; ইউপেট-পার্ফো:—পিত্তস্থলী প্রদেশে নিরন্তর অস্পষ্ট বেদনা=ব্যাপ্টি: লেপ্ট্যান্: ফাইটো:—যকৃৎ প্রদেশে জ্বালা=ক্যালী-কার্ব: মার্ক:)। যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ আহারের সময়। অত্যন্ত পিত্তসঞ্চয় হয় এবং যকৃৎ অত্যন্ত পীড়াপ্রবণ,—যখন তখন তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। রোগী নিরন্তর স্বীয় হস্ত দ্বারা যকৃৎ প্রদেশ মর্দ্দন ও সঞ্চালন করে। যকৃতের নিষ্ক্রিয়ভাজনিত কামলারোগ (অ্যা-বেন্: হাইড্রাষ্টি: ল্যাকে: লিডাম)। দক্ষিণ কুক্ষি মধ্যে মুচড়ানবৎ বেদনা ও উত্তাপ বোধ। পিত্তাশ্মরী জননপ্রবণতা ও কামল রোগ,—পাকস্থলী হইতে পিত্তস্থলী পর্য্যন্ত প্রসারী বেদনা এবং অত্যন্ত বিবমিষা। যকৃৎ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্যাশ্রিত কামল রোগ,—যকৃৎ ভার, স্পর্শাসহ ও ব্যথাযুক্ত বোধ হয়; পর্য্যায়াবির্ভাবশীল মলকাঠিন্য ও উদরাময়; আধ্মানবায়ুরাতিশয্য বশতঃ উদর যেন ফাটিয়া যাইবে এইরূপ স্ফীত হইয়া উঠে। নিশা অবসানান্তে সূর্য্যোদয়ের পর উদর মধ্যে বেদনা আরম্ভ হয়; সম্মুখ দিকে দেহ বক্র করিলে বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে এবং পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন কালে উপশম; চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি। উদর মধ্যে খালধরার ন্যায় বেদনা বোধ এবং উদরের পেশী সকল ভিতরদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে (প্লাম্:),—প্রথমে রাত্রি ১০টার সময় এবং পুনশ্চ প্রভাত ৫টা হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত বেদনা হইতে থাকে,—সীসকশূল ওপীয়াম্; প্লাম্বাম্)। দিবাভাগে থাকিয়া ক্ষণস্থায়ী অন্ত্রাশয়িক বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে; উপশম=হস্তদ্বারা আক্রান্ত অংশ দলিত করিলে। উর্দ্ধবাহী স্থূলান্ত্রমধ্যে হুড়হুড় গুড়গুড় করিতে থাকে। মধ্য স্থূলান্ত্র মধ্যে কুজন ধ্বনি,—বেলা ৩টার সময়, বেদনার পর পাতলা বাহ্যে হইতে থাকে। দক্ষিণ কুচকী প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ রোগী নড়িতে পারে না,—বিশেষতঃ গর্ভাবস্থার শেষ কয়েক মাস। উদর মধ্যে উত্তাপ বোধ ও বাহ্যের বেগ।

মলান্ত্র ও মল।—চরণে, ডিমাতে এবং উরু মধ্যে মহা যন্ত্রণাজনক খাল ধরে,— তৎসহ যন্ত্রণা রহিত জলবৎ মল নিঃসরণ; যন্ত্রণারহিত মারাত্মক বিসূচিকা এবং বালাতিসার; উদরাময়,—বহু পুরাতন,—প্রভাতে আবির্ভাবশীল,—সমস্ত দিবসের পূর্ব্বাহ্নে কাল তরল মল নিঃসরণের পর সন্ধ্যার সময় স্বাভাবিক সারমল ত্যাগ হইয়া থাকে (অ্যালো); মলত্যাগান্তে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে কিম্বা উদর ও মলান্ত্র শূন্য ও ক্ষীণ অনুভব হয়। শিশুদিগের মল-তারল্য,—দন্তোদ্গম কালে, আহারান্তে এবং শিশুকে ধৌত বা স্নান করাইবার সময়; কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায় মল শিশুর বস্ত্রাদি ভেদ করিয়া গড়াইয়া যায় (অ্যা-বেন্‌জো:); পুনঃ পুনঃ শূন্য উকী উঠিতে থাকে। উদরাময়; মল হরিদ্বর্ণ, পূতিগন্ধময় এবং অপর্য্যাপ্ত (ক্যালকে-অষ্ট); বেগবান স্রোতের ন্যায় বহির্গত হয় (গ্যাম্বো: য্যাট্রোফা; ফস্: থুযা; ক্রোটন্); কখনও বা মল চাখড়ির বর্ণ, মণ্ডবৎ (কোল্‌চি: হেলিবো: অ্যালো:); অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত (সিঙ্কোনা; ফেরাম) ও পীতবর্ণ চাল গুঁড়ির ন্যায় তলানিবিশিষ্ট; মলত্যাগের পূর্ব্বে বা মলত্যাগকালে মলান্ত্র ভ্রংশ (ইগ্নেশীয়া, গ্যাম্বো: অ্যা-মিউ: সিপীয়া)। পান বা আহার করিবামাত্র উদরাময় প্রকাশ (পানান্তে আর্জেণ্টাম্ নাই: আর্স: ক্রোটন্; সিকেলী; ট্রম্বিড:—আহার করিতে করিতে বাহ্যের বেগ = ফেরাম্)। উদরাময় বৃদ্ধি = গ্রীষ্মকালে (ব্রাই:)। উদরাময়াধিকারে কখনও বা মল অত্যন্ত পূতিগন্ধময় হইয়া থাকে; আমময় এবং শোণিতরঞ্জিত; কালবর্ণ কেবল প্রাতে,—কখনও বা আলকাতরার ন্যায়—(লেপ্‌ট্যাণ্ড্রা; ব্রোম্: সোরিন্: স্কীলা; ষ্ট্র্যামোন্:) বা বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল (পল্‌সে:)। মলত্যাগের পূর্ব্বে,—হঠাৎ বেগ,—উচ্চ কুল্ কুল্ শব্দ, যেন উদর মধ্যে জল নড়িতেছে, ভয়ানক পেট বেদনা বা আদৌ বেদনারাহিত্য; অত্যন্ত বিবমিষা; মলদ্বার ভ্রংশ। মলত্যাগকালে,—মলদ্বার ভ্রংশ; পেট বেদনা বা বেদনাভাব; নিতম্ব মধ্যে অত্যন্ত বেদনা; বোধ হয় যেন জননেন্দ্রিয়াদি বহির্গত হইয়া পড়িয়া যাইবে; দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ; প্রবল কুন্থন। মলত্যাগান্তে,—মলদ্বার ভ্রংশ; অবসন্নতা; পৃষ্ঠ বহিয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্তাপ সঞ্চার; অন্ত্রশূল বা পেটব্যথার নিবৃত্তি হয় না; উদর ও মলান্ত্র মধ্যে ক্ষীণ ভাব; মলদ্বারের স্পর্শাসহিষ্ণুতা, যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে। অন্তর্বলী-অর্শের বৃদ্ধি; প্রতিবার মলত্যাগান্তে এক ইঞ্চি পরিমাণ মলনলী বহির্গত হইয়া পড়ে; হাঁচিলে বা চিত্ত উত্তেজিত হইলেও মলান্ত্র ঐরূপ বহির্গত হইয়া পড়ে। বহির্বলি,—অর্শ,—শোনিতস্রাব প্রবণ হউক বা না হইক। বোতল-দুগ্ধ-পোষিত শিশুর মলকাঠিন্য (কোলিন্‌সো: অ্যালীউ:) মল শুষ্ক এবং গুঁড়া হইয়া বহির্গত হয় (ম্যাগ-মিউ:)। পুরাতন উদরাময়,—প্রাতে বৃদ্ধি (ক্যালী-বাই: ন্যাট-সলফ: ফস্: সল্‌ফ:—রাত্রে বৃদ্ধি = আর্স: চায়না: পলসে: ভেরেট্র:)। হরিদ্বর্ণ জলবৎ মল (ডালক্যো: গ্রাটী: ম্যাগকার্ব: পল্‌সে:—শ্বেতবর্ণ জলবৎ = অ্যা-বেন্: ক্যাষ্টোর্: অ্যা-ফস্: ফস্:—কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ = আস্: ক্যালী-বাই: ভেরেট্র: পীতবর্ণ জলবৎ = এপীস্: চায়না: ক্রোটন্: ডাল্‌ক্যা: হায়ো:)। সকালে যন্ত্রণারহিত মলতারল্য (রীউমেক্স-কৃস্পাস্: সল্‌ফার্:)।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায় (ক্রিয়ো:)। মূত্ররোধ (হেলিবো: লয়ো:—জ্বরাধিকারে মূত্ররোধ = ক্যান্থাস)। গর্ভাবস্থায় রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়। রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বাধার মধ্যে অসাড়তা জনক ব্যথা বোধ; উরু বহিয়া নিম্ন গামী উত্তাপ বোধ,—গর্ভাবস্থায় তৃতীয় মাসে। ডিম্বাধার প্রদেশে ব্যথা, বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে (এপীস্; বেল্: আয়োড: প্যালেডীয়ম্); দক্ষিণ ডিম্বাধার হইতে বেদনা উরু বহিয়া নিম্নে সঞ্চারিত হয়; দক্ষিণ পদ প্রসারণান্তে বৃদ্ধি। উক্ত বেদনা কোন কোন সময় উর্দ্ধগামী হইয়া স্কন্ধে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। ডিম্বাধারের অর্ব্বুদ মধ্য হইতে বেদনা স্কন্ধে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। মলত্যাগ কালে বোধ হয় যেন জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয় বহির্ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া যাইবে (জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়ের নিম্নাকর্ষণ—যেন সমস্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে=বেল্: লিলীয়াম্-টাই: সিপী: ক্রিয়ো: ল্যাক্-ক্যান্: ন্যাট্-কার্ব:)। জরায়ুভ্রংশ—ভার দ্রব্য উত্তোলন বা হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া অধিক পরিশ্রম করার জন্য; প্রসবান্তে; নিতম্ব প্রদেশে ব্যথা বোধ হয় এবং উর্দ্ধগামী স্থূলান্ত্র মধ্যে শব্দ শুনা যায়; মলদ্বারভ্রংশ ও মলকাঠিন্যও বর্ত্তমান থাকে; যুবতীদিগের রজোরোধাধিকারে তলপেট ও নিতম্বপ্রদেশে প্রবল নিম্নাকর্ষণ অনুভব, যেন কোমর খসিয়া পড়িতেছে,—দেহ সঞ্চালনে ব্যথা এবং শয়ন করিলে উপশম বোধ হইয়া থাকে। প্রদর-স্রাব গাঢ়, স্বচ্ছ, শ্লেষ্মাময়,—জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়ের প্রবল নিম্নাকর্ষণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা বর্ত্তমান থাকে। গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বার স্ফীত হইয়া উঠে। গর্ভাবস্থার কয়েক মাস কেবল মাত্র পেট চাপিয়া শয়ন করিলে রোগিনী আরাম বোধ করে,—আর কোন প্রকারে শয়ন করিতে পারে না; ভ্যাদাল ব্যথা (জরায়ুর পুনঃ সঙ্কোচন জনিত),—উদর মধ্যে উত্তাপ ও উদরাধ্মান এবং জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়ের প্রবল নিম্নাকর্ষণ অনুভব হয়। উদর শিথিল ও দোদুল্যমান।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দীর্ঘ ও গভীর। শ্বাসাল্পতা। রাত্রে প্রথম শয়ন কালে যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয়। কাসি, অবিরাম জ্বরাধিকারে; কাসি শুষ্ক অথচ তরল শ্লেষ্মার শব্দ সংযুক্ত, মলবদ্ধতা এবং ক্ষুধারাহিত্য। বায়ুনলীগত শ্বাসরোগ (ক্যাল্কে: হিপোজিনিন্: কালী-মিউ: ক্যামো:),—শৈত্য সংস্পর্শান্তে বা ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি হয়। দন্তোদ্গম কালে ফুসফুসাদির সর্দ্দি. দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ কালে দক্ষিণ ফুসফুস্ মধ্যে যেন একটী সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল এইরূপ অনুভব। বক্ষমধ্যে বেদনা,—বিশেষতঃ গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষমধ্যে চাপবোধ বশতঃ পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ স্পৃহা কিন্তু বক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ তাহার ব্যাঘাত হয়। হৃৎপিণ্ড যেন উঠিয়া কণ্ঠমধ্যে আসিতেছে এইরূপ অনুভব; হৃদ্স্পন্দন,—যেন কি একটা কুল্ কুল্ শব্দ উঠিয়া কণ্ঠমধ্যে আসিতেছে এইরূপ বোধ, বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস; মানসিক উদ্বেগ বা পরিশ্রম জনিত হৃদ্স্পন্দন,—উর্দ্ধগামী স্থূলান্ত্র মধ্যে শব্দ শ্রুত হয়, প্রগাঢ় নিদ্রা, প্রাতে নিদ্রান্তে অবসন্নতা বোধ এবং সমগ্র পূর্ব্বাহ্নকাল নিদ্রালুতা অনুভব করে।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার পৃষ্ঠভাগ আড়ষ্ট এবং গ্রীবা ও স্কন্ধের পেশী সকল স্পর্শাসহিষ্ণু বোধ হয়। প্রাতে স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে স্থলে বেদনা বোধ হয়। দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের নীচে ব্যথা বোধ (চেলিড:)। মলত্যাগকালে উত্তাপ পৃষ্ঠ বহিয়া উর্দ্ধদিকে সঞ্চারিত হয়। কটির উর্দ্ধাংশে বেদনা ও শৈত্য অনুভব; রাত্রে এবং সঞ্চালনে বৃদ্ধি। কটি ও নিতম্ব প্রদেশে বেদনা,—মলত্যাগ

কালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কটি মধ্যে বেদনা,—উচ্চনীচ ভূমিতে পাদচারণ করিলে কিম্বা পদস্খলিত হইলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। গাত্র ধৌত করিবার পর কটিবেদনা,—(জরায়ুভ্রংশ অধিকারে)। বাম বাহুর অগ্রার্দ্ধের বাত। বেদনা মস্তক হইতে গ্রীবা ও স্কন্ধে সঞ্চারিত হয়। মণিবন্ধ ক্ষীণ ও স্পর্শাসহ। বাম উরুশিখর প্রদেশ ব্যথাযুক্ত ও ক্ষীণ বোধ হয়,—যেন ঠাণ্ডা লাগিয়াছে বলিয়া; বৃদ্ধি=সোপানারোহণ কালে। যন্ত্রণারহিত জলবৎ মল নিঃসরণ ও জঙ্ঘাডিমাতে ও উরুতে এবং চরণে খাল ধরে। পাদচারণ কালে জানুসন্ধি স্ফুটিত হয় বা মট্ মট্ করে (কষ্টি: ক্যাল্কে: অ্যালীউ:)। পদের সন্ধি সকল, বিশেষতঃ জানুসন্ধি, অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয় (সিপীয়া)। পদদ্বয় ভার ও আড়ষ্ট বোধ হয়, যেন বহুদূর ভ্রমণ বশতঃ। প্রত্যঙ্গাদি ব্যথা করে, বিশেষতঃ রাত্রে। থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। দেহের সমগ্র বাম পার্শ্ব যেন কিয়ৎ পরিমাণে পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ বেদনা।

নিদ্রা।—প্রগাঢ় নিদ্রা ; নিদ্রান্তে দেহ ক্লান্ত বোধ হয়। বোধ হয় তন্দ্রাগত ভাব, অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে নিদ্রা যায় এবং অব্যক্তস্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করে, বিশেষতঃ শিশুদিগের। পূর্ব্বাহ্নে অত্যন্ত নিদ্রালুতা। নিদ্রিত অবস্থায় রোগী ছটফট করে এবং যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিতে থাকে। নিদ্রা যাইতে যাইতে রোগী উঠিয়া পড়ে অথচ তাহার নিদ্র ভঙ্গ হয় না।

ত্বক।—কামলা রোগাক্রান্ত, গাত্রত্বক ফ্যাকাশে ও পাণ্ডুবর্ণ ; দেহ অত্যন্ত উত্তপ্ত অথচ ঘর্ম্মাক্ত বোধ হয়। পুষবটি উন্নত হয় এবং সহজে ভাল হইতে চাহে না। দুর্দ্দমনীয় গাত্র কণ্ডুয়ন।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—বেলা ৭টার সময় জ্বরাবির্ভাব ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। সূচনাবস্থায় পাকাশয়িক ও পিত্তজ লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। শীতাবস্থা,—তৃষ্ণারহিত ; উভয় কুঁক এবং জানু, গুলফ, কনুই ও মণিবন্ধ ব্যথা করিতে থাকে ; রোগী অর্দ্ধ নিদ্রিত ভাবে থাকে এবং অত্যন্ত বকে ; অগ্নির উত্তাপে শীতের উপশম বোধ হয় না কিন্তু শয্যায় শুইয়া দেহ উত্তম রূপে গরম বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিলে শীতের হ্রাস হইয়া থাকে। চৈতন্যের কিছুমাত্র হ্রাস না হইলেও রোগী কথা কহিতে পারে না কিম্বা কথা কহিতে গেলে কি বলিতে যাইতেছিল তাহা ভুলিয়া যায় (টিউক্রি:)। উত্তাপাবস্থা,—তৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকে। শীত থাকিতেই উত্তাপ আরম্ভ হয় ; প্রচণ্ড শিরোবেদনা ও অতিশয় তৃষ্ণা ; রোগী অত্যন্ত বকে,—ক্রমাগত কথা কহিতে থাকে (কার্ব্বে-ভেজি: ল্যাকে:); এবং উত্তাপের চরমাবস্থা পর্য্যন্ত এইরূপ থাকে এবং প্রলাপ প্রকাশ পায় ; উত্তাপ যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় রোগী তখন নিদ্রিত হইয়া পড়ে ; তৎপরে পূর্ব্বের কথা কিছুই মনে থাকে না এবং গাত্রে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে। ঘর্ম্মাবস্থায় এত স্বেদোদ্গম হয় যে দাঁড়াইলে ঐ ঘর্ম্ম হস্তের অঙ্গুলি দিয়া গড়াইয়া পড়ে ; মস্তক ও পদদ্বয় উষ্ণ বোধ হয় ; স্বেদাবস্থায় রোগী নিদ্রা যায় এবং শিরোবেদনার উপশম হয়। রোগীর দেহ শীতল ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে। রোগী স্বীয় মুখের দুর্গন্ধে ঘৃণা বোধ করে (স্বীয় মুখের দুর্গন্ধ অনুভব করে না = পলসে:)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে, পাদচারণে, সোপানারোহণে, পদাদি সোজা করিলে, পরিশ্রমান্তে, প্রভাতে, প্রাতে ৭টার সময়, রাত্রে, গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে, গাত্র ধৌত করিবার সময়, পান বা আহারান্তে এবং অম্লরসাক্ত ফল এবং দুগ্ধ পান করিলে; গলাধঃকরণ কালে, এবং মল ত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে।

উপশম।—আক্রান্ত অংশ দলিয়া দিলে, মর্দ্দন করিলে; শয়নান্তে, উপুড় হইয়া শুইলে এবং শয্যায় শয়িত অবস্থায় হস্ত পদাদি প্রসারণান্তে এবং গরম বস্ত্র দ্বারা দেহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিলে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—অ্যা-ল্যাক্টিক্: কলোসিন্থ: লেপ্ট্যান্: মার্ক: নক্স-ভম্:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—ক্যালকে: ইপিক্: নক্স-ভম্: সল্ফ:। প্রতিকূল—লবণ।

সদৃশ।—অ্যা-নাই: ইস্কীউ-হিপ: অ্যালো; এপীস্; আর্ণিকা; ব্রাই: চেলিড্: কোল্‌চি: কোলিন্‌সো: হেলিবো: আইরিস্:; লেপ্ট্যান্: লিলী-টাই: মার্ক: নক্স-ভম্: পলসে: সল্ফ: ভেরেট্:। পান বা আহারান্তে মলতারল্য=অ্যালো: আর্স্: চায়না: ডিজিট: লাইকো: ষ্ট্যাফ: ট্রম্বিড:।

তুলনীয়।—প্রাতঃকালীন উদরাময়—সলফ: ব্রাই: ন্যাট্র-সলফ:। পীতাভ সবুজ দুর্গন্ধমল—ক্যামো:। শিশু বিসূচিকা—ভিরেট্রাম:। মলান্ত্রভ্রংশ—আলো: নক্স: সিপিয়া: বেল: রুটা:। আহারান্তেই অতিসার—আলো: আস: চায়না: লাইকো:। উত্তেজনা জন্য শিরঃপীড়া—এপিফেগাস্। জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়াছে—স্যাঙ্গুইন:। নিম্নোদরে যেন কোন সজীব বস্তু রহিয়াছে—ক্রোকস্:। ভুক্তদ্রব্য উদ্গীরণ—সলফর:। অতিসার ও ডিম্বাধারে বেদনা—কলো:।

শক্তি।—নিম্নক্রম হইতে উচ্চ ও উচ্চতম শততমিক ক্রম। বালাতিসার রোগে পডোফিলাম প্রযোজ্য হইলে ৩০ হইতে ১০০০ ক্রমে উৎকৃষ্ট ফল দর্শিয়া থাকে।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—পডোফিলামের ক্রিয়া ৩০ দিন স্থায়ী।

পলিগোণাম্ পাংটেটাম্
(POLYGONUM PUNCTATUM).

প্রস্তুতি।—সমস্ত গাছ হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—চক্ষুর পাতার প্রদাহ; শূল; কাসি; অতিসার; রক্তামাশয়; বাধক; মূত্রকৃচ্ছ্র; পামা; মৃগী; প্রমেহ; পাথুরী; অর্শ; হৃৎপিণ্ডেরপীড়া; স্বরনলী প্রদাহ, বৃক্কক প্রদাহ; স্নায়ুশূল; অণ্ডকোষ প্রদাহ; মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থির প্রদাহ; গৃধসী; প্লীহা; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ঔষধটি রমণীদিগের আর্ত্তবাভাব, রমণালিঙ্গনে নিঃস্পৃহা, ডিম্বাধার মধ্যে শোণিত সঞ্চয় প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার হিতকর। ইহার প্রধান লক্ষণ:—(১) উরুশিখর প্রদেশে এবং নিতম্ব মধ্যে ব্যথা করিতে থাকে এবং বস্তিগহ্বর মধ্যে ভার ও যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। (২) কুচকী মধ্যে, বিশেষতঃ দক্ষিণ কুচকী মধ্যে, যেন বিদারণবৎ যন্ত্রণা। (৩) বামপার্শ্বে বা বাম-অঙ্গে লক্ষণের আধিক্য। (৪) আক্রান্ত অংশে পর্য্যায়ক্রমে শৈত্য ও উত্তাপ অনুভব। (৫) মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে যন্ত্রণার চরমাবস্থায় দক্ষিণ পার্শ্ব শীতল অনুভব হয়। (৬) যুগপৎ উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শৈত্য ও বক্ষমধ্যে জ্বালা অনুভব। (৭) চরণদ্বয় জ্বালা করিতে করিতে হঠাৎ শীতল হইয়া যায়। (৮) অবসাদ, কম্প ও শৈত্য সংস্পর্শাসহনীয়তা। (৯) বাতাশ্রিত পামাকচ্ছু, এবং তন্মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ। (১০) হঠাৎ বোধ হয় যেন মাথার খুলি উঠিয়া যাইতেছে। (১১) অন্ত্রমধ্যে যেন কেবল তরল পদার্থ আছে এইরূপ বোধ। (১২) উরুশিখরদ্বয় যেন পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। (১৩) পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া যেন তাড়িৎ প্রবাহিত হইতেছে। (১৪) বস্ত্রাদির ভার দেহের অস্বস্তিজনক। (১৫) শয়নান্তে শিরোপশ্চাতে চাপ বোধ হয়; মাথা ঘুরিতে থাকে এবং দৃষ্টির অস্পষ্টতা ঘটে। (১৬) শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে গেলে হঠাৎ শিরোপশ্চাতে বেদনা বোধ। (১৭) হেঁট হইলে কর্ণমধ্যে ব্যথার উদ্রেক এবং পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে। এতজ্জনিত বেদনাদি অস্ত্রবেধবৎ, কর্ত্তনবৎ, দপদপ্কারী, বিদ্ধকারী, স্থান পরিবর্ত্তনশীল এবং বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিষণ্ণতা ও উত্তেজনা প্রবণতা। সংসারে সুখের কিছুই দেখিতে পায় না; কোন রকম পরিবর্ত্তন ভালবাসে না এবং মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করে।

মস্তক।—বাম শঙ্খ বা রগের মধ্যে তীক্ষ্ণ দপ্দপ্কারী বেদনা। ঋতুর সময় শিরোমধ্যে চাপ ও অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা অনুভব। হঠাৎ গাত্রোত্থান করিতে গেলে

শিরোপশ্চাতে এবং চক্ষুর উপর বেদনা। শিরোবেদনা,—জলবায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি এবং অনতিউষ্ণবায়ু সংস্পর্শে উপশম বোধ। হঠাৎ বোধ হয় যেন মাথার খুলি উঠিয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ হয় এবং বহুল পরিমাণে মরামাস উঠিতে থাকে।

চক্ষু।—অক্ষিগোলক মধ্যে জ্বালা; চক্ষুর পাতার মধ্যে শুষ্ক বোধ হয়। চক্ষু নিমীলিত করিলে এবং শয়নান্তে অক্ষিপুটের প্রবল আকুঞ্চনপ্রসারণ, মস্তক শূন্য এবং চতুর্দ্দিক তিমিরাবৃত বোধ হয়।

কর্ণ।—কর্ণ পটহের প্রদাহ। হঠাৎ কর্ণ পটহে একপ্রকার শব্দ হইয়া ক্ষণেকের জন্য শ্রবণশক্তির লোপ হয়। মস্তক হেঁট করিলে কর্ণমধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা বোধ হয় এবং পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে বেদনার উপশম হয়। জলীয় বায়ুতে কর্ণের নানাপ্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে তীক্ষ্ণ বেদনা,—বাম রগ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং সময়ে সময়ে মস্তকের সমগ্র বাম পার্শ্ব বেদনাক্রান্ত হইয়া থাকে। মুখের বামপার্শ্বে অতি তীব্র বেদনা ও উত্তাপ বোধ; বৃদ্ধি=শীতল বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শে। মুখের বাম পার্শ্বের বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে দক্ষিণ পার্শ্ব শীতল অনুভূত হয়। মুখমধ্যে শৈত্য সঞ্চার হইলে তীক্ষ্ন দন্তশূল আরম্ভ হয়। জিহ্বা পীত লেপাচ্ছন্ন এবং স্ফীত বোধ হয় এবং জিহ্বামূল হইতে উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে। উত্তপ্ত লালাস্রাবাতিশয্য,—কিন্তু তাহাতে মুখের শুষ্কতার উপশম বোধ হয় না। গলমধ্য শুষ্ক, উত্তাপযুক্ত এবং জ্বালাজনক,—বোধ হয় যেন ত্বক ক্ষয়িত হইতেছে। কণ্ঠের গ্রন্থি সকল স্ফীত বোধ হয়,—জলীয় বায়ুতে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পাকস্থলী।—সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা, কখনও বা আদৌ ক্ষুধা থাকে না। আহার্য্য দ্রব্যাদি স্বাদহীন বোধ হয়। শীতল জল পান করিবার অত্যন্ত আগ্রহ অথচ জল পান করিলে বিবমিষার উদ্রেক হয় (অ্যাপোসিন্: আর্স্:)। বিবমিষা বোধ হয় যেন সূক্ষ্মান্ত্র হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং উদর মধ্যে শৈত্য অনুভূত হয়। অম্লরোগ। পাকাশয় মধ্যে যেন একটা গুরুভার বস্তু রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা। শিরোবেদনা ও বক্ষমধ্যে জ্বালা অধিকারে পাকস্থলী মধ্যে শৈত্য বোধ। পাকস্থলীর উপর বস্ত্রাদির ভার অস্বস্তিজনক বোধ।

অন্ত্রাশয়।—পাকাশয় ও অন্ত্রাশয় মধ্যে জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ। অতিশয় আধ্মান বশতঃ উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে এবং শূলবেদনা আরম্ভ হয়। অন্ত্রমধ্যে ছেদন, অস্ত্রাঘাত বা মুচড়ানর ন্যায় যন্ত্রণা এবং হুড়্হুড়্ কুল্কুল্ শব্দ,—যেন অন্ত্রমণ্ডলী কেবল তরল পদার্থে পরিপূর্ণ এবং সেই তরল জলীয় পদার্থ যেন প্লাবিত হইয়া উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইতেছে এবং তজ্জন্য বিবমিষা ও বমনোদ্রেক হয় এবং কোমর ব্যথা করিয়া মহাবেগে তরল মল নির্গত হইতে থাকে। তলপেটে, মলান্ত্রমধ্যে এবং মলদ্বারে বেদনানুভব। বাম কুচকী প্রদেশীয় গ্রন্থি মধ্যে দপ্দপ্ানি অনুভূত হয়।

মলান্ত্র ও মল।—বহুল পরিমাণ মল নিঃসরণান্তে মলদ্বারে উত্তেজনা উৎপন্ন হয়। অনেক বেগ দিবার পর আমময়; মণ্ডবৎ মল নির্গত হয় (অ্যালো: পডো:)। মল,—

পীতাভ-হরিদ্বর্ণ; কিম্বা মল কঠিন এবং তাল তাল, কিম্বা কালবর্ণ এবং ত্যাগান্তে মলদ্বারের জ্বালাজনক। বাহ্যের বেগ ও দুর্গন্ধ আধ্মান বা বায়ু নিঃসরণ (অ্যালো: রোবিনীয়া: কাইক্কা. মাইরিকা: অস্মীয়াম্:)। কখনও মলকাঠিন্য এবং কখনও বা মলতারল্য পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মলদ্বারের অভ্যন্তরের চতুষ্পার্শ উচ্চনীচ ও কণ্ডুয়নজনক স্ফীতিময়,—অর্থাৎ শিরা স্ফীতি বশতঃ এইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। অর্শ,—কণ্ডুয়ন ও জ্বালাযুক্ত। মলদ্বার কণ্ডুয়ন।

প্রস্রাব।—শৈত্যসংস্পর্শ জনিত বৃক্কপ্রদাহ (দীর্ঘকাল সিক্ত বস্ত্র পরিধান জনিত = ক্যাল-কার্ব্:)। মূত্রবহনলী হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা (বার্বারিস্: শিশ্ন পর্য্যন্ত = ক্যান্থারিস্:)। প্রমেহাধিকারে প্রস্রাব কালে ভয়ানক যন্ত্রণা বশতঃ রোগী চীৎকার ও রোদন করে (ক্যান্থা: থুযা),—রোগী প্রায় কিছুই আহার করিতে চাহে না, তাহার ভাল নিদ্রা হয় না এবং ৪।৫ দিবসের মধ্যে রোগী শীর্ণ হইয়া যায়। প্রস্রাব কালে মূত্রাশয় গ্রীবা বোধ হয় যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল, ঐরূপ ভাব অনেকক্ষণ থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্র। প্রস্রাব কালে মূত্রাধার-মুখশায়িকা গ্রন্থি মধ্যে ধক্‌ধক্ করে এবং অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণ নির্ম্মল, ফিকা বা শুষ্ক তৃণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট প্রস্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রস্রাবকালে অণ্ডকোষ, কোষরজ্জু এবং মূত্রাশয়ের দ্বারে বেদনা। শিশ্নদ্বারে এবং লিঙ্গমণির চতুষ্পার্শ্বে কণ্ডুয়ন ও প্রস্রাব বেগ। মেঢ্রত্বক বা লিঙ্গাবরক মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা ও কণ্ডুয়ন অনুভব। বাম অণ্ডকোষ ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ,—ঐ ব্যথা কোষরজ্জুতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং সময়ে সময়ে দক্ষিণ কোষ ও কোষরজ্জুতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। রমণশক্তির হ্রাস ও রেতঃক্ষয়,—সময়ে সময়ে তদন্তে লিঙ্গমণির প্রদাহ উপস্থিত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রমণালিঙ্গনে আদৌ অনিচ্ছা (ন্যাট্-মিউ: পেট্রোল্: ফস্: সিপী:) এবং সঙ্গমার্থ স্বামী নিকটবর্ত্তী হইলে রমণী অত্যন্ত ভীত ও উত্তেজিত ভাব প্রদর্শন করে। উরুশিখর ও কটি ব্যথা করিতে থাকে এবং বস্তিগহ্বর মধ্যে অত্যন্ত ভার ও যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। ঋতু,—প্রকাশ হয় না, বা নানাপ্রকার পীড়া ও যন্ত্রণা সহযোগে বিলম্বে প্রকাশ হইয়া থাকে; স্রাব অপর্য্যাপ্ত, ধীরে স্রাবশীল এবং দুর্গন্ধ। ডিম্বধার মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য; কুচকী প্রদেশে বিদারণবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ দক্ষিণ কুচকীতে। যোনি মধ্যে জ্বালা। প্রদর,—স্রাব কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক বা ক্ষতজনক। স্তনমধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা এবং স্তন অত্যন্ত স্পর্শাসহ, স্ফীত এবং ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। উরুশিখরদ্বয় যেন পরস্পরের দিকে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষবিদারক কাসি,—জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের নীচে তীক্ষ্ণ বেদনা (চেলিড্: পডো:),—ঐ বেদনা বক্ষমধ্যে ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়, বক্ষগাত্রে হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে আঘাত করিতে এবং গ্রীবাদেশের ধমনীদ্বয় দপ্‌দপ্ করিতে থাকে। অগ্রকড়ার নিকট নিষ্পেষণ ও দপ্‌দপ্‌ানি অনুভূত হয়। বাম বক্ষমধ্যে ছেদনবৎ বেদনা। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শৈত্যানুভূতি সহ বক্ষমধ্যে জ্বালা ও বিদ্ধকারী বেদনা।

বৃদ্ধি।—শৈত্য সংস্পর্শে, জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে এবং সম্মুখদিকে মাথা হেঁট করিলে।

উপশম।—উত্তাপ সংস্পর্শে এবং পশ্চাদ্দিকে মাথা হেলাইলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসেরাম্ঃ কলোফিলাম্ঃ সিনীসীয়োঃ জ্যান্থক্জাইলাম্ঃ পেট্রোল্ঃ প্লাম্বাম্ঃ ষ্ট্যাট্রাম্-মিউঃ।

তুলনীয়।—কাসি, উদরাময়—রিউমেকস্ঃ। গলমধ্য জ্বালা—ক্যাপ্সিঃ। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মাথা ধরা—ল্যাকেসিঃ। সঞ্চরণশীল বেদনা—পল্সঃ। সঙ্গমে অনিচ্ছা—ষ্ট্যাট্রাম্ঃ প্লাটিনাম্ঃ।

শক্তি।—মূল আরক ও প্রথম দশমিক ক্রম।

প্রুনাস্ স্পাইনোসা

(PRUNUS SPINOSA).

প্রস্তুতি।—স্ফোটনোমুখ পুষ্প-মুকুল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

নামান্তর।—ব্লাক্ থরণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—ক্ষুধানাশ ; উদরী ; স্তনে বেদনা ; চক্ষুতে স্নায়ুশূল ; মূত্রাধার প্রদাহ ; শোথ ; মূত্রক্লেশ ; কর্ণশূল ; চক্ষুর পীড়া ; অন্ধত্ব ; হৃৎপিণ্ডের পীড়া ; অন্ত্রবৃদ্ধি ; প্রদর ; রজসাধিক্য ; জারায়ু হইতে শোণিত স্রাব ; দন্তশূল ; মচকান ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—উদরী ও হৃদ্রোগে ইহার অশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে "রোগী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করে এবং তাহার মনে হয় যেন তাহার নিশ্বাস "তলাইতেছে না,—যেন নিশ্বাস উদরোর্দ্ধ প্রদেশে (অগ্রকড়ার নীচে) পর্য্যন্ত যাইতেছে না, কিম্বা সেই পর্য্যন্ত যাইয়া যেন আর নীচে যাইতেছে না।" নানাপ্রকার চক্ষুরোগেও ইহা বিশেষ হিতকর। এতজ্জনিত বেদনাদি বহির্মুখী নিষ্পেষণ বা ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ভেদকরণবৎ, এবং ঐরূপ বেদনা মস্তক, চক্ষু, নাসামূল এবং কর্ণমধ্যে অনুভূত হইয়া থাকে ; দন্ত সকল পরস্পরের মূল হইতে যেন উঠিয়া পড়িতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ; বক্ষমধ্যে মুচড়ান বা মচ্কানবৎ বেদনাবশতঃ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় ; বাম গুল্‌ফসন্ধি যেন মচ্কাইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা ; বক্ষমধ্যে আড়ষ্টতা ও সূচীবেধবৎ বেদনা ; উদর মধ্যে আধ্মানতিশয্য বশতঃ মূত্রাশয়ের উপর চাপ বোধ এবং মূত্রাশয় এরূপ সাঁটিয়া ধরে যে রোগী যন্ত্রণায় সম্মুখদিকে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইয়া যায় ; ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক মূত্রকৃচ্ছ্রতা,—হঠাৎ প্রবল প্রস্রাব বেগ বশতঃ রোগী দৌড়াইয়া প্রস্রাব করিতে যাইতে বাধ্য হয় ; মূত্র লিঙ্গমণি পর্য্যন্ত যাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় মূত্রনলী মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত

হয়; বেগ মাত্রে প্রস্রাব না গেলে মূত্রাশয় মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূত হয়; রজোস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই প্রকাশ হয়,—স্রাব অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে এবং ৭।৮ দিবস স্থায়ী হয়; স্রাব অত্যন্ত পাতলা ও জলবৎ; প্রদর,=স্রাব অত্যন্ত অবসাদজনক এবং বস্ত্রাদিতে পীতবর্ণ দাগ লাগে; ইহা দ্বারা দেহের বামাঙ্গ অপেক্ষা দক্ষিণাঙ্গ অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণও ইহার প্রকৃতিগত:—শিরোবেদনাধিকারে বোধ হয় যেন মূর্দ্ধাদেশে কাষ্ঠফলকের কোণ বিদ্ধ হইতেছে, কিম্বা যেন রৌদ্র সংস্পর্শ সম্ভূত (গ্লোন্:—যেন রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে মস্তকে এইরূপ উত্তাপ ও শিরোঘূর্ণন); যেন কেহ ভিতর হইতে একটী কীলক দ্বারা চাড় দিয়া মাথার খুলি উত্তোলন করিবার উপক্রম করিতেছে এইরূপ অনুভব। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে একটী তীক্ষ্ণ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া তাড়িতের ন্যায় মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া শিরোপশ্চাতে যাইয়া আবির্ভূত হয়। দক্ষিণ অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনা,—যেন ঐ চক্ষের অভ্যন্তরাংশ উৎপাটিত হইবে; অক্ষিগোলক যেন নিষ্পিষ্ট বা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (শিরোবেদনার সময় বোধ হয় যেন বাম চক্ষু মুচড়াইতেছে=পপীউলাস্-ক্যাণ্ডিক্যান্স্:)। যেন জিহ্বা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ জ্বালা বোধ। কুঁচকী প্রদেশে ভিতর হইতে নিম্নমুখী নিষ্পেষণ,—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার সম্ভবনা। রোগী হাঁপাইতে থাকে বা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, অসংখ্য সোপানাবলম্বনে অতি উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবার পর যেরূপ হইয়া থাকে। পৃষ্ঠতল আড়ষ্ট বোধ হয়,—যেন আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া। কলম ধরিতে পারে না,—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি যেন মচ্কাইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথা বশতঃ। বাম গুল্ফ যেন মচ্কাইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথা। পদদ্বয়ে অস্থিরতা বোধ বশতঃ রোগী একভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম সন্ধি যেন সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা। কেবলমাত্র নিদ্রিত অবস্থায় মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মোদ্গম হয়। চক্ষুচিকিৎসাবিশারদ, ডাঃ অ্যালেন ও ডাঃ নর্টনের মতে অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল প্রভৃতি নানাবিধ চক্ষুরোগে এবং চক্ষুর্দ্বয়ের বিভিন্ন অংশের প্রদাহে ইহা একটি প্রধান ভেষজ। তাঁহাদের মতে ইহা যে কেবল যন্ত্রণার উপশমক তাহা নহে, ইহা প্রদাহের গতি রোধ করে এবং দৃষ্টির অস্পষ্টতা দূর করিয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—অতিরিক্ত চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ রোগী কোন মতে একস্থানে এবং এক ভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না (পাইপার-মিথ:); নিরন্তর ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করে, শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ করে এবং সামান্য পরিশ্রমে হাঁপাইয়া যায়। সদা বিমর্ষ, উদাস এবং খিটখিটে ভাব প্রকাশ করে। কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে।

মস্তক।—অত্যন্ত নিষ্পেষণ বশতঃ যেন দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে এইরূপ যন্ত্রণা বশতঃ রোগী উন্মত্ত প্রায় হইয়া যায়; মস্তকের অস্থি তলে অত্যন্ত বেদনা বশতঃ বোধ হয়

যেন কেহ একটী কীলকদ্বারা ভিতর হইতে ঠেলিয়া মাথার খুলি তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে (যেন উহা উড়িয়া যাইবে এইরূপ বেদনা=ব্যাপ্টি: অ্যাক্টীয়া: ক্যামো: কোব্যাল্টাম্: ইউকা:)। যেন মস্তকে অত্যন্ত রৌদ্র লাগিয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা (রৌদ্র সংস্পর্শ জনিত শিরোবেদনা=গ্নোন্: ল্যাকে: ন্যাট্-কার্ব্:—মস্তক যেন রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ শিরোবেদনা ও শিরোঘূর্ণন=পপীউলাস্-ক্যাণ্ডিক্যান্স্)। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে তীক্ষ্ণ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া তাড়িৎ প্রবাহের ন্যায় মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া শিরোপশ্চাতে যাইয়া আবির্ভূত হয় (ক্যানাব্-ইন্:); ললাট মধ্যে চিঁড়িকমারার ন্যায় বেদনা মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হয়। রোগী চলিতে গেলে কখনও পশ্চাদ্দিকে এবং কখনও বা সম্মুখদিকে টলিতে থাকে (টিলীয়া-ট্রি: ষ্ট্র্যামোন্:)। দক্ষিণ রগের ঊর্দ্ধাংশের ভিতর হইতে যেন বহির্দ্দিকে ঠেলিতেছে এইরূপ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া তথা হইতে ললাটফলকে সঞ্চারিত হয় এবং নিষ্পেষণ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। "ঝন্ঝন্" কারী বেদনা,—দক্ষিণ রগ হইতে দক্ষিণ কর্ণে সংক্রামিত হইয়া কর্ণশূল উৎপন্ন করে। মূর্দ্ধাদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে যেন কাষ্ঠ-ফলকের কোণ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ নিষ্পেষণকারী বেদনা। শিরোপশ্চাতে এবং পশ্চাৎ কপালের ভিতর হইতে যেন ঠেলিতেছে এইরূপ বেদনানুভব।

চক্ষু।—দক্ষিণ অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনা,—যেন ইহার অভ্যন্তরাংশ উৎপাটিত হইবে। অস্পষ্ট দৃষ্টি (ফস্: ব্রাই: কলোসিন্থ্: কোল্চি: ল্যাক্-ক্যান্:) অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল (অ্যাক্টীয়া: কমোক্ল্যাডিয়া: টেরিব্:),—অক্ষিগোলকদ্বয় যেন সবলে নিষ্পিষ্ট বা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে এইরূপ বেদনা; তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা চক্ষু ভেদ করিয়া মস্তিষ্কমধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হয় কিম্বা চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়; কর্ণপশ্চাতে বেদনা আরম্ভ হইয়া চক্ষুমধ্যে সঞ্চারিত হয়; বৃদ্ধি=সঞ্চালনে এবং উপশম=বিশ্রামে। দক্ষিণ চক্ষু যেন উৎপাটিত হইবে এইরূপ বেদনা। অপাঙ্গ ও অক্ষিপুটপ্রান্তের কণ্ডুয়ন।

মুখবিবর।—দন্তমধ্যে ভয়ানক উৎপাটনকারীবেদনা কিম্বা যেন কেহ দন্তমূল হইতে দন্তকে উত্তোলন ও উৎপাটন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা,—বিশেষতঃ মুখ মধ্যে কোন গরম দ্রব্য গ্রহণ করিলে (ক্যামো:)। দন্তমধ্যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় অস্বস্তি বোধ, দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিতে ইচ্ছা হয় এবং সেরূপ করিলে বেদনার উপশম হইয়া থাকে (সিঙ্কো: ষ্ট্যাফ্:)। জিহ্বা মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা,—যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে (আইরিস্: ভেরেট্-ভির: সোরাইন্:),—আহারের সময় ক্ষণিক উপশম হয় (আহারের সময় দগ্ধবৎ অনুভূতি=ইগ্নে:) এবং আহারের আবার ঐরূপ বোধ হইতে থাকে। জিহ্বা পুরু শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মালিপ্ত প্রতীয়মান হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড: হায়ো: স্পাইজি: ভেরেট-ভির:)। নিদ্রিত অবস্থায় কেবলমাত্র মুখমণ্ডলে স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—এক এক সময় আহার করিতে বসিলে ক্ষুধা হয় (সিঙ্কোনা) কিন্তু দুই এক গ্রাস আহার করিলেই ক্ষুধার পরিতৃপ্তি বোধ হয় (লাই:)। সকল দ্রব্যেই অরুচি এবং অবিচ্ছিন্ন বিবমিষা, ও উদরাময়। পাকস্থলীর আধ্মানাধিক্য বশতঃ উদর

স্ফীত হইয়া উঠে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করে। উদরী,—রুচিরাহিত্য, প্রস্রাবাল্পতা এবং *মলকাঠিন্য,—গুটিলাময় মল অতিকষ্টে নির্গত হয়। যকৃৎ প্রদেশে ব্যথা। প্রচণ্ড আক্ষেপিক অন্ত্রশূল,—যন্ত্রণা বশতঃ রোগী চিৎ হইয়া বা পার্শ্বে শুইতে পারে না* এবং অতি ধীরে ধীরে ব্যতীত বেড়াইতেও পারে না ; সম্মুখদিকে বক্ষ হেলাইয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়। উর্দ্ধোদরে বা উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে নিষ্পেষণবৎ শূল বেদনা,—রাত্রেও ব্যথা ধরে। উদর মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয়। উদরের শোথবৎ স্ফীতি, রুচিবিলোপ, প্রস্রাবাল্পতা, এবং কঠিন গুটিলাময় মল অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে। উদর সঞ্চালিত না হয় এরূপভাবে চলিতে হয়, নতুবা প্রস্রাবের পীড়া বৃদ্ধি হয়। অন্ত্রাবরুদ্ধ আধ্মানবায়ু মূত্রস্থলীর উপর চাপ প্রদান বা নিষ্পেষণ করে বলিয়া মূত্রাশয় সাঁটিয়া ধরে এবং রোগী হেঁট হইয়া চলিতে বাধ্য হয়। আধ্মানবায়ুর নিষ্পেষণ বশতঃ মূত্রাশয় সাঁটিয়া ধরে এবং রোগী যন্ত্রণায় সম্মুখদিকে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইয়া যায়। দক্ষিণ কুঁচ্‌কী প্রদেশে বিদ্ধকারী বেদনা ও যেন ভিতর হইতে ঠেলিতেছে এইরূপ বেদনা,—বোধ হয় যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবে (গুয়ায়েক্: লাই: নক্স্) তলপেটের দক্ষিণ পার্শ্বের ভাঁজ মধ্যে যেন একটী জলপূর্ণ থলী রহিয়াছে এইরূপ কুব্ কুব্ শব্দ হয়। দক্ষিণ কুঁচ্‌কী প্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক সূচীবেধবৎ বেদনা,—হাত দিয়া টিপিলে উপশম হয়।

মলান্ত্র ও মল।—মলদ্বারের এক ইঞ্চি উর্দ্ধে মলান্ত্রের দক্ষিণাংশে যেন কোন কঠিন বস্তুর কোণ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে জলসঞ্চয়াধিকারে হঠাৎ একদিবস রাত্রে মলদ্বার হইতে অপর্য্যাপ্ত দুর্গন্ধ জল নিঃসৃত হইয়া স্ফীতি ও ভার কমিয়া যায়। মল অত্যন্ত কঠিন গুটিলাময় এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়। উদরাময়, অত্যন্ত পেট বেদনা সহযোগে বহুল পরিমাণ তরল সারমল নির্গত হয়, কিম্বা আমময় মল নির্গত হইয়া থাকে ; মলত্যাগান্তে মলদ্বার বোধ হয় যেন ছিঁড়িয়া গিয়া তাহাতে লবণ সংস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা করিতে থাকে। কুক্কুরের মলের ন্যায় কঠিন সরু মল থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয় এবং তৎকালে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। উপবেশন কালে উদর সাঁটিয়া ধরে এবং বুদ্বুদ স্ফাটনবৎ শব্দ হইতে থাকে। কঠিন মলত্যাগান্তে মলদ্বার হইতে শোণিতস্রাব হয়।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়ে প্রবল সংকোচন বা কুন্থন ; প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর অনুভূত হয় ; এই জন্য রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। মূত্রাশয়ের দ্বারাবরোধক পেশী মধ্যে জ্বালা। প্রস্রাব বেগ সহ মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গ মধ্যে জ্বালা ও কট্‌কট্‌কারী বেদনা। মূত্রমার্গ মধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা বশতঃ রোগী স্বীয় শিশ্নে হস্তার্পণ করিতে সাহস করে না। প্রস্রাব পাইবা মাত্র প্রস্রাব করিতে না গেলে মূত্রাশয় মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূত হয়। হঠাৎ প্রবল প্রস্রাব বেগ বশতঃ রোগী দৌড়াইয়া প্রস্রাব করিতে যাইতে বাধ্য হয় কিন্তু মূত্র লিঙ্গমুণ্ড পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং তখন মূত্রমার্গ মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণার আবির্ভাব হইয়া থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্র ; প্রস্রাব করিবার সময় রোগী অত্যন্ত বেগ দিতে বাধ্য হয়। প্রস্রাবের স্রোত সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং নির্গমন কালে মলবেগ

অনুভূত হয়। প্রস্রাবের স্রোত দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া নির্গত হয়, যেন প্রস্রাবদ্বার দুইটী। মূত্র উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ, তলানি শ্বেতাভ এবং কখনও বা আকাশ-নীলবর্ণ। প্রবল প্রস্রাব বেগ,—মূত্র লিঙ্গমুণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়া তন্মধ্যে ভয়ানক আকুঞ্চন প্রসারণ ও যন্ত্রণা উৎপন্ন করে, তৎসহ মলান্ত্রের প্রবল সঙ্কোচন। মূত্র মূত্রাশয় হইতে মূত্রনালী মধ্যে প্রবেশ করিলেই ক্ষণিক উপশম বোধ। আক্ষেপিক মূত্ররোধ। প্রস্রাব করিবার চেষ্টা করিলে মূত্রনলী মধ্যে ভয়ানক জ্বালা করে। মূত্রনলী মধ্যে যেন ত্বকক্ষয় হইয়াছে বা ছাল উঠিয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা বোধ, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে।

জননেন্দ্রিয়।—শিশ্ন শিথিল ও ক্ষুদ্র হইয়া যায় এবং মেঢ্রত্বক গুটাইয়া থাকে। মুষ্কত্বকের মহা আরামদায়ক কণ্ডুয়ন, কণ্ডুয়ন মাত্রে উপশম। ঋতু, অকালে প্রকাশ হয় এবং স্রাব অপর্য্যাপ্ত, দীর্ঘকাল ব্যাপী ও জলবৎ তরল। অবসাদক প্রদর,—স্রাব ত্বকক্ষয়কারক এবং বস্ত্রাদিতে লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় (অ্যাগ্নাস্: ক্রিয়ো: সিপী: থূযা)। আট হইতে দশ সপ্তাহ পর্য্যন্ত যোনি হইতে প্রত্যহ শোণিত নির্গলন,--স্রাব যত অধিক দিবস স্থায়ী হয় তত জলবৎ হইয়া থাকে। ডিম্বাধার প্রদেশে সড়সড় করে ও কণ্ডুতির উদ্রেক হয়,—কণ্ডুয়ন ও মর্দ্দন করিলেও উপশম হয় না।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠস্বর কর্কশ ও ভগ্ন। শ্বাস গ্রহণ কালে বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডুয়নবশতঃ কাসির উদ্রেক। নিশ্বাস রোধ করিলে কাসির পুনরাবির্ভাব হয়। কাসিলে বায়ুনলী মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। বক্ষগহ্বরের নিম্নাংশে চাপ বা ভারবৎ অনুভব বশতঃ ব্যাহত শ্বাসপ্রশ্বাস। সর্ব্বদা রোগী যেন হাঁপাইতেছে এইরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন করে। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা এবং রোগীর মনে হয় যেন তাহার নিশ্বাস তলাইতেছে না, যেন উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া আটকাইয়া যায় এবং তাহাতে তাহার তৃপ্তি বোধ হয় না। স্বর অতি ক্ষীণ এবং কথা কহিতে গেলে বক্ষ মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পূর্ণতা এবং উদরাধ্মান সহ বুকাস্থি তলে বেদনা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূতি। গভীর শ্বাস্ গ্রহণ করিলে বাম বক্ষের মাংসল প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং ঐ বেদনা উভয় পার্শ্বে এবং বাম স্কন্ধে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; পাদচারণ ও উপবেশন কালে। বাম বক্ষের নিম্নাংশে যেন একখণ্ড কাষ্ঠ ফলকের কোণ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ড বিবর্দ্ধন ও পাদশোথ। হৃৎশোথ; স্থির হইয়া থাকিলেও হৃৎপিণ্ডের অতি প্রবল সংরম্ভ অনুভূত হয় এবং ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে শ্বাসরোধোপক্রম (বোধ হয় যেন দেহ সঞ্চালন মাত্র হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে—ডিজিট্: কোকেইন্:—স্থির হইয়া থাকিলেই হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয়—জেল্সি:), গ্রীবার ধমনীদ্বয়ের দপ্‌দপ্‌ানি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; গণ্ডদ্বয় স্ফীত ও ম্লান; ওষ্ঠদ্বয় নীল বর্ণ এবং স্তম্ভিত আর্ত্তব। বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস সহ হৃৎপিণ্ডের প্রবল আঘাত। সামান্য দেহ সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের গতি ভয়ানক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—হেঁট হইলে গ্রীবা ও শিরোপশ্চাতে ব্যথা অনুভূত হয়। পৃষ্ঠে যেন

প্রবল আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ আড়ষ্ট বোধ হয়। গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিলে পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং ঐ বেদনা উদরপশ্চাতস্থিত কশেরুকাতে সঞ্চারিত হইয়া শ্বাসরোধ করে। কটির উর্দ্ধাংশ যেন অবশ হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। হেঁট হইলে বোধ হয় যেন বাম পৃষ্ঠফলকের দুই ইঞ্চি নীচে এবং মেরুদণ্ডের নিকটে একটী তীক্ষ্ণ কীলক বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ খিচ্‌খিচ্‌ করে। পিট ও কোমর যেন মচ্‌কাইয়া গিয়াছে এইরূপ আড়ষ্টতা। উপবেশন কালে কটির উর্দ্ধাংশে ব্যথা বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম বগলের গ্রন্থি মধ্যে যেন পূয় উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ বেদনা। বাম বগলের গ্রন্থি যেন স্ফীত হইয়াছে এইরূপ অনুভব। দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে ত্রিকোণ পেশী পর্য্যন্ত ব্যথা বশতঃ রোগী বাহু উত্তোলন করিতে পারে না। বাম কনুই, সন্ধি হইতে মণিবন্ধ (হাতের কবজী) পর্য্যন্ত অবশতাজনক বেদনা। দক্ষিণ মণিবন্ধ মধ্যে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বেদনা বশতঃ রোগী কলম ধরিতে পারে না। অঙ্গুলি সকল অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত,—যেন তন্মধ্যে শীতস্ফোট বা পাকুই হইবার সূচনা। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে উরুশিখরে বেদনা। বাম গুল্‌ফ যেন মচ্‌কাইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা। পদদ্বয়ে জ্বালা বোধ। পদদ্বয়ের অস্থিরতা বশতঃ রোগী এক ভাবে এবং এক স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম সন্ধি যেন উৎপাটিত হইতেছে এইরূপ বেদনা। পেশী মধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা। সমগ্র দেহ কম্পনযুক্ত অনুভূত হয়। কেবলমাত্র নিদ্রিত অবস্থায় মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মোদ্গম হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—লরোসিরেসাস্‌ঃ ক্র্যাটিগাস্‌ঃ বেল্‌ঃ পলিগেণাম্‌ঃ ফস্‌ঃ অ্যাগ্নাস-ক্যাষ্টাস্‌ঃ কার্ব্বো-অ্যান্‌ঃ ক্রিয়োঃ সিপীঃ থূযাঃ।

তুলনীয়।—হৃৎপিণ্ডে—ক্রেটীগাস্‌ঃ ল্যাকেসিঃ। চক্ষুতে—বেলাডঃ। জিহ্বার—ক্যাল্‌কেঃ। কুকুরে বিষ্টা—কাকরণঃ। প্রদর—অ্যাগলঃ কার্ব্ব-আলিঃ নক্সঃ সিপীঃ।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, গরম দ্রব্য মুখে ধারণ করিলে, রাত্রে এবং দ্রুত চলিলে, স্পর্শ ও নিষ্পেষণ করিলে।

উপশম।—দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিলে, বিশ্রামে এবং সম্মুখদিকে দেহ দ্বিভাঁজ বক্র করিলে।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

টিলীয়া ট্রাইফোলীয়েটা

(PTELIA TRIFOLIATA).

প্রস্তুতি।—মূলের ছাল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; কোষ্ঠবদ্ধ; রক্তামাশয়; অজীর্ণ; বিসর্প; পাথুরী; পাকাশয়শূল; শিরঃপীড়া; সবিরাম জ্বর; কামলা; যকৃতে রক্তাধিক্য; বাত; প্লীহা; কাসি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যকৃতের এবং যকৃত বিকৃতি সম্ভূত নানাবিধ রোগে টিলিয়া বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে। যকৃৎ বিবর্দ্ধন ও তন্মধ্যে ব্যথা, যকৃৎ বিকৃতি সম্ভূত বিসর্প ও আম্বাতের উদ্ভেদ, পিত্তাশ্রিত শিরঃপীড়া, অজীর্ণরোগ, পাকাশয়শূল, যকৃৎ মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য, সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল যকৃৎপ্রদাহ, পুরাতন বাতবেদনা, আমাতিসার, মলকাঠিন্য প্রভৃতি রোগে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অর্থাৎ অগ্রকড়ার নীচে, যেন একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ। (২) যকৃৎ বিবর্দ্ধিত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু, অথচ দক্ষিণ বা আক্রান্ত অংশে শুইলে উপশম এবং বাম পার্শ্বে শুইলে উপচয় সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে; বাম পার্শ্বে ফিরিতে গেলে যকৃতের বন্ধনীতে বোধ হয় যেন টান পড়ে এবং যকৃৎ যেন বামাদিকে আকৃষ্ট হয়। (৩) মস্তিষ্কের জড়তা এবং তন্মধ্যে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় অস্বস্তি বোধ। (৪) পিত্তাশ্মরীজনিত শূলবেদনার পর পাণ্ডুরোগের আবির্ভাব এবং অত্যন্ত শীর্ণতা। (৫) যকৃৎ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা, স্পর্শাসহনীয়তা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। (৬) অন্ননলী ও পাকাশয় শূন্য বোধ এবং রাক্ষসী ক্ষুধার আবির্ভাব। (৭) আলোক, শব্দ এবং গৃহবহিঃস্থ বায়ুসংস্পর্শ অসহনীয় হইয়া থাকে। (৮) মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়; হস্তের অঙ্গুলি সকল অসাড়, বৃহৎ এবং অকর্ম্মণ্য বোধ। (৯) ক্ষুধা সহযোগে শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ নিদ্রাভঙ্গান্তে। (১০) আহারান্তে হর্ষাবির্ভাব। (১১) পরিবর্ত্তনশীল চিত্ত,—এই বেশ স্ফুর্ত্তি প্রকাশ করিতেছিল আবার পরমুহূর্ত্তেই অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব ধারণ করে। (১২) পাকাশয়িক লক্ষণাদির নিবৃত্তান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্রের আবির্ভাব।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ,—শব্দ শুনিলে চমকাইয়া উঠে এবং শিরোবেদনাক্রান্ত হয়। বিমর্ষ, কোপন স্বভাব কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ত, অথচ মস্তিষ্কের আবিলতা ও জড়তা সহযোগে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়। আলস্য বশতঃ মানসিক পরিশ্রম পরাঙ্মুখ,—অক্ষমতা বশতঃ নহে। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ জড়তাযুক্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব। স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং যেন মনোবৃত্তির ধীরক্রীয়তা বশতঃ ভ্রমপ্রবণ, কিন্তু কিছুক্ষণ স্থিরভাবে

চিন্তা করিলে বহু কাল পূর্ব্বে যাহা পাঠ করিয়াছে তাহা স্মরণ করিতে পারে। আহারান্তে স্ফূর্ত্তির উদয় হয় কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বিষাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতি দ্রুত ভাব পরম্পরার উদয় বশতঃ কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তক ফিরাইলে বৃদ্ধি। (কোণা: ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: ফস্: ষ্ট্যাফ্:) কিম্বা মস্তক সঞ্চালিত করিলে (কার্ব্বো-ভেজি: ল্যাক্-ডিফ্লোরেটাম্: ফস্:); মস্তকের জড়তা ও শৈথিল্য বোধ, নাভি প্রদেশে অন্ত্রকুঞ্জন, বিবমিষা এবং পাকাশয় মধ্যে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ ব্যথা; বৃদ্ধি=লিখিবার সময়, গাত্রোত্থান কালে, উষ্ণ গৃহ মধ্যে, মল-ত্যাগ কালে বেগ দিলে (শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয় ইণ্ডীয়াম্) এবং পাদচারণ কালে; উপশম= ধীর সঞ্চালনে। সময়ে সময়ে শিরোঘূর্ণনের প্রকোপাবির্ভাব, উপশম=মস্তক অবনত ও চক্ষু মুদিত করিলে। মস্তকের অস্থিগত শিরোবেদনা। অস্থিবিদারক শিরোবেদনা, বৃদ্ধি= মানসিক পরিশ্রমে (পল্সে: ব্রাই: ক্যাল্কে: ন্যাট্-মিউ: নক্স-ভম্: সিলি:—পাঠাভ্যাসী ছাত্র-দিগের শিরোবেদনা=ক্যাল্কে-ফস্: অ্যাক্টীয়া: ক্যালী-ফস্: নক্স-ভম্: পল্সে: সাইলি: সল্ফ্:), হেঁট হইলে (বেল্: পল্সে: গ্লোন্: সিপী:) এবং চক্ষু সঞ্চালনে (অ্যাক্টীয়া: কলো: হিপ্: সাইলি:); বিবমিষা সংযুক্ত (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ককীউ: অ্যা-ল্যাক্ট: স্যাঙ্গিউইন্:)। ললাট হইতে নাসামূল পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত; বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক মধ্যে একটী লৌহ কীলক প্রবিষ্ট হইতেছে (অ্যাসাফিট্:); বৃদ্ধি=প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলে। এক চক্ষুর ঊর্দ্ধাংশে দপ্‌দপানি; বাম ঊর্দ্ধ চক্ষুর উপর প্রদেশ হইতে মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশে যেন শেল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। ক্ষুধা সহযোগে শিরোবেদনা (সোরাইন্: ফস্:), বিশেষতঃ নিদ্রাভঙ্গান্তে (না খাইলে শিরোবেদনা বৃদ্ধি বা আবির্ভাব=কষ্টি: ইল্যাপ্স্; লাইকোপোড্: সাইলি:),— উপশম=প্রথম ভোজনের বা উপসবাস ভঙ্গের পর (আইরিস: হাইপির:)। মস্তিষ্ক মূলে নিষ্পেষণ বোধ (ইপিক্:)। মূর্দ্ধাদেশে এবং চক্ষু মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া উর্ত্তাপাবির্ভাব ও বেদনা। শিরোবেদনা,—শিরোপশ্চাৎ হইতে ললাটে চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনা সংক্রমণ করে। শিরোবেদনা মানসিক পরিশ্রমে, চক্ষু সঞ্চালনে, কাসিলে, পাদাচারণে, শব্দ ও উত্তাপ সংস্পর্শে এবং প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বৃদ্ধি পায়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা।—ভ্রূদেশে বেদনা, ভ্রূকুঞ্চিত করিতে ব্যথা বোধ হয়। চক্ষে আলোক সহ্য হয় না, দক্ষিণ কর্ণতলের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে এবং ঐ কর্ণের পশ্চাতে তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়। উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে অসহ্য বোধ হয়। কর্ণ মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ এবং হুলবেধবৎ বেদনা। নাসিকা রুদ্ধ এবং ক্ষতযুক্ত বোধ হয়; নিশ্বাসে নাসিকা জ্বলিয়া যায় এবং নাসারন্ধ্র মধ্যে উত্তেজনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষুর্দ্বয়ের চতুর্দ্দিক, ম্লান ও পীড়াব্যঞ্জক। পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তি এবং শুষ্ক ও কোমলতা রহিত। ওষ্ঠদ্বয় বিদারিত এবং ক্ষতযুক্ত। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে বাম চক্ষু পর্য্যন্ত আনর্ত্তিত হইতে থাকে। কীটভুক্ত দন্ত সকল স্পর্শাসহ এবং মাড়ী ক্ষতযুক্ত; আক্রান্ত দন্ত সকল দীর্ঘতর বোধ হয়। জিহ্বা, শ্বেতবর্ণ কোমল লেপাচ্ছন্ন এবং

স্ফীত; কিম্বা পীতবর্ণ, অমসৃণ এবং কণ্টক সকল আরক্তিম এবং উন্নত; কোমল তালু ও আলজিহ্বা প্রদাহযুক্ত এবং শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত গরম বোধ হয়। অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব, উপুড় হইয়া শুইলে লালায় উপাধান ভিজিয়া যায়; লালা লবণাক্ত। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে সকল দ্রব্যই অম্লস্বাদ বোধ হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারে না। গলমধ্য অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও ক্ষতযুক্ত,—দক্ষিণ পার্শ্বে এবং অপরাহ্নে বৃদ্ধি।

পাকস্থলি।—রাক্ষসী ক্ষুধা, অম্লাক্ত দ্রব্যাদিতে স্পৃহা, সান্ধ্য ভোজনের সময় উর্দ্ধোদরে বেদনা; নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোবেদনার আবির্ভাব ও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। আহার শেষ হইবার পূর্ব্বেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্য রোগী ভাল বাসিত ইদানী তাহাতে অরুচি প্রকাশ করে। মাংস, মাখন এবং ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদিতে অরুচি। তৃষ্ণাতিশয্য,—অনেক জলপান করে। মুখে তিক্ত স্বাদ সহযোগ তৃষ্ণা রাহিত্য। অত্যন্ত এবং অবিচ্ছিন্ন বিবমিষা, জ্বর ও শিরোবেদনা সহ; শয়ন করিলে, কথা কহিলে বৃদ্ধি। বমনান্তেও বিবমিষার শান্তি হয় না। পাকাশয় মধ্যে অম্লত্ব উৎপন্ন হয় এবং জ্বালা করিতে থাকে,—শিরোবেদনা সহ (ক্যাষ্টর-ইকীউই: হাইড্রাষ্ট: আইরিস্: রোবিনীয়া:)। পেট ফুলিয়া উঠে এবং ভার বোধ হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত আছে এইরূপ ভার বোধ হয়,—সামান্য আহারের পর। পাকস্থলী মধ্যে যেন বালুকা প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ অনুভব; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে মুচড়ান বা ছেদনবৎ বেদনা,—টিপিলে বিবমিষার উদ্রেক হয়। অম্ল উদ্গারান্তে পাকস্থলীতে অবসাদ বোধ। পাকাশয়িক লক্ষণাদির প্রভাতে বৃদ্ধি হয় এবং তজ্জন্য নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ স্ফীত এবং তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয়; তলপেটে বোধ হয় যেন অন্ত্রমণ্ডলী মুচড়াইতেছে; পরিহিত বস্ত্রাদি অত্যন্ত আঁট বোধ হয়। যকৃৎ প্রদেশে ভার বোধ, প্রায় সর্ব্বদা ব্যথা করিতে থাকে এবং অস্বস্তিজনক অনুভব; দক্ষিণ বা আক্রান্ত পার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ হয় এবং বাম পার্শ্বে শুইলে বেদনারও বৃদ্ধি হয় এবং বোধ হয় যেন যকৃতের বন্ধনীতে টান পড়িতেছে এবং যকৃৎ যেন বামদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে যকৃৎ মধ্যে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা,—দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে বৃদ্ধি হয়। উদর অত্যন্ত স্পর্শাসহ,—বিশেষতঃ হেঁট হইলে, বোধ হয় যেন হস্তদ্বারা উদর ধরিয়া রাখিলে ভাল হয়। উত্তাপ অনুভব। তলপেটে, পৃষ্ঠে এবং পদদ্বয়ে ব্যথা করিতে থাকে। নাভিপ্রদেশে হৃৎপিণ্ডের গতির তালে তালে দপদপ করিতে থাকে। যকৃৎ প্রদেশে দপদপানি। প্লীহা মধ্যে ছেদনকারী বেদনা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতি,—ললাটের উপর চাপ বোধ সহযোগে। অন্ত্রকুজন ও অন্ত্রশূল। অসাড় বায়ুনিঃসরণ। উদর,—বোধ হয় যেন ভিতরে প্রবিষ্ট বা মেরুদণ্ডে যাইয়া সংলগ্ন হইয়াছে অথচ অনমনীয় হয় না (অনমনীয় হয়—প্লাম্বাম্)।

মলান্ত্র ও মল।—অনবরত মলবেগ ও মলান্ত্রমধ্যে, চাপবোধ,—হয় আদৌ মলত্যাগ হয় না কিম্বা অতি অল্পই হইতে থাকে; মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা জনিত। উদরাময়; মল=পিত্তময়, অত্যন্ত পাতলা সারমল মিশ্রিত, কাল বর্ণ, দুর্গন্ধ—এমন কি সময়ে সময়ে অত্যন্ত পুতিগন্ধময় মলও নির্গত হইয়া থাকে এবং তাহাতে গন্ধকের ন্যায় গন্ধও থাকে; কুন্থন সহযোগে;

মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট আঁকড়াইতে থাকে এবং অন্ত্রকূজন শ্রুত হয়; মলত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা বোধ হয়। মল-কাঠিন্য, কাল গুটিলা সকল নির্গত হয়। মল-কাঠিন্য ও মলতারল্য পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে। মলের সহিত অসংখ্য সূত্রকৃমী নির্গত হয় (অ্যাস্‌ক্লিপীয়াস্: ক্যাল্‌কে: সিনা: স্যাণ্টোনাইনাম্: ইউফর্বীয়া-করো:)।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের সময় এবং পরে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা ও উত্তেজনা। মূত্র অত্যন্ত দাহক, পরিমাণে অল্প এবং মূত্রধারণ শক্তি রহিত। প্রস্রাব, নির্ম্মল, কিম্বা ঘোর রক্তপীত বর্ণবিশিষ্ট, এবং পরিমাণে অতি অল্প; তলানি—ঝিল্লি-শল্ক, বিকৃত প্রস্ফুরক এবং মূত্রাম্ল মিশ্রিত; শ্বেতবর্ণ তলানি; মূত্র ঘোর লালবর্ণ; পীতাভ লালবর্ণ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রে শয়নান্তে লিঙ্গমুণ্ডে এবং বিটপদেশে দপ্‌দপ্ করিতে থাকে। প্রথমে শৃঙ্গারলিপ্সাপ্রবল হইয়া উঠে এবং অবশেষে উহা লোপ পায়।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারে না (অ্যামন্-কার্ব:)। প্রভাতে শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে বোধ হয় যেন স্বরনলী মধ্যে কোন বাহ্য বস্তু রহিয়াছে (সাইলিশীয়া;—যেন একখণ্ড চর্ম্ম ঝুলিতেছে=ল্যাকে: ফস্: থুযা:)। কাসিলে মস্তক বোধ হয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (ব্রাই: ন্যাট্-মিউ: অ্যাসিড্-ফস্: সল্‌ফ্:)। চিৎ হইয়া শুইলে ফুস্‌ফুসের উপর চাপ বোধ হয় এবং শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং রাত্রি ১টার সময়। পাকাশয়িক এবং যকৃতের বেদনাদির কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, ফুস্‌ফুস্ মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য ও শ্বাসকৃচ্ছ্র আবির্ভূত হয়। ফুস্‌ফুস্ মধ্যে সুক্ষাগ্র শলাকাবেধৎ বেদনানুভব।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা মধ্যে বেদনা এবং বোধ হয় যেন গ্রীবা স্ফীত হইয়াছে (গ্রীবা ফিরাইলে বোধ হয় যেন স্ফীত হইয়াছে=প্যারিস্:)। গ্রীবা আড়ষ্ট (অ্যাগার: বেল্: ব্যারাই: কষ্টি: ল্যাকে: অ্যাসিড্-নাই:); গ্রীবা সঞ্চালিত করিলে ভয়ানক টান বোধ হয় (ফাইজস্: ভেরীয়োলাইন্:—শৈত্য সংস্পৃষ্ট সম্ভূত আড়ষ্টতা=অ্যাক্‌টীয়া-রেসিমোসা)। নিদ্রাভঙ্গান্তে বোধ হয় যেন মাথা ধরিয়া রহিয়াছে (চেলিড্: ইউপেট্: ফর্ম্মিকা: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: লাই: নক্স-ভম্: সাইলি: নাযা: ল্যাক্ কানাইনাম্:)। পৃষ্ঠতল বা কটির উর্দ্ধাংশ অবশ বোধ হয় (বার্বা: হাইপির্:)। পাদচারণ কালে নিতম্ব প্রদেশে বোধ হয় যেন খাল ধরিয়া রহিয়াছে। স্কন্ধে ও বাহুতে বাতাশ্রিত বেদনা। হস্তকম্পনাতিশয্য; নিম্নাঙ্গ ক্ষীণ বোধ হয়। দক্ষিণ উরু মধ্যে শেলবেধবৎ বেদনা

বৃদ্ধি।—উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে; নিদ্রাভঙ্গের পর; আহারের এক ঘণ্টা পরে; মাখন, পনীর বা পরমান্ন আহারান্তে; অপরাহ্নে; শয়ন করিলে এবং বাম পার্শ্বে শয়নে; পাদচারণে; কথা কহিলে, গান করিলে বা কাসিলে (শিরোবেদনা); বাহ্যের সময় বেগ দিলে (শিরোঘূর্ণন্); মানসিক পরিশ্রমে; ভ্রূ কুঞ্চিত করিলে।

উপশম।—দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে, শীতল বায়ু সংস্পর্শে, প্রথম আহার মাত্রে, প্রাতে এবং সন্ধ্যার সময়, মস্তক অবনত ও চক্ষু মুদিত করিলে (শিরোবেদনা), মলত্যাগান্তে (শিরোবেদনা) এবং সম্মুখ দিকে হেঁট হইলে (কুক্ষী মধ্যে ভার ও আকর্ষণ অনুভূতি)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্ণিকা: বার্বারিস: ব্রায়োনীয়া: চেলিডোনীয়াম্: হাইড্রাষ্টিস্: মার্কীউরীয়াস্: নক্স্-ভমিকা: পডোফিলাম্। মস্তিষ্কমূলে শিরোবেদনা=ইপিকাক্: যকৃৎবিবর্দ্ধন সম্বন্ধে=ম্যাগ্নিশীয়া-মিউ:। দগ্ধ জিহ্বা=পডো: স্যাঙ্গিউইন্:। উদরের পশ্চাদাকর্ষণ=প্লাম্বাম্।

তুলনীয়।—মস্তিষ্কের তলদেশে মাথা ব্যথা -ইপিকাক:। মানসিক দুর্ব্বলতা বা উগ্রতা—নক্স্: ব্রাওনি:। পচা উদ্গার—আর্ণিকা:। মারামারি স্বপ্ন—স্ট্যাট্রোসলফ্:। জিহ্বা—স্যাঙ্গুনে:। যকৃৎ—বার্বারিস: ও হাইড্রা:।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

পিউলেক্স্‌

(PULEX IRRITANS).

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রস্রাব ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার রোগে ইহা অত্যন্ত হিতকর।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—রোগী অত্যন্ত অধীর, খিট্‌খিটে এবং কোপন স্বভাব। ললাট-দেশীয় শিরোবেদনা,—চক্ষুর্দ্বয় যেন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে এইরূপ অনুভূত হয় (প্যারিস: স্ট্যাট্-মিউ:)। গণ্ড ও ললাট কুঞ্চিত এবং বৃদ্ধদর্শন (ইথীউসা: অ্যাব্রোট্: সার্সা)।

পাকাশয়াদি।—নিশ্বাস দুর্গন্ধ এবং মুখ পচিয়া থাকে। প্রচণ্ড বিবমিষা, ভেদ ও বমন এবং অবসন্নতা। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ বেগ (আর্ণিকা: বার্বারিস: ক্লিম্যাট্:), মূত্রাশয়ের উপর চাপবোধ (নক্স্-ভম্: পল্‌সে: জিম্নোক্লেড্:) এবং মূত্রনলী মাধ্য জ্বালা। মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। মূত্র ধারণ করিতে পারে না (ল্যাকে:); বেগ মাত্রে প্রস্রাব করিতে যাইতে হয় (ইগ্নেশীয়া: সল্ফ:—বেগমাত্রে প্রস্রাব না করিলে মূত্রাশয় মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা=প্রুণাস্-স্পাই:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি বিলম্বে প্রকাশ হইয়া থাকে। ঋতুর সময় মুখ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চিত হইয়া থাকে (অশ্রু, লালা, পিত্ত ও প্রস্রাব অধিক পরিমাণে সঞ্চয় হইয়া থাকে=ফাইটো:)। যোনিমধ্যে ভয়ানক জ্বালা অনুভূত হয় (অ্যা-নাই: বার্বা: ক্যান্থা:)। প্রদর,—স্রাব অত্যন্ত অধিক, দুর্গন্ধ, বস্ত্রাদিতে হরিতাভ পীতবর্ণ দাগ লাগে; আর্ত্তবস্রাব ও প্রদরস্রাব বস্ত্রে লাগিলে সহজে উঠে না; কটিবেদনা (অ্যা-অক্স্যাল্:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যা-নাই: অ্যা-অক্স্যাল্: স্ট্যাট্-মিউ: অ্যাব্রোট্: সার্সা: সিপীয়া: পল্‌সে: বার্বারিস্:।

শক্তি।—৩০ শততমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

পল্‌সেটিলা

(PULSATILLA NIGRICANS).

প্রস্তুতি।—পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে মূল-আরক প্রস্তুত হয়।

নামান্তর।—পাস্ক্‌-ফ্লাওয়ার।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; অন্ধত্ব; রজোবন্ধ; রক্তাল্পতা; ক্ষুধামান্দ্য, মূত্রাধারের সর্দ্দি; স্তনে বেদনা; শ্বাসনলী প্রদাহ; ছানি; সর্দ্দি; চক্ষে বেদনা; নীহারকণ্ডু বা পাকুই; কাসি; অতিসার; ক্ষয়কাসের উদরাময়; উদরাধ্মান; বাধক; অজীর্ণতা; কর্ণশূল; মৃগী; নাক দিয়া রক্তপড়া; চক্ষের প্রান্তের নালী; চক্ষু প্রদাহ; সন্ধি বাত; অর্শ; হৃৎকম্পন; বুকজ্বালা; কোরণ্ড; মূর্চ্ছাবায়ু; সবিরাম জ্বর; সন্ধিতে বেদনা; প্রসব বেদনা; স্তন্যদায়িনীর বিবিধ পীড়া; শ্বেতপ্রদর; হাম; আর্ত্তববিকৃতি; কর্ণমূল; স্নায়ুশূল; কামোন্মাদ; ডিম্বধারে বেদনা ও প্রদাহ; গর্ভাবস্থায় পা ফোলা; গর্ভাবস্থায় বমন, অতিসার প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ; মূত্রাধার-মুখশায়ী-গ্রন্থির প্রদাহ ও সর্দ্দি; সূতিকা জ্বর; সূতিকাক্ষেপ; সূতিকোন্মাদ; ফুল আটকান; আমবাত; আঘ্রাণ বিভ্রম; কশেরুকার বক্রতা; আঁচিল; পটুকৃমি; দন্তশূল; মূত্রধারণে অক্ষমতা; জরায়ুপ্রদাহ; জরায়ুর স্থানচ্যুতি; শিরাপ্রদাহ; শিরাস্ফীতি; আঙ্গুল হাড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও অভ্যাস।—রমণী, শিশু এবং মৃদু স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নানাবিধ রোগে ইহা পরম মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। অস্থিরমতি, ধীরক্রিয়, শ্লেষ্মা প্রধান ব্যক্তি, কিম্বা কটা কেশ, নীল চক্ষু, ম্লান মূর্ত্তি ব্যক্তি, যাহারা সামান্য কারণে রোদন বা হাস্য করে, যাহাদের হৃদয় স্নেহপূর্ণ এবং স্বভাব অত্যন্ত কোমল ও অমায়িক, তাহাদের পীড়াদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী,—সুতরাং ন্যাট্রম্-মিউরীয়েটিকাম, সিপীয়া প্রভৃতির ন্যায় ইহা রমণীদিগের পরম বন্ধু। প্রথম যৌবনোদ্গমে বিলম্বে আর্ত্তবাবির্ভাব, অপ্রচুর রজঃস্রাব, গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, অজীর্ণ রোগ, উদরাময়, স্নায়বিক পীড়া এবং চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, বায়ুমার্গ এবং যোনি প্রভৃতির প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি, হাম, বাতাশ্রিত বেদনা, ইত্যাদি রোগে ইহা অত্যন্ত হিতকর। নিম্নে ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ প্রদত্ত হইল,—(১) মৃদু, কোমল স্বভাব, অস্থিরমতি; সামান্য কারণে রোদন বা হাস্য করে; চিকিৎসককে স্বীয় পীড়ার কথা বলিতে গেলে রোগী না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না। (২) যন্ত্রণা অসহনীয় বোধ হয়। (৩) তৃষ্ণারাহিত্য। (৪) উষ্ণ গৃহমধ্যেও শীতার্ত্ততা বোধ এবং তৃষ্ণারাহিত্য। (৫) মুখমণ্ডল ম্লান অথচ দেহের ও মস্তকের অভ্যন্তরে উত্তাপ বোধ। (৬) আকর্ষণ ও বিদারণকারী বেদনা,—যেন আক্রান্ত অংশের ভিতরে ক্ষত উৎপন্ন হইতেছে,—স্পর্শ করিলে বেদনাধিক্য। (৭) বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চরমাবস্থায় হঠাৎ তিরোহিত হয় (যেমন দন্তশূল)।

(৮) বেদনাদি সন্ধ্যার সময় হইতে রাত্রি ১১ বা ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; তৃষ্ণারহিত শীতার্ত্ততা; উপশম=দেহ সঞ্চালনে এবং শীতল বায়ু সংস্পর্শে। (৯) বাতাশ্রিত বেদনা স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যায়। (১০) স্রাবাদি অনুগ্র, অকষায়, গাঢ় এবং পীতাভ হরিদ্বর্ণ। (১১) উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অপরের অনুভবনীয় স্পন্দন। (১২) রজঃ নির্দ্দিষ্ট কালের বহু বিলম্বে প্রকাশ হয় এবং স্রাব অত্যন্ত অল্প হইয়া থাকে; দীর্ঘকাল আর্ত্তবাভাব। (১৩) জিহ্বা শ্বেতলেপান্বিত; মুখের স্বাদ তিক্ত, অম্লাক্ত বা পূতিময়; কোন দ্রব্য আহার করিবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত মুখে সেই দ্রব্যের স্বাদ অনুভূত হয়। (১৪) মেদময় বা উত্তপ্ত দ্রব্যে অরুচি। (১৫) সর্দ্দি,—আস্বাদন ও ঘ্রাণ শক্তির বিলোপ সহযোগে; স্রাব পীতাভ হরিদ্বর্ণ; উষ্ণ গৃহ মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়। (১৬) সময়ে সময়ে হঠাৎ স্বর ভগ্ন হইয়া যায় আবার ভাল হইয়া যায়, অথচ কেন যে এইরূপ হয় তাহা বলা যায় না। (১৭) কাসি,—সন্ধ্যায় এবং রাত্রে শুষ্ক এবং প্রাতে তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত; গাঢ় অনুগ্র গয়ার। (১৮) কাসিলে বক্ষগহ্বরের মধ্যস্থলে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ তীব্র বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। (১৯) মলতারল্য, দুইবার এক রকম মল নির্গত হয় না; প্রতিবারের মল অন্যান্যবারের মল হইতে বর্ণে এবং তারল্যে ভিন্ন প্রকারের। (২০) প্রদর,—স্রাব গাঢ়—ঘোল বা দুগ্ধের ন্যায়। এতজ্জনিত লক্ষণ পরম্পরা পরিবর্ত্তনশীল,—দুইবারের শীত, দুইবারের মল এবং দুইবারের প্রকোপ এক প্রকার হয় না; এই বেশ ভাল ছিল, পর মুহূর্ত্তেই হয়তঃ আবার ভয়ানক যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল; বাস্তবতঃ রোগীর লক্ষণ পরম্পরা পরস্পরের সহিত অত্যন্ত বৈপরিত্য বা বৈষম্য প্রদর্শন করে। এতজ্জনিত বেদনা আকর্ষণ ও বিদারণবৎ এবং সংক্রমনশীল, দ্রুত বেগে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার সহিত সর্ব্বদা শীতার্ত্ততা বর্ত্তমান থাকে; যন্ত্রণা যত অধিক হয় শীতাবোধও ঠিক তদনুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত এবং ক্রমশঃ প্রশমিত হয় কিম্বা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া যখন অত্যন্ত প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে, যখন আর সহ্য হয় না, সেইরূপ অবস্থায় হঠাৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়; আক্রান্ত অংশ প্রথম সঞ্চালিত করিবামাত্র বেদনার আবির্ভাব হয়। কর্ণমূল প্রদাহ,—প্রদাহ হঠাৎ নিরুদ্ধ হইলে কর্ণমূল হইতে (স্ত্রীলোকের) স্তনে বা (পুরুষের) অণ্ডকোষে সংক্রামিত হয়। পাকস্থলী মধ্যে যেন কিছু নাই বা আদৌ শূন্য ইত্যাকার অনুমিতি, বিশেষতঃ চা-পায়ীদিগের। আহার মাত্রে মলতারল্য। ফল, শীতল দ্রব্য বা পানীয় প্রভৃতি আহার বা পান জনিত উদরাময়। যৌবনোদ্গম্ কালের পীড়া,—যথা,—ঋতুর সময় জলে পদপ্রক্ষালন বশতঃ রজোরোধ; অত্যন্ত বিলম্বিত আর্ত্তব; অতি অল্প স্রাব; যন্ত্রণা জনক, অনিয়মিত, ক্ষণ বিলোপী আর্ত্তবস্রাব, সন্ধ্যার সময় শীতার্ত্ততা সহযোগে; বাধক,—ভয়ানক অসহনীয় যন্ত্রণা,—রোগী ছট্‌ফট্ করে এবং অস্থির হইয়া পড়ে; অন্যান্য সময়াপেক্ষা দিবসে রজোস্রাবাধিক্য। নিদ্রা,—শয্যায় শয়ন করিবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিবার পর তবে নিদ্রা আইসে; প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিবার সময় রোগী গভীর নিদ্রাভিভূত থাকে এবং অনেক বেলায় যখন নিদ্রা ভঙ্গ হয় তখন সে অত্যন্ত

অস্বাচ্ছন্দ্য ও আলস্য অনুভব করে—তাহার নিদ্রা "আরামদায়িনী" হয় না। চক্ষুর উপর পাতায় অঞ্জনি। দন্তশূল,—মুখ মধ্যে শীতল জল ধারণ করিলে উপশম বোধ হয়; উষ্ণ দ্রব্য সংস্পর্শে বা উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে বেদনাধিক্য, ইত্যাদি কয়েকটীও ইহার প্রকৃতিগত এবং অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লক্ষণাবলী।

মন।—ভ্রম জ্ঞান,—রোগিনীর বোধ হয় যেন তাহার শয্যায় একজন উলঙ্গ পুরুষ শুইয়া রহিয়াছে (যেন একটা প্রকাণ্ড মাতাল তাহার দিকে আসিয়া তাহার পার্শ্বে শুইয়া পড়িল=সাইকীউটা); কেবল পুরুষের স্বপ্ন দেখে। ঋতুরোধ বশতঃ উন্মত্ততা (রজস্রাবাধিক্য সম্ভূত=সিপী:—রজোস্রাব কালে=বেল্:)। ধর্ম্ম বা পরলোক সম্বন্ধীয় উন্মাদ ভাব; রোগিনীর বোধ হয় যেন তাহাকে যম বা সয়তান ধরিতে আসিতেছে; রাত্রে বোধ হয় যেন সমগ্র পৃথিবী অগ্নিময়; কখন ভয় প্রকাশ করে, কখনও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে, আবার কখনওবা রোদন করিতে থাকে। সামান্য কারণে হাস্য বা রোদন করে (অ্যালীউ: ককীউ: ক্রোকাস: ইগ্নে: প্লাট্: সল্ফ: ভ্যালিরীয়াণা:)। নির্ব্বাক নিস্তব্ধ ভাব বা বাচাল (সিঙ্কো: অ্যা-ফস্: ফস্: ভেরেট্: অ্যাক্টীয়া; আরাম; কষ্টি: ইগ্নে: ন্যাট্-সল্ফ:); সকল বিষয়েই বিরক্তি প্রকাশ করে। প্রভাতে অত্যন্ত বিমর্ষ,—সাংসারিক ব্যাপারের জন্য মহা ভাবনা; পুরুষকে ভয় (লাই:—অপরিচিত ব্যক্তি দেখিলে ভীত হয়=ব্যারাই:—রোগিনীর অন্য স্ত্রীলোকের ভয়=র‍্যাফেনাস্)। সকম্প মানসিক উদ্বেগ,—যেন মৃত্যু অতি নিকট (র‍্যাফেনাস:)। হৃৎপিণ্ডের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ, আত্মহত্যা করিয়াও যন্ত্রণার শেষ করিতে ইচ্ছুক (আরাম্:)। কোমল, অমায়িক ও মৃদু স্বভাব (অ্যা-ফস্: সাইলি: ব্যাসিলিনাম.), সর্ব্বদা অশ্রুপূর্ণ-লোচনা বা রোদনপরায়ণা (এপীস্: কষ্টি: চেলিড: সাইকীউটা: গ্রাফ: লিলীয়াম্-টাই: ন্যাট-মিউ: সিপী: সাইক্লেমেম্: ষ্ট্যানাম্:) এবং ভীরুস্বভাবা (ইগ্নে: লাই: ন্যাট-মিউ.)। শিশু খিট্‌খিটে, অস্থিরমতি, ম্লান মূর্ত্তি এবং সর্ব্বদা শীতার্ত্ত। দ্বেষপূর্ণ এবং পরদ্রব্য লোভী। মানসিক পরিশ্রমে শ্রান্ত,—শিরঃপীড়া আবির্ভাব। সামান্য মানসিক আবেগে শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। ভীতি, মর্ম্মপীড়া বা অতি হর্ষজনিত পীড়াদি (ভীতি আশঙ্কা বা মানসিক উত্তেজনা জনক সংবাদ শ্রবণ সম্ভূত পীড়াদি=জেল্সি: হইড্রোফোব: হাইপিরিকাম্: ওপী: অ্যা-ফস্: সাইকীউটা:)। স্বীয় বৈষয়িক বা স্বাস্থ্যের ভাবনা বশতঃ উদ্বেগযুক্ত (সিপী: ব্রাই:—বন্ধুবান্ধবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাবনাযুক্ত—কষ্টিকাম্: ককীউ লাস্:)। চিকিৎসক আসিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয় তা রোগের কথা বলিবে কি (ন্যাট্-মিউ: সিপী: আয়োড:)। আশঙ্কা, লোকভীতি (অ্যানাক্: বেল্: ক্যামো: সাইকীউ: জেলসি: ইগ্নে: নক্স-ভম্:) রাত্রে ভূতের ভয় (অ্যাকো: আর্স: আরাম্-ব্রোম্: ব্রোম্: লাই: র‍্যাণান্-বাল্বো: সিপী: সল্ফ: জিঙ্কাম্:)—পলাইবার বা লুক্কাইত হইবার ইচ্ছা (লুক্কাইত হইবার ইচ্ছা=ক্লোরাম্: পলাইবার ইচ্ছা=জিঙ্কাম্:); সকলকেই অবিশ্বাস এবং সকল বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে (কষ্টি: হায়ো: ক্যালী-ব্রোম্:)। অন্ধকারে ভয় (অ্যাকো: ক্যানাব-ইন্: মিডহ্বন: ক্যাম্ফো:

কার্ব্বো-অ্যান্: অ্যামন্-মিউ: বার্বা: কষ্টি: লাই: ফস্: থ্রাস্:)। কথোপকথন কালে রোগিনী উত্তমরূপে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—নেশা হইলে যেরূপ হইয়া থাকে (ব্রাই: ক্যানাব-স্যাট্: ক্রোকাস্: জেল্:); এত মাথা ঘোরে যে রোগী টলিতে থাকে বা তাহার পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় বা প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময়, শুইবার পর উঠিতে গেলে। (স্যাট-মিউ: নক্স: সিপী:), উপবিষ্ট অবস্থায় (ক্যাম্ফো: ক্যামো: থ্রাস্:), হেঁট হইলে (কষ্টি: ক্যামো: গ্লোনা্: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: নক্স-ভম্: পেট্রোল্: ষ্টাফ), বায়ু সেবনে পাদচারণ কালে (সাইক্লেম্: ক্যালকে-ফস্: কীউপ্রাম-অ্যাসেট্: ফেল্যান্: ষ্ট্যানাম্:) কিম্বা আহারের পর পাদচারণ কালে এবং উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে (কিউপ্রাম্: গ্র্যাফ: ল্যাকে: ট্যাবাক্:)—মস্তক ভার ও উত্তাপযুক্ত বোধ, ম্লান মুখমণ্ডল, বমনোদ্রেক, নিদ্রালুতা, ধূমদৃষ্টি (সাইক্ল্যাম্: জেলসি:) তৎসহ কর্ণমধ্যে শব্দ (চিনিন্: সল্ফ: ওপী:); মস্তিষ্কের জড়তা; সকল বিষয়ে ঔদাস্য বোধ (ককীউ: কোর্‌য়্যাল-রুব: ইগ্নে: অ্যা-অক্স্যাল্:, মস্তক পরিপূর্ণ বোধ= অ্যাকোন্: বেল্:ব্রাই মার্ক:)। শিরোমধ্যে যেন ধক্ ধক্ করিতেছে এইরূপ বেদনা; বৃদ্ধি= সন্ধ্যার সময়, হেঁট হইলে, মানসিক পরিশ্রমে এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে। অপরিমিত ভোজন বা মেদময় মাংসাদি ভক্ষণ জনিত শিরোবেদনা (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ইপিক: আইরিস: নক্স: —কফি অপব্যবহার জনিত শিরোবেদনা=ক্যামো: ইগ্নে: নক্স:; সুরাদি পান জনিত=কার্ব্বো-ভেজি: কফী: নক্স: সল্ফ: পল্‌সে:—অতিরিক্ত অধ্যয়নজনিত=ক্যালকে: নক্স: সল্ফ:— মানসিক আবেগ শোক প্রভৃতি জনিত=অ্যা-ফস্: ইগ্নে: ষ্টাফ.)। শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় (ককীউ: ন্যাট্-মিউ:) এবং শয়ন করিবার পর (কলোসিন্থ: সাইক্লেম্: গ্লোন্: থ্রাস্:); উপশম=নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (লাই: অ্যাক্টীয়া: আর্জেণ্টাম্: গ্লোন্: হেলিবো: অ্যাসিড্-পাই:) এবং নিষ্পেষণে বা টিপিলে (ল্যাকে: আর্জেণ্ট-নাই: বেল্: ক্যালী-বাই: লাই: গুয়ায়েক্: মিনীয়্যান্: স্যাঙ্গিউইন্:)। শিরোঘূর্ণন,—বৃদ্ধি=গভীর চিন্তা করিলে (অ্যাগার্) এবং কথোপকথনে (ক্যামো:)। সময়ে সময়ে হঠাৎ মাথা ঘুরিতে থাকে এবং চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও স্ফীত প্রতীয়মান হয়, চলচ্ছক্তি লোপ পায়, হৃদয় অত্যন্ত স্পন্দিত হইতে থাকে, নাড়ী প্রায় স্পর্শজ্ঞানাতীত হইয়া যায় এবং ঘড়ঘড় শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে। মস্তিষ্ক যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত,—নিদ্রাভঙ্গের সময় বা তাহার অনতিপরে। শিরোমধ্যে বেদনা বশতঃ বোধ হয় যেন ললাট বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (ওলীয়্যান্: ভ্যাক্সিনিন্:) কিম্বা মস্তিষ্ক যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, কিম্বা যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে অর্থাৎ কেহ যেন টিপিতেছে। শিরোবেদনা, চক্ষু সঞ্চালন করিলে অক্ষিগোলকের অন্তরতম প্রদেশে ভয়ানক বেদনা, বোধ হয় যেন ললাট বহির্গত হইয়া পড়িয়া যাইবে (থূযা: ক্যামো: ম্যাগ-সল্ফ্:)। অর্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূল,—যন্ত্রণায় বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া চক্ষুর্দ্বয় মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যাইবে (গ্লোন্: স্যাঙ্গিউইন্:)। এক বা উভয় রগ মধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ স্পর্শাসহনীয়তা; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার

সময় বিশ্রাম কালে এবং উষ্ণগৃহে অবস্থিতি করিলে ; উপশম=নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণ করিলে। যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে সেই পার্শ্বের রগমধ্যে পৈশিক আনর্ত্তন ও চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা ; পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে অন্য পার্শ্বের রগমধ্যে ঐ বেদনা আবির্ভূত হয় ; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় এবং উর্দ্ধদিকে লক্ষ্য করিলে। শিরার্দ্ধশূল সহ, সময়ে সময়ে বিবমিষা ও বমন (ইপিক্: ক্যালী-কার্ব্: ন্যাট-মিউ:)। মস্তকের পশ্চাতে এক পার্শ্বে ভয়ানক যন্ত্রণা,—যেন তন্মধ্যে একটী লৌহ কীলক প্রবিষ্ট হইতেছে (শিরোপশ্চাতে= হিপার্: মস্কাস্:—কীলক-শূল=শিরোবেদনাধিকারে মস্তকের অংশ বিশেষে বোধ হয় যেন লৌহ কীলক বা পেরেক বিদ্ধ হইতেছে=আর্ণিকা: কফীয়া: ইগ্নেশীয়া: আইরিস্: ন্যাট্রান্-মিউ: সিপীয়া)। তাড়নী দ্বারা আঘাতবৎ, বা চিড়িকমারার ন্যায় যন্ত্রণা ; মস্তক বোধ হয় যেন একটী সন্দংশ (সাঁড়াশি দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছে ইথীউ: ক্যাক্টাস্:),—শিরোঘূর্ণন ও উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে গেলে ভার বোধ। শিরোবেদনা,—বৃদ্ধি= পারদ অপব্যবহারান্তে (অ্যা-নাইট্রক: হিপার: ষ্টিলিঞ্জীয়া:), নিদ্রাভঙ্গ হইলে (ক্যাল্কে: চেলিডো: ইউপেটোর: ক্যালী-কার্ব: লাই: ন্যাট্-মিউ:) কিম্বা নিদ্রাভঙ্গের অনতিপরেই ; উপশম=গৃহের বাহিরে ধীরে পাদচারণ করিলে (ইউপেট-পার্পীউ:—বায়ুসেবনার্থ পাদচারণে বৃদ্ধি=বেল্: চায়না: সিনা: আইরিস্:)। বাতাশ্রিত শিরোবেদনা, বৃদ্ধি=মস্তকের কোন এক পার্শ্বে এবং অপরাহ্নে ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত দন্তে ও মুখে উন্মত্তকারী বেদনা (গুয়ায়েকাম্:)। মস্তকের ত্বকের উপর বিশেষতঃ রগে এবং কর্ণের পশ্চাতে কুট্‌কুট্ করে এবং অত্যন্ত কণ্ডূয়ন উদ্রেক হয় এবং পরে আক্রান্ত অংশ স্ফীত হইয়া উঠে এবং তদুপরে পীড়কা বাহির হয় ; উহা অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয় ; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় ও বস্ত্রাদি উন্মোচন করিলে এবং শয্যায় দেহ উষ্ণ হইলে। মস্তকের ত্বকের উপর অর্ব্বুদোদ্গম,— অর্ব্বুদ মধ্যে পূয জন্মায় এবং ইহা দ্বারা করোটী পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় (ক্যাল্কে-ফ্লু: সাইলি:)। মস্তকে দুর্গন্ধ, এবং অধিকাংশ স্থলে তাহা হইতে শীতল স্বেদ উদ্গত হয়, প্রায় মস্তক ও মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বে এইরূপ হইয়া থাকে, অত্যন্ত ভাবনা ও মোহ জনক ; বৃদ্ধি=রাত্রে এবং শেষ রাত্রে ; উপশম=নিদ্রাভঙ্গের পর এবং শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থানান্তে। মস্তকের শৈত্যাধিকারপ্রবণতা, বিশেষতঃ জলাভিষিক্ত হইলে, মস্তক স্বেদাক্ত। শিরোমধ্যে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য, তৎসহ হুলবেধবৎ বা দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা, বিশেষতঃ হেঁট হইলে।

চক্ষু।—আলোকাসহনীয়তা (ব্যারাই: বেল্: সিঙ্কো: কোণা: লাই: নক্স্: ওপী: সল্ফ:), চক্ষু সমক্ষে অগ্নিশিখা দৃষ্ট হয়, যেন গণ্ডের উপর কে সজোরে চপটাঘাত করিয়াছে। যেন অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে দেখিতেছে এইরূপ অস্পষ্ট দৃষ্টি (সল্ফ্: কষ্টি: ক্রোকাস্: ফস্: লিথীয়া: ন্যাট্-মিউ: ফস্: পেট্রোল:), চক্ষু মর্দ্দন করিলে বা পুঁছিয়া ফেলিলে উপশম হয় (ক্রোকাস্:)। অস্পষ্ট দৃষ্টি,—হঠাৎ আর্ত্তবাদি শোণিতাস্রাব হঠাৎ রোধ জনিত (সাইক্লেমেন্:) ; বাতাশ্রিত বেদনা বা ক্ষুদ্র সন্ধিগত বাতের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বা যন্ত্রান্তরে প্রতিক্ষেপ জনিত ; পাকাশয়িক বা হৃৎপিণ্ডের রোগ বশতঃ ; এই সকল লক্ষণের সহিত শ্রবণশক্তির

হ্রাসও প্রকাশ পায়। অস্পষ্ট দৃষ্টি,—বিশেষতঃ ব্যায়ামান্তে দেহ উষ্ণ হইলে। চক্ষু ও অক্ষিপুট শুষ্ক এবং চক্ষু বোধ হয় যেন অধিক পিচুটী দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ ঐ পিচুটী পুঁছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। দীপালোক বা সূর্য্যের কিরণ সংস্পর্শে চক্ষুমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (ক্যাল্‌কে: ইউফ্রে:) শিশু পুনঃ পুনঃ স্বীয় চক্ষু মর্দ্দন করে (স্কীলা: মর্দ্দন করিবার ইচ্ছা=সিনা: কষ্টিকাম্‌:—শিশু পুনঃ পুনঃ স্বীয় নাসিকাগ্র মর্দ্দন করে=সিনা: স্ক্যাণ্টোনিনাম্‌:)। সপূযবটী চক্ষুপ্রদাহ (ক্লিম্যাট্‌: ইউফ্রে: গ্র্যাফ্‌: ইপিক্‌: ক্রোটন্‌:),—গৃহবহিঃস্থ বায়ুসংস্পর্শে অধিক পরিমাণে অশ্রু নির্গলিত হইয়া থাকে, আক্রান্ত চক্ষু হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ, অনুগ্র এবং অপর্য্যাপ্ত রস স্রাব হয় (ইউফ্রে: সীপা: দেখ)। অক্ষিপুট প্রান্তের প্রদাহ ও স্ফীতি (অক্ষিপুটপ্রান্ত ক্ষতযুক্ত—ইউফ্রে: মার্ক্‌: সল্‌ফ্‌:)। চক্ষু মধ্যে যেন ধূলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ চাপ বোধ (কষ্টি: চায়না: ইউফ্রে: সল্‌ফ্‌:—জ্বালা ও কর্কর করে, যেন লবণকণা পতিত হইয়াছে=নক্স্‌:)। আর্ত্তবাভাব অধিকারে অক্ষিপ্রদাহ। অক্ষিপুট স্ফীত, কণ্ডূয়ন ও জ্বালাযুক্ত, ত্বকক্ষয় হয় না; মর্দ্দন করিলে উপশম হয় (সল্‌ফ্‌:)। পুনঃ পুনঃ অঞ্জনি হওয়ার স্বভাব; বিশেষতঃ চক্ষুর উপর পাতায় (অ্যা-ফস্‌: লাই:—নিম্নাক্ষিপুটোপরে=হ্রাস্‌-টক্স:)। বাতাশ্রিত অক্ষিপ্রদাহ (অ্যাকোন্‌: স্পাইজি: ফাইটো: ক্ষুদ্র সন্ধিগত বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির হঠাৎ চক্ষুপ্রদাহ আবির্ভাব=নক্স-ভম্‌:),—চক্ষু মধ্যে হুলবেধবৎ বা উৎপাটনকারী বেদনা,—সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। প্রামেহিক অক্ষিপ্রদাহ (মার্ক্‌-কর:—তরুণ অবস্থার প্রশমনান্তে=হিপ্‌: অ্যা-নাই: থূযা:),—হঠাৎ প্রমেহ স্রাব রোধান্তে। নবজাত শিশুর অক্ষিপ্রদাহ (আর্জেণ্ট্‌-নাই: অ্যাসিড্‌-নাই: সিফিলীনাম্‌: থূযা:),—চক্ষু হইতে প্রচুর পীতবর্ণ পূয স্রাব হওয়ায় অক্ষিপুট জুড়িয়া যায়। অঙ্কুরময় অক্ষিপুট (ক্যাল্‌কে: গ্র্যাফ্‌: ক্যালী-বাই: থূযা:),—অক্ষিপুট শুষ্ক কিম্বা প্রচুর পরিমাণ অনুগ্র রস স্রাব; উপশম=গৃহবহিঃস্থ মৃদুবায়ু সংস্পর্শে—প্রবল বায়ুতে নহে; অঙ্কুর সকল অতি সূক্ষ্ম। অশ্রুনালী (অ্যাসিড্‌-ফ্লু: ক্যাল্‌কে: পেট্রোল্‌: সাইলি:),—টিপিলে পূয স্রাব (অ্যা-ফ্লু: সাইলি:)।

কর্ণ।—বধিরতা,—যেন শ্রবণ পথ রুদ্ধ হইয়া আছে; হামকণ্ডু,—অপরিণত অবস্থার বিলোপান্তে; তৎসহ কর্ণপরিস্রাব বা কর্ণ হইতে পূয স্রাব (চেলিড্‌: সিঙ্কোনা: গ্লোন্‌: ফস্‌:); কেশ কর্ত্তনান্তে শৈত্য সংস্পর্শ সম্ভূত (লিডাম্‌:); বধিরতা; কর্ণ মধ্যে শুষ্ক কালবর্ণ কর্ণমল সঞ্চয় হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে: হিপার: ইল্যাপ্স্‌:)। গাড়ীতে চড়িয়া যাইবার সময় অন্যান্য সময় অপেক্ষা বেশ শুনিতে পায় (গ্র্যাফ্‌: অ্যা-নাই:)। কর্ণ মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা,—সমস্ত রাত্রি থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধি পায় কিন্তু দিবসে বড় কিছু জানিতে পারা যায় না; কর্ণ হইতে অনুগ্র এবং প্রায় গন্ধহীন শ্লেষ্মা ও পূয নির্গলিত হয়। কর্ণ মধ্যে গর্জ্জনধ্বনি,—গৃহ বহির্দ্দেশে ভাল থাকে; সময়ে সময়ে কর্ণ মধ্যে কূজন শ্রুত হয় এবং চিন্‌ চিন্‌ করে। কর্ণশূল,—কর্ণ মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হইয়াছে বা যেন কর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা এবং রাত্রে তন্মধ্যে দপ্‌ দপ্‌ করিতে থাকে। কর্ণ বহির্দ্দেশ এবং রন্ধ্র আরক্তিম ও স্ফীত এবং

উহার উপাস্থিময় অংশের উপর চটা ঘা হইয়া থাকে। কর্ণশূল,--বেদনা প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়া নিম্ন পাটীর দন্তে সঞ্চারিত হয়, শয্যার উত্তাপে দেহ উষ্ণ হইলে বৃদ্ধি হয়।

নাসিকা।—সর্দ্দি বশতঃ ঘ্রাণ শক্তির লোপ (সাইক্লেম্: অ্যানাক্: ক্যামো: ন্যাট্-মিউ: স্যাঙ্গিউইন্:)। নাসিকাতে পুরাতন সর্দ্দির গন্ধ অনুভূত হয় (মার্ক:); নাসিকা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয়, রোগী নিজে তাহা বুঝিতে পারে না (অ্যা-ফু: ক্যালী-বাই: ফস্: সিপী:)। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—ঋতু রোধ অধিকারে (ব্রাই: কোণা: জেল্সি:); শোণিতাল্পতা রোগে শুষ্ক সর্দ্দি (সিঙ্কো: ফেরাম্: কার্ব্বো-ভেজি:); শোণিত ঘনীভূত (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যামো: ফেরাম্: ফেরাম্-মিউ: অ্যা-নাই: মার্ক: হ্রাস্:)। নাসাসর্দ্দি,—নাসিকা শুষ্ক কিম্বা তন্মধ্য হইতে তরল শ্লেষ্মা স্রাব; আস্বাদন ও ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় (ক্যাল্কে: সাইক্লেম: হিপ্: ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: সিপীয়া: সিলি: অ্যা-সল্ফ্:), নাসাপুট ক্ষতযুক্ত এবং ক্ষয়িতত্বক; শেষে পীতাভ হরিদ্বর্ণ; গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে বৃদ্ধি এবং গৃহ বহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম হইয়া থাকে (নক্স-ভম্: অ্যাকোন্: সীপা ;—গৃহবহিঃস্থ বায়ুতে বৃদ্ধি= কফীয়া: সাইক্লেম:)—রোগী অত্যন্ত শীতার্ত্ততা বোধ করে, তাহার মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া যায় এবং মস্তিষ্কের জড়তা সংঘটিত হয়; এতৎসহ ললাটদেশীয় শিরোবেদনা। নাসিকা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয় এবং আস্বাদন ও ঘ্রাণ শক্তির লোপ হইয়া যায়; পুরাতন সর্দ্দি, -নাসিকা হইতে গাঢ় পীতবর্ণ এবং অনুগ্র শ্লেষ্মা স্রাব।

মুখমণ্ডল।—প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া থাকে কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে (বেল্: ক্রোক্: ইগ্নে:) ম্লান ও আরক্তিম হইয়া থাকে; কখনও বা ম্লান, পাণ্ডুবর্ণ (আর্স্: কষ্টি: মার্ক্:) এবং চক্ষুর্দ্বয় কোটর প্রবিষ্ট প্রতীয়মান হয়; মুখমণ্ডল স্ফীত, নীলবর্ণ বা আরক্তিম; গণ্ডদ্বয় ও নাসিকা ফুলিয়া উঠে। থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডলে উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। মুখের স্নায়ুশূল,—অনিয়মিত ভাবে প্রকোপ আবির্ভূত হয়; বৃদ্ধি=চর্ব্বণ বা কথোপকথন কালে কিম্বা মুখমধ্যে শীতল বা উষ্ণদ্রব্য ধারণ করিলে। মুখের বিসর্প,—হুলবেধবৎ বা কুট্‌কুট্‌কারী বেদনা,—ছাল উঠিয়া যায়। মুখমণ্ডলের ত্বক-স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। নিম্ন ওষ্ঠ স্ফীত এবং মধ্যাংশ বিদারিত। মুখমণ্ডল ও মস্তকের ত্বক,--বিশেষতঃ এক (দক্ষিণ) পার্শ্বে ঘর্ম্ম।

মুখবিবর।—ব্যথাযুক্ত দন্ত শিথিলমূল বোধ হয়। দন্তশূল, যেন একটী স্নায়ু সবলে টানিয়া ছাড়িয়া দিল এইরূপ যন্ত্রণা। বাম মুখমণ্ডল অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু; কীটভুক্ত দন্ত মধ্যে হুলবেধবৎ যন্ত্রণা। কীটভুক্ত (পোকায় খাওয়া) শূন্যগর্ভ দন্তমধ্যে দপ্‌দপ্‌কারী ও যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা,--এবং আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা চক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; ইহার সহিত কর্ণশূলও থাকে। দন্তশূল,—বৃদ্ধি=বসন্তকালে (ল্যাকে: ব্রাই: ডাল্ক্যা: ন্যাট-মিউ:); রাত্রে (ক্যামো: সল্ফ্: হ্রাস্: পল্‌স:); দন্ত খুঁটিলে (স্যাঙ্গিউইন্:—উপশম=সীপা:); উষ্ণগৃহে অবস্থিতিকালে (ম্যাগ-সল্ফ্: ক্যামো:); শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: সল্ফ্: ক্যামো: ক্লিম্যাট্: ম্যাগ-ফস্:); আহারের সময় কিন্তু চর্ব্বণের সময় নহে (ক্যামো:

যকৃৎ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। আধ্মানধিক্য জনিত অন্ত্রশূল,—নৈশ ভোজনান্তে, কিম্বা রাত্রে; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে এবং কুঁক মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাতজনক আধ্মানাধিক্য সঞ্চয়; আধ্মান বায়ু এক স্থান হইতে অন্য স্থান নড়িয়া বেড়ায়। উদরাময়; বরফ, ফল এবং মিষ্টান্নাদি আহার ও পদদ্বয়ে জল সংস্পর্শ জনিত অন্ত্রশূল। বক্ষের নিম্নাংশে এবং উদরে বেদনা বশতঃ রোগিনী সম্মুখ দিকে বক্র হইয়া পড়ে। প্রতিবার আহারের পর উদর স্ফীত হইয়া উঠে, অন্ত্র প্রদাহ উদরবেষ্ট অত্যন্ত স্পর্শাসহ। শীতার্ত্ততা ও অন্ত্রকূজন সহ অন্ত্রশূল,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে। পাক ও অন্ত্রাশয়ের স্ফীতি বশতঃ রোগিনী স্বীয় কটিবন্ধ বা কটির বস্ত্র শিথিল করিয়া দিতে বাধ্য হয়। উদর মধ্যে এবং নিম্ন পৃষ্ঠে যেন প্রস্তর আবদ্ধ আছে এইরূপ ভাব বোধ হয়; উপবেশন কালে নিম্নাঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ ধরে; নিস্ফল মলবেগ, তলপেট হইতে ঘুরিয়া শ্রোণি পর্য্যন্ত প্রদেশে ছেদন ও আকর্ষণবৎ বেদনা, রোগিণী তজ্জন্য অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করে। উভয় কুচকী বা বঙ্ক্ষণ প্রদেশে গুল্মবৎ পদার্থ অনুভব হয়। রজোরোধ বশতঃ শীতার্ত্ততা সহযোগে অন্ত্রশূল। নাভীর চতুর্দ্দিকে গোলাকার স্ফীতি বোধ হয়।

মলান্ত্র ও মল।—প্রত্যহ রাত্রে উদরাময়ের আবির্ভাব, মল জলবৎ বা পিত্তের ন্যায় হরিদ্বর্ণ এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটবেদনা ও অন্ত্রকূজন হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ আমময় তরল মলসিঃসরণ (আর্স্: বেল্: ক্যামো:)। ফল ভক্ষণ জনিত উদরাময় (আর্স্: চায়না: সিষ্টাস্: কলো:—পিয়ারা ভক্ষণ জনিত=ভেরেট্:—পলাণ্ডু ভক্ষণ জনিত=থুযা:—শৈত্য সংস্পর্শ জনিত=অ্যাকো: ব্রাই: ক্যামো: ডাল্‌ক্যা:—শীতল জলাদি পান জনিত=আর্স: ব্রাই: নক্স্: মস্:—অপবিত্র এবং সমল জল পান জনিত=ক্যাম্ফো: জিঞ্জিবার:—দুগ্ধপানান্তে=ক্যাল্‌কে: ন্যাট্-কার্ব্: সল্‌ফ্:)। আমাতিসার,—মল কেবল আম ও শোণিতময়,—মলত্যাগকালে শীতার্ত্ততা সহ (ইপিক্: মার্ক: সল্‌ফ্:)। বিসূচিকা প্রাদুর্ভাবের সময় আমাতিসার। দুরারোগ্য মলকাঠিন্য,—প্রাতে মুখের স্বাদ বিবমিষা জনক এবং কটু বোধ হয়,—কুলী করিয়া মুখ ধৌত করিতে বাধ্য হয়; মল আঁটিল, বৃহৎ এবং কঠিন,—কুইনীন দ্বারা নিরুদ্ধ সবিরাম জ্বরের পর। মল বেগ সহ যৎসামান্য মল নির্গত হয় কিম্বা মলের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র পীতবর্ণ, এবং কোন কোন সময়, শোণিতাক্ত আম নির্গত হয়। অর্শ, অত্যন্ত ব্যথান্বিত, বহির্নিঃসৃত বলি তৎসহ উত্তেজনা জনক ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব। রক্তঃস্রাবাধিকারে অন্তর্বলি অর্শ, কিন্তু প্রায় তাহা হইতে শোণিতপাত হইয়া থাকে (নতুবা "পল্‌সেটিলার" বিষয়ীভূত হয় না)। নিদ্রিত অবস্থায় অজ্ঞাতসারে মলনিঃসরণ। পিত্তসঞ্চয়াভাব জনিত অসাড়ে নির্গমনশীল শ্বেতবর্ণ তরল মল এবং যকৃৎ ক্রতিসুলভ কর্দ্দমবৎ মল ত্যাগ হইয়া থাকে (অ্যা-বেন্: অ্যান্টি-ক্রুড়: ক্যাল্‌কে: মার্ক্: নক্স-মস্: পডো: কর্দ্দমবৎ=ক্যাল্‌কে: বার্বারিস্: লাইকোপাস্-ভার্জিন্: চেলিড্: জেল্: হিপ্: ক্যালী-বাই: লেপ্ট্যান্: মাইরিকা সেরি: অ্যা-নাই: অ্যা-ফস্: পডো:)। কটিবেদনা সহযুক্ত রক্তামাশয়। উদরাময়,—মল অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল,—দুইবারের মল একরূপ হয় না,—প্রতিবারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও রকমের মল নির্গত হয়। উদরাময় সাধারণতঃ বা কেবলমাত্র রাত্রে আবির্ভূত

হয়,—মল জলবৎ হরিতাভ-পীতবর্ণ, অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল,—আহার মাত্রে মলবেগ উপস্থিত হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে—মলান্ত্রে ও মলনলীমুখে জ্বালা, উত্তেজনা, এবং যেন ত্বকক্ষয় হইয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে। মলত্যাগের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও মলনলী হইতে শোণিত নির্গত হয়।

প্রস্রাব।—মূত্রধারণশক্তিহীনতা (বেল্: জেল্সি: ইউপেট্-পার্পীউ: ক্রিয়ো:) উদর মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা সহযোগে বার বার প্রস্রাব বেগ। বর্ণহীন :জলবৎ মূত্র,—তলানি আঠার ন্যায় খণ্ড মিশ্রিত (অ্যা-ফস্:)। নিরুদ্ধ মূত্র—মূত্রাশয় প্রদেশে আরক্তিম ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে, রোগী অত্যন্ত চিন্তিত হয় এবং তলপেটে যন্ত্রণাদায়ক বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। শয্যা মূত্র,—বিশেষতঃ শিশু বালিকাদিগের (শিশু গৌরবর্ণ বালকদিগের=সিপীয়া—রাত্রে পাঁচ ছয়বার অসাড়ে প্রস্রাব হয়=ফেরাম:—অভ্যাস ব্যতীত অন্য বিশেষ কারণ না থাকিলে=ইকীইসেটাম্:)। মূত্রাশয় সাঁটিয়া ধরে এবং উহার গ্রীবাদেশে যেন হুল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। মূত্র বেগ ধারণ করিতে পারে না,—উপবেশন (কষ্টি: সার্সা) বা পাদচারণকালে (কষ্টি: ফেরাম্: ন্যাট্-মিউ: জিঙ্কাম্: ষ্ট্র্যামোন্:—পাদচারণকালে বা দণ্ডায়মান অবস্থায়=সিপী:) আপনা হইতে বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়; অজ্ঞাতসারে নির্গত হয়—কাসিলে কষ্টি: স্কীলা: এপীস্), বায়ু নিঃসরণকালে এবং রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় (এপীস্: আর্জেণ্ট-নাই: অ্যা-বেনজো: আর্ণিকা: বেল্: কষ্টি: ফেরাম্: সিপীয়া: সল্ফ্:—কৃমীর উত্তেজনা জনিত=সিনা: সাইলিশীয়া: ইউরেনীয়াম্-নাই:)। রক্তপ্রস্রাব (আর্স্: ক্যানাব্: ক্যাস্থা: ফস্:),—মূত্রনলীদ্বারে জ্বালা এবং নাভী প্রদেশে যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা এবং বৃক্ক মধ্যে বেদনা বিদ্যমান থাকে; তলানী পূয়বৎ প্রস্রাবান্তে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে আক্ষেপিক বেদনা উরুতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; প্রস্রাবের শেষে কয়েক বিন্দু শোণিত পড়ে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রবল রমণাকাঙ্ক্ষা,—আপনা হইতেই লিঙ্গোদগম হয়। প্রাতে দীর্ঘকালস্থায়ী লিঙ্গোচ্ছ্বাস (সাইমেক্স্: ম্যাগ্-মিউ:—কেবল প্রাতে সন্ধ্যায় বা রাত্রে আদৌ হয় না=প্যাল্যাডীয়াম্: শৃঙ্গারেচ্ছা না থাকিলেও=ন্যাট্-মিউ:); হস্তমৈথুনান্তে রেতঃক্ষয়। শৃঙ্গারাতিশয্য জনিত শিরোবেদনা (শিরোপাশ্চাতিক=সিঙ্কোনা); কটিবেদনা (ষ্ট্যাফ্:) এবং পদদ্বয় ভার বোধ হয়। অণ্ডকোষ স্ফীত হয় না অথচ জ্বালা করে। একশিরা, তৎসহ মুষ্কের স্ফীতি; শৈত্য সংস্পর্শ, আঘাত কিম্বা নিরুদ্ধ প্রমেহস্রাব জনিত (ক্লিম্যাট্:)। ট্রস্ বা অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারকযন্ত্রের ঘর্ষণ সম্ভূত রেতোরজ্জুর প্রদাহ। উদর মধ্য হইতে রেতোরজ্জু বহিয়া আকর্ষণবৎ বেদনা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। অণ্ডকোষ মধ্যে জলসঞ্চয়। মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। মল চ্যাপ্টা এবং ক্ষুদ্র; মুখশায়িকা গ্রন্থির তরুণ প্রদাহ। প্রমেহ,—স্রাব গাঢ় পীতবর্ণ বা পীতাভ হরিদ্বর্ণ (ন্যাট্-সল্ফ্: থূযা:)। মেঢ্রত্বকের অভ্যন্তর ও উপরিভাগ কণ্ডূয়ন ও জ্বালা যুক্ত। শুক্রের ন্যায় প্রমেহাস্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে বা ছেদিত হইতেছে এইরূপ

বেদনা এবং স্পর্শ করিলে বা রমণের সময় তন্মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বোধ (ক্রিয়ো: ল্যাকে:)। আর্ত্তবাভাবাধিকারে জরায়ু অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। জরায়ুভ্রংশ, তৎসহ উদর ও কটিদেশে যেন প্রস্তর রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ; পদদ্বয়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে এবং বৃথা মল বেগের উদ্রেক হয়। জরায়ুস্রাব,—শোণিত পরিবর্ত্তনশীল,—মধ্যে মধ্যে স্রাব থামিয়া যায় আবার আরম্ভ হয় (ফস্:) কখনও অপর্য্যাপ্ত স্রাব হয় আবার কখনও বা থামিয়া যায়,—স্রাব ঘনীভূত শোণিতমিশ্রিত; বয়ঃসন্ধিকালীয় জরায়ুস্রাব (ল্যাকে: সিপীয়া: বেল্: প্ল্যাট্; থ্ল্যাস্পি: আষ্টিলেগো), হরিৎপাণ্ডু রোগাধিকারে (থ্যাস্পি:) এবং কুইনিন্ ও লৌহ অপব্যবহার জনিত। যৌবনোদ্গম কালে বিলম্বে রজঃ আবির্ভাব (আরাম্-মিউ-ন্যাট: অ্যাক্টীয়া: ন্যাট-মিউ: সিপী:)। ঋতু,—অতি বিলম্বে প্রকাশ হয়, স্রাব অতি অল্প দিবস স্থায়ী; স্রাব অত্যন্ত গাঢ় কালবর্ণ এবং ঘনীভূত খণ্ড মিশ্রিত (ক্যাক্টাস্; ককীউ: গ্র্যাফ: ক্যালী: নাই: ম্যাগ-কার্ব: প্ল্যাট: জ্যান্থক্সাইলাম্); কিম্বা জলবৎ তরল (লরো: ন্যাট-মিউ: সিকেলি: ভাইবার্ণাম্); কিম্বা পরিবর্ত্তনশীল বর্ণ বিশিষ্ট; দিবসে পাদচারণকালে অধিক স্রাব হইয়া থাকে (কেবল মাত্র দিবসে=কষ্টি:—কেবল মাত্র দেহ সঞ্চালন কালে=লিলীয়াম-টাই:—পাদচারণকালে অবাধে স্রাব হয়=ন্যাট-সল্ফ:—দেহ সঞ্চালন মাত্রে স্রাব বৃদ্ধি হয়=ব্রাই:—বিশেষতঃ গর্ভস্রাবের পর—(ক্রোকাস্)। আর্ত্তব রুদ্ধ কিম্বা কখনও বা বন্ধ থাকে; পদদ্বয় শীতল জলে নিমজ্জন বশতঃ ঋতুরোধ (অ্যাকোন্: ন্যাট-মিউ:—হস্ত নিমজ্জন বশতঃ=কোণা: ল্যাক্-ডিফ্লো), কিম্বা শোণিতাভাব জনিত হরিৎপাণ্ডু রোগাধিকারে (হেলোনীয়াস্:), অথবা স্নায়বীয় অবসাদ বশতঃ (দৈহিক অবসাদ হেতু=নক্স-মস্কেটা) ঋতুরোধ। দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনা (শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য সম্ভূত শিরোবেদনা=ইথীউ: ভেরেট-ভির:) পাকস্থলী মধ্যে চাপ বোধ, পাকস্থলী মধ্যে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অক্ষিপ্রদাহ, তৎসহ প্রাভাতিক বিবমিষা কিম্বা মুখে কটু স্বাদ, ক্ষণবিলোপী স্রাবযুক্ত রজঃ—সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত শীতবোধ হয়। প্রদর স্রাব গাঢ় এবং দুগ্ধবৎ, যোনি-বহির্দ্দেশ স্ফীত হইয়া উঠে; কিম্বা অত্যন্ত কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক, দাহজনক, বেদনা রহিত অথবা উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা। গর্ভস্রাবাশঙ্কা,—শোণিতস্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায় আবার আরও প্রবল বেগে আরম্ভ হয়। প্রসব বেদনা থাকিয়া থাকিয়া আবির্ভূত হয় এবং আক্ষেপ, শ্বাসরোধ এবং মূর্চ্ছাজনক; রোগিনী নির্ম্মল বায়ুর জন্য লালায়িত হয়। বিকৃত ভ্রূণ নিঃসরণ; জরায়ুর প্রবল সঙ্কোচনাভাব বশতঃ ফুল আটকান (ক্যান্থা অ্যাগ্নস্; বেল: কলোফিল: ইপিক: সিকেলী)। জরায়ু মধ্যে ফুল বা শোনিতপিণ্ড নিরোধ বশতঃ প্রসবান্তিক শোণিতস্রাব (সিন্নামোমাম্; থ্ল্যাস্পি)। প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল ব্যথা অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ও অত্যন্ত প্রচণ্ড (সিকেলী; অ্যাকোন্: ক্যামো: কফীয়া, জেল্‌সি:—অস্ত্রসাহায্যে প্রসবের পর=আর্ণি: হাইপির: হ্রাস্),—সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব, স্রাব যৎমামান্য (সিকেলী) এবং ক্রমে দুগ্ধবর্ণ ধারণ করিতে থাকে (দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ=ক্যাল্‌কে:),—রোগিনী জ্বর ভাব বোধ করে কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না। অনিয়মিত এবং মৃদু প্রসববেদনা জনিত ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ (রোগিনীর চৈতন্য

বিলুপ্ত হয় না = ককীউলাস); মুখমণ্ডল ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত, ম্লান এবং হিমবৎ শীতল (*আরক্তিম মুখমণ্ডল—গ্লোন:*); *ঘড়ঘড় শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস এবং পুষ্ট নাড়ী। সূতিকারম্ভ বা গর্ভাবস্থায় পায়ে শাদা স্ফীতি = ব্রাই: ল্যাকে: ন্যাট-সাল্‌ফ: হ্যাস:*)। *বালিকাদিগের যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে* উৎপন্ন হয়, কিম্বা *দুগ্ধের জলবৎ রস নির্গলিত হইতে থাকে*। স্তনদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে এবং শিশুকে প্রতিবার স্তন্য পান করাইবার সময় অত্যন্ত বেদনা, বক্ষের পেশী মধ্যে ও স্কন্ধে, গ্রীবাতে কক্ষমধ্যে এবং বাহুতে সঞ্চারিত হয় এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বেড়ায় (ক্রোটন্; ফাইটো:) এবং রোগিণী সেইজন্য রোদন করে। শিশুকে স্তন্য ছাড়াইবার পর স্তনদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে, অত্যন্ত টানপড়ে এবং অতিশয় ব্যথাযুক্ত হইয়া থাকে ; দুগ্ধ সঞ্চয় ও বন্ধ হয় না। বাধক—এত যন্ত্রণা হয় যে রোগিনী ছট্‌ফট করিতে থকে, এবং চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে, শোণিত গাঢ় কালবর্ণ (কলোফিল: ক্যামো: অ্যাক্টীয়া: নক্স-ভম্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ,—রোগী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারে না (বেল্: ক্যালী-কার্ব: মার্ক: ফস্:—কণ্ঠমধ্যে দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন সহযোগে প্রাভাতিক স্বরভঙ্গ = আয়োড্: সিপীয়া:)। কণ্ঠমধ্যে ত্বককর্ষণ বা আঁচড়ান মত শুষ্কতা বোধ (অ্যা-নাই: নক্স্-ভম্:)। রাত্রিকালে শুষ্ক কাসি,—শয়ন করিলেই আরম্ভ হয় এবং উঠিয়া বসিলেই নিবৃত্তি পায় (হায়ো: স্যাঙ্গিউইন্:—উপবেশনে বৃদ্ধি = ক্যালী-কার্ব্-জিঙ্কাম্:—চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি = অ্যামন্-মিউ: নক্স্: ফস্:—বাম পার্শ্বে শুইলে = ইপিক্: মার্ক: ফস্:—দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে = অ্যামন্-মিউ: ষ্ট্যানাম্)। কাসি,—অনায়াসে পীতবর্ণ গয়ার উত্থিত হয়, বিশেষতঃ প্রাতে (ক্যাল্কে: অ্যা-ফস্: ষ্ট্যানাম: সল্‌ফ্:—শুষ্ক বক্ষবিদারক কাসি = বেল্: অ্যা-নাই: রীউমেক্স্: স্পঞ্জীয়া)। কাসিলে কালবর্ণ ঘনীভূত শোণিতময় গয়ার নির্গমন (অ্যামন্-কার্ব: কোলিন্সোনীয়া: অ্যা-নাই:)। বক্ষঃপার্শ্বে ও বক্ষঃমধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা (অ্যাকোন্: বেল্: ব্রাই: ক্যালী-কার্ব্:)। বক্ষঃমধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব এবং সমগ্র বক্ষ যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (বেল্: নক্স: ফস্: ষ্ট্যানাম্:)। শ্বাসকৃচ্ছ্র,—বিশেষতঃ চিৎ হইয়া শুইলে,—উঠিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে। পাদচারণকালে শ্বাস কষ্ট। দেহ একটু গরম হইলেই ক্ষুক্‌ক্ষুকে শুষ্ক কাসির আবির্ভাব হয়। রাত্রে যতবার নিদ্রাভঙ্গ হয় ততবারই কাসি আইসে। উকী ও বমনোদ্রেক সহযোগে প্রচণ্ড শুষ্ক কাসি,—বিশেষতঃ প্রাতে ; কাসির সময় বোধ হয় যেন পাকস্থলী উল্‌টাইয়া গেল—যেন পাকস্থলীর অভ্যন্তরাংশ বাহির হইয়া পড়িল। প্রচণ্ড আক্ষেপিক হুপ্ কাসি,—প্রতিবারে উপর্য্যপরি দুইটী প্রকোপ আবির্ভূত হয় (মার্ক্:—তিনটী প্রকোপ = ষ্ট্যানাম্:),—স্বরনলীমুখে কণ্ডুয়ন ত্বককর্ষণ বা গলার মধ্যে কুটকুট করা এবং যেন ফুস্‌ফুস্ ও স্বরনলী মধ্যে গন্ধকধূম প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ শুষ্কতা বোধ সংযুক্ত। গয়ার,—পূয়বৎ = লাই: অ্যা-নাই: সাইলি: আর্স্-আয়োড্: কার্ব্বো-ভেজি: সাইমেক্স্: ফেরাম্: হিপ্: আয়োড্: ক্যালী-কার্ব্ব: ফস্: ষ্ট্যানাম্:) কিম্বা তিক্তরস বা হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মাময় (সাইলি: ন্যাট্-কার্ব্: ষ্ট্যানাম্:) ; (রজোরোধ অধিকারে) কালবর্ণ ঘনীভূত শোণিতময় কফ নির্গত হইয়া থাকে। শ্বাসকৃচ্ছ্র, যেন বক্ষের নিম্নাংশে বা অসম্পূর্ণ পঞ্জর প্রদেশে দৃঢ়াবদ্ধভাব বা অপ্রসারণীয়তা সম্ভূত [বক্ষের অপ্রসারণীয়তা সম্ভূত =

লাই: স্পাইজি: ষ্ট্যাফাই:—যেন বক্ষ লৌহময় বন্ধনীদ্বারা আবদ্ধ আছে বলিয়া=ক্যাক্টাস্:—বক্ষের মধ্যাংশ যেন আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া=লোবেলীয়া-ইন্:]। সময়ে সময়ে বক্ষমধ্যে জ্বালা অনুভূত হয় (আর্স: ক্যান্থা: সাইকীউটা: নক্স-ভম্: ফস্: স্যাঙ্গিউইন্:)। ব্যাথাপ্রাপ্ত, শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসাল্পতা, যেন কণ্ঠমধ্যে গন্ধকের ধুম প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ গলরোধোপক্রম, থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয় এবং দুর্ভাবনা, বক্ষের এবং স্বরনলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, প্রচণ্ড হিক্কা, কাসি, শিরোবেদনা ও শিরোঘূর্ণনের আবির্ভাব হয়, বিশেষতঃ আহারের পর বা রাত্রে অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় অবস্থিতি কালে। দেহ সঞ্চালন, দ্রুত পাদচারণে, এবং নির্ম্মল বায়ু বা শৈত্য সংস্পর্শে শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। দ্রুত মারাত্মক যক্ষ্মাকাসের পূয়োপজননাবস্থা, হরিৎপাণ্ডু রোগগ্রস্ত শোণিতাল্প বালকদিগের কণ্ঠাস্থির তলস্থিত বক্ষে অত্যন্ত ব্যথা বোধ। বক্ষমধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা; বুকাস্থির ঠিক মধ্যস্থলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা,—দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে,—যেন ললাটদেশীয় শিরোবেদনা কেবলমাত্র শয়িত অবস্থায় বক্ষপার্শ্বে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ রাত্রে। বক্ষঃস্থলে সূচীবেধবৎ বেদনা,—দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসে বা কাসিলে বৃদ্ধি হয়। দুরারোগ্য বায়ুনলীভুজগত প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি! রাত্রে দুর্ভাবনা জনক স্বপ্ন সহযোগে বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড মধ্যে শোণিতসঞ্চায়াধিক্য।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্প্রদেশে হঠাৎ যেন ফিক্‌বেদনার আবির্ভাব হয়,—হস্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিলে ক্ষণিক উপশম বোধ হয়। হৃদগ্রপ্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জনক চাপবোধ এবং অস্থিরতা; পাদাচরণ করিলে উপশম বোধ হয় (পাদচারণে বৃদ্ধি=স্পাই: লিসিন্:)। হৃদ্প্রদেশে জ্বালা (আর্স: অর্জেণ্ট্-নাই: কার্ব্বো-ভে:—অতীব্র=ভেরেট্-ভির: হৃৎশূল পীড়ায়=ক্যালী-কার্ব:—হৃদ্স্পন্দন সহযোগে=কষ্টি:)। হৃদ্স্পন্দন,—সময়ে সময়ে প্রবল প্রকোপ আবির্ভূত হইয়া থাকে,—মানসিক যন্ত্রণা, ধূমদৃষ্টি এবং প্রত্যঙ্গ সকল কম্পিত হইয়া থাকে; বিরক্তি, ভয় বা হর্ষ জনিত হৃদ্স্পন্দন রমণীদিগের আর্ত্তবাভাব ও শোণিতাল্পতা সহযোগে, এবং কোন কোন স্থলে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত সহ হৃদ্স্পন্দন,—বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ। গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে। অংশফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে তীব্র বেদনা, শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। মেরুদণ্ডের উর্দ্ধাংশের বক্রতা। পৃষ্ঠের উপর হইতে নিম্নদিকে যেন শীতল জল গড়াইয়া যাইতেছে। নিম্ন পৃষ্ঠে সূচীবেধবৎ বেদনা। পৃষ্ঠ ও নিম্ন পৃষ্ঠে ব্যথা বোধ,—যেন রোগী অনেকক্ষণ হেঁট হইয়া বসিয়াছিল (অ্যাগার:)।

প্রত্যঙ্গাদি। উভয় স্কন্ধেই প্রবল বেদনা। দক্ষিণ বগল মধ্যে অনমনীয় অত্যন্ত ব্যথা যুক্ত এবং দপ্‌দপ্‌কারী গ্রন্থি বিবর্দ্ধন (ব্যারাই-কার্ব:)। স্কন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র বাহুতে অত্যন্ত ভারবোধ হয়। বাহুদ্বয় বোধ হয় যেন সন্ধিভ্রষ্ট বা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, টিপিলে বা নাড়িলে বেদনা বৃদ্ধি হয়। কনুইতে আঘাত লাগিবার পর স্ফীত হইয়া উঠে। নিতম্ব, পদ এবং পদতলের পেশী মধ্যে যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথা; উরুশিখর

হইতে জানু পর্য্যন্ত অংশে উত্তপ্ত, স্ফীত, জ্বালাযুক্ত এবং তন্মধ্যে যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ বেদনা। জানু প্রদাহযুক্ত, স্ফীত এবং তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা। জানু কোমল চিক্কণ শ্বেত স্ফীতিযুক্ত (হ্রাস্: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ক্যাল্কে: আয়োড্ ক্যালী-আয়োড্: লাই: ওলী-যেকোর্. ফস্:)। উরু এবং পদ মধ্যে টান বোধ হয়,—বিশেষতঃ ডিমাতে,—যেন কণ্ডার বা পেশীর অগ্রভাগ সকল ক্ষুদ্রতর হইয়া গিয়াছে বলিয়া। বাম পদে ও চরণে চিড়িক মারার ন্যায় ও ত্বকছেদনবৎ বেদনা এবং সেই জন্য ঐ সকল অঙ্গ অসাড়, শোথযুক্ত, এবং স্পর্শাসহ হইয়া থাকে; শয়নের পর উপবেশন বা উপবেশনের পর শয়ন ইত্যাদি দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তনে উপশম বোধ হয়। জঙ্ঘাডিমা ব্যথা করে এবং স্ফীত হইয়া উঠে। পদের শিরা সকল রজ্জুবৎ হইয়া উঠে। চরণ ও চরণতল আরক্তিম, প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত হইয়া উঠে। চরণের উপরিভাগ স্ফীত। পদদ্বয় ঝুলাইয়া রাখিলে পদের স্ফীতি, প্রদাহ প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বেদনা,—আকর্ষণ, ও বিদারণবৎ এবং ভ্রমণশীল,—দ্রুতবেগে এক অংশ হইতে অন্য অংশে সঞ্চারিত হয় (ক্যালী-বাই: ল্যাক-ক্যান্: ম্যাঙ্গেনাম্: প্যালেড্:); এতজ্জনিত বেদনার সহিত সর্ব্বদা শীতার্ত্ততা বর্ত্তমান থাকে (আর্স: বেল্: সিপী: ইগ্নে: বেদনার পর শীত=ক্যালী-কার্ব্:); বেদনার যত বৃদ্ধি হয় শীতও তত অধিক হইয়া থাকে; বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়, কিম্বা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যখন চরমাবস্থায় উপস্থিত হয় তখন হঠাৎ তিরোহিত হয়; প্রথম দেহ সঞ্চালন করিতে গেলেই বেদনার আবির্ভাব হয় (হ্রাস্:)। আক্রান্ত সন্ধি আরক্তিম ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (এপীস্:)। বাতবেদনা,—দেহের কোনও অংশে বিশেষতঃ পদদ্বয়ে জল লাগিলে (হ্রাস্: অ্যাকো:) এবং দীর্ঘকাল যাবৎ জলীয় বায়ুপ্রবাহ সংস্পর্শে,—অর্থাৎ বর্ষার সময় আবির্ভূত হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—গুল্মবায়ু বায়ু বা মূর্চ্ছাবায়ু রোগ (ইগ্নে: অ্যাসাফিট্: মস্কাস),—নিত্য লক্ষণের পরিবর্ত্তন, আপস্মারিক বা মৃগীবৎ আক্ষেপ (আর্জেণ্ট-নাই আর্টিমিশীয়া-ভাল্: বীউফো; কষ্টি: সাইকীউটা; কীউপ্রাম্; ইণ্ডিগো; ক্যালী ব্রোম্. নক্স-ভম্:)—মহাবেগে হস্তপদাদি আক্ষিপ্ত হইবার পর ইহারা শিথিল হইয়া পড়ে, বমনোদ্রেক হয় এবং উদ্গার উঠিতে থাকে; আর্ত্তবরোধ জনিত। ভ্রমী বা মূর্চ্ছার প্রকোপে মুখমণ্ডল অত্যন্ত ম্লান (প্রকোপের পূর্ব্বে=লরো: পরে=ষ্ট্যামো:) এবং দেহ অত্যন্ত শীতল ও কম্পযুক্ত হইয়া থাকে। সমগ্র দেহ অত্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে। রোগীর দেহ অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হয়,—যেন সে কত পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু বিশ্রাম করিলে এ ভাবের উপশম হয় না (অ্যা-ফস্:: অ্যা--পাই: কালী-ফস্: ক্যাল্কে-ফস্:)। আর্ত্তবাভাব অধিকারে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা (জেল্সি: ইগ্নে: ক্যালী-ফস্: ল্যাকে: নক্স-ভম্: সাইলি:)। দেহের কোন একটী দ্বার হইতে শোণিত স্রাব; শোণিত কালবর্ণ এবং শীঘ্র ঘনীভূত হইয়া যায়। শিরাস্ফীতি বা স্ফীত শিরা প্রদাহযুক্ত (আ-ফ্লু: কাল্কে: হ্যামা: পীয়োনী: কষ্টি:)—আক্রান্ত অংশ নীলাভ, ক্ষতান্বিতবৎ স্পর্শাসহ এবং তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। রোগীর দেহের শোণিতপ্রবাহ অতি ক্ষীণ এবং ধীর; রোগী

ম্লানমূর্ত্তি এবং সর্ব্বদা শীতার্ত্ততা অনুভব করে; শোণিতাভাব। শরীরাভ্যন্তরিক যন্ত্রণাদির প্রদাহ এবং আক্রান্ত অংশ বা যন্ত্রমধ্যে পূযোপজনন প্রবণতা (ল্যাকেসিস্; পলিগোনাম্ = প্রদাহ প্রশামক বলিয়া প্রসিদ্ধ)। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মাত্রেরই প্রতিশ্যায়,—আক্রান্ত ঝিল্লি হইতে অকষায়, পীতাভ হরিদ্বর্ণ এবং গাঢ় স্রাব নির্গলিত হইয়া থাকে (সাইক্লেমেন্; ন্যাট-সাল্‌ফ:)। আক্রান্ত অংশ শীর্ণ হইয়া যায় (প্লাম্বাম্)। হরিৎপাণ্ডুরোগ (ক্যাল্‌কে-ফস্: সাইক্লেম্: ন্যাট্-মিউ: সিপীয়া:) বিশেষতঃ অ্যালোপ্যাথিক মতে অধিক পরিমাণে লৌহ প্রয়োগান্তে। দেহভ্যন্তরে বা সন্ধি মধ্যে টান বোধ। স্থানে স্থানে গাত্রত্বকের তলে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ অনুভব। দেহের কোন অংশ চাপিয়া শয়ন করিলে তাহা চিন্ চিন্ ও কন্‌কন্ করে। সমগ্র দেহ দপদপানি অনুভব (হৃৎপিণ্ডের দপদপানি সমগ্র দেহকে কম্পিত করে (ন্যাট-মিউ: স্পাইজি:)। রোগিনী নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য লালায়িত হয়, কারণ তাহাতে তাহার (যদিও শীত বৃদ্ধি হয়) শিরোবেদনা, দন্তশূল, কর্ণশূল, সর্দ্দি প্রভৃতি পীড়ার উপশম বোধ হয়, আবদ্ধ গৃহ মধ্যে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত বোধ হয়। রোগীর গাত্রের কোন অংশ স্পর্শ করিলে তাহা ব্যথা ও ক্ষতযুক্ত বোধ হয়; গাত্র স্পর্শাসহ। কেহ শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া ধীরে ধীরে বেড়াইলে সে ভাল থাকে। বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরিধান করিলে আরাম বোধ হয়।

ত্বক।—ম্লান, ফ্যাকাশে; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জ্বালাজনক কণ্ডুয়নের আবির্ভাব হয়। আঘাত সহ উদরাময় এবং গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি; রাত্রে কণ্ডুতির বৃদ্ধি; পিষ্টকাদি ভক্ষণ, বিলম্বে আর্ত্তবাবির্ভাব, শীতল জলে স্নান জনিত। যুবতীদিগের গাত্র ও মুখমণ্ডলে কালকাল দাগ বা মেচেতা (বক্ষের উপর = অ্যা-নাই: করোপরে = ফেরাম্: ম্যাগ: মুখমণ্ডলে = ক্যালী-কার্ব: গণ্ডোপরে = সিপী:)। বিসর্প দ্রুত বিস্তৃতিপ্রবণ, নীলাভ, বিশেষতঃ নিতম্ব ও উরুদেশে; আক্রান্ত অংশ অনমনীয়, জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত এবং নড়িলে বা স্পর্শ করিলে তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূত হয় বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ভাঁজ মধ্যে ত্বকক্ষয় (লাই: গ্র্যাফ)। ত্বক বিদারণ বা গা ফাটা। শোণিতপাত-প্রবণ অর্ব্বুদ,—নানা বর্ণের শোণিত নির্গত হয়;—দিবাভাগে পাদচারণকালেই অধিক শোণিতপাত হয়। হাম জনিত বিকার ও সর্দ্দি লক্ষণ অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে; হামকণ্ডু ধীরে প্রকাশ হয়; কর্ণশূল, অক্ষিপ্রদাহ এবং বক্ষমধ্যে ব্যথাজনক ক্ষুকক্ষুকে শুষ্ক কাসি জনিত করে, কিম্বা ঘড়ঘড় শব্দকারী তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত কাসি হাম আরোগ্য হইবার পর পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। ক্ষত,—সহজে শোণিতপাত-প্রবণ,—ক্ষতের চতুর্দ্দিকে জ্বালা, কণ্ডুয়ন কিম্বা হুলবেধবৎ বেদনা বোধ হয় এবং রক্তিমা আবির্ভূত হয়; শৈত্য সংস্পর্শে উপশম। আঘাতজনিত ক্ষত মধ্যে পূয উৎপন্ন হয় এবং ঐ পূয অকষায়, অত্যন্ত গাঢ় এবং প্রচুর।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন; দিবসে নিদ্রালুতা; (মার্ক: নক্স; ফস্:) জ্বরবোধ সহ তন্দ্রাযুক্ত অবস্থা। আহারের পর বা অপরিমিত আহারের পর অনিদ্রা। রোগী রাত্রের প্রথমাংশ অনিদ্রায় যাপন করিয়া শেষে রাত্রে গভীর নিদ্রাভিভূত হয়। নিদ্রিত অবস্থায় রোগী চমকাইয়া উঠে (অ্যাকো: আর্স: বেল: ক্যামো: সিনা: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-কার্ব), রোদন করে (কার্ব্ব-ভে

ক্যামো:), চীৎকার করিয়া উঠে (ক্যালী-কার্ব: হ্যুঁউম) এবং কথা কহে (অ্যাকোন্: এল্যাম্বাস্; কার্ব্বো-ভে: ক্যামো: ক্যালী-কার্ব:। বিভিষিকাময় স্বপ্ন (অ্যা-নাই: বেল ফস্:)। মনোমধ্যে উপর্য্যুপরি নানা চিন্তা উদিত হওয়ায় নিদ্রা আইসে না (ইস্কিউ-হিপ: ব্রাই: ক্যাল্কে: কফীয়া; সিপিয়া)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—সমগ্র দেহ শীতল ও শীত যুক্ত; সর্ব্বদা শীতবোধ হয়,—এমন কি উষ্ণ গৃহেও শীত বোধ হইয়া থাকে। বেলা ৪টার সময় শীত বোধ; তৃষ্ণা থাকে না; ভাবনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং শীত আবির্ভাবের সময় শ্লেষ্মাময় বমন হইয়া থাকে। এক পার্শ্বগত শীত বোধ ও অসাড়তা (দক্ষিণ পার্শ্বগত=ব্রাই: ন্যাট-মিউ:—বাম পার্শ্ব কার্ব্বো-ভে: কষ্টি: লাই. থুযা)। তলপেটে এবং পৃষ্ঠতলে শীতবোধ; নিদ্রাবেশ সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না। (বেল্: ক্যামো: ওপী:)। কর ও চরণ হিমবৎ শীতল এবং মৃতব্যক্তির ন্যায় অসাড় বোধ হয় (লাই: সিপী:)। উত্তাপ,—মুখমণ্ডল আরক্তিম বা একগণ্ড আরক্তিম অন্যগণ্ড ম্লান (অ্যাকোন্: ক্যামো:)। সন্ধ্যার সময় বা রাত্রে আভ্যন্তরিক স্বেদহীন উত্তাপ, কিন্তু বাহিরে উত্তাপ প্রকাশ পায় না। দক্ষিণ পার্শ্ব বা উর্দ্ধাঙ্গগত উত্তাপ (বাম পার্শ্বে এবং বাম বাহুতে উত্তাপ=হ্রাস্),—আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে বা ধৌত করিলে উপশম বোধ হয়। মুখমণ্ডল বা এক বাহুতে উত্তাপ এবং অন্য বাহু শীতল; দেহ উত্তপ্ত এবং পদদ্বয় শীতল [বেল্: কার্ব্বো-ভেজি:]। থাকিয়া থাকিয়া মহা অস্থিরতা জনক উত্তাপ আবির্ভূত হয়,—যেন কেহ গাত্রে গরম জল ঢালিয়া দিয়াছে [হ্রাস]। রাত্রে শয্যায় শয়ন কালে অসহনীয় উত্তাপ ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। সন্ধ্যার সময় ঘর্ম্মহীন উত্তাপের আবির্ভাব হয়, শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে (বেল: সিঙ্কো: এবং হস্ত জ্বালা করে,—রোগী জ্বালা করে,—রোগী জ্বালা প্রশমনাশায় হস্ত রাখিবার জন্য শীতল স্থান অন্বেষণ করে (ওপীয়াম্); রোগীর দেহ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং সে গাত্রাবরণ উন্মোচন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে; গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চাহে না (এপীস্: ক্যাম্ফোরা: সিকেলী:)। অনবরত "উ:," "আ:," প্রভৃতি যন্ত্রণা ব্যঞ্জক শব্দ করে এবং গোঙাইতে থাকে জিহ্বা দ্বারা পুন: পুন: ওষ্ঠ লেহন করে অথচ জল পান করে না।—ঘর্ম্ম,—এক পার্শ্বগত কেবল দক্ষিণ বা কেবল বামাঙ্গে ঘর্ম্ম হয় (ব্যারাইটা-কার্ব্: অ্যাম্ব্রা: নক্স্:—যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বে স্বেদোদ্গম—অ্যা-নাই: অ্যাকোন্: চিনিন্-সাল্ফ্: যে পার্শ্বে শয়ন করে তাহার বিপরীত পার্শ্বে স্বেদোদ্গম=বেন্জিনাম্: থুযা: স্যানিকীউলা:); মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে স্বেদোদ্গম; রাত্রে বা প্রভাতে স্বেদাধিক্য, নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায় (সিঙ্কোনা: কোণায়াম্:—নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু মুদিত করিবামাত্র ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া পুনশ্চ উত্তাপ আবির্ভূত হয়=স্যাম্বীউকাস্)। সমস্ত রাত্রি ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে এবং রোগী আচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া অনবরত বকে (শীতাবস্থায় বকে=পডো: উত্তাপাবস্থায় বকে—ল্যাকে: পডো:)। ঘর্ম্মাবস্থাতেও যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় না (ইউপেট্: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: নক্স্:—ঘর্ম্মাবস্থায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি=ইপিক্:)। বিজ্বরাবস্থায় শিরোবেদনা, আমময় ভেদ, বিবমিষা এবং অরুচি; প্লীহা বৃহৎ প্রতীয়মান হয়।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—বেল্: ক্যাল্কে-ফস্: (বায়ুমার্গ আক্রান্ত হইলে)। ক্যামো: (অনুপূরক রূপে ও কার্য্য করিয়া থাকে)। সিঙ্কোনা: কফায়া: ইগ্নে: লাইকোপোড্: নক্স: প্ল্যাট্: স্ট্যাবাড্: ষ্ট্র্যামোন্: সল্‌ফ্: অ্যাসিড্-সল্‌ফ্:।

উপশম।—আক্রান্ত অংশ সকল নিষ্পেষিত ও দলিত করিলে; গাত্রাবরণ উন্মোচনান্তে; শীতল বায়ু আদি সংস্পর্শে; উচ্চ উপাধানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে; আক্রান্ত অঙ্গের ধীর বা মৃদু সঞ্চালনে; নির্ম্মল বায়ু সেবনে; আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নান্তে; শীতল দ্রব্যাদি পান বা আহারান্তে; শৈত্য প্রয়োগে; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে; ধৌত করিলে; আক্রান্ত অংশে জল প্রয়োগ করিলে এবং আধ্মায় নির্গমনান্তে।

বৃদ্ধি।—অপরাহ্নে; মানসিক আবেগ বশতঃ নিদ্রাভঙ্গান্তে; নাসিকা ফোঁৎকারান্তে (বক্ষ, কর্ণ, মস্তক ইত্যাদি মধ্যে বেদনা ও কর্ণ মধ্যে কটাস্ করিয়া উঠে); নিদ্রাভিভূত হইবার প্রাক্কালে; নিশ্বাসত্যাগ কালে; শৈত্য সংস্পর্শ ঘটিলে; কাসিলে; শয়ন উপবেশন প্রভৃতি দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে; শরীরের রস ক্ষয় হইলে; নীহারবিদগ্ধ হইলে; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে; অনাক্রান্ত পার্শ্বে শয়নান্তে; মস্তক নীচু করিয়া শয়নান্তে (ফস্:); হামের পর পুনশ্চ হাম উদ্গমান্তে; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে; দেহ সঞ্চালনের প্রারম্ভে; রুটী মাখন ও মেদময় খাদ্য ভক্ষণান্তে; উষ্ণ দ্রব্যাদি আহারান্তে; পাকস্থলীর বিকৃতি বশতঃ; মলত্যাগ কালে বিশেষতঃ যদি কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়; শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময়; রৌদ্রে; গোধুলি লগ্নে; প্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে, সূতিকাগৃহে অবস্থিতি কালে; অস্ত্রচিকিৎসান্তে; তাম্রকূট সেবনে এবং গর্ভাবস্থায়; উষ্ণ, বদ্ধ গৃহমধ্যে; বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে এবং উত্তাপে (ক্যালী-মিউ:); স্পর্শ করিলে; বিশ্রামে বা স্থির হইয়া থাকিলে; পদস্খলন হইলে; প্রবল সঞ্চালনে; ঝড়জলের সময়; বায়ুর পরিবর্ত্তনে; জলে ভিজিলে এবং প্রবল বায়ু সংস্পর্শে।

অনুপূরক।—অ্যাসিড্-সল্‌ফ্: ক্যালী-মিউ: ক্যামোমিলা: লাইকোপোড্: সাইলিশীয়া।

অনুকূল সম্বন্ধ।—পরে বা পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য=বেল্: ক্যালী-মিউ: লাই: ফস্: সল্‌ফ্: আর্স্: ব্রাই: ক্যাল্কে-ফস: মার্ক: নক্স্-ভম্: হ্রাস্: সিপীয়া; সাইলিশীয়া: ইগ্নেশীয়া: ক্যালী-ব্রাইক্রমিকাম্:। কোন পুরাতন রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ।

তুলনীয়।—অশ্রুপ্রবণা বা ক্রন্দনশীলা—সিপিয়া: ন্যাট্রাম: ইগ্নেসি:। শিরাস্ফীতি ও শিরারোগ—হামামেলিস:। চক্ষু প্রদাহ—আর্জ্জেণ্ট-নাইট:। সর্দ্দিতে—সাইক্লে: সিপা:। যেন অন্ননলীমধ্যে খাদ্য বাধিয়া রহিয়াছে—চায়না: অ্যাবিস্। মেদময় খাদ্যে বৃদ্ধি—ইপিক: কার্ব্বো-ভেজি। কুলফি বরফ—আর্স: কার্ব্বো: ইপিক:। লেমনেড স্পৃহা—বেল: স্যাবাই। অমরা আটকান—ক্যান্থ। ভ্যাদালবেদনা—ক্যামো: কুপ্রাম: জ্যান্থক। স্তন্য না হওয়া—অ্যাগ্নস্: আর্টিকা:। জরায়ুর পীড়া—কলোফাই: হেলোনি: অ্যালিট্রিস: হাইড্রাস্: লিলিয়ম্। হাম—ক্যালি-বাই।

কর্ণশূল—বোরাক্স। ঋতুবন্ধ জন্য সহসা চক্ষুতে ঝাপসা দেখা—সিপিয়া। ভয়ে অতিসার—জেলস্। ঋতুশূল—কক্কু। অনুকল্প রজ—ব্রায়ো: ফস্। পুতিনস্য—থুজা। বিবমিষা—ক্যাল্‌কে: লাইকোপ। পীড়ার ভয়—ক্যাল্‌কে: নক্স: ল্যাকসিস্। অন্ধকারে ভয়—আর্স: ক্যাল্‌কে কার্ব্বো, কষ্টিক্: লাইকোপ: ফস্: ষ্ট্রাম। ভূতের ভয়—অ্যাকেন: আর্স: লাইকো, সিপিয়া: সলফ। পা ভিজা জন্য রজোবন্ধ—রসটক্স: ডলকামারা। তিক্তস্বাদ ইত্যাদি—সলফর। একহাত ঠাণ্ডা একহাত গরম—চায়না, ইপিকা: ডিজি। কর্ণমূল সরিয়া অন্যস্থানে যায়—চেলিড: হ্রাসটাক্স। ঠাণ্ডা জন্য জ্বর—অ্যাকো। ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে রক্তস্রাব—বোভিষ্টা: হামা। সাইলিসিয়াকে পুরাতন পল্‌সেটিলা কহে। সল্‌ফরও অনেকটা ঐরূপ।

সদৃশ।—অ্যাক্টীয়া-রেসি: অ্যান্ট্-ক্রুড্: কলোফিল্: কোণা: সাইক্লেম্: হ্যামো: ষ্টাবাই: সিপীয়া: ক্যালী মিউ: হেলোন্: ফস্: বোর‍্যাক্স্: ল্যাক্-ক্যান্: আয়োড্।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে সহস্রাধিক উচ্চতম ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ দিন।

র‍্যানান্‌কীউলাস্ বাল্‌বোসাস্

(RANUNCULUS BULBOSUS).

প্রস্তুতি।—এই গাছড়ার সমস্ত অংশ হইতে মুল আরক প্রস্তুত হয়।

নমান্তর।—র‍্যানান্‌কীউলাস্ টিউবারেসাস্।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মদাত্যয়; স্তনের নীচে বেদনা; বক্ষে বেদনা; নীহার কণ্ডু; কড়া; অতিসার; শোথ; শ্বাসকষ্ট; পামা; মৃগী; পায়ে বেদনা; পাকাশয় শূল; হাঁপানি; হিক্কা; কোরণ্ড; কামলা; যকৃতে বেদনা; স্নায়ুশূল; রাৎকাণা; ডিম্বাধারে স্নায়ুশূল; বিম্বিকা (পেম্ফিগস্) বা ফোস্কাযুক্ত উদ্ভেদ; ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট প্রদাহের পরবর্ত্তী ফল; সন্ধি বাত; পার্শ্বশূল; মেরুদণ্ডের উত্তেজনা; আঁচিল; মসীজীবির হস্তকম্পন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বাতাশ্রিত বেদনা এবং স্নায়ুশূল, বিশেষতঃ বক্ষ ও উদর পর্দ্দার প্রদাহ, এবং দেহের উভয় পার্শ্বস্থিত পঞ্জরের বাতবেদনা এবং পরিবেষ্টক বিচর্চ্চিকা বা দদ্রুপেটিকাবৎ জ্বালাজনক উদ্ভেদ উদ্গমের পূর্ব্বে বা সময়ে স্নায়ুশূলাদিতে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ। অপরিমিত সুরাপান সম্ভূত পীড়া, যথা আক্ষেপিক হিক্কা, অপস্মারিক আক্ষেপ, পানাত্যয় প্রভৃতিতেও ইহা বিশেষ হিতকর ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—দিবান্ধতা বা রাত্র্যন্ধতা, তিমিরদৃষ্টি এবং অক্ষিগোলক যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে এবং কর্কর করিতেছে এইরূপ অনুভব; চক্ষু মধ্যে ধূম সংস্পর্শ জনিতবৎ উত্তেজনা। যে সকল রমণী কলে

লেখা, সূচীকার্য্য কিম্বা পীয়ানো বাদনাদি কার্য্যে কেবল বসিয়া সময়াতিবাহন করে, তাহাদের পৃষ্ঠফকের পার্শ্বস্থিত পৈশিক বেদনা এবং পৃষ্ঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে জ্বালা। বক্ষমধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বা বিদ্ধকারী স্নায়বিক, বা বাতাশ্রিত বেদনা,—বেদনার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয় এবং থাকিয়া থাকিয়া বেদনার প্রকোপ আবির্ভাব হয়; জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে বেদনার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে; প্রাদাহিক বেদনা; মেরুমজ্জাগত উত্তেজনা জনিত বেদনা; ফুস্‌ফুসাবরণী প্রদাহ বা ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ,—দেহের উত্তপ্ত অবস্থায় শৈত্য সংস্পর্শ বা শীতল অবস্থায় তীব্র উত্তাপ সংস্পর্শ জনিত। পর্শুকান্তর্গত বাতবেদনা,—বক্ষঃস্থল স্পর্শাসহিষ্ণু এবং আঘাতজনিতবৎ ব্যথান্বিত; বেদনার বৃদ্ধি=আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে, সঞ্চালনে বা দেহ আবর্ত্তিত করিলে এবং বৃষ্টি বা ঝটিকাময় দিবসে। বক্ষের বাম পার্শ্বের অসম্পূর্ণ পর্শুকা (Short-ribs) প্রদেশে জ্বালা বোধ। অন্ত্রমণ্ডলী ও সমগ্র উদর অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ। দেহের স্থানে স্থানে বোধ হয় যেন ভিজা বস্ত্র আচ্ছাদিত রহিয়াছে। কড়া,—অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও উত্তেজনা অনুভূতি। দদ্রুপেটিকা,—উদ্ভেদ উদ্গমের পূর্ব্বে বা সময়ে পর্শুকান্তর্গত প্রদেশে স্নায়ুশূলের আবির্ভাব হইয়া থাকে; পীড়কা সকল কোন কোন স্থলে নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—কোন বিষয় চিন্তা করিতে গেলে ভাব বিলোপ (অ্যাসিড্‌-নাই:); বুদ্ধির স্থূলতা বা জড়তা (অ্যানাক্‌: সাইক্লেম্‌: নক্স্‌: মস্‌:—তীক্ষ্ণতা=ইগ্নে: নক্স্‌-ভম্‌: আর্ণি: বেল্‌: সিঙ্কো কফীয়া:)। ক্রোধন স্বভাব, কলহপ্রিয় (ইগ্নে: অরাম্‌: ক্যামো: ডাল্‌ক্যা: হায়ো: মার্ক্‌: ন্যাট্‌-মিউ: থুয়া)। নীচ মন এবং অশান্তি,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে (লাই: জেল্‌সি:)। সন্ধ্যার সময় ভূতের ভয় (অ্যাকোন্‌: লাই: পল্‌সে: হৃদগ্রপ্রদেশীয় অস্থিরতা সহযোগে=প্ল্যাটি:); একাকী থাকিতে সাহস হয় না (হায়ো: ক্যালী-কার্ব: ক্যাম্ফো)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন্‌—পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা (জেল্‌সি: গ্লোন্‌: টেরিব),—গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার সময়। ললাটে এবং মূর্দ্ধাদেশে নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা,—যেন প্রবল নিষ্পেষণ বশতঃ মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া যাইবার উপক্রম হয় এবং অক্ষিগোলক মধ্যে চাপ বোধ ও নিদ্রালুতা অনুভব হয় (নিদ্রালুতা সহযোগে শিরোবেদনা=ইণ্ডীয়াম্‌; ক্রিয়ো:); বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময়, কিম্বা শীতল বায়ুময় প্রদেশ হইতে বদ্ধ গৃহে প্রবেশ অথবা বদ্ধ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শীতল বায়ুময় প্রদেশে গমন কালে। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য,—যেন মস্তক পরিপূর্ণ বা বৃহদায়তন হইয়াছে এইরূপ অনুভব (আর্জেণ্ট-নাই: আর্ণিকা; বোভিষ্টা; নাক্স-মস্‌: র‍্যাণান্‌ ক্লিবেট:)। বিবমিষা বা বমনেচ্ছা (অ্যাণ্ট ক্রুড: ককীলাস্‌; ক্যালী-কার্ব: স্যাঙ্গিউইন্‌:) ও নিদ্রাবেশ সহযোগে শিরোবেদনা (ওপীয়াম্‌; নাক্স-মস্‌:)। শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে শিরোবেদনার আবির্ভাব বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মস্তক যেন অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে ইত্যাকার অনুভব, কর্ণমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়।

চক্ষু।—রাত্র্যান্ধতা (সিঙ্কোনা: লাইকোপেড: হায়ো: সাল্‌ফ:),—চক্ষু মধ্যে উত্তাপ ও

চাপবোধ হয় এবং কুট্ কুট করে; (ফস্:) অক্ষিপুট ও যোজকত্বক ঈষৎ আরক্তিম এবং অশ্রু স্রাব হইতে থাকে; অপাঙ্গে বা চক্ষের কোণে পিঁচুটী সঞ্চিত হয় (এই সকল লক্ষণাক্রান্ত দিবান্ধতাও ইহার লাক্ষণিক)। অক্ষিগোলক মধ্যে চাপবোধ। চক্ষু মধ্যে বা অপাঙ্গে উত্তেজনা এবং ক্ষতান্বিতবৎ অনুভব। চক্ষুতে ধুম সংস্পর্শ জনিতবৎ উত্তেজনা (ক্রোকাস্; ন্যাট-আর্স্: ভ্যালি:)। তিমির দৃষ্টি,—চতুর্দ্দিক তিমিরাবৃত বোধ হয় (জেল্সি: গ্লোন্: পেট্রোল:)।

নাসিকা।—নাসিকা আরক্তিম এবং প্রদাহ বশতঃ স্ফীত হইয়া উঠে এবং টান বোধ হয়। রন্ধ্র মধ্যে চটাঘা (কেয়োলিন্; ল্যাকে. লাই: ন্যাট-মিউ: সিলি)। রন্ধ্র মধ্যে বিরক্তি বা অস্বস্তি জনক "সুরসুড়ী" গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায় (ক্যালী কার্ব: পলসে: ইউফ্রে:) এবং যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা বোধ হয় (এরাম-ট্রাই: হাইড্রাষ্ট: সাইলি:)। নাসিকা মধ্যে হইতে অপর্য্যাপ্ত গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব হয় (ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড হাইড্রাষ্ট: ক্যামো: ক্যাম্ফ)। রন্ধ্র মধ্য হইতে শোণিত স্রাব।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মহীন বা শুষ্ক উত্তাপ অনুভব এবং গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠে,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। মুখমণ্ডল যেন দাহিত হইয়াছে তদুপরে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসপীড়কা বা ফোস্কা উদ্গত হয় এবং যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা করিতে থাকে; পীড়কা সকল গুচ্ছবদ্ধ ভাবে বাহির হয়। মুখমণ্ডলে, বিশেষতঃ নাসিকা ও চিবুকোপরে, চিন্‌চিন্ করে। ওষ্ঠদ্বয় স্পন্দিত হইতে থাকে।

মুখবিবর।—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে দন্তশূল আরম্ভ হয় (ল্যাকে:—দন্তশূল বশতঃ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়=ক্যালেডীয়াম্)। পেষণ দন্ত যেন উৎপাটিত হইতেছে এইরূপ বেদনা। মুখমধ্যে শ্বেত লালা সঞ্চিত হয় এবং ঐ লালা তাম্রকলঙ্কের স্বাদ বিশিষ্ট (মার্ক:) কণ্ঠমধ্যে অপর্য্যাপ্ত গাঢ় আঠার ন্যায় কফ সঞ্চিত হয়। কণ্ঠমধ্যে এবং তালুতে সন্তাপ জনিত জ্বালা (যেন কণ্ঠমধ্যে একটী জ্বলন্ত লৌহ গোলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে=ফাইটো:—যেন দাহ হইতেছে=ক্যান্থা—যেন কণ্ঠ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে=ইউফর্ব:)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—আহারের সময় বা নীরস দ্রব্যাদি ভক্ষণান্তে মুখে দগ্ধ মাংসের স্বাদ অনুভব হয় (পলসে: সাল্ফ:)। অপরাহ্নে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। প্রত্যূষে ক্ষুধা বোধ হয় (অ্যাগার অ্যাণ্ট-ক্রুড: চায়না: হ্লাস:) এবং পেট ডাকিতে থাকে। পুনঃ পুনঃ উদ্গার। আক্ষেপিক হিক্কা,—অতিরিক্ত সুরাপান জনিত (মদ্য পানান্তে=ইগ্নে: নক্স: পল্সে:)। বৈকালে এবং সন্ধ্যার পর বিবমিষার উদ্রেক,—কোন কোন সময় শিরোবেদনা সহযোগে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ক্ষয়িতত্বকবৎ স্পর্শকাতরতা এবং জ্বালাবোধ,—স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে (কার্ব্বো-অ্যান্: কোণা: নক্স-ভম্: ফাইটো র‍্যাণান্-স্কি)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপ বোধ (কোণা: ইগ্নে: লাই: মাইরিকা-সেরিফ: ন্যাট-মিউ: ফস্:)। কোঁকের ক্ষয়িতত্বকবৎ স্পর্শাসহিষ্ণুতা (ব্রাই: ইউপেট: সাল্ফ:),—বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে। যকৃৎ মধ্যে শূলবেধবৎ বেদনা বক্ষমধ্যে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় (বক্ষমধ্যে প্রসারিত হইয়া শ্বাসরোধ করে=অ্যালো:—পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত= চেলিড: ॥ বামকুক্ষী মধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ বেদনা অনুভব,—বিশেষতঃ দেহ সঞ্চালনে বাম

কুক্ষীমধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ বেদনা=যেন ঘৃষ্ট হইয়া ক্ষয়িতত্বক হইয়াছে=এপীস। যকৃৎ প্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা,—বেদনা বশতঃ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় (বার্বারিস) এবং দক্ষিণ স্কন্ধের শিখর দেশে সূচীবেধবৎ বেদনা ও চাপবোধ হয়, কিছুকাল উপবেশনের পর পাদচারণ কালে (চেলিডোনিয়াম্)। উদরের বাম পার্শ্বে তীক্ষ্ণাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা,—পূর্ব্বাহ্নে, পাদচারণ কালে, কিম্বা রাত্রে ভোজনের পর। অন্ত্রশূল এবং উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং টিপিলে বোধ হয় যেন উদর মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্ত অত্যন্ত ব্যাথান্বিত এবং এবং ক্ষতযুক্ত (আর্ণিকা, হ্যামা: ম্যাগ-মিউ:)। উদর মধ্যে যেন ত্বকক্ষয় হইয়াছে এইরূপ জ্বালাযুক্ত। উদর অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু। কঠিন মল ধীরে ধীরে নির্গত হয়। যন্ত্রণারহিত, বার বার অপর্য্যাপ্ত মলনিঃসরণ; বৈকালে স্বাভাবিক মল নির্গত হয় (পডো:)। মূত্রস্থলী মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর,—স্রাব প্রথমে অনুগ্র, পরে অত্যন্ত কষায় এবং ক্ষত-জনক (অ্যালীউ: অ্যামন্-কার্ব্ব: বোভি: কলোফিল্: ক্রিয়ো: ন্যাট্-মিউ: সিপীয়া:)। ডিম্বধারের স্নায়ুশূল (লাই: কলো: লিলীয়াম্-টাই: সিপীয়া),—জলবায়ুর পরিবর্ত্তন মাত্রে আবির্ভূত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষমধ্যে বেদনা, শ্বাসাল্পতা এবং ব্যাহত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিবার আগ্রহ। বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ক্যালী-কার্ব্ব: ব্রাই:)। বক্ষমধ্যে বাতাশ্রিত বা শ্লেষ্মাশ্রিত বেদনা, কিম্বা যেন বক্ষের চর্ম্মতলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ স্পর্শাসহনীয়তা (পল্‌সেটিলা: দেখ)। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ আরোগ্যের পর বক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ব্যথা, যেন সেই সেই স্থলের ত্বকের অভ্যন্তরে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে। ফুস্‌ফুসাবরণীর সংযোজন (ফুস্‌ফুসাবরণীর প্রদাহের পর)। বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; নড়িলে, হেঁট হইলে বা শ্বাসগ্রহণে ও স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়, বক্ষের নিম্নাংশ বোধ হয় যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বক্ষমধ্যে এবং বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে অস্ত্রবেধবৎ যন্ত্রণা,—বেদনা অত্যন্ত গভীর এবং যকৃতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। বক্ষের নিম্নাংশ এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশের উপরে স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। গৃহবহির্দ্দেশে গমনকালে বোধ হয় যেন বক্ষের স্থানে স্থানে আর্দ্র বস্ত্র আচ্ছাদিত রহিয়াছে, গৃহ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলে ঐ অনুভব আর থাকে না। বক্ষঃস্থল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত এবং স্পর্শাসহ বোধ হয়,—বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে, সঞ্চালনে কিম্বা দেহ আবর্ত্তিত করিলে বক্ষ মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা (আর্ণিকা:)। কোন পদার্থের সংস্পর্শে ও নড়িলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (সেনাগা:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম পৃষ্ঠফলকের ভিতর পার্শ্বে বেদনা; অনেক সময় ঐ বেদনা ঐ পৃষ্ঠফলকের নিম্ন কোণে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে, কিম্বা বক্ষগহ্বরের বাম পার্শ্বের নিম্নার্দ্ধ ভেদ করিয়া সঞ্চারিত হয়। বাহুদ্বয়ে আক্ষেপিক, বাতাশ্রিত বেদনা। বাহুতে এবং হস্তে শলাকাবেধবৎ বেদনা। করতলে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ উদ্গম (অ্যাস্থ্রাক্সিন্: ক্যালী-কার্ব্ব: মার্ক্-সল্:)। লিখিবার সময় দক্ষিণ হস্তে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে হঠাৎ বিদারণবৎ বেদনা অনুভূত হয়। অতি প্রত্যুষে উভয় স্কন্ধে এবং কনুই মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা। দক্ষিণ

হস্তের তর্জ্জনীর নখতলে যেন শলাকা বিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বেদনা (অ্যাসিড্-নাইঃ)। উরুমধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা,—বেদনা নিম্নাভিমুখে প্রসারিত হয়। জানু আদি সন্ধি স্ফুটিত হয় বা মট্‌মট্‌ করে (ক্যাল্‌কেঃ কষ্টিঃ)। কদর বা কড়া,—স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (অ্যা-ন্যালিসাইঃ) এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও উত্তেজনা অনুভূত হইয়া থাকে। গুল্ফতলে ধক্‌ধক্‌কারী ও অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ বামপদের,—দণ্ডায়মান অবস্থায়। গুল্ফতলে যেন পাদুকার কাঁটা ফুটিতেছে এইরূপ বেদনা। বাম পদের চতুর্থাঙ্গুলিতে ভয়ানক সূচীবেধবৎ বেদনা। পদের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে ক্ষয়িতত্বকবৎ বেদনা; অঙ্গুলি মধ্যে এবং অঙ্গুলি-পৃষ্ঠেও ঐরূপ বেদনা বোধ হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ। মৃগীবৎ আক্ষেপ। হঠাৎ রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। ভয় প্রাপ্তি বা ক্রোধোদ্রেকের পর হস্তপদাদি কম্পিত হইতে থাকে এবং শ্বাসকষ্ট বোধ হয়; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় এবং কোন কোন স্থলে, আহারের পরে এবং জলবায়ুর উত্তাপ হ্রাস হইয়া শীতল হইলে। পাকস্থলী মধ্যে বেদনা বশতঃ মূর্চ্ছার উপক্রম।

ত্বক।—কঠিন ত্বক বিশিষ্ট কদর বা কড়া। ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ, যেন দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় ঐরূপ হইয়াছে। দদ্রুপেটিকা এবং তজ্জনিত পশু কান্তর্গত স্নায়ুশূল (মেজের:)। অনুচ্চ, জ্বালাজনক এবং হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত ক্ষত,—ক্ষত হইতে রসের ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়। পোড়া নারাঙ্গা (হ্রাস্‌ঃ র‍্যানান্‌-স্কিলিরেটাস্‌) শীতস্ফোট বা পাঁকুই (অ্যাগারঃ)।

নিদ্রা।—অনিদ্রা,—শ্বাসকৃচ্ছ্র (ক্যাডমী-সল্‌ফঃ গৃণ্ডিলীয়াঃ ল্যাকেঃ), উত্তাপ এবং ধমন্যাদি মধ্যে শোণিতোৎপ্লাবন; কোন পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। রাত্রে পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং তৎপরে দীর্ঘকাল যাবৎ নিদ্রা হয় না।

জ্বরাধিকারে।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ ও শীতার্ত্ততা; বৃদ্ধি=বৈকালে এবং সন্ধ্যার পর; উত্তমরূপে আবৃত বক্ষেও গৃহের বাহিরে গেলে শীত বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তাপাধিক্য বোধ হয়,—হস্ত অত্যন্ত শীতল বোধ হয় এবং সার্ব্বাঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইতে থাকে। যুগপৎ আভ্যন্তরিক শীত এবং বাহিরে উত্তাপ বোধ। ঘর্ম্ম অতি অল্পই উদ্গত হয় এবং কেবল প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে; টিপিলে; দেহ বা আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে; দেহ আবর্ত্তনে; পাদচারণে; শয়নে; আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে; সোজা হইয়া বসিলে; সন্ধ্যার পর এবং প্রাতে; জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে; হঠাৎ শীত বা উত্তাপ সংস্পর্শান্তে; শ্বাসগ্রহণে; জলবায়ুর উত্তাপ হ্রাস হইলে; ঝড়জলের দিনে; আহারান্তে এবং ক্রোধোদ্রেক হইলে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ব্রাইঃ ক্যাম্ফোঃ পল্‌সেঃ হ্রাস্‌ঃ।

সদৃশ।—অ্যাকোন্‌ঃ আর্ণিঃ ব্রাইঃ ক্যাক্টাস্‌ঃ ক্লিম্যাটিস্‌ঃ ক্রোটন-টিগ্লীয়াম্‌ঃ ইউফর্বীয়াম্‌ঃ মেজেরঃ স্ট্যাব্যাড্‌ঃ গৃণ্ডিলীয়াঃ ক্যাডমীয়াম্‌-সল্‌ফ্‌ঃ ল্যাকেঃ অ্যাগার্‌ঃ পল্‌সেঃ হ্রাস্‌-টক্স্‌ঃ সিঙ্কোনাঃ নাইঃ।

তুলনীয়।—চক্ষু বেদনা—ফস্ফ:। মেরুমজ্জায় উত্তেজনা—অ্যাগারি:। শীতোত্তাপ সম্ভোগ—অ্যাকোন্: আর্ণিকা:। ঝড়বৃষ্টি—হ্রাস:। মাথাধরা, ঘর্ম্ম—পল্‌স:। বক্ষে বেদনা—চেলিডে: পামা: অ্যান্টি-ক্রুড:। ভূতের ভয়—আর্স: আরেণ:। শ্বাসাল্পতা জন্য অনিদ্রা—ল্যাকেসিস্:।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক ক্রম হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত। (পানাত্যয় রোগে মূল আরক প্রতিবারে ১০ হইতে ৩০ বিন্দু প্রযোজ্য,—ডা: বেরিক্:)।

র‍্যানান্‌কীউলাস্‌ স্কীলিরেটাস্‌

(RANUNCULUS SCELERATUS).

নামান্তর।—মার্শ-ক্রো-ফুট্:।

প্রস্তুতি।—এই গাছড়ার্ সমস্ত অংশ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অর্ব্বুদ, গুহ্যদ্বার কণ্ডুয়ন; বক্ষে এবং বুকাস্থির পশ্চাতে বেদনা; কড়া; সর্দ্দি; গলনলী-উপঝিল্লীর প্রদাহ; কর্ণশূল; জিহ্বাপ্রদাহ; ক্ষুদ্র সন্ধি বাত; অর্শ; যকৃতে বেদনা; স্নায়ুশূল; নাসিকা মধ্যে ক্ষত; বিম্বিকা; কর্ণমূল; পাকাশয় প্রদাহ; গোড়ালিতে বেদনা; জিহ্বায় দাগ দাগ পড়া; শিরাস্ফীতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কয়েকটী প্রধান ক্রিয়াফল সম্বন্ধে ডা: ফ্যারিংটন এইরূপ লিখিয়াছেন:—"র‍্যাণান্‌কীউলাস্-বাল্‌বোসাস অপেক্ষা র‍্যাণান্‌কীউলাস্-স্কীলিরেটাসের উত্তেজনা শক্তি অধিক। র‍্যাণান্‌কীউলাস্-বাল্‌বোসাসের ন্যায় গাত্রত্বকের উপর ইহাদ্বারাও একপ্রকার জলবৎ, পীতবর্ণ ও কষায় রসপূর্ণ ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই সকল ফোস্কা ফাটিয়া গেলে যে ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহা হইতে একপ্রকার অত্যন্ত কষায় রস নিঃসৃত হইতে থাকে এবং ঐ রস যেখানে লাগে সেই স্থানেই ক্ষত উৎপন্ন হয়। মুখক্ষত রোগে এবং সময়ে সময়ে উপঝিল্লী রোগে এবং আন্ত্রিক জ্বরে, ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ জিহ্বার স্থানে স্থানে ত্বকক্ষয় এবং অবশিষ্টাংশ লেপাচ্ছন্ন,—এবং এইরূপ জিহ্বা বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত মানচিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া, ইহাকে মানচিত্র জিহ্বা বলে; এইরূপ মূর্ত্তি বিশিষ্ট জিহ্বা ন্যাট্রাম্ মিউরীয়েটিকাম্: আর্সিনিকাম্: হ্রাস্-টক্সিকোডেণ্ড্রণ, ল্যাকেসিস্: এবং ট্যার‍্যাক্সেকামেরও প্রকৃতিগত, কিন্তু উক্ত কোন ভেষজেই র‍্যাণান্‌কীউলাস্-স্কীলিরেটাসের ন্যায় জ্বালা ও ত্বকক্ষয়জনকতা নাই। র‍্যাণান্‌কীউলানাস্-বাল্বোসাসের ন্যায় র‍্যাণান্‌কীউলাস্-স্কীলিরেটাস্‌ও সাধারণ হাঁচি সংযুক্ত সর্দ্দি, তরল সর্দ্দি, সন্ধিগত বেদনা এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা, প্রভৃতি অবস্থায় হিতকর হইয়া থাকে।" স্পর্শাসহিষ্ণুতা ইহার একটী প্রধান লক্ষণ,—

বিশেষতঃ বক্ষোপরে এবং বক্ষমধ্যাস্থির উপর। "বাহ্য স্পর্শাসহনীয়তা সহযোগে ব্যাহত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং যকৃৎ, প্লীহা, বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনা,—বৃদ্ধি শ্বাস গ্রহণ কালে" এই কয়েকটী লক্ষণ ইহার প্রকৃতিগত। দেহের দক্ষিণাঙ্গের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতাধিক্য দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যে নানা প্রকারের তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। বাম করতলে নিরন্তর "কট্‌কট্‌" কারী বেদনা ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। এতজ্জনিত কদুর বা কড়া, অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত। এতদ্ব্যতীত "মস্তক যেন অত্যন্ত ভার এবং অত্যন্ত বৃহৎ"; "মুখমণ্ডল যেন লুতাতন্তু আবৃত"; "নাভীপ্রদেশে যেন একটী কীলক প্রবিষ্ট রহিয়াছে"; "যেন একটী স্থূলাগ্র যন্ত্রদ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশ নিষ্পিষ্ট হইতেছে"; "যেন মলতারল্য আরম্ভ হইবে"; "পদবৃদ্ধাঙ্গুলিতে যেন স্চ বিদ্ধ হইতেছে"; প্রভৃতি কতিপয় অনুভূতি ইহার অনন্য-সাধারণ লক্ষণ। র‍্যাণান্‌কীউলাস্‌ বাল্বোসাসের ন্যায় ইহাতেও "পাকস্থলীমধ্যে যন্ত্রণা বশতঃ মূর্চ্ছোপক্রম্‌"; "হস্তপদাদির স্পন্দন" প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রাতে অত্যন্ত আলস্য বোধ এবং মানসিক পরিশ্রমে বিরক্তি। সন্ধ্যার সময় বিমর্ষ চিত্ত এবং স্ফূর্ত্তিহীন ভাব। মস্তিষ্কের আবিলতা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, তৎসহ চৈতন্য বিলোপ (নক্স্‌-ভম্‌: ক্যালী-কার্ব্‌: ম্যাঙ্গিনেলা)। শিরোবেদনা,—মূর্দ্ধাদেশের একটী ক্ষুদ্র অংশে (পল্‌সে:) কিম্বা উভয় রগদেশ কট্‌কট্‌ ঝনঝন করিতে থাকে। মস্তক যেন অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে এবং অতিরিক্ত ভার বোধ হয়। মস্তকের-ত্বক কুট্‌কুট্‌ করে এবং কণ্ডুয়নযুক্ত হইয়া থাকে। মস্তকের ত্বকে অত্যন্ত টান বোধ হয়।

চক্ষু।—চক্ষুমধ্যে এবং অপাঙ্গে উত্তেজনা অনুভূতি (অ্যালীউ: সীপা: র‍্যাণান্‌-বাল্বো:)। অক্ষিগোলকের উপর যন্ত্রণাজনক চাপ বোধ। দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত জল পড়ে।

কর্ণ।—কর্ণশূল,—শিরোমধ্যে নিষ্পেষণ বা কট্‌কট্‌কারী এবং দন্ত মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা।

নাসিকা।—জলবৎ সর্দ্দি স্রাব ও চক্ষু হইতে নিরন্তর অশ্রুস্রাব (নক্স্‌: অ্যানাক্‌: সীপা: ইউফ্রে: ফাইটো: স্যাঙ্গিউইন্‌:)। নাসাগ্র কুট্‌কুট্‌ করে (বার্বারিস্‌: কর্ণাস্‌: সার্সা:)। পুনঃ পুনঃ হাঁচি (অ্যা-নাই: আর্স্‌: সীপা: সাইক্লেমেন্‌:)। দক্ষিণ নাসাপুটের উপর ক্ষতোদ্গম (অ্যা-নাই: ক্যালী-বাই: ইউফ্রে:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল বোধ হয় যেন লুতাতন্তু বা মাকড়সার জাল আবৃত (অ্যালীউ: ব্যারাই: বোর‍্যাক্স্‌: বোভি: ব্রাই: ম্যাগ্‌-কার্ব: গ্র্যাফ্‌: ব্রোম্‌:)। মুখমণ্ডলে শৈত্য বোধ ও আকর্ষণবৎ বেদনা। মুখমণ্ডল হিমবৎ শীতল এবং নীলবর্ণ। মুখের পেশীর আনর্ত্তন,—প্রেতহাস্য (বেল্‌: ষ্ট্র্যামো্ন্‌: ভেরেট্‌:), তৎসহ হস্তপদাদির পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ।

মুখবিবরাদি।—দন্তমধ্যে আকর্ষণ ও শূলবেধবৎ বেদনা (এপীস্‌:)। দন্তমাড়ী

ব্যথা ও স্ফীতিযুক্ত এবং আরক্তিম,—এবং যখন তখন মাড়ী হইতে শোণিতপাত হয়। জিহ্বা পুরু লেপাচ্ছন্ন কিন্তু মধ্যে মধ্যে ক্ষয়িত ত্বক হওয়ার দ্বীপমালা অঙ্কিত সমুদ্রের মানচিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয় (আর্স: ল্যাকে: ন্যাট্:-মিউ: হ্রাস্-টক্স: ট্যারাক্সেকাম্:)। গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ রোগাধিকারে জিহ্বার উভয় পার্শ্বের শল্ক উঠিয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ নিবিড় লেপাচ্ছন্ন। জিহ্বার প্রদাহাধিকারে উহা জ্বালা করে এবং আরক্তিম হইয়া উঠে। কণ্ঠমধ্যে জ্বালা ও আকর্ষণ অনুভব। গলগ্রন্থিদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে (ব্যাপ্টি: ব্যারাই: ক্যামো: সল্ফ্: ড্যাল্কা: ল্যাক্-ক্যান্: ফাইটো: সিড্রন্: মার্ক্-কর্:) এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (অ্যা-নাই:)। কণ্ঠনলীর সঙ্কোচন এবং গলরোধপক্রম,—বিশেষতঃ রুটী আহার কালে।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার (ব্রাই: হ্যামা:)। নিবিড় শ্বেত লেপাশ্বিত জিহ্বা এবং প্রাতে মুখের স্বাদ মিষ্টরস বিশিষ্ট। জ্বরাবির্ভাবান্তে জ্বালাময়ী তৃষ্ণা। পাকস্থলী মধ্যে বেদনা ও মূর্চ্ছোপক্রম (নক্স্-ভম্: র‍্যাণান্‌কীউ-বাল্বো:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পরিপূর্ণ ভাব,—বাহির হইতে টিপিলে বৃদ্ধি হয়,—বিশেষতঃ প্রাতে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি এবং জ্বালা (কার্ব্বো-অ্যান্: কোণা: ডিজিট্: নক্স্-ভম্: ফাইটো:—স্পর্শে বৃদ্ধি=র‍্যাণান্-বাল্বো:)। সবিরাম জ্বরের পর এবং কুইনিন্ অপব্যবহার বশতঃ স্ফীত বা বিবর্দ্ধিত প্লীহা (আর্স্: চিনিন্-সল্ফ্: ড্রায়াডেমা: ক্যাপ্স্: ফেরাম্:)। যকৃৎ মধ্যে ঈষৎ চাপ বোধ,—দীর্ঘশ্বাস-প্রশ্বাসে আরও বৃদ্ধি হয়। প্লীহা, যকৎ কিম্বা বৃক্ক মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা (বার্বা: ব্রাই: কার্ডীউয়াস্-মেরী: ক্যালী-কার্ব:)। উদর মধ্যে বেদনা এবং ভ্রমী বোধ।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—বার বার তরল, জলবৎ, দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ (ক্যালী-ফস্:)। যখন তখন বোধ হয় যেন উদরাময় প্রকাশ পাইবে (অ্যাঙ্গাষ্টিউরা; আণ্ট-ক্রুড: এপীস্;—সন্ধ্যার সময়=ক্যালেড:—উদরমধ্যে নিরন্তর উত্তেজনা এবং তৎসঙ্গে বায়ুনলী মধ্যে কফ সঞ্চয়=সেনেগা, ইউক্যালিপ্টাস্)। মলদ্বার সুড় সুড় করে, চিন্‌চিন্ করে। মলান্ত্র মধ্যে সূক্ষ্ম সূচীবেধবৎ বেদনা। মলনলী মধ্যে ভিতর হইতে যেন ঠেলিতেছে এইরূপ বেদনা, যেন অর্শ বহির্গত হইবার সূচনা,—পাদচারণে বৃদ্ধি। আহারান্তে প্রবল বেগ আইসে কিন্তু কেবল আধ্মান বায়ু নিঃসরণ হয় (স্যাঙ্গিউইন্)।

প্রস্রাব ও পুংজননেন্দ্রিয়।—মূত্রকৃচ্ছ্র। প্রস্রাবের অনতিপরেই মূত্রনলীর অগ্রভাগে জ্বালা বোধ হয়, প্রস্রাব হইবার পর ফোঁটা ফোঁটা মূত্র স্রাব হইয়া বস্ত্র ভিজিয়া যায় (ক্যানাব্: কোণা: ল্যাকে: পেট্রোল: সেলিন্:—প্রমেহাধিকারে=পেট্রোসেলিনাম্:—গৌণ উপদংশ রোগ=হ্রাস)। লিঙ্গমুণ্ডে সূচীবেধবৎ বেদনা (মার্ক-প্রোটো আয়োড:)।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত ব্যথা এবং তন্মধ্যে অবসন্নতা বোধ। বক্ষঃমধ্যে এবং পর্শুকান্তর্গত প্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। বক্ষের উপরিভাগ এবং বুকাস্থি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। অগ্রকড়ার পশ্চাতে জ্বালা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে যেন

একটী স্থূলাগ্র কাষ্ঠশলাকা দ্বারা নিপীড়িত হইতেছে এইরূপ অনুভব। বুকসাঁটিয়া থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস কালে ব্যাঘাত বোধ হয় (ক্যাক্টাস্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত ও পদের অঙ্গুলির সন্ধিগত বাত। বাহুদ্বয়ে, বিশেষতঃ হস্তের অঙ্গুলিতে, কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ কারী ও সূচীবেধবৎ বেদনা ; সন্ধ্যায় সময় অঙ্গুলির পার্শ্বে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। প্রাতে অঙ্গুলি সকল স্ফীত প্রতীয়মান হয়। পদদ্বয়ে কট্ কট্ ঝন্‌ঝন্‌কারী ও সূচীবেধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যে হঠাৎ বোধ হয় যেন তন্মধ্যে সবলে একটি সূচ ফুটাইয়া দেওয়া হইল,—রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে। বেদনায় রোগীর মূর্চ্ছা যাইবার সম্ভাবনা হয়। বেদনার বৃদ্ধি সন্ধ্যার সময়,—রাত্রি দ্বিপ্রহরে বেদনায় হ্রাস হয় কিন্তু অনিদ্রা, অস্থিরতা, পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন এবং তৃষ্ণার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হয়। কট্ কট্ ঝন্‌ঝন্‌কারী বেদনা এইস্থানে অনুভব হইতেছে, আবার পরক্ষণেই অন্যস্থানে আবির্ভাব হয়।

ত্বক।—কষায়, তরল এবং পীতবর্ণ রসপূর্ণ ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ,—গুটী ফাটিয়া গেলে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা যে স্থানে লাগে সেই স্থানেই ক্ষত উৎপন্ন করে। পোড়া নারাঙ্গা। এক এক স্থানে এক একটি ফোস্কা একাকী উদ্গত হয় এবং ভাঙ্গিয়া গেলে ক্ষত উৎপন্ন হয়।

জ্বরাধিকারে।—দুইবেলা আহারের সময় শীতার্ত্ততা অনুভূত হয়। বায়ু সেবনার্থ বহির্দ্দেশে পাদচারণ করিতে করিতে গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলে উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। রাত্রে, অধিকাংশ স্থলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, প্রবল তৃষ্ণার উদ্রেক হয় এবং স্বেদহীন উত্তাপ ভোগ হইয়া থাকে। উত্তাপাবস্থার পর শেষ রাত্রে স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে এবং ললাটদেশেই ঘর্ম্মাধিক্য দৃষ্ট হয়।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ**—ক্যাম্ফোরা, পল্‌সেটিলা এবং কফিয়া।

সদৃশ।—আর্স্: বেল: ল্যাকে: পল্‌সে: হ্রাস্: সাইলিশীয়া: সল্‌ফার: ; পেম্ফিগস রোগে ইহার পর আর্স্: ডিপথিরিয়ায় ল্যাকেসি।

তুলনীয়।—শিরঃপীড়ায়—পলস্। জিহ্বার মানচিত্রের মত দাগ—ন্যাট্রাম: আর্স্: হ্রাস:। লূতাতন্তুবৎ অনুভবে—অ্যালু: ব্যারাইটা: ব্রাই: পল্‌সে: গ্রাফাই: ম্যাগ-ফস:।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

র‍্যাফেনাস্ স্যাটাইভাস্।

(RAPHANUS SATIVUS).

নামান্তর।—র‍্যাফেনাস নাইগ্রাম।

প্রস্তুতি।—মূলা হইতে মুল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মদাত্যয় ; অন্ধত্ব ; বগলের গ্রন্থির প্রদাহ ; স্তনদ্বয়ের নিম্নে ও মধ্য স্থানে বেদনা ; নিস্পাদ বায়ু ; কাসি ; অতিসার ; বাধক ; শীর্ণতা ; নাকদিয়া রক্তস্রাব ; মূর্চ্ছাভাব ; জ্বর ; আধ্মান ; মুখলাল হইয়া উঠা ; মাথাধরা ; শিরঃপীড়া ; হৃৎকম্পন ; গোড়ালিতে বেদনা ; অন্ত্রবৃদ্ধি ; মূর্চ্ছাবায়ু ; অনিদ্রা ; যকৃতের পীড়া ; যকৃৎ স্ফোটক ; রজসাধিক্য ; জরায়ু হইতে প্রচুর শোণিত স্রাব ; নিকট দৃষ্টিদোষ ; অসাড়তা ; কামোন্মাদ ; অন্ননলীর পীড়া ; বিম্বিকা ; গর্ভকালে দন্তশূল ; কর্ণমূল ; দন্তশূল জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই—নিম্নাক্ষিপুটের স্ফীতি। (২) কর্ণের দিকে চক্ষু ফিরাইলে, ঐ কর্ণে, গল মধ্যে এবং শিরোপার্শ্বে বেদনানুভূতি। (৩) দৃষ্টি লোপ ও শিরোঘূর্ণন। (৪) চক্ষুর্দ্বয় শোণিত পূর্ণ হইয়া দৃষ্টি লোপ হয়। (৫) বমন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণশক্তির লোপ। (৬) কর্ণে যেন তালা লাগিয়াছে এইরূপ অনুভব। (৭) দন্ত সকল পেষ্টবোর্ড বা শক্ত মলাট নির্ম্মিত বোধ হয়। (৮) রাত্রি ৪টার সময় শয়নাবস্থায় খাইতে ইচ্ছা হয় অথচ ক্ষুধা হয় না। (৯) নিরন্তর প্রবল তৃষ্ণা। (১০) যত জলপান করে প্রস্রাব তদনুপাতে অনেক কম হয়। (১১) রাত্রি ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে শিরোবেদনা বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং প্রচুর জলপান করে। (১২) জলীয় পদার্থ পান করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। (১৩) শীতল পদদ্বয় যেন অতি উত্তপ্ত জলে নিমজ্জিত করিয়াছে এইরূপ অনুভব ; (১৪) কাসিলে মস্তকে ও বক্ষে আঘাত লাগে। (১৫) কাসি বোধ হয় যেন উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে উত্থিত হইতেছে ; হাসিলে কাসির উদ্রেক হয়। (১৬) তালু-দেশ হইতে প্রচুর শ্বেতবর্ণ গাঢ় আঠার ন্যায় গয়ার উত্থিত হয় এবং কণ্ঠনলী সঙ্কুচিত বোধ হয়। (১৭) শ্বাসপ্রশ্বাস কালে স্তনের নীচে এবং পৃষ্ঠে ব্যথা বোধ হয়। (১৮) স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে বক্ষাভ্যন্তরে যেন একটী গুরুভার গুল্ম ও শৈত্য আবদ্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভব বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। (১৯) যেন লৌহপেটিকা দ্বারা কটি আবদ্ধ রহিয়াছে। (২০) সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে এইরূপ বোধ। (২১) যেন জরায়ু প্রদেশ হইতে একটি উত্তপ্ত গুল্মবৎ পদার্থ উত্থিত হইয়া গলরোধ করিতেছে। (২২) উদর মধ্যে আধ্মান বায়ুর সঞ্চয় বশতঃ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। (২৩) উর্দ্ধ বা নিম্ন,—কোন মুখেই আধ্মান বায়ুর নিঃসরণ হয় না। (২৪) নিশ্বাস এবং উদ্গার উভয়ই উত্তপ্ত। (২৫) উদর হইতে যেন কতকগুলিন গুল্ম কণ্ঠ মধ্যে উত্থিত হইতেছে। (২৬) যেন মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটী পদার্থ নিম্নদিকে গমন

করিতেছে এবং স্থানে স্থানে যেন তাহার গতি রোধ হওয়ায় যন্ত্রণা উৎপন্ন করিতেছে। (২৭) মেরুচঞ্চু মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা,—যেন একটী স্ফোটক উদ্গত হইতেছে। (২৮) যকৃৎ মধ্যে যেন স্ফোটক উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। (২৯) তলপেটে ভয়ানক চাপ বোধ,—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার উপক্রম (৩০)। দেহের স্থানে স্থানে দপ দপ করিতে করিতে ছুরিকাবেধবৎ বেদনায় পরিণত হয়। (৩১) পৃষ্ঠে এবং বাহুদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগে শীতবোধ হয়; জানুদ্বয় হিমবৎ শীতল; জ্বরভাব,—যেন কম্প আসিবার সূচনা। (৩২) কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে পৃষ্ঠে বেদনা অনুভব। (৩৩) অস্থি, বাহু, হস্ত এবং চক্ষু স্ফীত, এবং পদদ্বয় ক্ষুদ্র বোধ হয়। ইহার কয়েকটী মানসিক লক্ষণও বিশেষ নির্ণায়ক :—(৩৪) কামোন্মাদ; রোগিণী অন্য রমণী ও বালিকার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করে; খামখেয়ালী, বিলুপ্ত বুদ্ধি, বিষাদ যুক্ত এবং রোদন-পরায়ণা; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে যেন নেশা হইয়াছে এইরূপ অনুভব। সান্ধ্য ভোজনের সময় কেবল জল পান করিলেও সুরা জনিতবৎ নেশা অনুভূতি। স্বীয় রোগ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাবনা এবং আসন্ন মৃত্যুর ভয়। (৩৫) প্রথম ভোজনের পর হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনা বোধ। (৩৬) পান বা আহার করিতে আরম্ভ করিলে গলাধঃকৃত দ্রব্য যেন বক্ষমধ্যে আবদ্ধ হইয়া গেল এইরূপ অনুভব। (৩৭) শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য মুখব্যাদান করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; মুখ দিয়া যে বায়ু প্রবিষ্ট হয় তদ্দারা বায়ুনলী মধ্যে জ্বালা ও বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। (৩৮) নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে শিরোবেদনার নিবৃত্তি।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগিনী পুরুষের প্রতি বড়ই অনুরাগ প্রকাশ করে কিন্তু অন্য রমণী (পল্সে:) এমন কি, অন্য শিশু-বালিকার প্রতি পর্য্যন্ত, মহা বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে,—এই পুরুষপ্রিয়তা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া কামোন্মাদে পরিণত হয়। খামখেয়ালি উন্মাদভাব,—কখনও বুদ্ধিবেলোপ ও বিষণ্ণতা প্রকাশ এবং রোদন করে এবং কখনও বা স্বীয় রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে থাকে। শিশুদিগের প্রতি, বিশেষতঃ শিশু বালিকাদিগের প্রতি, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন (স্বীয় পরিবারবর্গের প্রতি বিদ্বেষ=অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: অ্যালো: ক্যাম্স্: কোব্যাল্ট্: কোণা: সিপীয়া: ইউপাস্-টিয়েটী:—স্বীয় শিশু সন্তানদিগের প্রতি বিদ্বেষ=প্ল্যাট্:—স্বীয় স্বামী ও সন্তানদিগের প্রতি বিদ্বেষ=গ্লোন্: ভেরেট্:)। অত্যন্ত বিষাদ,—অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না (ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাক্-ক্যান্:)। অন্যের প্রাণনাশক অভিসন্ধিসকল মনোমধ্যে উদিত হয় কিন্তু রোগিনী বিবেক সাহায্যে স্বীয় চিত্তকে দমন করে। অত্যন্ত দুর্ভাবনা,—রোগিনীর মনে হয় তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য (অ্যাকোন্: কষ্টি: ক্রোকাস্: ফস্:)। মানসিক উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা। রোগিনীর বিশ্বাস তাহার একটী রোগ আছে এবং অন্যে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। অত্যন্ত রোদনপরায়ণা, কেহ কিছু বলিলেই চক্ষে জল আইসে। শারীরিক ও মানসিক অবসাদ; স্মৃতিবিলোপ; কতকগুলি ভাব পর পর অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিলে মস্তিষ্ক মধ্যে সমস্ত গুলাইয়া যায়। রোগিনীর মনে হয় যেন

সে মরিয়া গিয়াছে; যেন তাহার মুখমণ্ডলে যে মাছি বসিতেছে তাহাদিগকে তাড়াইবার তাহার শক্তি নাই। কোন বস্তুর প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং প্রথম আহার কালে কেবল জল পান করিলেও নেশা বোধ হয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন সহ, অস্পষ্ট বা তিমির দৃষ্টি (সাইক্লেমেন্: জেল্সি: অ্যানাক্: ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্: ক্যালী-বাই: ফাইটো:—দৃষ্টি লোপ সহযোগে=নক্স্-ভম্: বেল্: সল্ফ্:—ক্ষীণ দৃষ্টি সহযোগে=ডায়াডেমা: ফস্:) সন্ধ্যার সময় মস্তক যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: ন্যাট্-মিউ: জ্যান্থকিজলাম্: ইণ্ডিগো)। রাত্রি ৩ বা ৪টার সময় শিরোবেদনা বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (ন্যাট্-মিউ: নাষা:)। শিরোবেদনাধিকারে বোধ হয় যেন চক্ষুর্দ্বয় বাহির হইতে ভিতর দিকে নিষ্পিষ্ট হইতেছে (ফস্:) এবং ঐ বেদনা কর্ণের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। লিখিবার সময় মস্তিষ্ক মধ্যে হঠাৎ সঙ্ঘাতবোধ। প্রবল শিরোবেদনা,—রগ, নাসামূল এবং চক্ষুমধ্যে বেদনা অনুভূত হয়। পাদচারণকালে দেহের ঈষন্মাত্র আলোড়নে মস্তিষ্ক মধ্যে ব্যথা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা অনুভূতি (সিঙ্কোনা: গ্লোন্: ফাইটো:)। ললাট মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা (ল্যাক্-ডিফ্লোরেটাম্:)। চক্ষুর উপর প্রদেশে চাপবোধ ও ব্যথা করিতে থাকে (কার্ব্ব-ভে: সেনেগা:) এবং দৃষ্টি লোপ হইয়া যায়,—বমন হইবার পর বেদনার নিবৃত্তি হয়। শিরোপশ্চাতে অতীব্র বেদনা,—পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে উপশম হয় (বৃদ্ধি হয়=অ্যানাক্:)।

চক্ষু।—কর্ণের দিকে চক্ষু ফিরাইলে রগে, কর্ণমধ্যে এবং পার্শ্ব কপালে ব্যথা বোধ হয়। চক্ষুর্দ্বয় নীলিমা বেষ্টিত। চক্ষুর্দ্বয় কোটর প্রবিষ্ট; আরক্তিম। নিম্নাক্ষিপুট স্ফীত (ভেস্পা: জিঙ্কাম্:—চক্ষের নীচে থলীর ন্যায় স্ফীতি=এপীস্:—উপরে=ক্যালী-কার্ব্:)। চক্ষু মধ্যে কুট্‌কুট্ করে এবং চক্ষু মুদিত করিলে তন্মধ্যে উত্তাপ (কোর্যাল্-রুব্: আষ্টিলেগো: ও উন্মীলন করিলে শৈত্য অনুভূত হয়। চক্ষুর্দ্বয় শোণিত পূর্ণ হইয়া দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে (গ্লোন্:)। নিদ্রাভঙ্গান্তে চক্ষু মধ্যে শোণিতসঞ্চায়াধিক্য ও অস্পষ্ট দৃষ্টি। চক্ষুর্দ্বয়ের ঊর্দ্ধাংশে চাপ বোধ ও দৃষ্টিরাহিত্য,—বমনান্তে উপশম হয়। বিরক্তিজনক অক্ষিপুট স্পন্দন, উহা দর্শনের ব্যাঘাত জন্মায় এবং অক্ষিগোলক ঘূর্ণিত হইতে থাকে।

কর্ণ।—বমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রবণ ও দর্শন শক্তির লোপ হয় এবং তাহার অনতি-পরেই মহা যন্ত্রণার সহিত বমন হইয়া থাকে। বাম কর্ণ মধ্যে বিদারণ ও বিদ্ধকরণবৎ বেদনা,—যেন অস্থি মধ্যে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভব।

নাসিকা।—নাসাগ্র সূক্ষ্ম। নাসামূল হইতে শিরোপশ্চাৎ পর্য্যন্ত ব্যথাবোধ করিতে থাকে। যতবার নাসিকা ফোঁৎকার করে ততবার তন্মধ্য হইতে অমিশ্রশোণিত নির্গত হয় (আর্ণি: অরাম্-মিউ: গ্র্যাফ্: ফস্:—প্রাতে ল্যাকে: কষ্টি: পল্সে:); নাসিকা হইতে শোণিত স্রাবের পর শিরোবেদনার উপশম হয় (বীউফো: ফেরাম্-ফস্: ম্যাগ-সল্ফ: মিলিলোট:)। নাসাপশ্চাতে অত্যন্ত ভার বোধ। শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু নাসিকা মধ্যে জ্বালাজনক

উত্তাপযুক্ত বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ হাঁচি বা পুনঃ পুনঃ হাঁচির উদ্রেক। নাসামধ্যে অশ্বমূলার গন্ধ।

মুখমণ্ডল।—ফ্যাকাশে ও ম্লান এবং আন্তরিক যন্ত্রণাব্যঞ্জক এবং চক্ষুর্দ্বয় নীলিমা-বেষ্টিত। গণ্ডদ্বয় আরক্তিম এবং জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত; সমগ্র মস্তক ও মুখমণ্ডল আরক্তিম, পীন নাসা বা স্থূল নাসিকা, পীত গণ্ডদ্বয়, কিম্বা গহ্বর প্রবিষ্ট চক্ষু এবং নীলবর্ণ মূর্ত্তি,—রোগী মুকুরে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভীত হয়। পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তি, বিশেষতঃ শয্যাত্যাগান্তে। নিম্ন হনুর গ্রন্থি সকল স্ফীত ও অনমনীয়। দক্ষিণ গণ্ডাস্থি এবং যুগাস্থি মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা।

মুখবিবরাদি।—স্নায়ুগত দন্তশূল,—সন্ধ্যার সময় ধক্ ধক্ করিতে থাকে এবং যেন দন্ত ভেদ হইয়া যাইতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়; বৃদ্ধি=শয়ন করিলে এবং উপশম=পাদচারণে। গর্ভধারণের প্রথমাবস্থায় দন্তশূল। (ম্যাগ্-কার্ব্ঃ র্যাটান্ঃ) বাম কসের দন্ত মধ্যে ছুরিকাবেধবৎ বেদনা, বা ছেদক দন্ত শিথিলমূল এবং মাড়ী ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে। দন্ত ও মাড়ী ঝন্ঝন্ করে এবং দন্ত সকল যেন পেষ্ট্বোর্ড্ বা শক্ত মলাট নির্ম্মিত এইরূপ বোধ হয়। মাড়ী কাল হইয়া যায়। জিহ্বা,—নিবিড় শ্বেত লেপাচ্ছন্ন; জিহ্বামূলে উত্তাপানুভূতি। জিহ্বাগ্রে যখন তখন জ্বালা বোধ হয় (র্যাটান্ঃ স্যাঙ্গিউইন্ঃ) মুখব্যাদান করিয়া না থাকিলে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না,—প্রবিষ্ট বায়ু অত্যন্ত যন্ত্রণা উৎপন্ন করে এবং যেন ফুস্ফুস্ বা বক্ষ মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্ত সজীব এইরূপ বোধ হয় এবং জ্বালা করে। আলজিহ্বা স্ফীত ও আরক্তিম; জিহ্বা প্রায় শ্বেতবর্ণ এবং প্রান্তভাগ আরক্তিম; গলমধ্যে, এবং সময়ে সময়ে কেবল গলগ্রন্থি মধ্যে, উত্তাপ এবং জ্বালা বোধ এবং যেন অস্ত্রাঘাত করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। কণ্ঠমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং প্রগাঢ় নিদ্রার পর প্রাতে কাসিলে গাঢ় আঠার ন্যায় কফ অন্ননলী ও কণ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গয়ার রূপে নির্গত হয় এবং কণ্ঠ মধ্যস্থিত ত্বক যেন ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয়। হঠাৎ কণ্ঠনলী এরূপ সঙ্কুচিত হইয়া যায় যে রোগী একটী কথাও স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিতে পারে না (র্যাটান্ঃ—কথা কহিবার ব্যাঘাত জনিত করে=ম্যাঙ্গিঃ পাল্সেঃ—কথা কহিলে কষ্ট হয়=প্যারিস)। কোনদ্রব্য গলধঃকরণ কালে পৃষ্ঠে ব্যথা বোধ হয় (হ্রাস্-টক্সঃ ক্যালী-কার্বঃ কষ্টিঃ)।

পাকস্থলী।—মুখমধ্যে মূলা বা মরীচের স্বাদ অনুভব; রাক্ষসী ক্ষুধা,—কিছু খাইবার পর রোগী নিজেকে ক্ষুদ্রতর এবং পূর্ব্বাপেক্ষা শিথিল দেহ বোধ করে। রাত্রি ৪টার সময় খাইতে ইচ্ছা হয় কিন্তু ক্ষুধা হয় না। অভ্যস্ত তাম্রকূট সেবনে অরুচি বোধ। নিরন্তর প্রবল তৃষ্ণা; তৃষ্ণা অপেক্ষা বা প্রয়োজন অপেক্ষা জল অধিক পান করে। যাহা কিছু গলাধঃকরণ করে তাহাতেই পৃষ্ঠে বেদনা বোধ হয়। অন্ননলী ও বক্ষমধ্যে জ্বালা বোধ হয়; পাকস্থলী হইতে পুনঃ পুনঃ পূতিগন্ধময় উদ্গার উত্থিত হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা করিয়া সমস্ত দিন যাবৎ উষ্ণ উদ্গার উত্থিত হয় এবং অবশেষে শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়। যেন মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম এইরূপ বিবমিষার আবির্ভাব হয় এবং প্রকোপ এত প্রবল হইয়া থাকে যে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও সোজা হইয়া বসিয়া থাকে, শয়ন করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ বমনোদ্রেক হয় ও

তদধিকারে শ্রবণ ও দর্শন শক্তির লোপ কিম্বা দৃষ্টি অস্পষ্টতা এবং শ্রবণ শক্তির হ্রাস হইয়া আইসে। বমন,—ভয়ানক প্রবল (ইথীউ)—ভুক্ত দ্রব্যাদি উঠিয়া যায়; কিম্বা অতিশয় বিবমিষা, বক্ষমধ্যে চাপ ও শৈত্য বোধ হইয়া শ্বেত বর্ণ শ্লেষ্মা মিশ্রিত ভুক্তদ্রব্যাদি বমন হয়; কখনও বা কেবল কফ ও পিত্ত বমিত হয় (ইপিক:) প্রতিবার বমনের পূর্ব্বে পৃষ্ঠ ও বাহুদ্বয় শিহরিয়া উঠে (পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে জ্বালাবোধ হয়=হ্রাস) ; কালবর্ণ পদার্থ বমন (আস্´; নাক্স ; ফস্ ; ভেরেট:)। মল বা পুরীষময় বমন (ওপী: প্লাম্:)। যত জলপান করে তদপেক্ষা কম পরিমাণ প্রস্রাব হয়, অথচ প্রস্রাবও নিতান্ত অল্প নহে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা,—গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস কালে।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বা অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা কিম্বা যেন তন্মধ্যে ত্বকক্ষয় হইয়াছে এইরূপ ব্যথা করিতে থাকে ; যকৃৎ প্রদেশে যেন স্ফোটক উদ্গত হইতেছে এইরূপ ব্যথা করিতে থাকে ; যকৃতের দক্ষিণ অংশে যেন অস্ত্র বিদ্ধ হইতেছে বা সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা অনুভব ; নাভী প্রদেশে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা (চেলিড্: কলো: ক্রোটন্ ; ফাইটো: টিলীয়া-ট্রি) নাভীর বামাংশে যেন নখ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা,—যেন তরল মল নির্গত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। সামান্য আহার মাত্রে উদর স্ফীত হইয়া উঠে এই স্ফীতি পাকস্থলী হইতে আরম্ভ হইয়া উদরে সংক্রামিত হয় ; উদর অনমনীয়,—যেন আধ্মান বায়ু পূর্ণ রহিয়াছে কিন্তু বেদনা বোধ হয় না ; পাকস্থলীর উপর কোনরূপ চাপ সহ্য হয় না (আর্স্: হিপ: ইপিক্: লাই: ম্যাগ-মিউ: ফস্:—বস্ত্র আঁটিয়া পরিতে পারে না=ল্যাকে: লাই: নক্স)—বিশেষতঃ তলপেটে (বিশেষতঃ উদরের বাম পার্শ্ব=পলসে:) ; উদর টিপিলে উহা অনমনীয় এবং ব্যথাযুক্ত বোধ হয় ; রোগীর মনে হয় যে উদর স্ফীতি বশতঃ তাহার শ্বাসরোধ হইয়া যাইবে (আর্জেন্ট-নাই: লাই: হিপ: হাইড্র্যাষ্ট: অ্যা-হাইড্রো: ল্যাকে: ফস্: পলসে: ইউরেনীয়াম্-নাই:) ; তৎপরে যেন তরল মল নিঃসৃত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণের ন্যায় পেট মুচড়াইতে থাকে। উদরাধ্মান,—উর্দ্ধ বা নিম্ন—কোন দ্বার দিয়াই,—আধ্মানবায়ু নিঃসরণ হয় না। প্রাতে নিদ্রা-ভঙ্গান্তে দেখে তলপেট সাঁটিয়া এবং টাটাইয়া রহিয়াছে, স্ফীত হইয়াছে এবং স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়,—এমন কি পরিহিত বস্ত্রের পর্য্যন্ত স্পর্শ অসহ্য বোধ হয় (লাই: এপীস্: ক্রিয়ো: ল্যাকে: ল্যাক-ক্যান্: পাল্সে: স্পঞ্জীয়া) ; মলত্যাগ হইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি কিম্বা পরে উপশম কিছুই হয় না ; যন্ত্রণা অবিচ্ছিন্ন, তবে দেহ সঞ্চালনে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয় ; পাদচারণকালে একটু নাড়া পাইলেই অন্ত্রাশয় ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। স্থূলান্ত্র মধ্যে আধ্মান বায়ু আবদ্ধ থাকে ; উদরের সর্ব্বত্র বায়ুগুল্ম সকল ঠেলিয়া উঠে। কোন পার্শ্বে হেলিয়া বসিলে শ্রোণিদেশের আরাম বোধ হয়, কিন্তু আবার তলপেটে ব্যথা এবং যেন একটা গুল্ম হঠাৎ উত্থিত হইয়া কণ্ঠ রোধ করিল এইরূপ বোধ হয় ; কণ্ঠ মধ্যে অবস্থিতি কালে উহা গলাধঃকরণ করা যাইবে না এত বৃহৎ মনে হয় ; কণ্ঠ হইতে ঐ গুল্ম যেন নামিয়া পাকস্থলী মধ্যে অবস্থিত হয় এবং বোধ হয় যেন উহা আর পরিপাক হইবার নহে ; নিম্ন উদর শূন্য এবং তন্মধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয় ; প্রতি বেদনার সময় শোণিত বোধ হয় যেন মহা বেগে চক্ষু মধ্যে ধাবিত হইতেছে ;

চক্ষু জ্বালা করে, মাথা ঘোরে এবং শিরা মধ্যে চতুর্দ্দিকে শোণিত ধাবিত হয়; পদদ্বয় অত্যন্ত শীতল বোধ হয় এবং কুট্‌কুট্‌ করিতে থাকে,—যেন শীতল পদ অত্যন্ত গরম জলে নিমজ্জিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ কুচকীর গ্রন্থি স্ফীত এবং স্পর্শ করিলে ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। তলপেটে নিম্নাভিমুখী চাপ বোধ,—যেন অন্ত্রবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা (ক্যাল্‌কে: কার্ব্বোণ-সলফ্‌: ককীউ: গুয়ায়েক্‌: লাই: নক্স্‌: সাইলি:)। তলপেটে এবং বৃক্ক মধ্যে বেদনা,—যেন রজোস্রাবের পূর্ব্ব লক্ষণ।

মল।—মল,—অপ্রচুর এবং তরল,—কিম্বা সজোরে পীতাভ কপিশবর্ণ মলত্যাগ; আবার কখনও কপিশবর্ণ ও ফেণময় মল। পুরাতন উদরাময়,—হরিদ্বর্ণ তরল এবং আম ও শোণিত মিশ্রিত মল। অজীর্ণ দ্রব্যাদি মিশ্রিত তরল মল। উদরী অধিকারে পুরাতন উদরাময়,—প্রবল তৃষ্ণা, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত অবসাদ বোধ, শ্বাস প্রশ্বাসকালে কষ্টবোধ হয়, প্রচুর প্রস্রাব এবং বায়ু নিঃসরণাভাব।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের সময় মূত্রনলীর সম্মুখাংশে জ্বালা বোধ। বৃক্ক প্রদেশে বিদারণবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ হেঁট হইলে। কামাদ্রি প্রদেশে বেদনা ও প্রস্রাববেগ,—যেন মূত্রাশয়ের শিখরদেশ নিষ্পিষ্ট হইতেছে। যত জল পান করে প্রস্রাব তদনুপাতে পরিমাণে কম হয়। প্রস্রাব বেগ সত্ত্বেও অল্প পরিমাণ প্রস্রাব হয়। অনেকক্ষণ বসিয়া না থাকিলে প্রস্রাব হয় না। ফিকা ও সমল পীতবর্ণ মূত্র,—তলানি সুরাফেনের মত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যেন একটা গোলক জরায়ুর শিখরদেশ হইতে উত্থিত হইয়া কণ্ঠমধ্যে যাইয়া অবস্থিত হইল। জরায়ু ও কুচকী প্রদেশ স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়; অস্থি মধ্যেও ব্যথা বোধ হয় এবং সন্ধি সকল মট্‌মট্‌ করে; কশেরুকাস্তম্ভ অত্যন্ত ক্ষীণ। জরায়ু ও কুচকী প্রদেশে অত্যন্ত ব্যথা ও উত্তাপ বোধ; মুহুর্মুহু প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু রোগিনী প্রস্রাব করিতে পারে না। জননেন্দ্রিয় ও ভগাঙ্কুর মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ রোগিনী অস্বাভাবিক উপায়ে রিপুর পরিতৃপ্তি করিতে প্রবৃত্ত হয় (অরিগেণাম্‌:)। কামনা না থাকিলেও যোনি হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হয়। জরায়ু প্রদেশে জ্বালা আরম্ভ হইয়া উদরোর্দ্ধ প্রদেশে সঞ্চারিত হয় এবং তথায় ঐ জ্বালা স্নায়বিক সঙ্কোচনে পরিণত হয় এবং যেন তাহার ধনুষ্টঙ্কার হইবে রোগিনীর মনে এইরূপ আশঙ্কাজনক অনুভূতির সঞ্চার করে। জননেন্দ্রিয় মধ্যে নিরন্তর সড়সড় করে এবং ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি দেড়টার পর বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা স্রাব হইয়া নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। প্রত্যহ অপরাহ্ন ৩ হইতে ৪টার মধ্যে যোনি হইতে গোলাপি বর্ণের জলের ন্যায় শোণিত স্রাব, ঋতু অত্যন্ত অধিক এবং বহুদিবস স্থায়ী হইয়া থাকে,—চাপ চাপ শোণিত নির্গত হয়,—গর্ভস্রাবের ন্যায়। ঋতুস্রাবকালে জরায়ু প্রদেশ হইতে উত্তাপ প্রাদুর্ভূত হইয়া মস্তকে, মস্তক হইতে নিতম্বদেশে এবং তথা হইতে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে সংক্রামিত হয় এবং যেন অগৌণে ঘর্ম্মোদ্গম হইবে এইরূপ অনুভূতি উৎপন্ন করে; পদ ও পদতল কুট্‌কুট্‌ করে, বিস্মৃতির আবির্ভাব হয়, রোগিনী অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং কথা কহিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় (কার্ব্বো-অ্যানিম্‌: ককীউলাস্‌:)। কামোন্মাদ,—প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে।

শ্বাসযন্ত্রে।—শ্বাসপ্রশ্বাসে মূলার গন্ধ। স্বরভঙ্গ। কাসি অধিকারে স্বরভঙ্গ; বক্ষঃস্থল যেন সন্দংশ বা সাঁড়াশী দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (ইথীউসাঃ—যেন লৌহবন্ধনী দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে—ক্যাক্টাস্ঃ),—শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিতে বা কথা কহিতে অত্যন্ত আয়াস বোধ হয় (ক্যাক্টাস্ঃ)। বায়ুনলীর সর্দ্দি বা প্রতিশ্যায়াধিকারে যেরূপ হইয়া থাকে কণ্ঠমধ্যে সেইরূপ কফ সঞ্চিত হইয়া কাসির উদ্রেক হয়; যেন উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে কি একটা কণ্ঠাভিমুখে উঠিয়া কাসির উদ্রেক করে; হাস্য করিলেও কাসি আইসে (আর্জেন্ট-নাইঃ ব্রাইঃ সিঙ্কোঃ কিউপ্রাম্ঃ ফস্ঃ ষ্ট্যাণাম্ঃ)। বোধ হয় যেন কণ্ঠতলে গাঢ় আঠার ন্যায় কফ সঞ্চিত হইয়া আছে অথচ কাসিলে উঠে না,—যেন কাসির বেগ ততদূর পৌঁছাইতেছে না (কষ্টিকাম্ঃ)। শুষ্ক কাসি,—কাসিলে মস্তকে ও বক্ষপার্শ্বে সংঘাত বোধ হয় (ব্রাইঃ)। গয়ার,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাগোলক সকল অতি সহজে নির্গত হয়। পান বা আহারের সময় গলরোধ হইবার উপক্রম হয় (অ্যানাক্ঃ ম্যাগ্-ফস্ঃ হ্রাস্ঃ সিপীয়াঃ)। রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত মুখ ব্যাদান ব্যতীত শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন করিতে পারে না; বক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট বায়ু যন্ত্রণা ও জ্বালা উৎপন্ন করে,—যেন তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সজীব; আলজিহ্বা স্ফীত ও আরক্তিম; জিহ্বা প্রায় শ্বেতবর্ণ এবং পার্শ্বভাগ আরক্তিম। রোগিনী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে,—বসিয়া, শুইয়া বা দাঁড়াইয়া,—কোন রকমেই স্থির থাকিতে পারে না; বক্ষমধ্যে চাপ বোধ করে, কোনও দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, বোধ হয় যেন জলপান করিলে নাসিকা দিয়া বহির্গত হইয়া যাইবে (জল পান করিলে নাসিকা দিয়া বহির্গত হইয়া আইসে=এরাম্-ট্রাইঃ ল্যাকেঃ মার্ক-কর্ঃ); অন্ননালী ও বক্ষমধ্যে ভয়ানক জ্বালা,—প্রাতে অধিক এবং মধ্যাহ্নে প্রশমিত হয়; সন্ধ্যার সময়েও বর্দ্ধিত হয় এবং নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণ করিলে উপশম হয়; কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিলে এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসে পর্য্যন্ত, পৃষ্ঠে ব্যথা বোধ হয় (হ্রাস্-টক্সঃ)। নিশ্বাস ত্যাগ কালে স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে এবং বক্ষপার্শ্বে ব্যথা এবং শ্বাসগ্রহণ কালে বক্ষ অপ্রসারণীয় বোধ হয়।

বক্ষ।—শ্বাসপ্রশ্বাসকালে রোগিনী স্তনতলে এবং পৃষ্ঠে ভয়ানক বেদনা বোধ করে। বক্ষঃস্থল হইতে বেদনা ক্রমে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। সূচীবেধবৎ বেদনা,—বাম বক্ষে; বুকাস্থির মধ্যস্থলে; বিশেষতঃ বুকাস্থি মধ্যে; বৃদ্ধি=কাসিলে বা শ্বাসপ্রশ্বাসে; গভীর শ্বাস-গ্রহণে; কুক্ষিদ্বয়ে বেদনা,—যেন নিতম্বদেশ লৌহপেটিকা দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে কণ্ঠতল পর্য্যন্ত এবং পৃষ্ঠে চাপ ও সূচীবেধবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=কাসিলে ও আহার করিলে; জলপান করিলে কথঞ্চিৎ উপশম হয়। স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে বক্ষমধ্যে শৈত্য ও যেন একটা গুল্ম আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূত হয়; তজ্জন্য রোগিনীর নিদ্রা হয় না। দক্ষিণ বক্ষমধ্যে যখন তখন জ্বালা বোধ হয়। বাম বক্ষমধ্যে প্রচণ্ড শলাকাবেধবৎ বেদনা। দক্ষিণ স্তনে বাহ্য উত্তাপ বোধ। প্রবল ও দ্রুত হৃদ্স্পন্দন। প্রাতে কিছু আহারের হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনা এবং যানারোহণে ভ্রমণ কালে শিরোবেদনা বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা পশ্চাতের অস্থি মধ্যে মট্‌মট্ শব্দ (চেলিড্ঃ পেট্রোল্ঃ)।

সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ শিরোপশ্চাতে, গ্রীবাতে এবং নিতম্বদেশে, ব্যথা ও শৈথিল্য অনুভূতি। কটি অতি ক্ষীণ এবং সোজা রাখিবার জন্য অনমনীয় বক্ষস্ত্রাণ পরিতে হয়; পৃষ্ঠের মধ্যাংশ যেন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; দেহ সোজা করিয়া রাখিতে পারে না (সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না = ফাইজস্:—শিশু চলিতে পারে না = অ্যালীয়াম্-স্যাট্:)। দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের শিখর-দেশে দৃঢ়াবদ্ধভাব ও উৎপাটনবৎ বেদনা। মেরুপুচ্ছে তীক্ষ্ণ বেদনা;—যেন ঐ স্থানে একটা স্ফোটক উদ্গত হইতেছে। বোধ হয় যেন কি একটা পদার্থ কশেরুকাণ্ডের ভিতর দিয়া উপর হইতে নীচের দিকে যাইতেছে এবং স্থানে স্থানে ইহার গতির ব্যাঘাত হওয়ায় বক্ষঃমধ্যে বেদনা উৎপন্ন করিতেছে। দুই এক পদ ভ্রমণ করিলেই পদদ্বয় ক্ষীণ ও ব্যথাযুক্ত বোধ হয়,—যেন বহু দূর ভ্রমণ করিয়াছে। বাম স্কন্ধের শিখরদেশে বিদারণবৎ বেদনা। বগলের গ্রন্থি স্ফীত এবং স্পর্শাসহ বোধ হয়। হস্তাঙ্গুলির নখতলে ব্যথা,—যেন পুড়িয়া গিয়াছে বা কাঁটা ফুটিয়া আছে। উরুর সম্মুখভাগের ক্ষুদ্র অংশ জ্বালা করে। অগ্র জঙ্ঘাস্থি স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়; বিশেষ এইরূপ জ্বালা করে যে বোধ হয় যেন তদুপরে জ্বলন্ত অঙ্গার স্থাপিত হইয়াছে। চরণতল এবং নিতম্ব অসাড় বোধ হয়। চরণদ্বয় প্রথমে শীতল থাকে এবং পরে উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং চরণতলে যে ছুরিকাঘাত করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়। গুল্ফতলে পাদচারণ কালে ভয়ানক বেদনা বোধ হইতে থাকে, স্থির হইয়া থাকিলে, বিশেষতঃ পাদুকা খুলিয়া ফেলিলে উপশম বোধ হয়। পদের অঙ্গুলির উপরিস্থিত কদর বা কড়া সকল ব্যথা করিতে থাকে (অ্যা-নাই: আয়োড: র‍্যাণান্-বাল্বো: পীয়োনীয়া)। শয়নান্তে বাম পদে যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি। রাত্রে শয়নকালে জঙ্ঘাডীমাতে খাল ধরে। মূর্চ্ছা বায়ুর প্রকোপ; চৈতন্য পুনঃপ্রাপ্তির পর রোগিনী কথা কহিতে পারে না; প্রকোপারম্ভে বোধ হয় যেন জরায়ু হইতে একটী উত্তপ্ত গোলক উঠিয়া বক্ষ মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গেল; যেন উদর হইতে পরে পরে কতকগুলি গোলক উত্থিত হইয়া কণ্ঠ রোধ করিতেছে (অ্যাসাফিট: মস্কাস্)। চক্ষু, বাহু, হস্ত, প্রভৃতি অঙ্গ যেন স্ফীত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি,—কিন্তু চরণদ্বয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হয়; মণিবন্ধদ্বয় বোধ হয় যেন বেত্রাহত হইয়াছে।

ত্বক।—রোগীর গাত্র সাধারণতঃ স্বেদসিক্ত থাকে; গাত্রের এক অংশে জ্বালা প্রাদুর্ভূত হইয়া অংশান্তরে সংক্রমণ করে; সর্ব্বাঙ্গে মূলাগন্ধ। গাত্রত্বক তৈলাক্তবৎ (স্যাট-মিউ:) অনুভূত ও প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুয়নযুক্ত, এবং কণ্ডুয়নান্তে জ্বালার আবির্ভাব হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—জানু ও চরণ অত্যন্ত শীতল বোধ হয় এবং তজ্জন্য রাত্রে নিদ্রা হয় না। আভ্যন্তরিক শীত বোধ সত্ত্বেও গাত্র উষ্ণ ও স্বেদসিক্ত; রোগীর গাত্র স্পর্শ করিলে যেন হস্ত দগ্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ উত্তাপ বোধ হয় অথচ সে পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত শীত বোধ হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করে। ঘর্ম্ম ও নিশ্বাস মূলার ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। নিদ্রিত অবস্থায় বিশেষতঃ শেষ রাত্রে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে।

বৃদ্ধি।—রাত্রে এবং প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে; রাত্রি ৩ হইতে ৪ টার মধ্যে (ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব: মিডহ্নন্: থুযা); স্পর্শ করিলে; বস্ত্রের চাপে; দেহ নাড়া

পাইলে; কাসিলে; হাস্য করিলে; দেহ সঞ্চালনে; পান বা আহারান্তে এবং যানারোহণে ভ্রমণ করিলে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণ কালে; পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে (সেনেগা); জলপান করিলে (বুকের বেদনা); মুখমধ্যে শীতল জল ধারণ করিলে; নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে (শিরোবেদনা); বমনান্তে (দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির লোপ); এক পার্শ্বে হেলিয়া শুইলে এবং মধ্যাহ্নে।

সম্বন্ধ।—**দোষঘ্ন**—প্রচুর মাত্রায় শীতল জলপান।

তুলনীয়।—আধ্মানে কার্ব্ব-ভেজি: লাইকোপডি:। নাকের উপর চাপ পড়া—ক্যালি-বাই। শিরঃপীড়া—ক্যালি-বাই: মেলিলোটস: সোরাইনম্। মেয়েদের কৃত্রিম মৈথুন—গ্র্যাটিওলা: ওরিগেনম্। চৈতন্যাধিক—ক্যালি-আয়োড। জানু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা—কার্ব্বো-ভেজি। জিহ্বায় জ্বালা—স্যাঙ্গু। হাসিলে কাসি—আর্জ্জেণ্ট-নাইট। চর্ম্মে চাকচিক্য—ব্রায়ো: ন্যাট্রাম। জরায়ু বিকৃতি—সিপিয়া। গর্ভাবস্থায় দন্তশূল—ম্যাগ্-কার্ব। ইন্দ্রিয় চালনা জন্য অনিদ্রা—ক্যালি-ব্রোম।

সদৃশ।—কার্ব্বো-ভেজি: লাই: ক্যালী-বাই: ম্যাগ-সল্‌ফ: বীউফো: মিলিলোট: গ্র্যাটীয়োলা; অরিগেণাম; হ্রাস, মস্কাস; অ্যাসাফিট: ইগ্নে: সেনেগা; ব্রাই: বেল্: ক্যালী-আয়োড: সিপীয়া; থ্যাম্পাই-বার্সা-প্যাষ্টোরিস; র‍্যাটান্‌হীয়া; ম্যাগ-কার্ব: ন্যাট-মিউ: ক্যালী-ব্রোম:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

র‍্যাটান্‌হীয়া

(RATANHIA).

নামান্তর।—ম্যাপাটো (Mapato)।

প্রস্তুতি।—ইহার শুষ্ক মূল হইতে মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গুহ্যদ্বার বিদারণ; নিশ্বাসে দুর্গন্ধ; কোষ্ঠবদ্ধ; বহুমূত্র; আমাশয়; রক্তামাশয়; অজীর্ণতা; নাকদিয়া রক্তস্রাব; চক্ষুতে মাংস খণ্ড বৃদ্ধি (টেরিজিয়ম); প্রমেহ; রক্তস্রাব; অর্শ; হিক্কা; চক্ষে জলসঞ্চয়; স্তনের নিম্নে বেদনা; কণ্ডূয়ন; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; গর্ভস্রাব; স্তন ফাটিয়া যাওয়া; ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট-প্রদাহ; শীতাদ; নাকডাকা; কথা কহিতে কহিতে বাধিয়া যায়; উদরাধ্মান বা পাকাশয়ের স্ফীতি ও ক্ষত; গল নলীর সঙ্কোচন; কর্ণপটহ প্রদাহ; ক্রিমি।

উপযোগিতা ও অভ্যাস।—বিদারিত মলদ্বারের (ফাটা) পক্ষে ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ভেষজ। মল অতিরিক্ত কঠিন হইলে যত কিছু লক্ষণ হইতে পারে সকল গুলিই প্রায় ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। গর্ভবতীদিগের দন্তশূল রোগেও ইহা বিশেষ হিতকর। ইহার কয়েকটী নির্ণায়ক লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে,—(১) মলত্যাগ কালে বেগ দিবার সময়ে এবং পরে প্রবল শিরোবেদনা,—যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে। ললাট মধ্যস্থলে বেদনা,—যেন ললাট বিদীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়িবে। (৩) শিরোবেদনা,—হেঁট হইলে বৃদ্ধি হয়। (৪) চক্ষুপ্রদাহ—যেন চক্ষের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত একটী ঝিল্লি বিস্তৃত রহিয়াছে এবং তাহা জ্বালা করিতেছে; চক্ষু মধ্যে জ্বালা করে, কর্কর করে এবং অতিরিক্ত অক্ষিপুট স্পন্দন বশতঃ দৃষ্টির ব্যাঘাত হয় তিমির দৃষ্টি অর্থাৎ চারি দিকে অন্ধকার দেখা। দন্তমাড়ী হইতে অনর্গল শোণিতপাত। (৬) নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব। (৭) গর্ভবতীদিগের প্রথমাবস্থায় প্রবল দন্তশূল,—দন্ত সকল দীর্ঘতর বোধ হয়; শয়ন করিলে যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগিনী শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহমধ্যেপাদচারণ করিতে বাধ্য হয়। (৮) মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত কঠিন এবং অত্যন্ত বেগ দিতে হয়; অর্শের বলি বহির্গত হইয়া পড়ে এবং বহুক্ষণ যাবৎ মলদ্বার ব্যথা ও জ্বালা করিতে থাকে; মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা, মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন মলদ্বার মধ্যে ক্ষুদ্র কাচখণ্ড সকল আবদ্ধ হইয়া আছে। (৯) মলত্যাগান্তে প্রাণান্তক যন্ত্রণা; কোমল মল নির্গম- নান্তেও জ্বালা করে। (১০) বিদারিত মলদ্বার,—মলান্ত্র অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত। (১১) স্তন্যপায়ী-শিশুমতীদিগের বিদারিত স্তনবৃন্ত।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তিষ্কের জড়তা,—যেন নেশা হইয়াছে। শিরোমধ্যে বেদনা,—যেন করোটী বা মাথার খুলি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া বসিলে ললাটের মধ্যস্থলে বেদনা, যেন মলত্যাগ কালে বেগ দিলে উহা দ্বিধা হইয়া সমস্ত মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়িবে (যেন মস্তিষ্কের সম্মুখাংশ ললাট ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে=মিডহ্বনাম্)। বহুক্ষণ-স্থায়ী শিরোবেদনা,—যেন সন্দংশ বা সাঁড়াশি মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (পল্‌সে: ইথীউ:—যে স্ক্রুপদ্বারা আঁটা রহিয়াছে=ককীউলাস্:)। শিরোমধ্যে চিড়িক মারিয়া উঠে এবং উত্তেজনা, ও শূলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। মূর্দ্ধাদেশে যন্ত্রণাজনক বিদারণবৎ বেদনা ও জ্বালা অনুভূতি,—এমন কি রাত্রেও এইরূপ বেদনা বোধ হইয়া থাকে; উপশম=গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে এবং রজোস্রাব কালে। মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে। বোধ হয় যেন নাসামূল হইতে মূর্দ্ধাদেশ পর্য্যন্ত মস্তকের টান হইয়া রহিয়াছে (ক্যানাব্: কার্ব্বো-অ্যান্:)। ললাটদেশ যেন টানিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি,—ভ্রূ কুঞ্চিত করিলে আরও টান বোধ হয়। মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশে চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা। মস্তকের কণ্ডুয়ন,—কণ্ডুয়নে উপশম হয় না।

চক্ষু।—চক্ষের শ্বেতাংশের প্রদাহ,—বোধ হয় যেন একটা ঝিল্লি চক্ষের কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে এবং জ্বালা করিতেছে,—ত্রিকোণ-ঝিল্লী-উৎপাদক-অক্ষিপ্রদাহ (অ্যামন্‌-ব্রোম্‌: আর্স্‌: ফর্মিকা: ল্যাকে:—আভ্যন্তরিক অপাঙ্গ হইতে ঝিল্লি ও প্রদাহের আরম্ভ=ইউফ্রে: —বহিরপাঙ্গ হইতে আরম্ভ=ক্যাল্‌কেরীয়া-কার্ব:)। অক্ষিগোলক বোধ হয় যেন সংন্দশ দ্বারা ধৃত রহিয়াছে,—রোগী চক্ষু সঞ্চালন করিতে পারে না। চক্ষু মধ্যে সঙ্কোচন ও জ্বালা অনুভূতি, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। চক্ষের সমক্ষে যেন এক খণ্ড ঝিল্লি বা পর্দ্দা ঝুলিতেছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যামিল্‌: ফাইজস্‌:)। প্রাতে চক্ষু হইতে জল (ন্যাট্‌-মিউ: সিপী:) পড়িতে থাকে এবং রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায় (অ্যালীউ: সিপীয়া: সিফিলিনাম্‌:)। দক্ষিণ চক্ষু ও দক্ষিণ চক্ষুর উপর পাতা স্পন্দিত হইতে থাকে (ক্যাষ্টর-ইকীউই: সিফিলিনাম্‌:)। চক্ষু সমক্ষে দৃষ্টির ব্যাঘাতকারী শ্বেতবিন্দু সকল দৃষ্ট হয়,—সন্ধ্যার সময় এবং দীপালোকে,—পুনঃ পুনঃ চক্ষু মর্দ্দন করিতে ইচ্ছা হয় এবং চক্ষু মর্দ্দনান্তে উপশম বোধ হয় (সল্‌ফ্‌: কোকা:)। দূরস্থিত বস্তু অস্পষ্ট দেখে (ফাইজস্‌: দূরস্থিত বস্তু দেখিতে পায় না=ক্যাক্টাস্‌:)।

নাসিকা।—নাসিকা মধ্যে কণ্ডুয়ন (সিনা: সল্‌ফ্‌:)। নাসাগ্র ভয়ানক কণ্ডুয়নযুক্ত (আর্জেন্টি-নাই: কষ্টি: চেলিড্‌: পেট্রোল্‌: সিপীয়া:), মর্দ্দন করিলে উপশম হয় (আর্জেণ্ট্‌-নাই:)। নাসারন্ধ্র প্রদাহান্বিত চটাময় এবং তন্মধ্যে জ্বালা করে। উপর্য্যুপরি পাঁচ দিবস যাবৎ প্রত্যহ তিনবার করিয়া নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হয় (পাঁচ দিন ক্রমাগত দিবারাত্র গাঢ় লালবর্ণ শোণিতস্রাব=টেরিব্‌:)। নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি। শুষ্ক সর্দ্দি এবং সম্পূর্ণ নাসারোধ বা নাসানাহ।

মুখমণ্ডলাদি।—সন্ধ্যার সময় বাম গণ্ডাস্থি মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা; নিম্ন হনুর বামাংশে এবং তদ্দিকস্থ দন্ত মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা। দক্ষিণ গণ্ডে যেন লূতাতন্তু সংলগ্ন হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি (ব্যারাই: র‍্যাণান্‌-স্কিলিরেট্‌: গ্র্যাফ্‌:)। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠের রক্তিমাংশে জ্বালাজনক রসপীড়কা (সাইকীউটা: সেনেগা:)। ভয়ঙ্কর দন্তশূল,—গর্ভবতীদিগের প্রথম কয়েক মাস (ম্যাগ্‌-কার্ব্‌: র‍্যাফেনাস্‌:),—আক্রান্ত দন্ত সকল দীর্ঘতর বোধ হয়,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়; বৃদ্ধি=শয়নান্তে (ক্যামো: হ্রাস্‌:) যন্ত্রণায় রোগী শয্যা ত্যাগ করিয়া পাদচারণ করিতে বাধ্য হয় (পাদচারণে উপশম=স্পাইজি:); পেষণ দন্ত মধ্যে মহা অস্বস্তি জনক শৈত্য বোধ এবং যেন ঐ সকল দন্ত মধ্য হইতে শৈত্য নির্গত হইতেছে। মাড়ী চোষণ করিলে তন্মধ্য হইতে অম্লস্বাদযুক্ত শোণিত নিঃসৃত হয়। জিহ্বাগ্র জ্বালা করে (র‍্যাফেনাস্‌: র‍্যাণান্‌-স্কিলি: স্যাঙ্গিউইন্‌:)। মুখমধ্যে স্বাদহীন জল সঞ্চিত হইয়া থাকে (ব্যারাই: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: লাই: নক্স: প্যারিস্‌: পেট্রোল্‌: র‍্যাণান্‌-বাল্বো: স্যাবাড্‌: স্যাঙ্গিউ: সাইলি: ষ্টাফ্‌:—গর্ভাবস্থায়=অ্যা-ল্যাক্টিক্‌: ন্যাট-মিউ: নক্স্‌-মস্‌: ট্যাব্যাক্‌: লোবেল্‌-ইন্‌:) নিশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধ-যুক্ত। শূন্য গলাধঃকরণকালে কণ্ঠমধ্যে ব্যথা অনুভূত হয়। কণ্ঠনলীর যন্ত্রণাজনক আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ রোগী একটী কথাও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারে না (র‍্যাফেনাস্‌: ম্যাঙ্গি: ড্রোসেরা:)।

পাকস্থলী।—প্রবল হিক্কা (সাইক্লেমেন্‌: মস্কাস্‌:); হিক্কা বশতঃ পেটে ব্যথা জন্মিয়া

যায়। রাত্রে ভোজনের পর অনেকক্ষণ যাবৎ হিক্কা হইতে থাকে। মুখে কিছুই ভাল লাগে না; কোন জিনিষের স্বাদ বোধ হয় না। রোগী প্রাতে যে কোন ভক্ষ্য দ্রব্য দেখে তাহাতেই ঘৃণা বোধ করে; কেহ আহারের কথা বলিলেও তাহার ঘৃণার উদ্রেক হয়। বমন,—জলবৎ, শোণিত লাঞ্ছিত শ্লেষ্মা। পাকাশয় মধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা (ক্যালী-কার্ব্ব: মেজের:)। পাকাশয় অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে; পাকস্থলী অত্যন্ত পূর্ণ বোধ হয়। পাকস্থলী মধ্যে এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশের উর্দ্ধাংশে বোধ হয় যেন উদর খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদিত হইয়াছে; গভীর শ্বাস প্রশ্বাসে বৃদ্ধি। পাকস্থলী ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ। হঠাৎ বোধ হয় যেন উদরোর্দ্ধ প্রদেশ ফাটিয়া গেল। পাদচারণ কালে পাকাশয় মধ্যে কুল কুল শব্দ হয় এবং পাকাশয় শূন্য বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়।—দক্ষিণ ও বাম কুক্ষি মধ্যে পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। নাভী প্রদেশে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা এবং শৈত্য অনুভূতি। অপরাহ্ণে উদর আধ্মানবায়ু পূর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে, পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসৃত হইতে থাকে এবং মলবেগ হয়। উদরের পার্শ্বদেশে যেন একটা সজীব পদার্থ নড়িতেছে এইরূপ অনুভব (ক্রোকাস্: থুযা:)। বঙ্ক্ষন বা কুঁচকী প্রদেশে অপরাহ্ণে উপবেশনকালে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা; সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ কুঁচকী যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে কুঁচকী প্রদেশে যেন নখবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা,—আধ্মানবায়ু নিঃসরণান্তে উপশম বোধ হয়। উভয় কুঁচকী প্রদেশে রজোস্রাবের পূর্ব্ব-লক্ষণের ন্যায় যেন সমস্ত নীচের দিকে টানিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা এবং যোনি হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত কঠিন এবং অত্যন্ত বেগ দিলে তবে নির্গত হয়; অর্শ বহিঃসৃত হইয়া পড়ে এবং অনেকক্ষণ যাবৎ মলান্ত্র ব্যথা ও মলদ্বার যেন অগ্নি স্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা করিতে থাকে (পীয়োনীয়া: সল্ফ্:); মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন নির্গমন পথে কাচচূর্ণ আবদ্ধ হইয়া আছে (থুযা:)। মলত্যাগান্তে ভয়ঙ্কর জ্বালা ও যন্ত্রণা; কোমল মলত্যাগান্তেও ভয়ানক জ্বালা করে (অ্যাসিড্-নাই:)। বিদারিত-মলদ্বার,—ভয়ানক সঙ্কোচন এবং মলত্যাগান্তে যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ ভয়ঙ্কর জ্বলা করিতে থাকে; কেবল মাত্র শীতল জল প্রয়োগ করিলে ক্ষণিক উপশম হয়। বেগ দিবার পর অত্যন্ত কঠিন মল নির্গত হয় এবং অর্শের বলি বহিঃসৃত হইয়া পড়ে, তৎপরে মলদ্বার জ্বালা করিতে থাকে (ক্যাম্থা: আইরিস্: সল্ফ্:)। মলদ্বার হইতে অনবরত বা রস স্রাব হইতে থাকে; তরল মল নির্গমের পূর্ব্বে এবং পরে জ্বালা; মলদ্বারে শুষ্ক উত্তাপ এবং ছেদনবৎ বেদনা অনুভূতি। স্বাভাবিক মল নির্গত হইবার পূর্ব্বেও ভয়ানক বেগ। মলত্যাগ কালে বোধ হয় যেন মলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে এবং তৎপরে হঠাৎ সবেগে ভিতরে প্রবিষ্ট হয়; গরম জলে পাছা ডুবাইয়া বসিলে উপশম বোধ। মলদ্বার হইতে শোণিত নিঃসরণ। মলত্যাগের সময় এবং পরে মস্তক বোধ হয় যেন ফাটিয়া গেল।

জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি।—প্রস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প এবং প্রস্রাবের অনতি-

পরেই ঘোলা তলানি পড়ে এবং অবশেষে সমস্তটা কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায় আবিলতা প্রাপ্ত বা ঘোলা হয় (সিপীয়া, টেরিবিস্থ: অ্যা-বেন্‌জো: ক্যাম্থা: কষ্টি: সিঙ্কো: ক্রিয়ো ম্যাগ্নি: ন্যাট-মিউ: ওপী:)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ হয় এবং প্রতিবারে কয়েকবিন্দু মাত্র মূত্র নির্গলিত হইয়া থাকে, প্রস্রাবের সময় শিশ্নমূলে জ্বালা অনুভূত হয়। মুষ্কের কণ্ডুয়নে উপশম হয় না (জিঙ্কাম্‌ ;—কণ্ডুয়নে কণ্ডুতির বৃদ্ধি = ক্রোটন্‌-টিগ:)। পুরাতন প্রমেহ হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কুচকী মধ্যে প্রবল নিম্নাকর্ষণ,—যেন জরায়ু আদি সমস্ত জননেন্দ্রিয় অভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে এবং তদন্তে প্রদরস্রাব আরম্ভ হয়। মলান্ত্র মধ্যে কণ্ডুয়ন এবং শোণিতাক্ত শ্লেষ্মা নিস্রাব। প্রদর (জিঙ্কাম্‌ ; সিপীয়া ; টেরিব:) ; রজঃ নিবৃত্তির চারি দিবস পরে (সিঙ্কোনা ;—রজঃ নিবৃত্তির দুই দিবস পরে = ল্যাক্‌-ক্যান্‌)। ঋতু অত্যন্ত অকালে আবির্ভূত হয়, দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে এবং স্রাব ও অপর্য্যাপ্ত হয় ; রজোস্রাব কালে উদরে ও নিতম্বদেশে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। ঋতু রুদ্ধ হইয়া উদর ও স্তনদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে,—দেখিলে বোধ হয়, যেন পাঁচ ছয় মাস গর্ভ হইয়াছে,—এবং তৎসহ প্রদরস্রাব এবং বৃক্ক মধ্যে নিরন্তর বেদনা বোধ হইতে থাকে। স্তন্যপায়ী-শিশুমতীদিগের বিদারিত স্তনবৃন্ত। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব। গর্ভস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—গলমধ্যে কণ্ডুয়ন সহযোগে শুষ্ক কাসি এবং বক্ষমধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয়। একটু পরিশ্রম করিলেই বুক চাপ বোধ হয় এবং শ্বাসাল্পতা ঘটে ; বক্ষের উপর বোধ হয় যেন এক খণ্ড প্রস্তর চাপান রহিয়াছে। বক্ষমধ্যে উত্তাপ ও শোণিতসঞ্চয়াধিক্য এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র। কাসির সময় এবং পরে বক্ষাভ্যন্তর যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যথা অনুভূতি (ল্যাকে: পালসে: সিপী: সাইলি সল্‌ফ: রীউমেক্স: ষ্ট্যানাম)। বুকাস্থির উর্দ্ধাংশে যেন কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছে এইরূপ বেদনা। সোপানারোহণ কালে প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে বুকাস্থি মধ্যে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা এবং তজ্জন্য শ্বাস-রোধের মত ভাব হয়, ঠিক অগ্রকড়ার উর্দ্ধাংশে বুকাস্থির মধ্যে যেন একটি সূক্ষ্মাগ্র শলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয়। বাম বক্ষের নিম্নে একখানি পঞ্জরের উপর সূচীবেধ-বৎ বেদনা ও জ্বালা অনুভূত হয়,—সন্ধ্যার সময়। বাম পর্শুকা মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা—বেদনা এত তীক্ষ্ণ হয় যে রোগিণী চীৎকার করিয়া উঠে (ক্যাল্‌‌কী-কার্ব: র‍্যানান্‌-বাল্বো: বক্ষপার্শ্বের বেদনায় চীৎকার করে = কৌউপ: বাম স্তনের নীচে, কষ্টি: জিঙ্কাম্‌)। পঞ্জরের উপর, উপর্য্যু-পরি কয়েকবার সূক্ষ্ম শলাকাবেধবৎ বেদনা,—বেদনা নিম্নাভিমুখে প্রসারিত হয় (আক্টা:)। বাম স্তনের নীচে এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশের নিকটে দপ্‌দপ্‌কারী ছেদনবৎ বেদনা এবং যেন তন্মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা ও জ্বালা (কমোক্ল্যাডীয়া) বোধ হয়,—(ল্যাপিস্‌-অ্যাল্‌-বাস) সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং টিপিয়া দিলে উপশম হইয়া থাকে। বক্ষের উভয় পার্শ্বে বেদনা (বেল: মিনীয়্যান্‌: ইগ্নে: আরাম্‌: ফস্‌:)। সোপানারোহণ কালে বক্ষমধ্যে যেন শূল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা, তৎসহ শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাহু দ্বিভাঁজ করিলে কনুইএর ভাঁজ মধ্যে ব্যথা বোধ হয়,—হস্ত

প্রসারিত করিলে ব্যথার উপশম হয়। দক্ষিণ মণিবন্ধ বা কব্জীতে উৎপাটনবৎ বেদনা (ক্যালী-মিউ: কার্ব্বো-ভেজি: ম্যাগ্-মিউ: সাইক্ল্যামেন্:)। গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে মেরুদণ্ডের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত যেন আড়ষ্ট (গুয়াইয়াকাম্:) হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ (চেলিড্: কলো: ফর্মিকা: অ্যাক্টী:),—সজোরে মাথা নাড়িলে উপশম। পৃষ্ঠে ও নিতম্বে যেন কে প্রহার করিয়াছে এইরূপ ব্যথা (ন্যাট্-মিউ: ফাইটো:),—প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালে (থুযা:),—উপশম=দেহ সঞ্চালনে (থুযা:)। উরুদ্বয় বোধ হয় যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এবং জ্বালা করে। অত্যন্ত উদ্বেগ এবং সর্ব্বাঙ্গে স্বেদোদ্গম সহযোগে দুর্ব্বলতা ও উত্থানশক্তি-রাহিত্য। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন সহযোগে মহা আলস্য বোধ, দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিবার যেন বিশেষ আয়াস স্বীকার করে এবং বক্ষঃস্থল যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (ক্যাক্টাস্:) এইরূপ বোধ করে।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা,—বিশেষতঃ সান্ধ্যভোজনান্তে। প্রবল জৃম্ভন। পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং দীর্ঘকাল যাবৎ অনিদ্রায় অতিবাহিত হয়। নিদ্রা যাইতে যাইতে চমকাইয়া উঠিয়া পড়ে এবং তৎপরে কম্পিত হইতে থাকে, চিত্তচাঞ্চল্য ও ভীতি প্রকাশ করে। যুদ্ধের, কলহের, মৃত ব্যক্তির সৎকারের, বন্ধুর মৃত্যুর, ভূমিকম্পের, ইত্যাদি স্বপ্নদর্শন।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, সোপানারোহণে, শয়ন করিলে, মলত্যাগ কালে বেগ দিলে, আহারান্তে এবং রাত্রে।

উপশম।—টিপিলে, জোরে আক্রান্ত অংশ সঞ্চালিত করিলে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, বায়ু নিঃসরণান্তে, উদ্গারান্তে, শীতল জল প্রয়োগে এবং উষ্ণ জলে বসিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ক্যাস্থারিস্: আইরিস্: সলফার: সেনেগা: পীয়োনীয়া: সাইক্ল্যামেন্: মস্কাস্: পল্‌সেটিলা: সাইলিশীয়া: র‍্যাফেনাস্: র‍্যাণান্‌কীউলাস্-বাল্বোসাস্: র‍্যাণান্‌কীউলাস্-সিক্লিরেটাস্: স্যাঙ্গিউইনেরীয়া: ম্যাগ্‌নিশীয়া-কার্ব্বনিকা: ক্রোকাস্: এরাণ্ডো: এবং থুযা। ইহার পরে—সলফ: সিপিয়া ভাল কাজ করে।

তুলনীয়।—ফুস্‌ফুস্-বেষ্টপ্রদাহ—সিনেগা:। গুহ্যদ্বার বিদারণ—অ্যাসিড্:-নাইট:। মলান্ত্রে—সল্‌ফ্‌র: ক্যান্থ: আইরিস্: গ্রাফাই: থুযা:। মস্তকে বেদনা—পলস্: সাইলি:। হিক্কা—সাইক্লামেন্:। দন্তশূল=ম্যাগ্ন-কার্ব্ব:। জীবন্ত জীব অনুভব—ক্রোকাস্:। লুতাতন্ত—ব্যারাইটা: কার্ব্ব:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ১২ শততমিক ক্রম (বাহ্য প্রয়োগ জন্য মলম)।

রিউম্‌

(RHEUM).

নামান্তর।—রুবার্ব।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক মূল হইতে বিচূর্ণ ও আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রে উগ্র গন্ধ; নিশ্বাসে দুর্গন্ধ; কোষ্ঠবদ্ধ; বধিরতা; কষ্টকর দন্তোদ্গম; অতিসার; রক্তামাশয়; মাথাধরা; কামলা; কর্ণের পটহের স্থূলতা; বৃক্ককের পীড়া; স্তনবিকৃতি; মুখে শ্লেষ্মা জমা; স্তনে বেদনা; নাকে বেদনা; স্তন্যপায়ী-শিশুগণের পীড়া; অন্ননলীর সঙ্কোচন; আমবাত; লালাস্রাব; শিশুগণের চীৎকার; নাক ডাকা বা নাসারব; পাকাশয়বিকৃতি; মুখের অম্ল আস্বাদ; জিহ্বার অসাড়তা; শিশুদিগের প্রস্রাব ক্লেশ; লালমূত্র।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই ভেষজ শিশুদিগের পক্ষে; বিশেষতঃ দন্তোদ্গম কালে অত্যন্ত হিতকর হইয়া থাকে। এতদুপযোগী শিশুর সমস্তই অম্ল গন্ধ, তাহার সর্ব্বাঙ্গে অম্লগন্ধ, যেমন করিয়াই শিশুকে ধৌত করুক না কেন কিছুতেই তাহার গাত্রের অম্লগন্ধ যায় না। উক্ত লক্ষণটি ইহার একটী অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। পশ্চাল্লিখিত লক্ষণ কতিপয় ইহার প্রধান নির্ণায়ক:—(১) শিশু অনবরত চীৎকার করে, পুনঃ পুনঃ মলবেগ ও তৎসহ মলনিঃসরণ (২) শিশু সমস্ত রাত্রি ছটফট ও রোদন করে। (৩) শিশু অত্যন্ত অধীর; নানাবিধ দ্রব্যের জন্য বায়না করে এবং ক্রন্দন করিতে থাকে, অথচ তাহার অতি প্রিয়খেলনাও ও পছন্দ করে না,—দিলে দূরে নিক্ষেপ করে। (৪) শিশুর মস্তকে সর্ব্বদা অত্যন্ত ঘর্ম্মোদ্গম হয়; নিদ্রিত বা জাগ্রত, স্থির বা অস্থির সকল অবস্থাতেই তাহার মস্তকের কেশসকল সর্ব্বদা ঘর্ম্মাক্ত থাকে; এই ঘর্ম্ম অম্লগন্ধ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। (৫) দন্তোদ্গম কালে শিশু নানাপ্রকার পীড়াক্রান্ত হয়; শিশু অস্থির, কোপন স্বভাব এবং খিটখিটে হয়; মূর্ত্তি ম্লান এবং গাত্রে অম্লগন্ধ। (৬) নানাপ্রকার দ্রব্য আহার করিতে চাহে কিন্তু পারে না; খাবার দেখিলে তাহার অরুচির উদ্রেক হয়। (৭) অন্ত্রশূল বা পেটবেদনা, হস্ত বা পদ অনাবৃত করিবামাত্র বৃদ্ধি; দাঁড়াইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; মলত্যাগের পরেও উপশম হয় না। মল অত্যন্ত অম্লগন্ধ। মলতারল্য, দেহের যে কোন অংশ অনাবৃত করিলে এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে পেট বেদনা; মল=মণ্ডবৎ, অম্লগন্ধ, মথিত এবং হরিবদ্বর্ণ; সময়ে সময়ে আলোড়িত ডিম্ববৎ প্রতীয়মান হয়; মলত্যাগান্তে গাত্র শিহরণ এবং তৎপরে অন্ত্রমণ্ডলীর সঙ্কোচন সহ কুন্থন; প্রথমে কোমল, পরে কঠিন মল নির্গত হয়, তৎসঙ্গে উদর মধ্যে ছেদনবৎ শূলবেদনা।

লক্ষণাবলী।

মন।—**শিশু অধীরভাবে নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রার্থনা করে এবং চীৎকার করিতে থাকে; অতি প্রিয়তম খেলনাও পছন্দ করেনা (সাইনা: ষ্ট্যাফাই:) নিরন্তর মলবেগ বশতঃ শিশু চীৎকার**

করিতে থাকে এবং অম্লগন্ধ মল ত্যাগ করে (ক্যালকে: হিপ: মার্ক: সল্‌ফ)। শিশু সমস্ত রাত্রি চীৎকার ও ছটফট করে (সোরাইন:)। অধিক কথা কহিতে অনিচ্ছুক (আরাম্: গ্লোন্: অ্যা-ফস্ ; ফস্: প্ল্যাট: পল্‌সে: সল্‌ফ ; ভেরেট: জিঙ্কাম) ।দন্তোদ্গম কালে শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয় (ক্যামো)। নিদ্রাভঙ্গাতে বহুক্ষণ যাবৎ স্বীয় বুদ্ধি সংযত করিতে পারে না,—চতুর্দ্দিকস্থ ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হয় (সিঙ্কো:—নিদ্রিত অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখে নিদ্রাভঙ্গের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা যে স্বপ্ন এবং অসম্ভব তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না = ন্যাট-মিউ ;)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন সহ মস্তকে ভারবোধ (পল্‌সে: ট্যাবাক্:) এবং শিরোমধ্যে যেন ধকধক্ করিতেছে এইরূপ অনুভব—দাঁড়াইলে বৃদ্ধি হয় (কষ্টি: ককীউ: ফস্: পাল্‌সে:)। জড়তাজনক ও সংজ্ঞাবিলোপক শিরোবেদনা,—চক্ষুদ্বয় স্ফীত প্রতীয়মান হয়। মস্তক ভারবোধ হয় এবং দেহ হইতে শিরোমধ্যে উত্তাপ উত্থিত হয়। শিরোমধ্যে দপদপানি, এই দপদপানি বোধ হয় যেন উদর হইতে মস্তকে সংক্রামিত হয়। হেঁট হইলে বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক সরিয়া গেল (প্রাচীরাদির উপর হেলিয়া দাঁড়াইলে মস্তিষ্ক যেন নড়িতে থাকে এইরূপ বোধ হয় = সাইক্ল্যামেন্)। কি নিদ্রিত, কি জাগ্রত, কি অস্থির, সকল অবস্থাতেই মস্তকে ঘর্ম্মোদ্গম হয় এবং কেশ সকল ভিজা থাকে,—ঘর্ম্ম অম্লগন্ধ হইতেও পারে, না হইতেও পারে (ক্যাল্‌কে: স্যানিকীউলা)।

চক্ষু।—দৃষ্টিক্ষীণ এবং চক্ষু নিম্নদৃষ্টি এবং তন্মধ্যে নিরন্তর ব্যথা করিতে থাকে,—বিশেষতঃ কোন বস্তুর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে (ন্যাট্-মিউ:)। চক্ষু মধ্যে যেন ধুলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ কর্কর করে (অ্যাম্ব্রা)। চক্ষু মধ্যে বেদনাজনক দপ্‌দপানি (বেল: আস্: চেলিড্:)। অশ্রু স্রাব—চক্ষু সর্ব্বদা জলভারাক্রান্ত প্রতীয়মান হয়,—বৃদ্ধি বায়ু সংস্পর্শে (ক্যাম্ফা: গ্রাফ: ন্যাট মিউ ; হ্রাম্ ; সাইলি: সল্‌ফ:)।

কর্ণ।— যেন কর্ণরন্ধ্র মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করা হইয়াছে এইরূপ চাপ বোধ। লিখিবার সময় থাকিয়া থাকিয়া কর্ণ মধ্যে দপ্‌দপানি,—বৃদ্ধি = হেঁট হইলে। হঠাৎ কর্ণ মধ্যে হুহু করিয়া উঠে,—বেগে ঢোক গিলিলে অপসারিত হয়—যেন কর্ণপটহ শ্লথ হইয়া গিয়াছে—তৎসহ শ্রবণ শক্তির হ্রাস ; কর্ণ এবং কর্ণতলস্থ গ্রীবার পেশী মধ্যে ফুট্‌ফাট্ করে।

নাসিকা ও মুখমণ্ডল।—নাসামূলে বুদ্ধিবিলোপক আকর্ষণবৎ বেদনা,—বেদনা নাসাগ্রে সঞ্চারিত হইয়া সড়সড় অনুভব উৎপন্ন করে। শিশু ম্লান মূর্ত্তি, এবং তাহার এক গণ্ড আরক্তিম এবং অন্য গণ্ড শোণিত শূন্য বা ম্লান প্রতীয়মান হয় (ক্যামো: ইপিক্:—এক গণ্ড ম্লান ও উত্তপ্ত এবং অন্য গণ্ড আরক্তিম ও শীতল = মস্কাস্ ;—দন্তোদ্গমকালে অন্ত্রমণ্ডলীর প্রদাহাধিকারে এক গণ্ড আরক্তিম ও অন্য গণ্ড ম্লান = অ্যা-অ্যাসেট:—জ্বরের উত্তাপাবস্থায় = পলসে:—মস্তিস্কাবরণী প্রদাহে = সল্‌ফ:)। ললাটের ত্বক কুঞ্চিত এবং ভ্রুকুটি ব্যঞ্জক। মুখমণ্ডলের ত্বক টান বোধ হয়। মুখমণ্ডলের উপর, বিশেষতঃ নাসিকা ও মুখরন্ধ্রের চতুর্দ্দিকে, শীতল স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (নাসিকার চতুর্দ্দিকে স্বেদোদ্গম = সিঙ্কোনা)।

মুখবিবরাদি।—কষ্টজনক দন্তোদ্গম ; দন্তোদ্গম কালে শিশু নানাবিধ পীড়া দ্বারা

আক্রান্ত হয়, অস্থিরতা প্রকাশ করে, খিট্‌খিটে হয়, তাহার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হইয়া যায় এবং গাত্রে অম্লগন্ধ উৎপন্ন হয়। কীটভুক্ত দন্তমূল যেন শলাকাবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। দন্তশূলাধিকারে দন্তমধ্যে শৈত্য অনুভূতি এবং মুখমধ্যে প্রচুর বিবমিষাজনক লালা সঞ্চয়; আহার্য্য দ্রব্যাদি মাত্রে, এমন কি মিষ্ট জিনিষ পর্য্যন্ত, তিক্তরস বোধ হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখে দুর্গন্ধ (গ্রাটীয়োলা) জিহ্বা অসাড়, আস্বাদনজ্ঞান রহিত। নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখা যায় মুখবিবর দুর্গন্ধ শ্লেষ্মালিপ্ত (নিদ্রার সময়=মিডহ্বাইন্‌:) জিহ্বা স্ফীত, স্পষ্ট কথা বলিতে পারে না। অন্ত্রশূল বা মলতারল্য অধিকারে লালাস্রাব।

পাকস্থলী।—নানা দ্রব্য প্রার্থনা করে কিন্তু খাইতে পারে না; আহার্য্য দ্রব্যাদি দেখিলেই বা আহার করিতে না করিতে তাহার ঘৃণার উদ্রেক হয়। আহারান্তে তরল মল নির্গত হয়; অন্ত্রশূল দাঁড়াইলে বৃদ্ধি (বেল্‌:)। বিবমিষা, যেন পাকাশয় বা উদর হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে এইরূপ অনুভব, তৎসহ পেটবেদনা; যেন কত আহার করিয়াছে পাকাশয় এইরূপ ভারবোধ হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে দপদপানি (সিনা: সিঙ্কোনা: ফেরাম: পল্‌সেটীলা)।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্যে আধ্মান বায়ু উৎপন্ন হইয়া বক্ষমধ্যে উত্থিত হয় (ক্যামো: ফস্‌:)। উদর মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা ও ছেদনবৎ বেদনা, রোগী বক্র হইয়া শুইতে বাধ্য হয় (কলো: ষ্ট্যাফাই: ক্যামো:); দাঁড়াইলে বা আহারান্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। উদর মধ্যে অন্ত্রকূজন এবং ছেদনবৎ যন্ত্রণা, যেন আধ্মান বায়ু জনিত। উদর স্ফীত এবং অনমনীয় হইয়া উঠে। নাভীপ্রদেশে যেন একটি গুল্মবৎ পদার্থ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। অন্ত্রশূল, তৎসহ অত্যন্ত অম্লগন্ধ মলত্যাগ, হস্ত বা পদ অনাবৃত করিবামাত্র বা দাঁড়াইলে বৃদ্ধি হয়; মলত্যাগান্তেও উপশমিত হয় না।

মলান্ত্র ও মল।—মল তারল্য,—মল কপিশবর্ণ এবং চট্‌চটে, তরল দধিবৎ ঘনীভূত দুগ্ধ সমন্বিত, অম্লগন্ধ, ঈষৎ পূতিপ্রাপ্ত, কিছুক্ষণ থাকিলে বায়ু সংস্পর্শে হরিৎ বর্ণ ধারণ করে; (আর্জেণ্ট-নাই:) মলদ্বার লাল হইয়া যায়; বৃদ্ধি সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রে, প্রাতে জ্বরাধিকার সহযোগে; বৃদ্ধি দেহ সঞ্চালন মাত্রে বা দাঁড়াইলে; আহারের পর; শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে; সূতিকা গৃহে অবস্থিতি কালে; জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে এবং গ্রীষ্মকালে। মলত্যাগের পূর্ব্বে বৃথা প্রস্রাব বেগ এবং ছেদনবৎ যন্ত্রণাজনক অন্ত্রশূল। মলত্যাগকালে, শীতবোধ, উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ ও যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা; মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে প্রতীয়মান হয়; মুখে লালা উঠিতে থাকে; দন্তোদ্গমনোন্মুখ শিশু চীৎকার করে এবং পদদ্বয় গুটাইয়া লয় ও দেহ শক্তম ন্ করে। মলত্যাগান্তে,—পেট বেদনা ও বৃথা কুন্থন,—দেহের সঞ্চালন মাত্র বৃদ্ধি হয়। প্রাদাহিক বাতরোগাধিকারে উদরাময়। পুরাতন উদরাময়,—মল ফেণময় এবং অম্লগন্ধ বিশিষ্ট; জিহ্বা রসসিক্ত, তৃষ্ণা এবং রুচিরাহিত্য। আমাতিসার,—রক্ত মিশ্রিত মল ত্যাগ হইবার পর কুন্থন; কপিশবর্ণ থসথসে, চটচটে এবং অম্লগন্ধ মল। (অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সময় যদি অতিমাত্রায় ম্যাগ্‌নিশীয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং মল যদি অম্লগন্ধ বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে উক্ত ম্যাগ্‌নিশীয়ার সহিত রুবার্ব থাকুক বা নাই থাকুক,

হোমিয়োপ্যাথিক রিউম প্রয়োগ করিবে—এইচ: এন্: গার্ণসি)। প্রসব হইবার পর প্রথম কয়েক দিবসের মধ্যে মলতারল্যের আবির্ভাব,—অন্ত্রশূল, কুন্থন, নাভী প্রদেশে বেদনা; অত্যন্ত অবসন্নতা, অস্থিরতা এবং মৃত্যুভয় সহযোগে; মল জলবৎ, অত্যন্ত দুর্গন্ধময়।

প্রস্রাব।—মূত্র লালবর্ণ বা ঈষৎ হরিতাভ পীতবর্ণ। মূত্রনলী হইতে অজস্রধারে শোণিত স্রাব হইতে থাকে। মূত্রাশয়ের সঙ্কোচন শক্তির হ্রাস বশতঃ বিনা প্রয়াসে প্রস্রাব হয় না। মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা অনুভব (বার্বা: ক্যাপ্সি:)। অত্যধিক রেতঃস্খলন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দণ্ডায়মান অবস্থায় জরায়ু প্রদেশে নিম্নাকর্ষণ (পাদচারণকালে বৃদ্ধি=সিঙ্কোনা; লিলীয়াম-টাইগৃণাম)। বাম ডিম্বাধার প্রদেশে আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা ও জ্বালা (ল্যাক্-ক্যান্:ল্যাকে:), প্রচণ্ড কর্ত্তনবৎ বেদনা সহযোগে, উদরী রোগাধিকারে। গর্ভস্রাবের পর নানাবিধ প্রস্রাবের পীড়া। স্তন্য পীতবর্ণ এবং তিক্তরস। প্রসবান্তিক মলতারল্য (সোরাইনাম্; সিকেলী; ষ্ট্যানাম্: একিনেশিয়া; হায়ো)। প্রসূতির স্তন্য পীতাভ এবং কটু, শিশু স্তন পান করিতে চাহে না।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—সন্ধ্যার সময় শুষ্ক; শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হয়। নিদ্রার সময় নাক ডাকে (ইগ্নে: ওপী: পাল্সে:)। গভীর শ্বাস প্রশ্বাসকালে যেন বক্ষের উপর এক খণ্ড প্রস্তর চাপান রহিয়াছে এইরূপ কষ্ট বোধ হয়। বক্ষমধ্যে ছুরিকাঘাতবৎ যন্ত্রণা (অ্যাকোন্: আইবিরিস)। বক্ষের দক্ষিণ ও পরে বাম পার্শ্বে চুঁই চাঁই শব্দ শ্রুত হয়। বক্ষের পেশীর স্পন্দন।

প্রত্যঙ্গাদি।—নিতম্ব ও উরুশিখর বা জঘন প্রদেশের আড়ষ্টতা বশতঃ রোগী সোজা হইয়া চলিতে পারে না (বসিয়া উঠিতে গেলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে=কষ্টিকাম)। নিম্ন পৃষ্ঠের কশেরুকা মধ্যে যেন ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা,—(অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: ক্যালী-কার্ব্ব:) মলত্যাগান্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। বাহু মধ্যে যেন শূল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ষ্টিক্টা-পাল্মো:)। বাহু, হস্ত ও হস্তের অঙ্গুলির আনর্ত্তন (অ্যাণ্ট-টার্ট: কষ্টি: চেলিড: কফীয়া; মার্ক:)। কফোণী সন্ধি চুঁই চাঁই করিতেছে :ইত্যাকার অনুভূতি। হস্তের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে (সিঙ্কোণা, হ্যামা: লরো: লিডাম; ওপী: পল্সে:)। করতলে শীতল স্বেদোদ্গম (বাতব্যাধী অধিকারে=ক্যানো,—গরম স্বেদোদ্গম=ইগ্নে:)। উরুর পৈশিক স্পন্দন (ক্যালী-কার্ব: গ্লাট-মিড:)। উরুদ্বয় যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ অনুভূতি (গুয়ায়েক)। জানুর ভাঁজ মধ্যে আড়ষ্টতা (কষ্টি: ষ্ট্যাফাই:)—নড়িতে গেলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। জানুর ভাঁজ হইতে গুল্ফতল চুঁইচাঁই করে। হস্ত পদাদিতে সহজে ঝিঁ ঝিঁ ধরে, বাহু বা পদ চাপিয়া শুইলে বা একটি প্রত্যঙ্গের উপর অন্য প্রত্যঙ্গ স্থাপন করিলে নীচেকার প্রত্যঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ ধরে। বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে শয়ন করে (প্লাম:) এবং রাত্রে ছটফট করে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অত্যন্ত অবসাদ ও দুর্ব্বলতা; উদরাময়াধিকৃত শিশুদিগের অবসন্নতাধিক্য। সমগ্র দেহ ভারি এবং ক্ষীণ বোধ হয়, যেন গভীর নিদ্রা ভঙ্গের পর উঠিয়া

আসিতেছে। শিশু শোণিতশূন্য, ফ্যাকাশে অনবরত সকলের সহিত কলহ করে এবং নিদ্রিত অবস্থায় "খুৎ খুৎ" করে ; তাহার হস্তের অঙ্গুলি সকল থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে। শিশু রাত্রে অন্ত্রশূল বা পেটবেদনা বশতঃ অনবরত ক্রন্দন করে (যালাপা: ষ্ট্যাফাই: ক্যামো: সোরাইনাম),—শিশু সমস্ত দিবস বেশ খেলা করে, রাত্রে ক্রমাগত ছটফট করে এবং কাঁদিতে থাকে=লাইকোপোড:)। এতজ্জনিত লক্ষণাদি অধিকাংশ স্থলে বাম পার্শ্বগত ; রোগীর বেদনাদি নিম্নদিকে বা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে সঞ্চারিত হয়। তরুণ বাতব্যাধি এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে উরুশিখরে এবং বাম উরুশিখর হইতে দক্ষিণ উরুশিখরে সংক্রমণ করে। মুচড়াইয়া বা সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবার পর মণিবন্ধ ও জানু অবশ হইয়া যায়। দেহের উর্দ্ধাংশে ঘর্ম্মাধিক্য।

নিদ্রা।—নিদ্রা যাইবার সময় এবং নিদ্রিত অবস্থায় মস্তকের উপর হস্ত রক্ষা করে। নিদ্রিত অবস্থায় উত্তাপাবির্ভাব হয় মুখমণ্ডলের এবং অক্ষিপুটের পেশী সকল আনর্ত্তিত হইতে থাকে, দেহ কম্পিত এবং হস্তপদাদি সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া থাকে। শিশু সমস্ত রাত্রি কাঁদে এবং ছটফট করে ; (সোরাইন:) প্রলাপ বকে এবং ভীতিযুক্ত ভাব প্রকাশ করে (ফস্: আর্টিমিশীয়া-ড়াল: ব্রাই: ইগ্নে: সাইলি:)। নিদ্রাভঙ্গের পর শিরোবেদনা (কফীয়া ; গ্লোন: প্যালাড:) এবং মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় (নিদ্রারসময়=ওপীয়াম)।

ত্বক।—শিশুর গাত্রে অত্যন্ত অম্লগন্ধ ; যেমন করিয়াই শিশুকে ধৌত কর না কেন তাহার গাত্রের অম্লগন্ধ কিছুতেই যায় না (হিপার, ম্যাগ কার্ব:—যেমন করিয়াই ধোয়াওনা কেন গাত্রের দুর্গন্ধ কিছুতেই যায় না=সোরিনাম)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ, বিশেষতঃ কর ও চরণে, মুখমণ্ডল শীতল ; তৃষ্ণা থাকে না। জ্বর রহিত রোগে সামান্য কারণে স্বেদোদ্গম। ললাটে ও মস্তকে প্রচুর স্বেদোদ্গম, শিশু জাগ্রত বা নিদ্রিত, স্থির বা অস্থির, যেরূপ অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাহার মস্তকের কেশ সর্ব্বদা "জবজবে" ভিজা। নাসিকা ও মুখরন্ধ্রের চতুর্দ্দিকে ঘর্ম্মোদ্গম হয়। বস্ত্রাদিতে ঘর্ম্ম লগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় (কার্ব্বো-অ্যান; গ্র্যাফ: মার্ক: ফেরাম ; ইপিক: ল্যাকে: ম্যাগ-কার্ব:)।

বৃদ্ধি।—রাত্রে, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে, দেহের কোন অংশ অনাবৃত করিলে, শৈত্য সংস্পর্শে, গ্রীষ্মকালে, গরম বায়ু সংস্পর্শে, দেহ সঞ্চালনে এবং পাদচারণে, দাঁড়াইলে, আহারান্তে এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে সময়ে এবং পরে।

উপশম।—দেহ আবৃত করিলে, দেহ কুঞ্চিত করিয়া শুইলে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—ক্যাম্ফোরা: ক্যাস্থা: ক্যামো: কলোসিস্থ: ম্যাগ-কার্ব: মার্ক: নক্স ; পল্‌সে:।

তুলনীয়।—মুখে দুর্গন্ধ—আর্ণিকা। অম্লগন্ধ মল—হিপার: ম্যাগে-কার্ব: ক্যাল্-কেরিয়া। মাথায় ঘর্ম্ম—ক্যাল্‌কে: সাইলি। দন্তোদ্গম ক্লেশ—ক্রিয়ো: ক্যামো: ইত্যাদি। অধৈর্য্য—সিনা। শিশু পক্ষে ক্রন্দন ও অস্থিরতা—সোরাইনম্‌।

অনুকূল সম্বন্ধ।—ইপিকা কুয়ান্হা।

পরে প্রযোজ্য।—বেল্: সল্ফ: মার্ক: নক্স: পল্সে: থ্রাস: ম্যাগ-ফার্ব:।

সদৃশ।—আর্স: বেল্: ক্যামো: কলো: ডাল্ক্যা: নক্স: পডো: পল্সে: থ্রাস: সাল্ফ: হিপার: যালাপা: ম্যাগ-কার্ব: ক্যাল্কে:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

রডোডেণ্ড্রন্

(RHODODENDRON).

নামান্তর।—রডোডেণ্ড্রণ ক্রিসান্থেমম্।

প্রস্তুতি।—পত্র-পুষ্প-সমন্বিত শুষ্ক-পল্লব হইতে আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্ন লিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রজোবন্ধ বা ঋতু স্বল্পতা; ক্ষীণ দৃষ্টি; অস্থিমধ্যে বেদনা; বাঘী; তাণ্ডব; সর্দ্দি; প্রলাপ; অতিসার; গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহের পরবর্ত্তী পক্ষাঘাত; কর্ণশূল; নাকদিয়া রক্তস্রাব; চক্ষুর পীড়া; জ্বর; আধ্মান বায়ুর অবরোধ; মাঢ়ির কণ্ডুয়ন; কটিবাত; স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা; স্নায়ুশূল; ডিম্বাধারে অর্ব্বুদ; প্লীহাতে বেদনা; মচকানি, গ্রীবা স্তম্ভ বা আড়ষ্টতা; অণ্ডকোষের পীড়া; কোরণ্ড; কর্ণপটহ প্রদাহ; দন্তশূল; অপত্য পথে অর্ব্বুদ; মণিবন্ধ বা হাতের কব্জীতে বেদনা।

উপযোগিতা ও আভাস।—"ঝড় বৃষ্টির দিনে যন্ত্রণার বা লক্ষণের বৃদ্ধি" রডোডেণ্ড্রেরে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তির স্নায়ুমণ্ডলী ঝটিকার দিনে উত্তেজিত হয় এবং যাহারা বজ্রাঘাত শুনিলে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয় এবং ঝড় বৃষ্টির সূচনামাত্রে অসুখ বোধ করে, এই ভেষজ সেই সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এতদ্ব্যতিরেকে নিম্ন লিখিত কতিপয় লক্ষণও ইহার নির্ণায়ক এবং প্রকৃতিগত:—(১) দন্তশূল,—প্রতি বসন্ত ও হেমন্তকালে আবির্ভূত হয়; বৃদ্ধি=জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে, বিদ্যুৎযুক্ত ঝড় বৃষ্টির দিনে এবং প্রবল বায়ু সংস্পর্শে। (২) তরুণ প্রাদাহিক সন্ধি-স্ফীতি,—প্রদাহ ও স্ফীতি এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে সঞ্চারিত হয়; রাত্রে যন্ত্রণা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে; বৃদ্ধি=স্থির হইয়া থাকিলে এবং ঝড়বৃষ্টির দিনে। (৩) সকল অঙ্গেই বাতাশ্রয় জনিত আকর্ষণ ও উৎপাটনবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=বিশ্রামকালে এবং প্রবল ঝড় বৃষ্টির দিনে। (৪) পদের উপর পদ না রাখিয়া নিদ্রিত থাকিতে পারে না। (৫) ক্ষুদ্র সন্ধিগত বাত,—পদবৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে সূত্রময় তন্তু উৎপন্ন হয় এবং অনেক সময় পলাণ্ডু বলিয়া ভ্রম হয়। (৬) প্রমেহস্রাবের নিরোধান্তে বা বাতাশ্রয় বশতঃ অণ্ডকোষ অনমনীয় এবং স্ফীত হইয়া উঠে;

একশিরা,—অণ্ডকোষ বোধ হয় যেন কে টিপিয়া চূর্ণ করিতেছে। অণ্ডকোষ মধ্যে বেদনাধিক্য বশতঃ সময়ে সময়ে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। (৭) উচ্চ-শব্দ কর্ণ মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হয়। (৮) স্মৃতিলোপ,—লিখিতে লিখিতে কথা ছাড়িয়া যায়; কি ভাবিতেছিল হঠাৎ ভুলিয়া যায়; কথা কহিতে কহিতে কিছুক্ষণ না ভাবিলে কি বলিতেছিল স্মরণ করিতে পারে না। (৯) মস্তিষ্কের জড়তা,—যেন তিমিরাচ্ছন্ন এইরূপ বোধ হয়। (১০) শয়ন কালে শিরোঘূর্ণন; উঠিয়া বেড়াইলে উপশম হয়। (১১) কর্ণ পটহাদির প্রবল প্রদাহ। (১২) শুক্র বা শনিবারে পীড়া আরম্ভ হইয়া সোম বা মঙ্গলবার পর্য্যন্ত থাকে। (১৩) ঋতু অকালে প্রকাশ হয় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে; স্রাব বন্ধ হইবার কয়েক দিবস পরেই আবার আরম্ভ হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—লিখিতে লিখিতে দুই চারিটী বা সমগ্র বাক্যই ছাড়িয়া যায় (অ্যাসিড্-বেন্: ক্যামো: মিলিলোট্:)। চিন্তা করিতে করিতে কি ভাবিতেছিল ভুলিয়া যায় (ক্যাল্কে: লাইকোপোড্: নক্স-মস্: অ্যা-নাই)। কোন বিষয়ে আগ্রহ নাই; শারীরিক সকল প্রকার পরিশ্রমে অনিচ্ছুক। কথা কহিতে কহিতে কি বলিতেছিল বিস্মৃত হয় (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যানাব্-ইন্:) এবং অনেকক্ষণ চিন্তা না করিলে তাহা মনে করিতে পারে না (প্লাম্বাম্)।

মস্তক।—শিরোমধ্যে যেন ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছে এইরূপ অনুভব। মস্তিষ্কের জড়তা—যেন মস্তিষ্ক তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (পেট্রোল্:—যেন মেঘমধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে এইরূপ বোধ=অ্যাক্টায়া; আর্জেণ্টাম্-নাই:)। প্রাতে শয্যায় শয়নকালে ললাটে ও শঙ্খদেশে বেদনা; বৃদ্ধি=সুরাপানান্তে এবং বৃষ্টির দিনে; উপশম=শয্যাত্যাগান্তে পাদচারণে। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে ভ্রম ও নিদ্রালুতা অনুভব; শিরোঘূর্ণন্—শয্যায় শয়নকালে; মনে হয় যেন মস্তক পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়া যাইবে; উপশম=পাদচারণে। মস্তকের ত্বক ব্যথান্বিত এবং ক্ষতযুক্ত বোধ হয়; স্পর্শ অসহনীয়, করোটীর (মাথার খুলির) অস্থিফলক এবং অস্থিবেষ্ট মধ্যে (হ্রাস্) ভয়ানক আকর্ষণ ও বিদারণবৎ বেদনা অনুভব;—বৃদ্ধি=স্থির হইয়া থাকিলে (হ্রাস); প্রাতে (অ্যাগার: নক্স); বিদ্যুৎ যুক্ত ঝটিকা এবং বৃষ্টির দিনে (হ্রাস); উপশম=গরম বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিলে (ম্যাগ-ফস্; চায়না; ইগ্নে: হ্রাস; সাইলিশীয়া) শুষ্ক উত্তাপ প্রয়োগে এবং ব্যায়ামান্তে (রাস; অ্যামিউ: নক্স-মস্; স্পাইজি:)। কর্পরত্বক কুট্কুট্ করে এবং চুলকায়,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়।

চক্ষু।—লিখিবার বা পড়িবার সময় অস্পষ্ট দৃষ্টি (অ্যালো; ব্যারাই: জেল্সি: হিপ সল্ফ:)। চক্ষুর ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা, ঝড় বৃষ্টির সময় বৃদ্ধি হয়; সময়ে সময়ে চক্ষু শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত হইয়া থাকে; বৃদ্ধি=উজ্জ্বল দিবালোকে এবং মনযোগ পূর্ব্বক কোন বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিলে। অক্ষিপুটের আক্ষেপিক সঙ্কোচন। এক চক্ষের তারকা প্রসারিত বা অন্য চক্ষের তারকা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে (ক্যাডমীয়াম্-সাল্ফ: ফাইজস্:)।

কর্ণ।—কর্ণশূল, সাধারণতঃ দক্ষিণ কর্ণ আক্রান্ত হয়; প্রচণ্ড চিড়িক মারা বেদনা।

কর্ণ মধ্যে যেন একটী কীট নড়িতেছে ইত্যাকার অনুভূতি (ক্যাল্কে: গুয়ারীয়া ; মিডহ্বনাম ; অ্যা-পাই: পল্সে: রীউটা ;—কর্ণমধ্যে ঝিঁঝিঁশব্দ, যেন জল প্রবাহিত হইতেছে,—ঢোক গিলিলে বৃদ্ধি হয়। উচ্চ শব্দ কর্ণ মধ্যে বহুক্ষণ যাবৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে (কষ্টি: ফস্: গ্র্যাফ: ল্যাক্: অ্যা-নাই: অ্যা-ফস্: সার্সা)।

নাসিকা।—ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস। বাম নাসা হইতে শোণিতস্রাব (হাইড্র্যাষ্ট)। রন্ধ্রাভ্যন্তর ক্ষতযুক্তবৎ স্পর্শাসহ এবং তন্মধ্যে পীতবর্ণ বা কালবর্ণ চটা উৎপন্ন হয়। প্রাতে শয্যাত্যাগকালে প্রবল হাঁচি হইতে থাকে এবং মুখমণ্ডলে উত্তাপ অনুভূত হয়। প্রাত্যঙ্গিক বা ক্ষুদ্রসন্ধিগত বাতাশ্রয়ের লক্ষণ ও নাসিকা হইতে প্রচুর জলবৎ তরল শ্লেষ্মা স্রাব। একটা না একটা রন্ধ্র প্রায়ই বদ্ধ হইয়া থাকে ; বায়ু সংস্পর্শে অনেক কম হয়। তরুণ জলবৎ নাসাপরিস্রাব বা সর্দ্দি ; বাম বা (কোন কোন স্থলে) দক্ষিণ রন্ধ্র রোধ এবং স্বাদ ও ঘ্রাণ শক্তির বিলোপ সংঘটিত হয় (পল্সে)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের উপরে শৈত্যানুভূতি। মুখের স্নায়ুশূল, ভয়ানক বিদারণ ও চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা ; প্রবল বায়ু সংস্পর্শে এবং শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি এবং আহার কালে এবং উত্তাপ প্রয়োগে উপশম হইয়া থাকে ; শঙ্খদেশ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত। নিম্ন ওষ্ঠের ভিতর দিকে রসগুটী (এল্যাম্বাস্ ; ক্যামো: ন্যাট্‌সল্ফ: প্যারিস্),—আহারের সময় ক্ষতযুক্ত বোধ হয়।

মুখবিবরাদি।—দন্তশূল,—প্রতি বৎসর বসন্ত ও হেমন্ত কালে আবির্ভূত হয় ; শৈত্য অপেক্ষা উত্তাপ প্রয়োগে অধিক উপশম হয় ; আহারের সময় এবং আহারের এক বা দুই ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত আদৌ বেদনা থাকে না ; কর্ণশূল সংসৃষ্ট দন্তশূল ; বৃদ্ধি = জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে, বিদ্যুৎ যুক্ত ঝটিকার সময় এবং প্রবল বেগে বহমান বায়ু সংস্পর্শে। নিম্ন ও ঊর্দ্ধ দন্তের স্নায়ুশূল—দন্ত সকল শিথিলমূল ; চটা উঠিয়া যায় ; মাড়ী স্ফীত ; বেদনা শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং উত্তাপ প্রয়োগে উপশমিত হয়। শুষ্ক কণ্ঠ এবং জিহ্বাতলে উত্তেজনা জনক রসগুটি উদ্গম ও মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চয়। গলমধ্য শ্লেষ্মা পরিলিপ্ত অনুমিত হয়। কণ্ঠনলীর সংকোচন এবং জ্বালা।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—দুই চারি গ্রাস আহার করিলেই ক্ষুধার তৃপ্তি হয় ; কিন্তু যাহা কিছু আহার করে পরে তজ্জন্য অস্বস্তি বোধ হয়। তৃষ্ণা প্রায় থাকে না ; উদ্গারের সহিত কটু বা তিক্ত জল গলমধ্যে উত্থিত হয়। বিবমিষা বোধ হয়, মুখে জল উঠে এবং পাকস্থলী মধ্যে চাপ বোধ হয় ; বায়ু নিঃসরণান্তে উপশম। জলীয় পদার্থ, বিশেষতঃ শীতল জলাদি, পানান্তে বমন হয় ; বমিত পদার্থ হরিৎবর্ণ এবং তিক্ত। রাত্রে শীতল জলাদি পানান্তে পাকাশয় মধ্যে চাপ বোধ হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপ ও যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বোধ হয়, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। ক্ষুদ্র পঞ্জর তলে সময়ে সময়ে যেন খাল ধরে এইরূপ অনুভব। পাকাশয় পরিপূর্ণ বোধ এবং নিষ্পেষণ ও আকার্ষণবৎ বেদনা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত। যেন উদর মধ্যে অধিক আধ্মান বায়ু সঞ্চিত হইয়াছে এইরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—বিশেষতঃ বাম

কুক্ষি মধ্যে। দ্রুত পাদচারণ কালে প্লীহা মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা বোধ হয়; হেঁট হইলে প্লীহা প্রদেশে টান বোধ হয়। উদরের উর্দ্ধাংশের স্ফীতি বশতঃ সন্ধ্যার সময় ও প্রাতে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা অনুভব। উদর মধ্যে হুড়হুড় গুড়্‌গুড়্ শব্দ হয় উদ্গার উঠিতে থাকে এবং দুর্গন্ধ আধ্মান বায়ু নিঃসৃত হয়। নাভি প্রদেশে শূলবেদনা এবং আহারান্তে ভার বোধ।

মলান্ত্র ও মল।—মল থস্‌থসে অথচ বিলম্বে এবং অনেক বেগ দিলে তবে নির্গত হয় (হিপ্: ন্যাট-কার্ব: সিপী:)। মল তারল্য,—যন্ত্রণারহিত, অজীর্ণ মল, ভোজনান্তে, ফল আহারান্তে এবং শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে; প্রাতে বহুল পরিমাণে আধ্মান বায়ু নিঃসৃত হয়, কিম্বা পদদ্বয় অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে। গ্রীষ্মকালীন আমাতিসার,—ঝড়বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধি বা পুনরাবির্ভাব হয়। মলান্ত্র হইতে জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত টান ধরে। মলদ্বার ধক্‌ধক্ করিতে থাকে। শয্যাত্যাগমাত্রে বাহ্যেরবেগ আইসে (লাই: সল্‌ফ:)। মলদ্বারে যেন ক্রমী বেড়াইতেছে এইরূপ সড়সড়ি অনুভব (টিউক্রি: ন্যাট-সালফ: সীপা; মার্ক:—রাত্রে শয্যার উত্তাপে দেহ উত্তপ্ত হইলে—ন্যাট্‌ফস্: ফেরাম; ইগ্নে: ক্যাল্‌কে:)।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয় প্রদেশ যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ। মূত্রনলী মধ্যে ব্যথা—যেন তদভ্যন্তরস্থিত ঝিল্লিতলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে (প্রুণাস্)। দুর্গন্ধ মূত্র সঞ্চয়াধিক্য। মূত্র হরিদাভ (ক্যাম্ফো: আর্স্: চেলিড্: চিম্যাফি: ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ-কার্ব: অ্যা-নাই: রিউম; রীউটা; ভেরেট্রাম)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কাম প্রবৃত্তির হ্রাস; রমণে বীতরাগ। কামোদ্দীপক স্বপ্ন ও রেতস্খলনান্তে দীর্ঘকালস্থায়ী লিঙ্গোচ্ছ্বাস (রেতঃস্খলনজনিত সুখানুভবের পর লিঙ্গোদ্গম=ষ্ট্যাণাম্)। অণ্ডকোষ,—বিশেষতঃ কোষবৃন্ত—স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (অরাম্; ফাইটো: পল্‌সে:); অণ্ডকোষ হইতে তলপেট (আয়োড:) ও উরু পর্য্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া থাকে; অণ্ডকোষ উর্দ্ধাকৃষ্ট (বেল্:) স্ফীত এবং অতিশয় ব্যথান্বিত। অণ্ডকোষ স্ফীত এবং অনমনীয়,—প্রমেহস্রাব অবরোধের পরবর্ত্তী (ক্যালী-মীউ: ক্লীম্যাট্: অন্য কারণে=কোণা: সিলি: স্পঞ্জীয়া; ব্যারাই-মিউ: ক্যাল্‌কে-ফ্লু: ভায়োলা-ট্রাই:) কিম্বা বাত সংস্পর্শ বশতঃ। একশিরা—কোষ যেন নিষ্পেষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিতেছে এইরূপ অনুভব (আরাম; ক্যামো:)। কুরণ্ড বা কোষ মধ্যে জলসঞ্চয় (সাইলি: অ্যামোনীয়াম্: গ্রাফ্: আয়োড: পল্‌সে)। জননেন্দ্রিয় এবং উরুর মধ্যবর্ত্তী অংশে অত্যন্ত ব্যথা বা ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব। দক্ষিণ অণ্ডকোষ এবং কোষরজ্জুতে অত্যন্ত আকর্ষণানুভব,—সঞ্চালনে উপশম। শৈত্য-সংস্পর্শ-সম্ভূত মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবশীল অণ্ডকোষ প্রদাহ (স্পঞ্জীয়া; আগ্নিলেগো)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—অকালে বা অপরিপক্ক কালে আবির্ভূত হয়; প্রচুর স্রাব হইয়া থাকে; ঋতুর সময় জ্বর এবং শিরোবেদনা ঋতুরোধ। ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা, জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি হয়; যোনি মধ্যে মাস্তকোষ উৎপন্ন হয় (লাই: পল্‌সে: সাইলি:)। প্রসবান্তে জরায়ু প্রদেশে জ্বালা এবং সময়ে সময়ে পদদ্বয় মধ্যে বেদনা বোধ হয় ও হস্তের অঙ্গুলি সকল মুড়িয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্র।— বক্ষের অপ্রসারণীয়তা বা দৃঢ়াবদ্ধভাব বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র (লাইঃ স্পাইজি ষ্ট্যাফাইঃ)। কাসি,—শুষ্ক অবসাদক, প্রাতে এবং সন্ধ্যার সময় আবির্ভাবশীল; কাসির সময় বুকচাপ ও গলমধ্যে কর্কশতা বোধ হয় এবং কাসিতে কাসিতে প্রস্রাব বহির্গত হইয়া পড়ে (কষ্টিঃ স্কীলা; ভেরেট্ঃ)। পশ্চাদ্দিকে বা দক্ষিণ দিকে দেহ হেলাইলে বাম বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে যেন ছিদ্র করিতেছে এইরূপ বেদনা। হৃৎপিণ্ডের দপদপাণি প্রবলতর হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা আড়ষ্ট এবং দন্ত ও মাড়ী ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথান্বিত,—বেদনা চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ দেহের একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চরণ করে। পৃষ্ঠ হইতে উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারী বিদ্ধকারী বেদনা। পৃষ্ঠতল ব্যথা করে,—উপবেশন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; জলীয় বায়ুতেও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। বাহুদ্বয় যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভব; বৃদ্ধি=জলীয় বায়ুতে। যেন বাহুতে শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া রোধ হইয়াছে এইরূপ অনুভব; হস্ত গরম বোধ হয়। নিতম্ব প্রদেশে বেদনা,—হেঁট হইলে বেদনা অসহনীয় হইয়া উঠে। উপবেশন কালে কটিদেশ ব্যথাযুক্ত বোধ হয়,—যেন দীর্ঘকাল হেঁট হইয়া বসিয়া কায করিতে ছিল কিম্বা যেন অনেকক্ষণ যাবৎ পৃষ্ঠ চাপিয়া শয়ন করিয়াছিল। জানুর শ্বেত স্ফীতি (হ্রাস; অ্যা‌ণ্টক্রুডঃ ক্যালকেঃ আয়োডঃ ক্যালী-আয়োড-লাইঃ ওলীয়াম্-যেকোরঃ ফস্ঃ) এবং তন্মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=স্থির হইয়া থাকিলে এবং রাত্রে। পদদ্বয়ের নিম্নাংশে শৈত্য অনুভব হয়, এবং ত্বক কুঞ্চিত হইয়া যায়। পদনিম্নাংশ ও চরণ শোথাক্রান্তবৎ স্ফীতিযুক্ত পদনিম্নাংশ ও চরণে যেন ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়াছে এইরূপ অনুভব। কটিদেশে এবং পদে ভার ও দুর্ব্বলতা বোধ এবং তদুপরে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সড়্‌সড়্ করিতে থাকে; বৃদ্ধি=স্থির হইয়া থাকিলে এবং মেঘ ও ঝড়বৃষ্টির দিনে। সন্ধি সকল বোধ হয় যেন মুচড়াইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত, স্ফীত এবং আরক্তিম এবং আক্রান্ত সন্ধি মধ্যে বাতগুটি উৎপন্ন হয়। অস্থিবেষ্ট মধ্যে আকর্ষণ ও বিদারণবৎ যন্ত্রনা,—বৃদ্ধি রাত্রে, ঝড়বৃষ্টির দিনে এবং স্থির হইয়া থাকিলে; উপশম=দেহ সঞ্চালনে; বাহুদ্বয়ের সম্মুখাংশে ও পদদ্বয়ের নিম্নাংশে অধিক বেদনা বোধ হয়। হস্তপদাদিতে ভ্রমণশীল ও বিদারণবৎ বেদনা। বিশ্রামকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ অবশ, অসাড় এবং ক্ষীণ বোধ হয়। সামান্য পরিশ্রমের পর রোগী ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অস্থি বা ত্বকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বেদনা বোধ হয় এবং ঐ বেদনা স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। জলবায়ুর অত্যন্ত শীতল অবস্থাতেও রোগীর হস্ত অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হয়। উষ্ণ গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে ও পদদ্বয় অত্যন্ত শীতল বোধ হয়; শয্যার উত্তাপেও গরম হয় না এবং তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। চরণদ্বয় অত্যন্ত ভারি বোধ হয়,—যেন উহাতে কোন গুরুভার বস্তু আবদ্ধ আছে। গাত্রত্বকের অংশবিশেষ বিসর্পাক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও বিদারণবৎ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। রোগী যে স্কন্ধ চাপিয়া শয়ন করে সেই স্কন্ধে বাতাশ্রিতবৎ বেদনা।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—প্রাতে শয্যায় শায়িত অবস্থাতেই এবং দিবাভাগে

শীত বোধ হয়,—যদি রোগীর গাত্রে শীতল বায়ু লাগে। শীতার্ত্ততা ও গাত্রের উত্তাপ পর্য্যায়-ক্রমে অনুভূত হয়। সন্ধ্যার সময় কিছুতেই চরণের শৈত্য দূর হয় না; শয্যায় শয়ন করিবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত চরণদ্বয় শীতল থাকে। সন্ধ্যার সময় শীতল পদদ্বয় সহযোগে উত্তাপাবির্ভাব; মুখমণ্ডলে জ্বালাজনক উত্তাপ এবং জ্বরভাব বোধ হয়। হস্তদ্বয় স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয় কিন্তু রোগী তন্মধ্যে উত্তাপ অনুভব করে। প্রচুর অবসাদজনক ঘর্ম্মোদ্গম হয়,—বিশেষতঃ নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণকালে। বক্ষ মধ্যে দুর্গন্ধ বা মস্‌লার গন্ধ বিশিষ্ট স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে। ঘর্ম্মোদ্গম কালে গাত্র পিট পিট করে এবং কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। সুগন্ধ বা মসলার গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম।

নিদ্রা।—চক্ষু মধ্যে জ্বালা বোধ সহযোগে দিবসে নিদ্রাবেশ। রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রগাঢ় নিদ্রা; সন্ধ্যার প্রথমেও বেশ নিদ্রাবেশ হয়; কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে অনিদ্রা এবং শেষ রাত্রে বেদনা এবং শারীরিক অস্বস্তি বোধ বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। নিদ্রিত অবস্থায় বুকচাপ বোধ হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়।

উপশম।—গরম বস্ত্রে মস্তক আবৃত বা আবদ্ধ করিলে; শুষ্ক উত্তাপে। শারীরিক ব্যায়ামান্তে; আসন বা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলে (মলতারল্যের বৃদ্ধি হয়); আহারের সময় এবং কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত; আহার করিলে বাতকর্ম্মান্তে এবং সার্ব্বাঙ্গিক স্বেদোদ্গমান্তে।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, স্থির হইয়া থাকিলে বা বিশ্রামকালে; ঝটিকাময় বা বেগে বহমান বায়ু সংস্পর্শে; বিদ্যুৎ যুক্ত ঝটিকাময় দিবসে বা ঝটিকার সূচনা মাত্রে; উপবিষ্ট অবস্থায়; জলীয় বায়ু সংস্পর্শে; দণ্ডায়মান অবস্থায়; লিখিবার সময়; রাত্রে, প্রাতে, শয়নকালে এবং জলে ভিজিয়া গেলে। রোগীর গাত্রে লাগুক আর না লাগুক, বেগে বায়ু বহিলেই রোগী অসুস্থ হয়।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ব্রাই: ক্যাম্ফো: ক্লীম্যাট: রাস্।

অনুকূল সম্বন্ধ।—পল্‌সে: রস: ক্যাল্‌কে: কোণা: লাই: মার্ক: নক্স: সিপীয়া: সাইলিশীয়া: সল্‌ফার।

সদৃশ।—আরাম্: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: ক্লীম্যাট: কোণা: কাল্মীয়া: লিডাম: লাই: মার্ক: নক্স: ফস্: পল্‌সে: র‍্যানান বাল্বো: রস। বিদ্যুৎ যুক্ত ঝটিকাময় দিবসে রোগের বৃদ্ধি সম্বন্ধে—ব্রাই: জেল্‌সি: ল্যাকে: ন্যাট-কার্ব: ফস: সোরিণাম: সিপীয়া: সাইলিশীয়া। জলীয় বায়ুতে বৃদ্ধি সম্বন্ধে=অ্যামন-কার্ব: ক্যাল্‌কে: ডাল্‌ক্যা; ন্যাট-সল্‌ফ: নক্স-মস্: রস-টক্স:। ঝড় বৃষ্টির সূচনা মাত্রে রোগের বৃদ্ধি সম্বন্ধে=অ্যাগার: ল্যাকে: সোরিণাম।

তুলনীয়।—বর্ষাকালে—রস-টক্স। অণ্ডকোষ প্রদাহ—ক্লিমে. পল্‌স। সঞ্চরণশীল আমবাত—ক্যাল্‌মিয়া। ঝড় বৃষ্টির দিন—ডল্‌কা: ন্যাট্রাম-সল্‌ফ:। ফল খাইয়া ভেদ—রিউম। ঘৃষ্টবৎ বেদনা—আর্ণিকা: কোণায়াম। শব্দ প্রতিধ্বনিত—কষ্টিক: ফস্ফরস: সার্স।

শক্তি।—প্রথম দশমিক ক্রম হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩৫ হইতে ৪০ দিন।

রস অ্যারোম্যাটিকা

(RHUS AROMATICA).

প্রস্তুতি।—তাজা মূলের ছালের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—শীর্ণতা বা হ্রাস পাওয়া; মূত্রাধার হইতে শোণিত স্রাব; বহুমূত্র; পুরাতন অতিসার; ও রক্তামাশয়; অসাড়ে মূত্রস্রাব; রক্তস্রাব; মূত্রপিণ্ড হইতে রক্তস্রাব; জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব।

উপযোগিতা ও আভাস।—বৃক্ক এবং প্রস্রাব যন্ত্রের অন্যান্য অংশের রোগে ইহা বিশেষ হিতকর। বহুমূত্র রোগের একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ। মূত্রাশয়ের নিষ্ক্রিয়তা এবং শৈথিল্য বশতঃ অসাড়ে মূত্রস্রাব, বার্দ্ধক্য সুলভ মূত্রবেগ ধারণাক্ষমতা, রক্ত প্রস্রাব, প্রভৃতি ইহার বিষয়ীভূত। বহুমূত্র,—প্রচুর অম্ল আক্ষেপিক গুরুত্ব বিশিষ্ট প্রস্রাব; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ; কটি বেদনা, প্রবল তৃষ্ণা; পরিবর্ত্তনশীল রুচি ও ক্ষুধা—এই রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা বোধ করিতেছে আবার তৎপর দিবসই হয়ত আদৌ কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই; গাত্রত্বক ফ্যাকাসে এবং লোল; দৈহিক উত্তাপ, তাপমান যন্ত্রের ১০১-৫; ঈষৎ ক্ষুকক্ষুকে কাসি এবং সময়ে সময়ে রাত্রে ঘর্ম্মোদ্গম হয়; অতিরিক্ত শীর্ণতা; মূত্র শর্করা মিশ্রিত। প্রস্রাব বেগধারণাক্ষমতা, কি দিবসে কি রাত্রে, সকল সময়েই অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া থাকে। রক্তপ্রস্রাব, তৎসহ সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ। মূত্রাশয়ের সর্দ্দি; প্রস্রাবের সময় প্রাণান্তক যন্ত্রণা। মূত্রাধারমুখশায়িকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। শিশুদিগের গ্রীষ্মাতিসার,—শিশু ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহার জিহ্বা ফ্যাকাশে প্রতীয়মান হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে। শিশুদিগের মূত্রাশয়প্রদাহ,—প্রস্রাবের পূর্ব্বে বা আরম্ভের সময় ভয়ানক যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—সিজিজীয়াম্-ষ্যাম্বোলিনাম; ল্যাক্-ডিফ্লোরেটাম; লাইকোপাস্; মস্কাস, মীউরেক্স, প্যারেরা-ব্রাভা; লাইকোপোডীয়াম্; ক্যান্থারিস; সার্সা; স্কীলা; হ্যামামিলিস; টেরিবিস্থিনা; চিম্যাফিলা; পাইপার-মিথিষ্টিকাম্ এবং সেব্যাল্-সেরুলেটা।

শক্তি।—মূল আরক ১০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু বা এক ড্রাম পর্য্যন্ত।

রাস গ্ল্যাব্রা

(RHUS GLABRA).

নামান্তর।—রাস্ ক্যারোলিনেন্সি, রাস্ এলিগ্যানস্।

প্রস্তুতি।—তাজা ছাল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—দুর্ব্বলতা ; অতিসার বিরক্তিজনক স্বপ্নদর্শন ; রক্তামাশয় ; নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব ; মাথাধরা ; মুখে ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরোবেদনা মুখক্ষত, আমরক্ত প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাঃ ফ্যারিংটনের মতে শিরোপাশ্চাতিক শিরোবেদনা এবং বাম নাসিকা হইতে শোণিতপাত ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। "স্বপ্নে রোগীর বোধ হয় যেন সে শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে" ; "দৌর্ব্বল্য বশতঃ অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম, বিশেষতঃ নিদ্রিত অবস্থায়," উপক্ষত বা মুখক্ষত," "দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ," শীতাদ এবং স্তন্যদাত্রী রমণীর মুখক্ষত" প্রভৃতি কতিপয় লক্ষণ ইহার প্রকৃতিগত। ডাঃ বোরিকের মতে ইহা দ্বারা দেহ মধ্যে ক্ষতোপজনন-প্রবণতা সংযুক্ত পুতিক্রিয়া নিরাকৃত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—বন্ধু-সংহতি বা সমাগম ভালবাসে না। রোগী সকল বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন করে। বিমূঢ়াত্মা ; বিস্মৃতিপ্রবণ। শিরোপাশ্চাতিক শিরোবেদনা। নিদ্রাভঙ্গান্তে মস্তক ভার এবং ব্যথাযুক্ত বোধ হয়, একটু শারীরিক ব্যায়াম বা পরিশ্রম করিলেই উপশম হয়। বাম নাসিকা হইতে শোণিতপাত। বাম নাসারন্ধ্র হইতে রক্তাক্ত চটা বহির্গত হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে গলমধ্য হইতে চাপ চাপ জমাট রক্ত নির্গত হয়। শীতাদ ; স্তন্যদাত্রী রমণীদিগেরমুখক্ষত (হাইড্রাষ্টি: ল্যাকে: ল্যাক-ক্যান্: ভেরোণিকা:)। মুখক্ষত (ব্যাপ্টি: বোর‍্যাক্স: মার্ক-কর: অ্যা-মিউ: অ্যা-সল্‌ফ:)।

পাকাশয়াদি।—প্রথম ভোজনের সময় রোগীব মনে হয় যেন কতদিন আহার করে নাই কিন্তু দুই এক গ্রাসের অধিক খাইতে পারে না (গ্যাম্বোজীয়া:); পাকস্থলী মধ্যে বেদনা ; যে কোন দ্রব্য হউক পান বা আহার করিবা মাত্র বেদনা বৃদ্ধি হয়। নাভি প্রদেশে এবং উদরে তীক্ষ্ণ ছেদনবৎ বেদনা। নাভি প্রদেশে টিপিলে ব্যথা বোধ হয়। ডাঃ বোরিকের মতে রাস্-গ্ল্যাব্রা অন্ত্রাশয়ের পচনশীলতা নিরাকৃত করিয়া আধ্মান ও মলকে দুর্গন্ধহীন করে ; বৈকালে এবং সন্ধ্যার সময় অতিশয় বৃদ্ধি,—কিন্তু পরে শুষ্ক কঠিন মল ত্যাগ হইয়া থাকে কিম্বা প্রথমাংশ শুষ্ক ও কঠিন এবং শেষাংশ আর্দ্র ও কোমল ; প্রস্রাব পরিমাণে অতি অল্প এবং ঘোর লালবর্ণ।

প্রত্যঙ্গাদি।—কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা। (ক্যালী-কার্ব: নক্স-মস্:) নিম্নাঙ্গ সকল ব্যথা করিতে থাকে এবং ক্ষীণ বোধ হয়,—রোগী দঁড়াইতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে

(অ্যা-পাইক্রিক: আয়োড:—অতি কষ্টে আসন হইতে উঠিতে পারে=ককীউ:—উঠিবার চেষ্টা করিলে দাঁড়াইতে পারে না=গ্রোন্:)। অত্যন্ত কৃশ হইয়া যায় এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা বোধ করে। নিদ্রিত অবস্থায় ঘর্ম্মোদগম হয় (মার্ক: ক্যাল্কো: কার্ব্বো-অ্যান্: সিঙ্কো: ইউপেট্-পার্ফোল্: ল্যাক্-ক্যান্: সেলিন: নক্স-ভম্:)।

নিদ্রা।—স্বপ্নে রোগীর মনে হয় যেন সে শূন্যে উড়িতেছে (এপীস ; জ্যান্থক্সাইলাম্ ;—রোগী স্বীয় দেহ অত্যন্ত লঘু বোধ করে এবং তাহার মনে হয় যেন সে শূন্যে রহিয়াছে= অ্যাসেরাম্ ; ল্যাকে-ক্যান্: ভ্যালিরীয়াণা ;—যেন তাহার পদদ্বয় উড়িতেছে=ষ্টীক্টা)। পুনঃ পুনঃ বিরক্তিকর স্বপ্ন বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

বৃদ্ধি।—পান বা আহারান্তে, স্পর্শ করিলে এবং নিদ্রাভঙ্গের পর।

উপশম।—উপশম শারীরিক ব্যায়ামান্তে বা পরিশ্রম করিলে এবং দেহ সঞ্চালনে।

সম্বন্ধ।—রাস: অ্যায়োড: প্রভৃতি সদৃশ।

শক্তি।—১ম দশমিক ক্রম। শোণিতপাতশীল মাড়ীতে, (মুখক্ষত প্রভৃতি রোগে মূল আরক বাহ্য প্রয়োগ বিধেয়)।

রাস্ র‍্যাডিক্যান্স্

(RHUS RADICANS).

নামান্তর।—পয়জন ভাইন, পয়্জন্ আইভি।

প্রস্তুতি।—তাজা পাতা হইতে মুল আরক প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল মস্তিষ্ক, অস্থি, কণ্ডার, পেশী, ত্বক এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি। এতজ্জনিত বেদনাদি প্রায় দেহের একপার্শ্বগত ; বেদনা এক অংশ হইতে হঠাৎ অন্য এক দূরতর অংশে আবির্ভূত হইয়া থাকে। পৈশিক ক্রিয়ার সময় অস্থির সহিত কণ্ডার সংযোস্থলে বেদনা অনুভূত হয় ; সন্ধি সকল আড়ষ্ট বোধ হয়। কোন কোন স্থলে এতজ্জনিত লক্ষণ সকল কোণাকুণি ভাবে বা এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রাতে প্রথম অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনকালে বেদনাদির আধিক্য অনুভব হইয়া থাকে। অনাক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলেও বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ব্রায়োনীয়ার বিপরীত) ; কোন কোন সময় দেহ সঞ্চালনে বা পাদচারণে এবং কখনও বা স্থির হইয়া থাকিলে বা বিশ্রামকালে বেদনার উপশম হইয়া থাকে। পেশীগত বেদনা,—প্রথম অঙ্গ সঞ্চালন কালে ; কিছুক্ষণ ক্রমাগত সেই অঙ্গসঞ্চালন করিলে উপশমিত হয়। অনেক স্থলে বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে কিম্বা মন যখন কোন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাকে সেইরূপ সময়ে এতজ্জনিত বেদনার উপশম হইয়া থাকে ;

কিন্তু প্রথম দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন কালে বা দেহের কোন প্রকার আলোড়নে বা উত্তেজনায় এবং গৃহমধ্যে অবস্থিতিকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে; শীতল জলপানের পর অনেক যন্ত্রণার আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রাতে ৭টার সময় শয্যা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলে অত্যন্ত আলস্য ও শৈথিল্য বোধ হয়। বৈকালে ৪টা হইতে ৭টার মধ্যে বিশেষতঃ সন্ধ্যা ৬টার সময় অনেক যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়। অনেক সময় প্রাতে বা সন্ধ্যার সময় পুরাতন যন্ত্রণার বৃদ্ধি বা নূতনের আবির্ভাব সংঘটিত হয়; আবার কতকগুলি লক্ষণ সন্ধ্যায় ও রাত্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আবার কোনটা বা জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; নিদ্রালুতা, বেদনা ও অন্য অনেক লক্ষণ ঝড় বৃষ্টির প্রারম্ভে বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক লক্ষণ আবার ঝড় বৃষ্টি উত্তমরূপে আরম্ভ হইলে উপশমিত হয়, বিশেষতঃ যদি ঐ ঝড় বৃষ্টির সময় বিদ্যুল্লীলা ও বজ্রপাতাদি দুর্ব্বিপাক সংঘটিত হয়। এতজ্জনিত বেদনাদি প্রায় অধিকাংশ স্থলে মজ্জাগত যেন অস্থির বা পেশীর অন্তরতম প্রদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে।

মন্তব্য।—ভিষক শ্রেষ্ঠ টিমথি অ্যালেন্, ডাঃ ক্লার্ক, প্রভৃতি ভৈষজ্যতত্ত্ব সংগ্রাহকগণ "রাস-টক্সিকোডেণ্ড্রন" ও "হ্রাস্-র‍্যাডিক্যান্স" এর মধ্যে বিশেষ, এবং কোন কোন স্থলে আদৌ কোন প্রভেদ করেন নাই। কিন্তু ডাঃ এইচ; সি, অ্যালেন সম্পাদিত "মেডিক্যাল অ্যাডভান্স" নামক সদৃশ-বৈধানিক মাসিক পত্রিকার ১৮৯৩ সালের মার্চ্চ বা এপ্রেল মাসের সংখ্যায় ডাক্তার হেনেস্ঃ কর্ত্তৃক "রাস্-র‍্যাডিক্যান্সের" একটী পৃথক ও সম্পূর্ণ প্রতিপাদন প্রকাশিত হইয়াছিল; উল্লিখিত ভেষজের এই বর্ণনা তাহারই সারসঙ্কলন—কেবল স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দৃষ্ট হইবে।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষাদোন্মাদ। সকল বিষয়ে ঔদাস্য প্রদর্শন করে। অত্যধিক ক্রোধন স্বভাব; খিট্‌খিটে, ও তামাসা বুঝে না। একাকী থাকিতে চাহে; কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করে এরূপ ইচ্ছা করে না। ভগ্ন সাহস। দুর্ভাবনা ও সশঙ্কিত ভাব। রোগীর বিশ্বাস যে তাহার উপস্থিত রোগ আর সারিবে না (আর্স্ঃ ক্যালকেঃ হেলিবোঃ সোরিন্ঃ সিপীয়া; সবিরাম বা কম্পজ্বরাধিকারে=ট্যারেণ্টঃ—হুপ্ কাসিতে=ব্রাইঃ—ফুস্‌ফুস প্রদাহে=অ্যাণ্ট টার্টঃ—শুক্রমেহ রোগে=অ্যাসিড্-ফস্ঃ) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহা উদ্বিগ্ন (ব্রাইঃ কষ্টিঃ ন্যাট-মিউঃ)। কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে নারাজ (চায়না; নাক্স; ফস্ঃ)।

মস্তক।—অত্যন্ত অবসাদ,—রোগীর মনে হয় যে বিশেষ চেষ্টা না করিলে আর সে নড়িতে সক্ষম হইবে না। মানসিক আচ্ছন্নতা; কেহ প্রশ্ন করিলে রোগী তাহার উত্তর দিতে অত্যন্ত নারাজ [চিনিন্-সল্‌ফঃ কলোসিন্থঃ ম্যাঙ্গিঃ নক্স]। শিরোঘূর্ণন,—দেহ সঞ্চালনকালে [ক্যাল্‌কেঃ ক্যাম্মীয়া] বা মস্তক উত্তোলন করিলে [ব্রাইঃ চায়না; ষ্ট্যানাম্]। রোগীকে তুলিয়া বসাইবার চেষ্টা করিলে সে মূর্চ্ছা যাইবার মত হয় [সিপীয়া; শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলে=ওপীয়াম্]; রোগীর মনে হয় কেহ না ধরিলে সে পড়িয়া যাইত। শিরোঘূর্ণন,

পাদচারণ কালে [বেল্: স্যাট-মিউ: নক্স]; হেঁট হইলে [গ্লোন্: নক্স; পল্‌সে:]; হঠাৎ মস্তক উত্তোলন কালে, মূর্চ্ছোপক্রম। মস্তিষ্কের আবিলতা বা জড়তা, (ফস্: রাস-টক্স: ককীউ: হায়ো)। দেহ সঞ্চালন কালে ক্ষণিক সংজ্ঞাররাহিত্য [ক্রোকাস;—ক্ষণিক সংজ্ঞা-রাহিত্য=চিম্যাফিলা-ম্যাকীউ:]। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ ও ভার বোধ হয় যেন সে মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে পারিবে না [জেল্‌সি:]। মস্তক পরিপূর্ণ ও ভার বোধ হয়। শঙ্খদেশে বা রগের এক পার্শ্বগত বেদনা। চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনা। শিরোপশ্চাতে নিরন্তর অতীব্র বেদনানুভূতি। সমস্ত মস্তক যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে। শিরোমধ্যে ক্ষণপ্রকাশশীল বেদনা। ললাট দেশে স্থূল অবিচ্ছিন্ন বেদনা। ললাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং মূর্দ্ধাদেশে ভয়ঙ্কর এবং আবিচ্ছেদ বেদনা। শিরোবেদনার নিবৃত্তি হইলে পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয় মধ্যে যেন মোচড় দিতেছে এরূপ যন্ত্রণা বোধ হইতে থাকে [অন্ত্রশূল ও শিরোবেদনা (স্যাট-সল্‌ফ: রোবিন্: ক্যাল্‌কে-ফস্: কলোসিন্থ:]। বিবমিষা সংযুক্ত শিরোবেদনা [অ্যান্ট-ক্রুড: ককীউ:]। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে স্থূল শিরোবেদনা [ব্রাই: ল্যাকে: স্যাট-মিউ: নক্স; ফস্:],—শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণান্তে উপশম হয় [শয্যাত্যাগান্তে উপশম=অ্যানাই:]। দিবসের পূর্ব্বাহ্নে নিদ্রালুতা সহযোগে শিরোবেদনা এবং প্রাতে ললাটে, শঙ্খদ্বয়ে, এবং শিরোপশ্চাতে অতীব্র বেদনা। মানসিক পরিশ্রম জনিত ক্ষণস্থায়ী অথচ প্রচণ্ড অর্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূল [চিনিন-আর্স: কফীয়া]। সমগ্র শিরোমধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা। শয়ন করিলে যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে [কলোসিন্থ: গ্লোন্: রাস্ টক্স:]। শিরোপশ্চাৎ হইতে গ্রীবাপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যথা। বিবমিষা, বমন ও পাকস্থলী মধ্যে বেদনা সহযোগে প্রবল শিরোবেদনা দেহ সঞ্চালনে এবং হেঁট হইলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিরোমধ্যে দপ্‌দপানি। শিরোমধ্যে উত্তাপ অনুভব, মস্তকের জ্বালা ও কণ্ডুয়ন। মস্তকের উপর কালবর্ণ গুটিকা উদ্গত হয়।

চক্ষু।—চক্ষু উন্মীলন কালে তন্মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় [হাইড্র্যাষ্ট:]। ভ্রূদেশে ভার ও ব্যথা বোধ। অক্ষিপুট কর্‌কর্ ও জ্বালা করে; অক্ষিপুট কণ্ডুতিযুক্ত [ক্রোটন; হিপ: ক্যালী-বাই: পেট্রোল্: অ্যা-ফস্: রাস্]। চক্ষু মধ্যে জ্বালা। অক্ষিপুট মধ্যে উত্তাপ বোধ। অক্ষিপুট আরক্তিম ও স্ফীত এবং তন্মধ্যে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা বোধ হয়। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে আলোকাতঙ্ক। হঠাৎ মস্তক উত্তোলন করিলে দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকার আবির্ভাব।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে বেদনা। কর্ণদ্বয় স্ফীত ও তন্মধ্যে উত্তাপ অনুভূত হয়। বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড বা ধমন্যাদির স্পন্দন কর্ণ মধ্যে শ্রুত হয়। আরক্তজ্বরান্তিক কর্ণমূলপ্রদাহ তৎসহ করদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীতি।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র মধ্যে কণ্ডুতি। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—প্রাতে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব। রন্ধ্রদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক। পুনঃ পুনঃ হাঁচি। জলবৎ নাসাপরিস্রাব,—বা নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব; নাসিকা মধ্যে জ্বালা ও প্রচণ্ড শিরোবেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

মুখমণ্ডল।—রোগীর মূর্ত্তি ম্লান বা ফ্যাকাশে ও পাণ্ডুবর্ণ। হনু সঞ্চালন কালে বাম হনুসন্ধি মধ্যে বেদনা। মুখমণ্ডলে কণ্ডুয়ন। মুখমণ্ডলের উপর বিস্ফোটক, পূযবটী, পীড়কা বা রসগুটী প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভেদ উদ্গত হয়। ঘোর আরক্তিম মুখমণ্ডল কণ্ডুয়ন ও জ্বালাযুক্ত। ওষ্ঠদ্বয় যেন বিসর্প দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ রক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয়। মুখমণ্ডল ও ললাটের উপরে ব্রণাদি বাহির হইয়া থাকে। ওষ্ঠের উপর এবং নাসাতলে একটী ক্ষুদ্র অংশ ক্ষয়িতত্বক এবং উত্তেজনা ও জ্বালাযুক্ত [ব্রোম. ফাইটোলেক্কা: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: আর্স: এরাম্-ট্রাই:]।

মুখবিবরাদি।—কীটযুক্ত বা পোকায় খাওয়া দন্তমধ্যে তীক্ষ্ণ শরবেধবৎ বেদনা [আইরিস]। সময়ে সময়ে দন্তমধ্যে ক্ষণস্থায়ী দপ্দপানি ; উর্দ্ধ মাড়ীস্থিত ক্ষয়িত দন্তের মূলে বেদনা। দন্তশূলাধিকারে লালাস্রাব। সন্ধ্যার সময় দন্তশূল। মাড়ী হইতে সামান্য কারণে শোণিতপাত হয়। মাড়ী প্রদাহ। মাড়ীস্ফোটক। ব্যথান্বিত দন্তমূলে স্ফীতি ও স্পর্শ-কাতরতা। মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। মুখবিবর শুষ্ক। মুখমধ্যে লালাসঞ্চয়াধিক্য ; লালা গাঢ় আঠার ন্যায় ফেনময়। লালাসঞ্চয়াধিক্য সহ তালু অত্যন্ত ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি। মুখমধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয়,—বিশেষতঃ গণ্ডাভ্যন্তরের তলদেশে ও ওষ্ঠের ভিতর দিকে। জিহ্বা হরিদ্রাভ লেপাচ্ছন্ন। জিহ্বা পিট পিট্ করে, জ্বালা করে এবং জিহ্বাগ্র আরক্তিম ও ক্ষতযুক্ত বোধ হয়। জিহ্বাগ্র ক্ষয়িতত্বক ও পীড়কাকীর্ণ।

গলমধ্য।—কণ্ঠমধ্যে পিন্‌বেধবৎ অনুভব। কণ্ঠনলীর সঙ্কোচন ও তন্মধ্যে ঋঋকা বা উত্তেজনা অনুভূত হয়। কণ্ঠাভ্যন্তর কর্কশ ও জ্বালাযুক্ত। অন্ননলী মধ্যে বেদনা ও জ্বালা। কণ্ঠাভ্যন্তর যেন স্ফীত, পরিপূর্ণ এবং ক্ষয়িতত্বক এইরূপ বোধ হয়। জিহ্বামূলের পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় আরক্তিম প্রতীয়মান হয়। কণ্ঠনলী প্রদাহ। জিহ্বামূল ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব হয়। গলগ্রন্থিদ্বয় বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বটী, স্ফীত (ব্যপ্টি: ব্যারাই: মার্ক-বিন্: ফাইটো:), আরক্তিম (এপীস ; বেল্: ফেরাম্ ফস্: জিঙ্কোক্লেড: ফাইটো:) এবং তাহার কিয়দংশ দুগ্ধের সরের ন্যায় উপঝিল্লিদ্বারা আবৃত। নিগরণকৃচ্ছ্র, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে ব্যথা ও কষ্ট বোধ হয়। গলমধ্যে যেন কি একটী আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ইত্যাকার অনুভব (ইগ্নে: ল্যাকে: স্যাবাড্: আর্জেন্ট-নাই:) ; কণ্ঠ শুষ্ক। মুখ কটু হইয়া থাকে: মুখের স্বাদ তিক্ত বোধ হয় (অ্যাকোন্: ব্রাই: মার্ক: ন্যাট্-সল্ফ: নক্স-ভম্: পল্সে:)। অরুচি,—খাদ্য দ্রব্যাদি দর্শন মাত্রে ঘৃণা ও অরুচির উদ্রেক হয় (আর্স: আর্ণিকা: মার্ক-প্রোটো:—গন্ধ পাইলেই = ককীউ: কোল্চি: ইপিক্:—মনে করিলেই = আর্স: সিঙ্কো: মস্কাস্:)। রাত্রে তৃষ্ণাধিক্য। শূন্য উদ্গার। পাকাশয় মধ্যে জ্বালা,—সময়ে সময়ে গলমধ্যে জ্বালার পরে পাকাশয়ের জ্বালা আরম্ভ হয়।

পাকস্থলী।—অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ সহ বিবমিষা এবং তৎপরে শীত বোধ হয় ও ঘর্ম্মোদ্রেক হইতে থাকে ; বিবমিষার অনতিপরেই শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়। শিরোঘূর্ণন সহ পাকাশয় মধ্যে ভয়ানক ব্যথা করিতে থাকে। পেট যেন আঁকড়াইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ; আহারান্তে পেট ব্যথা (আর্স ; নক্স ; রাস্-টক্স:)। লালাস্রাব ও পাকাশয় শূন্য বোধ।

উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপ ও পূর্ণতা বোধ; পূতিময় গন্ধ বিশিষ্ট উদ্গারান্তে উপশম (নক্স-ভম: লাই:)। সময়ে সময়ে পাকস্থলী মধ্যে খাল ধরে। পাকাশয় মধ্যে ভায়নক বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া বক্ষাভিমুখে সঞ্চারিত হয়। সময়ে সময়ে পাকস্থলী মধ্যে যেন কেহ অস্ত্রদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতেছে এইরূপ বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। পাকস্থলী মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা। পাকস্থলী টিপিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়।—কুক্ষিদেশ সাঁটিয়া ধরে। যকৃৎ প্রদেশে ভয়ানক বেদনা। বাম কুক্ষি মধ্যে বেদনা। উপর হইতে যেন তলপেটকে নিষ্পেষণ করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। মলকাঠিন্য তৎসহ যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। মধ্যে মধ্যে উর্দ্ধোদর প্রদেশে যেন আঁকড়াইয়া ধরিতেছে এইরূপ প্রচণ্ড বেদনা; কখনও বোধ হয় যেন মুচড়াইতেছে। উদরাময় পেট তীক্ষ্ণ সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। তলপেটে শূলবৎ বেদনা; বেদনান্তে তরলমল নিঃসৃত হইয়া থাকে। শীতল জল পানান্তে উদর মধ্যে যেন শরবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (ম্যাঙ্গিন্: র‍্যাফ: ষ্ট্যাফাই:)। নাভী প্রদেশে ব্যথা,—হেঁট হইলে বোধ হয় যেন নাভী প্রদেশে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে (নাভী প্রদেশ যেন ক্ষতান্বিত অ্যা-অক্স্যাল্: প্যালেড্:)। আধ্মাতিশয্য এবং অন্ত্রকূজন্; কুচকী প্রদেশে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য সহ মলবেগ। মল কপিশবর্ণ ও চট্ চটে। মল তরল, থস্থসে, আঠাবৎ এবং অম্লগন্ধ বিশিষ্ট। তরল মলের সহিত শোণিত মিশ্রিত থাকে। মল ঈষৎ শোণিত-রঞ্জিত। মলত্যাগান্তে মলদ্বার দিয়া শোণিত নিঃসৃত হয়। মলতারল্য ও আমাতিসার রোগাধিকারে মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত আলস্য ও দৈহিক শৈথিল্য বোধ হয়। তরলমল ফেণময়, আঠাবৎ ও পীতবর্ণ। মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়। তরল মল নিঃসরণান্তে মলদ্বার জ্বালা। মলত্যাগ কালে যন্ত্রণা থাকেনা এবং বিলম্ব সহ হয়। মলদ্বারে অসহনীয় কণ্ডুয়ন ও জ্বালা।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ অথচ অতি অল্পই প্রস্রাব হয়। মূত্রাশয়ের উপর চাপ বোধ ও মূত্রকৃচ্ছ্র। যন্ত্রণাজনক পুনঃ পুন প্রস্রাব বেগ। মূত্র লালবর্ণ এবং অল্প অল্প নির্গত হয় (হ্যামা: ক্যান্থা: হিপ্: হায়ো: লাই: ওপী: থ্লাস্)। মূত্র ঘোর লাল (আর্জেন্ট্-নাই: লাই: প্যারীরা-ব্রাভা পলিগোনাম্; সিপীয়া)। মূত্রস্থলীর উপর চাপ বোধ,—প্রস্রাব হইলেও উপশম হয় না (ডিজিট্: রীউটা)। মূত্রে পূতিগন্ধ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—শিশ্ন মধ্যে তীব্র ব্যথা। শিশ্নোষ্ঠে উদ্ভেদ বাহির হয় এবং তন্মধ্যে কণ্ডুয়ন ও হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। শিশ্ন যেন উত্তেজিত হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। মুষ্ক প্রদাহ যুক্ত, ঘোর রক্তিমান্বিত; পাদচারণ করিলে ঘর্ষণ বশতঃ মুষ্কের উত্তেজনা উৎপন্ন হয় (পাদচারণ কালে উরুর সহিত ঘর্ষণ বষতঃ মুষ্কের ত্বকক্ষয় হয়=লাই: মার্ক: ন্যাট্-কাব: ন্যাট-মিউ:—এবং রস গড়াইতে থাকে=ক্যাল্কে-ফস্: থুয়া)। মুষ্কের উপর রসপীড়কা উদ্গত হয় এবং ঐ সকল পীড়কা ছিঁড়িয়া যাইয়া, ঘোর লালবর্ণ প্রান্ত বেষ্টিত ক্ষতে পরিণত হয় (অ্যাসিড-নাই: অরাম-মিউ:)। কাম প্রবৃত্তির হ্রাস

হইয়া থাকে। নৈশ রেতঃক্ষয় (হ্যামা: ন্যাট-ফস্ নাক্স ; ডিজিটেলিনাম্: অ্যাগারিকাস্ ; ডায়োস্কো:—এক রাত্রে দুইবার=পল্‌সে:—শেষ রাত্রে=পেট্রোসেলিন্:—প্রায় প্রতি রাত্রে—শ্রোণিদেশে বা নিতম্ব স্থানে জ্বালা সহযোগে=ফস্:)। রেতরজ্জু স্ফীত, বাম রেতরজ্জু মধ্যে জল সঞ্চয় বশতঃ উহা স্ফীত; অনমনীয় ও অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত হইয়া থাকে (আর্ণিকা: হ্যামা: অ্যা-ফ্লু: ল্যাকে: পাল্‌সে: কোলিন্‌সো: সিপীয়া ; সাল্‌ফ: মার্ক-প্রোটো)—দাঁড়াইলে বা পাদচারণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মুষ্কের বাম পার্শ্ব টিপিলে বোধ যেন তন্মধ্যে গুটিলা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রচুর রজঃস্রাব—ঋতু অত্যন্ত অকালে প্রকাশ পায় এবং প্রচুর স্রাব হইয়া থাকে ; স্রাব ফিকা (ফেরাম্ ; ন্যাট-মিউ: বোভি: কলোফিল: স্যাবাই: সিকেলি: ভাইবার্ণ:), কষায় বা ত্বকক্ষয় কারক (ল্যাকে: বোভি: ক্যালী-কার্ব: পেট্রোল্: রাস্-টক্স:) ;—স্রাব সংস্পর্শে যোনি মধ্যে উত্তেজক জ্বালা ও কণ্ডুতি উৎপন্ন হয়। বহির্জ্জননেন্দ্রিয় প্রদাহান্বিত, জ্বালা ও কণ্ডুতিযুক্ত এবং বিসর্পাক্রান্তবৎ রসগুটী আকীর্ণ ও স্ফীত (রাস্-টক্স: ক্রোটন্-টিগ: মার্ক:)।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষীণ স্বর। কথা বলিতে বলিতে শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে (ষ্ট্যাণাম্ ; অ্যালীউ: সোরিন্:—কথা কহিতে গেলে মূর্চ্ছা যায়=আর্স:)। স্বরনলী মধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব (আয়োড: ল্যাকে: ন্যাট্র-মিউ: ফস্: সিপীয়া)। উত্তেজনা সহ গলমধ্যে বায়ুনলী ভুজগত সর্দ্দি (অ্যাকোন্: আণ্ট-টার্ট: আর্স্: হিপ: মার্ক: রাস্: রীউমেক্স: স্যাঙ্গিউইন্: ষ্ট্যান্: সাল্‌ফ:)। জিহ্বামূলের পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয়ের প্রদাহ স্বরনলী মধ্যে অবতীর্ণ হয় এবং স্বরনলী মধ্যে উত্তাপ, ক্ষতান্বিত ও শ্বাসরোধোপক্রম অনুভূত হয়। তরুণ-বায়ু-নলীভুজ-প্রদাহ (অ্যাকোন্: আণ্ট-টার্ট: অ্যাস্‌ক্লিপীয়াস্-টীউ: ক্যাল্‌কে: জেল্‌সি: হিপ্: হিপোজিনিন্: ষ্ট্যাণাম্) ; গলমধ্যে হইতে ক্ষতান্বিত ভাব বক্ষ মধ্য দিয়া নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয় ; কাসি হইতে থাকে এবং সফেণ লবণবৎ স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে: ন্যাট্-মিউ: ফস্:)। ক্ষুক্‌ক্ষুকে শুষ্ক কাসি। প্রাতে গলক্ষত সহযোগে শুষ্ক কাসি বক্ষ মধ্যে উত্তেজনা সম্ভূত কাসি, কাসিলে বক্ষমধ্যে ব্যথা অনুভব হয় (ব্রাই: ক্যাল্‌কে: কষ্টি সিস্কো: গ্র্যাফ: ন্যাট-মিউ: রীউমেক্স ; স্পঞ্জীয়া)। বক্ষ মধ্যে কণ্ডুতি জনিত বক্ষঃবিদারক কাসি। বক্ষোমধ্যে চাপবৎ বেদনা বা নিরন্তর যেন ব্যথা করিতেছে এইরূপ বোধ হয়। রাত্রে বেদনা। বক্ষমধ্যে বেদনা,—স্থির হইয়া থাকিলে উত্তেজিত হয়। বক্ষঃস্থলে সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল বাতবেদনা (কোল্‌চি: র‍্যাণান্-বাল্‌বো: রীউমেক্স: স্পাইজি:) বুকাস্থির পশ্চাতে যেন ত্বকক্ষয় [রীউমেক্স: ইউপেট: পাফোলীয়েট:]। বুক যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ অনুভূতি। পাকস্থলী হইতে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া বক্ষোমধ্যে সঞ্চারিত হয়। পাদচারণকালে বা দেহ সঞ্চালনে বক্ষোমধ্যে বেদনা [ক্যাম্মীয়া ; কার্ডীউয়াস্-মেরী: র‍াণান্-বাল্‌বো: ব্রাই:]। গভীর শ্বাস গ্রহণে বক্ষের বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। [অ্যাগার্: আর্স: র‍্যাণান্-বাল্‌বো: অ্যা-বেন্:]। বক্ষঃ ও গলমধ্যে জ্বালা,—বোধ হয় যেন অন্ননলী মধ্যে জ্বলা করিতেছে। হৃৎপিণ্ড মধ্যে ব্যথা করে এবং মধ্যে মধ্যে তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূত হয়। সন্ধ্যার সময় ও

পরে হৃদ্‌স্পন্দন। [সলফ: কার্ব্বো-অ্যানিম: কষ্টি: হিপ:—শয়নান্তে=লাই: অ্যা-নাই: ন্যাট-মিউ: ফস্: সিপী:]। মস্তক ভার বোধ সহযোগে হৃদস্পন্দন। মধ্য রাত্রে শায়িত অবস্থায় "ভয়ানক হৃদস্পন্দন, তৎসহ নাড়ী অনমনীয়, সূক্ষ্ম এবং দ্রুতগতি। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বক্ষমধ্যে বেদনা। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় [কার্ব্বো-ভেজি: রাস-টক্স: সাইলি: ল্যাকে:]। টিপিলে বক্ষে লাগে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—ক্ষীণ মেরুদণ্ড; শ্রোণিদেশে বা নিতম্বে বা বেদনা,—বিশেষতঃ প্রথম সঞ্চালনে। রাত্রে শয়নকালে নিতম্বস্থলে ব্যথা করিতে থাকে। পৃষ্ঠ পার্শ্বে বাতাশ্রয়জনিত বেদনা, জ্বালা এবং অন্য প্রকার অতীব্র বেদনা। পৃষ্ঠের নিম্নাংশে আড়ষ্টতা ও ব্যথা। বৃক্ক প্রদেশে নিরন্তর ব্যথা করিতে থাকে এবং রোগী ঐ অংশের আড়ষ্টতা সহযোগে অত্যন্ত অবসাদ ও আলস্য বোধ করে। পৃষ্ঠ মধ্যস্থিত মেরু প্রদেশে ব্যথা,—বিশেষতঃ শয্যায় শয়ন কালে। কটিবেদনা,—বৃদ্ধি=প্রাতে এবং শয়নকালে হেঁট হইলে পৃষ্ঠ মধ্যস্থিত মেরুদণ্ড সাঁটিয়া ধরে। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যাংশে বেদনা। পৃষ্ঠে শীতাবির্ভাব। কটিদেশ শিথিল ও অবশ বোধ হয়। পৃষ্ঠফলক মধ্যে বেদনা। গ্রীবার পার্শ্ব বিশেষ টিপিলে ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। গ্রীবার আড়ষ্টতা,—রাত্রে বৃদ্ধি হয়। গ্রীবা সঞ্চালন করিলে গ্রীবার পেশী মধ্যে ব্যথা বোধ হয় এবং টিপিলে লাগে।

প্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ স্কন্ধ মধ্যে তীব্র বেদনা। স্কন্ধে ও বাহুতে বাতাশ্রয় জনিত বেদনা। ত্রিকোণ পেশী মধ্যে ব্যথা। বাহু, মণিবন্ধ, হস্ত ও অঙ্গুলি মধ্যে আকর্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূতি। স্কন্ধে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাহুর ঊর্দ্ধাংশে সঞ্চারিত হয়। রাত্রে বাহু ও হস্তে অসাড়তা ও স্পর্শানুভব অনুভূত হয়। বাহুর অসাড়তা সহযোগে অঙ্গুলি মধ্যে সূচীবেধবৎ অনুভূতি। বাহুর ঊর্দ্ধাংশে বাতাশ্রিত বেদনা,—সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়। কফোনি বা কনুই মধ্যে বেদনা। কফোনী-সন্ধি প্রদেশে হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাশ্রিত বেদনার আবির্ভাব হয়। বাম বাহুর অগ্রভাগে বেদনা। অগ্র বাহুতে অস্থিগত বেদনানুভূতি। মণিবন্ধ, হস্ত ও অঙ্গুলির উপর রস-পীড়কা উদ্গত হয়। হস্ত শীতল। হস্ত স্ফীতিযুক্ত। হস্ত স্ফীত ও আড়ষ্ট, চাকচিক্যময় রক্তিমান্বিত, উত্তপ্ত এবং তন্মধ্যে দপদপানি অনুভূতি। আঘাতজনিত হস্ত প্রদাহ যুক্ত। অঙ্গুলির স্থান বিশেষ দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় সেই দগ্ধাংশ হইতে সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত হস্ত প্রদাহযুক্ত হয়। অঙ্গুলির সন্ধি সকল ব্যথা করিতে থাকে; অঙ্গুলি মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যথা বোধ হয়, চিন্‌চিন্ করিতে থাকে এবং তন্মধ্যে যেন সূচী বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ পিট পিট করিতে থাকে। অঙ্গুলির উপর কণ্ডুতিজনক এবং পূযসঞ্চয়প্রবণ উদ্ভেদ হইয়া থাকে। একটী অঙ্গুলিতে আঘাত জনিত ক্ষত মধ্যে প্রদাহ আরম্ভ হইয়া সমগ্র বাহুতে সঞ্চারিত হয়। অঙ্গুলিতে আঘাতজনিত ক্ষত বশতঃ যন্ত্রণা। উরুশিখরে বেদনা; উরুশিখর ও নিতম্ব হইতে বাতবেদনা পদদ্বয়ে সংক্রমণ করে। নিতম্বের মধ্যাংশ স্ফীতত্বক ও প্রদাহযুক্ত। পাদচারণকালে নিম্নাঙ্গ ক্ষীণ, ভার ও দেহের ভার সহনাক্ষম বোধ হয়। সন্ধ্যার পর নিম্নাঙ্গ ক্ষীণ ও আড়ষ্ট বোধ হয়। পদদ্বয়ের দীর্ঘ পেশী মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা।

জানু ও গুল্‌ফ সন্ধি ব্যথা করিতে থাকে। পদদ্বয়ে খাল ধরে। পদদ্বয়ের নিম্নাংশ-বেষ্টনকারী ঘোর লাল উদ্ভেদ। গুল্‌ফ সন্ধি মধ্যে সময়ে সময়ে ভয়ানক বেদনা বোধ হয়। দক্ষিণ গুল্‌ফ স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত। পাদচারণান্তে চরণ ও গুল্‌ফ অবশ, ও ক্ষীণ বোধ হয় এবং ব্যথা করিতে থাকে। চরণদ্বয় অত্যন্ত শীতল। চরণ উত্তপ্ত ও জ্বালাযুক্ত।

ত্বক।—সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ বোধ। গাত্রের নানা স্থানে কণ্ডুতির উদ্রেক হয়, গাত্রের স্থানে স্থানে ঘোর লালবর্ণ পীড়কা সকল বাহির হয় এবং তন্মধ্যে জ্বালা করে, পিট পিট করে এবং কণ্ডুতির উদ্রেক হয়; হস্ত পদাদিতে, মুখমণ্ডলে, অক্ষিপুটে দলে দলে বাহির হয় এবং তাহার চতুর্দ্দিক উন্নত প্রতীয়মান হয়। রসগুটী, শিশুদিগের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ পীড়কা উদ্গত হইয়া কণ্ডুতির উদ্রেক করে এবং কণ্ডুয়নান্তে রক্তপাত হয় এবং পরে শুষ্ক হইয়া চিপিটিকায় (চটায়) পরিণত হয় [রস টক্স: অ্যানার্ড: পেট্রোল:]। গ্রীষ্ম কালে দেহের স্থানে স্থানে চুলকানি উদ্গত হয় এবং তন্মধ্যে পিট পিট করে, কুট কুট করে এবং জ্বালার উদ্রেক হয়। বিসর্প বিশেষতঃ গ্রীষ্মের সময়; গাত্রত্বক উত্তপ্ত ও আরক্তিম। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্থান বিশেষে জ্বালা করে। শ্লৈষ্মিক বা লসিকা গ্রন্থি সকল স্ফীতি প্রাপ্ত হয় [ক্যাল্‌কে: আয়োড: ব্যারাইঃ কোণা: লাই: মার্ক-কর: অ্যা-নাই: ফস্: রস-টক্স: স্পঞ্জী: সল্‌ফ:)। লসিকা গ্রন্থি হইতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত শিরা বহিয়া প্রদাহ অনুভূতি। পদক্ষত,—ক্ষত সকল নীলিমা বেষ্টিত (ল্যাকে)। পদের উপর গভীর ক্ষত,—চতুষ্পার্শ ঘোর লালবর্ণ বা কালিমান্বিত; ক্ষত আরোগ্য হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্তও কালিমা প্রতীয়মান হয়; ক্ষতের চতুর্দ্দিকে জ্বালা করে, পিট্ পিট্ করে এবং কণ্ডুতি অনুভূত হয়; ক্ষত সকল আরোগ্য হইতে দীর্ঘকাল লাগে।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। দিবসে নিদ্রাবেশ; রাত্রে অনিদ্রা। অসম্পূর্ণ নিদ্রা। রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে নিদ্রা যাইতে পারে না। স্বপ্ন পূর্ণ নিদ্রা। ঘুমাইয়া আরামবোধ হয় না। পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। নিদ্রার সময় রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং তন্দ্রা আবির্ভাবের সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা ভাবিতেছিল নিদ্রিত অবস্থায় সেই সকল বিষয়ে স্বপ্ন দেখে। কামোদ্দীপক ও প্রণয় কাহিনীময় স্বপ্ন। নিদ্রার সময় রেতঃস্খলন বা স্বপ্নদোষ। বিপদের বা বিভ্রাটের স্বপ্ন।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতবোধ,—সার্ব্বাঙ্গিক বা এক অঙ্গের বিশেষতঃ পৃষ্ঠে (জেল্‌সি)। পৃষ্ঠে শীতাবির্ভাব সহযোগে পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়—এমন কি শয্যার আশ্রয় লইতে ইচ্ছা হয় এবং অন্ত্রাশয় মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয় ও পদ শীতল হইয়া যায়; হস্ত পদাদি ব্যথা করিতে থাকে। শীত ও উত্তাপ অবস্থায় অল্প তৃষ্ণা থাকে। হস্ত ও পদদ্বয়ের শীতলতা সহ মুখমণ্ডল ও মস্তক উত্তপ্ত ও স্ফীতবৎ প্রতীয়মান হয়। সন্তাপক জ্বর। সবিরাম জ্বর,—প্রত্যহ দৈনিক বেলা ৯ হইতে ১০ টার মধ্যে কম্প বা শীত আবির্ভূত হয় এবং তৎপরে উত্তাপ বা জ্বর আসে; নাড়ী দ্রুত। কোন কোন স্থলে প্রাত্যহিক জ্বরাধিকারে বেলা ১টার সময় শীত আরম্ভ হয় এবং দেহ সঞ্চালনে বা একটু নড়িলে চড়িলে শীত বৃদ্ধি হয় (ব্রাই: নক্স: সিপীয়া: সাইলিসিয়া:) শীতাবস্থায় অস্থি মধ্যে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইতে

থাকে (আরেনীয়া ; আর্ণি: আর্স: ইউপেট-পার্পীউ: পলিপো: রস-টক্স: স্যাবাড:)। দ্বিত্র্যাহিক শীতাবস্থার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। জ্বরাবস্থায়,—পদদ্বয় ব্যথা করিতে থাকে। চাতুর্থক সবিরাম জ্বর (আস: হায়ো: আয়োড: মিনীয়্যান্: পল্সে: স্যাবাড্: ভেরেট:) সন্ধ্যার সময় উত্তাপ সহ আরম্ভ হয় এবং ইহার কিয়ৎকাল পরে ঘর্ম্মোদ্গম হয় ; জিহ্বা পীতবর্ণ লেপাচ্ছন্ন (পডো: ব্রাই নক্স: পল্সে: মার্ক:)। স্বল্পবিরাম জ্বর। জ্বরাধিকারে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে।

আন্ত্রিক জ্বর।—বাতশ্লেষ্মাবিকার। নাড়ী দ্রুত, প্রত্যঙ্গাদি ব্যথা করিতে থাকে —উঠিতে গেলে মাথা ঘোরে (রস-টক্স:) দাঁড়াইতে পারে না (সিকেলী:) শয্যায় উঠিতে গেলে পুনশ্চ শুইতে বাধ্য হয় (ব্রাই: ব্যাপ্টি:) এবং বিবমিষা অনুভব করে=ককীউলাস ; জিহ্বা নিবিড় লেপাচ্ছন্ন (ব্রাই· কার্ব্বো-ভেজি ;) এবং অগ্রভাগ আরক্তিম (সল্ফ:)—ত্রিকোণ রক্তিমা বিশিষ্ট (রস-টক্স:) মুখের লালা শ্বেতবর্ণ, ঘন এবং গাঢ় আঠার ন্যায় ফেণময় ; প্রস্রাবের তলানি লালচে ; রোগীর হস্তদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে ; গ্রীবাতে বাতাশ্রিত বেদনা অনুভূত হয়।

মোহ বা সন্নিপাত জ্বরের প্রথম অবস্থা। কোন অঙ্গ দহনজনিত জ্বর,—নাড়ী দ্রুতগতি, গাত্রত্বক উত্তপ্ত ও শুষ্ক বা স্বেদ রহিত ; শিরোবেদনা, নড়িলে বা হেট হইলে বর্দ্ধিত মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু ও পূতিময়।

সহজে ঘর্ম্মোদ্গম হয় ; অবিচ্ছিন্ন স্বেদোদ্গম ; ঘর্ম্ম চট্চটে। স্বেদোদ্গম কালে মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায় অথচ তৃষ্ণা বোধ হয় না।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—রস-টক্সিকোডেণ্ড্রণ দেখ।

শক্তি।—নিম্ন ক্রম।

রস টক্সিকোডেণ্ড্রণ্

(RHUS TOXICODENDRON).

প্রস্তুতি।—ফুল হইবার পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় সংগৃহীত তাজা পাতা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—গর্ভস্রাব ; বয়োব্রণ ; ড্যাদাল ব্যথা ; আর্ত্তব বা ঋতুর স্বল্পতা ; গুহ্যদ্বার বিদারণ ; উপাঙ্গ প্রদাহ ; ক্ষুধালোপ ; বেরি বেরি ; অস্থিবেদনা ; পাকুই ; নীলিমা ; ডেঙ্গুজ্বর ; অতিসার ; উপঝিল্লী প্রদাহ ; রক্তামাশয় ; বাধক ; অজীর্ণতা ; কর্ণের পামা রোগ ; সান্নিপাতিকজ্বর ; বিসর্প ; নায়াঙ্গা ; চক্ষুর প্রদাহ ; চক্ষুর নানাবিধ পীড়া ; পায়ে বেদনা ; পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ ; গ্রন্থির প্রদাহ ; সন্ধিবাত ;

ক্ষুদ্রসন্ধিবাত; রক্তস্রাব; অর্শ; হাতে বেদনা; অন্ত্রবৃদ্ধি; জানুসন্ধিতে বেদনা ও স্ফীতি; কোরণ্ড; বহুব্যাপক সর্দ্দি; অবিরাম জ্বর; চোয়াল মধ্যে কটাস করিয়া শব্দ; যকৃতের স্ফোটক; কটীবাত; ঘাম; রজঃসাধিক্য; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; স্নায়ূশূল; ডিম্বাধারে বেদনা; অর্ব্বুদ; পক্ষাঘাত; উল্টা মুদ্রা; অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ; ফুস্ফুস্-আবর্ত্তক-ঝিল্লির প্রদাহ; পার্শ্বশূল; ফুস্ফুস্ প্রদাহ; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত; রক্তবিবাক্ততা; আমবাত; গৃধ্রসী; নিদ্রার ব্যাঘাত; বসন্ত; মেরুমজ্জার পীড়া; আঘাত প্রাপ্তি; মূত্রদ্বার সঙ্কোচন; জিহ্বার পীড়া; আঘাত; আঁচিল; জৃম্ভন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও অভ্যাস।—বাতাধিকারপ্রবণ-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে রস-টক্সিকোডেণ্ড্রণ বিশেষ হিতকর। বৃষ্টির বা অন্য জলে ভেজার জন্য পীড়াদি, আর্দ্র ভূমিতে শয়ন, দেহের কোন অংশ মচ্কান কিম্বা কোন গুরুভার দ্রব্য উত্তোলনজনিত পীড়া ও ব্যথাদি; স্নায়বিক অবসাদজনক জ্বর, দেহের কোন অংশের, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের, বিসর্পের স্ফীতি; হৃৎপিণ্ডের এবং অন্যান্য অঙ্গের পৈশিক বাত; স্নায়ুশূল ও স্নায়ুপ্রদাহ; বাম উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল এবং তন্মধ্যে বাতাশ্রিত ও স্নায়বিক বেদনা; অন্ত্রাশয়াবরণী প্রদাহ, অন্ধান্ত্রপ্রদাহ এবং অন্ত্রপ্রদাহ; স্ফীতি ও বিকারজননপ্রবণ নানাবিধ চর্ম্মোদ্ভেদ; চর্ম্মতলে রক্তজমা প্রভৃতি রোগে উপকারিতার জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। দেহস্থিত সকল তন্তুই ইহা দ্বারা অল্লাধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে কিন্তু সূত্রময় তন্তুই ইহার প্রধান আক্রমণ স্থল (রডো:); ইহার অনুপূরক ব্রায়োনীয়া কিন্তু রক্তাম্বু তন্তুকেই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে; দেহের বামাংশের অপেক্ষা দক্ষিণাংশের সহিত ইহার ঘনিষ্টতা অধিক। এতজ্জনিত বেদনার প্রকৃতি এইরূপ:—যেন আক্রান্ত অঙ্গ মচকাইয়া গিয়াছে; যেন কোন পেশী বা পেশীর অগ্রভাগ তাহার সংযোগ স্থল হইতে সবলে উৎপাটিত হইতেছে কিম্বা কোন অস্থি যেন ছুরিকা দ্বারা চাঁচিয়া আনা হইতেছে; বৃদ্ধি—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কিম্বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বা বৃষ্টির দিনে; আক্রান্ত অংশ সকল স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। বিশ্রামের পর প্রথম নড়িতে গেলে বা প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রথম উঠিতে গেলে আক্রান্ত অংশ অবশ, আড়ষ্ট এবং অত্যন্ত ব্যথান্বিত হয়; কিয়ৎকাল অনবরত, এবং যতক্ষণ না রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ততক্ষণ চলিলে বেদনার উপশম হইয়া থাকে। ইহার কয়েকটী নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) অত্যন্ত অস্থিরতা, উদ্বেগ, আশঙ্কা; কোন মতে শয্যায় এক ভাবে বা এক স্থানে থাকিতে পারে না; যন্ত্রণার উপশমাশায় স্থান হইতে স্থানান্তরে ছট্ফট্ করিয়া বেড়ায় এবং শয্যায় শুইয়া থাকিলে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। মস্তিষ্ক জড় ভাবাপন্ন বা স্বকক্ষয়কারক। পুনঃ পুনঃ হাই উঠিয়া শেষে কষ্টজনক বোধ হয়। দেহের অস্থিময় উচ্চ অংশ সকল ব্যথান্বিত। মেরুদণ্ড হইতে যে সকল স্নায়ুশাখা বিনির্গত হইয়াছে তন্মধ্যে এবং এক একটী পেশী মধ্যে বিদারণ ও চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা, কটিদেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা এবং নিতম্বদেশ অবশ, আড়ষ্ট এবং স্পর্শাসহ বোধ হয়। জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় শুষ্ক এবং আরক্তিম, ও দন্তাঙ্কগ্রাহী, অবশিষ্ট অংশ শুষ্ক, কপিশবর্ণ, বিদারিত এবং অগ্নিতস্বকবৎ অনুভূত হয় এবং জিহ্বার অগ্রভাগে ত্রিকোণ লালবর্ণ প্রতীয়মান হয়। হস্ত

পদাদির কণ্ডার ও পেশীগুচ্ছ মধ্যে উৎপাটন বা বিদারণবৎ বেদনা; পেশী সকল অত্যন্ত স্পর্শাসহ ও অবশ বোধ হয়। কাসি,—বায়ুনলী মধ্য দিয়া যেন শীতলবায়ু প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়; কাসি ক্ষণব্যাপী এবং বেদনাজনক; প্রাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালবর্ণ শ্লেষ্মাখণ্ড উঠে। জ্বরাধিকারে শীতাবস্থার পূর্ব্বে এবং সময়ে এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত বিরক্তিজনক শুষ্ক কাসির উদ্রেক হয়। কুচকী মধ্যে ব্যথা,—বেদনা গভীর এবং প্রসব বেদনার ন্যায় অন্ত্রমণ্ডলীর প্রবল নিম্নাকর্ষণ সংযুক্ত। আর্ত্তবস্রাব প্রচুর, ঘোর এবং কষায় বা ত্বকক্ষয়কারক। জ্বরাধিকারে নাসিকা বা জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব হইলে আরাম বোধ হয়। মলতারল্য,—মল পিচ্ছিল ফেণময় এবং যন্ত্রণারহিত; কখনও বা অসাড়ে নির্গত হয়; গন্ধ অত্যন্ত পূতিময়। প্রস্রাব ঘোলা, ঘোর এবং তলানি শ্বেতবর্ণ। গাত্রত্বক স্ফীত, প্রদাহান্বিত —ত্বকের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়; অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়; স্ফীতির মধ্যে পূয উৎপন্ন হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা হইয়া থাকে। গৃহবহিঃস্থ বায়ুসংস্পর্শ-কাতর, শয্যায় শয়ন কালে গাত্রবরণীর ভিতর হইতে হস্ত বাহির করিবামাত্র কাসির উদ্রেক হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা, উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করে (অ্যাকোন্: আর্স:); শয্যায় স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে পারে না বা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; আরাম পাইবার আশায় অনবরত এপাশ ওপাশ করে (এক পার্শ্বে অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিলে সেই পার্শ্ব ব্যথান্বিত ও ক্ষতযুক্ত বোধ হয় সুতরাং রোগী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়=ব্যাপ্টি: পাইরোজেন্:—যত কোমল শয্যাই হউক না কেন রোগীর তাহা কঠিন বোধ হয়=আর্ণিকা; পাইরো:)। একভাবে অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারে না। রাত্রে রোগীর অত্যন্ত ভীতির উদ্রেক হয়; তাহার ভয় হয় কেহ তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিবে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইবে (বেল্: হায়ো: ল্যাকে: ক্যালী-বাই: অ্যালীয়াম্-স্যাট;—প্রসবান্তিক উন্মাদ রোগে= ভেরেট-ভির্:—রোগীর মনে হয় তাহাকে বিষ খাওয়াইছে=গ্লোন্:—রোগীর মনে হয় যে তাহাকে যে ঔষধ দিয়াছে তাহা বিষ=ল্যাকে:); শয্যায় থাকিতে পারে না (আর্স: বিস্মাথ; লাইকোপোড:—শয্যা হইতে শয্যান্তরে গমন করে=আর্স: ক্যাল্কে: হায়ো: প্লাম্:)। অন্যমনস্ক ও বিস্মৃতিপ্রবণ; কোন বিষয় বুঝিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় (ব্যাপ্টি: ব্যারাই: ক্যাল্কে: জল্: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: ন্যাট-মিউ: ওপী: প্লাম্: সিপী: ষ্ট্যাফাই:—অতি পাঠ জনিত= ককীউ: ন্যাট-কার্ব:—যাহা পাঠ করে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হয়=কোল্চি: কোণা:— কোন বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিলে সব গুলাইয়া যায়=ওলীয়্যান্:); অতি অল্পদিনের ঘটনাও স্মরণ করিতে পারে না (অ্যাসিড-ফস্:—গত ছয় বৎসরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ হয় না= ল্যাকে:)। অসম্বদ্ধ প্রলাপ (অ্যানাক্: ব্যাপ্টি: ক্যাম্ফো: ক্যান্নাব:ইন্: ক্যামো: জেল্সি: নক্স-মস্: ষ্ট্র্যামো:); কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাড়াতাড়ি (লাই:) বা অনিচ্ছার সহিত উত্তর দেয় (কোণা: পেপাস্না: ষ্ট্যাণাম্: অ্যা-সল্ফ: ভাইবার্ণ:), কারণ ভাবিয়া উত্তর দেওয়া

তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া থাকে (ক্যাল্কে: ক্লিম্যাট ককীউ: ডিজি: হায়ো: আয়োড: ন্যাট-মিউ: সিপি:); যথাসম্বন্ধ উত্তর দেয় কিন্তু ধীরে ধীরে (ধীরে ধীরে উত্তর দেয়=হেলিবো: ফস্:); কোন কথা ভাবিয়া উত্তর দিতে যে সময় প্রয়োজন ততক্ষণ এক বিষয়ে চিত্ত নিয়োজিত রাখিতে পারে না, তা উত্তর দিবে কি। ক্ষীণ, মৃদু প্রলাপ, রোগীর মনে হয় যেন সে কত পুষ্পরাজী শোভিত ময়দানে বেড়াইতেছে বা যেন সে অত্যন্ত কঠিন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে (ভেরেট:)। উত্থানশক্তিরাহিত্য ও অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব ; রোদনপ্রবণতা,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় (প্লাট: র‍্যাণান্-বা:) এবং একাকী নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতে চাহে (ইগ্নে: ন্যাট-মি:)। জীবনে বিতৃষ্ণা অথচ মৃত্যুভয়। আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা ; জলে ডুবিয়া মরিতে চাহে (বেল্: ড্রোসে: হেলিবো: হায়ো: ল্যাকে: পল্সে: সিকেলি: সাইলী:)। স্বীয় সন্তানসন্ততি, বিষয় কার্য্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহা ভাবনা (ব্রাই: ক্যাল্কে: চিনিন্-সল্ফ: সাইক্লীউটা ; ফস্:)।

মস্তক।—শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালে গা টলিতে থাকে, যেন মাতাল হইয়াছে, এবং শীতবোধ ও চক্ষুপশ্চাতে চাপবোধ হয়। শিরোঘূর্ণন,—বৃদ্ধদিগের ; শয়নান্তে উঠিতে গেলে (চেলিড: ককীউ: ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম্: ফস্: ফাইটো:) এবং ফিরিতে বা হেঁট হইতে গেলে ; দাঁড়াইলে (অ্যাকো: ব্রাই: কষ্টি: ককীউ: ল্যাকে: পল্সে:) বা পাদচারণ কালে (ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম্: ফস: পল্সে:) ; শয়ন করিলে বৃদ্ধি হয় (কষ্টি: ল্যাকে: পল্সে:—শয়ন করিলে উপশম=আর্ণি: কার্ব্বো-অ্যান্: সিনা: চায়না:)। শিরোঘূর্ণন, শয়ন করিলে, মৃত্যুভয় সহযোগে। উপবিষ্ট অবস্থায় রোগীর বোধ হয় যেন কে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া রাখিয়াছে। শিরোবেদনা,—মাথা নড়িলে বা জোরে পদবিক্ষেপ করিলে (মাথা নাড়িলে=নক্স-মস্: গ্লোন্: জ্যান্থক্জাইলাম্ ; জোরে পদ-বিক্ষেপ করিলে=গুয়ায়েকাম: স্পাইজিলীয়া:) ; মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন দুলিতেছে (আর্স: বেল্: হিপ: স্পাইজি:) ; শিরোমধ্যে বুদ্ধিবিলোপক যন্ত্রণা,—যেন মস্তক বিদীর্ণ হইতেছে (মার্ক: সল্ফ:); কোনরূপ মানসিক অশান্তির কারণ হইলেই বেদনার পুনরাবির্ভাব হয় (ব্রাই: ক্যামো: পেট্রোল্:) ; বৃদ্ধি=শীতল স্থানে উপবেশন বা শয়ন করিলে (মেজর্: ষ্ট্র্যাম্: ষ্ট্রন্:) ; উপশম =উত্তাপ প্রয়োগে বা সংস্পর্শে (ম্যাগ-ফস্: সিঙ্কোণা: ইগ্নে: নক্স-মস্:) এবং দেহ সঞ্চালনে (অ্যাসিড-মিউ: নক্স-মস্: স্পাইজি:)। পাদচারণকালে ললাটোপরে জ্বালা বোধ হয় (আহারান্তে ও নিদ্রাভঙ্গের পর=নক্স-ভম্:)। ললাটের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত যেন এক খণ্ড কাষ্ঠফলক আবদ্ধ রহিয়াছে (কার্ব্বো-অ্যান্: সল্ফ:)। শিরোমধ্যে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য,—মস্তক মধ্যে "হুহু"শব্দ অনুভূত হয় (ক্যালী-কার্ব:), পিপীলিকাসঞ্চলন জনিতবৎ সড় সড় অনুভূতি (অ্যা-পাই: অ্যান্ট-ক্রুড: ফেরাম) এবং দপ্দপ্ করিতে থাকে (বেল্: গ্লোন্: ফস্: ক্যালী-কার্ব:) ; মুখমণ্ডল চাকচিক্যশালী, ও আরক্তিম (ক্যাল্কে: বেল্: ক্রোকাস্ ; মিলিলোটা:) রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং একস্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। সূক্ষ্মাগ্র শলকাবেধবৎ বেদনা শিরোমধ্য হইতে কর্ণে, নাসামূলে এবং গণ্ডাস্থিদ্বয়ে সঞ্চারিত হয়,—দন্তশূলাধিকারে (দন্তশূলাধিকারে শিরোবেদনা=ল্যাকে: ক্যালী-কার্ব: গ্লোন্:)। শিরো-

পশ্চাতস্থিত তুঙ্গদ্বয় মধ্যে ব্যথা করিতে থাকে এবং গ্রীবা মধ্যে যেন বাতাশ্রয় করিয়াছে উহা এইরূপ আড়ষ্টবোধ হয় (ডাল্‌ক্যা:—রাস্‌-র‍্যাডিক্যান্স্‌)। উদ্ভেদ-সংশ্রিত জ্বরাধিকারে মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ (ব্রাই: কীউপ্রাম্‌-অ্যাসেট: এপীস্‌ ; ষ্ট্র্যামোন্:) কিম্বা জলে ভেজার জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চিন্‌চিন্‌ করিতে থাকে ; জ্বর অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে এবং রোগী ছটফট করিতে থাকে। শিরোবেদনাধিকারে রোগী শয্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। মস্তক বিসর্প দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং আক্রান্ত অংশে রসগুটী বাহির হয় (রস্‌-ভেন্:); রোগ বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে সঞ্চারিত হয়। শিরোপামা-উদ্ভেদ সকল পাকিয়া তন্মধ্য হইতে রস নির্গত হয় এবং ঐ রস শুষ্ক হইয়া চিপিটিকা বা চাটা হয় (গ্র্যাফ: সোরিনাম্‌ ; রাস্‌-ভিন্: মেজের্: পেট্রোল্:)। উদ্ভেদ সকল অত্যন্ত কণ্ডুতিযুক্ত এবং তন্মধ্য হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ; কেশ উঠিয়া যায় (ভায়োলা-ট্রাই:) ; ঐ উদ্গত পামা স্কন্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়—এবং দেহ যত উত্তপ্ত হয় কণ্ডুতির ততই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মস্তকের ত্বক অত্যন্ত স্পর্শকাতর ; বৃদ্ধি=যে পার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করে তাহার বিপরীত পার্শ্বে ; শয্যায় দেহ উষ্ণ হইলে ; স্পর্শ করিলে (সাইলি: প্যারিস্‌ ; ষ্ট্যাফি-সগ্‌ফ:) এবং বিপরীত দিকে কেশ প্রসাধন করিলে (সাইলি: ক্রিয়ো: সিনা ; বেল্: ব্রাই:)। গ্রীবার আড়ষ্টতা সহযোগে মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ—কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়ন করিলে উপশম বা আরাম বোধ হয় ; রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। বৃষ্টির দিনে শিরোবেদনার বৃদ্ধি (রডোডেণ্ড্রণ)।

চক্ষু।—অত্যন্ত আলোকাসহনীয়তা ; প্রাতে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে অজস্র কষায় বা ত্বকক্ষয়কারক অশ্রু স্রাব হইতে থাকে (কোল্‌চি: লিডাম্‌ ; ক্রিয়ো: ইউফ্রে: লাই: মার্ক-কর্:); চক্ষুতলে অসংখ্য লাল পীড়কা উদ্গত হয় এবং অক্ষিপুট থাকিয়া থাকিয়া সবেগে রুদ্ধ হইয়া যায় (মার্ক: ন্যাট-মিউ: অ্যালীউ: ক্যাল্‌কে:)। বাতাধিকার-প্রবণ ব্যক্তিদিগের উপতারা প্রদাহ (আর্স্‌: ব্রাই: কোল্‌চি: ক্যালী-বাই: সিফিলিন্: টেরিব্: বেল্: ইউফ্রে:),—যখন অক্ষিপুট পরিচালক এবং মধ্যান্তর আক্রান্ত হয়,—বা তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হয় ; বিশেষতঃ যদি আঘাত জনিত হয়। চক্ষুর উপর পূযবটি এবং ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং ভয়ানক আলোকাসহনীয়তা জনিত করে ; যোজকত্বক রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং তন্মধ্য হইতে পীতবর্ণ পূযবৎ রস স্রাব হয়। প্রাতে চক্ষু আরক্তিম হয় এবং জুড়িয়া যায়। অক্ষিপুট অত্যন্ত স্ফীত ও প্রদাহান্বিত হইয়া উঠে। অক্ষিপুট রসাক্রান্ত বা বিসর্পাক্রান্তবৎ প্রতীয়মান হয় এবং তাহার অভ্যন্তরাংশ জলপূর্ণ হইয়া থাকে ; অভ্যন্তরস্থ মীবোমিয়ান্‌ গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে এবং অক্ষিপক্ষ্ম সকল উঠিয়া যায়। বাতাশ্রয় জনিত চক্ষুর মধ্যস্থ শ্বেতক্ষেত্র প্রদাহ, বৃদ্ধি=জলো-বাতাসে বা বৃষ্টির দিনে ; দৃষ্টি অস্পষ্ট। অক্ষিপুট সকল আড়ষ্ট ও অবশ বোধ হয়,—যেন তাহারা পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়াছে। অঞ্জনি—নিম্নাক্ষিপুটের উপর (ক্যাল্‌কে: ইল্যাপ্স্‌ ; ফস্: সেনেগা ; গ্র্যাফ:—বাম নিম্নাক্ষিপুটের উপর=হাইপির্: কোলচি:—বাম উর্দ্ধাক্ষিপুটের উপর=ষ্ট্যাফাই: পল্‌সে: অ্যা-কন্:)। দৃষ্টি ক্ষীণ,—যেন অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দেখিতেছে (সাল্‌ফ: কষ্টি: ক্রোকাস্‌,

হায়ো: আয়োড: লরো: লিথীয়া ; ন্যাট-মিউ: পেট্রাল্:ফস্) এবং সকল বস্তুই ছায়াবৃত প্রতীয়মান হয়। চক্ষু সঞ্চালনে লক্ষণ সকলের উপশম হয় (কমোক্লেডীয়া)।

কর্ণ।—ভাল শুনিতে পায় না,—বিশেষতঃ মানুষের স্বর (অ্যাসিড-ফ্লুয়ো: ফস্:—পূর্ণিমার সময়=সাইলি:)। কর্ণশূল, রাত্রে কর্ণ মধ্যে ধক্‌ধক্ করিতে থাকে (পল্‌সে); কর্ণের ভিতর ও বাহির বিসর্পাক্রান্তবৎ স্ফীত হইয়া উঠে এবং তদুপরে রসগুটী বাহির হয়। কর্ণমধ্য হইতে শোণিতাক্ত পুয বিনির্গত হয়। বাম কর্ণমূল প্রদাহ (ল্যাকে:—যে কোন পার্শ্বে =কার্ব্বো-ভেজি: সিষ্টাস্-ক্যান্: ক্রোটেলাস্ ; ডোরিফোরা ; ফাইটো:),—জ্বর সহযোগে (জ্বর না থাকিলে=ক্যালী-মিউ:)। স্ফীত কর্ণমূলীয় গ্রন্থি মধ্যে পুযোপজনন্ (অরাম্ ; ব্যারাইমিউ: কার্ব্বো-আন্: ক্যামো: ককীউ: কোণা: ক্রোটেলাস্-হর্: ডাল্‌ক্যা: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: ফাইটো: স্যারাসিনীয়া ; সাইলিশীয়া)।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির লোপ। নাসিকা হইতে ঘনীভূত শোণিত স্রাব (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যামো: ফেরাম্ ফেরাম্ মিউ: অ্যা-নাই: মার্ক: লিসিন্: পল্‌সে:); বৃদ্ধি=রাত্রে (বেল্: অ্যা-নাই:), হেঁট হইলে (ন্যাট-মিউ: নক্স-ভম্), মলত্যাগকালে (কফী: ফস্—মলত্যাগ কালে বেগ দিবার পর=কার্ব্বো-ভেজি:), কিম্বা শারীরিক পরিশ্রমান্তে (আর্ণিকা); মোহ বা সান্নিপাত জ্বরেও এইরূপ শোণিত স্রাব হইয়া থাকে (ল্যাকেসিস ; ক্রোটেলাস্),—কিন্তু তাহাতে আরাম বোধ হয়। আন্ত্রিক জ্বরের প্রারম্ভে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (অ্যা-ফস্:)। আক্ষেপিক ফুৎকার অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া প্রবল দেহ আলোড়ক হাঁচি (জেল্‌সি: স্যাবাড: ন্যাট-মিউ:)। পুরাতন সর্দ্দি রোগে নাসিকা হইতে যে শিক্‌নী স্রাব হয় তাহা গাঢ়, পীতবর্ণ শ্লেষ্মাময় ; কিম্বা হরিদ্বর্ণ, দুর্গন্ধ পুয ; কখন বা গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীতি সহযোগে পীতবর্ণ রস স্রাব হইয়া থাকে। নাসিকাতলে জ্বরপীড়কা (ন্যাট-মিউ:) উদ্গত এবং চিপিটিকা উৎপন্ন হয় (সিষ্টাস্ ; সিপীয়া:)। নাসাগ্র আরক্তিম এবং স্পর্শকাতর ; রন্ধ্রদ্বয় ক্ষয়িতত্বক বা ক্ষতযুক্ত। নাসিকা স্ফীতবৎ প্রতীয়মান হয় এবং স্পর্শ করিলে উষ্ণ হইয়া থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে রন্ধ্রদ্বয় যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে নাসিকা মধ্যে প্রবিষ্ট বায়ু এত গরম বোধ হয় (অ্যাকো: কার্ব্বোন্-সল্‌ফ.)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল অগ্নিবর্ণ ; কিম্বা ম্লান বা ফ্যাকাসে, সূক্ষ্ম নাসাগ্র, গণ্ড ও চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট এবং চক্ষুর্দ্বয় নীলিমাবেষ্টিত। মুখের বিসর্প (এপীস্: গ্র্যাফ: ক্যাম্ফা: কার্ব্বো-অ্যান্: ক্যামো: ইউফর্ব), মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ এবং পীতবর্ণ রসপীড়কাকীর্ণ ; পীড়কা সকল বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয় (দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়=এপীস্); পীড়কা সমূহ জ্বালা করে, চুলকায় ও চিন্‌চিন্ করে এবং তন্মধ্যে যেন হুলবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। মুখমণ্ডলে জ্বালা, আকর্ষণ ও বিদারণবৎ যন্ত্রণা অনুভব ; আক্রান্ত পার্শ্বের দন্ত সকল অত্যন্ত দীর্ঘতর বোধ হয় ; রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। মুখের বা ললাটদেশীয় চর্ম্মদল বা দুগ্ধচিপিটিকা (সাইকীউটা: ক্রোটন্: ডাল্‌ক্যা: গ্র্যাফ: হিপ্: ভায়োলা-ট্রাই: ভিঙ্কা-মাই: রাস্-ভিন্:)। পাটল ব্রণ (কার্ব্বো-অ্যান্: কার্ব্বো-ভে: কষ্টি: ইউজিনীয়া: ল্যাকে: সোরিন্:

হাইড্রোকোট:)। মুখমণ্ডলে শীতল স্বেদোদ্গম। মুখ স্থির করিয়া রাখিলে এবং হনু সঞ্চালন কালে হনুসন্ধি মধ্যে আড়ষ্টতা অনুভব, একটু নাড়িলেই মট্‌মট করে (ল্যাকে: ইগ্নে: পেট্রোল:) উপশম,—সজোরে টিপিলে এবং গরমদ্রব্য মুখে ধারণ করিলে পুনঃ পুনঃ প্রবল জৃম্ভন,—অবশেষে বোধ হয় যেন হনুদ্বয় সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে (ইগ্নে: ওপী: স্যাবাড: ষ্ট্যাফাই:)। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক (ব্রাই:) এবং কটাবর্ণ বিশিষ্ট (ক্লোরাম্ ; নাইট্-স্পিরি-ডাল:)। মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত (অ্যা-নাই: অ্যামন্-মিউ: হিপ: মার্ক: ন্যাট-মিউ: সোরিনাম্ ; গ্রাফ: ষ্ট্যাফাই:) ; মুখ-রন্ধ্রের চতুর্দ্দিকে জ্বরপীড়কা বাহির হয় (ন্যাট্-মিউ: হিপ:—বিজ্বরাবস্থায়=হিপার); চিবুকের উপর পীড়কোদ্গম।

মুখবিবর।—দন্তপাঁতি অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও নাসামূলে হুলবেধবৎ বেদনা, ঐ বেদনা গণ্ডাস্থিতে সংক্রামিত হয়। দন্ত সকল অত্যন্ত দীর্ঘ ও অতি শ্লথমূল, এবং অসাড় বোধ হইয়া থাকে। দন্তশূল,—চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা বা টন্‌টন্ করিতে থাকে, যেন উৎপাটিত হইতেছে ; কিম্বা মৃদু সূচীবেধ বা বিদারণবৎ ও দপ্‌দপ্ কারী বেদনা, হনুদ্বয়ে ও রগ পর্য্যন্ত ঐ বেদনা সঞ্চারিত হয় ; মুখমণ্ডল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ; বৃদ্ধি=রাত্রে, শৈত্য সংস্পর্শে এবং মনোমধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের ভাব উদয় হইলে ; উত্তাপ প্রয়োগে=উপশম। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়। মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক এবং প্রবল তৃষ্ণা (ব্রাই:)। মুখে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চিত হয়। রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় মুখমধ্য হইতে পীতবর্ণ এবং সময়ে রক্তাক্ত লালা নির্গত হইয়া থাকে (মার্ক: ন্যাট্-মিউ: সাল্ফ:)। বৈকালে নিদ্রিতাবস্থায় বসিয়া থাকিলে মুখ হইতে লালা গড়াইয়া পড়ে। প্রাতে এবং আহারের পর মুখ পচিয়া থাকে বা ধাতব কলঙ্কের ন্যায় স্বাদ বোধ হয় ; আহার্য্য দ্রব্যাদি, বিশেষতঃ রুটী, তিক্তবোধ হয়। জিহ্বা শুষ্ক, আরক্তিম এবং বিদারিতপৃষ্ঠ, অগ্রভাগ ত্রিকোণ রক্তিমাবিশিষ্ট ; অনেক সময় এক পার্শ্ব শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে ; কখনও বা পীতাভ ; কপিশবর্ণ শ্লেষ্মা পরিলিপ্ত ; জিহ্বা দন্তাঙ্কগ্রাহী (চেলিড: আস্: মার্ক: পডো: হাইড্রাষ্টি:)। মুখে দুর্গন্ধ। মুখ ও কণ্ঠমধ্যে বহুল পরিমাণে গাঢ় রজ্জুবৎ কফ সঞ্চিত হয় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ গয়ার ফেলে (ক্যাপ্স: এরাম্-ট্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-বাই: লিসিন্:)।

গলমধ্য।—স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠ বক্তৃতাদি করিলে পর আড়ষ্ট ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুমিত হয় (এরাম্-ট্রাই: ফেরাম্-ফস্ আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাপ্স: ল্যাকে:)। জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিদ্বয় বিশেষতঃ দক্ষিণ গ্রন্থি পীতবর্ণ ঝিল্লি-আবৃত প্রতীয়মান হয়। জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিমধ্যে সূচ বা হুলবেধবৎ বেদনা অনুভব, বিশেষতঃ লালা বা কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার আরম্ভের সময়। কণ্ঠমধ্যে ব্যথা ও যেন স্ফীত হইয়াছে এইরূপ অনুভব ; বিসর্পবৎ প্রদাহ ; কর্ণমূলীয় গ্রন্থিদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে ; গ্রীবার কোষময় তন্তুর প্রদাহ ; রোগী অত্যন্ত নিদ্রালুতা প্রকাশ করে। গলনলী যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে কঠিন দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ করিতে এইরূপ কষ্টবোধ হয় (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: বেল্: নাক্স্) ; জলীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট এবং কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে আরাম বোধ (ইগ্নে:)। ত্বকক্ষয়কারক ক্ষার পদার্থ গলাধঃকরণ জনিত অন্ননলী

প্রদাহ; অন্যান্য কারণে হইলে (অ্যাসিড্-নাই: আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: জেলসি: আয়োড্: স্যাবাড্)। কণ্ঠ, পাকাশয় ও উদরাভ্যন্তরে বোধ হয় যেন তন্মধ্যে হইতে কি একটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

পাকস্থলী।—অরুচি সহ ক্ষুধা বা ক্ষুধা সত্ত্বেও কোন দ্রব্য ভাল লাগে না (স্যাট্-মিউ: ওলীয়্যান্: ওপী: হ্রুউম); কেবল মুখোরোচক দ্রব্য বা "মুখচার" খাইবার স্পৃহা (সিঙ্কোনা)। মিষ্ট দ্রব্য ভালবাসে (ব্রাই: ইপিক্: ক্যালী-কার্ব: লাই: ম্যাগ-মিউ: সল্ফ:)। মাংসে এবং উগ্র সুরাতে অরুচি (মাংসে অরুচি=অ্যাসিড্-মিউ: সিঙ্কোনা; নক্স-ভম: পেট্রোল্ সাংলিশীয়া;—সুরায় অরুচি=স্যাবাড: ইগ্নে মার্ক-সল্:)। দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা, কেবল শীতল পানীয় পান করিবার জন্য লালায়িত হয় (অ্যাকোন্: ব্রাই: সিনা ফস্: ভেরেট্), বৃদ্ধি=রাত্রে মুখ শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া। উদ্গার,—বিবমিষা কিম্বা পাকাশয় মধ্যে চিন্‌চিন্ অনুভব সহযোগে উপশম=শয়ন করিলে; বৃদ্ধি=শয্যা উঠিবার সময় বিবমিষা,—বরফ জল পানান্তে (অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: স্যাট-আর্স্), কিম্বা আহারান্তে (মার্কিউরীয়্যাল্-পেরেন্: সিকেলী), হঠাৎ বমন সহ; বৃদ্ধি=রাত্রে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে হুলবেধবৎ বেদনা (ক্যামো:) বা দপদপানি (সাইকীউটা; সিঙ্কোনা; পল্সে:)। আহারান্তে যেন কতই আহার করিয়াছে কিম্বা পাকাশয় মধ্যে যেন এক খণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে এইরূপ পরিপূর্ণতা বা ভার বোধ হয় (লাই: নক্স-ভম্: পল্সে: হাইড্রাষ্ট্: ব্রাই: ক্রিয়ো: অ্যাণ্ট-ক্রুড: সিঙ্কোনা; হ্রুউম্)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপবোধ,—যেন পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে। ভোজনান্তে নিদ্রা যাইবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা, পাক ও অন্ত্রাশয় পরিপূর্ণ ও ভারবোধ হয়, বমনোদ্রেক সহ বিবমিষা, আলস্য বোধ, শিরোঘূর্ণন ও শিহরণ (আহারান্তে প্রবল নিদ্রাবেশ=লাই: নক্স্-মস্: সাইকীউটা, ল্যাকেসিস্)। শীতল জল ও শীতল দুগ্ধ পান করিবার আগ্রহ।

অন্ত্রাশয়।—কুক্ষী মধ্যে, বিশেষতঃ উদরে, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা; বৃদ্ধি=যে পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করে সেই পার্শ্বে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে এবং প্রথম নড়িতে গেলে। উদর স্ফীত বা আধ্মানবায়ুপূর্ণ হইয়া উঠে, বিশেষতঃ আহারের পর (লাই: সল্ফ্: কার্ব্বো-ভে: লিলীয়াম্-টাই: সিপী:), এবং সমস্ত দিবস তন্মধ্যে "ফুটফাট্ গুজগাজ" বা উৎসেচন অনুভূত হয় (ডায়াডেমা: লাই: স্যাট-মিউ:)। অন্ত্রপ্রদাহ ও অন্ত্রাশয়াবরণী প্রদাহ তৎসহ বিকার লক্ষণ প্রকাশ পায় (অন্ত্রপ্রদাহ=এপীস্: বেল্: ব্রাই: টেরিব্: ল্যাকে:—অন্ত্রাশয়াবরণী প্রদাহ=আর্স্: বেল্: ক্যামো: লাই: টেরিব্:)। অন্ত্রশূল—রোগী হেঁট হইয়া চলিতে বাধ্য হয়; বৃদ্ধি=রাত্রে এবং জলে ভিজিলে। অন্ধান্ত্রপ্রদাহ=(বেল্: ওপী: থুয়া: ল্যাকে: প্লাম্:)। উদর মধ্যে বোধ হয় যেন কি একটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে (যেন অন্ত্র সকল ছিঁড়িয়া গিয়াছে গ্র্যাফ্:)। নাভির ঈষদূর্দ্ধে উদর কুঞ্চিত হইতেছে ইহা বেশ দেখা যায়। উর্দ্ধগামী স্থূলান্ত্রপ্রদেশে ব্যথা বোধ। উদর শিথিল, চলিতে গেলে উদরাভ্যন্তরাংশ যেন দুলিতেছে এইরূপ বোধ হয় (ইক্টোডিস্: স্যাট্-মিউ:)।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময় ও আমাতিসার,—মল, জলবৎ, আমময় এবং শোণিতাক্ত, তৎসহ বিবমিষা, উরু পশ্চাতে বিদারণবৎ বেদনা এবং অত্যন্ত কুন্থন বর্ত্তমান

থাকে ; কখনও বা মল ফেনিল (কলো: মার্ক্: পডো: সল্ফ্:) ; কখনও বা শ্বেতবর্ণ (মার্ক: নক্স্: পল্সে: হুউম্) ; যন্ত্রণারহিত এবং অজীর্ণ ; টাট্কা মাংস ধোয়ানীর মত (ফস্:); আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে রাত্রে পীত-কপিশবর্ণ, রক্তরঞ্জিত, পূতিগন্ধময় এবং অজ্ঞাতসারে নির্গমনশীল। নৈশ উদরাময়,—উদর মধ্যে ভয়ানক বেদনা ; উপশম=মলত্যাগান্তে বা উপুড় হইয়া শুইলে (কলো: ব্রাই:)। অর্শ,—ক্ষতযুক্ত এবং অন্ধ ; মলত্যাগান্তে বহির্গত হইয়া পড়ে এবং মলান্ত্রমধ্যে চাপ বোধ হয়, যেন সমস্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে। আমরক্ত,—মল মণ্ডবৎ, গন্ধহীন ; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে অধিকবার মলত্যাগ হয় ; মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং অস্থিরতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। আন্ত্রিক জ্বরে বিকার লক্ষণের সূচনাবস্থায় উদরাময়,—মল অসাড়ে নির্গত হয় এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে; মলত্যাগ কালে উরু পশ্চাতে বিদারণবৎ বেদনা বোধ হয়।

প্রস্রাব।—জলে ভিজিবার পর কিম্বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শান্তে বৃক্ক প্রদেশে শোথবৎ স্ফীতি এবং বিদারণবৎ বেদনা। মূত্র, উত্তপ্ত, শ্বেতাভ এবং ঘোলা ; কিম্বা ফিকা মূত্র এবং শ্বেতবর্ণ তলানি ; কখনও বা ঘোর লালবর্ণ,—ক্রমে ঘোলা হইয়া যায়। মূত্রাশয়ের প্রবল সঙ্কোচন,—কয়েক বিন্দু রক্তের ন্যায় লাল মূত্র নির্গত হয় (ক্যাস্থা: টেরিব্:)। মূত্ররোধ—অত্যন্ত কটিবেদনা বশতঃ রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। বিভক্ত স্রোতে মূত্র নির্গত হয় (ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যান্থা: চিম্যাফিলা-আম্বে: মার্ক্: থুযা:)। দিবারাত্রি পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব-বেগ এবং প্রচুর প্রস্রাব। অধিক জলপান করিলেও প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায় (র‍্যাফেনাস্)। জলে ভেজার মত মেরুদণ্ড আক্রান্ত হয় এবং প্রস্রাব অত্যন্ত ধীরে ধীরে নির্গত হয়। রাত্রে স্থির হইয়া থাকিলে অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া থাকে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রে লিঙ্গোদ্গম ; প্রস্রাববেগ সহযোগে লিঙ্গোদ্গম। লিঙ্গমণি এবং লিঙ্গাবরকের স্ফীতি, ঘোর লালবর্ণ এবং বিসর্পাক্রান্তবৎ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। মুষ্ক অনমনীয় ও পুরু হয় এবং ভয়ানক কণ্ডুতিযুক্ত হইয়া থাকে। মুষ্কের শোথ বা স্ফীতি। জননেন্দ্রিয়ের উপর এবং মুষ্ক বা উরুর মধ্যস্থলে রসগুটী উদ্গত হয় (ক্রোটন্-টিগ্: স্যাট্-মিউ: রাস্-ভিন্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—অকালে প্রকাশ হয় এবং স্রাব প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে ; শোণিত ফিকা এবং কষায় (ক্যাল্ক-কার্ব্: ল্যাকে: স্যাট্-সল্ফ্: পেট্রোল:) —যোনি বহির্দ্দেশে ঐ স্রাব লাগিলে কুট্কুট্ করে এবং কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। আর্ত্তবাভাব,—জলে ভেজার জন্য (পদদ্বয় জলে নিমজ্জন বা পদদ্বয়ে শীতল জল সংস্পর্শ বশতঃ= অ্যাকো: পল্সে:), স্তনে দুগ্ধ আইসে। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব,—স্রাবের সময় প্রসব বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ; শোণিত ঘনীভূত (আর্নিকা: ককাস্: স্যাবাইনা)। জরায়ু আদি যন্ত্রাদির নিম্নাকর্ষণ,—কটিদেশ অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে, যেন সমস্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে ইত্যাকার অনুভূতি (বেল্: ক্রিয়ো: লিলীয়াম্ টাই: সিপীয়া: ল্যাক্-ক্যান্: স্যাট্-কার্ব্: পডো:) ; বিশেষতঃ দাঁড়াইলে (সিপীয়া: কোণায়াম্: রিউম্) বা পাদচারণ কালে (নিক্সোলা:

লিলী-টাইঃ প্ল্যাট্ঃ); নিম্নাকর্ষণ ও কটিবেদনার উপশম=কোন কঠিন শয্যায় শয়ন করিলে (চিৎ হইয়া শুইলে কটি বেদনার উপশম=ন্যাট-মিউঃ—টিপিয়া দিলে উপশম=ক্যালী-কার্ব্বঃ); অতি পরিশ্রমজনিত জরায়ুভ্রংশ। যোনি মধ্যে অত্যধিক স্পর্শকাতরতা বশতঃ রমণালিঙ্গনের ব্যাঘাত হয় (ইগ্নেঃ ক্যালী-কার্ব্ঃ ফেরাম্-মিউঃ); যোনি বহির্দ্দেশ প্রদাহান্বিত এবং বিসর্পাক্রান্তবৎ স্ফীত প্রতীয়মান হয় (ক্যাল্কেঃ ক্রোটন্ঃ মার্ক্ঃ গ্র্যাফ্ঃ)। গর্ভাবস্থায় শোণিতস্রাব (ককীউঃ ট্রিলীয়াম্;—এমন কি শোণিতস্রাব বশতঃ গর্ভস্রাব হইবার উপক্রম হয়=সিন্যামোমাম্;—তৃতীয় মাসে এইরূপ হইলে=ক্রিয়োঃ) হয় এবং চলিতে ফিরিতে গেলে বস্তিদেশের চতুর্দ্দিকস্থ সন্ধি সকল যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (অবশ বোধ= ক্যাল্কেঃ—যেন বস্তিদেশীয় অস্থি সকল আল্‌গা পড়িতেছে=মীউরেক্সঃ—নিতম্বদেশীয় সন্ধি সকল যেন এলাইয়া পড়িতেছে—শয়নে উপশম=ইস্কীউ-হিপ্ঃ)। অতি পরিশ্রম বা কটি মচ্‌কাইয়া যাওয়ার জন্য আসন্ন গর্ভস্রাব। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, অধিক দিবস স্থায়ী হয় বা যখন তখন পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। সূতিকান্তম্ভ,—সূতিকা কালে বা গর্ভিণীদিগের পায়ের শ্বেতবর্ণ শোথ (ব্রাইঃ ল্যাকেঃ পল্‌সেঃ ক্যাল্কেঃ); প্রসবান্তিক জরায়ু প্রদাহ (ব্রাইঃ সিকেলীঃ ওপীঃ), তৎসহ বিকার লক্ষণ। স্তন শৈত্য সংস্পর্শ বশতঃ স্ফীত হইয়া উঠে এবং উহার চতুর্দ্দিকে আরক্তিম রেখা সকল প্রতীয়মান হয় (বেল্ঃ ফাইটোঃ ব্রাইঃ)। স্তন্যস্রাবাতিশয্য (বেল্ঃ ক্যাল্কেঃ কোণাঃ ফস্ঃ ল্যাকেঃ); সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ আবির্ভূত হইয়া দুগ্ধ অদৃশ্য হয় (অন্যান্য কারণে হইলে=কষ্টিঃ পল্‌সেঃ—শৈত্য সংস্পর্শ বশতঃ হইলে=ব্রাইঃ—সূতিকা জ্বরাধিকারে ক্যামোঃ); স্তনদুগ্ধ ছিঁড়িয়া যায়; (বোরাক্স্ঃ); স্তন হইতে জমাট দুগ্ধ ও পূয নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরতন্তুর অতি পরিশ্রম বশতঃ স্বরভঙ্গ (আর্নিকা; ক্যাম্ফঃ কষ্টিঃ ফেরম্-ফস্ঃ ক্যালী-ফস্ঃ ফস্ঃ); গায়ক, বক্তা ও অভিনেতা দিগের স্বরভঙ্গ (আর্জেন্ট-মেট্ঃ এরাম্-ট্রাইঃ কষ্টিঃ ফেরাম্-ফস্ঃ ষ্টিলিংঃ)। স্বরভঙ্গ ও স্বরনলী মধ্যে কর্কশতা অনুভূতি, এবং বক্ষোমধ্যে অত্যন্ত কর্কশতা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথা বোধ। বায়ুনলীর অভ্যন্তর হইতে বোধ হয় যেন গরম বায়ু নির্গত হইতেছে। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে স্বরনলী মধ্যে শৈত্য অনুভূতি (শ্বাস-প্রশ্বাস কালে স্বরনলী মধ্যে গৃহীত বায়ু শীতল বোধ হয়=সিষ্টাস্; স্বরনলী মধ্যে শৈত্য অনুভূতি=ব্রোম্ঃ)। শ্বাস প্রশ্বাস কালে চাপবোধ,—যেন গৃহীত বায়ু উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পর্য্যন্ত যাইয়া আটকাইয়া যাইতেছে (যেন গৃহীত বায়ু উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পর্য্যন্ত যাইতেছে না,—যেন নিশ্বাস তলাইতেছে না=প্রুনাস-স্পাইঃ); আহারান্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; রোগীর অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হয়, যেন সে তাহার তৃপ্তিজনক গভীর শ্বাস লইতে পারিতেছে না। প্রতিশ্যা সংযুক্ত জ্বর বা বহুব্যাপক সর্দ্দিতে বায়ুমার্গ সকল বোধ হয় যেন বদ্ধ হইয়াছে; প্রবল শুষ্ক এবং কণ্ডূতিজনিত কাসি; প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; কটিদেশ ও প্রত্যঙ্গাদি আড়ষ্ট বোধ হয়। কাসি,—শুষ্ক এবং বিরক্তিকর; বায়ুনলীভুজ মধ্যে কণ্ডূয়ন জনিত কাসি; দেহের কোন অংশ, এমন কি একটি বাহু পর্য্যন্ত, অনাবৃত করিলে কাসির উদ্রেক হয় (হিপার—

হস্ত বা পদ অনাবৃত করিলে অন্ত্রশূলের বৃদ্ধি হয়=রিউম); বক্ষ-মধ্যে বিদারণ ও শূলবেধবৎ যন্ত্রণা, প্রচুর স্বেদোদ্গম (ওপী: ক্যালী-কার্ব: পল্‌সে: স্যাবাড্:) এবং পাকস্থলী মধ্যে বেদনা বোধ হইতে থাকে (ক্যাম্ফো: ল্যাকে:); কাসির বৃদ্ধি বা আধিক্য সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রি ১২ টার পূর্ব্বে; কিম্বা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের অনতিপরেই (অ্যালীউ: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-কার্ব: সিলিশীয়া:); কথা কহিলে (হায়ো: রীউমেক্স: ষ্ট্যানাম্:), শয়ন করিলে—বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে (লাই: প্যারিস্: ফস্:—রাত্রে শয়নান্তে=ডলিকস্: ড্রোসেরা:) কিম্বা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে (সোজা হইয়া বসিলে=ন্যাট-মিউ: অ্যাকোন্:)। গয়ার কষায় পূযময়; কিম্বা ফিকা হরিদ্বর্ণ, শীতল শ্লেষ্মাময় এবং পূতিগন্ধযুক্ত; অথবা ফিকা, জমাট বা কপিশবর্ণ শোণিত। জ্বরাধিকারে শীতাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে শীতের সময় পর্য্যন্ত নিরন্তর কাসি (সিঙ্কোনা: সাল্‌ফ:) বশতঃ রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে (স্যাম্বীউকাস্;—শীতের সময়=ফস্: স্যাবাড্:)। কাসিতে কাসিতে ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন করিয়া ফেলে (ব্রাই: ফেরাম্: ন্যাট-মিউ:)।

বক্ষ।—বক্ষ-মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বৃদ্ধি=বিশ্রামের সময় বা স্থির হইয়া থাকিলে (রাস্-র‍্যাড: স্যাম্বীউ:), হাঁচিলে (বোর: ড্রোসে: মার্ক:) ও শ্বাসপ্রশ্বাস কালে (বোরা: ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: স্কীলা: ষ্ট্যানাম্:) কিম্বা বক্র হইয়া বসিলে। বক্ষ-মধ্যে চিন্‌চিন্ করে এবং পর্শুকান্তর্গত প্রদেশে টান বোধ হয়, বিশেষতঃ স্থির হইয়া থাকিলে। ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ-উদ্ভূত পুয পুনরাশোষণ বশতঃ (আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: ক্রোটেলাস্: ল্যাকে: পাইরোজেন্: ক্যালী-ফস্: ফস্: সেংক্রিস্:),—বিকার লক্ষণ প্রকাশ পায় (অ্যাণ্টি-টার্ট: ব্রাই: লাই: ফস্: সাল্‌ফ:); তৎসহ বক্ষ-বিদারক কাসি এবং অস্থিরতা; স্থির হইয়া থাকিলে যন্ত্রণা ও শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি হয় (অরাম্: সেনেগা:)। রক্তকাস বা শোণিতাক্ত গয়ার (আর্ণিকা: ফেরাম্: ইপিক্: লিডাম: ফস্: পল্‌সে: সল্‌ফ:), বংশীবাদন প্রভৃতি ফুস্‌ফুসের অতি পরিশ্রম বশতঃ রক্তকাস (ইপিক্: মিলিফোল:) শোণিত উজ্জ্বল লালবর্ণ (বেল: ডালক্যা: হায়ো: স্যাবাই:); বক্ষের নিম্নাংশে বেদনা বোধ হয়; কোন মানসিক উদ্বেগের কারণ হইলেই উহা পুনরাবির্ভূত হয়। ফুস্‌ফুসের দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী গৃহবহির্ভাগে পাদচারণ করিলে এত হাঁপাইয়া যায় যে সে কথা কহিতে পারে না। বক্ষপার্শ্বে বেদনা, বেদনা বক্ষ হইতে স্কন্ধে সঞ্চারিত হয়। কাসিলে মুখে রক্তের স্বাদ অনুভূত হয়।

হৃৎপিণ্ড।—উৎকট শারীরিক ব্যায়াম্ বা পরিশ্রম জনিত হৃৎপিণ্ড পরিবর্দ্ধন (অ্যাকো: আর্ণিকা: ব্রোমীয়াম্:)। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রগত রোগ; হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকা-বেধবৎ বেদনা এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথা; বামবাহু অসাড় ও অবশ (অ্যাক্টীয়া: অ্যাকোন্: ক্যাল্মীয়া:), এবং ঐ হস্তের অঙ্গুলি সকল চিন্‌চিন্ করে (অ্যাকোনাইটাম্:)। পাদচারণান্তে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন কম্পিত হইতেছে। স্থির হইয়া উপবেশন কালে প্রবল হৃদ্‌স্পন্দন (কার্ব্বো-ভেজি: ল্যাকে;—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে=স্পাইজিলীয়া;—বেড়াইলে ভাল হইয়া যায়=ম্যাগ-মিউ:),—হৃদ্‌স্পন্দন বশতঃ সমস্ত দেহ যেন স্পন্দিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয় (ন্যাট-মিউ: স্পাইজি:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা আড়ষ্ট, মস্তক ফিরাইতে গেলে গ্রীবা টান বোধ হয়। স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে ব্যথা এবং যেন মচ্‌কাইয়া গিয়াছে এইরূপ আড়ষ্টতা বোধ হয়। শিরদাঁড়ার বক্রতা (ক্যাল্‌কে: লাই: পল্‌সে: সিলি: সল্‌ফ:) গ্রীবাদেশীয় শিরদাঁড়ার বক্রতা=(ক্যাল্‌কে: সিফিলিন্:)। মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহ=মেরুমজ্জা পর্য্যন্ত প্রদাহান্বিত হইয়া থাকে, জলে ভেজার জন্য (ফস্:) বা আর্দ্র ভূমিতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়ার জন্য। নিতম্বদেশে ব্যথা বোধ,—কোন কঠিন বস্তুর উপর কটি স্থাপন করিয়া (চিৎ হইয়া) শয়ন করিলে উপশম্ বা ব্যথার লাঘব হয় (ন্যাট-মিউ:)। কটিবাত। কটি ব্যথা করিতে থাকে, যেন দীর্ঘকাল যাবত বসিয়া বা হেঁট হইয়াছিল (রডো: প্যালেডীয়াম্: অনস্-মোড: ওলীয়্যান্:)। বগলের গ্রন্থি ব্যথা ও স্ফীতিযুক্ত (অ্যামন্-কার্ব: ষ্ট্যাফাই:)। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে বিদরিণবৎ বেদনা, দেহ সঞ্চালনে বেদনার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না ; বৃদ্ধি=শৈত্য সংস্পর্শে এবং উপশম=উত্তাপ প্রয়োগে।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধদেশে বিদারণবৎ বেদনা ও জ্বালা অনুভূতি (বিদারণবৎ বেদনা= গ্যাম্বো: ম্যাগ-মিউ: পল্‌সে:—জ্বালা—বাম স্কন্ধের নিম্নে=এল্যাম্বাস্: দক্ষিণ স্কন্ধে=আইরিস: কার্ব্বো-ভেজি:) এবং বাহু অবশ বোধ হয় (অ্যামিল: ককীউ: ফাইটো. সিপী:) ; বৃদ্ধি= শীতল বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শে, শয্যায় শয়ন কালে এবং স্থির হইয়া থাকিলে। বগলের গ্রন্থি মধ্যে পূয হওয়া (হিপ: মার্ক: ইলাপ্স: মার্ক-বিন্: ক্যালী: সাইলি:)। সন্ধ্যার সময় হস্ত উত্তপ্ত ও স্ফীতিযুক্ত হইয়া থাকে (ব্রাই:)। করপৃষ্ঠ বিদারিতত্বক বা হাতের পিটে ফাটা,—জল লইয়া অধিক ব্যবহার করার জন্য (ক্যাল্‌কে: হিপ: সিপীয়া: সল্‌ফ: সার্সা:)। হাতের উপর আঁচিল (ডাল্‌ক্যা: ক্যাল্‌কে: কষ্টি: ল্যাকে: সিপীয়া: থুযা:)। হস্তের অঙ্গুলি সকল স্ফীত হইয়া উঠে (অ্যাসিড-বেনজো: ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ:)। নখমূলে ছাল উঠা (ন্যাট-মিউ: সল্‌ফ: ক্যাল্‌কে: মার্ক: সাইলি:)। বাহু উত্তাপ রহিত, অসাড় এবং অবশ। বাতাশ্রিত পক্ষাঘাত বশতঃ দক্ষিণ বাহু অত্যন্ত ক্ষীণ। বাহুর অস্থি বর্দ্ধন,—তন্মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয় ও জ্বালা করে এবং ঐ ক্ষত হইতে রসের ন্যায় পূয নিঃসৃত হয়। বাহুর উপরিস্থিত শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। মণিবন্ধের উপর দলবদ্ধ রসপীড়কা বাহির হয়। উরু শিথর বেদনা (আর্স: ক্যাল্‌কে: কলোসিন্থ: ক্যালী-কার্ব: পল্‌সে: সাইলি:),—রোগী স্বীয় অজ্ঞাতসারে খুঁড়াইয়া চলে ; জানুসন্ধি মধ্যে অধিক বেদনা অনুভূত হয় ; অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে এবং রাত্রে, বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পদবিক্ষেপ কালে পদদ্বয় থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। দক্ষিণ উরু পাশ্চাতিক স্নায়ুশূল বা গৃধ্রসী (কার্ব্বোন্-সল্‌ফ: চিনিন্-সল্‌ফ: কলোসিন্থ: ল্যাকে: প্ল্যাণ্টাগো: সিপীয়া: টেলীউ:),—নিরন্তর ব্যথা বোধ হয় ; বৃদ্ধি=রাত্রে, শীতল বা জলীয় বায়ুতে ; উপশম=মর্দ্দনে, উত্তাপ প্রয়োগে এবং ব্যায়ামান্তে দেহ গরম হইলে ; আক্রান্ত অঙ্গ অসাড় বোধ হয় এবং সড় সড় করে ; রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে ; বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং দেহ সঞ্চালনে উপশম। জলে ভেজার জন্য থাকিয়া থাকিয়া পদদ্বয়ে তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়, বিশেষতঃ দেহ উত্তপ্ত এবং স্বেদোদ্গমোন্মুখ হইলে (স্বেদোদ্গম কালেই "রাস-ডাইভার্সিলোবা" ও "রাস-ভিনিনেটা"র অধিক শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে)। পায়ে খাল ধরে,—রোগী

শয্যাত্যাগ করিয়া পাদচারণ করিতে বাধ্য হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এবং বেড়াইবার পর বসিলে জঙ্ঘাডিম্বাতে খাল ধরে। ক্ষত,—পদের উপর; ক্ষত হইতে অজস্র রস পড়ে (মার্ক-সল্: ল্যাকে: কমোক্লেড:); শোথযুক্ত পদের ক্ষত,—পাতলা, আঠার ন্যায় রস নিঃসৃত হয়। দীর্ঘকাল পদদ্বয় ঝুলাইয়া উপবেশন করার জন্য বা ভ্রমণ বশতঃ গোড়ালি বা তন্নিকটস্থ প্রদেশ স্ফীত হইয়া উঠে; চরণদ্বয় সন্ধ্যার সময় স্ফীত হইয়া থাকে। রাত্রে পদদ্বয় অসহনীয় কণ্ডুতিযুক্ত হইয়া থাকে; বহুকালের চুলকুনি দেখা দেয়। মচকান, অতি ভার দ্রব্য উত্তোলন বা উচ্চস্থান হইতে কোন বস্তু অবতারণ করার জন্য প্রত্যঙ্গ বিশেষের স্ফীতি, আড়ষ্টতা এবং অসঞ্চালনীয়তা। প্রত্যঙ্গাদির বিস্তৃতি প্রবণ বিসর্প (এপীস্; আর্ণিকা; গ্র্যাফ্: হিপ: ল্যাকে: ভেরেট-ভির্:)। বাতাশ্রয়জনিতবৎ বেদনা,—আক্রান্ত অঙ্গে অসাড়তা ও চিন্‌চিন্‌-কারী বেদনা বোধ হয়; আক্রান্ত সন্ধি আড়ষ্ট ও আরক্তিম; চিক্কণ স্ফীতিযুক্ত,—স্পর্শ করিলে তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব হইয়া থাকে; বিশ্রামের পর প্রথম দেহ সঞ্চালন কালে বা প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে অধিক বেদনা ও আড়ষ্টতা; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এবং জলীয় বা আর্দ্র বায়ু সংস্পর্শেও বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিছুক্ষণ যাবৎ আক্রান্ত অঙ্গ অনবরত সঞ্চালন করিলে বেদনার উপশম হইয়া থাকে। বিশ্রামকালে বা রাত্রে আক্রান্ত অঙ্গে বিদারণবৎ বেদনা অনুভব হইয়া থাকে। যে অঙ্গ চাপিয়া শয়ন করে, বিশেষতঃ যে বাহু চাপিয়া শয়ন করে, তাহা অসাড় হইয়া যায় বা তাহাতে "ঝিঁ ঝিঁ" ধরে। সমস্ত দিবস কর ও চরণদ্বয় অত্যন্ত শীতল বোধ হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—পক্ষাঘাত,—স্বাভাবিক বা অনভ্যস্থ পরিশ্রমের পর (আর্ণি: আর্স্:); প্রসবান্তে; জলে ভেজা বা আর্দ্র ভূমিতে শয়নাদি বশতঃ বাতাশ্রয় সম্ভূত (আর্ণি: ব্রাই: ক্যাল্কে-ফস্: জেল্: ক্যালীমিউ: লাই:); অতিশয় কামাচারিতা জনিত (ফস্: ক্যাল্কে: নক্স; ন্যাট্-মিউ: ক্যালী-ব্রোম্—হস্তমৈথুনাদি জনিত=ক্যালকে: সিঙ্কো: ষ্ট্যান্:); সবিরাম বা আন্ত্রিক জ্বরের পর (আর্স্: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: নক্স: সল্ফার:) এবং অবসাদ প্রাপ্তির পর (ফস্: ন্যাট্-ফের্: ল্যাকে:); আক্রান্ত অংশ ব্যথাশূন্য, কিম্বা বেদনা জনক আড়ষ্টতা ও বিদারণবৎ বেদনা-যুক্ত, অসাড় এবং তন্মধ্যে চিন্‌চিন্ করে। একপার্শ্বগত পক্ষাঘাত (কষ্টি: ক্যালী-আয়োড: ইল্যাপ্স), দক্ষিণ পার্শ্বগত (এপীস্; আর্ণি: বেল্: ওপী—বাম পার্শ্বগত=ল্যাকে: নক্স-ভম্:), —আক্রান্ত অংশে বোধ হয় যেন "ঝিঁ ঝিঁ" ধরিয়াছে। শোথ,—ঘোলা মূত্র স্রাব হয়। গ্রন্থি সকল স্ফীত, উত্তপ্ত এবং ব্যথান্বিত হইয়া থাকে; গ্রন্থি কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় এবং তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হয়। প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা,—যেন অস্থির উপর হইতে মাংস সকল উৎপাটিত হইতেছে (থুযা); যেন অস্থির উপর হইতে মাংস তক্ষিত হইতেছে (অ্যাসিড-ফস্:)। হস্ত পদাদির দীর্ঘাস্থি সকল প্রদাহান্বিত ও স্ফীত হইয়া থাকে। এতজ্জনিত বেদনাদির বৃদ্ধি=বৃষ্টির পূর্ব্বে (হ্রডো:); রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর; প্রাতে; নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে; স্নান করিলে (অ্যান্টি-ক্রুড: ; শীতল জল সহ্য হয় না; হেমন্তকালে রোগাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে; কাসিলে; দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে; শৈত্য বা শীতল

জলীয় বায়ু সংস্পর্শে; খাদ্যদ্রব্যাদি চর্ব্বণ কালে; পদদ্বয় গুটাইয়া থাকিলে; দৈহিক পরিশ্রমে; জলপানান্তে (কাসি—মার্ক: সিলি:); মস্তক অনাবৃত করিলে (সর্দ্দি হয়=হিপ: সিলি:); শয়নান্তে (কোণা: ড্রোসেরা: লাই: পাল্‌সে: প্ল্যাট: স্যাম্বীউ:); বিশ্রামে; উপবেশন বা কথা কহিলে; স্বেদোদ্গম কালে (ইপিক্: মার্ক: স্পঞ্জীয়া); বস্ত্রাদি উন্মোচনান্তে; কুজ্‌ঝটিকাময় দিনে; জলে ভিজিলে এবং রমণীদিগের সূতিকা গৃহে অবস্থিতি কালে।

ত্বক।—গাত্রত্বক অসহনীয় কণ্ডুয়নযুক্ত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বাঙ্গে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হামের মত কণ্ডু বাহির হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুতির উদ্রেক হইয়া থাকে, বিশেষতঃ লোমাবৃত অংশে (ক্যালী-বাই:); কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা আরম্ভ হয় (গ্যাম্বো: গসিপী: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: সিপী:)। শীতপিত্ত বা আম্বাত—জলে ভেজার জন্য; বাতব্যাধি অধিকারে; (আর্টিকা-ইউ:); জ্বরাধিকারে শীত ও উত্তাপাবস্থায় (ন্যাট-মিউ: আর্স:—শীতাবস্থার পর= ইল্যাট:—উত্তাপাবস্থায় ও ঘর্ম্মাবস্থার পর=এপীস:); শীতল বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয়; উত্তাপাবস্থায় গাত্র মর্দ্দন করিলে কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি হয় এবং ঘর্ম্মাবস্থায় ভয়ানক কণ্ডুয়ন উদ্রেক করিয়া মিলাইয়া যায় (উত্তাপাবস্থার আরম্ভের সহিত আম্বাত সকল মিলাইয়া যায়=হিপ:)। উদ্ভেদ, —দদ্রুবৎ (গ্রাফ: ন্যাট-মিউ: সিপীয়া: টেলীউ:),=তন্মধ্যে অনবরত কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়, জ্বালা করে এবং চিন্ চিন্ করে; উদ্ভেদ বিলুপ্ত হইলে বক্ষ মধ্যে বেদনা এবং আমাশয় রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং ঐ উদ্ভেদ পুনরাবির্ভূত হইলে বক্ষবেদনা ও আমাশয় অদৃশ্য হয়। পামাকচ্ছু,—আক্রান্ত অংশের উপরিভাগ দগ্‌দগে এবং ক্ষয়িতত্বক; ক্ষত সকল ঘন চিপিটিকাবৃত এবং তন্মধ্য হইতে দুর্গন্ধ রস নিঃসৃত হয়। কোন একটী ক্ষুদ্র আরক্তিম অংশের উপর কিম্বা বিস্তৃতি প্রবণ, আরক্তিম বিসর্পবৎ-অবস্থা-প্রাপ্ত-স্থানের উপর রসপীড়কা সকল বাহির হয়; আক্রান্ত অংশের অভ্যন্তরে অত্যন্ত কণ্ডুতির উদ্রেক হয় এবং কণ্ডুয়নান্তে উরু মধ্যে বেদনা বোধ হইতে থাকে। পূযবটীর ন্যায় উদ্ভেদ! পোড়ানারাঙ্গা,—প্রতি বিম্বিকার মূলদেশ রক্তিমা বেষ্টিত। দদ্রুমেখলা গাত্রত্বক ক্রমে পুরু হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। সাংঘাতিক বিষব্রণ, (নীলাভ [ল্যাক:] ও বিগলনপ্রবণ=আর্স: ল্যাকে:)। মসূরিকা বা বসন্ত,—গুটী সকল উঠিয়া বসিয়া যায় এবং নীলবর্ণ ধারণ করে, কিম্বা তন্মধ্যে শোণিত নির্গলন বশতঃ কাল হইয়া যায় (অ্যা-মিউ: সিঙ্কোণা); বিকারাবস্থা (অ্যাসিড-ফস্: ক্লোরাম্)। শীতস্ফোট—(অ্যাগার: পেট্রোল:) বা পাঁকুই।

নিদ্রা।—নিদ্রাবেশ নাই, অথচ থাকিয়া থাকিয়া প্রবল হাই উঠে এবং যেন হনুদ্বয় সন্ধি-বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল এইরূপ ও সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। আহারান্তে অত্যন্ত নিদ্রাবেশ ও আলস্য বোধ। প্রগাঢ় নিদ্রা,—বোধ হয় যেন রোগী আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অনিদ্রা,—যন্ত্রণা বশতঃ; রাত্রি ১২ টার পূর্ব্বেই অধিক; রোগী আরাম পাইবার আশায় অনবরত এপাশ ওপাশ করে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর অত্যন্ত গাত্র জ্বালা বশতঃ রোগী ছটফট করে অথচ, তৃষ্ণাবোধ হয় না এবং দুঃস্বপ্ন দেখে। কোন নেশা করিবার পর মস্তক পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ ও মুখব্যাদান পূর্ব্বক নিদ্রা যায়। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন সহকারে অনবরত হস্তপদাদি

প্রসারিত করে (গা ভাঙ্গে) ; অনেক রাত্রে নিদ্রা যায় এবং নিদ্রিত অবস্থায় চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে। তন্দ্রাবৎ মোহ,—নাসিকাধ্বনি শ্রুত হয়, রোগী অনবরত যন্ত্রণাব্যঞ্জক অব্যক্ত শব্দ করে এবং অদৃশ্য বস্তু ধরিবার জন্য হস্ত বিস্তার করে বা শয্যা খুঁটিতে (শয্যা আকর্ষণ করিতে) থাকে। দিবা সম্পাদিত বিষয় কার্য্যের বিষয় স্বপ্ন দেখে (ব্রাই:) এবং নিদ্রিত অবস্থায় কথা কহে। নিদ্রিত অবস্থায় রোদন করে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—নিরন্তর শীতবোধ—যেন রোগীর গাত্রে কেহ তুষারশীতল (বরফের মত) জল ঢালিয়া দিয়াছে (অ্যান্ট্‌টার্ট:) কিম্বা শিরামণ্ডলীর মধ্য দিয়া যেন অত্যন্ত শীতল শোণিত প্রবাহিত হইতেছে ; রোগী একটু নড়িলেই শীতাধিক্য বোধ হয় ; পান বা আহারান্তে শীত বৃদ্ধি হয় ; রাত্রি ৭টার সময় শীতল প্রকোপ ; শীতাবস্থায় পূর্ব্ব হইতে শীত আরম্ভ পর্য্যন্ত বিরক্তিকর, অবসাদ জনক শুষ্ক কাসি হইতে থাকে (চায়না, সল্‌ফ স্যাম্বীউ: ফস্: স্যাবাড্:) ; শীতাবস্থায় এবং অন্যান্য সকল অবস্থাতেই রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে ; শীতাবস্থার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ হাই উঠে, রোগী গাত্র ভাঙ্গিতে থাকে এবং হনু সন্ধিতে যেন আঘাত লাগিয়াছে বা যেন মচকাইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। পৃষ্ঠের উপর দিয়া শীত প্রবাহিত হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ; জলপান করিলে শীতের বৃদ্ধি হয় (ক্যাপ্স: নক্স: ভেরেট:) ; শীতাবস্থায় হাত পা ব্যথা করিতে থাকে এবং রোগীর মুখমণ্ডল ম্লান, বা কখন ম্লান ও কখন আরক্তিম প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বামাঙ্গে শৈত্যাধিক্য বোধ হইয়া থাকে। বাহির হইতে উষ্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে এত শীত বোধ হয় যে রোগী কম্পিত হইতে থাকে (আর্জেন্ট-নাই:)। উত্তাপাবস্থা,—তৃষ্ণা প্রবল। প্রাতে ১০টার সময় প্রবল উত্তাপ আবির্ভূত হয়, হাই উঠিতে থাকে (চিনিন্-সল্‌ফ:), নিদ্রাবেশ হয় (আরেনীয়া: বিস্মাথ্:), ক্লান্তি ও আলস্য বোধ হয় ; গাত্রে যেন কেহ গরম জল ঢালিয়া দিয়াছে বা শিরাদি মধ্য দিয়া যেন উত্তপ্ত শোণিত বা দ্রবীভূত সীসক প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ উত্তাপ বোধ হয় ; এ সময় তৃষ্ণা বড় থাকেনা, কিন্তু মস্তক দপ্ দপ্ করিতে থাকে, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপ বা যেন ফুলিয়া উঠিতেছে এইরূপ অনুভূতি, এবং উদর মধ্যে যেন ছেদন করিতেছে এইরূপ বেদনা বোধ ও ক্ষতঘার আবির্ভাব হয়। উত্তাপাবস্থায় কাসি থাকে না কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে শীতপিত্ত বাহির হয় এবং মর্দ্দন করিলে আরও বৃদ্ধি হয় ; পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা পায় কিন্তু রোগী একটু একটু জল পান করে। রোগী ছট্‌ফট্ করিতে থাকে ; একবার এপাশ একবার ওপাশ এই করে কিন্তু কোন রকমেই আরাম বোধ করে না (আর্স: ক্যামো: পাল্‌সে: ব্যাপ্টি: অ্যাকো: আর্ণি)। একটু নড়িলে বা দেহ অনাবৃত করিলে শীতে দেহ শিহরিয়া উঠে। অতিসার সহ সন্ধ্যাকালে জ্বর। ঘর্ম্মাবস্থা,—যন্ত্রণা ও স্বেদোদ্গম, অনেক স্থলে ঘর্ম্মোদ্গম কালে রোগী কম্পিত হইতে থাকে। উত্তাপাবস্থাতেও মুখমণ্ডলে ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে ; ঘর্ম্ম প্রচুর, গন্ধ রহিত এবং অনবসাদক (স্যাম্বীউ:), অনবসাদক প্রাতঃ স্বেদ ; শীতপিত্ত, আমবাত সকল ভয়ানক কণ্ডুয়ন উদ্রেক করে এবং ঘর্ম্ম উদ্গমান্তে মিলাইয়া যায় ; ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা আইসে (পডো:) ; ঘর্ম্মোদ্গমান্তে সকল যন্ত্রণার শান্তি হয় না (স্যাট্-মিউ:)।

অনুপূরক সম্বন্ধ।—ব্রাইয়োনীয়া, প্রতিকুল—এপীসের পূর্ব্বে বা পরে "রাস্" কখনও ব্যবহার করিবে না।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—অ্যাণ্ট-টার্ট: বেল্: ব্রাই: ক্যাম্ফো: কফীয়া: ক্রোটন্: মার্ক: প্লাম: র‍্যাণান্-বাল্বো: রাডো: সল্ফ:।

অনুকুল সম্বন্ধ।—আর্ণিকা, আর্সিনিকাম্, ব্রাইয়োনীয়া, ক্যাল্কেরীয়া-কার্ব্বণিকা, ক্যাল্কেরীয়া-ফস্ফরিকা, ক্যামোমিলা, কোণায়াম্, ল্যাকেসিস্; নক্স-ভমিকা, অ্যাসিড্-ফস্ফরিকা, পল্সেটিলা, সিপীয়া, সল্ফার:।

তুলনীয় ও সদৃশ।—হৃৎপিণ্ডাদির রোগে (আর্ণিকা, ব্রোমীয়াম্, অ্যাকো: ক্যাল্মী: পল্স্: অ্যাক্টী: ফাইটো:)। আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে বা বাতশ্লেষ্মা বিকারাধিকারে—ফস্: আর্স্: অ্যা-মিউ: কার্ব্বো-ভেজি: ব্যাপ্টি: আর্ণি: অ্যা-ফস্: ট্যার‍্যাক্স্: ব্রাই:। বাতাশ্রিত বেদনাদিতে=আর্ণি: সল্ফ: পেট্রোল্: রীউটা; ষ্ট্যাফ্: ক্যালী-কার্ব: লিড: ভ্যালি: অ্যানাক্: কোণা: লাই: পল্সে: ফেরাম্; হ্রাস্-র‍্যাড্: ক্যাল্মীয়া; কোল্চি: হ্রডোড:। পামাকচ্ছু রোগাধিকারে মেজের: নক্স-যুগ:। শিরোবেদনাদিতে=সিঙ্কো: অ্যা-সাল্ফ: বেল্: স্পাইজি: কার্ব্বো-অ্যান্:। চক্ষু রোগাদিতে=ক্যাল্কে: সিপি: জেলসি: ক্যাল্মীয়া (ফ্যারিংটন্:)। আমবাতিক পক্ষাঘাত—কষ্টিকাম। জলে কাজকরা—ক্যাল্কে। শীতল পানীয়ে কাসি—সাইলি। নাকদিয়া রক্তস্রাব (আসিড্-ফস্)। চক্ষুদিয়া জলস্রাব—ইয়ুফ্রেসিয়া। শোথ, পায়েক্ষত—আর্স: লাইকোপ। আরক্ত জ্বর, বিসর্প সহ তন্দ্রা—এপিস্। অন্ত্রাশয়াদির প্রদাহ—ল্যাকোসিস্। ব্যবসা সম্বন্ধীয় প্রলাপ স্বপ্ন—ব্রাইয়োনিয়া। কানে কটাস করিয়া শব্দ ও বেদনা—ইগ্নে: পিট্রো। শিশুগণের মেরুমজ্জীয় পক্ষাঘাত—সল্ফর:। অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা—আর্স: হিপার:। স্নানে অনিচ্ছা—অ্যান্টি-ক্রুড:। মুদা—ক্যানাবিস: মার্কু: সল্ফ্। গিলিতে কষ্ট—চেলিড: ক্যালকে: লাইকোপ। কর্ণশূল—আরাম্: মার্কু:। প্রতিবর্ষে প্রকাশ—আর্স্:। শীতল পানীয় ইচ্ছা ও পানান্তে বমন—আর্স:। মোচড়ানি—ক্যালকে: নক্স। জলের মত মল—কলচি: ক্যালি-বাই।

বৃদ্ধি।—ঝড় বৃষ্টি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে; শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বা বৃষ্টিরদিনে; রাত্রে,—বিশেষতঃ রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে; স্বেদোদ্গম কালে; জলে ভিজিলে; স্থির হইয়া থাকিলে বা বিশ্রামের সময়; স্পর্শ করিলে অশ্বারোহণে; দেহে আঘাত বা সংঘাত লাগিলে; কোন অংশ মচকাইয়া গেলে; বিশ্রামের পর, প্রথম দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে গেলে; যে পার্শ্ব বা অঙ্গ চাপিয়া শয়ন করে সেই পার্শ্বে বা অঙ্গে; বাম পার্শ্ব ফিরিয়া শুইলে; গলাধঃকরণ করিতে গেলে (র‍্যাফেনাস্); অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রমে, সন্ধ্যার পর; শয্যার উত্তাপে; শীতল জল পান, ও আহারান্তে এবং দেহ বা কোন অঙ্গ অনাবৃত করিলে।

উপশম।—উষ্ণ শুষ্ক বায়ু সংস্পর্শে; দেহ উত্তমরূপে আবৃত করিলে; উষ্ণ বা উত্তপ্ত দ্রব্য পান বা আহারান্তে; দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে, দেহের অবস্থা বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে; মর্দ্দনে (শীতপিত্তের কণ্ডুতির বৃদ্ধি হয়); কিছুক্ষণ অনবরত দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ

সঞ্চালনে ; শয়নান্তে (অন্ত্রশূল) ; কঠিন স্থানে রক্ষা করিয়া (ন্যাট-মিউঃ) পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে ; উত্তাপ প্রয়োগে এবং ব্যায়ামান্তে দেহ গরম হইলে।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক ক্রম হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়া স্থায়িত্ব।—২০ হইতে ৩০ দিন।

রাস্ ভিনিনেটা

(RHUS VENENATA).

নামান্তর।—রাস্ ভার্ণিক্স।

প্রস্তুতি।—টাটকা পাতা ও ছাল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—স্ফোটক ; নীহার কণ্ডু বা পাঁকুই ; অতিসার ; অজীর্ণ ; গিলিতে কষ্ট ; পামা ; বিসর্প ; অর্শ ; নানাবিধ রসপূর্ণ উদ্ভেদ ; উত্তেজনা ; ওষ্ঠ স্ফীতি ; কটিবাত ; হাম ; চক্ষু প্রদাহ ; রজসাধিক্য ; অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত ; কচ্ছু ; গ্রীবাস্তম্ভ ; আঘাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—নানাবিধ চর্ম্মরোগে উপকারিতার জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা দেহের নানাস্থানে প্রবল কণ্ডুয়ন ও জ্বালা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পামাকচ্ছু রোগে ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ প্রয়োগেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যে সকল চর্ম্ম লক্ষণে রাস টক্সঃ প্রয়োগে ফল পাওয়া যায় নাই, সেই সকল স্থলে রাস-ভিনিনেটা আশু ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ হইয়া থাকে। দেহের যে সকশ অংশে অস্থির উপর চর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন আবরণ নাই সেই সকল স্থলের উদ্ভেদাদিতে ইহার পূর্ণ শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এতজ্জনিত বেদনাদি স্থান পরিবর্ত্তনশীল এবং দ্রুত আবির্ভূত ও দ্রুত তিরোহিত হইয়া থাকে। অন্ননলীর মধ্য পথে ব্যথা বোধ হয় ; রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ও জীবনে বীতরাগ হইয়া পড়ে ; ললাটদেশ অত্যন্ত ভার বোধ হয় এবং ব্যথা করিতে থাকে, বিশেষতঃ হেঁট হইলে বা পাদচারণ কালে ; জিহ্বামূল যেন উৎপাটিত হইতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয় এবং জিহ্বার অগ্রভাগ আরক্তিম, মধ্যাংশ বিদারিতত্বক বা ফাটা, এবং তলভাগে রসগুটী উৎপন্ন হয়। উদরাময়,—শেষ রাত্রে ৪ টার সময় বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; প্রচুর জলবৎ তরল মল নিঃসৃত হয় এবং তলপেট ব্যথা করিতে থাকে ; মল বেগে নির্গত হয়। দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাতের লক্ষণের ন্যায় আকর্ষণবৎ বেদনা, বিশেষতঃ মনিবন্ধ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত। গাত্র কণ্ডুতি,—গরম জল প্রয়োগে উপশম হয় ; গাত্রের স্থানে স্থানে রসগুটী উদ্গত হয় ; বিসর্প—আক্রান্ত অংশ ঘোর লালবর্ণ প্রতীয়মান হয় ; গুটীময় অরণিকা, রাত্রিতে কণ্ডুতি এবং দীর্ঘাস্থি মধ্যে বেদনা ; কণ্ডুয়নান্তে "ডুমো ডুমো" হইয়া উঠে,—এই কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ। অধিকন্তু "মুখ ও গলমধ্যে

যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি"; "যেন মুখমধ্যে ও ওষ্ঠের উপর ধুলি উঠিতেছে" এবং "বাহুর অস্থি যেন ভগ্ন হইয়া যাইবে এইরূপ বেদনা" কয়েকটী লক্ষণও ইহার প্রকৃতিগত। "অন্ননালীর মধ্য পথে ব্যথা" এই লক্ষণটী, ডাঃ ক্লার্ক বলেন রাস-টক্সের "গলাধঃকরণ করিতে গেলে পৃষ্ঠ ফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে বেদনা" এই লক্ষণের রূপান্তর মাত্র।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব; জীবন ধারণ করিতে অনিচ্ছুক [অ্যাণ্ট-ক্রুড: অরাম; চায়না; ন্যাট-মিউ: ফস্: ল্যাক্-ডিফ্লো: রাস-টক্স: থুযা:); কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না; রোগীর চতুর্দ্দিক নিরানন্দময় বোধ হয়। মনোমধ্যে উদিত ভাব পরম্পরা সংলগ্ন করিতে পারে না বা কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না।

মস্তক।—প্রথম শয্যা ত্যাগকালে মস্তক ভোঁ ভোঁ করে (আর্নি: গুয়ায়েক: পল্‌সে: অ্যাক্টীয়া-রেস্: সিনা; ককীউ:)। মস্তক অত্যন্ত স্ফীত হইয়া থাকে (আর্ণিকা)। বুদ্ধি বিলোপক শিরোবেদনা। শিরোমধ্যস্থিত স্নায়ু সকল থাকিয়া থাকিয়া স্থানে স্থানে চিড়িক মারিয়া উঠে। অতীব্র ললাটদেশীয় শিরোবেদনা; বৃদ্ধি পাদচারণে (ক্যাপ্স: সিঙ্কো: টিলীয়া: ক্যাল্কে: কর্ণাস:) বা হেঁট হইলে (বেল্: পল্‌সে: গ্লোন্: হেলোন্: ইগ্নে:)। যেন কে হস্ত দ্বারা মস্তিষ্ক নিপীড়িত করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (ক্যাল্কে:)। দক্ষিণ শঙ্খ মধ্যে বিদারণবৎ যন্ত্রণা,—বেদনা ললাটের উপর দিয়া মস্তকের বাম অর্দ্ধাংশকে আক্রমণ করে এবং ঐ ঐ অংশের অস্থি মধ্যে অনুভূত হইয়া থাকে; ক্রমে বেদনা পশ্চাৎ কপালের বামাংশ এবং তথা হইতে গ্রীবাপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। দুগ্ধ চিপিটিকা,—কর্পরত্বকের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উদ্গত হইয়া তাহা শুষ্ক ও পুরু হইয়া চিপিটিকা বা চটায় পরিণত হয় (ভায়োলা-ট্রাই: ভিঙ্কা-মাই: সিপী: গ্র্যাফ: সোরিনাম্:)।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত স্ফীত হইয়া প্রায় বুজিয়া যায় এবং আরক্তিম প্রতীয়মান হয় (এপীস; ক্যাল্‌ী-কার্ব: রাস-টক্স:)। বোধ হয় যেন কোন শক্তি মস্তকের অভ্যন্তর হইতে চক্ষুর্দ্বয়কে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে (ন্যাঙ্গিউ: নক্স: কমোক্লেড: স্পাই:)। চক্ষু মধ্যে যেন ধুলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ ব্যথা করিতে থাকে (অ্যা-ফ্লু: আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: কোর‍্যাল্-রুব: ইউফ্রে:); চক্ষু মধ্যে জ্বালা ও উত্তেজনা অনুভূতি এবং অপর্য্যাপ্ত অশ্রুনির্গলন। অস্পষ্ট দৃষ্টি,—বিশেষতঃ রাত্রে (সিঙ্কোনা; হায়ো: লাই:), দীপালোকে পড়িতে পারে না (পল্‌সে: ল্যাক্-ক্যান্:—উজ্জল আলোকে বৃদ্ধি=অ্যাসেরাম); কোন দিকে চাহিয়া থাকিলে ক্রমে দৃষ্টি পথে অন্ধকার আবির্ভূত হয় (ন্যাট-মিউ: আর্ণিকা: ক্লিম্যাট:=পার্শ্বের দিকে কটাক্ষ করিলে অন্ধকার দৃষ্ট হয়=ওলীয়্যান্: চতুর্দ্দিক মসীবৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন=ল্যাক্-ক্যান্: লাই: পল্‌সে:)। থাকিয়া থাকিয়া দৃষ্টি সমক্ষে অগ্নি শিখা দৃষ্ট হইয়া থাকে (বেল্: ফস্: কাইজস্: সীড্রন)।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণের বহির্ভাগে সূচীবেধবৎ বেদনা। দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে অস্থি মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারিয়া উঠে। নৈশ কর্ণশূল,—সন্ধ্যা হইবার অনতিপরেই

কর্ণকুহরের গভীরতম প্রদেশে যেন তাড়নী দ্বারা আঘাত বা ধক্‌ধক্ করিতেছে ইত্যাকার যন্ত্রণা। কর্ণ মধ্যে রসগুটী উদ্গম ও প্রদাহ; ঐ গুটী হইতে পীতবর্ণ জলবৎ রস নির্গলিত হয়। কষ্টদায়ক বধিরতা।

নাসিকা।—নাসিকা আরক্তিম এবং চাকচিক্যময়,—টিপিলে লালিমা অপসৃত হয় না দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে পাতলা রস নির্গলিত হয় এবং বাম রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকে। উভয় রন্ধ্রই গাঢ় আঠার ন্যায় শিজ্ঝানক পূর্ণ হইয়া থাকে। ঋতু আবির্ভাবের কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত হয় এবং ঐ ক্ষত কয়েক দিবস পর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

মুখমণ্ডল।—নাসিকা ও মুখমণ্ডলের দক্ষিণাংশ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে (এপীস; ম্যাগ—ফস্: ভেবেট-ভির্: ভাব্যাস্কাম,—বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুর তলদেশ=(রাস-টক্স:)। মুখমণ্ডল আরক্তিম, স্ফীত, চাকচিক্যময়, রোগী নিরন্তর স্বীয় বদন মর্দ্দন করে; উষ্ণ জল সংযোগে মর্দ্দনাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় কিন্তু শল্ক উঠা আরম্ভ হয়। ওষ্ঠোপরে যেন ধূলি পতিত হইয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি, ওষ্ঠ স্ফীত, ফোস্কাযুক্ত এবং বিদারিতত্বক।

মুখবিবর।—জিহ্বা,—শ্বেতলেপান্বিত,—মূলদেশ ও পার্শ্বদ্বয় আরক্তিম; অগ্রভাগ আরক্তিম; কিম্বা মধ্যস্থল আরক্তিম ও দারিতত্বক। বোধ হয় যেন জিহ্বা আমূল উৎপাটিত হইতেছে (ক্যালী-আয়োড:); জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (ব্যাপ্টি: হাইড্র্যাষ্ট: স্যাঙ্গিউইন্:)। জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় যেন ফাটিয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হয়। নিশ্বাস উত্তপ্ত, এবং দুর্গন্ধ; মুখে জ্বরক্ষত। মুখবিবর স্পর্শ করিলে কর্কর করে,—যেন তন্মধ্যে বালুকা পতিত হইয়াছে। লালা গাঢ় আঠার ন্যায় এবং পরিমাণে অধিক। পাকস্থলী মধ্যে অসুখ বোধ ও শয়ন করিলে মুখ হইতে উত্তপ্ত লালা নির্গত হয়,—বিশেষতঃ রাত্রে (কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-কার্ব:)। কণ্ঠের বাম পার্শ্ব ক্ষতযুক্ত ও স্ফীত বোধ হয়। তালুমূল ও অন্ননলী সঙ্কোচনপ্রবণ এবং স্পর্শাসহ; কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিলে অন্ননালীর অর্দ্ধপথে যাইয়া ব্যথা জনিত করে। কণ্ঠ মধ্যে যেন কেশ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (সাল্‌ফ: কার্ব্বোন্-সল্‌ফ:)

মলান্ত্র ও মল।—প্রতিবার বাহের পূর্ব্বে তলপেটে ব্যথাবোধ; পায়খানায় যাইতে বিলম্ব সহেনা। শোণিতস্রাবশীল অর্শ,—অনেক দূর পর্য্যন্ত পিটপিট ও জ্বালা করে (অ্যালীউ: ক্যাল্‌কে: ক্যাপ্স্: ক্যামো: গ্র্যাফ: হ্যামা: অ্যা-মিউ: অ্যা-নাই:)। মলত্যাগান্তে মলমার্গ হইতে শোণিতস্রাব (নাক্স; লোবেল: ইগ্নে: অ্যা-ফ্লু: ন্যাট-মিউ: ম্যাগ্নি: মার্ক: ফ্লাইজ্স্:)। মলদ্বারে অসহনীয় জ্বালা ও পিটপিট অনুভব (পীয়োনীয়া; র‍্যাণান:—নক্স-ভম্: সাল্‌ফ: ইগ্নে:—যেন পৃষ্ট হইয়াছে=আইরিস)। মল তারল্য,—রাত্রি ৪টার সময় আরম্ভ হয়; অপর্য্যাপ্ত জলবৎ মল মহাবেগে নির্গত হয় (য্যাট্রোফা; পডো: থুযা; ক্রোটন; র‍্যাফেনাস্) এবং পেট অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে; আর ও দুই ঘণ্টা যাবৎ বার কয়েক ঐরূপ তরল মল ত্যাগান্তে পেট ব্যথার শান্তি হয়।

পুং-জননেন্দ্রিয়।—মুষ্ক আরক্তিম (চেলিড: ক্রোটন্; রাস্-টক্স:—বিটপ ও উরুদেশ পর্য্যন্ত—পেট্রোল:), স্ফীত (রাস-টক্স: চেলিড: ন্যাট্র-মিউ: আর্টিকা-ইউ: ভেস্পা),

অত্যন্ত কুঞ্চিত-ত্বক এবং তদুপরে রসপীড়কা উদ্গত হয় এবং ঐ সকল পীড়কা হইতে রস নির্গলিত হইয়া মুষ্ক গাত্রে শুষ্ক হইয়া যায় এবং চিপিটিকা উপজিত করে (চেলিড্: ক্রোটন্-টিগ:) ; লিঙ্গমুণ্ডাবরক স্ফীত ; লিঙ্গমুণ্ড স্ফীত এবং অত্যন্ত ক্ষয়িতত্বকবৎ স্পর্শাসহ (কোর‍্যা-লীয়াম্-রুব:) ; শিশ্ন ও মুষ্কের উপর হইতে বড় বড় শল্ক উঠিতে থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজোস্রাব কালে চাপ চাপ মাংস খণ্ডের ন্যায় ঘনীভূত শোণিত নির্গত হয় (অ্যাপোসিন্: ষ্ট্র্যামোন্: ল্যাকে:)। প্রতি মাসে বাম অণ্ডাধার প্রদেশে অতীব্র বেদনা। ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক দিবস মাত্র প্রসব বেদনার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয় (আস্রাব আরম্ভ হইলেই ভাল হইয়া যায় = অ্যাষ্টিরীয়াস-রীউব. সিরীয়াম: অক্স্যাল্: ল্যাকে:)। আর্ত্তবস্রাব কালে যোনি ক্ষতযুক্ত বোধ হয়। ঋতু আরম্ভ হইবার তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে বাম স্তন মধ্যে ভয়ঙ্কর অস্ত্রবেধবৎ বেদনা (ঋতুর সময় স্তনমধ্যে বেদনা = কোণা: মার্ক: ফাইটো: ল্যাক্-ক্যান্:)। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন বাম স্তন মধ্যে সহস্র সূচ বিদ্ধ হইতেছে (কোণা: অ্যাষ্টি-রিউব: ফেল্যান্: ক্যাল্‌ী-কার্ব)। স্তন্য বেদনার বৃদ্ধি = বাম বাহু সম্মুখ দিকে প্রসারিত (ব্রাই:) বা বক্ষের উপর আনয়ন করিলে, টিপিলে, ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং সময়ে, রাত্রে ও শয়ন করিলে ; উপশম = দেহ সঞ্চালনে এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে। রোগিণী স্বীয় স্তন বাঁধিয়া রাখিতে বাধ্য হয়, ঝুলিয়া থাকিলে ব্যথা করে (বোধ হয় যেন ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইবে) এবং রোগিণী সেই জন্য হস্ত দ্বারা স্তন চাপিয়া ধরে (আয়োড: ক্যাষ্টর্-ইকীউআই ;) সোপানাবতরণ কালে রোগিণী হস্ত দ্বারা স্তন চাপিয়া ধরে = (ল্যাক-ক্যান্:) (ডা: ক্লার্ক:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাস্তম্ভ বা গ্রীবাতে ফিক্ ধরে (ফেরাম্-ফস্:—গ্রীবার উভয় পার্শ্বে ফিক ধরে = ন্যাট্-ফস্—পৃষ্ঠে ফিক্ বেদনা = ক্যাল্কে-ফস:)। গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থির ক্ষতপ্রবণতা, ঐ ক্ষত হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ কাল বর্ণ পূয নির্গত হয় এবং ক্ষত সকল ঘোর রক্তিমাবেষ্টিত প্রতীয়মান হইয়া থাকে (সাইলিশীয়া)। পৃষ্ঠ অত্যন্ত আড়ষ্ট বোধ হয় বাম পৃষ্ঠফলক তলে তীক্ষ্ণ বেদনা, ঐ বেদনা দেহ ভেদ করিয়া পঞ্জরে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (চিনোপোডিয়াই-গ্লকাই: ব্রাই: ক্যাল্মীয়া:)। শ্রোণিদেশে ঈষৎ ব্যথা ও ভারবোধ,—বিশেষতঃ হেঁট হইলে বা পাদচারণ কালে (পডো: সাইলি:—পাদচারণে ভয়ানক বৃদ্ধি হয় কিন্তু অনেকক্ষণ এক ভাবে চলিলে উপশম হয় = জিঙ্কাম্)। কটিস্তম্ভ,—মচকাইয়া যাওয়ায় বা ঠাণ্ডা লাগার জন্য। মণিবন্ধ গুল্ফ ও চরণ এত ব্যথা করে যে রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাত জনক আকর্ষণবৎ বেদনা, বিশেষতঃ মণিবন্ধে,—বেদনা অঙ্গুলিতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। বাম কফোণি ও স্কন্ধ সন্ধি মধ্যে বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি। উপবেশন বা শয়ন করিয়া থাকিলে বাম হস্ত অসাড় হইয়া যায়। হস্তাঙ্গুলির নখ সকল নীলবর্ণ। হস্ত স্ফীত ও ভারী বোধ হয়। দক্ষিণ উরুশিখর যেন মচকাইয়া বা সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভব (আর্ণিকা ; ইগ্নে: লাই: রাস্-টক্স:—খোঁড়াইয়া চলে = অ্যা-নাই:)। দক্ষিণ উরুর উপর উপর্য্যুপরি স্ফোটকোদ্গম (অ্যাসিড-নাই: ল্যাকে:)। গুল্ফ ও চরণ এত ব্যথা করিতে থাকে যে দাঁড়াইতে

বা চলিতে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়; অপরাহ্ণে বৃদ্ধি। সমগ্র দেহ স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে অসহনীয় উত্তেজনা অনুভূত হয়। বাম বাহু পদ ও দেহের বাম পার্শ্ব অসাড় এবং অবশ। সকল অঙ্গই ব্যথাযুক্ত। বাম পার্শ্বে শুইলে শ্বাসাল্পতা উপস্থিত হয় (এপীস্)। ধমন্যাদির মধ্য দিয়া যেন উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইতেছে এই রূপ অনুভব (রাস-টক্স আর্স্: বেল্: ক্যামো: মিডহ্নন্:)।

ত্বক।—গুটিকাময় প্ররোহিকা:,—রাত্রে অত্যন্ত কণ্ডুতির আবির্ভাব হয় এবং কণ্ডুয়নান্তে আমবাতের ন্যায় ডুমো ডুমো বাহির হইয়া যায়। গাত্র কণ্ডুতি ও পিপিলীকা সঞ্চলনবৎ "সড় সড়" অনুভূতি; উত্তাপ বা উত্তপ্ত জল প্রয়োগ করিলে উপশম হয়। ললাট, গ্রীবা ও বাহুদ্বয়ে উপর্য্যুপরি স্ফোটোকোদ্গম। রাত্রে মুখমণ্ডল ও জননেন্দ্রিয় প্রদেশে অত্যন্ত কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। বাহুদ্বয়ের অগ্রার্দ্ধে, মণিবন্ধে, করপৃষ্ঠে এবং হস্তের অঙ্গুলির গলিতে ও উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগুটী উদ্গত হয়; গুটী সকলের তলদেশ আরক্তিম ও স্ফীত; সন্ধ্যার পর শয়ন কালে এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে অসহনীয় কণ্ডুতির উদ্রেক করে; কণ্ডুয়নান্তে প্রতি রসগুটী হইতে বহুল পরিমাণে রস নির্গলিত হয়। গভীর ক্ষয়কারী এবং বিস্তৃতিপ্রবণ ক্ষত সকল হইতে পুতিগন্ধময় পুয নির্গলিত হয়। থাকিয়া থাকিয়া দেহে উত্তাপ আবির্ভাব হয়, যেন গাত্রের উপর দিয়া উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যানাক্: ক্লিম্যাট্: কমোক্লেডীয়া; রাস-টক্সিকো: ল্যাক্-ক্যান্: কোণা:; লাই: ক্যালী-আয়োড্: পল্সে: অ্যাসিড-নাই: র‍্যাণান্-বাল্বো:।

দোষঘ্ন।—কম্প, ব্রাইয়ো; ক্লিমে, র‍্যানঙ্কু; অ্যাসিড-নাইট্রী।

তুলনীয়।—সূচীবেধবৎ বেদনা—ক্যালি-কার্ব্ব:। সঞ্চরণশীল বেদনা—পল্স্:। বেদনা সহসা আইসে সহসা যায়—লাইকোপ:। জিহ্বার বেদনা—ক্যালি-আয়োড:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম। (বাহ্যপ্রয়োগ জন্য) মূল আরক।

রিসিনাস্ কমীউনিস্

(RICINUS COMMUNIS).

নামান্তর ও প্রস্তুতি।—এরণ্ড বীজ বা পত্রের অরিষ্ট।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অণ্ডনালীয় মূত্র; মুখে ক্ষত; বিসূচিকা; শিশুদিগের বিসূচিকা; অতিসার; রক্তামাশয়; উদ্ভেদ; পচনশীল ক্ষত; পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ; কামলা, অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—আক্ষেপিক বিসূচিকা রোগে ক্যাম্ফর যেরূপ উপযোগী, ডাঃ সালজারও অন্যান্য চিকিৎসকদিগের মতে উদরাময়-প্রধান বিসূচিকায় রিসিনাস্

সেইরূপ হিতকর। প্রাতঃস্মরণীয় ভিষকপ্রবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল ভাদুড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন যে বেদনাহীন বিসূচিকা রোগের প্রথমে ভেরেট্রামে ফল না পাইলে তিনি রিসিনাস্ ব্যবহার করিতেন। এতজ্জনিত উদরাময় অধিকাংশ স্থলে যন্ত্রণা রহিত হইয়া থাকে। ইহার কতিপয় প্রধান লক্ষণ এইঃ—প্রবল জ্বালাময়ী তৃষ্ণা; মুখে জল উঠে; প্রবল ও প্রচুর বমন; বমিত পদার্থ পিত্তরঞ্জিত এবং সূত্রবৎ শ্লেষ্মা মিশ্রিত; অন্ননালী ও পাকাশয় মধ্যে তীব্র জ্বালা সহযোগে ভয়ানক ভেদ ও বমন; যন্ত্রণারহিত বমন; পীতাভ হরিদ্বর্ণ পদার্থ বমন এবং ভয়ঙ্কর পেটবেদনা উদরোর্দ্ধ প্রদেশে টিপিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় এবং ঐ বেদনা নাভি ও কোঁকে পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া থাকে। মণ্ডবৎ বমন। পাকস্থলীর উপর বোধ হয় যেন একটী লৌহদণ্ড স্থাপিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য অস্থিরতা অনুভব। পেট হুড়হুড় গুড়গুড় করিতে থাকে এবং সমগ্র অন্ত্রমণ্ডলী বোধ হয় যেন একত্রে পিণ্ডীভূত হইয়া যাইতেছে। চালধোয়ানী জলের ন্যায় উপর্য্যুপরি ভেদ হইতে থাকে, শীতবোধ হয়। রক্তাক্ত তরল মলও নির্গত হইয়া থাকে। প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা কোন কোন স্থলে অল্প পরিমাণ, ঘোর পীতবর্ণ গাঢ় এবং অতিশয় লালাময় প্রস্রাব হইয়া থাকে। কণ্ঠস্বর বসা বসা বা বদ্ধ। হিমাঙ্গ অবস্থাতে ভেদ ও বমন সমভাব থাকে (ডাঃ সালজার বলেন হিমাঙ্গ অবস্থাতেও ভেদ ও বমন বর্ত্তমান থাকিলে রিসিনাস্ প্রয়োগ করিলে ফল হয় যদি পূর্ব্বে ঐ ঔষধ ব্যবহার না হইয়া থাকে)। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম কিন্তু গতির সংখ্যা স্বাভাবিক; মণিবন্ধে নাড়ী প্রায় পাওয়া যায় না; অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের পেশী সকল প্রবল আকর্ষণের অধীন হইয়া থাকে। চক্ষু শিবনেত্র বা উর্দ্ধাকৃষ্ট-তারকা হইয়া থাকে। দেহ হিমবৎ শীতল এবং ললাট বা রগে শীতল ঘর্ম্ম; মুখমণ্ডল শোণিতশূন্য এবং ত্বক্ কুঞ্চিত। বিসূচিকান্তে পাণ্ডুরোগাধিকারে, দেহ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত অকালে ঋতুর আবির্ভাব হয় এবং অত্যধিক স্রাব হইয়া থাকে। প্রচুর প্রদরাস্রাব। স্তন্যপায়ী শিশুমতীদিগের স্তনে দুগ্ধের অভাব (অ্যাগ্নাস্; অ্যাসাফিটিডা)। স্তনদ্বয় অত্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং স্ফীত হইয়া উঠে; বগলের গ্রন্থি ব্যথান্বিত ও স্ফীত হয় এবং বেদনা বাহু দিয়া নামিয়া আইসে। স্তন হইতে জলবৎ পদার্থ স্রাব (রিসিনাস্ প্রয়োগান্তে ঐ জলবৎ পদার্থ ক্ষীরত্ব প্রাপ্ত হয়)। ইহা সেবনে যে সকল রমণীর স্তন বহুকাল শিশু পান করে নাই তাহাদিগের স্তনেও দুগ্ধ আইসে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ইউফর্বীয়া-করোলেটা; ক্রোটন্-টিগ্লীয়াম্; য্যাট্রোফা; অ্যাগ্নাস্; অ্যাসাফিটিডা।

তুলনীয়।—ফ্যানের মত মল—ক্যাম্ফ: জ্যাট্রফা:। স্তন্যস্রাব—অ্যাগ্নস: অ্যাসফিট: সল্ফ:।

শক্তি।—৩য় শততমিক হইতে ১২ শততমিক ক্রম।

রোবিনীয়া

(ROBINIA).

নামান্তর।—রোবিনীয়া সিউড্-অ্যাকাসিয়া।

প্রস্তুতি।—তাজামূলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অম্লরোগ ; সর্দ্দি ; অজীর্ণতা ; আধ্মান, শিরঃপীড়া ; পাকাশয়িক ; ব্যাধিশঙ্কা ; সবিরাম জ্বর ; স্নায়ূশূল , মুখদিয়া জল উঠা ; আম্বাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—অম্ল রোগে উপকারিতার জন্য ইহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং রাত্রে বৃদ্ধি ইহার প্রধান নির্ণায়ক:লক্ষণ। পাকস্থলীর অম্লজনন-প্রবণতা এবং যাহা বমিত হয় তাহা এত অম্লরস যে দন্ত সকল তৎসংস্পর্শে টকিয়া যায় ; উদ্গারের সহিত কণ্ঠ মধ্যে অত্যন্ত অম্লরস উত্থিত হয় ; শিশু অম্লগন্ধ মলত্যাগ করে, তাহার গাত্রে অম্লগন্ধ এবং সে অম্লাক্ত দুগ্ধ বমন করে। রাত্রে শয়নান্তে বুক জ্বালা ও অন্যান্য অম্ল রোগ লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া রোগীকে নিদ্রা যাইতে দেয় না। এতদ্ব্যতীরেকে বাম রগে প্রচণ্ড স্নায়ুশূল,—রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না ; পাকস্থলী মধ্যে ভারবোধ ও বেদনা ; নিরন্তর ললাটদেশীয় শিরোবেদনা ; মুখের স্নায়ুশূল, বেদনা চক্ষু ও ললাট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং ত্বক ও হনুদ্বয়কে সাটিয়া রাখে ; হনুদ্বয় বোধ হয় যেন সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে ; ইত্যাদি কয়েকটীও ইহার ক্রিয়া ফল। ইহা দ্বারা পশ্চাল্লিখিত কতিপয় ভ্রমজ্ঞানও উৎপন্ন হইয়া থাকে ; মস্তিষ্ক যেন চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে ; যেন করোটি মধ্যে জল ফুটিতেছে ; যেন মস্তক সঞ্চালন মাত্রে মস্তিষ্ক করোটী গাত্রে আসিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে ; যেন পাকস্থলী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে ; অসাড়ে মল নিঃসরণ সহকারে বোধ হয় যেন সমগ্র দেহ মলের সহিত চলিয়া যাইবে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—গা টলমল করে এবং বিবমিষা অনুভূত হয়। মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে পারে না। নিরন্তর অতীব্র ললাটদেশীয় শিরোবেদনা, মস্তক অত্যন্ত ভার-বোধ হয় এবং সঞ্চালনে ও অধ্যয়ন করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (ন্যাট-মিউ: ক্যাল্‌কে: লিসিন্: ফাইজস্:)। প্রচুর নাসাসর্দ্দি স্রাব এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহযোগে অতীব্র শিরোবেদনা (সীপা: ইউফ্রেসীয়া) এবং শঙ্খ মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা। অবিচ্ছিন্ন শিরোবেদনা,—বোধ হয় যেন করোটী মধ্যে জল ফুটিতেছে ; (যেন মস্তক গরম জলে নিমজ্জিত রহিয়াছে = সীপা) মাথা নাড়িলে মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন করোটী গাত্রে আসিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে (আর্স:)। স্নায়বিক শিরোবেদনা, বাম শঙ্খ বা রগে ; রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না (বেলা বারটা হইতে রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত = পলিপোরাস্: শেষ রাত্রি ৪ টার সময় কমিয়া যায় = ক্যালী-সায়ানেটাম্)। অম্লসহ সবমন শিরোবেদনা।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখের স্নায়ুশূল,—বেদনা চক্ষু, ললাট, কর্ণ ও দন্তে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। বোধ হয় যেন হনুদ্বয় সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে, বাম পার্শ্বগত মুখের স্নায়ুশূল (য়াস)। মুখ অত্যন্ত টকিয়া যায় (আর্জেণ্ট-নাই: ইগ্নে: নক্স; ফস্:)। মুখমধ্যে, বিশেষতঃ কীটভুক্ত দন্তে, জ্বালা ও অস্ত্রবেধবৎ যন্ত্রণা; বেদনা কপাল, চক্ষু এবং শঙ্খ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; বৃদ্ধি =রাত্রে এবং খাদ্যাদি সংস্পর্শে; বিশেষতঃ যদি ঐ খাদ্য শীতল বা মসলা দেওয়া হয়। সান্তর বা ছিদ্রানুময় এবং শোণিতপাতপ্রবণ-মাড়ীর উপরিস্থিত দন্তের মূল সকল শিথিল হইয়া যায়; জিহ্বা শ্বেত লেপাচ্ছন্ন এবং অগ্রভাগ আরক্তিম। উদ্গারের সহিত উদ্গীরিত অম্লরস সংস্পর্শে দন্ত সকল টকিয়া যায় (অ্যাসিড-সল্ফ:)।

পাকস্থলী।—উদ্গারের সহিত গল মধ্যে অম্লরস উত্থিত হয় (কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: ইগ্নে: লাই: ম্যাগ-কার্ব্ব: ন্যাট-মিউ: নক্স:-ভম্: ফস্: সল্ফ: অ্যা-সল্ফ:)। বিবমিষা সহ অপর্য্যাপ্ত অম্ল রস বমন হয়; অপরাহ্নে কিয়ৎ কাল অন্তর এইরূপ বমন হইয়া থাকে; প্রচণ্ড বমন আবির্ভূত হয় এবং ভেদ হইয়া থাকে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা; পাকাশয় মধ্যে দিবারাত্র তীক্ষ্ণ বেদনা; পাকাশয় ভার এবং তন্মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইয়া থাকে। পাকাশয় ও পিত্তকোষ প্রদেশে জ্বালা অনুভূতি। অম্লাজীর্ণ রোগে পাকস্থলী মধ্যে নিরন্তর ভার বোধ হয় এবং কণ্ঠ মধ্যে উদ্গারের সহিত অম্ল উত্থিত হয় এবং কখন কখনও বমন হইয়া থাকে। যাহা আহার করে তাহা জীর্ণ হয় না এবং বক্ষের আক্রান্ত পার্শ্ব হইতে পৃষ্ঠ ফলকের শিখর দেশে পর্য্যন্ত যেন অস্ত্র বা শৃঙ্গী মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। অতিশয় অম্লরস বমিত হয় (পাকাশয়ের কর্কট রোগে এই লক্ষণ থাকিলে উল্লিখিত ভেষজদ্বারা তাহার প্রশমন সাধিত হয়,—কণ্ডীউবাঙ্গো: হাইড্রাষ্ট: ফস্:)। পাকস্থলী ও পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে জ্বালা করিতে থাকে। অজীর্ণ রোগাধিকারে আহারান্তে পাকস্থলী মধ্যে বোধ হয় যেন নিরন্তর মুচড়াইতেছে (চেলিড:); এবং এই বেদনা, কটিবেদনা, আবল্য প্রভৃতি যন্ত্রণা বশতঃ রোগী একবারে অধিক আহার করিতে পারে না। পাকস্থলী মধ্যে যাহা প্রবিষ্ট হয় তাহাই অম্লে পরিণত হয় (ক্যাল্:ক:)। উঠিয়া বসিলেই গা বমি বমি করে এবং বমনোদ্রেক হয়।

অন্ত্রাশয়।—পাক ও অন্ত্রাশয় মধ্যে ছেদনবৎ যন্ত্রণা এবং অন্ত্রকূজন। উদর অত্যধিক আধ্মানবায়ু পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে,—উদরাধ্মান; আধ্মানবায়ু নিঃসরণান্তে উপশম বোধ হয়। নড়িলে বা টিপিলে উদরে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়।

মল।—মলবেগান্তে কেবল মাত্র বায়ু নিঃসৃত এবং অবশেষে কঠিন মল নির্গত হয়। শিশু অম্লগন্ধ মলত্যাগ করে, তাহার গাত্র হইতে অম্লগন্ধ নির্গত হয় এবং সে অম্লাক্ত দুগ্ধ বমন করে (ম্যাগ-কার্ব: রিউম: ক্যাল্কে: কলোষ্ট্রাম: আইরিস্-ভার্সি: পল্সে:)। মলতারল্য,—মল পীত বা হরিদ্বর্ণ, জ্বালাজনক এবং স্নায়বিক উত্তেজনা, আবল্য, শীতল ঘর্ম্মোদ্গম ও শ্বাসকৃচ্ছ্র সংযুক্ত; কিম্বা অত্যন্ত কুন্থনসহ তরল, কালবর্ণ, দুর্গন্ধ মল নির্গত হয়; কখন বা (অধিকাংশ স্থলে অসাড়ে) উপর্য্যুপরি ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, জলবৎ মল নির্গত হইয়া থাকে; মলত্যাগ কালে

রোগীর বোধ হয় যেন তাহার সমস্ত দেহ মলের সহিত নির্গত হইয়া যাইবে। হঠাৎ ভেদ বমন আরম্ভ হয়। দৈনিক মল চটচটে এবং পিত্তরঞ্জিত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয়; স্রাব কালবর্ণ (ল্যাকে: পল্সে: সাইক্লেম: ইগ্নে: ক্যালী-নাই: প্লাট: ম্যাগ-কার্ব: স্যাঙ্গিউইন্:)। ঋতু নিবৃত্তি কালে শোণিতস্রাব, তৎসহ পূযবৎ প্রদরস্রাব (সিপীয়া)। কামোন্মাদ (ল্যাকে ফস: অরিগেনাম)। প্রদর স্রাব শ্বেতাভ বা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ; বা পীতাভ, গাঢ় এবং ত্বকক্ষয়কারক; পূযবৎ। জরায়ু গ্রাবা অনমনীয় ও স্ফীত হইয়া উঠে, অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয় এবং রোগিণী শয্যাগত হইয়া পড়ে। অত্যন্ত ত্বকক্ষয় কারক, পীতাভ এবং অতিশয় দুর্গন্ধময় প্রদরস্রাবসহ যোনি মধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা অনুভূতি। জরায়ু অত্যন্ত স্ফীত ও অনমনীয়। যোনি বহির্দ্দেশে ও যোনিদ্বারের উপর বিচর্চ্চিকাবৎ উদ্ভেদ বাহির হইয়া থাকে (ল্যাক্-ক্যান্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরলোপ,—ফুসফুস চাপিয়া না ধরিয়া কথা কহিতে পারে না এবং চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলে তাহা কেবল মাত্র দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় অস্পষ্ট শব্দে পর্য্যবসিত হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—যেন রোগী কতকাল যাবত ভয়ানক উদরাময় ভোগ করিতেছে, তাহার মূর্ত্তি ও প্রত্যঙ্গাদি এইরূপ অস্থিচর্ম্মসার প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার উদরাময় হয় নাই। অবসন্নতা,—বিশেষতঃ শয়িত অবস্থা হইতে রোগীকে তুলিয়া বসাইতে গেলে। শিশুর হস্ত ধারণ করিলে সে রোদন করিতে থাকে। অতি বিচিকিৎস্য রকমের শীতপিত্ত বা আম্বাত দ্বারা আপাদ মস্তক আচ্ছন্ন হইয়া যায় (আর্টিকা: রাস: এপীস: ষ্ট্যাট-মিউ:)। সমস্ত রাত্রি উপর্য্যুপরি হাঁচি বশতঃ রোগী নিদ্রা যাইতে না পারায় ছট্‌ফট্ করে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কোনা; কলোষ্ট্রাম্; লাই: নক্স-ভম্: আইরিস্-ভার্সি: ম্যাগ-কার্ব: পল্সে: রাস-টক্স:।

তুলনীয়।—স্নায়ুশূলে—আর্স চায়না:। আধ্মানে—চায়না: কার্ব্বো-ভেজি: লাইকোপ:। পুথা মল বেগ—নক্স-ভম্:। পাকাশয়িক মাথাব্যথা—আইরিস:। হৃৎপিণ্ডে—কেনী:। কণীনিকা—বেলাড.।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, বিশেষতঃ আহার্য্য দ্রব্যাদির স্পর্শে (দন্তশূল); আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে; অধ্যয়ন করিলে: শয়ন করিলে; শয়িত রোগীকে তুলিয়া বসাইতে গেলে; রাত্রে এবং মেদময় দ্রব্যাদি, কুল্পিবরফ, টাট্‌কা রুটী, কপি প্রভৃতি ভক্ষণ করিলে।

উপশম।—আধ্মান নিঃসরণান্তে।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

———

রাউমেক্স ক্রিস্পাস্

(RUMEX CRISPUS).

নামান্তর।—ইয়োলো ডক্।

প্রস্তুতি।—তাজা মূলের রস হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গর্ভস্রাব; স্বরবদ্ধ; হাঁপানি; অন্ত্রকূজন; শ্বাসনলী প্রদাহ, সর্দ্দি; কাসি; কড়া; অতিসার; অজীর্ণতা; নাক দিয়া রক্তপড়া; পায়ে বেদনা; পাকাশয় শূল; হৃৎপিণ্ডে বেদনা; অজীর্ণতা; উত্তেজনা; মুখে ক্ষত; মুদা রোগ; যক্ষ্মার কাসি; আমবাত; গলক্ষত; গলনলীর পীড়া; আমবাত, ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শুষ্ক কাসির পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; কণ্ঠাভ্যন্তরে নিরন্তর কণ্ডুয়ন জনিত শুষ্ক, বিরক্তি জনক কাসি; শুষ্ক অবসাদজনক নিরবচ্ছিন্ন কাসি, বৃদ্ধি=বায়ু বা গৃহ পরিবর্ত্তনে; সন্ধ্যার সময় শয়ন মাত্রে; কণ্ঠনলীর বহির্ভাগের উর্দ্ধাংশ স্পর্শ বা নিষ্পেষণ মাত্রে; বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, কিম্বা কণ্ঠমধ্যে শীতল বায়ু প্রবেশ মাত্রে। রোগী দেহ উষ্ণ করিবার জন্য শয্যাবস্ত্র দ্বারা আপাদ মস্তক আবৃত করে। গয়ার অতি সামান্য বা আদৌ উঠে না; শ্বাস প্রশ্বাসের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইলেই কাসির উদ্রেক হয়। কণ্ঠ মধ্যে বোধ হয় যেন কি গুচ্ছবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; ঢোক গিলিলে নামিয়া যায় কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার স্বস্থানে উপস্থিত হয়। কাসির সময় স্বরনলী ও বায়ুনলীর অভ্যন্তর ক্ষয়িতত্বকবৎ মনে হয়। বায়ু-সংস্পর্শ কাতরতা,—রোগীর গৃহবাহিঃস্থ বায়ু আদৌ সহ্য হয় না; তাহার স্বর বদ্ধ হইয়া যায়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় বা শৈত্য সংস্পর্শে ইচ্ছামত স্বর উচ্চ বা নীচ হয় না। কাসিলে অসাড়ে মূত্র নিঃসৃতঃ হয়। প্রাতে উদরাময়, প্রভাত ৫টা হইতে বেলা ১০টার মধ্যে বৃদ্ধি; মল,—যন্ত্রণা রহিত, অপর্য্যাপ্ত এবং দুর্গন্ধ; হঠাৎ প্রবল বেগ উপস্থিত হয় এবং শয্যা ত্যাগ করিয়া দৌড়াইয়া পায়খানায় গমন করে। গাত্রাবরণ উন্মোচনান্তে বা শীতল বায়ু সংস্পর্শ মাত্রে সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গে) অত্যন্ত কণ্ডুতির উদ্রেক হয়; উত্তাপ প্রয়োগে=বৃদ্ধি।

লক্ষণাবলী।

মন।—চিত্ত বিষণ্ণ; মূর্ত্তি গম্ভীর; আত্মহত্যা প্রবণ ভাব; ক্রোধন স্বভাব। কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক (নক্স; ফস্: ষ্ট্যাফাই: কোণা: স্কীলা; মিঢ়হ্বন্)।

মস্তক।—ভয়ঙ্কর উদ্বেগ জনক স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোবেদনা। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে শূলবেদনাবৎ বা বিদ্ধকারী বেদনা (ক্যালী-বাই:); কর্ণকূজন।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয় যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা (লাই: সল্ফ:); অক্ষিপুট প্রদাহান্বিত, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। চক্ষুমধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব (ইউপেট: হ্যামা; কর্ণাস্; গ্লোন: ল্যাকে:)। বাম চক্ষুমধ্যে এবং উর্দ্ধাংশে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব, ভয়ঙ্কর হাঁচি এবং রন্ধ্রমধ্যে যন্ত্রণাজনক উত্তেজনা। নাসারন্ধ্র রুদ্ধ বোধ হয়। নাসারন্ধ্র এমন কি পশ্চান্নাসা পর্য্যন্ত শুষ্ক বোধ হয় (কচ্চীয়া: লাই:)। নাসাপরিস্রাব, রন্ধ্র হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে (ক্যালী-আয়োড: এল্যান্থ: অ্যানাক্: ব্যাডী: ব্রাই: স্যাঙ্গিউ সিপী:); বৃদ্ধি= সন্ধ্যার পর ও রাত্রে (সীপা; জিঙ্কাম্; ক্যালী-কার্ব্ব: ক্লোরাম্)। নাসা পশ্চাদ্রান্ধ্র দিয়া গলমধ্যে পীত শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় (ন্যাট-ফস্:)। ভয়ানক সর্দ্দি সহ সর্দ্দিজ জ্বর এবং তদন্তে বায়ুনলীভুজপ্রদাহ (স্যাঙ্গিউইন্: সেনেগা; লাই:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত ও আরক্তিম; বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়; তৎসহ অতীব্র শিরোবেদনা; সমস্ত দেহে দপদপানি অনুভূত হয় (ক্যালী-কার্ব:)। প্রাতে মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু। জিহ্বা ও মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক; জিহ্বা বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে (আইরিস: সাইমেক্স:; স্যাঙ্গিউ: ভেরেট্-ভির্: লরো:)। জিহ্বা শ্বেত, পীত-কপিশ বা কপিশ বা রক্তিমাভ-কপিশবর্ণ লেপাচ্ছন্ন। প্রত্যহ একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হঠাৎ স্বর পরিবর্ত্তন; কাসি অধিকারে স্বর পরিবর্ত্তন।

গলমধ্য।—কণ্ঠাভ্যন্তরের উর্দ্ধাংশ হইতে শ্লেষ্মা নির্গলন ও কণ্ঠাভ্যন্তর মধ্য ক্ষয়িত-ত্বকবৎ অনুভূতি। কণ্ঠমধ্যে বোধ হয় যেন কি একটা গুচ্ছবদ্ধ বা জড়িত হইয়া রহিয়াছে (ইগ্নে: কষ্টি: সীপা ক্যালী-কার্ব: লিডাম্; সিপীয়া); কাসিলে বা গলাধঃকরণ করিলে অপসারিত হয় না (অ্যাসিড-ল্যাক্টি:—অপসারিত হয়=ক্যালী-বাই:); ঢোক গিলিলে নামিয়া যায় কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে উপস্থিত হয় (ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্:)। জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় মধ্যে গাঢ় জমাট আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া তালুমূল ব্যথা করে।

পাকস্থলী।—আহারান্তে পেট ফুলিয়া উঠে; পাকাশয় বা উদরোর্দ্ধ প্রদেশ ভারবোধ হয়; বাম স্তন মধ্যে ব্যথা করিতে থাকে; পাকস্থলী আধ্মান বায়ুপূর্ণ হয় এবং তন্মধ্যে চাপবোধ হইতে থাকে। "পাকাশয় শূল,=উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে শূলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পরিপূর্ণ ও ভারবোধ হয় এবং এই অনুভূতি কণ্ঠদ্বার পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; প্রতিবার ঢোক গিলিলে ঐ পূর্ণতা নামিয়া যায় কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে পুনরাবির্ভূত হয়; আহারান্তে পাকাশয় ভার বোধ হয় এবং আধ্মানাধিক্য বশতঃ স্ফীত হইয়া উঠে; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শলাকাবেধ বা ছেদনবৎ বেদনা, একটু নড়িলেই বৃদ্ধি হয়।" মলতারল্য; উদরাময় আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে রাত্রে বিবমিষা অনুভূতি। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা বক্ষ-মধ্যে সঞ্চারিত হয়, বামবক্ষে বেদনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বোধ হয়, ঈষৎ বিবমিষা এবং ললাটে অতীব্র বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব, ভার বোধ ও শ্বাসরোধ জনক বেদনা, বেদনা—দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়; পরিহিত বস্ত্র অত্যন্ত আঁট বোধ হয়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অবসাদ অনুভূতি, কথা কহিলে বৃদ্ধি হয়; রোগী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করে (অ্যাগার: ইগ্নে: ল্যাকে: সল্ফ:)।

অন্ত্রাশয়।—নাভিতলে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণান্তে

কথঞ্চিৎ উপশম হইয়া থাকে; কিছু আহার করিবার অনতিপরেই আধ্মান উৎপন্ন হয় এবং পেট ব্যথা করিতে থাকে। কোঁকের মধ্যে (বিশেষতঃ বাম) বেদনা, কাসিলে (ড্রোসেরা; হায়ো: সল্‌ফ:), দ্রুত পাদচারণে (ক্যালী-বাই:) কিম্বা দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে (লাই:)। দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে উদর মধ্যে বেদনার আবির্ভাব বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে:); উদর অনমনীয় ও ভার বোধ হয় এবং সময়ে সময়ে "কুলকুল" করিয়া ডাকিতে থাকে। প্রভাতে পেট বেদনা করিয়া মল তারল্যের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ শয্যাত্যাগান্তে পেট ব্যথা করিয়া তরল মল নির্গত হইয়া থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—মলতারল্য বা উদরাময়—মল যন্ত্রণা রহিত, দুর্গন্ধ এবং অপর্য্যাপ্ত কপিশ বা কালবর্ণ এবং অত্যন্ত তরল বা জলবৎ; বাহ্যের পূর্ব্বে পেট ব্যথা করিতে আরম্ভ হয়; মলত্যাগের পূর্ব্বে, হঠাৎ (রাত্রে ৪ টার সময়) বেগ উপস্থিত হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং রোগীকে দৌড়াইয়া পায়খানায় যাইতে হয় (অ্যালো: ন্যাট-সল্‌ফ:), ইহার সহিত কণ্ঠমধ্যে কণ্ডুতিজনিত কাসি বর্ত্তমান থাকে এবং ঐ কাসি রাত্রে বৃদ্ধি হয়। সময়ে সময়ে আবির্ভাব-শীল বহুকালের উদরাময়, বৃদ্ধি=প্রভাত ৫টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত। মলকাঠিন্য,—মল কঠিন, আঁটিল, কপিশবর্ণ; সহজে নির্গত হয় না। মল দ্বারে কণ্ডুতি অনুভূত হয় এবং দুর্গন্ধ আধ্মান বায়ু নিঃসৃত হইতে থাকে। মলদ্বারে বোধ হয় যেন ভিতর হইতে একটা কাষ্ঠশলাকা ঠেলিতেছে। মলতারল্যাধিকারে পেট ডাকিতে থাকে, গা বমি বমি করে এবং খাইতে ইচ্ছা থাকে না; জলের স্রোতের ন্যায় বেগে মল নির্গত হইতে হইতে হঠাৎ থামিয়া যায় এবং তখন আর বেগ থাকে না; কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইলে আবার বেগ অনুভূত হয় এবং পুনশ্চ বসিলে আবার ঐরূপ স্রোতের ন্যায় তরল মল নির্গত হইতে থাকে। অর্শ,—মলদ্বারে উত্তাপ ও উত্তেজনা সহ বোধ হয় যেন তন্মধ্যে কি একটা পদার্থ রহিয়াছে; বলি বহির্গত হইয়া পড়ে।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠে বা স্বরনলী মুখে গাঢ় আঠার ন্যায় কফ সঞ্চিত হয় এবং রোগী তাহ পুনঃ পুনঃ তুলিবার চেষ্টা করে (হাইড্রাষ্ট: কষ্টি: গ্র্যাফ: ক্যালী-বাই:)। স্বরভঙ্গ,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় (কার্ব্বো-ভেজি: কার্ব্বো-অ্যান; ফস্: গ্র্যাফ: আর্জেণ্ট: সিন্নাবার:); কখন কি রকম স্বর নির্গত হয় তাঁহার স্থিরতা নাই। কাসিলে স্বরনলী ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব (কষ্টি: ব্রাই: পল্‌সে: ফস্:)। শ্বাসকৃচ্ছ্র,—রোগীর পুনঃ পুনঃ বোধ হয় যেন তাহার এই শ্বাসপ্রশ্বাসই শেষ, আর শ্বাস লইতে পারিবে না (এপীস্:)। শ্বাসরোধোপক্রম;—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পর্য্যন্ত এইরূপ বোধ হয়; যেন গাঢ় শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং যেন ঐ শ্লেষ্মা কাসির সহিত উত্থিত হওয়া প্রয়োজন, এইরূপ মনে করিয়া রোগী নিরাশ হইয়া পড়ে,—এমন কি তাঁহার আত্মহত্যা করিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিতে ইচ্ছা হয়; প্রকোপান্তে রোগী অবসন্ন ও শয্যাগত হইয়া পড়ে এবং রোদন করে। ভগ্নস্বর, ঘঙঘঙে কাসি; প্রতি রাত্রে ১১টার সময় এবং শিশুদিগের রাত্রি ২টা ও ৩টার সময় প্রকোপ আবির্ভূত হয়। বুকাস্থির মধ্যাংশের পশ্চাতে ব্যথা অনুভব। নিরবচ্ছিন্ন, ক্লান্তিজনক, শুষ্ক কাসি,—কণ্ঠমূলে কণ্ডুয়ন জনিত,—এই কণ্ডুয়ন বুকাস্থির পশ্চাদ্দেশে ও পাকস্থলীতে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে; কাসিলে

স্বরনলীর অভ্যন্তর ও বুকাস্থির পশ্চাদ্দেশ ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভব হয়; জত্রাস্থিতল ক্ষতযুক্ত বোধ হইয়া থাকে; পাকাশয় ব্যথা যুক্ত এবং বাম ফুস্‌ফুস্ মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। কাসির বৃদ্ধি=গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিলে (ফস্: স্পঞ্জীয়া); শ্বাসপ্রশ্বাসের কিছুমাত্র ব্যত্যয় সংঘটিত হইলে; সন্ধ্যার পর শয়নান্তে (ক্যালী-কার্ব: পলসে:); বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে (লাই: প্যারিস্; ফস্: রস:); কণ্ঠবহির্দ্দেশ স্পর্শ করিলে বা টিপিবা মাত্র (ষ্ট্র্যামোন্), ঈষৎ মাত্র শীতল বায়ু কণ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই কাসির বৃদ্ধি হয় এবং সেই জন্য বায়ু উষ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে শয্যাবস্ত্র দ্বারা স্বীয় দেহ আপাদ মস্তক আবৃত করে (দেহের কোন অংশ অনাবৃত হইবামাত্র কাসি আইসে=হিপার)। কাসিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিতে গেলে স্বরনলী ক্ষতযুক্ত বোধ হয় ও জ্বালা করিতে থাকে; পরে বাম বায়ুনলিভুজমধ্যে ঐরূপ জ্বালা ও ক্ষয়িত ত্বকবৎ অনুভূতি জনিত হয়। শৈত্য সংস্পর্শান্তে স্বর লোপ (কষ্টি: ফাইটো: সেনেগা; জ্যাম্বুক্-জাইলান্)। শুষ্ক, আক্ষেপিক কাসি,—হুপকাসির প্রথমাবস্থার ন্যায়, কাসির পূর্ব্বে কণ্ঠমূলে কণ্ডুতির উদ্রেক হয় বা পিট্‌পিট্ করিতে থাকে; কাসির বৃদ্ধি=শয়নের ২।৪ মিনিট পরে। গয়ার অতি সামান্য। ক্ষয়কাস রোগীর নৈশ কাসি। শ্বাসরোগাধিকারে সময়ে সময়ে ভয়ানক শ্বাসরোধক কাসির প্রকোপ আবির্ভূত হয়; বিশেষতঃ রাত্রি ২টার সময় (কোডিইনাম্; ড্রোসেরা), জত্রাস্থিতলে বেদনা বোধ হউক বা না হউক। শ্বাসরাহিত্য অনুভূতি,—যেন ফুস্‌ফুস্ মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে না, বহু উচ্চ স্থান হইতে বেগে পতনাবস্থায় যেরূপ শ্বাসরোধোপক্রম অনুভব হইয়া থাকে। ক্ষয়কাস রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা (ড্রোসেরা; ষ্টীক্টা;—সুরাপায়ীদিগের হাঁপানি=মিফাইটীস্)।

বক্ষ।—উভয় ফুস্‌ফুসের উর্দ্ধাংশের সম্মুখে ব্যথা করিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের নিকটে বাম বক্ষে জ্বালা ও সূচী বা হুলবেধবৎ বেদনা, স্তনবৃন্তের দুই ইঞ্চি উর্দ্ধে ও বামাংশে; বৃদ্ধি= দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে এবং চিৎ হইয়া বা বাম পার্শ্বে শয়নান্তে; উপশম—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে। বাম বক্ষে হঠাৎ জ্বালা অনুভূত হয়,—রাত্রে শুইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে। বাম স্তনবৃন্তের কিঞ্চিন্নিম্নে কণ্ডুতির ন্যায় অনুভূতি এবং তৎপরে স্তনতলে কণ্ডুতি, পৃষ্ঠে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনার আবির্ভাব হয়। দক্ষিণ বক্ষে জ্বালা ও বিদ্ধকারী বেদনা। বাম কক্ষের নিকটে তীক্ষ্ণ বেদনা। শ্বাস প্রশ্বাস কালে পাকাশয়ের পশ্চাতে ক্ষয়িতত্বক বা ক্ষত-যুক্তবৎ অনুভূতি। কণ্ঠ হইতে কফ নিঃসারণ কালে উভয় জত্রাস্থি তলে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা। মধ্যাহ্ন কালে বাম বক্ষ মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতেছে এইরূপ বেদনা,—প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয়। বাম বক্ষের পেশীর বাত রোগ; রাত্রে শয়ন কালে=বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের গতি বোধ হয় যেন হঠাৎ স্থির হইয়া গেল (সাইকীউটা; অরাম্; জেল্‌সি; সিপীয়া; আর্জেণ্ট-নাই; চিনিন্-আর্স: লিলীয়াম্-টাই: ট্যারেণ্ট: ডিজিট:—গর্ভাবস্থায়=আর্জেণ্ট-মেট:) এবং তৎপরে সমগ্র বক্ষমধ্যে প্রবল দপদপানি অনুভূত হয় (তৎপরে একটী প্রবল আঘাত করিয়া স্বাভাবিক গতি অবলম্বন করে=অরাম্)। হৃৎপিণ্ড

প্রদেশে জ্বালা (আর্স: আর্জেন্ট-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: পল্সে: অ্যানাষ্থি: অরাম-মিউ: লিসিন্:—হৃৎশূলাধিকারে ক্যালী-কার্ব:)। হৃদ্‌প্রদেশে স্থূল (তীক্ষ্ণ নহে) বেদনা ; শুইয়া দীর্ঘশ্বাস গ্রহণান্তে বৃদ্ধি হয়। হৃৎপিণ্ড ব্যথা করে এবং গ্রীবাদেশীয় ধমনীদ্বয় ও সমগ্র দেহ মধ্যে এত প্রবল দপদপানি হইতে থাকে যে শয্যা পর্য্যন্ত কম্পিত হয় ; শ্বাসকৃচ্ছ্র, বৃদ্ধি=শয়নান্তে (অ্যাণ্ট-টার্ট: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-নাই: ল্যাকে: নাষা ; ফস্: প্লাম্: স্পঞ্জী:) ; রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় (অ্যাণ্ট টার্ট ; ব্রোম্: বীউফো ; মার্ক: আর্স: আয়োড: এপীস্ ; ফস্: ট্যাবাক্: সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়=সীড্রন) ; মুখমণ্ডল আরক্তিম, স্ফীত, বিশেষতঃ চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম, জ্যোতিঃহীন। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত, বিশেষতঃ সোপানারোহণ কালে। হৃৎপ্রদেশে তীক্ষ্ণ হুলবেধবৎ বেদনা,—ঐ বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠফলকের শিখরদেশ যাইয়া আবির্ভূত হয় এবং রোগীর পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে বেদনার বৃদ্ধি বোধ হয়।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ এবং মনে হয় যেন অধিকক্ষণ বেগধারণ করিতে পারিবে না। কাসিলে অসাড়ে মূত্র স্রাব (স্কীলা ; ভেরেট:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—বোধ হয় যেন কর্ণতল দিয়া গ্রীবার চতুর্দ্দিকে একটী সূত্র দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে তৎসহ ঈষৎ কর্ণকূজন, দক্ষিণ উরুশিখর ও ত্রিকাস্থির সন্ধিস্থলে জ্বালা ও ক্ষতান্বিত ভাব। অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে ব্যথা করিতেছে এইরূপ বোধ হয়। দক্ষিণ উরুশিখরের পশ্চাতে সূচীবেধবৎ বেদনা,—রোগী খোঁড়াইয়া চলে। দাঁড়াইলে জানুপ্রদেশে যেন সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরক্তিম পীড়কাকীর্ণ হইয়া থাকে পদাঙ্গুলির কদর (কড়া) মধ্যে যেন হুল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। শীতল বা গৃহবহিঃস্থ বায়ু সহ্য হয় না।

ত্বক।—দেহের নানা স্থানে, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গে, কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় ; বৃদ্ধি=বস্ত্র উন্মোচন কালে (ড্রোসেরা, অ্যাসিমিনা-ট্রাই: ক্যাক্টাস্)। গা পিট্‌পিট করে ; বৃদ্ধি=শৈত্য সংস্পর্শে (মার্ক: সাল্ফ: ট্রেলীউরীয়াম্) রসগুটীর ন্যায় কণ্ডুতিজনক উদ্ভেদ ; বৃদ্ধি=বস্ত্র উন্মোচনে এবং শীতল বায়ু সংস্পর্শে (হিপার ; ন্যাট-সাল্ফ: ওলীয়্যাণ্ডার)।

বৃদ্ধি।—শৈত্য বা শীতল বায়ু সংস্পর্শে ; বস্ত্রাদি উন্মোচন কালে ; একগৃহ হইতে গৃহান্তরে বা গৃহ বহির্দ্দেশে গমন করিলে ; চিৎ হইয়া বা বাম পার্শ্বে শুইলে ; কথা কহিলে ; দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে ; পাদাচারণে ; সন্ধ্যার পর এবং রাত্রে ; শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন প্রকার ব্যত্যয় হইলে (ফস্:) এবং আহারের সময় ও পরে।

উপশম।—উত্তাপে ; স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে ; দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে এবং দুর্গন্ধ আধ্মান বায়ু নিঃসরণান্তে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—বেল্: ক্যাম্ফো: কোণা: হায়ো ল্যাকে: ফস্:।

সদৃশ।—এপীস্ ; বেল্: ক্যাল্কে: কষ্টি: সিষ্ট্যাস্-ক্যান্: ডাল্ক্যা: ইরিজীয়াম্ ; হিপ:

আয়োড্: আইরিস্: য়ুগ্লান্স, ল্যাকে: মার্ক: নীউফার-লুট্: ফস্: পডো: হ্রুউম্; স্যাঙ্গিউইন্: স্পঞ্জীয়া; সলফার্।

তুলনীয়।—শুষ্ক কাসি—সিনা। যক্ষ্মা রোগীর হাঁপানি—মিফাই, ষ্টিকটা। প্রাতঃকালে উদরাময়—সলফ। শয়নে গলা শুড় শুড় করিয়া কাসি—হায়সা, কোনায়াম। আম্বাত—এপিস্। চক্ষে স্থচীবেধবৎ বেদনা—ক্যালি, কার্ব্বো, ব্রাইয়ো। চক্ষের লক্ষণ—হিপার। দিবসে কাসি—ফেরাম-ফস্।

শক্তি।—৩য় শততমিক হইতে ২০০শততমিক ক্রম।

রুটা গ্র্যাভীয়োলেন্স

(RUTA GRAVEOLNS).

নামান্তর।—রুটা ল্যাটিফোলিয়া।

প্রস্তুতি।—সমস্ত গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ক্ষীণদৃষ্টি; মলান্ত্র নির্গলন; অস্থিমধ্যে আঘাত প্রাপ্ত মত বেদনা; কালশিরা পড়া; জানুসন্ধি বা কোনিসন্ধি প্রদাহ; উপাস্থিমধ্যে আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা; চক্ষু ও বুকাস্থি মধ্যে বেদনা; কোষ্টবদ্ধ; অস্থিচ্যুতি; অজীর্ণতা; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; নাক দিয়া রক্তস্রাব; অস্থি বিবর্দ্ধন; মুখের পেশীর পক্ষাঘাত; জ্বর; হাড় ভাঙ্গা, রক্তস্রাব; হাতে বেদনা; পক্ষাঘাত; অস্থিবেষ্ট প্রদাহ; মলান্ত্রের পীড়া; অস্থিরতা; আমবাত; গৃধ্রসী; প্লীহার পীড়া মোচড়ানি; তোত্‌লামি; জিহ্বায় থালধরা; স্ফীতি; মূত্রক্লেশ: শিরাস্ফীতি; আচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান ক্রিয়াস্থল অস্থিবেষ্ট সুতরাং বাতাশ্রিত অস্থি বিবর্দ্ধন, আঘাত ও পতনাদি জনিত ব্যথা, কোন অংশ মচ্‌কাইয়া যাওয়ার জন্য অস্থি ও অস্থিবেষ্টগত ব্যথা, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ, বিস্তৃতি প্রবণ বিসর্প অস্থিভঙ্গ, সন্ধিবিশ্লেষণ প্রভৃতি অস্থি ও অস্থিবেষ্টের পীড়ায় রুটা বিশেষ হিতকর। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ হস্তপদাদিতে ও সন্ধি মধ্যে, অত্যন্ত ব্যথা ও অবশতা অনুভব,—যেন কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গিয়াছে বা কেহ প্রহার করিয়াছে। (২) দেহের যে কোন অংশ চাপিয়া শয়ন করে তাহাই অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়, যেন সেই সকল অংশ আঘাত প্রাপ্ত বা ঘৃষ্ট হইয়াছে। (৩) শয়িত অবস্থায় রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। (৪) কোন সন্ধি, বিশেষতঃ মণিবন্ধ ও গুল্‌ফ, মচ্‌কাইয়া যাওয়ার জন্য অসঞ্চালনীয়তা। (৫) বক্ষোপরে আঘাত বা পতনাদি জনিত ক্ষয়কাস। (৬) চক্ষু প্রদেশে ব্যথা ও আবিল দৃষ্টি,—যেন চক্ষুর্দ্বয়ের অতি ব্যবহার বশতঃ। (৭) চক্ষু মধ্যে বেদনা ও অস্পষ্ট

দৃষ্টি,—সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে, ঘড়ির কার্য্যে বা মুদ্রাকরের কার্য্যে চক্ষুর অতি ব্যবহার জনিত বা কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টে দীর্ঘকাল লক্ষ্য করার জন্য। (৮) চক্ষু মধ্যে উত্তাপ, জ্বালা, ও বেদনা,—সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবং দীপালোকে অধ্যয়ন কালে। (৯) ক্ষীণ বা অস্পষ্ট দৃষ্টি,—দৃষ্টিশক্তির অতিচালনা বা আলোকাবক্ষেপ ক্রিয়ায় ব্যত্যয় বশতঃ; ক্ষীণালোকে অধ্যয়নাদি কার্য্য সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য, রাত্রে দীপালোকে অতিপাঠ প্রভৃতি কারণ সম্ভূত; সকল বস্তুই অস্পষ্ট দেখা যায় এবং তিমিরাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়; দূরের বস্তু আদৌ অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্ট হয় বা দেখা যায় না। (১০) মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বা আঘাতপতনাদি বশতঃ মলান্ত্র মধ্যে কঠিন মল সংরোধ জনিত মলবদ্ধতা। (১১) রি ৎ ান্ত্র বা মলান্ত্র-ভ্রংশ; মলত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবা মাত্র, কিম্বা একটু হেঁট হইলেই; প্রসবান্তে; পুনঃ পুনঃ মলবেগ। (১২) মূত্রস্থলী মধ্যে চাপ বোধ,—যেন ইহা নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে; প্রবল বেগ বশতঃ প্রায় প্রস্রাব ধারণ করিতে পারে না, অথচ বেগ মাত্রে প্রস্রাব না করিলে কিছুক্ষণ পরে প্রস্রাব করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে; মূত্র অতি অল্প এবং হরিদাভ; সময়ে সময়ে মূত্র অসাড়ে নির্গত হয়। (১৩) মাংসকীন বা আঁচিল,—ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথান্বিত; চ্যাপ্টা এবং মসৃণগাত্র; করতলে উদ্গত হয়। (১৪) পৃষ্ঠ বা কটিবেদনা,—চিৎ হইয়া, অর্থাৎ, কটি চাপিয়া, শয়ন করিলে আরাম বোধ।

লক্ষণাবলী।

মন।—লোকের কথায় প্রতিবাদ করিতে এবং সকলের সহিত কলহ করিতে ভালবাসে (প্রতিবাদ করে=অ্যানাক্ঃ অরাম্ঃ ক্যান্থাঃ কষ্টিঃ লাইঃ ওলীয়্যান্ঃ কলহপ্রিয়=অরাম্ঃ ইগ্নেঃ নক্স-ভম্ঃ সল্ফ্ঃ—গালাগালি করে=অ্যানাক্ঃ)। নিজের প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট অন্যের প্রতিও সেইরূপ অসন্তুষ্ট (অ্যা-নাইঃ অ্যাগ্নাস্ঃ সল্ফ্ঃ ক্যামোঃ সিনাঃ কোল্চিঃ ক্রোটন-টিগ্ঃ হিপারঃ ইণ্ডিগো, লিডাম্ঃ লাইঃ প্ল্যাট্ঃ পল্সেঃ থূযা)। বিমর্ষভাব,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় (অ্যা-নাইঃ র‍্যাণান্ কিলিরেটাস্ঃ)। প্রায়ই অন্যমনস্ক (অ্যাগ্নাস্ঃ এপীস্ঃ নক্স-মস্ঃ রস্ঃ সিপীয়াঃ)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—প্রাতে শয্যা হইতে উত্থান কালে (ম্যাগ্-মিউঃ সিপীয়াঃ ম্যান্সিন্ঃ—এমন কি রোগী পুনরায় শুইতে বাধ্য হয়=পল্সেঃ), বসিয়া থাকিলে (পল্সেঃ ক্যামোঃ রস্ঃ) এবং নির্ম্মলবায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে (সাইক্লেম্ঃ ক্যাল্কেঃ ফস্ঃ কীউপ্রাম্-অ্যাসেট্ঃ ফেল্যান্ঃ)। শিরোবেদনা—করোটি (মাথার খুলি) মধ্যে যেন একটি লৌহকীলক প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (কফীয়াঃ ইগ্নেঃ সিপীয়াঃ,—শঙ্খদেশে=আর্ণিকাঃ বাম পার্শ্বে=স্ট্যাট্-মিউঃ); যেন সমগ্র মস্তিষ্ক একটী গুরুভার বস্তু দ্বারা সবলে নিষ্পিষ্ট হইতেছে এবং তজ্জন্য রোগীর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে (ইগ্নেশীয়াঃ); অপরিমিত সুরাদি পান জনিত (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্ঃ নক্সঃ জিঙ্কাম্ঃ ইগ্নেঃ লোবেলঃ সেলিন্ঃ)। ললাটপশ্চাতে নিষ্পেষণ ও দপ্দপ্কারী বেদনা। ললাট হইতে শঙ্খদ্বয় পর্য্যন্ত যেন সাঁটিয়া ধরে এবং সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। শিরোমধ্যে উত্তাপাবির্ভূত হয় এবং রোগী অস্থির হইয়া পড়ে (ফস্ঃ—যেন মস্তক অগ্নিময় বাষ্প দ্বারা বেষ্টিত=অ্যাষ্টেরীয়াস্-রীউব্ঃ—অধ্যয়ন কালে শিরোমধ্যে উত্তাপাবির্ভাব=

ভেরীয়োলীন্:)। কর্পরত্বকের উপর ব্যথা যুক্ত বৃহৎ অর্ব্বুদাকার স্ফীতি,—যেন মস্তকের অস্থিবেষ্ট হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়; উহা স্পর্শ করিলে ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথা এবং উদ্গত হইবার পূর্ব্বে তন্মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা অনুভূত হয়। টিপিলে মস্তক ব্যথা যুক্ত বোধ হয়, যেন উহা ঘৃষ্ট বা প্রহৃত হইয়াছে। মস্তকের ক্ষতাদি সম্ভূত বিসর্প। মস্তকের ত্বকের উপর চিপিটিকা উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে অনর্গল রস নিঃসৃত হইতে থাকে। কর্পরত্বকের ত্বকক্ষয়জনক কণ্ডুয়ন। রোগীর কর্ণমধ্যে যেন কে একটী সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠশলাকা দিয়া খোঁচাইতেছে এইরূপ অনুভূতি। মস্তকের বাম পার্শ্বের রোগ।

চক্ষু।—আভ্যন্তরিক অপাঙ্গ এবং নিম্নাক্ষিপুট মধ্যে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়; মর্দ্দন করিলে করকর করে এবং চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া আইসে। যেন দৃষ্টিশক্তির অতিরিক্ত পরিচালনা করা হইয়াছে, চক্ষু মধ্যে ও ভ্রূদেশে এইরূপ ব্যথা করিতে থাকে এবং রোগী স্পষ্ট দেখিতে পায় না। যেন দৃষ্টিশক্তির অপরিমিত পরিচালনা করা হইয়াছে এইরূপ বোধ হয় (মেজের:) এবং চক্ষু মধ্যে জ্বালা ও ব্যথা করিতে থাকে; অক্ষিগোলক দুইটী যেন অগ্নিময় এইরূপ উত্তপ্ত বোধ হয়; নিম্নাক্ষিপুট স্পন্দিত হইতে থাকে। অস্বচ্ছ বা ক্ষীণদৃষ্টি,—চক্ষুর্দ্বয়ের অপরিমিত পরিচালনাজনিত (ফাইজস্:) কিম্বা অক্ষিমুকুরের আলোকরেখাবক্ষেপ বশতঃ বা ক্ষীণ আলোকে কার্য্য করার জন্য (লিথীয়া-কার্ব্:), কিম্বা রাত্রে সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য বা অধ্যয়নাদি বশতঃ (ন্যাট্-মিউ: ফস্: ফাইজস্:); দৃষ্টি অস্পষ্টতা,—সকল বস্তুই তিমিরাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয় এবং দূরের বস্তু সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাবৃত বোধ হয় (ফস্: ফাইজস্: আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে: সিনা. জেল্সি: হ্যামা: য্যাবোর‍্যান্: ন্যাট্-মিউ: প্যারিস্: ফাইজস্: রস:—শিরোঘূর্ণন উৎপন্ন হয়—ন্যাট্-মিউ: ফস্: গ্র্যাফ্: ম্যাগ-ফস্: সাইলিশীয়া:)। ঘড়ি মেরামত, মুদ্রাকরের কার্য্য, প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে দৃষ্টিশক্তির অতিচালনা (ন্যাট্-মিউ: ফাইজস্:) বা কোন বস্তুর দিকে দীর্ঘকাল এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকার জন্য (সেনেগা: ন্যাট্-মিউ: ক্রোকাস্-স্যাট্:)। রাত্রে দীপালোকে-অধ্যয়ন কালে চক্ষু মধ্যে জ্বালা (ক্যাল্কে:)। দীপালোকের চতুর্দ্দিকে হরিদ্বর্ণ শোভা দৃষ্ট হয় (বেল্: অস্মীয়াম্: ফস্: পল্সে: সলফ্:)। দৃষ্টি সমক্ষে সর্ব্বদাই বোধ হয় যেন একটা ছায়া বিস্তৃত রহিয়াছে। চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের উপর কলঙ্ক বিন্দু প্রতীয়মান হয় (ক্যাল্কে: কোণা: এপীস্: ক্যাল্কে-ফ্লু: ক্যাল্কে-ফস্: কষ্টি: ইউফ্রে: ফর্মিকা: অ্যাসিড্-নাই: পল্সে: সেনেগা: সাইলি:)। গৃহবহির্ভাগের বায়ু সংস্পর্শে চক্ষুর্দ্বয় জলপূর্ণ হইয়া উঠে; গৃহ মধ্যে এইরূপ হয় না। অতি পাঠ বশতঃ দৃষ্টির অবিলতা,—দৃষ্টি সমক্ষে যেন মেঘ রহিয়াছে বা যেন অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে দেখিতেছে এইরূপ অস্পষ্ট দৃষ্টি (কষ্টি: ক্রোকাস্: হ্রাস্:। চক্ষুর চিত্রপত্র বিশ্লেষণ (ফাইজস্:)। নিম্নাক্ষিপুট স্পন্দন এবং তৎপরে অশ্রু স্রাব।

পাকাশয়াদি।—মুখের অস্থিবেষ্ট মধ্যে ব্যথা,—আঘাত জনিতবৎ শুষ্ক ঢোক গিলিবার সময় বোধ হয় যেন কণ্ঠমধ্যে কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (গ্র্যাফ্: জেল্সি: পল্সে:—ঢোক গিলিলে নামিয়া যায় আবার তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে উপস্থিত হয়—ল্যাকে:

ল্যাক্‌-ক্যান্‌: রীউমেক্স)। অপরাহ্নে অত্যন্ত শীতল জলের পিপাসা। উত্তম রুচি সত্ত্বেও প্রথম গ্রাস মুখে করিলেই আর আহার করিবার ইচ্ছা থাকে না, উদর পরিপূর্ণ এবং ক্ষুধা পরিতৃপ্ত বোধ হয়। আহার করিতে করিতে হঠাৎ গা বমি বমি করিয়া যাহা কিছু আহার করিয়াছিল বমি হইয়া যায় (বমি করিয়া আসিয়া আবার আহার করিতে ব'সে=ফেরাম্‌)। রুটী ও মাখন খাইবার অনতি পরেই পেটে যেন নখাঘাত করিতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। ধূমপান কালে হিক্কা (পল্‌সে: স্যাঙ্গিউইন:)। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা ও যেন চর্ব্বণ করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। গুরুভার দ্রব্যাদি উত্তোলন জনিত ভুক্ত দ্রব্যাদির সম্যক পরিপাকাভাব; উদ্গার উঠিতে থাকে এবং মাথা ধরে। মাংস ভক্ষণ করিতে পারে না, মাংস ভক্ষণ করিলে পূতিময় উদ্গার এবং গাত্র কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। যকৃৎ প্রদেশে যেন কেহ চর্ব্বণ ও নিষ্পেষণ করিতেছে এইরূপ অনুভূতি। প্লীহা স্ফীত ও ব্যথান্বিত। উদর মধ্যে অসুখ বোধান্তে তরল মল নির্গমন। শিশুদিগের কৃমীশূল (মার্ক্‌: সাইকীউ: সিনা· ভ্যালি·)। নাভির চতুর্দ্দিকে যেন চর্ব্বণ করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (ওলীয়্যান্‌: ক্যালী-বাই: গ্র্যাটী:)। উদর মধ্যে জ্বালা ও চর্ব্বণবৎ বেদনাসহ অন্ত্রশূল। অত্যন্ত লালাস্রাব ও জিহ্বা স্ফীত। বলিষ্ঠ ও শোণিতপ্রধান ব্যক্তিদিগের শৈত্য সংস্পর্শান্তে মুখের পক্ষাঘাত। জিহ্বা হঠাৎ আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং রোগী কথা কহিতে পারে না।

মলান্ত্র ও মল।—মলবদ্ধতা, মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা জনিত (অ্যালীউ: ওপী: সাইলি: প্লম: হিপার: ক্যালী-কার্ব্‌: ন্যাট্‌-মিউ: সোরিন্‌:); কিম্বা আঘাত পতনাদির জন্য মলান্ত্র মধ্যে মলরোধ (আর্ণিকা:)। মল কোমল, অথচ অতি কষ্টে নির্গত হয় (হিপার: অ্যানাক্‌: ন্যাট্‌-কার্ব্‌: সিপীয়া: অ্যালীউ: নক্স্‌-মস্‌:),—মলান্ত্রের সঙ্কোচন শক্তির বিলোপ বশতঃ; মলত্যাগ করিবার চেষ্টা মাত্র, বা ঈষন্মাত্র হেঁট হইলেও মলান্ত্রের ভ্রংশ সংঘটিত হয় (ইগ্নে: লাই: পডো: রস্‌-টক্স: ট্রম্বিড:); (একটু বেগ দিলেই=ইগ্নে:) এবং সন্তান প্রসবান্তে (পডো:)। পুনঃ পুনঃ বৃথা মলবেগ; মল থস্‌থসে, আঁটিল; কিম্বা অপর্য্যাপ্ত বায়ু নিঃসরণ সহযোগে রক্তাক্ত মল নির্গত হয়, বোধ হয় যেন কেবল বায়ুই নির্গত হইতেছে। শূন্য উদ্গার ও স্ফীত উদর; অনেক সময় হেঁট হইলে মল বহির্গত হইয়া পড়ে। মলকাঠিন্য ও আমাতিসার পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। উপবিষ্ট অবস্থায় মলান্ত্র মধ্যে বিদারণ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয় (বসিতে পারে না= ক্যাল্‌কেরীয়া-অষ্ট্ৰ:)। বোধ হয় যেন মলান্ত্র হইতে বিবমিষার উদ্রেক হইতেছে। রমণীদিগের প্রদরাধিকারে নিদ্রিত অবস্থায় অসাড়ে মল নিঃসরণ (ডাঃ কুষিং)।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয় যেন সর্ব্বদাই মূত্রপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ চাপ বোধ (ডিজিট্‌:); প্রস্রাবের পরে ও প্রতি পদবিক্ষেপ কালে বোধ হয় যেন মূত্রাশয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং ইতস্ততঃ নড়িয়া বেড়াইতেছে। নিরন্তর প্রস্রাব বেগ, বেগ ধারণ করিতে পারে না; যদি জোর করিয়া বেগ ধারণ করে তাহা হইলে পরে আর প্রস্রাব করিতে পারে না এবং ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে। রাত্রে এবং দিবসে পাদচারণ কালে অসাড়ে মূত্র নিঃসরণ (রাত্রে=অ্যা-বেন্‌: কষ্টি: ফেরাম্‌: ক্রিয়ো: পল্‌সে: সিপীয়া:—পাদচারণ কালে=ফেরাম্‌: ন্যাট্‌-মিউ: কষ্টি: জিঙ্কাম্‌)।

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ সহ অতি অল্প হরিদ্বর্ণ মূত্র স্রাব হয় (অ্যা-নাই: ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ্-কার্ব:—নব দুর্ব্বাদলবৎ বর্ণ=অ্যাসিড্-কার্ব্বলিক:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত অনিয়মিত। অনিয়মিত বা রুদ্ধ আর্ত্তবান্তে ত্বকক্ষয়কারক প্রদরস্রাব। দুই এক দিবস মাত্র স্থায়ী রজোস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে প্রদরস্রাব। গর্ভস্রাবের পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব। জরায়ু আদির নিম্নাকর্ষণ। সন্তান প্রসবের পর মলান্ত্রভ্রংশ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী মধ্যে ব্যথা বোধ। সন্ধ্যায় শয়নান্তে কাসির উদ্রেক হয় ও গাঢ় আঠার ন্যায় অপর্য্যাপ্ত কফ উত্থিত হইতে থাকে এবং যেন বমন হইবে এইরূপ উকী উঠে। পূযবৎ গয়ার, নির্গমন সহ কাসি। কাসি যত হউক আর না হউক, গাঢ় পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উত্থিত হইতে থাকে এবং বক্ষ মধ্যে অবসাদ অনুভূত হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কণ্ঠরোধক কাসির জন্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব ও শ্বাসাল্পতা; বক্ষের উপর আঘাত পতনাদি জনিত ক্ষয়কাস (মিলিফোলীয়াম্—আঘাতাদি বশতঃ ফুসফুসবেষ্ট অর্থাৎ প্লুরা মধ্যে বায়ু সঞ্চয়= আর্ণিকা)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—কটী বেদনা,—কটী চাপিয়া, অর্থাৎ চিৎ হইয়া, শুইলে উপশম হয় (ন্যাট-মিউ:)। কটিদেশে আঘাত বা পতনজনিতবৎ ব্যথা (আর্ণিকা; রস্; ইউপেট-পার্ফোল্:)। পাদাচারণ কালে বা হেঁট হইলে কিম্বা উপবিষ্ট অবস্থায় নিতম্বদেশে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা; উপশম=টিপিয়া দিলে কিম্বা শয়ন করিলে (হেঁট হইলে বিদ্ধকারীবেদনা= বোর‍্যাক্স; পল্‌সে: স্যাবাইনা; পাদাচারণ কালে=র‍্যানান্-বালবো: আর্ণি: চেলিড: কলোসিন্থ: র‍্যাণান্-স্কিলি: উপবিষ্ট অবস্থায়=ন্যাট-কার্ব: অ্যাগ্নাস্: ক্যালী-আয়োড:—উপশম=টিপিয়া দিলে=ডাল্‌ক্যা; প্লাম্: ষ্ট্যাফাই:—চিৎ হইয়া শুইলে উপশম=কলোসিন্থ:)। মেরুচঞ্চু হইতে নিতম্বাস্থি পর্য্যন্ত ব্যথান্বিত, যেন রোগী কোন উচ্চ স্থান হইতে নীচে বসিয়া পড়িয়াছিল। কটি বেদনা,—প্রাতে শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক বোধ হয় (পেট্রোল্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ হস্ত পদাদিতে ও সন্ধি মধ্যে, আঘাত বা পতনাদি জনিতবৎ ব্যথা ও অবশতা (আর্ণিকা)। দেহের যে অংশই চাপিয়া শয়ন করুক না কেন তাহাই যেন প্রহৃত বা ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত বোধ হয় (আর্ণিকা; ব্যাপ্টি: পাইরোজ:) শয্যায় শয়ন কালে রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং অনবরত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (আর্স্: কিউপ্রাম্; অ্যাকোন: র‍্যাণান্-স্কিলি: ল্যাকে:)। মচ্‌কাইয়া যাওয়ার পর প্রত্যঙ্গাদির অকর্ম্মণ্যতা, বিশেষতঃ মণিবন্ধ এবং গুল্‌ফের (মচ্‌কাইয়া যাওয়ার জন্য মণিবন্ধের অবশতা= রিউম্; পুরাতন হইলে=বোভিষ্টা; বহুকাল পূর্ব্বে গুল্‌ফ মচকাইয়া যাওয়ার জন্য অবশতা=ষ্ট্রন্‌শিয়ানা),—শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয়। স্কন্ধসন্ধি মধ্যে উৎপাটনবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ বাহু ঝুলাইয়া রাখিলে বা বাহুর উপর ভর দিয়া থাকিলে। মণিবন্ধের উপর কোষময় অর্ব্বুদ (ক্যাল্‌কে: সাইলি:)। করতলে চ্যাপ্টা মসৃণ আঁচিল উদ্গত হয় (ন্যাট-মিউ: অ্যানাক্—করপৃষ্ঠে ন্যাট-কার্ব: ফেরাম; থুযা, অ্যা-নাই:—অঙ্গুলির উপর= কষ্টি:

ডাল্ক্যা: ন্যাট্-মিউ: অ্যাসিড-নাই:) উহা ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথান্বিত। কোন ভারী বস্তু উত্তোলন-কালে মণিবন্ধে ব্যথা বোধ, যেন মচ্কাইয়া গিয়াছে। স্থির রাখিলে বা নাড়িলে মণিবন্ধের অস্থি এবং করপৃষ্ঠ যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত। হস্ত অসাড় এবং ব্যায়ামান্তে চিন্ চিন্ করে। অঙ্গুলি সকল থাকিয়া থাকিয়া সঙ্কুচিত হইয়া যায়। উরুশিখরাস্থি যেন আহত হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত এবং স্পর্শ করিলেও বেদনা বোধ হয়। উরুপাশ্চাতিক স্নায়ু-শূল, প্রথম নড়িতে বা উঠিতে গেলে কটি হইতে উরুপশ্চাৎ দিয়া তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা নিম্নদিকে সঞ্চারিত হয়; আক্রান্ত পদের কণ্ডার সকল যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। মণিবন্ধ এবং গুল্‌ফের বাতাশ্রয় জনিত পক্ষাঘাত। তুই চারি পদ পাদচারণ করিলেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ হয়; পদদ্বয় যেন প্রহৃত বা ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত; নিতম্ব অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত। দাঁড়াইলে বা চলিতে গেলে রোগী টলিতে থাকে,—যেন উরুদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়া। পাদাচারণকালে পদদ্বয় ব্যথা করিতে থাকে। পদদ্বয় অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য জনক ও ভার বোধ হয় এবং কোথা পদদ্বয় স্থাপন করিলে আরাম পাইবে রোগী তাহা স্থির করিতে পারে না; কখন এখানে কখন অন্য স্থানে শুইয়া বেড়ায় এবং এ পাশ ও পাশ করিতে থাকে। মেরুদণ্ডে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত এবং অবশ বোধ হয়। অস্থির মজ্জা মধ্যে যেন ব্যথা করিতেছে বা অস্থি যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা। গুল্‌ফের উপর যেন একটী ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ অনুভব। রাত্রে সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। উরুপশ্চাতিক স্নায়ুশূল;—বৃদ্ধি = শৈত প্রয়োগে এবং জলীয় শীতল বায়ু সংস্পর্শে (উত্তাপ প্রয়োগে বা সংস্পর্শে উপশম = কলোসিস্থ: প্যালেড: ম্যাগ-ফস্:) যন্ত্রণার প্রকোপ কালে রোগী পাদচারণ করিতে বাধ্য হয়; এবং বসিলে বা শয়ন করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। পদাদির কণ্ডার সকল সঙ্কুচিত ও ক্ষীণ অনুভব,—সোপান আরোহণ বা অবরোহণ কালে জানু ধরিয়া যায়। মচ্কাইয়া যাইবার বা সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইবার পর গুল্‌ফসন্ধি ব্যথা করিতে থাকে। চরণদ্বয়ের অস্থি মধ্যে ব্যথা বশতঃ রোগী সবলে পদবিক্ষেপ করিতে পারে না। দক্ষিণ মণিবন্ধে এবং উভয় চরণে বাতাধিকার, গোড়ালির উর্দ্ধ দিকে (ভিতরে) ফুলো ফুলো বোধ হয় এবং আক্রান্ত অংশে অম্ল স্বেদ উদ্গত হইতে থাকে। পদদ্বয়ের নালী ক্ষত (ক্যাল্কে-ফ্লু: সাইলি: ক্যাল্কে-সল্ফ:)। আঘাত পতনাদি জনিত অস্থি ও অস্থিবেষ্টের ব্যথা, অস্থি বিবর্দ্ধন, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ। অস্থিগত বেদনা ও জ্বালা করে এবং যেন চর্ব্বিত হইতেছে এইরূপ বেদনা; স্থির হইয়া থাকিলে এবং জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি হয় (রডো: রাস্)। পদদ্বয়ের অস্থিগত বেদনা, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—মার্ক: ক্যাম্ফো:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—ক্যাল্কে: কষ্টি: লাই: মার্ক: অ্যা-ফস্: পাল্সে: রাস্; সিপিয়া; সাইলি: সাল্ফার:। সন্ধিতে আঘাত লাগিলে "ক্যাল্কেরীয়া-ফস্:" ইহার অনুপূরক। সন্ধিগত আঘাতাদিতে "আর্ণিকার" পরে এবং অস্থিতে আঘাত লাগিলে "সিম্ফিটামের" পরে "রুটা" প্রযোজ্য।

তুলনীয়।—অস্থিপীড়ায়—আঙ্গুষ্টুরা। অস্থিরতায়—রস। চক্ষু সঞ্চালন বা ক্রিয়াধিক্য—স্ট্র্যাম: সিঙ্কোণা:। মলান্ত্রনির্গমন—চায়না: অ্যাসিড-নাইট: পডো:। সর্ব্বাঙ্গে টাটানি—আর্ণিকা: ব্যাপ্ট:। কোষ্টবদ্ধ—আর্ণিকা:। হাতের পৃষ্ঠে আঁচিল—ষ্ট্যাট্রাম-কার্ব্ব:।

সদৃশ।—(অস্থির রোগে)—অ্যাসিড্-ফস্: অ্যাসিড-সাল্ফ: ক্যাল্কে-ফস্: ক্যাল্কে-কার্ব: পল্সে: সলফ: কঞ্চীয়োলিনাম; রাস; (দৃষ্টিশক্তির অতি চালনাজনিত চক্ষুরোগে)= ষ্ট্যাট্-মিউ: অনস্মোড: ফস্: সেনেগা: সাইলীসিয়া: লিথীয়া-কার্ব: প্যারিস; (যে অংশ চাপিয়া শয়ন করে তাহাই অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়)=আর্ণিকা; ব্যাপ্টি: পাইরোজ: রাস্: অধিকন্তু আর্জেণ্ট নাই: ব্রাই: কোণা: ইউফে্: লাই: মার্ক: মেজের: ফাইটো: সিপিয়া।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ দিন

স্যাবাডিলা

(SABADILLA).

নামান্তর।—ভিরেট্রাম স্যাবাডিলা।

প্রস্তুতি।—বীজের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সর্দ্দি; দুর্ব্বলতা; উপঝিল্লিপ্রদাহ; গর্ভাবস্থায় অজীর্ণরোগ; কর্ণশূল; নাকদিয়া রক্তস্রাব; মাথাব্যথা; সবিরাম-জ্বর; মানসিক ব্যাধি; বিষাদ; স্নায়ুশূল; অন্ননলীর সঙ্কোচন; আমবাত; গলক্ষত; দন্তশূল; মাথাঘোরা; কৃমি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কয়েকটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই;—(১) ভ্রান্ত বিশ্বাস—বিশেষতঃ স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে; রোগীর মনে হয় তাহার রোগ হইয়াছে; উদর আধ্মানাধিক্য বশতঃ স্ফীত হইলে রোগিণী মনে করে তাহার গর্ভ হইয়াছে; তাহার বিশ্বাস তাহার কোন কঠিন কণ্ঠরোগ হইয়াছে এই রোগেই তাহার মৃত্যু হইবে। (২) সবিরাম জ্বরাধিকারে প্রলাপাবির্ভাব। (৩) শিরোবেদনা,—অতিরিক্ত চিন্তা বশতঃ; কোন বিষয় বিশেষ মনযোগ পূর্ব্বক প্রণিধান করার জন্য; কৃমীজনিত। (৪) উপর্য্যুপরি আক্ষেপিক বা দেহ-আলোড়ক ক্ষুৎকার বা হাঁচি; হাঁচিলে চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া আইসে; নাসা হইতে প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত এবং অক্ষিপুট আরক্তিম হয় এবং জ্বালা করিতে থাকে। (৫) জিহ্বামূলের উভয় পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় এবং কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক অনুভূতি। (৬) কণ্ঠমধ্যে বোধ হয় যেন এক খণ্ড শল্ক বা ছাল ঝুলিতেছে, এবং রোগীর বোধ হয় যে সে

যাহা কিছু গলাধঃকরণ করিতেছে তাহা যেন সেই শঙ্কের বা ছালের উপর দিয়া যাইতেছে। (৭) উপঝিল্লী প্রদাহ বা গলগ্রন্থি প্রদাহ; শীতল জলাদি গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় কিন্তু গরম জিনিষ অতি সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে; গলমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; লক্ষণাদি কণ্ঠাভ্যন্তরের বাম দিক হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রমণ করে। (৮) শিশুদিগের ক্রমী-জনীত পীড়াদি। (৯) পেশীর ও অঙ্গের স্পন্দন, নিষ্পন্দ বায়ুরোগ প্রভৃতি স্নায়বিক রোগাদি; ক্রমীজনিত। (১০) গাত্রত্বক্ পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় শুষ্ক ও কোমলতারহিত। গৌর কেশ এবং গৌর কান্তি ব্যক্তি, যাহাদিগের পৈশিক বিধান অত্যন্ত ক্ষীণ ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাই ইহার প্রয়োগ অধিকারী, এই সকল রোগীর শীতল বায়ু ও শৈত্য সংস্পর্শ আদৌ সহ্য হয় না; ইহাদের ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহা নাসিকা ও গলমধ্যে যাইয়া আশ্রয় লয়। গরম পানীয় রোগীর অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। কেশাবৃত মস্তকের ত্বকের দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন ইহার আর একটী সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। রোগী মস্তক চুলকাইয়া রক্তপাত করিয়া ফেলে; যেন কেশমূলে অসংখ্য কীট রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি এবং তজ্জন্য অনবরত কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় (পূর্ব্বে ইহা কীটনাশক বলিয়া ব্যবহৃত হইত)। "প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে শিরোঘূর্ণন" ইহাও স্যাবাডিলার নির্ণায়ক; রোগীর বোধ হয় যেন সকল বস্তুই তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বা প্রত্যেক বস্তু অন্য প্রত্যেক বস্তুর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে।

লক্ষণাবলী।

মন।—ভীতিপ্রবণ স্বভাব; সহজে ভীত হয়। মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও চাঞ্চল্য। কেহ একটু শব্দ করিলেই রোগী চমকাইয়া উঠে। ভ্রান্ত বিশ্বাস, রোগীর মনে হয় তাহার প্রত্যঙ্গাদি শীর্ণ, অস্থিসার হইয়া যাইতেছে; স্বচক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস দূর হয় না। রোগীর বিশ্বাস তাহার কোন সাঙ্ঘাতিক কণ্ঠরোগ হইয়াছে এবং ইহাতেই তাহার মৃত্যু নিশ্চয় (যেন তাহার দক্ষিণাঙ্গ অপেক্ষা বামাঙ্গ হ্রস্বতর=সিন্যামোম্;—যেন দেহ খর্ব্ব=ল্যাক্-ক্যান্:—যেন তাহার দেহ কাচ নির্ম্মিত এবং ভঙ্গুর=থূযা;—যেন সে অত্যন্ত ক্ষুদ্রদেহ=গ্র্যাটী:—সমস্ত দেহ হ্রস্ব হইয়া গিয়াছে=অ্যাগার:—যেন তাহার সকল রোগই আছে=অরাম্-মিউ:—যেন তাহার রোগ আর আরোগ্য হইবে না=অ্যা-নাই: আর্জেণ্ট-নাই: আর্স্: ল্যাক্-ক্যান্: লীলিয়াম-টাই: মিডহ্বন্: সোরিন্: স্যাব্যাড্: সিফিলিন্:)। চিন্তা করিলে শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় এবং নিদ্রা আইসে (শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়=আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে: ক্যাল্কে-ফস্: কফীয়া: লিসিন্: পারিস্: সিন্যাপিস্-নাই: স্পাইজিলীয়া:—নিদ্রা আইসে= অ্যাসিড্-ফস্: নক্স-মস্:) কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না, চৈতন্যরহিতবৎ পড়িয়া থাকে এবং তৎপরে হঠাৎ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে ও উন্মত্তের ন্যায় গৃহমধ্যে দৌড়াইয়া বেড়ায়। সবিরাম জ্বরাধিকারে প্রলাপাবির্ভাব (আর্স্: পডো:)। উন্মাদ,—রোগী উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং কেবল মাত্র মস্তক শীতল জলে ধৌত করিলে শান্ত হয়। উদরের গভীরতম প্রদেশে উত্তেজনা সম্ভূত বিষাদ। রোগিণী ভয় পাইলে তাহার মূর্চ্ছা বায়ুর প্রকোপ আবির্ভূত

হয়। রোগিণীর পেট ফাঁপিলে মনে করে তাহার গর্ভ হইয়াছে (ঋতুর পরে এইরূপ মনে হইলে=ইগ্নে:—যেন তাহার শীঘ্রই একটী নীলাক্ষী সন্তান হইবে=ভেরেট্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন্,—দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকার আবির্ভূত হয় (ফেরাম্: মার্ক: অ্যানাক্: কফীয়া: ল্যাক্‌টীউকা-ভাই: স্যাবাইনা:) এবং রোগীর বোধ হয় যেন সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, যেন সকল বস্তুই ঘুরিতেছে (সাইক্লেম্: ন্যাট্-মিউ: অ্যালীউ: ব্রাই: লাই:),—বিশেষতঃ আসন হইতে গাত্রোত্থান কালে; দণ্ডায়মান অবস্থা অপেক্ষা উপবিষ্ট অবস্থায় অধিক শিরোঘূর্ণন অনুভূত হয় (পল্‌সে: কার্ব্বো-ভেজি: অ্যাসিড্-কার্ব্বল:); বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন,—কোন বস্তুর উপর মস্তক রক্ষা করিলে উপশম বোধ হয়; প্রভাতে শয্যা ত্যাগ কালে (ন্যাট্-মিউ:); মূর্চ্ছা এড়াইবার জন্য রোগী সমস্ত বৈকালটা টেবিলের উপর মস্তক রাখিয়া বসিয়া থাকে। বহুব্যাপক সর্দ্দি অধিকারে মস্তিষ্কের জড়তা (কষ্টি: ফস্:), শিরোঘূর্ণন ও শিরোবেদনা (বেল্: ক্যাল্‌কে: নক্স্-ভম্: ফস্: সাইলি:); উপশম=কোন একটী বস্তুর দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করিয়া থাকিলে (ট্যারেণ্টীউলা:) এবং যখন রোগী কোন একটি বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে (শিরোবেদনার বিষয় চিন্তা করিলে=সাইকীউটা: শিরোবেদনার বিষয়ে মন নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে আদৌ উপশম=প্যালেড্:—অন্যমনস্ক থাকিলে উপশম—মার্ক-প্রোটো:)। হেমন্ত কালের প্রতিশ্যায়াধিকারে যেন মস্তক কশিতেছে এইরূপ অনুভূতি, বিশেষতঃ ললাটে এবং রগে। রগে সূচীবেধবৎ বেদনা (ক্যামো: গ্লোন্: গুয়ায়েক্: পল্‌সে:)। পাদচারণান্তে শিরোবেদনার আবির্ভাব, গৃহমধ্যে প্রবেশান্তে মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে উভয় রগে যেন মুচ্‌ড়াইতেছে বা স্ক্রু প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা; শয়নান্তে ঐ যন্ত্রণা সমগ্র মস্তকে ব্যাপ্ত ও অনুভূত হয়; প্রত্যহ এইরূপ শিরোবেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। পট্ট-কৃমীজনিত অর্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূল। শিরোবেদনা,—অতিরিক্ত চিন্তা (কফীয়া: আর্জেণ্ট:); বা কোন বিষয় প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে (ইগ্নে:)। মানসিক পরিশ্রম করিলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয় এবং নিদ্রা আইসে। তরুণ সর্দ্দি অধিকারে বুদ্ধি-বিলোপক শিরোবেদনা,—মস্তকের ত্বক্ চুল্‌কাইতে ও জ্বালা করিতে থাকে এবং সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ আবির্ভূত হয়; পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি। নাসারোধ সহ শিরোবেদনা=গ্র্যাফ: চায়না: নক্স্:—বিলুপ্ত শ্লেষ্মা স্রাব ও উন্মত্তকারী শিরোবেদনা=বেল্:—শিশুদিগের=স্যাম্বীউ: নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব সহযোগে=সীপা: ইউফ্রে:—নাসিকা হইতে সর্দ্দি নির্গলিত হইবার পূর্ব্বে=ষ্টিক্টা)। কেশাবৃত মস্তকের ত্বক এবং ললাট সর্ব্বদা জ্বালা, পিট্‌পিট্ ও সড়্‌সড়্ করে,—কণ্ডুয়নান্তে উপশম=রোগী চুলকাইয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলে; যেন অসংখ্য কেশকীট চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ সড়্‌সড়ী অনুভূতি; পাদচারণকালে মস্তকে ঘর্ম্মোদ্গম হইলে বৃদ্ধি।

চক্ষু।—অপর্য্যাপ্ত অশ্রু স্রাব,—বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে (ইউফ্রে: ন্যাট-মিউ: সাইলিশীয়া:), আলোকের দিকে দৃষ্টি করিলে (ক্রিয়ো: ম্যাগ-মিউ:), হাসিলে (ক্যাল্‌কে-ফস্:), কাঁসিলে (ন্যাট-মিউ: অ্যাগার: ইউপেটোর-পার্ফোল্: ক্যাইটো: স্কীলা:) কিম্বা জৃম্ভনান্তে বা

হাই তুলিলে (ক্যালী-কার্ব্ব: ক্যাল্কে-ফস: ষ্ট্যাফাই: ইগ্নে:)। অক্ষিগোলকের উপর চাপ বোধ, বিশেষতঃ উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে (কোন দিকে একাগ্রভাবে দৃষ্টি করিলে—ন্যাট-মিউ:)। অক্ষিপুটপ্রান্ত সকল আরক্তিম (আর্স: আর্জেণ্ট-নাই: কোণা: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব্ব: লিলীয়াম্-টাই:),—সর্দ্দি জ্বরাধিকারে। চক্ষুদ্বয় নীলিমা বেষ্টিত (সিনা: চায়না: ফেরাম্: জেল্সি: ইগ্নে: লাই: ক্যাল্কে:)।

কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির হ্রাস। বাম কর্ণ মধ্যে ভয়ানক সূচীবেধবৎ বেদনা (অ্যাগার: কার্ব্বোন্-সল্ফ: ফর্ম্মিকা:)। কর্ণ মধ্যে কণ্ডুয়ন ও চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা। কৃমী জনিত কর্ণ কণ্ডুয়ন। যেন রন্ধ্রমুখ একটী বন্ধনী দ্বারা রুদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ বধিরতা।

নাসিকা।—হৈমন্তিক প্রতিশ্যায়াধিকারে কিম্বা বহুব্যাপক সর্দ্দি জ্বরাধিকারে প্রবল আক্ষেপিক হাঁচি এবং নাসিকা হইতে অনর্গল জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে। কখনও বাম কখনও বা দক্ষিণ রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং অতি কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদিত হয়; শ্বাসপ্রশ্বাস কালে নাসা মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হয়। রন্ধ্রদ্বয় অত্যন্ত কণ্ডুয়নযুক্ত; নাসাপুটের উপর অতি আরামদায়ক কণ্ডুয়ন উদ্রেক হইয়া থাকে (কষ্টি: সিনা: স্পাইজি: সল্ফ: টিউবার্কীউলিন্)। পলাণ্ডুর গন্ধ অসহনীয় বোধ হয় (উগ্র গন্ধে শিরোঘূর্ণন ও মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয় = নক্স: ফস্:—পুষ্প গন্ধ সহ্য করিতে পারে না = গ্র্যাফ্:—তীব্র গন্ধে শিরোবেদনা = অ্যানাক্:—কোনরূপ দুর্গন্ধ সহ্য হয় না = প্যারিস্:—তামাকের গন্ধ সহ্য হয় না = বেল্: ইগ্নে: নক্স্:); ছুঁচোর গন্ধ অসহনীয় বোধ হয় (মৎস্যের গন্ধে বিবমিষায় উদ্রেক ও মূর্চ্ছোপক্রম হয় = কোল্চিক্:)। নাসাভ্যন্তরের উর্দ্ধাংশ এত শুষ্ক বোধ হয় যে রোগী তজ্জন্য কষ্ট বোধ করে। সর্দ্দি না থাকিলেও সময়ে সময়ে নাসাভ্যন্তর হইতে ফোঁৎকার করিলে শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ শিক্নি নির্গত হয়। পশ্চাদ্রন্ধ্র হইতে কণ্ঠ মধ্যে বিন্দু বিন্দু শোণিত প্রবিষ্ট হয় এবং সেই শোণিত গয়ার সহিত নির্গত হয়। তরুণ সর্দ্দি অধিকারে রোগীর মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত (নক্স-ভম:) এবং চক্ষু ও অক্ষিপুট রক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয় এবং জ্বালা করিতে থাকে (ন্যাট্-মিউ:)।

মুখবিবরাদি।—সম্পূর্ণরূপে মুখব্যাদান করিতে গেলে হনুসন্ধিদ্বয় মট্ মট্ করে, বা "কটাস্" করিয়া উঠে। দন্তক্ষয় রোগ (ক্রিয়ো: ক্যাল্কে: ফস্: অ্যা ফ্লু: ষ্ট্যাফাই: ফস্: সিপীয়া:)। দন্তমাড়ী নীলবর্ণ (ক্রিয়ো: প্লাম্:)। মুখ মধ্য ও জিহ্বা বোধ হয় যেন দগ্ধ ও ক্ষয়িতত্বক হইয়া গিয়াছে (স্যাঙ্গিউইন্: লরোসির্:)। মুখ মধ্যে কোন গরম দ্রব্য ধারণ করিতে পারে না। জিহ্বার উপর যেন অসংখ্য ফোস্কা উদগত হইয়াছে এইরূপ ক্ষতযুক্ত বোধ হয় (রাস: সিষ্টাস্, অ্যা-মিউ: অ্যালীউ: অ্যা-অক্স্যাল: সিপী: সাইলি: সিন্যাপ: টেরিব্: চিম্যাফিলা-আম্বেল:)। জিহ্বাগ্র হাজিয়া যাওয়ার মত অনুভূত হয় এবং পিট্ পিট্ করিতে থাকে (ইস্কীউ-হিপ্: থূযা:)। জিহ্বাগ্র নীলবর্ণ (অ্যাণ্ট-টার্ট: ডিজিট: কার্ব্বো-ভেজি: প্ল্যাট্:)। পরিপাকশক্তির বিকৃতি সূচক জিহ্বা, বিশেষতঃ জিহ্বার মধ্যাংশ এবং পশ্চাদ্দেশ পীতাভ ও নিবিড় লেপাচ্ছন্ন হইয়া থাকে (নাযা:) মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক অথচ

তৃষ্ণারহিত (সীপা: ল্যাক্-ক্যান্: পলসে: ষ্ট্র্যামোন্: ডাল্ক্যা: ইউফর্ব: শুয়ারীয়া: স্যাম্বীউ:)। মুখ মধ্যে ঈষৎ মিষ্টস্বাদ এবং প্রচুর মণ্ডবৎ লালা সঞ্চিত হয়।

গলমধ্য।—জিহ্বামূলের পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় এবং কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক অনুভূত হয়। (অ্যানাগ্যাল্: আর্স: সীপা: জেল্সি: হায়ো: মেজে্র: ফাইটো: ষ্টিক্টা:)। কণ্ঠমধ্যে বোধ হয় যেন একখণ্ড সূত্র বা সূক্ষ্ম রজ্জু ঝুলিতেছে (ভ্যালিরীয়ানা:) কিম্বা যেন গলনলী একটী সূত্রদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে কণ্ঠনলী এইরূপ সঙ্কুচিত বোধ হয়, কিম্বা যেন কোন পেশীসঙ্কোচক ঔষধ সেবন করা হইয়াছে, বহুব্যাপক সর্দ্দি অধিকারে। ঢোক গিলিতে গেলে বোধ হয় যেন কণ্ঠ মধ্যে একটা কীলক বা গোঁজ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (সিপীয়া:) কিন্তু যেন কণ্ঠাভ্যন্তরের কোন অংশ স্ফীত হইয়াছে (নক্স-ভম্:) এইরূপ ব্যাঘাত অনুভূত হয়। গলমধ্যে বোধ হয় যেন এক খণ্ড শল্ক বা ছাল ঝুলিতেছে (প্যালেড:) এবং যাহা গলাধঃকৃত হইতেছে তাহা যেন সেই শল্কের উপর দিয়া যাইতেছে ; আলজিহ্বা বোধ হয় যেন নামিয়া পড়িয়াছে। গলক্ষত রোগাধিকারে রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে পারে না। গলক্ষতরোগাধিকারে মুখমধ্যে কোন শীতল দ্রব্য ধারণ করিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়। জিহ্বা হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করা অত্যন্ত কষ্টজনক। গলনলীর উপঝিল্লীপ্রদাহ বা গলগ্রন্থি প্রদাহাধিকারে রোগী গরম দ্রব্য অতি সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে ; কণ্ঠমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয় ; এতজ্জনিত সকল কণ্ঠ লক্ষণই বাম পার্শ্বে সংক্রমণ করে (ল্যাক-ক্যান্: ল্যাকেসিস: কিন্তু "ল্যাকেসিসে:" গরম দ্রব্যের সংস্পর্শে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় ; "ল্যাক-ক্যানাইনামেও" শীতল জলাদির সংস্পর্শে কণ্ঠ লক্ষণের ক্ষণিক উপশম হইয়া থাকে)। কণ্ঠমধ্যে বহুল পরিমাণে গাঢ় আঠার ন্যায় কফসঞ্চিত হয় এবং রোগী তাহা নিঃসারিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পায় (কষ্টি: আর্জেণ্ট্-নাই: সীপা: ক্যালী-নাই: ফাইটো: লিসিন্: ন্যাট্-কার্ব্ব: আইরিস্:)। গলমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা,—কেবল গলাধঃকরণ কালে (ব্রাই: সল্ফার: অ্যানাই: সাইলি:) ; গলগ্রন্থিদ্বয় স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইবার উপক্রম হয় ; প্রথমে বাম পরে দক্ষিণ গ্রন্থি আক্রান্ত হয় (ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: প্লাম্:)। তরুণ সর্দ্দির পর গলগ্রন্থিপ্রদাহ ; আক্রান্ত গ্রন্থি মধ্যে পূয উৎপন্ন হয় [শীঘ্র শীঘ্র পাকাইতে হইলে "হিপার" ; "স্যাঙ্গিউইন্:" প্রযোজ্য] ; দক্ষিণ গ্রন্থিটী একটু স্ফীত ও অনমনীয় থাকিয়া যায়। পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিবার ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে কণ্ঠমধ্যে এরূপ তীক্ষ্ণ ছেদনবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয় যে রোগীর দেহ আবর্ত্তিত হইতে থাকে ; যন্ত্রণার জন্য রোগী লালা গলাধঃকরণ করিতে পারে না ; পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে।

পাকস্থলী।—রোগী সকল প্রকার খাদ্যেই, বিশেষতঃ অম্লদ্রব্যে এবং মাংসে, বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে। গর্ভবতী রমণী সকল দ্রব্যেই অরুচি প্রকাশ করে ; কিন্তু প্রথম গ্রাসের পর আর অরুচি থাকে না, বেশ উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করে। রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা ; মিষ্ট এবং শ্বেতসারময় খাদ্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্তু সময়ান্তরে মদ্য মাংস এবং অম্ল দ্রব্যের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকে। গলক্ষত রোগাধিকারে রোগী উষ্ণ পানীয় দ্রব্যের প্রতি

বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করে এবং প্রবল তৃষ্ণা বোধ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ বৈকালে। মুখে অত্যধিক জল উঠিতে থাকে; পাকাশয় হইতে গলমধ্যে উত্তাপ উত্থিত হয়; রোগীর দেহ যেরূপ উত্তপ্ত তাহার মুখ মধ্যে সঞ্চিত লালা তত উত্তপ্ত নহে। শীতাবির্ভাব কালে বিবমিষা অনুভূত হয়, গলমধ্যে ভুক্ত দ্রব্যাদি উদ্গীরিত হয় এবং সবিরাম জ্বরাধিকারে পুনঃ পুনঃ উকি উঠিতে থাকে; উদ্গারের সহিত কটুস্বাদ শ্লেষ্মা উত্থিত হয় এবং তজ্জন্য মুখে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তৈলাক্ত স্বাদ থাকিয়া যায়। পিত্ত বমন; হুপকাসি অধিকারে কাসিতে কাসিতে পিত্তবমন হইয়া যায় (ইপিক্; মিফাইটিস্; ড্রোসেরা; বমনের সহিত মহিলতা ক্রমিও বহির্গত হয় (সিপা স্যাঙ্গিউইন্: সিকেলি); গলমধ্যে যেন কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব সহ যখন তখন বিবমিষার উদ্রেক হয় এবং উকি উঠিতে থাকে। পাকস্থালী মধ্যে শৈত অনুভব (ক্যাম্ফো: ক্যাপস্: চায়না; স্যাট-মিউ: ট্যাব্যাক্:)। পাকস্থলী শূন্য বোধ হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড; সীপা; ডিজিট্: পডো: ইগ্নে: মার্ক: ফস্: সিপীয়া; সল্ফ: ট্যাবাক্: জিঙ্কাম্); শ্বাসাল্পতা এবং শুষ্ক কাসি সহ পাকস্থলীর পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ (ককীউ: কোনা: কিউপ্রাম; ভেরেট-ভির:)। তৃষ্ণা রাহিত্য বা কেবলমাত্র সন্ধ্যার সময় শীতল জলের তৃষ্ণা। পাকস্থলীস্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য জনক চাপ বোধ। পাকাশয়ের বামপার্শ্বে পৃষ্ঠের দিকে ধক্ ধক্ করিতে থাকে। অন্ননলী এবং পাকাশয় মধ্যে জ্বালা বোধ হয়, উকি উঠে, উদর মধ্যে ছেদনবৎ বেদনাবোধ হয় এবং তরল মল নির্গত হইয়া থাকে; স্নায়বিক অবসাদ অনুভূত হয় এবং দেহের স্থানে স্থানে পেশী সকল স্পন্দিত হইতে থাকে। পাদচারণ কালে পাকস্থলী মধ্যে যেন ত্বকক্ষয় হইতেছে এইরূপ বেদনা ও জ্বালা বোধ হইতে থাকে। বিবমিষা সহ বমনোদ্রেক ও গাত্র শিহরণ; আহারান্তে উপশম (ব্রোমিয়াম; ক্যালী:-বাই: লোবেল্: স্যাঙ্গিউইন্: স্পাইজি: সিন্যাপিস্;—আহারান্তে উপশম হয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার আবির্ভাব হয়=ভাইবার্ণাম্-ওপীউ:)। ভ্রম কল্পনা,—রোগীর মনে হয় যেন তাহার পাকাশয়ের অভ্যন্তরাংশ সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

অন্ত্রাশয়।—কুক্ষী প্রদেশে (কোঁকে) সূচীবেধবৎ বেদনা (চেলিড: গ্র্যাফ: লাই: সিনিসীয়ো)। যকৃৎ প্রদেশে যেন খুঁচিতেছে ও সাঁটিয়া ধরিতেছে ইত্যাকার অনুভব (অ্যানাষ্টি: কার্ডীউয়াস্-মেরী:) এবং টিপিলে ক্ষয়িতত্বকবৎ বোধ হয়। অন্ত্রশূলবৎ যন্ত্রণা,—যেন ক্রমিজনিত কিম্বা প্রকৃত ক্রমি সম্ভূত (সিনা; সাইকীউটা; ফিলিক্স; মার্ক: ভেলিরীয়ানা)। উদর মধ্যে বোধ হয় যেন একটা গুল্ম পাক দিতেছে এবং ফিরিতে ঘুরিতেছে। উদরের বামপার্শ্ব এইরূপ সাঁটিয়া ধরে ও জ্বালা করে যে রোগী যন্ত্রণা লাঘবের আশায় বামদিকে বক্র হইয়া যায় (বর্ব্বারিস্) উদর মধ্যে যেন একটা সূত্র-গোলক বেগে ঘুরিতেছে এবং ফিরিতেছে এইরূপ অনুভব (ল্যাকেসিস্;—উদর মধ্যে যেন একটা জীব নড়িতেছে—এরাণ্ডো: ক্যাল্কে ফস্; ক্রোকাস্; স্যাবাইনা; থুযা)—রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে, ভয়ানক মলবেগ উপস্থিত হয় এবং অন্ত্রকূজন আরম্ভ হয়,—ক্রমির অস্তিত্ববশতঃ। উদরমধ্যে যেন ছুরিকা দ্বারা অন্ত্রাদি কাটিতেছে, পেট যেন শূন্য এইরূপ ডাকিতে থাকে; পেট কোঁ কাঁ শব্দ করে; যেন উদরমধ্যে ভেক

বাহু ও হস্তের উপর রক্তিম বিন্দু ও রেখা উদ্গত হয়। লিখিবার সময় হস্ত স্পন্দন, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের (অ্যাসিড-কার্ব্বল্: সিঙ্কোনা ; ন্যাট-মিউ: ন্যাট-সাল্ফ: জিঙ্কাম্ ; প্রাতে লিখিবার সময়—ক্যালী-কার্ব্ব: কাহারও সাক্ষাতে লিখিতে হইলে বা লিখিবার সময় কেহ দেখিতেছে মনে হইলে—ইগ্নে: দ্রুত লিখিলে উপশম হয়—ফেরাম্)। হস্তের নখ পুরু (গ্র্যাফ:) এবং বিদারিত (অ্যাণ্টক্রুড: ন্যাট-মিউ: সাইলিশীয়া)। সকল অঙ্গই ভার ও ক্লান্ত বোধ হয়,—সন্ধ্যার সময় এই ভাবের এত বৃদ্ধি হয় যে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। নিম্নপদ স্ফীত হইয়া উঠে এবং পদতল এত ব্যথাযুক্ত হয় যে পাদাচরণ কালে প্রতি কঙ্করের আঘাত তীক্ষ্ণরূপে অনুভব হয়। পদতলে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সবিরাম জ্বরাধিকারে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ হয়। ফুস্‌ফুসাবরণী প্রদাহে রোগী এত ক্ষীণতা বোধ করে যে হস্তপদাদি নাড়িতে পারে না। রোগিণী ভয় পাইলে মূর্চ্ছাবায়ুর বা গুল্মবায়ুর প্রকোপ আবির্ভূত হয়। কৃমি সম্ভূত নানাপ্রকার পীড়া, যথা পৈশিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ, আক্ষেপিক স্পন্দন, নিষ্পন্দবায়ুরোগ প্রভৃতির আবির্ভাব। প্রকোপাদি ঠিক একই সময়ে আবির্ভূত হয় ; অনেক লক্ষণ প্রতি সপ্তাহে, দুই সপ্তাহ বা চারি সপ্তাহ অন্তর এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় আবির্ভাব বা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কৃমিগ্রস্ত শিশুদিগের পীড়া। দেহের স্থানে স্থানে দপ দপানি অনুভব ; পূর্ব্বাহ্ণে নিদ্রালুতা ; বিশ্রামের সময়, পূর্ব্বাহ্ণে বা রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয়, দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে, উত্তাপ প্রয়োগে বা দেহে উত্তপ্ত হইলে কিম্বা উত্তাপ সংস্পর্শে এবং কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে উপশম বোধ হয়। অস্থিগত বেদনা, যেন অস্থির অভ্যন্তরে, বিশেষতঃ সন্ধি মধ্যে কেহ অস্ত্রদ্বারা ছেদন বা তক্ষণ (অস্থির উপরে ঐরূপ অনুভব হইলে=অ্যা-ফস্: রাস-টক্স:) করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ; বৃদ্ধি স্পর্শ করিলে ; উপশম আক্রান্ত অংশ সঞ্চালনে। রোগী দণ্ডায়মান অবস্থায় বা পাদচারণ কাল অপেক্ষা শুইয়া থাকিলে ভাল থাকে ; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে আরাম বোধ করে। শীতল বায়ু আদৌ সহ্য হয় না ; ইহাতে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনেক লক্ষণ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামপার্শ্বে সংক্রমণ করে (লাই: পডো:) ; শীত চরণ হইতে মস্তকাভিমুখে সঞ্চারিত হয়।

ত্বক।—গাত্রত্বক পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় শুষ্ক, (বহুব্যাপক সর্দ্দি জ্বরাধিকারে—আর্স: ক্যাম্ফো: ক্রোটেলাস্ ; ক্ষয়কাস রোগাধিকারে=মার্ক-কর্:—হৃদাবরণী প্রদাহে কোলচি:—অন্ত্রাবরণী প্রদাহে ক্রোটেলাস)। গাত্রের স্থানে স্থানে আরক্তিম বিন্দু ও রেখা সকল উদ্গত হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না। বৈকালে বা সন্ধ্যার পর এবং প্রত্যহ একই সময়ে শীত বা কম্প আবির্ভূত হয় ; অনেক স্থলে শীতের পর জ্বর থাকে না। উত্তাপ অপেক্ষা শীতের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ পদদ্বয়ে এবং মুখমণ্ডলে। সান্ধ্য জ্বর, হাত ও পা শীতল অথচ মুখমণ্ডলে জ্বালাজনক উত্তাপ অনুভূত হয়। বেলা ৫টার সময় ভয়ানক শীতবোধ হয়, যেন গাত্রে কে শীতল জল ঢালিয়া দিয়াছে (অ্যাণ্ট্-টার্ট্:

রাস-টক্স:) ; অগ্নির নিকট বা রৌদ্রে বসিলে উপশম হয় (ইগ্নেশীয়া:)। থাকিয়া থাকিয়া উপর্য্যুপরি কম্পের প্রকোপ আবির্ভূত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ কমিয়া যায় (নক্স-মস:)। শীত নিম্নাঙ্গ হইতে মস্তকাভিমুখে সঞ্চারিত হয় (উপর হইতে নীচে = ভেরেট্:)। শীতাবস্থায় শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি হইতে থাকে, কাসিলে পঞ্জর মধ্যে ব্যথা বোধ হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্থি মধ্যে যেন দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। শীতের উপশমের সহিত তৃষ্ণা আরম্ভ হয়। উত্তাপ আবির্ভূত হইবার কিছু পূর্ব্বে উষ্ণ পানীয় পান করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় (ক্যাম্ফারিলা: সীড্রন:)। তরুণ সর্দ্দি অধিকারে সমগ্র দেহ উত্তাপযুক্ত বোধ হয়। মুখমণ্ডলে ও মস্তকে উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয় ; থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ ও শিহরণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় ; পুনঃ পুনঃ হাই উঠিতে থাকে ; রোগী পুনঃ পুনঃ হস্তপদ প্রসারণ করে বা গা ভাঙ্গে (সাইমেক্স: ; চিনিন্-সলফ্: রাস্: ; সিনা:) এবং প্রলাপ বকে (পডো:)। ঘর্ম্ম,—অনেক সময় উত্তাপাবস্থাতেই ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে ; উত্তাপাবস্থায় রোগী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, সামান্য কারণে চমকাইয়া উঠে এবং কাঁপিতে থাকে। ঘর্ম্মোদ্গম কালে নিদ্রা আইসে, ঘর্ম্মাবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় নিদ্রা আইসে না। মুখমণ্ডলে উষ্ণ স্বেদ উদ্গত হয় এবং দেহের অবশিষ্টাংশ শীতল থাকে। পদতলেও ঘর্ম্মোদ্গম হয়। বিজ্বরাবস্থায় অম্ল উদ্গার উঠিতে থাকে (লাই:)।

বৃদ্ধি।—শয়নান্তে, বসিলে, আসন হইতে গাত্রোত্থান কালে, পাদচারণে, পাদচরণান্তে, ঘর্ম্মোদ্গম হইলে, প্রাতে, সন্ধ্যার সময়, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ; শীতল বা উত্তপ্ত পানীয় পানে (কিন্তু গলক্ষত রোগে উষ্ণ পানীয় উপশামক); শৈত্য সংস্পর্শে, কাসিলে, দেহ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে এবং মানসিক পরিশ্রমান্তে বা চিন্তা করিলে বা কোন বিষয় একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে।

উপশম।—কণ্ডুয়নান্তে, স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে, বৈকালে, গৃহ বহির্ভাগে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, অগ্ন্যাধারের নিকটে বা রৌদ্রে বসিলে এবং আক্রান্ত অঙ্গ দ্রুতবেগে সঞ্চালিত করিলে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—কোণায়াম্: পল্সেটিলা: ক্যাম্ফর:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—পলসে: রাস্: ক্যালকে: মার্ক্: নক্স-ভম: ফস্: সিপীয়া:; সাইলি: সল্ফ্: আর্স্: বেল্: ব্রাই:। ফুস্ফুসাবরণী প্রদাহে ইহার পরে ব্রাই: র্যাণান্-বাল্বো: প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় ; এবং অ্যাকোন্: ও ব্রাইয়োনীয়ায় ফল না দর্শাইলে স্যাবাডিলা প্রয়োগে রোগনিরাকৃত হইয়া থাকে।

সদৃশ।—কোল্চি: কলোসিন্থ: লাই: পল্সে: ভেরেট্: ভেরেট্:-ভির: এপীস্: আর্জেণ্ট্-নাই: আষ্টিলেগো: থুযা: ক্রোকাস্: এরাণ্ডো: কন্ভ্যালেরীয়া: আর্স্: সীড্রন্: বোর্যাক্স: সিনা: স্পাইজি: সাইলিশীয়া: ল্যাকেসিস্: ল্যাক্-ক্যান্: পডো:।

তুলনীয়।—বহির্ব্বায়ুতে উপশম—পল্স:। ডিম্বাধার প্রদাহ—কলোসি:। বৈকালে জ্বর—লাইকোপডো:। মানসিক ব্যাধি—থুযা:। মানসিক পরিশ্রমের কুফল—নক্সভ:, পিক্রিক-অ্যাসিড:। পিপাসাহীনতা সংযুক্ত জ্বর—পল্স:। সকালে ক্ষুধা—অ্যান্টি-ক্রুড:, ক্যাল্কে:,

চায়না:, রাস:, : জিঙ্কাম:। খাদ্যদ্রব্য দেখিলেই বিবমিষা—কল্‌চি:, লাইকোপ:। শব্দে সহজে চমকিয়া উঠা—বোর‍্যাক্স:। কৃমি জন্য স্নায়ুরোগ—সিনা:, সোরাইন:। কৃমি জন্য শিশু রোগ—কোনায়াম:। বামদিক হইতে দক্ষিণ দিক যায়—ল্যাকেসি:। শরীর বিষয়ে ভ্রম—ব্যাপ্ট:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—একদিন।

সেব্যাল্ সেরুলেটা

(SABAL SERRULATA).

নামান্তর।—স পালমেটো:।

প্রস্তুতি।—পাকাফল এবং বীজ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—উপাঙ্গপ্রদাহ; হাঁপানি; গলনলীপ্রদাহ; শীর্ণতা; পৃষ্ঠবেদনা; স্তনের শীর্ণতা ও প্রদাহ; শ্বাসনলী প্রদাহ; সর্দ্দি; মূত্রাধার প্রদাহ; বাধক; মূত্রক্লেশ; অসাড়ে মূত্রস্রাব; গ্রন্থির পীড়া; প্রমেহ; মাথা ব্যথা; স্বরভঙ্গ; ধ্বজভঙ্গ; চক্ষুতারা প্রদাহ; স্তন্য বিকৃতি; সর্দ্দি বা স্বরনলীপ্রদাহ; কটীবেদনা; বিলম্বে রজঃপ্রকাশ; স্নায়ুশূল; অসাড়তা; স্থূলতা; ডিম্বাধার প্রদাহ; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; যক্ষ্মা; মলান্ত্রপ্রদাহ, মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও অন্যান্য পীড়া; সূতিকাজ্বর; বিদ্যালয় পাঠার্থীগণের শিরঃপীড়া; বন্ধ্যাত্ব; অণ্ডকোষের শীর্ণতা; গলক্ষত; মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা; জরায়ুচ্যুতি; জরায়ুরপীড়া; জরায়ুর অর্ব্বুদ; হুপিং কাসি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—রমণীদিগের স্তন, জরায়ু ও তৎসংলগ্ন যন্ত্রাদি এবং পুরুষের মূত্রাশয়ের মুখশায়িকা গ্রন্থি ইহার ক্রিয়ার "কেন্দ্র" এবং মস্তক, বক্ষগহ্বর, পাকস্থলী, অন্ত্রাশয়, কটি ও প্রত্যঙ্গাদি ইহার ক্রিয়ার পরিধি স্বরূপ। রমণীদিগের স্তনক্ষয়াদি নানাবিধ স্তন্য রোগে ইহার অসাধারণ গুণ ও হিতকারিতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুরুষের শুক্ররজ্জু সম্বন্ধীয় প্রদাহ, মুখশয়িকা গ্রন্থির নানাবিধ বিকৃতি, নানাপ্রকার মূত্র রোগ ইহার বিষয়ীভূত। ইহার মানসিক লক্ষণ অনেকটা ন্যাট্রাম্-মিউরীয়েটিকাম ও পল্‌সেটিলার ন্যায়; সকলেই রোদনপরায়ণা ও সদা বিষাদ-ভাবাপন্না, প্রভেদ এই যে "পল্‌সেটিলা" রমণীকে সান্ত্বনা করিলে সে তৃপ্তিলাভ করে, "ন্যাট-মিউ:" রোগিণীকে সান্ত্বনা করিলে তাহার মানসিক লক্ষণের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু "সেব্যাল্-সেরুলেটাকে" সান্ত্বনা করিলে তাহার মানসিক লক্ষণের বৃদ্ধি তো হয়ই, আরও সে তাহাতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। রমণাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে এই ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারে না, ঝিমাইতে ঝিমাইতে এইরূপ ভাবিয়া চমকাইয়া উঠে। স্তনে পূয়সঞ্চয়, মানসিক উত্তেজনা বা স্নায়বিক অবসাদাধিকারে এবং

জরায়ু বিকৃতির প্রতিক্ষেপ জনিত শিরোবেদনা, বহির্জ্জননেন্দ্রিয় মধ্যে শৈত্য অনুভূতি, মূত্রাধার মুখশায়িকাগ্রন্থির রোগ ; চক্ষুর উপতারপ্রদাহ, প্রস্রাববেগ ধারণাক্ষমতা, বস্তিগহ্বরস্থ কৌষিক তন্তুর প্রদাহ, অন্ত্রাবরণী-প্রদাহ, সূতিকাজ্বর, জরায়ু প্রদাহ, বীজনালীর প্রদাহ, ডিম্বাধার প্রদাহ, এবং এমন কি, অন্ধান্ত্রপুচ্ছ-প্রদাহ এবং মলান্ত্র প্রদাহে পর্য্যন্ত ইহা অত্যন্ত ফলোপধায়ক হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যদি শেষোক্ত দুইটী রোগের সহিত মূত্রাধার মুখ-শায়িকার কোনরূপ বিকৃতি সংশ্লিষ্ট থাকে। পুরাতন বায়ুনালী প্রদাহাধিকারে, সাঁই সাঁই শব্দকারী প্রবল কাসিতে, রাত্রে শয়নের সময় হইতে প্রভাতে ৬টা পর্য্যন্ত এবং জলীয় শীতল বায়ু সংস্পর্শে বা মেঘযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকিলে "সেব্যাল" প্রয়োগে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। ডিম্বাধারাদি মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা ইহার একটী প্রকৃতিগত ক্রিয়াফল। এতজ্জনিত বেদনাদি স্থানপরিবর্ত্তনশীল, এক স্থান হইতে নানাদিকে সঞ্চরণশীল এবং গ্রহাকর্ষণবৎ (থালধরামত) পাঠাভ্যাসীদিগের শিরোবেদনাতেও ইহা হিতকর হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগীর পক্ষে কোন বিষয় চিন্তা করা অত্যন্ত কঠিন (ফস্: ষ্ট্যাফাই:); যাহা পাঠ করে তাহা স্মরণ রাখিতে কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না (অ্যাগ্নাস্)। উত্তেজনাপ্রবণ এবং বিষণ্ণ স্বভাব, কেহ রোগিণীর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলে তাহার মানসিক লক্ষণের বৃদ্ধি হয় (ন্যাট্-মিউ:) এবং ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে (আর্ণিকা)। অন্যের অভাব অভিযোগের প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবহেলা প্রদর্শন করে (সল্ফার); রোগী নিজের ভাবনাতেই ব্যতিব্যস্ত, পরের ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসর নাই (অন্যের স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন = কষ্টি: কীকউলাস্); একাকী থাকিতে চাহে (আর্ণি: অ্যাক্টীয়া-রেসি: সাইক্লে:মন্ ; জেলসি: হায়ো: অক্সাইট্রোপ: থুয়া)। সর্ব্বদাই স্বীয় রোগলক্ষণের চিন্তায় মগ্ন (অ্যা-ফস্)। আত্মীয় বন্ধুর নিকট হইতে দূরে যাইয়া একাকী নির্জ্জনে মরিতে চাহে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন্ সহ শিরোবেদনা (নক্স ; ফস · সাইলি); প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—তৎসহ শিরোঘূর্ণন্ ও দৃষ্টির অবসন্নতা (অ্যাসিড-ফস্; সাইক্লেমেন্; পল্সে; সল্ফ ;—শিরোবেদনা আবির্ভাবের প্রাক্কালে অস্পষ্ট দৃষ্টি = আইরিস্ ; ক্যালী-বাই ; ল্যাক্-ডিফ্লো ; ফস ; সোরিন্)। বাম শঙ্খদেশে (রগে) তীক্ষ্ণ বেদনানুভূতি। ললাট দেশীয় ঈষৎ শিরোবেদনা। উভয় শঙ্খে এবং ললাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা। ললাটে ঈষৎ বেদনা,—দক্ষিণ শঙ্খে অধিক বোধ হয়। শয্যা ত্যাগ করিবার অনতিপরেই বাম শঙ্খে তীক্ষ্ণ বেদনা বোধ হয়। বাম ডিম্বাধার ও জরায়ু মধ্যে বেদনা সহ বাম বা দক্ষিণ শঙ্খ মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা, ললাটের উপর দিয়া একদিক হইতে অন্য দিকে সংক্রমণ করে। মূর্দ্ধাদেশে এবং দক্ষিণ রগ মধ্যে অতীব্র বেদনা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বেলা ৩টার সময় অসহনীয় আকার ধারণ করে (বেলা ৩টার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় = বেল: ; ৪টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি = লাই ; প্রত্যহ বেলা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি = ন্যাট-মিউ:—বেলা ৩টার সময় বৃদ্ধি = বেল:

ক্যাগোপাই: গুয়ায়েক্: লাইকোপাস্; থ্যাট্-আর্স: সাইলি: থুয়া)। নাসিকা হইতে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া ললাট মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় (অতি তীব্র বেদনা নাসিকা হইতে ললাটে সঞ্চারিত হয়=ইল্যাপ্স;—নাসামূল হইতে ললাটে সঞ্চারিত হয় এবং বোধ হয় যেন সমস্ত দ্বিধা হইয়া যাইবে=মেজের:—মস্তক বা ললাট হইতে নাসিকা মধ্যে সঞ্চারিত হয়=ল্যাকেসিস্; অ্যাক্টীয়া- রেসি: গ্রোন্: গুয়ায়েক্:)। মস্তিষ্কমূলে এবং গ্রীবার মেরুস্তম্ভের ঊর্দ্ধ তৃতীয়াংশের মধ্যে উত্তেজনা ও বেদনা (স্নায়বিক শিরঃপীড়া, গ্রীবার মেরুস্তম্ভের ঊর্দ্ধাংশে আরম্ভ হয়= জেলসি:—মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য=জেলসি:)। মস্তিষ্ক মধ্যে যেন একটী বন্ধনী ক্রমে ক্রমে আঁটিয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভূতি।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—পাকস্থলী ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ বেদনা উর্দ্ধদিকে সঞ্চারিত হয়; পাকস্থলীর বামদিকে ভয়ানক বেদনা বোধ হয়। ক্ষুধা স্বাভাবিক। পুনঃ পুনঃ দুগ্ধ পানাকাঙ্ক্ষা (আর্স: ব্রাই: মার্ক: থ্যাট্-মিউ: সাইলি: ষ্ট্যাফাই: ষ্ট্রন্:—মিষ্ট দেওয়া দুগ্ধ ভালবাসে ইল্যাপ্স;—গলনলীয় উপঝিল্লী প্রদাহ রোগাধিকারে দুগ্ধ পান করিবার আগ্রহ=ল্যাক্-ক্যান্ মার্ক-সল্:)। পাকস্থলী মধ্যে যেন অতিশয় অম্ল পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ ভয়ঙ্কর জ্বালা; তরুণ অম্লরোগ, রুটী ও দুগ্ধ ব্যতীত রোগী আর কোন দ্রব্য সহ্য করিতে পারে না (রোবিনীয়া); উদরের বাম পার্শ্ব হইতে হুলবেধবৎ বেদনা ঊর্দ্ধদিকে সংক্রমণ করে। উদরের সম্মুখাংশে তীব্র বেদনা একবার উর্দ্ধদিকে এবং একবার নীচের দিকে সংক্রমণ করিতে থাকে; রাত্রে শয়নের সময় পর্য্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হয়; উদরের দক্ষিণ পার্শ্বেও বেদনা উপর নীচে করিতে থাকে।

প্রস্রাব।—ডিম্বাধারের পীড়া সংশ্লিষ্ট মূত্রকৃচ্ছ্র (এপিস্; কোনা: হেলোন্:)। মূত্রাশয়ের সন্দিধিকারে মূত্রাশয়ের প্রবল সংকোচনের পরে কয়েক বিন্দু শোণিত মাত্র প্রস্রাবের দ্বার দিয়া বহির্গত হয় (ক্যান্থ: কিম্যাফিলা)। মূত্রাশয় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ বোধ হয় অথচ প্রস্রাব আরম্ভ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়; যেন মূত্র মার্গ অত্যন্ত সংকীর্ণ (ষ্ট্রামোন্:— প্রস্রাব হইবার অব্যবহিত পরেই আবার মূত্রাশয় পূর্ণ বোধ হয়=ডিজিট.)। বোধ হয় শিশ্নমূল হইতে দুই ইঞ্চি নীচে মূত্রনলীর সঙ্কোচন বা অবরোধ ঘটিয়াছে—যেন মূত্রমার্গের ঐ অংশ অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় মূত্র নির্গমনের ব্যাঘাত হইতেছে (যেন প্রস্রাবদ্বারের এক ইঞ্চি উদ্ধে মূত্রনলী বন্ধ হইয়া রহিয়াছে—সিফিলিন্:) প্রস্রাবকালে যেন মূত্রমার্গ দগ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা; প্রস্রাবের পরে তন্মধ্যে জ্বালা ও উত্তেজনা অনুভব হইতে থাকে; মূত্ররন্ধ্র ঈষৎ জুড়িয়া থাকে এবং মূত্রস্রোত যেন পাক দিয়া নির্গত হয় (কোকা:)। রাত্রে দুই তিন বার প্রস্রাব করাইতে তুলিলে রোগী মূর্চ্ছা যায়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণ শক্তির বৃদ্ধি; মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থিমধ্যে উত্তেজনানুভূতি। উক্ত মুখশয়িকা গ্রন্থি হইতে রসস্রাব (অ্যাগ্নাস্: কিম্যাফিলা: অ্যা-ফস্: পলসে: সিপিয়া: সাইলিশীয়া: ষ্ট্যাফাই:)। প্রণয়োদ্দীপক চিন্তা, দৃঢ় লিঙ্গোচ্ছ্বাস অথচ স্বীয় শাসনাধীন। অণ্ডকোষ অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত বোধ হয় (নক্স: স্পঞ্জীয়া:)। বিটপ মধ্যে অতি গভীর প্রদেশে

ঈষৎ কণ্ডুতির উদ্রেক; টিপিলে উপশম হইয়া থাকে (নাইফার-লুট:)। অণ্ডকোষদ্বয় যন্ত্রণাজনক ভাবে ঊর্দ্ধাকৃষ্ট হইয়া থাকে (ক্লীম্যাটঃ ক্যাম্ফা: প্লাম্:)। রমণক্রিয়ায় অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। রেতঃ অত্যন্ত ঘন, অতি ধীরে ধীরে নির্গত হয় এবং রেতোরজ্জু মধ্যে উত্তাপ উৎপন্ন করে। বহির্জননেন্দ্রিয় মধ্যে শৈত্য অনুভূত হয় এবং বহির্জননেন্দ্রিয় হইতে তীব্র বেদনা ঊর্দ্ধাভিমুখে উদর মধ্যে সঞ্চারিত হয়; রোগী বিমর্ষ, উত্তেজনাপ্রবণ; কেহ তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলে তাহার ক্রোধোদ্রেক হয়; মলকাঠিন্য,—মূত্রাধারের মুখশয়িকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বশতঃ কটি বেদনা,—রমণান্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (অ্যা-নাই: ক্যালী-কার্ব্ব:)। রেতোরজ্জু মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা; অণ্ডকোষ শুষ্ক হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (এই ঔষধ সেবনে অণ্ডকোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়)। প্রবল লিঙ্গোচ্ছ্বাস এবং শিশ্ন যেন মূল হইতে বিস্তৃত রহিয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয় এবং ঈষৎ বক্র বা আবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বাধার মধ্যে হুলবেধবৎ যন্ত্রণা প্রাদুর্ভূত হইয়া উদর মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় রোগিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (লিলীয়াম্-টাই:)। অপরাহ্ন ২টার সময় বাম ডিম্বাধার মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা (লিলী-টাই:)। দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে তীব্র বেদনা, উরু বহিয়া নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয়। (এপীস্: ল্যাক্-ক্যান্:)। জরায়ু মধ্যে এবং দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা। নিদ্রাভঙ্গান্তে দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে ঈষৎ বেদনা। জরায়ুর ঊর্দ্ধাংশে ভার ও যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। ঋতু ৪ দিবস বিলম্বে প্রকাশ পায় (৫ দিবস বিলম্বে প্রকাশ=সিপীয়া:)। বাম ডিম্বাধার মধ্যে ক্ষতান্বিতবৎ স্পর্শকাতরতা। প্রভাত ৫টার সময় দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে প্রচণ্ড হুলবেধবৎ বেদনা বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। শয়ন করিবার পর বাম ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা। বেলা ৩টা হইতে যতক্ষণ না রোগী নিদ্রা যায় ততক্ষণ অনবরত বাম ডিম্বাধার ঈষৎ ব্যথা করিতে থাকে। যোনির-স্থূল-ওষ্ঠের অসহনীয় কণ্ডুতি বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (হাইড্রোকোট: ক্রিয়ো: লিলী-টাই:)। যুগপৎ বাম ডিম্বাধার মধ্যে এবং প্রচণ্ডভাবে জরায়ু মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়। বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত বীজকোষ ও জরায়ু মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বেদনার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। শয়নের সময় পর্য্যন্ত জরায়ু মধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথান্বিত। ঋতু কোন কোন স্থলে ৯ দিবস বিলম্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে (দশ দিবস=ভাইবার্ণ:)। কাম প্রবৃত্তির উন্মাদক উত্তেজনা (অরিগেণাম: প্লাটিনাম্)। স্তন্যগ্রন্থি টিপিলে ব্যথা বোধ হয় এবং শীতল জলে স্নান করিবার পর তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনাজনক ক্ষতান্বিতত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। স্তন্যগ্রন্থি সকল স্ফীত বোধ হয়। বাম বক্ষ মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা,—ঐ বেদনা বাম স্তনের মধ্য দিয়া ধাবিত হয়। স্তন্য গ্রন্থি সকল স্ফীত ও ক্ষতান্বিত বোধ হয়। রোগিণীর স্বর পরিবর্ত্তিত এবং কর্কশ বোধ হয়। ডিম্বাধারের অস্তিত্ব উপলব্ধি; অন্ত্রাশয়ের মধ্য হইতে তীব্র বেদনা উপরে পাকস্থলী অভিমুখে সঞ্চারিত হইয়া ডিম্বাধারে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে নিম্নাভিমুখে পদদ্বয়ে সঞ্চারিত হয়; ইহার সহিত পর দিবস মূত্রকৃচ্ছ্রের আবির্ভাব। স্তনদ্বয় শুষ্ক হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। স্তন্যপায়ী-শিশুমতী-রমণীর

প্রসবের পর হইতে চার মাস কাল পর্য্যন্ত উভয় স্তন মধ্যে, বিশেষতঃ দক্ষিণ স্তনে, হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (হেলোন্:)।

পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠের নিম্নাংশে এবং পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে। ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং ঋতুর প্রথম কয়েক দিবস ভয়ঙ্কর কটি বেদনা (ঋতু আবির্ভাবের পূর্ব্বে = ক্যাল্কে: কষ্টি: লাই: ম্যাগ-কার্ব্ব: ফস: হেলোন্: সিনিসীয়ো:—হাইড্রাষ্টি: অ্যামন-কার্ব্ব: বেল্: বার্ব্বা: ব্রোম্: ল্যাকে: নিকোলাম্: অ্যা-নাই: পলসে: জ্যান্থক্জাইলাম্)। কটি বেদনা,—রমণান্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে (অ্যা-নাই:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ উরু হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া নিম্নদিকে সঞ্চারিত হয়; বাম উরুতেও ঐরূপ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। দক্ষিণ ডিমা ব্যথা করে। বাম পদের জানু ও ডিমায় ব্যথা।

নিদ্রা।—পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে রোগী এই ভয়ে নিদ্রা যাইতে ভীত হয়; ঝিমাইতে ঝিমাইতে এই ভাবিয়া চমকিয়া উঠে। কখনও বাম কখনও বা দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। যোনির-স্থূল-ওষ্ঠের কণ্ডূয়ন বশতঃ রাত্রি ১টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রোগীর মনে স্ফূর্ত্তির উদয় হয় এবং দেহ লঘু অনুভূত হইয়া থাকে। দেহে বলাধান ও জীবনী শক্তির আধিক্য অনুভূত হয়। কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিতে করিতে যেন তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়। অত্যন্ত স্নায়বিক চাঞ্চল্য অনুভূতি; স্থির থাকিতে পারে না। অগ্নিমান্দ্য-ক্লিষ্টা রমণী। সার্ব্বাঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতি।

বৃদ্ধি।—প্রভাতে, কিম্বা দ্বিপ্রহরের পর হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত; দেহ সঞ্চালনে; রমণান্তে; ঋতুর সময় ও পূর্ব্বে; শয়নান্তে—প্রাতে ৬টা পর্য্যন্ত; শীতল, জলীয় বায়ু সংস্পর্শে।

উপশম।—নিদ্রার পর; জোরে টিপিয়া দিলে (বিটপ মধ্যে বেদনা)।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—পল্সেটিলা: সাইলিশীয়া:।

সদৃশ।—এপীস্: লিলীয়াম্-টাই: কোণা: ক্যাল্কে: মার্ক্: হেলোন্: ক্যালী-কার্ব্ব: সাইলিশীয়া: পল্সে: প্ল্যাটীনা: কোকা: অরিগেণাম্: অরাম্-মিউ-ন্যাট্: সলিডেগো-ভার্গা:।

তুলনীয়।—ডিম্বাধারে হুলবেধবৎ বেদনায়—এপিস্:; মার্ক্:। স্তনে বেদনা—কোনায়াম্: ক্যাল্কেরিয়া। মাথা ব্যথা—ন্যাট্রাম্:। মুখশয়িকা গ্রন্থির পীড়া—ফেরম্-পিক: ক্যামো:; আর্জেণ্ট-নাইট:। সঞ্চরণশীল বেদনা—ক্যালি-বাই:। বামাগণ যাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে—ম্যাগ্না-কার্ব্ব:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে প্রথম দশমিক ক্রম।

স্যাবাইনা

(SABINA).

নামান্তর।—স্যাভিন্‌।

প্রস্তুতি।—কচি শাখার অগ্রভাগ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।:

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গর্ভস্রাবের ফল; ভ্যাদাল বেদনা; ফোড়া; মূত্রাধারের প্রদাহ; বাধক; প্রমেহ; ক্ষুদ্রসন্ধিবাত; শ্বেতপ্রদর; অতি-রজঃ; কৃত্রিমগর্ভস্রাব; মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ; কামোন্মাদ; ডিম্বাধার প্রদাহ; মুদা; ফুল-আটকান; মূত্রক্লেশ; দন্তশূল; আঁচিল; জরায়ু হইতে রক্ত স্রাব।

উপযোগিতা ও আভাস।—দেহের প্রায় এমন কোন অংশ নাই যেখানে "স্যাবাইনা" উপদাহ বা উত্তেজনা উৎপাদন না করে; ইহা দেহের শোণিত প্রবাহকে উত্তেজিত করে, মস্তিষ্ক ও ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যে শোণিত সঞ্চিত করে, বৃক্ক মধ্যে সন্তাপ উৎপাদন করে এবং বৃক্ক মধ্য দিয়াই দেহ হইতে নিঃসারিত হয়, সুতরাং ইহা দ্বারা মূত্র শোণিতরঞ্জিত ও লালাময় হইয়া থাকে। বস্তিগহ্বরস্থ যন্ত্রাদির উপরেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, শোণিতরঞ্জিত মল, শোণিতস্রাব সহযুক্ত জরায়ু বা উত্তরণী প্রদাহ এবং গর্ভবতী রমণীদিগের গর্ভস্রাব উৎপন্ন হয়। রমণীদিগের নানাবিধ পুরাতন বা সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল রোগে স্থূল ও ক্ষুদ্র সন্ধিগত বাতব্যাধিতে এবং গর্ভবতীদিগের গর্ভস্রাবাশঙ্কায়,—বিশেষতঃ যাহাদিগের প্রায়ই তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব হইয়া থাকে তাহাদিগের পক্ষে,—ইহা বিশেষ হিতকর। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই (১) উত্তেজনাপ্রবণতা, অবসাদ বায়ুগ্রস্ততা এবং সঙ্গীতধ্বনি অসহনীয়তা; গান বাদ্যের শব্দ শুনিলে রোগিণীর স্নায়ুবিধান উত্তেজিত হয় এবং বোধ হয় যেন সেই শব্দ তাহার অস্থিমজ্জা ভেদ করিয়া দেহের অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতেছে। (২) শ্লেষ্মাগুটী বা আঁচিল বিস্তৃত এবং অসহনীয় কণ্ডুয়ন ও জ্বালাজনক। (৩) নিতম্বাস্থি হইতে বিটপাস্থি পর্য্যন্ত যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বেদনা,—স্যাবাইনার বিষয়ীভূত জরায়ুর রোগ মাত্রেই এই লক্ষণটী প্রধান নির্ণায়ক ও সিদ্ধিপ্রদ। (৪) গর্ভস্রাব বা প্রায় পূর্ণগর্ভ অবস্থায় গর্ভপাতান্তিক জরায়ুস্রাব বা জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব, শোণিত কিয়দংশ উজ্জ্বল লাল ও তরল এবং কিয়দংশ ঘনীভূত, দেহ সঞ্চালন মাত্রে বর্দ্ধিত হয় কিন্তু অনেক স্থলে আবার পাদচারণে উপশম হইয়া থাকে। (৫) আর্ত্তব,—অত্যন্ত অকালে প্রকাশ পায়, অত্যন্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং স্রাবও অত্যধিক হইয়া থাকে, এস্থলেও শোণিত কতকটা তরল ও কতকটা ঘনীভূত,—বিশেষতঃ যদি রোগিণী অতি অল্প বয়সে রজঃস্বলা হইয়া থাকে; ঝলকে ঝলকে স্রাব হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রবল স্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায় আবার সবেগে আরম্ভ হয়, এইরূপ স্রাবও স্যাবাইনার লাক্ষণিক; ঋতুর সময়ও প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা অনুভব হইয়া থাকে। (৬) রজোনিবৃত্তি কালে কাম প্রবিত্তির উত্তেজনা ও শোণিতস্রাব হইয়া থাকে।

(৭) জরায়ুর পর্য্যাপ্ত সঙ্কোচনীয়তার অভাব বশতঃ অবরুদ্ধ পরিস্রব; প্রচণ্ড ভ্যাদাল বেদনা। (৮) অতিরজঃ;—পূর্ব্বে যাহাদের গর্ভস্রাব হইয়া গিয়াছে সেই সকল রমণীর নিবৃত্তার্ত্তব কালে, বিশেষতঃ যে সকল রমণী অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে। (৯) গর্ভস্রাব বা প্রায় পূর্ণ গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত হইবার পর বীজকোষ বা জরায়ুর প্রদাহ। (১০) বিকৃতভ্রূণ বা জরায়ু মধ্যস্থিত অন্যান্য পদার্থ নিঃসারকতা। এতজ্জনিত বেদনা হঠাৎ বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—গীত বাদ্যের শব্দ অসহনীয়, (ডিজিট্ঃ); সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিলে রোগিণী কাতর হইয়া পড়ে, বোধ হয় যেন ঐ ধ্বনি তাহার অস্থিমজ্জা ভেদ করিয়া দেহের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতেছে (সঙ্গীত ধ্বনী অসহনীয় এবং শোকোদ্দীপক—অ্যাকোন্ঃ বেল্ঃ গ্র্যাফঃ ক্রিয়োঃ ন্যাট্-কার্ব্বঃ ন্যাট-সল্ফঃ নক্স: থুযা)। অবসাদবায়ু-গ্রস্ত, সর্ব্বদা স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুঁৎ খুঁৎ করে (আরাম্-মিউ-ন্যাটঃ)। ক্রোধনস্বভাব; মূর্চ্ছাপ্রবণ। অত্যন্ত অবসন্নতা ও আলস্য অনুভূত হয়; রোগী তাহার কোন কঠিন রোগ আছে এই ভাবিয়া মুহ্যমান ও বিমর্ষ হইয়া থাকে। কাহারও সহিত কথা কহিতে চাহে না (আর্জেণ্ট-নাইঃ ক্যামোঃ জেল্সিঃ গ্লোন্ঃ ল্যাক্-ডিফ্লোঃ ন্যাট্-কার্ব্বঃ ফস্ঃ)

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বিশেষতঃ প্রাতে; রোগির বোধ হয় যেন সে পড়িয়া যাইবে (ক্যালী-সল্ফঃ লাইঃ মিউহ্যন্ঃ); চক্ষু সমক্ষে সমস্ত অন্ধকার হইয়া যায় বা কালবর্ণ প্রতীয়মান হয় (ফেরাম্ঃ মার্কঃ ল্যাক্‌টীউকা-ভাইঃ) রজোরোধ অধিকারে; শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ও উত্তাপ অনুভব হয়। শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ ললাটের উভয় পার্শ্বস্থিত উচ্চ অংশ, বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত এবং ধীরে ধীরে প্রশমিত হইয়া থাকে (পল্সেঃ—হঠাৎ আবির্ভূত হয়—বেল্ঃ প্যাল্সেঃ স্যাবাইঃ ট্যাবাক্ঃ ভ্যালিঃ—হঠাৎ তিরোহিত হয়—আর্জেণ্ট-নাইঃ বেলঃ অ্যা-নাইঃ—ক্রমশঃ প্রশমিত হয়—পল্সেঃ র‍্যাণান্-সির্কলিঃ স্যাবাইঃ—ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়—অ্যাকোন্ঃ ব্রাইঃ কষ্টিঃ কোণাঃ ল্যাক্টিউকাঃ লোবেল্ঃ সার্সাঃ—ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়—প্লাট্ঃ ষ্ট্যাণাম্ঃ ক্যাল্মীঃ ন্যাট-মিউঃ ফস্ঃ স্পাইঃ)। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—চক্ষুর্দ্বয়ের উপর এরূপ নিষ্পেষণ অনুভব হয় যে ঐ চক্ষুর্দ্বয় কোটর হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে (ককীউঃ জিম্নোক্লেডঃ ইগ্নেঃ ল্যাচন্যান্ঃ ন্যাট-মিউঃ ফস্ঃ সেনেগা; সিপীয়া; ট্যারেণ্টঃ) বৃদ্ধি—প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে (ব্রাইঃ নিকোলাম্;—আর্জেণ্ট-নাইঃ); উপশম—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে। সময়ে সময়ে ক্ষণেকের জন্য যেন ললাটের ত্বক অস্থিফলকের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে এইরূপ টান বোধ হয়। নাসারন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্বে আরক্তিম ও স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। শুষ্ক সর্দ্দি।

মুখবিবরাদি।—মুখমণ্ডল ম্লান এবং চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃহীন ও নীলিমা বেষ্টিত। কপোলে এবং নাসিকার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালবর্ণ ছিদ্রময় প্রতীয়মান হয়। দক্ষিণ হনুসন্ধির

পেশীর আড়ষ্টতা অনুভূতি। নিম্ন হনু হইতে গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ ভয়ানক যন্ত্রণা। সময়ে সময়ে মুখমণ্ডলে উত্তাপ আবির্ভূত হয় অথচ অন্যান্য অঙ্গে শীত এবং কর ও চরণ হিমবৎ শীতল অনুভূত হয়। ললাট ও কপোল তিলকালকা আকীর্ণ। দন্তশূল,—চর্ব্বণ কালে দন্ত মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা (ক্যামো: ন্যাট-মিউ:); সন্ধ্যার পর এবং রাত্রে দপ দপ কারী দন্তশূল,—যেন আক্রান্ত দন্ত ফাটিয়া যাইবে এইরূপ বেদনা; বৃদ্ধি শয্যার উত্তাপে (ক্যামো: মার্ক: পল্‌সে: ম্যাগ-কার্ব্ব:)। ভগ্নাবশিষ্ট দন্তমূলস্থিত মাড়ী স্ফীত হইয়া উঠে। মুখবিবর শুষ্ক, লালা রহিত (নক্স-মস্: এপীস)। মুখে দুর্গন্ধ। লালা শ্বেত বর্ণ; কথা কহিলে তাহা ফেনময় হইয়া উঠে (কার্পাস আকার ধারণ করে, বার্ব: নক্স-মস্:)। মুখের স্নায়ুশূল, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে প্রশমিত হয়।

গলমধ্য।—কণ্ঠাভ্যন্তর বিশুষ্ক এবং যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (প্ল্যাট্: অ্যাকোন্:)। কণ্ঠ মধ্যে যেন একটা কি আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (ইগ্নে: কাষ্টি: সীপা: ক্যাল্-কার্ব্ব: সিপীয়া: অ্যা-ল্যাক্টিক্:—যেন দুইটী ডিম্ব আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে = ল্যাক্-ক্যান্:); রোগী তাহা গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিলে পারে না, কিন্তু তদ্বারা খাদ্যাদি নিগরণ করিবার ব্যাঘাত হয় না।

পাকস্থলী।—অম্ল দ্রব্যাদি আহারের স্পৃহা (অ্যাণ্ট-ক্রুড: কোণা: হিপার: ফস্: পডো: ভেরেট্: ন্যাট্-মিউ: পল্‌সে:—উদরাময়াধিকারে অম্ল দ্রব্যাদিতে স্পৃহা = অ্যাণ্ট্-ক্রুড: অ্যাণ্ট্-টার্ট: বোর‍্যাক্স: সিঙ্কো: পডো: ভেরেট্:)। যেন কত সর্দ্দি হইয়াছে এইরূপ মুখের স্বাদবোধ; অগ্নিমান্দ্য; (ন্যাট্-মিউ: পল্‌সে:)। লিমনেড্ পান করিবার স্পৃহা অত্যধিক (বেল: য্যাট্রোফা: অ্যা-নাই: পল্‌সে: সাইক্ল্যাম্:)। রুচি অত্যন্ত অল্প (অ্যাসিড্-পাইক্রিক্:)। বুক জ্বালা (ক্যালকে-অষ্ট্: কার্ব্বো-ভেজি: সাইকীউটা: কোনা: ক্রোক্: লাই: ম্যাগ্-কার্ব: নক্স্: অ্যাসিড্:-সল্‌ফ্:) এবং পুনঃ পুনঃ উদ্গার (ক্যাল্‌কে: অ্যাম্ব্রা: ম্যাঙ্গো:), বিশেষতঃ দেহ বক্র করিয়া বসিয়া থাকিলে; (বক্র ভাবে বসিয়া থাকিলে রোগীর অন্যান্য অনেক লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে)। জনতার মধ্যে অবস্থিতিকালে থাকিয়া থাকিয়া বিবমিষা ও পাকাশয় আলোড়নের প্রকোপ আবির্ভূত হয়। যখন তখন শূন্য উকি উঠে (আর্ণিকা: আর্স্: পডো:) পিত্ত ও পূর্ব্ব দিবসের অপরিপাচিত ভুক্ত দ্রব্যাদি বমিত হয় (পিত্ত বমন = ব্রাই: ইপিক্: ইউপেট্: ফস্: পল্‌সে: সিপীয়া: ভেরেট্:—পূর্ব্বদিবসের অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন = ক্রিয়ো:)। পাকাশয়ের দ্বারদেশ হইতে দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সূচী বা তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা (ডিজিট্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যখন তখন জ্বালা করিতে থাকে, সাঁটিয়া ধরে, যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং সময়ে সময়ে অন্ত্রকূজন শ্রুত হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে পাকাশয়ের প্রবল নিম্নাকর্ষণ অনুভূত হয়, বোধ হয় যেন জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়ের উপর চাপ দিতেছে।

অন্ত্রাশয়।—উদর মধ্যে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বা কুচকী পর্য্যন্ত প্রসব বেদনার ন্যায় নিষ্পেষণ অনুভূত হয়, বিবমিষা থাকে না অথচ বোধ হয় যেন বমন হইবে। উদর

মধ্যে আলোড়ন,—যেন তন্মধ্যে কি একটা সজীব পদার্থ রহিয়াছে (এরণ্ডো: ক্যাল্কে:-ফস: ক্যানাব্:-স্যাট্: কনভ্যালে: ক্রোক্: কুরারী: সাইক্ল্যাম্: থূযা: সল্ফ্:—যেন মাথার খুলি মধ্যে কি নড়িতেছে=পেট্রোল্: সিলিশীয়া:)। উদরাধ্মান,—উদর ঢক্কার ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে (আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: লাই: র‍্যাফেনাস্: রিউম্: টেরিব্: ইউরেণীয়াম্-নাই:) এবং সন্ধ্যার পর উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতিকালে পেট কুল্‌কুল্ করিয়া ডাকিতে থাকে। জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়ের উপর নিষ্পেষণ অনুভূতি।

মলান্ত্র ও মল।—মল, আম ও শোণিতময় ; তরল মল,—প্রচুর, বায়ু বা আধ্মাত্ম-বায়ু নিঃসরণ সহযোগে নির্গত হয় ; পুনঃ পুনঃ মলবেগের পর প্রথমে কতকটা তরল এবং তৎপরে কতকটা কঠিন মল নির্গত হয়। মলদ্বার হইতে রক্তাক্ত আম নির্গত হইয়া থাকে (অ্যাসারাম্: মার্ক্-কর্: ন্যাট্-কার্ব্: পডো:)। মল কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হইবার পর মলদ্বার হইতে শোণিত স্রাব হইয়া থাকে। অর্শ,—তৎসহ উজ্জ্বল লাল বর্ণ স্রাব ; শোণিত নির্গত হইলে নিতম্ব হইতে বিটপদেশ ব্যাপী কটি বেদনা অনুভূত হয় (ভাইবার্ণ-অপীউ:—নিতম্ব হইতে বস্তিগহ্বর ভেদ করিয়া বিটপদেশে সংক্রমণ করে=ইগ্নে: লিসিন্:)।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ এবং প্রচুর মূত্র নির্গত হয় (এপীস্: অ্যাপোসাইন্: আর্জেণ্ট-মেট্:)। মূত্ররোধ ; ভয়ঙ্কর জ্বালা সহযোগে বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয় (বেল্: ক্যাস্থা: ক্যাণাব্-স্যাট্:)। মূত্রাশয় প্রদেশে জ্বালাসহ যখন তখন প্রস্রাববেগ (কোল্‌চিকাম্:)। প্রস্রাব রক্তাক্ত ও লালাময় (এপীস্: টেরিব্: মার্ক্-কর্: রাস্:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কাম প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয় এবং শিশ্ন সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাসিত হইয়া থাকে। প্রদাহ জনিত প্রমেহ,—শিশ্ন হইতে পূয নির্গলিত হইতে থাকে, শিশ্নের অংশ বিশেষ অনমনীয় ও স্ফীত হইয়া উঠে। প্রমেহ বিষজ চর্ম্মকীল বা আঁচিল,—ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথা ও জ্বালাযুক্ত (অ্যাসিড্-নাই: থূযা:)। লিঙ্গাগ্রাবরক অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং উহা পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করিতে গেলে অত্যন্ত কষ্ট হয় (ক্যালেড্: অম্মীয়াম্:)। লিঙ্গমুণ্ডে ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথা ও জ্বালা অনুভূতি (সীপী: কচ্‌লীয়ারীয়া: ভায়োলা-ট্রাই:)। লিঙ্গমুণ্ডতলস্থ প্রদেশে স্ফীতি ও টান পড়া বোধ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—অত্যন্ত অকালে প্রকাশ পায়, স্রাব প্রচুর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী (বেল্: ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: নক্স-ভম্:) ; স্রাব কিয়দংশ তরল এবং কিয়দংশ ঘনীভূত (ফেরাম্:) এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ; স্রাব ঝলকে ঝলকে নির্গত হইয়া থাকে,—অর্থাৎ বেগে স্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায়, আবার সবেগে আরম্ভ হয় (পল্‌সে: ককীমা: ক্যামো: ক্রিয়ো: ল্যাক্ ক্যান্: ল্যাকে: মীউরেক্স্ নক্স: সিকেলী: ভাইবার্ণ্:) ; তীব্র শূলবৎ ও প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা সহ (অ্যাকোন্: অ্যাক্টীয়া-রেসি: কলোফিল্: কলোসিন্থ্: ককীউ: জেল্‌সি: ম্যাগ্-ফস: পল্‌সে: সিপীয়া: সল্ফ্: ভাইবার্ণাম্: জ্যান্থক্সাইলাম্) এবং ত্রিকাস্থি হইতে বেদনা দেহ ঘুরিয়া বিটপদেশ সংক্রমণ করে (ভাইবার্ণ্:)। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব,—দেহ সঞ্চালন মাত্রে স্রাব বৃদ্ধি হয় কিন্তু অনেক সময় অধিক দুর পাদচারণে উপশম হয় (দেহ

সঞ্চালনে বৃদ্ধি=বেল্: ক্যাক্টাস্: ইপিক:—পাদচারণে উপশম=ক্রিয়ো: ম্যাগ্-কার্ব:—শয়ন করিলে উপশম হয়=বোভিষ্টা: ক্যাক্টাস্: কষ্টি: লিলীয়াম্-টাই:)। শয্যাত্যাগান্তে চাপ্ চাপ্ শোণিত স্রাব হয়। রমণালিঙ্গনের জন্য দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা এবং তাহাতে অত্যন্ত সুখোদয় হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে জরায়ু যেন সাঁটিয়া ধরে। জরায়ু হইতে নির্গত শোণিত কাল বর্ণ (সিঙ্কোনা: ইল্যাপ্স্: ক্যালী-নাই: ক্রিয়ো:) কিম্বা উজ্জ্বল বর্ণ (ইপিক্: আর্ণি: ডায়াডেমা:) এবং প্রচুর,—জরায়ুর সঙ্কোচনীয়তার অভাব বশতঃ (কার্ব্বো-ভেজি: কলোফিল্: অ্যাক্টীয়া-রেসি:); প্রসব বা গর্ভস্রাবান্তিক জরায়ুস্রাব; গর্ভস্রাব বা অপরিণত কালে প্রসবান্তিক শোণিতস্রাব সহ জরায়ু প্রদাহ (বেল্:)। বয়োসন্ধি কাল-প্রাপ্ত-প্রৌঢ়াদিগের কিম্বা যাহাদিগের অল্প বয়সে ঋতু আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদিগের শরীরাভ্যন্তরীন্ উত্তেজনা সম্ভূত অতিরজঃ বা রজোবাহুল্য (আষ্টিলোগো)। রজোনিবৃত্তিকালে বা ৪।৫ দিবসের পর আর্ত্তবাস্রাব বন্ধ হইবার পরেও সময়ে সময়ে শোণিত স্রাব হয় (অ্যাক্টীয়া-রেসি: বেল্: ক্যামো: সাইলি: ম্যাগ্-সল্ফ: মল একটু কঠিন হইলে, একটু অধিক বেড়াইলে বা একটু উচ্চনীচে পা পড়িলে অমনি একটু আধটুক শোণিত স্রাব হইয়া থাকে=অ্যাম্ব্রা); তৎসহ কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা। জরায়ুর সঙ্কোচনীয়তার অভাব বশতঃ প্রতিরুদ্ধ পরিস্রাব বা ফুল-আটকান (ক্যান্থা: কলোফিল্:)। প্রচণ্ড প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল ব্যথা (আর্ণি: বেল্: ক্যামো: ডায়োস্কো: জ্যান্থক্স: ভাইবার্ণ)। প্রসবান্তিক শোণিতস্রাব (বেল্: ক্যামো: ফেরাম্; ইপিক্: অ্যাসিড্-নাই: প্ল্যাট্: থ্ল্যাস্পি-বার্সা; ট্রিলীয়াম্-পেণ্ডিউ:)। প্রদর,—রজোরোধ বশতঃ (চিয়োপোডীয়াম্-অ্যান্: পল্সে: জিঙ্কীয়া প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর পুনরাবির্ভাব হয়; গাঢ়, পীত বর্ণ এবং দুর্গন্ধময় (আর্স: ক্যাল্কে-সল্ফ: কার্ব্বো-ভেজি: হাইড্রাষ্টি: আয়োড্: ক্যালী-বাই: মাইরিকা; ন্যাট্-কার্ব: পল্সে: সিপীয়া; সিফিলিন্:) তৎসহ যোনিবহির্দ্দেশের কণ্ডুয়ন। যোনির অন্তরতম প্রদেশে নীচে হইতে ঊর্দ্ধগামী সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবৎ বেদনা (আম্ব্রা; কোণা: অ্যানাই:)। শ্লেষ্মাগুটী, ক্ষয়িতত্বকবৎ বেদনা ও স্পর্শাসহনীয়তা এবং জ্বালা। পাছে অধিক শোণিতস্রাব হয় বলিয়া রোগিণী স্থির হইয়া শুইয়া থাকে; শোণিতস্রাব রাত্রে বর্দ্ধিত হয়। রুদ্ধঋতু সহযোগে ভয়ানক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট প্রদরস্রাব,—মাংস ধোয়ানির ন্যায় প্রতীয়মান হয় (অ্যা-নাই: ককীউ: ক্যালী-আয়োড:)। গর্ভবতীদিগের প্রতি তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবোপক্রম (সিকেলী),—সেই সময় হঠাৎ এক দিবস উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং কিয়দংশ ঘণীভূত শোণিতস্রাব হইতে আরম্ভ হয়; একটু নড়িলেই বৃদ্ধি হয় এবং নিতম্ব হইতে বিটপদেশ সাঁটিয়া ধরে এবং পদদ্বয়ে বেদনা বোধ হয়। প্রসবান্তিক বেদনা,—উদর বা তলপেট টিপিলে ব্যথা বোধ হয়। বিকৃত ভ্রূণ নিঃসারক (ক্যান্থা:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী মধ্যে সড়সড় করে এবং কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ কাসি হয়; গয়ার আঠাবৎ। শ্বাসাল্পতা। বক্ষবেদনাদি অধিকারে হস্তদ্বারা বক্ষঃস্থল চাপিলে আরাম বোধ হয়। রক্তকাস বা কাসিলে শোণিতলাঞ্ছিত গয়ার নির্গত হয় (অ্যাকোন্: চায়না: ফেরাম্ হ্যামা: ইপিক্:)। বুকাস্থি যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে বা নিষ্পিষ্ট হইতেছে ইত্যাকার বেদনা,—কিন্তু তজ্জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যঘাত হয় না বা শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বুকাস্থি সাঁটিয়া রহিয়াছে বলিয়া

ব্যথা বোধ হয় না। বাম স্তনবৃন্ত মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (লাই: রিউম্; স্পাইজি:—দীর্ঘ নিশ্বাস=ইগ্নে:)। কণ্ঠাস্থি মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া সূচীবেধবৎ বেদনানুভূতি। হৃদস্পন্দন,—প্রতি দেহ সঞ্চালনে (ফস্: কার্ব্বো-ভেজি: মার্ক:),—বিশেষতঃ উপরে উঠিবার সময় (আর্স্: সল্ফ: অ্যা-নাই: ক্রোকাস্; ন্যাট্-মিউ: আইবিরিস্)। সর্ব্বাঙ্গে ধমনী আদির প্রবল স্পন্দন (বেল্: গ্লোন্: ভেরেট-ভির: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-অ্যান্: ফেরাম্)।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠ ও নিতম্ব যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ বেদনার অনুভব,—ঐ বেদনা বিটপদেশে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে; পৃষ্ঠ ব্যথা বশতঃ রোগী সম্মুখ দিকে দেহ বক্র করিতে বাধ্য হয়। পৃষ্ঠে অবশতাজনক বেদনা। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে আকর্ষণ বা উৎপাটনকারী বেদনা,—বিশেষতঃ রাত্রে; মণিবন্ধ ও পদাঙ্গুলিতে অধিক বেদনা বোধ হইয়া থাকে; ঐ সকল অংশ চাকচিক্যময় ও আরক্তিম স্ফীতিযুক্ত; নাড়িলে বা স্পৃষ্ট হইলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (আমার একটী রোগিণীর তৃতীয়মাসে গর্ভস্রাবসূচক শোণিত স্রাবাধিকারে বাম পদের গুল্ফ অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইত ও স্ফীতি বৃদ্ধি পাইত তাহাকে প্রথমে "স্যাবাইনা" ৩০ শততমিক ক্রম প্রয়োগে কোন ফল না পাইয়া অবশেষে ৩য় দশমিক ক্রম প্রয়োগ করায় শোণিতস্রাব, গুল্ফের ব্যথা ও স্ফীতি ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত তিরোহিত হইয়াছিল)। উরু-দ্বয়ের সম্মুখাংশের মধ্যস্থল যেন আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। কফোনি কনুই=প্রদেশে এবং গুল্ফতলে যেন সূক্ষ্ম শলাকা বিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার বেদনা।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সমস্ত দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ক্ষীণ ও শ্রান্ত বোধ হয় এবং রোগী বিহ্বল হইয়া থাকে। দেহ শিথিল ও ভার বোধ হয় এবং রোগী সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। গৃহ বহির্দ্দেশে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বেদনাদির উপশম এবং গৃহে প্রবেশান্তে পুনরাবির্ভাব হয়। দীর্ঘাস্থি মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা। সন্ধিগত বাতবেদনা,—আক্রান্ত অংশ চাকচিক্যময় স্ফীতিযুক্ত এবং স্ফীত হইবার পর তন্মধ্যে বিদারণ ও সূচীবেধবৎ বেদনা; উষ্ণ গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি। বাত গুটী।

নিদ্রা।—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে রোগিণী ছট্‌ফট্ করিতে থাকে এবং আর নিদ্রা যাইতে পারে না। দেহে পুনঃ পুনঃ উত্তাপাবির্ভাব, শোণিতোৎপ্লাবন এবং স্বেদোদ্গম বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় রোগিণী প্রায় বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যার সময় পুনঃ পুনঃ শিহরণ ও শীতবোধ; দিবসে অত্যন্ত শীতার্ত্ততা; শিহরণ সহযোগে দৃষ্টির অস্পষ্টতা,—চতুর্দ্দিক ধূমাচ্ছন্ন বোধ হয় এবং নিদ্রালুতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভয়ানক উত্তাপ বশতঃ সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিতে থাকে এবং রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে। থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড উত্তাপ আবির্ভাব হয় অথচ অবশিষ্টাঙ্গে শীত বোধ হয় এবং হস্ত ও চরণ হিমবৎ শীতল হইয়া থাকে। অতি সহজে স্বেদোদ্গম হয় এবং প্রতি রাত্রে স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে।

বৃদ্ধি।—আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে; সন্ধ্যার সময়, রাত্রে এবং প্রভাতে; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর (অনিদ্রা), শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে; উষ্ণ, গৃহ মধ্যে দেহ সঞ্চালন মাত্রে; গীতবাদ্যের শব্দ শ্রবণে এবং দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে।

উপশম।—স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে; প্রশ্বাস কালে গৃহবহির্দ্দেশে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে; রীতিমত পাদচারণে (ঈষৎ দেহ সঞ্চালনে শোণিতস্রাবের বৃদ্ধি হয়); প্রবল নিষ্পেষণে (সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি=সিঙ্কোনা:)।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ—ক্যাম্ফোরা; পল্‌সেটিলা।

অনুপূরক।—থূযা।

সদৃশ।—আর্ণি: বেল্: ক্যালকে: ক্রোকাস্; ককীউ: ইপিক্: মিলিফোল্: সীপা; ক্রিয়ো: অ্যাম্ব্রা; হ্যামা: সিপীয়া; সিকেলি; কলোফিল্: ফেরাম্: প্ল্যাট্: পল্‌সে: ক্যাম্থা: রাস্-টক্স: রীউটা: থূযা; সল্‌ফ্: টৃলীয়াম্: টেরিব্: র‍্যাফেনাস্:।

তুলনীয়।—ঋতুকালের মধ্যবর্ত্তী রক্তস্রাব—হ্যামামে:; আম্ব্রা:। আঁচিল—থূযা:; অ্যাসিড-নাইট:। রক্তস্রাব—সিকেলি:। ফুল আটকান—কলোফা:; সিকেলি:। বহির্বায়ুতে উপশম—পল্‌স:। গর্ভস্রাব—ক্রোকাস্:; ক্রিয়োজোট্:। তলপেটে জীবন্ত পদার্থ অনুভব—ক্রোকাস্:। মুদ্রা—মার্ক্:; ক্যানাবিস:; সল্‌ফ:। আধ্মান—টেরিবিন্থ:। আমবাত—লিডম্:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—বেল্: পল্‌সে: রাস: সল্‌ফ্: আর্স্: স্পঞ্জীয়া:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—(২০ হইতে ৩০ দিন)।

স্যাকারাম্ ল্যাকটীস্

(SACCHARAM LACTES).

নামান্তর।—সুগার অভ্ মিল্ক।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ। যথানিয়মে দুগ্ধশর্করা দ্বারাই বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অন্ধত্ব; হৃৎশূল; গাত্রে দুর্গন্ধ; বহুমূত্র, অজীর্ণতা; কর্ণশূল; সন্ধিবাত; মাথাব্যথা; স্নায়বীয়তা; স্নায়শূল; ডিম্বাধারপ্রদাহ; অক্ষিপুট পক্ষাঘাত; গৃধ্রসী; দীর্ঘশ্বাস; আঁচিল; নাভিপ্রদাহ ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—দক্ষিণদিকের গণ্ডাস্থি—ম্যাগ্না-কার্ব:। মলান্ত্রে গোলক অনুভব—সিপিয়া:। বিচরণশীল বেদনা—ক্যালি-বাই:। ক্লান্তি—ম্যাগ্না-কার্ব:। হৃৎপিণ্ডে উত্তাপ—ল্যাক্‌ক্যান্থ:। স্নায়বীয়তা—ক্যালি-আয়োড:।

শক্তি।—উচ্চক্রম (৩০ নিম্নে কাজ হয় না)।

স্যাকারাম্ অফিসিন্যালি

(SACHARAM OFFICINALE).

(শর্করা)

নামান্তর।—স্যাকারাম অ্যাল্বাম।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ ও তরল ক্রম।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—উদরী; ছানি; হৃৎপাণ্ডু; বহুমূত্র; শোথ; অজীর্ণতা; মাথা ব্যথা; স্বরভঙ্গ; যকৃতের পীড়া; শীতাদ; প্লীহার পীড়া ইত্যাদি।

শক্তি।—৩০ ও উচ্চতমক্রম।

স্যাম্বীউকাস্

(SAMBUCUS).

নামান্তর।—স্যাম্বীউকাস্ নায়গ্রা।

প্রস্তুতি।—সমভাগ তাজা পাতা ও ফুল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হৃৎশূল; হাঁপানি; সর্দ্দি; কাসি; ঘুংড়ী; শীর্ণতা; মাথা ব্যথা, স্বরভঙ্গ; কোরণ্ড; ঘর্ম্ম; যক্ষ্মা; চমকান; নাকবন্ধ; হুপিং কাসি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, শ্বাসযন্ত্র এবং গাত্রত্বকই ইহার ক্রিয়ার ক্ষেত্র। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও শ্বাসযন্ত্র মধ্যে ইহা দ্বারা শ্বাসরোধক কাসি এবং গাত্রত্বকের উপর অবসাদক স্বেদোদ্গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ুমার্গের যে সকল রোগে শ্বাসরোধোপক্রম বর্ত্তমান থাকে, যেমন তরুণ স্বরনলীপ্রদাহ, শ্বাসরোধক সর্দ্দি, ঘুংড়ী ও হুপ্‌কাসি, শিশুদিগের বুক ঘড়ঘড়ি ইত্যাদিতে ইহা একটী বিশেষ হিতকর ঔষধ। গ্রন্থিবিবর্দ্ধন-প্রবণ শিশুদিগের বায়ুমার্গের রোগে অবস্থাবিশেষে ইহা বিশেষ হিতকর; আর এক প্রকার লোকের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত উপকারী,—বলিষ্ঠ ও স্থূলকায় ব্যক্তি হঠাৎ কোন রোগ বশতঃ শীর্ণ ও কৃশ হইয়া গেলে স্যাম্বীউকাস্ তাহাদিগের দেহে আয়োডাম ও টিউবার্কীউলিনামের ন্যায় অশেষ হিত সাধন করিয়া থাকে। মনোরাজ্যেও ইহার হিতকারিতা নিতান্ত নগণ্য নহে; অত্যধিক হর্ষবিষাদাদি প্রবল মানসিক আবেগ, ভাবনা, বা শোক জনিত পীড়াদিতে এবং অপরিমিত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সাধন সম্ভূত রোগেও ইহা দ্বারা প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। ইহার

কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—(১) প্রচণ্ড শুষ্ক কাসি, তৎসহ স্বরভঙ্গ ও বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মাকূজন। (২) রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র সহযোগে থাকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ড শ্বাসরোধক কাসির আবির্ভাব। (৩) স্বরনলীর আক্ষেপ,—রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ শিশু জাগিয়া উঠে এবং যেন তাহার গলরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে এইরূপ বোধ হয়, ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসে, তাহার মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। (৪) নিদ্রিত অবস্থায় রোগীর গাত্র শুষ্ক এবং উত্তপ্ত প্রতীয়মান হয় কিন্তু জাগ্রত হইবা মাত্র অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইতে আরম্ভ হয়। শিশুদিগের শুষ্ক সর্দ্দি বা নাকসাঁটা,—নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের ও স্তন্যপানের ব্যাঘাত হয়। (৫) জ্বরাবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রবল শুষ্ক কাসির উদ্রেক হয়। এতজ্জনিত অধিকাংশ লক্ষণই স্থির হইয়া থাকিলে বর্দ্ধিত এবং দেহ সঞ্চালনে প্রশমিত হইয়া থাকে। (৬) চরণ, পদপৃষ্ঠ, পদদ্বয় প্রভৃতি দেহের কোন কোন অংশ শোথাক্রান্তবৎ স্ফীত প্রতীয়মান হয়। (৭) মস্তক নীচু করিয়া শুইলে কাসির বৃদ্ধি হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—শিশু সর্ব্বদা "ঘ্যান্ ঘ্যান্" করে ; সকল বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। সহজে ভয় পায় এবং ভয় পাইলে কম্পিত, উদ্বিগ্ন ও অস্থির হইয়া পড়ে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে নানাপ্রকার অলীক দৃশ্য দেখে। অতিশয় হর্ষ বা বিষাদ এবং শোকতাপাদি মানসিক উদ্বেগ জনিত পীড়া। ভয় প্রাপ্তির পর সময়ে সময়ে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং স্ফীত প্রতীয়মান হয়। বিজ্বরাবস্থায় বিকারাবির্ভাব। মানসিক উদ্বেগ বশতঃ বমন ও স্বেদোদ্গম।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন এবং মাথা নাড়িলে শিরোমধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব এবং বোধ হয় যেন মস্তকের খুলি জলপূর্ণ রহিয়াছে (অ্যানাস্থি: বীউফো:—যেন শিরোমধ্যে ফুটন্ত জল রহিয়াছে= অ্যামন্-কার্ব্:)। থাকিয়া থাকিয়া শিরোমধ্যে হঠাৎ চিড়িক মারিয়া উঠে (ক্রিয়ো: স্যাট্-মিউ:)। শঙ্খদ্বয় যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা বোধ। মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া থাকে (সাইকীউটা: অ্যাক্টীয়া-রেস্: কীউপ্রাম্-অ্যাসেট্: গ্নোন্: হেলিবো: স্যাট্-মিউ: নক্স্: ওপী: ফেল্যান্:)। মস্তকের সমগ্র বাম পার্শ্ব বিসর্পাক্রান্ত,—কর্ণ অত্যন্ত স্ফীত,—রোগী শয্যাগত হইয়া পড়ে এবং উঠিতে বা বেড়াইতে পারে না। মস্তকের ত্বক মরামাসে আবৃত এবং দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়নযুক্ত। মস্তকের ত্বকে অত্যন্ত টান বোধ হয়।

নাসিকা।—শিশুদিগের নাকসাঁটা,—শুষ্ক সর্দ্দি, রন্ধ্রদ্বয় শুষ্ক এবং সম্পূর্ণ রুদ্ধ,—শিশু শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন বা স্তন্যপান করিতে পারে না (অ্যামন্-কার্ব্: নক্স্: অ্যাসক্লিপ্-টিউ: অরাম্-মিউ:), শিশু হাঁ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করে (নিকোলাম্: ক্লাইটো: স্যাট্-আর্স্: নক্স্-ভম্:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, কিম্বা আরক্তিম ; শোণিত রহিত বা ফ্যাকাশে এবং

শীতল ঘর্ম্মাক্ত; রোগী বৃদ্ধ দর্শন ও পাণ্ডুবর্ণ প্রতীয়মান হয়, কিম্বা স্ফীত ও গাঢ় নীলিমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডল জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত এবং আরক্তিম। মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ উত্তপ্ত অথচ চরণদ্বয় হিমবৎ শীতল। নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখমণ্ডলে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম আরম্ভ হইয়া ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। দন্তশূল,—দন্তমধ্যে বিদারণ বা ছেদনবৎ বেদনা এবং বোধ হয় যেন গণ্ডদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

অন্ত্রাশয়াদি।—শৈত্য সংস্পর্শ জনিত অন্ত্রশূল এবং অপর্য্যাপ্ত বায়ু নিঃসরণ। কোন কঠিন বস্তুর উপর উদর স্থাপন পূর্ব্বক হেঁট হইয়া দাঁড়াইলে উদর মধ্যে অত্যন্ত চাপ বোধ ও বিবমিষার উদ্রেক হইয়া থাকে। উদর মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা। পুনঃ পুনঃ জলবৎ বা অত্যন্ত আঠাবৎ মল ত্যাগ হইয়া থাকে,—অত্যন্ত বেগ ও প্রচুর বায়ু নিঃসরণ; উদর অত্যন্ত বৃহৎ প্রতীয়মান হয়। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ সহকারে প্রচুর প্রস্রাব হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরতন্তুরাক্ষেপ,—স্বরতন্তুর প্রবল আকুঞ্চন-প্রসারণ বশতঃ ভয়ানক শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় এবং রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় শিশু হঠাৎ জাগ্রত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উঠিয়া বসে, তাহার মুখমণ্ডলে নীল বাটিয়া দেয় এবং শ্বাস অভাবে ভয়ানক হাঁপাইতে থাকে; এবং অবশেষে পূর্ব্বমত শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে ও প্রকোপ প্রশমিত হইয়া যায় কিন্তু আবার পূর্ব্বমত প্রকোপ আবির্ভূত হয়; শিশু শ্বাস লইতে পারে কিন্তু ত্যাগ করিতে পারে না (ক্লোরাম্ঃ মিফাইট্ঃ); নিদ্রাবস্থাতেই প্রকোপের সূচনা হয় (ল্যাকেঃ)। বক্ষ মধ্যস্থিত যন্ত্রাদির আক্ষেপ জনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র (এরাম্-ড্রেকণ্টীয়াম্ঃ)। ঘুংড়ীর চরম অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসরোধোপক্রম। স্বরনলীর মধ্যে বহুল পরিমাণ গাঢ় আঠার ন্যায় কফ সঞ্চয় ও স্বরভঙ্গ (রীউমেক্সঃ ক্যালী-বাইঃ)। পাকাশয় মধ্যে চাপ বোধ, বিবমিষা ও অবসন্নতা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত। বক্ষের পার্শ্বে, স্তনবৃন্তের নীচে চাপ বোধ ও তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা (ক্যালী-কার্ব্ঃ অ্যাক্টীয়া-রেসিঃ স্যাট্-সল্ফ্ঃ)। কাসি,—শ্বাসরোধক,—ক্রন্দনশীল শিশুদিগের; রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বৃদ্ধি (অ্যাকোন্ঃ অ্যাণ্ট্-টার্ট্ঃ আর্স্ঃ সিঙ্কোনাঃ)। কাসি শূন্যগর্ভ, প্রগাঢ়, "হুপ্" শব্দকরী,—বক্ষাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রাদির আক্ষেপ বা প্রবল আকুঞ্চন-প্রসারণ সংযুক্ত (এরাম্-ড্রেকণ্টীয়ান্ঃ বেল্ঃ হায়োঃ ইপিকঃ লরোসিঃ); শ্বাস গ্রহণ কার্য্য স্বাভাবিক হইয়া থাকে কিন্তু নিশ্বাসত্যাগের সময় বায়ু নির্গমের ব্যাঘাত হয় এবং সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে (এরাম্-ড্রেকণ্টীয়াম্ঃ ক্লোরাম্ঃ ইপিক্ঃ—বায়ু নির্গম প্রায় অসম্ভব=মিফাইটিস্ঃ)। জ্বরাধিকারে উত্তাপাবির্ভাবের সূচনাবস্থায় প্রগাঢ় শুষ্ক কাসির উদ্রেক হয়। গয়ার,—কেবল মাত্র দিবসে অল্প অল্প গাঢ় আঠার ন্যায় কফ নির্গত হয়; বৃদ্ধি=রাত্র দ্বিপ্রহরের সময়, স্থির হইয়া থাকিলে (বিশ্রামকালে=হায়োঃ ক্যালী-নাই. সিপীয়াঃ), শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে (হায়োঃ কোণায়াম্ঃ কষ্টিঃ ড্রোসেরাঃ ক্রোটন্-টিগ্ঃ অ্যা-নাইঃ পল্সঃ স্যাবাড্ঃ) কিম্বা মস্তক নীচু করিয়া শুইলে এবং শুষ্ক, শীতল বায়ু সংস্পর্শে (অ্যাকোন্ঃ)। রাত্রে শ্বাসরোধক প্রকোপাধিকারে রোগী ছট্ ফট্ করে, রোদন করে এবং বাহুদ্বয়কে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত করিতে থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—শিশুর কণ্ঠবহির্দ্দেশে ও গ্রীবাতে স্বেদোদ্গম হয়। লিখিবার সময় হস্ত কম্পিত হইতে থাকে (অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: সিঙ্কোনা: ন্যাট্-মিউ: ন্যাট্-সল্‌ফ্: ন্যাট্-ফস্: সল্‌ফ্: জিঙ্কাম্:)। মণিবন্ধে সূচীবেধবৎ বেদনা (ন্যাট্-মিউ: কর্ণাস্:)। বাহুর অগ্রভাগ ও হস্ত শোথযুক্তবৎ স্ফীত এবং গাঢ় নীলবর্ণ। কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থিত পেশী অত্যন্ত স্পর্শকাতর। পদদ্বয়, বিশেষতঃ পদপৃষ্ঠদেশ ও চরণ, যেন শোথ হইয়াছে এইরূপ, স্ফীত। মুখমণ্ডল জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত এবং দেহ ঈষৎ উষ্ণ কিন্তু চরণদ্বয় তুষারবৎ শীতল (ষ্ট্র্যামোন্: ফাইটো: রীউটা: স্যাবাইনা: জেল্সি:)। কর ও চরণ শোথক্রান্তবৎ স্ফীত ও নীলবর্ণ। রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মানসিক উদ্বেগ ও ধমন্যাদি মধ্যে শোণিতোৎপ্লাবন এবং সর্ব্বাঙ্গ যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। মস্তকের বাম পার্শ্বগত বিসর্প অধিকারে চলিবার শক্তি থাকে না। সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়,—যেন কেহ সর্ব্বাঙ্গে মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিয়াছে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—দেহের চতুর্দ্দিকে শীত ধাবিত হইতে থাকে এবং স্থানে স্থানে যেন কাহারও নিশ্বাস লাগিতেছে এইরূপ সুড়সুড়ী বোধ হয়। কর ও চরণ তুষারবৎ শীতল। তৃষ্ণা থাকে না। শীতের সূচনাবস্থায় বা উত্তাপাবির্ভাবের প্রাক্কালে উপর্য্যুপরি প্রগাঢ় শুষ্ক কাসি হইতে থাকে (রাস:)। উত্তাপাবস্থা,—শয়নান্তে নিদ্রিত হইবামাত্র শুষ্ক বা স্বেদহীন উত্তাপ আবির্ভূত হয়; তৃষ্ণা থাকে না; রোগী গাত্রাবরণী উন্মোচন করিতে ভীত হয় (গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে নারাজ=আর্জেণ্ট-নাই: নক্স; ষ্ট্র্যামোন্: এপীস্; ম্যাগ-কার্ব· ষ্ট্রন্:); নিদ্রিত অবস্থায় দেহ উত্তপ্ত এবং কর ও চরণ তুষারবৎ শীতল। জাগ্রত হইবা মাত্র বা জাগ্রত অবস্থায় তৃষ্ণারাহিত্য ও রাত্রি ৭টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত মুখমণ্ডলে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইতে থাকে; মুখমণ্ডল মুক্তার ন্যায় স্বেদবিন্দু দ্বারা শোভিত হয় এবং ক্রমে জাগ্রত অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে স্বেদোদ্গম হইতে থাকে, কিন্তু পুনশ্চ নিদ্রিত হইবা মাত্র ঘর্ম্ম শুখাইয়া যায় ও উত্তাপ আবির্ভূত হয় (নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মাত্র স্বেদোদ্গম আরম্ভ হয়=সিঙ্কোনা; কোণায়াম্; থুযা; পল্সে· প্ল্যাটি্:)। মুখমণ্ডলে ক্ষয়-কাসাধিকার সূচক রক্তিম আভা (ব্যাসিলিনাম্—"আয়োডোফর্ম্মের" পর "টিউবার্কীউলিনাম্" প্রযোজ্য; স্যাঙ্গিউইন্: ষ্ট্যাণাম্)। প্রচুর রাত্রিস্বেদ (অ্যা অ্যাসেট: অ্যামন্-মিউ: আর্স্: ব্যারাই: ক্যাল্কে: সিঙ্কোনা; অ্যা-নাই: লাই: য্যাবোর্যাণ: মার্ক: ফস্: পল্সে: সিপীয়া; ষ্ট্যাণাম্; সল্ফার্)। বিজ্বরাবস্থায় দিবারাত্র যেন গাত্রে কেহ জল ঢালিয়া দিতেছে এইরূপ স্বেদোদ্গম হইতে থাকে।

নিদ্রা।—নিদ্রাবেশ সত্বেও নিদ্রা হয় না (বেল্· ক্যামো: ওপী:)। পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ, যেন রোগী ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে, মহা উদ্বেগ প্রকাশ করে, কম্পিত হইতে থাকে এবং যেন শ্বাসরোধ হইবে এইরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ করে। রোগী অর্দ্ধ উন্মীলিত চক্ষে এবং মুখব্যাদান পূর্ব্বক নিদ্রা যায়। নিদ্রিত অবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং জাগ্রত হইবা মাত্র স্বেদোদ্গম আরম্ভ হয়।

বৃদ্ধি।—বিশ্রাম কালে বা স্থির হইয়া থাকিলে; শয়ন করিলে,—বিশেষতঃ মস্তক নীচু করিয়া বা বাম পার্শ্বে; নিদ্রিতাবস্থায়; রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় বা পরে; রাত্র ৭টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত; গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলে; শুষ্ক, শীতল বায়ু সংস্পর্শে; দেহের উত্তাপাবস্থায় শীতল জলাদি পান করিলে; ভয় পাইলে এবং হর্ষ, বিষাদাদি প্রবল মানসিক উদ্বেগ বশতঃ।

উপশম।—শয্যায় উঠিয়া বসিলে, দেহ সঞ্চালনে, টিপিয়া দিলে এবং গাত্র আবৃত বা আক্রান্ত অংশ দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিলে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ—আস্ঃ ক্যাম্ফোরা।

সদৃশ।—সিঙ্কোনা, ক্লোরাম্, ইপিকঃ মিফাইটিস্, সল্‌ফার্; অ্যাকোন্ঃ আস্ঃ বেল্ঃ রাস-টক্সঃ সিপীয়া।

অনুকূল সম্বন্ধ।—ওপীয়ামের পরে স্যাম্বীউকাস্ প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

তুলনীয়।—শ্বাসক্লেশ—ক্লোরম; মিফাইটীস। নিদ্রাকালে রোগাক্রমণ—ল্যাকেসিস্। ঘর্ম্মবিশিষ্টতা—চায়না: থুজা: পল্‌স। অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা—নক্স-ভ। শীর্ণতা—আয়োড; টিউবার্ক্। ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফল—ফস্-অ্যাসিড। শ্লেষ্মা—ক্যালি-বাই। শৈত্যসম্ভোগ—অ্যাকোন। নাকবন্ধ—আমন-কার্ব্ব; নক্স-ভ।

শক্তি।—মূল অরিষ্ট হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

স্যাঙ্গিউইনেরীয়া ক্যানাডেন্সিস্

(SANGUINARIA CANADENSIS).

নামান্তর।—স্যাঙ্গিউইনেরীয়া ভার্নেলিস।

প্রস্তুতি।—তাজামূলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মদাত্যয়; স্বরভঙ্গ; হাঁপানি; স্তনে-অর্ব্বুদ; শ্বাসনলীপ্রদাহ; কর্কট; সর্দ্দি; বক্ষে বেদনা; বয়ঃসন্ধিকাল; ঘুংড়ী, বধিরতা; উপঝিল্লিপ্রদাহ; বাধক; অজীর্ণতা; কর্ণমধ্যে অর্ব্বুদ; প্রমেহ; চক্ষুর বিবিধপীড়া; অক্ষিপুটে দানা দানা জমা; রক্তোৎকাস; শিরঃপীড়া; বহুব্যাপক সর্দ্দি; যকৃতের বিকৃতি জনিত কাসি; ঋতুকালে স্তনে বেদনা; নখে ক্ষত; স্নায়ু শূল; আল্ জিহ্বার স্ফীতি; চক্ষু প্রদাহ; স্বরনলী প্রদাহ; যক্ষ্মাকাস; জরায়ুর পীড়া; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; পলিপস্ বা বহুপাদ; গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার পীড়া; মুখদিয়া জলউঠা; কর্ণমূল; আমবাত; রাস-টক্সের বিষাক্ততা; স্কন্ধের আমবাত; আঘ্রাণ শক্তি বা আস্বাদ শক্তির বিভ্রম; পাকস্থলীর স্নায়বিক পীড়া; উপদংশ; কর্ণ পটহের প্রদাহ; অর্ব্বুদ; বমন; আঙ্গুলহাড়া; হুপিং কাসি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা সমগ্র বায়ুমার্গের বিকৃতি সাধন ও নাসারন্ধ্রান্তর্গত ঝিল্লির উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া তরুণ সর্দ্দি উৎপন্ন করে এবং তজ্জন্য নাসামূলে বেদনা, ঘ্রাণশক্তির বিলোপ বা বিকৃতি এবং পুষ্পগন্ধকাতরতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সর্দ্দিজ জ্বর ; নবজাত শস্যাদির রেণু আঘ্রাণ জনিত প্রতিশ্যায়াদি রোগ ; পূতিনস্য এবং নাসারোগ প্রভৃতি সমস্তই ইহার বিষয়ীভূত। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই— (১) নির্দ্দিষ্ট কালান্তর আবির্ভাবশীল (প্রতি সাত দিবস অন্তর কিম্বা বয়ঃসন্ধিকালে) বমনাদি ; পাকাশয়িক পীড়া সংযুক্ত শিরঃপীড়া প্রাতে আরম্ভ হয়, বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তৎপরে ক্রমে কমিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ; মস্তক বোধ হয় যেন দ্বিধা হইয়া যাইবে এবং অক্ষিগোলকদ্বয়ের উপর এইরূপ নিষ্পেষণ অনুভূত হয় যে বোধ হয় যেন ঐ চক্ষু দুটী ললাটতল হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে ; নিদ্রার পর উপশম হয়। (২) অন্ধকার গৃহ মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্থির হইয়া থাকিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। শিরোপশ্চাতে আরম্ভ হইয়া মূর্দ্ধার উপর দিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে আসিয়া অবস্থিত হয়। (৪) মুখের স্নায়ুশূল —জানু পাতিয়া সজোরে ভূমিতলে মস্তক নিষ্পেষণ করিলে উপশম হয় ; উর্দ্ধ হনু হইতে বেদনা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। (৫) প্রত্যহ বৈকালে গণ্ডদ্বয়ে ক্ষয়কাসাধিকার সূচক সীমাবদ্ধ রক্তিমা উদ্গত হয় ; বায়ুনলীভুজ প্রদাহ এবং ফুস্‌ফুস্ প্রদাহেও এইরূপ গণ্ডরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। (৬) দক্ষিণ স্কন্ধ ও বাহুতে বাতাশ্রিত বেদনা,—রোগী ঐ বাহু উত্তোলন করিতে পারে না ; বিশেষতঃ রাত্রে। (৭) জানুসম্মুখাস্থি, করপৃষ্ঠ প্রভৃতি কেবলমাত্র সূক্ষ্ম চর্ম্মাবৃত অস্থিমধ্যে বেদনানুভূতি। (৮) তালুমূল ও অন্ননলী মধ্যে জ্বালা। (৯) স্বরনলী ও নাসিকামধ্যস্থিত ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ (১০) বয়ঃসন্ধিকালোচিত পীড়াদি,—যথা, থাকিয়া থাকিয়া দেহে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপাবির্ভাব ; প্রদর ; হস্ত ও পদতল জ্বালা ; গাত্রাবরণ অসহনীয়তা ; বেদনাজনক স্তন-বিবৃদ্ধি। (১১) নবজাত শস্য ও পুষ্পাদির রেণু আঘ্রাণজনিত শ্বাসরোগ,—গন্ধ আঘ্রাণে বর্দ্ধিত হয়। (১২) শুষ্ক কাসি,—কাসির জন্য রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং যতক্ষণ না রোগী উঠিয়া বসে এবং বায়ুত্যাগ করে ততক্ষণ উপশম হয় না। (১৩) হুপকাসি নিবৃত্তির পর সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল প্রচণ্ড কাসি ; শৈত সংস্পর্শ মাত্রে ঐ কাসির আবির্ভাব হয়। (১৪) যুবতী রমণীর মুখমণ্ডলে ব্রণাদি নানাপ্রকার উদ্ভেদ—বিশেষতঃ অত্যল্প আর্ত্তবাস্রাব অধিকারে। ডাঃ ক্লার্ক বলেন যে সর্দ্দিজ জ্বরের পর হুপকাসির ন্যায় শিশুদিগের যে কাসি অবশিষ্ট থাকে তাহাতে তিনি উল্লিখিত ভেষজ দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। "চেলিডোনীয়ামের" ন্যায় ইহারও দক্ষিণাঙ্গের উপর প্রকোপাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে ; দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ প্রদাহে, বিশেষতঃ যদি তাহা যকৃৎ বিকৃতি সংশ্লিষ্ট হয়, ইহা দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে আর একটি ইহার বিশেষত্ব এই যে এতজ্জনিত স্রাব মাত্রেই এবং নিশ্বাস ও নিঃসৃত আধ্মান বায়ু সমস্তই দুর্গন্ধ ও কষায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক জড়তা ও আবিলতা,—উদ্গারান্তে উপশম। চিত্তচাঞ্চল্য ও শঙ্কিত

ভাব ; বমন এবং প্রলাপাবির্ভাবের পূর্ব্বে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মুহ্যমান চিত্ত ও বিবমিষা,—রোগীর গৃহ মধ্য দিয়া কেহ চলিয়া গেলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। রোগ সম্বন্ধে নির্ভাবনা,—তাহার রোগ আরোগ্য হইবে। জাগ্রত অবস্থাতেও যেন স্বপ্ন দেখিতেছে এইরূপ ভাব।

মস্তক।—রোগীর বোধ হয় যেন তাহার মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় বা অসাড় হইয়া গিয়াছে ; চিৎ হইয়া শয়ন কালে মস্তক নাড়িতে অক্ষম, তাহার চতুর্দ্দিকে কে কি করিতেছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চৈতন্যযুক্ত। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা সকল বোধ হয় যেন কত সপ্তাহ বা কত মাস ধরিয়া ঘটিয়াছে। রোগীর বোধ হয় যেন সে একখানি বাষ্পীয় যানে রহিয়াছে এবং যেন তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত সকলে অত্যন্ত দ্রুত কথা বলিতেছে ; তাহাকে ধরিয়া থাকিবার জন্য রোগী সকলকে অনুনয় বিনয় করে। শিরোঘূর্ণন,—হঠাৎ মস্তক ফিরাইলে (ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: অ্যা-ল্যাক্টিক্:) এবং উপর দিকে দৃষ্টি করিলে (ক্যাল্কে: কিউপ্রাম ; ল্যাকে: ট্যাব্যাক্:—উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় ; পল্‌সে: সাইলি:) ; রাত্রে শয়নান্তে (কষ্টি: ল্যাকে: পল্‌সে: রাস) ; হেঁট হইবার পর উঠিলে (বেল্: কার্ব্বো-অ্যান্) ; বসিবার পর উঠিলে (নক্স) ; এবং জলবায়ু শীতল হইলে (ঝটিকাময় দিনে=ক্যাল্কে-ফস্) নির্দ্দিষ্ট কালান্তর আবির্ভাবশীল শিরঃপীড়া প্রাতে আরম্ভ হয়, দিবসে ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে (ন্যাট্-মিউ: সাইলি: স্পাইজি: ট্যাব্যাক্) ; মস্তক:বোধ হয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (ব্রাই: সিঙ্কো: গ্লোন: ন্যাট-মিউ:) : কিম্বা যেন প্রবল নিষ্পেষণ বশতঃ অক্ষিগোলকদ্বয় তাহাদিগের কোটর হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে (ককীউ: জিম্নোক্লেড ইগ্নে: ল্যাচ্যাস্থিস্ ; ন্যাট-মিউ: ফস্. স্যাবাই: সেনেগা ; সিপী: ট্যারেণ্ট:) ; কিম্বা মস্তিষ্ক মধ্যে, দপদপ্‌কারী বা ছুরিকাবেধবৎ যন্ত্রণা ;—বৃদ্ধি=মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে,—বিশেষতঃ ললাটে এবং মূর্দ্ধাদেশে ; অবশেষে শীত বোধ, বিবমিষা এবং পিত্ত বা ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন হইয়া থাকে ; রোগী অন্ধকার গৃহ মধ্যে স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (বেল্ সাইলি: ক্যালী-বাই:) ; নিদ্রান্তে উপশম হয় (জেল্‌সিম্: গ্লোন্:)। শিরোবেদনা,—শিরোপশ্চাতে আরম্ভ হইয়া মূর্দ্ধার উপর দিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে আসিয়া অবস্থিত হয় (সাইলি:—বাম উর্দ্ধাক্ষিক প্রদেশে=নক্স্-মস্: স্পাইজি:)। শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ কর্ণ মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ, ক্ষণস্থায়ী উত্তাপাবির্ভাব এবং অবশেষে যেন বমন হইবে মুখ মধ্যে এইরূপ জল উঠিতে থাকে। শিরোবেদনাধিকারে বিবমিষা, বমন, আলোকাসহনীয়তা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে ; বৃদ্ধি=প্রতিবার দেহ বা মস্তক সঞ্চালনে ; উপশম=নিদ্রান্তে এবং বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া গেলে (অ্যাকো: জেল্‌সি: ক্যাল্মীয়া: ইগ্নে: মিলিলোট্: সিলি:)। শিরোবেদনা,—প্রতি সাত দিবস অন্তর (স্যাবাড্: সিলি: সল্‌ফ্:—প্রতি ৮ দিবস অন্তর=আইরিস্:) এবং বয়ঃসন্ধিকালে পুনরাবির্ভূত হয়। কট্‌কট্ ঝন্‌ঝন্‌কারী শিরোবেদনা,—যেন সর্দ্দি হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ কিন্তু সর্দ্দি হয় না,—ললাটে এবং করোটীর মধ্যস্থলে বেদনাধিক্য বোধ হয় এবং চক্ষু মধ্যে নিষ্পেষণ বোধ হয়, চক্ষুর্দ্বয় জ্বালা করিতে থাকে এবং রোগী অতি কষ্টে চক্ষু সঞ্চালন করিতে পারে। মস্তকের অংশবিশেষ ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথাযুক্ত ও স্পর্শাসহ,—বিশেষতঃ শঙ্খদ্বয়

(সিলি: সিঙ্কো: প্যারিস্: ল্যাকে: স্পাই:)। শঙ্খদেশের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়।

চক্ষু। তারকা প্রসারিত (এল্যান্-গ্ল্যাণ্ড্: বেল: সাইকীউ: জেল্‌সি: হায়ো:)। চক্ষু অত্যন্ত শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত এবং অবশেষে তাহা হইতে অপর্য্যাপ্ত জল পড়িতে থাকে (অ্যালীয়াম্-স্যাট্: অ্যা-নাই: ইউফ্রে: ফাইটো: সল্ফ্:)। চক্ষু সঞ্চালন করিলে ব্যথা বোধ হয় (ব্রাই: ক্যাল্মীয়া: ন্যাট্-মিউ: প্যারিস্: ফস্: রাস্:)। অক্ষিগোলকদ্বয়, যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ তীব্র ব্যথান্বিত, এবং তন্মধ্য দিয়া যেন শর বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ও অস্পষ্ট দৃষ্টি। চক্ষু মধ্যে যেন চুল পড়িয়াছে এইরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় (ইউফ্রে: ট্যারেণ্ট্:) এবং ভাল দেখিতে পায় না। দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যে ও উর্দ্ধাংশে স্নায়ুশূল (অ্যা-কার্ব্বল্: কলোসিন্থ্: ক্যাল্মীয়া:—বাম চক্ষুর মধ্যে এবং উপরে=অরাম্-মিউ: ল্যাকে:—বেলা ১০টার সময় আরম্ভ হইয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ধীরে ধীরে হ্রাস হইতে থাকে (ষ্ট্যাণাম্:)। কামলাধিকারে চক্ষুর্দ্বয়ের শ্বেতাংশ পীতবর্ণ প্রতীয়মান হয়। সর্দ্দিজ অক্ষিপ্রদাহ,—অক্ষিপুট মাংসাঙ্কুর আকীর্ণ (গ্র্যাফ্: আর্স্: ক্যালী-বাই: মার্ক-কর্: চিনিন্-মিউ:); অক্ষিপ্রদাহান্তে চক্ষুমধ্যে ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে (এপীস্: আর্জেণ্ট্-নাই:)।

কর্ণ।—শব্দকাতরতা,—শ্রবণ পথে হঠাৎ কোনরূপ উচ্চ শব্দ প্রবেশ করিলে (ককীউ:) কষ্ট বোধ হয়,—বিশেষতঃ দক্ষিণ কর্ণে। শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য সহ কর্ণমধ্যে দপ্‌দপ্ করিতে থাকে এবং ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। ঘন গণ্ডরাগ সহযোগে কর্ণদ্বয় জ্বালা করিতে থাকে (অ্যাগার: অ্যামিল্: কষ্টি:)। শিরোবেদনা, কর্ণকূজন এবং শিরোঘূর্ণন সহ কর্ণশূল। সমকাল অন্তর কর্ণতলে ধক্ ধক্ করে এবং অধিকাংশস্থলে জোড়া জোড়া ধক্ ধকানি শুনা যায়।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির লোপ,—সর্দ্দিতে (পল্‌সে: ন্যাট্-মিউ: ন্যাট্-কার্ব্: সাইক্লেমেন্: স্যারাসিনীয়া:)। নাসাভ্যন্তরে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ (থূ্যা: ক্যাল্কে-কার্ব্: টিউক্রি: সীপা:) উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলবৎ সর্দ্দিস্রাব,—পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে (অ্যাকোন্: আর্স্: সীপা: জেল্‌সি: আইরিস্: রীউমেক্স্:); স্রাব জলবৎ, কষায় বা ত্বকক্ষয়কারক (এরাম্-ট্রাই: লাই: মার্ক্: নক্স-ভম্. সীপা: ফেরাম্: হাইড্র্যাষ্ট্:), রন্ধ্র মধ্যে চিন্‌চিন্ করে, হুলবেধবৎ বেদনা বোধ হয় এবং নাসামূলে নিষ্পেষণবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে (ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ডিফ্লো: সিপী: সিষ্টাস্: র‍্যাণান্-বাল্‌বো: স্যারাসিন্: কীউপ্রাম্:)। শুষ্ক সর্দ্দি,—হঠাৎ শৈত্য সংস্পর্শজনিতবৎ (অ্যাকোন্: ক্যাম্ফো: সিঙ্কো: নক্স-ভম্: স্যাম্বীউ: ষ্টিক্টা:),—রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকে। কখনও জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গলিত হইতে থাকে এবং কখনও বা রন্ধ্রদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায় এবং সাঁটিয়া থাকে (পল্‌সে: ন্যাট্-মিউ: ফস্: প্যারিস্:)। নবপ্রস্ফুটিত গোলাপাদি পুষ্প কিম্বা নবজাত শস্যাদির রেণু আঘ্রাণজনিত সর্দ্দি ও শ্বাসকৃচ্ছ্র,—রোগিণীর নাসিকা মধ্যে পুষ্পাদির গন্ধ প্রবিষ্ট হইলে সে পীড়িত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে (ফস্: গ্র্যাফ্: ইগ্নে: নক্স-ভম্: ভ্যালি: সীপা:)।

মুখমণ্ডল।—মুখের স্নায়ুশূল,—ঊর্দ্ধ হনু হইতে বেদনা নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, গ্রীবা ও শিরোপার্শ্বাদি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়; উপশম=নতজানু হইয়া সজোরে মস্তক ভূমিতলে বা উপাধানে নিষ্পেষণ করিলে; বেদনা বিদ্ধকারী ও জ্বালাজনক। সীমাবদ্ধ গণ্ডরাগ,—এক বা উভয় গণ্ডে প্রতীয়মান হইয়া থাকে; ক্ষয়কাস, ফুস্‌ফুস্ ও বায়ুনলীভুজ-প্রদাহাধিকারসূচক (ক্রিয়োঃ ল্যাচ্‌ন্যান্থিস্‌ঃ লাইঃ ফেরাম্‌ঃ ফেরাম্-ফস্‌ঃ)। মুখমণ্ডলের প্রগাঢ় রক্তিমা সহ শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে, আড়ষ্টতা অনুভূত হয় এবং ঐ শিরা সকল স্পর্শ করিলে তীব্র ব্যথা বোধ হইয়া থাকে। অপরাহ্ণে গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠে এবং কর্ণদ্বয় জ্বালা করিতে থাকে। বিকার-সংযুক্ত-ফুস্‌ফুস্-প্রদাহাধিকারে কপোল ও হস্ত নীলিমা প্রতীয়মান হয়। বমন উদ্রেক বোধ, ও ম্লান মুখমণ্ডল। গণ্ডাস্থি মধ্যে বেদনানুভূতি। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক বোধ হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে, নীচের ওষ্ঠ জ্বালা করিতে থাকে, অনমনীয় বোধ হয় এবং তদুপরে ফোস্কা উৎপন্ন হয়; ফোস্কা সকল গলিয়া শুকাইয়া গেলে চটায় পরিণত হয় এবং কিয়ৎকাল পরে ঐ সকল চটা ছালের মত হইয়া উঠিয়া যায়। হনুসন্ধি আড়ষ্ট বোধ হয়। যন্ত্রণাজনক কাসি সহ গণ্ডরাগ। অত্যল্প আর্ত্তবাস্রাব কালে যুবতীদিগের মুখমণ্ডলে ব্রণাদি উদ্ভেদ উদ্গত হয় (বেলিস্‌ঃ ক্যাল্‌কেঃ ইউজিনীয়া-য্যাম্বস্‌ঃ সোরিন্‌ঃ)।

মুখবিবর।—আস্বাদশক্তি রাহিত্য এবং জিহ্বা বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে (আইরিস্‌ঃ ফাইটোঃ রীউমেক্স্‌ঃ সাইমেক্স্‌ঃ কলোসিন্থ্‌ঃ লাইঃ প্ল্যাট্‌ঃ)। মাড়ীর উপর এবং ঊর্দ্ধ তালুতে ক্ষত উৎপন্ন হয়। মিষ্ট দ্রব্যাদি তিক্ত বোধ হয় এবং তৎপরে জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় জ্বালা করিতে থাকে। জিহ্বা শ্বেত লেপাচ্ছন্ন এবং তৈলাক্ত বা মেদময় স্বাদ বোধ-জনক। জিহ্বাগ্র যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে (ক্যাল্‌কে-ফস্‌ঃ ন্যাট্-সল্‌ফ্‌ঃ কার্ব্বো-অ্যান্‌ঃ ড্রোসেরাঃ ফস্‌ঃ ফাইটোঃ স্যাবাড্‌ঃ সেনেগাঃ)। জিহ্বা অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত,—যেন তদুপরে স্ফোটক উদ্গত হইতেছে (রস্‌ঃ সিষ্টাস্‌ঃ অ্যা-নাইঃ সিলিঃ)। জিহ্বা রক্তবর্ণ এবং বোধ হয় যেন কোন উষ্ণ বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, মুখবিবর আঠাময় এবং দন্ত সকল চট্‌চটে বোধ হয়।

গলমধ্য।—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে কণ্ঠাভ্যন্তর স্ফীত বোধ হয় (হিপ্‌ঃ সোরিন্‌ঃ পল্‌সেঃ) মনে হয় যেন গলরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে; দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক,—তৎসহ স্বরলোপ। কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়; জল পান করিলেও শুষ্কতার নিবৃত্তি হয় না (ষ্ট্র্যামোন্‌ঃ)—বোধ হয় যেন গলা ফাটিয়া যাইবে। কণ্ঠাভ্যন্তর যেন ক্ষয়িতত্বক হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত বোধ হয় (আর্জেন্ট্-নাইঃ এরাম্-ট্রাইঃ সীপাঃ)। গলগ্রন্থি প্রদাহ,—পূয সঞ্চয়ের বিলম্ব হইলে গলমধ্যে উত্তাপ বোধ,—গল মধ্যে শীতল বায়ু গ্রহণ করিলে আরাম বোধ হয়। তালুমূল ও জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় মুক্তাসন্নিভ লেপান্বিত প্রতীয়মান হয়,—গলক্ষতপ্রদাহাধিকারে। তালুমূল ও অন্ননলী মধ্যে জ্বালা বোধ হয়। তালুমূল বোধ হয় যেন অত্যুষ্ণ জলাদি পান করায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

পাকস্থলী।—কি খাইতে ইচ্ছা করে সে তাহা বলিতে পারে না; ঝাল ঝাল ঝাঁজাল

দ্রব্যাদি বা জারিত চাট্‌নি প্রভৃতি বড় ভাল লাগে (সিঙ্কো: ল্যাক্-ক্যান্: ফস্:)। চিনি বা শর্করা তিক্তস্বাদ বোধ হয় এবং জ্বালা উৎপন্ন করে। আহারের অনতিপরেই পাকাশয় শূন্য বোধ হয় (টিলিয়া-ট্রি:); শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয়, বিবমিষার উদ্রেক হয়, মুখে জল উঠিতে থাকে; রোগী এত অবসন্ন হইয়া পড়ে যে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হয় এবং বেলা ১২টা পর্য্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম উদ্গত হইতে থাকে; সামান্য আহার করিলেও এইরূপ হইয়া থাকে। থাকিয়া থাকিয়া প্রাণান্তক বিবমিষার আবির্ভাব হইয়া থাকে (অ্যাণ্ট্-টার্ট: ক্রোটেলাস্: ডিজিট্: ইপিক্: ট্যাবাক্: ল্যাক্-ডিফ্লো:—কাল বমন=ক্যাড্মীয়াম্-সল্ফ:), মুখে অনবরত জল উঠিতে থাকে, শিরোবেদনা অনুভূত হয় এবং শীত করিয়া জ্বর আইসে (ইউপেট্: আর্স্: ক্যামো: ইপিক্: ন্যাট্-মিউ: পলিপোরাস্:)। বমনান্তেও বিবমিষার উপশম হয় না (ডিজিট্: ইপিক:)। বমিত পদার্থ কটুস্বাদ জল (কার্ব্বোনীয়াম্-সল্ফ্: ন্যাট্-সলফ্:); কিম্বা অম্লস্বাদ বিশিষ্ট, কষায় জলীয় পদার্থ (কোণায়াম্:); অজীর্ণ ভুক্ত পদার্থ (ফেরাম্: ক্যালী-বাই: ক্রিয়ো: নক্স্-ভম্:); এবং কৃমি (অ্যাকো: সিনা: ফাইটো: স্যাবাড্: সিকেলী:); বমন হইবার পূর্ব্বে মহা উদ্বেগ সহ শিরোবেদনা এবং পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা; বমনান্তে শিরোবেদনার অনেক উপশম বা লাঘব হইয়া থাকে। বিবমিষা আবির্ভাবান্তে কোন কোন স্থলে আম্বাত উদ্গত হয়, বুক জ্বালা করিতে থাকে; পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠে, শিরোবেদনা অনুভূত হয় এবং তৎপরে বমন বা মলতারল্য আবির্ভূত হইয়া থাকে। পাকস্থলী ক্ষয়িতত্বকবৎ স্পর্শাসহ এবং যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে তন্মধ্যে এইরূপ চাপ বোধ হয়। বৃদ্ধি আহারান্তে (কার্ব্বোনীয়াম্-সল্ফ্: ষ্ট্রন্সীয়ান: লাই: ষ্ট্যান্—দুগ্ধপানান্তে=স্যাম্বীউ:)। শিরোবেদনাধিক্যরে পাকাশয় মধ্যে জ্বালা (অ্যাস্ক্লিপ্-টীউ: আইরিস্: আর্স্. ক্যাম্ফা: ভেরেট:)। পাকাশয়প্রদাহ,—পাকাশয় মধ্যে জ্বালা, বমন ও শিরোবেদনা সহযোগে। পাকাশয়িক শিরোবেদনাধিকারে পাকাশয় শূন্য ও অবসাদজনক বোধ হয়। হঠাৎ উদরোর্দ্ধ প্রদেশে এমন সাঁটিয়া ধরে যে বোধ হয় যেন শ্বাসরোধ হইয়া যাইবে। বমনান্তে রোগী বিবমিষা দমন করিবার জন্য কিছু আহার করিতে চাহে। পাকাশয় মধ্যে যেন একটা সজীব পদার্থ লম্ফঝম্প করিতেছে (ক্রোকাস্: ক্যাল্কে-ফস্: এরাণ্ডো, থূযা:)। ধূমপানান্তে হিক্কা উঠিতে থাকে (পল্সে:—তামাকু সেবন-জনিত হিক্কা=অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ক্যালেণ্ডীউ: ইগ্নে:)।

অন্ত্রাশয়।—স্তনদেশ হইতে যেন যকৃতের দিকে উত্তাপের শিখা প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। যকৃৎ নিষ্ক্রিয়, গাত্রত্বক হরিদ্রাভ; অন্ত্রশূল। প্লীহা প্রদেশে তীক্ষ্ণ শলাকা-বেধবৎ বেদনা। বাম কুক্ষী মধ্যে ব্যথা—বৃদ্ধি=কাসিলে (অ্যাম্ব্রা; উপশম=টিপিলে এবং বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে ব্রাই:—টিপিলে এবং বাম পার্শ্বে শুইলে ব্যাথাধিক্য=ককীউলাস্;—দক্ষিণ পার্শ্বে=চেলিড:)। সন্ধ্যার সময় উদর আধ্মাতপূর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্ত্রীযোনি দিয়া আধ্মান নিঃসৃত হইয়া থাকে,—জরায়ুদ্বার উন্মুক্ত থাকায় স্ত্রীযোনি দিয়া বায়ু নিঃসরণ (ব্রোম্: লাই: অ্যা-ফস্: আরিগেণাম্;)। উদরের অনমনীয় স্ফীতি (কুরারী, থূযা); তলপেটের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্ব এবং তথা হইতে মলান্ত্র পর্য্যন্ত সংক্রমণশীল

ছেদনবৎ বেদনা। উদর স্পর্শাসহ,—আহার করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বক্ষ-মধ্য হইতে অন্ত্রাশয়ে উষ্ণ জল পড়িতেছে এইরূপ অনুভূতির পর মলতারল্য আবির্ভূত হয়।

মলান্ত্র ও মল।—তরুণ সর্দ্দির পর অতিসার (স্কীলা; স্যাম্বীউ:),—তৎসহ বক্ষ-মধ্যে বেদনা ও কাসি, উদরাময় বা মলতারল্য,—মল তরল সারময়; কিম্বা উজ্জ্বল হরিদ্রাভ; অজীর্ণ; জলবৎ। মলতারল্যাধিকারে উর্দ্ধ ও অধোমুখে অপর্য্যাপ্ত আধ্মান বায়ু নির্গত হইয়া থাকে (অ্যালো); আধ্মাত নিঃসরণান্তে কাসির অনেক উপশম হয়। বেগ সত্ত্বেও বাহ্যে হয় না, অথচ বোধ হয় যেন মলান্ত্রের নিম্নাংশে যেন একটা ডেলা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় এবং কেবল দুর্গন্ধ আধ্মান নিঃসৃত হইয়া থাকে। পর্য্যায়ক্রমে মলকাঠিন্য ও মলতারল্য আবির্ভূত হইয়া থাকে।

প্রস্রাব।—কামল রোগাধিকারে প্রস্রাব পরিমাণে অতি অল্প এবং ঘোর লাল (টেরিব:); ধরিয়া রাখিলে তলায় ঈষৎ লালবর্ণ তলানি পড়ে। রাত্রে পুনঃ পুনঃ অপর্য্যাপ্ত এবং পরিষ্কার জলের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে (ড্যাফ্‌নী; গ্লোন্: অ্যা-ফস্: ন্যাট্-মিউ: ইউজিনীয়া-য্যাম্: স্কীলা; ল্যাক্-ক্যান্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—গতার্ত্তবা রমণীদিগের নানাবিধ স্বাস্থ্যবিকার,—থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব (অ্যা-সাল্‌ফ: অ্যামিল্: গ্লোন্: ল্যাকে: ম্যাঙ্গেনাম্: সিপী); ত্বক ক্ষয়কারক, কষায়, দুর্গন্ধ প্রদরস্রাব (স্যাবাইনা; সিপীয়া); কর ও পদতল জ্বালা (ল্যাকে: সাল্‌ফ্:),—গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে; স্তনদ্বয় অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠে (কোণা: হেলোন্:)—("যখন উল্লিখিত অবস্থায় ল্যাকেসিস্ এবং সল্‌ফার প্রয়োগে ভাল পাওয়া যায় না"—এইচ্: সি অ্যালেন্)। তলপেটে বেদনা,—যেন ঋতু প্রকাশ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ (অ্যাক্টীয়া অ্যালো; কলোফিল্: পাল্‌সে)। ঋতু,—অকালে প্রকাশ পায়,—কাল শোণিত নিঃসৃত হয় কিম্বা ঠিক সময়ে প্রকাশ পায়; স্রাব দুর্গন্ধ এবং উজ্জ্বল লাল বর্ণ, কিম্বা মাংসখণ্ডের ন্যায় চাপ চাপ ঘণীভূত শোণিত নির্গলিত হয় (জিঙ্কাম; ষ্ট্র্যামোন্: অ্যাপোসাইনাম্; ল্যাকেসিস্); শেষভাগে শোণিত আরও ঘোর হয় অথচ দুর্গন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা কম থাকে, কিম্বা স্রাব অত্যন্ত অল্প হইয়া থাকে; শিরোবেদনা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ হইতে ললাটে সংক্রমণ করে এবং বোধ হয় মস্তক যেন ফাটিয়া যাইতেছে (সিপীয়া) এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত হয়। জরায়ুমুখ ক্ষতযুক্ত এবং তন্মধ্য হইতে দুর্গন্ধ ও ত্বকক্ষয়কারক প্রদরস্রাব নিঃসৃত হয়। স্তনদ্বয় মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা; দক্ষিণ স্তনবৃন্তের তলদেশে স্পর্শ করিলে ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথাযুক্ত এবং স্তনবৃন্ত ক্ষতযুক্ত বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—গলমধ্যে প্রায়ই শুষ্কতা অনুভূত হয়। স্বরনলীর মধ্যে স্ফীতি সহযোগে স্বরলোপ। বিকারযুক্ত-ফুস্‌ফুস্-প্রদাহাধিকারে দ্রুত, আয়াসসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাস, অতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র, গণ্ডদ্বয় ও হস্ত নীলাভ এবং নাড়ী নমনীয়। নবপ্রস্ফুটিত পুষ্পাদির রেণু আঘ্রাণজনিত সর্দ্দির পর শ্বাসরোগ; কোন উগ্র গন্ধ আঘ্রাণ করিলে বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণাজনক, দীর্ঘ দীর্ঘ এবং ফোঁস ফোঁস শব্দকারী শ্বাস্‌প্রশ্বাস্ (ডিজিট্: গ্লোন্: জেল্‌সি: ইগ্নে:)। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণাকাঙ্ক্ষা

কিন্তু তাহাতে বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধ ভাবের বা বুক সাঁটার বৃদ্ধি হয় এবং বক্ষ মধ্যে বিদারণকারী যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়,—বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে। শুষ্ক, বক্ষবিদারক কাসি,—কণ্ঠমধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত (ফস: রীউমেক্স ; সিপীয়া ; হিপার),—তৎসহ কণ্ঠ শুষ্ক বোধ ; কণ্ঠাভ্যন্তর হইতে বুকাস্থির পশ্চাৎ বাহিয়া নিম্নদিকে প্রসারণশীল সড়সড়ী অনুভব ; সন্ধ্যার পর শয়নান্তে কাসির বৃদ্ধি হয়। শুষ্ককাসি,—রাত্রে রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং যতক্ষণ না শয্যায় উঠিয়া বসিয়া উর্দ্ধ ও অধোমুখে বায়ুত্যাগ করে ততক্ষণ উপশম হয় না ; সীমাবদ্ধ গণ্ডরাগ, রাত্রিস্বেদ ও উদরাময় ; বক্ষমধ্যে বেদনা ও জলবৎ সর্দ্দি স্রাব সহযোগে প্রচণ্ড কাসি (ইউফ্রে: সীপা, স্কীলা ; সেনেগা:)। বক্ষের উর্দ্ধাংশে নিরন্তর ভার ও চাপ বোধ সহযোগে শ্বাসকৃচ্ছ্র। বুকাস্থি ও দক্ষিণ স্তনবৃন্তের মধ্যাংশে পেশীতে সূচীবেধবৎ বেদনা। বুকাস্থির পশ্চাতে এবং বক্ষের দক্ষিণাংশে তীব্র বেদনা ও জ্বালা জনক উত্তাপ অনুভূত হয় এবং ঐ উত্তাপের শিখা বেলা ৪টার সময় যকৃতাভিমুখে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ বক্ষে, স্তনবৃন্তের নিকটে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (ব্রাই: রাস্)। হুপকাসি নিবৃত্তির পর প্রতিবার শৈত্য সংস্পর্শমাত্রে পুনরাবির্ভাবশীল প্রচণ্ড কাসি। বহুব্যাপক-সর্দ্দিজ-জ্বরান্তিক প্রচণ্ড কাসি। প্রচণ্ড সাঁই সাঁই শব্দকারী ঘঙঘঙে কাসি,—অতি কষ্টে কফ উত্থিত হয়। গয়ার ঘণীভূত ও রজ্জুবৎ আঠার ন্যায় ; লৌহমলবৎ বর্ণবিশিষ্ট (আণ্ট-টার্ট আয়োড: লাই: ফস্:), অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র সমন্বিত,—ফুস্ফুস্ প্রদাহে ফুস্ফুসের যকৃত্তাবাপ্তি হইলে। দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারী বেদনা,—অতি কষ্টে রোগী স্বীয় দক্ষিণ হস্ত মস্তকে উত্তোলন করিতে পারে। অপরাহ্নে উভয় স্তনের মধ্যস্থলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, অত্যন্ত জ্বালা অনুভূত হয়। ফুস্ফুস্ প্রদাহ ; বক্ষঃ বা ফুস্ফুস্ মধ্যে জ্বালা ও সূচী-বেধবৎ বেদনা ; রোগী চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে (চিৎ হইয়া থাকিলে উপশম হয়=অ্যালো: অ্যানাক্: ব্রাই: ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: লাইকোপোড: ষ্ট্যানাম্) ; কফকুচিকা অত্যন্ত ঘনীভূত ও রজ্জুবৎ, অতি কষ্টে উত্থিত হয় এবং বর্ণ লৌহমলের বা মরিচার ন্যায় ; নাড়ী দ্রুত ও সূক্ষ্ম ; মুখমণ্ডল ও প্রত্যঙ্গাদি শীতল, কিম্বা হস্ত ও পদ জ্বালাময় উত্তাপযুক্ত, গণ্ডদ্বয় উদ্ভাসিত ও সীমাবদ্ধ রক্তিমা সমন্বিত এবং জ্বালাযুক্ত ; বৃদ্ধি=অপরাহ্নে বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ; অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হইয়া থাকে। মুখ নিঃসৃত বায়ু ও গয়ার উভয়ই অত্যন্ত দুর্গন্ধ,—রোগী নিজেও সেই দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে (অ্যা-নাই: ক্রোকাস, ক্যাপ্স: ক্যালী-ফস্: হিপার, স্কীলা ; ব্যাপ্টি: ষ্ট্যাণাম্), কাসির পূর্ব্বে এবং পরে বাতকর্ম্ম হইয়া থাকে ; কাসির পর উত্তাপ অনুভূত হয় এবং তাহার পর হাই উঠিতে থাকে (অ্যানাক্: নক্স-ভম্—বিশেষতঃ শিশুদিগের—আণ্ট-টার্ট—নিদ্রাবেশ হয় এবং হাই উঠে=অ্যানাক্:) সীমাবদ্ধ গণ্ডরাগ সমন্বিত মুখমণ্ডল, উদরাময়, রাত্রিস্বেদ এবং পদদ্বয়ে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদগ্রতলে যন্ত্রণাজনক শলাকাবেধবৎ-বেদনা, কিম্বা যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। সন্ধিগত বাতাধিকারে বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা অন্তর্নিক্ষিপ্ত বাত হৃৎপিণ্ডকে আক্রমণ করে (কোল্চিকাম্)। শুষ্ক ত্বক ও গাত্রদাহ সহযোগে ধমন্যাদি মধ্যে

শোণিতোৎপ্লাবন এবং ভয়ঙ্কর দ্রুতগতি হৃদস্পন্দন (অ্যামিল: গ্লোন্: ফাইজস্:)। হিমাঙ্গ, সংজ্ঞারাহিত্য প্রভৃতি সহ হৃৎপিণ্ডের ও নাড়ীর অনিয়মিত ক্রিয়া।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবাপৃষ্ঠে, স্কন্ধে এবং বাহুতে বাতাশ্রিত বেদনা,—রাত্রে বৃদ্ধি। বাম অংস-ফলকের দক্ষিণ প্রান্তে অতীব্র ব্যথানুভব,—শ্বাসপ্রশ্বাস বৃদ্ধি হয়। গুরুভাব দ্রব্য উত্তোলন বশতঃ নিতম্ব ও কটিবাত কিম্বা পৃষ্ঠের বৃহৎ পেশীগত বাতবেদনা। ত্রিকাস্থি মধ্যে বেদনা,—হেঁট হইলে উপশম হয়। পৃষ্ঠের উপর হইতে নীচের দিকে সমস্ত পেশী স্পর্শাসহ বোধ হয়; বেদনা ইতস্ততঃ সংক্রমণশীল এবং দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ কালে অধিক মনে হয়। আর্ত্তবস্রাব আরম্ভের পূর্ব্বে বগলের মধ্যে কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। দক্ষিণ স্কন্ধে ও বাহুতে বাতাধিকার জনিত বেদনা (ফেরাম; ফাইটো: অ্যা-কার্ব্বল:); বৃদ্ধি=রাত্রে (ফাইটো:)। শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে (ব্রাই: পল্‌সে: লাই:) করতল ভয়ঙ্কর জ্বলিতে থাকে। উভয় হস্তের নখমূল সকল ক্ষতযুক্ত (ন্যাট্র-সল্‌ফ:)। বাম উরুশিখরে এবং দক্ষিণ উরুর ভিতর দিকে বাতাশ্রিত বেদনা। কখনও উরুতে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয় এবং কখনও বা স্তন মধ্যে জ্বালা ও চাপ বোধ হয়। চতুর্দ্দিকে সংক্রমণশীল বেদনা,—বৃদ্ধি=রাত্রে। জানুদ্বয় আড়ষ্ট বোধ হয়। যে সকল অস্থি কেবলমাত্র পাতলা চর্ম্মাবৃত সেই সকল অস্থি মধ্যে বেদনা (রস-ভেন:), সন্ধিমধ্যে কিন্তু কোন বেদনা অনুভব হয় না; আক্রান্ত অংশ স্পর্শ মাত্রে বেদনা তিরোহিত হয় কিন্তু আবার স্থানান্তরে আবির্ভাব হইয়া থাকে। পদতল—(এবং করতল) যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে; বিশেষতঃ রাত্রে শয়ন কালে (সাল্‌ফ: সিপীয়া; ক্যাম্বা: লাই: ম্যাঙ্গি: ম্যাঙ্গে: ফাইটো: পাল্‌সে: সিলি:)। সকল সন্ধিতেই বাতাশ্রয় করে এবং আক্রান্ত সন্ধি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া বেদনার আবির্ভাব হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দক্ষিণ বাহু অবশ। রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত আলস্য ও শৈথিল্য বোধ করে; আদৌ নড়িতে বা মানসিক পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করে না; জলীয় বায়ুতে এই অবস্থার বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে পদদ্বয় দুর্ব্বল বোধ হয়। শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া অতি ধীরে সম্পাদিত হয়, প্রত্যঙ্গাদি উত্তাপরহিত, নীলিমান্বিত মূর্ত্তি এবং জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে অসুস্থ বোধ করে। শিরা সকল স্ফীত এবং স্পর্শাসহ। থাকিয়া থাকিয়া ধমনীর মধ্যে শোণিতোৎপ্লাবন। স্বরনলী, নাসারন্ধ্র এবং জরায়ু মধ্যে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ হইবার প্রকৃতি। অত্যন্ত আবল্য ও উত্থানশক্তিরাহিত্য অনুভূতি,—বিশেষতঃ প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে। বক্ষমধ্য হইতে যেন উদর মধ্যে উষ্ণ জল পড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি। সময়ে সময়ে দেহ মধ্যে উত্তাপ আবির্ভাব বশতঃ গাত্রত্বক পিট্‌পিট্‌ করিতে থাকে এবং তজ্জন্য অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় (কর্ণাস্:)। একটা বেদনা গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের উপর দিয়া ললাটে আসিয়া উপস্থিত হয় (এই লক্ষণটী একাকীই আবির্ভূত হউক বা অন্য লক্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকুক, "স্যাঙ্গিউইনেরীয়ার" অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া পরিগণনীয়—এইচ্: এন্: গার্ন্‌সী)।

ত্বক।—বিবমিষা আবির্ভাবের পূর্ব্বে উত্তাপ ও আঘাত উদ্গত হইয়া থাকে। বহুকালের দুরারোগ্য এবং পুরু ও দৃঢ়মাংসময় প্রান্ত বিশিষ্ট ক্ষত,—তন্মধ্য হইতে রস স্রাব হয়; মলিন মাংসাঙ্কুরাকীর্ণ, এবং প্রান্তসীমা শুষ্ক এবং কুরিয়া কাটা হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয় (হাইড্র্যাষ্ট্: হ্যামা:)। সবিরাম জ্বরের প্রভাব কালে কামল রোগাধিকারে (সবিরাম জ্বরাধিকারে কুইনিন্: অপব্যবহার জনিত কামল=আর্স:—প্রাত্যহিক বা আন্ত্রিক কিম্বা পিত্তাশ্রিত জ্বরাধিকারে=হাইড্র্যাষ্ট্:)। সবিরাম জ্বরাধিকারে গাত্রত্বক হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়=ডায়াডেমা: ইল্যাট্:। স্বল্পবিরাম বা অবিরাম জ্বরাধিকারে—সল্ফ্: এবং যকৃৎ মধ্যে ব্যথা থাকিলে=পলিপো:। ফুস্ফুস্ প্রদাহাধিকারে (অ্যাণ্ট্-টার্ট:),—চক্ষুর্দ্বয়ের শ্বেতাংশ পর্য্যন্ত হরিদ্রাভ হইয়া যায়। স্বল্পরজস্কা যুবতীদিগের মুখমণ্ডলে নানাপ্রকার ব্রণাদি বাহির হওয়া।

জ্বরাধিকারে।—জ্বালাজনক সন্তাপ এবং শীত ও কম্প পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে। উত্তাপ মস্তক হইতে দ্রুতবেগে পাকাশয়ে সঞ্চারিত হয়। থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র দেহ অগ্নিময় হইয়া উঠে (ক্যাল্কে-কার্ব্:)। শীতাবস্থায় শিরোবেদনা, বিবমিষা এবং একটু নড়িলে চড়িলেই বাম পৃষ্ঠফলকের দক্ষিণপ্রান্তে ব্যথা অনুভূত হয়; পৃষ্ঠে শিহরণ অনুভূত হয়,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর শয্যায় শায়িত অবস্থায়। অপরাহ্ণ-জ্বর, তৎসহ গণ্ডের সীমাবদ্ধ স্থানে লাল হওয়া; প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে ৩টার মধ্যে জ্বর আইসে। থাকিয়া থাকিয়া দেহে উত্তাপ আবির্ভূত হয়; জ্বরের সময় রোগী প্রলাপ বকে। সামান্য শীত করিয়া প্রবল জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে, শিরোমধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং এমন কি, বিকার পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর্য্যাপ্ত শীতল স্বেদ। শিরোবেদনাসহ সন্নিপাত জ্বর।

বৃদ্ধি।—আক্রান্ত অংশ হঠাৎ সঞ্চালিত হইলে; গুরুভার বস্তু উত্তোলনে, শয়ন করিলে (কাসি); কাসিলে; মাথা নীচু করিয়া শয়নান্তে; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে; দ্রুত মস্তক ফিরাইলে এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে; শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে; হেঁট হইলে; ব্যায়ামান্তে; আহার করিলে; উপবাস করিয়া থাকিলে; কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে; রাত্রে; শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে; আলোকে এবং শীতল গৃহে অবস্থিতিকালে। দক্ষিণাঙ্গে প্রকোপাধিক্য।

উপশম।—স্থির হইয়া অন্ধকারে গৃহে শুইয়া থাকিলে; জোরে টিপিলে; হাঁটু গাড়িয়া ভূমির উপরে জোরে মস্তক নিষ্পেষণ করিলে; বাম পার্শ্বে শুইলে; শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ঊর্দ্ধ ও অধোমুখে বায়ু নিঃসরণান্তে; নিদ্রান্তে; উদ্গারান্তে এবং নির্ম্মল শীতল বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—"স্যাঙ্গিউইনেরীয়া" অহিফেনের মাদকতার প্রতিবিষ। "বেলেডনার" পরে ব্যবহৃত হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সদৃশ।—শিরোবেদনা সম্বন্ধে=বেল্: আইরিস্: মিলিলোট:। গতার্ত্তবা রমণীদিগের নানা প্রকার পীড়াতে=লাইকোপোড্: সল্ফ্:। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল বায়ুনলীভুক্ত

প্রদাহে কিম্বা ফুসফুস্ প্রদাহাধিকার-প্রবণতাতে=চেলিড্: ফস্: সল্ফ্: ভেরেট-ভির: (এইচ্: সি: অ্যালেন্:)। অধিকন্ত—স্কীলা, চেলিড্: স্পাইজি: ট্যাব্যাক্: অ্যাণ্ট্-টার্ট: ক্যাপ্স্: ব্রাই: হিপার: লাই: মার্ক্: গ্লাট্-মিউ: রীউমেক্স্: স্পঞ্জীয়া: ষ্ট্যাণাম্: সিলিশীয়া: সিপীয়া: ইউজিনীয়া-য্যাম্বস্: বেলিস্: ক্যাল্কে: সোরিন্: রাস্-ভেন্: স্যাবাড্: ফাইটো: স্যাঙ্গুইন্-নাই: টিউক্রি: ফেরাম্:। "শ্রান্তি জন্য—শিরোবেদনা অতিশয় মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জনিত হইলে= এপিজীয়া:; পাকাশয়বিকৃতি জনিত শিরোবেদনা যদি বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং দেহ সঞ্চালনে, মর্দ্দনে বা নিষ্পেষণে উপশম হয়"=ইগ্নিগো—(এইচ্: সি: অ্যালেন্:)।

তুলনীয়।—দক্ষিণ হস্তে বাতের বেদনা—ম্যাগ্না-কার্ব্ব:। মাথাব্যথা—দক্ষিণচক্ষুর—স্পাইজি:। বামচক্ষু—সাইলি:; সিপিয়া:। শিরঃপীড়ার পর প্রস্রাব—ইগ্নে:; জেলস:। আর্ত্তব দোষ জন্য—সিপিয়া.। গন্ধে মূর্চ্ছাভাব—ফস্:; ইগ্নে:; জেলস:। সাময়িক শিরঃপীড়া—আইরিস্:। ফুসফুস্প্রদাহ—ভিরেট্রাম-ভির:; ফস:; অ্যাণ্ট-টার্ট:; সল্ফ্:। উদরে যেন জীবন্ত পদার্থ রহিয়াছে—ক্রোকস্:। জরায়ু হইতে বায়ু বহির্গত—লাইকোপ:; বোভিষ্টা:। যকৃতের কাসি (প্লীহার কাসি সিলা)। দক্ষিণ দিকের উপসর্গ বাম দিকে যাওয়া—লাইকোপ:; চেলিডো:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শতমিক ক্রম।

স্যাঙ্গুইনারিণাম নাইট্রিকাম্

(SANGUINARINUM NITRICUM).

নামান্তর।—নাইট্রেট্-অভ্:-স্যাঙ্গুইনোরিন্:।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গ্রন্থি-বিবৃদ্ধি; হাঁপানি; অন্ত্রকূজন; শ্বাসনলী প্রদাহ; সর্দ্দি; কাসি; বধিরতা; মাথাব্যথা; স্বরনলীপ্রদাহ; পানিয়াম্; কর্ণমূল; গ্রীবার আড়ষ্টতা; গলক্ষত; কর্ণপটাহপ্রদাহ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্যাঙ্গুইনেরীয়ার সর্দ্দিজ লক্ষণ সকল স্যাঙ্গুইনারিণামে উগ্রতর ভাবে প্রকাশ পায় এবং স্যাঙ্গুইনেরীয়ার ন্যায় ইহাও নাসিকা, চক্ষু, কণ্ঠনলী, বায়ুমার্গ প্রভৃতি আক্রমণ করে। তরুণ সর্দ্দি, অপর্য্যাপ্ত অশ্রু স্রাব, চক্ষু এবং শিরোমধ্যে বেদনা, মস্তক ত্বকের স্পর্শকাতরতা, নাসারন্ধ্র এবং সমগ্র দেহে জ্বালা ইহার প্রকৃতিগত ক্রিয়াফল। এতদ্বিষয়ীভূত রোগীর দেহের প্রায় সর্ব্বত্র একটা রুদ্ধভাব অনুভূত হইয়া থাকে; মস্তক বোধ হয় যেন নিরেট ও ভার হইয়া রহিয়াছে; অত্যধিক শিক্নী সঞ্চয় বশতঃ নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি এবং তজ্জন্য রাত্রে মুখবিবর শুষ্ক এবং পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ

হইয়া যায়। বুকাস্থির মধ্যাংশের পশ্চাতে কফ সঞ্চয় বশতঃ শ্বাসরোধপক্রম অনুভূতি এবং বায়ুমার্গ সকল বোধ হয় যেন গাঢ় ও ঘনীভূত শ্লেষ্মা বা পূয পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বুকাস্থির পশ্চাতে উত্তাপ ও যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি ইহার একটী প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ; বহুল পরিমাণে মিষ্টস্বাদ বিশিষ্ট কিম্বা পাতলা ফেনময় এবং আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হইয়া থাকে। সর্দ্দি জ্বরের অধিকাংশ লক্ষণ, এমন কি আস্বাদন শক্তির বিকৃতি বা বিলোপ পর্য্যন্ত ইহাতে ঘটিয়া থাকে। "যেন কত মূলা ভক্ষণ করিয়াছে রোগী স্বীয় নাসামধ্যে এইরূপ গন্ধ অনুভব করে" লক্ষণটীও ইহার প্রকৃতিগত এবং নির্ণায়ক। যেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়াছে রোগী সর্ব্বাঙ্গে এইরূপ একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ রাত্র ৯॥ টার সময় এবং নাসারন্ধ্ররোধ বশতঃ মুখব্যাদান পূর্ব্বক শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করায় মুখ শুখাইয়া যায় এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ হয় ; প্রভাত ৬টার সময় ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া জাগ্রত হয় এবং বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—খপিশ স্বভাব,—সামান্য কারণে ক্রোধোদ্রেক হয়। রোগী রাত্রে অত্যন্ত অস্বাচ্ছান্দ্য বোধ করে (পল্‌সেঃ কষ্টিঃ সাইক্লেম্‌ঃ)। মস্তক পরিপূর্ণ ও ভার বোধ বশতঃ প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (অ্যাসাফিট্‌ঃ) ; উপশম=নাসিকা হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাবের পর। (ক্যালী-বাইঃ ল্যাকেঃ ষ্টীক্টা—শোণিতস্রাবান্তে উপশম=বীউফো ; ফেরাম্‌-ফস্‌ঃ ম্যাগ্‌-সাল্‌ফ্‌ঃ মিলি-লোট্‌ঃ র‍্যাফেনাস্‌)। ললাট ও চক্ষু মধ্যে বেদনা,—নাসিকা হইতে জলীয় ও ঘনীভূত আঠার ন্যায় মিশ্রিত, নিম্মল, হরিদ্রাভ এবং ঈষৎ শোণিত রঞ্জিত শ্লেষ্মা স্রাবের পর আংশিক উপশম হইয়া থাকে ; ললাট ও নাসামূল জ্বালা করিতে থাকে। ললাট মধ্যে উত্তাপ অনুভূতি (জেল্‌ঃ নক্স্‌-মস্‌ঃ),—উপশম=উষ্ণ জল দিয়া ললাট ধৌত করিলে (ক্যাল্‌কে-ফস্‌ঃ ইণ্ডীয়াম্‌; স্পাইঃ)। ললাট, অক্ষি গোলকের উপরে, এবং নাসামূল পরিপূর্ণ ও ভার বোধ হয় (হ্যামাঃ ক্যালী-কার্ব্‌ঃ ষ্টীক্টা)। শিরোমধ্যে ঈষৎ ব্যথা এবং সমগ্র মস্তক ও মস্তকের ত্বক স্পর্শাসহ বোধ হয়।

চক্ষু।—চক্ষুদ্বয় স্ফীত, আরক্তিম এবং স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। দক্ষিণ অক্ষি-গোলক যেন ক্ষতযুক্ত এইরূপ স্পর্শকাতর এবং তন্মধ্য হইতে চক্ষুর প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে। বাম চক্ষু ও ভ্রূদেশ ব্যথা করিতে থাকে এবং তজ্জন্য মস্তকের বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। চক্ষু মধ্যে ভয়ানক উত্তাপ ও জ্বালা বোধ হয়। অপর্য্যাপ্ত অশ্রু স্রাব,—গণ্ড বহিয়া অশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে। অক্ষিগোলক মধ্যে জ্বালা,—উপশম =রাত্রে ; চাপ বোধ সহ এবং অবশেষে কিয়ৎকাল যাবৎ অক্ষিগোলকদ্বয় পূর্ণ ভাবজনক এবং স্পর্শাসহ বোধ হইয়া থাকে,—সাধারণতঃ তরুণ সর্দ্দি হইলে যেরূপ হইয়া থাকে। অক্ষিপুট ও যোজকত্বক রক্ত বর্ণ হইয়া উঠে ; বাম চক্ষুর দক্ষিণ কোণে অত্যন্ত উত্তেজনা ও জ্বালা অনুভূতি সহযোগে যোজকত্বক আরক্তিম হইয়া থাকে এবং চক্ষু স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। অস্পষ্ট

দৃষ্টি,—যেন একটী সচ্ছিদ্র বস্ত্র মধ্য দিয়া দেখিতেছে বা যেন চক্ষের উপর সূক্ষ্ম শ্লেষ্মাময় প্রলেপ পড়িয়া রহিয়াছে (ক্যাল্কে: কষ্টি: ড্রোসেরা; ক্রিয়ো: ন্যাট্-মিউ: সিপীয়া)।

নাসিকা।—রোগীর বোধ হয় যেন সে মূলা ভক্ষণ করিয়াছে এবং যেন তাহারই ঝাঁজ লাগায় চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত অশ্রুস্রাব হইতেছে; এইরূপ হইবার অনতিপরেই যেন চক্ষের উপর একটা সূক্ষ্ম শ্লেষ্মার লেপ পড়িয়া যাইয়া দৃষ্টির অস্পষ্টতা (ইউফ্রে:) সংঘটিত করে। নাসারন্ধ্র, ললাট এবং বায়ুমার্গ সকল শুষ্ক, ক্ষয়িতত্বক এবং স্পর্শাসহ বা অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয়। নাসারন্ধ্র মধ্যে জ্বালা (এরাম্-ট্রাই:) আরম্ভ হইয়া ললাট অভ্যন্তরে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। দক্ষিণ নাসা হইতে অনবরত বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকে। উভয় রন্ধ্র হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গলিত হয়, প্রতি ৫।৭ মিনিট অন্তর হাঁচি হইতে থাকে এবং অপর্য্যাপ্ত অশ্রুস্রাব হয় (সীপা; ইউফ্রে: স্কীলা)। উভয় রন্ধ্র মধ্যে জ্বালা অনুভূত হয়; অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া নাসারন্ধ্র এবং বায়ুমার্গ সকল রুদ্ধ করিয়া ফেলে। পশ্চান্নাসা হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ এবং শোণিতসিক্ত শ্লেষ্মা নির্গলিত হয়,—বাম পশ্চান্নাসা হইতেই অধিক স্রাব হইয়া থাকে। নাসা রোগ বা রন্ধ্র মধ্যে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ (ক্যাড্মীয়াম্-সাল্ফ্: ক্যাল্কে-ফস্: অ্যা-নাই: ক্যালী-বাই: ফস্: সোরিন্: স্যাঙ্গিউইন্: টীউক্রি: থূযা)। পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহ নাসিকা হইতে নিরন্তর জল স্রাব, দৃষ্টি অস্পষ্ট; আভ্যন্তরিক অপাঙ্গ (কোণ) লাল হইয়া উঠে এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথাযুক্ত এবং স্ফীত অনুভূত হয়; ক্রমে নাসিকা, চক্ষু, মুখবিবর ও কণ্ঠাভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালার উদ্রেক এবং তন্মধ্য হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে কিন্তু তৃষ্ণা থাকে (সীপা ও ইউফ্রেসীয়ার সহিত তুলনীয়)।

মুখবিবর।—জিহ্বার যেন ত্বকক্ষয় হইয়াছে বা যেন জিহ্বা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ জ্বালা (আইরিস্: সীপা: সাইমেক্স্: লাই: ফাইটো: হাইড্রাষ্ট: ভেরেট্-ভির:)। মুখমধ্য ও কণ্ঠাভ্যন্তর কর্কশ ও শুষ্ক বোধ হয় (ক্যাল্কে: সীপা: মার্ক্-সল্: নাক্স্-মস্: ন্যাবাড্: ষ্টীক্টা:)। মুখমধ্যে জ্বালাজনক উত্তাপ অনুভূতি,—যেন মরীচচূর্ণ লাগিয়াছে (আইরিস্; ন্যাট্-সলফ্: ড্রোসেরা: মেজের:)। নাসারন্ধ্র রোধ বশতঃ মুখব্যাদানপূর্ব্বক নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্পাদন করায় মুখ শুষ্ক হইয়া যায় এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয় [স্যাম্বীউকাস্]। পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও ললাট মধ্যে জ্বালা সহ মুখমধ্য হইতে শ্লেষ্মা ও লালাস্রাবের আধিক্য। জিহ্বা, তালু, গলগ্রন্থিদ্বয় এবং তালুমূল শুষ্ক, ক্ষয়িতত্বক এবং স্পর্শাসহ বোধ হয়।

গলমধ্য।—মুখবিবর ও গলমধ্য কর্কশ ও শুষ্ক এবং কণ্ঠনলী সঙ্কুচিত বোধ হয়। দক্ষিণ গলগ্রন্থি ক্ষতযুক্ত, কর্কশ, ক্ষয়িতত্বক এবং ব্যথাযুক্ত বোধ হয় এবং লালাদি গলাধঃকরণ করিতে গেলে কষ্ট হইয়া থাকে। কণ্ঠাভ্যন্তর ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে তন্মধ্যে কিয়দংশ আরক্তিম এবং উত্তেজনাবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। প্রভাতে গলমধ্য হইতে বহুল পরিমাণ গাঢ়, পীতবর্ণ এবং মিষ্টস্বাদজনক শ্লেষ্মা উত্থিত হয় এবং সমস্ত দিবস ঐরূপ উঠিতে থাকে [ক্যাল্কে: ফেরাম্: ফস্: ষ্ট্যানাম্: স্কীলা:]। কণ্ঠ ও বায়ুনলীশাখা মধ্যে অপর্য্যাপ্ত কফ সঞ্চিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ গলগ্রন্থি অত্যন্ত ব্যথান্বিত, অমসৃণ এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ

প্রতীয়মান হয়, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে যন্ত্রণা বোধ হয়; কর্ণপশ্চান্নলী রুদ্ধ হইয়া যায়, শব্দের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারে না এবং দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ কূজন শ্রুত হয়। অন্ননলী এবং পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা বোধ হয়।

পাকাশয়াদি।—তিক্ত স্বাদ। সকল দ্রব্যই শুষ্ক ও স্বাদহীন কাষ্ঠফলকের ন্যায় বোধ হয়। মুখে করিলে মুখ ও গলমধ্যের শুষ্কতা, উত্তাপ এবং ক্ষতান্বিত দূর হয় এরূপ রসাল দ্রব্য আহার করিতে চাহে অথচ সে দ্রব্য ঝাল না হয়। রোগী প্রভাত হইতে কিছু আহার না করিলেও রাত্রি দশটার সময় পূতিময় দুর্গন্ধ বায়ুর উদ্গার উঠিতে থাকে যেন তরল মল নির্গত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ। রাত্রে উদর মধ্যে অন্ত্রকূজন ও ছেদনবৎ যন্ত্রণা যেন মল বা বায়ু নিঃসরণ সম্ভাবনা। রাত্রে ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রস্রাব; প্রস্রাবের তলানি শ্বেতাভ।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুমার্গ সকল বোধ হয় যেন ঘনীভূত আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা বা পূয লিপ্ত। নাসারন্ধ্র, ললাটাভ্যন্তর, চক্ষুদ্বয়, কণ্ঠমধ্য, বায়ুনলীশাখা প্রভৃতি জ্বালাযুক্ত হইয়া পরে নাসিকা হইতে জলবৎ এবং চক্ষু হইতে নিরন্তর অশ্রু স্রাব হইতে থাকে; তরুণ জলবৎ সর্দ্দিস্রাব অধিকারে পশ্চান্নাসারন্ধ্র এবং বায়ুনলী জ্বালা করিতে থাকে; তৎপরে বুকাস্থি পশ্চাতে দৃঢ়াকর্ষণ বা যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ ভাব, জ্বালা এবং কফ সঞ্চয় হইতে থাকে এবং কণ্ঠ ও বায়ুনলীশাখা মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। স্বরনলী প্রদাহ স্বরভঙ্গ, এবং শুষ্ক শূন্যগর্ভ কাসি। বায়ুনলীশাখাদ্বয়ের সংযোগ স্থলে উত্তেজনা উৎপন্ন হইয়া কাসি হয় এবং শোণিতলাঞ্ছিত শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হইতে থাকে। বুকাস্থির পশ্চাতে ক্ষতান্বিত ভাব ও প্রচণ্ড আক্ষেপিক দেহ আলোড়ক কাসি। বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব বশতঃ ক্ষুকক্ষুকে, বক্ষবিদারক কাসি। কর্কশশব্দকারী কাসির পর কণ্ঠ ও বক্ষ মধ্যে ক্ষতযুক্তবৎ অনুভূতির উদ্রেক হয় এবং তালুমূলে বোধ হয় যেন ঝিল্লি চাঁচিতেছে। প্রভাতে শয্যাত্যাগান্তে একটু এদিক ওদিক করিলেই কাসি হইয়া বহুল পরিমাণ ঘনীভূত, হরিদ্রাভ এবং মিষ্টস্বাদজনক কফ উঠিতে থাকে। ক্রমে কাসি পূর্ব্বাপেক্ষা গভীর এবং ঘড়ঘড় শব্দকারী হয় এবং কাসিজনিত নিষ্পেষণ বক্ষমধ্য হইতে উভয় ফুস্‌ফুসে সঞ্চারিত হইয়া শ্বাসরোধানুভূতির বৃদ্ধি করে। রোগী নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য লালায়িত হয়।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—স্যাঙ্গিউইনেরীয়া সীপা: ইউক্রে: রীউমেক্স: আইরিস্: স্যাবাড: ভেরেট্র-ভির: হিপার্: ফস্: স্কীলা: ষ্ট্যাণাম্: এরাম-ট্রাই:।

তুলনীয়।—নাকের ভিতর জ্বালা—এরাম-ট্রাই:। দুশ্ছেদ্য গয়ার—ক্যালি-বাই:। মিষ্ট গয়ার—ষ্ট্যানাম:।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

স্যানিকীউলা

(SANICULA).

নামান্তর।—স্যানিকিলা আকোয়া।

প্রস্তুতি।—আমেরিকার ধাতুময় উৎস বিশেষের জল হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ—ঋতুস্বল্পতা; হাঁপানি; মৌমাছির হুলবেঁধা; স্ফোটক সহজে পাকে না; অন্ত্র কূজন; আঁচিল; চক্ষু প্রদাহ; কোষ্ঠবদ্ধতা [শীতবোধ]; শ্বেতক্ষেত্রের ক্ষত; সর্দ্দি; কাসি; মাথায় খুস্কি; দুর্ব্বলতা; বহুমূত্র; অতিসার; অজীর্ণতা; গর্ভাবস্থায় শ্লেষ্মা; কাসি; শীর্ণতা; শয্যায় অসাড়ে মূত্রস্রাব; পায়ে ঘর্ম্ম; হাজিয়া যাওয়া; পাকাশয় প্রদাহ; মাটী স্ফোটক; মাথাব্যথা; সবিরাম জ্বর; কণ্ডুয়ন; মাইয়ের দুধ পাতলা; মুখে ক্ষত; কচ্ছু বা পাচড়া; শ্বেত প্রদর; যকৃতে বেদনা; কটীবাত; বিষাদবায়ু; স্নায়ুশূল; অসাড়তা; রাত্রিতে ভয় পাওয়া; চক্ষু প্রদাহ; জরায়ু-মুখের শিথিলতা; পূতিনস্য; অতিশয় ঘর্ম্ম; পেট মোটা শিশু; গর্ভাবস্থায় বমন; বাহুর বাত; আমবাত; শীতাদ; অস্থিবিকৃতি; গলগণ্ড; জিহ্বায় দদ্রু উদ্ভেদ; জ্বালা; দন্তশূল; জরায়ুচ্যুতি; জরায়ুতে ক্ষত; জরায়ুর অর্ব্বুদ দুধ বা জল বমন; মণিবন্ধ বা হাতের কব্জীতে স্ফোটক।

উপযোগিতা ও আভাস।—কচ্ছুবিষদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নানাবিধ রোগে ইহার অশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পশ্চাল্লিখিত ইহার কতিপয় নির্ণায়ক লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা যে একটী বহুরোগে প্রয়োজনীয় ভেষজ তাহা বুঝা যাইবে। (১) শিশু অত্যন্ত একগুঁয়ে, অবাধ্য, স্বমতপ্রধান, সামান্য কারণে রাগিয়া যায় এবং রাগ হইলেই পশ্চাদিকে পড়িয়া যায়; দেহের নিম্নাভিমুখী গতি রোগীর পক্ষে অত্যন্ত শঙ্কাজনক। রোগী অত্যন্ত অস্থির চিত্ত, এই এক কার্য্য করিতেছে, তখনই তাহা ছাড়িয়া অন্য একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে, কোনটিই সম্পূর্ণ করে না। (২) নিদ্রার সময় শিশু মস্তক ও গ্রীবা হইতে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম স্রাব হয় এবং উপাধানের বহুদূর পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। (৩) মস্তকেরত্বক এবং শ্মশ্রু মধ্যে বহুল পরিমাণ মরামাস উৎপন্ন হয়। (৪) কর্ণ পশ্চাদ্দেশ ক্ষতযুক্ত এবং তাহা হইতে শ্বেতাভ বা ধুসর বর্ণ ও গাঢ় আঠার ন্যায় রস স্রাব হয়। (৫) জিহ্বা বৃহৎ এবং লোল জ্বালা করিতে থাকে এবং শীতল হইবার জন্য রোগী স্বীয় জিহ্বা বহির্গত করিয়া রাখে; জিহ্বার উপর দদ্রু। (৬) অশ্ব বা বাষ্পীয় যানে ভ্রমণ করিলে বিবমিষার উদ্রেক ও বমন হইয়া থাকে। (৭) তৃষ্ণা অত্যন্ত কিন্তু বার বার অল্প অল্প জল পান করে; পাকাশয় মধ্যে প্রবেশ মাত্র জল বমিত হইয়া যায়। (৮) মল ও মূত্র অসাড়ে নির্গত হয়। (৯) মলবদ্ধতা,—মলান্ত্র মধ্যে বহুল পরিমাণে মল সঞ্চিত না হইলে বেগ হয় না; অনেক বেগ দিবার পর মল একটু বহির্গত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে; বহুল পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ধূসরবর্ণ, শুষ্ক গুটিলা নির্গত হয় এবং মলদ্বারে আসিয়া এমন আবদ্ধ হইয়া যায় যে অঙ্গুলির সাহায্য ব্যতীত নির্গত হয় না;

নির্গমন কালে মলদ্বারের মুখ হইতে চূর্ণ হইয়া পতিত হয় ; মল পচা পনীরের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। (১০) উদরাময়—নানা প্রকার ও নানা বর্ণের ; আলোড়িত ডিম্বের ন্যায় ; কিম্বা ফেনময়, শষ্পবৎ হরিদ্বর্ণ, কিম্বা কিছুক্ষণ থাকিলে হরিদ্বর্ণ ধারণ করে ; কিম্বা পুষ্করিণীর ভাসমান শৈবালবৎ ; রোগী আহার করিতে করিতে দৌড়াইয়া পায়খানায় গমন করে। (১১) মলের গন্ধ অত্যন্ত পূতিময় এবং সহস্রবার ধৌত করিলেও সে গন্ধ তিরোহিত হয় না। (১২) মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে এবং বিটপদেশ হইতে জননেন্দ্রিয়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত হাজিয়া যায়। (১৩) প্রদর স্রাব—লবণ মিশ্রিত মৎস হইতে নির্গলিত জলের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। (১৪) জরায়ু ক্ষীণ এবং নিম্নাকৃষ্ট বোধ হয়,—যেন বস্তিগহ্বর হইতে জরায়ু আদি সমস্ত বহির্গত হইয়া যাইবে ; যোনির উপর হস্তের চাপ দিয়া বহির্নিঃসরণ রোধ করিবার চেষ্টা করে ; পাদচারণ করিলে, পদস্খলিত হইলে বা দেহ নাড়া পাইলে জরায়ু আদির নিম্নাকর্ষণের বৃদ্ধি হয়। (১৫) পাদস্বেদ, অঙ্গুলির মধ্যদেশে দুর্গন্ধ ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া অঙ্গুলি সকলকে ক্ষতযুক্ত করে ; যেন জলে পা দিয়াছে পদতল এইরূপ স্বেদসিক্ত হইয়া থাকে। (১৬) পদতল জ্বালা,—রোগী পদদ্বয়ের উপর কোনরূপ আচ্ছাদন রাখিতে পারে না এবং শীতল ভূমির উপর পদদ্বয় স্থাপন করে। (১৭) অতি শীতের সময়ও শিশু গাত্র বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে। দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন কতই না বয়স হইয়াছে, মলিন তৈলাক্তবৎ এবং গ্রীবায় মাংস লোল ও কুঞ্চিত, এইরূপ শিশুতে উপরি লিখিত লক্ষণের অধিকাংশ বর্ত্তমান থাকিলে "স্যানিকীউলা তাহাদিগের সঞ্জীবনী সুধা বলিলেও কোন মতে অত্যুক্তি হয় না। চলিত কথায় বলিতে গেলে " পেট মোটা, গলা ছিনে, হাত পা নলী নলী" এইরূপ শিশুই উল্লিখিত ভেষজের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। "নিতম্বের উপর যেন আর্দ্র বস্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে এইরূপ শৈত্য অনুভূতি" ইহার অন্যতম নির্ণায়ক লক্ষণ। শিশুদিগের দধি আকারে দুগ্ধ বমন, আহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক, শিশু অত্যন্ত শীর্ণ হইলেও কঠিন অনাবৃত তক্তপোষের বা ভূমির উপর শয়ন করিতে চাহে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে রাগিয়া যায়, অন্ধকার পথে যাইতে যাইতে পুনঃ পুনঃ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করে, শিশুর নিকটে কেহ গেলে চটিয়া যায়, যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে, সেই পার্শ্বে ঘর্ম্মোদ্গম,—ইত্যাদি কয়েকটী লক্ষণও "স্যানিকীউলা" র প্রকৃতি গত লক্ষণ। এতজ্জনিত লক্ষণাবলী নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত অস্থিরমতি,—এক কার্য্যে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারে না ; এই এক কার্য্য করিতেছে, আবার কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে পূর্ব্বের কার্য্য শেষ না করিয়াই অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে (অ্যালীউ: ককীউ: ক্রোকাস্ ; ইগ্নে: পালসে: সল্ফ: ভ্যালি:)। শিশু অত্যন্ত একগুঁয়ে, স্বমতপ্রধান, অনবরত ক্রন্দন করে ও পা ছুঁড়িতে থাকে (ক্যামো: সিনা:) ; অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং ক্রোধপ্রবণ (অ্যাব্রোট্: ব্রাই: ক্যামো: জেল: লাই: নাক্স-ভম্:) ; এই অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে আবার পরক্ষণেই হাস্য পরিহাস করিতে থাকে (ওপী:) ;

কেহ স্পর্শ করিলে অত্যন্ত রাগিয়া যায় (অ্যান্ট্-ক্রুড: ক্যামো:); একটু রাগ হইলেই চিৎ হইয়া ভূমিতলে পতিত হয় (ক্যামো:)। মন অত্যন্ত চঞ্চল. অনবরত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়; এমন কি কথোপকথন কালেও এক কথা বলিতে বলিতে অন্য কথা আরম্ভ করে [অ্যাসার: ল্যাকে: ক্যামো. ক্যানাব্-ইন্:]। অধ্যয়ন কালে চিত্ত চাঞ্চল্য [ড্রোসেরা]। কেহ ভাল কথা বলিলেও রোগী তাহা মন্দ ভাবে গ্রহণ করে [অন্যে যাহা বলে বা করে তাহাই মন্দ এই বিশ্বাস=ক্যামো:]। অত্যন্ত বিষণ্ণভাব; রোগিণী মনে করে কেহ তাহাকে ভাল বলে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে; রোগিণীর বিশ্বাস যে তাহার বন্ধুবর্গ আর তাহাকে স্নেহ করে না=আরাম্; হীউরা। কাহারও সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহে না [অ্যাব্সিস্থ]। সামান্য উদ্বেগ বা ভাবনা অসহনীয় বোধ করে। যেন কোন বিপদ আসন্ন এইরূপ শঙ্কিত ভাব [অ্যামন্-কার্ব: আর্ক্টীয়া; লিলীয়াম্-টাই: ম্যাগ্-কার্ব: সিপী: ভ্যালি:] এক এক সময় এমন মনে হয় যে নিকটবর্ত্তী সকলকে খুব গালাগালি করে [অ্যানাক্],—সবিরাম জ্বরাধিকারে। অত্যন্ত অস্থির, অথচ দেহ সঞ্চালনে আরাম বোধ হয় না [শিশুর ইচ্ছা তাহাকে কেহ ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায় কিন্তু তাহাতে তাহার আরাম বোধ না=সিনা—অত্যন্ত অস্থির কিন্তু নড়িবার ক্ষমতা নাই=ব্যাপ্টি: আর্স:]। শিশু অত্যন্ত অস্থির,—এক দণ্ড স্থির থাকিতে পারে না [পীড়া বশতঃ=ক্যামো: যালাপা; রিউম]। নিম্ন গতিতে শিশুর অত্যন্ত ভয়,—শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া সোপানাবতরণ কালে সে অত্যন্ত ভীত হয় এবং ধাত্রীকে জড়াইয়া ধরে (বোরাক্স: জেলসি:)।

মস্তক।—মস্তিষ্কের জড়তা, যেন উন্মাদ হইয়া গিয়াছে [ক্যালী-ব্রোম:]। শিরোঘূর্ণন্, হেঁট হইবার বা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবার পর উঠিতে গেলে [কার্ব্বো-অ্যান্: স্যাঙ্গিউইন; টেবিলের বা বেঞ্চের নিকট উপবিষ্ট অবস্থায় [ক্যামো: পল্‌সে:]; আহারান্তে [গ্রাটী: পল্‌সে: ককীউ: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: ফস্:]; তৎসহ বিবমিষা [ক্যাল্কে-ফস্: চিনিন্-সাল্ফ: ফেরাম: নক্স-ভম: পেট্রোল:]; কোন অবলম্বনের উপর ভর দিয়া না দাঁড়াইলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা [কার্ব্বো-ভেজি:]; অবসন্নতা, ও যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম এইরূপ অনুভূতি বশতঃ নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য রোগী লালায়িত হয় [সল্ফ:—ফুস্ফুস্, প্রদাহাধিকারে রোগী অনবরত বাতাস করিতে বলে=কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-নাই: ল্যাকে:]। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ও মস্তক ব্যথান্বিত বোধ হয়,—যেন কাষ্ঠময় শয্যায় শুইয়া ছিল [চিনিন্-আর্স: অরাম: সিপীয়া: ম্যাগ-কার্ব:]। ললাটদেশীয় অতীব্র শিরোবেদনা,—লেখা পড়ার সময় মস্তক হেঁট বা অবনত করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় [অ্যাসিড-কার্ব্বল্: কলোসিন্থ:]; কিম্বা বদ্ধ, গরম গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিলেও বেদনাধিক্য অনুভূত হয় [অ্যাগ্নাস্: নিকোলাম্: ট্যাব্যাকাম্:] উপশম=পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে (পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে বৃদ্ধি=ক্রিম্যাট: গ্লোন্:) এবং স্নিগ্ধ শীতল বায়ু সংস্পর্শে [লাই: পাল্‌সে: গ্লোন্: হেলিবো]; শিরোবেদনা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে সংক্রমণ করে (সিঙ্কোনা; ল্যাক্-ক্যান্—প্রথমে শিরোপশ্চাতে আবির্ভূত পরে ললাটে অবস্থিত হয়=সীপা: স্যাঙ্গিউইন্:)। শিরোবেদনা—প্রবল বায়ু সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়,—

বিশেষতঃ বায়ু যদি শীতল হয় [সিঙ্কো: ক্যাল্কে: হিপার: মার্ক: সাইলি:]। রোগীর মনে হয় যেন তাহার মাথার খুলি উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। পাছে বাতাস লাগে এই ভয়ে রোগী সময়ে সময়ে গ্রীষ্মের সময়েও স্বীয় মস্তক বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে [ম্যাগ্-মিউ: সোরিণাম্: সাইলি:—পাছে শীতল বায়ু লাগে এই ভয়ে গ্রীষ্মকালেও রোগী আপাদমস্তক আবৃত করিয়া থাকে—হিপার]। শিরোবেদনা,—বৃদ্ধি= শয়ন করিলে [কলোসিন্থ ; গ্লোন: রাস্] ; উপশম=অশ্বারোহণে বায়ু সেবন করিলে [গাড়ীতে ভ্রমণ করিলে=অ্যা-নাইট্রিক:]। বাম চক্ষুর উপরিভাগে নিরন্তর বেদনা অনুভূত হয় [ল্যাকে: ফাইজস্: লাইকোপাস্-ভার্জি] ললাট হইতে বেদনা শিরোপশ্চাতে সংক্রমণ করে শিরোপশ্চাৎ হইতে ললাটে=সীপা ; স্যাঙ্গিউইন্: সিলি:]। মস্তিষ্ক মধ্যে শৈত্য অনুভূতি (অ্যাব্রোট: বেল্:) কিম্বা যেন মস্তিষ্কের চতুর্দ্দিকে আর্দ্র বস্ত্র জড়িত রহিয়াছে (যেন মস্তিষ্ক বস্ত্র দ্বারা জড়িত=মর্ফিনাম্)। বিবমিষা ও বমন সংযুক্ত শিরোবেদনা প্রতি সপ্তাহে আবির্ভূত হয় এবং দুই তিন দিবস স্থায়ী হইয়া থাকে (স্যাবাড্: স্যাঙ্গিউইন্: সাইলি: সল্ফ: আইরিস্)। শিরোবেদনার বৃদ্ধি=আলোকে (বেল্: ক্যাল্কে: স্যঙ্গিউইন: সিপীয়া: সাইলি: ন্যাট-মিউ: ফস্:) এবং শব্দ শ্রবণ করিলে (বেল্: থিরিড: ল্যাক্-ডিফ্লো: ল্যাক্-ক্যন্: নক্স-ভম্: অ্যা-ফস্:)। ললাটত্বক কুঞ্চিত, ভ্রূকুটীর ভাব ব্যঞ্জক ; রোগীর পুনঃ পুনঃ ভ্রূদ্বয় উর্দ্ধাকর্ষণ করিতে এবং পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইতে ইচ্ছা হয় ; বৃদ্ধি=দ্বিপ্রহরের সময় ; মস্তক সঞ্চালনে, হেঁট হইলে, শব্দে, দেহ নাড়া পাইলে, এবং পদস্খলিত হইলে উপশম=সন্ধ্যার সময়, স্থির হইয়া থাকিলে এবং নিদ্রার পর (শিরোবেদনাদি লক্ষণ দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে আরম্ভ হয়=স্যাঙ্গিউইন্: স্পাইজি: ন্যাট-মিউ: ট্যাবাক্:)। নিদ্রার সময় শিশুর গ্রীবা ও মস্তকে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয় এবং উপধানের বহুদূর পর্যন্ত আর্দ্র হইয়া থাকে (ক্যাল্কে: সিলি:)। মস্তকের চর্ম্ম ভ্রূলোম এবং শ্মশ্রু মধ্যে অত্যধিক মরামাস উৎপন্ন হয় (ক্যাল্কে: গ্র্যাফ: ন্যাট-মিউ: ওলীয়্যান্: ফস্: ষ্ট্যাফ্: সল্ফ) ; মস্তকে উপাধানের উত্তাপ সংক্রামিত হইলেই ভয়ানক কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। মস্তক বা গ্রীবার পশ্চাতে আদৌ শীতল বায়ু সহ্য হয় না। মস্তকের কেশ অত্যন্ত পাতলা এবং চিক্কণতারহিত বা রুক্ষদর্শন (পাতলা =থুযা ; পামাকচ্ছু বশতঃ=ক্যালী-বাই: জয়ায়ুশূল বশতঃ=নক্সভম্:—অচিক্কণ=অ্যালিউ: ক্যালী-কার্ব: হাইড্রাষ্ট: হিপোজিনিন্: মিডহ্বন: সোরিন্:)। মস্তকের কেশ বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন,—কেশপ্রসারনকালে চিরুণি হইতে "পটপট" শব্দ উত্থিত হয়।

চক্ষু।—চক্ষের কোণে জ্বালা ও করকরাণি। অক্ষিপুট আরক্তিম এবং প্রদাহান্বিত বা সন্তাপজনক। সর্দ্দিজ চক্ষুপ্রদাহ ; অক্ষিপুট স্ফীত হইয়া উঠে এবং অক্ষিগোলক রক্তবর্ণ ধারণ করে। চক্ষের যন্ত্রণা রাত্রে বৃদ্ধি হয়। শ্বেতক্ষেত্র ক্ষতান্বিত। আলোককাতরতা নিদ্রাভঙ্গান্তে সমগ্র চক্ষু শুষ্ক বোধ,—যেন অক্ষিপুট অক্ষি-গোলকের উপর জুড়িয়া রহিয়াছে। (হেলিবো: ক্যালকে বার্বা:)। চক্ষু লক্ষণ সকল সকালে ভাল থাকে ; বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং যত বেলা যায় ততই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চক্ষু জ্বালা করে এবং

তন্মধ্য হইতে আঠার ন্যায় রস পড়ে ; দুইতিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ রস অক্ষিপুট প্রান্তে শুষ্ক হইয়া শ্বেতবর্ণ বুসিকায় বা শল্কে পরিণত হয় (ক্যামো: অ্যান্ট-ক্রুড:)। সময়ে সময়ে দ্বিদর্শনের আবির্ভাব হয় (জেলসি: ন্যাট মিউ:) কিম্বা অধ্যয়নকালে অক্ষর সকল পরস্পর জড়াইয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয় (সাইলি: ন্যাট-মিউ: ষ্ট্যাফ ল্যাক্-ক্যান্: লাই. কোণা: ফেরাম ; গ্র্যাফ:)। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন হঠাৎ শ্বেত ধুম আবির্ভূত হইয়া চক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গেল ; সেই সময় রোগী কিছু দেখিতে পায় না এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে (চতুর্দ্দিক ধূমাচ্ছন্ন দর্শন=সাইক্ল্যামেন্ ; ল্যাক্-ডিফ্লো: প্লাম্ সর্দ্দি বা শ্লেষ্মাজনিত অক্ষি প্রদাহে সীপা, মার্ক: পালসে: স্যাঙ্গিউইন্: ক্যামো: ইউফ্রে: জেল্সি: ন্যাট্-মিউ: ন্যাটসাল্ফ: ক্লোরাম্),—অপর্য্যাপ্ত হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা স্রাব হয় ; প্রথমে বাম চক্ষু, পরে দক্ষিণ চক্ষু আক্রান্ত হয় (হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা নির্গলন=ক্যালী-সাল্ফ: ক্যালী-মীউ—স্বর্ণবর্ণ স্রাব=ন্যাট্-ফস্:)। প্রবল বাতাস বা শীতল বায়ু সংস্পর্শে অশ্রুপাত (ন্যাট্-মিউ: সাইলি: ইউফ্রে স্যাবাড:)।

কর্ণ।—কর্ণপশ্চান্নলীর সর্দ্দি [সাইলিশীয়া ; স্যাঙ্গিউইন্: আয়োড্:—বধিরতাজনক= ক্যাল্কে: ক্যালী-মিউ: ক্যালী সালফ: পাল্সে:]। বাম কর্ণ বোধ হয় যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (আর্জেণ্ট-নাই: ল্যাচন্যান্: সাইলি: ফেরাম্-ফস্)। কর্ণপশ্চাৎ ক্ষতযুক্ত এবং সেই সেই সকল ক্ষত হইতে শ্বেত বা ধূসরবর্ণ এবং গাঢ় আঠার ন্যায় রস নিঃসৃত হয় (গ্র্যাফ্: সোরাইন্:)।

নাসিকা।—নাসাসর্দ্দি ; রন্ধ্র মধ্যে হইতে পাতলা, কষায় শ্লেষ্মাস্রাব (এরাম্-ট্রাই: সীপা: লাই: মার্ক: নাক্স:) ; কিম্বা গাঢ়, পীত বা হরিদ্বর্ণ এবং অপর্য্যাপ্ত সিকনি (আর্স্: অ্যালীউ: আরাম: রস ;—হরিৎ বা সবুজবর্ণ=পল্সে ক্যালী বাই: সিপীয়া: সাইলি:) নির্গলিত হইয়া থাকে ; কখনও বা গাঢ় মধুর ন্যায় চিপিটিকা বা ঘনীভূত সিকনি নির্গত হয় (বোভি: ক্যালী-বাই: সিপীয়া. ষ্টীক্টা:) আবার কখনও বা শ্বেতবর্ণ, গাঢ় আঠার ন্যায় ও রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা (ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্: ক্যামো:) ; কালবর্ণ চাপ চাপ ঘণীভূত শোণিত নির্গত হয় (ক্যমো: ক্রোকাস্ ; ট্যারেণ্ট: সিকেলী) কিম্বা রক্তময় রস। নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত পীতবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব ; বৃদ্ধি=গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে (সীপা ; নাক্স ; পল্সে: অ্যাকোন্:) এবং আহারের পরে (নক্স-ভম্:)। রন্ধ্র ক্ষতযুক্ত এবং পীতবর্ণ শুষ্ক পিঞ্জট দ্বারা যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ (ক্যালী-বাই: ল্যা-ক্যান্:)। নাসিকা ফোঁৎকার করিবার পর নাসামুখ হইতে একটা "সিঁ সিঁ শব্দ পশ্চাদ্দিকে যায়। শিশু নিদ্রাভঙ্গান্তে অনবরত চক্ষু ও নাসিকা মর্দ্দন করে (স্কীলা:)।

মুখমণ্ডল।—ঊর্দ্ধহনুর অস্থি হইতে বাম রগ পর্য্যন্ত নিরন্তর ব্যথা করিতে থাকে ; বৃদ্ধি=ঠাণ্ডা লাগিলে ; উপশম=উত্তাপ সংস্পর্শে। ভ্রূলোম ও শ্মশ্রু মধ্যে অপর্য্যাপ্ত মরামাস উৎপন্ন হয়। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠের উপর চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া থাকে এবং রোগী নিরন্তর তাহা খুঁটিয়া রক্তাক্ত করে (এরাম্-ট্রাইফিল্: হেলিবো: ব্রাই:)। চিবুকের উপর কণ্ডুতিজনক উদ্ভেদ সকল বাহির হয় (ক্যাল্কে: ন্যাট্-মিউ:) ; উত্তাপ সংস্পর্শে কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি হয়।

মুখবিবর।—দন্ত সকল বোধ হয় যেন অত্যন্ত পাতলা,—শীতল বায়ুর সংস্পর্শ আদৌ সহ্য হয় না। দক্ষিণ দন্তস্নায়ু হইতে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া মস্তকে ও গ্রীবাতে সঞ্চারিত হয়,—রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বেড়ায়, এত জ্বালা করে যে রোগী শীতল বায়ু লাগাইবার জন্য জিহ্বা মুখ হইতে বহির্গত করিয়া রাখে। জিহ্বার উপর দদ্রু হয় (ন্যাট্ মিউ: জিঙ্কাম:)। জিহ্বা তালুতে সংলগ্ন হইয়া থাকে (নক্স-মস্: ব্রাই: অ্যালীউ: অ্যা-নাইট্রিক: কষ্টি: অ্যাপোসিন্-ক্যানাব্: কোনা: ডায়োস্কো: মার্ক্-বিনায়োড্:)। জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় উপরদিকে মুড়িয়া আইসে; জিহ্বার পশ্চাতে ঘন পীতলেপ (নক্স্-মস্: ফাইটো:)। জিহ্বার তলদেশে কতকগুলি পরস্পর সংলগ্ন ব্যাথাজনক ক্ষত। উদ্ধতালু হাজিয়া যাওয়ার মত অনুভূত হয়; বৃদ্ধি=উষ্ণ জলাদি পান বা কিছু আহার করিলে। উদ্ধতালুর মধ্যস্থলে বৃহৎ ব্যাথান্বিত ক্ষত। মুখবিবর এবং ওষ্ঠদ্বয়ের অভ্যন্তরাংশ (সাইকীউ:) ক্ষতময়; শিশু কিছু আহার করিতে পারে না (অ্যাসিড্-নাই: আর্স্: ক্যালী-আয়োড্: আইরিস্; মার্ক্-ডাল্: অ্যা-মিউ: অ্যা-সাল্ফ্: ফাইটো: ষ্ট্যাফাই: ক্লোরাম্; হিপোজিনিন্:—খাদ্য দ্রব্যাদির সংস্পর্শে ভয়ানক জ্বালা ও ঝঞ্ঝ করিতে থাকে=ন্যাট্-মিউ: ল্যাকে: সোরিন:)। মুখ ও কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণা থাকে না (পল্সে: ল্যাক্-ক্যান্: লাই: ষ্ট্রামোন্: সীপা; স্যাম্বীউ: ইউফর্বীয়াম্; গুয়ারীয়া)। জিহ্বাতলস্থিত গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে এক ঝলক লবণাক্ত জল নির্গত হয়। মুখে দুর্গন্ধ। ওষ্ঠের উপর এবং মুখমধ্যে ক্ষত; অঙ্গুলি দ্বারা ঐ সকল উদ্ভেদ চাঁচিয়া ফেলা যায়। শীতাদাক্রান্ত মুখবিবর, দিবাভাগে অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব হয়; রাত্রে আরও অধিক। দন্তোদ্গম কালে শিশুর মুখ হইতে অপর্য্যাপ্ত গাঢ় আঠার ন্যায় ঘনীভূত, শ্বেতবর্ণ এবং স্বচ্ছ লালা নির্গত হইয়া থাকে (হেলিবো: মার্ক্-সল্: ন্যাট্-মিউ: সাইলি:); বৃদ্ধি=শিশুর জাগ্রত অবস্থায় এবং দিবসে; উপশম=নিদ্রার সময় এবং রাত্রে। মুখমধ্যে ভয়ানক জ্বালা; উপশম=শীতল জল সংস্পর্শে কিম্বা মুখ মধ্যে শীতল বায়ু গ্রহণ করিলে (যেন অগ্নি দ্বারা দাহিত হইতেছে=আর্স: আইরিস্)—শীতল জল প্রয়োগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (বীউফো)। শিশুদিগের শীর্ণতা রোগাধিকারে মুখক্ষত,—ক্ষত সকল যেন মাখন এইরূপ শ্বেতবর্ণ প্রতীয়মান হয় (মার্ক-বিনায়োড্: মার্ক-সায়া: সিন্যাপিস্)।

গলমধ্য।—গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্ক; উপশম=লালা বা জল গলাধঃকরণ করিলে (সিষ্ট্যাস্; ফাইটো: ল্যাকে:)। প্রবল বায়ুময় স্থানে শয়নান্তে গলমধ্য শুষ্ক বোধ হয় এবং খুশ্ খুশ্ করে (জেল্: ফাইটো:)। শুষ্ক অংশ সকল পুনঃ পুনঃ আর্দ্র করিবার ইচ্ছা হয় কিন্তু পারে না (ল্যাকে: মার্ক্-কর: ফাইটো:)। তরল পদার্থ অপেক্ষা কঠিন পদার্থ গলাধঃকরণ কষ্ট অনেক কম হয় (ইগ্নে:)। গলক্ষত আরাম হইবার পর স্বরভঙ্গ; কথা কহিবার পূর্ব্বে কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিতে বাধ্য হয় (গান গায়িবার পূর্ব্বে=ষ্ট্যাণাম্)। প্রাতে কাসিয়া চাপ চাপ কফ উত্তোলন করে,—ঐ চাপ চাপ শ্লেষ্মা দুই দিন দুই রাত্র পশ্চান্নাসা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; ঐ সকল কফের চাপ অগ্নিসিদ্ধ উপাস্থির ন্যায় শোণিতরঞ্জিত (লিথীয়া; ম্যাঙ্গেন্: ক্যালীবাই: ক্যাপ্স্:—কঠিন, গোলাকার কফ সকল মুখ হইতে ঠিকরাইয়া

নির্গত হয়=ক্যালী-কার্ব:—কণ্ঠ হইতে মটর কলাইয়ের ন্যায় ঘণীভূত, দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাগুটী নির্গত হয়=ম্যাগ্-কার্ব:)। দিবসে পশ্চান্নাসা হইতে কণ্ঠ মধ্যে তরল শ্লেষ্মা নিপতিত হইতে থাকে (স্পাই: কষ্টি: হাইড্রাষ্ট্: ল্যাকে: মার্ক্-প্রোটো:)। কণ্ঠ মধ্যে অত্যন্ত শৈত্য অনুভূতি,—যেন একখণ্ড তুষার বা বরফ তন্মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে (ল্যাক্টাউক-ভাই: কার্ব্বো-ভেজি: সীপা; ভেরেট্:)।

পাকস্থলী।—শকট বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিলে বিবমিষা ও বমন উদ্রেক হয় (ককীউ: অ্যা-কার্ব্বল্: পেট্রোল্: কোল্চি: ফেরাম্: নক্স্-মস্: সাইলি: ট্যাব্যাক্:)। তৃষ্ণা—বার বার জল পান করে কিন্তু প্রতিবারে অল্প পরিমাণে (আর্স্: চায়না; কর্ণাস্; ইউপেট্-পার্ফোল্: ল্যাক্-ক্যান্: রাস্ঃ ভেরেট্:); পাকাশয় মধ্যে জল প্রবেশ মাত্র বমিত হইয়া যায় (আর্স্: ইউপেট: নক্স্-ভম্: ফস্: য্যাট্রোফা; সিপীয়া; রাস্)। শিশু অনবরত স্তন পান করে তথাপি দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যাব্রোট্: আয়োড্: ন্যাট মিউ: টিউবার্কাউলিন্:)। রুটী টাট্কা না হইলে আদৌ খাইতে চাহে না (চায়না; ন্যাট্-মিউ: পল্সে)। ক্ষুধা অতি উত্তম; রোগী আহারের পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হয় (ন্যাট্-মিউ)। শিশু জলের গ্লাস দেখিলে উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং মহা আগ্রহের সহিত গ্লাস শূন্য করে। জল ব্যতীত আর সকল দ্রব্যেই অরুচি (অ্যাকো: ষ্ট্যান্:)। আহারের পর আরাম বোধ হয়। দুই গ্রাস আহার করিলেই পাকস্থলী স্ফীত হইয়া উঠে এবং আহারের পর পাকাশয় ভয়ঙ্কর পরিপূর্ণ বোধ হয় এবং চড়্চড়্ করিতে থাকে তখন কটির বস্ত্র শ্লথ করিয়া দিতে বাধ্য হয়। আহারের ৫।৬ ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত আর কোন খাদ্য মুখে করিতে পারে না পেট এইরূপ ভার থাকে। যাহা আহার করে তাহাই পাকস্থলী মধ্যে অম্লত্ব ও পূতি বা উৎসেচন প্রাপ্ত হয় (ক্যাল্কে: রোবিন্: ফস্: ন্যাট্-ফস্: লাই: নক্স্, কার্ব্বো-ভেজি: অ্যাসাফিট্:) এবং রোগীর জ্বালাময়ী তৃষ্ণার উদ্রেক হয়; জলপান করিলে তখনি একটু উপশম হয় কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আবার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদ্গার,—অম্লময়=কার্ব্বো-ভে: চায়না: ইগ্নে: লাই: ম্যাগ্-কার্ব: নক্স-ভম্: ফস্: ক্যাল্কে: কার্ব্বোণ-সাল্ফ: রোবিন্:, পূতিময় (অ্যাসাফিট: কার্ব্বো-ভেজি: সোরিন্: পাল্সে: ভ্যালি:) এবং জ্বালাজনক (কষ্টি: আয়োড:),—ধূমপানান্তে বৃদ্ধি হয় (সেলিন্:); স্বাদহীন বাষ্পময় উদ্গার,—উদ্গারান্তে কথঞ্চিত উপশম হয় (বার্বা: সিষ্টাস্; ল্যাকে: যালাপা; রাস্)। আহারান্তে বিবমিষা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতি,—ধূমপানান্তে উপশম হয় (ইউজিনীয়া-ব্যাম্বস্)। আহার করিতে করিতে হঠাৎ বিবমিষার উদ্রেক হইয়া বা গা কেমন করিয়া যাহা যাহা আহার করিয়াছিল সমস্ত উঠিয়া যায় (ফেরাম্; লাই; পল্সে)। শিশু দুগ্ধ পান করিবার অনতিপরেই দধির আকারে সমস্ত বমন করিয়া ফেলে (ক্যাল্কে: ইথীউ: সাইলি: ভ্যালি: অ্যান্টি-ক্রুড্:) এবং বমনান্তে নিদ্রিত হইয়া পড়ে (ইথীউ: ইপিক্: আন্টি-ক্রুড্)। সিদ্ধ ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় চাপচাপ্ শ্বেতবর্ণ পদার্থ বমন করে (ন্যাট্-মিউ: ন্যাট ফস্:)। স্তন পান করিয়াই বমন করে [ইপিক্: সাইলি: ভ্যালি:]। রাত্রে বা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বিবমিষা ও পেট বেদনা,—কিছু আহার করিলে উপশম হয় [ব্রোম্: ক্যামো: ক্যালী: বাই: লোবেল্: স্যাঙ্গিউইন্: স্পাইজি:]

পাকাশয় মধ্যে যেন গুল্ম রহিয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি [লোবেল্-ইনঃ—যেন যকৃৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা অর্ব্বুদ রহিয়াছে=ঈনাস্থিঃ]।

অন্ত্রাশয়।—সমস্ত যকৃৎ প্রদেশ ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ। যকৃৎ বৃহৎ,—টিপিলে বা দেহ নাড়া পাইলে ব্যথা বোধ হয় [ফেরাম্ ; আয়োড: ল্যাকে: চেলিড: ইউপেট:]। বাম কুক্ষি মধ্যে "কুল কুল" শব্দ, নিম্নগামী স্থূলান্ত্র বহিয়া নিম্নাভিমুখে চলিয়া যায় ; বৃদ্ধি=ভোজনের পূর্ব্বে। স্থূলান্ত্রের মধ্য দিয়া এরূপ প্রবল গুড় গুড় শব্দ হয় যেন বহুদূর হইতে মেঘ গর্জ্জন ধ্বনি শ্রুত হইতেছে [ফস্:]। উদর এত স্ফীত হইয়া উঠে যে বোধ হয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে [রোবিন্. ক্যাম্প: ন্যাট-সাল্ফ ক্যামো:]। পাদচারণান্তে কুচকীর নীচে অত্যন্ত ব্যথা হয়। শিশুর পেট মোটা [ক্যাল্কে: সার্স ; ব্যারাই. সাইলি: আয়োড: ওলী-যেকোর: চেলিড্: (কৃমীবশতঃ)]।

মলান্ত্র ও মল।—কোষ্ঠবদ্ধতা,—মলান্ত্র মধ্যে দুই তিন দিনের মল সঞ্চিত না হইলে আদৌ বাহ্যের বেগ হয় না (আলীউ: মিলিলোট: ওপী:) ; অনেক বেগ দিবার পর কিয়দংশ-নির্গত-মল প্রত্যাবৃত্ত হয় (ওপী: সাইলি: থুযা)। কোমল মলও অনেক বেগ ও আয়াসের পর তবে নির্গত হয় (অ্যালীউ: অ্যানাক্: প্ল্যাট্: সাইলি: ভেরেট্:) ; বহুল পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, শুষ্ক, ধূসরবর্ণ গুটিলা নির্গত হয়,—অঙ্গুলীর সাহায্য ব্যতীত নির্গত হয় না (ক্যাল্কে: প্ল্যাট্: সেলিন্: সাইলি:)। মল,—অত্যন্ত কঠিন, মলত্যাগ প্রায় অসম্ভব (অ্যালীউ: অ্যামন্-মিউ অ্যাণ্ট্ক্রুড: ল্যাক্-ডিফ্লো: অ্যা-নাইট্রিক:) ; ধূসরশ্বেত, দগ্ধ চূর্ণবৎ গুটিলাময় মল, মলদ্বার হইতে চূর্ণ হইয়া বহির্গত হয় (অ্যামন্-মিউ: ম্যাগ-মিউ: মার্ক: ওপীয়াম) ; পচা পনীরের ন্যায় পচা গন্ধবিশিষ্ট (ব্রাই: হিপ:)। মল ও মূত্র অসাড়ে নির্গত হয়,—মল ও মূত্রনলীর দ্বার-অবরোধ পেশীর অসঙ্কোচনীয়তা বশতঃ (অ্যালো ; অ্যা-মিউ: পডো:) ; বায়ু নিঃসরণ করিতে গেলে মল নির্গত হইবার উপক্রম হয় (অ্যালো ওলীয়ান্: অ্যা-ফস্: পডো: ভেরেট:),—উরুর উপর উরু স্থাপন করিয়া মল নিঃসরণ রোধ করিতে বাধ্য হয়। উদরাময়, নানা বর্ণের ও নানা রকমের মল নির্গত হয় (নানা বর্ণের=পল্সে: পডো: ডাল্ক্যা: সল্ফার) ; আলোড়িত ডিম্বাসারের ন্যায় (ক্যামো: মার্ক:-ডাল্: পল্স:—ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায়=হাইড্র্যাষ্ট অ্যাসক্লিপীয়াস্-টিউ:) ; ফেনময়=মার্ক: পডো: সল্ফ: অ্যা-বেন্জো: আর্ণি কলোসিন্থ: গ্র্যাটী: ম্যাগ-কার্ব: ; শস্পবৎ হরিৎ বর্ণ (ক্যামো: ইনিক: মার্ক-ডাল্: এরাণ্ডো-মেরি: পলিনীয়া বা গুয়ারেনা) ; কিম্বা কিছুক্ষণ থাকিলে হরিৎ .সবুজ বর্ণ ধারণ করে (আর্জেণ্ট্-নাই: রিউম্) ; কিম্বা পচা পুষ্করিণীর ভাসমান শৈবালবৎ (ম্যাগ-কার্ব:) ; আহারান্তে দৌড়াইয়া পায়খানায় যাইতে হয় (ফেরাম্ ; ট্রম্বিড্:)। মলকাঠিন্যাধিকারে,—মলত্যাগকালে বিটপ অভ্যন্তর চড়্ চড়্ করিতে থাকে—যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম ; বাহ্যের পর কয়েক ঘণ্টা যাবৎ সমগ্র বিটপদেশ ক্ষয়িতত্বকবৎ বোধ হয় এবং জ্বলিতে থাকে। গুটিলা সকল বোধ হয় যেন কঙ্করময়,—মলত্যাগকালে মলনলী চিরিয়া মল বহির্গত হইতেছে বোধ হয় এবং মলত্যাগান্তে মলনলী ক্ষতবিক্ষত বোধ হয় এবং শোণিতপাত হইয়া থাকে। মলের গন্ধ এত পূতিময় যে

যেমন করিয়াই গাত্র ধৌত করা যাক না কেন তথাপি সে গন্ধ যায় না (সোরিন্: পডো: সাইলি: কার্ব্বো-ভেজি: সল্‌ফ)। মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্ব এবং বিটপ ও জননেন্দ্রিয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত ক্ষয়িতত্বক হইয়া যায় (এপীস্ ; অ্যা-নাইট্রিক: পেট্রোল্: সল্‌ফ: রিউম ; অ্যা-মিউ:) ; ত্বক দগ্‌দগে প্রতীয়মান হয় এবং তাহা হইতে জলবৎ রস নিঃসৃত হইতে থাকে। মলত্যাগ হইবার পরেও এরূপ বেগ হয় যে বোধ হয় যেন আরও মল নির্গত হইবে (মার্ক: মার্ক-কর:)।

প্রস্রাব।—মূত্রদ্বারাবরোধিনীর উপর আদৌ আয়ত্ব থাকে না,—অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া যায় (একটু বেগ পেসীর দিলেই = কষ্টি: ডালক্যা: ক্যালী-ফস্)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ এবং অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব ; হঠাৎ প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হয় এবং বেগ হইবামাত্র মনে হয় যেন মূত্র মার্গের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে (ক্রিয়ো) অনেক চেষ্টা ব্যতীত প্রস্রাব বেগ ধারণ করিতে পারে না,—সময়ে সময়ে আদৌ বোধ করিতে পারে না (দৌড়াইয়া প্রস্রাব করিতে যাইতে হয় = আর্ণি: ক্যান্থা: ক্লীম্যাট্: ক্রিয়ো: নক্স-ভম্: পল্‌সে: সিপী: সাল্‌ফ:—অবরোধনীর বেগ = ক্রিয়ো: সল্‌ফ:) ; যদিই রোধ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে বেগ প্রশমিত হইয়া যায় এবং আর প্রস্রাব হয় না (বেগ রোধ করিলে মনে হয় যেন প্রস্রাব আপনা হইতে হইয়া গিয়াছে কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে = ব্রাই: । প্রস্রাব বেগ রোধ করিবার চেষ্টা করিলে মূত্রবাহিকা বা নলী সাঁটিয়া ধরে এবং রোগী দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হয় অথচ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। যেন মূত্রস্থলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ প্রবল বেগ (আব্রোটা:)। মলত্যাগকালে শিশু প্রস্রাব করিবার জন্য জোরে বেগ দেয়। শিশু প্রস্রাব করিতে বসিয়া মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে থাকে (লাই:) শিশুর প্রস্রাব সংস্পর্শে শয্যাবরণীতে লাল দাগ হয় (লাই:)। শিশুর প্রস্রাব সংস্পর্শে শয্যাবরণীতে লাল দাগ হয় (লাই: সার্স ; প্যারেরা ; ফাইটো:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণের সময় অতি শীঘ্র রেতঃস্খলন হয় এবং প্রায় কোন আনন্দ অনুভূত হয় না (ইউজিনীয়া-য্যাবস্ : বীউফো ;—অতি শীঘ্র = ব্যারাই: ক্যালকে জেল্‌সি: লাই: ন্যাট্-কার্ব:—শীঘ্র রেতঃস্খলন হয় কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দানুভব থাকে = সেলিন্:)। সঙ্গমের কিছুক্ষণ পরে লিঙ্গমুণ্ড হইতে দুই তিন দিবস যাবৎ আমিষ গন্ধ নির্গত হয় (জননেন্দ্রিয় প্রদেশে দুর্গন্ধ = ন্যাট্-মিউ: সার্স ;—উগ্র গন্ধ স্বেদোদ্গম = অ্যা-ফ্লু:) শিশুর জননেন্দ্রিয় প্রদেশে আমিষ গন্ধ,— স্নান করাইবার পরও ঐ গন্ধ যায় না। মুষ্ক শ্লথ হইয়া পড়ে এবং তদুপরে চটচটে স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে। লিঙ্গমুণ্ডোপরে শ্লেষ্মাগুটি ও প্রমেহ দোষ জনিত গুটী বা চর্ম্মকীল উদ্গত হয় [অ্যা-ফস্: অ্যাণ্ট-টার্ট: অরাম্: ক্যালী-আয়োড্: ক্যালী-মিউ: ল্যাক-ক্যান্: ষ্ট্যাফাই: সাল্‌ফ: সিপীয়া: থুযা:] এবং তাহা হইতে যে রস নিঃসৃত হয় [ষ্ট্যাফাই: থুযা] তাহার গন্ধ মাছ ধোয়ানি জলের ন্যায় [মলান্ত্র হইতে আমিষগন্ধ রস নির্গলন = ক্যালকে: মিডহ্নন্ ; কর্ণরন্ধ্র হইতে = টেলীউরীয়াম্]। তাম্রাভ ঔপদংশিক ক্ষত [অ্যাসিড্ ফস্: ল্যাকে: সিনাবার্]।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু, অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয় এবং সেই সময় তলপেট যেন প্রসারিভ হইতেছে এইরূপ অনুভবজনক বেদনা বোধ হইয়া থাকে ; জরায়ু অত্যন্ত ব্যথান্বিত (ল্যাক্-ক্যান্:)। ঋতু প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে হইতে কটি বেদনা আরম্ভ হয় [অরাম্] এবং স্রাব আরম্ভ হইলেই প্রশমিত হইয়া যায় [স্রাব আরম্ভে বেদনার হ্রাস আরম্ভ হয় এবং স্রাব ও বেদনা যুগপৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়=আর্ত্তব স্রাব প্রথমে ফিকা লাল বর্ণ ও অত্যন্ত পাতলা এবং তৎপরে কালবর্ণ ঘনীভূত চাপ চাপ শোণিতময় হইয়া থাকে [ষ্ট্যাফাই:] ; ঋতুর প্রথমেই "ভ্যাদাল" বেদনার ন্যায় জরায়ু যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা অনুভব হয় [ভাইবার্ণাম্] ; আর্ত্তব আরম্ভ হইলে আর বেদনা থাকে না [সিরীয়াম্-আক্ল্যাল্]। সঙ্গমান্তে কয়েক ঘণ্টার পরেই অপত্যপথ হইতে মৎস্য ধোয়ানি জলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট রস নিঃসৃত হয় ; বন্ধ্যাত্বজনক শ্লেষ্মা স্রাব হয়=ন্যাট্-কার্ব:) ; স্নান করিলেও ঐ গন্ধ যায় না ; নিতম্বের ঈষৎ উর্দ্ধাংশে বেদনা,—আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং ইতস্ততঃ দেহ সঞ্চালনে বৰ্দ্ধিত হয় ; স্থির হইয়া থাকিলে উপশম হইয়া থাকে। প্রদর,—উগ্র মৎস্য ধোয়ানি জলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট স্রাব (দুর্গন্ধ=অ্যা-নাই: ক্রিয়ো: স্যাবাই: স্যাঙ্গিউইন্: সিকেলি: সিপীয়া:)। তলপেট অত্যন্ত ক্ষীণ ও শিথিল তন্তু বোধ হয় (অ্যাক্টী: অ্যালেট্: হেলান্:),—যেন বস্তিগহ্বরস্থিত যন্ত্রাদি যোনিদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ মনে হয় ; রোগিনী যোনিমুখে হস্তের চাপ দিয়া জরায়ু আদির বহিঃসরণ নিবারণ করিবার চেষ্টা করে (লিলীয়াম্-টাই: মীউরেক্স ;—বহিঃসরণ নিবারণ করিবার জন্য উরুর উপর উরু স্থাপন করিয়া উপবেশন করে=সিপীয়া) ; বৃদ্ধি= পাদচারণে (আর্ণিকা ; সিঙ্কো: লিলীয়াম্:) পদস্খলনান্তে কিম্বা দেহ নাড়া পাইলে (বেল্:) ; উপশম=স্থির হইয়া থাকিলে। আর্ত্তবস্রাবের নিবৃত্তি হয় না। প্রদর স্রাব,—অপর্য্যাপ্ত, নানা বর্ণের ; মলত্যাগ কালে স্রাবাধিক্য (ক্যাল্কে-ফস্: ম্যাগ্-মিউ:)। গর্ভবতীদিগের নিম্নাঙ্গের স্ফীতি (মার্ক: পডো:),—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ; গর্ভাবস্থায় হস্তপদাদি স্ফীত ও আড়ষ্ট বোধ হয়,—বিশেষতঃ বাম বাহু ও বাম পদ।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক, ক্ষুক্ক্ষুকে কাসি সহ স্বরনলীর নিষ্পেষণাসহনীয়তা (ল্যাকে:),—বিশেষতঃ বাম পার্শ্ব। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত গলমধ্য বোধ হয় যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ করে এবং কথা কহিতে পারে না। স্বরলোপ,—ফুস্ফুস্ করিয়া কথা কহে (ক্যাম্ফো: ফেরাম্: মার্ক: ফস্:)। বায়ুনলী ক্ষয়িতত্বক বোধ হয়,—চাপ্ চাপ্ কফ নির্গত হইবার পর আরও বৃদ্ধি হয়। গলাধঃকরণ কালে বোধ হয় যেন গলমধ্যে প্রস্তরের ন্যায় একটা কঠিন পদার্থ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কাসি,—প্রগাঢ় শূন্যগর্ভ কাসি,—বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং বুক্কাস্থিতলে কণ্ডুয়ন অনুভব হইয়া থাকে। রাত্রে শয়ন করিলে এবং নিদ্রাভঙ্গান্তে গলা থুস্ থুস্ করে। ঘড় ঘড় শব্দকারী কাসি,—কাসিতে কাসিতে শিশুর গলরোধ উপক্রম হয় এবং পরে কতকটা গাঢ়, ঘনীভূত ও রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা বমন করিয়া ফেলে (সিলি: কিউপ্রাম্ ; ইপিক্:)। হাসিলে বা কথা কহিলে কাসি আইসে (হাসিলে কাসির উদ্রেক= আর্জেন্ট-নাই: ব্রাই: সিঙ্কো: কিউপ্রাম্ ; ফস্: ষ্ট্যাণাম্ ;—ক্রিয়ো: পেট্রোল্: রাস্ ; স্যাঙ্গিউইন্);

বৃদ্ধি=উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে এবং প্রাতে ; উপশম=নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে। *কাসিলে বোধ হয় যেন মাথার খুলি উড়িয়া যাইবে (ন্যাট্রি-মিউ:)। গয়ার পীতবর্ণ, মিষ্টস্বাদ (স্যাঙ্গিউইন্),—চাপ্ চাপ্ পনীরের ন্যায় শ্লেষ্মা জলে পড়িলে ডুবিয়া যায়;* প্রাতে এবং ভোজনান্তে অধিক কফ নির্গত হয়। রাত্রে ভোজনান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি (ম্যাগ্-মিউ:)। বুকাস্থি তলে সাঁই সাঁই ও ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শ্রুত হয়,—বৃদ্ধি=আহারের সময় বা পরে। বুকাস্থি তলে কাসি উদ্দীপক কণ্ডুয়ন অনুভব। বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত (এপীস্: সাল্ফ্:)। কাসিবার সময় রোগী হস্ত দ্বারা বক্ষ ধারণ করে (ব্রাই: ফস্: ড্রোসেরা: ইউপেট্: ক্রিয়ো: ন্যাট-সাল্ফ: র‍্যাণান্-বাল্বো: সিপীয়া:)। হঠাৎ বোধ হয় যেন বক্ষের উপর এক খণ্ড গুরুভার প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা এত শীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া যায় যে শিশু স্বীয় মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে পারে না (ক্যাল্কে: আয়োড: ন্যাট্-মিউ: সার্সা:)। শিশুর গ্রীবার চর্ম্ম কুঞ্চিত, ভাঁজ বিশিষ্ট এবং লোল (অ্যাব্রোট্: আয়োড্: ন্যাট্-মিউ: সার্সা)। কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ ও যেন এলাইয়া পড়িতেছে এইরূপ বোধ হয় (অ্যাসিড-আক্স্যাল্:)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে ব্যথা করিতে থাকে,—যেন রোগী সমস্ত রাত্রি অপ্রসর শয্যায় দেহ সংহৃত করিয়া শুইয়া ছিল (দেহ সংহৃত করিয়া শয়ন করে=কলোসিন্থ: হ্যুম্, পাল্সে:)। মেরুদণ্ডের পেশীমধ্যে, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের পেশীমধ্যে গভীর বেদনা। পৃষ্ঠ আড়ষ্ট ও তীব্র ব্যথান্বিত বোধ হয়,—দেহ সঞ্চালনে উপশম। স্কন্ধদেশে, বিশেষতঃ বাম স্কন্ধে, বাতাশ্রিত বেদনা,—উত্তাপ ব্যতীত আর কিছুতেই উপশম হয় না; রোগী অগ্নির নিকট যাইয়া সেই দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া উপবেশন করে; স্কন্ধ নাড়িলে বা বাহু উত্তোলন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়,—রোগী স্বীয় হস্ত মস্তকে উত্তোলন বা পৃষ্ঠে অর্পণ করিতে পারে না (স্যাঙ্গিউইন্: ল্যাক্-ক্যান্: আইরিস্; সিফিলিন্:)। কোন দিকে মস্তক ফিরাইয়া দৃষ্টি করিতে হইলে গ্রীবাতে ও পৃষ্ঠে ভয়ানক বেদনা বোধ হয়; সমগ্র দেহ ঘুরাইয়া তবে পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিতে পারে (অ্যাগার: ব্রাই: ল্যাচ্‌ন্যান্থিস্; নক্স্-ভম্: সার্সা—শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে উঠিয়া বসিয়া তবে ফিরিতে পারে=নক্স্) গ্রীবা পৃষ্ঠের পেশীগত বেদনার লাঘব সাধন করিবার জন্য রোগী সম্মুখ দিকে মস্তক অবনত করে (ন্যাট্‌-আর্স:); পশ্চাদ্দিকে মাথা ঘুরাইলে বাম পৃষ্ঠফলকের ভিতর কোণে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় (দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকের ভিতর কোণে= চেলিড্:)। বাম পৃষ্ঠফলকের তলভাগ ও চতুষ্পার্শ্ব অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত। প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে কটি অত্যন্ত ক্ষীণ ও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি এবং এই অনুভূতি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিপ্রহরের পর হইতে কমিতে থাকে এবং সন্ধ্যা ৬।৭ টার সময় নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় (কটি অত্যন্ত ক্ষীণ=ক্যাল্কে: ন্যাট্রি-মিউ: ষ্ট্রাস্: সিপী: সাইলি:)। কটি ও নিতম্বদেশে জ্বালা সহযোগে কটি বেদনা, (হেলোন্:),—বৃদ্ধি উপবিষ্ট অবস্থায় (হেলোন্: অ্যাসেরাম্; প্যালাড্: কোব্যাল্ট্:); উপশম=মৃদু ব্যায়ামে কিম্বা সমভাবে চিৎ হইয়া শুইলে (কোব্যাল্টাম্)। **মেরুপুচ্ছ প্রদেশ যেন ক্ষয়িতত্বক হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত (এরাম্-ট্রাই: কার্ব্বো-ভেজি:)।**

সমগ্র মেরুদণ্ড মধ্যে শৈত্য অনুভূতি (হায়োঃ থূযা),—শীতল বায়ু সংস্পর্শে বা উপবিষ্ট অবস্থায় বৃদ্ধি এবং দেহ সঞ্চালনে ও উত্তাপ প্রয়োগে উপশম হইয়া থাকে। পৃষ্ঠ যেন দ্বিখণ্ড এইরূপ অনুভূতি। উপর হইতে কোন দ্রব্য নামাইতে গেলে বা ভারি দ্রব্য উত্তোলন কালে পৃষ্ঠে ফিক বেদনা (সিপীয়া; ফেরাম্-ফস্ঃ)। গ্রীবা পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে বা পৃষ্ঠের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক উদ্গত হয় কিন্তু সহজে পাকিতে চাহে না (ফাইটো: কষ্টি: গ্র্যাফ্ঃ)।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ স্কন্ধে নিরন্তর বেদনা,—বাহু সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে (লাইঃ অ্যাব্রোট্ঃ অ্যা-কার্ব্বল্ঃ কলোসিন্থ্ঃ হাইড্র্যাষ্টি্ঃ স্যাঙ্গিউইন্ঃ মিড্হ্নন্ঃ ভায়োলা-ট্রাইঃ—প্রবল সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং মৃদু সঞ্চালনে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে=ফেরাম্-ফস্ঃ)। রোগী স্বীয় বাহু উত্তোলন বা পৃষ্ঠে স্থাপন করিতে পারে না,—কারণ ঐরূপ করিলে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয় (ম্যাগ্-কার্ব্ঃ স্যাঙ্গিউইন্ঃ ল্যাক্-ক্যান্ঃ)। মণিবন্ধের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক অধিক লাল হয় না বা সহজে পাকে না অথচ অত্যন্ত অনমনীয় ও ব্যথাযুক্ত হইয়া থাকে এবং মণিবন্ধ হইতে বেদনা কক্ষতল পর্য্যন্ত প্রাসারিত হয় (মণিবন্ধের উপর স্ফোটক=আয়োড্ঃ—আঙ্গলহাড়া রোগাধিকারে আক্রান্ত অংশ লাল রেখা সকল বাহু বাহয়া উর্দ্ধ দিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে=সীপা)। কক্ষ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (ক্যালকেঃ সীপা; ন্যাট্-মিউঃ সাইলিঃ)। বগলের মধ্যস্থিত ত্বকক্ষয় (লাইঃ গ্র্যাফ্ঃ কষ্টিঃ)। রোগী প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখে তাহার হস্ত স্ফীত ও আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। হস্তের ত্বক বিদারিত ও তাহা হইতে শোণিত ও জলবৎ রস নিঃসৃত হয় এবং ঐ রস শুষ্ক হইয়া চটায় পরিণত হয়। হস্তের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা এবং তন্মধ্য হইতে জলবৎ ও চটচটে রস স্রাব হইতে থাকে। শীতের হওয়া লাগিলেই হস্তের ত্বক জ্বালা করিতে থাকে, ভয়ানক ফাটিয়া যায় এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর হইয়া উঠে। যেন বরফ হাতে ছিল হস্ত এইরূপ শীতল (ক্যাল্কে-ফস্ঃ ক্যাম্ফোঃ ফেরাম্; আয়োড্ঃ ল্যাকেঃ ন্যাট্-মিউঃ মার্ক্-সল্ অ্যা-ফস্ঃ)। করতল ও পদতল ভয়ানক জ্বলিতে থাকে,—শিশু গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া শীতল স্থানে হস্ত ও পদ রক্ষা করে (ল্যাকেঃ মিডহ্নন্ঃ স্যাঙ্গিউইন্ঃ সল্ফ্ঃ ক্যান্থাঃ পেট্রোল্.)। করজোড় করিলে উভয় করতল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পড়িতে থাকে। অঙ্গুলির গাইট সকল ফাটিয়া তাহা হইতে রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। বাম উরুশিখরে বাতাশ্রিত বেদনা,—বৃদ্ধি=সঞ্চালনে এবং শৈত্য সংস্পর্শে; অথচ স্থির হইয়া থাকিলেও বেদনার লাঘব হয় না। উরুদ্বয়ের, বিশেষতঃ বাম উরুর, অভ্যন্তরাংশে ঈষৎ আরক্তিম অতি ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত কণ্ডুতিজনক ঘনগুটী বাহির হয় এবং রাত্রে বস্ত্র উন্মোচন কালে কণ্ডুতির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। শিশুর পদদ্বয় অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যাব্রোট্ঃ ক্যাল্কেঃ আয়োড্ঃ টিউবার্কীউলিন্ঃ); দেড় বৎসরের অধিক বয়সেও শিশু সাহায্য ব্যতীত দাঁড়াইতে পারে না (অ্যাগার্ঃ ক্যাল্কেঃ ক্যাল্কে-ফস্ঃ ইথীউঃ আয়োড্ঃ)। পদস্বেদ,—পদাঙ্গুলির গলির মধ্যে অপর্য্যাপ্ত স্বেদ উদ্গত হইয়া অঙ্গুলি সকলকে ক্ষতযুক্ত করিয়া তুলে এবং ঐ ঘর্ম্মের গন্ধ অত্যন্ত পূতিময় (গ্র্যাফ্ঃ সিপীঃ সোরিন্ঃ সাইলিঃ); যেন জল হইতে উঠিয়া আসিতেছে রোগীর পদতল এইরূপ স্বেদসিক্ত (ক্যাল্কেঃ)। অতি শীতের

সময়েও শিশু গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে (হিপ্-সাল্ফ্:)। রাত্রে শয্যায় শায়িত অবস্থায় পদতল এত শীতল হইয়া যায় যে তাহাতে খাল ধরে। পায়ের মোজা সর্ব্বদাই আর্দ্র বোধ হয় (ক্যাল্কে:)। হঠাৎ বাম জানুসন্ধিতে এইরূপ তীব্র বেদনা ধরে যে রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে। দক্ষিণ উরুর সম্মুখাংশে এবং উভয় জানুর ভাঁজ মধ্যে অবসন্ন ও ব্যথান্বিত ভাব—বৃদ্ধি=মৃদু নিষ্পেষণে (জোরে টিপিলে ব্যথা বোধ হয় না)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—ক্রমশঃ বদ্ধনশীল শীর্ণতা (অ্যাব্রোট্: অ্যা-অ্যাসেট্: অ্যা-নাই: ক্যাল্কে-ফস্: সিনা ; ফেরাম্ ; আয়োড্: ন্যাট্-মিউ: ওলীয়াম্-যেকোর্: ফস্: সার্স; সাইলি:) ; শিশু বৃদ্ধদর্শন, মলিন মূর্ত্তি, তৈলাক্তবৎ চিক্কণ ত্বক এবং ফ্যাকাশে ; তাহার গলদেশের মাংস লোল এবং কুঞ্চিত (অ্যাব্রোট্: আয়োড্: ন্যাট্-মিউ: সার্স)। সে এতই ক্ষীণ ও অবসন্ন যে তাহাকে কিছু করিতে হইলে সে ভীত হয় সর্ব্বদা শুইয়া পড়িতে চেষ্টা করে (ফেরাম্-ফস্: লিলীয়াম্-টাই: হ্রাস্ ; সাইলি: সীপা ; অ্যা-নাই: ডায়াডেমা)। রোগী অত্যন্ত অস্থির,—একভাবে অধিক ক্ষণ থাকিতে পারে না ; দেহ সঞ্চালনে যন্ত্রণার লাঘব হয় (অ্যাকোন্: আস্: কিউপ্রাম্ ; রাস্ ;—শিশুদিগের হইলে=ক্যামো: যালাপা; সিনা)। দিবারাত্রের মধ্যে এক মিনিট স্থির থাকে না ; রাত্রে ৯ টা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত অস্থিরতার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। কঠিন শয্যায় শয়ন করিতে ভাল বাসে (কঠিন স্থানের উপর কটি রাখিয়া শয়ন করিলে কটিবেদনার উপশম হয়=ন্যাট্-মিউ:) ইহার লক্ষণ সকল নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল (ল্যাক্-ক্যান্: পল্সে:)।

ত্বক।—গাত্রত্বক শুষ্ক এবং লোল। কণ্ডুয়নান্তে কণ্ডু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মুখমণ্ডলে নানা প্রকার ব্রণাদি পীড়কা উদ্গত হইয়া থাকে। মণিবন্ধের উপর, স্কন্ধদেশে এবং পৃষ্ঠে স্ফোটক, কিন্তু তাহাতে পুয হয় না। কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে, মণিবন্ধের উপর এবং হস্ত ও পদাঙ্গুলিতে পামাকচ্ছু এবং উহার মধ্য হইতে আঠার ন্যায় রস নিঃসৃত হয় (গ্র্যাফ্: মেজের্: সোরিন্)। তাম্রবর্ণ উপদংশ বা ক্ষত (ল্যাকে: অ্যাসিড্-ফস্:)।

নিদ্রা।—রাত্রে মস্তকের নীচে বাহু রাখিয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে জাগিয়া উঠে। নিদ্রিত হইবার অনতিপরেই চমকাইয়া জাগিয়া উঠে (বেল: ক্যাল্কে: সিনা; ক্রিয়ো: ল্যাকে: ডিজি: ক্যামো: সল্ফ্: নক্স্-মস্:)। শিশু নিদ্রার সময় চট্‌ফট্ করে এবং ঐ নিদ্রার পর খিটখিটে ভাব প্রকাশ করে এবং কাঁদিতে থাকে। শিশু নিদ্রাভঙ্গান্তে স্বীয় মুষ্টি দ্বারা চক্ষু ও নাসিকা মর্দ্দন (স্কীলা) করিতে থাকে (শিশু উপাধানের উপর বা ধাত্রীর স্কন্ধে স্বীয় নাসিকা মর্দ্দন করে=সিনা)। কাহারও পার্শ্বে বা গাত্রে গাত্র স্পৃষ্ট হইলে নিদ্রা যাইতে পারে না। দস্যুর স্বপ্ন,—বাটীর সর্ব্বত্র অন্বেষণ না করিয়া আর নিদ্রা যাইতে পারে না (ন্যাট্-মিউ:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—সমস্ত দিনই রোগী শীত বোধ করে,—উষ্ণ গৃহ মধ্যে শীতার্ত্ততা বৃদ্ধি পায় (আর্জেণ্ট-নাই: ক্রোকাস্ ; গ্র্যাটী:)। যেন কম্প হইবে এইরূপ অনুভূতি। প্রত্যহ একই সময়ে শীত আবির্ভূত হইয়া থাকে (অ্যারেনীয়া ; সীড্রন্)। শীতাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু জ্বরের বা ঘর্ম্মের সময় আদৌ তৃষ্ণা থাকে না (অ্যাপাই: এপীস;

ক্যাপ্স: কার্ব্বো-ভেজি: ইগ্নে:)। কোন কোন স্থলে প্রাতে ৮॥ টার সময়, কোন স্থলে বা অপরাহ্ণ ৫ টার সময়, শীত আবির্ভূত হইয়া থাকে। এক দিবস অন্তর জ্বরে সমস্ত রাত্র জ্বর ভোগ হইয়া থাকে। রাত্রে সমগ্র দেহ অত্যন্ত উত্তপ্ত অনুভূত হয়। ঘর্ম্ম,—অঙ্গের উপর অঙ্গ থাকিলে উভয় অঙ্গের স্পর্শ স্থানে বা শয্যার উপর দেহের যে অংশ থাকে সেই অংশে স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে [আবৃত অংশে স্বেদোদ্গম = সিঙ্কোনা, ক্যামো—কেবল অনাবৃত অংশে (মস্তক ব্যতীত) = থূযা ; যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে সেই পার্শ্বে স্বেদোদ্গম = অ্যা-নাইট ক্: সিন্কো:]। যেই গাত্র বস্ত্রাবৃত করে সেই ঘর্ম্ম উদ্গত হইতে আরম্ভ হয় (সিঙ্কো:)। প্রথম নিদ্রার সময়ই ঘর্ম্মোদ্গম হয় (ক্যাল্কে: কোনা:), —গ্রীবা প্রদেশেই অধিক হইয়া থাকে ; এত ঘর্ম্ম হয় যে বস্ত্রাদি সমস্ত ভিজিয়া যায়। গ্রীবাদেশে এবং শিরোপশ্চাতে শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম উদ্গত হয় এবং ঐ সকল অংশ আর্দ্র প্রস্তরের ন্যায় অনুমিত হইয়া থাকে। প্রত্যহ রাত্রে প্রবল জ্বর ভোগ হয় এবং রোগীর নিদ্রা হয় না। দেহ জ্বালা করিতে থাকে,—রোগী শীতল স্থানে শয়ন করিতে চাহে। ঘর্ম্মাবস্থায় রোগী ক্ষুধা বোধ করে। (সাইমেক্স্; ষ্ট্রামোন্:)।

বৃদ্ধি।—মৃদু নিষ্পেষণে ; কোন অংশ মচ্‌কাইয়া গেলে বা অঙ্গ চালনায় ; বাহু উত্তোলন বা পৃষ্ঠে অর্পণ করিবার চেষ্টা করিলে ; পদস্খলন হইলে , দেহ হঠাৎ নাড়া পাইলে ; কাসিলে ; শব্দে এবং আলোকে ; আহারান্তে ; গলাধঃকরণ করিতে গেলে ; মধ্যাহ্নকালে ; উষ্ণ গৃহ মধ্যে এবং প্রবল বায়ু সংস্পর্শে। মস্তক সম্মুখদিকে অবনত করিলে।

উপশম।—স্থির হইয়া থাকিলে ; পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে ; বমনান্তে ; নির্ম্মল বায়ু সেবনে ; উত্তাপ সংস্পর্শে এবং মস্তক আবৃত করিলে।

অনুপূরক।—ক্যামোমিলার অনুপূরক স্যানিউকীউলা। নূতন তরুণ রোগের যে সকল অবস্থায় ক্যামোমিলার ব্যবহার হইয়া থাকে পুরাতন রোগে সেই অবস্থায় স্যানিকীউলা প্রযোজ্য (ডব্লিউ: যে: গার্ণসী)।

সদৃশ।—অ্যাব্রোট্: ক্যামো: আয়োড্: ন্যাট্-মিউ: সার্সা, টিউবাকীউলিন্: ক্যাল্কে: বোরাক্স্: সাইলি: ল্যাক্-ক্যান্: ইথীউ: লিলীয়াম্-টাই: মেউরেক্স্: হিপ্-সাল্ফ্: মিডহ্নন্: স্যাঙ্গিউইন্: লাই: সিনা: স্কীলা: অ্যালীউ: ক্যালী-বাই:।

তুলনা।—জলজান প্রধান ধাতুতে—ন্যাট্রাম: ও ক্যাল্কেরিয়া:। নিম্নাভিমুখে ভয় —বোরাক্স:। মস্তকে ঘর্ম্ম—ক্যাল্কে: সাইলি:। জিহ্বায় দদ্রুবৎ উদ্ভেদ—ন্যাট্রাম: ট্যারাক্স:। অল্প অল্প জল পান ও তৎক্ষণাৎ বমন—আর্স:। পরিবর্ত্তনশীল লক্ষণ—পল্স। মলান্ত্রের অসাড়তা—অ্যালো:। গাত্রের মলের গন্ধ—সার্সা:। দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম—গ্রাফাই: সাইলি:। পায়ের তলা জ্বালা—সিভ: সলফ: ক্যাল্কেরিয়া:। গলা সরু ও দাগ দাগ—অ্যাব্রটে: ন্যাট্রাম:। ভোজন সময়ে বাহ্যের বেগ—ফেরম:। হাসিলে কাসি—ফস্ফরাস: আর্জেন্ট:। গয়ারে মিষ্টস্বাদ—ষ্ট্যানম:। চোরের স্বপ্ন—ন্যাট্রাম:। অন্ধকারে ভয়—ষ্ট্রামো:। মাথা আবৃত করে— সাইলি: সোরাই:। বিষাদ—ক্যাল্কে:। খিট্‌খিটে—ক্যামো: ইত্যাদি।

শক্তি।—ষষ্ঠ দশমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম।

স্যারাসিনিয়া পার্পিউরিয়া

(SARRACENIA PURPUREA.)

নামান্তর।—স্যারসিনিয়া হিটেরোকাইল্লা।

প্রস্তুতি।—পুষ্পিতোন্মুখ তাজা গাছ হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—পৃষ্ঠে বেদনা; অস্থিমধ্যে বেদনা; অন্ত্রকূজন; কোষ্ঠবদ্ধ; কটীশূল; অতিসার; উদ্ভেদ; বসন্ত; দৃষ্টির দোষ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—এই গাছড়ার গায়ে দাগ দাগ দেখিয়া বসন্ত রোগে উপকারে আসিবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। ডাঃ হেল ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করেন। সুস্থ-দৈহিক-পরীক্ষায়—জ্বর, পৃষ্ঠ বেদনা, মাথাব্যথা, ও পাকাশয়িক গোলযোগ প্রকাশ করে। ডাঃ হেরিং উক্ত লক্ষণাদির উল্লেখ করেন। ইহার প্রতিষেধক এবং আরোগ্য কারী গুণ শত সহস্র স্থলে পরীক্ষিত হইয়াছে। পৈত্তিক স্বল্পবিরাম জ্বরে যেরূপ জেল্‌স: বসন্ত রোগে স্যারাসিনিয়া: ১× সেইরূপ ফলপ্রদ। ইহা সেবনে বসন্তের দাগ সহজে মিলাইয়া যায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষাদ; উৎকণ্ঠা; মাথাব্যথা সহ স্মৃতিশক্তি লোপ; মন স্থির করিতে পারে না।

মস্তক।—মস্তক মধ্যে জড়তা ও গুরুত্ব অনুভব। শিরোঘূর্ণন সম্মুখ কপালে বেদনা ইত্যাদি।

চক্ষু।—ক্ষীণদৃষ্টি, আলোকাতঙ্ক, অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনা। বাম চক্ষুতে বেদনা। চক্ষুস্ফীত ও বেদনা পূর্ণ।

কর্ণ ও নাসিকা।—দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে শলাকা বিদ্ধবৎ বেদনা; কর্ণশূল; কর্ণমূল। নাকে দুর্গন্ধ; নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব জন্য মূর্চ্ছা প্রায়।

মুখমণ্ডল।—আরক্ত মুখমণ্ডল; হামের মত উদ্ভেদ; স্নায়ুশূল; কপালে দদ্রুবৎ শল্ক বিশিষ্ট উদ্ভেদ।

মুখমধ্য।—জিহ্বা শুষ্ক, ও কটাবর্ণের লেপযুক্ত; গলমধ্যে শুষ্কতা।

পাকাশয়।—ক্ষুধা; পেট ডাকা; পেটের মধ্যে জ্বালা; উদরাময়।

অন্ত্রাশয়।—পেট গড় গড় করিয়া ডাকা। কোষ্ঠ বদ্ধসহ অন্ত্রকূজন।

মল ও মলান্ত্র।—প্রচুর আধ্মান বায়ু; মলের প্রথমাংশ স্বাভাবিক, শেষাংশ তরল আমযুক্ত মল, কোষ্ঠবদ্ধতা বা প্রাতঃকালীন উদরাময়। পেটে বেদনা।

মুত্রযন্ত্র।—মূত্রে ফস্ফেট অবস্থিতি করে; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৪ (স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক)। ২৭।২৮ আউন্স অর্থাৎ প্রায় দুই সের প্রস্রাব হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শ্বেতপ্রদর, স্রাব জলবৎ বা দুগ্ধবৎ; দুর্গন্ধ স্রাব; জরায়ু মধ্যে দপ দপানি যুক্ত বেদনা, ঋতু ব্যতীত অন্য কারণে রক্তস্রাব।

বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড।—বক্ষে বেদনা, হৃৎস্পন্দন। নাড়ীপূর্ণ; বলবতী ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠ ও গ্রীবায় বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—অঙ্গমধ্যে বেদনা; বাহু, স্কন্ধ, মণিবন্ধে সর্ব্বত্র বেদনা।

সার্ব্বাঙ্গিক।—ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা; শোথযুক্ত ও লাল।

ত্বক।—বিচর্চ্চিকা; গণ্ডমালা দোষের উদ্ভেদ; বসন্ত=(ইহার আরক সেবনে বসন্তের গৌণজ্বর কমিয়া যায় এবং বসন্তের দাগ থাকে না)। পষ্টিউল বা পূযবটী; দুধে মামড়ী ইত্যাদি।

জ্বর।—জ্বর ও কম্প; বহির্ব্বায়ুতে শীত; হাত গরম; মাথা ও সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ; প্রচুর ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

বৃদ্ধি।—সকালে এবং উঠিলে বৃদ্ধি; বহির্ব্বায়ুতে উপশম।

সম্বন্ধ।—দোষঘ্ন পড়োফাইলাম।

তুলনা।—বসন্ত রোগে—অ্যান্ট-টার্ট: মার্কু: ভাকসিনীন্: ভেরিওলি: ম্যালান্ড্রি:। অস্থি বেদনায়—ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলি:।

শক্তি।—মূল আরক বা ৩, ৬, বা ৩০ ক্রম।

সার্সাপ্যারিলা

(SARSAPARILLA.)

নামান্তর।—সালসা; সার্সা।

প্রস্তুতি।—শুষ্কমূল হইতে বিচূর্ণ ও আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানি; মূত্রাধারের পীড়া; অস্থি-পীড়া; স্তনে কর্কটক্ষত; মূত্রাশ্মরী; বয়ঃ সন্ধিকালের পীড়া; কোষ্ঠবদ্ধ; বাধক; অজীর্ণতা; মূত্রকৃচ্ছ্র; অসাড়ে মূত্রস্রাব; চক্ষুরপীড়া; মূর্চ্ছাভাব; প্রমেহ; ক্ষুদ্রসন্ধিবাত; মাথাব্যথা; অন্ত্রবৃদ্ধি; হিক্কা; সবিরাম জ্বর; শীর্ণতা; কৃত্রিম মৈথুনের জন্য বিষাদ; পারদ বিকৃতি; স্তনে পীড়া; মূত্রাশ্মরী শূল; প্রমেহজনিত বাত; মস্তকের ঘর্ম্ম; শুক্রবাহীনলীর স্ফীতি; শুক্রক্ষরণ; উপদংশ; ক্ষত; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—কচ্ছুবিষ, প্রমেহবিষ, উপদংশবিষ—মানব দেহস্থিত এই তিনটী বিষেরই ইহাদ্বারা প্রতিকার হইয়া থাকে। ধাতুগত পারদ দোষ নিরাকরণ জন্যও ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। উক্ত বিষচতুষ্টয় জনিত নানাবিধ চর্ম্ম ও অস্থির রোগে, গণ্ডমালা

রোগে এবং বাত ব্যাধিতে ইহা মহৌষধির ন্যায় কার্য্য করে। এক্ষণে ইহার কতিপয় নির্ণায়ক লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার অসংখ্য উপকারিতার পরিচয় পাওয়া যাইবে :—(১) পারদ, উপদংশ, বা প্রমেহস্রাব জনিত শিরোবেদনা এবং অস্থিবেষ্টগত বেদনা। (২) শিশু বৃদ্ধদর্শন, বৃহৎ উদৎ উদর এবং শুষ্ক, লোল ত্বক। (৩) রোগী অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায় কিম্বা তাহার ত্বক কুঞ্চিত হইয়া যায় অথবা ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিতে থাকে। (৪) সর্ব্বাঙ্গে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, উপদংশ রোগে পারদ অপব্যবহার জনিত ক্ষতাদি। (৫) গৃহবহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শ জনিত গাত্রে একপ্রকার কণ্ডু, প্রায় প্রতি বসন্তকালে শুষ্ক কচ্ছুবৎ উদ্ভেদ সকল উদ্গত হয় এবং চটা উৎপন্ন করে। (৬) প্রতিবার প্রস্রাব শেষ হইবামাত্র অসহনীয় যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়; মূত্রাশয় যন্ত্রণাজনক ভাবে স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়; দণ্ডায়মান অবস্থায় সরল ভাবে প্রস্রাব নির্গলিত হয় কিন্তু বসিলেই ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হইতে থাকে; মূত্রনলী দিয়া বায়ু নির্গত হয়। (৭) মূত্রাশ্মরী শূল,—দক্ষিণ বৃক্ক হইতে নিম্নাভিমুখে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সঞ্চারিত হয়; অশ্মরী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু সকল নির্গত হয়; মূত্রাশয় মধ্যে অশ্মরী সঞ্চয়; রক্তাক্ত মূত্র। (৮) শিশুর প্রস্রাবের সহিত রেণু নির্গত হয় বা তাহার শয্যাবস্ত্রে রেণু লাগিয়া থাকে; শিশু প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে ও সময়ে চীৎকার করিতে থাকে। (৯) মূত্র উজ্জ্বল ও নির্ম্মল কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজনা জনক; পরিমাণে অতি অল্প, আঠাবৎ, রেণুময় কিম্বা অপর্য্যাপ্ত, অসাড়ে নির্গমনশীল; তলার শ্বেতাভ রেণু পতিত হয়। (১০) শৈত্য বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শ বা পারদ সেবন বশতঃ অবরুদ্ধ প্রমেহাস্রাব এবং তজ্জনিত বাত ব্যাধি। (১১) জননেন্দ্রিয় প্রদেশে ভয়ানক দুর্গন্ধ। (১২) জলবৎ স্বপ্নদোষ; রক্তাক্ত বীর্য্যক্ষয়। (১৩) স্তনবৃন্ত বসিয়া যায়; স্তনবৃন্ত ক্ষুদ্র, শীর্ণ এবং উত্তেজনাপ্রবণতা রহিত। (১৪) পারদ ব্যবহার বা প্রতিরুদ্ধ প্রমেহাস্রাব সম্ভূত বাতাশ্রয় ও অস্থিগত বেদনা; যন্ত্রণার বৃদ্ধি=রাত্রে; জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বা জলঘাটার জন্য ঠাণ্ডা লাগিলে। রমণীদিগের আর্ত্তবাস্রাবকালে ললাটে কণ্ডুতিজনক ব্রণাদি পীড়কা উদ্ভব। (১৫) বিদারিত-ত্বক হস্ত ও চরণের ত্বক বিদারিত বা ফাটা; তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয় ও জ্বালা করিতে থাকে; ত্বক কঠিন ও অসঙ্কোচনীয়। কৃষ্ণকেশ, বাতপ্রধান বা প্রমেহবিষদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট রোগীই ইহার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র।

লক্ষণাবলী।

মন।—যন্ত্রণাজনিত বিমর্ষ ভাব। যন্ত্রণার সময় কিম্বা রেতঃক্ষয়ান্তে মহা চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কার্য্য করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও রোগী বিহ্বল হইয়া পড়ে, কারণ তাহার পরিশ্রম করিবার শক্তি বড় থাকে না। যে খাদ্য দ্রব্য আহার করিতেছে তাহার বিষয় চিন্তা করিলে রোগীর অসুখ উপস্থিত হয়। বিমর্ষ ও স্ফূর্ত্তিরহিত,—অথচ কেন তাহা জানে না।

মস্তক।—মস্তিষ্কের জড়তা ও স্তম্ভিত ভাব,—পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারে না (ব্যাপ্ট: ক্যানাব-ইন্: ড্যাল্ক্যা: ল্যাক্-ক্যান্: ন্যাট্-কার্ব: ওপী: আইরিস্:)। গৃহবহির্দ্দেশে বায়ু সেবনকালে টলিয়া সম্মুখদিকে পড়িয়া যায় (নক্স-ভম্: কষ্টি: সাইকীউ:)।

প্রাতে বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন,—কোন দিকে একদৃষ্টে থাকিলে (কষ্টি: ল্যাকে:)। শিরোবেদনাধিকারে বিবমিষা ও বমন সংযুক্ত শিরোবেদনা (ক্ল্মিকা: গ্লোন্: অ্যা-নাই: নক্স-মস্: স্যাঙ্গিউইন্:)। প্রমেহ দোষজ শিরোবেদনা [থুয়া:],—বেদনা শিরোপশ্চাতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের উপর দিয়া নাসামূলে আসিয়া অবস্থিত হয় এবং নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠে (ডা: ফ্যারিংটন্); ললাটের বাম পার্শ্বে চাপ বোধ, কিম্বা সূচীবেধবৎ বেদনা। শিরোপশ্চাৎ হইতে বেদনা মস্তক ভেদ করিয়া চক্ষু মধ্যে আসিয়া অবস্থিত হয়। দক্ষিণ শিরোপার্শ্ব হইতে শূলবেধবৎ বেদনা রগে বা মুখমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। মূর্দ্ধাদেশে দপ্ দপানি (গ্লোন্: হাইপির: লাই:); বৃদ্ধি=পাদচারণে। ললাটে, শিরোপশ্চাৎ বা রগে নিরন্তর ব্যথা অনুভূতি। যেন মস্তক সাঁড়াশী দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছে মস্তকের এক পার্শ্বে থাকিয়া থাকিয়া এইরূপ আক্ষেপিক বেদনা,— দৃষ্টির অস্পষ্টতা (ল্যাকে: সোরিন্:) শয়ন করিবার ইচ্ছা এবং তৎসহ বাক্য উচ্চারণ মাত্রে মস্তিষ্কে বিকম্পন (ককীউ: ফস্:)। যেন মস্তক বেড়িয়া ললাটের উপর দিয়া একটী দৃঢ় বন্ধনী রহিয়াছে এবং যেন তজ্জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে (অ্যানাই: ককীউ: সাইক্লেম্: জেল্: আয়োড্: ইণ্ডিগো: জ্যান্থক্সাইলাম্:); যেন মাথার টুপী অত্যন্ত আঁটিয়া বসিয়াছে,— রোগী স্বীয় অজ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ টুপী খুলে এবং পরে, অথচ আরাম পায় না (মাথার টুপী অত্যন্ত ভার বোধ হয়=কার্ব্বো-ভেজি: মস্তকে টুপী দিতেই পারে না=গ্লোন্:)। কথা কহিবার সময় শিরোমধ্যে বোধ হয় যেন কে একটী ঘণ্টার গায়ে ঘা দিতেছে (জিঙ্কাম্) মূর্দ্ধাদেশে নিষ্পেষণানুভূতি,—ধীরে বাড়ে এবং ধীরে কমে। শিরোমধ্যেকূজন ও ঝিঁঝিঁ শব্দ (কচ্চীয়া: প্যারেরা: ফস্: কষ্টি: ন্যাট্র-মিউ:)। মস্তকের ত্বক অত্যন্ত স্পর্শকাতর। চুল উঠা। শিরঃস্বেদ জনিত প্রচুর মরামাস (ক্যান্থা: ন্যাট্র-মিউ: ফস্: সাল্ফ্: ক্যাল্কে: মিডহ্বন্: ওলীয়ান্: সিপীয়া ; ষ্ট্যাফাই: থুযা)। কেশে জটা বাঁধিয়া যায়।

চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা। চক্ষুর কৃষ্ণচক্রের পরিধি হইতে বহিষ্কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী লাল রেখা প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টি সমক্ষে ধূমময় দর্শন,—যেন চতুর্দ্দিক তিমিরাচ্ছন্ন (কষ্টি: ফস্: র্যাণান্: সল্ফ্); পড়িতে পড়িতে দৃষ্টি সমক্ষে তিমিরাবির্ভাব ; বৃদ্ধি=রেতঃ স্খলনান্তে। দিবালোকে চক্ষু মধ্যে বেদনা বোধ হয় (কোণা: ইউফ্রে: গ্যাম্বো: মার্ক:)।

নাসিকা।—নাসিকার উপরে, নীচে এবং রন্ধ্র মধ্যে চটা ঘা উৎপন্ন হয় (ফেরাম ; হিপ: কেয়োলিন্ ; ল্যাকে: লাই: মেজের: ন্যাট্র-মিউ: সাইলি:)। কয়েক বৎসর যাবৎ নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে। নাসামূল এবং চক্ষু স্ফীত।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে দুগ্ধচিপিটিকোপম দুধে মামড়ী (ট্রাই: ভিঙ্কা-মাই:)। হনুদ্বয়ের পেশী ও সন্ধি আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং সাঁটিয়া থাকে। লালাটোপরে কণ্ডুতিজনক পীড়কা উদ্গত হয় এবং কণ্ডুয়নান্তে উহা হইতে রস পড়ে। শিশুর মুখমণ্ডল বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয় (অ্যাব্রোট্: ব্যারাই: ওপী: স্যানিক্:)।

মুখবিবর।—প্রাতে মুখের স্বাদ কটু বা তিক্ত হইয়া থাকে (ব্রাই: নক্স: পল্সে:)। জিহ্বা এবং ঊর্দ্ধ তালুর উপর পারদীয় উৎসঙ্গ বা ক্ষত উদ্গত হয় (ড্যাল্ক্যো:)।

পাকাশয়াদি।—আহারান্তে তিক্ত উদ্গার। অরুচি; খাদ্য দ্রব্যের কথা মনে করিলেও তাহার গা কেমন করে (সিন্‌কো: আর্স্: জিঙ্কাম্: মস্কাস্:)। রুটি আহারের পর পেট জ্বালা করে। আহার করিবা মাত্র মনে হয় কিছু আহার করে নাই। উদর শূন্য বোধ হয় এবং ডাকিতে থাকে। উদরের বাম পার্শ্বে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা। উদর টিপিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। শিশুর উদর বৃহৎ এবং লোল মাংস।

মল।—দুরারোগ্য মলকাঠিন্য তৎসহ প্রচণ্ড প্রস্রাববেগ, অতি সামান্য মল নির্গত হয় অথচ ভয়ানক বেগ অনুভূত হইয়া থাকে। বহুল পরিমাণ বায়ু সংযুক্ত মল, তৎসহ পেট ও কটিবেদনা।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয় অত্যন্ত স্পর্শাসহ এবং স্ফীত হইয়া উঠে (এপীস: হেলিবো: মিডহ্নন্: ওপী:); বসিলে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গলিত হয় কিন্তু দাঁড়াইলে আদৌ প্রস্রাব হয় না বসিলে অবাধে নির্গত হয়=জিঙ্কাম্:—পদদ্বয় ফাঁক করিয়া এবং সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া না দাঁড়াইলে প্রস্রাব হয় না=কিম্যাফিলা-আম্বে:); রমণীদিগের মূত্রনলী হইতে প্রস্রাব করিবার সময় সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু নির্গত হয়। প্রতিবার প্রস্রাব হইবার পর ভয়ানক যন্ত্রণা হয় (বার্বা: ইকীউইসেট্: মিডহ্নন্: থুযা:—প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে শিশু লম্ফ ঝম্ফ করিতে থাকে এবং চীৎকার করে=বোর্: লাই:)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবেগ সহযোগে অতি অল্প মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে এবং জ্বালা করে (অ্যাকোন্: ক্যান্থা:)। দিবারাত্রে পুনঃ পুনঃ অপর্য্যাপ্ত ফিকা মূত্র স্রাব (এপীস্: অ্যাপোসিন্: ভার্ব্যাস্ক:)। মূত্র, উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল অথচ জ্বালা জনক; পরিমাণে অতি অল্প ও রেণুময়; অপরির্য্যাপ্ত এবং অসাড়ে নির্গমনশীল (কষ্টি:); তলায় শ্বেত রেণু পতিত হয়। শিশুর পরিধেয় বস্ত্রে বা শয্যাবস্ত্রে রেণু দৃষ্ট হয় এবং প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে ও সময়ে চীৎকার করে (বোর্: লাই:)। মূত্রাশ্মরী শূল দক্ষিণ বৃক্ক হইতে নিম্নাভিমুখে প্রচণ্ড বেদনা সঞ্চারিত হয় (লাই:)। প্রস্রাবের সময় মূত্রাশ্মরী সঞ্চিত হয়; রক্তাক্ত মূত্র নির্গলন। মূত্রাশয়ের প্রবল সঙ্কোচনান্তে তাহা হইতে কষায় পূয ও শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক স্বপ্নদর্শনান্তে রেতঃস্খলন সম্ভূত কটিবেদনা, অবসন্নতা ও শিরোঘূর্ণন। সামান্য উত্তেজনাতেই রেতঃস্খলন হয়;—কাম প্রবৃত্তির উদ্দীপনা হউক আর নাই হউক। রক্তাক্ত রেতঃস্খলন (ক্যান্থা: পেট্রোল্: মার্ক:)। রেতোরজ্জু স্ফীত হইয়া থাকে; কামোদ্দীপনার সময় রজ্জু মধ্যে ধক্ ধক্ করিতে থাকে এবং স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। জননেন্দ্রিয় প্রদেশ হইতে অত্যন্ত অসহনীয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। হয়। মেঢ্রত্বকের উপর চুল্‌কানি উদ্গত হয়; শৈত্য বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বা পারদ ব্যবহার জনিত প্রমেহাস্রাব রোধ বশতঃ বাতশ্রন্ন (জেল্‌সি: কোণা: থুযা: মিড্‌হ্নন: মার্ক-সল্: পল্‌সে:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রীয়।—আর্ত্তব, অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয় এবং স্রাব অতি অল্পই হইয়া থাকে; স্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ হইয়া থাকে; আর্ত্তব-

স্রাবকালে রমণীদিগের ললাটে কণ্ডুতিজনক ব্রণাদি পীড়কা উদ্গত হয় (ইউজিন্-য্যাম্: সোরাইন্: স্যাঙ্গিউইন:) ; স্রাব অত্যন্ত কষায়,—উরুদ্বয়ে লাগিলে ক্ষত উৎপাদন করে (ন্যাট্-সাল্ফ্: সাল্ফ্:)। আর্ত্তবাস্রাব কালে উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সাঁটিয়া ধরে। প্রদর,—পাদচারণকালে অধিক স্রাব হইয়া থাকে (ইস্কীউ-হিপ: বোভি: কার্ব্বো-অ্যান্: ম্যাগমিউ: ন্যাট্-মিউ: ট্রিন্:)। স্তন্য ককট,—স্তনবৃন্ত বাসিয়া যায় (আস্-আয়োড: নক্স-মস্: কণ্ডীউর‍্যাং হাইড্রাষ্টি: সাইলি: কিম্যাফিলা-অ্যাম্বে: কোণা: অ্যাষ্টিরীয়াস্-রিউব্: স্তনবৃন্ত অত্যন্ত ক্ষুদ্র, শুষ্ক এবং অনুত্তেজনীয়, সাইলি:)।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসাল্পতা বশতঃ রোগী গলাবন্ধ ও বুকের জমা শ্লথ করিয়া দেয়। হঠাৎ গলনলী সঙ্কুচিত হইয়া শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। প্রতি দেহ সঞ্চালনে পৃষ্ঠের দিক হইতে সূচীবেধবৎ বেদনা দেহ ভেদ করিয়া বাম বক্ষে সঞ্চারিত হয় (বাম বক্ষের উর্দ্ধাংশে=মার্টাস্-কম্:—স্তনবৃন্তের নীচে অ্যা-ফ্লু: অ্যা-অক্স্যাল্: অ্যাক্টীয়া-রেসি:—হৃৎপিণ্ডের বা স্তনের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত=লিলীয়াম-টাই:—বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত=ক্যালী-কার্ব: সাল্ফ্:—বক্ষে বাম পার্শ্বে বাহুর নীচে এবং পৃষ্ঠের নিকটে (পল্‌স-ন্যুট্যালিনা:)। বুক্কাস্থি যেন প্রহৃত হইয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত।

প্রত্যঙ্গাদি।—কটিদেশ হইতে বেদনা নিম্ন দিকে সঞ্চারিত হয় ; রেতঃস্খলনান্তে ; বৃদ্ধি=রাত্রে এবং দেহ সঞ্চালনে—শিশুর গ্রীবা শীর্ণ এবং ত্বককুঞ্চিত ও লোল (অ্যাব্রোট্: আয়োড্: ন্যাট-মিউ: স্যানিক্:) এবং তাহার গ্রীবারগ্রন্থি সকল স্ফীত প্রতীয়মান হয়,—পারদ দোষ জনিত। বাত বেদনা,—পারদ ব্যবহার বা অবরুদ্ধ প্রমেহ স্রাব জনিত অস্থিগত বেদনা; বেদনার বৃদ্ধি=রাত্রে (ক্যালী-আয়োড্: সিফিলিন্: মার্ক্: থুয়া:), জলীয় বায়ু সংস্পর্শে কিম্বা জলে থাকিয়া কার্য্য করিবার জন্য ঠাণ্ডা লাগিলে। বাহু, হস্ত ও অঙ্গুলির সন্ধি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। হস্তের অঙ্গুলি, হস্ত ও চরণের ত্বক বিদারিত এবং গভীর দাগ দাগ (ক্যাল্কে: ক্যালেণ্ডিউ: গ্রাফ্: পেট্রোল্: রাস: সল্ফ্:); তন্মধ্যে জ্বালা ও বেদনা অনুভূত হয়,—বিশেষতঃ হস্ত ও পদের অঙ্গুলির পার্শ্বে; ত্বক কঠিন এবং অনমনীয়। অঙ্গুলি অগ্রে যেন চর্ম্মতলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি। করস্বেদ। হস্তের উপর বিচর্চ্চিকা উদ্গত হয়। উরু ও জানু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। জানুসন্ধি স্ফীত ও আড়ষ্ট এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। পদতল অত্যন্ত স্পর্শাসহ।

ত্বক।—দেহের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মেঢ্রত্বকের উপর বিচর্চ্চিকা উদ্গম। সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুতির উদ্রেক,—রাত্রে শয়নকালে এবং প্রাতে শয্যাত্যাগের সময়। রসপীড়কা হইতে ত্বকক্ষয়কারক বা ক্ষতজনক রস নির্গলিত হয়। গাত্রের স্থানে স্থানে শুষ্ক, লালবর্ণ পীড়কা সকল উদ্গত হয় এবং উত্তাপ সংস্পর্শে তন্মধ্যে কণ্ডুতির উদ্রেক হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলে দুগ্ধচিপিটিকার ন্যায় উদ্ভেদ উদ্গত হয়,—শিশু অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং রোদন করিতে থাকে। উষ্ণ গৃহ হইতে বাহিরে গমন করিলেই শীতল বায়ু লাগিয়া গাত্রত্বক পুষ্পিত হইয়া উঠে অর্থাৎ আমবাতের ন্যায় এক প্রকার অনুচ্চ উদ্ভেদ উদ্গত হয়। উদ্গত উদ্ভেদের

ভূমি অত্যন্ত প্রদাহান্বিত; শিশু অত্যন্ত রোদন করে এবং ছট্ ফট্ করে; গৃহ বহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে চটা উঠিয়া যায় এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত ত্বক ফাটিয়া উঠে। পারদ অপব্যবহার জনিত ক্ষতাদি। গাত্রত্বক শুষ্ক এবং কুঞ্চিত। প্রতি গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে চর্ম্মরোগের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে (অ্যালো:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—পুনঃ পুনঃ শীতার্ত্ততা,—নিম্নাঙ্গ হইতে উর্দ্ধ দিকে সঞ্চারিত হয়। সন্ধ্যার পর শয্যায় শয়নকালে উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং রোগী বোধ করে যেন সে বল পাইতেছে। ললাটে স্বেদোদ্গম হয়,—সন্ধ্যার পরে উত্তাপাবস্থায়।

উপশম।—স্থির হইয়া থাকিলে; দাঁড়াইলে এবং শীতল দ্রব্য আহারে।

সদৃশ।—অ্যামন্-কার্ব্: বেল্: বার্বা: ক্যামো: লাই: ন্যাট্-মিউ: ফস্: সাইলি: অ্যাব্রোট্: আয়োড্: স্ট্যানিক্: মার্ক্: সিপীয়া: সল্ফ্: মিডহ্রন্: ইকীউ: থূযা: সাইলি: ইউজিনীয়া: য্যাম্: সোরিন্: স্যাঙ্গিউইন্:।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, আঁটিয়া বস্ত্র পরিধান করিলে; গাত্রে কণ্ডুয়নান্তে; দেহ সঞ্চালনে, শয়নান্তে, বসিলে; পাদচারণ কালে; সোপানারোহণ বা অবতরণ কালে; বসন্ত কালে; উষ্ণ পথ্য আহার করিলে; উষ্ণ গৃহে অবস্থিতি কালে; শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে; জলে ধৌত করিলে এবং রেতঃস্খলনান্তে।

তুলনীয়।—মাসক ধাতু—থূযা:। শীর্ণতা, অজীর্ণ—অ্যাব্রোটেনম:। মূত্রলক্ষণ—লাইকোপ:। চক্ষুপীড়াসহ শিরঃপীড়া—আইরিস: ক্যালি-বাই:।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম। ডাঃ হিউজের মতে উচ্চক্রমই ব্যবহার্য্য।

স্কীলা ম্যারিটাইমা

(SCILLA MARITIMA.)

নামান্তর।—আর্নিথোগেলাম মেরিটিনাম; স্কুইলা হিস্পানিকা; সিপা-মেরিণা:।

প্রস্তুতি।—সামুদ্রিক পলাণ্ডু বিশেষের তাজা মূল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ:—হৃৎশূল; হাঁপানি; শ্বাসনলীপ্রদাহ; সর্দ্দি; কাসি; বহুমূত্র; শোথ; হৃৎকম্পন; চক্ষে জলপড়া; হাম; ফুসফুস ও উহার আবরণ প্রদাহ; প্লীহাজনিত কাসি; দন্তশূল; মূত্রাধিক্য; হুপিংকফ্; কাসি; কৃমি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্রে বায়ুমার্গ, অন্নমার্গ এবং মূত্রমার্গের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি। উক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে ইহা স্রাবাধিক্য উৎপন্ন করে, সুতরাং অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয়, উদরী এবং মূত্রাধিক্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; ফুসফুস

প্রদাহেও ইহাদ্বারা বিশেষ হিতসাধিত হইয়া থাকে এবং অতি অল্প প্রস্রাব সংযুক্ত উদরী রোগেও ইহা প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে হয় প্রস্রাব একবারে স্তম্ভিত করে কিম্বা রক্তমূত্র জন্মায়; হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার ক্রিয়া ঠিক ডিজিটেলিসের ন্যায়। হৃৎপিণ্ডের রোগ জনিত উদরী রোগেও ইহার ক্রিয়া ডিজিটেলিসের সমতুল্য বলা যায়। এক্ষণে ইহার কতিপয় নির্ণায়ক লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার অশেষ উপকারিতা জানা যাইবে :—(১) প্লীহা-বিকৃতি বা বিবৃদ্ধি জনিত নানা প্রকার যন্ত্রণাজনক পীড়া; কাসিলে প্লীহা প্রদেশ হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত ব্যথা বোধ হয়; বাম কুক্ষী ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশের প্রান্তভাগে নিরন্তর অতীব্র বেদনা। (২) পাকাশয়িক বেদনা,—বাম পার্শ্বে শুইলে অত্যন্ত আরাম বোধ হয়। (৩) কাসিলে চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত অশ্রুপাত হয়। (৪) কাসিলে বা হাঁচিলে অসাড়ে মল ও ও মূত্র নিঃসরণ। (৫) উদরী রোগাধিকারে অপর্য্যাপ্ত এবং বার বার প্রস্রাব। (৬) শিশুর দন্তে কাল দাগ প্রতীয়মান হয়; শিশু অনবরত চক্ষু মর্দ্দন করে এবং হাঁচে। (৭) যেন চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। (৮) নাসারন্ধ্রদ্বয় যেন ক্ষতযুক্ত। (৯) যেন উদরাময় হইবার পূর্ব্বলক্ষণ। (১০) বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব। (১১) পাকস্থালী মধ্যে যেন এক খণ্ড প্রস্তর নিহিত রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ। (১২) দিবারাত্র অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব। (১৩) বক্ষমধ্যে কণ্ডুতি অনুভূতি। (১৪) উদর মধ্যে অত্যন্ত চাপ বোধ,—যেন উদর ফাটিয়া অন্ত্রমণ্ডলী বাহির হইয়া পড়িবে। এইরূপ আশঙ্কা। (১৫) কাসিলে বক্ষপার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা। (১৬) প্রাতে কাসি ও অপর্য্যাপ্ত আঠাবৎ শ্লেষ্মাময় গয়ার উঠা। (১৭) সমগ্র দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্লান্ত বোধ হয়। "বহুমূত্র রোগীদিগের অপর্য্যাপ্ত বর্ণহীন প্রস্রাব; মূত্রাধিক্য হ্রাস প্রাপ্ত হইলে বক্ষের রোগ প্রকাশ পায়; বক্ষের পীড়ার নিবৃত্তি হইলে বৃককের পীড়া আরম্ভ হয় এবং বৃককের পীড়া প্রশমিত হইলে উদরীর আবির্ভাব হয়; যখন আবার প্রস্রাবের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন শোথ লক্ষণ সকল কমিতে থাকে এবং স্কীলা দীর্ঘকাল কার্য্য করে" (ডাঃ কেন্ট্)।

লক্ষণাবলী।

মন।—পেট বেদনা বশতঃ "ঘ্যান্ ঘ্যান্" করে বা অবরুদ্ধ স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করে। রোগ আরোগ্য হইলে রোগী অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে। খিট্‌খিটে স্বভাব; সকল কার্য্যেই লোকের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করে এবং কথায় উত্তর দেয় না। সামান্য কারণে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। সশঙ্কিত ভাব; মৃত্যুভয়। প্রভাতে অত্যন্ত আলস্য বোধ করে, এবং মানসিক পরিশ্রম করিতে কাতর। কোন বিষয় চিন্তা করিতে বা লিখিতে নারাজ।

মস্তক।—প্রাতে বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন (ক্যাল্কেঃ স্যাবাডঃ ষ্ট্রান্—প্রভাতেরপর= অ্যাষ্টীয়াঃ ক্যান্কেঃ গ্র্যানেট্ঃ জিঙ্কাম্ঃ),—শয্যা হইতে উঠিলে বোধ হয় যেন পার্শ্বের দিকে পড়িয়া যাইবে (ক্যাল্কেঃ ফস্ঃ) মস্তিষ্কের আবিলতা সহযোগে শিরোবেদনা অনুভূতি (ব্রাইঃ ল্যাকেঃ গ্লাট্-মিউঃ ফসঃ নক্স্-ভম্ঃ),—বোধ হয় যেন মস্তক নিষ্পেষিত হইতেছে। মস্তকের

দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা। উভয় রগ্ যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ বেদনা (অ্যাসেরাম্)। শিরোপশ্চাতে হঠাৎ বোধ হয় যেন বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত সাঁটিয়া ধরিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব বিদূরিত হয়। প্রত্যহ প্রাতে মূর্দ্ধাদেশ স্পর্শাসহ বোধ হয়। স্থলবেধবৎ বেদনা জনক শিরোবেদনা।

চক্ষু।—বিস্ফারিত নয়নে একদৃষ্টে এক দিকে চাহিয়া থাকে (হায়ো: ক্লোরাম্; গ্লোন্: ওপী: নক্স-মস্:); বাম চক্ষু দক্ষিণ চক্ষু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হয় (ফস: সিপীয়া:—অপস্মার রোগাধিকারে=বীউফো)। বাম চক্ষুর উপরপাতা স্ফীত প্রতীয়মান হয় (অ্যাসেরাম সিফিলিন্: ফাইজস্: সাইক্লে: ইগ্নে: মিউহ্বন্: পেট্রোল্:—তরুণ নাসাপরিস্রাবাধিকারে=ক্যালী আয়োড্—রোহিণী রোগে=ল্যাক্-ক্যান্:—বহুব্যাপক সর্দ্দিজ জ্বরাধিকারে স্যাঙ্গিউইন্:)। চক্ষুর্দ্বয় বোধ হয় যেন শীতল জলে ভাসিতেছে (অ্যালীউ: বার্বা: কোণা: ইউফ্রে: ল্যাকে: লাই: মিডহ্বন্ প্ল্যাট্:—যেন চক্ষুর মধ্য দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে=থুযা)। কাসিলে চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত অশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে (ন্যাট্-মিউ: অ্যাগার্: ইউপেটো: স্যাবাড:)।

নাসিকা।—শিশুর প্রত্যেক কাসি, হাঁচিতে পর্য্যবসিত হয় (অ্যাগার্: বেল্: সেনেগা) অশ্রুপাত হইতে থাকে—(ন্যাট্-মিউ: স্যাবাড্) এবং শিশু চক্ষু ও নাসিকা মর্দ্দন করিতে থাকে (সিনা—নিদ্রাভঙ্গান্তে চক্ষু ও নাসিকা মর্দ্দন করে=স্যানিক্);—হাম রোগাধিকারে। প্রাতে নাসিকা হইতে কষায়, ত্বকক্ষরকারক শ্লেষ্মা নির্গলিত হইতে থাকে (এরাম-ট্রাই: সীপা; লাই: মার্ক: নক্স-ভম্: সাইলি:)। নাসিকা তলে রসার্দ্র পীড়কা সকল উদ্গত হয় এবং তন্মধ্যে স্থলবেধবৎ বেদনা ও কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। তরুণ ও ভয়ঙ্কর নাসাসর্দ্দি অধিকারে নাসিকা ব্যথান্বিত বোধ হয়,—যেন রন্ধ্র মুখ ক্ষতযুক্ত হইয়াছে।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডলের ভাব ও বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল। জ্বরের সময় মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং তদন্তে ফ্যাকাশে, ম্লান ভাব ধারণ করে অথচ শীতল বোধ হয় না। ওষ্ঠদ্বয় স্পন্দিত হইতে থাকে এবং উহাতে শুষ্ক ছাল পড়ে। কালবর্ণ ও বিদারিতত্বক। খাদ্য দ্রব্য তিক্তরস বোধ হয়,—বিশেষতঃ রুটি। মুখ মধ্যে গাঢ় আঠারমত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে।

গলমধ্য।—তালু ও কণ্ঠ মধ্যে জ্বালা অনুভূতি। কণ্ঠমধ্যে জ্বালা অনুভূতি। কণ্ঠমধ্যে উত্তেজনা ও উত্তাপ বোধ বশতঃ নিরন্তর কাসির উদ্রেক হয়।

পাকাশয়াদি।—অসম্ভব ক্ষুধা,—কিছুতেই তাহার পরিতৃপ্তি হয় না (আর্স্: ক্যাল্কে: সিনা: সিন্কোণা: গ্র্যাফ্: আয়োড্: অ্যাব্রোট্: নক্স: স্যাবাড্:)। অম্ল দ্রব্য আহার আকাঙ্ক্ষা (ক্যাল্কে: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: ফস্: পল্সে: মিডহ্বন্:)। শীতল জলের তৃষ্ণা, কিন্তু শ্বাসাল্পতা বশতঃ অল্প অল্প পান করে (ক্যালী-নাই:)। শূন্য উদ্গার; বিবমিষা,—প্রাতে কাসির সময়; উদরোর্দ্ধ উদ্দেশে অবচ্ছিন্ন বিবমিষা অনুভূতি,—যেন মলত্যাগেচ্ছার আবির্ভাব হইবে উদর মধ্যে এইরূপ বেদনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে বিবমিষার উদ্রেক হয়। পাকস্থলী মধ্যে ভার বোধ,—যেন তন্মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর নিহিত রহিয়াছে (আর্স্: ব্রাই: নক্স: পল্সে:)। উদর এবং মূত্রাশয় প্রদেশ অত্যন্ত স্পর্শাসহ ও ব্যথাযুক্ত

বোধ হয়। প্লীহা মধ্যে বেদনা (সীয়্যানো:)। কাসি বোধ হয় যেন প্লীহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে,—কাসিলে প্লীহা হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত ব্যথাযুক্ত বোধ হয়। পাকাশয়িক বেদনা,—বামপার্শ্বে শুইলে অনেক উপশমিত হয়। বাম কুক্ষীর ভাসমান পঞ্জর মধ্যে বেদনানুভূতি।

মল।—যখন তখন দুর্গন্ধ আধ্মান বায়ু নিঃসৃত হয়। উদরাময় মল অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, জলবৎ তরল,—বিশেষতঃ ঘামের সময়; কিম্বা কালবর্ণ মল (লেপ্টান্:); কখনও বা রসের ন্যায় মল ফেনময় হইয়া নির্গত হয়। কাসিলে বা হাঁচিলে অসাড়ে মল ও মূত্র নিঃসৃত হয় (কাসিলে মলনিঃসরণ=ফস্:—হাঁচিলে=সল্ফ:)। কুন্থন সহ সূত্রক্রমী ও সূত্রময় পদার্থ মলের সহিত নির্গত হয়।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়ের উপর নিরন্তর যন্ত্রণাজনক চাপ বোধ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ ও অপর্য্যাপ্ত ফিকা মূত্র (এপীস্: অ্যাপোসিন্:) স্রাব। কাসিলে অসাড়ে মূত্র নিঃসরণ (কষ্টি: ভেরেট অ্যালীউ: কোণা: ন্যাট্-মিউ: পল্সে:)। নিশাকালে শয্যামূত্র। প্রস্রাব করিতে করিতে মল নিঃসৃত হয় (এল্যাম্: অ্যালো: অ্যা-মিউর্: সলফ:)। মূত্রাশয় মধ্যে মূত্রাধিক্য সঞ্চয় বশতঃ মূত্রবেগ ধারণ করিতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার শোথ রোগের বক্ষের সকল অবস্থাতেই প্রস্রাবাধিক্য বর্ত্তমান থাকে। ঘোর লালবর্ণ মূত্র (অ্যাকোন্: আস্: ক্যান্থা:)।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রচণ্ড কাসি,—কাসিলে বক্ষপার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় অ্যাকোন্: ব্রাই: ক্যাল্কে-ফস্ চেলিড্ কর্ণাস্; ক্যালী-কার্ব: ক্রিয়ো: ল্যাকে: মার্ক: সোরিন্: সিপী:); দ্বিদল উপাস্থির পশ্চাতে কণ্ডুয়ন জনিত কাসি তৎসহ শ্লেষ্মাময় গয়ার; নিশ্বাস গ্রহণ কালে ক্ষুকক্ষুকে কাসি হয়। রোগী মুখব্যাদান করিয়া যন্ত্রণাজ্ঞাপক স্বরে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন করে; গলমধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়; ফুসফুসাবরণী প্রদাহে বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয়; রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় (ফস্: এপীস; অ্যান্ট-টার্ট. ট্যাবাক্: ব্রোম: বীউফো: ভেরেট্-ভির্: মার্ক-সল্: আর্স্-আয়োড:—সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়=সীড্রন্) একটু পরিশ্রম করিলেই শ্বাসাল্পতা ঘটে বা রোগী হাঁপাইয়া যায় (আর্স্: ন্যাট্-মিউ: ফস্: সাইলি: ষ্টাফ্: অ্যা-নাই:)। এত হাঁপাইতে থাকে যে জল পান করিতে পারে না; শিশুকে জল দিলে মহা আগ্রহের সহিত উভয় হস্তে জলপাত্র ধারণ করে কিন্তু শ্বাসাল্পতা বশতঃ এক এক চুমুক করিয়া জল পান করে (ক্যালী-নাই:)। দিবারাত্র শুষ্ক কাসি হইতে থাকে; নিদ্রার ব্যাঘাতকারী ক্ষুকক্ষুকে ও ঘড়্ ঘড়্ শব্দকারী কাসি; বায়ুনলী মধ্যে কফ সঞ্চয় কিম্বা বক্ষমধ্যে কণ্ডুয়ন জনিত; কাসিলে শিরোবেদনা অনুভূত হয়, শ্বাসকষ্ট হয় অসাড়ে মূত্র নির্গত হয়, বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা বা উদরে ব্যথা বোধ হয়; শীতল জলপান করিলেই কাসির উদ্রেক হয় (লাই: সাইলি:—শীতল জল পান করিলে কাসির নিবৃত্তি হয়=কষ্টি:); হাম রোগের কাসি (পল্সে:—হামের পরের কাসি=আর্ণি: ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: মিউরেক্স: ড্রোসেরা:); আহারান্তে কাসির উদ্রেক হয় (হায়ো: ডিজি: ক্যালী-বাই: ক্যার্ব: ফস্:); কিম্বা কোনরূপ

পরিশ্রম করিলেই কাসি আইসে (ব্রাই: লাই: ড্রোসেরা: ক্যালীকার্ব: ন্যাট্-মিউ: ফস্: ষ্ট্যান্:)। গয়ার শ্বেতবর্ণ বা ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মাময়,—অত্যন্ত দুর্গন্ধ বা ছাঁচ্‌পোড়া গন্ধ বিশিষ্ট। প্রাতে তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত কাসি এবং সন্ধ্যার সময় শুষ্ক কাসি হইয়া থাকে; কিন্তু সন্ধ্যাকালের শুষ্ক কাসি অপেক্ষা প্রাতঃকালের তরল শ্লেষ্মা নির্গামক কাসি অধিক অবসন্নতা জনক। হুপকাসি,—হাঁচি সংযুক্ত, চক্ষু ও নাসিকা হইতে জল নির্গলিত হইতে থাকে এবং শিশু উভয় হস্ত দ্বারা স্বীয় চক্ষু ও নাসিকা হইতে জল নির্গত হইতে থাকে এবং শিশু উভয় হস্ত দ্বারা স্বীয় চক্ষু ও নাসিকা মর্দ্দন করে। প্লীহা প্রদেশে বেদনা জনক আক্ষেপিক কাসি। কাসিলে প্লীহা প্রদেশ হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। ফুস্‌ফুসাবরণী প্রদাহ অধিকারে কাসিলে বা শ্বাস গ্রহণ করিলে বক্ষমধ্যে বা বক্ষপার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। বক্ষমধ্যে বেদনা প্রাতে উপচিত হয়। বক্ষের উপর অত্যন্ত চাপ বোধ হয়। প্রচণ্ড শুষ্ক কাসির সময় বোধ হয় উদর যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, এবং কণ্ঠমধ্যে শুষ্ক হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ কালে কাসি আইসে।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা আড়ষ্ট হইয়া যায়। বক্ষে ও অংসফলকের উর্দ্ধাংশে চিড়িকমারা বেদনা। বাম পৃষ্ঠফলক যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ অনুভূতি কিন্তু ব্যথা বোধ হয় না। বাহু ও পদদ্বয় থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। নিদ্রাবেশ ব্যতিরেকেও রোগী পুনঃ পুনঃ হাই তুলে এবং গা ভাঙ্গে। সমগ্র দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ ও শ্রান্ত বোধ হয়। পদদ্বয়ের ভাঁজ মধ্যে মধ্যদ্রোহী বা ত্বকক্ষয় (গ্র্যাফ্: ম্যাঙ্গে:)।

নিদ্রা।—অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা,—রোগী এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (অ্যাকো:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—হস্ত ও চরণ হিমবৎ শীতল কিন্তু অবশিষ্টাঙ্গ উষ্ণ (মিনীয়্যান্:)। শুষ্ক, জ্বালাজনক উত্তাপ; দেহের কোন অংশ একটু অনাবৃত হইলে তন্মধ্যে বেদনা ও শিহরণ আবির্ভূত হয়। প্রচণ্ড জ্বালা জনক উত্তাপের সময়েও ঘর্ম্মের অভাব দৃষ্ট হয়।

বৃদ্ধি।—প্রাতে, শ্বাসগ্রহণ কালে, দেহ সঞ্চালনে, দেহ অনাবৃত করিলে, শীতল বায়ু সংস্পর্শে, কোনরূপ পরিশ্রমে, সোপানারোহণকালে এবং কাসিলে।

উপশম।—স্থির হইয়া থাকিলে, শয্যায় শুইয়া থাকিলে, গরম বস্ত্রাদি দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিলে, সোজা হইয়া বসিলে এবং অতি অল্প গয়ার উত্থিত হইলে।

সম্বন্ধ। প্রতিবিষ।—ক্যাম্ফোরা। ফুস্‌ফুসাবরণী প্রদাহাধিকারে ব্রায়োনীয়ার পরে ব্যবহারে বিশেষ ফলপ্রদ।

তুলনা।—শিরঃপীড়া—ব্রায়ো:। মিষ্ট গয়ার—ক্যাল্কে:। কাসিলে অসাড়ে মূত্র—ফস্ফ:। হাসিলে—সল্ফ:। প্রস্রাব করিতে—অ্যালো: সলফর:। খাদ্যে মিষ্টস্বাদ—লাইকো: পল্‌স: ইত্যাদি।

সদৃশ।—অ্যাণ্ট্-টার্ট্: ব্রাই: কষ্টি: সীপা: ক্যালী-কার্ব্: ক্যালী-নাই: নক্স-ভম: রাস: সলফ্: ফস: ক্লোরাম্; রাউমেক্স্-ক্রুস্পাস্; ভেরেট্-ভির: ভেরেট-অ্যাল্: লাই: মার্ক্: সীয়্যানোথাস্: পল্সে: সাইলি: ষ্ট্যাণাম্:।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। নিম্ন ক্রমই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্কুটেলারীয়া লেটারিফোলীয়া

(SCUTELLARIA LATERIFOLIA.)

নামান্তর।—স্কুড ওয়ার্ট।

প্রস্তুতি।—গাছড়ার সমস্ত অংশ লইয়া মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মস্তিষ্কের উত্তেজনা; তাণ্ডব; সকম্প প্রলাপ; দন্তোদ্গম ক্লেশ; আধ্মান; মাথাব্যাথা; হিক্কা; জলাতঙ্ক; মূর্চ্ছাবায়ু; অনিদ্রা; তমাকু সেবনজনিত হৃৎকম্পন।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা একটী স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশামক—বিশেষতঃ যেখানে উত্তেজনার সহিত আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতাতে ইহা বিশেষ হিতকারী। দীর্ঘকাল যাবৎ মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমজনিত স্নায়বিক ও জীবনীশক্তির অত্যধিক অবসাদে ইহা সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। অনিদ্রা, রাত্রিভীতি; মূর্চ্ছাবায়ু, যন্ত্রণা বা মানসিক উত্তেজনাজনিত স্নায়বিক চাঞ্চল্য এবং শিশুর দন্তোদ্গম বা অন্ত্রগত উত্তেজনা জনিত মস্তিষ্ক প্রদাহ প্রভৃতিও ইহাদ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। কাগজবিজড়িত চুরুট সেবনজনিত ক্ষীণ হৃৎপিণ্ড এবং বহিঃ[illegible]প্রণালক সহযোগে ক্ষীণ ও অনিয়তক্রিয় হৃৎপিণ্ডও ইহা[illegible] শীর্ণ করিয়া ফেলে; সুতরাং অস্থিকঙ্কাল[illegible]হইয়া থাকে।

'ব, শোণিতহীন, ম্লান মূর্ত্তি রোগীদি'

[illegible]বা ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে

মন।—সশঙ্কিত ভাব, যেন কোন[illegible]যেন অত্যন্ত শিথিল ভয় করিতেছে (অ্যামন্-কার্ব: অ্যামিল্-নাই: অ্যাকটীয়া; লরো: লিল্কা নাই যে সিপী: ভ্যালি: ভেরেট্-অ্যাল্: ভিচি:)। অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিলে মাথার ভিতর সমস্ত গুলাইয়া যায়; কিছুতেই চিত্ত কেন্দ্রীভূত করিতে পারে না (ইথীউ: অ্যাগ্নাস্: ইস্কীউ: সাইলি: বোভি: ল্যাক্ ক্যান্: লাইকোপাস্-ভার্জি: সেনেসীয়ো: জেরোফিলাম্:)।

মস্তকাদি।—ললাটদেশীয় শিরোবেদনা। শিরোঘূর্ণন, তৎসহ প্রাতর্ভোজনের অনতিপরেই আলোককাতরতা (গ্লোন্: অ্যাগার্:)। অতীব্র চাপবোধজনক শিরোবেদনা,—

বৃদ্ধি=অধ্যায়নাদি করিলে (পল্‌সে: ইস্কীলাস্-হিপ্: ব্রাই: নক্স-ভব: ন্যাট্-মিউ: ফাইজস্: মিডহ্নন:)। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধাবভেদক বা আধকপালে বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে (ল্যাক্-ডিফ্লো:); গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণ করিয়া বেড়াইলে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশমিত হইয়া থাকে (র‍্যাণান্-বাল্‌বো: ড্রসেরা:)। শিরোবেদনা,—বৃদ্ধি =আহার করিলে; এবং উপশম=দেহ সঞ্চালনে (আহারান্তে বৃদ্ধি=ক্যাল্‌কে-ফস্: কার্ব্বো-ভেজি: কফীয়া: হায়ো: নক্স্-ভম্: রাস: জিঙ্কাম্)। চক্ষুর্দ্বয় বোধ হয় যেন ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া দিতেছে (ক্যামো: নক্স্-ভম্: কমোক্লেড্: ফাইটো: সিলি: স্পাই:) কিম্বা যেন বহির্গত হইয়া পড়িতেছে (ফেরাম্: আয়োড্: স্পঞ্জীয়া: লাইকোপাস্: ফস্:)। মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত বা উদ্দীপ্ত। থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ হনুদ্বয় সংবদ্ধ হইয়া যায় এবং মুখের পেশী সকল যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যানাস্থি: বেল্: জেল্: সাইলি: ষ্ট্র্যামোন্: —পৈশিক আড়ষ্টতা=হাইপির: নাক্স্:)। অক্ষিগোলক ব্যথা করে (অ্যাকোন্: অ্যাক্‌টীয়া: গ্লোন্: রীউটা:)। গলমধ্যে যেন কি একটা গুল্ম আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং কিছুতেই গলাধঃকৃত হইতেছে না এইরূপ অনুভূতি (জেল্‌সি: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: রীউমেক্স্:)।

পাকাশয়াদি।—বিবমিষা; অম্ল উদ্গার; প্রবল হিক্কা (সাইকীউ: সাইক্লেম্: হায়ো: ইগ্নে: নক্স্-ভম্: নক্স্-মস্:)। পাকাশয় মধ্যে বেদনা ও মহা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। উদর মধ্যে আধ্মান সঞ্চয় (লাই: ন্যাট্-সালফ্: নক্স-মস্: লাইকোপাস্:)। শ্বেতবর্ণ মল। প্রস্রাবের সহিত পিত্ত নিঃসরণ। রেতঃস্খলন ও ক্লীবত্ব,—রোগীর মনে হয় সে আর ভাল হইবে না।

শ্বাসযন্ত্র।—বহিঃসৃতাক্ষিগোলক (চক্ষু বাহির হইয়া পড়া) সহযোগে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে যেন সূক্ষ্মাগ্র শলাকা বিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার অনুভব। সন্ধ্যার সময় বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড প্রদেশে দপ্‌দপ্ করিতেছে। কাগজের চুরুট সেবন জন্য হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা (ফস্:)।

নিদ্রা।—অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা এবং ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দর্শন। কিছুতেই আরাম বোধ হয় না; অনবরত পা[illegible] করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ([illegible]কৃটিয়া: লিসিন্: আর্স্:)। অন্ধকারে ভয় (ব্রোম্: [illegible]ন্)। অনিদ্রা; হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় আর নি[illegible]তে, শ্বাসগ্রহণ কালে, দেহ সঞ্চালনে [illegible]নিদ্রা যায় এবং নিদ্রা ভঙ্গ হইলে প্রচণ্ড শিরোবেদনা অনুভব[illegible]শ্রমে, সোপানারোহণকালে [illegible]ঃ পুনঃ চমকাইয়া উঠে।

প্রত্যঙ্গাদি।—[illegible] হইয়া থাকিলে [illegible] বা দেহ সঞ্চালন না করিয়া থাকিতে পারে না; ঊর্দ্ধাঙ্গে তীক্ষ্ণ হুলবেধ[illegible] বসিলে প্রাতে গাত্রোত্থানকালে দৈহিক আবল্য অনুভব।

সম্বন্ধ। সদৃশ।—লাইকোপাস্-ভার্জি: সাইপৃডীয়াম্: হায়ো: ক্যালী-ব্রোম্: আয়োড্: লিসিন্: আরাম্-ব্রোমেট্: ল্যাকে: ম্যাগ-কার্ব:।

তুলনীয়।—স্নায়বিক অবসাদ—সাইপ্রি:। হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান—নক্স-ভম:। জলাতঙ্ক—অ্যাগারি: বেলাড: লিসিন:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

সিকেলী কর্ণিউটাম্

(SECALE CORNUTUM.)

নামান্তর।—আর্গট্; অভ্; রাই।

প্রস্তুতি।—তাজা দানা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; ভ্যাদাল বেদনা; অণ্ডনালীয় মূত্র; মলান্ত্রের শিথিল ভাব; ক্ষীণ দৃষ্টি; মূত্রাধারের পক্ষাঘাত; স্ফোটক; দুষ্ট ব্রণ; ছানি; শিশুগণের ওলাউঠা; তাণ্ডব; আক্ষেপ; খালধরা; অতিসার; গিলিতে কষ্ট; মৃগী; নাক দিয়া রক্তস্রাব; পায়ে খাল ধারা; পা জ্বালা করা; পচনশীল ক্ষত; পাকাশয় প্রদাহ; গ্রন্থীর স্ফীতি ও পূযসঞ্চয়; গলগণ্ড; রক্তমূত্র; রক্তস্রাব; রক্তস্রাব প্রবণ-ধাতু; হৃৎকম্পন; হিক্কা; মূর্চ্ছাবায়ু; ধ্বজভঙ্গ; যকৃতের বৃদ্ধি; প্রসবান্তিক স্রাবে দুর্গন্ধ; কটীবাত; অতিরজঃ; প্রচুর জরায়ু স্রাব বা জরায়ু হইতে প্রচুর শোণিত প্রবাহ; স্তন্য বন্ধ; গর্ভস্রাব; স্নায়ুশূল; নৈশ ঘর্ম্ম; অসাড়তা; ডিম্বাধারের অর্ব্বুদ; পক্ষাঘাত; ফুল আটকান; প্রসবান্তে রক্তস্রাব; গর্ভাবস্থায় কৃত্রিম প্রসব বেদনা; ধূম্ররোগ; বসন্ত; মেরুমজ্জার উত্তেজনা; তোতলামি; পাকাশয়ে কর্কটরোগ; মূত্রদ্বারের অবরোধ; সান্নিপাতিক জ্বর; জরায়ুর দুর্ব্বলতা; জরায়ু-চ্যুতি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান ক্রিয়াফল আক্ষেপ,—পর্য্যায়ক্রমে পৈশিক আড়ষ্টতা ও শৈথিল্যজনক আক্ষেপ, রোগীর দেহ এই শক্ত, অনমনীয় হইয়া যাইতেছে, আবার পরক্ষণেই শিথিল ও নমনীয়তা প্রাপ্ত হইতেছে; এইরূপ অবস্থা রোগীর হস্তে উত্তমরূপে প্রতীয়মান হয়; তাহার হস্তের অঙ্গুলি সকল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত হইয়া থাকে; কদাচ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেখা যায়। আর একটি ইহার প্রধান ক্রিয়াফল রোগীর দেহের মাংসকে কুঞ্চিত, শুষ্ক ও শীর্ণ করিয়া ফেলে; সুতরাং অস্থিকঙ্কালবিশিষ্ট, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু ও গণ্ডদ্বয়বিশিষ্ট, কোপনস্বভাব, শোণিতহীন, ম্লান মূর্ত্তি রোগীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। অতি বৃদ্ধ, অথবা ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের পক্ষেও ইহা হিতকারী হইয়া থাকে। যাহাদিগের সকল ইন্দ্রিয় ও পেশীই যেন অত্যন্ত শিথিল ও যেন সকল দ্বারই সদা উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে, পেশী সকলের এতটুকু দৃঢ়তা নাই যে সেই সকল দ্বারকে রুদ্ধ করিয়া রাখে এবং যাহাদিগের সামান্য কারণে দেহের অন্যতম দ্বার হইতে জলবৎ তরল কালবর্ণ শোণিতস্রাব হয়, সেই সকল শিথিল-তন্তু রমণীও সিকেলীর প্রধান ক্ষেত্র। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণয়ক লক্ষণ এই:—(১) শোণিতস্রাবপ্রবণতা; সামান্য ক্ষত হইলেও দীর্ঘকাল শোণিতস্রাব; নিঃসৃত শোণিত হরিতাভ তরল রসের ন্যায় এবং অত্যন্ত পূতিপ্রবণ; শোণিত-স্রাবকালে হস্তপদাদি "ঝিম্ ঝিম্" বা "চিন্ চিন্" করে এবং রোগিণী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

(২) মুখমণ্ডল ম্লান, পাংশুবর্ণ, অস্থিসার, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু ও কপোল বিশিষ্ট এবং বিশ্রী, চক্ষুর্দ্বয় নীলিমা বেষ্টিত। (৩) রাক্ষসের ন্যায় স্বাভাবিক চেহারা; অক্ষুধা; শরীরশোষক উদরাময়; রোগীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার উদ্রেক হয়; রোগী অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্যাদি আহার ও লিমনেড পান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। (৪) সমগ্র দেহ জ্বলিতে থাকে,—যেন রোগীর গাত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হইতেছে। (৫) গাত্রত্বক স্পর্শ করিলে হিমবৎ শীতল বোধ হয়, অথচ রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না; হস্তপদাদি তুষার শীতল। (৬) বিসূচিকার হিমাঙ্গ অবস্থায় নাড়ী প্রায় স্পর্শজ্ঞানাতীত; গাত্রের স্থানে স্থানে পেশী সকল স্পন্দিত হইতে থাকে, হস্তের অঙ্গুলি সকল ছড়াইয়া থাকে, চক্ষু ও কপোল বসিয়া যায়, নাসিকা উচ্চ হইয়া উঠে; গাত্রত্বক শুষ্ক খস্‌খসে, কুঞ্চিত,—যেন দেহে আর রস নাই,—এইরূপ অবস্থাতেও কিন্তু রোগীর বাহ্য উত্তাপ মাত্র অসহনীয়, গাত্রের বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে। উত্তাপ সংস্পর্শে যন্ত্রণার বৃদ্ধি সিকেলীর একটি অব্যর্থ নির্ণায়ক লক্ষণ। (৭) পচনশীলতা বাহ্য উত্তাপ সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়। (৮) বিস্তৃত কালশিরা বা ত্বকনীলিমা; রক্ত ফোস্কা। (৯) বিদ্রধি বা ফোড়া,—ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত ব্যথান্বিত; তদ্‌গর্ভস্থিত পদার্থ সবুজ বর্ণ, অতি ধীরে পাকে এবং অতি বিলম্বে তিরোহিত হয়; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য জনক। (১০) মলতারল্য,—মল অপর্য্যাপ্ত, জলবৎ, পূতিময় এবং কপিশ বর্ণ; সবেগে নির্গত হয়; রোগী শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে; যন্ত্রণারহিত এবং অজ্ঞাতসারে নির্গমশীল; মলদ্বার সদা উন্মুক্ত হইয়া থাকে। (১১) বার্দ্ধক্যসুলভ অসাড়ে শয্যামূত্র,—মূত্র ফিকা, জলবৎ কিম্বা রক্তাক্ত; মূত্রাঘাত বা মূত্ররোধ। (১২) আর্ত্তব অনিয়মিত; স্রাব অপর্য্যাপ্ত, কালবর্ণ এবং অত্যন্ত তরল; ঋতুর সময় তলপেটে প্রসববেদনার ন্যায় চাপ বোধ হয়; যতদিন না পুনরায় ঋতু হয় ততদিন অনবরত জলবৎ তরল শোণিত স্রাব হইতে থাকে। (১৩) প্রদর,—সবুজাভ বা কপিশ বর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। (১৪) গর্ভস্রাবের সূচনা,—বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে; দীর্ঘকাল স্থায়ী নিম্নাকর্ষণকারী বেদনা,—যেন উপর হইতে নীচের দিকে ঠেলিতেছে। (১৫) প্রসব বেদনার সময় বেগ অনিয়মিত, অত্যন্ত ক্ষীণ, ক্ষণে ক্ষণে থামিয়া যায়; সকল পেশীই শিথিল এবং সকল দ্বারই উন্মুক্ত; বহির্নিঃসারণ শক্তি আদৌ রহিত; রোগিণী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়। (১৬) প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল ব্যথা,—অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী, অতিশয় যন্ত্রণাজনক; জরায়ুর ডমরু সদৃশ সংকোচন। (১৭) প্রসবের পর স্তনে দুগ্ধ বিলোপ,—বিশেষতঃ যদি রোগিণী শীর্ণকায় হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—নির্ব্বোধের ন্যায় ভাব; অর্দ্ধ তন্দ্রাভিভূত অবস্থায় (বেল্: ওপী: হায়ো: ফস্: অ্যা-ফস্:)। চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত (ব্যাপ্টি: কার্ব্বো-ভেজ: হায়ো: ওপী: অ্যা-ফস্:)। প্রলাপ,—প্রশান্ত বা উন্মত্তবৎ; উন্মাদ—দংশন করিতে যায় (কিউপ্রাম্: হায়ো: ল্যাকে: ষ্ট্র্যামন্:); জলে ডুবিতে যায় (বেল্: ড্রোসেরা: হেলিবো: হায়ো: ল্যাকে: পল্‌সে: রাস্: সাইলি:); তাহার মনে হয় যেন তাহার গৃহ একটী উত্তাল তরঙ্গালোড়িত সমুদ্র এবং রোগিণী তাহাতে নিমজ্জিত

হইতে যায়। রোগিণী মনে করে যেন দুই ব্যক্তি পীড়িত, একজন মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং অন্যজন আরোগ্য লাভ করিল (রোগিণীর মনে হয় সে তিনজন ব্যক্তি এবং কিছুতেই তাহার গাত্র বস্ত্রে তিনটীকে আবৃত করিতে পারিতেছে না = ব্যাপ্টি:)। মৃত্যু ভয় এবং অত্যন্ত আশঙ্কা (অ্যাকোন: আর্স:)। শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত জ্ঞানদীপ নির্ব্বাপিত হয় না। (ষ্ট্রিকনিন্:) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একবার নির্ব্বানোম্মুখ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে,—রোগীর এমন অবস্থা হয় যেন বোধ হয় রোগ অনেক সারিয়াছে।

মস্তক।—স্তম্ভিত ভাব। মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয় এবং পদদ্বয় চিন্ চিন্ করিতে থাকে। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব জনিত অবসাদ বশতঃ মস্তক ও পদদ্বয় "ঝিম্ ঝিম্" করিয়া রোগী বিচেতন ও গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। মস্তক অত্যন্ত লঘু বোধ হয়, বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদংশ। দেহ টল্ টল্ করে, চলিতে গেলে পা টলে। শিরোঘূর্ণন সহ মস্তক মধ্যে দপ্ দপানি বশতঃ রোগিণী চলিতে পারে না। মস্তক ও বক্ষ মধ্যে শোণিতোচ্ছ্বাস ; চুল উঠিয়া যায়। মস্তক ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত বা কম্পান্বিত হইতে থাকে (ষ্ট্রিকনিন্:)।

চক্ষু।—চক্ষু বসিয়া যায় এবং নীলিমা বেষ্টিত হইয়া থাকে (সিকো: ক্যালী-আয়োড্: ফস্:)। দৃষ্টি স্থির, উন্মত্ততা-ব্যঞ্জক এবং রোগী এক দৃষ্টে এক দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া থাকে (বেল্: ক্যাম্ফ: হায়ো:)। তিমির দৃষ্টি বা অন্ধকার দেখা। তারকা প্রসারিত হইয়া থাকে (বেল্: হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্:)। মস্থ বা ছানি (ফস্: সিনারেরীয়া-ম্যারিটাইমা:), —শিরোঘূর্ণন্ এবং তৎসহ কর্ণনাদ ও আলোককাতরতা। দ্বি বা ত্রি-দর্শন। দৃষ্টি সমক্ষে নীলবর্ণ বা অগ্নিময় বিন্দু সকল উড্ডীয়মান দৃষ্ট হয় (অ্যামানীয়্যাক্:)। চক্ষু মধ্যে বেদনা এবং বোধ হয় যেন অক্ষিগোলকদ্বয় সজোরে ঘূর্ণিত হইতেছে। চক্ষু মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। পাথুরিয়া কয়লার ধুম সংস্পর্শে চক্ষুর উপরপাতার নিষ্ক্রিয়তা বা পক্ষাঘাত। মুখমণ্ডলের বিসর্প রোগের পর অক্ষিপুটের অসঞ্চালনীয়তা।

কর্ণ।—অত্যন্ত শব্দকাতরতা ; অতি সামান্য শব্দও তাহার মস্তিষ্ক মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হয় এবং রোগী তাহাতে শিহরিয়া উঠে। শ্রবণ শক্তির হ্রাস সহ কর্ণদুন্দুভি বা কর্ণনাদ (ক্যাল্কে-কার্ব: কার্ব্বোন্-সল্ফ: মার্ক: অ্যা-ফস্:)। বিসূচিকা রোগের পর বধিরতা।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—কালবর্ণ শোণিত অবিরাম নিঃসৃত হইতে থাকে, রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ; দুর্ব্বলতা বশতঃ বৃদ্ধ বা সুরাপায়ীদিগের এবং যুবতী রমণীদিগের নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম ও দ্রুত (অ্যাকোন্: বেল্: ব্রাই: হ্যামা:)। নাসাবদ্ধ,—রন্ধ্রদ্বয় রুদ্ধ হইয়া থাকে অথচ নিরন্তর জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান, শোণিতশূন্য, চক্ষু ও কপোল কোটর প্রবিষ্ট, অস্থিসার এবং সূক্ষ্মাগ্র উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট, এবং উদ্বেগ ব্যঞ্জক (আর্স: ক্যাম্ফে: ভেরেট্-অ্যাল্: কার্ব্বো-ভেজি: ওপী:)। ওষ্ঠদ্বয় নীলিমালিপ্ত বা মৃত ব্যক্তির ন্যায় শোণিতলেশশূন্য (অ্যা-হাইড্রোসায়ান্: কিউপ্রাম্ ; লাই: ওপী: অ্যান্ট-টার্ট)। মুখমণ্ডলে প্রেতহাস্য (বেল্: ষ্ট্র্যামোন্:

ভেরেট্: ইগ্নাস্থি:) প্রকটিত হয়। পৈশিক স্পন্দন বা আকুঞ্চন প্রসারণ—প্রথমে মুখমণ্ডলে আরম্ভ হইয়া সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হয় এবং ঐ স্পন্দন ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নর্ত্তনে পরিণত হয়। ললাট অত্যন্ত উত্তপ্ত।

মুখবিবর।—জিহ্বা নির্ম্মল, কিম্বা শ্বেতলেপাচ্ছন্ন (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ব্রাই: নক্স-ভম্, পল্‌সে:)। জিহ্বার উপর মহা অস্বাচ্ছন্দ্য জনক সড়সড়ী ও জ্বালা অনুভূত হয় এবং চিন্ চিন্ করিতে থাকে। মুখনিঃসৃত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধময় (আর্ণি: মার্ক: আয়োড: ক্যালী-ফস্: ল্যাক্-ডিফ্লো)। মুখ হইতে লালস্রাবাধিক্য (আয়োড: ক্যালী-আয়োড: হিপোমেনিস্: ল্যাক্-ক্যান্: মার্ক: অ্যা-মিউ: ওপী: ফস্: সাইলি:)। তোৎলার ন্যায় ক্ষীণ, অস্পষ্ট বাক্য,—যেন জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছে (কষ্টি: জেল্: হায়ো: ষ্ট্রামান্:)।

গলমধ্য।—গলমধ্য ও অন্ননালী অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয় (এপীস্: আর্স্: নক্স-মস্:) এবং তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়া থাকে। প্রবল তৃষ্ণা সহযোগে কণ্ঠ মধ্যে জ্বালা। কণ্ঠ মধ্য ও জিহ্বা অস্বাচ্ছন্দ্যজনক ভাবে চিন্ চিন্ করে।

পাকস্থলী।—রাক্ষসা ক্ষুধা (ব্রাই: সিনা: ফেরাম্: লাই:); দেহ ও বল শোষক উদরাময় রোগাধিকারেও রোগীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। রোগী লিমনেড প্রভৃতি অম্লস্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য পান বা আহার করিতে চাহে (বেল্: অ্যা নাই: য্যাট্রোফা: পল্‌সে: স্ট্যাবাই:—অম্লরস দ্রব্য ভালবাসে=এপীস্: আর্স্: ক্যামো: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব্: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: পল্‌সে:)। ভয়ানক অনির্ব্বাপনীয় তৃষ্ণা (অ্যাকোন্: আর্স্: ব্রাই: রাস-টক্স্: সাল্‌ফ্:)। হিক্কা। বিবমিষা ও বমনোদ্রেক (অ্যাণ্ট্-টার্ট্: ইপিক্:)। পিত্তময় পদার্থ বমন (আইরিস্-ভার্সি: নক্স: পডো:); শ্লেষ্মা বমন; ঘোর কপিশবর্ণ, কফির তলানির ন্যায় বমন (কোণা: ন্যাট্-মিউ: ফস্: মিডহ্রন্: ন্যাট্-ফস্:); পেটে যাহা কিছু থাকে সমস্ত বমন হইয়া যায় (ব্রাই: ফেরাম্: আর্স্: ইগ্নে: নক্স্: ফস্: স্যাঙ্গিউইন্: সাইলি: ক্রিয়ো: ভেরেট্:)। শোণিত বমন (আর্ণি: কাক্ট্: কার্ব্বো-ভেজি: সিন্‌কো: ক্রোটেলাস্: ফেরাম্: হ্যামা: ইপিক্: ফস্: স্ট্যাবাই:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত উদ্বেগ ও চাপ বোধ হয় এবং পাকাশয় স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। পাকাশয় মধ্যে ভয়ানক চাপ বোধ,—যেন একটী গুরুভার বস্তু পাকাশয় মধ্যে নিহিত রহিয়াছে (অ্যাকোন্: ব্রাই: ক্যামো: ল্যাক্-ক্যান্: নক্স্-ভম্: পল্‌সে:),—বিশেষতঃ আহারের পর (ফস্: ক্যালী-কার্ব্:)। পাকাশয় মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে (আর্স্: ক্যাম্ফা: আইরিস্: স্যাঙ্গিউইম্:),—তৎসহ উদর মধ্যে ব্যথা। মহীলতা কৃমী বমন হইয়া থাকে (সিনা: স্যাবাড্:)।

অন্ত্রাশয়।—উদর স্ফীত ও আধ্মান বায়ু পূর্ণ হইয়া উঠে (আর্ণি: সিঙ্কো: ফস্:)। যকৃৎ বিবর্দ্ধিত (সিন্‌কো: ম্যাগ্-মিউ: কার্ডীউআস্:-মেরী: চীয়ো-ন্যান্থাস্-ভার্জি: চেলিড্: লাই: মার্ক্-ডাল্: ন্যাট্-মিউ: ফস্: পডো:)। যকৃৎ প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা (বেল্: চেলিড্ ক্যালী-কার্ব্: ল্যাকে: লাই:)। যকৃতের প্রদাহ ও পচনশীলতা। ভয়ানক অন্ত্রশূল ও আক্ষেপ (সাইকীউটা: কিউপ্রাম্) তলপেটে অনবরত নীচের দিকে নিষ্পেষণ। উদর ও

কটিদেশে শৈত্য অনুভূতি। তলপেটে বেদনা। উদর অত্যন্ত স্পর্শাসহ, ডাকিতে থাকে এবং নিরন্তর বিবমিষা বোধ হয়; এতৎসহ মস্তিষ্কের জড়তা, নাভি প্রদেশে প্রবল দপ্ দপানি (অ্যালো: টিলীয়া:)। প্লীহা ও শ্রোণিদেশে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালা। প্রসব বেদনার ন্যায় কটিবেদনা, যেন কোমর খসিয়া যাইতেছে।

মলান্ত্র ও মল।—মলতারল্য,—জলবৎ, পূতিগন্ধময় এবং কপিশ বর্ণ প্রচুর মল; মহা বেগে নির্গত হয় (ক্রোটন্-টিগ্: য্যাট্রোফা; গ্যাম্বো: র্যাফে:); অত্যন্ত বলশোষক [আর্স: ব্যাপ্টি: ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভে: সিন্কো: ভেরেট্:]; অন্ত্রশূলাদি যন্ত্রণারহিত (ন্যাট্-মিউ: গ্যাম্বো: পডো:); অসাড়ে নির্গমনশীল (আর্ণি: বেল্: হায়ো: ন্যাট্-মিউ: ওলীয়ান্: ওপী: রাস্: ক্যাম্ফো: ফস্: সোরিন্:); যেন মলদ্বার সদা উন্মুক্ত বা অবারিত রহিয়াছে (অ্যালো:; এপীস্: ফস্)। মারাত্মক বিসূচিকা, স্তিমিত বা হিমাঙ্গ অবস্থা, মুখমণ্ডল অস্থিময় চক্ষু কপোলাদি বসিয়া যায়, বিকৃতভঙ্গী ধারণ করে এবং গাত্রে যেন পিপীলিকা বেড়াইতেছে এইরূপ সড়সড়ী অনুভূত হয়; গাত্রত্বক তুষার শীতল, অথচ রোগী গাত্রে কোনরূপ আচ্ছাদন সহ্য করিতে পারে না (ক্যাম্ফো:)। উপবিসূচিকা; বমন যত হউক আর না হউক, পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত উকী উঠিতে থাকে। মলান্ত্র ও মলদ্বারের পক্ষাঘাত। উদর হইতে শোণিত-স্রাব (এপীস্; হ্যামা: ফস্: ক্রোটেলাস্; ক্যান্থারিলা: সাল্ফ্:)। মলকাঠিন্য, তৎসহ পুনঃ পুনঃ বৃথা বেগ (অ্যালীউ: ব্রাই: নাক্স্; ওপী: ফস্: সল্ফ্:)। কৃমী।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত (বেল্: কষ্টি: কোণা: হায়ো: আর্স: ডাল্ক্যা: নক্স্)। মূত্ররোধ [অ্যাকোন্: এপীস্: ক্যান্থা: লাই: ওপী: বেল: রাস: ষ্ট্র্যামোন্:] মূত্র স্তম্ভিত বা মূত্র উৎপাদিত না হওয়া (অ্যাকোন্: ষ্ট্র্যামোন্: ক্যাম্ফো: ক্যালী-বাই: লাই. ফস্:)। মূত্র ফিকা ও জলবৎ (অ্যা-ফস্: ককীউ: ন্যাট্-মিউ: স্কীলা: টেরিব্:),—বিশেষতঃ বহুমূত্র রোগাধিকারে [লাই:]। বার্দ্ধক্য সুলভ অসাড়ে মূত্রত্যাগ (আরাম্-মিউ: সীপা: অয়োড্: ক্যালী-ফস্:); মূত্র=ফিকা, জলবৎ স্বচ্ছ কিম্বা শোণিতময়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু, স্রাব অধিক এবং ৭।৮ (অ্যামন্-কাব্: ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: নাক্স্) দিবস স্থায়ী হইয়া থাকে; ঋতুর সময় ছেদনবৎ অন্ত্রশূল, হস্ত পদ তুষারশীতল, শীতল স্বেদোদ্গম হয়, রোগিণী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং তাহার নাড়ী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অনুভূত হয়; কিম্বা প্রবল ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ উপস্থিত হয়; অনিয়মিত প্রকোপ; অপর্য্যাপ্ত, কালবর্ণ শোণিতস্রাব হইয়া থাকে (প্ল্যাট্: পাল্সে: আষ্টিলেগো: ক্যামো: সাইক্লেম্: ক্রিয়ো: ল্যাকে: লিলী-টাই: স্যাবাই:); তলপেটে প্রসববেদনার ন্যায় নীচের দিকে প্রবল নিষ্পেষণানুভূতি; ঋতু নিবৃত্তির পর পুনশ্চ ঋতুর আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত অনবরত জলবৎ শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে। সময়ে সময়ে আর্ত্তব-শোণিত কাল বর্ণ, চাপ্ চাপ্ [অ্যাক্টী: ক্যামো: ককীউ ক্যলী-নাই:প্ল্যাট্: পাল্সে: স্যাবাই: আষ্টিলেগো], কিম্বা অতিরিক্ত দুর্গন্ধময় কপিশাভ তরল পদার্থ। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব—ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় (ক্যাক্টাস্; ইরিজীরন্; ইপিক্: স্যাবাই:)। আঘাত পতনাদি বাহ্য বা

গৌণ কারণ সম্ভূত শোণিতস্রাব,—অত্যন্ত দুর্গন্ধময় বা কালবর্ণ শোণিত। বয়ঃসন্ধিকালের পৈশিক শৈথিল্য সম্ভূত শোণিত স্রাব। জরায়ু এবং দক্ষিণডিম্বাধার মধ্যে শোণিতোধিক্য এবং উহা স্পর্শ করিলে বা টিপিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। জরায়ুর ক্ষত,—বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে,—নিঃস্রাব পূতিময়, শোণিতাক্ত রস। স্ফীত জরায়ু মধ্যে দাহনবৎ জ্বালা; জরায়ু অনমনীয় এবং স্পর্শ করিলে ব্যথান্বিত অনুভূত হয়। জননেন্দ্রিয়ের বহির্দ্দেশে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া উহা বিকৃত বর্ণ ধারণ করে এবং দ্রুত বেগে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে (ল্যাক্-ক্যান্: অ্যা-নাই: মার্ক. রাস্)। প্রদর—স্রাব হরিৎ বা কপিশবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় (হরিদ্বর্ণ= অ্যা-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: মার্ক: ন্যাট্-মিউ: সিপীয়া;—কপিশবর্ণ=অ্যা-নাই: কার্ব্বো-ভেজি মার্ক: ন্যট্-মিউ: সিপীয়া ;—কপিশবর্ণ=অ্যানাই: সিলি: লিলীয়াম্-টাই)। ভ্রূণের পোষণ রোধ। গর্ভস্রাবের সূচনা,—বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে [স্যাবাই: অ্যাক্টীয়া-রেসি ক্রোকাস্; থুয়া],—অপর্য্যাপ্ত কালবর্ণ জলবৎ তরল শোণিতস্রাব হইতে থাকে; দীর্ঘকাল যাবৎ নীচের দিকে নিষ্পেষণ ও বেগ অনুভূত হয়; শোণিতময় স্রাব সহ কৃত্রিম প্রসববেদনা। গর্ভস্রাবান্তে জরায়ু অতি বিলম্বে সঙ্কুচিত হয় এবং পাতলা, কালবর্ণ, দুর্গন্ধময় পদার্থ স্রাব হইতে থাকে। গর্ভাবস্থায়,—যখন তখন দীর্ঘকালব্যাপী নিম্নাভিমুখী নিষ্পেষণ অনুভূত হয়,—বিশেষতঃ যেখানে গর্ভিণী অত্যন্ত কৃশাঙ্গী এবং অসুস্থদেহ; জঙ্ঘাডিমাতে সময়ে সময়ে খাল ধরে। প্রসববেদনার সময়ে খাল ধরে। প্রসববেদনার সময়, থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘকালব্যাপী নিম্নাভিমুখী নিষ্পেষণ অনুভূত হয়; বেগ অনিয়মিত, অত্যন্ত ক্ষীণ, অনেক ক্ষণ পরে পরে এক এক বার বেগ আইসে কিম্বা সময়ে কিছুকাল যাবৎ বেগ মিলাইয়া যায়; সকল পেশীই শিথিল ও নিষ্ক্রিয় বোধ হয়, কোনরূপ কার্য্য করে না, স্থির হইয়া থাকে; রোগিণী থাকিয়া থাকিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়; প্রসবের পর প্রস্রাব হয় না (আর্স: ওপী হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্)। প্রসববেদনার অপরিণত অবস্থায় প্রসব করাইবার চেষ্টা করিলে বা অন্যায় চেষ্টায় বেগ ক্ষীণ হইয়া যায়। জরায়ুর বহির্নিঃসরণ শক্তি রাহিত্য। প্রসব বেগ জুড়াইয়া গেল পৈশিক স্পন্দন বা আক্ষেপ আরম্ভ হয়। প্রসবান্তিক বহিরাম আক্ষেপ অর্থাৎ আক্ষেপ কালে দেহের ধনুকের ন্যায় পশ্চাতাবর্ত্তন [বেল্: সাইকীউটা: হায়ো: ক্যালী ব্রোম্:]। প্রসবের পর ফুল না পড়া ক্যান্থা: কলোফিল্: বেল্: পাল্সে:—গর্ভপাতান্তে=স্যাবাই:),—জরায়ু প্রভৃতির প্রবল নিম্নাকর্ষণ এবং তৎসংলগ্ন পেশীর শৈথিল্য অনুভূতি। ভ্যাদাল ব্যথা,—অত্যন্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক (অ্যাকোন্: কলো: ক্যামো: জেল্সি: কফীয়া; ল্যাক্-ক্যাম্:—বহু সন্তান প্রসূতীর=কিউপ্রাম্)। প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট (অ্যাসিড্-ক্রমিক্: কার্ব্বো-অ্যান্: ক্রিয়ো:), পরিমাণে অতি অল্প বা অপর্য্যাপ্ত; যন্ত্রণারহিত কিম্বা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রবল নিম্নাভিমুখী নিষ্পেষণ। প্রসবান্তিক ক্লেদ স্রাব রোধ বশতঃ জরায়ু প্রদাহযুক্ত হয় এবং প্রবল জ্বর আইসে (অ্যাকোন্: বেল্: কলোসিন্থ:)। প্রসূতীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয়াভাব,—বিশেষতঃ যদি সে শীর্ণকায়া এবং ক্ষীণা হয়; স্তনদ্বয় পর্য্যাপ্ত দুগ্ধসঞ্চয় বশতঃ যেরূপ পুষ্টতা, প্রাপ্ত হয় তাহা হয়া না (আর্টিকা-ইউঃ অ্যাসাফিট্: বিসিনাস্ অ্যগ্নাস্),—

এতৎসহ স্তনমধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা (এপীস্)। প্রসবান্তে জরায়ুর ডম্বুর সদৃশ সঙ্কোচন (বেল্: কক্কীউ: ক্যামো: ক্যালী-কার্ব: প্ল্যাটিনা ; সিপীয়া)।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, সহজে কর্ণগোচর হয় না এবং কথা স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না। কাসি থাকুক বা না থাকুক,—নিষ্ঠীবনের সহিত শোণিত নির্গত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস মানসিক উদ্বেগ জনক এবং আয়াসসাধ্য। শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যখন রোগী যুদ্ধ করিতে থাকে, অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্য যখন রোগী প্রাণপণে চেষ্টা করে, সে সময় শোণিতাক্ত গয়ার নির্গত হয়। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে (ইগ্নে: ক্যাল্কে ফস্:) এবং হিক্কা উঠে সাইকীউ: হায়ো: নাক্স্ ; ষ্ট্রামো:); সঙ্কীর্ণ ও মধ্যলোপী সবিরাম নাড়ী সহ হৃদ্‌স্পন্দন,—অধিকাংশ স্থলে রাত্রে হইয়া থাকে (সবিরাম নাড়ী সহযোগে হৃদ্‌স্পন্দন—কোনাঃ ডিজিট্ ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ:)। শোণিতস্রাবকালে নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে ও নিতম্বদেশে বেদনা (অ্যাক্টীয়া ; বেল্: নাক্স্ পল্সে:)। পৃষ্ঠ অসাড় বোধ হয় এবং পৃষ্ঠ হইতে হস্তের ও পদের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত চিন্ চিন্ করে (অ্যাকোন্: পৃষ্ঠে "ফিক" বেদনা অ্যাকোন্: ফেরাম-ফস্)। পৃষ্ঠে যেন কেহ ফুৎকার করিতেছে এইরূপ সড়সড়ী অনুভূতি। গ্রীবা পৃষ্ঠের আড়ষ্টতা। পৃষ্ঠে শৈত্য অনুভূতি। পৃষ্ঠের নিম্নাংশে ভয়ানক ব্যথা বোধ হয়, অতিরিক্ত পাদচারণ করিলে বা দীর্ঘকাল বসিয়া থাকলে বৃদ্ধি হয়। জরানু প্রভৃতির প্রবল নিম্নাকর্ষণ সহ নিতম্ব বা ত্রিকাস্থি প্রদেশে বেদনা, যেন জরায়ু আদি বহিঃসৃত হইয়া পড়িবে ; বৃদ্ধি=নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদির আক্ষেপিক সঞ্চালন (বেল্: সাইকীউটা ; হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্ বিশেষতঃ রাত্রে ; উপশম=সজোরে আক্রান্ত প্রত্যঙ্গ প্রসারণ করিলে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলির সঙ্কোচন, হস্ত পদাদি ভার বোধ হয় এবং কম্পিত হইতে থাকে। প্রত্যঙ্গাদি তুষারশীতল, শোণিতহীন, পাংশু বর্ণ এবং কুঞ্চিতত্বক হইয়া যায়,—যেন অধিকক্ষণ গরম জলে নিমজ্জিত ছিল (অধিকক্ষণ জলে থাকার জন্য অঙ্গুলী ত্বক কুঞ্চিত হইয়া যায়=লাই:)। প্রত্যঙ্গ সকল অসাড়, অবশ, স্পর্শাদি বোধ রহিত এবং হিমবৎ শীতল,—বিশেষতঃ হস্ত ও পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে অবশতা ও কীট সঞ্চালনবৎ অস্বাচ্ছন্দ্য জনক সড়সড়ী অনুভূতি। পদে, জঙ্ঘাডিমায়, বাহুতে, হস্তে এবং পদাঙ্গুলিতে খাল ধরে। হস্ত পদাদি মধ্যে সড়্ সড়্ ও চিন্ চিন্ করে। থাকিয়া থাকিয়া প্রত্যঙ্গ সকল আড়ষ্ট হইয়া যায়। কর ও চরণতল জ্বালা করে (আর্স: স্যানিক্: সাল্ফ: ল্যাকে: মিডহুন: স্যাঙ্গিউইন্: সাল্ফ:)। প্রত্যঙ্গাদি ঝিম্ ঝিম্ করে। প্রত্যঙ্গাদির শুষ্ক পচনশীলতা (আর্স:); বৃদ্ধি=বাহ্য উত্তাপ সংস্পর্শে ; পূতিপ্রাপ্ত অংশ সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইয়া দেহ হইতে বিচ্যুত হয়। আক্ষেপকালে হস্তের অঙ্গুলি সকল পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায় বা বিস্তৃত (গ্লোন্:) ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। বাহুর উপর অরণিকা উদ্গত হওয়ায় ত্বক খসখস করে। হস্তের অঙ্গুলি সকল করতলের দিকে মুড়িয়া যায় এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিকে ধরিয়া রাখে। উভয় উরুতে যেন মুদ্গরাহত হইতেছে এইরূপ বেদনা,—সঞ্চালনে বৃদ্ধি। পদের অঙ্গুলি সকল পশ্চাদ্দিকে আবর্ত্তিত হইয়া

থাকে। মণিবন্ধ মধ্যে যেন জল জমিয়াছে এইরূপ স্ফীত হইয়া উঠে। প্রত্যঙ্গ সকল অবশ, ভার ও কম্পনশীল বোধ হয়; প্রত্যঙ্গ সকল উত্তাপহীন এবং শীতল স্বেদ লাঞ্ছিত। রাত্রে থাকিয়া থাকিয়া হস্ত পদাদি যন্ত্রণাজনক ভাবে স্পন্দিত হইয়া বা চমকাইয়া উঠে।

সার্ব্বাঙ্গিক —পেশীমণ্ডলীর আক্ষেপিক স্পন্দন। ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ; সম্পূর্ণ অচৈতন্য এবং অবশেষে অত্যধিক অবসন্নতা সহ পেশী মণ্ডলীর বা প্রত্যঙ্গাদির ইচ্ছামত সঞ্চালন শক্তি রাহিত্য। পাদচারণ কালে রোগীর বোধ হয় যেন মখমলের উপর দিয়া চলিতেছে (চরণদ্বয় ভূমীর স্পর্শজ্ঞান রহিত=আর্স:—স্পর্শজ্ঞান রাহিত্য=কার্ব্বো-ভেজি:—কিছুকাল পাদচারণান্তে বোধ হয় যেন শূন্যে পদক্ষেপ করিতেছে=ন্যাট্-মিউ:)। পক্ষাঘাত আক্রান্ত অঙ্গ শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইয়া যায় (গ্রাফ: প্লাম: সিপী:)। পা টানিয়া চলে (জেল্: নাক্স্; প্লেকট্রান্থাস্)। পদদ্বয় স্ফীত হয় এবং তদুপরে কালবিন্দু সকল উঠে [নাক্স:]।

ত্বক।—গাত্রত্বক শীতল এবং শুষ্ক; সীসকবর্ণ বা কালিমান্বিত, কুঞ্চিত এবং স্পর্শজ্ঞান রহিত; শল্কপাত হইতে থাকে। মসুরিকা বা বসন্ত গুটী সকল বিবৃত আকার হয়, শোণিতপূর্ণ না হয় গুটী শুষ্ক হইয়া যায় [শোণিতপূর্ণ গুটী=সাল্ফ: রাস্]। গ্রীবারপৃষ্ঠে এবং বক্ষের উপর ঘামের মত উদ্ভেদ উদ্গত হয়। কালিশিরা; শোণিতপূর্ণ ফোস্কা বা গুটিকা; পচনশীলতার সূচনা। সর্ব্বাঙ্গে ভয়ঙ্কর জ্বালা,—যেন গাত্রের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হইতেছে [আর্স: প্লাম্]। সমগ্র দেহে যেন পিপীলিকা বেড়াইতেছে এইরূপ সড়সড়ী অনুভব। যেন ত্বকের নীচে কোন কীট বেড়াইতেছে [ষ্ট্র্যামন্:]। বেগুনীবর্ণ লাললাল উদ্ভেদ, (আর্নি: আর্স: ফস:] স্ফীতি ও বেদনা অথচ প্রদাহ রহিত; বিস্ফোটক পচিবার উপক্রম হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—গাত্রত্বক, বিশেষতঃ প্রত্যঙ্গ সকল এবং মুখমণ্ডল স্বেদরহিত। পৃষ্ঠে উদরে এবং প্রত্যঙ্গাদিতে অত্যন্ত শৈত্য অনুভূতি। শরীরাভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি মধ্যে এবং কর ও পদতলে ভয়ানক উত্তাপ অনুভব। সর্ব্বাঙ্গে অপর্য্যাপ্ত শীতল চট্চটে স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (আর্স: ক্যাম্ফো: মার্ক: ফস্:)।

সম্বন্ধ।—ডাঃ হেরিং বলেন,—"ক্ষীণ প্রসববেদনায়, কিম্বা প্রসবান্তে শোণিতস্রাবের সময়, উভয় অবস্থাতেই "আর্গট" অপেক্ষা "সিন্যামোমাম্" সকল রকমে ভাল; ইহা প্রসব বেগ বৃদ্ধি করে, অপর্য্যাপ্ত বা মারাত্মক শোণিতস্রাব নিবারণ করে এবং সকল সময়েই হিতকর হইয়া থাকে কিন্তু "আর্গট" যে কোন অবস্থায় প্রযুক্ত হইলেই বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে।" মারাত্মক বিসূচিকা রোগে ইহা "কোলচিকামের" সদৃশ। "আর্সিনিকাম" ও ইহার সদৃশ,—কিন্তু "সিকেলী" তে উত্তাপে বৃদ্ধি হয়, "আর্সিনিকামে" উত্তাপে উপশম হয় এই প্রভেদ। অনেক স্থলে "সিকেলীর" পরে "সিঙ্কোনা" প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফোরা: ওপীয়াম্:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—আর্স: বেল্: ক্যামো: সিঙ্কো: লাই: ওপী: পল্সে: রাস্: সল্ফ্:।

তুলনীয়।—প্রসববেদনায়—পল্স্: বেলাড: কলোফাই: ভাইবর্ণম:। আবৃত হইতে পারে না—ক্যাম্ফর:। রক্তস্রাবে—বোভিষ্টা: ট্রিলিয়ম: হামামে: আষ্টিলেগো: ফেরম-ফস:

চায়না:। রক্তস্রাব প্রবণ-ধাতু—ল্যাকো: ফস:। বিসূচীকায়--আর্স: ক্যাম্ফর: ভিরেট্রাম: কলচিকাম:। গুহ্যদ্বার ফাক—এপিস: ফসফরাস্:। গর্ভস্রাবে—স্যাবাইনা:। হাত পা জ্বালা—সলফর:। বহুমূত্র—প্লম:। বৃদ্ধ ব্যক্তি—কোনায়াম: ইত্যাদি।

সদৃশ।—আর্স্: বেল্: বোভি: ক্যাল্কে: ক্যাম্ফো: ক্যামো: কার্ব্বো-ভেজি: কলোফিল্: কোল্চি: ইরিজিরণ: ফেরাম্: গসিপীয়াম্: আয়োড্: লাই: মিচেলা, হ্যামা: ল্যাকে: ফস্: প্লাম্: পল্‌সে: রাস্; স্যাবাই: সাল্ফ: সিপীয়া; ট্যাবাক্: ট্রিলীয়াম্-পেণ্ডীউলাম্; আষ্টিলেগো; ভেরেট্-অ্যাল্: ভাইবার্ণাম্-অপীউ:।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে; রাত্রে; বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে; দেহ সঞ্চালনে বা শারীরিক পরিশ্রমে; উষ্ণ জলাদি পান করিলে; আহারান্তে; আর্ত্তব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে; গাত্রবস্ত্রের উত্তাপে; এবং দক্ষিণাঙ্গে।

উপশম।—শয্যায় গুড়িসুড়ি মারিয়া শয়ন করিলে; গৃহ বহির্দ্দেশে বায়ু সেবন করিলে বা নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে; জলপটি দিলে, শৈত্য প্রয়োগে; স্বেদোদগমান্তে; গাত্রাবরণ উন্মোচনান্তে এবং মর্দ্দনে।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শতমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—২০ হইতে ৩০ দিন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—কোন ভেষজের সকল লক্ষণ সত্বেও যদি তদ্দ্বারা ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে সে স্থলে সেই ভেষজের উপক্ষার ব্যবহার কর্ত্তব্য। "সিকেলী" দ্বারা ফল না পাইলে তাহার উপক্ষার "আর্গটিনাম্" ব্যবহার্য্য (কাফ্‌কা)।

সেলিনীয়াম্

(SELENIUM.)

নামান্তর।—উপধাতু বিশেষ।

প্রস্তুতি।—বিচুর্ণ পরে আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মদাত্যয়; গোড়ালিতে কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট উদ্ভেদ; কোষ্ঠবদ্ধ; দুর্ব্বলতা; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; কেশপতন; শিরঃপীড়া; ধ্বজভঙ্গ; স্বরভঙ্গ; স্বরনলী প্রদাহ; যকৃতের পীড়া; যকৃৎপ্রদেশে উদ্ভেদ; লিঙ্গোচ্ছ্বাস:; মূত্রাধারের মুখশায়িকা গ্রন্থির প্রদাহ; উর্দ্ধ হইতে মুখশায়িকা গ্রন্থির স্রাব; হাতে বিচর্চ্চিকা; প্যাচড়া; মস্তকে পামা; চর্ম্মের বিবিধপীড়া; শুক্রক্ষরণ; তোতলামি; রৌদ্র ভোগ জন্য

পক্ষাঘাত; উপদংশ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান ক্রিয়াফল সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ, সুতরাং ইহা বার্দ্ধক্য-সুলভ অবসাদ, বাতশ্লেষ্মা বা অন্যপ্রকার রোগান্তিক দুর্ব্বলতা, অল্প বয়সে মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা, শৃঙ্গার বা রেতঃস্খলনান্তে দুর্ব্বলতা, অপরিমিত ইন্দ্রিয়চর্য্যা জনিত অবসন্নতা, ক্লীবত্ব, প্রভৃতিতে বিশেষ হিতকর। গৌরকান্তি রোগীদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপযোগী ; এতদ্বিষয়ীভূত রোগীদিগের মুখমণ্ডল, হস্ত, পদ, চরণ এবং অন্যান্য এক একটী অঙ্গ শীর্ণ হইয়া যায়। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—(১) বিষয় কার্য্যে অত্যন্ত বিস্মৃতিপ্রবণ, কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় দিবসে যাহা কিছু স্মরণ হইতেছিল না, স্বপ্নে সে সমস্ত মনোমধ্যে উদিত হয়। (২) শিরোবেদনা,—সুরাপায়ীদিগের ; অপরিমিত ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যা জনিত ; লিমনেড্ বা মদ্যপান জনিত ; প্রত্যহ বৈকালে ; শিরোবেদনা। (৩) মস্তকের, ভ্রূর দাড়ির এবং জননেন্দ্রিয় প্রদেশের কেশ উঠিয়া যায়। (৪) নাসার তরুণ সর্দ্দির পর মলতারল্য আবির্ভাব। (৫) রাত্রে প্রবল ক্ষুধার উদ্রেক হয় ; সুরাপান করিবার জন্য মহা আগ্রহ প্রকাশ করে, এমন কি উন্মত্ত হইয়া উঠে, কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখা যায় না। (৬) মল কাঠিন্য, গুটিলা বা লেড় বৃহৎ ও কঠিন ; মলান্ত্র রোধ করিয়া থাকে,—সুতরাং অঙ্গুলি প্রভৃতির সাহায্য ব্যতীত নির্গত হয় না ; আন্ত্রিক জ্বরাদি কঠিন রোগান্তিক মল কাঠিন্য। (৭) প্রস্রাব লাল, ঘোর এবং পরিমাণে অতি অল্প ; গাঢ় লালবর্ণ রেণুময় তলানিযুক্ত ; পাদচারণকালে অজ্ঞাতসারে বিন্দু বিন্দু নির্গলিত হয়। (৮) ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ অথচ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না ; সদা অশ্লীল চিন্তা করে কিন্তু রমণশক্তি রহিত। রমণকালে অসম্পূর্ণ লিঙ্গোদ্গম এবং শীঘ্র রেতঃস্খলন হয় কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া সুখবোধ হইয়া থাকে ; রমণান্তে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং খিট্‌খিটে ভাব প্রকাশ করে ; অজ্ঞাতসারে রেতঃ ও মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির রস নির্গলিত হয়,—উপবেশন কালে, মলত্যাগকালে এবং রাত্রে। (৯) অস্বাভাবিক ও অনিচ্ছাসত্বে লিঙ্গোদ্গম ; লিঙ্গমুণ্ড উর্দ্ধদিকে বক্র হইয়া থাকে। (১০) স্বরলোপ,—দীর্ঘকাল যাবৎ উচ্চৈস্বরে বক্তৃতাদি জনিত ; গান করিতে প্রথম আরম্ভ করিলে স্বর চিরিয়া যায় ; পুনঃ পুনঃ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ শ্লেষ্মাময় গয়ার ত্যাগ করে ; সগুটীস্বরনলী প্রদাহ। (১১) অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ শয়ন করিবার ও নিদ্রা যাইবার প্রবল আবেগ ; হঠাৎ রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে ; রোগীর দেহ যত উত্তপ্ত হয় সে তত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ; সূর্য্যাস্তের পর আবার বলাবান হইতে থাকে। (১২) প্রবল বায়ু সংস্পর্শ কাতর, সে বায়ু উষ্ণ শীতল বা জলীয়, যাহাই হউক না কেন। (১৩) আক্রান্ত অঙ্গ শীর্ণ হইয়া যায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক জড়তা ; রোগীর গৃহ মধ্যে কে কি করিতেছে বা কি হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংজ্ঞারাহিত্য ও ঔদাস্য প্রকাশ করে [অ্যা-ফস্ : কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: ওপী: ফস্:]। **অত্যন্ত বিস্মৃতি প্রবণ, বিশেষতঃ বিষয় কার্য্যে, কিন্তু রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় তাহার**

সমস্ত মনে হয়। সহজে কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না [ক্যামো: ক্যাল্কে: কোণা: নক্স্-মস্: রাস; শিশুদিগের এইরূপ হইলে=ব্যারাই:]। কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে গেলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে [আরাম্; কোণা: অ্যাকোন: গ্রাফঃ অ্যা-পাই: মাথা ধরে= পাল্সে:]। একবারে অকর্ম্মণ্য [আর্জেণ্ট-নাই: সাইক্লেম্: হাইপির: ন্যাট্-কার্ব:]। উত্তেজিত হইলে অত্যন্ত বকে [ফেরাম্-ফস্:]।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তক উত্তোলন করিলে [ব্রাই: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজ: সিঙ্কো: নক্স্: ফস্:]; কিম্বা গাত্রোত্থান করিলে [অ্যাকোন্-ব্রাই: ন্যাট্-মিউ: ফস্: রাস: ট্যাবাক্:]। ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইলে বিবমিষা, বমন ও অবসন্নতা সহ শিরোঘূর্ণন; মধ্যাহ্নভোজন ও নৈশভোজনের পর বৃদ্ধি হয়। লিমনেড্ চা, মদ্য বা অপরিমিত পান ভোজনাদি জনিত, প্রত্যহ বৈকালে শিরোবেদনা। বাম চক্ষুর উপরিভাগে তীক্ষ্ণ হুলবেধবৎ যন্ত্রণা, রৌদ্রে বেড়াইবার সময় কিম্বা উগ্র গন্ধ আঘ্রাণ জনিত; এতৎসহ অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব এবং স্ফুর্তিহীনতা [গ্লোন্: ইগ্নে: আইরিস্: ভেরেট্:]; কেশ প্রসাধন কালে কেশ উঠিয়া যায়; ভ্রূর, দাড়ির এবং জননেন্দ্রিয় প্রদেশেরও কেশ উঠিয়া যায় [পেণ্ট্রাল্: ফস্: সিলি:] মস্তকের উপর অত্যন্ত কণ্ডুয়নান্তে রস পড়িতে থাকে; মস্তকের ত্বক যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে এইরূপ টান বোধ হয়।

চক্ষু।—বাম অক্ষিগোলকের আক্ষেপিক আনর্ত্তন; অক্ষিপুট প্রান্তে এবং ভ্রূলোম মধ্যে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন জনক রসগুটী উদ্গত হয়।

কর্ণ।—কর্ণ রন্ধ্রদ্বয় রুদ্ধ হইয়া যায়। বধির কর্ণ মধ্যে কর্ণমল অধিক সঞ্চিত হয় এবং কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র ও নাসাপুটের প্রান্তভাগে ভয়ানক কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয়। পুনঃ পুনঃ নাসারন্ধ্র মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া কণ্ডুয়ন করে (এরাম্-ট্রাই: সিনা: জিঙ্কাম্: অ্যা-ফস্: কোণা:)। নাসিকা হইতে পীতবর্ণ গাঢ় আটার ন্যায় শিক্নী নির্গত হয় (অ্যা-মিউ: অ্যালীউ: আর্স: আরাম্: পল্সে: রাস্:); নাসিকা হইতে ঘোর লালবর্ণ শোণিত স্রাব; নাসাসর্দ্দি উদরাময়ে পরিণত হয় (স্যাঙ্গিউইন্:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের ত্বক তৈলাক্তবৎ এবং চিক্কন (ন্যাট্-মিউ: প্লাম্: সোরিন্:)। মুখমণ্ডলের পেশী সকল স্পন্দিত হয় (ওপী: হায়ো: ক্যামো:) ব্রণ,—পীড়কার মুখ বা শিখরদেশ কাল (গ্রাফ: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: ইউজিনীয়া-য্যাম্:)।

মুখবিবর।—দাঁত খুঁটিয়া রক্তপাত করে। দন্ত সকল শ্লেষ্মাবৎ পদার্থদ্বারা আবৃত, (অ্যাণ্ট-টার্ট: ক্যামো:)। তোৎলার ন্যায় কথা বলে, অতি কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করে (ক্যানাব-ইন্: কষ্টি: ষ্ট্র্যামোন্:)।

গলমধ্য।—প্রত্যহ প্রাতে কাসিয়া কণ্ঠ হইতে স্বচ্ছ শ্লেষ্মাত্যাগ করে (আর্জেণ্ট-নাই:)।

পাকস্থলী।—ধূমপানের পর এবং আহারের পূর্ব্বে হিক্কা ও উদ্গার উত্থিত হয়। প্রাতে ক্ষুধামান্দ্য, কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় না। রাত্রে প্রবল ক্ষুধার উদ্রেক হয় (সিনা:

সোরিন্:)। তেজস্কর মাদক দ্রব্য পান করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এমন কি তজ্জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে। অধিক লবণাক্ত দ্রব্য খাইতে পারে না। আহারের পর সর্ব্বাঙ্গে দপ্‌দপ সংরম্ভ আরম্ভ হয়, বিশেষতঃ উদর মধ্যে; রোগী শুইয়া পড়ে। নিদ্রার পর অত্যন্ত অসুখ বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা,—দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে আরও বৃদ্ধি হয়; বৃক্কক প্রদেশে পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয় এবং যকৃৎ প্রদেশ টিপিলে ব্যথা বোধ হয়; বেদনার পর যকৃতের উপরে একপ্রকার আরক্তিম ও কণ্ডুতি জনক উদ্ভেদ উদ্গত হয় (পিত্তাশ্রিত আস্বাত অ্যাষ্টেকাস্-ফ্লু:)। পাদচারণকালে প্লীহা মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা (হিপার-সাল্‌ফ: রডোড:)।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—লেড় বা গুটিলা অত্যন্ত বৃহৎ ও কঠিন। (ল্যাক্-ডিফ্লো: ম্যাগ্-মিউ: স্থাবাড্:); অধিক পরিমাণ কঠিন মল মলান্ত্র বোধ করিয়া থাকে, এবং অঙ্গুলি প্রভৃতি বা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত নির্গত হয় না (অ্যালো: অ্যালীউ: অনাক্: ক্যাল্‌কে: স্থানিক্: সিপীয়া: সাইলি:); আন্ত্রিক জ্বর প্রভৃতি কঠিন রোগান্তে মল কাঠিন্য; মলের শেষাংশের সহিত আম বা শোণিত নির্গত হয়, মলের সহিত কেশ বা সূত্রের ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

প্রস্রাব।—মূত্র ঘোর লালবর্ণ এবং পরিমাণে অতি অল্প; তলানি লাল রেণুময়। পাদচারণকালে অসাড়ে মূত্র নির্গলিত হয় (কষ্টি: ফেরাম্: ন্যাট্-মিউ: জিঙ্কাম্:); প্রস্রাবের পর এবং বাহ্যের পরেও ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গলিত হইয়া থাকে। মূত্রনালীর অগ্রভাগে বোধ হয় যেন হুলবেধবৎ যন্ত্রণাজনক একটী বিন্দু নির্গত হইতেছে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গ অথচ কামনা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান (ডিজি: ইগ্নে:) থাকে; সর্ব্বদা অশ্লীল চিন্তানিরত অথচ রমণশক্তিহীন (হঠাৎ ক্লৈব্য=ক্লোর:)। লিঙ্গোদ্গম, অত্যন্ত ধীরে এবং অসম্পূর্ণ উদ্গম হইয়া থাকে; রমণকালে অতি শীঘ্র রেতঃস্খলন হয় কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া সুখানুভব হইয়া থাকে; রমণান্তে খিট্‌খিটে হয় এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (ক্যাল্‌কে: গ্র্যাফ্: ন্যাট-মিউ: সিপী:); উপবিষ্ট অবস্থায়, মলত্যাগ কালে এবং নিদ্রার সময় অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু রেত ও মূত্রাধার মুখশায়িকারস নির্গত হয় (ক্যাল্‌কে: অ্যাগ্নাস্: কিম্যাফিলা-আম্: অ্যা-ফস্: ন্যাট-মিউ: সিপী: সাইলি: ষ্ট্যাফাই:)। লালা মেহ (অ্যাগ্নাস্: অ্যালীউ: অ্যাসিড্-বেন্‌জো: ক্যালেড: ন্যাট্-মিউ: সিপী: সাল্‌ফ্:)। অস্বাভাবিক লিঙ্গোদ্গম লিঙ্গমুণ্ড পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে (ক্যান্থা:); শুক্রমেহ (ডিজিট্: ডায়োস্কো:)।

শ্বাসযন্ত্র।—দীর্ঘ কাল বক্তৃতাদির পর স্বরলোপ বা স্বরভঙ্গ; গান করিতে প্রথম আরম্ভের সময় স্বর চিরিয়া যায়। (আর্জেণ্ট-মেট্: এরাম-ট্রাই: ফস্: আর্জেণ্ট-নাই:); পুনঃ পুনঃ কণ্ঠ পরিষ্কার করে এবং স্বচ্ছ গয়ার ত্যাগ করে (আর্জেণ্ট-মেট্: ষ্ট্যাণাম্:); সগুটীকা-স্বরনলী প্রদাহ; বায়ুসেবনার্থ পাদচারণকালে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ শ্বাস লইবার চেষ্টা। রাত্রে শয়ন কালে বক্ষে, বক্ষঃপার্শ্বে এবং নিতম্বদেশে বেদনা বশতঃ বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস।

প্রাতে এমন কাসি হয় যে সমগ্র বক্ষে আঘাত লাগে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাগুটী এবং সময়ে সময়ে শোণিত উত্থিত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার আড়ষ্টতা বশতঃ রোগী মাথা ফিরাইতে পারে না (অ্যাক্টীয়া-রেস্: ক্যালী-নাইঃ প্যারিস্; র‍্যাটান্:)। প্রাতে কটি যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত বোধ হয়। কটি অবশ ও ব্যথাযুক্ত বোধ হয়, উপুড় হইয়া শুইলে ভাল থাকে। গ্রীবার বাম পার্শ্ব হইতে বাম পদের পশ্চাদংশ পর্য্যন্ত ব্যথা। হস্তদ্বয় রাত্রে যেন বিদারিত হইতেছে এরূপ বোধ হয় এবং মণিবন্ধ মট্ মট্ করিতে থাকে। হস্ত ও পদ শীর্ণ হইয়া যায়। সন্ধ্যার পর করতল ও গুল্ফ মধ্যে কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। পদের অঙ্গুলির মধ্যে ফোস্কা উদ্গত হয়। জঙ্ঘা ডিমায় এবং পদতলে খাল ধরে (ক্যাল্কে: ক্যাম্ফো: সল্ফ:)। সান্নিপাতিক জ্বরের পরে পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয় এবং ভয় হয় পাছে পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত হয়। হস্তের অঙ্গুলির মাঝে মাঝে রসগুটী উদ্গত হয়; হস্তে পাঁচড়ার ন্যায় পীড়কা সকল উদ্গত হইয়া থাকে। মুষ্কের কণ্ডুয়ন জনক পীড়কা উপজিত হয়। রাত্রে পা মুড়িলে জানু-সন্ধি মট্ মট্ করে। পদের উপর চ্যাপ্টা বা অনুচ্চ ক্ষত উৎপন্ন হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক—রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল; সামান্য মানসিক বা দৈহিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। হঠাৎ রোগী অবসন্ন, বলহীন হইয়া পড়ে; শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার প্রবল আবেগ; গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত অবসাদ অনুভূত হয়; যতক্ষণ সূর্য্য আকাশে থাকে ততক্ষণ রোগীর যেন কোন বল নাই এইরূপ অবসন্নতা অনুভব করে, কিন্তু সূর্য্য অস্তের পর হইতে আবার বলাধান হইতে আরম্ভ হয় (আর্স্: জেল্সি: ল্যাকে:—রৌদ্রের উত্তাপ আদৌ সহ্য করিতে পারে না, অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে=অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ:)। আক্রান্ত অংশ শীর্ণ হইয়া যায় (প্লাম্:)। বেগে বহমান বায়ুর সংস্পর্শ আদৌ সহ্য করিতে পারে না, তা সে বায়ু শীতল, জলীয় বা উষ্ণ, যেরূপই হউক না কেন। সমগ্র দেহ মধ্যে দপদপানি অনুভূত হয় (গ্লোন: সিপীয়া:), উদরে অধিক অনুভূত হয়। একটু জোরে বাতাস লাগিলেই তাহার ঠাণ্ডা লাগে এবং মস্তকে এবং হস্তপদাদিতে ভয়ানক ব্যথা আরম্ভ হয়। মুখমণ্ডল, হস্ত, পদ ও চরণ অস্থিসার হইয়া যায়।

ত্বক।—দেহের স্থানে স্থানে দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। যকৃত প্রদেশে আরক্তিম উদ্ভেদ উদ্গত হয়। গাত্রের কোন অংশ কণ্ডুয়নান্তে সেই অংশ হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া রস পড়িতে থাকে। পারদ বা গন্ধক প্রয়োগ বশতঃ ব্যাহত কচ্ছু বা পাঁচড়া। মস্তকের, দাড়ির, ভ্রূর এবং জননেন্দ্রিয় প্রদেশের কেশ উঠিয়া যায়।

নিদ্রা।—প্রথম সন্ধ্যাতেই নিদ্রাবেশ হয় এবং রাত্রে পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। নিদ্রা যাইবার সময় পুনঃ পুনঃ চমকাইয়া উঠে। রাত্রে নিদ্রা অত্যন্ত লঘু হইয়া থাকে এবং সামান্য শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। ভোরে এবং প্রত্যহ এক সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রার পর লক্ষণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নিদ্রার পর বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাত্রে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয় (সিনা: ইগ্নে: লাইঃ সোরিন্:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—কখন শীত ও কখনও উত্তাপ, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে অনুভূত হইতে থাকে। বাহ্য উত্তাপ এবং গাত্র দাহ, সময়ে সময়ে গাত্রের অংশ বিশেষে জ্বালা বা দাহ অনুভূত হয়। বক্ষে, কক্ষতলে (বগলে) এবং জননেন্দ্রিয় প্রদেশে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (কোরাল্: কোণা: পেট্রোল: থুযা:); সামান্য দৈহিক পরিশ্রমে, বা নিদ্রিত হইবামাত্র ঘর্ম্মোদ্গম হয় (সিঙ্কোনা: কোণায়াম:); বস্ত্রে ঘর্ম্ম লাগিলে পীতবর্ণ (কার্ব্বো-অ্যান্: গ্র্যাফ্: মার্ক্: থুযা; ফেরাম্; ইপিক্: ল্যাকে: ম্যাগ-কার্ব:) বা শ্বেতবর্ণ দাগ হয় এবং বস্ত্র মড়্মড়ে হইয়া যায় (মার্ক:)।

বৃদ্ধি।—প্রবল বায়ু সংস্পর্শে, রৌদ্রে, লিমনেড, চা বা মদ্য পানে; স্পর্শ ও নিষ্পেষণ করিলে; দেহ সঞ্চালনে, নিদ্রার,—বিশেষতঃ দিবানিদ্রার, পর; মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমে; বায়ু সেবনার্থ বহির্দ্দেশে পাদচারণ কালে এবং প্রত্যহ বৈকালে।

উপশম।—বিশ্রামে; শীতল জল বা শীতল বায়ু মুখমধ্যে ধারণ করিলে; সূর্য্যাস্তের পর।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ইগ্নে: পল্সে:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—সিঙ্কোনা: লাই: মার্ক: সিপী: সালফ্: অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা জনিত অবসাদে—ক্যালেডীয়াম্: ন্যাট্রাম্-মিউ: আসিড্-ফস: ও ষ্ট্যাফাই: এর পরে ব্যবহারে বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে। প্রতিকূল—চায়না ও সুরা।

সদৃশ।—অ্যালীউ: অ্যালো: ক্যাল্কে: ম্যানিক্. সিপীয়া: সাইলি: সিনা; সোরিনাম্; ক্যালেড্: ক্যাম্বা: আর্জেণ্ট-মেট: ষ্ট্যাণাম্: ফস্:। পারদ ও গন্ধক প্রয়োগে প্রতিরুদ্ধ পাঁচড়াতে সেলিনীয়াম্ অতিশয় উপযোগী।

তুলনীয়।—রাত্রিতে ক্ষুধা—সিনা: ইগ্নে: লাইকোপ: সোরাইনম:। ধ্বজভঙ্গ—সলফ: ক্লোরি:। স্বরভঙ্গ—কাষ্টিকাম: আর্জেণ্ট:। গ্রীষ্মকালের ক্লান্তি—ল্যাকে: ন্যাট্রাম:। মানসিক পরিশ্রম ও অনিদ্রা—সলফর:। মাথারপীড়া; যকৃতের পীড়া—সল্ফ:। নাকে অঙ্গুলি দেওয়া—সিনা:। ক্লান্তি—পিকরিক-অ্যাসিড:। সূর্য্যাস্ত গেলে পর দুর্ব্বলতা—সলফ:।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ দিন।

শক্তি।—৬ষ্ঠ শততমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম।

সিনিশীয়ো অরীয়াস্

(SENECIO AUREUS.)

নামান্তর।—সিনিশীয়ো গ্রাসেলিস।

প্রস্তুতি।—ফুল হইলে উক্ত গাছ হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বদ্ধ-ঋতু; উদরী; সর্দ্দি; কাসি; শোথ; বাধক; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; নাক দিয়া রক্তপড়া; মূর্চ্ছা; প্রমেহ; পুরাতন মেহ; রক্তস্রাব; মূর্চ্ছাবায়ু; মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ; কটীবাত; উন্মাদ; প্রচুর রজঃস্রাব; অনুকল্প রজঃ; নখেরপীড়া; স্নায়ুরপীড়া; অসাড়তা; যক্ষ্মা; মূত্রাধার মুখশায়িকাগ্রন্থির প্রদাহ; সূতিকোন্মাদ; মূত্রাশ্মরীশূল; গৃধ্রসী; শুক্রনলীতে বেদনা; ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—ভিষক প্রবর ফ্যারিংটন বলেন, যে সকল স্নায়ুপ্রধানা, অল্পে-কাতর উত্তেজনাপ্রবণ যুবতীগণ, জরায়ুভ্রংশ ও জরায়ুর বক্রতা প্রভৃতি রোগ জনিত (জরায়ুর) উত্তেজনা বশতঃ প্রায় সুনিদ্রার মুখ দেখিতে পায় না, তাহারা ইহার বিশেষ উপযোগী ক্ষেত্র। তাহারা স্বল্পার্ত্তবা এবং রোদন পরায়ণা হইয়া থাকে; তাহাদিগের শুষ্ক, বিরক্তিকর কাসি হয়, কাসিলে বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয় এবং শোণিত মিশ্রিত গয়ার উত্থিত হইয়া থাকে। জরায়ু আক্রান্তাদিগের মূত্রাশয়ও আক্রান্ত হয়; মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে অতিশয় ব্যথা অনুভূত হয়, জ্বালা করিতে থাকে এবং মূত্রাশয়ের প্রবল সঙ্কোচন বশতঃ বৃথা বেগের উদ্রেক হয়; আর্ত্তবাস্রাব আরম্ভ হইলেই ফুস্ফুসাদির এবং মূত্রাশয়ের পীড়া লাঘব ও বা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনিয়মিত ঋতু এবং ঋতু নিরোধ জনিত নানাপ্রকার স্ত্রীরোগে ইহার উপকারিতা বিশেষ রূপ প্রমাণিত হইয়াছে। বায়ুনলীর সর্দ্দি এবং ফুস্ফুসের রোগে, বিশেষতঃ ঐ সকল রোগ যদি নিরুদ্ধ আর্ত্তব সংমিশ্রিত হয় তাহা হইলে, এবং সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহে, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং শোণিতময় প্রস্রাবে, কটিবেদনা, মূত্রাশয়ের প্রবল সঙ্কোচন জনিত বৃথা যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাববেগ সংযুক্ত বৃক্কক্ প্রদাহে, স্বল্প এবং ঘোর লালবর্ণ প্রস্রাব সহযোগে উদরী রোগে ইহার হিতকারিতা প্রসিদ্ধ। মূর্চ্ছাবায়ু রোগেরও কতিপয় লক্ষণ ইহার ক্রিয়াফল; যথা, কোন কোন দিবস অপরাহ্লে রোগিণীর মনে হয় যেন পাকাশয় হইতে একটী গোলক উত্থিত হইয়া বায়ুনলী রোধ করিতেছে; আরও সময়ে সময়ে কণ্ঠনলী বোধ হয় যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বা সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, এবং রোগিণী পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিয়া কণ্ঠ সরল করিবার প্রয়াস পায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—কোন একটী বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারে না (অ্যানাক্: কার্ব্বো-ভেঃ ইথীউঃ গ্লোন্ঃ ল্যাক্-ক্যান্ঃ ল্যাকেঃ লাইঃ নক্স-ভম্ঃ অ্যা-ফস্ঃ সিপীঃ সাইলিঃ

রাস-ভিন্: সেলিন্: ট্যাবাক্: কোন বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইবার চেষ্টা করিলে দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকার আবির্ভূত হয়=আর্জেণ্ট্-নাই)। প্রসবান্তিক উন্মাদ রোগিণী উদ্দাম ভাব প্রকাশ করে, তৎসহ প্রবল জ্বর, স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অনিদ্রা হঠাৎ ক্লেদস্রাব রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ঋতু প্রকাশ হয় না। কখন বেশ হাস্যমুখী, আবার কখনও বা অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণা রোদনপরায়ণা, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চিত্তের বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে; তাহার মনে হয় যেন একটী গুল্ম পাকাশয় হইতে উঠিয়া গলরোধ করিতেছে এবং তজ্জন্য রোগিণী অত্যন্ত বিষাদাপন্না হয়। স্থির হইয়া এক স্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না,—অনবরত এদিক ওদিক করিয়া বেড়ায় (আয়োড্: ইগ্নে: ল্যাক্-ক্যান্: সিপীয়া:)। রোগিণী তাহার মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া ভীত হয় (অ্যাক্টীয়া: ককীউ: সাইক্লেন্: জেল্সি: সোরিন্: পল্সে:) অথচ বলে "আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পরি না মরণ হয় তো বাঁচি।"

মস্তক।— জড়তাজনক ও সংজ্ঞাবিলোপক শিরোবেদনা (ইগ্নীউ-হিপ্: লরো: ফস্: পল্সে: সিপী: ষ্ট্যাণাম: ষ্ট্যাফ্:); সর্দ্দিজ শিরোবেদনা,—প্রস্রাব নিরোধ বশতঃ, অর্থাৎ সর্দ্দি বা শ্লেষ্মা স্রাব রোধ বশতঃ (সিঙ্কো: ক্যালী-কার্ব্: ল্যাকে: বেল্: ক্যাক্ট্: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম: সিপীয়া:)। বায়ু সেবনার্থ পরিক্রমণ কালে মাথা ঘুরিতে থাকে, বোধ হয় যেন শিরোপশ্চাৎ হইতে ললাটের দিকে একটী তরঙ্গ চলিয়া আসিল (বেল্:); তাহার বোধ হয় যেন সে ঠিকরাইয়া সম্মুখ দিকে পড়িয়া যাইবে (গ্র্যাফ্: ন্যাট্-মিউ: পডো: সাইলি: ম্যাঙ্গে: ফেল্যান্:)। বাম রগেদেশে বাম চক্ষুর উপরে এবং নিম্ন হনুব বাম পার্শ্বের ভিতর দিকে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। ললাটদেশে ভিতর হইতে বহির্মুখী তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা; নাসাসর্দ্দি রোধ বশতঃ ভ্রূদেশে এবং চক্ষু মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা। প্রদরস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং মূত্রাশয়ের উত্তেজনা সম্ভূত শিরোবেদনা।

চক্ষু।—সর্দ্দি বা স্রাবাদি নিরোধ বশতঃ অক্ষিপ্রদাহ; চক্ষুদ্বয় ঘোর কালিমা বেষ্টিত।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ ক্ষুৎকার বা হাঁচি এবং নাসারন্ধ্র মধ্যে জ্বালা ও রুদ্ধ ভাব। নাসাসর্দ্দি, প্রথমে জড়তাজনক শিরোবেদনা, নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি; রন্ধ্র মধ্যে জ্বালা ও পূর্ণতা বোধ এবং তৎপরে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব আরম্ভ হয়। নাসাসর্দ্দি স্রাব সহ নাসিকা হইতে শোণিত নিঃসরণ।

মুখবিবর।—মুখমধ্য, কণ্ঠ এবং জিহ্বামূলের পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়; কণ্ঠনলীর দৃঢ়াবদ্ধ ভাব,—রোগী পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিয়া কণ্ঠনলী সরল করিবার চেষ্টা করে। বায়ুনলী প্রথমে শুষ্ক বোধ হয় কিন্তু পরে তন্মধ্য হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা উত্থিত হইয়া কণ্ঠ রোধ করে।

পাকাশয়।—প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে বিবমিষার উদ্রেক হয় (গ্র্যাফ্: নাক্স্-মস্: সিপীয়া); গর্ভবতীদিগের প্রাতর্বমন (নক্স্: পল্সে: সিম্ফোরিকার্পাস্: ট্যাব্যাক্:)। আহারের পূর্ব্বে অত্যন্ত অবসন্নতা (ক্ষুধার জন্য নহে), দুই চারি গ্রাস খাইতে না খাইতে পেট ভরিয়া যায় (কার্ব্বা-অ্যান্-লাই: টিলীয়া: সল্ফ্:)।

অস্ত্রাশয়।—যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ শূলবেদনা.—সম্মুখদিকে দেহ বক্র করিলে লাঘব বোধ হয় (কলোসিন্থ: কিউপ্রাম্.—পশ্চাদ্দিকে = ডায়োস্কো·)। উদরের সর্দ্দি, অন্ত্রকূজন এবং পাতলা মল ত্যাগ হইয়া থাকে। উদর স্ফীত ও অনমনীয় হয়, নিম্নাঙ্গ শোথযুক্ত প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প এবং বর্ণ ঘোর হয় ;—সমস্ত দিনে ৮ আউন্সের অধিক প্রস্রাব হয় না (এপীস্: অ্যাপোসিন্: চেলিড্: রিউম:); নিতম্ব ও ডিম্ব প্রদেশে বেদনা ; মলকাঠিন্য ; জরায়ুগ্রীবায় শোণিতাধিক্য ; অণ্ডলালাবৎ প্রদরস্রাব এবং জরায়ুপ্রদেশে ভারবোধ।

মল।—মলতারল্য,—মল জলবৎ পাত্‌লা কিম্বা কঠিন গুটিলা মিশ্রিত এবং ঘোর বর্ণবিশিষ্ট। অত্যাধিক অবসাদ ও উত্থানশক্তিরাহিত্য সহযোগে অপর্য্যাপ্ত মল নিঃসরণ। পীতবর্ণ আম মিশ্রিত কঠিন গুটিলাময় মল।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়ের প্রবল কুন্থন সহ প্রস্রাব বেগ ও উত্তাপাবির্ভাব। বৃক্ক প্রদেশে বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। শীতবোধের পর প্রস্রাববেগ অনুভূত হয় ; মূত্র শোণিত-মিশ্রিত। মূত্রের পরিমাণ অতি অল্প এবং বর্ণ ঘোর। পুনঃ পুনঃ অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব হইয়া থাকে। বৃক্ক প্রদেশে অস্পষ্ট বেদনা। সময়ে সময়ে বৃক্ক প্রদাহের প্রকোপ আবির্ভূত হয়,—দক্ষিণ বৃক্ক অধিকাংশ স্থলেই আক্রান্ত হয় ; অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে থাকে, জ্বর হয় এবং রোগীর উত্থানশক্তি থাকে না (কিম্যাফিলা-আম্বে: কোলিন্‌সো: ইউপেট্‌-পার্পিউ: সার্সা:)। প্রবল বৃক্ক প্রদাহ, জ্বর আইসে, শীত বোধ হয় ;—শ্রোণিদেশে, বিশেষতঃ বাম বৃক্কের পশ্চাদংশে, বেদনা অনুভূত হয় ; মূত্রের পরিমাণ অনেক কম এবং লাল,—তলানি ইষ্টকচূর্ণবৎ, ধমনী সকল অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে দপ্ দপ্ করে ; গাত্রত্বক স্বেদশূন্য এবং উত্তপ্ত ; একটু দেহ নাড়িলেই রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। দক্ষিণ বৃক্কের উপর অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় এবং প্রস্রাবের সময় ভয়ানক যন্ত্রণা হয় ; মূত্র লালবর্ণ, উত্তপ্ত এবং কষায় ; বৃক্কের পীড়াজনিত শোথ বা উদরী (এপীস্; অ্যাপোসিন্: আর্ন্: অ্যাস্‌ক্লিপীয়াস্-সিরী আরাম্-মিউ: ব্রাই: কোলচি: ডাল্‌ক্যা: লাই: ন্যাট্‌-মিউ: প্রুণাস্: টেরিব্: কিম্যাফিলা: ককাস্:)। অশ্মরী নির্গমণান্তে বৃক্ক ও মূত্রবাহী নলীর প্রদাহ। রক্ত প্রস্রাব তৎসহ বৃক্ক প্রদেশে বেদনা ও বিবমিষা। বৃক্কশূল,—বিবমিষা থাকিতেও পারে নাও থাকিতে পারে। মূত্রাশয়ের গ্রীবার সময়ে-সময়ে-আবির্ভাবশীল প্রদাহ,—তৎসহ রক্তপ্রস্রাব ও মূত্রাশয়ের প্রবল সঙ্কোচন বা বেগ। শিশু ও রমণীদিগের মূত্রকৃচ্ছ্র,—বোধ হয় যেন শৈত্য সংস্পর্শজনিত,—প্রস্রাবের তলানি শ্লেষ্মাময় ; জরায়ুর স্থানচ্যুতিজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র (জরায়ুর অর্ব্বুদজনিত = ক্যালী কার্ব:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—বাম রেতোরজ্জু মধ্যে পূর্ণতা (অ্যা-ফ্লু) ও ভার বোধ হয় এবং ঐ অনুভব রেতোরজ্জু বহিয়া অণ্ডকোষে সংক্রমণ করে। মূত্রাধার মুখশায়িক গ্রন্থীর বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত, অনমনীয় এবং স্ফীত বোধ হয় (ক্যাল্‌কে: কোনায়াম্: আয়োড: পাল্‌সে: কোপেভা:); কামোদ্দীপক স্বপ্ন দেখে এবং অসাড়ে রেতোপাত হয়। লালামেহ (অ্যাসিড্-বেন্‌জো: অ্যালীউ: ক্যালেড: ন্যাট-মিউ: সেলিন: সালফ:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শৈত্য সংস্পর্শ জনিত বা জলে পদদ্বয় ধৌত করার জন্য ঋতুরোধ (ন্যাট্-মিউ: পল্সে: অ্যাক্টায়া-রেসি:)। প্রস্রাবের পীড়া সংশ্লিষ্ট কষ্টরজঃ বা বাধক। অকালে অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবাস্রাব ও কটি বেদনা। বিলম্বে আবির্ভাবশীল স্বল্প ঋতু (সিপীয়া:)। অনিয়মিত ঋতুর পরিবর্ত্তে প্রস্রাবের পীড়া সংশ্রিত প্রদর। উভয় ডিম্বাধার প্রদেশে, জানুতে গুল্ফে এবং উরুদ্বয়ের সম্মুখাংশে ব্যথা অনুভূত হয়। অপত্যপথ হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মাস্রাব (ওলীয়াম্-অ্যান্: সিপিয়া: পেট্রোল্: স্যাবাড্:)। ঋতু,—প্রতিবারে ৮।৯ দিবস পর্য্যন্ত স্রাব হয়,—নিতম্বদেশে, তলপেটে এবং কুচকী প্রদেশে প্রচণ্ড ছেদনবৎ বেদনা বোধ হয়; রোগিণী ম্লান, ফ্যাকাশে, ক্ষীণ ও অল্পে কাতর হইয়া পড়ে এবং তাহার রাত্রে সামান্য কাসি হয়। আর্ত্তবাভাব অধিকারে স্নায়বিক পীড়া প্রবণতা, অত্যন্ত আলস্য বোধ হয় এবং রোগিণী উদরী আক্রান্তা হইয়া থাকে; তাহার পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে ভ্রমণশীল বেদনা অনুভূত হয়; তাহার মনে হয় যেন পাকাশয় হইতে একটী গুল্ম উঠিয়া গলরোধ করিবার উপক্রম করিতেছে (ইগ্নে: মস্কাস্; অ্যাসাফিট্:); ভাল বা স্বাভাবিক মলত্যাগ হয় না। বক্ষবিদারক কাসি সহ বাধক বা কষ্টরজঃ। ক্ষয়রোগ প্রবণা রোগিণীদিগের অনিয়মিত ঋতু। যোনিদ্বারের কণ্ডুয়ন, ঐ অংশ ক্ষয়িতত্বকবৎ বোধ হয়,—উপবিষ্ট অবস্থায়। অন্যমনস্ক থাকিলে ভাল থাকে। প্রদর, স্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শিরোবেদনা, অনিদ্রা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ,—অল্প বয়স্কা বালিকাদিগের (কোপেভা:)।

শ্বাসযন্ত্র।—তরল শ্লৈষ্মিক কাসি,—বিশেষতঃ অনিয়মিত বা রুদ্ধ ঋতু সংশ্রিত হইলে। বায়ুমার্গের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে শ্লেষ্মাক্ষরণাধিক্য; বায়ুনলীভূজ ও ফুস্ফুস্ শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ বোধ হয়, কিন্তু কাসিলে উঠে না। বায়ুমার্গ মধ্যে শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ বাধাপ্রাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। রাত্রে বক্ষবিদারক কাসির উদ্রেক হয়। ঘনীভূত আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাময় কফ উত্থিত হয়। গয়ারের সহিত শোণিত নির্গত হয়। ফুস্ফুসের সর্দ্দি,—তরল শ্লৈষ্মিক কাসি এবং অপর্য্যাপ্ত গয়ার উঠা। রক্তকাস,—রোগী শীর্ণ হইয়া যায়; তাহার বক্ষবিদারক কাসি হয় এবং মুখমণ্ডলে ক্ষয়রোগব্যঞ্জক দীপ্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে; নিদ্রাও ভাল হয় না। রজঃবদ্ধ সহ ক্ষয়কাস রোগ,—রক্তাক্ত বা অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মাময় গয়ার উত্থিত হয়। উভয় ফুস্ফুস্ মধ্যেই তীক্ষ্ণ বেদনা। বুক চাপ বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—রাত্রে পৃষ্ঠে ও নিতম্ব ব্যথা করিতে থাকে,—বিশেষতঃ অধিক ক্ষণ বসিয়া থাকিলে বা শয়ন করিলে। প্রাতে নিতম্বদেশ ব্যথা করিতে থাকে। নিতম্বদেশে বোধ হয় যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এই রূপ যন্ত্রণা। পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে ভ্রমণশীল বেদনা; প্রত্যঙ্গাদির সন্ধি মধ্যে বেদনা।

নিদ্রা।—জরায়ুভ্রংশাদি সম্ভূত উত্তেজনা জনিত অনিদ্রা ও স্নায়বিক উত্তেজনা।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—পূর্ব্বাহ্ণে শীতবোধ,—যেন সর্দ্দি হইবার পূর্ব্বলক্ষণ এবং তৎপরে সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণা সহযোগে উত্তাপ ও ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে। শীতার্ত্ততার পর প্রস্রাববেগ। বিলেপী জ্বর। ললাট অত্যন্ত উত্তপ্ত। ললাটে ঘর্ম্মোদ্গম। স্বেদোদ্গম প্রবণতা।

বৃদ্ধি।—রাত্রে; অপরাহ্ণে (অধিকাংশ লক্ষণ); নির্ম্মল বায়ুসংস্পর্শে; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে এবং শয়ন করিলে।

উপশম।—সম্মুখদিকে দেহ বক্র করিলে; মলত্যাগান্তে; ঋতু আবির্ভূত হইলে এবং অন্যমনস্ক থাকিলে।

সম্বন্ধ বা তুলনীয়।—জরায়ু বক্ষ ও মূত্রাধার লক্ষণে—পল্‌সে: হেলোনিঃ। অনুকল্প রজঃ—ব্রাইওনি:। প্রমেহাদি—পলস্: থুজা: সেবল-সেরুলেটঃ। স্নায়বিকতা-কাসি—ক্যামো:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম।

সেনেগা

(SENEGA.)

নামান্তর।—সেনেকা, স্নেক্‌রুট্।

প্রস্তুতি।—শুষ্কমূলের চূর্ণ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ক্ষীণদৃষ্টি; উদরী; হাঁপানি; মূত্রাধারের পীড়া; শ্বাসনলী প্রদাহ; কোষ্টবদ্ধ; চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা; কাসি; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; পক্ষাঘাত; চক্ষে জল সঞ্চয়; তারা প্রদাহ; যক্ষা; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; সর্পদংশন; হাঁচি; আঞ্জনি; গলক্ষত; হুপিং কাসি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বক্ষগহ্বর, চক্ষু ও মূত্রাশয়ের পীড়াতে ইহা অত্যন্ত হিতকর। বায়ু ও শ্বাসনলীর সর্দ্দি রোগে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ,—বিশেষতঃ স্বরনলী ও বায়ুনলীভূজদ্বয়ের প্রতিশ্যায়ে; কাসির পর (বা পূর্ব্বে) বক্ষ মধ্যে জ্বালা অনুভূত হয়,—যেন বক্ষ মধ্যস্থিত অংশবিশেষে প্রদাহ রহিয়াছে; অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা ক্ষরণ হইতে থাকে; বায়ুমার্গাদি অভ্যন্তরীণ অংশ, যাহাদিগের ঝিল্লি সাধারণতঃ সর্ব্বদা ক্ষরিত-রস সংস্পর্শ বশতঃ আর্দ্র থাকে, উক্ত ভেষজের ক্রিয়াধীন হইলে শুষ্ক হইয়া যায়; গাত্রত্বক পর্য্যন্ত স্বেদরহিত ও শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা বক্ষের বামাংশ অধিক আক্রান্ত হয়; দক্ষিণ চক্ষু ও নিম্ন অক্ষিপুটও ইহার প্রধান আক্রমণ স্থল। সমগ্র বক্ষগহ্বর বোধ হয় যেন শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং তজ্জন্য কাসিলে ঘড়ঘড়, সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের বিলক্ষণ কষ্ট হয়। ডাঃ গার্ণ্‌সির মতে ইহা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্তু অন্যান্য রোগীর পক্ষেও হিতকর হইয়া থাকে। বায়ুনলী মধ্যে বহুল পরিমাণ পরিষ্কার এবং অণ্ডলালাবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় কিন্তু সহজে নির্গত হয় না। বক্ষগহ্বরের প্রাচীর অত্যন্ত ব্যাথান্বিত বোধ হয়। বক্ষোপরে চাপ বোধ,—যেন ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় মেরুদণ্ডের উপর নিষ্পিষ্ট হইতেছে। স্থূলকায়, শিথিল মাংস শিশুদিগের হুপকাসি,—সন্ধ্যার সময় কাসির বৃদ্ধি হয় এবং অতি কষ্টে অণ্ডলালার

ন্যায় গয়ার উত্থিত হয়। বক্ষপার্শ্বগত বেদনা; বক্ষগহ্বরের পার্শ্বের প্রাচীর (পঞ্জরময় বেষ্টনী) অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও ক্ষতযুক্তবৎ স্পর্শাসহ বোধ হয়। স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে এবং কণ্ঠনলী এতই ব্যথাযুক্ত ও শুষ্ক হইয়া যায় যে রোগীর কথা কহিতেও কষ্ট হয়। প্রায় প্রতি কাসি হাঁচিতে পর্য্যবসিত হয়। নাসিকা ও শ্বাসযন্ত্র অপেক্ষা চক্ষুর্দ্বয়ের উপর ইহার অধিক শক্তি প্রাকাশ পাইয়া থাকে; ইহা দ্বারা চক্ষুরপ্রদাহ, চক্ষু মধ্যে বেদনা, অক্ষিপুটের প্রদাহ এবং দর্শনশক্তির নানা প্রকার বিপর্য্যয় সাধিত হইয়া থাকে; সর্দ্দিজ চক্ষু প্রদাহ; অক্ষিগোলকের সম্মুখাগার মধ্যে পূয সঞ্চয়; দ্বিদর্শন,—কেবলমাত্র পশ্চাদ্দিকে হেলাইলেই উপশম হয়; একদৃষ্টে কোন বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিলে চক্ষুপীড়ার বৃদ্ধি হয়। হেঁট হইলে শিরোমধ্যে, বিশেষতঃ চক্ষু মধ্যে, মহাবেগে শোণিত ধাবিত হয় এবং মুখমণ্ডল ও চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠে,—শোণিত বোধ হয় যেন ভিতর হইতে ঠেলিতেছে। মস্তক, ললাট ও পশ্চাৎকপালগত বেদনা,—টিপিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় না; বদ্ধ উষ্ণ গৃহ মধ্যে বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়, এতৎসহ চক্ষু মধ্যে ভিতর হইতে চাপ বোধ ও স্পর্শাসহনীয়তা। শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়। পরিপাক যন্ত্র বিকল হইয়া যায়। মূত্রাশয়ের সর্দ্দি ও সঙ্কোচন প্রবণতা; পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ এবং প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে মূত্রমার্গ মধ্যে দাহন বা জ্বলন; মূত্র শ্লৈষ্মিক সূত্রময়। শয়ন করিলে গলা খুস্‌খুস্‌ করে এবং শ্বাস রোধ হইবার আশঙ্কা হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে বক্ষ মধ্যে যন্ত্রণা বোধ। দেহ সঞ্চালনে বুকাস্থিতলে ব্যথা অনুভূতি। বাহু সঞ্চালনে পঞ্জর সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হইয়া থাকে। ভয়ানক ক্ষুধার উদ্রেক এবং পাকাশয় শূন্য বোধ হয়। ফুস্‌ফুস,—বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের, প্রদাহ। ফুস্‌ফুসের শোথ। ফুস্‌ফুস্‌ ও ফুস্‌ফুসাবরণী প্রদাহ জনিত জলসঞ্চয়। ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহাধিকারে ফুস্‌ফুস্‌াবরণী মধ্যে রস ক্ষরণ এবং বক্ষের অপ্রসারণীয়তা ও তন্মধ্যে চাপ বোধ (ব্রায়োনীরা প্রয়োগের পর)। অক্ষিগোলকদ্বয়কে বোধ হয় যেন ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিতেছে; যেন অক্ষিগোলক প্রসারিত হইতেছে; চক্ষু মধ্যে জ্বালা,—যেন সাবানের জল লাগিয়াছে; নাসারন্ধ্র ও বায়ুমার্গ মধ্যে যেন মরিচ চূর্ণ লাগিয়াছে এইরূপ জ্বালা অনুভূত হয়; বক্ষগহ্বর যেন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ,—যেন পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করিবার স্থান নাই; যেন ফুস্‌ফুস মধ্যে শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে এইরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্র; যেন ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় মেরুদণ্ডের দিকে নিষ্পিষ্ট হইতেছে; যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; মণিবন্ধ যেন মচ্‌কাইয়া গিয়াছে; প্রত্যঙ্গাদির সন্ধি সকল যেন অবশ; ইত্যাদি কয়েকটি "সেনাগার" সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। যে সকল শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তি, বা স্থূলাকায় শিথিল তন্তু এবং সর্দ্দিপ্রবণধাতু শিশু; সর্দ্দি হইলে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিতে পারে না, তাহারা ইহার অতি উপযোগী ক্ষেত্র।

লক্ষণাবলী।

মন।—সর্ব্বদা স্বীয় স্বাস্থ্য বিপর্য্যয় ঘটিবার ভয়; অত্যন্ত পরছিদ্রান্বেষী। সময়ে সময়ে বেশ স্ফূর্ত্তিবান, কিন্তু যখন ক্রোধের উদ্রেক হয় তখন আর জ্ঞান থাকে না।

মস্তক।—মস্তিষ্কের জড়তা। চক্ষুর উপর চাপ বোধ ও ক্ষীণদৃষ্টি সহ মস্তিষ্কের জড়তা। ঈষৎ শিরোঘূর্ণন্, দৃষ্টি সমক্ষে বোধ হয় যেন মস্তক ঘুরিতেছে; মাথা টলিতে থাকে, মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয় (কার্ব্বো-ভেজ: সিঙ্কো: ফস্:)। ললাট, ললাটের ঊর্দ্ধাংশ এবং পশ্চাৎ কপাল মধ্যে একপ্রকার ব্যথা অনুভূত হয়; প্রত্যহ ব্যথার আবির্ভাব হয়; বদ্ধ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে বা বসিয়া থাকিলে অধিক অনুভূত হব; চক্ষু মধ্যে চাপ এবং চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়, কিন্তু মস্তক নিষ্পেষণ করিলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয় না; বহির্দ্দেশে নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণাদি ব্যায়ামে বেদনার উপশম হইয়া থাকে (অ্যাক্টীয়া; গ্লোন্: লাই: পল্সে: এপীস্; কফীয়া:)। রাত্রে ভোজনের পর ললাট ও অক্ষিগহ্বর মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা, বিশেষতঃ মস্তকের বাম পার্শ্বে।

চক্ষু।—অক্ষিগোলকের উপরে নিরন্তর ব্যাথা করিতে থাকে (কার্ব্বো-ভেজি: হায়ো: ন্যাট্র-আর্স্:) এবং কোন বস্তুর দিকে একাগ্রচিত্তে বা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে চক্ষু স্পন্দিত হয় এবং চক্ষুতে জল আইসে (ইপিক্: স্পেঞ্জীয়া); চক্ষু অতি ক্ষীণ এবং অধ্যয়ন কালে চক্ষে জল আইসে (অ্যা-সাল্ফ্:—পাঠান্তে=এপীস্; অ্যামন্-কার্ব্:)। দৃষ্টি ক্ষীণ এবং পড়িবার সময় চক্ষু ঝপ্ ঝপ্ করে (লেখা পড়া করিলে চক্ষু অধিক ঝপ্ ঝপ্ করে= আর্ণিকা)। বৈকালে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে গমন করিলে, সূর্য্যের নীচে আর একটী সূর্য্য দৃষ্ট হয়, পার্শ্বের দিকে বক্রদৃষ্টি করিলে উহা ডিম্বাকারে পরিণত হয় এবং পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে বা চক্ষু মুদিত করিলে অদৃশ্য হয়। ছানি ও চক্ষুপীড়ায় অস্ত্র চিকিৎসার পর যে সকল অক্ষি-মুকুর-চূর্ণ চক্ষু মধ্যে পড়িয়া থাকে ইহা দ্বারা তাহার পুনঃ শোষণের সাহায্য হয়। বামাক্ষিসঞ্চালক স্নায়ুর অপূর্ণ পক্ষাঘাত এবং অক্ষিগোলকের প্রধান পেশীর পূর্ণ পক্ষাঘাত (আর্ণিকা; কষ্টি: ইউফ্রে: জেল্: কোণা: রাস:); কেবল মাত্র পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে রোগী স্পষ্ট দেখিতে পায় এবং দ্বিদর্শনের নিবৃত্তি হয়। অক্ষিগোলক যেন একদিকে আকৃষ্ট ও নিষ্পেষিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি এবং অস্পষ্ট দৃষ্টি। যেন অক্ষিগোলক ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া দিতেছে (নক্স্-ভম্: অরাম: ব্রাই: কমোক্লেড্: ইগে: ফাইটো: সোরিন্:) কিম্বা যেন অক্ষিগোলক প্রসারিত হইতেছে; বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় এবং দীপালোকে। গণ্ডমালা দোষযুক্ত বা শ্লেষ্মা প্রধান ব্যক্তিদিগের চক্ষের সম্মুখাগার মধ্যে পূয সঞ্চয় (এপীস্: কোল্চি: হিপ্: সাইলি: সল্ফ: থূয়া:)। অক্ষিপক্ষ্ম সকল শুষ্ক শ্লেষ্মালিপ্ত হইয়া ঝুলিতে থাকে (গ্র্যাফ্: বোর্: হিপ্:); যোজকত্বক জ্বালা করিতে থাকে, যেন সাবানের জল বা তৈল লাগিয়াছে; প্রাতে অক্ষিপুটপ্রদাহ (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: এপীস্: আর্জেণ্ট-নাই: গ্র্যাফ্: মার্ক: পেট্রোল: ষ্টাফিস: টেলিউ:); প্রাতে বর্দ্ধিত হয়; সময়ে সময়ে নিদ্রার পর অক্ষিপুট এরূপ জুড়িয়া যায় যে জলে না ভিজাইলে বিযুক্ত করা যায় না (ক্যাল্কে: ডায়োস্কো: হিপ্: জিঙ্কাম্: ন্যাট্র-আর্স্:)

নাসিকা।—রন্ধ্রান্তর্গত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মহা অস্বাচ্ছন্দ্য জনক শুষ্কতা (ম্যাগ্-মিউ: ষ্টিক্টা: গ্র্যাফ্: সাইলি:)। যেন পচনশীল ক্ষতের গন্ধ পাইতেছে এইরূপ অনুমিতি (ক্যালি-বাই:

কোব্যাল্ট: মার্ক: অরাম্ ;—পুরাতন পচা কফের গন্ধ=সল্ফ: গ্র্যাফ: পল্‌সে:)। উপর্য্যুপরি এত প্রবল হাঁচি হইতে থাকে যে মাথা ঘুরিতে থাকে এবং ভার বোধ হয় ; ইহার পরে জলবৎ নাসাপরিস্রাব আরম্ভ হয় (সাইক্লেম: অ্যাকোন্: ব্যাডী: ব্রাই: সিনা ; ক্যালী-আয়োড্: রীউমেক্স্ ; স্যাঙ্গিউইন্: সিপী:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের বামার্দ্ধ যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ অবশ ও অসাড় (কষ্টি: ককীউ: সিপা: স্পাই: সিফিলিন্:)।

মুখবিবর।—জিহ্বা, শ্বেত বা শ্বেতাভ পীত লেপাচ্ছন্ন কিম্বা প্রাতে আঠাবৎ শ্লেষ্মালিপ্ত প্রতীয়মান হয় এবং মুখের স্বাদও আঠা আঠা ও কটু বোধ হয়। প্রাতে মুখবিবর শুষ্ক হইয়া থাকে। মুখমধ্যে প্রচুর লালা সঞ্চয়। মুখের গন্ধ পুতিময়। মুখ ও গলমধ্যে এবং জিহ্বাতে ও তালুতে জ্বালা অনুভূতি (অ্যা-নাই: আর্স: ক্যান্থা: ক্যাপ্স: ন্যাট্-মিউ: সোরিন্: ট্যাবাক্:)।

গলমধ্য।—মুখ ও গলমধ্য শুষ্ক এবং তন্মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় এরূপ শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে যে অতি কষ্টে উত্থিত হয় ; কণ্ঠাভ্যন্তর খস্‌খস্ করে এবং তন্মধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ ও করকরানি বোধ হয় ; জিহ্বামূলের-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ; পুনঃ পুনঃ কাসিয়া কফ বা গয়ার তুলিবার চেষ্টা।

পাকস্থলী।—অন্ননলী ও পাকস্থলী মধ্যে যে শ্লেষ্মা জমে, উদ্গার উঠিলে সেই শ্লেষ্মার ও তাহা তুলিবার জন্য কাসির অনেক লাঘব হইয়া থাকে। বিবমিষা, পুনঃ পুনঃ উকী ; পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা। উদরোর্দ্ধ প্রদেশের কিঞ্চিদধোদেশে চাপ বোধ ; সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার উদ্রেক,—বোধ হয় ক্ষুধায় পাকস্থলী চর্ব্বিত হইতেছে (সিনা: আয়োড: অ্যাব্রোট্: নক্স-ভম্: স্ট্যাবাড:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা ; আধ্মান সঞ্চয় প্রবণতা ও খিটখিটে স্বভাব এবং রাগিলে আর জ্ঞান থাকে না। পরিপাকক্রিয়ার বিকৃতি।

মল।—ভেদ বমন ও উদ্বেগ ; জলবৎ মল মলদ্বার হইতে ছিটকাইয়া নির্গত হয় (আর্জেণ্ট-নাই: কিউপ্রাম্: অ্যাসেট: রডোড্ ;—সশব্দে বেগে নির্গত হয় (ক্রোটন্-টিগ্: গ্র্যাটী: য্যাট্রো্ফা: পডো: থুযা:)।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায় ; মূত্র ঘোর এবং ফেনিল (চেলিড্: ল্যাকে: লাই: থুযা:) ; মূত্র কষায় ত্বকক্ষয়কারী=হিপ্: মার্ক: সাল্ফ: ককাস্: আয়োড্: ন্যাট-মিউ: ফস্: সার্সা:)। ঠাণ্ডা হইবার পর মূত্র ঘোলা এবং ধূমময় প্রতীয়মান হয় (ক্যান্থা: সিঙ্কো: লাই: ন্যাট্-মিউ: সিপীয়া:) ; তলানি পুরু, পীতাভ-লালবর্ণ এবং তাহার উপরের স্তর পীতাভ এবং শ্লেষ্মাসূত্রময় (বার্বা: হিপার:) ; প্রবল প্রস্রাব বেগ এবং প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে মূত্রনালী মধ্যে দাহন ও জ্বলন অনুভূতি ; শয্যামূত্র।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী মধ্যে গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ রোগী তাহা পুনঃ পুনঃ কাসিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। পুরাতন বায়ুনলীভুজপ্রদাহ-সুলভ-কাসির ন্যায় যখন তখন গলমধ্যে উত্তেজনা বশতঃ দেহ আলোড়ক কাসির উদ্রেক হয়। উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে

পড়িতে হঠাৎ স্বরলোপ (মিড়হুন্: ক্যালী-বাই: কষ্টি: স্পঞ্জী:)। স্বরভঙ্গ, কণ্ঠাভ্যন্তর এত শুষ্ক যে কথা কহিতে তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। সোপানারোহণান্তে শ্বাসাল্পতা এবং বক্ষোপরে চাপ বোধ হয় (এরাঙো ; বার্বা: সার্সা: প্লাম্: বোর্: মার্ক:)। শ্বাসকৃচ্ছ্র, ফুস্ফুস্ মধ্যে শোণিত ও কফ সঞ্চয় বশতঃ নিদ্রাভঙ্গান্তে (ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: ক্যালী-বাই: অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্ণি:) এবং জরাধিকারে শীতের সময় (ক্যাক্টি: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ:) শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। কাসি,—শুষ্ক ; বক্ষ মধ্যে চাপ ও কণ্ঠনলী মধ্যে কর্কশতা বোধ ; স্বরনলী মধ্যে কফ্ সঞ্চয় বা উত্তেজনা জনিত সামান্য ক্ষুক্ক্ষুকে কাসি ; বৃদ্ধি=নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (আর্স: কার্ব্বো-ভে: ডিজিট্: নক্স ; ফস্: সিনা:) এবং দ্রুতপদাচারণে (কোকা ; মার্ক: ন্যাট্-মিউ: পল্সে: সিপীয়া ; স্কীলা: ষ্ট্যাণাম্ ;—পাদচারণে বৃদ্ধি=আর্স: ডিজিট্: ফেরাম্ ; রীউমেক্স:)। অধিকাংশ স্থলে কাসি হাঁচিতে পর্য্যবসিত হয় (অ্যাগার্ বেল্: স্কীলা ; ব্যাডী: হিপ্:)। প্রাতে স্বরনলী মধ্যে জ্বালা ও পিট্পিট্ করিয়া হুপ কাসির ন্যায় দেহ আলোড়ক কাসির উদ্রেক হয় এবং বহুল পরিমাণে গাঢ় আঠার ন্যায় ও শ্বেতবর্ণ, অণ্ডলালাবৎ কফ্ উত্থিত হয়। (ককাস ; ইপিক্: ফস্: সিপী: ষ্ট্যাণাম্ ; ফেরাম্ ; মিডহুন্: মিফাইটিস্:)। বক্ষঃস্থল অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ (কষ্টি: হিপ্: ক্যালী-বাই: পল্সে: আর্ণি: ক্লোরাম্ ; জেল্: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: ফস্: স্পঞ্জীয়া:), কাসি শুষ্ক, কণ্ঠ শুষ্ক এবং স্বর ভগ্ন ; পরে বায়ুনলী ও তৎশাখাদ্বয় মধ্যে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয় (অ্যাণ্ট-টার্ট: ইপিক্: ষ্ট্যাণাম্:)। কাসির বৃদ্ধি=বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় (ক্রিয়ো: ফস্: রাস্ ; স্পঞ্জীয়া ; আর্জেণ্ট-নাই: আর্স: ব্রাই: বেল্: কার্ব্বো-ভে: সীপা ; ইপিক্: মার্ক: অ্যা-নাই: নক্স: পল্সে: সিপীয়া:), বিশ্রাম কালে বা স্থির হইয়া থাকিলে (হায়ো: ক্যালী-নাই: সিপীয়া:) ; উপবিষ্ট অবস্থায় (সিপী:), বাম পার্শ্বে শুইলে (লাই: প্যারিস্ ; ফস্: রাস্:) এবং বদ্ধ বা উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে (ব্রাই: ইপিক্: স্পঞ্জী: পল্সে:)। স্বরনলী মধ্যে পিট্পিট ও জ্বালা করে বিশেষতঃ শুইলে, এবং তৎসহ শ্বাসরোধ হইবার সম্ভাবনা (শায়িত অবস্থায় শ্বাসরোধোপক্রম, রোগী লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উঠিয়া বসে=ল্যাকে: স্পঞ্জীয়া ; চিৎ হইয়া শুইলে শ্বাসরোধোপক্রম=টিলীয়া ;—পুরাতন বায়ুনলী-ভুজপ্রদাহধিকারে=ক্যালী-বাই:—হৃদ্রোগে বামপার্শ্বে শুইলে হাইড্রাষ্টি:—রোগীকে বসাইয়া রাখিতে হয়=আণ্ট-টার্ট: রীউমেক্স:)।

বক্ষ।—ধমন্যাদি মধ্যে শোণিতোৎপ্লাবন বা রক্ত প্রবাহ (অ্যামিল্: গ্লোন্: ল্যাকে: ফস্: সাল্ফ:) ব্যাহত শ্বাস সহযোগে থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ সঞ্চার (ক্যাল্কে:) ; বিশ্রাম কালে বা স্থির হইয়া থাকিলে অধিক বুক চাপ ও শ্বাসকষ্ট বোধ হয় (নিদ্রার সময় ল্যাকে:—আহারান্তে উপশম=আম্ব্রা:)। বক্ষের দৃঢ়বদ্ধ ভাব (অ্যা-নাই: আকোন্: সাইকীউ: হাইগির: ক্যালী-বাই: ল্যাক্টীউ-ভাই: মার্ক-কর্: নক্স-মস্: ওপী:), যেন বক্ষগহ্বর অত্যন্ত অপ্রসর, দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে উপশম হইয়া থাকে। অঙ্গবিশেষের চালনা করিলে বক্ষ মধ্যে ব্যথা অনুভূত হয়,—যেন বক্ষ গহ্বর অত্যন্ত অপ্রসারণীয় ; রোগী পুনঃ পুনঃ স্বীয় বক্ষ প্রসারণ করে, কিন্তু তৎপরে বক্ষমধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। বক্ষ মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র

শলাকাবেধবৎ তীব্র বেদনা,—বৃদ্ধি=শ্বাস গ্রহণ কালে (অ্যাকোন্: ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: ফস্: বোর: স্কীলা; ষ্ট্রন্:) এবং স্থির হইয়া থাকিলে বা বিশ্রাম কালে (রাস্-টক্স:)। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন কালে বক্ষের বাম পার্শ্বে অতীব্র বা স্থূল শলাকাবেধবৎ-বেদনা ও জ্বালা (বাম বক্ষে শলাকাবেধবৎ বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে উপশম=ফস্:—রাত্রে বাম বক্ষে সূচীবেধবৎ বেদনা=লাই:) স্পর্শ করিলে বা হাঁচিলে বক্ষগহ্বরের প্রাচীরে বা পঞ্জরময় বেষ্টনীতে ব্যথা বোধ হয় বা লাগে (স্পর্শ করিলে ক্রোটেলাস্: মিফাইটিস্: লিডাম্; র‍্যাণান্ সাইলি: মিডহ্বন্:), —কিছুকাল পূর্ব্বে বক্ষে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইয়াছিল তাহারই অবশিষ্ট লক্ষণ। বক্ষমধ্যাস্থির নীচে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি ও জ্বালা (পশ্চাতে জ্বালা=স্যাঙ্গিউ:—যেন অগ্নি জ্বলিতেছে= ল্যাকে:—তলে=অ্যাসাফিট্: কার্ব্বো-ভেজি: ককাস্; স্যাঙ্গিউ: বায়ুনলীভুজগত তরুণ-সর্দ্দি, ক্যালী-বাই:); বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালনে এবং দীর্ঘ বা গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলে। জোরে পদ-বিক্ষেপ ও দ্রুত পাদচারণ করিলে বা দৌড়াইলে ফুস্ফুস্দ্বয়ের মধ্যস্থলে আকর্ষণ বা ক্ষয়িত ত্বকবৎ বেদনা বোধ হয়। স্বরনলী, বায়ুনলী এবং বক্ষ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। বক্ষগহ্বরস্থিত যন্ত্রাদির প্রদাহান্তিক বক্ষোদক রোগে ইহা বিশেষ হিতকর এইরূপ শুনা যায়। হৃৎপ্রদেশে যেন ছিদ্র করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (কিউপ্রাম; ষ্টিলি: ম্যাগ্-ফস্: রডো:)। হৃৎপিণ্ডের দপদপানি বশতঃ সমগ্র দেহ কম্পিত হয় (এপীস্; এরাম-ড্রেকন্টি: ন্যাট্-মিউ: স্পাইজি:); পাদচারণ কালে ভয়ানক হৃদ্স্পন্দন (আম্ব্রা: ক্যাক্ট: ক্যালী-আয়োড্: —দ্রুত পাদচারণে=সিপীয়া; থুযা; বীউ:ফা:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠ ও পৃষ্ঠফলকে এবং পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে ব্যথা করিতে থাকে এবং যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয়। জোরে পাদবিক্ষেপ করিলে, কিম্বা বক্ষ আলোড়িত হয় এইরূপ কোন অঙ্গচালনায়, পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা বোধ হয়। অত্যন্ত আবল্য বোধ সহ রোগী পুনঃ পুনঃ গা ভাঙ্গে বা হস্তপদ বিস্তৃত করে, এবং মস্তক মধ্যে জড়ভাব, ভার ও দপ্দপানি অনুভব করে। পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ ও সন্ধি সকল অবশ বোধ হয়। বোধ হয় যেন বক্ষ মধ্য হইতে অবসন্নতা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়। বোধ হয় যেন বক্ষ মধ্য হইতে অবসন্নতা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়। ঊর্দ্ধাঙ্গ শিথিল ও ঈষৎ কম্পান্বিত বোধ হয়। নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে অত্যন্ত অবসন্নতার আবির্ভাব হয়। শৈষ্মিক ঝিল্লির সর্দ্দিজ পীড়া। যে সকল সর্দ্দিজ রোগের পর বক্ষ মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষত ও ব্যথা অবশিষ্ট থাকে,—যেন সেই সকল সীমাবদ্ধ অংশ প্রদাহযুক্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়।

নিদ্রা।—সন্ধ্যার পর শয়ন মাত্রে রোগী গভীর নিদ্রাভিভূত হয়। নিদ্রিত অবস্থায় রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে, অনবরত স্বপ্ন দেখে; বক্ষমধ্যে অতীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা ও বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধ ভাব বশতঃ পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—অত্যন্ত শীত বোধ হয়; চরণ অত্যন্ত ক্ষীণ; গৃহবহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে শীতার্ত্ততা; শীতাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র। পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ শিহরণ; মুখমণ্ডলে

উত্তাপ বোধ হয়, দৃষ্টি ক্ষীণ ও চক্ষু জ্বালাযুক্ত; দপ্ দপ্ কারী শিরোবেদনা, ব্যাহত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং সর্ব্বাঙ্গ বোধ হয় যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত। থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র সহযোগে দেহে উত্তাপ সঞ্চার। গাত্র উত্তপ্ত; ক্রমে আরও গরম ও স্বেদসিক্ত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ**—ব্রাই: আর্ণিকা, বেল্: ক্যাম্ফোরা।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে বা টিপিলে, মর্দ্দন করিলে, সোপানারোহণান্তে, বিশ্রাম কালে বা স্থির হইয়া থাকিলে, হেঁট হইলে বা সম্মুখদিকে দেহ বক্র করিলে, প্রাতে ও রাত্রে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে বা বদ্ধ উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতিকালে, গৃহবহিস্থ: বায়ু সংস্পর্শে এবং কোন বস্তুর দিকে এক দৃষ্টে লক্ষ্য করিলে।

উপশম।—বাম পার্শ্ব নিষ্পেষণান্তে, গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণ করিলে, স্থির হইয়া থাকিলে (শুষ্ক কাসির), পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে এবং উদ্গারান্তে।

সদৃশ।—আমোনীয়াক্যাম্ (কঠিন বায়ুনলীভুজপ্রদাহিকারে সরল কফ ও বহুল পরিমাণ গয়ার নির্গমন, বক্ষমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, ললাট দেশীয় শিরোবেদনা, ক্ষীণ বা অস্পষ্ট দৃষ্টি ইত্যাদি); ব্রাই: ক্যাল্কে: কষ্টিকাম; ককাস-ক্যাক্ট: ক্যাক্ট: ক্যালী-বাই: ফস: স্পঞ্জীয়া; ষ্ট্যাণাম্; হিপার; স্কীলা:।

তুলনা।—শ্বাসনলী প্রদাহে—আমন:। মেদাধিক্য—ক্যাল্কেরিয়া:। পেশীর দুর্ব্বলতা ইত্যাদি—কষ্টিকাম:। স্বরনলীর পীড়া—ফস্ফরস:। হুপিং কাসি—কক্কস: ক্যাক্ট:। ফুস্ ফুস্ আবরণ প্রদাহ—ব্রায়ো:। যক্ষ্মার গয়ার—ষ্ট্যানাম:।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ দিন।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। নিম্নক্রমই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ন্যাশ্ বলেন তিনি উচ্চ ক্রমে ফল পান নাই; ডাঃ ক্লার্ক্ সর্ব্বত্র ৩০ শততমিক ক্রম ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়া থাকেন। ডাঃ ক্লিণ্টন্ এনস্ ২০০ ক্রম ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফল দেখাইয়াছেন।

সেনা

(SENNA.)

নামান্তর।—ক্যাসিয়া ল্যানসিওলেটা, ক্যাসিয়া অ্যাকিউটিফেলিয়া।

প্রস্তুতি।—সোণামুখীর শুষ্কপত্রের বিচুর্ণ বা আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—আধ্মান শূল (শিশুদিগের); দুর্ব্বলতা; শীর্ণতা; অনিদ্রা; তাপের সঙ্গে হাঁচি।

উপযোগিতা ও আভাস।—বঙ্গদেশে গার্হাস্থ চিকিৎসায় ইহা প্রায়ই মৃদু বিরেচক রূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের কবিরাজগণ ইহাকে "কষায়, তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং বায়ুরোগ, বাতরক্ত, শোথ ও প্রমেহ রোগে উপকারক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সদৃশবিধান মতেও ইহা শিশুদিগের অন্ত্রশূল, আধ্মান বিরোধ এবং অনিদ্রায় বিশেষ হিতকর বলিয়া পরিগণিত; অন্ত্রশূলাধিকারে যখন দেখা যায় যে শিশুর উদর আধ্মান বায়ু পরিপূর্ণ, তখন "সেনা" প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ডাঃ ক্যারিংটন্ বলেন যখন কোন কঠিন রোগের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার মূত্রের সহিত অপরিমিত মূত্রাম্ল রেণু নির্গত হইতেছে জানা যায়, অর্থাৎ অত্যধিক যবক্ষারিক ক্ষয় সহযোগে শুধু অবসাদ বর্ত্তমান থাকে, তখন ইহা "কষ্টিকাম্" ও "ক্যালী-কার্ব্বনিকার" ন্যায় বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ডাঃ ক্লার্ক্ বলেন যে "ভোজনের অব্যবহিত পরেই পাকাশয় শূন্য বোধ" এই অবসাদের একটী দৃষ্টান্ত। দেহ জীর্ণ শীর্ণ, মল অত্যন্ত ক্ষীণ এইরূপ অবস্থায় "সেনা" বলকারক ঔষধের কার্য্য করিয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—হেঁট হইলে অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—যেন কে মস্তক চাপিয়া ধরিতেছে ('ইণ্ডিগো)। উপর্য্যুপরি হাঁচি বশতঃ হস্তদ্বয় উত্তপ্ত এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে ও হাঁপাইতে থাকে। ওষ্ঠদ্বয়ের ভাঁজ মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও জ্বালাজনক রসপীড়কা উদ্গত হয়।

উদর ও মল।—ভোজন করিয়া উঠিবা মাত্র পাকাশয় শূন্য অনুভূত হয় (ক্যাপ্স্ঃ ক্রোটন্-টিগ্: সিনা: হাইড্র্যাষ্ট্: ইগ্নে: লাই: ন্যাট্-কার্ব্: সাইলি: ফস্: আয়োড্: পডো': পল্সে: ন্যাট্-মিউ: সিপী:)। শিশুদিগের পেট বেদনা বা অন্ত্রশূল; আধ্মান বায়ুর নিরোধ বশতঃ অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক অন্ত্রশূল। উদর মধ্যে শূন্যতা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ সহ পাকস্থলী মধ্যে শৈত্যানুভূতি। উদর মধ্যে আধ্মান সঞ্চিত হইয়া অনবরত "চুঁই চাঁই, কল্ কল্" করিতে থাকে এবং নিদ্রা যাইতে পারে না (যালাপা:)। পেট ব্যথা করিয়া তরল পীতাভ মল নিঃসৃত হয়; কখনও বা ঈষৎ সবুজ বর্ণ আম নির্গত হয় এবং মলত্যাগ করিতে বসিলে বোধ হয় যেন বেগ আর থামিবে না (ক্যালী-বাই: মার্ক্: মার্ক্-কর: রিউম্: ট্রম্বিড্:)। মলনলী মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে এবং মূত্রকৃচ্ছ্র অনুভূত হয়। মল কাঠিন্য,—মল কঠিন ও কাল বর্ণ,—ক্ষুধারাহিত্য, পুরু লেপাচ্ছন্ন জিহ্বা, মুখে কটু স্বাদ এবং তৎসহ দুর্ব্বলতা। প্রচণ্ড কুন্থন, ক্ষতযুক্ত মলদ্বার এবং বহির্ভ্রষ্ট মলান্ত্র সহ উদরাময়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—কষ্টি: ক্যালী-কার্ব্: যালাপাঃ সিনাঃ আয়োড্: লাইঃ সাইলিঃ সিপীয়: ট্যাব্যাকাম্:।

তুলনীয়।—শিশুদের পেট বেদনা ও অনিদ্রা—যালাপা:। দুর্ব্বলতা—ক্যালি-কার্ব্বঃ। আহারান্তে অবসাদ—মার্ক: সিনা: লাইকোপ: সিপিয়াঃ।

শক্তি।—নিম্নক্রম ব্যবহৃত হয়।

সিপীয়া

(SEPIA.)

নামান্তর।—সিপীয়া সাক্কাস, সিপীয়া অক্টোপাস সিপীয়া অফিসিন্যালিস।

প্রস্তুতি।—কটল-ফিশ নামক জল জন্তু বিশেষের কালির ন্যায় রস শুষ্ক করিয়া বিচূর্ণ, অথবা অরিষ্ট।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—সুরাসারের মন্দফল ; আর্ত্তববন্ধ ; সংন্যাস ; ক্ষুধালোপ ; ক্ষুদ্রকৃমি ; কেশপতন (টাক) ; কর্কট ক্ষত ; বয়ঃসন্ধিকালীয় পীড়া ; তাণ্ডব ; আঁচিল ; মূত্রাধার প্রদাহ ; বাধক , অজীর্ণতা ; পামা ; নাক দিয়া রক্তস্রাব ; চক্ষুর পীড়া; ফ্যাকাসে মুখ ; বয়োব্রণ ; প্রমেহ ; অশ্মরী ; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ; মূর্চ্ছাবায়ু ; উগ্রতা ; কামলা ; শ্বেত প্রদর ; যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি বা জড়তা ; আর্ত্তববিকৃতি ; মানসিক পীড়া ; নখের মধ্যে বেদনা ; স্নায়ুশূল ; নাসিকা স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত পূতি নস্য ; মুদা ; ফুস্‌ফুস্ আবরণ প্রদাহ ; গর্ভাবস্থায় বিবিধ পীড়া ; গর্ভাবস্থায় বমন ; বিচর্চ্চিকা ; অক্ষিপুট পতন বা পক্ষাঘাত ; কর্ণমূল ; মলান্ত্রের কর্কটীয়া ক্ষত ও বিদারণ ; দদ্রু ; গৃধ্রসী ; মস্তকে ঘর্ম্ম ; আঘ্রাণ শক্তির তীক্ষ্ণতা বা বিকৃতি ; শুক্রক্ষরণ ; অঞ্জনী ; দন্তশূল ; মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা ; জরায়ু নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ শিরাস্ফীতি ; হুপিং কাসি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—কৃষ্ণকেশী, দৃঢ় তন্তু এবং কোমলস্বভাবা রমণীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। স্ত্রী ও পুরুষ, বিশেষতঃ রমণীদিগের জননেন্দ্রিয়ের ও অন্যান্য নানাবিধ রোগে ইহার বিশেষ উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে ; আর্ত্তবাস্রাবের বিপর্য্যয়, জরায়ুভ্রংশ, গর্ভবতী ও সদ্য প্রসূতী এবং স্তন্যদাত্রী রমণীদিগের বিবিধ পীড়াতে এবং জরায়ুভ্রংশাদি সংশ্লিষ্ট মলকাঠিন্য ইহার প্রধান ক্রিয়াফল। এতজ্জনিত রোগের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ হঠাৎ অবসাদ এবং যেন কত দিবস কিছু আহার হয় নাই এইরূপ পাকাশয় শূন্য বোধ সহ অতিশয় দুর্ব্বলতা। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এইরূপ ;—মুখমণ্ডল ও গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে পীতাভ ছাবৃকা ছাবৃকা দাগ ; নাসিকার উপর অশ্বপৃষ্ঠাসনের ন্যায় নাসাদণ্ডের উভয় পার্শ্বব্যাপী পীতাভ দাগ। বেদনাদি দেহের অন্য অংশ হইতে পৃষ্ঠে বা কটিতে সঞ্চারিত হয়, এতৎসহ শিহরণ বিদ্যমান থাকে, কটিদেশে জ্বালা ও খসিয়া যাইতেছে এইরূপ বেদনা। ঋতুর সময়, গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্য পান করাইবার সময় মলকাঠিন্য, মলতারল্য, অর্শ, প্রদর এবং অন্যান্য জরায়ুগত সকল রোগ দেহাভ্যন্তরীন্ অংশ বিশেষ মধ্যে বোধ হয় যেন একটী গোলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্য বোধ সহ অবসন্নতা,—কিছু আহার করিলে উপশম হয়। কটিবেদনা,—দাঁড়াইয়া থাকিলে বা বেড়াইলে বৃদ্ধি এবং উপবেশন বা শয়ন করিলে উপশম হয়। বস্তিগহ্বরে মহা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—মনে হয় যেন জরায়ু আদি যন্ত্র বহির্গত হইয়া আসিতেছে ; বাহির হইতে যোনির উপর চাপ প্রয়োগ বা উরু স্থাপন করিয়া

চাপিয়া বসিলে এই অনুভূতির নিবৃত্তি হয়। নিতম্ব ও উরুশিখরে নিষ্পেষণ ও আকর্ষণ অনুভূতি তৎসহ মেরুদণ্ডের উপরিভাগে জ্বালা বোধ। দৈহিক উত্তাপভাব; শীতল জলবায়ুর সংস্পর্শ আদৌ সহ্য হয় না। সকল বিষয়েই ঔদাস্য প্রদর্শন করে, এমন কি স্বীয় স্বামী ও সন্তানসন্ততির প্রতিও তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অত্যন্ত অলস প্রকৃতিক, কোন কার্য্য করিতে হইবে মনে ভাবিলেও তাহার ভয় হয়। পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভীত হয়। অত্যন্ত রোদন পরায়ণা; অর্থগৃধ্নু; অর্থাকাঙ্ক্ষা প্রবল; মহা কৃপণ। সামান্য কারণে মূর্চ্ছা যায়,—জলে ভিজিলে, অতি উত্তাপ বা অতি শৈত্য সংস্পর্শে অশ্বযানে ভ্রমণ করিলে বা জানু পাতিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে হইলে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। শিরোবেদনাধিকারে মূর্দ্ধাদেশ শীতল অনুভূত হয়। মহা শঙ্কিত ভাব; মনোমধ্যে ভীতির উদ্রেক হইলে মুখমণ্ডলে ও মস্তকে উত্তাপ আবির্ভূত হয়,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—থাকিয়া থাকিয়া টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে,—স্বল্পার্ত্তবা রমণীদিগের ঋতুর সময় বৃদ্ধি=মাথা নাড়িলে বা নড়িলে, হেঁট হইলে এবং মানসিক পরিশ্রমে; উপশম=টিপিয়া দিলে বা একাদিক্রমে কিছুক্ষণ জোরে দেহ সঞ্চালনে। প্রসূতী রমণীর উচ্চ তলপেট। জিহ্বা অত্যন্ত ময়লা কিন্তু আর্ত্তাবাস্রাব কালে পরিষ্কার হইয়া যায়। মুখের স্বাদ কটু যেন মুখমধ্যে আঠা আঠাভাব; মুখ যেন পচিয়া গিয়াছে; উত্থিত উদ্গারও ঐরূপ পচা; মলকাঠিন্য,—বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়; মলকাঠিন্য, গুটিলাময় মল; মলদ্বার মধ্যে ভার বোধ কিম্বা যেন একটা গোলক রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি; মলত্যাগের পরেও এইঅনুভূতির নিবৃত্তি হয় না; মল অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং মলান্ত্র মধ্যে বেদনা উৎপন্ন করে এবং মলত্যাগের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত ঐ বেদনা অনুভূত হয়। শয্যামূত্র, —শিশু নিদ্রিত হইবামাত্র শয্যায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে। প্রস্রাবের তলানি ঈষল্লাল এবং মূত্রাধারের গাত্রে আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে; মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধ। পুরাতন মেহ,—যন্ত্রণারহিত, ঈষৎ পীতবর্ণ এবং বস্ত্রে দাগ লাগে; মূত্রনলীর দ্বার প্রান্তে জুড়িয়া থাকে; বহুকালের এবং দুরারোগ্য পীড়া; শিশ্নাদি ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ এবং অবসাদপ্রাপ্ত। উর্দ্ধাঙ্গের স্থানে স্থানে ছাবকা ছাবকা দদ্রুবৎ দাগ; গাত্রত্বকের উত্তাপাবির্ভাব প্রবণতা,—দেহ সঞ্চালন মাত্রে উত্তাপ আবির্ভূত হয়, রোগী অস্থির ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং তৎপরেই ঘর্ম্মোদ্রেক হইয়া থাকে; বস্তিদেশ হইতে আবির্ভূত হইয়া উর্দ্ধদিকে সঞ্চারিত হয়, গতার্ত্তাবা বয়সন্ধিকালপ্রাপ্ত রমণীদিগেরই অধিক এইরূপ হইয়া থাকে। যোনি মধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা উর্দ্ধ দিকে সঞ্চারিত হয়; জরায়ু হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রকৃত বা কাল্পনিক অমঙ্গলের ভয়ে ভীত ও উদ্বেগপূর্ণ (রাস: ক্যালী-কার্ব্: —কাল্পনিক অমঙ্গলের ভয়=মার্ক্: লারো:); এতৎসহ বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়; মুখমণ্ডলে ও মস্তকে উত্তাপ আবির্ভাব। অত্যন্ত বিমর্ষ ও রোদনপরায়ণ; চিকিৎসক তাহার কি যন্ত্রণা হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে রোগী রোদন করে (পল্‌সে: ক্যালী-কার্ব্:)। একাকী থাকিতে

ভয় হয় (হায়োঃ ক্যাল্‌কেঃ ক্যাম্ফোঃ ক্লিম্যাট্ঃ ক্যালী-কার্ব্ঃ ষ্ট্র্যামোন্ঃ); পুরুষের সঙ্গ পছন্দ করে, বা পাঁচ জন পুরুষের সমক্ষে যাইতে ভীত হয় (লাইঃ ন্যাট্-কার্ব্ঃ প্ল্যাট্ঃ পল্‌সেঃ = পুরুষের সমক্ষে যাইতে ভীত হয় = পল্‌সেঃ রমণী রমণীর নিকট এবং পুরুষ পুরুষের নিকট যাইতে ভীত হয় = র‍্যাফেনাসঃ); বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভীত হয় (আর্সঃ ক্লিম্যাট্ঃ ক্যালী-ফস্ঃ ষ্ট্যাণাম্ঃ থযা)। উদাস ভাব (অ্যাসিড্-ফস্ঃ ওপীঃ এপীস্ঃ ফস্ঃ), স্বীয় স্ত্রীপুত্রের প্রতি ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে (ফস্); স্বীয় বিষয় কার্য্যের প্রতি ঔদাস্য (অ্যাসিড্-ক্রুঃ অ্যাসিড্-ফস্ঃ); এমন কি যাহাদিগের পূর্ব্বে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত ; তাহাদিগের প্রতিও হতাদর প্রকাশ করে (অ্যা-ফ্লুঃ) অর্থগৃধ্নু (লাইঃ) এবং অত্যন্ত কৃপণ স্বভাব (লাইঃ ক্যাল্‌কে-ফ্লুঃ ন্যাট্র-কার্বঃ আসঃ পল্‌সেঃ)। অলস স্বভাব,—খেলাই হউক বা প্রয়োজনীয় কার্য্যই হউক,—আদৌ কোনরূপ পরিশ্রম করিতে চাহে না (অ্যানাক্ঃ অ্যাগার্ঃ গ্রাফঃ গুয়ায়েক্ঃ অ্যানাইঃ চেলিডঃ চায়নাঃ ল্যাকেঃ ন্যাট্র-মিউঃ নক্স্-ভম্ঃ ফস্ঃ সল্‌ফঃ); কোন কায করিতে হইবে এইরূপ মনে করিলেও তাহার মনে ভীতির উদ্রেক হয় ; শারীরিক পরিশ্রম করা দূরে যাউক, কোন বিষয় ভাবিতে যে পরিশ্রম হয় তাহা করিতেও সে কাতর হয় (ল্যাকেঃ লাইঃ নক্স্-ভমঃ অ্যা-ফস্ঃ ফস্ঃ সল্‌ফঃ)। বিনা কারণে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে বা চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে (ক্রোকাস্ ; ইগ্নেঃ ষ্ট্র্যামোন্ঃ). স্বীয় স্বাস্থ্য ও সাংসারিক ব্যাপারের ভাবনায় অত্যন্ত বিহ্বল ও চিন্তিত (স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাবনার জন্য = আকোন্ঃ পল্‌সেঃ ষ্ট্যাফাইঃ)। মহা অভিমানী, এক কথার রাগিয়া যায় এবং রাগিলে আর ভাল থাকে না, পাঁচ জনের সঙ্গে অবস্থিতি কালে রোগী উত্তেজিত ভাব প্রদর্শন করে (প্যাল্যাড্ঃ)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বায়ুসেবনার্থ পাদচারণ কালে কিম্বা লিখিবার সময় মধ্যে মধ্যে ক্ষণিক শিরোঘূর্ণনের আবির্ভাব হয় বা হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়া গেল এইরূপ বোধ হয়ঃ (পাদাচারণকালে = ন্যাট্-মিউঃ নক্স্-ভম্ঃ ফস্ঃ পল্‌সেঃ লিখিবার সময় = ক্যালী-বাইঃ টিলীয়াঃ)। মস্তিষ্কের স্তম্ভিত ভাব। প্রচণ্ড অর্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূলের প্রকোপ, ভিতর হইতে বহির্মুখী হূলবেধবৎ যন্ত্রণা (জিঙ্কাম্ঃ), অধিকাংশ স্থলে মস্তকের বামপার্শ্বে বা ললাটে ঐ বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং তৎসহ বিবমিষা, বমন ও অক্ষি তারকার সঙ্কোচন বর্ত্তমান থাকে ; বৃদ্ধি = গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে এবং দ্রুত পাদচারণে ; উপশম নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে (টিপোমেনিস্ ; আর্ণিঃ ইগ্নেঃ পল্‌সেঃ)। শিরোবেদনা,— স্বল্প স্রাবশীল রমণীদিগের ঋতুর সময় ; থাকিয়া থাকিয়া কট্‌কট্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে ; পূর্ব্বাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে ; রোগিণীর মনে হয় সে আর বাঁচিবে না ; বৃদ্ধি = দেহ সঞ্চালনে (ব্রাইঃ ককীউঃ গ্লোন্ঃ আইরিস্ ; লাইঃ ন্যাট্-মিউঃ) এবং হেঁট হইলে (বেল্ঃ গ্লোন্ঃ হেলোন্ঃ পল্‌সেঃ সাইলিঃ); উপশম = স্থির হইয়া থাকিলে (হেলোন্ঃ ইগ্নেঃ স্পাইঃ নক্স-মসঃ), চক্ষু মুদিত করিলে (বেল্ঃ ক্যাল্‌কেঃ হায়োঃ সল্‌ফঃ হেলিবেঃ), টিপিলে (ল্যাকেঃ মিনীয়্যান্ঃ নক্স্ ; পলসেঃ স্যাঙ্গিউঃ স্পাইঃ), কিছুকাল অনবরত সজোরে দেহ চালনা করিলে এবং উত্তম নিদ্রা হইলে (জেল্‌সিঃ গ্লোন্ঃ ন্যাট্‌মিউঃ পল্‌সেঃ স্যাঙ্গিউঃ

স্পাই: সাইলি:) ; কাসিলে [ক্যাপ্স: ব্রাই: ন্যাট্-মিউ: স্কীলা.] এবং মাথা নাড়িলে [বেল্: ব্রাই: বৃদ্ধি হয়। মস্তকে, বিশেষতঃ বাম চক্ষুর উপরে ভিতর হইতে বহির্মুখী শূলবেধবৎ বেদন রোগী সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠে (কলোসিন্থ: ক্যাক্ট: ক্যালী-কার্ব: লিসিন: এবং তাহার বমনোদ্রেক হয় (চীৎকার করিয়া উঠে=গ্লোন্:)। শিরোবেদনা,—নিষ্পেষ (আর্ণিকা ; গ্লোন্:) বিদারণবৎ (ব্রাই: সিঙ্কো গ্লোন্: ন্যাট্-মিউ:) ; বেদনা,—বোধ হয় যেন অক্ষিগোলকদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িবে, কিম্বা যেন মস্তক দ্বিধা হইয়া যাইবে ; বৃদ্ধি=হেঁট হইলে মস্তক সঞ্চালনে, কাসিলে (ব্রাই: ক্যাপ্স্: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম্: অ্যা-ফস্: ফস্:) কিম্বা মাথা নাড়িলে (গ্লোন্: হিপ্: নক্স্-মস্:) ; কিছুক্ষণ অনবরত জোরে মস্তক সঞ্চালনে শিরোবেদনার লাঘব হইয়া থাকে। উপমস্তিষ্ক মধ্যে বা শিরোপশ্চাতে দপ্দপ্কারী শিরোবেদনা,—প্রাতে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্ন বা কোন কোন স্থলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে (প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত=ক্যাক্ট: নিকোলাম্ ; ফস্ ,—মধ্যাহ্নে ভয়ানক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে ক্রমে হ্রাস হইয়া সন্ধ্যার বা সূর্য্যাস্তের পর নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়=ন্যাট্-মিউ: স্যাঙ্গিউ: স্পাই: ট্যাবাক্) ; বৃদ্ধি=ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে, চক্ষু ফিরাইলে [অ্যাক্টীয়া ; কলোসিন্থ: অ্যা-মিউ: হিপ: সাইলি টিলীয়া:] কিম্বা চিৎ হইয়া শুইলে [এলান্: ককীউ: সাইক্লেম: কলোসিন্থ: ইগ্নে: ফস্:] ; উপশম= পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিলে [ইগ্নে: মিনীয়্যান্—বৃদ্ধি=ক্রিয়ো:] ; চক্ষু মুদিত করিলে (অ্যাকোন্ বেল্: চোন্: সাইলি:) স্থির হইয়া থাকিলে বা বিশ্রাম কালে [ব্রাই: হেলিবো: নক্স-ভম্: স্পাইজি:] এবং অন্ধকারে গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে [স্যাঙ্গিউইন:] শিরোবেদনাধিকারে চক্ষে আলোক সহ্য হয় না [আস: এপীস্ ; বেল্: কলোফিল্: ককীউ: কফীয়া ; জেল্: মিডহ্বন্ ন্যাট্-সলফ: ফস্: পলসে: স্পাইজি:] ; শিরোবেদনাধিকারে মূর্দ্ধাদেশ বা ব্রহ্মতালু শীতল অনুভূত হয় (ব্রাই: ন্যাট্-মিউ:—যেন ব্রহ্মতালুর উপর একখণ্ড বরফ স্থাপিত রহিয়াছে=ভেরেট্:— ব্রহ্মতালু মধ্যে উত্তাপ অনুভূতি [সলফ: গ্লোন্: হাইপির: মিডহ্বন্: অ্যা-মিউ: ন্যাট্-সলফ: নক্স-মস:]। মানসিক পরিশ্রমে শিরোবেদনার বৃদ্ধি হয় [গ্লোন্: ন্যাট্-কার্ব: ফস্: অরাম্: অ্যা-পাই:]। রোগীর অজ্ঞাতসারে মস্তক অগ্রপশ্চাৎ স্পন্দিত হইতে থাকে [সাইকিউটা, ন্যাট্-মিউ:], বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্নে ও উপবেশন কালে। শিরোস্পন্দন, ম্লান ও স্ফীত মুখমণ্ডল, মুখবিবরে ক্ষত এবং সবুজ বর্ণ তরল মল ত্যাগ সহ মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র ও পশ্চাদ্রন্ধ্র বিযুক্ত হইয়া থাকে। মস্তকের শৈত্যাধিকার প্রবণতা, শুষ্ক, শীতল বায়ু সংস্পর্শে [নক্স-ভম্:] কিম্বা জলে মস্তক আর্দ্র হইলে [ডালক্যা: পলসে:] সন্ধ্যার সময় নিদ্রার পূর্ব্বে বা প্রাতে মস্তকের ঘর্ম অম্লগন্ধ, তৎসহ অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ। শিরোপশ্চাতে বা কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে যেন কীট জন্মিয়াছে এইরূপ কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় [গ্র্যাফ্: মেজের: ন্যাট-মিউ: ওলীয়্যান্: ভিঙ্কা-মাই]। ব্রহ্মতলে ও শিরোপশ্চাতে শুষ্ক, দুর্গন্ধ হুলবেধবৎ যন্ত্রণাজনক এবং পিট্পিট্ ও চিন্চিন্ কারী পামা উদ্গত হয় এবং চটা সকল ফাটা ফাটা এবং কণ্ডুয়নের সময় ক্ষতযুক্ত বোধ হয় (ওলীয়্যান্: গ্র্যাফ্: ভিঙ্কা ; ভায়োলাট্রাই: রাস্-ভিন্:)। মস্তকেরত্বক ও কেশমূল সকল স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় [সিঙ্কো: ফেরাম্ ; হিপার ; ষ্ট্যাফাই: সলফ: ভেরেট্:]। ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক ;

কোষা কোষা চুল উঠিয়া যায় [অ্যাম্ব্রা ; গ্রাফ্: হিপ্: ল্যাকে: মার্ক হ্যাট্-মিউ: অ্যা-নাই: পেট্রোল্: ফস্:],—দীর্ঘকাল যাবৎ শিরঃপীড়া ভোগের পর বা আর্ত্তব নিবৃত্তি কালে [প্রসবের পর=ক্যাল্কে: ক্যাম্থা: কার্ব্বো-ভেজি: লাই: ন্যাট্-মিউ:]।

চক্ষু।—অক্ষিপ্রদাহ, সংযোজিকা স্ফীত ও আরক্তিম এবং জ্বালা করে, কর্কর করে এবং চক্ষুমধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা অনুভূত হয় ; চক্ষু হইতে জল পড়ে ; জল পড়িলে আরাম বোধ হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় অশ্রুস্রাব, চক্ষুর্দ্বয় ভার বোধ হয় এবং অক্ষিপুটের যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে এইরূপ আপনা হইতে মুদিত হইয়া আইসে (কষ্টি: জেল্: কোণা: প্লাম্:) ; শীতল বায়ুতে বেড়াইলে চক্ষুর্দ্বয় ব্যথান্বিত বোধ হয়, কর্কর এবং জ্বালা করে, গ্যাসের আলোকে এবং অধ্যয়ন করিলে বৃদ্ধি হয়। চক্ষু মধ্যে ধুলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয় ; বৃদ্ধি=মর্দ্দন করিলে এবং অক্ষিপুট হস্তদ্বারা মুদিত করিয়া দিলে (আর্স্: কষ্টি: হিপ্: পল্সে: রাস্: সল্ফ্:) ; চক্ষুর শ্বেতাংশ সকল পীতবর্ণ ধারণ করে (চায়না: ক্রোটেলাস্-হরিড্: ল্যাকে: নক্স্-ভম্: অরাম্ মিউ: কার্ডীউয়াস্ মেরী: চেলিড্: চীয়োন্যান: ডিজিট্‌ইউপেট-পার্ল্লোল্: হিপ্: ক্যালী-বাই: ম্যাগ্-মিউ: ফস্: স্যাঙ্গিউইন:]। লেখাপড়া করিতে গেলে চক্ষুর্দ্বয় শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ দীপালোকে [মাইরিকা ; ফস্: রীউটা ; সেনেগা ; সাইলি:]। সকল বস্তুরই অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পায়, অবশিষ্টাংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয় [অরাম্ ; লিথীয়া ; লাই: ন্যাট্-মিউ: ষ্ট্র্যামোন্:—বামার্দ্ধ মাত্র দেখিতে পায়=ক্যাল্কে: ককীউ: লিথীয়া; লাই:—উর্দ্ধার্দ্ধ মাত্র দেখিতে পায়=অরাম্ ;—নিম্নার্দ্ধ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়=আর্স্: অরাম্ ; ক্যাম্ফো: ডিজিট্:]। প্রত্যহ রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায় [ক্যাল্কে: গ্র্যাফ্: লাই: মার্ক: রাস্ ; সল্ফ্:]। উর্দ্ধাক্ষিপুটে আরক্তিম দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, তাহাতে শল্ক উৎপন্ন হইয়া উঠিয়া যাইতে থাকে। সংযোজিকায় পূযবটী উৎপন্ন হয় (অ্যাণ্ট-টার্ট: গ্র্যাফ্: মার্ক:) ; অক্ষিপুট প্রান্তে উত্তাপ ও শুষ্কতা অনুভূত এবং ভয়ানক কণ্ডুয়ন উদ্রেক হইয়া থাকে (ক্যাল্কে: মেজের: ষ্ট্যাফাই:)। দৃষ্টি অস্পষ্ট,—যেন অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে দেখিতেছে [কষ্টি: ক্রোকাস্ ; আয়োড: লিথীয়া ; ন্যাট্-মিউ: পেট্রোল্: ফস্: রাস্ ; সল্ফ্:]। রমণীদিগের ঋতুর সময় দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয় (গ্রাফ্:),—উপশম=শয়নান্তে। কোন চিক্কন বস্তু হইতে প্রতিফলিত আলোক চক্ষে সহ্য হয় না। চক্ষু সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও বক্র আলোক রেখা সকল দৃষ্ট হয় (বেল্: সাইক্লেম্: ন্যাট্-মিউ: ফস্: সল্ফ্:) ; চক্ষু সমক্ষে অসংখ্য কাল বিন্দু দৃষ্ট হয় (অ্যাগার্: মার্ক: ফস্:)।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ হুহু করে,—কর্ণকূজন (কার্ব্বোণ্-সল্ফ্:)। হঠাৎ কর্ণে তালা লাগিয়া যায় (ম্যাঙ্গে: ক্যালেড্: স্পাই:)। অত্যন্ত শব্দাসহিষ্ণু (বেল্: কফী: সিকো: নক্স্: ওপী: সাইলি: ট্যাবাক্:), বিশেষতঃ সঙ্গীতধ্বনি (অ্যাকোন্: ন্যাট্-কার্ব্: নক্স্)। কর্ণরন্ধ্র হইতে জলের ন্যায় পূয স্রাব (আর্স্: লাই: সোরিন্: টেলীউ:)। কর্ণলতিকা, কর্ণপশ্চাৎ ও গ্রীবাপৃষ্ঠের উপর দদ্রুবৎ ও মহা কণ্ডুতিজনক পীড়কা বাহির হইয়া থাকে (কষ্টি: গ্র্যাফ্: ম্যাগ্-মিউ: ওলীয়্যান্:)। কর্ণমূল স্ফীত হইয়া উঠে, তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা

অনুভূত হয় এবং গ্রীবা ফিরাইতে গেলে ঐ স্থানে অত্যন্ত টান বোধ হয় (বেল্: ব্রোম্: ক্যামো: চায়না: অ্যা-নাই: রাস্; সাইলি:)।

নাসিকা।—নাসিকা প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত এবং রন্ধ্রদ্বয় অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত এবং ক্ষয়িতত্বক বা হাজাধরা (অরাম্: অরাম্-মিউ: অরাম্-মিউ-ন্যাট্: ক্যালী-বাই: হিপোজিনিন্: সাইলি: থুয়া.)। নাসাগ্রে ব্যথান্বিত উদ্ভেদ বা পীড়কা। যন্ত্রণাজনক শুষ্ক সর্দ্দি,—বিশেষতঃ বাম-রন্ধ্র মধ্যে। পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহ জলবৎ সর্দ্দিস্রাব (অ্যাকোন্: সীপা: ইউফ্রে:)। নাসিকা হইতে অজস্র শোণিতপাত,—বিশেষতঃ ঋতুর সময় (অ্যাম্ব্রা: ন্যাট্-সলফ্: সলফ্:); গর্ভবতীদিগের (ককীউ:) এবং অর্শ রোগেও শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। ঘ্রাণশক্তির বিলোপ বা নাসাগ্রে পূতিগন্ধ অনুভূতি (বেল্: প্যারিস্: ফস্: সলফ্:)। নাসিকা ফোঁৎকার করিলে চাপ্ চাপ্ পীত-হরিৎ শ্লেষ্মা, বা শুষ্ক শ্লেষ্মা শোণিতাক্ত হইয়া নির্গত হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ও সংযোজিকা পাণ্ডুবর্ণ,—বক্ষের উপর পীতলাঞ্ছন এবং নাসাদণ্ডের উপর দিয়া উভয় পার্শ্বের গণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপী এক প্রসর পীত দাগ প্রতীয়মান হয় (ডাঃ এইচ্ঃ সিঃ অ্যালেন্ বলেন যে রোগিণীর যে নানাপ্রকার জরায়ু রোগ আছে এই সকল পীতলাঞ্ছন তাহারই অভ্রান্ত নিদর্শন)। মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে এবং ওষ্ঠদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে পীত দাগ। মুখের চতুর্দ্দিকে কণ্ডূতিজনক ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পীড়কা উদ্গত হয়। দন্তক্ষয় সম্ভূত মুখমণ্ডলের বিসর্পবৎ প্রদাহ,—মুখমণ্ডলের একপার্শ্ব স্ফীত হইয়া উঠে (দন্তরোগ সম্ভূত অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: বেল্: বোর্: মার্ক্: মেজের্: ন্যাট্-কার্ব্: প্লাম্: ষ্ট্যাফাই:—মুখমণ্ডলের এক পার্শ্ব স্ফীত হইয়া উঠে= আর্স্: ক্যামো: মার্ক্:)। নিম্ন ওষ্ঠ স্ফীত, ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথান্বিত এবং যেন তন্মধ্যে সূক্ষ্ম কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বেদনাজনক; কিম্বা পুরু ছালপড়া ক্ষত, ছালের নীচে হইতে কষায়, ত্বকক্ষয়কারী রস নিস্থত হয়;—উপত্বকের কর্কট রোগ। মুখের সবিরাম স্নায়ুশূল। চক্ষু ও শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চারাধিক্য—বৈদ্যুতিক সংঘাতবৎ থাকিয়া থাকিয়া "চিড়িক চিড়িক" করিয়া উঠে। নিম্নহনূতলস্থিত গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে (অ্যা-নাই: এরাম্-ট্রাই: ব্যারাই-কার্ব্: ব্যারাই-মিউ: ব্রোম্: ক্যালকে: ক্যামো: চায়না: রাস্: সাইলি:)।

মুখবিবর।—দন্ত সকল শীঘ্র শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয় (ক্রিয়ো: ষ্ট্যাফাই: ক্যাল্কে-ফ্লু: ক্যাল্কে-ফস্:)। দন্তশূল,—কণ পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়,—বেদনা, আকর্ষণ, উৎপাটন ও সূচীবেধবৎ,—বিশেষতঃ আহারের পর বা কিছু পান করিলে (আন্টি-ক্রুড্: ষ্ট্যাফাই:) কিম্বা মুখের মধ্যে শীতল বা উত্তপ্ত কোন বস্তু ধারণ করিলে। ঋতুর সময় দন্তশূল (ষ্ট্যাফ্: সীড্রন্: ক্যালী-কার্ব্: ন্যাট্-মিউ: পলসে:—স্রাব কমিয়া গেলে=ল্যাকে:)। দন্তের মাড়ী ব্যথান্বিত, স্ফীত, গাঢ় রক্তবর্ণ, ক্ষয়িতত্বক এবং তাহা হইতে যখন তখন শোণিতপাত হয় (অ্যা-নাই: মার্ক্: ফস্:)। জিহ্বার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় রসপীড়কা উদ্গত হয় (এপীস্: আর্স্: সাই: ন্যাট্-মিউ: অ্যা-নাই: রাস্:)। জিহ্বা অত্যন্ত ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোগিণী ঋতুমতী হইলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়; আবার যেই ঋতু বন্ধ হয় অমনি উহা ক্লেদাক্ত ভাব ধারণ করে; নিম্ন-ওষ্ঠ স্ফীত ও বিদারিত, জিহ্বা শ্বেত লেপাচ্ছন্ন (অ্যা-নাই: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্:

ব্রাই: ক্যালী-বাই: মার্ক্: পল্‌সে: সল্‌ফ্: ট্যারাক্স্:)। জিহ্বা দগ্ধবৎ (বেল্: আইরিস্: র‍্যাণান্-বাল্‌লো: স্যাঙ্গিউইন্: মার্ক: প্ল্যাট্:)। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ (আর্ণি: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: কেলিড্: ক্যালী-ফস্: ক্রিয়ো· ল্যাকে: মার্ক্: ন্যাট্-মিউ: অ্যা-নাই ; প্লাম্:)। ওষ্ঠ, মুখবিবর ও জিহ্বা সমস্ত শুষ্ক বোধ হয় (এপীস্: ব্রাই: ল্যাকে: লরো: লাই: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-মস্: ফস্:)। মুখের স্বাদ তিক্ত (ব্রাই: চেলিড্: নক্স্-ভম্: পল্‌সে: সলফ্:), কখনও অম্লাক্ত (আর্জেণ্ট্-নাই: ইগ্নে: লাই: নক্স্-ভম্: ফস্:), কখনও বা আঠার ন্যায় (মার্ক্: পল্‌সে:) এবং কখনও বা অত্যন্ত পূতিময়,—যেন মুখ পচিয়া গিয়াছে (অ্যানাক্: ক্যাপ্স্: কার্ব্বো-ভেজি: নক্স্-ভম্: সোরিন্: পল্‌সে:),—বিশেষতঃ প্রাতে (আর্স্: চায়না: মার্ক্-কর্: রাস্: সল্‌ফ্:)।

গলমধ্য।—কণ্ঠাভ্যন্তর শুষ্ক ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয় এবং খশ্‌খশ্ করে। কণ্ঠ মধ্যে কফ সঞ্চিত হইয়া থাকে (আর্জেণ্ট্-নাই: ল্যাকে: ন্যাট্-কার্ব্: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম্:)। গলদেশের বন্ধনী মাত্রে অত্যন্ত আঁট হইয়া রহিয়াছে বোধ হয় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ তাহা শ্লথ বা আল্‌গা করিয়া দেয় (এপীস্: ল্যাকে: নিকোলাম্:)। জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় কর্কর ও জ্বালা করে (জ্বালা করে=আর্স্: ক্যাপ্স্: মার্ক্: ন্যাট্-মিউ: সাঙ্গিউইন্:); কাসিয়া কফ তুলিবার চেষ্টা করিলেই বৃদ্ধি হয় (লাই:)। গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত এবং কণ্ঠ অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া উঠে। কণ্ঠ প্রদাহ,—বাম পার্শ্বে অধিক : গলমধ্যে বোধ হয় যেন একটা কীলক (গোঁজ) আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (ইগ্নে: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: সোরিন্:)। প্রাতে পুনঃ পুনঃ কাসিয়া গয়ার তুলিবার চেষ্টা [এল্যান্: ক্যাল্‌কে ; ন্যাট্-মিউ ; ফস্:]।

পাকস্থলী।—রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা, কিছুতেই পেট ভরে না ; কিম্বা অগ্নিমান্দ্য এবং সকল দ্রব্যই বিস্বাদ বোধ হয়। মাংসে অরুচি [চায়না ; অ্যা-মিউ: পেট্রোল: পল্‌সে: স্ট্যাবাড্: সাইলি:]। তৃষ্ণারাহিত্য, কিম্বা প্রাতে অত্যন্ত তৃষ্ণা। আহারের সময় ও অব্যবহিত পরে পাকাশয়ের বেদনাদি পুনরাবির্ভূত বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় [আর্জেণ্ট-নাই: আর্স্: ব্যারাই: ক্যাল্‌কে-ফস্: লাই: নক্স ; পল্‌সে: সল্‌ফ:)। পুনঃ পুনঃ উদ্গার,—অম্লাক্ত বা তিক্ত (নক্স্ ; ফস্: পল্‌সে: রোবিন্: ন্যাট:কার্ব:), কিম্বা পচা ডিম্বের ন্যায় পূতিময় (অ্যাগার্: ম্যাগ্-সল্‌ফ: সোরিন্: সল্‌ফ্:) ; পান ও আহারের পর অধিক উদ্গার উঠে (কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-মস্: ফস্:)। ভোজনান্তে হিক্কা উঠিতে থাকে (সাইক্লে: গ্রাফ: হায়ো: ইগ্নে:)। প্রাতে বিবমিষার উদ্রেক হয় (নক্স্: পল্‌সে:) কিন্তু কিছু আহার করিলেই উপশম হয় (ক্যালী-বাই: লোবেল্: স্যাঙ্গিউইন্: স্পাইজি:)। আহারের পর বিবমিষার উদ্রেক (ককীউ: পল্‌সে: নক্স্:) ; খাদ্য দ্রব্যের গন্ধেও বিবমিষার উদ্রেক হইয়া থাকে (কোল্‌চি: ককীউ: ডিজিট্: ইপিক্:),—অবসন্নতা (আর্স্: ইপিক্: ইথীউ: ট্যাবাক্: ভেরেট্:) ; শিরো-ঘূর্ণন্ (ককীউ: নক্স্ ; পল্‌সে: ফস্:) ও চক্ষে অন্ধকার দর্শন সহযোগে (ক্যাল্‌কে: ক্রোটন্-টিগ্:)। পিত্ত ও ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন (আর্স্: নক্স্ ; ফস্: পল্‌সে:) ; গর্ভাবস্থায় দুগ্ধের ন্যায় পদার্থ বমন হইয়া থাকে। এত প্রবল উকী হয় যে রক্ত উঠিয়া পড়ে (ভেরেট্: ফাইটো:)।

উদরোর্দ্ধ প্রদেশ স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (সিঙ্কো: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: লাই: ন্যাট-কার্ব:)। পাকস্থলী ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে মহা অস্বাচ্ছন্দ্যজনক শূন্য ভাব (ইগ্নে: ল্যাকে-ক্যান্: ন্যাট্-মিউ: ফস্: পডো: ষ্ট্যাণাম্: সল্‌ফ: ট্যাব্যাক্:),—আহারের পর নিবৃত্তি হয় (চেলিড: মিউরেক্স্ ; ফস্:)। আহারের পর পাকাশয় মধ্যে যেন একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ হয় (ব্রাই: ক্যামো: ল্যাক্-ক্যান্: নক্স্-ভম্: পল্‌সে:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে দপ্ দপানি (সিনা ; সিঙ্কোন ; গ্রেন্: হাইড্র্যাষ্ট:)। বুকজ্বালা,—উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে (ক্যাল্‌কে:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা বা জ্বালা বোধ। গর্ভবতীদিগের প্রাতর্বমন,—খাদ্য দ্রব্য দর্শন মাত্র বা তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বমনোদ্রেক হয় (নক্স্:) ; রন্ধনের গন্ধে বিবমিষা অনুভূত হইয়া থাকে (আর্স: কোল্‌চি:)।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা (বার্বা: ব্রাই: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব্ব: মার্ক: ন্যাট্-মিউ: পডো: র‍্যাণান্-বাল্‌বো:) ; শকটারোহণে ভ্রমণকালেও সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় ; আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ হইয়া থাকে (ব্রাই: কার্ডীউয়াস্-মেরী: টিলায়া ; ট্যারেণ্টিউলা)। যকৃৎ প্রদেশে পূর্ণতা, নিষ্পেষণ ও স্পর্শা-সহনীয়তা (এপীস্ ; বেল্: ব্রাই: নক্স্ ; পডো: চীয়োন্যান্-ভার্জি:)। অন্ত্রশূল,—উদর অত্যন্ত স্ফীত এবং স্পর্শাসহ হইয়া উঠে ; সন্ধ্যারসময় পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। অন্ত্রকুজন,=উদর মধ্যে হুড়্ হুড়্ গুড়্ গুড়্ করে (অ্যাগার: অ্যালো ; লাই:),—বিশেষতঃ আহারের পর। লম্বোদরী অথচ শীর্ণা প্রসূতী (আয়োড: ন্যাট্-কার্ব:—শিশুদিগের হইলে ব্যারাই: সাইলি: —ক্ষয় বা শীর্ণতা রোগাক্রান্ত শিশু,—সার্স: অ্যাব্রোট: স্ট্যানক্:—প্রসবান্তে প্রসূতীর=ক্যাল্‌কে: ক্রোকাস্: সিকেলী:)। উদরের উপর কাপিশ লাঞ্ছন প্রতীয়মান হয় (লাই: ল্যাকে: ফস্: থুযা —পীত লাঞ্ছন=ল্যাকে: ফস্: থুযা)। সময়ে সময়ে দক্ষিণ কুক্ষী সাঁটিয়া ধরে। উদর মধ্যে নিষ্পেষণ ও ভার বোধ। রাত্রে শয়নান্তে সমগ্র তলপেটটীতে ব্যথা হয়,—প্রস্রাবান্তে উপশম (কার্ব্বো-অ্যান্:)।

মলান্ত্র ও মল।—মল কাঠিন্য,—গর্ভবতীদিগের (অ্যালীউ: কোলিন্: ডলিকস্ ; প্ল্যাট্:),—মল কাঠিন্য, মল গুটিলাময়, অপ্রচুর এবং কষ্টে নির্গত হয় ; মলত্যাগের সময় এবং অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত মলদ্বার ব্যথা করিতে থাকে (অ্যানাই: ইগ্নে: সাল্‌ফ:) ; মলদ্বারে ভার বা যেন একটা গোলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব (ক্রোটন্-টিগ্: ল্যাকে: সাইলি: বসিতে গেলে মনে হয় যেন একটা গোলকের উপর বসিতেছি=ক্যানাব্-ইন্:),—মলত্যাগের পরেও ঐ অনুভূতির লাঘব হয় না। মলতারল্য,—অন্ত্রশূল ও কুন্থন সহযোগে মণ্ডবৎ মল (কোল্‌চি: অ্যালো ; এপীস্ ; ব্যারাই-মিউ: কলোসিন্থ: হেলিবো: রাস্ ; ক্যালী-বাই:), হরিৎবর্ণ আমময় (আর্স: লরো: ম্যাগ্-কার্ব: মার্ক: মার্ক-কর্: পল্‌সে:), অম্লগন্ধ (ক্যাল্‌কে: হিপ্: মার্ক-কর্:), অবসাদ জনক মল ; বৃদ্ধি=দুগ্ধ (বিশেষতঃ সিদ্ধ) পানান্তে (ক্যাল্‌কে: ন্যাট্-কার্ব: নিকোলাম্ ; ক্যালী-কার্ব্: লাই:—সিদ্ধ দুগ্ধ=নাক্স্ মস্: ন্যাট্-কার্ব: নিকোলাম্)। বৃথা বেগ,—মলত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলে কেবল বায়ু ও আম নির্গত হয় এবং মলদ্বারে

বোধ হয় যেন কীলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (ন্যাক্সিউইন্:)। মল পরিষ্কার হয় না, বিলম্বে নির্গত হয় এবং মেষপুরীষবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটলাময় (মার্ক: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: প্লাম্: ওপী: অ্যালীউ: ল্যাকে:)। মলের সহিত শোণিত নির্গত হয়। কোমল মলও অতি কষ্টে নির্গত হয়। (হিপ: ন্যাট-কার্ব: অ্যানাক্: অ্যালীউ:)। মলান্ত্রভ্রংশ বা মলনলীর বহিঃস্থতি (অ্যা-মিউ: এপীস্; ক্যালকে: ইগ্নে: পডো:)। মহা যন্ত্রণাজনক বহিঃসৃত বলি বিশিষ্ট অর্শ,—মলত্যাগ (ক্যাল্কে-ফস্: ক্যাল্কে: ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্: সাইলি:) এবং পাদচারণ কালে (অ্যা-মিউ: ইস্কীউ: কার্ব্বো-অ্যান্:); পাদচারণ কালে অর্শ হইতে শোণিপাত হয়। অন্ত্র-মণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তা (অ্যালীউ: ব্রাই: হিপ: সাইলি:)। মলান্ত্র সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ বোধ হয়,—এমন কি কোমল মলত্যাগের পরেও এরূপ বোধ হয়। শ্বেত বা কপিশাভ মল। ক্রমী নিঃসরণ (ফেরাম্: মার্ক: স্পাই:)। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে শ্লেষ্মা বা রসগুটী উদগত হয় (অ্যা-নাই: ষ্ট্যাফ: থুযা:)।

প্রস্রাব।—মূত্রস্থলীর উপর নিষ্পেষণ এবং তলপেটের সঙ্কোচন জনিত (সাইক্লেম্: মার্ক্-সল্:) প্রস্রাববেগ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব,—এমন কি রাত্রেও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে হয় (অ্যা-ফস্: অ্যাম্ব্রা: বোর্: কোণা:—বিশেষতঃ রাত্রে=গ্রাফ: লাই: সল্ফ:)। মূত্রাশয় বোধ হয় যেন অত্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে (ইকীউইসেটাম্:)। প্রস্রাবের সময় মূত্রমার্গ মধ্যে জ্বালা (অ্যাকোন্: আর্স: ক্যান্থা: কোণা: ন্যাট্-কার্ব: সার্সা: টেরিব:); সূচীবেধবৎ বেদনা ও উত্তেজনা অনুভূতি (ক্যামো: ইগ্নে: ম্যাগ্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: টিলীয়া.)। মূত্র,—ঘোলাটে (এপীস্: ব্রাই: ক্যামো: ফস্: ন্যাবাড: কাষ্টীউয়াস্-মেরী: মাইরিকা:) এবং তাহার তলানি ঈষৎ লালবর্ণ কর্দ্দমবৎ (সেপিন্: অ্যামন্-কার্ব: ন্যাট্-সল্ফ: ফস্: সিনিশীয়ো:); মূত্রাধারের গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে (সাইমেক্স: ড্যাফ্নী: ব্রোম্:) এবং এরূপ দুর্গন্ধময় যে রোগীর গৃহ হইতে ঐ মূত্রাধার স্থানান্তরিত না করিলে কিছুতেই সেই গৃহ মধ্যে লোক থাকিতে পারে না (এপীস্: ব্যাপ্টি: ক্যাল্কে: ডাল্ক্যা: ক্রিয়ো:); কিছুক্ষণ রাখিলে ভয়ানক দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় (ইণ্ডীয়াম্:); কোন কোন সময় পীতাভ আঠার ন্যায় তলানি পতিত হয়, এবং কোন কোন স্থলে আবার মূত্র ত্যাগের পর ঘোলা ও দুর্গন্ধ হইয়া যায় এবং সাদা তলানি পড়ে (ক্যাল্কে: হিপ: ক্রিয়ো: ম্যাগ্-কার্ব: মিচেলা: রেপ: সার্সা:)। শয্যামূত্র,—শিশু নিদ্রাভিভূত হইবামাত্র প্রস্রাব করিয়া ফেলে (ক্রিয়ো:); প্রথম নিদ্রার সময় (অ্যাসিড্-ফস্: কষ্টি: সিনা: ক্রিয়ো:); গর্ভবতীদিগের শয্যামূত্র (ন্যাট্-মিউ:)। লালামেহ (পুরাতন মেহ) যন্ত্রণারহিত, স্রাব ঈষৎ পীতবর্ণ এবং বস্ত্রে দাগ লাগে; প্রাতে প্রস্রাবদ্বার জুড়িয়া থাকে (মেজের্: পেট্রোসেলিন্:) এবং রাত্রে দুই এক বিন্দু নির্গত হইয়া বস্ত্রে লাগে; বহু কালের এবং দুরারোগ্য (ক্যালী-আয়োড:)। উপর্য্যুপরি রেতঃস্খলন বশতঃ কামেন্দ্রিয় সকল শিথিল ও অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে মূত্রমার্গ হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং কোন কোন সময় ঘনীভূত শ্লেষ্মাখণ্ড মূত্রমার্গ রোধ করিয়া থাকে (গ্র্যাফ:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয় সকল শিথিল অথচ রিপু চরিতার্থের আকাঙ্ক্ষা

প্রবল; জননেন্দ্রিয় প্রদেশ, বিশেষতঃ মুষ্ক হইতে অপর্য্যাপ্ত স্বেদ নির্গলিত হয় (ক্যাল্কে: ক্যাম্ফা: কোণা: কোর্য়াল্ রুব্: জেল্: মার্ক: পেট্রোল্: সেলিন্: থূযা;—মুষ্ক হইতে=ক্যালেড্: ক্যাল্কে-ফস্: লাই: ম্যাগ্-মিউ: ন্যাট্-সল্ফ: সোরিন্: রডো: সল্ফ্:)। জননেন্দ্রিয়ের চতুষ্পার্শে অনবরত কণ্ডূতির উদ্রেক হয় (ক্যাল্কে: কষ্টি: গ্র্যাফ্: আইরিস্: ন্যাট্-সল্ফ্: পডো:—মলদ্বার পর্য্যন্ত=ম্যাগ্-মিউ:)। রেতঃস্খলন; হস্তমৈথুনাদির পরেও ঐরূপ হইয়া থাকে। রেতঃ জলবৎ (ন্যাট্-ফস্: অ্যাগ্নাস্; মিডহ্ন্:)। রেতঃস্খলনান্তে,—মূত্রনলীর সম্মুখাংশে জ্বালা বোধ হয় এবং রোগী ক্ষীণ ও নিদ্রালু হইয়া পড়ে এবং তাহার জলীয় বায়ু সহ্য হয় না। রমণ কালে অসম্পূর্ণ লিঙ্গোদ্গম হয় (ক্যালেড্: থিরিড্:) এবং যৎসামান্য সুখানুভব হইয়া থাকে (অ্যাগার্: বার্বা: ইগ্নীয়াম্:)। সঙ্গমান্তে জানুদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয় (ক্যাল্কে-কার্ব:)। মেঢ্রত্বকের প্রান্তভাগের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল শ্লেষ্মাগুটী উদ্গত হয়। প্রস্রাবের পর এবং কঠিন মলত্যাগান্তে মূত্রধার মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে রস নির্গত হয় (প্রস্রাবের পর=ড্যাফ্নী: হিপার্: ক্যালী-কার্ব: অ্যানাক্: হিপোমোনস্;—কঠিন মলত্যাগান্তে=অ্যা-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: সাইলি: সল্ফ্:—পাদচারণকালে সেলিন্:)। রেতঃস্খলন ও রমণান্তে রোগী মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনিমধ্যে তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া ঊর্দ্ধ দিকে সঞ্চারিত হয় (ফস্:); জরায়ুগ্রীবা হইতে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা নাভী ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (ল্যাক্-ক্যান্: বীউফো:)। জরায়ু ও যোনিভ্রংশ; জরায়ু আদির উপর প্রবল নিম্নাভিমুখী নিপ্পেষণ, যেন যোনিদ্বার দিয়া সমস্ত বহিঃসৃত হইয়া পড়িবে এইরূপ অনুভূতি (অ্যাগার্: বেল্: ফ্র্যাক্সিন্-অ্যামে: লিলীয়াম্-টাই: মীউরেক্স: ন্যাট্-মিউ: প্ল্যাট্: স্যানিক্:); রোগিণী বহির্নিঃসরণ রোধ করিবার জন্য উরুর উপর উরু স্থাপন পূর্ব্বক যোনিমুখ চাপিয়া উপবেশন করে (মীউরেক্স্:—হস্ত দ্বারা যোনিমুখ চাপিয়া ধরে= লিলীয়াম্ টাই:), এতৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র লক্ষণ, প্রাতে বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যায় উপশম বোধ হইয়া থাকে। ঋতু অনিয়মিত, কখন অপরিণত কালে, আবার কখনও বা অতি বিলম্বে আবির্ভূত হয়; স্রাব কখন অতি অল্প, আবার কখনও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। জরায়ুভ্রংশের লক্ষণ সংশ্লিষ্ট আর্ত্তবাভাব বা আর্ত্তবাধিক্য। ডিম্বাধার, বিশেষতঃ বাম বীজকোষ মধ্যে চাপ বোধ (ল্যাক্-ডিফ্লো: ল্যাকে:)। যোনিমার্গ অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায় (ফেরাম্: গ্র্যাফ্: লাই: ন্যাট্-মিউ:) ঋতুর সময় শোণিতাভাব বশতঃ (গ্র্যাফ্: সঙ্গম যন্ত্রণাজনক=ন্যাট্-মিউ: —যোনিমার্গ শুষ্ক এবং উত্তপ্ত=অ্যাকোন্:),—বিশেষতঃ ঋতু নিবৃত্তির পর (লাই: বার্বা:); স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (প্ল্যাট্ বার্বা:)। শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ জরায়ুভ্রংশ (ল্যাকে:); পীতবর্ণ প্রদর (আর্জেণ্ট-নাই: হাইড্রাষ্ট্:)। মলকাঠিন্য সহ জরায়ু ও যোনিভ্রংশ (কোলিন্সো:)। জরায়ুগ্রীবা স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া থাকে (অ্যা-কার্ব্বল্: কোণা: ন্যাট্-কার্ব্:)। বাম পার্শ্বে লীন জরায়ুশিখর সহ জরায়ুভ্রংশ (লিলী-টাই:),—এবং তজ্জন্য বামপার্শ্বের নিম্নাঙ্গে অসাড়তা ও বেদনা বোধ; শয়ন করিলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে

শয়ন করিলে যন্ত্রণার লাঘব বোধ হয়। জরায়ুমুখে ব্যথা সহ যোনির ওষ্ঠদ্বয় ক্ষয়িতত্বক বোধ ও আরক্তিম প্রতীয়মান হয়; বিটপ প্রদেশ এবং উরুদ্বয়ের অভ্যান্তরাংশও ক্ষয়িতত্বকবৎ স্পর্শাসহিষ্ণু এবং রক্তবর্ণ হইয়া থাকে (ক্রিয়ো:)। জরায়ুর শোথ (হেলিবো: লাই: ডিজিট্: ল্যাক্টীউ-ভাই:),—রোগিণীকে আট মাস গর্ভবতীর ন্যায় দেখায়। যোনিদ্বারাদি স্পর্শাসহিষ্ণু; সঙ্গমের সময় অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (ন্যাট্-মিউ: ফেরাম্-ফস্: থূযা: ইগ্নে: আমা:)। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; গতার্ত্তবা বা গর্ভবতীদিগের পঞ্চম বা সপ্তম মাসে রক্তস্রাব। যৌবনোদ্গম কালে বা যৌবনোদ্গমের পরে আর্ত্তবাভাব (পল্সে: সল্ফ্: ন্যাট্-মিউ: ক্যালী-কার্ব্:)। প্রদর,—স্রাব পীতবর্ণ (আর্স: ক্যামো: হাইড্রাষ্ট্: মাইরিকা: ক্রিয়ো: ল্যাক্-ডিক্লো: লাই:), বা দুগ্ধের ন্যায় (ক্যাল্কে: কোণা: ল্যাকে: লাই: ফস্: পল্সে: সাইলি: অ্যা-সল্ফ্:); ত্বকক্ষয়কারক (অ্যালীউ: বোর্: গ্রাফ: আর্স: ক্রিয়ো: অ্যা-নাই:); পূযবৎ (অ্যালীউ: মার্ক-প্রোটো); কিম্বা দুর্গন্ধময় জলবৎ তরল পদার্থের ন্যায় (ক্রিয়ো: সিকেলী:); অপত্য প্রদেশে অত্যন্ত কণ্ডুতির উদ্রেক করে (ক্যাল্কে: ক্রিয়ো:); ঋতুর পূর্ব্বে আবির্ভাবশীল (বোভি: ক্যাল্কে: গ্র্যাফ্: ক্রিয়ো:) এবং যোনিবহির্দ্দেশকে ক্ষতযুক্ত করে। পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাব হয় (তৃতীয় মাসে—স্যাবাই: সিকেলী:)। গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গসঞ্চালনে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়। স্তনবৃন্ত কণ্ডুতি-যুক্ত, কণ্ডুয়ন করিলে রক্ত পড়ে এবং বেদনা বোধ হয়, যেন ক্ষত উৎপন্ন হইবে (গ্র্যাফ্:)। স্তনবৃন্ত বিদারিতত্বক হইয়া থাকে (কষ্টি: ফাইটো:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ,—তৎসহ স্বরনলী ও বায়ুনলীভুজ মধ্যে কণ্ডুয়ন বা সড়সড়ি; কিম্বা তরুণ সর্দ্দি ও তৎসহ কণ্ঠমধ্যে সড়্‌সড়িজনিত শুষ্ক কাসি (সাইলি: ল্যাকে: ফস্:); স্বরনলী শুষ্ক বোধ হয় (ফস্:)। পাদচারণকালে বুক চাপ (এপীস্; আস্: ক্যালী-কার্ব: ফস্:) ও শ্বাসাল্পতা অনুভূত হয় (আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: প্রুণাস্;—দ্রুত পাদচারণ কালে=ন্যাট্-মিউ: পল্সে: সাইলি:)। সন্ধ্যার সময় ভয়ানক শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয় (অ্যাণ্ট-টার্ট: সীপা; ইল্যাপ্স; রাণান্-বাল্: ষ্ট্যাণাম্; জিঙ্কাম:)। কোন মানসিক আহ্লাদজনক আবেগ উপস্থিত হইলে রোগীর শ্বাসস্তম্ভিত বা বন্ধপ্রায় (পল্সে:); এবং হৃদ্‌স্পন্দন আরম্ভ হয় (নক্স ভম: ডিজিট্: ব্যাডী: ক্যাল্কে-আর্স্:)। শুষ্ক কাসি,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর শয়িত অবস্থায় (কষ্টি: ড্রোসেরা; ক্রিয়ো: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: রাস্; সল্ফ:); রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাসি হয়; তৎসহ অধিকাংশস্থলে বিবমিষা ও তিক্ত বমন (ককাস্; ড্রোসেরা; ইপিক্:)। নিদ্রিত অবস্থায় কাসি হইতে থাকে অথচ নিদ্রা ভঙ্গ হয় না; শেষে স্বরনলী বা বায়ুনলীভুজ মধ্যে উত্তেজনা বশতঃ (অর্থাৎ গলা খুষখুষ করিয়া) উপর্য্যুপরি কাসি হইতে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় উপর্য্যুপরি কাসি হয়; একটু শ্লেষ্মা উত্থিত হইলেই কাসির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। থাকিয়া থাকিয়া হুপ্ কাসির ন্যায় আক্ষেপিক কাসির প্রকোপ আবির্ভূত হয়,—স্বরনলী হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত সমগ্র বক্ষ মধ্যে উত্তেজনা জনিত কাসি; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে বৃদ্ধি। কেবল প্রাতে শ্লেষ্মা উত্থিত হইয়া থাকে (ড্রোসেরা; ন্যাট্-মিউ: ফস্:); দিবসে হয় না, কফ পীতবর্ণ (লাই: পল্সে: ষ্ট্যাণাম্; হিপার্; স্পঞ্জীয়া:); হরিৎ বা ধূসর বর্ণ পূযবৎ (কার্ব্বো-

ভেজি: ফেরাম্; লাই: পল্সে: সাইলি: ষ্ট্যাণাম্:), কিম্বা দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ, ঘনীভূত আঠার ন্যায় শ্লেষ্মাময় (ক্যালী-বাই: ক্যালী-মিউ: সাইলি: জিঙ্কান্:) এবং ঈষৎ লবণাক্ত স্বাদ বিশিষ্ট (লাই: পল্সে: ষ্ট্যাণাম্; ড্রোসেরা; ল্যাকে: ফস্:)। কাসি বোধ হয় যেন উদর হইতে উত্থিত হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিলে নাসিকা হইতে তরল শ্লেষ্মা স্রাব ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি সহ কাসি (অ্যালীউ: ব্রাই: সীপা; ইউফ্রে:) আরম্ভ হইয়া বেলা ৯টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। কাসির বৃদ্ধি=স্থির হইয়া থাকিলে (হায়ো: ক্যালী-নাই:), বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে (লাই: প্যারিস্; ফস্: রাস; রীউমেক্স্; সেনেগা:) এবং অম্ল পদার্থ আহার করিলে (অ্যালীউ: সল্ফ:)। শ্লেষ্মা বেশ তরল, অথচ কাসিলে উঠে না। গয়ার—অপর্য্যাপ্ত, পূযবৎ, দুর্গন্ধ (অ্যা-নাই: ম্যাগ্-মিউ: স্কীলা; হিপ: সাইলি:) হরিৎ বর্ণ এবং লবণবৎ স্বাদ বিশিষ্ট; কেবল প্রাতে উত্থিত হয়; শায়িত অবস্থায় শোণিতময় গয়ার নির্গত হয়। শ্বাসকৃচ্ছ্র—বৃদ্ধি=উপবিষ্ট অবস্থায় (ল্যাকে: ন্যাট্-সল্ফ:); নিদ্রার পর (এপীস্; ক্যালী-বাই: ল্যাক-ক্যান্: ল্যাকে:) এবং গৃহমধ্যে অবস্থিতিকালে (জনতাপূর্ণ গৃহ=আর্জেণ্ট-নাই:); উপশম দ্রুত পাদচারণে।

বক্ষ।—বক্ষগহ্বর শূন্য বোধ হয় (গুয়ারীয়া: ষ্ট্যাণাম্:)। বক্ষের উপর, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে, অত্যন্ত চাপ বোধ হয় (অ্যাম্ব্রা: লাই: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট-সল্ফ্:)। শ্বাসপ্রশ্বাস-কালে এবং কাসিলে বক্ষের বাম পার্শ্বে এবং বাম পৃষ্ঠফলক মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভব (ব্রাই: কলোসিন্থ: স্কীলা; ক্যালী-কার্ব:)। বক্ষমধ্যস্থলে স্পর্শাসহিষ্ণুতা। হস্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিলে বক্ষ বেদনাদির লাঘব বোধ হয় (ক্রিয়ো: কচ্লীয়ারীয়া; ড্রোসেরা:)। বক্ষের উপর পীত বা কপিশ দাগ (অ্যাসিড্-হাইড্রো: কার্ব্বো-ভেজি: ফস্: ক্যাডমী-সল্ফ:)। কাসিলে বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মাকূজন শ্রুত হয় (অ্যাণ্ট-টার্ট. ইপিকা: ফস্: সেনেগা:)। যতক্ষণ না কাসিয়া শ্লেষ্মা তোলা হয় ততক্ষণ বুক ঘড় ঘড় করে।

হৃৎপিণ্ড।—মানসিক আবেগ বশতঃ হৃদ্স্পন্দন (ফস্: আরাম্; ক্যাক্ট্: সিঙ্কোনা; ককীউ: কফী: ক্রোটেলাস্; প্ল্যাট্:)। নৈশ ভোজনান্তে মধ্যে মধ্যে হৃৎপিণ্ডের গতির বিলোপ, রোগী অত্যন্ত ভীত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দনবশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। প্রবল হৃদ্স্পন্দন সহযোগে বক্ষ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য। সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের এক একটী প্রবল আঘাত অনুভূত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—আড়ষ্টতা সহ পৃষ্ঠে (বিশেষতঃ) নিম্নপৃষ্ঠে ব্যথা,—পাদচারণে বেদনার লাঘব হয় (রাস্:)। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থল এবং বাম অংসফলক তল ব্যথা করিতে থাকে (টিলিয়া:),—যকৃতের ক্রিয়াবিপর্য্যয় ঘটিলে এই বেদনা জন্মায়। ঋতুর সময় পৃষ্ঠে তীব্র বিদারণবৎ বেদনা (অ্যাগার্:),—বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না,—শীত, উত্তাপ ও তৃষ্ণা বোধ হয় এবং বুক সাঁটিয়া ধরে। নিতম্বদেশ ব্যথা করিতে থাকে এবং ঐ বেদনা উরুতে ও পদে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে কটিদেশে অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—যেন বিকৃত অবস্থায় শয়নজন্য অবশ হইয়া গিয়াছে, এবং যেন রোগিণী উঠিতে বা পার্শ্ব

পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। পাদচারণকালে নিতম্বাদি ক্লান্ত ও ক্ষীণ বোধ হয় (গ্র্যাফ্:)। সন্ধ্যার পর শায়িত অবস্থায় এবং বৈকালে উরুশিখরদ্বয়ের ঊর্দ্ধাংশে ব্যথা বোধ হয়, যেন মচ্‌কাইয়া গিয়াছে। হেঁট হইলে হঠাৎ যেন কেহ পৃষ্ঠে মুদ্গরাঘাত করিল এইরূপ বেদনা বোধ হয় (গ্রীবাপৃষ্ঠে হঠাৎ আঘাত = নাযা),—কোন কঠিন বস্তুর উপর পৃষ্ঠ নিষ্পেষণ করিলে উপশম বোধ হয় (পৃষ্ঠের বেদনা কোন কঠিন স্থানের উপর পৃষ্ঠ রাখিয়া শয়ন করিলে উপশম হয় (ন্যাট্-মিউ:)। বায়ুনিঃসরণান্তে কটি বেদনার উপশম হয়। দেহের যেখানেই বেদনা হউক না কেন, তাহা ক্রমে পৃষ্ঠে সংক্রমণ করে (পৃষ্ঠ হইতে অন্যান্য অংশে সংক্রমণ করে (স্যাবাই:)। মেরুদণ্ডে বেদনা,—পাদচারণ অপেক্ষা উপবেশনকালে অধিক (কোব্যাণ্ট: পল্‌সে: জিঙ্কাম্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদি প্রত্যঙ্গ সকল ভার বোধ হয়। সকল অঙ্গেই আকর্ষণবৎ বেদনা,—যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে। সন্ধি সকল অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়। সন্ধি মধ্যে বাতাশ্রিতবৎ বেদনা। যখন তখন হস্তপদাদি অবশ হইয়া যায় (সাইলি: সল্‌ফ্:)। কর ও চরণ শীতল অথচ ঈষৎ স্বেদার্দ্র অনুভূত হয়। কফোনী বা কনুইএর মাথায় বা ভাঁজ মধ্যে কণ্ডুতিজনক পীড়কা উদ্গত হয়। কক্ষমধ্যে রসার্দ্র চুলকুনি উদ্গত হয়। শারীরিক পরিশ্রমে স্কন্ধসন্ধি যেন সন্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে এইরূপ বেদনা (অ্যাগার: ইগ্নে: ম্যাগ্-কার্ব্:)। বাহু ও হস্তের অঙ্গুলি সকল অবশ হইয়া যায়। বাহুদ্বয়ে যেন আঘাত লাগিয়াছে এই রূপ ব্যথা। মণিবন্ধ আড়ষ্ট বোধ হয় (চেলিড্: কীউবেব্:—হাত ঝুলাইয়া রাখিলে অসহনীয় বেদনা বোধ হয় = স্যাবাইনা)। দিবাভাগে হস্তদ্বয় গরম থাকে এবং স্নায়বীয় উত্তেজনা অনুভূত হয়। করপৃষ্ঠে পামাকচ্ছু উদ্গত হয় (ন্যাট্-কার্ব্:)। গরম গৃহ মধ্যে অবস্থিতিকালেও হস্তদ্বয় শীতল বোধ হয় এবং হস্ত হইতে সর্ব্বাঙ্গে শৈত্য সংক্রমণ করে। করতলের শল্ক বা ছাল উঠিতে থাকে (স্যাবাড্; ফেরাম্:)। হস্তে পঁচড়া হয়। উরুশিখর প্রদাহ; আক্রান্ত অংশে যেন কেহ সজোরে ছোরা মারিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা,—বেদনা লাঘব হইবার আশায় রোগী শয্যা হইতে বহির্গত হইতে বাধ্য হয়; উঠিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় কিন্তু ধীরে বেড়াইলে ভাল থাকে। উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল,—গর্ভাবস্থায় ভাল থাকে; রাত্র ৩টা হইতে ৫টার মধ্যে বেদনার বৃদ্ধি হয়; শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে। পাদচারণ করিতে করিতে নিম্নাঙ্গ অবশ হইয়া যায়। নিম্নাঙ্গ সকল হিমবৎ শীতল। পদদ্বয় ও চরণ স্ফীত হয়; বৃদ্ধি = উপবেশন করিলে বা দণ্ডায়মান হইলে; উপশম = পাদচারণে। জানু-স্ফীতি,—স্ফীত অংশ অতি কোমল এবং ব্যথা রহিত। নিম্নাঙ্গের উপর দিয়া যেন ইন্দুরের ন্যায় কি একটা দৌড়াইয়া গেল। পদ ও চরণ অত্যন্ত শীতল,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর শয়িত অবস্থায়; পদদ্বয় গরম হইলে হস্ত শীতল হইয়া যায়। রাত্রে পদদ্বয়ে উত্তাপ বা জ্বালা বোধ হয়। চরণদ্বয় শোথযুক্ত এবং যেন ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়াছে এইরূপ অবশ বোধ হয়। পদদ্বয়ে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয়; ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং ঐ ঘর্ম্ম সংস্পর্শে পদের অঙ্গুলি সকল ক্ষতযুক্ত হয় (স্যানিক্: গ্র্যাফ্:)। গুল্‌ফদেশীয় স্থূল কণ্ডার যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত এবং স্ফীত। গুল্‌ফোপরে ক্ষত উদ্গত হয়। দিবাভাগে মস্তক ও প্রত্যঙ্গ সকল স্পন্দিত হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—যখন তখন বোধ হয় যেন সমগ্র দেহ থর থর ঝিম ঝিম করিতেছে অতিশয় অবসন্নতা ; ঋতুর সময় প্রাতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও যেন মূর্চ্ছা হইবে এরূপ অবসন্নত অনুভূত হয় ; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং শয্যা হইতে উঠিলেও ঐরূপ অবসাদ বোধ হইয় থাকে। ভোজনান্তে আলস্য ও শৈথিল্য বোধ,—নড়িতে ইচ্ছা করে না। একটু পরিশ্র করিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বেদনা আদৌ সহ্য করিতে পারে না (অরাম্: ক্যামো: সিঙ্কো কফী: ইগ্নে:)। শীতল বা জলীয় বায়ু সংস্পর্শ সহ্য হয় না, তাহাতে অসুখ হয় (অরাম্ নক্স্: পেট্রোল্: রাস্: রীউমেক্স্ ; সাইলি:)। ধমনীর মধ্যে শোণিতোৎপ্লাবন, রাত্রেও এইরূপ হইয়া থাকে। নাড়ীর দপ্‌দপানি সর্ব্বাঙ্গে অনুভূত হয় (গ্নোন্: ন্যাট্-মিউ; পল্‌সে; সাইলি জিঙ্কাম্:),—বিশেষতঃ সমগ্র বাম বক্ষে। মূর্চ্ছা,—জলে ভিজিলে, অশ্বাযানারোহণে ভ্রমণা এবং দেবালয়ে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিবার সময়। শারীর-রসক্ষয় জনিত পীড়াদি নাসিকাগ্রন্থির ব্যথাশূন্য স্ফীতি। সপূয গুটী বিসর্প। প্রত্যঙ্গাদির সন্ধি মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা নখরোগ। দেহের স্থানে স্থানে বোধ হয় যেন একটী গোলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (ইগ্নে: ল্যাকে: প্লাম্:)। উত্তাপাবির্ভাব প্রবণতা, দেহ সঞ্চালন মাত্রে সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ সঞ্চার, তৎসহ উদ্বেগ ও অবসন্নতা ; তৎপরে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মোদ্গম হয় ; গতার্ত্তবা রমণীদিগের প্রায়ই থাকিয়া থাকিয়া দেহে উত্তাপ আবির্ভূত হয় (ল্যাকে: স্যাঙ্গিউ: সল্ফ্: টিউবার্কীউলিন্:) ; উত্তাপ বস্তি-প্রদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চারিত হয়। বৃদ্ধি=অতি প্রভাতে, পূর্ব্বাহ্নে ; সন্ধ্যায়, বিশেষতঃ নিদ্রার পূর্ব্বে ; নিদ্রা ভঙ্গের পর ; হেঁট হইলে ; শ্বাস গ্রহণ কালে ; পাঁচ লোকের নিকট অবস্থিতি কালে (লাই: ন্যাট্-কার্ব: প্লাম্:) ; কাসিলে ; রমণান্তে (আর্জেণ্ট-নাই: আর্স; ব্রাই; চিনিন্-সল্ফ্; সিঙ্কো; ককীউ; ন্যাট্-মিউ; নীউফার; র‍্যাফ্;) ; মানসিক পরিশ্রম করিলে (অরাম্ ; ক্যাল্কে: ইগ্নে: ল্যাকে: ন্যাট্-কার্ব: নক্স-ভম:) ; জ্বরের সময় (আর্স: ব্রাই:) ; শারীর রস ক্ষয় বশতঃ (অ্যা-ফস্: চায়না:) ; হস্তমৈথুন করিলে ; সঙ্গীত শ্রবণে (অ্যাকোন্: ন্যাট্-কার্ব: নক্স ; অ্যাম্ব্রা ; গ্র্যাফ: ক্রিয়ো: লাই: ন্যাট্-মিউ: ন্যাট্-সল্ফ্: স্যাবাই: ট্যারেণ্ট:) ; দুগ্ধ পান করিলে (ক্যাল্কে: সিঙ্কো: অ্যা-নাই: সল্ফ্: চেল্: কীউপ: নিকোলাম্ ; ওলীয়াম্-যেকোর্: ফস্: পল্‌সে:) ; ঘর্ম্মোদ্গমের সময় ও পরে (ইপিক্: মার্ক: ওপী: রাস্ ; ষ্ট্র্যাম্: সাল্ফ: ভেরেট: আস্: ব্রাই: কষ্টি: ক্যামো: ফেরাম্) ; গর্ভাবস্থায় (অ্যাকো অ্যাক্টীয়া ; অ্যালেট: ক্যাম্ফো: কষ্টি: হেলিবো: পল্‌সে:) ; অশ্বযানারোহণে ভ্রমণ করিলে (ককীউ: হোলোন্: পেট্রোল্: সেলিন্:) ; অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিলে (ন্যাট্-কার্ব: রীউটা ; অ্যা-সল্ফ:) ; অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা বশতঃ (কোণা: সেলিন্: চায়না ; ষ্ট্যাফাই: অ্যা-ফস্; ফস্:) ; প্রথম নিদ্রার সময় (ক্রিয়ো:) ; আক্রান্ত অংশ বিস্তৃত করিলে (ব্রাই:) ; শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় ; জল ঘাঁটিলে, জলে ভিজিলে, অঙ্গ ধৌত করিলে (ক্যাল্কে: রাস্: অ্যাণ্টি-টার্ট: সল্ফ: সোরিন্: লাই: নক্স-মস্: পল্‌সে:) ; রমণীদিগের প্রদরাধিকারে, বিশেষতঃ প্রসবান্তে। উপশম=আক্রান্ত অঙ্গ গুটাইয়া লইলে ; দেহসঞ্চালনে ; দৈহিক পরিশ্রমে ; শীতল জলাদি পান করিলে ; একাকী থাকিলে এবং

দ্রুতপাদচারণে। রোগী হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মূর্চ্ছার উপক্রম হয় (মীউরেক্স্: নক্স-মস্:)।

ত্বক।—যেন রোগীর কামল বা ন্যাবা রোগ হইয়াছে তাহার গাত্রত্বক এইরূপ পীতবর্ণ; গাত্রত্বক স্থানে স্থানে দীর্ঘ ও গভীর ফাটাফাটা দাগ যুক্ত জলে ধৌত করিলে আরও বৃদ্ধি পায়। মুখমণ্ডল, হস্ত, পৃষ্ঠ, উরুশিখর, চরণ, উদর এবং জননেন্দ্রিয় প্রদেশে অন্যন্ত কণ্ডুতির উদ্রেক হয়; কণ্ডুয়নান্তে কণ্ডুতির পরিবর্ত্তে জ্বালা অনুভূত হয়। গাত্রত্বকের ক্ষতান্বিত ভাব এবং জানুর ভাঁজ মধ্যে কণ্ডুয়নান্তে রস পড়ে। গাত্রের স্থানে স্থানে পীতলাঞ্ছন বা যকৃৎতিলকা প্রতীয়মান হয় (কুরারী: লাই: নক্স; সল্ফ:)।। স্থানে স্থানে ঈষৎ কটাবর্ণ চুল্‌কুনী উদ্গত হয়। রসপীড়কা গুচ্ছ হইতে কণ্ডুয়নান্তে শল্ক উঠিতে থাকে। দদ্রু (ব্যাসিলিন্: ন্যাট্‌মিউ: ফাইটো: টেল্লীউ:)। পোড়া নারাঙ্গা (ল্যাকে: রাস্:)। যন্ত্রণারহিত ক্ষত, হস্তে বা পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে বা সন্ধির উপর (মেজর্:) ক্ষত সকল অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উদ্রেক করে, তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং জ্বালা করিতে থাকে। দেহের এক এক স্থানে এক একটী দদ্রুচক্র (অনেকগুলিন চক্র পরস্পর সংলিপ্ত ভাবে উদ্গত হইলে=টেল্লীউ:)।

নিদ্রা।—দিবসে বা সন্ধ্যা না হইতেই অত্যন্ত নিদ্রাবেশ হয়। বিনাকারণে কিম্বা যেন রোগীকে কেহ ডাকিতেছে এইরূপ মনে করে বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। নিদ্রিত অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে (আর্ণিকা: বেল্: সাইলি: সল্ফ:)। রাত্র তিনটার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় আ'র নিদ্রা যাইতে পারে না (নক্স:)। নানা চিন্তার উদয় হওয়ায় রোগীর নিদ্রা হয় না। প্রাতে অতি কষ্টে নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে। রাত্রে ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে বা চীৎকার করে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শারীরিক উত্তাপাভাব, বিশেষতঃ পুরাতন রোগে (তরুণ রোগে=লিডাম্:)। শীতাবস্থা।—তৃষ্ণা, সন্ধ্যার সময় কম্প; রোগিণী না শুইয়া থাকিতে পারে না; বদ্ধ বা উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে ও প্রতি দেহ সঞ্চালনে কিম্বা একটু নড়িলেই শীত করে (নক্স:); হস্তের ও পদের অঙ্গুলি (ন্যাট্-মিউ:); বক্ষ (এপীস্:) এবং পৃষ্ঠের ফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে (ক্যাপ্স:) শীত আরম্ভ হয়; শীতের সময় মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে এবং বাহ্য উত্তাপ, অর্থাৎ গরম বস্ত্রাদির আবরণ, অসহনীয় হইয়া থাকে (পল্‌সে: ক্যাম্ফো: মিডহ্নন:), সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল হইয়া আইসে; রোগী শয্যায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। সন্ধ্যার সময় এবং প্রাতে ভয়ানক মাথা ধরে অথচ পদদ্বয় হিমবৎ শীতল হইয়া যায়। সমস্ত দিনই যেন জলে দাঁড়াইয়াছিল পদদ্বয় এইরূপ শীতল (লাই: পল্‌সে:)। হস্ত পদাদি অত্যন্ত শীতল ও অবশ বোধ হয়।

উত্তাপাবস্থা।—শীতাবস্থার অপেক্ষা অনেক কম তৃষ্ণা। থাকিয়া থাকিয়া দেহে উত্তাপ সঞ্চার হয়,—যেন গাত্রে গরম জল ঢালিয়া দিল (যেন শিরামধ্য দিয়া উত্তপ্ত জল প্রবাহিত হইতেছে=রাস্; যেন তাহার গাত্রে গরম জল নিক্ষেপ করিতেছে= পল্‌সেঃ আস: ক্যালকেঃ)। মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে, রোগী

উদ্বিগ্ন হয়, কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হয় অথচ তৃষ্ণার উদ্রেক হয় না। নিম্নাঙ্গ হইতে উত্তাপ ঊর্দ্ধাঙ্গে সঞ্চারিত হয় (ন্যাট্-মিউ: ভেরেট্:); মাথা ঘুরিতে থাকে এবং রোগী স্বীয় চিত্ত স্থির করিতে পারে না। ঘর্ম্মাবস্থা।—নিদ্রাভঙ্গান্তে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (জাগ্রত অবস্থায় ঘর্ম্মোদ্গম হয় এবং নিদ্রিত হইবামাত্র ঘর্ম্ম শুখাইয়া যায় ও উত্তাপ আবির্ভাব হয়= সাম্বীউ:—নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু মুদিত করিবামাত্র ঘর্ম্মোদ্গম হয় এবং জাগ্রত হইলেই শুষ্ক হইয়া যায়=সিঙ্কো: কোণা: থুযা)। মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করিলেই স্বেদাধিক্য হইয়া থাকে (ব্রাই: সোরিন্: সল্ফ:)। বক্ষে, পৃষ্ঠে এবং পুংজননেন্দ্রিয় প্রদেশে শীতল রাত্রি-স্বেদ; অম্লগন্ধ রাত্রিস্বেদ; ঊর্দ্ধাঙ্গ হইতে নিম্নাঙ্গে ঘর্ম্মসঞ্চার হয়; রাত্রিস্বেদ প্রতি তৃতীয় রাত্রে। জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত এবং পুরাতন রোগ হইলে জিহ্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসপীড়কাকীর্ণ প্রতীয়মান হয়। খাদ্য দ্রব্যাদি অত্যন্ত লবণাক্ত বোধ হয় (কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো:)। পুরাতন মাসিক বা মাসান্তর জ্বর (নক্স: পল্সে:—প্রতি ছয় বা বার মাস অন্তর=ল্যাকে:)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে; মর্দ্দনান্তে; কণ্ডুয়নান্তে; দেহ হঠাৎ সঞ্চালিত হইলে; পদস্খলনান্তে; ঈষন্মাত্র আঘাতে; ভারি দ্রব্য উত্তোলন করিলে; বাহু সঞ্চালনে; বাম পার্শ্বে শয়নান্তে; চিৎ হইয়া শুইলে; উপবেশন কালে; জানু পাতিয়া বসিলে; হেঁট হইয়া দাঁড়াইলে; সোপানারোহণকালে; মানসিক পরিশ্রমে; অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা বশতঃ; অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যার পর; শীতল বায়ু বা পূর্ব্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু সংস্পর্শে; তীব্র গ্রীষ্মের সময় আহারের সময় জলীয় বায়ুতে; নিদ্রার পর; প্রথম নিদ্রিত হইবামাত্র বা প্রথম নিদ্রার সময়, এবং অব্যবহিত পরে এবং সঙ্গমান্তে।

উপশম।—টিপিলে; বস্ত্রাদির বন্ধন শিথিল করিয়া দিলে; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে; জোরে দেহ সঞ্চালনে (শিরোবেদনা); উরুর উপর উরু স্থাপন পূর্ব্বক যোনিমুখ চাপিয়া বসিলে; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে; শীতল জল সিঞ্চন করিলে; শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে এবং উত্তাপ প্রয়োগে।

সম্বন্ধ।—অনুপূরক—ন্যাট্-মিউরীয়েটিকাম্:। তরুণ রোগে যেরূপ অবস্থায় "জেল্সিমীয়াম্" প্রযোজ্য হইয়া থাকে, পুরাতন রোগে প্রায় ঠিক সেই সেই অবস্থায় "সিপীয়া" ব্যবহার্য্য।

দোষঘ্ন।—উদ্ভিদাম্ল—অ্যাকো: অ্যান্টি-ক্রুড: অ্যাণ্ট-টার্ট: রাস:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—ক্যাল্কে: জেল্সি: ন্যাট্-মিউ: পল্সে: রাস্; সল্ফ: বেল্: ব্রাই: লাই: মার্ক: নক্স্-ভম্: সাইলি:।

প্রতিকূল।—ল্যাকেসিস্:।

সদৃশ।—অ্যাক্টীয়া-রেসি: অ্যালেট্: আলো; অ্যালাউ: আর্স: আর্স: আয়োড: বেল্: ব্রোম্: ক্যাল্কে: কলোফিল্: কষ্টি: কুরারী: সাইক্লেম্: গ্র্যাফ: হেলোন্: আইরিস্; ব্যাবোর্য়াম্: ক্যালী-কার্ব: ক্রিয়ো: লিলীয়াম্-টাই: লাই: মেজর্: মীউরেক্স্: ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: নক্স-ভম্: ফস্: পডো: পল্সে: স্যাঙ্গুই: সিকেলী: সিলি: ষ্ট্যান্: সল্ফ: টেলীউ: থিরিড্: থুযা:।

তুলনীয়।—রসগুটীকা ও ক্ষত (সন্ধিস্থলে) বোরাক্স: মেজেরিয়াম:। বিচর্চিকা—আর্স:। বিষাদ--কষ্টিক: পলস্:। বেদনাসহ কম্পন--পলস্:। গর্ভাবস্থায় কোষ্টবদ্ধ—আলুমিনা:। মূত্রে দুর্গন্ধ—ইণ্ডিকান:। প্রমেহ—ক্যালি: আয়োড:। জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ—বেলাড: লিলিয়ম:। খাদ্যদ্রবের গন্ধে দর্শনে বা চিন্তায় বিবমিষা—নক্স: আর্স্: কল্চি:। কণ্ডুয়নে জ্বালা--সল্ফ:। কাসিলে মূত্রত্যাগ--কষ্টিকাম্:। অক্ষিপুটপতন—জেল্স:। আঘাত—ন্যাট্রাম: এপিস্:। অজীর্ণতা—লাইকো:। জরায়ুর কাঠিন্য—অরাম্:। প্রতিনস্য—পলস: সিফিলি সোরাইনম্:। জরায়ু গ্রীবায় বেদনা—মুরেকস্:। ভূতের ভয়—ফস: পলস্:। মুদা—ক্যানাবি: মার্কু: সলফ: নাইট্রীক-এসিড্:। শিথিলতন্তু—ক্যালি-কার্ব্ব: ইত্যাদি।

শক্তি।—৬ষ্ঠ শততমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম। অধিক নিম্ন ক্রম বা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ বিধেয় নহে।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ৫০ দিন।

সিলিকা বা সাইলিশীয়া

(SILICA OR SILICEA.)

নামান্তর।—অ্যাসিডম সিলিসিকম।

প্রস্তুতি।—প্রথমে বিচূর্ণ; পরে আরক।

লক্ষনানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ,—নিম্নোদরের স্ফীতি; স্ফোটক; বয়োব্রণ; রক্তাল্পতা; গুহ্যদ্বার বিদারণ; ভগন্দর; ক্ষুধালোপ; মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা; অস্থিক্ষয় রোগ; মস্তিষ্কের সংঘাত এবং ক্লান্তি; স্তনে নালীক্ষত; বাঘী; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ; দুষ্টব্রণ; ছানি; ক্ষতান্তিক-চিহ্ন-প্রদাহ; শোণিতসঞ্চালনের ব্যতিক্রম; চক্ষু প্রদাহ; কোষ্টবদ্ধ; সর্দ্দি; কাসি; দুর্ব্বলতা; দন্তোদ্গম; বহুমূত্র; কর্ণপীড়া; গোদ; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; নালীক্ষত; পায়ে ঘর্ম্মবদ্ধ, কাটা বা পেরেক প্রভৃতি বহির্গমন; অস্থিভঙ্গ; পাকাশয়ের সর্দ্দি; গ্রন্থিস্ফীতি; শিরঃপীড়া; অন্ত্রচ্যুতি; বক্ষসন্ধির পীড়া; জানুসন্ধির শোথ; কোরণ্ড; চোয়ালের অস্থিক্ষয়; সন্ধির আবরণ প্রদাহ; অশ্রুনালী; স্তন্য বিকৃতি; গতি শক্তির পক্ষাঘাত; উন্মাদ; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; গর্ভস্রাব; নখের পীড়া; স্নায়ুশূল; আঙ্গুল হাড়া; জরায়ুর আবরণ প্রদাহ; মুদা; ফুস্ ফুস্ আবরণ প্রদাহ; নিতম্বস্ফোটক; আমবাত; পুরাতনবাত; অস্থিবিকৃতি, স্বপ্নসঞ্চরণ; শুক্রক্ষরণ; মেরুমজ্জার উত্তেজনা; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; পূযসঞ্চয়; দন্তের ক্ষয়; বেগ বা কোঁতানি; অর্ব্বুদ; মূত্রনলী মধ্যে ক্ষত ও অবরোধ; মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা; গোবীজে টীকা দেওয়ার মন্দফল; অপত্যপথের আক্ষেপ; শিরোঘূর্ণন; বিলম্বে হাঁটিতে পারে; কৃমি; মসীজীবির অঙ্গুলি-গ্রাহ বা আঙুলে খালধরা।

উপযোগিতা ও আভাস।—অস্থিমজ্জা প্রভৃতি শারীর উপাদানের পরিপোষণাভাব ঘটিলে, অর্থাৎ যে স্থলে অস্থিমজ্জাবর্দ্ধক আহার্য্যের অভাব নাই অথচ পরিপাকাদি দৈহিক ক্রিয়া সেই সকল আহার্য্যকে শোণিতমজ্জাদিতে সম্যকরূপে পরিণত করিতে না পারায় শরীরের পোষণাভাব হয়, সেরূপ স্থলে "সলিকা" ("সাইলিশীয়ার" প্রকৃত নাম) বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে। কচ্ছুবিষদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট বক্তি, কিম্বা গৌরকান্তি, সূক্ষ্ম, শুষ্ক ত্বক, ম্লান, ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল; কিম্বা ক্ষীণকায় ও শিথিলযুক্ত মাংস ব্যক্তি ইহার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। গণ্ডমালা দোষযুক্ত বা গ্রন্থিস্ফীতিপ্রবণ শীর্ণাস্থি, বৃহন্মস্তক শিশু যাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ও পশ্চাদ্রন্ধ্র এবং মস্তকের অস্থিফলক সকল বিযুক্ত এবং যাহার মস্তকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ঘর্ম্মোদ্গম হয়, অথচ কোন বস্ত্রাদি দ্বারা মস্তক গরম রাখা প্রয়োজন হইয়া থাকে; তাহার উদর বৃহৎ ও উন্নত, গুল্‌ফসন্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সে অত্যন্ত বিলম্বে চলিতে সক্ষম হয়; এইগুলি এবং পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণ "সাইলিশীয়ার সিদ্ধিপ্রদ ও নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে:—রোগী অত্যন্ত অবসাদ প্রাপ্ত ও ক্ষীণ, সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। স্নায়বিক অবসাদ; উত্তেজনা প্রবণতা সহযোগে অবসাদ; কঠিন পরিশ্রম এবং আবদ্ধ অবস্থায় অবস্থিতি জনিত অবসাদ। অত্যন্ত চঞ্চল ও চঞ্চলাঙ্গ। উদ্বিগ্নচিত্ত, কোমল, নম্র ও ভীরু স্বভাব। "সলিকা" রোগীর পক্ষে মানসিক পরিশ্রম অত্যন্ত কষ্টকর; লেখা পড়া করিতে গেলে অগৌণে ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কোন বিষয় ভাবিতে পারে না। হঠাৎ পদস্বেদ রোধ, মস্তকে বা পৃষ্ঠে প্রবল জলীয় বায়ুপ্রবাহ সংস্পর্শ জনিত স্ফোটক, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, প্রভৃতি এবং (গোমসূর্য্যাধান) গোবীজে টীকা জনিত স্বাস্থ্যবিকৃতি সম্ভূত পীড়াদি। শারীরিক উত্তাপাভাব,—সর্ব্বদা, এমন কি ব্যায়ামের সময়েও, শীতার্ত্ততা। গ্রীবার বগলের কণ্ঠমূলীয় স্তন্য বক্ষনীয় বা কুচকী প্রদেশীয় এবং রসস্রাবী গ্রন্থির প্রদাহ, স্ফীতি ও তন্মধ্যে পূয়োপজনন। শিশু অত্যন্ত একগুঁয়ে, স্বমতপ্রধান; ভাল কথা বলিলে বা আদর করিলে রোদন করিতে থাকে, মেরুদণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত শিরোঘূর্ণন,—গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে মস্তকে মস্তকে উত্থিত হয়,—যেন রোগী সম্মুখদিকে পড়িয়া যাইবে, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে। পুরাতন শিরঃপীড়া,—বেদনা গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে মূর্দ্ধাদেশে আরোহণ করে এবং তথা হইতে দক্ষিণ ভ্রূদেশে আসিয়া অবস্থিত হয়; বিশেষতঃ যেখানে যৌবনে কোন কঠিন পীড়ার পর হইতে এই রোগের আরম্ভ। গ্রীবা ও মস্তক স্বেদোদ্গম বশতঃ আর্দ্র হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ রৌদ্রে, মস্তক সর্ব্বদা বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখে। দেহ শীতল অথচ পদদ্বয় ঘর্ম্মাক্ত। হস্ত, পদ এবং বগল হইতে দুর্গন্ধ স্বেদ উদ্গত হয় এবং পদাঙ্গুলির গাত্র সকল ক্ষতযুক্ত হইয়া যায়। জিহ্বার উপর বোধ হয় যেন এক খণ্ড কেশ রহিয়াছে। মলকাঠিন্য,—ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে প্রকাশ পায়; যেন মলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ; ভয়ানক বেগ দিতে হয়; মলের কিয়দংশ বহির্গত হইয়া আবার পশ্চাদাকৃষ্ট হয়। মলান্ত্র মধ্যে মল দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে। ভগন্দর,—কখনও বক্ষবেদনা কখনও ভগন্দর এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখনই শিশু স্তনপান করে তখনই মাতার যোনি হইতে শোণিত নির্গলিত হয়। স্তনবৃন্ত বসিয়া যাইয়া স্তনশিখরে ফুঁদেলের ন্যায় গর্ত্ত প্রতীয়মান হয়। শয়নাবস্থে প্রচণ্ড কাসি হইতে থাকে

এবং গাঢ়, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা কিম্বা প্রচুর দুর্গন্ধ, পূয়বৎ শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হইয়া থাকে। ত্বক্ প্রসঙ্করণ। গাত্রত্বকের ক্ষতোদ্গমপ্রবণতা,—একটু আঁচড় লাগিলেই তাহা ক্ষততে পরিণত হয়। হস্ত ও পদের অঙ্গুলির নখ ভগ্ন ও ক্ষয়িত; কুনখী রোগ। পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়। ত্বকতলে, কাঁটা প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইলে "সিলিকা" সেবনে তাহার বহির্গমনের সাহায্য হয়। দুগ্ধবৎ প্রদরস্রাব,—বিশেষতঃ প্রস্রাব কালে। অশ্রুনালি। মাংসভেদী পদনখ; আঙ্গুল-হাড়া; শোণিতস্ফোটক; বিষব্রণ; সকল প্রকার ক্ষত; নালীক্ষত,—নিঃসৃত পূয অত্যন্ত দুর্গন্ধ; মলদ্বার বিদারিত বা ফাটা, মল ত্যাগান্তে তন্মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। কোমল তন্তু অস্থিবেষ্ট বা অস্থি যে কোন স্থানেই পূয সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা হউক না কেন, সাইলিশীয়া তাহাতে বিশেষ হিতকর; হয় স্ফোটককে পাকাইয়া দেয় কিম্বা তন্মধ্যে অতিরিক্ত পূযোপজনন রোধ করে।

লক্ষণাবলী।

মন।—বুদ্ধির জড়তা। সহজে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না (অ্যানাক্: কার্ব্বো-ভেজি: ইথীউ: গ্লোন্: লাই: নক্স্-ভম্: অ্যা-ফস্: সিপী:)। জলমগ্ন হইয়া মরিতে চাহে (বেল্: ড্রোসেরা: হেলিবো: হায়ো: ল্যাকে: পল্সে: রাস্:)। শিশু অত্যন্ত অবাধ্য, একগুঁয়ে (ক্যামো:); আদর করিলে কাঁদে (আয়োড্:)। উদ্বিগ্ন ভাব, কোমল ও ভীরু স্বভাব। কথায় কথায় চমকিয়া উঠে (ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: ওপী: ফস্:)। মানসিক পরিশ্রমে অত্যন্ত কষ্ট হয়; লেখা পড়া করিতে গেলে অল্পেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে; চিন্তা করিতে বা কোন বিষয়ে ভাবিতে পারে না (জেল্: ল্যাকে:)। অত্যন্ত শব্দকাতর,—একটু শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই চমকাইয়া উঠে (ককীউ:)। অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চলাঙ্গ। বিষণ্ণ চিত্ত; জীবন ভার বোধ হয় (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: অরাম্: চায়না: ন্যাট্-মিউ: ফস্: পল্সে:)। অত্যন্ত রোদনপরায়ণ (গ্রাফ্: ন্যাট্-মিউ: পল্সে: সিপী:)। উত্তেজনাপ্রবণ, খিট্‌খিটে স্বভাব, স্ফূর্ত্তিহীন (নক্স্:)। সামান্য বিষয়ে হিতাহিত বুদ্ধির বা বিবেকের তাড়না (ইগ্নে:)। কেহ প্রতিবাদ বা অনভিমতে কার্য্য করিলে তাহার এত ক্রোধ উৎপন্ন হয় যে নিজেকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দমন না করিলে যে প্রতিবাদ করিয়াছে তাহাকে প্রহার করিয়া বসে। রোগিনীর মনে হয় যেন তাহার দেহ দ্বিভাগে বিভক্ত এবং যেন বাম অংশটী তাহার নহে। (দেহ দ্বিভাগে বিভক্ত মনে হয়=ব্যাপ্টি: ক্যানান্-ইন্: পেট্রোল্: থুযা:)।

মস্তক—শিরোঘূর্ণন,—যেন সম্মুখ দিকে পড়িয়া যাইবে (গ্র্যাফ্: ন্যাট্-মিউ: পডো: রাস: কষ্টি: সাইকীউ: ইল্যাপ্স্: ল্যাকে: নক্স্-ভম্:); বোধ হয় যেন কি একটা বায়বীয় পদার্থ পৃষ্ঠ হইতে গ্রীবাপৃষ্ঠ দিয়া মস্তকে উত্থিত হইয়া মাথা ঘুরাইয়া দিল; বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালনে (বেল্: মিডুহ্বন্:) কিম্বা উর্দ্ধ দৃষ্টি করিলে (ক্যাল্কে: কীউপ্রাম্: গ্র্যাফ্: ল্যাকে: ফস্: পল্সে: ট্যাবাক্:—নিম্ন দৃষ্টি করিলে=ক্যাল্মী: স্পাই:) বিবমিষার উদ্রেক এবং নিদ্রাবেশ হয়; তৎসহ অক্ষি অপরিপুষ্ট। দৃষ্টিশক্তির অপরিমিত পরিচালনা জনিত শদস্বেদ রোধান্তে সর্দ্দি রোগে

মূর্চ্ছোপক্রম। সমস্ত দিবস হেঁট হইয়া কার্য্য করিবার সময় মাথা ঘুরিতে থাকে। শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য হয় এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে ও জ্বলিতে থাকে (ক্যাল্কে: ক্রোকাস্: গ্লোন্: সল্ফ্:)। মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে বিশেষ কষ্ট বোধ (অ্যাব্রোট্: ক্যালকে: ন্যাট্-মিউ: স্যানিক্:)। পুরাতন শিরঃপীড়া,—যৌবনে কোন কঠিন পীড়ার পর হইতে আরম্ভ (সোরিন্:); বেদনা গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে মূর্দ্ধাদেশে আরোহণ করে, যেন মেরুদণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হইল,—এবং একটী, বিশেষতঃ দক্ষিণ, চক্ষু মধ্যে আসিয়া অবস্থিত হয় (স্যাঙ্গিউ:—বাম=স্পাইঃ); বৃদ্ধি=বেগে বহমান জলীয় বায়ু সংস্পর্শে (ক্যাল্কে: চায়না: হিপার: মার্ক্:) কিম্বা মস্তক অনাবৃত করিলে (অ্যাসিড্-বেন্জো:); উপশম=টিপিয়া দিলে (ল্যাকে: পল্‌সে: আর্জেন্ট-নাই: ক্যাল্কে: গ্লোন্: গুয়ায়েক্: ক্যালী-বাই: মিনীয়্যান্: নক্স্: স্যাঙ্গিউ:); কিম্বা গরম বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত জড়িত করিলে (অ্যা-পাই: ম্যাগ্-মিউ: ফস্: ষ্ট্রন্:—দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিলে=আর্জেন্ট-নাই: ক্যাল্কে: ম্যাগ্-মিউ:) এবং প্রচুর পরিমাণ প্রস্রাবান্তে (জেল্‌সি: ক্যাল্মীয়া: অ্যাকোন্: ইগ্নে: মিলিলোট্: স্যাঙ্গিউ:)। প্রচণ্ড শিরোবেদনা, তৎসহ—বুদ্ধি ও চৈতন্য বিলোপ (গ্লোন্: নক্স্-ভম্:)। গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত শীতল অনুভূত এবং মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয়। শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য,—গণ্ডদ্বয় উষ্ণ এবং পদতল ঈষৎ জ্বালাযুক্ত অনুভূত হয়। মস্তকের মধ্যে দপ্ দপানি ও উপরে স্বেদোদ্গম সহযোগে মস্তক জ্বালা করে; বৃদ্ধি=রাত্রে, মানসিক পরিশ্রমে এবং কথা কহিলে; উপশম=মস্তক বস্ত্র দ্বারা উত্তম রূপে আবৃত করিলে। জোরে পাদবিক্ষেপ করিলে বা কোন বস্তুর গাত্রে পা ঠুকিলে মস্তক মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইতে থাকে এবং বোধ হয় যেন মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রাতে ভয়ানক নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা, শীতার্ত্ততা ও বিবমিষা। শিরোমধ্যে, অধিকাংশ স্থলে মস্তকের এক পার্শ্বে, প্রচণ্ড বিদারণবৎ যন্ত্রণা; বেদনা শিরো-পশ্চাতের দুইটী উচ্চ অংশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া উপর দিকে ও সম্মুখ দিকে সঞ্চারিত হয়। চক্ষুর্দ্বয়ের ঊর্দ্ধাংশে ব্যথা বোধ সহ শিরোবেদনা,—চক্ষু উন্মীলন করিতে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয় (জেল্‌সি:)। চিড়িক মারার ন্যায় শিরোবেদনা,—বেদনা মস্তিষ্কের অন্তরতম প্রদেশে সঞ্চারিত হয়। মূর্দ্ধাদেশ পর্য্যন্ত বিদারণবৎ বেদনা, যেন দ্বিধা হইয়া যাইবে, এবং ঐ যন্ত্রণা মস্তকাভ্যন্তরে সংক্রমণ করে, মস্তক দপ্ দপ্ করে এবং শীত বোধ হয়; রোগী শয্যায় শুইয়া ছটফট করিতে থাকে; বস্ত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে মস্তক বন্ধন করিলে আরাম বোধ হয় আর্জেন্ট্-নাই: ম্যাগ্-মিউ:)। ললাটে ও রগে সূচীবেধবৎ বেদনানুভূতি (এপীস: টিলীয়া: সিপীয়া:)। ললাটের মধ্যস্থলে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা,—হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইলে, হেঁট হইলে বা কথা কহিলে বেদনা পুনরাবির্ভূত হয়। শিরোপশ্চাতে নিষ্পেষণবৎ বেদনা। শিরোবেদনার বৃদ্ধি=মানসিক পরিশ্রমে; শব্দ শুনিলে (বেল্: ইগ্নে: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: স্পাই:); দেহ সঞ্চালনে; হঠাৎ মস্তকে সংঘাত লাগিলে, আলোকে (স্যাঙ্গিউ: সিপী-); হেঁট হইলে এবং শীতল বায়ু সংস্পর্শে আইরিস্:); উপশম=গরম বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিলে বা দৃঢ়রূপে মস্তক বন্ধন করিলে এবং গরম গৃহ মধ্যে অবস্থিত কালে। রাত্রে অপর্য্যাপ্ত অম্লগন্ধ

স্বেদোদ্গম বশতঃ মস্তক আর্দ্র হইয়া থাকে (চায়না:), অথচ মস্তক আবৃত করিয়া রাখে। মস্তক অত্যন্ত, স্পর্শাসহ (কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: মার্ক:)। শিরোপশ্চাতে (ললাটের উর্দ্ধাংশে=সিপী:) রসার্দ্র শুষ্ক বা দুর্গন্ধ পীড়কা উদ্গত হয়; চটাবৃত পাচড়ার ন্যায় কণ্ডুতি ও জ্বালাজনক এবং তন্মধ্য হইতে পূয স্রাব হয় (গ্র্যাফ্: হিপ্: ওলীয়্যান্ লাই: রাস: সল্ফ্:)। মস্তকের ত্বক কণ্ডুতিযুক্ত (ক্যাম্ফো: সিপী: সলফ্:); কণ্ডুয়নান্তে ব্যথা ও ক্ষতের উদ্রেক হয় (মার্ক:)। মস্তকে এবং গ্রীবাপশ্চাতে কণ্ডুতিজনক পূযবটী বাহির হয়; গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে ভাল থাকে। শিশুর অনেক বয়স পর্য্যন্ত মস্তকের অস্থিফলকের সংযোগস্থল সকল এবং ব্রহ্মতালু অপূর্ণ ও বিমুক্ত থাকে (ক্যাল্কে-ফস্:), মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ (ক্যাল্কে: আয়োড্: ক্যালী-আয়োড্: স্ট্যানিক্:) এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীর্ণ (ন্যাট্রোট্: আয়োড্: স্ট্যানিক্:), মুখমণ্ডল ম্লান এবং উদর বৃহৎ এবং উত্তাপযুক্ত।

চক্ষু।—দীর্ঘকালস্থায়ী আলোকসংস্পর্শকাতরতা, দিবালোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায় (কোণা: ইউফ্রে: গ্যাম্বোজ্: মার্ক: ক্যালী-কার্ব: সার্স।)। পড়িবার সময় পুস্তকের অক্ষর সকল পরস্পরের সহিত সংমিলিত হইয়া যাইতেছে বোধ হয় (আর্টিম-ভাল: ক্যাম্ফো: কোণা: ফেরাম গ্র্যাফ্: লাই: মার্কী উরীয়্যাল্-পেরেন্: সেনেগা. এবং ক্যাকাশে বা কম্পিতবর্ণ প্রতীয়মান হয় (সিঙ্কো:); পদস্বেদ রোধান্তে অস্পষ্ট দৃষ্টি; সময়ে সময়ে দৃষ্টি সমক্ষে বিদ্যুৎ-বিভ্রম (গ্লোন্: ক্যালী কার্ব:—নিদ্রিত হইবার পর=ফস্:) এবং বোধ হয় যেন কি একটা দৃষ্টি অস্পষ্ট করিয়া দিতেছে (রীউটা:)। দৃষ্টি সমক্ষে উড্ডীয়মান কাল বিন্দু সকল দৃষ্ট হয় (গ্লোন্: ন্যাট্-মিউ: সিপীয়া:); দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে যেন সর্ব্বদাই একটা কাল দাগ দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় বা জর য়র অন্য কোন পীড়াধিকারে দক্ষিণ দৃষ্টিলোপ। চক্ষুপ্রদাহ, চক্ষু আরক্তিম, করকর করে, জ্বালা করে এবং তন্মধ্য হইতে অনর্গল অশ্রু স্রাব হইতে থাকে (ন্যালীউ: ক্যাল্কে লাই: মার্ক: পল্সে: সল্ফ্:)। রাত্রে অক্ষিপুট জুড়িয়া যায় (ক্যাল্কে: গ্র্যাফ্: লাই: ফস্: বাস্: সল্ফ্:)। চক্ষুর্দ্বয়ের অস্বাচ্ছন্দ্যজনক শুষ্কতা,—যেন তন্মধ্যে ধুলি পতিত হইয়াছে,—বিশেষতঃ প্রাতে (আস্: কষ্টি: হিপ্: পল্সে: বাস: সিপীয়া:)। চক্ষু টিপিয়া ধরিলে তন্মধ্যে বিদারক বা বিদ্ধকারী যন্ত্রণা অনুভূত হয়। দক্ষিণ অশ্রুগ্রন্থি ও অশ্রুকোষ স্ফীত এবং চতুর্দ্দিকস্থ ত্বক প্রদাহন্বিত হইয়া উঠে। শিরোবেদনার পরে (প্যাস্ব=ক্যালী-বাই: দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকার ও কালিমা আবির্ভূত হয়। পদস্বেদ রোধান্তে বা দদ্রু উদ্গমের প্রারম্ভে ছানি রোগের সঞ্চার হয়। তীব্র মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার জনিত অস্পষ্ট দৃষ্টি। চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রে ক্ষত (ন্যা-নাই: অ্যাট্রোপিন্: অরাম্: ক্যাল্কে-ফস্: আর্জেণ্ট্-নাই: চিনিন্-আর্স্: ইউফ্রে: ফর্ম্মিকা গ্র্যাফ্: হিপ্: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: সোরিন্:)। বসন্তরোগান্তে কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা=ভেরী য়ালিন্:। অশ্রুনালিকা (ক্যাল্কে: অ্যা-ফ্লু: পেট্রোল্:)। বৃহৎ আঞ্জনি (ইহা সেবনে আঞ্জানর পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব নিরাকৃত হয়)।

কর্ণ।—শব্দকাতরতা,—একটু উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলেই রোগী বিচলিত হইয়া পড়ে (অ্যাকোন্: বেল্: ল্যাকে: ওপী:)। কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ শব্দ (অ্যাকোন্: বেল্:

ক্যাষ্ট্‌: কষ্টি: চায়না: চিনিন্‌:-সাল্‌ফ্‌: গ্র্যাফ্‌: লাই: পল্‌সে: স্পাইজি:)। ছিন্ন পটহ বিশিষ্ট কর্ণ মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ। কর্ণে তালা লাগিয়া থাকে (চায়না: গ্লোন্‌: ল্যাকে: স্পাই:), কর্ণ মধ্যে কামান গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হইয়া সময়ে সময়ে রুদ্ধভাব অপসারিত হয় ভাল শুনিতে পায় না,—বিশেষতঃমানব স্বর (অ্যাসিড্‌-ফ্লু:) এবং পূর্ণিমার সময়। কর্ণমধ্যে শব্দ বশতঃ শুনিতে পায় না (ইল্যাপ্স:), বিশেষতঃ মানব কণ্ঠস্বর (ফস্‌:)। নিরবচ্ছিন্ন পুয়োজনন বশতঃ শ্রবণ শক্তির হ্রাস (ইল্যাপ্স্‌: ক্যালী-বাই: মার্ক্‌-সল্‌: ক্যাল্‌কে: ক্যালী-মিউ:)। কর্ণশূল, ভিতর হইতে বহির্মুখী সূচীবেধবৎ বেদনা (কোল্‌চি: ন্যাট্‌-কার্ব্‌: গুয়ায়েক্‌. পল্‌সে:)। কর্ণরন্ধ্রমূল প্রদাহ। নাসার পুরাতন সর্দ্দি অধিকারে কর্ণপশ্চাম্নলীর কণ্ডু; উভয় কর্ণ মধ্যেই কণ্ডুতির উদ্রেক হয় (ব্যারাই: হিপ্‌র: সল্‌ফ্‌:),—বিশেষতঃ কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে। কর্ণমল সঞ্চয়াধিক্য। যেখানে পূয সঞ্চিত হইয়া থাকে তাহার উর্দ্ধাংশে চিপিটিকা উৎপন্ন হয়; স্রাব=দুর্গন্ধ, জলবৎ, বা দধির ন্যায়; নাসিকাভ্যন্তর ক্ষত যুক্ত এবং উর্দ্ধ ওষ্ঠের উপর চিপিটিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে; কোন স্থলে পূয়ের সহিত অস্থিচূর্ণ নির্গত হয়; পারদ অপব্যবহার জনিত। কর্ণের পশ্চাতে চিপিটিকাবৃত ক্ষতোদ্গম। কর্ণমূল গ্রন্থির অনমনীয়তা ও স্ফীতি এবং তন্মধ্যে পূযোপজনন,—বিশেষতঃ যখন অতি ধীরে পূয সঞ্চয় হয় এবং কোন ব্যথা না থাকে।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ প্রবল হাঁচি কিম্বা নিষ্ফল হাঁচির চেষ্টা। নাসিকা হইতে কষায়, ত্বকক্ষয়কারক শ্লেষ্মা স্রাব (অ্যা-নাই: অ্যামন্‌-মিউ: আর্স্‌: আর্স্‌-আয়োড্‌: এরাম্‌: সীপা: গ্র্যাফ্‌: ক্রিয়ো: মার্ক্‌: নক্স্‌-ভম্‌:)। সর্দ্দি নাই অথচ নাসিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা স্রাব হয়। শুষ্ক সর্দ্দি,—রন্ধ্রদ্বয় সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায় (এরাম্‌: ক্যাম্প্‌: নক্স্‌: স্যাম্বীউ:), বিশেষতঃ পদস্বেদ রোধান্তে। একবার সর্দ্দি হইলে সহজে বা শীঘ্র সারে না এবং যতবার ঠাণ্ডা লাগে ততবার সর্দ্দি আবির্ভূত হয়। প্রতিবার নূতন ঠাণ্ডা লাগিলেই রন্ধ্রদ্বয় রুদ্ধ হইয়া যায় এবং কষায় শ্লেষ্মা নির্গলিত হইতে থাকে; রন্ধ্রাভ্যন্তর ক্ষতযুক্ত এবং রক্তাক্ত হইয়া থাকে। সর্দ্দি কখন শুষ্ক কখন তরল এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। (অ্যা-সাল্‌ফ্‌: ন্যাট্‌-মিউ: ফস্‌: পল্‌সে: প্যারিস্‌:); প্রভাতে নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং দিবসে তরল শ্লেষ্মা স্রাব হয় (প্রভাতে রুদ্ধ হইয়া থাকে=ক্যাল্‌কে: কার্ব্বো-অ্যান্‌: হিপার: ক্যালী-বাই: ফস্‌:)। নাসা রন্ধ্রদ্বয় মধ্যস্থিত ভেদকাস্থির তলদেশে স্থানে স্থানে অত্যন্ত ব্যথা হইয়া থাকে এবং ঐ অংশ স্পর্শ করিলে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। নাসাভ্যন্তর শুষ্ক ও ব্যথান্বিত, ক্ষয়িতত্বক এবং চিপিটিকাবৃত। নাসামূলে (কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালকে: ফাইটো: এবং দক্ষিণ গণ্ডাস্থি মধ্যে (চেলিড্‌: প্ল্যাট্‌:) যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা। নাসিকা হইতে শোণিতপাত (অ্যাকোন্‌: অ্যা-ফস্‌: বেল্‌: ব্রাই: হ্যামা: ল্যাকে: মিলিফো:)। নাসিকা মধ্যে কণ্ডুতি (চেলিড্‌: সিনা: ম্যাগ্‌-মিউ: সল্‌ফ্‌:)। সন্ধ্যার সময় নাসিকার চতুষ্পার্শে মহা সুখকর কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। নাসিকার উপর যেন আঘাত লাগিয়াছে অস্থি সকল এইরূপ ব্যথান্বিত বোধ হয়। নাসিকা অত্যন্ত শীতল অনুভূত হয় (ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভেজি: ভেরেট্‌:—বরফের ন্যায় শীতল=সীড্রন্‌: ভেরেট্‌:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান; অস্থিসার এবং পীড়াব্যঞ্জক; রোগীর দেহ উত্তাপহীন এবং স্বেদার্দ্র; পাংশু বা পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তি; বিকৃত মুখভঙ্গী। মুখের বেদনা,—কিছুক্ষণ শয্যায় শয়নান্তর বৃদ্ধি হয়। নিম্ন ওষ্ঠের লাল অংশের উপর পীড়কা উদ্গত ও ক্ষত উৎপন্ন হয়। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠের ধারে ধারে ফোস্কা উদ্গত হয় এবং স্পর্শ করিলে জ্বালা করে। মুখের কোণে অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ক্ষত উৎপন্ন হয় (অ্যান্ট্-ক্রুড্: গ্র্যাফ্ লাই: রাস্) এবং কণ্ডুতির উদ্রেক করে। মুখের ত্বক ফাটিয়া যায়; ললাটে ও করপৃষ্ঠে ব্রণ উদ্গত হয়। মুখের চতুষ্পার্শ্ব জ্বালা করে। চিবুকের উপর দদ্রুবৎ উদ্ভেদ (হিপ্: গ্র্যাফ্:)। নিম্ন হনুতলস্থ গ্রন্থি সকল অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে (সিস্কো: লাই: ফাইটো:); স্পর্শ করিলেই ব্যথা বোধ হয়। হনুসন্ধি হঠাৎ বদ্ধ হইয়া যায়। দন্ত অপেক্ষা হনুর অস্থি মধ্যে অধিক বেদনা বোধ হয়; হনু স্ফীত হইয়া উঠে। নিম্ন হনুর অস্থি পচন; পূযের সহিত অস্থিচূর্ণ বাহির হয় (অরাম্: অ্যা-ফ্: সিষ্টাস্: ক্যালী-আয়োড্: ফস্: ফাইটো:)।

মুখবিবর।—রোগিণীর সকল দন্তই দীর্ঘতর ও শিথিলমূল অনুভূত হয় (কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: মার্ক্: ন্যাট্-মিউ: অ্যা-নাই: রাস্:)। অত্যন্ত বিলম্বে দন্তোদ্গম,—মাড়ী স্পর্শাসহ; শিশু পুনঃ পুনঃ মাড়ীতে হস্ত প্রদান করে। অস্থিময় শল্কপাতশীল দন্ত, যন্ত্রণা রাত্রে এবং মুখ মধ্যে শীতল বায়ু বা জল গ্রহণান্তে বৃদ্ধি হয়। দপ্ দপ্ কারী দন্তশূল, অস্থিবেষ্ট স্ফীত হইয়া উঠে। হুলবেধবৎ দন্তশূল,—যন্ত্রণায় নিদ্রা হয় না (কক্মিয়োনেলা: হ্যামা:)। মুখমধ্যে শীতল জল ধারণ করিলে মাড়ী অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে। মাড়ী অত্যন্ত ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত; মাড়ী স্ফোটক। দন্তমূল বা মাড়ীর কোন ছিদ্র হইতে দুর্গন্ধযুক্ত নক্কারজনক্ রস বা পূয স্রাব (ক্যালী-মিউ:)। দন্ত উৎপাটনান্তে মাড়ী ও তালু অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। জিহ্বাগ্রে বোধ হয় যেন এক খণ্ড কেশ পড়িয়া রহিয়াছে (ন্যাট্-ফস: জিহ্বার উপর = ন্যাট্-মিউ: = জিহ্বার পশ্চাদংশে = ক্যালী-বাই:) এবং ঐ কেশ বোধ হয় যেন বায়ুনলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া কাসির উদ্রেক করিতেছে। মুখ মধ্যে এত লালা সঞ্চিত হয় যে সময়ে সময়ে বাহির হইয়া পড়ে (পলসে: ট্যাবাক্:)। প্রাতে মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় (অরাম্: ক্যাম্ফো: নক্স্:;)। আহারের পর মুখ টকিয়া যায় বা মুখের স্বাদ অম্লাক্ত হইয়া যায় (কার্ব্বো-ভেজি: সিপীয়া:)। মুখবিবর অত্যন্ত শুষ্ক অনুভূত হয় (অ্যাকোন্ = আর্স: ক্যাপ্স্: সিস্কো: নাবা: ক্যামো: ল্যাকে: লাই: নক্স্-মস্: ফস্:)। জিহ্বার কর্কটরোগ, জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া জিহ্বাকে ক্রমে ক্ষয়িত করিতে থাকে এবং ক্ষত হইতে অত্যধিক পূয নির্গলিত হয়। জিহ্বার এক পার্শ্ব স্ফীত হইয়া উঠে। মুখের স্বাদ তিক্ত এবং প্রাতে গলমধ্যে গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে।

গলমধ্য।—জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় মধ্যে গাঢ় আঠা সঞ্চিত হয়। গলগ্রন্থি স্ফীত হয় এবং প্রতিবার ঢোক গিলিবার সময় (বেদনা বশতঃ) মুখ বিকৃত করে। গলগ্রন্থি-প্রদাহ; যখন যে গ্রন্থি মধ্যে পূয উৎপন্ন হয় তাহা শীঘ্র সারে না। কণ্ঠ মধ্যে যেন পিন ফুটিতেছে এইরূপ বেদনা বশতঃ কাসির উদ্রেক। কণ্ঠ বোধ হয় যেন রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং

রোগীর বোধ হয় যেন সে ঢোক গিলিতে পারিবে না; পুনঃ পুনঃ কাসি হইতে থাকে এবং শ্বেতবর্ণ, ফেনিল ও লবণাক্ত গয়ার নির্গত হয়; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার প্রাক্কালে। কোমল তালুর পক্ষাঘাত (আংশিক=প্লাম্:); কিছু আহার করিতে গেলে তাহা নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া আইসে, তরল পদার্থ=এরাম্: ল্যাকে: ফাইটো: বারোই: ক্যালী-বাই: মার্ক্:—ঘন=পদার্থ লাইঃ)। কোন দ্রব্য আহার করিতে গেলেই তাহা জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। গলক্ষত,—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে তাহা যেন গলমধ্যে আবদ্ধ একটা গুল্মের বা কোন ক্ষত স্থানের উপর দিয়া যাইতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয়। আলজিহ্বার স্ফীতি।

পাকস্থলী। রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা বা সম্পূর্ণ অরুচি। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা (অ্যাকোন্: আর্স্: ক্যাম্মো. হেলিবো: মার্ক্: ন্যাট্র-মিউ: ফস্: রোবিন্:)। প্রাতে মুখের স্বাদ কটু বা তিক্ত হইয়া থাকে (ব্রাই: সিঙ্কো: পল্সে: সল্ফ:)। অত্যন্ত বুক জ্বালা (ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: কোণা: সাইকিউটা: ক্রোকাস্. লাই: ম্যাগ্-কার্ব্: নক্স্. সিপীয়া:); উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বোধ হয় যেন একটা গুরুভার চাপান রহিয়াছে (ইগ্নে:)। ভোজনান্তে অম্ল ও কষায় উদ্গার (কোণা: ন্যাট্র-মিউ: পডো.) উত্থিত হইতে থাকে ও গলা জ্বালা করে (সিন্যাপ্: সল্ফ্:)। জল কটুস্বাদ বোধ হয় (চিনিন্-আর্স্:); জল পানান্তে বমন করে (আর্স্: সিনা: ইউপেট্: ফস্:)। ভয়ানক হৃদ্‌স্পন্দন সহযোগ বিবমিষা, যে কোন ব্যায়াম বা পরিশ্রমান্তে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই বিবমিষার উদ্রেক হইয়া থাকে, একটু কিছু খাইলেই গা বমি বমি করে; গাঢ় আঠার ন্যায় পদার্থ বমন হয় হিক্কা উঠিতে থাকে। উত্তম ক্ষুধা এবং অবিকৃত আস্বাদ শক্তি সত্ত্বেও বিবমিষার উদ্রেক হয়। শীত বোধ সহযোগ মুখে জল উঠিতে থাকে। আগ্রপক্ক গরম খাদ্যে অরুচি; কেবল শীতল দ্রব্য আহার করিতে চাহে (লাই:—গরম পানীয়ে অরুচি=ক্যামো:), মাংসে ঘৃণা (অ্যা-মিউ: ক্যাল্কে: সিঙ্কো: ন্যাট্র-মিউ: নক্স্: পেট্রোল্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা (আর্স্: ক্যাল্কে-ফস্: কার্ব্বো-ভেজি: ইগ্নে: ক্যালী আয়োড্: নক্স্:)। যেন কত আহার করিয়াছে পাকাশয় মধ্যে এইরূপ চাপ বোধ হয় (চিনিন্-সল্ফ্: সিঙ্কো: ফেরাম্: হিপার: লাই:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন মুচ্‌ড়াইতেছে বা নখাঘাত করিতেছে ইত্যাকার অনুভূতি।

উদর।—পাকাশয়ের অন্ত্রদ্বারাংশ স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে (লাই:)। যকৃৎ প্রদেশ স্ফীত ও অনমনীয় (আর্স্: গ্র্যাফ্: ম্যাগ্-মিউ: ফস: র‍্যাট্যান্:)। যকৃৎ মধ্যে দপ্ দপানি ও স্পর্শকাতরতা (চীয়োন্যান্-ভার্জি: ক্যাল্কে: ডিজিট্: ট্যারাক্স্:); বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণকালে এবং দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে। যকৃৎ প্রদেশে দপ্‌দপ্‌কারী এবং যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে এইরূপ বেদনা (সিঙ্কো: ল্যাকে: লরো); বৃদ্ধি=স্পর্শ বা পাদচারণে। যকৃৎ বিবর্দ্ধিত এবং অনমনীয়; যকৃৎ মধ্যে স্ফোটকোদ্গম। উদর স্ফীত, অনমনীয় ও টান বোধ হয় (ব্যারাই: কার্ব্বো-ভেজি: সাইকিউটা: সিঙ্কোনা: কোল্‌চিকাম্: গ্র্যাফ: লাই:)। আহারের পর উদর চাপ এবং কটির বস্ত্র যেন অত্যন্ত আঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ

বোধ হয় (বস্ত্রাদির চাপ অসহনীয় বোধ = ক্যাল্কে: ল্যাকে: লাই: নক্স্-ভম্: এপীস্: কার্ব্বো-ভেজি: হিপার: ক্রিয়ো: ল্যাক্-ক্যান্: সার্সা: স্পঞ্জীয়া: ষ্ট্যাণাম্:—আহারের পর = গ্র্যাফ্:); কুন্থন সহযোগে তলপেটে ব্যথা করিতে থাকে ; মলত্যাগকালে আরও অধিক ব্যথা করিতে থাকে। অন্ত্রশূল,—ক্রমীসম্ভুত (সাইকীউ: সিনা: মার্ক্: ভ্যালি: ন্যাট্-মিউ: স্যাবাড্: সিন্যাপিস্-নাই: স্পাই: ষ্ট্যাণাম্: ইণ্ডিগো:); মলকাঠিন্য বা মলকৃচ্ছ্র সহযোগে ; বেদনার সময় রোগীর হস্ত পীত-পাণ্ডু এবং নখ নীলবর্ণ ধারণ করে ; ঈষৎ লালবর্ণ, শোণিতাক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে। পেট বেদনা,—উত্তাপ সংস্পর্শে উপশম হয় (ক্যামো: ম্যাগ্-ফস্: ইথাউ: কলো: নক্স্-ভম্:)। উদর মধ্যে আধ্মানবায়ু সঞ্চিত হইয়া হুড়হুড় গুড়গুড় করিতে থাকে (ডায়োস্কো: ড্যাল্কা: গ্যাম্বো: লাই: ন্যাট্-সল্ফ্: পল্সে: সল্ফ্:)। উদর স্ফীত, অনমনীয় এবং উত্তপ্ত,—বিশেষতঃ শিশুদিগের (কীউপ্রাম্: ক্যালী-কার্ব: অ্যালো: অ্যাস্যাফিট্:)। বঙ্ক্ষণীয় গ্রন্থি বা কুচকী প্রদাহান্বিত (বেল্: মার্ক: ব্যাডী:)। বঙ্ক্ষণীয় অন্ত্রবৃদ্ধি (ককীউ: লাই: নক্স্:)। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু ত্যাগ করে (অ্যালো: অ্যাসাফিট্: কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: ন্যাট্-মিউ: ন্যাট্-সলফ্:)।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—প্রতিবার ঋতুর পূর্ব্বে (ক্যালী-কার্ব:) ও সময়ে (অ্যামন-কার্ব: এপীস্: ন্যাট্ মিউ: ন্যাট্-সল্ফ:—ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে মলতারল্য = আমন্-কার্ব: বোভিষ্টা:)। মল অতি কষ্টে নির্গত হয়,—যেন মলান্ত্র ক্রিয়া রহিত হইয়া পড়িয়াছে ; অত্যন্ত বেগ দিতে হয় যেন মলান্ত্রের পক্ষাঘাত হইয়াছে ; কোমল মলও অতি কষ্টে নির্গত হয় = অ্যালীউ: হিপার: ন্যাট্-কার্ব: সিপীয়া:); মলের কিয়দংশ বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার ভিতরে যায় (ওপী: থুযা:)। মল মলান্ত্র মধ্যে আসিয়াও শীঘ্র বহির্গত হয় না ; মল বৃহৎ বা কঠিন গুটিলাময়, বর্ণ ফ্যাকাশে (আর্স: সিঙ্কো: মার্ক: ট্যাবাক্: অ্যা-নাই: হাইড্রাষ্ট: ফস্:—পিত্তরঞ্জনাভাব বশতঃ ফ্যাকাশে = চেলিড্: চায়োন্যান্থাস্:—কামলা রোগাধিকারে = চেলিড্: হাইড্রাষ্ট: মাইরিকা-সেরিফ্: প্লাম্:)। মল থস্থসে, দুর্গন্ধ ; অজীর্ণ দ্রব্যাদি মিশ্রিত এবং অত্যন্ত অবসাদক, কিন্তু যন্ত্রণারহিত ; শিশু-রোগীর হস্ত ও পদ ঘামিয়া থাকে ; কখনও বা মল জলবৎ এবং অবসাদক ; আবার কোন কোন স্থলে তরল, আঠাবৎ, ফেনিল এবং শোণিত বা আম মিশ্রিত। অর্শ,—অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক ; মলদ্বার হইতে মলান্ত্র বা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে বা শলাকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ; মলত্যাগকালে বলি বহিঃসৃত হইয়া পড়ে এবং কোন কোন সময় আটকাইয়া থাকে, প্রতিঃসৃত হয় না (বেল্: ইগ্নে: ল্যাকে: নক্স-ভম্: সিপীয়া:); বলি মধ্যে পূয উৎপন্ন হয় (কার্ব্বো-ভেজি: হিপ: ইগ্নে:—ক্ষতযুক্ত হয় = পীয়োনীয়া: পল্সে:)। গুহ্যনালিকা বা ভগন্দর (অরাম্-মিউ: বার্বা: ক্যাল্কে-ফস্: ক্যাল্কে: কষ্টি: অ্যা-ফ্লু: ক্যালী-কার্ব:); গুহ্যনালির যখন উপশম হয় তখন বক্ষরোগ প্রকাশ পায় এবং বক্ষরোগের প্রশমনান্তে গুহ্যনালির পুনঃ প্রকাশ হইয়া থাকে (ল্যাকে: ফস্: বর্বারিস্:)। গুহ্যদ্বারের বিদারণ (কণ্ডীউর‍্যাং গ্রাফ: অ্যা-নাই: পীয়ো: র‍্যাটান্: সিপী:),—মল অত্যন্ত কঠিন ; মেরুপুচ্ছ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। পাদচারণ কালে মলান্ত্র বা গুহ্যদ্বার মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। মলদ্বার মধ্যে অত্যধিক রসসঞ্চয় (ক্যার্ব্বো-অ্যান্: কার্ব্বো-ভেজি: মার্ক-কর্র:)।

মলদ্বার জ্বালা করে ; (আর্স্: আইরিস্: নক্স-ভম্:),—বিশেষতঃ শুষ্ক, কঠিন মল নির্গমান্তে (ব্ল্যাটান্:)। পুনঃ পুনঃ বৃথা মলবেগ (নক্স্-ভম্:)।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়ের দ্বারাবরোধক পেশীর পুনঃ পুনঃ আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ বার বার প্রস্রাব এবং যন্ত্রণা অনুভূত হয়। বৃক্ক মধ্যে পুঃযোপজনন (কাল্কে-সল্ফঃ)। নিরন্তর বেগ সহযোগে অল্প অল্প প্রস্রাব হয় ; রাত্রেও ঐরূপ হইয়া থাকে। বহুল পরিমাণ প্রস্রাবান্তে শিরোবেদনার উপশম। শিশু ও বালকদিগের কৃমি হেতু কণ্ডুয়ন বশতঃ রাত্রে অসাড়ে প্রস্রাব। মূত্র,—ফিকা ; ঘোলা ; তলানি লাল বা পীত বর্ণ রেণুময়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল বা অত্যন্ত ক্ষীণ, শক্তি অল্প কিন্তু ইচ্ছা প্রবল ; শীঘ্র রেতঃস্খলন হইয়া যায়। প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে, যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোদ্গম হইয়া থাকে ; অন্যান্য সময়েও যখন তখন প্রবল লিঙ্গোদ্গম হইয়া থাকে। নৈশ রেতঃস্খলন (সিঙ্কো: ডিজিটেলিন্: অ্যা-ফস্:)। সর্ব্বদা অশ্লীল চিন্তা। মলত্যাগ কালে বেগ দিলে মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে রস স্রাব হয় (অ্যাগ্নাস্: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: কোণা: ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ: নাক্স্-ভম্: ফস: সেলিন্: সিপীয়া:)। মুষ্কত্বকের স্থানে স্থানে কণ্ডুতিযুক্ত হয় এবং উহা হইতে রস পড়ে (পেট্রোল্: সল্ফ্:)। কোরণ্ড (অরাম্: স্পঞ্জীয়া:)। মুষ্কের উপর ঘর্ম্মোদ্গম হয় (ক্যালেড: লাই: সল্ফ: মার্ক: ন্যাট্-সল্ফ: রাডো:)। মূত্রনলী হইতে গাঢ়, দুর্গন্ধ পূয নির্গত হয়,—পুরাতন প্রমেহাধিকারে (চেলিড্: কীউবেব্: ক্যালী-সল্ফ্: থ্যাবাই:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মেরুদণ্ডের পীড়াধিকারে রমণস্পৃহাধিক্য। অত্যধিক রজোস্রাবাধিকারে থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া যায়। ঋতুর সময় শীতার্ত্ততা (পল্সে: সিকেলী:), হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল (ক্যাল্কে: সিকেলী:)। রজোরোধ (এপীস্: ক্যালী-কার্ব্: ন্যাট্-মিউ: পল্সে: সিপীয়া:)। আর্ত্তব,—অপ্রাপ্তকালে প্রকাশ এবং অত্যন্ত অল্প স্রাব হইয়া থাকে (সিপীয়া:)। প্রদর,—স্রাব দুগ্ধবৎ (ক্যাল্কে: ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাই: থ্যাবাই: সিপী:), —স্রাব আরম্ভের পূর্ব্বে নাভী প্রদেশ যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয় (অ্যামন্-মিউ: কোণা: সল্ফ্:) ; কিম্বা স্রাব অপর্য্যাপ্ত, কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক (অ্যামন্-কার্ব্: বোভি: ক্রিয়ো: ন্যাট্-মিউ: সিপীয়া:) ; প্রস্রাবের সময় বা আর্ত্তবান্তে স্রাব হইয়া থাকে ; গর্ভাবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ সহযোগ প্রদরস্রাব (ক্যাল্কে: ককীউ: কফীয়া:)। রোগিণী প্রতি দুই বা তিন মাস অন্তর রজঃস্বলা হইয়া থাকে। আর্ত্তবস্রাব উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট এবং কষায়। ঋতুর সময় পেট ব্যথা করে, সকল বস্তুই ম্লান প্রতীয়মান হয় এবং যোনিদ্বারে জ্বালা বা ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি হইয়া থাকে। পদস্বেদ রোধান্তে আর্ত্তবাভাব। যোনি মধ্যে ভিতর হইতে নিম্নাভিমুখী চাপ বোধ। স্তন স্ফীত, অনমনীয় এবং ব্যথান্বিত, যেন ধুম্কা হইবার লক্ষণ (ব্রাই: মার্ক্: কাইটো:) ; স্তনবৃন্তের সন্নিকটে স্ফীত হয়। বাম স্তনবৃন্তের মধ্যে জ্বালা ও যেন শলাকা বিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার যন্ত্রণা (কাইটো:)। স্তন স্ফীত, ঘন লালবর্ণ ব্যথান্বিত,—যন্ত্রণায় রাত্রে নিদ্রা হয় না ; স্তন মধ্যে পূযোজনক অনার্ত্তবকালে সময়ে সময়ে শোণিতস্রাব হয়। রমণকালে রমণীর বিবমিষার উদ্রেক হয়,—জরায়ুর কর্কট রোগ।

গর্ভস্রাবাশঙ্কা ; গর্ভস্রাবান্তে অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব (বেল্: অ্যা-নাই: ইপিক্: সিকো: থ্ল্যাপ্সী-বার্সা: অষ্টিলেগো:)। বিকৃতভ্রূণ নিঃসারণ (লাই: ন্যাট্-কার্ব্: পল্সে: স্যাবাই: সিকেলী:)। তলপেটে শলাকাবেধবৎ বেদনা (ক্যাল্কেরীয়া-কার্ব্:)। শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় স্তন বা জরায়ু মধ্যে তীব্র বেদনা। শিশু যখনই স্তন পান করে তখনই স্তনবৃন্ত হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা দেহের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়=ফাইটো:—পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয়=ক্রোটন্-টিগ্:—জরায়ুতে =পল্সে:); পৃষ্ঠে ও বেদনা অনুভূত হয় (ক্রোটন্-টিগ্:), এবং প্রসবান্তিক ক্লেদাস্রাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে (কলোফ্: ক্যামো:—দেহ সঞ্চালন মাত্রে রক্তবর্ণ হয়=ইরিজীরন্:); শিশু যতবার স্তন পান করে ততবারই যোনি হইতে অমিশ্র শোণিত স্রাব হয়; জননী শিশুকে যতবার স্তন্য দান করেন ততবারই যন্ত্রণা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন (প্রতিবার স্তন্য পান করাইবার সময় প্রসূতি যন্ত্রণায় রোদন করে=পল্সে:)। শিশু মাতৃ দুগ্ধের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং স্তন করিতে চাহে না; যদি অত্যন্ত ক্ষুধা বশতঃ বা ভয়ে পান করে তাহা হইলে পীত দুগ্ধ বমন করিয়া ফেলে। স্তনবৃন্ত পশ্চাদাকৃষ্ট হইয়া ফুদেলের ন্যায় গহ্বর প্রতীয়মান হয় (সার্স্: কিমাকিলা-আম্বে: নক্স্-মস্:)। দক্ষিণ স্তনবৃন্তের সন্নিকটে অসমগাত্র এবং উপাস্থির ন্যায় কর্কটি অর্ব্বুদ উদ্গত হইয়া থাকে (কিমাফিলা-আম্বে:—বাম স্তনে=কোণা:)। স্তনবৃন্ত ক্ষতযুক্ত ও অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া থাকে (ক্যাষ্টর-ইকীউয়াই: গ্র্যাফ্: হ্যামা: ফাইটো:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কর্কশ, ভগ্নস্বর, বিশেষতঃ প্রাতে (কষ্টি: ম্যাঙ্গে: ন্যাট্-মিউ:); স্বরনলী কর্কশ বা খসখসে বোধ হয় (ম্যাঙ্গে: ফেরাম্: ফস্: সিপী: স্পঞ্জীয়া:)। দ্রুত পাদচারণান্তে বা স্বহস্তে কোনরূপ পরিশ্রম করিলে রোগীর শ্বাসাল্পতা উপস্থিত হয় এবং সে হাঁপাইতে থাকে (দ্রুত পাদচারণে=ক্যাষ্টোরিয়াম: ন্যাট্-মিউ: পল্সে:—হস্তদ্বারা কোনরূপ পরিশ্রমান্তে=আর্স: লাই: ন্যাট্-মিউ: বোভি:)। শ্বাসরোপক্রম,—চিৎ হইয়া শুইলে (ল্যাক্-ক্যান্: সল্ফ:), হেঁট হইলে (ক্যাল্কে:), দৌড়াইবার সময় ও পরে (ইগ্নে:) এবং কাসিলে (ডিজিট্যা: ইউক্রে: ফেরাম্: নক্স-মস্: ক্যালী-নাই: ইপিক্:)। বুক চাপ বোধ, দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না (রাস:)। শুষ্ক প্রচণ্ড কাসি; স্বরভঙ্গ এবং বক্ষমধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বাধা সহ কণ্ঠতলে কণ্ডুয়ন উৎপন্ন; কাসি শূন্য গর্ভ বা ঘড়্ ঘড়্ এবং দেহ আলোড়ক; দিবারাত্র শ্লেষ্মা তরল থাকে এবং অপর্য্যাপ্ত গয়ার নির্গত হইয়া থাকে; ঘনীভূত আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা বমিত হয় (বেল্: ড্রোসেরা: ইপিক্: ক্রিয়ো:), কোন কোন স্থলে পূযবৎ গয়ার উত্থিত হয় (অ্যা-নাইটক্: লাই: কার্বো-ভেজি: ড্রোসেরা: রাস: স্যাঙ্গুই: সিপী: ষ্ট্যাণাম্:); রাত্রে কাসিতে কাসিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (অ্যাকোন্: আর্স্: বেল্: ককাস্-ক্যাক্টি: হায়ো: ল্যাকে: ফস্: স্যাঙ্গুই: সিপী: সল্ফ্: কষ্টি: স্কীলা:); বৃদ্ধি দেহ সঞ্চালনে (বেল্: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: ফেরাম্: ক্রিয়ো: ফস্:); গয়ার যৎসামান্য এবং শ্লেষ্মাময় (হিপার: ইপিক্:)। গয়ার—অপর্য্যাপ্ত, হরিদ্বর্ণ এবং পূযবৎ (লাই: লিডাম্:); কেবল দিবসে গয়ার নির্গত হয়; কোন কোন সময়ে আবার ফিকা ফেনিল শোণিত নির্গত হয় এবং তাহার স্বাদ মেদময়। সময়ে সময়ে কাসিতে কাসিতে বন্দুকের ছিটার ন্যায় ঘনীভূত-শ্লেষ্মাগোলক মুখ হইতে প্রক্ষিপ্ত হয়

(ক্কাস: অ্যাগার: আর্জ-নাই: মিডহ্ন: লাই: যস্: স্কীলা: ষ্ট্যাম্: ম্যাগ্-কার্ব্:)। সর্দ্দি হইলে কিছুতেই ভাল হয় না এবং গয়ার ও উহার পূযময়ত্ব এবং পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হয় না। ফুস্ফুসদ্বয়, যেন তন্মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ ব্যথান্বিত। বক্ষ এবং বক্ষপার্শ্ব হইতে দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারী সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব্: ফস: সিপীয়া:)। বক্ষ মধ্যে গভীর এবং অত্যন্ত যন্ত্রাজনক ব্যথা। বুকাস্থিতলে ব্যথা অনুভূতি। ফুস্ফুস্ প্রদাহযুক্ত হইয়া অবশেষে তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হয়। বক্ষোদক,—বক্ষগহ্বরে জল সঞ্চয়। ক্ষয়কাস। উপবিষ্টাবস্থায় ভয়ানক হৃদ্স্পন্দন ও সমগ্র দেহে দপ্ দপানি (ন্যাট্-মিউ:)। দেহ সঞ্চালন মাত্রে বা হঠাৎ দেহ সঞ্চালিত হইলে প্রচণ্ড হৃদ্স্পন্দন (ডিজিট্: ফেরাম্: ন্যাট্-মিউ: ষ্ট্যাফাই:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার এবং কর্ণমূলীয় গ্রন্থি সকল স্ফীত এবং অনমনীয় হয় (ব্যারাই-মিউ: কার্ব্বো-অ্যান্: সিষ্টাস্: কোণা: ক্যালী-কার্ব:)। শিরোবেদনাধিকারে গ্রীবা-পৃষ্ঠ আড়ষ্ট অনুভূত হয় (বেল্: কুরারী: গ্লোন্: গ্র্যাফ: ইগ্নে: ন্যাজিউ: ভেরেট্:)। কটি ক্ষীণ এবং পদদ্বয় অসাড় বোধ হয়,—অতি কষ্টে চলিতে পারে। নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ এবং দেহ গরম হইলে পৃষ্ঠ মধ্যে জ্বালা অনুভূত হয়। নিতম্বদেশে ব্যথা, শূলবেধবৎ বেদনা, জ্বালা ও দপ দপানি অনুভূত হয়। উরুশিখরদ্বয়ের মধ্যস্থলে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা (ক্যালী-কার্ব:)। পৃষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে এবং তলদেশে বিদারণবৎ বেদনা (বার্ব: সোরিন্:)। কিছুক্ষণ উপবেশনের পর কিম্বা প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময় পৃষ্ঠ আড়ষ্ট বোধ হয় (উপবেশনান্তে = রাস্: ব্যারাই: বেল্: কষ্টি:—প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে = কার্ব্বো-ভেজি: ফেরাম্-আয়োড্: অ্যা-সল্ফ:)। কটি ও উরুশিখর প্রদেশ যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত (অ্যাগার: আর্ণি: বার্বা: রাস্:)। মেরুপুচ্ছ অত্যন্ত ব্যথান্বিত,—যেন অনেকক্ষণ গাড়ীতে বসিয়া ছিল (উপবেশন কালে = কালী-বাই: পেট্রোল্:)। উঠিবার সময় মেরুপুচ্ছ মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা এবং টিপিলেও ব্যথা বোধ হয়। নিতম্বদ্বয়ের ভাঁজ মধ্যে এবং মেরুপুচ্ছের সম্মুখাংশে পাঁচড়ার ন্যায় উদ্ভেদ (বোভিষ্টা:)। স্ফোটকোদ্গম।

প্রত্যঙ্গাদি।—নখ সকল মলিন পীতবর্ণ (অ্যা-নাই: কোণা:), ভঙ্গপ্রবণ (অ্যা-নাই: অ্যম্ব্রা: ডায়োস্কো: গ্রাফ:) এবং ভগ্ন (অ্যাণ্ট-ক্রুড: কষ্টি: গ্র্যাফ্: থুযা:)। নখের চতুস্পার্শ্ব ক্ষতযুক্ত (হেলিবো: ন্যাট্-সল্ফ: ন্যাজিউ:)। পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ,—অনেক চেষ্টা না করিলে চলিতে পারে না (ফস্: পল্সে: ব্রাই:)। যখন তখন পদদ্বয় অবশ হইয়া যায় (সিপীয়া: সল্ফার:)। পদ হিমবৎ শীতল (অ্যাণ্ট-টার্ট: আস্: ডিজিট্: ভেরেট:)। পদদ্বয় অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং অবশ। পদদ্বয়ে শৈত্য সংস্পর্শ মাত্র সর্দ্দি হয় (কোণা: কিউপ্রাম্:)। কর, চরণ, পদাঙ্গুলি এবং কক্ষাভ্যন্তরে নিরন্তর স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে; ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধ (ন্যানিক্: ক্যাল্কে: গ্র্যাফ:)। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঘর্ম্মোদ্গম না হইলেও পদদ্বয়ে অম্ল ও পূতিময় গন্ধ। পদস্বেদ রোধ জনিত নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে (কিউপ্রাম্: গ্র্যাফ: সোরিন্: আর্স্: ফর্মিকা: ব্যারাই-মিউ:)। বাহুদ্বয় ভার ও অসাড় বোধ হয়। প্রত্যঙ্গ মাত্রেই, বিশেষতঃ বাহুদ্বয়, কম্পিত হইতে থাকে (আর্জেণ্ট-নাই: কিউপ্রাম্: আয়োড: কষ্টি:

ওপী: ফস্: স্পাই:)। বগলের গ্রন্থি সকল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে (ক্লিম্যাট্: কোণা: আয়োড: ক্যালী-কার্ব: লাই: ফস: ফাইটো: সিপী:)। মণিবন্ধ তল প্রদেশে বিদারণবৎ বেদনা। বাহুর উপর ভর দিয়া থাকিলে ঐ বাহু অবশ হইয়া যায় (বাহু উত্তোলন বা উহা দ্বারা কোন কার্য্য করিবার সময় = পল্‌সে:)। বাহু ও হস্তের ত্বক ফাটিয়া যয়। হস্ত দ্বারা কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিলেই উহা আড়ষ্ট ও অবশ হইয়া হয়। হস্তদ্বয়ে প্রচুর ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে (ক্যাল্কে: সিপীয়া:)। রাত্রে বাহুদ্বয় অসাড় হইয়া যায়। অঙ্গুলির আকুঞ্চক পেশীর সঙ্কোচন অঙ্গুলির মধ্যে কটকট ঝন্‌ঝন্ কারী ও সূচীবেধবৎ বেদনা,—যেন তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইতেছে, কিম্বা যেন কুনখী বা অঙ্গুলহাড়া হইবার উপক্রম হইতেছে এইরূপ বোধ হয় (অ্যমন্-কার্ব: অ্যাম্বুাক্রিন্: অ্যা-ফ্লু: অ্যা-নাই: হিপার: হাইশির্:—অনেক দূর পর্য্যন্ত নীলবর্ণ হইয়া গেলে = ল্যাকে:) অঙ্গুলির অগ্রভাগ জ্বলিতে থাকে।

নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গ ভার ও ক্ষীণ বোধ হয়। উরুশিখরে এবং উরু মধ্যে বিদারণ ও সূচীবেধবৎ বেদনা। পদের উপর ক্ষত উৎপন্ন এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা অনুভূত হয়। উরুশিখর প্রদেশে পূয সঞ্চয় জনিত যন্ত্রণা। অত্যন্ত স্নায়বীয়পীড়া সহযোগে পদকম্পন। উরুশিখর হইতে চরণ পর্য্যন্ত যেন খাল ধরিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। জানু অত্যন্ত ব্যথান্বিত,—যেন আঁটিয়া বাঁধা রহিয়াছে। জানু মধ্যে পূয়োপজনন,—হুলবেধবৎ বা যেন অস্ত্র দ্বারা কাটিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা; জানু স্ফীত ও টিপিলে নরম বোধ হয় এবং তন্মধ্যে একটী নালী দিয়া পূয নির্গত হইতে থাকে; নালীমুখের চতুষ্পার্শ্ব কঠিন এবং তন্মধ্য হইতে যে পূয নির্গলিত হয় তাহা হরিদাভ-পীতবর্ণ। উপবেশন কালে জানু মধ্যে কট্‌কট্ ঝন্‌ঝন্ করিতে থাকে (অ্যাগার:); ঐ অঙ্গ সঞ্চালনে উপশম বোধ হয়। দুর্গন্ধ পদস্বেদ (অ্যা-নাই: ব্যারাই: গ্র্যাফ: স্যানিক্: সিপী:); পদাঙ্গুলি সকল ক্ষতযুক্ত হইয়া যায় (স্যানিক্: সিপী:)। পদতল জ্বালা করে (স্যানিক্: সল্‌ফ:)। পদতলে খাল ধরে (কার্ব্বো-ভেজি: সল্‌ফ:)। গুল্‌ফতলে কণ্ডুয়নজনক এবং ত্বকক্ষয়কারী ক্ষত উৎপন্ন হয়। পদতল অত্যন্ত ক্ষয়িতত্বক ও জ্বালাযুক্ত। পদাঙ্গুলিতে পাঁচড়া হয় এবং তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইয়া থাকে। পদনখ অঙ্গুলি ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হয় (কষ্টি: গ্র্যাফ: ল্যাকে: মেরাম্-ভিরাম্:)। পদাঙ্গুলির কদর বা কড়া মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (স্থাট্-মিউ: টিলীয়া:)। পাদচারণ কালে নিম্নপদ মুড়িয়া যায়। দিবারাত্র পদদ্বয় স্পন্দিত হইয়া থাকে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রোগী অত্যন্ত অস্থির, চঞ্চলাঙ্গ। হস্তদ্বয় এরূপ কম্পিত হইতে থাকে যে সময়ে সময়ে রোগিণী দুগ্ধের পাত্র তুলিয়া পান করিতে পারে না (মার্ক:)। বহুকালের বঙ্ক্ষণীয় অন্ত্রবৃদ্ধি, শ্বেত বিন্দু অঙ্কিত হস্ত নখ। যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা। এতজ্জনিত পীড়াদির বৃদ্ধি রাত্রে, বিশেষতঃ শেষ রাত্রে; পীড়িত, কৃমীগ্রস্ত শিশুদিগের। পৃষ্ঠে প্রায়ই ফিক্ বেদনার স্থায় ব্যথা উৎপন্ন হয়। রস গ্রন্থি সকল স্ফীত ও অনম্য হইয়া উঠে, কিন্তু প্রায় ব্যথা থাকে না; তবে সময়ে সময়ে আক্রান্ত গ্রন্থি মধ্যে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। আঘাতাদি অস্থগন্ধ এবং ত্বকক্ষয়কারক। লিখিবার সময় হস্ত কম্পন। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও

অবসাদ অনুভূতি,—রোগী কেবল শুইয়া পড়ে,—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের সময়, গাত্রোত্থানান্তে, সন্ধ্যার সময়, পাদচারণান্তে; রাত্রে এত অবসন্নতা বোধ হয় যেন মূর্চ্ছা হইবে। শীর্ণতা রোগ, রোগিণী অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়ে এবং তাহার মূর্ত্তি ও মুখমণ্ডল পরিম্লান ও পীড়াব্যঞ্জক প্রতীয়মান হয় (অ্যাব্রোট্: আয়োড: ব্যাসিলিন্:)। আক্ষেপ; হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠে ও মুখভঙ্গি বিকৃত হইয়া যায়, ওষ্ঠদ্বয় স্পন্দিত, ও জিহ্বা দোদুল্যমান হইতে থাকে; হস্তপদ প্রসারিত হয় এবং মস্তক ও প্রত্যঙ্গাদি আবর্ত্তিত হইতে থাকে। রোগীর অত্যন্ত উত্তাপাভাব (আর্স্: ক্যাল্কে-অষ্ট্: ক্যাল্কে-ফস্: কার্ব্বো-অ্যান্: কষ্টি: ডাল্কা: হিপার: ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ-ফস্: নক্স-ভম্: সোরিন্: রাস্-টক্স:), এমন কি শারীরিক ব্যায়ামের সময়েও দেহে উত্তাপ আবির্ভূত হয় না (লিডাম: সিপীয়া:)। অত্যন্ত শীতকাতর (অরাম্: ক্যাল্কে-ফস্: কষ্টি: হেলিবো: হিপার: ক্যালী-কার্ব: মস্কাস্: সোরিন্: স্ট্যাবাড: ষ্ট্রন্:); শৈত্য সংস্পর্শ মাত্রে সর্দ্দি হয় (অ্যাকো: ব্রাই: ক্যামো: ডাল্ক্যা: মার্ক: স্ট্যাট্-আর্স্: অ্যা-নাই: নক্স-ভম্:)। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, যেন কেহ সর্ব্বাঙ্গে প্রহার করিয়াছে,—রমণান্তে (রমনান্তে লক্ষণের বা পীড়ার বৃদ্ধি = অ্যাগার্ ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: সিপীয়া:) এবং রাত্রে,—যেন বিকৃত অবস্থায় শয়ন করিয়াছিল। যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে, সেই পার্শ্বের সর্ব্বাংশ ব্যথান্বিত বোধ হয়,—যেন ত্বকতলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে (ব্রাই: পল্‌সে: র্যাণান্-বাল্‌বো: রাস্: সিপীয়া:), আবরণ উন্মোচনান্তে শীত বোধ সংযোগে; পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণার উদ্রেক হয় এবং থাকিয়া থাকিয়া মস্তকে উত্তাপ আবির্ভূত হইয়া থাকে (ক্যাল্কে-ফস্:)। রোগিণীর বোধ হয় যেন আক্রান্ত অংশে ছুরিকা প্রবিষ্ট হইতেছে। গোমসূর্য্যাধানের (গোবীজে টীকার) পর শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ এবং উপর্য্যুপরি স্ফোটকোদ্গম (থুয়া: ভ্যাক্সিনিন্: ভেরীয়োলিন্: ম্যাল্যাণ্ড্রন্:)। শ্লেষ্মাপ্রধান, গণ্ডমালা দোষযুক্ত শিশু,—বৃহৎ মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র ও পশ্চাদন্ধ্র এবং মস্তকের অস্থিফলক সংযোগ স্থল বিলম্বে পূরিত হয়; মস্তকে অত্যধিক স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (ক্যাল্কে-কার্ব: অপেক্ষা নিম্নাংশে); মস্তক সর্ব্বদা বস্ত্রাদি দ্বারা গরম রাখিতে হয় (স্যানিক্:); উদর বৃহৎ এবং ক্ষীণ গুল্‌ফ; শিশু অনেক বয়সে তবে চলিতে শিক্ষা করে (অ্যাগার্: কার্ব্বো-অ্যান্: স্ট্যাট্-মিউ:)।

ত্বক।—রোগীর গাত্রত্বক অত্যন্ত ক্ষতোদ্গম প্রবণ,—সামান্য নখব্রণ আঁচড় লাগিলে তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইয়া ক্ষততে পরিণত হয় (বোর্যাক্স: গ্র্যাফ: হিপ্: লাই: মার্ক: পেট্রোল্: সোরিন্: সল্‌ফ: ট্যারান্:), ক্ষত সহজে ভাল হয় না (ম্যাঙ্গে: সার্স্:)। পূযবটীর ন্যায় অত্যন্ত ব্যথান্বিত পীড়কা হয় (সাইকিউ: ক্রোটন্: সল্‌ফ:) এবং ক্রমে তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইয়া মহা ক্ষততে পরিণত হয়; ললাটে, শিরোপশ্চাতে, বুকাস্থি ও মেরুদণ্ডের পার্শ্বে এইরূপ পীড়কা উদ্গত হইয়া থাকে। পামাকচ্ছুবৎ বা দদ্রুবৎ উদ্ভেদ (গ্র্যাফ: হিপ: লাই: সল্‌ফ: ওলীয়্যান:)। স্ফোটকদ্গম প্রবণতা (আর্ণিকা: সল্‌ফ:); দেহের নানা স্থানে স্ফোটক উদ্গত হইয়া থাকে এবং উহা স্পর্শ করিলে হুলবেধবৎ বেদনা বোধ হয়। ক্ষত মধ্যে হুল বা সূচীবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে; নিঃসৃত পূয রসের ন্যায়, এবং ঐ ক্ষতের চতুর্দ্দিকে মাংস উচ্চ হইয়া উঠে (আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: গ্র্যাফ:)। দেহের স্থানে স্থানে কণ্ডূতির

উদ্রেক হয়, বিশেষতঃ রাত্রে। নালীক্ষত,—উন্মুক্ত দ্বার হইতে দুর্গন্ধ পূয নিঃসৃত হয়, (ক্যাল্‌কে-সল্‌ফঃ); নালীর চতুষ্পার্শ্বে অনমনীয় স্ফীতি এবং নীলাভ-লালবর্ণ (ল্যাকেঃ)। স্ফোটকাদির শীঘ্র মুখ হয় কিন্তু অতি অল্প পূয নিঃসৃত হইয়া থাকে। ত্বকতলে কোন পদার্থ বিদ্ধ হইয়া থাকিলে "সাইলিশীয়া" তাহা নিঃসারণপক্ষে প্রধান সহায়।

নিদ্রা।—অত্যন্ত নিদ্রালুতা,—আহারান্তে (ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: লাই: আগার্: নক্স-মস্:) এবং সন্ধ্যার পর (ক্যাল্‌কে-ফস্: সল্‌ফ:)। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। সমস্ত দিনই নিদ্রাবেশ বোধ হয়। অস্থির, অস্বাচ্ছন্দ্যজনক নিদ্রা,—নিদ্রিত অবস্থায় চমকাইয়া উঠিয়া পড়ে এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে (আর্ণি: বেল্: সিপীয়া:)। রাত্র ২টার সময় অনিদ্রা ও মনোমধ্যে উপর্য্যুপরি নানা ভাবের উদয় হয়। এলোমেলো স্বপ্ন; স্বীয় যৌবনের ঘটনা সম্বন্ধে ভীতিপ্রদ বা অতীত ঘটনা সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে; উদ্বেগজনক, ও অশ্লীল স্বপ্ন ও রেতঃস্খলন (অ্যা-ফস্: ডিজিটেলিন্:)। স্বপ্নসঞ্চরণ,—নিদ্রিত অবস্থাতেই শয্যা হইতে উঠিয়া, ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করে এবং পরে আবার শয্যার আশ্রয় লয় (ক্যালী-বোম্: ফস্: আর্টিমি-ভাল্:)। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর এত অবসাদ বোধ হয় যে রোগী শয্যা হইতে উঠিতে না পারিয়া পুনশ্চ নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—**শীতাবস্থা**,—তৃষ্ণারহিত; একটু নড়িলে শীত বোধ হয় (আর্ণিকা: নক্স:)। বৈকালে ৬টার সময় কম্প আরম্ভ হয়; রোগী শয্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় কিন্তু দেহ অনেক বিলম্বে গরম হয়। থাকিয়া থাকিয়া শীতে দেহ শিহরিত হইতে থাকে এবং সিড়্ সিড়্ করিয়া শীতের সঞ্চার হয়; অগ্ন্যাধারের বা উনুনের উত্তাপেও শীতের লাঘব হয় না (ফস্:)। আক্রান্ত অংশ হিমবৎ শীতল অনুভূত হয়। শীতাবস্থায় রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়,—যেন কতকাল খায় নাই (শীত আবির্ভাবের প্রাক্কালে = সিনা: সিঙ্কোনা:)। জানু ও বাহুদ্বয় হিমবৎ শীতল অনুমিত হয় এবং হস্তের নখ সকল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে (জানুদ্বয় হিমবৎ শীতল = এপীস্: কার্ব্বো-ভেজি: ইগ্নে ফস্:); নাসিকা তুষারবৎ শীতল হইয়া যায় (পলিপোরাস্: ট্যার‍্যাক্স:—নাসাগ্র = সীড্রন্:) এবং চরণ হইতে জানু পর্য্যন্ত তুষারবৎ শীতল অনুভব হয় (মিনীয়ান্: ষ্ট্রামোন্:)। **উত্তাপাবস্থা**,—তৃষ্ণা থাকে; এবং মধ্যে মধ্যে শীত বোধ হয়; মস্তক ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত এবং মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ প্রতীয়মান হয় (ইউপেটোর্:)। সন্ধ্যার সময় বা পরে জ্বর আরম্ভ হয়,—রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (সিনা:); বৈকালে প্রকোপ,—অত্যন্ত উত্তাপ আবির্ভূত হয়, প্রবল তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়া থাকে এবং শ্বাসাল্পতা অনুভূত হয়; সমস্ত রাত্র ভয়ানক জ্বর ভোগ হয়। **ঘর্ম্ম**,—অপর্য্যাপ্ত এবং সার্ব্বাঙ্গিক (সিঙ্কোনা:); কিম্বা কেবল মস্তকে বা মস্তকে ও মুখমণ্ডলে স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে; কেবল মাত্র মস্তকে ঘর্ম্মোদ্গম হয় এবং মুখমণ্ডল দিয়া নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয়; ঘর্ম্ম অপর্য্যাপ্ত, অম্লগন্ধময় এবং অত্যন্ত অবসাদক; রাত্র দ্বিপ্রহরের পর বা পরিশ্রম মাত্রে বৃদ্ধি হয় (সিপীয়া: সল্‌ফার্:)। পদদ্বয়ে দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম হয় এবং পাদচারণকালে ক্ষরিতত্বক হইয়া যায় (গ্র্যাফ)। পদস্বেদরোধ জনিত জ্বরে "সাইলিশীয়া" সর্ব্বপ্রধান।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—অ্যাসিড্-ফ্লু: হিপার: মার্কিউরীয়াস:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—(১) ক্যাল্কে: নাই সাল্ফ:। (২) বেল্: অ্যা-ফ্লু: হিপার্: মার্ক: ফস্: পল্সে: রাস্: সিপীয়া:। (৩) ব্রাই: সিনা: গ্রাফ: ইগ্নে: ল্যাকে: অ্যা-নাই:।

প্রতিকূল সম্বন্ধ।—মার্ক:।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, কেশ প্রসাধনকালে, টিপিলে, দেহ সঞ্চালনে, শয়নান্তে, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে, বাম পার্শ্বে শুইলে (শিরোঘূর্ণন্—কিন্তু যকৃতের পীড়ার উপশম), বসিয়া থাকিলে, চক্ষু উন্মীলিত করিলে, পাদচারণে, গৃহ বহিঃস্থ বায়ু সংস্পর্শে, শীতল বায়ুতে, বস্ত্র পরিবর্ত্তনকালে, মস্তক বা গাত্র অনাবৃত করিলে, গাত্র বা আক্রান্ত অঙ্গ ধৌত করিলে, জলবায়ুর পরিবর্ত্তণে, ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্বে ও সময়ে, শীতকাল আরম্ভে, অমাবস্যায়, ও পূর্ণিমায়, মানসিক পরিশ্রমে, কথা কহিলে, আহারান্তে দুগ্ধপানে, এবং শীতল জলপানে, রাত্রে—বিশেষতঃ শেষরাত্রে, চরণে শৈত্য সংস্পর্শে, কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে, পায়ে জল লাগিলে এবং লিখিবার সময়।

উপশম।—মস্তক বস্ত্রবিজড়িত করিলে, এবং দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ (শিরোবেদনা), গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে, বিশ্রামে বা স্থির হইয়া থাকিলে গ্রীষ্মকালে, বাম বা অনাক্রান্ত পার্শ্বে শয়নান্তে এবং উষ্ণ জলাদি পানে।

তুলনীয়।—মস্তকে ঘর্ম্ম ও মস্তকের অস্থির অসংযোগ—ক্যাল্কেরিয়া:। মাথা গরম রাখা—স্যানিকু: ম্যাগমিউর:। পায়ের ঘর্ম্মবদ্ধ জনিত পীড়া—কুপ্রম: গ্রাফাই:। জীবনীশক্তি বা তাপের অভাব—লিডম্: সিপিয়া:। মাথা ঘোরা—পল্স:। ভগন্দরের সঙ্গে বক্ষের পীড়ায় পর্য্যায়-শীলতা—ক্যাল্কে-ফস:। বিসর্প, আক্ষেপ, অতিসার—থূযা। স্পর্শ ভালবাসে না—সিনা: হিপার: থূযা: ল্যাকেসি:। স্তনের স্ফোটক—ফস্ফ: রস:। সন্দিজ অতিসার—পলস্:। গোড়ালির দুর্ব্বলতা কষ্টিকাম:। উপবাস কালে বিবমিষা—পল্স:লাইকোপ:। অধৈর্য্য—ক্যামো: সলফার:। জিহ্বায় কেশ আছে অনুভব—ন্যাট্রাম: ক্যালি-বাই (শেষভাগ)। একগুয়ে শিশু—আয়োড:। স্তনের ক্ষত—সার্সা:। চর্ম্মের অসুস্থভাব—হিপার: মাকু: গ্রাফাই:। নখেরপীড়া—অ্যাণ্টক্রুড:। বাত—লিডম:। গৃহবিরহ কাতরতা—ক্যাপসি: অ্যাসিড-ফস:। হাতের স্নায়ুশূল—ক্যাল্কে:। ক্ষতান্তিক দাগে বেদনা বা প্রদাহ—থিযস: ইত্যাদি।

সাদৃশ।—আর্ণিকা: সিঙ্কোনা: হাইপিরিকাম্: ক্যাল্কী-কার্ব: অ্যা-মিউ: নক্স-ভম্: ওপী: অ্যা-ফস্. অ্যা-পাই: রীউটা: সল্ফার্:।

অনুপূরক।—থূযা: স্যানিকু: পল্স:।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম। ডাঃ হিউজের মতে কর্কট রোগের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে ২য় বা ৩য় দশমিক বিচূর্ণ ফলপ্রদ।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ৬০ দিন।

সিন্যাপিস্ নাইগ্রা

(SINAPIS NIGRA.)

প্রকারান্তর।—"শ্বেতবর্ণ সর্ষপ" হইতে যে আরক প্রস্তুত হয়, উহাকে "সিনাপিস্ আরক" বলে। উহা পাকাশয়ের পীড়ায় এবং কৃমি রোগে অধিক ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুতি।—বীজ হইতে বিচূর্ণ ও আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ—আর্ত্তবাভাব; সংন্যাস; হাঁপানি; সর্দ্দি; মৃৎপাণ্ডু; লিঙ্গোচ্ছ্বাস; তাণ্ডব; কোষ্টবদ্ধ; কাসি; অতিসার; অর্শ; মাথাব্যথা; বুকজ্বালা; হিক্কা; সবিরামজ্বর; শীতাদ; বসন্তরোগ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—নানাবিধ সর্দ্দি, কাসি ও তালুমূল প্রদাহ প্রভৃতি বায়ুমার্গের ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রোগে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নবজাত শস্যাদির রেণু আঘ্রাণ জনিত সর্দ্দি কাসিতে ইহা বিশেষ হিতকারক। সর্দ্দির প্রথম অবস্থার লক্ষণগুলি ইহাতে সম্পূর্ণ বিদ্যমান যথা নাসারন্ধ্রগত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুষ্ক, উত্তাপযুক্ত, স্রাবরহিত,—বৈকালে ও সন্ধ্যার পর আর একটী রন্ধ্র আক্রান্ত হইতে পারে (ফ্যারিংটন্)। ইহার পরেই তরুণ সর্দ্দির সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে, যথা, নাসিকা হইতে জলবৎ, ত্বক ক্ষয়কারক শ্লেষ্মা নিঃসৃত ও অশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও বক্ষবিদারক কাসির উদ্রেক হয়; শয়নান্তে উপশম। তালুমূল প্রদাহাধিকারে ঐ অংশ পরিদগ্ধ, উত্তাপযুক্ত ও প্রদাহান্বিত বোধ হয়। উচ্চ শব্দে ষণ্ডবৎ কাসি হইতে থাকে,—বহুদূর হইতে শুনা যায় (অ্যালেন্)।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তক ভার ও জড়তাযুক্ত বোধ হয়,—ললাটে, ভ্রূদেশে এবং শঙ্খ মধ্যে আধিক্য বোধ হয়; বৃদ্ধি=সঙ্কীর্ণ, বদ্ধ গৃহ মধ্যে অবস্থিতিকালে এবং রোগের বিষয় ভাবিলে (হেলোন্: পাইপার-মিথ: স্যাবাড্: ষ্ট্যাফাই:); উপশম=চক্ষু মুদিত করিলে (বেল্: ক্যাল্কে: ফস্:) এবং অন্যমনস্ক থাকিলে। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—নাসাদণ্ডের উপরে এবং চক্ষুর উর্দ্ধাংশে অধিক বেদনা অনুভূত হয়; আহারের সময় উপশম বোধ হয় কিন্তু তৎপরে আবার বেদনার বৃদ্ধি হয়। কর্পরত্বক বোধ হয় যেন অস্থিফলকের সহিত জুড়িয়া গিয়াছে।

চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে উত্তেজনা ও অশ্রু নির্গলন। অক্ষিগোলক বোধ হয় যেন উপর হইতে নিষ্পিষ্ট হইতেছে,—চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ভোজনান্তে। দৃষ্টি ক্ষীণ ও ক্ষতযুক্তবৎ অনুভূতি; টিপিলে তন্মধ্যে যেন সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়।

নাসিকা।—রন্ধ্র মধ্যস্থিত ঝিল্লি শুষ্ক, নীরস ও উত্তাপযুক্ত এবং এক রন্ধ্রের পর অন্য রন্ধ্রটী পর্য্যায়ক্রমে আক্রান্ত হয়। বৈকালে এবং সন্ধ্যার সময় বাম রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায় (দক্ষিণ=লাই:); কখন কখনও সমস্ত দিবস বদ্ধ হইয়া থাকে; নিঃসৃত শ্লেষ্মা জলবৎ, অতি

সামান্য এবং ত্বকক্ষয়কারক; উর্দ্ধ ওষ্ঠকে ক্ষতযুক্ত করে; পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয়; তৎসঙ্গে বক্ষবিদারক কাসি হইতে থাকে; কর্কর করে এবং তন্মধ্যে কণ্ডুতির উদ্রেক হয়; শয়নান্তে কাসির উপশম হয় (ম্যাঙ্গেঃ থুযা; ইউফ্রেঃ স্কীলা; ফেরাম্; অ্যামন্-মিউঃ সিপীয়া); চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রু স্রাব হয়, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বুকচাপ বোধ হয়; বৃদ্ধি=রাত্রে শয়নান্তে। বক্ষমধ্যে সাঁই সাঁই, ঘড় ঘড়, প্রভৃতি শ্লেষ্মাকুজন শ্রুত হয় এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয়। তালুমূলের তরুণ সর্দ্দি তালুমূলউত্তাপযুক্ত, প্রদাহান্বিত এবং যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়; সময়ে সময়ে পাকস্থলী মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়, আহারান্তে আরও বৃদ্ধি হয়। শীতাদ রোগাধিকারে নাসিকা হইতে শোণিত স্রাব।

মুখবিবর।—গণ্ডমধ্যে যেন বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া বাহির দিকে ফুলিয়া উঠিয়াছে এইরূপ অনুভব। দন্তে উষ্ণ পানীয় ও শীতল বায়ুর সংস্পর্শ সহ্য হয় না। মাড়ী স্ফীত ও শোণিতস্রাবপ্রবণ। জিহ্বার মধ্যস্থলে লম্বালম্বি একটী বিদারণ প্রতীয়মান হয়; মধ্যাংশ মলিন, শ্বেত লেপাচ্ছন্ন এবং ক্ষয়িত ত্বক, কোন কঠিন দ্রব্য আহার করিতে পারে না। জিহ্বা জ্বালাযুক্ত এবং পরিদগ্ধবৎ অনুভূত হয় (স্যাঙ্গিউঃ) উর্দ্ধ ওষ্ঠের উপর স্বেদোদ্গম।

পাকস্থলী।—মুখের গন্ধ পলাণ্ডুবৎ (অ্যাসাফিট্ঃ আর্মোরেসীয়াঃ)। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হইয়া অন্ননলী দিয়া কণ্ঠ ও মুখে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় এবং মুখবিবর শ্বেতবর্ণ ক্ষতাকীর্ণ হইয়া থাকে। গরম, অম্লাক্ত উদ্গার উঠিতে থাকে। পাকস্থলী মধ্যে যেন একটা গুরুভার দ্রব্য রহিয়াছে এইরূপ অনুভব। শূলবেদনা—হেঁট হইয়া থাকিলে আবির্ভূত হয়; উপশম=সোজা হইয়া বসিলে (ক্যালী-কার্বঃ—সোজা হইয়া বসিলে বৃদ্ধি হয়=সীপাঃ)। পাকাশয় ও অন্ত্র মধ্যে ক্ষতোদ্গম (ক্যালী-বাইঃ আর্জেণ্ট-নাইঃ)।

অন্ত্রাশয়।—বাম কোঁকে অনুগ্র বেদনা। নাভি প্রদেশে যেন ভয়ানক মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা (ক্যাপ্সিকুঃ সিনাঃ ডায়োস্কোঃ)। উদর মধ্যে অপর্য্যাপ্ত আধ্মান বায়ু সঞ্চয় ও থাকিয়া থাকিয়া নাভিপ্রদেশে চিড়িক মারিয়া উঠে। মলত্যাগান্তে মলনলীর নিম্নাংশে উত্তেজনা ও ছেদনবৎ বেদনা। মল কাঠিন্য,—মল কঠিন, গুটলাময়। প্রথম মাস স্বাভাবিক, পরে তরল মল নির্গত হয়। মলদ্বারে সূত্রকৃমী জনিত কণ্ডুয়ন, তরল, হরিদাভ মলের সহিত অসংখ্য সূত্রকৃমী নির্গত হয় (স্যাবাড্ঃ)।

শ্বাসযন্ত্র।—সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গ (ফস্ঃ রীউমেক্স্ঃ সল্ফঃ)। সন্ধ্যার সময় প্রবল কাসির উদ্রেক হয়; দিবসে প্রায় থাকে। কাসি অধিকাংশ স্থলে শুষ্ক; তাল তাল কফ উত্থিত হয়; শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়; উপশম=শয়নান্তে এবং (ক্ষণিক) আহারান্তে; হাসিলেও কাসির উদ্রেক হয় (আর্জেণ্ট-নাইঃ ব্রাইঃ সিঙ্কোঃ ফস্ঃ ষ্ট্যাণাম্ঃ)। পশ্চান্নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত শ্লেষ্মা শীতল বোধ হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভয়ানক বেদনা বশতঃ রোগীকে বক্র করিয়া দেয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। বেলায় নিদ্রা ভঙ্গান্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখে সর্ব্বাঙ্গ ব্যথান্বিত এবং আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। কটি বেদনা,—শয়নকালে অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠে।

বৃদ্ধি।—টিপিলে, সম্মুখ দিকে ঝুঁকিলে, বসিলে, জলীয় বায়ুতে, বদ্ধ গরম গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে, বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে এবং বৈকালে ও সন্ধ্যার সময়।

উপশম।—সোজা হইয়া বসিলে, রাত্রে শয়নান্তে, চক্ষু মুদিত করিলে, উদরপূর্ত্তি করিয়া আহারান্তে এবং অধ্যয়নাদিতে মন নিযুক্ত থাকিলে।

তুলনীয়।—জিহ্বার দাহ বৎ অনুভব—স্যাঙ্গুনেরিয়াঃ। হাসিলে কাসি বৃদ্ধি—আর্জেণ্ট-নাইঃ ফফরসঃ। আর্ত্তবাভাব—পলস্ঃ সল্ফঃ। শিরায় উষ্ণজল অনুভব (শোণিত যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল)—রাসঃ।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্জেণ্ট-নাইঃ সীনাঃ ইউফ্রেঃ ফস্ঃ রীউম্ঃ স্যাঙ্গেঃ স্পীনাঃ স্যাবাড্ঃ ক্যাল্কে-ফস্ঃ হেলোন্ঃ পাইপার-মিথিঃ।

দোষঘ্ন।—নক্সঃ রাসঃ।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

সোলেনাম্ নাইগ্রাম্

(SOLANUM NIGRUM.)

সাধারণ নাম।—ব্ল্যাক্ নাইটসেড্।

প্রস্তুতি।—ধুতুরা জাতীয় বৃক্ষের অরিষ্ট; তাজাগাছ হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অন্ধত্ব; তাণ্ডব; মাথাবাথা; বুকজ্বালা; মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়; উন্মাদ; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; কর্ণমূল; অন্ত্রাবর্ত্তনী প্রদাহ; সূতিকাক্ষেপ; বসন্ত; তোতলামি; ধনুষ্টঙ্কার; চোয়াল আটকান; সান্নিপাতিকজ্বর; মাথাঘোরা; ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার অধিকাংশ লক্ষণ "বেলেডনার" ন্যায় এবং ডাঃ হেল্ বলেন যে তাঁহার দেশের (আমেরিকার) গ্রাম্য ভিষকগণ পূর্ব্বে ইহাকে স্বদেশীয় "বেলেডনা" ভাবিয়া "বেলেডনার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া সাফল্য লাভ করিতেন; অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থল বিশেষে "সোলেনান্-নাইগ্রাম্" দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে "বেলেডনার" কার্য্য সাধিত হয়। নিম্নলিখিত কতিপয় নির্ণায়ক লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলেই উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণিত হইবেঃ—(১) প্রলাপ অবস্থায় শিরোবেদনা, চাকচিক্যময় চক্ষু, প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, বেদনাদির হঠাৎ আবির্ভাব ও হঠাৎ তিরোভাব, দেহের স্থানে স্থানে অগ্নিবর্ণ লাল লাল উদ্ভেদ এবং গাত্রত্বক জ্বালাযুক্ত ও স্বেদলাঞ্ছিত। এতজ্জনিত স্ফীতি মাত্রে অত্যন্ত ব্যথান্বিত, ক্রম-বর্দ্ধনশীল, চিক্কনতা বিশিষ্ট, অনমনীয় ও ঘন লালবর্ণ প্রতীয়মান হয় ("বেলেডনায়" অগ্নিবৎ লালাবর্ণ)। নাসাগ্র, হস্ত, হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অঙ্গুলি সন্ধি

বা গাঁইট পর্য্যন্ত এবং অঙ্গুলির অগ্র হইতে মুখ পর্য্যন্ত যেন কালিমাখা হইয়াছে এইরূপ কাল প্রতীয়মান হয়। শিরোবেদনার যন্ত্রণা অতি ভয়ঙ্কর,—বোধ হয় যেন মস্তক ফাটিয়া যাইতেছে, যেন চূর্ণ হইয়া যাইবে কিম্বা যেন শরবিদ্ধ হইতেছে—উপবেশন অন্তে, দেহ সঞ্চালন মাত্র, মস্তকের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে, চক্ষে আলোক সংস্পর্শে, কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিলে এবং সঙ্কীর্ণ বদ্ধ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিলে যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; গৃহ বহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে কথঞ্চিত উপশম বোধ হইয়া থাকে। শিরোঘূর্ণন,—মাথা নাড়িলে বৃদ্ধি হয় (বেল্: মিডহ্বন্:), রোগীর মনে হয় যেন তাহার শয্যা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। পাদচারণকালে বামদিকে হেলিয়া চলে। প্রলাপ অবস্থায় রোগী থাকিয়া থাকিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠে, পলায়ন করিতে চেষ্টা করে এবং তোৎলার ন্যায় কথা কহে। অক্ষিতারকা প্রসারণ,— ঠিক "বেলেডনার" ন্যায় এবং মুখ ও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়। আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার এবং দেহের আড়ষ্টতাও ইহার লক্ষণীভূত। আক্ষেপ কালে শিশু যেন তাহাকে কেহ খাবার দিতেছে এইরূপ ভাবে তাহাদের ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারিত করে, পরে আগ্রহের সহিত তাহা স্বীয় মুখে অর্পণ করে, যেন কি চর্ব্বণ করিতেছে এইরূপ ভাবে হনুদ্বয় সঞ্চালন করে এবং তৎপরে যেন চর্ব্বণ করা শেষ হইয়া গেল এইরূপ ভাবে গলাধঃকরণ ক্রিয়ার অনুকরণ করে। ইহাদ্বারা জানুতে, কফোনি সন্ধির উপর এবং ললাটে শল্কপাতশীল বিচর্চ্চিকা উদ্গত হয় এবং কেশমূল সকল তীব্র কণ্ডুতিজনক ও আরক্তিম হইয়া উঠে।

লক্ষণাবলী।

মন।—মনোবৃত্তি সকল স্তম্ভিত ও আদৌ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। প্রলাপ,—রোগী পলায়ন করিবার চেষ্টা করে (বেল্: গ্লোন্: হায়ো: নক্স্-ভম্: ওপী: ষ্ট্র্যামোন্:), থাকিয়া থাকিয়া লোমহর্ষক চীৎকার করিয়া উঠে (এপীস্: হেলিবো:), তোৎলার ন্যায় কথা বলে (ষ্ট্র্যামোন্:) এবং আক্ষেপাক্রান্ত হয় (ইথীউ: বেল্: ডিজি:)। আচ্ছন্নভাব ও অঙ্গ স্পন্দন (হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন্,—গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিলে; তিমির দর্শন সহযোগে (সাইক্লে: জেল্সি:); হেঁট হইলে (পল্সে: কষ্টি: গ্লোন্: ক্যাল্‌কী-কার্ব: ল্যাকে:), এবং প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে (লাই: পল্সে: ফস্:); উপশম=নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে। মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন থল্ থল্ করিতেছে বা যেন ভাসিতেছে (বেল্: হায়ো:);—বৃদ্ধি=মাথা নাড়িলে (স্পাইজি: ককীউ:)। শয্যা বোধ হয় যেন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে; শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে বোধ হয় যেন শয্যা ঘুরিতেছে (বেল্: কোণা: ক্যাক্টাস্: ল্যাক্-ভিক্লো:)। রোগী পাদচারণ কালে বাম দিকে হেলিয়া চলে। প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—উপবেশনান্তে চলিতে আরম্ভ করিলে (থিরিড্:); উপশম=গৃহবহির্দ্দেশে বায়ুসেবনার্থ পাদচারণ কালে (অ্যা-মিউ: অ্যান্ট-ক্রুড্: পল্সে:—বৃদ্ধি—বেল্: সিনা: আইরিস্:); ঠিক চক্ষুর উপর প্রদেশে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা বশতঃ রোগী চক্ষু ঈষৎ মুদিত করিতে বাধ্য হয়; বৃদ্ধি—আলোক সংস্পর্শে (বেল্:

জেল্: মিডহ্বন্: ন্যাট্-মিউ: ন্যাম্বিউ:), হেঁট হইলে (বেল্: গ্লোন্: হেলিবো: পল্‌সে:), প্রাতে ১০টার সময় (ন্যাট্-মিউ:—১১টার সময় = অ্যাট্রোপিন্:— প্রাতে ১০টা পর্য্যন্ত = ল্যাচস্থান্:) এবং বদ্ধ গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে (সীপা: প্ল্যাট্: পল্‌সে: ; বোধ হয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (ব্রাই: ক্যাল্‌কে: নক্স: ষ্টিক্টা:) ; উপবেশনান্তে ঈষন্মাত্র দেহ বা মস্তক সঞ্চালনে বোধ হয় যেন ললাট ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়িবে (কষ্টীয়া: লিসিন্: ক্যালী-বাই: সিপীয়া: ল্যাচ্‌স্থান্:) ; যেন ললাটে কে আঘাত করিল এইরূপ সঙ্ঘাত অনুভব (অ্যাকোন্:— শিরোপশ্চাত = হেলিবো: নাযা: ;—মূৰ্দ্ধাদেশে = ভ্যালি:) ; সমস্ত অপরাহ্ণকাল ললাটপশ্চাতে দপ্ দপ্ করিতে থাকে (অ্যালীউমেন্ ; কষ্টি: লাই: সাইলি:)। বাম শঙ্খদেশে বা রগে প্রচণ্ড দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা ; বৃদ্ধি = পদস্খলন বা একটু উঁচু নীচুতে পদক্ষেপ মাত্র (বেল্: গ্লোন্: স্পাইজি:) এবং হেট হইলে ললাটের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরক্তিম পীড়কা সকল উদ্গত হয়, উহা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় ; একটা ভাল হইলে আর একটা উদ্গত হয়। কেশ মধ্য দিয়া অঙ্গুলি চালনা করিলে মস্তকের কর্পরত্বক ব্যথান্বিত বোধ হয় ; কিম্বা যেন কেহ কেশ ধরিয়া টানিয়াছিল মস্তকের ত্বক এইরূপ ব্যথান্বিত অনুভূত হইয়া থাকে (সিপী:)।

চক্ষু।—চক্ষু বিস্ফারিত, আর্দ্র এবং চাকচিক্যশালী। চক্ষু আরক্তিম, অত্যন্ত আলোক কাতর এবং কর্কর করে,—যেন তন্মধ্যে ধুলিকণা পতিত হইয়াছে। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বাম চক্ষুর উপর প্রদেশে ভয়ঙ্কর বেদনা (ল্যাক্-ক্যান্:), বৃদ্ধি = চক্ষু সঞ্চালনে এবং হেঁট হইলে ; দক্ষিণ ভ্রূদেশে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা (এপীস্: সিনিশীয়ো:)। অক্ষিপুট জ্বালা করে (অ্যাকোন্: অ্যালীউ: আর্স্: ক্যালী-বাই: মার্ক-কর্: অ্যা-নাই:)। অক্ষিপুটপ্রান্ত জ্বালাযুক্ত (আর্স্: ইউফ্রে:)। অক্ষিপুট স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে কণ্ডুতির উদ্রেক হয় ; সময়ে সময়ে জুড়িয়া যায় (আর্জেণ্ট-নাই: কষ্টি: ক্যামো: ক্রিয়ো:)। তারকা অতিশয় প্রসারিত এবং আলোকজ্ঞান রহিত হইয়া যায় ; আবার অন্য সময় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। দৃষ্টি ক্ষীণ,— উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে বা রৌদ্রে আরও বৃদ্ধি হয় (উজ্জ্বল আলোকে বৃদ্ধি = বেল্:)। দৃষ্টি সমক্ষে যেন কাল বিন্দু বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িতেছে এইরূপ বোধ হয়।

কর্ণ।—অতি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাজনক কর্ণমূল প্রদাহ (ব্যারাই: বেল্: কার্ব্বো-ভেজি: সিষ্টাস্: মার্ক: পল্‌সে:) কর্ণ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, কর্ণ সমক্ষে যেন ঝিঁ ঝিঁ শব্দ হইতেছে এইরূপ অনুভব।

নাসিকা।—নাসিকা গাঢ় লালবর্ণ (অ্যালীউ: চায়না: ফস্: সল্‌ফ্:) নাসাগ্র কালবর্ণ (নাসারন্ধ্র কালবর্ণ = কোল্‌চি:—আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে কাল নাসারন্ধ্র = ভেরেট ; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহাধিকারে = অ্যাণ্ট-টার্ট:)। বাম রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং দক্ষিণ রন্ধ্র হইতে পাতলা জলের ন্যায় পদার্থ স্রাব ; নাসিকা স্ফীত, ব্যথান্বিত এবং কালবর্ণ।

মুখমণ্ডল।—চক্ষুর্দ্বয়ের চতুষ্পার্শ্ব, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ এবং হস্তের অঙ্গুলির ত্বক কুঞ্চিত প্রতীয়মান হয়। মুখমণ্ডলে অত্যধিক শোণিত সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং তাহা উন্মত্ততা ও উদ্বেগ ব্যঞ্জক ভাব ধারণ করে। মুখমণ্ডল আরক্তিম ও স্ফীত। পরিশ্রান্ত, ভীত, চকিত, কিম্বা

স্বরোন্মত্ত মূর্ত্তি। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল,—তীক্ষ্ণ বেদনা বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় তীব্র বেগে নিম্নহনু হইতে বাম কর্ণাভিমুখে সঞ্চারিত হয় (দক্ষিণ কর্ণাভিমুখে ধাবিত হয়=স্পাইজি: সিপীয়া: ম্যাঙ্গেনাম্:); বেদনা হঠাৎ তিরোহিত হইয়া থাকে (বেল্: অ্যা-নাইট্রিক্: আর্জেন্ট-নাই:) বিশেষতঃ বেলা ১০টার সময়। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং ফোস্কাকীর্ণ,—যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ দেখায়। জিহ্বা বোধ হয় যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে। হনুস্তম্ভ বা চোয়াল আটকান। জিহ্বার পশ্চাদংশ এবং ঊর্দ্ধ তালুর কিয়দংশ কালবর্ণ প্রতীয়মান হয় (মার্ক-সল্ফ:); তোৎলার ন্যায় কথা বলে।

গলমধ্য।—যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ ক্ষতান্বিত অনুভূত হয় (অ্যাব্সিন্থীয়াম্: এপীস্: মার্ক-সল্ফ্:)। কণ্ঠাভ্যন্তরের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা (অ্যামন্-কার্ব্: গ্যাম্বো: আয়োড্:)। গলমধ্য ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয় (আর্জেন্ট-নাই: কষ্টি: মার্ক্-কর্: নক্স্: ষ্টিলিঙ্গ্:), এবং ঘন, কি তরল, যে কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে ব্যথা বোধ হইয়া থাকে (আর্জেন্ট: ব্যারাই-কার্ব্: ষ্ট্যাণাম্:)। কণ্ঠ মধ্যে কণ্ডুয়ন বশতঃ কাসির উদ্রেক হয় (ল্যাকে: রীউমেক্স্: ল্যাক্-ক্যান্: ন্যাট্-মিউ: সিপী:)। জিহ্বামূলের উভয় পার্শ্বস্থিত গহ্বর মধ্যে শুষ্কতা ও যেন সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা,—গলাধঃকরণ কালে বৃদ্ধি হয় (হিপার:); সময়ে সময়ে সূচীবেধবৎ বেদনা কর্ণপটহে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। বাম গলগ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে (ল্যাকে: এপীস্: ল্যাক্-ক্যান্: মার্ক-বিন্আয়োড্:)। দক্ষিণ গলগ্রন্থি মধ্যে যেন সূক্ষ্ম কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (আর্জেন্ট-নাই: ডলিকস্: হিপার: অ্যা-নাই:)।

পাকাশয়াদি।—পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জল পান করিবার ইচ্ছা (ব্রাই: ন্যাট্-মিউ: ল্যাক্-ক্যান্:—অনেকক্ষণ অন্তর অন্তর=ব্রাই:)। শূন্য উদ্গার ও পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা (অ্যামিল্-নাই:)। বুকজ্বালা (ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: সাইকীউ: ক্রোক্: ফেরাম্-ফস্: লাই: ম্যাগ্-কার্ব্: নক্স্-ভম্: পল্সে:)। বিবমিষা অনুভূতি ও চক্ষু সমক্ষে উড্ডীয়মান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শন (দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকার আবির্ভাব সহযোগে=ক্যাল্কে:—দৃষ্টি লোপ সহযোগে ক্রোটন্-টিগ্:);—যতক্ষণ না নিদ্রা হয় ততক্ষণ এইরূপ ভাব থাকে। বিবমিষা ও বমন চেষ্টার পর অপর্য্যাপ্ত বমন হয়,—প্রথমে শ্লেষ্মা এবং তৎপরে, নীলাভ বা কৃষ্ণাভ জলীয় পদার্থ বমিত হয়। বমিত পদার্থ অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যাদি কিম্বা কৃষ্ণাভ হরিদ্বর্ণ তরল পদার্থ। (বেলা ৫টার সময়) পাকস্থলী মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ও বাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হইয়া অন্ননলীতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। নাভী প্রদেশে ভয়ানক ছেদনবৎ বেদনা। বৈকালে বোধ হয় যেন অস্ত্র সকল অস্ত্র দ্বারা ছেদিত হইতেছে। উদর অত্যন্ত স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে (কোল্চি:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও আড়ষ্ট বোধ হয় (হেলিবো: ল্যাকে: বেল্: পডো:) বিশেষতঃ মস্তক সঞ্চালনকালে পৃষ্ঠে ও হস্তপদাদিতে ব্যথা বোধ। হস্তের অঙ্গুলির অগ্র সকল যেন মসিরঞ্জিত হইয়াছে এইরূপ কাল বর্ণ দেখায়। হস্তপদাদি অত্যন্ত চঞ্চল; রোগী

শয্যা খুঁটিতে থাকে এবং শূন্যে যেন কি ধরিতে যাইতেছে এইরূপ ভাবে হস্তপ্রসারণ করে (বেল্: হায়োঃ ষ্ট্র্যামোন্:)। ভ্রমণশীল বেদনা,—স্কন্ধ হইতে বাহুতে এবং বাহু হইতে নিম্নাঙ্গে সঞ্চারিত হয় (ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্: পল্সেঃ)। করপৃষ্ঠে ফুস্কুড়ি উদ্গত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে কষায় রস নির্গত হয়। মসূরিকার ন্যায় পীড়কা উদ্গত হয় এবং অঙ্গুলির উপর আর্দ্র শল্ক উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ বাহু ও বাম পদ অবশ। নিম্নাঙ্গ, বিশেষতঃ উরুর পেশী, থাকিয়া থাকিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার কম্পিত হইয়া উঠে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—আচ্ছন্ন ও আক্ষিপ্ত ভাব এবং যন্ত্রণাব্যঞ্জক ক্রন্দন বা চীৎকার। আক্ষেপ কালে শিশু যেন কি খাদ্যদ্রব্য লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে এবং পরে সেই হস্ত মুখে অর্পণ করিয়া চর্ব্বণ এবং তৎপরে গলাধঃকরণ ক্রিয়ার অভিনয় প্রদর্শন করে। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং সকল পেশীই স্পর্শকাতর।

নিদ্রা।—রাত্রে রোগীর নিদ্রা হয় না, ক্রমাগত ছট্‌ফট্ করে, নানা রকম বিভিষিকা দর্শন করে (আর্জেণ্ট-নাই: মার্ক্. ওপী: থূযা: লিডাম্: ক্যামো: কার্ব্বো-অ্যান্: ব্রাই:) এবং শয্যা খুঁটিতে থাকে। মধ্য রাত্রে রোগী শিরঃপীড়ার যন্ত্রণা বশতঃ অব্যক্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিতে করিতে জাগ্রত হয়। স্বপ্ন দেখিয়া ভীত চকিত ভাবে জাগিয়া উঠে, যেন সে কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইতেছিল বা যেন তাহাকে সর্প দংশন করিতে আসিতেছিল।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ অনুভূতি; মুখমণ্ডলে থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভূত হয়। প্রবল জ্বরের পরেই প্রচুর স্বেদ নির্গলিত হয়; বেলা ২টার সময় প্রবল জ্বর এবং তৎসঙ্গে গ্রীবা পশ্চাতে, স্কন্ধে ও নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়; মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে; পশ্চাতে, স্কন্ধে ও নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়; মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে; হৃদয় প্রদেশে বেদনা বোধ হয়, উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে এবং রোগী সময়ে সময়ে চীৎকার করিয়া উদরে হস্তার্পণ করে। সমগ্র দেহ জ্বালা করিতে থাকে এবং কখনও বা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্মোদ্গম হয় এবং জ্বরত্যাগ কালে রোগী ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, দেহ সঞ্চালনে, মস্তক সঞ্চালনে, প্রাতে ১০টার সময়, উপবেশনান্তে, প্রথম নড়িতে আরম্ভ করিলে, পাদচারণে, পদস্খলনে, গলাধঃকরণ কালে, রৌদ্র বা তীব্র সূর্য্যালোকে, বদ্ধ, গরম গৃহ মধ্যে অবস্থিতিকালে এবং প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গান্তে।

উপশম।—চক্ষু মুদিত করিলে এবং গৃহবহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সেবনে।

তুলনীয়।—মস্তিষ্কবিকৃতি জনিত ক্রন্দন—এপিস:। তোৎলামি—ষ্ট্রামোন:। মাথাধরা—ন্যাট্রাম-মিউর:। জিহ্বার দহন—স্যাঙ্গু:। গ্রীবার পৃষ্ঠে বেদনা—হেলিবো:। আঘাত বোধ—নাম্বা:।

সদৃশ।—বেল্: হেলিবো: হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্: এপীস্: অ্যা-নাই: হিপ্: ডলিকস্: স্যাঙ্গিউ: ক্যাপ্সিকাম্: ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: পল্সেটিলা:।

শক্তি।—২য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

স্পাইজিলীয়া আন্থেল্মীয়া

(SPIGELIA ANTHELMIA.)

নামান্তর।—অ্যান্থেলমীয়া কোয়াড্রিফাইলা। (ক্রমীনাশক বলিয়া ইহাকে "অ্যান্থেল্মীয়া" বলে)।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—গ্রন্থির বিবৃদ্ধি; অন্ধত্ব; হৃৎশূল; সর্দ্দি; কোষ্টবদ্ধতা; নিস্তেজ (মানসিক); চক্ষু মধ্যে বেদনা ও স্নায়ুশূল; চক্ষুর বিবিধপীড়া; শিরঃপীড়া; অন্ত্রবৃদ্ধি; তারকা প্রদাহ; কর্ণশূল; মূত্রাধার মুখশায়িকাগ্রন্থির প্রদাহ; মলান্ত্রের কর্কট রোগ; আমবাত; তোৎলামি; চক্ষুর নাক পীড়া; টেরাভাব; কর্ণপটহ প্রদাহ; তামাকু সেবন জন্য হৃৎপিণ্ডের দোষ; দন্তশূল; ক্রমি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তক, চক্ষু, অক্ষিপক্ষ, মুখমণ্ডল, পঞ্জর, অন্ত্রাশয় এবং হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূলে ইহা অত্যন্ত হিতকারী, বিশেষতঃ যেখানে দেখা যায় যে বেদনা কোন একটী কেন্দ্র মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই কেন্দ্র হইতে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে; হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্ট এবং বহির্বেষ্টের প্রদাহ এবং চক্ষুর উপতারকার প্রদাহে ও ইহা অবস্থা বিশেষে কার্য্যকরী এবং ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শিশু এবং কোন ব্যক্তির ক্রমী লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে কিম্বা প্রকৃত পক্ষে ক্রমী না থাকিয়াও যদি সেইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, এবং ক্রমী জনিত হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্রের রোগেও ইহা দ্বারা বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। ডাঃ ক্লার্ক বলেন যে তাম্রকূটাদি মাদক দ্রব্য সেবন জনিত বা তদ্দারা বর্দ্ধিত হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় "স্পাইজিলীয়া" একটী প্রধান ভেষজ। ইহার কতিপয় নির্ণায়ক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—(১) এতজ্জনিত বেদনা কোন এক স্থলে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই কেন্দ্র হইতে দেহের চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হয়। (২) রোগীর দেহে আদৌ স্পর্শ সহ্য হয় না; স্পৃষ্ট অংশে শৈত্য অনুভূত হয়, দেহে সামান্য নাড়া পাইলে লক্ষণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (৩) পীন, সূচ, ইত্যাদি সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রকে রোগী অত্যন্ত ভয় করে। (৪) কোন একটী ইন্দ্রিয় বিশেষের অস্বাভাবিক প্রখরতা,—রোগীর স্বীয় কণ্ঠধ্বনি কাঁসার শব্দের ন্যায় মনে হয় এবং শিরোমধ্যে যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। (৫) হৃৎপিণ্ডে বাতাশ্রয় জনিত পীড়াদি; হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনের সময় তন্মধ্যে নিদ্রিত বিড়ালের কণ্ঠধ্বনির ন্যায় ফড়্ ফড়্ শব্দ শ্রুত হয়। ধমনীপ্রসারণ। (৬) স্নায়বিক শিরঃপীড়া,—নির্দ্দিষ্টকালান্তর আবির্ভাবশীল; প্রাতে মস্তিষ্কমূলে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া মস্তকের উপর দিয়া বাম ঊর্দ্ধাক্ষিক চক্ষুর উপর প্রদেশে অবস্থিত হয়; বেদনা দপ্ দপ্ ধক্‌ধক্‌কারী এবং প্রচণ্ড। শিরোবেদনা, সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে চরম বৃদ্ধি এবং তৎপরে ক্রমে হ্রাস হইয়া সূর্য্যাস্তে নিবৃত্ত প্রাপ্ত হয়। (৭) অক্ষিগোলক সঞ্চালন করিলে বোধ হয় যেন উহা এত বৃহৎ যে অক্ষিগহ্বরে উহার স্থান হয় না। (৮) মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল নির্দ্দিষ্ট কালান্তর আবির্ভাবশীল, বাম পার্শ্বিক,—অর্থাৎ

বাম অক্ষিগহ্বর, বাম চক্ষু, বাম গণ্ডাস্থি এবং বাম দন্ত ইহার প্রকোপস্থল ; শিরঃপীড়ার ন্যায় সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী ; বেদনা বিদারণবৎ ও জ্বালাকারী ; গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে ; ঝড় বৃষ্টির দিনে এবং চা পানে বৃদ্ধি হয়। (৯) তাম্রকূট সেবন জনিত দন্তশূল। (১০) নাসাপশ্চাত্রান্ধ্র হইতে বহুল পরিমাণ নক্কারজনক শ্লেষ্মা গলমধ্যে নিপতিত হওয়ায় রাত্রে গলরোধ হইবার উপক্রম হয়। (১১) যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা অক্ষি-গোলক ভেদ করিয়া মস্তকের অন্তরতম প্রদেশে সঞ্চারিত হয়। (১২) শ্বাসকৃচ্ছ্র,—রোগী কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে বা উচ্চ উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিতে বাধা হয়। (১৩) বক্ষ মধ্যে বেদনা,—সূক্ষ্মাগ্র শলাকা বা সূচীবেধবৎ বেদনা,—নাড়ীর গতির তালে তালে বেদনা অনুভূত হয়। (১৪) হৃদ্স্পন্দন,—প্রাতে, উপবেশনান্তে বা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালে ; প্রচণ্ড, অপরে দেখিতে পায় এবং শব্দ শুনা যায় এরূপ হৃদ্স্পন্দন। (১৫) তোৎলামি,—প্রথম বাক্য ৩।৪ বার উচ্চারণ না করিলে সমস্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না ; অন্ত্রাশয়িক রোগ বা কৃমী লক্ষণ জনিত। (১৬) নাড়ী এত কম্পিত হইতে থাকে যে তাহার স্পন্দন গণনা করা যায় না। (১৭) জ্বরের উত্তাপাবস্থায়ও রোগী বাহ্য উত্তাপ পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

লক্ষণাবলী।

মন।—যেন কতই চিন্তামগ্ন এইরূপ ভাবে বসিয়া থাকে (আর্নি: ক্যাম্ফ: কার্ব্বস্যাড্: ককীউ: ন্যাট্-মিউ: ওপা: পল্সে: সল্ফ:), একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে (র‍্যানান্:)। আলপিন্, সূচ, প্রভৃতি সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রের ভয় (রোগিণী অনবরত সূচ, আল্পিন খুঁজিয়া বেড়ায় এবং ভয় পাছে ফুটিয়া যায় = সাইলিশীয়া:)। ক্ষীণ স্মৃতি। মানসিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা। না জানি ভবিষ্যতে কি হইবে সর্ব্বদা এই ভাবনা (ব্রাই: কাল্কে: চিনিন্-সল্ফ সাইকোউ: ফস্:)। সামান্য কারণে রাগিয়া যায় (নক্স্-ভম্: সিনা: কলো: সাইক্লে: ন্যাট্-মিউ: পেট্রোল্: সিপীয়া:)। বিষণ্ণ, আত্মহত্যাপ্রবণ চিত্ত (অরাম্-মিউ: ল্যাকে: সোরিন্: রাউমেক্স্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ মনে হয় (অ্যাকোন্: বেল্: গ্লোন্: ফেল্যান্: পল্সে: র‍্যাণান্: রাস্: সাইলি: স্পঞ্জীয়া: টেরিব্:) ; শুইয়া থাকিলে ভাল থাকে (আর্নি: সিনা: চায়না:) বৃদ্ধি = প্রাতে গাত্রোত্থান কালে (বেল্: ব্রাই: লাই: ন্যাট্-মিউ: ফস্: পল্সে: রাস্:) ; জ্ঞানবিলোপক শিরোবেদনা সহযোগে (এপীস্: বেল্: ক্যাল্কে: নক্স-ভম্: ফস্: সাইলি:) ; নীচে দৃষ্টি করিলে (ফস্: সল্ফ: ক্যাল্মীয়া:) কিম্বা চক্ষু বা দৃষ্টি ফিরাইলে ; বিবমিষা সহযোগে। শিরোবেদনা,—স্নায়বিক এবং নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তর আবির্ভাবশীল, বেদনা প্রাতে মস্তিষ্ক মূল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া মূর্দ্ধাদেশ পার হইয়া বাম চক্ষু মধ্যে, অক্ষিগহ্বর এবং রগে অবস্থিত হয় (দক্ষিণ = স্যাঙ্গিউ: সাইলি:) ; প্রচণ্ড দপ্ দপ্, ধক্‌ধক্‌কারী বেদনা (শিরোবেদনা) সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে চরম বৃদ্ধি এবং তাহার পর হইতে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সূর্য্যাস্তে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় (ন্যাট্-মিউ: স্যাঙ্গিউ: ট্যাবাক্:)। স্থির দৃষ্টি সহযোগে থাকিয়া থাকিয়া

ললাট মধ্যে বিদারণকারী বেদনা (মার্ক্: বার্বা: ক্যামো: ল্যাকে:)। স্নায়বিক শিরোবেদনা,—বৃদ্ধি =চিন্তা করিলে (অ্যা-ফস্: অরাম্: ক্যাল্কে: ক্যাল্কে-ফস্: গ্লোন্: লাই: পল্সে: সাইলি:), শব্দে (বেল্: পিরিড্: ইগ্নে: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাক্-ডিফ্লো: সাইলি:) বা কোনরূপ দেহ সঞ্চালনে (অ্যা-নাই: বেল্: কোণা: গ্লোন্:); প্রকোপের সময় রোগীর মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া যায় (ল্যাকে: ভেরেট: সিপীয়া: ষ্ট্র্যামোন্:), তাহার উদ্বেগজনক হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে (ইথীউ: সাইক্লে:); কোন কোন স্থলে বিবমিষা ও বমনও হইয়া থাকে। সমগ্র মস্তক জড়তাযুক্ত এবং ললাট অভ্যন্তরে যেন ভিতর হইতে ঠেলিতেছে এইরূপ বোধ হয়। ললাটের শৃঙ্গ বা উচ্চতমদেশে দপ্‌দপ্‌কারী সূচীবেধবৎ বেদনা। মস্তকের বাম পার্শ্বে এবং বাম চক্ষুর ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে সূচীবেধবৎ বেদনা। নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা, দক্ষিণ রগেই প্রকোপাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে (বেল্: ক্যামো: চেলিড্:); বৃদ্ধি=ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে বা শব্দে; উপশম=স্থির হইয়া থাকিলে (হেলিবো: ইগ্নে: নক্স্-মস্:), উচ্চ উপাধানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে (অ্যাণ্ট্-টার্ট: ইউপেট্-পার্ফোল্:—নিম্ন মস্তকে শয়নে উপশম= আর্ণিকা:) এবং শীতল জলে মস্তক ধৌত করিলে (অ্যাসেরাম্: সাইক্লে: এস্: ক্যাল্কে-ফস্:)। মূর্দ্ধাদেশে ভিতর হইতে বহির্মুখী সূচীবেধবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=স্পর্শ করিলে (অ্যাকোন্: বেল্: চায়না: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব: ক্যাল্মীয়া: মার্ক্: মেজর:) এবং জলে ধৌত করিলে (অ্যামন্-কার্ব: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ক্যাল্কে: রাস: নক্স্-মস্: সিপী:) কিন্তু ধৌত করিবার সময় আরাম বোধ হয় (শীতল জল প্রয়োগে বৃদ্ধি=মিনীয়্যান্:)। রোগীর মনে হয় যেন তাহার মস্তক দ্বিধা হইয়া বা ফাটিয়া যাইবে (বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে: চায়না: গ্লোন্: ন্যাট্র-মিউ: সোলেনাম্-নাই:)। মুখব্যাদান করিলে মস্তক মধ্যে বেদনা অনুভূত হয় (ফ্যাগোপাই:), উপমস্তিষ্কে ও গ্রীবায় অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় (ফ্যাগোপাই:); গ্রীবায় আড়ষ্টতা। হেঁট হইলে শিরোবেদনা অনুভূত হয়,—যেন একটী বন্ধনী দ্বারা মস্তক আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যা-কার্ব্বল্: অ্যা-নাই: জেল্সি: সল্ফ্:)। মস্তিষ্ক মধ্যে কম্পনানুভূতি বৃদ্ধি=মাথা নাড়িলে (আর্ণি: ককীউ:) কিম্বা জোরে পদ বিক্ষেপ করিলে (লাই: বেল্: নক্স-মস্: রাস্: লিডাম্:)। রগে ও ললাটে বিদারণবৎ বেদনা,—বেদনা চক্ষুতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালনে, বিশেষতঃ পাদচারণ কালে পদস্খলন হইলে। কাসিলে বা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে মস্তক বোধ হয় যেন দ্বিধা হইয়া যাইবে (ব্র্যাই: ক্যাপ্স্: ইগ্নে: ন্যাট্র-মিউ: সল্ফ্:)। নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা, দক্ষিণ রগে এবং চক্ষুতে পর্য্যন্ত প্রকোপ অনুভূত হয়; বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালনে, শব্দে, দেহ আলোড়নে কিম্বা মলত্যাগ কালে বেগ দিলে (লাই: পল্সে:)। মস্তকের টানভাব, উহা যেন মস্তককে দৃঢ় ভাবে আঁটিয়া রহিয়াছে, এইরূপ অনুভূতি (আর্জেণ্ট-নাই: কষ্টি: ক্যালী-ব্রোম্:)। মস্তক অত্যন্ত স্পর্শাসহ,—স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (সাইলি: সিন্নাব্: সিঙ্কোনা: ককী: ল্যাকে: প্যারিস্: রাস্:)। মস্তক যেন অত্যন্ত বৃহৎ এইরূপ মনে হয়।

চক্ষু।—অক্ষিগোলক মধ্যে অসহনীয় নিষ্পেষণবৎ বেদনা; সমস্ত দেহ না ফিরাইলে চক্ষু ফিরাইতে পারে না; বৃদ্ধি=চক্ষু সঞ্চালনে, বিশেষতঃ পদস্খলন জনিত দেহ আলোড়নে

(চক্ষু ঘুরাইলে তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয়=ক্রোটন্-টিগ্: ক্যাল্মী:),—চক্ষু ফিরাইলে মাথা ঘুরিয়া যায়। অক্ষিগোলকদ্বয় অক্ষিগহ্বর অপেক্ষা বৃহৎ বোধ হয়,—যেন অক্ষিগহ্বর মধ্যে তাহাদের স্থানে সঙ্কুলন হইতেছে না (অ্যাকোন্: কমোক্লেড: প্যারিস্:) স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় যেন মস্তক একটী বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: কাক্টাস: সল্ফ:)। অক্ষিপক্ষ্মের উপর যেন পালকের কুঁচা পড়িয়াছে এইরূপ অনুভব, মর্দ্দনে আরও বৃদ্ধি হয়। দুঃদৃষ্টি (আর্জেণ্ট-নাই: রাস্মো: লিলী-টাই:)। আলোক আতঙ্ক,—চিত্রপাত্রে আলোক সংস্পর্শ সহ্য হয় না (মার্ক: ন্যাট্-মিউ:)। যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতে এইরূপ তীক্ষ্ণ বেদনা,—অক্ষি-গোলক ভেদ করিয়া পশ্চাদ্দিকে মস্তিষ্ক মধ্যে সঞ্চারিত হয় (প্রুণাস্: রাস্-টাক্স্: আক্টীয়া-স্পাই: অ্যাসাফিট্:) কিম্বা অক্ষিগোলক হইতে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শ জনিত; বৃদ্ধি=চক্ষু সঞ্চালনে এবং রাত্রে (মার্ক: প্রুণাস্; সিফিলিন:)। চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের নীলবর্ণ বৃত্ত পরিস্ফুট হইয়া থাকে এবং উপতারকা বিবর্ণ দৃষ্ট হয়। বাতাশ্রিত অক্ষিপ্রদাহ (অ্যাকোন্: অ্যাণ্ট-টার্ট: ব্রাই: ক্যাল্কে: কল্চীয়া: ফাইটো: রাস্: সিপীয়া:),—অনর্গল অশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে; বেদনা থাকিতেও পারে নাও থাকিতে পারে। কৃমি জনিত তির্য্যকদৃষ্টি (সিনা. সাইক্লে: ন্যাট্-ফস্:), ঊর্দ্ধাক্ষিপুটদ্বয়কঠিন এবং অসাঞ্চালনীয় (অ্যানাই: অ্যাকেন্: মিডহ্বন্: ফাইটো: সিলি: থুযা.) এবং চক্ষু মধ্যে যেন ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা। অক্ষিপুট প্রদাহান্বিত ও ক্ষতযুক্ত। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল বহুকালের অক্ষিপুট স্পন্দন (অ্যাগার্ ফাইজস্: রিউম্:)।

কর্ণ।—স্নায়ুশূল ও শিরোবেদনাধিকারে রোগীর উচ্চ শব্দ সহ্য হয় না। কর্ণ মধ্যে যেন দূরাগত নানাপ্রকার ধ্বনি প্রবিষ্ট হইতেছে (সিনা: আর্জেণ্ট-নাই: কোকা:) যেন কর্ণ রন্ধ্র আলগা ভাবে ঈষৎ রুদ্ধ কিম্বা যেন তৎসমক্ষে কুজ্ঝটিকা বিস্তৃত রহিয়াছে। কর্ণশূল,—নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—যেন কর্ণমধ্যে একটী কীলক প্রবিষ্ট হইতেছে। কর্ণমধ্যে বোধ হয় যেন কি ফড়্ ফড়্ করিতেছে (ম্যাগ-মিউ: প্ল্যাট্: পল্সে:)। দক্ষিণ কর্ণবহির্ভাগ কণ্ডুয়নযুক্ত (সাইলি: সল্ফ: ক্যাল্কে-ফস্:)। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল বধিরতা,.শ্রবণপথ বোধ হয় যেন রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

নাসিকা।—পশ্চান্নাসারন্ধ্র হইতে অপর্য্যাপ্ত নকারজনক শ্লেষ্মা কণ্ঠমধ্যে পতিত হইয়া রাত্রে গলরোধ করিবার উপক্রম করে (কষ্টি: হাইড্রাষ্ট: ল্যাকে: মার্ক-প্রোট্:); নির্গলিত শ্লেষ্মার বর্ণ এক সময়ে শ্বেত এবং অন্য সময়ে পীত হইয়া থাকে। নাসাপশ্চাতে যেন কেশ সংস্পর্শ বশতঃ কিম্বা যেন তদুপরে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ সড়সড়ি অনুভূত হয়। তরল শ্লেষ্মাময় নাসাসর্দ্দি অধিকারে দেহে শুষ্ক উত্তাপ অর্থাৎ জ্বরভাব অনুভূত হয়, কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না; চক্ষে জল আইসে, মাথা ধরিয়া থাকে, গলা ভাঙ্গিয়া যায় এবং হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। নাসিকার উপর দদ্রুবৎ উদ্ভেদ উদ্গত হয় এবং তন্মধ্যে ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল স্ফীত এবং বিকৃত, বিশেষতঃ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর; কিম্বা ম্লান ও পীড়া ব্যঞ্জক; চক্ষুদ্বয় পীত রেখা বেষ্টিত; আরক্তিম; স্বেদলাঞ্ছিত। মুখমণ্ডলের

স্নায়ুশূল বা মুখশূল, অধিকাংশ স্থলে বাম পার্শ্বগত (চেলিড্: ড্যাল্কো্যা: গ্লোন্: লোবেল্-ইন্: ফস্:) ; চক্ষু, গণ্ডাস্থি এবং দন্ত মধ্যে উৎপাটন, শূলবেধবৎ ও জ্বালাকারী বেদনা ; সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল ; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে এবং মধ্যাহ্নে চরম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; গণ্ডস্থল ঘন রক্তিমা ধারণ করে ; শীতল, বৃষ্টির দিনে এবং চা পান জনিত ; বৃদ্ধি=সঞ্চালনে কিম্বা শব্দে ; অশ্রুপাত, অক্ষিপক্ষশূল ও হৃদ্স্পন্দন সহযোগে ; আক্রান্ত অংশ চিক্কন স্ফীতিযুক্ত হইয়া উঠে। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, ম্লান এবং বিদারিত। হনুশূল—বেদনা নিম্ন হনু হইতে নাসিকা, বগল, মুখমণ্ডল এবং গ্রীবাতে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, মাথা নাড়িলে বৃদ্ধি হয়। নিম্ন হনু যেন স্বস্থান হইতে উৎপাটিত হইবে এইরূপ বেদনা,—চর্ব্বণের সময়।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—দপ্দপ্কারী ও উৎপাটনবৎ বেদনা ; বৃদ্ধি=শীতল জলে (আণ্ট-ক্রুড্: গ্র্যাফ: ষ্ট্যাফ: সল্ফ্:) ; উপশম=শয়ন করিলে (ব্রাই: মার্ক:)। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত তামাকু সেবনের পর দন্তশূল আরম্ভ হয় (ক্যামো: ইগ্নে:)। দন্তশূল,—ক্ষয়িত দন্তমধ্যে দপ্দপ্ করিতে থাকে ; যেন ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিতেছে এইরূপ বেদনা ; উপশম=আহারের সময় (বেল্: ক্যামো: সিঙ্কো: কফী: প্ল্যাণ্ট্যাগো: ফস্:) ; বৃদ্ধি= আহারের পর (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: বেল্: ষ্ট্যাফ:), শীতল বায়ু ও জল সংস্পর্শে এবং দন্তশূলের বিষয় মনে হইলেই (ব্যারাই: নক্স্: থুযা:) ; রাত্রে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পড়ে (গ্লোন্: ম্যাগ্-কার্ব: ক্যামো: মার্ক: সেরিন্: পল্সে: রাস: রডো: ষ্ট্যাফ: সল্ফ:)। উভয় দন্তপংক্তি মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারিয়া উঠে,—বিশেষতঃ ক্ষয়িত দন্ত মধ্যে ; ক্ষয়িত দন্তের স্নায়ু মধ্যে ক্ষণাবির্ভাবশীল চিড়িকমারা বেদনা ; তামাকু সেবনে উপশম হয় (ডায়াডেমা: মার্ক: ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-সল্ফ:)। জিহ্বা বিদারিত পৃষ্ঠ (এল্যান্: ব্যাপ্টি: হায়ো: রাস্:) এবং উহা হইতে ছাল উঠিবে প্রতীয়মান হয়। মুখের স্বাদ পচা জলের ন্যায়। জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা (ড্রোসেরা:),—নাড়িলে বৃদ্ধি হয় (জিহ্বাগ্রে= ড্রাসেরা:)। মুখের গন্ধ পূতিময় (ক্যামো: কার্ব্বো-ভে: ক্যালী-ফস্: ল্যাকে: মার্ক: প্লাম্: ষ্ট্যাণাম্:)। প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গের পর মুখবিবর শুষ্ক বোধ হয় এবং তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখবিবর শুষ্ক বোধ=অ্যামোনীয়্যাক্: প্যারিস্: পডো:)। মুখবিবর শুষ্ক বোধ হয় এবং মুখ বন্ধ করিলে মনে হয় যেন পীন ফুটিতেছে (এরাম্-ম্যাকীউ:) অথচ তন্মধ্যে ঘনীভূত আঠার ন্যায় এবং নক্কারজনক লালাপরিপূর্ণ হইয়া থাকে। মুখ ও গলমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে,—কখন শ্বেত, কখনও বা পীতবর্ণের।

গলমধ্য।—জিহ্বামূল-পার্শ্বস্থিত-গহ্বরদ্বয় হইতে সমস্ত দিবস শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে ; এই শ্লেষ্মার অধিকাংশই পশ্চান্নাসারন্ধ্র হইতে আইসে। পাকাশয় হইতে বোধ হয় যেন একটা আংশিক তরল পদার্থ বা কৃমী উঠিয়া গলমধ্যে আসিতেছে (যেন গলমধ্যে কেশ-খণ্ড আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে=কার্ব্বোণ্-সল্ফ্: সল্ফ্:—যেন সূত্র খণ্ড আবদ্ধ রহিয়াছে= ভ্যাবাড্: ভ্যালি:)।

পাকস্থলী।—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপ বোধ,—যেন তন্মধ্যে একটা কঠিন গুল্ম রহিয়াছে (ফস্: রীউমেক্স্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে স্থূল শলাকাবেধবৎ বেদনা (অ্যা-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: ক্যালী-কার্ব্: ফস্:),—নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি হয়; বক্ষমধ্যে চাপ বোধ সহযোগে। তামাকের ধোঁয়া ভাল লাগে না। বিবমিষা ও তৃষ্ণা সহ রাক্ষসী ক্ষুধা। প্রবল তৃষ্ণাসহ ক্ষুধারাহিত্য। প্রাতে কিছু আহারের পূর্ব্বে বিবমিষার উদ্রেক হয় এবং বোধ হয় যেন পাকাশয় হইতে কি একটা গলমধ্যে উত্থিত হইতেছে; উপশম=আহারের পর; রোগীর মুখমণ্ডল পীড়াব্যঞ্জক এবং ম্লান। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরিধান করিতে পারে না, কষ্ট বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়।—(কৃমী লক্ষণ) উদর সাঁটিয়া ধরে,—তৎসহ উদ্বেগ ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। উদর মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: কোল্চি: সাইক্লেম্: ক্যালী-কার্ব্:)। উদর যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ যন্ত্রণা,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় কোমল মল নির্গত হইবার পূর্ব্বে (আর্স্:); মলত্যাগের পর কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হয়। বাম কুক্ষী মধ্যে, উদর ও বক্ষ বিভেদিকার পার্দার সন্নিকটে, শ্বাসরোধকারী সূচীবেধবৎ বেদনা। অন্ত্রশূল,—নখবেধবৎ বেদনা এবং নাভিপ্রদেশে কৃমীজনিত অস্ত্রবেধবৎ বেদনা, শিহরণ, মলতারল্য এবং অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব। দুর্গন্ধ আঘ্রাত বায়ু নিঃসরণ।

মলান্ত্র ও মল।—মলান্ত্র ও মলমার্গ মধ্যে কণ্ডুতি ও যেন কোন কীট বেড়াইতেছে ইত্যাকার অনুভূতি (ইগ্নে: ইণ্ডিগো: সল্ফ্: ব্যারাই: আর্টি-কাইউ: ফেরাম্: মার্ক্: সিপী: স্ট্যাবাড্: টীউক্রী:)। মলান্ত্র হইতে তাল তাল মহীলতা কৃমী ও সূত্রকৃমী নির্গত হয় (অ্যাসেরাম্: অ্যাসক্লিপ্-টি: ক্যাল্কে: সিনা: আর্টিকা-ইউ: ন্যাট্-মিউ: স্ট্যাবাড্: চেলিড্: ফেরাম্: ন্যাট্-ফস্: ক্যালী-মিউ: ক্যাল্কে-ফস্: ফেরাম্-ফস্:)। মল,—কুন্থন সহযোগে আমময় মল নির্গত হয়; কোন কোন সময় কেবল আম নির্গত হয়; কখনও বা অসংখ্য কৃমী সহ তাল তাল মল নির্গত হয়; আবার কোন স্থলে আম আবৃত মেষমলবৎ অতি কঠিন মল নির্গত হইয়া থাকে। বিটপদেশে যেন সুক্ষ্মাগ্র শলাকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূতি। অঙ্গুরীয়কা কৃতি স্থূলান্ত্রগ্রন্থির বা মলান্ত্রের কর্কটার্ব্বুদ (অ্যাসিড্-নাই: অ্যালীউমেন্:),—যন্ত্রণা অসহনীয় (এইচ্: সি: অ্যালেন্:)।

প্রস্রাব।—মূত্রনলীর সম্মুখাংশে জ্বালা সহ হঠাৎ অজ্ঞাতসারে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গলিত হইতে থাকে। মূত্রনলী দিয়া মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির রস নির্গলিত হয় (কিম্যাফিলা-আম্বে: অ্যাগ্নাস্: অ্যা-ফল্: সেলিন্: সিপীয়া: সাইলি: ষ্ট্যাফ্: থুযা:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মহা কামোদ্দীপক চিন্তা সহ লিঙ্গোদ্গম হইয়া থাকে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকে না। দক্ষিণ অণ্ডকোষ ও শিশ্ন মধ্যে সূচীবেধবৎ অনুভূতি ও কণ্ডুতি। লিঙ্গমুণ্ডের একপার্শ্বিক স্ফীতি।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ সহযোগে নাসাসর্দ্দি; নাসিকা হইতে অনর্গল শ্লেষ্মা নির্গলিত হয়, চক্ষু উন্নত, যন্ত্রণাজনক শিরোবেদনা এবং রোদনপরায়ণতা প্রকাশ পায়। সর্দ্দি সংযুক্ত

ক্লাসি,—কাসি শুষ্ক, প্রবল,—তৎসহ ক্লমীলক্ষণ; রোগী অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা অনুভব করে,—বিশেষতঃ সম্মুখদিকে হেঁট হইলে (আর্স: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব: স্পঞ্জীয়া:)। ক্ষুকক্ষুকে শুষ্ক কাসি বশতঃ বক্ষ মধ্যে ক্ষতযুক্তবৎ ব্যথা উপস্থিত হয়। শ্বাসাল্পতা,—বিশেষতঃ কথা কহিলে (অধিক বকিলে=সল্ফ:),—গণ্ডস্থল ও ওষ্ঠদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠে। শয্যায় দেহ সঞ্চালন কালে, কিম্বা বাহু উত্তোলন করিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্বাসরোধোপক্রম হয় (বাহুদ্বয় দেহের যত নিকটবর্ত্তী করা হয় ততই শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি হয়=সোরিন:); রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে বা উচ্চ উপাধানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে বাধ্য হয় (সিঙ্কো: ক্যালী-নাই: স্পঞ্জীয়া:)। উদ্বেগ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র সহযোগে বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধ ভাব—বক্ষ যেন সাঁটিয়া ধরে। বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (অ্যাকোন: ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: র‍্যাণান্-বাল্বো: স্কীলা:), বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালন মাত্রে (ব্রাই: ক্যাল্কে: র‍্যাণান্-বাল্:) কিম্বা শ্বাসপ্রশ্বাসে (বোর: ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: সিপী: স্পঞ্জী: ষ্ট্যাণাম:)। বক্ষ মধ্যে যেন কি ছিঁড়িয়া গেল এইরূপ বেদনা অনুভূতি (কোল্‌চি: নক্স্-ভাম: পল্সে:)। বক্ষোদক রোগাধিকারে রোগী কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে এবং উচ্চে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে পারে। বাম স্তনের নীচে ছেদন ও উৎপাটনবৎ বেদনা,—বেদনা দেহ ভেদ করিয়া বাম পৃষ্ঠফলক ও বাম বাহুর ঊর্দ্ধাংশে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (অ্যাকোন: ব্রোম: চিনোপোড্-গ্লাকাই: কোল্‌চি: ন্যাট্-সল্ফ:); বৃদ্ধি=গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস-কালে (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ:—পৃষ্ঠ ও পৃষ্ঠফলক পর্য্যন্ত ব্যাপী সূচীবেধবৎ বেদনা=ব্রাই: ফেরাম: হিপ্, সল্ফ: ফাইটো: সাইলি: মার্ক:)। হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগে বিদ্ধকারী বেদনা; হৃৎপিণ্ডের তরঙ্গানুকারী গতি,—কিন্তু নাড়ীর গতির সমতালে হয় না। নাড়ীর গতির তালে তালে বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালনে; শীতল, জলীয় বায়ু সংস্পর্শে। হৃদ্‌স্পন্দন ভয়ঙ্কর, দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় (শুনিতে পাওয়া যায়=আর্স: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যাল্মী: ষ্ট্যাফ্: সল্ফ: ভেরেট্:);—বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালন মাত্রে (ডিজি: ফেরাম: ন্যাট্-মিউ: ষ্ট্যাফ্: আর্স: ক্যাল্কে: গ্র্যাফ্: আয়োড্: ক্যালী-কার্ব:); হেঁট হইয়া বসিলে=অ্যাঙ্গাষ্টিউ: ডিজি: রাস্:), প্রবল জ্বরের সময় (ক্যাল্কে: ককীউ: ইগ্নে: ফেরাম:); সূচীবেধবৎ বেদনা সহযোগে (আইরিস্: সিপী: ক্যালী-কার্ব:); প্রভাতে গাত্রোত্থানান্তে উপবেশন করিলে (বেড়াইলে ভাল থাকে=ম্যাগ্-মিউ:); দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে (ক্যাক্টাস: ক্যাল্মীয়া:) কিম্বা শ্বাস রোধ করিয়া থাকিলে এবং কৃমি থাকিলে (সিনা:)। স্নায়বিক হৃদ্‌স্পন্দন,—নাড়ী সবিরাম হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনকালে তাহার শিখরদেশে সোঁ সোঁ বা নিদ্রিত বিড়ালের কণ্ঠস্বরের ন্যায় শব্দ শ্রুত হয় (ক্যাক্টাস্:)। হৃৎপিণ্ড যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (আর্স: কিউপ্রাম: রাস্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—মেরুদণ্ডে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয়; এমন কি স্থির হইয়া থাকিলেও ব্যথা অনুভূত হয় (স্যাবাড্: রীউটা)। গ্রীবারগ্রন্থি সকল ব্যথান্বিত, স্ফীত ও কঠিন হইয়া উঠে (আয়োড: সাইলি: কোণা: ক্যাপিস্-অ্যাল্বাস্:)। গ্রীবাপৃষ্ঠে বেদনা,—বৃদ্ধি=স্থির হইয়া থাকিলে; উপশম দেহ সঞ্চালনে (রাস্:)। পৃষ্ঠ মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র

শলাকাবেধবৎ বেদনা; সময়ে সময়ে শ্বাস গ্রহণ কালেও ঐ বেদনার অনুভব হয় (সোরিনাম্:)। ঊর্দ্ধাঙ্গের প্রকম্পন (আর্জেন্ট-নাই: নক্স; প্লাম্:)। প্রত্যঙ্গ ও সন্ধি মধ্যে কখনও বা স্পন্দন অনুভূত হয় (ব্রাই: লিডাম্:)। পাদচারণ কালেই প্রত্যাঙ্গাদি (পদদ্বয়) অধিক আক্রান্ত হয়। বাহু ও অগ্রবাহুর পৈশিক স্পন্দন। হস্ত ফিকা পীতবর্ণ।

সার্ব্বাঙ্গিক।—প্রচণ্ড স্নায়ুশূল,—প্রকোপান্তে আক্রান্ত অংশে স্পর্শ সহ্য হয় না এত ব্যথা হয়; যেন আক্রান্ত অংশ দ্বিখণ্ড হইয়া যাইবে এইরূপ বেদনা; যেন অঙ্গবিশেষের আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে ইত্যাকার অনুভূতি, দেহের অভ্যন্তরাংশের স্থানে স্থানে বোধ হয় যেন একটী গুল্ম আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; সাধারণতঃ মুখমণ্ডলের ও নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয়; মলের সহিত সূত্রকৃমী গুচ্ছ নির্গমন; অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব; দেহের বহিরাংশে স্পর্শ সহ্য হয় না,—কোন অংশ স্পর্শ করিলে সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল এইরূপ শিহরণ অনুভূত হয়; স্নান করিতে বা গাত্র ধৌত করিতে বিরক্তি; নাড়ী এত কম্পিত হয় যেন গণনা করা যায় না; হস্তপদাদিতে বাতাশ্রয় জনিত বিদ্ধকারী বেদনা; প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে বিশেষতঃ প্রদেশে, হুলবেধবৎ বেদনা; সন্ধিপ্রদেশের নিকটে উৎপাটনকারী বেদনা,—যেন সেই অংশে ত্বক চাঁচিয়া ফেলা হইতেছে (রাস্:); আসন হইতে গাত্রোত্থান কালে দেহ ভার ও ব্যথান্বিত অনুভূত হয়; স্পৃষ্ট অংশে শৈত্য অনুভূত হয়; অত্যন্ত আবল্য বোধ,—বিশেষতঃ প্রাতে সামান্য পরিশ্রম করিলেই দেহ যেন অবশ হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ বোধ হয়; মলত্যাগ কালে বেগ দিলে মূর্চ্ছা (মলত্যাগ কালে=অ্যা-অক্স্যাল্: সল্ফ্:—মলত্যাগের পর পডো: লাই: ফস্: টেরিব্: ভেরেট্:)। শীতল বায়ু সহ্য হয় না; অনাবৃত স্থানে পাদচারণে পীড়া হয়। অন্য অঙ্গের বাত হৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হয়।

নিদ্রা।—রাত্রে হস্তপদাদি কিছুতেই স্থির রাখিতে পারে না। দিবসে, এমন কি প্রভাতেও, নিদ্রাবেশ হয়। অনেক রাত্রে নিদ্রা হয় (পল্সে:)। এলোমেলো স্বপ্ন দেখিয়া যখন জাগ্রত হয় তখন অত্যন্ত দৈহিক অবসাদ বোধ করে এবং স্বপ্নের বিষয়ে মনে থাকে না।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—প্রত্যহ প্রাতে একই সময়ে শীত আবির্ভূত হয় এবং শীতের পর উত্তাপ ও উত্তাপের পর ঘর্ম্ম এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন কোন অংশে শীত এবং কোন কোন অংশে উত্তাপ অনুভূত হয়; দেহ সঞ্চালন মাত্রে শীত বোধ হয়; বক্ষস্থলে শীত আরম্ভ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। উত্তাপাবস্থা,—পৃষ্ঠে অধিক উত্তাপ বোধ হয়; রাত্রে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভূত হয়; পৃষ্ঠে শীত ও মুখমণ্ডলে এবং হস্তে উত্তাপ বোধ হইয়া থাকে; রোগী গাত্র আবৃত রাখিতে পারে না (স্টাট্-মিউ: পল্সে:)। রাত্রে যুগপৎ উত্তাপ ও দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে। হস্তের উপর চট্‌চটে ঘর্ম্মোদ্গম হয়; ঘর্ম্ম শীতল।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে; দেহ আলোড়নে; জোরে পদবিক্ষেপান্তে; দেহ বা মস্তক সঞ্চালনে; মস্তক কম্পিত করিলে; চক্ষু সঞ্চালনে; গাত্রোত্থান করিলে; হেঁট হইলে; সম্মুখদিকে বক্ষ বক্র করিলে; আহারের অনতিপরেই; বেগে বহমান জলীয় বায়ু সংস্পর্শ মাত্রে; বৃষ্টির দিনে;

প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে; প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে; উপবেশন করিলে; ধূমপানে; মধ্যাহ্নে এবং মুখব্যাদান করিলে।

উপশম।—স্থির হইয়া থাকিলে; নিশ্বাস গ্রহণ কালে; মস্তক উচ্চে রাখিয়া বা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে; উত্তাপ সংস্পর্শে; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (শিরোবেদনা)।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ—অরাম্: ক্যাম্ফো: ককীউ: মার্ক্: পল্স:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—অ্যাকোন্: (হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্টপ্রদাহে) আর্ণি: আর্স্: বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে: ডিজিট্: আইরিস্: ক্যানা-কার্ব. লাই: ফস্: পল্সে: রাস্: সল্ফ্: জিঙ্কাম্: আর্ণিকার পুরাতন।

তুলনীয়।—বাম চক্ষুতে বেদনা—অ্যাকোন্:। বাম দিকের চক্ষুর স্নায়ুশূল—থিরি:। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শিরঃপীড়া—ন্যাট্রাম: ন্যাস্ক:। সর্দ্দি—পল্স:। চক্ষুতে বেদনা—বেলাড্:। হৃৎপিণ্ডে সূচীবেধ—হিপার: ন্যাট্রাম: ক্যালী-কার্ব:। মুখে স্নায়ুশূল—থুযা:। কৃমি—সিনা: টিউক্রিয়াম: স্কিরি: ষ্ট্যাণাম্:। অঙ্গুলির সঙ্কোচন—জেল্স্:। স্পর্শাসহ—ক্যালি-কার্ব:। শ্বাসকষ্ট—ক্যাক্টস্:। তামাক জন্য দন্তশূল—প্ল্যাণ্টে গো:।

সদৃশ।—অ্যাকোন্: অ্যালাউমেন্: অ্যা-নাই: ষ্ট্যাণাম্: থিরিড্: ন্যাট্-মিউ ন্যাঙ্গিউ: ট্যাবাক্: অ্যাক্টীয়া: পল্সে: সীড্রন্: কল্লিনেলা: অ্যাণ্ট-ক্রুড্: এপীস: ব্রাই: ক্যাপ্স্: কমোক্লেড: সাইক্লেম্: ল্যাকে: অ্যা-কার্ব্বল্: ক্যাক্টাস্: ক্যাল্মায়া: স্পঞ্জীয়া: টীউক্রি: সিনা: ষ্ট্যাণাম্: স্যাবাড্: থুযা:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম। ৩০ ও ২০০ শততমিক অধিক ব্যবহার হয়।

স্পাইর্যান্থিস্

(SPIRANTHES AUTUMNALIS.)

নামান্তর।—লেডিস্ ট্রেপস্।

প্রস্তুতি।—মূলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্তনে বেদনা; শ্বাসে দুর্গন্ধ; দগ্ধ হওয়া বা দাহন; সর্দ্দি; পামা; মূর্চ্ছাবায়ু; বৃক্ককে বেদনা; কটীবাত; অত্যধিক স্তন্য; ত্বকের পীড়া; দৃষ্টির অস্পষ্টতা।

উপযোগিতা ও আভাস।—রমণীদিগের স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় বৃদ্ধি করণ, কটিবাত, বাতব্যাধি এবং নিদ্রালুতা ও পুনঃ পুনঃ প্রবল জৃম্ভন সহকারে অম্লশূলাধিকারে ইহা বিশেষ হিতকারী। অ্যাকোনাইটামের ন্যায় ইহাও একটী জ্বরসন্তাপ প্রশামক ভেষজ এবং

ইহাদ্বারাও দেহাংশ বিশেষের প্রদাহ ও তন্মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা চক্ষু, চিবুক এবং বক্ষের প্রদাহ উৎপন্ন হয়, এবং ঐ ঐ অংশ সকল আরক্তিম এবং উত্তপ্ত হইয়া উঠে; সমগ্র গাত্রত্বক স্বেদরহিত এবং সন্তপ্ত হয় রোগী শ্বাসকৃচ্ছ্র ও উত্তাপ বোধ করে, তাহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে (ক্যাল্‌কে-আর্স্: ককীউ: স্পাই: এবং সে গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চাহে না। ক্রমে চিন্তা করিবার ইচ্ছা, শিরোঘূর্ণন, স্কন্ধদেশে বেদনা, আলস্য ও শ্রান্তি বোধ, ক্ষুধারাহিত্য, কর্পরত্বক মধ্যে ও মূর্দ্ধাদেশে বেদনা, বৃক্ক মধ্যে যন্ত্রণা এবং আহারান্তে নানাবিধ অম্লাশয়িক পীড়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে। স্তনদুগ্ধ ও মূত্রের পরিমাণ প্রথমাবস্থায় হ্রাস হইয়া পরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। অন্ত্রশূল এবং তলপেট হইতে অন্ননালী মধ্যে বায়ুগুল্মের উত্থান, তলপেটে উত্তাপ অনুভব এবং তৎপরে পুনঃ পুনঃ উদ্গার, হাস্য জনিত তলপেটে উত্তাপাধিক্য, হেঁট হইলে বা বাহু উত্তোলনান্তে মস্তিষ্ক মধ্যে যন্ত্রণা, সর্ব্বাঙ্গে ধামনিক দপ্‌দপানি, মস্তক যেন বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ এইরূপ অনুভূতি, দন্তে শৈত্য বোধ, গলমধ্যে অন্য পদার্থের অস্তিত্বানুভূতি, বাম পার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শয়নে আরাম বোধ, রমণের সময় যোনিমধ্যে জ্বালা, শোণিতবৎ প্রদরস্রাব প্রভৃতি ইহার কতিপয় প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—প্রাচীরগাত্রে মস্তক রক্ষা করিতে বাধ্য হয় (টেবিলের উপর মস্তক রক্ষা করিলে উপশম বোধ হয়=স্ট্যাবাড:); শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে (চেলিড্: ককীউ: ন্যাট্-মিউ: নক্স-ভম্: ফস্: ফাইটো:), বৃদ্ধি=উপবেশন কালে (কার্ব্বো-ভেজি: ফস্: পল্‌সে: স্ট্যাবাড.) এবং শয়ন করিলে (কষ্ট: কোনা: ল্যাকে: পল্‌সে: রাস্:)। মস্তিষ্কের পীড়া,—বৃদ্ধি=হেঁট হইলে (অ্যা-কার্ব্বন্ আয়োডোফর্ম:) বা বাহু উত্তোলন করিলে। বোধ হয় যেন মস্তক একটী বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যা-কার্ব্বন্: অ্যা-নাই ককীউ: সাইক্লে জেল্: আয়োড:)। কেশমূলে ব্যথা বোধ (কলোসিন্থ: ন্যাট্-সল্‌ফ: সিন্নাবার:)। কেশ উঠিয়া যায়; ললাটে এবং নাসাস্থি মধ্যে ব্যথা করিতে থাকে।

চক্ষু।—চক্ষু জ্যোতির্ম্ময় এবং স্থির। ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিলে চক্ষু মধ্যে ব্যথা বোধ হয় (কার্ব্বো-ভেজি: চেলিড্:)। চক্ষু উত্তপ্ত ও প্রদাহান্বিত। দৃষ্টি অস্পষ্ট; নিদ্রালুতা সহযোগে তিমির দৃষ্টি; ক্ষণমাত্রে দৃষ্টিলোপ হইয়া যায়; দূরের বস্তু সকল বোধ হয় যেন নড়িতেছে (দৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই বোধ হয় যেন নড়িতেছে=অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: ব্যাপ্টি. ইউফ্রে:)। চক্ষু মুদিত করিলে অগ্নিময় চক্র সকল দেখিতে পায় (চক্ষু মুদিত করিলে অগ্নিসাগর দেখিতে থাকে=স্পাইজি:—উন্মীলিত চক্ষে অগ্নিচক্র দর্শন করে=অ্যানাস্থি: পল্‌সে: ল্যাকে: ক্যাল্‌কে-ফস্:)।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে চাপ চাপ শোণিত নির্গত হয়। নাসিকা হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে থাকে (এরাম্-ট্রাই: সীপা: ইউফ্রে: ক্যামো: গ্রাফা: অ্যা-নাই. মার্ক: নক্স:

প্ল্যাণ্টা: টেলীউ:)। নাসামূলেও কণ্ডুয়ন ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ (অ্যা-কার্ব্বল্: অরাম্: কফী ; গ্রাফ্: লাই: নক্স ; ওপী: ফস্: সিপী:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল স্ফীত, আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত। প্রশান্ত, চিন্তাশীল ভাব। দন্ত শীতল বোধ হয়। মাড়ী আরক্তিম এবং জ্বালাযুক্ত। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়।

গলমধ্য।—বোধ হয় যেন তলপেট হইতে একটী বায়ুগুল্ম (অ্যাসাফিট: ইগ্নে: মস্কাস্:) উত্থিত হইয়া অন্ননলী মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। গলমধ্যে বোধ হয় যেন কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: এপীস্: ল্যাকে: কোণা: ক্রোটন্-টিগ্: নক্স্-মস্:)। কণ্ঠমধ্যে গাঢ় কফ সঞ্চয় বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা হয় (অ্যালীউমেন্: কোর্যাল্ রুব্. হিপ্: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: স্ট্যাট্-মিউ: কষ্টি:)। গলমধ্যে পিট্ পিট্ করিয়া কাসির উদ্রেক করে (ল্যাকে: রীউমেক্স্:)। কণ্ঠমূলে জ্বালা বোধ। অন্ননলী মধ্যে অম্ল সঞ্চয় ও জ্বালা অনুভূতি (ক্যাল্কে. লাই: নক্স্: ফস্: সিন্যাপ্:)। অন্ননালী মধ্যে আধ্মানবায়ু আবদ্ধ হইয়া থাকে।

পাকাশয়।—অম্ল দ্রব্য আহারের স্পৃহা (কোর্যাল্-রুব্: হিপ্: ভেরেট্ ক্যালী-কার্ব: সাল্ফ্: আর্স্: ফস্:)। তলপেটে উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া এবং স্থূলান্ত্র মধ্যে যেন ছুরিকাবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা সহযোগে পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠিতে থাকে (পেট বেদনা ও অন্ত্রকূজনের পর=পল্সে:)। আহারান্তে বিবমিষার উদ্রেক (নক্স্-ভম্: পল্সে: সিপীয়া: ককীউ); এবং ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন (ইপিক্: মিকাইট্. ফস্: সিপী সাইলি: সালফ্: ভেরেট্:)। উর্দ্ধোদর স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহাতে স্পর্শ সহ্য হয় না (ল্যাকে: মার্ক-কর্:)। ভোজনান্তে উর্দ্ধোদর ব্যথা করিতে থাকে তৎসহ নিতম্ব বেদনা। পাকস্থলী মধ্যে উত্তাপ প্রাদুর্ভূত হইয়া মস্তকে উত্থিত হয় (বক্ষমধ্যে=ওপী-অ্যান্:—বক্ষে ও গলমধ্যে=ফস্:—যেন উত্তপ্ত বাষ্প মস্তকে উত্থিত হইতেছে=লাই: কণ্ঠ মধ্যে=অ্যা-নাই: বক্ষে ও মস্তকে=ব্যারাই-মিউ:—বায়ুগুল্মের সহিত=ভ্যালি:)।

অন্ত্রাশয় ও মলান্ত্র।—প্লীহা ও যকৃৎ, টিপিলে উভয়েতেই ব্যথা বোধ হয়। ভোজনান্তে উদর মধ্যে বেদনা, অবসন্নতা ও আধ্মান ; অন্ত্রকূজন, বস্ত্র আঁটিয়া পরিতে (স্ট্যাট্-মিউ:) ভালবাসে। অন্ত্রশূল,—স্থূলান্ত্র মধ্যে বিদ্ধকারী, অস্ত্রাঘাতবৎ (য্যাট্রে: মার্ক:) অসহনীয় যন্ত্রণা (কাইঙ্কা: ডায়োস্কো: সাইক্লে:) বিশেষতঃ সোজা হইয়া বসিলে (সীপা ডায়োস্কো: পল্সে: —সোজা হইয়া বসিলে উপশম=জোল্:)। হাস্য করিলে তলপেটে উত্তাপ উৎপন্ন হয় (ধূমপানে=স্পঞ্জী:) এবং তদন্তে উদ্গার উঠিতে থাকে। মলদ্বারে জ্বালা ও কণ্ডুতি, বৃদ্ধি=মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে ; মলদ্বারে পিট্ পিট্ করে ও কণ্ডুর উদ্রেক হয় (ইউফ্রে:)। শিশুর মল অম্লগন্ধ (হিপ্: হ্যুউম্: ক্যাল্কে: যালাপা: কর্ক্: সাল্ফ্:)।

প্রস্রাব।—বৃক্ক মধ্যে রাত্রে সাঁটিয়া ধরার ন্যায় (অ্যা-নাই: অ্যাগার:) বা শূলবৎ মৃবেদনা (ওসিমা: প্যারিইরা: লাই: সার্সা: নক্স্-ভম্:) বশতঃ রোগী শুইয়া থাকিলে উঠিয়া

বসে, বসিয়া থাকিলে শয়ন করে, এইরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করে (ডায়োস্কো: সাইমাম্: প্যারিইরা:); কখনওবা তন্মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে (ক্যান্থা: ক্যালী-আয়োড্: কলোসিন্থ:); রোগী যন্ত্রণায় হেঁট হইতে পারে না (সিঙ্কোনা.—সম্মুখ দিকে বক্র হইলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়=ডায়োস্কো:); বৃদ্ধি=সোপানারোহণ কালে (গাত্রোত্থান করিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি=নক্স্-ভম্:); উপশম=চিৎ হইয়া শয়ন করিলে (নক্স্-ভম্:)। প্রস্রাবের সময় মূত্রাশয় মধ্যে বেদনা (ম্যান্সিনেলা:); নিদ্রাভঙ্গান্তে মূত্রাশয় মধ্যে জ্বালা ও বেদনা (বার্বা: নক্স্:)। প্রস্রাব শীঘ্র পূতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পচিয়া যায় (অরাম: অ্যা-ফস্:); তলানি লালবর্ণ জিওলের আঠায় ন্যায় (আর্স-হাইড্রয়ডিকাম্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রমণের সময় যোনিমধ্যে অত্যন্ত জ্বালা করে (ক্যালী-বাই: ক্রিয়ো: লাই: ন্যাট্-মিউ: সল্ফ্:)। যোনিদ্বার আরক্তিম ও কণ্ডুতিযুক্ত (ক্রিয়ো: লাই:)। যোনিমার্গ শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত (লাই: ন্যাট্-মিউ:)। রক্তাক্ত প্রদরস্রাব (অ্যা-নাই: সিঙ্কো: ককীউ: সিপী:)। স্তনে অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ সঞ্চয়,—বিশেষতঃ বাম স্তনে। স্তন উন্নত করিলে তন্মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হইয়া থাকে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—ফুসফুসাবরণী মধ্যে ও পঞ্জরান্তর্গত প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: র‍্যণান্:-বাল্:)। কটিবাত বশতঃ রোগী চলিতে পারে না (ব্যাপ্টি: মিনীয়্যান্:)। সমগ্র দেহে ধামনিক দপ্ দপানি (গ্লোন্: স্পাই: ভেরেট্-ভির:)। বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে ভাল বাসে (অ্যামন্-মিউ: ম্যাগ্-মিউ: মার্ক্: নক্স্-ভম্: স্পঞ্জীয়া:)। কুচকী প্রদেশে এবং গ্রীবার কুঞ্চিত ত্বকের মধ্যে যেন পুড়িয়া গিয়াছে এইরূপ ফোস্কা সকল উদ্গত হয় এবং তন্মধ্য হইতে পূযবৎ রস নির্গলিত হইয়া থাকে। অগ্র বাহু হঠাৎ ব্যথা করিয়া অসাড় হইয়া যায় (ন্যাফেলীয়াম্:)। হেঁট হইলে স্কন্ধের বাতাশ্রিত বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে; হেঁট হইলে; বাহু উত্তোলন করিলে; হাস্য করিলে।

উপশম।—চিৎ হইয়া বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: এরাম্-ট্রাই: সীপা: ল্যাকে: ডায়োস্কো: সিঙ্কো: গন্যাফেল্: নক্স্-ভম্: ক্রিয়ো: ম্যান্সিবেলা:।

তুলনীয়।—ঘর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি—এরাম্:। যোনিপাশের শুষ্কতা—ন্যাট্রাম: মিউর:। বেদনার পরবর্ত্তী অসাড়তা—ন্যাফেলিয়ম:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

স্পঞ্জীয়া টষ্টা

(SPONGIA TOSTA.)

নামান্তর ও প্রস্তুতি।—তুর্কীদেশীয় স্পঞ্জ পরিদগ্ধ করিয়া তাহার বিচূর্ণ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ২০ গ্রেণ সহ ৪০০ ফোঁটা সুরাসারে টিংচার প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ধমণীর অর্ব্বুদ; হৃৎশূল; হাঁপানি; নিস্পন্দ; কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি; ঘুংড়ী; দ্বিদর্শন; মূর্চ্ছা; গলগণ্ড; হৃৎপিণ্ডের কাঠিন্য; অন্ত্রবৃদ্ধি; স্বরনলীর আক্ষেপ; স্বরনলীপ্রদাহ; আমবাতিকজ্বর; আম্বাত; মুষ্কপ্রদাহ; ক্ষয়কাস; শিরাস্ফীতি; হুপিং কাস; কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—গৌর কান্তি, শিথিল মাংস শিশু এবং রমণীদিগের স্বর ও শ্বাসমার্গের বিবিধ রোগে ইহা বিশেষ হিতকর; বায়ু ও স্বরনলী অত্যন্ত শুষ্ক ও নীরস এবং সঙ্কুচিত বোধ হয় এবং শ্বাস কৃচ্ছ্র অনুভূত হইয়া থাকে। লসিকা গ্রন্থি সকল, দ্বিদল গ্রন্থি এবং অণ্ডকোষ স্ফীত ও অনমনীয়তা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং গলগণ্ড, একাশিরা এবং হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ রোগে ইহা ব্যবহৃত ও ফলদায়ক হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ প্রদত্ত হইল:—(১) নিদ্রা যাইতে যাইতে রোগী হঠাৎ ভীত চকিত ভাবে জাগিয়া উঠে এবং তাহার বোধ হয় যেন তাহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইতেছে; সোঁ সোঁ শব্দে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদিত হয়, যেন স্পঞ্জের ভিতর দিয়া নিশ্বাস পড়িতেছে। (২) মানসিক উদ্বেগ উত্থিত হইবামাত্র কাসির বৃদ্ধি হয়। (৩) স্বরনলী বোধ হয় যেন একটী কীলক (গোলক=ল্যাকেসিস্:) দ্বারা রুদ্ধ হইয়া আছে। (৪) রোগী মস্তক নীচু করিয়া শয়ন করিতে পারে না। (৫) নিদ্রান্তে লক্ষণের বৃদ্ধি হয় কিম্বা নিদ্রিত অবস্থাতেই লক্ষণের বৃদ্ধি আরম্ভ হয় এবং তজ্জন্য রোগী জাগিয়া উঠে (ল্যাকে:)। (৬) কণ্ঠ, স্বরনলী, এবং বায়ুনলীশাখা প্রভৃতি শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ মাত্রেই শুষ্ক, নীরস হইয়া যায়; কণ্ঠনলীতে স্পর্শ সহ্য হয় না এবং তন্মধ্যে পিট্ পিট্ করিয়া কাসির উদ্রেক করে। (৭) কাসি,—শুষ্ক ঘংঘণে এবং খুংড়ীর ন্যায় শ্বাসরোধক; সাঁই সাঁই শব্দকারী, সমগ্র বায়ুমার্গ শুষ্ক, সুতরাং শ্লেষ্মাকূজন ঘড় ঘড়ানি আদৌ শ্রুত হয় না; প্রতিবার কাসির সময় যেন করাত দিয়া তক্তা চিরিতেছে এইরূপ শব্দ হয়; বৃদ্ধি=মিষ্টান্ন ভোজনে; শীতল জলাদি পান করিলে; মস্তক নীচু করিয়া শয়ন করিলে; শুষ্ক, শীতল বায়ু সংস্পর্শে; পাঠ করিলে; গান করিলে; কথা কহিলে এবং গলাধঃকরণ কালে; উপশম=গরম দ্রব্য পান বা আহার করিলে। (৮) ঘুংড়ী—রোগী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, বায়ুনলী মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে; বৃদ্ধি=শ্বাস গ্রহণ কালে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রের কিছু পূর্ব্বে। (৯) রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিয়ৎ পূর্ব্বে রোগী কাসিতে কাসিতে জাগিয়া উঠে; কাসির পর গলমধ্য জ্বালা করিতে থাকে; গয়ার পীতবর্ণ, ঘনীভূত আঠার ন্যায়, রজ্জুবৎ এবং লবণস্বাদ (১০) হৃদ্স্পন্দন,—ভয়ঙ্কর, রোগী যেন অত্যন্ত

হাঁপাইতেছে এইরূপ ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস সম্পাদিত হয় এবং বক্ষমধ্যে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়; হৃৎপিণ্ডের দ্বারাবরোধিনীর অক্ষমতা,—রমণীদিগের ঋতুর পূর্ব্ব বা সময়ে। (১১) হৃদ্‌শূল; হৃৎপিণ্ড যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা; অবসাদ, শ্বাসরোধপক্রম, উদ্বেগ এবং স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে; বৃদ্ধি=রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর। (১২) রেতোরজ্জু এবং অণ্ডকোষ স্ফীত, প্রস্তরবৎ অনমনীয় এবং কেহ যেন জোরে টিপিয়া দিয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত; প্রমেহস্রাব রোধ বা একশিরার কুচিকিৎসা সম্ভূত।

লক্ষণাবলী।

মন।—এই মহা স্ফূর্ত্তি ও গান করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা (ক্রোকাস্: হায়ো: ন্যাট্-মিউ: প্ল্যাট্:), আবার পরক্ষণেই অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাব ও কোনরূপ পরিশ্রমে বিরাগ। সহজে কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না (ক্যাল্কে: ক্যামো: কোণা: নক্স্-ভম্: রাস্:)। কখন কখন স্ফর্ত্তিবান, কখন রোদনপরায়ণ, আবার কখনও বা খিট্‌খিটে ভাব ও কলহপ্রিয়তা প্রকাশ করে। থাকিয়া থাকিয়া রোগী মহা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা (গ্লোন্: ফেল্যান্: পল্‌সে: ন্যাট্-মিউ: রাস্: সাইলি:); রাত্রে নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষা (অ্যামন্-কার্ব:); মনে হয় যেন মস্তক পার্শ্বের দিকে টলিয়া পড়িবে। বায়ু সেবন করিতে করিতে উষ্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে দক্ষিণ পার্শ্বিক শিরোবেদনা অনুভূত হয় (স্পাইজি:)। বাম রগে সূচীবেধবৎ বেদনা (স্পাইজি:); ললাটে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে শিরোবেদনা অনুভূত হয় (আরাম্: ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ: পল্‌সে: রীউটা: স্পাইজি:) এবং অশ্রুপাত হইতে থাকে (ল্যাকে: ফাইজস্: ষ্ট্র্যামোন্:)। মূর্দ্ধাদেশ ও ললাট এইরূপ ব্যথা করিতে থাকে যে বোধ হয় যেন করোটী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ কাসিলে (ব্রাই: ক্যাপ্স্: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম্: ফস্: অ্যাসিড্-ফস্:)। মস্তকের দক্ষিণ শৃঙ্গদেশে ভিতর হইতে বহির্মুখী নিষ্পেষণবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=উপবিষ্ট অবস্থায় (সিঙ্কো: ফস্: ষ্ট্যাফাই:), গরম গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে (সীপা: প্ল্যাট্: পল্‌সে: স্পাইজি:) এবং কোন দিকে অনন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে উপশম=লম্বমান ভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে (সিপীয়া:)। শয়িত অবস্থায় রোগীর মস্তক মধ্যে প্রবল দপ্ দপ্ অনুভূত হয়; যে কর্ণ চাপিয়া শয়ন করে সেই কর্ণের চতুষ্পার্শ্বে অধিক দপদপানি বা স্পন্দন বোধ হইয়া থাকে। গ্রীবা আড়ষ্ট ও মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া থাকে,—ঘুংড়ী রোগাধিকারে (অ্যাকোন্: হিপ্: ক্যালী-বাই: অ্যাণ্ট্-টার্ট— ধনুষ্টঙ্কারাধিকারে=সাইকীউ: মস্কাস্: ওপীয়াম্:—শ্বাসরোগাধিকারে=সিঙ্কো:—গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহে=ক্রোটেলাস:—মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়াধিকারে=অ্যাসিড্-কার্ব্বল:—মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জাবরণী প্রদাহে=সাইকীউ: ডিজিট্: হেলিবো:)। শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য এবং ললাটপশ্চাতে নিষ্পেষণ ও দপ্‌দপানি; মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উদ্বেগব্যঞ্জক এবং নিদ্রা অস্থিরতাপূর্ণ; উপশম=লম্বমান দেহে শয়ন করিলে। মূর্দ্ধাদেশে কেশ সকল বোধ হয় যেন

হর্ষিত হইয়া রহিয়াছে (অ্যাসিড্-মিউ: অ্যাকো: আর্ণিকা: চেলিড্: ড্যাল্ক্যা:—শিরোপশ্চাতে অধিক বোধ হয়=ক্যাচ্থ্যাল্থিস্)। মস্তকের ত্বক অত্যন্ত কণ্ডুতিযুক্ত।

চক্ষু।—বাম ভ্রূদেশে পীতবর্ণ চিপিটিকা জনক পীড়কা উদ্গত হয় এবং উহা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। দ্বিদর্শন, শয়ন করিলে আর থাকে না। চক্ষু মধ্যে চাপ ও হুলবেধবৎ বেদনা (এপীস্: ক্যাল্কে. কষ্টি: সীপা: ক্রোটন্: ক্যালী-কার্ব: স্পাই:—নিষ্পেষণ বা চাপ বোধ=ব্রাই: ক্যামো: ন্যাট্-মিউ: র‍্যাণান্-বাল্বো: সেনেগা:)। চক্ষু শীতল বোধ হয় (আর্জেণ্ট্-নাই: ক্যাল্কে-ফস্ কোণা: ইউফ্রে: লাই: ফাইটো: প্ল্যাট্:)। কোন বস্তুর দিকে অনন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে শিরোবেদনা ও অশ্রুস্রাব হইতে থাকে (চিনিন্-আর্স্: ক্যালী-আয়োড্: ষ্ট্র্যামোন্: ইগ্নে: পল্সে:)। চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠে, অশ্রুপাত হইতে থাকে এবং চক্ষু মধ্যে জ্বালা করে। অক্ষিগোলক বহিঃসৃত (ব্রোম্: কাল্কে: অ্যাসিড্-ফ্লু: গোন্: আয়োড্: ল্যাপিস্-অ্যাল্: ন্যাট্-মিউ: থাইরইডিন্: ফেরাম্: ফস্:) এবং একদৃষ্টি (ব্রোম্: আয়োড্: হায়ো: ওপী: সিকেলী: ষ্ট্র্যামোন্: গ্লোন্:)।

কর্ণ।—ভাল শুনিতে পায় না। কর্ণ মধ্যে শোণিত সঞ্চয় ও কর্ণবিবর মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে। বহিঃরন্ধ্র মধ্যে পূযোপজনন।

নাসিকা।—নাসিকা ফোঁৎকারান্তে তন্মধ্য হইতে শোণিতস্রাব (আর্ণিকা: ল্যাকে: ফস্: সল্ফ্:)। তরুণ সর্দ্দিতে জলবৎ স্রাব (আর্স্: সীপা: ইউফ্রে: ক্যালী-আয়োড্: মার্ক: ন্যাট্-মিউ: অ্যাসিড্-নাই: নক্স্: পল্সে: স্যাবাড্ টেলিউ:)—স্বরভঙ্গ (কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি ম্যাঙ্গে: ফস্:) এবং ঘুংড়ী কাসি সহযোগে; শুষ্ক, শীতল বায়ু সম্ভূত (অ্যাকোন্: হিপ্:)। শুষ্ক সর্দ্দি বা নাসারোধ—নাসিকা রুদ্ধ হইয়া যায় (এরাম্-ট্রাই: লাই: নক্স্: স্যাম্বীউ: সিপীয়া: সিলি:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল স্ফীত, রক্তিমাভ বা নীলিমান্বিত ও উদ্বেগব্যঞ্জক। মুখমণ্ডলে উত্তাপ অনুভূত হয় (ব্রাই: সীপা: ক্যামো: সাইনা: পল্সে:)। নিম্নহনুতলস্থ বাম পার্শ্বের গ্রন্থি সকল স্ফীত ও স্পর্শ করিলে ব্যথান্বিত অনুভূত হয় (এরাম-ট্রাই: ব্রোম্: কোর‍্যাল্-রব্: ব্যারাই-কার্ব: ব্যারাই-মিউ:)। মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বে উত্তাপ অনুভূত হয়,—তদ্বিষয় চিন্তা করিলে পুনরাবির্ভূত হয়। গণ্ডস্থলে কণ্ডুতি ও হুলবেধৎ বেদনা (ইউফর্ব্: এপীস্: আর্স্: ক্যালী-কার্ব্: কলো:)। ঊর্দ্ধ হনুর বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত (ক্যামো: স্যাঙ্গিউ:)। সন্ধ্যার পর আহারান্তে বাম হনুসন্ধি হইতে গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত খালধরার বা সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (ওলী-অ্যান্: প্ল্যাট্:)। মুখমণ্ডল ম্লান এবং চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট; কিম্বা মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উদ্বেগ ব্যঞ্জক। গণ্ডদ্বয় স্ফীত (বেল্: ক্যামো: মার্ক্: গুয়ায়েক্: ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ:—দন্তশূল জনিত স্ফীতি=ক্যামো: ল্যাকে: মার্ক্: সীপা: ইউফর্ব: ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ্-কার্ব্: স্পাইজি:)। মুখমণ্ডলে শীতল স্বেদ উদ্গম (আর্স্: ক্যাক্ট্: ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভেজি: সিনা: মার্ক্-কর: ভেরেট্: স্যাম্বীউ: ট্যাব্যাক্:—শ্বাসরোগে=আর্স্: ডিজিট্:—ডিম্বাধার বা উপঝিল্লী প্রদাহ

রোগে = মার্ক্-সায়ানেটাস:—শ্বাসরোধপক্রম সহযোগে = ক্যাষ্ট্:—বমন কালে = ক্যাম্ফো: লেবেল্: ট্যাব্যাক্: ভেরেট্—অন্ত্রশূলাধিকারে = আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: ককীউ: হেলিবো: নক্স্-ভম্:—আহার বা পানান্তে = ক্যামো: ন্যাট্-সল্ফ্:—আহারের সময় = ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ; —জ্বরাধিকারে অনর্গল শীতল ঘর্ম্ম হওয়া = আর্স্: ক্যাল্কে: কোণা: হাইড্রাষ্টি: মার্ক্:)। হনুতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত এবং তদুপরিস্থিত ত্বক টান বোধ (কোণা:)।

মুখবিবর।—চর্ব্বণকালে দাঁতের গোড়া শিথিল ও দাঁত ভোঁতা বোধ হয়। দন্তমধ্যে তিক্ত এবং মুখ মধ্যে মিষ্ট স্বাদ অনুভব। কথা কহিতে কষ্ট হয় (ল্যাকে: ওপীয়াম্: ষ্ট্রামোন্:)। মুখবিবর ও জিহ্বা পীড়কাকীর্ণ, পীড়কা সকল জ্বালা করে এবং তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা বোধ হয় (ক্যালী-আয়োড্: ক্যাপ্স্ ক্যালী-কার্ব্:) এবং রোগী তজ্জন্য কোন চর্ব্বণীয় ভক্ষ ভোজন করিতে পারে না (সিন্যাপ্-নাই:)। ঘুংড়ী অধিকারে মুখমধ্য শুষ্ক, নীরস এবং জ্বালাযুক্ত।

গলমধ্য।—দ্বিদল গ্রন্থি অনমনীয় ও স্ফীত (কোণা: আয়োড্:) হইয়া চিবুকের সমান হইয়া যায়; রাত্রে গলরোধ বা শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, এবং গলমধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা এবং উদরে স্পর্শাসহনীয়তা বা অত্যন্ত ব্যথা সহযোগে ঘঙ্ ঘঙ্ শব্দকারী কাসি হইতে থাকে; দ্বিদল গ্রন্থি স্ফীত (ক্যালী-আয়োড্: কার্ব্বো-অ্যান্: থাইইরডিনাম্)। কণ্ঠমধ্যে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা (অ্যা-নাইট্রক্: এপীস্:)। কণ্ঠাভ্যন্তর ক্ষয়িতত্বকবৎ, স্ফীত এবং খশ্ খশ্ করে। গলক্ষত,—মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধি হয় (পলাণ্ডু ভক্ষণান্তে বৃদ্ধি = অ্যালীউমেন্)। গলমধ্যস্থিত বেদনাদি চিৎ হইয়া শয়ন করিলে প্রশমিত হয়। ভিতরে কণ্ঠমূলে এবং বাহিরে গলগণ্ডের নিম্নাংশে যেন পীন ফুটিতেছে এইরূপ বেদনা। গলাধঃকরণান্তে—গলমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনার নিবৃত্তি; যেন অত্যন্ত সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয়; গলগণ্ডে বেদনা এবং গলগণ্ড মধ্যে যেন কি নড়িতেছে এইরূপ অনুভব; গলমধ্যে যেন পীন বিদ্ধ হইতেছে এবং ঐ অনুভূতি কর্ণাভিমুখে সঞ্চারিত হয়। কণ্ঠনলীর বহির্দ্দেশ স্ফীত এবং তজ্জন্য শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। কণ্ঠাভ্যন্তর স্ফীত এবং আরক্তিম (হ্যামা:)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—অত্যধিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা,—কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না (আর্স্: ক্যানাব্: চায়না: সিনা: আয়োড্: লাই: ওলীয়ান্: স্যাবাড্: ভেরেট্ অ্যাব্রোট্:)। উষ্ণ দ্রব্য পান বা আহার করিলে কাসির উপশম হয় (গরম দ্রব্য আহারে কাসির উপশম (ক্যালী-কার্ব্: ফেরাম্:—গরম পানীয় পানে=ব্রোম্: অ্যালীউ: ব্রাই: ইউপীয়োন্: লাই: নক্স্: রাস্: সিলি: ভেরেট্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন ক্ষত হইয়াছে এরূপ অনুভূতি (অ্যাণাক্সি:) চিৎ না হইয়া শয়ন করিতে পারে না। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বোধ হয় যেন সমস্ত তাল পাকাইয়া উপরে উঠিতেছে এবং কণ্ঠ মধ্যে আসিয়া রোগী র মহা শ্বাসকষ্ট উপস্থিত করিতেছে। (বক্ষমধ্যে পর্য্যন্ত উত্থিত হয় = অ্যাগার:)। পাকস্থলীর উপর বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরিতে পারে না (ব্রাই: ক্যাল্কে: ক্রোটেলাস্: লাই: অ্যা-ফস্: ল্যাকে: নক্স্-ভম্:)। পাকাশয় প্রদেশে সূচীবেধবৎ

বেদনা (গ্যাম্বো: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব: সিপীয়া:)। পাকস্থলী বোধ হয় যেন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং ঝুলিতেছে (আগার: ক্যাল্কে-ফস্: কার্ব্বো-ভেজি. ইউকর্ব: ইগ্নে: ইপিক্: ষ্টাফাই: ট্যাব্যাক্:) এবং যেন উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে,—হুপ্‌কাসি অধিকারে। কোঁকের মধ্যে চাপ বোধ। উদর মধ্যে অন্ত্রকূজন, হুড় হুড় কুল্ কুল্ শব্দ হইতে থাকে; বিশেষতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় (প্রাতে=নক্স:—সন্ধ্যার সময়=স্ট্যাবাই: টেরিব্: জিঙ্কাম্:)। শ্বাসগ্রহণ কালে অন্ত্রাশয়িক পেশী সকল ভয়ঙ্কর আলোড়িত হইতে থাকে; অন্ত্রমণ্ডলী তাল পাকাইয়া উপর দিকে আকর্ষণ বশতঃ বিভেদিকার গাত্রে যাইয়া সংলগ্ন হয়। বাম দিকের কুচকীর গ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ (অরাম্-মিউ: কার্ব্বো-অ্যান্:)। মলনলী মধ্যে কণ্ডুলির উদ্রেক হয়, পিট্ পিট্ ও কুট্ কুট্ করে; মলের সহিত সূত্রকৃমী নির্গত হয় (অ্যাস্ক্লিপ-টীউ: সিনা: স্পাইজি: ষ্ট্যাণাম্:)।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ বেগ অথচ অতি অল্প প্রস্রাব হয়। মূত্র ফেনিল, তলানি গাঢ়, ধূসর-শ্বেত অথচ পীতবর্ণ। অসাড়ে প্রস্রাব হয় (কষ্টি:)

পুংজননেন্দ্রিয়।—একশিরা; অণ্ডকোষ স্ফীত, অনমনীয় এবং তন্মধ্যে যেন মুচ্‌ড়াইতেছে বা পাক দিতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয় এবং উপর দিকে রজ্জু মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা সঞ্চারিত হয়; শয্যা বা বস্ত্রের কোনরূপ সঞ্চালনে তন্মধ্যে ধক্ ধক্ করিতে থাকে; কুচিকিৎসিত একশিরা বা অকালে প্রমেহস্রাব রোধ জনিত। ফ্যারিংটনের মতে একশিরা রোগে সর্ব্বপ্রথমে—"জেল্‌সিমীয়াম্" তৎপরে "পল্‌সেটিলা", তৎপরে "হ্যামামিলিস্" (বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ—ইহাদ্বারা অতিরিক্ত স্পর্শসহনীতার লাঘব হয়) এবং যদি অবশিষ্ট প্রমেহস্রাব পীতাভ হয় তাহা হইলে "মার্ক্-সল্:" এবং মুচ্‌ড়ান বা পাক দেওয়ার ন্যায় বেদনা ও অনমনীয় থাকে তাহা হইলে "স্পঞ্জীয়া" প্রযোজ্য। ব্যথা সহ অণ্ডকোষের স্ফীতি এবং তন্মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা (ক্লিম্যাট্: রডো:)। যেন মুচ্‌ড়াইতেছে বা পাক দিতেছে এইরূপ বেদনা (অ্যাকোন্: আর্জেণ্ট-নাই: রডো:)। অণ্ডকোষ হইতে কোষরজ্জু মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনার সঞ্চার (ক্লিম্যাট্:)। কোষরজ্জু স্ফীত ও ব্যথান্বিত (ক্যালী-কার্ব: ফস্: সার্সা:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠস্বর ভগ্ন, (ড্রেসেরা: গ্র্যাফ্:) বা ক্ষীণ, যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে ইত্যাকার অনুভূতি; শ্বাসগ্রহণ কালে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। কথা কহিতে বা গান করিতে গেলে স্বর কর্কশ হইয়া যায় (আর্জেণ্ট-নাই: ফস্:)। স্বরনলী মধ্যে বোধ হয় যেন একটা কীলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঘুংড়ী বা স্বরতন্তুর আক্ষেপ; হঠাৎ স্বরনলী রুদ্ধ হওয়ায় শিশু শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন করিতে না পারিয়া নীলবর্ণ হইয়া যায় (বেল্: ব্রোম্: ব্রোম্: ক্লোরান্: কিউপ্রাম্: জেল্: ইগ্নে: গুয়ারীয়া: মাস্কাস্: অ্যা-হাইড্রো: ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাকে: স্যাম্বীউ:)। স্বরনলী=স্পর্শাসহ এবং গ্রীবা ফিরাইলে তাহাতে ব্যথা বোধ হয় (ল্যাকে: অ্যাকোন্: গ্র্যাফ্-হিপ:) কথা কহিলেও স্বরনলী মধ্যে অনুভব হয় (ব্যাপ্টি:)। স্বরনলী, বায়ুনলীভুজের প্রদাহ। থাকিয়া থাকিয়া বায়ুনলী মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শ্লেষ্মাকূজন শ্রুত হয় (অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্স: অ্যামন্-কার্ব: ক্যামো: ইপিক্: ফস্.) এবং সময়ে সময়ে বায়ুনলী মধ্যে

শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ বায়ুনলী রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। নিদ্রিত অবস্থায় বায়ুনলীর হঠাৎ সংস্কোচন বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং রোগী চমকাইয়া উঠিয়া পড়ে। হুপ্‌কাসি ও ঘুংড়ী রোগাধিকারে শ্বাসপ্রশ্বাস কালে, বিশেষতঃ শ্বাসগ্রহণের সময়, নিশ্বাস ত্যাগের সময়= (অ্যাকোন্‌:) সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং উদরের পেশী সকল ভয়ঙ্কর আলোড়িত হইতে থাকে; কাসির পূর্ব্বে বা পরে সাঁই সাঁই খশ্‌ খশ্‌ শব্দ হইতে থাকে (অ্যাণ্ট-টার্ট: ব্রোম্‌:—ডাঃ হেরিঙের মতে ঘুংড়ীতে অ্যাকোন্‌: ব্রোম্‌: হিপ: আয়োড্‌: ফস্‌: এবং স্পঞ্জীয়া বিফল হইলে "কেয়োলিন্" প্রযোজ্য)। শ্বাসকৃচ্ছ্র; শয়ন করিলে অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে (আর্স্‌: ক্যালী-নাই: ল্যাকে: নাযা. ফস্‌:), বিশেষতঃ মস্তক নীচু করিয়া (ক্যালী-নাই: স্পাই:); যে কোনরূপ পরিশ্রম করিলেই বক্ষমধ্যে অত্যন্ত অবসাদ অনুভূত হয়, এমন কি রোগীর তখন কথা কহিতেও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় (কষ্টি: ড্রোসে: হিপ: ষ্টাণাম্‌ ইত্যাদি); হঠাৎ অত্যন্ত অবসন্নতার আবির্ভাব, চলিতে চলিতে টলিতে থাকে এবং বোধ হয় যেন সমস্ত শোণিত বক্ষ মধ্যে সঞ্চিত হইতেছে এবং বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে; পুনঃ পুনঃ উকী উঠিয়া ফেনিল, শ্বেতবর্ণ গয়ার নির্গত হয়; একঘণ্টা পরে আবার একটু কাসিলেই ধূসর বর্ণ তাল তাল শ্লেষ্মা উত্থিত হয়; সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বসিলে উপশম বোধ হয় (আর্স্‌: ক্যালী-বাই: কার্ব:—বৃদ্ধি স্পাইজি:) শ্বাস প্রশ্বাস কালে দ্বিদল ও গ্রীবাদেশের গ্রন্থি প্রদেশে বোধ হয় যেন বায়ু সজোরে কিছু ঠেলিয়া গতায়াত করিতেছে। বায়ুনলীভুজগত সর্দ্দি সাঁই সাঁই শব্দকারী এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র সংযুক্ত কাসি; উপশম=পান বা আহারান্তে; বৃদ্ধি=শীতল বায়ু সংস্পর্শে। কোন কোন বায়ুনলীভুজ প্রদাহে, অপর্য্যাপ্ত গয়ার উত্থিত এবং প্রকোপ আবির্ভূত হইয়া থাকে; বৃদ্ধি=নীচু মস্তকে শয়ন করিলে এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে; উপশম=আহারান্তে। যেন একখণ্ড শুষ্ক স্পঞ্জের মধ্য দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদিত হইতেছে। শ্বাসরোগ শৈত্য সংস্পর্শ সম্ভূত, বা হাঁপানি—শয়ন করিতে পারে না (এপীস্‌ আর্স্‌ ল্যাক্‌ক্যান্‌ ল্যাকে: লাই: মার্ক: নক্স: পল্‌সে: সিপী: ষ্টাণাম্‌: সল্‌ফ:); বক্ষ মধ্যে সোঁ সোঁ শ্লেষ্মাকূজন; ঋতুস্রাবের পর। নিদ্রা যাইতে যাইতে মহা ভীত ভাবে জাগিয়া উঠে,—যেন তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল (গৃণ্ডিলীয়া: ল্যাকেসিস ওপী: ক্লোরাম্‌: জেল্‌: ল্যাক্‌-ক্যান্‌)। ঘুংড়ী,—উদ্বেগজনক, চিড়্‌ চিড়্‌ শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস; বৃদ্ধি=শ্বাস গ্রহণ কালে (অ্যাকোন্‌.) এবং দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে; (প্রভাতের পূর্ব্বে=হিপ.)।

কাসি।—কাসি,—শুষ্ক, ঘঙ্‌ ঘঙে, ঘুংড়ী সংযুক্ত, সাঁই সাঁই, খশ্‌ খশ্‌ বা কাঁসার ন্যায় শব্দকারী; সমগ্র বায়ুমার্গে ঈষন্মাত্র রস থাকে না, শুখাইয়া কাষ্ঠফলকের ন্যায় ভাব প্রাপ্ত হয় এবং প্রতি কাসির সময় যেন করাতদ্বারা তক্তা চিরিতেছে এইরূপ শব্দ হয়; বৃদ্ধি=মিষ্টান্ন ভোজনান্তে (মিডহ্ন: জিঙ্কাম্‌:); শীতল পানীয় পানান্তে (সাইলি: থূযা: কিউপ্রাম্‌: লাই: স্কীলা:), ধূমপানান্তে (নক্স-ভম্‌: অ্যাকোন্‌: ইউফ্রে: কলো: হেলিবো: হিপ্‌: ল্যাকে:), মাথা নীচু করিয়া শয়ন করিলে (চায়না: হায়ো: স্যাম্বীউ: স্যাঙ্গুই:), উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি কালে (ককাস্‌-কাক্ট্‌: সীপা: ব্রাই: ড্রোসেরা: ইপিক্‌: লাই:

ন্যাট্র-কার্ব:), শুষ্ক শীতল বায়ু সংস্পর্শে (অ্যাকোন্: ক্যাম্ফ্: ক্যামো: হিপ্:), পাঠ বা গান করিলে কিম্বা কথা কহিলে (ম্যাঙ্গে: মিকাইট্: ফস্: ষ্ট্যাণাম্: ড্রোসেরা:), এবং গলাধঃকরণ কালে (ইস্কাউ: ব্রোম্: কিউপ্রাম্: ন্যাট্-মিউ:); উপশম=গরম দ্রব্য পান বা আহারান্তে (আস্: ব্রাই: ইউপীয়োন্: লাই: রাস্: সাইলি:)। পুরাতন কাসি,—প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে; কাসিতে কাসিতে জমাট কঠিন শ্লেষ্মাগুটী উত্থিত হয় (অ্যাগার্: আর্জেন্ট্-নাই: ককাস্-ক্যাক্ট্: সাইলি: ষ্ট্যাণাম্: মিডহ্নাঃ)। ফুস্ফুস্। প্রদাহের আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় অপর্য্যাপ্ত কফ উঠে (চেলিড: লাই:) এবং রোগী শয়ন করিতে পারে না কেবল বাম পার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শুইতে পারে (সল্ফ:)। শ্লেষ্মা, পরিমাণে অল্প, পীতবর্ণ, কঠিন এবং ঈষৎ অম্ল স্বাদ বিশিষ্ট (কঠিন=অ্যামোনীয়্যাক্: কোনা: ম্যাঙ্গে: ষ্ট্রন্—অম্লস্বাদ=ষ্ট্যাণাম্: ক্যাল্কে: অ্যা-নাই: ক্যালা-কার্ব:); প্রাতে একটু তরল হয় কিন্তু উঠিলেই গলাধঃকৃত করিতে হয়। কাসির সময় বক্ষ ও বায়ুনলীভুজ মধ্যে জ্বালা ও ক্ষতযুক্তবৎ বেদনা এবং গলমধ্যে হাজিয়া যাওয়া মত অনুভব। হুপ্কাসি,—রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এবং শীতল বায়ু সংস্পর্শে লক্ষণাদি বৰ্দ্ধিত হয়।

বক্ষ।—ঈষৎ দেহ সঞ্চালনে বা সামান্য পরিশ্রম করিলেই বক্ষ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য সংঘটিত হয়, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বিবমিষা ও যেন মূর্চ্ছা হইবে এইরূপ অবসাদ অনুভূত হইয়া থাকে। ক্ষয়গুটী উদ্গমপ্রবণতা,—বাম ফুস্ফুসের শিখরদেশে আরম্ভ হয়; ফুস্ফুস্ প্রদাহান্তে পীড়া। বক্ষ ও স্বরনলী যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বেদনা। বক্ষের উভয় পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎশূল; বুক সাঁটিয়া ধরে, উত্তাপ অনুভূত হয়, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়, রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে এবং রোগী অত্যন্ত শঙ্কিত হয়; বৃদ্ধি=রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর। প্রধান ও মুখ্য ধমনীর স্ফীতি (ক্যাক্ট্: ক্যাল্কে: ক্যালী-আয়োড্: ল্যাকে: র‍্যাণান্-স্ক্লিরেট্:) বশতঃ থাকিয়া থাকিয়া প্রবল শুষ্ক কাসির উদ্রেক হয়; বৃদ্ধি=শয়ন করিলে। হৃদ্দ্বারাবরোধিনীর অক্ষমতা বশতঃ ভয়ানক হৃদ্স্পন্দন, বেদনা, যেন শ্বাস হইয়াছে এইরূপ শ্বাস প্রশ্বাস; রাত্রি দ্বিপ্রহরের অনতিপরে শ্বাসরোধোপক্রম বশতঃ মহা শঙ্কিত ভাবে হঠাৎ জাগিয়া উঠে, প্রবল কাসি হইতে থাকে, এবং রোগী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে (আস্: ক্যাল্কে. ট্যাব্যাক্:); রমণীদিগের (ঋতুর পূর্ব্বে বা সময়ে প্রকোপ আবির্ভূত হয়) পূর্ব্বে=ন্যাট্-মিউ: সিপীয়া:—সময়ে=(ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ: ফস্: সাইলি: স্পাইজি: ট্যাবাক্:)। সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের বাতাশ্রিত অন্তরাবরণী প্রদাহ (অরাম্-মিউ: হায়ো: ক্যালী-নাই: ক্যাল্মীয়া: ফস্: সাম্বুর:); প্রতিস্পন্দনে হৃৎপিণ্ড মধ্যে স্পষ্ট সোঁ সোঁ কূজন শ্রুত হয়। হৃদগ্র প্রদেশে সূচীবেধ ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা। নাড়ী পুষ্ট, অনমনীয় এবং দ্রুতগতি (অ্যাকোন্: বেল্: ভেরেট্-ভিরি:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা ও কণ্ঠদেশের পেশী সকল ব্যথান্বিত ও আড়ষ্ট হইয়া যায়; দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তক ফিরাইতে গেলে গ্রীবার বাম পার্শ্বে অত্যন্ত ব্যথা ও আড়ষ্টতা বোধ হয়

(লরোসি: সাইলি: অ্যাক্টীয়া:); পৃষ্ঠে শৈত্য বোধ,—অগ্নির আধার বা উনুনের উত্তাপ সংস্পর্শেও উপশম হয় না। গলগণ্ড,—বৃহৎ, অনমনীয় এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা; উপত্যকাবাসী দিগের প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে। গলাধঃকরণ কালে ব্যথা এবং অন্য সময়ে শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয়। ঋতুর অনতিপূর্ব্বে নিতম্বদেশ ব্যথান্বিত হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম স্কন্ধের পেশীর স্পন্দন। দক্ষিণ হস্তের করভ প্রদেশে খাল ধরার ন্যায় বেদনা অনুভূতি; হস্ত সঞ্চালন করিলে সমগ্র বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ঐ বেদনা সঞ্চারিত হয়। অঙ্গুলির গাঁইট সকল আরক্তিম ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং বক্র করিতে গেলে স্ফীত অংশে টান ধরে। অগ্র বাহু এবং হস্ত ভার বোধ এবং প্রকম্পিত হইয়া থাকে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ অসাড়। উরুদ্বয় থাকিয়া থাকিয়া পশ্চাদ্দিকে বা সম্মুখদিকে আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। জ্বরাধিকারে উরুদ্বয় অসাড়, এবং শীতল বোধ হয়। পদদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া যায়। সমগ্র সায়ংকাল যাবৎ অগ্রজঙ্ঘাস্থি মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা অনুভূতি।

সার্ব্বাঙ্গিক।—একটু পরিশ্রম করিতে না করিতে অত্যন্ত অবসন্নতা এবং দেহ ভার বোধ হয়, বক্ষ মধ্যে রক্তের প্রধাবন হয়, মুখমণ্ডলে উত্তাপ আবির্ভূত হয়, শিরা ধমন্যাদি অনমনীয় এবং স্ফীত হইয়া উঠে, রোগী উদ্বিগ্ন হয় এবং হাঁপাইতে থাকে। নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে দেহ ভার বোধ হয় এবং রোগী বসিতে বাধ্য হয়। স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে যেমন আরাম বোধ হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত জড়তা বোধ হয়।

নিদ্রা।—সায়ংকালে অত্যন্ত অবসাদ বোধ হয়, কোন পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না এবং নিদ্রার আবেশ হইয়া থাকে। অনিদ্রা,—কিন্তু নিদ্রিত হইলে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে এবং প্রলাপ উপস্থিত হয়।

বৃদ্ধি।—লক্ষণাদির কথা মনে করিলে; সোপানারোহণ কালে; মিষ্টান্ন ভোজনে; নীচু মস্তকে শয়ন করিলে; অঙ্গসঞ্চালনে; পাদচারণে; হেঁট হইলে; শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলে; বাহু উত্তোলন করিলে বা টিপিলে; দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে; রাত্রে; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে (ঘুংড়ী) এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে (হৃৎপিণ্ডের রোগ); উষ্ণ গৃহে অবস্থিতি কালে; শুষ্ক, শীতল বায়ু সংস্পর্শে; পূর্ণিমার সময় এবং নিদ্রার পর।

উপশম।—সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বসিলে; দেহ লম্বমান করিয়া শয়ন করিলে; সোপানাবতরণ কালে; উষ্ণ দ্রব্য পান বা আহার করিলে এবং কিছু পান বা আহার করিলে (কাসি)।

সম্বন্ধ।—**দোষঘ্ন**—ক্যাম্ফর:। ঘুংড়ী অধিকারে অ্যাকোনাইটাম ও হিপারের পর, যদি বায়ুমার্গের শুষ্কতার আধিক্য থাকে, তাহা হইলে স্পঞ্জীয়া প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; স্পঞ্জীয়ার পর বায়ুমার্গে ঘড় ঘড় শব্দকারী শ্লেষ্মাকূজন বর্ত্তমান থাকিলে হিপার প্রযোজ্য, বিশেষতঃ যদি কাসি মধ্য রাত্রের পর বা উষাকালে সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে স্থলে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় [illegible] একটু ঘুংড়ীর লক্ষণ প্রকাশ পায় কিম্বা মধ্যে মধ্যে ঘুংড়ীর লক্ষণ

পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে, সেখানে ফস্‌ফোরাস্ প্রয়োগ করিলেই আরোগ্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে (ডাঃ ন্যাশ্)।

সদৃশ।—অ্যাকোন্ঃ বেল্ঃ ব্রোম্ঃ ব্রাইঃ ক্যাল্‌কেঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ ক্লোরাম্ঃ হিপারঃ ইগ্নেঃ মার্কঃ নক্স্-ভম্ঃ ফস্ঃ পল্‌সেঃ রাস্ঃ সিপীয়াঃ সলফ্ঃ আয়োডম্ঃ কোণাঃ ড্রোসেরাঃ ক্যালী-বাইঃ লাইঃ ফস্ঃ স্পাইজিঃ ষ্ট্যাণাম্ঃ সল্‌ফার। হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে=ক্যাক্ট্যাস্ঃ ক্যালী-আয়োড্ঃ অ্যাব্রোট্ঃ নাযাঃ সিপীয়াঃ ক্যাল্মীয়াঃ ল্যাকেসিস্ঃ। অ্যাকোন্ ও হিপারের পর; এবং ইহার পর ব্রোম্ হিপার সুফলপ্রদ।

তুলনীয়।—সাধারণ পীড়ায়—ক্লোরঃ ব্রোমিঃ আয়োড্ঃ। স্বরনলী প্রদাহে—স্যাম্বুকাস্ঃ ল্যাকেসিস্ঃ। শুষ্কজিহ্বা—নক্সমস্ঃ। হৃৎপিণ্ডে—নাযাঃ ক্যাল্মিয়াঃ সিপিয়াঃ লাকেসিস্। মুষ্কপ্রদাহ—জেল্‌সঃ পল্‌সঃ হ্যামাঃ মার্কুঃ। ক্ষয়কাস ধাতু—ব্যাসিলিনঃ। স্বরভঙ্গ—আলুমিঃ ড্রসিরাঃ।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় শততমিক এবং উচ্চতরক্রম। ডাঃ হিউজ বলেন ইহা সকল ক্রমেই কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ক্রিয়ার স্থায়িত্ব ২০ হইতে ৩০ দিন।

ষ্ট্যাণাম্

(STANNUM.)

নামান্তর।—টিন্ ধাতু ষ্ট্যাণাম মেটালিক্স।

প্রস্তুতি।—বিশুদ্ধ ধাতুর বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। পরে উহা হইতে আরক হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—রক্তাল্পতা; হাঁপানি; শ্বাসনলী প্রদাহ; নীহারকণ্ডু; শূল; ক্ষয়কাস; আক্ষেপ; থালধরা; দুর্ব্বলতা; দন্তোদ্গম ক্লেশ; বিভেদিকার বেদনা; অজীর্ণতা; কর্ণ মধ্যে ক্ষত; মৃগী; নাক দিয়া রক্তস্রাব; পাকাশয় শূল; রক্ত বমন; ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব; শিরঃপীড়া; বিলেপী জ্বর; অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত; ব্যাধিশঙ্কা; মূর্চ্ছাবায়ু; অশ্রুনালী ক্ষত; অশ্রুনালীতে পূয সঞ্চয়; স্তন্যের বিকৃতি; মুখমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাওয়া; স্নায়ুশূল; অসাড় ভাব; পক্ষাঘাত; সর্দ্দিজ বা প্রচুর গয়ার যুক্ত কাস বা যক্ষ্মা; চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাত; অনিদ্রা; আঁচিল; [illegible] টক্রুমি; পয়োনলীর পীড়া; জরায়ুভ্রংশ রোগ; অপত্য পথের ভ্রংশ বা চ্যুতি; ক্রুমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল পুরাতন কাসি[illegible]ত এবং কোন কোন স্থলে তরুণ কাসিতেও, অপর্য্যাপ্ত কফ বা গয়ার নির্গত হয় এবং ক[illegible] ও বক্ষগহ্বর মধ্যে অত্যধিক অবসাদ বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে ষ্ট্যাণাম্ বিশেষ উপকার[illegible] করিয়া থাকে। চক্ষুর উপর প্রদেশে ক্রুমী সম্ভূত রোগাদিতে এবং অন্ত্রাশয়িক [illegible]গত স্নায়ুশূলাদি

বেদনায়, ক্রমী সম্ভূত রোগাদিতে এবং স্থলবিশেষে পৈশিক স্পন্দন ও পক্ষাঘাতোপহতবৎ অবসাদ সহযুক্ত স্নায়বিক রোগে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক :—(১) মন ও দেহ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। (২) যেন কতকাল আহার হয় নাই পাকস্থলী এইরূপ শূন্য ও অবসাদপূর্ণ বোধ হয়। (৩) রোগিণী অত্যন্ত বিমর্ষ, দুঃখিত ভাবাপন্ন, সকল সময়েই যেন তাহার কান্না পায়, অথচ কাঁদিলে তাহার অসুখের বৃদ্ধি হয়; অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, বিশেষতঃ সোপানাবতরণ কালে; আরোহণ করিতে কোন কষ্ট হয় না। (৪) শিরোবেদনা বা শিরঃশূল,—বেদনা ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস্ পায়। এতজ্জনিত শূলাদি বেদনার আসিতে দ্বাদশ ঘণ্টা এবং যাইতেও দ্বাদশ ঘণ্টা লাগে। (৫) অন্ত্রশূল,—উপশম=টিপিলে, কিম্বা জানুর বা ধাত্রীর স্কন্ধের উপর উদর স্থাপন করিলে, মহীলতা বা সূত্রক্রমী নির্গত হয়। (৬) রমণীদিগের আর্ত্তব অত্যন্ত অকালে আবির্ভূত এবং প্রচুর স্রাব হইয়া থাকে। (৭) প্রদর,—পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত অবসাদক। (৮) জরায়ুভ্রংশ—মলত্যাগ কালে বর্দ্ধিত হয়। রোগিণী এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে চেয়ারে বসিতে গেলে আস্তে আস্তে বসিতে পারে না, ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে। (৯) যখন তখন বিবমিষা ও বমনোদ্রেক হয়, বিশেষতঃ প্রাতে এবং ভোজ্যাদি রন্ধনের গন্ধে। (১০) গান ও বক্তৃতার সময় ত্রিকোণ পেশী ও বাহুতে বেদনা ও দুর্ব্বলতা বোধ। (১১) বক্ষগহ্বর মধ্যে অত্যন্ত দুর্ব্বলতানুভূতি,—বিশেষতঃ কথা কহিলে, হাস্য করিলে কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ বা গান করিলে; এত দুর্ব্বল যে কথা কহিতেও কষ্ট হয়। (১২) কাসি,—গভীর, শূন্যগর্ভ, বক্ষবিদারক এবং গলরোধক, কাসিলে মস্তক মধ্যে ঝন্ ঝন্ করিতে থাকে; উপর্য্যুপরি তিনবার কাসি হইয়া থাকে; সন্ধ্যার পর শয্যায় শয়ন কালের কাসি শুষ্ক। গয়ার অপর্য্যাপ্ত এবং ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায়, কখন মিষ্ট কখনও বা লবণাক্ত; কখনও বা অম্লাক্ত, পূতিময় গন্ধ বিশিষ্ট; পীতবর্ণ, হরিদ্বর্ণ পূযময়; দিবসেই অধিক কফ উত্থিত হইয়া থাকে। (১৩) স্বরভঙ্গ,—গভীর, কর্কশ, শূন্যগর্ভ স্বর; কতকটা কফ নির্গত হইলে ক্ষণকালের জন্য স্বর পরিষ্কার হয়। (১৪) মল,—থস্‌থসে, পাত্‌লা এবং মলত্যাগ কালে গা শিড়্ শিড়্ করে; বেগ দিলে ক্রমীর ন্যায় সূত্রময় আম নির্গত হয়। (১৫) অগ্রবাহু এবং হস্ত এত স্পন্দিত হয় যে কোন বস্তু হস্তে ধারণ করিলে তাহা পড়িয়া যায়; যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে এইরূপ শক্তিহীনতা। পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ,—চলিতে গেলে পদদ্বয় অবশ হইয়া যায়। (১৬) ঘর্ম্ম,—সোঁদা গন্ধ; প্রত্যহ শেষ রাত্রি ৪টার সময় স্বেদোদ্গম হয়, বিশেষতঃ গ্রীবা ও ললাটে; অত্যন্ত দুর্ব্বলতাজনক ঘর্ম্ম।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিমর্ষ, মোহমুক্ত ভাব; সর্ব্বদাই যেন "কান্না পায়", কিন্তু কাঁদিলে অসুখ বাড়ে (ন্যাট্-মিউ· পল্‌সে: সিপী:—রোদন করিলে অসুখের লাঘব বোধ অ্যানাক্: ডিজি: গ্র্যাফ্: লাই: মিডহ্ন্: প্ল্যাট্:—অসুখ বাড়ে=আর্ণি: বেল্: ক্রোকাস্: কিউপ্রাম্: ল্যাকে: টীউক্রি: ভেরেট্:—বুঝাইলে ক্রন্দন বাড়ে=ক্যাক্ট· ন্যাট্-মিউ: সিপী: সাইলি:)। অত্যন্ত অন্যমনস্ক

এবং বিস্মৃতিশীল (অ্যাগ্নাস: কোল্‌চি: গ্রাফ: মার্ক· প্ল্যাটি: রাস্:)। একবার কোন বিশ্বাস বা ভাব মনে স্থান পাইলে রোগী আর কোন মতেই তাহা মন হইতে দূরীভূত করিতে পারে না (কান্থাব্-ইন্: কার্ব্বো-ভেজি: ইগ্নে:)। দিবাভাগে কল্পনাপ্রসূত বস্তুর ভ্রমপ্রদর্শন (ষ্ট্র্যামোন্: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে:)। নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতা ও উদ্বেগ (আর্স: কিউপ্রাম্: ন্যাট্-কার্ব: রাস্:)। কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস কুলায় না (তাহার বিশ্বাস সে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে তাহাতেই অকৃতকার্য্য হইবে=আর্জেণ্ট-নাই: অরাম্: সোরিন্:)। অত্যন্ত বিষাদ, পুরুষের উপর বিদ্বেষ (র‍্যাফেনাস্: পল্‌সে:) এবং কথা কহিতে নারাজ (অ্যা-ফস্: অরাম্: ক্যামো: গ্লোন্: জেল্: ল্যাক্‌ডিফ্লো: ফস্: প্ল্যাটি: পল্‌সে: সল্‌ফ: জিঙ্কাম্:)। বিরক্ত ভাব ; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনিচ্ছাপূর্ব্বক এবং সংক্ষেপে দুই এক কথায় উত্তর দেয় (অ্যা-ফস্: গ্লোন্: হায়ো: সাইকীউ:)। কোন বিষয় চিন্তা করিতে হইলে সে নিজেকে মহা বিপন্ন বোধ করে। ঋতু আরম্ভ হইলেই তাহার মনের পীড়া সমস্ত দূর হয়। অতি সামান্য পরিশ্রমে, এমন কি দাসদাসীকে সংসারের কার্য্য সম্বন্ধে আদেশ করিতেও, তাহার ভয়ানক হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে এবং মনোমধ্যে মহা উদ্বেগের উদ্রেক হয় (আইবিরিস্:)। মিছা কাযে ব্যস্ত।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—উপবিষ্ট অবস্থায় বা পাঠের সময় (ফাইজস্: পল্‌সে:) ; এতৎসহ সংজ্ঞা লোপ (ক্যামো:) ; উপবিষ্ট অবস্থায় সময়ে সময়ে হঠাৎ মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায় (কার্ব্বোন্-সল্‌ফ:) ; বস্তু সকল বোধ হয় যেন বহুদূরে রহিয়াছে (যেন তাহার চতুর্দ্দিকে বস্তু সকল ঘুরিতেছে=সাইক্লম: মার্ক-বিন্: নক্স ভম্:)। স্নায়বিক শিরোবেদনা—অল্পাকারে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অত্যন্ত প্রচণ্ডকার ধারণ করে, তৎপরে আবার ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া উপশমিত হয়, অর্থাৎ এতজ্জনিত শিরোবেদনা বৃদ্ধি পাইতে যদি দ্বাদশ ঘণ্টা লাগে তাহা হইলে সম্পূর্ণ উপশম হইতেও ঐ দ্বাদশ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে (প্ল্যাটি:)। প্রত্যহ প্রাতঃকালীন শিরোবেদনা,—বাম বা দক্ষিণ, অধিকাংশস্থলে বাম, ভ্রূদেশগত (বাম ভ্রূদেশগত =ইপিক্: ল্যাক-ক্যান্: ফস্: স্পাই:—দক্ষিণ ভ্রূদেশগত=ল্যাক্-ডিফ্লো: র‍্যাণান্ বাল্: স্যাঙ্গিউ: সাইলি: সল্‌ফ:),ক্রমে সমস্ত ললাটে ব্যাপ্ত হয়, ধীরে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূল (আধকপালে)। পাকাশয়ের অপেক্ষা অধিকাংশস্থলে মস্তিষ্কের বিকৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে ; শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য সহ অসহনীয় যন্ত্রণা, ললাট এবং শঙ্খদেশ যেন দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ, দেহ এবং হস্তপদাদি তুষারবৎ শীতল হইয়া যায় ; বমন হইবার পর বিশেষ উপশম বোধ হয় (গ্লোন্: ম্যাঙ্গি:)। ললাটে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব, যেন মস্তকের সমগ্র ঊর্দ্ধাংশ এবং ললাট একটী বন্ধনী বা লৌহময় চক্রদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (অ্যা-কার্ব্বল্: অ্যা-নাই: জেল্: সল্‌ফ: চেলিড: গ্রাফ: হিপ:) এবং ঐ দৃঢ়াবদ্ধভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া থাকে। ললাটের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশে সবিরাম বিদারণবৎ বেদনা (কার্ব্বো-অ্যান্: লাই: মিনীয়্যান্: জিঙ্কাম্:) ; বৃদ্ধি=হেঁট হইলে (সল্‌ফ:)। প্রবল নিষ্পেষণ বশতঃ ললাট যেন বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা।

মস্তিষ্কের দক্ষিণার্দ্ধের সম্মুখাংশে এবং চক্ষুর উর্দ্ধাংশে তীক্ষ্ণ চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা। নিষ্পেষণ বা বিদারণবৎ ললাটদেশীয় শিরোবেদনা। বাম রগ ললাট এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া যন্ত্রণাজনক চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা অনুভব হয়; বৃদ্ধি=স্থির হইয়া থাকিলে; উপশম=দেহ সঞ্চালনে; চিড়িক মারার ন্যায় বেদনার নিবৃত্তির পর বোধ হয় যেন মস্তকের ঐ ঐ অংশ ঈষৎ ধরিয়া রহিয়াছে। রগে দপ্ দপ্ অনুভব (বেল্: গ্লোন্: গ্র্যাটী: ষ্ট্যাফ:)। মস্তক মধ্যে, বিশেষতঃ ললাট অভ্যন্তরে, ঝন্ ঝন্ কারী বেদনা; বৃদ্ধ কাসের প্রকোপান্তে (আর্ণি: ব্রাই: ক্যাল্কে: কার্ব্বো-ভেজি: কোণা: ম্যাঙ্গে:)। বিবমিষা সহ ললাটোপরে জ্বালা বায়ু সংস্পর্শে উপশম।

চক্ষু।—বাম চক্ষুর দক্ষিণ কোণে যেন অশ্রুনাল হইয়াছে এইরূপ একটী পূযবতী আকৃতি স্ফীতি উৎপন্ন হয় (পেট্রোল্:)। বাম চক্ষুর দক্ষিণ কোণে যেন একটা অঞ্জনিকা উদ্গত হইয়াছে এইরূপ নিষ্পেষণবৎ বেদনা (দক্ষিণ চক্ষুর বাম কোণে অশ্রুপাত সহ=ইউফ্রে:)। রাত্রে অক্ষিপুট জুড়িয়া যায় (অ্যালাউ: লাই: সিপী: বোর‍্যাক্স: ইউফব: ইউফ্রে. গ্র্যাফ্: হিপ্: রাস্: সাইলি: সিফিলিন্: থুযা.)। চক্ষুর্দ্বয় বোধ হয় যেন পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন বশতঃ ক্ষয়িতত্বক বা হাজা ধরিয়া গিয়াছে। চক্ষুমধ্যে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়, ককর এবং জ্বালা করে। চক্ষু নিস্তেজ এবং জ্যোতিঃহীন।

কর্ণ।—বাম কর্ণে নানা প্রকার শব্দ বা ধ্বনি শ্রুত হয় (ঘণ্টাবাদনবৎ প্যারিস্: ককাস্: মাইরিকা:)। নাসিকা ফোঁৎকার করিলে কর্ণমধ্যে "সিড়ং" করিয়া উঠে। কর্ণবেধান্তে ছিদ্র মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয় (ল্যাকে: মিডহ্রন্:)।

নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর, মৃদু গন্ধ ও তীব্র বোধ হয় (সিঙ্কো: গ্র্যাফ্: লাই: নক্স্: ফস্: সিপীয়া: স্পাইর‍্যান্থস্:)। নাসিকার অন্তরতম প্রদেশে যেন রুদ্ধ ও ভার বোধ হয় (অরাম্: ক্যামো: গ্র্যাট্-আর্স্: নক্স্-ভম্: স্যাবাড: ষ্টিক্টা:)। একরন্ধ্রগত শুষ্ক সর্দ্দি,—আক্রান্ত রন্ধ্র অত্যন্ত ব্যথান্বিত, স্ফীত এবং আরক্তিম। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে একটু এদিক ওদিক বিচরণ করিলেই নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইয়া থাকে (প্রত্যহ বেলা ৯টার সময়=ক্যালী-কার্ব:—ঋতুরোগাধিকারে প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে=ব্রাই:—প্রাতে শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে=ক্যাম্ফ্:—প্রাতে তরল সর্দ্দি স্রাব সহযোগে=গ্র্যাফ্: ক্যাল্কে:—অতি প্রত্যুষে=অ্যাম্ব্রা: ফস্:—প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে নাসিকা ফোঁৎকার করিলেই=সিঙ্কো:—প্রাতে নাসামূলে আড়ষ্টতা বোধ সহ =হ্যামা:—প্রাতে দক্ষিণ রন্ধ্র হইতে=ম্যাগ্-কার্ব:—প্রাতে হেঁট হইলেই=ফেরাম্:)।

মুখমণ্ডলাদি।—ফ্যাকাশে, ম্লান মুখমণ্ডল এবং চক্ষুর্দ্বয় গভীর গহ্বর প্রবিষ্ট (সিনা: আর্স্: ফেরাম্: গ্র্যাট্ মিউ: পল্সে: সাইলি:); পীড়াব্যঞ্জক (আর্স্: আর্জেণ্ট্-নাই: কষ্টি: ডিজিট্: লাই: স্পাইজি:)। লম্বিত ভাব। মুখশূল—যুগাস্থি প্রদেশে আড়ষ্টতা বোধ; মুখমণ্ডলের পেশী মধ্যে জ্বালা ও অস্ত্রবেধবৎ যন্ত্রণা; বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয়; কুইনাইন্ দ্বারা কম্পজ্বর রোধ জনিত (হিপ্: নক্স্: পল্সে: গ্র্যাট্-মিউ:)। আহারান্তে দন্তশূল,—চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা এবং মুখমণ্ডলে উত্তাপ সঞ্চার; দন্ত সকল দীর্ঘতর ও শ্লথমূল বোধ

হইয়া থাকে। দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের মৃগীবৎ আক্ষেপ, শিশুর হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি মুড়িয়া যায়; শিশুর উদরবক্ষের বা অন্য কোন কঠিন বস্তুর উপর স্থাপন করিলে তাহার উপশম বোধ হয়। জিহ্বা পীতবর্ণ শ্লেষ্মাচ্ছন্ন। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় (অ্যা-নাইঃ হিপার-সল্‌ফ্‌ঃ আয়োড্‌ঃ ক্রিয়োঃ) মুখের স্বাদ মিষ্ট বা অম্ল; জল ব্যতীত সকল দ্রব্যই তিক্ত বোধ হয়।

গলমধ্য।—কণ্ঠ মধ্যে গাঢ়, ঘন আঠার ন্যায়, ধূসরবর্ণ শোণিতাক্ত বা সঞ্চিত হয়; তুলিবার চেষ্টা করিলে বমনোদ্রেক হয়। কণ্ঠাভ্যন্তর অত্যন্ত শুষ্ক এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয়; বিশেষতঃ গলাধঃকরণকালে (অ্যালীউঃ আর্জেণ্ট্‌-নাইঃ হিপ্‌ঃ)। গলাধঃকরণকালে তালুমূলে যেন ছেদন করিতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। প্রাতে গলমধ্য খুস খুস করে এবং কর্কশ বোধ হয়। কণ্ঠাভ্যন্তরে দক্ষিণ পার্শ্বে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ অনুভব; কণ্ঠ মধ্যে সঞ্চিত কফ উত্তোলনান্তে ক্ষণকালের জন্য কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হইয়া যায় এবং রোগী বেশ স্বর চড়াইতে পারে।

পাকস্থলী।—জল ব্যতীত অন্য সকল দ্রব্যই তিক্তস্বাদ বোধ হয়; (অ্যাকোন্‌ঃ—শীতল জল পর্য্যন্ত কটু বোধ হয় = হিপ্‌ঃ)। সন্ধ্যার সময় ব্যতীত অন্য সময় বেশ ক্ষুধা থাকে। রাক্ষসী ক্ষুধা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় নাই (ব্রাইঃ সিনাঃ ফেরাম্‌ঃ লাইঃ)। আহারান্তে কটু বা তিক্ত উদ্গার (ব্রাইঃ লাই সার্সাঃ সিপীয়াঃ),—নাভি প্রদেশে ছেদনবৎ যন্ত্রণা সংযোগে; টিপিলে উপশম হয়। কোন কোন সময়, বিশেষতঃ ভোজনান্তে, বিবমিষার উদ্রেক হয় এবং তদন্তে পিত্ত বমন হইয়া থাকে (লাইঃ)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে পিত্ত ও শ্লেষ্মাময় বমন (কোলচিঃ ষ্ট্র্যামোন্‌ঃ)। খাদ্যাদি রন্ধনের গন্ধে বিবমিষা ও জলবৎ বমন (আর্স্‌ঃ কোল্‌চিঃ ইউপেট· সিপীয়াঃ)। স্পর্শ করিলে পাকস্থলী মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। পেটে খাল ধরে রক্তপিত্ত বা শোণিত বমন (ক্যাক্টাস্‌ঃ সিঙ্কোঃ ক্রোটেল্‌ঃ ফেরাল্‌ঃ হ্যামাঃ ইপিক্‌ঃ মিলিফোল্‌ঃ ওপীঃ ফঁস্‌ঃ স্যাবাইঃ স্যাঙ্গুইঃ); বৃদ্ধি = শয়ন কালে; উপশম = পাকস্থলী নিষ্পেষণে পাকাশয় একটু স্পর্শ করিলেই বোধ হয় যেন ত্বকতলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে (সিঙ্কোঃ)। পাকাশয়শূল,—বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়া থাকে এবং নাভী প্রদেশে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; জোরে টিপিয়া দিলে উপশম বোধ হয়, রোগীর মূর্ত্তি পীড়াব্যঞ্জক। পাকাশয় মধ্যে মহা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ, রোগী কি যে করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না; পাদচারণে যন্ত্রণার উপশম বোধ হয়, অথচ রোগী এতই ক্ষীণ যে দুই এক পদ বেড়াইতে না বেড়াইতে বসিয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়। পাকাশয় বা উদারের্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত শূন্য, বায়ুরহিত বোধ হয়,—যেন কতকাল কিছু আহার করে নাই (ইগ্নেঃ ফস্‌ঃ পডোঃ সিপীঃ ট্যাব্যাক্‌ঃ সিনাঃ চেলিড্‌ঃ)।

অন্ত্রাশয়।—সমস্ত দিবস যাবৎ সময়ে সময়ে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত অবসাদ ও ক্ষুধা বোধ হয় অথচ রোগী কিছু আহার করিতে পারে না। যকৃৎ প্রদেশে জ্বালা বা হুলবেধবৎ বেদনা (নক্স্‌ঃ অ্যাকোন্‌ঃ মার্কঃ)। বাম কোঁকের মধ্যে যেন সূক্ষ্মাগ্র শলাকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (আর্স্‌ঃ ক্যামোঃ চিনিন্‌-সাল্‌ফ্‌ঃ গ্রোন্‌ঃ সিপীয়াঃ)। থাকিয়া থাকিয়া উদর ও বক্ষ পর্দ্দায় যেন খাল ধরে। নাভি প্রদেশে ছেদনবৎ বেদনা, তিক্ত উদ্গার, ক্ষুধা এবং

উদরাময় ; জোরে টিপিলে আরাম বোধ হয়। অন্ত্রবৃদ্ধি,—উদর নিষ্পেষণ করিলে ভাল থাকে। উদর অত্যন্ত স্পর্শাসহ,—যেন ত্বকতলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে (র্যাণান্-বাল্বো:)। উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। আহারান্তেও উদর শূন্য বোধ হয় (ষ্ট্যাট্-ফস্: জিঙ্কাম্:)। প্রতিবার মলত্যাগের পূর্ব্বে উদর মধ্যে খুঁচিতে ও মুচড়াইতে থাকে (অ্যালো: ম্যাগ্-কার্ব: নক্স্: ওপী:)। অন্ত্রশূল,—ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হয় ; জোরে উদর নিষ্পেষিত করিলে কিম্বা কঠিন বস্তুর উপর উদর চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয়। উদর এরূপ মুচ্ড়াইতে থাকে যে বোধ হয় যেন কি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে।

মলান্ত্র ও মল।—মল,—হরিদ্বর্ণ, দধির ন্যায় ; অত্যন্ত পেট ব্যথা করিতে থাকে ; তিক্ত উদ্গার উত্থিত হয় ; কোন কোন সময় কঠিন, শুষ্ক, গুটিলাময় এবং অতৃপ্তিকর মল ত্যাগ হইয়া থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে পুনশ্চ মলবেগ উপস্থিত হয় (নক্স্-ভম্: কার্ডীউয়াস্-মেরী: ওপী.)। মলান্ত্র বা গুহ্যদ্বার নিষ্ক্রিয়,—মল অতি কোমল হইলেও অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। মলের সহিত সূত্র কৃমী, মহীলতা কৃমী এবং পট্টকৃমী নির্গত হইয়া থাকে ; অত্যন্ত পেট ব্যথা করিতে থাকে এবং রোগীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত পীড়াব্যঞ্জক প্রতীয়মান হয়। মলদ্বারের বাম পার্শ্বে স্ফীতশিরাময় পীড়কা উদ্গত হইয়া থাকে এবং স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হইয়া থাকে (কষ্টি: সিন্যাব্:)।

প্রস্রাব।—মূত্র,—অপর্য্যাপ্ত এবং ফিকা, পরে অতি অল্প ; কপিশ বর্ণ এবং কোন কোন সময় দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ (অ্যা-ফস্: এপীস্: সিনা)। প্রস্রাব অন্তেও পুনঃ পুনঃ বেগ। প্রস্রাববেগাভাব,—যেন মূত্রাশয়ের চৈতন্য রাহিত্য সম্ভূত ; মূত্রাশয়ের পূর্ণতাবোধই প্রস্রাবের প্রয়োজন জ্ঞাপক ; মূত্রাশয় পরিপূর্ণ অথচ প্রস্রাব অতি অল্প হয় (ষ্ট্র্যামোনীয়ামে মূত্রাশয় মধ্যে আদৌ মূত্র সঞ্চয় হয় না, ওপীয়ামে মূত্রাশয় পরিপূর্ণ সত্ত্বেও তাহা বোধ হয় না)। বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি প্রদেশে অন্তর্মুখী অতীব্র শলাকাবেধবৎ বেদনা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—বিনা স্বপ্নে রেতঃস্খলন। জননেন্দ্রিয় মধ্যে একপ্রকার মহা সুখ বোধ হইয়া রেতঃস্খলন হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—অত্যন্ত অকালে আবির্ভূত হয় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে ; ঋতু প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে রোগিণী অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হয় (কষ্টি: ষ্ট্যাট্-মিউ: পল্সে:) এবং ঋতুর সময় গণ্ডাস্থি মধ্যে বেদনা অনুভব করে। যোনিভ্রংশ,—বৃদ্ধি= মলত্যাগ কালে ; রোগিণী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে সে চেয়ারে বসিতে গেলে হঠাৎ জানু মুড়িয়া যায় এবং ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে কিন্তু চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিতে কোন কষ্ট হয় না। প্রদর,—স্বচ্ছ বা পীতবর্ণ স্রাব এবং রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রসববেদনা থাকিয়া থাকিয়া প্রবল বেগে আইসে,—রোগিণী অবসন্ন ও শ্বাসরহিত হইয়া পড়ে। শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে চাহে না।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বর গভীর, ভগ্ন, শূন্যগর্ভ ; কণ্ঠস্থিত শ্লেষ্মা নিঃসরণান্তে স্বর পরিষ্কার এবং তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। স্বরনালীগত ক্ষয়কাস,—পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র উত্তেজনাজনক এবং

বক্ষবিদারক কাসির উদ্রেক হয় এবং স্বরলোপ হইয়া থাকে; বক্ষমধ্যে রোগী অত্যন্ত শূন্যতা ও অবসাদ বোধ করে; স্বর কর্কশ ও ভগ্ন,—সময়ে সময়ে প্রবল কফ নিঃসারক কাসির পর স্বরভঙ্গের উপশম হয় (কার্ব্বো-ভেজি: ফস্:)। বায়ুনলীর মধ্যে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় (অ্যাণ্ট্-টার্ট্: ইপিক্: অস্মীয়াম্: ফস্:) একটু কাসিলেই কফ নির্গত হয়; কিন্তু তৎপরে বক্ষ মধ্যে ক্ষতান্বিত ভাব ও সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। সামান্য সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শ্বাসরোগে পরিণত হয়; শেষ রাত্রি ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রকোপাধিক্য অনুভূত হয় এবং ঐ প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ হ্রাস্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণেচ্ছা; দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণান্তে বুকটা হাল্কা বোধ হয়। সন্ধ্যাকালে হাঁপ ধরে বা শ্বাসক্লেশ,—বস্ত্রাদি শ্লথ করিয়া দিতে হয়। ঘড়ঘড় ও সোঁ সোঁ শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস। শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূতি,—প্রতি দেহ সঞ্চালনে (আর্স্: ব্রাই: স্পঞ্জী:) শায়িত অবস্থায় (অ্যাণ্ট্-টার্ট্: আর্স্: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-নাই: ল্যাকে: নাযা: ফস্: প্লাম্: স্পঞ্জী: , এবং সন্ধ্যার সময় (সীপা: কার্ব্বো-ভেজি: অ্যালীউ: ক্যাপ্স্); উপর্য্যুপরি তিনটী প্রকোপজনক (দুইটী = মার্ক্: তিন বা চারিটী = বেল্:) মস্তকাদি মধ্যে সংঘাত জনক কাসি; বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় এবং বায়ুনলী মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা ও শুষ্কতা উৎপন্ন হয় (ষ্টিক্টা:); গয়ার ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় (ফস্: ফেরাম্: মিডহ্নন্: ককাস্. মিফাইটিস্:), বা পীত-হরিৎ পূযবৎ, মিষ্ট, পূতিময়, অম্ল বা লবণের ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট (ক্যাল্মায়া: ল্যাকে: ফেরাম্: লাই: ন্যাট্র-মিউ: অ্যা-নাই: ফস্: স্কীলা:); প্রাতে অত্যন্ত অধিক নির্গত হইয়া থাকে (পল্সে: সিপী:)। গান, বক্তৃতাদি কণ্ঠস্বরের কার্য্য করিতে গেলে ত্রিকোণ পেশী ও বাহুদ্বয় ব্যথা করিতে থাকে। কথা কহিলে (হায়ো: ম্যাঙ্গে: রাউমেক্স:) গান করিলে (ড্রোসে: হায়ো: ফস্: স্পঞ্জীয়া) হাস্য করিলে (চায়ণা: ফস্:) দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে (কার্ব্বো-অ্যান্: ফস্:) এবং উষ্ণ দ্রব্যাদি পান করিলে (ক্যাপ্স্: ইগ্নে:) কাসির উদ্রেক হয়। বক্ষমধ্যে অতিশয় অবসাদ ও দুর্ব্বলতা অনুভূত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ কথা কহিতে, হাস্য করিতে, গান করিতে বা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে গেলে। রোগী এত ক্ষীণ যে সে কথা কহিতে পারে না (হিপার. অ্যা-ফস্: সলফ্: লিসিন্:)। রক্তকাস,—তৎসহ অপর্য্যাপ্ত কফ নির্গমন বা প্রচুর গয়ারযুক্ত ক্ষয়কাস এতল্লক্ষণযুক্ত কাসি, তৎসহ দুর্ব্বলতা (মায়োসোটিস্:); রাত্রে অত্যন্ত স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে বক্ষের ঐ পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা; বাম কক্ষের নিম্নে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। বক্ষ মধ্যে অত্যন্ত ক্ষতান্বিত ভাব। প্রদরাধিকারে বোধ হয় যেন দুর্ব্বলতা বক্ষ মধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে (উদর বা বস্তিগহ্বর প্রাদুর্ভূত হইতেছে বোধ হইলে = ফস: সিপী:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রোগিণী এত ক্ষীণ যে তাহার প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয় সে মূর্চ্ছা যাইবে। পক্ষাঘাত,—অধিকাংশ স্থলে বামাঙ্গিক; আক্রান্ত বাহুতে এবং ঐ পার্শ্বের বক্ষের উপর বোধ হয় যেন একটী গুরুভার বস্তু আবদ্ধ রহিয়াছে; মানসিক আবেগ (ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ:); আক্ষেপ (সাইকীউ: কিউপ্রাম্-মেট্: কষ্টি: ককীউঃ হায়ো: সিকেলী:) কিম্বা হস্তমৈথুনাদি

অস্বাভাবিক উপায়ে রিপু পরিতৃপ্তি জনিত (ক্যাল্‌কে: চায়না:—অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবন জনিত=ক্যালী-বোম্: স্যাট্-মিউ: ফস্: রাস্:)। সোপানাবতরণ কালে অবসাদ অনুভব, আরোহণ করিতে কোন বিশেষ কষ্ট হয় না (বোর‍্যাক্স্:)। মৃগীরোগে হস্তপদাদি আক্ষিপ্ত হইতে থাকে, হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি করতলের উপর আবর্ত্তিত হইয়া মুষ্টিবদ্ধ হইয়া যায়, দেহ ধনুকের ন্যায় পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়, রোগীর জ্ঞান থাকে না; ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় পীড়াদি সংশ্লিষ্ট; কিম্বা দন্তোদ্গম কালে,—তৎসহ কৃমী লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। রোগিণী এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে প্রাতে বস্ত্রাদি পরিধান কালে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়। অতিরিক্ত শীর্ণতা (আর্স্-আয়োড্: মায়োসোট: ফস্: প্লাম্:)। বাহু ও পদদ্বয় অত্যন্ত ভার ও অবশ বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় কর ও চরণ স্ফীত হইয়া উঠে। সমগ্র দেহে শীত অনুভব। প্রভাতে এবং রাত্রে অপর্য্যাপ্ত অবসাদক স্বেদোদ্গম (অ্যা-সল্‌ফ্: সিঙ্কো: ফস্:); ঘর্ম্ম উত্তপ্ত এবং সামান্য দেহ সঞ্চালনেও অবসাদক স্বেদোদ্গম হয়; ঘর্ম্ম সোঁদা সোঁদা পচাগন্ধ বিশিষ্ট (নক্স্: ষ্ট্যাফ্:)। অতিরিক্ত অবসন্নতা,—রোগিণী নিরন্তর বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (সাইলি: ফেরাম্-ফস্: লিল্-টাই: রাস: আর্জেন্ট্-নাই: অ্যা-নাই: ক্যালী-কার্ব:)।

শীত উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—বেলা দশটার সময় সর্ব্বাঙ্গে শীত বোধ হয়, অঙ্গুলি ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ শৈত্যাধিক্য বশতঃ অসাড় হইয়া যায় (প্যারিস্: সিপীয়া:); শীত অল্প তথাপি হনুদ্বয়ের প্রবল কম্পন বশতঃ দন্ত খট্‌খটী শব্দ শ্রুত হয়; কোন কোন স্থলে কেবল বাম বাহুতে বা বাম পদে শীত অনুভূত হয় (বাম বাহুতে=কার্ব্বো-ভেজি: নক্স-মস: রাস্:—দক্ষিণ বাহুতে=মার্কিউরীয়্যালিস্-পেরেন্:—বাম পদে=কার্ব্বো-ভেজি: ওলী-অ্যান্:—দক্ষিণ পদে=সিপী: চেলিড্: স্যাবাই:—কেবল বাম অঙ্গে=কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: লাই: ল্যাকে: থুযা: দক্ষিণ অঙ্গে=ব্রাই: প্যারিস্: রাস্: থুযা:); জানুদ্বয় ও চরণ অত্যন্ত শীতল অনুভূত হয় (জানুদ্বয় তুষার-শীতল=এপীস্ কার্ব্বো ভেজি: ফস্: সাইলি:—চরণ=মিনীয়্যান্: মেজের্: সিপী: সিলি:)। বৈকালে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উত্তাপাবস্থা, তৎসহ পৃষ্ঠ, বক্ষ, উদর, প্রত্যঙ্গাদি প্রভৃতি অংশবিশেষে স্বেদোদ্গম; অস্থিরতাজনক উত্তাপ বোধ হয় যেন অচিরে স্বেদোদ্গম হইবে, প্রত্যঙ্গাদিতে বিশেষতঃ হস্তে জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ হয়; বিলেপী জ্বর। ঘর্ম্মাবস্থা,—প্রত্যহ প্রথম রাত্রে বা শেষ রাত্রি ৪টার সময় প্রচুর স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে, বিশেষতঃ গ্রীবা প্রদেশে, গ্রীবা পশ্চাতে এবং ললাটে; ঘর্ম্মের গন্ধ সোঁদা সোঁদা—ভিজে ঘরের ন্যায়। জল ব্যতীত রোগীর মুখে আর কিছুই ভাল লাগে না (অ্যাকোন্:); রোগীর মুখ হইতে পূতিগন্ধ নিঃসৃত হয়।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে; কোন (বাম) পার্শ্বে শুইলে; গান, কথোপকথন, বক্তৃতা বা হাস্য করিলে; সোপনাবতরণ কালে; স্থির হইয়া বা শয়ন করিলে থাকিলে এবং কঠিন মলত্যাগ কালে।

উপশম।—জোরে নিষ্পেষণ করিলে; কোন কঠিন বস্তু বা ধাত্রীর স্কন্ধের উপর পেট চাপিয়া শয়ন করিলে, হেঁট হইয়া বসিলে (কাসি); দেহ দ্বিভাজ বক্র করিলে;

পাদচারণে ; চিৎ হইয়া শুইলে ; কটি বা বক্ষের বন্ধন বা বস্ত্র শ্লথ করিয়া দিলে এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ ও অনুপূরক—পল্‌সেটিলা:।

অনুকূল।—কষ্টিকাম্ এবং সিনার পরে প্রয়োগে ইহা অত্যন্ত হিতকর হইয়া থাকে। ষ্ট্যানামের পর প্রয়োজ্য—ক্যাল্কে-কার্ব: ফস্: সাইলি: সল্‌ফ্: টিউবার্কীউলিন্: (ডা: অ্যালেন্)।

সম্বন্ধ।—বেল্: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: কষ্টি: সিনা: লাই: ফস্: পল্‌সে: রাস্: সিপীয়া: সল্‌ফ:।

সদৃশ।—অ্যা-ফস্: বোর‍্যাক্স্: ক্যাল্‌কে: ককীউ: মায়োসেটিস্: (শ্লেষ্মাবহুল ক্ষয়কাস্, ঘর্ম্ম, শীর্ণতা); কোল্‌চি: কলোসিন্থ: সাইক্লেম্: ইগ্নে: ইলিসীয়াম্-অ্যানাইসেটাম্: পিক্স-লিক্: ভ্যালি: প্ল্যাট্: ষ্ট্রন্-কাব: ন্যাট্-মিউ: ফস্: সিপী: চেলিড্: কার্ব্বো-ভেজি: সাইলি: ষ্ট্যাফ: সেনেগা: ভেরেট্: সল্‌ফ: সিঙ্কীয়াম্: (অপর্য্যাপ্ত পাতলা সূত্রময় গয়ার)।

তুলনীয়।—পাকাশয়ের অম্লবোধ—চেলিড: সল্‌ফ: সিপিয়া:। ক্রন্দন পরায়ণা—পলস: সিপিয়া:। ক্রমশঃ বেদনার হ্রাস ও বৃদ্ধি—প্লাটীনা:। ব্যঞ্জনাদির গন্ধে বমন ইচ্ছা—আর্স: কলচি:। কথা কহিলে দুর্ব্বলতা—ককু: সলফ: ক্যাল্‌কে:। মলত্যাগকালে জরায়ু ভ্রংশ—পডো:। সর্দ্দিজ যক্ষ্মা—সাইলি: ফস্ফ: সিনেগা:। পক্ষাঘাত মানসিক আবেগ—ন্যাট্রাম: ষ্ট্যাফেসি:। গলমধ্যে বিবমিষা—ফস্: অ্যাসিড-ভ্যালো:।

শক্তি।—৩, ৬ চূর্ণ হইতে শতসহস্রাধিক ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩৫ দিন।

ষ্ট্যাফাইসাগ্রীয়া

(STAPHISAGRIA.)

নামান্তর।—ষ্ট্যাফাইসাগ্রীয়া পেডিকিউলারিস।

প্রস্তুতি।—পক্ক বীজ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—নিম্নোদরের গ্রন্থি বিবৃদ্ধি ; ক্রোধাবেশ ; গুহ্যদ্বার কণ্ডুয়ন ; পৃষ্ঠ বেদনা ; অক্ষিপল্লব প্রদাহ ; অস্থিপীড়া ; ধমনীর অর্ব্বুদ ; কাসি ; দন্তোদ্গম ; রক্তামাশয় ; পামা ; চক্ষুতে অর্ব্বুদ ; দন্তনালী ; পাকাশয়শূল ; গ্রন্থিরপীড়া ; বঙ্ক্ষণসন্ধির পীড়া ; ব্যাধি-শঙ্কা ; ধ্বজভঙ্গ ; চক্ষুর উপতারা প্রদাহ ; উপদংশ-দোষজ তারাপ্রদাহ ; সহজে চোয়ালের অস্থির বিচ্যুতি ; কটিদেশের নিম্নে পূযসঞ্চয় রোগ ; উন্মাদ ; কৃত্রিম মৈথুন জনিত কুফল ; স্নায়ুশূল ; উষ্ণ ঘর্ম্ম ; কামোন্মাদ ; ডিম্বাধারের পীড়া ; দুর্গন্ধঘর্ম্ম ; গর্ভিণীদিগের বমন ইচ্ছা ; মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির পীড়া ; জিহ্বার নিম্নে

অর্ব্বুদ; আমবাত; গৃধ্রসী; মাড়িতে ক্ষত ও স্ফীতি, মস্তকে ঘর্ম্ম; যানাদি আরোহণে বমনেচ্ছা; শুক্রবাহীনলির পীড়া; শুক্রক্ষরণ; গ্রীবার কাঠিন্য বা আড়ষ্টতা; দন্তরক্ষার বা পোকাধরা; অণ্ডকোষের পীড়া; তামাকু সেবনের মন্দফল; তালুমূলগ্রন্থি প্রদাহ; দন্তশূল; অর্ব্বুদ; স্বরভঙ্গ; অনুনাসিক স্বর; আঁচিল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—হস্তমৈথুন, অতিমৈথুন, মনোমধ্যে সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় পরিচালনার চিন্তা, হৃদয় পোষিত ক্রোধ, অপমান প্রভৃতি জনিত পীড়াতেই ইহার উপকারিতা প্রকাশ পাইয়া থাকে; শিশুদিগের দন্তের পীড়া এবং অন্ত্রশূলাদিতেও ইহার অশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়। ইহার নিম্নলিখিত প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা মনুষ্য দেহের কতপ্রকার অবস্থায় প্রয়োজন হইতে পারে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। (১) রোগীর কেহ কোন অপমানের কথা বলিলে সে আত্মসম্মান জ্ঞান বশতঃ তাহার প্রতিশোধ না দিয়াই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং সেই দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ হৃদয়ে পোষণ জনিত নানা প্রকার পীড়াক্রান্ত হয়; অল্পে রাগিয়া যায়, অন্যায় কথাটী পর্য্যন্ত সহ্য হয় না; শিশু অনবরত এ-ও-তার জন্য বায়না করে এবং যাহা চাহে তাহা হস্তে দিলে দূরে নিক্ষেপ করে। (২) অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা বা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সাধন জনিত পীড়া, ঔদাস্য, সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য,—বিষণ্ণ চিত্ত এবং ক্ষীণ স্মৃতি। (৩) অহঙ্কার, ঈর্ষা কিম্বা বিরক্তি সম্ভূত পীড়াদি। (৪) বোধ হয় যেন ললাটের উপর একটী গোলক আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। (৫) স্নায়বিক অবসাদ,—অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করিয়া লোক যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে রোগীর সেইরূপ অবসাদ হয়। (৬) অক্ষিপুটের উপর উপর্য্যুপরি অঞ্জনি বা গুটী সকল উদ্গত হয়। (৭) দন্তশূল,—বিশেষতঃ ঋতুর সময়; রুগ্ন এবং অরুগ্ন, সকল দন্তই থাকে; কোন দ্রব্য দংশন বা চর্ব্বণ কালে কোন যন্ত্রণা হয় না কিন্তু পেয় বা চর্ব্বণীয় খাদ্যের স্পর্শ মাত্রে কন্ কন্ ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে; মুখ মধ্যে শীতল বায়ু গ্রহণ বা শীতল জলাদি পান করিলে এবং আহারান্তে বৃদ্ধি। (৮) দন্ত সকল কালিমা বর্ণ ধারণ করে এবং দন্তের ভিতর কাল রেখা দৃষ্ট হয়; দন্ত কিছুতেই পরিষ্কার থাকে না,—চূর্ণ হইয়া যাইতে থাকে এবং প্রান্তভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (৯) ধূমপানে প্রগাঢ় আসক্তি। (১০) পাকাশয় পূর্ণ থাকিলেও অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হয়। (১১) পাকাশয় ও অন্ত্রাশয় যেন ঝুলিয়া পড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি। (১২) অন্ত্রশূল,—মূত্রাশয়, ডিম্বাধার অস্ত্রচ্ছেদান্তে অন্ত্রশূল। (১৩) প্রস্রাববেগ —প্রস্রাবের জায়গায় দীর্ঘকাল যাবৎ বসিয়া থাকিতে হয়,—বিশেষতঃ নবোঢ়া যুবতীদিগের, কিম্বা রমণান্তে, অথবা কষ্টপ্রসবের পর। (১৪) বৃদ্ধদিগের মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির রোগে প্রস্রাবের পরেও প্রস্রাববেগ ও যন্ত্রণা। (১৫) মূত্রাশয়ের স্থান চ্যুতি। (১৬) স্ত্রীজননেন্দ্রিয় প্রদেশে যন্ত্রণাজনক স্পর্শানুভব; যোনিবহির্দ্দেশ এত স্পর্শকাতর যে ঋতুরোধক কৌপীনের স্পর্শ সহ্য হয় না। (১৭) অস্বাভাবিক মৈথুন; নিরন্তর ইন্দ্রিয়পরিচালন চিন্তা এবং সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিজনিত আনন্দের জন্য আগ্রহ। (১৮) শুক্রমেহ রোগীর গণ্ডদ্বয় ও চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, অপরাধীর ন্যায় সলজ্জ ভাব, রেতঃস্খলনান্তে কটি ব্যথা করে; ইন্দ্রিয়াদি

পরিচালন জন্য অবসাদ বা শৈথিল্য। (১৯) কাসি—কেবল মাত্র দিবসে, কিম্বা সান্ধ্য ভোজনান্তে; মাংস আহার করিলে বৃদ্ধি হয়; বিরক্তি বা ক্রোধ উৎপন্ন হইবার পর; দন্তধাবন কালেও কাসির উদ্রেক হয়। ধূমপান করিলে কাসি আইসে। (২০) কটিবেদনা,—রাত্রে শয়িত অবস্থায় এবং প্রাতে গাত্রোত্থানের পুর্ব্বে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। (২১) প্রত্যঙ্গাদির বিশেষতঃ হস্তাঙ্গুলির সন্ধি মধ্যে, বাতগুটী উৎপন্ন হয়; অঙ্গুলির সন্ধি সকল প্রদাহান্বিত হইয়া স্বেদোদ্গম হইতে থাকে এবং তন্মধ্যে পুয উৎপন্ন হয়। (২২) সমস্ত দিবস নিদ্রালুতা বোধ করে অথচ রাত্রি অনিদ্রায় কাটে। রাত্রে সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা করিতে থাকে। (২৩) জ্বর হইবার কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হয়। (২৪) পামাকচ্ছু,—চিপিটিকাতল হইতে কষায়, পীতবর্ণ রস নিঃসৃত হয় এবং ঐ রস যেখানে লাগে সেইখানে নূতন রসগুটী সকল উদ্গত হয়। (২৫) স্থান বিশেষে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হইলে সেই অংশ কণ্ডুয়নান্তে অন্য স্থানে আবার কণ্ডুয়নের উদ্রেক হয়। (২৬) ডুম্বুর সদৃশ অর্ব্বুদ বা চর্ম্মকীল,—শুষ্ক, সবৃন্ত, কপির আকৃতি; পারদঅপব্যহারান্তে ঘূর্ণায়মান শিরোঘূর্ণন,—বিশেষতঃ উপবিষ্ট অবস্থায়; পাদচারণে উপশম; রমণান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ এবং বুক সাঁটিয়া ধরে; তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাদি দ্বারা আঘাত বা কর্ত্তন জনিত ক্ষত; সর্ব্বদা মনে হয় যেন তাহার পশ্চাতে কে আসিতেছে এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ পশ্চাদ্দৃষ্টি; মলিন, পেটডাগরা শিশুদিগের অন্ত্রশূল; দন্তনালি ইত্যাদি কয়েকটীও ইহার নির্দ্দেশক।

লক্ষণাবলী।

মন।—অসহিষ্ণু স্বভাব,—সামান্য কার্য্যে বা কথায় তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদিত হয় (ইগ্নে:)। তাহার যাহা ভাল লাগে না, এরূপ কার্য্যে তাহার অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়, তা' সে কার্য্য তাহার স্বকৃতই হউক বা অন্যের কৃতই হউক; কোন কার্য্য সাধনান্তে তাহার ফলাফল সম্বন্ধে মহা ভাবনা উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার জনিত চিত্তবিকারে,—উদাস ভাব, সকল বিষয়েই আস্থাশূন্য, মুহ্যমান ভাব এবং ক্ষীণ স্মৃতি (অ্যা-ফস্: অ্যানাক্: অরাম্: ডিজি: গ্র্যাট্-মিউ: প্ল্যাট্:)। অশান্ত শিশু নানা বস্তুর জন্য বায়না করে কিন্তু সেই সকল হস্তে পাইলে ক্রুদ্ধ ভাবে তাহা দূরে নিক্ষেপ করে (ব্রাই: ক্যামো: সিনা: ক্রিয়ো:)। মহা অভিমানী,—কেহ তাহাকে কোন অপমানের কথা বলিলে, পাছে ক্রোধ প্রকাশ করিলে নীচতার পরিচয় দেওয়া হয় সেইজন্য মনের রাগ চাপিয়া কম্পিত ও অবসন্ন কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এবং পীড়িত হয় (ইগ্নে: অরাম্:—নক্স্-ভমিকার: ঠিক বিপরীত)। ক্রোধ হইলে আর জ্ঞান থাকে না, যাহা সম্মুখে পায় তাহাই প্রতিবাদকারীর উপর নিক্ষেপ করে। নিরন্তর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জনিত আনন্দ লাভের চিন্তা বশতঃ রোগী অবসাদ বায়ুগ্রস্ত, উদাস ও স্মরণশক্তিহীন হইয়া পড়ে। আহত অহঙ্কার, মর্ম্মপীড়া, ঈর্ষা, অন্যায় অপমান এবং হৃদয়পোষিত ক্রোধ জনিত মানসিক পীড়া। ভবিষ্যতে না জানি কি হইবে এই ভাবিয়া রোগী অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়ে (অ্যা-নাই: অ্যা-ফস্: ব্রাই: চিনিন্-সল্ফ্: সাইকীউটা: ফস্:)। ক্ষীণস্মৃতি,—কোন বিষয় অধ্যয়ন করিবার অনতিপরে তাহা স্মরণ থাকে না; অনেকক্ষণ সেই

বিষয় চিন্তা করিয়াও স্মৃতিপথে আনিতে পারে না। পাদচারণ কালে পুনঃ পুনঃ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করে (অ্যানাক্: ক্যালী-ব্রোম্:)।

মস্তক —ঘূর্ণায়মান শিরোঘূর্ণন,—কখন সন্ধ্যার পর শয্যায় শায়িত অবস্থায় (ফস্:), কখনও বা উপবিষ্ট অবস্থায় (ফস্: পল্সে:); উপশম=পাদচারণে (অ্যাকোন্: জিঙ্কাম্:) কিম্বা গুল্ফের উপর ভর দিয়া দ্রুতবেগে ঘুরিলে (আগার্:)। মস্তকের জড়তা বোধ বশতঃ রোগী কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না (ল্যাকে: ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: ফস্: সিপী:)। ললাট মধ্যস্থলে বোধ হয় যেন একটী গোলক দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং মাথা নাড়িলেও তাহা অপসারিত হয় না, (ল্যাক্-ডিফ্লো:—শিরোমধ্যে যেন কতকগুলিন গোলক গড়াইয়া বেড়াইতেছে=অ্যানাস্থিরাম্: বীউফো: হীউরা: লিসিন্:)। নিষ্পেষণবৎ সংজ্ঞাবিলোপক শিরোবেদনা; বিশেষতঃ ললাটদেশে। শিরোবেদনা,—যেন মস্তিষ্ক দৃঢ়াবদ্ধ রহিয়াছে; বৃদ্ধি=ললাট পশ্চাতে (অ্যা-নাই: ব্রাং: মস্কস: স্পাই:)। মস্তিষ্ক যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে এইরূপ ব্যথা করিতে থাকে (অ্যাগ্নাস:),—প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিবার পর; বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালনে; উপশম=বিশ্রামে বা স্থির হইয়া থাকিলে এবং উত্তাপ সংস্পর্শে; পুনঃ পুনঃ হাই উঠিয়া শিরোবেদনার শান্তি হইয়া থাকে (ন্যাট্-মিউ:)। বাম রগে যেন জ্বলন্ত সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (আর্স: ট্যার‍্যাক্স্: জিঙ্কাম্:—বাম রগে সূচীবেধবৎ বেদনা=চেলিড্: সিপী: স্পাইজ:)। দক্ষিণ রগে অতীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা= স্পর্শ করিলে। শিরোপশ্চাৎ বোধ হয় যেন শূন্যময় কিম্বা যেন মস্তিষ্ক এত ক্ষুদ্র যে মস্তকের পশ্চাদাংশ পূর্ণ করিতে পারে নাই (ম্যাঙ্গে: ন্যাট্-কাব: সল্ফ্:—অথচ সম্মুখাংশের মস্তিষ্ক অতি বৃহৎ বোধ হয়=হেলিবো:)। বাম রগে জ্বালা, ভিতরে এবং বাহিরে, বোধ হয় যেন অস্থিফলক বহির্গত হইয়া পড়িবে; স্পর্শ করিলে জ্বালার বৃদ্ধি হয়। শিরোপশ্চাতে, মস্তকের দুই পার্শ্বে এবং কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে কণ্ডুতিজনক, আর্দ্র এবং পূতিগন্ধময় উদ্ভেদ সকল উদ্গত হয় (গ্র্যাফ্: লাই:), কণ্ডুয়ন করিলে অন্য অংশে কণ্ডুতির আবির্ভাব হয় এবং রস পড়া বৃদ্ধি হয়। মস্তকের অত্যন্ত স্পর্শকাতর, ছাল উঠিতে থাকে এবং আক্রান্ত অংশে অত্যন্ত কণ্ডুতি ও উত্তেজনার উদ্রেক হয়; বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় এবং দেহ উত্তপ্ত হইলে। শিরোপশ্চাতে এবং কর্ণদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে রসস্রাবী দুর্গন্ধময় উদ্ভেদ উদ্গত হইয়া ঐ ঐ অংশের কেশ উঠিয়া যায় কথনও বা মস্তকের উপর অত্যধিক মরামাস বশতঃ চুল উঠিয়া যায় (মেজের্: ন্যাট্-মিউ: জিঙ্কা-মাই:)।

চক্ষু।—সূর্য্যমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিলে,—বাম চক্ষু হইতে উষ্ণ জল নির্গত হইয়া গণ্ড দগ্ধ করে এবং ঐ চক্ষু মধ্যে করকর করিয়া থাকে (ইগ্নে: গ্র্যাফ্:—আলোক সংস্পর্শে= চিনিন্-সল্ফ: কোণা: ডিজি: ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ্-মিউ: স্যাবাড্: ইউফ্রে:)। উপদংশ-দোষজ উপতার প্রদাহ (অ্যা-নাই: আর্জেণ্ট-নাই: আর্স্: অ্যাসাফিট্: ক্যালী-আয়োড্: মার্ক: মার্ক-কর্: মার্ক্-প্রোটো: থূযা:),—অক্ষিগোলক, রগ এবং মুখমণ্ডলের আক্রান্ত পার্শ্বে যেন বিদীর্ণ বা দ্বিধা হইয়া যাইতেছে এইরূপ বেদনা উৎপন্ন করে; বৃদ্ধি=রাত্রে (সিফিলিন্:) এবং পাঠাদি

দৃষ্টির কার্য্য করিলে। বাতাশ্রিত অক্ষিপ্রদাহ (অ্যাকোন্: অ্যাণ্ট্-টার্ট: ক্যাল্কে: ফর্মিকা: ক্যাইটো: রাস্: সিপী:), বেদনা দন্তে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে ; দৃষ্টি শক্তির চালনা মাত্রে চক্ষু জ্বালা করে যেন কতই শুষ্ক, অথচ নিরন্তর অশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে। অক্ষিপুট প্রদাহ (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: এপীস্: আর্জেণ্ট-নাই: গ্র্যাফ্: মার্ক্: পেট্রোল্: রাস্: টেলীউ:), অক্ষিপুট-প্রান্ত অত্যন্ত শুষ্ক,—তৎসহ অক্ষিপুটক অর্ব্বুদ বা অনমনীয়তা প্রাপ্ত অঞ্জনি। বাম চক্ষুর উর্দ্ধপুটের প্রান্তদেশে কণ্ডুতির উদ্রেক হয় এবং মর্দ্দনান্তে কণ্ডুতির নিবৃত্তি হইয়া থাকে (মেজর্: ক্যাল্কে: কিম্যাফিলা-আম্বেল্: সিপী: টেলীউ:)। অক্ষিপুটোপরে অঞ্জনি প্রভৃতি নানা প্রকার অর্ব্বুদ উপর্য্যুপরি উদ্গত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ চক্ষুর উপর পাতায় (পল্সে: অ্যা-ফস্: সাইলি: আরাম্: এপীস্:) ; উহা কখন ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে এবং কখনও বা ভাস হইয়া যাইবার পর উহার পরিবর্ত্তে এক একটী অনমনীয় স্ফীতি থাকিয়া যায় (কোণা: থুযা: ক্যাল্কে:)। চক্ষু দুটী কোটর প্রবিষ্ট এবং তাহাদের চতুর্দ্দিকে ঈষৎ উন্নত নীলিমা প্রতীয়মান হয়, সময়ে সময়ে আবির্ভাশীল দুরারোগ্য চক্ষুর সর্দ্দি হইয়া উঠে (ডাঃ বেয়ার)। বাম চক্ষুর উর্দ্ধপুটের নিম্নে যেন একটা কঠিন বস্তু রহিয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি (যেন কুটি পড়িয়াছে = মিডহ্নন্:—যেন কাঁকর পড়িয়াছে = ল্যাক্-ডিফ্লো:)। আবিল দৃষ্টি,—যেন চক্ষে জল আসিয়াছে (ফাইজস্: ক্রোকাস্: ন্যাট্-মিউ:)।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তির হ্রাস,—যেন গলগ্রন্থির বিবৃদ্ধি জনিত (অ্যা-নাই: ক্যালী-বাই:), বিশেষতঃ পারদ ব্যবহারের পর (অ্যা-নাই:)। মাথা নাড়িলে কর্ণমধ্যে নানা প্রকার ধ্বনি শ্রুত হয়। কর্ণবিবর যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনানুভূতি।

নাসিকা।—রন্ধ্র ক্ষতযুক্ত এবং অন্তরতম প্রদেশে ক্ষতোপরে চিপিটিকা উৎপন্ন হয়। ভয়ানক নাসাসর্দ্দি, এক রন্ধ্র রুদ্ধ বোধ হয় এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও অনর্গল অশ্রুপাত হইতে থাকে ; নাকিস্বর। নাসাপরিস্রাবাধিকারে প্রথমে গাঢ় শ্লেষ্মা এবং পরে পাতলা জলের ন্যায় স্রাব হইতে থাকে। সর্দ্দি নাই অথচ উপর্য্যুপরি হাঁচি হইতে থাকে।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের অস্থিপ্রদাহ,—যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা। চক্ষু ও গণ্ডস্থল কোটর প্রবিষ্ট, নাসিকা অস্থিসার এবং উন্নতাগ্র এবং চক্ষুর্দ্বয়ের চতুর্দ্দিক নীল রেখা বেষ্টিত প্রতীয়মান হয়। ক্রোধ হইলে মুখের বর্ণ কপিশ ও নীল হইয়া যায়। সলজ্জ ভাব। বাম গণ্ডে তীক্ষ্ণ জ্বালা জনক সূচীবেধবৎ বেদনা বশতঃ কণ্ডুতির উদ্রেক করে। ওষ্ঠদ্বয় ক্ষত ও শল্কপূর্ণ এবং জ্বালা করিতে থাকে। নিম্ন হনু যখন তখন সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় (রাস্: পেট্র্যোল্:)। নিম্ন হনুতলস্থিত গ্রন্থি সকল, স্ফীত হউক বা না হউক অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া থাকে। দন্ত উৎপাটনান্তিক অস্থিপ্রদাহ সম্ভূত নিম্ন হনুর অস্থিপূতি (আরাম্-মিউ:)। অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক দপ্ দপ্ কারী মুখমণ্ডলের বেদনা, দন্ত হইতে চক্ষুতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—বিশেষতঃ রমণীদিগের ঋতুর সময় (সিপীয়া:) ; রুগ্ন এবং অরুগ্ন সকল প্রকার দন্তই আক্রান্ত হইয়া থাকে ; খাদ্য বা পানীয় স্পর্শে বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে (বেল্: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব: নক্স-ভম:) কিন্তু দংশন বা চর্ব্বণের সময় কোন

ব্যথা বোধ হয় না ; বৃদ্ধি=মুখ মধ্যে শীতল বায়ু গ্রহণ করিলে (অরাম্: বেল্: হিপ: মার্ক: মেজর: স্থাট্-মিউ: স্থাট্-সলফ: সলফ:) ; শীতল পানীয় সংস্পর্শে (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ক্যামো: কিম্যাফিলা-আম্বে: হিপ্: ল্যাকে: মার্ক: নক্স্-ভম্: প্ল্যাণ্টা: পল্সে:) এবং আহারান্তে (অ্যাণ্ট-ক্রুড্: ক্যামো: কিমাফিলা- আম্বে: ক্যালী কার্ব: লাই: মার্ক: স্থাট্-মিউ: নক্স-মস্:)। দন্তে পোকা লাগা জন্য কালিমা ধারণ করে, তাহাদিগের মধ্যে কাল রেখা দৃষ্ট হয় (অ্যা-নাই: ক্রিয়ো: মার্ক-ভাই:—সান্নিপাতিক বা মোহ জ্বরাধিকারে কৃষ্ণ রেখা দৃষ্ট হইলে= আর্জেণ্ট-নাই: ক্লোরাম্:) ; দিবসে দুই তিনবার করিয়া দন্ত মার্জ্জন করিলেও পরিষ্কার থাকে না এবং উক্ত কাল রেখা উৎপন্ন হয় ; দন্ত সকল চূর্ণ হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (অ্যা-ফ্লুয়ো: ক্যাল্কে: ক্যাল্কে-ফস্: ইউফর্ব: প্লান্: থুয়া:), বিশেষতঃ দন্তের অগ্র বা প্রান্ত ভাগ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (সিফিলিন্:—মূল ক্ষয় হয়=মেজের: থুযা:) ; শীতাদ বা মাড়ী স্ফোটকাদি প্রবণতা (অ্যা-নাই: আস্: অ্যাষ্টেকাস্: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-মিউ:)। শিশুর দন্ত সকল অকালে বা উদ্গত হইতে না হইতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (ক্রিয়ো: অ্যা-হায়ো: ক্যাল্কে-ফ্লু: ক্যাল্কে: ফস্:)। দন্তশূল,—দন্ত মধ্যে কট্ কট্ ঝন্ঝন্ কারী যন্ত্রণা ; বেদনা কর্ণে এবং রগ পর্য্যন্ত তীব্র বেগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে [কর্ণে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়=ক্রিয়ো: কলোসিন্থ: (বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের হইলে=ডাঃ কোট্:) মার্ক: প্লডো: সিপী: সলফ:— রগ পর্য্যন্ত= ক্রিয়ো: জেল্: ম্যাগ্-কার্ব:] ; ঈষৎ স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি হয় কিন্তু জোরে টিপিলে আরাম বোধ হইয়া থাকে (ব্রোম্: সিঙ্কো: ম্যাগ্-ফস্:—শীতল হস্ত দ্বারা টিপিলে রাস্:—অঙ্গুলি দ্বারা= অ্যামন্-মিউ: মার্ক-প্রোট্:)। দন্তনালি রোগে বা দন্তমূলাস্থিত নালী ক্ষত (অ্যা-আয়ো: কষ্টি: সাইলি: অরাম-মিউ: ক্যালী-ক্লো:)। মাড়ী শ্বেতবর্ণ (মার্ক: অ্যা-নাই: অ্যা-ফস্: ক্যালী-বাই:), স্ফীত, ক্ষয়িতত্বক (ক্রিয়ো: মার্ক: স্থাট্-মিউ: ফস্: সোরিন্:), সান্তর (ক্যালী-ফস্: ক্রিয়ো: ল্যাকে: মার্ক: মার্ক-কর্:) অর্থাৎ স্পর্শ মাত্রে এবং দন্ত ধাবন কালে উহা হইতে সহজে শোণিতপাত হয় (হিপ্: ক্রিয়ো: কার্ব্বো-ভেজি. ল্যাকে: মার্ক-কর্: অ্যা-নাই: স্থাট্-মিউ:)। গণ্ডদ্বয়ের ভিতরগাত্রে শৈবালবৎ উদ্ভেদ হয়। মুখক্ষত, মুখবিবর এবং জিহ্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা বা রসগুটী দ্বারা আকীর্ণ (আস্: ক্যালী-মিউ: ক্যালী-ফস্:)। মুখ মধ্যে পুনঃ পুনঃ এক মুখ করিয়া জল বা তরল শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় (ব্যারাই: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: লাই: নক্স-ভম: স্যাবাড: সাইলি: সল্ফ:)। কথা কহিবার সময় পুনঃ পুনঃ লালা গলাধঃকরণ করে বা ঢোক গিলে।

গলমধ্য।—কণ্ঠ শুষ্ক এবং অমসৃণ ; কথা কহিবার ও গলাধঃকরণ কালে কণ্ঠাভ্যন্তর যেন ক্ষতান্বিত এইরূপ বোধ হয় (গলাধঃকরণ কালে=আর্জেণ্ট-মেট্: অরাম্: ক্যাম্ফো: ল্যাক্-ডিফ্লো:) হনুতলস্থ গ্রন্থি সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত,—যেন স্ফীত ও আহত হইয়াছে। গলগ্রন্থির স্ফীতি ; পারদব্যবহার জনিত গলগ্রন্থির স্ফীতি ; তৎসহ বধিরতা। গলগ্রন্থি প্রদাহাধিকারে গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্ণের উপর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় (ইগ্নে:)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—তৃষ্ণারাহিত্য। পুনঃ পুনঃ হিক্কা (অ্যামন্-মিউঃ সাইকীউঃ সাইক্লেঃ হায়োঃ ইগ্নেঃ)। তামাকু সেবনে আগ্রহাতিশয্য (ড্যাফ্নীঃ ইউজিনীয়াঃ ম্যান্সিঃ ট্যাবাক্ঃ)। পাকস্থলী পরিপুর্ণ থাকিলেও অত্যধিক ক্ষুধা বোধ (সিনাঃ আয়োড্ঃ সাইলিঃ ষ্ট্যাণাম্ঃ)। পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয় বোধ হয় যেন শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে (অ্যাগারঃ ইগ্নেঃ ইপিক্ঃ ট্যাব্যাক্ঃ)। উষ্ণ বায়ু নিঃসরণ (অ্যালোঃ কার্ব্বো-ভেজীঃ ককীউঃ জিঙ্কাম্ঃ)। কুচ্‌কী প্রদেশীয় গ্রন্থি সকল ব্যথান্বিত এবং স্ফীত হইয়া উঠে (ক্যাল্কে-কার্বঃ অ্যা-নাইঃ আয়োড্ঃ রাস্ঃ মার্কঃ)। সমগ্র উদরের স্থানে স্থানে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা (অ্যালোঃ ডায়োস্কোঃ)। বোধ হয় যেন উদরের বন্ধনী সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং যেন উদর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যাইবে; রোগী স্বীয় হস্তদ্বারা তাহা ধরিয়া রাখে (অ্যালীউঃ অ্যাস্ক্লীপ্-টিউঃ ম্যাঙ্গঃ মার্কঃ ট্রম্বিডঃ ক্যালী-ব্রোম্ঃ ব্যারাই-কার্বঃ)। অন্ত্ররুদ্ধ আধ্মান বায়ু (লাইঃ কার্ব্বে-ভেজিঃ চায়ণাঃ গ্র্যাফঃ কোল্‌চিঃ র‍্যাফেঃ)। নাভীর তলে দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যন্ত চাপ বোধ। বাম পার্শ্বের যন্ত্রাদি মধ্যে যেন নখ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। শিশুর উদর অত্যন্ত স্ফীত এবং তন্মধ্যে বেদনা। মূত্রাশয়চ্ছেদ ডিম্বাধারচ্ছেদ বা অন্ত্রচ্ছেদান্তে (অস্ত্রক্রিয়ার পরে) অন্ত্রশূল (বিস্মাথ্ঃ হিপারঃ), তৎসহ মল বা প্রস্রাব বেগ এবং যাহা কিছু আহার করে তাহারই পরিপাকাভাব; কিছু পান আহার করিলে আরও বৃদ্ধি হয়। উদর মধ্যে নিরন্তর আধ্মান বায়ু উৎপন্ন হয় এবং অন্ত্র মধ্যে রুদ্ধ থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—আধ্মান বায়ু উষ্ণ এবং পচা ডিম্বের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট (কার্ব্বো-ভেজিঃ জিঙ্কাম্ঃ)। মল,—অতি ধীরে নির্গত হয় অথচ কোমল (ক্যাল্কে-আর্সঃ); বায়ু নিঃসরণ কালে অজ্ঞাতসারে নির্গত হয় (অ্যালোঃ অ্যাসিড্-ফস্ঃ ওলীয়্যান্ঃ পডোঃ ভেরেট্ঃ অ্যা-মিউঃ); আবার কখনও বা অত্যন্ত আঁটিয়া যায় এবং অত্যন্ত বেগ না দিলে নির্গত হয় না (ক্যাম্পঃ কষ্টিঃ কোণাঃ ল্যাকেঃ লাইঃ মার্কঃ নক্স-ভম্ঃ প্ল্যাট্ঃ পল্সেঃ সেলিন্ঃ সিপীঃ সাইলিঃ থুযাঃ)। কিছুমাত্র পান বা আহার করিলেই অন্ত্রাদি মুচড়াইতে থাকে এবং আমময় মল ত্যাগ হইয়া থাকে (অ্যালোঃ আর্জেণ্ট-নাইঃ ক্রোটন্-টিগঃ কলোঃ পডোঃ ট্রম্বিডঃ)। মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি সহযোগে অর্শ,—কটিদেশে এবং সমগ্র বস্তিগহ্বর মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

প্রস্রাব।—বৃক্ক প্রদেশে কণ্ডুয়ন ও সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (বার্বাঃ কলোসিন্থঃ ক্যালী-কার্বঃ র‍্যাণান্ঃ সাইলিঃ)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ অথচ সূক্ষ্ম স্রোতে অল্প মূত্র বহির্গত হয় (অ্যা-নাইঃ ক্লিম্যাট্ঃ গ্র্যাফঃ)। ঘোর বর্ণ মূত্র বিন্দু বিন্দু আকারে স্রাব হইয়া থাকে (ক্যান্থাঃ ল্যাক্-ডিফ্লোঃ রাসঃ)। প্রস্রাব কালে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতে হয় (আর্ণিঃ হিপ্ঃ কষ্টিঃ লাইঃ রাস্ঃ), বিশেষতঃ রমণীদিগের প্রথম সঙ্গমের পর; রমণান্তে কষ্ট; প্রসবের পর (ওপীঃ); যখন প্রস্রাব করিতেছে না এরূপ সময়ে মূত্রনালী মধ্যে জ্বালা করে (বার্বাঃ মার্কঃ); বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মূত্রাধার মুখশায়িকাগ্রন্থির রোগে পুনঃ পুনঃ বেগ ও যন্ত্রণা; মূত্রাশয়ের স্থানচ্যুতি। প্রস্রাবের পরেও এরূপ বেগ হয় যে বোধ হয় যেন মূত্রাশয়

সম্পূর্ণ শূন্য হয় নাই এবং ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নির্গলিত হয় (অ্যাকান্: কষ্টি: ষ্ট্র্যামোন্:)। অপর্য্যাপ্ত জলবৎ ফিকা মূত্র নির্গলিত হয় (অ্যা-ফস্: ন্যাট্-মিউ: সিকেলী:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাধিক্য। অস্বাভাবিক মৈথুনের ফল; চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় ক্ষীণ এবং জননেন্দ্রিয়াদি অত্যন্ত শিথিল। রেতঃস্খলনান্তে অত্যন্ত অবসাদ (অ্যা-ফস্: অ্যাগার্: সিঙ্কো: ক্যালী-কার্ব:)। পাদচারণ কালে (অ্যা-ফস্:) এবং মর্দ্দনান্তে বাম অণ্ডকোষ মধ্যে নিষ্পেষণবৎ বেদনা; স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। দক্ষিণ অণ্ডকোষ যেন কেহ টিপিতেছে এইরূপ টন্ টন্ করিতে থাকে (অরাম্:)। দক্ষিণ কুচকী প্রদেশীয় ছিদ্র হইতে আকর্ষণবৎ বেদনা ও জ্বালা প্রাদুর্ভূত হইয়া যেন রেতোরজ্জু মধ্য দিয়া দক্ষিণ অণ্ডকোষে সঞ্চারিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। লিঙ্গমুণ্ডের উপরে এবং পশ্চাতে আর্দ্র (রসস্রাবী) গুটী সকল উদ্গত হইয়া থাকে (অরাম্-মিউ: ক্যালী: আয়োড্: ল্যাক্-ক্যান্: অ্যা-নাই: থুযা:)। শেষভাগে শ্বাসকৃচ্ছ্র (অ্যাম্বো:—রমণান্তে=সীড্রন্: ডিজিট্:)। নিরন্তর অশ্লীল চিন্তা এবং সর্ব্বক্ষণই ইন্দ্রিয় সেবাজনিত আনন্দলাভের বাসনা ও ভাবনা। শুক্রমেহ চক্ষু মুখ বসা, অপরাধীর ন্যায় সশঙ্কিত ও লজ্জিত ভাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনি প্রদেশ অত্যন্ত স্পর্শকাতর, এমন কি তদুপরে আর্ত্তব স্রাব-রোধিকা বস্ত্রখণ্ডের পর্য্যন্ত স্পর্শ সহ্য হয় না (অ্যা-মিউ: প্ল্যাট্: বার্ব: কফী: ক্রিয়ো: সিপী: সাইলি: থুযা:)। বিশেষতঃ উপবিষ্ট অবস্থায়। ডিম্বাধার মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা; টিপিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (বীউফো: কলো: কোণা: ক্যালী-কার্ব: লাই:); ঐ বেদনা উরুদেশে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। আর্ত্তব,—অনিয়মিত,—বিলম্বে প্রকাশ এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে (কষ্টি: ক্যালী-আয়োড্ ফস্: সাইলি:); কোন কোন বারে আদৌ প্রকাশ হয় না; স্রাব প্রথমে ফিকা এবং তৎপরে ঘনীভূত; সময়ে সময়ে জরায়ু সাঁটিয়া ধরে (ক্যাক্টাস্: বেল্: পল্সে:)। যোনিমধ্যে অত্যন্ত ঘনভাবে মাংসাঙ্কুরবৎ পীড়কাণু সকল উদ্গত হয় (অ্যা-নাই: অ্যালীউ: ট্যারেণ্ট্:)। যোনিদ্বারে পিট্ পিট্ ও কুট্ কুট্ করে (ক্রিয়ো: লাই:)।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—কেবল মাত্র দিবাভাগে আবির্ভূত হয় (ইউফ্রে: অ্যামন্-কার্ব্: ল্যাকে: ফস্:) কিম্বা কেবল রাত্রে আহারের পর,—বিশেষতঃ মাংস আহারের পর; উত্যক্ত বা ক্রোধ উদ্রেকান্তে দন্তধাবন কালে কাসির উদ্রেক হয়; কাসি আক্ষেপজনক এবং শূন্যগর্ভ; রাত্রে পীতবর্ণ, গাঢ় আঠার ন্যায় রজ্জু বা পূযবৎ গয়ার নির্গত হয় (লাই: সাইলি:)। ঘুংড়ীর ন্যায় শ্বাসরোধক কাসি; শীতকালে এইরূপ কাসি এবং গ্রীষ্মে উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে; তামাকের ধূম আঘ্রাণে কাসির উদ্রেক হয় (নক্স্-ভম্: কলোসিন্থ্: হেলিবো: ল্যাকে: স্পঞ্জীয়া:)। রাত্রে কফ বায়ুনলী হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া উত্থিত হয় কিন্তু বহির্গত না হইয়া আবার গলাধঃকৃত হইয়া যায়। শ্বাসকৃচ্ছ্র,—বুক সাঁটিয়া ধরে; স্বপ্নদোষ হইবার পর কিম্বা রমণক্রিয়ার বা সঙ্গমক্রিয়ার শেষভাগে (পরে=সীড্রন্: ডিজিট্:—সময়ে=এরাণ্ডো:)। ক্রোধোদ্রেক হইলে গলনলী যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং বোধ হয় যেন কেহ গলা চাপিয়া ধরিতেছে; গলাধঃকরণকালে আরও অধিক কষ্ট হয়। কথা কহিলে

স্বরনলী যেন ক্ষয়িতত্বক বা কর্কশ হইয়াছে এইরূপ বোধ হয় (লাই:)। স্বরভঙ্গ, তৎসহ স্বরনলী ও বক্ষমধ্যে গাঢ় এবং রজ্জুবৎ কফ সঞ্চয়াধিক্য। কাসিলে স্বরনলী ও বক্ষমধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয় (মিডস্থন্: ড্রোসেরা: স্পঞ্জীয়া: ষ্টাণাম্: ফস্:)। গলনলী মধ্যে এবং বুকাস্থির পশ্চাতে কণ্ডুয়ন অনুভূতি।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্স্পন্দন,—বুক যেন ধড়ফড় করিতে থাকে; দেহ সঞ্চালন মাত্রেই (কার্ব্বো-ভেজি: মার্ক: ফস্:) এবং অতি সামান্য কায়িক পরিশ্রমে, সঙ্গীত শ্রবণ কালে (কার্ব্বো-ভেজি:) বা মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর প্রকোপ অনুভূত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—কণ্ঠ, গ্রীবা ও বক্ষ দেশীয় গ্রন্থি সকল স্ফীত ও ব্যথান্বিত হইয়া থাকে (ক্যাল্কে: আয়োড্: মার্ক:)। কটিদেশ যেন মচ্কাইয়া বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনান্বিত বোধ হয় (আর্ণি: পল্সে: রাস্: ভ্যালি:), বৃদ্ধি=স্থির হইয়া থাকিলে (রডোড্: ষ্ট্রন্:); আসন হইতে গাত্রোত্থান কালে (ক্যাল্কে: সল্ফ্: কষ্টি: ল্যাকে: আর্জেণ্ট্-নাই: বার্বা: ফস্:); দেহ ঘূর্ণন কালে বা ফিরিবার সময়ে (নক্স্-ভম্:); বিশেষতঃ রাত্রে শয্যায় শায়িত অবস্থায় (লিল্-টাই: লাই: ন্যাট্-সল্ফ্: সাইলি:) এবং প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে (কোল্চি: ইউপেট্-পার্পা: হিপ্: নক্স্: পেট্রোল্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—স্কন্ধসন্ধি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা,—স্পর্শ করিলে বা দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। বাহুদ্বয়ে যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে এইরূপ বেদনা; সঞ্চালনে এবং স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি হয়; হস্তের অঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলির পেশী মধ্যে চিড়িক মারার ন্যায় বা উৎপাটনবৎ বেদনা, অঙ্গুলির অগ্রভাগে বিশেষতঃ হস্তাঙ্গুলির সন্ধিমধ্যে, বাতগুটী উৎপন্ন হয় (কলোফিল্: ক্যাল্কে: ক্লিম্যাট্: কোল্চি: লাই:)। অঙ্গুলি পার্শ্বের অস্থিপ্রদাহ; আক্রান্ত অংশে পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্মোদ্গম হয় এবং তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যে পিট্ পিট্ ও জ্বালা করিতে থাকে। উরুশিখরে ধক্ ধক্ করে,—যেন তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইবার সূচনা হইতেছে। উপবিষ্ট অবস্থায় নিতম্বদ্বয় ব্যথা করিতে থাকে এবং সেই বেদনা কটি, ত্রিকাস্থি এবং উরু শিখরে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে। পদদ্বয় এত দুর্ব্বল যে তজ্জন্য রোগীর কষ্ট হয়; জানুদ্বয় আবার তদপেক্ষা ক্ষীণতর। পাদচারণকালে উরু ব্যথা করিতে থাকে। উরুর ভিতর দিকে কণ্ডুয়ন অনুভূতি। জানুসন্ধি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বৃদ্ধি=সঞ্চালনে। স্থির হইয়া থাকিলে দক্ষিণ জঙ্ঘার সম্মুখাস্থি মধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা। উপবেশন ও দণ্ডায়মান অবস্থায় পদদ্বয়ের পেশী যেন বিদারিত হইতেছে এইরূপ বেদনা। দক্ষিণ ডিমাতে সূচীবেধবৎ বেদনা।

সার্ব্বাঙ্গিক।—সমগ্র দেহ বিশেষতঃ পাদচারণ কালে জানুদ্বয়, অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয় এবং যেন তন্মধ্যে আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ হয়। দেহের নানা অংশে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উদ্রেক হইয়া থাকে। সকল অস্থিই ব্যথান্বিত বোধ হয়। নিশাবসানে শয্যায় অবস্থিতি কালে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়। প্রত্যঙ্গাদিতে যেন আঘাত লাগিয়াছে এরূপ ব্যথা করে এবং যেন তন্মধ্যে কোন বল নাই এরূপ বোধ হইতে থাকে (আর্ণিকা: সিঙ্কোনা:)। আহারান্তে অবসাদ ও নিদ্রাবেশ অনুভূত হয় এবং রোগী শয়ন না করিয়া থাকিতে পারে না।

অস্থিবেষ্ট মধ্যে ব্যথা, স্ফীত এবং পূয়োপজনন (অ্যা-ফস্: অ্যাসোফিট্: হিপার-সল্ফ্: অ্যা-নাই: লাই: মার্ক্: সাইলি: থিরিড্:)। তীক্ষ্ণধার অস্ত্রপ্রয়োগ জনিত ক্ষতাদি। উপবেশন কালে দেহের বিবিধ অংশের পেশী মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা (পল্সে:)। দেহ সঞ্চালন কালে সকল সন্ধিই আড়ষ্ট এবং ক্ষীণ বোধ হয়। আধ্মানবায়ু অবরোধ জনিত অন্ত্রশূল,—যেন অন্ত্রাদি চর্ব্বিত হইতেছে বা যেন তন্মধ্যে শূল বিদ্ধ হইতেছে। দক্ষিণ ডিম্বাধারের রোগ। কর্ণ পশ্চাতে পীতবর্ণ চিপিটিকাবৃত ক্ষত। সর্ব্বদা শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ক্রোধাদ্রেকান্তে এক পার্শ্বগত পক্ষাঘাত।

ত্বক।—পামাকচ্ছু চিপিটিকাতল হইতে পীতবর্ণ, কষায় বা ত্বকক্ষয়কারক রস নিঃসৃত হয় (হ্যাট্-সল্ফ্: সোরিন্:); ইহার রস যেখানে লাগে সেই স্থলেই নুতন পীড়কাগুচ্ছ উদ্গত হয়; কণ্ডুয়নান্তে কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি হয় কিন্তু আবার স্থানান্তরে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় (অ্যা-সল্ফ্: ক্যান্থা: ইগ্নে: মেজের্: স্পঞ্জীয়া)। দদ্রুবৎ বিসর্পিকা,—শুষ্ক; সন্ধিস্থলে চিপিটিকা উৎপন্ন করে; ভাল হইয়া যায় আবার আবির্ভূত হয় এবং রাত্রিতে কণ্ডুয়ন উদ্রেক করে; কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা করিতে থাকে (সল্ফ্: সিপীয়া: গসিপ্: গ্যাম্বোজ্: ল্যাকে: অ্যা-বেন্জো:)। ডুম্বুরসহ অর্ব্বুদ বা চর্ম্মকীল শুষ্ক, সবৃন্ত এবং কপীর আকৃতি বিশিষ্ট পারদপব্যবহার জনিত (অ্যা-নাই: স্তাবাই: থূযা: অরাম্:)।

নিদ্রা।—দিবাভাগে নিদ্রালুতা অথচ রাত্রিতে নিদ্রা হয় না (অ্যাগার্: ইল্যাপ্স্: পেট্রোল্:) এবং সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা করিতে থাকে (মার্ক্: নক্স্: পডো:); পুনঃ পুনঃ প্রবল জৃম্ভন ও গাত্রভঙ্গ সহকারে চক্ষে জল আইসে। মনোমধ্যে উপর্য্যুপরি নানা ভাবের উদয় বা গাত্রকণ্ডুয়ন ও জ্বালা বশতঃ অনেক রাত্রে নিদ্রা হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—জ্বর হইবার বহুদিবস পূর্ব্ব হইতে রোগীর রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধার আবির্ভাব হইয়া থাকে (সিনা: সিঙ্কো: সাইলি:)। শীত প্রধান জ্বর। শীতে কম্প হইয়া থাকে অথচ তৎপরে উত্তাপ বা তৃষ্ণার আবির্ভাব হয় না (সিপীয়া: সল্ফ্:); বৈকালে ৩টার সময় শীত আবির্ভূত হয়; মুখমণ্ডল উত্তপ্ত বা জ্বরাবস্থা,—রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চাহে না; এবং তাহার তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। রাত্রে জ্বরাধিকার কালে গাত্রদাহ উপস্থিত হয় (আর্স্: সিপীয়া:), বিশেষতঃ হস্তে ও পদে (সল্ফ্:); রোগী কোন মতে গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না। ঘর্ম্ম, অপর্য্যাপ্ত; ললাটে এবং পদতলে যে স্বেদোদ্গম হয় তাহা শীতল; নৈশ স্বেদ পচা ডিম্বের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট; স্বেদোদ্গমকালে রোগী পুনঃ পুনঃ গাত্র অনাবৃত করে। ত্র্যাহিক জ্বর, শিতাদ লক্ষণ সমন্বিত; মল কঠিন হইয়া যায়। কম্প জ্বর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে রাক্ষসী ক্ষুধার আবির্ভাব হইয়া থাকে। উদর পরিপূর্ণ থাকিলেও প্রবল ক্ষুধা অনুভূত হয়; মুখে দুর্গন্ধ এবং মাড়ী হইতে সামান্য কারণে শোণিতপাত হয়।

বৃদ্ধি।—স্পর্শে, নিষ্পেষণে (দন্তশূল ব্যতীত), দেহ সঞ্চালনে, বসিয়া থাকিলে, গলাধঃকরণ কালে, পান বা আহার করিলে, শীতল জল পানে, ক্রোধ উদ্রেক হইলে আবেগ উপস্থিত হইলে বা কোন কারণে মন উত্তেজিত হইলে, উত্তাপ বা শৈত্য সংস্পর্শে, ধৌত করিলে,

নির্ম্মল বায়ু সেবনে বায়ুর পরিবর্ত্তনে শীতকালে, সন্ধ্যা হইতে নিশাবসান পর্য্যন্ত, রাত্রে, এবং শেষ রাত্রে অমাবস্থার সময়, সুরতক্রিয়ান্তে, প্রস্রাবান্তে, এবং প্রস্রাব করিতেছে না এরূপ সময়ে, শোকে, দুঃখে, কেহ মর্ম্মপীড়া দিলে, শরীর রসক্ষয়ান্তে ধূমপানে, পারদব্যবহারে অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবান্তে, অপরাহ্ণে নিদ্রা গেলে এবং প্রতিমাসে পূর্ণিমার পূর্ব্বে ।

উপশম ।—প্রথম উপবাস ভঙ্গের পর, স্থির হইয়া থাকিলে এবং দন্তশূলাধিকারে আক্রান্ত দন্তের মূল টিপিলে ।

সম্বন্ধ ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—ক্যাম্ফো: মার্ক: থুযা: । ও পারদ অপব্যবহারের দোষ ইহাদ্বারা নিরাকৃত হয় ।

অনুপূরক ।—কলোসিন্থ ।

অনুকূল সম্বন্ধ ।—কষ্টিকামের পর কলোসিন্থ এবং তৎপরে ষ্ট্যাফাইস্যাগ্রীয়া এইরূপ পরে পরে ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় । কলোসিন্থ এবং কষ্টিকাম্ পরস্পরের পরে ব্যবহার সুফল প্রদান করে ।

সদৃশ ।—অ্যাকোন্: অ্যাক্টীয়া-রেস্: অ্যাম্ব্রা: ক্যাল্কে: কষ্টি: কামো: সিঙ্কো: ক্লিম্যাট্: ককীউ: কফীয়া: কলোসিন্থ: ইগ্নে: ক্রিয়ো: লাই: পল্সে: সল্ফ: থুযা: ।

তুলনীয় ।—ইন্দ্রিয়পরিচালনের ফল—প্লাটীনম । আক্ষেপে শীর্ণতা—ক্যালেডি: । শিশ্নমুণ্ড শিথিল—ক্যালিব্রোম: । অবসাদ, পায়ে দুর্ব্বলতা—জেলস্: নক্স: সল্ফ: ক্যাল্কে: লাইকোপ: নেট্রাম: । মানসিকবেগ জন্য শূল—ক্যামো: কলোসিন্থ: । দন্তরোগে—ক্রিয়াসোট: । আঁচিল—গ্রাফাইটিস্: ক্যাল্কেরিয়া: । অস্থির পীড়া—ষ্টিলিঞ্জিয়া: ক্যালি-আয়োড: অরম: । অতিসার—ক্যামো: । ধারাল অস্ত্রে কাটা—আর্ণিকা । পক্ষাঘাত—অ্যাকোন্: । মানসিক আবেগ বশতঃ পক্ষাঘাত—ষ্ট্যানাম: ন্যাট্রাম: । সামান্য কথায় বা অল্পে বিরক্ত হওয়া—সলফ: ইগ্নে: । ফুলকাপির মত বিবৰ্দ্ধন—ফস্ফস্: থুজা: । গিলিতে গলার বামদিকে লাগে—ল্যাকে: । ঘর্ম্মাভাব—ল্যাকে: । আহারান্তেই ভেদ—অ্যালোজ: আর্স: চায়না: লাইকোপ: পডো: । রাক্ষসীক্ষুধা—আর্স: ক্যাল্কে: সিনা: আয়োড: সাইলি: । পাকস্থলির নিম্নভাগ শিথিলতা—সিনি: । তামাকুর ধূমপানে কাসি—স্পঞ্জিয়া: । পারদ দোষঘ্ন—মেজেরিয়াম: । বাতকর্ম্ম ত্যাগ কালে অসাড়ে মলত্যাগ—অ্যালোজ: । দাঁতে কালদাগ—সিনা: ।

শক্তি ।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম ।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব ।—২০ হইতে ৩০ দিন ।

ষ্টেলারীয়া মিডিয়া

(STELLARIA MEDIA.)

নামান্তর।—অ্যাল্‌সাইন মিডিয়া ; চিক্ উইড্।

প্রস্তুতি।—মুকুলিত অবস্থায় সংগৃহীত এই গুল্ম হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—ক্ষুদ্রসন্ধিবাত ; যকৃতের প্রদাহ ; আমবাত ; বিচর্চ্চিকা।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান লক্ষণ ভ্রমণশীল বাতাশ্রিত বেদনা,—বেদনা এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে সংক্রমণ করে এবং রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। যকৃৎ অত্যন্ত ব্যথান্বিত, বর্দ্ধিতায়তন এবং শোণিতপূর্ণ হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—ললাটদেশীয় অতীব্র শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ ললাটের বাম পার্শ্বে ; বৃদ্ধি=প্রাতে মস্তক সঞ্চালনে এবং উত্তাপ সংস্পর্শে ; সন্ধ্যার সময় প্রায় থাকে না। প্রবল শিরোবেদনা,—সমস্ত মস্তক আক্রান্ত হইয়া থাকে। মস্তক যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ বেদনা,—যেন একটী রবারের টুপী মস্তককে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শিরোবেদনা,—যেন ভ্রূদেশ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া উভয় রগে এবং শিরোপশ্চাতে সঞ্চারিত হইতেছে। চক্ষুর উপর প্রদেশে অতীব্র শিরোবেদনা,—দক্ষিণ ভ্রূদেশেই অধিক অনুভূত হয় (স্যাঙ্গিউ: সিপী:) তৎসহ অত্যন্ত অবসাদ।

পাকস্থলী।—অবিচ্ছিন্ন বিবমিষা,—বৃদ্ধি=প্রাতে ; নিদ্রালুতা এবং সার্ব্বাঙ্গিক আলস্য বোধ (নক্স-মস্: প্ল্যাণ্টাগো:)। ক্ষুধারাহিত্য, আহার্য্যের গন্ধে বিবমিষার উদ্রেক হয় (কোল্‌চি: সিপী:)। আধ্মান এবং বায়ু নিঃসরণ।

অন্ত্রাশয়।—আধ্মানাধিক্য বশতঃ উদর স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্থূলান্ত্র মধ্যে যেন আঁকড়াইয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয়। যকৃৎ স্ফীত ও বৃহৎ হয় এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে ; টিপিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় ; দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে ব্যথার বৃদ্ধি হয়। রোগী কখন মলকাঠিন্য এবং কখন উদরাময় এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে। মল কর্দ্দমের ন্যায় (অ্যা-ফস: জেল্: হিপ্: আয়োড: মার্ক: ন্যাট্র-সল্‌ফ: পডো:)। মলত্যাগান্তে মলান্ত্র মধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হইয়া থাকে (ইস্কীউ: অ্যালো: ইগ্নে: অ্যা-মিউ: পীয়োন: সল্‌ফ্:)।

বক্ষ।—বাম বক্ষে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (ল্যাকে: স্পাইজি: র‍্যাণান্-বাল্‌বো:)। বক্ষমধ্যে থাকিয়া থাকিয়া সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ বাম বক্ষে (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: লাই: ফস্: সল্‌ফ্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—অত্যন্ত আলস্য বোধ,—কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না। নিরন্তর নিদ্রাবেশ বোধ; নিদ্রাভঙ্গান্তে রোগী অবসাদ ও শিরোঘূর্ণন অনুভব করে (অ্যাম্ব্রা: কার্ব্বে-ভেজি:)। শীতার্ত্ততা। সার্ব্বাঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব। কঠিন পরিশ্রমের পর যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ও অবসাদ বোধ হয়। দেহের স্থানে স্থানে বাতাশ্রিতবৎ বেদনা। উরুশিখর, জানু ও গুল্ফ মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা (চেলিড্: আর্স্: অ্যাকোন্: ট্রাম্বিড: ক্যাল্কে-ফস্:)। দক্ষিণ জানু মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা (ফেরাম্: গুয়ায়েক্:)। দক্ষিণ জানু মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা (অ্যাগার্:), সঞ্চালনে উপশম হয়। বাম হস্তের অঙ্গুলির সন্ধিমধ্যে বাতাশ্রিতবৎ বেদনা (অ্যাক্টীয়া: স্পাই: কলোসিন্থ: কালী-বাই:)। বাম কফোনি সন্ধি মধ্যে (বাম কনুই মধ্যে) সবিরাম বেদনা; সঞ্চালনে উপশম। দক্ষিণ স্কন্ধ এবং বাহুর উর্দ্ধাংশে বেদনা;—বৃদ্ধি শয্যায় শয়নান্তে। পৃষ্ঠফলক প্রদেশে বেদনা,—বাহুসঞ্চালনে বৃদ্ধি। দক্ষিণ স্কন্ধ মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা (অ্যাসিড্‌কার্ব্বল্: কলোসিন্থ: হাইড্রাষ্ট: মিডহ্যন্: স্যাঙ্গিউ:), দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি (শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি=স্যাঙ্গিউ:)। হস্ত গরম এবং পদদ্বয় শীতল। তীব্র ভ্রমণশীল বাতাশ্রিত বেদনা (রল্স: ল্যাক্-ক্যান্: ক্যালী-বাই: ক্যালী-সল্ফ:)।

বৃদ্ধি।—প্রাতে, উত্তাপে, তামাকু সেবনে, বিশ্রামে, বাম পার্শ্বে শুইলে।

উপশম।—সন্ধ্যার সময়, দেহ সঞ্চালনে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, টিপিলে এবং আহারান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকোন্: অ্যালো: কার্ব্বো-ভেজি: নক্স-ভম্: ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্: ট্রম্বিড: হিপ্: ক্যালী-পল্সে:।

শক্তি।—মূল আরক, হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

ষ্টিক্টা পাল্‌মোনেরীয়া

(STICTA PULMONARIA.)

নামান্তর।—লেবোরিয়া পালমোনেরীয়া।

প্রস্তুতি।—সমগ্র গাছড়া হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হৃৎশূল; হাঁপানি শ্বাসনলী প্রদাহ; সর্দ্দি; গলক্ষত; কাসি; বহুমূত্র; বাত; অতিসার; গ্রন্থির স্ফীতি; মাথাব্যাথা; মূর্চ্ছাবায়ু; বহুব্যাপক-সর্দ্দি; স্বরনলী প্রদাহ; হাম; অর্দ্ধাবভেদক শিরঃপীড়া; স্নায়ুশূল; পূতি নস্য; যক্ষ্মাকাস; আমবাত; অনিদ্রা; উপদংশ; শুক্রক্ষয়; ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা দ্বারা বায়ুমার্গাবরক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সর্দ্দি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্দ্দি হওয়ার পরবর্ত্তী প্রচণ্ড যন্ত্রণাজনক কাসির ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ। প্রবল সর্দ্দি, পুনঃ পুনঃ দেহ আলোড়ক ক্ষুৎকার বা হাঁচি, প্রচণ্ড শিরো-বেদনা ইহার প্রধান ক্রিয়াফল; আর একটী ইহার বিশেষত্ব এই যে উক্তরূপ সর্দ্দির পূর্ব্বে বা নিবৃত্তির পর অঙ্গ বিশেষে বাত আশ্রায় করে এবং আক্রান্ত সন্ধি সকল স্ফীত হইয়া উঠে। ইহার সর্দ্দির আর একটী অনন্য সাধারণত্ব এই যে নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় না বা এত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় যে নির্গলিত হওয়া তো দূরের কথা, নাসারন্ধ্র মধ্যেই উহা চিপিটিকায় পরিণত হইয়া যায়; নাসামূল অত্যন্ত রুদ্ধভাবাপন্ন এবং ভার বোধ হয় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ নাসিকা ফোঁৎকার করে অথচ কোন শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় না। কাসি শুষ্ক এবং বিরক্তি জনক; সন্ধ্যা হইতে, বা যত বেলা যায় তত, বৃদ্ধি পাইয়া রাত্রে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং রোগী না শুইতে, না নিদ্রা যাইতে পারে; বসিয়া রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হয়। হামারোগের কাসি, হুপকাসি এবং সর্দ্দি বা সর্দ্দির জ্বরে পর শুষ্ক প্রচণ্ড কাসি, রক্ত কাস ক্ষয়কাস প্রভৃতি অবস্থা-বিশেষে ইহার আয়ত্বাধীন হইয়া থাকে। বক্ষ মধ্যে চাপ বোধ, যেন তন্মধ্যে কি একটা জমাট বস্তু আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি, হঠাৎ বুকাস্থি হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত সংক্রমণশীল তীব্র বেদনা প্রভৃতি ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ। মস্তিষ্কের অন্তরতম প্রদেশে অনুভূত হয় এইরূপ শিরঃপীড়া ইহার প্রধান নির্ণায়ক। যখনই ঠাণ্ডা লাগে তখনই উহা প্রথমে মস্তকে, পরে মস্তক হইতে কণ্ঠে এবং অবশেষে বক্ষাভ্যন্তরে সংক্রামিত হয় ইহাও এতদ্রূপযোগী ধাতুবিশিষ্ট রোগীর অবশ্যম্ভাবী ঘটনার মধ্যে পরিগণনীয়। শয়ন করিলে পদদ্বয় যেন শূন্যে রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি ইহার অন্যতর নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—মস্তিষ্কের জড়তা বশতঃ মনোমধ্যে উদিত ভাবাবলী গোলমাল হইয়া যায়; রোগী কোন ক্রমে ঐ ভাব সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারে না (অ্যা-ফস্: অ্যানাক্: কার্ব্বো-ভে: গ্লোন্: ল্যাকে: লাই: নক্স্-ভম্: ফস্: সিপী: সাইলি:)। কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না, কেহ শুনুক বা না শুনুক (স্বীয় অবস্থা সম্বন্ধে=নক্স্-ভম্:); স্বীয় জিহ্বাকে কোন ক্রমে স্থির রাখিতে পারে না। শয্যায় শুইয়া স্বীয় পদদ্বয় ছুঁড়িতে থাকে, কেহ বারণ করিলে বলে "আমার মনে হইতেছে আমি উড়িব" এবং তাহার বোধ হয় যেন সে শয্যা স্পর্শ না করিয়া শূন্যে রহিয়াছে (অ্যাসেরাম্: ক্যানাব্-ইন্: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: ভ্যালি:)।

মস্তক।—মূর্দ্ধাদেশে, মুখের পার্শ্বে এবং নিম্ন হনু মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা সহ মস্তকের জড়তা বোধ। রগে যেন শরবিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (এল্যান্: ক্যালী-আয়োড্: ল্যাক্-ক্যান্: ইউপেট্:)। ললাটে এবং নাসামূলে রুদ্ধভাব ও চাপ বোধ (সাইক্লেম্: ক্যালী-বাই: অ্যাগার: ল্যাক্-ডিফ্লো: পল্‌সে: সিপী:)। সর্দ্দি বা শিরোবেদনা,—শ্লেষ্মা নির্গলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে (বেল্: ল্যাকে:)। শিরঃপীড়া,—রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয় (কুরারী:

ক্যালী-বাই: রাস:); বৃদ্ধি=শব্দে (বেল্: ককীউ: কফী: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাক্-ডিফ্লো: নক্স্-ভম্: সাইলি: স্পাই: থিরিড্:—সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণে=কফী: ফস্: ষ্ট্যাঙ্গিউ: সিপী: সাইলি: স্পাই:); অত্যন্ত বিবমিষা এবং বমন বশতঃ রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে (অ্যা-নাই: ফর্মিকা: গ্লোন্: নক্স্-মস্: ষ্ট্যাঙ্গিউ·)। ললাট-মধ্যভাগে এবং নাসামূলে নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—যত বেলা হয় তত বাড়ে। যেন সমগ্র করোটী কেহ উত্তোলন ও পুনঃ স্থাপন করিতেছে (ক্যানাব্-ইন্: ল্যাক্-ডিফ্লো: অ্যাক্টী-রেসি:); যেন মস্তক শূন্যে উড়িতেছে (অ্যাক্টীয়া-রেসিমোসা:)। মস্তিষ্কের অন্তরতম প্রদেশে নিষ্পেষণবৎ বেদনা (ব্যাসিলিনাম্:)।

চক্ষু।—অক্ষিপুট মধ্যে জ্বালা (অ্যাকোন্: অ্যালীউ: আর্স্: ক্যালী-বাই: মার্ক:); এবং চক্ষু মুদিত বা একদিক হইতে অন্যদিকে সঞ্চালিত করিলে অক্ষিগোলক মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বা ক্ষতান্বিত ভাব অনুভূত হয় (সঞ্চালনে=ব্রাই: কমোক্লেড্: জেল্: ষ্ট্যাট্-মিউ: ফস্:); এই ব্যথা প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সর্দ্দিজ চক্ষু প্রদাহ; অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা নির্গলিত হয়।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ নাসিকা ফোঁৎকার করে (টীউক্রি: বোর্: হাইড্র্যাষ্ট্:) কিন্তু কিছুই নির্গত হয় না। নাসামূলে অত্যন্ত পূর্ণতা ও চাপ বোধ হয় (ইনাম্বি: ব্যাপ্টি: হায়ো: ক্যালী-বাই: পল্সে: প্যারিস্:); যত বেলা হয় এইভাব তত বৃদ্ধি পায়; নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে চিন্ চিন্ করে (দক্ষিণ রন্ধ্র মধ্যে=সীপা:); ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় (সাইক্লে: ষ্ট্যাট্-কার্ব্: পল্সে: ষ্ট্যাঙ্গিউ:),—শুষ্ক সর্দ্দি অধিকারে (ঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তির বিলোপ=হিপার: হায়ো: ষ্ট্যাট্-মিউ:)। জ্বরাধিকারে রন্ধ্রাবরক শৈষ্মিক ঝিল্লির অসম্ভব এবং যন্ত্রণাজনক শুষ্কতা,—শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে না হইতে শুষ্ক হইয়া চটায় পরিণত হয় এবং ঐ চিপিটিকা মহা কষ্টে বহির্গত হইয়া থাকে (এরাণ্ডো: ক্যালী-বাই: মার্ক্: পেট্রোল্: ফস্:)। পুনঃ পুনঃ রন্ধ্র মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া আঠাবৎ শুষ্ক সর্দ্দি জমা (শিক্নি) নিঃসারণ করিবার চেষ্টা পায়। সর্দ্দির বৃদ্ধি বৈকালে (সীপা: রীউমেক্স্: জিঙ্কাম্:) এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে উপশম (অ্যাকো: সীপা: নক্স্: পল্সে:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডলের পার্শ্বভাগে নিম্ন হনুতে যেন শলাকা বিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার বেদনা। কোমল-তালু শুষ্ক চর্ম্ম খণ্ডের ন্যায় বোধ হয় এবং কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে (সীপা: গ্লোন্: হায়ো:—গলাধঃকরণ কালে বৃদ্ধি= ষ্ট্যাফাই:)। ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয় এবং কণ্ঠমধ্যে ব্যথা হইয়া থাকে।

পাকাশয়াদি।—দক্ষিণ কোঁক মধ্যে অতীব্র বেদনা অনুভূতি। বাম কুক্ষি ভার বোধ হয়। উদর যেন ঘন তরল পদার্থ পরিপূর্ণ এইরূপ কুল্‌কুল্ করে এবং বুক্কাস্থি হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। কাসি অধিকারে আমবহুল মলতারল্য (অ্যা-নাই: পল্সে: রীউমেক্স্:—হুপ্‌কাসি অধিকারে=অ্যাণ্ট্-টার্ট: ষ্ট্যাঙ্গিউ:—কাসিতে কাসিতে তরল মল নির্গত হয়=ফস্: স্কীলা:)।

শ্বাসযন্ত্রে।—কাসি,—শুষ্ক; বৃদ্ধি—সন্ধ্যা ও রাত্রি কালে (অ্যামন্-কার্ব: আর্স্:

হায়োঃ ক্যালী-কার্বঃ মার্কঃ নক্স্ভমঃ ফস্ঃ পল্সেঃ), দিবসে বড় থাকে না ; রোগী না পারে শুইতে না পারে নিদ্রা যাইতে (শুইতে পারে না বা শুইলে বাড়ে=আর্সঃ বেল্ঃ ক্রোটন-টিগ্ঃ ড্রোসেঃ হায়োঃ ওলীয়াম্-যেকোর্ঃ পল্সেঃ সিপীঃ—নিদ্রা যাইতে পারে না=ল্যাঃ পল্সঃ সিপীঃ সল্ফ্ঃ), ঠায় বসিয়া থাকে (ক্যালী-বাইঃ ফস্ঃ হায়োঃ কোণাঃ পল্সেঃ); শুষ্ক, উচ্চ শব্দকারী হুপ্কাসির আক্ষেপিক বা মধ্য অবস্থার শুষ্ক কাসি (রীউমেক্স্); স্বরনলীর নিম্নে বায়ুনলীর দক্ষিণ অংশে কণ্ডুয়ন সম্ভূত প্রচণ্ড, শুষ্ক, বক্ষবিদারক কাসি (অ্যা-নাইঃ ফস্ঃ রীউমেক্স্ঃ স্কীলাঃ ষ্ট্যাণাম্ঃ) বিদারণবৎ বেদনাজনক ললাট দেশীয় শিরোবেদনা সংযুক্ত শুষ্ক কাসি (ক্যাপ্স্ঃ ককাস্-ক্যাক্টাইঃ); প্রাতে তরল কফ নিঃসারক কাসি,—দিবসে তত সহজে কফ উত্থিত হয় না (চেলিড্ঃ সিপীয়াঃ ব্যাডীঃ); পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে অংসফলকের নীচে বেদনা বোধ হয় (ফাইটোঃ) ; বায়ুনলীর অত্যধিক শুষ্কতা জনিত কাসি (ষ্ট্যাণাম্ঃ); স্বর ও বায়ুনলী মধ্যে কণ্ডুতি অনুভূত হইয়া থাকে এবং সেইজন্য কাসি হইতে থাকে (ব্রোম্ঃ আইরিস্ঃ সোরিন্ঃ রাস্ঃ স্পঞ্জীঃ ভার্ব্যাস্কাম্ঃ); ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীদিগের নিরন্তর অবসাদ জনক এবং ক্ষয়কারী কাসি (রীউমেক্স্ঃ ষ্ট্যাণাম্ঃ টিউবার্কীউলিন্ঃ)। বক্ষ মধ্যে চাপ বোধ হয় এবং মনে হয় যেন তন্মধ্যে কি একটা জমাট পদার্থ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; প্রচণ্ড বক্ষবিদারক কাসি, নিশ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত হইতে প্রচুর ঘর্মোদ্গম হয় (অ্যাগ্নাস্ঃ ক্যাল্কেঃ ফস্ঃ সল্ফ্ঃ থুযাঃ)। বাহু, অঙ্গুলি, সন্ধি, উরু এবং পদের অঙ্গুলিতে যেন শেল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। হস্ত এবং চরণ স্ফীত এবং আড়ষ্ট হইয়া যায় (ফের্ঃ সাইলিঃ)। প্রাদাহিক বাত,—আক্রান্ত সন্ধি উত্তপ্ত এবং সীমাবদ্ধ রক্তিমা যুক্ত (ক্যাল্মীয়াঃ)। রাত্রিতে কাসির জন্য রোগী শয়ন করিতে অক্ষম হইয়া থাকে, ঠায় বসিয়া রাত্রি যাপন করে। প্রচণ্ড শিরোবেদনাধিকারে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। রাত্রি আসিলেই রোগিণী স্থির রাখিতে চেষ্টা করিলেই তাহার পদদ্বয় স্পন্দিত বা চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে ; রোগিণী স্বীয় পদদ্বয় ধরিয়া রাখে ; শোণিত ক্ষয়ান্তে মূর্চ্ছাবায়ু রোগাধিকারে। রোগিণীর বোধ হয় যেন শূন্যে উড়িতেছে (পাদচারণান্তে=ভ্যালিঃ); রোগিণীর বোধ হয় যেন তাহার দেহ অত্যন্ত লঘু ও বায়ুময় এবং যেন সে শয্যা স্পর্শ না করিয়া শূন্যে রহিয়াছে (অ্যাসিড্-ফস্ঃ অ্যাসারাম্ঃ ল্যাক্-ক্যান্ঃ ক্যানাব্-ইন্ঃ ষ্ট্র্যামোন্ঃ ভ্যালিঃ)। দেহের জড়তা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ,—যেন সর্দ্দি হইবে (জেল্ঃ হাইড্রোষ্ট্ঃ)। নাসিকা গ্রন্থির স্ফীতি ও বেদনা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যা-ফসঃ অ্যাক্টীয়া-রেসিঃ অ্যাক্টীয়া-স্পাইঃ অ্যাসারাম্ঃ ব্যাসিলিন্ঃ ক্যানাব্-ইন্ঃ ক্যাল্কেঃ ড্রোসেরাঃ ডাল্ক্যাঃ হাইড্রাষ্ট্ঃ ক্যালী-বাইঃ মার্ক্ঃ নক্স্-মস্ঃ মিক্কাইটস্ঃ রীউমেক্স্ঃ স্যাম্বীউঃ জেল্সিঃ ককীউঃ ইগ্নেঃ ট্যারেণ্ট্ঃ ভ্যালিঃ ষ্টেলারীয়াঃ।

তুলনীয়।—ফুস্ফুস্পীড়ায়—ব্যাসিলিনমঃ। সর্দ্দিতে—ড্রসিরাঃ নক্স্ঃ রিউমেক্সঃ স্যাম্বুঃ। বাত—সিমিসিঃ। স্নায়ুর লক্ষণে—ট্যারেণ্ট্ঃ। হাঁপানি—রিউমেক্সঃ মেজেরিম্ঃ। শরীর হাল্কাবোধ—ককুলঃ জেল্সঃ। মাথায় খুলি উঠিতেছে ও পড়িতেছে—ক্যানাবিস্ঃ।

শক্তি।—মূল হইতে ৩য় শততমিক ক্রম।

ষ্টিলিঞ্জিয়া সিল্‌ভ্যাটিকা

(STILLINGIA SYLVATICA.)

নামান্তর।—স্যাপিয়াম সিলভ্যাটিকম্।

প্রস্তুতি।—মূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অস্থিপীড়া; অস্থিতে গুটী হওয়া; গলক্ষত; গোদ; অর্শ; সর্দ্দি বা মাথাব্যথা; পারদ ও উপদংশ দোষ; মাথাব্যথা; সর্দ্দি; যকৃতের পীড়া; বিচর্চ্চিকা; অস্থিবেষ্ট প্রদাহ; গণ্ডমালা; উপদংশ।

উপযোগিতা ও আভাস।—অস্থি প্রদাহ, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ, অস্থিগুল্ম প্রভৃতি উপদংশ দোষজ রোগাদিতে ইহা বিশেষ হিতকারী। এতজ্জনিত বেদনা রাত্রে এবং জলীয় বায়ু সংস্পর্শে বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। পারদ বা উপদংশ বিষে জর্জ্জরিত দেহ রোগীদিগের পক্ষে ইহা একটী পরম বন্ধু। গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি. স্থূলোদর, প্রভৃতি ক্ষয় লক্ষণেও ইহা উত্তম ফল প্রদান করে; উক্ত প্রকার রোগীদিগের যকৃতের কার্য্য হয় না এবং তাহারা কামলা মলকাঠিন্য প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। মূত্রনলী প্রদাহ, প্রমেহ, লালামেহ, প্রদর, জননেন্দ্রিয়ের ক্ষতাদি এবং গণ্ডমালা সংক্রান্ত ক্ষত ও উদ্ভেদাদিতেও ইহা দ্বারা বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষণ্ণ চিত্ত; নিরন্তর ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা করে (ব্রাই: ক্যাল্‌কে: চিনিন-সল্‌ফ: সাইকীউ: ফস্:)।

মস্তক।—মস্তক মধ্যে দপ্‌দপানি এবং শিরোঘূর্ণন অনুভব। ললাট ও মস্তকের উপর অস্থিময় স্ফীতি উদ্গত হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে-ফ্লু: মার্ক:)। পারদ বিষাশ্রিত মস্তকের অস্থিবেষ্ট প্রদাহ (ক্যালী-আয়োড: ম্যাঙ্গেন্:)। মস্তকের উপর রস নির্গলনশীল, ত্বকক্ষয়কারক কপিশবর্ণ উদ্ভেদ সকল উদ্গত হইয়া থাকে।

চক্ষু।—প্রচণ্ড শিরোবেদনা এবং সর্ব্বাঙ্গিক অস্থিগত ব্যথা সহযোগে চক্ষুদ্বয় প্রদাহান্বিত এবং জলভারাক্রান্ত,—যেন রোগীর ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইয়াছে।

নাসিকা।—সর্দ্দি অধিকারে নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা স্রাব; প্রথমে জলবৎ এবং তৎপরে পূযবৎ শ্লেষ্মাময়; নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরাংশ ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে। নাসিকার অস্থিপ্রদাহ (ইনাস্থি: অ্যাসাফিট্:) এবং অস্থিপূতি বা ক্ষয় (অ্যাসাফিট্: অরাম্: ফস্:)।

মুখবিবরাদি।—ললাটদেশীয় শিরোবেদনাধিকারে মুখমণ্ডলে হুলবেধবৎ বেদনা। মুখের অস্থিবেষ্ট প্রদাহ; সময়ে সময়ে দন্তশূলের প্রকোপ আবির্ভূত হয়। জিহ্বা ঘন লেপাচ্ছন্ন, বর্ণ পীতাভ-শ্বেত; খস্‌খসে এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয়। স্বরনলী প্রদেশে

ক্ষতান্বিত ভাব সহ জিহ্বা বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বর ও বায়ুনলী মধ্যগত উপাস্থি অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও ক্ষয়িতত্বকবৎ বোধ হয়। তালুমূল-পার্শ্বদ্বয় এবং কণ্ঠাভ্যন্তর অত্যন্ত জ্বালা করে (আইরিস্:) এবং ঐ জ্বালা পাকাশয়ে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করিয়া থাকে (অ্যাম্বিল্: কার্ব্বোন্-সল্‌ফ্: ক্যালী-কার্ব:); বৃদ্ধি গলধঃকরণ কালে (ক্যালী-কার্ব্:)।

পাকাশয়াদি।—প্রত্যহ বৈকালে লালাস্রাব হইতে আরম্ভ হয় এবং রাত্রে শয়ন-কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। পাক ও অন্ত্রাশয় মধ্যে জ্বালা (আর্স্: আইরিস্: ক্যাম্ফা:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে মহা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ও যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা, পেট ডাকিতে থাকে এবং অবশেষে তরল মল নির্গত হয় (অ্যালো: ম্যাগ্-কার্ব্: ওপী: ট্রম্বিড:)। যকৃতের সম্যক ক্রিয়াভাব বশতঃ দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে মন বিমর্ষ হইয়া যায় এবং মল অত্যন্ত কঠিন হয়। বাম কোঁকের তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনার পর বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়—অনিয়মিত ভাব মল ত্যাগ হইয়া থাকে; মল ফেনীল, কষায় এবং পিত্ত মিশ্রিত; কখনও বা দধির ন্যায় শ্বেতাভ; মলত্যাগকালে মলান্ত্র ও মলদ্বার আবরক পেশীর মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা; জ্বালা করে এবং সাঁটিয়া ধরে; মলত্যাগের অর্দ্ধঘণ্টা পর পর্য্যন্ত এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হইতে থাকে। মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত বিলম্বে নির্গত হয়।

প্রস্রাব।—বৃক্কক প্রদেশে প্রচণ্ড বেদনা। মূত্র,—ঘোর বর্ণ, ফেনীল, গাঢ় এবং দুগ্ধবৎ (অ্যা-ফস্: লাই: ফস্:); পরিমাণে অপর্য্যাপ্ত এবং অনতিবিলম্বে শ্বেত তলানি জমিয়া যায়। সমগ্র মূত্রনলী মধ্যে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ উত্তেজনা এবং জ্বালা অনুভূত হয় (ক্যানাব্-স্যাট্: কচ্‌লীয়া: কোপেবা: সিনীসীয়ো: সিপী: টেরিব: থুযা:); প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যাম্ফ: মার্ক-কর: ন্যাট্-কার্ব: সার্সা: টেরিব্:) এবং প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যান্থা: লাই: প্যারীরা: পল্‌স:); প্রস্রাবের সময় বৃক্কক প্রদেশে স্থূল বেদনা অনুভব হইতে থাকে (অ্যাণ্ট-ক্রুড্: ক্যালী-বাই:); মূত্রনলী মধ্যে এত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হয় যে রোগীর দেহ ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে। বাম অণ্ডকোষ মধ্যে উৎপাটনাবৎ বেদনা (সিঙ্কো: রডো:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—উভয় ডিম্বাধার মধ্যেই ভয়ঙ্কর বেদনা অনুভূত হয় (যন্ত্রণায় রোগিণী চীৎকার করিতে থাকে=অ্যাট্রোপিন্-সল্‌ফ: লিলীয়াম্-টাই:)। প্রদর,—আস্রাব অপর্য্যাপ্ত, পূযবৎ শ্লেষ্মাময়; প্রত্যঙ্গাদিতে বাতাশ্রিতবৎ বেদনা বোধ হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী প্রদাহ, বিশেষতঃ উপদংশ বিষ-দুষ্ট স্বরনলী প্রদাহ, তৎসহ স্বরভঙ্গ এবং শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি; সময়ে সময়ে কাসির সহিত তরল কফও উত্থিত হইয়া থাকে। বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ এবং সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল স্বরনলীর পীড়া। সন্ধ্যার প্রাকালে অতিরিক্ত শুষ্ক কাসি হইয়া থাকে,—বায়ুমার্গ মধ্যে কণ্ডূতি সম্ভূত। বায়ুনলী ও তাহার ভুজদ্বয় মধ্যে ঈষৎ অস্বস্তি ও কণ্ডুতি অনুভূত হয় বিশেষতঃ প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে। স্বরনলী উপাস্থি মধ্যে যেন স্পষ্ট অসাড়তা বোধ হয়। স্বরনলী যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ

অস্বস্তি এবং তালুমূলের উভয় পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় মধ্যেও হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (ব্রোম্: কষ্টি: সীড্রন্:)। কাসি,—স্বল্পক্ষণস্থায়ী, বক্ষবিদারক, গভীর আক্ষেপিক এবং কাসিতে কাসিতে তরল কফ উত্থিত হইয়া থাকে। স্বর ও বায়ুনলীর উপাস্থি সকল অত্যন্ত স্পর্শাসহ ও ব্যথান্বিত বোধ হয়।

বক্ষ।—বক্ষ ও স্কন্ধদ্বয়ের মধ্য দিয়া যেন শেল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (এপীস্:) সমগ্র বুকাস্থির ঈষৎ উপরে ব্যথা করিতে থাকে। সমগ্র বুকাস্থির পশ্চাতস্থিত বক্ষ মধ্যে ক্ষতান্বিত ভাব। গণ্ডমালাদোষযুক্ত ব্যক্তির ক্ষয়কাসের সূচনা। হৃৎপিণ্ডের নিকটে যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা (কিউপ্রাম্: ম্যাগ্-ফস্: রডো: সেনেগা:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ কনুই বা দক্ষিণ পদে ধক্ ধক্ দপ্ দপ্ কারী বেদনা ও তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। সমগ্র বাহু হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূতি। উরুশিখর, পদ এবং পদতল ব্যথা করিতে থাকে,—বিশেষতঃ দক্ষিণ অঙ্গে (ক্যালী-আয়োড্: মিডহ্বন্:) স্কন্ধদেশে বৃহৎ বৃহৎ অস্থিময় গুটি উদ্গত হয়। পদের উপর দুরারোগ্য পুরাতন উপদংশজ ক্ষত। উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল ; অগ্রজঙ্ঘাস্থির উপর উপদংশ বা প্রমেহ-দুষ্ট অস্থিগুল্ম বা গুটীকা।

সার্ব্বাঙ্গিক।—আলস্য, অস্বস্তি, নিদ্রালুতা এবং সার্ব্বাঙ্গিক অস্বাচ্ছন্দ্য। ক্ষয়গুটীর ন্যায় পীড়কা সকল উদ্গত হয় এবং প্রায়ই ঐ সকল পীড়কা ক্ষততে পরিণত হয়। গ্রীবার গ্রন্থি সকল বিবর্দ্ধিত (কোনা: আয়োড্: সাইলি: ব্যাসিলিন্:)। অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ হয় দেহের সমস্ত পেশী মণ্ডলী সেইরূপ ব্যথান্বিত হইয়া থাকে। রোগী ক্ষীণ এবং কঙ্কালসার। দেহের কোন অংশে শৈত্য বা শীতল বায়ুর সংস্পর্শ মাত্রে অসুখ করে ; গরম পশমী বস্ত্রদ্বারা আক্রান্ত অংশ বা দেহ আবৃত করিলে কিম্বা শয্যায় শয়ন করিলে লাঘব বোধ হয়। আহারান্তে অত্যন্ত নিদ্রাবেশ হইয়া থাকে (অ্যাগার্: ল্যাকে: লাই: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-মস: ফস্:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—যখন শয্যায় শয়ন করিতে যায় তখন সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত শীতল, কিন্তু শয়নের অনতিপরেই রোগীর ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে এবং সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত জ্বরভাবের ন্যায় উত্তাপ বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় যেন জ্বরভাব হইয়াছে দেহে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে, এইরূপ উত্তাপ বোধ হয়, তরুণ সর্দ্দি হইলে যেরূপ হইয়া থাকে। রাত্রি ১টায় জ্বর আইসে এবং তৎপরে রোগী গভীর নিদ্রাভিভূত হয় (আর্স্: সিপীয়া: মিডহ্বন্: জেল্সি: ওপী: ইগ্নে:)।

বৃদ্ধি।—অপরাহ্লে ; দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে ; পাদচারণে ; শৈত্য এবং জলীয় বায়ু সংস্পর্শে।

উপশম।—আক্রান্ত অংশ টিপিয়া দিলে এবং গরমে থাকিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—দোষঘ্ন—ইপিকাক। (বাষ্পাঘ্রাণে বিবমিষা), আর্জেন্ট্-মেট্: অরান্: হিপার: ক্যালী-আয়োড্: মার্ক্: মেজের্: ন্যাট্-সল্ফ্: ফাইটো: রাস্: ট্যাক্সাই: সল্ফ্:।

তুলনীয়।—উপদংশে—সিফিলি: মেডো: মার্ক: ক্যালি-আয়েড:। পুরাতন বাত—গোয়েকাম: ফাইটোলেক্কা:। বাত ও সর্দ্দিপীড়া—ষ্ট্যাট্রাম: সল্‌ফ:। ইত্যাদি।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

ষ্ট্র্যামোনীয়াম

(STRAMONIUM.)

নামান্তর ও প্রস্তুতি।—(ডেটুরা ষ্ট্র্যামোনীয়াম) ধুস্তর বা ধুতুরা জাতীয় তরু হইতে উৎপন্ন। পক্ক বীজ চূর্ণ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—শোথ; স্বরলোপ; সংন্যাস; দাহন; নিস্পন্দন-বায়ু; তাণ্ডব; মদাত্যয়; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; মৃগী; কামোন্মাদ; চক্ষুর পীড়া; মাথাব্যথা; হিক্কা; জলাতঙ্ক; মূর্চ্ছাবায়ু; প্রসবান্তিক স্রাবে দুর্গন্ধ; উন্মাদ; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; তোতলামি; চমকিয়া উঠা; চক্ষুর স্পন্দন; নাক্ ঝাড়া; টেরা; সূর্য্যাঘাত; ধনুষ্টঙ্কার; কম্পন; পিপাসা; চোয়াল আটকান; সান্নিপাতিক জ্বর।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার লক্ষণাবলী পর্য্যালচনা করিলে দেখা যায় যে স্নায়ুবিধানের উপরেই ইহার অধিক শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, যথা,—পানাত্যয়াধিকারে নানা প্রকার ভীষণ ছায়াময় মূর্ত্তি দর্শন; ভীতি জনিত বা মূর্চ্ছাবায়ু রোগের ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ; অশ্লীল কল্পনা ও কুৎসিৎ বাকবাহুল্য সহযোগে প্রসবান্তিক উন্মাদ; বুদ্ধি বৈকল্য; প্রলাপ লক্ষণ সমন্বিত আরক্ত জ্বর,—উদ্ভেদ উদ্গত হইতে বিলম্ব হইলে বা উদ্গত হইবার পর হঠাৎ বিলুপ্ত হইলে; আক্ষেপিক শ্বাসরোগ; জলাতঙ্ক এবং পেশী গুচ্ছ হইতে পেশীগুচ্ছান্তর-আক্রমণশীল তাণ্ডব-রোগ। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই;—(১) বাক্‌বহুল প্রলাপ,—কখন বকে, কখন গান করে, কখন পদ্য আবৃত্তি করে আবার কখনও বা উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করে; অসম্বদ্ধ প্রলাপ,—অনবরত বকে, প্রার্থনা, অনুনয় বিনয়, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ এক নিশ্বাসে রোগীর মুখ হইতে বিনির্গত হয়। (২) অন্ধকারে এবং একাকী থাকিলে রোগীর রোগের বৃদ্ধি হয়; আলোকে এবং পাঁচ জনের নিকটে থাকিতে ভালবাসে, অন্ধকারে এক পদও চলিতে পারে না। (৩) নিদ্রাভঙ্গান্তে ভীত চকিত ভাব,—যেন রোগী চক্ষুরুন্মীলন মাত্রে কি দেখিয়া ভীত হইয়াছে; ভীতিপ্রদ ছায়ামূর্ত্তি দর্শন, রোগী অত্যন্ত ভীত হয়; বিকারা-বস্থায় পলায়নের চেষ্টা। (৪) ভ্রমজ্ঞান,—যেন তাহার দুটী দেহ; দৃষ্ট বস্তু সকল প্রকৃত আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দেখায়; যেন প্রত্যঙ্গ বিশেষের অংশ হইতে দেহ পৃথক হইয়া গিয়াছে; মস্তক যেন খণ্ডবিখণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। (৫) চক্ষুর্দ্বয় সম্পূর্ণ

উন্মীলিত, উন্নত এবং চাকচিক্যময়; তারকা প্রসারিত এবং আলোক-জ্ঞান-রহিত। (৬) মুখমণ্ডল উত্তপ্ত এবং আরক্তিম অথচ কর ও চরণদ্বয় হিমবৎ শীতল; গণ্ডদ্বয় সীমাবদ্ধ রাগরঞ্জিত এবং থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; বিকারাধিকারে মুখমণ্ডলে প্রেতহাস্য পরিদৃষ্ট হয়। (৭) ব্যাহতবাক্ বা তোৎলা,—অনেক কষ্টে অনেক মুখভঙ্গি করিয়া তবে একটী কথা উচ্চারণ করিতে পারে। (৮) মুকুরাদি চাকচিক্যময় বস্তু দর্শন বা উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন মাত্র বমনোদ্রেক। (৯) ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না; উজ্জ্বল আলোক, মুকুর বা স্বচ্ছ জল দর্শন মাত্রে পুনঃ প্রকোপ। (১০) যন্ত্রণাবাহিত্য,—এতজ্জনিত রোগাদিতে কোনরূপ যন্ত্রণা থাকে না বা বোধ হয় না; কিন্তু বক্ষণ বা উরুশিখর প্রদাহাধিকারে অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভূত হয়। (১১) নিদ্রাবেশ সত্ত্বেও রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। (১২) রজঃ, প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব, ঘর্ম্ম প্রভৃতির প্রতিরোধ এবং তজ্জনিত পীড়াদি। (১৩) কণ্ঠমধ্যে রস সত্ত্বেও শুষ্ক বোধ। (১৪) প্রস্রাব রোধ।

লক্ষণাবলী।

মন।—আচ্ছন্ন বা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় পৈশিক আক্ষেপ (অ্যাট্রেপিন্-সল্ফ্: ইগ্নাস্থি: কিউপ্রাম্:); ক্রমে নাসাধ্বনি (ওপী:) হইতে আরম্ভ হয়, রোগীর সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়, নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে, (ওপী:) কর ও চরণ স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং চক্ষু ঘুরিতে থাকে; অক্ষিতারকা প্রসারিত হয়, রোগীর হস্ত আপনা হইতে যেন ধরিবার জন্য নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতির দিকে অগ্রসর হয়; জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট জনক (ল্যাকে: লিসিন্: কিউপ্রাম্: হায়ো: ম্যাগ্-ফস্:)। ভীত চকিত ভাবে জাগিয়া উঠে, (বেল্: ক্যাক্টাস্: কিউপ্রাম্: ল্যাকে: নক্স্-মস্: স্পঞ্জীয়া:), কাহাকেও চিনিতে পারে না (বেল্: ক্যালেড্: হায়ো: মার্ক্: নক্স্: ওপী: ট্যাব্যাক্: ভেরেট্:) স্বীয় পরিবারবর্গকেও চিনিতে পারে না (কিউপ্রাম্:—স্বীয় ভার্য্যাকেও চিনিতে পারে না = হায়ো:—তরুণ মস্তিষ্কোদক, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগাধিকারে = অ্যাসিড্-কার্ব্বলিক:); ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে [ইগ্নে: লাই:—শিশুর রাত্রিভীতি রোগে = ক্যামো: ক্লোর্যাল্টাম্: (এবং শিশু হইলে) যে নিকটে থাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরে (কফীয়া: এবং জেল্সি:]। জড় বুদ্ধি,—বস্তু বা ব্যক্তি, সকলের প্রতিই উদাসীন ভাব প্রকাশ করে (এপীস্: ওপী: অ্যানাক্:)। স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ (ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক ক্র্যাফ্ট বলেন যে ক্ষীণ স্মৃতির চিকিৎসায় অ্যানাক্: ক্রিয়ো: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: এবং ষ্ট্রামোনীয়াম্: হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে); কোন কথা বলিতে গেলে দুই চারি কথা বলিতে না বলিতে কি বলিতে যাইতেছিল ভুলিয়া যায়; স্বীয় ক্ষীণ স্মৃতির জন্য রোদন করে; সূর্য্যাঘাত বা সর্দ্দিগর্মির পরবর্ত্তী ক্ষীণ স্মৃতি। নানা প্রকার কাল্পনিক ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া রোগী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে (হায়ো: অ্যাবসিন্থ: ক্যাল-ব্রোম্: ওপী:); প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করে (অ্যাট্রোপা-সল্ফ্: বেল্: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: ওপী:) এবং কর্ণের পশ্চাতে যেন কে কথা কহিতেছে এইরূপ স্বর শুনিতে পায় (কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্:); ইন্দুর, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির ছায়ামূর্ত্তি দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়

(ইথীউ: মিডহুন্: ওপী: ; সর্প=ল্যাক্-ক্যান্:); যেন একজন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল ; কিম্বা যেন নানাপ্রকার জন্তু গৃহতল ভেদ করিয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে উত্থিত হইতেছে বা তাহার দিকে ধাবমান হইতেছে। অসম্বদ্ধ কল্পনা,—তাহার মনে হয় যেন সে অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি (প্ল্যাট্:), যেন তাহার দুইটী দেহ (রমণী হইলে=ষ্ট্র্যামোন্:—পুরুষ হইলে=অ্যানাক্: যেন তাহার প্রত্যঙ্গ বিশেষ সংখ্যায় অন্যের দ্বিগুণ=পেট্রোল্:), কিম্বা যেন সে শয্যার প্রস্থের দিকে লম্বমান হইয়া শুইয়া রহিয়াছে ; যেন তাহার অর্দ্ধাঙ্গ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। রোগী বলে যে প্রেতাত্মার সহিত কথা কহে ; কখন প্রগাঢ় ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিতে থাকে আবার কখনও বা ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করে। বিকারাধিকারে, যেন কত লজ্জা এইরূপ ভাবে লুক্কাইত হয় (বেল্: হেলিবো: পল্‌সে: কোকেইন্: ল্যাকে:) ; পলায়ন করিবার চেষ্টা করে (বেল্: হায়ো: অ্যাগার্: ওপী: ভেরেট্:) ; স্বীয় অবস্থা সম্বন্ধে বেশ চৈতন্য থাকে ; অত্যন্ত সশঙ্কিত ভাব ; অনবরত প্রলাপ বকিতে থাকে (হায়ো: ওপী:), এক কথা শেষ হইতে না হইতে আর এক কথা আরম্ভ করে (ল্যাকে: অ্যাক্টীয়া: আগার্:), মস্তকের উপর উভয় হস্ত তুলিয়া করতালি দিতে থাকে এবং তাহার চক্ষু সম্পূর্ণ রূপে উন্মীলিত হইয়া থাকে। রোগী চিৎ হইয়া জানু মুড়িয়া বুক্কহস্তে শুইয়া থাকে এবং এই অবস্থায় কখন প্রলাপ কখন ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আলোকে এবং পাঁচ জনের নিকটে থাকিতে ভালবাসে (আলোকে থাকিতে ভালবাসে=বেল্: জেল্: অ্যাকোন্: —পাঁচ জনের নিকটে থাকিতে ভালবাসে=বিস্মাথ্: ক্যালী-কার্ব: লাই: প্যালেড্: সিপী:) ; একাকী থাকিতে পারে না (আর্স: ক্যাম্ফো: বিস্মাথ্: ক্যালী-বার্ব: লিলী-টাই: লাই:) ; অন্ধকারে বা একাকী থাকিলে রোগীর পীড়া বা যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় (কার্ব্বো-অ্যান: কার্ব্বো-ভেজি: লাই: ফস্: পল্‌সে: ভ্যালি:) ; অন্ধকারে রোগী এক পদও চলিতে পারে না (লিথীয়া-কার্ব: —চক্ষু মুদিত করিয়া চলিতে পারে না=অ্যালীউ: আর্জেণ্ট নাই: ফাইজস্:)। রোগী ছুটিয়া বেড়ায় (হায়ো: ভেরেট্:)। জলাতঙ্ক ; জল, মুকুর বা অন্য কোন চাকচিক্যময় বস্তু দর্শন মাত্রে আক্ষেপ পুনরাবির্ভূত হয় (বেল্: কান্থ: সিসিন্:) ; রোগী চীৎকার করে, কুক্কুরের ন্যায় ডাকিতে থাকে, দংশন করিতে যায় (কিউপ্রাম্: হায়ো: ল্যাকে: লিসিন্: প্লাম্:) ; মুখ ও কণ্ঠ শুখাইয়া যায় এবং চিক্কন প্রতীয়মান হয় ; চক্ষু তারকা বিস্ফারিত হইয়া থাকে এবং রোগীর চৈতন্য থাকে না। বিদেশীয় ভাষায় কথা কহে। অনবরত বকে (সাইকীউ: ল্যাকে:) ; কথনও গান করে, কথনও বা পয়ার আবৃত্তি করিতে থাকে (অ্যাগার:), বিমর্ষ ভাব, মৃত্যুভয়, অনবরত রোদন করে। হিতাহিত জ্ঞানের তাড়না বা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে, রোগিণী নিজেকে নির্দ্দোষী ভাবিতে পারে না। অত্যন্ত ভয় দেখিবার পর তাণ্ডব, মৃগী, উন্মাদ এবং চিত্তবিষাদ প্রভৃতি রোগের আবির্ভাব।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—অন্ধকারে বা চক্ষু মুদিত করিয়া চলিতে পারে না (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: ফাইজস্:) ; রোগী টলিতে থাকে, দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকার আবির্ভূত হয় এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে ; মাতালের ন্যায় টলে (অ্যাগার:), পশ্চাৎ বা বাম দিকে

পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয় (পশ্চাদ্দিকে পতন সম্ভাবনা = ক্যাল্কে: কষ্টি: সাইলি:—বামদিকে বোর‍্যাক্স: ইউপেট্:)। সমগ্র মস্তকে, বিশেষতঃ মূর্দ্ধাদেশে সূর্য্যাঘাতের পর অত্যধিক জড়ভাব সহ যন্ত্রণাজনক উত্তাপ বোধ। উঠিবার সময় ললাটদেশে এরূপ চাপ বোধ হয় যে রোগী সম্পূর্ণরূপ চক্ষু উন্মীলন এবং উর্দ্ধদৃষ্টি করিতে পারে না (কার্ব্বো-ভেজি: কোর‍্যাল্রুব্: সাইলি:)। প্রাতে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য জনিত শিরোবেদনা,—মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে কমিতে থাকে (গ্লোন্: ক্যাল্মীয়া: ন্যাট্-মিউ: ফস্: স্পাইজি:); ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা বশতঃ রোগীর বোধ হয় যেন সে উন্মত্ত হইয়া যাইবে (অ্যাকোন্: বেল্: ক্যাম্কে: ক্যাক্ট: ইগ্নে: ইওীয়াম্: ন্যাট্-মিউ:); প্রাচীর গাত্রে মাথা ঠুকিতে বা নিষ্পেষণ করিতে থাকে (ন্যাঙ্গিউ:)। ব্রহ্মতলে ধক্ ধক্ করে এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। মস্তক মধ্যে উত্তাপ এবং ব্রহ্মতলে দপদপানি, রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে (ক্যাল্কে: ক্যাষ্টোর্: ভেরেট্:), দর্শন ও শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় (দর্শন শক্তির বিলোপ = বেল্: আইরিস্: কষ্টি: জেল্: ন্যাট্-মিউ:—শ্রবণশক্তির বিলোপ = অ্যা-স্যালিসি:), মুখমণ্ডল স্ফীত (ল্যাকে:) এবং মলিন প্রতীয়মান হয়; মস্তক আক্ষেপযুক্ত হওয়ায় রোগী পুনঃ পুনঃ স্বীয় মস্তক উপাধান হইতে উত্তোলন করে (বেল্:—মস্তক পুনঃ পুনঃ উপাধান হইতে উত্তোলন ও অবনয়ন করিলে ভাল থাকে = সিঙ্কো:—যন্ত্রণার উপশমার্থ মস্তক সঞ্চালন করে = সিঙ্কোণা: ক্যালী-আয়োড্: সিকেলী:), কখনও বা পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইয়া থাকে (গ্লোন্: হেলিবো: ক্যালী-নাই: মাইগেল্: ট্যাবাক্:) এবং উপাধানের উপর অনবরত মস্তক গড়াইতে বা মাথা চালিতে থাকে (বেল্: আর্ণি: সাইকীউ: হেলিবো: হায়ো: ওপী: পডো:); স্থির হইয়া থাকিলে ভাল থাকে। মস্তক বোধ হয় যেন খণ্ডখণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে (ব্যাপ্টি:)। মস্তক অতিশয় লঘু বোধ হয় (জেল্: হিপোম্: লিসিন্: মিডঙ্গন্: পল্সে:)। মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লি প্রদাহাধিকারে মস্তক মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা, বিবমিষা, প্রলাপ, চক্ষু প্রদাহান্বিত, দৃষ্টি উন্মাদের ন্যায় এবং স্থির (বেল্: হেলিবো: ল্যাকে: জিঙ্কাম্:), রোগী উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করে, স্নায়ু সকল স্পন্দিত ও আক্ষিপ্ত হইতে থাকে; কর ও চরণদ্বয় শীতল হইয়া যায় এবং নাড়ী অবসন্ন হইয়া আইসে। বাতাশ্রিত বা বাতাশ্রয় জনিত শিরোবেদনা তৎসহ জড়তা বোধ, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না (সাইমেক্স্: আর্জেণ্ট-নাই: প্যারিস্: স্পাই:); মূর্দ্ধাদেশে বা ললাটে বেদনাধিক্য বোধ; বৃদ্ধি = সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে। গ্রীবা মধ্যে এবং মস্তকের উপর উৎপাটনকারী বেদনা,—রোগী আলোক সহ্য করিতে পারে না (গ্লোনইনাম্:); বৃদ্ধি = শৈত্য সংস্পর্শে এবং প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে; উপশম = সংস্পর্শে। থাকিয়া থাকিয়া মস্তক উপাধান হইতে উঠিয়া পড়ে (সাইকীউ: হায়ো: ন্যাট্-মিউ: সিপী:) উপাধানে মাথা গুঁজিতে থাকে (এপীস্: বেল্: ব্রাই: হেলিবো: হাইপির্: ক্যাম্ফো:)। মস্তক পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া যায় (সাইকীউ: সাইনা: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: গ্লোন্: হেলিবো: ওপী: ফেল্যান্:)। মাথা চালিতে থাকে, এবং চতুর্দ্দিকে মস্তক ঠুকে; আক্ষিপ্তাবস্থায় দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে অধিক সঞ্চালিত হয়। সূর্য্যাঘাতের পর হেঁট হইবার বা উঠিবার সময় হস্ত দ্বারা মস্তক ধারণ করে।

চক্ষু।—চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত, একদৃষ্টি, এবং যেন বহির্গত হইয়া আসিতেছে এইরূপ ভাব বিশিষ্ট (অ্যামিল্-নাই: বেল্: হায়ো: নাক্স: ওপী:), চাকচিক্যময় এবং ঘূর্ণায়মান (বেল্: ক্যাম্ফো: হায়ো: লিসিন্: ভেরেট্:)। উজ্জ্বল আলোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; আলোকে থাকিতে পারে না; উজ্জ্বল আলোকে বা অন্য কোন উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ পুনরারম্ভ হয়। দ্বিদর্শন,—প্রত্যেক বস্তুর ঈষদূর্দ্ধে এবং বামে তাহার ন্যায় আর একটী বস্তু দৃষ্ট হয়। রাতকাণা (সিঙ্কো: হায়ো: লাই: অ্যা-নাই:) অক্ষি তারকা প্রসারিত (বেল্: হায়ো: ওপী:), সময়ে সময়ে স্থির হইয়া থাকে এবং তাহাতে আলোক জ্ঞান থাকে না (সাইক্লাউ: ডিজিট্:)। চক্ষু প্রদাহবৎ আরক্তিম এবং তন্মধ্যস্থিত শিরা সকল বোধ হয় যেন আবিল শোণিত দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিলোপ। নিদ্রিত অবস্থাতে রোগীর চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত হইয়া থাকে (ইপিক্: ওপী: পডো: সল্ফ্:)।

কর্ণ।—শব্দ সহ্য হয় না; কোথাও একটু শব্দ হইলেই রোগী চমকাইয়া উঠে (অ্যাকোন্: বেল্: ল্যাকে: ওপী: জিঙ্কাম্)। ভাল শুনিতে পায় না। কর্ণ মধ্য হইতে যেন বায়ু নির্গত হইতেছে এইরূপ অনুভব (চেলিড্: লিডাম্: পলসে:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, আরক্তিম এবং স্ফীত (বেল্: ওপী:); দৃষ্টি উন্মাদের ন্যায় (অ্যাক্টীয়া: বেল্: গ্লোন্: হায়ো: লিসিন্:), গণ্ডদ্বয় সীমাবদ্ধ ভাবে রক্তিমা রঞ্জিত এবং কর ও চরণ হিমবৎ শীতল। ললাট কুঞ্চিত, ভ্রূকুটি ব্যঞ্জক (কষ্টি: ক্যাম্ফো: হেলিবো: ইগ্নে:)। রোগিণী মনে করে যেন তাহার মুখ লম্বা হইয়া গিয়াছে (গ্লোন্:-ষ্ট্যাণাম্:)। মস্তিষ্কাবরণী ঝিল্লি প্রদাহাধিকারে এক পার্শ্বগত বিসর্পিকা,—আক্রান্ত অংশ কখন আক্ষিপ্ত এবং কখন অসাড় হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। স্নায়বিক মুখশূল—উন্মত্তকারী যন্ত্রণা, থাকিয়া থাকিয়া রোগীর দেহ নাচিয়া উঠে এবং বাহুর উপর দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। রোগী স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় একবার পশ্চাৎ দিকে এবং একবার সম্মুখ দিকে দেখাইতে থাকে। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং আঠাময়। আক্ষেপান্তে হনুস্তম্ভ বা চোয়াল লাগা। নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে (আর্নি: হেলিবো: ল্যাকে: ওপী:)। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে থাকে (বেল্: সিনা: হায়ো:)। দন্তমলাধিক্য (অ্যা-কাব্বল্: হায়ো: রাস্:।

মুখবিবর।—জিহ্বা স্ফীত, আড়ষ্ট এবং শুষ্ক: রোগী সহজে জিহ্বা সঞ্চালন করিতে পারে না (বেল্: ক্রোটেল্: হেলিবো: ল্যাকে: ফাইজস্: নিকোলাম্:)। বাধাযুক্ত তোৎলামি (বেল্: মার্ক: নক্স্-ভম্: ক্যানাব্-ইন্: সেলিন্:), অনেক চেষ্টা এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গি করিবার পর তবে বাক্য উচ্চারিত হয় (বোভি: ইগ্নে: স্পাই:); কি বলে বুঝা যায় না (অ্যা-ফস্: বেল্: হায়ো:) কিম্বা আদৌ কথা বলিতে পারে না (অ্যা-সাই: আর্জেণ্ট-নাই: গ্লোন্: ক্যালী-ব্রম্:)। মুখ ও কণ্ঠাভ্যন্তর এত শুষ্ক হইয়া যায় যে দেখিলে চিক্কন প্রতীয়মান হয় এবং অত্যন্ত তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। মুখ হইতে অনবরত গাঢ় আঠার ন্যায় লালা নির্গলিত হইতে থাকে; শীতের ও জ্বরের সময় অধিক লালা নির্গলিত হয়। মুখে আঠা বাটিতে থাকে।

গলমধ্য।—কণ্ঠনালীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ নিগরণকৃচ্ছ্র অর্থাৎ গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (বেল্: ক্যান্থা: হায়ো: হেলিবো: ল্যাকে: অ্যা-নাই:)। গলাধঃকরণ

করিতে গেলে নিম্ন হনুতলস্থিত গ্রন্থি মধ্যে শুলবেধবৎ ও নিষ্পেষণবৎ বেদনা অনুভব হয়। জলাতঙ্ক রোগে, জলীয় পদার্থ দেখিলেই ভীতির উদ্রেক হয়; সম্মুখে স্থাপিত জলের গ্লাস দেখিয়া রোগী ভয় প্রকাশ করে (বেল্: ক্যান্থ: লিসিন্:)এবং তাহার আক্ষেপ উপস্থিত হয়, কণ্ঠনলী সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং মুখ হইতে ফেনিল নিষ্ঠীবন (লিসিন্:) নিক্ষেপ করিতে থাকে। কণ্ঠমধ্যে যেন ফুটন্ত জল উত্থিত হইতেছে এইরূপ অনুভব। কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক (এপীস্: নক্স্-মস্: রাস্:)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—ভয়ানক তৃষ্ণা,—অম্লরস পানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ (ক্যামো: হিপ্: ম্যাগ্-কার্ব: থিরিড্:)। হিক্কা; রাত্রে রোগী ছট্‌ফট্ করে এবং নিদ্রা যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া উঠে। মুখে প্রচুর লালা সত্বেও প্রবল তৃষ্ণা। বমন,—উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেই (আর্স্: গসিপ্: ভেরেট্: ব্রাই: কোল্‌চি:—ঈষণ্মাত্র দেহ সঞ্চালনে = ল্যাকে: ট্যাব্যাক্: ভেরেট্:) কিম্বা সবুজ বর্ণ এবং ভুক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত, কিম্বা পিত্তময়। উদর মধ্যে আধ্মানাধিক্য বশতঃ রোগিণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহার উদর মধ্যে যেন কত কীট ভ্রমণ করিতেছে এইরূপ মনে করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। উদর আধ্মান পূর্ণ হওতঃ স্ফীত হইয়া উঠে অথচ অনমনীয় হয় না।

মল ও মূত্র।—মল ও মূত্র, উভয়ই, স্তম্ভিত হইয়া যায়। বাল বিসূচিকা—মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ, শিশুর বক্র দৃষ্টি (টেরা), ম্লান মুখ এবং ভীত চকিত ভাবে জাগ্রত হয়। ভয়ানক পেট মুচড়াইয়া প্রলাপ সহ কালবর্ণ ও অত্যন্ত পূতিগন্ধময় মল নির্গত হইয়া থাকে (আর্স্: ওপী: প্লাম্: ভেরেট্: ল্যাকে: ক্যাম্ফ.)। মলদ্বার হইতে ঘনীভূত শোণিত নির্গত হয় (অ্যালীউমেন্:)। মূত্র,—পরিষ্কার, পরিমাণে অধিক; রাত্রে হঠাৎ প্রস্রাব হইয়া যায়; অসাড়ে প্রস্রাব হয় (বেল্: সাইকীউ: হায়ো. ওপী রাস্:); মস্তিষ্কের পীড়াধিকারে মূত্ররোধ (অ্যাপোসিন:); কোন কোন স্থলে প্রস্রাবকালে মূত্র ধীরে ধীরে, বিন্দু বিন্দু এবং ক্ষীণ স্রোতে নিঃসৃত হয় (বেল্. ক্যাম্ফা: কষ্টি: হায়ো: নক্স্: সার্সা:); যতই বেগ দিক না কেন স্বাভাবিক স্রোতে মূত্র নির্গত হয় না। অসাড়ে জ্বালাজনক কষায় মূত্র স্রাব হয়; অথচ মহা বেগ দিলেও বা তলপেট টিপিলেও প্রস্রাব হয় না, বিশেষতঃ কষ্ট-প্রসবের পর। প্রস্রাবের পরেই পুনশ্চ বেগ,—যেন মূত্রাশয় শূন্য হয় নাই।

জননেন্দ্রিয়।—স্ত্রী, পুরুষ উভয়েরই কামুকতার বৃদ্ধি হয়। অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় সেবন জনিত মৃগীরোগ (বীউফো: ক্যাল্কে: প্লাট্: সিপী: সল্ফ্: ক্যালী-ব্রোম্:)। শিশু নিরন্তর স্বীয় উপস্থের (পুংজননেন্দ্রিয়ের) উপর হস্ত রক্ষা করে (অ্যাকোন্: বীউফো: হায়ো: মার্ক:)। কামুকতা (ক্যাম্ফা: অরিগেন্: প্লাট্:),—নিরন্তর অশ্লীল ভাষায় গাল; রোগিণীর গাত্রে পর্য্যন্ত রেতঃ গন্ধ পাওয়া যায়। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব; রোগিণী অত্যন্ত বকে, কখন গান করে কখনও বা দেবতার আরাধনায় ব্যাপৃত হয়; সময়ে সময়ে ঘনীভূত শোণিত খণ্ড সকল নির্গত হয় (ক্যামো: ক্রোকাস্-স্যাট্: প্লাট্: স্যাবাই: স্যাঙ্গীউইন্:)। গর্ভস্রাব সম্ভাবনা,—রোগিণী অনবরত বকিতে থাকে, কখন গান করিতেছে আবার কখনও বা মহা

বিনীত ভাবে আরাধনায় ব্যাপৃত হইতেছে। প্রসবান্তিক আক্ষেপ; অনর্গল স্বেদোদ্গম হইতে থাকে। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব অত্যন্ত কম হইয়া যায়; কোন কোন স্থলে স্তনে প্রচুর দুগ্ধ থাকিতে থাকিতেই উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পায়; রোগিণী নানা প্রকার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করে এবং নির্ব্বোধের ন্যায় বকে।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং সূক্ষ্ম; কর্কশ, কিম্বা অস্পষ্ট। দ্বিদল গ্রন্থির স্পন্দন। শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টজনক এবং অত্যন্ত দ্রুত। বক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ বোধ হয় যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে (লাই: মিডহ্নন্: স্পাই: ষ্টাফাইঃ)। শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ বশতঃ রোগী নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে (ন্যাট্-মিউ: সল্ফ্:)। সুরাপায়ীদিগের কাসি (আর্স্: ককাস্: নক্স: ওপী: সেলিন্:)। কাসি, নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তর আবির্ভাবশীল; বৃদ্ধি=প্রাতে; কণ্ঠস্পর্শ করিলে (ল্যাকে:) প্রবল বায়ুময় স্থানে পাদচারণ করিলে (আর্স্: কার্ব্বো-ভে: কোন বিরক্তির কারণ হইলে=অ্যাকোন্ ষ্টাফ্:); কোন উজ্জ্বল পদার্থ দর্শনান্তে (অগ্নির দিকে চাহিলে=অ্যাণ্ট্-ক্রুড্:) এবং জল পানান্তে (লিসিন্: ন্যাট্-ফস্:)। হুপ্কাসি,—ঘঙ্ ঘঙ্ ঘুংড়ীর ন্যায়, বুক এমনি সাঁটিয়া ধরে যে বোধ হয় যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, হৃৎপিণ্ড প্রবল বেগে স্পন্দিত হইতে থাকে, বক্ষ মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ করে, রোগী উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, মস্তকে শোণিত উত্থিত হয় এবং শোণিত লাঞ্ছিত কফ নির্গত হইতে থাকে; কোন কোন সময়ে ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, কোনরূপ ভয় পাইবার পর একটু নড়িলে চড়িলেই হৃৎপিণ্ড এত দ্রুত স্পন্দিত হইতে থাকে যে রোগীর দুই এক ঘণ্টা যাবৎ বাঙ্নিষ্পত্তি হয় না। সান্নিপাতিক জ্বরাধিকারে রোগীর বক্ষের উপর এক প্রকার লাল উদ্ভেদ উদ্গত হয়। প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ; শীতল বায়ুতে তাহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—মেরুদণ্ড অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু,—একটু টিপিলেই রোগী চীৎকার করিয়া উঠে এবং উন্মত্ততা প্রকাশ করে (অ্যাট্রোপিন্-সল্ফ্: ক্যালী-কার্ব্: সল্ফ্: অ্যাকোন্:)। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে এবং নিতম্বদেশে যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে ইত্যাকার অনুভব। গ্রীবা আড়ষ্ট,—পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইতে পারে না। বাহু ও হস্তের আক্ষিপ্ত ভাব,—থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে। শয্যা খুঁটিতে বা ভ্রমদৃষ্ট পদার্থ ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে (হায়ো: আর্স্: বেল্: ওপী: রাস্: জিঙ্কাম্:)। কর ও চরণ আনর্ত্তিত হইতে থাকে (বেল্: হায়ো:)। প্রত্যঙ্গাদির কণ্ডার সকল আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয় বা স্পন্দিত হইতে থাকে (হায়ো:ক্যালী-আয়োড্:)। হস্ত পদাদি কম্পিত হইতে থাকে) আর্জেণ্ট্-নাই: কষ্টি: ককীউ: কোণা: জেল্সি: নক্স: ওপী: প্লাম্: ট্যাব্যাক্:)। থাকিয়া থাকিয়া হস্তপদাদি অবশ হইয়া যায় বা ঝিঁ ঝিঁ আক্রান্ত হয়। রোগী স্বীয় মস্তকের উপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া করতালি দেয়। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া থাকে। বাম উরুশিখর প্রদেশীয় স্নায়ুশূল,—পূয উৎপন্ন হইতে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। জলের গ্লাসের নিকট হস্ত আনয়ন করা বা ঐ গ্লাস ধরিয়া মুখে উত্তোলন করা অত্যন্ত কষ্টজনক। আঙ্গুলহাড়া

যন্ত্রণায় রোগীকে উন্মত্ত করিয়া ফেলে; পূযোপজননের যন্ত্রণায় (ইহাদ্বারা) অনেক লাঘব হয় (হিপার: সাইলি: সল্‌ফ্: অ্যান্থ্র্যাক্সিন:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রোগী সর্ব্বদাই শুইয়া থাকিতে ভাল বাসে (অ্যামন্-মিউ:অ্যাসের্: বেল্. ব্রাই: ক্যাল্কে: ফেরাম: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম: স্কীলা:)। চলিতে গেলে তাহার দেহ টলমল করে; বিনা সাহায্যে এক পদও চলিতে পারে না (আর্জেণ্ট্-নাই: হায়ো: ক্যালী-ব্রম্: নক্স-মস্: ভ্যালি:)। থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আনর্ত্তিত হয় এবং চমকাইয়া উঠে (সিনা: কিউপ্রাম্: প্ল্যাম্:)। হস্ত পদাদির কম্পন (আর্জেণ্ট্-নাই: কষ্টি:.ককীউ: হায়ো: নক্স্-ভম্: ওপী: পেট্রোল্: ফস্: প্ল্যাম্:)। ধানুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ,—অধিকাংশ স্থলে বহিরায়াম্ অর্থাৎ পশ্চাৎ দিকে দেহ ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায়,—উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় বস্তু বা জল দেখিলেই কিম্বা রোগীকে কেহ স্পর্শ করিলেই (বেল্: ক্যান্থা: হায়ো:লিসিন্:—স্পর্শ করিলে =অ্যাঙ্গাস্: বেল্: সাইকীউ: ককীউ: কার্ব্বোণ-অক্সিজেন্:) বা রোগীকে কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে আক্ষেপের পুনরাবির্ভাব হয় (লিসিন্:)। আক্ষেপ কালে শিশু কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় শক্ত হইয়া যায়। ভীতি সম্ভূত তাণ্ডব রোগ বা প্রেতনৃত্য,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মধ্যে সড় সড় করিয়া কোণাকুণি ভাবে প্রাত্যঙ্গিক নৃত্য আরম্ভ হয়; কখন মস্তকের উপর বাহু ঘুরাইতে থাকে, কখনও বা লম্ফদিয়া উঠে, টেবিলের উপর উঠিতে যায়, ইত্যাদি। মূর্চ্ছা বায়ুগ্রস্ত রোগিণী অত্যন্ত অল্পে কাতর হইয়া পড়ে, এবং কখন হাসে এবং কখন কাঁদে পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ বিপরীত ভাব সকল প্রকাশ পায়; ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাও বৃদ্ধি পায়। ভীতি সম্ভূত মৃগী,—প্রকোপাবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে রোগিণী চীৎকার করিয়া উঠে এবং তৎপরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; পেট ব্যথা করিতে থাকে। দেহের একপার্শ্ব অসাড় বা পক্ষাঘাতাক্রান্ত এবং অন্য পার্শ্ব আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। দেহের সমস্ত রস সঞ্চয় ও নিঃসরণ ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়। আক্ষেপ কালে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হয় এবং তৎপরে নিদ্রাবেশ হয় (বীউফো: বেল্: ক্যাম্ফো:)। এতজ্জনিত অধিকাংশ অবস্থাতেই বেদনা থাকে না (ওপী:); যন্ত্রণারাহিত্য ইহার একটী প্রধান লক্ষণ।

ত্বক।—সমগ্র দেহের উপর নিবিড় লালবর্ণ, উজ্জ্বল উদ্ভেদ উদ্গত হয় (এপীস্: এরাম্: বেল্: রাস্.)।

নিদ্রা।—প্রগাঢ় নিদ্রার সময় নাসিকাধ্বনি হইতে থাকে (লরো:), নিদ্রাভঙ্গান্তে মহা গম্ভীর ভাব ধারণ করে; সকল বস্তুই নূতন বোধ হয়; কিম্বা চীৎকার করিয়া উঠে, যেন কত ভীত হইয়াছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে, কাহাকেও চিনিতে পারে না, লুকাইতে চেষ্টা করে বা শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়ে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—যেন পৃষ্ঠে শীতল জল রহিয়াছে এইরূপ শীত বোধ; শীত পৃষ্ঠ বহিয়া নিম্নাঙ্গে সঞ্চারিত হয় (যেন পৃষ্ঠে শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে=রাস্: স্যাবাড্: —যেন পৃষ্ঠ দিয়া জল গড়াইতেছে=অ্যাগার্:)। সর্ব্বাঙ্গ শীতল, মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং মস্তক উত্তপ্ত; হস্তপদাদি স্পন্দিত হইতে থাকে। গাত্রের আবরণ উন্মোচন করিলে অত্যন্ত শীত বোধ করে (থ্রু্যা:)। গাত্রত্বক হিমবৎ শীতল ঘর্ম্মাপ্লুত; কর ও চরণদ্বয় নীলবর্ণ

(ভেরেট্:); কখনও বা মুখমণ্ডল, কর ও চরণদ্বয় নীলিমান্বিত এবং হিমবৎ শীতল। হস্ত ও পদ অতিশয় শীতল, নীলিমান্বিত এবং প্রায় সঞ্চালন শক্তি রহিত; প্রত্যঙ্গাদি শীতল ও পক্ষাঘাতাক্রান্ত (নক্স্:)। শীতাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না কিন্তু উত্তাপাবস্থায় পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা পায়; প্রথমে মস্তকে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ প্রকাশ পায়, তৎপরে সমগ্র দেহ শীতল হইয়া যায় এবং তাহার অনতিপরেই সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ এবং মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ পায়; জ্বরের সময় রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে (অ্যান্ট্-টার্ট: ইউপেট্: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: ওপী: পডো: রোবিন্: স্যাম্বী উ:—জ্বরের সময় নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয়=পডো:)। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিবমিষা ও বমন হইয়া ভয়ানক উত্তাপ ও অস্থিরতার আবিভাব হয়। সমগ্র দেহ যেন দগ্ধ হইতেছে এইরূপ শুষ্ক উত্তাপ আবির্ভূত হয়, মস্তক ও মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে এবং অবশিষ্ট অঙ্গ শীতল ও ফ্যাকাশে প্রতীয়মান হয় (বেল্: ওপী:); যুগপৎ অতিরিক্ত উত্তাপ বশতঃ গাত্রদাহ হইতে থাকে এবং স্বেদোদ্গম হয় (সিপীয়া)। উত্তাপ অবস্থায় দেহের ক্ষুদ্রতম অংশও লেপের বাহির হইলে যন্ত্রণার অবধি থাকে না (অতিরিক্ত শীত বোধ হয়—নক্স্:)। অতি সুচারুরূপে স্বীয় দেহ আবৃত করে। শীতাবস্থায় মুখমণ্ডলে এবং মস্তকে উত্তাপ, উত্তাপাবস্থায় পদ ও চরণদ্বয় তুষারবৎ শীতল। স্বেদোদ্গম কালে রোগী স্বীয় দেহ কোনরূপে অনাবৃত করিতে পারে না। অধিকন্তু তাহার মাথা ঘুরিতে থাকে, প্রলাপ বকে এবং সময়ে সময়ে অপস্মারবৎ আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হয় (হায়ো:)। ঘর্ম্মাবস্থাতেও বেশ-তৃষ্ণা থাকে। চক্ষু মধ্যে জ্বালা ও অস্পষ্ট দৃষ্টি সহকারে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয়। ঘর্ম্ম তৈলবৎ (ব্রাই: মার্ক: ফস্: থূযা: টীউবার্কীউলিন্:) এবং পূতিগন্ধ বিশিষ্ট (কার্ব্বো-অ্যান্: সোরিন্: পাইরোজেন্: ষ্ট্যাফাই:)। শিশুদিগের জ্বরাধিকারে তাহারা নিদ্রা যাইতে যাইতে কাঁদিয়া উঠে, চম্কাইয়া উঠে এবং তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পন্দিত হইতে থাকে; চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত; তারকা প্রসারিত এবং মূত্ররোধ সংঘটিত হয়।

প্রতিবিষ।—বেল্: ক্যাম্ফোরা: হায়ো: নক্স্-ভমিকা:।

অনুকূল-সম্বন্ধ।—বেলেডনা ও কিউপ্রামের পরে ব্যবহারে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ হুপ্কাসিতে। জরায়ু মধ্যে ফুলআটকান জন্য শোণিতস্রাবাধিকারে প্রলাপাদি বর্ত্তমান থাকিলে অনেকস্থলে "ষ্ট্র্যামোনীয়াম্" অপেক্ষা "সীকেলি" দ্বারা অধিক ফল পাওয়া যায়। (আর্স্: বেল্: ব্রাই: কিউপ্রাম: হায়ো: লাই: ওপী: পল্সে: সল্ফ:)।

তুলনীয়।—জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব, ফুলআটকান প্রলাপ—সিকেলী: পাইরো:। প্রলাপ—বেলাড: ল্যাকে: কুপ্রম: জিঙ্কাম্:। অলীকদর্শন—ব্যাপ্ট: থূজা:। বিসর্প—বেলাড: রাস:। উজ্জ্বল আলোকে আক্ষেপ—ক্যালিব্রোম:। উষ্ণ ঘর্ম্ম—ওপিয়ম:। বাচালতা—কুপ্রম: হায়সায়েমস: ল্যাকে: এপিস:। হাস্য ও ক্রন্দন—অরম: ল্যাকসি: ওপিয়ম:। জননেন্দ্রিয়ে হস্তস্থাপন—জিঙ্কাম:। ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ—নক্স-ভম:। পলায়নচেষ্টা—বেলাড: ব্রায়ো:। অনিদ্রা—বেলাড:। রাত্রিকাণা—বেলাড:।

সদৃশ।—অ্যাগার: আর্স: বেল্: ব্রাই: ক্যামো: সাইকীউটা: হায়ো: ইগ্নে: মার্ক: নক্স-ভম্: ওপী: প্লাম্: পাল্‌সে: সিকেলী: সল্‌ফ: ভেরেট্র-অ্যাল:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ বা ২০০ শক্তি।

ষ্ট্রন্‌শীয়ানা কার্ব্বনিকা।

(STRONTIANA CARBONICA.)

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হৃৎশূল; মলান্ত্রে জ্বালা; সংন্যাস; অস্থিপীড়া; বুক জ্বালা; কোষ্টবদ্ধতা; খালধরা; অতিসার, অজীর্ণতা; শীর্ণতা; অসাড়েমূত্রত্যাগ; পা ঠাণ্ডা; অর্শ; মাথাধরা; হিক্কা; শ্বেতপ্রদর; আর্ত্তববিকৃতি; শিরাপ্রদাহ; গৃধ্রসী; আঘাত লাগা; মাষকদোষ হেতু আঁচিল; শিরাস্ফীতি; দৃষ্টির দোষ।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তক মধ্যে অত্যধিক শোণিত সঞ্চয় এবং আরক্তিম মুখমণ্ডল সহ সংন্যাস; মেরুদণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত শিরোবেদনা, হাতের জল শুখায় না এইরূপ উদরাময়; উর্ব্বাস্থি-পূতি বা উরুর অস্থিক্ষয় এবং আর্ণিকা ও রীউটা দ্বারা দুরারোগ্য গুল্‌ফ সন্ধির মুচড়ানর জন্য বহুকালের ব্যথা প্রভৃতি ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়াভূমি। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) সময়ে সময়ে মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং ধমনী সকল দপ্‌দপ্ করিতে থাকে। (২) পাদচারণ কালে রোগীর মস্তক মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য সংঘটিত হয় এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে, যেন সংন্যাসের লক্ষণ। (৩) যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে হৃৎপ্রদেশে এইরূপ অনুভূতি; রোগী কিছুতেই স্থির হইতে পারে না; বোধ হয় যেন বক্ষের উপর একটী গুরুভার দ্রব্য চাপান রহিয়াছে। (৪) মস্তক মধ্যে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য; গরম বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবদ্ধ করিলে শিরোবেদনা উপশমিত হয়। (৫) জলীয় বায়ুর সংস্পর্শ রোগীর আদৌ সহ্য হয় না। (৬) মলতারল্য,—প্রথম রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং একবার মলত্যাগের পর হস্তের জল শুখাইতে না শুখাইতে পুনরায় বেগ উপস্থিত হয়; শেষ রাত্রি ৩টার সময় উপশম হইয়া থাকে। (৭) মলতারল্য সহযোগে অস্থির, বিশেষতঃ উরুতের অস্থির ক্ষয় ও স্ফীতি। (৮) গুলফসন্ধি মুচড়ানর জন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা। (৯) মুখমণ্ডলে এবং দেহের অন্যান্য অংশে প্রমেহবিষজ আর্দ্র এবং কণ্ডুয়ন ও জ্বালাজনক উদ্ভেদ উদ্গম। দক্ষিণাঙ্গের সহিত ইহার অধিক ঘনিষ্ঠতা। আহারান্তে পাকাশয় মধ্যে ভারবোধের উপশম বোধ হয়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—মস্তক মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য এবং রোগী যতবার পাদচারণ করে ততবার তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উত্তাপযুক্ত হইয়া উঠে; সংন্যাসের লক্ষণ (বেল্: গ্লোন্: অ্যাষ্টি-রীউব্:) গরম বস্ত্র দ্বারা মস্তক বিজড়িত করিলে এবং উত্তাপ সংস্পর্শে উপশম হয় (ম্যাগ্-মিউ: সাইলি:)। যেন মস্তকের চর্ম্ম ব্রহ্মতলের দিকে টানিতেছে এইরূপ অনুভূতি জনক শিরোবেদনা (ব্রাই: ক্যাল-আয়োড্: মিনীয়্যাম্: মার্ক্: প্ল্যাট্:) এবং যেন বা মাথার খুলি করোটী মধ্যস্থিত সমস্ত পদার্থ চাপ বশতঃ বাহির হইয়া আসিতেছে (গ্লোন্:); বৃদ্ধি = সন্ধ্যার সময় (রাস্: ট্যাবাক্: ভ্যালি:) মাথা নীচু করিয়া শুইলে (আর্স্: ফস্: পল্‌সে: স্পাইজি:); শিরোবেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয় (প্ল্যাট্: ষ্ট্যাণাম্:); উপশম = উত্তাপে, বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপে (ম্যাগ্-মিউ: ম্যাগ্-ফস্: রাস্: সাইলি: ষ্ট্রামোন্:)। শিরোবেদনা,—মেরুমূল বা গ্রীবা পৃষ্ঠ হইতে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া উর্দ্ধাভিমুখে সমগ্র মস্তকে সঞ্চারিত হয় (মিনীয়্যান্: প্যারিস্: সাইলি:); উপশম = নিষ্পেষণে এবং গরম বস্ত্র দ্বারা মস্তক বিজড়িত করিলে (ম্যাগ্-মিউ: সাইলি:)। মস্তক মধ্যে ও মুখমণ্ডলে সন্তাপ অনুভূতি,—বিশেষতঃ অপরাহ্নে পাদচারণকালে,—মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয় এবং নিদ্রাবেশ হয়। ব্রহ্মতল হইতে উর্দ্ধ হনু যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়,—যেন ভিতর হইতে মস্তক প্রসারিত হইতেছে, যেন মস্তক অত্যন্ত টান পড়িতেছে; ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

চক্ষু।—চক্ষু জ্বালা করে, টান বোধ হয় এবং আরক্তিম হইয়া উঠে। অক্ষিপুট অত্যন্ত স্পন্দিত হইতে থাকে। মর্দ্দনান্তে চক্ষু সমক্ষে লাল ও নীলবর্ণ বৃত্ত সকল দৃষ্ট হয় (কমোক্লেড্:) এবং তন্মধ্যে যেন ধূলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ চাপ বোধ হয় (কোর‍্যাল: পল্‌সে:)। দৃষ্টি সমক্ষে যেন আলোক রেখা কম্পিত হইতেছে বা তরঙ্গাইত হইতেছে এইরূপ অনুভব (এরাণ্ডো-মরি:)। অন্ধকারে সবুজ বিন্দু সকল উড়িতেছে দৃষ্ট হয়। অন্ধকারে থাকিতে পারে না (ক্যানাব্-ইন্: ষ্ট্রামোন্:)।

নাসিকা।—নাসিকা ফোঁৎকার করিলে রন্ধ্রাভ্যন্তর হইতে কালবর্ণ শোণিত রঞ্জিত শুষ্ক পিচুটী নির্গত হয় (অ্যাট্-আর্স্:); নাসিকার বাম পার্শ্ব স্পন্দিত হইতে থাকে (মস্কাস্: ফাইজস্:)।

মুখমণ্ডল।—থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে (অ্যামিল্: অ্যাকোন্: বেল্: গ্লোন্: ল্যাকে:) এবং সর্ব্বাঙ্গের ধমনী সকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে,—বিশেষতঃ রমণীদিগের বয়ঃসন্ধিকালে (অ্যামিল্:)। মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং প্রদাহজনক উত্তাপযুক্ত হইয়া উঠে। মুখমণ্ডলে কিম্বা দক্ষিণ গণ্ডে কণ্ডুতির উদ্রেক হয়; কণ্ডুয়ন করিলে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মুখমণ্ডলে প্রমেহবিষজ উদ্ভেদ সকল উদ্গত হয়, উহা জ্বালা ও পিট্ পিট্ করে এবং উহা হইতে রস পড়িতে থাকে।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—বেদনা চিড়িক মারার ন্যায়। দন্ত সকল বোধ হয় যেন পরস্পরের সহিত জ্রু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে (ব্রাই: ইউফর্ব:)। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ (চেলিড: নক্স্-মস্: পল্‌সে:)। গলাধঃকরণ কালে গল মধ্যে যেন খচ্ খচ্ করিতেছে এইরূপ বোধ হয় (আর্জেণ্ট্-নাই: ডলিকস্: হিপার: ন্যাট্র-আর্স্:)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—মুখমণ্ডলে জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ ও বিবমিষা। মুখ মধ্যে মৃত্তিকার আস্বাদ (ফেরাম্: নক্স-মস্: টেলীউ:)। প্রবল হিক্কা (ম্যাগ্-ফস্: মস্কাস্: নক্স্-মস্: নিকোলাম্: নক্স্-ভম:)। যাহাই আহার করুক না কেন, তাহার পরে (তৎক্ষণাৎ বা কিছু বিলম্বে) মহা অসুখ বোধ হয়। পেট ভার বোধ হয়; বৃদ্ধি=পাদচারণে (জিঙ্কাম্:); উপশম=আহারান্তে। পেট সাঁটিয়া ধরে এবং কণ্ঠ মধ্যে জল উঠে। নাভী প্রদেশে বেদনা, কুচকী প্রদেশীয় ছিদ্র মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—মেষমলবৎ গুটিলা সকল এত কষ্টে নির্গত হয় যে রোগীর মনে হয় সে মূর্চ্ছা যাইবে এবং তাহার যন্ত্রণার সীমা থাকে না; মলত্যাগান্তে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বার জ্বালা করে (র‍্যাফেনাস্:) এবং রোগী অবসন্নতা বশতঃ শুইয়া পড়ে (আর্স্: ইগ্নে: ফস্:)। মলতারল্য,—মল পীতবর্ণ জলবৎ,—তলপেটে মুচড়ানর ন্যায় বেদনা সহ রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং পায়খানা হইতে আসিতে না আসিতে আবার বেগ উপস্থিত হয়, শেষ রাত্রি ৩ বা ৪টার সময় উপশমিত হয়; তরল মল নির্গমান্তেও অনেকক্ষণ যাবৎ মলদ্বার জ্বালা করিতে থাকে (পীয়োনীয়া: র‍্যাফেনাস্:)। মলনলী মধ্যে যেন অর্শ হইয়াছে এইরূপ বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বিলম্বে রজঃ প্রকাশ,—স্রাব প্রথমে রসের ন্যায় পরে চাপ্ চাপ্ শোণিত নির্গত হয়। প্রদর, পাদচারণকালে স্রাব হইয়া থাকে (ইস্কীউ-হীপ্: বোভি: কার্ব্বো-অ্যান্: ম্যাগ্-মিউ: ন্যাট্র-মিউ: সার্সা:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠ মধ্যে কর্কশতা বশতঃ কাসির উদ্রেক হয়। বায়ুনলী মধ্যে উত্তেজনা বশতঃ শুষ্ক কাসির উদ্রেক হয়; বৃদ্ধি=রাত্রিতে। পাদচারণ কালে বুকচাপ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ হয় (ক্যাক্টাস্: ইগ্নে: ল্যাকে: পাল্‌সে:)। থাকিয়া থাকিয়া বক্ষ মধ্যে যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে বা নখাঘাত করিতেছে এইরূপ বেদনা; কাসিলে বা নিশ্বাস গ্রহণ কালে সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: স্কীলা:)। বুকাস্থি স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (ক্যাষ্টোর: সাইমেক্স্: র‍্যাণান্: সাইলি: অস্মীয়াম্:) বুকাস্থির বাম পার্শ্বে ঊর্দ্ধপ্রসারী জ্বালা। হৃৎপ্রদেশে যেন বুক চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিতেছে এইরূপ অনুভব (এপীস্: আর্স্: ডিজিট্: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: স্পাই:), রোগী অস্থির হইয়া পড়ে; তাহার বোধ হয় যেন বক্ষের উপর একটী গুরুভার বস্তু স্থাপিত রহিয়াছে (আইবির্: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: প্ল্যাট্: সেনেগা:)। বুকাস্থি তলে রাত্রে যেন চাপিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা; (অ্যা-ফস্: ক্যামো: ইউফ্রে:) প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর থাকে না। হৃৎপিণ্ডের ও ধমনী প্রভৃতির প্রবল স্পন্দন (অ্যামিল্: গ্লোন্: ভেরেট্-ভির:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার আড়ষ্টতা ও তন্মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা,—যেন গ্রীবার

কণ্ডার সকল সঙ্কুচিত হইয়াছে (ব্যারাইট-কার্ব: জিঙ্কাম্:)। পৃষ্ঠ ও নিতম্ব দেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথা,—স্পর্শ করিলে কিম্বা হেঁট হইলে অতিশয় ব্যথা বোধ হয় (ন্যাট্-মিউ: —সোজা হইতে পারে না=সোরিন্:) নিতম্বদেশে ও পৃষ্ঠে, যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এইরূপ ব্যথা। প্রত্যঙ্গ প্রদেশে, বিশেষতঃ সন্ধি মধ্যে, উৎপাটনকারী বেদনা,—বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রে শয্যায় শয়নকালে (মার্ক: ক্যালী-আয়োড্: সিফিলিন:)। ইহাদ্বারা অধিকাংশ স্থলে দক্ষিণাঙ্গই অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে; সন্ধ্যার সময় দেহের দক্ষিণাঙ্গই নাড়িতে পারে না,—যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে। প্রত্যঙ্গাদির অস্থিমজ্জা যেন চর্ব্বিত হইতেছে এইরূপ বেদনা (অ্যা-ফস্: রুটা:)। জঙ্ঘাডিমাতে এবং পদতলে খালধরে (ক্যাল্‌কে. কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: প্লাম্: সাইলি:)। বহুকালের গুল্‌ফসন্ধি মূচ্‌ড়ান জনিত ব্যথা (আর্ণিকা ও রুটায় ফল না পাইলে)। উরুর অস্থিক্ষয় (অ্যাঙ্গাষ্টিউরা: অ্যা-ফ্: অরাম্-মিউ-ন্যাট্: সাইলি.),—জলবৎ ভেদ (সাইলি:) তৎসহ আক্রান্ত অংশের স্ফীতি।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রোগী অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যা-নাই: আর্স্: চায়না: গ্র্যাফ্: আয়োড্: লাই: ন্যাট্-মিউ: ফস্: প্লাম্: সাইলি: ষ্ট্যাণাম্: সল্‌ফ.)। অধিকাংশ বেদানাই যেন মজ্জাগত। থাকিয়া থাকিয়া দেহ মহা বেগে স্পন্দিত হইয়া উঠে। দেহে উত্তাপ বোধ সত্ত্বেও রোগী দেহ অনাবৃত করিতে চাহে না (আর্জেণ্ট-নাই: বেল্: ম্যাগ্-কার্ব: নক্স-ভম্: পল্‌সে: রাস্: স্যাম্বিউ: স্কুইলা: ষ্ট্র্যামোন্:)।

ত্বক।—মুখমণ্ডলে এবং দেহের অন্যান্য অংশে প্রমেহবিষজ উদ্ভেদ হইয়া থাকে, ঐ উদ্ভেদ সকল অত্যন্ত কণ্ডূতির উদ্রেক করে, জ্বালা করে এবং তন্মধ্য হইতে রস পড়ে (সার্সা: থুয়া:)।

নিদ্রা।—নিদ্রিত অবস্থায় হস্তপদাদি ও দেহ স্পন্দিত ও চমকিত হইয়া উঠে। শুষ্ক কাসির জন্য রাত্রে বার বার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (ক্যামো: সিনা: হায়ো: কোণা: স্কুইলা:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—জ্বরের সময় নাসিকা ও মুখ দিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা পায়। রাত্রে জ্বরাধিক্যে গাত্র শুষ্ক স্বেদহীন। রাত্রে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে এবং কোন অঙ্গ লেপের বাহির হইয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ অনাবৃত অংশে বেদনা বোধ হয়।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, মর্দ্দনান্তে, নীচু মস্তকে শুইলে, দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে, হেঁট হইলে, শারীরিক পরিশ্রমে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে এবং আহারের কিছু পরে।

উপশম।—উত্তাপ সংস্পর্শে,—বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপে, শেষ রাত্রি ৩।৪টার সময়, এবং আহার করিবামাত্র।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আর্ণিকা: আষ্টিরিয়াস-রুবিন্: ব্যারাইটা-কার্ব: ফেরাম্: ইস্কিউলাস্-হিপ্: ম্যাগ্-মিউ: রুটা: রাস: সাইলি: ষ্ট্র্যামোন্: ভ্যালি:।

সম্বন্ধ।—আর্ণি: ক্যাল্‌কে: কষ্টি: ক্যালী-কার্ব: মার্ক: নক্স্-ভম্. ফস্: পল্‌সে: রাস্: রুটা: সিপীয়া:।

শক্তি।—৩য় দশমিক বিচূর্ণ হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ষ্ট্রোফ্যান্থাস্ হিস্পিডাস্

(STROPHANTHUS HISPIDUS.)

নামান্তর।—ওনেই: অ্যারো: পয়জন:।

প্রস্তুতি।—পক্কবীজ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—মদাত্যয়; রক্তাল্পতা; কাসি; দ্বিদর্শন; শোথ (হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত); রক্তকাস; হৃৎরোগ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে ইহা একটী পরম হিতকর ভেষজ। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত লক্ষণাবলী প্রদত্ত হইল:—

লক্ষণাবলী।

মন।—বাচাল ও চটা মেজাজ। শিরোঘূর্ণন। চক্ষু দৃষ্টি দৌর্ব্বল্য; তন্মধ্যে জ্বালা ইত্যাদি।

পাকস্থলী।—উদ্গার ও হিক্কা। পাকস্থলীর পৈশিক স্পন্দন। অন্ননলী ও পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা, ক্ষুধারাহিত্য ও পাকাশয় মধ্যে অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা, এমন কি সময়ে সময়ে বমন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, আবার কখনও বা মলতারল্যেও পরিণত হয়। প্রায় গা বমি বমি করে, অথচ বমন হয় না। আহার্য্যে অরুচি; আহারান্তে গলরোধ অনুভূতি এবং বমন।

আন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে চাপ বোধ। দক্ষিণ কুক্ষী মধ্যে যেন শূল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (চেলিড্:)। দক্ষিণ বৃক্কক ও যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা (লাই:)। উদর মধ্যে হুড় হুড় শব্দ এবং নাভী প্রদেশে বোধ হয় যেন নখ বিদ্ধ হইতেছে। স্থূলান্ত্রের অঙ্গুরীয়কাবর্ত্তের নিকট সূচীবেধবৎ বেদনা। অত্যন্ত পেট ব্যথা করিয়া পুনঃ পুনঃ মলতারল্য,—অথচ রোগীর ক্ষুধার কোন ব্যত্যয় হয় না কুন্থনান্তে মলদ্বারের জ্বালাজনক মল নিঃসরণ।

প্রস্রাব।—বৃক্কক মধ্যে অত্যন্ত শোণিতসঞ্চয়াধিক্য ঘটে। প্রস্রাব অতি অল্প এবং অনেক বিলম্বে হইয়া থাকে। বৃক-প্রদাহ; ধমন্যাদি মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য সহযোগে। সর্ব্বাঙ্গীণ শোথাধিকারে প্রস্রাব রোধ।

হৃৎপিণ্ড।—রোগীর জীবনের কোন না কোন সময় অপরিমিত দৈহিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম জনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃদগ্র প্রদেশে অস্বস্তি বোধ কিম্বা দেহের বিভিন্ন অংশে ধমন্যাদির দপ্ দপানি। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ অথচ দ্রুত, নাড়ী স্বাভাবিক কিন্তু ক্ষীণ এবং তৎসঙ্গে শ্বাসকৃচ্ছ্র,—ধমন্যাদির অনমনীয় স্থূলতা; যকৃতের সঙ্কোচন জনিত হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষ। তরুণ জ্বরাদিতে হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণক্রিয়া। অবসন্ন স্নায়ু ও মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্ত রোগিণীদিগের হৃদ্স্পন্দন। হৃদগ্র প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা। হৃৎপিণ্ডের দ্বিদার বিশিষ্ট রন্ধ্র দিয়া ঊর্দ্ধে (হৃৎকর্ণ মধ্যে) সঞ্চালিত শোণিতের পশ্চাদপসরণ। আঙ্গিক শোথ ও তৎসহ

স্ফীতি (ডিজিট্:)। সুরা, চা এবং অপরিমিত তাম্রকূট সেবন জনিত হৃৎপিণ্ডের অবসাদ ও উত্তেজনা প্রবণতা।

প্রত্যঙ্গাদি।—সর্ব্বাঙ্গীন শোথাধিকারে প্রস্রাবাল্পতা। গতার্ত্তবা রমণীদিগের উরুশিখর এবং উরুদ্বয়ের প্রসারক পেশী সকল ব্যথা করিতে থাকে। হস্ত ও চরণদ্বয় অত্যন্ত শীতল। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ শিরোঘূর্ণন্।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাডোনিস্-ভার্ন্যালিস্: ক্র্যাটিগাস্: ডিজিটেলিস্: কন্-ভ্যালেরীয়া: ক্যাফিইন্: অ্যাগারিন্: স্প্যার্টিইন্: ফেজীয়োলাস: ক্যাক্টাস্: অ্যাপোসিনাম্-ক্যানাবিনাম্:।

অনুকূল।—এরম্।

তুলনীয়।—হৃৎপিণ্ড—ডিজিটেলিস: শোথ: অ্যাপোসাইনম্: ক্র্যাটিগস্: ক্যাক্টাস্:। রক্তপড়া—ফেরাম্: মদাত্যায়: চায়না: নক্স্: অ্যাভেনা:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম।

ষ্ট্রিক্নিনাম

(STRYCHNINUM.)

নামান্তর।—ষ্ট্রীক্নিন্: ষ্ট্রীক্নিয়া:।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ; তৎপরে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফল প্রদ;—অন্ধত্ব; প্রধান ধমনীতে বেদনা; স্বরভঙ্গ; হাঁপানি; মূত্রাধারের পীড়া ও পক্ষাঘাত; স্তনে বেদনা; কাসি; খালধরা; উদর ও বক্ষ ব্যবচ্ছেদক বা বিভেদক পর্দ্দার আক্ষেপ; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; চক্ষু বহির্নিঃসৃত; চক্ষুর স্নায়ুর বিকৃতি; শিরঃপীড়া; অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত; বহু ব্যাপক সর্দ্দি; সন্ধিসমূহের কাঠিন্য; স্বরনলীর পীড়া; গতিশক্তি যন্ত্রের বিকৃতি; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা; অসাড়তা; রাত্রিকালে উর্দ্ধাক্ষের পক্ষাঘাত; মলান্ত্রের স্নায়ুশূল; আমবাত; মুষ্কত্বকের স্ফোটক; মেরুদণ্ডের উত্তেজনা; ধনুষ্টঙ্কার।

উপযোগিতা ও আভাস।—ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশশীল ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ ইহার প্রধান লক্ষণ,—জোরে দ্বার রুদ্ধ করিলে, বা রোগীর গৃহে কেহ প্রবেশ করিলে বা তাহাকে স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ আক্ষেপের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। কেবল মাত্র চিৎ হইয়া শুইলে একটু স্বস্তি বোধ হয়; রোগী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিয়াই আক্ষেপাক্রান্ত হইয়া থাকে, অত্যন্ত ভীত ভাব প্রদর্শন করে, মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে থাকে এবং তাহার দেহ পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া ধনুকের ন্যায় হইয়া যায়। স্নায়বিক উত্তেজনাধিক্য, শূন্যে

বীভৎস মুখ দর্শন, থাকিয়া থাকিয়া অট্টহাস, মস্তক অত্যন্ত হাল্‌কা, শূন্য এবং যেন মস্তিষ্ক ভাসিতেছে ইত্যাকার অনুভব, অজ্ঞাতসারে নির্ব্বোধের ন্যায় "খিল খিল" করিয়া হাস্য, মনোমধ্যে উদিত ভাবের বিশৃঙ্খলা, আচ্ছন্ন ভাব ও অবসন্নতা; শিরোবেদনাধিকারে নিদ্রালুতা, —ভ্রূদেশগত শিরোবেদনা; থাকিয়া থাকিয়া রোগীর গলরোধ হইয়া আইসে; অতি উত্তম ক্ষুধা,—বেশ রুচি পূর্ব্বক আহার করে; বাম অণ্ডকোষরজ্জুর স্ফীতি; চক্ষুর চিত্রপত্রের অবসাদ বশতঃ ক্ষীণ দৃষ্টি; দ্বিদর্শন ও রাত্রন্ধতা বা রাতকাণা; তাণ্ডব রোগ নিদ্রিত অবস্থাতেও নিবৃত্ত হয় না এবং সর্দ্দিজ জ্বরাধিকারে অবিচ্ছিন্ন কাসি ইত্যাদি কতিপয় ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। অধিকন্তু "মুখ ও মস্তক যেন বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়াছে," "যেন মস্তকে একটী লৌহময় শিরস্ত্রাণ রহিয়াছে," "কর্পরত্বক অত্যন্ত ব্যথান্বিত,—যেন কেহ কেশ আকর্ষণ করিয়াদিল," "যেন হঠাৎ দন্তমূল হইতে স্নায়ুসকল উৎপাটিত হইয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা," "যেন কটিদেশে রোগীর দেহ দ্বিখণ্ডীকৃত হইয়াছে," "হঠাৎ হৃদস্পন্দন আরম্ভ," "বিদ্যুৎ সঞ্চালন, শূলবেধ বা ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা," "সর্ব্বাঙ্গের কণ্ডুয়ন" এবং তালুদেশে ভয়ঙ্কর অসহনীয় কণ্ডুয়ন," "স্পর্শ ভীতি," "জলীয় বায়ু সংস্পর্শাসহনীয়তা," "দেহের যে কোন স্থান স্পর্শমাত্রে মহা আনন্দজনক ও কামোদ্দীপক অনুভূতির উদ্রেক" এবং "বাতাশ্রিত সন্ধির আড়ষ্টতা" ইত্যাদি কয়েকটীও ইহার প্রকৃতি গত।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রচণ্ড প্রলাপ,—মদাত্যয়াধিকারে যেরূপ হয়; ভয় প্রকাশ করে, লোক দেখিলে লুকাইবার চেষ্টা করে। "ঐ গো আমায় ধর্‌লে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। স্নায়বিক উত্তেজনাধিক্য; মস্তক হাল্‌কা ও লঘু এবং যেন জলে ভাসিতেছে এইরূপ অনুভব সহ থাকিয়া থাকিয়া উচ্চ অট্টহাস্য (সাইকীউঃ ষ্ট্র্যামোন্ঃ)। বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে (বেল্‌ঃ সাইকীউটাঃ); ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করে (চিনিন্‌-সল্‌ফ্ঃ হায়োঃ ওপীঃ), আবার কখনও বা চীৎকার করিয়া উঠে (সাইকীউঃ গ্লোন্ঃ হায়োঃ জিঙ্কাম্ঃ কিউপ্রাম্ঃ)। মনোমধ্যে উদিত ভাবলহরীর বিশৃঙ্খলতা (ব্যাপ্টিঃ ক্যানাব্‌-ইন্ঃ গ্লোন্ঃ নক্স্‌-ভম্ঃ ওপীঃ রাস্ঃ)। স্মৃতি শক্তির বিলোপ (অ্যানাক্ঃ হেলিবোঃ হায়োঃ ক্যালী-ব্রম্ ল্যাকেঃ মিডহ্নঃ নক্স্‌-মস্ঃ ষ্ট্যাফ্ঃ ষ্ট্রাম্ঃ জিঙ্কাম্ঃ)। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমভাবে চৈতন্য থাকে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—সম্মুখ দিকে পতনোপক্রম (কষ্টিঃ সাইকীউটাঃ নক্স্‌-ভমঃ); কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে (লেমীয়াম্‌-আলব্ঃ অ্যা-ফস্ঃ ক্যালী-কার্বঃ)। মস্তক, গ্রীবা ও মুখমণ্ডলের শিরা সকল রজ্জুবৎ হইয়া উঠে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ এবং বহির্গত হইয়া আসিতেছে এইরূপ প্রতীয়মান হয় (বেল্ঃ)। প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—যেন ললাট, বিশেষতঃ ললাটের বাম পার্শ্ব, বোধ হয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। শিরোবেদনাধিকারে নিদ্রাবেশে (কর্ণাস্ঃ ল্যাকেঃ নক্স্‌-মস্ঃ ওপীঃ ষ্ট্র্যাণাম্ঃ)। মস্তক মধ্যে ভয়ানক শোণিতসঞ্চয়াধিক্য এবং তজ্জন্য মুখমণ্ডল নিবিড় নীলিমান্বিত এবং অক্ষিগোলকদ্বয় যেন বহির্গত হইয়া আসিতেছে

এইরূপ প্রতীয়মান হয়। বোধ হয় যেন মস্তকের উপর লৌহময় শিরস্ত্রাণ স্থাপিত রহিয়াছে (কার্ব্বো-ভেজি: ক্রোটলাস্-ক্যাস্ক: ফাইজস্:)। শিরোবেদনা,—পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া মেরুদণ্ড দিয়া নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয় (অ্যা-পাই:)। কর্পরত্বক অত্যন্ত ব্যথান্বিত,—যেন কেহ সজোরে কেশাকর্ষণ করিয়াছিল (বেল্: চায়না: মার্ক্: মেজের্:)। মস্তকের ত্বক ও গ্রীবা অত্যন্ত কণ্ডুয়ন।

চক্ষু।—চক্ষুর পেশীর নিরন্তর আকুঞ্চন প্রসারণ, অক্ষিপুট সকল অনবরত স্পন্দিত ও কম্পিত হইতে থাকে (বেল্: সাইকীউটা: ফাইজস্:)। অক্ষিগোলক মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (মিফাইটিস: ন্যাট্-কার্ব: স্পাইজি: সল্ফ্:)। চক্ষুর্দ্বয় উত্তাপ ও ব্যথাযুক্ত, একদৃষ্টি এবং যেন বহির্গত হইয়া আসিতেছে এইরূপ প্রতীয়মান হয় (বেল্:)। চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন রোগী অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। অক্ষিগোলকদ্বয় ভাঁটার ন্যায় নিরন্তর ঘুরিতে থাকে (হায়ো: লিসিন্: ষ্ট্র্যামোন্: জিঙ্কাম্: ইথীউ: আর্টিম-ভাল্: হেলিবো:)। চক্ষু সমক্ষে কাল, সাদা, লাল প্রভৃতি বর্ণের স্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। রাত্র্যান্ধতা বা রাতকাণা হঠাৎ যেন সমস্ত সবুজ বর্ণ হইয়া গেল এইরূপ মনে হইয়া রোগী গৃহতলে পতিত হয়। চক্ষু মধ্যে, বিশেষতঃ বাম চক্ষে, জ্বালা বোধ।

কর্ণ।—শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, রন্ধ্র মধ্যে জ্বালা, কণ্ডুয়ন ও ভোঁ ভোঁ শব্দ। রোগীর সম্বন্ধে অতি নিম্নস্বরে কোন কথা বলিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দেয়। কর্ণের পশ্চাতে ভয়ানক বেদনা এবং ঐ বেদনা মেরুদণ্ড বহিয়া নীচের দিকে সংক্রমণ করে।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে ভয়ঙ্কর ভীতির ভাব প্রকটিত হয় (ক্যাম্ফ: লিসিন্: ষ্ট্র্যামোন্: ম্যাগ্-ফস্:)। মুখমণ্ডল স্ফীত, অগ্নিবৎ উত্তপ্ত এবং চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত, দেখিলে বোধ হয় যেন মধুমক্ষিকায় দংশন করিয়াছে (এপীস:)। মুখমণ্ডলের পেশী সকল আড়ষ্ট বোধ হয়। মুখমণ্ডলে প্রেতহাস্যের উৎপত্তি (বেল্: ইগ্নাস্থি: ষ্ট্র্যামোন্:)। মুখমণ্ডল নীলিমাময়, উদ্ভাসিত এবং শীতল, চটচটে স্বেদার্দ্র। গণ্ডাস্থি মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা (গুয়ায়েক্: মেজের্: জিঙ্কাম্:)। ওষ্ঠ নীলবর্ণ, স্ফীত এবং পশ্চাদপসৃত। হনুদ্বয়ের আড়ষ্টতা বশতঃ কথা কহিবার ব্যাঘাত (মেজের্:)। হনুস্তম্ভ; নিম্ন হনু হঠাৎ আড়ষ্ট হইয়া যায়।

মুখবিবর।—জিহ্বা শুষ্ক এবং উন্নত কণ্টকাকীর্ণ, উভয় পার্শ্বে শ্বেতবর্ণ রস লাগিয়া থাকে। দন্তমাড়ী ও ওষ্ঠ নীলাভপীত। তালুদেশ ভয়ানক কণ্ডুয়ন যুক্ত (এরাণ্ডো-মরিট্: গ্লোন্:)। মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয় (আর্টিমি-ভাল্: কিউপ্রাম্. ইগ্নাস্থি:)। মুখবিবর ফেনিল লালা পরিপূর্ণ (ক্রোটেলাস: হায়ো:), স্পষ্ট বাক্য অতি কষ্টে উচ্চারিত হয়; বাক্য অস্পষ্ট এবং মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া যায়।

গলমধ্য।—গলরোধানুভূত,—যেন কণ্ঠের চতুর্দ্দিকে একটা বন্ধনী আঁটিয়া রহিয়াছে। কণ্ঠনলী যেন সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি,—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (অ্যা-ফ্লু: বেল্: কিউপ্রাম্:)। কণ্ঠ মধ্যে বোধ হয় যেন গুল্ম আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (ক্যাল্কে: ইগ্নে: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে:)। কণ্ঠ শুষ্ক, উত্তপ্ত এবং ক্ষয়িতত্বক

অনুভূতি। গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিলেই তালুমূলের পেশী সকল আক্ষিপ্ত হইতে থাকে (অ্যা-হাইড্রো: জেল্‌সি: ক্যালী-আয়োড্‌:)।

পাকস্থলী।—প্রায় সর্ব্বদাই উকী উঠে (বেল্‌: মস্কাস্‌: ট্যাবাক্‌:)। প্রচণ্ড বমন, পাতলা বর্ণহীন জলবৎ। রোগীর ক্ষুধা অতি উত্তম এবং বেশ রুচি পূর্ব্বক আহার করে। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা,—মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক। পাকস্থলী তলে ভয়ানক ব্যথা করিতে থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারিয়া উঠে। রাত্রিতে ভোজনের সময় হঠাৎ উদরোর্দ্ধ প্রদেশ ভয়ানক সাঁটিয়া ধরে, অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, রোগীর বোধ হয় যেন তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং সে কটি ও অন্যান্য অংশের বস্ত্রাদি খুলিয়া দেয়; এই যন্ত্রণা দুই তিন দণ্ড স্থায়ী হইয়া থাকে। গর্ভবতীদিগের বিবমিষা।

অন্ত্রাশয়।—উদরের পেশী মধ্যে তীব্র ব্যথা। অন্ত্রাদি যেন মুচ্‌ড়াইতেছে এইরূপ বেদনা। দক্ষিণ কোঁক মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া ব্যথা করিতে থাকে, গা কেমন করে এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। বোধ হয় যেন দক্ষিণ কোঁকে মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবিদ্ধ হইতেছে কিম্বা যেন ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিতেছে এইরূপ বেদনা।

মলান্ত্র ও মল।—মলান্ত্র মধ্যে কুল্‌কুল্‌ করে (কার্ব্বো-অ্যান্‌: লরো: সল্‌ফ্‌:) এবং তৎপরেই যেন তন্মধ্যে বন্দুকের গুলি বিদ্ধ হইল এইরূপ যন্ত্রণা (ক্যাল্‌কে-ফস্‌: ওপী:) বশতঃ রোগী বসিয়া পড়ে। মলনলী মধ্যে যেন থাকিয়া থাকিয়া কি লাফাইয়া উঠে এইরূপ অনুভূতি (সিপীয়া:)। মলতারল্য, মল জলবৎ এবং অপর্য্যাপ্ত। ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপের সময় অসাড়ে মল নিঃসৃত হয় (শিশুদিগের=কিউপ্রাম্‌:)। মলকাঠিন্য,—মল বৃহৎ গুটিলাময় এবং শুষ্ক, কখনও আম মিশ্রিত। দুরারোগ্য মলবদ্ধতা,—পেট যেন মুচ্‌ড়াইতে থাকে।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয়ের সঙ্কোচন তন্মধ্যে যেমন মূত্র সঞ্চিত হয় অমনি নির্গত হইয়া যায়, সঞ্চিত হইয়া কিছুক্ষণ থাকিবার যো নাই। মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত (আর্স্‌: কষ্টি: জেল্‌: নক্স্‌-ভম্‌:)। মূত্রাশয় ও মলান্ত্র মধ্যে মহা যন্ত্রণাজনক চাপ বোধ (চিনোপোডীয়াই-গ্লকাই: নক্স্‌-ভম্‌: পল্‌সে: সল্‌ফ্‌:)। মূত্রাশয় ও মূত্রনলী মধ্যে মহা অস্বস্তি বোধ,—বিশেষতঃ পাদচারণ-কালে বা কোন কঠিন আসনের উপর উপবেশন করিলে। মূত্রাশয় হইতে উরুদেশ সংক্রমণশীল তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা; মূত্রাশয়ের পশ্চাৎ হইতে মলান্ত্র (কলোসিন্থ:) এবং সম্মুখ হইতে মূত্রনলী পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা মূত্রাশয় ত্যাগ করিয়া শিশ্নমুণ্ডে যাইয়া অবস্থিত হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—বাম রেতোরজ্জু ব্যথান্বিত এবং অণ্ডকোষ স্ফীত হইয়া উঠে (হ্যামা: লিথিয়া-কার্ব: অস্মীয়াম্‌: ইণ্ডীয়াম্‌: ক্লীম্যাট্‌: পল্‌সে:); কেবল মাত্র দাঁড়াইলে বা চলিয়া বেড়াইলে ব্যথা বোধ হয় (য্যাকার্য্যাণ্ডা: লাইকোপাস্‌-ভার্জি: জিঙ্কাম্‌:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রবল সঙ্গমেচ্ছা (ফস্‌: রীউমেক্স্‌: স্ট্যাবাই: জিঙ্কাম্‌:)। রোগিণীর দেহের কোন অংশ স্পর্শ করিবামাত্র তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং কামোদ্দীক ভাবের উদয় হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলীর চতুষ্পার্শ্বস্থিত পেশীর প্রবল আক্ষেপিক সঙ্কোচন (কিউপ্রাম্: জেল্: ম্যাগ-ফস্:)। রোগী অত্যন্ত বায়ুর অভাব বোধ করে এবং তাহার গৃহের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিতে অনুরোধ করে (সল্ফ্:—বায়ুর অভাব বোধ বশতঃ শয্যায় থাকিতে পারে না=কার্ব্বো-ভেজি:—অনবরত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবার জন্য লালায়িত হয়=জেল্: —নির্ম্মল বায়ু সেবনের আকাঙ্ক্ষা=ন্যাট্-মিউ: পল্সে: সল্ফ্:—ব্যজন করিতে বলে=কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-নাই: ল্যাকে:—গৃহে যেন যথেষ্ট বায়ু নাই=প্ল্যাণ্টা: আয়োডোফর্ম.—বাতায়ন খুলিয়া দিতে বাধ্য হয়=সিষ্টাস্-ক্যানাড্:)। ভয়ানক শ্বাসাভাব অনুভূতি এবং তৎপরে চীৎকার করিয়া আক্ষেপাক্রান্ত হয়। বক্ষঃস্থলে পেশী সকল সাঁটিয়া ধরে এবং তজ্জন্য তীব্র বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে হঠাৎ ভয়ানক কাসির উদ্রেক হয়। রোগীকে দেখিলে বোধ হয় যেন কে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। সময়ে সময়ে বাম বক্ষ মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদারণকারী বেদনা।

হৃৎপিণ্ড।—(প্রাতে) বুক ধড় ধড় করে এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে (ক্যাক্টাস্: ক্যালকে: ন্যাট্-মিউ.)। হৃদগ্র প্রদেশ যেন সাঁটিয়া ধরে এইরূপ অনুভূতি। হঠাৎ হৃদ্স্পন্দনাবির্ভাব (ম্যাঙ্গেনাম্:—গতার্ত্তবাদিগের=ক্রোটেলাস্:)। হৃৎপিণ্ডের ভয়ানক দ্রুতগতি। বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড কণ্ঠমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে (গ্লোন্: ক্যাল্মীয়া: পডো:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মেরুদণ্ড আড়ষ্ট বোধ হয়,—যেন তন্মধ্যে একটি লৌহ শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে (মেরুদণ্ড প্রদেশে বেদনা যেন নীচের কশেরুকার মধ্য দিয়া একটী জ্বলন্ত লৌহ শলাকা প্রবিষ্ট করা হইয়াছে=অ্যালীউমিনা:)। গ্রীবার পেশীর আড়ষ্টতা বা অপ্রসারণীয়তা (ল্যাকে: ল্যাচ্নান্: অ্যাগার্: আর্ক্টীয়া ইগ্নে: ইণ্ডীয়াম্: নক্স-ভম্: জিঙ্কাম্:) সমগ্র মেরুদণ্ড মধ্যে তুষারবৎ শৈত্যানুভূতি (থুয়া:)। গ্রীবা স্ফীত এবং উহার উভয় পার্শ্বের শিরা রজ্জুবৎ প্রতীয়মান হয় (ক্যাম্ফো: ইপিক্:); গ্রীবার পেশীমধ্যে এবং স্কন্ধশিখরে যেন ছুরিকা আঘাত করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। হঠাৎ কটিদেশে ভয়ানক যন্ত্রণার আবির্ভাব,—যেন কেহ তাহার কটিদেশ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত ও পদদ্বয় আড়ষ্ট এবং অসঞ্চালনীয় (গুয়ায়েক্: রাস্: জিঙ্কাম্:)। প্রত্যঙ্গাদি থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারিয়া উঠে, স্পন্দিত হয় এবং কম্পিত হইতে থাকে (আর্জেণ্ট-নাই: নক্স-ভম্: প্লাম্: ট্যাব্যাক্:)। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন দক্ষিণ বাহু হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইতেছে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দেহের প্রত্যেক পেশীগুচ্ছের নিরন্তর স্পন্দন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাংন্যাসিক প্রকোপ দ্বারা পক্ষাঘাতাক্রান্ত দেহের সমগ্র অর্দ্ধাঙ্গ মহাবেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। থাকিয়া থাকিয়া রোগীর দেহ হঠাৎ আলোড়িত হইতে উঠে এবং তদ্দ্বারা প্রত্যঙ্গের কম্পন ও আড়ষ্টতা আরও বর্দ্ধিত হয় এবং তাহার গাত্রে শীতল ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে। আক্ষেপ কালে রোগীর পেশীমণ্ডলী এত জোরে আলোড়িত হয় যে দক্ষিণ উরুসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। পেশী মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া যেন বিদ্যুচ্ছলাকা সঞ্চালিত হইতেছে এইরূপ বেদনা। সমগ্র দেহ,

বিশেষতঃ হস্ত ও পদ, বিকম্পিত হইতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তর আক্ষেপের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। রোগীকে একটু নাড়িলে, তাহার গৃহ মধ্যে কেহ প্রবেশ করিলে, বা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলে, কিম্বা তাহাকে কেহ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ আক্ষেপ আরম্ভ হয় (বেল্: কার্ব্বোণীয়াম্-অক্সিজেন্: সাইকীউটা: নক্স-ভম্: ষ্ট্র্যামোন্:)। আক্ষেপকালে রোগীর দেহ এত জোরে আক্ষিপ্ত হয় যে সে স্বীয় শয্যা হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল চুলকাইতে থাকে। মস্তকত্বক, মুখমণ্ডল, পদদ্বয় প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক সড় সড় করে এবং কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—সমগ্র মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে শীত বোধ হইয়া রোগীর দেহ মৃতদেহের ন্যায় শীতল হইয়া যায়। মেরুদণ্ডের উপর হইতে নীচের দিকে যেন বরফের শৈত্য সঞ্চারিত হইতেছে। নিম্নাঙ্গ সকল হিমবৎ শীতল এবং মস্তক ও বক্ষে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া গড়াইতে থাকে। কখনও সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাজনক উত্তাপযুক্ত হয় এবং তদুপরে উত্তপ্ত স্বেদ উদ্গত হইতে থাকে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যা-হাইড্রো: অ্যা-পাই: বেল্: কার্ব্বোণ-অক্সিজেন্: সাইকীউটা: গ্লোন্: লেমীয়াম্-অ্যাল্: হায়ো: ষ্ট্র্যামো: জেল্সি: ক্রোটেলাস-হরিড: আর্টিমি-ভাল্: ইগ্নাষ্টি. কিউপ্রাম্: লরোসি:।

দোষঘ্ন।—প্যাসিফ্লোরা: হায়স': টাব্যাক: ক্যাম্ফর: অ্যাকোন: ইত্যাদি।

তুলনীয়।—শিরঃপীড়া—পিকরিক: অ্যাসিড:। সহসা বেদনা—বেলাড: লাইকোপ:। যেন দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে—আর্স:।

বৃদ্ধি।—প্রাতে, স্পর্শ করিলে, শব্দ করিলে, রোগীকে নাড়িলে, পরিশ্রম করিলে, পাদচারণে এবং আহারের পর।

উপশম।—চিৎ হইয়া শুইলে।

শক্তি।—২য় দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

সল্‌ফোন্যাল্

(SULPHONAL.)

প্রস্তুতি ও নামান্তর।—পাথুরিয়া কয়লার আল্‌কাত্‌রা হইতে প্রস্তুত বিচূর্ণ বিশেষ।

লক্ষণানুযায়ীপ্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অণ্ডনালীয় মূত্র; খালধরা; নীলিমা রোগ; কর্ণমধ্যে শব্দ; মৃগী; মাথাধরা; স্মৃতিশক্তি লোপ; সর্ব্বাঙ্গের পক্ষাঘাত প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার লোপ।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তিষ্কের বিকৃতি বা অবসাদ সম্ভূত শিরোঘূর্ণন, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের রোগ, টলটলায়মান গতি; তাণ্ডব রোগ; অতিশয় অস্থিরতা এবং পৈশিক স্পন্দন, বৃক্ককপ্রদাহ—লালা ও মূত্রমার্গচ্যুত শল্ক মিশ্রিত মূত্র; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা এবং চিত্তের অতিশয় বিষণ্ণতা প্রভৃতি উল্লিখিত ভেষজের কতিপয় প্রকৃতিগত লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—বুদ্ধির জড়তা, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, নানাপ্রকার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন; উদাস ভাব—সকল বিষয়েই তাচ্ছিল্য প্রদর্শন। কখন রোগী যেন কত সুখী ও স্ফূর্ত্তিবান এইরূপ ভাব প্রকাশ করে, আবার পর মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত বিষণ্ণ ও অবসন্ন ভাব ধারণ করে (চায়না, ক্যালী-ক্লোর্: ন্যাট্-মিউ: নক্স-মস্ ফস্:)।

মস্তক।—নিদ্রালুতা ও জড়তা; মস্তক উত্তোলন করিতে গেলে বেদনা বোধ হয়। দ্বিদর্শন। চক্ষুর্দ্বয়ের চতুস্পার্শ্ব ভার ভার প্রতীয়মান হয়। কর্ণমধ্যে শব্দ। জিহ্বা বোধহয় যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। স্বরলোপ। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ এবং ঘূর্ণায়মান।

প্রস্রাব।—বৃক্কক প্রদাহ মূত্র পরিমাণে অল্প, ঘোরবর্ণ, লালা ও মূত্রমার্গচ্যুত শল্ক মিশ্রিত। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ।

শ্বাসযন্ত্র।—ফুস্‌ফুস্ মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য নাসাধ্বনি সমন্বিত ঘড়্‌ঘড়্ শব্দকারী শ্বাসপ্রশ্বাস (ওপীয়াম্:) শ্বাসকৃচ্ছ্র,—দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস।

প্রত্যঙ্গাদি।—গতিশক্তির অবসাদ, রোগী চলিতে গেলে টলিতে থাকে (আর্জেণ্ট-নাই: কোণা: ইগ্নে: ক্যালী-ব্রম: জেল্: নক্স-ভম্:) এবং তাহার পদদ্বয় টলিতে থাকে (জেল্: নক্স-ভম্: লিডাম্:)। রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং তাহার পেশী সকল আনর্ত্তিত হইতে থাকে উভয় পদই আড়ষ্ট ও অসাড় হইয়া যায়। রোগী রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারেনা,—তাহার প্রত্যঙ্গাদি এত স্পন্দিত হইতে থাকে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ট্রায়োন্যাল্: আর্জেণ্ট-নাই: জেল্‌সি: ক্যালী-ব্রোম্: নক্স-ভম্: ষ্ট্রিকনিনাম্:।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক বিচূর্ণ।

সল্‌ফার

(SULPHUR.)

নামান্তর।—গন্ধক।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ এবং তরল ক্রম বা আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রোণ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি; সবিরাম জ্বর; অন্ধত্ব; ঋতুস্বল্পতা; রক্তাল্পতা; মলান্ত্রভ্রংশ; হাঁপানি; শয্যাক্ষত; স্ফোটক; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; স্তনের পীড়া; শ্বাসনলী প্রদাহ; ছানি; সর্দ্দি; উপদংশ; বক্ষে বেদনা; নীহার স্ফোটক; বয়োসন্ধি কালে পীড়া; কোষ্ঠবদ্ধ; ক্ষয়কাস; কদর; কাসি; দন্তনালী; বহুমূত্র; অতিসার; রক্তামাশয়; বাধক; কর্ণপীড়া; পামা; শীর্ণতা; অসাড়ে মূত্রস্রাব; মৃগী; উদ্গার; নানা প্রকার উদ্ভেদ; চক্ষুর পীড়া; মূর্চ্ছাভাব; পাজ্বালা; পায়ে ঘর্ম্ম; জ্বর; প্রমেহ; মূর্চ্ছাবায়ু; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত; অর্শ; শিরঃপীড়া; মস্তকে রক্ত প্রধাবন; বঙ্ক্ষণসন্ধি পীড়া; কোরণ্ড; মস্তিষ্কেজলসঞ্চয়; বক্ষেজল সঞ্চয়; ব্যাধিশঙ্কা; ধ্বজভঙ্গ; বহুব্যাপকসর্দ্দি; উত্তেজনা; কচ্ছু বা কণ্ডুয়ন; কামলা; স্বরনলীপ্রদাহ; শ্বেতপ্রদর; বক্ষের পীড়া; কটীবাত; ফুসফুসের পীড়া; মুখে শ্বেতক্ষত; উন্মাদ; হাম; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; আর্ত্তববিকৃতি; গর্ভস্রাব; আঘাত; স্নায়ুশূল; স্তনের বোটায় ক্ষত; নাসিকা প্রদাহ; নাকদিয়া রক্ত স্রাব; নানাপ্রকার চক্ষু প্রদাহ; মুদো; গর্ভাবস্থায় পায়ের শ্বেতবর্ণ স্ফীতি, অস্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; ফুস্‌ফুস ও ফুস্‌ফুসের আবরণ প্রদাহ; গর্ভিণীর বিবিধ রোগ; মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির স্রাব; আমবাতিক জ্বর; তরুণ সন্ধিবাত; প্রমেহ-বিষদুষ্ট রক্ত; দদ্রু; গৃধ্রসী; কৃত্রিম মৈথুন জনিত মন্দফল; চর্ম্মরোগ নিদ্রার বিকৃতি; মেরুমজ্জায় উত্তেজনা; মেরুদণ্ডের বক্রতা; প্লীহাতে বেদনা; চমকান; পাকাশয় প্রদাহ; ঘ্রাণ, দর্শন ও আস্বাদ শক্তির ভ্রম; পিপাসা; বেগ বা কোঁথানি; গলমধ্যে শ্লেষ্মা জমা; জিহ্বায় লোপ; দন্তশূল; গলমধ্যে উত্তেজনা; ক্ষত; জরায়ু ভ্রংশ; গোবীজে টীকার মন্দফল; শিরাস্ফীতি, মাথাঘোরা; আঁচিল; কৃমি; ক্লান্তি; জৃম্ভন।

উপযোগিতা ও আভাস।—গ্রন্থি স্ফীতি এবং শিরা বিশেষতঃ যকৃতের মধ্যস্থ শিরা মধ্যে শোণিতাধিক্য সঞ্চয়প্রবণ, কৃশকায়, বক্রপৃষ্ঠ ব্যক্তি, যাহারা বক্রদেহে চলে, দ্রুতগতিশীল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ব্যস্ত, মলিন অপরিচ্ছন্ন স্বভাব এবং প্রায়ই চর্ম্মরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহারাই "সল্‌ফারের" প্রকৃষ্টতম ক্ষেত্র বলিয়া গৃহীত হয়। জলবায়ু বা ঋতুর প্রতি পরিবর্ত্তনে তাহার গাত্রত্বকের শৈত্যোত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নান করিতে তাহারা অত্যন্ত নারাজ এবং স্নান করিলে তাহাদের অসুখ করে। যখন কোন রোগে বিশেষতঃ কোন তরুণ রোগে সযত্ন-নীর্ণিত ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল পাওয়া না যায় তখন এক মাত্র "সল্‌ফার" প্রয়োগ করিলে রোগীর দেহের প্রতিক্রিয়াশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং হয় রোগী তাহাতেই আরোগ্য লাভ করে কিম্বা তখন যে ঔষধ দিলে সে নিরাময় হইতে পারে সেই ঔষধের লক্ষণ

সকল সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। রোগ বেশ ভাল হইয়া যায় কিন্তু আবার কিছু দিবস পরে তাহা দেখা দেয়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ রোগের পুনরাবির্ভাব উল্লিখিত ভেষজের একটী প্রকৃতিগত ও অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। উদর মধ্যে বোধ হয় যেন শিশু নড়িতেছে। দেহের স্থানে স্থানে, যেন অগ্নি স্পৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ জ্বালা অনুভূত হয়। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণও ইহার নির্ণায়ক :—(১) ভ্রান্ত বিশ্বাস,—রোগী মনে করে সে একজন মস্ত ধনী লোক ; অতি ঘৃণিত বস্তুও তাহার চক্ষে অতি সুন্দর দেখায় এবং গ্রন্থি বস্তুও সে মনে করে রাজ-রাজেশ্বরের বাঞ্ছনীয় বস্তু। (২) মানসিক বা শারীরিক কোন প্রকার পরিশ্রমে রাজী নহে ; অত্যন্ত অলস প্রকৃতিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্বরহিত এবং মহা স্বার্থপর। (৩) শিশু স্নান করিতে ভারি নারাজ। (৪) চরণ শীতল অথচ ব্রহ্মতল হইতে অগ্নি ছুটিতে থাকে ; চরণদ্বয় দিবাভাগে শীতল কিন্তু রাত্রিতে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় এবং জ্বালা করিতে থাকে। (৫) বগল, কুচকী প্রভৃতি প্রদেশ হইতে অপর্য্যাপ্ত দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে। (৬) বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পাকাশয় শূন্য বোধ হইয়া অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং সে সময় অবিলম্বে কিছু আহার না করিলেই নহে। (৭) দুগ্ধ সহ্য হয় না। (৮) মস্তক শুষ্ক, কেশ ও গাত্রত্বক খশখশে, চুল উঠিয়া যায় ; স্থানে স্থানে শুষ্ক শল্কময় কচ্ছু উদ্গত হয়, অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করিতে থাকে। (৯) বিবমিষা সংযুক্ত শিরঃপীড়া, প্রতি সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ অন্তর প্রকোপ আবির্ভূত হয়, ব্রহ্মতালু অগ্নিবৎ উত্তপ্ত এবং চরণ শীতল। (১০) দিবাভাগে থাকিয়া থাকিয়া দেহে উত্তাপ আবির্ভূত হয়, রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ; ঈষৎ ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া উত্তাপের নিবৃত্তি হয়। (১১) ওষ্ঠ, কর্ণ, নাসিকা, মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার প্রভৃতি নবদ্বার এবং তন্নিকটবর্ত্তী অংশ সকল পক্ক বিম্ব বা প্রবালের ন্যায় লাল বর্ণ। (১২) রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর উদরাময়, যন্ত্রণারহিত ভেদ, প্রভাত হইবামাত্র শয্যা হইতে দৌড়াইয়া পায়খানায় যাইতে হয়। (১৩) মলকাঠিন্য,—মল কঠিন গুটিলাময়, শুষ্ক, যেন পুড়িয়া গিয়াছে. বৃহৎ এবং বহির্গত হইবার সময় যন্ত্রণা হয়,—শিশু যন্ত্রণার ভয়ে মলত্যাগ করিতে চাহে না ; মলকাঠিন্যের পর আবার উদরাময় আবির্ভূত হয়, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে। (১৪) মল ও মূত্র উভয়ই যে অংশ নির্গত হয় সেই অংশে যন্ত্রণা উৎপন্ন করে ; মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্ব আরক্তিম এবং ক্ষয়িতত্বক। (১৫) এতজ্জনিত স্রাব মাত্রেই কষায় এবং ত্বকক্ষয়কারক। (১৬) ঋতু—অপরিণত কালে আরম্ভ হয় ; স্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। (১৭) জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব বা অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব ; একবার গর্ভস্রাবের পর হইতে আর ভাল হয় নাই (ডাক্তার লিপী এরূপ অবস্থায় একটী রোগিণীকে আমাবস্থার দিন এক মাত্রা "সল্‌ফার্" দিয়া নিরাময় করিয়াছিলেন)। (১৮) স্ফোটক,—উপর্য্যুপরি একবারে কতকগুলিন করিয়া উদ্গত হয়। (১৯) কচ্ছু আদি চর্ম্ম রোগ এবং অর্শ বাহ্য প্রয়োগদ্বারা বিলুপ্ত হইলে। (২০) অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ভাঁজ মধ্যে ত্বকক্ষয় বা মধ্যদ্রোহি রোগ। (২১) মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুসাবরণী ফুস্‌ফুস, সন্ধি প্রভৃতির অভ্যন্তরে রস বা প্রদাহজ স্রাব সকল আশোষণের প্রধান সহায় (বিশেষতঃ ব্রায়োনীয়া, ক্যালী-মিউরিয়েটিকাম্ কিম্বা অন্য কোন সযত্নে নির্ণীত ভেষজ প্রয়োগে ফল না পাইলে)। (২২) পুরাতন এবং সময়ে সময়ে

আবির্ভাবশীল পানাত্যয়; সুরাপায়ীদিগের শোথাদি রোগ। (২৩) রাত্রে শ্বাসরোধপক্রম,—রোগী গৃহের দরজা জানালা সমস্ত খুলিয়া দেয়। (২৪) সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যার প্রকালে নিদ্রাবেশ তৎপরে সমস্ত রাত্রি আর নিদ্রা হয় না। মহা সুখের স্বপ্ন দেখে এবং গান করিতে করিতে জাগ্রত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—ক্ষীণ স্মৃতি (অ্যানাক্: নক্স্-মস্: ক্রিয়ো: ল্যাকে:),—বিশেষতঃ নাম মনে রাখা সম্বন্ধে (অ্যানাক্: গুয়ায়েক্: লাই: মিডহ্নন্: রাস্-টক্স্:)। জড়বুদ্ধি; কোন বিষয় চিন্তা উদ্ভাবন করিতে হইলেই মহা বিপদ (ক্যাল্কে: হায়ো: আয়োড্: ন্যাট্-মিউ: সিপী:), কথোপকথন কালে কিম্বা লিখিবার সময় উপযোগী বাক্য স্মরণ করিতে পারে না এবং অনুপযোগী বাক্য সন্নিবেশ করে (ক্যাল্কে: সিঙ্কো: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: ক্যালী-ব্রোম্: পাইরোজেন্:); অতি হেয় পদার্থও তাহার চক্ষে মহা সুন্দর বোধ হয় এবং শতগ্রন্থি বস্ত্রও সম্রাটোপযোগী পোষাক বলিয়া মনে করে। কোনরূপ পরিশ্রম, কথোপকথন, আমোদ আহ্লাদ বা পাদচারণ, সকল বিষয়েই অনাস্থা (সিঙ্কো: নক্স্-ভম্: ফস্: চেলিড্: আয়োড্:)। স্বীয় দেহ হইতে নিঃসৃত দুর্গন্ধে তাহার মহা ঘৃণার, এমন কি বিবমিষার পর্য্যন্ত, উদ্রেক হয়। বিমর্ষ চিত্ত; সর্ব্বদা ধর্ম্মালাপে নিরত থাকে (হায়ো: ল্যাকে: লিলীয়াম্-টাই: ভেরেট্: জিঙ্কাম্:), স্বীয় আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে মহা ভাবনা (আর্স: ল্যাকে: লিলীয়াম্-টাই: ভেরেট্: লাই: মিডহ্নন্:); অন্যের কি হবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে (অন্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মহা ভাবনা= ককীউ:)। সমস্ত দিবস অবসাদবায়ুগ্রস্ত ভাব, অর্থাৎ স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুঁৎ খুঁৎ করে এবং সন্ধ্যার পর বেশ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে। অত্যন্ত অন্যমনস্ক,—কোন বিষয় চিন্তা করিতে বা কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না (অ্যানাক্: ল্যাকে: নাই: নক্স্-ভম্: ফস্: সিপী: সাইলি:)। অত্যন্ত ব্যস্ত স্বভাব, ধীরে কোন কার্য্য করিতে পারে না (ক্যামো: ইগ্নে: নক্স্-ভম্:), খিট্‌খিটে, সামান্য কারণে মহা ক্রোধের উদ্রেক হয় কিন্তু আবার তখনই জল হইয়া যায় এবং অনুতাপ করিতে থাকে (কফী: ইগ্নে: মিডহ্নন্:)। রোদনপরায়ণা (অরাম্: ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ: প্ল্যাট্: পল্সে: রাস্-টক্স্:)। উৎসাহ হীন (অ্যানাক্: চায়না: চিনিন্-সল্ফ্: ককীউ: ল্যাকে: লাই: পল্সে: সিপী: ভেরেট্:) এবং জীবনে বিতৃষ্ণা (অরাম্: চায়না: ফস্:)। অত্যন্ত একগুঁয়ে স্বভাব (অ্যালীউ: অ্যানাক্: ক্যাল্কে: ক্যামো: নক্স্-ভম্:) এবং কাহাকেও নিকটে থাকিতে দিতে চাহে না (অ্যানাক্: ক্যামো: ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম্:)।

মস্তক।—মস্তিষ্কের অত্যন্ত জড়তা,—তৎসহ মস্তক শূন্য বোধ মস্তক ব্যথা করিতে থাকে,—যেন ললাট বেড়িয়া একটী বন্ধনী মস্তকের চতুর্দ্দিকে দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যা-কার্ব্বল্: অ্যা-নাই: জেল্: চেলিড্: ককীউ: মার্ক:)। শিরোঘূর্ণন,—উপবেশন কালে ও দণ্ডায়মান অবস্থায় (পল্সে: ফস:) এবং প্রাতে, তৎসহ নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব (অ্যাকোন্-অ্যান্ট-ক্রুড্: কার্ব্বো-অ্যান্:); হেঁট হইলে (বেল্: নক্স্: পল্সে:), শয্যা হইতে

গাত্রোত্থান কালে (চেলিড্: ককীউ: স্ট্যাট্-মিউ: নক্স্: ফস্: ফাইটো:), বায়ু সেবনার্থ পরিক্রমণকালে (সাইক্লে: ল্যাকে: নক্স্: পল্‌সে:) এবং নদী পার হইবার সময় (অ্যাঙ্গাস্: আর্জেণ্ট্-মেট্: ফেরাম্:) মাথা ঘুরিতে থাকে ; বিবমিষা (অ্যাকোন্: চিনিন্ সল্‌ফ্: ককীউ: ফেরাম্: পেট্রোল্:), দৃষ্টি লোপ, তৎসহ (সাইক্লে: ফেরাম্: জেল্‌সি: নক্স্-ভম্: অ্যানাক্: গ্লোন্:) এবং তৎসহ বাম পার্শ্বে পতনোপক্রম (স্ট্যাট্-মিউ: ইউপেট্: ল্যাকে:) ; বৃদ্ধি = ভোজনান্তে (গ্র্যাফী: নক্স্-ভম্: পল্‌সে:),—বিশেষতঃ নৈশ ভোজনান্তে = নক্স্-ভম্: পল্‌সে:)। মস্তক মধ্যে শোণিত সঞ্চিত হইয়া কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে (ওপী:), মস্তক মধ্যে দপ্ দপ্ করে (বেল্: মিলিলোট্:) এবং মুখমণ্ডলে উত্তাপ আবির্ভূত হয় (ক্যামো:) ; বৃদ্ধি = হেঁট হইলে (কোর‍্যাল্: ভেরেট্: ইল্যাপ্স্:), কথা কহিলে (কফীয়া:) এবং গৃহবহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (লিলীয়াম্ টাই: স্ট্যাট্-কার্ব: র‍্যাণান্-বাল্‌বো:) ; উপশম = বদ্ধ উষ্ণ গৃহ মধ্যে বসিয়া থাকিলে। ললাটদেশ অত্যন্ত ভার ও নিরেট বোধ হয়, বিশেষতঃ মস্তক উত্তোলন করিয়া বসিবার চেষ্টা করিলে (ইগ্নে: ওপী:) ; বৃদ্ধি = নিদ্রার পর এবং কথা কহিলে (ক্যাক্টাস্: স্ট্যাট্-মিউ:) ; উপশম = উপবিষ্ট অবস্থায়, কিম্বা উচ্চ উপাধানে মস্তক রক্ষা পূর্ব্বক শয়ন করিলে। বিবমিষা সংযুক্ত শিরঃপীড়া (প্রাতে এক বা দুই সপ্তাহ অন্তর = ইগ্নে: নিকোল্:—প্রতি ৭ম দিবসে = স্যাবাড্: স্যাঙ্গুউ: সাইলি:—প্রতি ৮ম দিবসে = আইরিস্:-ভার্সি: ল্যাক্-ডিফ্লো:),—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসাদ জনক (স্যাঙ্গুউ:) ; ব্রহ্মতালু অত্যন্ত উত্তপ্ত অথচ চরণদ্বয় শীতল ; রোগী ব্রহ্মতলে নিরন্তর অগ্নির উত্তাপ অনুভব করে (গ্লোন্: হাইপিরিক্: অ্যা-মিউ: স্ট্যাট্-সল্‌ফ্: মিডহ্ন্: নক্স্-মস্:)। নিষ্পেষণকারী শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ শঙ্খ দেশে প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে (আর্জেণ্ট্-নাই: ব্রাই: নিকোলাম্: সোরিন্:)। মস্তিষ্ক যেন মাথার খুলির গাত্রে আঘাত করিতেছে এইরূপ বেদনা,—বিশেষতঃ হেঁট হইলে বা মাথা নাড়িলে (আর্স্: চায়না: গ্লোন্: ককীউ: জেল্‌সি: আইরিস্:)। মস্তকাভ্যন্তর হইতে চক্ষু ভেদ করিয়া যেন সূক্ষ্মাগ্র শলাকা বিদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার বেদনা। মস্তক যেন বিদীর্ণ হইতেছে বা সাঁটিয়া ধরিতেছে, চিড়িক মারিতেছে কিম্বা যেন তাড়ণী দ্বারা আঘাত হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (স্ট্যাট্-মিউ:)। প্রভাতে ললাটদেশ ভারবোধ জনক ও নিষ্পেষণকারী শিরোবেদনা (নক্স্-ভম্.), রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে (বেদনা বশতঃ রোগী অস্থির হইয়া পড়ে (আর্স্: বেল্: সিফিলিন্:)। শিরোবেদনা,—যেন ললাটদেশে একখণ্ড কাষ্ঠফলক আবদ্ধ রহিয়াছে (কার্ব্বো-অ্যান্: ডাল্‌ক্যা: রাস্-টক্স্: ইউজিন্: ক্রিয়ো: ওপী: প্ল্যাট্:)। ব্রহ্মতল যেন নিষ্পেষিত হইতেছে এইরূপ শিরোবেদনা,—যেন তদুপরে কোন গুরুভার দ্রব্য স্থাপিত আছে (ক্যাক্টাস্: গ্লোন্: ল্যাকে: ক্যাল্‌কে: ক্যানাব্ স্যাট্: অ্যা-অক্স্যাল্: অ্যালো: ফেল্যান্:)। ললাট কিম্বা রগের ভিতর হইতে বহির্মুখী বিদারণ বা সূচীবেধবৎ বেদনা ; বৃদ্ধি = আহারান্তে বা হেঁট হইলে ; উপশম = উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক জোরে টিপিয়া ধরিলে কিম্বা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইয়া চিন্তা বা অন্য কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিলে দুই রগ যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে এবং মস্তিষ্ক দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ বেদনা বোধ হয় (অ্যানাক্:)। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে

শূন্য বোধ হয় (ষ্ট্যাফ্ইঃ ম্যাগ্নেন্ঃ ন্যাট্-কার্ব্বঃ সিপীঃ); বৃদ্ধি=নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (ককীউঃ) এবং কথা কহিলে (ল্যাইঃ স্পাইজিঃ); উপশম=গৃহমধ্যে অবাস্থিতি কালে। প্রতি দিবস মাথা ধরে—বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ যন্ত্রণা হয় (চায়ণাঃ গ্লোন্ঃ ন্যট্-মিউঃ)। মস্তক বিশেষতঃ ব্রহ্মতলস্থিত অংশ, স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (অ্যা-নাইঃ সিঙ্কোঃ মার্কঃ ন্যাট্-মিউঃ); বৃদ্ধি=সন্ধ্যার সময়, শয্যার উত্তাপে এবং প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সময়; মস্তক কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা করে কেশমূল সকল স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (অ্যামন্-কার্বঃ কাৰ্ব্বো-ভেজিঃ কার্ল্‌স্‌বাড্‌ঃ)। মস্তকের ও কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎ হইতে শুষ্ক, দুর্গন্ধ, কচ্ছুবৎ শোণিতপাত-প্রবণ জ্বালাজনক উদ্ভেদ সকল উদ্গত হইয়া মস্তকে সঞ্চারিত হয়; উহা অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং ফাটা ফাটা; কণ্ডুয়নান্তে উত্তেজনার কথঞ্চিৎ উপশম হয়। আর্দ্র, দুর্গন্ধ উদ্ভেদ উদ্গত হইয়া তাহা হইতে পূয নিঃসৃত হয় এবং পীতবর্ণ চটায় পরিণত হয় (ওলিয়ান্ঃ গ্র্যাফ্ঃ হিপার্ঃ মার্ক্ঃ সাইলিঃ সোরিন্ঃ); ঐ উদ্ভেদ সকল অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উদ্রেক করে, শোণিতপাত প্রবণ এবং জ্বালা করে। মস্তকের কেশ শুষ্ক খশখশে এবং উঠিয়া যায় (সোরিন্ঃ থূযাঃ মিডহ্নন্ঃ অ্যা-ফ্লুঃ); মস্তকের ত্বক অত্যন্ত স্পর্শাসহ; সন্ধ্যার পর, শয্যায় দেহ গরম হইলে মস্তকের ভয়ানক কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় (বোভিষ্টাঃ)। মস্তকের পশ্চাৎ ও ব্রহ্মরন্ধ্র অতি বিলম্বে পূর্ণ হয় (ক্যাল্কে-ফস্ঃ সাইলিঃ)।

চক্ষু।—চক্ষু কিম্বা অক্ষিপুট প্রদাহ,—আক্রান্ত অংশ স্ফীত হইয়া উঠে, যোজিকা সকল আরক্তিম হয় এবং তন্মধ্যে ভয়ানক কুণ্ডয়ন জ্বালাও উত্তেজনা বা কর্‌করানি হইয়া থাকে (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্ঃ আর্জেণ্ট্-নাইঃ ক্যাল্কেঃ গ্র্যাফ্ঃ)। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে চক্ষু শুষ্ক এবং গৃহ বহির্দ্দেশে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে অশ্রুপাত হইতে থাকে (ক্যাল্কেঃ ক্যাম্ফোঃ ক্যাস্ট্যাঃ গ্র্যাফ্ঃ ন্যাট্-মিউঃ রাস্ঃ সাইলিঃ—গৃহ মধ্যে=সীপাঃ পল্সেঃ)। প্রাতে চক্ষু জ্বালা করে এবং অশ্রুপাত হইতে থাকে। চক্ষু বা চিত্রপত্রের প্রদাহ—দৃষ্টিশক্তির অতিচালনা বা দর্শনস্নায়ু মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য পীড়া। অক্ষিপুট প্রান্তে জ্বালা উত্তেজনা, শুষ্কতা ও কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। অক্ষিপুট যেন কাচচূর্ণের সহিত ঘৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বেদনা। অক্ষিপুটতল জ্বালা ও কর্কর করে,—যেন তন্মধ্যে ধূলিকণা পতিত হইয়াছে (আর্সঃ কষ্টিঃ হিপারঃ থূযাঃ)। রাত্রে অক্ষিপুট জুড়িয়া যায় (অ্যালোউঃ সিপীঃ অ্যাণ্ট্-ক্রুড্ঃ গ্যাম্বোঃ গ্র্যাফ্ঃ লিডাম্ঃ স্পঞ্জীয়াঃ সিফিলিনঃ থূযাঃ)। অক্ষিগোলক অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয় এবং যেন উহা অক্ষিপুট গাত্রে ঘৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। চক্ষু মধ্যে বিদ্ধকারী বেদনা (ল্যাকেঃ থূযাঃ) বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে। সন্ধ্যার সময় অক্ষিগোলক ব্যথা করিতে থাকে, তন্মধ্যে চাপ বোধ হয় এবং রোগী কিছু দেখিতে পায় না। অক্ষিপুটের উপর চতুষ্পার্শ্বে পূযবটী ও ক্ষত উৎপন্ন হয় (অ্যা-নাইঃ হিপারঃ সিলিঃ), চক্ষু লাল হইয়া উঠে, আলোক সহ্য হয় না এবং অশ্রুপাত হইতে থাকে। অক্ষিপুটপ্রান্ত ক্ষতযুক্ত (গ্র্যাফ্ঃ)। রোগীর চক্ষে রৌদ্র আদৌ সহ্য হয় না (অ্যাকোন্ঃ বেল্ঃ সিঙ্কোঃ আর্সঃ সাইকীউটাঃ ক্লিম্যাট্ঃ ইউফ্রেঃ জেল্সিঃ লিথীয়াঃ মার্কিরীয়াল্-পেরেন্ঃ)। অধ্যয়ন কালে চক্ষু মধ্যে জ্বালা করে (ক্রোকাস্ঃ লীলি-টাইঃ) এবং একটুতেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে

গ্র্যাফ্‌: মাইরিকা: ন্যাট্‌-আস্‌:)। যেন অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে দেখিতেছে এইরূপ অস্পষ্ট দৃষ্টি (কষ্টি: ক্রোকাস্‌: ন্যাট্‌-মিউ: লিথীয়া: আয়োড্‌: লরো: পেট্রোল্‌: ফস্‌: রাস্‌: ষ্ট্র্যামোন্‌:)। দৃষ্টি পথে কাল বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়ায় (অ্যাক্টীয়া: ককীউ: মার্ক্‌: ফস্‌:)। দৃষ্টি সমক্ষে কম্পমান আলোক দৃষ্ট হয় (আস্‌: বেল্‌: ক্যাল্‌কে-ফ্লু: কার্লস্‌বাড্‌: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: চেলিড্‌: হাইজস্‌: নক্স্‌-ভম্‌: সোরিন্‌:)। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়। চক্ষু মধ্যে কোন বাহিরের পদার্থ পতনজনিত অক্ষিপ্রদাহ (অ্যাকোনাইটামের পর প্রযোজ্য)। অক্ষিপুট স্ফীত হইয়া উঠে, কর্কর, পিট্‌পিট ও জ্বালা করে ; জলদিয়া ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয় (শীতল জল প্রয়োগে উপশম = অ্যাসেরাম্‌: ফর্মিকা: পল্‌সে:—জ্বালার উপশম = অ্যা-মিউ: অরাম্‌: নিকোলাম্‌: থুযা:)। অক্ষিমুকুরে বার্দ্ধক্য মণ্ডলের আবির্ভাব (অ্যাকোন্‌: পল্‌সে: ককীউ: ক্যালী-বাই: মার্ক: মস্কাস্‌:—হৃদ্রোগে = মস্কাস্‌:—নীলমণ্ডল = অ্যাকোন্‌: বাতাশ্রিত অক্ষিপ্রদাহ সহযোগে শ্বেত-নীলমণ্ডল = ককীউ:—ফ্যাকাসে = ক্যালী-বাই: উজ্জ্বল লালবর্ণ মণ্ডল = পল্‌সে:)।

কর্ণ।—প্রথমে শ্রবণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পরে হ্রাস হইয়া যায়। কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ, সোঁ সোঁ শব্দ (চায়না: গ্র্যাফ: লাই: ন্যাট্‌-মিউ: নক্স-ভম্‌:)। বাম কর্ণ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (আস্‌: কার্ব্বোণ-সল্‌ফ: কোণা: গ্র্যাফ: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব: অ্যাগার্‌: ফর্মিকা: স্যাবাড:)। কর্ণমধ্যে কণ্ডুয়ন (অ্যাগার্‌: অরাম: ব্যারাই: ইলাপ্স্‌: মার্ক-বিন্‌: হিপ্‌: ক্যালী-বাই: ক্রিয়ো:)। সন্ধ্যার পর শয্যায় শায়িত অবস্থায় কর্ণকূজন সহ মস্তকাভিমুখে শোণিত সঞ্চার (অরাম্‌: কার্ব্বোণ-সল্‌ফ: ওপী:)। দুর্গন্ধ পূযস্রাবী কর্ণস্রাব ; বাম কর্ণে অধিক দুর্গন্ধ পূযস্রাব (বোভি: সিষ্টাস্‌: হিপার: মার্ক-কর্‌: মার্ক-ডাল্‌: ক্যালী-মিউ: সোরিন্‌:)। প্রতি অষ্টম দিবসে কর্ণ হইতে সর্দ্দিজ স্রাব (হাইড্রাষ্ট্‌: মার্ক্‌-ডাল্‌:)। কর্ণ মধ্যে জল আলোড়ন শব্দ (পেট্রোল্‌. পল্‌সে:)। শিশুদিগের কর্ণ ঘোর লালবর্ণ হয়।

নাসিকা।—নাসিকা স্ফীত, আরক্তিম এবং প্রদাহান্বিত (বেল্‌ ফস্‌:) ; রন্ধ্রাভ্যন্তর ক্ষতান্বিত (অরাম্‌: সিপীয়া: ক্যালী-বাই: মার্ক: পেট্রোল্‌:)। ভয়ানক জলবৎ সর্দ্দিস্রাব এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি হয় (অ্যাকোন্‌: সীপা: স্যাঙ্গিউ:), বিশেষতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় (প্রাতে = সাইক্লে: নক্স্‌-ভম্‌: স্কীলা:—সন্ধ্যার সময় = সীপা: ক্যালী-কার্ব্ব: জিঙ্কাম্‌:)। গৃহবহির্দ্দেশে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে জ্বালাজনক সর্দ্দি বা আবির্ভাব হয় (আস্‌: অ্যা-নাই: কলোসিন্থ: আয়োড্‌: প্ল্যাট্‌: পল্‌সে: থুযা:),—গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে নাসিকা রুদ্ধ হইয়া যায় (প্ল্যাট্‌:)। নাসিকা ফোঁৎকার করিলে শোণিত সংমিশ্রিত শিকনি নির্গত হয় (অ্যা-কার্ব্বল্‌: ক্যালেড্‌:)। রন্ধ্রমধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ গাঢ়, পীতবর্ণ পূযবৎ শিকনি সঞ্চিত হয় (ক্যাল্‌কে: হাইড্রাষ্ট: হিপার: ন্যাট্‌-সল্‌ফ: রাস্‌: পল্‌সে:)। শিকনি অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট,—যেন কত কালের পুরাতন শ্লেষ্মা রন্ধ্রে জমিয়াছিল (পল্‌সে:)। নাসিকার উপর ব্রণ উদ্গম (কষ্টি: গ্রাফ্‌:)। নাসিকার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিল এবং কাল গর্ত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে (কাল গর্ত্ত = ড্রোসেরা: স্যাবাইনা:)। নাসিকা শুষ্ক। নাসাগ্র রক্তিমান্বিত এবং

চিক্কন (ফস্: বোর্:—লালবর্ণ=অ্যা-নাই: কার্ব্বো-অ্যানিম্: ল্যাকে: রাস্:—নাসাগ্র হইতে নাসামূল পর্য্যন্ত=ক্যালী-কার্ব:—নাসাগ্র এবং নাসাপুট=ক্যালী-কার্ব:, রাগ হইলে নাসাগ্র লাল হয়=ভিঙ্কা-মাই:)। রন্ধ্রাভ্যন্তর জ্বালা ও পিট্‌পিট করে,—যেন তন্মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে। বেলা ৩টার সময় রন্ধ্র হইতে শোণিতস্রাব (কার্ব্বো-অ্যান্:); তৎপরে নাসিকা অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু হইয়া থাকে। নাসাসন্ধি রন্ধ্রমধ্য হইতে উত্তপ্ত, জ্বালাজনক জল নিঃসৃত হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ম্লান এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা ব্যঞ্জক,—যেন কত কালের পর রোগ হইতে উঠিয়াছে (আর্স্: ম্যাঙ্গে: চিনিন্-সল্ফ্: ক্রিয়ো: ম্যাগ্-মিউ: নক্স্-মস্: ফস্: ফাইটো: সাইলি:)। চক্ষুর্দ্বয় কোটর প্রবিষ্ট এবং নীলিমাবেষ্টিত (আর্স্: চায়না: সিনা: লাই: ন্যাট্-কার্ব: ওলিয়্যান্: সিকেলী:)। মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও জ্বালা অনুভূত হয় অথচ রক্তিমা উদ্গত হয় না, কিম্বা গণ্ডদ্বয় সীমাবদ্ধ রাগ রঞ্জিত (আর্জেণ্ট্-নাই: ব্যাপ্টি: ক্রিয়ো: ট্র্যামোন্: ন্যাচ্‌নান:)। গণ্ডাস্থিমধ্যে চাপ ও উৎপাটনকারী বেদনা অনুভূত হয় (অরাম্: অ্যা-নাই: ল্যাকে: ম্যাগ্-কার্ব:)। মুখমণ্ডলে, বিশেষতঃ ললাটে, নাসিকা, উপরের ওষ্ঠ এবং চিবুকের উপর কৃষ্টমুখী ব্রণ উদ্গত হয় (বেল্: গ্র্যাফ্: ইউজিন্-য্যাম্: ন্যাট্-মিউ: সিপী:)। নীচের ওষ্ঠ অত্যন্ত স্ফীত এবং তদুপরে পীড়কা উদ্গত হয়। উপরে ওষ্ঠ এবং নাসিকার নিম্ন প্রান্ত শুষ্ক শল্কাবৃত, উহা খস্‌খসে এবং জ্বালাযুক্ত। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে উপরের ওষ্ঠের যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এইরূপ জ্বালা করে এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। চিবুকের চতুষ্পার্শ্বে পীড়কা সকল উদ্গত হয়। মুখের কোণে দদ্রুবৎ পীড়কাগুচ্ছ বাহির হইয়া থাকে (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: আর্স্:)। বিবর্দ্ধিত গ্রন্থির ন্যায় নিম্ন হনুর স্ফীতি ও ব্যথান্বিত ভাব এবং তন্মধ্যে আকর্ষণ ও চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা। বিসর্পবৎ স্ফীতি, স্ফীতি, দক্ষিণ কর্ণের নিকট আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডলের উপর সঞ্চারিত হয়। রোগীর ওষ্ঠদ্বয় পক্ক বিম্ববৎ লালবর্ণ, বিশেষতঃ শিশুদিগের ওষ্ঠের ঐরূপ বর্ণ।

মুখবিবর।—আকর্ষণ ও দপ্‌দপকারী এবং শলাকাবেধবৎ দন্তশূল,—বিশেষতঃ নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে কিম্বা ঈষন্মাত্র জলীয় বায়ু লাগিলে (ক্যাল্কে: চায়না: ম্যাগ্-কার্ব: ক্রিয়োজোট্:); শীতল জল লাগিলেও বেদনার বৃদ্ধি হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড্: ষ্ট্যাফাই:); নিম্নহনুতলস্থ গ্রন্থি মধ্যে বেদনা সহযোগে সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে বেদনাধিক্য। দন্তমাড়ী স্ফীত হইয়া তন্মধ্যে দপ্‌দপ্ করিতে থাকে। মাড়ী হইতে শোণিতপাত হয় (অ্যা-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: ল্যাকে: মার্ক: ন্যাট্-মিউ: ফস্:)। মুখের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত (ব্রাই: মার্ক: ন্যাট্-সল্ফ: নক্স-ভম: পল্‌সে:), আঠাময় (সাইক্লে: র‍্যাফেনাস্:), নক্কারজনক বা অত্যন্ত কটু (কার্ব্বো-ভেজি: ককাউ: পল্‌সে:), কখনও বা মিষ্ট (অ্যালাউ: ড্যাল্ক্যা মার্ক্: পল্‌সে:) কিম্বা তাম্রফলকের ন্যায় (ককাস্: মার্ক্: রাস: ন্যাট্-কার্ব: প্লাম্:), আবার কখনও বা অম্লাক্ত (আর্জেণ্ট-নাই: ইগ্নে: নক্স-ভম্: ফস্:); মুখের এই সকল স্বাদ বিকৃতি প্রাতেই অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। জিহ্বা,—(তরুণ রোগাধিকারে মধ্যস্থল শ্বেত লেপাচ্ছন্ন এবং অগ্রভাগ ও উভয় পার্শ্ব আরক্তিম

(থ্ল্যাস্পাই:—মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ লেপাচ্ছন্ন=আর্স: ক্যাম্ফা· কার্ডিউয়াস্: ন্যাট্-আর্স: পেট্রোল্: ট্রাামোন্:—মধ্যস্থল আরক্তিম উভয় পার্শ্ব শ্বেতবর্ণ কষ্টি: ক্যামো:); শ্বেত বা পীতবর্ণ (ইপিক্:) কিম্বা শুষ্ক কপিশ বর্ণ (আয়োড্: স্পঞ্জী: টিলীয়া:); পুরাতন রোগাধিকারে প্রাতে শ্বেত লেপ (ব্রাই: নক্স্-ভম্:) থাকে এবং যত বেলা হয় ততই উহা মিলাইয়া যায়। মুখমধ্যে এবং জিহ্বার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা সকল উদ্গত হয় (অ্যা-নাই· আর্স: ক্যালী-কার্ব:)। জিহ্বা অত্যন্ত জ্বালা করে (অ্যাকোন্: অ্যামন্-মিউ: এরাম্-ট্রাই: ক্যামো: ল্যাকে: মার্কিউরীয্যাল্-পেরেন্:)। মুখবিবর, জিহ্বা এবং তালু সমস্ত অত্যন্ত শুষ্ক এবং পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা। প্রভাতে মুখ শুষ্ক, তন্মধ্যে আঠা বাটিয়া থাকে এবং আস্বাদন শক্তি থাকে না। প্রাতে এবং আহারের পর মুখ হইতে অম্লগন্ধ বা পূতিগন্ধ নিঃসৃত হয়। মুখ মধ্যে লালা সঞ্চয় (মার্ক্:), লালা শোণিতময় (অ্যা-নাই:), কিম্বা লবণাক্ত (মার্ক্-কর: ফস্:); আহারের পর মুখে অত্যন্ত লালা সঞ্চয় হয় (অ্যালীয়াম্-স্যাট্: ক্যাষ্টর-ইকীউ: কষ্টি: ন্যাট্-সল্ফ্:)। মুখমধ্যে অত্যন্ত নক্কারজনক স্বাদ বিশিষ্ট অপর্য্যাপ্ত লালা উৎপন্ন হয় এবং রোগিণীর তজ্জন্য মহা অসুখ বোধ হয়।

গলমধ্য।—কণ্ঠাভ্যন্তর কর্কশ, ক্ষয়িতত্বকবৎ এবং শুষ্ক বোধ হয়। কণ্ঠ মধ্যে ত্বক-কর্ষণবৎ অনুভূতি এবং রোগী পুনঃ পুনঃ কাসিয়া গয়ার তুলিবার ও কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করে (অ্যামন্-কার্ব: কার্ব্বো-ভেজি: ফস্:)। গলক্ষত অধিকারে কণ্ঠমধ্যে ভয়ানক শুষ্কতা ও জ্বালা বোধ হয় এবং কণ্ঠের বাম পার্শ্বে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যথা আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাহা দক্ষিণ পার্শ্বে সংক্রমণ করে (ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: স্যাবাড্:—দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়=এরাম্-ট্রাই: লাই: পডো:); গলগ্রন্থিদ্বয় রক্তিমা ধারণ করে (অ্যাকোন্: এপীস্: লেল্: ফেরাম্-ফস্: জিম্নোক্লেড্:)। গলাধঃকরণ কালে (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট্-নাই: ব্রাই: ডলিকাস্: হিপার-সল্ফ্: স্যাবাড্: সাইলি:)। বোধ হয় যেন কণ্ঠনলী হইতে একটী গোলক উত্থিত হইয়া বায়ুনলী মুখ রোধ করিতেছে এবং তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ হয় (অ্যাসাফিট্: ফাইজস্: প্লাম্: লিসিন্:)। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে কণ্ঠনলী আঁটিয়া ধরে (বেল্: কিউপ্রাম্:)। অম্ল উদ্গার উঠিয়া গলা জ্বলিয়া যায়। কর্ণমূলীয় ও হনুতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়।

পাকাশয়।—সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা (সিনা: আয়োডাম্: মার্ক্: ফস্:); ক্ষুধার উদ্রেক হইবামাত্র আহার না করিলে মাথা ধরে (লাই: ক্যাষ্টোর্: সিষ্টাস্:) এবং আলস্য বোধ হয় বা দেহ এলাইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ অরুচি (সিঙ্কো· সাইক্লে: ফেরাম্: হাইড্রাষ্ট: ন্যাট-মিউ:)। পেট ভার ও পরিপূর্ণ বোধ হয় এবং আহার করিতে বসিলে কিছুই ভাল লাগে না (দুই এক গ্রাস খাইতে না খাইতে অরুচির উদ্রেক হয়=সাইক্লেম: লাই: রিউম্:)। সর্ব্বদাই তৃষ্ণা বোধ হয় (বেল্: ন্যাট্-কার্ব: দুগ্ধ পান বশতঃ—কিউপ্রাম্: বিশেষতঃ প্রাতে এবং আহারের পর (আর্স: নক্স্:) কেবল জল পান করে, অন্য কিছু খাইবার বড় রুচি থাকে না; আহার করিতে করিতে প্রতিবার অনেকটা করিয়া জলপান করে (ল্যাকেঃ অ্যামন্-কার্ব:)।

মিষ্টান্ন খাইতে ভাল বাসে (ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: ইপিক্: ক্যালী-কার্ব: লাই: ম্যাগ্-মিউ: রাস্:); ফ্যাকাশে বর্ণ কৃশকায় ও বৃহৎ-উদর শিশুদিগের অপরিমিত মিষ্টান্ন আহার জনিত পীড়া (ক্যাম্মো: ইগ্নে: মার্ক্: সেলিন্: থুযা:)। বুকজ্বালা (অ্যামন্-কার্ব: কোণা: আয়োড্: লাই: ন্যাট্-মিউ:)। অম্ল বা শূন্য উদ্গার,—বিশেষতঃ ভোজনের পর বা প্রাতে (অ্যাম্ব্রা: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি: নক্স্-ভম্: ফস্:); উদ্গারান্তে মুখে পচা ডিম্বের স্বাদ অনুভূত হয় (অ্যাগার্: আর্ণিকা: সোরিনাম্: সিপীয়া:)। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা করে (আর্স্: ক্যাপ্স্: ক্যাম্ফা: কার্ব্বো-ভেজি: সাইকীউটা: কোল্‌চি: আইরিস্: লোবেল্: ফস্: সিকেলী:)। বিবমিষা ও পাকস্থলী মধ্যে অস্বস্তি বোধ,—বিশেষতঃ প্রাতে (ক্যাল্‌কে: নক্স-ভম্: পল্‌সে:), ভোজনের পূর্ব্বে এবং মলত্যাগ কালে বমন—ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন (আর্স্ ব্রাই: ইউপেট্: ফেরাম্: ইগ্নে: লাই: নক্স্-ভম্: ফস্: পল্‌সে: স্যাঙ্গুই: ভেরেট্:),—বিশেষতঃ প্রভাতে (সিপী: প্লাম্:) এবং সন্ধ্যার সময় (পল্‌সে: কার্ব্বো-ভেজি:); প্রথমে জলবৎ, পরে ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন হয় (অ্যা-সল্‌ফ্: ইপিক্: নক্স্-ভম্: সিপী: সাইলি:); অম্লাক্ত পদার্থ বমন (ক্যাল্‌কে: কষ্টি: চায়না: লাই: ম্যাগ্-কার্ব্: নক্স্-ভম্: ফস্: সোরিন্: পল্‌সে: রোবিন্: ট্যাব্যাক্: ভেরেট্:); শোণিত বমন (আর্ণিকা: ক্যাক্ট্: কার্ব্বো-ভেজি: চায়না: ক্রোটেলাস্: ফেরাম্: হ্যামা: ইপিক্: ফস্: স্যাবাইনা:)। দুই এক গ্রাস খাইতে না খাইতে পেট পূর্ণ বোধ হয় (লাই: চায়না: ডিজিট্: ফেরাম্: ক্যালী-কার্ব্:),—তৎসহ রাত্রে হৃদ্‌স্পন্দন। বেলা ১১টা (বা ১২টার সময়) পাকাশয় শূন্য বোধ হয় এবং রোগী এত অবসন্ন হইয়া পড়ে যে তাহার আর বিলম্ব সহ্য হয় না, অবিলম্বে তাহাকে কিছু আহার করিতে দেওয়া চাই (বেলা ১০টা বা ১১টার সময় এইরূপ হইলে এবং আহারের পর উপশম বোধ হইলে=ন্যাট্-কার্ব:); দিবসে অনেকবার অবসন্নতা ও মূর্চ্ছোপক্রম অনুভূত হইয়া থাকে। মাংসে অরুচি (অ্যা-মিউ: চায়না: গ্র্যাফ্: নক্স্-ভম্: পেট্রোল্: সাইলি: পল্‌সে: সিপী:)। পাকাশয় ভার বোধ হয়; (ব্রাই: লাই: ন্যাট্-কার্ব: নক্স্-ভম্: পল্‌সে:)।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বা নিষ্পেষণবৎ বেদনা (বার্বা: ব্রাই: কার্ডীউ-য়াস্-মেরী: চেলিড্: ক্যালী-কার্ব: মার্ক: নক্স-ভম্: সিপীয়া:)। যকৃৎ স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে (কার্ডীউয়াস্-মেরী: চেলিড্: চায়না: ফস্:)। উভয় কোঁকেই অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া থাকে এবং স্পর্শ করিলে ও প্রাতে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (ইউপেট: রাস্: র‍্যাণান্-বল্বো:)। প্লীহা প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা (সিঙ্কোনা: কোণা: ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ:),—বৃদ্ধি=গভীর শ্বাস গ্রহণে (কার্ব্বো-ভেজি:) এবং পাদচারণকালে (হিপার্: রডো: সেলিন্:)। কাসিলে বাম কোঁকের মধ্যে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা (চেলিড্: কলোসিন্থ: ক্রোটন্: ফাইটো: প্টিলীয়া: র‍্যাফ:),—বায়ু নিঃসরণান্তে উপশম বোধ হয় (রাউমেক্স্:)। অন্ত্রমণ্ডলী বোধ হয় যেন পরস্পরের সহিত গ্রথিত হইয়া ডেলা ডেলা হইয়া গিয়াছে,—হেঁট হইলে ব্যথাধিক্য বোধ হয় (ইল্যাপ্স: পলিপো.—যেন পাকাইয়া ডেলা ডেলা হইয়াছে=ভেরেট্:)। অন্ত্রাশয় যেন শূন্য তন্মধ্যে এইরূপ হড়্‌হড় কুল্‌কুল্ শব্দ শ্রুত হয় (স্যাবাড্: সার্সা:)। উদর

স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে,—যেন তন্মধ্যে আধ্মান বায়ু হইয়া রহিয়াছে (কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: লাই:)। উদর স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (বেল্: কিউপ্রাম: মার্ক:) যেন তদভ্যন্তরে ক্ষতাদি হইয়াছে। কিছু পান বা আহার করিলেই অন্ত্রশূল আরম্ভ হয় এবং রোগী সম্মুখদিকে দেহ বক্র করিয়া দ্বিভাঁজ হইয়া যায় (কলোসিন্থ: কিউপ্রাম্:) ; মিষ্টান্ন ভক্ষণে বেদনার বৃদ্ধি হয় (ইগ্নে: চিনি খাইলে বৃদ্ধি হয়=অ্যা-অক্স্যাল্:)। তলপেটে ছুরিকাবেধবৎ বেদনা ও মলতারল্য। উদর হইতে মলদ্বারের দিকে চাপ বোধ হয়। বঙ্ক্ষণীয় বা কুচকীর গ্রন্থী সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠে (ম্যাক: বেল্:)। শিশুদিগের হাত পা সরু সরু এবং উদরটী বৃহৎ (অ্যাব্রোট্: আয়োড:)।

মলান্ত্র ও মল।—মলত্যাগ কালে মলান্ত্র মধ্যে জ্বালা ও চাপ বোধ হয়; মলত্যাগান্তে মলদ্বার জ্বালা করে (গ্যাম্বোজ্: ন্যাট্-সল্ফ: ফস্: ট্রম্বিড্:) মলান্ত্র মধ্যে ভয়ঙ্কর সূচীবেধবৎ বেদনা ও কীট সঞ্চালনবৎ সড়সড়ী,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় উপবিষ্ট অবস্থায়। মলান্ত্র ও মলদ্বার মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি। মলদ্বার আরক্তিম, প্রদাহন্বিত, এবং রক্তবর্ণ শিরাপূর্ণ। মলদ্বারের চতুষ্পার্শে রসসিক্ত, ক্ষয়িতত্বকবৎ ব্যথান্বিত এবং কণ্ডুতিযুক্ত পূর্ব্বাহ্নে উপবিষ্ট অবস্থায় মলদ্বারের চাপ বোধ ও কুন্থন। মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন মলান্ত্র মধ্যে কতকটা মল রহিয়া গেল (ডায়াডোম: ক্যালী-কার্ব: নক্স্-ভম্: জেল্সি: অ্যা-নাই:)। তরল মল-ত্যাগ কালে মলান্ত্র মধ্যে কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। বার বার বৃথা মলবেগ (কষ্টি: নক্স-ভম্: পল্সে: অ্যাম্ব্রো: কোণা: ল্যাক্-ডিফ্লো: ন্যাট্-মিউ:)। অর্শ,—অন্ধ (ইস্কাউ: নক্স: পল্সে: রাস্:) কিম্বা কালবর্ণ শোণিতস্রাবশীল (হ্যামো: ল্যাকে: অ্যা নাই:) ; কটি হইতে মলদ্বারাভিমুখে প্রবল নিম্নাকর্ষণ অনুভূতি,—বোধ হয় যেন কোমর খসিয়া যাইতেছে (ইস্কাউ: সিপীয়া: কোলিনসো: পডো: ন্যাট্-মিউ:)। নিরুদ্ধস্রাব অর্শ—তৎসহ অন্ত্রশূল, হৃদ্স্পন্দন এবং ফুস্ফুস্ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য কটিদেশ আড়ষ্ট বোধ হয়। মল,—কপিশবর্ণ জলবৎ এবং সার মিশ্রিত সবুজবর্ণ আমময় (মার্ক: পডো: ক্যামো: আর্জেন্ট-নাই: গুয়ারাণা: সোরিন্. এরাণ্ড-মরি:) ; শোণিতাক্ত আমময় (ক্যামো: পল্সে: মার্ক-কর:), অজীর্ণ (অ্যান্ট-ক্রুড: চায়না: ফেরাম্: মার্ক: ওলীয়্যান্: হিপার: রিউম্:) ; বিভিন্ন বর্ণের (ডাল্ক্যা: পডো: পল্সে) ; কখনও বা অত্যন্ত দুর্গন্ধ (অ্যা-বেন্: অ্যাসাফিট্: ক্যাল্কে ফস্: ক্রোটন্-টিগ্: পডো: পোরিন্: পল্সে), অত্যন্ত পেট ব্যথা করে ; মল জলবৎ, শ্বেতবর্ণ আমময় এবং অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ; প্রভাত হইতে না হইতে দৌড়াইয়া পায়খানায় যাইতে হয় (অ্যালো: পডো: —শয্যাত্যাগ করিয়া একটু এদিক ওদিক করিলেই মলবেগ উপস্থিত হয়, ব্রাই. ন্যাট্-মিউ: ন্যাট-সল্ফ: —শয্যা ত্যাগ মাত্রে=লাই: রডো:—শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই=অ্যালো: সোরিন্: রাউমেক্স:—মলবেগ বশতঃ রোগীর প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়=ক্যালী-বাই: পেট্রোল্:—ভোর ৬টার সময়=আর্জেন্ট-নাই:), যন্ত্রণারহিত বেগ ; দুর্গন্ধ জলবৎ এবং অজ্ঞাতসারে নির্গত হয় ; গণ্ডমালা দোষযুক্ত ধাতুবিশিষ্ট শ্লেষ্মাপ্রধান শিশুদিগের (কষ্টি: আয়োড্: সিষ্ট্যাস্-ক্যান্:—উপদংশ বিষদুষ্ট ধাতু সম্পন্ন=অ্যা-নাই:); বোধ

হয় যেন অন্ত্রমণ্ডলীর এরূপ বল নাই যেন মলের নির্গমন রোধ করে বা বেগ ধারণ করে। রোগী যেখানে যায় সেই খানেই মলের গন্ধ পায়, যেন তাহার বস্ত্রে মলত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছে। রাত্রে ভয়ানক কুন্থন ও পেট বেদনা সহ আমময় মল ত্যাগ হইয়া থাকে ; আমের সহিত সূত্রের ন্যায় শোণিত রেখা দৃষ্ট হয় (মার্ক্: নক্স্-ভম্: পডো: ট্রম্বিড্: কলোসিন্থ্:)। মলকাঠিন্য,—মল অত্যন্ত কঠিন এবং গুটিলাময়,—গুটিলা বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে (ব্রাই: ওপী:) ; কখনও বা বৃহৎ গুটিলাময়,—শিশু যন্ত্রণা হয় বলিয়া মলত্যাগের চেষ্টা করিতে বিরত হয় বা মলবেগ উপস্থিত হইলে ভীত হয়। কখনও উদারাময় এবং কখনও বা মলকাঠিন্য,—এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে (চেলিড্: নক্স্: পডো: অ্যাব্রোট্:), সমস্ত দিবস মলদ্বারে ধক্ ধক্ করিতে থাকে (সপ্তাহ যাবৎ প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়=ল্যাকেসিস্:—মলত্যাগান্তে= অ্যালীউ: বার্বা: ম্যাগ্নিনেলা:)। মল অত্যন্ত কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক,—যে অংশের উপর দিয়া নির্গত হয় সেই অংশই যন্ত্রণা বোধ হয় ; মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্ব আরক্তিম ও ক্ষয়িতত্বকবৎ প্রতীয়মান হয় (অ্যা-নাই: গ্যাম্বো: হাইড্রষ্ট্: ক্যামা: মার্ক্: এপীস্: নক্স্: রিউম্: আর্স্:)।

প্রস্রাব।—মূত্ররোধ (অ্যাকোন্: এপীস: ক্যান্থা: ডাল্ক্যা: লাই: নক্স্: ষ্ট্র্যামোন্:)। **পুনঃ পুনঃ** এবং হঠাৎ প্রস্রাববেগ,—বিশেষতঃ রাত্রি কালে (গ্র্যাফ্: লাই: মিডহ্বন্:), প্রতিবার প্রস্রাবও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছা বায়ুর প্রকোপান্তে অপর্য্যাপ্ত জলবৎ প্রস্রাব (পল্সে: গন্ধহীন=সীড্রন্:)। রাত্রি কালে শয্যামূত্র (ইকীউইসেটাম্: আর্ণি: অ্যা-বেন্জা: কষ্টি: ক্রিয়ো: পল্সে: সিপী: সাইলি:)। মূত্র দুর্গন্ধ এবং তদুপরে তৈলবৎ সর বা পলি ভাসে (ডাল্ক্যা: হিপ্: লাই: মিডহ্বন্: প্যারিস্:)। প্রস্রাবের সময় প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা করে (অ্যা-নাই: ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যান্থা: মার্ক্: নক্স্-ভম্: ইউভা:)। প্রস্রাবদ্বার রক্তিমাবর্ণ এবং প্রদাহান্বিত ; মূত্রও এত কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক যে নির্গমনকালে প্রস্রাবদ্বার জ্বালা করে, (অ্যা-বেন্জো: সিপার: লরো: মার্ক্-কর্:)। যন্ত্রণাজনক বেগ এবং অনেক বেগ দিবার পর রক্তাক্ত মূত্র নিঃসৃত হয়। মূত্রমার্গ হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। প্রস্রাবের পরেই আবার বেগ হয়,—যেন মূত্রাশয় যেমন পূর্ণ ছিল তেমনই আছে। মূত্রমার্গ মধ্যে সূচীবেধৎ বা বিদ্ধকারী বেদনা (এপীস্: ক্লিম্যাট্: মার্ক্: সিপীয়া:)। প্রস্রাব হইতে হইতে থামিয়া যায় (অ্যাগার: ক্লিম্যাট্: কোণা: জেল্:) কিম্বা স্বাভাবিক অপেক্ষা সূক্ষ্ম স্রোতে নির্গত হয় (অ্যা-নাই: ক্লিম্যাট্: গ্র্যাফ্:)। প্রস্রাব ঘোলা (এপীস্: ব্রাই: ক্যামো: ফস্: সিপী:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন এবং তদন্তে মূত্রমার্গ মধ্যে জ্বালা অনুভূতি। উপস্থ বা পুংলিঙ্গ উত্তাপরহিত ; রমণশক্তি অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় (অ্যাগ্নাস্:)। শৃঙ্গার শক্তির আধিক্য (ফস্:)। শিশ্নাবরক প্রদাহান্বিত, স্ফীত, আরক্তিম এবং জ্বালাযুক্ত তৎসহ মুদা (মার্ক্: মার্ক্-কর:)। শিশ্ন মধ্যে সূচীবেধবৎ (ভায়োলা-ট্রাই:) বেদনা। লিঙ্গমুণ্ড মধ্যে কণ্ডুতি (মেজর্: স্যাট্-সল্ফ্:)। অণ্ডকোষ শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে (ক্যাম্ফো: ক্লিম্যাট্:)। জননেন্দ্রিয় প্রদেশে দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (আয়োড্: মার্ক্: পেট্রোল্: থুয়া:)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মুষ্ক চুল্কাইতে থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—অত্যন্ত অকালে প্রকাশ হয় এবং স্রাবও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু দুই তিন দিবস স্রাবের পর বন্ধ হইয়া যায়; কখনও বা অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয়; ঋতু রোধ (অ্যাক্টীয়া: পল্‌সে)। শোণিত গাঢ়, কালবর্ণ এবং কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক,—উরুতে লাগিলে উরু ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে (অ্যামন্‌-কার্ব: ল্যাকে: ন্যাট্‌-সল্‌ফ্:)। ঋতুর সময় শিরোবেদনা, মস্তকে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য এবং নাসিকা হইতে শোণিতপাত হইয়া থাকে (ব্রাই: ন্যাট্‌-সল্‌ফ্:), উদরোদ্ধপ্রদেশে চাপ বোধ হয়। ঋতুর প্রাক্কালে মাথা ধরে (অ্যাকোন্: ব্রাই: ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাই: ন্যাট্‌-মিউ: প্ল্যাট্:); তাহার বুক অত্যন্ত ভার বোধ হয় (ব্রোম্: ল্যাকে:) এবং রোগিণী পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাস গ্রহণ করে। প্রদর স্রাবারম্ভের পূর্ব্বে তলপেট ব্যথা করিতে থাকে; স্রাব পীতবর্ণ শ্লেষ্মাময় (আর্জেণ্ট-নাই: অ্যালাউ: গ্র্যাফ্: হাইড্রাষ্ট্: ক্যালী-আয়োড্: পল্‌সে: সিপী:) এবং ত্বকক্ষয়-কারক (অ্যালীউ: অ্যামন্‌-কার্ব: বোভি: ক্রিয়ো: ল্যাকে: লাই: ন্যাট্‌-মিউ: সিপী:)। যোনি মধ্যে জ্বালা বশতঃ রোগিণী স্থির থাকিতে পারে না (বার্ব্বা: ক্যান্থা: অ্যা-নাই:)। জননেন্দ্রিয়ের চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত বিরক্তিজনক কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাসজ্ঘ উদ্গত হইয়া থাকে (রাস্: ক্যাল্‌কে:)। স্তন বিসর্পগ্রস্তের ন্যায় স্ফীত ও প্রদাহান্বিত হয় (রাস্‌-টক্স্:), স্তনদ্বয় আরক্তিম, উত্তপ্ত, অনমনীয়, বৃন্ত হইতে চতুর্দ্দিকে রক্তিম রেখা সকল দৃষ্ট হয় এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (বেল্: ফাইটো:)। প্রসবান্তে অর্শ আবির্ভাব। জরায়ুস্রাব; পূর্ব্বে কবে একবার গর্ভস্রাব হইয়াছিল তাহার পর হইতে প্রায়ই শোণিতস্রাব হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও কর্কশ, বিশেষতঃ প্রাতে (অ্যাসিমিনা-ট্রাই: কষ্টি: ফস্:); স্বর লোপ (অ্যালীউ: আর্জেণ্ট-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি:)। কণ্ঠ মধ্যে কর্কশতা ও ত্বক-কর্ষণানুভূতি (অ্যা-নাই: চায়না: ক্রিয়ো:) বক্ষমধ্যে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয় (অ্যাণ্ট-টার্ট্: ইপিক্:) হয় তজ্জন্য কাসির উদ্রেক হয় (ক্যামো: নক্স্‌-ভম্:)। কথা কহিলে হাঁপাইয়া যায় (কষ্টি: ড্রোসেরা:); বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালেও শ্বাসাল্পতা অনুভূত হয় (আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: প্রুণাস্: সোরিন্: সিপীয়া:—দ্রুত পাদচারণে=ন্যাট্‌-মিউ: পল্‌সে: সাইলি:)। প্রায়ই রাত্রে শ্বাসরোধোপক্রম হইয়া থাকে (অ্যাণ্ট্‌-টার্ট: আর্স্: চায়না: ইপিক্: লাই: ল্যাকে: ফস্: স্যাম্বিউ:),—গৃহের দ্বার ও বাতায়ন সমস্ত খুলিয়া দিতে বলে (ল্যাকে: ক্লোরাম্: গৃণ্ডি: জেল্: ল্যাক্‌-ক্যান্: ওপী: স্পঞ্জী:); হঠাৎ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (ক্যালী-আয়োড্: ল্যাকে:)। বাম বক্ষ হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয় (ক্যালী-নাই: লাই: স্পাই: ক্যালী-কার্ব: গুয়াকে: মাটাস্‌-কম্: পিক্স্‌-লিক্: থিরিড্:—বাম পৃষ্ঠফলক হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা দেহ ভেদ করিয়া বক্ষ প্রাচীরে উপস্থিত হয়=চিনোপোড্‌-গ্নাকাই:)। বাহু পশ্চাদ্দিকে লইয়া গেলে শ্বাসাল্পতা ও শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয় (বাহুদ্বয় দেহের যত নিকট নীত হয় শ্বাসকৃচ্ছ্র ততই বৃদ্ধি পায়=সোরিনাম্:)। সর্দ্দি এবং জলবৎ স্রাব, শীতার্ত্ততা, বক্ষমধ্যে ক্ষতান্বিত ভাব এবং কাসি। কাসি,—গলরোধক (অ্যাণ্ট-টার্ট: অ্যামন্‌-মিউ: কিউপ্রাম্:

ড্রোসেরা: কেয়োলিন্: ল্যাকে: পল্‌সে: স্যাম্বাউ:), এবং ক্রুকক্রুকে ও শুষ্ক। কাসিলে বক্ষ মধ্যে বাম পৃষ্ঠফলকতলে সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয় (চেলিড্: ক্যালী-কার্ব: ব্রাই: মার্টাস্: মার্ক: সিপীয়া:); স্বরভঙ্গ সহ শুষ্ক কাসি, কণ্ঠ শুষ্ক এবং জলবৎ সর্দ্দি স্রাব (অ্যা-নাই: সীপা: ইউফ্রে: ক্যাল্‌কে: কোল্‌চি: স্কীলা:); কাসিলে বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে (অ্যাণ্টি-টার্ট. ক্যামো: ড্যাল্‌ক্যা: ইপিক্: ন্যাট্র-মিউ: সিপী: স্কীলা:); তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত কাসি, কাসিলে বক্ষমধ্যে চাপ বোধ হয়; গাঢ় শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হয়; বায়ুনলী মধ্যে শ্লেষ্মাকূজন শ্রুত হয় এবং স্বর ভগ্ন হইয়া থাকে; গয়ার ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট এবং সবুজবর্ণ তাল তাল শ্লেষ্মাময় (ম্যাঙ্গেনাম্: সাইলি: ষ্ট্যাণাম্:); রক্তাক্ত পূযময় গয়ার উত্থিত হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে: ড্রসেরা: হিপার্: সাইলি:)। কাসির সময় শিরোবেদনা,—যেন মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে কিম্বা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে (ব্রাই: ক্যাপ্স্: ন্যাট্র-মিউ: স্কীলা: স্যাঙ্গুই:); কখনও বা বমন হয় (ইপিক্:) এবং কখনও বা উদর মধ্যে বোধ হয় (কার্ব্বো-অ্যান্: ল্যাকে: ফস্: স্কীলা:)। সন্ধ্যার পর শয়নান্তে শুষ্ককাসি (অ্যালীউ: ক্যাপ্স: ষ্ট্যাণাম্:) কিম্বা কাসিতে কাসিতে রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (অ্যাকোন্: অ্যারেলীয়া: আর্স্: বেল্: কষ্টি: ল্যাকে: সিপী: সাইলি: স্যাঙ্গুই:)। কণ্ঠমধ্যে ক্ষতান্বিত ভাব বশতঃ কাসির উদ্রেক হয় (ব্রোম: ক্লোরাম:)। যেন স্বরনলী মধ্যে পালকের কুঁচা রহিয়াছে এইরূপ কণ্ডুয়ন বশতঃ কাসি আইসে (অ্যামন্-কার্ব: লাই:); সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে আদৌ শ্লেষ্মা উঠে না কিন্তু প্রাতে ও দিবাভাগে ঘোর লাল শোণিতময়, (ক্যামো: ক্রোকাস্: নক্স্:), কিম্বা পীতবর্ণ বা হরিতাভ পূযময় (ফস্: পল্‌সে: সিলি: ষ্ট্যাণাম্:) বা দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ (আর্স্:) কিম্বা জলের ন্যায় (গ্র্যাফ: ল্যাকে: মার্ক: ষ্ট্যাণাম্:) শ্লেষ্মাময় গয়ার উত্থিত হয়; উত্থিত কফের স্বাদ সাধারণতঃ ঈষৎ অম্লাক্ত (ষ্ট্যাণাম: ন্যাট্র-মিউ: ফস্: পল্‌সে:) কোন কোন স্থলে পূতিময় (ষ্ট্যাণাম্: ক্যামো: ল্যাকে:), স্বাদহীন (আর্জেণ্ট: সিষ্টাস্: সিনা:) কিম্বা লবণাক্ত (লাই: পল্‌সে: ষ্ট্যাণাম্:) কিম্বা ন্যক্কার জনক বহুকালের পুরাতন পচা কফের ন্যায়।

বক্ষ।—বক্ষ মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য (ক্যাক্টাস্: ক্যাম্ফো: মিলিফোল্: ফস্:)। দক্ষিণ বক্ষ মধ্যে বোধ হয় যেন একখণ্ড বরফ রহিয়াছে। সূচীবেধবৎ বেদনা বাম বক্ষ হইতে দেহ ভেদ করিয়া বাম পৃষ্ঠফলকে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (ব্রাই. পিক্স্-লিক্: মার্টাস্-কম্: থিরিড্: ক্যালী-কার্ব:); বৃদ্ধি=চিৎ হইয়া শুইলে রীউমেক্স্:) এবং দেহের বা বক্ষের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে (ব্রাই: স্পাই: র‍্যাণান্-বাল্‌বো: ক্যাল্‌কে:)। ফুসফুস্ প্রদাহ বা কোন গুরুভার দ্রব্য উত্তোলন বা মচকাইয়া যাওয়ার জন্য বক্ষমধ্যে ব্যথা। বক্ষ মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হইয়া উহা মুখমণ্ডলে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। কাসিলে বা প্রগাঢ় শ্বাস গ্রহণ করিলে বক্ষ বোধ হয় যেন চূর্ণ হইয়া যাইবে। বক্ষ মধ্যে অবসন্নতা বোধ,—সন্ধ্যার পর শায়িত অবস্থায় এবং কথা কহিলে (অ্যা-ফস: কার্ব্বে-ভেজি: ষ্ট্যাণাম্:)। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহের মধ্যাবস্থায় রসক্ষরণ (স্যাঙ্গুই:)।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদস্পন্দন,—মহা উদ্বেগজনক (অ্যাকোন্: আর্স্: ক্যাল্‌কে: স্পাই: ফস্:); নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপন্ন করে (ক্যাল্‌কে: ন্যাট্র-মিউ: সোরিন্:); বৃদ্ধি=

(আর্স্: ক্যাল্‌কে: মার্ক: ভেরেট্:), শায়িত অবস্থায় (নক্স্: ভেরেট্:) এবং সোপান বা পর্ব্বত আরোহণ কালে (আর্স্: অ্যা-নাই: ক্যাক্টাস্: ক্রোকাস: ন্যাট্-মিউ: ন্যাট্-কার্ব: অরাম্-মিউ: কোকা: থাইরইডিনাম্:)। রোগীর মনে হয় যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে (ল্যাক: মিডহ্নন্: নাড়ী পুষ্ট, অনমনীয়=বার্বা: ক্যালী-কার্ব: নক্স্:) এবং দ্রুতগতি ; সময়ে সময়ে সবিরাম=ডিজিট্: কার্ব্বো-ভেজি: সীড্রন্: ক্যালী-কার্ব: ক্যাল্মীয়া: ক্রিয়ো: লাইকোপাস্-ভার্জি: ষ্ট্র্যামোন্: ট্যাবাক্: ভেরেট্-ভির্:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে বোধ হয় যেন কশেরুকা সকল পরস্পরের উপর নড়িয়া বেড়াইতেছে। গ্রীবার কশেরুকা সকল মট্‌মট্ করে—বিশেষতঃ দেহ পশ্চাদ্দিকে হেলাইলে (মাথা নাড়িলে=ন্যাট্-কার্ব: নিকোলাম্:—মস্তক উত্তোলন করিলে=ওলী-অ্যান্:—গ্রীবা সঞ্চালনে=চেলিড:)। গ্রীবা বা পৃষ্ঠ অত্যন্ত আড়ষ্ট বোধ হয় (অ্যাগার্: কষ্টি: রাস্: জিঙ্কাম্)। আসন হইতে উঠিবার সময় নিতম্ব ব্যথা বোধ হয় (ক্যাম্ফা: পল্‌সে: রাস্:)। গ্রীবার গ্রন্থি সকল প্রদাহান্বিত হইয়া গিয়াছে এইরূপ বেদনা (পল্‌সে: রাস্: ভারি দ্রব্য উত্তোলন বশতঃ=ক্যাল্‌কে: বাম পার্শ্ব=কোণা:)। মেরুদণ্ডের বক্রতা (ক্যাল্‌কে: সাইলি: ফেরাম্: আয়োড:) এবং কশেরুকা সকল কোমল হইয়া যায়। পৃষ্ঠফলক, পৃষ্ঠ এবং নিতম্বদেশে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি।—বামস্কন্ধ যেন মচ্‌কাইয়া গিয়াছে বা তাহাতে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ ব্যথাযুক্ত (চেলিড: নিকোলাম্: ভেস্পা:)। স্কন্ধ মধ্যে, বিশেষতঃ বাম স্কন্ধে, বাতাশ্রিত বেদনা (লিডাম্: মিডহ্নন্:)। স্কন্ধে ও সন্ধিমধ্যে যেন ছুরিকাদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা, বিশেষতঃ রাত্রে (বেল্: মার্ক:)। বাহু ও হস্ত মধ্যে আকর্ষণ ও উৎপাটনাবৎ বেদনা (কষ্টি: গ্র্যাফ: ম্যাগ্-মিউ:)। বগল মধ্যে রশুনগন্ধ ঘর্ম্মোদ্গম হয় (ল্যাকে: টেলীউ: অস্মীয়াম্:—পলাণ্ডুগন্ধ=বোভিষ্টা:)। হস্তের, বিশেষতঃ অঙ্গুলি সন্ধির উপরিস্থিত এবং করতলের, ত্বক ফাটিয়া যায় (ক্যাল্‌কে: ক্যালোণ্ডীউ: গ্র্যাফ্: পেট্রোল্: রাস: সার্সা:)। অঙ্গুলির উপর পুরু লালবর্ণ শীতস্ফোটক বা পাঁকুই (অ্যাগার্: পেট্রোল্: অ্যা-নাই: লাই:)। মণিবন্ধ যেন মুচড়িয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত (আর্ণি: কার্ব্বো-অ্যান্: সিনা: ল্যাকে: রডো:), বিশেষতঃ প্রাতে। করতল ভয়ানক জ্বালা করে (ল্যাকে: মিডহ্নন্: স্যাঙ্গুই:)। হস্তের ত্বক শক্ত, শুষ্ক এবং বিদারিত (ন্যাট্-মিউ:)। নখমূল হইতে প্রায়ই ছাল উঠে (ন্যাট্-মিউ: থুয়া:)। করপৃষ্ঠে কণ্ডুয়ন জনক পীড়কা উদ্গম। নখের চতুষ্পার্শ্বে ঘা হয়। পাদচারণকালে পদদ্বয় ক্ষীণ ও ভার বোধ হয় ; উরুশিখরে ভয়ানক তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা ; বৃদ্ধি=স্পর্শ করিলে বা সঞ্চালনে, শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে ; রোগী শয্যা হইতে উঠিতে পারে না। পাদচারণকালে উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে ক্ষতযুক্ত হয় এবং তন্মধ্যে কণ্ডুয়নের উদ্রেক হইয়া থাকে (ইথীউ: লাই:)। রজঃস্রাব কালে উরুদ্বয়ের মধ্যস্থল ক্ষয়িতত্বক হইয়া থাকে (অ্যালীয়াম্-স্যাট্: গ্র্যাফ্: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-সল্‌ফ: সার্সা:)। জানু এবং গুল্‌ফসন্ধি আড়ষ্ট হইয়া যায় (পেট্রোল্: স্লিপী:)। পাদবিক্ষেপ কালে জানুর ভাঁজ মধ্যে যেন সাঁটিয়া ধরে (কষ্টি: নক্স:)।

জঙ্ঘাডিমাতে এবং পদতলে খাল ধরে (কার্ব্বো-ভেজি: সেলিন্:), বিশেষতঃ রাত্রে (ক্যাল্কে: ক্যাম্ফো: নক্স-ভম্: সাইলি:); বেড়াইবার সময়েও ডিমাতে ব্যথা বোধ হয়,—যেন পেশী সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। পদতল ভয়ানক জ্বালা করে (ল্যাকে: স্যাঙ্গিউ: মিডহ্ন্: স্যানিক্:) ; পুনঃ পুনঃ পদতল অনাবৃত করিতে চেষ্টা করে (ক্যামো:)। কদর বা কড়া,—তন্মধ্যে ব্যথা করে ও সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: টিলীয়া:)। পদতল অত্যন্ত শীতল এবং শীতল স্বেদার্দ্র (ক্যাল্কে:), পা ঘামে (ক্যাল্কে: মার্ক: সাইলি: অ্যা-ফ্লু: অ্যা-নাই: পেট্রোল্:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—হস্তপদাদিতে যখন তখন ঝিঁঝিঁ ধরে (সিপী: সাইলি:) বিশেষতঃ শায়িত অবস্থায়। প্রত্যঙ্গাদি অত্যন্ত ব্যথান্বিত বোধ হয় এবং তন্মধ্যে আকর্ষণ ও বিদারণবৎ বেদনা (ব্রাই: কলোসিন্থ: লিডাম্: লাই: মার্ক:)। প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালন কালে পেশী সকল বোধ হয় যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে। সন্ধি সকল ক্ষীণ, মট্ মট্ করে এবং কখনও বা স্ফীত হইয়া উঠে। শিশু লাফাইয়া উঠে, চমকাইতে থাকে এবং ভয়ঙ্কর চীৎকার করে। থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত বা আলোড়িত হইয়া উঠে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসাদ ; কথা কহিতে ক্লান্তি বোধ করে। দিবাভাগে, শিশুকে স্তন্য পান করাইবার পর কিম্বা রাত্রি জাগরণের পর নিদ্রালুতা সহ প্রায়ই অত্যন্ত অবসন্নতা ও মূর্চ্ছোপক্রম অনুভত হয়। মৃগী, দেহ ও প্রত্যঙ্গাদি আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং প্রকোপ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বাহ্নে বোধ হয় যেন একটা ইন্দুর বাহুদিয়া উঠিয়া পৃষ্ঠে গেল (ক্যাল্কে:)। টল্টলায়মান গতি ; হস্ত কম্পন রোগী সোজা হইয়া চলিতে পারে না, একটু কোলকুজো। শীতল, নির্ম্মল বায়ু সহ্য হয় না,—ঠাণ্ডা লাগে (ক্যাল্কে: ক্যালী-কার্ব: ফস্: সাইলি:)। সোজা হইয়া দাঁড়ান অতি কঠিন ব্যাপার। শিশু স্নান করিতে হইলে বা তাহার গাত্রমার্জ্জনা করিলে অত্যন্ত বিরক্ত হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড: সোরিন্:)। শুষ্ক, লোলত্বক, গ্রন্থি স্ফীতিপ্রবণতা,—গ্রন্থি স্ফীত ও অনমনীয় কিম্বা তন্মধ্যে পুয উৎপন্ন হয়। পুনঃ পুনঃ গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলেও রোগীর গাত্রের দুর্গন্ধ যায় না (সোরিন্:)। অস্থিপোষণাভাব জনিত পীড়াদি। শিশু দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন কত বয়স হইয়াছে। রোগী ছট্ফট্ করে, রাত্রে তাহার গাত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং কিছুতে গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চাহে না, পুনঃ পুনঃ দূরে নিক্ষেপ করে (হিপার্: স্যানিক্:) ; হাত পা সরু, পেট মোটা। পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল রোগ ; রোগী বেশ আরোগ্য লাভ করিল কিন্তু আবার দুইচারি দিবস পরে সেই রোগ দেখা দিল। ব্রহ্মতল হইতে অগ্নি ছুটিতেছে এইরূপ অনুভূতি। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত অথচ রক্তিমাশূন্য ; প্রস্রাব অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, মূত্রনলী দগ্ধ করিয়া নির্গত হয়। দিবসে যখন তখন দেহে উত্তাপ আবির্ভাব হয়, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে, অবসন্ন হইয়া পড়ে ; একটু ঘর্ম্ম হইলে আবার সব ভাল হইয়া যায়।

ত্বক।—মহা সুখদায়ক কণ্ডুয়ন, কণ্ডুয়নান্তে কণ্ডুতির নিবৃত্তি হয়, জ্বালা করিতে থাকে এবং ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূতি উৎপন্ন করে (অ্যা-কার্ব্বল্:)। চুলকাইবার সময় মহা আরাম

বোধ হয়। শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে কণ্ডুতির উদ্রেক হয় (মার্ক:); প্রত্যঙ্গাদির ভাঁজ মধ্যে ত্বকক্ষয় (লাই:)। স্ফোটক, একটীর পর আর একটী এইরূপ উপর্য্যুপরি উদ্গত হয় এবং প্রতিবারে অনেক গুলিন করিয়া দেখা দেয় (আর্ণিকা: ক্যাল্‌কে-পাই: অ্যাণ্ট-ক্রুড্: অ্যাষ্টি-রীয়াস্-রীউ:)। রসগুটী ও দদ্রুবৎ উদ্ভেদ উদ্গত হয় এবং তন্মধ্যে অত্যন্ত কণ্ডুতি ও জ্বালার উদ্রেক হইয়া থাকে (ক্রোটন্: মার্ক: রাস্:)। সর্ব্বাঙ্গে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সড়সড়ী উদ্রেক হয়। দেহের কোন অংশে একটু আধটু করিয়া ছিড়িয়া গেল সেই ক্ষত স্থান প্রদাহযুক্ত এবং তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হয়। স্ফীত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাকীর্ণ পার্শ্ব-বিশিষ্ট ক্ষত হইতে সামান্য কারণে শোণিতপাত হয় এবং তন্মধ্য হইতে দুর্গন্ধ পূয নির্গলিত হইয়া থাকে (হিপার: মার্ক: মেজের্: সোরিন্:)।

নিদ্রা।—বিকালে এবং সূর্য্যাস্তের পর দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ এবং রাত্রে অনিদ্রা (সাম্বাল্:)। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। রোগী নিদ্রিত অবস্থায় ছট্‌ফট্ করে এবং পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে। অনেক রাত্রে নিদ্রা আইসে। নিদ্রিত হইবামাত্র ভয়ানক চমকাইয়া উঠে। (আর্স্: বেল্: হায়ো:)। স্পষ্ট, ভীতিপ্রদ, বিরক্তি ও উদ্বেগ জনক স্বপ্ন সকল দৃষ্ট হয় (আর্ণি: অরাম্: পল্‌সে:)। অন্ত্রশূলাধিকারে উন্মীলিত নয়নে নিদ্রা যায় (ক্যামো: ইপিক্: ক্রিয়ো: ষ্ট্র্যাম্:)। নিদ্রিত অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে (আর্ণি: বেল্: সিপী: সাইলি:)। চমকাইয়া বা চীৎকার করিয়া জাগ্রত হয় (এপীস্: পল্‌সে:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—অভ্যন্তরিক শীত, তৃষ্ণা থাকে না; অধিকাংশ স্থলে সন্ধ্যার সময় শীত আবির্ভূত হয় এবং মাথা ধরে (সিপীয়া:); কোন কোন সময়ে শীতের পর উত্তাপ বা তৃষ্ণা আবির্ভূত হয় না (বোভিষ্টা:); সন্ধ্যা ব্যতীত অন্য সময়েও শীত বোধ হইতে পারে। বাহ্যিক শীত এবং যুগপৎ উত্তাপ ও মুখমণ্ডলে রক্তিমা প্রকাশ হয়; উত্তাপ আবির্ভাবের পরেই তৃষ্ণার উদ্রেক হয়; শীতাবস্থায় জননেন্দ্রিয় প্রদেশ তুষারবৎ শীতল হইয়া থাকে। শীত পদের অঙ্গুলি হইতে পৃষ্ঠ বহিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে সঞ্চারিত হয় (কার্ব্বো-ভেজি: (ন্যাট্র-মিউ: সিপী:)। উত্তাপাবস্থা,—তৃষ্ণা থাকে না; অপরাহ্লে বা সন্ধ্যার সময় প্রকাশ পায়; কর ও পদতল যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে, কিম্বা চরণদ্বয় শীতল এবং পদতল অগ্নিবৎ জ্বালাযুক্ত; রোগী পুনঃ পুনঃ পদদ্বয় অনাবৃত করিয়া রাখিবার জন্য শীতল স্থান অন্বেষণ করে। থাকিয়া থাকিয়া মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে অথচ সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ অনুভূত হয় (সিপীয়া:)। যখন তখন দেহে তীব্র উত্তাপের সঞ্চার হয় এবং তৎপরে একটু ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া উত্তাপের লাঘব করে কিন্তু রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। "প্রবল এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বর; গাত্রত্বক শুষ্ক, উত্তপ্ত এবং জ্বলিতে থাকে; উত্তাপ ১০৩° হইতে ১০৫° পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে; দিবসে বা রাত্রিকালে উত্তাপের ঈষৎ লাঘব হয় কিম্বা আদৌ হয় না; বোধ হয় যেন রোগী জ্বরের তীব্র উত্তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে" (এইচ্. সি: অ্যালেন্:)। ঘর্ম্মাবস্থা,—রাত্রে বা শেষরাত্রে ঘর্ম্মোদ্গম হয়। রাত্রে সর্ব্বাঙ্গ অম্লগন্ধ ঘর্ম্মে ভাসিতে থাকে এবং রোগী নিদ্রিত অবস্থায় ছটফট করে; সন্ধ্যার সময় হস্তেই অধিক স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে;

রাত্রে শিরোপশ্চাতে এবং গ্রীবাপৃষ্ঠেই ঘর্ম্মের আধিক্য দৃষ্ট হয়। বিজ্বরাবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে এবং তাহার ব্রহ্মতল হইতে অগ্নি ছুটিতে থাকে।

বৃদ্ধি।—নিষ্পেষণে; স্পর্শ করিলে; স্থির হইয়া থাকিলে; দাঁড়াইলে; হেঁট হইলে; বাহু সঞ্চালনে; প্রতি পদবিক্ষেপে; গাত্রোত্থান করিলে; সোপানারোহণে; কথা কহিলে; গৃহ মধ্যে; নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে; প্রবল জলীয় বায়ু লাগিলে; উত্তাপে, রৌদ্রে, গাত্র ধৌত করিলে বা স্নান করিলে; শীতল দ্রব্যাদি পান বা আহার করিলে (তৃষ্ণা:); ঝড়বৃষ্টি আরম্ভের প্রাক্কলে; নিদ্রার পর; দুগ্ধ পান করিলে; আহারের পর ও পূর্ব্বে; ঋতুর পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে; নীচের দিকে দৃষ্টি করিলে; বহমান জলের স্রোত পার হইবার সময় এবং সন্ধ্যার সময় বা রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ও বাহু উত্তোলন করিলে।

উপশম।—শুষ্ক, উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে; দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে (বাম পার্শ্বে=ষ্ট্যাণাম্:); দেহ সঞ্চালনে; শীতল জল প্রয়োগে (শিরোবেদনা); উষ্ণ দ্রব্যাদি আহারে এবং আহার করিবামাত্র।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ—অ্যা-নাই: অ্যাকোন্: ক্যাম্ফো: ক্যামো: সিঙ্কো: আয়োড্: মার্ক্: পল্সে: রাস্: সল্ফার:।

অনুকূল-সম্বন্ধ।—আর্স্: বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে: লাই: মার্ক্: ফস্: পল্সে: রাস্: সার্সা: সিপীয়া: এবং সিলিসিয়া:।

অনুপূরক।—অ্যালোজ: অ্যাকোন: নক্স্: পল্সে:।

পর্য্যায়।—সাল্ফারের পর ক্যাল্কেরীয়া-কার্ব: এবং তৎপরে লাইকোপোডীয়াম্: এইরূপ নিয়মে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। স্থান বিশেষ সাল্ফরের পর সার্সা: ও তৎপপে সিপীয়া: এরূপ ব্যবহারও সমীচীন। সল্ফারের পূর্ব্বে ক্যাল্কেরীয়ার: ব্যবহার নিষেধ।

সদৃশ।—অ্যা-নাই: অ্যালো: আর্স্: বেল: ক্যাল্কে: সিঙ্কো: কোলচি: হিপার্: আয়োড্: লাই: মার্ক্: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম্: ফস্: সোরিন্: পল্সে: রাস্-টক্স্: সিপী: সাইলি:।

তুলনীয়।—মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ—এপিস্:। চক্ষুতে আঘাত—অ্যাকোন্:। প্রাতে উদরাময়—ব্রায়ো: (নড়িলে), ন্যাট্রাম: সল্ফ: (বাতকর্ম্মসহ) রিউমেক্স্: পডো: (পরিবর্ত্তনশীল)। প্রতিক্রিয়ার অভাব—সোরাইন: কুপ্রাম্: অ্যাম্ব্রা: কার্ব্বো-ভেজি:। বয়োসন্ধিকালে উত্তাপাবেশ—ল্যাকেসিস: ইত্যাদি। সবিরামজ্বরে—আর্স: ব্যাপ্ট: চায়না:। রাক্ষসী ক্ষুধা—ক্যাল্কে: ক্যাম্ফো:। যক্ষ্মাপ্রধানধাতু—ব্যাসিলি: ক্যাল্কে-ফস্:। পাচড়া—মার্কু: সিপিয়া:। অজীর্ণতা—নক্স্: সিপিয়া:। হস্তমৈথুন—নক্স্: ক্যাল্কে:। অম্লাক্ত মল, মলান্ত্র ক্ষত—ক্যামো:। আধ্মান বায়ুসঞ্চার—লাইকোপ:। রেতঃস্খলন ইত্যাদি—সেলিন:। সকালে স্বরভঙ্গ—কার্ব্বো-ভেজি:। শিশুর শীর্ণতা—আর্স:। কলেরার প্রতিবেধক—কুপ্রাম:। তাড়াতাড়ি কাজ বা কথা বলা—বেলাড: ল্যাকে: হিপার:। অনাবৃত হইতে ইচ্ছা—পল্সে: লাইকোপ:। শয্যায় [illegible]—বেলাড: রাস:। রক্তক্ষয় জন্য পীড়া—আর্স: ক্যাল্কে: [illegible]না:। বাম দিক হইতে [illegible]দিকে—ল্যাকে:।

ভ্রূণের প্রবল সঞ্চালন—ওপিয়াম: ক্রোকাস্: থুযা:। মুখ ফেকাসে বা মৃত্তিকাবর্ণ—স্ট্যান্: । দীর্ঘকায় পুরুষ—ফস্ফোরস:। স্নান করিতে অনিচ্ছা—অ্যাণ্ট্-ক্রুড: হিপার্: রাস:। ভূতের ভয়—অ্যালো: আর্স: কার্ব্ব: ল্যাংলো: কাম্ফ: পল্সে: সিপিদ:। দপ্দপানিযুক্ত মাথাধরা—গ্লনয়ন: ক্যাল্কে: পল্সে:। তন্দ্রালুতা—জেল্স্: নক্স্-ভম্:। বহুমূত্র সহ ধ্বজভঙ্গ—মস্কেটা:। মুদো—মার্ক্: নাইট্রিক-অ্যাসিড: থুযা:। রাত্রিতে ক্ষুধা—চায়না:। মুখে দুর্গন্ধ—নক্স্-ভম্:। রক্তের আস্বাদ—হামামে:। গলামধ্যে চুল অনুভব—ক্যালিবাই: সাইলি:। কালমল—লেপ্টা:। ফোড়া—আম্ব্রা:। গোবীজে টীকা—থুযা: ম্যালাণ্ড্রি:। সাময়িক পরিবর্ত্তন অসহ্য—হিপার্: সোরাইনম:। ঠাণ্ডা স্থান অন্বেষণ করে—স্যানিকুলা:।

শক্তি।—৬, ৩০, ২০০ এবং সহস্রাধিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৪০ হইতে ৬০ দিন।

সাম্বাল্

(SUMBUL.)

নামান্তর।—সাম্বুলাস্ মস্কেটা।

প্রস্তুতি।—মূলের চূর্ণ হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—বয়োব্রণ ; হাঁপানি ; স্তনে বেদনা ; তাণ্ডব ; অতিসার ; মৃগী ; মূর্চ্ছা ; হৃৎকম্পন ; ফুস্ফুস্ প্রদাহ ; মূর্চ্ছাবায়ু ; স্নায়ুশূল ; শুক্রক্ষয় ; গলায় সর্দ্দি ; গলায় আঘাত ; সান্নিপাতিকজ্বর ; কৃমি ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্বল্পশোণিত রমণীদিগের স্নায়বিক অবসাদ ও মূর্চ্ছাবায়ু রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ; রোগিণীর পুনঃ পুনঃ বোধ হয় যেন তাহার গলরোধ হইতেছে এবং অনবরত উদ্গারের সহিত পাকস্থলী হইতে বাষ্প নির্গত হয় এবং রোগিণী পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করে। স্নায়বিক হৃদ্স্পন্দনেও ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ,—নাড়ী অনিয়মিত এবং বাম বক্ষে শূল বেদনা অনুভূত হয়। ডিম্বাধারের শূলবেদনাতেও ইহা হিতকর। রোগিণীর উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে এবং ব্যথাযুক্ত হয়। ইহার কয়েকটী নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—(১) নাসিকা ও অন্ননালীদ্বয়ের সর্দ্দি,—তন্মধ্য হইতে গাঢ় এবং রজ্জুবৎ পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। (২) সূত্রকৃমী সহযোগে উদর স্ফীত এবং ঢক্কাবৎ অনমনীয়, মলকাঠিন্য এবং রোগী পুনঃ পুনঃ নাসিকা খুঁটিতে থাকে। (৩) প্রস্রাবে তৈলবৎ সর ভাসে। (৪) বাম ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল। (৫) সর্দ্দিজ বা আক্ষেপিক শ্বাসরোধ। (৬) গতার্ত্তবা রমণীদিগের

দেহে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপাবির্ভাব। (৭) মুখমণ্ডলের বা ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল। (৮) বাম কুক্ষিমধ্যে স্নায়ুশূল,—হৃৎশূলের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় এবং হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে। (৯) পানাত্যয় জনিত অনিদ্রা রোগ ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রাতে মস্তিষ্কের জড়তা বোধ হয় এবং রোগী অধ্যয়নাদি করিতে পারে না; সন্ধ্যার পর এবং উত্তাপ সংস্পর্শে বুদ্ধির জড়তা দূর হয় এবং মাথা পরিষ্কার হইয়া যায়। চিত্ত আবেগপ্রবণ এবং চঞ্চল। লিখিতে পড়িতে অনবরত ভুল করে।

মস্তকাদি।—শিরোঘূর্ণন,—হেঁট হইলে (অ্যানাক্: ক্যামো: গ্লোন্: নক্স্: পল্‌সে:) এবং গরম জল ব্যবহার করিলে, ইতস্ততঃ বিচরণ কালে (বেল্: মিডহ্ন্:) কিম্বা আসন হইতে গাত্রোত্থান কালে (ফস্: পল্‌সে: ক্যামো: ডিজিট্:)। মূর্চ্ছাবায়ু রোগাধিকারে সামান্য কারণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে (ইগ্নে: মস্কাস্. পল্‌সে:)। সর্দ্দি,—প্রাতে বৃদ্ধি। নাসাসর্দ্দি জলবৎ কিম্বা গাঢ় রজ্জুবৎ পীতবর্ণ শিঙ্ঘানক নির্গত হয় (ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড্: পল্‌সে:)। জিহ্বা বোধ হয় যেন তক্ষিত হইয়াছে (ব্যাপ্টি: ইগ্নে: ক্যান্থা:)। কণ্ঠাভ্যন্তর ক্ষয়িতত্বক ও জ্বালাজনক উত্তাপ যুক্ত এবং তন্মধ্য হইতে গাঢ়, রক্তবৎ ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। অন্ননালী-মুখের সঙ্কোচন বশতঃ পুনঃ পুনঃ বোধ হয় যেন গলরোধ হইয়া আসিতেছে এবং রোগিণী পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করে (অ্যা-কার্ব্বল্: বেল্: ক্যাল্‌কে: লরো:)।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়াদি।—উদ্গারাদির সহিত পুনঃ পুনঃ পাকাশয় হইতে বাষ্প নির্গত হয় (আর্জেণ্ট্-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: লাই:)। সূত্রকৃমী অধিকারে উদর স্ফীত হইয়া ঢক্কার ন্যায় অনমনীয়তা প্রাপ্ত হয়; মল আঁটিয়া যায় এবং শিশু পুনঃ পুনঃ নাসিকা খুঁটিতে থাকে। আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে মলতারল্য। প্রস্রাবের তলদেশ আবিল এবং উপরে তৈলবৎ সর ভাসে (ডাল্‌ক্যা:)।

স্ত্রীজনেন্দ্রিয়।—শ্বেতপ্রদর,- উপবেশনান্তে স্রাবাধিক্য। বাম ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল (ল্যাকে:)। জরায়ুর বাম পার্শ্বে যেন স্ক্রু পাক দিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। বাম স্তনপ্রদেশে ছুরিকাঘাতবৎ বা কট্‌কট্ ঝনঝন্‌কারী বেদনা; বৃদ্ধি=দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে। গতার্ত্তবাদিগের দেহে থাকিয়া থাকিয়া তীব্র উত্তাপাবির্ভাব (ল্যাকে: অ্যামিল্: অ্যা-সল্‌ফ্: ম্যাঙ্গে: স্যাঙ্গুইন্:)।

হৃৎপিণ্ড।—স্নায়বিক হৃদ্স্পন্দন,—মূর্চ্ছাবায়ু রোগগ্রস্তা কিম্বা গতার্ত্তবা রমণীদিগের। অতি সামান্য মানসিক উত্তেজনাতেও হৃদস্পন্দনের আবির্ভাব হয়; (অ্যাকোন্: কফীয়া: ল্যাকে: প্ল্যাট্:); বৃদ্ধি=ঐ বিষয়ে মন দিলে (অরাম্-মিউ: অ্যা-অক্স্যাল্: ব্যারাই:), বাতাশ্রিত হৃদ্‌প্রদাহ বা হৃদন্তর্বেষ্ট প্রদাহ (অরাম্-মিউ: হায়ো: ক্যালী-নাই: ক্যাল্মী: ফস্: স্পঞ্জী: নায়া: ক্যাক্টাস্:), হৃৎপিণ্ডের বেগ প্রবল, আনর্ত্তনবৎ (অ্যালীয়াম্-সাট্:), বিশেষতঃ দৈহিক

আয়াসের পর কিম্বা আহারের পর যখন ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ হইতেছে সেই সময় ; হৃৎপিণ্ড মধ্যে (যেন হাপোর টানিতেছে এইরূপ) হুস্‌ হুস্‌ শব্দ শ্রুত হয় (ফেরাম্‌: স্পঞ্জী:) ; থাকিয়া থাকিয়া পৃষ্ঠে যেন কেহ অগ্নি ঢালিয়া দিতেছে এইরূপ উত্তাপ আবির্ভূত হয় ; বক্ষ মধ্যে যেন ছুরিকাঘাত করিতেছে এইরূপ তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয় (ক্যালী-নাই: সোরিন্‌: স্পাইজি:)। যেন কোন বাধার জন্য বক্ষের আকুঞ্চন প্রসারণের ব্যাঘাত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (ক্যাক্টাস্‌:)। বাম বাহু অসাড়, অত্যন্ত ক্ষীণ এবং অঙ্গুলি মধ্যে সূত্রবৎ ক্ষীণ বেদনা বোধ হয় (অ্যাকোন্‌: গ্লোন্‌: রাস্‌: ক্যাক্টাস্‌:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—তাণ্ডব রোগ, মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি নিরন্তর আনর্ত্তিত হইতে থাকে, জিহ্বা পুনঃ পুনঃ বহির্গত করে (কিউপ্রাম্‌-অ্যাসেট্‌: সল্‌ফার:) এবং রাক্ষসের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। মৃগীরোগ—হঠাৎ সম্মুখ দিকে পড়িয়া যায় (ক্যাল্‌-ফস্‌: বীউফো: ষ্ট্র্যামোন্‌:) এবং মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতে থাকে (ক্যালী-বাই: কিউপ্রাম্‌: লরো: লাই: ইগ্নাস্থি: মিডহ্নন্‌:)। সামান্য কারণে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা (হিপার্‌: হায়ো: মস্কাস্‌: সিপীয়া:)। দিবসে নিদ্রালুতা, রাত্রে অনিদ্রা (সল্‌ফ্‌:)। নিদ্রিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চমকাইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে। স্বপ্ন.—পতনের (ডিজিট্‌: পল্‌সে: ক্রিয়ো:) ; মরণের স্বপ্ন এবং তৎপরে অপর্য্যাপ্ত রেতঃস্খলন (গ্র্যাফ্‌: আইরিস্‌: ক্যালী-ব্রোম্‌: ওপী: সিপীয়া:)। মুখে ব্রণ ও কাল কাল ছিদ্রানু সকল উদ্গত হয়।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, উপবেশনান্তে, নিশ্বাস গ্রহণ করিলে, শৈত্য সংস্পর্শে, লক্ষণের কথা মনে করিলে এবং প্রাতে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড্‌-অক্স্যাল্‌: অ্যাক্টীয়া-রেসি: অ্যাসাফিট্‌: ডাল্‌ক্যা: হাইড্র্যাষ্ট্‌: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: লরো: মিডহ্নন্‌: মিলিলোট্‌: মেজের্‌: পল্‌সে: সল্‌ফ্‌:।

তুলনীয়।—মূত্রে তৈলবৎ সর—সল্‌ফর: পল্‌স: কিট্রো:। দুশ্চেদ্য পীতাভ শ্লেষ্মা—হাইড্রাষ্টিস্‌:। স্তনের নিম্নে বেদনা—সিমেসিকিউগা: পল্‌স: লিলিয়ম.।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

সিম্ফোরিকার্পাস্‌

(SYMPHORICARPUS.)

নামান্তর।—সিম্ফোরিকার্পাস রেসিমোসাস্‌।

প্রস্তুতি।—সুপক্ক টাট্‌কা ফলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—গর্ভাবস্থায় বা বমি বমি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—গর্ভবতী রমণীদিগের বিবমিষায় ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ, বিশেষতঃ যখন শয্যায় দেহ লম্বিত করিয়া শয়ন করিলে এবং সম্পূর্ণ স্থির ভাবে থাকিলে বিবমিষার উপশম হয়। ভয়ানক বিবমিষার উদ্রেক হয়, পুনঃ পুনঃ এরূপ প্রবল উকি উঠিতে থাকে যে সময়ে সময়ে শোণিত পর্য্যন্ত বমন হইয়া থাকে। খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ বা তদ্বিষয় মনে হইলেও প্রাণান্তক বিবমিষার আবির্ভাব হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—ইপিক্: পাইপার-নাইগ্রাম্: ট্যাবাক্:।

শক্তি।—২য় দশমিক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

সিম্ফাইটাম্

(SYMPHYTUM.)

নামান্তর।—সিম্ফাইটাম অফিসিনেলি; কনসোলিডা-মেজরিস।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে মূল আরক হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—স্ফোটক; অস্থির কর্কট ক্ষত; স্তনে আঘাত; চক্ষুতে বেদনা; অস্থিভঙ্গ; গ্রন্থি বিবৃদ্ধি; গুলির ক্ষত; অন্ত্রবৃদ্ধি; অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার ফল; ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস। কোন আঘাত বশতঃ অস্থিবেষ্ট বা অস্থি ভেদ বা বিদ্ধ হইয়া গেলে এবং যেখানে ভগ্ন অস্থির সংযোগ হইতেছে না বা হইতে বিলম্ব হইতেছে (ক্যাল্কে: ফস্:), ভঙ্গ অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবার পর যেখানে ছেদন মুখে পুনঃ ক্ষত ও ব্যথা প্রকাশ পায় এবং অক্ষিগোলকের উপর শিশুর মুষ্টি বা অন্য স্থূলাগ্র যন্ত্রের আঘাত লাগিলে সিম্ফাইটামের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ হিত সাধিত হইয়া থাকে। পতনাদি জনিত ক্ষত বা আঘাতান্তে "আর্ণিকা" প্রয়োগের পরে যদি ঐ অংশ পিনবেধবৎ বেদনা এবং অস্থিবেষ্টের ক্ষতান্বিতভাব থাকে, সিম্ফাইটাম্ তাহা নিরাকরণের বিশেষ সক্ষম।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্ণিকা: ক্যাল্কে-ফস্: অ্যা-ফ্লু: সিলি: লিডাম্: রাস্:।

তুলনীয়।—অস্থিভঙ্গ—ক্যাল্কে-ফস্:। আঘাতে—আর্ণিকা: ক্যালেণ্ডুলা: সাইলি:। ইন্দ্রিয় সেবার ফল—আর্ণিকা:।

শক্তি।—আভ্যন্তরিক প্রয়োগ পক্ষে মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম। বাহ্য প্রয়োগ পক্ষে মূল আরক।

সিজিয়ীয়াম্ য্যাম্বোলিনাম্

(SYZYGIUM JAMBOLINUM.)

নামান্তর।—জাম্বুলঃ জামঃ।

প্রস্তুতি।—বীজের চূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—বহুমূত্র ও ক্ষত রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—বহুমূত্র রোগাধিকারে যেখানে মূত্রের সহিত শর্করা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, সে স্থলে উল্লিখিত ভেষজ প্রয়োগে শর্করার ভাগ ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে। সুতরাং এই ভেষজ শর্করা-বহুল বহুমূত্র রোগে বা মধুমেহে বিশেষ হিতকর। বহুমূত্র রোগে দেহে ক্ষতাদি উৎপন্ন হইলেও ইহা সেবনে সে সকল নিরাকৃত হইয়া থাকে।

শক্তি।—মূল আরক।

ট্যাব্যাকাম্

(TABACUM.)

নামান্তর।—নিকোটিয়ানাঃ ট্যাবেকাম্ঃ।

প্রস্তুতি।—তাম্রকুট বা তামাকের পাতার আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অন্ধত্ব ; রক্তাল্পতা ; মলান্ত্র নির্গমন ; সংন্যাস ; হাঁপানি ; পৃষ্ঠে বেদনা ; মস্তিষ্কের ক্লান্তি ; তাণ্ডব ; বিসূচীকা ; শিশু বিসূচীকা ; বর্ণ জ্ঞান রাহিত্য ; কোষ্ঠ বদ্ধ ; অতিসার ; মৃগী ; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; হৃৎপিণ্ডের সবিরাম স্পন্দন ; অন্ত্রবৃদ্ধি ; হিক্কা ; জড়তা ; পদের উৎক্ষেপ ; ওষ্ঠের কর্কট ক্ষত ; কৃত্রিম মৈথুন জনিত মন্দফল ; অন্ননলীর সঙ্কোচন ; গর্ভাবস্থায় বমনেচ্ছা ; দন্তশূল ; মূত্রাধার মুখ-শায়িকা গ্রন্থির স্রাব ; মুখে জল উঠা ; মলান্ত্রের অবরোধ ও পক্ষাঘাত বা সঙ্কোচন ; বাক্ জড়তা ; টেরা দৃষ্টি ; ধনুষ্টঙ্কার ; দন্তশূল ; অণ্ডকোষেব শিরার স্ফীতি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তিষ্ক ও ফুস্ফুস্ পাকাশয়িক স্নায়ু মধ্যে উত্তেজনা জনিত নানাবিধ পীড়া এই ঔষধের বিষয়ীভূত। অপরিমিত তাম্রকুট সেবন করিলে কিম্বা সুস্থ দেহে ইহার আরক সেবন দ্বারা পরীক্ষাকালে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণাবলী প্রকাশ পাইয়া থাকে, যথা (১) চিত্ত অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া থাকে এবং রোগী নিজেকে অত্যন্ত অসুখী বোধ করে। (২) অগ্নিমান্দ্য, হৃদস্পন্দন ও সবিরাম নাড়ী সহযোগে অত্যন্ত বিষণ্ণতা। (৩) শিরোঘূর্ণন,

রোগী পাংশুমূর্ত্তি হইয়া যায়, চৈতন্য প্রায় বিলুপ্ত হয়; বৃদ্ধি=উঠিতে গেলে বা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে এবং চক্ষু উন্মীলনকালে; উপশম=নির্ম্মল বায়ু সেবনে এবং বমনান্তে। (৪) পাকাশয়িক শিরঃপীড়া,—প্রভাতে আরম্ভ হইয়া দ্বিপ্রহরে অসহনীয় হইয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে প্রবল বিবমিষা এবং বমন হইতে থাকে। (৫) মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে হঠাৎ, যেন কেহ মুদ্গর বা লগুড়াঘাত করিল, এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়। (৬) চক্ষুর চিত্রপত্র কিম্বা দর্শনস্নায়ুর ক্ষয় জনিত তিমির দৃষ্টি। (৭) রোগীর মুখমণ্ডল ম্লান, নীলিমান্বিত, অস্থিসার, হিমাঙ্গ ভাবব্যঞ্জক এবং শীতল স্বেদাক্ত। (৮) গণ্ডদ্বয় ও পৃষ্ঠ শীর্ণ ও অস্থিসার হইয়া যায়। (৯) নিরন্তর বিবমিষা,—দেহের ঈষণ্মাত্র সঞ্চালনে বমন হয়, রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল স্বেদাপ্লুত হইয়া যায়। (১০) উর্দ্ধোদর প্রদেশে ভয়ঙ্কর শূন্য ভাব ও অবসাদ অনুভূতি। (১১) বিবমিষাধিকারে পাকস্থলী যেন ঝুলিয়া পড়িতেছে এইরূপ শৈথিল্য বোধ। (১২) বয়স্ক রোগী বা শিশু পুনঃ পুনঃ স্বীয় উদর অনাবৃত করে, কারণ তাহাতে তাহার বিবমিষা ও বমনের লাঘব হয়; উদর মধ্যে অত্যন্ত শৈত্য অনুভূত হয়। (১৩) মলকাঠিন্য,—অন্ত্রমণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তা কিম্বা মলান্ত্রের পক্ষাঘাত সম্ভূত; মলদ্বারাবরোধিনী পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ বা আক্ষেপ, মলনলীভ্রংশ এবং তৎসহ মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ উদ্গম। (১৪) মলতারল্য বা উদরাময়,—আঠাবৎ, পীতাভ বা হরিদাভ এবং হঠাৎ নির্গমণশীল; প্রবল ও দুর্দ্দমনীয় বেগান্তে জলবৎ মল নিঃসরণ; অত্যন্ত বিবমিষা, প্রবল বমন, উত্থানশক্তিরাহিত্য এবং তৎসহ সর্ব্বাঙ্গে শীতল স্বেদোদ্গম, রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে; অপরিমিত ধূমপান বশতঃ। (১৫) বৃক্ককশূল বা মূত্রাশ্মরী নির্গমন জনিত শূলবেদনা,—মূত্রশিরা বহিয়া ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক যন্ত্রণার সঞ্চার হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে; ইহার সহিতও প্রাণান্তক বিবমিষা ও শীতল স্বেদোদ্গম বর্ত্তমান থাকে। (১৬) হৃদ্স্পন্দন,—বাম পার্শ্বে শুইলে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে; দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে আর থাকে না। (১৭) সর্ব্বাঙ্গ হিমবৎ শীতল হইয়া যায় এবং শীতল ঘর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়া উঠে। (১৮) হস্তদ্বয় তুষারবৎ শীতল অথচ দেহ উত্তপ্ত। (১৯) পদদ্বয়, জানু হইতে চরণ পর্য্যন্ত, হিমবৎ শীতল; পদদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে। (২০) নাড়ী দ্রুত, পুষ্ট এবং স্থূল; কিম্বা সূক্ষ্ম, সবিরাম এবং অত্যন্ত ধীরগতি; আবার কখনও বা ক্ষীণ, অনিয়মিত এবং প্রায় স্পর্শজ্ঞানাতীত।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত বিহ্বল ভাব। রোদনপ্রবণতা। হৃৎশূলাধিকারে হঠাৎ চিত্তচাঞ্চল্য; বক্ষ মধ্যে চাপবোধাধিকারেও চিত্তচাঞ্চল্যের আবির্ভাব হয় এবং ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; তাহার মনের চাঞ্চল্য তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় না (অ্যাকোন্ঃ আর্স্ঃ অরাম-মিউ আরাম্ঃ)। পরিশ্রম করিতে বা কাহারও সহিত কথা কহিতে অনিচ্ছুক (চেলিড্ঃ আর্জেন্ট্-নাইঃ সল্ফঃ সোরিন্ঃ ল্যাকেঃ)। ভয়ঙ্কর শিরোঘূর্ণন, বশতঃ বুদ্ধির প্রখরতা নষ্ট হয়, লেখা পড়া করিতে পারে না (ইথীউঃ লাইঃ ন্যাট্র-মিউঃ)। কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ

মনোনিবেশ করিতে পারে না (অ্যানাক্: গ্লোন্: ল্যাকে: লাই: নক্স-ভম্: ফস্: অ্যা-ফস্: সিপী: সাইলি:)। বিস্মৃতিপ্রবণ ; সহজে কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না (ব্যারাই: ক্যালকে: ল্যাকে: ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: ষ্টাফ্:)। অতি নির্ব্বোধ ; মৃগী রোগীর ন্যায় (ইথীউ: বীউফো: থাইরইডিন্: ব্যাসিলিন্:)। মহা স্ফূর্ত্তিবান্, কেবল বকে (হায়ো: ল্যাকে: ষ্ট্র্যামোন্:)। নিজেকে অত্যন্ত অসুখী মনে করে। বিষণ্ণতা—কিছুক্ষণ রোদনান্তে উপশম বোধ হয় (ডিজিট্: মিডহ্বন: ফস্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, রোগী নীলমূর্ত্তি হইয়া যায় (ল্যাকে: পল্‌সে:) এবং ক্রমে এত বৃদ্ধি পায় যে রোগী সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়ে ; বৃদ্ধি—উঠিতে গেলে (ব্রাই: কষ্টি: হ্যামা: ল্যাক-ডিফ্লো: ন্যাট্-মিউ: ওপী:), উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে (ক্যাল্‌কে: কিউপ্রাম্: গ্রাফ: ল্যাকে:)। এবং চক্ষু উন্মীলন করিলে (অ্যালীউ:) উপশম—নির্ম্মল বায়ু সেবনে (ক্যাম্ফো: কষ্টি: গ্র্যাটী:) এবং বমনান্তে ; মস্তক অত্যন্ত ভার এবং পাকাশয় মধ্যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় অস্বস্তি বোধ হইয়া থাকে। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে যেন কেহ মুদ্গার বা লগুড়াঘাত করিল হঠাৎ এইরূপ বেদনা (গ্রীবাপৃষ্ঠে যেন কেহ হঠাৎ মুদ্গরাঘাত করিল=নাযা:)। পাকাশয়িক শিরঃশূল প্রভাতে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নের সময় অসহনীয় হইয়া উঠে (ন্যাট্-মিউ: স্পাইজি:), —বেদনার সময় প্রাণান্তক বিবমিষার উদ্রেক হয় এবং ভয়ানক বমন হইতে থাকে ; বৃদ্ধি= শব্দে (বেল্: আর্স্: ককীউ: কফী: ইগ্নে: ল্যাকে: ল্যাক-ক্যান্: ল্যাকডিফ্লো: নক্স্: সাইলি: থিরিড্: স্যাঙ্গিউ: ষ্ট্র্যামোন্:) ; সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল এবং এক বা দুই দিবস স্থায়ী হইয়া থাকে। শিরোবেদনা,—বেদনা এক রগ হইতে অন্য রগে এবং উভয় অক্ষিগহ্বর পর্য্যন্ত অধিকার করে, কিম্বা বাম চক্ষু মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূত হয়। গ্রীবা ও পৃষ্ঠে পৈশিক সঙ্কোচন বা আড়ষ্টতা বশতঃ মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে (সাইকীউটা: ইগ্নে: নক্স্: কিউপ্রাম্:)।

চক্ষু।—তিমিরদৃষ্টি বা অস্পষ্টদৃষ্টি, যেন অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে দেখিতেছে (সল্ফ্: কষ্টি: ক্রোকাস্: হায়ো: আয়োড্: লিথীয়া-কার্ব্: ন্যাট্-মিউ:)। মস্তিষ্কের বিকৃতি সম্ভূত বক্রদৃষ্টি (এপীস্: বেল্: ডিজিট্: হেলিবো: ক্যালী-আয়োড্: ষ্ট্র্যামোন্:)। দর্শনস্নায়ু বা চিত্রপত্রের ক্ষয় সম্ভূত তিমিরদৃষ্টি (নক্স্: ফস্: কার্ব্বোন্-সল্ফ্:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল নীলিমান্বিত, ম্লান, শোণিতশূন্য, অস্থিসার এবং হিমবৎ শীতল স্বেদাভিষিক্ত (ললাট শীতল স্বেদাভিষিক্ত=ভেরেট্:) মুখমণ্ডল শীতল স্বেদাভিষিক্ত (ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভেজি:) ; গণ্ডদ্বয় অস্থিসার ও কোটরপ্রবিষ্ট (অ্যাণ্ট-টার্ট্: ক্যাম্ফো: ভেরেট্:)। মুখমণ্ডল বিবমিষা ব্যঞ্জক ও বিকৃতভঙ্গি, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং নীলিমাবেষ্টিত। ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত, বিদারিত-ত্বক এবং কপিশবর্ণ শল্কাবৃত। মুখমণ্ডল যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে এইরূপ উত্তাপযুক্ত এবং আরক্তিম, অধিকাংশ স্থলে একপার্শ্ব আরক্তিম হইয়া থাকে। মুখের অস্থি ও দন্তমধ্যে উৎপাটনকারী বেদনা (কলোসিন্থ্: ম্যাগ্-কার্ব: ফস্:)।

মুখবিবর।—মুখ হইতে ফেনা নির্গলন (সাইকীউটা: ককীউ: কিউপ্রাম্: লরো:

ইগ্নাম্বি:)। অপর্য্যাপ্ত লালা স্রাব (অ্যা-নাই: ক্যাম্ফো: ক্যাম্থা: আয়োড্: মার্ক্:)। মুখ ও কণ্ঠ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত শ্বেতবর্ণ ও গাঢ় আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং রোগী তাহা পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কণ্ঠনলী শুষ্ক ও যেন রোধ হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে হইলে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয় (ষ্ট্র্যামোন্: ল্যাকে: ফাইটো:)। হৃৎশূলাধিকারে কণ্ঠনলীর প্রবল সঙ্কোচন।

পাকাশয়।—প্রবল তৃষ্ণা,—বিশেষতঃ রাত্রে। নিরবচ্ছিন্ন বিবমিষা,—যেন দীর্ঘকাল জাহাজে বা নৌকায় ভ্রমণ করিতেছে; দেহ সঞ্চালন মাত্রে বমন হয় (আর্স: ব্রাই: ল্যাকে: নক্স্: পেট্রোল্: ভেরেট্:),—বিশেষতঃ বিসূচিকা রোগে (ল্যাকে:)। প্রচণ্ড বমন,—সর্ব্বাঙ্গ শীতল স্বেদাভিষিক্ত হয়; একটু নড়িতে আরম্ভ করিলেই বমন আরম্ভ হয় (ডিজিট্: ভেরেট্:)। গর্ভাবস্থায় বমন (যখন অ্যাসিড্-ল্যাক্টিক: প্রয়োগে ফল না হয়; সোরিন্:)। প্রাণান্তক বিবমিষা,—মস্তক ঘুরিতে থাকে; মূর্ত্তি নীলবর্ণ বা মৃত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়। ঈষণ্মাত্র দেহ সঞ্চালনে বমনোদ্রেক হয় (অ্যাণ্ট্-টার্ট: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: ভেরেট্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ভয়ঙ্কর শূন্যতা ও অবসাদ অনুভূতি (ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব: ল্যাক্-ক্যান: লেপ্ট্যান্: ন্যাট্-মিউ: ফস্: ষ্ট্যাণাম্: সল্ফার্:)। পাকস্থলী যেন শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি (ইউফর্ব: ইগ্নে: ইপিক্: ষ্ট্যাফ্:)। পাকাশয়শূল,—উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন পাক দিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (লাই:)। বমিত পদার্থ কখন অম্লাক্ত জলবৎ; কখনও বা স্বাদহীও ও জলের ন্যায় এবং সময়ে সময়ে প্রাতে তিক্ত জলীয় পদার্থ বমন হয়।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ মধ্যে চাপ (অ্যালো: কার্ডীউয়াস্-মেরী. নক্স্:) বা ভার বোধ কিম্বা সূচীবেধবৎ বেদনা (বার্ব: ব্রাই: কার্ডীউয়াস্-মেরী: চেলিড্: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: সল্ফ:)। যকৃৎ বিবর্দ্ধিত এবং টিপিলে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অপর্য্যাপ্ত ব্যথা বোধ হয়। তলপেটে অন্ত্রকূজন। উদর মধ্যে আধ্মান-বায়ু নড়িয়া বেড়ায়। উদর ঢক্কার ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে এবং মলবদ্ধতা প্রকাশ পায়; সময়ে সময়ে থাকিয়া থাকিয়া প্রবল বেদনার আবির্ভাব হয়; আহার করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় অথচ রোগী না আহার করিয়া থাকিতে পারে না। নাভী পশ্চাদাকৃষ্ট হইয়া যায় (অ্যালীউ: প্লাম্বাম্:); অন্ত্রাশয়ের পেশী সকল ভয়ানক সাঁটিয়া ধরে (কলোসিন্থ্: ইল্যাট্: ল্যাকে: প্লাম্:); অনমনীয় এবং অপুনঃসঙ্কোচনীয় অন্ত্রবৃদ্ধি (অ্যাকোন্: বেল্: কর্ব্বোণ্-সল্ফ: ইপিক্: নক্স্-ভম্: ওপী: সল্ফ্:),—বিবমিষা, ভয়ঙ্কর অবসন্নতা, রোগী হিমাঙ্গ হইয়া যায়, শীতল স্বেদোদ্গম এবং বমন হইতে থাকে কোন কোন স্থলে হঠাৎ মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিতাধিক্য সংঘটিত হয়। উদর মধ্যে অত্যন্ত শৈত্য অনুভূত হয় (ইথীউ: অ্যাম্ব্র: কোল্চি: ইল্যাপ্স্: ক্যালী-বাই: হেলিবো: ল্যাকে: লরো:)। রোগী কিছুতেই উদর আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না এবং শিশু পুনঃ পুনঃ উদর অনাবৃত করে, কারণ তাহাতে তাহার বিবমিষা ও বমনের অনেক শান্তি বোধ হয় (উদরের উপর বস্ত্রের ভার সহ্য হয় না=লাই: এপীস্: ক্রিয়ো: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: পল্সে: স্পঞ্জীয়া:)।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—হঠাৎ পীতাভ বা হরিদাভ আঠাবৎ মল নিঃসরণ;

প্রবল বেগান্তে জলবৎ মল নিঃসরণ; বিবমিষা, উত্থানশক্তিরাহিত্য এবং সর্ব্বাঙ্গে শীতল স্বেদোদ্গম হয় (ভেরেট্:); রোগী অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে; অপরিমিত ধূমপান জনিত উদরাময় (ক্যামো:)। মলকাঠিন্য,—অন্ত্রমণ্ডলীর নিস্ক্রিয়তা বা মলান্ত্রের পক্ষাঘাত বা অসাড় সম্ভূত; মেষমলবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিলাময় মল অতি কষ্টে নির্গত হয়। দেহ শীতল, উদর উত্তপ্ত, যতক্ষণ না তাহার উদরের সমস্ত আবরণ উন্মোচিত হয় ততক্ষণ শিশু সন্তুষ্ট হয় না। কোমল মল নিঃসরণ কালে শ্রোণিদেশে ভয়ানক ব্যথা ও জ্বালা অনুভূত হইতে থাকে (লাই: নিকোলাম্:) এবং কুন্থন হইতে থাকে।

প্রস্রাব।—বৃক্কক বা মূত্রাশ্মরী শূল; মূত্রশিরার (বিশেষতঃ বামপার্শ্বের) মধ্য দিয়া ভয়ানক বেদনা সঞ্চারিত হইতে থাকে, দেহ শীতল ঘর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়া উঠে, নীলমূর্ত্তি হইয়া যায়, মূর্চ্ছোপক্রম হয়, প্রাণান্তক বিবমিষার উদ্রেক হয় এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে (বার্বা: ক্যাস্থা: ডায়োস্কো: ওসাইমাম্-ক্যান্: প্যারিইরা-ব্রাভা: প্রভৃতি)। নৈশ রেতঃস্খলন।

শ্বাসযন্ত্র।—থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস রোধোপক্রম। কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। হুপ্-কাসি, কাসিতে কাসিতে ভয়ানক উকী উঠে ও বমন হয়, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং গভীর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না; প্রতি প্রকোপান্তে ভয়ানক হিক্কা হইতে থাকে এবং যেন দম আটকাইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয় (অ্যাঙ্গাষ্টীউরা:)। রাত্রিকালে হৃৎশূলাধিকারে বক্ষের উর্দ্ধাংশ সাঁটিয়া ধরে এবং হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে। বিসূচিকাধিকারে হৃদ্প্রদেশে বুক যেন চাপিয়া ধরিতেছে এইরূপ বোধ (লরোসি:)। হৃৎপিণ্ড ও গ্রীবাদেশীয় ধমনী মধ্যে প্রবল দপ্দপানি। হঠাৎ হৃদগ্র প্রদেশে যন্ত্রণা। বাত পার্শ্বে শুইলে ভয়ানক হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে (ড্যাফ্নী: ন্যাট্-মিউ: ক্যাকাস: ফস্: স্পাইজি: ন্যাট্-কার্ব:); দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে ভাল হইয়া যায়। নাড়ী=দ্রুত, পুষ্ট এবং স্থূল; কিম্বা সূক্ষ্ম সবিরাম, এবং অতি ধীরগতি; আবার কখনও বা ক্ষীণ, অনিয়মিত এবং প্রায় স্পর্শজ্ঞানাতীত।

প্রত্যঙ্গাদি।—হৃৎশূলাধিকারে গ্রীবায় পর্য্যন্ত শূলবেধবৎ বেদনা সঞ্চারিত হয় এবং কণ্ঠ মধ্যেও দৃঢ়াবদ্ধ বা সঙ্কুচিত ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। হৃৎশূলাধিকারে স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে বেদনা বোধ হইতে থাকে (বাম স্কন্ধে—ডিজিট্:)। পৃষ্ঠতলে ও কটিতে ভয়ানক বেদনা; পাদচারণে প্রায় উপশম হয় (রাস্:)। সন্ধ্যার সময় ত্রিকাস্থি প্রদেশে দপ্দপানি। দেহ উষ্ণ এবং বাহু ও পদদ্বয় তুষার-শীতল (মিনীয়্যান্:)। বাহু কম্পন (অ্যাণ্ট্-টার্ট: মার্ক: ওপী: প্ল্যাট্: প্লাম্: ষ্ট্যাণাম্:)। পদদ্বয়ের জানু হইতে চরণ পর্য্যন্ত হিমবৎ শীতল (অ্যালীউ:)। জানু হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত অংশ মধ্যে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সড়সড়ী অনুভূতি (আর্জেণ্ট্-নাই: আর্ণিকা:)। পদ কম্পন (ল্যাকে: নক্স্-ভম্:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসাদ (সার্সা: সিঙ্কো:)। অস্থির এবং অনবরত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ছট ফট করিয়া বেড়ায়। চলন ধীর ও অস্থির; সোপান আরোহণ করিলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। রাত্রে যেন চৈতন্য নাই এইরূপ ভাবে নিদ্রা যায়। সমগ্র দেহে কণ্ডূতির উদ্রেক হয়। বিষম যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং পেশী সকল আপনা তইতে

সঙ্কুচিত হইতে থাকে। পেশীমণ্ডলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, সর্ব্বাঙ্গিক স্পর্শানুভবশক্তি রাহিত্য এবং শিথিলতা। রোগী বিশেষতঃ তাহার গণ্ডদ্বয় ও পৃষ্ঠ শীর্ণ হইয়া যায়। শ্বাসরোগ, শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন, হাঁচি প্রভৃতির প্রকোপ থাকিয়া থাকিয়া প্রবল ভাবে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ যখন থাকে না তখন রোগীর কোন কষ্টই থাকে না, কিন্তু প্রকোপ আরম্ভ হইলে যন্ত্রণার অবধি থাকে না।

ত্বক।—গাত্রের স্থানে স্থানে পিট্ পিট্ করিতে থাকে, যেন মশকাদি কীট দংশন করিতেছে। মুখমণ্ডল এবং দক্ষিণ স্কন্ধের উপর লাল বিন্দু সকল উদ্গত হয়, উহা স্পর্শ করিলে জ্বালা করে। পীতবর্ণ রসপূর্ণ এবং রক্তিমা বেষ্টিত পীড়কা সকল উদ্গত হইয়া কণ্ডুয়ন উদ্রেক করে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন—পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী ভেষজ অপরিমিত তাম্রকূট ব্যবহারের প্রতিবিষ।

(১) **আর্সিনিকাম,**—তাম্রকূট চর্ব্বণ বা দোক্তা সেবনের ফল।

(২) **ক্লীম্যাটিস্ বা প্ল্যাণ্টাগো,**—তাম্রকূট সেবনজনিত দন্তশূল।

(৩) **জেলসিমীয়াম,**—অপরিমিত তাম্রকূট সেবনজনিত শিরোঘূর্ণন ও পশ্চাৎ কপালগত শিরোবেদনা।

(৪) **ইগ্নেশীয়া,**—তাম্রকূট চর্ব্বণ জনিত প্রবল হিক্কা।

(৫) **ইপিকাকুয়ান্হা,**—তাম্রকূট সেবন জনিত বিবমিষা ও বমন।

(৬) **লাইকোপোডীয়াম,**—অপরিমিত ধূমপান জনিত ধ্বজভঙ্গ পেশীর আক্ষেপ বা আকুঞ্চন প্রসারণ।

(৭) **নক্স-ভমিকা,**—তাম্রকূট সেবনের পর দিবসে মুখের কটুস্বাদাদি যে সকল পাকাশয়িক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৮) **ফস্ফোরাস,**—অপরিমিত তাম্রকূট সেবন জনিত হৃদ্স্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা এবং ইন্দ্রিয়াদির অবসাদ।

(৯) **সিপীয়া,**—মুখের পার্শ্বগত স্নায়ুশূলাদি রোগ, অজীর্ণ রোগ, এবং যাহারা বসিয়া বসিয়া অকর্ম্মণ্যভাবে দিনযাপন করে তাহাদের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতা।

তামুক সেবনের অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে "ট্যাব্যাকামের" ২০০ বা ১০০০ শততমিক ক্রমের এক এক মাত্রা সেবন করিলে ধূমপান বা দোক্তা সেবনের ইচ্ছাকে দমন করা যায়। "প্ল্যাণ্ট্যাগো" সেবন করিলে তাঁমাকে বিতৃষ্ণা জন্মে।

তুলনীয়।—শীতল ঘর্ম্ম—ভিরেট্রাম:। নিম্নোদরে শীতলতা—কলচি: ইলাপ্স: ল্যাকে:। বামদিকের মূত্রনলী বরাবর আক্ষেপিক বেদনা—বার্ব্বেরিস:। হার্ণিয়া বা অন্ত্রচ্যুতির বিকৃতি—অ্যাকোন: নক্স: ওপী:। আহারান্তেই অবসন্নতা—আর্স: সিনা: লাইকো: ইত্যাদি। যেন চুল রহিয়াছে এরূপ অনুভব—ক্যালি: বাইক্রম: সাইলি:। অন্ধত্ব—কার্ব্বো-সল্ফ:। স্বপ্নদোষ, হৃৎপিণ্ডের দোষ, রক্তাল্পতা—ডিজিটে: ইত্যাদি।

বৃদ্ধি।—বামাঙ্গে; বাম পার্শ্বে শুইলে, অতিরিক্ত উত্তাপ বা অতিরিক্ত শৈত্য সংস্পর্শে এবং ঝড় বৃষ্টির দিনে; পাদচারণে; রেল গাড়িতে বা জাহাজে ভ্রমণ করিলে, টিপিলে; গাত্রোত্থান করিলে; প্রভাতে; গৃহ মধ্যে; এবং সন্ধ্যার সময়।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, উদর অনাবৃত করিলে, বমনান্তে শীতল জলে মস্তক ধৌত করিলে এবং রোদনান্তে (বিমর্ষ ভাব)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাণ্ট্-টার্ট: আর্স্: বেল্: কক্কীউ: ডিজিট্: ইপিক্: লোবেল্: মিনীয়্যান্: নিকোটিনাম্: নক্স্-ভম্: ওপী: ফস্: প্লাম্: ষ্ট্র্যামো: ভেরেট্:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ১০০০ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

ট্যারাক্সেকাম্‌

(TARAXACUM.)

প্রস্তুতি।—ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে সংগৃহীত গাছড়া হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—ম্যালেরিয়া জ্বর; দুর্ব্বলতা; বহুমূত্র; পিত্তশিলা; মাথাধরা; কামলা; চক্ষের পীড়া; স্নায়ুশূল; নৈশঘর্ম্ম; আঘাত; সান্নিপাতিক জ্বর; জিহ্বায় চিত্র বিচিত্র দাগ।

উপযোগিতা ও আভাস।—পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি এবং পিত্ত বিকৃতি-জনিত নানাবিধ রোগে, বিশেষতঃ পিত্তাশ্রিত শিরোবেদনায়, ইহা বিশেষ হিতকর। এতজ্জনিত পাকাশয়িক ও পিত্তবিকৃতির একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। মানচিত্রবৎ জিহ্বা,—অর্থাৎ জিহ্বার উপর প্রথমে একটী শ্বেত পলি পড়ে এবং পরে উহার স্থানে স্থানে উঠিয়া যাইয়া শ্বেত লেপাচ্ছন্ন জিহ্বার স্থানে স্থানে আরক্তিম অংশ বহির্গত হওয়ায় উহা মানচিত্রের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ীভূত সকল রোগেই জিহ্বার এই বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। কামলা বা পীতপাণ্ডুরোগাধিকারে যকৃৎ বিবর্দ্ধিত এবং অনমনীয় হইয়া থাকে এবং জিহ্বা মানচিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। দুর্ব্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য এবং প্রচুর রাত্রিস্বেদ,—বিশেষতঃ পিত্তাশ্রিত বা আন্ত্রিক জ্বরের আরোগ্যাবস্থায়। আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে প্রত্যঙ্গাদির চাঞ্চল্য। এতজ্জনিত সকল লক্ষণই প্রায় শয়ন, উপবেশন বা বিশ্রামের সময় আবির্ভূত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—রোগী অনবরত আপনা আপনি বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে। কথা কহিবে, হাস্য করিবে এবং আনন্দ করিবে এই সে ভাল বাসে। অস্থির মতি এবং পরিশ্রম করিতে চাহে না, কিন্তু কোন কার্য্য একবার আরম্ভ করিলে আর দেখিতে হয় না।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—পাদচারণ কালে (বেল্: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম্: কোণা:) এবং সবিরাম জ্বরের বিচ্ছেদ কালে (ইউপেট্-পার্ফোল্:)। উপবিষ্ট অবস্থায় বাম রগে আকর্ষণবৎ বেদনা (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ল্যাকে:),—পাদচারণকালে এবং দণ্ডায়মান হইলে আর থাকে না। বাম রগে যেন সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা (ষ্ট্যাফ্: জিঙ্কাম্:); বেড়াইলে এবং দণ্ডায়মান হইলে ভাল হইয়া যায়। শিরোপশ্চাতে যেন ছিন্নভিন্ন করিতেছে এইরূপ বেদনা। পশ্চাৎকপালের নিম্নাংশে চাপ ও ভার বোধ,—শয়নান্তে। মস্তক একবার বাম দিকে একবার দক্ষিণ দিকে টলিয়া পড়ে (অ্যামিল্: নক্স্-মস্: সিনা: হায়ো:),—শিরোঘূর্ণনাধিকারে। বাম নাসিকা হইতে শোণিতপাত (অ্যামন্:-কার্ব:)।

চক্ষু।—বাম চক্ষু মধ্যে জ্বালা (এরাণ্ডো: কলোসিন্থ্: ইগ্নে: ইনীউলা:)। আলোক ভালবাসে না,—চক্ষু মধ্যে যেন হুল বিদ্ধ হইতে বা জ্বালা করিতে থাকে (রাস্: জিঞ্জিবার:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত এবং আরক্তিম। গণ্ড, নাসাপুট এবং ওষ্ঠদ্বয়ের কোণে পীড়কাণু সকল উদ্গত হইয়া থাকে (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ক্যাল্কে-ফস্: কার্ব্বো-অ্যান্: গ্লোন্: লিডাম্: ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ: ইউজিনীয়া-য্যাম্:)। ঊর্দ্ধোষ্ঠ বিদারিতত্বক বা ফাটা (ন্যাট্-মিউ:)।

মুখবিবর।—কোন খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে গেলে দন্ত সকল যেন হর্ষিত বা টকিয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (অ্যা-সল্ফ্: কোর‍্যাল্: কাইস্কা:)। জিহ্বা শ্বেত লেপাচ্ছন্ন থাকে এবং পরে স্থানে স্থানে ঐ শ্বেত লেপ উঠিয়া যাওয়ায় উহা "মানচিত্রবৎ" পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে (ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: র‍্যাণান্-বাল্:)। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে অম্লাক্ত লালা সঞ্চিত হয় (ক্যাল্কে: ইগ্নে:)। মুখমধ্যে অনবরত লালা সঞ্চিত হয় এবং কণ্ঠনলী বোধ হয় যেন চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আহারের পূর্ব্বে মুখে তিক্ত স্বাদ (কার্ব্বো-ভেজি:—পান বা আহারের সময় দূর হয়=সোরিন্:)।

পাকস্থলী।—তিক্ত উদ্গার; হিক্কা। যেন অতিশয় মেদময় পদার্থ ভক্ষণ করিয়াছে এইরূপ বিবমিষা এবং বমনোদ্রেক (পল্সে:)। কয়েক দিবস যাবৎ অনবরত উদ্গার উঠে; জল পান করিলেই পুনরাবিভূর্ত হয়। কম্পজ্বরে পুনঃ পুনঃ বায়ুনিঃসরণ, গলরোধ এবং রাত্রে বিবমিষার উদ্রেক হয়।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ বৃহৎ এবং অনমনীয়,—কামলা অধিকারে (বেল্: ক্যাল্কে: সিপী: আর্স: সিঙ্কো: ম্যাগ্-মিউ:)। সবিরাম জ্বরাধিকারে প্লীহা প্রদেশ ব্যথা করিতে থাকে (সীয়্যানোথাস্: সিঙ্কো: চেলিড্: পেট্রোল:)। উদর মধ্যে যেন জলের বুদ্বুদ উঠিতেছে এবং ফাটিতেছে এইরূপ অনুভূতি। উদরের বাম পার্শ্বে এবং তলপেটে সূচীবেধবৎ বেদনা (গ্র্যাফ্: ক্রিয়ো:)। উদর ঢক্কার ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে,—বিশেষতঃ বায়ুরোগে (মস্কাস্:); জলপানান্তে উদ্গার উঠিতে থাকে (কার্ব্বো-ভেজি: হাইপিরিক্: জিঙ্কাম্:); উদর মধ্যে ফুট্ ফাট্ করিতে থাকে (ক্যাম্বো: ক্রোটেল্যাস্: আয়োড্: লাই: মার্ক্: ন্যাট্-মিউ:)। সবিরাম জ্বরাধিকারে বৃথা চেষ্টা এবং প্রবল বেগ দিলেও মলত্যাগ হয় না কিম্বা যৎসামান্য কঠিন

মল নির্গত হয় (ব্রাই:) ; কিম্বা মল কোমল অথচ অতি কষ্টে নির্গত হয় (হিপার্‌: ন্যাট্‌-কার্ব্ব: সিপী:)। বিটপ প্রদেশে মহা সুখজনক কণ্ডুতির উদ্রেক এবং রোগী না চুল্‌কাইয়া থাকিতে পারে না (চেলিড্‌: ন্যাট্‌-সল্‌ফ: পেট্রোল্‌:)।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে মূত্রাশয় মধ্যে অত্যন্ত চাপ বোধ হয় কিন্তু কোন রূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। বার বার প্রাস্রাব বেগ হয় এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফিকা মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব্ব:)। দক্ষিণ বক্ষের পর্শুকান্তর্গত পেশীর স্পন্দন।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে পেশীর স্পন্দন এবং শলাকাবেধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ দণ্ডায়মান অবস্থায় ; বসিলে উপশম হয়। পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে পেশীর আড়ষ্টতাজনক সূচীবেধৎ বেদনা ; ঐ বেদনা দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। কর্ণ হইতে নীচে গ্রীবা পর্য্যন্ত অংশে বিদারণকারী বেদনা। দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকাভ্যন্তরে হুড় হুড় গুড় গুড় শব্দ শ্রুত হয়। দক্ষিণ পৃষ্ঠফলকতলে স্পন্দন ও কম্পনানুভূতি।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম বাহুর অগ্রার্দ্ধের পেশীর আনর্ত্তন (স্পাই: জিঞ্জিবার:)। হস্তের অঙ্গুলি তুষারশীতল (চেলিড্‌: আর্ণিকা: ক্যাম্ফ্‌: কার্ল্‌স্‌ব্যাড্‌: ল্যাক-ডিফ্লো:)। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি যেন কিসে চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ নিষ্পেষণবৎ বেদনা (ন্যাট্রাম্‌-সল্‌ফ্‌: লিডাম্‌: মেজের্‌:)। বাম বাহু, মস্তকের বাম পার্শ্ব এবং বাম কর্ণ সংবেদরহিত ও অসাড়। বাম উরু মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (মার্ক্‌: স্পাই: স্পঞ্জী:)। বাম জঙ্ঘাডিমাতে নিষ্পেষণবৎ বেদনা (অ্যানাক্‌: লিডাম্‌:)। দক্ষিণ জঙ্ঘাডিমা মধ্যে চিড়িক-মারার ন্যায় বেদনা (ওপী:) ; স্পর্শ করিলেই তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়। দাঁড়াইলে দক্ষিণ চরণের উপরিভাগে আকর্ষণবৎ এবং বসিলে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। দক্ষিণ পদতলে যেন সূক্ষ্ম সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ তীক্ষ্ণ বেদনা (ক্যাল্মীয়া: ন্যাট্‌-কার্ব্‌:), বিশেষতঃ উপবেশন কালে (দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে=পল্‌সে:)। জানু, পদ এবং পদাঙ্গুলি জ্বালা করিতে থাকে (অ্যাসাফিট্‌: হিপার্‌:—পদদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিতে পারে না=আরাম্‌-মিউ:)। প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালন করিতে পারে কিন্তু যেন তাহাতে কোন বল নাই কিম্বা দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (ব্রাই: কোণা: ডিজিট্‌: গ্র্যাফ্‌: ক্যালী-আয়োড্‌:—উত্তম রূপে সঞ্চালন করিতে পারে না=মেজের্‌:)। প্রত্যঙ্গাদি স্পর্শ করিলে কিম্বা যেমন তেমন করিয়া রাখিলেও ব্যথা বোধ হয়। সান্নিপাতিক জ্বরাধিকারে প্রত্যঙ্গাদি অত্যন্ত চঞ্চল (রাস্‌: জিঙ্কাম্‌:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রোগী অবসন্ন, ক্ষীণ এবং সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে চাহে ; অর্দ্ধ চৈতন্য রহিত। অত্যন্ত দুর্ব্বল ; ভাল ক্ষুধা হয় না ; প্রত্যহ রাত্রে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয় (কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: লাই: মার্ক্‌: সাইলি: সল্‌ফ্‌: আয়োড্‌: ষ্যাবোর‍্যাণ্‌: লোবেল্‌-ইন্‌:) এবং ভাল নিদ্রা হয় না (ক্যামো: সিনা: গ্র্যাফ্‌: হাইড্র্যাষ্ট্‌: ক্স্‌:)।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ হাই উঠে এবং উপবেশন কালে নিদ্রাবেশ হয় ; দিবসে নিদ্রাবেশ।

রাত্রে নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখমণ্ডলে এবং হস্তে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হয় এবং স্বেদোদ্গম হইতে থাকে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—পান বা আহারের পর শীতার্ত্ততা (ক্যাপ্স্ঃ)। সন্ধ্যার পর ৮টার সময় নাসিকা এবং হস্ত অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়; রোগী নিদ্রিত হইলেই স্বেদোদ্গম হইতে আরম্ভ হয় (ক্যাল্কে: সিঙ্কো: লাই: মার্ক্ঃ),—বিশেষতঃ মস্তকে (ক্যালকে: সিপী: ক্যামো:)। দীর্ঘকাল স্থায়ী শীত; অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম; প্লীহা মধ্যে বেদনা।

বৃদ্ধি।—অধিকাংশ লক্ষণ উপবিষ্ট অবস্থায়; শয়ন কালে; স্থির হইয়া থাকিলে।

উপশম।—স্পর্শ করিলে; দেহ সঞ্চালনে, নির্ম্মল বায়ু সেবনে।

অনুকূল সম্বন্ধ।—আর্স্ঃ (বেশ ঘর্ম্ম) লাই: নক্স্-ভম্: পল্সঃ রাস্: সিপীয়া:।

সদৃশ।—ব্রাই: ক্যাপ্স্ঃ চেলিড্ঃ হাইড্রাষ্ট্ঃ নক্স্-ভম্: ষ্ট্যাট্-মিউ: পল্সে: র‍্যাণাণ্-বাল্বো: স্পাই: জিঞ্জিবার্: জিঙ্কাম্ঃ।

তুলনীয়।—পাকাশয়িক ও পিত্ত লক্ষণে—ব্রায়ো: চেলিড্ঃ নক্স্-ভম্:। মানচিত্রবৎ জিহ্বায়—আর্স্ঃ নেট্রাম্:। অস্থিরতা—রাস্:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—১৪ হইতে ২১ দিন।

ট্যারেণ্টিউলা কিউবেন্সিস্

(TARENTULA CUBENSIS.)

প্রস্তুতি।—কিউবা দেশীয় সজীব মাকড়সার অরিষ্ট।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—বিষদুষ্ট স্ফোটক; তাণ্ডব, সবিরাম জ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পূযবিষ আশোষণ জনিত চর্ম্মরোগাদিতে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ। স্ফোটক, বিষস্ফোটক এবং বিষব্রণতে ইহা একটী প্রধান ভেষজ। আক্রান্ত অংশ নীল বা বেগুনী বর্ণ ধারণ করে (ল্যাকে:), তন্মধ্যে ভয়ঙ্কর জ্বালা ও হুলবেধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে,—সে যন্ত্রণা মুখে প্রকাশ করা যায় না (আর্স্ঃ অ্যান্থ্র্যাক্সিন্: ইউফর্বীয়াম্ঃ)। যন্ত্রণায় রোগী সমস্ত রাত্রি গৃহতলে ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়। জননেন্দ্রিয় প্রদেশে ভয়ানক অসহনীয় কণ্ডুয়ন উদ্রেক করে এবং পূয-আশোষণ-জনিত-জ্বরের শীত প্রশমন করিয়া থাকে। বিস্ফোটকাদি শীঘ্র শীঘ্র বিগলন প্রাপ্ত হয় প্রথমে একটী ব্রণ উদ্গত হইয়া ক্রমে স্ফীত হইতে থাকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে নীলাভ রক্তিমা প্রকাশ পায়; ক্রমশঃ ঐ ব্রণ বেশ একটী বৃহদাকারের অনমনীয় স্ফোটকে পরিণত হয়; পরে তদুপরিস্থিত ত্বক ও তন্তু সকল বিগলিত হইয়া বোল্তার চক্রের ন্যায় নানা মুখী হয় এবং ঐ সকল মুখ হইতে গাঢ় রসের

ন্যায় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে ; ক্রমে ঐ নানা মুখ প্রসারিত হইয়া পরস্পর মিলিত হয় এবং একটী বৃহৎ গভীর ক্ষতে পরিণত হয় ; এতদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্বর এই সময় সবিরাম অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্স. এপীস: অ্যান্থ্রাক্সিন্: ইউফর্বীয়াম্: ল্যাকে: ক্রোটেলাস্:।

তুলনীয়।—সবিরামজ্বরে—অ্যারেনিয়া:। দুষ্টব্রণে—আন্থ্রাসিন্: ল্যাকেসিস্: সাইলি:।

শক্তি।—৩০ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। ৬ষ্ঠ ক্রমে তাণ্ডবরোগ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ডাং ক্লার্ক।

ট্যারিণ্টিউলা হিস্প্যানীয়া

(TARENTULA HISPANIA.)

প্রস্তুতি।—স্পেন্ দেশীয় সজীব মাকড়সার অরিষ্ট।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—হৃৎশূল ; তাণ্ডব ; পৃষ্ঠদণ্ডের সর্ব্ব নিম্নাংশে স্নায়ুশূল ; চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা ; মূত্রাধার প্রদাহ ; বিষাদ এবং হতাশ ভাব ; উপঝিল্লী প্রদাহ ; বাধক ; নাক দিয়া রক্ত স্রাব ; শিরঃপীড়া ; হিক্কা ; মূর্চ্ছাবায়ু ; সবিরাম জ্বর ; চৌর্য্যোন্মাদ ; গতি বিধায়িনী শক্তির বিকৃতি ; উন্মাদ ; বধিরতা ; অদ্ধাবভেদক বা আধকপালে মাথাব্যথা ; কৃত্রিম মৈথুন-জনিত মন্দফল ; ডিম্বাধারের বিবৃদ্ধি ; সকম্প পক্ষাঘাত ; জরায়ু হইতে বায়ু নির্গমন ; মলান্ত্রের শূলবৎ বেদনা ; অপত্য পথে কণ্ডুয়ন ; কর্ণমূল ; পূয-শোষণ জনিত পীড়া ; মেরুমজ্জায় উত্তেজনা এবং পক্ষাঘাত ; অর্ব্বুদ ; জরায়ুতে স্নায়ুশূল ; জরায়ুর কর্কটীয় ক্ষত ; কশেরুকা বা পৃষ্ঠদণ্ডে অর্ব্বুদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রধান ক্ষেত্র যে সকল রোগে অত্যন্ত অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে, নড়িলে রোগীর যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় তথাপি অনবরত না নড়িলেও একদণ্ড থাকিতে পারে না। হরিৎ পাণ্ডু রোগগ্রস্তা রমণীদিগের মূর্চ্ছা বায়ু রোগে, তাণ্ডব রোগে, মেরুদণ্ডের উত্তেজনা এবং বাধক রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ; রোগিণী একদণ্ড স্থির থাকিতে পারে না, একটা না একটা কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে। নির্ম্মল বায়ু সেবনে, সঙ্গীত শ্রবণে, উজ্জ্বল বর্ণ দেখিলে এবং আক্রান্ত অংশ মর্দ্দন করিলে রোগিণী ভাল থাকে এবং যন্ত্রণার লাঘব বোধ করে। রমণীদিগের দুর্দ্দমনীয় কামুকতা ও যোনি কণ্ডুয়ন ইহার অন্যতম ক্রিয়াফল। অতিশয় স্নায়বিক-উত্তেজনা-প্রবণ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এবং তাণ্ডব রোগে, যখন রোগীর সমগ্র দেহ কিম্বা দক্ষিণ বাহু ও বাম পদ যুগপৎ আক্ষিপ্ত হইতে থাকে, ইহা বিশেষ উপযোগী। বাহু, পদ, এমন কি দেহকাণ্ড পর্য্যন্ত নিরন্তর এরূপ ভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকে যে রোগিণীর অন্য কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না ;

পেশী সকল অনবরত আনর্ত্তিত ও স্পন্দিত হইতে থাকে। রোগীর চৈতন্য শক্তির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ হইয়া থাকে; সামান্য কারণে রোগী উত্তেজিত হয় এবং তৎপরে অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হয়; অঙ্গুলির অগ্রে স্পর্শজ্ঞানের প্রাখর্য্য সংঘটিত হয়; মেরুদণ্ডের যে কোন অংশ ঈষৎ স্পর্শ করিলেও বক্ষ ও হৃদ্প্রদেশে আক্ষেপিক বেদনা অনুভব হয়। প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—যেন সহস্র সহস্র সূচ মস্তকের খুলি ভেদ করিয়া মস্তিষ্কে যাইয়া বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়। শিরো-পশ্চাতে হঠাৎ বোধ হয় যেন কেহ মুদ্গরাঘাত করিল। শিরঃশূল বৃদ্ধি=শব্দে, স্পর্শ করিলে এবং তীক্ষ্ণ আলোকে; উপশম=উপাধানে মস্তক ঘর্ষণ করিলে। রমণান্তে স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েরই, যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। ঋতুর সময় রমণীদিগের কণ্ঠ মুখবিবর এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়,—বিশেষতঃ নিদ্রিত অবস্থায়। ঋতুকালে অত্যন্ত অল্প এবং ফিকা বর্ণ শোণিত স্রাব হইয়া থাকে এবং দন্ত ও নিতম্ব অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে। জরায়ুর মধ্যে ছেদন ও সঙ্কোচনবৎ যন্ত্রণা; যোনি মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী যন্ত্রণা; জরায়ু স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে; জরায়ু মধ্য হইতে বাষ্প নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ত্যাগ ও জৃম্ভন, কখনও হাসে কখনও কাঁদে, আবার এই হাস্য পরিহাস করিতেছে পরক্ষণেই মহা বিমর্ষ ভাব ধারণ করে; ইত্যাদি কতিপয় লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—থাকিয়া থাকিয়া রোগিণী উন্মাদ হইয়া উঠে, মাথা টিপিতে এবং চুল ছিঁড়িতে থাকে; পদদ্বয় অত্যন্ত চঞ্চল; প্রকোপান্তে প্রচণ্ড শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়, চক্ষু একদৃষ্টি হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ উন্মীলিত হইয়া থাকে, চক্ষু সমক্ষে বোধ হয় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সকল উড়িতেছে এবং রোগিণী হাত নাড়িতে থাকে। লোককে মারিব, কাটিব সর্ব্বনাশ করিব এইরূপ বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। সঙ্গীত শ্রবণান্তে রোগিণী ভয়ানক উত্তেজিত হয় এবং এক ঘণ্টা পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইতে থাকে। মূর্চ্ছাবায়ু রোগাধিকারে রোগিণী কাহারও সহিত কথা কহিতে ভালবাসে না এবং ক্রোধ-প্রবণতা প্রদর্শন করে; নিজেকে এবং অন্যকে আঘাত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে (বেল্ঃ হায়োঃ ষ্ট্র্যাফ্ঃ)। এই মহা স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে আবার পরক্ষণেই অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব ধারণ করে; হাস্য পরিহাস করিতে এবং খেলা করিতে ভালবাসে। গান করিবার প্রবল আবেগ, যতক্ষণ না গলা ভাঙ্গিয়া যায় এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে ততক্ষণ অনবরত গান করিতে থাকে (সাইকীউঃ ক্রোকাস্ঃ প্ল্যাট্ঃ ষ্ট্র্যামোম্ঃ)। থাকিয়া থাকিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে (ক্যানাব্-ইন্ঃ ষ্ট্র্যামোন্ঃ ক্রোকাস্ঃ হায়োঃ)। খিটখিটে স্বভাব,—কথায় কথায় রাগিয়া যায়; না ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলে; অনবরত হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয় (আর্সঃ নক্সঃ কষ্টিঃ পলসেঃ রাস্ঃ সাইলিঃ ষ্ট্র্যামোন্ঃ জিঙ্কাম্ঃ জিঙ্কাম্-ভ্যালিঃ)। অনবরত দেহ সঞ্চালন না করিলে থাকিতে পারে না অথচ বেড়াইলে রোগীর যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। মূর্চ্ছাবায়ু রোগাধিকারে কটু উদগার

উঠিতে থাকে; যন্ত্রণা প্রকাশক অব্যক্ত শব্দ করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়; পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগে উপশম বোধ হইয়া থাকে; রোগিণী অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক ভাব এবং কামুকতা প্রকাশ করে (প্ল্যাট্: হায়োঃ)। আসন্ন বিপদাশঙ্কা কিম্বা নিজের কোন কঠিন রোগ হইবে এইরূপ আশঙ্কা (ক্যালী-কার্ব: ফস্: আর্জেণ্ট্-নাই: অ্যা-নাই: লীলিয়াম্-টাই: সিপী:)। অত্যন্ত চতুর। পরের দ্রব্য লইবার বাসনা (অ্যাব্‌সিন্থ্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,=পাদচারণ কালে (বেল্: ন্যাট্-মিউ: নক্স্:); মস্তকে কোন গুরুভার দ্রব্য বহন করিলে বৃদ্ধি হয়; শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগী পড়িয়া যায় কিন্তু তাহার চৈতন্য লোপ হয় না (জিঙ্কাম্:); কোন বস্তুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে শিরোঘূর্ণন অনুভূত হয়, মাথা ব্যথা করে এবং শিরোপশ্চাতে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হইয়া থাকে। উন্মত্ততা ও স্নায়বিক উত্তেজনাধিকারে রোগীর মস্তক ও বাহু আবর্ত্তিত এবং অদ্ভুত ভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকে (ক্যাল্‌কে:)। ক্রোধোদ্রেক হইলে রোগী মস্তক একবার দক্ষিণ দিকে একবার বামদিকে এইরূপ ভাবে সঞ্চালিত এবং কোন বস্তুর গাত্রে আঘাত করিতে থাকে। মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ এবং রোগী চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না (অ্যা-কার্ব্বল্:); মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলাইয়া রাখে (মস্কাস্: নক্স্-ভম্. ওপী: ষ্ট্র্যামোন্: নিদ্রাভঙ্গান্তে শিরোবেদনা (ব্রাই: ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম্:) এবং রোগিণী পুনশ্চ শয়ন করিতে বাধ্য হয়। কোন বস্তুর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে মাথা ঘোরে এবং ব্যথা করিতে থাকে (ন্যাট্-মিউ: স্পাইজি:)। শিরঃশূল বৃদ্ধি=শব্দে (বেল্: থিরড্:), স্পর্শ করিলে (আর্জেণ্ট্-মেট্: সিঙ্কো: ক্যালী-কার্ব: ক্যাল্মীয়া: মার্ক্: সাইলি:) এবং উজ্জ্বল তীব্র আলোকে (বেল্: ক্যাল্‌কে: ন্যাট্-মিউ: স্যাঙ্গিউ: ষ্ট্রামোন্:); উপশম=উপাধানের গাত্রে মস্তক ঘর্ষণ করিলে। মস্তকের গভীরতম প্রদেশগত প্রচণ্ড শিরোবেদনা (ব্যাসিলিন্:), যন্ত্রণায় রোগী ইতস্ততঃ ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়, একস্থানে থাকিতে পারে না (আর্স: বেল্: সিফিলিন্:)। মথা অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে (ল্যাকে: মেজের্: ল্যাচ্‌ন্যান্: নক্স্-মস্:); রোগী মস্তক মুণ্ডন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়; অনবরত মস্তক সঞ্চালন করে অথচ মস্তক রক্ষা করিলে আরাম বোধ হইবে এমন স্থান পায় না (অ্যাকোন্: ককীউলাস্: কিউপ্রাম্:); রোগী খিট্‌খিটে ভাব প্রকাশ এবং শ্বাসকষ্ট বোধ করে এবং স্বীয় কেশ উৎপাটন করিবার চেষ্টা করে। মস্তক যে দিকে হেলায় সেই দিকেরই ব্যথা বৃদ্ধি হয়। কাসিলে শিরোপশ্চাতে এবং উভয় রগে বোধ হয় যেন মুদ্গরাঘাত করিতেছে (ন্যাট্-মিউ: দেখ)।

চক্ষু।—চক্ষুর চারিধারে নীলবর্ণ মণ্ডল; চাকচিক্যময় এবং আরক্তিম। বাম চক্ষু মধ্যে যেন কেশখণ্ড পতিত হইয়াছে এবং সেই কেশাগ্র যেন চক্ষুতে ফুটিতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং রোগী সেই জন্য চক্ষু মর্দ্দন করে; বৃদ্ধি=পাদচারণকালে। বাম চক্ষু মধ্যে যেন শীতল জল ঢালিয়া দিয়াছে এইরূপ বেদনা। চক্ষু মধ্যে যেন সূক্ষ্ম কাষ্ঠশলাকা বা পিন বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (এপীস্: হেলিবো: অ্যা-নাই:)। তীব্র আলোকে চক্ষুপীড়া অনুভব করে এবং পাঁচ জনের সঙ্গে থাকিতেও বিরক্ত হয়। নিদ্রাভঙ্গান্তে দেখে চক্ষু জুড়িয়া রহিয়াছে।

আলোকাতঙ্ক। ভ্রমদর্শন,—ভূত, প্রেত ইত্যাদির মূর্ত্তি দর্শন করে (বেল্: ওপী: ষ্ট্র্যামোন্:)।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণ হইতে অপর্য্যাপ্ত পূয স্রাব হয় (ইল্যাপ্স্: মার্ক: সাইলি:)। কর্ণের বহিঃরন্ধ্রে ভয়ানক বেদনা (মার্ক: পল্সে:), স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি হয় এবং মনে হয় যেন মস্তক মধ্যে লৌহকীলক প্রবিষ্ট হইতেছে। গাত্রোত্থান করিলে কর্ণ মধ্যে কটাস করিয়া উঠে এবং তৎপরে কপিশ বর্ণ স্রাব হইতে থাকে (গ্র্যাফ্: হিপ্:)। কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ শব্দ এবং শিরোঘূর্ণন ও বধিরতা (অ্যা-স্যালিসাই: পেট্রোল্: সোরিন্:)। রাত্রে কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ (জিঙ্কাম্:); বৃদ্ধি=নিদ্রাভঙ্গান্তে।

নাসিকা।—অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব,—শোণিত কাল বর্ণ এবং অগৌণে ঘণীভূত হইয়া যায় (ক্যামো: প্ল্যাট:)। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে নীলা ধমনীদ্বয়ের দপ্দপানি এবং মস্তকের ভারের উপশম হয় (মিল্লোট্: হ্যামা:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ভীতিব্যঞ্জক (ক্যাম্ফ: ষ্ট্র্যামোন্:); গ্রীবা নীলিমান্বিত অথচ মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, পাংশুবর্ণ; কখনও বা সন্তাপজনক উত্তাপ আবির্ভূত হওয়ায় মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং করতলেও উত্তাপ ও ঘর্ম্ম উদ্গত হইতে থাকে। ওষ্ঠদ্বয় যেন দগ্ধ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয়,—জ্বরের পর যেরূপ হইয়া থাকে। নিম্ন হনুর কোণে প্রচণ্ড বেদনা (কষ্টি: জিঙ্কাম্:),—এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী মনে করে সে উন্মাদ হইয়া যাইবে।

মুখবিবর।—দন্তশূল,—দন্ত মধ্যে সড়্ সড়্ করে, হিক্কা উঠিতে থাকে, দন্ত সকল শিথিলমূল বোধ হয় এবং তন্মধ্যে যেন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ যাইয়া লাগিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়; দন্ত মধ্যে দপ্ দপ্ করিতে থাকে; গৃহের বাহিরে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার উপর অত্যন্ত ব্যথাজনকক্ষত উদ্গত হয় এবং মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। জিহ্বা পশ্চাদাকৃষ্ট হইয়া থাকায় রোগী কথা কহিতে পারে না। তালু বোধ হয় যেন বিশেষ-রূপে দগ্ধ হইয়াছে। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা,—প্রতিবারে আপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করে (অ্যাকোন্: আর্জেণ্ট-নাই: ব্রাই: ক্যামো: হেলিবো: ল্যাকে:)।

গলমধ্য।—গলক্ষত; কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালে যুগপৎ কণ্ঠ মধ্যে ও বাম চক্ষুতে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা; কাসিতে কথা কহিতে কিম্বা হাই তুলিতে গেলেও কণ্ঠ মধ্যে ব্যথা বোধ হয়; ধূমপান কালে কণ্ঠনলী বোধ হয় যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এবং তন্মধ্যে ব্যথা অনুভব হইয়া থাকে। মনে হয় যেন কণ্ঠ মধ্যে নিরন্তর বিন্দু বিন্দু শীতল জল পড়িতেছে। দক্ষিণ গলগ্রন্থি অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং স্ফীত হইয়া উঠে (বেল্: মার্ক্: মার্ক্-সায়া: মার্ক-প্রোটো: এপীস্: নাষা:), কণ্ঠ নালীর ব্যথাজনক সংঙ্কোচ অনুভূত হয় এবং ঐ সংঙ্কোচন বা সাঁটিয়া ধরিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি কর্ণে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (ল্যাক্-ক্যান্: ম্যাঙ্গে: ফাইটো:); বৃদ্ধি=গলাধঃকরণ কালে (ক্যাক্টাস্: ল্যাক্-ক্যান্: ষ্ট্র্যামোন্:)। তালুমূলের উভয় পার্শ্বের গহ্বরদ্বয় প্রদাহান্বিত এবং নীল বর্ণ প্রতীমান হয় (ল্যাকে: পল্সে: হ্যাট্ট-আস্:)। কণ্ঠের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত এত স্ফীত যে গলরোধ হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয় বা সম্ভাবনা হয় (ল্যাকে:

মার্ক-প্রোট্:),—বিশেষতঃ গলনলীয় উপঝিল্লি প্রদাহ রোগাধিকারে (ক্যালী-ব্রোম্: ক্যালী-পার্ম্যাঙ্গ: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: মার্ক-প্রোট্: ন্যাট্-আর্স্:)। গ্রীবার এবং হনুতলস্থিত গ্রন্থি মধ্যে নিরন্তর দপ্‌দপানি এবং মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (অ্যামন-মিউ: নক্স-ভম্: সিপীয়া:)। গলগ্রন্থিপ্রদাহ, প্রবল জ্বর ও প্রলাপ বা বিকার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং আক্রান্তগ্রন্থি এত স্ফীত হইয়া উঠে যেন রোগীর গলরোধ হইবার শঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে (বেল্: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: মার্ক:)।

পাকাশয়াদি।—জিহ্বা নিবিড় কপিশবর্ণ লেপাচ্ছন্ন কিন্তু পার্শ্বদ্বয় এবং অগ্রভাগ অগ্নিবৎ আরক্তিম। রোগী বলে যে তাহার জিহ্বা পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া সে কথা কহিতে পারিতেছে না (ক্যানাব্-ইন্)। ক্ষুধা আদৌ থাকে না, তৃষ্ণা জ্বালাময়ী এবং অন্তরে তীব্র উত্তাপ বোধ ; পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণে জল পান করিবার জন্য লালায়িত (অ্যাকোন্: ব্রাই: হেলিবোরাস্:)। উপর্য্যুপরি কাসির প্রকোপ এবং যৎসামান্য গয়ার নিঃসরণ ও বমন ; আহারের অনতিপরেই যাহা কিছু আহার করিয়াছিল সমস্তই বমিত হইয়া যায় (এপীস্: আর্স্: ব্রাই: ফেরাম্-ফস্: গ্র্যাফ্: প্লম্: সল্ফ্: ভেরেট্: জিঙ্কাম্:) ; বমনের পূর্ব্বে পাকাশয় ও অন্ননালীর মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে (রাস্:), কিন্তু বমনান্তে জ্বালার নিবৃত্তি (অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য বেদনার নিবৃত্তি হয়=রোবিন্:)।

অন্ত্রাশয়।—দুইকোঁক স্ফীত হইয়া উঠে। প্লীহা মধ্যে যেন ছুরিকাঘাত করিতেছে এইরূপ বেদনা (অ্যানাস্থি: কাইঙ্কা:) এবং পাকাশয় ও জরায়ু মধ্যেও ব্যথা করিতে থাকে। যকৃত প্রদেশ টাটাইয়া উঠে, অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করিলেও ব্যথা বোধ হয় (ল্যাকে: টিলীয়া:) নাভী প্রদেশে তীব্র ব্যথা, বিশেষতঃ রাত্রে (ক্যাল্কে: কর্কাস্:) ; উদর ও মলান্ত্র মধ্যে প্রচণ্ড জ্বালা ; মল অপর্য্যাপ্ত, বর্ণ ঘোর, পূতিগন্ধময় এবং প্রবল বেগজনক ; মলকাঠিন্য। উদর ঢক্কার ন্যায় হইয়া উঠে (ফুলিয়া ঢাক হয়)। অন্ত্রকূজন। তলপেটে সূত্রতন্তময় অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়া জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়কে নিষ্পেষিত করে এবং তজ্জন্য জরায়ু হইতে প্রদরানু-কারী স্রাব হইতে থাকে(ল্যাক্টীউকা-ভাই:)।

মলান্ত্র ও মল।—মলত্যাগান্তে মলদ্বার ব্যথা ও জ্বালা করিতে থাকে (অ্যালো: আর্স: ক্যাম্থা: গ্যাম্বোজ্: আইরিস্: কালী-কার্ব্: সল্ফ্: ট্রম্বিড্: আর্টিকা-ইউ:)। মলত্যাগ করিবার জন্য প্রবল বেগ দিতে হয় (প্ল্যাট্: সেলিন্: সিপী:) ; শোণিতলিপ্ত কঠিন মল নির্গত হইয়া থাকে (অ্যালীউ: থুয়া:)। মলকাঠিন্য অধিকারে কাসিলে বা কোনরূপ বেগ দিলে অজ্ঞাতসারে মূত্র নির্গত হয় (কষ্টি: থুযা:)। দিবসে তিন চারি বার বাহ্যে হয়, মল অত্যন্ত ঘোর, পূতিগন্ধময়, না তরল না কঠিন, অধিক পরিমাণ আম মিশ্রিত, অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ভয়ানক উত্তেজনা ও জ্বালা অনুভূত হয়। মস্তক ধৌত করিবামাত্র বাহ্যের বেগ হয়।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয় প্রদাহ প্রবল জ্বর, বমনাদি পাকাশয়িক বিকৃতিজনিত ভয়ানক যন্ত্রণা, প্রস্রাব হয় না, মূত্রস্থলী স্ফীত ও অনমনীয় এবং মূত্রস্থলীর প্রবল সঙ্কোচন জনিত যন্ত্রণা ;

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; প্রস্রাব ঘোর লাল কিম্বা কপিশ বর্ণ, দুর্গন্ধ এবং রেণুময় তলানি বিশিষ্ট (লাই: ল্যাকে: প্যারিইরা:)। কাসিলে, হাসিলে, কথা কহিলে কিম্বা কোনরূপ বেগ দিলেই প্রস্রাব নির্গলিত হয় (কষ্টি: স্কীলা: থূযা: ভেরেট্:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয় বা রিপুর উত্তেজনা,—রোগী প্রায় উন্মত্ত হইয়া যায় (ক্যান্থা: হ্যায়ো: লাই: অ্যা-পাই: লিসিন্: ষ্ট্র্যামোন্:)। হস্তমৈথুনাদি অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় সেবার পর মূত্রাধার মুখশায়িকার রোগ প্রকাশ পায় এবং রোগী বিষাদবায়ুগ্রস্থ হইয়া পড়ে। অণ্ডকোষ শিথিল ও স্পর্শাসহ; কুচকী প্রদেশে অত্যন্ত ব্যথা এবং মূত্রনলী-সংকোচন; দক্ষিণ কোষ এবং কোষরজ্জু ব্যথান্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং ভার বোধ হয় (অরাম্: হ্যামা: স্পঞ্জী:)। রেতঃস্খলনকালে উহা গরম বোধ হয় এবং শোণিত মিশ্রণ বশতঃ উহার বর্ণ ঈষৎ লাল বর্ণ (ক্যানাব্-স্যাট্: পেট্রোল্: লিডাম্:)। রমণ কষ্টজনক এবং রমণান্তে অবসাদ বোধ হয় এবং কাসি হইতে থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যধিক রিপুর উত্তেজনা; ঋতু অত্যন্ত অকালে আবির্ভূত হয় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে; জরায়ুর মধ্যে ব্যথা এবং আকুঞ্চন প্রসারণ অনুভূত হইতে থাকে; যোনিবহির্দ্দেশে প্রবল কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় (আরম্-মিউ: ফেরাম্-আয়োড্: ক্রিয়ো: অ্যা-নাই: লাই: হাইড্রোকোট্: ক্যালেডীয়াম্:)। রমণীদিগের দুর্দ্দমনীয় কামুকতা,—সঙ্গমান্তে আরও বৃদ্ধি হয়। প্রদরস্রাব থামিলে শোণিতস্রাব এবং শোণিত স্রাবের পর প্রদর স্রাব এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কুচকী প্রদেশে বেদনা এবং জরায়ু হইতে শোণিতাদি স্রাব। তলপেটে আক্ষেপিক বেদনা, পাদচারণে বৃদ্ধি হয়। জরায়ু হইতে বায়ু নিঃসরণ (ল্যাক্-ক্যান্: লাই: নক্স্-মস্: বোম্: স্যাঙ্গিউইন্:)। পাকাশয় মধ্যে বোধ হয় যেন কোন সজীব পদার্থ নড়িতেছে এবং কণ্ঠাভিমুখে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে (ক্রোকাস: এরাণ্ডো: থূযা:)। মনে হয় যেন উদর মধ্যে জরায়ুর স্থান হইতেছে না বলিয়া উহা অন্ত্রাদিকে ঠেলিতেছে। জরায়ু ও যোনিমধ্যে বিদ্ধকারী বেদনার পর প্রদরস্রাব হইতে আরম্ভ হয়। জরায়ু মধ্যে যেন ছুরিকা প্রবিষ্ট হইতেছে কিম্বা যেন কেহ তদুপরে আঘাত করিল এইরূপ বেদনা। জরায়ুর মধ্যে যেন ভ্রূণ নড়িতেছে এইরূপ অনুভূতি (স্যাট্-কার্ব্:)। স্তনদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্তনবৃন্ত মধ্যে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। ডিম্বকোষ দ্বয়ের অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা সহযোগে রজঃকৃচ্ছ্র বা বাধক। মেরুচঞ্চু মধ্যে উত্তেজনা ও জ্বালা সহযোগে জরায়ুর ঈষৎ বিবৃদ্ধি এবং প্রদরস্রাব; দাঁড়াইলে জ্বালার উপশম হয়; জরায়ুশূল,—বেদনা নিতম্বে ও মেরুদণ্ডে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। অপর্য্যাপ্ত রজঃস্রাব অধিকারে প্রত্যঙ্গাদির অতি চাঞ্চল্য।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরলোপ এবং অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। কাসি,—যন্ত্রণাজনক, শুষ্ক, গলরোধক এবং অবসাদ জনক; কাসিলে বোধ হয় মস্তক, বক্ষগহ্বর এবং জরায়ু যেন প্রসারিত হইতেছে এবং রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। শয্যা হইতে উঠিবার সময় কাসির উদ্রেক হয়, বমি হইয়া যায় এবং অসাড়ে মূত্র নির্গলিত হয়। সময়ে সময়ে হঠাৎ বোধ হয় যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে,—রোগী রোদন ও চীৎকার করে এবং অত্যন্ত অস্থিরতা

প্রকাশ করিয়া থাকে। অত্যন্ত বুকচাপ বোধ হয়, এবং রোগী হাঁপাইতে থাকে। বাম ফুস্‌ফুসের মূলদেশে বোধ হয় যেন কেহ মুষ্টাঘাত করিল এইরূপ বেদনা। বক্ষমধ্যে হুলবেধবৎ নিষ্পেষণবৎ, বিদ্ধকারী বা খালধরার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্রোগ, জলে হাত ভিজাইলে বৃদ্ধি হয়। হৃৎপিণ্ড ধড়্ ফড়্ করিতে থাকে এবং উহার গতি ঝটিকার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল (অ্যামিস্: ডিজিট্: ক্যালী-কার্ব: ক্যাল্মী: স্পাই: ষ্ট্রামোন্: ভেরেট্-ভির্:)। হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীমূল যেন নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা (লীলিয়াম্-টাই: নক্স-মস্: স্পাইজি:) যেন লৌহময় হস্ত দ্বারা সবলে ধরিয়াছে= (ক্যাক্টাস্:)। বাম বীজকোষ মধ্যে ব্যথা ও স্নায়বিক অবসাদ। হৃৎপিণ্ড যেন ঘুরিয়া গেল কিম্বা যেন কেহ মুচ্‌ড়াইয়া (ক্যাক্টাস্:) দিল এইরূপ বোধ, বিশেষতঃ মেরুদণ্ড স্পর্শ করিলে; বক্ষমধ্যে বেদনা হইতে থাকে এবং সর্ব্বাঙ্গে স্বেদোদ্গম হয়। হৃদ্স্পন্দন এবং সূচীবেধবৎ বেদনা বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের ব্যাঘাত (কালী-কার্ব্: সিপীয়া:)। মস্তক ভার বোধ ও গ্রীবাদেশের ধমনীদ্বয়ের দপ দপানি,—বিশেষতঃ মেরুমূলের উভয় পার্শ্বে (অ্যামিল্: অ্যাম্পার্: বেল্: জেল্‌স্: গ্লোন্: হিপ্: হাইপির: ষ্ট্রামোন্:); নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে উপশম হয় (ফেরাম্-ফস্: ম্যাগ্-সল্‌ফ্: মিলিলোট্:)। যেন কত দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়াছে বা ভয় পাইয়াছে এইরূপ হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে বা ধড়ফড় করিতে থাকে (নক্স-মস্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবা আড়ষ্ট,—নড়িলেই ব্যথা বোধ হয় (অ্যাকোন্: ব্রাই: ককীউ: সাইলি:)। গ্রীবার উপরিস্থিত যবাকৃতি তিলক বা জড়ুল স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন তন্মধ্যে সূচবিদ্ধ হইতেছে। গ্রীবা ও পৃষ্ঠে ব্যথার পর সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাতের আবির্ভাব। মেরুদণ্ডের উপর স্ফীতি, ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। মেরুচঞ্চু মধ্যে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা (অ্যামোন-কার্ব্: ক্যাম্ফা: কোল্‌চি: নিকোলাম্:)। প্রসবান্তে মেরুচঞ্চু বেদনা,—মেরুচঞ্চু মধ্যে মহা যন্ত্রণা ও অস্বস্তি বোধ এবং জ্বালা ও উত্তেজনা জনক প্রদরস্রাব (দুগ্ধবৎ প্রদরস্রাব সহযোগে=ক্রিয়ো:) সহযোগে; মেরুচঞ্চুর বেদনার উপশম=দাঁড়াইলে, উপবেশন করিলে (পেট্রোল্:), শয়ন করিলে কিম্বা ঈষৎ টিপিলে (অ্যা-ফস্: সিঙ্কো: হিপ: মার্ক-সাল্: ভ্যালি:)। আক্রান্ত প্রত্যঙ্গ শীতল জলে নিমজ্জন জনিত প্রতিরুদ্ধ বাতব্যাধি; হাঁপানীর ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস, উদ্বেগ, হৃৎপিণ্ড মধ্যে খালধরার ন্যায় বা যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা, দুর্ব্বলতা, অসাড়তা ও জড়তা বোধ। অনবরত হস্তপদ সঞ্চালনের ইচ্ছা। হস্তাঙ্গুলির গ্রন্থি এবং পদাঙ্গুলি মধ্যে অত্যন্ত তীব্র বেদনা। করতল জ্বালা করে এবং ঘামে। পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ, দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ করিতে পারে না। সমস্ত প্রত্যঙ্গই কম্পিত হইতে থাকে। দক্ষিণ পদ স্পন্দিত ও আনর্ত্তিত হইতে থাকে। সবিরাম জ্বরাধিকারে তাণ্ডব রোগীর ন্যায় হস্ত পদের আক্ষেপ ও আনর্ত্তন।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকটীয়া-রেসি: অ্যাগার্: অ্যা-ফস্: সাইকীউ: ক্রোকাস্: অ্যা-পাই: জেল্: হায়ো: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাকে: লিডাম্: মাইগেল্: নক্স্-মস্: ষ্টিক্টা: ষ্ট্রামোন্: সল্‌ফ্: ।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, কোন বস্তুর সংস্পর্শে আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করিলে, শব্দ শ্রবণ

করিলে, জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে, স্থির হইয়া থাকিলে, রাত্রে মস্তক ধৌত করিলে, শীতল জলে হস্ত ভিজাইলে, রমণান্তে, আলোক এবং নিদ্রার পর।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সেবনে বা সংস্পর্শে, সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, আক্রান্ত অংশ মর্দ্দন করিলে, টিপিয়া দিলে, উষ্ণজল প্রয়োগে এবং নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে।

তুলনীয়।—তাণ্ডব—মাইগেল্: অ্যাগারি: ষ্ট্রামো:। বালিশে মাথা গোঁজা—বেলাড:। মূর্চ্ছাবায়ু—ক্রোকাস:। গভীর শিরঃপীড়া—ব্যাসিলি:। অতিশয় আনন্দ—কফিয়া:। হতাশ প্রণয়—অ্যাসিড-ফস্:। হস্তপদ চঞ্চল—জিঙ্কাম:। কামোন্মাদ—অ্যাসিড-পিক্রিক্:। রক্তময় শুক্রক্ষরণ—মার্ক: লিডাম:। মন্দসংবাদ বা ভয় জনিত হৃদয়ের অবস্থা—জেল্স:। জরায়ু হইতে বায়ুনির্গমন—ব্রোম:। হৃৎশূল—ক্যালি-কার্ব্ব:।

শক্তি।—৬ষ্ঠ শততমিক হইতে ২০০শততমিক ক্রম।

টেলিউরীয়াম্

(TELLURIUM.)

প্রস্তুতি।—এই উপধাতুর প্রথমে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কক্ষতলে বা বগলে এবং পায়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; অর্ব্বুদ; ছানি; চক্ষুপ্রদাহ; কর্ণের পূয; সর্দ্দি; প্রমেহ; স্বরভঙ্গ; দদ্রু; গৃধ্রসী; মেরুমজ্জার উত্তেজনা; কৃমি; হাই উঠা।

উপযোগিতা ও আভাস।—দদ্রু রসগুটী ও দদ্রুবৎ নানাবিধ চর্ম্ম রোগ, কর্ণবহির্ভাগের পামাকচ্ছু কর্ণস্রাব, বধিরতা শ্লেষ্মাশ্রিত অক্ষিপ্রদাহ, অক্ষিপুটিক পামাকচ্ছু; মেরুদণ্ডের উত্তেজনা এবং উরুপশ্চাতিক স্নায়ুশূল প্রভৃতি রোগে লক্ষণ বিশেষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার কতিপয় প্রধান লক্ষণ এই:—(১) রোগীর গাত্র ও ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, যেন রসুন গন্ধযুক্ত। (২) কর্ণস্রাব,—কর্ণ হইতে নির্গলিত পূয আমিষগন্ধ এবং তাহা এত কষায় যে যেখানে লাগে সেই স্থানেই ফোস্কা হয়। (৩) যেন বাম কর্ণের পশ্চান্নলী মধ্যে সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব। (৪) অক্ষিপুটের উপর পামাকচ্ছু বা চটা ঘা হয় এবং তন্মধ্য হইতে পূয নির্গলিত হয়, হঠাৎ শ্রবণ পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। (৫) পীড়কা যুক্ত চক্ষুপ্রদাহ, যোজিকার উপর পীড়কা বাহির হইয়া উহার প্রদাহ উৎপন্ন করে। (৬) জলবৎ সর্দ্দি স্রাবসহ স্বরভঙ্গ ও অশ্রুপাত, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বৃদ্ধি হয় কিন্তু কিছুক্ষণ তথায় অবস্থিতি করিলে উপশম বোধ হয়। (৭) নাসাপশ্চাৎনলী হইতে গলমধ্যে শ্লেষ্মা নিসঃরণ, স্বরনলী মধ্যে পিটুপিটু করে এবং কাসি হইতে থাকে। (৭) মলত্যাগান্তে মলদ্বারে কণ্ডূয়ন উদ্রেক হয়, সূত্রকৃমী নির্গত হয়। (৮) মুখনিঃসৃত বায়ু, আধ্মান বায়ু বা উদ্গার এবং পদস্বেদ অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। (৯) উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল,—দক্ষিণ পার্শ্বগত; যন্ত্রণায়

বৃদ্ধি=কাসিলে, হাঁচিলে, মলত্যাগ কালে বেগ দিলে এবং আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে। (১০) অত্যন্ত স্পর্শ কাতরতা। (১১) আঘাত পতনাদি বশতঃ বা অন্য কোন কারণে ব্যথান্বিত অংশ স্পর্শ করিলে সেই ব্যথা দেহের বিভিন্ন অংশ এবং পৃষ্ঠে ও বহুদূর পর্য্যন্ত অনুভব হয়। (১২) উকী উঠিতে উঠিতে হাই উঠে এবং আহারের পর নিদ্রাবেশ হয়। (১৩) বাম পার্শ্বে শুইলে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বের পঞ্জর মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে এবং হৃৎপিণ্ড মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—এককথা ভাবিতে গেলে অন্য সকল কথা ভুলিয়া যায়। কথায় কথায় ধৈর্য্যচ্যুতি হয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর (ম্যাগ্‌-মিউ: ম্যাঙ্গি: সিপী:); বৃদ্ধি=পাদচারণকালে (বেল্‌: ন্যাট্‌-মিউ: নক্স্‌-ভম্‌: কোনা: ক্যালী-কার্ব্‌: নক্স্‌-মস:); উঠিয়া বসিলে (কার্ব্বো-অ্যান্‌: ডায়াডেমা:) কিম্বা মস্তক ঘুরাইলে (ব্রাই: ক্যাল্‌কে: কোনা: ক্যালী-কার্ব: ষ্ট্যাফ:); নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত বহিতে থাকে, বিবমিষার উদ্রেক হয় এবং ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন হইয়া যায় (ক্যাম্ফো: ক্যালী-কার্ব্‌: ভেরেট্‌:); উপশম=স্থির ভাবে শুইয়া থাকিলে (কার্ব্বো-অ্যান:)। একটু মাথা নড়িলেই বোধ হয় যেন মস্তিষ্কে আঘাত লাগিতেছে। প্রাতে মস্তক পরিপূর্ণ এবং ভার বোধ হয় (আর্ণিকা: ল্যাকে:)। বাম চক্ষুর উর্দ্ধাংশে রেখার ন্যায় বা সূত্রবৎ বেদনা, ক্ষণস্থায়ী, তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। হেঁট হইয়া লিখিতে হঠাৎ মস্তক মধ্যে শোণিতাধিক্য এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নিদ্রাবেশ হইলেই শিরোঘূর্ণন অনুভূত হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন সে শূন্যে উড়িতেছে।

চক্ষু।—অক্ষিমুকুরের সম্মুখাংশে খানিকটা চাথড়ির ন্যায় পদার্থ জমিয়া থাকে। ত্রিকোণাকার অক্ষিরুহ, অর্থাৎ চক্ষুর কোণে, অধিকাংশ স্থলে নাসিকার নিকটস্থিত কোণে, একটি ত্রিকোণ মাসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং ঐ ত্রিভুজের শিখর তারকার দিকে থাকে (অ্যামন্‌-ব্রোম্‌: আর্স্‌: ক্যাল্মিকা: ল্যাকে: র‍্যাটান্‌: আর্জেন্ট্‌-নাই: ক্যাল্‌কে: ইউফ্রে:)। পীড়কাযুক্ত চক্ষু প্রদাহ রোগে চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত পূয নির্গলন ও অক্ষিপুটের উপর চর্ম্মদলবৎ পামাকচ্ছু উদ্গত হয় (গ্র্যাফ্‌: মেজের্‌: সোরিন্‌:)। যোজিকা প্রভৃতির পার্শ্বে পার্শ্বে দদ্রুবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সমূহ উৎপন্ন হয়,—শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠে; রোদন করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। গণ্ডমালা দোষযুক্ত অক্ষিপ্রাদহ,—বাম চক্ষুর উর্দ্ধাক্ষিপুটে প্রদাহাধিক্য অনুভূত হয়; চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে, তন্মধ্যে কণ্ডুয়ন উদ্রেক এবং চাপ বোধ হয়।

কর্ণ।—বহিঃরন্ধ্র কণ্ডুয়নযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে বেদনা জনক দপ দপানি অনুভূত হয়; তৎপরে, তিন চারি দিবসের মধ্যে মৎস্য ধোয়ানি জলের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট জলবৎ পূয স্রাব হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ পূয যেখানে লাগে সেই খানেই ফোস্কা উদ্গত হয়; কর্ণ নীলাভ রক্তিমান্বিত ও শোথযুক্তবৎ প্রতীয়মান হয়; শ্রবণশক্তি কমিয়া যায়। শ্রবণপথ

হঠাৎ বোধ হয় যেন রুদ্ধ হইয়া গেল (ডায়স্কো: লোবেল্-ইন্:); বাম কর্ণের পশ্চান্নলী মধ্যে বোধ হয় যেন সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে (রন্ধ্র মধ্যে=চেলিড্: মেজের: ষ্ট্যাফ্: ভিঙ্কা:); নাস নিলে বা উদ্গারের সময় বোধ হয় যেন কর্ণ পশ্চান্নলীর মধ্য দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয় (হাস্ত করিলে বোধ হয় যেন উহার মধ্য হইতে শীতল বায়ু বহির্গত হইল=মিলিফো:)। দিবারাত্র কর্ণ মধ্যে দপ্ দপানি অনুভূত হয় এবং তন্মধ্য হইতে পাত্‌লা ত্বকক্ষয়কারক পূয স্রাব হইতে থাকে (ক্যাল্কে-ফস্: সোরিন্:)। কর্ণপটহের উপর ফোস্কার স্থায় পীড়কা উদ্গত হইয়া ক্রমে তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হয় এবং পরে পটহ ভেদ হইয়া যায় (ক্যালী-বাই: ক্যালী-ফস্: হাইড্র্যাষ্ট্:); নাস লইলে কিম্বা উদ্গার তুলিলে তন্মধ্য হইতে বায়ু নির্গত হয়। কর্ণপটহ চিরকালের জন্য বিকৃত হইয়া যায় এবং শ্রবণশক্তি অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

নাসিকা।—জলবৎ সর্দ্দি স্রাব—চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে এবং গলা ভাঙ্গিয়া (পেট্রোল্:) যায়,—বিশেষতঃ বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে (অ্যা-নাই: পল্সে: আর্স: কলোসিন্থ: আয়োড্: সল্ফ: থুযা ;—উপশম=সীপা:); ক্ষুক্ ক্ষুক্ করিয়া কাসি হইতে থাকে (সীপা:); কিছুক্ষণ নির্ম্মল বায়ুতে বা গৃহ বহির্ভাগে অবস্থিতি করিলে উপশম হয়। প্রাতে কাসিয়া পশ্চান্নারন্ধ্র হইতে ঘোর পীতবর্ণ শ্লেষ্মা বাহির করে।

মুখমণ্ডল।—সময়ে সময়ে হঠাৎ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে (অ্যা-মিউ: অ্যাণ্ট-টার্ট:) মুখের পেশী সকল আনর্ত্তিত বা স্পন্দিত হইতে এবং বিকৃতভঙ্গি ধারণ করিতে থাকে (সিনা: মাইগেল: কিউপ: ওপী: সাইকীউটা: স্পাই:); বৃদ্ধি—কথা কহিতে গেলে। মুখের উপর দদ্রু উদ্গম (ব্যাসিলিন্:)।

মুখবিবর।—লালাস্রাব ; যখন তখন দন্তমাড়ী হইতে সামান্য কারণে অপর্য্যাপ্ত শোণিতস্রাব হয়। মুখে রসুনের গন্ধ। গলক্ষত,—তালুমূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় শুষ্ক এবং পান বা আহারের সময় উপশম বোধ হয়।

পাকাশয়াদি।—মস্তকে ও গ্রীবাপৃষ্ঠে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য অধিকারে পাকাশয় শূন্য ও তন্মধ্যে অবসাদজনক ভাব অনুভূত হয়। উদর মধ্যে যেন নখ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। নিঃসৃত আধ্মাত অত্যন্ত পূতিগন্ধ বিশিষ্ট।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। মূত্র ঘোর লাল এবং অম্লাক্ত। এক বিন্দু মূত্র মূত্রনলীদ্বারে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মুষ্ক ও বিটপদেশে দদ্রুবৎ কণ্ডু উদ্গত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড।—বামপার্শ্বে শয়ন করিলে হৃদ্প্রদেশে ঈষৎ বেদনা বোধ হয় ; চিৎ হইয়া শুইলে ভাল হইয়া যায় (ল্যাকে:)। হৃদ্স্পন্দনাধিকারে সর্ব্বাঙ্গে দপ্দপানি সংরক্ত অনুভূত হয় (স্যাট্-মিউ: স্পাইজি:), নাড়ী পূর্ণ বা পুষ্ট, এবং অবশেষে ঘর্ম্ম উদ্গত হয় (অ্যাগার:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—মেরুদণ্ড অত্যন্ত স্পর্শকাতর,—বিশেষতঃ সপ্তম হইতে দ্বাদশ কশেরুকা পর্য্যন্ত ; টিপিলে বা স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয় (চিনিন্-সল্ফ্: ফস্:) এবং ঐ ব্যথা দেহের দূরতর অংশে পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়া থাকে। গৃধ্রসী বা উরুপাশ্চাত্তিক স্নায়ুশূল

দক্ষিণ পার্শ্বগত ; বেদনা নিতম্ব হইতে উরুপাশ্চাতিক স্নায়ু বহিয়া নীচের দিকে সঞ্চারিত হয় ; বৃদ্ধি=কাসিলে, হাস্য করিলে, কিম্বা আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে।

ত্বক।—মুখমণ্ডলে দদ্রু ও ক্ষৌরকণ্ডু উদ্গম ; সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গে, দদ্রু উদ্গম (ব্যাসলিন্: গ্র্যাট্-মিউ: ফাইটো: সিপী:) ; দেহের স্থানে স্থানে উচ্চ দদ্রু সকল দৃষ্ট হয় ; রাত্রে কণ্ডুতির বৃদ্ধি ; রোগীর গাত্র ও ঘর্ম্ম হইতে রসুনের ন্যায় দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়। বক্ষ মধ্যে দুর্গন্ধ স্বেদ উদ্গম।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, স্থির হইয়া থাকিলে, আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে, হেঁট হইলে, কাসিলে, হাস্য করিলে কিম্বা মলত্যাগ কালে বেগ দিলে, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং রাত্রে।

উপশম।—পান বা আহারান্তে (গলক্ষত) ; চিৎ হইয়া শুইলে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—নক্স্-ভমিকা:।

সদৃশ।—আর্স্: সীপা: গ্র্যাট্-মিউ: পল্‌সে: রাস্: সেলিন্: সিপীয়া: সল্‌ফ্: টিউবার্কিউলিনাম্: বা ব্যাসীলিনাম্:।

তুলনীয়।—অস্থিরতা ও দুর্গন্ধ—আর্সেনিক:। সর্দ্দি—সিপা:। কর্ণপ্রদাহ—পল্‌সে: বেলাড:। দদ্রু—ব্যাসিলিন: সিনা: নক্স্:। কৃমী—টিউক:। কাসিও কফ—ওস্মিয়ম:।

শক্তি।—নিম্ন ও উচ্চক্রম ব্যবহার্য্য। ৬ষ্ঠক্রমে ডাং ন্যাস বহুদিনের কর্ণস্রাব রোগ আরাম করিয়াছেন।

টেরিবিন্থিনা

(TEREBINTHINA.)

নামান্তর।—অয়েল্: অভ্ টার্পেণ্টাইন্:।

প্রস্তুতি।—তার্পিন তৈল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—তাণ্ডব ; অণ্ডলালীয়-মূত্র ; হাঁপানি ; পৃষ্ঠবেদনা ; শ্বাসনলী প্রদাহ ; বেদনা পূর্ণ লিঙ্গোচ্ছ্বাস ; ভাবান্তর ; চক্ষুর স্নায়ুশূল ; মূত্রাধার প্রদাহ ; দন্তোদ্গম ক্লেশ ; শোথ ; রক্তামাশয় ; বাধক ; সান্নিপাতিকজ্বর ; মৃগী ; বিসর্প পিত্তশিলা ; পিত্তশ্মরীশূল ; কুচকীর গ্রন্থির স্ফীতি ; প্রমেহ ; পুরাতন মেহ ; রক্তমূত্র ; অর্শ ; অন্ত্রবৃদ্ধি ; ভগোষ্ঠে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ; জলাতঙ্ক ; ব্যাধিশঙ্কা ; উন্মাদ ; অন্ত্রক্ষত ; চক্ষুর উপতারার প্রদাহ ; কামলা ; বৃক্কে রক্ত সঞ্চার ; মূত্রগ্রন্থির স্নায়ুশূল ; কটীবাত ; অক্ষিগোলকের উপর স্নায়ুশূল ; ডিম্বাধারে বেদনা ও শোথ ; কচ্ছু ; গৃধ্রসী ; শুক্রক্ষরণ ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা ;

মূত্রনালীর অবরোধ; ধনুষ্টঙ্কার; উদরাধ্মান মূত্র বিকার; মূত্ররোধ; মূত্রস্তম্ভ বা বদ্ধ কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—নানা প্রকার মূত্র রোগ এবং বস্তিগহ্বরস্থিত অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ উদরী, বিশেষতঃ কোন তরুণ রোগান্তিক উদরী, বৃক্ক মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য, মূত্রাশয়প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং আন্ত্রিক জ্বরে ইহা বিশেষ হিতকারী। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক :—জিহ্বা মসৃণ, চিকণ এবং কণ্টক শূন্যবৎ প্রতীয়মান হয়। উদর স্ফীত হইয়া ঢক্কার ন্যায় হইয়া উঠে। বৃক্ক প্রদেশে জ্বালা অনুভূতি। প্রস্রাব অতি অল্প, রক্তাক্ত এবং ধূমময় এবং পুষ্পবিশেষের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। মূত্রকৃচ্ছ্র অধিকারে রক্তস্রাব। উদরাময় বা মলতারল্য, মল জলবৎ, হরিতাভ এবং আমময়; কিম্বা পৌনঃপুনিক, অপর্য্যাপ্ত পূতিগন্ধ এবং শোণিতাক্ত, মলত্যাগান্তে মলান্ত্র ও মলদ্বার জ্বালা করে, রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার মূর্চ্ছোপক্রম হয়। কৃমী অধিকারে মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় এবং যখন তখন, যেন গলরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়। শুষ্ক, বক্ষবিদারক কাসি এবং মলদ্বারে কণ্ডুতির উদ্রেক হইয়া থাকে। গাত্রের ত্বকতলে শোণিত নির্গলন জনিত কালশিরাবলী, প্রত্যহ নূতন নূতন কালশিরা উদ্গত হয়। অন্ত্র মধ্যে ক্ষতোপজনন এবং তাহা হইতে শোণিতস্রাব,—শোণিত শৈরিক এবং কালবর্ণ। মূত্র লালাধিক্য বিশিষ্ট এবং শোণিত মিশ্রিত কিন্তু তাহার সহিত মূত্রনলীর শল্ক নির্গত হয় না; আর্দ্র ভূমিতে বাস করিলে বৃদ্ধি হয়। পূতিবাষ্পজ জ্বরের ইহা অন্যতম প্রতিষেধক বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্তম্ভিত ভাব বা জড়বুদ্ধিতা (অ্যা-নাই: অ্যা-ফস্: এপীস্: হিপার: হায়ো: ক্যালী-কার্ব: ওপী: ফস্: সল্ফ্:); কোন বিষয়ে একাগ্র ভাবে মনোনিবেশ করিতে পারে না (অ্যানাক্: ল্যাকে: লাই: ইথীউ: নক্স-ভম্: ফস্:); আচ্ছন্ন অবস্থা—বিশেষতঃ মূত্রাধার বিকারে (ক্যাম্ফা: ওপী:)। শিশুর কথায় কথায় ধৈর্য্যচ্যুতি হয়,—মহা রাগিয়া যায় (সিনা: অ্যামোডাম্:)। দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের মস্তিষ্কাবরণীর উত্তেজনা বশতঃ ক্রোধন স্বভাব (ক্যাল্কে-ফস্: ক্যামো: সিনা:)। সংন্যাস আক্রমণের ভয় (আর্জেন্ট-মেট্: কফী: ফেরাম্: ইল্যাপ্স:),—মস্তক ভার এবং তন্মধ্যে নিষ্পেষণ অনুভূত হয়। জীবনে বিতৃষ্ণা (অরাম্: চায়না: ফস্:)। উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা (আর্স্: বেল্:)।

মস্তক।—হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া যায় এবং রোগী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে (নক্স-ভম্: বেল্: জেল্সি:) এবং পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। অন্ত্রশূলাধিকারে অতীব্র শিরোবেদনা। মস্তক অত্যন্ত ভার এবং তন্মধ্যে প্রচণ্ড নিষ্পেষণ অনুভূত হইয়া থাকে, মস্তক বোধ হয় যেন একটী বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যা-কার্ব্বল্: অ্যা-নাই: জেলসি: সল্ফ্:)।

চক্ষু।—তারকামণ্ডলের বা উপতারকার প্রদাহ (আর্স্: ব্রাই: কোল্চি: ডাল্ক্যা: ইউক্রে: রাস্:) এতৎসহ মূত্ররোগ সংশ্লিষ্ট। ভ্রূদেশে এবং চক্ষু মধ্যে বেদনা,—বিশেষতঃ রাত্রে

১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত। চক্ষু ঘোর লালবর্ণ এবং আক্রান্ত পার্শ্বের মুখমণ্ডল আরক্তিম। নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে উড্ডীয়মান ত্রসরেণু বা কৃষ্ণবিন্দু দর্শন; অর্দ্ধ উন্মীলিত (বেল্: কিউপ্রাম্: ওপী:) চক্ষু ; শিবনেত্র বা উর্দ্ধাকৃষ্ট তারকা (ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্: হেলিবো: ওপী:), কিম্বা ঘূর্ণায়মান তারকা (বেল্: কিউপ্রাম্: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট্: জিঙ্কাম্:)।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে যেন ঘড়ি বাজিতেছে এইরূপ শব্দ শ্রুত হয় (যেন দূরে ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছে = সিঙ্কোনা:)। কর্ণমধ্যে টিং টিং শব্দ (কষ্টি: পল্‌সে:)।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে অনর্গল শোণিত স্রাব (অ্যাকো: বেল্: ব্রাই: হ্যামা:),— লালামূত্র কিম্বা অতীব্র শিরোবেদনা অধিকারে।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল মৃদ্বর্ণ বা পাংশুবর্ণ ও পরিম্লান; গণ্ডদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট, অস্থিসার।

মুখবিবর।—জিহ্বা মসৃণ, আরক্তিম এবং চিক্কণ,—যেন কণ্টক রহিত বা এবং যেন বার্ণিস করা হইয়াছে (এপীস্: ল্যাকে: ক্যালী-বাই: পাইরোজেন্); কিম্বা উন্নত কণ্টকাকীর্ণ (ক্যালী-বাই: আর্স্: কষ্টি: লাই: নক্স-মস্:); জিহ্বার স্থানে স্থানের লেপ উঠিয়া যাওয়ায় আরক্তিম ঝিল্লি বহির্গত হইয়া পড়ে (ট্যার্যাক্স্:) কিম্বা (কোনরূপ চর্ম্মরোগাধিকারে) হঠাৎ জিহ্বা সমস্ত লেপ নির্ম্মুক্ত হইয়া যায়; কিম্বা আবার অবস্থা বিশেষে জিহ্বা শুষ্ক এবং রক্তিমান্বিত প্রতীয়মান হয়; জিহ্বাগ্র জ্বালা করে (কলোসিস্থ: হাইড্রাষ্টি: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-আয়োড: ন্যাট্-মিউ: স্যাব্যাড:)।

পাকাশয়।—দুর্গন্ধ উদ্গার। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে ঈষৎ ব্যথা বোধ হয়। রোগী যেন একটী বন্দুকের গুলি গ্রাস করিয়াছে এবং তাহা উদরোর্দ্ধ প্রদেশে আটকাইয়া গিয়াছে এইরূপ চাপ বোধ। পাকস্থলী মধ্যে চাপ বোধ, বায়ু নিঃসরণান্তে উপশম হয়; বাম পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি হয় কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে এবং বায়ু নিঃসৃত হইলে উপশম হইয়া থাকে। পাকাশয় মধ্যে জ্বালা।

অন্ত্রাশয়।—উদর অত্যন্ত স্ফীত; আন্ত্রিক, প্রসবান্তিক প্রভৃতি জ্বরাধিকারে উদরাধ্মান,—জিহ্বা পূর্ব্বোক্তরূপ। যখন তখন অন্ত্রশূল আবির্ভূত হয় এবং মল কঠিন হইয়া থাকে। কৃমী লক্ষণ,—মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, যখন তখন গলরোধোপক্রম অনুভূতি (সিনা: স্পাইজি:) এবং শুষ্ক, প্রচণ্ড কাসি; মলদ্বারে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন এবং বোধ হয় যেন সূত্রকৃমি সকল বেড়াইতেছে (সিনা: ইগ্নে: ক্যাল্কে:) এবং সময়ে সময়ে আক্ষেপ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে (ইহা দ্বারা সূত্রকৃমী মহীলতা কৃমী এবং পট্টি কৃমী খণ্ডশঃ নিঃসারিত হইয়া থাকে)। উদর অত্যধিক আধ্মান বায়ুপূর্ণ হইয়া অত্যন্ত স্ফীত এবং স্পর্শাসহ হইয়া হইয়া থাকে (সিঙ্কো: গ্র্যাফ্: হিপার:); বাষ্পস্ফীতি (অ্যাকোন্: অ্যা-ফস্: কোল্‌চি:)। অশ্মরী নিঃসরণ জনিত অন্ত্রশূল। বাম কোঁকের মধ্যে চাপ বোধ ও অস্ত্রবেধবৎ বেদনা,— বিশেষতঃ বসিয়া থাকিলে; উপশম = পাদচারণে। বৃক্কপ্রদেশে চাপ ও জ্বালা ও যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। কামলা সংশ্লিষ্ট উদরী,—বৃক্কদ্বয়ের যন্ত্রগত বিকৃতি

অধিকারে (এপীস্: কোল্‌চি: লাই: স্থাট্-মিউ: প্রুণাস্: সিনিসীয়ো:); আরক্ত জরান্তিক উদরী (এপীস্: হেলিবো: লাই:)।

মলান্ত্র ও মল।—বৃক্কপ্রদাহাধিকারে আন্ত্রিক সর্দ্দিও এবং মলতারল্য। উদরাময়,—মল জলবৎ, হরিদ্বর্ণ এবং আমময়; বার বার অপর্য্যাপ্ত পুতিগন্ধবিশিষ্ট, রক্তাক্ত মল নির্গত হয়; মলত্যাগান্তে মলান্ত্র ও মলদ্বার মধ্যে জ্বালা করে, রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার মূর্চ্ছোপক্রম হয় (আর্স্:)। অন্ত্রমণ্ডলী মধ্যে ক্ষতোপজনন বা অন্ত্রমণ্ডলীর উপঝিল্লিক অপকর্ষ বশতঃ তলপেট হইতে শোণিতস্রাব (হ্যামা:) শোণিত শৈরিক্ এবং কালবর্ণ। শীতল জল প্রয়োগে মলদ্বারের জ্বালার উপশম হয়।

প্রস্রাব।—রক্তপ্রস্রাব,—শোণিত মূত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত (ক্যাম্ফ: মার্ক-কর্ পল্‌সে: হ্যামা: সিনিসীয়ো:); তলানি কফির তলানির ন্যায় (এপীস্: হেলিবো: ল্যাকে:)। মূত্র ঘোলাটে ধূমময় এবং লালামিশ্রিত; কখন বা অপর্য্যাপ্ত, ঘোর বা কাল এবং যন্ত্রণারহিত। আর্দ্র ভূমিতে বাস করিলে বৃক্ককের রোগের বৃদ্ধি হয়। বৃক্কক, মূত্রস্থলী এবং মূত্রমার্গ মধ্যে ভয়ঙ্কর জ্বালা ও আকর্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে (বার্বা: ক্যানাব্: ক্যাম্ফ:); বেদনা দক্ষিণ বৃক্কক হইতে উরুশিখরে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। উপবিষ্ট অবস্থায় বৃক্কক মধ্যে চাপ বোধ (প্যালেডীয়াম্:); বেড়াইলে উপশম হয় (অ্যামন্-কার্ব: গ্র্যাফ্: লাই: পেট্রোল্:)। বৃক্কক, মূত্রাশয়, ফুস্‌ফুস্, অন্ত্রমণ্ডলী, জরায়ু প্রভৃতি শরীরাভ্যন্তরিক যন্ত্র মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য; ঐ সকল যন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে উহার মধ্যে কোন একটী যন্ত্র দুর্লক্ষণাক্রান্ত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। মূত্রাশয় মধ্যে ভয়ানক জ্বালা ও অস্ত্রবেধবৎ যন্ত্রণা এবং মূত্রাশয়ের প্রবল সংকোচন অনুভূত হইয়া থাকে; মূত্রাশয় শিখরের সংকোচনীয়তার অভাব বশতঃ মূত্রাশয় প্রদাহ এবং মূত্ররোধ উপস্থিত হয়। তরুণ লালামূত্র,—প্রথমাবস্থা,—এ সময় মূত্রের সহিত যে পরিমাণে লালা ও শোণিত মিশ্রিত থাকে সে পরিমাণে মূত্রমার্গ হইতে বিশ্লিষ্ট শল্ক কিম্বা উপঝিল্লি থাকে না। মূত্রের সহিত লালাপ্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় এবং শোণিতও থাকে; মূত্রমার্গচ্যুত শল্ক প্রায় থাকে না; আর্দ্রভূমির উপর অবস্থিতি করিলে রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূত্র পুষ্পবিশেষের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট (কোপেভা: ইউক্যালিপ্টাস্:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহাধিকারে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাশয়ের প্রবল সঙ্কোচন, মূত্রমার্গ মধ্যে উত্তেজনা এবং লিঙ্গোদ্গমে যন্ত্রণা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয় এবং অতি অল্প স্রাব হইয়া থাকে। রজঃ নিবৃত্তির সপ্তাহ পরে উরুদ্বয়ে প্রবল আকর্ষণ এবং তলপেটে বেদনা, যেন শীঘ্রই পুনরায় ঋতু আবির্ভাব হইবে। জরায়ু মধ্যে ভয়ানক জ্বালা এবং নিম্নাকর্ষণ অনুভূতি। প্রসবান্তিক জরায়ুপ্রদাহ,—ক্লেদস্রাব রুদ্ধ হইয়া যায় এবং জরায়ু জ্বালা বোধ হয়; প্রস্রাবও অত্যন্ত জ্বালাজনক।

শ্বাসযন্ত্র।—যেন ফুস্‌ফুস্ মধ্যে অত্যধিক শোণিত সঞ্চিত হইয়াছে এইরূপ শ্বাসকষ্ট। শ্বাসরোগ,—দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। বায়ুনলীভুজগত সর্দ্দি,—অপর্য্যাপ্ত কফ উত্থিত হইয়া

থাকে। শুষ্ক প্রচণ্ড কাসি,—আদৌ গয়ার উত্থিত হয় না কিম্বা শোণিতরঞ্জিত কফ নির্গত হয়। ফুস্‌ফুস্ হইতে শোণিতস্রাব। বক্ষের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত অসহনীয় জ্বালা ও দৃঢ়াবদ্ধভাব, বক্ষগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে অত্যন্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অত্যন্ত অবসন্নতা ও উত্থানশক্তিরাহিত্য (আর্স্: সিঙ্কো: ফস্:)। সময়ে সময়ে পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ আবির্ভূত হয় (হায়ো: ট্রামোন্:)। সর্ব্বাঙ্গে শীতল, আঠাবৎ স্বেদোদ্গম হয় (ক্যাম্ফো: ট্যাব্যাকাম্: ভেরেট্:)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, টিপিলে, বাম পার্শ্বে শুইলে, উপবিষ্ট অবস্থায়, নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণ কালে, রাত্রে—বিশেষতঃ রাত্রি ১টা হইতে ৩টার মধ্যে এবং আর্দ্র গৃহে বাস করিলে।

উপশম।—বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে, হেঁট হইলে, বায়ু নিঃসরণান্তে এবং শীতল জল প্রয়োগে (মলদ্বারের জ্বালা)।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—ফস্‌ফোরাস্:।

তুলনীয়।—সন্নিপাতজ্বরের রক্তস্রাব—আলুমি:। যকৃতের রক্তস্রাব—আর্ণিকা:। অণ্ডলালীয় মূত্র—আর্স্:। শ্বাসনলীপ্রদাহ ও তন্দ্রা—ইপিকাক:। বৃক্কপীড়ায় শোথ—হেলিবোরস্:। আম্বাত—এপিস্:। জিহ্বা চাকচিক্য বিশিষ্ট—ক্যালি-বাই: ল্যাকেসিস্:। রক্তমূত্র—পলস্:। গুহ্যদ্বারে জ্বালা—আর্স:। কৃমি, শ্বাসে দুর্গন্ধ—সিনা:। জরায়ুপ্রদাহ, অন্ত্রপ্রদাহ—বেলাড:। আমবাত—সলফর: ইত্যাদি।

সদৃশ।—অ্যালীউমেন্: অ্যা-নাই: আর্ণি: এপিস্: আর্স্: ক্যান্থা: কোপেভা: ইরিজীরণ্: হেলিবো: ল্যাকে:।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম। ডাক্তার ন্যাশ্ ইহার উচ্চ ক্রমে ফল পান নাই।

টীউক্রিয়াম্ মেরাম্ ভিরাম

(TEUCRIUM MARUM VERUM.)

নামান্তর।—মার্যোরাণা সাইরিয়েকা।

প্রস্তুতি।—মুকুলিত হইবার অনতিপূর্ব্বে সংগৃহীত তাজাগাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মলান্ত্রে কণ্ডুয়ন; চক্ষুর পাতায় অর্ব্বুদ; হিক্কা; নাকের সর্দ্দি ও পলিপস্। বিচর্চ্চিকা; আমবাত; মূত্রনলীর পীড়া; কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—নাসারন্ধ্র ও যোনির ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ বা বহুপাদ ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে ; নাসারন্ধ্র মধ্যে অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইলে পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে, জলের ন্যায় শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং রন্ধ্র মধ্যে অত্যন্ত কণ্ডুয়নের উদ্রেক হইয়া থাকে। মলান্ত্র ও মলদ্বার মধ্যে সড়্সড়ি, কণ্ডুতি প্রভৃতি কৃমী লক্ষণেও ইহা বিশেষ হিতকারী ; সন্ধ্যার সময় এবং শয্যার উত্তাপ সংস্পর্শে ঐ কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাতাশ্রিত বেদনাতেও ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। উপবিষ্ট অবস্থায় পদদ্বয় চিন্‌চিন্ করিয়া অবশ হইয়া যায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক উত্তেজনা ; রোগী অত্যন্ত বকে (ওপী:)। গান করিবার ইচ্ছা এত প্রবল হয় যে রোগী তাহা কিছুতেই দমন করিতে পারে না (সাইকীউ: ক্রোকাস্: প্লাটি:)। মানসিক ও দৈহিক আলস্য। ক্রোধপরায়ণতা,—বিশেষতঃ আহারের পর।

মস্তক।—মস্তিষ্কের জড়তা ও ঈষৎ শিরোঘূর্ণন অনুভূতি। চক্ষুর্দ্বয়ের উর্দ্ধাংশে চাপ বা নিষ্পেষণ বোধ (হাইড্রাষ্ট: ক্যালী-বাই: ফস্: পল্‌স: স্যাঙ্গিউ:),—হেঁট হইলে বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু।—চক্ষু লালবর্ণ এবং প্রদাহান্বিত ; জলভারাক্রান্ত,—যেন এইমাত্র রোদন করিয়াছে (ক্রোকাস্:)। নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত জ্বালাজনক অশ্রু নির্গলিত হয় (ইউফ্রে: ন্যাট্-মিউ: ফাইটো: আর্স্: মার্ক-কর:)। চক্ষুর উপরপাতা আরক্তিম এবং ঈষৎ স্ফীত প্রতীয়মান হয়।

কর্ণ।—কর্ণের উপর হস্তার্পণ করিলে, কথা কহিলে কিম্বা জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করিলে কর্ণ মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ। নাসিকা ফোঁৎকার করিলে দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে মৃদু ধ্বনি শ্রুত হয় এবং যেন কর্ণমধ্যগত শ্লেষ্মার মধ্য দিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ তীব্র শব্দ অনুভূত হয় (ইউপেট্-পার্পিউ: ষ্ট্যাণাম্:)। কর্ণশূল,—রন্ধ্র মধ্যে যেন অস্ত্রাঘাত করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (ক্যামো: গুয়ায়েক্: ল্যাক্-ক্যান্: টেলীউ: ডাল্‌ক্যা: ইরিঞ্জীয়াম্)। কর্ণের উপরে এবং পশ্চাতে শুষ্ক মরামাসযুক্ত কণ্ডু উদ্গত হয়।

নাসিকা।—নাসারোগ বা নাসারন্ধ্র মধ্যে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয় (ক্যাল্‌কে-কার্ব: ফস্: স্যাঙ্গিউ: থুযা:) এবং রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বের রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায়। নাসিকা মধ্যে অনবরত পিট্‌পিট্ সড়সড় করে এবং হাঁচি হইতে থাকে অথচ সর্দ্দি হয় না। রন্ধ্রদ্বয় বোধ হয় যেন রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, নাসিকা ফোঁৎকার করিলে বা হাঁচিলে উন্মুক্ত হয় না (লাই:); পূতিনস্য বা পিনস বা রন্ধ্রমধ্য হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় এবং বৃহৎ অসম শিঙ্ঘানকখণ্ড সকল নির্গত হইয়া থাকে (ক্যালী-বাই: লেম্না-মাইনর:)। বামরন্ধ্র মধ্যে সড়্ সড়্ করে এবং দক্ষিণ চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় নাসানাহ বা নাসা রোধ ঘটে।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল পীড়াব্যঞ্জক, অস্থিসার, ম্লান এবং চক্ষুদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট। যখন তখন মুখমণ্ডলে উত্তাপ আবির্ভাব হয় কিন্তু আরক্তিম হয় না ; দক্ষিণ যুগাস্থি মধ্যে বেদনা

আবির্ভাব হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বের দন্তে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। নিম্ন পংক্তির দক্ষিণ পার্শ্বের কর্ত্তনকারী দন্তে এবং তন্মূলস্থ মাড়ীতে ভয়ানক উৎপাটনকারী বেদনা অনুভব হয়। কাসিলে কণ্ঠমধ্য হইতে বহুল পরিমাণে বিকৃতস্বাদ বিশিষ্ট কফ উত্থিত হয়।

পাকস্থলী।—স্তন্যপানান্তে প্রবল হিক্কা ও শূন্য উদ্গার উঠিতে থাকে; জলাদি পানান্তে অস্ত্রবেধবৎ অন্ত্রশূল। উদ্গারের সহিত কণ্ঠ মধ্যে কটুস্বাদ জনক দ্রব্যাদি উত্থিত হয়। নিবিড় হরিদ্বর্ণ পদার্থ বমিত হয়; হিক্কা উঠিলে পাকস্থলী হইতে পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। পাকস্থলী যেন শূন্য তন্মধ্যে এইরূপ অস্বস্তি বোধ হয় এবং কল্‌কল্ করিতে থাকে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে চাপ ও উদ্বেগ জনক ভারবোধ।

অন্ত্রাশয়।—কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর জন্য উদর মধ্যে চাপবৎ বোধ। অপর্য্যাপ্ত পূতিগন্ধ বায়ু নিঃসরণ।

মলান্ত্র ও মল।—শিশুদিগের উদরাময় অধিকারে তাহারা অত্যন্ত রোদন পরায়ণ হয় এবং শীর্ণ হইয়া যাইতে থাকে (আর্স: চায়না: ওলীয়াণ:)। শিশুর মলদ্বারে সমস্ত রাত্রি সূত্রক্রমী সকল এরূপ সড়্‌সড়ী উৎপন্ন করে যে সে কিছুতেই নিদ্রা যাইতে পারে না এবং অনবরত ছট্‌ফট্ করে; শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি। থস্‌থসে মলের সহিত গুচ্ছ গুচ্ছ সূত্রক্রমী নির্গত হয় (সিনা: ইণ্ডিগো:)।

প্রস্রাব।—অপর্য্যাপ্ত ফিকা মূত্র নির্গত হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণাকাঙ্খার হ্রাস হইয়া থাকে। উদর হইতে কোষরজ্জু বা রেতোরজ্জু ও অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত নিষ্পেষণ ও আকর্ষণবৎ বেদনা সঞ্চারিত হয়। প্রস্রাবদ্বারে প্রস্রাবের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে জ্বালা করে (ষ্টাফাই:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনি মধ্যে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয় এবং সতীচ্ছদের বাহিরে পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাস গ্রহণ কালে স্বরনলী মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। স্বরনলীর ঊর্দ্ধাংশে পিট্‌পিট্ করায় শুষ্ক কুকক্কুকে কাসির উদ্রেক হয়; কাসিলে কণ্ডুতির আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিশ্বাস গ্রহণ কালে দক্ষিণ বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ক্যাল্‌কে: মেজের: প্যালেড্: র‍্যাণান্-ব্যাল্‌বো:) সর্দ্দিজ শ্বাসরোগ,—বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের (ইপিক্: নক্স: ট্যাবাক্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল জ্বালা করে (ল্যাকে: সাইলি: সল্‌ফ: অ্যান্থ্রাক্সিন:)। দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নথ ত্বক ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং সেই স্থলে ক্ষত উৎপন্ন করে (ক্যালেণ্ডিউ: কষ্টি: গ্র্যাফ: ন্যাট্-মিউ: ফস্: সাইলি: থুযা:); বেড়াইলে ভাল থাকে (অ্যা-বেন্: কষ্টি: থুযা: ভ্যালি:—বেড়াইতে বাধ্য হয়=ফেরাম্: ক্যামোমিলা:)। উপবিষ্ট অবস্থায় পদদ্বয় ঝিন্ ঝিন্ করিয়া অবশ হইয়া যায়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—স্নায়বিক উত্তেজনা এবং কম্পন। পাদচারণকালে পায় পায় জড়াইয়া যায় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ টলিয়া পড়ে। নির্ম্মল বায়ুময় স্থানে পাদচারণাদি ব্যায়াম করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা; কিছুতেই ক্লান্ত হয় না। গাত্রত্বক অত্যন্ত শুষ্ক এবং আদৌ ঘর্ম্মোদগম হয় না।

গাত্রত্বক কুট্‌কুট্‌ করে যেন মশকাদি কীট দংশন করিতেছে। নিদ্রিত অবস্থায় ছট্‌ফট্‌ করে, গলরোধ হয় এবং যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপ ভাবে চমকাইয়া উঠে।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে উপবিষ্ট অবস্থায়, হেঁট হইলে, যে পার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করে সেই পার্শ্বে (নাসানাহ), জলীয় বায়ুতে, সন্ধ্যার সময় এবং উত্তাপে—বিশেষতঃ শয্যার উত্তাপে।

উপশম।—আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে এবং পাদাচারণে।

অনুকূল সম্বন্ধ বা দোষঘ্ন।—ক্যাম্ফর: চায়না: লাই: মার্ক: নক্স-ভম: ফস্: পল্‌সে: সাইলিশীয়া:।

সদৃশ।—সিনা: ইগ্নে: ইণ্ডিগো: ক্যালী-বাই: নক্স-ভম্: ফস্: স্যাঙ্গিউ: সাইলি: থুযা: ভ্যালি:।

তুলনীয়।—হিক্কা—ইগ্নে:। বাচালতা—ল্যাকে: হায়সা:। গান—বেলাড: স্পঞ্জ: এবং হায়সা: ষ্ট্রামো:। কৃমি—সিনা: স্পাইজি:। থাইসিস—ব্যাসিলিন:। স্নায়ধিক লক্ষণে—নক্স: ভ্যালেরি:। নাকে সর্দ্দি—ক্যালি-বাই:। পালিপস—ফস্ফ: স্যাঙ্গু: সাইলি:।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ১২শ শততমিক পর্য্যন্ত।

থীয়া চিনেন্সিস্

(THEA CHINENSIS.)

নামান্তর।—চা (টি)।

প্রস্তুতি।—ইহার আরক ও ইন্‌ফিউশন বা পাচন প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—কম্প; প্রলাপ; উন্মাদ; আত্মহত্যা বা মনুষ্যহত্যা প্রবৃত্তি; আধকপালে মাথাব্যথা; স্নায়বিকপীড়া; পক্ষাঘাত; স্নায়ুশূল ও অনিদ্রা।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বিক উত্তেজনা জন্য অনিদ্রা রোগে ইহা বিশেষ হিতকারী; রোগী সমস্ত দিবস নিদ্রাবেশ বোধ করে কিন্তু রাত্রিতে এরূপ গরম হইয়া যায় এবং এরূপ স্নায়বিক উত্তেজনা অনুভূত হয় যে কোন ক্রমেই নিদ্রা হয় না এবং সে ছটফট করিতে থাকে। চা পান জনিত অজীর্ণ রোগেও ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে এক প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য ও শূন্যতা অনুভূত হইয়া থাকে; হৃদগ্র প্রদেশে যন্ত্রণা ও হৃদ্‌স্পন্দনেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ,—বিশেষতঃ যদি ইহা চা পান জনিত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিকারাবস্থায় রোগী মহা উল্লাস প্রকাশ করে, অনবরত হাস্য করে এবং পয়ার ছন্দে কথা কহিতে থাকে। অপরিমিত বা উগ্র চা পান জনিত পানাত্যয়; বাটীর সর্ব্বত্র

ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মনে করে যেন দুষ্ট প্রেতাত্মা ও লোক তাহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। নদীতীরে পরিভ্রমণ করিতে থাকে এবং জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবার উপক্রম করে (ড্রোসেরা: রাস্: হায়ো: ল্যাকে বেল: হেলিবো:)। রোগীর মনে হয় যেন কে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে, বাতায়ন হইতে লম্ফ প্রদান করিতে কিম্বা স্বীয় শিশু সন্তানকে অত্যন্ত উত্তপ্ত জলপূর্ণ কটাহে উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ করিতে প্ররোচিত করিতেছে (বাতায়ন হইতে লম্ফন করিতে=ইথীউ: অরাম্: জেলসি: গ্লোন্:—শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে= ইথীউ: অরাম্: জেলসি: গ্লোন্:—শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে=লিসিন্: নক্স-ভম্:)। যেন একটা মহা দুর্ঘটনা আসন্ন (আর্স্: ক্যাল্কে: কষ্টি: জেল্সি: লিসিন্ নিকোলাম্: পাইরোজেন্: ট্যাব্যাক্:) এবং যেন সে হঠাৎ মারা যাইবে (আর্ণি: আর্স্:) এইরূপ আশঙ্কা; একাকী কোথাও যাইতে চাহে না। সামান্য বিষয়ে কাঁদিয়া ফেলে (কষ্টি: পল্সে:)। অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা অধিক হইয়া থাকে; রোগী দীর্ঘকাল যাবৎ এক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে (ক্যারিকা:)। আত্মনির্ভরতার অভাব (থিরিড্:)। কলহপ্রিয়,—ভাল কথা বলিলেও লোকের সহিত কলহ করে। রাত্রে নিদ্রার পরিবর্ত্তে মনোমধ্যে উপর্য্যুপরি ভাবসমূহ উদিত হইতে থাকে, রোগী কিছুতেই অন্যমনস্ক হইয়া নিদ্রা যাইতে পারে না (কফীয়া: থিইন্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে (সাইক্লেম্: ফেরাম্: জেল্: নক্স্-ভম্: অ্যাস্থাক্: ক্যালী-বাই:); সন্ধ্যার সময় বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া যায় এবং চৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয় (সাইক্লে: পল্সে: সল্ফ্: ক্যালী-কার্ব্ব: ল্যাকে:)। শিরোমধ্যে শোণিত-সঞ্চয়াধিক্য বশতঃ মস্তক, বিশেষতঃ ললাটদেশ, অত্যন্ত ভার বোধ হয়। শিরঃশূল বিশেষতঃ ঋতুর সময় (জেলসি: পল্সে:)=বেদনা বোধ হয় যেন বাম অণ্ডাধার ও পাকাশয় হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া মস্তকে সঞ্চারিত হয়। শিরোপশ্চাতে বিদারণবৎ বেদনা এবং শৈত্য বোধ। অতিশয় অস্বস্তিজনক শিরোবেদনা এবং গ্রীবার ধমনীদ্বয়ের দপ্দপানি আরম্ভ (বেল্: কফী:)।

পাকস্থলী।—অত্যন্ত ক্ষুধা অথচ কিছু খাইলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় (চায়না: লাই: কষ্টি: অ্যা-ল্যাক্ট্: সাইক্লেম্: ইগ্নে: নক্স্-মস্: ওপী: পডো. সিপী:)। পাকস্থলী শূন্য বোধ, ও অবসন্নতা (হাইড্র্যাষ্ট: ওলীয়্যাণ্: সিপী: সল্ফ্: ট্যাবাক্:)। লেবু প্রভৃতি অম্ল দ্রব্য ভালবাসে। বিবমিষা ও আহারান্তে বমন। পেটের বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে পিত্ত বমন হয় (ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন হয় না)। পাকস্থলী শিথিল বোধ হয়,—যেন একটা শূন্য ব্যাগ বা থলি ঝুলিতেছে (অ্যা-সল্ফ্: ক্যাল্কে-ফস্: কার্ব্বো-ভেজি: ইপিক্: লাই: রাস্: ষ্ট্যাফাই:)। অন্ত্রবৃদ্ধির উপর চা পান করিলে তন্মধ্যে বেদনাধিক্য বোধ হয় এবং অন্ত্রগুচ্ছ পুনঃ পুনঃ নামিয়া আইসে।

শ্বাসযন্ত্র।—দ্রুত এবং দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস। সামান্য পরিশ্রম করিলে রোগী হাঁপাইয়া যায়। সময়ে সময়ে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং রোগীর মনে হয় সে তৎক্ষণাৎ মারা

যাইবে। বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব ও চাপ বোধ ; বাম বক্ষ মধ্যে ধড়ফড় করে (লীলি-টাই: নাষা: স্যাট্-মিউ: নক্স্-মস্: রাস্:)। বক্ষের উর্দ্ধাংশে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব বশতঃ রোগী শয্যায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। হৃদগ্র প্রদেশে উদ্বেগজনক অস্বস্তি বোধ (ইগ্নে: ক্যাল্মিয়া: ফস্:)। যেন এখনই মূর্চ্ছা যাইবে এইরূপ অনুভূতি (লোবেল্-ইন্: অ্যাকোন্: ডিজিট্: মস্কাস্: নক্স্:)। ভয়ঙ্কর হৃদ্স্পন্দন (আর্জেন্ট্-নাই: ডিজিট্-মিউ: সিপী:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ব্যাপ্টি: কফী: ড্রোসরা: রাস্: ল্যাকে: নাষা: ওলীয়্যাণ্: সিপী: ট্যাব্যাক্: ভেস্পা:।

দোষঘ্ন।—থুয়া: ফেরম্:।

তুলনীয়।—মাথাধরা ও বামডিম্বাধারে বেদনা—সিপিয়া:। কাজকর্ম্মে অনিচ্ছা বিশেষতঃ লেখার কাজে—হাইড্রাষ্ট:। পাকস্থলিতে শিথিলতা বোধ—ইপিকাক:। অম্লদ্রব্যে স্পৃহা—সলফ: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ফস্ফরস:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম।

থিরিডীয়ন্

(THERIDION CURASSAVICUM.)

নামান্তর।—অরেঞ্জ স্পাইডার।

প্রস্তুতি।—কমলা লেবুর বৃক্ষস্থিত জীবন্ত মাকড়্সা হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—হৃৎশূল ; অস্থিপীড়া ; অস্থিক্ষয় ; বয়োসন্ধিকালের পীড়া ; কাসি ; বাধক ; দন্তশূল ; মূর্চ্ছাভাব ; শিরঃপীড়া ; মূর্চ্ছাবায়ু ; যকৃতের পীড়া ; যকৃতে পূয সঞ্চয় ; বিবমিষা ; নাকেসর্দ্দি ; পূতিনস্য ; আলোকাতঙ্ক ; যক্ষ্মা ; গর্ভাবস্থায় বমন ; অস্থিবিকৃতি ; গণ্ডমালা ধাতু ; জাহাজে উঠিলে বমনেচ্ছা ; কশেরুকা বা মেরুমজ্জায় উত্তেজনা ; ধনুষ্টঙ্কার ; দন্তশূল ; শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, মেরুদণ্ডের স্পর্শকাতরতা, ক্ষয়কাসি এবং অস্থিপূতি ও অস্থিক্ষতাদিতে ইহা একটী প্রধান ভেষজ। ডাঃ ব্যারুচ্ বলেন যখন তিনি দেখেন শ্লেষ্মাশ্রিত গ্রন্থি ও অস্থিরোগে বিশেষতঃ অস্থিক্ষয় এবং অস্থিপূতিতে অতি সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাইতেছেন না তখন তিনি মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা "থিরিডীয়ন্" প্রয়োগ করেন এবং ৮ দিবস আর কোন ঔষধ দেন না ; এইরূপ করিয়া তিনি অতি আশ্চর্য্য জনক ফল পাইয়া থাকেন। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক :—(১) রোগীর মনে হয় যেন দেখিতে দেখিতে সময় চলিয়া

যাইতেছে। (২) শিরোঘূর্ণন,—চক্ষু মুদিত করিবামাত্র কিম্বা কর্ণ মধ্যে কোনরূপ শব্দ প্রবেশ মাত্র। (৩) শিরঃপীড়া,—নড়িতে আরম্ভ করিলেই চক্ষুর পশ্চাতে অত্যন্ত নিষ্পেষণ অনুভূত হয়; মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশগত শিরোবেদনা; বৃদ্ধি=শয়ন করিলে এবং অন্য কেহ রোগীর গৃহমধ্যে পদচারণ করিলে; এমন কি মস্তকের অতি ঈষৎ সঞ্চালনেও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (৪) শব্দ অত্যন্ত অসহনীয়,—বোধ হয় যেন দেহের প্রত্যেক অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং ঈষন্মাত্র শব্দ শ্রবণ করিলেও বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণনের উদ্রেক হয়। (৫) পুরাতন নাসাপরিস্রাব,—স্রাব গাঢ়, পীতবর্ণ বা হরিতাভ এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। (৬) দন্তশূল,—যে কোন শব্দ বোধ হয় যেন দন্ত ভেদ করিতেছে। (৭) বিবমিষা,—দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে, বিশেষতঃ চক্ষু মুদিত করিলে, এবং দ্রুতগতিতে অশ্বাযানে ভ্রমণ করিলে। (৮) ক্ষয়কাসি,—বাম বক্ষের উর্দ্ধাংশে এবং বাম পৃষ্ঠফলকতলে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বেদনা গ্রীবাতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। দ্রুত-মারাত্মক ক্ষয়কাসাধিকারে ইহা প্রথমাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে অনেক স্থলে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে দেখা যায়। (৯) মেরুদণ্ড অত্যন্ত স্পর্শাসহ,—চেয়ারে বসিতে হইলে রোগী পৃষ্ঠরক্ষনীর দিকে পার্শ্ব ফিরিয়া বসে। (১০) সর্ব্বাঙ্গের অস্থি সকল যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তন্মধ্যে এইরূপ ব্যথা করিতে থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—সময় বোধ হয় যেন দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইতেছে (ককীউ:—সময় আর যায় না=অ্যালীউ: আর্জেণ্ট্-নাই: অরাম্: ক্যানাব্-ইন্: ক্যামো: মিডহ্বন্: মার্ক্: নক্স্-মস্: প্যালেড্:)। অত্যন্ত বকে; মানসিক পরিশ্রম করিতে ভাল বাসে; মহা উল্লাস (ক্যারিকা-পেপায়া: থীয়া: ল্যাকে: ষ্ট্র্যামোন্: কফী:)। আত্মনির্ভরতা রহিত (অ্যানাক্: ল্যাক্-ক্যান্: সাইলি: থীয়া:),—বিশেষতঃ বায়ুরোগাধিকারে (লাই:)। সকল কার্য্যেই, বিশেষতঃ স্বীয় প্রাত্যহিক বিষয় কার্য্যে, অত্যন্ত বিরাগ (আয়োড্: ল্যাকে: সিপী: সল্ফ্:)। যখন তখন সামান্য কারণে চমকাইয়া উঠে (ককীউ: সিপী: সাইলি:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, এত গা বমি বমি করে যে বমন পর্য্যন্ত হইয়া যায়; বৃদ্ধি=হেঁট হইলে (গ্লোন্: ল্যাকে: নক্স্: পল্সে:), দেহের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে (বেল্: মিডহ্বন্:), চক্ষু মুদিত করিলে (অ্যা-ফস্: আর্ণি: হিপার্: ল্যাকে: সাইলি:—চক্ষু উন্মিলনান্তে=অ্যালীউ: ট্যাব্যাক্:), জাহাজে ভ্রমণ কালে (পেট্রোল্:); শিরোঘূর্ণনাধিকারে গাত্রে শীতল স্বেদোদ্গম হয়। শিরঃপীড়া,—নড়িতে আরম্ভ করিলে চক্ষুদ্বয়ের পশ্চাতে অত্যন্ত নিষ্পেষণ বা চাপ বোধ হয়; মস্তকের অন্তরতম প্রদেশগত শিরঃপীড়া (ব্যাসিলিন্: ট্যারেণ্টীউ:); বৃদ্ধি=শয়ন করিলে (কলোসিন্থ্: গ্লোন্: ল্যাকে: রাস্:), অন্য কেহ রোগীর গৃহতলে পাদচারণ করিলে কিম্বা মস্তকের ঈষন্মাত্র সঞ্চালনে (অ্যাক্টীয়া-রেস্: ব্রাই: গ্লোন্:)। অতি ঈষন্মাত্র শব্দও বোধ হয় যেন প্রত্যেক অস্থিমজ্জা ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং তজ্জন্য বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন আবির্ভূত হয় (অ্যাসেরাম্:)। প্রচণ্ড ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—

দপ্‌দপকারী বেদনা শিরোপশ্চাতে পর্য্যন্ত সংক্রমণ করে। শিরোবেদনাধিকারে রোগিণী বলিতে পারে না কোথায় ব্যথা বা কিরূপ ব্যথা। বাম ভ্রূদেশে এবং সমগ্র ললাট মধ্যে দপ্‌দপানি, ও গা বমি বমি করিতে থাকে,—বৃদ্ধি=শয্যা হইতে উঠিতে গেলে (এপীস্:)। মস্তক নীরেট ও জড়ভাবান্বিত বোধ হয়। রোগীর মনে হয় যেন তাহার স্কন্ধের উপর অন্য কাহারও মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে এবং যেন সে তাহা উত্তোলন করিতে পারে। অর্কাঘাত বা সর্দ্দিগর্ম্মি (ক্যাম্ফো: গ্লোন্: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট্র-ভির:)।

চক্ষু।—চক্ষু সমক্ষে থাকিয়া থাকিয়া জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় (বেল্: সাইক্লেম্: গ্র্যাফ্: ল্যাকে: ন্যাট্র-মিউ: ফস্: সল্ফ্:), এমন কি চক্ষু মুদিত করিবার সময়েও ঐরূপ ভ্রমদর্শন হইয়া থাকে ; অস্পষ্ট দৃষ্টি, যেন চক্ষু সমক্ষে অবগুণ্ঠন রহিয়াছে (কষ্টি: হায়ো: আয়োড্: লরো: লিথীয়া: লাই: ন্যাট্-মিউ: ফস্: রাস্: ষ্ট্র্যামোন্: সল্ফ্:) ; রোগিণী শুইয়া পড়িতে বাধা হয় ; মূর্চ্ছাবায়ু রোগেও এইরূপ ভ্রমদৃষ্টি হইয়া থাকে (লাই:)। আলোকাসহনীয়তা (বেল্: কোণা: লাই: নক্স্: ওপী:) ; প্রত্যেক বস্তু দুইটী বোধ (অ্যা-নাই: জেল্সি: ন্যাট্-মিউ:) এবং বুক ধড়ফড় করিতে থাকে, বিবমিষার উদ্রেক হয় ও রোগীর হস্তদ্বয় হিমবৎ শীতল হইয়া যায়। চক্ষুর্দ্বয়ের পশ্চাতে অত্যন্ত ভার ও নিষ্পেষণ বোধ।

কর্ণ।—অতি সামান্য শব্দও রোগীর সহ্য হয় না,—তাহাতে তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় (বেল্:) ; প্রতি তীক্ষ্ণ শব্দ রোগীর বোধ হয় যেন তাহার অস্থিমজ্জা, বিশেষতঃ দন্ত ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা তাহার বিবমিষা (ককীউ:) ও শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে (অ্যাসেরাম্: ফেরাম্: ও ট্যারেণ্টীউলা:)। উভয় কর্ণ মধ্যেই জল-প্রপাতের শব্দের ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ (অ্যাষ্টিরীয়াস্-রীউব্: ককীউ: সিলিন্: পেট্রোল্:)।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় (সীপা: রীউমেক্স: জিঙ্কাম্:)। পুরাতন সর্দ্দি স্রাব বা শ্লেষ্মা গাঢ়, পীতবর্ণ বা হরিতাভ এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট (ক্যালী -আয়োড্: পল্‌সে: সিপী: সিফিলিন্: থুযা:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল ম্লান। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে মুখমণ্ডলের নিম্নাংশ অসঞ্চালনীয় বা আড়ষ্ট বোধ হয়। দন্তশূল,—শব্দে বৃদ্ধি।

পাকস্থলী।—মদিরা বা তামাকু সেবনের আকাঙ্ক্ষা। অম্লাক্ত পানীয় পানের ইচ্ছা। সর্ব্বদাই কিছু পান বা আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু কি ভাল লাগিবে তাহা বলিতে পারে না (ম্যাগ্-মিউ:) ; অত্যন্ত তৃষ্ণা। বিবমিষা,—প্রভাতে গাত্রোত্থানান্তে (অ্যা-ল্যাক্টিক্: ম্যাগ্-মিউ: ল্যাক্-ডিফ্লো:) ; শব্দ শ্রবণ করিলে (ককীউ:),—শিরোঘূর্ণন সহযোগে ; চক্ষু মুদিত করিলে ; চক্ষু সমক্ষে "চিকিমিকি" দর্শনান্তে ; দেহ সঞ্চালনে (ককীউ: আর্স্: ব্রাই: ইপিক্: ভেরেট্:) ; কথা কহিলে এবং দ্রুত বেগে গাড়ী চালাইলে (ককীউ: পেট্রোল্: সিপী:)।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে ভয়ঙ্কর জ্বালা ও যন্ত্রণা (অ্যাগার্: আর্স্: গ্যাম্বো: ক্যালী- ... স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ; উক্কী উঠিতে থাকে এবং পিত্তময় বমন হয়। যকৃৎ

মধ্যে স্ফোটক উৎপন্ন হয় (হিপার্: মার্ক্: নাইট্রি: ল্যাকে: নাই:) এবং তখন আর শিরোঘূর্ণন বা বিবমিষা থাকে না। সরলান্ত্রে কুচকী মধ্যে বেদনা ; নড়িলে চড়িলেও বেদনা বোধ হয় (প্যালেড : আম্বিলেগো:)। প্রত্যহ প্রথম কুন্থনান্তে অল্প পরিমাণ কোমল মল নির্গত হয়।

জননেন্দ্রিয়।—দিবানিদ্রার সময় সবেগে রেতঃস্খলন (অ্যালো: কষ্টিকাম্:)। রমণীদিগের যৌবনোদ্গম কালে এবং বয়ঃসন্ধি কালে মূর্চ্ছা বায়ু আবির্ভাব (ল্যাকে:)।

শ্বাসযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে (ইগ্নে:)। বাম বক্ষের উর্দ্ধাংশে এবং পৃষ্ঠফলকের নীচে তীক্ষ্ন সূচীবেধবৎ বেদনা,—ঐ বেদনা গ্রীবায় পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (অ্যানিসাম্-ষ্টেল্: মার্টাস্: পিক্স্-লিক্:)। দ্রুত মারাত্মক ক্ষয়কাসের প্রথমাবস্থায় প্রয়োজ্য। প্রচণ্ড কাসির বেগে মস্তক বক্ষাভিমুখে এবং মস্তক সম্মুখদিকে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। হৃদ্প্রদেশে উদ্বেগজনক অস্থিরতা বোধ এবং হৃৎপিণ্ড হইতে তীব্র বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া বাম বাহু ও স্কন্ধাভিমুখে সঞ্চালিত হয় ; বিশেষতঃ রমণীদিগের বয়ঃসন্ধি কালে।

প্রত্যঙ্গাদি।—মেরুদণ্ডের অসহ্য স্পর্শকাতরতা,—রোগী চেয়ারের পৃষ্ঠরক্ষণীর উপর পৃষ্ঠ রক্ষা করে না পাছে ব্যথা লাগে (চিনিন্-সাল্ফ: ফস্ফরিক্: ফস্: জিঙ্কাম্:) ; বৃদ্ধি=ঈষন্মাত্র শব্দে বা পদবিক্ষেপ জনিত গাত্র আন্দোলনে। রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ ; তাহার প্রত্যঙ্গাদি কম্পিত হইতে থাকে এবং স্বেদাক্তগাত্র হয়। পরিশ্রম করিলেই মূর্চ্ছোপক্রম হয়। সর্ব্বাঙ্গের অস্থি মধ্যে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়,—যেন অস্থিসকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং খসিয়া পড়িবে। শ্লেষ্মাশ্রিতগ্রন্থি ও অস্থি-রোগ,—বিশেষতঃ অস্থিক্ষত, অস্থিপূতি ও অস্থিক্ষয়তা "ইহা রোগের মূলীভূত কারণকে আক্রমণ ও নিবারণ করে" (ডাঃ বারুচ্)। শীতাবস্থায় কম্প হয় এবং রোগীর মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতে থাকে। মূর্চ্ছিত অবস্থায় রোগী স্বীয় জিহ্বাগ্র দংশন করে (অ্যাসিড্ ফস্:)।

সম্বন্ধ।—সল্ফার, ক্যাল্কেরিয়া ও লাইকোপোডিয়ামের পরে ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

তুলনীয়।—আধকপালে মাথাব্যথা—সিপিয়া। শিরোঘূর্ণন—ল্যাকেসিস: থুযা:। নাক দিয়া পীতবর্ণ সর্দ্দি—পল্স: থুযা:। গুহ্যদ্বারে গোলা অনুভব—আর্জেণ্ট্-নাই:। গণ্ডমালা দোষ—ব্যারি:। যেন একটা জেলে গাত্রে বাঁধা রহিয়াছে—ক্রোকাস্: থুযা:।

প্রতিবিম্ব।—শব্দকাতরতা সম্বন্ধে—অ্যাকোন্, বিবমিষা সম্বন্ধে—মস্কাস্: এবং সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল লক্ষণাদি সম্বন্ধে—গ্রাফাইটিস্:।

সাদৃশ।—আকোন্: ডায়াডেমা: বেল্: ক্যাল্কে: গ্রাফ্: ইগ্নে: লাই: মাইগেল্: স্পাই: সিপী: ট্যারেণ্ট্: অনিসাম্: চিনিন্-সাল্ফ: মার্টাস্ পিক্স্-লিক্: সল্ফ: সিফিলিন্: থুযা: টিউবার্কিউলিন্:।

শক্তি।—তৃতীয় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। উচ্চক্রম ব্যবহারই প্রসিদ্ধ।

থ্ল্যাস্পী বার্সা প্যাষ্টোরিস্

(THLASPI BURSA PASTORIS.)

নামান্তর।—ক্যাপসেলা বার্সা প্যাষ্টোরিস।

প্রস্তুতি।—পুষ্পিত তাজা বৃক্ষ হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—গর্ভস্রাবের পর রক্তস্রাব; শোথ; রক্তামাশয়; মূত্রক্লেশ; পিত্তাশ্মরী; প্রমেহ; রক্তমূত্র; রক্তস্রাব; শ্বেতপ্রদর; যকৃতের পীড়া; জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব; জিহ্বাতলে অর্ব্বুদ; মূত্রাশ্মরীশূল; জরায়ুর কর্কট রোগ; আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শোণিতস্রাব মাত্রই ইহার বিষয়ীভূত,—বিশেষতঃ জরায়ু হইতে শোণিতস্রাবাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ। জরায়ু মধ্যে সূত্রময় অর্ব্বুদ, শোণিতস্রাব, অপরিমিত রজোস্রাব—একবারের অবসাদ সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে পরমাসে আবার ঐরূপ স্রাবারম্ভ, পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিত্তাশ্মরী শূল, হঠাৎ মূত্ররোধ, মূত্রাম্লোপজনন প্রবণতা, বৃক্ক শূল বা মূত্রাশ্মরী শূল প্রভৃতি রোগে ইহা অত্যন্ত হিতকারী। ফলতঃ দেহের যে কোন দ্বার হইতে শোণিতস্রাব হউক না কেন, যদি সেই শোণিত ঘোর লাল বা চাপ চাপ হয়, তাহা হইলে এই ঔষধে তাহা প্রতিরুদ্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—মুখ ও চক্ষু ফুলো ফুলো দেখায়। যখন তখন নাসিকা হইতে শোণিত-স্রাব হয়। শিরোঘূর্ণন্,—বিশেষতঃ উঠিতে গেলে। ললাটদেশীয় বেদনা,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে শল্কপাতশীল কণ্ডু উদ্গত হয়। মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক এবং বিদারিত।

অন্ত্রাশয়।—পিত্তাশ্মরী শূল (কার্ডীউয়াস্-মেরী: ক্যাল্কে: হাইড্রাষ্ট:); জরায়ু-বিকৃতি সম্ভূত যকৃতের পীড়া। অগ্রকড়া ও নাভীর মধ্যস্থলে যেন সূচ বা বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। প্রচণ্ড খাল ধরার ন্যায় বেদনা,—হেঁট হইলে উপশম হয় (কলো: কিউপ্রাম্:)। মলদ্বার হইতে শোণিতপাত (অ্যা-নাই: ক্যাপ্স: ফস্: মার্ক-কর্:)। তলপেট হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পূষবৎ পদার্থ স্রাব।

প্রস্রাব।—রক্ত প্রস্রাব (ক্যান্থা: হ্যামা: টেরিব:)। পুনঃ পুনঃ জ্বালাজনক প্রস্রাব হয়; মূত্র উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট। প্রস্রাবের সহিত অসংখ্য মূত্ররেণু নির্গত হয়, এবং অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব হইয়া উদরী বা শোথ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। মূত্রাশ্মরী নির্গমন (ওসিমাম্-কেনাম্: আর্টিকা-ইউ:)। অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব হয়; তলানি ইষ্টক চূর্ণবৎ রেণুময় (লাই:)। বয়স্ক লোকের মূত্রকৃচ্ছ্র। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইতে থাকে। প্রসবান্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু—অত্যন্ত অকালে প্রকাশ হয়, অপর্য্যাপ্ত স্রাব হয় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, এমন কি আট, দশ বা পনর দিন পর্য্যন্ত স্রাব থাকে। কখনও

বা অতি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়, প্রথম দিবস বস্ত্রে একটু সামান্য দাগ লাগে মাত্র, দ্বিতীয় দিবসে তলপেট ব্যথা করে, বমন হয় এবং চাপ চাপ শোণিত স্রাব হইতে থাকে; একমাস অন্তর স্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জরায়ুর সঙ্কোচনীয়তার অভাব বশতঃ হয় অত্যন্ত শোণিতস্রাব হয় নতুবা বিলম্বে আর্ত্তব আরম্ভ হইয়া থাকে; স্রাবাধিক্য বশতঃ রোগিণী অত্যন্ত ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং এক বারের অবসাদ দূর হইতে পুনশ্চ স্রাব আরম্ভ হয়। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব, পেটে ভয়ানক খাল ধরে এবং জরায়ু মধ্যে শূলবৎ বেদনা অনুভূত হয়; হরিৎপাণ্ডু রোগাধিকারে, গর্ভস্রাবান্তে, প্রসবকালে কিম্বা বয়ঃসন্ধিকালের জরায়ুস্রাব; উত্তরণী বা জরায়ু মধ্যে সূত্রময় অর্ব্বুদ বা কর্কট রোগ সম্ভূত শোণিতস্রাব (ফস্: আষ্টিলেগো:)। প্রদর—স্রাব শোণিতাক্ত (অ্যা-নাই: ককীউ: হ্যামা: ক্রিয়ো: মার্ক-কর্: ফাইজস্: সিপী: টেরিব্: টৃলীয়াম্ পেণ্ডীউ:), কাল্‌চে বর্ণ, দুর্গন্ধ; ঋতুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে ও পরে প্রকাশ পায়। বাম স্কন্ধ ভয়ানক ব্যথা করিতে থাকে। (আর্টিকা-ইউ:)।

সম্বন্ধ সদৃশ।—ক্রোকাস-স্যাট্: ইপিক্: মিলিফোল্: সিন্যাপিস্-নাই: টৃলীয়াম্: আর্টিলেগো: ভাইবার্ণাম্:।

তুলনীয়।—মূত্রাশ্মরীশূল—ওসিমম্-ক্যান্: ইউরিক-অ্যাসিড:। জরায়ু হইতে রক্ত স্রাব—ট্রিলিয়ম: ভাইবার্ণম: অষ্টিলেগো:। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব—মার্ক: নাইট্রিক-অ্যাসিড: সলফ: ফস্ফরস্:।

শক্তি।—মূল আরক (১ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত—বিশেষতঃ পিত্তাশ্মরী-শূলাধিকারে); হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

থূযা অক্সিডেণ্ট্যালিস্

(THUJA OCCIDENTALIS.)

প্রস্তুতি।—পুষ্পিত বৃক্ষের তাজা পাতা হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—নিম্নোদরের বিস্তৃতি বা ফাঁপা; গর্ভস্রাব; হৃৎশূল; গুহ্যদ্বার বিদারণ ও নালী (ভগন্দর); হাঁপানি; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ; তাণ্ডব; নিস্পন্দ বায়ু; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্ব্বুদ বা আঁচিল; আক্ষেপ; অতিসার, বাধক; কর্ণ মধ্যে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ বা পালিপস্; অসাড়ে মূত্রস্রাব; মৃগী; চক্ষুতে অর্ব্বুদ; চক্ষুর প্রদাহ; পায়ে দুর্গন্ধ; অবরুদ্ধ আধ্মান বায়ু; প্রমেহ; পুরাতন লালামেহ; রক্তস্রাব; অর্শ; কেশের পীড়া, শিরঃপীড়া; অন্ত্রবৃদ্ধি; দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; মৎস্য চর্ম্মরোগ (Ichthyosis); অন্ত্র মধ্যে অন্ত্রাংশ প্রবেশ; চোয়ালে অন্য পদার্থ জন্মান; সন্ধি মধ্যে কট্ কট্ শব্দ; অবহেলা প্রবৃত্তি; চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণবিন্দু দর্শন; নিকটদৃষ্টি; তিল; গ্রীবা মধ্যে কটাস্ করিয়া উঠা; কৃত্রিম মৈথুনের কুফল; বাম ডিম্বাধারে বেদনা; পূতিনস্য; স্নায়ুশূল; নাকে পুরাতন সর্দ্দি; নাকে

পলিপাস বা অর্ব্বুদ; পক্ষাঘাত; পোড়া নারাঙ্গা; কৃত্রিমগর্ভ; মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থির পীড়া; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত; জিহ্বার নিম্নে অর্ব্বুদ; আমবাত বা প্রমেহবিষজ বাত; অস্থিবিকৃতি; গৃধ্রসী; নৈশ রেতঃক্ষরণ; মাষকধাতু; উপদংশ, চায়ের মন্দ ফল; দন্তক্ষয়; দন্তশূল; জিহ্বায় ক্ষত; অর্ব্বুদ; গো বীজে টীকা দেওয়ার মন্দ ফল; অপত্যপথের আক্ষেপ; হুপিংকফ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—হানেমান্ নির্ণীত প্রমেহবিষদুষ্ট ধাতু, বা ভন্ গ্রভোগ্ল্ বর্ণিত রসবাত "জলো" ধাতু এবং ডাঃ বার্ণেট্ বর্ণিত গোমসূর্য্যাধান-বিষদুষ্ট-ধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নানাবিধ পীড়াতে "থুযা" একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভেষজ বলিয়া পরিগণিত। রসবাত ধাতুতে প্রমেহ বিষ যেরূপ বদ্ধমূল হইতে ও ক্ষতি করিতে পারে অন্যবিধ ধাতুতে ততদূর পারে না; ফলতঃ উক্ত ধাতু প্রমেহবিষের ক্রিয়ার পক্ষে অতি উপযোগী ক্ষেত্র। প্রমেহবিষদুষ্ট ধাতুর প্রধান বাহ্য লক্ষণ জননেন্দ্রিয় প্রদেশে ও দেহের স্থানে স্থানে ডুমুরিকা বা শ্লেষ্মাগুটী, চর্ম্মকীল এবং তদাকারবিশিষ্ট নানাবিধ অর্ব্বুদাদি উদ্গম। রসপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট, স্থূলকায়, কৃষ্ণ চক্ষু কৃষ্ণকেশ এবং চর্ম্মরোগপ্রবণ ব্যক্তি ইহার বিশিষ্ট ভূমি। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) ভ্রান্ত বিশ্বাস, রোগীর মনে হয় যেন তাহার পার্শ্বে আর একজন বসিয়া রহিয়াছে; যেন তাহার আত্মা ও দেহ পৃথক ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে; যেন তাহার উদর মধ্যে একটা জীব নড়িতেছে; যেন রোগী সকল বিষয়ে কোন স্বর্গীয় আত্মার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ইত্যাদি। (২) উন্মাদিনী কাহাকেও তাহার নিকট যাইতে বা গাত্র স্পর্শ করিতে দেয় না। (৩) চক্ষু মুদিত করিলে শিরোঘূর্ণন অনুভূত হয়। (৪) শিরোবেদনা,—যেন তাহার মস্তকের পার্শ্ব-কপালে একটী লৌহকীলক প্রবিষ্ট হইতেছে। (৫) নবজাত শিশুর অক্ষিপ্রদাহ,—প্রমেহবিষ জনিতই হউক আর উপদংশাদির জনিতই হউক। (৬) অক্ষিপুট জুড়িয়া যায় এবং তাহার প্রান্ত ভাগে শুষ্ক মরামাস লাগিয়া থাকে; অক্ষিপুটের উপর অঞ্জনিকাদি অর্ব্বুদ এবং অনমনীয় গুটী উৎপন্ন হইয়া থাকে। (৭) সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল পুরাতন কর্ণপ্রদাহ, স্রাব পূযবৎ এবং পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট; কর্ণ ভাগের মাংসাঙ্কুরাণু আকীর্ণ এবং তন্মধ্যে শ্লেষ্মাগুটী ও ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (৮) ঘ্রাণাদি উদ্ভেদান্তিক পুরাতন নাসাসর্দ্দি—গাঢ়, সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মা বা শোণিতাক্ত পূয নির্গমিত হয়। (৯) দন্তের মূল ধ্বংস হইয়া যায়, শিখরদেশ অটুট থাকে। (১০) চা পান জনিত দন্তশূল। (১১) পাদচারণ কালে বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ কালে বাম ডিম্বাধার প্রদেশে ভয়ানক জ্বালা বোধ হয়; রোগিণী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। (১২) মলকাঠিন্য, মল খানিকটা বহির্গত হইয়া আবার উপরে উঠিয়া যায়। (১৩) অর্শ স্ফীত,—উপবেশন করিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। (১৪) প্রাতঃকালীন মলতারল্য,—মল মহাবেগে এবং সশব্দে নির্গত হয়,—যেন ছাদের নল হইতে জল নির্গত হইতেছে। (১৫) মলদ্বার বিদারিত, স্পর্শাসহ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে অনুচ্চ আঁচিল বা আর্দ্র শ্লেষ্মাগুটী সকল উদ্গত হয়। (১৬) যোনিমার্গের অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা বশতঃ রমণালিঙ্গনকালে মহা যন্ত্রণা বোধ হয়। (১৭) গাত্রত্বক মলিন, কপিশবর্ণ বা শ্বেতকপিশ কলঙ্কাকীর্ণ, স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃন্তযুক্ত আঁচিল

সকল উদ্গত হয়; অনাবৃত অংশে নানাবিধ কণ্ডু উদ্গত হয় এবং চুল্‌কাইলে জ্বালা করে। (১৮) প্রত্যঙ্গাদির অস্থি হইতে যেন মাংস উৎপাটিত হইতেছে এইরূপ বেদনা। (১৯) বেদনাধিকার কালে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়। (২০) প্রস্রাবান্তে শেষ মূত্র বিন্দু নির্গত হইবার পর যেন অস্ত্রদ্বারা মূত্রমার্গ ছেদন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়। (২১) প্রমেহাধিকারে পাত্‌লা হরিদ্বর্ণ স্রাব এবং প্রস্রাব কালে মূত্রমার্গ জ্বলিয়া যাইতে থাকে। (২২) প্রতিরুদ্ধ প্রমেহস্রাব জনিত সন্ধিগত বাত, মূত্রাধার গ্রন্থি প্রদাহ, প্রমেহ জনিত ধ্বজভঙ্গ, শ্লেষ্মাগুটী উদ্গম-প্রবণতা এবং অন্যান্য নানা প্রকার ধাতুগত রোগ। (২৩) কেবল মাত্র অনাবৃত অংশে স্বেদোদ্গম হয়; নিদ্রিত হইলেই ঘর্ম্মস্রাব আরম্ভ হয় এবং জাগ্রত হইলেই থামিয়া যায়। (২৪) জননেন্দ্রিয় প্রদেশে এবং অন্য কোন স্থানে স্বেদ উদ্গত হইয়া থাকে। (২৫) পাদচারণকালে পদদ্বয় যেন কাষ্ঠ নির্ম্মিত এইরূপ স্পর্শজ্ঞান রহিত বোধ হয়। (২৬) রোগীর মনে হয় যেন তাহার দেহটী কাচবৎ পদার্থ, কাচের ন্যায় সহজে চূর্ণ হইয়া যাইবে! (২৭) নখ সকল বিকৃতাকার হইয়া যায় এবং অত্যন্ত ভঙ্গ প্রবণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না; অতি ধীরে ধীরে কথা কহে (ল্যাকে: সিপী: আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে-ব্রোম্:)—যেন কথা গুলি যেন খুঁজিয়া বাহির করিতেছে; অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে (চায়না: আই: নক্স:)। ভ্রান্ত বিশ্বাস (কোনাব্-ইন্: কার্ব্বো-ভেজি: নক্স:)—যেন রোগীর পার্শ্বে আর একজন কে বসিয়া রহিয়াছে, যেন তাহার দেহ ও আত্মা পৃথক হইয়া গিয়াছে (অ্যানাক্. ক্যানাব্-ইন্:), যেন তাহার দেহ কাচ নির্ম্মিত এবং কিছুতে ঠেকিলেই চূর্ণ হইয়া যাইবে (ক্যাল্কে-কার্ব্ব: ...), যেন তাহার উদর মধ্যে একটী সজীব পদার্থ নড়িতেছে (ক্রোকাস: ...: সাইলেসি: কন্‌ভ্যালে: সল্ফ:)। উন্মাদিনী কাহাকেও নিকটে আসিতে বা তাহাকে স্পর্শ করিতে দেয় না (শিশু=অ্যাণ্ট-ক্রুড্: অ্যাণ্ট-টার্ট্: ...; ...: ...: সিপিয়া:); দ্রুত কথা বলে (বেল্: ক্যাম্ফো: হিপার্ ...), ...: ... (ব্যাপ্টি: বেল্: গ্লোন্: হ্যাট্-কার্ব্ব: ফস্: প্লাম্:),—... ... থাকে। রোগিণীর মনে হয় যেন আর তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই (এপীস: ... ... ল্যাকে: মিউরি: অ্যা-নাই:); স্থির হইয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কহে না এবং কাহারও নিকট যাইতে চাহে না (পল্‌সে:)। অতি সামান্য বিষয়েও, ভাল মন্দ চিন্তা না করিয়া, অস্থির হয় না (ইগ্নে: সাইলি:)। কোন বিষয়েই সন্তোষ প্রকাশ করে না; অত্যন্ত কলহপ্রিয় (অরাম্: ইগ্নে: নক্স: সল্ফ:); সামান্য কারণে তাহার মহা ক্রোধের উদ্রেক হয় (অ্যানাকা: ব্যাপ্টো: কাই: হ্যাট্-মিউ: নক্স: পেট্রোল্:)। সঙ্গীত শ্রবণ করিলে রোদন করে (গ্র্যাফ: ক্রোকো: ন্যাট্রাই: হ্যাট্-কার্ব্ব:) এবং তাহার পদদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে। রোগিণীর মনে হয় কোন দেবাত্মা তাহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে এবং সে তাহার সম্পূর্ণ অধীন (ল্যাকেসিস: নাযা: অ্যানাক্:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—চক্ষু মুদিত করিলে (অ্যা-ফস্: আর্ণিকা: ল্যাকে: সাইলি: থিরিড্:),—চক্ষু উন্মীলিত করিলে ভাল হইয়া যায় (এপীস্:) ; আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে (ক্যাল্কে-ফস্: ক্যামো: ডিজি: লাই: ফস্: পল্সে:), হেঁট হইলে (অ্যানাক্: গ্লোন্: নক্স্: পল্সে:) এবং উর্দ্ধ দিকে (গ্র্যাফ্: ল্যাকে: ট্যাবাক্:) বা পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিলে শিরোবেদনা,—যেন মস্তকের পার্শ্বকপালে বা বাম শৃঙ্গদেশে একটী লৌহ কীলক প্রবিষ্ট করিতেছে (কফী: ইগ্নে:) কিম্বা যেন ঐ অংশে একটী গোলপৃষ্ঠ বোতাম টিপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বেদনা ; বৃদ্ধি=অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা করিলে (ক্যাল্কে: ফস্: পল্সে:), দেহ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইলে (বেল্: গ্লোন্: সাইলি:) এবং চা পান করিলে (ল্যাকে: সেলিন্: সিপী:) ; পুরাতন কিম্বা প্রমেহ বা উপদংশ বিষ জনিত। মূর্দ্ধাদেশে যেন ভিতর হইতে একটী লৌহ কীলক নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা (হেলিবো: নক্স্-ভম্: ফর্ম্মিকা:—যেন বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে=নিকোলাম্:) ; বৃদ্ধি=অপরাহ্ণে এবং শেষ রাত্রি ৩ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত ; উপশম =দেহ সঞ্চালনে এবং স্বেদোদ্গমান্তে। দুই রগে যেন বিদ্ধ করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (ক্যাম্ফো: সাইক্লেম্:)। শিরোবেদনার উপশম=গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণ বা অন্য কোনরূপ ব্যায়ামান্তে (লাই: পল্সে:), উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে (বেল্:)। উপাধানের স্পর্শে বা নিষ্পেষণে মস্তক ব্যথা বোধ হয় (বেল্: সিনা:) ; মর্দ্দন করিলে আরাম বোধ হয় ; মস্তকে অত্যন্ত জ্বালা ও সূচীবেধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ শয্যার উত্তাপে। শিরোপশ্চাতে ও রগে আর্দ্র, ত্বকক্ষয় কারক কণ্ডু সকল উদ্গত হইয়া থাকে ; যন্ত্রণার বৃদ্ধি=স্পর্শ করিলে এবং উপশম=মর্দ্দন করিলে। মস্তকে শ্বেত বর্ণ মরামাস উৎপন্ন হয় (ক্যালী-মিউ: ন্যাট্র-মিউ: মেজের: ফস্:) ; কেশ সকল শুষ্ক এবং উঠিয়া যায় (ক্যালী-কার্ব্: প্লাম্: সোরিন্: সল্ফ্:)। মস্তকে, বিশেষতঃ মস্তকের অনাবৃত অংশে, মধুর ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট স্বেদ উদ্গত হইয়া থাকে। মস্তক ও মুখমণ্ডল গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিতে ভালবাসে (আর্স্: হিপার্: ল্যাকে:)।

চক্ষু।—নবজাত শিশুর অক্ষিপ্রদাহ প্রমেহ বা উপদংশ বিষ জনিত (মার্ক্-কর্:) ; যোজিকার উপর আঁচিলের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ মাংসাঙ্কুর বা ফোস্কা উদ্গত হয় ; উপশম=উত্তাপ প্রয়োগে এবং আবৃত করিয়া রাখিলে (অ্যা-ফ্লু: ক্লিম্যাট্:) ; অনাবৃত করিলে বোধ হয় যেন চক্ষু ভেদ করিয়া অত্যন্ত শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। অক্ষিপুট সকল রাত্রে জুড়িয়া থাকে (অ্যালীউ: সিপী: সিফিলিন্:) ; অক্ষিপুটের প্রান্তভাগ শুষ্ক এবং শল্কাবৃত। অঞ্জনিকা (গ্র্যাফ্: পল্সে: ষ্ট্যাফ্:) এবং অক্ষিপুটের অর্ব্বুদ (অ্যা-নাই: হিপার্: ক্যাল্কে: কষ্টি:),—অক্ষিপুটের উপর শ্লেষ্মাগুটীর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনমনীয় গুটী উদ্গত হয় (ষ্ট্যাফাইস্যাগ্রিয়ার পরে প্রয়োজ্য)। চক্ষু সমক্ষে পীতবর্ণ আলোকরেখা দৃষ্ট হয় ; রৌদ্রের দিকে দৃষ্টি করিলে যেন কতকগুলি জলের বোতল উঠিতেছে পড়িতেছে এইরূপ ছায়া দৃষ্ট হয়। অস্পষ্ট দৃষ্টি,—দৃষ্টি অস্পষ্ট, চক্ষু মর্দ্দনান্তে উপশম হয় (ক্রোকাস্: পল্সে:)। চক্ষুর শ্বেতত্বক শোণিতবৎ লালবর্ণ এবং প্রদাহান্বিত। চক্ষু ও অক্ষিপুট মধ্যে ভয়ানক জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা বোধ হয়। তিমিরদৃষ্টি,—যেন চক্ষু সমক্ষে এক খণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্র বিস্তৃত রহিয়াছে (কষ্টি: ক্রোকাস্: লিথীয়া:

ন্যাট্‌-মিউ: পেট্রোল্: ফস্:) এবং চক্ষু পশ্চাতে এইরূপ নিষ্পেষণ বোধ হয় যে মনে হয় যেন ভিতর হইতে চক্ষুর্দ্বয়কে ঠেলিয়া দিতেছে কিম্বা যেন চক্ষুর্দ্বয় স্ফীত হইয়াছে, উপতারপ্রদাহ উপতারকার উপর চর্ম্মকীল উৎপন্ন হয়, চক্ষু মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকাবেধবৎ বেদনা বোধ হয় এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে তীব্র উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। চক্ষুর শ্বেতচ্ছদ স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়া উঠে এবং নীলাভ-লালবর্ণ প্রতীয়মান হয়। চক্ষের উপর বড় বড় চ্যাপ্টা পীড়কা সকল উৎপন্ন এবং অতি ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কর্ণ।—পুরাতন এবং মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবশীল কর্ণপ্রদাহ,—রন্ধ্রমধ্য হইতে পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট পূয নির্গলিত হয়; কর্ণমধ্যে মাংসাঙ্কুর ও শ্লেষ্মাগুটী উদ্গত হইয়া থাকে। কর্ণমধ্যে ঝিল্লিময় অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয়; উহা ফিকা লালবর্ণ, কোষময় তন্তু বিশিষ্ট এবং সহজে শোণিতপাতপ্রবণ। রন্ধ্রাভ্যন্তর বোধ হয় যেন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে এবং রোগী অত্যন্ত কম শুনিতে পায়। কর্ণমধ্যে নানা শব্দ—যেন জল ফুটিতেছে এইরূপ শব্দ। কণ্ঠাভ্যন্তর হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারী সূচীবেধবৎ বেদনা। লালা গলাধঃকরণ কালে কর্ণ মধ্যে কটাস করিয়া উঠে।

নাসিকা।—সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল পুরাতন সর্দ্দি,—ফোঁৎকার করিলে রন্ধ্রাভ্যন্তর হইতে গাঢ় সবুজ বর্ণ শোণিত ও পূয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয় (পল্‌সে:); ক্রমশঃ ঐ শ্লেষ্মা রন্ধ্র মধ্যে শুষ্ক হইয়া কপিশবর্ণ চিপিটিকায় পরিণত হয়; নাসাপুটের উপর আরক্তিম পীড়কা সকল উদ্গত হয় এবং অধিকাংশস্থলে সেই পীড়কা হইতে রস পড়ে; ইন্দ্রিয় চারণদোষ বা অত্যাচারের শেষোক্ত লক্ষণের বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। রন্ধ্র মধ্যে ব্যথান্বিত চিপিটিকাবৃত ক্ষত উৎপন্ন হয় (অ্যাণ্ট্‌-ক্রুড্: ক্যালী-বাই: পল্‌সে:)। শুষ্ক সর্দ্দি—নাসিকা অত্যন্ত শুষ্ক ও রুদ্ধ বোধ হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। নাসামূলে ব্যথাজনক চাপ বোধ (ক্যালী-বাই: ব্যাপ্টি: হায়ো: পল্‌সে:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল আরক্তিম, উত্তাপযুক্ত এবং শিরাকীর্ণ; গণ্ডদ্বয়ের অংশ বিশেষ জ্বালা করে এবং আরক্তিম হইয়া উঠে; গণ্ডদ্বয় বিসর্পাক্রান্তবৎ স্ফীত প্রতীয়মান হয়। স্নায়ুশূল, বেদনা বাম গণ্ডাস্থি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্ণ, দন্ত নাসিকা এবং মস্তকে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; আক্রান্ত অংশ সকল যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে এবং উহাতে রৌদ্রের সংস্পর্শ আদৌ সহ্য হয় না। বাম গণ্ডাস্থি মধ্যে যেন খুঁচিতেছে এইরূপ বেদনা (ইগ্নে: প্লাট্:),—স্পর্শ করিলে উপশম হয়। মুখমণ্ডলের ত্বক তৈলাক্তবৎ প্রতীয়মান হয় (ন্যাট্‌-মিউ: প্লাম্: সোরিন্:); ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত ও বিবর্ণ এবং তাহা হইতে শল্ক উঠিতে থাকে ওষ্ঠের ভিতর দিকে এবং সংযোগস্থলে শ্বেতবর্ণ অমুচ্চ ক্ষত উৎপন্ন হয় (অ্যা-নাই: ঈনাম্বি: মার্ক্: ন্যাট্‌-মিউ: ফাইটো: সোরিন্:)। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠের উপর আরক্তিম, কণ্ডুয়নযুক্ত পীড়কা উদ্গত হয়।

মুখবিবর।—দন্তক্ষয় রোগাধিকারে দন্তের মূল সকল ক্ষয় হইয়া যায় (সিফিলিন্:) এবং শিখর অবিকৃত থাকে (শিখর ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় মূল অবিকৃত থাকে=মেজের: ষ্ট্যাফ:);

দন্ত সকল মলিন পীতবর্ণ ধারণ করে (আয়োড:) এবং গুঁড়াইয়া যাইতে থাকে (ফস্: সিফিলিন্:) চা পান জনিত দন্তশূল (চায়না: সেপিয়া: সিলী:); কিম্বা শীতল জল সংস্পর্শে উপশম এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে বেদনার বৃদ্ধি (মুখে শীতল জল ধারণ করিলে উপশম=কফী: বিস্মাথ: ক্লীম্যাট্: ফেরাম্: ম্যাগ-কার্ব: ন্যাট্র সল্ফ:—উষ্ণগৃহ মধ্যে বৃদ্ধি=সীপা: ক্যামো: হিপার: ক্যালী-সল্ফ: পল্সে:)। মাঢ়ী স্ফীত, সহজে রক্তস্রাবযুক্ত এবং ঘন রক্তিম রেখাঙ্কিত এবং প্রান্তদেশ শ্বেতবর্ণ ও পূযপূর্ণ দৃষ্ট হয় (অ্যা-ন্যা: মার্ক: সাইলি:)। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত কট্‌কট্ ঝন্‌ঝন্ করিতে থাকে এবং ঐ সকল দন্ত অত্যন্ত পর্য্যন্ত নড়িলা বোধ হইতে থাকে; চর্ব্বণ কালে বা শীতল দ্রব্যের সংস্পর্শে দন্তমধ্যে দুঃখ হয়। জিহ্বার উপর যাতনাদায়ক ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং উহা জ্বালা করিতে থাকে (অ্যা-ন্যা:)। জিহ্বা ক্ষত এবং কণ্টকিত; জিহ্বাগ্র স্পর্শ করিলে যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এইরূপ জ্বালা করে। উত্তপ্ত বা উপক্ষত, মুখবিবর বোধ হয় যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা করে (অ্যা-ন্যা: আর্সেনি: পল্সে: স্যাঙ্গুই:)। জিহ্বাতলে অর্ব্বুদ (অ্যাম্ব্রা: মেজের:)—জিহ্বার উভয় পার্শ্বেই অর্ব্বুদ হয়; অর্ব্বুদ নীলাভ, লালবর্ণ ও স্ফীত শিরাকীর্ণ; মণ্ডবৎ জিহ্বা লেপ, প্রাতঃকালে মুখ মধ্যে যেন চিনি আহার করিয়াছে এইরূপ মুখের স্বাদ (অ্যাকোট: পল্স:)। দন্তাদি দংশন করিলে সঙ্কুচিত দন্ত মধ্যে চাপ বোধ।

গলমধ্য।—কণ্ঠতালুদ্বয় শুষ্ক ও অতিরিক্তবৎ সঙ্কুচিত হয়; গলাধঃকরণ কালে বোধ হয় যেন কণ্ঠ মধ্যে একটা কোন দ্রব্য আবদ্ধ হইয়া কিম্বা কণ্ঠনলী সাঁটিয়া রহিয়াছে (ক্যাল্‌কে: সিপীয়া:)। কণ্ঠমধ্যে বহুল পরিমাণে কফ সঞ্চিত হয় এবং তাহা অতি কষ্টে উত্থিত হইয়া থাকে (আর্জেন্ট-নাই: ক্যালী-বাই: কার্ব্বো-ভেজি: নেট্রাম্:)। লালা গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয় (বাউফো:) এবং কর্ণ মধ্যে কটাস্ শব্দ উঠে (ক্যান্‌কে: নিনীয়ান্:)।

পাকস্থলী।—কখন যেন ক্ষুধা থাকে অথবা কখনবা অরুচি। প্রবল তৃষ্ণা, বিশেষতঃ রাত্রে (অ্যান্ট-ক্রুড্ আর্স্: মার্ক: নক্স—তৃষ্ণার জন্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়=কফিয়া: —সবিরাম জ্বরাধিকারে=সাইট্রেন্:); শীতল দ্রব্য পান ও আহার করিতে চাহে (অ্যা-ফস্: অ্যাকোন্: অ্যান্ট-টার্ট: আর্স্: ব্রাই: সিনা: ফস্: ভেরেট্:)। উদ্গার;—পচাগন্ধময় (অ্যাসা-ফিট্: কার্ব্বো-ভেজি: সোরিন্: পল্সে:) কিম্বা কষায় (অ্যাসাফিট্: নীউফার-লুটীয়া:); আহারের সময় উদ্গারের সহিত বায়ু নিঃসরণ। বমন, শ্লেষ্মাময় কিম্বা তৈলাক্ত বা মেদময় পদার্থের ন্যায় (আয়োড্: মেজের: নক্স-ভম্:)। জলাদি পেয় দ্রব্যাদি উদর মধ্যে সশব্দে প্রবিষ্ট হয় (অ্যা-হাইড্রো: আর্স্: সিনা: কিউপ্রাম্: ফেলিয়ো: লরো: মস্কাস্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ স্ফীত এবং স্পর্শকাতর (বেল্: সাইক্লামেন: ইগ্নে: ক্যালী-কার্ব: ন্যাট্-মিউ:)। পাকাশয়ের স্থানে স্থানে স্ফীত ও অনমনীয়তা অনুভূত হয় (অ্যাসিড-অ্যাসেট্: ক্যালেণ্ডিউ: মেজের্:)।

অন্ত্রাশয়।—কখন দক্ষিণ এবং কখন বাম কুক্ষি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে (গ্র্যাফ: লাই: সিনিসীয়ো:)। উপবিষ্ট অবস্থায় উদর মধ্যে যেন সূচী বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। উদরের উর্দ্ধাংশ পশ্চাদাকৃষ্ট বা ভিতর দিকে আকৃষ্ট প্রতীয়মান হয় (শ্বাস গ্রহণ কালে উদরের উর্দ্ধাংশ ভিতরে প্রবিষ্ট হয় এবং ত্যাগকালে প্রসারিত হয়=

আর্জেণ্ট্-নাই:)। উদরাধ্মান এবং যেন উদর মধ্যে কোন জন্তু শব্দ করিতেছে এইরূপ কোঁ কাঁ শব্দ (কলোসিন্থ: গ্র্যাফ: লাই:); উদর বৃহৎ এবং স্ফীত; থাকিয়া থাকিয়া উদরের স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়া উঠে,—যেন গর্ভস্থ শিশু উদরগাত্রে মুষ্ট্যাঘাত করিতেছে (সল্ফ:); উদর মধ্যে আলোড়ন,—যেন কোন জীব নড়িতেছে (এরাণ্ডো: ক্যাল্কে-ফস্: ক্রোকাস্: কুরারী: স্যাবাড্: স্যাবাইনা: স্যাঙ্গিউ: ষ্ট্রামোন্: ষ্ট্রন্: সল্ফ:),—বিশেষতঃ বয়স্কা অবিবাহিতা রমণী-দিগের। অন্ত্রশূল,—হঠাৎ উদর অত্যন্ত সাঁটিয়া ধরে,—যেন উদর মধ্য হইতে কোন জীব ঠেলিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। নাভী অত্যন্ত ব্যথান্বিত। কুচকীর গ্রন্থি অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠে (মার্ক-সল্ফ: ক্লীম্যাট্: বেল্:)।

মলান্ত্র ও মল।—মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে শ্লেষ্মাগুটি উদ্গত হয় এবং উহা স্পর্শ করিলে ক্ষতান্বিতবৎ এবং পাদচারণকালে তন্মধ্যে সূচীবেধৎ বেদনা অনুভূত হয় (ইউফ্রে: সিস্থাব্:)। রস স্রাব বশতঃ মলদ্বার সর্ব্বদা আর্দ্র বোধ হয় (অ্যা-নাই: গ্রাফ: র‍্যাটান্: সিপী: মিডহ্যন্:)। মলত্যাগকালে মল কিয়দংশ বহির্গত হইয়া আবার প্রতিনিবৃত্ত হয় (স্যানিক্: সাইলি:)। মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্ব ক্ষয়িতত্বক (কষ্টি: অ্যা-নাই: গ্যাম্বোজ্: সল্ফ্:) এবং তাহা হইতে রস পড়ে (কষ্টি:)। অর্শ,—মলত্যাগকালে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগিণীকে সে চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হয় (ক্যালী-কার্ব্: স্যাবাইনা:); পাদচারণকালে অর্শ ভয়ানক জ্বলিতে থাকে (স্পর্শ করিলে বা টিপিলে জ্বলিতে থাকে = অ্যাব্রোট্:); মলদ্বার বিদারিত (র‍্যাটান্: পীয়োনীয়া: সাইলি:), স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। অর্শ স্ফীত—উপবেশন করিলে তন্মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থলের ত্বক জ্বালা করে (প্লাম্:)। বিটপত্বকের উপর শ্লেষ্মাগুটী উদ্গত হয় এবং তাহা হইতে রস পড়িতে থাকে এবং পাদচারণকালে তন্মধ্যে উত্তেজনা বা করকরানি অনুভুত হয় (মার্ক্-ডাল্:)। মলতারল্য,—প্রত্যহ প্রাতে (অ্যালো: রিউমেক্স্: সলফ্:), প্রাতর্ভোজনের পর (অ্যালো: আর্জেণ্ট্-নাই: কার্ব্বণ্-সল্ফ্: পডো: ট্রম্বিড্:) এবং গোবীজেটীকার পর (সাইলি: ভেরীয়োলিন্: ম্যালাণ্ড্রন্:),—কখন যন্ত্রণা জনক এবং কখনও বা কোন যন্ত্রণা বোধ হয় না (পডো:); মল = উজ্জ্বল পীতবর্ণ (চেলিড্:); জলবৎ ও মহা বেগে এবং সশব্দে নির্গত হয় (অ্যালো: য্যাট্রোফা: পডো: ক্রোটন্-টিগ্:); যেন ছাদের নল হইতে জল পড়িতেছে এইরূপ বেগে ও শব্দে নির্গত হয় (য্যাট্রোফা: অ্যালো: পডো: স্যাণ্ডান্-বাল্বো:)। মল কাঠিন্য,—কঠিন গুটিলাময় মল (অ্যালীউ: ব্রাই: ওপী: সল্ফ্:)।

প্রস্রাব।—বৃক্কদ্বয় প্রদাহান্বিত এবং তজ্জন্য পদদ্বয় স্ফীত হয় (অ্যা-বেন্: টেরিব্: চিম্যাফিলা-আম্: ক্যান্থা: সিনিসীয়ো:)। মলদ্বারে সূচীবেধবৎ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া মূত্রাশয়ে সঞ্চারিত হয়। মূত্রাশয় সঙ্কোচনশক্তি রহিত বোধ হয়; মূত্র ত্যাগ করিবার ক্ষমতা রহিত (আর্স্: কষ্টি: ডাল্ক্যা: জেল্সি: নক্স্-ভম্:)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ ও প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় (লাই: সল্ফ্:) এবং মূত্রনালী মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয় (অ্যা-নাই: ক্যানাব্: লাই: নক্স্-ভম্:)। অসাড়ে প্রস্রাব হয়,—রাত্রে (অ্যা-বেন্: এপীস্: আর্জেণ্ট্-নাই: আর্ণি: বেল্: কষ্টি: ফেরাম্: ক্রিয়ো: পল্সে: সিপী: সল্ফ্:) কিম্বা

কাসিলে (অ্যা-ফস্: এপীস্: কষ্টি: ক্রিয়ো: ল্যাকে: স্ট্যাট্-মিউ: পল্‌সে: স্কীলা: ভেরেট্:)। প্রসবান্তে সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন মূত্রনলী দিয়া এক বিন্দু মূত্র নির্গলিত হইতেছে। প্রস্রাবের পর শেষ বিন্দু মূত্র নির্গলনকালে যেন মূত্রমার্গ ছেদন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয় (ক্যান্থা: কোণা: স্ট্যাট্-মিউ: সার্সা:)। নিরন্তর প্রস্রাব বেগ এবং সময়ে সময়ে কয়েক বিন্দু মাত্র শোণিত নির্গত হয় (ক্যান্থা: মার্ক্: টেরিব্:)। প্রস্রাব করিতে গেলে প্রস্রাব হয় না,—বোধ হয় যেন একটী ফিতা দ্বারা প্রস্রাবদ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। পুনঃ পুনঃ ও প্রচুর প্রস্রাব হইয়া থাকে, এবং মূত্র শর্করা মিশ্রিত (হেলোন্: অ্যা-ল্যাক্টিক্: টেরিব্: ইউরেনীয়াম্-নাই:); প্রস্রাবের উপর ফেনা উঠে এবং উহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে (সীপা: চেলিজ্: ল্যাকে: লাই: প্যারিইরা: স্পঞ্জী:); প্রভাতের প্রস্রাব ঘোর লাল বর্ণ (ক্যান্থা: সীপা: চেলিড্:); তলানি কপিশ শ্লেষ্মাময়; বাতব্যাধিতে ঘোর মেঘবৎ বা ধূমবৎ তলানি। প্রস্রাব হইতে হইতে বার বার থামিয়া যায় (কোণা:); প্রস্রাব নির্গলন কালে মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা করে (আর্স্: কোণা: স্ট্যাট্-কার্ব্:); লালাবৎ শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় এবং মূত্রের স্রোত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় (ক্যানাব্-স্ট্যাট্: ক্যান্থা: মার্ক্: রাস্:); পর দিবস পীত বর্ণ শ্লেষ্মা নির্গলিত হইতে থাকে,—প্রমেহস্রাববৎ (অ্যা-নাই: ক্যাল্কে: সল্ফ: ক্যান্থা: স্ট্যাট্-মিউ: পল্‌সে: কীউবেব্:)। লিঙ্গমুণ্ডমধ্যস্থিত নৌকাকৃতি ছিদ্র মধ্যে চিড়িক মারিতে থাকে এবং অত্যন্ত কামোদ্দীপক সড়্সড়ী অনুভূত হয়। প্রবল প্রস্রাব বেগে,—দৌড়িয়া যাইতে স্বর সহে না।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রে লিঙ্গোদ্গম ও যন্ত্রণা,—রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। জননেন্দ্রিয় প্রদেশে এবং লিঙ্গ মুণ্ডের উপর চক্রাকার, অপরিষ্কার উচ্চ এবং রক্তিমা বেষ্টিত ক্ষত উৎপন্ন হয় (অ্যা-নাই: সিন্নাবার:—শিশ্নের পৃষ্ঠোপরে উপদংশজ ক্ষতোপজনন = ল্যাক্-ক্যান্:)। ঔপদংশিক ক্ষত তন্মধ্যে যেন সূক্ষ্ম শলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বেদনা বোধ হয় (অ্যা-নাই:)। প্রমেহ,—প্রস্রাবের সময় মূত্রমার্গ দগ্ধ হইয়া যায় এবং স্ফীত হইয়া উঠে (অ্যা-বেন্: ক্যানাব্-স্ট্যাট্: ক্যান্থা: ক্যাপ্স্: মার্ক্-সল্: কোপেব্:); প্রস্রাবের স্রোত বিভক্ত; স্রাব পীত বা সবুজ বর্ণ ও জলবৎ; লিঙ্গের উপর চর্ম্মকীল উদ্গত হয় এবং লিঙ্গমুণ্ডের স্থানে স্থানে ক্ষয়িতত্বকবৎ প্রতীয়মান হয়। প্রমেহস্রাব প্রতিরোধ বশতঃ সন্ধিবাত, মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থি-প্রদাহ, প্রমেহবিষ দোষ এবং ধ্বজভঙ্গ সংঘটিত হইয়া থাকে (মিডহ্নন্: সার্সা: স্ট্যাট্-সল্ফ্:)। শিশ্নাবরক ত্বক স্ফীত (সিন্নাবার্: কোর‍্যাল্: স্ট্যাট্-কার্ব:)। লিঙ্গাবরক ত্বক ও লিঙ্গমুণ্ডের উপর প্রমেহ দোষজ ও রসস্রাবী শ্লেষ্মাগুটী সকল উদ্গত হইয়া থাকে (অ্যা-নাই: সিন্নাবার:—কুক্কুটপুচ্ছাকৃতি = ইউফ্রে: ব্যজনাকৃতি = সিন্নাবার্:—সূত্রবৎ সরু ও দীর্ঘ = ষ্টাফ্:)। বাম অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধাকৃষ্ট (ক্রোটন্-টিগ্: প্যারিইরা-ব্র্যাভা: জিঙ্কাম্:)। অণ্ডকোষ ব্যথা করিতে থাকে,—বিশেষতঃ বেড়াইবার সময়। মুষ্কের উপর মিষ্ট বা মধুর ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট স্বেদোদ্গম হয়। নিদ্রিত অবস্থাতেও হস্তমৈথুন করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা (বীউফো: অরিগেনাম্: প্লাটিনা: লেগো: হায়ো:)। স্বপ্নদোষ,—নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। রমণান্তে প্রমেহস্রাবের পুনরাবির্ভাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনিমার্গের অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা বশতঃ সঙ্গমের ব্যাঘাত হইয়া থাকে (লিসিন্: প্লাটি: বার্বা: কফী: ক্রিয়ো: সিপীয়া: সাইলি:)। ঋতু অত্যন্ত অকালে প্রকাশ হয় এবং দুই এক দিবসের পর বন্ধ হইয়া যায়; স্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদগম হইয়া থাকে (হায়ো:—রাত্রে=সল্ফ্:)। জরায়ুদ্বারের ত্বকক্ষয় দেখিতে উপক্ষতের ন্যায়। প্রদর,—স্রাব আমময় এবং প্রায় সবুজ বর্ণ (অ্যা-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-আয়োড্: সিপী:)। ফুলকপির ন্যায় চর্ম্মকীল উদ্গত হয়, তাহা হইতে যখন তখন শোণিতপাত ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় (স্যাবাই: ট্যারেন্ট্:)। বাম ডিম্বাধার প্রদাহান্বিত (এপীস্: ল্যাকে:) হয়,—বিশেষতঃ প্রতি ঋতুর সময়,—ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হয় এবং পাদচারণ বা অশ্বারোহণে ভ্রমণকালে জ্বালা করে; সুতরাং রোগিণী শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। আর্দ্র বা রসস্রাবী ও পূযোপজননপ্রবণ এবং তন্মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা বোধ হয় এবং তাহা হইতে শোণিতপাত হইয়া থাকে (মার্ক্-ডাল্: স্যাবাইনা:)। উর্দ্ধশির অর্ব্বুদ উদ্গত হয় এবং জ্বালা করে (কার্ব্বো-অ্যান্:—কণ্ডুতির উদ্রেক করে=অ্যা-নাই:)। যোনিমলান্ত্র-যোজক নালিকা (অ্যা-নাই: ক্যাল্কে: সিপী: লাই: ল্যাকে·)। গর্ভস্থ ভ্রূণ এত জোরে নড়ে (ক্রোকাস্: ওপী: সাইলি: সল্ফ্: আর্স্: কোণা: লাই: সোরিনাম্:) যে রোগিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (মিডঙ্গন্:) মূত্রাশয় মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা বোধ এবং প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হয়; বেদনা তলপেটের বাম পার্শ্ব হইতে বাম কুচকীতে সঞ্চারিত হয়। তৃতীয় মাসে গর্ভপাত (ক্যালী-কার্ব্: স্যাবাই: সিকেলী: টৃলীয়াম্: আষ্টীলেগো:)। প্রসব বেদনা অত্যন্ত ক্ষীণ ও থাকিয়া থাকিয়া থামিয়া যায় (ন্যাট্-মিউ: সিকেলী:); পাদচারণ করিলে বেদনা অসহনীয় হইয়া উঠে এবং রোগিণী শয্যায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়; প্রমেহ দোষজ উপসর্গ বশতঃ জরায়ুর সঙ্কোচনীয়তার ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

শ্বাসযন্ত্রে।—স্বরনালীদ্বারের উপর যেন এক খণ্ড সূক্ষ্ম ঝিল্লি বিস্তৃত রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (ল্যাকে: ফস্:)। শ্বাসাল্পতা,—বায়ুনলী মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ (সেনেগা:) কিম্বা কুক্ষীদ্বয় ও উর্দ্ধোদরের পূর্ণতা ও সঙ্কোচন বশতঃ (উর্দ্ধ পেট ও তলপেটের পূর্ণতা ও সঙ্কোচন বশতঃ=ষ্ট্যাফাই:) শ্বাসরোগ,—রাত্রে বৃদ্ধি হয় (আর্স্: এরাম-ড্রেকন্: ব্রোমীয়াম্: মিফাইটিস্:—শেষ রাত্র ৩টার সময় প্রচণ্ড আকার ধারণ করে=ক্যালী-কার্ব্:) এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে; উপর্য্যুপরি কাসি হইতে থাকে (ক্রিয়ো: পল্সে: সাইলি:) কিম্বা বোধ হয় যেন ফুস্ফুস্দ্বয় প্রসারিত হইতেছে না। কাসি,—সন্ধ্যার পর শয়নান্তে (ক্যালী-কার্ব্: পল্সে:); বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে কফ সরল হয় এবং অনায়াসে উঠিতে থাকে (ক্যালী-কার্ব্:); কেবল মাত্র দিবসে কিম্বা প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার পর কিম্বা কোন শীতল দ্রব্য পান বা আহার করিবামাত্র কাসি হইয়া থাকে (কার্ব্বো-ভেজি: লাই:)। গয়ার সবুজবর্ণ (ন্যাট্-কার্ব্: পল্সে: সাইলি: ষ্ট্যাণাম্:) এবং পচা পনীরের ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট (সিঙ্কো: ক্যালী-কার্ব্ব: লাই:)। আহার করিবামাত্র কাসি হয় (সিঙ্কো:)। শীতল জল পান করিলে ফুস্ফুসের প্রবল আকুঞ্চন-প্রসারণ

বা তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। ফুস্ফুস্ হইতে শোণিতস্রাব,—অপর্য্যাপ্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ্স্পন্দন,—সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল,—স্থির হইয়া থাকিলে বা দেহ সঞ্চালনে সকল অবস্থাতেই হইয়া থাকে; সোপান আরোহণ কালে (আর্স: ক্যাল্কে: সল্ফ:); প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের সময় উদ্বেগজনক হৃদ্স্পন্দন (ক্যাল্কে: ফস্:); বক্ষমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ও হৃদ্স্পন্দন,—শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় (অ্যামন্-কার্ব: স্পাইজি: সল্ফ:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাদেশের গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে। গ্রীবার ত্বক তৈলাক্তবৎ চট্চটে এবং কপিশবর্ণ। কটিদেশ হইতে পৃষ্ঠফলকদ্বয় পর্য্যন্ত জ্বালা করে। পৃষ্ঠে দপ্দপ্ানি। মেরুদণ্ড বক্র; রোগী বক্র হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার পেট ভিতর-প্রবিষ্ট। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে শ্রোণিদেশে খাল ধরার ন্যায় বেদনা (কষ্টি: চায়না:); চলিবার চেষ্টা করিলে রোগীর মনে হয় যেন সে পড়িয়া যাইবে। বসিয়া থাকিলে গ্রীবার অস্থি, মেরুচঞ্চু এবং উরুতে আড়ষ্টতা বোধ হয়; অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। গ্রীবাপৃষ্ঠে ও গ্রীবার পশ্চাতে আড়ষ্টতা।

প্রত্যঙ্গাদি।—কনুইএর উপর দদ্রুবৎ কণ্ডুয়নজনক পীড়কাসমূহ উদ্গত হয়। উরুশিখরের সন্ধি বোধ হয় যেন শ্লথ হইয়া গিয়াছে (সন্ধিবিশ্লিষ্ট বোধ হয়=ইগ্নে: পল্সে:); পাদচারণকালে পদদ্বয় যেন কাষ্ঠনির্ম্মিত এইরূপ অসাড় বোধ হয় (আর্জেণ্ট্-নাই: রস্: সিকেল:)। হস্ত ও পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল আরক্তিম ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং চিন্ চিন্ করিতে থাকে (অ্যা-মিউ: রাস্:)। পদের অঙ্গুলি মধ্যে দুর্গন্ধ স্বেদ উদ্গত হইয়া থাকে (ক্লিম্যাট্: পল্সে: সাইলি:)। পদস্বেদ নিরোধ—(ব্যারাই-কার্ব্: ন্যাট্-মিউ: পল্সে: সিপী: সাইলি:)। পদতলে জালের ন্যায় শিরাসকল দৃষ্ট হয়। প্রত্যঙ্গ ও তাহার সন্ধি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। প্রত্যঙ্গাদি বিস্তৃত করিলে সন্ধি সকল মট্ মট্ করে। নখ সকল বিকৃতাকার (কষ্টি: গ্র্যাফ্: স্যাবাড্: সাইলি:), কোমল এবং ভঙ্গপ্রবণ (অ্যা-নাই: অ্যাম্ব্র: অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ডায়োস্কো: গ্র্যাফ্: সাইলি: ক্যাষ্টরইক্: সোরিন্:)। বোধ হয় যেন রোগীর দেহ ও প্রত্যঙ্গাদি কাচ নির্ম্মিত এবং অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ।

ত্বক।—গাত্রত্বক অত্যন্ত মলিন; তদুপরে স্থানে স্থানে কপিশ বা কপিশশ্বেত কলঙ্ক দৃষ্ট হয়; বড় বড় শ্লেষ্মাগুটী উদ্গত হয়,—উহা বৃন্ত বিশিষ্ট (ষ্ট্যাফ্:) এবং টিপিলে বিজ্ বিজ্ করে বা বীজ পূর্ণ বোধ হয়; সর্ব্বদা দেহের যে সকল স্থান আবৃত থাকে সেই সকল অংশেই পীড়কাদি নানাবিধ চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং উহা কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা করে। প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা যেন অস্থি হইতে মাংস উৎপাটিত হইতেছে (ফাইটো:—যেন মাংস অস্ত্রদ্বারা তক্ষিত হইতেছে=রাস্:)। অত্যন্ত ব্যথান্বিত পোড়া নারাঙ্গা। দদ্রুমেখলা (মেজের: র‍্যাণান্-বাল্বো: গ্র্যাফ্: ক্যালী-মিউ:)। উপঝিল্লিময় কর্কটার্ব্বুদ (ক্রিয়ো: ল্যাপিস্-অ্যাল্বাস: ফাইটো:)। অগুচ্ছ ক্ষত,—তলদেশ নীল-শ্বেত। মসূরিকা বা বসন্ত,—পূয সঞ্চয়াবস্থা (ভ্যাক্সিন্: ভেরীয়োলিন্: ম্যাল্যাণ্ড্রিণ্:)। গোমসূর্য্যাধান বিষদোষ,—জীর্ণতা,

অনিদ্রা, মলতারল্য, অস্থিরতা, বেপথু, স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাতিক লক্ষণ, ইত্যাদি (ভেরীয়োলিন্: অ্যাণ্ট্-টার্ট্: সাইলি:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—প্রত্যঙ্গাদি যখন তখন অবশ হইয়া যায়। পাদচারণকালে দেহ অত্যন্ত লঘু বোধ হয় (অ্যাসেরাম্: ভ্যালি: ষ্টিক্টা:)। থাকিয়া থাকিয়া উর্দ্ধাঙ্গের স্পন্দন। প্রাতে *অতিশয় দুর্ব্বলতা বোধ। আক্রান্ত অঙ্গ শীর্ণ ও অসাড় হইয়া যায় (আয়োড্: ফস্: প্লাম্: সিপী: ষ্ট্যাণাম্: সলফ্:)।

নিদ্রা।—নিদ্রা অত্যন্ত প্রগাঢ়,—প্রাতে সহজে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। অনিদ্রা,—চক্ষু মুদিত করিলেই নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শন করে (বিকারাবস্থায়=ব্রাই:); যে অংশ চাপিয়া শয়ন করে তাহা অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত হয়; উত্তাপ বোধ ও চিত্ত-চাঞ্চল্য বশতঃ অনিদ্রা (ইগ্নে: ক্যালী-ব্রোম্:)। বাম পার্শ্বে শুইয়া নিদ্রা গেলে উদ্বেগজনক স্বপ্ন দর্শন।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—উরুদেশ হইতে শীত আরম্ভ হয়। বাম অঙ্গ অত্যন্ত শীতল অনুভূত হয়; রাত্রি ৩টাই ইহার আক্রমণের প্রকৃষ্ট সময়; গরম দিনেও দেহের কোন অংশ অনাবৃত করিবা মাত্র রোগী শীতে কম্পিত হইতে থাকে। প্রাতে উত্তাপ, সন্ধ্যায় শীত। হস্ত শীতল অথচ মুখমণ্ডলে অত্যন্ত উত্তাপ অনুভূত হয়। উত্তাপাবস্থায় চিন্তার উপর চিন্তা উদিত এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ হয়। ঘর্ম্ম,—কেবল মাত্র অনাবৃত অংশে,—কিম্বা মস্তক ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে অপ্লুত হইয়া যায় (কেবল মস্তক=সাইলি:); নিদ্রিত হইবামাত্র ঘর্ম্ম আরম্ভ হয় এবং জাগ্রত হইলেই ঘর্ম্ম শুখাইয়া যায় (স্যাম্বীউ: ইহার বিপরীত); রাত্রে অপর্য্যাপ্ত অম্লগন্ধ বা দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম হয়।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, চক্ষু মুদিত করিলে, দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে, বাহু ঝুলাইয়া রাখিলে, রাত্রে—সোপানারোহণে, শীতল দ্রব্য পান বা আহার করিলে, উত্তাপ সংস্পর্শে, শীতল জলে, উজ্জ্বল আলোকে, আহারান্তে, রমণান্তে, রৌদ্রে, নাসিকা ফোঁৎকার করিলে, এবং শুক্ল পক্ষে।

উপশম।—মর্দ্দনান্তে, টিপিলে, কণ্ডুয়নান্তে, পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে, এবং শৈত সংস্পর্শে (বাত বেদনা)।

অনুপূরক।—মিডহ্বন্: স্যাবাই: সাইলি: স্যাট্রাম-সলফ:।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যা-নাই: ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যাম্ফা: সিন্ন্যাবার: কোপেবা: ইগ্নে: মার্ক: পল্সে: ষ্ট্যাফাই: সলফ্: মিডহ্বন্: ভেরীয়োলিন্: আণ্ট-টার্ট:। অ্যাণ্ট্টার্ট: মসূরিকার গুটীকে সুপক্ক করে এবং থূযা তাহাকে শুখাইয়া দেয়।

অনুকূল সম্বন্ধ।—মিডহ্বন্: মার্ক: ও অ্যা-নাই: এই কয়েকটী ভেষজের পর থূযা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

তুলনীয়।—গোবীজে টীকা দেওয়ার মন্দফল—এপিস: অ্যাণ্টি-টার্ট: ভ্যাকসি: ভেরি:। স্পর্শ অসহ—অ্যাণ্টি-ক্রুড:। পুতিনস্য, প্রমেহ, বাত, অণ্ডকোষপ্রদাহ—পল্স:। অর্ব্বুদ, আঁচিল, শ্বেতপ্রদর—নাইট্রিক-অ্যাসিড্: ষ্ট্যাফিসে:। লালবর্ণ উপদংশবৎ ক্ষত—

কোনিয়াম:। উপতারা প্রদাহ—মার্ক:। উপদংশ ও মাষকধাতু—সিনাবোরিস্:। মাষকধাতু-দোষজ উদ্ভেদ—সার্সা:। স্নায়ুশূল—স্পাইজেলিয়া:। নখকোমল হইয়া যায়—ফ্লুরি-অ্যাসিড্:। গোবীজে টীকারপর অতিসার—সাইকীউটা:। চা পানকারিদিগের পীড়া—সিপিয়া:। মূত্রযন্ত্রের পীড়া—ক্যান্থারিস:। চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ জন্য পীড়া—ইপিকাক: পল্‌স: কার্ব্বো-ভেজি:। মলান্ত্র বিদারণ—নাইট্রিক-অ্যাসিড: গ্রাফাইটীস্:। যোনির আক্ষেপ—সাইলিশিয়া:। ভ্রূণসঞ্চালন—ওপিয়ম: ক্রোকাস: সাইলি: সলফার:। মুখের স্নায়ুশূল—স্পাইজি:। মুদা—ক্যানাবিস: মার্ক: সলফ: নাইট্রিক-অ্যাসিড: সিপিয়া: রাস: ইত্যাদি। বামডিম্বাধারে বেদনা—কলোসিন্থ: ব্রায়ো: ফস্ফরস্:। জিহ্বার দক্ষিণধার ক্ষত—সাইলিসিয়া:। অর্শ—লাইকোপ:। শিরঃপীড়া—ইগ্নে: কফিয়া: সাইলি:। দন্তমূলের ক্ষয়—মেজে:। জিহ্বায় অর্ব্বুদ—আম্ব্রি:। বামডিম্বাধারে বেদনা—ক্রোটন: অষ্টিলেগো:। সকালে ভেদ (আধ্মানবায়ু নির্গমন) অ্যালো:। সঙ্গম করিলে অপত্যপথে স্পর্শানুভবাধিক্য—প্লাটীনম:। মূত্রত্যাগান্তে জ্বালা—সার্সা:। নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম, জাগিলে ঘর্ম্ম বন্ধ (বিপরীত—সাম্বুকাস:); নখের বিকৃতি বা বিশ্রী হওয়া—অ্যান্টি-ক্রুড:। তরল দ্রব্য পানকালে শব্দ—কুপ্রাম:। কাসিলে প্রস্রাবত্যাগ—কষ্টিকাম:। ঠাণ্ডা জিনিষ চাহে—ফস্ফরাস:। ঋতুকালে স্তনে বেদনা ও স্ফীতি—কোনায়াম:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৬০ দিন।

টিলীয়া ইউরোপীয়া

(TILIA EUROPÆA.)

প্রস্তুতি।—টাট্‌কা কুঁড়ি হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—দন্তোদ্গম; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; নাকদিয়া রক্তস্রাব; শ্বেতপ্রদর; স্নায়ুশূল; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ; আমবাত; দন্তশূল; জরায়ুচ্যুতি; জরায়ুপ্রদাহ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মুখের স্নায়ুশূলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ; প্রথমে মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্ব পরে বাম পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও জলবৎ নাসাসর্দ্দি এবং দৃষ্টির অস্পষ্টতা ইহার নির্ণায়ক। প্রসবান্তিক জরায়ু প্রদাহেও ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়; তলপেটে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা, জরায়ু আদির প্রবল নিম্নাকর্ষণ, এবং পাদচারণ-কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এইরূপ জলীয় আঠার ন্যায় প্রদরস্রাব ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। শীতপর্ণিকা বা আম্বাত,—কণ্ডুয়নান্তে যেন অগ্নি স্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা করিতে থাকে। চক্ষুর্দ্বয়ের পৈশিক দুর্ব্বলতাতেও ইহাদ্বারা উপকার সাধিত হইয়া থাকে; চক্ষুসমক্ষে যেন

একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র বিস্তৃত রহিয়াছে এবং রোগী তাহার অন্তরাল হইতে দেখিতেছে কিম্বা যেন প্রত্যেক বস্তুকে দুইটী দেখিতেছে এইরূপ বোধ হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—প্রণয়পীড়িত, কোন কাল্পনিক সুন্দরীর উপর প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া থাকে। বিমর্ষভাব, রোদনপরায়ণ স্বভাব।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—রোগী টলিতে থাকে এবং যেন একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্রের অন্তরাল হইতে দেখিতেছে এইরূপ অস্পষ্টদৃষ্টি (সাইক্লেম্: জেল্সি: অ্যানাক্: কিউপ্রাম: ক্যালী-বাই: ফাইটো:)। পুনঃ পুনঃ হাঁচি ও জলবৎ নাসাসর্দ্দি (মার্ক-সল্: নক্স: ন্যাট্-কার্ব: ন্যাট্-মিউ:)। দ্বিদর্শন—প্রত্যেক বস্তু দুইটী মনে হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুপ্রদেশে ভয়ানক ব্যথা (ল্যাক্-ক্যান্: মিউরেক্স: ল্যাপ্পা:) ;—টিপিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয় ; জরায়ু আদি বস্তিগহ্বরস্থিত সমস্ত যন্ত্রাদি যেন মহাবেগে নীচের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি ও প্রভূত উষ্ণ স্বেদোদ্গম, অথচ তাহাতে রোগিণীর আরাম বোধ হয় না। প্রদর,—জলবৎ আঠার ন্যায় স্রাব ; পাদচারণে বৃদ্ধি হয় (ইস্কীউ: বোভি: কার্ব্বো-অ্যান্: ম্যাগ-মিউ: ন্যাট্-মিউ: সার্সা:)। যোনি প্রভৃতির বহির্ভাগ আরক্তিম ও অত্যন্ত ব্যথান্বিত (সল্ফ্: থুযা:)।

ত্বক।—অত্যন্ত কণ্ডুতিজনক এবং কণ্ডুয়নান্তে যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বলিতে থাকে (আর্টিকা-ইউ: এপীস্: লিডাম্:)। গাত্রের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ কণ্ডুতিজনক পীড়কা সকল উদ্গত হয়। নিদ্রিত হইবার অনতিপরেই অপর্য্যাপ্ত উষ্ণ স্বেদোদ্গম হইতে থাকে (থুযা: সিঙ্কো: কার্ব্বো-অ্যান্: মার্ক: সেলিন্: ষ্ট্র্যামোন্: মিডহ্নন্:)। বাত বেদনার যত বৃদ্ধি হয় ঘর্ম্মও তত অধিক উদ্গত হইতে থাকে (ফর্ম্মিকা: মার্ক্:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—রমণীদিগের প্রসবান্তে এবং শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালে ইহা বিশেষ উপযোগী। বামাঙ্গেই ইহার প্রকোপাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তুলনীয়।—প্রসবান্তিক জরায়ু প্রদাহ—বেলাড:। জরায়ু নিম্নদিকে আকর্ষণ—লিলিয়ম:।

বৃদ্ধি।—অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার পর, উষ্ণ গৃহ মধ্যে, শয্যার উত্তাপে (পীতবর্ণিকার কণ্ডুতি) এবং দেহ সঞ্চালনে।

উপশম।—শীতল গৃহ মধ্যে, নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থ পাদচারণকালে।

সদৃশ।—বেল্: লিলীয়াম-টাই: মার্ক: আর্টিকা-ইউ:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

টঙ্গো

(TONGO.)

নামান্তর।—টঙ্কা, ডিপটেরিক্স অডোরেটা।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক বীজের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; উরুশিখরে বেদনা; অর্দ্ধাবভেদক; মুখের স্নায়ুশূল; দন্তশূল।

উপযোগিতা ও আভাস।—অর্দ্ধাবভেদক বা আধকপালে এবং মুখের স্নায়ুশূলে ইহার অশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়; অক্ষিগোলকের উপরিস্থ স্নায়ু মধ্যে উৎপাটন ও দপ্‌ দপানি এবং আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষু হইতে অনর্গল এবং অপর্য্যাপ্ত অশ্রুপাত (স্পাইজি: ইগ্নে: আইরিস্)। মস্তিষ্ক মধ্যে, বিশেষতঃ শিরোপশ্চাতে, জড়তা ও মাদকতা অনুভূতি এবং নিদ্রালুতা। উর্দ্ধাক্ষিপুট স্পন্দিত হয়। নাসাসর্দ্দি, নাসারোধ,—রোগী মুখব্যাদান পূর্ব্বক শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে (স্যাম্বীউ: নক্স: স্পঞ্জী: ষ্টিক্টা:)। বাম পার্শ্বের উরু ও জানুসন্ধি মধ্যে উৎপাটনবৎ বেদনাজনক বাতব্যাধিতেও ইহা বিশেষ হিতকারী। পাদচারণকালে প্রদরস্রাবাধিক্য (টিলীয়া:) এবং মলত্যাগকালে বেগ দিলে যোনি হইতে গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব (গ্র্যাফ: ম্যাগ্-মিউ: ভাইবার্নাম্:) ইত্যাদি কয়েকটীও ইহার নির্ণায়ক। নিষ্পেষণে ও আক্রান্ত অঙ্গ চালনায় প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে উৎপাটনবৎ বেদনার উপশম হইয়া থাকে। এতজ্জনিত অধিকাংশ বেদনাদি উপবিষ্ট অবস্থায় এবং স্থির হইয়া থাকিলে আবির্ভূত হয়। এতদ্‌বিষয়ীভূত শিরো-বেদনাদি সির্কা বা ভিনিগার ব্যবহারে প্রশমিত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—মিলিলোটাস্: স্পাইজি: আইরিস্: স্যাম্বীউ: নাক্স-ভম্: ম্যাগ্-মিউ: গ্র্যাফ্: ভাইবার্ণাম্:।

দোষঘ্ন।—ভিনিগার।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম।

ট্রাইফোলীয়াম্ প্র্যাটেন্সি

(TRIFOLIUM PRATENSE.)

প্রস্তুতি।—মুকুল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—কর্কট রোগ; কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি; কর্ণমূল; গলক্ষত; আলজীবে বেদনা।

উপযোগিতা ও আভাস।—অতিরিক্ত লালাস্রাব ইহার একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। লালাসঞ্চয়কারী গ্রন্থি মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য ঘটিয়া পরে অনর্গল লালাস্রাব হইতে থাকে। স্বরনলী মধ্যে অত্যধিক উত্তেজনা জনিত আক্ষেপিক কাসি, হুপ্‌কাসি ও হামান্তিক কাসিতে ইহা বিশেষ ফলোপধায়ক। নাসাসর্দ্দি রোগে রাত্রে স্বরভঙ্গ ও শ্বাসরোধ উপক্রম এবং গৃহের বাহিরে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে কাসির উদ্রেক ইহার অন্যতম নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব; যে দিকে দেখে সবই যেন বৈরাগ্য ব্যঞ্জক। নিদ্রা-ভঙ্গান্তে প্রবল এবং অবিচ্ছিন্ন শিরোবেদনা (ল্যাকে: ন্যাট্-মিউ: নক্স্: ফস্:)। শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য অনুভব। শিশুর মস্তকে দুগ্ধচিপিটিকা উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে শুষ্ক চটা উঠিতে থাকে। প্রত্যহ বৈকালে ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—উভয় রগ টিপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয়।

মুখবিবর।—অনর্গল লালাস্রাব (মার্ক্: ককাস্: ইউক্যালিপ্ট্: অ্যা-নাই: সিফিলিনঃ)। বায়ুনলী অত্যন্ত শুষ্ক এবং যেন তন্মধ্যে কি একটা পদার্থ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে হওয়ায় রোগী পুনঃ পুনঃ স্বীয় কণ্ঠ পরিষ্কার করে (টীউক্রি: সিপী: সিন্যাপ্:)। কণ্ঠ মধ্যে বহুল পরিমাণে কফ সঞ্চিত হয় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ কাসিয়া সেই শ্লেষ্মা তুলিবার চেষ্টা করে (কষ্টি: ন্যাট্-কার্ব্: ন্যাট্-মিউ: অ্যা-নাই: হাইড্র্যাষ্ট্: আর্জেণ্ট্-নাই:)। সমগ্র কণ্ঠনলী যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে এইরূপ উত্তেজনা অনুভূত হয় (এল্যান্থাস্: ইল্যাপ্স্: স্যাঙ্গিউ: সল্ফ্:)। আলজিহ্বা মধ্যে এইরূপ তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয় যে চক্ষে জল আইসে (যন্ত্রণায় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় = ম্যান্সিনেলা)। ঋতুস্রাবকালে বিবমিষা।

মলান্ত্র ও মল।—অত্যন্ত মলকাঠিন্য, প্রতিবার মলত্যাগের পর কয়েক বিন্দু কাল-বর্ণ শোণিতপাত হইয়া থাকে এবং যেন অন্ত্রাদি সমস্ত বহির্ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে এইরূপ ভয়ঙ্কর কুন্থন অনুভূত হয়। মধ্যে মধ্যে দুই চারি দিবস হয়ত মলত্যাগ হয় না; মলে আমজড়িত (গ্র্যাফ্: হাইড্:)। অর্শ,—ঋতুর সময় আবির্ভূত হয়; উহা অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত,—মলান্ত্রের দক্ষিণ গাত্রে মলদ্বার পর্য্যন্ত থলীর মত দৃষ্ট হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসাসর্দ্দি,—জলবৎ ও অত্যন্ত উত্তেজনাজনক শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে (আর্স্: সীপা: আর্স্: আয়োড্:)। রাত্রে স্বরভঙ্গ,—থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসরোধোপক্রম এবং কাসির প্রকোপ; বৃদ্ধি নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: নক্স্: ফস:); গ্রীবা আড়ষ্ট হইয়া থাকে এবং বক্ষাস্থি হইতে চুচুকাস্থি পর্য্যন্ত সংযোজক (sterno-mastoid) পেশী সাঁটিয়া ধরে; উপশম = উত্তাপ সংস্পর্শে এবং ঘর্ষণে। আক্ষেপিক (spasmodic) কাসি ও হুপ্‌কাসি,—রাত্রে বৃদ্ধি (কিউপ্রাম্: সেনেগা: ষ্ট্যানাম্: জিঙ্কাম্:); কাসিতে কাসিতে গলরোধ হইবার উপক্রম হয় (সিঙ্কোনা:) এবং হিক্কা উঠে (ট্যাব্যাক্:)। ফুসফুসদ্বয় বোধ হয় যেন শোণিতপূর্ণ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকালে বোধ হয় যেন তন্মধ্যে যে বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে তাহা উষ্ণ

এবং সমল। অবিচ্ছিন্ন শুষ্ক ও বক্ষবিদারক কাসি। তালুমূল ও বায়ুনলী মধ্যে উত্তেজনা বশতঃ অনবরত ক্ষুকক্ষুকে কাসি হইতে থাকে এবং যেন বায়ুনলী মধ্যে অপর্য্যাপ্ত কফ সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহা না উত্থিত হইলে কোন মতে উপশম হইবে না এইরূপ বোধ হয়।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্স: সীপা: আর্স্-আয়োড্: মার্ক: ষ্ট্যাপ্থ্যালিন্: মিলিলোট্: ককাস্:।

তুলনীয়।—রক্তসঞ্চার—মেলিলোটস:। শিরঃপীড়া—ষ্ট্রাম্:। নাসারোগ—ল্যাকেসি:। কাসি বক্ষে বেদনা—ব্রায়ো: আর্ণিকা: র‍্যানাঙ্কু: রাস্:।

শক্তি।—মূল আরক ও ১ম দশমিক ক্রম।

ট্রিলীয়াম্ পেণ্ডউলাম্

(TRILLIUM PENDULUM.)

নামান্তর।—বার্থরুট্:। ব্যাটল্স্নেক্রুট্। পার্পেল্ট্রিনিয়ম:।

প্রস্তুতি।—তাজা মূলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রাধারের সর্দ্দি; বয়োসন্ধিকালের পীড়া; বহুমূত্র; রক্তামাশয়; মূর্চ্ছাসহ রক্তস্রাব; অর্ব্বুদ হইতে রক্তস্রাব; প্রসবের পূর্ব্বে এবং পরে রক্তস্রাব; প্রচুর রজঃশোণিতস্রাব; জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা দ্বারা নানাবিধ শোণিতস্রাব উৎপন্ন ও নিরাকৃত হইয়া থাকে; নাসিকা, ফুস্ফুস্, বৃক্ক ও জরায়ু হইতে, অকারণ (passive) ও আঘাতাদিজনিত, (active) শোণিতপাত হইয়া থাকে। প্রসবান্তে শোণিতাস্রাবাধিকারে রোগিণী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব,—প্রতি দেহসঞ্চালনে বৃদ্ধি; ক্ষয়কাসাধিকারে শোণিতময় গয়ার (sputa); বয়ঃসন্ধিকালে জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব,—রোগিণী অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে, চক্ষে তিমির দর্শন করে, কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশ অত্যন্ত শূন্য ও অবসাদ জনক বোধ হয়,—ইত্যাদি কয়েকটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ। শোণিতস্রাবাধিকারে নিতম্বদেশ অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে, যেন কটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং রোগিণীর কটিদেশ দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিলে আরাম বোধ হয়—ইহাও একটী প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—বিষাদ। কথা কহিতে নারাজ। উৎকণ্ঠা; অস্থিরতা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বিশেষতঃ প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে। ললাটদেশে বেদনা; হেঁট

হইলে উপশম বোধ হয় কিন্তু আবার মাথা তুলিয়া বসিলে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হইয়া থাকে। অক্ষিগোলকদ্বয় বৃহৎ বোধ হয় এবং যেন উহারা উহাদের গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়; সকল বস্তুই নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়; আবিল দৃষ্টি; নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—অকারণ; শোণিত উজ্জ্বল লাল।

মুখবিবর।—দন্ত উৎপাটনান্তে দন্তমূল হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিতপাত হইতে থাকে (হ্যামা: ক্রিয়ো:)। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু বোধ হয় (আর্স: সিকো: মার্ক্-কর:)। শীতল জল ব্যতীত মুখে আর কিছুই ভাল লাগে না (অ্যাকোন্:)। পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হইয়া অন্ননলী মধ্যে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। শোণিতস্রাবাধিকারে উদরোর্দ্ধ প্রদেশ শূন্য ও তন্মধ্যে অবসাদ বোধ হয়।

মলান্ত্র ও মল।—আমরক্ত রোগ,—মল প্রায় অধিকাংশ শোণিতময়, অর্থাৎ মলদ্বার দিয়া কেবল শোণিত নির্গত হয়, আম বা মল নাম মাত্র। অর্শাধিকারে মলান্ত্র হইতে অজস্র শোণিতপাত ও যন্ত্রণা (এক মাত্রা ৩য় শততমিক ক্রম যথেষ্ট।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর; স্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং এক সপ্তাহ বা তদধিক কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় (ক্যাল্কে-ফস্); অধিক পরিশ্রম বা বহুদূর পর্য্যন্ত অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিলেও এইরূপ আর্ত্তবস্রাব হইয়া থাকে। প্রসবান্তিক শোণিত-স্রাব (বেল্: ক্যামো: ফেরাম্: ইপিক্: প্ল্যাটি: স্যাবাই: থ্ল্যাস্পী:),—রোগিণী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় (স্যাবাই:)। অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব,—অপর্য্যাপ্ত শোণিত বেগে (ইপিক্: ন্যাক্-ক্যান্:) নির্গত হইতে থাকে; একটু নড়িলেই স্রাব আরম্ভ হয় (স্যাবাই:); জরায়ুর স্থানচ্যুতি বশতঃ; গতার্ত্তবা রমণীদিগের রজোবাহুল্য (ক্যালী-ব্রোম্: স্যাবাই: আষ্টিলেগো:); প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর প্রকাশ হইয়া থাকে। রজোনিবৃত্তির সময় অপর্য্যাপ্ত, পীতবর্ণ, দধিবৎ কিম্বা শোণিতাক্ত প্রদরস্রাব হইয়া থাকে (বোর্যাক্স্: ককীউ: ইপিক্: সিপী:) এবং তজ্জন্য রোগিণী ফ্যাকাশে ও শোণিতশূন্য হইয়া যায় (ক্যাল্কে: ফেরাম্: হেলোন্: ফস্:)। অকারণ বা আঘাত পতনাদি জনিত গর্ভপাত হইবার আশঙ্কাজনক শোণিতস্রাবাধিকারে রোগিণীর নিতম্ব ও উরুদ্বয় বোধ হয় যেন খসিয়া যাইতেছে। (হাইড্রাষ্ট: ল্যাকে: জ্যান্থক্স্:) এবং যেন বস্তিতলস্থ অস্থি সকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে (ককীউ:); আক্রান্ত অংশ দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিলে আরাম বোধ হয়। বয়ঃসন্ধিকালে জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব,—প্রতি পক্ষান্তে স্রাব হয়; রোগিণী ফ্যাকাশে হইয়া যায়, দৃষ্টি অস্পষ্ট, হৃদ্স্পন্দন হইতে থাকে, কর্ণে তালা লাগে এবং ভোঁ ভোঁ শব্দ হইতে থাকে (ফেরাম্:); উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্যতা ও অবসাদ অনুভূত হয় এবং রোগিণী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষয়কাসের সূচনাবস্থায় সরক্ত গয়ার উঠে (ফেরাম্-ফস্: মিলিফোল্: ইপিক্:)। পূর্ণাবস্থাতেও ব্যবহার হয়,—যখন অনবরত কাসি হইতে থাকে এবং অপর্য্যাপ্ত পূযবৎ কফ উত্থিত হয়। কণ্ঠ মধ্যে যেন কোন খাদ্যের টুকরা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি বশতঃ অনবরত কাসি হইতে থাকে।

বৃদ্ধি।—সোজা হইয়া বসিলে; দেহ সঞ্চালনে।

উপশম।—হেঁট হইলে এবং স্থির হইয়া থাকিলে।

সম্বন্ধ।—**অনুপূরক**—(শোণিতস্রাব সম্বন্ধে) ক্যাল্‌কেরীয়া-ফর্ম্ফরিকা:।

সদৃশ।—ইস্কীউ-হিপ্: ক্যাল্‌কে: চায়না: হ্যামা: ইপিক্: ক্রিয়ো: মিলিফোল্: স্যাবাই: স্যাঙ্গিউ: সিকেলী: থ্ল্যাস্পী: আষ্টিলেগো:।

তুলনীয়।—উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা—অ্যাকোন:। রক্তস্রাব—চায়না: হামা: সিকেল: স্যাঙ্গু:। উজ্জ্বল লালশোণিত—ইপিকাক্: সাইলি:। আর্ত্তব প্রচুর—ক্যাল্‌কে-ফস্: স্যাবাইনা:। ঘনচাপ—থ্ল্যাস্প:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ট্রায়ষ্টীয়াম্

(TRIOSTEUM PERFOLIATUM.)

নামান্তর।—ফিভার ওয়াট।

প্রস্তুতি।—তাজামূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ—হাঁপানি; পৃষ্ঠবেদনা; জ্বর; মাথাব্যথা; বহুব্যাপকসর্দ্দি; স্তনের নিম্নে বেদনা; সন্ধির কাঠিন্য; সান্নিপাতিকজ্বর; আমবাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরঃপীড়া বা অর্দ্ধাবভেদক রোগে উঠিয়া দাঁড়াইলে অত্যন্ত বিবমিষার উদ্রেক হয় এবং পিত্তময় পদার্থ বমন হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে: আইরিস্:); বেদনা শিরোপশ্চাতে এবং মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক বোধ হয়। উদরাময় মল জলবৎ ও ফেনিল; মলত্যাগকালে ভয়ানক পেট বেদনা, বিবমিষা ও বমন হইয়া থাকে এবং মলত্যাগান্তে নিম্নাঙ্গ অসাড় বোধ হয়। মলদ্বার সড়্ সড়্ করিয়া তন্মধ্য হইতে অজ্ঞাতসারে শ্লেষ্মা বা আম নির্গলিত হয় (অ্যাগার্: কোল্‌চি: গ্র্যাফ: অ্যা-নাই:) সর্দ্দি সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তকে ও নিম্নাঙ্গে বেদনা, এবং উত্তাপ অনুভূত হয়। পরিপাকক্রিয়ার বিকৃতি জনিত অমবাত।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যা-নাই: এপীস্: আইরিস্-ভার্সি: ল্যাচ্‌ন্যান্থিস্: ইউপেট-পার্ফো্ল্:।

তুলনীয়।—পাকাশয়িক জ্বর—ব্যাপ্ট:। আমবাত—ব্রায়ো: রাস্:। নিদ্রালু অথচ নিদ্রা হয় না—বেলাড:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

ট্রাম্বিডীয়াম্

(TROMBIDIUM MUSCÆ DOMESTICÆ.)

নামান্তর ও প্রস্তুতি।—গৃহ-মক্ষিকা অঙ্গোৎপন্ন কীট বিশেষের আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—মলান্ত্রভ্রংশ; অতিসার; রক্তামাশয় ; বঙ্ক্ষণসন্ধিতে বেদনা ; যকৃতে বেদনা ; নাসিকাসর্দ্দি ; গৃধ্রসী ; দন্তশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—রক্তাতিসারাধিকারে মল অত্যন্ত তরল, কপিশবর্ণ, শোণিতাক্ত এবং অত্যন্ত কুন্থনজনক হইলে, বিশেষতঃ যদি পান বা আহারের অব্যবহিত পরেই বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ট্রাম্বিডীনাম একটী অত্যুৎকৃষ্ট ভেষজ বলিয়া পরিগণিত। এতজ্জনিত সকল লক্ষণেরই বিশেষত্ব পান বা আহারান্তে বৃদ্ধি, তাই সে লক্ষণ দেহের যে অংশে আবির্ভূত হউক না কেন। যকৃৎ মধ্যে অত্যধিক শোণিতসঞ্চয় এবং প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে প্রবল বেগ সংযুক্ত মলতারল্য ; মলত্যাগ কালে উদরের বাম পার্শ্বে তীক্ষ্ণ নিম্নাভিমুখী শূলবেধবৎ বেদনা ; মস্তকের ও শ্মশ্রু মধ্যে কণ্ডুয়ন ; দণ্ডায়মান হইবামাত্র মূর্চ্ছা অস্থিরতা এবং স্থির থাকিবার অক্ষমতা, ইত্যাদি কয়েকটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—দিবসে অত্যন্ত বাচালতা প্রকাশ পায় ; সময়ে সময়ে আবার চুপ করিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কহে না।

মস্তক।—শয্যা হইতে যতবার উঠিবার চেষ্টা করে ততবারই মাথা ঘুরিতে থাকে (আর্ণিকা: গুয়ায়েক্: পল্‌সে: ব্রাই:), মূর্চ্ছোপক্রম হয় (ব্রাই: সিপী:) এবং রোগী তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। মস্তক অত্যন্ত লঘু বোধ হয় (ক্যাম্ফো: জেল্‌সি: মিডহ্বন্: পাল্‌সে:)।

চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা।—চক্ষুর যোজিকার অভ্যন্তরাংশ বা নাসামূল সংলগ্ন অপাঙ্গে ত্রিকোণঝিল্লিকার ন্যায় রক্তিমা বর্ণ বৃদ্ধি আবির্ভূত হয় (ইউফ্রে: ফর্ম্মিকা: ল্যাকে:)। প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে কর্ণ মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনার আবির্ভাব হয় ; বৃদ্ধি=গলাধঃকরণ কালে (জেলসি: ম্যাঙ্গে: পেট্রোল্:) এবং নাসিকা ফোঁৎকার করিলে (ক্যাল্‌কে: ডায়স্কো:—নাসিকা ফোঁৎকারান্তে শিরোঘূর্ণন্=কৌউলেক্স: ক্ষয়িত দন্তের গহ্বর মধ্যে "সিড়িং" করিয়া উঠে=থুযা:)। শয্যাত্যাগান্তে নাসাবদ্ধ (আস্-মেট্যালিকাম্:) ; আহারান্তে (নক্স-ভম্:) এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে জলবৎ নাসাসর্দ্দি আরম্ভ হয় (অ্যা-নাই: পল্‌সে: ইউফ্রে:)। নৈশ ভোজন কালে নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা স্রাব (নক্স-ভম্:)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—ভোজনান্তে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যাদির (ক্যাল্‌কে: কষ্টি: গ্র্যাফ:·ক্রস্:) স্বাদজনক উদ্গার। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা ; বৃদ্ধি=

রাত্রে আহারান্তে (কলোসিন্থ: সাইলি:)। অন্ত্রাশয় মধ্যে যেন আন্ত্রাদি মুচ্ড়াইছে এইরূপ বেদনা; পান বা আহারান্তে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (কলোসিন্থ: স্ট্যাট্-কার্ব:)। ভয়ানক অন্ত্রশূল,—রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে (কলোসিন্থ: স্ট্যাট্-কার্ব:)। ভয়ানক অন্ত্রশূল,—রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে (বেল্: ক্যামো:)। উদর অত্যন্ত স্পর্শাসহ,—স্পর্শ করিলে রোগীর প্রাণ বাহির হইয়া যায় (এপীস্: বেল্ ব্রাই: নক্স্: ইপিক্: কোণা: ডায়োস্কো:)। শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবামাত্র পেট মুচ্ড়াইতে থাকে এবং রোগী বাহ্যে যাইতে বাধ্য হয়, মল কপিশবর্ণ এবং তরল; মলত্যাগের পর হইতে প্রাতর্ভোজনের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত উপশম বোধ হয়; কিন্তু যাই কিছু আহার করে অমনি আরও তীব্রতর ভাবে পেটব্যথা আরম্ভ হয় এবং রোগী পুনশ্চ বাহ্যে যাইতে বাধ্য হয়; এত কুন্থন হইতে থাকে যে মলান্ত্রভ্রংশ সংঘটিত হয় এবং তৎপরে মলদ্বার জ্বালা করিতে থাকে; বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ পেট, বিশেষতঃ উদরের বামপার্শ্ব, ব্যথা করিয়া বাহ্যের বেগ হয় যকৃৎ মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য উদরাভ্যন্তরে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ স্পর্শকাতরতা অনুভূত হয় এবং প্রাতে শয্যাত্যাগ মাত্র তরল মল ত্যাগ হইয়া থাকে।

মলান্ত্র ও মল।—রক্তাতিসার,—মল অত্যন্ত পাতলা, ঈষৎ সারময়, আম মিশ্রিত ও শোণিতাক্ত; কোন কোন স্থলে বা নিরন্তর মলদ্বার দিয়া সার মলের কণা সকল নিঃসৃত হইতে থাকে; বৃদ্ধি=প্রাতে (পডো: রীউমেক্স্: সল্ফার্: স্ট্যাট্-সল্ফ্:)। এবং পান ও আহারান্তে (আর্জেন্ট্-নাই: আর্স্: ক্রোটন্: লাই: পডো: সল্ফ্:)। মলত্যাগের প্রাক্কালে উদরের বাম পার্শ্বে ভয়ানক বেদনা বোধ এবং স্বেদোদ্গম হইতে থাকে (অন্ত্রশূল=কলোসিন্থ্: ডায়স্কো:—স্বেদোদ্গম=অ্যাকোন্: বেল্: ডাল্ক্যা: মার্ক্:),—ঐ বেদনা নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয়; মলত্যাগান্তেও বেদনার নিবৃত্তি হয় না; মলত্যাগকালেও উদর ব্যথা করিতে থাকে, 'কুন্থন্ অনুভূত হইতে থাকে, পৃষ্ঠে শীত বোধ হয় এবং অত্যন্ত রোগের আবির্ভাব হয়; মলত্যাগান্তে প্রবল কুন্থন বশতঃ মলান্ত্র বহিঃসৃত হইয়া যায়, মলদ্বার জ্বালা করিতে থাকে, এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—হৃদ্প্রদেশে, বাম স্কন্ধে, বাহুতে এবং জানুসন্ধি মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা। অত্যন্ত অবসন্নতা ও অস্থিরতা; কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। জিহ্বা পুরু লেপান্বিত (ব্রাই:)। আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলে বাম উরুশিখরে বেদনা বোধ হয় এবং রোগী তজ্জন্য খোঁড়াইতে থাকে; একটু বেড়াইলে বেদনা ভাল হইয়া যায় (রাস্:)।

বৃদ্ধি।—নাসিকা ফোঁৎকার করিলে, গলাধঃকরণকালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, এবং পান বা আহার করিবার পর।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাকোন্: আর্ণিকা: আর্জেন্ট-নাই: আর্স্: বেল্: ব্রাই: ক্যাল্কে: ক্রোটন্: ডাল্ক্যা: লাই: স্ট্যাট্-সল্ফ্: পডো: রীউমেক্স্: সল্ফার্:।

দোষঘ্ন।—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া: (দন্তশূল) মার্ক্: (অতিসার)।

তুলনীয়।—বাতে—লিডাম:। অতিসারে—সলফ:। গুহ্যদ্বারে সূচীবেধবৎ বেদনা—ইগ্নে: নাইট্রিক-অ্যাসিড:। তৎসহ মলান্ত্রভ্রংশ—পডো:।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। সাধারণতঃ ১২ ও ৩০ শততমিক ক্রম ব্যবহার হয়।

ট্যাসিলেগো পেটাসাইটিস্

(TUSSILAGO PETASITES.)

নামান্তর।—বিটার-বার্:।

প্রস্তুতি।—তাজা গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—প্রমেহ ; মাথাব্যথা ; কটীবাত ; মেষঘর্ম্ম ; চর্ম্মক্ষত ; আলজিবে জ্বালা।

উপযোগিতা ও আভাস।—তরুণ ও পুরাতন প্রমেহ রোগেই ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ। তরুণ অবস্থায় লিঙ্গমুণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত নৌকাকৃতি ছিদ্র মধ্যে তীক্ষ্ণ হুলবেধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ যাহারা গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করে এবং স্বাস্থ্য-নিয়ম লঙ্ঘনে অভ্যস্ত। স্রাব পীত বা শ্বেতবর্ণ এবং গাঢ় ; মূত্রমার্গ মধ্যে কীট সঞ্চালনবৎ সড়্সড়ী, রেতোরজ্জু মধ্যে চিড়িকমারা বেদনা এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষ মধ্যে উর্দ্ধাকর্ষণ অনুভূতি "ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক প্রমেহ, শিশ্ন স্ফীত এবং ব্যথান্বিত, প্রস্রাব করিবার সময় প্রাণ বাহির হইয়া যায় এবং রক্ত পড়িতে থাকে, রোগীর জ্বরভাব হয় এবং ছট্‌ফট্ করিতে থাকে" এইরূপ প্রমেহও এই ভেষজ দ্বারা মিশ্রিত ও নিরাকৃত হয়। প্রমেহস্রাব নিরোধ বশতঃ অক্ষিপ্রদাহ ও অণ্ডকোষের স্ফীতি ইহার বশীভূত (পল্সে: সল্ফ্: অ্যা-নাই:)। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাজনক কটিবাত ও ইহাদ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে (অ্যান্ট্-টার্ট্: অ্যাক্টী-রেস্: রাস:)।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাক্টীয়া: অ্যান্ট্-টার্ট: আর্জেন্ট্-নাই: ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যাম্ফা: পল্সে: থুযা:।

তুলনীয়।—কটীবাত—অ্যান্ট্-টার্ট: সিমিসি:। প্রমেহ—থুযা:।

শক্তি।—মূল আরক ও প্রথম দশমিক ক্রম।

ইউপাস্ টীউটে

(UPAS TIEUTE.)

প্রস্তুতি।—ছাল ও মূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায় প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—অন্ধত্ব ; চক্ষুপ্রদাহ ; আক্ষেপ ; সর্দ্দি ; মাথাব্যথা ; হৃৎকম্পন ; যকৃতের পীড়া ; নখের পীড়া ; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত ; গৃধ্রসী ; অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা ; মেরুদণ্ডে বেদনা ; ধনুষ্টঙ্কার।

উপযোগিতা ও আভাস।—ধনুষ্টঙ্কারাদি আক্ষেপ এবং হঠাৎ শ্বাসরোধাধিকারে ইহা বিশেষ হিতকারী। রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়, তাহার মস্তিষ্ক মধ্যে অতীব্র স্থূল বেদনা বোধ হয় এবং দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের ভিতর দিয়া ছুরিকাঘাত বেদনা যকৃতাভিমুখে সঞ্চারিত হয়। হস্ত ও পদ অসাড় বোধ হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক। বিষাদোন্মাদগ্রস্ত চক্ষে জল আইসে এবং রোগী জোর করিয়া তাহা রোধ করে। বন্ধুবান্ধবের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে (ফেরাম্:—বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে না=ক্লিম্যাট্: ক্যালী-ফস্: সিপী: ষ্ট্যাণাম্: থুধা:); যে নিকটে আসে তাহারই প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইলে তাহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। স্বভাব অত্যন্ত খিট্‌খিটে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় (গ্লোন্: জেল্‌সি: টেরিব্:); শিরোঘূর্ণন যাইয়া নিষ্পেষণবৎ বেদনাজনক শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় ; রোগী অত্যন্ত শৈত্য অনুভব করে। নিদ্রাভঙ্গান্তে সমগ্র মস্তকে দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা অনুভূত হয় (অরাম্: পডো: অ্যাসেরাম্); নির্ম্মল বায়ু সেবনে উপশম বোধ হয়। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের গভীরতম প্রদেশে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা। উভয় রগে, বিশেষতঃ বাম শঙ্খে, নিষ্পেষণ ও আকর্ষণবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং আক্রান্ত অংশ উত্তাপযুক্ত বোধ হইয়া থাকে। মস্তকে উত্তাপ ও মুখমণ্ডলে রক্তিমা আবির্ভূত হয়। মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশে (ব্যাসিলিনাম্:) এবং ব্রহ্মতল মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা।

চক্ষু।—চক্ষুদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট এবং নীলিমা বেষ্টিত। চক্ষু মধ্যে যেন কি পড়িয়াছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যা-ফ্লু: ক্যাল্‌কে-সল্‌ফ্: ইউফ্রে: ন্যাট্র-মিউ: সল্‌ফ্:)। দক্ষিণ অক্ষিপুটের ভিতর গাত্রে ক্ষুদ্র পীড়কা উদ্গত হয় (মার্ক্: টেলীউ:)। দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ বোধ হয়,—ঐন্দ্রিয়িক অত্যাচারের পর যেরূপ হয় (অ্যা-ফস্: ক্যালী-কার্ব্: বেল্:)। প্রতি দিবস প্রাতে দৃষ্টি ক্ষীণ এবং অশ্রুপাত হইতে থাকে ; অক্ষিপুট সকল এত ভার বোধ হয় যে তাহারা আপনা হইতে মুদিত হইয়া যায়,—যেন অত্যন্ত নিদ্রাবেশ হইয়াছে (কলোফিল্:

কষ্টি: জেল্‌সি: গ্র্যাফ্: সিপী: ল্যাক্‌-ক্যান্:)। চক্ষুপ্রদাহাধিকারে চক্ষু ও অক্ষিগহ্বর মধ্যে বেদনা বোধ (ফস্: মার্ক্‌-সাল:)। অক্ষিপুট হইতে শোণিতপাত হইয়া থাকে (হিপার্: খ্যাট্র-মিউ: নক্স্: সল্‌ফ্:)। অক্ষিপুট প্রান্তে এবং অপাঙ্গ মধ্যে ভয়ানক কণ্ডুয়ন ও উত্তেজনা অনুভূতি (আর্জেন্ট্‌-নাই: হিপার: মিডহ্বন্: মার্ক্‌-কর: সোরিন্:)। দৃষ্টি অস্পষ্ট; পাঠ কালে বর্ণ সকল যেন পরস্পর সংমিলিত হইতেছে এইরূপ মনে হয় (কোণা: ফেরাম্: গ্র্যাফ্: লাই: মার্কিউরীয়াল্‌-পেরেন্: সাইলি:); চক্ষু সমক্ষে তিমির দৃষ্ট হয় (অ্যালীউ: ক্যাম্ফো: মার্ক্: সল্‌ফ্:)। গৃহ বহির্দ্দেশে অস্পষ্ট দৃষ্টি এবং শূন্যে বোধ হয় যেন অসংখ্য স্বচ্ছ ও চাকচিক্যময় বুদ্‌বুদ্‌মালা উড়িতেছে। হেঁট হইবার পর সোজা হইয়া দাঁড়াইলে দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকার আবির্ভূত হয় (বেল্: কফী: ফস্:),—যেন দেহের সমস্ত শোণিত মস্তকে যাইয়া জমিয়াছিল।

নাসিকা।—সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবং সন্ধ্যা সময় নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে (সীপা: রীউমেক্স্: জিঙ্ক্:)। রাত্রে প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম, নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায় এবং এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে বলিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হয় (বোর্: ব্রোম্: ল্যাক্‌-ক্যান্:)। বাম রন্ধ্র রুদ্ধ থাকে এবং তাহা হইতে হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা নির্গলিত হইতে থাকে। নাসিকা মধ্যে পচা আবর্জ্জনার গন্ধ পাওয়া যায় (কুকুট বা পারাবতাদির পুরিষ গন্ধ= অ্যানাক্:—পুতিগন্ধ=প্যারিস্: ফস্: সিপী:)।

মুখমণ্ডলাদি।—পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তি (ক্যাল্‌কে: চেলিড্: ক্যামো: চায়না: লাই: মার্ক্: সিপী:)। বাম গণ্ড আরক্তিম এবং উত্তাপযুক্ত, দক্ষিণ গণ্ড ম্লান এবং শীতল (অ্যাকোন্: ক্যামো: ইপিক্: ল্যাকে: মস্কাস্: নক্স-ভম্:)। ওষ্ঠের উপর পীড়কা সমূহ উদ্গত হয়। জিহ্বা শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত, (অ্যা-অক্স্যাল্: হায়ো:); এত পুরু শ্বেত লেপাচ্ছন্ন থাকে যে সেই লেপ চাঁচিয়া তোলা যায় (পুরু শ্বেত লেপাচ্ছন্ন=অ্যাণ্ট্‌-ক্রুড্: ব্রাই: মার্ক্: নক্স্‌-ভম্:—চাঁচিয়া তোলা যায় না=চিনিন্: সল্‌ফ্:) কথা কহিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিতে পারে না (ল্যাকে: কষ্টি: মার্ক:-কর্: ফস্:)। লালাধিক্য,—লালা অম্লাক্ত বোধ হয়।

গলমধ্য।—কণ্ঠ মধ্যে ত্বকসংকর্ষণ জ্বালা ও ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত; কাসিলে কণ্ঠ মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা ও যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয়; বায়ুনলীভুজগত শ্লেষ্মা অতিকষ্টে উত্থিত হয় (অ্যাণ্ট-টার্ট: আস্: ইপিক্:)। কণ্ঠ মধ্যে যেন সূক্ষ্ম কাষ্ঠশলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ইত্যাকার বেদনা বশতঃ নিগরণকৃচ্ছ্র (অ্যা-নাই: আর্জেণ্ট্‌-নাই: ডলিকস্: হিপার:); যেন অন্ননলী মধ্যে কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া তন্মধ্যে অন্নের গ্রাস প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না (অ্যানাক্: বেল্: কার্ব্বোন্‌-সল্‌ফ্: লাই:)। জলীয় বা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করা অত্যন্ত কষ্টকর (চিনিন্‌-আর্স্: কিউপ্রাম্: ইগ্নে: আয়োড্: ল্যাকে: মার্ক্:)। কণ্ঠনলীর বাম পার্শ্ব টিপিলে শ্বাসরোধোপক্রম হইয়া থাকে।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—ক্ষুধা আদৌ থাকে না। সকল রকম দ্রব্যে, বিশেষতঃ মাংসে ও ডিম্বে, অত্যন্ত অরুচি (ফেরাম্: কোলচি: নক্স: পেট্রোল: সাইলি: সল্‌ফ:) এবং ঐ

মাংস ও ডিম্বের কথা মনে হইলেও বিবমিষার উদ্রেক হয় (কোল্‌চি:)। বেশ ক্ষুধা বোধ হইতেছে কিন্তু প্রথম গ্রাস আহার মাত্রে পরিতৃপ্তি, আর খাইতে ইচ্ছা হয় না (কার্ব্বোগ-সল্‌ফ:)। তৃষ্ণা পাইলে তৎক্ষণাৎ জল পান না করিয়া থাকিতে পারে না। আহার করিবার পর সমস্ত দিবস যাহা আহার করিয়াছে সেইরূপ স্বাদজনক উদ্গার উঠিতে থাকে (ক্যালকে: কষ্টি: গ্র্যাফ: ফস্: সল্‌ফ্:)। যকৃৎ প্রদেশে নিষ্পেষণবৎ বেদনা। যকৃৎ ও দক্ষিণ বৃক্ক প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা (বার্ব্বা: লাই: চেলিড: ক্যালী-কার্ব:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণের সময় কষ্ট ও অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় এবং দেহ এলাইয়া পড়ে; রমণান্তে কয়েক মিনিট যাবৎ অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ হইতে থাকে (সীড্রন্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ। শুষ্ক কাসি,—কাসিতে গেলে স্বর ও বায়ুনলী মধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ অনুভূত হয় (মিডহ্ন্: নক্স্-মস্: ফস্: সল্‌ফ: ক্যালী-আয়োড্: কষ্টি:); গয়ার শ্লেষ্মাময়। প্রাতে দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে অক্ষমতা, কটিদেশ যেন একটী লৌহময় বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি বশতঃ। বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধভাব (ক্যাক্টাস্:)। দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ ভেদ করিয়া যকৃতাভিমুখে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা (ল্যাক্-ক্যাম্:) সঞ্চারিত হয় এবং তজ্জন্য শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। বাম স্তনবৃন্তের পশ্চাতে যেন সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা; শয্যায় শয়নান্তে ভয়ানক হৃদ্‌স্পন্দন ও মূর্দ্ধাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দেহে দপ্‌দপানি অনুভূত হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অপরিমিত শৃঙ্গারজনিতবৎ কটি বেদনা। হস্ত ও পদ অসাড়। নখশূল উঠিয়া সেই অংশে প্রদাহ উপস্থিত হয়; নখমূল সকল আরক্তিম হইয়া উঠে এবং চুলকাইতে থাকে। গ্রীবাপৃষ্ঠের ও প্রত্যঙ্গাদির পেশী সকল পুনঃ পুনঃ অকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে; ঈষন্মাত্র উত্তেজনা উপস্থিত হইলেই ঐরূপ আক্ষেপ পুনরারম্ভ হয়। হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠে, মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়ে এবং প্রত্যঙ্গাদির প্রসারক পেশীর মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। প্রকোপান্তে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। শৈত্য-সংস্পর্শ-কাতরতা। হেঁট হইলে গুল্‌ফদেশীয় বৃহৎ কণ্ডার মধ্যে হঠাৎ ছেদনবৎ বোধ হয়। বিটপদেশে কয়েকদিবস যাবৎ অনবরত কণ্ডূতির উদ্রেক হইয়া থাকে। দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধি মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা (অ্যাক্টীয়া: গ্ন্যাফেলী: স্যাবাইনা:)।

বৃদ্ধি।—সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও সময়ে, টিপিলে, প্রাতে এবং দেহ সঞ্চালনে বা পাদচারণে।

উপশম।—নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যা-নাই: অ্যা-অ্যাক্সাল্: অ্যাণ্ট্-টার্ট: আর্জেণ্ট-নাই: অ্যাসে-রাম্: অরাম্: বেল্ ব্রাই: ক্যাম্ফো: কলোকিন্: কষ্টি: কফী: ইউফ্রে: ফেরাম্: জেল্: গ্লোন্: হিপার্: ইপিক্: মার্ক্-কর্: ন্যাট্-মিউ: নক্স্-ভম্: প্যারিস্: ফস্: পডো: সোরিন্: সিপী: থুযা:।

তুলনীয়।—আক্ষেপিক লক্ষণ—নক্স: ইগ্নে:। ক্ষুদ্র সন্ধিবাত—নক্স:। চৈতন্যাধিক; অম্লউদ্গার—নক্স:। নাকে দুর্গন্ধ—আনাকার্ড:। গলমধ্যে কাষ্ঠসলাকাবৎ বেদনা—হিপার: নাইট্রিক-অ্যাসিড্:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম। ৩০ শততমিক পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইউরেনীয়াম্ নাইট্রিকাম্

(URANIUM NITRICUM.)

নামান্তর।—নাইট্রেট্: অভইয়ুর‍্যালিয়ম:।

প্রস্তুতি।—আরক ও বিচুর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অণ্ডলালীয়মূত্র ; গুহ্যদ্বারে কণ্ডুয়ন ; বহুমূত্র ; অন্ত্রে ক্ষত ; অসাড়ে মূত্রত্যাগ ; পাকাশয়িক ক্ষত ; ধ্বজভঙ্গ ; চক্ষুপ্রদাহ ; প্রস্রাবে ফস্ফেট থাকা ; রেতক্ষরণ ; অনিদ্রা ; আচিল ; মূত্রে মৎস্যের গন্ধ ; মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—পাকস্থলীর ক্ষত অধিকারে পাকাশয় মধ্যে ভয়ানক জ্বালা, শোণিতাক্ত শ্লেষ্মা এবং কফির তলানির ন্যায় পদার্থ বমন, কালবর্ণ নিঃসরণ এবং পাকাশয়ের নির্গমদ্বারের উপরে স্পর্শকাতরতা বিদ্যমান থাকিলে "ইউরেনীয়াম নাইট্রিকাম্" তাহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধুমেহ বা সশর্করা বহুমূত্র রোগেই ইহার বিশিষ্ট উপকারিতা প্রকাশ পাইয়া থাকে ; প্রবল তৃষ্ণা, শীর্ণতা, প্রস্রাব বাহুল্য, মূত্ররোধ-শক্তি-রাহিত্য এবং অত্যন্ত অবসন্নতা ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—খিট্‌খিটে স্বভাব সমস্ত দিনই অসুখ বোধ করে ; পূযবৎ কষায় শ্লেষ্মাস্রাব বশতঃ নাসাপুট ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে। নিম্নাক্ষিপুট শোথযুক্তবৎ স্ফীত প্রতীয়মান হয় (এপীস্:)। অক্ষিপুট প্রদাহান্বিত এবং জুড়িয়া থাকে (গ্র্যাফ: হিপার:)।

পাকস্থলী।—দুর্গন্ধ এবং বিস্বাদযুক্ত উদ্গার। অজীর্ণ রোগাধিকারে আহারান্তে আধ্মান বায়ু নিঃসরণ, অম্লরোগ এবং পাকস্থলীর বাম প্রান্ত হইতে বাম বৃক্ককের শিখরদেশে পর্য্যন্ত প্রসারী বেদনা ; উপশম=দেহ সঞ্চালনে ; অল্প পরিমাণ কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট মল ত্যাগ হইয়া থাকে। পাকাশয়িক ও পাকাশয়ের নির্গমদ্বারদেশীয় ক্ষত (কণ্ডীউর‍্যাঙ্: ক্যালী-বাই: আর্জেণ্ট-নাই: নক্স-ভম্: ফস্:),—নির্গমদ্বারের উপর অত্যন্ত ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা, পাকাশয় মধ্যে ভয়ানক জ্বালা করিতে থাকে, তন্মধ্যে আধ্মানবায়ু উৎপন্ন হয়, সরক্ত শ্লেষ্মা ও কফির তলানির ন্যায় পদার্থ বমন হইতে থাকে এবং কোন কোন স্থলে কাল আলকাতরার ন্যায় মলও নিঃসৃত হয় (হাইড্রাষ্ট: কণ্ডীউর‍্যাঙ্গ: সিফিলিনাম্:)।

প্রস্রাব।—অপর্য্যাপ্ত এবং বার বার প্রস্রাব হইয়া থাকে (অ্যা-ল্যাক্টিক্ঃ অ্যা-ফস্ঃ আস্ঃ),—বিশেষতঃ রাত্রে (অ্যা-ফস্ঃ মীউরেক্স্ঃ—দিবা রাত্র=স্কীলাঃ সিজিজীয়াম্ঃ); অত্যন্ত তৃষ্ণা (অ্যা-অ্যাসেট্ঃ অ্যা-লাক্ঃ কুরারীঃ টেরিব্ঃ) রোগী দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায় এবং উদর আধ্মানাধিক্য বশতঃ স্ফীত হইয়া উঠে; প্রস্রাবের সময় মূত্রমার্গ জ্বালা করে; রোগী প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে পারে না (ল্যাক্-ডিফ্লোঃ অ্যা-ল্যাকটিকঃ ওপীঃ সিজিজীয়াম্ঃ)। প্রস্রাব অপর্য্যাপ্ত, যন্ত্রণাজনক এবং ঈষৎ দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ; কখনও বা মূত্র ঈষৎ হরিদ্বর্ণ এবং আমীষ গন্ধ বিশিষ্ট।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—আর্জেণ্ট্-নাইঃ হাইড্রাষ্টঃ কণ্ডীউর্যাঙ্গোঃ অ্যা-ফস্ঃ অ্যা-ল্যাক্টঃ কুরারীঃ স্কীলাঃ ওপীঃ ল্যাক্-ডিফ্লোঃ সিজিজীয়াম্ঃ মিউরেক্স্।

তুলনীয়।—পাকাশয় ও অন্ত্রের লক্ষণে—ক্যালিবাইঃ। বহুমূত্র—অ্যা-ফসঃ সিজিজিঃ ল্যাক-ডিফ্লোঃ। আহারান্তেই অবসন্নভাব—আর্সঃ চায়নাঃ লাইকোপঃ।

শক্তি।—২য় ও ৩য় শক্তির বিচূর্ণ।

ইউরিকাম্ অ্যাসিডম্

(URICUM ACIDUM.)

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—পামা; ক্ষুদ্রসন্ধিবাত; অর্ব্বুদ; আমবাত প্রভৃতিতে লক্ষণ অনুসারে উপকারী।

শক্তি।—ডাঃ বার্ণেট ৫ম ও ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন।

ইউরিণম্

(URINUM.)

প্রস্তুতি।—আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—বয়োব্রণ; স্ফোটক; শোথ; চক্ষুপ্রদাহ; শীতাদ প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ।

শক্তি।—৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম।

আর্টিকা ইউরেন্স

(URTICA URENS.)

প্রস্তুতি।—তাজা বিছুটি জাতীয় গাছড়ার আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—স্তন্যাভাব; রক্তাল্পতা; হুলবেধ; দাহন; আমবাত; রক্তামাশায়; বিসর্প; ক্ষুদ্রবাত; পাথুরী; রক্তস্রাব; সবিরামজ্বর; শ্বেতপ্রদর; প্রচুর ঋতুস্রাব; মূত্রাশ্মরীশূল; প্লীহা; গলক্ষত; মূত্রবিকার; মাথাঘোরা; হুপকাসি।

উপযোগিতা ও আভাস।—আমবাত, ত্বকতলে শোথ জনক রসস্রাব, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত, দগ্ধত্বক এবং প্রসূতীর স্তনে স্তন্যাভাব; অপর্য্যাপ্ত আর্ত্তবস্রাব, বিসর্পবৎ প্রদাহ, নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব এবং রক্তোৎকাস রোগে ইহা বিশেষ হিতকারী।

লক্ষণাবলী।

মলান্ত্র ও মল।—সূত্রকৃমী বিচরণ বশতঃ মলদ্বার মধ্যে অত্যধিক কণ্ডুতির উদ্রেক হয় (সিনা: স্যাণ্টোনিন্: টীউক্রি: ইগ্নে:)। (কৃমি জনতি লক্ষণাবলী অতি ত্বরায় ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে)। আমাতিসার,—পুনঃ পুনঃ বেগ, অল্পমাত্র অগ্নিসিদ্ধ অণ্ডলালার ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত এবং কখনও বা শোণিত লাঞ্ছিত আম নির্গত হয়; নাভির চতুষ্পার্শ্ব ব্যথা করিতে থাকে (কলোসিন্থ:), তৎপরে অন্ত্রশূল ও কুন্থন সহযোগে আমমিশ্রিত শ্বেত ও পীত বর্ণের মলত্যাগ হইয়া থাকে।

প্রস্রাব।—১০।১২ দিবস প্রস্রাবাল্পতার পর নাভি পর্য্যন্ত সমগ্র উর্দ্ধাঙ্গ শোথযুক্ত হইয়া উঠে। মূত্রকৃচ্ছ্র,—প্রস্রাবের সহিত মূত্রাশ্মরী নির্গত হয় (ককাস্-ক্যাক্টাই: সার্সা: অ্যা-অক্স্যাল্: বার্বা:)। মূত্রাশয় হইতে শোণিতস্রাব (ফেরাম্-ফস্: হ্যামা: ইরিজিরন্: টেরিব্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অপর্য্যাপ্ত রজঃস্রাব ও কষায় ত্বকক্ষয়কারক প্রদর পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় (থুযা: জিঙ্কীয়া:)। যোনিপামা, যোনিবহির্দ্দেশে ভয়ানক কণ্ডুয়ন ও হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং উহা স্ফীত হইয়া উঠে (অ্যা-নাই: ক্রিয়ো:)। প্রসূতির স্তনে দুগ্ধাভাব (অ্যাগ্নাস্: রিসিনাস্: অ্যাসাফিট্:)। অতিরিক্ত স্তনস্ফীতি,—বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—বাম বক্ষে যেন কেহ আঘাত করিয়াছে এইরূপ ব্যথা বোধ। ফুস্ফুসের একটু বেশী পরিশ্রম হইলেই কাসির সহিত শোণিতাক্ত গয়ার নির্গত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদির বিসর্পবৎ প্রদাহ,—আক্রান্ত অংশে জ্বালাজনক উত্তাপ এবং পিপীলিকাদির বিচরণবৎ সড়সড়ি অনুভূত হয়। কর ও চরণ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। সন্ধ্যার সময় (প্যালেড্:) দক্ষিণ বাহুর ত্রিকোণ পেশীতে খাল ধরার ন্যায় বেদনা,—বাহু ঘুরাইতে গেলে বেদনার বৃদ্ধি হয়, টিপিলে ব্যথা বোধ হয়; দক্ষিণ বাহুতে বেদনা,—চাপিয়া শুইলে ব্যথাধিক্য (দক্ষিণ স্কন্ধের বাত—অ্যা-কার্ব্বল: কলোসিন্থ: হাইড্রাষ্ট: স্যাঙ্গিউ:

আষ্টিলেগো: মিডহ্নন্:)। কর ও অঙ্গুলির উপর উচ্চ ও কণ্ডুতিজনক ফোড়া সকল উদ্গত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রসন্ধিগত বাত, সন্ধি মধ্যে বাতগুটী উৎপন্ন হওয়ায় উহা স্ফীত প্রতীয়মান হয় (লিডাম্: লিথীয়া-কার্ব: স্টাবাই:)।

ত্বক।—স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ হস্ত ও অঙ্গুলির উপর, অত্যন্ত কণ্ডুয়ন জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাসমূহ উদ্গত হয়; ওষ্ঠের উপর জরান্তিক রসপীড়কা উদ্গত হয় (স্ট্যাট্-মিউ:)। আমাবত সন্তাপজনক উত্তাপযুক্ত, পিট্ পিট্ ও সড়্ সড়্ করে এবং ভয়ানক কণ্ডুয়ন উদ্রেক করিয়া থাকে (এপীস্: অ্যান্টেকাস্: ক্যাল্কে: ক্লোর‍্যাল্: স্ট্যাট্-মিউ: রাস্: অ্যা-স্ট্যালিসাই: সিপীয়া: ডাল্ক্যা: কোপেভা:)। আমবাতের গুটীসকল রক্তিমা বেষ্টিত, মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ; ঘর্ষণ করিলে উপশম। বাহ্য বা উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগদ্বারা আমবাত বিলোপ জনিত নানাবিধ রোগ (কিউপ্রাম:)। আমবাত বিলোপান্তে বাত বেদনা এবং তদন্তে আমবাত, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে; বাত বেদনাধিকারে আমবাতোদ্গম (রাস্:) গুটী গুটী আমবাত (বোভি:) বিন্দু বিন্দু হুলবেধবৎ বেদনাজনক আরক্তিম উদ্ভেদ (এপীস্:)।

জ্বর।—স্ফীত প্লীহা সংযুক্ত সবিরাম জ্বর (সীয়্যানোথাস্. স্ট্যাট্-মিউ:) প্রতি বৎসর একই সময়ে ঐ জ্বর আবির্ভূত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—**সাদৃশ**—অ্যা-স্ট্যালিসাই: অ্যা-নাই: এপীস্: অ্যান্টেকাস্: ক্লোর‍্যালীয়াম্: রোভি: অ্যাগ্নাস্: রিসিনাস্: ক্রিয়ো: লিডাম্: লিথীয়া-কার্ব: স্টাবাই: স্ট্যাট্-মিউ: সীয়্যানোথাস্: রাস্: জিজীয়া:।

তুলনীয়।—বাতজ্বর—স্ট্যাট্রাম্:। শোথ—ইউরিক-অ্যাসিড:। জ্বর মাথাঘোরা বা প্লীহা—সিয়্যানোথাস্: অ্যালিউ: ক্রোকাস্: স্ট্যাট্রাম:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম। ক্ষুদ্র সন্ধিবাতাধিকারে ৫ হইতে ১০ বিন্দু এক এক বারে সেবনীয়।

আষ্টিলেগো মেডিস্

(USTILAGO MAYDIS.)

প্রস্তুতি।—অরিষ্ট।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—স্তন্যস্বল্পতা; টাক; বামাগণের বয়োসন্ধি কাল; বাধক; অর্ব্বুদ; রেতঃক্ষরণ; মাথাব্যথা; কৃত্রিম মৈথুন; প্রচুর ঋতুস্রাব; অণ্ডকোষ প্রদাহ; বামডিম্বাধারের পীড়া; কর্ণমূল; মস্তকে দাহবৎ ছালউঠা।

উপযোগিতা ও আভাস।—জননেন্দ্রিয়ের, বিশেষতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সহিত ইহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; ইহা দ্বারা জরায়ু মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য ও তাহা হইতে

গৌণভাবে শোণিত স্রাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, শোণিত কখন উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং কখন ঘোর লাল ও চাপ্ চাপ্ ;—এই শোণিতস্রাব ঋতুর সময়েই হউক, বা প্রসবের পরই হউক কিম্বা গতার্ত্তবা রমণীদিগেরই হউক,—আষ্টিলেগো তাহার প্রত্যেকটীতেই হিতকারী হইয়া থাকে। আরও ইহাদ্বারা অনুকল্পরজঃ বা ঋতুর সময় রজঃস্রবের পরিবর্ত্তে দেহের অন্য কোন দ্বার হইতে শোণিতস্রাবে এবং ঋতুনিবৃত্তির সময় বাম স্তনতলে বেদনা ও যোনি হইতে শোণিত স্রাবে ইহাদ্বারা বিশেষ হিতসাধিত হইয়া থাকে। চুল ও নখ উঠিয়া যাওয়া ইহার আর একটী প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—খিট্‌খিটে স্বভাব; বিমর্ষ ও মুহ্যমান ভাব (ব্রাই: নক্স:)।

মস্তক।—যখন তখন শিরোঘূর্ণন,—চক্ষের উপর যেন সমস্ত ঘুরিতেছে (অ্যালীউ: ব্রাই: সাইক্লেম্: লাই: ন্যাট্-মিউ:) কিম্বা যেন প্রত্যেক বস্তু দুইটী দেখাইতেছে এইরূপ বোধ হয়; কিম্বা চক্ষু সমক্ষে শ্বেত বিন্দু সকল আবির্ভূত হইয়া আর সমস্ত দৃশ্যকে অদৃশ্য করিয়া ফেলে। শিরোবেদনা,—মস্তক ভার বোধ হয় এবং ললাট পশ্চাৎ হইতে যেন কেহ নিষ্পেষণ করিতেছে ও যেন ললাট দ্বিধা হইয়া যাইবে এইরূপ যন্ত্রণা (অ্যামন্-কার্ব: গ্র্যাফ: পল্‌সে:)। গতার্ত্তবা রমণীদিগের মূর্দ্ধাদেশে ও শিরোপার্শ্বে বেদনা বোধ হয়। শিরোবেদনাধিকারে বোধ হয় যেন স্কন্ধ হইতে মস্তক উঠিয়া পড়িতেছে (অ্যাক্টীয়া: ক্লোরাম্: ল্যাক্-ডিফ্লো: ইউক্কা:)। অরুণিকা বা দুধে মামড়ী; সমগ্র শিরোপ্রদেশ প্রদাহান্বিত ও চিপিটিকাবৃত হয়, চুল উঠিয়া যায় এবং তাহা হইতে অনবরত রস গড়াইতে থাকে (মেজের্. মিডহুন্: ভায়োলা-ট্রাই: ভিঙ্কা:)।

চক্ষু।—অক্ষিগোলক ব্যথা করিতে থাকে (অ্যাক্টীয়া: রীউটা: স্পাই:)। চক্ষু স্পন্দিত হইতে থাকে; অক্ষিগোলক বোধ হয় যেন ঘূর্ণিত এবং দৃষ্টি এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে ধাবিত হইতেছে। চক্ষু মুদিত করিলে তন্মধ্যে উত্তাপ অনুভূত হয় (কোর‍্যাল্-রুব্:)। চক্ষু কর্কর করিয়া তন্মধ্য হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকে (চায়না: ইউফ্রে: ফাইটো: সিন্যাপিস্:)। নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকে।

মুখমণ্ডলাদি।—সন্ধ্যার সময় উপবিষ্ট অবস্থায় হঠাৎ মুখমণ্ডল ম্লান ও শোণিতশূন্য হইয়া যায় (মৃগীরোগাধিকারে=কিউপ্রাম্ ;—উদরাময় পরবর্ত্তী আচ্ছন্নাবস্থায়=ইগ্নে:)। মুখে আঠা আঠা ও তাম্রকলঙ্কের স্বাদ (মার্ক:)। জিহ্বাতে যেন পিন ফুটিতেছে এইরূপ অনুভূতি এবং বোধ হয় যেন জিহ্বার তলদেশে কি একটা রহিয়াছে এবং জিহ্বাকে উপর দিকে ঠেলিতেছে। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা উৎপন্ন হয়, তাহা আঠার ন্যায় এবং অত্যন্ত তিক্তস্বাদ।

গলমধ্য।—তালুমূলের উভয় পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক এবং কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট এবং পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা ও অস্বস্তি বোধ হইতে কষ্ট এবং পাকস্থলী মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা ও অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। গলগ্রন্থিদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ, ঘন লালবর্ণ এবং স্থূল বেদনাযুক্ত; গলাধঃকরণ করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি (ল্যাকে: মার্ক: মার্ক-সায়া:)।

স্বরনলীর পশ্চাতে যেন একটা পিণ্ডাকার পদার্থ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (ককাস্-ক্যক্টাই:)। দক্ষিণ গলগ্রন্থি মধ্যে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা (গলাধঃকরণ কালে=ল্যাক্-ক্যান্: ষ্ট্যাণাম্:)। অন্ননলীর নিম্নদ্বারে জ্বালা (স্যাঙ্গিউ: সিন্যাপ্:)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—কখন অরুচি এবং কখনও বা রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধার আবির্ভাব হয় (ফেরাম: থুযা:)। ভুক্তদ্রব্যাদির উদ্গার,—অত্যন্ত অম্লাক্ত। গতার্ত্তবা রমণীদিগের পাকাশয় মধ্যে অবসাদ ও শূন্যতা অনুভূতি। সমগ্র অন্ননলী মধ্যে জ্বালা (আর্স: বেল্: কোল্‌চি: ফস্:)। রক্তপিত্ত,—রক্তবমন; শোণিত ঘোর লালবর্ণ, বিবমিষা সংযুক্ত; বমনান্তে বিবমিষার উপশম হয় (ইপিক্: হয়ো:) উদর মধ্যে মুহূর্ত্তান্তর সূক্ষ্ম ছেদনবৎ শূলবেদনা; কঠিন মলত্যাগান্তে উদরের বেদনার উপশম হইয়া তলপেটে ঈষৎ ব্যথা করিতে থাকে। পাদচারণ কালে বাম কুচকী মধ্যে বেদনা বোধ হয় (লাই:)। যেন অন্ত্রমণ্ডলী তাল পাকাইয়া তাল পাকাইয়া উঠিতেছে এইরূপ বেদনা (ভেরেট্:)। কালবর্ণ, তালবদ্ধ মল; কোষ্ঠকাঠিন্য (লেপ্টান্: ওপী: প্লাম্: ভেবেট্:)

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষের শূলবেদনা,—তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং কয়েক দিবস উহা নিরন্তর ব্যথা করিতে থাকে (হ্যামালিস্:)। রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং স্বপ্নদোষান্তে বা রেতস্খলনান্তে অত্যন্ত মুহ্যমান এবং অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে (ডায়স্কো: নাক্স্-ভম্: সাইপৃপিড্: ষ্টাফ:)। কামোদ্দীপক কল্পনা। যখন তখন রেতঃস্খলন হয় এবং হস্তমৈথুন করিবার দুর্দ্দমনীয় আবেগ (বীউফো: প্ল্যাট্: অরিগেণাম্: ল্যাকে:)। রেতঃস্খলনান্তে কটিবেদনা (কোবাল্ট্:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু,—স্রাব যৎসামান্য এবং ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা সংযুক্ত; কখনও বা অত্যন্ত শীঘ্র আবির্ভূত হয় যেন জরায়ু আদি সমস্ত বহির্ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে (বেল্: ক্যাস্নো: ল্যাকে: লীলিয়াম্: ন্যাট্-কার্ব: অ্যা-নাই: প্লাট্: পডো: সিপী:)। মাসিক ঋতু নিবৃত্তির কয়েক দিবস পরেই আবার পুনশ্চ আরম্ভ হয়; শোণিত উজ্জ্বল লালবর্ণ স্রাব আরম্ভের পূর্ব্বে তলপেটের বাম পার্শ্বে স্পর্শ-কাতরতা এবং নিম্নাকর্ষণ অনুভব করে। প্রদর,—স্রাব পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ (ক্রিয়ো: সিপীয়া:)। জরায়ুদ্বারে নিরন্তর যেন ব্যথা করিতেছে এইরূপ বোধ হয়। জরায়ু স্থানভ্রষ্ট এবং তন্মধ্য হইতে শোণিত স্রাব হইতে থাকে (ল্যাকে: টৃলীয়াম্:); জরায়ুগ্রীবা অর্ব্বুদবৎ স্ফীত হইয়া উঠে (আর্জেণ্ট্: কলোফিল্: ক্যাল্‌কে: হাইড্রাষ্ট: ক্রিয়ো: মিচেলা-রেপেন্স: ন্যাট্-মিউ:) এবং স্পর্শ করিলে তাহা হইতে শোণিতপাত হয় (থ্লাস্পী:)। কয়েক দিবস যাবৎ অনবরত ধীরে ধীরে অল্প অল্প ঘোর লাল শোণিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাপ সকল নিঃসৃত হইতে থাকে (অ্যাম্ব্রা্ক্সিন্: কলোফিল্:); জরায়ু স্ফীত এবং জরায়ু-গ্রীবা অর্ব্বুদাকার বা প্রসারিত হইয়া থাকে; ডিম্বাধার প্রদেশে জ্বালা (এপীস্: আর্স: ক্যান্থা:)। অণ্ডাধার মধ্যে, বিশেষতঃ বাম ডিম্বাধারে তীক্ষ্ণ বেদনা (কলোফিল্: ল্যাকে: লীলি-টাই: ভাইবার্ণ:) বোধ হয়, এবং উহা স্ফীত হইয়া উঠে; বেদনা এই আছে এই নাই; এবং তীব্রবেগে পদদ্বয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ঋতু নিবৃত্তির সময় বাম স্তনতলে এবং পঞ্জর

প্রান্তে নিরন্তর ব্যথা বোধ হয় (অ্যাকৃটীয়া-রেসি: আর্টিকা-ইউ:)। গর্ভপাত প্রবণতা (স্যাবাই: সিপী: সিকেল্:)। আর্ত্তব,—শোণিত অপর্য্যাপ্ত, উজ্জ্বল লাল এবং সহজে ঘনীভূত হয় না। জরায়ুর পেশীর শৈথিল্য বশতঃ আর্ত্তবাধিক্য (কলোফিল্: চায়না:); শোণিত ঘোর লাল এবং চাপ্ চাপ্ (ক্রোকাস্: সাইক্লেম্: স্যাবাই:)। জরায়ুর অসঙ্কোচনীয়তা এবং পেশীর শৈথিল্য সম্ভূত প্রসবান্তিক শোণিতস্রাব (কলোফিল্:); অনুকল্পরজঃ, ফুস্ফুস্ ও উদর হইতে (ব্রাই: হ্যামা: মিলিফোল্: ফস্:); জরায়ুর কর্কট রোগে শোণিতস্রাব (ফস্: থ্ল্যাস্পী:)। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব অপর্য্যাপ্ত, কিয়দংশ ঘনীভূত; দীর্ঘকাল যাবৎ জরায়ু আদির নিম্নাকর্ষণ এবং জরায়ু বোধ হয় যেন তাল পাকাইয়া যাইতেছে (সিকেলী: জ্যান্থক্জাইলাম্:)। শোণিত-স্রাবাধিক্যে মাথা ঘুরিতে থাকে, থাকিয়া থাকিয়া দেহ উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে শূন্য ও অবসন্ন বোধ হয়। দুই তিন সপ্তাহ যাবৎ শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। ডিম্বাধারগত বাধক ডিম্বাধার, জরায়ু এবং কটী মধ্যে ভয়ানক ব্যথা অনুভূত হইতে থাকে; প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর স্ফীত ও ব্যথান্বিত হইয়া থাকে। গতার্ত্তবা রমণীদিগের আম্বাত (আর্টিকা-ইউ:)। উষ্ণ গৃহ মধ্যে রোগিণী অবসাদ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভব করে। দক্ষিণ স্কন্ধের বাত (আর্টিকা; স্যাঙ্গুই:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ব্রাই: কলোফিল্: বোভি: ক্রোকাস্: সাইক্লেম্: ইল্যাপ্স্: হ্যামা: ইগ্নে: ল্যাকে: লীলি-টাই: মেজের্: মিডস্থন্: স্যাবাই: স্যাঙ্গুই: সিকেল্: সিপী: থুযা: আর্টিকা-ইউ: ভিঙ্কা: ভায়োলা: ভাইবার্ণাম্: সল্ফার্:।

তুলনীয়।—জরায়ু ও নখের পীড়া—সিকেল: সিপিয়া:। বামডিম্বাধারে বেদনা—লিলিয়ম: ল্যাকে: সলফার:। অনুকল্পবাত—ব্রায়ো: হ্যামা:। মাথায় চটা যেন দক্ষিণস্কন্ধে বেদনা—স্যাঙ্গুনেরিয়া। সঞ্চরণশীল বেদনা—পল্স্:। ১১টার সময় মূর্চ্ছাভাব—সল্ফ:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

ইউভা উর্সাই

(UVA URSI.)

প্রস্তুতি।—তাজাপাতার আরক। শুষ্ক ফলের বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মূত্রাধার প্রদাহ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; রক্তমূত্র; মূত্রসমন্ধীয় পীড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—প্রমেহ, মূত্রস্থলী প্রদাহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ইহার উপকারিতা প্রসিদ্ধ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ, প্রবল কুন্থনাতে মূত্রনলী হইতে শোণিত,

পূষ, রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা এবং বৃহৎ বৃহৎ ঘনীভূত শোণিতখণ্ড সকল নির্গত হয়। তীব্র মূত্রকৃচ্ছ্রতাধিকারে মূত্রের সহিত শোণিত ও পূষ নির্গলিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

প্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ বেগ এবং মূত্রাশয়ের প্রচণ্ড আকুঞ্চন প্রসারণ বা আক্ষেপ এবং তন্মধ্যে জ্বালা ও বিদারণবৎ বেদনা অনুভূত হয়। আঠাবৎ প্রস্রাবের পর মূত্রমার্গ মধ্যে ভয়ানক জ্বালা করিতে থাকে। রক্তস্রাব মূত্রের সহিত শোণিত, পূয গাঢ় রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা এবং চাপ্ চাপ্ শোণিত নির্গত হয়। অসাড়ে প্রস্রাব,—বর্ণ সবুজ। যন্ত্রণাজনক মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ক্যানাব্-স্যাট্: ক্যান্থ: চিম্যাকিলা-আম্বে: সার্সা: ভেসি-কেরীয়া:।

শক্তি।—মূল আরক,—পাঁচ বিন্দু করিয়া প্রযোজ্য। সময়ে সময়ে দশ বিন্দু পর্য্যন্ত দিতে হয়।

ভ্যালিরীয়াণা

(VALERIANA OFFICINALIS.)

প্রস্তুতি।—তাজামূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাঁপানী; শয্যাক্ষত; বয়োসন্ধি কালের পীড়া; নিম্নকটীশূল; মাথাব্যথা; হৃৎকম্পন; গোড়ালিতে বেদনা; ব্যাধি-শঙ্কা; মূর্চ্ছাবায়ু; মুখশূল; অনিদ্রা; দন্তশূল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বীয় রোগে, যখন অন্য কোন সদৃশ ঔষধে উপকার না পাওয়াযায়, তখন "ভ্যালিরীয়াণা" প্রয়োগ করিলে দেহের প্রতিক্রিয়াশক্তি জাগ্রত হয় এবং রোগলক্ষণকে দেহ হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয়। রোগী বায়ু ও স্নায়ু-প্রধান-ধাতু বিশিষ্ট, তাহার স্নায়ুবিধান অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ এবং বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। মূর্চ্ছাবায়ু রোগে, রোগিণীর চিত্ত অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ এই অত্যন্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে আবার পরক্ষণেই মৃদু বিনীত ভাব প্রকাশ করে এইরূপ হইলে এবং যেন শূন্যে উড়িতেছে কিম্বা যেন একগাছি কেশ তাহার কণ্ঠনলীর মধ্যে ঝুলিতেছে ইত্যাকার ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকিলে, উল্লিখিত ভেষজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। স্নায়বিক বৈকল্য জনিত পাকাশয়িক পীড়াতেও ইহা বিশেষ হিতকারী; রোগী স্বীয় কণ্ঠ মধ্যে বিবমিষার সহিত অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করিয়া থাকে। শিশু মাতার ক্রোধের পর স্তনপান মাত্র দধির ন্যায় জমাট দুগ্ধ বমন করে। দুর্গন্ধ উদগার উঠিতে থাকে; উদরে খাল ধরে এবং প্রভাতে মুখে যেন আঠা বাটিতেছে এইরূপ বিস্বাদ অনুভূত হয়, পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ ও অনিদ্রা, আক্ষেপিক শ্বাসরোগ,

নিদ্রিত হইবামাত্র গলরোধোপক্রম ; উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল ; আক্রান্ত পদদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইলে বেদনাধিক্য বোধ ; গুল্‌ফ দেশীয় স্থূল কণ্ডার ও গুল্‌ফ মধ্যে চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা ; প্রভৃতি ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—সকল বিষয়ই অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে (কফী: লিসিন্:)। মনোবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি প্রখরতর। কথোপকথন কালে এক কথা বলিতে বলিতে আর এক আরম্ভ করে (ল্যাকেসিস্: অ্যাক্টীয়া: অ্যাগার:)। বুদ্ধির জড়তা, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অসম্বন্ধ উত্তর দেয় (হায়ো: নাক্স-মস্: ক্যানাব্-ইন্: ক্লোর্যাল্:)। ভ্রান্ত বিশ্বাস ; রোগিণী মনে করে সে যেন আর একজন ব্যক্তি এবং তাহাকে স্থান দিবার জন্য একজন কে রহিয়াছে (ব্যাপ্টি. পল্‌সে:), যেন সে দুইজন কিম্বা যেন তাহার পার্শ্বে আর একজন কে শুইয়া রহিয়াছে (পেট্রোল্: ষ্ট্র্যামোন্: থুযা:) ; যেন তাহার পার্শ্বে কতকগুলি জন্তু শুইয়া রহিয়াছে এবং পাছে তাহাদের ব্যথা লাগে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে। মহোল্লাস (অ্যাকোন্: অ্যাগার্: অ্যাণ্ট-ক্রুড: ককীউ: কফী: ল্যাকে: ওপী: ফস্:)। মনে করে সে একজন মহৎ লোক (ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট্র: কিউপ্রাম্: প্ল্যাট্:)। মৃদু প্রলাপ, তৎসহ মানসিক উত্তেজনা ও কম্পন ভয়,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর অন্ধকারে (অ্যাকোন্: ক্যানাব্-ইন্: মিডহ্নন্: ফস্: পল্‌সে: ষ্ট্র্যামোন্:),—হৃদ্‌স্পন্দন হয় (পল্‌সে: ওপী:) এবং রোগী কম্পিত হইতে থাকে (প্ল্যাট্: র‍্যাণান্-বাল্‌বো:)। পরিবর্ত্তনশীল চিত্ত,—এই খুব ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে আবার পরক্ষণেই মৃদু শান্তভাব ধারণ করিতেছে, এই হাস্য পরিহাসে ব্যাপৃত, পরমুহূর্ত্তেই আবার রোদন করিতে আরম্ভ করে (অ্যালীউ: ক্রোকাস্: ইগ্নে: প্ল্যাট্: পল্‌সে: সল্‌ফ:—মূর্চ্ছাবায়ু রোগে=নক্স-মস্:)। যেন সর্ব্বদাই স্বপ্ন দেখিতেছে এইরূপ ভাব (অ্যানাক্: মিডহ্নন্:)।

মস্তক।—মস্তিষ্ক অত্যন্ত হাল্কা বা লঘু বোধ হয়,—যেন শূন্যে উড়িতেছে (অ্যাসেরাম্: হাইপির্: ল্যাক্-ক্যান্: নক্স-মস্: ষ্টিক্টা:)। শিরোঘূর্ণন্—হেঁট হইলে (অ্যানাক্: ল্যাকে: নক্স: পল্‌সে:)। মস্তিস্কের চৈতন্যাধিক্য। শিরোবেদনা,—হঠাৎ আবির্ভূত হয় (বেল্: জেল্: চিম্যাফি:) কিম্বা থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারিয়া উঠে (ক্রিয়ো: ন্যাট্-মিউ: গ্লোন্:)। ললাটদেশে নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—যেন উহা ভয়ানক সাঁটিয়া রহিয়াছে এবং অক্ষিগহ্বরে পর্য্যন্ত টান ধরে বা আকর্ষণ বোধ হয় ; মুখমণ্ডল ম্লান প্রতীয়মান হয় ; বেদনার বৃদ্ধি সন্ধ্যার সময় (বেল্: ক্যালী-বাই: পল্‌সে:), স্থির হইয়া থাকিলে (অ্যাসাফিট্:) এবং নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে (বেল্: মার্ক: নক্স:) ; উপশম=দেহ সঞ্চালনে (নক্স: রাস্: স্পাই:), গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে (মার্ক:) এবং শয়ন উপবেশনাদি অবস্থার পরিবর্ত্তন কালে (কফীয়া:)। জোরে বাতাস লাগিলে একপার্শ্বিক শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়। রৌদ্র সম্ভোগ জনিত শিরোবেদনা (গ্লোন্: ল্যাকে: ন্যাট্র-কার্ব: সিফিলিন্:)। দীর্ঘকাল টুপী পরিয়া থাকিলে কিম্বা হস্তদ্বারা টিপিলে মূর্দ্ধাদেশ তুষারবৎ শীতল অনুভূত হয় (অকারণে=ভেরেট্: ব্রাই: ন্যাট্-মিউ: সিপী:)।

ললাটদেশে নিষ্পেষণ বা হুলবেধবৎ বেদনা,—ঐ বেদনা অক্ষিগহ্বরে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় (আর্স: ক্যালী-কার্ব:)। ভ্রূদেশে পর্য্যায়ক্রমে নিষ্পেষণ ও শলাকাবেধবৎ বেদনা,—অক্ষি-গহ্বরে বেদনা সঞ্চারিত হইয়া যেন ভিতর হইতে চক্ষু ভেদ বা বিদ্ধ করিবে এইরূপ অনুভব উৎপন্ন করে।

চক্ষু।—চক্ষু সমক্ষে বিদ্যুৎক্রীড়ার ন্যায় আলোক রেখা (ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ: গ্লোন্: ক্যালী-কার্ব:) এবং দৃষ্টিপথের পার্শ্বে একটী কাল বিন্দু দৃষ্টি হয় (ফস্:)। আলোকে ভাল থাকে; অন্ধকারে কষ্ট হয় (ষ্ট্র্যামোন্: ষ্ট্রন্: কার্ব্বো-ভেজি: কষ্টি: প্ল্যাট্:)। উন্মাদের ন্যায় দৃষ্টি (আক্‌টীয়া: আর্স: ষ্ট্র্যামোন্:)। অক্ষিপুট প্রান্ত সকল প্রদাহান্বিত, কুট্ কুট্ করে এবং তন্মধ্যে যেন হুল বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয় (গ্র্যাফ: হাইড্রাষ্ট:;)। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে চক্ষু মধ্যে নিষ্পেষণ বোধ হয় (গ্র্যাফ্:); অক্ষিপুটপ্রান্ত সকলও ক্ষতান্বিত বোধ হয় (গ্র্যাফ: ক্যামো: মার্ক-কর)। চক্ষু মধ্যে যেন ধূম সংস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ কর্কর করে (ক্রোকাস্: ন্যাট্-আর্স:)। দৃষ্ট বস্তু যেন জ্বলিতেছে এইরূপ বোধ হয় (যেন অগ্নি সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে=ফস্:)। অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলে তন্মধ্যে গোধুলির ন্যায় আলোক দেখে এবং তাহার বোধ হয় যেন সে গৃহস্থিত দ্রব্যাদি সমস্ত দেখিতে পাইতেছে।

মুখমণ্ডল।—গণ্ডদ্বয় আরক্তিম এবং উত্তাপযুক্ত,—বিশেষতঃ নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে ওষ্ঠের উপর উচ্চ আরক্তিম ভূমি-বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা সকল উদ্গত হয় (হেলিবো:) এবং উহা স্পর্শ করিলে ব্যথা বোধ হয়। মুখমণ্ডলের বামপার্শ্ব হইতে দন্ত ও কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারী প্রচণ্ড শরবেধবৎ বেদনা; এত যন্ত্রণা হয় যে মুখের পেশী সকল আপনা হইতে স্পন্দিত হইতে থাকে। মুখশূল,—বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত হয় (বেল্:) কিম্বা থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারিয়া উঠে (পল্‌সে:)। গণ্ডাস্থি মধ্যে আক্ষেপিক স্পন্দন ও আকর্ষণ অনুভূতি।

মুখবিবর।—রাত্রে আহারের প্রাক্কালে মুখ মধ্যে যেন দুর্গন্ধ বা পচা চর্ব্বি রহিয়াছে এইরূপ কটু স্বাদ বোধ হয়। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর মুখে যেন আঠা লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় এবং কোন দ্রব্যের স্বাদ বুঝিতে পারে না।

পাকাশয়াদি।—যখন তখন শূন্য উদ্গার উত্থিত হয় (কার্ব্বো-ভেজি: গ্যাম্বো: লোবেল্-ইন্:)। উদ্গারের সহিত পচা জলীয় পদার্থ কণ্ঠ মধ্যে উঠিয়া পড়ে (অ্যাসাফি:) কিন্তু মুখে পৌঁছায় না এবং বুকজ্বালা বোধ হয়। যেন কণ্ঠ হইতে অন্ননলী মধ্যে এক গাছি কেশ ঝুলিতেছে (স্বরনলীর পশ্চাতে=ককাস্:) এইরূপ অনুভূতি ও বিবমিষা (জিহ্বার উপর কেশ=ক্যালী-বাই: ন্যাট্-মিউ: ন্যাট্-ফস্: সাইলি:)। বিবমিষা, বোধ হয় যেন নাভীদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া তালুমূলে আসিতেছে এবং তজ্জন্য মুখ মধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চিত হইতে থাকে। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর চোঁয়া ঢেঁকুর উঠিতে থাকে (আণিকা: ক্যামো: সোরিন্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যেন কি ঠেলিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে এইরূপ অনুভূতি ও বেদনা। মাতার ক্রোধোদ্রেকের পর শিশু স্তনপান করিবা মাত্র চাপ চাপ ঘনীভূত দুগ্ধ বমন করে (ইথাউ: ক্যাল্‌কে:) এবং মলের সহিত নির্গত হয় (ম্যাগ্-কার্ব: ম্যাগ্-মিউ:)।

মূর্চ্ছাবায়ুরোগাধিকারে রোগিণীর বোধ হয় যেন তাহার পাকাশয় হইতে কি একটা গরম পদার্থ উটিয়া কণ্ঠ মধ্যে আসিতেছে (অ্যাসাফিট্: ইগ্নে: মস্কাস:) ও শ্বাসকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করিতেছে ; সে একাকিনী বা অন্ধকারে থাকিতে চাহে না (ষ্ট্র্যামোন্: ষ্ট্রন্:)। উদর স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে। অন্ত্রশূল,—মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা ; বায়ুরোগাশ্রিত অন্ত্রশূল,—বিশেষতঃ সন্ধ্যারাত্রে শয়িত অবস্থায় ; রাত্রে আহারের পর ; অর্শ সম্ভূত ; কিম্বা কৃমী জনিত। উদর এত স্ফীত হইতে থাকে যে বোধ হয় যেন ফাটিয়া যাইবে (ক্যাপ্স্: কোপেভা: ন্যাট্-সল্ফ্: অ্যাসাফিট্: নক্স্-মস্:)। পেট খালি থাকিলে অস্বাচ্ছন্দ্য এবং কিছু আহার করিলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়।

মলান্ত্র ও মল।—মলের সহিত সূত্রকৃমী নির্গত হয় [সিনা: ফেরাম:, মার্ক্: ও সলফর: (পর্য্যায়ক্রমে), স্যাবে: সাইলি: স্পাই: ষ্ট্যান: টেরিবিন্থ: টিউক্রি: সলফর:]। শিশুদিগের উদরাময়,—পাতলা জলবৎ এবং চাপ চাপ ঘনীভূত দুগ্ধ মিশ্রিত মল (ম্যাগ্-কার্ব্: ম্যাগ্-মিউ: ইথীউ:)। সবুজ বর্ণ মণ্ডবৎ ঘন ঘন মল, শোণিত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয় ; রোগী অনবরত পেট টিপিতে ও ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে। মলদ্বারের পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ উর্দ্ধে ফুট্‌ফাট করে ও চাপ বোধ হয়।

প্রস্রাব।—পরিমাণে এবং বারে অধিক। প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত কুন্থন ও মলান্ত্রভ্রংশ (অ্যা-মিউ:)। প্রস্রাবের তলানি শ্বেত বা লাল বর্ণ।

শ্বাসযন্ত্র।—নিদ্রা আসিবামাত্র তাহার গলরোধ হইয়া যায় এবং সে হাঁপাইয়া জাগিয়া উঠে (স্পঞ্জী: এরাম্: ল্যাকে: গৃণ্ডিলীয়া: ক্লোরাম্:)। শ্বাসরোগাধিকারে নিশ্বাস ক্রমে দ্রুত ও ক্ষীণ হইয়া আইসে এবং অবশেষে একবারে বন্ধ হইয়া যায়, রোগিণী তখন হাঁপাইয়া উঠিয়া পুনশ্চ শ্বাস গ্রহণ করে। পুনঃ পুনঃ বক্ষ মধ্যে চিড়িক মারিয়া উঠে ও সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয় এবং মনে হয় যেন বক্ষের ভিতর হইতে কি একটা বহির্দ্দিকে ঠেলিতেছে, বিশেষতঃ বক্ষের নিম্নাংশে। বক্ষ মধ্যে ও যকৃৎ প্রদেশে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। হৃদ্‌প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ শ্বাস গ্রহণ কালে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—বাম নিতম্বদেশে, উরুশিখরের উর্দ্ধাংশে, যেন সেই অংশ মচ্‌কাইয়া গিয়াছে এইরূপ তীব্র বেদনা অনুভূত হয় (কোণা: ক্যাল্কে: আর্জেণ্ট্-মেট্:) ; বৃদ্ধি= দাঁড়াইলে ; বিশেষতঃ পাদচারণ অপেক্ষা উপবেশনকালে অধিক বেদনা বোধ হয় (বিশ্রামকালে বেদনা, বেড়াইলে ভাল হইয়া যায়=ষ্ট্যাফ্:—আসন হইতে উঠিবার সময়=রাস্: ষ্ট্যাফ্:)। যেন ঠাণ্ডা লাগিয়াছে বা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে কটিদেশে এইরূপ বেদনা (সল্ফার্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম স্কন্ধ হইতে বাম হস্তের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত (নক্স্-ভম্:) যুগপৎ অত্যন্ত যন্ত্রণাজনক আকর্ষণ ও সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় ; শয়ন উপবেশনাদি অবস্থার পরিবর্ত্তনে কিম্বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে উপশম হয় না কিন্তু পাদচারণকালে থাকে না (ষ্ট্যাফ্:)। জানুসন্ধি মধ্যে প্রচণ্ড সূচীবেধবৎ বেদনা (অ্যা-নাই: ক্যাল্কে: ষ্ট্যাফ্: সল্ফ্:)। উর্দ্ধ ও

নিম্নাঙ্গে ভয়ানক আকর্ষণবৎ বা সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (অ্যালীউ: সার্স্া: সিক্কো: কলোসিন্থ্: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: ক্যালী-কার্ব্: মার্ক্-সল্: স্কাট্-মিউ:); বৃদ্ধি = স্থির হইয়া উপবিষ্ট অবস্থায়; পাদচারণে উপশম (রাস্:)। কার্য্যের সময় হস্তপদাদি স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করে ও সঞ্চালিত হয় কিন্তু স্থির হইয়া থাকিলে প্রত্যঙ্গাদি চমকিত ও আনর্ত্তিত হইতে থাকে। হস্তপদাদির বাতাশ্রিত বেদনা; কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিবার পর বিশ্রমকালে বৃদ্ধি হয় এবং অঙ্গচালনায় উপশম বোধ হইয়া থাকে; সন্ধি মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা কদাচ দৃষ্ট হয় পৃষ্ঠফলক মধ্যে বাতাশ্রিত বেদনা (মেজের:)। বায়ুরোগাশ্রিত স্নায়ুশূল; বাহু, স্কন্ধ ও মুখমণ্ডলে তীক্ষ্ণ শরবেধবৎ বেদনা (ফেরাম্: ষ্টীক্টা:)। প্রগণ্ডাস্থি (কনুই হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অস্থি) মধ্যে বিদ্যুচ্ছলার ন্যায় পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ বেদনা, কখন তাহাতে খাল ধরে এবং কখনও বা যেন ঐ অস্থি উৎপাটিত হইতেছে এইরূপ বেদনা। লিখিবার সময় দক্ষিণ বাহুর উপর হইতে নীচের দিকে তীক্ষ্ণ বেদনা সঞ্চার। উরুশিখর ও উরু মধ্যে তীব্র বেদনা; দাঁড়াইলে বেদনা অসহ্য হইয়া উঠে এবং বোধ হয় যেন উরুদেশ চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে,—উরুশিখরের বাতাধিকারে উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল; যন্ত্রণার বৃদ্ধি = পদদ্বারা ভূমিতল স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইলে (বেল্: ক্যালী-ব্রাই: ক্যালী-আয়ো:) এবং পরিশ্রমের পর বিশ্রামের সময় ঐ পদ বিস্তৃত করিলে; উপশম = পাদচারণকালে (ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড্:); আক্রান্ত পার্শ্বের, অর্থাৎ দক্ষিণ পদ সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইলেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় ঐ পদ কোন চৌকীর উপর স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলে রোগীর কোন কষ্ট হয় না। পদদ্বয়ের পশ্চাতের পেশী মধ্যে তীক্ষ্ণ খাল ধরার ন্যায় বা উৎপাটনবৎ বেদনা, বিশেষতঃ জঙ্ঘাডিমাতে; উপশম = প্রাতে এবং আক্রান্ত পেশী মর্দ্দন করিলে; বৃদ্ধি = সন্ধ্যার সময় এবং স্থির হইয়া থাকিলে। দক্ষিণ গুল্ফ মধ্যে ক্ষণপ্রকাশশীল বেদনা, দাঁড়াইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় কিন্তু পাদচারণকালে ক্রমে ক্রমে তাহা তিরোহিত হয়। বৈকাল বেলা উপবিষ্ট অবস্থায় দক্ষিণ জঙ্ঘাডিমাতে ধক্ ধক্ করে ও তন্মধ্যে বিদারণবৎ বেদনা অনুভূত হয়। উপবিষ্ট অবস্থায় জঙ্ঘাডিমার বাহির দিকে টন্ টন্ করিতে থাকে। নিম্নাঙ্গ সকল সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (সাইমেক্স্: গুয়ায়েক্: প্লাম্:)। দক্ষিণ গুল্ফের বাহির দিকে গাঁইট মধ্যে যেন আঘাত লাগিয়াছে হঠাৎ এইরূপ বেদনা বোধ হয়; বেদনা দাঁড়াইলে অধিক এবং পাদচারণকালে অল্প অনুভূত হয়। উপবিষ্ট অবস্থায় নাসা নালির পশ্চাৎ সন্ধি মধ্যে যেন খাল ধরিতেছে এইরূপ বেদনা। উপবিষ্ট অবস্থায় গুল্ফতলে সূচীবেধবৎ বেদনা (গুল্ফতলে বেদনা = অ্যাগার: কষ্টি: সাইক্লেম্: লিডাম্: ম্যাঙ্গো: ফাইটো:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—"পল্সেটিলার" ন্যায় এতদ্বিষয়ীভূত রোগীও উন্মাদ হইয়া সম্মুখে যাহা পায় তাহাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে, গালিগালি করিতে থাকে এবং উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করে; সন্ধ্যার সময় স্থির হইয়া থাকিলে তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, প্রথম রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না, (কিন্তু স্বভাব দেখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচনীয়)। রোগীর দেহের আরক্তিম অংশ সকল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে (ফেরাম্:)। বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সামান্য আঘাতে আক্ষেপ উপস্থিত

হয়। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে বাত জনিত বিদারণবৎ বেদনা, সন্ধি মধ্যে প্রায় অনুভূত হয় না; ব্যায়ামের পর বিশ্রামের সময়ই বেদনার আধিক্য অনুভূত হয় এবং দেহ সঞ্চালনে উপশম হইয়া থাকে। আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে রোগীর গাত্রে অতি শীঘ্র শয্যাক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকিলে বেদনার আবির্ভাব হয় এবং সেই অবস্থার পরিবর্তন করিলে আবার কিছুক্ষণ ভাল থাকে। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে আকর্ষণ ও চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা,—বোধ হয় যেন অস্থি মধ্যে অনুভূত হইতেছে। মর্দ্দন বা ঘর্ষণ করিলে বেদনার উপশম হয়। অধিকাংশ লক্ষণ রাত্রে আহারের পর আবির্ভূত হয়। সকল ইন্দ্রিয়ই অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য বিশিষ্ট। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে নিম্নাঙ্গ সকল অত্যন্ত ক্ষীণ ও শ্রান্ত বোধ হয়।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—অল্পক্ষণ স্থায়ী শীতের পর দীর্ঘকাল ব্যাপী উত্তাপের আবির্ভাব হইয়া থাকে; মস্তিষ্কের জড়তা বোধ এবং প্রবল তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়া থাকে; শীত গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া শিড় শিড় করিয়া পৃষ্ঠ বহিয়া নীচের দিকে সঞ্চাবিত হয়; শীতাবস্থায় রোগীর মূর্চ্ছা হইতে থাকে (মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়=অ্যালীউমেন্:। দীর্ঘ উত্তাপ অবস্থায় অনেক সময় মুখমণ্ডলে ঈষৎ স্বেদ উদ্গত হইয়া থাকে। উত্তাপ অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল (বেল্: অ্যাণ্ট-টার্ট্: ইপিক:—প্রতিশ্যায়াধিকারে=মার্ক্:)। সন্ধ্যার পর এবং আহারের সময় উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয় (সন্ধ্যার পর=অ্যা-ফস্: সাইলি: ডায়াডেমা: ষ্টিলিঙ্:—আহারের সময়=ক্লোরাম্:)। সন্ধ্যার সময় ক্ষণপ্রকাশ উত্তাপ ও তৃষ্ণার আবির্ভাব হয়; প্রত্যঙ্গাদি অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে (ক্যামো:)। প্রচণ্ড উত্তাপ ও তৎসঙ্গে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম; বৃদ্ধি—রাত্রে কিম্বা দৈহিক পরিশ্রমের পর। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ ঘর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া হঠাৎ বিলীন হইয়া যায়, বিশেষতঃ ললাটোপরে। ঘর্ম্মোদ্গমান্তে রোগীর আরাম বোধ হয় (কিউপ্রাম্: জেলসি: ন্যাট্র-মিউ: প্যরোরিন্: রাস্: ল্যাকে:)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, স্থির হইয়া বা বসিয়া থাকিলে এবং সম্পূর্ণ রূপে আক্রান্ত পদ বিস্তৃত করিয়া বা তদ্দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইলে, মধ্যাহ্নে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে, নির্ম্মল বায়ু সেবনে, বেগে বহমান বায়ু সংস্পর্শে এবং পাকাশয় শূন্য থাকিলে।

উপশম।—ঘর্ষণ বা মর্দ্দন করিলে; দেহ বা আক্রান্ত অঙ্গসঞ্চালনে; পদচারণে, আহারান্তে ও নিদ্রান্তে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ইথীউ: অ্যাগার: অ্যাম্ব্রা: অ্যাসাফ্: অ্যাসের্: কষ্টি: ক্রোকাস্: সাইক্লেম্: ইগ্নে: ল্যাক্-ক্যান্: লিডাম্: ম্যাঙ্গে: ফাইটো: পল্সেট্: রাস্: স্প্যাইজি: সল্ফ্: অ্যা-ফস্: ষ্টীক্টা: নক্স-মস্: (যেন শূন্যে উড়িতেছে); কার্ব্বোন্:-সল্ফ্: লাই: ফস্: পল্সে: রাস্: ষ্ট্রামোন্: ষ্ট্রন্: (একাকী অন্ধকারে থাকিতে কাতর হয়); বেল্: লাই: (বেদনাদি হঠাৎ আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়)।

দোষঘ্ন।—বেলাড: সিনা: কফিয়া: পল্স: ক্যাম্ফর:।

তুলনীয়।—মূর্চ্ছাবায়ু—মস্কাস্: ইগ্নে: অ্যাসাফি:। প্রতিক্রিয়ার দোষ—আম্ব্রা: সোরিণম: ওপিয়ম: কার্ব্ব-ভেজি:। স্নায়ুশূল—আর্স্:। বেদনা সহসা আসে যায়—বেলাড্:

লাইকোপ:। শিশু দুধ জমা বমি করে—ইথূযা:। চৈতন্যাধিক্য—নক্স্-ভম:। অন্ধকারে ভয়—ষ্ট্র্যামোন্:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম। উচ্চ ক্রমও ব্যবহার হইয়া থাকে।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৮ হইতে ১০ দিন।

ভেরেট্রাম অ্যাল্বাম

(VERATRUM ALBUM.)

নামান্তর।—হেলেবোরাস্ অ্যালবাম্।

প্রস্তুতি।—ফুল হইবার পূর্ব্বে, সংগৃহীত মূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—আর্ত্তবাভাব; রক্তাল্পতা; শোথ; হৃৎশূল; সংন্যাস; হাঁপানি; শ্বাসনলীপ্রদাহ; ভীষণ কলেরা বা বিসূচিকা; বিসূচীকাবৎ উদরাময়; শূল; হিমাঙ্গাবস্থা; কোষ্ঠবদ্ধতা; খালধরা; অবসাদ; অতিসার; বাধক; মৃগী; মূর্চ্ছাভাব; পাকাশয়িক সর্দ্দি; সাধারণ পক্ষাঘাত; শিরঃপীড়া; অন্ত্রবৃদ্ধি; মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়; মূর্চ্ছাবায়ু; বহুব্যাপক সর্দ্দি; সবিরাম জ্বর; অন্ত্রমধ্যে অন্ত্রাংশ প্রবেশ; প্রসবের পর কোষ্ঠকাঠিন্য; যকৃতে রক্তাধিক্য; চোয়াল আটকান; ফুস্ফুসের শোথ; উন্মাদ; হাম; বিষাদ বায়ু; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; ঋতুর পূর্ব্বে গা বমি বমি এবং অতিসার; স্নায়ুশূল; রাত্রিকাণা; অন্ননলীর সঙ্কোচন; অন্ত্রাবর্ত্তনপ্রদাহ; দূষিত জ্বর; ফুস্ফুস্ প্রদাহ; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত; আমবাত; লালাস্রাব; নিদ্রাকালে কোঁতানি; প্লীহার স্ফীতি; গলক্ষত; দন্তশূল; সান্নিপাতিক জ্বর; মাথাঘোরা; মুখ দিয়া জল উঠা; হুপিংকাস; পীতজ্বর ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল রোগে শীঘ্র হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হয়,—যেমন বিসূচিকা এবং অন্যান্য যে সকল রোগে মৃদুতর হিমাঙ্গ বা পতনাবস্থা যেমন বায়ুনলীভুজপ্রদাহ, ঘুংড়ী, হুপ্কাসি, বাধক, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা,—যাহাতে রোগী এত অবসাদ প্রাপ্ত হয় যে, তাহার দেহ হিম হইয়া যায় এবং ললাটতটে শীতল স্বেদ উদ্গত হইতে থাকে, সেই সকল রোগে, বিশেষতঃ তাহাদের হিমাঙ্গ অবস্থায়, "ভেরেট্রাম্:" একটী অমূল্য ভেষজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মহাত্মা হানেমান্ যে ভেষজত্রয় (অর্থাৎ ক্যাম্ফোরা: কিউপ্রাম: ও ভেরেট্রাম্-আল্বাম:) বিসূচিকা রোগে অতুলনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, "ভেরেট্রাম্:" তাহার মধ্যে একটী এবং তাঁহার সেই উক্তির সত্যতা লক্ষ লক্ষ স্থলে প্রমাণিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, কিন্তু হানেমান্ যখন এই ঔষধত্রয় বিসূচিকার অব্যর্থ ভেষজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তখন তিনি প্রকৃত বিসূচিকা রোগী

একটীকেও দেখেন নাই; সংবাদ পত্রেও লোকের মুখে সেই মারাত্মক রোগের লক্ষণাবলী শুনিয়াই ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহা কি তাঁহার অমানুষী প্রতিভা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে? কোন কোন সাংঘাতিক বিষজনিত জ্বরেও ঐরূপ হিমাঙ্গাবস্থা উপস্থিত হয় এবং সে ক্ষেত্রেও "ভেরেট্রাম্:" পরম হিতকারী হইয়া থাকে। ইহার কতিপয় প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ এই:—(১) জীবনী শক্তির ত্বরিত পতনাবস্থা, রোগী একবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে। (২) ললাটতটে শীতল স্বেদোদ্গম। (৩) একাকীও থাকিতে পারে না আবার কাহারও সহিত কথাও কহে না। (৪) রোগিণী মনে করে তাহার গর্ভ হইয়াছে এবং সে শীঘ্র সন্তান প্রসব করিবে। (৫) উন্মাদ অবস্থায় স্বীয় বসনভূষণাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে, অশ্লীল ব্যবহার করে এবং কামুকতা প্রকাশ করে, কখন প্রণয়ব্যঞ্জক কথা কহে আবার কখনও বা পরমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতে থাকে। (৬) আয়াস মাত্রে মূর্চ্ছোপক্রম; রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ; মাথা তুলিয়া বসিবার ক্ষমতা থাকে না। (৭) ব্রহ্মতালুতলে একখণ্ড বরফ স্থাপিত আছে এইরূপ শৈত্য বোধ; মস্তিষ্ক যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। (৮) মুখমণ্ডল অস্থিসার, চক্ষু ও গণ্ড কোটর প্রবিষ্ট, নাসিকা উচ্চ, এবং মূর্ত্তি নীলবর্ণ এবং হিমাঙ্গবস্থাজ্ঞাপক। (৯) শয়িত অবস্থায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত প্রতীয়মান হয় কিন্তু উঠিয়া বসিবা মাত্র মৃত ব্যক্তির ন্যায় ফ্যাকাশে, শোণিত রহিত হইয়া যায়; সে সময় নাড়ী ক্ষীণতর, হিমাঙ্গ এবং ললাট শীতল স্বেদসিঞ্চিত হইয়া থাকে। জ্বালাময়ী তৃষ্ণা,—কেবল শীতল অতি শীতল পেয় ও অম্লরস দ্রব্যের জন্য লালায়িত হয়। (১১) সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া যায়,—মুখমণ্ডল, নাসাগ্র, চরণ, পদ, হস্ত, বাহু, প্রভৃতি। (১২) উদর মধ্যে শৈত্যানুভূতি। (১৩) যুগপৎ প্রচণ্ড ভেদ ও বমন,— রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ ও উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে। (১৪) উদর মধ্যে যেন অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা; উদর স্ফীত এবং স্পর্শকাতর। (১৫) মলতারল্য, বা উদরাময়, মল জলবৎ, বেগে নির্গমনশীল, প্রচুর,—ভীতি জনিত; রাত্রে বৃদ্ধি হয়; ছেদনবৎ অন্ত্রশূল এবং হস্ত পদাদিতে খাল ধরিতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়; একটু নড়িলেই ভেদ বৃদ্ধি হয় এবং বমন হইয়া থাকে; সাধারণতঃ পুনঃ পুনঃ বেগে নির্গমনশীল, ঈষৎ সবুজবর্ণ এবং জলবৎ মল ত্যাগ হইয়া থাকে। (১৬) মলকাঠিন্য,—আদৌ বেগ হয় না; মল বৃহৎ গুটিলাময়, কঠিন কিম্বা গোলাকার, কালবর্ণ গুটিলাময়; মলান্ত্রের অসঙ্কোচনীয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা জনিত; শিশুদিগের যন্ত্রণাজনক মলকাঠিন্য। (১৭) বাধক,— বমন হয়, মলতারল্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, শীতল স্বেদ উদ্গত হয় এবং, এমন কি, হিমাঙ্গাবস্থা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে। প্রতিবার ঋতুর সময় দুই দিবস রোগিণী এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে তাহার দাঁড়াইবার শক্তি থাকে না। (১৮) অহিফেন সেবন ও তাম্রকূট চর্ব্বণ (দোক্তা খাওয়া) জনিত পীড়াদি। (১৯) জলীয় বায়ু সংস্পর্শে প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং শয্যায় উত্তাপে উহার বৃদ্ধি এবং কিছুক্ষণ অনবরত পাদচারণে উপশম অনুভূত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—অতিরিক্ত মদ্যপান জনিত বুদ্ধির জড়তা (নক্স্-ভম্:)। কখন সত্য কথা বলে না (ওপী:)। নিজে কি বলিতেছে তাহা নিজেই জানে না। রোগী নিজেকে একজন বিখ্যাত লোক মনে করে (ষ্ট্যামোন্: ভ্যালি:); টাকা উড়াইতে থাকে। মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহ অধিকারে আচ্ছন্নাবস্থার ন্যায় প্রগাঢ় নিদ্রা (কিউপ্রাম্-অ্যাসেট:), রোগী ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ করে, পদদ্বয়ে খাল ধরিতে থাকে, শীতল ঘর্ম্ম উদ্গত হইতে থাকে এবং দেহের স্থানে চিন্‌চিন্ করিতে থাকে। উন্মাদ অবস্থায় রোগিণী সম্মুখে যাহা পায়, বিশেষতঃ বস্ত্রাদি, ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে (ইগ্নে: ষ্ট্র্যামোন্: ট্যারেণ্টিউ: বেল্: ক্যাম্ফো: ক্যালী-ফস্:); অশ্লীল বকিতে থাকে (বেল্: হায়ো: লীলি-টাই: নক্স্: ষ্টামোন্:), কিম্বা প্রণয় (হায়ো: ল্যাকে: প্ল্যাটি: ফস্:) কিম্বা পারমার্থিক ব্যাপার সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে থাকে (হায়ো: ল্যাকে: লীলিটাই: সল্ফ্:)। বাচালতা,—দ্রুত কথা বলে (বেল্: হায়ো: ল্যাকে:)। অন্যের দোষ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ভালবাসে (বেন্‌জিন্:) কিম্বা চুপ করিয়া থাকে; রাগাইয়া দিলে গালাগালি করিতে থাকে (ক্যামো: নক্স্: পেট্রোল্: সিপী:)। ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহাকে তাহাকে চুম্বন করিতে থাকে (ক্রোকাস্: ফস্: জিঙ্কাম্:)। সুতিকাগৃহে অবস্থিতিকালে নির্লজ্জ ব্যবহার (হায়ো: ফস্: সিকেলী:)। প্রলাপ অবস্থায় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে কথা কহিতে চাহে না। একাকী থাকিতেও পারে না অথচ কথা কহিতেও চাহে না। দুর্ভাবনা,—যেন কত কুকার্য্য করিয়াছে (অ্যালীউ: আর্স্: ডিজিট্: সোরিনম্: অ্যামন্-কার্ব্: চেলিড্: ককীউ: ফেরাম্:ম্যাট্-মিউ: থূয়া), বিশেষতঃ সন্ধ্যায় ও রাত্রে আহারের পর (আর্স্: নক্স্-ভম: ফস্:)। স্বীয় সামাজিক সম্মান সম্বন্ধে নৈরাশ্য; নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য মনে করে (চায়না: হেলিবো: ইপিক্: লাই: সিপী:)। ঋতুরোধাধিকারে স্বীয় আত্মার উদ্ধার সম্বন্ধে নৈরাশ্য (আর্স্: ল্যাকে: লীলি-টাই: পল্সে: সল্ফ্:)। আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে রোগী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, অস্থির, ভীতিপ্রবণ, ঘ্যান্‌ঘেনে, রোদনপরায়ণ এবং সকল বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করে (অ্যা-ফস্: ওপী:)। কোন ভয় পাইবার পর রোগী সর্ব্বদা সশঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন ভাব প্রকাশ করে, হিমাঙ্গ হইয়া যায়, তাহার মূর্চ্ছা হয় এবং অসাড়ে তরল মল (জেল্‌সি:) নির্গত হইয়া থাকে। সম্মান বা আত্মগরিমার ক্ষতি জনিত মানসিক পীড়া বা চিত্তবিকার। সকলই স্বপ্নময় বোধ হয়, রোগীর মনে হয় যেন সে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে (অ্যানাক্: ক্যানাব্-ইন্: ক্যানাব্-স্যাট্: ল্যাকে: মিডহ্বন্: ভ্যালি:)। চিত্তবিকারাধিকারে কখন গান করে, কখন সিস্ দেয়, হাস্য করে, ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করে, সকল বিষয় ও কার্য্য অতিরঞ্জন ও আধিক্য প্রকাশ, এবং নিজের যে সকল রোগ নাই তাহাই আছে বলিয়া ব্যক্ত করে। রোগিণী মনে করে তাহার গর্ভ হইয়াছে (ইগ্নে: স্যাবাড্:) এবং সে শীঘ্রই সন্তান প্রসব করিবে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—ললাটে শীতল স্বেদোদ্গম হয় (মার্ক্-কর্: ট্যাব্যাক্: থিরিডি:),

চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে (বেল্: চিনোপোড্-অ্যান্থেল্: নক্স্: সলফ্: সাইক্লেম্: ফেরাম্: জেল্:); হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে (কার্ব্বো-ভেজি: ক্যামো: সিঙ্কো: ল্যাকে: ফস্:); অহিফেন সেবন (ষ্ট্রাট্-মিউ: নক্স্-ভম্:), অতিরিক্ত তামাকু সেবন (ষ্ট্রাট্-মিউ. নক্স্-ভম্: ট্যাবাক্:) কিম্বা মদ্য পান (কলোসিন্থ্: ষ্ট্রাট্-মিউ: নক্স্-ভম্:) জনিত শিরোঘূর্ণন। মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয় (অ্যালীউ: ব্রাই: সাইক্লেম্: লাই: ষ্ট্রাট্-মিউ: সোরিন্:); আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে। ঈষন্মাত্র দৈহিক আয়াসে বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয় (আর্স্: কষ্টি: সিনিসীয়ো: থিরিড্:); সামান্য আঘাত বা ক্ষত হইলেও রোগিণী মূর্চ্ছা যায়, (সামান্য আঘাত বা ক্ষতাদির পর আক্ষেপ আবির্ভাব = ভ্যালি:); দেহের শোণিতাদি রসক্ষয়াস্তিক মূর্চ্ছা (ট্রুলীয়াম্:); মূর্চ্ছার সহিত দুর্ভাবনা, বিবমিষা এবং পেশী সকল আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। মস্তিষ্ক মধ্যে জ্বালা (গ্লোন্: ফস:)। অজীর্ণ রোগাধিকারে মস্তকের স্নায়ুশূল; মুখ ও চক্ষু বসিয়া যায় (ল্যাকে:)। মস্তক অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত এবং স্বেদাপ্লুত (অ্যাক্টীয়া-স্পাই: ক্যামো: গ্লোন্: ওপী: পডো:), মাথা ব্যথা করিতে থাকে; শিশু হস্তদ্বারা স্বীয় মস্তক ঘর্ষণ করিতে থাকে (ললাট ঘর্ষণ করে = গ্লোন্:) এবং একাকী থাকিতে পারে না; মস্তকে পুনঃ পুনঃ হস্তার্পণ করে,—আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে (মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহে = অ্যাকোন্:—মূর্চ্ছাবায়ু রোগে = ক্যালী-কার্ব্:)। শিরোবেদনা,—বিবমিষা (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্: ককীউ: কষ্টি: গ্রাফ্: ক্যালী-কার্ব্: স্যাঙ্গুইউ: সলফ্:) ও সবুজ শ্লেষ্মা বমন হইতে থাকে (আইরিস্:) এবং মুখমণ্ডল ম্লান বা ফ্যাকাশে হইয়া যায় (ল্যাকে:); গ্রীবা আড়ষ্ট বোধ হয় (বেল্: ক্যাল্কে: সার্স্: সাইলি) এবং অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব হইতে থাকে (বেল্: কিউপ্রাম্: ইগ্নে: আইরিস্:—প্রস্রাবান্তে উপশম = জেল্সি: ইগ্নে: ক্যাল্মীয়া:); যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (ককীউ: কলোসিন্থ্: হাইপির্:); সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল শিরোবেদনা,—অপরাহ্নে আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি থাকে (বেল্: কিউপ্রাম্:); উভয় বাহু যেন সাঁটিয়া ধরে; শেষ রাত্রে বা প্রত্যূষে উপশম হয়; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হইতে থাকে (বেল্: কিউপ্রাম্:)। শিরোমধ্যে প্রবল বেদনা বশতঃ রোগী উন্মত্ত হইয়া যায় (উন্মাদের ন্যায় গৃহ মধ্যে ছুটিয়া বেড়ায়—কফী:—প্রচণ্ড বেদনা—বেল্: ল্যাকে: সাইলি:—উন্মত্তকারী = অ্যাকোন্: বেল্: ক্যাল্কে:); কিম্বা শিরোবেদনা সময়ে অত্যন্ত অবসন্নতা (অ্যাণ্ট্-ক্রুড্ আর্স্: চায়না: মার্ক্: অ্যা-পাই:); কিম্বা মূর্চ্ছোপক্রম, ললাটে শীতল স্বেদোদ্গম ও ভয়ানক তৃষ্ণা (ক্যাল্কে: ক্যাষ্টোর্:); কিম্বা বিবমিষা বমন ও উদরাময়, অথবা দুরারোগ্য মলকাঠিন্য (ব্রাই: নক্স্-ভম্:)। মস্তক যেন দগ্ধ হইতেছে এইরূপ উত্তাপযুক্ত এবং পদদ্বয় কখন উত্তপ্ত কখন শীতল। শিরোবেদনাধিকারে মস্তকের অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা। ব্রহ্মতলে যেন এক খণ্ড বরফ স্থাপিত রহিয়াছে এইরূপ শৈত্য অনুভূতি (ব্রাই: অ্যাগার: ক্যাল্কে ষ্ট্রাট্-মিউ: সিপী:) এবং শীতার্ত্ততা বোধ (শিহরণ = ক্যাষ্টোর্:), কিম্বা মস্তকের ত্বক যুগপৎ শীতল ও উত্তপ্ত বোধ হয় এবং কেশ টানিলে ব্যথা অনুভূত হইয়া থাকে (চায়না: ফেরাম্: সলফ্:)। জটাবদ্ধ কেশপাশ (অ্যাণ্ট্-টার্ট: সার্স্: ভিঙ্কা-মাই: ভায়োলা-ট্রাই:)। এতদ্বিষয়ীভূত প্রায় সকল রোগেই ললাটে শীতল স্বেদোদ্গম

হইয়া থাকে। আন্ত্রিক জ্বরাধিকারে রোগী যেন সংজ্ঞারহিত অবস্থাতেই ললাট ঘর্ষণ করিতে থাকে। গ্রীবা যেন মস্তকের ভার বহন করিতে অক্ষম এত ক্ষীণ বোধ হয় (অ্যাব্রোট্: ইথীউ:)। কেশ মধ্যে যেন তাড়িৎ শক্তি প্রবাহিত হইতেছে তন্মধ্যে এইরূপ সিড়িসিড় করে।

চক্ষু।—দ্বিদর্শন ; চক্ষু সমক্ষে কাল বিন্দু সকল উড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয় (অ্যাগার্: চায়না: সাইক্লেম্: জেল্: গ্লোন্: লাই: ন্যাট্র-মিউ: ফাইজস্: সোরিন্: সিপী:) ; শয্যা বা আসন হইতে গাত্রোত্থানকালে বৃদ্ধি হয় ; আলোকাসহনীয়তা। রাত্র্যন্ধতা বা রাতকাণা (চায়না: হায়ো: লাই:),—রাত্রিকালে উদরাময়। চক্ষু ঊর্দ্ধাকৃষ্ট বা শিবনেত্র, কেবল চক্ষের শ্বেতাংশ দৃষ্টিগোচর হয় (অ্যাকোন্: অ্যানাম্থি: ক্যামো: লরো: কিউপ্রাম্: হেলিবো: এপীস্: আর্টিমি-ভাল্: ল্যাকে:) ; বিকৃতভঙ্গী (ক্যামো: সাইকীউ: লরো: মার্ক: মস্কাস্:),—যেন অক্ষিগোলক বহির্গত হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ হয় (ইথীউ: আর্স: বেল্: ক্যাম্ফা: ককীউ: কমোক্লেড্ গ্লোন্: ইগ্নে: ল্যাকে: ওপী: পল্‌সে: স্পঞ্জী:) ; দৃষ্টি স্থির (অ্যা-হাইড্রো: ক্যাম্ফো: হাইপির্: ক্যালী-ব্রোম্: লরো:), চক্ষু জলভারাক্রান্ত, বা ঘোলাটে, কোটর প্রবিষ্ট (আর্স: ক্যাম্ফো: কোল্‌চি: হেলিবো:) এবং জ্যোতিঃহীন (অ্যা-ফস্: ক্যালী-ব্রোম্: কিউপ্রাম্-আর্স:) ; অশ্রুপূর্ণ (ক্রোকাস্: ইউক্রে: ওপী: পল্‌সে:) ; অক্ষিপুট নীলবর্ণ। তারকা সঙ্কোচন (মার্ক-কর্: ওপী: ফস্: ফাইজস্:) ; দৃষ্টিক্ষীণ এবং তারকা প্রসারিত ; নিকটবর্ত্তী লোক চিনিতে পারে না কিম্বা অতি বিলম্বে চিনিতে পারে। বাতাশ্রিত অক্ষিপ্রদাহ (অ্যাকোন্: অ্যান্ট্-টার্ট: ব্রাই: ক্যাল্‌কে: ফাইটো: রাস্: সিপীয়া:),—চক্ষু মধ্যে উৎপাটনবৎ যন্ত্রণা বশতঃ রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না (নক্স্: রাস্:) ; যন্ত্রণায় রোগী উন্মত্ত হইয়া যায় ; বৃদ্ধি=শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে। অক্ষিপুট সকল অতিরিক্ত শুষ্ক বোধ হয়। অক্ষিপুট অত্যন্ত ভার বোধ হয়,—অতি কষ্টে অক্ষিপুট উত্তোলন করিতে পারে (কলোফিল্: কষ্টি: গ্র্যাফ্: সিপী: জেল্‌সি:) ; অক্ষিপুট কম্পিত হইতে থাকে। চক্ষু মধ্যে যেন ছুরিকাঘাত হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা ও প্রচুর অশ্রুপাত হয় (ইউক্রে: মার্ক: কলোসিন্থ্:), অথচ তন্মধ্যে শুষ্কতা ও উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় চক্ষু জুড়িয়া যায় (অ্যালীউ: সিপী: গ্র্যাফ্: সিফিলিন্: থুযা:)।

নাসিকা।—নাসাগ্র ক্রমে সূক্ষ্মতর (ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভেজি:) হইতে থাকে, দীর্ঘতর বোধ হয় ; মুখমণ্ডল শীতল এবং অস্থিসার, রন্ধ্রদ্বয় শুষ্ক বোধ হয়, যেন তন্মধ্যে ধূলি প্রবিষ্ট হইয়াছে। নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব,—দক্ষিণ রন্ধ্র হইতে ; কেবল মাত্র রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে (রাত্রে=বেল্: কার্ব্বো-ভেজি: অ্যাসিড্-নাই: রাস্:) ; মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায় পাংশুবর্ণ এবং দেহ হিমবৎ শীতল অনুভূত হয়। নাসাগ্রে পচা আবর্জ্জনার (ইউপাস্-টীউটে: অ্যানাক্:) বা ধূম গন্ধ অনুভূত হয় (কোব্যাল্:)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল অস্থিরতা ব্যঞ্জক ও উন্মাদের ন্যায় ও ফ্যাকশে বিকৃতভঙ্গী মুখমণ্ডল। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালিমা দৃষ্ট হয়। মুখমণ্ডল অস্থিসার ও স্তিমিত ভাব ব্যঞ্জক,

ম্লান বা শোণিতশূন্য এবং নীল বর্ণ; তীক্ষ্ণাগ্র নাসা; সীসক বর্ণ; শয়িত অবস্থায় মুখমণ্ডল আরক্তিম প্রতীয়মান হয় এবং উঠিলেই শোণিত শূন্য হইয়া যায়; কিম্বা লাল বর্ণ আবার কখন ফ্যাকাশে হইয়া থাকে। মুখের স্নায়ুশূল,—বেদনা আকর্ষণ ও ছেদনবৎ, মুখমণ্ডল নীলাভ ফ্যাকাশে এবং চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট; রোগীর উঠিবার শক্তি থাকে না। গণ্ড, রগ এবং চক্ষু মধ্যে উৎপাটন বা বিদীর্ণকারী (লাই: ফস্: হ্রডো: রাস্: সিপী:) বেদনা, উত্তাপ ও রক্তিমা; যন্ত্রণায় রোগী উন্মাদ হইয়া উঠে (রোগী যন্ত্রণায় ছুটিয়া বেড়ায়=ম্যাগ্-কার্ব:); জলীয় বা আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি হয় (রডো:); দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকোপাধিক্য এবং শোণিতাল্প রোগীই অধিকাংশ স্থলে আক্রান্ত হয়। চর্ব্বণকালে পেশী সকল আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। হনুস্তম্ভ (ক্যাম্ফো: জেল্: ল্যাকে: নক্স্: ওপী: ফাইজস্: পডো:)। প্রেতহাস্য (বেল্: কষ্টি: ষ্ট্রামোন্:)। ওষ্ঠদ্বয় নীল বর্ণ, ঝুলিয়া পড়ে; কিম্বা ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, নীরস এবং কালবর্ণ। মুখের ও নাসাপুটের চতুষ্পার্শ্ব কাল বর্ণ প্রতীয়মান হয় (ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্: হায়ো: ওপী: ভেরেট্-ভির্:)।

মুখবিবর।—প্রবল দন্তশূল,—ধক্ ধক্কারী বেদনা, মুখ স্ফীত হইয়া উঠে এবং ললাটের উপর শীতল স্বেদোদ্গম হইতে থাকে; স্নায়ুপ্রধান, অল্পে কাতর ব্যক্তি যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। দন্ত সকল যেন সীসকপূরিত এইরূপ ভার বোধ হয় (অ্যা-ফ্লুয়োরিক্:)। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে (বেল্: হেলিবো: হায়ো: জিঙ্কাম্:)। জিহ্বা,—শীতল, শুষ্ক ও কুঞ্চিত; কিম্বা স্ফীত, শুষ্ক, ফাটা এবং ঘন রক্তিমান্বিত; কিম্বা পার্শ্বদ্বয় ও অগ্রভাগ লালবর্ণ এবং অবশিষ্টাংশ শ্বেত লেপাচ্ছন্ন; কোন কোন স্থলে পীত-কপিশ লেপাচ্ছন্ন; পশ্চাদ্ভাগ কালবর্ণ প্রতীয়মান হয়। মুখের স্বাদ যেন পিপার্‌মিণ্ট খাইয়াছে এইরূপ ঝাঁজাল, কিম্বা স্বাদহীন বা মিষ্ট; কখনও বা পূতিময়। কথা আধ আধ বা অস্পষ্ট, কিম্বা তোৎলার ন্যায় (জেল্: হায়ো: সিকেলী: ষ্ট্রামোন্:), কিম্বা জিহ্বা অত্যন্ত ভার বোধ হয় (অ্যানাক্: কোল্চি: ল্যাকে: লাই: ন্যাট্-মিউ: প্লাম্: সিকেলী: ষ্ট্রামোন্:)। মুখের পেশী সকল আক্ষিপ্ত বা স্পন্দিত হইতে থাকে এবং মুখ মধ্যে ফেনা উৎপন্ন হয় (কিউপ্রাম্: ল্যাকে: ম্যাগ্-মিউ: প্লাম্:)। লালা অত্যন্ত অল্প হইয়া যায় এবং মুখবিবর শুষ্ক বোধ হয়। মুখ ও কণ্ঠ মধ্যে জ্বালা অনুভূত হয় (এপীস্: আর্স্: ক্যাস্থা: ক্যাপ্স্: মেজের: সোরিন্: ট্যাবাক্:)। মুখপ্রসেকের (মুখদিয়া জলউঠা) ন্যায় মুখ হইতে অনর্গল লালা নিঃসৃত হইতে থাকে (অ্যা-নাই: আয়োড্: মার্ক:)।

গলমধ্য।—কণ্ঠ এত শুষ্ক যে জলপান করিলেও তাহা আর্দ্র বোধ হয় না (ষ্ট্রামোন্:)। কণ্ঠ মধ্যে কর্কশতা অনুভব (কচ্লী: হিপার: ক্রিয়ো: ম্যাগ্-মিউ: মার্ক: সল্ফ্:); কণ্ঠ মধ্যে যেন ধূলি প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ অনুভব; কণ্ঠনলীর পশ্চাতে যেন একটা স্ফীতি উৎপন্ন হইয়া কণ্ঠনলীকে নিষ্পেষণ করায় উহা সঙ্কুচিত বোধ হইতেছে (হিপার: ইগ্নে: আর্জেন্ট্-নাই: ব্রাই: গ্লোন্: প্লাম্: রাস্: ন্যাজিউ: ওয়ায়েথীয়া:)। অন্ননলীর স্ফীতি বশতঃ শ্বাসরোধ হইবার আশঙ্কা।

পাকস্থলী।—জ্বালাময়ী তৃষ্ণা,—প্রতিবারে অনেকটা করিয়া জল বা অম্লরস-পানীয় পান করিবার আকাঙ্ক্ষা; সকল দ্রব্যই শীতল আহার করিতে ভালবাসে। অম্ল বা রসাল ও স্নিগ্ধকারক দ্রব্যাদির জন্য মহা আগ্রহ প্রকাশ করে (অ্যাসিড্-ফস্:)। বাতশ্লেষ্মা বা আন্ত্রিক

জ্বরের পর এবং গর্ভাবস্থায় রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধার আবির্ভাব হয়। বমন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ক্ষুধা ও রুচির আবির্ভাব হয়। উষ্ণ দ্রব্যে অরুচি বা বিতৃষ্ণা (সিঙ্কো: ফেরাম্: মার্ক: মার্ক-কর্: পেট্রোল:—অগ্নিসিদ্ধ উষ্ণ দ্রব্যে=লাই: সিলি:—উষ্ণ পানীয়ে=ক্যামো)। রুচি কমিয়া যায়, মুখে বোধ হয় যেন আঠা লাগিয়া রহিয়াছে ; মুখে মিষ্ট স্বাদ বা কোন স্বাদ অনুভব হয় না (অ্যাসেরাম্:)। তিক্ত উদ্গার (আর্ণিকা: চায়না: ইগ্নে: নক্স: অ্যা-ফস্: পডো: পল্‌সে:)। উষ্ণ পানীয় পানান্তে হিক্কা (জলাদি পানান্তে=ইগ্নে: নক্স:)। বিবমিষাসহ অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ—যেন মূর্চ্ছা হইবে, এবং প্রবল তৃষ্ণা। বমন,—ভয়ঙ্কর বমন, অবিচ্ছিন্ন বিবমিষা এবং অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা ; বমিত পদার্থ অত্যন্ত তরল, ঈষৎ কাল বা পীত বর্ণ ; কিম্বা পিত্ত ও শোণিতময় এবং কাল্‌চে ; কিম্বা পীত ও ভুক্ত দ্রব্যাদি অথবা কেবল জলীয় পদার্থ বমন হয় ; কখন আবার ভুক্ত দ্রব্যাদি, কিম্বা অম্ল, বা তিক্ত, ফেনিল, শ্বেত বা পীতাভ-হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মাময় পদার্থ বমন হইয়া থাকে ; মাথা ঘুরিতে থাকে (আর্স্: ক্যাম্ফো: গ্নোন্: হেলিবো: ইপিক্: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: নক্স: পলসে:), মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হইয়া যায় (পল্‌সে:) জিহ্বা নির্ম্মল প্রতীয়মান হয় (ইপিক্:), রুচি স্বাভাবিক থাকে, হিক্কা উঠিতে থাকে এবং মূর্চ্ছা হয় ; বৃদ্ধি=জলাদি পানান্তে (আর্স্: ক্যাম্ফা: ট্যাব্যক্:) এবং ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে (অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্স্: ব্রাই: কোল্‌চি: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: ল্যাকে: নক্স: ট্যাবাক্: থিরিড্:)। বিস্থচিকা রোগাধিকারে ভেদ ও বমন হইতে থাকে (ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্: ইল্যাটি: অ্যাকোন্:) ; মল অপর্য্যাপ্ত, জলবৎ, বেগে "হুহু" শব্দে নির্গমনশীল এবং রোগী অচিরে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে ; "আমার বিস্থচিকা হইবে" এই ভয় বশতঃ ভেদবমন (অ্যাকোন্:)। বমনের সময় রোগীর উদর ভিতরদিকে এইরূপ ভাবে সাঁটিয়া ধরে যে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে (কিউপ্রাম্: প্লাম্: ট্যাবাক্:)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে মহা অস্বস্তি অনুভব (ক্যাম্ফো:)। পাকাশয়শূল, বেদনা ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়, প্রথমে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধদিকে উভয় পার্শ্বে সঞ্চারিত হয় এবং তথা হইতে ঘুরিয়া পৃষ্ঠফলকের নিম্নতম অংশে যাইয়া উপস্থিত হয় (ম্যাগ্-ফস্: দেখ) ; ক্রমে ভয়ানক যন্ত্রণাজনক আকার ধারণ করে এবং তৎপরে প্রশমিত হয় ; বেদনার সময় রোগীর এত শীত বোধ হয় যে সে কম্পিত হইতে থাকে (আর্জেণ্ট-নাই: নাই: প্লাম্: পলসে: স্যাঙ্গিউ: ষ্ট্যাণাম্: সল্‌ফ: ট্যাবাক্:)। পাকস্থলীর সর্দ্দি—রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, দেহ শীতল হইয়া যায় এবং হঠাৎ অবসাদ প্রাপ্ত হয় (ট্যাবাক্:)। রক্তপিত্ত বা শোণিত বমন ; নাড়ী ধীরগতি, আভ্যন্তরিক শৈত্যানুভূতি, থাকিয়া থাকিয়া মূর্চ্ছা হয় এবং ললাটে শীতল স্বেদোদ্গম হইতে থাকে ; একটু নড়িলে বা উঠিতে গেলে বমনোদ্রেক হয় (ব্রাই: ককীউ: গসিপীয়াম্: ল্যাক্-ডিফ্লো: ট্যাবাক্: থিরিড্:)। বহুকালের পাকাশয়িক অবসাদ,—বায়ুতে জলভাগাধিক্য, নির্ম্মল বায়ুর অভাব কিম্বা কুইনিনের অপব্যবহার বা অতি-ব্যবহার সম্ভূত। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালা অনুভূতি (আর্স্: কিউপ্রাম্: ইগ্নে: নক্স: সিপি:)।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য ও তৎ সংশ্লিষ্ট পেটের পীড়া বা পাকাশয়িক সর্দ্দি, মুখে পচা স্বাদ, উষ্ণদ্রব্যে অরুচি, যকৃৎ প্রদেশে অত্যন্ত চাপ বোধ এবং ইহার

উপর রোগী সময়ে সময়ে যকৃৎ প্রদেশে অত্যন্ত চাপ বোধ করে এবং পর্য্যায়ক্রমে বমন ও উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। যকৃৎ মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য বশতঃ বায়ুনলীর সর্দ্দি। স্ফীত প্লীহা সংশ্লিষ্ট সবিরাম জ্বর (আর্স্ঃ চিনিন্-সল্ফ্ঃ ফেরাম্ঃ—ব্যথা থাকিলে=ক্যাপ্স্ঃ সীয়্যানোথাস্ঃ)। উদর ও বক্ষ বিভেদিকা পর্দ্দার প্রবল আক্ষেপ বা আকুঞ্চন প্রসারণ,—যে সকল রোগীর হস্ত অত্যন্ত শীতল এবং যাহারা বক্ষের উপর চাপ ও শ্বাসকষ্ট বোধ করিয়া থাকে। বিভেদিকাপ্রদাহ তৎসহ, অন্ত্রাবরণী প্রদাহ, বমন ও আভ্যন্তরিক শৈত্য বোধ। উদর মধ্যে ভয়ঙ্কর জ্বালা,—যেন তন্মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে (বিসূচিকারোগাধিকারে=ক্যাম্ফোঃ ক্যাম্বাঃ—তলপেটে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার রহিয়াছে এবম্বিধ জ্বালা=ক্রিয়োঃ)। অন্ত্রশূল,—ঠাণ্ডা লাগিবার পর, কিম্বা কুইনিন অপব্যহার অথবা ফল ও শাকসব্জি আহার জনিত, উদর স্ফীত হইয়া উঠে, তদুপরে হস্তার্পণ করিলে ব্যথা বোধ হয়; আদৌ কোন পথে বায়ু নিঃসৃত হয় না; শীতল স্বেদোদ্গম হইতে থাকে; উদর মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে, যেন মুচ্ড়াইতেছে বা ছুরিকাদ্বারা ছেদন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়, গা বমি বমি করে এবং বমন হয়; আহার করিলে আরও বৃদ্ধি হয়। অন্ত্রাবরণীপ্রদাহ, ভেদ ও বমন হইতে থাকে, রোগীর দেহ হিমবৎ শীতল হইয়া যায়, চক্ষু ও গণ্ড কোটরপ্রবিষ্ট প্রতীয়মান হয়, নাড়ী সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ, রোগী ছটফট করিতে থাকে ও মহা উদ্বেগ প্রকাশ করে। উদর অত্যন্ত শূন্য ও অবসাদজনক বোধ হয়। অন্ত্র মধ্যে অন্ত্রপ্রবেশ (আর্স্ঃ ওপীঃ প্লাম্ঃ),—রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে এবং দেহ সম্মুখ দিকে বক্র করিয়া ছুটাছুটি করিতে এবং উদর টিপিতে থাকে। উদর মধ্যে অত্যন্ত শৈত্য বোধ (অ্যাম্ব্রাঃ সীড্রন্ঃ কোল্চিঃ ট্যাবাক্ঃ)। কাসিলে অন্ত্রবৃদ্ধি হয়। অন্ত্রচ্যুতি হইয়া বিজড়িত হয়। প্রদাহ থাকে না। অন্ত্রশূল,—বিশেষতঃ নাভীপ্রদেশে,—বেদনা ছেদন বা মুচড়ানোর ন্যায়; মলত্যাগান্তে উপশম; বোধ হয় যেন অন্ত্র সকল কুণ্ডলী বা তাল পাকাইয়া যাইতেছে (যেন তাল পাকাইয়া যাইতেছে এবং আবার এলাইয়া যাইতেছে =ম্যাগ্-ক্স্ঃ*); আহারের পর বৃদ্ধি হয়। পেট বেদনার জন্য রাত্রে নিদ্রা হয় না (প্লাম্ঃ)।

মলান্ত্র ও মল।—উদরাময়,—বার বার মলবেগ হয়, মল ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, জলবৎ—অপর্য্যাপ্ত এবং আম মিশ্রিত; যেন ছুরিকা দ্বারা অন্ত্রাদি ছেদন করিতেছে এইরূপ পেট বেদনা বোধ হয় এবং হস্ত ও চরণ হইতে খাল ধরিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়; রোগী অচিরে অবসন্নহ ইয়া পড়ে; ভীতি বা ত্রাস জনিত (অ্যাকোন্ঃ ওপীঃ); বৃদ্ধি দেহ সঞ্চালনে; বমন হইতে থাকে, মলত্যাগ বা বমনের সময় ললাটে শীতল স্বেদোদ্গম হয় এবং মলত্যাগের পর রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে (আর্স্ঃ ক্যাম্ফোঃ ট্যাবাক্ঃ)। মলকাঠিন্য,—আদৌ চেষ্টাই থাকে না; মল বৃহৎ, কঠিন (ব্রাইঃ সল্ফ্ঃ), কোন স্থলে বা গোলাকার কাল বর্ণ গুটিলা নির্গত হয় (চেলিড্ঃ ওপীঃ প্লাম্ঃ); মলান্ত্রের সঙ্কোচন-শক্তি-রাহিত্য সম্ভূত (অ্যালীউঃ ব্রাইঃ ওপীঃ); উদরোর্দ্ধ প্রদেশে যখন তখন বেগ অনুভূত হয় (ইগ্নেঃ—মলান্ত্র মধ্যে=নক্স্ঃ); শিশুদিগের কষ্টদায়ক মল কাঠিন্য (লাইঃ ও নক্স্ঃ দ্বারা ফল না পাইলে)। বায়ু নিঃসরণকালে অসাড়ে পাতলা মল নিঃসৃত হইয়া যায়। ফুস্ফুস্ বা ফুস্ফুসাবরণীর রোগ

সংশ্লিষ্ট অর্শ। মলদ্বার হইতে চাপ চাপ শোণিত নির্গত হয়, কোন যন্ত্রণা বোধ হয় না এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে।

প্রস্রাব।—স্তম্ভিত প্রস্রাব বা মূত্ররোধ (অ্যাকোন্: বেল্: ষ্ট্র্যামোন্:); অসাড়ে প্রস্রাব (আর্স্: বেল্: সাইকীউ: হায়ো:); সবুজাভ মূত্র (অ্যা-নাই: আর্স্: ক্যাম্ফো: ম্যাগ্-কার্ব্:)। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রবল তৃষ্ণা, অত্যন্ত ক্ষুধা, বিবমিষা, শিরোবেদনা, অন্ত্রশূল, মলকাঠিন্য ও সর্দ্দি। কাসিতে কাসিতে অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া যায় (কষ্টি: স্কীলা:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সদ্যপ্রসূতাদিগের কামোন্মাদ (প্ল্যাট্ি:),—ক্লেদস্রাব রুদ্ধ হইয়া যায়; ঋতু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও কামোন্মাদ উপস্থিত হয় (ক্যাল্কে-ফস্: ফস্: ষ্ট্র্যামোন্:—সকল ইন্দ্রিয়ই রমণালিঙ্গনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে=ক্যাল্কে-ফস্:), কামনার অপরিতৃপ্তিজনিত। জরায়ুপ্রদাহ,—প্রবল বমন, প্রলাপ ও মৃত্যু ভয় প্রকাশ পায়; কখনও বা ভেদ ও বমন হইতে থাকে; রোগিণীর দেহ উত্তপ্ত এবং হস্ত ও পদ শীতল। রজঃ,—অতি অকালে প্রকাশ পায় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে; অবরুদ্ধ রজঃ অধিকারে পারলৌকিক নৈরাশ্য, কিম্বা রক্তকাস প্রকাশ পায়। আর্ত্তবাভাব অধিকারে স্নায়বিক শিরোবেদনা, মুখমণ্ডল সীসক বর্ণ, তৎসহ বিবমিষা, বমন ও উদরাময় রজঃকৃচ্ছ্র বা বাধক,—তৎসহ জরায়ু-ভ্রংশ, এস্থলেও ভেদ, বমন ও আবল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় রোগিণী স্বীয় বাটীর মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কথা কহে না, গর্ব্বিতা হয় এবং তাহার তৃষ্ণা বোধ ও বমন হইয়া থাকে। প্রসব বেদনায় রোগিণী অবসন্ন হইয়া পড়ে; দেহ সঞ্চালন মাত্রে মূর্চ্ছা যায় (আর্স্:)। প্রসবকালীন ধনুষ্টঙ্কার (অ্যা-হাইড্রো: বেল্: সাইকীউটা: হেলিবো: হায়ো: ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাকে:),—রোগিণী ফ্যাকাশে হইয়া যায়, হিমাঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হয়, দেহ শোণিত শূন্য হইয়া থাকে কিম্বা মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য হইয়া মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া উঠে, রোগিণী উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করে এবং স্বীয় পরিধেয়াদি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। প্রসবান্তিক উন্মাদ;—যাহাকে তাহাকে চুম্বন করিতে যায় (ক্রোকাস্: ফস্: ষ্ট্র্যামো:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরনলী মধ্যে আক্ষেপ; কণ্ঠ মধ্যে আক্ষেপান্তে "কোঁ কোঁ" শব্দ হয় (বেল্: ক্লোরাম্: ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাকে:)। সময়ে সময়ে হঠাৎ কণ্ঠনলী সংরুদ্ধ হইয়া যায়, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয় এবং অক্ষিগোলক বোধ হয় যেন বাহির হইয়া আসিতেছে। সামান্য সর্দ্দি অথচ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বিসূচিকা প্রাদুর্ভাবকালে, সর্দ্দিজ জরাধিকার কণ্ঠস্বর শূন্যগর্ভ ও ভগ্ন। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। বক্ষোপরে চাপ বোধ। বুক যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ অনুভব। শ্বাসরোগ,—বায়ু জলীয় ও শীতল হইলে; অতি প্রত্যুষে প্রকোপ আবির্ভূত হয় (অরাম্: ক্যাল্কে: কোণা:); পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে উপশম (বেল্: ক্যাম্ফো: স্পঞ্জী:); স্থির হইয়া থাকিতে ভালবাসে না; উর্দ্ধাঙ্গে স্বেদচারণান্তে শুক, ক্ষুক্ ক্ষুকে কাসি (আর্স্: ইপিক: ফস্:); আক্ষেপিক, ঘড়ঘড় শব্দকারী কাসি কিন্তু কিছুতেই কফ উঠে না; বায়ুনলীভুজের নিম্নতম শাখা মধ্যে উত্তেজনা জনিত গভীর, ঘঙ্ঘঙে, তীক্ষ্ণ ও হুপকাসির ন্যায় কাসি; গয়ার পীতবর্ণ, রজ্জুবৎ গাঢ় আঠার ন্যায় এবং তাহার স্বাদ লবণাক্ত বা পূতিময়;

কাসিতে কাসিতে নীলাঙ্গ হইয়া যায় এবং শীতল স্বেদোদ্গম হইতে থাকে; শ্লেষ্মাসহ শোণিত নিঃসৃত হয়; কাসির বৃদ্ধি=প্রাতে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত, উষ্ণ-গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে (ব্রাই: ইপিক্. পল্‌সে: সেনেগা: স্পঞ্জীয়া:), শয্যার উত্তাপে দেহ উত্তপ্ত হইলে (স্থাট্‌-মিউ: নক্স-মস্:), জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে (কার্ব্বো-ভেজি: কিউপ্রাম্: লাই: স্পঞ্জী: স্কীলা:) শিশু রোদন করিলে (অ্যাণ্ট-টার্ট: ক্যামো:) এবং কোন অসন্তোষ বা বিরক্তির কারণ হইলে (অ্যাকোন্: ষ্ট্যাফ্:)। হুপকাসির আক্ষেপিক অবস্থা; হেমন্ত ও বসন্ত কালের বহুব্যাপক হুপকাসি।

বক্ষ।—বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করিতে থাকে অথচ কাসিলে উঠে না। হৃদ্‌স্পন্দন ও মানসিক অস্থিরতা (অ্যাকোন্: আর্স্: স্পাই: সল্‌ফ্:)। একটু নড়িলেই শ্বাসাল্পতা অনুভব হয়। হৃদ্‌স্পন্দন বাহিরে দৃষ্টিগোচর হয়,—বক্ষের পঞ্জর উচ্চ হইয়া উঠে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা এত ক্ষীণ যে শিশু মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে পারে না, বিশেষতঃ হুপকাসি অধিকারে (কোনা:) বাতাশ্রয় বশতঃ গ্রীবা আড়ষ্ট বোধ হয় এবং ঐ আড়ষ্টতা নিতম্বে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। পাছায় ও পৃষ্ঠে যেন আঘাত লাগিয়াছে এইরূপ বেদনা (আর্ণিকা: আর্স্: ব্রাই:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—সকল প্রত্যঙ্গই যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত এইরূপ ক্ষীণ বোধ হয়। সময়ে সময়ে প্রত্যঙ্গাদি অবশ হইয়া যায় (সিপী: সাইলি:)। যেন কত পরিশ্রম করিয়াছে দেহে এইরূপ বেদনা। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে আঘাত-পতনাদিজনিত মত ব্যথা; বৃদ্ধি=শীতল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে; কিম্বা শয্যার উত্তাপে; উপশম=ইতঃস্তত পাদচারণে। অগ্র বাহুর মধ্যাংশে বেদনা,—যেন অস্থি নিষ্পিষ্ট হইতেছে। হস্ত ও পদ তুষারবৎ শীতল (সাইলি ক্যাম্ফো:)। পাদচারণের ব্যাঘাত,—প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম উরুশিখর অবশ বোধ হয় জঙ্ঘাডিমাতে খাল ধরে (ক্যাম্ফো: কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: প্লাম্: সিকেলী:)। পদদ্বয় মধ্যে তাড়িতের সংঘাত বা যেন বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা পদদ্বয় থাকিয়া থাকিয়া আলোড়িত হইতেছে এইরূপ অনুভব (অ্যাগার্: সাইকীউ: ম্যাঙ্গি: ষ্ট্রন্: জিঙ্কাম্:); শয্যায় শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয় (অ্যানাক্: আর্জেণ্ট-নাই:),—সুতরাং রোগী উঠিয়া বসে এবং পালঙ্ক হইতে পা ঝুলাইয়া থাকে (বেল্:) রোগী বেড়াইয়া বেড়াইলে ভাল থাকে। চরণদ্বয়ে, বিশেষতঃ জানুতে যেন গুরুভার প্রস্তর আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ বেদনা (ক্যাম্ফো: রাস্:); আরাম পাইবার আশায় বেড়াইতে বাধ্য হয়। হঠাৎ চরণদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে। পদদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল, বোধ হয় যেন সেই অংশের শিরা ও ধমন্যাদির মধ্য দিয়া তুষার শীতল জল প্রবাহিত হইতেছে। দণ্ডায়মান অবস্থায় পদাঙ্গুলি মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা (পা নামাইতে পারে না=আরাম মিউ:)

সার্ব্বাঙ্গিক।—রোগীর দেহ কম্পিত বা চমকিত হইতে থাকে। প্রসবান্তিক ধনুষ্টঙ্কার। ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ,—পারত্রিক বিষয়ে উত্তেজনা সম্ভূত পীড়া; শিশুদিগের আক্ষেপ; শিশু ভীত হয়, তাহার মুখমণ্ডল পরিম্লান প্রতীয়মান হয় এবং ললাটে শীতল স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে; আক্ষেপের পূর্ব্বে বা পরে কাসি হয়; কোন কোন স্থলে আক্ষেপান্তে রোগী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত

হয় (মস্কাস্: ইগ্নাস্থি:)। অবিরাম বা দৃঢ়াক্ষেপ ;—কর ও চরণ তলের পেশী অত্যন্ত টান বা সাঁটিয়া ধরে। অপর্য্যাপ্ত তরল মল ত্যাগান্তে হস্ত পদাদিতে ও ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে খাল ধরে (কিউপ্রাম্-অ্যাসেট্: কিউপ্রাম্-আর্স্:)। অহিফেন ও তামাকু সেবন জনিত নানাবিধ রোগাদি। অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা বোধ ; সিঙ্কোনার অপব্যবহারান্তিক দুর্ব্বলতা। শিশুর হুপ্‌কাসি ; সে অত্যন্ত ক্ষীণ এবং তাহার বিলেপী জ্বরের ন্যায় জ্বর হয়। পক্ষাঘাত,—বিসূচিকার পর, কিম্বা অন্য কারণে অপরিমিত দৈহিক রসক্ষয়ান্তে। রোগিণী সর্ব্বদা শুইয়া থাকে ; উঠিতে গেলেই বা উঠিলেই মহা অস্বস্তি বোধ হয় এবং তাহার ললাটে শীতল স্বেদোদ্গম হয়। হঠাৎ আলস্য বোধ হয় (ক্রোটেল্: সিপী: আর্স্: গ্র্যাফ্: ইপিক: নক্স্: ফস্: সেলিন্:—বিসূচিকাধিকারে=অ্যা-হাইড্রো: ক্যামো: কোল্‌চি:)। গাত্রের চর্ম্ম ও পেশী সকল শিথিল। গাত্রচর্ম্মে শোণিতাভাব ; পূয আশোষণ জনিত পীড়া (আস্ট্যাক্স্: ল্যাকে: আর্স্: হিপোজ্রিন্:)। প্রস্রাব অত্যন্ত ঘোর ; দেহের স্থানে স্থানে কালিমা উদ্গত হয় ; রোগী এতই দুর্ব্বল যে চলিতে গেলে টলিতে থাকে (ক্যাম্প্: কোণা: ইগ্নে: ক্যালী-ব্রোম্: নক্স-মস্: নক্স-ভম্:)।

ত্বক।—কুঞ্চিত ত্বক (সিকেলী:) ; দেহের কোন অংশ টিপিলে তথাকার ত্বক অনেক ক্ষণ কুঞ্চিত হইয়া থাকে (কিউপ্রাম্-অ্যাসেট:)। সর্ব্বাঙ্গ শীতল অথচ গাত্রদাহ বোধ হয়। গাত্রত্বক নীল বা বেগুনী বর্ণ এবং উত্তাপ হীন। গাত্রে কিম্বা হস্ত ও মুখমণ্ডলে অরণিকা বা লালবর্ণ উদ্ভেদ উদ্গত হয়। কচ্ছুর ন্যায় শুষ্ক উদ্ভেদ। গাত্রত্বকের কোন অংশ স্ফীত বা পুরু হইলে তথা হইতে শল্ক উঠিতে থাকে। বিস্তৃতিপ্রবণ বিসর্প। ঘাম,—অতি ধীরে আবির্ভূত হয় এবং বর্ণ ম্লান ;. রোগীর গাত্রত্বক অনেক স্থলে নীলাভ হয় ; শোণিত স্রাব হয় কিন্তু তাহাতে প্রকোপের শান্তি হয় না ; রোগী সর্ব্বদা নিদ্রালু, ক্ষীণ এবং হিমাঙ্গ ; তাহার নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম ; প্রচণ্ড কাসি এবং বমনোদ্রেক বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাদ্বারা উপকার দর্শে।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা। বাতশ্লেষ্মা জ্বরাধিকারে রোগী তিন দিবস অবিরাম নিদ্রা যায়। নিদ্রালু,—নিদ্রাবেশ হইবামাত্র যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপ ভাবে চমকাইয়া উঠে এবং তজ্জন্য তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় ; ইহার পর জ্বর আইসে। নিদ্রিত অবস্থায় রোগীর বাহুদ্বয় তাহার মস্তকের উপর বিস্তৃত থাকে (ক্যাষ্টর-ইক্: প্ল্যাট্: ল্যাক্-ক্যান্: মিডহ্বন্: পল্‌সে:) এবং অস্পষ্ট যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিতে থাকে (এল্যাম্থাস্: বেল্: ইপিক্: লাই:—বিসূচিকাধিকারে=অ্যা-মিউ:)। রাত্রে রোগী উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার নিদ্রা হয় না। স্বপ্ন যেন জলে ডুবিতেছে (ভরেট্-ভির্. জিঙ্কাম্:) ; যেন একটা কুকুর দংশন করিতেছে এবং রোগী পালাইতে পারিতেছেনা (যেন তাহাকে দংশন করিয়াছে=সল্‌ফ্:) ; যেন কে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে (যেন বন্য পশু তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে=সল্‌ফ্:—মত্ত ষণ্ড তাড়া করিতেছে=ইগ্নীয়াম্ ;—বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি তাহাকে তাড়া করিতেছে=নক্স-ভম্:) ; দস্যুর স্বপ্ন (আর্ণি: ক্যালী-কার্ব: ম্যাগ্-কার্ব: মার্ক: ন্যাট্-মিউ: সাইলি:),—ভীত চকিত ভাবে জাগিয়া উঠে এবং তাহার স্থির বিশ্বাস হয় যে তাহার স্বপ্ন সত্য (ন্যাট্-মিউ:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থা,—তৃষ্ণা, দীর্ঘস্থায়ী ও প্রবল শীত,—উত্তাপ প্রয়োগেও বা বস্ত্রাদির উত্তাপেও শীতের উপশম হয় না (অ্যারেনীয়াঃ ক্যামোঃ)। মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সঞ্চরণশীল আভ্যন্তরিক শীত; তৃষ্ণা। সমগ্র দেহে শৈত্য অনুভূত হয় এবং জল পান করিলে শীত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (ক্যাপ্স্ঃ ইউপেট্‌-পার্ফোল্ঃ নক্স্‌-ভম্ঃ); শয্যা হইতে বহির্গত হইলে একটু কম পড়ে। একই অংশে এই উত্তাপ বোধ হইতেছে এবং পরক্ষণেই আবার তথায় শৈত্য আবির্ভূত হইতেছে, কিম্বা এই এক অংশে উত্তাপ অনুভূত হইল আবার পরক্ষণেই অন্যত্র শীত বোধ হইল (পল্‌সেঃ)। পদদ্বয়, বাহু ও স্কন্ধ মধ্যে শীত বোধ হয়,—যেন ঐ সকল অংশের অস্থি মধ্যে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। গাত্রত্বক হিমবৎ শীতল এবং চট্‌চটে ভাব বিশিষ্ট। ভেদ ও বমন বর্ত্তমান থাকে (ইল্যাট্ঃ)। চরণদ্বয় অত্যন্ত শীতল,—যেন তন্মধ্যে শীতল জল প্রবাহিত হইতেছে (হেলোডার্মাঃ ক্যাম্ফোরাঃ)। উত্তাপাবস্থা,—উত্তাপ অধিকাংশ স্থলে আভ্যন্তরিক; তৃষ্ণা, কিন্তু জল পান করিতে চাহে না কিম্বা ক্রমাগত শীতল পেয় দ্রব্য পান করিতে চাহে; কোন পানীয়ই রোগীর মনোমত শীতল বোধ হয় না। উত্তাপ পৃষ্ঠ বহিয়া শিরোপশ্চাতে আরোহণ করে। মস্তক উত্তপ্ত, জড়তাযুক্ত এবং মস্তিষ্কের জড়তা অনুভূত হয়; মস্তকে প্রথমে একটু উত্তাপ আবির্ভূত হয়, পরে ললাটে ক্রমাগত শীতল স্বেদোদ্গম হইতে থাকে। মুখমণ্ডলে রক্তিমা ও উত্তাপ প্রকাশ পায়; গণ্ডদ্বয় আরক্তিম এবং জ্বালা করিতে থাকে। শিরা মধ্য দিয়া যেন হিমবৎ শীতল শোণিত প্রবাহিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (হেলোডার্মাঃ রাস্ঃ ওপীঃ)। স্বেদাবস্থা,—এ সময় তৃষ্ণা থাকে না; ঘর্ম্ম অপর্য্যাপ্ত, শীতল এবং আঠাবৎ (অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম অথচ প্রবল তৃষ্ণা=আর্সঃ চায়নাঃ); ঘর্ম্মাবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায় শোণিতহীন ও ফ্যাকাশে প্রতীয়মান হয়; ঘর্ম্ম,—কটু, নক্কারজনক গন্ধ বিশিষ্ট, এবং বস্ত্রাদিতে লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় (কার্ব্বো-অ্যানিঃ মার্কঃ থুযাঃ) একটু নড়িলেই স্বেদোদ্গম হয় (ব্রাইঃ হিপারঃ সিপীঃ)। প্রতি বার মলত্যাগের ও শ্লেষ্মা বমনের পর ললাটে শীতল ঘর্ম্মোদ্গম হয়। বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব কালে দেহাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রাদি মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য জনিত বা বিষাশ্রিত সবিরাম জ্বর; কিম্বা কুইনিন্ অপব্যবহার জনিত সবিরাম জ্বর। বাতাশ্রিত জ্বর,—অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইতে থাকে, রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং মলতারল্য আবির্ভূত হয়। বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব কালীন আন্ত্রিক বা বাতশ্লৈষ্মিক বা বিকার সংশ্লিষ্ট জ্বর, কিম্বা যে সকল জ্বরে রোগীর হঠাৎ জীবনী শক্তির হিমাঙ্গাবস্থা উপস্থিত হয়।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ—অ্যাকোন্ঃ (কষ্টী), ক্যাম্ফোঃ (মাথাব্যথা) সিঙ্কোঃ কফীয়াঃ।

অনুকূল সম্বন্ধ।—আর্সঃ চায়নাঃ অ্যাফস্ঃ কিউপ্রাম্ ও ইপিকাকুয়ন্‌হার পরে প্রায়ই "ভেরেট্রাম্" প্রয়োজন হইয়া থাকে, এবং "ভেরেট্রামের" পর প্রায়ই আর্সঃ আর্নিঃ চায়নাঃ কিউপ্রাম্ ও ইপিকাক্ঃ প্রয়োজন হয়।

তুলনীয়।—কপালে শীত ঘর্ম্ম (ট্যাবেকাম সমস্ত শরীরে); অশ্লীল কথা, প্রণয় বা ধর্ম্ম কথা—হায়সাঃ ষ্ট্র্যামোঃ। সামান্য সঞ্চালনে মূর্চ্ছাভাব—সলফঃ কার্ব্বো-ভেজিঃ। মস্তকের

শীর্ষদেশে বরফ রহিয়াছে অনুভব—সিপিয়া:। অম্ল বা সরস দ্রব্যে স্পৃহা—ফস্ফ-অ্যাসিড:। পেটে ঠাণ্ডা বোধ—কষ্টি: ট্যাবেকাম:। জলপানে বমন বৃদ্ধি—আর্স:। ভয়ের পর কলেরা—অ্যাকোন:। কোষ্ঠবদ্ধতা—সলফ: ব্রায়ো:। ভাঁটার মত মল—ওপিয়াম:। ঋতুকালে দুর্ব্বলতা—আলুমিনা: কালিকা:। ভয় জন্য অতিসার—জেলস্:। কলেরায়—জ্যাট্রাফা:। বমন—পডো:। বেদনাবিহীন—আইরিস: ক্রোটন: ইলীটে:। গলার দিক সরু বা শীর্ণ—ন্যাট্রাম:। হিমাবস্থা, ভেদ বমনসহ তন্দ্রা—অ্যান্টি-টার্ট:। শীতল জলপানে—আর্স:। পেট বেদনা—কলোসিন্থ:। বেদনা জন্য মূর্চ্ছা—ক্যামো: হিপার: ভ্যালেরি:। মানসিক আবেগ জন্য আক্ষেপ—ইগ্নেসিয়া:। আক্ষেপসহ জিহ্বার আক্ষেপ—নক্স-ভমিকা:। সবিরাম জ্বর—ল্যাকেসিস্:। পরিত্রাণ জন্য ভীত হওয়া—সলফর:। নাভিস্থলে অন্ত্র বৃদ্ধি—ব্রায়ো: ন্যাট্রাম:। দেহে কর্ত্তনবৎ, আক্ষেপিক, ছিন্নকরণবৎ বেদনা—কলোসিন্থ:। হাস্য ও ক্রন্দন পর্য্যায়ক্রমে—অরম: পলস: লাইকোপ: সিপিয়া: ষ্ট্রাম: ফস্ফরস: সলফর:। বাচালতা—কুপ্রাম: ল্যাকেসিস: ওপিয়ম:। চুম্বন করা—অ্যাগারিকাস:। রাত্রিকাণা—নক্স-ভম: বেলাডনা:। বিষ্ঠার গন্ধ (নাকে) আনাকার্ড: ইত্যাদি।

সদৃশ।—কিউপ্রাম্ (কিন্তু জলাদি পানে এতজ্জনিত কাসির উপশম হয় এবং যৎসামান্য মল নিঃসৃত হইলেই প্রত্যঙ্গাদিতে খাল ধরে); ব্রাই: (মলকাঠিন্য)। য্যাট্রোফা (অণ্ডলালাবৎ বমন, জলবৎ তরল মল ছিটকাইয়া নির্গত হয় এবং উদর ও জ্যাডিয়া খাল ধরিয়া সমতল হইয়া যায়); রিসিনাস্ (বিসূচিকাধিকারে স্তম্ভিত ভাব,—অথচ সে অবস্থাতেও ভেদ ও বমন সমভাবে চলিতে থাকে); বাধকাধিকারে ভেদ ও বমন বর্ত্তমান থাকিলে "অ্যামন্-কার্ব্:" ও "বোভিষ্টার," পর "ভেরেট্রাম" বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। অধিবন্তু অ্যাকোন্: আর্স্: ক্যাম্ফো: কোল্চি: ক্রোটন: ওপী: প্লাম: সিকেলী: ট্যাবাক্: ভ্যালি:।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, টিপিলে, হেঁট হইলে, উত্তাপ এবং উষ্ণ জল পানে, শীতল দ্রব্য পান বা আহার করিলে, জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে, উষ্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, জলীয় বায়ু সংস্পর্শে, ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও সময়ে, স্বেদোদ্গম কালে এবং ভয় পাইবার পর।

উপশম।—স্থির হইয়া থাকিলে, পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে, লম্বভাবে চিৎ হইয়া শয়ন করিলে এবং পাদচারণকালে।

শক্তি।—১ম দশমিক হইতে ২০০ শততমিক ক্রম। বিসূচিকায় অধিকাংশ চিকিৎসক ৬ষ্ঠ, ১২শ এবং ৩০ শততমিক ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—২০ হইতে ৩০ দিন।

ভেরেট্রাম ভিরিডি

(VERATRUM VIRIDE.)

নামান্তর।—হেলোনিয়াস ভিরিডিস্।

প্রস্তুতি।—তাজা মূল হইতে আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—অন্ধত্ব; আর্ত্তাবভাব; সংন্যাস; হাঁপানি; অন্ধান্ত্র প্রদাহ; নীহার কণ্ডু; তাণ্ডব; আক্ষেপ; দ্বিদর্শন; বিসর্প; মাথাধরা; হৃৎপিণ্ডের পীড়া; হিক্কা; বহুব্যাপক সর্দ্দি; ম্যালেরিয়া জ্বর; হাম; মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ; ঋতুরোধ; অন্ননালীর আক্ষেপ; অণ্ডকোষ প্রদাহ; ফুস ফুস প্রদাহ; সূতিকাক্ষেপ; সূতিকোন্মাদ; স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা; মেরুমজ্জার রক্তাধিক্য; প্লীহার রক্তাধিক্য; সূর্য্যাঘাত; সান্নিপাতিক জ্বর; জরায়ুতে রক্তাধিক্য।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তিষ্ক মধ্যে অত্যধিক শোণিত সঞ্চয় বশতঃ উন্মত্ত প্রলাপ, প্রচণ্ড শিরোবেদনা, নাড়ী অত্যন্ত পুষ্ট এবং অত্যধিক উত্তাপ এবং মুখমণ্ডলে ঘোর রক্তিমা; বস্তিগহ্বরস্থিত এবং দেহের অন্যান্য অংশের যন্ত্রাদি মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য এবং উক্তরূপ ধামনিক শোণিত প্রসারণ; মস্তিষ্ক এবং অন্ননলী, অন্নবেষ্ট, হৃৎপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতির উক্তরূপ ধামনিক লক্ষণ সংযুক্ত প্রদাহে ইহা অদ্বিতীয় বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। যে সকল ব্যক্তির দেহে শোণিতের ভাগ অত্যন্ত অধিক, তাহাদিগের পক্ষে উক্ত ভেষজ বিশেষ উপযোগী। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক; মস্তিষ্কতলে এবং বক্ষ, মেরুদণ্ড ও পাকস্থলী মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য। কোন যন্ত্রের বা কোন অংশের প্রদাহাধিকারে যন্ত্রণাধিক্য। তরুণ বাতব্যাধি অধিকারে ভয়ানক জ্বর, পুষ্ট অনমনীয় ও দ্রুতগতি নাড়ী, সন্ধি ও পেশী মধ্যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা এবং প্রস্রাব অত্যন্ত অল্প ও লালবর্ণ। শিশু কম্পিত হইতে থাকে এবং তাহার দেহ থাকিয়া থাকিয়া আলোড়িত হইয়া উঠে, তড়কা হইবার সূচনা, রোগীর মস্তক অনবরত দুলিতে বা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতে থাকে। স্নায়বিক কিম্বা পাকাশয়িক শিরোবেদনা। ঋতু রোধ বশতঃ মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য,—প্রচণ্ড সংন্যাস রোগের প্রকোপ,—ভয়ানক বিবমিষার উদ্রেক হয় এবং বমন হইতে থাকে। শিরোমধ্যে শোণিতাধিক্য সঞ্চয়জনিত সংন্যাস,—মস্তক উত্তপ্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ, অস্পষ্ট কথা, নাড়ী ধীর, পুষ্ট এবং লৌহ তারের ন্যায় কঠিন। মস্তিষ্কতলস্থিত আবরণী প্রদাহ অধিকারে ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, দৃষ্টি অস্পষ্ট, মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে; শিশুর যখন তখন ধনুষ্টঙ্কার হইবার সম্ভাবনা হয়। মস্তিষ্ক মেরুমজ্জার রোগ,—আক্ষেপ উপস্থিত হয়, অক্ষিতারকা প্রসারিত হয়, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ—দেহ ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায় এবং শীতল, আঠাবৎ স্বেদোদ্গম হইতে থাকে। অর্কাঘাত (সর্দ্দি গর্ম্মি রোগ) মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয়, ধমনী সকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে, শব্দ সহ্য হয় না এবং চক্ষে প্রত্যেক বস্তু দুইটী বা তাহার অংশ

মাত্র দেখে। জিহ্বা শ্বেত বা পীত লেপাচ্ছন্ন এবং মধ্যস্থলে একটী রক্তিমা রেখা প্রতীয়মান হয়; জিহ্বা বোধ হয় যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে। নাড়ীর গতি হঠাৎ দ্রুত হইয়া ধীরে ধীরে কমিতে থাকে এবং অবশেষে স্বাভাবিক অপেক্ষা ধীর গতি হইয়া যায়; কখনও বা ধীর গতি, কোমল ও ক্ষীণ, আবার কোন কোন সময় অপরিমিত ও সবিরাম গতি প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্তম্ভিত ভাব। বুদ্ধির জড়তা; স্মৃতি লোপ; শিরোঘূর্ণন ও মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিতাধিক্য বশতঃ উন্মাদ। প্রসবান্তিক উন্মাদ,—কাহারও সহিত কথা কহে না, সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্তে (ল্যাকে:); চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে না,—তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার ভয় হয়; বিষ প্রযুক্ত হইবার ভয় (হায়ো: রাস:); রোগীর নিদ্রা হয় না এবং তাহাকে শয়নগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। চিত্তবিষাদ (জেল্: ন্যাট-মিউ: পল্‌সে:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে (বেল্: ব্রাই: লাই: ন্যাট্-মিউ: ফস্: পল্‌সে: রাস্-টক্স:); আসন বা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে বিবমিষা ও বমনসহ শিরোঘূর্ণন (নক্স্-ভম্: ফস্: পল্‌সে: স্যাঙ্গিউ: সল্ফ:); উপশম=চক্ষু মুদিত করিয়া (কোণা: ডিজিট্: ফেরাম্: ফেল্যান্: পাইপার-মিথ: সেলিন্:) কোন বস্তুর উপর স্থির ভাবে মস্তক রক্ষা করিলে (স্যাবাড:)। শিরোবেদনা,—গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া মস্তকে সঞ্চারিত হয় (স্যাঙ্গিউ: সাইলি: স্পাইজি:),—শিরোঘূর্ণন, অস্পষ্ট দৃষ্টি (সাইক্লেম:) এবং তৎসহ প্রসারিত তারকা; মস্তক পরিপূর্ণ এবং ভার বোধ হয়। মস্তিষ্ক কেন্দ্র মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য জনিত সংন্যাস; মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয়, গ্রীবাদেশীয় ধমনীদ্বয় ভয়ানক দপ্‌দপ্ করিতে থাকে, শব্দ এবং আলোক সহ্য হয় না, মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে, কথা জড়াইয়া যায় এবং নিম্নাঙ্গ চিন্‌চিন্ বা তন্মধ্যে যেন অসংখ্য পিন্ ফুটিতেছে এইরূপ বোধ হইতে থাকে। নাড়ী পুষ্ট, ধীরগতি এবং লৌহ তারের ন্যায় অনমনীয়; কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইতে থাকে এবং প্রত্যেক বস্তুকে দুইটী দেখে বা তাহার অংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় (জেল্: গ্লোন:)। দক্ষিণ রগদেশে চক্ষের নিকটে শূলবেদনা অনুভূত হয়। প্রচণ্ড ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—বমন হইতে থাকে (আইরিস:)। ঋতুরোধ বশতঃ শিরোমধ্যে শোণিতসঞ্চয় (ককীউ: গ্র্যাফ ল্যাকে:),—মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনা বশতঃ ভয়ানক বিবমিষা ও বমনের উদ্রেক হয় (অ্যাপোমর্ফীয়া:)। মস্তিষ্ক=মেরুমজ্জাপ্রদাহ প্রবল জ্বর, আক্রান্ত অংশে অত্যধিক শোণিত সঞ্চয় সংঘটিত হয়, ক্রমে মাথা চালা আরম্ভ হয় (সাইকীউ: হায়ো: পডো: সাইলি: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট-অ্যাল্‌বাম্:), বমন হইতে থাকে, কিম্বা অস্থিসার, শীতল মুখমণ্ডল, নাড়ী অত্যন্ত ধীর গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস আয়াসসাধ্য; ইহার উপর কোন কোন স্থলে ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ উপস্থিত হয়, দেহ বাহির বা পশ্চাদ্দিকে ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায় এবং রোগীর দেহ শীতল আঠাবৎ ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে। প্রতি বার রজঃ আবির্ভাবের প্রাক্কালে শিরোবেদনা আরম্ভ

হয়, রোগিণীর ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ হওয়ায় তাহাকে অন্ধকার গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতে হয় (স্ট্যাঙ্গিউ: সিপীয়া: সাইলিশীয়া:)। মস্তক ও মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বিক বিস্তৃতি প্রবণ বিসর্প (এরাণ্ডো: ষ্ট্রামোম্:), আক্রান্ত অংশ স্ফীত হইয়া উঠে।

চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি, তারকা প্রসারিত। দীপশিখার চতুর্দ্দিকে সবুজ মণ্ডল দৃষ্ট হয় (ফস্: সিপী: সল্ফ:) এবং শিরোঘূর্ণন আবির্ভাবান্তে উহা লাল মণ্ডলে পরিণত হয়। আঘাত জনিত অক্ষিপুটের বিসর্প। চক্ষু আবর্ত্তিত ও সঙ্কুচিত হইতে থাকে; অক্ষিগোলক ঘূর্ণিত হইতে থাকে (বেল্: ক্যামো: হায়ো: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট অ্যাল্:); অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত (কষ্টি: জেল্: গুয়্যারীয়া: নক্স্-মস্: স্পাই: ভেরেট-অ্যাল্:)। গাত্রোত্থান করিতে গেলে দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে এবং মূর্চ্ছোপক্রম হয়।

কর্ণ।—দ্রুতবেগে গাত্র সঞ্চালন করিতে গেলে বধিরতার আবির্ভাব হয় এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ ধ্বনি; মস্তক মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য; বিবমিষা ও বমন, কর্ণদ্বয় শীতল ও ফ্যাকাশে। কোনরূপ শব্দ সহ্য হয় না।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল শীতল, নীলাভ, এবং শীতল স্বেদাপ্লুত; নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, অস্থিসার, শীতল ও নীলিমালিপ্ত; ওষ্ঠদ্বয় এবং নাসাপুটের চতুষ্পার্শ্ব ফ্যাকাশে প্রতীয়মান হয়। মুখের পেশী সকল সবেগে আক্ষিপ্ত বা স্পন্দিত হইতে থাকে (আয়োড্: ইপিক্: লাই: মার্ক-কর্:),—বিশেষতঃ গণ্ডদেশের পেশী (ভ্যালি:)। মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত বা উদ্দীপ্ত (অ্যামিল্: ব্যাপ্‌টি: বেল্: গ্লোন্: ওপী:),—মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিতাধিক্যসঞ্চয়াধিকারে; চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ। মুখের এক কোণ নিম্ন বিশেষতঃ বাম কোণ (আর্নি: গ্র্যাফ্: ওপী: ফস্:)। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, মুখবিবর শুষ্ক কিম্বা ঘনীভূত আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা লিপ্ত (বেল্: ক্যালী-বাই: ন্যাট্র-সল্ফ্:)।

মুখবিবর।—মুখ মধ্যে প্রচুর লালা সঞ্চয় (অ্যা-নাই: আয়োড্: মার্ক: সাইকীউ: ইউক্যালিপ্‌ট্: পডো: ষ্ট্র্যামোন্:)। জিহ্বা,—শ্বেত বা পীতবর্ণ এবং মধ্যস্থলে একটী রক্তিম রেখা প্রতীয়মান হয়; কিম্বা শুষ্ক, আর্দ্র, শ্বেত বা পীত লেপাচ্ছন্ন কিম্বা উভয় পার্শ্ব লেপ রহিত; জিহ্বা যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে (স্ট্যাঙ্গিউ: সাইমেক্স্: কলোসিন্থ: হাইড্রাষ্ট্: আইরিস: লরো: লাই: প্ল্যাট্: ফাইটো:) এইরূপ জ্বালা যুক্ত। সংন্যাসাধিকারে বাঙনিষ্পত্তি হয় না।

গলমধ্য।—প্রবল হিক্কা এবং কণ্ঠ মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা ও উত্তাপ বোধ। তালুমূলের উভয় পার্শ্বস্থিত গহ্বর ও অন্ননলী মধ্যে জ্বালা অনুভূত হয় এবং পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইয়া থাকে। অন্ননলীর আক্ষেপ বা পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ (জেস্. লিসিন্ নাযা) এবং তজ্জন্য কখন ফেনিল শোণিতাক্ত শ্লেষ্মা উত্থিত হয় এবং কখন হয় না এবং প্রবল হিক্কা হইতে থাকে। বোধ হয় যেন একটা গুল্ম অন্ননলীর মধ্য দিয়া বুকাস্থির শিখরদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইতেছে (ইগ্নে: ক্যালী-ফস্: ক্যালী: ফাইজস্:)।

পাকস্থলী।—বুকজ্বালা,—কণ্ঠ মধ্যে তিক্ত বা অম্ল রস উত্থিত হয় (ক্যাল্কে:)। বমন,—একবার আরম্ভ হইলে অনেকক্ষণ চলে; আহারান্তে চিক্কণ শ্লেষ্মা বমন হয়; শোণিত কিম্বা পিত্ত বমন হইয়া থাকে। প্রাদাহিক বা মস্তিষ্কের নানাবিধ রোগের বমন (অ্যাপোমর্ফীয়া:),

অতি সামান্য আহার বা পান করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যায়। উর্দ্ধোদর ও নাভীপ্রদেশ হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া বিটপদেশে সঞ্চারিত হয়। পাকাশয়ের নিম্নাংশে ভয়ানক প্রাণান্তক যন্ত্রণা বোধ। পাকস্থলী মধ্যে প্রচণ্ড আকর্ষণ বা মুচড়ানবৎ বেদনা,—যেন পাকস্থলী মেরুদণ্ডেরদিকে সাঁটিয়া ধরিতেছে এবং তজ্জন্য পৃষ্ঠের মধ্যাংশে বেদনা অনুভূত হয়। যখনই পাকাশয় মধ্যে বেদনার আবির্ভাব হয়, তখনই সেই বেদনা প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর বমনে পরিণত হয়।

অন্ত্রাশয়।—পাকাশয়ে খাল ধরিবার পরে উদর বোধ হয় যেন ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। নাভীর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া কুঁচকী প্রদেশে সঞ্চারিত হয়। অন্ত্রপ্রদাহ অধিকারে ভয়ানক জ্বর, শিরা ও ধমনীর সন্তাপ, বমন এবং কালচে, শোণিতাক্ত মল ত্যাগ হইয়া থাকে। নাভী প্রদেশে প্রচণ্ড ছেদনবৎ বেদনা এবং অন্ত্রকূজন। অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ, নাড়ী অনমনীয় এবং দৃঢ়। বস্তিগহ্বরের অব্যবহিত উর্দ্ধাংশে উদর মধ্যে ব্যথা ও স্পর্শাসহনীয়তা।

মলান্ত্র ও মল।—মল,—রক্তাক্ত; বাতশ্লেষ্মা জ্বরে কাল বর্ণ; প্রাতে অপর্য্যাপ্ত এবং ফিকা বর্ণ, পেট কামড়াইয়া থস্থসে মল ত্যাগ হইয়া থাকে। অর্শ,—বলি লাল বা ঘোর নীল বর্ণ, মলান্ত্র মধ্যে শূলবৎ বেদনা।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবান্তে মূত্রমার্গ জ্বালা। মূত্র—অতি অল্প; নির্ম্মল; কিম্বা ঘোলাটে; তলানি লালাভ এবং মূত্রে পলি বা সরবৎ পদার্থ ভাসে। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—উভয় অণ্ডকোষ মধ্যেই বেদনা,—বৃদ্ধি বাম কোষে এবং প্রাতে; বেদনা অণ্ডকোষ হইতে সময়ে সময়ে উদর মধ্যে উত্থিত হয়। বাম অণ্ডকোষ মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তবশূল বা বাধক,—অত্যধিক শোণিতসঞ্চয় এবং ভয়ানক যন্ত্রণাজনক মূত্রকৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকে,—বিশেষতঃশোণিত-প্রধানা রমণীদিগের। ঝিল্লিনির্ম্মোচক বাধক জরায়ু প্রদেশে অত্যন্ত ব্যথা,—যেন তথায় স্ফোটক উৎপন্ন হইতেছে। ঋতু রোধ বশতঃ মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত সঞ্চয়। শৈত্য সংস্পর্শ সম্ভূত আর্ত্তবাভাব শীতার্ত্ততা, আদৌ কোনরূপ স্রাব হয় না, জরায়ু বা উত্তরণী প্রদেশে ভার বোধ, শিরোমধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা, উত্তাপ এবং ধমন্যাদির দপ্দপানি অনুভূত হয়, চিত্ত বৈকল্য সংঘটিত হয় এবং রোগিণী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে। গর্ভাবস্থার বমন। প্রসবকালীন ধনুষ্টঙ্কার,—উন্মত্ত প্রলাপ, ধামনীক উত্তেজনা এবং শীতল আঠাবৎ স্বেদোদ্গম হইতে থাকে। সূতিকাজ্বর, স্তন্য ও ক্লেদস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়; নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ; কিম্বা অনমনীয় এবং লম্ফনবৎ গতি বিশিষ্ট। গর্ভপাতান্তে ফুল আটকান (স্যাবাইঃ সিপীঃ নক্স্-ভম্ঃ)।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসকৃচ্ছ্র বা আয়াসসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাস,—রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় (ব্রোম্ঃ মার্কঃসলঃ আর্স্-আয়োড্ঃ ক্যস্ঃ অ্যান্ট-টার্টঃ রীউমেক্স্ঃ) ফুসফুস্প্রদাহাধিকারে।

বক্ষ মধ্যে চাপ বোধ। কাসি,—ক্রুক্কুকে, শুষ্ক এবং বক্ষবিদারক ; কিম্বা তরল শ্লেষ্মা সংযুক্ত ঘড়ঘড়-শব্দকারী ; গরম স্থান হইতে শীতল স্থানে গেলে বৃদ্ধি হয় (ফস্: ভেরেট্-অ্যাল্ব্:)। পাদচারণ করিলে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, নিয়মিত ভাবে মলত্যাগ এবং রাত্রে নিদ্রা হয় না। বমনের নিবৃত্তির পর বুক সাঁটিয়া ধরে। বক্ষ মধ্যে শোণিতাধিক্যসঞ্চয় বশতঃ দ্রুত শ্বাস্প্রশ্বাস্, বিবমিষা ও বমন ; হৃদ্প্রদেশে অস্পষ্ট জ্বালাও অনুভূত হয়। ফুসফুসপ্রদাহ, শোণিতসঞ্চিতাবস্থা (স্যাঙ্গিউ:), উত্তাপ অত্যন্ত অধিক, নাড়ী লৌহতারের ন্যায় কঠিন, পুষ্ট এবং ইহার সহিত পাকাশয়িক উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে ও তজ্জন্য বিবমিষার উদ্রেক এবং বমন হইতে থাকে ; অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম। তরুণ বায়ুনলীভুজ প্রদাহ ও শ্বাসরোগাধিকারে ফুস্ফুস মধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য, জ্বরের প্রকোপাধিক্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বিবমিষা, বমন এবং অনমনীয়, ও লম্ফমান নাড়ী। হৃদন্তর্বেষ্টপ্রদাহ ও হৃদ্বহির্বেষ্ট প্রদাহ ; ধমনী, প্রভৃতি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব ধারণ করে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত বেগবান হয় এবং তন্মধ্যে মহা অস্বস্তি অনুভূত হইতে থাকে। হৃদ্প্রদেশে জ্বালা ও পিনবেধবৎ বা অস্পষ্ট বেদনা অনুভব হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন উচ্চ শব্দকারী ও প্রবল ধমন্যাদির উত্তেজনা জনক। অবসন্নতা ও চতুর্দ্দিক অন্ধকার দর্শন,—শয্যা হইতে উঠিতে গেলে (আর্স্: সিকেলী:) কিম্বা হঠাৎ দেহ সঞ্চালনে ; স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে ভাল থাকে (সিপীয়া:) নাড়ী হঠাৎ দ্রুতগতি হইয়া ধীরে ধীরে শ্লথ গতি হইয়া আইসে এবং ক্রমে স্বাভাবিক অপেক্ষা ধীর গতি প্রাপ্ত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে এবং স্কন্ধদেশে নিরন্তর ব্যথা বোধ হয় এবং মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে কষ্ট হয়। পৃষ্ঠের পেশীর সঙ্কোচন বশতঃ মস্তক পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বহিরায়াম আক্ষেপ, ধমন্যাদি উত্তেজিত ভাব ধারণ করে ; হস্ত ও চরণ তুষার শীতল ; প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে বৈদ্যুতিক সংঘাত বোধ হয় (অ্যাষ্টিরীয়াস্-রীউব্: , এবং মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা মধ্যে শোণিতাধিক্য প্রবেশ বশতঃ চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত সমগ্র মেরুদণ্ড উত্তাপ বিশিষ্ট ও রক্তিমান্বিত এবং শিরোপশ্চাৎ উত্তপ্ত অনুভূত হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ উরু মধ্যে যেন অস্ত্র বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। দক্ষিণ গুল্ফ বোধ হয় যেন সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে (ব্রাই: ক্যাল্কে-ফস্:),—রোগীর চলাফেরা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে ; পরে বামগুল্ফ আক্রান্ত হয়। বাতাশ্রয়,—বিশেষতঃ বাম স্কন্ধে (ফেরাম্: লিডাম্: নক্স-মস্: ফাইটো: সল্ফ:—দক্ষিণ স্কন্ধে=স্যাঙ্গিউ: ভায়োলা-ট্রাই:),—প্রবল জ্বর এবং অতি অল্প পরিমাণ লাল বর্ণ প্রস্রাব হয়। স্থান-পরিবর্ত্তনশীল বেদনা,—এই একস্থানে ছিল আবার কিছু পরেই তাহা স্থানান্তরে অনুভূত হয় (ক্যালী-বাই: ল্যাক্-ক্যান্: পল্সে:)। পদ, হস্তাঙ্গুলি এবং পদাঙ্গুলিতে খাল ধরে। সন্ধিবাতাধিকারে আক্রান্ত সন্ধি স্ফীত হইয়া উঠে, অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় এবং প্রবল জ্বর ভোগ হইয়া থাকে।

সার্ব্বাঙ্গিক।—মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং অঙ্গুলি স্পন্দিত ও আবর্ত্তিত হইতে থাকে,—নিদ্রিতাবস্থাতেও নিবৃত্তি হয় না ; ওষ্ঠে ফেন গড়াইতে থাকে, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, রোগীর মস্তক থাকিয়া থাকিয়া আলোড়িত হইয়া উঠে

কিম্বা নড়িতে থাকে (লাই: ষ্ট্র্যামোন্:) এবং ইন্দ্রিয়জনিত উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। শোণিতাভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অবসাদক উদরাময়াধিকারে বহিরায়াম আক্ষেপ (ইথীউ: বেল্: সিনা: কিউপ্রাম)। শিশু যেন ভয় পাইয়াছে এবং যেন এখনই তাহার তড়্কা বা ধনুষ্টঙ্কার হইবে শিশু এইরূপ চম্কাইয়া উঠে বা এইরূপ ভাবে তাহার দেহ হঠাৎ আলোড়িত হয়। তাণ্ডব,—নিদ্রার সময়েও স্পন্দন বন্ধ হয় না (জিজীয়া:)। পক্ষাঘাত,—আক্রান্ত অঙ্গ মধ্যে চিন্ চিন্ ঝিন্ ঝিন্ করে। শোণিতাধিক্য সঞ্চয়,—বিশেষতঃ মস্তিষ্ক-মূলে, বক্ষ মধ্যে, মেরুদণ্ড মধ্যে এবং পাকস্থলী মধ্যে। জ্বরযুক্ত শোথ।

ত্বক।—গাত্রের স্থানে স্থানে কণ্ডুতির উদ্রেক হয়,—মর্দ্দনে উপশম। গাত্রত্বক মধ্যে চিন্ চিন্ ঝিন্ ঝিন্ করে। গাত্রত্বক শীতল, আঠাবৎ ঘর্ম্মাক্ত, নীলাভ, স্পর্শজ্ঞান রহিত এবং কুঞ্চিত। প্রকুপ্ত জ্বর সংযুক্ত গাত্রোদ্ভেদ। হাম জ্বরাবস্থায়—বিশেষতঃ যদি ফুস্ফুস্ প্রদাহের লক্ষণ প্রকাশ পায়; কণ্ডু প্রভৃতি উদ্গমের প্রাক্কালে আক্ষেপ আবির্ভাব। বসন্ত—প্রবল জ্বর, অস্থিরতা, এবং ভয়ানক যন্ত্রণা।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতার্ত্ততা ও বিবমিষা,—বিশেষতঃ প্রাতে গাত্রোত্থানান্তে। সর্ব্বাঙ্গ শীতল এবং মুখমণ্ডলে, করতলে, এবং চরণে শীতল স্বেদ উদ্গত হয় (আর্স্: ক্যাম্ফো: ট্যাব্যাক্: ভেরেট্:)। জ্বরাধিকারে পুষ্ট, অনমনীয় দ্রুতগতি নাড়ী (অ্যাকোন্: বেল্: জেল্:)। অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয়, ঘর্ম্ম শীতল এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করে (ফস্:)। বাতশ্লেষ্মা জ্বর,—নাড়ী পুষ্ট, অনমনীয় এবং দ্রুত; শিরোপশ্চাতে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হয়, প্রলাপ প্রকাশ পায় এবং কাল মল ত্যাগ হইতে থাকে।

নিদ্রা।—অনিদ্রা; রোগী খিটখিটে, এবং কলহপ্রিয়তা প্রকাশ করে। আচ্ছন্নভাব,—মুখমণ্ডল নীলিমালিপ্ত এবং আক্ষেপ প্রকাশ পায়। স্বপ্ন,—যেন কত লোক জলে ডুবিয়া যাইতেছে; যেন সে নিজে জলের উপর ভাসিতেছে বা রহিয়াছে।

বৃদ্ধি।—দেহ সঞ্চালনে, শয্যা হইতে উঠিতে গেলে, শয়নান্তে (শ্বাসকষ্ট, শিরোবেদনা), পাদচারণে, উষ্ণ স্থান হইতে শীতল স্থানে গমন করিলে, হঠাৎ দেহ সঞ্চালনে, সোজা হইয়া বসিলে, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে এবং অনাবৃত দেহে শীত, শৈত্যাদি সংস্পর্শে।

উপশম।—চক্ষু নিমীলন ও মস্তক স্থিরভাবে রক্ষা করিলে, স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে, টিপিলে এবং ঘর্ষণে বা মর্দ্দনে।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—অ্যাকোন্: অ্যাণ্ট্-টার্ট. ব্যাপ্টি: বেল্: ব্রাই: ডিজিট্: ফেরাম্-ফস্: জেল্সি: গ্লোন্: হাইপিরিক্: ক্যাল্মীয়া: ল্যাচনা: নক্স্: রডো: স্যাঙ্গিউ: হেলিবো: হায়ো: ফস্: ট্যাবাক্: ভেরেট: আল্:।

দোষঘ্ন।—উষ্ণ কাফি।

তুলনীয়।—সূতিকাক্ষেপ—জেল্স:। রক্তাধিক্য—ফেরম-ফস্: বেলাড:। মোটা-সোটা—অ্যারাম:। তাণ্ডব—হায়সা:। ফুস্ফুস্ প্রদাহ—স্যাঙ্গুনে:। ধনুষ্টঙ্কার—নক্স: হাইপ:। বাতের জ্বর—ব্রায়ো:। সূর্য্যাঘাত—গ্লনয়ন: জেলস:। ধীর ও অনিয়ম নাড়ী—ডিজি:

ট্যাবেকম:। পায়ে যেন ভিজে মোজা—ক্যাল্কে:। ঘাড়নাড়া—লাইকোপ: ষ্ট্রামো:। গ্রীবার পেশীর দুর্ব্বলতা—অ্যান্টি-টার্ট:।

শক্তি।—নিম্নক্রম হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

ভার্ব্যাস্কাম্ থ্যাপ্সাস্

(VERBASCUM THAPSUS.)

নামান্তর।—থ্যাপ্সাস বার্বেটাস্।

প্রস্তুতি।—মুকুলিত বৃক্ষের পত্র হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—গুহ্যদ্বার কণ্ডুয়ন, শূল; কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি; বধিরতা; অসাড়ে শয্যায় মূত্রত্যাগ; অর্শ; স্নায়ুশূল; মুখের স্নায়ুশূল; মূত্রধারণে অক্ষমতা।

উপযোগিতা ও আভাস।—স্নায়বিক উত্তেজনা, বায়ুনলী-ভুজগত উত্তেজনা ও কাসি, মূত্রনলী মধ্যে উত্তেজনা ও মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ হিতকর। যেন দুই সন্দংশ দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণাজনক অর্দ্ধাবভেদক বা এক পার্শ্বিক শিরঃশূল; বাম পার্শ্বের যুগাস্থি, কর্ণ, গণ্ড ও রগের সংযোগ স্থলে স্নায়ুশূল, ইত্যাদিও ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। এই সকল বেদনা শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে, কথা কহিলে, হাঁচিলে বা দন্তে দন্ত নিপীড়ন করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রচণ্ড তুরিধ্বনির ন্যায় শব্দকারী গভীর, শূন্যগর্ভ এবং ভগ্নস্বরব্যঞ্জক কাসিতেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে; কাসি রাত্রে বৃদ্ধি হয়; শিশু নিদ্রিত অবস্থাতেই কাসিতে থাকে; উচ্চৈঃস্বরে পাঠকালে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায় এবং বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। শয্যামূত্র এবং বিন্দু বিন্দু প্রস্রাবেও ইহা বিশেষ ফলোপধায়ক। এতদুৎপন্ন "মুলেন অইল," কর্ণশূল ও বধিরতাধিকারে কর্ণ মধ্যে বিন্দু বিন্দু প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বাম করতলের উপর মস্তক রক্ষা করিলে বাম গণ্ডে নিষ্পেষণবৎ বেদনা,—ললাটে বেদনাধিক্য অনুভূত হয়। আহারের সময় দক্ষিণ রগের অন্তরতম প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা,—ঐ বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বের উপরপংক্তির দন্তে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়; নিষ্পেষণে বৃদ্ধি (ক্যালী-বাই: ল্যাকে: মিনীয়্যান্: পল্সে: স্পাইজি:)। যেন উভয় রগ বৃহৎ সন্দংশ বা সাড়াশি দ্বারা সবলে নিষ্পিষ্ট হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (কর্কীউঃ ভায়োলো: নক্স-মস্:)। পাদবিক্ষেপ কালে শিরোমধ্যে "দম্ দম্" করিতে থাকে।

কর্ণ।—বাম কর্ণ মধ্যে অসাড়তা। কর্ণ মধ্যে বিদারণ বা অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনা ; সময়ে সময়ে আহারের সময় এইরূপ বেদনা অনুভূত হয়। যেন কর্ণদ্বয় ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। কর্ণে যেন তালা লাগিয়াছে এইরূপ বধিরতা (অ্যা-নাই: ল্যাকে: ম্যাঙ্গেন্: মার্ক-ভাল্: ন্যাট্র-কার্ব: পল্সে:)। উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়নকালে প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম কর্ণ যেন রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে বা যেন তাহাতে তালা লাগিতেছে এইরূপ অনুভূতি, অথচ শ্রবণ-শক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না। কর্ণশূল (মূলেন্ অইল্ বাহ্য প্রয়োগ বিশেষ হিতকারী)। যুগপৎ কর্ণ ও স্বরনলী রুদ্ধ বোধ হয়।

নাসিকা।—যুগপৎ, কর্ণ, নাসিকা ও স্বরনলী যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। ললাটদেশীয় অস্থিনালিকা হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা নির্গলন এবং চক্ষু হইতে উত্তপ্ত, জ্বালাজনক ও অপর্য্যাপ্ত অশ্রুপাত হইয়া থাকে।

মুখমণ্ডলাদি।—বাম হনু ও গণ্ডদেশীয় অস্থি মধ্যে ভয়ঙ্কর নিষ্পেষণবৎ, বুদ্ধি বিলোপক ও সাঁটিয়া ধরার ন্যায় যন্ত্রণা ; বৃদ্ধি=টিপিলে বা নিষ্পেষণ করিলে (প্ল্যাট:), গৃহবহিঃস্থ বায়ু বা প্রবল জলীয় বায়ু সংস্পর্শে, শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে এবং মুখের পেশীর সঞ্চালনে, কথা কহিলে বা দন্তে দন্ত পীড়ন করিলে। চিবুক-পেশী এবং কণ্ঠনলী অত্যন্ত সাঁটিয়া ধরে। বাম যুগাস্থিতলে সূচীবেধবৎ বেদনা। জিহ্বামূল কপিশবর্ণ প্রতীয়মান হয় অথচ আস্বাদন শক্তির কোন বৈলক্ষণ্য হয় না,—প্রাতে এবং পূর্ব্বাহ্নে। জিহ্বা পীত কপিশ বর্ণ ধারণ করে এবং প্রাতে ও সান্ধ্য ভোজনের পর জিহ্বার উপর গাঢ় আঠার ন্যায় অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চিত হয়। গলাধঃকরণকালে কণ্ঠ মধ্যে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয়।

পাকাশয়।—উদ্গারের সহিত কণ্ঠ মধ্যে স্বাদহীন লালা উত্থিত হয়। শূন্য কিম্বা তিক্ত উদ্গার বিবমিষা। পুনঃ পুনঃ হিক্কা (ইগ্নে:)।

অন্ত্রাশয়।—নাভীর উপর যেন প্রস্তর খণ্ড বিন্যস্ত রহিয়াছে এইরূপ যন্ত্রণাজনক চাপ বোধ (পল্সে.) ; হেঁট হইলে বৃদ্ধি হয়। বাম কোচের মধ্যে ছেদন বা সূচীবেধবৎ বেদনা। বাম পার্শ্বের পঞ্জরতলে নিরন্তর অন্ত্রকূজন বা কুল কুল শব্দ শ্রুত হয়। অন্ত্রমণ্ডলী যেন কুণ্ডলীভূত হইয়া নাভীতে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে কিম্বা যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে ইত্যাকার অনুভব।

প্রস্রাব।—দুরারোগ্য শয্যামূত্র (ইকীউইসেটাম: সিপীয়া: সিনা:), ইহার সহিত আবার রেতঃস্খলন হইয়া থাকে। প্রস্রাব কালে বিন্দু বিন্দু ভাবে মূত্র নির্গত হয় (ক্যাম্ফো: ক্যান্থা: কোণা: ক্লিম্যাট: ডাল্ক্যা: নক্স-ভম্: পল্সে:)। পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব (এপীস: অপোসিন্: সীপা: পল্সে:), পরে অল্প হইয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্র—উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন কালে স্বরভঙ্গ আবির্ভূত হয় (মিডহ্নন্: সেনেগা: কস্:)। সর্দ্দি অধিকারে স্বরভঙ্গ,—বুক যেন শ্লেষ্মাপূর্ণ এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত। বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব:)। তূরীধ্বনির ন্যায় তীব্র শব্দকারী গভীর, শূন্যগর্ভ, শুষ্ক এবং ভগ্নস্বর ব্যঞ্জক কাসি,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রে (কস্: রাস: স্পঞ্জী:)।

শিশু নিদ্রিত অবস্থাতেই কাসিতে থাকে (অ্যাকোন্: বেল্: ক্যাল্কে: ক্যামো: সাইক্লেম্: হায়ো:)। বক্ষ মধ্যে উত্তেজনা সম্ভূত কাসি (ভেরেট-অ্যাল্ব:)। সন্ধ্যার পর শয়নান্তে বক্ষ সাঁটিয়া ধরে এবং হৃদ্প্রদেশে যেন ছুরিকাঘাত করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা।

প্রত্যঙ্গাদি —পৃষ্ঠে এবং পৃষ্ঠফলক মধ্যে অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা। বাম অংসফলক মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্যাডীয়াগা:)। কটি বেদনা,—টিপিলে বৃদ্ধি হয়। মণিবন্ধ ও হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির সংযোগস্থল যেন মচকাইয়া গিয়াছে এইরূপ শলাকাবেধবৎ বেদনা। বায়ু সেবনার্থ গৃহবহির্দ্দেশে পাদচারণকালে দক্ষিণ উরুর পেশীতে খাল ধরে এবং ব্যথা করিতে থাকে (সাইক্লেম্: কলোফিল্: স্ন্যাট-মিউ:)। দক্ষিণ জানু মধ্যে হঠাৎ বেদনা অনুভূত হয় (চেলিড: অ্যা-কার্ব্বল্:)। দণ্ডায়মান অবস্থায় দক্ষিণ পদতলের পেশীতে যেন সাঁটিয়া বা খাল ধরিতেছে এইরূপ আকর্ষণ অনুভূত হয়,—পাদচারণ করিলে আর থাকে না (কষ্টি: ফেরাম: সাল্ফ:)। জানু কম্পন।

সার্ব্বাঙ্গিক।—প্রাতে শয্যাত্যাগের পর অত্যন্ত আলস্য বোধ এবং নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা। রোগী পুনঃ পুনঃ গা ভাঙ্গে এবং হাই তুলে। প্রত্যঙ্গাদির অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ শূলবেধবৎ বেদনা ; স্বেদোদ্গমাভাব (অ্যাকোন: বেল্: ক্যাল্কে: ডায়াডেমা: লিডাম: লাই: নক্স-মস্: ওপী: সিকেলী: সাইলি: সল্ফ:)। উপবিষ্ট অবস্থা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থানান্তে আরাম বোধ। উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে বেদনাদির বৃদ্ধি হয়। দেহের স্থানে স্থানে বিদারণ বা সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব:)। আহারান্তে নিদ্রাবেশ (অ্যাগার: এপীস: ক্যাল্কে-ফস্: সাইকীউটা: লাই: ফস্: রাস:)। সর্ব্বাঙ্গ শীতল বোধ হয় (ক্যাম্ফো: ভেরেট্রাম-অ্যাল্ব:)।

বৃদ্ধি।—নিষ্পেষণে, বা টিপিলে ; হেঁট হইলে ; চর্ব্বণ পেশীর সঞ্চালনে ; কথা কহিলে কিম্বা দন্তে দন্ত নিপীড়ন করিলে ; সন্ধ্যার পর ; বসিয়া থাকিলে ; শীতোত্তাপের পরিবর্ত্তনে ; শুইয়া থাকিলে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—কোরাল্-রুব: কষ্টি: ড্রোসেরা: নক্স-ভম্: প্ল্যাট: রাস্-অ্যারো: ষ্ট্যাণাম্: সল্ফার: ভেরেট্রাম্-অ্যাল্ব: ক্যাম্ফো: ক্যাস্থা: ইকীউইসেটাম: লাই: সিকেলী: সিপী:।

উপশম।—উপবিষ্টাবস্থা ত্যাগ করিয়া উঠিলে।

তুলনীয়।—স্নায়ুশূল—পাচী: ষ্ট্যানাম:। কাসিতে—ড্রসেরা: স্পঞ্জিয়া: সল্ফ:। মল—ম্যাগ্নামিউর:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম। উচ্চ ক্রম ব্যবহারেরও নিদর্শন আছে।

ভাইবার্ণাম্ ওপীউলাস্

(VIBURN OPULUS.)

নামান্তর।—ভাইবার্ণাম অক্সিকোকাস্।

প্রস্তুতি।—তাজাছাল হইতে মূল আরক হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ভ্যাদাল বেদনা; গর্ভাবস্থায় কাসি; খালধরা; নানাপ্রকার বাধক; কর্ণের মধ্যে বেদনা; মাথাব্যথা; মূর্চ্ছাবায়ু; কৃত্রিম-প্রসববেদনা; কটীবাত; গর্ভস্রাব; ডিম্বাধারে বেদনা; পক্ষাঘাত; জরায়ুতে বেদনা; জরায়ুর নিম্নাকর্ষণ।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল স্থলে জরায়ু ও ডিম্বাধার প্রদেশে অনিয়মিত আক্ষেপিক বেদনা বর্ত্তমান থাকে এবং উদর মধ্যস্থিত অন্যান্য যন্ত্রের আক্ষেপিক বা প্রবল সঙ্কোচন অনুভূত হয়, "ভাইবার্ণম্" তাহাতে বিশেষ হিতকারিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, বিশেষতঃ শেষোক্ত অবস্থা যদি জরায়ুর উত্তেজনা সম্ভূত হয়। মূর্চ্ছা রোগাধিকারে জরায়ু মধ্যে উত্তেজনা; স্নায়ুশূলবৎ বা ঝিল্লিনির্ম্মোচক বা আক্ষেপিক রজঃকৃচ্ছ্র বা বাধক,—জরায়ু মধ্যে প্রচণ্ড খাল ধরার ন্যায় বেদনা অনুভব ইত্যাদিও ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। ঋতু বিলম্বে প্রকাশ হয়, আস্রাব অতি অল্প, আক্ষেপ জনক এবং দুই এক দিবস পরেই বন্ধ হইয়া যায়, জরায়ু মধ্যে ভার বোধ, ডিম্বাধার প্রদেশে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য অনুভূত হয় এবং তলপেট হইতে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া উরুদ্বয়ের সম্মুখাংশ দিয়া নিম্নে সঞ্চারিত হয়। রোগিণী বায়ুরোগ-সুলভ আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হয়, সমগ্র স্নায়ুবিধান মধ্যে উত্তেজনা অনুভূত হয় এবং সময়ে সময়ে জরায়ু কিম্বা ডিম্বাধারের রোগাক্রান্ত রোগিণীদিগের আক্ষেপিক মূত্রকৃচ্ছ্র সংঘটিত হয়। বহুদূর পদব্রজে ভ্রমণান্তে পদদ্বয়ে বা চরণে এবং গর্ভবতী রমণীদিগের পদদ্বয়ে খাল ধরে এবং তদন্তে পদদ্বয় অবশ হইয়া যায়।

লক্ষণাবলী।

মন।—মুহ্যমান বা মোহপ্রাপ্ত চিত্ত। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না (ইথীউঃ অ্যাকেট্স্ঃ ল্যাক্-ক্যান্ঃ লাইকোপাস্ঃ রাস্ঃ স্কুটেলারঃ সিনিসীয়োঃ জেরোফিল্ঃ) প্রাতে স্তম্ভিত ভাব,—রোগী বলিতে পারে না সে কোথায় রহিয়াছে এবং তাহাকে কি করিতে হইবে। মানসিক পরিশ্রম অক্ষমতা (কেণাঃ রাস্ঃ সেলিন্ঃ সিপীঃ সাইলিঃ)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন্,—অপরাহ্নে চক্ষু মুদিত করিলে (আর্ণিঃ হিপ্ঃ ল্যাকেঃ অ্যা-ফস্ঃ সাইলিঃ থিরিড্ঃ); শিরোঘূর্ণন বশতঃ দেহ বাম দিকে ঘুরিয়া যায়; আসন হইতে গাত্রোত্থান-কালে রোগীর মনে হয় যেন সে সম্মুখ দিকে পড়িয়া যাইবে (সলফঃ নক্স-ভম্ঃ); বৃদ্ধি=সোপান অবতরণ কিম্বা অস্পষ্ট আলোকিত গৃহ মধ্যে পরিক্রমণকালে (ষ্ট্র্যামোন্ঃ—চক্ষু মুদিত করিলে অ্যালীউঃ আর্জেন্ট-নাইঃ ষ্ট্র্যামোন্ঃ)। ললাটদেশীয় অতীব্র শিরোবেদনা,—দপ্দপানি

অক্ষিগোলকে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় ; বৃদ্ধি=মানসিক পরিশ্রমে (স্থাট্-মিউ: নক্স্-ভম্: প্লাম্: পল্‌সে: সাইলি:) ; উপশম=ইতস্ততঃ বেড়াইলে (রাস্: স্পাইজি:)। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা-ধিকারে মধ্যে মধ্যে শিরোঘূর্ণন অনুভূত হয় (প্লাম্: জ্যান্থক্স্:),—রোগীর অধ্যয়নাদি করিবার ক্ষমতা থাকে না এবং পুনঃ পুনঃ অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব হইয়া থাকে (ইগ্নে: আইরিস্: ভেরেট্রাম্:)। ভারবোধজনক অতীব্র শিরোবেদনা,—অধিকাংশ স্থলে চক্ষুর উপর প্রদেশে (ল্যাকে: লাইকোপাস্: টিলীয়া:),—বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে (কলোফিলাম্: ইপিক: ফস্: ল্যাক্-ক্যান্:) ; সময়ে সময়ে বেদনা মূর্দ্ধাদেশে ও শিরোপশ্চাতে সঞ্চারিত হয় ; বিলম্বে প্রকাশশীল এইরূপ শিরোবেদনা অধিকাংশ স্থলে ঋতুর আবির্ভাব কালেই অনুভূত হইয়া থাকে (অ্যাক্টীয়া: গ্রাফ্: প্যালেড:) ; বৃদ্ধি=হঠাৎ দেহ ও মস্তক আলোড়িত হইলে (অ্যা·নাই: বেল্: কোণা: গ্লোন্: স্পাই:), কোন অবলম্বনের উপর দেহ রাখিয়া হেঁট হইলে (বেল্: ম্যাঙ্গে: মার্ক: পল্‌সে:), পদস্খলিত হইলে (অ্যানাক্: ব্রাই: লিডাম্: পল্‌সে: স্পাই: থুয়া:) এবং নড়িলে। বাম পার্শ্বকপালে ভয়ানক বেদনা,—যেন বেদনা মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া সঞ্চারিত হইতেছে ; বৃদ্ধি=প্রতিকাসিতে (ব্রাই: ক্যাপ্স্: ককীউ: জেল্: গ্লোন্: আইরিস্: ক্রিয়ো: লাই: স্থাট্-মিউ:) এবং যখন অবাধে মল নিঃসরণ হয় (লাই: পল্‌সে: সাইলি: সলফ:)।

চক্ষু।—চক্ষুর ঊর্দ্ধাংশে এবং অক্ষিগোলক মধ্যে ভার বোধ (ঊর্দ্ধাক্ষিপুট ভার বোধ হয়—কলোফিল্:) ; অনেক সময় একটা বস্তু দুইবার না দেখিলে সেটা কি স্থির করিতে পারে না (অপাঙ্গদৃষ্টি না করিলে কোনবস্তু স্পষ্ট দেখিতে পায় না=চিনিন্-সল্‌ফ:—মনযোগ পূর্ব্বক স্থিরভাবে দৃষ্টি করিলে তবে বস্তু সকল স্পষ্ট দেখিতে পায়=অরাম্:)। অক্ষি গোলক অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ বোধ হয় (ব্রাই: ইউপেট্: জেল্: গ্লোন্: হ্যামা: ল্যাকে: কমোক্লেড্:—বাধকাধিকারে=জিঙ্কাম্:)। চক্ষু মধ্যে জ্বালা অনুভূত হয় এবং অজস্র অশ্রুপাত হইতে থাকে (ইউফ্রে: ক্যালী-আয়োড্: ক্রিয়ো: ফাইটো:)।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারিয়া উঠে,—যেন ছুরিকাঘাত করিতেছে (পল্‌সে: জিঙ্কাম্:)। কর্ণমধ্যে বেদনা বশতঃ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়,—যেন অস্থির অন্তরতম প্রদেশ হইতে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। কর্ণবিবর যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত (ক্যাল্‌কে-ফস্: ম্যাঙ্গেন্:),—রোগী আক্রান্ত কর্ণ চাপিয়া শুইতে পারে না ; রোগী স্বীয় কর্ণ মর্দ্দন না করিয়া থাকিতে পারে না,—তাহার মনে হয় যেন তাহার ঐ কর্ণ ভাগ মস্তকে লৌহ কীলক দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত এবং উত্তাপযুক্ত (ক্যামো: ইউপেট্: গ্লোন্: লীলি-টাই:—প্রসব বেদনাধিকারে=আর্ণি: বেল্: কফী: ফেরাম্: জেল্‌সি: ওপী:)। জিহ্বা শুষ্ক, প্রসর এবং শ্বেতবর্ণ ; কিম্বা মধ্যস্থল কপিশবর্ণ ; দন্তাঙ্কগ্রাহী (আর্স্: চেলিড: গ্লোন্: হাইড্রাষ্ট্: মার্ক-প্রোট: হ্রুডোড্: রাস-টক্স্: সাম্বাল্:)। মুখের স্বাদ তাম্রকলঙ্কবৎ (ককীউ: কলোসিন্থ: ল্যাকে: পলিপোরাস্: সলফ: আষ্টিলেগো: জিঙ্কাম্:) এবং ঘৃণা জনক। ওষ্ঠ ও মুখবিবর শুষ্ক (আর্স্: ব্রাই: নক্স-মস্: পল্‌সে:)।

পাকাশয়।—নিরন্তর বিবমিষা,—তৎসহ অতিশয় অবসাদ; আহারান্তে প্রশমিত হয় (ব্রোম্: ক্যালী:বাই: লোবেল্: স্যাঙ্গিউ: সিম্ফাপ: স্পাই:) কিন্তু কিয়ৎকাল পরে পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে; বিবমিষান্তে বমন। প্রত্যহ রাত্রে প্রাণান্তক বিবমিষার উদ্রেক হয়,—রোগিণীর মনে হয় সে আর বাঁচিবে না (ইপিক্: ট্যাবাক্:),—রোগিণী যেরূপ ভাবেই অবস্থিতি করুক না কেন, কিছুতেই বিবমিষার শান্তি হয় না; একটু নড়িলেই বৃদ্ধি হয় (গসিপীয়াম্: ট্যাবাক্: থিরিড: ভেরেট্:)। কিছু আহার করিলে তাহা বোধ যেন পাকাশয়ে প্রবেশান্তে প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইয়া গেলে এইরূপ ভার বোধ হয় (ব্রাই: হাইড্র্যাষ্ট: আয়োড: ক্যালী-বাই: ল্যাকে: লাই: অ্যা-নাই: পল্‌সে:)। পাকাশয় মধ্যে অবসাদ ও বিবমিষা অনুভূত হয় এবং তজ্জন্য রোগিণী শয়ন না করিয়া থাকিতে পারে না; রজঃ নিবৃত্তির দশ দিবস পর্য্যন্ত এইরূপ হইয়া থাকে। পাকাশয় অত্যন্ত শূন্য অনুভূতি (আক্টীয়া: ইগ্নে: সিপী:)। আহারে আদৌ রুচি থাকে না, পাকাশয় পরিপূর্ণ বোধ হয়। পাকাশয় ব্যথা করিতে থাকে,—সম্মুখদিকে পাকস্থলী প্রসারিত করিয়া দেহ ও প্রত্যঙ্গাদি বিস্তৃত করিলে (অর্থাৎ গা ভাঙ্গিলে) আরাম বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়।—প্লীহা মধ্যে গভীর শূলবেধবৎ বেদনা,—বো। হয় যেন প্লীহার শিরাদি মধ্য দিয়া উত্তপ্ত জলীয় পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে; গৃহ মধ্যে পরিক্রমণ করিলে আরাম বোধ হয়। প্লীহা প্রদেশে প্রচণ্ড বেদনা ও অবসন্নতা; স্বেদোদ্গমান্তে উপশম বোধ হয়। বাম পার্শ্বের ভাসমান বা কৃত্রিম পঞ্জরের নীচে অত্যন্ত দপ্‌দপ্‌কারী বেদনা (র‍্যাণান্-বাল্:) উপশম=সবলে নিষ্পেষণ করিলে এবং পাদচারণে; রোগী বাম পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিতে পারে না। উদর, বিশেষতঃ নাভী প্রদেশ, অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্পর্শকাতর। তলপেটে খাল ধরার ন্যায় শূল বেদনা,—এত যন্ত্রণা হয় যে রোগিণী তাহা সহ্য করিতে পারে না; বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে।

মলান্ত্র ও মল।—মলকাঠিন্য,—মল বৃহৎ, শুষ্ক, কঠিন গুটিলাময়,—নির্গত হইবার সময় এত কষ্ট হয় যে কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন হইয়া থাকে (অ্যালীউ: ওপী: প্লাম্: প্ল্যাট্:), ভয়ানক কুন্থন অনুভূত হয়, কিম্বা মলান্ত্রের আদৌ সঙ্কোচনীয়তা থাকে না। মলত্যাগের পর কালবর্ণ শোণিত নিঃসৃত হয় (অ্যা-ফ্লু: ন্যাট্র-মিউ:)। উদরাময়;—মল অপর্য্যাপ্ত, জলবৎ এবং মলত্যাগকালে যুগপৎ শীতার্ত্ততা ও ললাট হইতে অনর্গল শীতল স্বেদ নির্গলিত হইতে থাকে (ট্রম্বড্: ভেরেট্:)। মলত্যাগকালে বেগ দিলে শিরোবেদনা বৃদ্ধি হয়।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবান্তে বোধ হয় যেন মূত্রমার্গ দিয়া আরও মূত্র নিঃসৃত হইতেছে (অ্যাস্পারেগাস্:)। মূত্র নির্ম্মল, অপর্য্যাপ্ত এবং পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করিতে হয়; বিশেষতঃ ঋতুর সময় শিরোবেদনাধিকারে। কোনরূপ স্বপ্ন না হইয়াই রেতঃস্খলন হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ আবির্ভাবের পূর্ব্বে জরায়ু আদির প্রবল নিম্নাকর্ষণ এবং উরুদ্বয়ের উপর পেশী যেন সাটিয়া ধরিতেছে এইরূপ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে; নিতম্ব এবং

বিটপ (গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান) দেশ ভয়ানক ব্যথা করিতে থাকে এবং ভার বোধ হয় ; ডিম্বাধারের উর্দ্ধাংশে থাকিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা অনুভব ; যন্ত্রণা বশতঃ রোগিণী এত চঞ্চল হইয়া পড়ে যে কিছুতেই স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না ; তলপেটে এবং জরায়ু মধ্যে প্রাণান্তক খাল ধরার ন্যায় বা শূলবৎ বেদনার আবির্ভাব হয় ; বেদনা পৃষ্ঠে প্রাদুর্ভূত হইয়া ঘুরিয়া উদরে সঞ্চারিত হয় এবং অবশেষে জরায়ু মধ্যে খালধরার ন্যায় বেদনার উদ্রেক করে। রজোস্রাব কালে বিবমিষা, তলপেটে খালধরার ন্যায় বেদনা, যন্ত্রণায় রোগিণী অস্থির হইয়া পড়ে ; সময়ে সময়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য স্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং তৎপরে চাপ চাপ স্রাব হইতে থাকে। স্রাব অতি অল্প, পাতলা, ফিকা বর্ণ, মস্তক হাল্‌কা বোধ হয় এবং উঠিতে বসিতে গেলে মূর্চ্ছোপক্রম হয়। আর্ত্তব যন্ত্রণা বশতঃ রোগিণীর মনে হয় তাহার শ্বাস রোধ হইবে এবং হৃদ্‌পিণ্ড থামিয়া যাইবে। আক্ষেপিক বা ঝিল্লি-যুক্ত রজঃকৃচ্ছ্র। প্রদর,—স্রাব পাতলা, পীত-শ্বেত কিম্বা বর্ণহীন, কিন্তু মলত্যাগকালে গাঢ়, শ্বেতবর্ণ ও শোণিত-রঞ্জিত স্রাব হইয়া থাকে। উভয় ডিম্বাধার প্রদেশে খালধরার ন্যায় বা শূলবৎ বেদনা আরম্ভ হইয়া উরু বহিয়া নিম্নে সঞ্চারিত হয়। ঋতু নিবৃত্তির সময় জঙ্ঘাডিমাতে খাল ধরে এবং পুনরায় ঋতু আবির্ভাবের প্রাক্কালে উহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গর্ভপাতের সম্ভাবনা,—জরায়ু সবেগে নিম্নাকৃষ্ট হয় এবং তন্মধ্যে ভয়ানক খাল ধরে, কিম্বা বেদনা পৃষ্ঠে প্রাদুর্ভূত হইয়া ঘুরিয়া তলপেটে ও জরায়ুতে সঞ্চারিত হয়। গর্ভবতী রমণীর তলপেটে এবং পদদ্বয়ে খাল ধরে ; পদদ্বয় অত্যন্ত ভার ও ক্ষীণ বোধ হয়। প্রতিবারে দুই এক মাসের গর্ভ নষ্ট হওয়ায় সকলের মনে হয় রোগিণী বন্ধ্যা। গর্ভের দ্বিতীয় মাসে কাসির আবির্ভাব,—বৃদ্ধি = রাত্রে এবং প্রাতে এবং শয়নান্তে ; কাসিলে মূত্র ছিটকাইয়া নির্গত হয় (ফেরাম্-ফস্: —গর্ভবতীর কাসি = কোণা: কষ্টি: ন্যাট-মিউ: নক্স-মস্: ক্যালী-ব্রোম্:)। রোগিণীর মনে হয় সে হস্তদ্বারা যোনি মুখ চাপিয়া না ধরিলে জরায়ু প্রভৃতি বহির্গত হইয়া পড়িবে (লীলিয়াম্. সিপীয়া:)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—শিরোপশ্চাতে বেদনা সহ গ্রীবার আড়ষ্টতা। পৃষ্ঠফলকের কোণ হইতে নিতম্বাস্থির শিখর পর্য্যন্ত সমস্ত পেশী অবসাদযুক্ত ও ব্যথান্বিত বোধ হয় ; জোরে টিপিলে আরাম বোধ হয়। ঋতুর সময় নিতম্বদেশ বোধ হয় যেন ভগ্ন হইয়া যাইবে এইরূপ ব্যথা করিতে থাকে (অ্যাক্টীয়া-রেস্: বেল্: ল্যাকে: নক্স-ভম্: জ্যান্থক্স: কলোফিল্:—জোরে টিপিয়া দিলে আরাম বোধ হয় = ক্যালী-কার্ব: প্লাম্: সিপীয়া:)। কটিদেশে ভয়ানক খাল ধরার ন্যায় বেদনা ঘুরিয়া তলপেটে এবং জরায়ুতে সঞ্চারিত হয় এবং বোধ যেন রজঃস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ ; স্রাব আরম্ভ হইলে তবে যন্ত্রণার উপশম হয় (সিরীয়াম্: অক্স্যাল্: ল্যাকে: জিঙ্কাম্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাম বাহু ও হস্ত অসাড়। হস্তের অঙ্গুলি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং অসাড় বোধ হয়, শীতল জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয়। নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ ও ভার বোধ হয়। নিম্নাঙ্গে সংক্রমণশীল অবসাদজনক বেদনা,—উরুশিখর ও জানুতে পর্য্যন্ত বেদনা সঞ্চারিত হয় এই জন্য রোগিণীর আদৌ নড়িবার ইচ্ছা থাকে না। গর্ভবতীদিগের পদে খাল

ধরে (জেল্‌সি.—ডিমাতে=সিকেলী: সিপীয়া:)। বহু দূর পদব্রজে ভ্রমণান্তে চরণে খাল ধরে (পাদচারণ কালে পদে ধরে=কার্ব্বো-অ্যান্:)।

নিদ্রা।—নিদ্রিত অবস্থায় ছটফট করে। নিদ্রার সময় মনে হয় যেন কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইতেছে এবং বার বার চমকাইয়া জাগ্রত হয় (ডিজিট: ক্রিয়ো: পল্‌সে:)।

বৃদ্ধি।—হঠাৎ দেহ আলোড়িত হইলে, দেহ সঞ্চালনে, এবং রাত্রে।

উপশম।—নিষ্পেষণে বা টিপিয়া দিলে, নির্ম্মল বায়ু সেবনে, শয়নান্তে এবং স্থির হইয়া থাকিলে।

সম্বন্ধ।—রজঃশূলাধিকারে প্রধানতঃ "অ্যাক্টীয়া-রেসি: ক্যামো: কলোফিল্: ম্যাগ-ফস্: এবং ভাইবার্ণাম্ ব্যবহার হইয়া থকে। অ্যাক্টীয়া—বেদনা পৃষ্ঠ হইতে উরু শিখরের উপর দিয়া উরুতে সঞ্চারিত হয়। ক্যামোমিলা,—রোগী যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং কাতর ভাবে যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। কলোফিলাম্—বেদনা সবিরাম, এবং আক্ষেপজনক,—রোগিণী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। ম্যাগ-ফস্:—তলপেটে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে কিয়ৎপরিমাণে যন্ত্রণাব উপশম হয়। এতদ্‌ব্যতিরেকে পল্‌সে: কর্কীউ: কিউপ্রাম্: ক্যাক্টাস্: বেল্: প্ল্যাট্: জ্যান্থক্‌জাইলাম: ইত্যাদিগুলি সুফল প্রদর্শন করিয়া থাকে।

সদৃশ।—অ্যাক্টীয়া-রেসি: কলোফিল্: জেল্‌সি: গসিপীয়াম্: সিকেলী: সিপীয়া: ভেরেট্রাম্: জ্যান্থক্‌জাইলাম: ।

প্রতিবিষ।—অ্যাকোনাইটাম্: (শুক্রনলী প্রদাহ) ভেরেট্রাম-অ্যাল্‌বাম্: (অতিসার)।

শক্তি।—মূল আরক হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম।

ভাইবার্ণাম্ প্রুণিফোলীয়াম্

(VIBURNUM PRUNIFOLIUM.)

নামান্তর।—ব্লাকহ।

প্রস্তুতি।—তাজা ছাল হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—গর্ভস্রাব আশঙ্কা ; বাধক ; জরায়ু হইতে প্রচুর শোণিত স্রাব ; ধনুষ্টঙ্কার ; জিহ্বার কর্কট-ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—গর্ভপাতের পূর্ব্ব লক্ষণ, প্রায়ই দুই এক মাসের গর্ভ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় রোগিণী বন্ধ্যা শ্রেণিভুক্তা হইয়া থাকে ; জরায়ু মধ্যে শূলবৎ বেদনা ; বাধক বা রজঃকৃচ্ছ্র,—স্রাব অতি অল্প এবং তাহার সহিত ভয়ঙ্কর বহির্নিঃসারক আর্ত্তব বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে ; এতদ্ব্যতিরেকে কোমরে বেদনা, জরায়ু আদির প্রবল নিম্নাকর্ষণ এবং

কৃত্রিম প্রসব বেদনা বর্ত্তমান থাকে। ইহা সেবনে প্রসূতির সুপ্রসব হইয়া থাকে, প্রসবান্তিক বা ভ্যাদাল বেদনার লাঘব সম্পাদিত হয়, প্রসবান্তিক শোণিত স্রাব নিবারিত হয় এবং জরায়ু অবিলম্বে পুনঃ সঙ্কুচিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় প্রাতর্বমন এবং রজঃ প্রকাশের প্রাক্কালীন হৃৎপিণ্ডের, পাকাশয়ের এবং স্নায়ুমণ্ডলীর সহানুভৌতিক বিকলতা বা ক্রিয়াধিকৃতি ইহার আয়ত্বাধীন। স্থানচ্যুত জরায়ু বিশিষ্টা বন্ধ্যাদিগের ঋতুর অনিয়মে ইহা বিশেষ হিতকারী।

সম্বন্ধ।—সদৃশ—মিচেলা-রেপেন্স: স্যাবাইনা: ভাইবার্ণাম্-ওপীউলাস্:।

শক্তি।—মূল আরক ও ১ম দশমিক ক্রম।

ভিঙ্কা মাইনর

(VINCA MINOR.)

নামান্তর।—লেসার পেরি উইঙ্কল্।

প্রস্তুতি।—টাট্‌কা গাছ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; কেশ পতন; মুখে মামড়ী; পামা; গ্রীবার আড়ষ্টতা; নাক লাল; মস্তকে ঘর্ম্ম; গলক্ষত; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিশুদিগের মস্তকের ও মুখমণ্ডলের দুগ্ধচিপিটিকা বা শিরোপামা এবং লগ্নকচ প্রভৃতি মস্তকের ত্বকের রোগে ইহার অশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়। যে অংশে চিপটিকা বাহির হয় সেই অংশ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, সেই রস লাগিয়া চতুষ্পার্শ্বের কেশ সঙ্কুচিত হইয়া জটায় পরিণত হয় এবং ঐ রস শুষ্ক হইয়া চিপিটিকা উৎপন্ন হয়। গলনলী উপঝিল্লী প্রদাহ এবং এতল্লক্ষণাক্রান্ত চর্ম্ম রোগগ্রস্থা রমণীদিগের জরায়ু হইতে অকারণ শোণিতস্রাবও ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটীও ইহার প্রধান ক্রিয়াফল:—এতজ্জনিত অধিকাংশ অবস্থাতেই দুর্ব্বলতা ও উত্থান-শক্তিরাহিত্য বর্ত্তমান থাকে; মলত্যাগান্তে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাবান্তে রোগিণী অতিশয় অবসাদ অনুভব করে—দুর্ব্বলতা এত অধিক হয় যে রোগিণীর মনে হয় যেন তাহার মৃত্যু সন্নিকট; পুনঃ পুনঃ হস্তপদাদি প্রসারিত করে; আভ্যন্তরিক কম্পন অনুভূতি এবং রোগী থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে; পাকাশয় ও বক্ষগহ্বর শূন্য বোধ হয়; জরায়ু হইতে শোণিত স্রাবাধিকারে শোণিত ঘোর লালবর্ণ, অপর্য্যাপ্ত এবং অবিরাম স্রাব হয় এবং রোগিণী অবসন্ন হইয়া পড়ে; নাসিকা হইতে যখন তখন শোণিতস্রাব হয়; সামান্য

কারণে কিম্বা ঈষন্মাত্র ক্রোধোদ্রেক হইলেই নাসিকা আরক্তিম হইয়া উঠে; নাসিকার চতুষ্পার্শ্ব এবং ভেদকাস্থির গাত্রে চিপিটিকা উৎপন্ন হয়; তজ্জনিত উদ্ভেদ অত্যন্ত ত্বকক্ষয়কারী কণ্ডুতির উদ্রেক করে এবং রোগী না চুলকাইয়া থাকিতে পারে না; স্থলে স্থলে আর্দ্র চিপিটিকা উৎপন্ন হয় এবং ক্ষত সকল জ্বালা করে; ব্রহ্মতালের ভিতর হইতে বাহিরদিকে যেন তাড়নী দ্বারা আঘাত করিতেছে, কর্ণ মধ্যে যেন শীতল বায়ুর সংস্পর্শ অনুভূত হইতেছে, অন্ননলীর নিম্নতম যেন কি একটা ফুটিয়া রহিয়াছে, গ্রীবাপৃষ্ঠের পশ্চাতে যেন একটা ভারি বস্তু স্থাপিত রহিয়াছে, মলত্যাগান্তে পাকস্থলীর আধ্মান বায়ুপূর্ণ স্ফীতি, ইত্যাদি।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণনাধিকারে রোগীর দেহ যেন বেগে ঘুরিতেছে এবং দৃষ্টি সমক্ষে যেন আলোক কম্পিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। ব্রহ্মতলে বিদারণবৎ বেদনা এবং যেন ভিতর হইতে তাড়নী দ্বারা আঘাত করিতেছে এইরূপ বোধ হয়। কর্ণ মধ্যে ঝন্ ঝন্ সোঁ ধ্বনি কেশাবৃত কর্পরত্বকের উপর ত্বকক্ষয়কারক কণ্ডুতির উদ্রেক হয় এবং অনবরত কুট্ কুট্ করিতে থাকে,—রোগী কিছুতেই না চুল্‌কাইয়া থাকিতে পারে না (ওলীয়্যাণ: ল্যাপ্পা: ভায়োলা-ট্রাই:)। মস্তক ও মুখমণ্ডলের উপর এবং কর্ণের পশ্চাতে দুর্গন্ধ পীড়কাসমূহ উদ্গত হয় এবং তন্মধ্যে পোকা জন্মায় (লাই:)। পীড়কা হইতে দুর্গন্ধ রস নিঃসৃত হয় চতুষ্পার্শ্বের কেশকে জটায় পরিণত করে এবং উহা শুষ্ক হইয়া চিপিটিকায় পরিণত হয় (ওলীয়্যান্: মেজের: সোরিন্:)। শিশুদিগের দুগ্ধচিপিটিকা (যুগ্‌ল্যান্স-রিজ্: ল্যাপ্পা: মিডহ্যন্: মিলিলোট্: মেজের: ওলীয়্যান্: ভায়োলো-ট্রাই: আষ্টিলেগো:)। মস্তকের স্থানে স্থানে আর্দ্র দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, —রাত্রিতে ভয়ানক কণ্ডুতির উদ্রেক করে এবং কণ্ডুয়নান্তে জ্বালা করিতে থাকে (ক্রোটন্-টিগ্: ক্লিম্যাট্: গ্র্যাফ্: মার্ক: ওলীয়্যান্: সল্ফ:)। অধ্যয়নকালে হঠাৎ দৃষ্টি সমক্ষে অন্ধকার আবির্ভূত হয় এবং সময়ে সময়ে পাদচারকালেও এইরূপ হইয়া থাকে (হেঁট হইলে, পাদচারণ, অধ্যয়ন বা লিখিবার সময় ন্যাট্-মিউ:—পাঠ কালে=অ্যা-নাই:)। মধ্যে ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ শব্দ এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে শীতল বায়ু আসিয়া লাগিতেছে (যেন কর্ণ মধ্য হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে=মিলিফোল্:— যেন বেগে প্রবিষ্ট হইতেছে=মেজের্:—যেন বায়ু বেগে নির্গত হইতেছে=চেলিড্:)।

নাসিকা।—একটু রাগ হইতে না হইতে নাসিকা বা নাসাগ্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। নাসিকাভ্যন্তরস্থিত ভেদকাস্থির গাত্রে আর্দ্র পীড়কা সমূহ উদ্গত হইয়া উহা হইতে রস পড়ে এবং ঐ রস শুষ্ক হইয়া কপিশাভ চিপিটিকা উৎপন্ন করে (ওলীয়াম্-অ্যানিম্:)।

গলমধ্য।—সমস্ত দিনই মধ্যে মধ্যে "হাক্ হাক্" করিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করে। গলক্ষত অধিকারে গলাধঃকরণকালে বেদনানুভূতি (অ্যা-ল্যাক্টীক্: ব্যাডীয়াগা: লাই:)। যেন অন্ননলীর খুব নীচে কি একটা ফুটিয়া রহিয়াছে (কার্ব্বোণ্-সল্ফ:) এবং সেই জন্য পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিবার ইচ্ছা হয়। কণ্ঠ মধ্যে ক্ষতোদ্গম। উপঝিল্লিপ্রদাহ রোগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ—অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে,—স্রোতের ন্যায় নির্গত হয় এবং রোগিণী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে (হ্যামা: হেলোন্:)। সূত্রতন্তুময় অর্ব্বুদ উপজনন

বশতঃ জরায়ু হইতে আপনা হইতে শোণিতস্রাব হয় (হাইড্রাষ্টঃ ক্যালী-কার্ব্ঃ)। বহুকাল ঋতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে এরূপ রমণীর জরায়ু হইতে স্বতঃ শোণিতস্রাব [ল্যাকেঃ আষ্টিলেঃ]।

সার্ব্বাঙ্গিক।—গ্রীবা পশ্চাতস্থিত পেশী অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং যেন তদুপরে একটী গুরুভার পদার্থ স্থাপিত রহিয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি। পুনঃ পুনঃ গা ভাঙ্গে বা আলস্য ভাঙ্গে। রোগিণী এত দুর্ব্বলতা অনুভব করে যে তাহার মনে হয় যেন সে মারা যাইবে। নির্ম্মল বায়ুতে পাদচারণ করিলে অধিকাংশ লক্ষণের শান্তি হইয়া থাকে।

ত্বক।—ভয়ানক কুট্ কুট্ করিয়া কণ্ডুতির উদ্রেক করে এবং কণ্ডুয়নান্তে ত্বকক্ষয় সংঘটিত হয়, বা নিতম্বের উপর শয্যা ক্ষতের ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হইয়া জ্বালা করিতে থাকে। গাত্রত্বকের সংবেদাতিশয্য চর্ম্মাধিক্য এবং একটু ঘর্ষণ করিলেই ঐ অংশ আরক্তিম ও ক্ষয়িতত্বকবৎ স্পর্শাসহ হইয়া থাকে। দক্ষিণ গুল্‌ফের উর্দ্ধাংশে আর্দ্র পীড়কাসমূহ উদ্গত হয় এবং সর্ব্বদাই কণ্ডুতির উদ্রেক করে।

তুলনীয়।—খিট্‌খিটে সহ অনুতপ্ত—ক্রোকাস্ঃ। দুধেমামড়ী—মেড়োঃ মেজেঃ ভায়োলাঃ প্যাসিঃ। কেশপতন—ব্যসিলিঃ ফস্ফরস্ঃ।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—হাইড্রাষ্ট্ঃ যুগ্ল্যান্স-রিজ্ঃ ল্যাপ্পাঃ মিডহ্নন্ঃ মিলিলোট্ঃ মার্কঃ মেজের্ঃ ওলীয়্যান্ঃ রাস্-ভিন্ঃ সোরিন্ঃ ভায়োলা-ট্রাইঃ আষ্টিলেগোঃ ষ্ট্যাফাইঃ।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

ভায়োলা ওডোরেটা

(VIOLA ODORATA.)

নামান্তর।—সুইটসেণ্টেড ভাতকেট্।

প্রস্তুতি।—ফুল হইলে এই গাছের ফলে মূল আরক করিতে হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ক্যান্সার; কর্ককরোগ; কাসি; স্বরভঙ্গ; মূর্চ্ছাবায়ু; স্নায়ুশূল; কর্ণস্রাব; আমবাত; রেতঃক্ষরণ; আঁচিল; হুপিংকাসি; মণিবন্ধের বাত ইত্যাদি রোগে ফলপ্রদ।

উপযোগিতা ও আভাস।—শ্যাম বর্ণ বা কৃষ্ণ কেশ ও কৃষ্ণ চক্ষু ব্যক্তির কর্ণস্রাব বা কর্ণে পূয রোগে ইহা বিশেষ হিতকারী; রোগী বধির বা ভাল শুনিতে পায় না, কর্ণ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং ললাটদেশীয় শিরোবেদনা অনুভব করে। মস্তকের ত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয়, ললাট জ্বালা করে এবং মাথা ঘুরে। এতদ্ব্যতিরেকে পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণও ইহার প্রকৃতিগত এবং সিদ্ধিপ্রদ :—প্রাতে শয্যাত্যাগের প্রাক্কালে দেহের

অস্থি সকল যেন প্রহৃত হইয়াছে এইরূপ ব্যথান্বিত বোধ হয় কিন্তু গাত্রোত্থানের পর আর থাকে না; সঙ্গীত, বিশেষতঃ বেহালা বাজা ভাল লাগে না; মনোমধ্যে উপর্য্যুপরি বিশৃঙ্খল ভাব সকল উদিত হয়; কোন কথা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; শিরোপশ্চাৎ ও ললাট যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে, এইরূপ অনুভূতি; স্থির ভাবে থাকিলেও শিরোপশ্চাতের মস্তকের টান বোধ হয় এবং পশ্চাৎ বা সম্মুখদিকে মস্তক হেলাইলে বৃদ্ধি হয়; সময়ে সময়ে মস্তকের টান বশতঃ এইরূপ অস্বস্তি বোধ হয় যেন যে রোগী স্বীয় ললাট কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হয়; অক্ষি গহ্বরের চতুষ্পার্শ্বে ব্যথা সংযুক্ত কর্ণরোগ; দক্ষিণাঙ্গিক বাতবেদনা; অক্ষিগোলক মধ্যে নিষ্পেষণ এবং চক্ষু মধ্যে উত্তাপ ও জ্বালা; চক্ষু মধ্যে শূলবেধবৎ বেদনা; চক্ষু সমক্ষে অগ্নিশিখা বা অগ্নিময় বৃত্তার্দ্ধ আবির্ভাব; শিরোমধ্যে যেন সমস্ত ঘূর্ণায়মান হইতেছে এইরূপ বোধ; যেন নাসিকার উপর আঘাত লাগিয়াছে এবং শোণিত বহির্গত হইবার উপক্রম হইতেছে এইরূপ অনুমিতি; যেন ঊর্দ্ধ তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; যেন বক্ষোপরে এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং রোগী অত্যন্ত বিস্মৃতিপ্রবণ। অত্যন্ত অস্থির এবং অত্যন্ত অধিক বকে। মনোমধ্যে ভাবের উপর ভাবসঙ্ঘ উদিত হইতে থাকে কিন্তু সে সমস্তই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্তা—যখন তখন রোদন করে কিন্তু কি কারণে তাহা বলিতে পারে না (ক্যাম্ফোরা:)। রোগী শিশুর মত ব্যবহার করে, অবাধ্যতা প্রকাশ করে, পথ্য আহার করিতে চাহে না এবং অতি মৃদুস্বরে কথা কহে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—মস্তিষ্কাদি মস্তকাভ্যন্তরস্থিত সমস্ত পদার্থ যেন ঘুরিতেছে (ব্রাই: কোনা: সাইক্লেম্: পল্‌সে:)। ললাটদেশ জ্বালা করে (অ্যা-অক্‌্যাল্: ক্যামো:)। মস্তক অত্যন্ত ভার এবং গ্রীবাপৃষ্ঠের পেশী অতিশয় ক্ষীণ বোধ হইয়া থাকে। মস্তকের ত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয় এবং রোগী সেই আড়ষ্টতা লাঘবের জন্য স্বীয় ললাট কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হয়। ভ্রূদেশে প্রায়ই বেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। চক্ষু এবং শঙ্খদ্বয়ের নিম্নাংশে দপ্‌দপানি। মস্তক এত ভার বোধ হয় যে উহা সম্মুখদিকে ঝুলিয়া পড়ে। শিরোবেদনাধিকারে চক্ষু মধ্যে আড়ষ্টতা বোধ হয় এবং দৃষ্টি সমক্ষে প্রজ্জ্বলিত বৃত্ত সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে।

চক্ষু।—অক্ষিপুট অত্যন্ত ভার বোধ হয়। অক্ষিপুট বোধ হয় যেন কে টিপিয়া ধরিয়াছে (ব্রাই: র‍্যাণান্-বাল্‌বো:)। চক্ষের জড়তা,—যেন নিদ্রাবেশ জনিত। চক্ষু মধ্যে উত্তাপ ও জ্বালা (আর্জেন্ট-নাই: কামো: ডায়াডেমা: লাই: সল্‌ফ:)। চক্ষু সমক্ষে অগ্নিশিখা দর্শন (কার্ব্বো-ভেজি:)। অদূর দৃষ্টি (ফাইজস্: ফস্:)। চক্ষের মধ্য আবরণের প্রদাহ (কলোসিন্থ: জেল্: ইপিক: য্যাবোর‍্যাণ্ডী:) দক্ষিণ রগের নীচে ভয়ঙ্কর দপ্‌দপানি অনুভূত হয়।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে এবং কর্ণের চতুষ্পার্শ্বে বিদ্ধকারী বেদনা (অ্যাক্টী: ক্যামো: মার্ক:)। *সঙ্গীতধ্বনি মাত্রে বিশেষতঃ বেহালার সুর,* অত্যন্ত বিরক্তিকর (অ্যাকোন্: ক্যাট-কার্ব: নক্স:

পল্‌সে: সিপী:)। কর্ণ সমক্ষে অনবরত যেন ঝন্‌ঝন্ সেঁা সেঁা শব্দ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি (কার্ব্বোন্-পল্‌স: সিস্কোনা:)। উভয় কর্ণ হইতে পূযস্রাব ও বধিরতা।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গের পর নাসাসর্দ্দি আরম্ভ হয়। নাসাগ্রে যেন কেহ আঘাত করিয়াছে এইরূপ অসাড়তা বোধ হয় এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্য হইতে শোণিত ঠেলিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও প্রচণ্ড কাসি,—বিশেষতঃ দিবাভাগে (কুরারী. ক্রিয়ো: লাই: নিকোল্: ফস্: মিক্সাইট:)। একবার কাসি আরম্ভ হইলে অনেকক্ষণ যাবৎ উপর্য্যুপরি শুষ্ক কাসি হইতে থাকে (*স্যাপ্‌থ্যালিন:),—বিশেষতঃ দিবাভাগে,—এবং কাসির* সময় অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয় (কেরাল্:)। হুপ্‌কাসি, তৎসঙ্গে অল্পে কাতর কৃশাঙ্গী বালিকাদিগের স্বরভঙ্গ। গয়ার,—অপর্য্যাপ্ত স্বচ্ছ এবং গাঢ় আঠার ন্যায় (ক্যালী: নাই:)। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত আয়াস জনক, শ্বাস ত্যাগকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এবং ভয়ঙ্কর হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে। শ্বাসাল্পতা। বক্ষের উপর যেন এক খণ্ড গুরুভার প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (অ্যাকোন্: ক্যাক্টাস্:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—গ্রীবার পেশী মধ্যে অত্যন্ত টান বোধ হয় (সাইকীউ: অ্যাগার্:)। গ্রীবাপৃষ্ঠের পেশী মধ্যে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা ও আকর্ষণ অনুভূত হয়। দক্ষিণাঙ্গের বাতাশ্রিত বেদনা,—দক্ষিণ অঙ্গ সঞ্চালন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া থাকে। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে সর্ব্বাঙ্গের অস্থি মধ্যে ব্যথা বোধ হয় কিন্তু গাত্রোত্থান করিলে আর থাকে না। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে বোধ হয় যেন সমস্ত সন্ধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (প্যারিস্:)। শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ ঈষৎ বাহুকম্পন। দক্ষিণ বাহুর বাত। মণিবন্ধে, বিশেষতঃ দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে, নিষ্পেষণবৎ ও নিরন্তর বেদনাজনক ব্যথা। দেহের স্থানে স্থানে জ্বালা ও উত্তাপ আবির্ভাব। প্রত্যহ প্রাতে পুনঃ পুনঃ হাই উঠে এবং চক্ষে জল পড়ে। রোগী রাত্রে চিৎ হইয়া, বাম বাহু মস্তকের উপর রাখিয়া এবং জানুদ্বয় গুটাইয়া নিদ্রা যায়। ঝাঁঝাল গন্ধ বিশিষ্ট দুগ্ধবৎ প্রস্রাব হয়। দেহের স্থানে স্থানে যেন অগ্নি স্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ জ্বালা করে।

সম্বন্ধ প্রতিবিম্ব।—ক্যাম্ফোরা।

তুলনীয়।—দক্ষিণ কব্‌জীতে বেদনা—অ্যাকটীয়া: স্পাইক্লোর: ব্রায়ো:। দড়ির মত গয়ার—ক্যালি-বাই:। গ্রীবার পেশীর দুর্ব্বলকর—অ্যান্টি-টার্ট:। ডাং কুপার ইহাকে ইপিকাক সহিত সমক্রিয়াকারী ঔষধ বলিয়া সপ্রমাণিও করিয়াছেন।

বৃদ্ধি।—পশ্চাৎ বা সম্মুখদিকে মস্তক হেলাইলে, সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণে, দিবসে।

উপশম।—শয্যাত্যাগান্তে।

সাদৃশ।—সিনা: কোরাল্: ক্যালী-বাই: স্যাট-কার্ব: নক্স-ভম্: পল্‌সে: রাস: সিপীয়া:।

ক্রিয়া।—২ হইতে ৪ দিন।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ভায়োলা ট্রাইকোলর

(VIOLA TRICOLOR.)

নামান্তর।—জেসিয়া প্যান্‌সী।

প্রস্তুতি।—ফুল হইলে তাজা গাছের মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—দুধে মামড়ী; পামা; অসাড়ে মূত্রস্রাব; অবরুদ্ধ প্রমেহ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত; শ্বেতপ্রদর; চক্ষু প্রদাহ; অণ্ডকোষ প্রদাহ; আমবাত; দক্রু; শুক্রক্ষরণ; উপদংশ; গলায় ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—চর্ম্মদল কিম্বা পামাকচ্ছুর ন্যায় নানাবিধ চর্ম্মরোগে, এবং স্তন্যপায়ী শিশুদিগের দুগ্ধচিপিটিকা বা দুগ্ধ মামড়ীতে, ইহা বিশেষ হিতকারী, বিশেষতঃ যদি ঐ সকল চর্ম্মরোগের সহিত অসাড়ে প্রস্রাব, অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব কিম্বা বিড়াল মূত্রবৎ গন্ধবিশিষ্ট প্রস্রাব, প্রচণ্ড কাসি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে উক্ত ভেষজ দ্বারা সমূহ মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। গণ্ডদোষযুক্ত শিশুদিগের গাত্রে উপর্য্যুপরি স্ফোটকোদ্গম; বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সন্ধিগত বাত; ললাটোপরে চর্ম্মদলবৎ চর্ম্মোদ্ভেদ; ভয়ানক কণ্ডুতিজনক রসস্রাবী ক্ষত; জীবন্ত স্বপ্ন ও রেতঃস্খলন; লিঙ্গমুণ্ডের ও লিঙ্গমুণ্ডাবরক বা মেঢ্রত্বকের স্ফীতি, কণ্ডুতি ও ব্যথা ও পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস; আহারান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্র; নিদ্রিত অবস্থায় রোগীর হস্ত স্পন্দিত হইতে থাকে এবং মুষ্টিবদ্ধ হইয়া যায়; দুগ্ধচিপিটিকার অবরোধ সম্ভূত স্নায়বিক আক্ষেপ; শয়নান্তে হৃৎপিণ্ড মধ্যে মহা অস্বস্তি অনুভূতি; পাদচারণে বক্ষ ও উদর মধ্যদিয়া শলাকাবেধবৎ বেদনা সঞ্চার এবং শিরোঘূর্ণনের আবির্ভাব; উপবিষ্ট অবস্থায় তলপেটে ও কুচকী প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা—দাঁড়াইলে উপশম; শিশুদিগের শয্যামূত্র,—মূত্রের গন্ধ বিড়াল-মূত্রের ন্যায়; প্রভৃতি লক্ষণ ইহার নির্ণায়ক।

লক্ষণাবলী।

মন।—অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি। সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে উৎসাহ রাহিত্য। সকল বিষয়েই ঔদাস্য প্রদর্শন করে (অ্যা-ফস: ওপী:) খিটখিটে, বিমর্ষভাব এবং কাহারও সহিত কথা কহিতে চাহে না। অত্যন্ত অভিমানী এবং লোককে তিরস্কার করিতে খুব পটু, প্রতিবাদপ্রিয়তা। পরিশ্রমে কাতর।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—পাদচারণ কালে (বেল্: স্যাট-মিউ: নক্স:)। মস্তক উত্তোলন করিলেই ভার বোধ হয় এবং হেঁট হইলে উপশম হয়। নিষ্পেষণবৎ শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ ললাটে ও শঙ্খপ্রদেশে (রগে)। মরামাসাধিক্য,—ত্বক অসহনীয় ভাবে জ্বালা করে,—বিশেষতঃ রাত্রে (কণ্ডুয়ন ও জ্বালাজনক আর্দ্র বুসিকা=ক্যাল্কে: গ্র্যাফ:)। মস্তকের ত্বকের উপর জ্বালাজনক সূচীবেধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ ললাটে ও রগপ্রদেশে। মস্তকের কেশাবৃত

অংশে এবং মুখমণ্ডলের উপর চর্ম্মদল উদ্গত হয় (ক্রোটন-টিগ: ড্যাল্‌ক্যা: মার্ক: রাস্: ভায়োলা: ওডো:)। শিরোদদ্রু (ক্লিম্যাট: ক্রোটন্: গ্র্যাফ: ক্রিয়ো: সোরিন্: ভিঙ্কা: রাস্-ভিন্:) রোগীর অসাড়ে প্রস্রাব হয়। দুগ্ধচিপিটিকা বা দুধে মামড়ী (রাস্-ভিন্: ভায়োলা-ওডো: ভিঙ্কা-মাইনর: প্রচণ্ড কাসি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র সহযোগে ; বিশেষতঃ যে সকল শিশু সম্প্রতি স্তন ছাড়িয়াছে। অত্যন্ত পুরু চিপিটিকা (চটা) দ্বারা মস্তক আবৃত হয় এবং তাহা হইতে গাঢ় পীতবর্ণ রস নির্গলিত হইয়া কেশ সকল জটা হইয়া যায় (মেজের: সোরিন্:)।

চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে কর্কর করে। যেন কত নিদ্রার আবেশ হইয়াছে এইরূপ চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আইসে (কষ্টি: চিনিন্-সল্‌ফ: কোণা: ফর্ম্মিকা: জেল্: ন্যাট-কার্ব: সল্‌ফ:)। যেন উর্দ্ধাক্ষিপুটের মধ্যে একটী কঙ্কর প্রবেশ লাভ করিয়াছে (বাম চক্ষু হইলে = ষ্ট্যাফ; কষ্টি:)।

মুখমণ্ডল।—যেন গণ্ড চাপিয়া শয়ন করে তাহার বিপরীত পার্শ্বের গণ্ডে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ অনুভূত হয় (অ্যা-ফস্:),—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর শয়িত অবস্থায়। আহারের পর মুখমণ্ডলে উত্তাপ (অ্যাসাফিট্: ক্যামো: পেট্রোল:) আবির্ভাব ও স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (ক্যামো: ন্যাট-সল্‌ফ:। মুখমণ্ডলের ত্বক পুরু ও অনমনীয় হয়। মুখমণ্ডলের উপর দুগ্ধচিপিটিকা (দুধে মামড়ী) উদ্গত হয় (বোর্: ক্যাল্‌কে: সাইকীউ: ক্রোটন: গ্রাফ: হিপ: লাই: পেট্রোল: সোরিন্: রাস্: ভিঙ্কা:),—ভয়ানক জ্বালা ও কণ্ডুয়নজনক—বিশেষতঃ রাত্রে,—এবং তাহা গাঢ় আঠার ন্যায় পীতবর্ণ পূয নিঃসৃত হইতে থাকে (গ্রাফ: পেট্রোল: সোরিন্: সিফিলিন্: মিডহ্নন্:)। ললাটের উপর চর্ম্মদলযুক্ত পীড়ক সমূহ উদ্গত হইয়া থাকে (সাইকীউটা: ক্রোটন: ড্যাল্‌কা: গ্র্যাফ: হিপ: অ্যা: হিপ: অ্যা-নাই: মার্ক: রাস্:)। ললাট ও মুখমণ্ডলের ত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয় (ক্যানাব-ইন্: রিউম্: ভায়োলাওডো:)। উর্দ্ধ ওষ্ঠের উপর এবং চিবুকের উপর পূযবটীর ন্যায় অসংখ্য পীড়কা উদ্গত হয়, এবং ক্রমে তদুপরে মড়মড়ে মামড়ী উৎপন্ন হইয়া থাকে ; চিবুকের উপর পাটলবর্ণ ব্রণ (ইউজিন: ষ্যাম্: রাস্: ল্যাকে: মেজের্:)।

মুখবিবরাদি।—মুখের স্বাদ কটু এবং জিহ্বা পুরু শ্বেতাভ লেপাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়। মুখ মধ্যে প্রচুর লালা সঞ্চয় সত্ত্বেও তদভ্যন্তর শুষ্ক অনুভূত হয় (ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-মিউ:)। সন্ধ্যার পর কণ্ঠ মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা বা ক্ষতান্বিত ভাব অনুভূতি। গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত (এরাম্-টাই: ক্যাল্‌কে: সিষ্টাস্: আয়োড্: মার্ক:)। কণ্ঠ মধ্যে শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ বেলা ১২টার সময় রোগী অনবরত "হাক্ হাক্" করিয়া গয়ার তুলিতে থাকে। তালুমূলের উভয় পার্শ্বে এবং ভিতরে উপদংশজ ক্ষত উৎপন্ন হয় (অ্যা-নাই: অরাম্: ক্যালী-আয়োড: মার্ক: সিফিলিন্:) এবং তজ্জন্য কোন কিছু গলাধঃকরণ করিতে হইলে রোগীর প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

অন্নাশয়।—আহারের অব্যবহিত পরেই শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় এবং গাত্রে অত্যন্ত উত্তাপ আবির্ভূত হইয়া থাকে (শ্বাসকৃচ্ছ্র = অ্যানাক্: নক্স-মস্: সিফিলিন্:—উত্তাপ = অ্যা-নাই: ফেরু: মিডহ্নন্)। উদর মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা, বাহ্যের বেগ হয়, রোগী চীৎকার

করিয়া রোদন করিতে থাকে এবং তদন্তে অপর্য্যাপ্ত আধ্মান বায়ু নিঃসৃত হইতে থাকে এবং তৎসঙ্গে চাপ চাপ আম নির্গত হয়। মল থস্‌থসে; আমময় এবং নির্গত হইবার সময় অনবরত আধ্মান বায়ু নিঃসৃত হইতে থাকে (অ্যালো:)।

প্রস্রাব।—প্রস্রাব-বেগ ও অপর্য্যাপ্ত প্রস্রাব। মূত্র দুর্গন্ধ, বিড়ালের মূত্রের ন্যায় এবং অত্যন্ত ঘোলাটে (অ্যাম্পারের্গাস্:)। মূত্রমার্গে সূচীবেধবৎ বেদনা।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অশ্লীল স্পষ্ট স্বপ্ন সহকারে অসাড়ে রেতঃস্খলন (সাইকীউ: ডিজিট্: ডায়োস্কো: গ্রাফ: ক্যালী-ব্রোম্: ক্যালী-মিউ: কোবাল্ট: সিপী:)। অবরুদ্ধ প্রমেহ-স্রাব (অ্যাগ্নাস্: ক্যাম্ফা: ক্লিম্যাট্: মিডহ্ন্: ন্যাট্-সল্‌ফ: পল্‌সে:)। উপদংশজ ক্ষতাদি (অ্যানান্থি: অরাম্:-মিউ: ন্যাট্: ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড: ল্যাকে: মার্ক: অ্যা-নাই: ফাইটো: ষ্টিলিং: সিফিলিন্:)। মেঢ্রত্বক স্ফীত হইয়া উঠে এবং চুলকাইতে থাকে। শিশ্ন মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা কিম্বা লিঙ্গমুণ্ডে নিষ্পেষণ অনুভূতি; লিঙ্গমুণ্ড জ্বালা করে (সীপা: কচলীয়া:—প্রমেহাধিকারে=ডোরিফো:—প্রস্রাবের সময়=লাই:)। মুষ্ক মধ্যে কণ্ডুতি ও সূচীবেধবৎ অনুভূতি। প্রমেহ রোগান্তিক অণ্ডকোষের বিবর্দ্ধন ও অনমনীয়তা প্রাপ্তি (রডো: বাম অণ্ডকোষের=ক্যালী-মিউ:) মলত্যাগকালে রেতক্ষয় (অ্যা-ফস্: জেল্‌সি:)।

বক্ষ।—বক্ষের বাম পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা; বৃদ্ধি=শ্বাস প্রশ্বাসকালে (নিকোলাম্: ব্রাই: সল্‌ফ:)। বক্ষ, পঞ্জর, বুকাস্থি এবং পঞ্জরান্তর্গত পেশী মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ক্যালী-কার্ব:)। হৃৎপিণ্ড মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা ও চাপ বোধ,—বিশেষতঃ উপবিষ্ট অবস্থায় হেঁট হইলে। শয়নকালে হৃদ্‌প্রদেশে মহা অস্বস্তি অনুভূত হয় এবং যেন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া হৃৎপিণ্ডে আঘাত করিতেছে এইরূপ দপ্‌দপানি।

প্রত্যঙ্গাদি।—অংসফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে অত্যন্ত আড়ষ্টতা বোধ এবং ত্বক মধ্যে ছেদনবৎ বেদনা ও চিন্‌চিন্ করিতে থাকে। গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত ও অনমনীয়া প্রাপ্ত হয় (ব্যারাই-মিউ: কার্ব্বো-অ্যান্: সিষ্টাস্: কিউপ্রাম্-মেট: ড্যাল্‌ক্যা: সাইলি:)। স্কন্ধসন্ধি, কনুই অগ্রবাহু এবং হস্তের অঙ্গুলি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে উরুদ্বয় বোধ হয় যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। পাদচারণকালে জানু মুড়িয়া যায়। জানুফলক অগ্রজঙ্ঘাস্থি এবং চরণে সূচীবেধবৎ বেদনা। চরণের উপর পুষবটীর ন্যায় এবং রস নির্গলনশীল উদ্ভেদ উদ্গত হয়। পাদচারণকালে অগ্রজঙ্ঘাস্থি মধ্যে সূক্ষ্ম সূচীবেধবৎ বেদনা।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দুধে মামড়ী অবরুদ্ধ হইবার পর শিশুর স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। সন্ধিবাত,—আক্রান্ত সন্ধির চতুষ্পার্শ্বে পাঁচড়ার ন্যায় উদ্ভেদ উদ্গত হয়। আক্রান্ত পার্শ্বের বিপরীত পার্শ্বে নিষ্পেষণে লক্ষণের বা বেদনার বৃদ্ধি হয়। অনাক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। রাত্রে স্পষ্ট স্বপ্ন দর্শনান্তে অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন এবং তৎপরে রোগীর অত্যন্ত মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়। মলত্যাগকালে এবং প্রস্রাবের সহিত রেতঃক্ষয় হইয়া থাকে, রোগীর দেহ কম্পিত হয়, ভাল ক্ষুধা হয় না, সর্ব্বদা আলস্য ও অনুভূতি ও অনিদ্রা। উপবিষ্ট অবস্থায় যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং আসন হইতে গাত্রোত্থানকালে উপশম বোধ হয়।

ত্বক।—গাত্রত্বকের স্থানে স্থানে ছেদন বা হুলবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। চর্ম্মোদ্ভেদ,—শুষ্ক এবং জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনাজনক; সময়ে সময়ে তন্মধ্যে ভয়ানক কণ্ডুতির উদ্রেক হয়,—রাত্রে আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ স্ফোটক উদ্গত হয় (আর্ণিকা: সল্‌ফ:)। গাত্রত্বকের উপর কোন ক্ষতাদি হইলে তাহা শীঘ্র ভাল হয় না। কুট্‌কুটকারী বা হুলবেধবৎ বেদনাজনক শ্বেতবর্ণ উদ্ভেদ উদ্গম। সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক চটা ঘা উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু চুলকাইলে তন্মধ্য পীতবর্ণ রস পড়ে।

নিদ্রা।—বিকালে নিদ্রাবেশ হয়। নিদ্রা ভাল হয় না, পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়। রাত্রে মনোমধ্যে উপর্য্যুপরি ভাবলহরীর উদয় বশতঃ নিদ্রা হয় না অথচ রোগীর শেষ রাত্রে এত চাপ নিদ্রা হয় যে প্রভাতে কিছুতেই তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না (ওপী:)। নিদ্রিতাবস্থায় শিশুর হস্ত থাকিয়া থাকিয়া আলোড়িত হয়, তাহার হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি পশ্চাদাকৃষ্ট হইতে থাকে, মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে (অরাম্-মিউ: মিনীয়্যান্: ওপী:) এবং প্রায় সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ আবির্ভূত হয়।

বৃদ্ধি।—আক্রান্ত পার্শ্বের বিপরীত পার্শ্ব টিপলে বা নিষ্পেষিত হইলে; অনাক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে; উপবিষ্ট অবস্থায়; বেড়াইলে; মস্তক উত্তোলন করিলে; শয়নান্তে; শীতকালে শীতল বায়ুতে পাদচারণ করিলে; বেলা ১১টার সময় এবং রাত্রে।

উপশম।—আসন হইতে গাত্রোত্থান কালে; দাঁড়াইলে; হেঁট হইলে; নির্ম্মল বায়ু সেবনে।

সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ—ক্যাম্ফো: মার্ক: পল্‌সে: রাস:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—মার্ক: ফস্: পল্‌সে: রাস: সিপী: ষ্ট্র্যাফ: সল্‌ফ:।

সদৃশ।—ক্লিম্যাট: গ্রাফ: হিপার: মেজের: ওলীয়্যান্: পেট্রোল: সোরিন্: রাস্-ভিন্: ষ্ট্যাফ: ভিঙ্কা-মাইনর্:।

তুলনীয়।—মুখের ত্বকে টান ভাব—ভায়লা: ওডোটো:। দুধে মামড়ী—ভিঙ্কা: মাইনর:। ক্ষত প্রদাহ—হিপার:। সূচীবেধ—ক্যালি-কার্ব:।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৮ হইতে ১৪ দিন।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় দশমিক ক্রম।

ভাইপেরা

(VIPERA TORVA.)

নামান্তর।—ভাইপারা কাইনিস্, পিলিয়াস্ বেরাস্।

প্রস্তুতি।—কমন্ ভাইপার নামক সর্প-বিষ হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নাক দিয়া রক্তস্রাব; গলগণ্ড; রক্তস্রাব; কামলা; যকৃতের বিবৃদ্ধি; শিরাপ্রদাহ; অকাল-বৃদ্ধত্ব; জিহ্বার স্ফীতি; শিরা-স্ফীতি।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরাপ্রদাহ এবং শিরা-স্ফীতির পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ; আক্রান্ত অঙ্গ ঝুলাইয়া রাখিলে বা ভূমির উপর স্থাপন করিলে ভয়ানক যন্ত্রণা হয় এবং বোধ হয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ চড়্ চড়্ করে। রোগী ঐ অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ উন্নত করিয়া রাখিলে আরাম বোধ করে। আক্রান্ত শিরা অত্যন্ত প্রদাহান্বিত ও স্পর্শাসহ হইয়া থাকে। আক্রান্ত—পদে-বোধ হয় যেন কি একটা উষ্ণ বহিয়া উপরে উঠিয়া গেল; ঐ অঙ্গে ঘর্ম্মোদ্গম হয় না।

লক্ষণাবলী।

মস্তকাদি।—শিরোঘূর্ণন,—সম্মুখদিকে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, নাসিকা হইতে শোণিত-স্রাব হয় (অ্যাকোন্: অ্যাণ্ট-ক্রুড্: কার্ব্বো-অ্যান্: ক্রোটেলাস্:) এবং মহা উদ্বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে (ক্যাক্ট্: কষ্টি:)। মুখমণ্ডল ও গ্রীবা স্ফীত হইয়া উঠে এবং চক্ষু যেন ভিতর হইতে নিষ্পেষণ বশতঃ বহির্গত হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ হয়; মুখমণ্ডলের ত্বক অত্যন্ত বিতত বা টান বোধ হয় এবং কালীমা ধারণ করে; কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়; কখনও বা মুখমণ্ডল পরিম্লান ও অস্থিসার হইয়া যায়, ললাটে শীতল ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে (ভেরেট্র:) এবং মুক্তার ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু আকীর্ণ প্রতীয়মান হয়। ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, ওষ্ঠ ও জিহ্বা স্ফীত, লালাময় ও ম্লান বোধ হয়। জিহ্বা নীলাভ ও বহিঃস্থত (ক্রোটেলাস্: ফাইটো:)।

মুখবিবর।—দন্তমাড়ীর উপর পীতাভ রেখা দেখা যায়। মুখ ও কণ্ঠ মধ্যস্থিত লালাগ্রন্থি সকল স্ফীত ও শুষ্ক অনুভূতি বশতঃ গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া থাকে (ল্যাকে: সলফ্:)। জিহ্বা স্ফীত (এপীস্: অ্যানান্থি: ক্যান্থা: হেলিবো: মার্ক: ল্যাকে:), কটা ও কালবর্ণ এবং বহির্গত সুতরাং রোগী কথা কহিতে পারে না (অ্যান্থান্থি: ল্যাকে: ওলী-ক্যাজিপুট: ক্যালেড: অ্যানাক্: ডাল্ক্যা:)। জিহ্বা কালবর্ণ, ধূম্রাক্তবৎ অনুভূতিজনক এবং দুর্গন্ধ।

অন্ত্রাশয়াদি।—সবুজবর্ণ, রক্তাক্ত তরল মলত্যাগের পর বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত যকৃৎ মধ্যে ভয়ানক বেদনা, কামলা ও জ্বর এবং ঐ বেদনা দক্ষিণ স্কন্ধ ও উরুশিখরে সঞ্চারিত হয় (চেলিড: ক্রোটেলাস্:)। উদর মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা এবং দুগ্ধ পানান্তে গুচ্ছবদ্ধ কৃমী বমিত হয়। হঠাৎ উদর আধ্মান বায়ু পূর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে। চাপ চাপ দুর্গন্ধ কালবর্ণ শোণিতময় মল ত্যাগ হইয়া থাকে। মলদ্বার হইতে কালবর্ণ ঘনীভূত শোণিত নিঃসরণ। প্রস্রাব ঘোর পীতবর্ণ,—যেমন কামলা রোগে হইয়া থাকে (চেলিড্: চীয়োনান্থাস্-ভার্জি: সিপী:)।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ড মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অধিকারে, শীতল ঘর্ম্মোদ্গম হয়, রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে (নাযা:) এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। হঠাৎ শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ এবং হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া আইসে এবং রোগীর মুখমণ্ডলে নীল মাড়িয়া দেয়

(ষ্ট্র্যামোন্:)। বক্ষ ও উদরের উপরের শিরা সকল স্থূল ও অনমনীয়। হৃদ্প্রদেশে প্রবল আকর্ষণ অনুভূতি বশতঃ রোগী স্বীয় বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া ফেলে এবং অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়ে। শির প্রদাহ ও শিরা-স্ফীতি ; আক্রান্ত-শিরা স্ফীত হইয়া উঠে এবং ঐ পদটী বা হস্তটী নীচু করিলে বা ঝুলাইলে, ঐ শিরা এতই স্ফীত হইয়া উঠে যে বোধ হয় যেন উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে (ডায়াডেমা: অ্যামন্-কার্ব: অ্যালীউ: ক্যাল্কে: স্যাবাই: থূযা:)। দক্ষিণ বাহুর শিরাপ্রদাহ,—হাত নীচু করিয়া রাখিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—প্রত্যঙ্গ সকল স্ফীত ও আরক্তিম। পর্য্যায়ক্রমে উদরে ও প্রত্যঙ্গ মধ্যে বেদনা অনুভূত হয় ; স্পর্শ করিলে বেদনাধিক্য। বাহু স্ফীত, নীলাভ-লালবর্ণ; বাহু আরক্তিম ও মধ্যে মধ্যে চাকা চাকা দাগ বিশিষ্ট এবং ব্যথান্বিত। হস্ত এত স্ফীত হয় যে বোধ হয় যেন উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, টিপিলে গর্ত্ত হয় না ; হস্তের ত্বক শুষ্ক হইয়া যায়, বৃহৎ চর্ম্মখণ্ড সকল উঠিয়া যায় এবং তন্নিম্নস্থিত ত্বক নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়। পক্ষাঘাত বশতঃ দেহের টলটলায়মান গতি বা ভাব। উরু বহিয়া যেন কি একটা উপরে উঠিয়া গেল। জানু ও গুল্‌ফ মধ্যে আড়ষ্টতা। পদ স্ফীত, উত্তাপ রহিত এবং অসাড়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—অকাল-বার্দ্ধক্য ; শিশুর বৃদ্ধির অভাব। লক্ষণ সকল বৎসর অন্তর পুনরাবির্ভাব হয়। স্ফীত অংশে সাড় থাকে না। গাত্রত্বক ফ্যাকাশে, পীতবর্ণ; মুখ ও দেহকাণ্ডের ত্বক পাণ্ডুরোগাক্রান্তবৎ এবং প্রত্যঙ্গাদির উপর চাকা কাল দাগ উৎপন্ন হয় এবং ঐ দাগ স্পর্শ করিলে শীতল অনুভব হইয়া থাকে। দেহের উত্তাপ হ্রাস হইয়া যায় এবং রোগী শৈত্য সহ্য করিতে পারে না। আক্রান্ত অংশে আদৌ ঘর্ম্মোদ্গম হয় না। শোণিত-স্রাবপ্রবণতা,—শোণিত তরল এবং ঘণীভূত হয় না (স্যাঙ্গিউইসীউগা:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যালীউ: অ্যাম্ন্-কার্ব: ক্রোটেলাস্: হ্যামো: নাযা: পল্‌সে: সিমিসিফিউগা: স্যাবাই: থূযা:।

তুলনীয়।—তরল রক্তস্রাব—স্যাঙ্গুই: মুগা:।

শক্তি।—৬ষ্ঠ হইতে ২০০ শততমিক ক্রম।

ভিস্কাম্ আল্বাম্

(VISCUM ALBUM.)

নামান্তর।—মিষ্টল্‌টো।

প্রস্তুতি।—সুপক্ব ফল হইতে ও পাতা প্রভৃতি হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ; (উপযোগিতায় দ্রষ্টব্য)।

উপযোগিতা ও আভাস।—মৃগী, তাণ্ডব, স্নায়ুশূল—বিশেষতঃ উরুপাশ্চাতিক

স্নায়ুশূল এবং পর্য্যায়ক্রমে জানু ও গোড়ালি এবং স্কন্ধে ও কনুইতে উৎপন্ন বাতব্যাধিতে ইহা বিশেষ হিতকর। এতদ্ব্যতিরেকে বাম কর্ণের সন্দিজ; বধিরতা; ফুল আটকান শৈত্যসংস্পর্শ সম্ভূত জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব এবং বহুকালের জরায়ুর অন্তর্বেষ্ট প্রদাহেও ইহা উপযোগী এবং ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঋতু রোধ, শৈত্য সংস্পর্শ, জলে থাকা এবং জল ঘাঁটা জনিত নানাবিধ রোগ, বিশেষতঃ জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব, বাত এবং উরুপশ্চাতিক স্নায়ুশূলে, ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—অসম্বন্ধ বকে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মোহাচ্ছন্নবৎ হইয়া পড়িয়া থাকে, যেন গভীর নিদ্রাভিভূত, কিন্তু একটু জোরে শব্দ হইলেই জাগ্রত হয় এবং যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার উত্তর দেয়, কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে (আর্ণিকা:) এবং ঈষৎ নাক ডাকিতে থাকে (ওপী:)।

মস্তক।—যেন মস্তকের খুলি উঠিয়া পড়িতেছে (ক্যানাব্-ইন: ল্যাক্-ডিফ্লো:—যেন করোটী উড়িয়া যাইবে=ব্যাপ্টি: ক্যামো: কোব্যাল্ট্: থ্যাট্-ক্লোর: ইউক্কা:)। চক্ষুর চারিধারে নীলবর্ণ। দ্বিদর্শন,—প্রত্যেক বস্তুকে দুইটী মনে হয়। কর্ণ যেন রুদ্ধ হইতেছে এইরূপ অনুভূতি এবং তন্মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ (সিঙ্কোনা: নক্স-মস্:)। শৈত্য সংস্পর্শ জনিত বধিরতা (অ্যাসেরাম্: ক্যাম্ফ: কষ্টি: জেল্: লিডাম্: মার্ক: পল্সে: সল্ফ: সিফিলিন্:)। মুখের পেশী সকল সর্ব্বদাই স্পন্দনশীল।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক স্বপ্ন এবং রেতঃস্খলন। দক্ষিণ কোষরজ্জু হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত চিড়িক মারিয়া উঠে এবং ঐ রজ্জু কুঞ্চিত হইয়া কুচকী প্রদেশে গুচ্ছবদ্ধ হইয়া থাকে (অ্যামো-মীয়াকাম্: বার্বারিস্: রডো:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জলে ভেজার জন্য ঋতুরোধ বশতঃ জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব শোণিত কিয়দংশ উজ্জ্বল লালবর্ণ ও তরল এবং কিয়দংশ ঘনীভূত ও ঘোর লাল; স্রাবের সময় রোগিণী অস্পষ্ট শিরোবেদনা অনুভব করে, রগে সূচীবেধবৎ বেদনা, হস্তপদাদি অসাড় বোধ এবং চক্ষু নীলিমাবেষ্টিত ও কোটর প্রবিষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাম ডিম্বাধার প্রদেশে তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা (থুয়া:); বৃদ্ধি=পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিলে। ফুলআটকান (ক্যাম্বা: কলোফিল্: পলসে: সিকেলী:)। গতার্ত্তবাদিদের নানাবিধ রোগ (ল্যাকে: সল্ফ:)। নিতম্ব হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা বস্তি মধ্যে এবং উপর হইতে বিদারণবৎ বা বিদ্ধকারী বেদনা নীচের দিকে সংক্রমিত হয়। বহুকালের জরায়ুর অন্তর্বেষ্ট প্রদাহ।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসকৃচ্ছ্র,—দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি হয় (বাম পার্শ্বে শুইলে=এপীস্:)। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর এবং শব্দকারী। শৈত্য সংস্পর্শ সম্ভূত দক্ষিণ বক্ষোদক অধিকারে প্লীহা মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা। আক্ষেপিক কাসি ও হুপকাসি। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সন্ধিগত বাত সংশ্লিষ্ট শ্বাস রোগ।

প্রত্যঙ্গাদি।—বাতাশ্রিত বেদনা,—জানুতে ও গুল্‌ফে এবং স্কন্ধে ও কনুইতে পর্য্যায়ক্রমে বেদনা অনুভূত হয়। উরুপশ্চাতিক স্নায়ুশূল উভয় উরুতে এবং উর্দ্ধ প্রত্যঙ্গে বিদারণবৎ বেদনা। চরণ হইতে বোধ হয় যেন মস্তকাভিমুখে অগ্নির তাপ উঠিতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গ বোধ হয় যেন অগ্নি বেষ্টিত রহিয়াছে। সময়ে সময়ে নিতম্ব হইতে বেদনা বস্তিগহ্বরে সঞ্চারিত হয়; শুইলে বেদনা বৃদ্ধি হয়; বস্তিগহ্বর হইতে বেদনা উরুতে ও উর্দ্ধাঙ্গে সঞ্চারিত হয়। রোগী রাত্রে স্বীয় দেহের কোন অংশই স্থির রাখিতে পারে না,—কখন এক অংশ কখন অন্য অংশ স্পন্দিত হয়। সন্ধ্যার সময় যেন কতই পরিশ্রম করিয়াছে এইরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়ে মৃগী,—চরণ হইতে যেন অগ্নির ভাপ উঠিয়া আমস্তক সমগ্র দেহ অগ্নিময় হইয়া উঠে এবং রোগীর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়। দেহস্থিত সকল পেশীই পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়া থাকে, কেবল আক্ষিক পেশী অনাক্রান্ত থাকে; রোগী না কথা কহিতে না কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারে এবং তজ্জন্য অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জলে দাঁড়াইয়া থাকা বা জলে ভিজার জন্য রজঃরোধজনিত জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব, এবং বাত (অ্যাকোন্: ব্রাই: পল্‌সে: রডো: রাস্: স্পাইজি:)।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ**—ক্যাম্ফোরা: সিঙ্কোনা:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম।

ওয়ায়েথীয়া

(WYETHIA HELENIOIDES.)

নামান্তর।—পয়জন উইড্।

প্রস্তুতি।—মূলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—আর্ত্তবাভাব; হাঁপানি; কোষ্ঠবদ্ধ; কাসি; অতিসার; দুর্ব্বলতা; বাধক; জ্বর; অর্শ; মাথাব্যথা; হিক্কা; অজীর্ণতা; ডিম্বাধারে বেদনা; নাসাস্রাব; গলক্ষত; আল্‌জিহ্বার পীড়া ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—কোষানু উদ্দামক তালুমূল প্রদাহে ইহা বিশেষ হিতকর;—রোগী পুনঃ পুনঃ "হাক্ হাক্" করিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলেও আরাম বোধ হয় না; পুনঃ পুনঃ ঢোঁক গিলিতে থাকে এবং ঐ অংশ শুষ্ক ও স্ফীত বোধ হয়। প্রকাশ্য বক্তা ও গায়কদিগের কণ্ঠ যে উগ্রতা,—গান বা বক্তৃতা করিতে করিতে স্বরভঙ্গ সংঘটিত হয়; কণ্ঠ উত্তাপযুক্ত এবং শুষ্ক অনুভূত হয়। "উপজিহ্বা প্রদেশে উত্তেজনা সম্ভূত শুষ্ক, বক্ষবিদারক কাসি" ইহার একটী সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। বায়ুনলীভুজ মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে। মলকাঠিন্য সংযুক্ত অর্শ রোগেও ইহা বিশেষ উপকার সাধন করিয়া

থাকে। মলদ্বারে কণ্ডূতিক অনুভূতি। লালা গাঢ় আঠার ন্যায়। বাম ডিম্বাধারের উর্দ্ধাংশে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া তীব্র বেগে জানুতে সঞ্চারিত হয়; দীর্ঘকাল যাবৎ ঋতুরোধ; মুখবিবর বোধ হয় ঝলসিত হইয়াছে; আল্‌জিহ্বা দীর্ঘতর বোধ; উপজিহ্বা প্রদেশ শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত অনুভূতি; যেন পাকস্থলী মধ্যে কোন অপরিপাচ্য দ্রব্য জমিয়া রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ জরায়ু বোধ হয় যেন বৃহৎ হইয়াছে; পর্য্যায়ক্রমে হিক্কা ও বায়ুনিঃসরণ প্রভৃতি কতিপয় ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন ও মস্তক।—অল্পে কাতর, রোগী সর্ব্বদাই যেন অস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত; যেন কোন মহাবিপদ আসন্ন এইরূপ সশঙ্কিত ভাব (ক্যাল্‌কে: চিনিন্‌-সল্‌ফ: সোরিন্‌:)। অধিক পরিশ্রম করিতে পারে না,—একটু পরিশ্রম করিতে না করিতে ঘর্ম্মোদ্গম হইতে আরম্ভ হয়। শিরোবেদনা,—দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশ তীক্ষ্ণ বেদনা এবং তৎপরে ভার বোধ হয় (দক্ষিণ উর্দ্ধাক্ষিক শিরোবেদনা = র‍্যাণান্‌-বাল্‌বো: স্যাঙ্গিউ: সিপী:)। শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াধিক্য বা চতুর্দ্দিক হইতে মস্তক মধ্যে শোণিত ধাবিত হয় (অ্যামিল্‌: বেল্‌: ব্রাই: ক্যাক্টাস্‌: ক্যাল্‌কে: গ্লোন্‌: মিলিলোট: ফস্‌: স্যাঙ্গিউ:)। দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে কণ্ডূতির উদ্রেক হয় (অ্যা-কার্ব্বল্‌: সিন্নাবার: মিনীয়্যান্‌: সোরিন্‌: রীউমেক্স:)।

মুখবিবরাদি।—মুখবিবর বোধ হয় ঝলসাইয়া গিয়াছে (এপীস্‌: বেল্‌: সীপা: আইরিস্‌: ম্যাগ্‌-মিউ: মার্ক-কর্‌:)। অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ গাঢ় আঠার ন্যায়, রজ্জুবৎ লালা নিঃসরণ (ক্যাম্প: চেলিড্‌: এপিফিগ্‌: ক্যালী-বাই: লিসিন্‌: মার্ক: মার্ক-কর্‌: ফাইটো:)। তালুমূল-পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক (ক্যালী-মিউ: স্যাবাড্‌:) বোধ হয়, এবং রোগী পুনঃ পুনঃ "হাক্‌ হাক্‌" করিয়া স্বীয় কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করে কিন্তু বৃথা (আর্জেন্ট্‌-নাই: সিপীয়া: অ্যা-ল্যাক্ট. সিন্নাপিস্‌:); পশ্চান্নাসারন্ধ্র মধ্যে শুষ্কতা অনুভূত হয় ও পিট্‌ পিট্‌ করিতে থাকে (সিন্নাবার্‌:); রন্ধ্র মধ্যে বোধ হয় যেন কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, রোগী "হাক্‌ হাক্‌" করিয়া তাহা কণ্ঠের মধ্য দিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেও অপসারিত হয় না। কণ্ঠ স্ফীত এবং উপজিহ্বা শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত বোধ হয়; পুনঃ পুনঃ লালা গলাধঃকরণ পূর্ব্বক ঐ শুষ্কতার লাঘব সাধন করিবার চেষ্টা করিলেও আরাম বোধ হয় না; গলাধঃকরণ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। আল্‌জিহ্বা দীর্ঘতর বোধ হয় (মার্ক: স্যাবাড্‌:)। অন্ননালী হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত উত্তাপ ও জ্বালাযুক্ত বোধ হয়; আহার করিলে আরও বৃদ্ধি হয়। পুরাতন তালুমূল-প্রদাহ, তালুমূল অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়, তালুমূল ঘোর লালবর্ণ; প্রবল সর্দ্দিজ জ্বরের পর তালুর পেশী সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত বা ক্ষতান্বিত বা ভাবাপন্ন বোধ হয়। প্রকাশ্য বক্তা বা গায়ক-দিগের গলক্ষত,—বক্তৃতা বা গান করিতে করিতে গলা ভাঙ্গিয়া যায় (ফস্‌:) এবং কণ্ঠাভ্যন্তর উত্তপ্ত ও শুষ্ক অনুভব হয় (বেল্‌:)।

পাক ও অন্ত্রাশয়।—পর্য্যায়ক্রমে হিক্কা ও বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকে। পাকস্থলী

মধ্যে যেন অপরিপাচিত পদার্থ জমিয়া রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ (অ্যাবীয়েজ্-নাই:)। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নাকর্ষণী বেদনা। মলদ্বারে কণ্ডুয়ন মলতারল্য,—ঘোর কপিশবর্ণ মল। অর্শাধিকারে অত্যন্ত কোষ্টবদ্ধতা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর। বাম ডিম্বাধার মধ্যে বেদনা,—বেদনা ডিম্বাধার হইতে উদর ও উরু ভেদ করিয়া জানুতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। একটী সন্তান প্রসবের পর এক বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত রজঃ বন্ধ থাকে।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলীভুজ মধ্যে জ্বালা অনুভূত।

প্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ বাহুতে বেদনা ও মণিবন্ধ ও হস্ত আড়ষ্ট।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাবীয়েজ্-নাই: আর্জেণ্ট-নাই: বেল্: কষ্টি: এপিফিগ্: ফস্: রীউমেক্স্: স্যাঙ্গিউ: সিপী: ষ্টিক্টা: সল্ফ্:।

তুলনীয়।—গলনলীর লক্ষণে—কষ্টিক: হিপার: রিউমেক্স্: ফস্ফরাস: সলফার:। যেন অজীর্ণ পদার্থ খাইয়াছে—এবিস্-নাই:। মুখদগ্ধ প্রায়—রান্নান্:।

শক্তি।—প্রথম দশমিক হইতে ৩০ শততমিক ক্রম।

জ্যান্থক্জাইলাম্

(XANTHOXYLUM FRAXINEUM.)

নামান্তর।—টুতেকট্রি ; প্রিকৃরি অ্যাশ্।

প্রস্তুতি।—তাজা ছালের আরক।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—ভ্যাদাল বেদনা ; হাঁপানি ; বাধক ; কর্ণশূল ; মাথারখুলি ও মাথাব্যথা ; অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত ; মূর্চ্ছাবায়ু ; চোয়ালে বেদনা ; ঋতুশূল ; স্নায়ুশূল ; চক্ষুপ্রদাহ ; গৃধ্রসী ; দন্তশূল ; ক্ষত।

উপযোগিতা ও আভাস।—পুরাতন বাতাশ্রিত বেদনা, পিত্তশিরা ও তালুমুলের সর্দ্দিজ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ক্ষীণাঙ্গী এবং পীড়াপ্রবণা রমণী, যাহাদিগের অত্যধিক রজোস্রাব হইয়া থাকে এবং স্নায়বিক ও আক্ষেপিক বাধকাধিকারে বেদনা উরুসম্মুখস্থিত স্নায়ু বহিয়া নীচের দিকে সংক্রমণ করে, "জ্যান্থক্জাইলাম্" তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। প্রসবান্তিক বা ভ্যাদাল বেদনা এবং ডিম্বাধারের স্নায়ুশূলাধিকারে উরুর সম্মুখাংশ বহিয়া বেদনা নিম্নে সঞ্চারিত হইলেও ইহা দ্বারা তাহা প্রশমিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত পীড়াদিতে চিত্তের অপ্রসাদ, দপ্দপ্কারী শিরোবেদনা, একপ্রকার মানসিক উন্মত্ততা, ক্ষুধারাহিত্য এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পূর্ণতানুভূতি বর্ত্তমান থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—ভীত, চকিত ভাবাপন্ন। চিত্তের অপ্রসাদ ও মনের দুর্ব্বলতা।

মস্তক।—মস্তিষ্কের স্তম্ভিত ভাব; শিরোপশ্চাতে বেদনা। মস্তক পূর্ণ ও ভার বোধ হয়। দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে দপ্‌দপ্‌কারী শিরোবেদনা (কর্ণাস্: চেলিডঃ ক্যালী-বাইঃ লিসিন্:) এবং বিবমিষা। চক্ষুর প্রদেশে বেদনা ও নাসামূলের উর্দ্ধাংশে দপ্‌দপানি। ব্রহ্মতল ব্যথা করিতে থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া দপ্‌দপ্‌ করিয়া উঠে,—যেন মাথার খুলি উঠিয়া পড়িবে এইরূপ বোধ হয়। মাথা নাড়িলে মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন তরল পদার্থের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। মস্তক বোধ হয় যেন একটী বন্ধনীদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (অ্যা-কার্ব্বল্: অ্যা-নাইঃ জেল্‌সিঃ সল্‌ফঃ)। দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে পট্‌পট্‌ শব্দ বাম কর্ণ মধ্যে অতীব্র বেদনা,—দন্তমূল ব্যথা করিতেছে কি কর্ণ ব্যথা করিতেছে বুঝা যায় না।

চক্ষু।—তিমিরদৃষ্টি,—যেন সূক্ষ্ম নীলবর্ণ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে সকল বস্তু দেখিতেছে (যেন সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনান্তরিত দৃষ্টি=কষ্টিঃ ক্রোকাস্: হায়োঃ আয়োড্: লরোঃ লিথীয়াঃ ন্যাট্‌-মিউঃ পেট্রোল্: ফস্: রস্: ষ্ট্র্যাম্: সল্‌ফঃ)। চক্ষু ও নাসিকা মধ্যে জল আইসে (সিন্যাপিস্:)। চক্ষু রক্তবর্ণ এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে কে এক মুঠা বালি নিক্ষেপ করিয়াছে (বেল্: কোর‍্যাল্-রুবঃ ইউফ্রেঃ লিডাম্: মিডহ্নঃ সল্‌ফ্:)। সকল বস্তুই দূরে রহিয়াছে এইরূপ মনে হয় (অ্যানাক্: নাক্স্-মস্:)।

নাসিকা।—দক্ষিণ রন্ধ্র বোধ হয় যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ রন্ধ্র মধ্য হইতে রক্তাক্ত শিক্‌নি সকল নির্গত হয় (ন্যাট্‌-আর্সঃ অ্যামন্-মিউঃ)। দেহের সমগ্র বামপার্শ্ব অসাড় এবং মস্তক ও নাসিকাতেও ঐ অসাড়াদ্ধাংশ স্পষ্ট অনুভূত হয়।

মুখমণ্ডল।—নিম্ন হনুর বামপার্শ্বে বেদনা। মুখমণ্ডলে ও মস্তকে থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভূত হয়।

মুখবিবর।—মুখবিবর, তালুমূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় এবং কণ্ঠ মধ্যে যেন মরীচ স্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ স্বাদ অনুভূতি (হাইড্র্যাষ্টঃ)। মুখবিবর ও জিহ্বা শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত বোধ হয়; এই অনুভূতির সহিত অনেক স্থলে অতিরিক্ত উত্থানশক্তিরহিত ও কাতরতা বর্ত্তমান থাকে (ডাঃ এ, এস্, রফী বলেন যে এরূপ স্থলে "ক্যাপ্স" প্রয়োগে ফল না হইলে "জ্যান্থক্-জাইলাম্" ফলপ্রদ হয়)। জিহ্বা বোধ হয় যেন একবার প্রসারিত ও একবার সঙ্কুচিত হইতেছে।

গলমধ্য।—কণ্ঠের বাম পার্শ্বে বোধ হয় যেন কোন পদার্থ গুচ্ছবদ্ধ বা কুণ্ডলীকৃত হইয়া আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং গলাধঃকরণ করিলে উহা সরিয়া দক্ষিণপার্শ্বে আবির্ভূত হয় (ল্যাকেঃ)। কণ্ঠমধ্যে যেন মরীচগুঁড়া লাগিয়াছে। কণ্ঠনলী বোধ হয় যেন কেহ সন্দংশ বা সাঁড়াশী দ্বারা চাপিয়া ধরিয়াছে (ব্যারাইঃ ফেরাম্: হিপারঃ ক্যাল্মীয়াঃ)। অন্ননলী ভয়ানক জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা এবং ঈষৎ বিবমিষা অনুভূতি (অ্যাজিউঃ অ্যাব্যাড্: সিন্যাপ্:)।

কণ্ঠমধ্যে দপ্‌দপানি ও যেন উহা স্ফীত এইরূপ অনুভূতি (গ্লোনঃ ক্যাল্মীয়াঃ পেট্রোল্ঃ)। কণ্ঠাভ্যন্তরে ক্ষতান্বিত ভাব ও রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাময় গয়ার নির্গত হয়। কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক,—কথা কহিতে কষ্ট হয় (ফর্ম্মিকাঃ সেনেগাঃ)।

পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।—পুনঃ পুনঃ শীতাবির্ভাব ও বিবমিষা। ক্ষুধারাহিত্য। গর্ভবতীদিগের বিবমিষা (অ্যা-কার্ব্বল্ঃ অ্যা-ল্যাক্টঃ অ্যাসোরাম্ঃ ক্রিয়োঃ ল্যাক্-ক্যান্ঃ নক্স়ঃ সিপীয়াঃ সিম্ফোরিকার্পাসঃ ট্যাবাক্ঃ)। যেন উপবাস করিয়াছিল পাকস্থলী এইরূপ শূন্য বোধ হয়; খাবার দিলে দুই এক গ্রাস আহার করিলেই বিবমিষার উদ্রেক হয় (ডায়াডেমাঃ পডোঃ সাইলিঃ স্যাঙ্গিউঃ—আহার করিলে উপশম বোধ হয় কিন্তু অনতিপরেই আবার আবির্ভূত হয়= ভাঙ্গৈবার্ণঃ)। ভয়ানক তৃষ্ণা,—অধিক পরিমাণে জলপান করে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পূর্ণতা বা ভার বোধ (ফেরামঃ ইগ্নেঃ লাইঃ মাইরিকা-সেরিফ্ঃ)। পুনঃ পুনঃ শীত ও চাপ বোধ হয়। অন্ত্রকূজন এবং টিপিলে ব্যথা বোধ হয়। বহুব্যাপক আমাতিসার,—আক্ষেপিক বা প্রচণ্ড কুন্থন, অন্ত্রগত আকুঞ্চন প্রসারণ, আধ্মান ইত্যাদি অনুভূত হয়। বিসূচিকা,—হিমাঙ্গ অবস্থা অপর্য্যাপ্ত ফিকা প্রস্রাব হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ স্নায়ুপ্রধান রমণীদিগের। প্রস্রাব অতি অল্প এবং ঘোর লাল বর্ণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বাধার শূল,—বেদনা উরুসম্মুখস্থ স্নায়ু বহিয়া নিম্নে সঞ্চারিত হয়। ঋতু,—অতি অকালে আবির্ভূত হয়, অপর্য্যাপ্ত স্রাব হইয়া থাকে এবং যন্ত্রণা বর্ণনাতীত (অপর্য্যাপ্ত স্রাবসহ যন্ত্রণা আর কোন ঔষধে দেখা যায় না ;—মীউরেক্সঃ) অকালে স্রাব আরম্ভ হয় এবং অপর্য্যাপ্ত স্রাব হয় কিন্তু যন্ত্রণা রহিত (সিরীয়াম্ঃ অক্স্যাল্ঃ)। স্রাব আরম্ভ হইলে যন্ত্রণা থাকে না (সিপীয়াঃ)। অকালে আরম্ভ এবং স্রাব অতি সামান্য এবং স্রাবারম্ভে যন্ত্রণা প্রশমিত হয় (ল্যাকেসিস্ঃ)। অপর্য্যাপ্ত স্রাব, আক্ষেপিক এবং প্রায় কালবর্ণ; স্রাব আরম্ভের পর যন্ত্রণা থাকে না ; নিদ্রার পর বা সময় বৃদ্ধি হয় (নক্স-ভমিকাঃ)। অকালে আবির্ভূত হয়, স্রাব অল্প এবং যন্ত্রণাজনক (সিকেলীঃ)। অনর্গল স্রাব হয়—যেন জরায়ুদ্বার অবারিত হইয়া থাকে ; স্রাব কালবর্ণ এবং যন্ত্রণা রহিত (পল্‌সেটিলাঃ)। বিলম্বে আবির্ভাব, স্রাব অপর্য্যাপ্ত বা অতি সামান্য, ফিকা বর্ণ, জলবৎ, যন্ত্রণা কেবল প্রথম দিবস); স্রাবের সময় শিরোবেদনা অনুভূত হয় (ক্লোর্যালাম্ঃ সাইক্লেম্ঃ); বেদনা উরুর সম্মুখ দিয়া নীচে সঞ্চারিত হয় ; রোগিণী অসহিষ্ণু, চমকিত ভাবযুক্ত। নির্দ্ধারিত সময়ের আট দিবস পূর্ব্বে রজোস্রাব আরম্ভ হয় ; স্রাব অত্যন্ত অধিক এবং উজ্জ্বল, লালবর্ণ, জরায়ুাদির প্রবল নিম্নাকর্ষণ বোধ হয় এবং দক্ষিণ ডিম্বাধার প্রদেশ ব্যথা করিতে থাকে। দক্ষিণ ডিম্বাধার প্রদেশে নিরন্তর তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং ঐ বেদনা উরুশিখর, উরু এবং পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয় ; সময়ে সময়ে ঐ বেদনা এত তীক্ষ্ণ হয় যে রোগিণী শ্বাসরোধ করিতে বাধ্য হয়। নিদ্রিত অবস্থায় দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে তীক্ষ্ণ ছেদনবৎ বেদনা উর্দ্ধদিকে উরুশিখরাভিমুখে এবং নিম্ন উরুতে বিকীরিত হইয়া রোগিণীকে জাগাইয়া দেয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৫ দিবস পূর্ব্বে আর্ত্তব আবির্ভাব ও বাম বঙ্খন বা কুচকী প্রদেশে খালধরার বা সাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা অনুভূতি।

বাম ডিম্বাধারগত বেদনা,—ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। রজঃ কৃচ্ছ্র বা বাধক,—ভয়ানক যন্ত্রণা, রোগিণী যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া যায়; শূলবৎ বেদনা জননেন্দ্রিয় হইতে উরু প্রসারী স্নায়ু মধ্য দিয়া ধাবিত হয়; ঋতু আবির্ভাবের পূর্ব্ব দিবসে বাম চক্ষু উপর প্রদেশে শিরোবেদনা আরম্ভ হয়; মস্তক ভারবোধ হয়; চক্ষুদ্বয় মধ্যে শোণিত সঞ্চিত হয় এবং আলোক সহ্য হয় না; মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত ও জ্বরভাবাপন্ন বোধ হয়; জরায়ুাদি বোধ হয় যেন প্রচণ্ড বলের সহিত নীচে নামিতেছে; স্রাব অপর্য্যাপ্ত হইতে থাকে এবং নিতম্ব ও তলপেটে প্রাণান্তক যন্ত্রণা অনুভূত হয়। অবিচ্ছিন্ন শিরোবেদনা,—ঋতুর সময় বৃদ্ধি হয় (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে: কষ্টি: ককীউ: সাইক্লেম্: ক্যালী-কার্ব: ক্রিয়ো: ল্যাক্-ডিফ্লো: মৌউরেক্স: ন্যাট-মিউ: সিপী:—ঋতু আবির্ভাবান্তে শিরোবেদনার উপশম = বেল্:—বাধকাধিকারে শিরোবেদনা = ক্লোব্যাল্: সাইক্লেম্:)। পাঁচ ছয় মাস যাবৎ আর্ত্তবাভাধিকারে মুখমণ্ডল ও পদদ্বয় শোথাক্রান্তবৎ (সিনিসীয়ো:) স্ফীত (গ্র্যাফ:) রোগিণী অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে, একটু শব্দ সহ্য হয় না, কণ্ঠস্বর কম্পিত, রোগিণীর মনে হয় তাহার মৃত্যু আসন্ন, হরিৎপাণ্ডু রোগাক্রান্তবৎ মূর্ত্তি ধারণ করে, মলকাঠিন্যের আবির্ভাব হয় এবং প্রস্রাব অতি অল্প ও ঘোর লালবর্ণ অথচ পুনঃ পুনঃ বেগ হয়। কয়েকমাস যাবৎ আর্ত্তবাভাববশতঃ দক্ষিণ ডিম্বাধার মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা, অবিচ্ছিন্ন শিরোবেদনা, জরায়ুাদির নিম্নাকর্ষণ ও তলপেট সাটিয়া থাকে। আর্দ্র চরণে থাকার জন্য আর্ত্তবাভাব (অ্যাকোন্: হেলিবো: পাল্সে:—শৈত্য সংস্পর্শ সম্ভূত = প্লাট্: সিনিসীয়ো: সিপীয়া:) এবং তজ্জন্য শীর্ণতা ও কাসি; অপরিচ্ছন্নতা ধূসরবর্ণ গয়ার, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে এবং রাত্রিস্বেদ, প্রদর,—আস্রাব অপর্য্যাপ্ত এবং দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ (ক্যালী-আয়োড: কাইজস্: সিপীয়া: ক্যাল্কে: ইগ্নে:—পীতশ্বেত = ভাইবার্ন:); ঋতু আবির্ভাবের সময় স্রাব বৃদ্ধি হয় (ফস্:—রজোস্রাবের পরিবর্ত্তে প্রদরস্রাব = সীড্রন. চিনোপোড-অ্যান: ককীউ: গ্র্যাফ: নক্স-মস্: ফস্: সিপী: জিঙ্কাম্:)। প্রসবান্তিক বা ভ্যাদাল বেদনা,—অপর্য্যাপ্ত ক্লেদ প্রাব হইতে থাকে। কোন কোন স্থলে ঋতু বিলম্বে প্রকাশ হয় এবং যৎসামান্য স্রাব হইয়া থাকে। আর্ত্তবাবির্ভাবের পূর্ব্বে:—মন বিমর্ষ, সশঙ্কিত; যেন মাথার খুলী উড়িয়া যাইবে এইরূপ শিরোবেদনা এবং তলপেটে যেন ঘৃষ্ট হইতেছে এইরূপ বেদনা। স্রাবারম্ভে—কৃশ তনু, কষ্ট সহিষ্ণু এবং কোমলাঙ্গী রমণীদিগের রজঃশূল; রোগিণী সামান্য বিষয়ে চমকাইয়া উঠে, দিবসে পুনঃ পুনঃ হাই তুলে এবং নিদ্রাবেশ বোধ করে; নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ বশতঃ সর্ব্বদা বসিয়া বা শুইয়া থাকে, রজোস্রাবের পূর্ব্বদিবসে শিরোবেদনার আবির্ভাব হয়, চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনা এবং নাসামূলের উর্দ্ধাংশে দপ্‌দপানি অনুভূত হয়; যেন জরায়ুাদি সমস্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ যন্ত্রণাজনক নিম্নাকর্ষণ, কটি যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে বা খসিয়া যাইবে এইরূপ বেদনা। বঙ্ক্ষণ বা কুচকী দেশের অস্থির শিখরদেশ হইতে উরু ভেদ করিয়া জানুতে সঞ্চারিত হয়; শুইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, কিছুতেই আরাম বোধ হয় না; বুক যেন চাপিয়া রহিয়াছে এইরূপ শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয় এবং রোগিণী পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাস গ্রহণ করে।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ এবং কণ্ঠমধ্যে কর্কশতা অনুভূতি : পুনঃ পুনঃ স্বীয় কণ্ঠ পরিষ্কার করিতে বাধ্য হয়। শ্বাসাল্পতা,—আর্ত্তবাভাধিকারে। পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলে আরাম বোধ হয় (ব্রাই: ক্যাল্কে: গ্রোন্: মার্ক: ফস্: বোরাক্স্: ক্রিয়ো: ইণ্ডীয়াম্:)। ক্ষুক্-ক্ষুকে কাসি,—বায়ু সেবনকালে প্রকোপ আরম্ভ হয়। দিবারাত্র শুষ্ক কাসি,—রোগী অতিশয় অবসন্নতা বশতঃ শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হয়, তাহার মুখমণ্ডল ম্লান বা ফ্যাকাশে ও শোথাক্রান্তবৎ, চক্ষু কালিমাবেষ্টিত, মস্তক পরিপূর্ণ এবং ভার বোধ হয়, ওষ্ঠদ্বয় বর্ণহীন, জিহ্বা ফ্যাকাশে ও লোল, শ্বাসাল্পতা বোধ হয়; ক্ষুধা থাকে না, মলকাঠিন্য প্রকাশ পায়। বক্ষ মধ্যে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব ও পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন। অনিয়মিত ও স্বল্পার্ত্তবাদিগের বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধতা ও শুষ্ক কাসি,—কাসিলে বক্ষ ও স্কন্ধে ব্যথা বোধ হয়; প্রায় মলতারল্য প্রকাশ পায় এবং রাত্রে প্রচুর স্বেদোদ্গম হয়।

হৃৎপিণ্ড।—থাকিয়া থাকিয়া হৃৎপিণ্ড মধ্যে এইরূপ তীক্ষ্ণ ক্ষণস্থায়ী বেদনার আবির্ভাব হয় যে রোগিণী শ্বাসরোধ করিতে বাধ্য হয় এবং ওষ্ঠ পর্য্যন্ত সমগ্র মুখমণ্ডল নীলবর্ণ বা ফ্যাকাশে হইয়া যায়; বেদনা ছেদনবৎ এবং শ্বাস গ্রহণকালে বৃদ্ধি হয়; প্রকোপান্তে রোগিণীর তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, মূর্ত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং রোগিণী অবসন্ন হইয়া পড়ে। হৃদ্‌প্রদেশে প্রচণ্ড বেদনা বশতঃ নিদ্রা যাইতে যাইতে চমকাইয়া জাগিয়া উঠে, হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন হইতে থাকে এবং যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে এইরূপ বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—শিরোবেদনাধিকারে গ্রীবা ব্যথান্বিত ও আড়ষ্ট বোধ হয়; সবলে টিপিলে বা পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে কথঞ্চিৎ আরাম বোধ হইয়া থাকে। মেরুচক্রু দীর্ঘতর বোধ হয়, টিপিলে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয় এবং অনবরত ব্যথা করিতে থাকে; উপাধানের বা গদির উপর ব্যতীত বসিতে পারে না (ইউফর্বীয়াম্: লোবেল: পেট্রোল্:)। হঠাৎ মণিবন্ধে ও জানুতে খাল ধরার ন্যায় বেদনা। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে শূলবৎ বা তীক্ষ্ণ বিদ্ধকারী বেদনা; আক্রান্ত অঙ্গ অসাড় ও ক্ষীণ। দক্ষিণ স্কন্ধে ও বাহুতে বেদনা (স্যাঙ্গিউ: ভায়োলা-ওডো:)। দক্ষিণ বাহুর কফোনী বা কনুই হইতে সমস্ত হস্তে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হয়। সমগ্র বাম বাহু ও স্কন্ধ অসাড় ও অবশ। মণিবন্ধ হইতে হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রচণ্ড বেদনা। বাধকাধিকারে জননেন্দ্রিয় প্রদেশ হইতে উরু পর্য্যন্ত প্রসারী স্নায়ু মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা। হরিৎ-পাণ্ডুরোগাধিকারে নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়। বাম জানু মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা। সর্ব্বাঙ্গ কুট্ কুট্ করে এবং যেন বিদ্যুচ্ছলাকা প্রবাহিত হইতেছে, এইরূপ সংঘাত বোধ। সমগ্র দেহের একপার্শ্ব অসাড় বোধ এবং এই অর্দ্ধাংশের অসাড়তা মস্তকে ও নাসিকার্দ্ধে স্পষ্ট অনুভব হয়। পাদচারণকালে যেন তুলারাশির উপর পদক্ষেপ করিতেছে এইরূপ অনুভূতি (যেন মখমলের উপর পদক্ষেপ করিতেছে এইরূপ অনুভূতি=সিকেলী:—যেন শূন্যের উপর পদক্ষেপ করিতেছে=ডীউবোইসিন্াম্:—যেন পদতল অত্যন্ত কোমল ও স্ফীত=অ্যালীউমিনীয়াম্:)। দেহের সমগ্র বামপার্শ্ব, বিশেষতঃ বাম চরণ, অসাড় বোধ হয়। বসিয়া থাকিলে বোধ হয় যেন শূন্যে উড়িতেছে (অ্যা-ক্স্: ক্যানাব্-ইন্: অ্যাসেরাম্: টিক্টা:)। শয়ন করিলে বোধ হয়

যেন অতি কোমল শয্যার ভিতর ডুবিয়া গেল। হাম অধিকারে বুদ্ধির জড়তা, স্তম্ভিতভাব ও নিদ্রালুতা এবং হাম কণ্ডু উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না।

নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন ও নিদ্রালুতা। গভীর নিদ্রা ; যেন এক বাটীর ছাদ হইতে অন্য বাটীর ছাদে উড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখে (এপীস্: ইণ্ডিগো: লাই: স্যাট্-সল্ফ্: রাস্-গ্ল্যাব্র:)। যেন গলরোধ হইয়া আসিতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠে (শ্বাসরোধের স্বপ্ন = আর্ণি: আইরিস্: ক্যালী-বাই:)।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—হঠাৎ বোধ হয় যেন আপাদমস্তক অগ্নিময় হইয়া উঠিল। ঈষৎ শীত বোধ ও প্রাণান্তক বিবমিষা পুনঃ পুনঃ শীত আবির্ভাব ও হস্তপদাদি ব্যথা করিতে থাকে। বাতশ্লেষ্মা জ্বরের হিমাঙ্গাবস্থা (কার্ব্বো-ভেজিট্:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যা-ফস্: অ্যাক্টীয়া: ব্রাই: ক্যানাব্-ইন: ক্যামো: কলোফিল্: কলোসিন্থ: কীউপ্রাম্: ন্যাফেলীয়াম্: ইগ্নে: পল্সে: স্যাঙ্গিউ: ষ্টীক্টা. ভাইবার্ণাম্-ওপীউ:।

তুলনীয়।—মস্তক, হৃৎপিণ্ড ও জরায়ুতে—অ্যাক্টিয়া-রেসি: ক্যাকটাস:। হামের উদ্ভেদ লোপ—ব্রায়ো:। বাধক—কলোসিন্থ:। বাধক, গৃধ্রসী, মসততা—ন্যাফেলি:। ভাদাল বেদনা—পল্স: ক্যামো:। ক্রমশঃ বেদনা বৃদ্ধি ও হ্রাস—ষ্ট্যানম্:। মাথাব্যথা—ইগ্নে: স্যাঙ্গু:।

শক্তি।—মূল আরষ্ট এবং ৩য় ৬ষ্ঠ ও ৩০।

ইউকা ফিল্যামেণ্টোসা

(YUCCA FILAMENTOSA.)

নামান্তর।—বেয়ার গ্র্যাস্।

প্রস্তুতি।—ফুল এবং পত্র ও মূল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—পৈত্তিকতা ; সর্দ্দি ; অতিসার ; আধ্মান ; মাথাব্যাথা ; গলমধ্য দানাময় ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পিত্তাধিক্য সম্ভূত নানাবিধ পীড়াতে ইহার অশেষ উপকারিতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ইহার কতিপয় প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ এই :—যকৃৎ মধ্যে শোণিতসঞ্চয়াধিক্য,—যকৃতের উর্দ্ধাংশ হইতে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়। মুখমণ্ডল হরিদ্রাভ, জিহ্বা পীত লেপাচ্ছন্ন এবং দন্তাঙ্কগ্রাহী। উদরাময় রোগে অত্যধিক পিত্ত মিশ্রিত মল নিঃসরণ। লিঙ্গপ্রদাহ এবং প্রমেহ,—প্রস্রাবদ্বারে উত্তেজনাধিক্য এবং মেঢ্রত্বকতলে জ্বালা ও উহার স্ফীতি। ইহাদ্বারা এক প্রকার শিরোবেদনাজনিত হইয়া থাকে,—ব্রহ্মতল এইরূপ ব্যথা করিতে থাকে যে মাথার খুলি বোধ হয় যেন উড়িয়া যাইবে।

লক্ষণাবলী।

মন।—বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হয় (ইথীউ: অ্যাগ্নাস্: ব্যারাই: ড্রোসেরা: নক্স-ভম্:)। যাহা কিছু পাঠ করে মনে থাকে না (মিডহ্বন্:) এবং প্রথমে বক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে, পরে হৃৎপিণ্ডের প্রদেশে, তীব্র বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। অধ্যয়ন করিতে ভাল লাগে না (ফের: জেল্: হ্যামা:)।

মস্তক।—প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—ব্রহ্মতল এরূপ ব্যথা করিতে থাকে যে বোধ হয় যেন মস্তকের খুলি উড়িয়া যাইবে (অ্যাক্টী: ব্যাপ্টি: ক্যামো: কোব্যালট:। ললাটের এবং রগদেশস্থিত ধমনী সকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে (গ্লোন্: স্যাঙ্গিউন্:)। মস্তক হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত জড়তাযুক্ত ও ভার বোধ হয় এবং চক্ষে আলোক সহ্য হয় না (কলোফিল্: জেল্: মিডহ্বন্: সিপী:)। শিরোমধ্যে প্রচণ্ড বেদনা,—শব্দে বৃদ্ধি (বেল্: ককীউ: ইগ্নে: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: ল্যাক্-ডিফ্লো: নক্স: স্পাই:), সঞ্চালনে (ব্রাই: ককীউ: গ্লোন্: লাই:) এবং উত্তাপে (অ্যালো: বেল্:),—অথচ উনুন বা অগ্নির পাত্রের নিকট হইতে সরিয়া গেলে শীত বোধ হয়। নিদ্রালুতাজনক শিরোবেদনা; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়; প্রতি পদবিক্ষেপে মস্তক মধ্যে দপ্ দপ্ করিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় অনবরত মস্তকে কণ্ডুতির উদ্রেক হয়। মস্তকের বামপার্শ্বে বোধ হয় যেন শীতল বায়ু আসিয়া লাগিতেছে।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে ও পীত বর্ণ (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে: চেলিড: চায়না: লাই: মার্ক: মাইরিকা:); জিহ্বা পীত লেপাচ্ছন্ন এবং দন্তাঙ্কগ্রাহী (চেলিড: হাইড্রাষ্ট: ক্যালী-আয়োড: মার্ক: পডো: রাস-টক্স:)।

গলমধ্য।—নাসাপশ্চাদ্রন্ধ্র হইতে কণ্ঠ মধ্যে যেন কি একটা ঝুলিতেছে কিন্তু রোগী তাহা কিছুতেই অপসারিত করিতে পারে না। তালুমূল যেন অসংখ্য মাংসাঙ্কুরে আকীর্ণ এইরূপ বোধ হয় (অ্যানাষ্থি: মাইরিকা:)। ঊর্দ্ধ তালু হইতে সূত্রবৎ শ্লেষ্মা ঝুলিতে থাকে। কণ্ঠের পশ্চাদ্‌গাত্রে চর্ব্বির ন্যায় ঘণীভূত শ্লেষ্মা সংলগ্ন হইয়া থাকে।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ মধ্যে শোণিতাধিক্য সঞ্চয়াধিকারে যকৃতের ঊর্দ্ধাংশ হইতে তীব্র বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয় এবং মুখের স্বাদ অত্যন্ত কটু হইয়া যায়। প্রাতর্ভোজনের পর পেটে খাল ধরে; উপশম=শয়ন করিলে এবং বৃদ্ধি=দেহ সঞ্চালনে; বেদনার পর মলতারল্য আবির্ভূত হয়। হঠাৎ প্রচণ্ড কুন্থন অনুভূত হয়, পরে বায়ু নিঃসরণান্তে উপশম হয়। ডবল মল ত্যাগ,—মল পাতলা, অপর্য্যাপ্ত পিত্তময় এবং মলত্যাগকালে সশব্দে বায়ু নিঃসরণ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মূত্রাশয় সঙ্কোচপ্রবণ,—যখন তখন প্রস্রাব বেগ উপস্থিত হয়। লিঙ্গমণি প্রদাহ,—প্রস্রাবদ্বারের চতুষ্পার্শ্ব স্ফীত ও উহার তলে জ্বালা বোধ হয়। সমস্ত রাত্রি পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় অথচ রেতঃস্খলন হয় না। অধ্যয়নকালে মন পুনঃ পুনঃ ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ে ধাবিত হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—গ্রীবার পেশী সকল এরূপ সাঁটিয়া ধরে যে মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া থাকে (স্পঞ্জীয়া:—পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে আরাম বোধ হয়=লিসিন্:)। সন্ধ্যার সময় গ্রীবা দৃঢ়াবদ্ধভাব বশতঃ রোগী স্বীয় পিরিহানের গলার বোতাম খুলিয়া দেয় (ল্যাকে: অ্যাসেরাম্: গ্লোন্: চেলিড:)।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ**—ককীউলাস্: ইণ্ডিকাস্:।

সদৃশ।—অ্যানাষ্টি: আর্জেণ্ট-নাই: ক্যাল্কে: চেলিড: ককীউ: ক্যানাব-স্তাট: চায়না: হাইড্র্যাষ্ট: মার্ক. পড়ো: মাইরিকা-সেরিফ: ল্যাক্-ক্যান: সিপীয়া:।

তুলনীয়।—হৃৎমধ্যে সঙ্কোচন—লিলিয়ম: টিগ:। পৈত্তিকভাব—ব্রায়ো:। জিহ্বায় দন্তের দাগ—মার্ক: পড়ো:। জিহ্বা নীলবর্ণ—জিমনোক্:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত।

জিঙ্কাম

(ZINCUM METALLICUM.)

নামান্তর।—সাধারণতঃ যাহাকে দস্তা বলে।

প্রস্তুতি।—ইহার প্রথমে বিচূর্ণ; পরে আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—মদাত্যয়; অন্ধত্ব; হাঁপানি; মস্তিষ্ক ক্লান্তি ও পক্ষাঘাত; স্তনের পীড়া, ছানি; নীহার স্ফোটক; মৃৎপাণ্ডু; বিসূচিকা; তাণ্ডব; কোষ্ঠবদ্ধ; দন্তোদ্গম; অতিসার; গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ, রক্তামাশয়; মূত্রকৃচ্ছ্রতা; কর্ণশূল; পামা; অসাড়ে শয্যামূত্র; উদ্ভেদ বিলোপ জন্য উপসর্গ; চক্ষুর বিবিধ পীড়া; গোড়ালিতে বেদনা; অন্ত্র বৃদ্ধি; পাকাশয় শূল; মাথা ব্যথা; হিক্কা; মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়; ব্যাধির আশঙ্কা; মূর্চ্ছাবায়ু; হিক্কা; স্তনের নিম্নে বেদনা; সন্ধি মধ্যে কট্ কট্ শব্দ; ওষ্ঠের পীড়া; প্রসবান্তিক স্রাবরোধ; কৃত্রিম মৈথুন জন্য মন্দ ফল; স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতা; মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ; মানসিক দুর্ব্বলতা; স্তন্য বিকৃতি ও স্তন্য স্বল্পতা; স্নায়ুশূল; স্নায়বিক অসাড়তা; স্তনের বোটায় ক্ষত; নাসিকার আরক্ততা, কামোন্মাদ; অন্ননলীর আক্ষেপ; কর্ণস্রাব; মূত্রাধার মুখশায়িকাগ্রন্থির পীড়া; অক্ষি পল্লবের পক্ষাঘাত; প্রতিক্রিয়া শক্তির বিকৃতি; আমবাত; চীৎকার; নিদ্রালুতা; স্বপ্ন সঞ্চরণ; শুক্রক্ষরণ; মেরুমজ্জার উত্তেজনা; মেরুদণ্ডের পীড়া; প্লীহাতে স্নায়বিক বেদনা; টেরা দৃষ্টি; নানাবিধ স্রাবরোধ; গলক্ষত; সান্নিপাতিক জ্বর; ক্ষত; মূত্রস্তম্ভ; শিরাস্ফীতি (গর্ভিণীর); হুপিংকাস; কৃমি ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মস্তিষ্ক ও স্নায়ু বিধানের অবসাদ; জীবনী-শক্তির অভাব; মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিধানের শক্তি রাহিত্য; জীবনী-শক্তি এত ক্ষীণ যে চর্ম্মোদ্ভেদ

বহিক্ষেপ, রজোস্রাবের প্রতিষ্ঠা, গয়ার ও মূত্র নিঃসরণ কিম্বা অতীত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে বা স্মরণ রাখিতে অক্ষমতা ইত্যাদি অবস্থার পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকারী। ইহার পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণ অব্যর্থ সিদ্ধিপ্রদঃ—মস্তিষ্কের আসন্ন পক্ষাঘাত। শিশু নিদ্রিত অবস্থায় কাঁদিয়া উঠে; নিদ্রা ভঙ্গ হইলে যেন অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে এবং স্বীয় মস্তক একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে সঞ্চালিত করিতে থাকে; নিদ্রিত অবস্থায় শিশুর সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়া থাকে। রোগীর মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে ম্লান ও আরক্তিম হইয়া থাকে। উদ্ভেদ বা বিবিধ কণ্ডু রোগাধিকারে রোগীর স্বাভাবিক রোগ নিরাকরণ শক্তি এত ক্ষীণ যে তাহা উদ্গমোন্মুখ উদ্ভেদকে সম্পূর্ণরূপে বহির্নিক্ষেপ করিতে অক্ষম হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য প্রলাপাদি মস্তিষ্কের বিবিধ বিকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশুকে যাহাই বল না কেন সে তাহারই পুনরুক্তি করে। সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল পাকাশয়িক শিরোবেদনাধিকারে তিমির দৃষ্টি এবং দক্ষিণ চক্ষুমধ্যে শলাকাবেধবৎ বেদনা। রাক্ষসী ক্ষুধা, বিশেষতঃ বেলা ১১-১২টার সময়; আহারের সময় রোগী মহা পেটুকতা প্রকাশ করে এবং এত ত্বরান্বিতভাবে আহার করে যেন তাহার মনে হয় যে তাহার ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হইতে না হইতে খাদ্যাদি পালাইয়া যাইবে। হঠাৎ পাকাশয় এরূপ স্ফীত হইয়া উঠে যে তাহাকে কটির বস্ত্র শ্লথ করিয়া দিতে হয়। মিষ্টান্ন আহার করিলেই ভয়ানক বুকজ্বালা করিতে থাকে, অত্যন্ত বিবমিষার উদ্রেক হয়, বমন করে এবং পদদ্বয় রোগীর অজ্ঞাতসারে স্পন্দিত হইতে থাকে। কাসি—মিষ্টান্ন আহারান্তে বৃদ্ধি হয়। মুখে রক্তের স্বাদ অনুভূত এবং পাকাশয় হইতে কণ্ঠ মধ্যে মিষ্ট রস উত্থিত হয়। শুষ্ক, কঠিন মলত্যাগান্তে উদর স্ফীত হইয়া উঠে। আধ্মান বায়ুধিক্য জনিত অন্ত্রশূল; বৃদ্ধি সন্ধ্যার সময় এবং সুরাপানান্তে। অতি কষ্টে মলত্যাগ হয় এবং তাহাও অতৃপ্তিকর। রজোস্রাবারম্ভে রোগিণীর সকল যন্ত্রণার লাঘব ও উপশম হইয়া থাকে; কিন্তু স্রাব বন্ধ হইলেই সমস্ত যন্ত্রণার পুনরাবির্ভাব হয়। রাত্রে পুনঃ পুনঃ রমণালিঙ্গনাকাঙ্খা; হস্তমৈথুন করিবার অনিবার্য্য অভিলাষ। গর্ভাবস্থায় বুকজ্বালা, পদদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে এবং শিরাপ্রসারণ প্রকাশ পায়। নিম্নাঙ্গের অত্যন্ত চাঞ্চল্য;—রোগী স্বীয় পদদ্বয় অনবরত সঞ্চালিত করিতে থাকে। দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের তড়কা বা ধনুষ্টঙ্কার,—রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, উত্তাপরহিত, চক্ষু ঘূর্ণায়মান এবং দন্তে দন্ত নিপীড়িত হইতে থাকে। হস্তদ্বয় ও মস্তক আপনা হইতে সঞ্চালিত হইতে থাকে। উদ্ভেদ লোপ জনিত বা ভীতিজনিত তাণ্ডব রোগ। শয়ন করিবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত, এমন কি নিদ্রিত হইলেও, পদদ্বয় বা একপদ আপনা হইতে স্পন্দিত হইতে থাকে। পদদ্বয়ে অত্যন্ত স্বেদোদ্গম হয় এবং পদের অঙ্গুলি সকল ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে; পদস্বেদ দুর্গন্ধময়; নিরুদ্ধ পদস্বেদ; রোগী অত্যন্ত স্নায়ুপ্রধান। শীতস্ফোট,—অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং মর্দ্দন করিলে বাড়ে। মেরুস্তম্ভের রোগ,—সমগ্র মেরুদণ্ড জ্বালা করিতে থাকে; কটিবেদনা,—বসিয়া থাকিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; পাদচারণে অনেক উপশম বোধ হইয়া থাকে। মেরুস্তম্ভের খঞ্জকা,—রোগী অত্যন্ত আবল্য বোধ করে; পৃষ্ঠে স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না; পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া বসিলে তবে প্রস্রাব হয়। পেশী সকল একৈকশঃ

আবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রত্যঙ্গ সকল অত্যন্ত ক্ষীণ; লিখিবার সময় হস্ত অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়; ঋতুর সময়ে ঐরূপ বোধ হয়। ঘর্ম্মোদ্গমকালে রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না এবং অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে থাকে।

লক্ষণাবলী।

মন।—সংজ্ঞারাহিত্য; মস্তিষ্ক মধ্যে রসক্ষরণের লক্ষণ (হেলিবো:); পদদ্বয় নিরন্তর সঞ্চালিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে (ফুসফুস্ প্রদাহাধিকারে=চেলিড:); উদ্ভেদাদির অসম্পূর্ণোদ্গম বশতঃ প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। মস্তক মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা ও ক্ষীণ স্মৃতি। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে রোগী সমস্ত প্রশ্নটী পুনরাবৃত্তি করিয়া তবে উত্তর দেয়। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এক দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে, যেন ভয় পাইয়াছে; এবং স্বীয় মস্তক এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে দোলাইতে থাকে (সাইকীউটা: হায়ো: পডো: সাইলি: ষ্ট্র্যামোন্: ভেরেট:—নিদ্রাভঙ্গান্তে=পডো:)। অন্যে কথা কহিলে বিরক্তি বোধ করে। মধ্যাহ্নে বিষণ্ণ চিত্ত এবং সন্ধ্যার সময় স্ফূর্ত্তিযুক্ত বা মধ্যাহ্নে স্ফূর্ত্তি ও সন্ধ্যার সময় বিষাদ। অবিচলিতভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে; কিম্বা পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি বশতঃ অবসাদবায়ুগ্রস্ত (অ্যানাক্: নক্স:); মেরুস্তম্ভ মধ্যে নিষ্পেষণ বোধ ও মৃত্যুভয়। স্মরণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ (অ্যানাক্: ক্রিয়ো: ল্যাকে: নক্স-মস্:); দিবসে কি করিয়াছে রাত্রে তাহা ভুলিয়া যায়। শিশু অত্যন্ত চটা মেজাজযুক্ত ও বিমর্ষ,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে। সামান্য কথায় তাহার ক্রোধোদ্রেক হয়; একটু অসন্তুষ্ট হইলেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে। বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার (জেল্‌সি: নক্স: অ্যা-ফস্: থুয়া:); চিন্তা শক্তির বিলোপ, এবং মোহাচ্ছন্ন ভাব (নক্স-মস্: ওপী: নাইট-স্পিরিট-ডাল:)। কোন কায করিতে চাহে না (চায়না: নক্স: অ্যা-ফস্:)। কয়েকরাত্রি উপর্য্যুপরি জাগরণের পর দুর্দ্দমনীয় নিদ্রালুতা। শিশুকে নাড়িলেই রোদন করে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন,—বিশেষতঃ শিরোপশ্চাতে (চায়না: ক্রোটেলাস্: মিডহ্বন্:—শিরোপশ্চাৎ হইতে ললাটাভিমুখে সঞ্চারিত হয়=অ্যাঙ্গাস্: ওপী:—তৎসহ শিরোপশ্চাতে অত্যন্ত ভারবোধ ল্যাকে:—শিরোপশ্চাতে বেদনা সহযোগে=ব্রাই:), পাদচারণকালে বাম পার্শ্বে পতন সম্ভাবনা (অরাম: বোর্: ইউপেট-পার্ফোল্: ল্যাকে:); সন্ধ্যার সময় উপবিষ্ট অবস্থায় বা ধূমপানকালে শিরোপশ্চাৎ ঘূর্ণায়মান বোধ,—মলবেগ উপস্থিত হয়। যখন তখন শিরোঘূর্ণনের আবির্ভাব হইয়া থাকে,—শিরোঘূর্ণনের পূর্ব্বে নাসামূলে তীব্র চাপ বোধ হয় যেন চক্ষুদ্বয় একটী রজ্জু দ্বারা গ্রথিত হইয়া পরস্পরের দিকে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে (হ্যাট-মিউ: সিপী:) এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অত্যন্ত বিবমিষার উদ্রেক হয়, অবসন্নতা বোধ হয় এবং হস্তদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে (যেন চক্ষুদ্বয় রজ্জু দ্বারা মস্তকাভ্যন্তরে আকৃষ্ট হইতেছে=অ্যাষ্টিরী: ষ্টীউব: ক্রোটন্: গ্র্যাফ: হিপার: ল্যাকে: মেজের্: প্যারিস্:)। নাসামূলে প্রবল নিষ্পেষণ,—যেন নাসামূল মস্তকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয় (সিষ্টাস্-ক্যান্: ব্যাপ্টি:

ক্যালী-বাই:)। ললাটের একটী অপরিসর অংশে প্রবল নিষ্পেষণ অনুভূতি (ককীউ: ল্যাকে: ক্যালী-বাই: ইগ্নে:),—বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে। অর্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূল,—বিদারণ বা হুলবেধবৎ বেদনা (গ্র্যাফ: ক্যাল্মীয়:); বৃদ্ধি=রাত্রে ভোজনের পর (ষ্ট্র্যামোন্:) সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল পুরাতন পাকাশয়িক শিরঃপীড়া—দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া যায় বা তিমির দৃষ্টি আবির্ভূত হয় (অ্যাসিড-এস্: সাইক্লেম্: পল্সে: সল্ফ: ভেরেট-ভির্:)। অতি সামান্য পরিমাণে মদ্যপান করিলেও শিরোবেদনার আবির্ভাব হয় (অ্যাণ্ট-ক্রুড: ক্যাল্কে: কফী: ইগ্নে: নক্স: স্পঞ্জী: লোবেল্: নক্স-মস্: ফস্: সেলিন্:—মদ্যপানে বৃদ্ধি=জেল্:—মদ্যপানে উপশম=আর্জেণ্ট-নাই:)। ব্রহ্মতলে আকর্ষণ বা উৎপাটনবৎ বেদনা ব্রহ্মতলের উপর যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে স্পর্শ করিলে এইরূপ ব্যথা বোধ হয়; বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। শিরোপশ্চাতে ভার ও জড়তা বোধ। ব্রহ্মতলের চুল উঠিয়া যায় এবং ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) অংশ ক্ষয়িতত্বকবৎ স্পর্শাসহ।

চক্ষু।—যোজিকা, বিশেষতঃ আভ্যন্তরিক অপাঙ্গ প্রদাহান্বিত ও আরক্তিম; বেদনার বৃদ্ধি=সন্ধ্যার পর এবং রাত্রে,—যেন তন্মধ্যে বালুকা কণা পতিত হইয়াছে, এবং চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুপাত হইতে থাকে (আর্স: কষ্টি: পল্সে:); ঋতুর সময়েও এইরূপ হইয়া থাকে। প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় চক্ষু ও অক্ষিপুট অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে এবং চক্ষু মধ্যে যেন ধূলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ পিট্ পিট্ ও কুট্ কুট্ করিতে থাকে এবং কণ্ডূয়ন উদ্রেক করে, চক্ষে আলোক সহ্য হয় না এবং তাহা হইতে জল পড়িতে থাকে; বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর। চক্ষুদ্বয়ের ভিতর অপাঙ্গে কণ্ডূতি ও সূচীবেধবৎ বেদনা এবং চতুর্দ্দিক মেঘান্তরিত বোধ হয়। আভ্যন্তরিক অপাঙ্গের নিকটবর্ত্তী নিম্নাক্ষিপুটপ্রান্তে চাপ বোধ হয়। অক্ষিপুট সকল যেন অত্যন্ত শুষ্ক এইরূপ জ্বালা করিতে থাকে। ঊর্দ্ধাক্ষিপুট যেন পক্ষাঘাতাক্রান্ত এইরূপ ভার বোধ হয় (কষ্টি: জেল্: রাস্:)। প্রত্যহ রাত্রে অক্ষিপুট জুড়িয়া যায় (অ্যালীউ: লাই: সিপী: অ্যাণ্ট-ক্রুড: গ্র্যাফ: হিপ: রাস: সিফিলিন্: থুযা:) এবং তন্মধ্যে ক্ষতান্বিতবৎ বেদনা ও চাপ বোধ হয়। প্রচণ্ড শিরোবেদনাধিকারে অস্পষ্ট দৃষ্টি শিরোবেদনার সহিত ভাল হইয়া যায়। মস্তকের বিকারাধিকারে আলোকাতঙ্ক।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে শব্দ জল ও কর্ণ মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া "কটাস্ কটাস্" করিয়া উঠে (কর্ণ দুন্দুভি=বারাই: ক্যাল্কে:—গলাধঃকরণকালে দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে=সাইকীউটা:—"কটাস্ কটাস্" করে=গ্র্যাফ: ল্যাকে: পেট্রোল:)। দক্ষিণ কর্ণের পটহের নিকটে যখন তখন তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (ক্যামো: স্পঞ্জী:) শিশু বালকদিগের কর্ণশূল।

নাসিকা।—রন্ধ্রদ্বয় ক্ষয়িতত্বকবৎ অনুভূত হয়। সন্ধ্যার সময় কুট্ কুট্ সড়্ সড়্ করিয়া তৎপরে হাঁচি হইতে থাকে। নাসামূলে ভয়ানক নিষ্পেষণ বোধ। নাসারোধ (নক্স: সাইলি:)। নাসাসর্দ্দি স্রাবাধিকারে স্বরভঙ্গ ও বক্ষমধ্যে জ্বালা। নাসিকার এক পার্শ্ব স্ফীত হইয়া ঘ্রাণশক্তির লোপ হইয়া থাকে।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে ম্লান ও আরক্তিম হইয়া থাকে (অ্যাকোন্:) মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ এবং উদ্ভ্রান্তবৎ এবং মোহজ্বরাদিতে মলিন শ্বেতাভ

বা পীতবর্ণ প্রতীয়মান হয়। নিম্নাক্ষিক স্নায়ু মধ্যে জ্বালা, উৎপাটন বা সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয় এবং অক্ষিপুট নীলবর্ণ হইয়া যায়; বৃদ্ধি=ঈষন্মাত্র স্পর্শে এবং সন্ধ্যার পর। ললাটের উপর শীতল স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে (ভেরেট:)। ওষ্ঠ ও মুখের কোণ বিদারিতত্বক। ওষ্ঠের উপর গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে। হাস্যোৎপাদক পেশী স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং রোগীর পুনঃ পুনঃ হাস্য করিবার ইচ্ছা হয়।

মুখবিবরাদি।—দন্ত মধ্যে আকর্ষণ, উৎপাটন বা চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা। দন্তের মাড়ী হইতে স্পর্শ মাত্রে শোণিতপাত হয় (অ্যা-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: মার্ক: ফস্:)। জিহ্বার উপর ফোস্কা উদ্গত হয়। মুখমধ্যে অপর্য্যাপ্ত লালা সঞ্চয় এবং গণ্ডদ্বয়ের ভিতর গাত্রে সড়সড়ি অনুভূত হয়। কর্ত্তনকারী সম্মুখ দন্তের মূলস্থিত মাড়ীতে এবং তন্নিকটস্থিত তালুর উপর কুট্ কুট্ করে এবং সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয়। দন্ত সকল দীর্ঘ ও শিথিল মূল বোধ হয় এবং হনুতলস্থিত গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে। রোগী দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে থাকে। জিহ্বা,—শুষ্ক; রোগী কথা কহিতে ইচ্ছা করে না; উহার মূলদেশ লেপাচ্ছন্ন এবং শুষ্ক; বাম পার্শ্ব স্ফীত এবং তজ্জন্য কথা কহিবার ব্যাঘাত বোধ হয়; জিহ্বা রসপীড়কাকীর্ণ প্রতীয়মান হয়।

গলমধ্য।—কণ্ঠ শুষ্ক; পশ্চান্নাসা দিয়া শ্লেষ্মা আসিয়া কণ্ঠমধ্যে সঞ্চিত হয়; কণ্ঠমূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয়ের পশ্চাদংশে বিদারণবৎ বেদনা; গলাধঃকরণ করিবার পূর্ব্বে বা পরে বেদনাধিক্য বোধ হয়। প্রমেহ প্রতিরোধ জনিত কণ্ঠমধ্যে নীলবর্ণ দদ্রুবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা-সমূহ উদ্গত হইয়া থাকে।

পাকস্থলী।—অরুচি,—মৎস্যে, মাংসে এবং মিষ্টান্নে; অগ্নিপাচিত ও উষ্ণ দ্রব্যে। করতলে উত্তাপ বোধ ও তৃষ্ণা। বেলা ১১ হইতে ১২টার মধ্যে রাক্ষসী ক্ষুধার উদ্রেক হয় (সল্ফ:)। অত্যন্ত ক্ষুধা, যত শীঘ্র পারে ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন করিবার জন্য অত্যন্ত ত্বরান্বিত ভাবে আহার করে, যেন তাহার ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হইতে না হইতে খাদ্যাদি পালাইয়া যাইবে; শর্করা মিশ্রিত মিষ্টান্ন আহার করিলে অত্যন্ত বুকজ্বালা করে (মিষ্টান্ন আহারান্তে অম্লরস= কষ্টি:)। সুরাপান করিলে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি হয়। উদ্গারের সহিত কণ্ঠমধ্যে মিষ্ট রস উত্থিত হয়। মুখে মিষ্টতা বোধ কিম্বা রক্তের স্বাদ অনুভূত হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে চাপ বোধ ও উদ্গার। গর্ভাবস্থায় বুকজ্বালা (অ্যা-অক্স্যাল্: ক্যাপ্স:), পদদ্বয় স্ফীত (লাই:) ও শিরাপ্রসারণ (অ্যা-ফ্লু: হ্যামা: পল্সে: কষ্টি: মিলিফোল্:) অম্ল উদ্গার (নক্স: ফস্:)। পাকস্থলী মধ্যে বিবমিষা অনুভূত হয়, উকী উঠিতে থাকে এবং তিক্তাস্বাদ শ্লেষ্মা বমিত হয় (আণ্ট-টার্ট: ইপিক্: লোবেল্:); একটু নড়িলেই বমন হইতে আরম্ভ হয়। উকী উঠিয়া কতকটা শোণিত বা শোণিতময় শ্লেষ্মা উঠিয়া আইসে। এক চামচ জলীয় পদার্থ গলাধঃকৃত হইবামাত্র উঠিয়া আইসে। পাকস্থলী ও কুক্ষীদ্বয়ের আক্ষেপ ও অন্ননলীর সংকোচন, শ্বাসকৃচ্ছ্র, এবং দেহের উত্তাপাধিক্য; শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ টিপিলে জ্বালা বোধ হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। প্রাতর্ভোজনের প্রাক্কালে পাকাশয় হইতে অন্ননলী পর্য্যন্ত জ্বলিতে

থাকে। রক্তপিত্ত বা শোণিত বমন। যেন একটা ক্রমী পাকস্থলী হইতে "সড়সড়" করিয়া কণ্ঠমধ্যে উত্থিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং তজ্জন্য কাসির উদ্রেক হইয়া থাকে। হঠাৎ পাকস্থলী এত স্ফীত হইয়া উঠে যে কটির বস্ত্র খুলিয়া বা শ্লথ করিয়া না দিলে রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় (লিসিন্:)।

অন্ত্রাশয়।—যকৃৎ প্রদেশে খাল ধরার ন্যায় বেদনা এবং আহারান্তে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও যেন তাহার কোন কঠিন রোগ হইয়াছে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করে। যকৃৎ বৃহৎ, অনমনীয় এবং স্পর্শাসহ ; পদদ্বয় স্ফীত এবং রক্তাক্ত শ্লেষ্মা বমিত হয়। প্লীহা মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা, টিপিলে বৃদ্ধি হয় (আর্স্: ব্রাই: চায়ণা: মার্ক:)। অতি লঘু আহার করিলেও উদর মধ্যে বেদনা ও স্ফীত (কলোসিন্থ: লাই:)। উদর মধ্যে, নাভীর তলদেশে, যেন একটী অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা ; উদর অত্যন্ত পরিপূর্ণ বোধ হয় ও স্ফীত হইয়া উঠে। আহারান্তে উদর অনমনীয় হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে চাপ বোধ হয় (কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: নক্স:)। আধ্মান বায়ুরাধিক্য জনিত অন্ত্রশূল (অ্যানিসাম্-ষ্টেল্:)—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ; উদর হুড়হুড় গুড়-গুড় করিয়া ডাকিতে থাকে (অ্যালো: লাই: ন্যাট্র-সল্ফ: পল্সে: য্যাট্রোফা:) ; পুনঃ পুনঃ উষ্ণ, দুর্গন্ধ আধ্মাত নিঃসৃত হইতে থাকে (অ্যালো: কার্ব্বো-ভেজি: সিঙ্কো: ষ্ট্যাফ্:) উদর মধ্যে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনা। প্রাতর্ভোজনের পর পেট মুচড়াইতে থাকে এবং রাত্রে ভোজনের পর ছেদনবৎ বেদনা অনুভূত হয় (কলোসিন্থ: ন্যাট্-কার্ব: ষ্ট্যাফ্:)। অতি কষ্টে, যৎসামান্য মলত্যাগের পর অন্ত্রমণ্ডলীর প্রবল নিম্নাকর্ষণ—বায়ুনিঃসরণান্তে উপশম বোধ। বঙ্ক্ষণীয় বা কুচকী প্রদেশে অন্ত্রবৃদ্ধি (লাই: নক্স্:)।

মলান্ত্র ও মল।—মলদ্বারে কণ্ডুয়ন অনুভূতি (গ্র্যাফ্: সিনা: নক্স্: পলিগোণাম্: স্যাবাড্:)। মলদ্বার মধ্যে যেন ক্রমী বেড়াইতেছে এইরূপ সড়সড়ি অনুভূতি (ইল্যাপ্স্: টেরিব্: টিউক্রি:)। মলত্যাগকালে মলদ্বারে জ্বালা করে (ক্যান্থা: মার্ক: সল্ফ্: ভেরেট্:)। দুরারোগ্য মলকাঠিন্য,—মল কঠিন, শুষ্ক, গুঁড়াইয়া যায়, পরিমাণে যৎসামান্য এবং ভয়ানক বেগ না দিলে বহির্গত হয় না (অ্যামন্-মিউ: প্ল্যাট্: সেলিন্: সাইলি:) নবজাত শিশুর মলকাঠিন্য (নক্স্: ওপী: সল্ফ:)। তরল মলত্যাগ—পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মলত্যাগ হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে অজ্ঞাতসারে মল নিঃসৃত হইয়া থাকে। মল,—পিচের ন্যায় কাল ; কোমল, মণ্ডবৎ বা জলবৎ তরল এবং ফিকা শোণিত মিশ্রিত।

প্রস্রাব।—মূত্রাশয় মধ্যে মূত্রাধি[illegible]বশতঃ উহা চড়চড় করিতে থাকে ; রোগী উরুর উপর উরু স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া থাকে এবং মূত্রাশয় পরিপূর্ণ বোধ হইলেও একটুও প্রস্রাব হয় না (ওপী:)। কেবল পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া বসিলে প্রস্রাব করিতে সক্ষম হয় ; প্রস্রাবের সহিত বহুল পরিমাণে মূত্ররেণু মিশ্রিত থাকে (ন্যাট্র-সল্ফ: সার্সা: সেলিন্: টিউবার্কীউ:)। প্রাতে মূত্র ঘোলা এবং পাঁকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট প্রতীয়মান হয়। পাদচারণকালে, কাসিলে বা হাঁচিলে অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব নির্গত হয় (কষ্টি: ফেরাম্: ন্যাট্র-মিউ: পল্সে:) বাম বৃক্ক প্রদেশে নিষ্পেষণানুভূতি (প্যালেড্:) পুনঃ পুনঃ নির্ম্মল পীতবর্ণ প্রস্রাব হয় এবং ঐ মূত্র স্থিত হইলে

শ্বেতবর্ণ, কার্পাসবৎ তলানি পতিত হয়। যন্ত্রণাজনক প্রস্রাবের পর মূত্রনলী হইতে শোণিত নির্গত হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অতি শীঘ্র উত্তেজনা হয়। রমণালিঙ্গনকালে অতি শীঘ্র রেতঃস্খলন হয় (টাইটেনিয়া:), কিম্বা রেতঃস্খলন অতি কষ্টজনক বা আদৌ হয় না। লিঙ্গোদ্গম হইলে যন্ত্রণা হয় এবং শীঘ্র কোমল হয় না। যখন তখন বিনা কারণে মূত্রাধার গ্রন্থি হইতে অপর্য্যাপ্ত রস নির্গলিত হয় (ইরিঞ্জীয়ম্: ক্যালী-বাই:)। একশিরা অণ্ডকোষ আঘাত জনিত,—বাম বা দক্ষিণ অণ্ডকোষ ভয়ানক সাঁটিয়া ধরে এবং বেদনা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে সঞ্চারিত হয়; কর্ণস্রাব নিরোধান্তেও এইরূপ হইয়া থাকে। অণ্ডকোষক্ষয় (আয়োড: ক্যালী-আয়োড: আরাম্: লিসিন্:)। শুক্রমেহ বিনা স্বপ্নে রেতঃস্খলন হয় (ডায়স্কো: লাই: ফস্: সেলিন্: সিপী: ষ্ট্যাফ্:), রোগীর মুখমণ্ডল ম্লান, অস্থিসার এবং চক্ষুদ্বয় নীলিমাবেষ্টিত (জেল্: আইরিস: লাই:)। জননেন্দ্রিয় প্রদেশের কেশ উঠিয়া যায় (অ্যা-নাই: ন্যাট্-মিউ: সেলিন্: ন্যাট-কার্ব: অ্যা-ফস্:)। অনবরত জননেন্দ্রিয় প্রদেশে হস্ত প্রদান করে (বেল্: ষ্ট্র্যামোন্:—শিশু পুনঃ পুনঃ স্বীয় শিশ্নে হস্তার্পণ করে=ষ্ট্র্যামোন্:)। শিশু কাসিবার সময় স্বীয় জননেন্দ্রিয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরে। অণ্ডকোষ রেতোরজ্জু পর্য্যন্ত সাঁটিয়া ধরে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রাত্রে দুর্দ্দমনীয় রমণাকাঙ্ক্ষা—এমন কি অস্বাভাবিক উপায়ে পর্য্যন্ত রিপুর পরিতৃপ্তি সাধন করিবার ইচ্ছা হয়। বাম ডিম্বাধার প্রদেশে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা, টিপিয়া দিলে কথঞ্চিৎ উপশম হয় এবং আর্ত্তবস্রাব আরম্ভ হইলে সম্পূর্ণ আরাম বোধ হইয়া থাকে (সিরীয়াম্-অক্স্যাল্: ল্যাকে: ভাইবার্নাম্-ওপীউ:)। রজঃকৃচ্ছ্র—রজঃস্রাবের সময় পদদ্বয় অত্যন্ত ভার বোধ হয় এবং জানুতে এইরূপ খাল ধরে যে বোধ হয় যেন উহা মুচড়াইয়া যাইবে; হঠাৎ পাকস্থলী এইরূপ স্ফীত হইয়া উঠে যে রোগিণীকে বস্ত্র শ্লথ করিয়া দিতে হয়। আর্ত্তব,—অত্যন্ত অকালে আবির্ভূত হয় এবং স্রাবও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে; স্রাবের সহিত চাপ শোণিত নির্গত হয়,—বিশেষতঃ পাদচারণকালে (ককাস্: ল্যাকে: পল্‌সে:); রাত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্রাব হইয়া থাকে (অ্যামন্-কার্ব: অ্যামন্-মিউ:)। জরায়ুর ক্ষত,—ঐ ক্ষতের বড় ব্যথা বোধ হয় না কিন্তু উহা হইতে যে রস পড়ে তাহা শোণিতাক্ত ও ত্বকক্ষয়-কারক বা ক্ষতজনক। প্রদর,—রজোস্রাবান্তে রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নির্গলিত হয় এবং যোনিদ্বারে কণ্ডূয়ণ উদ্রেক করে (অ্যালীউ: ব্যারাই: কার্ব্বো-ভেজি: ক্রিয়ো:); ঋতুর তিন দিবস পূর্ব্বে ও পরে গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া থাকে (পডো: পল্‌সে:) ঋতুর পরে যে প্রদরাস্রাব নির্গলিত হয় তাহা ত্বকক্ষয়কারক (ক্রিয়ো: পল্‌সে:)। ছেদনবৎ শূলবেদনার পর প্রদর আরম্ভ। যোনিমুখে অত্যন্ত কণ্ডূতিবশতঃ হস্তমৈথুন করিবার ইচ্ছা হয় (ক্যালেড্:)। জননেন্দ্রিয় বহির্দ্দেশে শিরাপ্রসারণ (অ্যা-ফ্লু: গ্রাফ্: হ্যামা: পল্‌সে:)। গর্ভপাত প্রবণতা; বহুকালের কোন উদ্ভেদ হঠাৎ বিলোপ বশতঃ প্রসবান্তিক ধনুষ্টঙ্কার। আর্ত্তব রোধ ও স্তনদ্বয় স্ফীত ও স্পর্শাসহ। স্তনবৃন্তের ক্ষতান্বিতত্ব। স্তন্যলোপ (অ্যাগ্নাস্: রিসিনাস্: অ্যাসাফিট্:)।

শ্বাসযন্ত্র—শ্বাসরোগ,—সন্ধ্যার পর আহারান্তে, কিম্বা উদর মধ্যে আধ্মানাধিক্য,—শ্লেষ্মা উঠা বন্ধ হইলে শ্বাসকৃচ্ছ্র অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং আবার শ্লেষ্মা উঠা আরম্ভ হইলে শ্বাস-কৃচ্ছ্রের লাঘব হয় (আণ্ট-টার্ট: গৃণ্ডি: ম্যাঙ্গি: সিপী:)। কাসি,—সমস্ত রাত্রি কাসি হয় এবং বক্ষ মধ্যে অস্পষ্ট বেদনা অনুভূত হইতে থাকে; আক্ষেপিক কাসি,—কাসিতে কাসিতে শিশু স্বীয় জননেন্দ্রিয়ে হস্ত অর্পণ করে; পদের শিরা প্রসারিত হয়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বিদ্ধকারী বেদনা অনুভূতি,—গয়ার উত্থিত হইতে আরম্ভ হইলে বেদনার লাঘব হয়; কাসির বৃদ্ধি=মিষ্টান্ন ভোজনে (স্পঞ্জী: সল্‌ফ্:), সুরাপানান্তে (অ্যালীউ: অ্যাণ্ট-ক্রুড্: ষ্ট্যাণাম্:) এবং ঋতুর সময় (গ্র্যাফ্: সল্‌ফ:) কফকুর্চিকা,—পীতবর্ণ, পূযবৎ (অ্যা-নাই: ক্যাল্‌কে: ক্যালী-কার্ব: ফস্: ষ্ট্যাণাম্:); শোণিতরঞ্জিত (আস্. সীড্রন্: ইরিজী: ফেরাম্: আয়োড্: ইপিক্: ফস্: পল্‌সে:); গাঢ় ঘনীভূত আঠার ন্যায় (হাইড্রাষ্ট: ক্যালী-বাই: ক্যালী-কার্ব: ফাইটো:); মিষ্ট পূতিময় বা তাম্রাদি ধাতুর কলঙ্কের ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট; কখনও বা প্রাতে এবং দিবাভাগে অমিশ্র শোণিত নির্গত হয় (মিলিফোল্: রাস্:)। কাসিলে মস্তক সূচীবেধবৎ বেদনা বোধ হয় (আর্স: ব্রাই: কার্ব্বো-ভেজি:)। রাত্রিতে শুষ্ক কাসি—কাসিলে বক্ষ মধ্যে ভয়ানক সূচীবেধবৎ বেদনা এবং যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে বোধ হয় (ব্রাই: ক্যামো: সল্‌ফ:)। কাসিলে বক্ষ মধ্যে জ্বালা (ল্যাকে: ফস্: স্পঞ্জীয়া:) এবং যেন তন্মধ্যে কোন অংশের ত্বকক্ষয় সংঘটিত হইয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয় (আর্স: ক্যাল্‌কো: কষ্টি: ল্যাকে: ফস্: রীউমেক্স্: ষ্ট্যাফ্:)। বক্ষের দৃঢ়াবদ্ধভাব সহযোগে যেন উহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (ক্যালী-আয়োড্:)। বক্ষ মধ্যে শৈত্য অনুভূতি (এপীস্. ক্যাম্ফোরা: ইল্যাপ্স্:)। প্রতি হৃদ্‌স্পন্দনের সহিত বাম বক্ষে ও হৃৎপিণ্ড মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং ঐ অংশ ক্ষয়িতত্বক ও ব্যথান্বিত বোধ হয়।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের উপর যেন একটী টুপী স্থাপিত রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি; মেরুদণ্ডের রোগাধিকারে। জ্বরের সময় শিরা ও ধমন্যাদি মধ্যে প্রবল স্পন্দন অনুভূত হয়। হৃদগ্র প্রদেশ যেন সাঁটিয়া রহিয়াছে এইরূপ এবং তন্মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূতি; জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের শিখর প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা। হৃদ্‌স্পন্দন,—বিশেষ উদ্বেগ বোধ হয় না।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—দীর্ঘকাল ধরিয়া লেখার জন্য বা অন্য কোন প্রকার পরিশ্রম বশতঃ গ্রীবাপৃষ্ঠ অবসন্ন ও ক্ষীণ বোধ হয় (যেন মস্তকে একটী বোঝা ছিল=প্যারিস্:)। গ্রীবা আড়ষ্ট ও যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি (ব্যারাই: কষ্টি: সাইকীউটা:)। গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বে ত্বকোৎপাটনবৎ যন্ত্রণা। অংসফলকতলে জ্বালা বোধ; অংসফলকদ্বয়ের মধ্যস্থলে আড়ষ্টতা অনুভূতি (ভায়োলাট্রাই:)। মেরুদণ্ডের উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্ব ভয়ানক জ্বলিতে থাকে (লাই: ন্যাট্র-কার্ব: ফস্:); বিশেষতঃ উপবিষ্ট অবস্থায়। কটি বেদনা,—বসিয়া থাকিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং বেড়াইয়া বেড়াইলে উপশম বোধ হয় (কাব্যাণ্ট: আর্জেণ্ট-নাই: সিপী: পল্‌সে: রাস:)। মেরুস্তম্ভগত উত্তেজনা (চিনিন্-সল্‌ফ: নাক্স: ন্যাট-মিউ:

নক্স: ফস্: ফাইটো: থিরিড:,—অত্যন্ত বলহানি হইয়া থাকে এবং নিম্নাঙ্গ অসাড় বোধ হয়। রোগী স্বীয় পৃষ্ঠে বা কাহারও বা কোনরূপ স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না (অ্যাগার্: চিনিন্-সল্ফ: ল্যাকে: ফস্: ট্যারেণ্টীউ: থিরিড: থুযা:)। পাদচারণকালে শ্রোণিদেশে ব্যথা ও অবসাদ অনুভূত হয়। রাত্রে শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনকালে শ্রোণিদেশে ব্যথা বোধ (ব্রাই: লিল-টি:)। উপবিষ্ট অবস্থায় বা উপবেশন করিবার সময় কটিদেশে ব্যথা বোধ; ক্রমান্বয়ে কিছুক্ষণ পাদচারণ করিলে উপশম বোধ হয়। বৃক্ক প্রদেশে সূচীবেধবৎ, ছেদনবৎ বা নিষ্পেষণবৎ বেদনা। বেড়াইবার সময় শ্রোণিদেশে ব্যথা বশতঃ রোগী সময়ে সময়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়; কিছুক্ষণ ক্রমান্বয়ে বেড়াইলে উপশম বোধ হয়। দক্ষিণ পৃষ্ঠ-ফলকতলে আড়ষ্টতা ও চাপ বোধ। পৃষ্ঠে এবং কটিদেশে পাদচারণকালে ও উপবিষ্ট অবস্থায় সূচীবেধবৎ বেদনা। কটিদেশের উর্দ্ধাংশে মেরুস্তম্ভ মধ্যে জ্বালা ও চাপ বোধ।

প্রত্যঙ্গাদি।—পদদ্বয়ের বা নিম্নাঙ্গের দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য, রোগী ঐ অঙ্গ অনবরত সঞ্চালিত না করিয়া থাকিতে পারে না (ল্যাক্-ক্যান্: ন্যাট্-মিউ: প্ল্যাট: প্রুণাস্: ট্যারেণ্ট: জিঙ্কাম্-ভ্যালি:)। হস্ত ও পদদ্বয় বা এক হস্ত ও মস্তক আপনা হইতে সঞ্চালিত হইতে থাকে (এক হস্ত ও এক পদ=অ্যাপোসিন্: ব্রাই: হেলিবো:)। তাণ্ডব রোগ—কোন উদ্ভেদ বিলোপ বশতঃ বা কোন আতঙ্কের পর। শয়ন করিবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত, এমন কি নিদ্রিত অবস্থাতেও পদদ্বয় আপনা হইতে ভয়ানক সঞ্চালিত হইতে থাকে (ন্যাট-মিউ: প্ল্যাট: রাস:—রোগিণী কোথায় স্বীয় পদদ্বয় রক্ষা করিলে আরাম পাইবে স্থির করিতে পারে না (আর্জেণ্ট-নাই:)। পা ঘামে এবং পদাঙ্গুলির গলি সকল ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে (গ্র্যাফ: পেট্রোল্: সিপী: অ্যা-কার্ব্ব: ব্যারাই:); ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ বিশিষ্ট; পদস্বেদ বিলোপজনিত স্নায়বিক উত্তেজনা (ব্যারাই: কিউপ্রাম্: সিপী: সাইলি:)। প্রত্যঙ্গাদির পেশী সকল এৈককশঃ স্পন্দিত হইতে থাকে (অ্যাগার্: ইগ্নে)। হস্ত পদাদি অত্যন্ত ক্ষীণ ও কম্পনশীল; হস্ত কম্পন—লিখিবার সময় (অ্যা-কার্ব্বল্: অ্যাগার্: চায়না: ন্যাট-মিউ: ন্যাট্-ফস্: ন্যাট-সল্ফ: সলফ্:) এবং আর্ত্তব-স্রাবকালে। সন্ধি সকল আড়ষ্ট বোধ হয় (কষ্টি: ককীউ: ফর্ম্মিকা: লাই: ন্যাট-মিউ: পেট্রোল্: ল্যাক্-ক্যান্: মিডহ্বন্:) এবং ঐ সন্ধির ঈষৎ উর্দ্ধে এবং এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বের দিকে (উপর হইতে নীচের দিকে নহে) তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতবৎ যন্ত্রণা সঞ্চারিত হয়। বাতাশ্রিত বেদনা,—আক্রান্ত অঙ্গে উৎপাটনকারী বেদনা বোধ হয়, উহা অবশ হইয়া যায় এবং কম্পিত হইতে থাকে; কিম্বা খাল ধরে; কোন কোন স্থলে আক্রান্ত অঙ্গ যেন মুচড়াইতেছে এইরূপ বেদনা বোধ হয় এবং নিদ্রিত অবস্থায় সমগ্র দেহ থাকিয়া থাকিয়া আলোড়িত হইয়া উঠে (অ্যাণ্ট-টার্ট: ক্যালী-কার্ব: বেল্: হায়ো: লাই: সাইলি:); বৃদ্ধি=দেহ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইলে এবং পরিশ্রম করিলে। সকল অস্থির মধ্যেই আকর্ষণবৎ বেদনা বা আড়ষ্টতা অনুভূত হয় এবং তজ্জন্য সেই সকল অস্থি তাহার দেহের ভার ধারণ করিতে পারে না। প্রত্যঙ্গাদি অত্যন্ত ক্ষীণ ও অবসাদযুক্ত এবং তন্মধ্যে ব্যথা অনুভূত হয়। নিম্নাঙ্গ সকল শীতল। সকল প্রত্যঙ্গ মধ্যেই আড়ষ্টতা ও উৎপাটনকারী বেদনা বোধ হইয়া থাকে (ব্রাই: কলোসিন্থ: পল্সে: সল্ফ্:)।

সকল সন্ধি মধ্যেই ভয়ানক সড়সড়ি অনুভূত হয়। রাত্রে বাম অগ্রবাহু মধ্যে জ্বালা অনুভূতি। বাম স্কন্ধের নিকট যেন ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এইরূপ বেদনা। অঙ্গুলির প্রথম সন্ধি ও অন্যান্য গ্রন্থি মধ্যে উৎপাটনকারী বেদনা। উরু ও পদের শিরাপ্রসরণ (ফ্লু: হ্যামা: পল্‌সে:)। পদদ্বয় স্ফীত বা শোথযুক্ত (এপীস: আর্স: রাস:)। উরু এবং জানুসন্ধির পশ্চাৎ গহ্বরে কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়। নিম্নাঙ্গ সকল অত্যন্ত ভার বোধ হয় (আর্জেণ্ট-নাই: সাইমেক্স: ফেরাম্: জেল্‌সি: গ্র্যাফ: ক্যালী-বাই: ন্যাট-মিউ: ফস্: পল্‌সে: রাস্:)। রাত্রে নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয় (আর্স:)। জঙ্ঘার সম্মুখস্থিত মধ্যে জ্বালা বোধ (অ্যাগার: ক্যালী-বাই: স্যাবাড্: —রাত্রে = অ্যা-ফস্: কষ্টি:) জঙ্ঘাডিমার মধ্যে চিন্‌চিন্ করে। জঙ্ঘাপশ্চাতস্থিত আগুল্ফ লম্বমান স্থূল কণ্ডার সাঁটিয়া ধরে (কষ্টি: সিপী: ভ্যালি:)। পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়,—বিশেষতঃ পাদ-চারণকালে (ব্রাকিগ্লট্: ব্রাই: সল্ফ:) জঙ্ঘাপশ্চাতস্থিত আগুল্ফ লম্বমান পেশীসূত্র স্ফীত ও প্রদাহান্বিত হইয়া থাকে। চরণদ্বয়ের পক্ষাঘাত, চরণদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ ও কম্পনশীল ; বৃদ্ধি = প্রভাতে শয্যায় শায়িত অবস্থায় ; উপশম = গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদচারণ করিলে। গুল্ফতল যেন ক্ষতান্বিত ও তাহাতে ছিদ্র করিতেছে এইরূপ বেদনা (পল্‌সে:) ; উপবিষ্ট অবস্থা অপেক্ষা পাদচারণে বেদনাধিক্য অনুভূতি। পদাঙ্গুলির সন্ধি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দেহের ভিন্ন ভিন্ন পেশী আনর্ত্তিত হইতে থাকে (অ্যাগার্: সাইকীউ:)। হস্তদ্বয় কম্পিত হইতে থাকে (অ্যাণ্ট-টার্ট: হায়ো: মার্ক: ওপী: ফস্: ষ্ট্যানাম্: প্ল্যাম্: ট্যাবাক্:) ; উড্ডীয়মান কার্পাস গুচ্ছ ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে (হায়ো: লাই: ভস্: অ্যা-ফস্:), কিম্বা শয্যার পাদদেশে নামিয়া আইসে (অ্যা-মিউ: আস্: ব্যাপ্টি: বেল্: হেলিবো:) তাণ্ডব রোগ—রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব প্রকাশ করে এবং তাহার স্বাস্থ্য বিকৃতিও ঘটিয়া থাকে ; হঠাৎ উদ্ভেদ বিলোপ বা আতঙ্ক জনিত ; সুরাপান করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (অ্যাসার্:)। মেরুমজ্জাক্ষয় জনিত চলচ্ছক্তিরাহিত্যের প্রথমাবস্থা,—যখন প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্যুচ্ছলাকার ন্যায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। দন্তোদ্গমোন্মুখ শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কার বা তড়কা,—আক্ষেপ আরম্ভের পূর্ব্বে শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে ভাব প্রকাশ করে, তাহার দেহ উত্তপ্ত হইয়া উঠে ; শিশু রাত্রে অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করে, পদদ্বয় স্পন্দিত হইতে থাকে এবং তাহার দক্ষিণাঙ্গ আনর্ত্তিত হয় ; কিম্বা রোগীর মুখমণ্ডল ম্লান ও ফ্যাকাশে (লালবর্ণ = বেল্:), শিরোপশ্চাতে ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশে বড় উত্তাপ থাকে না, চক্ষুদ্বয় ঘুরিতে থাকে এবং দন্তে দন্ত ঘৃষ্ট হইতে থাকে।

ত্বক্।—সন্ধিরভাঁজ মধ্যে ভয়ানক কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয় চুলকাইতে চুলকাইতে কণ্ডুতিযুক্ত অংশে মধ্যে মধ্যে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়, বিশেষতঃ রাত্রে শায়িত অবস্থায়, এবং স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। যেন ত্বক ও মাংসের মধ্যস্থলে চিন্‌চিন্ করিতেছে এইরূপ বোধ হয়। বিদারিতত্বক,—বিশেষতঃ অঙ্গুলির গলিতে ও সমগ্র দেহে শুষ্ক দদ্রুবৎ উদ্ভেদ উদ্গত হইয়া থাকে। শীতস্ফোট বা পাঁকুই,—মর্দ্দন করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

নিদ্রা।—শিশু নিদ্রা যাইতে যাইতে কাঁদিয়া উঠে; নিদ্রিত অবস্থায় সমস্ত দেহ স্পন্দিত হইতে থাকে; ভীত চকিত ভাবে জাগিয়া উঠে এবং উপাধানের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে মস্তক দোলাইতে থাকে।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—শীতাবস্থায় নাসিকা, হস্ত ও পদ শীতল; রাত্রে আহারের পর, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে কিম্বা ঝড় বৃষ্টির সূচনা হইলে শীত আরম্ভ হয়; শীত পৃষ্ঠ বহিয়া নিম্নাঙ্গে সঞ্চারিত হয়; কখন শীত ও কখন উত্তাপ অনুভব হয়। শীতল বস্তু স্পর্শ করিলে শীত বোধ হয়। রোগী শীতে কাঁপিতে থাকে, তাহার মুখ চোখ বসিয়া যায় এবং অনেকস্থলে বিবমিষাও হইতে থাকে; ক্রমে উত্তাপ আবির্ভূত হয়, মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে, নিদ্রিত অবস্থায় রোগী ছট্‌ফট করিতে থাকে, ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে। উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা, থাকিয়া থাকিয়া উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং রোগী বাতাস করিতে বলে; (কার্ব্বো-ভেজি:) সর্ব্বাঙ্গে দপদপানি অনুভূত হয় এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে থাকে। আন্তরিক উত্তাপ ও উদর মধ্যে শৈত অনুভূত হয়; মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গ শীতল অনুভূত হয় কিম্বা মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে এবং চক্ষু জ্বালা করিতে থাকে আন্ত্রিক বা সান্নিপাতিক জ্বরাধিকারে বিকার উপস্থিত হয়, রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করে (বেল্: ব্রাই: হায়ো:), উন্মাদের ন্যায় আচারণ করে, পলায়ন করিবার চেষ্টা করে চীৎকার ও গর্জ্জন করে; শয্যার পাদদেশে সরিয়া সরিয়া যায়, শূন্যে উড্ডীয়মান কার্পাসগুচ্ছ ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে, দেহের পেশী সকল আনর্ত্তিত হইতে থাকে, পৃষ্ঠে শয্যাক্ষত উৎপন্ন হয় এবং অসাড়ে মল মূত্র নিঃসরণ হয়। ঘর্ম্মাবস্থায় রোগী গাত্রে কোনরূপ বস্ত্রাবরণ রাখিতে পারে না; সমস্ত রাত্রি অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয়; ঘর্ম্ম অম্ল গন্ধ এবং গাত্র কুট্‌কুট্ করে।

বৃদ্ধি।—সুরাপানে (অধিকাংশ লক্ষণ), স্পর্শ করিলে বা টিপিলে, দেহ আলোড়নে স্থির হইয়া থাকলে, উপবিষ্ট অবস্থায়, শয়ন করিলে, দেহ সঞ্চালনে, পাদচারণে, পরিশ্রমে, সন্ধ্যার সময় ও রাত্রে, বেলা ১১টা হইতে ১২টা মধ্যে, দেহ অতিশয় উত্তপ্ত হইলে, দেহের উত্তপ্ত অবস্থায়, উষ্ণ গৃহ মধ্যে অবস্থিতিকালে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে, শীতল বস্তুর সংস্পর্শে, আহারান্তে, জলাদি পানান্তে, মিষ্টান্ন আহারে এবং দুগ্ধ পান করিলে।

উপশম।—নিয়মিত স্রাবাদি আরম্ভ মাত্রে। যথা বায়ুমার্গের রোগ—প্রস্রাব হইলে; কটিবেদনা—রেতঃস্খলনান্তে এবং বাধকাদি—রজোস্রাবান্তে। মর্দ্দন ও কণ্ডুয়নান্তে, (শিরোঘূর্ণন) শয়নান্তে, উষ্ণ জলে চক্ষু ধৌত করিলে এবং আহারের সময় (আহারের পর বৃদ্ধি)।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ**—ফস্ফো: হিপার্: ইগ্নেশিয়া:।

অনুপূরক।—(মস্তিষ্কোদক রোগে) ক্যাল্‌কেরীয়া-ফস্:।

অনুকূল সম্বন্ধ।—বেল্: ক্যাল্‌কে: সিঙ্কোনা: ইগ্নে: ফস্: পল্‌সে: রাস: সিপী: সল্ফ:।

অসম্বন্ধ।—ক্যামো: নক্স-ভম্: এবং মন্ত।

সদৃশ।—আর্জেণ্ট-নাই: বেল্: কার্ব্বো-ভেজি: কিউপ্রাম: ইগ্নে: কোব্যাণ্টাম্: লাই: প্লাম্: পডো: পল্সে: সিপী: ষ্ট্রামোন্:।

তুলনীয়।—জ্বরে তাপের সময় ঠিক থাকে না—পল্স: লাইকোপ:। নিম্নোদরের লক্ষণে—প্লম্বম্: পডোফাইলাম:। কম্পন—আর্জ্জেণ্ট-নাইট:। হাপানি—ক্যাক্টাস:। নাকে অঙ্গুলি প্রবেশ করান—সিনা: অরাম:। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়—ক্যালকে-ফস্:। পক্ষাঘাত ও মস্তিষ্কের কোমলীভূতি—ফস্ফ: প্লম্বম্:। শুক্রক্ষরণ—কোনায়াম:। ক্লান্তি—পিক্-অ্যাসিড:। নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন, ভয়, জননেন্দ্রিয়ে হাত দেয়—ষ্ট্রামো:। উদ্ভেদ অবরোধ—ব্রায়ো:। পা নাড়ান—ট্যারেণ্ট্:। ভূতের ভয়—অ্যাকো-আর্স্: ব্রোম: লাইকোপ: ফস্ফ: পল্স: সল্ফ: বক্ষোদক—ফেলাণ্ড্রি:। দুর্ব্বলতা হেতু উদ্ভেদ প্রকাশ পায় না—কুপ্রম: সল্ফর:। আক্ষেপ মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও জ্বর থাকে না (বেলাড বিপরীত)। হাত বা মাথা আপনাপনি সঞ্চালন—আপোসা: হেলিবোরস্:। পেশীর সঙ্কোচন—আগারি: ইগ্নে:। অনিবার্য্য তন্দ্রালুতা—নক্স-মস্ক: ওপিয়ম:। অতিসারসহ তন্দ্রা—ওপিয়ম:। শীঘ্র শীঘ্র রেতপাত—টিটানি:। কশেরুকায় জ্বালা—ফস্ফর: লাইকো:। মাথাধরা—ইগ্নে:। তালুর পীড়া—ম্যাঙ্গিনম্:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম।

ক্রিয়ার স্থায়িত্ব।—৩০ হইতে ৪০ দিন।

জিঙ্কাম্ ফস্ফরিকাম্

(ZINCUM PHOSPHORICUM.)

নামান্তর।—ফস্ফাইড্ অভ জিঙ্ক।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে, ফলপ্রদ; মস্তিষ্কের ক্লান্তি; সকম্প প্রলাপ; শিরঃপীড়া; ধ্বজভঙ্গ; মূত্র-গ্রন্থির উগ্রতা; স্নায়ুশূল; পক্ষাঘাত; অনিদ্রা; পারদজনিত কম্পন।

উপযোগিতা ও আভাস।—উন্মাদ, বিষাদ বায়ু রোগ দুর্ব্বলতা, পক্ষাঘাত, সংন্যাস, মেরুমজ্জাক্ষয়জনিত চলচ্ছক্তি রাহিত্য প্রভৃতি স্নায়বিক রোগাধিকারে বিশেষতঃ ঊর্দ্ধাঙ্গের কম্পন বিদ্যমান থাকিলে, উল্লিখিত ভেষজ দ্বারা বিশিষ্ট উপকার সাধিত হইয়া থাকে। রোগী জীর্ণশীর্ণ এবং অকাল-বৃদ্ধ প্রতীয়মান হয়; সর্ব্বদা দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক

অবসাদ এবং নানা ভাবনা চিন্তা বশতঃ অনিদ্রা সম্ভূত সার্ব্বাঙ্গিক স্নায়ুশূলও ইহার আয়ত্তীভূত; রোগীর স্মৃতি-শক্তির বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিষয়ী লোকের মস্তিষ্কের অবসাদ, ছুরিকাঘাতবৎ প্রচণ্ড ললাটদেশীয় শিরোবেদনা, শয়ন করিলে উপশমিত হয় এইরূপ শিরোঘূর্ণন্ এবং বৃদ্ধ ব্যক্তির স্মৃতি-শক্তির হ্রাস প্রভৃতিতেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—ক্যালী-ফস্ঃ জিঙ্কাম-পাইক্রিকাম্ঃ ফস্ঃ।

শক্তি।—৬ষ্ঠ দশমিক বিচূর্ণ।

জিঙ্কাম ভ্যালিরীয়ানিকাম

(ZINCUM VALERIANICUM.)

নামান্তর।—ভ্যালরি অভ জিঙ্ক।

প্রস্তুতি।—বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হৃৎশূল; হাপানি; মস্তিষ্কের ক্লান্তি; অতিসার; শীর্ণতা; মৃগী; অর্শ; বিষাদ বায়ু; মৃগীবৎ মূর্চ্ছাবায়ুতা; মূর্চ্ছাবায়ুবৎ মৃগী; কষ্টকর লিঙ্গোদ্রেক; শুক্রক্ষরণ; গ্রীবার অনম্যতা।

উপযোগিতা ও আভাস।—শিরঃশূলাধিকারে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে; প্রচণ্ড যন্ত্রণা, যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বেদনায় রোগিণী উন্মত্ত হইয়া উঠে, চীৎকার করিতে ও স্বীয় কেশ উৎপাটন করিতে থাকে; পুনঃ পুনঃ আক্রমণ বশতঃ রোগিণীর স্বাস্থ্য বিকৃতি সংঘটিত হয়, তাহার মূর্ত্তি ম্লান ও শোণিত শূন্য প্রতীয়মান হয় এবং ক্রমে বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে। অনিদ্রা রোগেও ইহা হিতকারী, বিশেষতঃ শিশুদিগের অনিদ্রাতে,—শিরোমধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হয়; রাত্রে রোগীর পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং সর্ব্বদা নিদ্রাবেশ বোধ করে এবং মুখমণ্ডল ম্লান ও ক্লান্তিব্যঞ্জক ভাব ধারণ করে। মুখের স্নায়ুশূল উরুপাশ্চাতিক স্নায়ুশূল এবং ডিম্বাধারের শূল বেদনাতেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়; বেদনা উপর হইতে পা বহিয়া বিদ্যুচ্ছলার ন্যায় তীব্র বেগে চরণাভি-মুখে ধাবিত হয়। মেরুমজ্জাগত স্নায়ুশূল এবং মস্তিষ্ক মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহাধিকারে, রোগী স্নায়ু প্রধানতা প্রকাশ করে, এরূপ স্থলেও ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। মূর্চ্ছাবায়ু রোগাধিকারে রোগিণীর পদদ্বয় এবং এক পদ অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে, কিছুতেই স্থির রাখিতে পারে না। "বক্ষের উপর বোধ হয় যেন এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে" এই লক্ষণটীও ইহার নির্ণায়ক। হৃৎশূল রোগেও ইহা হিতকারী।

শক্তি।—নিম্নক্রম।

জিঞ্জিবার

(ZINZIBER OFEICINALIS.)

নামান্তর।—আর্দ্রক বা আদা।

প্রস্তুতি।—শুষ্ক আদা বা শুঠ হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—অণ্ডনালীয় মূত্র; হাঁপানি; শ্বাসে দুর্গন্ধ; বাহুর পেশীতে বাত; অতিসার; শোথ; আধ্মান; পূতিনস্য; শুক্রক্ষরণ; প্লীহাতে বেদনা, মূত্র বন্ধ ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার কতিপয় প্রধান লক্ষণ এই:—(১) অম্লরোগ ও উদরাময় অধিকারে মুখের স্বাদ কটু এবং আঠাবৎ। (২) আঠাবৎ পদার্থ বমন,—বিশেষতঃ পুরাতন সুরাপায়ীদিগের। (৩) ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি ভক্ষণ জনিত পাকাশয়ের পীড়া। (৪) প্রাতে মলত্যাগান্তে বিবমিষা। (৫) আধ্মানাধিক্য। (৬) প্রাতঃকালীন উদরাময়। (৭) অপরিষ্কার জলপান জনিত তরল। (৮) মূত্র সঞ্চয়াধিক্য; সান্নিপাতিক জরান্তক মূত্ররোধ। (৯) বৃক্কদ্বয়ে ঈষৎ বেদনা পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ। (১০) রজঃ,—অতি অকালে আবির্ভাবশীল, স্রাব অপর্য্যাপ্ত, শোণিত ঘোর কালবর্ণ এবং ঘণীভূত। (১১) শুষ্ক, বক্ষবিদারক কাসি; কাসিলে ফুস্‌ফুস্ মধ্যে বেদনা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র বোধ হয়; প্রাতে গয়ার নির্গত হইয়া থাকে। (১২) শ্বাসরোগ,—শেষরাত্রে,—রোগী শয়ন করিতে পারে না, ঠায় বসিয়া থাকে; কতকটা কফ উত্থিত হইলে আরাম বোধ হয়। (১৩) জ্বরাধিকারে নিম্নাঙ্গে শীত আরম্ভ হইয়া উপর দিকে সঞ্চারিত হয়। (১৪) রোগী যুগপৎ শীত ও উত্তাপ বোধ করে।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—রোগী বেশ স্ফূর্ত্তিবান,—কিছুতেই তাহার স্ফূর্ত্তির হ্রাস হয় না। মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয় (অ্যাপীয়ল্: আর্জেণ্ট-নাইঃ গ্লোন্:)। পাকাশয়িক শিরোবেদনা,—ভ্রূদেশে এবং নাসামূলে বেদনা বোধ হয় (হাইড্রাষ্টঃ ক্যালী-বাইঃ); একটু পরিশ্রম করিলেই ঐরূপ বেদনার আবির্ভাব হয়। শিরোবেদনা,—বাম চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনাধিক্য; ভ্রূদেশে বেদনান্তে বিবমিষার উদ্রেক হয়। শীতল জলীয় বায়ুতে পাদচারণকালে মস্তকের উপর হইতে ভিতর দিকে চাপ বোধ হয়।

চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে জ্বালা ও কর্কর করে; চক্ষে আলোক সহ্য হয় না,—বোধ হয় যেন হুল বিদ্ধ হইতেছে; চক্ষু মধ্যে বোধ হয় যেন বালুকা পতিত হইয়াছে (আর্সঃ কষ্টিঃ কোর‍্যাল্: ইউফ্রেঃ অ্যা-ক্রু: হিপঃ লিডাম্: সাইলিঃ)।

নাসিকা।—নাসাপরিস্রাব বা তরুণ সর্দ্দি,—গৃহবহির্দ্দেশে বৃদ্ধি হয় (ইউফ্রেঃ গ্র্যাফঃ পল্‌সেঃ সল্‌ফঃ)। পশ্চান্নাসা শুষ্ক ও রুদ্ধ বোধ হয় এবং কাসিলে তথা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

মুখমণ্ডল।—নিম্ন হনুর বামপার্শ্বে এবং দন্তে আড়ষ্টতা বোধ। ক্লান্তিব্যঞ্জক মূর্ত্তি এবং চক্ষুতলে নীলিমা প্রতীয়মান হয়;—বিশেষতঃ ঋতু আরম্ভের পূর্ব্বে।

মুখবিবর।—প্রাতে আঠা বাটিয়া থাকে এবং কটু স্বাদ বোধ হয়। পরিপাক ক্রিয়ার বিকলতা বশতঃ রোগিণীর মুখে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয় এবং সে স্বয়ং তাহা অনুভব করিয়া থাকে। কণ্ঠ শুষ্ক, গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ হয় যেন কি পথ রোধ করিয়া রহিয়াছে। কণ্ঠ মধ্যে শ্লেষ্মাসঞ্চয়াধিক্য।

পাকস্থলী।—মুখ শুষ্ক এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ। রুটি আহারান্তে শিরোবেদনা এবং পাকস্থলী মধ্যে চাপ বোধ। ফুটি তরমুজাদি ভক্ষণজনিত পীড়া। বাতকর্ম্ম ও উদরাময়। প্রাতে মলত্যাগান্তে বিবমিষা। পুরাতন সুরাপায়ীদিগের আঠার ন্যায় পদার্থ বমন। ক্ষীণাগ্নি,—যাহা আহার করে তাহা ভাল জীর্ণ হয় না এবং দীর্ঘকাল পাকস্থলী মধ্যে থাকায় প্রস্তরের ন্যায় পেট ভার বোধ হয়।

অন্ত্রাশয়।—দণ্ডায়মান অবস্থায় উদরের একদিক হইতে সঙ্কোচনবৎ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া অন্যদিকে সঞ্চারিত হয় এবং তৎপরেই মলবেগ উপস্থিত হয়। উদর মধ্যে আধ্মানাধিক্য ও মলকাঠিন্য বাম কুক্ষী (কোঁকে) মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা।

মলান্ত্র ও মল।—অপরিষ্কার, কর্দ্দমাক্ত জলপানজনিত উদরাময় (ক্যাম্ফো: ভেরেট্র: লিলীয়েম্‌ট্যাল্:)। মল কপিশবর্ণ আমময়,—বৃদ্ধি প্রভাতে (আলো: পডো: সল্ফ: ক্যাট-সলফ:), পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি ঘটিলে এবং জলীয় শীতল বায়ু সংস্পর্শে। মলদ্বারে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে জ্বালা, ঝিল্লির রক্তিমা এবং কণ্ডুয়ন অর্শ অধিকারে; শৈরিক অর্ব্বুদ সকল উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত ব্যথান্বিত, শয়ন বা উপবেশন উভয় অবস্থাতেই।

প্রস্রাব।—মূত্র সঞ্চয়াধিক্য। মূত্র গাঢ়, ঘোলা; কিম্বা ঘোর কপিশবর্ণ এবং ঝাঁজাল গন্ধবিশিষ্ট। প্রস্রাবের সময় প্রস্রাবদ্বারে বেদনা বোধ। উভয় বৃক্ক প্রদেশে অস্পষ্ট বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা; রাত্রে রেতঃস্খলন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ,—অত্যন্ত অকালে প্রকাশ পায়, স্রাব অপর্য্যাপ্ত, ঘোর লালবর্ণ এবং চাপ্‌চাপ্ (অ্যাকৃটীয়া: অ্যামন-মিউ: ক্যামো: ককীউ: ক্রোকাস্: সাইক্লেম্: ফেরাম্: হেলোন্: ল্যাকে: প্ল্যাট্: পল্‌সে: স্যাঙ্গিউইন: সিকেলী: আষ্টি:)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। স্বরনালীর নিম্নাংশে উত্তেজনা বোধান্তে কাসি হয় এবং কফ নির্গত হইয়া থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টজনক; রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। শ্বাসরোগ,—প্রতি শেষরাত্রে প্রকোপ আবির্ভূত হয়। এবং রোগী ঠায় বসিয়া থাকে, শুইতে পারে না (অ্যাণ্ট-টার্ট: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-নাই: ল্যাকে: নাযা: ফস্: স্পঞ্জী:) কিন্তু তাহার কিছুমাত্র ভাবনার উদ্রেক হয় না। স্বরনলীর বামপার্শ্বে কণ্ডুয়ন জনিত শুষ্ক, বক্ষবিদারক কাসি; কাসিলে ফুসফুস্ মধ্যে বেদনা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয়; প্রাতে অপর্য্যাপ্ত কফ উত্থিত হইয়া

থাকে। বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ব্রাই: ক্যালী-কার্ব: র‍্যাণ'ন্-বাল্‌বো: র‍্যাণান্ সাইলি: স্কীলা:)। হৃদ্‌প্রদেশে নিষ্পেষণ বা শূলবেধবৎ বেদনা (কোল্‌চি: স্পঞ্জী:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—শিরোবেদনা ও বিবমিষা অধিকারে গ্রীবাপৃষ্ঠের আড়ষ্টতা। কটিবেদনা যেন দুর্ব্বলতা সম্ভূত (কুরারী:); বৃদ্ধি=উপবিষ্ট অবস্থায় (বার্বা:) এবং কোন বস্তুর উপর হেলান দিয়া থাকিলে (বেলা পর্য্যন্ত শুইয়া থাকিলে=কুরারী:)। পৃষ্ঠের নিম্নাংশ অবশ বোধ হয়,—যেন কেহ ঐ অংশে আঘাত করিয়াছে বলিয়া কিম্বা পাদচারণ (ইস্কীউ:) বা অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার জন্য। প্রত্যঙ্গ জড়তাযুক্ত, ভারি এবং অবশ বোধ হয়। বাত জনিত আড়ষ্টতা। চরণদ্বয় স্ফীত ও ব্যথান্বিত।

সার্ব্বাঙ্গিক।—মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয়; অবাধ প্রস্রাব এবং আক্ষেপ বা পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ। অত্যন্ত ক্ষীণ, অবসন্নভাব; রোগী শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। রাত্রে প্রত্যঙ্গ সকল অত্যন্ত অস্থির হইয়া থাকে—স্থির রাখিতে পারে না।

নিদ্রা।—রাত্রি ৩টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং পুনশ্চ বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায় (নক্স্:)।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ বা দোষঘ্ন**—নক্স্-ভমিকা:।

তুলনীয়।—পাকাশয়ে ভারবোধ—এবিস্: নাইগ্রা:। রাত্রি ৩টার সময় জাগ্রত হওয়া—নক্স:।

সদৃশ।—ট্রিফ্লীয়া:।

শক্তি।—নিম্ন ক্রমই ব্যবহার হয়।

জিজীয়া অরীয়া

(ZIZIA AUREA.)

নামান্তর।—থ্যাস্পীয়াম অরীয়াম্।

প্রস্তুতি।—মূলের আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—হাপানি; মস্তিষ্কের পীড়া; সর্দ্দি; তাণ্ডব; আক্ষেপ; শোথ; মৃগী; ব্যাধিশঙ্কা; মূর্চ্ছাবায়ু; শ্বেতপ্রদর ঋতুলোপ; অর্দ্ধাবভেদক; ডিম্বাধারে সবিরাম স্নায়ুশূল; ফুস্‌ফুস্ আবরনীর প্রদাহ; আধ্মান।

উপযোগিতা ও আভাস।—মূর্চ্ছাবায়ু এবং অবসাদবায়ুগ্রস্ততায়, রোগীর মনে আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা ও অত্যন্ত বিষন্নভাব এবং রোগী এই হাস্যপরিহাস করিতেছে আবার পরমুহূর্ত্তেই রোদন করিতে থাকে এইরূপ মানসিক অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে, "জিজীয়া"

দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রমনান্তে দেহ অত্যন্ত শিথিল ও আলস্যযুক্ত হইয়া পড়ে। নিদ্রিত অবস্থাতেও অপস্মার বা মৃগী ও তাণ্ডব রোগের প্রকোপাধিক্য এবং পদদ্বয়ের অত্যধিক অস্থিরতা—কিছুতেই স্থির রাখা যায় না,—এইটী ইহার প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—যেন মদ্যপান করিয়াছে এইরূপ স্ফুর্ত্তি এবং তৎপরে দুর্দ্দমনীয় নিদ্রাবেশ। এই হাস্যপরিহাস করিতেছে এবং পরমুহূর্ত্তেই রোদন করিতে আরম্ভ করে (অ্যাকোন্: আরাম্: কফীয়া: লাই: ফস্: ট্যারেণ্ট:)। এই অত্যন্ত মুহ্যমান বিহ্বলভাব, আবার পরমুহূর্ত্তেই বেশ স্ফুর্ত্তি প্রকাশ করে (নক্স্-মস্: ন্যাট্-মিউ: ফস্)। জীবনে বিতৃষ্ণা (অ্যাণ্ট-ক্রুড্: আরাম্: সিঙ্কো: ল্যাক্-ডিফ্লো: ন্যাট্-মিউ: ফস্:)। মনোমধ্যে আত্মহত্যা করিবার বাসনা পোষণ করে (অ্যাক্টীরেসি: আরাম্: হায়ো: ল্যাকে:)।

মস্তক।—মস্তক ও মুখমণ্ডলে শোণিতসঞ্চয় এবং তন্মধ্যে পূর্ণতা অনুভূতি। মস্তকের চতুর্দ্দিক যেন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে (আর্জেণ্ট-নাই: কষ্টি: মার্ক: স্পাইজি:)। দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে ভয়ানক যন্ত্রণাজনক শিরোবেদনা (আর্জেণ্ট-নাই: স্যাঙ্গিউইন্: সিপীয়া:); রোগিণী অন্ধকার গৃহ মধ্যে শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (স্যাঙ্গিউইন্:); বৃদ্ধি=সন্ধ্যার পর,—কটি বেদনা সহযোগে, এবং কাসিলে (ব্রাই: ক্যাপ্স্: ন্যাট্-মিউ: স্কীলা.)।

চক্ষু।—উভয় চক্ষু রক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয়। দক্ষিণ অক্ষিগহ্বর মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা; বৃদ্ধি=অক্ষিগোলক সঞ্চালনে, হেঁট হইলে বা পদবিক্ষেপ করিলে। পীতাভ পিঞ্চট (পিচুটী) নিঃসৃত হওয়ায় অক্ষিপুট জুড়িয়া থাকে। দক্ষিণ অক্ষিপুটোপর অঞ্জনিকা (ন্যাট-মিউ: ষ্ট্যাফ্: অ্যামন্-কার্ব:)। চক্ষে আলোক সহ্য হয় না।

নাসিকা।—নাসাসর্দ্দি,—নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই হাঁচি ও কাসি হয়; নাসিকা হইতে গাঢ় শিক্নি নিঃসৃত হয় (ককাস: হিপার: হিপোজিন্: হাইড্রাষ্ট: ক্যালী-বাই:)।

মুখমণ্ডলাদি।—মুখমণ্ডল ম্লান ও ফুলো ফুলো; এক গণ্ড আরক্তিম অন্য গণ্ড ম্লান (ক্যামো: ইপিক্: অ্যাকোন্: সিনা: ল্যাকে: মস্কাস্: নক্স্: পল্সে:)। গণ্ডাস্থি মধ্যে যেন ছিদ্র করিতেছে এইরূপ বেদনা (মেজের্:) জিহ্বা,—আরক্তিম এবং কি উষ্ণ, সকল দ্রব্যেরই সংস্পর্শ-কাতর। কণ্ঠ হইতে অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। গলগ্রন্থি এবং তালু ঈষৎ আরক্তিম এবং অত্যন্ত স্পর্শাসহ। অম্ল ও মাদক দ্রব্য ভালবাসে পেট টিপিলে বিবমিষা ও অবসন্নতা অনুভূত হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—রমণান্তে আলস্য ও অবসাদ বোধ হয় (অ্যাগার্:)। উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি স্বপ্নদোষ। কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনাধিক্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু নির্দ্ধারিত হয় কিন্তু ১২ ঘণ্টার পর বন্ধ হইয়া যায়। হঠাৎ ঋতু রোধ। বিলম্বিতার্ত্তব তৎপরে প্রদরাবির্ভাব,—স্রাব কখন মৃদু এবং কখন কষায় কিম্বা প্রথমে কষায় এবং শেষে মৃদু ও অপর্য্যাপ্ত। বাম ডিম্বাধার মধ্যে অবিরাম স্নায়ুশূল বা শূলবেদনা (অ্যাপিলেগো:)।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক কাসি,—কাসিলে বক্ষ মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয় (ব্রাই: কোনা: ল্যাকে: মার্ক:)। কাসিয়া কাসিয়া স্বরনলী ক্ষতান্বিত হইয়া যায়। শ্বাসকৃচ্ছ্র,—শুইয়া থাকিতে পারে না (অ্যাণ্ট-টার্ট: আর্স: ক্যালী-কার্ব: ক্যালী-নাই: ল্যাকে: নাষা: ফস: স্পঞ্জীয়া:)। ফুসফুসাবরণী মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ বেদনা (চেলিড: ক্যালী-কার্ব: রীউমেক্স:)। বক্ষের পেশী সকল ব্যথান্বিত বোধ হয় (ফাইটো:) অগ্রমাসের উপর এবং চতুস্পার্শ্বে ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা। দক্ষিণ অংসফলকতলে অস্পষ্ট বেদনা (ইণ্ডীয়াম:)। ফুসফুসাবরণী মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র শলাকাবেধবৎ বেদনা ; বৃদ্ধি=কাসিলে বা গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে (ব্রাই:)।

প্রত্যঙ্গাদি।—অসম্ভব অবসাদ অনুভূতি ; তাণ্ডব রোগ সুলভ প্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন, বিশেষতঃ নিদ্রিতাবস্থায় (বীউফো: কিউপ্রাম: ট্যারেণ্ট:); মুখের ও প্রাত্যঙ্গিক পেশী সকলের আক্ষেপিক স্পন্দন। নিদ্রিতাবস্থায় মৃগীবৎ প্রকোপ (বীউফো: কিউপ্রাম:)। উভয় বাহু স্কন্ধ হইতে অবশ বোধ হয়। দক্ষিণ বাহু মধ্যে কুট্ কুট্ করিতে করিতে উহা অসাড় হইয়া যায়। একটু পরিশ্রম করিলেই পদদ্বয়ে ভয়ানক ক্লান্তি বোধ মুখমণ্ডল ও গোড়ালি শোথযুক্ত বোধ হয়। পদদ্বয় স্পন্দনশীল, কিছুতেই স্থির রাখা যায় না (ট্যারেণ্টু: জিঙ্কাম:)।

বৃদ্ধি।—স্পর্শ করিলে, টিপিলে, শয়নে, গভীর শ্বাসগ্রহণে ও দেহ সঞ্চালনে।

দোষঘ্ন।—পলস: (মাথাধরা); কার্ব্বো-আনি: (অঞ্জনি)।

তুলনীয়।—এক গণ্ড লাল—ক্যামো:। জরায়ুতে রক্তাধিক্য—সিপিয়া:। নিদ্রাকালে তাণ্ডব—ট্যারেণ্টু:। একবার ক্রন্দন একবার হাস্য—ক্যাল্কে: ইগ্নে: নক্স-মস: পলস: ট্রামো:।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আগেরি: বিউফো: ক্যামো: ইপিকা: কুপ্রম:।

শক্তি।—মূল আরক হইতে ৩য় ও ৬ষ্ঠ ক্রম।

নৌষধাবলী

(NOSODES.)

দ্রষ্টব্য।—কোন রোগের বিষ বা বীজ হইতে সেই রোগের বা তৎসদৃশ লক্ষণযুক্ত রোগের ঔষধ প্রস্তুত হইলে তাহাকে ইংরাজিতে নোসোডস্ বলে; আমরা তাহার নাম দিলাম "নৌষধ" কেন না সংস্কৃত ভাষায় "ন" অব্যয়ের একটি অর্থ "সেইই" অর্থাৎ "যে রোগ সেই ঔষধ"। সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্রে নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে এইরূপ ঔষধের আভাস পাওয়া যায়, যথা:—

"কশ্চিদ্ধি রোগো রোগস্য হেতুর্ভূত্বা প্রশাম্যতি।
ন প্রশাম্যতি চাপ্যন্যো হেতুত্বং কুরুতেৎপিচ॥"

এইরূপ ঔষধ অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমরা কিন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সর্ব্বপ্রধান নৌষধের সংক্ষেপে আলোচনা করিব:—

(১) Anthraxinum.
অ্যান্থ্র্যাক্সিনাম্।

(২) Bacillinum.
ব্যাসিলিনাম্।

(৩) Diptherinum.
ডিপ্‌থিরিণাম্।

(৪) Hippozænium.
হিপোজিনিনাম্।

(৫) Hydrophobinum.
হাইড্রোফোবিনাম্।

(৬) Malandrinum.
ম্যালাণ্ড্রিণাম্।

(৭) Medorrhinum.
মিডহ্রিনাম্

(৮) Psorinum.
সোরিনাম্।

(৯) Pyrogenium.
পাইরোজিনীয়াম্।

(১০) Syphilinum.
সিফিলিনাম্।

(১১) Thyroidinum
থাইরইডিনাম্।

(১২) Vaccininum.
ভ্যাক্সিনিনাম্।

(১৩) Variolinum.
ভেরিয়োলিনাম্।

অ্যান্থ্র্যাক্সিনাম

(ANTHRAXINUM.)

নামান্তর।—অ্যানথ্রাক্স পয়জন্।

প্রস্তুতি।—পীড়িত মেষের প্লীহার বিষ-ব্রণের পূয হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ডাং ওয়েবার ইহা প্রথমে প্রস্তুত করেন।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; স্ফোটক; দুষ্টব্রণ; বিসর্প; পচনশীল ক্ষত; পচনশীল কর্ণমূল; স্ফীতিযুক্ত প্রদাহ ও ক্ষত; বসন্ত; প্লীহা-জ্বর; ক্ষত; আঙ্গুলহাড়া।

উপযোগিতা ও আভাস।—বিষব্রণ, বিকৃতিজনক পূয আশোষণ সম্ভূত প্রদাহ এবং বিষাক্ত ক্ষতাদিতে, তদুপরে পুনঃ পুনঃ পূতিজনিত শল্ক বা ছাল উৎপন্ন হইতে থাকিলে এবং অসহনীয় প্রাণান্তক জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে "অ্যান্থ্র্যাসিনাম্" প্রয়োগে অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে;—বিশেষতঃ যখন আর্সিনিকাম্ দ্বারা ঐ জ্বালা প্রশমিত হইতেছে না দেখা যায় (অ্যান্থ্র্যাসিনাম্ প্রয়োগেও জ্বালার নিবৃত্তি না হইলে "ইউফর্বীয়াম্" প্রযোজ্য)। বিগলনপ্রবণ ক্ষত, বিষব্রণ, বিষস্ফোটক এবং বিষাক্ত বিসর্পবৎ প্রদাহ; আঙ্গুলহাড়া—যখন কিছুতেই জ্বালা ও বিগলনের প্রতিরোধ না হয়, জ্বালায় রোগী উন্মত্ত হইয়া উঠে (অ্যা-কার্ব্বন্ঃ আর্সঃ ল্যাকেঃ); বিষব্রণ কাল বা নীলবর্ণ ফোস্কা যাহা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে (ল্যাকেঃ পাইরোজেন্ঃ); পূয আশোষণ বা রোগীর দেহের শোণিতের সহিত পূয সংমিলন জনিত জ্বর,—রোগী দুই এক দিবসের মধ্যেই উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়ে, নাড়ী ক্ষীণ বা বিলোপপ্রবণ হইয়া আইসে এবং তাহার উপর প্রলাপ প্রকাশ পায় এবং ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইতে থাকে (পাইরোজেন্ঃ); বিস্ফোটক,—বর্ণনাতীত প্রাণান্তক যন্ত্রণা এবং উহা হইতে নালাসির ন্যায় রস নির্গলিত (ট্যারেন্টঃ) হয়; মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদকের স্বীয় অঙ্গে ব্যবহৃত অস্ত্রাঘাত জনিত ক্ষত,—বিশেষতঃ যখন ঐ ক্ষততে বিগলন প্রকাশ পায়, জ্বর হইতে থাকে এবং রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে (আর্সঃ পাইরোজঃ); বিষাক্ত কীট পতঙ্গাদির দংশন জনিত প্রদাহ,—দষ্ট অংশ স্ফীত হইয়া উঠে, বর্ণের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং ক্ষত স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে আরক্তিম রেখা সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয় (ল্যাকেঃ পাইরোজঃ); বিষাক্ত বিসর্পবৎ প্রদাহ,—ভয়ানক জ্বালা ও সন্তাপ জনক; পূতিগন্ধাদি আঘ্রাণজনিত পীড়া; শোণিতস্রাব,—মুখ, নাসিকা, মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয় হইতে ভয়ানক শোণিতস্রাব, শোণিত গাঢ়, আল্‌কাতরার ন্যায় কালবর্ণ এবং বিকৃতিপ্রবণ—ক্রোটেলাস্-হরিডঃ ক্যালী-ফস্ঃ ল্যাকে); গ্রন্থি সকল ও কৌষিক তন্তু অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে, অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং লৌহের ন্যায় কঠিন অনুভূতি হয়; নিম্ন হনুতলের দক্ষিণ পার্শ্ব, এবং তত্তলস্থিত গ্রন্থি স্ফীত এবং প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া উঠে (অয়াম্-মিউ-ক্লাটঃ) ইত্যাদি রোগে এবং অবস্থায় উল্লিখিত ঔষধ বিশেষ

ফলপ্রদ। নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ ইহার নির্ণায়ক :—যেন মস্তকের ভিতর দিয়া উত্তপ্ত ধূম প্রবাহিত হইতেছে; উদর ও বক্ষ বিভেদিকা পর্দ্দা যেন সম্মুখদিকে ঠেলিয়া আসিতেছে; প্লীহা বিবর্দ্ধন; নিঃসৃত শোণিত ঘণীভূত হয় না; বগলের গ্রন্থির স্ফীতি।

লক্ষণাবলী।

মন।—উৎকণ্ঠা; প্রলাপ; অচৈতন্য; রোগিনী মনে করে মৃত্যু আগত প্রায় বা আসন্ন প্রায়।

মস্তক।—মস্তকের জড়তা; ঘূর্ণন। শিরঃপীড়া; যেন মস্তক মধ্য দিয়া খানিকটা ধূমসহ উত্তাপজনক বেদনা সঞ্চালিত হইতেছে। কম্পসহ মাথা ব্যথা, মস্তকের স্ফীতি।

চক্ষু।—কনীনিকার প্রসারণ; পীতাভ, সবুজ স্ফীতি; উহা অক্ষিপুটের মধ্যে হইলে অর্দ্ধ স্বচ্ছভাব পরিগ্রহ করে।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে ঘণ্টা বাদ্যবৎ শব্দ; পচনশীল কর্ণ মূল।

নাসিকা।—নাকের ভিতরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে রক্তজমা। নাকের দক্ষিণ ভাগ অতিশয় লাল।

মুখমণ্ডল।—মুখ খুলিতে পারে না; জিব দেখাইতে পারে না, দক্ষিণ দিকে চোয়ালের নিম্নের গ্রন্থি স্ফীতি; চিবুকের নিম্নে কঠিন প্রস্তরবৎ স্ফীতি।

জিহ্বা।—শুষ্ক, কটাবর্ণের ঘন লেপ ও কণ্টকাবৃত।

মুখমধ্য।—মুখ ও নাকের মধ্যে রক্তস্রাবী অবস্থা, মুখের ভিতর দুষ্ট ব্রণ; মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

গলমধ্য।—গলমধ্য ও স্বরনলীর চারিদিকে ঘন ও স্ফীতিযুক্ত।

ক্ষুধা।—ক্ষুধালোপ ও পাকাশয় শূল। উত্তাপসহ পিপাসা।

পাকস্থলী।—পাকাশয় শূল; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তস্রাবী অবস্থা।

উদর বা নিম্নোদর।—যেন চক্ষু ও উদর ব্যবচ্ছেদক পর্দ্দা সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া ধরিয়াছে এরূপ অনুভব। প্লীহার বিবৃদ্ধি। কম্পের সঙ্গে পেট বেদনা। উদর স্ফীতি; রক্তস্রাব।

মল ও মলান্ত্র।—বমনের পর বেদনা বিহীন, রক্তময় মল; অতিসারসহ জ্বর; বিসূচীকার ন্যায় হিমাঙ্গাবস্থা।

মূত্রযন্ত্র।—বৃক্ক বা মূত্র গ্রন্থীর স্ফীতি।

শ্বাসযন্ত্র।—কষ্টকর দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস; ফুসফুসীর রক্তাধিক্য।

নাড়ী ও হৃৎপিণ্ড।—দ্রুত-স্পন্দন, দুর্ব্বল-নাড়ী। নীলিমা; শোণিত সংযত হয় না।

পৃষ্ঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—বগলের বীচি স্ফীতি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনাসহ জ্বর। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শোথ। ক্ষত; পচনশীল ক্ষত; আঙ্গুলহাড়া।

স্নায়ু।—অত্যন্ত অস্থিরতা, মৃগীবৎ আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, নীলিমা, জ্বালা।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা, অস্থির, নিদ্রা, প্রলাপ, গাঢ় তন্দ্রা।

জ্বর।—কম্পসহ দুর্ব্বলতা, মাথা ব্যথা, প্রবল জ্বরসহ প্রলাপ। পিপাসা, দুর্ব্বলতা-জনক ঘর্ম্ম। সান্নিপাতিক লক্ষণ।

ত্বক।—ছানপড়া, রসগড়ানযুক্ত উদ্ভেদ। কণ্ডুয়নসহ খস্‌খসে ত্বক। কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ ফোস্কা। দুষ্টব্রণ দুষ্ট স্ফোটক, স্ফোটক, পচনশীল ক্ষত। বসন্ত ইত্যাদি।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাসিড্-কার্ব্বলিক: আর্স: ক্যাল্কে: সল্ফ: ইউফর্বীয়াম্: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-ফস্: ল্যাকে: পাইরোজ: সিকেলী: ট্যারেণ্টীউলা: ক্রোটেলাস্-হরিড্:।

তুলনীয়।—অ্যান্থ্রাসিনম—বোভম: আর্স: কার্ব্বোলিক-অ্যাসিড্: কার্ব্বো-ভেজি: এচেনেসিয়া: ট্যাবেণ্টুলা: ল্যাকেসিস: (ক্যান্সার ও বিসর্পের বেদনা)।

প্রতিবিষ।—এপীস্: আর্স: ক্যাম্ফো: কার্ব্বো-ভেজি: অ্যা-কার্ব্বল: সিঙ্কো: ক্রিয়ো: ল্যাকে: পাল্‌সে: রাস: ভেরেট:।

শক্তি।—৩০ শতমিক হইতে ২০০ বা ততোধিক শততমিক ক্রম।

ব্যাসিলিনাম্-টিউবার্কীউলিনাম

(BACILLINUM-TUBERCULINUM.)

নামান্তর।—(ক্ষয়কাসাক্রান্ত রোগীর ফুস্‌ফুসের ক্ষত মধ্যস্থিত কীটাণু ও পূয হইতে প্রস্তুত)।

প্রস্তুতি।—**ব্যাসিলিনাম** (ডাঃ বার্ণেট কর্ত্তৃক বর্ণিত এবং ডাঃ হিদ্ কর্ত্তৃক প্রস্তুত), ইহা ক্ষয়কাসাক্রান্তগয়ার বা নিষ্ঠীবন হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বিভিন্নরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে।

টিউবার্কীউলিনাম ইহাকে টিউবাকিউলিন্ অভ্ কক্ কহে। ক্ষয় রোগীর ফুসফুসের গুটিকার কীটাণু হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে **ব্যাসিলিনাম** ফলপ্রদ;—নিম্নোদরের গ্রন্থি বিবর্দ্ধ পীড়া; টাক, ক্ষয়রোগ গ্রহণ প্রবণতা; বুদ্ধির দোষ; মস্তিষ্কে জল সঞ্চার, জড়বুদ্ধিতা; উন্মাদ; সন্ধির পীড়া, দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; গণ্ডমালা দোষযুক্ত গ্রন্থি, দাঁতের পীড়া; ক্ষয় রোগ বা যক্ষ্মাকাস।

নিম্নলিখিত রোগে **টিউবার্কীউলিনাম** ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; অণ্ডনালীয় মূত্র; উপাঙ্গ প্রদাহ; হাপানি; অস্থি ক্ষয় রোগ; শ্বাসনলী প্রদাহ; সন্দিগ্ধ ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; নীহারকণ্ডু;

শ্বেতক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা; ক্ষত; দন্তোদ্গম; বিসর্প; লালিমা; রক্তমূত্র; রক্তোৎকাস; শিরঃপীড়া; হৃদ্‌কম্পন; বহুব্যাপক সর্দ্দি; শ্বেত কুষ্ঠ (ধবল); শ্বেত প্রদর; ফুস্‌ফুসের স্ফীতি বা শোথ; মুখে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ ক্ষত; উন্মাদ; মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ; রাত্রিতে ভয়; পক্ষাঘাত; যক্ষ্মাকাস; ফুস্‌ফুস্ আবরণী প্রদাহ; তরুণ ফুস্‌ফুস প্রদাহ; গুটীকা রোগ।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহার প্রকৃত ক্ষেত্র—গৌরকান্তি, যুগ্মভ্রূ, কৃশাঙ্গ, সমতল ও অপ্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট ব্যক্তি; বয়স অপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং ক্ষীণ দেহ, এবং যাহাদিগের দেহে ক্ষয় রোগ বিষ বা ক্ষয়বীজ উপ্ত আছে। যখন উক্তরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত রোগীদিগের রোগে অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিয়া লক্ষণানুরূপ ঔষধ প্রয়োগেও স্থায়ী ফল না হয়, কিম্বা বিশেষ উপকার সাধিত না, হয় তখন কি রোগ হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া "ব্যাসিলিনাম্" বা "টিউবার্কীউলনাম্" সর্ব্বদা প্রযোজ্য। ইহার আর একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ এই যে, লক্ষণের পরিবর্ত্তনশীলতা, অর্থাৎ কখন রোগীর ফুস্‌ফুস্, কখন মস্তিষ্ক, কখন বৃক্ক, কখন যকৃৎ, কখন পাকস্থলী এবং কখনও বা স্নায়ুবিধান আক্রান্ত হয়; লক্ষণাদি হঠাৎ আবির্ভূত ও হঠাৎ তিরোহিত হয়। যখন তখন রোগীর ঠাণ্ডা লাগে; খুব সতর্কতা অবলম্বন করিলেও এইরূপ হইয়া থাকে কেন এবং কি প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিল তাহা রোগী কিছুতেই স্থির করিতে পারে না; রোগীর দেহ ঠাণ্ডা বায়ু দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতে না হইতে তাহার সর্দ্দি হইয়া যায় (হিপার: সোরিনাম:)। রোগী দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতে থাকে; বেশ খায় দায় অথচ শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যাব্রোটে: ক্যাল্‌কে: কোণা: আয়োড: স্যানিক: স্যাট-মিউ:।)

লক্ষণাবলী।

মন।—জড় বুদ্ধি শিশু, সর্ব্বদা মুখে লাল পড়ে এবং বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল=ব্যারাই: থাইরইড:। সর্ব্বদা বিমর্ষ, নৈরাশ্যপূর্ণ; মুহ্যমান, খিট্‌খিটে এবং সকল বিষয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করে; কাহারও সহিত কথা কহে না, চুপ করিয়া থাকে; স্বভাবতঃ মধুর স্বভাব কিন্তু এ ক্ষণে প্রায় উন্মাদ বলিলেই হয়। নৈরাশ্য,—অধিকাংশ স্থলে বর্ত্তমান থাকে। মানসিক পরিশ্রমে বিরাগ। অত্যন্ত দুঃখিত ভাব,—রোদন করে, কিন্তু কেন তাহা বলিতে পারে না (কাম্ফোরা:)। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য ও উদ্বেগ। বয়স অপেক্ষা বুদ্ধিমান (মার্ক:) এবং বলিষ্ঠ। জ্বরাধিকারে উদ্বেগ। জ্বরের সময় অত্যন্ত বকে। জীবন ভার বোধ হয়। রোগী যে গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করে সে গৃহের সকল বস্তুই তাহার পক্ষে অপরিচিত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব বোধ হয়; রোগীর বোধ হয় যেন সে কোন অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে (সিপীয়া:—বিশিষ্টরূপে পরিচিত রাস্তা অপরিচিত বোধ হয়=গ্লোন:)। দেশ দেশান্তর দেখিবার দুর্দ্দমনীয় বাসনা। রাত্রে উপর্য্যুপরি দুশ্চিন্তা। অসভ্য, কলহপ্রিয়; শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি নাই অথচ অনবরত এবং সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে। রাত্রে মনোমধ্যে নানা ভাবের উদয় হয়,—একটী বিলীন হইতে না হইতে আর একটি আইসে।

অন্তস্থক।—শিরোঘূর্ণন অধিকারে বিবমিষা (চিনিন্-সল্‌ফ: কেরাম্, গ্লোন: ফেলিবো:

নক্স: পেট্রোল্: ফস্:) ও শিরোবেদনা (এপীস্: বেল্: ক্যাল্কে: নক্স: ফস্: সাইলি:) এবং ভয়ানক অবসন্নতা অনুভূত হয় (ফেরাম্: ফস্:)। শিরোবেদনা,—পুরাতন, সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল এবং ক্ষয়রোগ বিষাশ্রিত বেদনা, প্রচণ্ড, তীক্ষ্ণ ও ছেদনবৎ এবং দক্ষিণ চক্ষু হইতে মস্তক ভেদ করিয়া শিরোপশ্চাতে সঞ্চারিত হয় ; যেন একটী লৌহময় বন্ধনী দ্বারা মস্তক বেষ্টিত রহিয়াছে (অ্যা-কার্ব্বল্: অ্যানাক্: সল্ফ্: জ্যান্থাক্-জাইলাম্:) যখন এরূপ স্থলে অতি যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও উপকার হয় না। পাঠাভ্যাসীর শিরোবেদনা (অ্যা-ফস্: অ্যাক্টীয়া-রেসি: ক্যাল্কে-ফস্: ক্যালী-ফস্: স্থাট্-মিউ:,—বৃদ্ধি=অধ্যয়নে বা ঈষন্মাত্র মানসিক পরিশ্রমে (অ্যা-ফস: ক্যাল্কে-ফস্: ন্যাট্-মিউ: ক্যালী-ফস্:) এবং কোন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যাদিতে দৃষ্টিশক্তির পরিচালনা করিলে এবং যখন চসমা ব্যবহারে উপকার হয় না (ক্যালী-কার্ব্ব: লাই: ন্যাট্-মিউ: রডো: রীউটা, সাইলি:) ; বিশেষতঃ যদি রোগীর ধাতুতে ক্ষয়রোগ উপ্ত থাকে। শিরোবেদনার বৃদ্ধি, অতি পরিশ্রমে, মানসিক উত্তেজনায়, অপরিমিত আহারান্তে, অত্যন্ত উত্তাপে এবং পরিপাক বিভ্রাট ঘটিলে। তরুণ মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ মস্তিষ্ক মধ্যে রসক্ষরণের আশঙ্কা থাকিলে (আয়োডোফর্ম্মাম্:),—রাত্রে রোগী নানা প্রকার ছায়ামূর্ত্তী সকল দেখে ; হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গান্তে ভীত চকিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করে এবং চীৎকার করিতে থাকে (এপীস্: হেলিবো: সল্ফ্: জিঙ্কাম্:),—যখন শেষোক্ত ঔষধ চতুষ্টয়ের কোনটিতেই উপকার না হয় (এইচ্: সি: অ্যালেন্)। শিরোদদ্রু,—সমগ্র মস্তকের ত্বক অতি কুৎসিত দদ্রু দ্বারা আচ্ছন্ন। লগ্নকচ বা জটা যুক্ত কেশ (বোর্য্যাক্স্: সোরিন্:)।

চক্ষু।—অক্ষিপুটের উপর দদ্রুবৎ উদ্ভেদ (টেলীউ:)। অক্ষিপুট এবং অক্ষিপুটের সংযোগস্থল স্ফীত। প্রাতে অক্ষিপুট স্ফীত হইয়া থাকে এবং শিরোবেদনা অনুভূত হয়। চক্ষুর শ্বেত ত্বকের তরুণ প্রদাহ ;—উহার চতুষ্পার্শ্ব আবিল প্রতীয়মান হয় এবং উহার নিম্নাংশে ক্ষুদ্র ক্ষত উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ চক্ষু অত্যন্ত স্ফীত এবং যোজিকা আরক্তিম হইয়া উঠে এবং জ্বালা করিতে থাকে। চক্ষুদ্বয় জড়তাযুক্ত ও ভার বোধ হয় এবং চক্ষু সমক্ষে অন্ধকার আবির্ভূত হইয়া থাকে (ইগ্নে: ন্যাট্-মিউ:)। শিরোঘূর্ণন অধিকারে দৃষ্টিলোপ বা চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় বোধ হয় (অ্যা-নাই: ওপী: ট্র্যামোন্:)। চক্ষু মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হয়, ঊর্দ্ধাক্ষিপুট স্ফীত হইয়া উঠে, অশ্রুপাত বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে উহা পূযেতে পরিণত হয় এবং চক্ষে আলোক সহ্য হয় না। দক্ষিণ চক্ষের শার্ঙ্গত্বকপ্রান্ত প্রদাহ, আক্রান্ত অংশের চতুষ্পার্শে স্পষ্ট রক্তিমা প্রতীয়মান হয়, যোজিকা আরক্তিম হইয়া উঠে, চক্ষে আলোক সহ্য হয় না এবং তন্মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়। অপর্য্যাপ্ত অশ্রুপাত। সমস্ত দিন দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে বেদনা থাকে এবং মধ্যে মধ্যে বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে নিরন্তর কূজনধ্বনি শ্রুত হয় এবং কর্ণ মধ্যে যেন একটা কি প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ ভার ও তন্মধ্যে অস্পষ্ট বেদনা অনুভূত হয়। প্রচণ্ড বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া তথা হইতে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। চুচুকাস্থিতুঙ্গ প্রদেশে ভয়ানক স্ফীতি ও রক্তিমা উৎপন্ন হয়, উহা স্পর্শ করিলে ভয়ানক ব্যথা বোধ হয় এবং কর্ণ হইতে পূয নির্গলন উৎপন্ন হয় ; কোন

কোন স্থলে কর্ণ মধ্যে হইতে শোণিত মিশ্রিত পূয নির্গলিত হইয়া থাকে। কর্ণ মধ্যে "হুহু" শব্দ ও মস্তক ভার বোধ (জেল্‌সি: হায়ো:)।

নাসিকা।—নাসিকা স্পষ্ট রক্তিমা বিশিষ্ট ; ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ, নাসিকা ও গণ্ডদ্বয় স্ফীত ও আরক্তিম। নাসিকার উপর দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। যখন তখন নাসিকা হইতে শোণিতপাত হয়। শঙ্খাস্থি ক্ষতান্বিত। নাসাসর্দ্দি,—নাসিকা ও তালুমূল হইতে অপর্য্যাপ্ত, গাঢ় আঠার ন্যায় এবং হরিৎপীত বর্ণ শ্লেষ্মা নির্গলিত হয়। ভয়ানক হাঁচি হয়। শ্লেষ্মাস্রাবাধিক্য ও ললাটদেশীয় শিরোবেদনা। নাসিকা ও কণ্ঠমধ্যে মহা অস্বস্তিজনক জ্বালা ও শুষ্কতা অনুভূত হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের ত্বক উত্তপ্ত ও টান বোধ হয় ; শিরোবেদনাধিকারে মুখমণ্ডলের ত্বক টান বোধ হয়। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত এবং স্ফীত। ললাটের উপর ব্রণ উদ্গত হয় (ইউজিনী: য্যাম্: সিনি: সল্‌ফ:)। মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং পিনাগ্র পরিমিত ব্রণাকীর্ণ। ভ্রূদেশ হইতে কপিশ-লাল স্ফীতি আরম্ভ হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মস্তকের ত্বকের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ঐ স্ফীতির উপর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূযবটী উদ্গত হইয়া থাকে। শিশুদিগের ওষ্ঠের উপর দদ্রুবৎ উদ্ভেদ উদ্গত হয়। ক্ষয়কাসাধিকারে যে পার্শ্বের ফুসফুস্ আক্রান্ত হয় সেই পার্শ্বের গণ্ড আরক্ত প্রতীয়মান হয়। জ্বরের শীতের ও উত্তাপের সময় মুখমণ্ডল এত ঘোর রক্তিমান্বিত হইয়া উঠে যে সময়ে সময়ে বেগুণীবর্ণ ধারণ করে।

মুখবিবর।—উপরের পেষণ দন্তে, মস্তকে এবং চক্ষু মধ্যে বেদনা। দন্তসকল বোধ হয় যেন পরস্পর ঠেসাঠেসি বা পরস্পরের গাত্রে নিষ্পেষিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার মাড়ীতে যতগুলি দন্ত থাকা উচিত তদপেক্ষা যেন অনেক অধিক দন্ত রহিয়াছে (ভাইপেরা:)। দন্তসকল দীর্ঘতর ও শ্লথমূল বোধ হয়। দন্তমাড়ী ক্ষতযুক্ত হইয়া দন্তমূল হইতে অপসৃত হইয়া যায়। জিহ্বা কপিশবর্ণ লেপাচ্ছন্ন এবং অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ প্রতীয়মান হয়। মুখবিবর ও জিহ্বা উপত্বক ক্ষতাকীর্ণ। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়। জিহ্বার সম্মুখাংশের দক্ষিণপার্শ্ব আরক্তিম হইয়া তদুপরে সাদা সাদা ফুস্কুড়ি সকল উৎপন্ন হয় এবং ঐ ফুস্কুড়ি ফাটিয়া যাইবার পর অত্যন্ত ব্যথান্বিত বাহ্যিক ক্ষততে পরিণত হয়। জিহ্বাগ্র অত্যন্ত আরক্তিম (আর্জেন্ট-নাই: রাস:)। মুখবিবর শুষ্ক এবং ওষ্ঠের উপর শুষ্ক শল্ক উৎপন্ন হয় (অ্যা-ক্স্: আস্: সাইলি:)।

গলমধ্য।—অন্ন ও স্বরনলীর প্রবেশ পথ ব্যথা করে। অন্ননালীদ্বারে ত্বকসংকর্ষণ (ছাল উঠা বা চাঁচা) অনুভূতি। কণ্ঠ মধ্যে পিট্‌পিট্ করায় কাসির উদ্রেক হয় (ব্রাই: হায়ো: কালী-কার্ব: ল্যাক্-ক্যান: ল্যাকে: স্ফাট্-মিউ: রীউমেক্স:)। কণ্ঠ মধ্যে যেন শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি (কস্:)। কণ্ঠ মধ্যে যেন একটা অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাকার অনুভূতি (বেল্: মার্ক-প্রোটো:)। কণ্ঠ ও গলগ্রন্থি অনতি স্ফীত। আলজিহ্বা নীলাভ লালবর্ণ, স্ফীত ও চিক্কণ। কণ্ঠাভ্যন্তর শুষ্ক, ব্যথান্বিত ও স্ফীত। নিগরণকৃচ্ছ্র,—যেন কণ্ঠ মধ্যে কি একটা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কণ্ঠ মধ্যে জ্বালা। কণ্ঠ ও স্বরনলী যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠমধ্যে শ্লেষ্মাকুজন ঘড়্‌ঘড় শব্দ।

পাকস্থলী।—প্রাতে বিবমিষা ও পেট ভার বোধ। পাকাশয় হইতে কণ্ঠনলী পর্য্যন্ত দৃঢ়াবদ্ধ ভাব,—যেন বস্ত্রাদি আঁটিয়া পরা হইয়াছে বলিয়া বোধ। শিরোবেদনা ও ক্ষুধামান্দ্য, বিশেষতঃ প্রাতে ; বিবমিষা ও বমন হইয়া থাকে। শিশু উত্তমরূপ আহারাদি সত্বেও দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যাব্রোট্: ন্যাট-মিউ: আয়োড্: স্যানিক:)। প্রচণ্ড বমন ও তদন্তে শিরোবেদনার উপশম বোধ (অ্যাসেরাম্: গ্লোন: ম্যাঙ্গিনেলা:)। জ্বরের কম্পের সময় বা শীতাবস্থায়, কিম্বা সন্ধ্যার পর জ্বরের চরম উত্তাপাবস্থায় বার বার বমন। প্রাতে উদর মধ্যে ভয়ানক বেদনা ও পুনঃ পুনঃ মলতারল্য। জিহ্বা নির্ম্মল অথচ ভাল ক্ষুধা হয় না (জিহ্বা নির্ম্মল অথচ মুখে তিক্ত স্বাদ = চিনিন্-সাল্ফ: —ভেদবমনাধিকারে নির্ম্মল জিহ্বা = ফস্:— পাকাশয় শূলাধিকারে = ম্যাগ্-ফস্:—বাতশ্লেষ্মা জ্বরে = ককীউ: ডাল্ক্যা:—শিরোবেদনা ও মলকাঠিন্য = ন্যাট্-মিউ:)। সকল দ্রব্যেই অরুচি। মাংসে বিষম অরুচি,—কিছুতেই উহা মুখে করিতে পারে না। শীত ও জ্বরের সময় বার বার অধিক পরিমাণ জল পিপাসা। শীতল দুগ্ধপান করিবার ইচ্ছা। পাকাশয় শূন্য ও দৈহিক অবসাদ বোধ। প্রবল শূন্যতা ও ক্ষুধার্ত্ততা বোধ বশতঃ খাইবার ইচ্ছা।

অন্ত্রাশয়।—পাক ও অন্ত্রাশয় মধ্যে খাল ধরার ন্যায় বেদনা (আর্স্: কিউপ্রাম-অ্যাসেট্: নাই: নক্স-মস্:)। উদর যেন সাঁটিয়া ধরিতেছে এইরূপ অনুভূতি (আর্জেণ্ট-নাই: কলোসিন্থ: প্লাট্)। বাম পার্শ্বে এবং কোন কোন স্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে স্ফীতি উৎপন্ন হয় ; দৌড়াইলে কোঁকের মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা। প্লীহা বিবর্দ্ধিত (ন্যাট্-মিউ:)। প্লীহা প্রদেশ উচ্চ হইয়া উঠে। অন্ত্রের অন্ধান্ত্রপুচ্ছ প্রদেশে বেদনা (ক্রোটেলাস: আর্স্: আইরিস্: ল্যাকে:) কুচকীর গ্রন্থি সকল অনমনীয় ও স্ফীত দেখা যায়। অন্ত্রভেদকারী ক্ষত (আর্জেণ্ট-নাই: ক্যালী-বাই:)।

মলান্ত্র ও মল।—দুর্দ্দমনীয় মলকাঠিন্য,—মল বৃহৎ গুটিলাময় এবং কঠিন ; তাহার পর মলতারল্য। উদরাময়,—প্রভাতে আবির্ভাবশীল (ন্যাট্-সল্ফ: পডো: অ্যালো: সল্ফ: রীউমেক্স্:) হঠাৎ বেগ উপস্থিত হয়, বেগ হইলে আর বিলম্ব সহে না ; উত্তমরূপ ক্ষুধা ও আহার সত্বেও শিশু দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায় (অ্যাব্রোট্: আয়োড্: ন্যাট-মিউ:) ; মল ঘোর, কপিশ, জলবৎ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ ; অতি বেগে নির্গত হয় (ক্রোটন: গ্যাম্বোজ: য্যাট্রোফা: ন্যাট-সল্ফ: পডো: র‍্যানান্-বাল্‌বো: ফস্:) ; রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রাত্রে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম গ্রহণী বা অন্ত্রাশয় ক্ষয় রোগ হইয়া থাকে (সিঙ্কো: নাই: মার্ক-ভাই: ফস্: সোরিন্:)। মলদ্বারের কণ্ডুয়ন। প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে হঠাৎ মল তারল্য আবির্ভাব ও বিবমিষা।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। ঋতু বা জলবায়ু পরিবর্ত্তনের সময় বার বার প্রস্রাববেগ উপস্থিত হয়। মূত্রের সহিত লালা দেখা দেয় এবং প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রক্তমূত্রাধিকারে বৃক্ক প্রদেশে বেদনা। প্রস্রাবের সহিত অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। পুংজননেন্দ্রিয় শিথিল এবং ঝুলিয়া পড়ে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে। বুক অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ অত্যন্ত অকালে আবির্ভূত হয়, স্রাব অপর্য্যাপ্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে ; স্রাব আরম্ভ হইতে কিন্তু বিলম্ব হয় ; ভয়ঙ্কর রজঃকৃচ্ছ্র প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং রোগিনী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে (রোগীর দেহে যক্ষ্মারোগ উপ্ত থাকিলে এই ঔষধ অধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে)। তলপেটে বেদনা,—যেন রজঃ আবির্ভাব হইবার লক্ষণ (অ্যালো: এপীস: ক্রোকাস্: লীলি-টাই: ম্যাগ-কার্ব: মৌউরেক্স: ন্যাট-কার্ব: প্ল্যাট: পল্‌সে: সিপী: ভাইবার্ণ:)। ঋতু আরম্ভের সময় সন্ধ্যাকালে স্তনমধ্যে বেদনা (ক্যাল্‌কে: কোণা:) অনুভূত হয়। ঋতুর সময় শ্রোণি, নিতম্ব ও ডিম্বাধার প্রদেশে বেদনা। বহিরিন্দ্রিয় প্রদেশে জ্বালা, কষায় প্রদরস্রাব এবং নিতম্ব ও ডিম্বাধার প্রদেশে বেদনা অনুভূতি। বহিরিন্দ্রিয় প্রদেশে ভয়ানক উত্তাপ বোধ ও প্রদরস্রাবাধিক্য। আর্ত্তবাভাব।

শ্বাসযন্ত্র।—ফুক্‌ফুকে বিরক্তিকর কাসি। প্রচণ্ড কাসি,—বিশেষতঃ নিদ্রিতাবস্থায় অথচ রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয় না ; কাসির সময় রোগীর সমগ্র দেহ আলোড়িত হয়। স্বরনলী মধ্যে কুট্ কুট্ করিয়া হঠাৎ কাসি হয়। সরল গাঢ় শ্লেষ্মা সহজে উত্থিত হয় এবং পরে রোগীর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হইয়া যায়। হৃদপ্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত অনুভূত হয়। বাম পৃষ্ঠফলক মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা ; বৃদ্ধি=রাত্রে শয্যায় শয়নান্তে এবং উপশম উত্তাপ সংস্পর্শে। স্বরনলীর ঝিল্লি ঘোর রক্তিমান্বিত ও চিক্কণ প্রতীয়মান হয়। কবে জলে ভিজিয়া গিয়াছিল সেই হইতে কাসি ও কফ নিঃসরণ আর থামে না। সন্ধ্যার সময় প্রচণ্ড কাসি ও দক্ষিণ স্তনের নীচে অত্যন্ত বেদনা বোধ। প্রচণ্ড কাসি, প্রাতে পুয মিশ্রিত শ্লেষ্মার ন্যায় গয়ার উত্থিত হয়। কাসির জন্য প্রথম রাত্রে নিদ্রা হয় না। কাসিতে কাসিতে হৃদ্‌স্পন্দন ও পৃষ্ঠ বেদনা। দক্ষিণ স্কন্ধের পশ্চাতেও শ্লেষ্মাকূজন শ্রুত হয়। বক্ষ মধ্যে চাপ ও উত্তাপ অনুভূতি। পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাস গ্রহণ করে ; শ্বাসকৃচ্ছ্র,—দিন দিন বৃদ্ধি হয়। ফুস্‌ফুসের শিখর প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা ; ফুস্‌ফুস শিখরে, বিশেষতঃ বাম ফুস্‌ফুসের শিখরদেশে, ক্ষয়কীটাণু জনিত কোষাণু সংলগ্ন উৎপন্ন হয় (ফস্: সলফ: থিরিড:) জ্বরাধিকারে শীতের পূর্ব্বে ও সময়ে অত্যন্ত কাসি হয় (ব্রাই: রাস: স্যাবাড: স্যাম্বীউ:)। শ্বাসরোধোপক্রম,—বদ্ধ বা গরম গৃহ মধ্যে অত্যন্ত উৎপন্ন হয়। কাসি হইতে আরম্ভ হইলেই রোগী বুঝিতে পারে এইবার তাহার জ্বর আসিবে। বদ্ধগৃহ মধ্যে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয় ; কেবল মাত্র শীতল বায়ুতে অশ্বারোহণ কালে সরল ও স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস হইয়া থাকে (আর্জেন্ট-নাই:)। গভীর শ্বাস প্রশ্বাস সম্পাদনাকাঙ্ক্ষা। নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য রোগী লালায়িত হয়,—গৃহের বাতায়নাদি সমস্ত খুলিয়া দেয় (এপীস: আর্জেন্ট-নাই: ক্যানাব: স্যাট: কার্ব্বো-ভেজি: চেলিড: ডিজিট: ইপিক্: ল্যাকে: পল্‌সে: সল্‌ফ:) উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট বসিয়া থাকে (চেলিড: ক্যানাব-স্যাট:)। বদ্ধ গৃহ মধ্যে ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া বসিয়া থাকে এবং নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য লালায়িত হয় ; কিন্তু শীতল ঘর্ম্মে আপ্লুত অবস্থায় গাত্রে শীতল বায়ু লাগিলেই রোগীর সর্দ্দি হয় (এই লক্ষণটী প্রায় বাম ফুস্‌ফুসের শিখরদেশে ক্ষয়রোগ বিষজ কোষাণু উপজিত হইলে বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে)। প্রচণ্ড শুষ্ক কাসি, ক্ষয়কাসি থাকুক

বা না থাকুক। গন্ধার গাঢ় ও পীতবর্ণ; অনেক স্থলে পীতাভ হরিতবর্ণ শ্লেষ্মাময়। যৌবনোন্মুখী বালিকাদিগের আর্ত্তবাভাবাধিকারে (বিশেষতঃ প্রথম রজঃ আবির্ভাবের বিলম্ব সংঘটিত হইলে) ক্ষুক্ক্ষুকে বিরক্তিকর কাসি; রোগিণীর মূর্ত্তি পাণ্ডুর, অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতী, কৃশাঙ্গী, সর্ব্বদা অবসাদ বোধ করে এবং তাহার বক্ষের গঠন সন্দেহজনক।

সার্ব্বাঙ্গিক।—পামাকচ্ছু ক্ষয়গুটীর ন্যায় আকৃতি,—তদ্দ্বারা সমগ্র দেহ আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং ভয়ঙ্কর কণ্ডুতির উদ্রেক করে; বৃদ্ধি রাত্রে বস্ত্রত্যাগ কালে এবং স্নানান্তে (সল্ফঃ সোরিনাম্ঃ অ্যাণ্ট-ক্রুডঃ); উহার উপর হইতে বহুল পরিমাণে শল্কপাত হইয়া থাকে; কর্ণ-পশ্চাতে, কেশ মধ্যে এবং অঙ্গাদির ভাঁজ মধ্যে ক্ষয়িত ত্বক অংশ হইতে রস পড়িতে থাকে (গ্র্যাফঃ মেজেরঃ টেলীউঃ রাসঃ সোরিনাম্ঃ); আক্রান্ত অংশের ত্বক অগ্নিবৎ রক্তবর্ণ। দদ্রু (ডাক্তার বার্ণেট্ বলেন দদ্রু ক্ষয়বিষ যে রোগীর দেহে উপ্ত আছে তাহার একটী অমোঘ লক্ষণ)। সন্ধ্যার সময় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে। সন্ধ্যার সময় রোগীর নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত হয়। সান্ধ্য ভোজনের পর হৃদস্পন্দন। নিদ্রাবস্থায় পেশীর স্পন্দন। দক্ষিণ কনুইতে বাতাশ্রিত বেদনা। অস্থি এবং অস্থিবেষ্ট সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত (ইউপেটঃ ম্যাঙ্গেনাম্ঃ রাসঃ)। স্থির হইয়া থাকিলে নিম্নাঙ্গ ব্যথা করিতে থাকে এবং তন্মধ্যে আড়ষ্টতা বোধ হয়; পাদচারণে উপশম (যথন "রাস" প্রয়োগে স্থায়ী উপকার হয় না)। উপবিষ্ট অবস্থায় বেদনা এত অধিক হয় যে রোগী না বেড়াইয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যার পর শয্যায় শয়িত অবস্থায় বাম পদ ও চরণ অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়। স্থির হইয়া থাকিলে প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা (ক্যালী-বাইঃ ল্যাক্-ক্যান্ঃ পল্সেঃ)। সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ পদদ্বয়ে, অত্যন্ত ব্যথা। দেহ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যঙ্গাদি যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। সন্ধি সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ। সকল বেদনাই উত্তাপ সংস্পর্শে প্রশমিত হয়। দৈহিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। দাঁড়াইয়া থাকিলে বেদনাদির বৃদ্ধি হয়; রোগী না নড়িয়া থাকিতে পারে না (সল্ফারঃ)।

সবিরাম জ্বর।—স্থির হইয়া থাকিলে বা বিশ্রামের সময় প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে আড়ষ্টতা বা যেন ধরিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। সন্ধ্যা ৭ টার সময় শীত বা কম্প আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার পর শীতার্ত্ততা বোধ হয়; শয্যায় শয়ন করিলে উপশম বোধ হয়। কোন কোন স্থলে বৈকালে ৫টার সময় শীত আবির্ভূত হয় এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকে। শীতের প্রারম্ভে ও সময়ে কাসি এবং জ্বরের সময় বমন হইতে থাকে। শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম, সকল অবস্থাতেই রোগী দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখে (নক্স-ভমঃ)। জ্বালাজনক উত্তাপ অবস্থাতেও শীতার্ত্ততা অনুভূত হয়। বার বার ভাল হইয়া যায় ও বার বার পুনরাবির্ভূত হয়। প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা অনুভূত হইতে আরম্ভ হইলেই রোগী বুঝিতে পারে এইবার তাহার জ্বর আসিবে। জ্বর পুনঃ পুনঃ ভাল হইয়া যায়, আবার একটু কোন কারণ হইলেই পুনরাবির্ভূত হয়; রোগী অত্যন্ত শৈত্যাধিকার প্রবণ।

মস্তকের অস্থিফলক সকল ব্যথা করিতে থাকে এবং অস্থিবেষ্ট সকল টিপিলে অত্যন্ত

ব্যথান্বিত বোধ হয়। মানসিক পরিশ্রম করিলেও ঘর্ম্মোদ্গম হয়। বস্ত্রাদিতে ঘর্ম্ম লাগিলে পীতবর্ণ দাগ হয় (ফেরাম: ইপিক: ল্যাকে: মার্ক: সেলিন:—সবিরাম জ্বরে—স্যাবিডি:)। নিদ্রিত অবস্থায় উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে (পলসে: সাইলি: ফস:)।

ত্বক।—ত্বকতলে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ সড়সড়ি অনুভূতি। ক্ষয় রোগ লক্ষণযুক্ত চর্ম্মোদ্ভেদ। ঘোর রক্তবর্ণ গুটিকা; রোগী নিরন্তর অগ্নির উত্তাপে বসিয়া থাকিতে চাহে, কেন না শীতল বায়ু সংস্পর্শে অত্যন্ত কণ্ডুতির উদ্রেক হয়; চুলকাইলে আরও বৃদ্ধি হয়; অগ্নির উত্তাপে ভাল থাকে। প্রতি জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ শীতল, আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শ মাত্রে রোগীর ঠাণ্ডা লাগে এবং সর্দ্দি এবং অন্য সকল লক্ষণের পুনরাবির্ভাব বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃষ্টির দিন হইলেই রোগীর অসুখ হয়। ঝড় বৃষ্টির সূচনা মাত্রে রোগী অসুখ বোধ করে।

মূর্চ্ছা প্রকোপ।—সামান্য কারণে মূর্চ্ছা হয়। দুই পদ পাদচারণ করিলেই রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে।

সম্বন্ধ।—ব্যাসিলিনমসহ ক্যাল্কে-ফস: ল্যাকেসিস: এবং ক্যালি-কার্ব্ব: বিশেষ ফলপ্রদ।

অনুপূরক।—ক্যাল্কে-ফস: সোরিনাম: সল্ফ:।

প্রতিবিষ।—(মানসিক লক্ষণের) ন্যাট-মিউ: (ডাঃ ক্লার্ক)।

সদৃশ।—অ্যাভীয়েয়ার: ক্যাল্কে-কার্ব: ক্যাল্কে-আয়োড: ক্যাল্কে-ফস: ন্যাট-মিউ: ফস: পল্সে: সিপী: সাইলি: থুযা: থাইরইডিনাম:।

তুলনীয়।—গুটীকা দোষযুক্ত মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ—আয়োডে: ফর্ম্ম:। শোণিত সঞ্চালন দোষ জন্য ধাতুগত ঔষধ—সল্ফর:। সাক্ষাতে অসহ্যভাব—থুজা:। উন্মাদ ভাব—থাইরইডি:। উপাঙ্গ প্রদেশে বেদনা—আইরিস্-টেনক্স্. আর্স: ল্যাকেসিস:। ঋতুকালে স্তনে বেদনা—কোনা: ক্যাল্কে:।

"ব্যাসিলিনাম্" প্রয়োগে ক্ষয়কাসির বা ক্ষয়বিষজ অন্য রোগ নিবারণান্তে "হাইড্র্যাষ্টিস্" প্রয়োগ করিলে রোগী শীঘ্র স্থূলকায় হইয়া থাকে। ক্ষয়বিষজ তরুণ রোগে "বেলেডনা" প্রায় বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

শক্তি।—ডাঃ বার্ণেট ৩০, ২০০ ও ৫০০ বা তদূর্দ্ধ শততমিক ক্রম দিতে বলিয়াছেন।

ডিফথিরিনাম

(DIPHTHERINUM.)

প্রস্তুতি।—ডিপ্থিরীয়ার বা রোহিণী বা উপঝিল্লীক রোগের বিষ বা বীজ হইতে আরক বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—ঘুংড়ী, ডিপথিরীয়া বা গলনলীর উপঝিল্লী প্রদাহ এবং তদনুবর্ত্তী পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—যে সকল শৈত্যাধিকার প্রবণ ব্যক্তি প্রায়ই সর্দ্দিজ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহাদিগের পক্ষে এবং সাংঘাতিক উপঝিল্লীক রোগে (মার্ক-সায়ান:) কণ্ঠাভ্যন্তরস্থিত গ্রন্থি সকল বর্দ্ধিতাকার (মার্ক-প্রোটো:) ও ব্যথান্বিত এবং জিহ্বা আরক্তিম ও স্ফীত হইলে "ডিফথিরিনাম্" বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এতজ্জনিত স্রাবাদি অত্যন্ত দুর্গন্ধ (ক্যালী-পার্ম্যাং:) বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগাক্রান্তিক পক্ষাঘাত একটী অত্যন্ত অশুভ উপসর্গ এবং "ডিফথিরিনাম্" সেই উপসর্গের একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে (ল্যাকে: কষ্টি: জেল্‌সি: ল্যাক্-ক্যান্.)। এক্ষণে ইহার কতিপয় নির্ণায়ক লক্ষণ উল্লেখ করিতেছি :—(১) কোন পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও ডিপথিরিয়ার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সেই পরিবারবর্গের অনাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে অত্যন্ত দুর্ব্বল, যাহার জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে বোধ হইবে সেই ব্যক্তিকে অবিলম্বে ৩০ বা ২০০ শততমিক ক্রমের একমাত্রায় ৬টী অনুবটীকা প্রতিষেধকরূপে সেবন করাইলে তাহার আর কোনমতে সেবারে ঐ রোগ হইবে না। এইরূপ ক্ষীণদেহ ও ক্ষীণজীবনীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিতে রোহিণী বীজ শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হইবার আশঙ্কা অধিক হইয়া থাকে। (২) হিষ্টিরীয়া রোগাধিকারে যখন প্রথম হইতেই রোগ ভীষণ ও অশুভ মূর্ত্তি ধারণ করে এবং রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হয়। (৩) গলগ্রন্থি এবং আলজিহ্বার উভয়পার্শ্ব ঘোর রক্তিমান্বিত ও স্ফীত ; কর্ণমূলীয় ও গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসকল অত্যন্ত স্ফীত ; নিশ্বাস প্রশ্বাস ও কণ্ঠ, নাসিকা এবং মুখ হইতে যে সকল রস্যাদি স্রাব নিঃসৃতঃ হয় সকলই অত্যন্ত পূতিগন্ধময় (ক্যালী-পার্ম্যাং: ব্যাপ্টি: অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: মার্ক-সায়ান্: মার্ক-প্রোটো:) ; জিহ্বা স্ফীত এবং অত্যন্ত রক্তিমান্বিত ; প্রায় কোনরূপ লেপ থাকে না। (৪) রসক্ষরণ সম্ভূত কৃত্রিম ঝিল্লী পুরু (অ্যা-সল্ফ্: আর্স্: আয়োড:) ঘোর ধূসর কিম্বা ঈষৎ কপিশাভ কালবর্ণ (আয়োড: ফাইটো:)। (৫) রোগীর দৈহিক উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, হস্তপদাদি হিমবৎ শীতল এবং রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে ; রোগী যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে এইরূপ ভাবে কিম্বা মোহাচ্ছন্নের ন্যায় পড়িয়া থাকে এবং তাহার দৃষ্টি আবিল ও মাতালের ন্যায় (এপীস্: ব্যাপ্টি: জেল্‌সি:)। (৬) মৃদু বা যন্ত্রণারহিত পীড়া ; রোগী নিজে বড় কোনরূপ যন্ত্রণাদি বা কষ্ট অনুভব করে না ; বাস্তবঃ এই কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পায়—রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ, সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহার এমন শক্তি থাকে না যে বাক্য বা হস্তপদাদি সঞ্চালন দ্বারা আত্মাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করে ; আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে কিন্তু কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই চৈতন্য আবির্ভূত হয় (আর্ণিকা: ব্যাপ্টি: সল্ফ:)। (৭) আক্রমণের প্রথম হইতেই নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব বা প্রগাঢ় অবসাদ ও উত্থানশক্তি রাহিত্য প্রকাশ পায় (এল্যান্থাস্: এপীস্: অ্যা-কার্ব্বল:) ; প্রথম হইতেই হিমাঙ্গবোধ আবির্ভূত হয় (ক্রোটেলাস্: মার্ক-সায়ান্:), রোগীর নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত এবং প্রতিক্রিয়া-শক্তির অত্যন্ত

অবসাদ। (৮) কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে বড় কষ্ট হয় না কিন্তু তরল পদার্থ বমিত হইয়া যায় বা নাসিকা দিয়া বহির্গত হইয়া আইসে (অ্যাসিড্-সল্ফ্: এরাম্-ট্রাই: ক্যালী-পার্ম্যাং: ল্যাক্-ক্যান্: ফাইটো:)। (৯) স্বরনলীগত উপঝিল্লীক রোগে (ক্লোরাম্: ক্যালী-বাইক্রম্: আয়োডাম্: ব্রোমাম্: ল্যাকে-ক্যান্:) প্রয়োগে ফল না পাইলে "ডিফ্থিরিনাম্" প্রযোজ্য।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—আর্স্-আয়োড: ক্লোরাম্: আয়োডাম্: কষ্টি-কাম্: জেল্সি: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: লাইকোপোড্: মার্ক্-সায়ানেট্: মার্ক-পাম্যাং: মার্ক-প্রোটো:।

শক্তি।—৩০ শতমিক হইতে ২০০, ৫০০ ও সহস্র শততমিক ক্রম। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ নিষেধ।

হিপোজিনিনাম্

(HIPPOZÆNINUM.)

নামান্তর।—ম্যালিন্‌ম্ ফার্সিন্‌ম্ ইত্যাদি।

প্রস্তুতি।—অশ্ব ও গর্দ্দভের নাসিকা গ্রন্থি ও দেহের অন্যান্য যন্ত্র মধ্যে "গ্ল্যাণ্ডাস্" বা "ফার্সি" নামক পিনসাদির ন্যায় একপ্রকার শ্লেষ্মাশ্রিত রোগ হয়, "হিপোজিনিনাম্" বা ম্যালিইনাম্ বা গ্ল্যাণ্ডারিণাম্ তাহারই বিষ বা বীজ হইতে দুগ্ধশর্করা সহযোগে প্রথমে বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বৃহৎ স্ফোটকাদি; শয্যাক্ষত; ক্ষুদ্রস্ফোটক; শ্বাসনলী প্রদাহ; কর্কটক্ষত; দুষ্টব্রণ; অস্থিক্ষয়; সর্দ্দি; পুরাতন সর্দ্দি; উপঝিল্লী প্রদাহ; শ্লীপদ বা গোদ; বিসর্প; গ্রন্থির পীড়া ও গ্রন্থিপ্রদাহ; কুচকীর গ্রন্থিপ্রদাহ; যকৃতের বিবৃদ্ধি; একপ্রকার শ্বেতবর্ণ ক্ষত; নাসিকার মধ্যস্থ উপস্থিতে ক্ষত; শোথ; পূতিনস্য; কর্ণশূল; পায়ের শ্বেতবর্ণ স্ফীতি; মহামারী বা প্লেগ; পচনশীল জ্বর; রক্তদুষ্ট বা রক্তের বিষাক্ততা জনিত জ্বর; গণ্ডমালা; বসন্ত; উপদংশ; গুটিকা রোগ; ক্ষত; হুপিং কাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—পূতিনস্য বা পিনস্ রোগে, যখন নাসিকা আরক্তিম ও স্ফীত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্য হইতে কষায়, ত্বকক্ষয়কারক, রক্তাক্ত এবং দুর্গন্ধ পূয নির্গত হয়, এবং অন্যান্য সমস্ত নির্ব্বাচিত ভেষজ দ্বারা বিশেষ ফল না পাওয়া যায়, "হিপোজিনিনাম্" সেরূপ অবস্থায় অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অধিকন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের সময়ে সময়ে আবির্ভাবশীল স্বরনলী ও বায়ুমার্গ প্রদাহাধিকারেও ইহা বিশেষ হিত সাধন করিয়া

থাকে ; রোগীর স্বর একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং বায়ুমার্গ মধ্যে অত্যধিক শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ শ্বাসরোধোপক্রম হইয়া থাকে। দুর্লক্ষণাক্রান্ত ক্ষত, পূযোপজনন স্ফোটক এবং গ্রন্থি-বিবর্দ্ধনাদিতেও ইহার হিতকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

লক্ষণাবলী।

মস্তক।—শিরপীড়াসহ মূর্চ্ছাভাব। মস্তিষ্কের ঝিল্লীপ্রদাহ। মস্তিষ্ক পদার্থের মধ্যে স্ফোটক বা পূযসঞ্চয়াদি।

চক্ষু।—চক্ষুতে জল বা ললাপূর্ণ, কনীনিকার প্রসারণ।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে টিং টিং শব্দ বধিরতা ও স্বরভঙ্গ ইত্যাদি।

নাসিকা।—নাসিকা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব আরক্তিম ও স্ফীত এবং তন্মধ্যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভূত হয়। নাসাপরিস্রাব,—দীর্ঘকালের ; নাসিকা প্রদাহান্বিত তন্মধ্য এবং হইতে গাঢ়, শোণিত-রক্ষিত শ্লেষ্মা নির্গলিত হইয়া থাকে ; গলগ্রন্থিদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠে এবং তালুমূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় রক্তিমান্বিত প্রতীয়মান হয়। দুরারোগ্য নাসাপরিস্রাব,—অধিকাংশ স্থলে একটী রন্ধ্র হইতে শিল্যাণক বা শ্লেষ্মা—অণ্ডলালার ন্যায়, অত্যন্ত চট্‌চটে, বিকৃতবর্ণ,—ধূসর বা হরিতাভ, কোন কোন স্থলে শোণিতরঞ্জিতও হইয়া থাকে, এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট (আরাম্‌: অ্যা-কার্ব্বন্‌: ইল্যাপ্স্‌: হিপার: ল্যাকে: পল্‌সে:); কথনও বা কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক (এরাম্‌-ট্রাই: ব্রোম্‌: সীপা: লাই: মার্ক: নক্স: সাইলি:)। নাসিকা ও মুখ ক্ষতান্বিত (অ্যা-নাই: ক্যালী-আয়োড্‌: আরাম্‌-মেট্‌:)। পূতিপ্রবণ ক্ষত বশতঃ ক্রমে নাসিকার অস্থি সকল আক্রান্ত হয় এবং উপরের ত্বক পূতি প্রাপ্ত হওয়ায় অস্থি বাহির হইয়া পড়ে (আরাম-মেট্‌: ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড্‌: পল্‌সে: স্যাঙ্গিউ-নাই: অ্যাসাফিট্‌: ক্রিয়ো: ল্যাকে: মার্ক: অ্যা-নাই: টেলীউ: থিরিড: সাইলি:)। নাসাস্থি মধ্যে পূতিজনক ক্ষত উৎপন্ন হইয়া উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি হয়। ললাটফলকস্থিত শ্লেষ্মানালিকা মধ্যে এবং তালুমূলের ত্বক ফুস্‌কুড়ীর ন্যায় স্ফীত হইয়া ক্রমে ক্ষততে পরিণত হয় (ক্যালী-আয়োড:)।

মুখমণ্ডলাদি।—হন্বাস্থি বা চিবুকাস্থি এরূপভাবে স্ফীত হইয়া উঠে যে বোধ হয় যেন তন্মধ্যে কোন খাদ্যদ্রব্য আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; ঐ স্ফীতি অসমতল, উচ্চনীচ, গুটিকাকীর্ণ এবং সময়ে সময়ে তন্মধ্যে জ্বালা ব্যতীত অন্য যন্ত্রণা অনুভূত হয় না (হেক্লা:)। হনু ও জিহ্বাতলস্থ গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে এবং সময়ে ব্যথা করে ; স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া বাহিরদিকে তাহার মুখ হয় (হেক্লা: সাইলি:)। দন্তমূল শোণিত পাতপ্রবণ এবং তদুপরে যেন ভূষা পড়িয়াছে এইরূপ কালবর্ণ লেপাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয় (মার্ক-সল্‌:)। জিহ্বার উপরেও ঐরূপ কাল লেপ উৎপন্ন হয় (ক্লোরাম্‌:)। কথা কহিতে কষ্ট হয়। মুখ মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয়। গলাভ্যন্তর গাঢ় আটার ন্যায় শ্লেষ্মা পূর্ণ হইয়া থাকে। মুখ হইতে পূতিগন্ধ নির্গত হয়। তালুচ্ছদের উপর ক্ষত উৎপন্ন হয়। গলগ্রন্থিদ্বয় এত স্ফীত হইয়া উঠে যে পশ্চাৎ রন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায়।

উদর।—যকৃতের বিবৃদ্ধি; পিপাসা সহ উদরাময়। কুচকীগ্রন্থী স্ফীত।

মলান্ত্র।—কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়।

মুত্রযন্ত্র।—বৃক্কমধ্যে গুটিকাসঞ্চার হয়; মূত্রে অণ্ডলাল।

জননেন্দ্রিয়।—গুটিকাসঞ্চয়; পূযসঞ্চয়; গর্ভস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ,—সময়ে সময়ে কণ্ঠস্বর একবারে লোপ পায়। দুরারোগ্য বায়ুনলীভুজপ্রদাহ,—বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের; বায়ুমার্গ মধ্যে অত্যধিক শ্লেষ্মাসঞ্চয় বশতঃ শ্বাসরোধোপক্রম (অ্যাণ্ট-টার্ট:) ঘড়ঘড় শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদিত হইতে থাকে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে বোধ হয় যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে; শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। শ্বাসকৃচ্ছ্র সংযুক্ত কাসি। প্রথম শীতে কাসি আরম্ভ হইয়া গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত থাকে। রোগী ভয়ানক কাসে এবং যত কাঁসে তত কফ নির্গত হয়; নাসিকা ও কণ্ঠ হইতে একই প্রকার শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ক্ষয়কাসি।

নাড়ী।—ক্ষুদ্র ও দ্রুত ১১০ হইতে ১২০ বার স্পন্দন।

জ্বর।—পুনঃ পুনঃ শীতল কম্পনসহ জ্বর ইত্যাদি।

ত্বক।—সর্ব্বাঙ্গ অরুণিকাকীর্ণ (আরক্ততাপূর্ণ) বিসর্পগ্রস্ত, স্ফোটকময় কিম্বা ক্ষতাকীর্ণ প্রতীয়মান হয়। দুর্লক্ষণাক্রান্ত বিসর্প বিশেষতঃ যখন তন্মধ্যে পূয উৎপন্ন হইয়া চতুস্পার্শ্ব ক্ষয় করিতে থাকে। ক্ষত সকল কোন মতে ভাল হয় না নিতম্বাদি ত্বকাচ্ছাদক পেশীর উপর এবং কটিদেশে স্ফোটক; পদের পুরাতন দুরারোগ্য ক্ষত। সংমিলিত বা সংযুক্ত বসন্ত (ভেরিয়োলিনাম্:)।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাফ্লু: আরাম্-মেট্: আরম্-মিউ: ব্যাসালিনাম্: ক্যাড্মীয়াম্-সল্ফ: ইল্যাপ্স: প্রভৃতি সর্পবিষ, হিপার: ক্যালী-বাই: সোরিন্: সাইলি: সিফিলিন্: ভেরিয়োলিন্।

শক্তি।—৩০, ২০০ ও সহস্র শততমিক শক্তি।

হাইড্রোফোবিনাম বা লিসিন্

(HYDROPHOBINUM OR LYSIN.)

প্রকৃতি।—উন্মাদ কুকুরের লালা হইতে প্রথম বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বাগী বা গ্রন্থিস্ফীতি; [illegible]-লাভ বা স্বপ্নলব্ধ-জ্ঞান; আক্ষেপ; কড়ার বেদনা; অতিসার; আমরক্ত; জ্বর; [illegible] চাকচিক্য; শিরঃপীড়া; জলাতঙ্ক রোগ; অতিশয় চৈতন্ত; রজকের পক্ষাঘাত;

শ্বেতপ্রদর; উন্মাদ; স্নায়বীয়তা; স্নায়ুশূল; অন্ননলীর অবরোধ; পক্ষাঘাত; গর্ভাবস্থায় দন্তশূল; আক্ষেপ; শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের পক্ষাঘাত; লালাস্রাব; কামোন্মাদ; গৃধ্রসী; সূর্য্যাঘাত; ধনুষ্টঙ্কার; ক্ষত; জরায়ুর স্থানচ্যুতি; যোনি পথের আকুঞ্চন; অতি শীঘ্র ক্ষত আরোগ্য হওন ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ডাঃ হেরিং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ইহা পরীক্ষা করেন। প্রকৃত জলাতঙ্ক রোগ ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। কুকুরের দংশন জনিত বিষাক্ত লক্ষণ বা রোগ ইহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করিয়া থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু জলাতঙ্কই হউক আর অন্য কোন রোগই হউক, পশ্চাল্লিখিত লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট ভাবে যেখানে পরিলক্ষিত হইবে সেইস্থলেই যে ইহার প্রয়োগে অভিষ্ট ফল পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই:—(১) বহমান জল দেখিলে বা তাহার শব্দ শুনিলে কিম্বা রোগীর সমক্ষে কেহ এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে জল ঢালিলে সে অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহাতে তাহার সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (২) সর্ব্বদা মনে হয় যেন কি একটা মহা বিপৎপাত হইবে; রোগী এই ভাব মন হইতে দূর করিবার যত চেষ্টা করে তাহা ততই পুনঃ পুনঃ উদিত হয়। (৩) ক্রমাগত ক্রোড়ের শিশুকে উপর হইতে নিক্ষেপ করিতে বা অন্য কোন ভয়ানক কার্য্য করিবার ইচ্ছা মনোমধ্যে উদিত হয়। (৪) রোগীর সর্ব্বদা মনে হয় যেন সে পাগল হইয়া যাইবে (অ্যাক্টীয়া: ক্যাল্কে: ক্যানাব-ইনঃ লীলি-টাই: নক্স: ষ্ট্র্যামো: সিফিলিন্:); জলাতঙ্কের ভয়। (৫) মানসিক আবেগ বা মর্ম্মান্তিক সংবাদে রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে এবং তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। (৬) গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার ভ্রান্ত-বিশ্বাস; রোগিনী স্বীয় জরায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করে (হেলোন্:)। (৭) স্বীয় গাত্রে হস্তস্থিত ছুরিকা বিদ্ধ করে; জলের গ্লাস লইয়া যাইতে অন্যের মুখের উপর সেই জল নিক্ষেপ করে। (৮) লোককে প্রহার করিতে বা দংশন করিতে যায়, গালাগালি করে। (৯) শিরোবেদনা,—নিষ্পেষণ বা যেন মস্তকে ছিদ্র করিতেছে এইরূপ বেদনা; উন্মাদ বা অন্য কুকুর দংশন জনিত; কিম্বা মানসিক আবেগ বা পরিশ্রমে আবির্ভাবশীল পুরাতন শিরোবেদনা বৃদ্ধি=জলস্রোতের শব্দ শুনিলে কিম্বা কোন চাকচিক্যময় বস্তু দেখিলে (ষ্ট্র্যামোন্:)। (১০) রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য হয় না (জেল্সি: গ্লোন: ল্যাকে: ন্যাট-মিউ:)। (১১) মুখ হইতে গাঢ় আঠার ন্যায়, রজ্জুবৎ লালা নিঃসৃত হয় (এপিফিগাস্: হাইড্রাষ্ট:), পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠিবন ত্যাগ করে। (১২) গলক্ষত,—পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা (ল্যাক্-ক্যান্: মার্ক:)। (১৩) জলপান করিবার জন্য লালায়িত হয় কিন্তু গলাধঃকরণ করিতে পারে না। (১৪) জলের কথা মনে করিলেও রোগী কাতর হইয়া পড়ে। (১৫) *নিগরণকৃচ্ছ্র* বা *গিলিতে ক্লেশ,* জল পান করিতে গেলে অন্ননলী আক্ষিপ্ত হইতে থাকে; জল গলাধঃকরণ করিতে গেলে গলরোধ হইবার উপক্রম হয়। (বেল্: ক্যান্থা: হায়ো: সলফার:)। (১৬) কথা কহিতে কষ্ট হয় এবং অসম্বদ্ধ কথা বলে। (১৭) জলস্রোত দেখিলে বা তাহার শব্দ শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ মলের বেগ উপস্থিত হয় (সিপী:)। (১৮) দিবসে ছয়বার হইতে ২০ বার পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত

জলবৎ মল নিঃসৃত হয় এবং তলপেট ব্যথা করিতে থাকে ; বিশেষতঃ প্রাতে (হেল্:)। (১৯) জলস্রোত দেখিবামাত্র পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বেগ (ক্যান্থা: সল্ফ:) মূত্র অতি অল্প, ঘোলা, এবং শর্করাময়। (২০) জরায়ুভ্রংশ। (২১) যোনিমার্গ স্পর্শকাতর,—সঙ্গম অত্যন্ত কষ্টজনক (আর্জেণ্ট-নাই: ক্রিয়ো: ন্যাট-মিউ: সিপীয়া:)। (২২) গাত্রে কোন ক্ষত উৎপন্ন হইলে তাহা নীলবর্ণ ধারণ করে (ল্যাকে:)। (২৩) ধনুষ্টঙ্কার,—জল বা মুকুর হইতে প্রতিফলিত আলোক চক্ষে লাগিলে (ষ্ট্র্যামোন:) ; এমন কি জল বা অন্য কোন জলীয় পদার্থের বিষয় মনে হইলেও কিম্বা গাত্রে ঈষন্মাত্র বায়ু সংস্পর্শে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

উপরোক্ত কয়েকটী লক্ষণ ইহার প্রধান নির্ণায়ক কিন্তু আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা জানা থাকিলে অনেকস্থলে ইহার নির্ব্বাচনের সাহায্য হইতে পারে এবং তাহাই এক্ষণে "মস্তকাদি" অঙ্গানুসারে উল্লেখ করিতেছি।

লক্ষণাবলী।

মন।—অচৈতন্য প্রায়, মৃত্যুর পূর্ব্বে হইয়া থাকে। কাল্পনিক দৃশ্য-দর্শন ; গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার কল্পনা ও ভয়, গালিবর্ষণ বা দংশন প্রবৃত্তি। চৈতন্যাধিক্য। জলাতঙ্ক বা উন্মাদ আশঙ্কা। খিটখিটে স্বভাব। মানসিক চিন্তায় রোগ বৃদ্ধি। কোন প্রকার তরল দ্রব্য স্মরণে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। নিকটের ঘরের কথোপকথন শুনিতে পায় না। নিজে মনে করে সে পক্ষী বা কুক্কুর বা অন্য কোন জন্তু ; উড়িতে যায় ইত্যাদি।

মস্তক।—দেহের সমস্ত শোণিত যেন মস্তকাভিমুখে ধাবিত হইতেছে,—শায়িত অবস্থায় (সাইক্লেম: ল্যাক্-ক্যান্: ম্যাঙ্গে: নাযা:) ; গর্ভাবস্থায় (আরাম্:) এবং গাত্রোত্থান কালে (ইউজিন্: ন্যাট-কার্ব: সল্ফ:)। "যেন ভিতর হইতে সমস্ত ঠেলিয়া আসিতেছে" ললাট পশ্চাতে এই প্রকারের উন্মত্তকারী যন্ত্রণা (অ্যাকো: অ্যাগ্যাফ: স্পাই:) ; রোগী প্রাচীর গাত্রে স্বীয় মস্তক নিষ্পেষণ করিতে থাকে (টিপিয়া দিলে উপশম বোধ হয়=ন্যাট-মিউ: ন্যাট-সল্ফ:)। প্রচণ্ড শিরোবেদনা,—বিশেষতঃ ললাটে ও বা রগে বৃদ্ধি=দিবাভাগে (ন্যাট-মিউ:) ; মাথা হেঁট করিলে (বেল্: গ্লোন্: হেলিবো: পল্সে:) এবং ইতস্ততঃ বেড়াইলে (ব্রাই: কক্কীউ: গ্লোন্: ন্যাট-মিউ:)।

চক্ষু।—আলোক সহ্য করিতে পারে না। আলোকে আক্ষেপ। দৃষ্টির দোষ। চক্ষু ঘুরান। অক্ষিপুটে স্ফীতি। চক্ষুতে ক্ষত।

নাসিকা।—তীব্র গন্ধে রোগীর আক্ষেপ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয় ; তাম্রকূটের গন্ধ আদৌ সহ্য হয় না অতি প্রভাতে বা সন্ধ্যার পরে পুনঃ পুনঃ হাঁচি,—যেন সর্দ্দির পূর্ব্বলক্ষণ ; হাঁচির সময় রোগী পশ্চাদ্দিকে মাথা হেলাইয়া থাকে। কোন উজ্জ্বল বস্তু দেখিলেই হাঁচি আইসে।

মুখমণ্ডলাদি।—উভয় হনুই আড়ষ্ট বোধ হয়। মুখের পেশী সকল নানাভাবে আকিঞ্চিত হইতে থাকে এবং মুখের ভঙ্গি মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তিত হয়। মুখমণ্ডলে উত্তাপ

বোধ ও স্বেদোদ্গম। আক্ষেপাধিকারে মুখ হইতে ফেন নির্গলিত হয় (আর্টিমি-ভ্যাল্: কিউপ্রাম্: অ্যাসেট:) দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে থাকে (বেল্: হেলিবো: হায়ো: জিঙ্কাম্:)। গর্ভবতী-দিগের দন্তশূল অধিকারে বোধ হয় যেন বক্ষ হইতে শোণিতরাশি মস্তকাভিমুখে ধাবিত হইতেছে এবং মস্তক মধ্যে এত বায়ু প্রবিষ্ট হইয়াছে যে বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। জিহ্বা ফেনলিপ্ত। কথা কহিতে কষ্ট হয় এবং কথা অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাতল কুট্ কুট্ করিতে থাকে। ভেকজিহ্বিকা বা জিহ্বাতলার্ব্বুদ,—নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। বমন শেষ হইবামাত্র মুখমধ্যে ফেনসঞ্চিত হইতে থাকে এবং উহা এত অধিক হয় যে গলরোধ হইবার উপক্রম হয়।

গলমধ্য।—অন্ননলীর আপেক্ষ ও কথা কহিতে কষ্টবোধ। গলক্ষত,—যেন লঙ্কা খাইয়া ফেলিয়াছে। অনবরত কোন না কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়।—রাক্ষসের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা,—না চিবাইয়া অন্নাদি গলাধঃকরণ করে। লবণ খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। জল অপেক্ষা গরম ঝোল বা দুগ্ধ সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে। গর্ভাবস্থায় অস্বাভাবিক রুচি (অ্যালীউ: ক্যাল্কে: অ্যা-নাই:)। বলপূর্ব্বক জল পান করিতে গেলে গলরোধ হইবার উপক্রম হয়, কিম্বা মুখ হইতে বেগে বহির্গত হইয়া আইসে। পেটের বস্ত্র শ্লথ করিয়া না দিলে অত্যন্ত চাপ বোধ হয় (জিঙ্কাম্:)। প্লীহা প্রদেশে মহা ব্যথাজনক দপ্‌দপানি। সমগ্র তলপেট অত্যন্ত ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ। তলপেটের পেশী সকল আড়ষ্ট ও অপ্রসারণীয়।

প্রস্রাব।—মূত্রের পরিমাণ অতি অল্প এবং ঘোর লালবর্ণ। প্রস্রাবান্তে মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে রস নির্গলিত হয় (অ্যানাক্: হিপোমেন্স: ক্যালী-কার্ব: সল্ফ:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—কামুকতা। মনে কোনরূপ কামোদ্দীপক চিন্তা না করিলেও সন্ধ্যার পর প্রবল লিঙ্গোচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। যখন তখন লিঙ্গোচ্ছাস হইয়া রেতঃস্খলিত হয় (ক্যাম্ফা: অ্যাসিড্-পাই: ষ্ট্রামোন্:)। সঙ্গমের সময় অতি বিলম্বে রেতঃস্খলন হয়, কখনও বা আদৌ হয় না। সঙ্গমের সময় রেতঃস্খলন হয় না কিন্তু তাহার পরে নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃস্খলিত হইয়া যায়। প্রথম বাম, পরে দক্ষিণ অণ্ডকোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা ক্ষুদ্র হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রোগিণী স্বীয় জরায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে (হেলোন্:) ভয়ানক প্রদর,—শ্রোণিদেশ বা নিতম্বের ও তলপেট অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে (ষ্ট্যাট্-মিউ: পল্সে:)। প্রাতে গাত্রোত্থানকালে রোগিণী দেখে তাহার স্তনদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে এবং অত্যন্ত ভার বোধ হইতেছে।

শ্বাসযন্ত্র।—এক প্রকার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শ্রবণবিদারক স্বরে কুকুরের ন্যায় ডাকিতে থাকে এবং শেষে কুক্কুর গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করে। রোগীর উপজিহ্বা শুষ্ক ও কুঞ্চিত। শ্বাসকৃচ্ছ্র, আঘ্রাতাধিক্য সম্ভূত, বক্ষমধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় এবং কাসি হইতে থাকে, শয়ন করিলে বৃদ্ধি হয়। শ্বাসরোধক প্রকোপ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে শ্বাসপ্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হয়; শ্বাসযন্ত্রের

পেশীমণ্ডলীর আক্ষেপিক সংহৃতি এবং অন্ননলীমুখের প্রবল সঙ্কোচন বশতঃ। হৃৎপিণ্ড মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা,—বিশেষতঃ বেড়াইলে; রোগীর মনে হয় এইরূপ যন্ত্রণা কিছুক্ষণ থাকিলে সে মারা যাইবে। হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে কিম্বা যেন তন্মধ্যে অসংখ্য সূচ বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। হৃৎপিণ্ড ভয়ানক স্পন্দিত হইতে থাকে এবং রোগীর বোধ হয় যেন তাহার হৃৎপিণ্ড উঠিয়া কণ্ঠে আসিতেছে (গ্লোন্: পডো:); উপর্য্যুপরি জল পান করিবার পর কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—আড়ষ্টৎ বেদনা ইত্যাদি।

সার্ব্বাঙ্গিক।—দক্ষিণ বাহু এত ভারি ও অসাড় হইয়া যায় যে রোগীর লিখিবার শক্তি থাকে না (ফস:); সুতরাং সে বাহু ঝুলাইয়া রাখে। দক্ষিণ হস্ত এত কম্পিত হইতে থাকে যে রোগী লিখিতে পারে না (ন্যাট-মিউ: জিঙ্কাম:)। উরুশিখরদ্বয় বোধ হয় যেন স্থানভ্রষ্ট হইবে; সেই স্থানে হস্ত রক্ষা করিলে উপশম বোধ হয়। সোপানারোহণকালে পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ বোধ হয়। হঠাৎ গ্রীবা হইতে ললাট পর্য্যন্ত টান বোধ হয়, তাহার অব্যবহিত পরেই রোগীর চক্ষু সমক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হয় ও দৃষ্টি লোপ সংঘটিত হয়, মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে, দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিতে থাকে। নিম্নাঙ্গ হইতে উর্দ্ধাঙ্গ প্রসারী পক্ষাঘাত বা প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে (জেল্সি:) মূল আরক কোনায়াম্:— মাতৃকারিষ্ট এবং চিনিন্-আর্স: ২য় দশমিক বিচূর্ণ। সমগ্র দেহের পেশী আনর্ত্তিত হইতে থাকে।

ত্বক।—ক্ষতাদি শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায়। শরীরের নানা স্থানে কণ্ডুয়ন, দংশন ইত্যাদি। দংষ্ট স্থান নীলাভ। কুকুরে যে স্থানে কামড়ায় সে স্থান পচিবার উপক্রম। কর্কটীয়া ক্ষতবৎ ক্ষত।

নিদ্রা।—জৃম্ভন প্রবৃত্তিসহ চোয়াল আটকান। পুনঃ পুনঃ হাই উঠে, অথচ নিদ্রা হয় না। অনিদ্রা। বৈকালে নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা। স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা ইত্যাদি।

জ্বর।—কশেরুকা মধ্যে বেদনা ও ঠাণ্ডা বোধ। রাত্রি ৩টার সময় ভয়ানক কম্প, ৩|৪ খানি কম্বল গায়ে দিতে হয়। কম্পের সঙ্গে তাপ ও ঘর্ম্ম সংমিশ্রিত। সন্ধ্যা বেলায় জ্বর আরম্ভ। আভ্যন্তরিক তাপবোধ, অথচ বাহিরে তাপ উঠে না। সবিরাম জ্বর ইত্যাদি।

বৃদ্ধি।—জলস্রোতের শব্দে, জল পান করিলে এবং জলস্রোত দেখিলে; উজ্জ্বল চাকচিক্যময় প্রতিফলিত আলোক চক্ষে লাগিলে, গাড়ি চড়িয়া বেড়াইলে, রৌদ্রে এবং স্পর্শ করিলে।

উপশম।—পশ্চাৎদিকে মস্তক অবনত করিলে, উত্তাপে উষ্ণ জলে বা বাষ্পে।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাগেভ-অ্যামেরিকানা: বেল্: ক্যান্থা: চিনিন্-সল্ফ: কোনা: ফেগাস: জেল্সি: গ্লোন্: হাইড্রাষ্টি: হায়োসায়ামাস্: ল্যাকে: ষ্ট্র্যামোন্: সল্ফ:। লিসিনের পর অনেক স্থলে "ন্যাট্-মিউ" বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে।

তুলনীয়।—উর্দ্ধগামী পক্ষাঘাতে—জেল্সি: কোণায়াম:। শ্বাস-প্রশ্বাসে পক্ষাঘাতে—বেলাড: ডল্কা:। ইন্দ্রিয় উত্তেজনায়—ক্যান্থ: অ্যাসিড-পিক্রিক: প্লাকাই:। দুর্গন্ধাভাগ অসহ্য—

গ্রোন: জেল্‌স: থ্যাট্র: এপিস:। জল দেখিলে প্রস্রাব বেগ—ক্যান্থ: সল্‌ফ:। আলোকে আক্ষেপ—ষ্ট্রামো:। জরায়ুর অবস্থিতি অনুভব—হেলোনি:। তাড়াতাড়ি কথা—হায়োসা:।

দোষঘ্ন।—অ্যাগেভি: কক্কু: নক্স:।

শক্তি।—৩০ ও ২০০ তদূর্দ্ধ ক্রম।

ম্যালাণ্ড্রিণাম

(MALANDRINUM.)

প্রস্তুতি।—অশ্বের গুল্‌ফতলে গ্রজ নামক এক প্রকার প্রাদাহিক রোগ হইয়া থাকে, তাহারই বিষ বা বীজ হইতে “ম্যালাণ্ড্রিণাম ঔষধের বিচূর্ণ ও আরক প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—বয়োব্রণ ; স্ফোটক ; নালী ; জানুর পীড়া ; হাম ; চর্ম্মের রোগ ; বসন্ত ; রোগীদের মন্দ ফল ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা বসন্ত রোগের একটি মহৎ প্রতিষেধক এবং গোম-সূর্য্যাধান জনিত নানাবিধ পীড়াতেও ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রোমান্তী বা হাম এবং চর্ম্মদল নামক চর্ম্ম-রোগেও ইহা বিশেষ হিতকারী। “শিশুর জানুতে জানুতে লাগে এবং সে সর্ব্বদা তাহার শিশ্নে হস্তার্পণ করে” এই লক্ষণটী (মিডহ্বন: জিঙ্কাম:) কোন শিশুতে থাকিলে ইহা দ্বারা তাহা সম্যক্‌রূপে নিরাকৃত হইয়া থাকে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণও ইহার নির্ণায়ক।—টীকা দিবার: পর হইতে শিশুর গাত্রত্বক শুষ্কবৎ খস্‌খসে শল্কপাতশীল এবং কণ্ডুতিযুক্ত ; শীতকালে এবং অধিকক্ষণ জলে থাকার জন্য করতল ও পদতলের ত্বক ফাঁটা ; পদাঙ্গুলি সকল যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বোধ হয় এবং ভয়ানক চুলকাইতে থাকে ; যেন অস্থি উচা হইয়া উঠিয়াছে, গাত্রের স্থানে স্থানে এইরূপ অনমনীয় স্ফীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে ; নিম্নাঙ্গের ত্বক তৈলবৎ প্রতীয়মান হয় এবং তদুপরে তৈলবৎ পীড়কা সকল উদ্গত হয়।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মৃতি ক্ষীণতা ; জড়বুদ্ধি। ক্লান্তিসহ বিষাদ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন ; সম্মুখ ও পশ্চাত মস্তকে বেদনা। জড়তা, ঘনসবুজবর্ণ ছালছাড়া উদ্ভেদ, সন্ধ্যায় অধিক চুলকানি।

চক্ষু।—চক্ষুর নিম্নভাগে লাল লাল দাগ।

নাসা।—প্রচুর পুঁযময় সবুজাভ পীত রক্তমিশ্রিত বর্ণের স্রাব। নাসিকার শুষ্ক ভাব।

মুখমধ্য।—জিহ্বায় পীতবর্ণের লেপ; মধ্যে মধ্যে লাল লাল দাগ। নিম্নদিকে ক্ষত; স্ফীত।

পাকস্থলী।—বমন ইচ্ছা। পিত্তপদার্থ বমন। পিপাসা থাকে না। দন্তে দাগ।

নিম্নোদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে মন্দ মন্দ বেদনা করে।

মল।—ঘন, দুর্গন্ধ মল; পীতবর্ণের দুর্গন্ধ অতিসার। কৃষ্ণবর্ণ মল।

পুংজননেন্দ্রিয়।—শিশুগণ সর্ব্বদা পুংলিঙ্গে হাত দিতে থাকে। ভয়ানক লিঙ্গোদ্রক, বেদনাপূর্ণ লিঙ্গোদ্রেক।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—পীতাভ সবুজ ছাল পড়িয়া যোনিপথ বন্ধপ্রায় হয়।

পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠ বরাবর আঘাত প্রাপ্ত মত বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং সন্ধি সমূহে ক্ষতবৎ বেদনা। হাত পায়ের নখের আঙ্গুলহাড়া।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—সম্মুখবাহুর পার্শ্বে ছালপড়া এক প্রকার চর্ম্মরোগ।

নিম্নাঙ্গ।—নিম্নজানু এবং জানু হইতে সোড়াঙ্গ পর্য্যন্ত একপ্রকার দাগ উদ্ভেদ। জানুবন্ধ।

চর্ম্ম।—বসন্ত; হাম; পাছার ও যোনিপথে একপ্রকার ছালপড়া চর্ম্মরোগ। স্ফোটক; গোবীজে বসন্ত টীকায় মন্দ ফল। সান্নিপাতিক জ্বরে, দাগ পড়ে।

নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা; জলপূর্ণ নিদ্রা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যাণ্ট-টার্ট্: এপীস: ক্যাণ্টক: ইকীউই: হিপার: হিপোমেনস: হিপোজিন্: মিডহ্বন: মার্ক: থ্যাবাই: সাইলি: থুযা: ভ্যাক্সিন্: ভেরীয়োলিন:।

তুলনীয়।—গোবীজের মন্দফল—ভ্যাসিন: ভেরিওলি: থুজা: অ্যাণ্টিটার্ট: এপিস: সাইলিসি:। শিশুগণ জননেন্দ্রিয় হাত দেয়—মেডো:। স্ফোটযুক্ত উদ্ভেজে—হিপার: মার্ক্: ইত্যাদি।

শক্তি।—৩০ ও ২০০ শততমিক ক্রম। এক পক্ষ অন্তর প্রযোজ্য।

মিডহ্বনাম

(MEDORRHINUM.)

প্রকৃতি।—প্রমেহ বিষ হইতে আরক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হাঁপানি; সবিরাম আক্ষেপ; কদর বা কড়া; বহুমূত্র; বাধক; মৃগী; চক্ষু প্রদাহ; প্রমেহ; অবরুদ্ধ প্রমেহ স্রাব; প্রমেহজনিত বাত; স্নায়বিক শিরোবেদনা; যকৃতের স্ফোটক; কৃত্রিম মৈথুন; ডিম্বাধারে বেদনা; বস্তিকোটরের

প্রদাহ ; নাসিকামধ্যে অর্ব্বুদ বা বহুপাদ ; বেদনাপূর্ণ লিঙ্গোদ্রেক ; হাতে চর্ম্মযোগ অক্ষিপল্লবের পক্ষাঘাত ; মূত্রাশ্মরীশূল ; আমবাত ; গৃধ্রসী ; স্কন্ধে বেদনা ; মূত্রদ্বারের অবরোধ ; আমবাত ; আঁচিল।

উপযোগিতা ও আভাস।—কুচিকিৎসিত প্রমেহ, বা প্রমেহস্রাব প্রতিরোধ জনিত স্বাস্থ্য বিকৃতি ও নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে ইহা বিশেষ হিতকারী,—বিশেষতঃ যখন অন্য কোন ঔষধে অভিষ্ট ফল না পাওয়া যায়। পুরাতন সন্ধিবাত, ক্ষুদ্র সন্ধিগত বাত, স্নায়ুশূল এবং মেরুদণ্ডের অন্যান্য রোগে ইহার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভিষক প্রবর টম্যাস্ ওয়াইল্ডস্ বলেন যে বাতাশ্রিত রোগ হইলেই বুঝিতে হইবে যে রোগীর পিতা বা পিতামহ বা অন্য কোন পূর্ব্ব পুরুষের প্রমেহ রোগ ছিল ; সুতরাং পুরাতন বাতাশ্রিত রোগে উচ্চতম ক্রমের এক মাত্রা "মিডহ্বনাম্" যে বিশেষ হিত সাধন করিবে ইহা নিশ্চিত। শিশুদিগের দুগ্ধ চিপিটকা বা দুধে মামড়ী মস্তকের দুরারোগ্য অরুংশিকা রোগে ইহা একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভেষজ বলিয়া পরিগণিত। ডাঃ এইচ্ঃ সিঃ অ্যালেন্ বলেন যে চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির নানাবিধ পুরাতন রোগের সহিত "সোরিণামের" যেরূপ সম্বন্ধ প্রমেহ বিষজনিত মেরুদণ্ডের ও স্নায়বিক রোগের সহিত "মিডহ্বনামের" ঠিক সেই সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। রমণীদিগের পুরাতন ডিম্বাধার প্রদাহ, বীজনলী প্রদাহ, বস্তিগহ্বরস্থিত কৌষিক তন্তু প্রদাহ সূত্রতন্তুময় অর্ব্বুদ কোষার্ব্বুদ জরায়ুর বহিরাবরণী ও অন্তরাবরণী প্রদাহ, প্রভৃতি রোগে, দুর্লক্ষণাক্রান্ত উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে, "মিডহ্বনাম্" বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ। খর্ব্বাকৃতি, শীর্ণ ও বৃদ্ধিরহিত শিশুদিগের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত হিতকারী ; শিশু ফ্যাকাশে মূর্ত্তি এবং তাহার দেহের অস্থি সকল সূক্ষ্ম, বিকৃতি এবং বৃদ্ধিরহিতরোগী অত্যন্ত উত্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা বোধ করে এবং তাহার সমগ্র দেহের লসিকাগ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া থাকে। ক্ষয়রোগসুলভ আবল্য ও আলস্য অনুভূতি এবং রোগীর জীবনীশক্তি অবসাদ প্রাপ্ত। রুদ্ধ প্রমেহস্রাব সম্ভূত সন্ধিগত বাত-বেদনায় ইহা বিশেষ হিতসাধন করিয়া থাকে ;—বেদনা দৃঢ়াবদ্ধভাব জনক,—যেন সর্ব্বাঙ্গ সাঁটিয়া রহিয়াছে এবং সমস্ত দেহ এত ব্যথান্বিত বোধ হয় যে স্পর্শ সহ্য হয় না। প্রগাঢ় অবসাদ বশতঃ রোগীর বোধ হয় যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। হিমাঙ্গ অবস্থা রোগী অনবরত বাতাস করিতে বলে ; নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য মহা আগ্রহ প্রকাশ করে ; গাত্রত্বক শীতল অথচ কোনরূপ বস্ত্রাবরণ সহ্য করিতে পারে না ; দেহ শীতল এবং হিমবৎ শীতল স্বেদাপ্লুত। রোগী শীতল বায়ু সেবনের জন্য লালায়িত হয় অথচ তাহাতে তাহার সর্দ্দি হইয়া থাকে। লালামেহ রোগে সমস্ত মূত্রনলী ক্ষতান্বিত বোধ হইলে "মিডহ্বনাম্" বিশেষ উপকার সাধন করে। শিশুদিগের হস্তমৈথুন-প্রিয়তাও ইহাদ্বারা দূর হইয়া থাকে। নৌষধাবলীর মধ্যে ইহা একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভেষজ এবং ইহাদ্বারা অশেষ প্রকার রোগের শান্তি বিহিত হইয়া থাকে, কারণ মানব দেহের তিন চতুর্থাংশ রোগের কারণ প্রমেহ ও উপদংশ। এক্ষণে ইহার কতিপয় প্রধান লক্ষণ লিখিত হইল।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ; কথা কহিতে কহিতে, কি বলিতেছিল, পুনঃ পুনঃ ভুলিয়া যায় (ব্যারাই: হাইপির: লীলি-টাই: মেজের: হ্রডো:); নাম (ক্রোটেলাস্: গুয়ায়েক্: ক্যালী-ব্রোম্: সল্ফ: ভ্যালি:), বাক্য (আর্নি: ক্যাণাব-ইন: ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাকে:) এবং নামের প্রথম অক্ষর পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়; অতি প্রিয়তম বন্ধুর নাম মনে থাকে না; এমন কি সময়ে সময়ে নিজের নামও ভুলিয়া যায় (অ্যালীউ: ক্যালী-ব্রোম: ভ্যালি:)। গল্প বলিতে বলিতে পুনঃ পুনঃ গল্পের সূত্র হারাইয়া ফেলে। রোগীর মনে হয় যেন তাহার পশ্চাতে কে রহিয়াছে (ব্রোম্:); কে যেন ফুস্ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে শুনিতে পায়। যেন কে শয্যায় বা আল্মারির পশ্চাৎ হইতে তাহার প্রতি মুখভঙ্গী করিতেছে। কথার বানান ভুল করে; কোন সুপরিচিত নাম লিখিতে গিয়া কেমন লিখিতে হয় ভাবিয়া আকুল হয়। রোগিনীর স্বীয় রোগের লক্ষণ বলিতে হইলে মহাশঙ্কট উপস্থিত হয় এবং কাঁদিয়া ফেলে (ক্যালী-কার্ব: পল্সে:) পুনঃ পুনঃ কি বলিতেছিল ভুলিয়া যায় বলিয়া বার বার কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়। কোন কথা বলিতে গেলেই কাঁদিয়া ফেলে (রোগীর সহিত কেহ কথা কহিলেই সে কাঁদিয়া ফেলে= ন্যাট-মিউ: প্ল্যাটি: ষ্ট্যাফ:)। কবে মৃত্যু হইবে রোগী আগে হইতে তাহা স্থির করিয়া রাখে (অ্যাকোন্: এপীস্: গ্র্যাফ: ল্যাকে: লাই: অ্যা-নাই: ফস্: প্ল্যাট্:); সকল বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে ভবিষ্যৎ গণনা করার জন্য রোগীর বিশ্বাস প্রায় ঠিক হইয়া থাকে। সামান্য বিষয়ে অত্যন্ত রাগিয়া যায় (অ্যাকোন্: ব্রাই: ক্যামো: নক্স; ন্যাট্: মিউ:); দিবসে অত্যন্ত খিট্খিটে ভাব এবং রাত্রে মহাস্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে। সকল বিষয়ে ব্যস্ত ও অধৈর্য্য (ক্যামো: ইগ্নে: নক্স; সল্ফর্:)। উদ্বিগ্ন এবং অত্যন্ত অল্পে কাতর, সামান্য শব্দে চমকাইয়া উঠে (ব্যারাই: ক্যালী-কার্ব: ল্যাকে: মার্ক: ন্যাট-মিউ: ন্যাট-সল্ফ: নক্স: ওপী:)। রোগীর মনে হয় যেন সময় অত্যন্ত ধীরে যাইতেছে, তাহার সময় আর কাটে না (অ্যালাউ: আর্জেণ্ট-নাই: ক্যানাব-ইন্: গ্লোন্: মার্ক: নক্স-মস: নক্স-ভম্:); সকল কার্য্যই এত ব্যস্ত হইয়া করে যে রোগী অবিলম্বে ক্লান্ত হইয়া পড়ে (লীলি-টাই: সল্ফ: ব্রাই: হিপার: ন্যাট্-মিউ:)। কোন লক্ষণের বিষয় চিন্তা করিলে তাহার বৃদ্ধি হয় (অ্যা-অক্স্যাল্: ব্যারাই: ক্যাল্কে-ফস: কষ্টি: হেলোন্: লাইকোপাস্; পেট্রোল্: পাইপার-মিথিষ্ট:—কোন লক্ষণের বিষয় মনে করিলে তাহা পুনরাবির্ভূত হয়=অ্যাসিড: অক্সাল্: অক্সাইট্রোপ:)। জীবন স্বপ্নময় বোধ হয়; যেন স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছে (অ্যানাক্: ক্যানাব: ষ্ট্র্যামোন্: ভ্যালি: ভেরেট:)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন্,—হেঁট হইলে (বেল্: নক্স: পল্সে: সল্ফ:); শয়ন করিলে ঈষৎ উপশম বোধ হয় (আর্নিকা: চায়না:); দেহ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় (ব্রাই: গ্লোন্: হিপার: ফস্:)। ললাট দেশীয় শিরোবেদনা,—বিবমিষা সংযুক্ত; ললাট তটের উপর বোধ হয় যেন একটি দৃঢ় বন্ধনী রহিয়াছে,—বিশেষতঃ হেঁট হইলে জলবৎ নাসাসর্দ্দি রোগে ললাটের ত্বক অত্যন্ত টান বোধ হয় এবং চক্ষু পশ্চাতে, যেন চক্ষুদ্বয়কে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে,

এইরূপ নিষ্পেষণ বোধ হয়; ঐ দৃঢ়বদ্ধ ভাব মস্তিষ্ক হইতে নীচের দিকে সমগ্র মেরুদণ্ডে অনুভূত হয়। মস্তিষ্ক মধ্যে তীব্র জ্বালা (ক্যান্থা: গ্লোন্: ফস্:),—বিশেষতঃ পশ্চান্মস্তিষ্কে এবং তথা হইতে ঐ জ্বালা সমগ্র মেরুদণ্ডে সঞ্চারিত হয় (গ্লোন্: জিঙ্কাম্:)। নিদ্রাভঙ্গের পর রোগীর বোধ হয় চক্ষুর উৰ্দ্ধভাগ প্রদেশ এবং শঙ্খদ্বয় ব্যথা করিতেছে; রৌদ্রে বৃদ্ধি হয়। মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয় এবং পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়ে (ক্যাম্ফো: চায়না: ক্যালী-কার্ব: ফেল্যান্:)। গাড়ীতে ভ্রমণকালে দেহ আলোড়ন বশতঃ শিরোবেদনা ও উদরাময়। অবিচ্ছিন্ন শিরোবেদনা,—কাসিলে বৃদ্ধি হয় (ব্রাই: ক্যাপ্স: ন্যাট-মিউ: স্কীলা:); চক্ষে আলোক লাগিলে শিরোমধ্যে ব্যথা বোধ হয়। শিরোমধ্যে এত আড়ষ্টতা বোধ হয় যে রোগিনীর মনে হয় যেন সে পাগল হইয়া যাইবে (অ্যাকোন: বেল: ক্যাল্কে: অ্যাগার্: ট্যারেণ্ট:) পড়িতে বা কোনরূপ চিন্তা করিতে পারে না। মস্তিষ্ক মূলে নিরন্তর ব্যথা বশতঃ গ্রীবার শিরা সকল স্ফীত ও রজ্জুবৎ হইয়া উঠে। মস্তকের কেশ শুষ্ক, চাকচিক্য রহিত, শুষ্ক এবং কুঞ্চিত এবং তন্মধ্যে চিরুণী দিলে পট্ পট্ শব্দ হয়। মস্তকের চর্ম্ম অত্যন্ত কণ্ডুতিযুক্ত এবং মাথা হইতে কোষা কোষা মরামাস উঠে।

চক্ষু।—সকল বস্তুর উপরই একটা ছায়া দৃষ্ট হয়। অধ্যয়নকালে রোগীর মনে হয় যেন তাহার পুস্তকের উপর অসংখ্য কাল বিন্দু সকল নাচিতেছে; প্রত্যেক বস্তু দুইটি মনে হয়; সকল বস্তুই অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়। অক্ষিগোলক সঞ্চালনকালে তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। চক্ষুর উপর পাতা যেন উপাস্থিময় এইরূপ অনমনীয় বোধ হয়। অক্ষিপুট প্রদাহ,—অক্ষিপুট প্রান্ত সকল শুষ্ক পিঞ্জর বা (পিচুটি) পূর্ণ ও ছালপড়া; অনেক সময় অগ্নির ন্যায় লালবর্ণ প্রতীয়মান হয় এবং অক্ষিপক্ষ সকল খসিয়া যাইতে থাকে। এই রক্তিমান্বিত ও চর্ম্মবিকৃতি মুখ মুণ্ডল ও মস্তকের ত্বক হইতে পৃষ্ঠ এবং তথা হইতে জননেন্দ্রিয় প্রদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়।

কর্ণ।—দুই কর্ণে প্রায় বধিরতা। কর্ণ মধ্যে দপ্‌দপানি। কর্ণে বেদনা।

নাসিকা।—নাকের মধ্যে কণ্ডুয়ন; জ্বালা, নাক দিয়া রক্তস্রাব।

মুখমণ্ডল।—মুখের বর্ণ সবুজাভ। মুখের কোণে জল ফোস্কা। চোয়াল আটকান।

দন্ত।—দন্তে পীতবর্ণের লেপ। দন্তে বেদনা।

কণ্ঠ ও গলমধ্য।—যেন কতই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে কণ্ঠ মধ্যে এইরূপ অনুভূতি এবং সর্ব্বাঙ্গের অস্থি মধ্যে ব্যথা বোধ হয় (মার্ক: ইউপেট: জেল্‌সি:)। কণ্ঠাভ্যন্তর ক্ষতান্বিত ও স্ফীত,—সুতরাং তরল বা কঠিন, সকল পদার্থই গলাধঃকরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে (ব্যারাই: হিপার: ল্যাকে: ল্যাক্-ক্যান্: মার্ক:)। পশ্চান্নাসা হইতে নির্গলিত গাঢ় ধূসর বর্ণ বা শোণিত-লাঞ্ছিত শ্লেষ্মায় কণ্ঠ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে (কষ্টি: হাইড্রাষ্ট: ল্যাকে: মার্ক: স্পাইজি:)।

পাকস্থলী।—রাক্ষসী-ক্ষুধা,—এই খাইয়া উঠিল আবার তৎক্ষণাৎ দুর্দ্দমনীয় ক্ষুধা (সাইনা: আয়োড: লাই: ফস্: সোরিন্: স্ট্যাফিসি্:)। অবিচ্ছিন্ন তৃষ্ণা,—এমন কি স্বপ্নেও পর্য্যন্ত মনে করে যেন জলপান করিতেছে (ড্রোসেরা:)। দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা,—সুরাপান

করিবার জন্য,—কিন্তু এই সুরা রোগিনী পূর্ব্বে ঘৃণা করিত (অ্যা-সল্ফ: অ্যাসেরাম: সিফিলিন্:) ; লবণ বা লবণাক্ত দ্রব্যের জন্য (ল্যাক্-ক্যান্: ম্যাগ্নি: ন্যাট-মিউ: ফস্:) ; মিষ্টান্নের জন্য (লাই: ম্যাগ-মিউ: সল্ফ:) এবং অম্ল (ক্যাল্কে: ন্যাট-মিউ: পল্সে: সিপী:), কমলা-লেবু (কৌউবেব: থিরিড:) এবং কাঁচা ফল খাইবার জন্য। দুই দিন ও দুই রাত্রি অনবরত প্রবল উঁকি উঠিতে থাকে ও বমন হয় ; প্রথমে জিয়োলের আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা, পরে ফেনিল ও জলবৎ এবং অবশেষে কফির তলানির ন্যায় পদার্থ বমন হয় ; ইহার সহিত প্রচণ্ড শিরো-বেদনা, তীব্র নৈরাশ্য ও যেন মৃত্যু আসন্ন এইরূপ অনুমিতি বর্ত্তমান থাকে, বমনের প্রকোপ কালে কেবল ভগবানের নাম করে। উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বোধ হয় যেন পিন ফুটিতেছে, বা যেন পেট কামড়াইতেছে ; আহারান্তেও এরূপ যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় না। আহারের পর বোধ হয় যেন পাকাশয় মধ্যে কি তাল পাকাইয়া রহিয়াছে (নক্স-মস্:)।

অন্ত্রাশয় ও মলান্ত্র।—যকৃৎ মধ্যে প্রাণান্তক যন্ত্রণা,—রোগীর মনে হয় সে আর বাঁচিবে না। পাকস্থলীর পশ্চাতস্থিত স্নায়ুগ্রন্থির মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা,—রোগীর গাত্র হিম হইয়া যায়, চোঁয়া উদ্গার উঠিতে থাকে এবং আহারের পর অজীর্ণ উদ্গার উঠে। তলপেটের দক্ষিণপার্শ্বে ছেদনবৎ বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া দক্ষিণ রেতোরজ্জুতে সঞ্চারিত হয় এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষে হাত দিলে ব্যথা বোধ হয়। মলান্ত্র হইতে অপর্য্যাপ্ত শোণিতময় পদার্থ এবং সময়ে সময়ে চাপ চাপ শোণিত নির্গলিত হয় এবং রোগীর গাত্রে শীৎকার আবির্ভূত হয়। মল,—আঁটিল, কর্দ্দমের ন্যায় এবং অতি ধীরে নির্গত হয় ; পাছে মলান্ত্রভ্রংশ ঘটে এই ভয়ে রোগী বেগ দিতে পারে না (অ্যালোঁ:)। পশ্চাদ্দিকে খুব হেলিয়া না পড়িলে মলত্যাগ করিতে পারে না (ল্যাক্-ক্যান্:) ; মলত্যাগকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং বোধ হয় যেন মলদ্বার বেষ্টনীর পশ্চাদ্গাত্রে একটা গুটিলা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; যন্ত্রণায় রোগীর চক্ষে জল আইসে। মল গুটিলাময় এবং নিম্নান্ত্র সংহৃত ও সঙ্কোচন শক্তি রহিত। মলান্ত্র মধ্যে যেন সূচ ফুটিতেছে এইরূপ যন্ত্রণা (অ্যা-নাই:)। মলদ্বার হইতে আমিষ গন্ধ রস নির্গলিত হয় (কষ্টি: হিপার:)) কয়েক দিবস মাত্র বয়:ক্রম এরূপ শিশুর মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নিবর্ণ পুষ্পিকা বা এক প্রকার কণ্ডু উদ্গত হয় ; শিশুর মলকাঠিন্য অধিকারে মল কঠিন ও শুষ্ক। মল কালবর্ণ (লেপ্ট্যান্:)।

প্রস্রাব।—শিশুর মূত্র এত উত্তপ্ত যে শিশুর মাতা বলে যে ঐ মূত্র শিশুর গাত্রে যেখানে লাগে সেই স্থানটাই ঝল্সিয়া যায় (টম্যাস: ওয়াইলডস্:) রাত্রিতে শয্যামূত্র,—প্রতি রাত্রে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ঝাঁজাল ও ঘোর লালবর্ণ মূত্রত্যাগ হয় ; বৃদ্ধি=যেদিন রোগী অধিক পরিশ্রম বা অধিক খেলা করে কিম্বা জলবায়ু অতিরিক্ত উত্তপ্ত বা অতিরিক্ত শীতল হইলে (যখন অন্য কোন ঔষধে উপকার না হয় এবং রোগীর দেহে প্রমেহ বিষ উপ্ত আছে বলিয়া জানা যায়—এইচ: সি: অ্যালেন্)। প্রস্রাব করিবার সময় শিশুর মূত্রাশয় ও তলপেট ভয়ানক খাঁটিয়া ধরে (এপীস: প্র্যাট:)। বৃক্ক প্রদেশ বা কটি অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে ; খুব ফোঁটা প্রস্রাব হইয়া গেলে উপশম হয় (লাই:)। বৃক্ক শূল,—মূত্রনালি মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা

হইতে থাকে এবং রোগীর বোধ হয় যেন অশ্মরী নির্গত হইতেছে (বার্বা: লাই: ওসিমাম:); প্রকোপকালে রোগী বরফ খাইবার জন্য লালায়িত হয়। মূত্র,—ঘোর লালবর্ণ ঝাঁজাল গন্ধবিশিষ্ট এবং মূত্রের উপর তৈলময় পদার্থ ভাসিতে থাকে (হিপার: লাই: সল্ফ: ডাল্ক্যা:)।

পুংজননেন্দ্রিয়।—নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃস্খলন,—রেতঃ জলবৎ, বস্ত্রে লাগিলে বস্ত্র মড়্মড়ে হয় না (স্যাট-ফস্ঃ সেলিন্:); কিম্বা অত্যন্ত ঘন ও তাহার সহিত সূত্রের ন্যায় সাদা সাদা পদার্থ নিঃসৃত হয়। দিবারাত্র, যখন তখন প্রবল লিঙ্গোচ্ছ্বাস। প্রস্রাবের সময় মূত্রমার্গ মধ্যে আকর্ষণবৎ বেদনা ও জ্বালা অনুভূতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তব,—স্রাব অপর্য্যাপ্ত, কাল্চে বর্ণ এবং চাপ চাপ (অ্যাক্টীয়া: ক্যামো: চায়না: ককীউ: ককাস: ক্রোকাস্: ক্যালী-নাই: প্ল্যাটি: পল্সে: স্যাবাই: সিকোলী: আষ্টিলেগো:); বস্ত্রে লাগিলে দাগ ধোয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার (কাল ঝুলের ন্যায় এবং ধুইলে উঠে না=ম্যাগ-কার্ব:)। বাম অণ্ডাধার মধ্যে ভয়ানক বেদনা,—বোধ হয় যেন একটি থলী বিস্ফারিত হইতেছে এবং উহাতে চাপ প্রয়োগ করিলে ফাটিয়া যাইবে; বোধ হয় যেন অণ্ডাধারকে কিসে নীচের দিকে টানিয়া উহাতে ব্যথা করিয়া দিতেছে; পাদচারণকালে বেদনা বাম কুচ্কীতে সঞ্চারিত হয়। জরায়ুস্রাব,—গতার্ত্তবাদিগের (ল্যাকে: পল্সে: সিপীয়া: থ্যাস্পাই: আষ্টিলেগো:); স্রাব অপর্য্যাপ্ত,—কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অনবরত স্রাব হয়; শোণিত চাপ্ চাপ্ ও ঘোর লাল বা কাল্চে বর্ণ এবং দুর্গন্ধ (ক্রোকাস্: ক্রিয়ো:); একটু নড়িলেই ঝলকে ঝলকে শোণিত নির্গত হয় (স্যাবাইনা: ট্রীলীয়াম্:); জরায়ুর দুর্লক্ষণাক্রান্ত রোগাধিকারেই প্রায় এইরূপ স্রাব হইয়া থাকে। প্রচণ্ড আর্ত্তব-শূল বা বাধক,—যন্ত্রণায় রোগিনী পা গুটাইয়া থাকে; যেন জরায়ু আদি প্রবল বেগে নীচের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা এবং প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়; রোগী প্রস্রাবের সময় যেরূপ করে সেইরূপ ভাবে শুইয়া খট্টার রেলিঙে পা লাগাইয়া ঠেলিতে বাধ্য হয়। যোনি ও যোনিদ্বারে ভয়ানক কণ্ডুতির উদ্রেক হয় (ক্যালেড: হেলোন্: ক্রিয়ো:); কণ্ডুতির বিষয় মনে করিলেই কণ্ডুতির বৃদ্ধি হয়। যোনির দক্ষিণ দ্বারের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদংশ ক্ষত উৎপন্ন হয় (অথচ ইহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে স্বামীর সহিত সহবাস হয় নাই কিম্বা রোগিনীর কখন কোনরূপ উপদংশাদি হয় নাই)। আর্ত্তবস্রাবের সময় রোগিনীর স্তনদ্বয়, বিশেষতঃ স্তনবৃন্ত, স্পর্শ করিলে হিমবৎ শীতল অনুভূত হয়। স্তনদ্বয় এবং স্তনবৃন্ত প্রদাহান্বিত এবং অত্যন্ত স্পর্শাসহ ও ক্ষতান্বিত বোধ হয় (অর্নি: কষ্টি: অ্যা-ফ্লু: হেলোন্: অ্যা-নাই: গ্র্যাফ্: ফেল্যান্:)।

শ্বাসযন্ত্র।—পড়িতে পড়িতে গলা ভাঙ্গিয়া যায়; মধ্যে মধ্যে একেবারে স্বরলোপ সংঘটিত হয়। শ্বাস রোগ,—প্রকোপকালে উপজিহ্বার অবসাদ বা আক্ষেপ বশতঃ গলরোধ হইবার উপক্রম হয়; স্বরনলী রুদ্ধ হওয়ায় বায়ুনলী মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে; কেবল উপুড় হইয়া শুইলে এবং জিহ্বা বহির্গত করিলে উপশম বোধ হয়। স্বরনলী মধ্যে যেন ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ তীক্ষ্ণ ব্যথা বোধ হয় (অ্যানাস্থিরাম্:)। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও স্বরনলীর সংহৃতি অনুভূতি; অনায়াসে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু শ্বাস ত্যাগ করিতে ভয়ানক কষ্ট হয়

(এরাম ড্রেকেণ্টীয়াম ; স্যাম্বীউ:)। গলনলী অত্যন্ত শুষ্ক ; গলাধঃকরণ কালে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (অ্যাসিড-ল্যাক্টি:) প্রত্যহ বৈকালে ৫টার সময় শ্বাসকষ্ট বোধ হয় (অ্যাসিড-ফ্লু: ল্যাকে:)। কাসি,—বুক্কাস্থি শিখরের পশ্চাতে পিট্‌পিট্‌ করিয়া কাসি আইসে। অবিচ্ছিন্ন প্রচণ্ড কাসি,—ভয়ানক যন্ত্রণাজনক,—যেন স্বরনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম; অপর্য্যাপ্ত শোণিতাক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয় ;—হাঁড়ির ভিতর কাসিতেছে এইরূপ শূন্যগর্ভ, ঘঙ্‌ঘঙে কাসি ; যেই নিদ্রা আইসে অমনি কাসি আসিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় (কফীয়া: ল্যাকেসিস্‌: সল্‌ফার:); কাসির বৃদ্ধি = রাত্রে (অ্যামন-কার্ব: ক্যাল্‌কে: ক্যামো: গ্র্যাফ: ক্যালী-কার্ব: হায়ো: নক্স: পল্‌সে: সিপীয়া:); মিষ্টান্নআহার করিলে (স্পঞ্জী: সল্‌ফ: জিঙ্কাম্‌:—অম্ল ভক্ষণ করিলে = ন্যাট-মিউ:—লঙ্কা বা লবণ খাইলে অ্যালীউ:) এবং শয়ন করিলে (অ্যা-ন্যাই: ক্যাপ্স: কষ্টি: কোণা: ক্রোটন্‌: ড্রোসেরা: ডাল্‌কা: হায়ো: পল্‌সে: স্যাবাড:); উপশম = উপুড় হইয়া শুইলে (ব্যারাইধা-কার্ব:) পয়ার অণ্ডলালার ন্যায় এবং ফেনিল (ফেরান্‌: ফস:); কোন কোন স্থলে সবুজ বর্ণ কটুস্বাদ বিশিষ্ট জমাট শ্লেষ্মার ডেলা নির্গত হয় (কোকা: ককাস্‌: স্কীলা: ষ্ট্যাণাম:); আবার কোথাও বা আঁটিল শ্লেষ্মা,—অতি কষ্টে নির্গত হয় (অ্যালীয়াম: ন্যাট: সল্‌ফার:)। ক্ষয়কাসির সূচনা,—ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের মধ্যখণ্ডে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হয়। বাম ফুস্‌ফুসের তলদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা। কাসিলে বক্ষে ভয়ানক বেদনা বোধ হয়,—যেন কাসির সময় বক্ষ সাঁটিয়া ধরে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের পরিবর্ত্তে সেইস্থানে যেন একটা গহ্বর রহিয়াছে এইরূপ অনুমিতি। হৃৎপিণ্ড মধ্যে ভয়ানক বেদনা,—বেদনা হৃৎপিণ্ড হইতে বাম বক্ষের চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হয় ; একটু নড়িলেই বেদনা অধিক বোধ হয়।

প্রত্যঙ্গাদি।—অংসফলকদ্বয়ের মধ্যাংশে বেদনা (ফস্‌:) ; সমগ্র মেরুদণ্ড স্পর্শাসহ (চিনিন্‌-সল্‌ফ: ট্যারেণ্ট: থিরিড: জিঙ্কাম্‌:)। গ্রীবার শিরা সকল এরূপ টান ধরে যে রোগী পশ্চাদ্দিকে মস্তক না হেলাইয়া থাকিতে পারে না। গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে প্রচণ্ড জ্বালা আরম্ভ হইয়া উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত সমগ্র মেরুদণ্ডে সঞ্চারিত হয় (গ্লোন্‌:) এবং ঐ অংশে আড়ষ্টতা বোধ জনিত করে ; দেহ প্রসারণে আড়ষ্টতার বৃদ্ধি হয়। কটিদেশীয় কশেরুকা সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত এবং স্পর্শাসহ। নিতম্ব, মেরুচঞ্চু এবং শ্রোণিফলকের পশ্চাদ্ভাগে ব্যথাযুক্ত এবং ব্যথা কটির চতুর্দ্দিকে ও নিম্নাঙ্গে সঞ্চারিত হয়। শ্রোণিফলক হইতে জানু পর্য্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে, কেবল পাদচারণকালে। পদদ্বয় যেন সীসকপূর্ণ এইরূপ ভার বোধ হয় ; সুতরাং বেড়াইতে অত্যন্ত কষ্ট হয় ; চলিতে চলিতে পা ধরিয়া যায়। নিম্নাঙ্গ সকল সমস্ত রাত্রি ব্যথা করিতে থাকে এবং তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। পদ ও চরণ অত্যন্ত চঞ্চল—স্থির থাকে না (জিঙ্কাম্‌: ভ্যালি:)। বিদ্যুৎ ও ঝড় বৃষ্টির সময় বাহু ও পদদ্বয় ভয়ানক ব্যথা করিতে থাকে। শয়ন-কালে পদদ্বয় এরূপ ব্যথা করিতে থাকে যে রোগী কিছুতেই স্থির রাখিতে পারে না,—বিশেষতঃ নিদ্রা যাইবার অবস্থায় যখন দেহের উপর কোনরূপ আয়ত্ব থাকে না এবং দেহ এলাইয়া পড়ে। সোপান আরোহণ বা অবতরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। বাহু ও পদদ্বয়ের অগ্রার্দ্ধ হিমবৎ

শীতল। কণ্ডার বা পেশীর অগ্রভাগ সকল ও গুল্ফ যেন সাঁটিয়া বা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ ; ডিমাকে ও পদতলে খাল ধরে (হিপার: সল্ফ:)। চলিবার সময় যখন তখন পা মুচড়াইয়া যায় (কার্ব্বো-আমিন্: ন্যাট-মিউ: সিপীয়া:) রোগী সোজা হইয়া চলিতে পারে না (অ্যা-পাই:)। হাত ও পা ভয়ানক জ্বালা করে,—কোন প্রকারে আবৃত রাখিতে পারে না এবং বাতাস করিতে বলে (ক্যাল্কে: ল্যাকে: ন্যাট-মিউ: সল্ফ:)। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সন্ধি মাত্রেই আড়ষ্ট বোধ হয় (কষ্টি: ফর্ম্মিকা: লাঁই: ন্যাট-মিউ:)। অঙ্গুলির সন্ধি সকল বিকৃতাকার, মোটা ও ফুলো ফুলো দেখায় (ক্যাল্কে-সল্ফ:) গুল্ফ ব্যথান্বিত ও স্ফীত ; (কলোসিন্থ:) গুল্ফতল, পদতলের উচ্চ অংশ এবং পদঙ্গুলিতল সকল অত্যন্ত ব্যথান্বিত। সকল সন্ধিই শোথযুক্ত বা রসাশ্রিতবৎ প্রতীয়মান হয় (ফেরাম্‌ফস্: মার্ক:)। স্কন্ধশিখর ও বাহুর বাত,—বেদনা অঙ্গুলিতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয় ; আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় (দক্ষিণ স্কন্ধের বাত = স্যাঙ্গিউইন্: ভায়োলা:—বাম = ফেরাম:)। ডাক্তার টম্যাস্ ওয়াল্ডস্ বলেন যে যেখানে বাত দেখিবে সেই স্থানেই বুঝিতে হইবে যে রোগীর নিজের বা তাহার পূর্ব্বপুরুষের প্রমেহ অবরোধ বশতঃ এইরূপ হইয়াছে। গাত্রত্বক অত্যন্ত শীতল অথচ গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না।

জ্বর।—কম্প, বৈকালে শীত করিয়া জ্বর। উত্তাপ বোধ ; তাপকালে পাখার বাতাস চাহে। জ্বরসহ পিপাসা। হাতে ঘর্ম্ম। নৈশ ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

ত্বক।—পীতবর্ণ, কণ্ডুয়ন ; টাকপড়া ; তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ ; গাত্রে দুর্গন্ধ।

নিদ্রা।—নিদ্রালুতা, জৃম্ভন, নিদ্রা যাইলে, সমস্ত কথোপকথন শুনিতে পায়। প্রবল, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা। অস্থির নিদ্রা।

"মিডহ্মণাম সম্বন্ধে ডাঃ টম্যাস ওয়াল্ডসএর মত।—শিশুদিগের মস্তকের দুর্লক্ষণাক্রান্ত চিপিটিকা বা চর্ম্মদল রোগ, শিরোদদ্রু, মরামাস, পুরাতন বাত, পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল ফুসফুস্-প্রদাহ, ফুস্ফুসাবরণী প্রদাহ, অন্ত্রাবরণী প্রদাহ, শিশুদিগের কার্শ্য রোগ, মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহ, জরায়ুর বহিঃ ও অন্তরাবরণী প্রদাহ, ডিম্বনালিকা প্রদাহ এবং জরায়ু প্রদাহ ইত্যাদি রোগের শত অংশের ৯৯ অংশ প্রতিরুদ্ধ প্রমেহবিষ সম্ভূত ; সুতরাং এই সকল রোগে যখন নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগেও সুফল পাওয়া না যায়, তখন উচ্চতর ও উচ্চতম ক্রমের "মিডহ্মণাম" এক মাত্রা প্রযোজ্য এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে এক বা দুই সপ্তাহ অন্তর এক এক মাত্রা প্রযোজ্য।

ফুসফুস্ প্রদাহ, ফুস্ফুসাবরণী প্রদাহ এবং অন্তরাবরণী প্রদাহ রোগ, যখন দেখিবে পুনঃ পুনঃ ভাল হইয়া পুনঃ পুনঃ পুনরাবির্ভূত হইতেছে তখন উপরি উক্ত প্রকারে "মিডহ্মণাম" প্রযোজ্য। তরুণ অবস্থায়, যখন যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠে, বিশেষতঃ যখন রাত্রে রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না, তখন প্রতি রাত্রে সহস্র ক্রমের "সোরিণাম" এক এক মাত্রায় আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

শিশুদিগের শীর্ণতা রোগে, এমন কি যখন "সিফিলিনাম্" প্রয়োগেও ফল না পাওয়া যায়, তখন "মিডহ্মণাম" পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে রোগ নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

মস্তিষ্ক মেরুমজ্জাবরণী প্রদাহ অধিকারে, "অ্যাক্টীয়া-রেসিমোসা" প্রয়োগে রোগের প্রথম তীব্রতা ও যন্ত্রণা হ্রাস হইবার পর, "মিডহ্নণামের" এক মাত্রা অতি আশ্চর্য্য ফল দর্শাইয়া থাকে; যখন আরোগ্য আরম্ভ হয়, ডাঃ টম্যাস্ ওয়াল্ডস্ তখন "অ্যাক্টীয়ার" পরিবর্ত্তে "লাইকো-পোডীয়াম্" প্রয়োগ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল পাইয়া থাকেন।

কোন রোগের তরুণ অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, "মিডহ্নণাম" প্রয়োগ করিবে না; যদি কর, তাহা হইলে মাসে দুই মাত্রার অধিক নহে।

বৃদ্ধি।—রোগের বা লক্ষণের কথা মনে করিলে, উত্তাপ সংস্পর্শে, গাত্র আবৃত করিলে; প্রত্যঙ্গাদি বা দেহ প্রসারণ করিলে; বিদ্যুৎ সমন্বিত ঝড় বৃষ্টির সময়; ঈষন্মাত্র দেহ সঞ্চালনে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত (সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত = সিফিলিম্ঃ); বিশেষতঃ প্রভাতে।

উপশম।—সমুদ্র তীরে বাস করিলে; উপুড় হইয়া শয়ন করিলে; জলীয় বায়ু সংস্পর্শে; স্থির হইয়া থাকিলে; মলত্যাগকালে পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িলে।

সম্বন্ধ।—**প্রতিবিষ**—ইপিকাকুয়ান্হা (এতজ্জনিত শুষ্ক কাসিতে)।

অনুকূল সম্বন্ধ।—সল্ফার: সিফিলিণাম্ঃ।

সদৃশ।—অ্যা-পাইক্লক্ঃ ও জেল্সিঃ (চলিতে অক্ষমতা); ক্যাম্ফোঃ সিকোলীঃ ট্যাবাক্ঃ ভেরেটঃ ইত্যাদি (হিমাঙ্গ); সিফিলিন্ঃ লিসিন্ঃ সল্ফঃ জিঙ্কাম্ঃ ইত্যাদি।

শক্তি।—২০০ হইতে উচ্চতম ক্রম এবং অন্ততঃ সপ্তাহ অন্তর প্রযোজ্য।

সোরিণাম্

(PSORINUM.)

নামান্তর।—সোরিকম্, দি নোসোড অভ্ সোরা।

প্রস্তুতি।—কচ্ছু বিষ হইতে ইহা (বিচূর্ণ) প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—বয়োব্রণ; গ্রন্থি বিবৃদ্ধি; গুহ্যদ্বার কণ্ডুয়ন; হাঁপানি; পৃষ্ঠবেদনা; স্ফোটক; কর্কট ক্ষত; শিশু বিসূচীকা; কাসি; কোষ্ঠবদ্ধ; কর্ণিয়ায় ক্ষত; দুধে মামড়ী; অতিসার; উপঝিল্লীক রোগের পরবর্ত্তী ফল; অজীর্ণতা; পামা; শয্যায় মূত্রত্যাগ; নানা প্রকার উদ্ভেদ; প্রমেহ; সন্ধিবাত; রক্তস্রাব; অর্শ; শুষ্ক খট্‌খটে চুল; শিরঃপীড়া; মস্তিকে রক্তসঞ্চয়; হার্নিয়া বা অন্ত্রচ্যুতি; কোরণ্ড; ধ্বজভঙ্গ; বহুব্যাপক সর্দ্দিরোগ; আঘাতাদি; কণ্ডুয়ন বা চুলকণা পাচড়া; রক্তপ্রদর; প্লীহা; যকৃতের বিবিধ পীড়া; পুরাতন যকৃৎ প্রদাহ রোগ; বিমাদ বায়ু; ধর্ম্মোন্মাদ; নাসিকার আরক্ততা; সমস্ত গাত্রে দুর্গন্ধ। চক্ষু প্রদাহ; কর্ণ প্রদাহ; কর্ণ ও নাসিকা হইতে পুযস্রাব;

পূতিনস্য ; অন্ত্রাবরণ প্রদাহ ; পলিপস্ বা বহুপাদ। কর্ণমূল ; গৃধ্রসী ; শীতাদ ; চর্ম্মরোগ ; প্লীহার কাঠিন্য বা বিবৃদ্ধি ; উপদংশ ; কণ্ঠমধ্যে শ্লেষ্মা জমা ; টাক ; নানা প্রকার ক্ষত ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—রুগ্ন-শিশু দিবারাত্র ঘুমায় না, ক্রমাগত খুঁৎ খুঁৎ করে, এবং রোদন করিতে থাকে (যালাপা:) ; কিম্বা সমস্ত দিন শান্ত শিষ্টের ন্যায় থাকে কিন্তু রাত্রে অত্যন্ত ছটফট করে, মাতাকে বিরক্ত করে এবং চীৎকার করিতে থাকে (সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় এবং সমস্ত দিন কাঁদে=লাই:)। রোগী সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন-চিত্ত ; সশঙ্কিতভাব ; সর্ব্বদা স্বীয় ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তা করে (পল্সে: সিপী:)। স্বীয় পারলৌকিক মঙ্গল সম্বন্ধে বিষাদ (আর্স: ক্যালী-ফস্: ল্যাকে: লীলি-টাই: লাই: ষ্ট্রামোন্: সল্ফ: থুযা: ভেরেট:) অত্যন্ত মুহ্যমান এবং সর্ব্বদা আত্মহত্যা করিবার কথা ভাবে (আরাম্: আস্: অ্যাক্টীয়া: ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাকে: পল্সে: জিঙ্কাম্:) ; স্বীয় আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে নৈরাশ্য (আর্স: ল্যাকে: লীলি-টাই: মিলিলোট: ভেরেট:) ; স্বীয় আরোগ্য সম্বন্ধে নৈরাশ্য (আর্স: লরো: ল্যাল্কে: ওপী: হেলিবো: ভ্যালি: সিপী:)। অত্যন্ত বিমর্ষ ; রোগী মনে করে সে আর বাঁচিবে না (অ্যাকোন্: আর্স: অ্যাক্টীয়া: ক্যাল্কে: জেল্সি: ফস্: প্ল্যাট:) ; বিষয়কার্য্যে বা ব্যবসায় লোকসান বা বিফল মনোরথ হইবার ভয় ; রোগী অনবরত নৈরাশ্য প্রকাশ ও খুঁৎ খুঁৎ করিয়া নিজেকে ও পরিবারবর্গকে ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্ত করিয়া তোলে। ভয়ানক গাত্র কণ্ডুয়ন বশতঃ রোগী উন্মত্ত ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া যায়।

মস্তক।—মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবশীল পুরাতন শিরোবেদনা,—নিদ্রিত অবস্থায় শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন মাত্র যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় ; যন্ত্রণায় রোগিণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। শিরোঘূর্ণনসহ শিরোবেদনা। যেন কেহ রোগীর ললাটের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে এইরূপ শিরো-বেদনা, যন্ত্রণায় রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় (ক্যানাব-ইন্: স্ক্যাট-মিউ:)। শিরোবেদনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দৃষ্টি কম্পিত হইতে থাকে কিম্বা অস্পষ্ট দৃষ্টি লোপ হইয়া যায় (আইরিস: ল্যাক্-ডিফ্লোর: ক্যালী-বাই:) ; কিম্বা দৃষ্টি সমক্ষে উড্ডীয়মান কাল বিন্দু বা বৃত্ত সকল দৃষ্ট হয়। শিরোবেদনা আবির্ভূত হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হয় (ফস্:—ক্ষুধার জন্য শিরোবেদনা=কষ্টি: লাই: সাইলি:—ক্ষুধার উদ্রেক মাত্র না খাইলে শিরোবেদনা=ইল্যাপ্স:) ; কিছু আহার করিলেই বেদনার উপশম হয় (অ্যানাক্: এরাম্-ট্রাই: ক্যালী-বাই: চেলিড:—বৃদ্ধি=ক্যালী-ফস্: ক্যাল্কে-ফস্: কার্ব্বো-ভেজি: হায়ো:) আর্ত্তবাস্রাব বা কচ্ছু প্রতিরোধ সম্ভূত ; উপশম= নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে (বীউফো: ফেরাম-ফস্: ম্যাগ-সল্ফ: মিলিলোট: র‍্যাফেনাস্:)। মস্তকের কেশ শুষ্ক, চাক্‌চিক্যহীন, সহজে জটা পাকাইয়া জুড়িয়া যায় (লাই: স্ক্যাট-মিউ: পেট্রোল: ন্যা-মু:) নখকচ=অ্যান্ট-টার্ট: ব্যারাই: সার্সা: টিউবার্কিউলিম্: ভিঙ্কা: ভায়োলা-ট্রাই:)। মস্তকের ত্বক শুষ্ক, শল্ক বা মরামাস খুস্কিকাপাতশীল এবং দুর্গন্ধ রসার্দ্র, ব্রণাকর চিপিটিকাবৃত

এবং তাহা হইতে আঠার ন্যায় দুর্গন্ধ রস নিঃসৃত হইয়া কেশ সকল জটা পাকাইয়া যায় (গ্র্যাফ: মেজের: ভিঙ্কা: ভায়োলা-ট্রাই:)।

চক্ষু।—ভয়ানক আলোকাতঙ্ক, অক্ষিপুট প্রদাহান্বিত; চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না (গ্র্যাফ: হিপার: ক্যাল্কে-সল্ফ:); উপাধানে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, চক্ষে আলোক মাত্র সহ্য হয় না (মিডহ্নাম্:)। চক্ষু প্রদাহাধিকারে,—চক্ষু মধ্যে যেন ধূলিকণা পতিত হইয়াছে এইরূপ কর্কর করে এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে (ইউফ্রে:)।

কর্ণ।—কর্ণের উপর এবং পশ্চাৎ অংশ ক্ষয়িতত্বক এবং তদুপরে আর্দ্র চিপিটিকা উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে নিরন্তর আঠার ন্যায় রস পড়িতে থাকে (গ্র্যাফ: মেজের:)। কর্ণ হইতে পূযস্রাব,—পূয পাতলা, কষায় ও ক্লেদবৎ এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ, যেন পচা মাংসের ন্যায় (অ্যা-কার্ব্বল্: অ্যা-নাই: লাই: সিলি: টেলীউ:); কবে হাম হইয়াছিল সেই হইতে আর কর্ণপরিস্রাব ভাল হয় নাই।

মুখমণ্ডলাদি।—নাসাসর্দ্দি,—নাসিকা ও বায়ুমার্গ হইতে পীতহরিৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয়; এক মুহূর্ত্ত রুমাল না হইলে চলে না; নাসারন্ধ্রের খুব ভিতরে বোধ হয় যেন কি একটা আটকাইয়া রহিয়াছে এবং তজ্জন্য রোগীর বমনোদ্রেক হয়। ব্রণ,—সাধারণ ও পাটল; ঋতুর সময় এবং কফি, মেদময় দ্রব্য, চিনি ও মাংস ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধি হয় (ইউজিনিয়া: য্যাম্বসের পর ক্যালী-ব্রোম্: ব্রণর পক্ষে বিশেষ ফলোপধায়ক এবং তাহাতেও বা অন্য কোন ঔষধে উপকার না হইলে "সোরিণাম্" প্রয়োজ্য)। মুখের কোণ বিদারিত ও ক্ষতান্বিত (কণ্ডীউর্যাঙ্:)।

কণ্ঠ।—গলগ্রন্থি প্রদাহ,—গ্রন্থিদ্বয় অত্যন্ত স্ফীত; কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা হয়; কণ্ঠাভ্যন্তর জ্বালা করে এবং বোধ হয় যেন ঝলসিয়া গিয়াছে (এপীস: ব্যাক্স-ক্যান্: ক্যাপ্স:); গলাধঃকরণকালে কণ্ঠ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত তীব্র ছেদন বা বিদারণবৎ বেদনা অনুভূত হয় (সিফিলিন্:—কোন যন্ত্রণা হয় না = ব্যারাইটা-কার্ব:)। মুখ হইতে অনর্গল দুর্গন্ধ লালা নিঃসৃত হয় (অ্যা-নাই: ম্যাঙ্গিন্: ম্যাক্: মার্ক ডাল্: মার্ক-প্রোটঃ)। কণ্ঠ মধ্যে অনবরত গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ তাহা কাসিয়া বাহির করে (ব্রাই: ক্যাট্-আর্স: প্যারিস্: ক্যালী-বাই: হাইড্রাষ্ট: ভেরীয়োলিন্:)। ডাঃ এইচ, সি, অ্যালেন বলেন ইহা যে কেবল গলগ্রন্থি প্রদাহের তরুণ অবস্থায় হিতকারী তাহা নহে; ইহা দ্বারা রোগীর গলগ্রন্থি প্রদাহাধিকার প্রবণতা পর্য্যন্ত নিরাকৃত হইয়া থাকে। যখনি কাসিয়া শ্লেষ্মা তুলিবার উপক্রম করে তখনই মটর পরিমাণ পনীরের ডেলার ন্যায় কটুস্বাদ ও পূতিগন্ধ বিশিষ্ট জমাট শ্লেষ্মা উত্থিত হয় (ককাস্: ক্যালী-মিউ: মিডহ্ন্: স্কীলা: সিলি: লাই:)। কণ্ঠাভ্যন্তর ক্ষতান্বিত এবং গলাধঃকরণকালে তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয়; কেবল শীতল খাদ্য অনায়াসে আহার করিতে পারে।

পাকস্থলী।—পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধ উদ্গার (অ্যাগার: অ্যান্ট-টার্ট: ডায়োস্কো: গ্র্যাফ: ম্যাগ-মিউ: সল্ফ: সিপী: সল্ফ:)। জলপানান্তে লালা নিঃসরণ; শয়ন করিলে পেট

ব্যথা করিতে থাকে,—কিছু আহার করিলে উপশম হয়। শয়ন করিলে মুখে জল উঠিতে থাকে; উঠিয়া বসিলে আর থাকে না। আহারান্তে এবং আহারের পর তামাকু সেবনকালে হিক্কা উঠিতে থাকে। বমন,—অম্লাক্ত পদার্থ এবং শ্লেষ্মা বমন হয় এবং তজ্জন্য দাঁত টকিয়া যায় বা দন্ত সকল হর্ষিত হয়, বিশেষতঃ প্রাতে আহারের পূর্ব্বে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোগীর ভয়ানক ক্ষুধার উদ্রেক হয় (অ্যাবীয়োজ: চিনিন্-স: টাউক্রি: লাই: ফস্: ইগ্নে: সেলিন্: সল্ফ: টেলীউ:); কিছু খাইতেই হইবে (সিনা: সল্ফ:)।

অন্ত্রাশয় ও মলান্ত্র।—যকৃৎ প্রদেশে নিষ্পেষণ বা সূচীবেধবৎ বেদনা; বৃদ্ধি ॥ টিপিলে এবং দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিলে (বেল্: লাই: মার্ক: টিলীয়া:); ব্যথার জন্য হাঁচিতে, হাসিতে, হাই তুলিতে, কাসিতে, গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে এবং বেড়াইতে পারে না। প্লীহা প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা; স্থির হইয়া দাঁড়াইলে; পাদচারণ করিলে আবার আরম্ভ হয় এবং অবশেষে স্থির হইয়া থাকিলেও ব্যথা করে। কুল্পি বরফ খাইলে উদরাধ্মান সংঘটিত হয়। প্রাতে উদর মধ্যে হুড়হুড় গুড়গুড় প্রভৃতি অন্ত্রকূজন শ্রুত হয়। নিঃসৃত বাষ্প অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। প্রাতে এরূপ পেট খুঁচিতে থাকে যে রোগীকে দৌড়াইয়া পায়খানায় যাইতে হয়; মলত্যাগান্তে উপশম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে উদর মধ্যে ব্যথা; আহারান্তে উদরাময়,—হঠাৎ বেগ উপস্থিত এবং পায়খানায় যাইতে বিলম্ব সহে না (অ্যালো: সাইকীউ: সিষ্ট্যাস্: ক্রোটন: লীলি-টাই: সল্ফ:); মল জলবৎ, আমময় ঘোর কপিশবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট (কার্ব্বো-ভেজি: কলোসিন্থ: পডো: সাইলি:); অসাড়ে নির্গমনশীল (ওলীয়্যান্: ওপী: ফস্: রাস: সিকেলী:); বৃদ্ধি রাত্রি ১টা হইতে ৪টার মধ্যে (সাইকীউ: পডো:)। সঙ্কটাপন্ন তরুণ রোগের পর, শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে কিম্বা জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের সময় আবির্ভাবশীল মলতারল্য। মল-কাঠিন্য,—দুরারোগ্য (কষ্টি: নক্স: ওপী: প্ল্যাট: প্লাম্: সল্ফ:); কোমর অত্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে (ল্যাকে: লাই: মার্ক:); মলান্ত্রের সঙ্কোচন শক্তিরাহিত্য সম্ভূত (অ্যালীউ: ব্রাই: ওপী:) এবং যখন সল্ফার প্রয়োগে উপকার হয় না। মলত্যাগান্তরে জ্বালাজনক অর্শ।

প্রস্রাব।—প্রস্রাব করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মূত্রাধার মুখশায়িকা গ্রন্থি হইতে রস নির্গলিত হয়। প্রস্রাবের তলানি লালবর্ণ এবং উপরে চর্ব্বির ন্যায় ভাসে (হিপার: লাই: মিডহ্বন: সল্ফ:)। শয্যামূত্র বা অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ,—মূত্রাশয়ের অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত সম্ভূত (কষ্টি: কণ্ডীউর‍্যাং: ডাল্ক্যা: জেল্সি: ফস্:); পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় আবির্ভাবশীল; কিম্বা পূর্ব্বে যাহার পামাকচ্ছু হইত বা হইয়াছিল এরূপ রোগীর দুরারোগ্য শয্যামূত্র।

পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য বশতঃ সঙ্গমাকাঙ্ক্ষার হ্রাস। সঙ্গমে বীতরাগ। সঙ্গমকালে রেতঃস্খলন হয় না। লিঙ্গমুণ্ড প্রদাহান্বিত এবং তদুপরে একটী ক্ষত উৎপন্ন হওয়ায় উহা স্ফীত হইয়া উঠে এবং অত্যন্ত ভারি বোধ হয়। বহুকালের দুরারোগ্য প্রমেহ,—আরামও হয় না এবং স্রাবও প্রতিরোধ করা যায় না। প্রভাতে লিঙ্গোদ্গম হইয়া রেতঃস্খলন হয় (কার্ব্বো-ভেজি: সাইলি:)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত বিলম্বে আবির্ভূত হয় এবং স্রাবও অত্যন্ত সামান্য হইয়া থাকে। কচ্ছুবিষদুষ্ট ধাতুবিশিষ্টদিগের আর্ত্তবাভাব (সল্ফ:)। প্রদর, বড় বড় চাপ চাপ এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট পদার্থ নির্গত হয়; নিতম্ব ও দক্ষিণ শ্রোণিদেশে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয় এবং রোগিণী অত্যন্ত অবসাদ ও আবল্য অনুভব করে। গুটিলাময় মল নির্গমাধিকারে মলদ্বার হইতে যোনি পর্য্যন্ত দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন উদ্রেক হয়, বিশেষতঃ রাত্রে। যোনিদ্বারের উপর ক্ষতোপজনন। কবে আঘাত লাগিয়াছিল সেই জন্য বাম ডিম্বাধার অত্যন্ত স্ফীত ও অনমনীয়। গর্ভাবস্থায়,—দুর্দ্দমনীয় বমন আরম্ভ হয় (অ্যা-কার্ব্বল্: সিম্ফারিকার্পস্:); গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক নড়িতে থাকে (আর্নিকা: লাই: ওপী: সাইলি: থুযা:;—যেন ভ্রূণ ডিগবাজী খাইতেছে=লাই:—অষ্টম মাসে শিশু এত নড়ে যে গর্ভিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়)।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি,—প্রতি বৎসর শীতকালে পুনরাবির্ভূত হয় (রাউমেক্স: সিপীয়া:)। শুষ্ক কাসি,—কাসিতে কাসিতে শ্বাসাল্পতা সংঘটিত হয়। কাসি,—কচ্ছু বা পামাকচ্ছু প্রতিরোধাত্মক, প্রায় এক বৎসরের পুরাতন কাসি; বৃদ্ধি=প্রাতে নিদ্রাভঙ্গান্তে (কার্ব্বো-ভে: ক্যালী-বাই: সাইলি:) এবং সন্ধ্যার পর শয়নান্তে (ক্যালী-কার্ব: পল্সে: ফস্: টিউবার্কিউলিন্:); গয়ার সবুজ, হরিৎ কিম্বা লবণ স্বাদবিশিষ্ট; কখনও বা পূযবৎ (অ্যা-নাই: কার্ব্বো-ভেজি: ক্যালী-বাই: সাইলি:); অনেকক্ষণ কাসিলে তবে শ্লেষ্মা উত্থিত হয়। শ্বাসরোগ বা শ্বাসকৃচ্ছ্র,—উঠিয়া বসিলে (ল্যাকে:) শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বক্ষের বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; নির্ম্মল বায়ু সেবনেও শ্বাসকৃচ্ছ্রের উপবৃদ্ধি সংঘটিত হয়; উপশম=বক্ষের নিকট হইতে বাহুদ্বয় যতদূর সম্ভব পৃথক করিয়া শয়ন করিলে (বক্ষের উভয় পার্শ্বে বাহুদ্বয়); রোগী প্রাণের আশা ত্যাগ করে।

ত্বক।—অত্যন্ত চর্ম্মরোগ প্রবণতা (সল্ফ: হিপার: গ্র্যাফ:); গাত্রে আঁচড় লাগিলেই তাহা পাকিয়া উঠে (হিপার: গ্র্যাফ:); গাত্রত্বক শুষ্ক এবং নিষ্ক্রিয়, প্রায় স্বেদোদ্গম হয় না; অত্যন্ত অপরিষ্কার,—যেন কত কাল গাত্র ধৌত করা হয় নাই; অমসৃণ ও তৈলাক্তবৎ চট্‌চটে; ক্ষতাদির উপরে প্রলেপ দ্বারা নিবারণ জনিত পীড়াদি। কচ্ছু অবরুদ্ধ হইবার পর শীতপর্ণিকা বা আমবাত,—পরিশ্রম করিলেই আমবাত উদ্গত হয়। দুরারোগ্য কচ্ছু বা পাঁচড়া,—প্রথমোদ্গত ক্ষত সকল ভাল হইবার পর দেহের স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ পূযবটী উদ্গম। জানুর গহ্বর মধ্যে শুষ্ক কণ্ডুয়নজনক উদ্ভেদ উদ্গত হয়। রসস্রাবী ও কণ্ডুয়নজনক আঁচিল (অ্যা-নাই: ক্যালী-কার্ব:=অসহনীয় কণ্ডুয়ন ও জ্বালাযুক্ত=স্যাবাইনা:;—মুখমণ্ডলে ও হস্তের উপর কণ্ডুয়নযুক্ত=সিপীয়া:)। অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হয়,—ঈষন্মাত্র পরিশ্রম করিলেই (সিঙ্কোনা: কুরারী: গ্র্যাফ: লাই: মার্ক: স্যাট্-কার্ব: সাইলি:) এবং রাত্রিতে (অ্যা-অ্যাসেট্: ক্যাল্কে: চায়না: লাই: মার্ক: সলফ:); স্বেদোদ্গমান্তে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (অ্যালো: ক্যাল্কে: ক্যাম্ফোরা: ন্যাট্-মিউ: অ্যা ফস্: সেলিন্:) (ডাঃ যে: বি: বেল্:)। তরুণ রোগের শেষাবস্থায় অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইয়া সকল যন্ত্রণার শান্তি হয় (ব্রাই: ক্যালেন্ড: ক্যাম্বো: জেল্: ন্যাট্-মিউ:—শিরোবেদনা ব্যতীত আর সকল যন্ত্রণার লাঘব হয়=ইউপেটো-পার্ফো:)।

শুষ্ক, শল্কপাতশীল কচ্ছু গ্রীষ্মকালে ভাল হইয়া যায় আবার শীতের হাওয়া পড়িলেই পুনরাবির্ভূত হয় (অ্যালো:)।

রোগীর গাত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (অ্যা-কার্ব্বল: কোণা: হিপার:), স্নান করিলেও দুর্গন্ধ যায় না (সল্ফ:)।

সার্ব্বাঙ্গিক।—কচ্ছুবিষদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট রোগী (অ্যালীউ: ব্যাসিলিন্: হিপ্: সল্ফ:) ইহার উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র। পুরাতন রোগে, যখন অন্য কোন ঔষধে রোগের নিরাকরণ বা স্থায়ী উপকার না হয়, তখন সোরিণাম্: (উচ্চ ক্রমের) প্রযোজ্য। তরুণ রোগে প্রতিক্রিয়াভাব; রোগ ভাল হইবার পরেও রোগীর ভাল ক্ষুধা হয় না, দেহ সারে না, রোগী দেহের জড়তা বোধ করে এবং বেশ স্ফূর্ত্তি পায় না (ক্যাল্কে-ফস: সল্ফ্—উচ্চতম ক্রম্ এক মাত্রা)। শিশু ক্যাকাশে রোগপ্রবণ এবং শীর্ণ। অপরিমিত শোণিতাদি দৈহিক রসক্ষয় জনিত এবং তরুণ রোগান্তিক দুর্ব্বলতা। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা; তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যখন তখন মচ্‌কাইয়া যায় এবং ব্যথা প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত শৈত্যাধিকারপ্রবণ দেহ (ব্যারাই: ক্যাল্কে:),—একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ হয়; গ্রীষ্মকালের ন্যায় জলবায়ুতেও গরম বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত রাখে (হিপার: মার্ক: গ্র্যাফ: ব্যারাই-কার্ব:) ঝড় বৃষ্টির সময় বা কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে রোগী অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কচ্ছু বা অন্য কোন চর্ম্ম-রোগ প্রতিরোধ বা প্রত্যাবৃত্তি সম্ভূত নানা প্রকার পীড়া (সল্ফ:)।

কোন রোগ বা জ্বর আবির্ভূত হইবার ঠিক পূর্ব্ব দিবসে রোগী অত্যন্ত দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে (জ্বর আক্রমণের পূর্ব্বরাত্রে অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করে=চায়না:) রোগীর দেহ হইতে যে কোন স্রাব নির্গত হয়,—তরল মল, প্রদরস্রাব, আর্ত্তব, শোণিত বা ঘর্ম্ম,—সকলই অত্যন্ত পূতিগন্ধময়,—যেন পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। ধাতুগত তীব্র কচ্ছুবিষ; রোগী অত্যন্ত সূক্ষ্মস্নায়ু, অস্থির এবং সামান্য কারণে চমকাইয়া উঠে।

নিদ্রা।—শেষ রাত্রে দস্যুর, ভ্রমণের এবং বিপৎপাতের মহা ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখে; যেন পায়খানায় বসিয়া রহিয়াছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া শয্যায় মলত্যাগ করিয়া ফেলে। দুর্দ্দমনীয় কণ্ডুয়ন জন্য রাত্রে নিদ্রা হয় না।

শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।—অধিকাংশ স্থলে সন্ধ্যার সময় জ্বর আইসে; শীতাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে এবং বাহুর উর্দ্ধাংশে ও উরুদ্বয়ে শীত অনুভূত হয়। শীত বশতঃ শীৎকার অনুভূত হয় এবং চরণ হিমবৎ শীতল হইয়া যায়। জলপান করিলেই কাসি হয় (সবিরাম জ্বরাধিকারে =সাইমেক্স:)। উত্তাপ অবস্থায় মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। সন্ধ্যার পর প্রবল উত্তাপ আবির্ভূত হয়, রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে এবং প্রবল তৃষ্ণা ও অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম হইতে থাকে। কি শীত, কি উত্তাপ, উভয় অবস্থাতেই উত্তাপ, ঘর্ম্ম ও তৃষ্ণা প্রাবল্য দেখা যায় (ক্যাল্কে: সল্ফ:)। ঘর্ম্মাবস্থা,—পাদচারণকালে রোগী ঘর্ম্মে আপ্লুত হইতে থাকে এবং তদনুসারে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভূত হয় (ব্রাই: চায়না, কার্ব্বো অ্যান্:)। মুখমণ্ডলে, করতলে এবং বিটপতলে একটু নড়িলে চড়িলেই অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম

হয়।—শেষরাত্রে ওটার সময় অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম। ঘর্ম্মোদ্গমান্তে সকল যন্ত্রণা ও উপসর্গের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কোন রোগের আরোগ্যমুখে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম (ক্যালী-কার্ব:—কিন্তু ইহাতে সোরিনামের নৈরাশ্য নাই)।

বৃদ্ধি।—কণ্ডুয়নান্তে, গাড়ী চড়িয়া বেড়াইলে, আহারের অব্যবহিত পরে, শীতল জলাদি পানান্তে, দক্ষিণপার্শ্বে ফিরিয়া শুইলে, পাদচারণে, দেহ সঞ্চালনে, সন্ধ্যার সময় এবং দ্বিপ্রহর রাত্রে, শেষ রাত্রে, নির্ম্মল বায়ু সংস্পর্শে বিদ্যুৎ ও ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্বে, গ্রীষ্মকালে এবং পূর্ণিমার সময়।

উপশম।—শয়নান্তে (কিন্তু কাসির বৃদ্ধি হয়), স্থির হইয়া থাকিলে, গৃহমধ্যে অবস্থিতি কালে আহারের সময় এবং নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবান্তে (শিরোবেদনা)।

সম্বন্ধ।—**অনুপূরক**—সল্ফার; টিউবার্কীউলিনাম্।

দোষঘ্ন।—কফিয়া। সোরিনামের পর অ্যালীউ: বোরাক্স: হিপার: সল্ফার: টিউবার্কীউলিনাম্ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। গর্ভবতীদিগের বমনাধিকারে অ্যা-ল্যাক্টিকের পর এবং ডিম্বাধারের আঘাত জনিত রোগে আর্ণিকার পর সোরিনাম্ এবং স্তন্য কর্কট রোগে সোরিনামের পর সল্ফার প্রয়োগ বিধেয় (ডাঃ এইচ: সি: অ্যালেন্)।

প্রতিকূল।—ল্যাকেসিস্:।

সদৃশ।—কার্ব্বো-ভেজি: চায়না, অ্যা-ফস্: ব্যারাইটা-কার্ব: ন্যাট্‌-মিউ: ফস্: ক্যালী-কার্ব: ওপী: ভ্যালি:।

তুলনীয়।—দিবারাত্রি শিশুগণ কাঁদে (জ্যালাপা:); সমস্ত দিন ভাল থাকে, রাত্রিতে কাঁদে (লাইকোর বিপরীত); শিরঃপীড়া ক্যালিবাই; আনাকার্ড। উদ্ভেদ বা কণ্ডুসমূহ সহজে পাকে—হিপার। পানে কাসি—(কষ্টিকাম)। মুখ মৃত্তিকাবৎ—ষ্ট্যান্নাম। জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়াছে—স্যাঙ্গু। আরোগ্যকালে প্রচুর ঘর্ম্ম—সোরই:। আরোগ্য হতাশ—চায়না: ক্যাপসি: ওপিয়ম:। প্রতিক্রিয়ার অভাব—ওপিয়ম: কার্ব্ব-ভেজি:। রাত্রিতে ক্ষুধা—চায়না: সল্ফ: ফস্ (ইত্যাদি)।

শক্তি।—৩০ শততমিক হইতে সহস্র শততমিক ক্রম (শীঘ্র পুনঃ প্রয়োগ উচিত নহে)।

পাইরোজিনীয়াম্

(PYROGENIUM.)

নামান্তর।—পাইরেক্সিন: সেপ্সেন্।

প্রস্তুতি।—পূতি প্রাপ্ত মাংসাদির রস হইতে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—স্ফোটক ; মলাস্ত্রের নকট ঘর্ম্ম ; শয্যাক্ষত ; মূত্র-গ্রন্থির পীড়া ; অতিসার ; আমরক্ত ; পামা ; সান্নিপাতিক জ্বর ; নালীক্ষত ; শিরঃপীড়া ; হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার লোপ ; হৃৎপিণ্ডের অস্থিত্ব অনুভব ; বিলেপী বা ক্ষয়-জ্বর ; অবিরাম-জ্বর ; বহুব্যাপক সর্দ্দিরোগ ; অন্ত্রের অবরোধ এবং ক্ষত ; প্রসব বেদনা ; সুতিকাজ্বর ; ডিম্বাধারে স্ফোটক ; অন্ত্রাবর্ত্তন প্রদাহ ; ফুসফুসীয় যক্ষ্মা ; বিষাক্ত জ্বর ; সুতিকাজ্বর ; পূযস্রব ; কশেরুকার বক্রতা ; অন্ত্রের ক্ষয়রোগ ; গুটীকা রোগ ; অন্ত্রের প্রদাহ ; শিরাস্ফীতি ও ক্ষত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ইহা প্রকৃতপক্ষে বা নৌষধ নহে, তবে তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ বটে, কারণ সকল প্রকার পূয সংস্রব সম্ভূত রোগে ইহাদ্বারা মহদুপকার সাধিত হইয়া থাকে। প্রসবান্তিক জ্বর বা স্ফোটকাদি ব্যবচ্ছেদকালে ব্যবহৃত অস্ত্রের ক্ষত সম্ভূত জ্বর, বাটীর পূতি প্রাপ্ত জলপ্রণালী হইতে উদ্ভূত বাস্পাদি জনিত জ্বর, পূতিপ্রাপ্ত মাংস ভক্ষণ জনিত জ্বর, উপঝিল্লী প্রদাহ রোগাশ্রিত জ্বর, বাতশ্লেষ্মা জ্বর, প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ হিতকারী। এই সকল রোগে ইহার একটি প্রধান নির্ণায়ক লক্ষণ—"স্থায়ী অল্প কোন সযত্ন নির্ব্বাচিত ঔষধে রোগের প্রতিকার বা স্থায়ী উপকার হইতেছে না।" উত্তাপ ও ঘর্ম্ম সংমিশ্রিত ভয়ানক কম্প, কিম্বা ঘর্ম্ম রহিত উত্তাপ বা জ্বরাধিকারে প্রত্যঙ্গাদি মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা ; রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে,—উত্তাপ সংস্পর্শে ও দেহ সঞ্চালনে অস্থিরতার উপশম হয় ; আর্ণিকা ও ব্যাপ্টিশীয়ার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, ইউপেটোরীয়াম্-পার্ফোলীয়েটাম্এর ন্যায় অস্থি বেদনা এবং রাস-টাক্সিকোডেণ্ড্রণের ন্যায় দেহ সঞ্চালনে ও উত্তাপ সংস্পর্শে অস্থিরতার উপশম,—সমস্তই আলোচ্য ভেষজের নির্ণায়ক লক্ষণ। ক্ষয়কাসির শেষাবস্থায় বিলেপী জ্বরে এবং পূয সংস্রব জনিত জ্বরে এই সকল লক্ষণ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সুতিকাজ্বরে, ইহার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, পাইরোজিনীয়াম্ দ্বারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উপকার সাধিত হইয়া থাকে ; বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে যখন ব্যাপ্টিশীয়ার ন্যায় মস্তিষ্কের আবিলতা বর্ত্তমান থাকে অথচ জ্বর এত অধিক যে ব্যাপ্টিশীয়া দ্বারা তাহা দমন হওয়া অসম্ভব, তখন পাইরোজিনীয়াম্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভেষজ। জ্বর ১০৬ এবং সমগ্র দেহ ব্যথা করিতে থাকে, তখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাইরোজিনীয়াম্ দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়, এবং যদি উত্তাপে ও দেহ সঞ্চালনে রোগীর যন্ত্রণার উপশম বোধ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সেই জ্বর পাইরোজিনীয়াম্ মুকুলে বনষ্ট হইবে। পশ্চাল্লিখিত কতিপয় লক্ষণ ইহার প্রকৃতিগত :—

শয্যা অত্যন্ত কঠিন বোধ হয় (আর্ণিকা:) ; রোগী দেহের যে অংশ চাপিয়া শয়ন করে সেই অংশে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয় (আর্ণি: ব্যাপ্টি:) ; দুই এক দিবসের মধ্যেই শয্যাগত হইতে আরম্ভ হয় (অ্যা-মিউ: ব্যাপ্টি: অ্যা-কার্ব্বন্:)।

রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রদর্শন করে, এবং অধিকক্ষণ দেহের এক অংশ চাপিয়া শয়ন করিলে ব্যথা হয় (আর্ণি: ব্যাপ্ট:) বলিয়া অনবরত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (আর্ণি: ইউপেট্: রাস্:)।

রোগীর দেহজ পদার্থ মাত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; রোগীর দেহ, নিশ্বাস, ঘর্ম্ম এবং মল, মূত্র ও নির্গত আম্রাব হইতে ভয়ানক পূতিগন্ধ বা পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ নিঃসৃত হয়।

পূতিস্রবণ পয়ঃপ্রণালী জনিত জ্বর, পূযসংস্রব জনিত বিষ ইহার বিষয়ীভূত।

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রোগিণীর একবার সূতিকাজ্বর হইয়াছিল, সেই হইতে আর রোগিণী স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে নাই"—ইহার একটী সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

লক্ষণাবলী।

মন।—বাক্‌প্রিয়তা রোগী অত্যন্ত বকে, স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুতগতিতে উদ্ভাবন করিতে এবং কথা কহিতে পারে; ক্রোধপ্রবণ। বিকার প্রকাশ পায় এবং স্বীয় দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সম্বন্ধে ভ্রম জ্ঞান উপস্থিত হয় (ব্যাপ্টি: পেট্রোল্: ষ্ট্র্যামোন্:) শয্যায় শায়িত অবস্থায় রোগীর মনে হয় যেন তাহার দেহ সমগ্র শয্যা আবৃত করিয়া রহিয়াছে (রোগীর মনে হয় যেন শয্যায় তাহারা তিন জন শুইয়া রহিয়াছে এবং যেন তাহার গাত্র বস্ত্র তিন জনের কুলান হইতেছে না (ব্যাপ্টি:)। রোগী বেশ বুঝিতে পারে যে তাহার মস্তক উপাধানে রহিয়াছে কিন্তু দেহের অবশিষ্টাংশ কোথায় রহিয়াছে স্থির করিতে পারে না (আমি একটী সূতিকা রোগিণী দেখিতে গিয়া তাঁহার হাত দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রোগিণী বলিলেন তাঁহার শ্বশ্রূমাতা তাঁহার হস্ত ঝাঁট দিয়া গৃহের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন,—এইটীও পাইরোজি নিয়মের একটী প্রধান ও সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ)। রোগিণীর মনে হয় যখন সে দক্ষিণপার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করে তখন সে একব্যক্তি এবং বামপার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিলে সে আর একব্যক্তি হইয়া যায় (রোগীর মনে হয় যে সে কোন বস্তু দেখিবার বা কথা কহিবার পূর্ব্বে অন্য ব্যক্তি হইয়া যাইবে (অ্যালীউ:)। রোগীর বোধ হয় যেন তাহার দেহের চতুষ্পার্শ্বে হইতে হস্ত ও পদ দোদুল্যমান রহিয়াছে।

মস্তক।—শিরোমধ্যে শোণিত সঞ্চয়াতিশয্য এবং তন্মধ্যে ক্ষণপ্রকাশশীল বেদনা ও দপ্‌দপানি; খুব টিপিয়া দিলে উপশম বোধ হয়। মস্তকে অপর্য্যাপ্ত স্বেদোদ্গম। কাসিলে শিরোপশ্চাতে ব্যথা বোধ হয় (সীপা: কোকা: জিঙ্কাম্:)। মস্তকে বোধ হয় যেন টুপী রহিয়াছে। মস্তক এপাশ ওপাশ করা কম্পনের ন্যায় ঘোরা।

চক্ষু।—অক্ষিগোলক অত্যন্ত ব্যথান্বিত; অক্ষিগোলক বহির্দ্দিকে বা উপরদিকে ঘুরাইলে তন্মধ্যে ব্যথা বোধ হয়। চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে।

কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে ঘা বা বাষ্পবৎ আলি কর্ণ শীতল ও লাল।

নাসিকা।—পূযসংস্রব সম্ভূত রোগাধিকারে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব। নাসাপুট ব্যজনবৎ আকুঞ্চন প্রসারণ (লাই:)।

মুখমণ্ডল।—ম্লান, ফ্যাকাশে, অস্থিসার, গণ্ড ও চক্ষুদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট এবং শীতল স্বেদাপ্লুত (-ব্যাপ্টো: কার্ব্বো-ভেজি: অ্যাসিড্-কার্ব্বল্ ল্যাকে মার্ক:। গণ্ডদ্বয় আরক্তিম এবং এত উত্তপ্ত যে স্পর্শ করিলে হস্ত দগ্ধ হইয়া যায় (ক্রিয়ো: লাই:)।

মুখমধ্য।—মুখ যেন পচিয়া থাকে এবং মুখের স্বাদ মিষ্টবৎ ; কিম্বা পূতিময়, বা পূয়বৎ ; যেন তন্মধ্যে স্ফোটক বিদীর্ণ হইয়া তাহা হইতে পূয নির্গলিত হইয়া মুখ মধ্যে আসিতেছে।

জিহ্বা।—বৃহৎ এবং লোল ; নির্ম্মল, মসৃণ এবং যেন বার্নিস করা হইয়াছে এইরূপ চিক্কণ (আর্স: ব্যাপ্টি: সিন্নাবারিস্ ; গ্নোন্: ল্যাকে: ক্যালী-বাই: টেরিব্: ল্যাক্-ক্যান্:) ; অগ্নিবৎ লালবর্ণ (গ্লোন্: ক্যালী-বাই: ল্যাকে) ; শুষ্ক বিদারিত পৃষ্ঠ এবং রোগীর কথা অস্পষ্ট (ক্রোটেলাস্, টেরিব্:)। জিহ্বা কপিশবর্ণ লেপাচ্ছন্ন (ডাঃ কেণ্ট)। জিহ্বার মধ্যস্থলে মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটি কপিশবর্ণ রেখা প্রতীয়মান হয় (এলান্থাস, আর্ণিকা, ব্যাপ্টি: ইউপেটু-পার্পীউ: হায়ো: আয়োড:)। দন্ত সকল পুপ্পিকা বা দন্তমূলে আচ্ছন্ন (ক্যালী-ফস্: অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: ব্যাপ্টি: হায়ো: রাস: অ্যা-ফস্: ষ্ট্র্যামোন্:)। মুখ হইতে পূতিগন্ধ নিঃসৃত হয়।

পাকস্থলী।—**বমন**—পিত্ত, শোণিত ; পূতিপ্রাপ্ত পদার্থ ; পাকাশয় মধ্যে প্রবিষ্ট জল তন্মধ্যে থাকিয়া গরম হইলেই বমিত হয় (ফস্:)। পুরীষ বমন (ওপী: প্লাম্:); অন্ত্র মধ্যে মল সঞ্চয়াধিক্য সম্ভূত (ওপী:) ; কফির তলানির ন্যায় পদার্থ বমন (মিঁডজ্জ্ণ, স্যাট-ফস্: ফস্:)।

উদর।—অত্যন্ত স্ফীত ও স্পর্শকাতর। পূয সংস্রব জনিত অন্ত্রাবরণী, অন্ত্র ও জরায়ুর প্রদাহ। অন্ত্রকূজন। গম্ভীর নিশ্বাস প্রশ্বাসে উদর মধ্যে বেদনা বোধ (আগার্: ক্যাল্কে:)। ছেদনবৎ শূলবেদনা (ওপী: ভেরেট্:)। উদরের দক্ষিণপার্শ্বে বেদনা প্রাদুর্ভূত হইয়া দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয় (কটি:)।

মলান্ত্র।—**মলতারল্য**—মল ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ বিশিষ্ট (কার্ব্বো-ভেজি: ল্যাকে: সোরিন্:) কপিশ বা কালবর্ণ (মার্ক: লেপ্টান্:) ; যন্ত্রণা রহিত এবং অসাড়ে নিঃসৃত হয় (অ্যালো: অ্যা-মিউ:) ; বায়ু ত্যাগকালে মল নিঃসৃত হইয়া যায় (অ্যা-মিউ: অ্যালো: ওপীয়্যাম্:)।

মলকাঠিন্য।—মলান্ত্রের আদৌ নিঃসারক শক্তি থাকে না (অ্যালীউ: ওপী: স্যালিফ:) ; জরাধিকারে অন্ত্রমধ্যে মলাধিক্য সঞ্চয় সম্ভূত দুরারোগ্য মলবদ্ধতা ; মল বৃহৎ, কালবর্ণ এবং পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট কখনও বা আঙ্গুরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল গুটিকাময় (ওপী: প্লাম্:)।

মুত্রযন্ত্র।—পুয সংস্রব, শোণিত লালা মূত্র। মূত্র স্বল্পতা পীড়াতে লাল আরোগ্য ইত্যাদি।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ ফুলিয়া পড়ে ; অণ্ডকোষ শীর্ণ পাতলা বলিয়া বোধ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু মধ্যে মৃত ভ্রূণ বা পূতিপ্রাপ্ত পরিস্রাব খণ্ড ও দুই চারি বা অধিক দিবসের মৃত ভ্রূণ অবস্থান জনিত রোগিণীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও পীড়া।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব।—ক্লেদ অত্যন্ত পাতলা, কষায় ও ত্বকক্ষয়কারক, কপিশবর্ণ এবং অত্যন্ত পুতিগন্ধময় (অ্যা-নাই:); ক্লেদস্রাব বোধান্তে কম্প দিয়া জ্বর আইসে এবং তৎপরে অপর্য্যাপ্ত দুর্গন্ধ স্বেদোদ্গম হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—দক্ষিণদিকের ফুস্‌ফুসে ও স্বল্প কাসিতে বেদনা। ফুস্‌ফুস প্রদাহের কুচিকিৎসা। নৈশ ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিতে এবং হাঁটুতে বেদনা। দুর্ব্বলতা ও অসাড় ভাব।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের অস্তিত্ব উপলব্ধি; হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত অবসন্ন বা শ্রান্ত বোধ হয়; যেন হৃৎপিণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে; কর্ণ মধ্যে যখন তখন ফড়্ ফড়্ এবং দপ্‌দপানি অনুভূতি,—তজ্জন্য রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

রোগীর যেরূপ জ্বরের প্রকোপ, তাহার মণিবন্ধস্থিত নাড়ীর গতি তদপেক্ষা অনেক গুণ দ্রুততর।

ত্বক।—রোগীর গাত্রত্বক ফ্যাকাশে,—পাংশুবর্ণ এবং শীতল (সিকেলী:); বৃদ্ধদিগের দুরারোগ্য শিরাপ্রসারণান্তিক ক্ষত (সোরিণাম্:)।

নিদ্রা।—ক্ষণকাল নিদ্রা, অস্থিরতা, নিদ্রার পর আধিক্য ইত্যাদি।

পুযসংস্রব সম্ভূত বা অন্তরোৎসেচনিক জ্বরাধিকারে হৃৎপিণ্ডের অবসাদ সূচিত হইলে ইহা একটী অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ।

পূযসংস্রব জনিত শোণিত স্রাব (যে কোন দ্বার হইতে হউক না কেন),—শোণিত ঘোর লাল বা কাল্‌চে বর্ণ। অতি ভয়ঙ্কর ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও ইহা রোগীর প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে।

জ্বর।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদনা আরম্ভ হইয়া জ্বর শীত পৃষ্ঠে আরম্ভ হইয়া থাকে; প্রচণ্ড কম্প, সমগ্র দেহের অস্থি পঞ্জর ব্যথা করিতে থাকে; উত্তাপ ১০৩০ হইতে ১০৬-৭০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; হঠাৎ উত্তাপ আবির্ভূত হয় এবং গাত্রত্বকের উপর বিন্দু মাত্র স্বেদ উদ্গত হয় না, উহা শুষ্ক, খটখটে থাকে; জ্বালাজনক উত্তাপ; নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগতি, সূক্ষ্ম এবং লৌহ তারের ন্যায় অনমনীয়; মিনিটে নাড়ীর গতি ১৪০ হইতে ১৭০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; উত্তাপের পরেই শীতল চট্‌চটে স্বেদোদ্গম হয়।

সম্বন্ধ।—নক্সভমিকা: রসটক্স: ইহার দোষঘ্ন।

তুলনীয়।—পৃথক জ্বর—ম্যালেরি: ল্যাকেসিস্:। সান্নিপাতিক জ্বরে বেদনা—ব্যাপ্ট্: আর্ণিকা: রাস:। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব—স্যাপিকা:। দুর্গন্ধ অতিসারে—সোরই:। কৃষ্ণবর্ণ মল—নোট:। কোষ্ঠবদ্ধ—স্যানিকু: ওপিয়ম: লোকিয়া: নাইট্রিক-অ্যাসিড্:। ত্বক—সিকেল্:। মাথা ধরা—বেলাড্:। পৃষ্ঠ—হিপার:।

সদৃশ।—অ্যাসিড্-কার্ব্বল্: অ্যাসিড্-ফস্: আর্স্: কার্ব্বো-ভেজি: ম্যালেরিয়া-অফিসিন্: এচিনেসীয়া: ওপী: সোরিণাম্: রাস্: সিকেলী: ভেরেট্:।

শক্তি।—ষষ্ঠ শততমিক হইতে সহস্র শততমিক পর্য্যন্ত। ৬; ৩০ ও ২০০ শততমিকই অধিক ব্যবহার হয়।

সিফিলিনাম্

(SYPHILINUM.)

নামান্তর।—লিউটিকান্।

প্রস্তুতি।—উপদংশ-ক্ষতের বিষ হইতেই প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্ফোটক; পুনঃ পুনঃ স্ফোটক হওয়া; মদাত্যয়; সুরাপান তৃষ্ণা; মলান্ত্রের বিদারণ; হাঁপানি; স্তনে বেদনা; বাঘী; কোষ্ঠবদ্ধ; শিশুগণের ক্রন্দন; বধিরতা; বাহুর আমবাত; দন্তোদ্গম; দ্বিত্বদর্শন; বাধক; মৃগী; উপদংশ বা মাথা ব্যথা; স্বরভঙ্গ; চক্ষু-তারকা-প্রদাহ; বালিকাগণের শ্বেত-প্রদর; মুখে ক্ষত; নিকট-দৃষ্টি দোষ; স্নায়ুশূল; নৈশ-ঘর্ম্ম; চক্ষুপ্রদাহ; কর্ণস্রাব; ডিম্বাধার প্রদাহ; পুতিনস্য; পাছায় স্ফোটক; অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত; মলান্ত্রের অবরোধ; আমবাত; গৃধ্রসী; নিদ্রা হীনতা; মেরুদণ্ডের ক্ষয়রোগ; চক্ষুতে নাকপড়া এবং তীর্য্য-দৃষ্টি; অবরোধ সূর্য্যাঘাত বা সর্দ্দি-গর্ম্মি; উপদংশ; দন্তে পোকা লাগা; গলক্ষত; জিহ্বা-ক্ষত; নানাপ্রকার ক্ষত; আঙ্গুলহাড়া।

লক্ষণাবলী।

মন।—স্মৃতি লোপ; পুস্তক, ব্যক্তি বা স্থানের নাম মনে থাকে না (মিডহ্নঃ); যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। রোগীর সর্ব্বদা মনে হয় যেন তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিতেছে (অ্যাম্বা: ক্যাল্কে: ক্যানাব-ইন্: সিমিসিফীউগা: হাইড্রোফোব্: ক্যালী-ব্রোম্: ল্যাক্-ক্যান্: মিডহ্নঃ নক্স:); যেন অচিরে তাহার পক্ষাঘাত হইবে (অ্যানাক্: আর্ণি: অ্যাসাফ্: বেল্:) সকল বিষয়ে ঔদাস্য (অরাম্-মিউ: ফ্লাট: ক্যালী-ব্রোম্: মার্ক: অ্যা-নাই: নক্স-মস্: ওপী: ফস্: অ্যা-ফস্:)। রাত্রি আসিলেই রোগীর মনে মহা ভীতির উদ্রেক হয় এবং তাহার প্রাণ শুকাইয়া যায়, কারণ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে রোগীর অনির্ব্বচনীয় মানসিক ও শারীরিক অবসাদ ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয় (ল্যাকে:); তাহা এত ভয়ঙ্কর যে রোগীর তদপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছনীয় বোধ হয়। রোগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বের সকল ঘটনাই বেশ মনে থাকে কিন্তু তাহার পর হইতে যত দিন রোগ ভোগ হইয়াছে তত দিনের কোন ঘটনা, নাম বা তারিখ মনে থাকে না। স্তম্ভিত, অন্যমনস্কভাব এবং অনবরত স্বীয় হস্ত ধৌত করে।

মস্তক।—স্নায়ুগত শিরোবেদনা,—যন্ত্রণায় রাত্রে অনিদ্রা (চায়না: সল্ফ:) এবং প্রলাপ আবির্ভূত হয়; বেলা প্রায় ৪ টার সময়েই প্রকোপ আবির্ভূত হয়; রাত্রি ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং প্রভাত হইবামাত্র নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় (রাত্রি ১১ বা ১২টার সময় নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়=লাই:)। পাকাশয়িক শিরোবেদনা অসহনীয় যন্ত্রণা; মস্তকের ধমনী সকল শোণিতপূর্ণ এবং ভয়ানক দপ্ দপ্ করিতে থাকে; ইহার সহিত ভয়ানক জ্বর জোর হয়,

বমন করিতে গেলে পুনঃ পুনঃ উকী উঠে; ঋতু নিয়মিত কিন্তু অতি সামান্য স্রাব হয়। কয়েক মাস হইতে প্রায়ই ঔপদংশিক শিরোবেদনার আবির্ভাব হইয়া থাকে,—দক্ষিণ চক্ষুর উপরিভাগে প্রচণ্ড বিদ্ধকরণ ও নিষ্পেষণবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং ঐ বেদনা মস্তিষ্কের অন্তরতম প্রদেশে সঞ্চারিত হয় (ব্যাসিলিনাম্:); যন্ত্রণায় রোগীর ভাবশৃঙ্খলা নষ্ট এবং স্মৃতি বিলুপ্ত হয় এবং সেই সময় কোন গণনা করিতে গেলে উপর্য্যুপরি ভুল হইয়া থাকে। মাথার চুল উঠিয়া যায় (অ্যা-নাই: অরাম্: ক্যালী-আয়োড্: পেট্রোল. আর্স-মেট:)। সন্ধিজ বা স্নায়বিক বধিরতা। মস্তকের স্থানে স্থানে গুটিকা (ক্যালী-আয়োড্: ম্যাঙ্গে: মার্ক:) উৎপন্ন হয়।

চক্ষু।—নবজাত শিশুর তরুণ অক্ষি প্রদাহ (মিডহ্রন: আর্জেন্ট-নাই: মার্ক: অ্যা-নাই: মার্ক-কর্: থুজা: অরাম্: গ্র্যাফ: ক্লিম্যাট: ফাইটো: সোরিন্:) অক্ষিপুট স্ফীত হইয়া উঠে এবং রাত্রে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়,—বিশেষতঃ শেষ রাত্রি ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত; চক্ষু হইতে অপর্য্যাপ্ত পূয নির্গলিত হয় (আর্জেন্ট-নাই: গ্র্যাফ: ক্যালী-আয়োড্: ল্যাকে: মিডহ্রন্:); শীতল জলে ধৌত করিলে যন্ত্রণার উপশম হয় (অরাম্: ফর্ম্মিকা: পল্সে:)। অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত, অক্ষি-গোলকের উপরিস্থিত বক্র-বন্ধনীর; রোগীর চক্ষু দেখিলে বোধ হয় যেন নিদ্রাবেশ বশতঃ চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে (কলোফিল্: কষ্টি: জেল্‌সি: গ্র্যাফ: সিপীয়া:)। দ্বিদর্শন,—প্রত্যেক বস্তু দুইটী দেখায়,—একটির নীচে আর একটি।

কর্ণ।—দক্ষিণকর্ণ মধ্যে অতিশয় বেদনা; কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূয়স্রাব; বধিরতা।

নাসিকা।—ঔপদংশিক পূতিনস্য বা পীনস=(অ্যাস-ফিট্: অরাম্: অরাম্-মিউ: অ্যা-ফ্লু: ক্যালী-বাই: ক্যালী-আয়োড্: ল্যাকে: মার্ক-আয়োড্: ফাইটো:), নাসিকা হইতে অতি দুর্গন্ধ শুষ্ক পিণ্ডবৎ খণ্ড সকল নির্গত হয়। নাসিকা কণ্ডুতি। নাসাপুট ও গণ্ডদ্বয়ের মধ্য স্থলে ঘোর বেগুণী বর্ণ রেখা সকল দৃষ্ট হয়।

মুখবিবরাদি।—উপদংশ জনিত মুখক্ষত=(ল্যাক-ক্যান্: ল্যাকে: মার্ক-কর্:)। মুখ এক পার্শ্বে বক্র হইয়া থাকে বলিয়া রোগীর কথা কহিতে, চর্ব্বণ করিতে বা ফুৎকার করিতে কষ্ট হয়। মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বিক পক্ষাঘাত অধিকারে অস্পষ্ট কথা, অর্দ্ধাবভেদক বা শিরার্দ্ধশূল এবং দক্ষিণ চক্ষু ও অক্ষিপুটের স্পন্দন। বক্ষ ও মুখের স্থানে স্থানে চিপিটিকাবৃত পীড়কানুসজ্ঞ উদ্গত হয়। মাঢ়ীর প্রান্তস্থিত দন্তাংশ ব্যসনাক্রান্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে থাকে এবং হলদে বর্ণ হইয়া যায় (দন্তের মূল সকল নষ্ট হইয়া যায়, শিখর বা অগ্রভাগ অক্ষত থাকে=থুযা: মেজের্:—অগ্রভাগ ক্ষয় হইয়া যায়=ষ্ট্যাফ্:)। দন্তের গর্ত্ত ক্ষয় হইয়া যায় এবং শিখরদেশ করাতের ন্যায় কর্‌করে; দন্ত সকল অত্যন্ত খর্ব্বাকার এবং অগ্রভাগ সকল সংমিলিত (ষ্ট্যাফ:)। দন্ত সকল বোধ হয় যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং মুখ বন্ধ করিলে উপরের দন্ত সকল নীচের দন্তের খাঁজে খাঁজে পড়ে না বোধ হয়।

পাকস্থ ও অন্ত্রাশয়াদি।—সুরা যে কোন রকমের হউক না কোন রোগী তাহা পান করিবার জন্য লালায়িত। পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত পানাত্যয় প্রবণ=(অ্যা-সল্ফ্: অ্যাসের়াম্:

মলান্ত্র।—বহুকালের দুরারোগ্য মলকাঠিন্য,—কয়েক বৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্তও মল সরল হয় নাই; মলান্ত্র মধ্যে কতকগুলি সঙ্কোচন বশতঃ মলমার্গ যেন রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি; বস্তিক্রিয়ার পর মলত্যাগ হইবার সময় প্রসব বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা হয় (লাংক-ডিফ্লো: সোরিন্: টিউবার্কীউলিন্:)। বিদারিত মলান্ত্র ভ্রংশ,—মলদ্বারের বাহিরে একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; উপদংশ বিষাশ্রিত এবং দুরারোগ্য (অ্যা-নাই:)।

মূত্রযন্ত্রাদি।—মূত্রনলীতে জ্বালা; পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ; পীতবর্ণ মূত্র ইত্যাদি।

পুংজননেন্দ্রিয়।—"উপদংশ বিষ-দুষ্ট-ধাতু সম্পন্ন ব্যক্তি কিম্বা যে সকল রোগীর উপদংশিক ক্ষত বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে, তাহারা যদি তৎকারণে বহুকাল হইতে কণ্ঠও চর্ম্ম রোগ ভোগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের চিকিৎসার প্রথমেই, অন্য কোন ঔষধের স্পষ্ট লক্ষণ না থাকিলে, সিফিলিনাম্ প্রয়োগে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে" (এইচ: সি:, আলেন্)। ডাঃ টম্যাস্ ওয়াইল্ডস্ বলেন যে তিনি প্রাথমিক উপদংশের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমেই প্রত্যহ রাত্রে এক এক মাত্রা সিফিলিনাম্ (১০০০ ক্রম) প্রয়োগ করেন; তাহাতে প্রথম দুই সপ্তাহ ক্ষত বৃদ্ধি পায় এবং তৎপরে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং কোনরূপ গৌণ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ২য় বা ৩য় সপ্তাহে ক্ষতের প্রান্তভাগ সকল উচ্চ বহিরাবর্ত্তিত অমসৃণ হয় এবং ঘোর লালবর্ণ ধারণ করে, তাহা হইলে সে স্থলে তিনি ১০ হইতে ১৪ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রে এক মাত্রা ল্যাক্-ক্যানাইনাম্ (১০,০০০ ক্রম) প্রয়োগ করেন এবং এরূপ চিকিৎসায় যখন ক্ষত স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় তখন তিনি আবার এক এক মাত্রা সিফিলিনাম্ (১০০০ ক্রম) প্রয়োগ করিয়া রোগ নিরাকৃত করেন। যদি তাহার পরেও ক্ষতান্বিত অংশের কাঠিন্য থাকে, তাহা হইলে কয়েক দিবস প্রত্যহ চারি মাত্রা অ্যাসিড্-নাইট্রিক (৩০ ক্রম) প্রয়োগ করেন। উপদংশে ক্ষত; বাঘী; নানা প্রকার ক্ষত ও প্রদাহ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রদর-স্রাব অপর্য্যাপ্ত; যোনি আবরণী ভেদ করিয়া পদ বহিয়া গুল্ফ পর্য্যন্ত গড়াইয়া আইসে (অ্যালীউ:); বর্ণ হল্‌দে এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ। জরায়ু প্রভৃতি সিথিল। ডিম্বাধারে বেদনা, আর্ত্তবক্লেশ কষ্টরজঃ স্তনে বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব দিবসে স্বরভঙ্গ বা আদৌ স্বরলোপ। পুরাতন শ্বাস রোগ, আবির্ভাব প্রতি গ্রীষ্মকালে যখন জলবায়ু উত্তপ্ত ও জলীয় থাকে; প্রকোপ সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হয় এবং সমস্ত রাত্রি ভোগ হইয়া প্রভাতে ভাল হইয়া যায়; কয়েক বৎসর যাবৎ রোগী বায়ুনলী ভুজগত শ্বাসরোগ ভোগ করিতেছে; প্রকোপ কেবলমাত্র রাত্রে শয়নের পর কিম্বা ঝড়বৃষ্টির সময় আরম্ভ হয়; এই জন্য স্নায়ু সকল এতই ঋশ্বকা বিশিষ্ট হয় যে রোগী কয়েক দিবস, কি দিবসে কি রাত্রিতে আদৌ নিদ্রা যাইতে পারে না। ভয়ানক শ্বাসকৃচ্ছ্র,—বায়ুমার্গ মধ্যে ঘড় ঘড়, সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে; শেষ রাত্রি ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রকোপাধিক্য। প্রচণ্ড কাসি,—বৃদ্ধি রাত্রে, অবিচ্ছিন্ন কাসি বশতঃ নিদ্রা হয় না। গাঢ়, পীতবর্ণ ও স্বাদহীন কফ উত্থিত হয়। বক্ষবিদারক শুষ্ক কাসি; কেবল রাত্রে; কাসিলে বোধ হয় যেন কণ্ঠাভ্যন্তর

কুর্ষিত চাঁচিয়া ফেলা হইতেছে। হুপ্‌কাসি,—প্রকোপকালে প্রাণান্তক বমন আবির্ভূত হয়। দক্ষিণপার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিতে পারে না কারণ তাহাতে শুষ্ক কাসির উদ্রেক হয়। বক্ষোপরে এরূপ চাপ বোধ হয় যে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়া থাকে; বক্ষের পঞ্জরাদি যেন মেরুদণ্ডের দিকে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূতি বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র; বক্ষপ্রসারণ অতি কষ্টসাধ্য।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের মূল দেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত প্রসারী ছুরিকাবেদবৎ বেদনা (শিখর হইতে মূলদেশ=মিডহ্নঃ) ভাল্‌ভের পীড়া।

প্রত্যঙ্গাদি।—মেরুদণ্ডের উর্দ্ধাংশের অস্থিপূতি এবং বক্রতা। গ্রৈব গ্রন্থি সকল স্ফীত এবং তদুপরে অসংখ্য চর্ম্মকাল আচিল উদ্গত হয়। পৃষ্ঠ, শ্রোণিফলক এবং উরুদ্বয়ের বেদনা,—রাত্রে বৃদ্ধি। স্কন্ধসন্ধির এবং ত্রিকোণ পেশীর সংযোগস্থলের বাত,—বৃদ্ধি=পার্শ্বের দিকে বাহু উত্তোলন করিলে (রস্‌-টক্সঃ)—দক্ষিণ স্কন্ধের বাত (স্যাঙ্গিউইন্‌ঃ ভিস্কাঃ);—বাম স্কন্ধের (ফেরাম্‌)। নিম্নাঙ্গে প্রাণান্তক যন্ত্রণা,—আদৌ নিদ্রা হয় না; উত্তাপ প্রয়োগ বৃদ্ধি এবং শীতল জল ঢালিয়া দিলে উপশম হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—এতদ্বিষয়ীভূত বেদনাদির সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়া থাকে (মার্কঃ ফাইটোঃ—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বৃদ্ধি=মিডহ্নণাম্‌ঃ)। বেদনাদি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া থাকে (ষ্ট্যাণাম্‌ঃ); বেদনা স্থান পরিবর্ত্তনশীল (ক্যালী-বাইঃ ল্যাক্‌ক্যান্‌ঃ) এবং রোগীকে একভাবে থাকিতে দেয় না (রাস্‌ঃ)। এতজ্জনিত সকল লক্ষণই রাত্রে বৃদ্ধি হয় (মার্কঃ)।

ত্বক।—**উদ্ভেদাদি**—ধীর পরিণতি প্রবণ, লাল বা তাম্রবর্ণ এবং শীতল হইলে (অর্থাৎ প্রদাহ কমিয়া গেলে) নীলিমা ধারণ করে।

শীর্ণতা।—সমগ্র দেহ শীর্ণ, অস্থিসার হইয়া যায় (অ্যাব্রোটঃ মিডহ্নঃ সার্সাঃ)। প্রাতে রোগী অত্যন্ত অবসাদ বোধ করে। খর্ব্বাকৃতি, জীর্ণ শীর্ণ এবং বৃদ্ধদর্শন শিশু (মিডহ্নণঃ সার্সাঃ অ্যাব্রোট্‌ঃ আয়োড্‌ঃ)।

উপদংশ বিষ-দুষ্ট-ধাতু-সম্পন্ন ব্যক্তির রোগে, যখন অন্য কোন ঔষধে রোগের শান্তি বা স্থায়ী উপকার না হয়, তখন "সিফিলিনাম্‌" সর্ব্বোতোভাবে প্রয়োজ্য।

নিদ্রা।—রাত্রিকালে অস্থির নিদ্রা; মধ্য রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গে আর নিদ্রা হয় না।

জ্বর।—অতিশয় মাথা ব্যথা, সর্ব্বাঙ্গ শীতল; লেপ দ্বারা আবৃত হইতে চাহে। পিপাসা; ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা।

সম্বন্ধ।—**সদৃশ**—অ্যা-নাইঃ আর্স-মেটালিকাম্‌ঃ অ্যাসাফিট্‌ঃ অরাম্‌ঃ অরাম্‌-মিউঃ ক্লাট্‌ঃ ক্যালী-আয়োড্‌ঃ ল্যাক্‌-ক্যান্‌ঃ ল্যাকেঃ মার্কঃ মার্ক-কর্‌ঃ মার্ক-প্রোটঃ মিডহ্নঃ ফাইটোঃ।

তুলনীয়।—উপদংশজ পীড়া ও অস্থি পীড়ায়—অরাম্‌ঃ ক্যালী-আয়োড্‌ঃ নাইট্রিক্‌-অ্যাসিড্‌ঃ। পূতিনস্য—পল্‌সঃ ক্যালী-বাইঃ। পুনঃ পুনঃ স্ফোটক (ছোট ফোড়ার আক্রাসি) [illegible]—আয়োডঃ অ্যাব্রোটেঃ। হৃৎপিণ্ডে বেদনা—মেডোঃ স্পাইজেঃ। নিদ্রার পর বৃদ্ধি—

ল্যাকেসিঃ কণিকাঃ। কোষ্ঠবদ্ধ—ল্যাকডিঃ টুবাকুঃ। মলদ্বার বিদারক—থুযাঃ। স্কন্ধেবাত—রাসঃ স্যাঙ্গুনিঃ ফেরম্ঃ। কৌনিক উপদংশ ক্রিয়া।

শক্তি।—২০০ হইতে উচ্চতর এবং উচ্চতম ক্রম ব্যবহার্য্য।

থাইরইডিনাম্

(THYROIDINUM.)

নামান্তর।—থাইররিড একষ্ট্রাক্ট; অধুনা ইহার বিচূর্ণকে আয়োডো থাইরিণম্ কহে।

প্রস্তুতি।—মেষ বা গোবৎসের দ্বিদল গ্রন্থির নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত হয়। (বিচূর্ণ ও আরক)।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—স্ফোটক; গর্ভাবস্থায় মূত্রে অণ্ডলাল; দৃষ্টির বিকৃতি; আর্ত্তবাভাব; রক্তাল্পতা; তরুণ হৃৎশূল; পৃষ্ঠ বেদনা; নীহার কণ্ডু; কোষ্ঠবদ্ধ; আক্ষেপ (সূতিকাকালে আক্ষেপ); অতিসার; প্রচুর ঘর্ম্ম; শোথ; বাধক; কর্ণ-বিবরের পীড়া; পামা; মূর্চ্ছা; অর্ব্বুদ; অস্থি ভঙ্গের বা ভগ্ন অস্থির বিলম্বে সংযোগ; গলগণ্ড; কেশ পতন বা চুল উঠিয়া যাওয়া; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ ও বিবিধ পীড়া; মূর্চ্ছাবায়ু; মৃগীবৎ মূর্চ্ছাবায়ু; চর্ম্মরোগ; বুদ্ধির জড়তা; কুষ্ঠ-রোগ; উন্মাদ, স্তনে দুগ্ধস্বল্পতা; স্নায়ুবিক অসাড়তা; স্থূলকায়ত্ব; চক্ষুর স্নায়ুপ্রদাহ; হস্ত ও পদের পক্ষাঘাত, অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত; যক্ষ্মা; সর্ব্বাঙ্গে লাল লাল উদ্ভেদ। বিচর্চ্চিকা। সূতিকাজ্বর, শল্কযুক্ত বা ছাল উঠা চর্ম্মরোগ; উপদংশ; ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—মানবের বা শিশুর দ্বিদল গ্রন্থি অপরিস্ফুট বা তাহার অভাব থাকিলে তাহার দেহের পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব সংঘটিত হয় এবং চর্ম্মতলস্থিত তন্তু মধ্যে মাস্তর ন্যায় পদার্থ নির্গলিত বা ক্ষরিত হইয়া সেই সেই অংশের, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও হস্তের, ত্বক স্ফীত বা শোথযুক্তবৎ হইয়া উঠে, তাহার মূর্ত্তি ম্লান ও ফ্যাকাশে হইয়া যায় এবং বুদ্ধির বিশেষ জড়তা ঘটে; এই রোগকে শ্লেষ্মা এবং স্ফীতি বা শোথ কহে; এই সকল রোগীকে দ্বিদল গ্রন্থির নির্য্যাস সেবন তাহাদের রোগের প্রশমন হইয়া থাকে। ঐ গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত হইলে আবার বহিঃসৃতাক্ষিগোলক রোগ জন্মায়; এই রোগে রোগীর অক্ষিগোলক দুইটী ভাঁটার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহার হৃদস্পন্দন বা হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দ্রুত হইয়া থাকে এবং রোগী অন্যান্য নানা প্রকারের হৃদ্রোগের অধীন হয়; তাহা লক্ষণাবলীতে নির্ণীত হইল। যে সকল শিশুর ঐ দ্বিদল গ্রন্থির অভাব বা রোগ থাকে, তাহারা আজন্ম জড়বুদ্ধি হয়, সর্ব্বদা তাহাদের মুখ হইতে লালা নির্গলিত হয় এবং দৃষ্টি ফ্যালফেলে হয়।

এতদ্বিষয়ীভূত স্ফীতি অত্যন্ত অনমনীয় হইয়া থাকে টিপিলে গর্ত্ত হয় না। মিক্সিডিমা রোগীদিগের মস্তকে কেশ থাকে না। এতদ্ব্যতীত এই ঔষধ দ্বারা পশ্চাল্লিখিত রোগ সকল নিরাকৃত হইয়া থাকে :—(১) গলগণ্ড; (২) গাত্রত্বকের রক্তিমা জনক বুসিকা—পদদ্বয়ের ত্বক ঘোর রক্তিমান্বিত, শল্কাবৃত এবং প্রচণ্ড কণ্ডুতিযুক্ত; মীনশল্কিকা ঔপদংশিক চর্ম্মরোগ; ত্বককাঠিন্য; উন্মাদ রোগ; প্রসবান্তিক উন্মাদ এবং জরায়ুর সূত্র তন্তুময় অর্ব্বুদ ও স্থূলকায়ত্বের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভেষজ।

লক্ষণাবলী।

মন।—এক এক সময় এমন হয় যে রোগীকে কিছুতেই কথা কহান যায় না, আবার এক এক সময় ভীষণ ভাবাপন্ন ও নরহত্যাপ্রিয় হইয়া উঠে; যে সম্মুখে থাকে দৌড়াইয়া যাইয়া তাহার গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করে। বিষাদ, এই খিটখিটে ও বিমর্ষ ভাব রহিয়াছে, আবার পরক্ষণেই মহাস্ফূর্ত্তি ও উল্লাস প্রকাশ করে। বিকার অবস্থায় রোগী অনরবত মনে করে যেন তাহার উপর সকলে উৎপীড়ন করিতেছে। (ব্যাসিলিনাম্—সুইজার্লাণ্ডের ডাঃ ইয়ং)। নিদ্রিত অবস্থায় ভয়ঙ্কর গলরোধ অনুভব। এই অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব প্রদর্শন করিতেছে, আবার পরক্ষণেই মহা বিমর্ষভাব প্রকাশ করে। অত্যন্ত ক্রোধনস্বভাব ও উত্তেজনাপ্রবণ। সকল বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। সময়ে সময়ে কি দেখিয়া ভীত হয়।

মস্তক।—মস্তক অত্যন্ত হাল্‌কা বোধ হয় অথচ শিরোঘূর্ণনের মত নহে। শেষ রাত্রি ৪টার সময় নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখে ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে এবং প্রত্যঙ্গাদি ও কটি ভয়ানক ব্যাথা করিতেছে; এইরূপ তিন দিবস থাকে এবং রোগীকে শয্যাগত করিয়া রাখে। অবিচ্ছিন্ন শিরোবেদনা,—শিরোপশ্চাৎ ও ব্রহ্মতল ব্যথা করিতে থাকে। মাথার চুল উঠিয়া যাইয়া আবার চুল জন্মাইতে থাকে। ললাটদেশীয় শিরোবেদনা,—৪ দিবস যাবৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

চক্ষু।—অক্ষিগোলকদ্বয় বহিঃসৃত। মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত; ওষ্ঠ জ্বালা করে ও তাহা হইতে অনবরত শল্ক উঠিতে থাকে। জিহ্বা পুরু লেপাচ্ছন্ন। মুখমণ্ডলের ত্বক অত্যন্ত টান ঘোর রক্ত ক্রোধব্যঞ্জক রক্তিমান্বিত।

কর্ণ।—কর্ণের পশ্চাতে সরস উদ্ভেদ।

মুখমণ্ডল।—আরক্ত; জ্বালা; ছালউঠা।

জিহ্বা।—ঘন লেপাচ্ছন্ন পিপাসা।

কণ্ঠ।—বহিঃসৃতাক্ষিগোলকাধিকারে গলগণ্ড=আয়োড্: স্পাই স্পঞ্জী: ক্যাক্টাস্,—থিরয়ডগ্রন্থি অত্যন্ত বর্দ্ধিতাকার,—ইহার সহিত প্রচণ্ড হৃদ্‌স্পন্দন বর্ত্তমান থাকে।

পাকাশয়।—ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং পরিপাকক্রিয়ার বিশেষ সংঘটিত হইয়া থাকে। বিবমিষা বোধ ও অবসাদ। পাক অন্ত্রাশয়িক রোগ এবং মলতারল্য। আহারাধিক্য বমন ইচ্ছা সহ পৃষ্ঠবেদনা।

মলান্ত্র।—পরিপাক বিভ্রাট বশতঃ মলতারল্য। মলকাঠিন্য নিরাকৃত হইয়া স্বাভাবিক মলত্যাগ আরম্ভ হয়। আধ্মানসহ শিরঃপীড়া।

প্রস্রাব।—প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি। বহুমূত্র; মূত্রের সহিত যৎসামান্য লালা ও শর্করা মিশ্রিত থাকে। মধুমেহও ইহাদ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গম কামনাধিক্য। যে ঋতু একবৎসর যাবৎ বন্ধ ছিল ছয় দিবসে তাহার পুনরাবির্ভাব সংঘটিত হইয়াছিল। রজঃ—অপর্য্যাপ্ত স্রাব হয়, বহু দিবস থাকে এবং শীঘ্র শীঘ্র পুনরাবির্ভাব হয়। প্রথম যৌবনে আর্ত্তবাভাব। বাম ডিম্বাধার মধ্যে নিরন্তর বেদনা অনুভূত হয় এবং ঐ অংশ অত্যন্ত ব্যথান্বিত হইয়া থাকে। রোগিণীর মূর্ত্তি ফ্যাকাশে এবং পীড়াব্যঞ্জক। তলপেটে বেদনা, শিরোবেদনা ও গা বমি বমি করে। প্রসূতির স্তনে দুগ্ধাভাব। সূতিকাক্ষেপ বা সদ্যপ্রসূতির ধনুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ। স্তন্য অর্ব্বুদ। জরায়ুর উপর সৌত্রিকা বা সৌত্রিক অর্ব্বুদ উপজিত হয়। রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষুধাও যথেষ্ট; অথচ দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্র।—রক্তকাসসহ কাসি; ক্ষয়কাসচিহ্ন বাম ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎশূল রোগে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। দুই ধাপ সোপান আরোহণ করিতে গেলে হৃৎপিণ্ড স্থির হইয়া যায় এবং রোগীর মৃত্যু আসন্ন হইয়া পড়ে। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত অথচ রোগী শয়ন করিতে পারে না। হেঁট হইয়া পাদুকা পরিধান করিতে গেলে হৃৎপিণ্ডের অবসাদ ও মৃত্যুর উপক্রম। এক দিবস একটু বেশী পরিশ্রম করায়, হঠাৎ রোগীর শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল, দেহ নীলবর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার মনে হইল যেন সে আর বাঁচিবে না; অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থিতি ও উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগান্তে উপশম। যখন তখন মূর্চ্ছা যায়। অত্যন্ত অবসন্নতা ও বিবমিষা অনুভূতি। হেঁট হইলেই হৃদ্‌স্পন্দন আরম্ভ হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ। ঈষন্মাত্র পরিশ্রমে হৃদ্‌স্পন্দন হয়।

সার্ব্বাঙ্গিক।—যখন তখন দেহের কোন না কোন অংশ ব্যথা করিতে থাকে। মুখমণ্ডল ও পদদ্বয় শোথাক্রান্তবৎ প্রতীয়মান হয়। মহা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ; শয়ন করিলে উপশম বোধ হয়। বাস্তব শোথাক্রান্ত রোগী অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়া থাকে,—থাইরিডিনাম্ সেবনে শীতার্ত্ততা ক্রমে কমিয়া আইসে। স্ফীতি সকল অনমনীয় এবং টিপিলে গর্ত্ত হয় না।

ত্বক।—মীন শল্কিকা,—রোগী অত্যন্ত শীতার্ত্ততা প্রকাশ করে এবং তাহার হস্ত ও পদদ্বয় সর্ব্বদা হিমবৎ শীতল থাকে। গাত্রত্বক নীলবর্ণ হইয়া যায়। গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া লৌহের ন্যায় কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। গাত্রত্বক শুষ্ক। গাত্রত্বক হইতে প্রচুর শল্কপাত হয় কিন্তু রোগীর ঘর্ম্মও হয় না প্রস্রাবও হয় না। বিচর্চ্চিকা,—এতদ্‌সেবনে আক্রান্ত অংশের কণ্ডুতি ও রক্তিমা কমিয়া আইসে, পীড়কাসভ্য পৃথক হইয়া যায় এবং বড় বড় শল্কাকারে উঠিয়া যাইতে থাকে এবং অবশেষে প্রদাহান্বিত ভাব আদৌ তিরোহিত হয়। ব্রণ রোগ,—আক্রান্ত অংশের ত্বক অত্যন্ত টান ও উত্তপ্ত বোধ এবং আরক্তিম প্রতীয়মান হয়; পুয়োপজনন প্রবণতায়

বৃদ্ধি হয়। পামাকচ্ছুর কণ্ডুতির অনেক হ্রাস হয়। হস্ত ও চরণ হইতে শল্কপাত। গৌণ ঔপদংশিক উদ্ভেদ। ভগ্ন অস্থি সংযুক্ত হয় (সিম্ফিট:)।

নিদ্রা।—নিদ্রা প্রবৃত্তি, ৪টার সময় নিদ্রা ভঙ্গসহ মাথা ব্যথা। অনিদ্রা।

জ্বর।—মুখমণ্ডল লাল, বিবমিষা, অচৈতন্য, পিপাসা, ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

তুলনীয়।—আর্স: ব্যাসিলিন্: ক্যাল্কে: ডিজিট: ফীউকান্: আয়োড্: স্পাইজি: স্পঞ্জীয়া:।

সদৃশ।—বিচর্চ্চিকায় আর্স: সোপানারোহণে হৃদ্‌স্পন্দন = অরাম্-মিউ:। ঈষন্মাত্র পরিশ্রমে = আস: ক্যাল্কে: আয়োড্: ক্যালী-কার্ব: স্পাইজি:। ঈষন্মাত্রদেহ সঞ্চালনে = ডিজিট: ফেরাম্: স্টাট-মিউ: ষ্ট্যাফ্:। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ মূর্চ্ছা = ক্যালী-ফস্:। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতাশঙ্কা অ্যাকো: কার্ব্বো-ভেজি: ক্রোটেল্: জেল্‌সি: ল্যাকে: নাযা এবং অ্যা-হাইড্রো-স্যায়ানিক্। বহিঃসৃতাক্ষিগোলক = ডিজিটেলিন্: লাইকোপাস্: স্পঞ্জী: ষ্ট্রীক্‌নিন্:। বহিঃসৃতাক্ষি-গোলক সহযোগে দ্বিদল-গ্রন্থি বিবর্দ্ধন = ক্যাক্ট. ফেরাম: ফেরাম্-আয়োড্: লাইকোপাস্: স্পাই: স্পঞ্জী:। যক্ষ্মায়—ব্যাসিলিনম্:। উপদংশে মাকু -সাইলি: শিরপীড়ায় ল্যাকেসিস্:।

শক্তি।—৩য় দশমিক হইতে ২০০ শততমিক।

ভেরিয়োলিনাম্

(VARIOLINUM.)

প্রস্তুতি।—মসূরিকার রস বা পূয হইতে ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—হাঁপানি, পৃষ্ঠ বেদনা; কম্প; জ্বর; পশ্চাত মস্তকে বেদনা; স্নায়ুশূল; বসন্ত; অণ্ডকোষ স্ফীত ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস।—ভেরীয়োলিনাম্ ভ্যাক্সিনিনাম্ উভয়েরই ক্রিয়া একরূপ এবং যে লক্ষণে একটি ব্যবহার হয় অন্যটীও ঠিক সেই লক্ষণে এবং সেই অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বসন্ত আক্রমণের প্রারম্ভে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঠিক সেই সেই লক্ষণ ভেরীয়োলিনামের নির্ণায়ক। ইহা বসন্ত রোগের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক এবং গোমসূর্য্যাধান বা টীকা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, অথচ গোমসূর্য্যাধানান্তে অনেক সময় যে সকল উৎকট রোগ আবির্ভূত হয়, ভেরীয়োলিনাম্ প্রয়োগে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই। যে কোন ব্যক্তি প্রতি বৎসর বসন্ত প্রাদুর্ভাবের দুই এক মাস পূর্ব্বে ভেরীয়োলিনাম্ বা ভ্যাক্সিনিনাম্ ৩০ শততমিক ক্রমের এক এক মাত্রা উপর্য্যুপরি তিন দিবস সেবন করিলে সে বৎসরের জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ এই :—(১) ভয়ানক সর্দ্দি এবং অত্যন্ত

শীতবোধ হয়,—বোধ হয় যেন বরফ জল পৃষ্ঠ বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, প্রচণ্ড জ্বর,—যেন রোগীর দেহ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; শিরোমধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা এবং মস্তক এত ভার বোধ হয় যে রোগীর মাথা তুলিবার ক্ষমতা থাকে না, মাথা তুলিতে গেলে রোগীর বোধ হয় যেন সে পশ্চাদ্দিকে পড়িয়া যাইবে; মুখ ও চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিময় বাষ্প নির্গত হইতেছে; রোগীর গাত্রে হস্ত অর্পণ করে কাহার সাধ্য এতই উত্তাপ, তেমনি কটি বেদনা,—যেন কোমর খসিয়া যাইতেছে, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে এবং একবার শয়ন করে, একবার উঠিয়া বসে এইরূপ করিতে থাকে, কিছুতেই ঈষন্মাত্র আরাম বোধ হয় না, তাহার যন্ত্রণা অনির্ব্বচনীয়; পদদ্বয় বোধ হয় যেন চর্ব্বিত হইতেছে তন্মধ্যে এইরূপ বেদনা, ইহার পর আবার রোগী থাকিয়া থাকিয়া ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া উঠে, অথচ তাহাতে তাহার যন্ত্রণার কিছুমাত্র লাঘব হয় না, গা বমি বমি করিতে থাকে, উপর পেট ব্যথা করে, উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা হয়; ললাট ভয়ানক উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং টস্ টস্ করে, নীলা ধমনীদ্বয় দপ্ দপ্ করিতে থাকে, শিরোবেদনাধিকারে বোধ হয় যেন মস্তকের চতুর্দ্দিকে একটি বন্ধনী রহিয়াছে (অ্যা-কার্ব্বল), শিরোমধ্যে বোধ হয় যেন কেহ ছুরিকাঘাত করিতেছে, নিদ্রিত অবস্থায় রোগী মুখব্যাদন করিয়া থাকে এবং কেহ তাহাকে জাগ্রত করিলে নিম্ন-হনু কম্পিত হইতে থাকে। জিহ্বার উপর পুরু, সমল পীত লেপ নিদ্রিত অবস্থায় জিহ্বা বহির্গত হইয়া থাকে এবং বহিঃস্থত অংশ কাললেপাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়, ফলতঃ রোগীর জিহ্বা ঠিক পূতি প্রাপ্ত মাংসখণ্ডের ন্যায় অনুমিত হয়। কণ্ঠে অত্যন্ত ব্যথা এবং তালুমূল পার্শ্বস্থিত গহ্বরদ্বয় আরক্তিম; মুখ হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে হইলে কণ্ঠ মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা এবং যেন কণ্ঠনলী রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। যেন কণ্ঠের দক্ষিণপার্শ্বে এক গুল্ম আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। রোগিণী মুখ হইতে অসহনীয় পূতিগন্ধ নিঃসৃত হয় (ক্যালী পার্ম্যাঙ্গানিকাম্)। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ ও উপর পেট ভয়ানক ব্যথান্বিত ও স্পর্শাসহ। হৃদগ্র প্রদেশেও ভয়ানক বেদনা বোধ হয়। অনবরত বিবমিষার উদ্রেক হয় এবং পিত্ত ও শোণিতাক্ত পদার্থ বমন হয়। দুগ্ধপানমাত্র বমিত হইয়া যায়। পাতলা শোণিত লাঞ্ছিত মল। বারবার তরল, কপিশবর্ণ বা নবীন শষ্পবৎ হরিৎবর্ণ মলত্যাগ হয় এবং তাহা হইতে অসহনীয় পূতিগন্ধ নিঃসৃত হইয়া থাকে। আমাতিসার বা রক্তাতিসার। প্রস্রাবের রং লাল রক্তের ন্যায়, কিম্বা আবিল ও দুর্গন্ধ। অণ্ডকোষে আঘাত লাগিবার পর হইতে তাহা অত্যন্ত স্ফীত ও অনমনীয় হইয়া উঠে।

ইহা দ্বারা নানা প্রকার চর্ম্মরোগের উপকার হয়, দদ্রুমেখলাতে ইহা বিশেষ হিতকারী। চর্ম্মদনান্তিক স্নায়ুশূল রোগেও ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।

অন্ন। প্রাথমিক জ্বরেই প্রলাপ, মৃত্যুভয়।

মস্তক ;—মাথাঘোরা, উঠিতে যাইলে মূর্চ্ছা, সমস্ত মস্তকেই বেদনা, পশ্চাৎমস্তকে অসহ্য বেদনা।

চক্ষু ;—কনীনিকার সঙ্কোচন, চক্ষুর বিবিধ পীড়া (কিরাটাইটীস্) ইত্যাদি।

কর্ণ ;—বধিরতা।

মুখমণ্ডলাদি ;—ঘন বেগুণে বর্ণ, নিদ্রাকালে চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, জিহ্বায় পীতবর্ণের ময়লা, দাঁতে কটাবর্ণ দাগ।

গলমধ্য ;—গলক্ষত, উপঝিল্লী প্রদাহবৎ মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ।

পাকস্থলী ;—পেটে বেদনা, বমন, বমনেচ্ছা, জল মিষ্টাস্বাদযুক্ত বোধ হয়।

মল ;—তরল রক্তময় মল, কটাবর্ণের বা সবুজবর্ণ মল, আমরক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র ;—ব্রাণ্ডিবর্ণ লালমূত্র, ঘোলা দুর্গন্ধ মূত্র।

পুংজননেন্দ্রিয় ;—অণ্ডকোষ স্ফীতি, আঘাত জন্য শক্ত স্ফীতি।

শ্বাসযন্ত্র ;—হাঁপানি, শ্বাসক্লেশ, কষ্টকর কাসিসহ ঘন আটামত গয়ার।

গ্রীবাপৃষ্ঠ ;—কাঠিন্য, শিরঃপীড়া বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;—বাহু পক্ষাঘাত সদৃশ, নিম্নাঙ্গের বাত।

চর্ম্ম ;—বসন্তের গুটিকা বাহির হওয়া, লাল লাল ফুস্কুড়ি, কণ্ডুয়ন, চ্ছাযুক্ত গুটিকা।

জ্বর ;—প্রবল কম্প, প্রবল জ্বর, পৃষ্ঠ বেদনা, পিপাসা থাকে না, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

সম্বন্ধ ;—**সদৃশ**—অ্যান্ট্-টার্ট এপীস্. অ্যা-কার্ব্বল্ অ্যান্থ্রাসিনাম্. ব্যাপ্টি: ক্যালী-মিউ হিপোজিলিনাম্ (সংমিলিত মসূরিকা), ল্যাকে ম্যালাণ্ড্রিনাম্: মার্ক-সল্. রাস: সাইলি স্যাবাসিনীয়া সোলেণাম্-নাই থূয়া ভিরেট্রাম্।

দোষঘ্ন ;—থূযা অস্থিচর্ম্ম ইত্যাদি।

শক্তি ;—৬ষ্ঠ শতমিক হইতে সহস্র শতমিক ক্রম। তন্মধ্যে ৬, ৩০ ও ২০০ ক্রমের অধিক ব্যবহার।

ভ্যাক্সিনিনাম্

(VACCININUM).

নামান্তর ;—গো-বীজের টীকার বীজ।

প্রস্তুতি ;—উক্ত টীকার রস বা পূর্ববৎ পদার্থ হইতে বিচূর্ণ।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ;—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ ;—ক্ষত আরোগ্যের পরবর্তী চিহ্ন ; পামা, কুষ্ঠ ; রক্ত-আঁচিল ; বৃক্কপ্রদাহ ; বসন্ত বা মসূরিকা ; অর্ব্বুদ গো-বীজে টীকা দেওয়ার মন্দ ফল ; হুপিং কাস ইত্যাদি।

উপযোগিতা ও আভাস ;—"ভেরিওলিনাম" দ্রষ্টব্য।

লক্ষণাবলী ;

মন ;—ক্রন্দনশীলতা ; অস্থির নিদ্রা ; বিষণ্ণ খিট্‌খিটে ; বসন্তের ভয়।

মস্তক ;—সম্মুখ কপালে বেদনা ; ত্বকে মামড়ীর মত উদ্ভেদ।

চক্ষু ;—চক্ষুপ্রদাহ ; চক্ষুজাল ; ক্ষীণদৃষ্টি।

নাসিকা ;—মস্তকে ভারবোধ ; নাক দিয়া রক্তস্রাব।

মুখমধ্য ;—জিহ্বায় পীতাভবর্ণ লেপ ; মুখে শোষ।

পাকস্থলী ;—ক্ষুধা থাকে না ; আস্বাদ বা ঘ্রাণশক্তি থাকে না।

নিম্নোদর ;—যকৃত ও প্লীহা প্রদেশে বেদনা ; আধ্মান-বায়ু।

মূত্রযন্ত্র ;—মূত্রে অণ্ড লালসহ, মূত্র-গ্রন্থি-প্রদাহ।

শ্বাসযন্ত্র ;—পেটের উপর বেদনা এবং হৃৎপিণ্ডে ভারবোধসহ শ্বাস খর্ব্বতা, বক্ষের বাম ভাগে সূচীবেধবৎ বেদনা, দক্ষিণদিকে পঞ্জবাস্থিমধ্যে বেদনা, যকৃৎ ও প্লীহাদেশে বেদনা।

হৃৎপিণ্ড ;—হৃৎপিণ্ডের এবং ধমনীতে জ্বরের ক্রিয়া বা লক্ষণ।

পৃষ্ঠ ;—পৃষ্ঠবেদনা, কটীদেশে বা কোমরে অতিশয় বেদনা।

ঊর্দ্ধাঙ্গ ;—বামদিকের বাহুতে বেদনা ; কবজীতে বাতের মত বেদনা ইত্যাদি।

নিম্নাঙ্গ ;—উরুতে ছিন্নকরণবৎ বেদনা, পা কামড়ান, ক্লান্তিবোধ।

ত্বক ;—শুষ্ক ও উত্তপ্ত, লাল লাল উদ্ভেদ, বসন্তের মত জ্বালা, কুট্‌কুট্‌ করা।

নিদ্রা ;—সম্মুখ কপালে ও চক্ষুতে বেদনা জন্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়।

জ্বর ;—জ্বর, প্রবল তাপ, পিপাসা, অস্থিরতা, অক্ষুধা, শীতসহ জ্বর ইত্যাদি।

সম্বন্ধ ;—**দোষঘ্ন**—থূযা: এপিস্: সল্‌ফ. অ্যান্ট-টার্ট. সাইলি: ম্যালাণ্ড্রি:।

তুলনীয় ;—বসন্তে—ভেরিও: ম্যালাণ্ড্রি: স্যাবাই:। বৃক্কক প্রদাহই—এপিস: মার্কর ক্ষয়কাস—ব্যাপ্টি: টুবাকু:। হুপিংকাসে—থূযা: সিফা: কক্কস্: ফেরম্।

শক্তি ;—১২, ৩ ও ২০০ শততমিক ক্রম।

এক্স্-রে

(X-RAY.)

নামান্তর ;—রয়েন জেন্-রে।

প্রস্তুতি ;—একড্রাম অ্যাল্‌কোহিলপূর্ণ শিশি ক্রুক টিউবের ক্রিয়াকালে অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া রাখিলে ঔষধ প্রস্তুত হয়। উহা হইতে ঊর্দ্ধক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আভাস।—দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিতে বিশেষ সমর্থ। ...বা ক্যান্সার কচ্ছুবিষ, গুটিকা প্রভৃতি দোষ সংযুক্ত ধাতুতে ইহা প্রয়োগে আভ্যন্তরিক দোষ বহির্গত করিয়া দিতে সমর্থ। ক্যাঙ্কেরিয়া মেডোরিনম, সোরাইনাম্, সলফর, সিফিলিনাম্। টুবাকু লিমন্ প্রভৃতি যেস্থলে প্রতিক্রিয়া আনয়নে অসমর্থ সেখানেও ইহা ব্যর্থ হয় না।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নানাবিধ চর্ম্মরোগ, কর্কটরোগ; পামা; বাত; জরায়ুর পীড়া, ক্লান্তি; জানু ও পায়েব স্ফীতি ইত্যাদি।

লক্ষণাবলী।

মন।—মানসিক উত্তেজনা, মানসিক অবসাদ এককথা লিখিতে অন্য কথা লিখে। অন্যকে হত্যা কবিতে ইচ্ছা; মানবের প্রতি দ্বেষভাব।

মস্তক।—দক্ষিণ চক্ষুব উপব বেদনা, কপালে বেদনা, সকালে নিদ্রা হইতে উঠিলে মাথাব্যথা; নিদ্রালুতা সহ মাথাব্যথা। মস্তকশীর্ষে বেদনা। স্নায়বিক শিবঃপীড়া।

চক্ষু।—অক্ষিগোলকে বেদনা, বক্তসঞ্চয়, অক্ষিপুট ভারি যেন নিদ্রা আসিতেছে।

কর্ণ।—কর্ণমধ্যে শব্দ তৎসহ ভাল শুনিতে পায় না।

নাসিকা।—নাকদিয়া বক্তময় সূক্ষ্মস্রাব, সর্দ্দি।

মুখবিবরাদি।—চোয়ালে বেদনা, চিবুকে ক্ষত ও শুষ্কতা, দাঁতে দাগ, গলমধ্যে যেন সন্ধকন্নুন বহিয়াছে একপ অনুভব। মুখ দিয়া দুর্গন্ধ বাহিব হয়।

পাকস্থলী।—ক্ষুধা থাকে না, মাংসে ঘৃণা। মিষ্টদ্রব্যে স্পৃহা। পিপাসায় মুখে তিক্তস্বাদ। বিবমিষা ও বমন।

নিম্নোদর।—স্ফীতি, আধ্মান-বায়ু, শূলবৎ বেদনা।

মলান্ত্র।—মলান্ত্রেব সর্দ্দিজ প্রদাহ, সবুজবর্ণ মল, আধ্মানসহ নিষ্ফল বেগ।

পুংজননেন্দ্রিয়।—মূত্র বদ্ধ বা পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ ধ্বজভঙ্গ, অণ্ডকোষ শিথিল।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সবুজবর্ণ ঋতুস্রাব, বামডিম্বাধারে বেদনা। মাথাব্যথা গবম বোধ।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি; প্রচুর গয়াব উঠা, ধূসরবর্ণ গয়াব, প্রমেহবিষদুষ্ট ব্যক্তির কাস রোগ; বক্ষ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎকম্পন, বেদনা; হৃৎপিণ্ডেব চাবিদিকে বায়ু; আধ্মান-বায়ু।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—দক্ষিণ পায়ে গৃধ্রসী, বাহুতে আমবাতিক বেদনা। নিম্নাস্থির অসাড়তা কিম্বা স্ফীতি।

জ্বর।—নিদ্রার প্রারম্ভে কম্প; তাপ, তখনি বোধ যেন ঘর্ম্ম হইবে। ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা।

নিদ্রা।—বামদিকে শয়ন করিলে, হৃৎপিণ্ডের আঘাতে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়।

ত্বক ;—সম্মুখকপালের বামদিকে পুরাতন ফুস্কুড়ির আবির্ভাব, চর্ম্মের বিবিধ পীড়া; পামা আরক্তবৎ ইত্যাদি।

সম্বন্ধ তুলনীয় ;—ক্যাল্‌কেরিয়া; কষ্টিকাম; হিপার সেল্ফ, ন্যাট্রাম, সলফর, ফেরাম্ সাইলি: টিউবার্ক: লিলিয়ম সাইলি। পাইসেলিস্‌. সোরিনাম্ থুষা: জিঙ্কাম্: ইত্যাদি।

দোষঘ্ন ;—নবম ও সলফর।

শক্তি ;—১২শ বা ৩০শ বা তদুর্দ্ধক্রম।

ইলেক্‌ট্রিসিটাস্

(ELECTRICITAS).

নামান্তর ;—ইলেক্‌ট্রিসিটি।

প্রস্তুতি ;—দুগ্ধ শর্করায় তাড়িৎপ্রবাহ সংযোগদ্বারা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ;—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—উৎকণ্ঠা; স্নায়বিক কম্পন; অস্থিরতা; তাণ্ডব; মূর্চ্ছাবায়ু; বাত; পক্ষাঘাত; হৃৎকম্পন; শিরঃপীড়া:, আসন্ন ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতাদির আশঙ্কা; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুরুত্ব ইত্যাদি।

দোষঘ্ন ;—মর্ফিয়া: আসিটেট্।

শক্তি ;—১২ ও ৩০ শততমিক ক্রম।

ম্যাগ্নেটিস্ পোলাই অ্যাম্বা

(MAGNETES POLI AMBO).

প্রস্তুতি ;—দুগ্ধ শর্করা বা পরিস্রুত জলে ম্যাগ্নেটের প্রভাব সম্মিলিত [illegible] ইহা প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ ;—নিম্নলিখিত রোগে ফলপ্রদ;—সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা [illegible] দুইখানি অস্থির মধ্যস্থ উপাস্থির পরস্পর সংপৃষ্ঠ হয়, তখন সন্ধিস্থলে যেন ভগ্ন হইয়াছে [illegible] বেদনা অনুভব; উৎক্ষেপ ও চিড়িকমারা বেদনা, শিরঃপীড়া; পুরাতন ক্ষত হইতে রক্ত[illegible] প্রবণতা।

শক্তি ;—১২ ও ৩০ শততমিক ক্রম।

ম্যাগ্নেস্ পোলস্ আর্টিকাস্

(MAGNETIS POLUS ARTICUS).

নামান্তর।—**প্রস্তুতি**—ম্যাগ্নেটের নর্থপোল বা উত্তর মেদ গ্রন্থি হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—নিদ্রার ব্যাঘাত, স্বপ্ন সঞ্চরণ, কশেরুকা মজ্জা মধ্যে ভগ্ন২ শব্দ অনুভব, শীতানুভব, দন্তশূল ইত্যাদি।

শক্তি।—১১, ৩০শ ও তদূর্দ্ধ ক্রম।

ম্যাগ্নেটীস্ পোলস্ অষ্ট্র্যোলিস্

(MAGNETIS POLUS AUSTRALIS)

নামান্তর ও প্রস্তুতি।—ম্যাগ্নেট অভ সাউথ পোলস,—পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত হয়।

লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ।—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখের ভিতরে অতিশয় বেদনা, নখের ভিতরদিকে প্রবেশ বা ক্রশ বসিয়া যাওয়া, পায়ের সন্ধির সহজে বিচ্যুতি, পা ঝুলিয়া বসিলে, অতিশয় বেদনানুভব ইত্যাদি।

শক্তি।—১২, ৩০শ বা তদূর্দ্ধ ক্রম।